ব্যবহারিক শব্দকোষ

বাংলা ভাষার অভিনব অভিধান

বাংলা ভাষার প্রচলিত যাবতীয় তৎসম, তদ্ভব, দেশী ও বিদেশী শব্দ ও তাহাদের বিভিন্ন শব্দার্থ প্রায়শঃ বিখ্যাত সাহিত্যিকগণের রচিত বাক্য বা বাক্যাংশ সহযোগে শব্দপ্রয়োগ, বিদেশী শব্দসমূহের মূল উচ্চারণ ও অর্থ, বাগ্বিধি বা বিশিষ্টার্থক শব্দাবলী, প্রবচন, পদপরিচয়, ব্যুৎপত্তি, সমাস, আধুনিক শব্দার্থ ও স্থলবিশেষে ইংরেজী প্রতিশব্দ প্রভৃতি এবং পরিশিষ্টে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ও সরকার কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন পরিভাষা, বানান-সংস্কার ও প্রয়োজনীয় বিষয়-সংবলিত

প্রখ্যাত সাহিত্যিক ও সমালোচক
কাজী আবদুল ওদুদ এম্. এ.-সংকলিত

বহুল সংশোধিত ও পরিবর্ধিত সংস্করণ

শব্দসংখ্যা প্রায় ৬৪ হাজার

প্রেসিডেন্সী লাইব্রেরী
১৫ বঙ্কিম চাটার্জি স্ট্রীট, কলিকাতা-৭৩

নিবেদন

'ব্যবহারিক শব্দকোষ' সংকলনে বিশেষ সাহায্য লাভ করেছি বাংলা ভাষার এই তিনখানি সুপরিচিত শব্দকোষ থেকে: স্বর্গীয় রামকমল বিদ্যালঙ্কার-সংকলিত 'প্রকৃতিবাদ অভিধান', স্বর্গীয় জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস-সংকলিত 'বাঙ্গালা ভাষার অভিধান' আর শ্রীযুক্ত হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়-সংকলিত 'বঙ্গীয় শব্দকোষ'। এই বরেণ্য পথিকৃৎদের প্রতি আমার গভীর শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা নিবেদন করছি। শ্রীযুক্ত রাজশেখর বসু মহাশয়ের ক্ষুদ্রকায় কিন্তু সুসম্পাদিত 'চলন্তিকা' থেকেও মাঝে মাঝে সাহায্য পেয়েছি। তাঁর প্রতিও আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

বাংলা ভাষা তার বিচিত্রমূল সাধারণ, ও অসাধারণ শব্দ ও শব্দ সংশ্লেষ নিয়ে বর্তমানে যে বিশিষ্ট রূপ ধারণ করছে, ক্ষেত্রবিশেষে করতে চাচ্ছে, সে-সবের সঙ্গে প্রধানতঃ শিক্ষার্থীদের যথাসম্ভব অন্তরঙ্গ পরিচয় ঘটানো 'ব্যবহারিক শব্দকোষে'র উদ্দেশ্য। সেজন্য শব্দের বিচিত্র অর্থ ও সমার্থক শব্দের নির্দেশের চাইতেও বেশী মনোযোগ দেওয়া হয়েছে, তার সুষ্ঠু প্রয়োগের নিদর্শন উদ্ধৃতির দিকে। সৌভাগ্যক্রমে রবীন্দ্রনাথ থেকে প্রচুর উদাহরণ দেওয়া সম্ভবপর হয়েছে। এরূপ একখানি সর্বদা ব্যবহারযোগ্য অভিধানের যে বিশেষ প্রয়োজন আছে তা সহজেই স্বীকৃত হবে। কিন্তু কাজটি যেমন লোভনীয় তেমনি কষ্টসাধ্য। দীর্ঘ দিনে বহু জনের মিলিত চেষ্টায়ই এরূপ অভিধান সংকলনে প্রকৃত সাফল্য লাভ সম্ভবপর। 'ব্যবহারিক শব্দকোষের' বহু অসম্পূর্ণতা দেশের গুণীদের আনুকূল্যে বিদূরিত হবে, সংকলকের এই এক বড় ভরসা।

বাংলার মুসলমান-সমাজে প্রচলিত অথচ বাংলা অভিধানে সাধারণতঃ অচলিত শব্দগুলোও সংকলন করতে চেষ্টা করা হয়েছে। মুসলমান-সমাজের চিত্র বাংলা সাহিত্যে ব্যাপকভাবে অঙ্কিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এসবের প্রয়োজনীয়তা সহজেই বৃদ্ধি পাবে।

আরবী, ফারসী ও তুর্কী ভাষা থেকে আগত শব্দগুলোর প্রতিবর্ণীকরণ যথাসম্ভব বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে করতে চেষ্টা করা হয়েছে।

সমস্ত বিদেশী s ধ্বনি 'স'-এর দ্বারা ব্যক্ত করা হয়েছে।

নূতন সংস্করণের নিবেদন

আমার পিতা বিখ্যাত শিক্ষাবিদ্ 'আধুনিক বাংলা ব্যাকরণের' প্রণেতা স্বর্গীয় জগদীশচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের 'সাহিত্যবোধ অভিধান' নামে একটি ছোট শব্দকোষ প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পূর্বে মুদ্রিত ও প্রচলিত ছিল। কিন্তু উহা দীর্ঘকাল অমুদ্রিত থাকায় তাঁহারই উৎসাহে আমরা এই 'ব্যবহারিক শব্দকোষ'খানি প্রকাশ করি। এবার এই গ্রন্থখানি অত্যন্ত যত্ন সহকারে আদ্যন্ত সংশোধিত, পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত করিয়া প্রকাশ করিলাম। এই কার্যে সুপণ্ডিত শ্রীঅমলেন্দু সেন এম. এ., বি. এল. মহাশয় যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছেন। অমলেন্দুবাবু শয্যাশায়ী থাকিয়াও এই কার্যে যেরূপ নিষ্ঠা সহকারে পরিশ্রম করিয়াছেন, এরূপ একনিষ্ঠ শ্রম না পাইলে এই গ্রন্থ প্রকাশিত হইতে আরো বিলম্ব হইত। এজন্য আমি তাঁহাকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাইতেছি। পরিশিষ্টে বিজ্ঞানাদি ও সরকারী পরিভাষা, বিশ্ববিদ্যালয়ের বানানের নিয়ম ও অন্যান্য কতকগুলি প্রয়োজনীয় বিষয় সংকলিত হইয়াছে। পদপরিচয়, শব্দের ব্যুৎপত্তি এবার প্রায় সর্বত্র সন্নিবেশিত হইয়াছে। বইর পৃষ্ঠাসংখ্যাও অনেক বাড়িয়াছে। শব্দসংখ্যা ততোধিক বাড়িয়াছে। এই সংস্করণে প্রায় ৬৪ হাজার শব্দসংখ্যা প্রদত্ত হইয়াছে।

আশা করি, এই পরিবর্ধিত সংস্করণ পূর্বাপেক্ষা অধিকতর আদৃত হইবে। এত অল্লায়তনে এত শব্দবহুল প্রয়োজনীয় অভিধান বিরল। এই অভিধান যে-কোন গৃহে বা প্রতিষ্ঠানে থাকিলে সর্বদা প্রয়োজনীয় ব্যাপারে ছোট বা বড় আর কোন অভিধানের প্রয়োজন হইবে না, একথা আমরা নিঃসংশয়ে বলিতে পারি। গ্রন্থখানির উন্নতিকল্পে সর্বপ্রকার সাহায্য ও উপদেশ প্রার্থনা করি। ইতি ৩রা আশ্বিন, ১৩৫৬ সন।

ব্যবহারিক শব্দকোষ

অ

অ—স্বরবর্ণের আদ্যবর্ণ, উচ্চারণ সাধারণতঃ দুই প্রকার, যথা—(১) অর্চনা, অতএব ; (২) অতীত, অরুণা (ওকারের মত) ; অভাব, বৈপরীত্য ইত্যাদি বোধক অব্যয় : (১) অভাব—অলোভ, অভয় ; (২) সাদৃশ্য—অব্রাহ্মণ (ব্রাহ্মণ সদৃশ আর কিছু, ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র ইত্যাদি—অব্রাহ্মণ নহ· তুমি তাত—রবি) ; (৩) অন্যত্ব—অহিন্দু (হিন্দু ভিন্ন আর কিছু) ; (৪) অল্পতা—অজন্মা (আমার সোনার ক্ষেত শুষিছে অজন্মা-প্রেত —রবি) ; (৫) অপ্রাশস্ত্য—অকাল ; (৬) বিরোধ, বৈপরীত্য—অধর্ম, অক্রোধ (অক্রোধের দ্বারা ক্রোধকে জয় কর) । (গ্রাম্য ভাষায় অ অনেক সময় নিষেধার্থক হয় না, যথা—অমন্দ (=মন্দ) । নঞ্ অর্থে ব্যঞ্জনবর্ণের· পূর্বে 'অ' এবং স্বরবর্ণের পূর্বে 'অন্' ব্যবহৃত হয় ।

অই—(বর্তমানে 'ঐ' 'ওই'রূপে ব্যবহৃত হয়) অব্য. ওখানে, অদূরে । [অদস্]

অঋণ—বি. ঋণশূন্যতা ('সুখী সে অঋণে যাহার দিন যায়') । **অঋণী** (-ণিন্)—ণ. যাহার ঋণ এখন আর নাই অথবা কখনও ছিল না ; যে 'দেবঋণ' 'ঋষিঋণ' ও 'পিতৃঋণ' হইতে মুক্ত হইয়াছে ।

অংশ—[অন্শ্ (ভাগ করা) +অ (ঘঞ্)] বি. খণ্ড, ভগ্নাংশ (চারি অংশে ভাগ করা) ; বীর্য, ঔরস (দেবতার অংশে জন্ম) ; ভাগ (সম্পত্তির অংশ) ; অবয়ব (যন্ত্রের বিভিন্ন অংশ) ; বিষয় (কোন অংশে হীন নহে) ; রাশিচক্রের ৩০ ভাগের এক ভাগ বা ভূপরিধির ৩৬০ ভাগের এক ভাগ । (ণ. আংশিক) । **অংশক**—বি. বা ণ. বণ্টক ; জ্ঞাতি ; দিন । **অংশতঃ**—ক্রি-ণ. কিছু পরিমাণে (অংশতঃ দায়ী) । **অংশন**—বি. বণ্টন ।· **অংশভাগী** (-গিন্)—সম্পত্তির উত্তরাধিকারী । **অংশা-অংশি, অংশাংশি**—বি. ভাগাভাগি । **অংশাংশ**—বি. অংশের অংশ । **অংশাবতার**—বি. ভগবানের অংশরূপে নরলোকে যাঁহার আবির্ভাব হইয়াছে । **অংশানো**—ক্রি. বর্তানো । **অংশিত**—ণ. বিভাজিত । **অংশী** (-শিন্)— ণ. ভাগী, অংশীদার ; সমব্যথী (আমার দুঃখের অংশী) । [অংশ +ইন্] । **অংশীদার**—বি. কোন সম্পত্তিতে বা কারবারে যাহার অংশ আছে, shareholder, partner. [অংশী+ফা. দার] ।

অংশু—[অশ্ (ব্যাপা)+উ] বি. কিরণ, দীপ্তি ; সূতা ; বস্ত্র ; আঁশ । **অংশুক**—বি. বস্ত্র, সূক্ষ্মবস্ত্র (চীনাংশুক) । **অংশুকার**—বি. প্রবালকীট, তারামাছ প্রভৃতি । **অংশুজাল**—বি. কিরণসহ । **অংশুধর**—বি. সূর্য । **অংশুপট্ট**—বি. রেশমী বস্ত্র (তসর, গরদ প্রভৃতিও) । **অংশুপতি, অংশুমান্** (-মৎ), **অংশুমালী** (-লিন্)—বি. সূর্য । **অংশুল**—ণ. প্রভাবান্ ।

অংস—[অম্+স] বি. স্কন্ধ, কাঁধ । **অংসকূট**—ষাঁড়ের ঝুঁটি । **অংসভার**—কাঁধের বোঝা ; দায়িত্ব । **অংসল**—ণ.যাহার কাঁধ মোটা ও চওড়া ; বলবান্ ।

অকচ—[ন+কচ (চুল)] ণ. কেশহীন, নেড়া ।

অকঞ্চুক—ণ. যাহার খোলস বা খোসা নাই ।

অকট্কিম্মা—বি. আচারবিচারে খুব বাঁধাবাঁধি নিয়মের অভাব, অকড়াকড়ভাব । [ইত্যাদি] ।

অকঠিন—ণ. কোমল ; কঠিন নয় (তরল বায়বীয়

অকঠোর—ণ. সদয় ; প্রশ্রয়শীল ; রুক্ষতাবর্জিত ।

অকড়িয়া—ণ. (যাহার কড়ি নাই) ধনহীন, মূল্যহীন। বহুব্রী। **অকণ্টক**—ণ. শত্রুহীন; বাধাবিঘ্নহীন। বহুব্রী। **অকণ্টকে**—ক্রি-ণ. নিষ্কণ্টকে, নির্ঝঞ্ঝাটে।

অকথন—ণ. যাহা মুখে আনা যায় না; যাহা প্রকাশ করিয়া বলা যায় না; অকথনীয়। বি, না বলা। **অকথনীয়**—ণ. অবর্ণনীয়, অনির্বচনীয়; যাহা মুখে আনা অনুচিত। **অকথা** (পূর্ববঙ্গীয় গ্রাম্য ভাষায় 'আকথা'—বাজে কথা) বি. কুৎসিত কথা। **অকথা-কুকথা**—গালমন্দ। **অকথিত**—ণ. যাহা বলা হয় নাই (অকথিত বাণী)। **অকথ্য**—ণ. যাহা মুখে উচ্চারণের অযোগ্য, অশ্লীল; বুঝাইয়া বলা যায় না এমন (অকথ্য অত্যাচার)। (অকথনীয় ও অকথ্য অনেক ক্ষেত্রে তুল্যার্থক, কিন্তু অনির্বচনীয় অর্থে অকথ্য বর্তমানে ব্যবহৃত হয় না। আলাওল অনির্বচনীয় অর্থে 'অকথ্য কথন' ব্যবহার করিয়াছেন)।

অকপট—ণ. ছলনাশূন্য, সরল। বি. **অকপটতা**। **অকপটে**—ক্রি-ণ. সরলভাবে, কিছু গোপন না করিয়া। [রসবোধহীন।

অকবি—ণ. যাহার সত্যকার কবি-প্রতিভা নাই।

অকমনীয়—ণ. অমনোহর, অসুন্দর।

অকম্প, অকম্পিত, অকম্প্র—ণ. স্থির, অচঞ্চল; নির্ভীক (অকম্পিত চরণে)।

অকর—ণ. নিষ্কর, rent-free।

অকরণ—বি. অকর্ম; নিষ্ক্রিয়তা, না করা।

অকরণী—(করণী = √) বি. যে রাশির মূল বাহির করিলে কোন ভাগশেষ থাকে না (√১৬=৪)।

অকরণীয়—ণ. যাহা করা উচিত নয়; বিবাহাদি সম্বন্ধ করণের অযোগ্য।

অকরুণ—ণ. নিষ্ঠুর; সহানুভূতিহীন।

অকর্কশ—ণ. মসৃণ।

অকর্ণ—বি. বা ণ. কর্ণহীন ('ঈশ্বর অকর্ণ তবু শুনিতে পান'); বধির; সাপ। বহুব্রী।

অকর্ণধার—ণ. পরিচালকহীন।

অকর্তব্য—ণ. যাহা করা উচিত নয়; গর্হিত।

অকর্তা (-র্তৃ)—বি. যাহার কর্তৃত্ব নাই (নিজেকে অকর্তা জানিয়া কাজ কর)। বি. **অকর্তৃত্ব**।

অকর্ম (-র্মন্)—বি. অপকর্ম; অবাঞ্ছিত কর্ম; কর্মত্যাগ; সন্ন্যাস। **অকর্মক**—(ব্যাকরণে) ণ. যাহার কর্মপদ নাই। **অকর্মণ্য**—ণ. কোন কাজের নয়; অপটু; অকেজো; শক্তিহীন। নঞ্‌তৎ। **অকর্মা (-র্মন্)**—(বিরক্তি বা তাচ্ছিল্য-জ্ঞাপক, কোন ব্যক্তি সম্বন্ধে প্রযোজ্য) ণ. অকর্মণ্য (অকর্মার ধাড়ী)।

অকলঙ্ক—ণ. নির্দোষ (অকলঙ্ক চরিত্র); অনিন্দ্য (অকলঙ্ক হাস্যমুখে ঘুমাইতে কার অঙ্কটিতে—রবি)। বহুব্রী। **অকলঙ্কী (-ইন্)**—ণ. কলঙ্কমুক্ত।

অকলুষ—ণ. নির্দোষ। [স্বাভাবিক; যথার্থ।

অকল্পিত—ণ. যাহা কল্পিত নয় বা হয় নাই;

অকল্মষ—ণ. যাহার পাপ নাই; নির্দোষ।

অকল্যাণ—অমঙ্গল, অহিত (অকল্যাণ কামনা করা)। ণ. **অকল্যাণকর**—ক্ষতিকর।

অকষ্ট—ণ. ক্লেশহীন। **অকষ্টকল্পিত**—ণ. কষ্টকল্পিত নহে, সহজ প্রেরণার ফলে সৃষ্ট।

অকস্মাৎ—অব্য বা ক্রি-ণ. সহসা; যাহার আশঙ্কা করা হয় নাই; অজানিতভাবে। [অ—(কিম্ ৫মী ১ব) কস্মাৎ]। ণ. আকস্মিক।

অকা—অপায়ঃ।

অকাজ—বি. বৃথা কাজ; অনুচিত কাজ; অসার্থক কাজ; অনুপযুক্ত কাজ। ণ. অকেজো।

অকাট—ণ. মহামূর্খ; নির্বোধ ও মূর্খ। আকাট দ্রঃ।

অকাটা—(গ্রাম্য আকাটা) ণ. যাহা কাটা হয় নাই স্বাভাবিক অবস্থায় আছে (অকাটা ধান); আস্ত (অকাটা সুপারি)। [ন+বাং. কাটা]।

অকাট্য—ণ. যাহা (যুক্তিদ্বারা) খণ্ডন করা যায় না; অবহেলার অযোগ্য; সঙ্গত। [বাং]।

অকাণ্ড—অকার্য, কুকাণ্ড। ণ. কাণ্ডহীন (বৃক্ষ)।

অকাতর—ণ. অকুণ্ঠিত (শ্রমে বা দানে অকাতর)। **অকাতরে**—ক্রি-বিণ. স্বচ্ছন্দচিত্তে।

অকাম—ণ. যে কিছু কামনা করেনা। (প্রাদেশিক) বি অকাজ (পূর্ববঙ্গে 'আকাম')।

অকাম্য—ণ. অবাঞ্ছিত। [নিরাকার ব্রহ্ম। বহুব্রী।

অকায়—ণ. দেহহীন; রূপহীন। বি. রাহু।

অকারণ—ণ. উদ্দেশ্যহীন; অনর্থক; যাহার কোন কারণ বা হেতু নাই, অহেতুক (শুধু অকারণ পুলকে—রবি)। [ইত্যাদি শব্দ)।

অকারান্ত—ণ. অকার অন্তে যাহার (কল জল

অকার্য—অযোগ্য কার্য; অকর্ম। **অকার্যকর, -কারী (-রিন্)**—ণ. কর্মে প্রয়োগের অযোগ্য, যাহাতে কাজ দেয় না। বি. **অকার্যকারিতা**।

অকাল—অসময় (অকাল বসন্ত); জ্যোতিষ-

শাস্ত্র মতে অনুপযুক্ত কাল (বাং আকাল—দুর্ভিক্ষ)। **অকালকুষ্মাণ্ড**—(গালি) অকেজো; অপদার্থ; মূর্খ; ঐরূপ লোক (কুষ্মাণ্ড দ্রঃ)। (বি ও ণ)। **অকাল-কুসুম**—অসময়ের ফুল। **অকালপক্ক**—(গালি) ণ যাহার অভিজ্ঞতা হয় নাই অথচ কথাবার্তা অভিজ্ঞের মত, এঁচড়ে-পাকা, ফাজিল। ৭মী তৎ। **অকালবার্ধক্য**—বি. অসময়ে বৃদ্ধাবস্থা, রোগশোকাদি হেতু যৌবনে বার্ধক্য। **অকাল-বোধন**—বি. শরতে নিদ্রাকালে দুর্গাদেবীকে জাগানো; অসময়ে অনুষ্ঠান (বিশেষ গরজে)। **অকালমৃত্যু**—বি. অপরিণত বয়সে বা পূর্ণতাপ্রাপ্তির পূর্বে মৃত্যু।

অকাল-বৃষ্টি—অসময়ে বৃষ্টি।

অকালী—বি. শিখসম্প্রদায় বিশেষ।

অকিঞ্চন—ণ. নিঃসম্বল, দরিদ্র; অধম। বহুব্রী।

অকিঞ্চিৎকর—ণ. সামান্য, নগণ্য, তুচ্ছ।

অকীর্তি—বি. অপবাদ, যশের হানিকর কিছু। ণ. **অকীর্তিকর**—যশের হানিকর।

অকু—[আ বকু'] বি. ঘটনা, দুর্ঘটনা; চুরি ডাকাতি প্রভৃতি দণ্ডনীয় কার্য। **অকুস্থল**, **অকুস্থান**—ঘটনাস্থল; দাঙ্গা প্রভৃতির স্থান।

অকুটিল—ণ. সরল, অজটিল, যে প্যাঁচকের বোঝে না (অকুটিল তারুণ্য)।

অকুণ্ঠ, অকুণ্ঠিত—ণ. কুণ্ঠা বা সঙ্কোচরহিত; জড়িমা-বর্জিত (উষার উদয়সম অনবগুণ্ঠিতা তুমি অকুণ্ঠিতা—রবি); অম্লান। **অকুণ্ঠিত-চিত্তে**—ক্রি-ণ. অসঙ্কোচে; উদারভাবে।

অকুতোভয়—ণ. যাহার কিছু হইতেই ভয় নাই; ভয়কে যে আদৌ আমল দেয় না, নিঃশঙ্ক।

অকু'ব, অকুফ—[আ বকুফ] বি. কাণ্ডজ্ঞান (আক্কেল-অকুব আছে তো)।

অকুল—বি. অঘর, যে বংশে কন্যাদান চলে না।

অকুলন,-লান -অল্পতা; টানাটানি, অভাব। [বাং]

অকুলীন—ণ. সমাজে যে কুলীন বলিয়া স্বীকৃত নহে; সম্ভ্রান্তশ্রেণী-বহির্ভূত।

অকুশল—ণ. অদক্ষ। বি. অমঙ্গল।

অকূল—ণ যাহার তীর দেখা যায় না; দুস্তর। বি. অসহায় অবস্থা (অকূলে কূল পাওয়া বা ডোবা বা ভাসা)। **অকূলপাথার**—অকূল সমুদ্র; অকূল সমুদ্রে ভাসার ন্যায় অসহায় অবস্থা। **অকূলের ভেলা**—অত্যন্ত অসহায় অবস্থার আশ্রয়।

অকৃত—ণ. অসম্পাদিত; অসমাপ্ত। **অকৃত-কর্মা** (-র্মন্)—ণ. অপটু, অপারগ। **অকৃত-কার্য**—যাহার কাজ করা হয় নাই; বিফল। **অকৃতঘ্ন**—যে উপকারীর অপকার করে না **অকৃতজ্ঞ**—যে উপকারের কথা মনে রাখে না, নিমকহারাম। **অকৃতদার**—অবিবাহিত (বহুব্রী)। **অকৃতার্থ**—অকৃতকার্য; যার অভীষ্ট সিদ্ধ হয় নাই। বহুব্রী। **অকৃতাপরাধ**—নিরপরাধ। **অকৃতিত্ব**—বি. অযোগ্যতা, অক্ষমতা; অপৌরুষ। **অকৃতী** (-তিন্)—ণ. অক্ষম; অদক্ষ; গুণহীন।

অকৃত্য—বি বা ণ. যাহা না করা ভাল; অবৈধ [কার্য।

অকৃত্রিম—ণ. স্বভাবজাত, বিশুদ্ধ; অকপট; খাঁটি

অকৃপণ—ণ. মুক্তহস্ত; দীনতাবিহীন (অকৃপণ বনে ছেয়ে গেল ফুলদল—রবি); যে প্রয়োজন মত ব্যয় করে। নঞ্ তৎ। [হীনতা।

অকৃপা—বি. বিমুখতা; প্রতিকূলতা; অনুকম্পা-

অকৃষ্ট—ণ. অকর্ষিত। **অকৃষ্টপচ্য**—ণ. যাহা কর্ষণ ব্যতিরেকে উৎপন্ন ও পরিপক্ব হয়, নীবার ইঃ।

অকেজো—ণ. কোন কাজের নয়; ব্যবহারের অযোগ্য; অকর্মণ্য। বি. অকাজ।

অকৈতব—ণ. ছলনাহীন; অকৃত্রিম ('অকৈতব কৃষ্ণপ্রেম'); বি. অকপটতা।

অকোমল—ণ. কড়া; অকরুণ।

অকৌশল—[বাং] বি. অবনিবনাও, মনান্তর।

অক্কা পাওয়া -মরিয়া যাওয়া (ব্যঙ্গে)।

অক্টোবর—[ইং October] ইংরেজী বৎসরের দশম মাস।

অক্ত—ণ. মাখানো (তৈলাক্ত, রক্তাক্ত—অন্য শব্দের সহিত যুক্ত হইয়া ব্যবহৃত হয়)। [অন্জ্+ক্ত]।

অক্রম—ণ. ক্রম বা শৃঙ্খলার অভাব।

অক্রিয়—ণ. ক্রিয়াশূন্য; যাহার ক্রিয়ার প্রয়োজন নাই। **অক্রিয়া**—বি. অকাজ, কাজের অভাব।

অক্রুদ্ধ—ণ. ক্রোধহীন; শান্ত।

অক্রূর—ণ. কুটিল নয়, সরল। কৃষ্ণের পিতৃব্য। **অক্রূর-সংবাদ**—মহাভারত-বর্ণিত যদুবংশীয় অক্রূর কাহিনী (যাত্রায় সুপ্রচলিত))

অক্রেয়—ণ. আক্রা, অগ্নিমূল্য। [ন+ক্রেয়]

অক্রোধ—ক্রোধবিরহিত শান্ত ভাব। ণ. ক্রোধহীন, যে ক্রোধের বশীভূত হয় না। নঞ্ তৎ, বহুব্রী।

অক্লান্ত—ণ. পরিশ্রমে অকাতর। **অক্লান্ত-**

ভাবে—ক্রি-প. কিছুমাত্র ক্লান্তি বোধ না করিয়া, অকাতরে।

অক্লিষ্ট—প. যে ক্লান্ত হয় না; অম্লান। **অক্লিষ্টকর্মা (-র্মন্)** প.—যে কাজ করিয়া ক্লান্ত হয় না। **অক্লেশ**—কষ্টের অভাব। **অক্লেশে**—ক্রি-প. কষ্ট স্বীকার না করিয়া, সহজে, অনায়াসে।

অক্ষ—[অক্ষ্ (ব্যাপা) + অ] বি. পাশা (অক্ষক্রীড়া); গাড়ীর দুই চাকাকে যে কাষ্ঠখণ্ড যুক্ত রাখে (ধুরা), axis; ভৌগোলিক কাল্পনিক রেখা, latitude, অক্ষরেখা (অক্ষাংশ); গ্রহের আবর্তন-পথ; জপমালার বীজ (অক্ষমালা); ছিদ্র; চক্ষু (গবাক্ষ)। **অক্ষ-কুশল**—প. অক্ষক্রীড়ায় নিপুণ। **অক্ষদণ্ড**—বি. মেরুদণ্ড, যে কাল্পনিক রেখার উপরে পৃথিবী আবর্তিত হয়, axis। **অক্ষপাদ**—ন্যায়-শাস্ত্র-প্রণেতা গৌতমমুনি। **অক্ষবাট**—(কুস্তির) আখড়া; পাশাখেলার ছক বা আড্ডা। **অক্ষশক্তি**—Axis Powers, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে জার্মানী ও তাহার মিত্রবর্গ।

অক্ষত—প. যাহার উপর কোন আঘাতের চিহ্ন পড়ে নাই। বি. আতপ চাউল। **অক্ষতযোনি**—প. কুমারী, যে-নারীর পুরুষ-সঙ্গম হয় নাই। **অক্ষত-দেহে**—অনাহত দেহে; খুব প্রতিকূল অবস্থায়ও লাঞ্ছনা ভোগ না করিয়া।

অক্ষম—প. যাহার ক্ষমতা নাই; শক্তিহীন; অযোগ্য; ক্ষমাহীন। স্ত্রী. **অক্ষমা**।

অক্ষমা—ক্ষমাহীনতা; ক্রোধ; অসহনশীলতা।

অক্ষয়—প. যাহা কখনও নষ্ট হয় না; অফুরন্ত, শাশ্বত (অক্ষয় পুণ্য, অক্ষয় ভাণ্ডার)। **অক্ষয়-তৃতীয়া**—বৈশাখী শুক্লতৃতীয়া পুণ্যতিথি। **অক্ষয়বট**—গয়া, পুরী প্রভৃতি তীর্থের পবিত্র প্রাচীন বট বৃক্ষ; **অক্ষয় স্বর্গ**—অনন্ত স্বর্গ।

অক্ষর—প. যাহার ক্ষরণ বা নাশ নাই, নিত্য। বি. ব্রহ্ম; বর্ণমালার বর্ণ; বর্ণমাত্রা, Syllable। **অক্ষর-জ্ঞান নাই**—আদৌ লেখাপড়া জানে না (unlettered); **অক্ষর-পরিচয়**—অক্ষরের সঙ্গে প্রথম পরিচয়; প্রথম শিক্ষা। **অক্ষরবৃত্ত**—প অক্ষরসংখ্যার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত (ছন্দ) (মাত্রাবৃত্ত দ্রঃ)। **অক্ষরে অক্ষরে পালন করা**—কিছুমাত্র ব্যতিক্রম না করিয়া পালন করা। **ক-অক্ষর গোমাংস**—লেখাপড়ার সঙ্গে কিছুমাত্র সংস্রব নাই; একান্ত মূর্খ।

অক্ষরণ—বি. ক্ষরণশূন্যতা।

অক্ষাংশ—(ভৌগোলিক) বি. ডিগ্রী, degree.

অক্ষি—বি. [অক্ষ্ (ব্যাপা) + ই]. চক্ষু। **অক্ষি-কোটর**—চোখের খোল। **অক্ষিগোলক**—চোখের তারা। **অক্ষিপক্ষ্ম**—eyelash, চোখের পাতার লোম। **অক্ষি-পটল**—চোখের পাতা; চোখের ছানি। **অক্ষি-বিভ্রম**—দৃষ্টি-বিভ্রম। **বিড়ালাক্ষী**—প. কটাচোখো (বিদ্রূপে)।

অক্ষীণ—প. [ন + ক্ষীণ] শক্তিমন্ত; অকৃশ।

অক্ষুণ্ণ—প. অটুট, পূর্ববৎ (অক্ষুণ্ণ প্রতাপ); অক্ষুব্ধ, মনস্তাপশূন্য (অক্ষুণ্ণ হৃদয়)।

অক্ষুধা—বি. ক্ষুধার অভাব; আহারে অপ্রবৃত্তি।

অক্ষুব্ধ—প শান্ত আলোড়নহীন (অক্ষুব্ধ হৃদয়)।

অক্ষেত্র—অনুর্বর-ক্ষেত্র; অযোগ্য ক্ষেত্র বা পাত্র।

অক্ষেম—বি. অকল্যাণ।

অক্ষোট, অক্ষোড—[অক্ষ + ওট] আখরোট।

অক্ষোভ—বি. প্রশান্তি। **অক্ষোভ্য**—পঞ্চ ধ্যানী বুদ্ধের একজন। প. অবিচলনীয়।

অক্ষৌহিণী—বি. ১০৯৩৫০ পদাতিক, ৬৫৬১০ অশ্ব, ২১৮৭০ হস্তী ও ২১৮৭০ রথ দ্বারা গঠিত সেনাবাহিনী; অগণিত সংখ্যা (নক্ষত্রের অক্ষৌহিণী হ'তে—রবি)। [অক্ষ—উহ্ + ণিন্]।

অক্সিজেন—[ইং oxygen] প্রাণধারণের সহায়ক গ্যাস বিশেষ (রোগীকে অক্সিজেন দেওয়া)।

অখণ্ড—প. পূর্ণাঙ্গ; অক্ষুণ্ণ; অপ্রতিদ্বন্দ্ব (অখণ্ড রাজ্য; অখণ্ড প্রতাপ)। **অখণ্ডনীয়, অখণ্ড্য** প.—অলঙ্ঘনীয়, অকাট্য। **অখণ্ডিত**—প.যাহার খণ্ডন হয় নাই; অবিভক্ত (অখণ্ডিত কুম্ভ; অখণ্ডিত পতিপ্রেম)। [ছলনা জানে না।

অখল—প. সরল প্রকৃতির। স্ত্রী. **অখলা**—যে-নারী

অখাত—প. অকৃত্রিম জলাশয়, বিল হ্রদ প্রভৃতি।

অখাদ্য—বি. অবৈধ বা নিষিদ্ধ খাদ্য; কুখাদ্য। প. ভোজনের অযোগ্য।

অখিল—প. সমগ্র; বি. বিশ্বব্রহ্মাণ্ড; ('তুমি অখিলের পতি')। নঞ্ তৎ। [খিল = পরিশিষ্ট]।

অখ্যাত—প. অপ্রতিষ্ঠিত। **অখ্যাতনামা** (-মন্)—যাহার নাম তেমন পরিচিত নহে। বহুব্রী। **অখ্যাতি**—বি. দুর্নাম।

অগণন—প. অসংখ্য (কাব্যে ব্যবহৃত)। **অগণনীয়**—প. গণনার অযোগ্য, তুচ্ছ। **অগণিত**—প. যাহা গণিয়া শেষ করা যায় না,

বহু (মৌখিক ভাষায় 'অগুন্তি', 'অগন্তি')।

অগণ্য—ণ. অগণিত ; অকিঞ্চিৎকর।

অগতি—বি উপায়হীন আশ্রয়হীন বা নিরুপায় ব্যক্তি ('তুমি অগতির গতি'); মৃতের সদ্গতির অভাব। **অগতিক**—বি. বেগতিক।

অগত্যা—অব্য. উপায়ান্তর না দেখিয়া; কার্যগতিকে।

অগভীর—ণ. যাহার তল বেশী নীচে নয় (-জল); ভাসা-ভাসা-ধরণের, অল্প (অগভীর জ্ঞান)।

অগম্য—ণ. দুর্গম ; দুর্বোধ (জ্ঞান-অগম্য)। স্ত্রী. **অগম্যা**—(শাস্ত্রানুসারে) সম্ভোগের যোগ্যা নয়।

অগস্ত্য—[অগ (পর্বত)—স্তৈ (স্তম্ভিত করা) + অ] বি. মুনিবিশেষ। কথিত আছে, ১লা ভাদ্র শিষ্য বিন্ধ্য পর্বতকে প্রণত রাখিয়া ইনি দাক্ষিণাত্যে গমন করেন, আর ফিরেন নাই ; ইহা হইতে **অগস্ত্য যাত্রা**—জন্মের মত যাওয়া। নক্ষত্র বিঃ

অগা, অঘা—ণ. [সং অজ্ঞ] নির্বোধ ও অকর্মণ্য (অগার একশেষ ; অগারাম ; অগাচণ্ডি ; অগা মেরে যাওয়া)।

অগাধ—[অ—গাধ্ (প্রতিষ্ঠিত হওয়া) + অ] ণ. যাহার তল পাওয়া ভার (অগাধ জল ; অগাধ জ্ঞান) ; অপরিমেয় (অগাধ বিষয়-সম্পত্তি)।

অগুণ—অপকার (খেলে অগুণ করবে না) ; দোষ।

অগুরু, অগরু—বি. সুগন্ধি কাষ্ঠবিশেষ, Eagle wood (অগুরু-চন্দন-বাসিত)।

অগোচর—ণ. অপ্রত্যক্ষ ; অজ্ঞাত ; যাহা দর্শনেন্দ্রিয় ও জ্ঞানেন্দ্রিয়ের অতীত। নঞ্‌তৎ।

অগোচরে—ক্রি-ণ. সামনা-সামনি নহে, আড়ালে।

অগোর—ণ. অচেতন। বি. অগুরু। (পদ্যে)।

অগৌণে—ক্রি-ণ. অবিলম্বে ; তৎক্ষণাৎ।

অগৌরব—বি. অখ্যাতি ; অমর্যাদা।

অগ্নি—[অগ্ (গমন করা) + নি] বি. আগুন যাহা দহন করে (কোপাগ্নি ; শোকাগ্নি ; জঠরাগ্নি) ; ক্ষুধা। **অগ্নি-অবতার**—অগ্নি-শর্মা। **অগ্নি-কর্ম**—হোম ; শবদাহ। **অগ্নিকল্প**—আগুনের মত, ক্রুদ্ধ, তেজস্বী। **অগ্নি-কাণ্ড** গৃহাদি দাহ। **অগ্নি-কার্য**—হোম-যজ্ঞাদি ; শবদাহ। **অগ্নি-কুক্কুট**—জ্বলন্ত তৃণগুচ্ছ বা নুড়া। **অগ্নি-কুণ্ড**—যেখানে আগুন জ্বালানো হয়, আগুনের পাত্র। **অগ্নিকোণ**—পূর্ব-দক্ষিণ কোণ। **অগ্নি-ক্রীড়া**—অগ্নির সাহায্যে খেলা, বাজি পোড়ানো। **অগ্নি-গর্ভ**—অগ্নি অথবা অগ্নির মত তেজ যাহার ভিতরে আছে (অগ্নিগর্ভ বাণী)। **অগ্নিগৃহ**—হোম-গৃহ। **অগ্নি-চূর্ণ**—বারুদ। **অগ্নি-দাতা** (-তৃ)—যে মুখাগ্নি করে। **অগ্নি-দীপন**—জঠরানল-উদ্দীপক। ৬ষ্ঠী তৎ। **অগ্নি-পক্ব**—ণ. আগুনে পাক-করা ; আগুনে-পোড়া (হাঁড়িকুঁড়ি)। **অগ্নি-পরিশুদ্ধি**—অগ্নি-প্রবেশের দ্বারা চরিত্রের বিশুদ্ধি প্রমাণ। **অগ্নি-পরীক্ষা**—অগ্নি-পরিশুদ্ধি ; অতি কঠোর পরীক্ষা। **অগ্নি-প্রস্তর**—চক্‌মকি পাথর। **অগ্নি-বর্ধক**—পরিপাকশক্তি-বর্ধক। **অগ্নি-বাণ**—প্রাচীন কালের অস্ত্রবিশেষ। **অগ্নি-বৃষ্টি**—কামান প্রভৃতি দ্বারা গোলাগুলি বর্ষণ। **অগ্নি-মন্ত্র**—অগ্নিতুল্য জ্বলন্ত সংকল্প (অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষা)। **অগ্নিমান্দ্য**—ক্ষুধামান্দ্য। **অগ্নিমূর্তি**—অতিশয় ক্রুদ্ধ ; অগ্নিসকাশ। **অগ্নিমূল্য**—অত্যন্ত চড়া দাম। বহুব্রী। **অগ্নিশর্মা** (-মন্)—অতিশয় কোপনস্বভাব। **অগ্নিশুদ্ধ**—যাহা আগুনে পোড়াইয়া শোধন করা হইয়াছে। **অগ্নিষ্টোম**—যজ্ঞবিশেষ। [অগ্নি + স্তোম (যজ্ঞ)]। **অগ্নিসংস্কার**—শবদাহ ; অগ্নি-পরিশুদ্ধি। **অগ্নিসখা**—বায়ু। **অগ্নি-সঙ্কাশ**—অগ্নির মত দীপ্ত। **অগ্নি-সৎকার**—শবদাহ। **অগ্নিসেবন**—আগুন পোহানো। **অগ্নিহোত্র**—প্রাত্যহিক হোমের জন্য নিয়ত অগ্নি প্রজ্বলিত রাখা। **অগ্ন্যাশয়**—বি. পাচক-রস-নিঃসারক দেহগ্রন্থি বিশেষ, pancreas. **অগ্ন্যুৎপাত, অগ্ন্যুদ্গম, অগ্ন্যুদ্গার**—আগ্নেয়গিরি হইতে জ্বলন্ত পদার্থ নিঃসরণ। **অগ্ন্যুৎপাত**—গৃহদাহ।

অগ্র—[অন্গ্ + র] ণ. প্রথম ; প্রধান ; উত্তম। বি. পূর্ব ; সম্মুখ ; আগা, সামনের বা মাথার দিক। **অগ্রগণ্য**—ণ. প্রধান, শ্রেষ্ঠ। **অগ্রগামী** (-মিন্)—অগ্রবর্তী, পুরোগামী। **অগ্রজ**—ণ. পূর্বে জাত ; বি.বড় ভাই। **অগ্রণী**—[অগ্র—নী + ক্বিপ্] নায়ক। **অগ্রদানী**—বি. একশ্রেণীর পতিত ব্রাহ্মণ। **অগ্রদূত**—বি. যে আগে সংবাদ দেয় ; সূচনাকারী (বসন্তের অগ্রদূত)। **অগ্রপশ্চাৎ**—সূচনা ও পরিণতি (অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা করিয়া কাজ করা)। **অগ্রবর্তী**(-র্তিন্)—সম্মুখবর্তী। **অগ্রমহিষী**

—পাটরাণী। **অগ্রমাংস, অগ্রমাস**—রোগবিশেষ। **অগ্রসর**—ণ. অগ্রগামী, আগুয়ান; উন্নতিপ্রবণ (অগ্রসর জাতিবৃন্দ)। **অগ্রস্তচন্মা**—পূর্ব লক্ষণ। [গ্রহণ করা অবৈধ।

অগ্রহণীয়—ণ. যাহা গ্রহণ করা যায় না; যাহা

অগ্রহায়ণ—বি. বাংলা মাস বিশেষ (বর্তমানে ইহা অষ্টম মাস; কিন্তু পূর্বে অগ্রহায়ণ হইতে বৎসর আরম্ভ হইত)। (কথ্য—অঘ্রাণ)। [অগ্র (প্রথম)+হায়ন (বৎসর), অথবা অগ্র (শ্রেষ্ঠ)+হায়ন (ব্রীহি বা ধান্য-উৎপাদক মাস)]

অগ্রাহ্য—ণ. বাতিল; উপেক্ষণীয়।

অগ্রিম—ণ. অগ্রে দেয়। বি. আগাম।

অঘ—[অঘ্ (পাপ করা)+অ] বি. পাপ; পাপজনিত দুঃখবিপত্তি। **অঘনাশন**—ণ. যিনি অঘ নাশ করেন।

অঘটন—বি. যাহা ঘটে না এমন ব্যাপার (অঘটন যদি ঘটেই); না ঘটা। **অঘটন-ঘটন-পটীয়সী**—ণ. স্ত্রী. অঘটন ঘটাইতে বিশেষ পটু এমন (প্রতিভা)। **অঘটনীয়**—ণ. যাহা ঘটা অসম্ভব। [ন+বাং ঘর]।

অঘর—বিবাহ ব্যাপারে অপ্রশস্ত ঘর অর্থাৎ বংশ।

অঘাট—বি. নির্দিষ্ট ঘাট ভিন্ন অন্য স্থান, অপ্রশস্ত ঘাট। (প্রাদেশিক—আঘাট)। [বাং]। **ঘাট-অঘাট বিচার**—সঙ্গত অসঙ্গত বিচার। **অঘাটে জল খাওয়া**—অসঙ্গত বা নিন্দিত কাজ করা।

অঘোর—ণ. (যাহা অপেক্ষা ঘোরতর হয় না) প্রচণ্ড, প্রগাঢ় (অঘোরে ঘুম); (ঘোর বা ভয়ঙ্কর নয়) মঙ্গলময়। বি. শিব।

অঘোরপন্থী (-ন্থিন্)—বীভৎস আচার-পরায়ণ শিবোপাসক সন্ন্যাসী সম্প্রদায়বিশেষ। [বাং]।

অঙ্ক—[অন্ক্ (লক্ষ্য করা)+অ] বি. চিহ্ন, রেখা; গণিতের প্রশ্ন বা রাশি (অঙ্ক কষা; অঙ্কপাত); ক্রোড় (মাতৃ-অঙ্কে শায়িত); নাটকের প্রধান প্রধান পরিচ্ছেদ (পঞ্চাঙ্ক নাটক)। **অঙ্কলক্ষ্মী**—বি. অঙ্কগতা লক্ষ্মী বা সম্পদ; পত্নী। **অঙ্কশায়িনী**—ণ কোলে শোয় এমন (স্ত্রী); একান্ত বশীভূতা বা আয়ত্তা। উপতৎ।

অঙ্কিত—ণ. মুদ্রিত; চিত্রিত; কথায় চিত্রিত।

অঙ্কুর, অঙ্কূর—[অন্ক্+উর] বি. বীজ হইতে প্রথম উদ্গত মুকুল; সূচনা (অঙ্কুরে বিনাশ)। **অঙ্কুরিত**—ণ. যাহার অঙ্কুর উদ্গত হইয়াছে; সঞ্চয়িত। **অঙ্কুরোদ্গম**—বি. অঙ্কুরের উন্মেষ; সূত্রপাত।

অঙ্কুশ, -ষ—[অন্ক্ (গমন করা)+উশ] বি. যে লৌহদণ্ডের আঘাতে মাহুত হস্তী পরিচালিত করে, ডাঙস; আত্মনিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে প্রবল আঘাত (বিবেকের অঙ্কুশ-তাড়না)। (কবিরা নিরঙ্কুশ—কবিরা ব্যাকরণাদি শাস্ত্রের দ্বারা নিয়ন্ত্রণযোগ্য নহেন)।

অঙ্গ—[অন্গ্ (বোধ করা)+অ] বি. হস্ত-পদাদি; অপরিহার্য বা বিশিষ্ট অংশ; অংশ; দেহ, আকৃতি; উপকরণ (অঙ্গহীন পূজা); রাজ্য বিশেষ (অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গ)। **অঙ্গজ**—বি. পুত্র। **অঙ্গত্রাণ**—বি. বর্ম। **অঙ্গদ**—ভূষণ বিঃ; রামায়ণের বালীর পুত্র; **অঙ্গপ্রত্যঙ্গ**—বি. শরীরের সমস্ত অংশ। **অঙ্গভঙ্গি**—বি, অঙ্গের ভাব-প্রকাশক ভঙ্গি। **অঙ্গমর্দী** (-র্দিন্)—যে ভৃত্য গা টিপিয়া দেয়। **অঙ্গরক্ষা**—বি. আঙ্গরাখা। **অঙ্গরাগ**—শরীর রঞ্জনের দ্রব্য, toilet। **অঙ্গরাজ্য**—রাষ্ট্রের অন্তর্গত রাজ্য (state)। **অঙ্গসংস্কার**—অঙ্গরাগ, দুর্গন্ধনাশার্থ অঙ্গে চন্দন-কুঙ্কুমাদি লেপন। **অঙ্গসৌষ্ঠব**—অঙ্গসমূহের সামঞ্জস্য-পূর্ণ গঠন। **অঙ্গহানি**—অঙ্গের বা অবয়বের নাশ এবং সেজন্য সমগ্রের শ্রীহীনতা। **অঙ্গহীন**—বিকলাঙ্গ; ত্রুটিপূর্ণ। **অঙ্গাঙ্গি**—অব্য. দেহের এক অঙ্গের সঙ্গে অন্য অঙ্গের যেরূপ অচ্ছেদ্য সম্পর্ক সেইরূপ; অত্যন্ত ঘনিষ্ঠতা। **অঙ্গাঙ্গি ভাব, -সম্বন্ধ**—বি. অবিচ্ছেদ্য ভাব বা সম্পর্ক। একটি মুখ্য অপরটি গৌণ এইরূপ সম্বন্ধ। ণ. **আঙ্গিক**।

অঙ্গন—আঙিনা (গগনাঙ্গন—আকাশের বিস্তার)।

অঙ্গনা—বি. সুদর্শনা নারী; নারী; পত্নী।

অঙ্গার—[অন্গ (যাওয়া)+আর] বি. কয়লা; কলঙ্ককর; অধম (কুলাঙ্গার)। **অঙ্গারক**—বি. বিশুদ্ধ অঙ্গার, carbon। **অঙ্গারধানী**—বি. আগুনের মালশা। **অঙ্গার-পক্ব**—ণ. অঙ্গারে পক্ব (শিক-কাবাব)।

অঙ্গীকার—স্বীকার, প্রতিশ্রুতি। **অঙ্গীকার-বদ্ধ**—ণ. প্রতিশ্রুতিদ্বারা আবদ্ধ। ণ. **অঙ্গীকৃত**।

অঙ্গীভূত—ণ. অন্তর্গত, অবয়ব-স্বরূপ।

অঙ্গুরি, অঙ্গুরী, অঙ্গুরীয়ক—বি. আংটি।

অঙ্গুলি, অঙ্গুলী—বি. আঙুল। [অন্গ্+উলি]। **অঙ্গুলি-নির্দেশ, অঙ্গুলি-**

সঙ্কেত, **অঙ্গুলি-হেলন**—আঙুল দিয়া কোন কিছুর প্রতি স্পষ্ট নির্দেশ দেওয়া। **অঙ্গুলি হেলনে**—অঙ্গুলি নির্দেশ মাত্র (ইঙ্গিত মাত্র)। **অঙ্গুলি-মোটন**—আঙুল মটকানো।
অঙ্গুষ্ঠ—বি বৃদ্ধাঙ্গুলি। [অঙ্গু (হস্ত)—স্থা+অ]। **অঙ্গুষ্ঠ-প্রদর্শন**—তুচ্ছ করা, ফাঁকি দেওয়া।
অঙ্গুস্তানা—বি. অঙ্গুলিত্রাণ, যাহা অঙ্গুলিতে পরিয়া দর্জিরা সেলাই করে। [অঙ্গুষ্ঠত্রাণ]
অঙ্ঘ্রি—বি. চরণ; শিকড়। [অন্‌ঘ্‌+রি]
অচক্ষু—প. যাহার চক্ষু নাই ('অচক্ষু সর্বত্র চান')।
অচঞ্চল—প. স্থির, শান্ত।
অচতুর—প. সাদাসিধা; অনিপুণ। [রবি)।
অচপল—প. অচঞ্চল (তুমি অচপল দামিনী—
অচর—বি. বা প. স্থাবর (চরাচর)।
অচরিতার্থ—প. অসফল; বিফলমনোরথ; অতুষ্ট।
অচল—প. স্থির; প্রচলনের অযোগ্য (অচল টাকা); রীতিবহির্ভূত (সর্দারি একালে অচল); একঘ'রে (সমাজে অচল); অনটনযুক্ত; ক্রিয়াশীল নহে (অচল সংসার; ব্যবসা অচল হ'য়ে পড়েছে)। স্ত্রী. **অচলা**—অচলা ভক্তি)। বি. পর্বত। **অচলায়তন**—বি. পরিবর্তনবিমুখ বা একান্ত রক্ষণশীল সমাজ-ব্যবস্থা। **অচলন**—বি. ব্যবহারের অভাব। **অচলনীয়**—প্রচলনের অযোগ্য। **অচলিত**—প. অপ্রচলিত।
অচাক্ষুষ—প অপ্রত্যক্ষ, যাহা চোখে দেখা যায় না।
অচাঞ্চল্য—বি স্থিরতা: গাম্ভীর্য।
অচালন—বি. না সরানো। **অচালনীয়**—প. যাহা চালন করা যায় না বা অনুচিত।
অচিকিৎসা—বি. চিকিৎসার বা যথোচিত চিকিৎসার অভাব (অচিকিৎসায় মারা গেল)। **অচিকিৎস্য, অচিকিৎসনীয়**—প. (যে রোগ) চিকিৎসায় সারিবার নয় এমন।
অচিন—প. অচেনা, রহস্যময় (খাঁচার ভিতর অচিন পাখী কমনে আসে যায়—গান)। [বাং]
অচিন্তনীয়—প. চিন্তার অতীত; আকস্মিক।
অচিন্তিত, অচিন্তিত-পূর্ব—প. পূর্বে যাহা চিন্তা বা অনুমানের বিষয় হয় নাই।
অচিন্ত্য—প. চিন্তার দ্বারা যাহার তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করা যায় না (অচিন্ত্য এ ব্রহ্মাণ্ডের লোক-লোকান্তরে—রবি)।
অচির—প. ক্ষণস্থায়ী; অনধিক (অচিরকাল)। **অচিরস্থায়ী**(-য়িন্)—প. নশ্বর। **অচিরাৎ, অচিরে**—অব্য. ক্রি-প. শীঘ্রই। **অচেত, অচেতাঃ** (-তস্)—প. তত্ত্বজ্ঞানশূন্য।
অচেতন—প. সংজ্ঞাহীন; জড়; সদসদ্বিচারশূন্য।
অচেনা—প. অপরিচিত; অপরিজ্ঞাত। [বাং]।
অচৈতন্য—প. সংজ্ঞাহীন। বিপ. সচৈতন্য।
অচ্ছিন্ন—প. যাহা ছিন্ন বা কর্তিত হয় নাই। **অচ্ছিন্নত্বক্**—প. যাহার ত্বক্‌চ্ছেদ সংস্কার (খৎনা) নিষ্পন্ন হয় নাই।
অচ্ছুৎ—প. অস্পৃশ্য (অচ্ছুৎ কন্যা)। [হি.]।
অচ্ছেদ্য—প. যাহা ছেদন করা যায় না (অচ্ছেদ্য বন্ধন)।
অচ্ছোদ—প. যাহার জল নির্মল। বি. হিমালয়ের একটি সরোবরের নাম (অচ্ছোদ সরসীনীরে রমণী যেদিন—রবি)। [অচ্ছ উদক যার, বহুব্রী]।
অচ্যুত—প. অস্খলিত। বি. শ্রীকৃষ্ণ। বি. **অচ্যুতি**
অছি—[আ. ৱসি] (নাবালকের) অভিভাবক। সম্পত্তির তত্ত্বাবধায়ক। **অছিগিরি**—অছির কাজ। **অছিয়তনামা**—উইল, পরবর্তীদের করণীয় সম্বন্ধে নির্দেশ। [আ-ফা]।
অছিলা—[ফা. ৱসিলা] বি. অজুহাত; ছুতা।
অজ—[অ—জন্+ড] বি. প. ঈশ্বর; যিনি জন্ম-রহিত; ছাগল; আহাম্মক (অজমূর্খ; অজ পাড়াগেঁয়ে)। স্ত্রী. অজা। **অজাযুদ্ধ**—বহ্বারম্ভে লঘু ক্রিয়া।
অজগর—বি. খুব বড় সাপ (ছাগল গিলিয়া ফেলিতে পারে)। [অজ—গৃ (গেলা)]+অ।
অজড়—প. জড় নয়; জঙ্গম।
অজন্তা—প্রাচীন যুগের প্রাচীর-চিত্র ও ভাস্কর্য-সম্বলিত বোম্বাই রাজ্যের বিখ্যাত গুহা।
অজন্মা (-ন্মন্)—অতিবৃষ্টি অনাবৃষ্টি ইত্যাদির জন্য ফসলের অভাব বা কম ফলন। বহুব্রী।
অজপা—বি তান্ত্রিক দেবীবিশেষ; নিঃশ্বাস প্রশ্বাসে স্বভাবতঃ উচ্চারিত 'হং' 'সঃ' মন্ত্র; শ্বাস-প্রশ্বাস; প্রাণবায়ু।
অজয়—বি. পরাজয়। প. অজেয়।
অজর—প. জরাবিহীন। **অজরামর**—প. জরা ও মরণের অতীত; বি. ব্রহ্ম। [অজর+অমর]
অজস্র—প. প্রচুর; অফুরন্ত; নিরন্তর। [ন-জস্ (ত্যাগ করা)+র]।
অজাত—প. যাহার জন্ম হয় নাই; নীচবংশে জাত; বি. হীনকুল। **অজাতপক্ষ**—প. যাহার পাখা উঠে নাই। **অজাত-শত্রু**—প. শত্রুহীন।

বি. মগধরাজ বিশেষ। **অজাতশ্মশ্রু**—যাহার গোঁফ দাড়ি উঠে নাই, অল্পবয়স্ক। বহুব্রী।
অজানত—অব্য. অজান্তে। [বাং]।
অজানা, অজানিত—ণ. অজ্ঞাত; অপরিচিত; অচিন্তিত, আকস্মিক। [বাং]।
অজান্তে—অব্য. না জানিয়া। [বাং]
অজিজ্ঞাসু—ণ. প্রশ্ন করিতে অনিচ্ছুক; জানিতে অনিচ্ছুক। নঞ্‌ তৎ।
অজিত—ণ. যাহাকে জয় করা হয় নাই।
অজিন—বি. চর্ম; মৃগচর্ম। [অজ্‌+ইন]।
অজিফা—[ফা বজি'ফা] বি. বৃত্তি; বরাদ্দ খাদ্য; নিত্য ধর্মশাস্ত্রপাঠ।
অজীর্ণ—বি. বদহজম; ণ. জীর্ণ হয় নাই এমন। **অজীর্ণোদ্গার**—বদহজমের ঢেকুর।
অজু—ওজু দ্রঃ।
অজুরা, আজুরা—[ফা] পারিশ্রমিক, মজুরি।
অজুহাত—[ফা বজুহাৎ] বি. হেতু; ওজর, ছুতা।
অজেয়—ণ. যাহাকে জয় করা যায় না।
অজৈব—ণ. যাহা জীব অর্থাৎ জন্তু ও উদ্ভিদ্ হইতে উৎপন্ন হয় নাই। **অজৈব রসায়ন**—Inorganic chemistry।
অজ্ঞ—ণ. যে জানে না; নির্বোধ; অশিক্ষিত। **অজ্ঞতা**—বি. মূর্খতা; জ্ঞানশূন্যতা।
অজ্ঞাত—ণ. অপরিচিত (অজ্ঞাতকুলশীল); অবিদিত, গুপ্ত (অজ্ঞাতবাস)। **অজ্ঞাতনামা** (-মন্)—যাহার নাম বা পরিচয় জানা নাই। **অজ্ঞাতসারে, অজ্ঞাতে**—ক্রি.-ণ. অজানিত ভাবে, অগোচরে।
অজ্ঞান—বি. জ্ঞানের অভাব; মায়া। ণ. অচৈতন্য; যাহার জ্ঞান জন্মে নাই; অবোধ। **অজ্ঞানকৃত**—যাহা ভুলে করা হইয়াছে, জ্ঞানের অভাব হেতু কৃত। **অজ্ঞান-তিমির**—অজ্ঞান রূপ ঘোর অন্ধকার। রূপক-কর্মধা।
অজ্ঞেয়—ণ. অজানিত (অজ্ঞেয় কারণ); জ্ঞানাতীত, যাহা বুঝিবার মত শক্তি মানুষের নাই, Inscrutable (পরম তত্ত্ব অজ্ঞেয়)। **অজ্ঞেয়তাবাদ**—ঈশ্বর আছেন কি নাই তাহা জানা মানুষের সাধ্য নয় এই মত, Agnosticism।
অঝর, অঝোর—ণ. অবিরামবর্ষণশীল (অঝোর নয়নে, অঝোরে বর্ষণ)। [বাং]।
অঞ্চল—[অন্‌চ্ (গমন করা)+অল] বি. দেশ (মধুপুর অঞ্চলে); বস্ত্রপ্রান্ত বিশেষতঃ শাড়ির প্রান্ত। **অঞ্চলের নিধি**—অঞ্চলে সুরক্ষিত ধন (সন্তান)। **অঞ্চল-প্রভাব**—স্ত্রীর প্রভাব।
অঞ্চিত—ণ. পূজিত; উত্থিত (রোমাঞ্চিত)।
অঞ্জন—[অন্‌জ্‌ (দীপ্তি পাওয়া)+অন] বি. কাজল, সুর্মা (নয়নে আমার সজল মেঘের নীল অঞ্জন লেগেছে—রবি); আয়ুর্বেদোক্ত ধাতুঘটিত ঔষধ বিশেষ (রসাঞ্জন)। **অঞ্জন-শলাকা**—চোখে কাজল ব্যবহারের শলাকা (জ্ঞানাঞ্জন-শলাকা)। ৮ **অঞ্জনিকা**—আঞ্জনি, আঁজনাই।
অঞ্জলি—[অন্‌জ্‌+অলি] বি যুক্ত করে দেবতাকে যে ফুল বা জল নিবেদন করা হয়; দেবোদ্দেশে উৎসৃষ্ট বস্তু (গীতাঞ্জলি); করপুট, আঁজলা (অঞ্জলি ভরিয়া জল পান)।
অটবি,-বী—বি [অট্ (বেড়ানো) + অবি,+ঈপ্] অরণ্য; জঙ্গল; উপবন (নন্দন-অটবীতে—রবি)। **অটবীপাল**—বনের প্রহরী।
অটল—ণ. [অ—টল্ (চঞ্চল হওয়া) +অ] স্থির, যাহা টলে না (অটল বিশ্বাস, প্রতিজ্ঞা)।
অটাল—বি. কুস্থান। [বাং]।
অটুট—ণ. অখণ্ড; পরিপূর্ণ, নিখুঁত (অটুট স্বাস্থ্য)।
অট্টরোল—বি. উচ্চধ্বনি। **অট্টহাস,-হাসি,-হাস্য**—উচ্চহাস্য; বিকটহাস্য। [গৃহ
অট্টালিকা—বি. (অট্ট—খুব উঁচু) ইষ্টকনির্মিত
অড়হর—বি. দাল বিঃ।
অঢেল—ণ. ঢের, অফুরন্ত। [বাং]
অণিমা (-মন্)—বি. [অণু+ইমন্] শরীরকে অণুর মত সূক্ষ্ম করিবার যোগবল, অণুত্ব, সূক্ষ্ম পরিমাণ
অণু—বি [অণ্‌ (শব্দ করা +উ)] অতি সূক্ষ্ম কণা, molecule। **অণুচ্ছেদ**—পরিচ্ছেদের বা বক্তব্যের ক্ষুদ্র অংশ, paragraph। **অণুমাত্র**—ণ. একটুও। **অণুবীক্ষণ**—অণু দেখিবার যন্ত্র, মাইক্রোস্কোপ (microscope)।
অণ্ড—বি. [অম্ (নির্গত হওয়া) +ড] ডিম; অণ্ডকোষের বীচি, testes, অথবা অণ্ডকোষ scrotum। **অণ্ডজ**—ণ. ডিম হইতে জাত, oviparous (অণ্ডজ প্রাণী)। **অণ্ডাকার, অণ্ডাকৃতি**—ণ. ডিম্বাকার, oval-shaped। **অণ্ডাকর্ষণ**—খাসি করা, castration।
অত—ণ. ও-পরিমাণ, বেশী (অত কথা কেন)। ক্রি-ণ. অতটা (অতটা বাড়াবাড়ি ভাল হয় নাই)। **অতশত**—অত রকমের ব্যাপার (আমি অতশত বুঝি না)।

অতএব—অব্য. এজন্য, সুতরাং।
অতঃপর—অব্য. ইহার পর।
অতট—বি. পর্বতের প্রান্ত ; নদীর উচ্চতীর।
অতনু—বি কামদেব। বহুব্রী। ণ. যাহার তনু বা দেহ নাই। [(অতন্দ্রিত প্রয়াস)।
অতন্দ্র, অতন্দ্রিত—ণ. বিনিদ্র, সজাগ ; নিরলস
অতর্কিত—ণ. অচিন্তিত ; অপ্রত্যাশিত ; হঠাৎ (অতর্কিত আক্রমণ)।
অতল—ণ. অগাধ ; বি. অতি গভীর স্থান (যে অতলে গীতগান কিছু না বাজে—রবি)। **অতলস্পর্শ**—ণ. যাহার তল বা সীমা ছোঁয়া যায় না, অতি গভীর (অতলস্পর্শ অনুভূতি)। বহুব্রী।
অতসী—বি. ফুল বিশেষ ; মসিনা ; শণ গাছ।
অতি—বিণ, খুব বেশী (অতি উচ্চ) ; অতিরিক্ত।
অতিকায়—ণ. বিশালদেহ (অতিকায় জন্তু)।
অতিক্রম, অতিক্রমণ—বি. পার হওয়া; উল্লঙ্ঘন। **অতিক্রমণীয়, অতিক্রম্য**—ণ. অতিক্রম-যোগ্য। **অতিক্রান্ত**—ণ. উল্লঙ্ঘিত ; বিগত।
অতিগ—ণ. যাহা অতিক্রম করিয়া গিয়াছে, (সংশয়াতিগ ; দেহাতিগ বাণ)। [অতি—গম্+ড]।
অতিথ-মেহমান—অভ্যাগত, অতিথি।
অতিথি—[ন+তিথি] বি. যিনি অল্পকাল বাস করিবেন এমন আগন্তুক। **অতিথি-সৎকার**—অতিথি-সেবা। **অতিথি-শালা**—অতিথির বাসের জন্য গৃহ, ধর্মশালা। ৬ষ্ঠী তৎ।
অতিদর্প—মাত্রাতিরিক্ত গর্ব (অতিদর্পে হত লঙ্কা)।
অতিদেব—বি. দেবতাশ্রেষ্ঠ।
অতিদেশ—বি. একের স্বভাব বা পদ্ধতি অন্যে আরোপ। (অতিদেশসূচক শব্দ—বৎ, তুল্য, সদৃশ ইত্যাদি)।
অতিপর—[বাং] যাহার সহিত কোন সম্পর্ক নাই।
অতিপাত—বি. যাপন, ক্ষেপণ (কালাতিপাত)।
অতিপ্রাকৃত—ণ. প্রাকৃতিক নিয়মের বাহিরে, অনৈসর্গিক, অলৌকিক। প্রাদি।
অতিবাড়—বি.অপরিমিত বাড় ; স্পর্ধা, বাড়াবাড়ি (অতিবাড় ভাল নয়)। [বাং]।
অতিবাদ—বি. বাড়াইয়া বলা।
অতিবাহন—বি. অতিক্রম (পথ অতিবাহন)।
অতিবুদ্ধি—বি. ণ. বেশী চালাক ; ঐরূপ লোক বা বেশী চালাকি। **অতিবুদ্ধির গলায় দড়ি**—অতিরিক্ত চালাকি করিলে বিপদ হয়।
অতিবৃষ্টি—বি. (ফসলের হানিকর) অতিরিক্ত বৃষ্টি। (বিপ. অনাবৃষ্টি)।
অতিভক্তি—বি. মাত্রাতিরিক্ত শ্রদ্ধাজ্ঞাপন, আদর-যত্নের সন্দেহজনক আধিক্য। **অতিভক্তি চোরের লক্ষণ**—বেশী ভক্তি দেখাইয়া বিশ্বাস জন্মাইয়া চুরি করার সুবিধা হয়।
অতিভোজন—বি. গুরু ভোজন, অপরিমিত ক্ষতিকর ভোজন (অতিভোজন দোষের)।
অতিমর্ত্য—ণ. মর্ত্যে দুর্লভ ; অতিপ্রাকৃত।
অতিমাত্র—ণ. অতিশয়, মাত্রাতীত।
অতিমান—বি. অতিশয় আত্মাভিমান।
অতিমানব—বি. মহামানব (Superman)।
অতিমানুষ—ণ. অলৌকিক, যাহা মানুষে দুর্লভ (অতিমানুষ শক্তি) ; বি. অতিমানব।
অতিমানুষিক—ণ. মানুষে দুর্লভ।
অতিমৃত্যু—(বাং) বি. মৃত্যুর হারের আধিক্য।
অতিরঞ্জন—বি. বাড়াইয়া বলা ; অতিশয়োক্তি। ণ. **অতিরঞ্জিত**।
অতিরিক্ত—ণ. অতিশয় ; উদ্বৃত্ত। [অতি-রিচ্+ক্ত]। বি. **অতিরেক**—প্রাচুর্য।
অতিলোভ—বি. বেশী লাভের আকাঙ্ক্ষা (অতি লোভে তাঁতী নষ্ট)।
অতিশয় [অতি—শী+অচ্] ণ. খুব বেশী ; [ক্রি.ণ. অধিক। **অতিশয়োক্তি**—অতিরঞ্জিত উক্তি ; অর্থালঙ্কার বিশেষ। (বি. আতিশয্য ; ণ. অতিশয়িত)
অতিশীত—বি. যে শীত সহ্য করা কঠিন।
অতিষ্ঠ—ণ. স্থির থাকিতে অক্ষম, তিক্ত-বিরক্ত (প্রাণ অতিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছে)। [বাং]।
অতিসার, অতীসার—বি. পেট নামা, অতিরিক্ত তরল মল নিঃসরণ। [অতি—সৃ+ঘঞ্]
অতিস্তুতি—বি. অতি প্রশংসা, তোষামোদ।
অতিস্থূল—ণ. অতিরিক্ত মোটা ; মহামূর্খ।
অতীত—ণ. বিগত (অতীত কাল, অতীত ঘটনা) ; অতিক্রান্ত, ঊর্ধ্বে অবস্থিত (দুঃখাতীত ; জ্ঞানাতীত) ; বি অতীত কাল। **অতীতবেদী (-দিন্)**—ণ. প্রাচীন বা অতীত কাল সম্বন্ধে জানে যে। **অতীত-স্মৃতি**—বি. অতীত সম্বন্ধীয় স্মৃতি।
অতীন্দ্রিয়—ণ. অপ্রত্যক্ষ ; ইন্দ্রিয়ের অগম্য।
অতীব—ণ. অতিশয়।
অতুল, অতুলনীয়, অতুলিত, অতুল্য—

ণ. যাহার তুলনা নাই, অনুপম। **অতুলন** (কাব্যে ব্যবহৃত)—অনুপম। [কুঁড়ে।
অতুর—ণ. (যে চলিতে পারে না) পীড়িত; অত্যন্ত
অতুষ্টি—বি অসন্তোষ, অতৃপ্তি।
অতৃপ্ত—ণ. যাহার পরিতোষ লাভ হয় নাই (অতৃপ্ত বাসনা; অতৃপ্ত সাধ)। বি. **অতৃপ্তি**।
অত্যধিক—ণ. অত্যন্ত, মাত্রাতিরিক্ত (অত্যধিক বাৎসল্য)। [অতি+অধিক]।
অত্যন্ত—ণ. খুব বেশী। বি. একেবারে শেষ। (ণ. আত্যন্তিক।)
অত্যয়—বি. অতিক্রম; অবসান (মেঘাত্যয়); বিনাশ (জীবিতাত্যয়)। [অতি—ই (যাওয়া) +অল্]।
অত্যল্প—ণ. সামান্য মাত্র, খুব কম।
অত্যাচার—অনুচিত আচরণ (শরীরের উপরে অত্যাচার); দৌরাত্ম্য (জমিদারের অত্যাচার)। **অত্যাচারী (-রিন্)**—দৌরাত্ম্যকারী।
অত্যাজ্য—ণ. যাহা ত্যাগ করা অন্যায়।
অত্যাবশ্যক—ণ. খুব দরকারী।
অত্যাশ্চর্য—ণ. অতিশয় আশ্চর্যজনক।
অত্যাসক্ত—ণ. অত্যন্ত অনুরক্ত বা লিপ্ত। বি. **অত্যাসক্তি**।
অত্যুক্তি—বি. অতিরঞ্জন, exaggeration; অবিশ্বাস্য উক্তি; কাব্যালঙ্কার বিশেষ। প্রাদি।
অত্যুগ্র—ণ. অতি তীব্র (অত্যুগ্র ঘৃণা)।
অত্যুৎকট—ণ. অতিতীব্র।
অত্যুৎকৃষ্ট, অত্যুত্তম—ণ খুব ভাল।
অত্যুষ্ণ—ণ. সহ্যের অতিরিক্ত উষ্ণ (অত্যুষ্ণ মরু)।
অত্র—ণ. এখানে [ইদম্+ত্র, এতৎ+ত্র]
অত্রস্থ—ণ. এখানকার (অত্রস্থ কুশল)
অথই, অথাই—ণ. তলহীন, অগাধ। [বাং] **অথই জলে পড়া**—একান্ত নিরুপায় বোধ করা।
অথচ—অব্য. তৎসত্ত্বেও।
অথবা—অব্য. পক্ষান্তরে, অন্যথায়।
অথর্ব (-র্বন্)—[অথ (মঙ্গল)+ঋ (গমন করা)+বন] বি. চতুর্থ বেদ; বি উত্থানশক্তি-রহিত; অতিবৃদ্ধ; পৌরুষহীন।
অদক্ষ—ণ. অনিপুণ, অনভিজ্ঞ।
অদণ্ড্য—ণ. দণ্ডের অযোগ্য; নির্দোষ।
অদত্ত—ণ. যাহা বৈধভাবে দেওয়া হয় নাই, উৎকোচ-আদি; যাহা দেওয়া হয় নাই।
অদন—[অদ্+অনট্] বি. ভক্ষণ (বদনে রদন নড়ে অদনে বঞ্চিত—ভারতচন্দ্র)।
অদন্ত—ণ. যাহার দাঁত উঠে নাই (অদন্ত মুখের হাসি বড় ভালবাসি)।
অদমনীয়, অদম্য—ণ. যাহা বা যাহাকে দমান যায় না (অদম্য আগ্রহ)। [বাং]
অদরকারী—ণ. অনাবশ্যক (—কাগজপত্র)।
অদর্শন—বি. দর্শনের অভাব (প্রভুর অদর্শনে কাতর আছি)। ণ. অন্তর্হিত (কাব্যে)।
অদল-বদল—বি. বিনিময়; পরিবর্তন। [বাং]।
অদান—বি. দান না করা; অযোগ্য দান।
অদাহ্য—ণ. যাহা দগ্ধ করা যায় না বা অনুচিত।
অদিতি—ইন্দ্রাদি দেবতার মাতা; পৃথিবী। [অ—দো (দা)+ক্তি, ন+দিতি]। **অদিতি-নন্দন**—দেবতা।
অদিন—বি. অশুভ দিন।
অদীক্ষিত—ণ. গুরুর দীক্ষা এখনও যার লাভ হয় নাই; কোন আদর্শে এখনও যে আত্ম-নিয়োগ করে নাই।
অদীন—ণ. ধনী; (অন্তরে) সমৃদ্ধ।
অদীর্ঘ—ণ. হ্রস্ব, ছোটখাট (অদীর্ঘ কাহিনী)।
অদূর—ণ. নিকটবর্তী, আসন্ন (অদূর ভবিষ্যৎ)। **অদূরে**—নিকটে। **অদূরদর্শী (-র্শিন্)**—ণ. পরে কি হইবে যে তাহা ভাবে না, অবিবেচক। বি. **অদূরদর্শিতা**। **অদূরবর্তী (-র্তিন্)**—নিকটবর্তী।
[(মুহূর্তে অদৃশ্য হইল)।
অদৃশ্য—ণ. অপ্রত্যক্ষ (অদৃশ্য জগৎ), অন্তর্হিত
অদৃষ্ট—বি. ভাগ্য, বিধিলিপি, নিয়তি। ণ. যাহা চক্ষুর গোচর নয় (অদৃষ্ট চির-অদৃষ্ট)। **অদৃষ্ট-ক্রমে**—ক্রি-ণ. সৌভাগ্যক্রমে। **অদৃষ্টপুরুষ**—বিধাতাপুরুষ। **অদৃষ্টপূর্ব**—ণ. যাহা পূর্বে দেখা যায় নাই; অপরিচিত। **অদৃষ্টবাদ**—অদৃষ্ট বা ভাগ্যের দ্বারা জীবন নিয়ন্ত্রিত হয়, এই মতবাদ। **অদৃষ্টবান্ (-বৎ)**—ণ. ভাগ্যবান্। **অদৃষ্টলিপি**—ভাগ্যের লিখন, বিধিলিপি। **অদৃষ্টের পরিহাস**—ভাগ্যবিড়ম্বনা।
অদেখা—ণ. অগোচর (চোখের অদেখা হইলে মনে থাকে না)। বি. অসাক্ষাৎকার (কত দিনের অদেখার পরে দেখা)। [বাং]।
অদেবমাতৃক—ণ. বৃষ্টির জলের উপর যাহার ফসল নির্ভর করে না এমন।

অদেয়—ণ. যা দেওয়া যায় না (বন্ধুকে অদেয় কি থাকিতে পারে)।
অদ্ভুত—[অৎ—ভূ+উত] ণ. বিস্ময়কর, অপূর্ব ; (অলঙ্কারে) রসবিশেষ। **অদ্ভুতকর্মা (-র্মন্)**—অসাধারণ-কর্মশক্তি-সম্পন্ন।
অদ্য—অব্য. আজ, এইদিন। **অদ্যকার**—ণ. আজকার। **অদ্যতন**—ণ. আধুনিক। **অদ্যভক্ষ্য**—একদিনের খাদ্য। **অদ্যাপি**—অব্য. আজ হইতে ; আজিও (ভুল—অদ্যাপিও) ; আজ পর্যন্ত।
অদ্রব—ণ. যাহা দ্রব হয় না, কঠিন।
অদ্রব্য—বি. তুচ্ছবস্তু।
অদ্রি—বি. (যে বৃষ্টির জল পান করে বা ধারণ করে) পর্বত। [অ—দ্রা (পালানো)+ই, অদ্ (খাওয়া)+ত্রি]।
অদ্রোহ—বি. অবিদ্বেষ ; অহিংসা।
অদ্বয়—ণ., বি. এক ; ব্রহ্ম। [ন+দ্বয়]। **অদ্বয়বাদ**—বি. অদ্বৈতবাদ, ব্রহ্মবাদ।
অদ্বার—বি. অপ্রকাশ্য দরজা ; গুপ্তদ্বার।
অদ্বিতীয়—ণ. যাহার জোড়া নাই অদ্বিতীয় বীর) ; বি. ব্রহ্ম।
অদ্বৈত—বি. ব্রহ্ম। ণ. দ্বৈতবাদশূন্য ; অদ্বয়। **অদ্বৈতবাদ**—জীব ও ব্রহ্ম অভিন্ন, ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা, শংকরাচার্য-প্রচারিত এই মত। **অদ্বৈতবাদী (-ইন)**—অদ্বৈতবাদে বিশ্বাসী।
অধঃ—অব্য. নিম্নদেশে। **অধঃপতন, অধঃপাত** বি. অধোগতি। **অধঃপাতে যাওয়া**—মনুষ্যত্ব নষ্ট হওয়া।
অধম—[অধস্+ম] ণ. হীন ; নিন্দিত ; মূল্যহীন। বি. বিনীত আত্মপরিচয়ে (অধমের নিবাস সপ্তগ্রামে)। **অধমর্ণ**—[অধম+ঋণ] খাতক। (বিপ. উত্তমর্ণ)। **অধমাঙ্গ**—পা। (বিপ. উত্তমাঙ্গ)। **অধমাধম**—ণ. অতি নিকৃষ্ট।
অধর—[অ—ধৃ+অ] বি. নীচের ঠোঁট, অথবা ওষ্ঠাধর দুই-ই। **অধরমদিরা, অধরমধু, অধরসুধা, অধরামৃত**—বি. পুজনীয়ের থুতু, বা প্রিয়জনের অধররস বা চুম্বনসুখ।
অধরা—ণ. যাকে ধরা-ছোঁওয়া যায় না ; যা ধরে না বা আঁটে না (হৃদয় ঢালে অধরা ধারা—রবি)।
অধর্ম—বি. ন্যায়-নীতি-বিরুদ্ধ আচরণ ; শাস্ত্রবিরুদ্ধ আচরণ। **অধর্মী (-ইন্), অধার্মিক, অধর্মচারী (-ইন্), অধর্মাচারী (-ইন্)**—ণ. ধর্মলঙ্ঘনকারী। **অধর্ম্য**—ণ. পাপজনক ; ধর্মনাশক।
অধস্তন—ণ. নিম্নস্থ। **অধস্তন কর্মচারী**—নিম্নপদস্থ কর্মচারী। **অধস্তন পুরুষ**—কোন বংশে পরবর্তী কালে জাত ব্যক্তি।
অধিক—ণ. বেশী (শতাধিক ; প্রাণাধিক) ; আরও বেশী (অধিক কি বলিব)। **অধিকন্তু**—অব্য. ইহার উপর। **অধিকাংশ**—বি. বেশীর ভাগ।
অধিকরণ—[অধি·কৃ+অন] বি. (ব্যাকরণে) কারকবিশেষ, locative ; স্থান (ধর্মাধিকরণ)। **অধিকরণিক, অধিকারণিক**—বি. বিচারক। **অধিকর্তা (-তৃ)**—বি. পরিচালক, director (শিক্ষা-অধিকর্তা)। [অধি—কৃ+তৃ]
অধিকার—[অধি—কৃ+ঘঞ্] বি. স্বত্ব ; দখল (রাজার অধিকারে) ; দাবি (সম্পত্তিতে অধিকার) ; গভীর জ্ঞান (দর্শনশাস্ত্রে অধিকার) ; কর্তৃত্ব ; পরিচালন ; যোগ্যতা ; বিদ্বানদের সভায় বসিবার অধিকার)। **অধিকারী (-ইন্)**—ণ. স্বত্ববান্ ; দখল-সম্পন্ন ; ক্ষমতা-বিশিষ্ট। বি. অধ্যক্ষ (যাত্রার দলের অধিকারী) ; রাজা ; ব্রাহ্মণের উপাধি ; বৈষ্ণবের উপাধি। **অধিকারভেদ**—বি. যোগ্যতা, গুণ বা কাজের ক্ষমতা অনুসারে পার্থক্য। স্ত্রী. **অধিকারিণী**। **অধিকৃত**—ণ. বিজিত। **অধিগত**—ণ. লব্ধ (অধিগত জ্ঞান)। **অধিগম্য**—ণ. জ্ঞেয় ; শিক্ষণীয় (দুরধিগম্য বিষয়)।
অধিত্যকা—বি. পর্বতের উপরি-ভাগের সমতল ভূমি, table-land (বিপ.—উপত্যকা)।
অধিদন্ত—বি. গজদাঁত। **অধিদেব, অধিদেবতা, অধিদৈবত**—বি. অধিষ্ঠাত্রী দেবতা ; অন্তর্যামী পুরুষ। (ণ. আধিদৈবিক)। **অধিনায়ক**—বি. প্রধান পরিচালক ; অধ্যক্ষ। **অধিপ, অধিপতি**—বি. রাজা ; প্রভু। (আধিপত্য—প্রভুত্ব, কর্তৃত্ব)। **অধিপুরুষ**—বি. সর্বময় কর্তা ; পরমেশ্বর। **অধিবাস**—বি. নিবাস ; পূজা বিবাহ রাজ্যাভিষেক ইত্যাদির পূর্বে গন্ধাদির দ্বারা আচরিত মঙ্গলানুষ্ঠান। **অধিবাসন**—বি. অধিবাস সাধন। ণ. **অধিবাসিত**—গন্ধমাল্যাদির দ্বারা যাহার সংস্কার করা হইয়াছে। **অধিবিদ্য**—ণ. অতিশয় বিদ্বান্। **অধিবেশন**—বি. সভা-সমিতি সম্মেলন ইত্যাদির বৈঠক (চতুঃশক্তির অধিবেশন)। **অধিমাস**—বি.

মলমাস। **অধিমাংস, অধিমাস**—বি. ফোঁড়া ; বর্ধিত মাংস। **অধিরথ**—বি. সারথি ; মহাযোদ্ধা ; কর্ণের পালকপিতা। **অধিরাজ**—রাজচক্রবর্তী (ভুসিল সেলিম সে যে রাজ-অধিরাজ—নজরুল)। **অধিরূঢ়**—ণ. আরূঢ় (সিংহাসনে অধিরূঢ়)। **অধিরোপণ**—বি. উপরে স্থাপন বা চড়ানো। (ণ. অধিরোপিত)।
অধিরোহণ—বি. আরোহণ। **অধি-রোহণী, -রোহিণী**—বি. সিঁড়ি। **অধি-শ্রয়ণ**—বি. [অধি—শ্রি+অন] উনুনে হাঁড়ি চড়ানো ; focus। **অধিশ্রয়ণী,-য়িণী**—বি. চুল্লী।
অধিশ্রিত—ণ. আশ্রিত ; প্রাপ্ত ; স্থাপিত।
অধিষ্ঠাতা (-তৃ)—[অধি—স্থা+তৃ] যে অধিষ্ঠান করে ; প্রভাবান্বিত ; অধীশ্বর। (স্ত্রী. **অধিষ্ঠাত্রী** । **অধিষ্ঠান**—বি. অবস্থান ; দেবতাদির আবির্ভাব বা প্রভাব বিস্তার (কণ্ঠে সরস্বতীর অধিষ্ঠান) ; বাহন (দেবী অধিষ্ঠান)।
অধিষ্ঠিত—ণ. অবস্থিত ; আরূঢ় ; অধিকৃত।
অধীত—[অধি—ই+ক্ত] ণ সম্যক্ পঠিত।
অধীন—ণ. অধিগত, আয়ত্ত বশবর্তী, অনুগত, (দৈবাধীন, ভাগ্যাধীন) ; অস্ত্রের দ্বারা অধিকৃত (অধীন দেশ) ; আশ্রিত, বিনীত (অধীন লালন বলে ; অধীনের বিনীত নিবেদন) [অধি+ইন (প্রভু)] **অধীনস্থ কর্মচারী**—অধস্তন কর্মচারী। বি. **অধীনতা**—পরবশে থাকা। স্ত্রী. **অধীনা**, (বাং) **অধীনী**।
অধীনে—শাসনাধীনে, বশে। [বিদ্বান্।
অধীয়ান—ণ. [অধি-ই+আন] অধ্যয়নকারী ;
অধীর—ণ. ব্যাকুল, অসহিষ্ণু, চঞ্চল। বি. **অধীরতা**—ব্যাকুলতা, চঞ্চলতা।
অধীশ, অধীশ্বর—ণ. বি. প্রভু ; অধিরাজ।
অধুনা—অব্য. আজকাল, এখন, সম্প্রতি।
অধুনাতন—ণ. আধুনিক।
অধৃষ্য—ণ. যাহাকে পরাভূত করা যায় না ; যাহার কাছে যাওয়া যায় না। বি. **অধৃষ্যতা**।
অধৈর্য—ণ. অধীর, ব্যাকুল, বিহ্বল ; বি অস্থিরতা।
অধোগতি, অধোগমন—বি. অধঃপতন ; নরক গমন ; হীনযোনিতে জন্ম (ণ. **অধোগত**)।
অধোদেশ—বি. নিম্নাংশ। **অধোবদন, অধোমুখ**—ণ. যে মুখ নীচু করিয়া বসিয়া আছে (দুঃখে অথবা লজ্জায়), নতমুখ।
অধোবায়ু—বি. অপান বায়ু। **অধোবাস**—বি. নিম্নাঙ্গে পরিধেয় বস্ত্র, ধুতি লুঙ্গি পাজামা প্রভৃতি। **অধোবিন্দু**—বি. কুবিন্দু, Nadir।
অধোভাগ—দেহের নীচের অংশ।
অধ্যক্ষ—বি. পরিচালক ; ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী ; অধিপতি ; কর্তা (কলেজের অধ্যক্ষ, কোষাধ্যক্ষ, মঠাধ্যক্ষ)।
অধ্যবসায়—[অধি—অব+সো (নষ্ট করা, উৎসাহ করা) +অ] বি. উদ্যম, পুনঃ পুনঃ চেষ্টা, অবিশ্রান্ত উদ্যোগ, perseverance। **অধ্য-বসায়ী (-ইন্)**—ণ. অধ্যবসায়-পরায়ণ।
অধ্যয়ন—বি [অধি—ই (পাঠ করা)+অন], পাঠ ; যত্ন সহকারে পাঠ (শাস্ত্রাধ্যয়ন)। (ণ. অধীত)। **অধ্যয়নশীল**—ণ. পাঠরত।
অধ্যাত্ম—ণ. আত্মা-বিষয়ক, ব্রহ্ম বিষয়ক, spiritual. বি. পরব্রহ্ম। ণ. **আধ্যাত্মিক**।
অধ্যাপক—[অধি-ই+ণিচ্+অক] বি. বিশেষ জ্ঞানসমন্বিত শিক্ষক (দর্শনের অধ্যাপক, কলেজের অধ্যাপক, টোলের অধ্যাপক)। স্ত্রী. **অধ্যা-পিকা**। **অধ্যাপয়িতা(-তৃ)**—বি. অধ্যা-পক। স্ত্রী. **অধ্যাপয়িত্রী**। **অধ্যাপন, অধ্যাপনা**—বি. অধ্যাপকের কর্ম, শিক্ষাদান।
অধ্যাপিত—ণ. যাহাকে পাঠ করানো হয়।
অধ্যায়—[অধি—ই+অ] বি. গ্রন্থের বা শাস্ত্রের বিভাগ (কাব্যের বিভাগের সাধারণ নাম সর্গ ; বৃহৎ কাব্যের বিভাগকে বলা হয় কাণ্ড, পর্ব)।
অধ্যারূঢ়—ণ. আরূঢ়, উচ্চপদে অধিষ্ঠিত।
অধ্যারোপ, অধ্যাস—বি. এক বস্তুকে অন্য বস্তু জ্ঞান করা (যেমন রজ্জুকে সর্প জ্ঞান)। **অধ্যা-সিত, অধ্যাসীন**—ণ. অধিষ্ঠিত, সমাসীন।
অধ্যাহরণ, অধ্যাহার—বি. উহ্য বাক্য পূরণ। [অধি-আ-হৃ+অন, অ]
অধ্যুষিত—[অধি—বস্+ক্ত] ণ. উপনিবিষ্ট, অধিষ্ঠিত ; সেবিত ('ব্যাধ-অধ্যুষিত অঞ্চল—ব্যাধেরা যেখানে বসবাস করে)। (বি. অধিবাস)।
অধ্যেতা (-তৃ)—ণ. বি. অধ্যয়নকারী ; বিদ্যার্থী।
অধ্রুব—ণ. অনিত্য, চঞ্চল, নশ্বর।
অধ্বর—বি. যজ্ঞ। [অধ্বন্ (পথ)+ রা (দান করা)+ক]। **অধ্বর্যু**—বি. যজ্ঞের ভার-প্রাপ্ত পুরোহিত, ঋত্বিক্ ব্রাহ্মণ [অধ্বর—যু (যোগ করা) +কিপ্]। অংশ]।
অনংশ—ণ. সম্পত্তির ভাগে অনধিকারী। [ন+
অনক্ষর—ণ. যাহার অক্ষর জ্ঞান হয় নাই,

নিরক্ষর; যাহা অক্ষরে লেখা হয় নাই; অবক্তব্য।

অনর্ঘ—ণ. নিরুদ্বেগ; অনবদ্য; নির্বিঘ্ন। [ন+অর্ঘ]।

অনঙ্গ—বি. (হরকোপানলে ভস্মীভূত) মদন, কাম। ণ. অঙ্গহীন। [ন+অঙ্গ]। **অনঙ্গ-লেখ**—বি. প্রেমপত্র। **অনঙ্গমোহন**—ণ. মদনমোহন; অতি চিত্তাকর্ষক।

অনচ্ছ—ণ. যাহার ভিতর দিয়া দেখা যায় না, opaque, ঘোলা। [ন+অচ্ছ]

অনঞ্জন—ণ. দোষরহিত; বি. আকাশ; পরব্রহ্ম।

অনটন—অচলাবস্থা; অভাব, টানাটানি (দেশে অন্নজলের হল ঘোর অনটন—রবি)।[ন+অটন (চলন)]।

অনড়—ণ. যে বা যাহা নড়ে না বা বদলায় না। অপরিবর্তনীয় (যা' বল্লাম তা' অনড়)। [বাং]

অনতিক্রমণীয়, অনতিক্রম্য—ণ. যাহা উল্লঙ্ঘন সম্ভবপর নয়; অবশ্যপালনীয় (অনতি-ক্রমণীয় পর্বত; অনতিক্রম্য পিতৃবাক্য)। **অনতিক্রান্ত**—ণ. যাহা অতিক্রান্ত বা লঙ্ঘিত হয় নাই। **অনতিদীর্ঘ, অনতিদূর, অনতিপূর্ব, অনতিবিলম্ব, অনতি-বিস্তৃত**—(অনতি=বেশী নয় কমও নয়)।

অনধিক—ণ. কম; তাহার বেশী নয়।

অনধিকার—বি. অধিকারের অভাব; অযো-গ্যতা। **অনধিকার-চর্চা**—অনভিজ্ঞতা অযোগ্যতা অথবা সম্পর্কহীনতা সত্ত্বেও মতপ্রকাশ বা হস্তক্ষেপ। **অনধিকার প্রবেশ**—বে-আইনি প্রবেশ, trespass। ণ. **অনধিকৃত**। **অনধিকারী** (-রিন্)—ণ. যোগ্যতাহীন বা আইনগত অধিকার-হীন।

অনধিগম্য—ণ. দুর্জ্ঞেয়; দুরারোহ (অনধিগম্য বিষয়; অনধিগম্য শিখর)।

অনধ্যায়—বি. যে সময় শাস্ত্রপাঠ নিষিদ্ধ।

অননুকরণীয়—ণ. যাহার অনুকরণ দুঃসাধ্য (অননুকরণীয় ভাষা)।

অননুভূত—ণ. অনুপলব্ধ।

অননুমত—ণ. অননুমোদিত। **অননুমোদিত**—যে বিষয়ে অনুকূল মত লাভ হয় নাই।

অননুশীলন—বি. অনভ্যাস; চর্চার অভাব।

অনন্ত—ণ অন্ত নাই যার, অসীম, infinite; বহু (অনন্ত লাঞ্ছনার পরে জয়ী হওয়া)। বি. বিষ্ণু (অনন্ত রাখিল নাম অন্ত না পাইয়া); ব্রহ্ম; নাগবিশেষ, শেষ নাগ; [বাং] স্ত্রীলোকের বাহুর অলঙ্কার। (বি. আনন্ত্য, অনন্ততা)। **অনন্ত-শয্যা**—বি. অনন্তনাগরূপ শয্যা (নারায়ণের)।

অনন্তর—অব্য. অতঃপর, তাহার পর; নিকটবর্তী, next of kin (সপিণ্ডদের মধ্যে অনন্তর)।

অনন্য—ণ. একক; অপর দশজন হইতে ভিন্ন, স্বতন্ত্র; একমাত্র, unique (স্ত্রী. অনন্যা)। **অনন্যকর্মা** (-র্মন্)— ণ. অন্যকর্ম-রহিত। **অনন্যগতি**—ণ. অনন্যোপায়। **অনন্যচিত্ত, অনন্যমনা, -মাঃ** (-নস্)—ণ. যাহার অন্য দিকে মন নাই, একাগ্রচিত্ত। **অনন্যতন্ত্র**—ণ. মৌলিক। **অনন্যদৃষ্টি**—ণ. যাহার অন্য কোন দিকে দৃষ্টি নাই। **অনন্যধর্মা** (-র্মন্)—ণ. যাহার অন্য কোন ধর্ম বা প্রবণতা নাই। **অনন্য-পরায়ণ**—ণ. অন্য কিছুতেই আসক্ত নহে এমন। **অনন্যবৃত্তি**—ণ. যাহার অন্য কর্ম নাই, একাগ্রচিত্ত। **অনন্যসাধারণ, অনন্য-সুলভ**—ণ. অসাধারণ। **অনন্যোপায়**—ণ. অন্য-উপায়-বর্জিত।

অনপত্য—ণ. সন্ততিহীন। বি. **অনপত্যতা**।

অনপরাধ—ণ. নিরপরাধ; নির্দোষতা।

অনপেক্ষ—ণ. যে অপরের কাছে কিছু আশা করে না; নিস্পৃহ; নিরপেক্ষ; স্বতন্ত্র। **অনপেক্ষিত**—অতর্কিত।

অনপেত—ণ. অনপগত; অবিচলিত; অচ্যুত, যুক্ত (জ্ঞানানপেত বুদ্ধি)। [ন+অপ-ই+ক্ত]

অনবকাশ—ণ. যাহার অবসর নাই। বি. অবকাশের অভাব; নিরন্তর কর্ম-ব্যস্ততা।

অনবগত—ণ. অবিদিত।

অনবগুণ্ঠিত—ণ. অনাবৃত; সুস্পষ্ট (উষার উদয়-সম অনবগুণ্ঠিতা—রবি)।

অনবদ্য—ণ. অনিন্দ্য, নিখুঁত। [ন+অ-বদ্-+য]। **অনবদ্যাঙ্গী**—নিখুঁত সুন্দরী।

অনবধান—বি. অমনোযোগ, অসতর্কতা। ণ. অমনোযোগী। **অনবধানতা**—বি. অসতর্কতা; উদাসীনতা। ণ. **অনবহিত**।

অনবমাননীয়—ণ. অবজ্ঞার অযোগ্য; মান্য।

অনবরত—ণ. ক্রি-ণ. অবিশ্রান্ত, বিরামহীন।

অনবলম্ব, অনবলম্বন—ণ. নিরালম্ব, নিরাশ্রয়।

অনবসর—ণ. অনবকাশ,; অবসরহীন।

অনবস্থা—বি. স্থিরতার অভাব. নিয়মের অভাব।

অনবস্থিত—ণ. অনিশ্চিত, অস্থির। **অনবস্থিত-চিত্ত**—ণ. অব্যবস্থিতচিত্ত।

অনবহিত—ণ. অমনোযোগী। বি. অনবধান।

অনভিজাত—ণ. অকুলীন; সমাজের নিম্নস্তরের।

অনভিজ্ঞ—ণ. যে জানে না; যাহার জ্ঞান বা বিশেষ দক্ষতা নাই; আনাড়ী, কাঁচা। **অনভিজ্ঞতা**—বি. অভিজ্ঞতার (অভিজ্ঞতার বা বহুদর্শিতার) অভাব।

অনভিপ্রেত—ণ. ইচ্ছানুযায়ী নয়, অনভিমত।

অনভিভবনীয়—ণ অপরাজেয়।

অনভিমত—ণ. অনীপ্সিত; অননুমোদিত।

অনভিব্যক্ত—ণ. অপ্রকাশিত, অপরিস্ফুট।

অনভিলষিত—ণ. অবাঞ্ছিত।

অনভ্যস্ত—ণ. যাহার অভ্যাস নাই; অনভিজ্ঞ, কাঁচা (অনভ্যস্ত হাতে কাজ এগোয় না)। বি. **অনভ্যাস** (অনভ্যাসে বিদ্যা হ্রাস পায়)।

অনমনীয়—ণ. দৃঢ়; দোল খায় না এমন; এক-গুঁয়ে (অনমনীয় মনোভাব)।

অনম্বর—ণ. উলঙ্গ; যাহারা কাছা দিয়া কাপড় পরে না (সন্ন্যাসী ফকীরের দল); (বাং) আকাশ।

অনর্গল—ণ. অব্যাহত; অবিরাম (অনর্গল বক্তৃতা)।

অনর্ঘ—ণ. অমূল্য।

অনর্থ—বি. অমঙ্গল, অনিষ্ট (অর্থ অনর্থের মূল); অকাজ (এ অনর্থ করা কেন)। **অনর্থক**—ণ. বৃথা (অনর্থক কথা কাটাকাটি হচ্ছে)।

অনর্থপাত—বি. অশুভ ঘটন; বিপৎপাত।

অনর্হ—ণ. অযোগ্য, অসমীচীন।

অনল—(বহু দহন করিয়া যাহা পরিতৃপ্তি হয় না অথবা যাহার দ্বারা বাঁচা যায়) বি. অগ্নি (অনল-অক্ষরে লেখা; জঠরানল; প্রেমানল)। [অন্+অল (পর্যাপ্ত হওয়া); অন্ (বাঁচা)+অল]।

অনলপ্রভা—বি. অগ্নির ঔজ্জ্বল্য; জ্যোতিষ্মতী লতা।

অনলঙ্কার—বি. অলঙ্কার বা কারুকার্যের অভাব। ণ. **অনলঙ্কৃত** (অনলঙ্কৃত ভাষা—প্রাঞ্জল ভাষা)।

অনলস—ণ. নিরলস; অশ্রান্তকর্মা।

অনল্প—ণ. অধিক; মহৎ। [ন+অল্প]

অনশন—উপবাস; উপবাসী। [ন+অশন (ভোজন)]। **অনশন-ব্রত**—আহার-গ্রহণ না করিয়া প্রাণত্যাগের সঙ্কল্প। **অনশন ধর্মঘট**—অনশনসমন্বিত ধর্মঘট, hunger-strike.

অনশ্বর—ণ. যাহা নশ্বর নয়; চিরস্থায়ী।

অনসূয়—ণ. অসূয়া (ঈর্ষা)-বর্জিত; পরের দোষ আবিষ্কারে যার দৃষ্টি নাই, বরং যে পরের গুণের প্রশংসা করে ও দোষ গোপন করে। স্ত্রী.-া।

অনস্বীকার্য—ণ যাহা অস্বীকার করা যায় না।

অনহঙ্কৃত—ণ. নিরহঙ্কার।

অনাকুল—ণ. শান্ত, ধীর। **অনাকুল-কেশ**—আলুলায়িত নহে এমন কেশ, বেণীবদ্ধ কেশ।

অনাগত—ণ. যাহা এখনও উপস্থিত হয় নাই, ভাবী (অনাগত কাল, অনাগত ঋষি)। **অনাগত-বিধাতা(-তৃ)**—বি. অনাগতের প্রতিকার করিতে সমর্থ; অনাগত সম্বন্ধে অবহিত।

অনাঘ্রাত—ণ. যাহার আঘ্রাণ নেওয়া হয় নাই; যাহা ভোগ করা হয় নাই; সরস, অম্লান (অনাঘ্রাত পুষ্প)। নঞ্‌তৎ।

অনাচার—বি. ধর্ম ও সমাজ-বিরুদ্ধ আচরণ; যথেচ্ছাচার। **অনাচারী** (-ইন্)—ণ. যথেচ্ছাচারী, কদাচারী।

অনাটন—'অনটন' শব্দের গ্রাম্য রূপ।

অনাড়ম্বর—বি. আড়ম্বরের অভাব। ণ. আড়ম্বর-হীন; সরল। (অনাড়ম্বর জীবনযাত্রা)।

অনাঢ্য—ণ তেমন ধনী নহে; অসমৃদ্ধ।

অনাতপ—ণ. ছায়াযুক্ত; রৌদ্রদাহহীন।

অনাতুর—ণ অক্লিষ্ট।

অনাত্মীয়—ণ. স্নেহবন্ধনহীন; নিঃসম্পর্ক; বিদ্বেষী। নঞ্‌তৎ। বি. **অনাত্মীয়তা**।

অনাথ—ণ অভিভাবকহীন; সহায়সম্বলহীন; মাতাপিতৃহীন। স্ত্রী. **অনাথা**—পতিহীনা; বহুব্রী। **অনাথ-আশ্রম, অনাথালয়**—পিতৃ-মাতৃহীন শিশুদের আশ্রয়স্থান, এতিমখানা।

অনাদর—বি. অবহেলা, অযত্ন; অসম্মান।

অনাদায়—বি. সংগৃহীত না হওয়া, অপ্রাপ্তি। (জরিমানা অনাদায়ে জেল)। [আদায় দ্রঃ]। ণ. **অনাদায়ী** (অনাদায়ী খাজনা)।

অনাদি—ণ. যাহার আদি বা কারণ নাই। বহুব্রী। (অনাদি অনন্ত পরমেশ্বর)। **অনাদিকাল**—বি. স্মরণাতীত কাল। **অনাদ্যন্ত**—ণ. আদি-অন্ত-হীন। [ন-আদি+অন্ত]।

অনাদৃত—ণ. অবজ্ঞাত; অপূজিত। বি. অনাদর।

অনাবশ্যক—ণ. অপ্রয়োজনীয়।

অনাবিল—ণ. মালিন্যহীন, প্রসন্ন, (- আনন্দ)।

অনাবিষ্কৃত—ণ. অজানা, অপ্রকাশিত।
অনাবিষ্ট—ণ. অনিবিষ্টচিত্ত, অমনোযোগী।
অনাবৃত—ণ. আবরণহীন, উদ্‌ঘাটিত, খোলা (অনাবৃত দেহ; অনাবৃত স্থান)।
অনাবৃষ্টি—বি. পর্যাপ্ত বৃষ্টিপাতের অভাব।
অনাবৃত্তি—বি ফিরিয়া না আসা বা না ঘটা; পুনর্জন্ম না হওয়া, মোক্ষ; অনভ্যাস।
অনাময়—ণ. নীরোগ, নির্বিঘ্ন; বি. আরোগ্য, কুশল।
অনাম্না(-মন্)—ণ. অখ্যাত; নামহীন।
অনামিকা—বি. যার নাম নাই বা নাম মুখে আনিতে নাই এমন স্ত্রীলোক; কড়ে আঙুলের কাছের আঙুল, Ring-finger.
অনামুখ, অনামুখো—ণ. যার মুখ দেখিলে অযাত্রা। (বাং)।
অনায়ক—ণ পরিচালকহীন; নেতাবিহীন।
অনায়ত্ত—ণ. অনধিকৃত (প্রয়োগবিজ্ঞান আজিও আমাদের অনায়ত্ত)। নঞ্ তৎ।
অনায়াস—বি. অল্পশ্রম (অনায়াসলব্ধ); ক্লেশ নাই যাহাতে, স্বতঃস্ফূর্ত (অনায়াস সে মহিমা—রবি)। বহুব্রী। **অনায়াস-লভ্য**—ণ. সহজ-লভ্য।
অনায়াস-সাধ্য—ণ. সহজসাধ্য।
অনারারি—ণ. অবৈতনিক ও গৌরবযুক্ত (অনারারি ম্যাজিষ্ট্রেট)। [Honorary]
অনার্জব—সারল্যের অভাব। [ন+আর্জব]।
অনার্তবা—ণ. রজোদর্শন হয় নাই এমন (নারী)।
অনার্য—বি. আর্য নয় এমন জাতি, Non-Aryan; ণ. অভব্য, অসাধু, নীচ। নঞ্ তৎ। [ন+আর্য]।
অনালম্ব—ণ. যাহার অবলম্বন বা আশ্রয় নাই।
অনালোচ্য—ণ. আলোচনার অযোগ্য বা বহির্ভূত।
অনাশ্রয়—ণ. আশ্রয়হীন। বি. আশ্রয়ের অভাব।
অনাসৃষ্টি—বি., ণ. অনর্থ; সৃষ্টিছাড়া, অদ্ভুত।
অনাসক্ত—ণ. নির্লিপ্ত; আসক্তিহীন।
অনাস্থা—বি. অবিশ্বাস; উপেক্ষা; নির্ভরযোগ্য বা মূল্যবান্ জ্ঞান না করা (ধনে অনাস্থা)। **অনাস্থা-প্রস্তাব** (Vote of no-confidence)—পরিষদে মন্ত্রীমণ্ডলীর বিরুদ্ধে অনাস্থা জ্ঞাপনের উপায় স্বরূপ প্রস্তাব।
অনাস্বাদিত, অস্বাদিত—ণ. যাহার স্বাদ গ্রহণ করা হয় নাই। নঞ্ তৎ।
অনাহত—ণ. যাহাতে আঘাত লাগে নাই; আঘাত ব্যতিরেকে উত্থিত (—ধ্বনি,—সঙ্গীত। আমার অনাগত আমার অনাহত তোমার বীণাতারে বাজিছে তারা—রবি)। [উপবাসী।
অনাহার—উপবাস। **অনাহারী** (-রিন্)—
অনাহূত—ণ. আহ্বান ব্যতিরেকে আগত; আপনা আপনি, স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া। নঞ্ তৎ।
অনিকেত, অনিকেতন—ণ. গৃহহীন।
অনিচ্ছা—বি. অরুচি (আহারে অনিচ্ছা); অমত, আপত্তি (অনিচ্ছা জ্ঞাপন); আগ্রহের অভাব (অনিচ্ছায় পড়িতে বসা); অনবধানতা (অনিচ্ছাকৃত ত্রুটি); **অনিচ্ছুক**—ণ. আগ্রহহীন। নঞ্ তৎ। [ন+ইচ্ছুক]
অনিত্য—ণ. অল্পকালস্থায়ী, চঞ্চল, নশ্বর।
অনিদ্র—ণ. নিদ্রাহীন, সজাগ, উৎকণ্ঠিত (অনিদ্র রজনী যাপন; অনিদ্র নয়ান—রবি)। **অনিদ্রা**—বি. ঘুম না হওয়া, insomnia।
অনিন্দনীয়, অনিন্দ্য—ণ. উৎকৃষ্ট, নিখুঁত, নিন্দনীয় নয়। নঞ্ তৎ। **অনিন্দিত**—ণ. শোভন; সাধু; নিখুঁত (অনিন্দিত চরিত্র)। স্ত্রী. **অনিন্দিতা**—সাধ্বী, যে নারীর নিন্দা নাই।
অনিপুণ—ণ., ক্রি-ণ. অদক্ষ।
অনিবার—ণ. যাহা নিবারণ করা বা বাধা দেওয়া যায় না; ক্রি-ণ. নিরন্তর; সর্বদা; অজস্রভাবে। বহুব্রী। **অনিবারিত**—ণ. অপ্রতিহত।
অনিবার্য—ণ. যাহা রোধ করা দুঃসাধ্য (অনিবার্য কারণে)। নঞ্ তৎ।
অনিবেদিত—ণ. যাহা নিবেদন করা হয় নাই।
অনিমিষ, অনিমেষ—ণ. পলকহীন, অপলক (অনিমেষ নয়নে)। বহুব্রী। (কবিতায় অনিমিখ)।
অনিয়ত—ণ. অনিয়ন্ত্রিত; উচ্ছৃঙ্খল; নিয়মরহিত; অনিশ্চিত (অনিয়ত বারিপাত)।
অনিয়ন্ত্রিত—ণ. উচ্ছৃঙ্খল, অনিবারিত।
অনিয়ম—বি. নিয়ম-শৃঙ্খলার অভাব (আহারের অনিয়মে শরীর ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে); উচ্ছৃঙ্খলতা। নঞ্ তৎ। ণ. **অনিয়মিত**।
অনিরাকৃত—ণ যাহার নিরাকরণ হয় নাই।
অনিরুদ্ধ—ণ. রোধহীন, অবাধ, অনর্গল (—বেগে)।
অনিরূপিত—ণ. অনির্দিষ্ট; অনিয়মিত। নঞ্ তৎ
অনির্দিষ্ট—ণ. অনিধারিত; অনিশ্চিত।
অনির্দেশ্য—ণ. যে সম্বন্ধে স্পষ্ট কিছু বলা যায় না।
অনির্ণয়—বি. অনিশ্চয়, অনির্ধারণ।

অনির্বচনীয়—ণ. যাহা কথায় প্রকাশ করিয়া বলা যায় না (—সুখ, আনন্দ)। নঞ্ তৎ।
অনির্বাণ—ণ. চির জ্বলন্ত, চির-অম্লান, চির-সচেতন (অন্তরে যে রহিয়াছে অনির্বাণ আমি —রবি)। বহুব্রী।
অনির্বাদ—বি. অবিরোধ। **অনির্বাদে**—ক্রি-ণ. বিবাদ না করিয়া।
অনিল—[অন্ (বাঁচা)+ইলচ্] বি. বায়ু।
অনিশ্চয়—ণ. যাহাতে নিশ্চয়তা নাই; বি. সংশয়। ণ. **অনিশ্চিত**। **অনিশ্চিন্ত্য**—ণ. যাহা চিন্তা করিয়া নির্ণয় করা যায় না। নঞ্ তৎ।
অনিষ্ট—ণ. অপকার, ক্ষতি; দুর্দৈব (অনিষ্টাশঙ্কা)।
অনিষ্ঠা—ণ. অবিশ্বাস; অশ্রদ্ধা। [অনিষ্পন্ন।
অনিষ্পত্তি—অমীমাংসা; অসম্পাদন। ণ.
অনীকিনী—বি. সৈন্যদল, অক্ষৌহিণীর দশ ভাগের এক ভাগ। [অন্ (বাঁচা)+ঈকন্+ইন্+ঈ]।
অনীতি—বি. দুর্নীতি; অধর্ম।
অনীপ্সিত—ণ. অবাঞ্ছিত। নঞ্ তৎ।
অনীশ্বরবাদ—বি. ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণহীন এই মতবাদ, নাস্তিকাবাদ। **অনীশ্বর**—ণ. নাস্তিক।
অনুকম্পা—বি. সমবেদনা, দয়া। [অনু-কম্প্+আপ্]। **অনুকম্পী** (-ম্পিন্)—অনুকম্পা-কারী।
অনুকরণ—বি. অনুরূপ আচরণ, নকল করা। ণ. **অনুকরণীয়**—অনুকরণের যোগ্য। **অনু-কৃতি**—বি. নকল। **অনুকৃত**—ণ. যার নকল করা হইয়াছে।
অনুকর্ম (-র্মন্)—বি. অনুকরণ, নকল।
অনুকর্ষ, -কর্ষণ—বি. আকর্ষণ।
অনুকল্প—বি. প্রতিনিধি; গৌণবিধি; বদল (মধুর অনুকল্পে গুড়)।
অনুকার—বি. অনুকরণ। [অনু—কৃ+ঘঞ্]। **অনুকারী** (-ইন্)—অনুকরণকারী। **অনু-কার অব্যয়** (ব্যাকরণে)—ধ্বন্যাত্মক অব্যয় (Onomatopoetic), শব্দাদির অনুকরণে গঠিত অব্যয়শব্দ, যথা,—ঝর্-ঝর্, কুহু-কুহু, ধাঁধাঁ।
অনুকাল—ণ. সময়োপযোগী, opportune.
অনুকীর্ণ—ণ. বিকীর্ণ, বিস্তৃত।
অনুকীর্তন—বি. কীর্তন; ক্রম-অনুসারে বর্ণনা। [অনু—কৃৎ+অনট্]।
অনুকূল—ণ. অবিরোধী, সহায়, অনুগ্রহকারী (-মত, অবস্থা, বায়ু)। (বি. প্রতিকূল)।
অনুকূল গজহস্ত—দৃশ্যত: প্রতিকূল হইলেও অনুকূল ব্যাপার।
অনুক্ত—ণ. অকথিত। নঞ্ তৎ। [ন+উক্ত]।
অনুক্রম——বি. পরম্পরা, পর্যায়, Sequence।
অনুক্রমণিকা—বি. গ্রন্থের অবতরণিকা।
অনুক্রিয়া—বি. অনুকর্ম।
অনুক্ষণ—অব্য., ক্রি-ণ. সব সময়ে; ক্ষণে ক্ষণে।
অনুগ—বি অনুগামী, ভৃত্য; ণ. অনুযায়ী (মূলানুগ)। [অনু—গম্+ড]। **অনুগত**—ণ. বশবর্তী, আশ্রিত, একান্তবাধ্য ('অনুগত জনে কেন'); অনুযায়ী (মূলের অনুগত)। [অনু—গম্+ক্ত]। **অনুগমন**—বি. অনুসরণ, পিছনে পিছনে যাওয়া, অনুরূপ আচরণ (শবানুগমন; স্ত্রীর মৃতপতির অনুগমন—সহমরণ)। [অনু—গম্+অনট্]।
অনুগামী (-মিন্)—ণ. অনুসরণকারী, সহচর।
অনুগুণ—ণ. অনুকূল, অনুগত; পশ্চাদ্গামী, অনুযায়ী, অনুগামী।
অনুগৃহীত—ণ. কৃপাপ্রাপ্ত, বাধিত, উপকৃত। [অনু—গ্রহ্+ক্ত]। (বি. অনুগ্রহ)।
অনুগ্র—বি. মৃদু (অনুগ্র গন্ধ)। নঞ্ তৎ।
অনুগ্রহ—বি. কৃপা, আনুকূল্য। **অনুগ্রাহক**—ণ. অনুগ্রহকারী।
অনুচর—বি. সহচর, সেবক, অনুগামী। [অনু—চর্+অচ্]। স্ত্রী. **অনুচরী**। **অনুচার**—বি. ভৃত্য, attendant। [(অনুচ্চ কণ্ঠ)।
অনুচ্চ—বি. তেমন উঁচু নয় (অনুচ্চ টিলা); মৃদু
অনুচ্চার্য—ণ. অকথ্য; উচ্চারণের অযোগ্য।
অনুচিকীর্ষা—বি. অনুকরণের ইচ্ছা। [অনু—কৃ+সন্ আ]। **অনুচিকীর্ষু**—ণ. অনুকরণেচ্ছু।
অনুচিত—ণ. অসঙ্গত, অযোগ্য। বি. অনৌচিত্য।
অনুচিন্তন, অনুচিন্তা—বি. অনুধ্যান; সতত চিন্তা।
অনুচ্ছেদ—অণুচ্ছেদ দ্রঃ।
অনুচ্ছিষ্ট—পবিত্র; অভুক্ত।
অনুজ, অনুজন্মা (-অন্)—ণ. যে পরে জন্মগ্রহণ করিয়াছে, ছোট ভাই। [অনুজ—অনু-জন্+ড] স্ত্রী. **অনুজা**—কনিষ্ঠা ভগিনী।
অনুজীবী (-বিন্)—বি. ণ. আশ্রিত; ভৃত্য।
অনুজ্জ্বল—ণ. প্রাখর্যহীন (—মেঘ, দিন)।
অনুজ্ঞা—বি. আদেশ, অনুমতি, সম্মতি; (ব্যাকরণে) প্রবর্তনা (Imperative mood) ণ. **অনু-জ্ঞাত**—আদিষ্ট, অনুমতি-প্রাপ্ত।

অনুতপ্ত—ণ. অনুশোচনাগ্রস্ত, repentant.
অনুতাপ—বি. অনুশোচনা, পরিতাপ, আফসোস (ভুলের জন্য—)। [অনু (পশ্চাৎ)—তপ্ + ঘঞ্]।
অনুত্তম—ণ. (যাহা হইতে উত্তম নাই) সর্বোৎকৃষ্ট, সর্বাধিক (অনুত্তম সুখ, অনুত্তম দুঃখ)।
অনুত্তর—ণ. অত্যুত্তম, প্রধান; দক্ষিণ।
অনুৎসাহ—বি. উৎসাহহীনতা; ণ. নিরুৎসাহ।
অনুদগ্র—ণ. যাহা উগ্র উৎকট বা উদ্ধত নয়।
অনুদয়—বি. সূর্যোদয়ের পূর্বের কাল। [ন+উদয়]
অনুদরা—ণ. ক্ষীণমধ্যমা। [ন-উদর+আপ্]
অনুদাত্ত—[অন্-উৎ-আ-দা+ক্ত] ণ. অনুচ্চ (স্বর)।
অনুদান—সরকারী অর্থসাহায্য, grant.
অনুদার—ণ. সঙ্কীর্ণচিত্ত, গোঁড়া; কৃপণ।
অনুদিত—ণ. অনুদ্গত, অপ্রকাশিত।
অনুদিন—অব্য. প্রতিদিন। (অব্যয়ীভাব)।
অনুদৈর্ঘ্য—ণ. দৈর্ঘ্য বরাবর, লম্বালম্বি।
অনুদ্‌ঘাত—ণ. উঁচুনীচু নয়, সমতল।
অনুদ্দিষ্ট—ণ. নিরুদ্দেশ। বি. **অনুদ্দেশ**।
অনুদ্বায়ী (-য়িন্)—ণ. যাহা উবিয়া যায় না।
অনুদ্বিগ্ন—[ন+উদ্বিগ্ন] ণ. উদ্বেগরহিত, চিন্তা-ভাবনাবর্জিত, placid. বি. **অনুদ্বেগ**।
অনুদ্যোগ—বি. আলস্য; ঔদাস্য [ন+উদ্যোগ]।
অনুদ্ভিন্ন—ণ. অনুদ্গত, অপরিপুষ্ট (অনুদ্ভিন্ন-যৌবনা)।
অনুধাবন—[অনু-ধাব্+অনট্] বি. অনুসরণ; মনোযোগ দান। ণ. **অনুধাবিত**।
অনুধ্যান—বি. নিরত ধ্যান, সব সময়ে চিন্তা করা। **অনুধ্যায়ী** (-য়িন্)—ণ. যে সতত চিন্তা করে বা স্মরণ করে (শুভানুধ্যায়ী)।
অনুধ্যেয়—ণ. অনুধ্যানের যোগ্য।
অনুনয়—বি. অনুরোধ। [অনু-নী+অ]।
অনুনয় বিনয় করা—খুব অনুরোধ করা।
অনুনাদ—বি. প্রতিধ্বনি। [অনু-নদ্+ঘঞ্] বিণ. **অনুনাদিত**—অনুরণিত।
অনুনাসিক—ণ. নাসিকাদ্বারা উচ্চারিত, নাকী সুরের। **অনুনাসিক বর্ণ**—(ব্যাকরণে) ঙ, ঞ, ণ, ন, ম—এই কয়টি বর্ণ।
অনুন্নত—ণ. তেমন উন্নত নয়।
অনুপ—ণ. অনুপম ('রূপ অনুপ')।
অনুপকার—বি. উপকারের অভাব; অপকার।
অনুপকারক, অনুপকারী (-রিন্)—ণ. ক্ষতিকারক। [নাই; অশিক্ষিত।
অনুপদিষ্ট—ণ. যাহাকে উপদেশ দেওয়া হয়
অনুপদ—বি. ধুয়া (chorus)। ০ অব্য. পদে পদে ণ. অনুগামী। **অনুপদী** (-দিন্-)—ণ. অনুসরণকারী।
অনুপপত্তি—বি. যুক্তির অভাব, অসঙ্গতি (তর্কশাস্ত্রে)। ণ. **অনুপপন্ন**।
অনুপভুক্ত—ণ. যাহা উপভোগ বা ব্যবহার করা হয় নাই। [ন+উপভুক্ত]
অনুপমেয়, অনুপম—ণ. যাহার উপমা নাই, অতুলা। বহুব্রী। স্ত্রী. **অনুপমা, অনুপমেয়া**।
অনুপযুক্ত—ণ. অযোগ্য; অকর্মণ্য। **অনুপযোগিতা**—অসমীচীনতা, অপ্রয়োজনীয়তা।
অনুপল—বি বিপলের ষষ্টিতম অংশ।
অনুপলব্ধি—বি. উপলব্ধির বা বোধের অভাব; অনমুভূতি।
অনুপস্থিত—ণ. উপস্থিত নয়, গর-হাজির; অনাগত। বি. অনুপস্থিতি।
অনুপাত বি. অনুগমন; হার; (গণিতে) অনুরূপ অঙ্কপাত, Ratio; Proportion।
অনুপাতক—বি. মহাপাতকের সদৃশ ৩৫টি পাতক, যথা,—মিথ্যাকথন, অভক্ষ্যভক্ষণ, অগম্যাগমন ইঃ।
অনুপান—বি. কবিরাজী ঔষধের অনুপূরক দ্রব্য।
অনুপাম—(কাব্যে) ণ. অনুপম।
অনুপায়—ণ. নিরুপায়।
অনুপূরক—ণ. যাহা কোন কিছুকে পূর্ণাঙ্গ করে, complementary (অনুপূরক কোণ); অতিরিক্ত, supplementary.
অনুপূর্ব—ণ. আনুক্রমিক; বি. অনুক্রম। আনুপূর্বিক—প্রথম হইতে পর পর।
অনুপ্রবেশ—বি. ভিতরে প্রবেশ; ব্যুৎপত্তি। ণ. **অনুপ্রবিষ্ট**।
অনুপ্রস্থ—ক্রি. ণ. প্রস্থের দিকে, আড়দিকে। ণ. আড়াআড়ি অবস্থিত।
অনুপ্রাণনা—বি. প্রেরণা, প্রাণ-সঞ্চারী উৎসাহ, inspiration; ণ. **অনুপ্রাণিত**—প্রেরণা-প্রাপ্ত।
অনুপ্রাস—বি. শব্দালঙ্কার বিশেষ, alliteration। (যথা: তুমি ভীম ভবার্ণবে ভেলক হে)।
অনুপ্রেরণা—বি. অনুপ্রাণনা, উদ্দীপনা সঞ্চার। ণ. **অনুপ্রেরিত**।

অনুবদ্ধ—ণ. অনুবন্ধন, গ্রথিত।
অনুবন্ধ—বি অনুরোধ, অভিলাষ, আরম্ভ, প্রসঙ্গ, সম্বন্ধ ইত্যাদি। (প্রাচীন বাংলায় বহুলরূপে ব্যবহৃত, আধুনিক বাংলায় অপ্রচলিত)।
অনুবন্ধী (-ন্ধিন্-)—ণ. অনুবর্তী।
অনুবর্তন—বি. অনুসরণ। **অনুবর্তী** (-র্তিন্-) —ণ. অনুগামী। বি. **অনুবর্তিতা**।
অনুবল—বি. সৈন্যের পৃষ্ঠরক্ষক সৈন্যদল। প্রভাব। ণ. বল-অনুযায়ী। প্রাদি।
অনুবাত—বি অনুকূল-বায়ু। ণ. বায়ুর সহগামী।
অনুবাদ—[অনু—বদ্+ঘঞ্] বি. প্রশংসা (গুণানুবাদ); কথার উত্তর (বাদানুবাদ) নিন্দা; (বাং) তর্জমা, translation।
অনুবাদক—বি. ণ. যে অনুবাদ করে। ণ. **অনূদিত, অনুবাদিত** (অশুদ্ধ)—ভাষান্তরিত
অনুবাদী (-দিন্—(সঙ্গীতে) ণ. প্রধান সুরের [অনুগামী সুর]।
অনুবাসন—অনু-বাসি+অনট্) বি. ধূপাদির দ্বারা সুরভীকরণ। ণ. **অনুবাসিত**—সুরভিত।
অনুবিদ্ধ—ণ. সমুৎকীর্ণ, গ্রথিত (অনুবিদ্ধ রত্ন)।
অনুবিধান—বি. বিধান বা আদেশের অনুরূপ কার্য।
অনুবিধি—আইন বা নিয়মাদির অন্তর্গত গৌণ বিধি, proviso।
অনুবৃত্তি—বি. অনুসরণ, পূর্ব প্রসঙ্গের বিস্তার।
অনুবেদন—বি. সহানুভূতি।
অনুবোধ—বি. পুনরুদ্দীপন, উদ্বোধন; পশ্চাদ্‌জ্ঞান।
অনুব্রজ—বি. অনুগমন; প্রত্যুদ্গমন, আগ বাড়াইয়া লওয়া। **অনুব্রজ্যা**—বি. পশ্চাদ্গমন।
অনুব্রত—ণ. যে অনুকূল কার্য করে, সহায়, অনুরক্ত। ক্রি-ণ. নিরন্তর।
অনুভব—অনু—ভূ+অল্ বি. বোধ, উপলব্ধি। ণ. **অনুভূত**।
অনুভাব—বি. মহিমা; প্রভাব; ভাবভঙ্গি (অলঙ্কারে)। [অনু—ভূ+ঘঞ্]।
অনুভাবী (-বিন্)—ণ. অনুভবকারী।
অনুভূতি—বি. ইন্দ্রিয়ের চেতনা, sensation (স্পর্শানুভূতি), উপলব্ধি। [অনু—ভূ+ক্তি]
অনুভূমিক—ণ. horizontal, ভূমির সমান্তরাল।
অনুমত—[অনু—মন্+ক্ত] ণ. অনুমোদিত; আদিষ্ট (শাস্ত্রানুমত বিধান)। বি. **অনুমতি**। **অনুমন্তা** (-ন্তৃ)—ণ. বি. যে অনুমতি দেয়।

অনুমরণ—[অনু-মৃ+অনট্] বি. সহমরণ। ণ **-মৃত**
অনুমান, অনুমিতি—বি. (তর্কবিজ্ঞানে) যুক্তির দ্বারা কৃত সিদ্ধান্ত (ধূম দেখিয়া আগুন অনুমান কর); আন্দাজ (অনুমানে বলা)। ণ. **আনুমানিক**। [অনু-মা+অনট্, -ক্তি]।
অনুমাপক—ণ. যাহা সিদ্ধান্তে পৌঁছিতে সাহায্য করে। **অনুমিত**—ণ. যাহা আন্দাজ করা হইয়াছে। [অনু—মা+ক্ত]।
অনুমেয়—ণ যাহা আন্দাজ করা যায়।
অনুমৃত—ণ. যে অনুমরণে গিয়াছে।
অনুমোদন—[অনু—মুদ্+অনট্] বি. অনুকূল অভিমত, সম্মতি। ণ. **অনুমোদিত**—যাহা অনুমোদন লাভ করিয়াছে।
অনুযাত—ণ. পশ্চাদ্গত; অনুকৃত। [অনু-যা+ক্ত]
অনুযাত্র, অনুযাত্রী (-ত্রিন্)—বি. ণ. সঙ্গের লোকজন, দলবল। **অনুযাত্রা**—বি. অনুগমন, সঙ্গী হওয়া। [(নিয়মানুযায়ী);
অনুযায়ী (-য়িন্)—ক্রি-ণ. ণ. অনুসারে
অনুযুক্ত—[অনু-যুজ্+ক্ত] জিজ্ঞাসিত; তিরস্কৃত।
অনুযোক্তা (-ক্তৃ)—বি. ণ. অভিযোগকারী।
অনুযোগ [অনু—যুজ্+ঘঞ্] বি. নালিশ; দোষারোপ। (ণ. অনুযুক্ত)।
অনুরক্ত—ণ. অনুরাগী, প্রীতিমান্, ভক্ত, আসক্ত। (বি. অনুরাগ, অনুরক্তি)। [অনু—রঞ্জ্+ক্ত]।
অনুরঞ্জক—ণ. আনন্দবর্ধক, প্রীতিমান্ (প্রজানুরঞ্জক)। **অনুরঞ্জন**—[অনু—রন্জ্+ণিচ্+অনট্] বি. আনন্দবর্ধন; প্রীতি-সম্পাদন (প্রজানুরঞ্জন হেতু সীতাবিসর্জন)।
অনুরণন—[অনু—রণ্+অনট্] বি. ক্ষীণ প্রতিধ্বনি বিস্তার, resonance। ণ. অনুরণিত
অনুরত—[অনু-রম্+ক্ত] প্রীতিমান্। (স্ত্রী. অনুরতা)—পতি-অনুরতা। বি. অনুরতি।
অনুরথ্যা—বি. গলি; ফুটপাত।
অনুরাগ [অনু-রন্জ্+ঘঞ্] বি. প্রেমের আকর্ষণ (প্রিয়তম বা প্রিয়তমার প্রতি অনুরাগ, স্বদেশের প্রতি অনুরাগ, ধর্মের প্রতি অনুরাগ); আন্তরিক প্রীতি (কত কথা পুষ্পপ্রায় বিকশি তুলিতে চায় কত অনুরাগে—রবি)। ণ. **অনুরক্ত**।
অনুরাগী (-গিন্)—ণ. উৎসাহী (**বিদ্যানুরাগী**—বিদ্যার উন্নতি বা প্রচার বিষয়ে আসক্ত ও উৎসাহী)। স্ত্রী. **অনুরাগিণী**—অনুরক্তা, প্রেমময়ী ('নব-অনুরাগিণী রাধা')

অনুরাধা—বি. মঙ্গলকর নক্ষত্রবিশেষ।
অনুরুদ্ধ—ণ. উপরুদ্ধ, উপযাচিত, যাহাকে অনুরোধ করা হইয়াছে। [অনু—রুধ্ + ক্ত]।
অনুরূপ—ণ. মতন, যোগ্য, সমগুণ (রূপের অনুরূপ গুণ)। প্রাদি।
অনুরোধ—বি উপরোধ, প্রার্থনা, হেতু (প্রয়োজনানুরোধে)। ণ. অনুরুদ্ধ; প্রার্থিত।
অনুর্বর- -[ন + উর্বর] বি. যাহাতে তেমন শস্য জন্মে না, মরুময়।
অনুলম্ব—ণ লম্বালম্বি, অনুদৈর্ঘ্য। প্রাদি।
অনুলাপ—বি. বারবার বলা।
অনুলিখন—বি. প্রতিবর্ণীকরণ; শ্রুতলিখন। (transliteration)
অনুলেপ, অনুলেপন—বি চন্দনাদি প্রসাধন-দ্রব্যের ব্যবহার। ণ. অনুলিপ্ত।
অনুলেহ—বি. প্রীতি। [প্রাচীন বাংলা]
অনুলোম—ণ. যথাক্রম, অনুকূল। **অনুলোম বিবাহ**—যে বিবাহে বর উচ্চবর্ণের, কন্যা নিম্নবর্ণের (বিপরীত—প্রতিলোম বিবাহ)।
অনুল্লঙ্ঘন—বি. উল্লঙ্ঘন না করা। নঞ্ তৎ।
অনুশয়—বি পস্তানো, অনুতাপ; চিরদ্বেষ।
অনুশাসন—বি. কর্তব্যের উপদেশ; আদেশ (রাজানুশাসন); edict (তাম্রানুশাসন—তাম্রফলকে লিখিত অনুশাসন)। [অনু-শাস্ + অনট্]
অনুশিষ্য—বি প্রশিষ্য, শিষ্যের শিষ্য।
অনুশীলন--[অনু-শীলি + অনট্] বি. দীর্ঘকালব্যাপী চর্চা, আচরণ cultivation। ণ. **অনুশীলিত**—যাহার চর্চা করা হইয়াছে;
অনুশীলনী—বি. অধীত বিষয়ের অনুকূল প্রশ্নাদি।
অনুশোচন, অনুশোচনা—[অনু-শুচ্ + অনট্] বি. অনুচিত কর্মের জন্য দুঃখবোধ, পরিতাপ।
অনুষক্ত—[অনু—সনজ্ + ক্ত] ণ সংযুক্ত, সংশ্লিষ্ট।
অনুষঙ্গ—সংশ্লিষ্ট বিষয়; সম্পর্ক; দয়া; প্রণয়। (ণ. আনুষঙ্গিক, অনুষক্ত)।
অনুষ্টুভ্,-প্—সংস্কৃত ছন্দোবিশেষ।
অনুষ্ঠাতা—[অনু-স্থা + তৃচ্] ণ. যে অনুষ্ঠান করে, উদ্যোক্তা। **অনুষ্ঠান**—ক্রিয়া-কর্ম; উৎসবাদি; সম্পাদন, আয়োজন; ধর্ম-কর্ম। **অনুষ্ঠিত**—কৃত। **অনুষ্ঠেয়**—ণ. সম্পাদন-যোগ্য।
অনুষ্ণ—ণ. শীতল; অলস; জড়। [ন + উষ্ণ]
অনুসঙ্গী—(বাং) বি. সহচরী, সঙ্গী।
অনুসন্ধান—[অনু-সম্—ধা + অনট্] বি. অন্বেষণ। **অনুসন্ধান-সমিতি**—অন্বেষণ ও গবেষণার জন্য গঠিত সমিতি। **অনুসন্ধিৎসা**—বি. অনুসন্ধানের ইচ্ছা; [অনু-সম্ + ধা-সন্ + আ]। **অনুসন্ধানী** (-নিন্)—অনুসন্ধানে থাকা, যে খোঁজ-খবর রাখে। [অনুসন্ধান + ইন্]। **অনুসন্ধিৎসু**—ণ. অনুসন্ধানে যাহার আগ্রহ আছে। [অনু-সম্-ধা + সন্ + উ]।
অনুসন্ধেয়—ণ. অনুসন্ধানের যোগ্য।
অনুসরণ—[অনু-সৃ + অনট্] বি. অনুবর্তন, অনুরূপ আচরণ, পিছু নেওয়া। **অনুসারী** (-রিন্)—ণ যে অনুসরণ করে; অনুগামী। স্ত্রী. **অনুসারিণী**। **অনুসারে**—ক্রি-ণ. অনুযায়ী।
অনুসিদ্ধান্ত—(জ্যামিতিতে) উপপাদ্য হইতে সহজে আগত সিদ্ধান্ত। Corollary.
অনুসূচক—[অনু—সূচি + অক] ণ. দ্যোতক।
অনুস্মৃতি—বি পরে মনে করা বা পড়া।
অনুসৃত—[অনু—সৃ + ক্ত] ণ. যাহা অনুসরণ করা হইয়াছে; বি. **অনুসৃতি**।
অনুস্যূত [অনু-সিব্ + ক্ত] ণ. গ্রথিত; সতত সম্বদ্ধ।
অনুস্বার—ং (যাহা শুধু স্বরবর্ণের পশ্চাতেই বসে)।
অনুহরণ, অনুহার—বি. অনুকরণ, সদৃশীকরণ।
অনূঢ়- বি. অবিবাহিত। [ন + ঊঢ় (বহ্ + ক্ত)]। স্ত্রী. **অনূঢ়া**। **অনূঢ়ান্ন**—আইবুড়োভাত।
অনূদিত—ণ ভাষান্তরিত, translated। [অনু-বদ্ + ক্ত] অনুবাদিত (অশুদ্ধ)
অনূন—অখণ্ড, সমগ্র, অন্যূন। [ন + ঊন]
অনূপ—বি. জলবহুল দেশ, হাওড়, বিল; মহিষ। ণ. জলময়। [অনু (অনুগত) অপ্ (জল) যেখানে। (অনু-অপ্ + অ) । বহুব্রী]।
অনূরু—ণ. যাহার ঊরু নাই। বি. সূর্যের সারথি অরুণ
অনূর্ধ্ব—ণ. অনধিক (অনূর্ধ্ব দশ বৎসর কালে—দশ বৎসর কালের মধ্যে) [ন + ঊর্ধ্ব]
অনৃজু—ণ. ঋজু নয়, কুটিল। [ন + ঋজু]
অনৃণ,-ণী—ণ. অঋণী। [ন + ঋণ,-ণী]
অনৃত—বি. মিথ্যা। [ন + ঋত]। **অনৃতভাষী** (-ষিন্)—ণ. মিথ্যাবাদী।
অনেক—ণ. বহু, প্রচুর (অনেক তফাৎ); নানা (অনেক প্রকার); বাড়াবাড়ি (অনেক হয়েছে, আর কেন)। [ন + এক]। **অনেকটা**—কিছু পরিমাণে (রোগী অনেকটা ভাল বোধ করছে)। **অনেক করে বলা**—খুব অনুনয়-বিনয় করা। **অনেকধা**— ক্রি-ণ, বহুধা।

অনৈক্য—বি. ঐক্যের অভাব, বিরোধ; মতভেদ। নঞ্-তৎ। [ন+ঐক্য])
অনৈচ্ছিক—ণ. অনিচ্ছাকৃত। [ন+ঐচ্ছিক]
অনৈপুণ্য—বি. অদক্ষতা, অবিচক্ষণতা।
অনৈসর্গিক—ণ. অপ্রাকৃত।
অনৌচিত্য—বি. অযৌক্তিকতা, অন্যায্যতা।
অন্ত—বি. শেষ (কার্যান্তে অবসর গ্রহণ; বনান্ত); সীমা, স্বরূপ-নির্ণয় (তার অন্ত পাওয়া দায়; 'তার অন্ত নাই গো')। নাশ০ (প্রাণান্ত পরিশ্রম); জীবনশেষ, মৃত্যু, পরকাল (অন্তে দিও পদাশ্রয়)। (ণ. অন্ত্য)। [অম্+তন্]।
অন্তঃ—অব্য. অভ্যন্তরে। **অন্তঃকরণ**—বি. মন, হৃদয়। **অন্তঃকুটিল**—ণ. কুটিল অন্তঃকরণের। **অন্তঃপট**—বি. যবনিকা। **অন্তঃপাতী (-তিন্)**—অন্তর্গত। **অন্তঃপুর**—বি অন্দরমহল। **অন্তঃপুরিকা**—বি. অবরোধবাসিনী, পরিবারের স্ত্রীলোক।
অন্তঃপ্রকৃতি—বি. স্বভাব। **অন্তঃপ্রবিষ্ট**—ণ. অন্তর্গত। **অন্তর্বিদ্রোহ**—বি. প্রজাদের বা নাগরিকদের বিদ্রোহ। **অন্তঃশত্রু**—বি. পরিবারের বা রাজ্যের ভিতরকার শত্রু। **অন্তঃশীলা**—(গ্রাম্য শব্দ) অন্তঃসলিলা। **অন্তঃসত্ত্বা**—ণ. গর্ভবতী। **অন্তঃসলিলা**—ণ. মাটির নীচে প্রবাহিত হইতেছে এমন ধারা। **অন্তঃসার**—বি. ভিতরের সারবস্তু। **অন্তঃসারশূন্য**—ণ. ঘুণে ধরা, অপদার্থ। **অন্তঃস্থ**—ণ. ভিতরের, হৃদয়স্থ। **অন্তঃস্থল**—ণ. মধ্যদেশ, (অন্তরের অন্তঃস্থল)। **অন্তঃস্থ বর্ণ**—যর ল ব—(স্পর্শ ও উষ্মবর্ণের মধ্যে স্থিত)।
অন্তক—বি. যম। ণ. সংহারক। স্ত্রী. অন্তিকা।
অন্তক, অন্তকারী (-রিন্)—ণ. নাশক।
অন্তকাল—বি. মৃত্যুসময়।
অন্তগ—ণ. পারগামী, কুশল (বেদান্তগ); অন্তস্থিত। উপতৎ। [অন্ত-গম্+ড]
অন্তত, অন্ততঃ—অব্য. কম পক্ষে (অন্তত পাঁচশ'; অন্তত আমি জানি)।
অন্তদন্তহীন—ণ. অতিবৃদ্ধ।
অন্তবাসী (-সিন্), অন্তেবাসী (-সিন্)—বি. ণ. আবাসিক, বিদ্যার্থী।
অন্তর—বি. অন্তঃকরণ (অন্তরে আঘাত লাগা); তফাৎ (দশ হাত অন্তর); ভিতরকার, গোপন (অন্তরাত্মা); অন্তরটিপুনি); ভিন্ন (গ্রামান্তর)। (ণ. আন্তর, আন্তরিক)। **অন্তরঙ্গ**—ণ. যাহার সহিত অন্তরের মিল আছে, বন্ধু। [অন্তর-গম্+ড, বা অন্তর+অঙ্গ]। **অন্তরঙ্গতা**—মাখামাখি। **অন্তরজ্ঞ**—[অন্তর-জ্ঞা+ক] বিশেষজ্ঞ। **অন্তরটিপুনি**—গোপনে টিপ বা ইঙ্গিত দান। **অন্তরস্থ**—ণ. ভিতরকার, মনোগত।
অন্তরা—বি. গানের দ্বিতীয় কলি।
অন্তরাত্মা (-ত্মন্)—বি. অন্তঃকরণ।
অন্তরাপত্যা—ণ. অন্তঃসত্ত্বা।
অন্তরায়—বি. প্রতিবন্ধক। [অন্তর-অয়্+অন]।
অন্তরাল—বি. আড়াল, ব্যবধান।
অন্তরিক্ষ, অন্তরীক্ষ—বি. আকাশ; বায়ুমণ্ডল। [অন্তঃ+ঈক্ষ, যাহা (স্বর্গ ও মর্ত্যের) মধ্যে দেখা যায়।]
অন্তরিত—ণ. অপসারিত, আবৃত, লুক্কায়িত।
অন্তরিন্দ্রিয়—বি. মন। [অন্তঃ+ইন্দ্রিয়]।
অন্তরীন, অন্তরীনাবদ্ধ—কোনো বিশেষ স্থানে আবদ্ধ রাজবন্দী, internee।
অন্তরীপ—বি তিন দিকে সমুদ্রবেষ্টিত সমুদ্রে প্রবিষ্ট সংকীর্ণ ভূভাগ, cape।
অন্তরীয়, অন্তরীয়ক—বি. পরিধান-বস্ত্র, ধুতি, ঘাঘরা ইত্যাদি (বিপ—উত্তরীয়)। [অন্তঃ+ঈয়]।
অন্তর্গত—ণ অন্তর্ভুক্ত, মধ্যবর্তী। [অন্তর-গম্+ক্ত]
অন্তর্গূঢ়—ণ. ভিতরে লুকানো।
অন্তর্গৃহ—বি. ভিতরের ঘর। গৃহের অভ্যন্তর; অন্তবর্তী গৃহ। মধ্যপ কর্মধা।
অন্তর্ঘাত—বি. বিপক্ষের গোপন ক্ষতিসাধন sabotage। **অন্তর্ঘাতী**—অন্তর্ঘাতমূলক।
অন্তর্জগৎ—বি. মনোজগৎ।
অন্তর্জল—বি. মুমূর্ষু হিন্দুর গঙ্গাদি পবিত্র নদীর তীরে জলে নাভি পর্যন্ত ডুবাইয়া বসা। **অন্তর্জলী**—ঐ অবস্থায় তারকব্রহ্ম নাম-কীর্তন-আদি পারলৌকিক কর্ম। ষষ্ঠী তৎ।
অন্তর্জ্যোতিঃ—বি. অন্তরের আলোক; চৈতন্য; inner illumination.
অন্তর্দর্শন—বি. নিজের চিন্তার বা মনের গতির বিচার, আত্মদর্শন, introspection।
অন্তর্দাহ—বি. মনের জ্বালা, মনে মনে শোক দুঃখ অপমান ইত্যাদির তীব্র অনুভূতি। মধ্যপ কর্মধা।
অন্তর্দৃষ্টি—[অন্তর্—দৃশ্+ক্তি বি. প্রকৃত সত্যের প্রতি দৃষ্টি, insight, আত্মজ্ঞান।
অন্তর্দেশ—বি. মধ্যবর্তী প্রদেশ; উপত্যকা।

অন্তর্দ্বার—বি. বাটীর মধ্যস্থ গুপ্তদ্বার, খিড়কী দরজা।
অন্তর্ধান—[অন্তর্‌-ধা+অনট্‌] বি. অদৃশ্য হওয়া; মহাপুরুষের দেহত্যাগ। (ণ. অন্তর্হিত)।
অন্তর্নিবিষ্ট, অন্তর্নিহিত—ণ. ভিতরকার।
অন্তর্বত্নী—[অন্তর্‌-বতুপ্‌+ঈপ্‌] ণ. গর্ভিণী।
অন্তর্বর্তী (-র্তিন্‌)—ণ. মধ্যবর্তী [দুই যুদ্ধের অন্তর্বর্তী কাল; গঙ্গা ও যমুনার অন্তর্বর্তী প্রদেশ; অন্তর্বর্তী (interim) শাসন-ব্যবস্থা]।
অন্তর্বাণিজ্য—বি. দেশের মধ্যকার ব্যবসা-বাণিজ্য internal trade [মধ্যপ কর্মধা]।
অন্তর্বাষ্প—বি. অন্তস্তম্ভিত অশ্রু।
অন্তর্বাস, অন্তর্বস্ত্র—বি. ভিতরে পরিবার বস্ত্রাদি কৌপীন সেমিজ ইত্যাদি। (তুঃ—বহির্বাস)।
অন্তর্বাহ, অন্তর্বাহী, (-হিন্‌)—ণ. যাহা ভিতর দিকে বহিয়া যায়, afferent।
অন্তর্বিগ্রহ, অন্তর্বিপ্লব—বি. গৃহবিবাদ, আভ্যন্তরীণ বিপর্যয়। Civil war, মধ্যপকর্মধা।
অন্তর্বিরোধ—বি. নিজেদের মধ্যে বিরোধ।
অন্তর্বিবাহ—বি. সগোত্রে বিবাহ, endogamy.
অন্তর্বেদনা—বি. মানসিক যাতনা।
অন্তর্বেদী (-র্বেদি)—বি. মধ্যস্থলে বিদ্যমান দেশ, দোয়াব; ব্রহ্মাবর্ত দেশ। উপতং।
অন্তর্ভুক্ত, অন্তর্ভূত—বি. অন্তরস্থ, মধ্যস্থিত।
অন্তর্ভেদ—বি. দেশের লোকদের নিজেদের মধ্যে কলহ; গৃহবিবাদ (অন্তর্ভেদ-জর্জরিত রাষ্ট্র)। মধ্যপ কর্মধা। **অন্তর্ভেদী**—ণ. যাহা অপরের মনের ভাব বুঝিতে সক্ষম (অন্তর্ভেদী দৃষ্টি)।
অন্তর্মুখ, অন্তর্মুখী—ণ. আত্মবিষয়ে অনুসন্ধিৎসু; introspective; আত্মজিজ্ঞাসু। স্ত্রী।
অন্তর্মৃত—ণ. মাতৃগর্ভে মৃত।
অন্তর্যামী (-মিন্‌)—[অন্তর্‌-যামি+ণিন্‌], ণ. বি. মানুষের অন্তরের কথা যিনি জানেন; মনের মালিক, ঈশ্বর (তিনি ত অন্তর্যামী ন'ন)।
অন্তর্লীন—ণ. অন্তরে লুক্কায়িত; গূঢ়।
অন্তর্হাস—বি. গূঢ়হাস্য।
অন্তর্হিত—[অন্তর্‌-ধা+ক্ত]ণ. তিরোহিত, আচ্ছন্ন।
অন্তশয্যা—বি. মৃত্যুকালীন ভূমিশয্যা।
অন্তস্তল—বি. অন্তর্দেশ (অন্তরের অন্তস্তল)।
অন্তিক—[অন্ত+ইক] ণ. সন্নিহিত।
অন্তিম—ণ. মৃত্যুকালীন, শেষ। (অন্তিম অনুরোধ) বি. পরকাল (অন্তিমে স্বর্গলাভ)। [অন্ত+ডিমচ্‌]

অন্তেবাসী (-সিন্‌), অন্তেবাসী (-সিন্‌)—বি. ণ. পাঠকালে গুরুসমীপে বাসকারী; বোর্ডিংবাসী। [অন্ত, অন্তে-বস্‌+ণিন্‌]।
অন্ত্য—ণ. শেষ; অন্তিম; অন্ত্যজ। [অন্ত+যৎ]
অন্ত্যজ—(অন্ত্য-জন্‌+ড) ণ. হীনবর্ণ।
অন্ত্যজন্মা (-ন্মন্‌)—বি. নীচজাতি, শূদ্র।
অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া—বি. মৃতের সদ্গতি, শবদাহাদি ক্রিয়া। কর্মধা। [অন্ত্য+ইষ্টি, শেষ সংস্কার]
অন্ত্র—[অন্ত্‌+ষ্ট্রন্‌] বি. নাড়িভুঁড়ি, আঁতুড়ি (ক্ষুদ্রান্ত্র, স্থূলান্ত্র)। (ণ. আন্ত্রিক—আন্ত্রিক জ্বর)। **অন্ত্রবৃদ্ধি**—hernia, হার্নিয়া রোগ।
অন্দর—[ফা. অন্দর্‌] বি. অন্তঃপুর, মেয়েমহল, অন্দরমহল; ভিতর, মধ্য।
অন্ধ—ণ. বি. দুইচক্ষুহীন; দিনে বা রাত্রে দৃষ্টিশক্তি-হীন (দিবান্ধ, রাত্র্যন্ধ); মোহাচ্ছন্ন, বিচারহীন (মোহান্ধ, ক্রোধান্ধ); অজ্ঞান (অন্ধজনে দেহ আলো—রবি)। [অন্ধ্‌+অ]। **অন্ধ হওয়া**—দৃষ্টিশক্তিহীন হওয়া; দোষ বা গুণ দেখিতে পাওয়া। **অন্ধের নড়ি**—অসহায়ের সহায়। **অন্ধ আবেগ**—বিচারহীন প্রবল আবেগ; গোঁ। **অন্ধবিশ্বাস**—বিচারহীন প্রবল বিশ্বাস; blind faith; **অন্ধরাজ**—জন্মান্ধ রাজা ধৃতরাষ্ট্র। বি. **অন্ধতা, -ত্ব**—দৃষ্টিহীনতা।
অন্ধকার—বি. তিমির, আলোকহীনতা; মোহ; অপ্রফুল্লতা, আশাহীনতা (পিতার মৃত্যুতে চতুর্দিক **অন্ধকার দেখিতে** লাগিল); নিরানন্দ (এই অপমানকর ব্যাপারে তাহার মুখ অন্ধকার হইয়া গেল)। **অন্ধকার হইতে আলোকে আসা**—কুসংস্কারাচ্ছন্ন অবস্থা হইতে জ্ঞান ও উন্নতির ক্ষেত্রে আসা। **অন্ধকারে ঢিল মারা**—আন্দাজের উপরে নির্ভর করিয়া কিছু করা বা বলা। **অন্ধকারে থাকা**—কোন বিষয়ে অনভিজ্ঞ বা কুসংস্কারাপন্ন হইয়া থাকা। **অন্ধকারে হাতড়ান**—অন্ধ যেরূপ হস্তস্পর্শ দ্বারা পথ চলে সেইরূপ কোন বিষয়ে জ্ঞান না থাকায় আন্দাজে অনুসন্ধান।
অন্ধকূপ—বি. এঁদো কুয়া; (গৌণার্থে) তত্তুল্য অব্যবহার্য অল্পপরিসর কক্ষ ('মৃত্যুগহন অন্ধকূপে'—নজরুল)। **অন্ধকূপ হত্যা**—ইতিহাস-বিখ্যাত ঘটনাবিশেষ, Black Hole Tragedy (বাংলার নবাব সিরাজউদ্দৌলা

কর্তৃক ইংরাজ সৈন্যদিগকে এক ক্ষুদ্র কোঠায় বন্দী করিয়া হত্যা করিবার অপ্রমাণিত কাহিনী)।

অন্ধিসন্ধি—বি. ফাঁক ; সন্ধান, খোঁজখবর ; ভিতরকার কথা (তার অন্ধিসন্ধি খুঁজিয়া পাওয়া ভার)।

অন্ধ্র—বি. তেলেগুভাষী জাতি এবং তাহাদের অধ্যুষিত দক্ষিণ ভারতের রাজ্যবিশেষ।

অন্ন—[অদ্+ক্ত] বি. ভাত, খাদ্য। **অন্নকূট**—ভাতের রাশি; স্তূপীকৃত অন্নবিতরণের উৎসব বিশেষ। **অন্নগতপ্রাণ**—অন্নই যার জীবন ধারণের প্রধান উপায়। **অন্নছত্র**—অন্নসত্র, যেখানে প্রার্থী মাত্রেই অন্ন পায়। **অন্নজল**—দানাপানি। **অন্নজল উঠা**—পরমায়ু শেষ হওয়া অথবা চাকরি শেষ হওয়া। **অন্নজীবী** (-বিন্)—অন্নগতপ্রাণ। **অন্নদা**—অন্নপূর্ণা, অন্নের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। **অন্নদাতা** (-তৃ)—প্রতিপালক। স্ত্রী.-দাত্রী। **অন্নদাস**—ভাতুড়ে, উদরান্নের জন্য দাস। **অন্নধ্বংস**—কোন কাজ না করিয়া বসিয়া বসিয়া খাওয়া। **অন্ননালী**—যে নালী দিয়া খাদ্য পাকস্থলীতে যায়, oesophagus। **অন্নপূর্ণা**—জগৎপালনী ; দুর্গা। **অন্নপ্রাশন**—শিশুর প্রথম অন্নভোজন। **অন্নবিকার**—অন্নের রস রক্ত ইত্যাদিতে পরিণতি। **অন্নব্রহ্ম**—অন্নরূপ ব্রহ্ম। **অন্নময়**—অন্নদ্বারা গঠিত (অন্নময় কোষ) **অন্নরস**—ভুক্ত অন্নের পরিণতি বিশেষ, chyme। **অন্নের সংস্থান**—জীবিকার ব্যবস্থা। **অন্নসত্র**—যেখানে বিনামূল্যে অন্ন দান করা হয়। **অন্নাভাব**—অন্নের অভাব, খাদ্যাভাব, দুর্ভিক্ষ।

অন্য—সর্ব. ণ. অপর, আর কোন। **অন্যকাম, অন্যগ, অন্যগামী** (—মিন্)—ণ. অন্যাসক্ত। **অন্যতম**—অনেকের মধ্যে একজন। **অন্যতর**—দুই জনের মধ্যে একজন। **অন্যত্র**—স্থানান্তরে। **অন্যথা**—বি. ব্যতিক্রম। ক্রি-ণ. তাহা না হইলে। **অন্যথাচরণ**—বিপরীত আচরণ। **অন্যদীয়**—ণ. অন্যসংক্রান্ত। [অন্যৎ+ঈয়]। **অন্যপুষ্ট**—অন্যের দ্বারা পালিত (কোকিল)। **অন্যপূর্বা**—ণ. বি. যে কন্যা পূর্বে বাগ্দত্তা হইয়াছিল বা বিবাহিতা হইয়াছিল। **অন্যবিধ**—ণ. অন্য প্রকার। **অন্যভৃৎ**—[অন্য—ভৃ+কিপ্] বি. ণ. অন্যকে যে পালন করে (কাক)। **অন্যভৃত**—ণ. অন্যের দ্বারা পালিত (কোকিল)। [অন্য-ভৃ+ক্ত]।

অন্যমনস্ক, অন্যমনা—ণ. আনমনা, অনবহিত। **অন্যান্য**—অপরাপর।

অন্যায়—ণ. অনুচিত, গর্হিত। বি. অবিচার (অন্যায় যে করে আর অন্যায় যে সহে—রবি); অনুচিত আচরণ, অধর্ম। [ন+ন্যায়]।
অন্যায়তঃ—ক্রি. ণ. অন্যায় করিয়া।

অন্যায্য—ণ. অযৌক্তিক ; অন্যায়।

অন্যাসক্ত—ণ. অপরের প্রতি আসক্ত।

অন্যূন—ণ. কমপক্ষে ; সম্পূর্ণ (ন+ন্যূন)

অন্যোন্য—ণ. পরস্পর। বি. অর্থালঙ্কারবিশেষ।
অন্যোন্যাভাব—পরস্পরের অভাব। **অন্যোন্যাশ্রয়**—পরস্পরসাপেক্ষ।

অন্বয়—[অনু-ই+অচ্] বি. অনুগমন, সম্পর্ক, ধারা (ব্যাকরণে) কর্তা কর্ম ক্রিয়াদির পরস্পর সম্বন্ধ : সরল গদ্যে রূপান্তর। **অন্বয়ব্যতিরেক**—একের অস্তিত্বে বা অভাবে অন্যের অস্তিত্ব বা অভাব।

অন্বর্থ—ণ. অর্থের অনুরূপ, সার্থক ('অন্বর্থনামা')।

অন্বিত—[অনু—ই+ক্ত] ণ. যুক্ত (গুণান্বিত ; ক্রোধান্বিত)। [অনু—ইণ্+ক্ত।

অন্বিষ্ট—ণ. যাহার অন্বেষণ করা হইয়াছে ; বাঞ্ছিত।

অন্বীক্ষা—বি. বেদবাক্য শ্রবণ ও পর্যালোচনা ; অন্বেষণ। [অনু—ঈক্ষ্+অ, স্ত্রী. আপ্]

অন্বেষক—[অনু—ইষ্+ণক] ণ. অন্বেষী, অন্বেষণকারী। **অন্বেষণ**—বি. অনুসন্ধান। **অন্বেষণা**—গবেষণা ; তর্কাদির দ্বারা ধর্মাদির সন্ধান। **অন্বেষী** (-ষিন্)—ণ. যে খোঁজে, অন্বেষক ('তত্ত্বান্বেষী')। স্ত্রী. -ষিণী। **অন্বেষ্টা** (-ষ্টৃ)—ণ. অন্বেষক।

অপ্, অপ—জল।

অপ—নিন্দা, বিকৃতি, বিরোধ ইত্যাদি সূচক অব্যয়।
অপকর্ম (-র্মন্)—বি. নিন্দিত কর্ম, কুকর্ম, অবাঞ্ছিত কর্ম, অসঙ্গত কর্ম। **অপকর্মা** (-র্মন্)—কুকর্মা।

অপকর্ষ—বি. হীনতা, ন্যূনতা (ণ. অপকৃষ্ট)। **অপকলঙ্ক**—বি. অমূলক কলঙ্ক। **অপকার**—বি. ক্ষতি, হানি, অনিষ্ট (ণ. অপকারক, অপকারী)। **অপকীর্তি** (-র্তি)—বি. কুকীর্তি, দুর্নাম। **অপকৃত**—[অপ—কৃ+ক্ত] যাহার অপকার করা হইয়াছে। **অপকৃতি**—[অপ—কৃ+ক্তি] অপকার। **অপকৃষ্ট**—[অপ—কৃষ্+ক্ত] ণ. নিকৃষ্ট, মন্দ। **অপকেন্দ্র**—ণ. কেন্দ্র

হইতে দূরে সরিয়া যায় এমন, centrifugal. **অপক্রমণ**—বি. পলায়ন, অপসরণ। ণ. **অপক্রান্ত**। **অপক্রিয়া**—বি. হানি, কুক্রিয়া। **অপক্রোশ**—বি. নিন্দা, ভর্ৎসনা।

অপক্ক—ণ কাঁচা; অসিদ্ধ (অপক্ক তণ্ডুল); অপরিণত (অপক্ক বুদ্ধি)।

অপক্ষপাত—বি. পক্ষপাতশূন্যতা। ণ. **অপক্ষপাতী** (-তিন্)—সমদর্শী, নিরপেক্ষ।

অপক্ষেপণ—বি. নীচের দিকে নিক্ষেপ, উৎক্ষেপণের বিপরীত; প্রত্যাখ্যান। (ণ. **অপক্ষিপ্ত**)। **অপগত**—[অপ—গম্+ক্ত] ণ. প্রস্থিত, পলায়িত; রহিত। **অপগম**—প্রস্থান; অবসান। **অপগা**—ণ. বি. নিম্নগামিনী, সমুদ্রগামিনী (নদী)। [অপ—গম্+ড, আপ্]। **অপগুণ**—বি দোষ, অগুণ, অপকার। **অপগ্রহ**—প্রতিকূল গ্রহ। **অপঘন**—বি. শরৎকাল। **অপঘাত**—বি. আকস্মিক দুর্ঘটনাজনিত মৃত্যু, রোগ ব্যতিরেকে আকস্মিক কারণে মৃত্যু। [অপ—হন্+ক্ত]। **অপঘাতক**, **অপঘাতী** (-তিন্)—ণ. অপঘাতকারী। **অপঘৃণ্য**—ণ. নির্দয়; নির্লজ্জ। **অপচয়**—[অপ—চি+অল্] বি. ক্ষতি; অপব্যয়; নাশ (ণ. অপচিত)। **অপচার**—বি. স্বধর্ম-ব্যতিক্রম, অহিতাচরণ; পরিপাক না হওয়া, কুপথ্য আহার। [অপ-চর্+ঘঙ্]। **অপচিকীর্ষা**—বি. অপকারের ইচ্ছা। [অপ—কৃ+সন্ আ]। **অপচিকীর্ষু**—ণ. যে অনিষ্ট করিতে চায়। **অপচিত**—ণ. ব্যয়িত, ক্ষয়িত। (বি. **অপচিতি**)। **অপচীয়মান**—[অপ—চি+শানচ্] ণ. যাহার অপচয় হইতেছে। **অপচেতা** (-তৃ)—ণ. ও বি. অপব্যয়কারী। **অপচেষ্টা**—বি. বৃথা চেষ্টা। **অপচ্ছায়**—ণ. ছায়াহীন। বি. দেবতা; উপদেবতা। **অপচ্ছায়া**—বি. অশুভ ছায়া। **অপজাত**—ণ. পূর্বপুরুষের সদ্গুণ যাহাতে নাই, degenerate (বিপরীত—অভিজাত)। [অপ—জন্+ক্ত] **অপজাতি**—বি. হীনতাপ্রাপ্ত জাতি বা কুল; অন্ত্যজ, অস্পৃশ্য (কত অপজাতির বা অপজাতের ভাত খরাতে আছে—মেয়েলি গালি)।

অপটু—ণ. অক্ষম, অদক্ষ, আনাড়ী। বি.-তা

অপণ্ডিত—ণ. শাস্ত্রজ্ঞানহীন; যে বেশি পড়াশুনা করে নাই; মূর্খ।

অপতি, অপতিকা, অপত্নী—ণ. বিধবা; [অপরিণীতা। **অপত্নীক**—ণ. বিপত্নীক, পত্নীসাহচর্যহীন (ধর্মকর্ম)। বহুব্রী।

অপত্য—[অ—পত্+যৎ] বি. যাহার জন্মের ফলে বংশ পতিত হয় না, সন্তান। **অপত্যনির্বিশেষে**—ক্রি. ণ. সন্তানের তুল্য। **অপত্য-স্নেহ**—সন্তান স্নেহ। (অপত্য নির্বিশেষে প্রজাপালন)।

অপথ—বি. অযোগ্য পথ।

অপথ্য—বি. রোগীর অখাদ্য।

অপদ—ণ. পদহীন। বি. সরীসৃপ; অগৌরবের স্থান। **অপদস্থ**—ণ. অপমানিত, লাঞ্ছিত।

অপদার্থ—বি. ণ. যাহার ভিতরে পদার্থ নাই; সর্বপ্রকারে যোগ্যতাহীন। বহুব্রী।

অপদেবতা—বি. ভূত-প্রেতাদি। **অপধ্যান**—বি. অমঙ্গল চিন্তা। **অপদেশ**—বি. ব্যাজ, ছল, নিমিত্ত। **অপনয়ন**—বি. দূরীকরণ, অপনোদন। [অপ-নী+অনট্]।

অপনীত—ণ. দূরীকৃত, অপনোদিত। **অপপাঠ**—বি. অশুদ্ধ পাঠ। **অপপ্রয়োগ**—বি. অযোগ্য প্রয়োগ, ভুল প্রয়োগ। **অপবর্গ**—[অপ-বৃজ্+ঘঞ্] বি. মুক্তি, মোক্ষ। **অপবাদ**—বি. বদনাম, নিন্দা। **অপবিত্র**—ণ. অশুচি; দূষিত। **অপব্যবহার**—বি. অসার্থক ব্যবহার; অন্যায় ব্যবহার। **অপব্যয়**—বি বৃথা ব্যয়, কুকর্মে অর্থনাশ। ণ. **অপব্যয়িত**। **অপভাষ**—বি. নিন্দা। **অপভাষা**—বি. অখ্যাতি; অসাধুভাষা। **অপভ্রংশ**—বি. শব্দের বা উচ্চারণের বিকার। **অপমান**—বি অবজ্ঞা, লাঞ্ছনা। ণ. অপমানিত। **অপমৃত্যু**—বি. দুর্ঘটনায় মৃত্যু; উদ্বন্ধনাদিতে মৃত্যু। **অপযশ**—বি. অখ্যাতি।

অপয়া—ণ. অলক্ষুণে, যাহার পয় নাই।

অপর—ণ. অন্য, পৃথক। সর্ব, অন্য লোক, অনাত্মীয়। (স্ত্রী. অপরা)। **অপরা**—ণ. যাহা পরা বা শ্রেষ্ঠ নহে এমন (অপরা-বিদ্যা—বেদ বেদাঙ্গাদি)। **অপরাজেয়**—ণ. অজেয়।

অপরঞ্চ, অপরন্তু—অব্য. অধিকন্তু।

অপরতি—বি. বিরতি, নিবৃত্তি। [অপ-রম্+ক্তি]

অপরত্র—অব্য. অন্যত্র।

অপরাগ—[অপ-রন্জ্+ঘঞ্] বি. বিরাগ; বিদ্বেষ।

অপরাজিত—ণ. অবিজিত। নঞ্‌ তৎ। স্ত্রী. **অপরাজিতা**—ফুল বিশেষ।

অপরাধ—বি. দণ্ডার্হ দোষ ; পাপ ; ত্রুটি। ণ. **অপরাধী** (-ধিন্‌); স্ত্রী. **অপরাধিনী**।

অপরান্ত—বি. পশ্চিমদিকের সীমা। ণ. পশ্চিমদিকের সীমায় অবস্থিত ; পাশ্চাত্ত্য। ষষ্ঠী তৎ।

অপরাপর—ণ. আর আর।

অপরামর্শ—বি. অযোগ্য বা মন্দ পরামর্শ।

অপরাস্ত—ণ. অজিত, অপরাজিত।

অপরাহ্ণ—বি. বিকাল। (বিপরীত—পূর্বাহ্ণ)।

অপরিকল্পিত—ণ যাহার পরিকল্পনা করা হয় নাই, অচিন্তিত। **অপরিগণিত**—ণ. অপরিসীম ; যাহা গণনায় ধরা হয় নাই। **অপরিগ্রহ**—বি. অস্বীকার ; ণ. পরিব্রাজক ; বিপত্নীক। **অপরিগৃহীত**—ণ. প্রত্যাখ্যাত। **অপরিচয়**—বি. পরিচয়ের বা জানাশুনার অভাব। ণ. **অপরিচিত**। **অপরিচ্ছন্ন**—ণ. পারিপাট্যহীন, মলিন ; নোংরা। **অপরিচ্ছিন্ন**—ণ. অখণ্ডিত ; একটানা ; অসীম। নঞ্‌ তৎ। **অপরিজ্ঞাত**—ণ. অজানা। **অপরিজ্ঞেয়**—ণ. যাহা জানা যায় না। **অপরিণত**—ণ. যাহা পরিণতি লাভ করে নাই ; অপুষ্ট ; কাঁচা। (বি. **অপরিণতি**)। **অপরিণামদর্শী** (-র্শিন্‌)—ণ. অদূরদর্শী, অবিমৃষ্যকারী। নঞ্‌ তৎ। **অপরিতুষ্ট**—ণ. অপ্রসন্ন ; অতৃপ্ত। **অপরিতৃপ্ত**—ণ. যাহার পরিতোষ লাভ হয় নাই, অতৃপ্ত। **অপরিত্যাজ্য**—ণ. যাহা পরিত্যাগ করা যায় না ; অবশ্যস্বীকার্য। **অপরিপক্ব**—ণ অপরিণত ; অনিপুণ (বি. **অপরিপাক**—অজীর্ণতা)। নঞ্‌ তৎ। **অপরিপন্থী** (-ন্থিন্)—ণ যাহা পরিপন্থী বা বিরোধী নয়। **অপরিবর্তিত**—ণ. যাহাতে পরিবর্তন বা বিকার ঘটে নাই। **অপরিমিত**—ণ. অপর্যাপ্ত : অমিত ; সুপ্রচুর। **অপরিম্লান**—ণ. অম্লান, উৎফুল্ল। **অপরিমেয়**—ণ. বিপুল, পরিমাণের অযোগ্য। **অপরিশুদ্ধ**—অবিশুদ্ধ। **অপরিশোধনীয়**, **অপরিশোধ্য**—ণ. যাহা পরিশোধ করা যায় না। **অপরিষ্কার**—ণ. ময়লা, নোংরা, অপরিষ্কৃত। নঞ্‌ তৎ। **অপরিসীম**—ণ. অসীম; অত্যধিক। বহুব্রী। **অপরিস্ফুট**—ণ. অস্পষ্ট, অবিশদ। **অপরিহরণীয়**, **অপরিহার্য**—ণ. যাহা পরিহার করা যায় না, unavoidable।

অপরীক্ষিত—ণ. যাহা পরীক্ষা বা যাচাই করিয়া দেখা হয় নাই। নঞ্‌ তৎ।

অপরূপ—ণ. কুরূপ। (বাং) অপূর্ব ; অতুল ; অদ্ভুত ; অলৌকিক। (-সৌন্দর্য)

অপরোক্ষ—ণ. প্রত্যক্ষ (অপরোক্ষ অনুভূতি)।

অপর্ণা—বি. যিনি তপস্যাকালে পর্ণও (পাতাও) ভক্ষণ করেন নাই, পার্বতী।

অপর্যাপ্ত—ণ. ইয়ত্তারহিত ; প্রচুর।

অপলক—ণ. নির্নিমেষ ; পলকহীন। বহুব্রী।

অপলাপ—বি. সত্য অস্বীকার, ভাঁড়ানো। [অপ-লপ্‌+ঘঞ্‌]।

অপশব্দ—বি. অশ্লীল বা ব্যাকরণদুষ্ট শব্দ।

অপসরণ—[অপ-সৃ+অনট্‌] বি. সরিয়া পড়া, প্রস্থান। ণ. **অপসৃত**—স্থানান্তরিত, অপগত।

অপসর্পণ—[অপ-সৃপ্‌+অনট্‌] বি. পলায়ন।

অপসারণ—বি. বহিষ্করণ, দূরীকরণ, সরানো। ণ. **অপসারিত**—যাহা সরাইয়া দেওয়া হইয়াছে, বহিষ্কৃত। **অপসৃত**—অপসরণ দ্রঃ।

অপসিদ্ধান্ত—বি. নিন্দিত সিদ্ধান্ত।

অপস্নাত—বি. মৃত্যুর পর স্নাত ; অশৌচান্তে স্নাত ; সংস্কারার্থ স্নাপিত (মৃতদেহ)।

অপস্মার—বি. যাহার ফলে স্মরণ থাকে না, মূর্চ্ছারোগ ; মৃগীরোগ, epilepsy.

অপহত—[অপ-হন্‌+ক্ত] ণ বিনষ্ট।

অপহরণ—বি. চুরি। ণ. **অপহৃত**। **অপহর্তা** (-র্তৃ)—ণ. বি. চোর। **অপহার**—বি চুরি। **অপহারী** (-রিন্‌), **অপহারক**—ণ. বি. চোর।

অপহাস—বি. অতিরিক্ত হাস্য, বৃথা হাস্য।

অপহ্নব—বি. সত্যের অপলাপ ; অস্বীকার। [অপ-হ্নু+অল্‌]। **অপহ্নুতি**—বি.গোপন করা, ভাঁড়ানো; অর্থালঙ্কার বিশেষ।

অপাক—ণ. অজীর্ণরোগ। নঞ্‌ তৎ।

অপাঙ্‌ক্তেয়—ণ. পঙ্‌ক্তিতে বসিবার অযোগ্য। ভদ্র সমাজে বসিবার যোগ্য নয় ; একঘরে।

অপাঙ্গ—বি. নেত্রকোণ। [অপ-অঙ্গ্‌+অচ্‌]। **অপাঙ্গ দৃষ্টি**—কটাক্ষ।

অপাচ্য—ণ. যাহা হজম করা যায় না। নঞ্‌ তৎ।

অপাঠ্য—ণ. যাহা পাঠ করা যায় না ; অশ্লীলতাহেতু বা অন্য দোষে পাঠের অযোগ্য।

অপাত্র—বি. অযোগ্য পাত্র (অপাত্রে দান)।
অপাদপ—ণ. বৃক্ষহীন, গাছপালাহীন।
অপাদান—(ব্যাকরণে) কারক বিশেষ।
অপান—বি. [অপ-অন্+ঘঞ্] যে বায়ু অধোদেশে নিঃসৃত হয়, বাতকর্ম।
অপাপ—ণ. পাপহীন। বি. পাপশূন্য অবস্থা, innocence। **অপাপবিদ্ধ**—ণ. পাপসম্পর্কশূন্য।
অপাবরণ—বি. উদ্ঘাটন। [অপ-আ-বৃ+অনট্]। ণ. **অপাবৃত**—উদ্ঘাটিত।
অপায়—বি. অভাব ; দোষ ; বিপদ ; অশুভ দুর্দৈব। [অপ-ই+অচ্]।
অপার—ণ অসীম ; দুস্তর ; অত্যধিক। বহুব্রী।
অপারক,-গ—ণ. অসমর্থ। নঞ্ তৎ।
অপার্থিব—ণ. যাহা পার্থিব নয় ; অলৌকিক।
অপার্যমাণে—ক্রি-ণ. না পারিলে।
অপিচ—অব্য. পক্ষান্তরে। [ধৃত।
অপিনদ্ধ [অপি-নহ্+ক্ত], ণ. পরিহিত;
অপুণ্য—ণ. পুণ্যহীন ; বি অধর্ম।
অপুত্রক, অপুত্র—ণ. নিঃসন্তান। বহুব্রী।
অপুষ্ট—ণ. অপরিণত, ক্ষীণ।
অপুষ্পক—ণ. যাহার ফুল হয় না ; বহুব্রী। **অপুষ্পফলদ**—কাঁঠাল গাছ।
অপুষ্যি—বি. কুপোষ্য। [অপোষ্য]
অপুজা—বি পূজার অভাব ; অনাদর।
অপূপ—[অ—পূর্+প] বি পিষ্টক ; রুটি।
অপূর্ণ—ণ. অসম্পূর্ণ, ভগ্ন (অপূর্ণ সংখ্যা) ; অসমাপ্ত (অপূর্ণ ব্রত) ; অতৃপ্ত (অপূর্ণ সাধ)।
অপূর্ব—ণ. অভিনব, আশ্চর্য ; অদৃষ্টপূর্ব, চমৎকার।
অপৃষ্ট—[অ পৃচ্ছ্+ক্ত] ণ. অজিজ্ঞাসিত।
অপেক্ষা—বি. দেরী (তিনি অপেক্ষা করিলেন না, চলিয়া গেলেন) ; প্রতীক্ষা (গাড়ীর অপেক্ষায় আর কতক্ষণ বসিয়া থাকিব) ; নির্ভরতা (তোমার বদান্যতার অপেক্ষায় জগৎ বসিয়া নাই) ; খাতির (দিন কাহারও অপেক্ষায় বসিয়া থাকে না) ; প্রত্যাশা (প্রতিষ্ঠার অপেক্ষা না করিয়া কর্তব্য সম্পাদন কর)। **অপেক্ষা, অপেক্ষাকৃত**—তুলনায় (অপমান অপেক্ষা মৃত্যু ভাল, অপেক্ষাকৃত ভাল)। ণ. **অপেক্ষিত**—প্রতীক্ষিত, অভিলষিত, সম্মানিত। **অপেক্ষণীয়**—ণ. অভিলষণীয়। **অপেক্ষী** (-ক্ষিন্)—ণ. প্রত্যাশী, আকাঙ্ক্ষী, অনুবর্তী।
অপেত—[অপ—ই+ক্ত) ণ. অপগত, চ্যুত, পলায়িত। **অপেত-রাক্ষসী**—তুলসীগাছ (যাহা হইতে রাক্ষস-পিশাচাদি পলায়িত)।
অপেয়—ণ. পানের অযোগ্য ; যাহা পান করা নিষিদ্ধ। নঞ্ তৎ।
অপোগণ্ড—[অপ—গম্+ড, প—পো] বি. ণ. শিশু যাহার অদ্যাপি শৈশব অবস্থা অতিক্রান্ত হয় নাই, নাবালক।
অপৌরুষ—বি. পুরুষোচিত আচরণের অভাব, নিন্দা (গ্রাম্য—অপৌরষ)। **অপৌরুষেয়**—ণ. যাহা পুরুষের বা মানুষের কৃত নহে, অলৌকিক (অপৌরুষেয় বাণী, গ্রন্থ)।
অপ্রকট—ণ. অব্যক্ত। নঞ্ তৎ।
অপ্রকাণ্ড—ণ. যাহা খুব বড় নয়। বি. কাণ্ডরহিত বৃক্ষ ; গুল্ম ; ঝোপ।
অপ্রকাশ—বি. প্রকাশের অভাব ; অস্ফুরণ; গোপন ; ণ. অপ্রকাশিত, গুপ্ত। **অপ্রকাশিত**—ণ. যাহা প্রকাশ করা হয় নাই, গুপ্ত। **অপ্রকাশ্য**—ণ. যাহা প্রকাশ করার যোগ্য নয়, গুপ্ত (অপ্রকাশ্য মন্ত্রণা)। **অপ্রকাশ্যে**—ক্রিণ. গোপনে।
অপ্রকৃত—ণ. অসত্য ; অযথার্থ। নঞ্ তৎ।
অপ্রকৃতিস্থ—ণ. যাহার মানসিক অবস্থা স্বাভাবিক নয় ; উন্মাদপ্রায়। বি. -তা
অপ্রকৃষ্ট—ণ. যাহা উত্তম নয় ; সাধারণ ; নিকৃষ্ট।
অপ্রখর—ণ. যাহা প্রখর নয়, অনুগ্র ; নিস্তেজ।
অপ্রগল্ভ—ণ. সংযত, ; লাজুক।
অপ্রচলন—বি. অব্যবহার। ণ. **অপ্রচলিত**—অচলিত।
অপ্রচুর—ণ. অল্প। (বি. অপ্রাচুর্য)।
অপ্রজ—ণ. নিঃসন্তান। স্ত্রী. **অপ্রজা**।
অপ্রণয়—বি. অসম্প্রীতি, অবনিবনাও।
অপ্রণিধান—বি. অনবধান ; অমনোযোগ।
অপ্রতর্ক্য—ণ. যাহা তর্কের যোগ্য নয়, তর্কের অতীত।
অপ্রতিকার, অপ্রতীকার—বি. প্রতিকার বা চিকিৎসার অভাব। ণ. **অপ্রতিকার্য**।
অপ্রতিদ্বন্দ্ব,-দ্বন্দ্বী (-দ্বিন্)—ণ. যাহার সমকক্ষতা করিবার মত কেহ নাই ; একক।
অপ্রতিপত্তি—বি. অগৌরব। নঞ্ তৎ।
অপ্রতিপন্ন—ণ. অপ্রমাণিত। **অপ্রতিপাদিত**—ণ. যাহা প্রতিপাদিত বা অবধারিত হয় নাই।

অপ্রতিবন্ধ—ণ. অব্যাহত। নঞ্ তৎ।

অপ্রতিবিধান—বি. প্রতিবিধান বা প্রতিকারের অভাব। ণ. **অপ্রতিবিধেয়**—যাহার প্রতিবিধান সম্ভবপর নয়।

অপ্রতিভ—ণ. হতবুদ্ধি, অপ্রস্তুত, লজ্জিত।

অপ্রতিম—ণ. অনুপম, নিরতিশয়।

অপ্রতিরথ—ণ. যাহার তুল্য যোদ্ধা নাই।

অপ্রতিষেধনীয়, অপ্রতিষেধ্য—ণ. যাহা নিষেধ করা যায় না বা উচিত নয়।

অপ্রতিষ্ঠ—ণ. গৌরবশূন্য; অখ্যাত; অস্বীকৃত। বহুব্রী। বি. **অপ্রতিষ্ঠা**।

অপ্রতিহত—ণ. অকুণ্ঠিত; অব্যাহত (বেগে)।

অপ্রতীক—ণ. বি. যাহার প্রতীক বা অবয়ব নাই, নিরবয়ব (ব্রহ্ম)। বহুব্রী।

অপ্রতুল—বি. টানাটানি, অভাব, অসঙ্গতি (সামান্য ভদ্রতারও অপ্রতুল)। (বাং)।

অপ্রত্যক্ষ—ণ. অগোচর; পরোক্ষ; অদৃষ্ট।

অপ্রত্যয়—বি. অবিশ্বাস; সন্দেহ।

অপ্রত্যাশা—বি. আশায় না থাকা। ণ. **অপ্রত্যাশিত**—অভাবনীয়, অতর্কিত (অপ্রত্যাশিত বিপৎপাত)।

অপ্রধান—ণ. মুখ্য নয়, গৌণ। নঞ্ তৎ।

অপ্রবল—ণ. দুর্বল; শক্তিহীন।

অপ্রবাস—বি. স্বদেশে ও স্বগৃহে বাস (অপ্রবাসে ও অঋণে যাহার দিন যায়)।

অপ্রবীণ—বি অল্প-অভিজ্ঞতা-সম্পন্ন; অবিজ্ঞ।

অপ্রবৃত্তি—বি. অনিচ্ছা, অরুচি, আগ্রহের অভাব।

অপ্রমত্ত—[অ-প্র-মদ্+ক্ত] ণ. মত্ততাহীন; শান্ত; অবধানযুক্ত, সাবধান।

অপ্রমাদ—[অ-প্র-মদ্+ঘঞ্] বি. ভুলভ্রান্তির অভাব। ণ. অপ্রমত্ত।

অপ্রমাণ—ণ প্রমাণহীন, অগ্রাহ্য; অপ্রামাণিক।

অপ্রমেয়—ণ. অপরিমেয়; অবিজ্ঞেয়।

অপ্রযত্ন—বি. প্রয়াসের অভাব। ণ. উদ্যমহীন।

অপ্রযুক্ত—ণ. অব্যবহৃত; অসঙ্গত।

অপ্রয়োজন—বি. প্রয়োজনের অভাব। ণ **অপ্রয়োজনীয়**—প্রয়োজনীয় নয়, অদরকারী।

অপ্রশংসা—বি. অখ্যাতি; নিন্দা। ণ. **অপ্রশংসিত**। **অপ্রশংসনীয়**—ণ. নিন্দনীয়, অযোগ্য। **অপ্রশস্ত**—ণ. অনুপযুক্ত; দোষযুক্ত; অশুভ; সংকীর্ণ।

অপ্রসন্ন—ণ. নিরানন্দ; অসন্তুষ্ট; চটা। বি. অপ্রসন্নতা; **অপ্রসাদ**—বি. অপ্রসন্নতা; অনুগ্রহের অভাব।

অপ্রসিদ্ধ—ণ সাধারণ্যে অজ্ঞাত (অপ্রসিদ্ধ অর্থ); অখ্যাত; অমূলক; অপ্রামাণিক। বি. **অপ্রসিদ্ধি**।

অপ্রস্তুত—(বাং) ণ. অপ্রতিভ, হতবুদ্ধি; অনিষ্পন্ন। নঞ্ তৎ।

অপ্রহত—ণ. অনাবাদী, অকৃষ্ট; যেখানে লোকের গমনাগমন নাই। [অলোকসামান্য।

অপ্রাকৃত—ণ. অনৈসর্গিক; অলৌকিক;

অপ্রাচীন—ণ. অর্বাচীন।

অপ্রাচুর্য—বি. অভাব; অনটন; অল্পতা।

অপ্রাজ্ঞ—ণ. অল্পবুদ্ধি; অদূরদর্শী।

অপ্রাপ্ত—ণ. অলব্ধ; অনধিগত। **অপ্রাপ্তবয়স্ক, অপ্রাপ্তব্যবহার**—নাবালক, minor। **অপ্রাপ্তযৌবন**—যাহার যৌবনাবস্থা লাভ হয় নাই। **অপ্রাপ্তাবসর**—কর্মনিরত। **অপ্রাপ্তি**—বি. অলাভ, না পাওয়া। **অপ্রাপ্য**—ণ. যাহা পাওয়া যায় না, দুষ্প্রাপ্য।

অপ্রামাণিক—ণ. যাহা প্রমাণসিদ্ধ নয়; অনির্ভরযোগ্য; অবিশ্বাস্য। বি. **অপ্রামাণিকতা**। **অপ্রামাণ্য**—বি. প্রামাণিকতার অভাব, অবিশ্বাস্যতা, অসত্যতা।

অপ্রাসঙ্গিক—বি. অবান্তর, irrelevant।

অপ্রিয়—ণ. অপ্রীতিকর, রূঢ় (অপ্রিয় সত্য); বিরাগভাজন, unpopular। স্ত্রী. **অপ্রিয়া**—অমনোজ্ঞা, অপ্রিয়বাদিনী। **অপ্রিয়ংবদ**—পরুষ-ভাষী, দুর্মুখ।

অপ্রীতি—বি অসন্তোষ, মনোমালিন্য, বিরোধ। **অপ্রীতিকর**—ণ অপ্রিয় ও অবাঞ্ছিত (অপ্রীতিকর ব্যাপার)।

অপ্সরা—বি. দেবযোনি বিশেষ, উর্বশী মেনকা-প্রমুখ ত্রিদিব-মোহিনী। [অপ্‌সরস্ শব্দের ১মা ১ব অপ্‌সরাঃ, বাংলায় বিসর্গ লোপ]। **রূপে অপ্সরা**—সাধারণতঃ ব্যঙ্গার্থে ব্যবহৃত হয়। **অপ্‌সরী**—অপ্সরা। [অপ্সরা+ঈ, স্ত্রীলিঙ্গ শব্দে স্ত্রীপ্রত্যয়ের বৃথা যোগ, বাংলায় চলিত]।

অফলা, অফলা—যাহাতে ফল ধরে না; অনুর্বর।

অফিস—আপিস দ্রঃ।

অফুটন্ত—যাহা ফোটে নাই, অবিকশিত।

অফুরন্ত—ণ. যাহা ফুরায় না, প্রচুর (অফুরন্ত

ভালবাসা) ; যাহা ফুরাইবে বলিয়া মনে হয় না (অফুরন্ত কথা)। **অফুরান**—অফুরন্ত (সাধারণতঃ কাব্যে ব্যবহৃত)।

অফেন—(সং) বি. অহিফেন। ণ. ফেনশূন্য।

অবকলন—বি.ব্যবকলন,বিয়োগ,subtraction।

অবকাশ—[অব-কাশ্‌+ঘঞ্‌] বি. ফাঁক ; সুযোগ ; বিরাম, অবসর (নিঃশ্বাস ফেলি এমন অবকাশ নাই) ; ছুটি (গ্রীষ্মাবকাশ)।

অবকীর্ণ—বি. ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ; চূর্ণ।

অবক্রন্দন—বি. উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন।

অবক্রমণ, ক্রান্তি—বি.নিম্নদিকে গতি,অবতরণ।

অবক্ষেপ—বি. নিম্নে নিক্ষেপ ; তলানি, deposit. ণ. **অবক্ষিপ্ত**।

অবগণন—বি. গণনা না করা, হেয় জ্ঞান করা।

অবগত [অব-গম্‌+ক্ত] ণ. বিদিত, বিশেষ ভাবে জ্ঞাত। বি **অবগতি**—প্রতীতি, সংবাদপ্রাপ্তি।

অবগম—বি. প্রস্থান ; অপগম।

অবগাঢ়—ণ. নিমগ্ন ; নিবিড় ; অন্তঃপ্রবিষ্ট। **অবগাহন**—বি. জলে সর্বশরীর ডুবাইয়া স্নান ; গভীরতায় প্রবেশ (অবগাহি হৃদয়ের সীমান্ত অবধি করহ সন্ধান—রবি)। (দুরবগাহ—unfathomable, যাহার তলকূল পাওয়া কঠিন।

অবগীত—ণ নিন্দিত ; বি. নিন্দাকীর্তন।

অবগু—বি. নিন্দা, দোষ.

অবগুণ্ঠন—[অব-গুণ্ঠ্‌+অনট্‌] বি. ঘোমটা, আবরণ। ণ. **অবগুণ্ঠিত**—অবগুণ্ঠনযুক্ত ; আবৃত ; উদার-প্রভাববর্জিত (তব অবগুণ্ঠিত কুণ্ঠিত জীবনে করো না বিড়ম্বিত তারে—রবি)। স্ত্রী. **অবগুণ্ঠিতা, অবগুণ্ঠনবতী**।

অবগ্রহ—বি. অনাবৃষ্টি ; অপসারণ ; প্রতিবন্ধক ; অনাদর, শাপ ; তিরস্কার।

অবচয়—বি. অপচয় ; চয়ন ; দাম কমা, depreciation। [অব-চি+অল্‌]। বিপ. উচ্চয়। ণ. **অবচিত**। [conscious।

অবচেতন—ণ. চেতনার অন্তরালস্থিত, sub-

অবচ্ছায়া—[অপচ্ছায়া] ণ. আবছায়া ; আভাস।

অবচ্ছিন্ন—ণ. খণ্ডিত, সীমাবদ্ধ, মিশ্রিত। বি. **অবচ্ছেদ**—বিচ্ছেদ, বিরাম, ব্যবধান। **অবচ্ছেদে**—ক্রি ণ. সব লইয়া।

অবজ্ঞা—[অব-জ্ঞা+অঙ্‌] বি. তাচ্ছিল্য, অবহেলা। ণ. **অবজ্ঞাত**—অনাদৃত ; উপেক্ষিত। **অবজ্ঞেয়**—ণ. অনাদরণীয়,ঘৃণার্হ।

অবডীন—বি. পক্ষীর নিম্নাভিমুখ গতি। (বিপ. উড্ডীন)।

অবতংস—বি. কর্ণভূষণ, শিরোভূষণ ; গৌরবের বস্তু (রঘুবংশ-অবতংস)।

অবতরণ—[অব-তৃ+অনট্‌] বি. নামা ; ঘাট। ণ. অবতীর্ণ।

অবতরণিকা—বি. সিঁড়ি ; গ্রন্থারম্ভের মঙ্গলাচরণ ; ভূমিকা, মুখবন্ধ, পূর্বভাষ।

অবতল—ণ. যাহার মধ্যভাগ নীচু, concave।

অবতার—বি. দেবতাদির পৃথিবীতে রূপগ্রহণ করিয়া আবির্ভাব ; মূর্তস্বরূপ (ক্ষমার অবতার)।

অবতারণ—বি. ঊর্ধ্ব হইতে নীচে নামানো।

অবতারণা—বি. সূচনা, প্রস্তাবনা। ণ. **অবতারিত**—সূচিত ; revealed।

অবতীর্ণ—ণ. ভূতলে আবির্ভূত, অবরূঢ়, প্রকটিত। [অব-তৄ+ক্ত]।

অবদংশ—(অব-দন্‌শ্‌+অল্‌) বি. মদের চাট।

অবদমন—বি. মনের প্রবৃত্তি বা প্রবণতা দমন, repression।

অবদান—বি. মহৎ বা বীর কর্ম বা কীর্তি ; যাহা শুদ্ধ করে ; উত্তম চরিত (দিব্যাবদান)। [অব-দৈ+অনট্‌, অব-দা+অনট্‌]।

অবদারণ—বি. বিদারণ। [অব-দৃ-ণিচ্‌+ক্ত]। **অবদারণাস্ত্র**—খন্তা-কোদালি-আদি।

অবদ্ধ—ণ. অসংবদ্ধ ; বন্ধনমুক্ত (অবদ্ধকেশ)।

অবদ্য—ণ. নিন্দনীয়, হীন ; পাপ, দোষ (বিপ. অনবদ্য)। [ন—বদ্‌+য]

অবধান—বি.মনঃসংযোগ, প্রণিধান। ণ.অবহিত।

অবধারণ—বি. নিরূপণ, সিদ্ধান্ত। [অব-ধৃ+ণিচ্‌ অনট্‌]। ণ. **অবধারিত**—নিশ্চিত, নির্ণীত।

অবধি—অব্য. পর্যন্ত, হইতে ("জনম অবধি হাম রূপ নেহারনু" ; আজ অবধি তার খোঁজ নাই)। বি. সীমা (অভিযোগের অবধি নাই)।

অবধূত—বি. সন্ন্যাসী। ণ. বিক্ষিপ্ত, চালিত, ত্যক্ত। স্ত্রী. **অবধূতী, অবধূতানী**।

অবধেয়—ণ. অবধানযোগ্য, গ্রাহ্য।

অবধৌতিক—ণ অবধূত সম্বন্ধীয়। (-ঔষধ)

অবধ্য—ণ. বধের অযোগ্য (অবধ্য ব্রাহ্মণ) ; যাহাকে বধ করা অসম্ভব (দেবের অবধ্য)।

অবনত—ণ. নত (বিনয়াবনত, দুঃখভারে অবনত) ; অনুন্নত, দুর্দশাগ্রস্ত (অবনত জাতি)। বি. **অবনতি**—অধোগতি (চরিত্রের অবনতি)।

অবনমিত—[অব-নম্+ণিচ্+ক্ত] ণ. নত ; বক্রীকৃত (নেতার সম্মানে জাতীয় পতাকা অবনমিত হইল)। বি. **অবনমন**।

অবনম্র—ণ. অবনত (পুষ্পস্তবকাবনম্র লতা)।

অবনি, -নী—বি. পৃথিবী। **অবনীকণ্টক**—ণ. পৃথিবীর কণ্টকস্বরূপ, উৎপীড়ক।

অবনীমুখ—ণ. অধোবদন। **অবনিবনাও**—বি. মনের ও আচরণের মিল না হওয়া।

অবন্তি—বি. মালব দেশ।

অবন্তী, -ন্তি, ন্তিকা—বি. উজ্জয়িনী।

অবন্ধকপ্রয়োগ—বি. বন্ধক না রাখিয়া ঋণদান।

অবন্ধন—বি. বন্ধনরাহিত্য, মুক্তি।

অবন্ধু—ণ. নির্বান্ধব ; অসহায়।

অবন্ধুর—ণ সমতল। নঞ্ তৎ।

অবন্ধ্য—ণ. সফল, ফলবান্।

অবপাত—বি. তৃণাচ্ছাদিত গর্ত যাতে হাতী পড়ে।

অববাহিকা—নদীর উভয়পার্শ্বস্থ বিস্তীর্ণ ঢালু ভূমি—যেখানকার জল আসিয়া নদীতে পড়ে, basin।

অববুদ্ধ—ণ বিদিত, পরিজ্ঞাত। বি. **অববোধ**—অবগতি, সুপরিস্ফুট জ্ঞান। **অববোধন**—শিক্ষাদান ; জাগ্রত করা। **অববোধিত**—জ্ঞানপ্রাপ্ত ; জাগরিত।

অবভাষণ—বি নিন্দা করণ। ণ. **অবভাষিত**।

অবভাস—বি. দীপ্তি ; আবির্ভাব ; ভ্রম; ছলনা ; আরোপ।

অবমত—ণ. অবজ্ঞাত, অনাদৃত, তিরস্কৃত।

অবমন্তা (-ন্তৃ)—[অব-মন্+তৃচ্] ণ. অবজ্ঞাকারী ; সব বিষয়ের দিকেই যার তাচ্ছিল্যের দৃষ্টি।

অবমর্দন—বি পদদলন, বিধ্বস্তকরণ। ণ. **অবমর্দিত**।

অবমর্শ,-র্ষ—বি. চিন্তা ; বিস্মৃতি ; ক্ষমা না করা।

অবমান,-মাননা—বি. অপমান ; অনাদর ণ. **অবমানিত**—অবজ্ঞাত।

অবমোচন—বি. বন্ধন হইতে মুক্তি দান।

অবয়ব—বি. হস্তপদাদি অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ; limb ; সমুদয়ের এক অংশ ; ন্যায়ের (syllogism-এর) বাক্যসমূহের বিভিন্ন অংশ।

অবয়বী (-বিন্)—ণ. অবয়বযুক্ত, অঙ্গবিশিষ্ট।

অবর—ণ. কনিষ্ঠ, পরবর্তী, junior (অবর-পরিচালক)। [ন+বর]

অবরে-সবরে—ক্রি. ণ. কচিৎ-কখনও, কালে-ভদ্রে। [বাং]।

অবরুদ্ধ—ণ. বন্দীকৃত, ব্যাহত (অবরুদ্ধ বাসনা)। বি. **অবরোধ**—বেষ্টন ; আচ্ছাদন ; রাজ-অন্তঃপুর ; পর্দা (অবরোধ-প্রথা)।

অবরূঢ় [অব্-রুহ্+ক্ত] ণ. অবতীর্ণ। বি. (অবরোহণ)।

অবরেণ্য—ণ. সমাদরের অযোগ্য, অপূজ্য ('ধর্জিম্ব বিফল তপে অবরেণ্যে বরি'—মাইকেল)।

অবরোহ, -ণ—বি. অবতরণ ; (দর্শনে) যুক্তি-পদ্ধতি বিশেষ, Deduction। **অবরোহী (-হিন্)**—(গাড়ী হইতে) যে নামে। বিপরীত—আরোহী। (আরোহী দ্রঃ)।

অবর্ণ—বি. নীচ জাতি।

অবর্ণনীয়, অবর্ণ্য—ণ. যাহা বর্ণনার অতীত।

অবর্তমান—ণ. অনুপস্থিত। **অবর্তমানে**—ক্রি. ণ. মৃত্যুর পর। নঞ্ তৎ।

অবলম্ব—বি. আশ্রয় (নিরাবলম্ব)। **অবলম্বন**—বি. জীবিকা অর্জনের উপায়, আশ্রয়ের বস্তু, নির্ভর। ণ. **অবলম্বিত**—আশ্রিত, ধৃত। **অবলম্বী (-ম্বিন্)**—যে কিছু আশ্রয় করিয়াছে (স্বাবলম্বী)।

অবলা—বি ণ. যাহার বল নাই ; নারী ; যে বলে না (অবলা জীব)। বহুব্রী।

অবলিপ্ত—ণ. অবলেপযুক্ত (অবলিপ্ত জিহ্বা)।

অবলী (-লিন্)—ণ. বলবান্ নয়, দুর্বল ; ছোট।

অবলীঢ়—ণ যাহা চাটা হয়, আস্বাদিত। [অব-লিহ্+ক্ত]।

অবলীলা—বি. খেলা, অনায়াস। **অবলীলা-ক্রমে**—ক্রি-ণ. অনায়াসে।

অবলুণ্ঠন—বি. গড়াগড়ি দেওয়া, মাটিতে লুটানো। ণ. **অবলুণ্ঠিত**।

অবলুপ্ত—[অব—লুপ্+ক্ত] ণ. অন্তর্হিত, লুপ্ত ('ঘন মেঘে অবলুপ্ত')। বি. **অবলোপ**।

অবলেপ—বি. লেপন-দ্রব্য ; চন্দনাদি ; গর্ব।

অবলেপন—বি. লেপা। (ণ. অবলিপ্ত)।

অবলেহ—বি. লেহন, চাটা ; যে সব দ্রব্য লেহন করা হয় ; লেহ্য। [অব-লিহ্+অল্]।

অবলোকন—বি. দর্শন। ণ. **অবলোকিত**।

অবলোপ—বি. লোপ। ণ. **অবলুপ্ত**।

অবশ—ণ. অসাড়, বিকল।

অবশেন্দ্রিয়—ণ. অজিতেন্দ্রিয়।

অবশিষ্ট—[অব-শিষ্‌+ক্ত] ণ. উদ্বৃত্ত, অতিরিক্ত। **অবশীর্ণ**—ণ. জীর্ণতাপ্রাপ্ত।
অবশেষ—বি. অন্ত, শেষ (ধ্বংসাবশেষ)। ণ. **অবশিষ্ট**—শেষে যাহা থাকে (ভুক্তাবশিষ্ট)।
অবশ্য—ণ. ক্রি-ণ. অপরিহার্যভাবে (অবশ্য-করণীয়), of course (পড়াশুনা যথেষ্ট করা চাই, অবশ্য স্বাস্থ্য রক্ষা করিয়া); বশীভূত নয়, দুর্দান্ত; যাহাকে এড়াইবার উপায় নাই ('নিকটে জানিবে তবে অবশ্য মরণ')। (ণ. **আবশ্যিক**—compulsory)। **অবশ্য-অবশ্য**—অব্য. যাহা না করিলেই নয়, 'নিশ্চয়ই (মাতা পুত্রকে লিখিয়াছেন, অবশ্য-অবশ্য বাড়ী আসিবে)। **অবশ্যম্ভাবী** (-বিন্)—ণ. যাহা অবশ্যই ঘটিবে। বি. **অবশ্যম্ভাবিতা**।
অবশ্রয়ণ—বি. উনান হইতে হাঁড়ি প্রভৃতি নামানো (বিপ. অধিশ্রয়ণ)। [অব—শ্রি+অনট্]।
অবসন্ন—[অব—সদ্‌+ক্ত] ণ. অবসাদযুক্ত, স্বকার্যে অক্ষম, নিস্তেজ; বিষণ্ণ; বিগত (রাত্রি অবসন্ন-প্রায়)। বি. **অবসন্নতা, অবসাদ**।
অবসর—বি. অবকাশ, ছুটি, leisure, বিরতি (একদণ্ড অবসর নাই); ফাঁক, সুযোগ (ইত্যবসরে শত্রুদল প্রচণ্ড পাল্টা আক্রমণ করিল)। (ণ. অবসৃত)। [অব—সৃ+অল্]। **অবসর গ্রহণ**—কার্যাদি হইতে অবসৃত হওয়া, retirement।
অবসাদ—বি. নিস্তেজতা, শিথিল ভাব, মনমরা ভাব, গ্লানি, ফুর্তিহীনতা। [অব—সদ্‌+ঘঞ্]। **অবসাদক**—ণ. অবসাদজনক।
অবসান—বি. সমাপ্তি, বিরাম; মৃত্যু; সমাপ্ত ('দিবা অবসান হলো')। [অব—সো+অনট্]
অবসৃত—[অব—সৃ+ক্ত] ণ. কার্যাদি হইতে অবসর প্রাপ্ত, retired। (তুল. অপসৃত)।
অবসেক,-সেচন—বি. জল সেচনের দ্বারা আর্দ্র-করণ। [অব-সিচ্‌+অল্, অনট্]
অবস্তু—বি. তুচ্ছ বস্তু; মিথ্যা বস্তু, যাহার প্রকৃত সত্তা নাই। [ন+বস্তু]
অবস্থা—বি. দশা (বাল্যাবস্থা; দুরবস্থা); ভাব, প্রকার; লক্ষণ (মনের অবস্থা, রোগীর অবস্থা); সঙ্গতি (অবস্থাপন্ন); দুর্দশা (কাদা ভেঙে রোদে পুড়ে যাত্রীদের অবস্থার একশেষ)। (গ্রাম্য আবস্তা, আবস্থা)। [অব—স্থা+অ+আপ্]। **অবস্থা বুঝিয়া ব্যবস্থা**—যেখানে যাহা করা বিজ্ঞতার কাজ সেখানে সেইরূপ কাজ করা। **অবস্থা-চতুষ্টয়**—বাল্যকাল (পনের বৎসর পর্যন্ত), কৌমার (ত্রিশ বৎসর পর্যন্ত), যৌবন (পঞ্চাশ বৎসর পর্যন্ত), তৎপরে প্রৌঢ় অবস্থা ও বার্ধক্য; স্ত্রীলোকের পক্ষে, ষোল বৎসর পর্যন্ত বালা, ত্রিশ বৎসর পর্যন্ত তরুণী, পঞ্চান্ন বৎসর পর্যন্ত প্রৌঢ়া, তারপরে বৃদ্ধা। **অবস্থান**—বি. বাস, স্থিতি, বাসস্থান, location। **অবস্থান ধর্মঘট** (stay-in strike)—কর্মস্থলে যোগদান করিয়া কাজ না করা। **অবস্থান্তর**—বি. ভিন্ন অবস্থা। **অবস্থাপন**—বি. স্থাপন। [অব—স্থা-ণিচ্‌+অনট্] ণ. **অবস্থাপিত**। **অব-স্থায়ী** (-য়িন্)—ণ. যে অবস্থান করে। **অবস্থিত**—ণ. স্থিত, বিদ্যমান; সংস্থিত।
অবহার [অব—হৃ+অ] বি. অপনয়ন, যুদ্ধাদি হইতে নিবৃত্তি বা সৈন্য অপসারণ; ধর্মান্তর গ্রহণ; হরণ, প্রত্যর্পণ; উপহার। বাটা, দস্তুরি, discount।
অবহিত—[অব—ধা+ক্ত] ণ. জ্ঞাত; সচেতন; মনোযোগী। (বি. অবধান)।
অবহৃত—[অব—হৃ+ক্ত] ণ. অপনীত; অপহৃত।
অবহেলন—বি. গণ্য না করা; অনাদর। **অবহেলা**—বি. অমনোযোগ, অনাদর, উপেক্ষা। **অবহেলায়**—ক্রি-ণ. অনায়াসে। ণ. **অব-হেলিত**—ণ. অনাদৃত, উপেক্ষিত।
অবাক্—ণ. বাক্যহীন, বিস্মিত, অভিভূত (তোমার কাণ্ড দেখে অবাক্ হচ্ছি; হাটের দিনে লোকে…দেখত অবাক্ চোখে—রবি) বহুব্রী; বিস্ময়কর (অবাক্ কাণ্ড)। **অবাক জলপান**—লবণ ও ঝাল মিশ্রিত পাঁচমিশালী ভাজা-বিশেষ।
অবাঙ্মনসগোচর—ণ. বাক্য ও মনের অগোচর, বাক্য ও চিন্তার দ্বারা যাহার স্বরূপ নির্দেশ করা যায় না (ব্রহ্ম)। নঞ্‌তৎ।
অবাঙ্মুখ—ণ. অধোমুখ।
অবাচী—বি. দক্ষিণ দিক। (স্ত্রী) ণ. **অবাচীন**।
অবাচ্য—ণ. যাহা মুখে আনা যায় না (অবাচ্য কু-বাচ্য—অকথ্য গালি); (সম্ভ্রমে) অনিন্দ্য, অবচনীয়।
অবাত—ণ. যেখানে বায়ু বহে না। বহুব্রী।
অবাধ—ণ. যাহাতে কোন বাধা নাই। (অবাধ মেলামেশা)। **অবাধবাণিজ্য**—বিধি-নিষেধ-হীন বহির্বাণিজ্য, free trade. **অবাধে**—ক্রি-ণ. বিনা বাধায়।

অবাধ্য—ণ. অবশীভূত ; যে কথা শোনে না।
অবান্তর—ণ. অপ্রধান, গৌণ ; অপ্রাসঙ্গিক, বাজে।
অবান্ধব—ণ. নির্বান্ধব।
অবারিত—ণ. খোলা, যাহাতে কোন নিষেধ নাই, অপ্রতিবন্ধ (অবারিত স্রোত)।
অবার্য—ণ. অনিবার্য, অপ্রতিবিধেয়, অচিকিৎস্য।
অবাস্তব—ণ. কল্পিত, অসত্য, অমূলক।
অবিকত্থন—ণ. শ্লাঘারহিত। [যথাযথ।
অবিকল—ণ. বিকারহীন, অবিকৃত, সম্পূর্ণ,
অবিকার, অবিকারী (-রিন্)—ণ. পরিবর্তন-রহিত, রাগ-দ্বেষশূন্য। **অবিকৃত**—ণ. যথাযথ, অপরিবর্তিত, বিশুদ্ধ।
অবিক্রী—ণ. যাহা বিক্রীত হয় নাই বা হয় না (অবিক্রী মাল) [অবিক্রীত]। **অবিক্রীত**—ণ. যাহা বিক্রীত হয় নাই ; যাহা বিক্রয় করা যায় নাই।
অবিগ্রহ—ণ. যাহার বিগ্রহ বা মূর্তি নাই, নিরাকার। বহুব্রী।
অবিঘ্ন—ণ. নির্বিঘ্ন ; বিঘ্নাভাব। নঞ্ তৎ।
অবিচক্ষণ—ণ অনিপুণ ; যাহার কাজের ক্ষমতা নাই ; অপণ্ডিত।
অবিচল, অবিচলিত—ণ স্থিরসংকল্প, অচঞ্চল।
অবিচার—বি. অন্যায় বিচার ; অবিচারজনিত লাঞ্ছনা ; অবিবেচনা। **অবিচারিত**—ণ. যাহা বিচার করিয়া দেখা হয় নাই।
অবিচ্ছিন্ন—ণ. অবিরাম, বিচ্ছেদরহিত, অখণ্ডিত।
অবিজ্ঞাত—ণ. যাহা জানা যায় নাই। **অবি-জ্ঞেয়**—ণ যাহা জানিবার উপায় নাই।
অবিতর্কিত—ণ. অচিন্তিতপূর্ব, অভাবনীয়।
অবিদগ্ধ—ণ. অপণ্ডিত, অরসিক ;
অবিদিত—ণ. অজানা, অপরিজ্ঞাত।
অবিদ্যমান—ণ. অনুপস্থিত ; অবর্তমান ; (বাং) মরণ (পিতার অবিদ্যমানে)।
অবিদ্যা—বি. জ্ঞানাভাব ; মিথ্যা-জ্ঞান ; যাহা আত্মা নহে তাহাকে আত্মা বলিয়া জানা ; যাহা সত্য নহে তাহাকে সত্য বলিয়া গ্রহণ করা ; মায়া ; (বাং) উপপত্নী। নঞ্ তৎ।
অবিদ্বান্ (-দ্বস্)—ণ. বিদ্যাহীন, মূর্খ, অবিবেকী।
অবিধান—বি. অন্যায় বিধান, অব্যবস্থা। নঞ্ তৎ।
অবিধি—বি. বিধির বিপরীত ; যাহা আইনসঙ্গত বা ধর্মসঙ্গত নহে। ণ. **অবৈধ, অবিধেয়**।
অবিধ্বংসী (-সিন্)—ণ. যাহা ধ্বংস হইবার নহে, স্থায়ী, অবিনশ্বর।
অবিনয়—বি. বিনয়ের অভাব, ঔদ্ধত্য, অশিষ্টাচার ; অসম্মান। ণ. **অবিনীত, অবি-নয়ী** (-য়িন্)—ণ. গর্বিত ; অভদ্র।
অবিনশ্বর, অবিনাশী (-শিন্)—যাহার নাশ নাই, অমর, শাশ্বত। **অবিনাশ**—বি. স্থিতি, অমরতা। ণ. বিকারহীন (শিব)।
অবিনীত—ণ. দুর্বিনীত, উদ্ধত ; অশিক্ষিত।
অবিন্যস্ত—ণ. অসজ্জিত। বি. **অবিন্যাস**।
অবিপ্লুত—ণ. যাহা ডুবিয়া যায় নাই, যাহা বিপর্যস্ত হয় নাই ('অবিপ্লুত ব্রহ্মচর্য')।
অবিবক্ষিত—বি. বলিবার নিমিত্ত অভিপ্রেত নয়।
অবিবাদ—বি. ঐক্য, বিরোধের অভাব। **অবিবাদে**—ক্রি. ণ. মিলিয়া মিশিয়া।
অবিবাহিত—ণ. অনূঢ়, যাহার বিবাহ হয় নাই।
অবিবেক—বি. ভালমন্দ জ্ঞানের অভাব। ণ. **অবিবিক্ত**—অবিবেচিত, বিবেকশূন্য। **অবিবেচনা**—বি. বিচারহীনতা।
অবিবেকী (-কিন্)—ণ. সদসদ্‌জ্ঞানবর্জিত।
অবিভক্ত—ণ. অখণ্ড, মিলিত, যৌথ (অবিভক্ত সম্পত্তি ; অবিভক্ত পরিবার)। **অবিভাজ্য**—ণ. যাহা ভাগ করা যায় না।
অবিমিশ্র—ণ. অপর কিছুর সহিত মিশ্রিত নয়, ভেজালহীন (অবিমিশ্র সুখ)।
অবিমৃশ্য—ণ. অবিচার্য ; সন্দেহাতীত। অবি-বেচক। [অ-বি—মৃশ্ +যপ্]। **অবিমৃষ্য-কারী** (-রিন্)—ণ অবিবেচক, অদূরদর্শী। (-'মৃশ্য' বানানও চলে)। **অবিমৃশ্যকারিতা**—বি. অবিবেচনা, গোঁয়ার্তুমি।
অবিযুক্ত—ণ. মিলিত। [রতি।
অবিরত—ণ. অবিচ্ছিন্ন, অবিরাম। বি. **অবি-**
অবিরল—ণ. অবিরত, নিবিড়, বিরতিশূন্য (অবিরল ধারায় বর্ষণ)।
অবিরাম—ণ. বিরামবিহীন, একটানা।
অবিরুদ্ধ—ণ. সঙ্গতিযুক্ত ; বিরোধহীন ; অনুকূল। বি. অবিরোধ। নঞ্ তৎ। **অবিরোধে**—ক্রি. ণ. অবাধে। **অবিরোধী** (-ধিন্)—ণ. অপ্রতিকূল (অবিরোধী মনোভাব)।
অবিলম্ব, অবিলম্বিত—ণ. বিলম্বরহিত ত্বরান্বিত।
অবিশঙ্ক—ণ. নিঃশঙ্ক, অসংশয়িত।

অবিশুদ্ধ—ণ. দোষযুক্ত, অপবিত্র।
অবিশেষ—ণ. অভেদ, তুল্য। বি. ভেদের অভাব।
অবিশ্রান্ত, অবিশ্রাম—ক্রি-বিণ. শ্রান্ত না হইয়া। ণ. অবিরাম, শৈথিল্যহীন।
অবিশ্রুত—ণ. অপ্রসিদ্ধ।
অবিশ্বাস—বি. অপ্রত্যয়, অনাস্থা। ণ. **অবিশ্বস্ত**। **অবিশ্বাসী** (-সিন্)—ণ. যে বিশ্বাস করে না। **অবিশ্বস্ত**—ণ. যে বিশ্বস্ত নয়, যাহাকে কেহ বিশ্বাস করে না। **অবিশ্বাস্য**—ণ. যাহা বিশ্বাস করা যায় না।
অবিষম—ণ. যাহা বিষম নয়, যুগ্ম; অকুটিল।
অবিষহ্য—ণ. দুর্বিষহ; অতিপ্রখর।
অবিসংবাদ—বি. অবিরোধ। **অবিসংবাদিত**—ণ. সর্বসম্মত, undisputed।
অবিসংবাদী (-দিন্) ণ. অবিরোধী, প্রমাণানুযায়ী।
অবিস্পষ্ট—ণ. সুস্পষ্ট নয়, জড়িমাযুক্ত।
অবিহিত—ণ. নিষিদ্ধ, অসঙ্গত।
অবিহ্বল—ণ. অব্যাকুল, প্রকৃতিস্থ। বি. -তা
অবীক্ষিত—ণ. অদৃষ্ট; অপরীক্ষিত।
অবীচি—ণ. তরঙ্গহীন। বি. নরকবিশেষ।
অবীর—ণ. বীর্যহীন, ভীরু; পুত্রাদিরহিত। স্ত্রী. **অবীরা**—ণ. পতি-পুত্রহীনা। বি. কড়ে রাঁড়ী।
অবুঝ—ণ. অবোধ; অধৈর্য, অপরিণামদর্শী, নির্বোধ; যে প্রবোধ মানেনা (অবুঝ মন)। [বাং]।
অবুদ্ধি—ণ. বুদ্ধিহীন। বি. বুদ্ধির অভাব।
অবুধবু—জবুথবু দ্রঃ।
অবুধ—ণ. অবুঝ, অপণ্ডিত, মূর্খ।
অবৃদ্ধিক—ণ. যাহার জন্য সুদ দিতে হয় না।
অবৃষ্টি—বি. অনাবৃষ্টি।
অবেক্ষক—ণ. পর্যবেক্ষক, পর্যালোচক; আয়-ব্যয়ের পর্যবেক্ষক। **অবেক্ষণ**—বি. অবলোকন, পর্যবেক্ষণ; পরিদর্শন; বিচার; অনুসন্ধান। [অব-ঈক্ষ্ +অনট্]। ণ. **অবেক্ষিত**। **অবেক্ষণীয়**—ণ. পরিদর্শনীয়; বিচার-বিবেচনার যোগ্য। **অবেক্ষমাণ**—ণ. যে অবেক্ষণ করিতেছে, অনুসন্ধানপর। **অবেক্ষা**—বি. অবেক্ষণ, দৃষ্টি।
অবেণীবদ্ধ—ণ. আলুলায়িত।
অবেদন—বি. বেদনাবোধ লোপ, anaesthesia, ণ. **অবেদনিক**—বেদনা বা অনুভূতি-লোপকারী।
অবেদ্য—ণ. অজ্ঞেয়, নিগূঢ়; unknowable।
অবেলা—বি. অসময়; অপরাহ্ণ (অবেলায় স্নানাহার)।
অবৈতনিক—ণ. বেতন পায় না যে, Honorary (অবৈতনিক সম্পাদক); বেতন দিতে হয় না এমন (অবৈতনিক বিদ্যালয়)।
অবৈধ—ণ. বে-আইনী; অশাস্ত্রীয়, অসঙ্গত।
অবোধ—ণ. অজ্ঞান; অবুঝ; অবিকশিতবোধ (অবোধ শিশু)। বহুব্রী। স্ত্রী. অবোধা, অবোধিনী। **অবোধ্য**—ণ. যাহা বুঝা যায় না (অঙ্কের অবোধ্য ভাষা); দুজ্ঞেয়।
অবোল, অবোলা—ণ. যাহাদের বলিবার ভাষা নাই (অবোলা জীব)। [বাং]।
অব্জ—ণ. জলজাত। বি. পদ্ম। [অপ্ (জল)—জন্+ড]। **অব্জযোনি**—ব্রহ্মা, পদ্মযোনি। (অব্জ যোনি (উৎপত্তিস্থল) যাহার, বহুব্রী)।
অব্দ—বি. বর্ষ (খৃষ্টাব্দ, বঙ্গাব্দ, শতাব্দী)।
অব্দুর্গ- বি. যে দুর্গের চতুর্দিকে গভীর জলরাশি।
অব্ধি—বি. সমুদ্র। [অপ্-ধা+কি]।
অব্যক্ত—ণ. অপরিস্ফুট; অপ্রকাশিত; অজ্ঞাত; অস্পষ্ট; নির্গুণ ব্রহ্ম। নঞ্ তৎ।
অব্যগ্র—ণ. অব্যস্ত, শান্ত। নঞ্ তৎ।
অব্যতিক্রম—বি. ব্যতিক্রমের অভাব।
অব্যবসায়—বি. নিশ্চেষ্টতা; চর্চার অভাব; অনিশ্চয়তা; অনভিজ্ঞতা।
অব্যবসায়ী (-য়িন্)—ণ. অনভিজ্ঞ, আনাড়ী; ব্যবসায়ের অনুপযুক্ত, unbusiness-like।
অব্যবস্থিত, অব্যবস্থ—ণ. স্থিরতারহিত, চঞ্চল; অগোছালো। বি. **অব্যবস্থা**—বিশৃঙ্খলা, বিধি-বিধান-হীনতা; অরাজকতা। **অব্যবস্থিতচিত্ত**—ণ. যাহার মতির স্থিরতা নাই। বহুব্রী।
অব্যবহার—বি. অপ্রয়োগ। ণ. **অব্যবহার্য**—ব্যবহারের অযোগ্য; কাজের অযোগ্য।
অব্যবহিত—ণ. সন্নিহিত; সংলগ্ন; পিঠাপিঠি (অব্যবহিত [—কিছু] পরেই আসিলেন)।
অব্যবহৃত—ণ. অপ্রচলিত; আনকোরা।
অব্যভিচার—বি. অব্যতিক্রম, অবিরোধ, অচ্যুতি।
অব্যভিচারী (-রিন্)—ণ. ব্যতিক্রমহীন, অস্খলিত, (অব্যভিচারী নিয়ম)। **অব্যভিচরিত**—ণ. নিত্যসম্বন্ধযুক্ত; অবাধ।
অব্যয়—ণ. ক্ষয় বা পরিবর্তন-বিহীন, নিত্য। বি. পরব্রহ্ম; (ব্যাকরণে) যে শব্দে লিঙ্গ বচন

কিংবা বিভক্তিযোগে কোন পরিবর্তন ঘটে না। বহুব্রী।

অব্যয়ীভাব—(ব্যাকরণে) যে সমাসে অব্যয় পূর্বপদে থাকে আর সমস্তপদ অব্যয়ে পরিণত হয় (যথা—উপকূল, প্রতিদিন)।

অব্যর্থ—ণ. অমোঘ, যাহার সফলতা নিশ্চিত, সার্থক (কালাজ্বরের অব্যর্থ ঔষধ)।

অব্যসন,-নী (-নিন্)—ণ. ব্যসন বা কুপ্রবৃত্তি-বর্জিত।

অব্যস্ত—ণ. অসুৎকণ্ঠিত; শান্ত।

অব্যাকুল—ণ অস্থিরতাহীন, শান্ত।

অব্যাজ—বি. অকপটতা, অকৃত্রিমতা। **অব্যাজ-মনোহর**—ণ. স্বভাবতঃ অর্থাৎ প্রসাধন ব্যতিরেকে মনোহর। **অব্যাজে**—ক্রি. ণ. একাগ্রমনে; ত্বরায়। [গতি)।

অব্যাহত—ণ. বাধাহীন, অকুণ্ঠিত (অব্যাহত

অব্যাহতি—বি নিস্তার, পরিত্রাণ, মুক্তি।

অব্যুৎপন্ন—ণ. অশিক্ষিত; ব্যাকরণজ্ঞানহীন; অপণ্ডিত।

অব্যূঢ়—ণ. অবিবাহিত। স্ত্রী; **অব্যূঢ়া**। [ন+বি—বহ্+ক্ত]। **অব্যূঢ়ান্ন**—আইবুড়ো ভাত।

অব্রত, অব্রতী (-তিন্)—ণ. যাহার উপনয়ন হয় নাই; শাস্ত্রের নিয়মাদিতে অমনোযোগী; অদীক্ষিত।

অব্রাহ্মণ—বি. ণ. আচারভ্রষ্ট ব্রাহ্মণ; ব্রাহ্মণেতর জাতি (ক্ষত্রিয় বৈশ্যাদি); ব্রাহ্মণেতরহীন জাতি (অব্রাহ্মণ নহ তুমি তাত—রবি)।

অভক্তি—বি. অশ্রদ্ধা; অনাস্থা; অরুচি; বিতৃষ্ণা (খাব কি, দেখেই অভক্তি হয়)।

অভক্ষণ—বি. অনাহার, উপবাস। **অভক্ষ্য, অভক্ষণীয়**—ণ. খাদ্যরূপে গ্রহণের অযোগ্য; শাস্ত্রানুসারে নিষিদ্ধ খাদ্য।

অভগ্ন—ণ. আস্ত, গোটা (অভগ্ন চাউল); অব্যাহত (অভগ্ন উদ্যম—ভগ্ন স্ত্রঃ)। নঞ্‌তৎ।

অভঙ্গ—ণ. আস্ত। বি. মহারাষ্ট্রদেশে প্রচলিত তুকারামের কবিতা। [নির্ভরযোগ্য।

অভঙ্গুর—ণ যাহা ভঙ্গপ্রবণ নহে; স্থায়ী,

অভদ্র—ণ. যে ভদ্র ব্যবহার জানে না, অশিষ্ট, ইতর (অভদ্র আচরণ); অমঙ্গল। বি. **অভদ্রতা**—অশিষ্টতা, ইতরতা।

অভব্য—ণ. সভ্য-আচরণ-বহির্ভূত, অমার্জিত, অসভ্য, বর্বর। বি. **অভব্যতা**।

অভয়—বি. ভয়হীনতা; নির্ভরযোগ্য আশ্বাস (অভয়বাণী)। ণ. একান্ত ভয়হীন। নঞ্‌তৎ, বহুব্রী। **অভয়পদ**—বি. যে পদে আশ্রয় লইলে ইহকালে ও পরকালে ভয় থাকে না। **অভয়বাণী**—বি. মাভৈঃ এই বাণী। স্ত্রী. **অভয়া**—দুর্গা।

অভরসা—বি. ভরসার অভাব। **অভরসা খাওয়া**—ভরসা না রাখা; হতাশ হওয়া (অত অভরসা খেলে চলবে কেন)। [বাং]।

অভাগা—ণ. সৌভাগ্যহীন; সহায়সম্বলহীন; দুঃখী; দুর্বিপাকগ্রস্ত। স্ত্রী. **অভাগিনী, অভাগী** (গ্রাম্য : অভাগী, আবাগী—আবাগীর বেটা)।

অভাগ্য—ণ. দুর্ভাগ্য। সুযোগসুবিধাবঞ্চিত। বি. ভাগ্যহীনতা।

অভাজন—ণ. ও বি নগণ্য; গুণহীন; অক্ষম।

অভাব—বি. না থাকা, অবিদ্যমানতা; অনটন; মৃত্যু (পিতার অভাবে কে দেখবে)। **অভাবে স্বভাব নষ্ট**—অভাবের তাড়নায় স্বভাব সাধারণতঃ নষ্ট হয়।

অভাবনীয়—ণ. অচিন্তনীয়; অপ্রত্যাশিত (অভাবনীয় সৌভাগ্য; অভাবনীয় দুর্গতি)। **অভাবিত**—ণ. অচিন্তিত; **অভাব্য**—ণ. অভাবনীয় (যত অভাব্য দুর্ঘটনায়—রবি)।

অভি—আভিমুখ্য, অভিলাষ, সাদৃশ্য ইত্যাদি সূচক উপসর্গ।

অভিকর্ষ—বি. পৃথিবীর কেন্দ্রের অভিমুখে বস্তুর আকর্ষণ, gravitation.

অভিকেন্দ্র—centripetal, ণ. কেন্দ্রের দিকে যাহার আকর্ষণ।

অভিক্রম—বি. অভিযান; আরম্ভ।

অভিখ্যা—বি. নাম, সংজ্ঞা; খ্যাতি; শোভা; উপাধি। [অভি-খ্যা+অল্]

অভিগমন, অভিগম—বি. অভিমুখে গমন; প্রত্যুদ্গমন, যুদ্ধার্থ গমন; সম্ভোগ। ণ. অভিগত।

অভিগ্রস্ত—ণ. কবলিত।

অভিগ্রহ—বি. অভিযান; যুদ্ধে আহ্বান।

অভিগ্রহণ—বি. অধিকার করা, লুণ্ঠন।

অভিঘাত—বি কঠিন আঘাত; বিনাশ। **অভিঘাতক, -ঘাতী** (-তিন্)—ণ. পীড়ক, শত্রু। স্ত্রী. **-তিকা, -তিনী**।

অভিচার—বি. তন্ত্রমন্ত্র; যাহার দ্বারা নিজের

ইষ্ট ও অন্যের অনিষ্ট সাধন হয়। **অভিচারী** (-রিন্)—ণ. যে অভিচার প্রয়োগ করে।

অভিজন—বি. পূর্বপুরুষের বাসস্থান ; প্রসিদ্ধ বংশ। ণ. কুলীন। **অভিজাত**—ণ. সংকুলজাত ; মনোহর ; শ্রেষ্ঠ ; সমৃদ্ধ ; ধনিক-শ্রেণী-সম্পর্কিত। **অভিজাততন্ত্র**—বি. অভিজাত সম্প্রদায় কর্তৃক শাসন, aristocracy। **অভিজাত-সাহিত্য**—শ্রেষ্ঠ সাহিত্য ; ধনিকশ্রেণীর জীবনযাত্রা যে সাহিত্যের বর্ণনার বিষয়। (বি আভিজাত্য—কৌলীন্য, জন্মগত শ্রেষ্ঠত্ব)।

অভিজিৎ—বি. বিজেতা ; যজ্ঞবিশেষ ; নক্ষত্র বিশেষ, Vega. [অভি-জি + ক্বিপ্]

অভিজ্ঞ—ণ বহুদর্শী ; হাতে কলমে কাজ করিয়া যাহার জ্ঞান জন্মিয়াছে, বিশেষজ্ঞ (অভিজ্ঞ চিকিৎসক)। [অভি—জ্ঞা + অ]। বি. **অভিজ্ঞতা**—বহুদর্শিতা ; ঠেকিয়া শেখা জ্ঞান (কঠোর অভিজ্ঞতা)।

অভিজ্ঞা—বি. ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে প্রথমেই যে জ্ঞান লাভ হয় ; স্মৃতি। ণ. **অভিজ্ঞাত**—নিদর্শন অথবা অনুসন্ধান দ্বারা জ্ঞাত। **অভিজ্ঞান**—বি. স্মারক, নিদর্শন, token। **অভিজ্ঞান-পত্র**—বি. বিশিষ্ট পরিচয়-পত্র, certificate।

অভিধা—বি. নাম, আখ্যা ; শব্দের সহজ মুখ্য অর্থবোধক শক্তি। ণ. **অভিহিত**।

অভিধান—[অভি-ধা + অনট্, অর্থের সম্যক্ প্রকাশ যাহাতে] বি. শব্দকোষ (dictionary) ; নাম ; পরিচয়। **অভিধানকার**—কোষকার।

অভিধাবন—[ধাব্ = গমন করা] বি. প্রতিগমন।

অভিধেয়—ণ. দ্যোতক ; প্রতিপাদ্য ; বক্তব্য ; বি. নাম। (বি. অভিধা)।

অভিনন্দন—[নন্দ্—আনন্দিত হওয়া অথবা আনন্দ দান করা] বি. প্রশংসার দ্বারা সন্তোষ সাধন ; গৌরব-কীর্তন ; সানন্দ অভ্যর্থনা। ণ. **অভিনন্দিত**। **অভিনন্দনপত্র**—অভিনন্দনজ্ঞাপক পত্র, মানপত্র।

অভিনব—ণ. নূতন, অদৃষ্টপূর্ব, চমৎকার (অভিনব বলে যেন মনে হয়…চিরপরিচিত বন্ধুগণে—রবি)

অভিনয়—[নী—আনয়ন, অভিনেয় বিষয় সামনে আনয়ন অথবা ভাব-ভঙ্গি-ভাষণের দ্বারা অভিনেয় বিষয়ের অনুকরণ] বি. থিয়েটার-যাত্রা-আদি ; কৃত্রিম ভাবভঙ্গি। **অভিনয় করা**—acting, নাট্যকলা প্রদর্শন ; অনুকরণ করা ; কৃত্রিম ভাবভঙ্গি প্রকাশ করা ; ভাবভঙ্গি সহকারে কথা বলা। ণ. **অভিনীত**। **অভিনেতা** (-তৃ) —বি. যে অভিনয় করে। স্ত্রী. **অভিনেত্রী**।

অভিনিবিষ্ট [বিশ্—প্রবেশ করা] ণ. যে ভিতরে প্রবেশ করিয়াছে, অনুপ্রবিষ্ট ; আগ্রহান্বিত। (অভিনিবিষ্ট পাঠ, পাঠক) বি. **অভিনিবেশ**—বি. মনঃসংযোগ।

অভিনিষ্ক্রমণ—[অভি-নির্—ক্রম্ + অনট্] বি. বেগে বহির্গমন। ণ. **অভিনিষ্ক্রান্ত**।

অভিন্ন—[অ-ভিদ্ (বিদারণ করা) + ক্ত] ণ. ভিন্ন নয়, অপৃথক, অচ্ছিন্ন, সংযুক্ত। **অভিন্ন-পরিবার**—একান্নবর্তী পরিবার। **অভিন্ন-হৃদয়**—ণ. সমপ্রাণ।

অভিপীড়িত—ণ. নিপীড়িত ; সন্তপ্ত।

অভিপ্রায়—বি. উদ্দেশ্য, মতলব ; অভিসন্ধি ; অভিলাষ। ণ. **অভিপ্রেত**—অভীষ্ট, লক্ষ্য ; বাঞ্ছিত।

অভিবন্দন—বি. প্রণতি ; স্তব।

অভিবর্ষণ—বি. ব্যাপক বর্ষণ। ণ. **অভিবর্ষিত**

অভিবাদ—বি. অপবাদ, অখ্যাতি।

অভিবাদন—বি. প্রণতিজ্ঞাপন, পাদস্পর্শপূর্বক প্রণাম, সম্যক্ বা যথাবিহিত শ্রদ্ধা নিবেদন বা সম্মান প্রদর্শন (পতাকা অভিবাদন)। ণ **অভিবাদ্য**—প্রণম্য। **অভিবাদয়িতা** (-তৃ)—ণ. বি. যে অভিবাদন করে।

অভিবীক্ষণ—বি. সম্যক্ অবলোকন।

অভিব্যক্ত—ণ. পরিস্ফুট, আবির্ভূত, সম্যক্ প্রকাশিত, বিবর্তিত। বি. **অভিব্যক্তি**—প্রকাশ, আবির্ভাব, ক্রমশঃ প্রকাশ, বিবর্তন। **অভিব্যক্তিবাদ**—Theory of evolution জীবকুলের ক্রমে ক্রমে বিকাশ হয় এই মতবাদ।

অভিব্যঞ্জন—বি. পরিস্ফুটন, অভিব্যক্তি। **অভিব্যঞ্জনা** (অলঙ্কারে)—বি. ব্যঞ্জনার দ্বারা প্রকাশ ; গূঢ়শ্লেষ।

অভিব্যাপ্ত—ণ সর্বতোভাবে ব্যাপ্ত ; পরিব্যাপ্ত। বি. **অভিব্যাপ্তি**।

অভিভব—বি. পরাভব ; একান্ত পরাজয়, লাঞ্ছনা। [অভি-ভূ + অল্] **অভিভাব, অভিভূতি**—বি. পরাভব, বিহ্বলতা। [অভি-ভূ + ঘঞ্, ক্তি]।

অভিভাবক [অভি-ভূ + অক]—ণ. বি. শাসক ; তত্ত্বাবধায়ক (বিশেষতঃ নাবালকের) ; guardian। স্ত্রী **অভিভাবিকা**।

অভিভাষণ—বি. সম্ভাষণ, উদ্দেশে ভাষণ।

অভিভূত—ণ. নির্জিত, বশীভূত; আবিষ্ট, ভাবে বিহ্বল। বি. **অভিভূতি**।

অভিমত—ণ. অনুমোদিত; প্রিয়। বি. সুচিন্তিত সিদ্ধান্ত, মত, opinion।

অভিমন্যু—মহাভারত-বর্ণিত অর্জুন ও সুভদ্রার পুত্র। **অভিমন্যু-বধ**—অভিমন্যু-বধ পালা, অভিমন্যু-বধের মত অন্যায় যুদ্ধে বধ। **অভিমন্যুর ব্যূহ**—(ব্যঙ্গার্থে) যে জনসমাবেশে কষ্টে-সৃষ্টে প্রবেশ করা যায় কিন্তু তাহা হইতে নির্গমনের পথ নাই। [অভী+মন্যু]

অভিমর্দ,-মর্দন—বি. মর্দন। [অভি-মৃদ্+অনট্]

অভিমান—বি. আত্মাভিমান, অহঙ্কার; প্রিয়জনের ত্রুটি বা অনাদরের জন্য ক্ষোভ, প্রিয়জনের প্রতি অস্থায়ী বা কৃত্রিম বিরূপতা প্রকাশ। [অভি-মন্+ঘঞ্] **অভিমানী** (-নিন্)—ণ. আত্মাভিমানী, অহঙ্কারী, self-conceited, touchy। স্ত্রী. **অভিমানিনী**—প্রিয়জনের ব্যবহারে ক্ষুব্ধা।

অভিমুখ, অভিমুখী (-খিন্)—ণ. facing, towards, প্রবণ; লক্ষ্যের দিকে গমনশীল (কুলায়াভিমুখ পক্ষিদল)। বি. উদ্দেশ (গৃহের অভিমুখে, নদীর অভিমুখে)।

অভিযাচিত—ণ. যাহার নিকট প্রার্থনা করা হইয়াছে; অনুরুদ্ধ। [অভি-যাচ্+ক্ত]

অভিযান—বি. যুদ্ধযাত্রা, সদলবলে গমন; কঠিন কার্যোদ্ধারের জন্য সদলবলে প্রয়াস (এভারেষ্ট অভিযান; ম্যালেরিয়ার বিরুদ্ধে অভিযান)।

অভিযুক্ত—ণ. যাহার বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হইয়াছে; আসামী, accused। [অভি-যুজ্+ক্ত]। **অভিযোক্তা** (-ক্তৃ)—বি. ণ. ফরিয়াদী, অভিযোগকারী। **অভিযোগ**—বি. দোষারোপ; ভর্ৎসনা; নালিশ; খুঁৎখুঁৎ করা (অভিযোগের আর অন্ত নেই)।

অভিযোজন—বি. উদ্দেশ্য সাধন, কোন কিছুকে কাজে লাগানো, কিছুকে বিশেষ কোন কাজের যোগ্য করিয়া লওয়া, adaptation।

অভিরক্ষণ—বি. সম্যক্‌ভাবে রক্ষণ। ণ. **অভিরক্ষিত**। **অভিরক্ষিতা**—বি. অভিভাবক।

অভিরঞ্জিত—ণ. সর্বত্র উজ্জ্বলীকৃত, বিভূষিত।

অভিরত—ণ. অত্যাসক্ত, পরায়ণ; পরস্পরের প্রতি অনুরক্ত। বি. **অভিরতি**।

অভিরাম—[অভি-রম্+ঘঞ্] ণ যাহাতে মন অনুরক্ত হয়, মনোহর; সুন্দর, আনন্দকর। **নয়নাভিরাম**—নয়নের আনন্দবর্ধক।

অভিরুচি—বি. বিশেষ প্রীতি, আকাঙ্ক্ষা, প্রবৃত্তি (তোমাদের অভিরুচি)।

অভিরূপ—ণ. মনের মত, প্রীতিকর, যোগ্য।

অভিলষণ [অভি-লষ্+অনট্] বি. বাঞ্ছা করা, লোভ করা। ণ. **অভিলষিত, অভিলষণীয়**। **অভিলাষ**—কামনা, স্পৃহা, বাঞ্ছা, অনুরাগ; লোভ। ণ. **অভিলাষী** (-ষিন্)। স্ত্রী **অভিলাষিণী**।

অভিশঙ্কা—বি. আশঙ্কা, সংশয়। ণ. **অভিশঙ্কিত**। **অভিশঙ্কী** (-ঙ্কিন্)—ণ. অভিশঙ্কাবিশিষ্ট।

অভিশপ্ত—ণ. অভিশাপগ্রস্ত, দুর্দৈবলাঞ্ছিত, দুঃখ যার নিত্যসঙ্গী (অভিশপ্ত ভাগ্য, জীবন)।

অভিশাপ—(অভি-শপ্+ঘঞ্) বি. দৈবনির্দেশিত লাঞ্ছনা বা দুঃখ (অভিশাপ আঁকি দিল তোমার জাতির অহঙ্কারে—রবি; রূপ তাহার জন্য অভিশাপ হইল); কাহারও ব্যবহারে ক্ষুব্ধ বা অপমানিত হইয়া তাহার অমঙ্গল কামনা (সাধারণতঃ উচ্চ কণ্ঠে)।

অভিষব, -ণ—বি. সোমরস প্রস্তুত করণ; মদ চোয়ানো। [অভি-সু+অল্]

অভিষেক—(জল সিঞ্চন করা) বি. রাজসিংহাসনে আরোহণের নিমিত্ত যথা-বিহিত স্নানানুষ্ঠান; রাজপদে বরণ; installation। [অভি-সিচ্+ঘঞ্]। ণ **অভিষিক্ত**—সিঞ্চিত; যথাযোগ্যভাবে রাজপদে বা তত্তুল্য উচ্চপদে স্থাপিত।

অভিষ্যন্দ,-স্যন্দ—বি. ক্ষরণ, জল ঝরা, জলের প্রবাহ। **অভিষ্যন্দী**(-ন্দিন্)—ণ. ক্ষরণশীল। **অভিষ্যন্দনগর**—শহরতলী, suburb।

অভিসন্তাপ—বি. মনস্তাপ; অত্যধিক দুঃখ।

অভিসন্ধক-ণ. ঈর্ষাতুর, নিন্দুক। বি. **অভিসন্ধান**—লক্ষ্য, সংকল্প, অভিসন্ধি, প্রবঞ্চনা।

অভিসন্ধি—[অভি-সম্-ধা+ই] বি. গূঢ় অভিপ্রায়; মতলব; উদ্দেশ্য।

অভিসম্পাত—বি. অভিশাপ।

অভিসরণ—বি. অনুগমন, অভিসার।

অভিসার—বি. মিলনেচ্ছু নায়ক-নায়িকার সংকেতস্থানে গমন; প্রিয়মিলনের জন্য দুঃখময় পন্থাবলম্বন (আজি ঝড়ের রাতে তোমার

অভিসার—রবি)। **অভিসারক, অভিসারী** (-রিন্)—ণ. অগ্রগামী, লক্ষ্যের অভিমুখে বা সংকেত-স্থানে গমনকারী (সমুদ্রাভিসারী)। স্ত্রী. **অভিসারিকা, অভিসারিণী**—বি. ণ. প্রিয়-মিলনার্থ সংকেত-স্থানে গমনকারিণী।

অভিহত—[অভি-হন্+ক্ত] ণ. প্রহৃত নিপীড়িত, অভিভূত। বি. **অভিঘাত**।

অভিহিত—[অভি-ধা+ক্ত] ণ. কথিত, সংজ্ঞিত, পরিচিত।

অভী, অভীক—নির্ভীক। বহুব্রী [ন-ভী+স্বার্থে ক]

অভীত—ণ. নির্ভয়, নিঃশঙ্ক। বি. **অভীতি**।

অভীপ্সিত—ণ. আকাঙ্ক্ষিত। [অভি+ঈপ্সিত]

অভীপ্সু—ণ. প্রার্থী, ইচ্ছুক [অভি+ঈপ্সু]।

অভীষ্ট—[অভি-ইষ্ (বাঞ্ছা করা)+ক্ত)]ণ. বাঞ্ছিত (অভীষ্ট লক্ষ্য); যাহা কামনা করা হইয়াছে। **অভীষ্টপ্রদ, অভীষ্টফলপ্রদ**—বাঞ্ছিত ফল-প্রদানকারী। **অভীষ্টলাভ,-সিদ্ধি**—ইষ্টলাভ।

অভুক্ত—ণ. অভক্ষিত, অস্বাদিত; উপবাসী।

অভুগ্ন—ণ. বাঁকা নয়, সোজা।

অভূত—ণ. যাহা হয় নাই বা জন্মে নাই, অঘটিত; অবিগত। [ন-ভূ+ক্ত]। **অভূতপূর্ব**—ণ. পূর্বে যাহা ঘটে নাই; অপূর্ব। **অভূততদ্ভাব**—বি. যাহা পূর্বে ছিল না, তাহা হওয়া।

অভূষিত—ণ. যাহা সাজানো হয় নাই; স্বাভাবিক; অনলঙ্কৃত (অভূষিত সৌন্দর্য)।

অভেদ—বি. ঐক্য, অভিন্নতা। ণ. ভেদরহিত, সদৃশ; যাহা ভেদ করা যায় না। নঞ্ তৎ; বহুব্রী। **অভেদাত্মা**—একমন, একপ্রাণ। **অভেদী (-দিন্)**—ণ. ভেদবুদ্ধিহীন, সমদর্শী। **অভেদ্য**—ণ. যাহা ভেদ করিতে পারা যায় না।

অভোগ্য—ণ. ভোগের অনুপযুক্ত; যাহা ভোগ করা উচিত নয়। স্ত্রী. **অভোগ্যা**।

অভোজ্য—ণ. বি. অখাদ্য।

অভ্যগ্র—ণ. নিকটবর্তী, অগ্রবর্তী ('অভ্যগ্র পদধ্বনি')।

অভ্যঙ্গ, -ঞ্জন—[অভি-অন্জ্+অনট্] বি. সর্বাঙ্গে তৈল বা অন্য স্নেহপদার্থ মাখানো, আভাং।

অভ্যন্তর—বি. ভিতর, মধ্য। **অভ্যন্তরীণ, আভ্যন্তরীণ**—ণ. অন্তরস্থিত, ভিতরকার।

অভ্যর্থনা—বি. সংবর্ধনা; সমাদরে গ্রহণ (অভ্যর্থনা সমিতি)। ণ. **অভ্যর্থিত**।

অভ্যস্ত—ণ. পুনঃ পুনঃ আচরিত, শিক্ষিত (অভ্যস্ত আচরণ, -বুলি; উপবাসে অভ্যস্ত। ণ. **অভ্যাস**।

অভ্যাগত—ণ. গৃহাগত; অতিথি; নিমন্ত্রিত। বি. **অভ্যাগম**—নিকটে আগমন; বিরোধ; ফলপ্রাপ্তি।

অভ্যাগারিক—ণ. পরিবার পোষণে মনোযোগী।

অভ্যাস—[অভি-অস্+ঘঞ্] বি. পুনঃ পুনঃ আচরণ; স্বভাবে পরিণত আচরণ, habit (পাঠাভ্যাস; সাঁতারের অভ্যাস; দীর্ঘদিনের অভ্যাস; উপবাস করার অভ্যাস)।

অভ্যাহার—বি. আক্রমণ; লুণ্ঠন; আহার।

অভ্যুক্ষণ—বি. আর্দ্রকরণ; জলসেচন।

অভ্যুত্থান—[অভি-উৎ-স্থা+অনট্] বি. উঠা; উন্নতি; প্রভাববৃদ্ধি (ধর্মের অভ্যুত্থান); রাজ-শক্তির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ; সম্মান দেখাইবার জন্য গাত্রোত্থান। ণ. **অভ্যুত্থিত**।

অভ্যুদয়—[অভি-উৎ-ই+অচ্] বি. উদয়; বৃদ্ধি, সৌভাগ্য; প্রকাশ (তিমির-বিদার-উদার-অভ্যুদয় তোমারি হউক জয়—রবি); উৎসব। ণ. **অভ্যুদিত**। **আভ্যুদয়িক**—বি. বিবাহাদি অনুষ্ঠানে করণীয় শ্রাদ্ধবিশেষ।

অভ্যুদাহরণ—বি. প্রতিকূল উদাহরণ।

অভ্র—বি. খনিজদ্রব্য বিশেষ, mica; মেঘ; আকাশ। **অভ্রনীল**—আকাশের মত নীল। **অভ্রভেদী** (-দিন্)—বি. আকাশভেদী, অত্যুচ্চ। **অভ্রংলিহ**—[অভ্র-লিহ্+খশ্] মেঘচুম্বী, খুব উঁচু (অভ্রংলিহ প্রাসাদ)। উপতৎ। **অভ্রচ্ছায়া**—মেঘচ্ছায়া; মেঘচ্ছায়ার মত ক্ষণিক উপভোগ্য। [ষষ্ঠীতৎ]

অভ্রাতৃক—ণ. যার ভাই নাই বা ভাইবন্ধু নাই।

অভ্রান্ত—ণ. যাহাতে ভ্রম-প্রমাদ নাই (অভ্রান্ত সত্য), যিনি ভুল করেন না (অভ্রান্ত ঋষি)। **অভ্রান্তলক্ষ্য**—ণ. অভ্রান্তদৃষ্টি; অব্যর্থসন্ধান।

অমঙ্গল—বি. অকল্যাণ; বিপদ; অশুভ; দুর্নিমিত্ত। বহুব্রী, নঞ্ তৎ। **অমঙ্গলকর, অমঙ্গল্য**—অশুভকর।

অমণ্ডিত—ণ. অনলঙ্কৃত, অকৃত্রিম (অমণ্ডিত শ্রী)।

অমত—বি. অসম্মতি। **অমত করা**—মত না দেওয়া।

অমতি—বি. অপ্রবৃত্তি, কুমতি।

অমত্ত—ণ. অপ্রমত্ত; শান্ত; বিচারপরায়ণ।

অমন—অব্য. ঐ প্রকার; ও ধরণের; এমন।

অমনি—ওই রকমই। সুন্দর অথবা বিশিষ্ট (তুমি অমনি সন্ধ্যার মত হও—রবি)। **অমনি এক রকম**—ভালও নয় মন্দও নয়।
অম্‌নি—অব্য. বিনা কারণে (অমনি রাগ করা); বিনামূল্যে বা পরিশ্রমে (অম্‌নি পাওয়া); খালি (অমনি গায়ে, অমনি পায়ে, অম্‌নি ভাতে); বিনা উদ্দেশ্যে, বিনা কাজে (অম্‌নি অতটা সময় কাটাবে এমন খেয়ালী তুমি নও; জায়গাটা বহুদিন অম্‌নি পড়ে ছিল); তৎক্ষণাৎ (যেমন বলা অম্‌নি উঠে দৌড়)। **অম্‌নি অম্‌নি**—বিনা কারণে।
অমনুষ্যত্ব—বি. মনুষ্যত্বের অভাব; অমানুষের মত কাজ। নঞ্‌ তৎ।
অমনোনীত—ণ. অপছন্দ; অনির্বাচিত।
অমনোযোগ—বি. অনবধানতা; মনোযোগের অভাব। নঞ্‌ তৎ। ণ. **অমনোযোগী (-গিন্‌)**—ণ. অনবধান; উদাসীন।
অমন্ত্র, অমন্ত্রক—বি. যে গুরু-মন্ত্র গ্রহণ করে নাই; বেদপাঠশূন্য; অদীক্ষিত।
অমন্থর—ণ. অমন্দ; ত্বরিত।
অমন্দ—ণ. ত্বরান্বিত; (প্রাদেশিক), মন্দ, অপছন্দ (তা পাত্র তো এমন অমন্দ নয়)।
অমর—বি. দেবতা; ণ. মৃত্যুহীন, যাহা মরণশীল নয়; চিরস্মরণীয়, চির অম্লান (অমর কবি; অমর মহিমা)। বি. **অমরতা, অমরত্ব**। **অমরধাম, -লোক**—বি. স্বর্গ। **অমরকোষ**—অমরসিংহ-রচিত সংস্কৃত অভিধান। **অমরা**—স্বর্গ, ইন্দ্রপুরী; দূর্বা; জরায়ু; ফুল (placenta)। **অমরাত্মা (-ত্মন্‌)**—চিরস্মরণীয় মহাপুরুষ। **অমরাবতী, অমরাপুরী**—অমরদের বাসভূমি, স্বর্গ। **অমরেশ**—বি. অমরার অধিপতি, ইন্দ্র।
অমরুশতক—অমরুরচিত সংস্কৃত কাব্যবিশেষ।
অমর্ত্য—ণ. অমর; যাহা মর্ত্যের নয়; অপার্থিব। নঞ্‌ তৎ। **অমর্ত্যভুবন**—স্বর্গ।
অমর্যাদা-বি. যোগ্য সম্মান প্রদর্শন না করা, অনাদর; যথাবিহিত আচার লঙ্ঘন। (মর্যাদান্তঃ)।
অমর্ষ, অমর্ষণ—বি অক্ষমা; অসহিষ্ণুতা; প্রবল ঈর্ষা; ণ. অসহিষ্ণু; ক্রোধী। নঞ্‌ তৎ। ণ. **অমর্ষিত**। **অমর্ষী (-র্ষিন্‌)**—ণ. ক্রুদ্ধ।
অমল—ণ. নির্মল, অনবদ্য, অকলঙ্ক। স্ত্রী. **অমলা**—বি. লক্ষ্মী; ণ. পরিচ্ছন্না।
অমলক—বি. আমলকী।
অমলিন—বি. মালিন্যবর্জিত, স্বচ্ছ, উজ্জ্বল।
অমসৃণ—ণ. কর্কশ।
অমা, অমাবস্যা,-বাস্যা—বি. সূর্যের সহিত চন্দ্রের একত্র বাস হয় যে তিথিতে, কৃষ্ণপক্ষের শেষ তিথি, চন্দ্রকলা যেদিন আদৌ দৃষ্টিগোচর হয় না। [অমা (সহিত)—বস্‌ (বাস করা)+য+আপ্‌]। **অমানিশা**—অমাবস্যার রাত্রি; ঘোর অন্ধকার বা দুর্দিন। **অমাবস্যার চাঁদ**—দুর্লভদর্শন প্রিয়জন।
অমাংসল—ণ কৃশ।
অমাতৃক—ণ. মাতৃহীন। বহুব্রী।
অমাত্য—বি যিনি খবরাখবর রাখেন এমন রাজসহচর, মন্ত্রী। [অমা(সহিত)-অৎ(যাওয়া)+য]
অমানব—বি. মনুষ্যত্বহীন; বি মানুষ ভিন্ন আর কিছু; অমানুষ (অমানবোচিত)। বহুব্রী, নঞ্‌ তৎ।
অমানুষ—ণ. বি. মানুষ বলিয়া গণ্য করিবার অযোগ্য, পাজি। ণ **অমানুষিক**—মানুষের পক্ষে অশোভন; মানুষের সাধ্যের অতিরিক্ত; (অমানুষিক অত্যাচার; অমানুষিক পরিশ্রম)। **অমানুষী**—ণ. অতিমানুষ; অলৌকিক (অমানুষী শক্তি)। "অমানুষিক" কখনও কখনও অমানুষী (অলৌকিক) অর্থে ব্যবহৃত হয়—অমানুষিক মেধা।
অমান্য—ণ. লঙ্ঘিত, অনাদৃত; বি. না মানা; অসম্মান। **অমান্য করা**-অনুবর্তী না হওয়া (গুরুজনের বাক্য অমান্য করা); বিরুদ্ধাচরণ করা (ম্যাজিস্ট্রেটের আদেশ অমান্য করা; আইন-অমান্য-আন্দোলন)।
অমায়িক—ণ. যে মায়া বা কপটতা জানে না, অকপট; সদালাপী; ভদ্র; প্রীতিমান্‌। নঞ্‌ তৎ। বি. **অমায়িকতা**—ভদ্র ও আন্তরিকতাপূর্ণ ব্যবহার।
অমার্জিত—ণ অভব্য; বর্বর; অবিদগ্ধ; অকৃত্রিম (অমার্জিত শ্রী)। **অমার্জনীয়**—ণ. মার্জনার অযোগ্য (অমার্জনীয় অপরাধ)।
অমিত—ণ. ইয়ত্তাহীন, অতিশয়; প্রচুর (অমিত পরাক্রম: অমিততেজাঃ)। [ন+মিত—পরিমিত]। **অমিতব্যয়**—বি. বেহিসাবী খরচ। **অমিতব্যয়িতা** বি বেহিসাবী খরচ করার স্বভাব। **-ব্যয়ী**—ণ বেহিসাবী খরুচে।
অমিতাচার—বি. ভোগে অসংযম। কর্মধা।

ণ. **অমিতাচারী** (-রিন্-)—ভোগে আচার-নিয়ম লঙ্ঘনকারী। **অমিতাভ**—(অমিত আভা যাঁর) বুদ্ধদেব। বহুব্রী।

অমিত্র—বি. ণ. শত্রু অথবা শত্রুর মত (অমিত্র ব্যবহার)। **অমিত্রতা**—বি. প্রতিকূলতা; শত্রুতা। **অমিত্রাক্ষর**—Blank verse; চৌদ্দ অক্ষরের পয়ারজাতীয় কবিতা কিন্তু মিল-হীন, মাইকেল মধুসূদন দত্ত কর্তৃক প্রবর্তিত।

অমিয়—বি অমৃত (সাধারণতঃ পদ্যে ব্যবহৃত)।

অমিল—বি. মিলের অভাব (অমিল ছন্দ); অবনিবনাও; ণ. অসঙ্গতিপূর্ণ। নঞ্ তৎ।

অমিশ্র, অমিশ্রিত—ণ. বিশুদ্ধ, যাহার সহিত অন্য কিছু মিশানো হয় নাই। **অমিশ্র বর্ণ**—যাহা যুক্তাক্ষর নয়। **অমিশ্র রাশি**—অখণ্ড বা পূর্ণসংখ্যা, whole number।

অমীমাংসা—বি. মীমাংসা বা সিদ্ধান্তের অভাব; মতানৈক্য। নঞ্ তৎ। ণ. **অমীমাংসিত**—যাহা বিচারের দ্বারা স্থিরীকৃত হয় নাই।

অমুক—সর্ব্ব. এক বিশেষ ব্যক্তি বা বস্তু যাহার নাম জানা নাই বা উহ্য। [অদস্+ক, নিপাতনে সিদ্ধ]

অমুক্ত—ণ. বদ্ধ; যে পরিত্রাণ পায় নাই; আবৃত।

অমুত্র—অ. পরলোকে। [অদস্+ত্র]

অমূর্ত—ণ. মূর্তিহীন, যাহার আকার-প্রকার কোন বিশেষ মূর্তিতে ধরা পড়ে না; নিরাকার।

অমূল—ণ. মূলগান বা শিকড়হীন (অমূলতরু); অমূল্য। **অমূলক**—ণ. ভিত্তিহীন, কাল্পনিক। **অমূলদ**—ণ. (গণিত) যাহার বর্গ ইঃ মূল বাহির করা যায় না।

অমূল্য—ণ. যাহা মূল্য দিয়া লাভ করা যায় না; যাহার মূল্য নিরূপিত করা যায় না।

অমৃত—ণ. জীবিত; অমর। বি. যাহা পান করিলে মৃত্যু হয় না, যাহা পান করিয়া দেবতারা অমর হইয়াছেন; অতি মধুর বস্তু (অমৃতের মত মধুর ও প্রাণশক্তিবর্ধক বলিয়া অমৃত বলা হয়; অমৃত বলিতে স্বর্গ, মুক্তি, পরমসত্যের আনন্দময় উপলব্ধি ইত্যাদিও বুঝায়)। **অমৃতত্ব**—অমরতা। **অমৃতদ্যুতি**—চন্দ্র। **অমৃতফল**—আম; নাশপাতি, পেঁপে ইত্যাদি। **অমৃতবল্লী**—গুলঞ্চ লতা। **অমৃতযোগ**—(জ্যোতিষে) শুভযোগ বিশেষ। **অমৃতসারজ**—গুড়, খাঁড়। **অমৃত-লোক**—স্বর্গলোক। **অমৃতায়মান**—ণ. যাহা অমৃততুল্য বোধ হইতেছে। [অমৃত+কাঙ্+শানচ্]। **অমৃতি**—মিঠাই বিশেষ।

অমেধাঃ (-ধস্)—ণ. মেধাহীন, নির্বুদ্ধি। বহুব্রী।

অমেধ্য—(যাহা যজ্ঞের যোগ্য নয়) ণ. অশুচি; অপবিত্র বস্তু; মলমূত্রাদি, মলমূত্রাদিপূর্ণ স্থান (অমেধ্য হইতেও কাঞ্চন গ্রহণ করিবে—মনু)। নঞ্ তৎ [ন+মেধ্য (পবিত্র)]।

অমেয়—ণ. অপরিমেয়; যাহার স্বরূপের ইয়ত্তা করা যায় না। [ন-মা+ণ্যৎ]

অমোঘ—ণ. অব্যর্থ; অভ্রান্ত; সার্থক। [ন+মোঘ (বিফল)]।

অম্বর—বি. আকাশ; বস্ত্র; গন্ধদ্রব্যবিশেষ, amber। [অম্ব্ (শব্দ করা)+অর]। **অম্বরী** বা **অম্বুরী**—অম্বরের দ্বারা সুবাসিত (অম্বরী বা অম্বুরী তামাক)।

অম্বরিষ,-রীষ—বি. ভাজনখোলা; রাজা বিশেষ।

অম্বল—বি. টক; অম্লস্বাদের ব্যঞ্জন; অম্লরোগ। ঘোলের লাউ অম্বলের কদু—সুবিধাবাদী। [অম্ল]

অম্বষ্ঠ—বি. শাস্ত্রোক্ত হিন্দু বর্ণবিশেষ; বৈদ্য বর্ণ।

অম্বা—(গরু বাছুরের ডাকের অনুকরণে) মাতা; দুর্গা। [অম্ব্ (শব্দ করা)]। **অম্বিকা**—মাতা; দুর্গা। **অম্বিকেয়**—গণেশ; কার্তিক।

অম্বু—বি. জল। [অম্ব্ (শব্দ করা)+উ]। **অম্বুজ**—বি. পদ্ম। **অম্বুজাক্ষ**—ণ. পদ্ম-লোচন। **অম্বুদ, অম্বুধর**—মেঘ। **অম্বু-দাগম**—বর্ষাকাল। **অম্বুনিধি, অম্বুপতি**—সমুদ্র। **অম্বুপ্রসাদ**—(যাহা জল নির্মল করে) নির্মলী ফলের গাছ। **অম্বুবাচী, -বাচি**—তিথিবিশেষ (জ্যৈষ্ঠ সংক্রান্তির পর সূর্যের মিথুনরাশিস্থ আর্দ্রানক্ষত্রের ভোগকাল, প্রায় তিন দিন)। **অম্বুসর্পিণী**—জোঁক।

অম্রাতক—বি. আমড়া।

অম্ভঃ (-স্)—বি. জল। **অম্ভঃসার**—মুক্তা।

অম্ভোজ—জলজ, পদ্ম, চন্দ্র ইত্যাদি। উপতৎ।

অম্ভোজা—লক্ষ্মী। **অম্ভোদ**—মেঘ। উপতৎ।

অম্ভোধি, অম্ভোনিধি—সমুদ্র।

অম্ল—ণ. অম্লস্বাদ, টকো। বি. দ্রাবক, তেজাব, acid; অম্বল; [অম্ (রুগ্ন হওয়া)+ল]। **অম্লজান**—অক্সিজেন, Oxygen। **অম্লমধুর**—মিষ্ট কিন্তু ঈষৎ-অম্লস্বাদযুক্ত (অম্লমধুর নেংড়া আম)। **অম্লশাক**—টক্ পালঙ। **অম্লো-দগার**—টক ঢেকুর।

অম্লান—ণ. বিমল, প্রসন্ন, প্রফুল্ল, উজ্জ্বল। **অম্লান-বদনে**—ক্রি ণ. কিছুমাত্র কুণ্ঠা বা দ্বিধা বোধ না করিয়া।

অযত্ন—বি. যত্নের অভাব; অবহেলা (শরীরের অযত্ন করা); ণ. প্রয়াসশূন্য। **অযত্নকৃত**—বিনা চেষ্টায় নিষ্পন্ন। **অযত্নজাত, -লব্ধ, -সম্ভূত**—অনায়াসলব্ধ; প্রকৃতিদত্ত। নঞ্ তৎ, বহুব্রী।

অযথা—ণ. অমূলক, অযথার্থ। ক্রি. ণ. অকারণে; অন্যায়রূপে। নঞ্ তৎ।

অযথার্থ—ণ. অসত্য, অন্যায়, মিথ্যা। বি. **অযথার্থতা**—অবাস্তবতা; অনৌচিত্য।

অয়ন—বি. পথ, গতি (সূর্যের উত্তরায়ণ, দক্ষিণায়ণ); অবলম্বন, আশ্রয় (রামায়ণ)। **অয়নান্ত**—বি. সূর্যের উত্তরে বা দক্ষিণে গমনের শেষ সীমা, solstice. **অয়নান্তবৃত্ত**—অয়নান্তের সীমারেখা, tropics. **অয়নাংশ**—সূর্যের ভ্রমণপথের অংশ। **অয়ন-মণ্ডল, অয়ন-বৃত্ত**—বি. রাশিচক্র, ক্রান্তিবৃত্ত। [ই+অনট্]।

অযন্ত্রিত—ণ. অনিয়ন্ত্রিত; স্বেচ্ছাচারী; যে ভোজনাদি ব্যাপারে শাস্ত্রের নির্দেশমত চলে না।

অযশ, অযশঃ (-শস্)—বি. অপযশ, নিন্দা, অগৌরব। **অযশস্কর, অযশস্য**—ণ. যশের হানিকর।

অয়স্—বি. লৌহ। **অয়স্কান্ত**—চুম্বক পাথর। **অয়স্কার**—লৌহকার, কামার।

অযাচক—ণ. যে যাচ্ঞা করে না। **অযাচনীয়, অযাচ্য**—ণ. প্রার্থনার যোগ্য নয়। **অযাচিত**—ণ. প্রার্থনা না করিয়া প্রাপ্ত (অযাচিত সাহায্য; অযাচিত সৌভাগ্য)।

অযাজনীয়, অযাজ্য—ণ. যাজনের অযোগ্য, পতিত। **অযাজ্য-যাজন**—পতিতদিগের পৌরোহিত্য। ণ. **অযাজ্যযাজী (-জিন্)**।

অযাত্রা—বি. অশুভ যাত্রা; যাত্রাকালে অশুভ ঘটনা বা অলক্ষণ।

অযাথার্থ্য—বি. অসত্য; অযৌক্তিকতা, অনৌচিত্য।

অয়ি—অব্য. স্ত্রী-সম্বোধনে ব্যবহৃত (কাব্যে)।

অযুক্ত—ণ. যুক্ত নয়, পৃথক্; অযোজিত; অসমাহিত; অযৌক্তিক। বি. **অযুক্তি**—অসৎ পরামর্শ; যুক্তিবিরুদ্ধ কথা।

অযুগ্ম—ণ. বিজোড়; বিষম, odd। নঞ্ তৎ।

অযুত—বি. দশ সহস্র। ণ. অসংখ্য (অযুত তারা)।

অয়েল—[Oil] তেল, তেল দেওয়া; (অয়েলক্লথ; অয়েল পেপার; ঘড়ি অয়েল করা)।

অযোগ—বি. যোগের অভাব, বিচ্ছেদ; কুযোগ, দুর্যোগ। **অযোগবাহ বর্ণ**—ং ঃ ঁ।

অযোগ্য—ণ. অকেজো (কাজের অযোগ্য); অনুচিত (অযোগ্য কর্ম); অনুপযুক্ত, অপটু, (অযোগ্য ব্যক্তি)। নঞ্ তৎ। **অযোগ্যম্মন্য**—যে নিজেকে অযোগ্য মনে করে।

অযোধ্য—ণ. দুর্ধর্ষ, যাহার প্রতিযোদ্ধা নাই।

অযোধ্যা—বি. রামায়ণ-প্রসিদ্ধ সূর্যবংশীয় নরপতিদের রাজধানী, উত্তরপ্রদেশের অন্তর্গত।

অযোনি—ণ. জন্মরহিত, নিত্য। বহুব্রী। **অযোনিজ,-সম্ভব,-সম্ভূত**—যে নারীগর্ভে জন্মগ্রহণ করে নাই। [ন+যোনি-সম্ভব,-ভূত,-জ]

অযৌক্তিক—ণ. যুক্তিবিরুদ্ধ, unreasonable. খেয়ালী। বি. **অযৌক্তিকতা**। [ঋ+অ

অর—বি. চক্রশলাকা, চাকার পাখি, (spoke)

অরক্ষণীয়া—বি ণ. যে কন্যার শাস্ত্রনির্দিষ্ট বিবাহকাল অতিক্রান্ত হইয়াছে।

অরক্ষিত—ণ. যাহার রক্ষার ব্যবস্থা করা হয় নাই, (অরক্ষিত দুর্গ, অরক্ষিত সম্পদ); লঙ্ঘিত (অরক্ষিত প্রতিজ্ঞা); অপব্যয়িত (অরক্ষিত ধন)।

অরঘট্ট—বি. কূপ হইতে জল তুলিবার কাষ্ঠনির্মিত যন্ত্র; ইঁদারা।

অরজস্কা, অরজাঃ—ণ. অরজস্বলা, বালিকা।

অরণি—[ঋ (গমন করা)+অনি; অগ্নি-উৎপাদক] বি. যে কাঠে অন্য কাঠের দ্বারা ঘর্ষণ করিলে অগ্নি উৎপন্ন হয়; চকমকি পাথর।

অরণ্য—[ঋ+অন্য—পশুরা যেখানে চলাফেরা করে] বি. অরম্য স্থান; বন। (ণ. আরণ্য)। **অরণ্যে রোদন**—যে রোদনের মর্ম বুঝিবার মত কেহ নাই; নিষ্ফল আবেদন। **জনারণ্য**—লোকারণ্য, যেখানে বহু লোকের সমাগম হইয়াছে; অনিয়ন্ত্রিত জনতা। **অরণ্যচন্দ্রিকা**—বনের জ্যোৎস্নার মতো নিষ্ফল সাজসজ্জা। **অরণ্যধর্ম**—বানপ্রস্থ-ধর্ম। **অরণ্যবহ্নি**—দাবানল। **অরণ্য ষষ্ঠী**—জ্যৈষ্ঠ মাসের শুক্লা ষষ্ঠী, জামাই ষষ্ঠী। **অরণ্যানী**—মহাবন [অরণ্য+আন (মহৎ অর্থে)+ঈপ্]।

অরতি—বি. অপ্রীতি, অসন্তোষ, উৎসাহ-হীনতা, চিত্তের আকুলতা। [ন+রতি]

অরন্ধন—বি. রন্ধন না করার দিন. ভাদ্র-সংক্রান্তি।

অরবিন্দ—বি. পদ্ম।
অররুক—ণ. হিংস্র; বি. শত্রু ('অররুপুরে')।
অরসিক—ণ. যাহার রসবোধ নাই; যে কাব্যকলায় তেমন আনন্দ পায় না; বেরসিক; কাঠখোট্টা।
অরাজক—ণ. যেখানে রাজা নাই বা শাসন নাই; শাসনশৃঙ্খলাহীন। বি. **অরাজকতা**—শাসনাভাব; বিষম বিশৃঙ্খলা।
অরাতি, অরি—(যে সুখ দেয় না) বি. শত্রু। **অরিন্দম**—ণ. শত্রুজিৎ। **অরিমিত্র**—শত্রুর বা শত্রু-রাজার সাহায্যকারী।
অরিষ্ট—বি. আয়ুর্বেদীয় ঔষধবিশেষ।
অরুগ্ন—ণ. আধি-ব্যাধি-হীন, স্বাস্থ্যবান্ (অরুগ্ন বলিষ্ঠ হিংস্র নগ্ন বর্বরতা—রবি)।
অরুচি—বি. রোগবিশেষ; খাদ্য গ্রহণে অনিচ্ছা, অপ্রবৃত্তি, অনভিলাষ; অপ্রীতি। **অরুচিকর**—অপ্রীতিকর; যাহা আগ্রহ জন্মায় না। **যমের অরুচি**—(গালি) যমও যাহাকে গ্রহণ করে না।
অরুচির—ণ. অসুন্দর, অশোভন, অমনোজ্ঞ।
অরুণ—বি. প্রভাতের লোহিতবর্ণ সূর্য, বালার্ক; সূর্যের সারথির নাম। ণ. রক্তবর্ণ। স্ত্রী. অরুণা। **অরুণবসন**—রক্তবর্ণ বস্ত্র। **-লোচন,-নেত্র**—রক্তচক্ষু। **অরুণিত**—বালার্ক-রঙ্গে রঞ্জিত।
অরুণিমা (-মন্)—বি. রক্তিমা। (পুংলিঙ্গ শব্দ) **অরুণোদয়**—সূর্যোদয়ের প্রাক্কাল, প্রভাত।
অরুদ্ধ—ণ. অব্যাহত; মুক্ত।
অরুন্তুদ—ণ মর্মভেদী; অতি কঠোর, মর্মপীড়াদায়ক। [অরুস্ (মর্ম)-তুদ্ (কষ্ট দেওয়া)+খশ্]
অরুন্ধতী—বশিষ্ঠ মুনির পত্নী (পতিব্রতা নারীর আদর্শস্থানীয়া); নক্ষত্র বিশেষ।
অরূপ—ণ. রূপ নাই যার; নিরাকার (অরূপের রূপ-কল্পনা)। **অরূপ রাশি**—যাহার ঠিক মূল বাহির হয় না, surds।
অরে—ওরে দ্রঃ।
অরোগ—ণ. নীরোগ, ব্যাধিমুক্ত। বহুব্রী। বি. রোগের অভাব। নঞ্‌তৎ।
অরোচক—ণ. অরুচিকর।
অর্ক—বি সূর্য; স্ফটিক; কিরণ; আকন্দগাছ। **অর্কচন্দন**—রক্তচন্দন। **অর্কচূর্ণ**—আকন্দের আঠা। **অর্কপত্র**—আকন্দগাছ। **অর্কফলা**—রেফ চিহ্ন; টিকি (ব্যঙ্গে)। **অর্কতাপপক্তি**—স্ফটিকে পরিণত হওয়া। **অর্কাঘাত**—সর্দিগর্মি।
অর্গল—বি. দরজার খিল; (**অর্গলিকা**—ছোট খিল); প্রতিবন্ধক (অনর্গল)। ণ. **অর্গলিত**।
অর্ঘ—বি. মূল্য (মহার্ঘ); পূজার উপকরণ। [অর্ঘ্ (ক্রয় করা, পূজা করা)+অ] ণ. **অর্ঘার্হ**—পূজ্য।
অর্ঘ্য—ণ. অর্ঘার্হ, মধুপর্কের দ্বারা যাহার অভ্যর্থনা করা হয়। বি. পূজার উপচার (পঞ্চাঙ্গ অর্ঘ্য, অষ্টাঙ্গ অর্ঘ্য), যজ্ঞে বা সভায় সর্বপ্রধান ব্যক্তিকে সম্মান প্রদর্শনার্থ প্রদত্ত মালাচন্দনাদি। [অর্ঘ্+য]।
অর্চক—ণ. পূজক। **অর্চা, অর্চনা**—বি. পূজা, উপাসনা। **অর্চনীয়, অর্চ্য**—ণ. পূজনীয়, উপাস্য। **অর্চিত**—ণ পূজিত, উপাসিত।
অর্চি, অর্চিঃ—বি. জ্যোতিঃ; রশ্মি; জ্বালা; শিখা (মেঘরন্ধ্রচ্যুত তপনের জ্বলদর্চি রেখা—রবি)। [অর্চ্ (দীপ্তি পাওয়া)+ই]।
অর্চিষ্মান্—বি. সূর্য; অগ্নি। ণ তেজস্বী; প্রজ্বলিত।
অর্জক—অর্জয়িতা, যে উপার্জন করে। **অর্জন**—উপার্জন; আয়; প্রয়াসের দ্বারা লাভ করা। ণ. **অর্জিত**—উপার্জিত, অধিকৃত, লব্ধ (অর্জিত পাপপুণ্য, অর্জিত অর্থ)।
অর্জুন—বি. তৃতীয় পাণ্ডব; অর্জুন গাছ; নেত্ররোগ বিশেষ (আঞ্জুনি)।
অর্ডার [order]—বি. হুকুম; ফরমাশ।
অর্ডারি—ণ. ফরমায়েসী (অর্ডারি মাল)।
অর্ণব—বি. বারিধি, সমুদ্র (শোকার্ণব)। **অর্ণবজ**—সমুদ্রের ফেনা; সমুদ্রজাত। **অর্ণবতরী, -পোত, -যান**—সমুদ্রগামী জাহাজ।
অর্তি—বি. পীড়া, ব্যাধি; আঘাত। [অর্দ্+ক্তি]।
অর্থ—বি. ধন-সম্পত্তি (অর্থ অনর্থের মূল); উদ্দেশ্য, প্রয়োজন (বিদ্যালাভার্থ দেশান্তর গমন); প্রার্থনা। (বিদ্যার্থী); জ্ঞাতব্য বিষয় (সর্বার্থ-ভেদী দৃষ্টি); তাৎপর্য, মানে (কঠোর ব্যবহারের অর্থ; শব্দের অর্থ); ঐহিক সৌভাগ্য (ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ); রাজনীতি (অর্থশাস্ত্র); মহৎ লক্ষ্য (পুরুষার্থ); কল্যাণ (অনর্থ); সত্য, তত্ত্ব (যথার্থ)। **অর্থকরী**—যাতে টাকা রোজগার হয় (-বিদ্যা)। **অর্থকৃচ্ছ্র**—অর্থের টানাটানি। **অর্থগৃধ্নু**—অর্থলোভী। **অর্থগৌরব**—ভাবের গৌরব। **অর্থগ্রহ**—অর্থবোধ। **অর্থচিন্তা**—রোজগারের চিন্তা। **অর্থদণ্ড**—জরিমানা। **অর্থনাশ**—ধনক্ষয়। **অর্থনীতি**—ধনবিজ্ঞান। ণ. **অর্থনৈতিক**। **অর্থপিশাচ**- অর্থলাভের জন্য যে পিশাচের

মত ব্যবহার করে। **অর্থপ্রয়োগ**—অর্থের বিনিয়োগ, টাকা খাটানো। **অর্থবান্**—ধনী। **অর্থবিজ্ঞান**—অর্থনীতি, ধনবিজ্ঞান, Political Economy। **অর্থবিদ্**—অর্থবিজ্ঞানী। **অর্থশালী**—ধনী। **অর্থবিনিয়োগ**—ব্যবসা-বাণিজ্যে টাকা খাটানো, investment। **অর্থভেদ**—রহস্যভেদ; অর্থের বিভিন্নতা। **অর্থশাস্ত্র**—কৌটিল্যের রাজ্যশাসন-শাস্ত্র; রাজ্যের উন্নতিবিষয়ক শাস্ত্র। **অর্থশ্লেষ**—অর্থালঙ্কারবিশেষ, এক শব্দের বহু অর্থ ব্যঞ্জনা। **অর্থসংস্থান**—অর্থসংগ্রহ। **অর্থসঙ্কট**—অর্থ-সমস্যা, অর্থের অভাবজনিত সঙ্কট। **অর্থসিদ্ধি**—অভিপ্রায়সিদ্ধি। **অর্থহানি**—ধনহানি। **অর্থহীন,-শূন্য**—দরিদ্র; শূন্য, ফাঁকা (অর্থহীন দৃষ্টি—শূন্যদৃষ্টি); যাহার মানে নাই। **অর্থাগম**—আয়। **অর্থান্তর**—অন্য অর্থ। **অর্থান্তরন্যাস**—কাব্যের অলঙ্কারবিশেষ। **অর্থাৎ**—অব্য. মানে। **অর্থালঙ্কার**—বাক্যের অর্থসম্বন্ধীয় অলঙ্কার। **অর্থার্থী (-র্থিন্)**—টাকা চায় যে। **অর্থিত**—ণ. যাচিত। **অর্থী (-র্থিন্)**—অভিলাষী; প্রার্থী; বিত্তশালী; বিচারপ্রার্থী। **অর্থে**—ক্রি. ণ. নিমিত্ত (পরার্থে)। **অর্থোদ্ভেদ**—ব্যাখ্যা, interpretation, রহস্যোদ্ভেদ। **অর্থোপার্জন**—বি. টাকা রোজগার। **অর্থ্য**—ণ. অর্থযুক্ত, যুক্তিযুক্ত।

অর্দ্ধ—বি. দুই ভাগের এক ভাগ। [ঋধ্ (বৃদ্ধি পাওয়া)+অ]। **অর্দ্ধকথিত**—অসম্পূর্ণভাবে বর্ণিত। **অর্দ্ধগ্রাস**—গ্রহণের সময়ে সূর্যের বা চন্দ্রের অর্দ্ধভাগ ছায়ামলিন হওয়া। **অর্দ্ধচন্দ্র**—চন্দ্রখণ্ড (অর্ধচন্দ্রলাঞ্ছিত পতাকা); গলাধাক্কা (অর্ধচন্দ্র দান)। **অর্দ্ধজীবিত**—আধমরা। **অর্দ্ধদৃষ্টি**—অপাঙ্গ দৃষ্টি। **অর্দ্ধনারীশ্বর**—শিব ও গৌরীর যুগলমূর্তি। **অর্দ্ধনিদ্রিত**—তন্দ্রাযুক্ত। **অর্দ্ধনিমীলিত**—আধখোলা। **অর্দ্ধবয়স্ক**—আধাবয়সী। **অর্ধপথ**—মধ্যপথ। **অর্ধমাত্রা**—নির্ধারিত মাত্রার অর্ধেক। **অর্ধরাজত্ব ও রাজকন্যা**—অসাধারণ যোগ্যতার জন্য শ্রেষ্ঠ পুরস্কার (অর্ধরাজ্য এবং রাজার কন্যা পাবার আমার ছিল দাবি—রবি)। **অর্ধরাত্র**—নিশীথ (অর্ধরাত্রে উঠেছে উচ্ছ্বাসি—রবি)। **অর্ধাঙ্গিনী**—স্ত্রী. পত্নী। **অর্ধার্ধ**—বি. সিকিভাগ। ণ. আধাআধি। **অর্ধাশন**—আধপেটা খাওয়া। (কর্মধারয়)। **অর্ধেন্দু**—চন্দ্রের অর্ধভাগ (অর্ধেন্দুশেখর—শিব)। **অর্ধেক**—এক অর্ধাংশ। **অর্ধোচ্চারিত**—অস্পষ্টভাবে উচ্চারিত। **অর্ধোদয়**—অর্ধোদয় যুগ, পুণ্য তিথিবিশেষ।

অর্পণ—বি. স্থাপন, দান, ন্যস্ত করা। ণ. **অর্পিত**। **অর্পণপত্র**—স্বত্বদানপত্র। (**চিত্রার্পিত**—চিত্রিত)। **অর্পয়িতা (-তৃ)**—অর্পণকারী।

অর্বাচীন—ণ. পরবর্তী কালের, আধুনিক, নবীন, অপ্রবীণ; যাহার বয়স হইয়াছে অথচ বুদ্ধিবৃত্তিতে অপরিণত, অজ্ঞ। [অর্বাচ্ (পশ্চাদ্বর্তী)+ঈন]

অর্বুদ—বি. দশ কোটি; রোগবিশেষ, আব (tumour)

অর্ভক—বি. শিশু, বালক। ণ. ক্ষুদ্র, অল্প; দুর্বল, মূর্খ।

অর্যমা (-মন্)—বি. সূর্য। [ঋ (গমন করা)+মন্]

অর্শ—বি. রোগবিশেষ (piles)।

অর্শানো, অর্সানো—[ফার্সী উর্স্] ক্রি. বর্তানো, ওয়ারিস বা উত্তরাধিকার-সূত্রে বর্তানো, to vest (পিতার সম্পত্তি পুত্রে অর্শে); সৌভাগ্যক্রমে ঘটা; স্পর্শ করা (দোষ অর্শানো)।

অর্হ—ণ. যোগ্য (দণ্ডার্হ, পূজার্হ)।

অর্হৎ, অর্হন্—ণ. পূজ্য। বি. জৈন ও বৌদ্ধ সন্ন্যাসী বিশেষ। **অর্হা, অর্হণা**—বি পূজা। ণ. **অর্হিত**—পূজিত, সম্মানিত। **অর্হণীয়**—ণ. পূজনীয়, শ্রদ্ধেয়।

অলক—(মুখমণ্ডলের শোভাবর্ধক) বি. চূর্ণ-কুন্তল (curls); পাশের বা সম্মুখের কুঞ্চিত কেশগুচ্ছ (অলক-ঢাকা কোমল পলক নয়ন গরবী—করুণানিধান); কুঞ্চিত ও তরঙ্গায়িত মেঘ। [অল্ (ভূষিত করা)+অক]।
অলকদাম—কুঞ্চিত কুন্তলগুচ্ছ।

অলকানন্দা—বি. স্বর্গে প্রবাহিত গঙ্গা, মন্দাকিনী; গঙ্গোত্রীর সন্নিকটস্থ গঙ্গার একটি ধারা; আট বা দশ বছরের মেয়ে।

অলকা—হিমালয়পর্বতে কুবেরপুরী।

অলকাতিলক, অলকাতিলকা—বি. চুলের পাতা কাটা ও মুখে চন্দনাদি দ্বারা চিত্র রচনা।

অলক্ত, অলক্তক—বি. লাক্ষারাগ, আলতা।

অলক্ষণ—বি. অশুভ লক্ষণ, কুলক্ষণ। **অলক্ষণা**—ণ. যে স্ত্রীর লক্ষণাদি শুভসূচক নয়।

অলক্ষণে—ণ. লক্ষ্মীছাড়া; অশুভসূচক (অলক্ষণে ব্যাপার—কথ্য ভাষায় অলক্ষুণে)।

অলক্ষিত—ণ. যাহা লক্ষিত হয় নাই, অতর্কিত (অলক্ষিত আক্রমণ)। **অলক্ষিতে**—ক্রি. ণ. অজ্ঞাতসারে, অগোচরে।

অলক্ষ্মী—বি. দুর্ভাগ্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, দুষ্ট লক্ষ্মী, (ইঁহারও উদ্ভব সমুদ্র-মন্থনকালে); অগোছালো ও গৃহকর্মে অনিপুণা স্ত্রী। **অলক্ষ্মীর দশা**—শ্রীহীনতা ও দারিদ্র্য। **অলক্ষ্মীর দৃষ্টি**—কিছুতেই আর টানাটানি দূর হয় না এমন অবস্থা। নঞ্‌ তৎ।

অলক্ষ্য—ণ. অদৃশ্য, অগোচর, অপরের অজ্ঞাত (বিধি অলক্ষ্যে বসিয়া হাসিতেছিলেন)।

অলখ—[অলক্ষ্য] ণ. অদৃশ্য, নামরূপহীন ঈশ্বর (অলখ নিরঞ্জন; অলখ ডোরে দিনে দিনে বাঁধল মোরে—রবি)।

অলগ্ন—ণ. ফাঁক ফাঁক, আলগা।

অলঘু—ণ. গুরু, ভারী; ধীর।

অলঙ্করণ—[অলম্‌-কৃ+অনট্‌] ণ. প্রসাধন, ভূষণ। **অলঙ্কর্তা**—ণ. যে সজ্জিত করে (প্রসাধক)।

অলঙ্কার—ণ. গহনা, ভূষণ; সাজসজ্জা (আমার এ গান ছেড়েছে তার সকল অলঙ্কার—রবি); ভাষার বা বক্তব্যের উৎকর্ষ-সূচক গুণাবলী, figures of speech; **অলঙ্কারশাস্ত্র**। **আলঙ্কারিক**—ণ. বি. অলঙ্কারশাস্ত্রজ্ঞ। **অলঙ্কৃত**—ণ. সজ্জিত, ভূষিত (বহুগুণালঙ্কৃত)।

অলঙ্ঘন—বি. লঙ্ঘন বা অবহেলা না করা; অনুবর্তী হওয়া। **অলঙ্ঘনীয়, অলঙ্ঘ্য**—ণ. দুরতিক্রম্য, দুর্ধর্ষ (অলঙ্ঘনীয় পর্বতমালা, অলঙ্ঘনীয় পরাক্রম); অবশ্যপালনীয় (অলঙ্ঘ্য পিতৃবাক্য)।

অলজ্জিত—ণ. অকুণ্ঠিত, সপ্রতিভ।

অলপ্লেয়ে—বি. গালিবিশেষ। [অল্লায়ু]

অলভ্য—ণ. যাহা লাভ করা যায় না, অনধিগম্য।

অলর্ক—বি. সাদা আকন্দ, ক্ষ্যাপা কুকুর।

অলল—(আদালতী ভাষায়) ণ. অনির্দিষ্ট।

অলস—বি. আলসে, কুঁড়ে, শ্রমবিমুখ; উৎসাহহীন; অত্বরিত (অলস গমন); শিথিল প্রকৃতির। (বি. আলস্য)। **অলসবিন্যস্ত**—শিথিলভাবে রক্ষিত বা সজ্জিত।

অলাত—বি. অর্ধদগ্ধ কাঠ। **অলাতচক্র**—জলন্ত কাঠ ঘুরাইতে থাকিলে যে আগুনের চাকার সৃষ্টি হয়, চক্রাকার বহ্নি। **অলাতশিলা**—পাথুরে কয়লা।

অলাবু—বি. লাউ; লাউয়ের খোলের দ্বারা তৈরী ভিক্ষাপাত্র। [ন-লব্‌ (ডুবা)+উ]

অলাভ—বি. ক্ষতি; না পাওয়া। নঞ্‌ তৎ।

অলি, অলী—বি. ভ্রমর। (স্ত্রী. অলিনী)।

অলি—গলি দ্রঃ।

অলিগলি—বি. গলিঘুঁজি, সংকীর্ণ পথ।

অলিঙ্গ—ণ. চিহ্নহীন, উপমা অথবা পরিমাপ-হীন, পরমাত্মা। বহুব্রী।

অলিজিহ্বা—বি. আলজিভ।

অলিঞ্জর—অলঞ্জর দ্রঃ।

অলিন্দ—(যাহার দ্বারা গৃহ ভূষিত করা হয়) বারান্দা; দ্বারের সম্মুখের চাতাল।

অলী—অলি দ্রঃ।

অলীক—ণ. অমূলক, অসত্য, মিথ্যা।

অলুক্‌—সমাসবিশেষ (যথা, 'যুধিষ্ঠির' শব্দে)।

অলুব্ধ—ণ. লোভবিহীন।

অলোকসাধারণ, অলোকসামান্য—ণ. মনুষ্য-লোকে যাহা সচরাচর ঘটে না; অসাধারণ। **অলোকসুন্দর**—ণ. অসামান্য-সৌন্দর্যভূষিত।

অলোভ—ণ. লোভের অভাব; অলোলুপতা।

অলোল—ণ. ঢিলা নয়, আঁটসাঁট। নঞ্‌ তৎ। **অলোলিত**—অশিথিল।

অলৌকিক—ণ. লোকাতীত; স্বর্গীয়; লোকদুর্লভ (অলৌকিক আনন্দের ভার বিধাতা যাহারে দেয়—রবি)। বি. **অলৌকিকতা**। **অলৌকিক কার্যকলাপ**—miracle, যাহা পৃথিবীতে ঘটে না এমন কাজ।

অল্প—ণ. সামান্য, ক্ষুদ্র, ঈষৎ, তুচ্ছ। [অল্‌ (নিবারণ করা)+প]। **অল্প অল্প**—প্রবলভাবে নয় (অল্প অল্প বৃষ্টি পড়িতেছে), একবারে বেশী নয় (অল্প অল্প করিয়া খাওয়া)। **অল্পজলের (বা পানির) মাছ**—ক্ষুদ্র প্রাণ, সামান্য পুঁজির বা সামান্য অবস্থার লোক, সামান্যবিত্তসম্পন্ন। **অল্প জ্ঞান করা**—তুচ্ছ করা। **অল্পজীবী**—অল্পায়ু। **অল্পে**—ক্রি ণ. সহজে (অল্পে ছাড়িবার পাত্র নয়); সংক্ষেপে (অল্পে সারা)। **অল্পে অল্পে**—ক্রমে ক্রমে (অল্পে অল্পে সব গ্রাস করা)। **অল্পে অল্পে জিতিয়া যাওয়া, অল্পে ছাড়া**—জটিলতার সৃষ্টি না করা। **অল্পের উপর দিয়া যাওয়া**—

সামান্য ক্ষতিতে বা কষ্ট ভোগে বা ব্যয়ে অব্যাহতি পাওয়া। **অল্পদর্শী** (-র্শিন্)—যে পরিণামের কথা ভাবে না। **অল্পপ্রাণ**—ক্ষুদ্রপ্রাণ; কৃপণ; অল্প পুঁজির লোক। **অল্পপ্রাণ বর্ণ**—(ব্যাকরণে) বর্গের প্রথম তৃতীয় পঞ্চম বর্ণ এবং য র ল ব। **অল্পবিদ্যা**—অগভীর জ্ঞান, স্বল্পমাত্র জ্ঞান (অল্পবিদ্যা ভয়ঙ্করী)। **অল্পবুদ্ধি**—অজ্ঞান, অল্পমতি, মূঢ়। **অল্পভাষী** (-ষিন্)—যে অল্প কথা বলে। **অল্পমেধা**—(সং অল্পমেধস্=অল্পমেধাঃ) অল্পবুদ্ধি। **অল্পশক্তি**—যার শক্তি সামান্য। **অল্পস্বল্প**—যৎসামান্য। **অল্পাধিক**—কমবেশী। **অল্পাকাঙ্ক্ষ**—যার আকাঙ্ক্ষা সামান্য, উচ্চাকাঙ্ক্ষাবর্জিত। **অল্পায়ু**—অল্পজীবী; ক্ষীণজীবী। **অল্পাশয়**—অল্পাকাঙ্ক্ষ। **অল্পাহার**—পরিমিত আহার। ণ. **অল্পাহারী** (-রিন্)।

অশকুন—বি. অযাত্রা; অলক্ষণ (নঞ্ তৎ)।

অশক্ত—ণ. অক্ষম, অসমর্থ, শক্তিহীন, দুর্বল। বি. **অশক্তি**। **অশক্য**—ণ. অসাধ্য, ক্ষমতার অতীত, অসম্ভব।

অশঙ্ক—ণ. নিঃশঙ্ক; নিঃসংশয়। বহুব্রী। **অশঙ্কা**—বি. অভয়; সন্দেহহীনতা। নঞ্ তৎ। **অশঙ্কিত**—ণ. অভীত; অত্রস্ত; নিশ্চিত।

অশন—বি. ভোজন; খাদ্যদ্রব্য। **অশনবসন**—অন্নবস্ত্র। [অশ্ (খাওয়া) + অনট্]

অশনি—(যে পাহাড়-পর্বত খায়) বি. বজ্র (এতদিনে কি পড়িল ধরা অশনিভয়া বিদ্যুৎ—রবি); বজ্রাগ্নি, বিদ্যুৎ। [অশ্ (খাওয়া) + অনি]। **অশনিসম্পাত**—বজ্রপাত।

অশরণ—ণ. আশ্রয়হীন, অনাথ। বহুব্রী।

অশরীরী (-রিন্)—ণ. যাহার শরীর নাই বা দেখা যায় না; দেহহীন, কন্দর্প। নঞ্ তৎ। **অশরীরী বাণী**—দৈববাণী, আকাশবাণী।

অশান্ত—ণ. অস্থির, বিক্ষুব্ধ (অশান্ত সমুদ্র); দুরন্ত (অশান্ত বালক); প্রবোধহীন (অশান্ত হৃদয়)। বি. **অশান্তি**—মনের অস্থির ভাব, আধিব্যাধি ও অনটনের জন্য অস্বস্তি; বিশৃঙ্খলা, অরাজকতা (চারিদিকে অশান্তি)।

অশাশ্বত—ণ. অনিত্য; অল্পকালস্থায়ী।

অশাসন—বি. অনিয়ন্ত্রণ, অরাজকতা। **অশাসনীয়, অশাস্য**—দুর্বিনীত, দুর্দমনীয়। **অশাসিত**—অনিয়ন্ত্রিত, অনুপদিষ্ট (অশাসিত হৃদয়)।

অশাস্ত্র—বি. নিষিদ্ধ শাস্ত্র। **অশাস্ত্রীয়**—যাহা শাস্ত্রের দ্বারা সমর্থিত নহে, অবৈধ। নঞ্ তৎ।

অশিক্ষা—বি. শিক্ষার অভাব; কুশিক্ষা। **অশিক্ষিত**—ণ. যে লেখাপড়া জানে না, মূর্খ, অভব্য, কুসংস্কারগ্রস্ত; অনভ্যস্ত, অদক্ষ (অশিক্ষিত হস্ত); যাহা শিক্ষার দ্বারা লব্ধ হয় নাই (অশিক্ষিত পটুত্ব)।

অশিথিল—ণ. যাহা ঢিলে-ঢালা নয়; দৃঢ় (অশিথিল হস্তে রাজদণ্ড পরিচালন)।

অশিব—বি. ণ. অকল্যাণ, অমঙ্গল, অশুভ; যা অমঙ্গল আনয়ন করে। নঞ্ তৎ, বহুব্রী।

অশিরস্ক অশিরাঃ—ণ. শিরোহীন, কবন্ধ। **অশিরঃ স্নান**—মাথা বাদ দিয়া সর্ব শরীর নিমজ্জন।

অশিষ্ট—ণ. অভদ্র, অসভ্য (অশিষ্ট আচরণ); দুরন্ত, অশান্ত। বি **অশিষ্টতা**। **অশিষ্টাচার**—বি. অভব্যতা, শিষ্টসমাজ-বহির্ভূত আচরণ।

অশীতি—বি. আশি (৮০)। [অষ্ট+দশন্+তি]। **অশীতিতম**—ণ. আশিসংখ্যক। **অশীতিপর**—ণ. যার বয়স আশিরও উপর (অশীতিপর বৃদ্ধ)।

অশীল—বি. গর্হিত স্বভাব। ণ. দুশ্চরিত্র। নঞ্ তৎ; বহুব্রী।

অশুচি—ণ. অপবিত্র (অশুচি দেহ, অশুচি মন) বি **অশুচিতা, অশৌচ**।

অশুদ্ধ-ণ ব্যাকরণদুষ্ট (অশুদ্ধ প্রয়োগ); ভুলযুক্ত (অশুদ্ধ অঙ্ক); অসংস্কৃত, অশোধিত (অশুদ্ধ ধাতুদ্রব্য); যাহার অশৌচের কাল পার হয় নাই; অপবিত্র (অশুদ্ধ মন)। স্ত্রী. **অশুদ্ধা**—ঋতুমতী। বি. **অশুদ্ধি**—ভ্রম; অপবিত্র ভাব।

অশুভ—বি. অমঙ্গল (কাহারও অশুভ কামনা না করা); দুর্লক্ষণ, দুর্দৈব। ণ. অমঙ্গলসূচক; প্রতিকূল। ণ. **অশুভকর, -ঙ্কর**। স্ত্রী. **অশুভকরী, -ঙ্করী**।

অশুষ্ক—ণ. সরস; অনুভূতিপূর্ণ (অশুষ্ক হৃদয়)।

অশেষ—ণ. অন্তহীন; যাহার নিবৃত্তি নাই (অশেষ দুঃখ); অনিঃশেষিত (অশেষ প্রয়াস)। **অশেষ প্রকার, অশেষবিধ**—ণ. বহুবিধ।

অশোক—বি. স্বনামধন্য সম্রাট্; অশোক বৃক্ষ; ণ. দুঃখ-রহিত। **অশোক ষষ্ঠী**—চৈত্র মাসের তিথি বিশেষ। **অশোক-লিপি**—সম্রাট্ অশোকের শিলালিপি। **অশোক-স্তম্ভ**—সম্রাট্ অশোকের অনুশাসনযুক্ত সিংহচিহ্নিত

প্রস্তরস্তম্ভ। ইহার মধ্যস্থলের অশোকচক্র ভারতের জাতীয় পতাকায় গৃহীত হইয়াছে।

অশোচনীয়, অশোচ্য—ণ. শোক-দুঃখের কারণ যাহাতে নাই।

অশোধন—বি. শোধন বা পরিমার্জনের অভাব। ণ. **অশোধিত**—অমার্জিত, অসংশোধিত।

অশোভন—ণ. বেমানান, অসুন্দর, অসঙ্গত (অশোভন আচরণ; অশোভন ব্যস্ততা)। **অশোভিত**—অসজ্জিত। নঞ্ তৎ।

অশৌচ—বি. অশুচিভাব; আত্মীয়ের জন্ম ও মৃত্যুর জন্য শাস্ত্র-নির্দিষ্ট অশুচি-কাল (জননাশৌচ, মরণাশৌচ)। (ণ. অশুচি)। **অশৌচান্ত**—অশৌচকালের শেষ দিন।

অশ্ম (-শ্মন্)—বি. প্রস্তর, পাষাণ। **অশ্মকেতু**—ক্ষুদ্র গাছ বিশেষ (পাষাণ ভেদ করিয়া উঠে)। **অশ্মরী**—পাথরী রোগ। **অশ্মীভূত**—প্রস্তরে পরিণত (fossilized), শিলীভূত।

অশ্রদ্ধা—বি. অপ্রত্যয়; অনুরাগের অভাব; অপ্রবৃত্তি, অবজ্ঞা (গ্রাম্য—অচ্ছেদ্দা)। **অশ্রদ্ধেয়**—শ্রদ্ধার অযোগ্য, অনাদরণীয়। নঞ্ তৎ।

অশ্রম—ণ. শ্রমহীন (অশ্রম কারাদণ্ড); বি. শ্রমাভাব।

অশ্রান্ত—ণ বিরামহীন (অশ্রান্ত বর্ষণ); অক্লান্ত; নিরন্তর প্রয়াসে যার আনন্দ (হে অশ্রান্ত শান্তিহীন শেষ হয়ে এল দিন এখনো আহ্বান—রবি)।

অশ্রাব্য—ণ. শোনার যোগ্য নয়, অশ্লীল (অশ্রাব্য গালাগালি)।

অশ্রু—বি. চোখের জল; ক্রোধ, দুঃখ, হর্ষ প্রভৃতি সঞ্চারের ফলে উদ্‌গত বারি। **অশ্রুআঁখি**—অশ্রুপূর্ণ আঁখি। ("নহে প্রেয়সীর অশ্রুচোখ" [বলাকা, ৪৫] রবীন্দ্রনাথের এই চরণে 'অশ্রুচোখে'র অর্থ করা যায় চোখের মত ভাবপ্রকাশক অশ্রু)। **অশ্রুধৌত**—অশ্রুর দ্বারা সরসীকৃত। **অশ্রুপাত, অশ্রুবর্ষণ**—ক্রন্দন। **অশ্রুপ্লাবিত**—অশ্রুধারায় প্লাবিত। **অশ্রুমুখী**—ক্রন্দনরতা। (স্ত্রী)। **অশ্রুরুদ্ধ**—চাপা কান্না দ্বারা রুদ্ধ (কণ্ঠ)।

অশ্রুত—ণ. যাহা শ্রুতিগোচর হয় নাই (অশ্রুত কোন গানের ছন্দে অদ্ভুত এই বোল—রবি)। **অশ্রুতপূর্ব**—ণ. যাহা পূর্বে শোনা যায় নাই।

অশ্রেয়, অশ্রেয়ঃ—বি অমঙ্গল, অশুভ, অনর্থ। **অশ্রেয়স্কর**—ণ. অকল্যাণকর।

অশ্রোতব্য—ণ. শ্রবণের অযোগ্য।

অশ্লাঘা—অপ্রশংসা, নিন্দা। **অশ্লাঘনীয়, অশ্লাঘ্য**—গৌরব করিবার যোগ্য নয়।

অশ্লিষ্ট—ণ. অসংবদ্ধ, বিযুক্ত; অপ্রাসঙ্গিক।

অশ্লীল—ণ. শোভনতাহীন, ভদ্রসমাজের অনুপযুক্ত; কামবিষয়ক ও অমার্জিত (indecent, obscene)। বি. **অশ্লীলতা**—অসভ্যতা, কামবিষয়ক কদর্য ভাব।

অশ্লেষা—বি. অমঙ্গলসূচক নক্ষত্রবিশেষ (অশ্লেষাতে যাত্রা করে শুরু—রবি)।

অশ্ব—বি. ঘোটক। [অশ্ (ব্যাপা)+ব]। **অশ্বকোবিদ, অশ্ববিদ্**—অশ্ববিষয়ে বিশেষজ্ঞ। **অশ্বচক্র**—দাবাখেলার কৌশলবিশেষ। **অশ্বডিম্ব**—ঘোড়ার ডিম (অস্তিত্বহীন অলীক বস্তু)। **অশ্বতর**—খচ্চর, mule (অশ্ব ও গর্দভের মিলন হইতে উৎপন্ন)। স্ত্রী. **অশ্বতরী**। **অশ্বমেধ**—প্রাচীন কালের যজ্ঞবিশেষ; **অশ্বমেধিক**—অশ্বমেধবিষয়ক। **অশ্বশাবক**—ঘোড়ার বাচ্চা। **অশ্বশালা**—আস্তাবল। **অশ্বসাদী** (-দিন্)—ঘোড়-সোওয়ার। (স্ত্রী. অশ্বা)।

অশ্বত্থ—(যাহা বহুকাল বাঁচিয়া থাকে) বি. অশ্বত্থ গাছ, পিপ্পল। নঞ্ তৎ। [ন-শ্বঃ+স্থা+ক]

অশ্বিনী—বি. নক্ষত্রবিশেষ। **অশ্বিনীকুমার**—যমজ দেববৈদ্য, সৌন্দর্য ও চিকিৎসা-বিদ্যায় পারদর্শিতার জন্য বিখ্যাত।

অষ্ট—বি. ণ. আট (৮)। [অষ্টন্]। **অষ্টক**—বি. আটটির সমষ্টি; ঋগ্বেদের বিভাগ বিশেষ। **অষ্টকা**—বি তিথি বিশেষ (পৌষ মাঘ ও ফাল্গুনের কৃষ্ণাষ্টমী)। **অষ্টধাতু**—স্বর্ণ, রৌপ্য, তাম্র, সীসক, পিতল, কাংস্য, ত্রপু (রাং), লৌহ। **অষ্টধর্ম**—সত্য, শৌচ, অহিংসা, অনসূয়া, ক্ষমা, অনৃশংস্য, অকার্পণ্য, সন্তোষ। **অষ্টনাগ**—অনন্ত, বাসুকি, পদ্ম, মহাপদ্ম, তক্ষক, কুলীর, কর্কট, শঙ্খ। **অষ্টনায়িকা**—দুর্গার অষ্টশক্তি। **অষ্টপ্রহর**—দিনরাত সব সময়। **অষ্টপাদ**—মাকড়সা। **অষ্টবজ্র**—ইন্দ্রের বজ্র, বিষ্ণুর সুদর্শনচক্র, শিবের ত্রিশূল, ব্রহ্মার অক্ষ, বরুণের পাশ, যমের দণ্ড, কার্তিকেয়ের শক্তি ও কালীর খড়্গ। **অষ্টবসু**—আপ; ধ্রুব, সোম, অনল, অনিল, ধর, প্রত্যূষ, প্রভাব (বসুগ্রঃ)। **অষ্টম**—আট সংখ্যার পূরক, (eighth)। **অষ্টমী** অষ্টের পূরণী, তিথিবিশেষ। **অষ্টরম্ভা**—

(অষ্টসিদ্ধির বিপরীত) ফাঁকি। **অষ্টসিদ্ধি**—অণিমা, মহিমা, লঘিমা, গরিমা, প্রাপ্তি, প্রাকাম্য, ঈশিত্ব, বশিত্ব, এই অষ্টবিধ অলৌকিক ঐশ্বর্য লাভ। **অষ্টাংশিত**—আটভাগে বিভক্ত, আট পত্র বা ষোল পৃষ্ঠার ফর্মা (octavo)। **অষ্টাঙ্গ**—দেহের অষ্ট অবয়ব (দুই হস্ত, হৃদয়, কপাল, দুই জানু, দুই চরণ); ণ. অষ্ট-অঙ্গ-যুক্ত (যথা, যোগের অষ্ট অঙ্গ—যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান, সমাধি; তেমনি প্রাণায়ামের অষ্ট অঙ্গ, রাজনীতির অষ্ট উপায় ইত্যাদি)। **অষ্টাদশ**—আঠারো। **অষ্টাপদ**—স্বর্ণ। [অষ্টন্+পদ (স্থান); অষ্টধাতুর মধ্যে যাহার স্থান]। **অষ্টাবক্র**—বিকৃতাঙ্গ বিখ্যাত মুনি। **অষ্টাবিংশতি**—আটাশ (২৮)। **অষ্টাশীতি**—অষ্ট-আশী, ৮৮। **অষ্টাহ**—আটদিন।

অষ্টে পৃষ্ঠে, আষ্টেপৃষ্ঠে—অষ্টাঙ্গে, সর্বাঙ্গে, পুরাপুরি।

অসংখ্য, অসংখ্যেয়—ণ. যাহার সংখ্যা করা যায় না। বহুত্রী.। **অসংখ্যাত**—ণ. অগণিত, অপরিমিত।

অসংজ্ঞ—ণ. সংজ্ঞাহীন, অসাড়।

অসংবৃত—ণ. অনাচ্ছাদিত, নগ্ন (দিগন্তে মেখলা তব টুটে আচম্বিতে অয়ি অসংবৃতে—রবি)।

অসংযত—ণ. উদ্দাম, উচ্ছৃঙ্খল, অনিয়ন্ত্রিত, সংযমহীন। **অসংযত রসনা**—অসংযত যে রসনা (খারাপ বিষয়ে লোভ, অথবা যে মুখে কথা আটকায় না)। বি. **অসংযম**—প্রবৃত্তি নিয়ন্ত্রণের অভাব; আহারে-বিহারে অমিতাচার।

অসংলগ্ন—ণ. অসবদ্ধ; ছাড়াছাড়া; সঙ্গতিহীন।

অসংশয়—ণ. সংশয়রহিত, নিশ্চিত। বহুব্রী। বি. অসন্দেহ, নিশ্চয়। **অসংশয়িত**—ণ. অসন্দিগ্ধ, সন্দেহমুক্ত।

অসংশ্লিষ্ট—ণ. অসম্পর্কিত; অসংসক্ত।

অসংস্কৃত—ণ. অশোধিত; অমার্জিত; উপনয়ন-বিবাহ-আদি শাস্ত্রীয়-সংস্কার-রহিত; অপকৃষ্ট সংস্কৃত অথবা সংস্কৃতের নিকৃষ্টভাষা।

অসংস্থান—বি. অপ্রতুল, অসদ্ভাব।

অসংহত—ণ. অমিলিত, অকেন্দ্রীভূত, বিক্ষিপ্ত।

অসকৃৎ—অব্য. একবার মাত্র নয়; বহুবার।

অসক্ত—ণ. অনাসক্ত; ফলাকাঙ্ক্ষারহিত।

অসখ্য—বি. অপ্রীতি।

অসংকল্পিত—ণ. অনভিপ্রেত, অনির্ধারিত।

অসংকীর্ণ—ণ. উদার, প্রশস্ত।

অসঙ্কুচিত—ণ. সঙ্কোচশূন্য, সাগ্রহ; প্রগল্ভ, খোলামেলা। বি. **অসঙ্কোচ**—অকুণ্ঠা, দ্বিধাহীনতা।

অসঙ্গত—ণ. অন্যায়; অনুচিত, অযৌক্তিক; পূর্বাপরসম্বন্ধহীন। বি. **অসঙ্গতি**—অনৈক্য।

অসচ্চরিত্র—ণ. দুশ্চরিত্র, অসজ্জন।

অসচ্ছল—ণ. সচ্ছল অর্থাৎ টানাটানি-রহিত নয়, কষ্টে চলে এমন।

অসজ্জন—বি. ণ. দুর্বৃত্ত।

অসৎ—ণ. অবিদ্যমান, অসত্য, অসাধু, মন্দ, নিন্দিত। নঞ্-তৎ। **অসৎ-সঙ্গ**—কুসঙ্গ। **অসত্তা**—বি. অনস্তিত্ব। **অসতর্ক**—ণ. অসাবধান। **অসতী**—ণ. অসাধ্বী, ভ্রষ্টা, কুলটা।

অসত্য—বি. ণ. যাহা সত্য নয়; অনির্ভরযোগ্য, কল্পিত। **অসত্যপরায়ণ**—অসত্যে যার প্রধান নিষ্ঠা। **অসত্যবাদী** (-দিন্)—মিথ্যাবাদী। **অসত্যসন্ধ**—মিথ্যাচারী, কপটাচারী।

অসদাচার, অসদাচরণ—বি. অন্যায় আচরণ, গর্হিত আচরণ, কদাচার। ণ. **অসদাচারী** (-রিন)—অন্যায় আচরণকারী।

অসদৃশ—ণ. বিসদৃশ; অযোগ্য; বিরুদ্ধ।

অসদ্গ্রহ—যাহা গ্রহণ করা উচিত নয় এমন বস্তুতে আগ্রহ, নিন্দিত আগ্রহ; আবদার। ণ. **অসদ্গ্রাহী** (-হিন্)—অবৈধ ধন গ্রহণকারী।

অসদ্বৃত্তি—বি. কুপ্রবৃত্তি, অসাধু ব্যবহার; জীবিকা অর্জনের অসৎ উপায়।

অসদ্ব্যবহার—বি. অসৌজন্য, দুর্ব্যবহার।

অসদ্ভাব—বি. অবিদ্যমানতা; অভাব; অসংস্থান; অসম্প্রীতি, মনোমালিন্য, বিবাদ।

অসন্তুষ্ট—ণ. অপ্রসন্ন, অপ্রীত, ক্রুদ্ধ; অপরিতুষ্ট, অতৃপ্ত। বি. **অসন্তুষ্টি, অসন্তোষ**—অপ্রসন্নতা, খুঁৎখুঁতে ভাব; বিরক্তি; অভিযোগ (আমি দেখি সকল-তাতে এদের অসন্তোষ—রবি)।

অসন্দিগ্ধ—ণ. সন্দেহহীন; যে অনিষ্টের আশঙ্কা করে না; বিশ্বস্ত। **অসন্দিগ্ধচিত্ত**—নিঃসংশয় মন। **অসন্দিহান**—অসন্দিগ্ধ।

অসন্নদ্ধ—ণ. অবদ্ধ; অসজ্জিত; আলগা; কবচহীন।

অসপত্ন—ণ. শত্রুহীন, নিষ্কণ্টক (অসপত্ন রাজ্য)

অসপিণ্ড—ণ. শোণিতসম্পর্কশূন্য, যে সপিণ্ড নয়;

অসবর্ণ—বি. ভিন্ন বর্ণ। **অসবর্ণ বিবাহ**—বিভিন্ন বর্ণের মধ্যে (যথা ব্রাহ্মণ ও কায়স্থের মধ্যে) বিবাহ (inter-caste marriage)।

অসভ্য—ণ. ভদ্র সমাজের অযোগ্য, অমার্জিত, বর্বর, বন্য (অসভ্য জাতি); অশ্লীল ('অসভ্য কথা')। বি. **অসভ্যতা**—অভদ্রতা, অশ্লীলতা।

অসম—ণ. অসমান; সাদৃশ্যহীন; অসমতল; বিজোড়। বি.-তা। **অসমদর্শী** (-র্শিন্)—ণ. যে পক্ষপাত করে, একচোখো। বি. -দর্শিতা।

অসমসাহস—বি. অপরিসীম সাহস প্রায় দুঃসাহস। ণ. **অসমসাহসিক,-সী**—অকুতোভয়।

অসমক্ষ—ণ পরোক্ষ, অগোচর, অসাক্ষাৎ।

অসমঞ্জস—ণ. সঙ্গতিরহিত, বেখাপ্পা; যুক্তি দ্বারা অসমর্থিত। বি. **অসামঞ্জস্য**—অসঙ্গতি।

অসমতল—ণ. যা সমতল নয়, এবড়োখেবড়ো, বন্ধুর, পার্বত্য।

অসময়—বি. অনুপযুক্ত সময় (অসময়ের ফল); অপ্রশস্ত সময় (অসময়ে আসা); দুঃসময়।

অসমর্থ—ণ. অক্ষম; অপারগ। বি. **অসমর্থতা, অসামর্থ্য**—অক্ষমতা।

অসমর্থন—বি. অননুমোদন। ণ. **অসমর্থিত**—অননুমোদিত; প্রমাণরহিত (অসমর্থিত খবর)।

অসমান—ণ. সমান নয় অসদৃশ, ভিন্ন আকৃতির বা প্রকৃতির, ভিন্ন জাতীয়, অসমতল, উঁচুনীচু (-পথ)।

অসমাপ্ত. অসমাপিত—ণ. অসম্পূর্ণ; অনিষ্পন্ন; পূর্ণাঙ্গতাবিহীন।

অসমীক্ষণ—বি. অপর্যবেক্ষণ, অপরীক্ষণ।

অসমীক্ষ্যকারী (-রিন্)—ণ. যে বিচার না করিয়া কাজ করে, হঠকারী, গোঁয়ার। বি. **অসমীক্ষ্যকারিতা**। **অসমীক্ষ্যভাষী** (-ষিন্)—যে বিবেচনা না করিয়া কথা বলে।

অসমীচীন—ণ. অসঙ্গত, অযোগ্য; অনুচিত, অপ্রশস্ত। বি. **অসমীচীনতা**।

অসমীয়া—বি. ণ. আসামের জাতি বা ভাষা (অহমিয়া)।

অসম্পর্ক—বি. সম্পর্কের বা সংযোগের অভাব; বি. সম্বন্ধরহিত, নিরপেক্ষ।

অসম্পূর্ণ—ণ. অসমাপ্ত; অপূর্ণাঙ্গ।

অসম্পৃক্ত—ণ. সম্পর্ক বা সংযোগ-বিহীন।

অসম্বদ্ধ—ণ. অসংলগ্ন, সঙ্গতিবিহীন। নঞ্-তৎ। **অসম্বদ্ধ প্রলাপ**—এলোমেলো উক্তি।

অসম্বাধ—ণ. বাধাবিহীন; প্রশস্ত (অসম্বাধ পন্থা)।

অসম্ভব—ণ. যাহা সম্ভবপর নয় (impossible); অবিশ্বাস্য (অসম্ভব কথা); অদ্ভুত; বিস্ময়কর (অসম্ভব রকমের ভাল)। গ্রাম্য, **অসম্ভাব**—বি. অবিদ্যমানতা (পিতা অসম্ভাবে সন্তানের দুঃখ)

অসম্ভাব্য, অসম্ভাবনীয়—ণ. অচিন্ত্য, যাহা হইবে বলিয়া অনুমান হয় না (improbable)।

অসম্ভাবিত—ণ. অপ্রত্যাশিত, unexpected. **অসম্ভূত**—যাহার জন্ম হয় নাই।

অসম্ভ্রম—বি. অসম্মান, অমর্যাদা, অনাদর। **অসম্ভ্রান্ত**—ণ. মর্যাদাহীন; অভদ্র; অভব্য হীন রুচির পরিচায়ক।

অসম্মত—ণ. অনিচ্ছুক; অস্বীকৃত; নারাজ; প্রতিকূল। বি. **অসম্মতি**—অমত।

অসম্মান—বি. অমর্যাদা; অবমাননা; অনাদর।

অসম্যক্—ণ. অসম্পূর্ণ; অবিস্তারিত; অগভীর।

অসহ—ণ. অসহ্য, দুঃসহ, অতি অস্বস্তিকর। **অসহন, অসহনীয়**—ণ. যাহা সহ্য করা যায় না। **অসহযোগ**—বি. সহযোগ না করা (non-co-operation)। **অসহযোগ আন্দোলন**—১৯২০-২১ সালে ইংরেজ শাসন পঙ্গু করিবার নিমিত্ত মহাত্মা গান্ধীর বর্জন-আন্দোলন। **অসহযোগী** (-গিন্)—ণ. যে এরূপ অসহযোগ করে।

অসহায়—ণ. সহায়হীন; অন্যের সাহায্য ব্যতিরেকে যাহার চলে না (অসহায় শিশু); নিরাবলম্ব, ভরসাহীন (পারিবারিক অসুখবিসুখে বড় অসহায় বোধ করছি)।

অসহিষ্ণু—ণ. যে সহ্য করিতে পারে না; ধৈর্যহীন, অধীর, impatient। **পরমত-অসহিষ্ণু**—intolerant, মতবিরোধ যে সহ্য করিতে পারে না।

অসহ্য—ণ. অসহনীয়, দুঃসহ (অসহ্য কষ্ট)

অসাক্ষাৎ—বি. অগোচর; অনুপস্থিতি (কারো অসাক্ষাতে তার নিন্দা করা)। **অসাক্ষাৎ-সম্বন্ধে**—পরোক্ষভাবে।

অসাড়—ণ. অনুভূতিশূন্য, সাড় নাই এমন (রোগীর অর্ধ-অঙ্গ অসাড়); অজ্ঞান (ঘুমে অসাড়)।

অসাদৃশ্য—বি. অমিল, অনৈক্য।

অসাধ—বি. অনিচ্ছা; অপ্রীতি।

অসাধারণ—ণ. অসামান্য, যাহা সাধারণতঃ চোখে পড়ে না বা ঘটে না; অতিশয়। বি. **অসাধারণত্ব**।

অসাধু—ণ. অসৎ, গর্হিত, dishonest (অসাধু ব্যক্তি, অসাধু প্রচেষ্টা); অপ্রশস্ত, ব্যাকরণদুষ্ট (শব্দের অসাধু প্রয়োগ)। স্ত্রী. **অসাধ্বী**—ভ্রষ্টা। বি. **অসাধুত্ব, অসাধুতা**।

অসাধ্য—ণ. বি. দুঃসাধ্য, সাধ্যাতীত (অসাধ্য সাধন—অসম্ভবকে সম্ভব করণ); যার প্রতিকার নাই (অসাধ্য ব্যাধি)।

অসাবধান—ণ. অসতর্ক; অমনোযোগী। বি. **অসাবধানতা**—অসতর্কতা।

অসামঞ্জস্য—বি অমিল, অসঙ্গতি। নঞ্‌তৎ।

অসামাজিক—ণ. সমাজবহির্ভূত; অমিশুক।

অসামাল—ণ. বেসামাল; এলোমেলো; শিথিল-স্বভাব; বেগধারণে অসমর্থ। **অসামাল হয়ে পড়া**—নিজেকে সামলাইতে না পারা; বাহ্যের বেগ ধারণে অসমর্থ হইয়া কাপড় নষ্ট করা; কোন নেশায় বিহ্বল হইয়া পড়া; প্রায় পাগলের মতো উত্তেজনা প্রকাশ করা ইত্যাদি।

অসাম্প্রদায়িক—ণ. কোনো বিশেষ সম্প্রদায়ের প্রতি পক্ষপাতবর্জ্জিত (non-communal); উদার। বি. **অসাম্প্রদায়িকতা**।

অসাম্য—বি. সমতার অভাব, সমান অধিকারের অভাব (মানুষের সমাজ এতদিন অসাম্যের উপরে প্রতিষ্ঠিত ছিল)।

অসার—ণ. অন্তঃসারহীন; অকিঞ্চিৎকর; মূল্যহীন; অসত্য (সংসার অসার; অসার আলোচনায় সময়ক্ষেপ)।

অসি—[অস্ (ক্ষেপণ করা)+ই] বি. তরবারি, খড়্গ; অস্ত্র বা অস্ত্রবল (মসীর বিপরীত); কাশীর নদী বিশেষ। **অসি-চর্ম**—ঢাল-তলোয়ার। **অসিচর্যা**—অসির ব্যবহারে শিক্ষালাভ। **অসিধাবক**—বি. তরোয়ালে শান দেয় যে, শাণকার। **অসি-ধারাব্রত**—যে ব্রতে পুরুষ অঙ্কগতা স্ত্রীকেও উপভোগ করে না, অতি কঠিন ব্রত। **অসিপত্র**—(অসির ন্যায় ধারাল পত্র যার) আক গাছ; অসিকোষ। **অসিযুদ্ধ**—তরোয়াল দ্বারা যুদ্ধ।

অসিত—ণ. কৃষ্ণ, শ্যামল। [ন+সিত (সাদা)]। **অসিতপক্ষ**—কৃষ্ণ পক্ষ। **অসিতোৎপল**—নীল কমল।

অসিদ্ধ—ণ. অনিষ্পন্ন; অপ্রমাণিত; অপ্রতিষ্ঠিত; অসফল; যাহা ফুটন্ত জলে সুপক্ব হয় নাই। বি. **অসিদ্ধি**—অসাফল্য; প্রমাণাভাব। নঞ্‌তৎ।

অসীম—ণ. সীমাহীন, অনন্ত (infinite), যাহাকে আয়ত্ত করা যায় না, অপরিমেয় (অসীম সুখ, অসীম দুঃখ, অসীম সাহস)।

অসু—বি. প্রাণ, life (গতাসু)।

অসুখ—বি. সুখের অভাব, দুঃখ, অশান্তি, অস্বস্তি, পীড়া (অসুখ করা; অসুখ হওয়া)। **অসুখ-বিসুখ**—একাধিক ছোটখাট ব্যাধি। **অসুখী**—ণ. সুখ-বঞ্চিত (সুখ দ্র:), শান্তিহীন, স্বস্তিহীন।

অসুন্দর—ণ. সুন্দর নয়, কুৎসিৎ, শ্রীহীন, অসঙ্গত। (সুন্দরের হাতে অসুন্দরের পরাভব)।

অসুবিধা—বি. বাধাবিঘ্ন, স্বচ্ছন্দতার অভাব।

অসুমার—[অ+শুমার (গণনা)] ণ. অগণিত, অফুরন্ত।

অসুর—বি. সুর-বিরোধী; পুরাণোক্ত দেবতাদের প্রতিদ্বন্দ্বী; শক্তিগর্বিত, বর্বর। (ণ. আসুর, আসুরিক—অসুরের তুল্য; সাত্ত্বিকের বিপরীত)।

অসুলভ—ণ যাহা সহজে পাওয়া যায় না, দুর্লভ।

অসুসার—বি টানাটানি; অস্বস্তি। (গ্রাম্য)।

অসুস্থ—ণ সুস্থ নয়, পীড়িত; অস্বাভাবিক, বিকৃত (অসুস্থ দেহ, অসুস্থ মনোভাব)। বি. **অসুস্থতা**।

অসুহৃৎ—ণ. বিপক্ষ, শত্রু

অসূক্ষ্ম—ণ. স্থূল। **অসূক্ষ্মদর্শী** (-র্শিন্)—অবিবেচক; অপরিণামদর্শী।

অসূয়ক—(যে অসূয়া করে) ণ. পরের গুণ যে অস্বীকার করে; নিন্দুক, ঈর্ষাপরায়ণ। **অসূয়া**—বি. পরগুণ অস্বীকার; ঈর্ষা; নিন্দা। [অসূ (অনাদর করা)+অ+য+আপ্]। **অসূয়া-পরবশ, অসূয়াপরতন্ত্র**—ণ. অসূয়াপরায়ণ।

অসূর্যম্পশ্যা—[অসূর্য-দৃশ্+খশ্+আ] যে স্ত্রী সূর্যের মুখ পর্যন্ত দেখে না; ণ অবরোধ-বাসিনী, অন্তঃপুরচারিণী।

অসেচনক—ণ. অত্যন্ত সুদর্শন, নয়নাভিরাম।

অসৌজন্য—বি অভদ্রতা, অসদ্ব্যবহার; সমাদরের অভাব।

অসৌষ্ঠব—বি. অসামঞ্জস্য, অপারিপাট্য, অশোভনতা; ণ.অসমঞ্জস; অগোছালো; শ্রীহীন।

অসৌহার্দ (র্দ্য), -হৃদ্য—বি. মনের মিলের অভাব, অপ্রীতি।

অস্ত—[অস্+ক্ত] বি. অদর্শন; নাশ; অবসান; সূর্য-চন্দ্রাদির পশ্চিমদিকে অদৃশ্য হওয়া, setting। **অস্তগত**—ণ. অদৃশ্য, ক্ষয়প্রাপ্ত,

নিঃশেষিত। **অস্তগিরি, অস্তাচল**—যে পর্বতের ওপিঠে গেলে সূর্যকে আর দেখা যায় না। **অস্তাচলগামী (-মিন্), অস্তাচলচূড়াবলম্বী (-ম্বিন্)**—অস্তগমনোন্মুখ।

অস্তমান, অস্তায়মান—ণ. অস্তগমনশীল। **অস্তমিত**—ণ. অস্তগত। [অস্তম্+ইত]।

অস্তর—বি. অস্ত্র, হাতিয়ার। **অস্তর করা**—চিকিৎসকের রোগীর দেহে অস্ত্র প্রয়োগ। [গ্রাম্য]

অস্তর, আস্তর—[ফাঃ অস্তর] কোট ইত্যাদি জামার ভিতরে যে কাপড় দেওয়া হয় (lining); দেওয়ালে বালির প্রলেপ, plastering।

অস্তি—[সং ক্রি.] আছে। **অস্তিত্ব**—সত্তা, বিদ্যমানতা, existence। **অস্তি-নাস্তি**—আছে কি নাই অর্থাৎ পরমসত্তা ঈশ্বর আছেন কি নাই (অস্তি নাস্তি শেষ করেছি দার্শনিকের গভীর জ্ঞান—ওমরখৈয়াম)। **অস্ত্যর্থে**—অস্তি (আছে) এই অর্থে। **অস্ত্যর্থক**—অস্ত্যর্থবিশিষ্ট।

অস্তুত—ণ. অপ্রশংসিত, অপূজিত।

অস্তেয়—বি. চুরি না করা, পরধন গ্রহণ না করা।

অস্তোদয়—বি. সূর্যের অস্তগমনের পর হইতে উদয়ের কাল পর্যন্ত; পতন ও অভ্যুদয়। **অস্তোন্মুখ**—ণ. অস্তগমনোন্মুখ। বহুব্রী।

অস্ত্র—(যাহা ক্ষেপণ করা যায়) বি. যাহা দ্বারা বিপক্ষকে আঘাত করা যায়, তরবারি, তীর-ধনুক ইত্যাদি; যাহা দিয়া কাটা যায় (ছুতারের অস্ত্র; ডাক্তারের অস্ত্র); উদ্দেশ্য সাধনার্থ যাকে অস্ত্রের ন্যায় ব্যবহার করা হয় (সে আমার হাতের অস্ত্র)। **অস্ত্রক্ষত**—অস্ত্রের দ্বারা উৎপন্ন ক্ষত। **অস্ত্র করা**—অস্ত্র দ্বারা চিকিৎসা করা (অপারেশন করা)। **অস্ত্র-চিকিৎসা**—দেহে অস্ত্র প্রয়োগ দ্বারা রোগ দূরীকরণ, surgery। **অস্ত্রচিকিৎসক**—যিনি রোগীর দেহে অস্ত্রপ্রয়োগ সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ, surgeon। **অস্ত্রত্যাগ**—বিপক্ষকে অস্ত্রাঘাত না করিবার সংকল্প গ্রহণ; অস্ত্র সংবরণ করিয়া হার স্বীকার; অস্ত্র নিক্ষেপ। **অস্ত্রধারণ করা**—যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়া; কোন অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়ানো। **অস্ত্রধারী**—সশস্ত্র। **অস্ত্রবেশ্ম**—অস্ত্রাগার। **অস্ত্রশস্ত্র**—নানা প্রকার অস্ত্র। **অস্ত্রহীন**—যাহার হাতে অস্ত্র নাই (অস্ত্রহীন যোধে…সম্ভাবে সংগ্রামে—মধু) **অস্ত্রাগার**—অস্ত্রশস্ত্র রাখিবার স্থান। **অস্ত্রী (-স্ত্রিন্)**—ণ. অস্ত্রধারী। **অস্ত্রোপচার**—রোগীর দেহে অস্ত্র-দ্বারা রোগ নিবারণ করা, অপারেশন। [অস্+ত্র]

অস্ত্রীক—ণ. বিপত্নীক; স্ত্রীহীন (অস্ত্রীক বিদেশযাত্রা)। বহুব্রী।

অস্থান—বি. মন্দ স্থান, কুৎসিত স্থান; অযোগ্য পাত্র; শরীরের মর্মস্থান, যেখানে আঘাত করিলে মৃত্যু ঘটিতে পারে। নঞ্ তৎ।

অস্থাবর—ণ. যাহা স্থাবর নয়, যাহা স্থানান্তরিত করা যায়। (**-সম্পত্তি**—আসবাব, টাকাকড়ি, গহনাপত্র ইত্যাদি, movable property)।

অস্থায়ী (-য়িন্)—ণ. যাহা স্থায়ী নয়, বিনাশশীল, ভঙ্গুর, অল্পকালস্থায়ী, temporary (অস্থায়ী জীবন, অস্থায়ী চাকরী)। বি. **অস্থায়িতা, অস্থায়িত্ব**। **অস্থায়িভাব**—(অলঙ্কারে) যে ভাব মনে আনাগোনা করে।

অস্থি—[অস্+থি] বি. হাড়। **অস্থিচর্মসার**—যাহার শুধু অস্থি ও চর্ম বর্তমান আছে; অত্যন্ত কৃশ। **অস্থিপঞ্জর**—কঙ্কাল, skeleton। **অস্থিপ্রক্ষেপ**—গঙ্গায় মৃতের অস্থিদান। **অস্থিসার**—অতিশয় শীর্ণ।

অস্থিতপঞ্চ, -পঞ্চক—বি. কঠিন অঙ্ক বিশেষ; কিংকর্তব্যবিমূঢ় অবস্থা; নশ্বর পঞ্চভূতময় দেহ।

অস্থির—ণ. অধীর, চঞ্চল, ব্যাকুল, ব্যস্ত। **অস্থিরচিত্ত, -বুদ্ধি, -মতি**—যাহার বিচার-বিবেচনার স্থিরতা লাভ হয় নাই। **অস্থিরবায়ুমণ্ডল**—যে স্তরে কখনও প্রবল ঝড় হয়, কখনও পূর্ণ শান্তি। বি. **অস্থিরতা, অস্থৈর্য**।

অস্থূল—ণ. সূক্ষ্ম, কৃশ।

অস্থৈর্য—বি. স্থৈর্যের অভাব, অস্থিরতা, অস্বস্তি।

অস্নাত—ণ. যে স্নান করে নাই; রুক্ষকেশ। **অস্নাত-অভুক্ত**—স্নানাহারের অভাবে রুক্ষদর্শন। **অস্নাতক**—যাহার গুরুগৃহবাস শেষ হয় নাই, undergraduate। (**স্নাতক**—Graduate; **স্নাতকোত্তর**—Post-Graduate)। নঞ্ তৎ, বহুব্রী।

অস্নেহ—বি. স্নেহপ্রীতির অভাব, অবাৎসল্য; ঘৃত-তৈলাদি স্নেহদ্রব্যহীন। নঞ্ তৎ; বহুব্রী।

অস্পন্দন—ণ. স্পন্দনহীন, অচঞ্চল, স্তব্ধ।

অস্পর্শ—ণ. অস্পৃশ্য, অশুচি।

অস্পষ্ট—ণ. অপরিস্ফুট, অর্ধোচ্চারিত (অস্পষ্ট কথা); অনবধারিত (অস্পষ্ট অতীত হ'তে অস্ফুট সুদূর যুগান্তরে—রবি); ঝাপ্সা (অস্পষ্ট দেখা)।

অস্পৃশ্য, অস্পর্শ্য, অস্পর্শনীয়—ণ. অশুচি, অচ্ছুৎ, অন্ত্যজ (যাহাকে ছোঁয়া শাস্ত্রে নিষিদ্ধ)। **অস্পৃষ্ট**—ণ. যাহা স্পর্শ করা হয় নাই ; যে খাদ্য বা পানীয় এখনও গ্রহণ করা হয় নাই।

অস্পৃহ—ণ. যাহার স্পৃহা নাই, অনাসক্ত, উদাসীন।

অস্ফুট—ণ. অবিকশিত (অস্ফুট কুঁড়ি) ; অর্ধোচ্চারিত (শিশুর অস্ফুট কথা, অস্ফুট ক্রন্দন) ; অস্পষ্ট (অস্ফুট জ্যোতিঃ লেখা) ; অব্যক্ত (অস্ফুট সুদূর যুগান্তরে—রবি)।

অস্বচ্ছ—ণ. ঘোলা, যাহার ভিতর দিয়া দেখা যায় না, opaque। [পীড়া।

অস্বস্তি—বি. স্বস্তি বা আরামের অভাব, অশান্তি,

অস্বাতন্ত্র্য—বি. স্বাধীনতার অভাব ; পরনির্ভরতা।

অস্বাধ্যায়—বি. যে তিথিতে বেদাধ্যয়ন নিষিদ্ধ ; অনধ্যায়-কাল।

অস্বাভাবিক—ণ. অনৈসর্গিক ; অলৌকিক ; প্রকৃতিবিরুদ্ধ ; অসঙ্গত অথবা সন্দেহজনক (অস্বাভাবিক ব্যস্ততা)। নঞ্‌ তৎ।

অস্বামিক—ণ. যাহার স্বামী বা প্রভু নাই, বেওয়ারিস ; বহুব্রী।

অস্বাস্থ্য—বি. স্বাস্থ্যের অভাব, স্বাস্থ্যভঙ্গ, অসুখ-বিসুখ। **অস্বাস্থ্যকর**—ণ. স্বাস্থ্যের ক্ষতিকর।

অস্বীকার—বি. সত্যের অপলাপ (ঋণ অস্বীকার করা) ; মানিয়া না লওয়া (দারিদ্র্য বা অপরাধ অস্বীকার করা ; নেতৃত্ব অস্বীকার করা) ; প্রত্যাখ্যান করা (বন্ধুত্ব অস্বীকার করা)। ণ. **অস্বীকৃত**—অসম্মত (ঋণদানে অস্বীকৃত)। **অস্বীকার্য**—ণ. অস্বীকারের যোগ্য।

অহং—আমি ; অহঙ্কার। **অহংবুদ্ধি**—অহঙ্কার ; আমি কর্তা এই বুদ্ধি, egoism। **অহংসর্বস্ব-ভাব**—নিজের প্রাধান্যবোধ।

অহঃ (অহন্)—বি. দিনমান অথবা দিন ও রাত্রি উভয়কাল (অহরহ)।

অহঙ্কার—[অহম্‌-কৃ+ঘঞ্] বি. আত্মাভিমান, গর্ব, আমিত্ববোধ, আমি কর্তা এই বোধ। ণ. **অহঙ্কৃত, অহঙ্কারী (-রিন্)**—গর্বিত, দেমাকী। **অহঙ্কারে মাটিতে পা পড়ে না**—কাহাকেও গ্রাহ্য না করার ভাব।

অহমিকা—বি. অহংবুদ্ধি ; বড়াই।

অহংপূর্বিকা, অহম্পূর্বিকা—বি. সকল বিষয়ে নিজের অগ্রগণ্যতা স্থাপনের আগ্রহ।

অহরহ—ক্রি. বিণ. প্রতিদিন, সর্বদা।

অহর্নিশ—ক্রি. বিণ. অহোরাত্র, সর্বক্ষণ (দ্বন্দ্ব সং)।

অহল্যা—পুরাণবর্ণিত গৌতম মুনির পত্নী। স্বনাম-ধন্যা রাণী, দানের জন্য বিখ্যাত।

অহমাল, আহমাল—[আঃ হমল—গর্ভস্থ সন্তানের ভার বা বস্তুভার, বহুবচনে অহমাল বা আহমাল (আদালতে ব্যবহৃত)] বি. জিনিষপত্র।

অহহ—দুঃখজ্ঞাপক শব্দ (বর্তমানে অপ্রচলিত)।

অহি—বি. সর্প। **অহিকোষ**—সাপের খোলস। **অহিতুণ্ডিক**—সাপুড়ে। **অহিনকুলসম্বন্ধ**—চিরশত্রুতা, প্রবল শত্রুতা।

অহিংস, অহিংসক—ণ অহিংস্র, দৈহিক আঘাত দানে অসম্মত (অহিংস অসহযোগ, অহিংসক জীব)। **অহিংসা**—বি. শত্রুভাবের অভাব, জীবহিংসায় বিরতি, সর্ব জীব ও জগতের প্রতি প্রেম ও করুণার ভাব (অহিংসা পরম ধর্ম)।

অহিংস্র, অহিংস্রক—ণ. যে হিংসাধর্মী নয়, পরপীড়াদানে বিরত।

অহিত—বি. অমঙ্গল, ক্ষতি (অহিতকর, অহিত-কামী)। **অহিতাচরণ**—অনিষ্ট আচরণ। ণ. **অহিতাচারী (-রিন্)**। নঞ্‌ তৎ।

অহিফেন—বি. আফিম। **অহিফেনসেবী (-বিন্)**—ণ. আফিমখোর।

অহিভয়—বি. সর্পভয়, রাজাদিগের স্বপক্ষ বা স্বজন হইতে ভয়। পঞ্চমী তৎ।

অহিভুক্—বি. ণ. গরুড় ; ময়ূর, নকুল।

অহীন্দ্র—বি. সর্পরাজ অনন্তনাগ ; অনন্তমূল গাছ।

অহৃদ্য—ণ. যাহাতে আনন্দ পাওয়া যায় না ; অমনোমত ; অপ্রিয়।

অহৃষ্ট—ণ. নিরানন্দ, অসন্তুষ্ট।

অহেতু, অহেতুক—ণ. অকারণ, অনর্থক, স্বার্থ-চিন্তাবর্জিত (অহেতুক ভীতি, অহেতুকী ভক্তি)। **অহৈতুক**—ণ. নিষ্কাম, ফলাকাঙ্ক্ষাবর্জিত (অহৈতুকী (স্ত্রী. -ী) ভক্তি)।

অহো—অব্য. বিস্ময় ও খেদ-সূচক উক্তিবিশেষ (অহো, কে কহিবে সে সুদীর্ঘ কথা)।

অহোরাত্র—বি. সূর্যোদয় হইতে পরদিনের সূর্যোদয় পর্যন্ত ২৪ ঘণ্টাকাল, সর্বদা, নিরবচ্ছিন্ন (অহোরাত্র উৎসব)। [অহঃ (অহন্)+রাত্রি]

আঁ—অব্য. প্রবল বিস্ময় বা হতাশাসূচক ধ্বনি।

অ্যাড্‌ভোকেট [advocate]—বি. হাইকোর্ট বা উচ্চ আদালতের উকীল।

অ্যালুমিনিয়ম—(aluminium) ধাতুবিশেষ।

আ

আ—স্বরবর্ণের দ্বিতীয় বর্ণ। ইহার উচ্চারণ সাধারণতঃ দুই প্রকার: (১) আজকাল, আনচান, আখড়া, আঠা। (২) আম, আতা, গান, তারা); ঈষৎ ব্যাপ্তি সীমা ইত্যাদি সূচক উপসর্গ (আনত, আজীবন, আজানু, ইত্যাদি); অবজ্ঞা, অতি-পরিচয়, সংযোগ, উৎপত্তি, ইত্যাদি সূচক প্রত্যয় (রামা, পাগ্‌লা, লোনা, ভরসা ইত্যাদি); বিস্ময় আনন্দ বিরক্তি খেদ ইত্যাদি সূচক অব্যয় (আ মরি, আ মলো, আ কপাল ইত্যাদি)।

আই—ভত্তাব, সম্বন্ধ, ক্রিয়া ইত্যাদি সূচক প্রত্যয়—বড়াই, ঢাকাই, খোদাই, রোশনাই, ইত্যাদি।

আই, আঈ, আয়ী—বি. মাতামহী। [আর্যিকা]।

আই, আঈ, আও, আউ—লজ্জা ধিক্কার ইত্যাদি জ্ঞাপক, সাধারণতঃ স্ত্রীসমাজে ব্যবহৃত। (আউ আউ, ছি ছি, আউ ছি—অত্যন্ত নিন্দা)।

আইঢাই—ক্রি. প. ছটফট (প্রাণ আইঢাই করছে)।

আইন—[আ. আঈন] বি. রাজবিধি, কানুন। **আইন-কানুন**—বিধিব্যবস্থা; প্রচলিত আচার। **আইন পাশ করা**—আইন প্রবর্তিত করা। **আইন মতে, আইন মোতাবেক**—আইন অনুসারে। **পাঁচ আইন**—পুলিসের ক্ষমতা ও তাহার কর্তব্য বিষয়ক আইন।

আইবড়,-বুড়ো—বি. প. অবিবাহিত। [অবূঢ়]। **আইবড়ভাত,-বুড়োভাত**—বিবাহের পূর্বে সংস্কার-বিশেষ।

আইমা—বি. মাতামহী।

আইশাশ, আঈশাশ—বি. শাশুড়ীর মাতা।

আইঁষ,-শ—বি. মাছের গায়ের আঁষ বা শল্ক, (scale); আমিষ (মাছ, মাংস, ডিম)। **আইঁষ পান্না, আইঁষ মুক্তি**—শ্রাদ্ধের পরে জ্ঞাতিগণের সহিত আমিষ ভোজন। **আইঁস বঁটি, আইঁষ হাঁড়ি, আইঁষ হেঁসেল** (মাছ মাংস ও ডিম রান্নার জন্য নির্দিষ্ট)। **আইঁষ্টা, আঁষ্টে**—প. মাছের গন্ধযুক্ত।

আউওল—[আ. আর্‌রল] প. প্রথম, সবচেয়ে ভাল। **আউওল জমি**—যে জমিতে কয়েক প্রকারের শস্য বেশ ভাল উৎপন্ন হয়।

আউটনো, আওটানো—ক্রি. তরল পদার্থ কাঠি দিয়া নাড়া (দুধ আওটানো); জ্বাল দিয়া গাঢ় করা (দুধ আউটিয়া ক্ষীর করা)।

আউড়ি—বি দরমার তৈরী ধান রাখার আধার।

আউন্স—ইং ওজন (প্রায় ½ ছটাক) [ounce].

আউরনো—ক্রি. আউরে যাওয়া, পাতা-ফুল-আদি শুকাইয়া যাওয়া; রোদে ঝলসানো (মুখ আউরে গেছে; চারাগুলো আউরে গেছে)।

আউল—[আ. আওলিয়া] বি. আউল-বাউল, সহজিয়া, কর্তা-ভজা (ইহাদের অনেক আচার সমাজে নিন্দিত)। **আউল-ঝাউল**—এলোমেলো।

আউলানো—প. আলুলায়িত।

আউলিয়া—['ওয়ালী'র বহুবচন] বি. বৈরাগী, দরবেশ; শ্রেষ্ঠ দরবেশ।

আউশ,-স—[আশু] বি. প. বর্ষাকালে উৎপন্ন মোটা ধান, শীঘ্র পাকে এই জন্য ইহার নাম আশুধান্য বা আউশধান।

আওজানো—ক্রি. ভেজানো (দরজা আওজানো)।

আওড়—বি. আবর্ত, নদীর জল যেখানে পাক খায় (whirlpool)।

আওড়ানো—ক্রি. আবৃত্তি করা (মন্ত্র আওড়ানো)।

আওতা—বি. রৌদ্রনিবারক আচ্ছাদন; ছায়া, (বড় গাছের আওতায় ছোট গাছ বাড়ে না); ক্ষতিকর প্রভাব। (কেহ কেহ 'প্রভাব' অর্থেও ব্যবহার করেন, কিন্তু তাহা সুব্যবহার মনে হয় না)।

আওয়াজ—[ফা: আৱাষ] বি. ধ্বনি, শব্দ। **বুলন্দ্‌ আওয়াজ**—উচ্চ শব্দ। **মিঠা আওয়াজ**—মধুর শব্দ (কানন ছাওয়া মিঠা আওয়াজ লাখ পাখির গিট্‌কিরি—করুণানিধান) **আওয়াজ তোলা**—কোন ধ্বনি বা 'স্লোগান' উচ্চারণ করা। **আওয়াজ কালাম না মানা**—ডাক-দোহাই না মানা, প্রতিবাদে বা অনুনয়ে কর্ণপাত না করা (গ্রাম্য)।

আওয়াজি—বি. উপরের দিকের ছোট জানালা।

আওয়াস, আওাস—বি. বাসগৃহ (পদ্মাবতীর আওাস—আলাওল)। [আবাস]।

আওরৎ—[আ] বি. নারী; পত্নী। (বিপ-মরদ)।

আওলাদ—[আ: আবলাদ] বি. সন্তানসন্ততি। **আওলাদ-বুনিয়াদ**—গোষ্ঠীর লোক।

আওরানো—ক্রি. ফুলিয়া উঠা; টাটানো।

আওসৎ—[আ: আওসৎ—মধ্যবর্তী] বি. প. (ভূসম্পত্তি বিষয়ক) পত্তনী; জমিদারির অধীন খাজনা-করা সম্পত্তি। **আওসৎ হাওয়ালা**

—হাওয়ালার অধীন প্রজাস্বত্ব। **আওসৎ তালুক**—বড় তালুকের অধীন ছোট তালুক।

আওসা—বি. গরুর রোগ বিশেষ।

আওসানো—ক্রি. আওড়ানো, ভেজাইয়া দেওয়া; আয়োজন করা, সমাপ্তির দিকে আনা (ধান আওসানো—ভানিয়া তোলা; কাজ আওসানো—পুরাপুরি আরম্ভ করা)।

আওহাল, আহোয়াল—[আ. আহ্'য়াল—circumstance] বি, অবস্থা, দুরবস্থা (কি হাল-আহোয়ালে আছি দেখে যাও)। **আহোয়াল-শিকস্ত**—সর্বস্বান্ত, নিঃস্ব।

আংগা—বি. ছোট জামা বিশেষ। [হি]

আঙ্‌টা—বি. কড়া, ring; আগুন রাখার পাত্র।

আংটি, আঙটি—বি. অঙ্গুরীয়।

আংরা, আঙ্গরা—বি. জ্বলন্ত অঙ্গার; অঙ্গারের মত লাল বর্ণ।

আংরাখা—বি. অঙ্গরক্ষা, লম্বা জামাবিশেষ।

আংশিক—ণ. অংশগত, খানিকটা। [অংশ+ইক]

আঃ—অব্য. বিরক্তি ক্রোধ ইত্যাদি সূচক শব্দ।

আঁইশ—আইঁষ দ্রঃ)

আঁক—বি. অঙ্ক (আঁক কষা), দাগ, রেখা।

আঁকড়ষি, আঁকশি, আঁকুশি—বি. ফল পাড়িবার অঙ্কুশের মত আগা-বিশিষ্ট লগা।

আঁকড়া—আংটা, বাঁক, লোহা, hook।

আঁকড়ানো—ক্রি. আঁকড়াইয়া ধরা, দুই বাহু দিয়া সাগ্রহে জড়াইয়া ধরা; সাগ্রহে অবলম্বন করা।

আঁকড়ি, আঁকুড়ি—বি. আঁকশি।

আঁকবাড়ি—বি. যে কাঠিতে আঁক কাটিয়া গোয়ালা প্রভৃতি অশিক্ষিত লোকেরা হিসাব রাখে।

আঁকশলী—বি. যে কাষ্ঠশলাকা ঢেঁকিকে দুই খুঁটি বা কাতলার উপরে রাখে, আরশালী।

আঁকশি, -শী, আঁকুশি, -শী—আঁকড়ষি দ্রঃ।

আঁকা—ক্রি. দাগ কাটা; চিত্রিত করা। ণ. অঙ্কিত।

আঁকাবাঁকা—ণ. বহুস্থানে বাঁকা, সাপের গতির মত, zigzag।

আঁকুপাঁকু, -বাঁকু—অব্য. ব্যগ্রতা বা ব্যস্ততা প্রকাশ, হাঁকপাঁক।

আঁখ, আঁখি—বি. চক্ষু। **আঁখিঠার**—চোখের ইঙ্গিত। **আঁখ মুদা**—চোখ বন্ধ করা।

আঁচ—বি. আগুনের দাহ; অল্প তাপ; তেজ; প্রতিবাদপ্রিয়তা (ছেলের আঁচ আছে); আভাস; আন্দাজ, অনুমান (আঁচ পাওয়া, করা)।

আঁচড়—দাগ, নখের দাগ; রেখা। **আঁচড় কাটা**—রেখাপাত করা (মনে আঁচড় কাটলো)। **এক আঁচড়ে**—(কষ্টিপাথরে সোনার সামান্য আঁচড়ের মত, সামান্য পরীক্ষার ফলেই। **কালির আঁচড়**—লেখাপড়া (ধড়ে কালির আঁচড় আছে)।

আঁচড়া—বি. কৃষিকাজের যন্ত্রবিশেষ। **মাঠে আঁচড়া পড়া**—প্রথম লাঙ্গল দেওয়া।

আঁচড়ানো—ক্রি. নখাদির দ্বারা চিহ্নিত করা (আঁচড় কাটা, কুকুরের মাটি আঁচড়ানো); চিরুণী দিয়া বিন্যস্ত করা (চুল আঁচড়ানো)।

আঁচল—বি. বস্ত্রের প্রান্ত, অঞ্চল। **আঁচল-ধরা**—বশীভূত (মায়ের বা স্ত্রীর আঁচল-ধরা)।

আঁচলা—বি কারুকার্য করা অঞ্চল।

আঁচানো—ক্রি. আচমন করা, খাবার পরে হাত মুখ ধোওয়া। **না আঁচালে বিশ্বাস নাই**—কাৰ্যে সিদ্ধিলাভ হইবার পরে সে সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হওয়া, তার আগে নয় (ধূর্তের সঙ্গে ব্যবহার সম্পর্কে অথবা কোনো কঠিন কাজ সম্পর্কে এই কথা বলা হয়)।

আঁচিল, -চীল—বি উপমাংস বিশেষ।

আঁচু—অশ্রু (পদ্যে)। [হি]

আঁজল, আঁজলা—বি. অঞ্জলি; অঞ্জলি পরিমাণ (এক আঁজল চাউল)।

আঁজি—বি. রেখা; চিঠি ইত্যাদিতে প্রথমে লিখিত মঙ্গলসূচক চিহ্নবিশেষ (॥); বস্ত্রপ্রান্তের রঙীন ডোরা রেখা।

আঁট—ণ. কষা, tight; বি. বাঁধুনি (কথার আঁট); অনুরক্তি (লেখাপড়ায় আঁট); বন্ধন, শাসন (মুখে আঁট নেই—অবাচ্য কুবাচ্য যা খুশী বলে)।

আঁটসাঁট—অশিথিল, ঢিলে নয়। **আঁটি-সাঁটি**—বি. কষাকষি, কড়া গণ্ডা বুঝিয়া লওয়া।

আঁটকুড়—বি. আস্তাকুঁড়, এঁটো পাতা ফেলিবার স্থান। **আঁটকুড়া, আঁটকুড়ে, আঁটকুড়িয়া**—বি. নিঃসন্তান। **স্ত্রী. আঁটকুড়ী**।

আঁটনি, -টুনি—বি. বাঁধন, আঁটসাঁট ভাব।

আঁটা—ক্রি. কষিয়া বাঁধা (কোমর আঁটা—কাপড় কষিয়া পরা; উদ্যমের সহিত প্রস্তুত হওয়া); সংকুলান হওয়া (ছোট ঘরে অত লোক আঁটিবে কেন); যোগ্যভাবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা (আঁটিয়া উঠা); বি. বড় জিনিসের আঁটি।

আঁটাআঁটি—বি. কড়াকড়ি।

আঁটালো—এঁটেল দ্রঃ।

আঁটি,-ঠি—বি. ফলের কঠিন-আবরণ-যুক্ত বীজ (আমের আঁটি); গোছা, যতটা মুঠায় ধরা যায় (এক আঁটি ধান)। আটি দ্রঃ।

আঁটুলি,-লী; আঁড়িয়া—এঁটুলি ও এঁড়ে দ্রঃ।

আঁত, আঁৎ—[অন্ত্র] নাড়ীভুঁড়ি; মর্মস্থল। **আঁত উঠা**—খুব বমি হওয়া; অত্যন্ত ঘৃণা হওয়া। **আঁত মরা**—যথাযোগ্য আহারের অভাবে যাহার নাড়ী শীর্ণ হইয়াছে, অর্থাৎ ক্ষুধা কমিয়া গিয়াছে। **আঁতে ঘা লাগা**—কথার বিষম খোঁচা বোধ করা, মর্মে আঘাত লাগা। **আঁতের টান**—নাড়ীর টান, রক্তের টান। **আঁতড়ি, আঁতুড়ী**—নাড়ী-ভুঁড়ি (বিশেষতঃ জীব-জন্তুর)। [অন্ত্র]

আঁতিপাঁতি—অব্য. সর্বত্র (আঁতিপাঁতি খোঁজা)।

আঁতুড়—বি. আঁতুড়-ঘর, সূতিকাগার; জননাশৌচ। **আঁতুড়ে খোকা**—নিতান্ত শিশু (বিদ্রূপে)।

আঁৎকানো—ক্রি. চমকানো। **আঁৎকে ওঠা**—চমকে ওঠা, অতিশয় অপ্রত্যাশিত ব্যাপারে খুব বিস্মিত ও ভীত হওয়া।

আঁদরসা—বি. গুড় ও চালের গুঁড়ির তৈরী পিঠা।

আঁধার—বি. ণ. অন্ধকার। **মুখ আঁধার করা**—অপ্রসন্ন হওয়া, দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হওয়া। **আঁধার ঘরের মাণিক বা আলো**—আশাভরসাস্থল, প্রাণপ্রতিম। **আঁধারে ঢিল মারা**—আন্দাজের উপরে নির্ভর করিয়া কাজ করা।

আঁধারি—বি অন্ধকার; রাত্রির যে অংশে চাঁদ থাকে না; রৌদ্র নিবারণের জন্ম নির্মিত পাতলা-ছাওয়া খড়ো চাল; পাত-পেরেকবিশেষ (নৌকার তক্তার মুখ জোড়া দিতে ব্যবহৃত হয়)। **আঁধারি পাড়া**—খড়ো চাল তৈরীর উদ্দেশ্যে প্রথমে হালকাভাবে খড় পাতা। **আঁধারি মারা**—চালে খড় দিয়া খুঁটি দেওয়া; চালের মটকা খড় দিয়া ঢাকা। **আলো-আঁধারি**—বি. অন্ধকারও আছে আলোও আছে এরূপ অবস্থা; পুলিশ-প্রহরীর লণ্ঠন বিশেষ।

আঁধি,-ধী—[হিন্দী] বি. ধূলিময় ঝড় যার ফলে চারিদিকে কিছুই দেখা যায় না (ভক্তের আঁধি)।

আঁশ—বি. সূক্ষ্ম তন্তু বা সূত্রবৎ অংশ (তুলার আঁশ; ফলের আঁশ, কাঠের আঁশ)। [অংশু]। **এক আঁশ কম বেশী না করা**—ঠিকভাবে ওজন করা বা ভাগ করা।

আঁস,-শ—আঁইশ দ্রঃ।

আঁসু—বি. অশ্রু।

আঁস্তাকুড়, আস্তাকুঁড়—বি. আবর্জনা ফেলিবার জায়গা। [অস্তকুণ্ড]। **আঁস্তাকুড়ের পাতা স্বর্গে যায় না**—স্বভাবতঃ হীন-প্রকৃতির লোকের দ্বারা কোন মহৎ কাজ হয় না।

আক—বি. আখ, ইক্ষু।

আককুটে,-খুটে—ণ. জিনিষপত্রে যার অযত্ন, উড়নচণ্ডে, অপব্যয়ী; জেদী, আবদেরে।

আকছার, আকসার—[আ. অক্স'র] ক্রি. ণ. সদাসর্বদা; সচরাচর।

আকন্দ—আখন্দ দ্রঃ।

আকড়িয়া, আকড়ে—ণ. কড়িহীন; বিনা-মূল্যের।

আকণ্ঠ—ক্রি. ণ. গলা পর্যন্ত; পুরাপুরি (আকণ্ঠ ভোজন; জলে আকণ্ঠ নিমজ্জিত)। অব্যয়ীভাব।

আকতা, আখ্তা—[আ. আখ্তা] ণ. খাসি-করা, castrated (আক্তা ঘোড়া)।

আকদ—[আ. আ'ক্'দ্] বি. বিবাহ-বন্ধন; মুসলমানী বিবাহে বর ও কন্যার পরস্পরকে বিধিবদ্ধভাবে স্বীকার। (আকদ-এর পরে বর-ও কন্যা পরস্পরের সঙ্গে বাস করিলে মুসলমানী বিবাহ পূর্ণাঙ্গ হয়।)

আকপাদি—বি. লতাবিশেষ।

আক্‌নি—আখ্‌নি; মাংস বা মসলার ক্বাথ।

আকন্দ—বি. গাছ বিশেষ ও ফুল, অর্ক।

আকপিল, আকাপশ—ণ. ঈষৎ কপিল বর্ণের।

আকবত—[আ.] পরকাল।

আকব্বরী, আকবরী—ণ. সম্রাট আকবরের আমলের। **আকব্বরী মোহর**—আকবর বাদশার আমলের স্বর্ণের মুদ্রা বিঃ।

আকম্প, -ন—বি. ঈষৎ কম্পন; কিছু বিচলিত হওয়া। ণ. **আকম্পিত**—ঈষৎ আন্দোলিত।

আকর—বি. খনি; উৎপত্তিস্থান, আধার (গুণের আকর)। [আ-কৃ+অ]। ণ.**আকরজ**—খনিজ। **আকর-আওলাত**—ফা. জমির উপরের বৃক্ষাদি। **আকরিক**—বি. খনিজ দ্রব্য, খনির কর্মী।

আকর্ণ—ণ. কান পর্যন্ত (আকর্ণ বিস্তৃত লোচন, আকর্ণসন্ধান)।

আকর্ণন—বি. শ্রবণ। ণ. **আকর্ণিত**—শ্রুত।
আকর্ষ, আকর্ষী—বি. আঁকড়া, tendril।
আকর্ষক—ণ. বি. যে আকর্ষণ করে; চুম্বক লৌহ। স্ত্রী. আকর্ষিকা। **আকর্ষণ**—টানা; নিজের দিকে আনিবার জন্য শক্তি প্রয়োগ; প্রবল টান বা অনুরাগ (আকর্ষণ অনুভব করা); মাধ্যাকর্ষণ; তান্ত্রিক অভিচারক্রিয়ার দ্বারা কোন ব্যক্তিকে স্ববশ আনয়ন; চুম্বক। স্ত্রী. **আকর্ষণী**—বি. আঁকুশি। (বাং) ণ. যাহা টানিয়া আনে (আকর্ষণী শক্তি)। ণ. **আকৃষ্ট**। **আকৃষ্যমাণ**—ণ. যাহাকে আকর্ষণ করা হইতেছে।
আকর্ষী—আঁকড়শী দ্রঃ।
আকলন—বি. গণন; আকর্ষণ; সংগ্রহ।
আকল্প—ক্রি. ণ. কল্পকাল (প্রলয়কাল) পর্যন্ত।
আকসার—আকছার দ্রঃ।
আকস্মিক—ণ. দৈবাৎ সংঘটিত, অপ্রত্যাশিত (আকস্মিক দুর্ঘটনা; আকস্মিক আগমন)।
আকাঁড়া—ণ. কিঞ্চিৎ তুষযুক্ত; অপরিষ্কৃত (ভিক্ষার চাল কাঁড়া আর আকাঁড়া)।
আকাঙ্ক্ষা—[আ-কাঙ্ক্ষ্ + অ + আ] বি. ইচ্ছা, বাসনা; প্রার্থনা। ণ. **আকাঙ্ক্ষিত**—বাঞ্ছিত। **আকাঙ্ক্ষণীয়**—বাঞ্ছনীয়। **আকাঙ্ক্ষী** (-ঙ্ক্ষিন্)—যে আকাঙ্ক্ষা করে (শুভাকাঙ্ক্ষী)।
আকাট—ণ. একান্ত স্থূলবুদ্ধি, কাণ্ডজ্ঞানহীন। **আকাট মূর্খ**—নিরেট মূর্খ, blockhead।
আকাটা—অকাটা দ্রঃ।
আকাঠা—বি. বাজে কাঠ।
আকার—বি. মূর্তি, চেহারা, লক্ষণ; আ বর্ণ, আবর্ণের চিহ্ন 'া'। **আকার-ইঙ্গিত**—ভাবভঙ্গি। **আকারগুপ্তি**—বি. চেহারা দেখিয়া মনোভাব বুঝা না যায় এমন চেষ্টা। ণ. **আকারবান্** (-বৎ)। [আ-কৃ + ঘঞ্]
আকাল—বি. দুর্ভিক্ষ, অন্নাভাব; অভাব (পাশকরা ছেলের কি আকাল পড়েছে)।
আকাশ—[আ-কাশ্ + ঘঞ্, যাহা সর্বত্র দীপ্তি পায়] বি. নভোমণ্ডল, ব্যোম, ether; গগন (sky)। **আকাশকুসুম**—অলীক কল্পনা। **আকাশগঙ্গা**—মন্দাকিনী; ছায়াপথ। **আকাশচুম্বী** (-ম্বিন্)—গগনচুম্বী। **আকাশ থেকে পড়া**—কিছুই না জানার ভাণ করা; একান্ত বিস্মিত হওয়া। **আকাশ-প্রদীপ**—কার্তিক মাসের সন্ধ্যায় বাঁশের ডগায় বাঁধিয়া জ্বালানো প্রদীপ। **আকাশ-দুহিতা** (-তৃ)—প্রতিধ্বনি। **আকাশ ধরা**—বৃষ্টি কমা। **আকাশ পাতাল তফাৎ**—আসমান-জমিন্ ফারাক, অনেক প্রভেদ। **আকাশ পাতাল ভাবা**—সিদ্ধান্তবিহীন বহু ধরণের চিন্তা করা, দুশ্চিন্তা করা। **আকাশফুটো, আকাশ ফোঁড়া**—একান্ত অমূলক (আকাশ-ফুটো কথা)। **আকাশবাণী**—দৈববাণী; ভারতীয় রেডিও। **আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়া, আকাশ ভাঙ্গিয়া মাথায় পড়া**—অতর্কিত বিপদে বা অমঙ্গলের সম্ভাবনায় দিশাহারা হইয়া পড়া। **আকাশে তোলা**—অতিরিক্ত প্রশংসা করা; অনর্থক আশা পোষণ করিতে দেওয়া। **আকাশযান**—এরোপ্লেন। **আকাশ হাতে পাওয়া, আকাশের চাঁদ হাতে পাওয়া**—অভাবনীয় সাফল্য বা সৌভাগ্য লাভ করা।
আকিঞ্চন—বি. আগ্রহ, আকাঙ্ক্ষা, চেষ্টা, সাধ।
আকীর্ণ—ণ. ব্যাপ্ত, ছড়ানো (কণ্টকাকীর্ণ; তোমার সৃষ্টির পথ রেখেছ আকীর্ণ করি বিচিত্র ছলনাজালে—রবি)। [আ-কৄ + ক্ত]
আকুঞ্চন—বি ঈষৎ কোঁকড়ানো, সঙ্কোচন, গুটানো। [আ-কুঞ্চ্ + অনট্] ণ. **আকুঞ্চিত**। বি. **আকুঞ্চনীয়তা**—সঙ্কোচনের ক্ষমতা, compressibility.
আকুতি,-কূতি—বি. আকুলি-ব্যাকুলি, আবেগ; আকুল কামনা (চিত্তের আকুতি)। [আকূতি]।
আকুল—ণ. ব্যাকুল, ব্যগ্র, উৎসুক, ব্যথিত (আকুল প্রাণে ডাকিতেছি); আলুলায়িত, বিলুলিত (আঁচল আকাশে হতেছে আকুল—রবি, আকুল-কুন্তলা)। [আ-কুল্ + অ]।
আকুলি-ব্যাকুলি—ব্যগ্রতা, অত্যন্ত আগ্রহ।
আকৃতি—বি. মূর্তি; অবয়ব; গঠন। [আ-কৃ ক্তি]। **আকৃতি-প্রকৃতি**—চেহারা, লক্ষণ।
আকৃষ্ট, আকৃষ্যমাণ—আকর্ষণ দ্রঃ।
আক্কেল, আক্‌ল্—[আ. আক্‌ল্] বি. বুদ্ধি-বিবেচনা; কাণ্ডজ্ঞান। **আক্কেল গুড়ুম**—হতভম্ব অবস্থা (দেখিয়া শুনিয়া আমার ত আক্কেল গুড়ুম)। **আক্কেল সেলামি**—বুদ্ধির অল্পতার জন্য দণ্ড-ভোগ। **আক্কেল দেওয়া**—বুদ্ধির অল্পতা প্রমাণিত করা; ঠকানো। **আক্কেল দাঁত**—পরে যে দাঁত

উঠে, wisdom teeth (**আক্কেল দাঁত গজায় নাই**—বুদ্ধি বিবেচনায় অপরিণত)। **আক্কেলমন্দ, আকল্‌মন্দ**—বুদ্ধিমান, বিজ্ঞ।

আক্রম—বি. বিক্রম; আক্রমণ। [আ-ক্রম্+অল্]। **আক্রমণ**—হানা; ক্ষতি বা পরাভূত করিবার উদ্দেশ্যে অন্যের উপর পড়া (দুর্গ আক্রমণ; সংবাদপত্রে আক্রমণ; ম্যালেরিয়ার আক্রমণ)। ণ. আক্রান্ত। **আক্রমণীয়**—আক্রমণযোগ্য। **আক্রান্ত**—ণ. যাহাকে আক্রমণ করা যায়।

আক্রা, আক্রারা—ণ. দুর্মূল্য; চড়া দাম (আক্রার বাজার)। [অক্রেয়]

আক্রোশ—বি. দীর্ঘ দিনের বিরূপতা, grudge; বিদ্বেষ; ক্রোধ। [আ—ক্রুশ্+অল্]

আকল্—আক্কেল।

আক্লান্ত—ণ. অতিশয় ক্লান্ত। (তুঃ অক্লান্ত)।

আক্ষরিক—ণ. অক্ষরসম্বন্ধীয়; অক্ষরে অক্ষরে, মূলের একান্ত অনুগত, literal (আক্ষরিক অনুবাদ)। [অক্ষর+ইক]

আক্ষিপ্ত—ণ. আক্ষেপযুক্ত, convulsed; নিক্ষিপ্ত; বিক্ষিপ্ত। **-চিত্ত**—ণ. বিহ্বলচিত্ত।

আক্ষেপ—[আ—ক্ষিপ্+ঘঞ্] বি. ক্ষোভ; খেদপ্রকাশ; মনস্তাপ; হাত পা খেঁচুনি, তড়কা, spasm; অর্থালঙ্কার বিঃ।

আখ—বি. ইক্ষু।

আখজ, আখেজ—[আ. আখ'জ—শত্রুভাব] বি. বিদ্বেষভাব; শত্রুতা; বিবাদ।

আখট, আখটি, আখুট, আখুটী—বি. শিশুর আব্দার, জেদ, বায়না। ণ. **আখুটে**।

আখড়া—বি. আড্ডা; সাধুসন্ন্যাসীদের বাসস্থান (বাবাজীর আখড়া); কুস্তি ব্যায়াম সঙ্গীত ইত্যাদি শিখিবার স্থান। [অক্ষবাট]। **আখড়াই**—বি. গানবাদ্য যাত্রা ইত্যাদির মহড়া, rehearsal.

আখণ্ডল—(যিনি ভাঙ্গিয়া ফেলেন) বি. যিনি বজ্র দ্বারা পর্বত ভঙ্গ করেন; ইন্দ্র। [আ-খণ্ড্+অল]। **আখণ্ডল-ধনুঃ**—ইন্দ্রধনু।

আখ্‌তা—আক্তা দ্রঃ।

আখ্‌থু—বি. অব্য. জোরে থুথু ফেলার শব্দ; ঘৃণা প্রকাশ করা; ছিঃ ছিঃ করা।

আখ্‌নী, -নি—[ফাঃ এখ্‌নি—মাংসের ঝোল] বি. পোলাও রাঁধিবার জন্য মাংস ও সামান্য মসলা দিয়া সিদ্ধ করা জল; সিদ্ধ মাংসের টুক্‌রা (আখ্‌নী পোলাও—আখ্‌নী-সম্বলিত পোলাও)। এখ্‌নি দ্রঃ।

আখ্‌বার—[আ.] বি. খবরের কাগজ।

আখর—বি. অক্ষর। **আখর দেওয়া**—কীর্তন গানের সময় ভাব-অনুযায়ী নূতন নূতন পদ জুড়িয়া দেওয়া। **আখরিয়া**—লিপিকর; নকলনবীশ। **খুঁট-আখরিয়া, খুঁট-আখুরে**—বি. ণ. যাহার হাতের লেখা খারাপ; অশিক্ষিত; খুঁতখুঁতে।

আখ্‌রোট—[পশ্‌তু; সংস্কৃত অক্ষোট] বি. ফল বিশেষ, walnut.

আখা—বি. চুলা, উনান।

আখাত—ণ. অখাত; যাহা মানুষের দ্বারা খাত নহে; স্বাভাবিক জলাশয়।

আখাম্বা, আখম্বা—ণ. থামের মতো স্থূল ও দীর্ঘ; বেখানান, খাপছাড়া (আখাম্বা কথা)।

আখির, আখের—[আঃ আখীর—পরিশেষ, পরবর্তী] বি. পরিণাম; শেষ। **আখেরে**—পরকালে; ভবিষ্যতে, কালে কালে (লাগিয়া থাক, আখেরে ফল পাইবে)। **আখেরী**—ণ. শেষ। **আখেরী পয়গম্বর**—শেষ বার্তাবহ, last prophet। **আখেরী জমানা**—শেষ যুগ, কেয়ামত বা প্রলয়ের পূর্বের যুগ। **আখেরী চাহার-শুম্বা**—শেষ বুধবার (হজরৎ মোহম্মদের তিরোধানের পূর্বের শেষ বুধবার; তাঁহার শেষ অসুখের সময় এই দিনে তিনি অপেক্ষাকৃত সুস্থ বোধ করিয়াছিলেন)।

আখুট, আখুটে—আখটি দ্রঃ।

আখুন্, আখুন্দ, আখুন্‌জী, আখন্, আকন্—[ফাঃ আখু'ন, আ খু' ন্দ্—শিক্ষক] বি. সেকালের ফার্সী শিক্ষক।

আখেজ—আখজ দ্রঃ

আখেটক, আখেটিক—বি. ব্যাধ।

আখের—আখির দ্রঃ।

আখেরাত—[আ.] বি. পরকাল।

আখ্যা—বি. পরিচয়; নাম; সংজ্ঞা। [আ-খ্যা+অ+আপ্]। **আখ্যাত**—ণ. পরিচিত; কথিত; বিখ্যাত। **আখ্যান**—বি. গল্প; কাহিনী; ইতিহাস। **আখ্যায়ী (-য়িন্), আখ্যায়ক**—ণ. বর্ণনাকারী, কথক। **আখ্যায়িকা**—বি. বর্ণিত বা লিখিত বৃত্তান্ত, কাহিনী। **আখ্যেয়**—ণ. কথনীয়; নাম-বিশিষ্ট।

আগ—বি. অগ্র ; অগ্রভাগ ; আগুন (পদ্যে)। ণ. সর্বোচ্চ (আগ ডাল—'মগ ডাল'ও বলা হয়)। **আগ-পাছু**—বি. অগ্রপশ্চাৎ (আগ-পাছ ভাবা)। **আগবাড়া, আগুবাড়া**—ক্রি. অগ্রবর্তী হওয়া; সংবর্ধনার জন্য অগ্রসর হওয়া।

আগচ্ছমান—ণ. যে আসিতেছে। [সং]।

আগড়—[সং অর্গল] বি. কপাটের মত ব্যবহৃত ঝাঁপ ; বাধা (মুখের আগড় নাই)।

আগড়-বাগড়, আগড়ম-বাগড়ম—বি. আনাজের পরিত্যক্ত খোসা; বাজে জিনিস (আগড়-বাগড় দিয়া বাক্স ভর্তি করা); বাজেকথা, অসম্বদ্ধ কথা (আগড়-বাগড় বকা)।

আগডুম-বাগডুম—ণ., বি. এলোমেলো; আবোল-তাবোল; ছেলেদের খেলাবিশেষের ছড়ার প্রথম শব্দ।

আগণা—ণ অগণ্য ; অগণিত ; অসংখ্য।

আগত—ণ. যে আসিয়া পৌঁছিয়াছে (বিদেশাগত); প্রাপ্ত (শরণাগত); উৎপন্ন (বাণিজ্যাগত সম্পদ)। [আ-গম্+ক্ত]। **আগতপ্রায়**—ণ. আসিতে সামান্যই দেরী যাহার।

আগদল—বি. অগ্রগামী দল, সৈন্যদলের অগ্রে যাহারা রাস্তা-আদি প্রস্তুত করিয়া চলে।

আগদুয়ার—বি. বাহির বাড়ী। (বিপ. পাছদুয়ার)।

আগন্তুক—বি., ণ. অভ্যাগত; অতিথি, যে অতর্কিত ভাবে উপস্থিত হইয়াছে; অপরিচিত অভ্যাগত; হঠাৎ সংঘটিত (আগন্তুক কারণ)। [সং]

আগম—বি. আগমন, উপস্থিত হওয়া (বসন্তাগমে); আমদানী import (-'বাণিজ্য'); আয় (অর্থাগম); উৎপত্তি (বৃক্ষে ফলাগম); বেদ ইত্যাদি শাস্ত্র; তন্ত্রশাস্ত্র (শিবের মুখ হইতে 'আ'গত, গিরিজার কর্ণে 'গ'ত, বাসুদেবের 'ম'ত- (সম্মত)- তাই আ-গ-ম শাস্ত্র)। [আ-গম্+অ]। **আগমবাগীশ, আগমবেদী** (-দিন্), **আগমজ্ঞ**—আগমশাস্ত্রে অভিজ্ঞ। **আগমন**—বি. উপস্থিত হওয়া, আসা। [আ-গম্+অনট্]। **আগমনী**—পার্বতীর পিতৃগৃহে আগমন বিষয়ক গান; অভ্যর্থনা-সঙ্গীত [আগমন+(বাং) ঈ]।

আগমাপায়ী(-য়িন্)—ণ. ক্ষণস্থায়ী।

আগর—বি. আগর বাতি, ধূপকাঠি।

আগল—[সং অর্গল] বি. হুড়কা; ঝাঁপ; প্রতিবন্ধক (দ্বারে দ্বারে ভাঙলো আগল—রবি; বন্ধ চোখের আগল ঠেলে—সত্যেন দত্ত)।

আগলা—(আলগা—বর্ণ-বিপর্যয়ে) ণ. আবরণ-রহিত, মুক্ত, খোলা।

আগলানো—ক্রি. পাহারা দেওয়া, খবরদারি করা।

আগা—সম্মানসূচক উপাধি বিশেষ। [তুর্কী]।

আগা—বি. অগ্রভাগ (বেতের আগা, বাঁশের আগা)। [অগ্র]। **আগাগোড়া**—আগা হইতে গোড়া পর্যন্ত, সমস্ত।

আগানো—ক্রি. এগোনো ; অগ্রসর করা।

আগাছা—বি. অবাঞ্ছিত ছোট গাছ; অবাঞ্ছিত-কিছু, জঞ্জাল (সাহিত্যক্ষেত্রের আগাছা)।

আগাপাছতলা,-পাস্তলা—ক্রি. ণ আগা-গোড়া, কিছু বাদ না দিয়া।

আগাম—[সং অগ্রিম] ণ., বি. অগ্রিম ; অগ্রে দেয় (আগাম টাকা দেওয়া); সূচনা (কাজের আগাম ভাল দেখাইতেছে না)।

আগামী (-মিন্)—ণ. আসছে, যা এবার আসিবে, next (আগামী কল্য, আগামী বৎসরে, আগামী যুদ্ধে)। (অনির্দিষ্ট ভবিষ্যৎ অর্থে 'ভাবী' ব্যবহৃত হয়)।

আগার—বি. গৃহ ; ভাণ্ডার (ধনাগার, অস্ত্রাগার); আধার (শোভার আগার)।

আগি—বি. আগুন। [প্রা. বাং]

আগিলা—ণ. সামনের।

আগু—বি. গোড়া, সামনের দিক ('আগুতে'—সামনের দিকে, গোড়ায়)। ণ. অগ্রসর।

আগুড়ী—[প্রাদেঃ] ণ. অগ্রিম ; বি. উগ্রক্ষপ্রিয়।

আগুন—[সং অগ্নি] বি. অগ্নি, বহ্নি; অতিশয় উত্তাপ বা উত্তেজনা (গায়ে আগুন ধরাইয়া দিয়াছে); দুর্ভাগ্য (কপালে আগুন); ণ. অত্যন্ত আক্রা (বাজার আগুন); বি. দাহকর অনুভূতি (প্রেমের আগুন); ণ. অত্যন্ত ক্রুদ্ধ (আগুন হয়ে বাপ বারে বারে দিলেন অভিশাপ—রবি)। **আগুন করা**—কয়লা কাঠ ইত্যাদির সাহায্যে আগুন তৈরী করা। **আগুন দেওয়া বা লাগানো**—অগ্নি সংযোগ করা; ঘোর ঝগড়া-বিবাদ বাধাইয়া দেওয়া। **পাতার আগুন**—যা সহসা জ্বলিয়া উঠে ও সহজেই নিভিয়া যায়। **ছাই-চাপা আগুন**—যে দুঃখ বা ক্ষোভ বাহিরে অপ্রকাশিত কিন্তু ভিতরে প্রবল; অখ্যাত কিন্তু প্রকৃতই গুণবান্। **তুষের আগুন**—অপ্রকাশিত কিন্তু স্থায়ী গভীর দুঃখ বা ক্ষোভ।

আগু-পাছু,-পিছু—আগ দ্রঃ।

আগুয়ান—ণ. অগ্রসর, অগ্রবর্তী।
আগুর—ণ. অগ্রবর্তী, যথাসময়ের পূর্বে ঘটিত (আগুর ধান ; আগুর চাষ)।
আগুরি,-রী—[উগ্রক্ষত্রিয়] বি. হিন্দুজাতি বিঃ।
আগুয়ানো—ক্রি. আগলানো, পাহারা দেওয়া, পথরোধ করা। [লম্বিত কেশভার)।
আগুল্ফ—ক্রি.-ণ. গোড়ালি পর্যন্ত (আগুল্ফ
আগুসার—(ব্রজবুলি) ণ. অগ্রগামী। [অগ্রসর]।
আগে—[অগ্রে] ক্রি. ণ. প্রথমে ; পূর্বে। **আগে-আগে**—পূর্ববর্তী হইয়া। **আগেকার**—পূর্বের, পূর্ববৎ (আগেকার দিনের ; আগেকার মত)। **আগে-পাছে**—পুরোভাগে ও পশ্চাদ্ভাগে (সৈন্যদলের আগে পাছে ; কাজের আগে পাছে)। **আগে ভাগে**—সর্বাগ্রে।
আগ্নেয়—ণ. অগ্নিগর্ভ, অগ্নি-উদ্গীরণকারী (আগ্নেয় পর্বত) ; অগ্নির দ্বারা চালিত (আগ্নেয় অস্ত্র, আগ্নেয় পোত) ; অগ্নির ন্যায় জ্বালাবিশিষ্ট (আগ্নেয় বাণী) ; অগ্নিবর্ধক (আগ্নেয় ঔষধ)। **আগ্নেয় প্রস্তর**—আগ্নেয়গিরির নিঃস্রাবের ফলে গঠিত প্রস্তর। **আগ্নেয়াস্ত্র**—বি. যে অস্ত্রে অগ্নি উৎপন্ন হয় (কামান, বন্দুক ইঃ)। [অগ্নি+ষ্ণেয়]।
আগ্রহ—[আ-গ্রহ্+অল্] বি. অনুরাগ ও যত্ন (কাজে আগ্রহ আছে) ; ব্যগ্রতা (আগ্রহসহকারে প্রশ্ন করিল) ; ইচ্ছা, প্রবৃত্তি (শুনিবার আগ্রহ নাই)। **আগ্রহাতিশয়**—বি. সমধিক আগ্রহ। **আগ্রহান্বিত**—ণ. উৎসুক ; ব্যগ্র।
আঘাট,-টা—অঘাট দ্রঃ।
আঘাত—[আ-হন্+ঘঞ্] বি. প্রহার; অস্ত্রাঘাত; চোট (করাঘাত, ভল্লাঘাত, মুষ্ট্যাঘাত, মৃদঙ্গে আঘাত, কথার আঘাত) ; দুঃখ, লাঞ্ছনা (আরো আঘাত সইবে আমার—রবি)।
আঘ্রাণ—[আ-ঘ্রা+অনট্] বি. গন্ধ নেওয়া; শোঁকা; গন্ধ, আভাস (অন্নের আঘ্রাণ) ণ. **আঘ্রাত**—যাহার গন্ধ উপভোগ করা হইয়াছে। **আঘ্রায়ক**—যে আঘ্রাণ করে।
আঙটা—আংটা ইত্যাদি দ্রঃ।
আঙরা—বি. জ্বলন্ত কয়লা। ণ. জ্বলন্ত কয়লার মতো রক্তবর্ণ। [অঙ্গার]। [খোঁটানো।
আঙলানো—আঙুল দিয়া নাড়া ; বিরক্ত করা,
আঙিনা—আঙিনা দ্রঃ।
আঙিয়া—বি. ছোট জামা (কোমল গায়ে দিল পরায়ে রঙিন আঙিয়া—রবি) ; মেয়েদের বক্ষাবরণ, কাঁচুলি।
আঙুর—আঙুর দ্রঃ।
আঙ্গ—ণ. অঙ্গসম্বন্ধীয়। [অঙ্গ+অ]।
আঙ্গিক—ণ. অঙ্গসম্বন্ধীয়। বি. অভিনয়াদির অঙ্গভঙ্গি ; কলাকৌশল, technique।
আঙ্গনা,-ঙিনা—বি. অঙ্গন, উঠান ; ক্ষেত্র (বসন্তকাল এসেছিল বনের আঙিনায়—রবি ; সাহিত্যের আঙিনা)। [গোত্রবিশেষ।
আঙ্গিরস—বি. বৃহস্পতি (অঙ্গিরার পুত্র) ;
আঙুর—[ফা.] বি. দ্রাক্ষাফল, grapes।
আঙুল, আঙুল—বি, অঙ্গুলি (পায়ের আঙুল ; হাতের আঙুল ; finger, toe)। **আঙুল ফুলে কলাগাছ**—হঠাৎ অর্থশালী হওয়া (ব্যঙ্গোক্তি)। **আঙুল মটকানো**—আঙুল টানিলে বা ঈষৎ মোচড় দিলে যে মট্‌মট্ শব্দ হয়। **আঙুলহাড়া**—আঙুলের মাথা পাকা, whitlow।
আচকান—[ফা.] বি. সুপরিচিত দীর্ঘ অঙ্গাবরণ।
আচঞ্চল—ণ. কিঞ্চিৎ চঞ্চল।
আচমকা—[হিঃ আচানক] ক্রি.-ণ. চমক লাগাইয়া ; অপ্রত্যাশিত ভাবে (আচমকা আসিয়া উপস্থিত হইল) ; আচম্বিতে।
আচমন—বি. হাতমুখাদি জল দিয়া বৈধরূপে ধৌত করা (পূজাদি কর্মের পূর্বে ; ভোজনের পরে)। [আ-চম্+অনট্]। **আচমনীয়**—বি. আচমনের জল ; যে খাদ্য গ্রহণ করিলে হাত মুখ ধোওয়া বিধি।
আচম্বিতে—ক্রি.-ণ. আচমকা। [অসম্ভাবিত]
আচর—বি. আঁচল। (ব্রজবুলি)।
আচরণ—[আ-চর্+অনট্] বি. ব্যবহার (অসঙ্গত আচরণ) ; উদ্‌যাপন, বিধিবদ্ধভাবে পালন (ধর্মাচরণ) ; চালচলন (আচরণ ভদ্র লোকের মতো নয়)। ণ. **আচরিত**—অনুষ্ঠিত, প্রচলিত (চিরাচরিত)। ণ. **আচরণীয়**—অনুষ্ঠানের যোগ্য ; সামাজিক •আদান-প্রদান যোগ্য (জল আচরণীয়)।
আচষা—ণ. অকর্ষিত, যে জমি চষা হয় নাই ; পতিত।
আচাভুয়া—ণ. অদ্ভুত ; কিম্ভূতকিমাকার। **আচাভুয়ার বোম্বাচাক (বা খাঁচা)**—অদ্ভুত ও অবিশ্বাস্য-কিছু।

আচার—[পোর্তুগিজ, ফার্সি] বি. আম কুল লেবু ইত্যাদি দিয়া তৈরি চাটনি, pickle।

আচার—[আ-চর্‌+ঘঞ্‌] বি. ধর্মের ক্রিয়াকলাপ (আচারপরায়ণ ব্রাহ্মণ, আচারচ্যুত, আচারনিষ্ঠ, আচারবর্জিত, আচারবান্‌, আচারভ্রষ্ট) ; রীতি-নিয়ম (দেশাচার, কুলাচার, স্ত্রী-আচার) ; যাহা চরিত্রে প্রতিফলিত হয় এমন অনুষ্ঠান (সদাচার, মিথ্যাচার, দুরাচার)। **আচার-বিচার**—নিয়মশৃঙ্খলা (আচারবিচার নাই) ; শাস্ত্রানুমত বাছবিচার (কেবল আচারবিচার নিয়েই আছি)। **আচার-ব্যবহার**—চালচলন, ব্যবহার।

আচার্য—(যিনি বিধিবদ্ধভাবে শিষ্যকে বেদ অধ্যয়ন করান) বি. শাস্ত্রবিশেষের শিক্ষাদাতা (দ্রোণাচার্য, বিজ্ঞানাচার্য); গুরু (আচার্যের আসনে উপবিষ্ট); গ্রহবিপ্র। [আ-চর্‌+য] স্ত্রী. **আচার্যানী**—আচার্যপত্নী ; **আচার্যা**—শিক্ষাদাত্রী।

আচালা—ণ. যাহা চালুনি দিয়া চালা হয় নাই।

আচোট—(যাহাতে চোট লাগে নাই অর্থাৎ কর্ষণ হয় নাই)। বি. ণ. পতিত ; অনাবাদী জমি।

আচ্ছন্ন—[আ-ছদ্‌+ক্ত] ণ. আবৃত, পরিব্যাপ্ত (মেঘাচ্ছন্ন প্রভাত ; অজ্ঞানাচ্ছন্ন দেশ) ; অভিভূত (মোহাচ্ছন্ন)।

আচ্ছা—অব্য. হাঁ, তাহাই হইবে (পিতা পুত্রকে বলিলেন, কাল খুব ভোরে উঠিবে ; পুত্র বলিল, আচ্ছা) ; বেশ, ধরা যাউক (আচ্ছা তাহাই না হয় হইল) ; ব্যঙ্গসূচক উক্তিবিশেষ (আচ্ছা হাত দেখিয়েছ ; আচ্ছা পাগলকে নিয়ে পড়া গেছে)। ণ. উত্তম, যোগ্য (আচ্ছা কথা শুনানো হইয়াছে ; আচ্ছা করে কান মলে দাও)।

আচ্ছাদন—বি. আবরণ ; চাঁদোয়া ; ছাউনী ; পরিবার বস্ত্র (গ্রাসাচ্ছাদন)। [আ-ছাদি+অনট্‌]। **আচ্ছাদক**—ণ. যাহা আচ্ছাদন করে। **আচ্ছাদিত**—ণ. আবৃত, ঢাকা, ঢাকনিযুক্ত।

আচ্ছিন্ন—ণ. যাহা ছিন্ন করিয়া লওয়া হইয়াছে ; খণ্ডিত। [আ-ছিদ্‌+ক্ত]।

আছড়া—(প্রাদেশিক) বি. পসলা (এক আছড়া জল) ; আঁটি, গোছা (এক আছড়া পাট)।

আছড়ানো—ক্রি. আছাড় দেওয়া, তুলিয়া জোরে নীচে ফেলা।

আছাড়—বি. জোরে পড়িয়া যাওয়া বা ফেলিয়া দেওয়া। **আছাড় খাওয়া**—পা পিছলাইয়া বা টাল সামলাইতে না পারিয়া মাটিতে পড়িয়া যাওয়া।

আছালতন্‌—[ফা. আসালতন্‌—সশরীরে] ক্রি.ণ. স্বয়ং হাজির হইয়া, সশরীরে উপস্থিত হইয়া (বাদীকে আছালতন জবাব দিতে হইবে এই আদেশ হইয়াছে) ; স্থায়ী, পাকা (আছালতন চাকুরি)।

আছি, আছে ইত্যাদি—ক্রি. থাকা ; to be ; বিদ্যমান্‌ থাকা (আমি আছি ইহা ত দেখিতেছ) ; বাঁচিয়া থাকা (আজও আছি) ; জীবনযাত্রা নির্বাহ করা (আছি এক রকম) ; হাজির থাকা (আমি আছি তোমার দোসর) ; সহায়রূপে থাকা (জানি জানি আছ তুমি প্রভু) ; বাস করা (এখন আছি বর্ধমানে) ; প্রচলিত থাকা (কথায় আছে)। (তোমার সঙ্গে কথা আছে—কিছু বলিবার আছে ; এর মধ্যে কথা আছে—বিশেষ কথা বলিবার আছে)। **আছিল**—ছিল। বর্তমানে পূর্ববঙ্গের ভাষায় ব্যবহৃত। **আছুক**—থাকুক (কাব্যে ব্যবহৃত)।

আছোলা—ণ. অছোলা, অপরিষ্কৃত, অমসৃণ।

আজ—অব্য, ক্রি.-ণ. অদ্য ; to-day (আজ বড় গরম) ; অধুনা, বর্তমানে (আজ তার সুদিনের উদয় হয়েছে) ; এক্ষণে, এইবার (আজ বোঝা যাবে তোমার প্রতিজ্ঞার অর্থ)। ণ. **আজকার, আজকের** (আজকার কাজ)। **আজকাল**—অব্য., ক্রি.-ণ. বর্তমান কালে (আজকাল আর পাওয়া যায় না)। **আজকাল করা, আজ নয় কাল**—গড়িমসি করা (আজকাল করিয়া ছয় মাস ত কাটিল)। **আজ বাদে কাল**—অদূর ভবিষ্যতে, শীঘ্রই (আজ বাদে কাল পটল তুলবে তবে আর কেন এত কলপের ঘটা)। **আজকে**—আজ।

আজখোদ—[ফা. আয্‌খোদ—নিজ হইতে] বিনা পরোয়ানায়।

আজগবী, আজগুবী—[ফা.+আ. আয্‌ গা'য়েব (অদৃশ্য) হইতে] ণ. ভিত্তিহীন, স্বকপোল-কল্পিত, অদ্ভুত, অবিশ্বাস্য (আজগুবী কথা)।

আজড়ানো—ক্রি. উজাড় করা, খালি করা ; এক পাত্র হইতে অন্য পাত্রে ঢালা ; খুলিয়া ফেলা ; ব্যক্ত করা। **মনের কথা আজড়ানো**—মনের কথা অপরকে বলিয়া মনের বোঝা লাঘব করা (গ্রাম্য)।

আজতরফ—অব্য. পক্ষে, প্রতিনিধিরূপে । [উর্দু] ।
আজনাই—বি. চক্ষুরোগ বিশেষ, আঞ্জনি ।
আজন্ম—ক্রি. ণ. জন্মাবধি, যাবজ্জীবন ।
আজব—[আ.] ণ. অলৌকিক ; আশ্চর্য ; অদ্ভুত ("তোমার দেহের প্রতি দৃষ্টি কর—আজব কারখানা") । **আজবঘর,-খানা**—যাদুঘর ।
আজমীঢ়—বি. রাজপুতানার শহর বিশেষ, খাজা মঈনুদ্দিন চিশ্‌তির সমাধিক্ষেত্ররূপে বিখ্যাত ।
আজরাইল—[আ. ই'যরাইল] ; যে ফেরেশ্‌তা (স্বর্গীয় দূত) প্রাণীর প্রাণ হরণ করে, যম ।
আজা—মাতামহ । স্ত্রী. **আজী**—মাতামহী ।
আজাদ—[ফা. আযাদ] ণ মুক্ত, বন্ধনহীন (গোলাম আজাদ করা) । বি. **আজাদী**—স্বাধীনতা ('আজাদী মিলে না পস্তানোয়—নজরুল) ।
আজাদ হিন্দ ফৌজ—নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু কর্তৃক পরিচালিত ভারতীয় সেনাদল, Indian National Army (I. N. A.) ।
আজান—[আ. আজা'ন] নামাজের জন্ত আহ্বান । **আজান দেওয়া**—আজানের বাণী উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করা (আজান দিতেছে কৌম—নজরুল) ।
আজানু—ক্রি. ণ. জানু পর্যন্ত । **আজানু-লম্বিত**—হাঁটু পর্যন্ত লম্বা বা ঝুলানো (-বাহু) ।
আজানেয়—ণ. উৎকৃষ্ট জাতীয় । বি. উৎকৃষ্ট অশ্ব ।
আজা(যা)ব—[আ.] শাস্তি ।
আজামৌজা—[আজার (ঠাকুরদার) মৌজ (খেয়াল) মতো] ণ. খোশখেয়ালী, যথেচ্ছ ।
আজি, আজু—আজ ।
আজীব—[আ-জীব্‌+ঘঞ্‌, যদ্বারা জীবন ধারণ করা যায়, জীবিকা, ব্যবসায় (ব্যবহারাজীব) । **আজীব্য**—উপজীব্য । **আজীবন**—সমস্ত জীবন (আজীবন তুমি রবে তার) ।
আজুরা—[আঃ] মজুরী, পারিশ্রমিক ; ভাড়া ।
আজেবাজে—ণ. তুচ্ছ ও নানারকমের ।
আজ্জানো—ক্রি. উৎপাদন করা, বপন করা । বি. বপন, উৎপাদন । ণ. যাহা বপন বা উৎপাদন করা হইয়াছে । [বাং]
আজ্ঞা—[আ-জ্ঞা+অ+আ] বি. আদেশ, হুকুম, নির্দেশ (আজ্ঞা দিলেন বিবহরি) । **আজ্ঞা-কারী (-রিন্)**—আদেশদাতা ; আদেশপালক ।
আজ্ঞাচক্র—যোগশাস্ত্রের বট্‌ চক্রের ষষ্ঠ চক্র ।
আজ্ঞাধীন—আজ্ঞানুবর্তী । **আজ্ঞাপিত**—আদিষ্ট । **আজ্ঞাবহ**—আদেশপালক ।
আজ্ঞাভঙ্গ—আদেশ না মানা । **আজ্ঞাপত্র, আজ্ঞালিপি**—হুকুমনামা । **যে আজ্ঞা, যে আজ্ঞে**—প্রভুর জনের নির্দেশে সম্মতি জ্ঞাপন ।
আজ্য—বি. ঘৃত ; টার্পিন [আ-অন্‌জ+য]
আঝাল,-লা—ণ. ঝালহীন ; যে ব্যঞ্জনে ঝাল হয় নাই বা দিতে নাই (আঝালা ব্যঞ্জন) । **আঝালা**—ণ. যাহা ঝালা হয় নাই, not soldered ।
আঞ্চলিক—ণ. অঞ্চলসম্বন্ধীয়, স্থানীয় । [অঞ্চল+ ষ্ণিক] ।
আঝোড়া—(ঝোড়া দ্রঃ) ণ. যাহার ডালপালা কাটিয়া ফেলা হয় নাই (আঝোড়া খেজুর গাছ) ।
আঞ্জনি, আঞ্জুনি, আঞ্জুনী—বি. চোখের পাতার কোণে জাত ব্রণ ।
আঞ্জনেয়—অঞ্জনার পুত্র, হনুমান । [অঞ্জন+ঢেয়]
আঞ্জা—(যাহার জন্ম হয় নাই) দুই গর্ভের অন্তবর্তী কাল ।
আঞ্জাম—[ফা.] বি. সমাপ্তি ; শেষ ; সম্পাদন ; বন্দোবস্ত । **কাজ আঞ্জাম হওয়া বা করা**—সুসম্পন্ন হওয়া বা করা ।
আঞ্জিনে—বি. আঞ্জিনেয় নামক জীব ।
আঞ্জিনেয়—বি. টিকটিকি জাতীয় হিংস্র জীব বিশেষ, আঁজনাই ।
আঞ্জীর—[ফাঃ] বি. ডুমুরজাতীয় ফলবিশেষ ।
আঞ্জুমান, -মন—[ফা.] বি. সভা ; সমিতি ; মজলিস (রাজনৈতিক ও সামাজিক উদ্দেশ্য-মূলক) ।
আট—[অষ্ট] বি. ৮ আট । **আটকড়াইয়া, আট কৌড়ে**—শিশুর জন্মের অষ্টম দিনের সংস্কার বিশেষ । **আটখামা করা**—পল্লবিত করা ; লাগানো ভাঙানো । **আহ্লাদে আট খানা হওয়া**—অত্যন্ত উৎফুল্ল হওয়া, অশোভন আনন্দ প্রকাশ করা । **আটঘাট বাঁধা**—আট দিক বা আট সুরের পর্দা সম্বন্ধে হুঁশিয়ার হওয়া, সর্বপ্রকারে সাবধান হওয়া (আটঘাট বাঁধিয়া তবে কাজে লাগিয়াছি) । **আট-কপালে, আটকপালী**—(স্ত্রী) হতভাগী, কপাল-পোড়া । **আটকাট, আটেকাটে**—ক্রি-ণ. সব রকমে (আটেকাটে দড় তো ঘোড়ার পিঠে চড়) । **আটচালা**—ণ. বি. আট-চাল-বিশিষ্ট ঘর ; উৎসবাদির জন্য নির্মিত বড় ঘর । **আটপ্রহর**—অষ্টপ্রহর । **আটপরদিন**—দিবারাত্র, সর্বক্ষণ । **আটপিঠা, আট-**

পিঠে—সব রকমের শ্রমের কাজে দক্ষ (আটপিঠে লোক)। **আটপিঠে খাটুনি**—নানা কাজে কঠিন শ্রম (আটপিঠে খাটা লোক—অত্যন্ত পরিশ্রমী, মজবুত লোক)। **আটেপিঠে**—আষ্টে পৃষ্ঠে। **আট, আঁট**—বি. প্রতিবন্ধক; শাসন। (মুখের আট নাই)।

আটক—বি. বাধা, প্রতিবন্ধক (তোমাকে বলিব তাহার আর আটক কি); কয়েদ, বন্দী, অবরুদ্ধ (পড়া না পারার জন্য আটক থাকা)। **আটকা**—বি. বাধা। ণ. আবদ্ধ, অবরুদ্ধ। **আটকা পড়া**—বাধাপ্রাপ্ত হওয়া; বন্দী হওয়া (ইন্দুর কলে আটকা পড়েছে; পথে আটকা পড়া)। **আটকানো**—ক্রি. অবরুদ্ধ করা; বাধা পড়া (মুখের কথা আটকায় না—যাহা অকথ্য তাহাও বলে)।

আটকে বাঁধা—পুরীধামে অর্থ দিয়া জগন্নাথের ভোগ বরাদ্দ করা; ভরণপোষণের ঝঞ্ঝাটহীন নির্ভরযোগ্য স্থায়ী ব্যবস্থা করা।

আটপৌরে—ণ. অষ্টপ্রহরের; সব সময়ের; সব সময়ে ব্যবহার্য (আটপৌরে পোষাক, ভাষা)।

আটবিক—ণ. অরণ্যসম্বন্ধীয়; বনজাত; বনবিষয়ে অভিজ্ঞ সৈন্যদল, গেরিলাবাহিনী, Guerilla।

আটসাট—বি. আন্দাজি হিসাব।

আটা—বি. পেষা গম (ময়দার চেয়ে মোটা)। **আটা করা**—গম অথবা যে কোন শস্য পিষিয়া আটা তৈরী করা; আঠা, কাই, গঁদ, যাহা লাগিয়া থাকে (লোকটা আটার মত লাগিয়া রহিয়াছে); আট কৌটার তাস। **আটা-আটি**—আঁটাআঁটি, কড়াকড়ি।

আটাল,-ঠাল—ণ. আঠাযুক্ত; শক্ত (আঠাল মাটি)। **আটাল**—বি. ডাক টিকেট (আটাল মারা—ডাক টিকিট লাগানো)।

আটালি, আটুলি—বি. গরু কুকুরাদির দেহে আঠার মত লাগিয়া থাকে যে কীট; এঁটুলি। **আটালির মত লাগা**—কিছুতেই না ছাড়া (ব্যঙ্গার্থে)।

আটাশ—বি. ণ. ২৮ সংখ্যা বা সংখ্যক। [অষ্টাবিংশতি]। **আটাশে**—ণ. গর্ভের অষ্টম মাসে ভূমিষ্ঠ সন্তান; অপরিপক্ব; বোকা; ভীরু (আটাশে ছেলে); মাসের ২৮ তারিখ।

আটি, আঁটি—বি. স্কন্ধ; তাড়া; হালা; বৃদ্ধাঙ্গুলি ও মধ্যমাঙ্গুলি দিয়া যতটা ধরা যায় (এক আটি ধান)। **শাকের আটি**—হালকা জিনিষ (বোঝার উপর শাকের আটি)।

আটে-পিটে,-পিঠে—'আট' দ্রঃ।

আঠা—আটা দ্রঃ।

আঠার—বি. ণ. ১৮; অষ্টাদশ সংখ্যক। **আঠার ঘা** (বাঘে ছুঁলে আঠার ঘা)—নানা-স্থানে ঘা; নানা ব্যাধি; নানা ঝঞ্ঝাট; নানা ফ্যাসাদ। **আঠার মাসে বৎসর**—সময়ের বোধ নাই; দীর্ঘসূত্রী।

আঠালু—আটালি।

আড়—ণ. বঙ্কিম (আড় চোখে চাওয়া); কাত (আড় হইয়া পড়া); অর্দ্ধ (আড় পাগলা) অপর (আড় পার)। বি. আড়াল (চোখের আড় হওয়া); প্রস্থ (আড়ে দুই মাইল); অস্পষ্টতা, জড়তা (কথার আড় ভাঙ্গা, আড়মোড়া); আটপৌরে কাপড় রাখিবার বংশদণ্ড; পাখী বসিবার দাঁড়; শাঙা, কাঠ বা বাঁশের নির্মিত দেওয়াল বা বেড়া-সংলগ্ন উঁচু আধার; ক্রি-ণ. আড়াআড়ি (আড় পার হওয়া—আড়াআড়ি পাড়ি দেওয়া। **বিছানায় আড় হওয়া**—বিছানায় গা দেওয়া (হাত পা কিছু ছড়াইয়া শ্রান্তি দূর করা)। **আড়কাঠ**—কড়িকাঠ। **আড়কালা**—এক কানে কালা। **আড়-কোলা**—পাঁজা কোলা। **আড়চোখ**—বাঁকা চোখ। **আড়পাগলা**—ণ. ক্ষ্যাপাটে, প্রায় উন্মাদ। (আড়=অর্ধ)। **আড়বাঁশী**—বি. আড়ভাবে ধরিয়া যে বাঁশী বাজানো হয়, মুরলী। **আড়বুঝ, -বুঝা, -বুঝো**—ণ. বেঁকাবুঝো, উল্টাবুঝ, একগুঁয়ে। **আড় ভাঙা**—বক্রভাব দূর করিয়া সরল ও স্বাভাবিক করা, দুষ্টকে সোজা করা; অস্পষ্ট বিকৃত উচ্চারণ সংশোধন করা। **আড়মোড়া, আড়ামোড়া**—শরীরের আড়ষ্ট ভাব দূর করার জন্য গা মোড়া দেওয়া (আড়ামোড়া ভাঙা)।

আড়ং—আড়ঙ্গ দ্রঃ।

আড়কাটি—বি. নদীর চড়া ইত্যাদি সম্বন্ধে হুঁশিয়ার করিবার জন্য পোঁতা বংশদণ্ড; বন্দরের নিকটবর্তী নদীতে বা মোহনায় অপেক্ষাকৃত অপ্রশস্ত জলপথে জাহাজ চালাইবার ভার যে নেয়, pilot; কুলী-সংগ্রাহক; মাকু।

আড়খেমটা—বি. সঙ্গীতের তাল বিঃ।

আড়গড়া—ঘোড়ার আড্ডা; ঘোড়ার গাড়ীর আড্ডা।

আড়ঙ্গ, আড়ং—বি. মেলা, গঞ্জ, হাট। **আড়ং ঘাটা**—নৌকার ঘাট। **আড়ংছাঁটা**—বাজারে বিক্রয়ের জন্য তৈরী (চাউল), ঢেঁকিছাটা নয়। **আড়ংধোপ**—বাজারে বিক্রয়ের জন্য কোরা কাপড় শাদা করা।

আড়ত, আড়ৎ—বি. ক্রয়-বিক্রয়ের বড় কেন্দ্র, depot, গোলা। **আড়ৎদার**—যে অন্যের মাল নিজের গোলায় রাখে ও দস্তুরি লইয়া বিক্রয় করাইয়া দেয়। **আড়ৎদারি**—আড়তে বিক্রয়ের কারবার; আড়ৎদারের প্রাপ্য দস্তুরি।

আড়ম্বর—[আ-ডম্ব্+অর] বি. ঘটা, সমারোহ (বাগাড়ম্বর, মেঘাড়ম্বর); উল্লাস; গর্বপ্রকাশ; বাহুল্য; তূর্যধ্বনি; হস্তীর গর্জন। **আড়ম্বর-বর্জিত, -শূন্য**—সহজ সরল।

আড়রি—বি. ভাঙন-ধরা খাড়া তটভূমি। (বাং)।

আড়ষ্ট—নমনীয়তাবর্জিত; অস্বচ্ছন্দ; স্তব্ধ। বি. **আড়ষ্টতা**—অস্বচ্ছন্দতা।

আড়া—বি. গড়ন; ধরণ (বেআড়া); ধানের মাপ বিশেষ, আঢক (১৬ কাঠা); কিনার, পাড়; শাখা; পাখীর দাঁড়। **আড়াআড়ি**—বি. ণ. আড়ভাবে, প্রস্থের দিকে; কোণাকোণি। বি. শত্রুভাব; প্রতিদ্বন্দ্বিতা।

আড়াই—ণ. দুই এবং আধ। **তালগাছের আড়াই হাত**—শেষ ও সবচেয়ে কঠিন অংশ।

আড়াঠেকা—বি. সঙ্গীতের তাল বিঃ।

আড়ানী—বি. বড় পাখা; বড় ছাতা।

আড়াল—বি. অন্তরাল (আড়াল করা); পর্দা, চোখে পড়ে না এমন জায়গা (অজ্ঞানের অন্ধকারে আড়ালে ঢাকিছ যারে—রবি)।

আড়ি—মনের অমিল, বিরূপতা, শত্রুতা; গোঁ; অসদ্ভাব (তোমার সঙ্গে আড়ি); ৩ কাঠা পরিমাণ ওজন; কাঁড়ি, প্রাচুর্য। **আড়ি পাতা**—লুকাইয়া কথাবার্তা শোনা। **আড়ি ধরা**—গোঁ ধরা। **আড়ি-পাতুনিয়া, -পাতুনে**—যে আড়ি পাতে। **আড়িভাঙ্গা**—আলস্য ভাঙা; মাপ বিঃ।

আড়ে—ক্রি.ণ. আড়ালে; প্রস্থের দিকে। **আড়ে-গেলা**—অন্ন চিবাইয়া গিলিয়া ফেলা। **আড়ে-দীঘে**—দৈর্ঘ্যে-প্রস্থে। **আড়েপাতালে**—যে দিক সোজা মনে হয় সেই দিকে (আড়ে-পাতালে দৌড়)। **আড়েহাতে লাগা**—পরোক্ষে ও প্রত্যক্ষে শত্রুতা সাধন করা; ক্ষতি করিবার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগা।

আড্ডা—বি. বাসা; সম্মিলিত হওয়ার স্থান; কুলোকের মিলন-কেন্দ্র; মজলিস্; সম্প্রদায়-বিশেষের বাসস্থান, আখড়া; ঠিকাগাড়ী পাল্কী প্রভৃতির কেন্দ্র। **আড্ডা গাড়া**—অস্থায়ী ভাবে বাসের ব্যবস্থা করা। **আড্ডা জমানো**—সরস গল্পগুজবে সমাগত লোকদের মনোরঞ্জন। **আড্ডা দেওয়া,-মারা**—সমবয়স্কদের সঙ্গে অনর্থক গল্পগুজবে সময় নষ্ট করা। **আড্ডা-ধারী**—আখড়ার বা দলের নেতা; যে আড্ডায় অনেক সময় কাটায়, আড্ডাবাজ।

আঢ়ক—বি. শস্য মাপিবার ওজন বিশেষ, আড়া (দ্রঃ)। [সং]।

আঢাকা—ণ. অনাচ্ছাদিত; মুক্ত।

আঢ্য—ণ. সম্পন্ন; সমৃদ্ধ; সম্পদশালী।

আণক—ণ. ক্ষুদ্র; নিকৃষ্ট। [সং]।

আণব, আণবিক—ণ. অণুসম্বন্ধীয়; অণুঘটিত, molecular (atomic অর্থে আণবিক শব্দের অপব্যবহার দেখা যায়—আণবিক অস্ত্র, বোমা)। **আণবিক আকর্ষণ**—molecular attraction. **আণবিক বিপ্রকর্ষণ**—molecular repulsion।

আণ্ডা—বি. অণ্ড; ডিম। **আণ্ডাবাচ্চা**—ছোট ছোট ছেলেপিলে (ঈষৎ ব্যঙ্গার্থক)। **কথার আণ্ডা বাচ্চা বা'র করা**—পল্লবিত করা; কল্পনার বশবর্তী হইয়া অদ্ভুত ব্যাখ্যা করা।

আণ্ডিল, -ণ্ডীল—[সং আণ্ডীর—ডিম্ববহুল] ণ. বি. বহু টাকার লোক (টাকার আণ্ডিল)।

আণ্ডীর—[সং] ণ. যার বহু ডিম আছে; মুষ্কযুক্ত।

আৎকা—(পূর্ববঙ্গে প্রচলিত) ক্রি.-ণ. হঠাৎ; অপ্রত্যাশিত ভাবে।

-আত—[ফা. বহুবচনবোধক প্রত্যয়—আদালতের ভাষায় ব্যবহৃত] সমূহ, আদি ইত্যাদি বোধক (কাগজাত, দলিলাত)।

আতঙ্ক—[সং] বি. ত্রাস; উদ্বেগ; তড়কা রোগ। ণ. **আতঙ্কিত**।

আতঞ্চন—বি. দুধে দম্বল দেওয়া; গলিত দ্রব্যে কোনও চূর্ণ দেওয়া। [আ-তন্চ্+অনট্]।

আতত—[তন্-বিস্তার করা] ণ. বিস্তৃত; প্রসারিত।

আততায়ী (-য়িন্)—[সং] বি. ণ. প্রাণনাশ

অথবা সমূহ ক্ষতিপ্রয়াসী শত্রু (বশিষ্ঠের মতে, যে গৃহদাহ বিষপ্রয়োগ ভূমি দার অর্থাদি হরণ, প্রাণনাশ এই সব অনিষ্ট সাধনে প্রবৃত্ত হয় সে আততায়ী)। বি. **আততায়িতা**—শত্রুতা, শত্রুভাব।

আতপ—[আ-তপ্+অন্] বি. সূর্যের কিরণ; রৌদ্র। শীতাতপ—শৈত্য ও উত্তাপ, শীত ও গ্রীষ্ম)। **আতপতণ্ডুল**—আলো চাল। **আতপত্র**—ছাতা। **আতপস্নান**—sunbath, সূর্যের কিরণ শরীরে লাগানো।

আতর—বি. খেয়াপারের মাশুল, পারানি।

আতর—বি. লাঙলের দ্বারা চিহ্নিত রেখা, সীতা; অস্ত্র।

আতর—[আঃ ই'ৎর্—সুরভি] বি. নানা ধরণের পুষ্প সুগন্ধি ঘাস মৃগনাভি ইত্যাদির নির্যাস। (বর্তমানে আতর বলিতে সাধারণতঃ পুষ্প মৃগনাভি ইত্যাদির গন্ধযুক্ত চন্দনতৈল বুঝায়)। **আতরদান**—আতর পরিবেশনের আধার।

আতস [ফা. আতস] বি. আগুন। **আতসবাজি**—অগ্নি-ক্রীড়া, বাজি পোড়ানো, fireworks (কল্পনার আতসবাজি)। **আতসকাঁচ** বা **আতসীকাচ**—পেটমোটা কাচ যাহা দিয়া সূর্যের কিরণ কেন্দ্রীভূত করিয়া অগ্নি উৎপাদন করা যায়।

আতা—[পর্তুগীজ] বি. আতা ফল, শরিফা।

আতাই—বি. শখের গায়ক, বাদক বা শিক্ষক।

আতা (থা) ত্তর—বি. সঙ্কট। [বাং]।

আতাম্র—ণ. তাম্রবর্ণের মত, পাটল।

আতালি—বি. মাচা। (গ্রাম্য)।

আতালিক—বি. নীতিশিক্ষায় গুরু। [তুর্কী]।

আতালি-পাতালি, আথালি-পাথালি—(প্রাঃ উথলপথল) ণ., অব্য. যে দিকে সুবিধা পাওয়া যায় সেই দিকে (আতালিপাতালি বাড়ি; আতালি পাতালি দৌড় (গ্রাম্য)।

আতিক্ত—ণ. ঈষৎ তিক্ত। [কিছু তিতা।

আতিত, আতিতা, আতীতা—ণ. আতিক্ত;

আতিথেয়—[অতিথি+ষেয়] ণ. অতিথিসেবা যাঁর প্রিয় (hospitable)। বি. অতিথিসেবার সামগ্রী, অতিথির ভোজ্য পানীয় শয্যা ইত্যাদি। বি. **আতিথেয়তা, আতিথ্য**—অতিথিসেবা, অতিথি-সেবার সামগ্রী। **আতিথ্য স্বীকার**—অতিথিসৎকারের সামগ্রী (খাদ্য বাসস্থান ইত্যাদি) গ্রহণ।

আতিবিতি—ক্রি. ণ. অতি ব্যস্ত হইয়া। [বাং]।

আতিশয্য—[অতিশয়+ষ্য] বি. আধিক্য, প্রাবল্য।

আ-তু—কুকুরকে ডাকিবার শব্দ

আতুআতু—অব্য. যত্ন বা সাবধানতায় বাড়াবাড়ি (আতুআতু করে ছেলেটার মাথা খেয়েছে)।

আতুর—[সং] ণ. আর্ত, কাতর (আতুর চোখের প্রশ্ন নিয়ে ফিরে কুকুর বাইরে ঘরে—রবি); অভিভূত (শোকাতুর)। **আতুর-নিবাস**—পীড়িতদের নিবাস, hospital।

আতেলা—ণ. তৈলহীন শ্রীহীন; রুক্ষ।

আত্ত—ণ. গৃহীত; প্রাপ্ত। [আ-দা+ক্ত]

আত্তি—বি. আত্মীয়তা ('যত্ন—')। [বাং]।

আত্তীকরণ—বি. নিজদেহের অংশে পরিণত করা, assimilation.

আত্ম (-ত্মন্)—(অন্ত শব্দের পূর্বে বসিলে) বি. নিজ; ণ. নিজবিষয়ক। **আত্মক**—সমন্বিত (অন্ত শব্দের সহিত যুক্ত হইয়া ব্যবহৃত হয়—রসাত্মক)। **আত্মকর্ম (-র্মন্)**—নিজের কাজ। **আত্মকলহ**—বি. নিজেদের মধ্যে ঝগড়া। **আত্মকৃত**—ণ. স্বকৃত। **আত্মগত**—ণ. আত্মনিষ্ঠ; স্বগত। **আত্মগরিমা (-মন্)**—বি. অহঙ্কার। **আত্মগোপন**—বি. নিজেকে প্রকাশ না করা। **আত্মগৌরব**—বি. আত্মগরিমা। **আত্মগ্রাহী (-হিন্)**—ণ. স্বার্থপর। **আত্মগ্লানি**—বি. অনুতাপ। **আত্মঘাত**—বি. আত্মহত্যা। **আত্মঘাতী(-তিন্)**—ণ. যে আত্মহত্যা করিয়াছে। স্ত্রী. **আত্মঘাতিনী**। **আত্মজ**—বি. পুত্র। **আত্মজ্ঞ**—ণ. ব্রহ্মজ্ঞানী; নিজের দোষগুণ সম্বন্ধে সচেতন। **আত্মতত্ত্ব**—বি. আত্মার স্বরূপ জ্ঞান। **আত্মতুষ্টি, আত্মতৃপ্তি**—বি. নিজের সন্তোষ। **আত্মদমন**—বি. আত্মসংযম। **আত্মদর্শন**—বি. আত্মপরীক্ষা। **আত্মদান**—বি. পরার্থে জীবনদান। **আত্মদোষ খণ্ডন**—নিজের দোষ সম্বন্ধে অভিযোগ খণ্ডন। **আত্মদ্রোহ**—বি. গৃহবিবাদ, অন্তর্বিদ্রোহ, নিজের অপকার। **আত্মনিগ্রহ**—বি. আত্মসংযম, অতিরিক্ত আত্মশাসন। **আত্মনিয়োগ**—নিজেকে বিশেষভাবে নিযুক্ত করণ। **আত্মনিবেদন**—বি. আত্মোৎসর্গ। আত্ম-

নির্ভরতা—বি. নিজের শক্তিসামর্থ্যের উপর ভরসা। **আত্মনিষ্ঠ**—বি. আত্মজ্ঞানী ; আত্মগত, subjective (বিপরীত : বিষয়নিষ্ঠ, objective)। **আত্মনীন**—ণ. নিজসংক্রান্ত; নিজের পক্ষে ভাল ; বি. স্ত্রী পুত্র কন্যা। **আত্মপর**—বি. আপন ও পর। **আত্মপরায়ণ**—ণ. স্বার্থপর। **আত্মপূজা**—বি. আত্মপ্রশংসা; আত্মতোষণ। **আত্মপ্রকাশ**—বি. স্বরূপ প্রকাশ ; সর্বসাধারণের সম্মুখে প্রকাশলাভ। **আত্মপ্রতারণা, -বঞ্চনা, -প্রবঞ্চনা**—বি. নিজেকে ভুলানো। **আত্মপ্রত্যয়**—বি. আত্মবিশ্বাস। **আত্মপ্রসাদ**—বি. নিজের মনের আনন্দ। **আত্মপ্রশংসা**—নিজের মুখে নিজের প্রশংসা। **আত্মপ্রাধান্য**—বি. নিজের শ্রেষ্ঠত্ব। **আত্মবশ**—ণ. স্বাধীন। **আত্মবন্ধু**—বি. নিজের লোকজন ; পিসতুতো মাসতুতো ও মামাতো ভাই। **আত্মবান্** (-বৎ)—ণ. আত্মপ্রতিষ্ঠ ; অপ্রমত্ত। **আত্মবিক্রয়**—বি. লাভের আকাঙ্ক্ষায় অপরের ইচ্ছাধীন হওয়া। **আত্মবিচ্ছেদ**—বি. স্বজনের সহিত বিচ্ছেদ। **আত্মবিদ্যা**—বি. ব্রহ্মবিদ্যা। **আত্মবিলোপ**—বি. আত্মপ্রাধান্যের বিলোপ। **আত্মবিস্মৃত**—ণ. নিজের মূল্য ও মর্যাদা সম্বন্ধে উদাসীন ; আপন-ভোলা। **আত্মমর্যাদা**—বি. নিজের মান। **আত্মম্ভরি**—ণ. স্বার্থপর ; অহঙ্কারী। **আত্মরক্ষা**—বি. নিজেকে বাঁচানো। **আত্মরত**—ণ. স্বার্থপর। **আত্মরতি**—বি. আত্মতৃপ্তি। **আত্মশাসন**—বি. আত্মসংযম। **আত্মশিক্ষিত**—ণ. নিজের চেষ্টায় শিক্ষিত (self-taught)। **আত্মশিল্প**—বি. আত্মার উৎকর্ষসাধক প্রক্রিয়া। **আত্মশুদ্ধি**—বি. নিজেকে ভাল করা, প্রায়শ্চিত্ত, self-purification। **আত্মশোধন**—বি. আত্মদোষ বর্জন। **আত্মশ্লাঘা**—বি. আত্মপ্রশংসা। **আত্মসমর্পণ**—বি. ধরা দেওয়া ; নিজেকে অপরের ইচ্ছাধীন করা। **আত্মসমাহিত**—ণ. আত্মস্থ, স্বপ্রতিষ্ঠ ; ভগবানে সম্পূর্ণ ডুবিয়া আছে যে। **আত্মসংবরণ**—বি. নিজের ভাবাবেগ সম্বরণ। **আত্মসম্মানবোধ**—বি. আত্মমর্যাদাবোধ। **আত্মসম্মিত**—ণ. আপনার মত, আত্মসদৃশ। **আত্মসাৎ**—অব্য. সাধারণতঃ অন্যায়ভাবে নিজের আয়ত্ত (-করা)। **আত্মসর্বস্ব, আত্মসার**—ণ. স্বার্থপর। **আত্মহত্যা**—আত্মঘাত ; নিজের বড় রকমের অকল্যাণ সাধন, নিজের প্রাণনাশ, অযোগ্য কর্মে আত্মবিসর্জন। **আত্মহারা**—ণ. আত্মভোলা, বিহ্বল। **আত্মাদর**—বি. নিজেকে ছোট না জানা, নিজের প্রতি শ্রদ্ধা। **আত্মানুসন্ধান**—বি. নিজের দোষগুণ বিচার ; ব্রহ্মজ্ঞান লাভের জন্য সাধনা। **আত্মাপহারক**—ণ. আত্মপরিচয় গোপনকারী, কপট। **আত্মাভিমানী** (-নিন্)—ণ. নিজের সম্বন্ধে উচ্চ ধারণা পোষণকারী, অহঙ্কারী। **আত্মাবমাননা**—বি. নিজেকে অপমান করা। **আত্মাবলম্বী** (-ম্বিন্)—ণ. স্বাবলম্বী। **আত্মারাম**—ণ. ব্রহ্মে যাঁহার আনন্দ, আত্মসমাহিত। [বাং]। বি. আত্মা, প্রাণপাখী (আত্মারাম খাঁচাছাড়া)। **আত্মাশ্রয়**—বি. ণ. আত্মনির্ভর, স্বাবলম্বন ; আত্মনির্ভরশীল।

আত্মা (-ত্মন্)—বি. soul, জীবাত্মা, 'রুহ' অন্তর-সত্তা ; স্বভাব, মানসিক প্রবণতা (দীনাত্মা) ; আপন, নিজ, self (আত্মসুখ, আত্মদোষ, আত্মবৎ) ; পরমাত্মা, ব্রহ্ম। **আত্মাপুরুষ**—জীবাত্মা। **আত্মা শুকাইয়া যাওয়া**—অত্যন্ত ভীত হওয়া। [আ-অত্ +মন্]

আত্মীয়—বি. স্বজন, জ্ঞাতি, কুটুম্ব (তাহাদের সহিত নূতন আত্মীয়তা হইয়াছে)। বি. **আত্মীয়তা**। **আত্মোৎকর্ষ**—বি. নিজের গুণপনার উৎকর্ষ। **আত্মোৎসর্গ**—বি. সম্যক্ ভাবে আত্মনিয়োগ, মহৎকর্মে আত্মদান। **আত্মোদরপূর্তি**—বি. নিজের স্বার্থসাধন। **আত্মোদ্ভব**—ণ. আত্মজ। **আত্মোন্নতি**—বি. নিজের শ্রীবৃদ্ধি, আত্মোৎকর্ষ। **আত্মোপজীবী-(বিন্)**—ণ. দৈহিক শ্রমের দ্বারা যে জীবিকা নির্বাহ করে ; স্ত্রীর অসম্মানকর উপার্জনে যে জীবন ধারণ করে। **আত্মোপম**—ণ. নিজের মত। বি. **আত্মোপম্য**।

আত্যন্তিক—[অত্যন্ত+ষ্ণিক] ণ. একান্ত, পরম, অত্যধিক, যৎপরোনাস্তি ; অবিচ্ছিন্ন। **আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তি**—দুঃখের চরম বিনাশ (সাংখ্য)। বি. **আত্যন্তিকতা**।

আত্যয়িক—[অত্যয় (বিনাশ)+ইক] ণ. নাশকর ; বিপজ্জনক।
আত্রেয়—ণ. অত্রিমুনির বংশজাত ; বি. গোত্র বিশেষ। [অত্রি+ঞেয়]। **আত্রেয়ী**—ণ. অত্রিবংশজা ; বি. অত্রির পত্নী।
আথর্বন—ণ. অথর্ববেদ বা অথর্বা মুনি বিষয়ক।
আথান্তর—আতান্তর দ্রঃ।
আথাল—গোহাল। (আথাল ভরা গরু)
আথালি পাথালি—আতালি-পাতালি দ্রঃ
আথিবিথি—ক্রি. ণ. খুব ব্যস্তসমস্ত হইয়া।
আদ—[অর্ধ] অর্ধ, আধ দ্রঃ।
আদৎ—[আঃ আ'দৎ] বি. রীতি, ধরণ ; অভ্যাস, (আদৎ ভাল নয় ; **আদৎ করা**—অভ্যাস করা) স্বভাব।
আদত—ণ. সমগ্র, মোট ('-তক্তা') ; খাঁটি ; আসল, প্রকৃত ('-কথা, ঘটনা, মুক্তা')।
আদত্ত—ণ. গৃহীত। [আ-দা+ক্ত]।
আদপে, আদবে—অব্য. আদৌ ; আসলে ; একেবারেই।
আদব—[আঃ আদব] বি. শিষ্টাচার। **আদব-কায়দা**—বি. ভদ্রসমাজের নীতি-পদ্ধতি, etiquette। **আদবকায়দা-দুরস্ত**—আদবকায়দায় সুশিক্ষিত। **আদবের খেলাফ**—শিষ্টাচারবহির্ভূত।
আদম—[আ.] বি. খৃষ্টীয় ইসলামী ও ইহুদী পুরাণোক্ত প্রথমসৃষ্ট মানব। **দাদা আদমের কাল থেকে**—স্মরণাতীত কাল হইতে।
আদমশুমারি—বি. মানুষগণনা, census [আ]
আদমী—বি. (আদম হইতে জাত) মনুষ্য ('শরিফ-') ; স্বামী (মোর আদমী ঘরে নেই) ; গণনীয় ব্যক্তি (একটা আদমী বটে)। **মর্দ-আদমী**—বীরপুরুষ।
আদর—[আ—দৃ+অল্] বি. সস্নেহ সম্ভাষণ, যত্ন ; খাতির (আদর করিয়া কাছে বসাইল) ; কদর, মর্যাদা (সোনার আদর চিরকালই ; গুণের আদর ; স্বামীর আদর) ; সম্মান, গৌরব (জামাই-আদর) ; বাৎসল্য, স্নেহ, আসক্তি (আদরের ডাকনাম)। ণ. **আদরণীয়**—সমাদরের যোগ্য, গ্রহণযোগ্য। **আদরিণী**—ণ. বি. বিশেষ স্নেহ-ভালবাসার পাত্রী ; সমাদরের যোগ্যা ; সোহাগিনী (আদরিণী কন্যা বা বধূ)। **আদরী, আদুরী,** (পুং. **আদুরিয়া, আদুরে**)—বেশী আদরের ; অতি স্নেহের (যাঁর আবদার রক্ষিত হয়)।
আদরা—বি. ঈষৎ সাদৃশ্য, আদল ; নক্সা, প্রাথমিক রেখাচিত্র (sketch) [আদর্শ]
আদর্শ—(যাহাতে দর্শন করা যায়) বি. দর্পণ, আরশি ; নমুনা ('রচনাদর্শ') ; ণ. অনুকরণযোগ্য, যাহা দেখিয়া চলা উচিত, ideal, model (আদর্শ চরিত্র, রমণী, পতি, পরিবার ; পুরুষ)। **আদর্শলিপি**—শিক্ষার্থীরা যে লেখা দেখিয়া লিখিতে শিক্ষা করে তাহা। **আদর্শ বিদ্যালয়**—যে বিদ্যালয় অন্য বিদ্যালয়ের অনুকরণযোগ্য ; যে বিদ্যালয়ে শিক্ষাপ্রণালী শিক্ষা দেওয়া হয়। **আদর্শস্থানীয়**—আদর্শরূপে গ্রহণ করিবার যোগ্য। **আদর্শস্বরূপ**—দৃষ্টান্তস্থল।
আদল—[আদর্শ] বি. অল্প সাদৃশ্য, আভাস (ছেলের মুখে বাপের মুখের আদল আসে)।
আদলা—আধলা দ্রঃ।
আদলি—বি. ভাঙ্গা হাঁড়ির আধখানা। [বাং]।
আদা—বি. কন্দবিশেষ, আর্দ্রক, ginger। **আদায়-কাঁচকলায়**—পরস্পরবিরুদ্ধ ভাব ; একান্ত অমিল (দুজনে বনিতেছে ভাল, যেন আদায় কাঁচকলায়)। **আদাজল খেয়ে লাগা**—উঠে পড়ে লাগা। **আদার ব্যাপারী**—ছোট কারবারী, নিম্নপদের লোক। **আদার ব্যাপারীর জাহাজের খবর কেন**—সামান্য লোকের বড় কাজে যাওয়া অর্থাৎ অনধিকার চর্চা করা অনুচিত।
আদাওৎ, আদাওতি—[আ. আ'দাওৎ] শত্রুতা] বি. বৈরভাব ; দেখাদেখি (দুইজনের মধ্যে বহু দিনের আদাওতি)।
আদাড়—বি. আবর্জনা ফেলার স্থান ; আঁস্তাকুড়।
আদাড়-পাঁদাড়—বি আঁস্তাকুড় ও বাড়ীর পশ্চাদ্ভাগের অপরিষ্কার স্থান, অস্থান-কুস্থান।
আদাড়ে—ণ. আবর্জনায় জাত ('—কচু') অভদ্র ; পাজি।
আদান—[আ—দা+অনট্] বি. গ্রহণ ; স্বীকার। **আদান-প্রদান**—দেওয়া-নেওয়া, লেন-দেন ; সামাজিকতা।
আদাব—[আ. 'আদবে'র বহুবচন] বি. অভি-বাদন ; সেলাম (সাধারণতঃ ডান হাতের পাতা মুখ পর্যন্ত উঠাইয়া অভিবাদন)।
আদায়—[আ. আ দা] বি. পরিশোধ (দেন-

মোহরের অর্ধেক টাকা চাহিবামাত্র আদায় করিব); সংগ্রহ (প্রজাদের নিকট হইতে খাজনা আদায় করা)। **আদায়-উশুল করা**—আদায় করিয়া জমাখরচ লেখা। **আদায়-তহশীল**—খাজনা আদায়। **আদায়-পত্র**—আদায় ইত্যাদি কাজ।

আদালত—[আ. আদালত] বি. বিচারালয় (দেওয়ানী আদালত; ফৌজদারী আদালত)। **আদালত করা**—মোকদ্দমা দায়ের করা।

আদি—(যাহা অগ্রে গৃহীত হয়) ণ. প্রথম; মূল (আদি কারণ; আদি নিদান); বি. হেতু, নিদান; প্রমুখ, প্রভৃতি (ইন্দ্রাদি দেবতা)। [আ-দা+ই]। **আদিকবি**—বাল্মীকি। **আদিকারণ**—মূল কারণ; পরমব্রহ্ম। **আদিদেব**—বি. শ্রেষ্ঠ দেবতা; বিষ্ণু। **আদিনাথ**—বি. পরব্রহ্ম; চট্টগ্রামের মহেশ-খালির শিবলিঙ্গ। **আদিপুরুষ**—কোন বংশের প্রথম পুরুষ। **আদিবরাহ**—বি. বিষ্ণুর বরাহ অবতার। **আদিবাসী(-সিন্)**—আদিম অধিবাসী। **আদিভূত**—মূল, প্রথম-উৎপন্ন।

আদিখ্যেতা—বি. বাড়াবাড়ি, নেকামি। [আধিক্য]

আদিত্য—[অদিতি+ষ্ণ্য] বি. সূর্য। **দ্বাদশ আদিত্য**—তপন, ইন্দ্র, রবি, গভস্তি, যম, হিরণ্যরেতা, দিবাকর, চিত্র, বিষ্ণু, অরুণ, সূর্য, বেদজ্ঞ (বৈশাখ হইতে যথাক্রমে বারো মাসে সূর্যের এই বারো নাম)।

আদিম—[আদি+ম] ণ প্রথম; অতিপ্রাচীন। **আদিম অধিবাসী**—যাহারা আগে বাস করিত বা প্রথম হইতে বাস করিতেছে।

আদিরস—(অলঙ্কারশাস্ত্রে) বি নব রসের প্রথম রস; শৃঙ্গাররস। **আদিরসাত্মক**—ণ. আদি-রসপূর্ণ। [দেওয়া হইয়াছে; নিয়োজিত।

আদিষ্ট—[আ-দিশ্+ক্ত] ণ. যাহাকে আদেশ

আদুড়, আদুল—ণ উন্মুক্ত, খোলা (আদুল গা—প্রাদেশিক)।

আদুরিয়া, আদুরী, আদুরে—বি. আদরবীজ:। **আদুরে গোপাল**—অত্যন্ত আদুরে ছেলে।

আদৃত—ণ. সমাদৃত; আগ্রহের সহিত গৃহীত। [আ-দৃ+ক্ত]।

আদেখ্‌লে—ণ. যে দেখে নাই সুতরাং অভ্যস্ত নয়; অতি ব্যগ্র, কাঙাল, হ্যাংলা। (প্রাদেশিক)।

আদেশ—[আ—দিশ্+অন্] বি. আজ্ঞা, হুকুম; উপদেশ, অনুশাসন (যত আদেশ তোমার পড়ে থাকে আবেশে দিবস কাটে তার—রবি); অন্তরে অনুভূত নির্দেশ (ঈশ্বরের আদেশ লাভ); বিধি; (ব্যাকরণে) বর্ণ ও প্রকৃতি-প্রত্যয়ের রূপ পরিবর্তন। **আদেশক**—ণ. আদেশদাতা, আদেশকর্তা। **আদেশক্রমে**—আদেশানু-সারে। **আদেশপালন**—আদেশানুযায়ী কর্মসম্পাদন। **আদেশপত্র**—বি. হুকুমনামা। **আদেশলঙ্ঘন**—আদেশ অমান্য করা। **আদেষ্টা (-ষ্টৃ)**—আদেশদাতা, উপদেষ্টা, শাসক।

আদৌ—অব্য. আদিতে; মোটেই, একেবারেই।

আদ্য—ণ. প্রথম, আদিম, আদিভূত। **আদ্য-কৃত্য**—আদ্যশ্রাদ্ধ। **আদ্যন্ত**—ক্রি.ণ. আদি হইতে অন্ত পর্যন্ত। **আদ্যশ্রাদ্ধ**—প্রথম শ্রাদ্ধ।

আদ্যা—ণ আদিভূতা, প্রকৃতি। বি. মহাবিদ্যা, দুর্গা, কালী। **আদ্যাশক্তি**—মহামায়া।

আদ্যিকাল—বি দূর অতীত কাল, মান্ধাতার আমল। [আদ্যকাল] [উপান্ত]

আদ্যোপান্ত—ক্রি.ণ. আগাগোড়া। [আদ্য+

আদ্রিয়মাণ—ণ যিনি সমাদৃত হইতেছেন।

আধ—ণ. অর্ধ। **আধ-আধ**—ণ. ভাঙাভাঙা; অস্ফুট; অসম্পূর্ণ। **আধকপালে**—বি. মাথাধরা বিঃ, hemicrania। **আধখেঁচড়া**—ণ. অর্ধসম্পাদিত। **আধধেড়ে**—ণ. আধাবয়সী। **আধাপাগলা**—ণ. পাগলাটে ধরণের। **আধপেটা**—ণ মাত্র অর্ধ পেট পূর্ণ করিয়া, অর্ধাশন। **আধবুড়া**—ণ. প্রৌঢ়; বিগতযৌবন। **আধমরা**—ণ. প্রায় মরা; নির্জীব; উদ্দীপনাহীন (আধমরাদের ঘা মেরে তুই বাঁচা—রবি)।

আধর্ষিত—ণ. আক্রান্ত; অভিভূত; নিগৃহীত। বি. **আধর্ষণ**। [আ-ধৃষ্+ণিচ্+ক্ত]

আধলা—বি. আধপয়সা; আধখানা ইট; ণ. ভাঙাচোরা।

আধলি, -ধুলি, -ধুলী—বি. আট আনার মুদ্রা।

আধা—ণ. অর্ধেক। **আধা-আধি**—অর্ধেক (আধা-আধি শেষ করিয়া আনা হইয়াছে); সমান দুই অংশে (আধা-আধি ভাগ)। **আধা-বয়সী**—মধ্যবয়সী, প্রৌঢ়ত্বে উপনীত। **আধি**—ফসলের অর্ধেক পাইবার চুক্তিতে ভাগচাষ।

আধান—[আ—ধা+অনট্] বি. গ্রহণ;

ধারণ ; স্থাপন ; সঞ্চার (গর্ভাধান ; অগ্ন্যাধান ; বলাধান) ।
আধার—[আ—ধৃ+ঘঞ্] বি. পাত্র ; আশ্রয়, অবলম্বন ; আকর (সকলগুণাধার) ; আলবাল।
আধার—বি. মাছ বা পাখীর খাদ্য। [আহার]
আধি—[আ—ধ্যৈ (চিন্তা করা)+কি] বি মনঃপীড়া ; উৎকণ্ঠা (আধিব্যাধি) ; বিপদ। **আধিক্লিষ্ট**—মনঃপীড়ায় কষ্ট পাইতেছে যে। **আধিক্ষীণ**—মনোদুঃখে কাতর।
আধি—বি. বন্ধক, ন্যাস। [আ—ধা+কি]
আধিকরণিক—[অধিকরণ+ফিক] বি. বিচারপতি। **আধিকারিক**—ণ. অধিকার-বিষয়ক। বি. ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী, officer.
আধিক্য—বি. আতিশয্য ; প্রাবল্য। (ণ. অধিক)।
আধিজ—ণ.মনঃপীড়া-জাত। **আধিজ্ঞ**—ণ.আর্ত।
আধিদৈবিক—ণ. দৈব হইতে জাত (-দুঃখ—অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, বজ্রপাত ইত্যাদি)।
আধিপত্য—বি. প্রভুত্ব ; কর্তৃত্ব (তার আধিপত্য অসহ্য) ; রাজত্ব। [অধিপতি+ষ্ণ্য]।
আধিব্যাধি—বি. শারীরিক ও মানসিক পীড়া।
আধিভৌতিক—ণ. মানুষ ও জীবজন্তু হইতে আগত (-দুঃখ)। [অধিভূত+ফিক]
আধিরাজ্য—বি. সাম্রাজ্যশাসন, আধিপত্য।
আধীকৃত—ণ. [আধি (বন্ধক)+চি্+কৃত] যাহা বন্ধক রাখা হইয়াছে।
আধুত, আধূত—ঈষৎ কম্পিত (আধুত বনরাজী) [আ—ধু, ধূ (কাঁপা)+ক্ত]
আধুনিক—[অধুনা+ফিক] ণ. একালের ; **অধুনাতন**—সাম্প্রতিক ; অর্বাচীন।
আধুলি—আধলি দ্রঃ।
আধৃত—ণ. গৃহীত, রক্ষিত। [আ—ধৃ+ক্ত]
আধেক—অর্ধেক (সাধারণতঃ কবিতায় ব্যবহৃত)
আধেয়—(আধান দ্রঃ) বি. আধারস্থ বস্তু। ণ. স্থাপনযোগ্য ; যাহা বন্ধকরূপে স্থাপন করা যায় ; উৎপাদ্য (অগ্ন্যাধানে আধেয় বহ্নি)। [আ—ধা+য]
আধো—ণ. আধ। **আধো আধো**—আধ-আধ।
আধোয়া—ণ. যাহা ধোয়া বা পরিষ্কার করা হয় নাই (আধোয়া হাত ; আধোয়া কাপড)।
আধ্মাত—[আ—ধ্মা (শব্দ করা)+ক্ত] ণ. ধ্বনিত ; নিনাদিত ; বায়ুপূরিত (আধ্মাত শঙ্খ)।
আধ্মান—বি. নিনাদ ; শব্দ ; ফাঁপিয়া উঠা, flatulence (উদর-আধ্মান)। [আ—ধ্মা+অনট্]
আধ্যাত্মিক—[অধ্যাত্ম+ফিক] ণ. আত্মাসম্বন্ধীয় ; ব্রহ্মবিষয়ক ; ঐশ্বরিক ; spiritual ; আত্মিক ; মানস। [অনট্]
আধ্যান—বি. উৎকণ্ঠার সহিত স্মরণ। [আ-ধ্যৈ+
আন—ণ. অন্য ; ভিন্ন ; অপরিচিত। (কাব্যে ব্যবহৃত)। **আন**—(ফা. বহুবচনসূচক প্রত্যয় —বাংলার আইন-আদালতের ভাষায় ব্যবহৃত) সকল, গণ, আদি (ওরিকান, নাবালকান)।
আনক—(যাহা জীবিত করে) বি. ঢাক ; ভেরী। [আ—অন্ (শব্দ করা)+অক]। **আনক-দুন্দুভি**—বি. কৃষ্ণের পিতা বসুদেবের নাম (জন্মকালে বহু আনক ও দুন্দুভি বাজিয়াছিল)।
আনকা, আনকো, আনখা—অপরিচিত ; অভিনব ; নূতন ধরণের (আনখা মানুষ দেখিয়া শিশু কাঁদিয়া উঠিল)। (প্রাদেশিক)।
আনকোরা—ণ. সম্পূর্ণ নূতন ; এখনও যাহা ব্যবহৃত হয় নাই, fresh, brand-new।
আনচান—[আন (অন্য)+চান (ফা. চয়েন—স্বস্তি)] ণ. অস্থির ; চঞ্চল ; উচাটন ("প্রাণ করে আনচান")।
আনজাম—আঞ্জাম দ্রঃ।
আনত—ণ. ঈষৎ নত (আনত দৃষ্টি) ; বিনীত, অবনত। বি. **আনতি**—প্রণতি ; নম্রতা।
আনদ্ধ—[আ—নহ্ (বন্ধন করা) +ক্ত] ণ. গ্রথিত ; সজ্জারূপে ব্যবহৃত (আনদ্ধ কেশপাশ, আনদ্ধ আভরণ) ; চামড়ায় ছাওয়া বাদ্যযন্ত্র (তবলা, ঢোল, মাদল, ঢাক, নাগরা ইত্যাদি)।
আনন—(যদ্দ্বারা পানাহার করিয়া বাঁচে) বি. মুখ (mouth) ; মুখমণ্ডল, face (বর্তমানে এই অর্থই প্রশস্ত) । [আ—অন্ (বাঁচিয়া থাকা) +অনট্]
আনন্তর্য—বি.অনন্তরত্ব, ব্যবধানরাহিত্য, contiguity, continuity [অনন্তর+য]
আনন্ত্য—বি. অনন্তের ভাব ; অশেষত্ব ; অসীমত্ব।
আনন্দ—[আ—নন্দ্+অল্] বি. হর্ষ ; পুলক ; (আনন্দেরি সাগর থেকে এসেছে আজ বান—রবি) ; প্রমোদ ; সুখ, পরিতোষ (তোমার আপ্যায়নে বড় আনন্দলাভ করিলাম) ; পরম-সত্যের উপলব্ধি-জাত গভীর অনুভূতি (জগতের আনন্দযজ্ঞে আমার নিমন্ত্রণ—রবি) ; ফূর্তি (কয় বন্ধু মিলিয়া খুব আনন্দ করিতেছে) ; আনন্দের কারণ ('ভক্তের পরমানন্দ তুমি হে

ভয়াল'); মঞ্চ; গৃহ-বিশেষ। **আনন্দময়**—আনন্দপূর্ণ; ঈশ্বর। **আনন্দরস**—আনন্দরূপ রস। **আনন্দলহরী**—আনন্দের ঢেউ; আনন্দস্রোত; নিরবচ্ছিন্ন আনন্দ। **আনন্দবিহ্বল**—আনন্দে অভিভূত অথবা অভিষিক্ত; আনন্দে গদগদ। **আনন্দন**—আনন্দ বর্ধন, অভিনন্দন। ণ. **আনন্দিত**—হৃষ্ট।

আনমন—বি. ঈষৎ নত করা বা নত হওয়া; অল্প নোয়ানো। [আ-নম্+অনট্]। **আনমনীয়**—যাহা নত করা যায় অথবা নত হয়। **আনমিত**—ঈষৎ নত করা হইয়াছে এমন। **আনম্য**—যাহা নত করা যায়; যাহার নিকট নত হওয়া উচিত, শ্রদ্ধার্হ, প্রণম্য।

আনমনা—ণ. অন্যমনস্ক; চারিদিকের পরিচিত শোভা সৌন্দর্য সমারোহ প্রভৃতির দ্বারা যাহার চিত্ত বন্দী নয় (ক্ষ্যাপার মতন আছি চিরদিন উদাসীন আনমনা—রবি)। [অন্যমনাঃ]।

আনর্ত্ত (-র্ত)—বি. রঙ্গালয়, নৃত্যভূমি; যুদ্ধ; দ্বারকা অঞ্চলের প্রাচীন নাম।

আনর্থ্য, আনর্থক্য—বি. অনর্থকতা; নিষ্ফলতা।

আনা—ক্রি. লইয়া আসা।

আনা, আনি, আনী—বি. চার পয়সার মুদ্রা বিশেষ; এক টাকার এক-ষোড়শাংশ: ষোল ভাগের এক ভাগ। (/০ আনা=৬ নয়া পয়সা)।

আনাগোনা—বি. আসা-যাওয়া, যাতায়াত।

আনাচ-কানাচ—বি. আশপাশ, বাড়ীর অ-প্রকাশ্য স্থান। [বাং]।

আনাজ—[হিঃ] বি. কাঁচা তরকারী, সব্জী।

আনাড়ী—[হিঃ] ণ. অজ্ঞ; অশিক্ষিত; অনভিজ্ঞ।

আনানো—ণ. আনীত; ক্রি. আনয়ন করানো।

আনায়—(যদ্দ্বারা মৎস্যাদি আনা হয়) বি. জাল, ফাঁদ (আনায় মাঝারে বাঘে পাইলে কি কভু ছাড়ে রে কিরাত তারে—মধু)। [আ-নী+অ]।

আনার—[ফা] বি. ডালিম, pomegranate। (ফলের ভিতরকার রঙের জন্য বিখ্যাত) **আনারকলি**—ডালিমের কুঁড়ি।

আনারস—[পোর্তু ananas] বি. অম্লমধুর সুপরিচিত ফল, pine-apple. ণ. **আনারসী**।

আনীত—[আ-নী+ক্ত] ণ. যাহা আনা হইয়াছে, উপস্থাপিত (তাহার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ)।

আনীল—ণ. ঈষৎ নীল, নীলাভ, light-blue।

আনুকূল্য—বি. সহায়তা; সদয়তা; পোষকতা, অনুগ্রহ। (ণ. অনুকূল) [অনুকূল+য]।

আনুগত্য—বি. অনুসরণ; অধীনতা, বাধ্যতা।

আনুপদিক—ণ. পিছনে আসে যে বা যাহা।

আনুপূর্ব, অনুপূর্ব—বি. পর্যায়ক্রম, যথাক্রম, পরম্পরা, sequence. **আনুপূর্বিক**—যথাক্রমে; পরম্পরাক্রমে; আগাগোড়া।

আনুমানিক—[অনুমান+ষ্ণিক] ণ. অনুমানের দ্বারা যতটা বুঝা যায় অথবা স্থির করা যায়; সম্ভাব্য, approximate, probable (আনুমানিক হিসাব; আনুমানিক জন্মকাল); মোটামুটি, আন্দাজী।

আনুরক্তি—[আ—অনু-রন্জ্+ক্তি] বি. অনুরাগ; আনুগত্য; আসক্তি। [+য]।

আনুরূপ্য—বি. সৌসাদৃশ্য; তুল্যতা। [অনুরূপ

আনুষঙ্গ, আনুষঙ্গিক—ণ. সঙ্গে আগত; সম্পৃক্ত; সংশ্লিষ্ট; প্রাসঙ্গিক (বিবাহের আনুষঙ্গিক ব্যয়)। [অনুষঙ্গ+অ, ইক]।

আনুষ্ঠানিক—ণ. শাস্ত্রবিধি-অনুযায়ী (আনুষ্ঠানিক ক্রিয়াকর্ম); অনুষ্ঠানপরায়ণ ('-ব্রাহ্ম')।

আনুপ—[অনূপ+ষ্ণ] ণ. অনূপ বা জলবহুল স্থান সম্পর্কিত বা জাত—মাছ, কুমীর, হাঁস, গণ্ডার, মহিষ, শূকর প্রভৃতি। [কারী।

আনেতা (-তৃ)—[আ-নী+তৃন] ণ.বি. আনয়ন-

আন্তর—ণ. মনোগত; ভিতরকার (আন্তর ও বাহ্য)। [অন্তর+ষ্ণ]।

আন্তরিক—ণ. অন্তরস্থিত, হৃদ্গত (আন্তরিক বিদ্বেষ); অকৃত্রিম (আন্তরিক ভালবাসা)। বি. **আন্তরিকতা**—হৃদ্যতা। **আন্তরিক-স্রোত**—সমুদ্রগর্ভস্থ স্রোত।

আন্তরীণ—ণ. ভিতরকার। [অন্তর+ঈন]।

আন্তরীক্ষ—ণ. আকাশসম্বন্ধীয়, আকাশ হইতে আগত (আন্তরীক্ষ উপদ্রব)। [অন্তরীক্ষ+ষ্ণ]।

আন্তঃপ্রাদেশিক—দুই বা ততোধিক প্রদেশ সম্পর্কিত, Inter-provincial (আন্তঃপ্রাদেশিক বাণিজ্য, সম্প্রীতি; ভাষা)।

আন্তর্জাতিক, আন্তর্জাতীয়—ণ. জাতি-সমূহের ভিতরকার, জাতিসমূহসম্পর্কিত, international (আন্তর্জাতিক বাণিজ্য, -সম্পর্ক)।

আন্ত্রিক—ণ. অন্ত্রঘটিত। **আন্ত্রিক জ্বর**—অন্ত্রের ক্ষতের জন্য জ্বর, enteric fever।

আন্দাজ—[ফা. আন্দায] বি., ণ. অনুমান;

আনুমানিক (একটা আন্দাজ করা; আন্দাজ দুইশত লোক); পরিমাণ (এক হাঁড়ি ভাত ও সেই আন্দাজ তরকারী)। ণ. **আন্দাজী**—আন্দাজে কৃত, আনুমানিক; প্রমাণহীন, কল্পনা-প্রসূত (ও তোমার আন্দাজী কথা)।

আন্দোলন—[আন্দোলি+অনট্] বি. কম্পন; দোলন; আলোড়ন; বাদানুবাদ; সর্বত্র প্রচার ও চেতনা-সঞ্চার (গণ-আন্দোলন)। বিক্ষোভ প্রদর্শন (লবণ-আইনের বিরুদ্ধে আন্দোলন)। **আন্দোলন তত্ত্ব**—(বিজ্ঞানে) তরঙ্গায়িত গতিবাদ (undulation theory)। ণ. **আন্দোলিত**—কম্পিত, সঞ্চালিত (আন্দোলিত হৃদয়, পত্রপল্লব)।

আন্ধি—আঁধি। [ন্যায়-দর্শন, তর্ক-বিদ্যা।

আন্বীক্ষিকী—[অন্বীক্ষা+ষ্ণিক+ঈপ্] বি.

আপ—[হি] স্বয়ং (আপে নিরঞ্জন; আপ ভালা ত জগ ভালা); নিজের (আপরুচি খানা—নিজের রুচি অনুযায়ী ভোজন)।

আপকেওয়াস্তে—(আপনারই জন্য) জো-হুকুম; চাটুকার; খোশামুদে (আপকেওয়াস্তের দল)।

আপক্ক—ণ. ঈষৎ পক্ব, আধপাকা; ডাঁশা; অর্ধসিদ্ধ; অল্প ভাজা।

আপখোরাকি—ণ. নিজের খাইয়া, খোরাকি ব্যতিরেকে (আপখোরাকি দশ টাকা বেতন—শুধু দশ টাকা বেতন দিবে, খোরাকি দিবে না, এই ব্যবস্থা)। **আপখোরাকি বিনি মাইনে ছেড়ে দিলে জরিমানা**—নিতান্তই বেগার খাটা (বিদ্রূপাত্মক)।

আপগা—বি. নদী। [আপ-গম্+ড, স্ত্রী, আপ্]।

আপজাত্য—বি. অবকর্ষ; সদগুণের নাশ, degeneracy। বিপ: আভিজাত্য।

আপড়া—[হি. অনপঢ—অশিক্ষিত] ণ. যা পড়া হয় নাই; যে লেখাপড়া শেখে নাই। (বিপ. পড়ুয়া)

আপণ—[আ-পণ্ (বাণিজ্য করা)+অল্] বি. বিপণি, দোকান; ক্রয়-বিক্রয়ের স্থান; হাট। **আপণিক**—ণ. দোকান বা পণ্যসম্বন্ধীয়। বি. হাটের খাজনা, তোলা; দোকানদার, বণিক।

আপতন—বি. পতন; আগমন; সংঘটন; নামা; accident, incidence. [আ-পত্+অনট্]। **আপতিক**—ণ. হঠাৎ বা দৈবাৎ যাহা হইয়াছে। **আপতিত**—ণ. পতিত; অবতীর্ণ।

আপত্তি—[আ-পদ্+ক্তি] বি. বিপত্তি; বাধা (আপত্তিটা কি); অমত, বিরুদ্ধ মত (এ বিবাহে পিতার আপত্তি)।

আপদ, আপৎ—[(তু. আ. আফৎ) যাহার দ্বারা লোকে বিপন্ন হয়] বি. বিঘ্ন, বিপত্তি, ধনক্ষয়-আদি, দুর্গতি; বিরক্তির কারণ (কি আপদ; আপদ গেলে বাঁচি)। [আ-পদ্+ক্বিপ্]। **আপৎকাল**—বিপন্ন অবস্থা। **আপদ্‌গ্রস্ত**—বিপন্ন। **আপদ-বিপদ**—দুঃসময়। **আপদ্ধর্ম**—আপৎকালে যাহা বৈধ যদিও অন্য সময়ে অধর্ম বা অবৈধ। (ষষ্ঠী তৎ)। **আপদ্‌ভঞ্জন**—আপদ দূর করেন যিনি, ঈশ্বর।

আপদ, আপাদ—অব্য. (ক্রি. ণ.) মাথা বা গলা হইতে পা পর্যন্ত (আপাদচুম্বিত, -লম্বিত)।

আপন—[হি. আপনা] বি., ণ. নিজ (আপন পরকাল নষ্ট করিতেছ); আপনার জন (পরকে আপন করা); সাক্ষাৎ (আপন মামাতো ভাই)। **আপন, আপন**—নিজ নিজ। **আপনপর**—আত্মীয়-অনাত্মীয়; শুভার্থী ও অন্য প্রকার। **আপন পায়ে কুড়াল মারা**—নিজের ক্ষতি নিজে করা। **আপনা**—ণ. আপন, নিজ (আপনা ভাল কে না চায়)। **আপনার**—নিজের; আত্মীয় (তুমি ত আমার আপনার লোক)। **আপনহারা**—তন্ময়, আত্মহারা। **আপনা-আপনি**—নিজ হইতে, স্বজন বা বন্ধু-বান্ধবদের মধ্যে (আপনা-আপনির মধ্যে বিবাদ)।

আপনি—সর্ব. সম্ভ্রমসূচক তুমি; নিজে (আপনি প্রভু বাঁধা সবার কাছে—রবি)। [আ-পদ্+ক্ত]

আপন্ন—ণ বিপন্ন; প্রাপ্ত (অবস্থাপন্ন, শরণাপন্ন)।

আপরাহ্ণিক—ণ. অপরাহ্ণকালের, বৈকালে অনুষ্ঠিত (আপরাহ্ণিক নিদ্রা)। [অপরাহ্ণ+ষ্ণিক]

আপশোস,-সোস—আফসোস দ্রঃ।

আপস, আপোস—বি. মিটমাট, রফা (শত্রুদের সঙ্গে আপোস্ কর আর বন্ধুদের সঙ্গে উৎসব কর—হাফিজ)। **আপোসহীন মনোবৃত্তি**—প্রতিপক্ষের সহিত কোন মিটমাট না করার মনোভাব; কোন অন্যায়কে কোন রকমেই না মানিয়া নেওয়ার মনোভাব। **আপোসে**—ক্রি.ণ. আপনা-আপনির ভিতরে (আপোসে ঝগড়া); উভয় পক্ষের সম্মতিক্রমে (মোকদ্দমাটি আপোসে মিটিয়া গেল); বন্ধু ভাবে ('আপোসে কুস্তি লড়া')।

আপা—জ্যেষ্ঠা ভগিনী ; মুসলমান মেয়েদের মধ্যে সম্ভ্রমাত্মক সম্ভাষণ (দিদি)।

আপাক—[সং] বি. কুম্ভকারের হাঁড়িকুঁড়ি পোড়াইবার ঘেরা জায়গা ; পোয়ান।

আপাকা—ণ. অল্প পাকা ; কাঁচা। [অপক্ব]

আপাঙ্, আপাং—বি গাছ বিশেষ (শিকড় ঔষধে লাগে)। [অপামার্গ]।

আপাটল—ণ. ঈষৎ পাটকিলা রংয়ের।

আপাণ্ডু, আপাণ্ডুর—ণ. ঈষৎপাণ্ডুবর্ণ ; অল্প ফ্যাকাসে (pale)।

আপাত—বি. তৎকাল। ণ. উপস্থিত। ক্রি.ণ. এখন এরূপ কিন্তু পরিণামে এরূপ নয় (আপাত বিরোধী, -মধুর, -মনোহর, -রমণীয়, -সুন্দর)। **আপাতকঠোর,-কর্কশ**—যাহা এখন কঠোর বা কর্কশ কিন্তু ভবিষ্যতে সেরূপ বোধ হইবে না। **আপাতদৃষ্টিতে**—দৃশ্যতঃ। **আপাততঃ**,—উপস্থিত ; এক্ষণে (আপাততঃ এখানেই আছি)।

আপাদ—আপদ দ্রঃ। **আপাদমস্তক**—ক্রি-ণ. মস্তক হইতে পা পর্যন্ত।

আপান—বি. মদের দোকান বা আড্ডা। [সং]

আপামর—ক্রি. ণ. সামান্যলোক পর্যন্ত। **আপামর-সাধারণ**—সর্বসাধারণ।

আপিঙ্গল—ণ. ঈষৎ পিঙ্গল বা তাম্রবর্ণ।

আপিস, আফিস—[ইং office] অফিস ; কেরাণী ও অফিসারদের কাজ করিবার জায়গা, দপ্তর, সেরেস্তা। **আপিস করা** আপিসে কাজ করা (সাত ঘণ্টা আপিস করার পর ফুরসৎ কোথায়)।

আপীড়—বি. শিরোভূষণ, মুকুট ইত্যাদি।

আপীড়ন—বি. নিপীড়ন ; গাঢ়-আলিঙ্গন। ণ. **আপীড়িত**—নিপীড়িত, গাঢ়-আলিঙ্গন-বদ্ধ।

আপীত—ণ. ঈষৎ হলদে (yellowish)। **আপীত-হরিৎ**—ণ. হালকা হলদে ও সবুজের মিশ্রণ (yeilowish green)।

আপীন—ণ. সুপুষ্ট ; বি. গরুর পালান।

আপীল, আপিল—[ইং appeal] বি.উচ্চতর বিচারালয়ে পুনরায় বিচারের আবেদন (হাইকোর্টে আপীল করা হইয়াছে)। **আপীলান্ট**—বি. যে আপীল করে, appellant.

আপেক্ষিক—[অপেক্ষা+ষ্ণিক] ণ. অপেক্ষাকৃত ; তুলনাকৃত, তুলনায় নির্ধারিত (relative)। **আপেক্ষিক-গুরুত্ব**—জলের ওজনের তুলনায় অন্যবস্তুর ভার। বি. **আপেক্ষিকতা**—relativity।

আপেল—[ইং apple] বি. ফলবিশেষ, সেও।

আপোড়া—ণ. অল্প পোড়া ; পোড়া নয়। [বাং]।

আপ্ত—[আপ্+ক্ত]—ণ. যাহার উপরে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিতে পারা যায়, বিশ্বস্ত, অভ্রান্ত (আপ্তবাক্য) ; প্রাপ্ত, লব্ধ। [আত্ম] আত্মীয়, নিজ। **আপ্তকাম**—যাহার কামনা চরিতার্থ হইয়াছে। **আপ্তখুদী**—স্বার্থপর। **আপ্ত-গরজী**—যে শুধু নিজের গরজ বুঝে, স্বার্থপর। **আপ্ততা**—আত্মীয়তা। **আপ্তবচন**—ঋষিবাক্য, ভ্রমপ্রমাদশূন্য বাক্য। **আপ্তবাক্, -বাক্য**—প্রত্যাদেশ, revelation ; যে কথা প্রামাণিক বলিয়া গৃহীত হয়। **আপ্তভাব**—বি. বিশ্বস্তভাব ; আত্মীয়ভাব, নিজের ভাব। **আপ্তসার**—ণ.স্বার্থপর ; বি. নিজ ধন, আপন ও শ্রেষ্ঠ বস্তু ('কালী নাম যার—')।

আপ্যায়ন—[প্যায়্—বৃদ্ধি পাওয়া] বি. সম্বর্ধনা ; প্রীতি সম্পাদন ; পরিতোষ সাধন। ণ. **আপ্যায়িত**—পরিতৃপ্ত, প্রীতিপ্রাপ্ত।

আপ্রাণ—ক্রি. ণ. আজীবন ; (বাং) প্রাণপণ, যথাসাধ্য (আপ্রাণ চেষ্টা)। **আপ্লব**—বি. স্নান ; জল ছিটানো ; লাফাইয়া চলা। ণ. **আপ্লুত**—অভিষিক্ত, প্লাবিত। **আপ্লাব**—বি. প্লাবন। **আপ্লাবন**—বন্যা ; অভিষেক। **আপ্লাবিত**—প্লাবিত, অভিষিক্ত।

আফগান—[ফাঃ] আফগানিস্থানের অধিবাসী, পাঠানজাতি বিশেষ।

আফতাব—[ফা] সূর্য।

আফলা—ণ. যাহাতে এখনও ফল হয় নাই বা ফল ধরে নাই।

আফলোদয়—ক্রি. ণ. যে পর্যন্ত না সফলতা লাভ হয়।

আফসানো—[ফা. আফ্শান্—ছড়ানো] ক্রি. বিফল-মনোরথ হইয়া ক্রোধে হাত-পা আছড়ানো, হাত কামড়ানো। বি. **আফসানি**।

আফসোস—[ফা.] বি. পরিতাপ, অনুশোচনা দুঃখের বিষয় (আফসোস আমার গোপন সব কসকে যে জেয় নিদয় প্রাণ—নজরুল)।

আফিং, আফিম—বি. অহিফেন, সুপরিচিত বিষ ও মাদকদ্রব্য। **আফিংখোর, আফি-মচি**—যে নিয়মিতভাবে আফিং খায়।

আব—[ফা. আব] জল (পঞ্জাব, গোলাব) ;

ঔজ্জ্বল্য (আবদার মুক্তা) ; ধার (তলোয়ারের আব) । **আবে-জমজম**—মক্কার পবিত্র জমজম কূপের জল (হাজীগণ কৌটায় ভরিয়া আনেন) ।

আব—বি. অভ্র ; অর্বুদ, মাংসপিণ্ড, tumour.

আবওয়াব, আবয়াব—(ফাঃ বাব শব্দের বহুবচন) বি. বৈধ কর ভিন্ন অতিরিক্ত কর ।

আবকার (গার)—[ফা.] বি. যে মদ চোলাই করে ; মাদকদ্রব্য প্রস্তুতকারক বা বিক্রেতা । **আবকা(গা)রী বিভাগ, -দোকান**-মাদকদ্রব্যের তত্ত্বাবধায়ক সরকারি বিভাগ ; মদ্যাদির দোকান ।

আবখোরা—[ফা.] জল পান করিবার পাত্র ।

আবছা, আবছায়া, অবছায়া—বি. আভাস, অস্পষ্ট ছায়া, ছায়া-আলোর মিশ্রণ ।

আবজুশ—[ফা. আবজোশ] বি. কাথ, broth ।

আবডাল—বি. আড়াল ।

আবদার—বি. বাহানা (শিশুর আবদার) ; অসঙ্গত প্রার্থনা, দাবি, ফরমাশ । **আবদারে, আবদেরে**—প. যে আবদার করে ।

আবদার—প. আব বা ঔজ্জ্বল্য আছে যার ।

আবদ্ধ—প. অবরুদ্ধ (পিঞ্জরাবদ্ধ : আবদ্ধ জল) ; বাঁধা (শৃঙ্খলাবদ্ধ ; অঙ্গীকারাবদ্ধ) ; বিজড়িত (সাংসারিক কাজে আবদ্ধ) ; সীমাবদ্ধ ; বন্ধকী, mortgaged । [আ-বন্ধ্‌+ক্ত] ।

আবর—প. অবোধ, অসভ্য । বি. মেঘ ; হালকা বৃষ্টি : আসামের পার্বত্যজাতি বিশেষ । পোষাকের বহির্ভাগ । [অক] ।

আবরক—প. আবরণকারী, ঢাকনি [আ-বৃ+

আবরণ—বি. আচ্ছাদন, গায়ের কাপড় ; পর্দা (মুখাবরণ) ; ঢাকনি ; ঢাল ; (বেদান্তে) অবিদ্যা, মায়া, যাহার দ্বারা চৈতন্য আবৃত থাকে । **আবরণশক্তি**—মায়াশক্তি । প. আবৃত ।

আবরু—[ফা.] বি. চোখের পাতা ; আবরণ ; পর্দা (আবরু-পর্দা নাই) ; সম্ভ্রম (আবরু-ইজ্জত রক্ষা করা দায় হইয়াছে) ; লজ্জাশীলতা, ভব্যতা (এই পোষাকে আবরু রক্ষা হইবে না) । **আবরু-হুরমৎ**—শ্লীলতা ও শালীনতা, সম্ভ্রম ।

আবরোঁয়া—[ফা. আবরবাঁ—জলধারা] সূক্ষ্ম মসলিন বস্ত্র (জলে ভিজালে জলের মত দেখাত) ।

আবর্জন—বি. ত্যাগ ; নত হওয়া । [আ-বৃজ্‌ +অনট্‌] । **আবর্জনা**—বি. অপ্রয়োজনীয় জ্ঞানে পরিত্যক্ত দ্রব্য, জঞ্জাল (আবর্জনার স্তূপ) ; অবাঞ্ছিত বস্তু ; সৌষ্ঠবের হানিকর বস্তু । প. **আবর্জিত**—পরিত্যক্ত ; আনত ।

আবর্ত—[আ-বৃৎ+অল্‌] বি. জলের ঘূর্ণিপাক, whirlpool ; যাহা চক্রাকারে ঘুরে অথবা চক্রাকার (রোমাবর্ত) ; মেঘবিশেষ ; পাক ('বামাবর্ত') । **আবর্তবাত্যা**—ঘূর্ণিবায়ু, cyclone । **আবর্তন**—বি. ঘূর্ণন ; চক্রাকারে ভ্রমণ, rotation ; প্রত্যাবর্তন ; আওটানো । প. **অববর্তিত** । **আবর্তমান**—প. যাহা আবর্তিত হইতেছে । **আবর্তনী**—বি. ঘোটার কাঠি । [(তারাবলি, গ্রন্থাবলী) ।

আবলী, আবলি—(সং) শ্রেণী, সমষ্টি

আবলুস—[ফাঃ আবনুস—ebony] বি. ঘোর কৃষ্ণবর্ণ কাষ্ঠবিশেষ (আবলুসের মত কাল) ।

আবল্য—[অবল+ষ্য] বি. শরীরের দুর্বল ও জড়ভাব ও তাহার সহিত জিহ্বার জড়তা ; জড়তাজনিত তন্দ্রার ভাব ।

আবশ্যক—[অবশ্যম্‌+কণ্‌] বি. প. প্রয়োজন ; দরকার ; প্রয়োজনীয় । **আবশ্যকতা**—(বাং) প্রয়োজন । **আবশ্যকীয়**—(বাং) প্রয়োজনীয় ।

আবশ্যিক—প. অবশ্যকরণীয়, বাধ্যতামূলক, compulsory (আবশ্যিক পাঠ্য) । বিপ.ঐচ্ছিক ।

আবহ—[আ-বহ্‌+অচ্‌] বি আবহাওয়া ; প. উৎপাদক ; জনক (কৌতুকাবহ, ভয়াবহ) ; বাহক, ধারক । **আবহ সঙ্গীত**—অভিনয়-কালীন নেপথ্য-সঙ্গীত, background music । **আবহ বিজ্ঞান -বিদ্যা**—বায়ুমণ্ডল-বিদ্যা, meteorology । **আবহ-সংবাদ**—ঝড়বৃষ্টি সম্বন্ধে সংবাদ, meteorological report ।

আবহন—বি. বহন ।

আবহমান—প. ক্রমাগত, চিরপ্রচলিত (-কাল') ।

আবহাওয়া—[ফা.] বি. জলবায়ু, climate ; পরিবেশ, atmosphere (অধর্মের আবহাওয়া) ।

আবা—[আ. আ'বা] বি. বোতামহীন লম্বা জামা বিশেষ (কাবা দ্রঃ) ; [বাং] অব্য. শিশুদের খেলা সামাজিকভাবে বন্ধ করিবার ইঙ্গিত বিশেষ । **আবাকাবা**—সম্রান্ত জমকাল বেশ(আবাকাবা লাগিয়ে এসেছ চেনা দায়—ব্যঙ্গে) । **আবা-আবা খেলা,-খেল**—শিশুর খেলা ; ছেলেখেলা (একি আবা-বাবা-খেল পেয়েছ) ।

আবাঁধা—প. যাহা বাঁধা হয় নাই ; অবিন্যস্ত ।

আবাঁধা বই—মলাট দেওয়া হয় নাই এমন বই। **আবাঁধা চুল**—এলায়িত কেশ। **আবাঁধা দাম**—অনিয়ন্ত্রিত দ্রব্যমূল্য।

আবাগি,-গী—(অভাগা দ্রঃ) বি. হতভাগ্য নারী; গালি বিশেষ (আবাগির বেটা)। (গ্রাম্য)।

আবাছা—ণ. অনির্বাচিত; যাহা হইতে অবাঞ্ছিত উপকরণ বাছিয়া ফেলা হয় নাই (আবাছা চাউল, আবাছা শাক); ছোট বড় মিশানো।

আবাদ—[ফা.] বি. নূতন জনপদ; বসতি (লোকজনের আবাদ হইয়াছে); শস্যক্ষেত্রে বা বসতিতে পরিণত করণ (পতিত জমি আবাদ করা; জঙ্গল কাটিয়া শহর আবাদ করা); চাষ।

আবাদী—ণ. চাষযোগ্য; যাহাতে ফসল জন্মে।

আবার—ক্রি. ণ. পুনরায় (আবার সে দিন আসিবে); অবজ্ঞা সন্দেহ অসম্মতি ইত্যাদি সূচক (পাগলের আবার শ্বশুর বাড়ী; কোথায় আবার যাব); অধিকন্তু (সে-ই পারবে তুমি আবার কেন)।

আবাল—অল্পবয়স্ক (আবাল ছেলে কোলে; আবাল-কালে)। **আবালবৃদ্ধবনিতা**—বালক বৃদ্ধ ও স্ত্রী।

আবাল্য—ক্রি. ণ. শৈশবাবধি, বাল্যকাল হইতে।

আবাস—[আ-বস্+ঘঞ্] বি. বাসস্থান; বসতি; বাসা (ছাত্রাবাস)। **আবাসভূমি**—স্থায়ী বাসস্থান। **আবাসিক**—ণ. আবাসবিশিষ্ট, আবাস-সংক্রান্ত; বি. রক্ষণাবেক্ষণের ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তি, care-taker; ছাত্রাবাসের ছাত্র। **আবাসিক বৃত্তি**—আবাসিক ছাত্রদের নিমিত্ত নির্ধারিত অর্থসাহায্য। **আবাসিক বিদ্যাভবন**—যে বিদ্যালয়ের অধিকাংশ ছাত্র আবাসিক, Residential Educational Institution।

আবাহন—বি. আহ্বান; নিমন্ত্রণ, প্রতীমায় আবির্ভাবার্থ দেবতার প্রতি আহ্বান, invocation। বিপ. বিসর্জন। [আ-বহ্+ণিচ্ অনট্]। ণ. **আবাহিত**—আহূত। **আবাহনী**—দেবতার প্রতি আমন্ত্রণ-জ্ঞাপক বিশেষ মুদ্রা বা করতলবিন্যাস; আবাহনের জন্য রচিত মন্ত্র গীত বা স্তুতি।

আবিদ্ধ—ণ. বিদ্ধ, ছিদ্রিত (আবিদ্ধ রত্ন)।

আবির,-বীর—[সং অভ্র] বি. ফাগ; আবিরের রং (আকাশ যখন আবিরে ভরিল অথচ তারকা নাই—করুণানিধান)। **আবির খেলা**—পরস্পরের গায়ে আবির ছোড়া।

আবির্ভাব, আবির্ভবন—(আবিস্-ভূ+ঘঞ্, অনট্) বি. প্রকাশ; অধিষ্ঠান (ঘটাদিতে দেবতার আবির্ভাব); দেবতার মর্ত্যে অবতরণ; মহাপুরুষের উদয়, মাহাত্ম্যব্যঞ্জক প্রকাশ। ণ. **আবির্ভূত**—প্রকাশিত; অধিষ্ঠিত; অবতীর্ণ।

আবিল—(যাহা দৃষ্টি আচ্ছাদন করে) ণ. অস্বচ্ছ; পঙ্কিল, ঘোলা; কলুষিত। বি. **আবিলতা**। [আ-বিল্ (আচ্ছাদন করা)+অ]।

আবিষ্কার, -ষ্করণ, -ষ্ক্রিয়া—বি. অপ্রকাশিত বা অজ্ঞাত বিষয়ের প্রকাশ সাধন; নূতন কিছুর উদ্ভাবন, discovery, invention (মাধ্যাকর্ষণ তত্ত্বের আবিষ্কার; বেতারযন্ত্রের আবিষ্কার; নূতন প্রতিভা আবিষ্কার)। [আবিস্-কৃ+ঘঞ্, অনট্; আবিস্+ক্রিয়া]। **আবিষ্কর্তা, (-র্তৃ), আবিষ্কারক**—যে আবিষ্কার করে। ণ. **আবিষ্কৃত**—যাহা আবিষ্কার করা হইয়াছে।

আবিষ্ট—[আ-বিশ্+ক্ত] ণ. অভিভূত (শোকাবিষ্ট); ভাবে গদগদ (প্রেমাবিষ্ট); অভিনিবিষ্ট (আবিষ্টচিত্তে পাঠ)। বি. আবেশ।

আবীত—বি. উপবীত, পইতা।

আবৃত—ণ. আচ্ছাদিত; ঢাকা; পরিব্যাপ্ত (মেঘাবৃত আকাশ); পরিবৃত (অজ্ঞানাবৃত জীবন)। বি. **আবৃতি**—আবরণ, বেষ্টন, ঘের।

আবৃত্ত—ণ. যাহা আবৃত্তি করা হইয়াছে, অভ্যস্ত; প্রত্যাগত; গুণিত। [আ-বৃৎ+ক্ত]।

আবৃত্তি—বি. পুনঃ পুনঃ পাঠ; ছন্দ ভাব ভাষা ইত্যাদি অভিব্যক্ত করিয়া পাঠ, recitation; আবর্তন, প্রত্যাবর্তন। [আ-বৃৎ+ক্তি]।

আবেগ—[আ-বিজ্ (ভীত হওয়া, ত্বরা করা)+ঘঞ্] বি. অনুভূতির প্রাবল্য; বেগ; ব্যাকুলতা, ব্যগ্রতা (ভাবাবেগ, শোকাবেগ, মনের আবেগ, অন্ধ আবেগ)। ণ. আবিগ্ন।

আবেদক—[আ-বেদি+অক] ণ. আবেদনকারী; অভিযোগকারী; প্রার্থী। **আবেদন**—বি. দরখাস্ত, নিবেদন, অভিযোগ, application; অন্তঃকরণে স্পর্শ, appeal (সুরের আবেদন)। ণ. **আবেদিত; আবেদনীয়**।

আবেশ—[আ-বিশ্—প্রবেশ করা+অ] বি. তন্ময়ভাব, ভাবাবেশ (সুকুমার দেহগন্ধ লইল শোষণ করি অতৃপ্ত আবেশে—রবি; যত আবেশ

তোমার পড়ে থাকে আবেশে দিবস কাটে তার—রবি); সঞ্চার (ক্রোধাবেশ, রসাবেশ); প্রভাব (ভূতাবেশ); হাবভাব (আবেশে বিলাসে ছলনার পাশে চারিদিক হ'তে ঘেরিল আসি—রবি); অপস্মার রোগ। ণ. আবিষ্ট।

আবেষ্টক—ণ. বি. পরিবেষ্টক; বেড়া। **আবেষ্টন**—বি. পরিবেষ্টন, পরিবেশ, environment (ক্লেশকর আবেষ্টন); ঘের। **আবেষ্টনী**—বেষ্টনী, পরিধি। ণ. **আবেষ্টিত**।

আবোর—[ফা. আব্‌র্—মেঘ; সং অভ্র] মেঘ; বৃষ্টির পূর্বসূচনা (আবোর করেছে)।

আবোল-তাবোল—[হিং অনবোল-তনবোল—বা-তা বলা) বি. মনে যা আসে তাই বলা; পরম্পর-অসংলগ্ন উক্তিসমূহ, nonsense। **আবোল তাবোল বকা**—অসংলগ্ন কথা বলা; আসল কথা এড়াইয়া বাজে কথা বলা।

আব্‌বা—[আ. আব, আবা] বি. বাবা; পিতা। (সম্ভ্রমার্থে—আব্বাজান। রেখেছে আব্বা ইব্রাহিম সে আপনা রুদ্র পণ—নজরুল)।

আব্রহ্ম—অব্য. ব্রহ্মা হইতে। **আব্রহ্মস্তম্ব পর্যন্ত**—ব্রহ্মা হইতে তৃণ পর্যন্ত, বিশ্ব-সংসার।

আভরণ—বি. ভূষণ, অলঙ্কার; হার, বলয় প্রভৃতি গহনা। [আ-ভৃ (ধারণ করা) + অনট্]। **আভরণপ্রিয়**—সাজসজ্জাপ্রিয়।

আভা—বি. প্রভা, দীপ্তি।

আভাং—বি. আভাঙ্গ, শরীরে প্রচুর তেল মাখা।

আভাঙ্গা—ণ. যাহা ভাঙ্গা বা ব্যবহার করা হয় নাই (আভাঙ্গা জমি—অকর্ষিত পতিত জমি; আভাঙ্গা জল—ঘাটের (প্রাতঃকালের) যে জলে কাহারো অঙ্গস্পর্শ হয় নাই; আভাঙ্গা সাপ—যে সাপের বিষদাঁত তুলিয়া ফেলা হয় নাই)। [অভঙ্গ]।

আভাতি—বি. ছায়া; প্রতিবিম্ব। [আ-ভা + ক্তি]

আভাষ—[আ—ভাষ্ (বলা) + অল্] বি. ভূমিকা, অবতরণিকা, আলাপ। **আভাষণ**—বি. সম্ভাষণ, আলাপ, অভিভাষণ। **আভাষিত, আভাষ্য**—ণ. আলাপের যোগ্য।

আভাস—[ভাস্—দীপ্তি পাওয়া] অস্পষ্ট বা অসম্পূর্ণ প্রকাশ; ইঙ্গিত (আসল ব্যাপারের কিছু আভাস পাওয়া গেল); প্রতিবিম্ব; প্রকাশ; আদল, সাদৃশ্য (কন্যার মুখে মায়ের মুখের আভাস)। (তর্কশাস্ত্রে—হেত্বাভাস—fallacy)। ণ. **আভাসমান**—প্রতীয়মান।

আভাস্বর—ণ. ঈষৎ দীপ্তিশালী; বিশেষ উজ্জ্বল। [আ (ঈষৎ বা বিশেষ) + ভাস্বর]।

আভিজন—বি. অভিজনের ভাব বা অবস্থা; কৌলীন্য। [অভিজন + অ]

আভিজাতিক—ণ. বংশমর্যাদা-বিষয়ক; কুল-পরিচায়ক। [অভিজাত + ষ্ণিক]। **আভিজাত্য**—[অভিজাত + ষ্য] কৌলীন্য; (আভিজাত্যের অহঙ্কার); শ্রেষ্ঠত্বের লক্ষণ (সহজ আভিজাত্য); পাণ্ডিত্য; সৌন্দর্য।

আভিধানিক—বি. অভিধান-লেখক বা অভিধান বিষয়ে বিশেষজ্ঞ। ণ. অভিধানগত। শব্দের **আভিধানিক অর্থ**—অভিধানবর্ণিত সাধারণ অর্থ। **আভিধানিক শব্দ**—অপ্রচলিত শব্দ।

আভিমুখ্য—বি. সম্মুখবর্তিতা; আনুকূল্য।

আভীর—[সং] বি. গোপজাতি (বর্তমানে আহীর)। **আভীর নারী**—গোপ নারী। **আভীরপল্লী**—গোপপল্লী। **আভীরী**—বি. রাগিণী বিশেষ।

আভুগ্ন—ণ. ঈষৎ বক্র। [আ-ভুজ্ + ক্ত]

আভূমি—অব্য. ভূমি পর্যন্ত। **আভূমিনত**—ভূমি পর্যন্ত অবনত।

আভোগ—বি. সম্যক্ ভোগ; পূর্ণতা; বিস্তার; সঙ্গীতের শেষ ভাগ (আস্থায়ী, অন্তরা, সঞ্চারী, আভোগ)। [আ-ভুজ + ঘঞ্]

আভ্যন্তর, আভ্যন্তরীণ, আভ্যন্তরিক—ণ. অন্তরস্থ, ভিতরকার, অভ্যন্তরীণ।

আভ্যুদয়িক—[অভ্যুদয় + ষ্ণিক] ণ. অভ্যুদয়-সূচক; মাঙ্গলিক; বি. শ্রাদ্ধবিশেষ।

আম—[আ—অম্ (রুগ্ণ হওয়া) + ঘঞ্] বি. অজীর্ণ রোগ, আমাশয়। **আমরক্ত**—রক্তস্রাব-মিশ্রিত আমাশয়। **আমরস বাহির করা বা হওয়া**—আমরক্ত বাহির করা বা হওয়া (হাড়ভাঙা খাটুনির ফলে)।

আম—[আ. আ'ম] ণ. সাধারণ ('খাসে'র বিপরীত)। **আমজনতা, আমলোক**—সর্বসাধারণ, জনগণ। **আমদরবার**—সর্বসাধারণকে লইয়া যে দরবার, দরবার-ই-আম। বহুবচনে—**আওয়াম** (ণ. আওয়ামী, -লীগ)।

আম—[সং] ণ. অপক্ব; অসিদ্ধ, কাঁচা, raw (আম মাংস); অদগ্ধ (আমকুম্ভ, আম হাঁড়ি)। [আ-অম্ + অ]। **আমগন্ধি**—ণ. কাঁচাগন্ধ-যুক্ত।

আম—[সং আম্র] বি. সুপরিচিত ফল (লেংড়া, বোম্বাই, ফজলি আম)। **আম-আচার**—আমের আচার। **আমআদা**—আমের গন্ধযুক্ত আদা। **আমচুর**—শুষ্ক আম্র-খণ্ড (শুকাইয়া আমচুর হইয়াছে—আমচুরের মত শীর্ণ ও লাবণ্যহীন হইয়াছে)। **আমসত্ত্ব**—পাকা আমের শুকানো রস। **পাকা আম দাঁড়কাকে খায়**—গুণবতী রূপবতী কন্যা অপাত্রে দান; উত্তম বস্তুর অযোগ্য ব্যবহারের জন্য আক্ষেপ। **বর্ণচোরা আম**—যে আম পাকিলেও কাঁচার মত দেখা যায়; বাহিরের আকার ও চালচলন দেখিয়া যাহার স্বরূপ বুঝা যায় না।

আমক শ্মশান—যে শ্মশানে মৃতদেহ দাহ করিতে দেওয়া হয় না—শিয়ালকুকুরে খায়।

আমট—বি. আমসত্ত্ব।

আমড়া—বি. গাছবিশেষ ও তাহার ফল, আম্রাতক, hogplum. **আমড়াগাছি, -গেছে করা**—তোষামোদে ভুলানো, অযথা প্রশংসাদির দ্বারা কাজ হাসিল করিতে চেষ্টা করা।

আমতা-আমতা করা—হাঁ না কিছুই স্পষ্ট করিয়া না বলা, দায়ে পড়িয়া অস্পষ্টভাবে স্বীকার করা।

আমদ—[ফা. আমদন] বি. আসা। **আমদ ও রফ্‌ৎ**—আসা-যাওয়া; আমদানী-রপ্তানি।

আমদানি—[ফা.] বি. দেশের বাহির হইতে পণ্য আনয়ন; পণ্যের জোগান (মাছের আমদানি কমে গেছে)। **আমদানি বাণিজ্য**—আমদানী পণ্যের বাণিজ্য। **আমদানি রপ্তানি**—মালপত্র বিদেশ হইতে আনা ও স্বদেশ হইতে বিদেশে চালান দেওয়া, import & export. ণ. **আমদানী**—বিদেশ হইতে আনীত (আমদানী মাল)।

আমধুর—বি. অম্লমধুর; অম্লমিষ্ট।

আমন—[সং. হেমন্ত] হেমন্তকালে জাত ধান।

আমন্ত্রণ—[মন্ত্র্‌—মন্ত্রণা করা, আহ্বান করা] আহ্বান; সম্বোধন; নিমন্ত্রণ। ণ. **আমন্ত্রিত**—আহূত, নিয়োজিত। **আমন্ত্রয়িতা (-তৃ)**—যিনি আমন্ত্রণ করেন।

আমন্দ্র—ণ. ঈষৎ গম্ভীর।

আমবাত—বি. চর্মরোগ বিশেষ (গায়ে চাকা চাকা দাগ হয় ও সেই সঙ্গে জ্বালা ও চুলকানি), nettlerash।

আমমোক্তার—[ফা. মুখ্‌তার-ই-আম] বি. বিধিবদ্ধভাবে নিয়োজিত প্রতিনিধি, attorney। **আমমোক্তারনামা**—আমমোক্তার রূপে নিয়োগের দলিল, power of attorney।

আময়—[আম—যা+অ—হিংসাকারক, অস্বস্তিকারক] বি. ব্যাধি, পীড়া (নিরাময়—নীরোগ, মনঃপীড়াহীন)। **আময়িক**—ণ. রোগসম্বন্ধীয় (therapeutic)।

আময়দা—আমাদা দ্রঃ।

আমর্—[আ+মর্] অব্য. অল্প ক্রোধ বিরক্তি ইত্যাদি সূচক উক্তি (আমর্ তুই কি কাণা)।

আমরুজ, আমরুল—আম দ্রঃ।

আমরণ—ক্রি-ণ. মৃত্যুকাল পর্যন্ত।

আমরি—অব্য. আহা মরে যাই (সাধারণতঃ বিদ্রূপে ব্যবহৃত হয়; কখনও কখনও প্রশংসারও ব্যবহৃত হয়— আমরি বাংলা ভাষা—অঃ প্রঃ)।

আমরুল—বি. অম্লস্বাদের শাক বিশেষ।

আমর্শ,-র্শন—[মৃশ্, পরামর্শ করা, স্পর্শ করা] বি. পরামর্শ; প্রণিধান।

আমর্ষ—[মৃষ্—ক্ষমা করা] বি. অমর্ষ; অসহ্য বা ক্ষমা না করা; ক্রোধ।

আমল—[আ. আ'মল্—কর্ম, প্রভাব, অধিকার] বি শাসনকাল (নবাবী আমল; নতুন গিন্নির আমল); কাল (মান্ধাতার আমল; দাদা আদমের আমল থেকে); অধিকার (জ্ঞাতিরা এখনও তাহাকে সম্পত্তিতে আমল দেয় নাই)। খাতির, মর্যাদা (তার মত লোক আমাদের বাড়ীতে আমল পাবে না)। **আমলদস্তক**—সম্পত্তিতে অধিকার দানের অনুজ্ঞাপত্র। **আমলদার**—খাজনা আদায়কারী; শাসনকর্তা। **আমলদারি**—মালগুজারি; শাসন। **আমল না দেওয়া**—অধিকার না দেওয়া, গ্রাহ্য না করা। **মান্ধাতার আমল**—পৌরাণিক যুগ; অতি প্রাচীন কাল। [অন্ততম।

আমলক, আমলকী—বি. আমলা, ত্রিফলার

আমলনামা—[আ.+ফা.] বি. নিয়োগপত্র; নিযুক্ত ব্যক্তির কাজকর্ম সম্বন্ধীয় বই (Service Book); জমি অথবা অন্য সম্পত্তি সম্বন্ধে অধিকার-নির্দেশক অনুজ্ঞাপত্র।

আমলা—[আ. আ'মল্] বি. নিম্নপদস্থ রাজকর্মচারী; কেরাণী। **আমলাতন্ত্র**—রাজকর্মচারীদের দ্বারা প্রভাবিত শাসনতন্ত্র, Bureaucracy।

আমলা-ফয়লা—কর্মচারী, কেরাণী প্রভৃতি।
আমলা—বি. আমলকী, embelic myrobalan.
আমলানো—ক্রি. পচিয়া অম্ল হওয়া; ব্যথাযুক্ত হওয়া, টাটানো।
আমলস্থ. আমসি,-সী.-ষী—আম দ্রঃ।
আমা—সর্ব্ব. আমি, স্বয়ং; প. আধপোড়া (ইট)।
আমাতিসার—বি. উদরপীড়া বিশেষ, আমাশা।
আমাদা আমদা—[ফাঃ আমাদাহ্] প. হাতের কাছে প্রস্তুত, প্রচুর (আমাদা জিনিস পেয়েছে তাই ফেলে ছ'ড়ে খাচ্ছে)।
আমানৎ,-ত—[আ.] বি. জমা বা গচ্ছিত রাখা, ন্যাস। (দশ টাকা আমানৎ রাখা হইয়াছে)। প. **আমানতী**—গচ্ছিত।
আমানি,-নী—বি. কাঁজি, পান্তাভাতের জল (আমানি খাবার গর্ত দেখ বিদ্যমান—কবিকঙ্কণ)।
আমান্ন—বি অসিদ্ধ চাউল; অসিদ্ধ খাদ্য। [আম=কাঁচা]।
আমামা—[আঃ আ'মামা]—বি. শিরস্ত্রাণ; পাগড়ি বিশেষ (হাঁকে বীর শির দেগা নাহি দেগা আমামা—নজরুল)।
আমার—সর্ব. আপন (কেন বল সন্তান আমার)।
আমাশয়—বি পাকস্থলী। **আমাশা, আমাশয়**—উদরাময় বিশেষ, dysentery।
আমি—সর্ব. কর্তৃত্ব-নির্দেশক (আমি কথা দিতেছি); সত্তা (সকল খেলায় করবে খেলা এই আমি—রবি); অহঙ্কার (আমি আমি কেন কর); আত্মা বা মহৎ সত্তা (অন্তরে যে রহিয়াছে অনির্বাণ আমি—রবি); পরমতত্ত্ব, সোঽহম্। **আমাতে আর আমি নাই**—ভয়ে বা উৎকণ্ঠায় একান্ত অভিভূত।
আমিন, আমীন, আমেন—[আ. আমীন; ইং amen—প্রার্থনা পূর্ণ হোক] অব্য. প্রার্থনা পূর্ণ হোক; তাই হোক, তথাস্তু।
আমিষ—[সং] বি. প. মাছ মাংস ডিম প্রভৃতি জৈব খাদ্য। **আমিষভোজী** (-জিন্)—যে আমিষজাতীয় খাদ্য গ্রহণ করে, মাছমাংস-খোর; আমিষাশী।
আমীন, আমিন—[আ.] বি. রাজস্ববিভাগের কর্মচারী বিশেষ (জরিপে নিযুক্ত); তত্ত্বাবধায়ক।
আমীর, আমির—[আঃ আমীর] বি. সম্রান্ত ব্যক্তি; প্রদেশ-শাসক; বড়লোক (আমির ও গরীব); কাবুলের রাজার উপাধি। **আমীরি, আমীরানা**—বি. বড়লোকি। **আমীরি**—প. ঐশ্বর্যের পরিচায়ক (আমীরি চাল-চলন)।
আমীরওমরা—আমীর ও তত্তুল্য সম্রান্ত দরবারস্থ ব্যক্তি; বড়লোকের দল।
আমুক্ত—[আ—মুচ্+ক্ত] প. নিক্ষিপ্ত; অল্প খোলা; খোলা।
আমুদে—প. হাস্যকৌতুকপ্রিয়, রসিক, আমোদ-আহ্লাদপ্রিয়; খোশমেজাজের। (বি. আমোদ)।
আমুল-মামুল—প. প্রচলিত, প্রথাগত।
আমূল—ক্রি. প. মূল পর্যন্ত (ছুরিকা আমূল প্রোথিত হইল); গোড়া হইতে, আগাগোড়া (আমূল সংস্কার,-পরিবর্তন)।
আমেজ—[ফাঃ আমেয] বি. আভাস, একটুকু স্পর্শ; অল্পমিশ্রণ (শীতের, নেশার আমেজ)।
আমোদ—[আ—মুদ্+অচ্] বি. হর্ষ, আহ্লাদ; ক্রীড়াকৌতুক, উৎসব; স্ফূর্তি (খেলামাঠে ছেলেরা আমোদ করিতেছে); কৌতুক (লোকটাকে পাড়াগেঁয়ে পাইয়া সকলেই খুব আমোদ করিল); সৌরভ, সৌরভজাত আনন্দ (গন্ধামোদ, হেনার গন্ধে বায়ু আমোদিত)। প. **আমোদিত**—সুবাসিত; আনন্দপূর্ণ। **আমোদ-আহ্লাদ, -প্রমোদ**—কয়েক জনে মিলিয়া আনন্দ উপভোগ। **আমোদ-প্রিয়**—কৌতুকপ্রিয়; যাহারা আমোদ-আহ্লাদ ভালবাসে; স্ফূর্তিবাজ (আমোদপ্রিয় ধনীর দুলাল)। **আমোদী, আমুদে**—প. যে আমোদে সময় কাটাইতে ভালবাসে।
আম্নায়—বি. বেদাদি পাঠ বা অভ্যাস; অভ্যাস। আগম, বেদ বা তন্ত্র। [আ-ম্না (অভ্যাস ক)+অ]
আম্বর—[ইং amber] বি. সুগন্ধ রঞ্জনদ্রব্য বিঃ, ইহার দ্বারা কাপড় রঙানো হয়।
আম্মা, আম্মা—[সং অম্ব; আঃ উম্; উর্দু আম্মা] বি. মা; প্রভুপত্নী বা তত্তুল্য মহিলাকে সম্ভাষণ। (আম্মা লাল তেরি খুন কিয়া খুনিয়া—নজরুল); **আম্মাজান**—(সম্ভ্রমে) মা।
আম্র—বি. আম। **আম্রকানন**—আমবাগান; **আম্রগন্ধক**—গুল্মবিশেষ। **আম্রপুষ্প**—আম্র-মুকুল। **আম্রবীজ**—আমের আঁটি। **আম্রহরিদ্রা**—আম আদা।
আম্রাত, আম্রাতক—(আমের মত) বি. আমড়া; আমসত্ত্ব।
আম্ল—[অম্ল+ক] প. যাহার স্বাদ অম্ল; টক্।

আম্লিক—অম্লযুক্ত অম্লসম্বন্ধীয়, acidic. **আম্লিকা**—বি তেঁতুল গাছ।

আয়—[আ—ই+ঘঞ্] বি. অর্থাগম; উপস্বত্ব; লাভ (মাসিক আয় একশ' টাকা)। **আয়ের পথ**—আয়ের উপায়। **আয়কর**—ণ যাহাতে আয় হয় (আয়কর ফসলের চাষ); বি. আয়ের উপরে নির্ধারিত কর বা ট্যাক্স, income-tax। **আয়ব্যয়**—উপার্জন ও খরচ; জমাখরচ। **আয়ব্যয়ক**—বি. ভবিষ্যৎ জমা ও খরচের আনুমানিক ফর্দ, budget.

আয়ত—[আ—যম্+ক্ত] ণ. বিস্তৃত, টানা (আয়তলোচনা; আয়তাক্ষী); (জ্যামিতিতে) চতুষ্কোণ ক্ষেত্র বিশেষ।

আয়ত, আয়ৎ—বি. সধবার অবস্থা বা চিহ্ন।

আয়তন—বি. মাপ; দৈর্ঘ্য ও প্রস্থের গুণফল, area; পরিসর; প্রস্থ; দেবালয়, গৃহ, ক্ষেত্র, প্রতিষ্ঠান (অচলায়তন; বিদ্যায়তন); (বৌদ্ধমতে) পঞ্চ ইন্দ্রিয় ও মন। [আ—যত্+অনট্]

আয়তি, আয়তী—বি. আয়ত বা সধবার চিহ্ন। (শাঁখ, শাড়ী, সিঁদুর প্রভৃতি); সধবা।

আয়ত্ত—[আ—যত্+ক্ত] ণ. অধিকৃত, বশীভূত; অধিগত, অধীন (করায়ত্ত; আয়ত্তবিদ্যা; দৈবায়ত্ত)। **আয়ত্তাধীন**—(অশুদ্ধ) অধীন (স্বামীর আয়ত্তাধীন)। বি. **আয়ত্ততা, আয়ত্তি**—বি. অধিকার; আয়ত্ত অবস্থা।

আয়না—[ফা. আইনা] বি. আর্শি; কাচ (আয়না বসানো চুড়ি)। **আয়নায় মুখ দেখা**—তুল্য ব্যবহার করা বা পাওয়া।

আয়মা, আয়েমা—[আঃ আএমা] বি. নিষ্কর জমি, (রাজকার্যের পুরস্কারস্বরূপ অথবা পাণ্ডিত্য ও ধর্মপ্রচারের জন্য দেওয়া হইত (আয়মা মহল)। **আয়মাদার**—আয়মাভোগী।

আয়মাল—বি. গ্রাম ও পরগণা। [আ.]

আয়স—[অয়স্+ক] ণ. লৌহময়; লৌহনির্মিত। **আয়সী**—বি. লৌহনির্মিত বর্ম।

আয়স্ত্রী, আইয়োস্ত্রী—এয়ো, সধবা।

আয়া—[পর্তু Aya] সেবিকা, দাই; পরিচারিকা (সাধারণত: মেমের অথবা ইঙ্গ-বঙ্গ পরিবারের)। **আয়াগিরি**—আয়ার চাকরি।

আয়াত, আয়েত—[আঃ আয়াত] বি. কোরানের ক্ষুদ্রতম বাক্য।

আয়াত—বি. আগমন ('যাতায়াত')। ণ. আগত।

আয়ান—রাধিকার স্বামীর নাম। [অভিমন্যু]

আয়াপান—বি. গাছবিশেষ (বেদনা, ক্ষতের ঔষধ)।

আয়াম—[আঃ আইয়াম—কাল, ঋতু] বি. মরশুম, উপযুক্ত সময়; [সং] দৈর্ঘ্য; নিয়ন্ত্রণ (প্রাণায়াম)। [আ-যম্+ঘঞ্]

আয়াস, আয়েস—[আ. আ'য়েস] বি. উপভোগ, আরাম; ফূর্তি (আয়াসপ্রিয়—আরামপ্রিয়)। **আয়াস-ঘর**—বিশ্রাম-ভবন; আরাম উপভোগের ঘর। **আরাম-আয়েস**—আরাম।

আয়াস—[আ-যস্ (ক্লিষ্ট হওয়া)+ঘঞ্] বি. পরিশ্রম; প্রযত্ন; ক্লেশ, ক্লান্তি। **আয়াস-সাধ্য**—প্রযত্নসাধ্য, সুকঠিন। ণ. **আয়াসী**—পরিশ্রমী, যত্নশীল।

আয়ি, আয়ী—আই দ্রঃ।

আয়ু, আয়ুঃ—[ই (গমন করা)+উ, উস্] জীবন; দীর্ঘজীবন; নির্ধারিত জীবনকাল (মাটি কাটি দংশে সর্প আয়ুহীন জনে—মধুসূদন; তাহার আয়ু নাই, কি করিয়া বাঁচিবে)। **অল্পায়ু, স্বল্পায়ু**—যে অল্পদিন বাঁচে; যাহা অল্পদিন কার্যকর থাকে (স্বল্পায়ু সাহিত্য)। **দীর্ঘায়ু**—দীর্ঘ জীবন; দীর্ঘজীবী। **আয়ুক্ষয়, আয়ুঃক্ষয়**—আয়ুনাশ (আয়ুক্ষয়কর পরিশ্রম—যে পরিশ্রমের ফলে আয়ু কমিয়া যায়)। **আয়ুপ্রদ, আয়ুঃপ্রদ**—জীবনপ্রদ; আয়ুবর্ধক। **আয়ুশেষ, আয়ুঃশেষ**—জীবন শেষ, মৃত্যু।

আয়ুক্ত—ণ. ভারপ্রাপ্ত, in charge.

আয়ুধ—[আ-যুধ্+অ] বি. অস্ত্র; যুদ্ধাস্ত্র। **আয়ুধাগার**—অস্ত্রাগার, arsenal, armoury। **আয়ুধিক**—ণ. বি. সামরিক; আয়ুধধারী।

আয়ুর্বৃদ্ধি—আয়ুষ্কালের বৃদ্ধি। **আয়ুর্বৃদ্ধিকর** আয়ুষ্কর।

আয়ুর্বেদ—চিকিৎসা-বিদ্যা, কবিরাজী চিকিৎসা। **আয়ুর্বেদী** (-দিন্), **আয়ুর্বেদবিৎ, আয়ুর্বেদবেত্তা** (-তৃ)—আয়ুর্বেদজ্ঞ। **আয়ুর্বেদীয়**—আয়ুর্বেদ মতের, আয়ুর্বেদ সম্বন্ধীয়। [আয়ুস্+বেদ]।

আয়ুষ্কর—ণ. যাহা আয়ু বাড়ায় (আয়ুষ্কর ঔষধ)।

আয়ুষ্কাম—ণ. যে দীর্ঘ জীবন কামনা করে।

আয়ুষ্টোম—বি. দীর্ঘায়ু কামনায় অনুষ্ঠিত যজ্ঞ বিশেষ। [আয়ুস্+স্তোম (যজ্ঞ)]

আয়ুষ্মান্ (-ষ্মৎ)—ণ. দীর্ঘজীবী (আয়ুষ্মান্ হও)। স্ত্রী. **আয়ুষ্মতী**—এয়ো।
আয়ুষ্য—ণ. আয়ুপ্রদ ; পথ্য।
আয়েন্দা—[ফা.] ণ. যাহা আসিবে, আগামী। বি. ভবিষ্যৎ (আয়েন্দায় তোমাদের ওপানে যাইব)।
আয়েব—[আ. অ'য়েব] দোষ, ত্রুটি, কলঙ্ক (আল্লাহ্ বে-আয়েব : বুড়ামানুষের আয়েব ধরিতে নাই)।
আয়েমা—আয়মা দ্রঃ।
আয়েস, আয়েশ—[আ] বি. আরাম ; সুখভোগ (আয়েস আরাম করা)। **আয়েশী**—ণ. আরাম-প্রিয়, যে শ্রম বা ঝঞ্ঝাট এড়াইয়া চলে ; ভোগী।
আযোগ, আয়োগ—বি. সরকার-নিযুক্ত তদন্ত-কারী সমিতি, commission ; আয়োজন।
আয়োজক—ণ.বি. যে আয়োজন করে ; উদ্যোক্তা।
আয়োজন—[আ-যুজ্+অনট্] বি. উদ্যোগ, সংগ্রহ ; যোগাড় (বৃহৎ ব্যাপার, আয়োজন করিতেই সপ্তাহ কাটিবে) ; সংগৃহীত উপকরণ (খাবার আয়োজন যা হ'য়েছিল তা খুশী হবার মত)। ণ. **আয়োজিত**—সংগৃহীত। **আয়োজন-কর্তা** (-র্তৃ), **-কারী** (-রিন্) —যিনি আয়োজন করেন।
আর—অব্য. এবং, ও (শিকারী আর তার কুকুর) ; অধিকন্তু (কাটাঘায়ে আর নুনের ছিটা দিও না) ; অতিরিক্ত (আর কিছু দিন অপেক্ষা কর) ; অপর (আর কিছু আছে) ; ভবিষ্যতে (আর তোমাকে বলিতে আসিব না) ; দ্বিতীয় (আর এক জন নিউটন) ; বিভিন্ন (কথায় এক কাজে আর) ; কখনও (খাম্বা কি আর অমনি ভেঙেছে) ; পক্ষান্তরে (আর যদি সে এসেই পড়ে) ; অন্য প্রকার (এ আর এক ব্যাপার) ; পুনরায় (আর এমন কাজ ক'রো না) ; ইহার পরে (আর তর্ক কেন) ; কিংবা (যাও আর নাই যাও) ; এখন (আর কি কানাইয়ের সে দিন আছে) ; যেন (নবাব আর কি) ; বিগত (আর বছরে কথা দিয়েছিলে তুমি আসবে) ; হতাশা ইত্যাদি ব্যঞ্জক (আর কি সারবে ; আর কেন ওসব কথা) ; আক্ষেপ, তুলনা (তিনিও শিক্ষক ছিলেন আর আমরাও শিক্ষক) ; অবশ্য (এ ত আর মন্দ কথা নয়) পর পর (যাব আর আসব)। **আরও, আরো**—অধিকতর, এতদ্ব্যতীত (আরও দুর্ভোগ আছে)। **আর আর**—অন্যান্য, অবশিষ্ট (আর আর যাহা করিবার আছে কিছুই বাকি থাকিবে না)।
আরক—[আ. আ'রক্'] বি. নির্যাস, extract, তরল তেজস্কর ঔষধ ; মদ্য।
আরক্ত, আরক্তিম—ণ. ঈষৎ রক্তবর্ণ ; টকটকে লাল। **আরক্তনয়ন**—ক্রোধপূর্ণ দৃষ্টি।
আরক্ষ, আরক্ষক—ণ. রক্ষক ; প্রহরী। **আরক্ষা**—বি. পুলিশ। **আরক্ষাবিভাগ**—পুলিশবিভাগ।
আরজ—[আ. আ'র দ্'] বি. নিবেদন, প্রার্থনা ; দরখাস্ত। **আরজবেগ,-বেগী**—বিচারপতির সম্মুখে দরখাস্ত দাখিলকারী, পেশকার। **আরজী, আর্জি**—দরখাস্ত ; বাদীর দরখাস্ত।
আরনি—[আ—ঋ (গমন করা)+অনি] বি. ঘূর্ণি ; জলের পাক।
আরণ্য—[অরণ্য+অ] ণ. বনজাত, বন্য (আরণ্য পশু) ; অরণ্যসম্পর্কিত (আরণ্য পর্ব)। **আরণ্যক**—বিণ. অরণ্যজাত। বি. বেদের ব্রাহ্মণ-অংশের অংশবিশেষ। **আরণ্যক সভ্যতা**—ঔপনিষদিক সভ্যতা।
আরতি—[আ-রম্+ক্তি] বি. আরতি, নিবৃত্তি ; অনুরাগ, আগ্রহ (মনের আরতি—কাব্যে)।
আরতি—[সং আরাত্রিক] বি. প্রদীপ ধূপ ইত্যাদি দ্বারা দেবমূর্তিকে পূজা নিবেদন।
আরদালি, আর্দালি—[ইং orderly] আফিসের প্রহরী ও হুকুমবরদার ; পেয়াদা ; চাপরাসি।
আরব—আরব দেশ, আরব জাতি। **আরবী, আর্বী**—ণ. আরবদেশীয়। বি আরব দেশের ভাষা, আরবের লোক। **আর্বী ঘোড়া**—আরবদেশে জাত বিখ্যাত ঘোড়া। **আরব্য**—আরব সম্বন্ধীয়। **আরব্য রজনী**—আরব্য উপন্যাস নামক বিখ্যাত কাহিনী-পুস্তক।
আরব, আরাব—[আ-রু+অল্, ঘঞ্] বি. উচ্চধ্বনি, কোলাহল (ভৈরব আরাব)।
আরব্ধ—[আ-রভ্+ক্ত] ণ. যাহা আরম্ভ করা হইয়াছে। **আরভমাণ**—ণ. উপক্রমমাণ, যে আরম্ভ করিতেছে।
আরমান—[ফা. আর্‌মান] বি. বাসনা, অভিলাষ। আকাঙ্ক্ষা ; সাধ (মনের আরমান মেটানো)।
আরমানী—[ইং Armenian] আর্মেনীয়া দেশের লোক (সৌন্দর্যের জন্য খ্যাত) (আর্মানী বিবি ; আর্মানী গির্জা)।

আরম্ভ—বি. উপক্রম; উদ্যোগ, সূচনা; প্রস্তাবনা (গ্রন্থারম্ভ)। [আ-রভ্‌+অল্]। **আরম্ভক**—যে আরম্ভ করে।

আরশ—[আ. আ'র্শ] বি. সিংহাসন; উচ্চতম স্বর্গ (খোদার আসন আরশ ভেদিয়া—নজরুল)।

আরশি, -সি, -সী—[সং আদর্শ] বি. দর্পণ; মুকুর; আয়না, looking-glass.

আরশুলা, আরসুলা—বি. তেলাপোকা (cock-roach)। **আরশুলা আবার পাখি**—কাহারও মূল্যহীনতা সম্বন্ধে ব্যঙ্গোক্তি।

আরসা—ণ. রসহীন; বিশুষ্ক।

আরা, আরী—[সং আর] বি. করাত; চর্মকারের সেলাইএর যন্ত্র, awl।

আরা—বি. চাকার কাঠের পাখি, spoke। [অর]

আরাকশ—বি. করাতী, যে করাত দিয়া কাঠ চেরে। [ফা. আর'কস]

আরাত্রিক—বি. আরতি; নীরাজন (দীপমালা, সজলপদ্ম ইত্যাদি পঞ্চ উপচারে দেবপূজা); অভিনয়-কলা বিশেষ। [সং]

আরাধক—বি. ণ. উপাসক, সেবক।

আরাধনা—[রাধ্‌—আরাধনা করা, নিষ্পন্ন হওয়া] বি. উপাসনা; সেবা; সন্তোষ-সাধন; প্রার্থনা (কত আরাধনার ধন তুমি আমার)। ণ. **আরাধিত, আরাধ্য**। **আরাধ্যমান**—যাহার আরাধনা করা হইতেছে।

আরাব—আরব দ্রঃ।

আরাম—ফা. [আ-রম্‌+ঘঞ্‌] বি. কার্যবিরতি; স্বস্তি; শ্রান্তি-অপনোদন; সুখ; (মাধ্যাহ্নিক আহারের পরে কিঞ্চিৎ আরাম করা); সুস্থ, রোগমুক্ত (বহু দিন রোগ-ভোগের পর সম্প্রতি আরাম হইয়াছেন); উপবন, ফলফুলের বাগান। **আরাম-কেদারা**—arm-chair। **আরাম-তলব**—যে বেশী আরাম চায়; ভোগী, পরিশ্রমে অনিচ্ছুক।

আরারুট—বি. এক প্রকার কন্দের পালো। [ইং arrowroot]। [ফা.]

আরাশ—বি. চূণকাম ঘষিয়া উজ্জ্বল করিবার প্রক্রিয়া

আরিন্দা—বি. পেয়াদা; খাজনার টাকা খাজনাখানায় দিয়া আসে যে পেয়াদা। [ফা.]

আরূঢ়—[আ-রুহ্‌+ক্ত] ণ. যে আরোহণ করিয়াছে বা চড়িয়াছে (অশ্বারূঢ়, বৃক্ষারূঢ়, সিংহাসনারূঢ়)। **আরূঢ়যৌবনা**—নবযুবতী।

আরে—[সং অরে] অব্য. ওরে, সম্বোধন-সূচক অব্যয়; স্নেহে (আরে ফটিক ওঠ, কত আর ঘুমোবি); বিদ্রূপে (আরে বাপরে কি তেজ); বিস্ময়ে (আরে তুমি কোথা থেকে); ঘৃণায় (আরে ছিঃ ও কথা মুখে আনতে আছে); রোষে (আরে তোর এত বড় কথা)।

আরোগ্য—[অরোগ+ষ্ণ্য.] বি. রোগমুক্তি; নিরাময়তা; স্বাস্থ্য। **আরোগ্যকর**—যাহা আরোগ্য করে। **আরোগ্যশালা**—চিকিৎসাশালা। **আরোগ্যসাধ্য**—যাহার আরোগ্য সম্ভবপর।

আরোপ—[আ-রুহ্‌+ণিচ্‌+অল্] বি. অর্পণ; স্থাপন; অতিদেশ, ascribing (দোষারোপ); একবস্তুতে অন্য বস্তুর ধর্ম কল্পনা (নক্ষত্রপুঞ্জে মনুষ্যমূর্তি আরোপ)। **আরোপক**—আরোপণকারী। **আরোপণ**—স্থাপন; সংযোজন (ধনুকে জ্যা আরোপণ); (বৃক্ষ শস্য ইত্যাদি) রোপণ। ণ. **আরোপিত**।

আরোহ—[আ-রুহ্‌+অল্] বি. আরোহণ; উচ্চতা (দুরারোহ); (দর্শনে) কার্য হইতে কারণ অনুমান, from effect to cause, Induction (বিপরীত—অবরোহ); নিতম্ব (বরারোহা)। **আরোহক**—আরোহী, আরোহণকারী। **আরোহণ**—চড়া; উপরে উঠা। **আরোহণী**—সিঁড়ি। ণ. **আরোহিত**—যাহাকে চড়ানো হইয়াছে। **আরোহী (-হিন্)**—বি. ণ. আরোহণকারী; সঙ্গীতে স্বরের নিম্নগ্রাম হইতে উচ্চগ্রামে আরোহণ (বিপরীত অবরোহী)।

আর্ক—ণ. সৌর। [অর্ক+অ]

আর্কফলা—বি. টিকি, চৈতন (বিদ্রূপে)।

আর্জব—[ঋজু+ষ্ণ] বি. ঋজুতা, সারল্য।

আর্ট—[ইং art] বি. অনুভূতির রূপদান-বিষয়ক ব্যাপার ('expression of impression'—Croce); রসাত্মক রচনা (কারুকলা, কাব্য, সাহিত্য প্রভৃতি); স্থাপত্য, ভাস্কর্য প্রভৃতি শিল্প। **আর্টস্কুল**—কলা শিক্ষার বিদ্যালয়। **আর্টিষ্ট**—শিল্পী (চিত্রকর ভাস্কর গায়ক বাদক অভিনেতা ইত্যাদি)। [artist, artiste]।

আর্ত—[আ—ঋ+ক্ত] ণ. পীড়িত; কাতর (তৃষ্ণার্ত); রোগী, বিপন্ন, বিহ্বল। (বি. আর্তি)।

আর্তনাদ—বি. উচ্চ রোদন, দুঃখসূচক চীৎকার।

আর্তস্বর—কাতরধ্বনি; দুঃখ রোগ বিপদ-সূচক চীৎকার।

আর্তব—[ঋতু+অ] বি. স্ত্রীরজঃ; প. ঋতু-সম্বন্ধীয়, ঋতুজাত (পুষ্পাদি); স্ত্রীঋতু সম্বন্ধীয় (আর্তব ব্যাধি)।

আর্তি—বি. আধিব্যাধি; বিপত্তি; ব্যাকুলতা।

আর্থিক, আর্থ—[অর্থ+ষ্ণিক, অ] প. অর্থ-সম্বন্ধীয় (economic); অর্থনৈতিক; ধন-বিষয়ক (financial)। **আর্থনীতিক**—অর্থনীতি-সম্পর্কিত। ('অর্থনৈতিক' সংস্কৃত ব্যাকরণমতে অশুদ্ধ)।

আর্দালি—'আরদালি' দ্রঃ। [অভিযোগ।

আর্দাশ—[আ'র্দ'দাস্ত] বি. লিখিত আবেদন;

আর্দ্র—[অর্দ্ (গমন করা)+র] প. ভিজা, অভিষিক্ত; নরম (দয়ার্দ্র চিত্ত)। বি. **আর্দ্রতা**।

আর্দ্রক—[সং] বি. আদ্রক, আদা, ginger।

আর্দ্রা—বি. নক্ষত্রবিশেষ, Betelgeuse.

আর্দ্রিত—প অভিষিক্ত।

আর্বী—আরব দ্রঃ।

আর্য—[ঋ (গমন করা, পাওয়া)+ণ্যৎ—যে প্রতিষ্ঠা প্রাপ্ত হয়] বি. জাতিবিশেষ, Aryans (প্রাচীনকালে ইহারা নানা শাখায় বিভক্ত হইয়া ইয়োরোপের বিভিন্ন দেশে, ইরানে ও ভারতবর্ষে প্রবেশ করিয়াছিল) প. সুসভ্য; শ্রেষ্ঠ; সম্মানিত; গুরুস্থানীয়। স্ত্রী. **আর্যা**। **আর্যধর্ম**—আর্যজাতির ধর্ম; শ্রেষ্ঠ আচার। **আর্যপথ**—সত্যধর্মের পথ; আর্যধর্মের পথ। **আর্যপুত্র**—সম্মানিত ব্যক্তির পুত্র, স্বামী (আর্যপুত্র ত কুশলে আছেন?)। **আর্য-ভাষা**—আর্যজাতির ভাষা। **আর্যসমাজ**—স্বামী দয়ানন্দ-প্রবর্তিত বেদমূলক ধর্মসম্প্রদায়। **আর্যসমাজী**—আর্যসমাজের সভ্য বা প্রচারক। **আর্যসিদ্ধান্ত**—আর্যভট্ট-রচিত জ্যোতিষ-বিষয়ক গ্রন্থ।

আর্যা—প. মাননীয়া; বি. শাশুড়ী; মান্যা স্ত্রী-লোক। (বাং) ছড়ার আকারে অঙ্কের সূত্র ('শুভঙ্করীর আর্যা')।

আর্যাবর্ত—বি. আর্যজাতির বাসভূমি; বঙ্গোপসাগর হিমালয় পর্বত আরবসাগর ও বিন্ধ্য পর্বতের দ্বারা সীমাবদ্ধ ভূমি।

আর্ষ—[ঋষি+অ] প. ঋষিসম্পর্কিত (আর্ষ-বিবাহ); (ব্যাকরণে) সাধারণ নিয়ম অনুসারে অশুদ্ধ কিন্তু ঋষিদের দ্বারা ব্যবহৃত (আর্ষ প্রয়োগ)।

আর্সা—বি. মুলতুবি, স্থগিত রাখা [আ.]

আর্হত—প. অর্হৎ সম্বন্ধীয়; বি. জৈন দিগম্বর সন্ন্যাসী; বুদ্ধবিশেষ (সম্যক্ দর্শন, সম্যক্ জ্ঞান, সম্যক্ চরিত্র এই রত্নত্রয়ের সাধনা আর্হতের সাধনা)।

আল, আলি, আইল—বি. ক্ষেতে জল আটকাইবার জন্য বাঁধ, সীমা; বাধা (মুখের আল নাই—বেফাঁস কথা বলিতে বাধে না)।

আল—বি. হুল (বোলতা, মৌমাছি, কাঁকড়াবিছা প্রভৃতির); খোঁচা অলক্ষিত ভাবে তীব্র আঘাত করিবার প্রবৃত্তি—বিশেষতঃ ছেলেপিলের (বোঝা যাচ্ছে তোমারও যথেষ্ট আল আছে; কথার আল আছে); কাঠের সরু মুখ, যাহার দ্বারা এক কাঠের সহিত অন্য কাঠের জোড়া দেওয়া হয়, tenon; ছিদ্র করিবার অস্ত্র, awl (জুতা সেলাইএর আল); জলুই পেরেক ইত্যাদির তীক্ষ্ণ অগ্রভাগ; লাটিমের সরু মুখ।

আলওয়ান—আলোয়ান দ্রঃ।

আলকাতরা—[পর্তু: alcatrao] বি পাথুরিয়া কয়লা প্রভৃতি হইতে প্রস্তুত কাল ঘন নির্যাস বিশেষ, coal tar.

আলকুশি,-শী—বি. লতা ও শুঁয়াযুক্ত ফলবিশেষ।

আলখাল্লা, আলখেল্লা—বি. লম্বা ঢিলা জামা (বৈরাগী ফকির প্রভৃতির দ্বারা ব্যবহৃত)

আলগ—[হিঃ অলগ] প. পৃথক, স্বতন্ত্র। **আলগা থাকা**—জড়িত না হওয়া।

আলগা, আলুগা—[সং অলগ্ন; হিঃ আল্‌গা] প. ঢিলা শিথিল (আলগা কর গো খোঁপার বাঁধন—নজরুল); ফাঁক; খোলা, আবরণহীন (ভাত আলগা পড়ে আছে; আটুনিহীন বেফাঁস (আলগা মুখ); আন্তরিক নহে, লোক-দেখানো (আলগা কথা, আলগা সোহাগ)। **আলগা-আলগা থাকা**—গা না মাখানো। **আলগা দেওয়া**—শাসন শিথিল করা, প্রশ্রয় দেওয়া। **আলগা লোক**—সম্পর্কহীন; অপরিচিত বা ব্যক্তি; সন্দেহভাজন ব্যক্তি।

আলগোছ—প. অসংলগ্ন, অস্পষ্ট. নিরবলম্ব (আলগোছে রাখা—অন্য জিনিসের স্পর্শ বাঁচাইয়া রাখা)। **আলগুছি দেওয়া**—শিশুর প্রথম কিছু না ধরিয়া দাঁড়াইবার চেষ্টা।

আলঙ্কারিক—বি. অলঙ্কার-শাস্ত্রে বিশেষজ্ঞ প. অলঙ্কার-শাস্ত্র-সম্বন্ধীয়। [অলঙ্কার+ষ্ণিক]

আলচাল, আলোচাল—বি. আতপচাল ; ধান সিদ্ধ না করিয়া রৌদ্রে শুকাইয়া প্রস্তুত চাউল।

আলজিব,-জিভ—[সং অলিজিহ্বা] গলনালীর মুখে লম্বমান জিহ্বার মত ক্ষুদ্র মাংসখণ্ড। **আলজিব টেনে ছেঁড়া**—মিথ্যা বা অসঙ্গত কথার জন্য কড়া শাসানি।

আলটপ্‌কা—ক্রি.ণ. হঠাৎ, অপ্রত্যাশিত ভাবে।

আলতা—বি. অলক্ত, যাবক, লাক্ষারস (আলতা-পরা পায়ে)। [অলক্ত]

আলতারাফ,-প—বি. আলমারি সিন্দুক দেরাজ প্রভৃতির বাহিরে লাগাইবার জন্য লোহার বা পিত্তলের আংটা-সমেত কব্জাবিশেষ। [আ. আলতক'] [খোপা)। [বাং]

আলতো—ণ. অলগ্ন, ঢিলা ; ফাঁপা (আলতো

আল্‌না—বি. কাপড় রাখিবার জন্য দীর্ঘপায়াযুক্ত কাঠের দাঁড়, cloth stand। [বাং]

আলপনা, আলিপনা—বি. আলিম্পন ; পিটুলি দিয়া মেঝে দেওয়াল ও সিঁড়িতে যে চিত্র আঁকা হয় ; মাঙ্গলিক চিত্র।

আলপাকা—[ইং alpaca] বি. মেষের মত পেরুদেশীয় পশু বিশেষ ; উহার লোমে প্রস্তুত বস্ত্র (আলপাকার চাপকান)।

আলপিন—[পর্তু: alfinete] বি. পিন।

আলবৎ—[আঃ আল্‌বত্তাহ্‌] অব্য. অবশ্য অবশ্য, নিঃসন্দেহ, বিনাওজরে (সাধারণত ধমকের সঙ্গে ব্যবহৃত হয়—তোমাকে আলবৎ করতে হবে)।

আলবাটি—বি. পিকদানি, ডাবর। [বাং]

আলবার্ট-কাটা—সিঁথি ডান দিকে আর সিঁথির সামনের চুল ফাঁপানো—এইরূপ কেশ-বিন্যাস।

আলবাল—[সং] বি. বৃক্ষমূলে জল সিঞ্চনের জন্য বৃক্ষের চতুর্দিকে যে আলি বাঁধা হয়।

আলবোলা—বি. দীর্ঘনলযুক্ত সম্রান্ত সমাজে ব্যবহৃত হুঁকা বিশেষ ; ফরসি হুঁকা, গড়গড়া।

আলম—বি.জগৎ, দুনিয়া। [ফা.] **আলমগীর**—ণ. জগতে শ্রেষ্ঠ (বাদশাহ আওরঙ্গজীবের উপাধি)।

আলমারি—[পর্তু: almario ; ইং almirah] বি. পুস্তক, কাপড় ইত্যাদি রাখিবার জন্য দরজা ও তাক-যুক্ত কাঠের কিংবা লৌহের আধার।

আলম্‌পনাহ্‌—[আঃ ফাঃ আ'লম্‌+পনাহ্‌] পৃথিবীপালক ; জাঁহাপনা ; বাদশাহ্‌।

আলম্ব—[আ—লম্ব্‌+অচ্‌] বি. আশ্রয় ; অবলম্বন ; আলম্বন (নিরালম্ব)। **আলম্বন**—বি. আশ্রয়, আধার, অবলম্বন ; (অলঙ্কারে) যাহাকে অবলম্বন করিয়া রস জন্মিয়া উঠে। **আলম্বিত**—ণ. লম্বিত, ঝুলানো। **আলম্বী** (-ম্বিন্‌)—অবলম্বনকারী। [ঘঞ্‌]

আলম্ভ—বি. বধ ; হিংসা ; যুদ্ধ। [আ-লভ্‌+

আলয়—[আ—লী+অল্‌] বি. গৃহ ; বাসস্থান (অমরালয়) ; আধার, আশ্রয় (কমলালয়, মঙ্গলালয়)। [খালুত।

আলয়াতি—বি. যে চোরাই মাল গচ্ছিত রাখে,

আলস—(কাব্যে ব্যবহৃত) বি. আলস্য, জড়তা, নিশ্চেষ্টতা (এই যে মধুর আলসভরে মেঘ ভেসে যায় আকাশ পরে—রবি)। **আল্‌সে**—ণ. কুঁড়ে ; শ্রমবিমুখ। **আল্‌সেমো, আল্‌সেমি**—কুঁড়েমি।

আলস্য—বি. কুঁড়েমি ; কর্মবিমুখতা; জড়তা বিশ্রাম বা অচঞ্চলতার সুখ (আলস্যে অরুণ সহাস্যলোচন—রবি)। [অলস+য]। **আলস্য ত্যাগ**—হাইতোলা। **আলস্যপরবশ**—আলস্যের অধীন।

আলা—[আঃ আ'লা]—উচ্চ ; প্রথম ; শ্রেষ্ঠ (সরদার-ই-আলা)। **আলা-হজরত**—(মোগল বাদশাহদিগের উপাধি বিশেষ) শ্রেষ্ঠ প্রভু।

আলা—[আলো] শুষ্ক তামাক-পাতা যাহা গুড়াদির সহিত মিশ্রিত করা হয় নাই (আলা-পাতা—পানে ব্যবহৃত হয়) ; উজ্জ্বল (কবিতায়)

আলা,ওয়ালা—[হিং বালা] বাসিন্দা ; কর্তা ; ব্যবসায়ী। স্ত্রী. **আলী, ওয়ালী**। (দিল্লী-আলা; চুড়ি-আলী অথবা চুড়িওয়ালী ; বাড়ী-আলা, বাড়ী-আলী, বাড়ীওয়ালী)।

আলা—ণ. ক্লান্ত ('ভালবেসে বেসে হয়েছি—')।

আলাই-বালাই—বি. আপদ-বিপদ ; অমঙ্গল ; জঞ্জাল। (বালাই দ্রঃ)। [কাছি [বাং]

আলাত—বি. জলন্ত অঙ্গার [অলাত] ; মোটা

আলাদ—বি. কেউটিয়া সাপ, জলঢোঁড়া।

আলাদ, আলাহিদা—[আঃ আ'লাহিদা] ণ. ভিন্ন, স্বতন্ত্র (তার কথা আলাদা) ; **আলাদা করিয়া দেখা**—স্বতন্ত্র করিয়া বিচার করা ; পর ভাবা। **আলাদা হওয়া**—পৃথগন্ন হওয়া।

আলানো—ক্রি. ণ. আলুলায়িত করা ; খোলা (পাঁজি আলানো—পাঁজি খুলিয়া তিথি নক্ষত্র ইত্যাদির কথা বলা ; ভিতরকার সকল কথা ব্যক্ত করা) ; পর্যুসিত হওয়া, বাসী হওয়া (আলানো তরকারি ; ভাত আলাইয়া যাওয়া)

আলাপ—[আ—লপ্ + ঘঞ্] বি. পরস্পরের সঙ্গে কথাবার্তা, কিঞ্চিৎ আলোচনা (এ বিষয়ে তাহার সহিত আলাপ করিতে হইবে); ভাব, পরিচয় (তাহার সহিত এখনও আলাপ হয় নাই); সুরের বিস্তার (ভৈরবীর আলাপ—তবলা বা মৃদঙ্গের সহিত গাহিবার আগে প্রথম রাগিণী বিস্তাস); পাখীর কূজন। **আলাপ করা**—প্রারম্ভিক আলোচনা করা, গল্পগুজব করা। **আলাপন**—কথোপকথন, জিজ্ঞাসাবাদ (পথিকে পথিকে পথের আলাপন—গান)। ণ. **আলাপনীয়, আলাপ্য**—আলাপের যোগ্য। **আলাপ-পরিচয়**—আলাপ-জাত পরিচয়, পরস্পরের সম্বন্ধে কিছু জানাশুনা। **আলাপ-সালাপ**—ঈষৎ দীর্ঘ প্রথম আলাপ (আলাপ-সালাপে বুঝিলাম লোকটি মন্দ নয়)। ণ. **আলাপিত**। **আলাপী**—যাহার সহিত আলাপ আছে (আলাপী লোকগুলিকে ত বলিতে হইবে); যে আলাপ করিতে ভালবাসে, মিশুক (লোকটি বেশ আলাপী)। **আলাপচারী**—সঙ্গীতের আলাপ; প্রাথমিক আলাপ-আলোচনা। [সাদাসিধা।

আলা-ভোলা—[হিঃ আলু-বোলা] ণ. অচতুর,

আলাম-কালাম—বি. ঈশ্বর কথা। [আ.]

আলামত—বি. জমির সীমানাচিহ্ন; চিহ্ন।

আলায়া—আলেয়া দ্রঃ।

আলাল—[হিঃ আলাল—অকর্মণ্য] ণ. হিসাবের বহির্ভূত; উপরি। [আলাল = অলাল (অ + লাল—পুত্র) = নিঃসন্তান]। **আলালের ঘরের দুলাল**—ধনীর আদুরে ছেলে; প্যারীচাঁদ মিত্রের বিখ্যাত বই। (আলালের অর্থ 'ধনী'ও করা হইয়াছে)।

আলালচক্র—[সম্ভবতঃ অলাতচক্র বা আলাত-চক্র হইতে] বি. কুলালচক্র, কুমারের চাক।

আলি—আল ও আলী দ্রঃ।

আলিখিত—লিখিত; বর্ণিত; চিত্রিত। [সং]।

আলিঙ্গন—[আ-লিঙ্গ্ (গমন করা) + অনট্] বি. অঙ্গের সহিত অঙ্গ মিলানো, কোলাকুলি, আশ্লেষ; সানুরাগে বরণ (মৃত্যুকে আলিঙ্গন করা)। ণ. **আলিঙ্গিত**—যাহাকে আলিঙ্গন করা হইয়াছে। **আলিঙ্গ্য**—ণ. আলিঙ্গন যোগ্য; বি. মৃদঙ্গ বিশেষ যাহা বক্ষে রাখিয়া বাজানো হয়

আলিপনা—আলপনা দ্রঃ।

আলিম, আলেম—[আ. আ'লিম] ণ. বিদ্বান্; মুসলমান-ধর্মতত্ত্বজ্ঞ। **আলেম-সম্প্রদায়**—মৌলবী-মওলানা-প্রমুখ মুসলমান ধর্মের নেতৃবৃন্দ। (বিপরীত জাহেল)।

আলিম্পন,-না—বি. আলপনা [সং]।

আলিসা,-শা—(আলি-সদৃশ) ছাদের কার্নিস বা প্রাচীর, আলসে।

আলী, আলি—[আঃ, আ'লী] ণ. উচ্চ, শ্রেষ্ঠ, মহান্; বি. মুসলমান পদবী বিশেষ; হজরত মুহম্মদের জামাতা। **আলী হুকুম**—প্রবল আদেশ। **আলী জনাব**—মহামান্য। **আলীশান**—জবরদস্ত, খুব বড়। **মেজাজে আলী**—মহাশয়ের কুশল তো?

আলীঢ়—[আ-লিহ্ + ক্ত] ণ. আস্বাদিত; বি. ডান পা আগে বাড়াইয়া ও বাম পা পশ্চাতে গুটাইয়া তীর-ক্ষেপণার্থ অবস্থিতি বিশেষ।

আলীন—[আ-লী + ক্ত] ণ. বিলীন; বিগলিত। **আলীন, আলীনক**—রাং সীসা প্রভৃতি ধাতু।

আলু—বি. potato, গোল আলু; নানাজাতীয় কন্দ (যথা, খাম, চুপড়ি, শাঁক, শকরকন্দ, লাল বা রাঙা আলু)। **আলুদোষ**—(গ্রাম্য) চরিত্রদোষ। [নিতে ব্যবহৃত হয়।

আলুবোখারা—কুল-জাতীয় ফল বিশেষ, চাট-

আলু—শীলার্থক প্রত্যয় (দয়ালু, কৃপালু ইত্যাদি)।

আলুনি,-নী—ণ. আলোনা, লবণহীন।

আলুথালু—ণ. শিথিল, এলোমেলো (আলুথালু বেশ; আলুথালু কেশ)। (বাং)।

আলুপ্ত—[আ.] ণ. বিনাকষ্টে প্রাপ্ত, আলগো।

আলুলায়িত—(সং) ণ. এলায়িত ('-কুন্তল')। [আলুলায় + ত]। **আলুলিত**—আলুলায়িত, এলোমেলো। [বাং]।

আলেকুম—[আ. আ'লায় কুমুস্ সালাম] আলে-কুম্ সালাম (প্রতি-নমস্কার সূচক বাক্য, ইহার অর্থ 'আপনাদের উপরেও করুণা বর্ষিত হোক')। মুসলমানী সম্ভাষণে প্রথমে বলা হয়, আস্সালামো আলায় কুম—আপনাদের উপরে (আল্লাহ্‌র) করুণা বর্ষিত হোক; তার উত্তরে বলা হয় আলায়কুমুস্-সালাম। বাংলায় সাধারণতঃ বলা হয় 'সালাম আলেকুম' এবং 'আলেকুম সালাম'।

আলেখ্য—[আ-লিখ্ + য] বি. ছবি; চিত্রপট; অঙ্কিত প্রতিমূর্তি।

আলেপ, আলেপন—বি. লেপন ; plastering ; আলপনা। [আ-লিপ্ +অ, অনট্]।

আলেম—আলিম দ্রঃ।

আলেয়া—বি. জলাভূমিতে অথবা গোরস্থানে মাঝে মাঝে যে আলোক দেখা যায়, will-o'-the-wisp. ফস্‌ফরাস ও হাইড্রোজেন-জাত বাষ্প, কিন্তু সাধারণ লোকে ইহাকে ভূত মনে করে, রাত্রিকালে অনেক সময়ে এই সব আলোকে পথিকের পথভ্রম ঘটে ; সেজন্য বিভ্রান্তিকর কিছুকে আলেয়া বলা হয় (**আলেয়ার পিছনে** ছুটিয়া হয়রান হইয়াছি)।

আলো—ণ.আতপ (আলো চাল আর কাঁচকলা) ; অমিশ্রিত (আলো পই ; আলো তামাক)। অব্য সম্বোধনে (আলো সখি)। [বাং]।

আলো—[সং আলোক] বি. আলোক (আলোয় আলোকময় করহে—রবি) ; ণ. আলোকিত, উজ্জ্বল (ঘর আলো হইল ; রূপে আলো করে)।

আলো-আঁধার—আলো ও আঁধারের মিশ্রণ, ঈষৎ অন্ধকার। **আলোয় আলোয়**—দিন থাকিতে ; সুসময় অস্তমিত হইবার পূর্বে (আলোয় আলোয় ভালোয় ভালোয়)। **আলো-ছায়া**—ছবির আলোকিত অংশ ও অনুজ্জ্বল অংশ, light and shade, আলো ও ছায়ার মিশ্রণ।

আলোক—[আ-লোক্ +অন্, যাহা দ্বারা দেখা যায়] জ্যোতি, দীপ্তি, আভা ; উজ্জ্বলতা ; জ্ঞান, আত্মিক বিকাশ ; অন্ধকারের বিপরীত (সূর্যালোক ; জ্ঞানালোক , আলোকপ্রাপ্ত ; অন্ধকার হইতে আলোকে লইয়া যাও)। ণ. **আলোকিত**। **আলোক-চিত্র**—আলোকের সাহায্যে গৃহীত প্রতিচ্ছবি, photography। **আলোক-বিজ্ঞান**—optics। **আলোক-সজ্জা**—উৎসব উপলক্ষে আলোক দ্বারা শোভিত করা। **আলোক-স্তম্ভ**—সমুদ্রগামী জাহাজের পথ-নির্দেশক আলোকযুক্ত উচ্চ স্তম্ভ বা গৃহ, light house,

আলোকন—বি. দেখা, অবলোকন ; দেখানো, প্রদর্শন। [আ-লোক্ +অনট্]।

আলোচন, আলোচনা—[আ-লোচ্ +অনট্] বি. বিচার, বিবেচনা (দর্শন-শাস্ত্রের আলোচনা) ; চর্চা, আন্দোলন, রটনা (মেয়ে-মহলে আলোচনা হইল)। ণ. **আলোচিত** ; **আলোচনীয়** ; **আলোচ্য**। **আলোচনী**—বি. আলোচ্য বিষয়।

আলোড়ন—[আ-লুড়্ +অনট্] মন্থন ; ঘাঁটা ; আন্দোলন ; প্রবল কম্পন। ণ. **আলোড়িত**।

আলোণা—আলুনি দ্রঃ।

আলোয়ান—[আঃ আল্‌বান্] পশমী চাদর।

আলোল—বি. ঈষৎ লোল বা শিথিল, সকলকে (আলোল রসনা) (আ=অল্প)।

আলোলিকা—উলুধ্বনি।

আলোহিত—ণ. ঈষৎ লোহিত। **আলোহিত নয়ন**—আরক্ত লোচন (ক্রোধে)। [আ=ঈষৎ]

আল্লা, আল্লাহ্—[আ. আল্লাহ্] কোরআন-বর্ণিত পরমেশ্বর—নিরাকার, বিশ্ব-চরাচরের স্রষ্টা, জনয়িতা নহেন জন্মও নহেন, পাপের শাস্তিদাতা, পুণ্যের পুরস্কারদাতা, মহা-শক্তিধর, সদাজাগ্রত, অক্লান্ত, পরমদয়াল, তাঁহাতে সমর্পিতচিত্তদের রক্ষাকর্তা, মানুষের একমাত্র উপাস্য, সর্বজীব ও জগতের পরমপতি (জাগ্রত আল্লাহ্‌র উপলব্ধি) ; **আল্লার কুদরত**—আল্লার অলৌকিক ক্ষমতা। **আল্লার মরজি**—আল্লার যদি ইচ্ছা হয়, আল্লার ইচ্ছার উপরে নির্ভর করিয়া (আল্লার মরজি কাল যাইব)। **আল্লার গজব**—আধিদৈবিক আধিভৌতিক ইত্যাদি শাস্তি। **ইন্‌শা আল্লাহ্**—আল্লার মরজি। **আল্লার কিরা, -কিরে**—আল্লার শপথ।

আশ—[অশ্ ধাতু—ভোজন করা] অন্য শব্দের সহিত যুক্ত হইয়া ভোজন ভোজক ইত্যাদি অর্থ ব্যক্ত করে, যথা, প্রাতরাশ, সায়মাশ, পবনাশ (সর্প), হুতাশ (হুত ভোজন যার=অগ্নি)।

আশ—বি. আশা, আকাঙ্ক্ষা (না পুরিল আশ)। (সাধারণতঃ কাব্যে ব্যবহৃত ; গদ্যে কচিৎ ব্যবহৃত হয়—আশ মিটিয়ে খাওয়া)। [বাং]।

আশ—বি. সঙ্গীতের অলঙ্কারবিশেষ (আশ, গমক, মীড়)।

আশ, আস—বি. সেই ধরণের কিছু (টাকাটা আসটা পাওয়া যেতো ; ছুটিটা আসটা ছিল ; টিকিটা আসটা দেখলে মুখ সামলে কথা কই)।

আশংসন, আশংসা—[আ-শন্‌স্ +অনট্] বি. সম্ভাবনা ; কামনা ; প্রত্যাশা, expectation। ণ. **আশংসিত**—অভিলষিত, সম্ভাবিত।

আশক, আশেক—[আ. আ'শিক্] বি.

প্রেমিক, প্রণয়াসক্ত; অত্যাসক্ত ব্যক্তি, ভক্ত (খোদার আশক দরবেশ; লায়লীর আশক মজনু; গাঁজার আশক গেঁজেল)।

আশকারা, আসকারা—[ফাঃ আশ্‌কারা—প্রকাশিত] বি. প্রশ্রয় (ছেলেকে আশকারা দেওয়া); অনুসন্ধানের পর সুব্যবস্থা, সুরাহা (খুনের মোকদ্দমা আশকারা করা)।

আশঙ্কা—[আ-শঙ্ক্‌+অ+আপ্‌] বি. ভয়, সন্দেহ, apprehension (দুর্দিনের আশঙ্কা); ত্রাস, dread (মৃত্যুর আশঙ্কা)। ণ. **আশঙ্কিত, আশঙ্কনীয়**। **আশঙ্কাস্থল**—ভয়ের বা সন্দেহের বিষয়।

আশনাই—[ফাঃ আশনা—প্রেমিক, আশনাই—প্রেম] বি. গুপ্ত প্রেম; অবৈধ প্রণয়।

আশপাশ—বি. এদিকওদিক, চারিপাশ, নিকট (আশপাশ দশ গাঁয়ের লোক এই কথা বলিতেছে)। **আশেপাশে**—চতুর্দিকে, নিকটে।

আশমান, আসমান—[ফা. আসমান, সং অশ্মন্‌—প্রস্তর; আকাশ প্রস্তরময় এই বিশ্বাস সম্ভবতঃ প্রাচীনকালে ছিল; তুঃ আকাশ ভেঙে পড়া] বি. আকাশ। **আশমান জমিন ফারাক,-তফাৎ**—আকাশ ও মাটির মধ্যে যে ব্যবধান তত্তুল্য বিষম ব্যবধান। **আশমানী, আসমানী**—আকাশের রং-বিশিষ্ট; আকাশ হইতে আগত, revealed (আসমানী কেতাব)।

আশয়—[আ-শী+অল্‌] বি. আশ্রয়, আধার, স্থান (জলাশয়, মূত্রাশয়, পাকাশয়); অন্তঃকরণ, স্বভাব (মহাশয়, নীচাশয়); অভিপ্রায়, ইচ্ছা; বিষয় শব্দের সহচর ও একার্থক শব্দ (বিষয়আশয়)।

আশরফী, আশর্ফি, আসরফী—[ফা. আশ্‌রফী] বি. সোনার মোহর।

আশ্‌শাওড়া, আশ্‌শেওড়া—বি. ছোট গাছ বিশেষ, কায়ফলা (দাঁতনকাঠি তৈয়ার হয়)।

আশা—[আ-অশ্‌+অ+আপ্‌ যাহা ব্যাপ্ত হয়] বি. কোন কিছু প্রাপ্তির জন্য অপেক্ষা, hope (আশাপথ); ভরসা (আশা করি এরূপ ভুল আর করিবে না। আশাতরু, আশাবৃক্ষ, আশালতা)। দিক্‌ (পূর্বাশা)। **আশা দেওয়া**—প্রত্যাশা করিতে দেওয়া। **আশা রাখা**—প্রত্যাশা করা, ভরসা করা। **আশাতীত**—আশার অতিরিক্ত। **আশাপতি**—দিক্‌পাল। **আশাবন্ধ**—আশার বাঁধন। **আশা-ভরসা**—সম্ভাবনা, নির্ভর (এখন তুমিই আমার আশা-ভরসা; আশা-ভরসা কিছুই নাই)। **আশাহত**—ণ. হতাশ।

আশা, আসা—[আঃ আ'সা—লাঠি] সন্ন্যাসী-ফকিরদের ব্যবহৃত দণ্ড, কখনও কখনও অলৌকিক ক্ষমতাযুক্ত জ্ঞান করা হয় (মুসা নবীর আশা)। **আশাবরদার**—রাজদণ্ড-বহনকারী। **আশাসোঁটা**—লাঠি-সোঁটা, staff, mace, রাজশক্তির ক্ষমতার চিহ্ন।

আশাবরী—রাগিণীবিশেষ, আসোয়ারী।

আশী, আশি—অশীতি, ৮০। [সং] সর্পদন্ত।

আশীবিষ—[আশীতে (দন্তে) বিষ যার, বহুব্রী] বি. সর্প (কি যাতনা বিষে বুঝিবে সে কিসে কভু আশীবিষে দংশেনি যারে—কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার)।

আশিস্‌, আশীঃ—বি. গুরুজনের শুভাকাঙ্ক্ষা প্রকাশ। **আশীর্বচন, আশীর্বাদ**—বি. কল্যাণ-প্রার্থনা, কল্যাণ হউক এই ধরণের উক্তি। **আশীর্বাদক**—যিনি আশীর্বাদ করেন। **আশীর্বাদী**—ণ. বি. আশীর্বাদক যাহা দেন। দেবস্থানের পুষ্পাদি।

আশীষ, আশিষ—বি. আশিস্‌। [চলিত বানান]

আশু—অবিলম্বিত, ত্বরিত (আশু প্রতিকার); ক্ষিপ্র (আশু গতি)। [অশ্‌—(ব্যাপা)+উ]। **আশুকারী**—(-রিন্‌) ণ. চট্‌পটে। **আশুগ**—শীঘ্রগামী। **আশুগতি**—ণ. শীঘ্রগামী। বি. বায়ু। **আশুতোষ**—যিনি শীঘ্র তুষ্ট হন, শিব। **আশুধান্য**—আউশ ধান্য।

আশেক—[আঃ আ'শিক্‌] ণ. বি. (আশেক-মাশুক—প্রেমিক ও প্রেমাস্পদ)। (আশক দ্রঃ)।

আশেপাশে—আশপাশ দ্রঃ।

আশৈশব—অব্য. শিশুকাল হইতে (আশৈশব যত্নে লালিত)। [আ=হইতে]

আশ্চর্য—বি. বিস্ময় (ইহাতে আর আশ্চর্য কি)। ণ. বিস্ময়কর (আশ্চর্য দক্ষতা); বিস্ময়াপন্ন (আশ্চর্য হচ্ছি তোমার কথা শুনে); অদ্ভুত (আশ্চর্য নির্বুদ্ধিতা)। [আ—চর্‌+য]

আশ্মন—ণ. প্রস্তরবিষয়ক; পাথুরে। [অশ্মন্‌+অ]

আশ্রম—[আ—শ্রম্‌ (তপস্যা করা) +অল্‌] বি. জীবনযাত্রার শাস্ত্রনির্দিষ্ট স্তর (চারি আশ্রম, ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ্য ইত্যাদি); তপোবন (মুনির আশ্রম, যেখানে বিশেষ তপস্যা করা হয়); সাধু-সন্ন্যাসীর আখড়া; আশ্রয়, স্থান (অনাথাশ্রম,

বিধবাশ্রম); শিক্ষা বা ধর্মচর্চার স্থান (শান্তি-নিকেতন আশ্রম)। **আশ্রম-ধর্ম**—তপোবনের ধর্ম ; ব্রহ্মচর্যাদি আশ্রমে পালনীয় কর্তব্য। **আশ্রমিক, আশ্রমী** (-মিন্)—যে আশ্রমে বাস করে ; আশ্রম-ধর্ম পালনকারী। (আশ্রমিক-সংঘ)

আশ্রয়—বি. অবলম্বন, শরণ (তুমি দীনের আশ্রয়) ; বাসস্থান ; রক্ষণাবেক্ষণ ; (আশ্রয়দাতা, আশ্রয়প্রার্থী, আশ্রয়ার্থী, আশ্রয়হীন)। (তাঁহার আশ্রয়ে বহু দিন কাটিল) ; আধার (সূর্য অনন্ত তেজের আশ্রয়)। [আ-শ্রি (সেবা করা) + অল্]। **আশ্রয়ণ**—অবলম্বন, আশ্রয় গ্রহণ। **আশ্রয়ণীয়**—আশ্রয় গ্রহণের উপযুক্ত। **আশ্রয়ী** (-য়িন্)—আশ্রয় গ্রহণকারী। **আশ্রিত**—শরণাগত ; অবস্থিত (কোটরাশ্রিত)। **আশ্রিত-বৎসল**- আশ্রিতের প্রতি কৃপাপরবশ।

আশ্রুত—[আ-শ্রু + ক্ত] ণ. শ্রুত ; প্রতিশ্রুত।

আশ্লিষ্ট—[শ্লিষ্—আলিঙ্গন করা] ণ. আলিঙ্গিত ; সংযুক্ত ; পরিব্যাপ্ত। [আ-শ্লিষ্ + ক্ত]

আশ্লেষ—বি. আলিঙ্গন, মিলন (আশ্লেষরসিকা) একদেশ সম্বন্ধ। [আ-শ্লিষ্ + ঘঞ্]।

আশ্ব—ণ. ঘোড়া সম্বন্ধীয় ; ঘোড়ায়-টানা।

আশ্বমেধিক—ণ. অশ্বমেধসম্বন্ধীয়।

আশ্বস্ত—[শ্বস্—নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস ফেলা] ণ. উদ্বেগহীন ; সান্ত্বনাপ্রাপ্ত ; আশাযুক্ত।

আশ্বাস—বি. ভরসা ; সাহসদান ; সান্ত্বনা ; আশা (সে-আশ্বাসে ভাসে চিত্ত মম—রবি)। [আ-শ্বস্ + ঘঞ্]। **আশ্বাসন**—সান্ত্বনা দান। **আশ্বাসিত**—যে আশ্বাস পাইয়াছে।

আশ্বিন—বি. বাংলা ষষ্ঠ মাস। [অশ্বিনী + অ]। ণ. **আশ্বিনে** (আশ্বিনে ঝড়)।

আশ্ শ্বশুর—[সং আর্য শ্বশুর] বি. শ্বশুরের পিতা, দাদাশ্বশুর। স্ত্রী—**আশ্ শাশুড়ী**। (গ্রাম্য)।

আষাঢ়—বি. বাংলা বৎসরের তৃতীয় মাস। [সং] **আষাঢ়ে গল্প**—আষাঢ়ের ঘন বৃষ্টির দিনে বৃদ্ধাদের কাছে শোনা উপকথা ; অদ্ভুত উদ্ভট গল্প।

আষ্টেপৃষ্ঠে—অষ্টেপৃষ্ঠে দ্রঃ।

আসক—আশক দ্রঃ। অনুরাগ।

আসকারা—আশকারা দ্রঃ।

আস্কে—বি. চালের গুঁড়া দিয়া তৈরি পিঠা।

আসক্ত—[সন্জ—আলিঙ্গন করা] ণ. একান্ত অনুরক্ত (সাধারণত অপ্রশস্ত কর্মে—প্রণয়াসক্ত, কুক্রিয়াসক্ত)। **আসক্তি**—বি. অনুরাগ, প্রবণতা, অভিনিবেশ, ভোগলিপ্সা [আ-সন্জ্ + ক্তি]।

আসখাস—বি. পুলিসের তদন্ত ('—তলব')। [ফা. শখ্স্ বহুবচন]।

আসঙ্গ—বি. সহবাস, মিলন (আসঙ্গলিপ্সা) ; আসক্তি। [আ-সন্জ্ + অল্]।

আসছে—ণ. আগামী (আস্‌ছে মাসে)।

আসত্তি—[সদ্—গমন করা] বি. সংযোগ, নৈকট্য।

আসন—[আস্—উপবেশন করা] বি. বসিবার দ্রব্য (কুশাসন কাষ্ঠাসন রাজাসন ইত্যাদি) ; সম্মানিত অবস্থিতি (জাতির হৃদয়-সিংহাসনে তাঁহার আসন লাভ হইয়াছে) ; বাসস্থান, গৃহ (ভদ্রাসন) ; পীঠ (দেবীর আসন) ; যোগ-সাধনার উপবেশনের বিবিধ ভঙ্গি (পদ্মাসন, বজ্রাসন)। **আসন-অঙ্গুরী**—পূজায় ব্যবহৃত রূপার পাতের ছোট টুকরা (দেবতার আসনরূপে কল্পিত) ও আংটি। **আসনগ্রহণ, -পরি-গ্রহ**—উপবেশন। **আসনপিঁড়ি,-ড়ী**—পা মুড়িয়া ডান পা বাম হাঁটুর উপরে ও বাম পা ডান হাঁটুর উপরে রাখিয়াছে এমন, cross-legged.

আসনা, আসনাই—আশনাই দ্রঃ।

আসন্ন—[আ-সদ্ (যাওয়া) + ক্ত] ণ. নিকটবর্তী (আসন্ন মৃত্যু) ; অন্তিম, শেষ (আসন্নকাল—মৃত্যুকাল)। **আসন্নপ্রসবা**—যাহার প্রসবকাল নিকটবর্তী। **আসন্নপরিচারক**—যে ভৃত্য সঙ্গে সঙ্গে থাকে।

আসব—[আ-সু (প্রসব করা) + অল্] (যাহাতে মত্ততা জন্মায়) বি. নূতন চোলাই মদ ; তাড়ি ; মধু। **আসবপায়ী** (-য়িন্), **আসবসেবী** (-বিন্)—সুরাপায়ী।

আসবাব—[আঃ আস্‌বাব্] বি. গৃহসজ্জার উপকরণ, furniture, গৃহস্থালির দ্রব্যাদি। **আসবাবপত্র**—গৃহস্থালির সমস্ত আসবাব।

আসমান—আশমান দ্রঃ।

আসমুদ্র—অব্য. সমুদ্র পর্যন্ত বা সমুদ্রের উপকূল পর্যন্ত। **আসমুদ্রহিমাচল**—সমুদ্র হইতে হিমাচল পর্যন্ত। [আ = হইতে]। **আসমুদ্র-করগ্রাহী** (হিন্)—সসাগরা ধরণীর অধিপতি।

আসর - [ফা.] বি. মজলিস (গানের আসর)। সভা, পরিমণ্ডল (সাহিত্যের আসর)। **আসর গরম করা**—আসর মাতাইয়া তোলা, আসরে উদ্দীপনার সৃষ্টি করা। **আসর গরম করা**

কথা—মানুষ মাতানো কথা। **আসর জমা**—লোক-সমাগম হওয়া ও সমাগত লোকের অন্তরে উদ্দীপনার সঞ্চার হওয়া। **আসর জমানো**—নৈপুণ্য প্রদর্শনের দ্বারা সমাগত জনমণ্ডলীর মনোযোগ আকর্ষণ করা। **আসর জাঁকানো**—বাক্‌চাতুর্য ও ভাবভঙ্গি দ্বারা সভামধ্যে নিজেকে বিশিষ্ট ব্যক্তি করিয়া তোলা। **আসরে নামা**—আসরে অংশ গ্রহণ করা; কর্মক্ষেত্রে পূর্ণভাবে আত্মপ্রকাশ করা। **আসর মাতানো**—কথাবার্তাদি দ্বারা সভাস্থ লোকদের উৎফুল্ল করা।

আসল—[আঃ আস্‌ল্] ণ. আদি, মূল, original, fundamental; সত্য (আসল কথা); বিশুদ্ধ (আসল সোনা)। **আসলে**—প্রকৃত-প্রস্তাবে মূলতঃ (আসলে তোমারই দোষ)।

আসশেওড়া—আশশাওড়া দ্রঃ।

আসা, আসাসোটা—আশা দ্রঃ।

আসা—ক্রি. আগমন করা (বাড়ী আসা); উপস্থিত বা আবির্ভূত হওয়া (বসন্ত আসিল); আয় হওয়া (দিবারাত্রি ভাবনা কিসে টাকা আসে); যাওয়া (তবে আসি এখন); লাগা (শিখে রাখ কাজে আসবে); রপ্ত থাকা (বাজনা বেশ আসে); উদ্গত হওয়া (চোখে জল আসা); উপক্রম হওয়া (জ্বর আসা, বমি আসা)। বি. আগমন, উপস্থিত হওয়া। **আসা-যাওয়া**—বি. যাতায়াত। **যায় আসে না বা আসিয়া যায় না**—ক্ষতি বা লাভ হয় না। **মাথায় আসা**—বুদ্ধি খেলা। **মুখে আসে না**—ভাল উচ্চারণ করিতে পারা যায় না। **হাত আসা**—অভ্যস্ত হওয়া। **হাতে আসা**—হস্তগত হওয়া। **বিবাহের কথা আসা**—প্রস্তাব আসা। **জলে পাট আসা**—পাট পচিয়া ধুইয়া তুলিবার যোগ্য হওয়া।

আসাদন—বি. লাভ। সম্পাদন। (সং)।

আসান—[ফা. আসান—সহজসাধ্য] বি. সুবিধা, লাঘব, দুঃখের অবসান, রেহাই (যত মুস্কিল তত আসান)। **আসান হওয়া**—সহজসাধ্য হওয়া।

আসাবরদার, আশাবরদার—[আ.] বি. রাজদণ্ডবাহক; আশাসোঁটা-বাহক।

আসাম—ভারতের পূর্বাঞ্চলের রাজ্য। **আসামী**—ণ. আসামদেশ-জাত, অসমিয়া; বি. আসামের ভাষা বা লোক। [< অসম]

আসামী—[আ. আসামী] বি. যাহার নামে অভিযোগ আনা হইয়াছে, accused; খাতক; অপরাধী (আসামী হাজির)।

আসার—[আ-সৃ (গমন করা)+ঘঞ্] প্রবল বারিপাত (ধারাসার বর্ষণ)। **নয়ন-আসার**—অশ্রুধারা। [শানচ্]

আসীন—ণ উপবিষ্ট, অবস্থিত। [আস্ (বসা) +

আসুর, আসুরিক—ণ. অসুরসম্বন্ধীয়; বর্বর; বলদর্পিত; নিন্দিত, গর্হিত। [অসুর+অ, ইক]
আসুর বিবাহ—ধনদানের বিনিময়ে বধূ-লাভ। **আসুর বিক্রম**—অপ্রতিহত বিক্রম। **আসুরিক চিকিৎসা**—অস্ত্রচিকিৎসা।

আসোয়ার—[ফাঃ সওয়ার] ণ. অশ্ব, হস্তী, ইত্যাদিতে আরূঢ়। বি. অশ্বারোহী ব্যক্তি। **আসোয়ারী**—বি. অশ্বারোহীর কার্য।

আস্কন্দিত—[আ-স্কন্দি (গমন করানো)+ক্ত] ঘোড়ার চলন বিশেষ (দ্রুত ও লাফ দিয়া)।

আস্‌কারা, আস্‌কে—আসকারা; আসকে দ্রঃ

আস্ত,-স্তো—ণ. গোটা, অখণ্ডিত; পুরোপুরি (আস্ত পাগল); প্রকৃত বা পাকা (আস্ত চোর)। **আস্ত কেউটে**—অতিশয় ক্ষতিকারক বা ঈর্ষা-পরায়ণ ব্যক্তি। **আস্ত না রাখা**—প্রহারে অঙ্গ ক্ষত-বিক্ষত করা।

আস্তব্যস্তে, আস্তেব্যস্তে—ক্রি. ণ. অতিশয় ব্যস্ত হইয়া, তাড়াতাড়ি।

আস্তর—বি প্রলেপ, অস্তর (দ্রঃ)।

আস্তরণ—বি. পাতিবার কারুকার্য-খচিত চাদর বিশেষ, গালিচা বিশেষ; হাতীর পিঠে যে কারু-কার্য-খচিত চাদর পাতা হয়। (ণ. আস্তীর্ণ) [আ-স্তৃ (বিস্তার করা)+অনট্]

আস্তানা—[ফা.] ফকীর-সন্ন্যাসীর বাসস্থান, আড্ডা। **-গাড়া**—বাসস্থান করা। **-গুটান**—আড্ডা তোলা।

আস্তাবল—[ইং stable] বি. অশ্বশালা; হাতী রাখিবার স্থান, পিলখানা।

আস্তিক—[অস্তি+কণ্] ণ. যে বেদ মানে; যে ঈশ্বর ও পরকাল মানে; বি. মুনিবিশেষ। বি. **আস্তিক্য**—বেদে শ্রদ্ধা; ঈশ্বরে ও পরলোকে বিশ্বাস।

আস্তিন, আস্তীন—[ফা] বি. জামার হাতা (আকাশের আস্তীনে লুকানো রয়েছে বজ্র)। **আস্তিন গুটানো**—মারিবার উদ্যোগ করা।

আস্তীর্ণ, আস্তৃত—ণ. প্রসারিত ; যাহা পাতা হইয়াছে ; আচ্ছাদিত (জীবনের পথ কুসুমাস্তীর্ণ নয়)। [আ-স্তৃ (বিস্তার করা)+ক্ত]।

আস্তে—[ফা. আহিস্তা] ক্রি. ণ. ধীরে, কোন আঘাত বা শব্দ না করিয়া (আস্তে রেখে দেওয়া, আস্তে বলা, আস্তে চলা)।

আস্থা—[আ-স্থা+অ+আপ্] বি. বিশ্বাস ; ভরসা (এর পর তার উপর আস্থা রাখা দায়), শ্রদ্ধা (শাস্ত্রবাক্যে আস্থা) ; নির্ভরযোগ্য বা মূল্যবান জ্ঞান করা (যশ ও প্রতিপত্তিতে আস্থা)। **আস্থাভাজন**—বিশ্বাসভাজন।

আস্থান—স্থান, বিশ্রামস্থান। (ণ. আস্থিত)।

আস্থায়ী (-য়িন্)—বি. সঙ্গীতের চার কলির বা চরণের প্রথম কলি। আস্থায়ী, অন্তরা, সঞ্চারী, আভোগ)।

আস্থিত—ণ. অধিষ্ঠিত, আশ্রিত। (বি. আস্থান)।

আস্পদ—[আ-পদ+অল্] বি. আধার, আশ্রয় (প্রেমাস্পদ, স্নেহাস্পদ, শ্রদ্ধাস্পদ)।

আস্পর্ধা—স্পর্ধা, দম্ভ, দর্প।

আস্ফালন—[আ-স্ফালি (গমন করানো)+অনট্] বি. সঞ্চালন, প্রদর্শন, flourish (অস্ত্র আস্ফালন) ; গর্ব দম্ভ রোষ ইত্যাদি প্রকাশ (কি তাহার আস্ফালন)। ণ. **আস্ফালিত**—সঞ্চালিত, প্রদর্শিত।

আস্ফোট—[আ-স্ফুট্ (প্রস্ফুটিত হওয়া; বধ করা+ঘঞ্] বি. সংঘর্ষণজনিত শব্দ ; তাল ঠোকা ; আস্ফালন। (বাহ্বাস্ফোট, পুচ্ছাস্ফোট]।

আস্য—[অস্-(ক্ষেপণ করা)+য, যাহার মধ্যে খাদ্য নিক্ষিপ্ত হয়] মুখ, mouth (সহসা ঝঞ্ঝা তড়িৎ-শিখায় মেলিল বিপুল আস্য—রবি) ; মুখমণ্ডল, face। **আস্যাসব**—মুখামৃত, থুথু।

আস্রব—বি. প্রবাহ [আ-স্রু (ক্ষরিত হওয়া)+অল্]। **আস্রাব**—ক্ষত ; ক্ষত হইতে নিঃসৃত রস ক্লেদ ইত্যাদি। [আ—স্রু+ঘঞ্] **আস্রাবণ**—বি. রস গড়ানো।

আস্বচ্ছ—ণ. ঈষৎ স্বচ্ছ। [আ=ঈষৎ]

আস্বনিত—ণ. নিনাদিত। [আ-স্বন্+ক্ত]

আস্বাদ—[আ—স্বদ্ (আস্বাদন করা)+ঘঞ্] বি. চাখা ; রস-গ্রহণ, অনুভূতি (সুখের আস্বাদ, কাব্য-রসাস্বাদ) ; ভোগ, সেবন (দুঃখের আস্বাদ, রক্তের আস্বাদ)। **আস্বাদন**—স্বাদগ্রহণ, উপভোগ, পান, ভোজন। **আস্বাদক**—যে স্বাদ গ্রহণ করে। **আস্বাদনীয়, আস্বাদ্য**—আস্বাদন-যোগ্য। **আস্বাদিত**—যাহার আস্বাদ গ্রহণ করা হইয়াছে, ভুক্ত।

আহত—[আ-হন্+ক্ত] ণ. আঘাতপ্রাপ্ত (হতাহত, বাত্যাহত, মর্মাহত) ; প্রতিহত (দৈবাহত) ; বাদিত, ধ্বনিত। বি. **আহতি**—আঘাত।

আহব—[আ-হে (আহ্বান করা)+অ. যেখানে যোদ্ধৃগণ আহূত হয়] বি. সংগ্রাম, যুদ্ধ। [আ-হু+অ] হোমস্থল ; যজ্ঞ। **আহবনীয়**—বি. হোমযোগ্য অগ্নিবিশেষ। [আ—হু+অনীয়]।

আহমাল—[আ. হম্‌ল্—বোঝা ; বহুবচনে আহ্‌মাল] বি. (আদালতের পরিভাষা) মালপত্র।

আহরণ—[আ—হৃ+অনট্] বি. সংগ্রহ, অর্জন (অমৃত আহরণ, মধু আহরণ, কাষ্ঠ আহরণ, খাদ্য আহরণ) ; সঙ্কলন (আহরণী) ; যৌতুক। ণ. **আহৃত**—সংগৃহীত, অপরের নিকট হইতে প্রাপ্ত (আহৃত তথ্য)। **আহর্তা (-র্তৃ)**—বি. সংগ্রাহক, অনুষ্ঠাতা। [আ—হৃ+তৃ]

আহরিৎ—ণ. ঈষৎ হরিৎ বা সবুজ, greenish. **আহরিৎনীল**—greenish blue.

আহ্‌লে—[আঃ আহ্‌ল] অধিবাসী, people, native. (বাংলায় 'আহেল', 'আহেলী', 'আহেলা' প্রভৃতি রূপে ব্যবহৃত হইয়াছে। যথা, ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব আহেলা বিলাতী—বঙ্কিমচন্দ্র ; আহেল্ বিলাত নরিস সাহেব ধর্ম-অবতার—হেমচন্দ্র ; অর্থাৎ ইহারা খাঁটি বিলাতী লোক সুতরাং ভারতবর্ষ সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ)। **আহ্‌লে-ইসলাম**—ইসলামের অন্তর্ভুক্ত লোক, মুসলমান। **আহ্‌লে-জবান**—মাতৃভাষা-ভাষী (আহ্‌লে-জবানের কায়দায় উর্দুতে বলিলেন)। **আহ্‌লে** বা **আহেলে মামলা**—মোকদ্দমার বাদী-প্রতিবাদী।

আহা—দুঃখ সহানুভূতি শোক ইত্যাদি সূচক অব্যয় (আহা সে যদি আজ বাঁচিয়া থাকিত)। **আহা বলে এমন লোক নাই**—সমব্যথী কেহ নাই। **আহা মরি**—(সাধারণতঃ বিদ্রূপাত্মক উক্তি, অনিন্দ্যসুন্দর দেখিয়া কেহ আহামরিও বলিবে না, থাক্‌থুও করিবে না)।

আহাম্মক, আহাম্মুক—[আঃ আহ্‌মক্] বি. ণ. নির্বোধ, কাণ্ডজ্ঞানহীন, স্থূলবুদ্ধি। বি **আহাম্মকি, আহাম্মুকি**।

আহার—[আ-হৃ+ঘঞ্] বি. খাদ্য ; ভোজন।

আহার করা—ভোজন করা; গ্রাস করা। **আহারদাতা** (-তৃ)—প্রতিপালক। **আহারনিদ্রা**—নিত্যনৈমিত্তিক আহার ও নিদ্রা বা নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম (আহারনিদ্রার ব্যাঘাত নাই; আহারনিদ্রা ত্যাগ করিয়া কাজে লাগিয়াছে)। **আহারপুষ্ট**—প্রতিপালিত; সুবর্ধিত। **আহারবিহার**—ভোজন ও আমোদ-আহ্লাদ। **আহার্য**—বি খাদ্যদ্রব্য।

আহাহা—[সং অহহ] অতিশয় ক্ষোভ দুঃখ ইত্যাদি প্রকাশক অব্যয়।

আহিক—বি. সাপুড়ে। [অহি+ইক]

আহিত—[আ-ধা+ক্ত] ণ. স্থাপিত; নিহিত; যাহা বন্ধক দেওয়া হইয়াছে। (বি. আধান)। **আহিতলক্ষণ**—নিজগুণে খ্যাত। **আহিতাগ্নি**—সাগ্নিক। **আহিতুণ্ডিক**—বি. সাপুড়ে।

আহীর, আহির—[সং আভীর] গোপজাতি, পশ্চিমা গোয়ালা। স্ত্রী. **আহিরী, আহীরী, আহীরণী, আহিরিণী**।

আহিলকার, আহেলকার—বি. জেলা-শাসক; রাজকর্মচারী; কারিন্দা, প্রতিনিধি; কেরাণী, মুনসী। [আ. আহ্‌ল্+ফা. কার]।

আহুড়ি—বি. ব্যাধি; দ্রুতগামী দূত। [বাং]

আহুত—[আ-হু (হোম করা)+ক্ত] ণ. যাহা আহুতি দেওয়া হইয়াছে। **আহুতি**—বি. দেবোদ্দেশে অগ্নিতে ঘৃতদান, হোম; মহৎ কর্মে আত্মবিসর্জন (স্বদেশপ্রেম-বহ্নিতে কত তরুণ নিজেকে আহুতি দিয়াছে)।

আহূত—[আ-হ্বে+ক্ত] ণ. যাহাদিগকে আমন্ত্রণ করা হইয়াছে, নিমন্ত্রিত (আহূত, অনাহূত, স্বয়াহূত)। বি. **আহূতি**—আহ্বান।

আহৃত—আহরণ দ্রঃ।

আহেরিয়া—বি. বসন্তকালে অনুষ্ঠিত রাজপুত-গণের মৃগয়া-উৎসব বিশেষ। [আখেট]।

আহেল, আহেলা, আহেলী—আহ্‌লে দ্রঃ।

আহোয়াল—আওহাল দ্রঃ।

আহ্নিক—[অহন্+ষ্ণিক] ণ. দৈনিক; বি. সন্ধ্যাবন্দনাদি প্রতিদিনের ধর্মকর্ম। **আহ্নিক গতি**—পৃথিবীর প্রতিদিনের আবর্তন যাহার ফলে ২৪ ঘণ্টায় একবার দিন একবার রাত্রি হয়, diurnal motion।

আহ্লাদ—[আ-হ্লদ্ (সন্তুষ্ট হওয়া)+অল] বি. হর্ষ, আনন্দ, আমোদ। ণ. **আহ্লাদিত**—আনন্দিত, প্রীত। **আহ্লাদে আটখানা হওয়া**—খুশিতে ফাটিয়া পড়া, নির্বোধের মত অতিরিক্ত আনন্দ প্রকাশ করা।

আহ্লাদী, আল্লাদী—(গ্রাম্য) সাধারণতঃ যুবতী বা বালিকাকে বলা হয়, যুবক বা বালককে বলা হয় **আহ্লাদে** বা **আল্লাদে**; অতিরিক্ত বা অসঙ্গতরকমে হাসিখুশীপ্রিয়; ন্যাকা; আদুরে।

আহ্বান—বি. ডাক (স্বদেশের আহ্বান আসিয়াছে); স্পর্ধাপূর্বক ডাক (দেবাদেশে রণে আমি আহ্বানিরে তোরে—মধু), সম্বোধন; আমন্ত্রণ, নিমন্ত্রণ (সভা আহ্বান করা; পরামর্শের জন্য আহ্বান করা)। [আ-হ্বে+অনট্]। **আহ্বায়ক**—আহ্বানকারী। স্ত্রী. **-য়িকা**।

ই

ই—স্বরবর্ণের তৃতীয় বর্ণ।

অব্য (১) বক্তব্য জোরালো করা, আজ্ঞা, নিশ্চয় ইত্যাদি অর্থে শব্দের সহিত ই যোগ হয়। যথা: —জোরালো করা (নাই বা পেলাম রাজার খেলাত—রবি); (২) অবজ্ঞা (কাকেই বা গ্রাহ্য করি; কি সাজেই সেজেছে); (৩) নিশ্চয় (সে-ই এ কাজ করিয়াছে); কেবলমাত্র (তুমিই পার), (৪) অনিশ্চয়তা (যদিই যাই তোমাকে বলিব); (৫) হেতু (থাক বাবা তোর সালাম, বচনেই তুষ্টু হলাম); (৬) আধিক্য (যতই চেষ্টা কর, তাহাকে মানাইতে পারিবে না)। কখনও প্রত্যয় স্বরূপ ব্যবহৃত হয়, যথা, সরকারি; লম্বাই, চওড়াই; ডাক্তারি, মোক্তারি; হাঁড়ি, মুচি, ঢাকনি; সাতই, আঁটই।

ইঃ—অব্য. বিস্ময় বেদনা অবজ্ঞা ইত্যাদি সূচক অব্যয় (ইঃ বড় লেগেছে; ইঃ বললেই হ'ল); কখনও কখনও ইঃ অর্থে ইস্ ব্যবহৃত হয় (ইস্, মেরে দেখ্ দেখি)।

ইউনানী—ণ. ইউনানসম্বন্ধীয়; বি. হেকিমি চিকিৎসা। য়ুনান দ্রঃ।

ইউরেশীয়,-শিয়ান—(Eurasian) বি. সঙ্কর-জাতিবিশেষ, পিতা সাধারণত ইউরোপীয়, মাতা এশিয়াবাসিনী।

ইউরোপীয়, ইওরোপীয়, ইয়োরোপীয়—[European] ণ. ইউরোপসম্বন্ধীয়, ইউরোপ-জাত ; ইউরোপের বিশেষত্ব-প্রকাশক (ইউরোপীয় প্রকৃতি ; ইউরোপীয় সংস্কৃতি)।

ইংরাজ,-রেজ—[পর্তু Inglez, হিঃ অঙ্গ্রেজ, ফ্রেঃ Anglaise] বি. ইংলণ্ডের অধিবাসী। ণ. **ইংরাজী, ইংরেজী** (ইংরেজী ভাষা, সাহিত্য, প্রথা)।

ইংলিশ—[ইং English ; পর্তু, Ingles] ছাপার অক্ষর বিশেষ।

ইংলিস—[Inglis] বি. সিপাহীদের পেন্সনের পরিবর্তে দত্ত নিষ্করভূমি। **ইংলিসদার**—ইংলিস-নিষ্করভোগী।

ইঁচড়, ইচড়—কাঁচা কাঁঠাল। ণ. **ইঁচড়ে পাকা**—অকালপক্ব, জ্যাঠা।

ইঁট—ইট দ্রঃ।

ইঁদুর—ইন্দুর দ্রঃ।

ইকড়ি-মিকড়ি—বি শিশুদের খেলাবিশেষ (সঙ্গে ছড়া বলা হয় : 'ইকড়ি-মিকড়ি চামচিকড়ি চাম-কাটা মজুমদার, ধেয়ে এল দামোদর', ইত্যাদি)।

ইকমিক—ডাঃ ইন্দুভূষণ মল্লিক কর্তৃক উদ্ভাবিত দ্রুত রান্নার সরঞ্জাম বিশেষ—'ইকমিক্ কুকার'।

ইকরার—একরার দ্রঃ।

ইকার—ই বর্ণ, ি। **ইকারাদি** - ই-কার যে বর্ণের আদিতে। **ইকারান্ত**—ই-কার যে বর্ণের অন্তে।

ইক্ষু -[সং] বি. আখ। **ইক্ষুনেত্র**—আখের চোখ বা গাঁট। **ইক্ষুযন্ত্র**—আখমাড়া কল।

ইক্ষ্বাকু—বি সূর্যবংশীয় প্রথম রাজা। ইঁহার নাম অনুসারে সূর্যবংশের নাম ইক্ষ্বাকুবংশ।

ইঙ্কার, ইনকার—[আ.] বি. অস্বীকার ; অমান্য (ইন্‌কার করা)।

ইঙ্গন—বি. গমন, চলন। [ইঙ্গ+অনট্]।

ইঙ্গ-বঙ্গ— বি. ণ. Anglo-Bengali, চালচলনে ইংরেজের অনুকরণকারী বাঙ্গালী-সমাজ, অথবা সেই সমাজ-সম্পর্কিত।

ইঙ্গিত—[সং] বি. ইশারা, সংকেত (ইঙ্গিতে বলা) ; অভিপ্রায় (তোমার ইঙ্গিত যেন ঘন গূঢ় ভ্রূকুটির তলে বিদ্যুতে প্রকাশে—রবি)।

ইঙ্গুদ, ইঙ্গুদী—[সং] বৃক্ষ বা ফল বিশেষ।

ইচলা, ইচলি—(পূর্ববঙ্গে ইচা) চিংড়ী মাছ।

ইচ্ছা—[ইষ (বাঞ্ছা করা)+অ+আ] বি. বাঞ্ছা (ইচ্ছা করে মনে মনে স্বজাতি হইয়া থাকি সর্বলোক সনে—রবি) ; খেয়ালখুশি ; অভিপ্রায় (কর্তার ইচ্ছায় কর্ম ; তোমারি ইচ্ছা করহে পূর্ণ আমার জীবন মাঝে—রবি)। **ইচ্ছাকৃত**—সজ্ঞানে কৃত। **ইচ্ছাধীন**—ণ. যাহা মর্জির উপর নির্ভর করে। **ইচ্ছাপত্র**—বি. ইচ্ছা প্রকাশক দলিল, will. **ইচ্ছাবসন্ত**—বি. আসল বসন্ত রোগ। **ইচ্ছাময়**—যাঁহার ইচ্ছানুসারে কর্ম হয়, ঈশ্বর (ইচ্ছাময়ের ইচ্ছা)। স্ত্রী. **ইচ্ছাময়ী** (সকলই তোমারি ইচ্ছা, ইচ্ছাময়ী তারা তুমি)। **ইচ্ছামৃত্যু**—মৃত্যু যাহার ইচ্ছাধীন ; ইচ্ছামতন মরণ। **ইচ্ছা-শক্তি**—Power of will, ইচ্ছারূপ শক্তি বা ইচ্ছার শক্তি।

ইচ্ছু, ইচ্ছুক—ণ. অভিলাষী। [ইষ্+উ]।

ইজন্-নামা—[আঃ ফাঃ] বি. চুক্তিপত্র ; সম্মতি-পত্র।

ইজমাল,-মালী—[আঃ ইজ্‌মাল] ণ. একত্রকরা, যৌথ। **ইজমালী সম্পত্তি**—জ্ঞাতিদের বা উত্তরাধিকারীদের অবিভাজিত সম্পত্তি, Undivided property of a joint family.

ইজলাস—[ফা.] বি. এজলাস, বিচারালয়।

ইজা—[ফাঃ ইজা'] জের, carried over ; আগের পাতার খরচের সমষ্টি পরের পাতার মাথায় লিখিত হইলে তাহাকে ইজা বলা হয়।

ইজাফা—[আঃ ইদ্‌'াফা] ণ. বেশী। বি. অতিরিক্ত খাজনা। [ভূমি।

ইজাদ—[আ.] আবিষ্কার। [ফা.] অতিরিক্ত

ইজার—[ফা. ইযার] বি. পা-জামা, ঢোলা পাজামা। **ইজারবন্ধ**—ইজার কোমরে বাঁধিবার ফিতা।

ইজারা -[আ.] বি. কয়েক বৎসরের ভোগাধি-কারের জন্য খাজনা করিয়া লওয়া সম্পত্তি। **ইজারাদার**—বি. যে ইজারা লইয়াছে। **ইজারা মহল**—বি. ইজারা-লওয়া সম্পত্তি।

ইজাহার—বিজ্ঞপ্তি। এজাহার দ্রঃ।

ইজ্জৎ—[আ. ই'য্‌যৎ] বি. সম্ভ্রম ; সম্মান ; মান ; নারীর পবিত্রতা। **মান-ইজ্জৎ**—মান-সম্ভ্রম।

ইজ্যা—বি. যজ্ঞ। ণ. পূজনীয়া।

ইঞ্চি—[ইং inch] বি. ১ ফুটের ১২ ভাগের ১ ভাগ।

ইঞ্জিন—[ইং Engine] বি. যন্ত্র, কল। **ইঞ্জিন-চালক**—বি. যে ইঞ্জিন চালায়।

ইঞ্জিনিয়ার—[ইং Engineer] বি. যন্ত্র-বিজ্ঞানবিদ্; পূর্ত গৃহনির্মাণ ইত্যাদি বিদ্যায় পারদর্শী।

ইঞ্জিল, ইঞ্জীল—[ইং Evangel] বাইবেলের মুসলমানী নাম, New Testament।

ইট—[সং ইষ্টক] বি. ফর্মার সাহায্যে প্রস্তুত চতুষ্কোণ মৃত্তিকাখণ্ড, পোড়াইলে উহা দিয়া পাকা বাড়ী তৈরী হয়। (রৌদ্রে শুকানো ইটকে কাঁচা বা আমা ইট বলে)। **ইট কাটানো**—মাটি কাটাইয়া ইট প্রস্তুত করানো। **ইটের গাঁথনি**—ইটের উপর ইট সাজাইয়া গাঁথনি। **ইট পাটকেল**—আস্ত ইট ও ভাঙা ইট। **ইটটি মারিলে পাটকেলটি খাইতে হয়**—tit for tat, আঘাতের প্রতিঘাত আসে। **ইটখোলা**—ইট তৈরির ও পোড়াইবার মাঠ। **ইটচূর**—সুরকী। **ইটানো, ইটোনো**—ক্রি. ইট দিয়া বা ঢিল ছুঁড়িয়া আঘাত করা।

ইটিসিটি—এ-জিনিস সে-জিনিস। (গ্রাম্য)।

ইড়া—[সং] বি. মেরুদণ্ডের বামভাগস্থিত যোগশাস্ত্রোক্ত নাড়ী বিঃ (তুঃ পিঙ্গলা, সুষুম্না)।

ইতঃপূর্বে—ক্রি. ণ. ইহার পূর্বে।

ইতর—[সং] সাধারণ (ইতর-বিশেষ); নিকৃষ্ট শ্রেণীর (ইতর লোক); মানুষ ছাড়া অন্য (ইতর প্রাণী); হেয়, অধম (ইতর-স্বভাব); অন্য, অপর (মানবেতর; প্রমীলার বামেতর নয়ন নাচিল—মধু)। ণ. **ইতর-বিশেষ**—সাধারণ ও অসাধারণের ভেদ, ভেদাভেদ। **ইতর ভাষা**—অপভাষা। **ইতুরে**—ণ. ইতরের উপযুক্ত (ইতুরে কাণ্ড)। (বাং) **ইতরামো, ইতরামি**—বি. ইতরের ব্যবহার; হীন ও গর্হিত আচরণ। **ইতরেতর** -ণ. পরস্পর, অন্যোন্য।

ইতস্ততঃ (-তস্)—অব্য. এখানে ওখানে (ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত); এদিক ওদিক। **ইতস্ততঃ করা**—দোমনা হওয়া, সঙ্কোচ করা, গড়িমসি করা।

ইতি—[অব্য.] শেষ। **ইতিউতি**—এদিকে-ওদিকে। **ইতি করা**—শেষ করা। **ইতি-কথা**—উপকথা। (বাং) ইতিহাস। **ইতি-কর্তব্য**—করণীয় সম্পর্কে সিদ্ধান্ত। **ইতি-কর্তব্যবিমূঢ়**—কিংকর্তব্যবিমূঢ়। **ইতিপূর্বে** ইহার পূর্বে ('ইতঃপূর্বে' সাধু)। **ইতিবৃত্ত**—পুরাকাহিনী; ইতিহাস। **ইতিমধ্যে**—ইহার মধ্যে, এই অবসরে। ('ইতোমধ্যে' সাধু)।

ইতিবাচক—অস্তিবাচক, positive (বিপ. নেতিবাচক, negative)

ইতিমাম—[আ. ইহ্‌তিমাম—তত্ত্বাবধান] বি. জমিদারি-বিশেষ, এহতমাম।

ইতিহাস—[ইতিহ—অস্+ঘঞ্] বি. অতীত কাহিনী; সত্য ও সুসম্বদ্ধ আনুপূর্বিক বিবরণ (রোগের ইতিহাস; কষ্টের ইতিহাস)। **ইতিহাসবিৎ,-বেত্তা** (-ত্তৃ)—ইতিহাসজ্ঞ।

ইতু—বি. সূর্যপূজা বিঃ। [<মিত্র]।

ইতোমধ্যে—ক্রি. ণ. ইতিমধ্যে, ইহার মধ্যে। [ইতঃ+ মধ্যে]।

ইত্তিলা, ইত্তেলা—[আ. ইত্ত'লা] বি. সংবাদ, বিজ্ঞপ্তি, বিবরণ।

ইত্তি (ত্তে) হাদ—[আ.] ঐক্য; সংঘ।

ইত্তেফাক—[আ.] মিলন, সম্মেলন, একমত হওয়া।

ইত্যবসরে—ক্রি. ণ. এই সুযোগে। **ইত্যাকার**—ণ. এই প্রকার। **ইত্যাদি**—ণ. অব্য. প্রভৃতি।

ইথে—অব্য. ইহাতে (পদ্যে ব্যবহৃত)।

ইদানীং—অব্য আজকাল, অধুনা।

ইদানীন্তন—ণ বর্তমান কালের, নব্য।

ইদাবৎসর—৩৬০ দিনের বৎসর। [সং.]

ই (ইঁ)দারা—[হি. ইন্দারা] বাঁধানো বড় কূপ।

ইদ্দৎ—[আ. ই'দ্দৎ] বি. মেয়াদ; মুসলমান বিধবার বা তালাকপ্রাপ্তার পুনর্বিবাহের পূর্ববর্তী শাস্ত্রনির্দিষ্ট কাল (ইদ্দৎ পার না হইলে বিবাহ নাজায়েজ)।

ইধ্ম—বি. জ্বালানী কাঠ।

ইন্‌কাম ট্যাক্‌স্—[ইং Income tax]—আয়কর।

ইন্‌টারপ্রেটার—[ইং Interpreter] আদালতে নিযুক্ত দোভাষী।

ইনফসলী—ছাড়পত্র, release।

ইনভয়েস—[ইং invoice] বি. চালান, চালানি মালের বিবরণপত্র।

ইন্‌সলভেণ্ট—[ইং insolvent] ণ. দেউলিয়া (আদালত কর্তৃক স্বীকৃত)।

ইনসান—[আ. ইন্‌সান] বি. মানুষ। বি. **ইনসানিয়াত**—মনুষ্যত্ব, মানবিকতা। (**খাদেম-উল্-ইনসান**—মানব-সেবক)।

ইন্‌সাফ—[আ. ইন্‌সা'ফ] বি. সুবিচার, পক্ষপাতহীন ব্যবস্থা।

ইনাম—[আ. ইন্‌আ'ম] বি. অধীনব্যক্তিকে প্রশংসাজনক কাজের জন্য বখশিশ, পুরস্কার। **ইনামভূমি**—পুরস্কার স্বরূপ দত্ত নিষ্করভূমি।

ইনামেল, এনামেল—এনামেল দ্রঃ।
ইনি—সর্ব. এই ব্যক্তি (সম্ভ্রমার্থে) ; ব্যঙ্গার্থেও চলে।
ইনিয়ে-বিনিয়ে—ক্রি. ণ. ইনাইয়া-বিনাইয়া, পল্লবিত করিয়া, ঘুরাইয়া ফিরাইয়া।
ইন্তাকাল, ইন্‌তিকাল, এন্তেকাল—[আ. ইন্‌তিক'াল—তিরোভাব] বি. মৃত্যু (এন্‌তেকাল ফর্মাইলেন—পরলোকগমন করিলেন)। **ইন্‌তিকাল-ই-জায়দাদ**—transfer of property, সম্পত্তির হস্তান্তর।
ইন্তাজার, ইন্তিজার, এন্তেজার,-জারি—[আ ইন্‌তিযার] বি. প্রতীক্ষা ; শুভাগমনের অপেক্ষায় থাকা. (আপনার এন্তেজারে আছি)।
ইন্তিজাম, এন্তেজাম—[আ. ইন্‌তিযাম] বি. সুব্যবস্থা, বন্দোবস্ত, শৃঙ্খলা (এন্তেজাম করা)।
ইন্তিহা, এন্তেহা—[আ. ইন্‌তিহা] বি. ইয়ত্তা, সীমা, অবধি (কষ্টের আর এন্তেহা নাই)। **বেইন্তিহা**—অশেষ, বেদার।
ইন্তিহান, ইম্‌তিহান—[আ] বি. পরীক্ষা।
ইন্দারা—ইদারা দ্রঃ
ইন্দিবর, ইন্দীবর—[ইন্দি (লক্ষ্মী) বর (শ্রেষ্ঠ)—লক্ষ্মীর অতিপ্রিয়] বি. নীলপদ্ম। **ইন্দিবর-আঁখি**—নীল পদ্মের মত চোখ যার।
ইন্দিরা—লক্ষ্মী। **ইন্দিরালয়**—পদ্ম।
ইন্দু—[ইন্দ্‌ (প্রভুত্ব করা) +উ] বি. চন্দ্র। **ইন্দুকলা,-লেখা**—চন্দ্রকলা। **ইন্দুভূষণ**—বি ইন্দু ভূষণ যার, শিব। (বহুব্রী)। **ইন্দুমুখী**—চন্দ্রমুখী। **ইন্দুমৌলি**—ইন্দু মৌলি (শিরোভূষণ) যার, চন্দ্রচূড়, শিব।
ইন্দুর—ইঁদুর, মূষিক। বি. [সং]
ইন্দ্র—বি.[ইন্দ্‌+র] বি. দেবরাজ, বজ্রী, আখণ্ডল; শ্রেষ্ঠ (দেবেন্দ্র, নরেন্দ্র, বীরেন্দ্র)। স্ত্রী. **ইন্দ্রাণী**—শচীদেবী। **ইন্দ্রকল্প**—ইন্দ্রতুল্য। **ইন্দ্রগোপ**—লাল নরম পোকা বিশেষ, মখমলী পোকা। **ইন্দ্রচাপ, ইন্দ্রধনু**—রামধনু। **ইন্দ্রজাল**—ভোজবাজি, কুহক। **ইন্দ্রজিৎ**—ইন্দ্রকে জয় করিয়াছে যে, রাবণপুত্র মেঘনাদ। **ইন্দ্রধ্বজ**—বিশেষ পদ্ধতিতে নির্মিত ধ্বজা-বিশেষ, ইন্দ্রের সন্তোষার্থ প্রাচীন ভারতে মহা সমারোহে ইহার পূজা হইত। **ইন্দ্রনীল, -নীলক**—নীলকান্তমণি। **ইন্দ্রপুরী**—স্বর্গ। **ইন্দ্রলুপ্ত**—টাক, কেশনাশক রোগবিশেষ। **ইন্দ্রলোক**—ভোগভূমি, অমরাবতী। **ইন্দ্রায়ুধ**—রামধনু।
ইন্দ্রিয়—যে অঙ্গ বা শক্তির দ্বারা বাহ্য বিষয়ের বোধ জন্মে অথবা কর্ম সাধিত হয় ; চক্ষু কর্ণ নাসিকা জিহ্বা ত্বক্ বাক্ পাণি পাদ পায়ু উপস্থ মন বুদ্ধি চিত্ত অহঙ্কার—এই চৌদ্দটি ; senses। [ইন্দ্র+ইয়]। **ইন্দ্রিয়গম্য, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য**—ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে যাহা বুঝা যায়,ইন্দ্রিয়গোচর। **ইন্দ্রিয়-গ্রাম**—সমস্ত ইন্দ্রিয়। **ইন্দ্রিয়জয়**—ইন্দ্রিয়-সংযম, ইন্দ্রিয়ের উপরে আধিপত্য লাভ (প্রধানতঃ যৌনপ্রবৃত্তিকে সংযত রাখা)। **ইন্দ্রিয়পর, -তন্ত্র**—ভোগপরায়ণ।
ইন্ধন—[ইন্ধ্‌ (প্রজ্বলিত করা)+অনট্‌] বি. আগুন জ্বালাইবার উপকরণ, কাঠ, কয়লা, ঘুঁটে, petrol ইত্যাদি, fuel। **ইন্ধন যোগানো**—আগুন প্রজ্বলিত রাখার ব্যবস্থা করা, মনোমালিন্য শত্রুতা ইত্যাদি বৃদ্ধির চেষ্টা করা।
ইন্‌স্পেক্টার—[Inspector] বি. তত্ত্বাবধানকারী, পরিদর্শক।
ইফ্‌তার, এফ্‌তার—[আ. ইফ্‌তার] বি. সমস্ত দিন রোজা রাখার পরে সন্ধ্যায় যে আহার্য গ্রহণ করা হয় (ইফতার বা এফতার করা)। **ইফতারী**—যে খাদ্য ও পানীয় দিয়া ইফতার করা হয়। [মূসার পুত্র)।
ইব্‌নে—[আ. ইব্‌ন্‌] বি. পুত্র (ইব্‌নে মুসা—
ইব্‌লিশ—[আ.] (মুখপোড়া) শয়তান।
ইব্রানী, ইব্রিয়—[ইং Hebrew] ণ. ইহুদী জাতি সম্পর্কিত ; হিব্রু।
ইমন—বি. সন্ধ্যার রাগিণী বিশেষ। **ইমনকল্যাণ, ইমন ভূপালী**—বি. ইমনের সহিত কল্যাণ বা ভূপালী সুরের মিশ্রণে জাত সুর।
ইম্‌রোজ—[ফা.] বি. অদ্য, বর্তমান।
ইমসাল—[ফা. ইম্‌ (এই) + সাল] বি. এই বৎসর, বর্তমান বৎসরে।
ইমান, ঈমান—[আ. ঈমান] বি. ধর্মবিশ্বাস ; আল্লাহ্‌র একত্বে ও হজরত মোহম্মদের পয়গম্বরত্বে বিশ্বাস ; বিবেক (লোকটার ইমান নাই—লোকটার বিবেক নাই, ধর্মাধর্ম জ্ঞান নাই, সে অবিশ্বাসী, অনির্ভর-যোগ্য)। **ইমানদার**—ণ. ইসলামধর্মে বিশ্বাসী ; সাধু ; বিশ্বস্ত ; বিবেকবান্‌। **ইমানদারি**—বি. সাধুতা, বিশ্বস্ততা, বিবেকীর অবস্থা।
ইমাম—[আ. ইমাম] বি. নেতা ; নামাজে যিনি

নেতৃত্ব করেন (ইমাম ভিন্ন নামাজরত অন্যান্য লোককে বলা হয় মোক্তাদি)। **ইমামবাড়া**—শিয়া-সম্প্রদায়ের ধর্মগৃহ, হজরত মোহম্মদের দৌহিত্রদ্বয় ইমাম হাসান ও ইমাম হোসেনের স্মরণার্থে নির্মিত ; মোহররমের সময়ে এই সব গৃহে নানা অনুষ্ঠান হয়। **চার ইমাম**—মুসলমান-ধর্মের (সুন্নীমতের) চারজন শ্রেষ্ঠ ব্যাখ্যাতা (ইমাম আবুহানিফা, মালেক, শাফী, ইব্‌নে হাম্বল)। **ইমামতি**—ইমামের পদ বা কাজ।

ইমারত—[আ. ই'মারত] বি. অট্টালিকা।

ইয়ত্তা—[ইয়ৎ+তা] বি. সংখ্যা, পরিমাণ; ইতিহা (তাঁহার মহিমার ইয়ত্তা নাই)। **ইয়ত্তা-রহিত**—অপরিসীম।

ইয়া—অব্য. এত ('—বড়')। ক্ষোভ বিস্ময় ইত্যাদি সূচক শব্দ ('—আল্লা')।

ইয়াকুত—[আ. য়াকু'ত] বি. চুনিপাথর, ruby.

ইয়াদ—[আ.য়াদ] বি. স্মরণ ; মনে পড়া। **ইয়াদদাশ্‌ত**—স্মারক, memorandum। **ইয়াদ করা**—স্মরণ করা। **ইয়াদ হয় না**—মনে পড়ে না। **ইয়াদগারী**—অভিজ্ঞান। **ইয়াদিকির্দ**—সকলে খেয়াল রাখিও (দলিলের প্রথমে ব্যবহৃত বয়ান বিশেষ)।

ইয়ার—[ফা. য়ার] বি. বন্ধু (চার ইয়ার—চার বন্ধু) ; (বাং) বয়স্য, আড্ডা দেওয়ার লোক (ইয়ার-বন্ধু ঢের জুটেছে)। **ইয়ার্কি**—ঠাট্টা-তামাসা, রসালাপ, রসিকতা (ইয়ার্কি পেয়েছ)। বাংলায় এয়ার-ও বলে। বি. **ইয়ার্কি দেওয়া, মারা**—বথামি করা। [ইত্যাদি।

ইয়ারিং—[ইং earring] কানের দুল, ফুল

ইয়ু(উ)নানী, য়ুনানী—[আ. য়ুনানী, গ্রীক Ionian, সং যাবনিক] ণ. ইয়ুনান-সম্পর্কিত, গ্রীক, হেকিমি (ইউনানী দাওয়াইখানা)।

ইয়ে—অব্য. যে শব্দ মনে বা মুখে আসিতেছে না অথবা ব্যবহার করা সমীচীন মনে হইতেছে না তাহার পরিবর্তে 'ইয়ে' বলা হয়।

ইয়োরামেরিকা—Euro-America, ইয়োরোপ ও আমেরিকা উভয় মহাদেশ। (ইয়োরামেরিকার সভ্যতা)।

ইরম্মদ—[ইরা (জল, মেঘ)—মদ্ (খেলা করা) +অশ্] বি. বিদ্যুৎ, বাড়বাগ্নি (ইরম্মদাকৃতি বাঘ ধরিল মৃগীরে—মধু)।

ইরশাদ, এরশাদ—[আ.—নির্দেশ] বি.অভিপ্রায় আদেশ, অনুজ্ঞা (আল্লার তরফ হইতে ইরশাদ হইল)।

ইরশাল—[আ. ইর্‌সাল—অর্থপ্রেরণ] বি. প্রেরণ ; সদরে প্রেরিত খাজনা।

ইরা—বি. পৃথিবী ; জল ; সরস্বতী ; বীণা ; সুরা। [ই (যাওয়া)+রন্+আপ্]। **ইরাবান্** (-বৎ)—সমুদ্র ; মেঘ ; রাজা। **ইরাবতী**—জলশালিনী নদীবিশেষ, রাবি নদী ; ব্রহ্মদেশের নদীবিশেষ। [মেসোপোটেমিয়া)।

ইরাক—পশ্চিম এশিয়ার দেশবিশেষ (পূর্বনাম

ইরান—পারস্যের প্রাচীন ও বর্তমান নাম। **ইরানী**—বি. ইরানের লোক বা ভাষা ; এক শ্রেণীর বেদে। ণ. ইরান-সম্পর্কিত।

ইরাদা, এরাদা—[আ. ইরাদা] বি. ইচ্ছা, সংকল্প, অভিলাষ (হজে যাইবার এরাদা করিয়াছেন)।

ইস াল—ইরশাল দ্রঃ।

ইলচি—এলচি দ্রঃ।

ইলশা, ইলশে—সুপরিচিত সুস্বাদু মৎস্য। **ইলশে-গুঁড়ি, -গুঁড়ুনি**—গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি, drizzle (বর্ষাকালে এরূপ বৃষ্টির সময় ইলিশ মাছ জালে বেশী পড়ে)। **ইলশে জাল**—ইলিশ মাছ ধরিবার উপযুক্ত জাল।

ইলা—বি. পৃথিবী ; জল , সরস্বতী ; বীণা ; সুরা। (ইরা-শব্দের রূপান্তর)।

ইলাবৃতবর্ষ—প্রাচীন হিন্দুমতে জম্বুদ্বীপের একটি বিভাগ (হিমালয়ের উত্তরে)।

ইলাকা, এলাকা—[আঃ ই'লাকা] বি. অধিকার ; হদ্দ, অধিকারের সীমা (থানার এলাকা; ম্যাজিস্ট্রেটের এলাকা; তোমার এলাকার বাইরে)।

ইলাহি, এলাহি—[আঃ ইলাহী] বি. ণ. পরমেশ্বর ; মহান্ ; বিশাল, বিরাট (এলাহি কাণ্ড)। **ইলাহি গজ**—আকবর বাদশাহ্-প্রবর্তিত তেত্রিশ ইঞ্চিপ্রমাণ গজ (ইমারতের মাপে ব্যবহৃত)। **ইলাহি তওবা**—হে পরমেশ্বর, তোমার নাম করিয়া পাপকার্য হইতে বিরত হইতেছি। **ইলাহি রাত**—মোহররমের জাগরণের রাত্রি ; যে রাত্রি আর ফুরাইতে চায় না। **ইলাহি সন**—আকবর কর্তৃক প্রবর্তিত সন। **দীন-ই-ইলাহি**—আকবর-প্রবর্তিত একেশ্বরবাদ।

ইলিম, এলেম—এলেম দ্রঃ।

ইলিশ—ইলশা দ্রঃ। [ইল্লীশ]।

ইলেক—বি. গণিতে ব্যবহৃত কয়েক প্রকার চিহ্ন (,) (.) (´) ইত্যাদি (মণের দামের বামে ইলেক মাত্র দিলে। আধ পোয়ার দাম শিশু নিয়েছেতে মিলে।—শুভঙ্করী)।

ইলেকট্রিক—[ইং electric] বিদ্যুৎ সম্বন্ধীয় (ইলেকট্রিক লাইট; ইলেকট্রিক মিস্ত্রী)। **ইলেকট্রোপ্যাথি**—বৈদ্যুতিক চিকিৎসা। [ইং. electropathy]।

ইলোরা—পাহাড়-কাটা প্রাচীন বিশাল মন্দির ও গুহার জন্য বিখ্যাত দাক্ষিণাত্যের গ্রাম।

ইল্‌ম্—[আ.] বিদ্যা। এলেম দ্রঃ।

ইস্তক—অব্য. দরুণ, বাবদ (আদালতী ভাষা)।

ইল্লৎ—[আ. ই'ল্লৎ] বি ময়লা, (ইল্লৎ যায় না ধুলে, খাস্‌লত (স্বভাব) যায় না ম'লে)। ণ. **ইল্লুতে**—নোংরা, কদর্য।

ইশ্‌ক—[আ ই'শ্‌ক্'] বি. প্রেম, আসক্তি। (আশিক—প্রেমিক)।

ইশকাপন—ইস্কাপন দ্রঃ।

ইশতিহার, ইস্তাহার—ইস্তাহার দ্রঃ।

ইশ্‌পিশ, ইস্‌পিস—নিশ্‌পিশ দ্রঃ।

ইশাদী, ইসাদী—[ফা.] সাক্ষী (দলিলের)।

ইশারা, ইসারা—[ফা. ইশারাহ্] বি. ইঙ্গিত (ইসারা করা, ইসারা দেওয়া)। (পূর্ববঙ্গে ইসারায়=পলকে—এই কাম ইসারায় করমু)।

ইষণা—(এষণা দ্রঃ) বি. ইচ্ছা, মনন; অন্বেষণ।

ইষর মূল, ইষের মূল—সর্পবিষহর মূল-বিশেষ।

ইষু—[ইষ্+উ, যে হিংসার জন্য গমন করে] বি. তীর। **ইষুধর**—ধনুর্ধর।

ইষ্ট—[ইষ্ (বাঞ্ছা করা)+ক্ত; যজ্ (পূজা করা) +ক্ত] ণ. অভিলষিত; মঙ্গলকর; পূজিত, আরাধ্য। বি. অভীষ্ট বস্তু; প্রিয়জন; আত্মীয়জন। যজ্ঞ। **ইষ্টকথা**—ভাল কথা; ভগবৎকথা। **ইষ্টকবচ**—ইষ্টমন্ত্রপূত মাদুলি। **ইষ্টকর্ম**—প্রিয়কর্ম; মঙ্গলসাধক ক্রিয়া। **ইষ্ট-কুটুম্ব**—আত্মীয়স্বজন। **ইষ্টগোষ্ঠী**—ইষ্ট (অভীষ্ট বা আরাধ্যবিষয়ক) কথার আলাপ। **ইষ্টতম**—প্রিয়তম। **ইষ্টদেব,-দেবতা**—উপাস্য দেবতা; দীক্ষাগুরু। **ইষ্টবিয়োগ**—প্রিয়জনের বিয়োগ। স্ত্রী তৎ। **ইষ্টমন্ত্র**—আরাধ্য মন্ত্র। **ইষ্টসিদ্ধি,-লাভ, -সাধন**—মনোবাঞ্ছা পূরণ।

ইষ্টক, ইষ্টকা—[সং] বি. ইট। বি. **ইষ্টকখণ্ড**—ইটের টুকরা, পাটকেল।

ইষ্টাপত্তি—বি. ইষ্টসিদ্ধি; লাভ; উপকার।

ইষ্টাপূর্ত—বি. ভাল কাজ অর্থাৎ সাধারণের হিতার্থে মন্দির পথ পুকুর ইত্যাদি করা। [ইষ্ট (মঙ্গলকর)+আপূর্ত (খাতাদি কর্ম)]।

ইষ্টার্থ—বি. অভিপ্রেত কার্য।

ইষ্টি—ইচ্ছা; যজ্ঞ। [ইষ্+ক্তি, যজ্+ক্তি]।

ইষ্টিমার—[ইং. steamer] বি. ষ্টিমার।

ইষ্টিশন, ইস্টিশন—ষ্টেশন [ইং. Station]।

ইস্—ইঃ দ্রঃ।

ইসপ্ মূল—ইষর মূল দ্রঃ।

ইসলাম—[আ. ইস্‌লাম—শান্তি, কল্যাণ] বি. শান্তি, কল্যাণ, আল্লাহ্‌তে আত্ম-সমর্পণ; হজরত মোহম্মদ কর্তৃক প্রচারিত ধর্মকে ইসলাম বলা হয়; কিন্তু কোরআনের মতে জগতের পূর্ব পূর্ব সব বার্তাবাহকের ধর্ম ছিল ইসলাম অর্থাৎ ঈশ্বরে আত্মসমর্পণ, হজরত মোহম্মদ সেই চিরন্তন ধর্মের শেষ বার্তাবাহক; একমাত্র আল্লাহ্‌কে উপাস্য জানিবে, মূর্তিপূজা করিবে না, হজরত মোহম্মদকে আল্লাহ্‌র শেষ বার্তাবাহক জানিবে, মৃত্যুর পরে পাপপুণ্যের বিচার হইবে, রক্ত-সম্পর্কে মানুষ মর্যাদাবান্ হয় না, মর্যাদাবান্ হয় সদনুষ্ঠান ও ধর্মনিষ্ঠার ফলে—এই সব হইতেছে ইসলামের বিশিষ্ট শিক্ষা। ণ. **ইসলামী, ইসলামীয়, ইসলামিক**—ইসলাম সম্বন্ধীয়, -অনুসারী।

ইসেবগুল—ঈশবগুল দ্রঃ।

ইস্‌কাতর—[ফ্রে. escritoire] বি. লিখিবার ডেস্ক; ছোট বাক্স, বিশেষতঃ কাঠের, ইহাতে সাধারণতঃ খরচের টাকা রাখা হয়।

ইস্কাপন, ইস্কাবন ইশ্‌কাপন—বি. তাসের রং বিশেষ, spades. [ওল. schofen]।

ইস্কুল—[ইং. school] বিদ্যালয়।

ইস্ক্রুপ—[ইং. screw] পেঁচকাটা পেরেক।

ইস্তক, এস্তক—অব্য. পর্যন্ত। ক্রি. ণ. **ইস্তক-নাগাদ**—প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত (ইস্তক জুতা সেলাই নাগাদ চণ্ডীপাঠ—উচ্চনীচ-নির্বিশেষে সংসারের সব কাজ)। **ইস্তকবিন্তি**—তাসের বিন্তি খেলায় এক হাতে রঙের সাহেব বিবি ও গোলাম বা টেক্কা।

ইস্তফসার—[আ.] বি. বর্ণনা, statement.

ইস্তফা, ইস্তাফা—[আঃ ইস্‌ত'ফা] বি. ক্ষমা-প্রার্থনা; পদত্যাগ; নিবৃত্তি। **ইস্তফা দেওয়া**—পদত্যাগ করা, সংস্রব ত্যাগ করা।

ইস্তাহার, ইস্তিহার—[আ. ইশ্‌তিহার] বি. বিজ্ঞপ্তি, প্রচারপত্র (ক্রোকের ইস্তাহার, নীলামের ইস্তাহার)।

ইস্তিমরারী, ইস্তিমুরারী, ইস্তমুরারী—[আ. ইস্তিমরারী] ণ. চিরস্থায়ী (ইস্তিমরারীর তালুক—১৭৯৩ খৃষ্টাব্দে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পূর্বে যে-সমস্ত তালুকের খাজনা সুনির্দিষ্ট হইয়াছিল ; মোকররী তালুক)।

ইস্তিরি, ইস্ত্রী—ধোওয়া কাপড় মসৃণ করিবার লৌহযন্ত্র। [পো. estirar]। **ইস্ত্রী করা**—ইস্ত্রীর সাহায্যে ধোওয়া কাপড় মসৃণ করা ও ভাঁজ করা।

ইস্তেমাল, এস্তেমাল—[আঃ ইস্‌তা'মাল] বি. ব্যবহার ; প্রয়োজন ; চলন ; অভ্যাস। **এস্তেমাল করা**—অভ্যাস করা, ব্যবহার করা।

ইস্পাত—[পো. Ispada। সং. অয়স্‌-পত্র] পরিষ্কৃত শক্ত লৌহবিশেষ।

ইহ—[ইদম্‌+হ] অব্য. উপস্থিত ; এখানে ; বর্তমান কাল)। **ইহজগৎ**—দৃশ্যমান জগৎ ; এই পৃথিবী। **ইহজন্ম, ইহজীবন**—এই বর্তমান জন্ম। **ইহবাদী (-দিন্‌)**—সংসারজীবনই সব অথবা প্রধান, এই মত যাহারা পোষণ করে ; পরলোক সম্বন্ধে যাহারা সন্দেহশীল। **ইহলোক**—ইহজীবন (বিপ. পরলোক)। **ইহকাল**—এই জন্ম, জীবিতকাল। (বিপ. পরকাল)।

ইহা—সর্ব. এই বস্তু (ইহার, ইহাকে, ইহারা, ইঁহাদের ইত্যাদি)। **ইহাতে**—ইহার মধ্যে ; এই বিষয়ে ; এই জন্য। (ইহাতে ক্ষোভের কিছু নাই)।

ইহুদী—[আ. য়হুদ] প্রাচীন হিব্রু (জু) জাতি ও ধর্ম-সম্প্রদায় বিশেষ, Jew. স্ত্রী. **ইহুদিনী**।

ঈ

ঈ—স্বরবর্ণের চতুর্থ বর্ণ ; বাংলা প্রত্যয় (সম্বন্ধ অস্তিত্ব নির্মিত ইত্যাদি অর্থজ্ঞাপক—জেদী, রেশমী, সরকারী, মেজাজী ইত্যাদি)।

ঈকার—ঈ এই বর্ণ। **ঈকারান্ত**—ঈকার যে শব্দের অন্তে।

ঈক্ষণ—[ঈক্ষ্‌+অনট্‌] বি. দর্শন, দৃষ্টি। **ঈক্ষমাণ**—যে দর্শন করিতেছে। **ঈক্ষা**—দর্শন, দেখা। **ঈক্ষিত**—ণ. দৃষ্ট।

ঈগল—[ইং eagle] বি. পার্বত্য মাংসাশী পক্ষী, (আকারে বৃহৎ, দৃষ্টিশক্তি অতিশয় তীক্ষ্ণ)।

ঈড়া—[সং.] বি. প্রশংসা, স্তব। ণ.—**ঈড়িত, ঈড্য**—স্তবের যোগ্য।

ঈতি—[সং] বি. শস্যের ছয় প্রকারের বিঘ্ন—অতিবৃষ্টি অনাবৃষ্টি মূষিক পতঙ্গ পক্ষী এবং প্রতিবেশী শত্রুরাজ্য।

ঈথর—[ইং. ether] অতি লঘু পদার্থ-বিশেষ (বৈজ্ঞানিকদের মতে ঈথর সর্বত্র বিদ্যমান)।

ঈদ—[আ. ঈ'দ—উৎসব, খুশী] সুপ্রসিদ্ধ মুসলমানী পর্ব। ঈদ দুইটি—**ঈদুল্‌ফিৎর, ঈদুজ্জোহা** ; রমজানের একমাস রোজার পরে ঈদুলফিৎর, আর ঈদুলফিৎরের দুই মাস দশ দিন পরে হয় ঈদুজ্জোহা (ঈদ-উল-আজ্‌হা) বা বকর-ঈদ্‌। এই ঈদে ছাগ মেষ গরু উট প্রভৃতি কোরবাণী করা হয়—হজরত ইব্‌রাহিমের বিখ্যাত কোরবাণীর স্মরণে। এই সময়েই হজ (হয) হয়। (ফিৎর্‌=আহার্যগ্রহণ। আজ্‌হা=পূর্বাহ্ণ)।

ঈদগা, ঈদগাহ—[আ.+ফা.] যে খোলা জায়গায় ঈদের নামাজ পড়া হয়।

ঈদৃশ, ঈদৃক্‌—ণ. ইহার মত যাহা দেখায় (উপতৎ)। স্ত্রী. **ঈদৃশী**। **ঈদৃশী-তাদৃশী**—যা-তা, যেমন-তেমন, এরূপ, এতাদৃশ।

ঈপ্সা—[আপ্‌+সন্‌+অ+আপ্‌] বি. লাভ করিবার ইচ্ছা ; বাঞ্ছা। ণ. **ঈপ্সিত**—বাঞ্ছিত, অভিলষিত। **ঈপ্‌সু**—অভিলাষী, ইচ্ছুক।

ঈরান—ইরান। পারস্য দেশ।

ঈরিত, -ড়ি—[সং.] উদ্‌গীত ; সঞ্চালিত।

ঈর্ষা, ঈর্ষ্যা—[ঈর্ষ্‌ (দ্বেষ করা)+অ+আপ্‌] পরশ্রীকাতরতা, পরের সৌভাগ্য ও সদ্‌গুণ সহ্য করিতে না পারা ; প্রেমিক-প্রেমিকার পরস্পরের একনিষ্ঠতা সম্বন্ধে সন্দেহ, jealousy.

ঈর্ষান্বিত, ঈর্ষালু, ঈর্ষী (-র্ষিন্), **ঈর্ষাপরায়ণ**—ণ. যাহার ঈর্ষা আছে বা হইয়াছে। ণ. **ঈর্ষামূলক**—ঈর্ষা যাহার মূলে।

ঈশ—[ঈশ্—আধিপত্য করা,+অ] বি.অধিপতি ; প্রভু ; স্বামী ; নিয়ন্তা ; ঈশ্বর। (মহেশ, পরমেশ)।

ঈশবগুল—[ফা. ইস্পগুল] বি. শাক বিশেষের বীজ, আমাশয় রোগে ব্যবহৃত হয়।

ঈশা—ঈসা দ্রঃ

ঈশান—[ঈশ্+আন], বি. শিব। স্ত্রী. **ঈশানী**। **ঈশানকোণ**—পূর্ব-উত্তর কোণ।

ঈশিত্ব, ঈশিতা—বি. প্রভুত্ব, প্রাধান্য; ঈশ্বরের কর্তৃত্ব-শক্তি।

ঈশের মূল—ইষর মূল দ্রঃ।

ঈশ্বর—[ঈশ্+বর] বি. অধিপতি, প্রভু (হে সকল ঈশ্বরের পরম ঈশ্বর—রবি) ; সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের কর্তা ; সগুণ ব্রহ্ম ; God. স্বামী (প্রাণেশ্বর) ; অধিপতি, রাজা (ইংলণ্ডেশ্বর) ; শ্রেষ্ঠ বা প্রধান (যোগীশ্বর)। স্ত্রী. **ঈশ্বরী**। **ঈশ্বরজানিত**—যিনি ভগবানকে জানেন (বাং)। **ঈশ্বরদত্ত**—ভগবানের দেওয়া, মানুষী শক্তির দ্বারা যাহা লাভ হয় নাই। **ঈশ্বরদ্বেষ**—ঈশ্বরের অস্তিত্ব অস্বীকার করা। **ঈশ্বরপ্রাপ্তি**—মৃত্যু। **ঈশ্বরেচ্ছায়**—ঈশ্বরের কৃপায়। **ঈশ্বরবৃত্তি**—ঈশ্বরের বা দেবতার সেবার জন্য নির্ধারিত ব্যবসায়ের বা জমিদারির অর্থ।

ঈশ্বরেচ্ছা—ঈশ্বরের ইচ্ছা বা অভিপ্রায়।

ঈষ—[সং ঈর্ষা] লাঙ্গলের ফলা ; লাঙ্গলদণ্ড।

ঈষৎ—[সং] অল্প, কিঞ্চিৎ, সামান্য ; ণ. **ঈষৎপাণ্ডু**—ধূসর। **ঈষদুদ্ভিন্ন**—ঈষদ্বিকশিত। **ঈষদুদ্রিক্ত**—ঈষৎ উত্তেজিত, ঈষৎ জাগরিত। **ঈষদুষ্ণ**—কুসুম কুসুম গরম। **ঈষদূন**—সামান্য কম। **ঈষদ্ধাস্য**—অল্প হাসি, মুচকি হাসি। **ঈষদ্বিকশিত**—অল্প বিকশিত, আধফোটা। **ঈষদ্ভিন্ন**—অল্প পৃথক্ ; একটুকু ফাঁক। **ঈষন্মাত্র, ঈষৎমাত্র**—একটুকু। **ঈষদ্রক্ত**—রক্তাভ, আলোহিত।

ঈষা—[ঈষ্+অ+আপ্] লাঙ্গলের বা গাড়ীর দীর্ঘ-দণ্ড, লাঙ্গলদণ্ড ; লাঙ্গলের ফলার দ্বারা চিহ্নিত রেখা, সীতা। বি.। **ঈষাদণ্ড**—লাঙ্গলদণ্ড ; লাঙ্গলের ফাল যাহার সহিত যুক্ত থাকে। **ঈষাদন্ত**—ঈষাদণ্ডের মতো দীর্ঘ দন্ত-বিশিষ্ট, দাঁতাল হাতী। বহুব্রী। [খড়কে।

ঈষিকা, ঈষীকা—বি. কাশ ঘাস ; তুলি ;

ঈস্, ইস্—অবিশ্বাসসূচক উক্তি।

ঈসা, ঈশা—(ই. Jesus) খৃষ্টান-ধর্মের প্রবর্তক যীশুখ্রীষ্ট।

ঈহা—[ঈহ্ (চেষ্টা করা, ইচ্ছা করা)+অ+আ.] বি. ইচ্ছা, চেষ্টা। **ঈহমান**—ণ সচেষ্ট। **ঈহিত**—ণ. বাঞ্ছিত ; উদ্যোগ। **ঈহিনী**—বাঞ্ছিতা (ঈশান-ঈহিনী—ভারতচন্দ্র)।

ঈহামৃগ, ঈহাবৃক—নেকড়ে বাঘ।

উ

উ—স্বরবর্ণের পঞ্চম বর্ণ ; ব্যঞ্জনবর্ণের সহিত যুক্ত হইলে সাধারণতঃ ু এই রূপ হয় ; আদরে কখনও কখনও বাংলায় উ প্রত্যয় ব্যবহৃত হয় ; যথা :—শিবু, জিতু, নীপু, কজলু ; 'বিশিষ্ট' অর্থেও হয়, যথা : ঢালু, নিবু নিবু, ডুবু ডুবু।

উই—বি. সুপরিচিত কীট, white ant; **উইঢাবা, উইঢিপি**—উইপোকা কর্তৃক নির্মিত স্তূপ, বল্মীক, ant-hill. **উইধরা, উয়েধরা, উইলাগা**—উইয়ের দ্বারা আক্রান্ত হওয়া বা যাহা আক্রান্ত হইয়াছে।

উইচিংড়া—বি. উচ্চিঙ্গড়া, ষট্পদী পতঙ্গবিশেষ, খুব লাফায় ও চিরিক চিরিক শব্দ করে, grasshopper.

উইল—[ইং. will] বি. মৃত্যুর পরে সম্পত্তির ভোগাদি সম্পর্কে নির্দেশ, ইচ্ছাপত্র।

উঃ—বেদনা যন্ত্রণা ক্রোধ বিস্ময় প্রভৃতি সূচক অব্যয়।

উঁকি—বি. আড়াল হইতে দেখার জন্য মুখ বাড়ানো (দরজার ফাঁকে উঁকিমারা)। **উঁকি-ঝুঁকি**—বার বার উঁকি দিবার চেষ্টা।

উঁচ, উঁচা, উঁচু—প. উচ্চ, উন্নত (উচঁকপালী; উঁচু পাহাড়)। **উঁচু নজর**—প্রশস্ত মন, অসংকীর্ণ দৃষ্টি, বড় নজর।

উঁচনো, উঁচানো—ক্রি. উত্তোলন করা (লাঠি উঁচানো); ডিঙ্গানো (বাপকে উঁচাইয়া কাজ করা); অবস্থাপন্ন হওয়া (দুদিনে উঁচিয়ে ওঠা)। প. উত্তোলিত।

উঁচুনীচু—প. অসমান, বন্ধুর।

উঁচলানো, ওঁচলানো—ক্রি. ঝাড়া, চাল কলাই প্রভৃতি ভুষ কাঁকরাদি হইতে পৃথক্ করা।

উঁহু—অসম্মতি-জ্ঞাপক অব্যয়।

উকটন—বি. অনুসন্ধান।

উকটানো—ক্রি. উদ্‌ঘাটন করা।

উকড়া; উকড়ো—মুড়কি।

উকার—উ-বর্ণ।

উকি, উক্কি—বি. হিক্কা, হেঁচকি; বমি (উকি ওঠা)।

উকিল, উকীল—[আ. বকীল] বি. প্রতিনিধি, মুখপাত্র; মুসলমানী বিবাহে যে কনের সম্মতি লইয়া বরকে বিজ্ঞাপিত করে (উকিল বাপ); আইন-ব্যবসায়ী, ব্যবহারজীব। প. **উকিলী**—উকিলের; উকিলের মত ('—বুদ্ধি, চাল')।

উকিলি—বি. উকিলের কাজ।

উকুণ, উকুন—সুপরিচিত কেশকীট। [উৎকুণ।

উকুনবাড়ি, উকুনতাড়া—কাটা ধানগাছ ও খড় ছড়াইয়া দিবার বংশদণ্ড বিঃ।

উক্ত—[বচ্+ক্ত] প. কথিত: উল্লিখিত (বি. বচন)। **উক্তানুক্ত**—প. কথিত ও অকথিত।

উক্তি—[বচ্+ক্তি] কথা; বাণী। **উক্তি-পরম্পরা**—পর পর সজ্জিত উক্তি।

উক্ষতর, উক্ষা (-ক্ষণ্)—বি. বড় ষাঁড়; প্রৌঢ়-বয়স্ক ষাঁড়। **উক্ষতরী**—প্রৌঢ়া গাভী।

উখ, উখা, উগা—(গ্রাম্য উকো, উগো) বি. রেতি, file, যে খরগাত্র যন্ত্র ঘষিয়া অস্ত্র লৌহ ধারাল করা হয়। [প. উৎপাটিত।

উখড়নো, উখড়ানো—ক্রি. সমূলে উৎপাটন;

উখল, উখলি—বি. উদূখল (দ্রঃ)।

উখা, উগা—চুলা; রেতি (উখ দ্রঃ)।

উখি—মাথার মরামাস (প্রাদেশিক)।

উখুনপাখি—উকুনবাড়ি।

উখো—উকুনবাড়ি; মাছ ধরিবার খাঁচা।

উগরণ, উগরোন—বি. উদ্‌গিরণ, বমন। **উগরনো, উগরানো**—ওগরানো দ্রঃ।

উগলানো—ক্রি. বমন করা।

উগ্র—[উচ্ (সমবেত বা মিলিত করা) +রক্] প. তীব্র, প্রখর (উগ্র গন্ধ): ক্রুদ্ধ; কড়া, পরুষ; অসহিষ্ণু (উগ্র স্বভাব); বি. বায়ুমূর্তি শিব। জাতিবিশেষ। **উগ্রক্ষত্রিয়**—জাতিবিশেষ, আগুরী। **উগ্রকণ্ঠ**—যাহার কণ্ঠ কর্কশ। **উগ্রকর্মা** (-র্মন্-)—ক্রূরকর্মা। **উগ্রগন্ধ**—তীব্রগন্ধ। **উগ্রচণ্ডা, উগ্রচণ্ডী**—অতিশয় কোপনস্বভাবা স্ত্রী। **উগ্রপ্রকৃতি**—কড়া মেজাজ। **উগ্রবীর্য**—উগ্রতেজবিশিষ্ট। **উগ্র-মূর্তি**—ক্রুদ্ধমূর্তি। **উগ্রস্বভাব**—কোপনস্বভাব।

উচক্কা—ক্রি. প. হঠাৎ অতর্কিতভাবে (উচক্কা হোঁচট খাওয়া); প. পরিপক্ব, নব্য (উচক্কা বয়স); অপরাধপ্রবণ।

উচক্কা—প. গোঁয়ার।

উচট, উচোট, উছট, হোঁচট—বি. অতর্কিত ভাবে পায়ের আঙুলে চোট লাগা; এরূপ লাগা ও পদস্খলন (উছট খাওয়া)।

উঁচল—উচ্চ। [প্রা. বাং]।

উঁচা-নীচা, উঁচুনীচু—প. বন্ধুর, এবড়ো-খেবড়ো।

উঁচাই—বি. খাড়াই।

উচাটন—[সং উচ্চাটন] প. উৎকণ্ঠিত, অস্বস্তিপূর্ণ (মন উচাটন); ব্যাকুলতা।

উচিত—[উচ্+ক্ত, বচ্+ইত], প. ন্যায্য, উপযুক্ত (উচিত কথা; উচিত শাস্তি); কর্তব্য (তোমার একবার যাওয়া উচিত); ঠিক, সঙ্গত, যোগ্য (উচিত কি তব এ শয়ন—মধুসূদন। রাজোচিত)। **উচিতবক্তা** (-ক্তৃ)—উচিত কথা বলিতে যে কুণ্ঠিত হয় না। (বি. ঔচিত্য)।

উচিতী—জামাতার সংবর্ধনার জন্য পুরস্ত্রীদের গান (উচিতী গাওয়া)।

উচুর—অধিক। [প্রা. বাং]

উচ্চ—প. উঁচু, তুঙ্গ (উচ্চ অট্টালিকা, উচ্চ শিখর); মর্যাদাবান্ (উচ্চকুল, উচ্চপদ); মহৎ (উচ্চ হৃদয়); চড়া (উচ্চ কণ্ঠ, উচ্চ মূল্য)। (বিপ. অবচ, নীচ]। বি. **উচ্চতা**—উৎকর্ষ, খাড়াই। **উচ্চকর্মচারী**—উচ্চপদের কর্মচারী। **উচ্চ-নীচ**—ছোটবড়, ভদ্র-অভদ্র, অসমান। **উচ্চ-প্রকৃতি**—মহৎ প্রকৃতি। **উচ্চবাচ্য করা**—প্রতিবাদ করা, ভালমন্দ বলা। **উচ্চ বিদ্যালয়**—মাধ্যমিক শিক্ষার বিদ্যালয়, High School। **উচ্চ-**

ভাষী (-ষিন্)—যে জোরগলায় কথা বলে; রূঢ়ভাষী। **উচ্চহৃদয়, উচ্চমনা, -নাঃ** (-নস্) —উন্নতমনা, উদারহৃদয়। **উচ্চরোল**—উচ্চ-কণ্ঠ। **উচ্চ-লগ্ন**—অতি শুভক্ষণ। **উচ্চশির** —উঁচুমাথা, মর্যাদা (উচ্চশির ভূমিতে লুটাইল)। **উচ্চশিরাল**—যাহার শিরাসমূহ বেশ চোখে পড়ে। **উচ্চহাস্য**—অট্টহাস্য।

উচ্চকিত—ণ. উৎকণ্ঠাযুক্ত, স্বস্তিহীন, চঞ্চল।

উচণ্ড—ণ. প্রচণ্ড, ভীষণ। [উৎ+চণ্ড]

উচ্চয়, উচ্চায়—[উৎ—চি+অ] বি. সংগ্রহ, পুঞ্জ (শিলোচ্চয়, সমুচ্চয়, কুসুমোচ্চয়)।

উচ্চরণ—বি. ঊর্ধ্বগতি। [উৎ—চর্+অনট্]

উচ্চাকাঙ্ক্ষা—উন্নতির আকাঙ্ক্ষা, মহৎ লাভের আকাঙ্ক্ষা। ণ. **উচ্চাকাঙ্ক্ষ**।

উচ্চাটন—[উৎ-চাটি+অনট্] বি. তন্ত্রোক্ত অভিচারের দ্বারা মনের ব্যাকুলতা সম্পাদন; স্বস্থান হইতে অপসারণ, উৎপাটন, ণ. অশান্ত, উদ্বিগ্ন, উচাটন।

উচ্চাবচ—ণ উচ্চনীচ, বিষম; ভালমন্দ। (ময়ূরব্যংসকাদি সমাস) [উচ্চ+অবচ]

উচ্চাভিলাষ—উচ্চাকাঙ্ক্ষা। কর্মধা.। ণ. **উচ্চাভিলাষী** (-ষিন্) -**লাষিণী**।

উচ্চারণ—[উৎ—চারি+অনট্] বি. মুখে বলা। বি. **উচ্চারণ করা**—কথায় প্রকাশ করা। **উচ্চারণতত্ত্ব**—ধ্বনিবিজ্ঞান, phonetics. **উচ্চার্য, উচ্চারণীয়**—উচ্চারণের যোগ্য। **উচ্চার্যমান**—যাহা উচ্চারিত হইতেছে।

উচ্চাশ—ণ. বড় আশা যার, উচ্চাভিলাষী। **উচ্চাশয়**—মহাশয়, উন্নতমনা। (বিপ. নীচাশয়)। বহুব্রী। **উচ্চাশা**—উন্নতির আশা।

উচ্চিংড়া, উচ্চিঙ্গট—উইচিংড়া দ্রঃ।

উচ্চৈঃশ্রবাঃ (-বস্)—[উচ্চৈঃ+শ্রবস্ (কর্ণ), উচ্চ কর্ণ যার] বি. ইন্দ্রের বাহন, সপ্তমুখ শ্বেতবর্ণ অশ্ব; উচ্চ স্বরে বলিলে যাহার কানে কথা প্রবেশ করে, বধির, কালা। বহুব্রী।

উচ্চৈঃস্বর—বি. উচ্চ স্বর, উঁচু গলা। **উচ্চৈঃস্বরে**—ক্রি. ণ. চীৎকার করিয়া।

উচ্ছন্ন—[সং উৎসন্ন] ণ. নষ্ট, ধ্বংসপ্রাপ্ত। **উচ্ছন্ন যাওয়া**—চরিত্রহীন হওয়া; বিনষ্ট হওয়া।

উচ্ছল, উচ্ছলিত—[উৎ—শল্ (গমন করা) -অ, ক্ত] ণ. যাহা ছাপাইয়া উঠিয়াছে, উথলিত।

উচ্ছাদন—বি. উদ্বর্তন; গায়ের ময়লা তোলা। [উৎ—ছাদি+অনট্]। ণ. **উচ্ছাদিত**।

উচ্ছিত্তি—বি. উচ্ছেদ। [উৎ—ছিদ্+ক্তি]।

উচ্ছিদ্যমান—ণ. যাহার উচ্ছেদ হইতেছে। [উৎ -ছিদ্+কর্মে শানচ্]

উচ্ছিন্ন—[উৎ-ছিদ্+ক্ত] ণ. উৎপাটিত, বিনাশিত। (বি উচ্ছেদ)

উচ্ছিষ্ট—[উৎ—শিষ্ (শেষ করা)+ক্ত] ণ এঁটো, যাহাতে অন্ন-ব্যঞ্জনাদির স্পর্শ লাগিয়াছে (উচ্ছিষ্ট হাত উচ্ছিষ্ট পাত); ভুক্তবিশিষ্ট (উচ্ছিষ্ট অন্ন)। **উচ্ছিষ্টভোজী, উচ্ছিষ্টভোক্তা**—ভুক্তাবশিষ্ট ভোজনকারী, হীনভাবে পরনির্ভরশীল। উচ্ছিষ্ট ভোজন)। **উচ্ছিষ্ট অন্ন**—এঁটো ভাত।

উচ্ছৃঙ্খল—ণ. শৃঙ্খলাহীন, যথেচ্ছাচারী, নৈতিক বন্ধনহীন (উচ্ছৃঙ্খল জনতা, -ব্যক্তি)। বহুব্রী। বি. **উচ্ছৃঙ্খলতা, উচ্ছৃঙ্খলা**—যথেচ্ছাচারিতা।

উচ্ছে—[বাং] বি. ছোটজাতের করলা।

উচ্ছেত্তা (-ত্তৃ)—[উৎ-ছিদ্+তৃচ্] ণ. উচ্ছেদকারী। **উচ্ছেদ**—বি. উৎপাটন, বিনাশ। [উৎ—ছিদ্+অল্]। **উচ্ছেদক**—ণ. যে উচ্ছেদ করে, বিনাশকারী।

উচ্ছোষক—ণ. যাহা শুষ্ক করে; সন্তাপকর। **উচ্ছোষণ**—বি. শুষ্ককরণ; কষ্ট দেওয়া। ণ. **উচ্ছোষক**। [উৎ—শুষ্+অনট্]

উচ্ছ্রয়, উচ্ছ্রায়—বি. বিস্তার; উচ্চতা; উৎকর্ষ। **উচ্ছ্রিত**—[উৎ—শ্রি+ক্ত] ণ. যাহা মাথা উঁচু করিয়া উঠিয়াছে, উন্নত।

উচ্ছ্বসিত—ণ. স্ফীত; বৃদ্ধিপ্রাপ্ত (উচ্ছ্বসিত বর্ণনা, উচ্ছ্বসিত শোকবেগ); উৎফুল্ল, উচ্ছলিত (তাঁহার প্রশংসায় উচ্ছ্বসিত)। [উৎ—শ্বস্+ক্ত]। **উচ্ছ্বাস**—বি. দীর্ঘ নিঃশ্বাস; উৎক্ষেপ; outburst; আবেগ-প্রকাশ; ভাববিলাসিতা, sentimentalism (উচ্ছ্বাসভরা বর্ণনা)। [উৎ—শ্বস্+ঘঞ্]

উছট, উছোট—উচট দ্রঃ।

উছল—[সং উচ্ছল] উথল, উচ্ছল (কাব্যে)।

উছিলা—[আ. বসিলা] বি. অছিলা; ছল, ছুতা।

উজ—(সং ঋজু) ণ. সোজা; উজবক, বোকা সোকা ও অকর্মণ্য (একটা উজ কোথাকার)।

উজবক, উজবুক—[তুর্কী—উজ্‌বক, উজবেগ] ণ. অশিক্ষিত, নিতান্ত আহাম্মক। বি. তাতারজাতি বিশেষ, উজবেগ।

উজর, উজোর, উজল—উজ্জ্বল (কাব্যে চলে)।

উজাড়, উজড়, উজোড়—[হি. উজাড়] প. নিঃশেষিত (আমানি উজাড়ে,—উজাড় করা,) (উজাড় বাস্তু ; দেশ উজাড় হল)।

উজান—বি. প. স্রোতের প্রতিকূল (যমুনা বহে উজান)। (বিপ. ভাঁটা, ভাটি)। **উজানের মাছ**—বর্ষার জল পুকুরে বা বিলে ঢুকিলে যে সব মাছ সেই স্রোত উজাইয়া বাহির হইয়া পড়ে। **উজান-ভাটি**—প্রবাহের বিপরীত ও স্বাভাবিক দিক। **উজানি**—[ভাটির বিপরীত] উজাইয়া স্রোতের প্রতিকূলে চলার ভাব। **উজানী বেলা, উজানী প্রহর**—পূর্বাহ্ণ, দ্বিপ্রহরের কাছাকাছি। **উজানো**—ক্রি. স্রোতের বিপরীত দিকে যাওয়া।

উজাল, উজিয়ার, -রা—আলোকিত, উজ্জ্বল (কাব্যে)।

উজির, উজীর—[আঃ ওযীর] বি. মন্ত্রী। **উজিরি, উজিরালি, উজিরগিরি**—উজীরের কার্য। **উজীর-এ-আজম**—প্রধান মন্ত্রী। **উজীর-এ-আলা**—মুখ্যমন্ত্রী। **রাজা-উজীর**—প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তিগণ। **রাজা উজীর মারা**—গালগল্পে নিজের বাহাদুরি দেখানো ; রাজা-উজীর-বিষয়ক অদ্ভুত গল্প করা।

উজু, উজোড়, উজোর—ওজু, উজাড় ; উজর দ্রঃ

উজ্জয়িনী—প্রাচীন নগর বিশেষ, মালব দেশের অন্তর্গত অবন্তী (আধুনিক উজ্জৈন)।

উজ্জাপন—উদ্‌যাপন দ্রঃ।

উজ্জীবন—[উদ্—জীব্ + অনট্] বি. মূর্চ্ছার পর চেতনা-প্রাপ্তি, নবজীবন-সঞ্চার। প. **উজ্জীবিত**—নবচেতনা প্রাপ্ত ; অনুপ্রাণিত (**পুনরুজ্জীবন**—প্রাচীন ভাবধারার নব তেজ ও স্ফূর্তি লাভ, revival)।

উজ্জুগ, উজ্জোগী—উদ্যোগ, উদ্যোগী দ্রঃ।

উজ্জ্বল—[উৎ—জ্বল্ + অচ্] প. দীপ্ত, আলোকিত, গৌরবান্বিত (উজ্জ্বল দিন ; উজ্জ্বল মেধা ; হাস্যোজ্জ্বল মুখ ; রূপে গৃহ উজ্জ্বল করা ; দেশের মুখ উজ্জ্বল করা)। বি. **উজ্জ্বলতা, ঔজ্জ্বল্য**। **উজ্জ্বলন**—প্রজ্বলন, দীপ্তি। প. **উজ্জ্বলিত**। **উজ্জ্বলরস**—শৃঙ্গার রস।

উজ্ঝিত—প. পরিত্যক্ত। [উজ্‌ঝ্ + ক্ত]

উঞ্ছ—[উঞ্ছ্ (খুঁটিয়া লওয়া) + অল্] বি. ধান কাটার পরে ক্ষেতে যে-ধান পড়িয়া থাকে তাহা কুড়ানো। **উঞ্ছবৃত্তি**—বি. উঞ্ছের দ্বারা জীবিকা নির্বাহ (ইহাই ব্রাহ্মণের সর্বোৎকৃষ্ট বৃত্তি) ; ভিক্ষাবৃত্তি, হেয় জীবনোপায় ; প. উঞ্ছবৃত্তির দ্বারা যে নিজের ভরণপোষণ করে, উঞ্ছোপজীবী। (শিল দ্রঃ)।

উট—বি. উষ্ট্র, camel। স্ত্রী. **উটনী**। **উট-কপালে**—প. যাহার কপাল উচু, উঁচুকপালে। **উটপাখী, -পক্ষী**—উটের মত লম্বা-পা ও লম্বা-গলা আফ্রিকাদেশীয় পাখী, Ostrich। **উটমুখো**—প. যে নীচের দিকে তাকাইয়া চলে না।

উটকা, উটকো—অপরিচিত, হঠাৎ আগত, উড়ো (উটকো লোক ; উটকো খবর) ; স্বামীগৃহ হইতে পলাইয়া বাপের বাড়ী যায় এমন (-মেয়ে)।

উটকানো, উটকনো—ক্রি. বি খোঁজাখুঁজি করা (গ্রাম্য)

উটজ—[উট (তৃণপত্রাদি)-জন্ + ড] বি. মুনিদের পর্ণকুটীর। **উটজশিল্প**—কুটীর-শিল্প।

উটবন্দি—জমির অল্পমেয়াদী বন্দোবস্ত বিশেষ। **উটবন্দী প্রজা**—যে প্রজাকে প্রতি বৎসর জমি হইতে উঠিয়া যাইতে হয়।

উঠতি, উটতি—প. যাহা উঠিতেছে, উন্নতিশীল, বিকাশশীল। **উঠতি বয়স**—নবযৌবন। **উঠতির কাল**—নবযৌবন কাল ; বিকাশের কাল, উন্নতির সময়। (বিপ.—পড়তির কাল বা ভাটি)। **উঠতি-পড়তি**—বিক্রয়ে লাভ-লোকসান ; বাজার ইত্যাদির উঠানামা।

উঠন—বি. উঠান, অঙ্গন, আঙ্গিনা, yard।

উঠনা, উঠনো—বি. ধারে খরিদ ('-খাওয়া'—ধার করিয়া কিনিয়া খাওয়া)। 'উঠা' দ্রঃ।

উঠ-বস—বি. উঠা ও বসা ; উঠা ও বসা এই শাস্তি (কানে ধরাইয়া উঠবস করাইলেন)।

উঠবন্দী—উটবন্দী দ্রঃ।

উঠমার—বি. দাবাখেলায় কিস্তি বিশেষ (একটি ঘুঁটি উঠাইলেই কিস্তি পড়ে), উঠকিস্তি।

উঠা, ওঠা—ক্রি. বি. আসন ত্যাগ করা ; শয্যা ত্যাগ করা ; প্রকাশ পাওয়া (সূর্য উঠা), উপরে চড়া (গাছে উঠা) ; উদগত হওয়া (ঘাম উঠা, গাছ উঠা, দাঁত উঠা) ; বিদ্রোহী হওয়া, বিরুদ্ধাচরণ করা (মাথা উঠানো) ; বৃদ্ধি পাওয়া (জ্বর উঠা) ; স্খলিত হওয়া (চুল উঠা) ; নষ্ট হওয়া, বিকৃত হওয়া (রং উঠা) ; শেষ বা লুপ্ত হওয়া

(দোকান-পাট উঠা); রহিত হওয়া (দাসপ্রথা উঠিয়া গিয়াছে; এবাড়ী হইতে তাহার অন্ন উঠিয়া গিয়াছে); স্থানান্তরিত হওয়া (বাস উঠানো); আরোহণ করা (ঘোড়ায় উঠা); সংগৃহীত হওয়া (চাঁদা উঠা); হিসাবে লেখা (হিসাবে উঠানো; ইহা হইতে, 'উঠনা বা উঠ্‌নো শব্দের' অর্থাৎ যাহার নেওয়া জিনিষপত্রের দাম খাতায় উঠাইয়া রাখা হয় ও মাসান্তে অথবা কোন নির্দিষ্ট সময়ে আদায় হয়); পৌঁছানো (কানে উঠা); আমদানি হওয়া (বাজারে নূতন আম উঠা)। **উঠানামা, উঠাপড়া**—উত্থান-পতন। **উঠে পড়ে লাগা**—কর্মে বিশেষ যত্নপরায়ণ হওয়া। **অন্ন উঠা**—জীবিকা রহিত হওয়া। **ক্লাসে উঠা**—প্রমোশন পাওয়া। **চোখ উঠা**—চক্ষুরোগ বিশেষ। **জাতে উঠা**—একঘরে দোষ কাটিয়া যাওয়া, সমাজে স্বাভাবিক-ভাবে গৃহীত বা উন্নীত হওয়া। **নাম উঠা**—নাম কাটিয়া যাওয়া, নামডাক হওয়া। **পাখ উঠা**—পাখীর ডানার পক্ষোদ্গম হওয়া; বাড়াবাড়ি করা, বাড়াবাড়ির ফলে ধ্বংসের নিকটবর্তী হওয়া (পিঁপড়ার পাখা ওঠা)। **পাট উঠা**—ব্যবসায় বা ধারা পরিবর্তিত করা। **মন উঠা**—সন্তুষ্ট হওয়া (বৌ দেখিয়া শাশুড়ীর মন উঠিল না)। **মন হইতে উঠিয়া যাওয়া**—অপ্রীতিভাজন হওয়া। **রক্ত উঠা**—মুখ দিয়া রক্ত নির্গত হওয়া। **রব উঠা**—রটনা হওয়া। **তাতিয়া উঠা**—উত্তপ্ত হওয়া, হঠাৎ রাগিয়া উঠা। **জমি উঠা**—জলমগ্ন জমি আবাদযোগ্য হওয়া। **খরচ উঠা**—খরচের অনুরূপ আয় হওয়া।

উঠান—আঙিনা। **উঠান বাঁধা**—উঠান উঁচু ও শক্ত করা। **উঠান চষা**—অপমানিত ও ক্ষতিগ্রস্ত করা। **খেদাই না তোর উঠান চষি**—প্রকারান্তরে ক্ষতি সাধন করি।

উঠানো—বি. ক্রি. উত্থাপিত করা; উত্তোলন করা (কথা উঠানো, হাত উঠানো); প্রশ্রয় দেওয়া (মাথায় উঠানো); গাঁথিয়া তোলা (দেওয়াল উঠানো); উৎপাটন করা (আগাছা উঠানো); বর্ধিত করা (বাচ্চা উঠানো); রহিত করা (দোকান উঠানো); উচ্ছেদ করা (প্রজা উঠানো)।

উঠিত—ণ. নূতন আবাদের যোগ্য করিবার জন্য যাহার জঙ্গল কাটা হইয়াছে এমন। **উঠিতে বসিতে**—সব অবস্থায়, সর্বদা ('উঠিতে বসিতে করি বাপান্ত'—রবি)।

উঠিয়া যাওয়া—ক্রি. অন্যত্র যাওয়া (ভাড়াটিয়া উঠিয়া গেছে); লুপ্ত বা নষ্ট হওয়া (দোকান উঠিয়া গেছে, রং উঠিয়া গেছে); রহিত হওয়া (জমিদারী প্রথা উঠিয়া গেছে)।

উড়কি—উড়ি ধান ('উড়কি ধানের মুড়কি দেব বিন্নিধানের খই'—ছড়া)। [বাং]।

উড়ন্তি—ণ. উড্ডীয়মান। **উড়ন্তিখবর**—লোকের মুখে মুখে শুনা খবর। [ছাড়া।

উড়নচড়ে, উড়নচণ্ডী—ণ. অপব্যয়ী, লক্ষ্মী-

উড়নি,-নী, উড়ানি, উড়ুনি—চাদর, উত্তরীয়, ওড়না।

উড়ুষ, উরুস, উলুস—ছারপোকা। (প্রাদে.)।

উড়ন্ত—ণ. যাহা উড়িতেছে (উড়ন্ত পাখীর ঝাঁক)।

উড়া, ওড়া—ক্রি. শূন্যে উঠা বা বিচরণ করা; বিতাড়িত, পর্যুদস্ত বা বিধ্বস্ত হওয়া (বাতাসে মেঘ উড়ে যাওয়া; মুখের চোটে সব উড়ে যায়; তোপের মুখে উড়ে যাওয়া); অন্তর্হিত হওয়া (এইমাত্র ত রেখেছি, উড়ে গেল নাকি); খরচ হওয়া (আজকের ভোজে লুচি সন্দেশ খুব উড়বে)। **উড়ানো, উড়নো, ওড়ানো**—উড্ডীন করা (ঘুড়ি উড়ানো); অগ্রাহ্য বা তাচ্ছিল্য করা (তাহার কথা হাসিয়া উড়াইয়া দিল), সহসা সরাইয়া দেওয়া (বাজিকর ফুলটি উড়াইয়া দিল); অপব্যয় করা (টাকা উড়ানো); প্রচুর পরিমাণে খাওয়া বা খাওয়ান (দু'জনে একহাঁড়ি ভাত উড়িয়ে দিলে)। **উড়াতাড়া বা উড়োতাড়া করা**—ব্যতিব্যস্ত করা (নতুন চাকর উড়োতাড়া করলে পালিয়ে যাবে)। **উড়িয়া যাওয়া**—ক্রি. শূন্যে উড্ডীয়মান হওয়া; গতপ্রায় হওয়া (ভয়ে প্রাণ উড়িয়া গেল); দ্রুত ব্যয় হওয়া (টাকা উড়িয়া গেল); অপসারিত হওয়া (মেঘ উড়িয়া গেল)। **উড়ে এসে জুড়ে বসা**—অনাহূত ব্যক্তির প্রাধান্য লাভ করা।

উড়ানি, উড়ুনি—বি. উত্তরীয়, চাদর।

উড়াপাক—বি. লাফ দিয়া ঘুরিয়া পড়া।

উড়ি, উড়ী—বন্য ধানবিশেষ, উড়কি, নীবার।

উড়িয়া, ওড়িয়া—উড়িষ্যাবাসী।

উড়িষ্যা—উৎকল রাজ্য।

উড়ু উড়ু—ণ. উদ্বেগপূর্ণ, স্থিরতালাভে অক্ষম (মন উড়ু উড়ু)।

উড়ুক্কু—ণ. পাখাওয়ালা, উড়িতে সক্ষম। **উড়ুক্কু মৎস্য**—পক্ষযুক্ত সামুদ্রিক মৎস্য, flying fish.

উড়ুপ, উড়ূপ—[উড়ু (জল)—পা (রক্ষা করা)+ড] ভেলা, ডোঙ্গা। ণ. **ঔড়ুপিক**—ভেলা সম্বন্ধীয়; বি. যে নদী ভেলায় পার হওয়া যায়, ছোট নদী।

উড়ুপথ—বি. আকাশ। [উড়ু=নক্ষত্র ; জল]

উড়ুম্বর, উডুম্বর—[সং] বি. যজ্ঞডুমুর।

উড়ো—ণ. যাহা উড়িয়া বেড়ায় (**উড়ো জাহাজ**—এরোপ্লেন, বিমান) বাসাছাড়া, মুক্ত (উড়ো পাখী); ভিত্তিহীন, যুক্তিহীন, (উড়ো খবর; উড়ো তর্ক)। **উড়োখৈ গোবিন্দায় নমঃ**—বাতাসে উড়িয়া গিয়াছে যে খৈ তাহা দেবতাকে নিবেদন করা; বাধ্য হইয়া সৎকার্যে মত দেওয়া। **উড়ো চিঠি**—বেনামী চিঠি (anonymous letter)।

উড্ডয়ন—[উৎ—ডী (আকাশে গমন করা)+অনট্] বি. আকাশে উঠা, উড়া। ণ. **উড্ডীন**—আকাশগামী। **উড্ডীয়মান**—উড়ন্ত।

উতরানো, ওতরানো—উৎরানো দ্রঃ।

উতরোল—ণ অশান্ত, অস্থির (আজি উতরোল উত্তরবায়ে উতলা হ'য়েছে তটিনী—রবি)।

উতল, উতলা—ণ. ব্যাকুল উৎকণ্ঠিত; আনন্দ-বিহ্বল (উতলা কলাপী কেকা-কলরবে বিহরে—রবি)। [বাং]

উৎকট—[উৎ+কটচ] ণ. উগ্র, অসহনীয়, অত্যন্ত প্রবল, বিকট [উৎকট ঘৃণা,—গুমট,—লোভ,—গন্ধ]। বি. **উৎকটতা, ঔৎকট্য**।

উৎকণ্ঠ—ণ. উদ্গ্রীব। **উৎকণ্ঠা**—[উৎ-কণ্ঠ্ (চিন্তা করা)+অ+আপ্] বি. উদ্বেগ, দুর্ভাবনা। ণ. **উৎকণ্ঠিত**—উদ্বিগ্ন; উৎসুক। (বি.ঔৎকণ্ঠ্য)।

উৎকর্ণ—ণ. শুনিবার জন্য আগ্রহশীল, কানখাড়া করিয়া (লোকে উৎকর্ণ হইয়া সেকথা শুনিল)।

উৎকর্ষ—[উৎ—কৃষ্+অল্] বি. বিকাশ, উন্নতি, শ্রেষ্ঠতা (গুণের উৎকর্ষসাধন; বীজের উৎকর্ষ-সাধন)। বিপ. অপকর্ষ, অবকর্ষ)। বি.। **চিত্তোৎকর্ষ**—ব্যক্তিগত বা জাতীয় চিত্তের উন্নতিসাধন, culture. ণ. উৎকৃষ্ট। **উৎকর্ষণ**—উপরের দিকে টানিয়া উঠানো (বসন উৎকর্ষণ)।

উৎকল—উড়িষ্যা দেশ।

উৎকলিকা—বি. উৎকণ্ঠা; ঢেউ; কলিকা, কুঁড়ি। [উৎ-কল্+অক+আপ্] **উৎকলিত**—ণ উৎকণ্ঠিত; উদ্ধৃত, quoted; তরঙ্গিত। বি. **উৎকলন**—উৎকণ্ঠা; উদ্ধৃতি।

উৎকাস,-সি—খেঁচুনিসহ কাস রোগবিশেষ, hiccough.

উৎকিরণ—খোদাই। [উৎ—কৃ+অনট্]।

উৎকীর্ণ—[উৎ—কৃ+ক্ত] ণ. ক্ষোদিত (উৎকীর্ণ শিলালিপি); ছিদ্রিত (বজ্রসমুৎকীর্ণ)।

উৎকীর্তন—বি. উচ্চ প্রশংসা, ঘোষণা। ণ. **উৎকীর্তিত**।

উৎকুণ—বি. উকুণ।

উৎকূলিত—ণ. তীরে উৎক্ষিপ্ত।

উৎকৃষ্ট—উত্তম, শ্রেষ্ঠ। বি. **উৎকৃষ্টতা**, **উৎকর্ষ**।

উৎকেন্দ্র—ণ. কেন্দ্রাতিগ। **উৎকেন্দ্রতা**—, বি. অধিবৃত্ত-নাভি হইতে উহার পরিসীমার দূরত্ব, eccentricity,

উৎকোচ—[উৎ-কুচ্ (সঙ্কুচিত হওয়া)+ঘঞ্]। ঘুষ, উপদা। **উৎকোচক**—ঘুষদাতা। **উৎকোচগ্রাহী (-হিন্)**—ঘুষখোর।

উৎক্রম—[উৎ—ক্রম্+ঘঞ্] বি. ক্রমভঙ্গ, ব্যতিক্রম **উৎক্রমণ**—ঊর্ধ্বগমন, জীবাত্মার দেহত্যাগ। ণ. **উৎক্রান্ত**—অতিক্রান্ত; উল্লঙ্ঘিত, উদ্গত। বি. **উৎক্রান্তি**—উদ্গমন; অপসরণ, মৃত্যু; আরোহ। **উৎক্রান্তিবাদ**—আরোহনীতি, ক্রমোৎকর্ষ-তত্ত্ব (theory of Evolution)।

উৎক্ষিপ্ত—[উৎ-ক্ষিপ্+ক্ত] ণ. ঊর্ধ্বে নিক্ষিপ্ত, উৎপাটিত, অভিভূত। **উৎক্ষেপ**—ঊর্ধ্বে ক্ষেপণ বা চালন। **উৎক্ষেপক**—উত্তোলনকারী; যে ছোটখাট জিনিস চুরি করে, ছিঁচকে চোর।

উৎক্রোশ—বি. বাজ-জাতীয় পাখীবিশেষ, কুরর।

উৎখাত—[উৎ-খন্+ক্ত] ণ. সমূলে উৎপাটিত, অবদারিত। **উৎখাতকেলি**—বৃষ হস্তী প্রভৃতির শিং অথবা দাঁত দিয়া মাটি খোঁড়া রূপ খেলা, বপ্রক্রীড়া।

উত্তংস—বি. শিরোভূষণ, কর্ণভূষণ। [উৎ-তন্স্ (ভূষিত করা)+অ]

উত্তট—ণ. উচ্ছলিত, তটপ্লাবী।

উত্তপ্ত—ণ. অতিতপ্ত; তাপে দ্রবীভূত; ক্রুদ্ধ।
উত্তম—ণ. উৎকৃষ্ট, শ্রেষ্ঠ; উপাদেয়; (বাং) অব্য. তাই হোক (উত্তম, তা হলে নিজের পথ দেখ): ধ্রুবের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা। [উৎ-তম্ (ইচ্ছা করা)+অ]। **উত্তমপদ**—সম্মানিত পদ। **উত্তম পুরুষ**—first person, আমি, আমরা ইত্যাদি সর্বনাম। **উত্তম-মধ্যম**—নরমগরম, অল্পাধিক প্রহার।
উত্তমর্ণ—বি. ঋণদাতা, মহাজন (বিপ. অধমর্ণ)।
উত্তমা—বি. উৎকৃষ্টা নারী।
উত্তমাঙ্গ—বি. মস্তক; দেহের ঊর্ধ্বাংশ, bust।
উত্তমাশা—আফ্রিকা মহাদেশের দক্ষিণপ্রান্তে স্থিত অন্তরীপ, the Cape of Good-Hope.
উত্তমোত্তম—ণ. উত্তম হইতে উত্তম, পরমোৎকৃষ্ট।
উত্তর—[উৎ—তৃ+অল্] বি. জবাব, প্রতিবাক্য, সিদ্ধান্ত (প্রশ্নের উত্তর); প্রতিকার, প্রতিফল (যত লাঞ্ছনা করেছ এতদিনে তার উত্তর পাচ্ছ); অঙ্কের ফল; উত্তরদিক, north; বিরাটরাজার পুত্র; ণ. যে ছাড়াইয়া গিয়াছে, অতীত; (লোকোত্তর); অব্যবহিত পরে, পরবর্তী (উত্তরকাল, উত্তররামচরিত); গ্রন্থের শেষভাগ (উত্তর কাণ্ড)। বি. **উত্তর করা**—জবাব দেওয়া; চোপা করা। **উত্তর দেওয়া**—জবাব দেওয়া, সাড়া দেওয়া। **উত্তরকাল**—ভবিষ্যৎকাল। **উত্তরক্রিয়া**—মৃতের শ্রাদ্ধাদি। **উত্তরচ্ছদ**—বিছানার চাদর। **উত্তর-পক্ষ**—সিদ্ধান্তপক্ষ, সমাধান। **উত্তরপদ**—সমাসের শেষ পদ। **উত্তর-পশ্চিম**—বায়ুকোণ। **উত্তরপাদ**—চতুষ্পদ ব্যবহারের দ্বিতীয় পাদ (পাদ দ্রঃ)। **উত্তর পুরুষ**—বংশের পরবর্তী পুরুষ; (ব্যাকরণে) প্রথম পুরুষ। **উত্তর-পূর্ব**—ঈশান কোণ। **উত্তর-প্রত্যুত্তর**—বাদ-প্রতিবাদ; উকিলদের সওয়ালজবাব। **উত্তরফল্গুনী, উত্তরফাল্গুনী**—নক্ষত্র বি. **উত্তরবাসঃ**—উত্তরীয়, ওড়না। **উত্তরভারতী**—প্রতিবচন। **উত্তর-মীমাংসা**—বেদান্তদর্শন। **উত্তর মেরু**—সুমেরু, North Pole. **উত্তর-সাধক**—সাধনার সাহায্যকারী; সাধনার উত্তরাধিকারী; যে শবসাধকের পশ্চাতে থাকিয়া সাহসাদি দেয়।
উত্তরণ—বি. উল্লঙ্ঘন (সংসার-সমুদ্র উত্তরণ)। **উত্তরণ-স্থান**—নৌকাদি হইতে নামিবার স্থান।
উত্তরঙ্গ—ণ. তরঙ্গসংকুল।
উত্তরাখণ্ড—হিমালয়ের গাড়ওয়াল প্রভৃতি অঞ্চল।
উত্তরাধিকার—বি. ণ. পূর্বপুরুষগণের ধন-সম্পত্তিতে পরবর্তী পুরুষগণের অধিকার। ণ. **উত্তরাধিকারী** [-রিন্-], স্ত্রী. **-রিণী**।
উত্তরাপথ—আর্যাবর্ত, উত্তর খণ্ড। (বিপ. দক্ষিণাপথ)।
উত্তরাভাস—বি. উত্তরের আভাসমাত্র, অপ্রকৃত উত্তর।
উত্তরায়ণ—বি. বিষুবরেখার উত্তর দিকে সূর্যের গমনকাল [মাঘ (২২শে ডিসেম্বর) হইতে আষাঢ় মাস (২১শে জুন) পর্যন্ত]। [উত্তর+অয়ন (গমন)]।
উত্তরার্ধ—বি. উৎকৃষ্ট অর্ধ, দেহের উপরের অংশ।
উত্তরাশা—বি. উত্তর দিক্। [আশা=দিক্]
উত্তরাস্য—ণ. উত্তরের দিকে মুখ যাহার। (বহুব্রী)।
উত্তরি—উপনীত হইয়া (কাব্যে)।
উত্তরী—বি. উপবীতের ন্যায় ধৃত বস্ত্র, চাদর, ওড়না। [উত্তরীয়]
উত্তরীয়—বি. চাদর, ওড়না, উত্তরী। [উত্তর+ঈয়]
উত্তরোত্তর—ক্রি. ণ. উত্তরের উত্তর; ক্রমশঃ (উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে লাগিল)। [অবতল)।
উত্তল—ণ. কূর্মপৃষ্ঠবৎ, স্থূলমধ্য, convex. (বিপ.
উত্তান—[উৎ-তন্+ঘঞ্] ণ. চিৎ। **উত্তান-শয়, উত্তানশায়ী** (-য়িন্)—যে চিৎ হইয়া শয়ন করে। স্ত্রী. **উত্তানশায়িনী**।
উত্তানপাদ—বি. ধ্রুবের পিতা।
উত্তাপ—[উৎ-তপ্+ঘঞ্] বি. উষ্ণতা, heat; মনস্তাপ। ণ. **উত্তাপিত, উত্তপ্ত**।
উত্তাল—ণ. তালপ্রমাণ, উত্তুঙ্গ (উত্তাল তরঙ্গ)।
উত্তিষ্ঠমান—ণ. যে উঠিতেছে; উন্নতিশীল; উদ্যমশীল। [উৎ-স্থা+শানচ্]।
উত্তীর্ণ—[উৎ-তৃ+ক্ত] ণ. যে পার হইয়াছে (দুঃখ-সাগরোত্তীর্ণ); কৃতকার্য (পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া); নিষ্কৃতিপ্রাপ্ত (সঙ্কটোত্তীর্ণ)। (বি. উত্তরণ)।
উত্তুঙ্গ—ণ. অতি উচ্চ (উত্তুঙ্গ পর্বতমালা)।
উত্তুরে—ণ. উত্তর দিকের। **উত্তুরে হাওয়া**—উত্তর দিক হইতে প্রবাহিত শীতের হাওয়া, অবাঞ্ছিত হাওয়া।
উত্তুষ—(যাহার তুষ নাই) বি. খই।
উত্তেজক—ণ. যাহা উত্তেজনার সঞ্চার করে, উদ্দীপক; তেজাল। **উত্তেজক কারণ**—

(রোগের) বৃদ্ধির মুখ্য কারণ। **উত্তেজন, উত্তেজনা**—বি. উদ্দীপন, উৎসাহদান ; ক্রোধাদি ব্যাধিক্ষোভ (উত্তেজনার সঞ্চার) ; ঘষিয়া ধার করা। [উৎ-তিজ্+ণিচ্ অনট্]।

উত্তোরণ—বি. উচ্চ তোরণ ; উচ্চতোরণবিশিষ্ট নগর।

উত্তোলন—[উৎ-তোলি+অনট্] বি. তোলা, উপরে উঠানো (ভারোত্তোলন)।

উত্ত্যক্ত—ণ. বিরক্ত, ব্যতিব্যস্ত। [উৎ-ত্যজ্+ক্ত]

উত্রাস—বি. অতিশয় ত্রাস, মহাশঙ্কা।

উত্থ—ণ. উদ্গত, উদ্ভূত (সাগরোত্থ)।

উত্থান—বি. উঠা, আসনত্যাগ ; শয্যাত্যাগ ; অভ্যুদয় (জাতির উত্থান) ; পুনর্জীবন (পুনরুত্থান—মৃতের পুনর্জীবনলাভ, resurrection); বিদ্রোহ, রাজশক্তির বিরুদ্ধে দাঁড়ানো। [উৎ-স্থা+অনট্]। ণ. উত্থিত। **উত্থানপতন**—উন্নতি-অবনতি। **উত্থানশক্তিরহিত**—যাহার উঠিবার সামর্থ্য নাই। **উত্থাপক**—প্রস্তাবক। **উত্থাপন**—উঠানো, প্রস্তাবনা। [উৎ-স্থা+ণিচ্+অনট্]। **উত্থাপনীয়, উত্থাপ্য**—উত্থাপনের যোগ্য। **উত্থাপন করা**—উপস্থিত করা, অবতারণা করা। **উত্থিত**—[উৎ—স্থা+ক্ত] ণ. দণ্ডায়মান ; উদ্গত, উৎপন্ন (কণ্ঠোত্থিত) ; পুনর্জীবিত, প্রবুদ্ধ, বিপক্ষে দণ্ডায়মান। বি. **উত্থিতি**—উত্থান।

উৎপতন—বি. উড়িয়া আসিয়া পড়া, ঊর্ধ্বগমন [উৎ-পত্+অনট্]। **উৎপতনশীল**—উড়ন্ত। **উৎপতিত**—উড্ডীন, উৎক্ষিপ্ত।

উৎপত্তি—[উৎ-পদ্+ক্তি] বি. উদ্ভব (গঙ্গার উৎপত্তি-ক্ষেত্র) ; আবির্ভাব (জ্ঞানোৎপত্তি) ; উদ্গম (কুসুমোৎপত্তি)। **উৎপত্তিক্রম**—উৎপত্তিসম্বন্ধীয় ক্রম। **উৎপত্তি-মূল**—আদি কারণ। **উৎপত্তিস্থল**—নিদান। (ণ. উৎপন্ন)।

উৎপথ—বি. কুপথ, অশাস্ত্রীয় পথ। **উৎপথগামী** (-মিন্)—উন্মার্গগামী। **উৎপথাশ্রয়**—অসৎপথ অবলম্বন।

উৎপদ্যমান—ণ. যাহা উৎপন্ন হইতেছে, জায়মান। [উৎ-পদ্+কর্মে শানচ্]

উৎপন্ন—ণ. প্রস্তুত ; জাত (উৎপন্ন শস্য)। [উৎ-পদ্+ক্ত]। বি. উৎপত্তি। **উৎপন্ন করা**—জন্মানো (ফসল উৎপন্ন করা)। **উৎপন্নবুদ্ধি**—উপস্থিতবুদ্ধি, উৎপন্নমতি, presence of mind।

উৎপল—বি. পদ্ম (নীলোৎপল)। [উৎ-পল+অ]। **উৎপলাক্ষ**—যাহার চক্ষু পদ্মের পাপড়ির ন্যায়। স্ত্রী. **উৎপলাক্ষী**।

উৎপাটক—ণ. যে উৎপাটিত করে। [উৎ-পট্+ণিচ্ অক]। **উৎপাটন**—বি. উন্মূলন। **উৎপাটনীয়**—ণ. উৎপাটনের যোগ্য। **উৎপাটিত**—ণ. উন্মূলিত।

উৎপাত—[উৎ-পত্+ঘঞ্, ঊর্ধ্ব হইতে পতিত] বি. দৈবনিগ্রহ (ভূমিকম্প, উল্কাপাত, অগ্ন্যুৎপাত, ইত্যাদি) ; উপদ্রব (মশকের উৎপাত, শূকরের উৎপাত, ছেলেদের উৎপাত—তাহা হইতে ণ. **উৎপেতে**—উপদ্রবকারী। **উৎপাতকেতু**—উৎপাতজনক চিহ্ন।

উৎপাদ—বি. যাহা উৎপাদিত হয়, produce.

উৎপাদক—ণ. উৎপাদনকারী ; জনক ; বি. কারণ। স্ত্রী. **উৎপাদিকা**। **উৎপাদন**—জন্মানো, জনন (শস্যোৎপাদন, পুত্রোৎপাদন) ; নির্মিতবস্তু, শিল্পজাতদ্রব্য, নির্মাণ (উৎপাদনের হার বৃদ্ধি করিতে হইবে)। [উৎ-পদ্+ণিচ অনট্]। **উৎপাদনীয়, উৎপাদ্য**—ণ. উৎপাদন-যোগ্য। **উৎপাদয়িতা** (-তৃ)—উৎপাদক। স্ত্রী. **উৎপাদয়িত্রী**। **উৎপাদী** (-দিন্)—উৎপাদনক্ষম (ভূমি)। স্ত্রী. **উৎপাদিনী**। ণ. **উৎপাদিত**—যাহা উৎপাদন করা হইয়াছে। **উৎপাদ্যমান**—যাহার উৎপাদন করা হইতেছে [উৎ-পদ্+ণিচ্ কর্মে শানচ্]। **উৎপাদশয়ন**—যারা ঊর্ধ্বদিকে পা রাখিয়া নিদ্রা যায় ; তিতির পাখী।

উৎপিঞ্জর—ণ. পিঞ্জর হইতে মুক্ত ; উচ্ছৃঙ্খল।

উৎপিপাসু—ণ. উদ্গ্রীব, উৎকণ্ঠিত।

উৎপিষ্ট—ণ. মর্দিত, চূর্ণিত।

উৎপীড়ক—ণ. পীড়নকারী, অত্যাচারী। **উৎপীড়ন**—অত্যাচার ; উপদ্রব ; ক্লেশদান। ণ. **উৎপীড়িত**—অত্যাচারিত, ক্লিষ্ট (অন্তরে—)।

উৎপুচ্ছ—ণ. ঊর্ধ্বপুচ্ছ। [ঈষৎ হাস্য।

উৎপ্রাস—বি. উপরে ছুঁড়িয়া ফেলা ; উপহাস ;

উৎপ্রেক্ষা—বি. অর্থালঙ্কার বিঃ, প্রকৃত বস্তুর সহিত অপ্রকৃত বস্তুর সম্পর্কের কল্পনা (করধৃত শুকতারা শুভ্র উষাসম কে তুমি উদিলে আসি—রবি)।

উৎপ্লব—বি. উল্লম্ফন ; ভাসিয়া থাকা। [উৎ-প্লু+অ]। **উৎপ্লবা**—নৌকা, ভেলা।

উৎকাল—লক। [উৎ-কল্+ঘঞ্]
উৎফুল্ল—[উৎ-ফল্+ক্ত, উৎ-ফুল্ল+অচ্] ণ. বিকশিত, প্রস্ফুটিত; হৃষ্ট, উল্লসিত।
উৎরনো, উৎরানো—[সং উত্তরণ] ক্রি. আসিয়া পৌঁছা, সম্পন্ন হওয়া (কাজটি ভালয় ভালয় উৎরেছে; ছবিটি উৎরেছে ভাল); বাধা-বিঘ্ন কাটাইয়া সফল হওয়া (অনেক বিঘ্নের ভিতর দিয়ে কাজটি উৎরেছে)।
উৎরাই, উতরাই—বি. পাহাড়ে অবরোহণের পথ; ঢাল (বিপ. চড়াই)। (চড়াই-উৎরাই)।
উৎলনো, উৎলানো—বি. ক্রি. উথলানো, স্ফীত হওয়া, উথলিয়া উঠা (দুধ উৎলায়; মন উৎলিয়ে ওঠে—নানা কথা মনে পড়ায় বিহ্বল হয়)।
উৎস—[উন্দ্ (আর্দ্র হওয়া)+স] বি. ফোয়ারা, ঝর্ণা; যে কেন্দ্র হইতে কোন কিছু অফুরন্তধারায় নির্গত হয় (জ্ঞানের উৎস, ভালবাসার উৎস; বক্ষ আমার এমন করে বিদীর্ণ যে করো, উৎস যদি না বাহিরায় হবে কেমনতরো—রবি)।
উৎসঙ্গ—[উৎ-সনঞ্জ (আলিঙ্গন করা)+ঘঞ্] বি. ক্রোড়; পর্বতের সানুদেশ, পর্বতের উপরিভাগ, অধিত্যকা; আলিঙ্গন, আসক্তি।
উৎসন্ন—[উৎ-সদ্+ক্ত] ণ. বিনষ্ট, বিধ্বস্ত; উচ্ছন্ন। **উৎসন্ন যাওয়া**—বিনষ্ট হওয়া, চরিত্র সৌভাগ্য ইত্যাদি নষ্ট হওয়া।
উৎসব—[উৎ-সূ+অ—যাহা সুখ প্রসব করে] বি. আনন্দজনক ব্যাপার; পারিবারিক বা সামাজিক আনন্দ-অনুষ্ঠান (বিবাহ-উৎসব, দুর্গোৎসব, ঈদোৎসব)। **উৎসব-কৌতুক**—আমোদ-আহ্লাদ; **উৎসব-সঙ্কেত**—[উৎসবের জন্য (রতির জন্য) যাহাদের সঙ্কেত—বহুব্রী] হিমালয়ের পার্বত্য জাতি বিশেষ, ইহাদের মধ্যে বিবাহ-প্রথা নাই।
উৎসর্গ—[উৎ-সৃজ্+ঘঞ্] বি.দেবাদির উদ্দেশে দান বা নিবেদন। **উৎসর্গ-পত্র**—প্রিয় বা পূজনীয়ের উদ্দেশে গ্রন্থ-নিবেদন-লিপি, dedication। ণ. **উৎসৃষ্ট**। **উৎসর্গিত**—ণ. উৎসর্গীকৃত। **উৎসর্গীকৃত**—ণ. যাহা উৎসর্গ করা হইয়াছে, নিবেদিত।
উৎসর্জন—বি. ত্যাগ; উৎসর্গ (শতলক্ষ ধিক্কার-লাঞ্ছনা উৎসর্জন করি—রবি)। [উৎ-সৃজ্ + অনট্]। **উৎসর্জক**—যে উৎসর্জন করে।
উৎসর্পণ—বি. ঊর্ধ্বগমন। [উৎ-সৃপ্+অনট্]।
উৎসর্পী (-র্পিন্)—ণ. ঊর্ধ্বগামী, ঊর্ধ্বপ্রসারী; প্রবর্ধমান। [উৎ-সৃপ্+ণিন্]।
উৎসাদ—[উৎ-সদ্+ঘঞ্] বি. নাশ, উচ্ছেদ। **উৎসাদক**—বিনাশকারী। **উৎসাদন**—উন্মূলন; নাশকরা; তৈলাদি মর্দনের দ্বারা গায়ের ময়লা তোলা; ক্ষতের দূষিত অংশ চাঁচিয়া ফেলা। **উৎসাদনীয়**—উন্মূলনীয়। **উৎসাদিত**—বিনাশিত; পরিষ্কৃত।
উৎসার—বি. ঊর্ধ্বে বিস্তার; দূর করা।
উৎসারক—[উৎ-সারি+ণক] ণ. অপসারক, অপনোদক; চালক; স্থানান্তরকারী। **উৎসারণ**—অপসারণ, দূরীকরণ, চালন। **উৎসারণীয়**—দূরীকরণযোগ্য। **উৎসারিত**—অপসারিত; চালিত; উৎক্ষিপ্ত (নির্ঝরের মতোই যেন উৎসারিত—রবি)।
উৎসাহ—[উৎ-সহ্+ঘঞ্]। বি. উদ্যম, উদ্দীপনা, প্রযত্ন, আগ্রহ (সাহিত্য-চর্চায় তাঁর খুব উৎসাহ); অধ্যবসায়; কর্মে সহর্ষ প্রবৃত্তি; (অলঙ্কারে) বীররসের স্থায়িভাব। **উৎসাহক**—উদ্যোগী; উৎসাহদাতা। **উৎসাহন**—উৎসাহবর্ধন। **উৎসাহভঙ্গ**—নিরুৎসাহ; উৎসাহনাশ। **উৎসাহশীল**—উৎসাহী। **উৎসাহিত**—উৎসাহপ্রাপ্ত, উদ্দীপিত। **উৎসাহী** (-হিন্)—উৎসাহযুক্ত, আগ্রহশীল। স্ত্রী. **উৎসাহিনী**।
উৎসিক্ত—[উৎ-সিচ্+ক্ত] ণ. আর্দ্রীকৃত, যাহার উপরে জলসিঞ্চন করা হইয়াছে, besprinkled; গর্বিত, উদ্ধত। (বি. উৎসেক)।
উৎসুক—[উৎ-সু+ক] ণ. আগ্রহান্বিত, ব্যগ্র।
উৎসূত্র—ণ. গ্রন্থনসূত্রবিহীন (উৎসূত্র মণিরাশি); নিয়মবহির্ভূত; পাণিনিসূত্রবিরুদ্ধ; নীতিশাস্ত্রবিরুদ্ধ।
উৎসৃষ্ট—[উৎ-সৃজ্+ক্ত] ণ. ত্যক্ত, দেবোদ্দেশে নিবেদিত। (বি. উৎসর্গ, উৎসর্জন)। **উৎসৃষ্টার্থ**—যে ধন দেবোদ্দেশে উৎসর্গীকৃত হইয়াছে।
উৎসেক—বি. উপরে জলসিঞ্চন করা; পরিপ্লাবন, আধিক্য (দর্পোৎসেক); গর্ব। [উদ্—সিচ্+অল্]
উৎসেচন—বি. জল দিয়া ভিজানো; উদ্দীপন; **উৎসেচন-ক্রিয়া**—fermentation, গাঁজিয়া উঠা। [উৎ—সিচ্+অনট্]
উৎসেধ—[উৎ-সিধ্ (গমন করা)+অল্] বি. উচ্চতা, altitude; গৌরব; শরীর। **উৎসেধ-**

জীবী (-বিন্)—যে শারীরিক পরিশ্রমের দ্বারা জীবন ধারণ করে।

উথলনো, উথলানো—ক্রি. উথলিত হওয়া (দুধ উথলানো)। **উথলাইয়া উঠা**—সৌভাগ্য সম্পদ কাঁপিয়া উঠা। **উথলিত**—উদ্বেলিত, উচ্ছলিত।

উদ্, উৎ—অব্য. উপসর্গ; সাধারণত এই সব অর্থ প্রকাশ করে—প্রকাশ (উৎপুচ্ছ, উদ্‌ঘোষণ); ঊর্ধ্ব (উৎকণ্ঠ, উৎপাটন); বহির্ভূত; (উৎসূত্র, উদ্‌বাস্তু); আধিক্য (উৎফুল্ল); অকস্মাৎ উৎকর্ষ (উৎপাত)।

উদ—[সং উদ্র] বি. জলবিড়াল বিশেষ; ভোঁদড়, [otter।

উদক—বি. জল। [উন্দ্ (ভিজানো)+অক]। **উদকদান**—তর্পণ। **উদকদাতা** (-তৃ)—তর্পণকারক। **উদকশান্তি**—জলপড়ার দ্বারা ব্যাধি-শান্তি। **উদকুম্ভ**—জলের কলস।

উদক্ (-চ)—বি. উত্তর দিক; উত্তরকাল। [সং]।

উদগ্র—ণ. তীক্ষ্ণ, তীব্র, উচ্চ, প্রচণ্ড (উদগ্র তাপ); উন্নত, মহৎ। [উৎ+অগ্র]

উদঙ্মুখ—ণ. উত্তরমুখী। [উদক্+মুখ]।

উদজ—ণ. জলজ; বি. পদ্ম। [উদ-জন্+ড]।

উদজান, উদজন—হাইড্রোজেন গ্যাস।

উদড়ানো—ক্রি. অনাবৃত করা, খুলিয়া ফেলা (ঘরের চাল উদড়ে ছাওয়া)।

উদধি—[জল ধারণ করে যে, উদ-ধা+কি] জলধি, সমুদ্র। **উদধিমল**—সমুদ্রফেনা। **উদধিমেখলা**—সমুদ্রবেষ্টিত ধরণী। **উদধিসুতা**—লক্ষ্মী। **উদপাত্র**—বি. জলপাত্র, কলসাদি। **উদবাস**—ণ. জলচর; বি. মৎস্যাদি।

উদম—উদাম দ্রঃ।

উদয়—[উৎ—ই (গমন করা)+অ] বি. উদয়গিরি, যেখান হইতে সূর্য উদিত হয়; প্রকাশ; উত্থান; আবির্ভাব, সঞ্চার (সৌভাগ্যের উদয়, ক্রোধের উদয়); লাভ (ফলোদয়); সমুন্নতি (মহোদয়); আবির্ভাব (বাঙ্গে—সাহিত্যগগনে এই নবতারকার উদয় স্মরণীয় বটে)। **উদয়কাল**—আবির্ভাবকাল। **উদয়গিরি,-অচল,-পর্বত**—সূর্যের উদয় যে পাহাড়ে হয় তাহা। **উদয়াস্ত**—ক্রি. ণ. সূর্যোদয় হইতে সূর্যাস্ত পর্যন্ত; সারাদিন (উদয়াস্ত পরিশ্রম)। **উদয়োন্মুখ**—প্রকাশোন্মুখ।

উদয়ন—অবন্তীর বিখ্যাত রাজা (উদয়ন-বাসবদত্তা); উদিত হওয়া। বি। [উৎ-ই+অনট্]

উদয়নালা—স্থানবিশেষ, এখানকার যুদ্ধে নবাব-মীরকাসিম ইংরাজদিগের হস্তে পরাজিত হন।

উদর—[উৎ—ঋ (গমন করা)+অল্] বি. পেট (উদরের চিন্তা—খাদ্যসংগ্রহের চিন্তা); গর্ভ (উদরে ধারণ—গর্ভে ধারণ)। **উদরপর, উদরপরায়ণ**—ঔদরিক, উদর পূরণ যাহার প্রধান কাজ। **উদরপিশাচ**—যথেচ্ছভোজী, খাদ্যাখাদ্যবিচারহীন। **উদরভঙ্গ**—পেটনামা। **উদরম্ভরি, উদরসর্বস্ব**—উদরপরায়ণ। **উদরসাৎ**—গ্রাস। **উদরাধ্মান**—পেটফাঁপা। **উদরান্ন**—পেটের ভাত (উদরান্নের সংগ্রহে জীবন অতিবাহিত হইল)। **উদরাবর্ত**—নাভিকূপ, নাভি। **উদরাময়**—অতিসার, diarrhoea। **উদরিণী**—গর্ভিণী। **উদরিল**—পেটমোটা। **উদরী**—রোগবিশেষ, ascitis.

উদলা—ণ. আদুড়, অনাবৃত (খাবার উদলা রাখা); খোলা (উদলা মাথা—ঘোমটাহীন) (প্রা.)।

উদাত্ত—[উৎ-আ-দা+ক্ত] ণ. বি. উচ্চস্বর, সঙ্গীতের উচ্চগ্রাম (সে পূর্ণ উদাত্তধ্বনি বেদগাথা সামমন্ত্রসম—রবি); উচ্চ, বিপুল (উদাত্ত মহিমা); মহদ্‌গুণসম্পন্ন (ধীরোদাত্তপ্রতাপবান্); অর্থালঙ্কার-বিশেষ। (অনুদাত্ত ও স্বরিত দ্রঃ)।

উদান—বি কণ্ঠস্থিত বায়ু, প্রাণ-অপানাদি শরীরের পঞ্চবায়ুর অন্যতম।

উদাম, উদম, উদোম—(প্রা.) ণ. অনাবৃত; আবাধা (উদাম কেশ; খাবার জিনিষ উদাম পড়িয়া আছে); ছাড়া পাওয়া, স্বেচ্ছাচারী।

উদায়ুধ—ণ শত্রুবিনাশে ধৃতাস্ত্র, সশস্ত্র।

উদার—[উৎ-আ-ঋ+অ] ণ. উন্মুক্ত (উদার সিন্ধু, উদার আকাশ); উচ্চ, ব্যাপক (জগৎ জুড়ে উদার সুরে আনন্দ গান বাজে—রবি); মহান্, অসামান্য (তিমির-বিদার-উদার-অভ্যুদয়, তোমারি হউক জয়—রবি); অকপট, সদয় (উদারহৃদয়); সংকীর্ণতাশূন্য (উদার দৃষ্টি); প্রশস্ত; উৎকৃষ্ট, সুন্দর ('দেহি পদপল্লবমুদারম্'); (অলঙ্কারে) রচনার গুণবিশেষ। **উদারচরিত**—ণ. মহৎস্বভাব যার (বহুব্রী)। **উদারচিত্ত, উদারচেতা, চেতাঃ** (-তস্)—অকপট ও মহৎ। **উদারতন্ত্রী** (-ন্ত্রিন্)—উদারনীতি-অবলম্বী। **উদারতা**—অকপটতা, দানশীলতা, অসংকীর্ণতা। **উদারদর্শন**—সৌম্যদর্শন, পুণ্যদর্শন।

উদারা—বি. সঙ্গীতের তিন সপ্তকের নিম্নতম সপ্তক (উদারা, মুদারা, তারা)।

উদাস—[উৎ+আস্ (উপবেশন করা)+অচ্] ণ. আসক্তিহীন, সংসারে বীতস্পৃহ (হে বৈরাগী, কর শান্তিপাঠ…উদার উদাস কণ্ঠ যাক্ ছুটে দক্ষিণে ও বামে—রবি); চতুর্দিকে কি ঘটিতেছে সে সম্বন্ধে খেয়ালশূন্য; আত্মহারা (হরিণ যে কার উদাসকরা বাণী, হঠাৎ কখন শুনতে পেলে আমরা কি তা জানি—রবি); এলোমেলো, দিক্‌দেশহীন (নিরাশ্বাস উদাস বাতাসে নিঃশ্বসিয়া কেঁদে ওঠে বন—রবি)। বিষাদময়, নৈরাশ্যময়; অনুরাগশূন্য, indifferent (কর্তার উদাস ভাব, সংসার কি ভাবে চলবে সে-ভাবনা গিন্নীর); উদ্দেশ্যহীন, vacant (উদাস দৃষ্টি)।

উদাসী (-সিন্)—ণ. উদাসীন, গৃহের মায়া বর্জিত (আমি উন্মনা হে, হে সুদূর, আমি উদাসী—রবি); অজানার উদ্দেশে সমর্পিতচিত্ত (ওই তনুখানি তব আমি ভালবাসি এ প্রাণ তোমার দেহে হয়েছে উদাসী—রবি); অনুরাগহীন, শূন্যহৃদয়, indifferent; অন্যমনস্ক (শুনিয়া উদাসী বসুন্ধরা বসিয়া আছেন এলোচুলে—রবি); উদাসীন, সন্ন্যাসী (উদাসী সম্প্রদায়)। স্ত্রী. **উদাসিনী**।

উদাসীন—[উৎ+আসীন; বিষয়বাসনার ঊর্ধ্বে অবস্থিত] ণ. ভাবনা-চিন্তা-বিরহিত; নিরপেক্ষ (তিনি এ বিষয়ে উদাসীন); সংসার-বিরাগী (উদাসীন সন্ন্যাসী); ধনমান সম্বন্ধে অনাসক্ত, ভাবের প্রভাবাধীন (ক্ষ্যাপার মতন আছি চিরদিন উদাসীন আনমনা—রবি)। [উদাস, উদাসী, উদাসীন অনেক ক্ষেত্রে তুল্যার্থক; তবে উদাস উদাসী সাধারণত উন্মনা অর্থে ব্যবহৃত হয়, উদাসীন ব্যবহৃত হয় আগ্রহহীন (indifferent) এই অর্থে]। (বি. ঔদাসীন্য)।

উদাহরণ—[উৎ-আ—হৃ+অনট্] বি. দৃষ্টান্ত (ভাবে সপ্তমীর উদাহরণ; অবিচারের উদাহরণ; বদান্যতার উদাহরণ)। ণ. **উদাহৃত**—উদাহরণ স্বরূপ উক্ত, উপস্থাপিত।

উদিত—[উৎ-ই (যাওয়া)+ক্ত] ণ. প্রকাশিত; উত্থিত; আবির্ভূত। (বি. উদয়)।

উদীচী—[উদচ্+ঈপ্] বি. উত্তর দিক্। **উদীচ্য**—ণ. উত্তর দিক্ বা দেশ সম্বন্ধীয়।

উদীয়মান—[উৎ-ঈ+শানচ্] ণ. যাহা উদিত হইতেছে, rising (উদীয়মান কবি)।

উদীরণ—[উদ্—ঈর্ (গমন করা)+অনট্] বি. উচ্চারণ, কীর্তন। **উদীরিত**—ণ. কীর্তিত।

উদুম্বর—উড়ুম্বর দ্রঃ।

উদুখল—[সং] ধান ভানিবার চওড়ামুখ কাষ্ঠ-পাত্র বিশেষ, মুষলের সাহায্যে ইহার মধ্যে ধান ভানা হয়।

উদো—ণ. নির্বোধ (উধো দ্রঃ)। **উদোমাদা**—নির্বোধ ও সরল।

উদ্‌গত—[উৎ-গম্+ক্ত] ণ. উদ্ভূত, উত্থিত, প্রকাশিত। **উদ্‌গত ভাস্কর্য**—এমন খোদাইয়ের কাজ যাহাতে প্রতিমূর্তি উঁচু হইয়া থাকে, relief। বি. **উদ্‌গম**—প্রকাশ; উত্থান; উৎপত্তি (কুসুমোদ্গম); উদ্‌গতি।

উদ্‌গাতা (-তৃ)—যিনি সামবেদ গান করেন; উচ্চকণ্ঠে গানকারী; ঘোষক (মুক্তিমন্ত্রের মহা-উদ্‌গাতা)। [উৎ-গৈ+তৃচ্]।

উদ্‌গার—[উৎ—গৃ+ঘঞ্] বি. ঢেকুর; বমন; নিঃশেষে প্রকাশ বা বর্ণন (বিষোদ্গার, দোষোদ্‌গার)।

উদ্‌গীত—[উৎ-গৈ+ক্ত] ণ. ঘোষিত, প্রতি-ধ্বনিত। বি. **উদ্‌গীতি**। **উদ্‌গীথ**—সামবেদ-গান।

উদ্‌গিরণ, (বাং) **উদ্‌গীরণ**—[উৎ—গৃ+অনট্] বি. বমন; নিঃসারণ (কামানের অনল উদ্‌গীরণ)। ণ. **উদ্‌গীরিত** (অশুদ্ধ), **উদ্‌গীর্ণ**—উৎসৃষ্ট; নিঃসৃত (গুরুমুখোদ্‌গীর্ণ শাস্ত্র)।

উদ্‌গ্রীব—(যে গলা উঁচু করিয়া আছে) ণ. উৎকণ্ঠিত, ব্যাকুল, অতিশয় আগ্রহান্বিত। (বহুব্রী)

উদ্‌ঘাট, **উদ্‌ঘাটন**—[উৎ-ঘাটি+অনট্] বি. উন্মোচন, অনাবৃত করা (দ্বারোদ্‌ঘাটন)। **উদ্‌ঘাটক**—উদ্‌ঘাটনকারী। ণ. **উদ্‌ঘাটিত**।

উদ্‌ঘাত—[উৎ-হন্+ঘঞ্] বি. টক্কর, ঠোকর লাগা; পাদস্খলন; উপোদ্‌ঘাত, সূচনা। ণ. **উদ্‌ঘাতী** (-তিন্)—যাহা গমনে বাধা সৃষ্টি করে, উঁচু নীচু (স্ত্রী. **উদ্‌ঘাতিনী**—উদ্‌ঘাতিনী ভূমি)।

উদ্দণ্ড—ণ. যে লাঠি উঁচাইয়াছে; মারমুখী। **উদ্দণ্ডনৃত্য**—হাত উচু করিয়া নৃত্য।

উদ্দন্তুর—ণ. উচুদাঁতওয়ালা। [উৎ+দন্তুর]

উদ্দান্ত—ণ. সংযমিত, শান্ত। [উৎ-দম্+ক্ত]।

উদ্দাম—[উৎ—দম্+ঘঞ্] ণ. অনিয়ন্ত্রিত

দুর্দমনীয় (উদ্দাম গজ; উদ্দাম বাসনা); বাধাবন্ধহীন (মুক্ত কবি ফিরে লুব্ধ চিতে, উদ্দাম সঙ্গীতে—রবি; উদ্দাম কেশপাশ); স্বচ্ছন্দবর্ধিত (উদ্দাম বনশ্রী); উৎকট, প্রচণ্ড (উদ্দাম লালসা)।

উদ্দিষ্ট—ণ. যাহা লক্ষ্য করা হইয়াছে; অভীষ্ট; উপদিষ্ট। (বিঁ. উদ্দেশ)। [উৎ—দিশ্+ক্ত]

উদ্দীপক—[উদ্-দীপ্+ণক] ণ. উত্তেজক, বিবর্ধক (ক্রোধোদ্দীপক, অগ্ন্যুদ্দীপক)। **উদ্দীপন**—উৎসাহ-বর্ধন, উত্তেজন, অনুরাগ বর্ধন, প্রজ্বলন। **উদ্দীপনবিভাব**—(অলঙ্কারে) যাহা রসের উদ্দীপনে সাহায্য করে। **উদ্দীপনা**—উত্তেজনা, আগ্রহাতিশয্য (তাঁহার কথায় প্রাণে উদ্দীপনার সঞ্চার হইয়াছে)।

উদ্দীপিত—ণ. উত্তেজিত; প্রজ্বলিত; উদ্ভাসিত। **উদ্দীপ্ত**—আলোকিত, প্রজ্বলিত; উদ্রিক্ত, উত্তেজিত।

উদ্দেশ—[উৎ-দিশ্+অল্] বি. লক্ষ্য, সন্ধান, অন্বেষণ (বাহিরায় যবে নদী সিন্ধুর উদ্দেশে—মধু; তার সর্বশেষ আপনি খুঁজিয়া ফিরে তোমারি উদ্দেশ—রবি); অভিপ্রায়, উদ্দেশ্য (তারে ল'য়ে কি করিবে ভাবে মুনি কি তার উদ্দেশ—রবি); নির্দেশ (পথের উদ্দেশ—গ্রাম্যভাষায় উদ্দিশ); স্মরণ, ধ্যান (দেবীর উদ্দেশে স্তব)। (ণ. উদ্দিষ্ট; উদ্দেশিত-ও ব্যবহৃত হয়)। **উদ্দেশক**—অন্বেষক, উদ্দেশ-কারক।

উদ্দেশ্য—[উদ্দেশ+য] বি. অভিপ্রায়; লক্ষ্য; অভিসন্ধি; তাৎপর্য; প্রয়োজন; (ব্যাকরণে) বাক্যের কর্তৃপদ (তুঃ বিধেয়)। **উদ্দেশ্য-হীন, -বিহীন**—লক্ষ্যশূন্য। **উদ্দেশ্যানুরূপ**—অভিপ্রায়-অনুযায়ী, মতলবমত।

উদ্ধত—[উৎ—হন্+ক্ত] ণ. দৃপ্ত, গর্বিত (তব বিজয়োদ্ধত ধ্বজাপট—রবি); উৎকট, দুঃসহ (উদ্ধত দ্যুতি); সংক্ষুব্ধ (উদ্ধত সমুদ্র); উগ্র, অবিনীত, পরুষ, কঠোর (উদ্ধত স্বভাব) অহঙ্কৃত, স্পর্ধিত (উদ্ধত চালচলন)। বি. **ঔদ্ধত্য, উদ্ধতি**—বি.উদ্ধত আচরণ; উদ্ঘাত।

উদ্ধরণ—[উৎ—ধৃ+অনট্] বি উন্নয়ন, উত্তোলন (পতিতোদ্ধরণ); উন্মূলন, দূরীকরণ (কণ্টকোদ্ধরণ); অপরের উক্তি বা রচনা স্বীকৃতির সহিত অবিকল গ্রহণ। (ণ. উদ্ধৃত) **উদ্ধার চিহ্ন, উদ্ধৃতি চিহ্ন**—inverted comma, উল্টা কমার চিহ্ন।

উদ্ধার—[উদ্—ধৃ+ঘঞ্] বি. ত্রাণ; উন্নয়ন; উত্তোলন (পাতকী-উদ্ধার; পঙ্কোদ্ধার; দায় হইতে উদ্ধার, শত্রু-কবল হইতে উদ্ধার); নষ্ট সম্পদের পুনঃ-প্রাপ্তি (সম্পত্তি-উদ্ধার); বন্ধনমোচন (সীতা-উদ্ধার); অপরের বাণী বা রচনা উদ্ধরণ। **উদ্ধার পাওয়া**—দায় বিপদ হইতে মুক্তি পাওয়া, রক্ষা পাওয়া। ণ. **উদ্ধৃত**—সংকলিত, আহৃত (উদ্ধৃত বাণী, উদ্ধৃত রচনাংশ)। **উদ্ধৃতি**—অন্যের উক্তি বা রচনা হইতে আহৃত অংশ।

উদ্বন্ধন—বি. উপর হইতে গলায় দড়ি দেওয়া, ফাঁসি। **উদ্বন্ধক**—যে নিজের গলায় ফাঁসি দেয়। **উদ্বন্ধনে প্রাণত্যাগ**—গলায় দড়ি দিয়া আত্মহত্যা। **উদ্বন্ধন-রজ্জু**—ফাঁসির রজ্জু

উদ্বপন—বি. উৎপাটন, উত্তোলন।

উদ্বমন—বি. উদ্গীরণ, বমন।

উদ্বর্ত—[উৎ-বৃত্+অল্] বি. খরচ বা ব্যবহারের পর যাহা উদ্বৃত্ত থাকে; আধিক্য। ণ. **উদ্বৃত্ত**।

উদ্বর্তন—বি. বৃদ্ধি, স্ফীতি; প্রতিকূল অবস্থার ভিতর দিয়া বর্ধিত হওয়া, জীবনযুদ্ধে টিকিয়া থাকা (যোগ্যতমের উদ্বর্তন, survival of the fittest); গাত্রঘর্ষণ, massage; হরিদ্রা তিল বেসন ইত্যাদি দ্বারা গায়ের মলশোধন; বিলেপন। [উৎ-বৃত্+অনট্]।

উদ্বহন—বি. বহন; বিবাহ করা।

উদ্বায়ী (-য়িন্)—ণ. যাহা সহজে বাতাসে উড়িয়া যায় বা উবিয়া যায়, volatile.

উদ্বাসন—বি. বাসচ্যুত করণ। [উৎ-বস্+ণিচ্ অনট্]।

উদ্বাস্তু—বি. ণ. বাস্তুচ্যুত, বাস্তুহারা, বাস্তু-পরিত্যাগকারী, evacuee (কঠিন উদ্বাস্তু-সমস্যা); বাড়ী-সংলগ্ন খালি জমি, পালান।

উদ্বাহ—বি. বিবাহ [উৎ-বহ্+ঘঞ্]। **উদ্বাহন**—বিবাহ সম্পাদন। **উদ্বাহনী**—বিবাহের পণের কড়ি। **উদ্বাহিত**—বিবাহিত। **উদ্বাহ্যা**—বিবাহযোগ্যা।

উদ্বাহু—ণ. ঊর্ধ্ববাহু, যে কোন কিছু ধরিবার জন্য হাত উঠাইয়াছে; অলভ্যে যাহার লোভ। (বহুব্রী)। [উৎ+বাহু]

উদ্বিগ্ন—[উদ্-বিজ্+ক্ত] ণ. উদ্বেগযুক্ত, উৎ-কণ্ঠিত, আশঙ্কিত। **উদ্বিগ্নচিত্ত**—ব্যাকুল-চিত্ত, স্বস্তিহীন। বি.—**উদ্বেগ**।

উদ্বিড়াল, উদ্‌বিড়াল—বি. উদ, জলমার্জার, otter, ভোঁদড়, ধেড়ে।

উদ্বুদ্ধ—[উৎ-বুধ্ + ক্ত] প. যাহার চেতনা বিকশিত হইয়াছে; প্রবুদ্ধ জাগরিত; অনুপ্রাণিত। বি. **উদ্বোধন**।

উদ্বৃত্ত—প. ব্যয়াতিরিক্ত, অবশিষ্ট (উদ্বৃত্ত অর্থ); উন্নত ও বৃত্তাকার। (বি. উদ্বর্ত)।

উদ্বেগ—বি. উৎকণ্ঠা, আশঙ্কা, অস্বস্তি; ভাবাবেগ (অপূর্ব উদ্বেগভরে সঙ্গিহীন ভ্রমিছেন ফিরে মহর্ষি বাল্মীকি কবি—রবি)। (প. উদ্বিগ্ন)। [উৎ-বিজ্ + অল্]। **উদ্বেজক**—[উৎ-বিজ্ + ণিচ্ + ণক] প. উদ্বেগজনক, বিরক্তিকর, দুঃখকর। **উদ্বেজন**—উদ্বেগ, উৎকণ্ঠা; স্বস্তিহীন করা। **উদ্বেজনীয়**—উদ্বেগকর, দুঃখকর, ভীতিকর। **উদ্বেজয়িতা (-তৃ)**—অস্বস্তিকারক; ভীতিকারক। প. **উদ্বেজিত**—উদ্বিগ্ন, পীড়িত।

উদ্বেল—প. যাহা বেলা বা তীর ছাপাইয়া উঠিয়াছে, উচ্ছলিত, উথলিত ('বাহিরিতে চাহে উদ্বেল উদ্দাম মুক্ত উদার প্রবাহে—রবি)। বহুব্রী।

উদ্বোধ—বি. বোধের উন্মেষ; মনে পড়া। **উদ্বোধক**—উদ্বোধ-সঞ্চারক। উদ্দীপক, স্মারক। **উদ্বোধন**—জাগরণ; উদ্দীপন (ওরে হত্যা নয় আজ সত্যাগ্রহ শক্তির উদ্বোধন—নজরুল)।

উদ্ভট—প. উৎকৃষ্ট ও লোকপ্রসিদ্ধ (রচনা) কিন্তু যাহার রচয়িতার নাম অজ্ঞাত; অদ্ভুত, আজগুবী (উদ্ভট কল্পনা)। [সং] **উদ্ভট্টি,-ট্টী, উদ্‌ভুট্টি**—প. আজগুবী, উৎকট। [বাং]

উদ্ভব—[উৎ—ভূ + অল্] বি. উৎপত্তি, জন্ম (নেত্রোদ্ভব বারি), উৎপত্তিস্থান (সমুদ্রোদ্ভবা লক্ষ্মী)। (প. উদ্ভূত)। **উদ্ভাবক**—উদ্ভাবনকারী, প্রথম-নির্মাতা, inventor, designer. **উদ্ভাবন**—সৃষ্টি; আবিষ্করণ (উপায় উদ্ভাবন); পরিকল্পনা। প. **উদ্‌ভাবিত, উদ্‌ভাবয়িতা** (-তৃ)—উদ্‌ভাবক; স্ত্রী. **উদ্‌ভাবয়িত্রী**। **উদ্‌ভাব্য**—উদ্‌ভাবনযোগ্য (উদ্‌ভাব্য পরিকল্পনা)।

উদ্ভাস—[উদ্-ভাস্ + ঘঞ্] বি. দীপ্তি, ঔজ্জ্বল্য। প. **উদ্ভাসিত**—আলোকিত, প্রদীপ্ত, শোভিত।

উদ্ভিজ্জ, উদ্ভিদ্—(উদ্ভিদ্—জন্ + অ; উৎ-ভিদ্ + ক্বিপ্, যাহা মাটি ভেদ করিয়া ওঠে) বি. বৃক্ষ-লতা-গুল্ম-ওষধি প্রভৃতি, vegetable. **উদ্ভিজ্জবিদ্যা, উদ্ভিদ্‌বিদ্যা**—Botany। **উদ্ভিজ্জাশী (-শিন্)**—তৃণভোজী, নিরামিষাশী, vegetarian

উদ্ভিন্ন—[উদ্-ভিদ্ + ক্ত] প. অঙ্কুরিত, প্রস্ফুটিত, বিকশিত। **উদ্ভিন্নযৌবন**—যাহার যৌবন-লক্ষণ প্রকাশ পাইয়াছে।

উদ্ভূত—প. উৎপন্ন, জাত, প্রস্ফুটিত। [উৎ-ভূ + ক্ত]। বি. **উদ্ভূতি**—উদ্ভব।

উদ্ভেদ—[উৎ-ভিদ্ + অ] বি. প্রকাশ, উদ্‌গম, আবির্ভাব (যৌবনোদ্ভেদ; কিশলয়োদ্ভেদ; পুষ্পোদ্ভেদ, অর্থোদ্ভেদ); ব্রণ (উদ্ভেদ বসিয়া যাওয়া)। (প উদ্ভিন্ন)। **উদ্ভেদী (-দিন্)**—ভেদ করিয়া ওঠে যাহা।

উদ্ভ্রম—[উদ্-ভ্রম্ + ঘঞ্] বি. বুদ্ধিভ্রংশ, আকুলতা। প. **উদ্‌ভ্রান্ত**—দিশাহারা; পাগল, উন্মত্ত (বনচরের উদ্‌ভ্রান্ত প্রেম); যথেচ্ছাচারী; বিহ্বল।

উদ্যত—[উদ্-যম্ + ক্ত] প. উন্মুখ, উদ্যমশীল (উদ্যত কর জাগ্রত কর নির্ভয় কর হে—রবি; বধোদ্যত); উত্তোলিত (উদ্যতকৃপাণ)। বি. **উদ্যতি**—উদ্যোগ, উদ্যম।

উদ্যম—[উদ্-যম্ + ঘঞ্) বি. প্রয়াস, প্রচেষ্টা, অধ্যবসায় (নিরুদ্যম); উৎসাহ, প্রযত্ন (ভগ্নোদ্যম রক্ষঃচমূ—মধুসূদন)। **উদ্যমভঙ্গ**—উদ্যমে শিথিলতা। **উদ্যমী (-মিন্)**—উদ্যমশীল, যত্নপরায়ণ।

উদ্যান—[উদ্-যা + অনট্—আনন্দোৎসাহের সহিত যথায় গমন করা হয়] বি. উপবন বাগান। **উদ্যানকুসুম, উদ্যানলতা**—যত্নে বর্ধিত কুসুম, লতা; বিপ. বনকুসুম, বনলতা)। **উদ্যানতরু**—বাগানের গাছ; ফলের গাছ। **উদ্যান-পাল, -পালক**—মালী। **উদ্যানবিদ্যা**—horticulture. **উদ্যান-সম্মেলন**—উদ্যানে প্রীতিসম্মেলন, garden-party।

উদ্‌যাপন—[উদ্ যাপি + অনট্] বি. ব্রত সমাপন; সম্যক্ সম্পাদন। প. **উদ্‌যাপিত**—সম্পাদিত, নির্বাহিত।

উদ্যুক্ত—প. উদ্যোগী, চেষ্টাবান্। [উৎ-যুজ্ + ক্ত]।

উদ্যোক্তা (-ক্তৃ)—প. বি. আয়োজনকারী (সভার উদ্যোক্তা); উদ্যমশীল।

উদ্যোগ—[উদ্-যুজ্ + ঘঞ্] বি. আয়োজন, যোগাড় (উদ্যোগ-আয়োজন); প্রচেষ্টা, উদ্যম

(উদ্যোগে কার্যসিদ্ধি) ; উপক্রম (উদ্যোগপর্ব)। ণ. **উদ্যোগশীল, উদ্যোগী (-গিন্)**—চেষ্টাপরায়ণ। (গ্রাম্য—উজ্জুগী, উজ্জোগী)।

উদ্রিক্ত—ণ. বর্ধিত, উত্তেজিত, স্ফুট, উদ্ভূত (বন্ধুভাব উদ্রিক্ত করা)। [উৎ-রিচ্+ক্ত]।

উদ্রেক—[উদ্-রিচ্+ঘঞ্] উত্তেজন, উদয়, সঞ্চার (ক্রোধের, ক্ষুধার, রসের উদ্রেক)।

উধাও—ণ. ধাবমান (কোন উধাও হাওয়ার পাগলামিতে পাখা ওদের ওঠে মাতি—রবি); পলায়নপর (নূতন চাকরটি দশ টাকা লইয়া উধাও হইয়াছে); অন্তর্হিত (কোথায় উধাও হইল আর খুঁজিয়া পাওয়া গেল না)।

উধার—(প্রাদেশিক) ধার, কর্জ।

উধো—উদো দ্রঃ। **উধোর (উদোর) পিণ্ডি বা বোঝা বুধোর ঘাড়ে**—একজনের দায়িত্ব বা অপরাধ অপরজনের ঘাড়ে চাপানো।

উন, -না, -নু, -নো—[সং ঊন] ন্যূন, কম। (ঊনোভাতে দুনো বল, উনা বর্ষা দুনা শীত)।

উনন, উনান, উনুন—[সং উদ্ধ্মান] বি. চুলা, আখা। **উননমুখো দেবতার ঘুঁটের নৈবেদ্য**—যে যেমন তার সঙ্গে তেমন ব্যবহার।

উনপাঁজুরে—ণ. যাহার পাঁজরার হাড় কম, অলক্ষুণে, হতভাগ্য, স্বভাবতঃ বিপথগামী (গালি বিশেষ—উনপাঁজুরে বরাখুরে)।

উনান—উনন দ্রঃ।

উনি—সর্ব. সম্ভ্রমার্থে সম্মুখস্থ ব্যক্তিকে কখনও কখনও 'উনি' বলা হয়; স্বামীকে বুঝাইতে মেয়েরা অনেক সময় 'উনি' বলেন; কখনও কখনও 'তিনি' স্থানে 'উনি' ব্যবহৃত হয়।

উনিশ—১৯ সংখ্যা। **উনিশ-বিশ**—সামান্য পার্থক্য। **উনিশ-বিশ না করা**—আদৌ উত্তরবিশেষ না করা।

উনু, উনুন—উন; উনন দ্রঃ।

উন্নত—[উৎ-নম্+ক্ত] ণ. উচ্চ, মর্যাদাবান্; অধিকতর সভ্য (উন্নত রুচি, উন্নত কুল, উন্নত সমাজ); তুঙ্গ, উদ্ধত (বল বীর, চির-উন্নত মম শির—নজরুল); উদার, মহৎ (উন্নতমনা)। (বি. উন্নতি)। **উন্নতনাভি**—গোঁড়।

উন্নতি—বি. পদোন্নতি (চাকরিতে তাহার খুব উন্নতি হইয়াছে); শ্রীবৃদ্ধি, সৌভাগ্য (প্রতিবেশীর উন্নতিতে আনন্দ প্রকাশ করিল); অগ্রগতি (উন্নতির যুগ)। [উৎ-নম্+ক্তি] **উন্নতিশীল**—উৎকর্ষশীল (উন্নতিশীল জাতি)। **উন্নতি-সাধক**—উন্নতিজনক; যে উন্নতি সাধন করে।

উন্নদ্ধ—ণ. ঊর্ধ্বে গ্রথিত, মাথার উপরে বাঁধা (উন্নদ্ধ জটাকলাপ); স্ফীত; উন্নত, উচ্ছ্রিত (উন্নদ্ধ ফণা); উৎকট, প্রচণ্ড। [উৎ-নহ্+ক্ত]

উন্নমন—বি. উন্নতি, অভ্যুদয়, উত্তোলন। **উন্নমিত**—উত্তোলিত, উন্নীত।

উন্নয়, উন্নায়—বি. উন্নতি। [উৎ-নী+অ]

উন্নয়ন—ণ. উত্তোলন; উৎকর্ষসাধন, উন্নতি (গ্রাম-উন্নয়ন)। ণ. (উন্নীত)। [উৎ-নী+অনট্]

উন্নস—ণ যাহার নাক উঁচু। (বহুব্রী)। **উন্নাসিক**—ণ. আত্মাভিমানী, গর্বিত, যে নিজেকে অপরের চেয়ে বড় মনে করে।

উন্নিদ্র—ণ. নিদ্রাবিহীন; সতর্ক। (বহুব্রী)। বি. **উন্নিদ্রা**—নিদ্রাহীনতা। [(বি. উন্নয়ন)।

উন্নীত—ণ. ঊর্ধ্বে নীত বা স্থাপিত উত্তোলিত।

উন্নেতা (-তৃ)—উন্নয়নকারী।

উন্মগ্ন—ণ. উত্থিত, উদ্ধারপ্রাপ্ত। **উন্মজ্জন**—বি. ভাসিয়া উঠা। [উৎ-মস্জ্+অনট্]

উন্মত্ত—ণ. অতিরিক্ত মত্ত; ক্ষিপ্ত; উত্তেজনাময় ও বিশৃঙ্খল (উন্মত্ত কোলাহল); প্রমত্ত। [উৎ-মদ্+ক্ত] বি. উন্মত্ততা।

উন্মথন—[উৎ-মথ+অনট্] বি. মর্দিত করা; বিনাশ করা। ণ. **উন্মথিত**।

উন্মদ—ণ. প্রমত্ত (উন্মদ পবনে যমুনা তর্জিত—রবি), ক্ষিপ্ত। [উৎ-মদ্+অ]

উন্মনা (-নাঃ)—অন্যমনস্ক, ব্যাকুল, উৎকণ্ঠিত, অস্বস্তিপূর্ণ (আমি উন্মনা হে—রবি)।

উন্মন্থ, উন্মন্থন—বি. মন্থন, আলোড়ন, মর্দন; বধ। [উৎ-মন্থ্+অ, অনট্]

উন্মাদ—[উৎ-মদ্+ঘঞ্] বি. উন্মত্ততা। (বাং) উন্মত্ত, ক্ষিপ্ত; হিতাহিতজ্ঞানশূন্য। **উন্মাদক**—যাহাতে মত্ততা জন্মায়। স্ত্রী. উন্মাদিনী। **উন্মাদকর**—পাগল-করা **উন্মাদনা**—বি. মত্ততা; উত্তেজনা, উদ্দীপনা। **উন্মাদিত**—ণ. উন্মাদকৃত; উত্তেজিত। **উন্মাদী** (-দিন্)—ণ. উন্মত্ত; পাগল-করা। স্ত্রী. **উন্মাদিনী**।

উন্মান—[উৎ-মা+অনট্] বি. তুলাদণ্ড; ওজন। ণ. **উন্মিত**।

উন্মার্গ—বি. কুপথ, অসৎপথ, অসদাচরণ। ণ. কুপথগামী, কদাচারী। প্রাদি সমাস। **উন্মার্গী** (-র্গিন্)—বিপথগামী।

উন্মিষিত—[উৎ-মিষ্ (প্রকাশ পাওয়া)+ক্ত] ণ. বিকশিত, উন্মীলিত।

উন্মীল, উন্মীলন—[উৎ-মীল্+অ, অনট্] বি. চোখমেলা, উন্মেষ, উন্মোচন। ণ. **উন্মীলিত**।

উন্মুক্ত—[উৎ-মুচ্+ক্ত] ণ. খোলা, বন্ধনমুক্ত, অবাধ (উন্মুক্ত প্রবাহ); অনাবৃত (উন্মুক্ত গগন-তল—প্রাঙ্গণ); উদার, অপকট (উন্মুক্ত চিত্ত)।

উন্মুখ—ণ. উদ্যত, প্রস্তুত, ব্যগ্র; উৎসুক (শ্রবণোন্মুখ); অভিমুখ, অভিমুখে, তৎপর (তীর্থদর্শনোন্মুখ যাত্রিদল)। বি. **উন্মুখতা**—আগ্রহ, ব্যগ্রতা। (বহুব্রী)

উন্মুদিত—[উৎ-মুদ্+ক্ত] ণ. সবিশেষ আনন্দিত।

উন্মুদ্র—ণ. মুদ্রা অর্থাৎ শীলমোহর বর্জিত; মুক্ত; বিকশিত, প্রস্ফুটিত। (বহুব্রী)।

উন্মূলন—[উৎ-মূলি+অনট্] উৎপাটন, সমূলে ধ্বংস, উচ্ছেদ। ণ **উন্মূল, উন্মূলিত**। **উন্মূলয়িতা** (-তৃ)—উচ্ছেদক, উৎপাটনকারী।

উন্মেষ—[উৎ-মিষ্+ঘঞ্] বি. চোখ মেলিয়া চাওয়া; উদ্ভব, আবির্ভাব, বিকাশ (জ্ঞানোন্মেষ); ঈষৎ-বিকাশ (চেতনার উন্মেষ)। (ণ. উন্মিষিত)।

উন্মোচন—বি. উদ্‌ঘাটন, খুলিয়া দেওয়া; মুক্তিদান (আবরণ উন্মোচন; শৃঙ্খল উন্মোচন)। [উৎ-মুচ্+অনট্]। ণ. **উন্মোচিত**।

উপ—অব্য. সামীপ্য সান্নিধ্য সাদৃশ্য হীনতা প্রভৃতি বোধক উপসর্গ।

উপকণ্ঠ—বি. সমীপ, প্রান্ত (নগরের উপকণ্ঠে)। ক্রি.ণ. আকণ্ঠ, কণ্ঠ পর্যন্ত (করিব পান উপকণ্ঠ ভরি—রবি)।

উপকথা—বি. উপাখ্যান; কল্পিত কাহিনী।

উপকরণ—বি. কার্যসাধনে অবশ্যপ্রয়োজনীয় বস্তু; অঙ্গ, উপাদান।

উপকর্তা (-র্তৃ)—উপকারক। স্ত্রী. **উপকর্ত্রী**।

উপকার—[উপ—কৃ+ঘঞ্] বি. কল্যাণ; হিতসাধন; আনুকূল্য; অনুগ্রহ। **উপকারক**—সাহায্যকারী। ণ. **উপকারী** (-রিন্)—হিতকারী; উপযোগী। **উপকারিতা**—উপকার করিবার যোগ্যতা বা ক্ষমতা। **উপকার্য**—উপকারযোগ্য; রাজ-ব্যবহারযোগ্য তাঁবু। **উপকারিকা**—বি. রাজ-ব্যবহারযোগ্য তাঁবু-আদি; সরাই।

উপকূল—বি. তীরের নিকটবর্তী স্থান, বেলাভূমি।

উপকৃত—উপকারপ্রাপ্ত, অনুগৃহীত। [উপ-কৃ+ক্ত] বি. **উপকৃতি**—উপকার।

উপকেশ—বি. পরচুলা।

উপক্রন্তা (-ন্তৃ) ণ. উপক্রমকারী, উদ্যোক্তা।

উপক্রম—[উপ-ক্রম্+ঘঞ্] বি. আরম্ভ, আয়োজন; উদ্যম। **উপক্রমণিকা**—প্রস্তাবনা, অবতরণিকা। **উপক্রমণীয়**—আরম্ভযোগ্য; **উপক্রমমাণ**—যে আরম্ভ করিতেছে। **উপক্রান্ত**—আরব্ধ, যাহার সূত্রপাত হইয়াছে (উপক্রান্ত যুদ্ধ)।

উপক্রিয়া—বি. উপকার।

উপক্রোশ—[উপ-ক্রুশ্+ঘঞ্] বি. কুৎসা, নিন্দা। **উপক্রোষ্টা** (-ষ্টৃ)—নিন্দুক। [+অ]।

উপক্ষয়—বি হানি, অপচয়, ক্ষতি। [উপ-ক্ষি

উপক্ষার—alkaloid.

উপক্ষীণ—[উপ-ক্ষি+ক্ত] ণ. ক্ষয়প্রাপ্ত, ব্যয়িত, অন্তর্হিত। [+অ]।

উপক্ষেপ—বি. প্রস্তাব; মনস্তাপ। [উপ-ক্ষিপ্

উপগত—ণ. সমাগত, প্রাপ্ত, সংঘটিত; কৃত-মৈথুন। বি **উপগম**—প্রাপ্তি; উপস্থিতি।

উপগান—বি. সঙ্গীতের পূর্বে আলাপচারী।

উপগিরি—বি. ক্ষুদ্র পাহাড়, খণ্ডশৈল; উপবনের কৃত্রিম বা নকল পাহাড়, কেলিশৈল।

উপগুপ্ত—প্রখ্যাত বৌদ্ধগুরু।

উপগুরু—বি. গুরুস্থানীয়, গুরুর প্রতিনিধি।

উপগ্রহ—বি. গ্রহকে প্রদক্ষিণকারী ক্ষুদ্রগ্রহ, satellite. আপদ (প্রাদেশিক)

উপগ্রাহ, উপগাহ্য—[উপ-গ্রহ্+ঘঞ্, য] বি. উপঢৌকন, ভেট, ডালি।

উপঘাত—বি. পীড়ন, ক্ষতি, আঘাত, বিনাশ। **উপঘাতক**—বিনাশক, পীড়ক।

উপচক্ষুঃ—দিব্যচক্ষু; চশমা। প্রাদি সমাস।

উপচয়—[উপ-চি+অল্] বি. বৃদ্ধি (বিপ. অপচয়); পুষ্টি, অভ্যুদয়; appreciation, মূল্যবৃদ্ধি। ণ. **উপচিত**—বৃদ্ধিপ্রাপ্ত, পরিপুষ্ট; ব্যাপ্ত। [+ক্ত]

উপচরিত—ণ.পূজিত, অর্চিত, সেবিত। [উপ-চর্

উপচর্যা—বি. সেবা, পরিচর্যা; চিকিৎসা [উপ-চর্+য+আপ্]

উপচা, উপচানো—ক্রি. ছাপাইয়া পড়া, অতিরিক্ত হওয়া, to overflow (হাঁড়ি উপচাইয়া পড়া)

উপচার—[উপ—চর্+ঘঞ্] বি. উপকরণ, ভোগের বস্তু; পূজার সামগ্রী (ষোড়শোপচারে পূজা); শুশ্রূষা, চিকিৎসা (অস্ত্রোপচার); ধর্মকর্ম (পাণিগ্রহণ-উপচার)। (ণ. উপচরিত)। **উপচারশালা**—অস্ত্রচিকিৎসার কক্ষ, operation theatre.

উপচিকীর্ষা—বি. উপকার বা সাহায্য করিবার ইচ্ছা। **উপচিকীর্ষু**—ণ. উপকার করিতে ইচ্ছুক। [উপ-কৃ+সন্ অ+আপ্,+উ]

উপচিত—উপচয় দ্রঃ।

উপচীয়মান—ণ. যাহা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতেছে, সঞ্চিত করা হইতেছে [উপ-চি+কর্মে শানচ্]

উপচ্ছদ—বি. ঢাকনি। [উপ-ছদ্+অ]

উপচ্ছায়া—অপচ্ছায়া দ্রঃ; মূর্তির আভাস (কার মূর্তি দেখা দিল উপচ্ছায়া সম—রবি)।

উপজ—ক্রি. (উপজে, উপজিল ইত্যাদি রূপ) উৎপন্ন হওয়া, প্রকাশ পাওয়া, বৃদ্ধি পাওয়া ইত্যাদি অর্থ ব্যক্ত করে (হাস গোপত ভেল উপজল লাজ—বিদ্যাপতি)। (কাব্যে ব্যবহৃত)।

উপজ—বি. গানে বা কবিতায় অতিরিক্ত তান বা পদ; ছোট ভাই, অনুজ। [উপ-জন্+ড]

উপজনন—বি. জন্ম, উদ্ভব; উৎপাদন।

উপজাত—ণ. উদ্রিক্ত (হর্ষ উপজাত হইল); বি. নীচজাতি; by-product, আনুষঙ্গিক ভাবে উৎপন্ন দ্রব্য।

উপজিহ্বা, উপজিহ্বিকা—বি. আলজিভ্।

উপজীবন, উপজীবিকা—বি. বৃত্তি, ব্যবসায়, রোজগারের উপায়। **উপজীবী** (-বিন্)—উপজীবিকারূপে অবলম্বনকারী (ভিক্ষোপজীবী)।

উপজীব্য—বি. উপজীবিকা, আশ্রয়, অবলম্বন।

উপজ্ঞা—[উপ-জ্ঞা+অচ্] বি. উপদেশ বিনা প্রথম জ্ঞান, সহজাত জ্ঞান, Instinct.

উপড়ানো—ক্রি. উৎপাটন, তুলিয়া ফেলা (আগাছা উপড়ানো)।

উপঢৌকন—বি. উপহার, নজর, ভেট।

উপতপ্ত—ণ. সন্তপ্ত, পীড়িত, দুঃখিত।

উপতাপ—বি. সন্তাপ; দুঃখ।

উপতারা—বি. চোখের তারার চতুর্দিকের রঞ্জিত মণ্ডল, Iris।

উপতীর—বি. উপকূল।

উপত্যকা—বি. দুই পর্বতের মধ্যস্থিত নিম্নভূভাগ, valley. [উপ-ত্যকন্+আপ]

উপদংশ—বি. রোগবিশেষ, গরমি, syphilis; অবদংশ, মদের চাট।

উপদর্শক—বি. দ্বারী; পথপ্রদর্শক। **উপদর্শন**—প্রদর্শন। **উপদর্শিত**—প্রদর্শিত।

উপদিশ্যমান—ণ. যাহাকে উপদেশ দেওয়া হইতেছে; যাহা উপদেশ দেওয়া হইতেছে।

উপদিষ্ট—ণ. যাহাকে উপদেশ দেওয়া হইয়াছে; যাহা উপদেশ বা শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে; কথিত, নিবেদিত। (বি. উপদেশ)।

উপদেব, উপদেবতা—বি. দেবতা হইতে হীন অথচ অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন ভূত প্রেত প্রভৃতি দেবযোনি। স্ত্রী. **উপদেবী**।

উপদেশ—[উপ—দিশ্+ঘঞ্] বি. করণীয় সম্বন্ধে নির্দেশ, advice; শিক্ষাদান (শিক্ষকের উপদেশ); পরামর্শ, মন্ত্রণা (রাজ্য চালনায় উপদেশ)। **উপদেশক**—উপদেষ্টা, শিক্ষক। **উপদেশাত্মক**—উপদেশপূর্ণ। **উপদেশনীয়, উপদেশ্য**—উপদেশের যোগ্য। **উপদেষ্টা** (-ষ্টৃ)—শিক্ষাদাতা, উপদেশদাতা।

উপদ্রব—[উপ-দ্রু (গমন করা)+অল্] উৎপাত, দৌরাত্ম্য, অত্যাচার (ছেলেমেয়েদের উপদ্রব; চোরের উপদ্রব; পুলিশের উপদ্রব); রাজ্যে বিশৃঙ্খলা (মগের উপদ্রব, বর্গীর উপদ্রব)। ণ. **উপদ্রুত**—অত্যাচরিত, নিপীড়িত (উপদ্রুত ব্যক্তি, উপদ্রুত অঞ্চল)।

উপদ্বীপ—বি. প্রায় চতুর্দিকে জলদ্বারা বেষ্টিত ভূভাগ, peninsula.

উপধর্ম—বি. অপকৃষ্ট ধর্ম, ধর্মের অঙ্গীভূত কুসংস্কার, অপকৃষ্ট লৌকিক ধর্ম।

উপধা—বি. ছল; উপায়। (ব্যাকরণে) শব্দের শেষ বর্ণের আগের বর্ণ।

উপধাতু—বি. স্বর্ণাদি প্রধান ধাতুর স্থায় ৭টি ধাতু (মাক্ষিক, তুঁতে, অভ্র, নীলাঞ্জন, মনঃশিলা, হরিতাল, রসাঞ্জন); দেহস্থ ৭টি উপধাতু হইতেছে স্তন্য (রস হইতে), রজঃ (রক্ত হইতে) বসা (মাংস হইতে), স্বেদ (মেদ হইতে), দন্ত (অস্থি হইতে), ওজঃ (শুক্র হইতে), কেশ (মজ্জা হইতে)।

উপধান—[উপ-ধা+অনট্] বি. বালিশ, উপাধান (শিরোপধান; পাদোপধান)। **উপধানীয়**—বালিশ।

উপধায়ক, উপধায়ী (-য়িন্)—জনক, উৎপাদক। [উপ—ধা+অক, ইন্]।

উপধি—বি. ছল, কপটতা ; ভয় ; রথচক্র।
উপনগর—বি. ক্ষুদ্র নগর ; শহরতলী (suburb).
উপনত—ণ. প্রাপ্ত, আয়ত্ত, আগত। বি. **উপনতি**—উপস্থিতি ; নতি।
উপনদী, -নদ—বি. যে নদী অন্য নদীতে গিয়া পড়িয়াছে ; Tributary, affluent.
উপনদ্ধ—ণ. খচিত। [উপ-নহ্+ক্ত]
উপনয়ন—[উপ-নী+অনট্, যে সংস্কারের দ্বারা বালক বেদ অধ্যয়নের জন্য গুরুসমীপে নীত হয়] বি. যজ্ঞোপবীত ধারণরূপ সংস্কার ; পৈতা দেওয়া।
উপনাম—বি. উপাধি, আসল নাম ভিন্ন অন্য [নাম, nickname.
উপনায়ক—বি. নায়কের চরিত্র প্রকাশের সহায়ভূত নায়ক (যেমন রামায়ণের উপনায়ক লক্ষ্মণ) ; উপপতি।
উপনিধান—বি. ন্যাস-রক্ষণ। **উপনিধি**—ন্যাসরূপে রক্ষিত বন্ধ পেটিকাদি যাহার ভিতরকার দ্রব্যের রূপ ন্যাস-গ্রহণকারীর অবিদিত। [উপ-নি-ধা+কি]। [বন্ধ+ক্ত]।
উপনিবদ্ধ—ণ. যত্নে লিপিবদ্ধ। [উপ-নি+
উপনিবেশ—বি. বিদেশে নবস্থাপিত বাসভূমি, colony. **উপনিবেশ স্থাপন**—দলবদ্ধ নরনারীর নূতন দেশে বসবাস স্থাপন। ণ. **উপনিবেশিত, উপনিবিষ্ট**—যাহারা উপনিবেশে বসবাস স্থাপন করিয়াছে। (ণ. **ঔপনিবেশিক**—উপনিবেশ সম্বন্ধীয়)।
উপনির্গম—বি. বহির্গমন ; বহির্গমনের পথ।
উপনিষৎ, উপনিষদ্—[উপ-নি-সদ্+ক্বিপ্] (যদ্দ্বারা সংসার-আসক্তির বিনাশ ঘটে) বেদের জ্ঞানকাণ্ড, ব্রহ্মবিদ্যা। (ণ. ঔপনিষদ,-দিক)
উপনিষ্ক্রমণ—বি. বহির্গমনের পথ ; রাজপথ।
উপনিহিত—ণ. উপনিধি বা ন্যাস রূপে রক্ষিত। [উপ-নি-ধা+ক্ত]
উপনীত—বি. উপস্থিত ; উপস্থাপিত ; যে পৌঁছিয়াছে ; আনীত ; যাহার উপনয়ন সংস্কার সমাধা হইয়াছে।
উপনেতা (-তৃ)—উপনয়নদাতা (পঞ্চপিতার অন্যতম) ; সমীপে আনয়নকর্তা ; উপনায়ক। স্ত্রী. **উপনেত্রী**।
উপনেত্র—চশমা।
উপন্যস্ত—ণ. উপস্থাপিত, গচ্ছিত ; উদাহরণরূপে কথিত। [উপ-নি-অস্+ক্ত]
উপন্যাস—বি. গচ্ছিত রাখা ; বচনবিন্যাস কাল্পনিক উপাখ্যান ; কল্পিত গদ্যকাব্য (কাদম্বরী, দশকুমারচরিত প্রভৃতি সংস্কৃত গদ্য কাব্য) ; নভেল—বর্তমানে উপন্যাস বলিতে কল্পিত কাহিনী বুঝায় না, জীবনের চিত্রসম্বলিত গদ্যে রচিত কাহিনী বুঝায়। [উপ-নি-অস্+ঘঞ্]। **উপন্যাসকার**—ঔপন্যাসিক, উপন্যাস-লেখক। (ণ. ঔপন্যাসিক)।
উপপতি—গুপ্ত প্রণয়ী, জার। স্ত্রী. **উপপত্নী**।
উপপত্তি—বি. সমাধান ; সিদ্ধান্ত ; প্রমাণ ; উৎপত্তি ; প্রাপ্তি। [উপ-পদ্+ক্তি]।
উপপথ—বি. সংকীর্ণ পথ, যে পথে সাধারণতঃ লোকে চলাফেরা করে না, অপথ, গুপ্তপথ।
উপপদ—(ব্যাকরণে) বি. সমাসবিশেষ, পূর্বপদের সহিত কৃদন্ত পদের সমাস (সূত্রধর এই শব্দে সূত্র পূর্বপদ বা উপপদ)]
উপপন্ন—ণ. যুক্তিযুক্ত ; প্রতিপন্ন ; উৎপন্ন ; লব্ধ। [উপ-পদ্+ক্ত]
উপপাতক—অল্প পাপ, মহাপাতক হইতে লঘুতর ৪৯টি পাপ (যথা, নাস্তিকতা)।
উপপাদক—[উপ-পাদি+ণক] ণ. সমাধানকারক, প্রতিপাদক, কার্যকারক। **উপপাদন**—সমাধান করা, যুক্তির দ্বারা সমর্থন করা, প্রতিপাদন, সম্পাদন। ণ. **উপপাদিত**। **উপপাদ্য**—ণ. মীমাংসার যোগ্য ; বি জ্যামিতির প্রতিজ্ঞা, theorem.
উপপুর—বি. শহরতলী, শাখানগর, suburb.
উপপুরাণ—বি. আঠারখানি অপ্রধান পুরাণ বা শাখাপুরাণ।
উপপ্লব—বি. উপদ্রব ; উল্কাপাত, গ্রহণ, বাত্যা-দাবানলাদি প্রাকৃতিক উপদ্রব ; অরাজকতা। [উপ-প্লু+অপ্]। ণ. **উপপ্লুত**—উপদ্রুত, প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের দ্বারা বিপন্ন।
উপবন—যাহা দেখিতে বনের মত, কৃত্রিম বন, রোপিত-তরুলতাদি-পূর্ণ উদ্যান ; পুষ্প-প্রধান বন। (প্রাদি)।
উপবর্ণ—ব্রাহ্মণাদি প্রধান বর্ণ ভিন্ন অন্য বর্ণ।
উপবর্ণন—[উপ-বর্ণ্+অনট্] বি. সবিস্তৃত বর্ণনা।
উপবর্তন—বি. বাসস্থান, জনপদ [উপ-বৃৎ+অনট্]
উপবাস—(নিকটে বাস) বি. যজ্ঞার্থ পূর্বদিন অগ্নিসমীপে নিয়মপালনপূর্বক বাস (পণ্ডিতদের

মতে ইহাই উপবাস শব্দের প্রাচীন অর্থ); অনশন (উপবাস-ক্লিষ্ট)। ণ. **উপবাসিত**। (গ্রাম্য বা কথ্য—উপাসী, উপোসী, উপোস)। **উপবাসক, উপবাসী(-সিন্)**—অনাহারী।

উপবিদ্যা—বি. তুক-তাক তন্ত্র-মন্ত্র ঝাড়-ফুঁক আদি, হীন বিদ্যা।

উপবিধি—বি. রাজবিধি ভিন্ন অন্যান্য অপ্রধান বিধি; মিউনিসিপ্যালিটি-আদি প্রবর্তিত আইন।

উপবিষ—বি. আকন্দ ধুতুরা মনসা করবী কালহারিকা এই পাঁচটির আঠা; কৃত্রিম বিষ।

উপবিষ্ট—ণ. আসীন; যে বসিয়াছে বা আসন গ্রহণ করিয়াছে। [উপ-বিশ্+ক্ত]

উপবৃক্ষ—বি. পরগাছা।

উপবীত—বি. যজ্ঞসূত্র, পৈতা। **উপবীতী [-তিন্-]**—ণ. যজ্ঞ-সূত্রধারী।

উপবেদ—বি. গৌণবেদ (আয়ুর্বেদ ধনুর্বেদ গন্ধর্ব-বেদ ও তন্ত্র)।

উপবেশন, উপবেশ—বি. আসনগ্রহণ; আসনে বসানো; (**প্রায়োপবেশ,-বেশন**—সংকল্পপূর্বক অনশনে মৃত্যুবরণের জন্য আসন-গ্রহণ)। ণ. **উপবিষ্ট**। **উপবেশিত**—যাহাকে বসানো হইয়াছে। **উপবেশয়িতা (-তৃ)**—যে অপরকে আসনে বসায়।

উপব্রাহ্মণ—বি. পতিত ব্রাহ্মণ।

উপব্যাঘ্র—বি. নেকড়েবাঘ; চিতাবাঘ।

উপভাষা—বি. অপ্রধান ভাষা, আঞ্চলিক কথ্য ভাষা, dialect।

উপভুক্ত—[উপ-ভুজ্+ক্ত] ণ. যাহা উপভোগ করা হইয়াছে; আস্বাদিত; ব্যবহৃত (বস্ত্র-মাল্যাদি)। স্ত্রী. উপভুক্তা। বি. **উপভুক্তি, উপভোগ**—সেবন। **উপভুজ্যমান**—যাহা উপভোগ করা হইতেছে। **উপভোক্তা (-ক্তৃ)**—উপভোগকারী। **উপভোগ**—তৃপ্তিপূর্বক ভোগ, সম্ভোগ, আস্বাদন, ব্যবহার। ণ. **উপভোগ্য**—ভোগের যোগ্য, উপভোগের বিষয়। **উপভোগী (-গিন্), উপভোজী (-জিন্)**—উপভোগকারী। **উপভোজ্য**—ভোজন-যোগ্য।

উপম—ণ. (সমাসে পরপদে) সম (দেবোপম)।

উপমন্ত্রী (-ন্ত্রিন্)—বি. অপ্রধান অথবা সহকারী মন্ত্রী, deputy minister।

উপমা—বি. তুলনা, সাদৃশ্য; অর্থালঙ্কারবিশেষ; "একধর্মবিশিষ্ট ভিন্নজাতীয় বস্তুদ্বয়ের (উপমান ও উপমেয়ের) সাধর্ম্যকথন বা সাদৃশ্য-বর্ণনাকে 'উপমা' অর্থালঙ্কার কহে," simile. **উপমান**—যাহার দ্বারা তুলনা দেওয়া হয়। **উপমেয়**—উপমার বিষয়। (যেমন, মুখচন্দ্র এই শব্দে চন্দ্র মুখের উপমান আর মুখ উপমেয়)। **উপমিতি**—বি. উপমা, সাদৃশ্যজ্ঞান।

উপমাংস—বি. আঁচিল।

উপমাতা(-তৃ)—[উপ-মা+তৃচ্] যে তুলনা করে, প্রতিমাকারক; চিত্রকর; মাতৃতুল্যা নারী, (মাসী, পিসী, শাশুড়ী প্রভৃতি)।

উপযন্তা (-ন্তৃ)—উপযাম দ্রঃ।

উপযাচক—[উপ-যাচ্+ণক] ণ. অজিজ্ঞাসিত-ভাবে প্রার্থী; স্বতঃপ্রবৃত্ত। স্ত্রী.-চিকা। **উপ-যাচন**—প্রার্থনা। **উপযাচিত,-ক**—ণ. প্রার্থিত; বি. ইষ্টসিদ্ধির জন্য দেবতাকে দেয় বলি, মানসিক বা মানত।

উপযান—বি. কাছে যাওয়া।

উপযাম—বি. বিবাহ। [উপ-যাম্+ঘঞ্]। **উপযন্তা (-ন্তৃ)**—স্বামী।

উপযুক্ত—[উপ-যুজ্+ক্ত] ণ. সমুচিত (উপযুক্ত শাস্তি; উপযুক্ত মর্যাদা); যোগ্য, সমর্থ (কাজের উপযুক্ত; উপযুক্ত পাত্র); (বাং) প্রাপ্তবয়স্ক, উপার্জনক্ষম (ছেলেরা উপযুক্ত হয়েছে)। বি. **উপযুক্ততা**—কার্যদক্ষতা, উপযোগিতা।

উপযোগ—বি. উপযোগিতা, উপযুক্ততা, প্রয়োগ।

উপযোগিতা—বি. যোগ্যতা, উপকারিতা, কার্য-কারিতা, প্রয়োজনীয়তা। ণ. **উপযোগী (-গিন্)**—উপযুক্ত।

উপর—বি. ণ. অব্য. ঊর্ধ্বস্থ (উপর আকাশ); উপরিভাগ (জলের উপর); পৃষ্ঠ (তিনি ছিলেন হাতীর উপর); অধিক (তিন ক্রোশের উপর); প্রতি [গরীবের উপর দয়া); উপরের দিকের (উপর ঠোঁট, চোখের উপর পাতা)। বহির্ভাগ (উপর চট্‌কা); বাড়া (বেহায়া লোক বহু দেখেছি কিন্তু সে সবার উপর)। **উপর-উপর**—ভাসা-ভাসা ধরণে। **উপর-ওয়ালা**—ঈশ্বর (উপরওয়ালা ত দেখছেন); প্রভু, আপিস বা বিভাগের ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী। **উপর-চড়া**—গায়ে পড়িয়া যে ঝগড়া করে। **উপরচাপ**—ভয় প্রদর্শন, পীড়ন। **উপর-চাল**—লোক দেখানো ভাবভঙ্গি; শতরঞ্চ

খেলায় যে দেখিতেছে তাহার বলিয়া দেওয়া চাল। **উপর তলা**—গৃহের উপরের স্তরের প্রকোষ্ঠ-সমূহ বা ছাদ। **উপর-নীচে করা, উপর নীচ করা**—ওঠা এবং নামা। **উপর পড়া**—অযাচিত ভাবে (বিবাদ বা তর্ক বাধানো)। **উপর টান**—মৃত্যুর পূর্বলক্ষণ-জ্ঞাপক ঊর্ধ্বশ্বাস। **উপর-টপকা**—উপর-উপর; অনাহূতভাবে।

উপরক্ষ—বি. দেহরক্ষী, body-guard. **উপ-রক্ষণ**—পাহারার জন্ম সৈন্স নিয়োগ।

উপরত—ণ. বিরত, নিবৃত্ত; মৃত; সংসার-ধর্মে বীতস্পৃহ। [উপ-রম্+ক্ত]। বি. **উপরতি**—নিবৃত্তি, বৈরাগ্য; মৃত্যু।

উপরত্ন—বি. রত্নের মত উজ্জ্বল দ্রব্য (কাচ, প্রস্তর, মুক্তা, শঙ্খ প্রভৃতি)। [উপরম্+তু]।

উপরন্তু—অব্য. এতদ্ব্যতীত, অধিকন্তু।

উপরম, উপরাম—[উপ-রম্+ঘঞ্] বি. বিষয়-বাসনা ত্যাগ, বিরতি, শান্তি, মৃত্যু, অবসান। **উপরমণ**—উপরতি।

উপরস—বি. উপধাতু, হিঙ্গুল অভ্র প্রভৃতি।

উপরাগ—বি. রাহুগ্রাস (চন্দ্রের উপরাগ); উপ-দ্রব; রঞ্জন; রক্তিমা।

উপরাজ—বি. রাজপ্রতিনিধি, Viceroy।

উপরাণী—বি. রাজার অবিবাহিতা রাণী।

উপরি—ণ. অতিরিক্ত (উপরি পাওনা, উপরি আয়—নির্দিষ্ট পাওনার অতিরিক্ত যা পাওয়া যায়, বখশিশ ঘুষ ইত্যাদি); অনিমন্ত্রিত (উপরি লোক খেয়েছে অনেক)। **উপরি-উপরি, উপরো-উপরি**—পর পর, অল্পকাল মধ্যে। **উপরি খরচ**—নির্ধারিত ব্যয়ের অতিরিক্ত ব্যয়। [বাং. উপর+ই]।

উপরি—অব্য=উপর, উপরে (তদুপরি)। [সং] **উপরিতন**—ঊর্ধ্বতন। **উপরিদিষ্টি. -দৃষ্টি, উপরিভাব**—ভূত-প্রেতের দৃষ্টি বা প্রভাব। **উপরিদেবতা**—অপদেবতা। **উপরিচয়**—আকাশচর। **উপরিভাগ**-ঊর্ধ্বদেশ; পৃষ্ঠ। **উপরিস্থ, -স্থিত**—উপরের (উপরিস্থ কর্মচারী, উপরিস্থ মালিক)।

উপরুদ্ধ—ণ. উপহৃত, উৎপীড়িত; অবরুদ্ধ; অনুরুদ্ধ। (বি. উপরোধ)। [উপ-রুধ্+ক্ত])

উপরে—ক্রি. ণ. উপর, উপরি দ্রঃ। [(স্থঃ)।

উপরোক্ত—ণ. (অশুদ্ধ কিন্তু চলিত) উপর্যুক্ত

উপরোধ—[উপ-রুধ্+ঘঞ্] বি. অনুরোধ, অনুনয়-বিনয়, সুপারিস। (ণ. উপরুদ্ধ)। **উপরোধক**—অনুরোধকারী। **উপরোধে ঢেঁকি গেলা**—অনুরোধ এড়াইতে না পারিয়া অত্যন্ত কঠিন বা অবাঞ্ছিত কাজেও রাজি হওয়া।

উপর্যুক্ত—ণ. পূর্বোল্লিখিত। [সং. উপরি+উক্ত]।

উপর্যুপরি—অব্য. উপরি-উপরি, পর পর।

উপল—বি. প্রস্তর; পাথরের টুকরা (উপলবিষম); মণি (ণ. উপল)। [উপ-লা+ক]।

উপলা—জাঁতার উপরের পাথর।

উপলক্ষ, উপলক্ষ্য—বি. উদ্দেশ্য, অবলম্বন (বিবাহ উপলক্ষে); ওজুহাত, ব্যপদেশ (দেখা করতে আসা উপলক্ষ, খবর জানা আসল উদ্দেশ্য)। **উপলক্ষক**—সাধারণ চিহ্নাদি দেখিয়া যে ভিতরকার গূঢ় ব্যাপার বুঝিতে পারে; নিপুণ পরীক্ষক। **উপলক্ষণ**—ব্যাপকতর অর্থের সূচক, চিহ্ন (রাষ্ট্রের কল্যাণ=রাজ্যের লোকের কল্যাণ—এক্ষেত্রে 'রাষ্ট্র' রাজ্যের লোকের উপলক্ষণ)। **উপলক্ষণা**—অর্থা-লঙ্কারবিশেষ, লক্ষণা (যথা, গঙ্গাবাসী=গঙ্গাতীর-বাসী)। ণ. **উপলক্ষিত**—উদ্দিষ্ট; সূচিত; অনুমিত।

উপলব্ধ—[উপ-লভ্+ক্ত] ণ. অনুভূত, পরি-জ্ঞাত (উপলব্ধ সত্য); প্রাপ্ত, অর্জিত (উপলব্ধ কর্মফল)। বি. **উপলব্ধি**—অনুভূতি, প্রতীতি।

উপলভ্য—ণ. প্রাপ্য, লাভের যোগ্য (শ্রমোপলভ্য প্রতিষ্ঠা); জ্ঞেয়। [উপ-লভ্+য]

উপলম্ভ—বি. প্রাপ্তি; অনুভব; বোধ; অব-গতি। [উপ-লভ্+ঘঞ্]।

উপলিপ্ত—ণ. লেপিত (গোময় আদির দ্বারা)।

উপলেপ, উপলেপন—বি. গোময় অথবা অন্য বস্তুর দ্বারা লেপন; উক্ত বস্তুর প্রলেপ। [উপ-লিপ্+অ, অনট্]।

উপশম—[উপ-শম্+ঘঞ্] বি. শান্তি, নিবৃত্তি (রোগের উপশম; ক্রোধের উপশম; বৃষ্টির উপশম)। **উপশমক**—উপশমকারক। **উপশমিত**—প্রশমিত; হ্রাসপ্রাপ্ত। **উপ-শান্ত**—শান্ত, সংযত, নিবৃত্ত, নির্বাপিত (উপ-শান্ত চিত্ত; উপশান্ত দাহ)। বি. **উপশান্তি**।

উপশাখা—বি. শাখা হইতে উদ্গত শাখা।

উপশিরা—বি. শাখা-শিরা (শিরা-উপশিরা)।

উপশিষ্য—বি. অপ্রধান শিষ্য, শিষ্যের শিষ্য; প্রশিষ্যের শিষ্য।

উপশোভন—বি. শোভিত করা, অলঙ্করণ। **উপশোভা**—সজ্জা। -**শোভিত**—বিভূষিত।

উপশ্রুত—ণ. শ্রুত; অঙ্গীকৃত। **উপশ্রুতি**—বি. অঙ্গীকার; কিংবদন্তী।

উপসংক্ষেপ—সার-সংগ্রহ।

উপসংখ্যান—বি. গণনা করা, সংখ্যা করা।

উপসংগ্রহ—বি. সংগ্রহ, পদধূলি গ্রহণ।

উপসংযম—বি. ইন্দ্রিয়শাসন।

উপসংসদ—বি. অধস্তন সংসদ, সাব-কমিটি।

উপসংহার—বি. সমাপ্তি; গ্রন্থের বা কোন বিষয়ের সমাহার; বস্তু-সংক্ষেপ। ণ. **উপসংহৃত**।

উপসর্গ—[উপ-সৃজ্+ঘঞ্] বি. ভূমিকম্প, উল্কাপাতাদি আকস্মিক উৎপাত; বিঘ্নবিপত্তি (নানা উপসর্গ এসে জোটে); আনুষঙ্গিক পীড়া (রোগীর নতুন উপসর্গ দেখা দিয়েছে); (ব্যাকরণে) প্র পরা অপ সম্ প্রভৃতি কুড়িটি অব্যয় (ধাতুর সহিত মিলিত হইয়া ইহারা নানা অর্থ প্রকাশ করে, যথা—আহার, প্রহার, সংহার)।

উপসাগর—বি. তিনদিকে স্থলবেষ্টিত মহাসাগরাংশ, gulf, bay.

উপসুন্দ—দৈত্য বিশেষ, তিলোত্তমাকে লইয়া জ্যেষ্ঠভ্রাতা সুন্দের সহিত ইহার যুদ্ধ হয়, পরে দুই ভ্রাতাই নিহত হয়। **সুন্দ-উপসুন্দের যুদ্ধ**—প্রেমঘটিত মারাত্মক প্রতিদ্বন্দ্বিতা।

উপসূর্যক—বি. সূর্যের চতুর্দিকের রশ্মিমণ্ডল, disc; চন্দ্রমণ্ডল।

উপসৃষ্ট—ণ. পীড়িত; রাহুগ্রস্ত (সূর্য বা চন্দ্র); ভূতাদির দ্বারা আবিষ্ট। (বি. উপসর্গ)। [উপ-সৃজ্+ক্ত]।

উপসেক, উপসেচন—বি. জলাদি সেচন; এরূপ সেচনের দ্বারা কোন জিনিষ নরম করা। **উপসেচনী**—হাতা।

উপসেবক—বি. সেবক, পূজক, উপভোক্তা। **উপসেবন**—বি. আসক্তি, addiction. **উপসেবী** (-বিন্)-উপসেবাপরায়ণ, পরিচারক।

উপস্ত্রী—বি. উপপত্নী।

উপস্থ—বি. ক্রোড়; উপরিভাগ; জননেন্দ্রিয়। [উপ-স্থা+ক]। **উপস্থনিগ্রহ**—ইন্দ্রিয়শাসন।

উপস্থান—বি. উপস্থিতি, সমবেত হওয়া। (**মহা-উপস্থান**—বুদ্ধসমীপে ভিক্ষুদের উপস্থিতি ও ধর্মোপদেশ শ্রবণ; প্রতিদিন তিন বার এরূপ মহা-উপস্থান ঘটিত)। [উপ-স্থা+অনট্]

উপস্থাপক, উপস্থাপয়িতা (-তৃ)—বি. প্রস্তাবক। স্ত্রী. **উপস্থাপয়িত্রী**। **উপস্থাপন**—বি. আনয়ন। [উপ-স্থা+নিচ্ অনট্]। **উপস্থাপিত**—আনীত, প্রস্তাবিত।

উপস্থিত—ণ. সমাগত, আসন্ন, বর্তমান (আসিয়া উপস্থিত হইলেন; উপস্থিত বিপদ)। [উপ-স্থা+ক্ত]। **উপস্থিত-বক্তা** (-ক্তৃ)—পূর্ব হইতে প্রস্তুত না হইয়া যিনি উপস্থিতমত কিছু বলিতে পারেন, extempore speaker. **উপস্থিত-বুদ্ধি**—প্রত্যুৎপন্নমতি। বি. **উপস্থিতি**—হাজিরি, হাজির থাকা; কাছে থাকা; বিদ্যমানতা।

উপস্বত্ব—বি. সম্পত্তি হইতে আয়; খাজনা; ভূমি হইতে জাত শস্য।

উপহত—ণ. পীড়িত; অভিভূত; ব্যাহত; দূষিত; আহত; বিনষ্ট। [উপ-হন্+ক্ত]।

উপহার—বি. সমাদরপূর্বক দান; দেবতাকে দান; খাদ্যদ্রব্য। [উপ-হৃ+ঘঞ্]। ণ. **উপহৃত**—উপহাররূপে প্রদত্ত; অর্পিত।

উপহাস—বি. ঠাট্টা, তামাসা; অবজ্ঞা। [উপ-হস্+ঘঞ্]। ণ. **উপহসিত**—যাহাকে লইয়া ঠাট্টা-তামাসা করা হইয়াছে, অবজ্ঞাত। বি. ঠাট্টা। **উপহাসাস্পদ, উপহাস্য**—ণ. উপহাসযোগ্য।

উপহ্রদ—বি. হ্রদে পরিণত সাগরাংশ, lagoon.

উপা—উবা দ্রঃ।

উপাংশু—অব্য. অনুচ্চ ভাবে; নির্জ্জনে; নিগূঢ় ভাবে। **উপাংশুকথন**—ফিস্‌ফিস্ কথা, whispering. **উপাংশুকথনমঞ্চ**—whispering gallery, যেখানে অনুচ্চ শব্দও প্রতিধ্বনিত হইয়া বহু দূর পর্যন্ত শ্রুত হয়। **উপাংশুজপ**—অনুচ্চস্বরে মন্ত্রোচ্চারণ। **উপাংশুবধ**—গুপ্ত হত্যা। **উপাংশুবাস**—গোপনে বাস।

[নির্মাতা।

উপাক্ষ—বি. চশমা। **উপাক্ষকার**—চশমা-

উপাখ্যান—বি. পুরাকাহিনী, গল্প যাতে কল্পনার ভাগ প্রচুর (ধ্রুবের উপাখ্যান)। [উপ+আখ্যান]

উপাগত—ণ. আগত, উপস্থিত; প্রাপ্ত; সংঘটিত। [উপ+আগত] বি. **উপাগম**—উপস্থিতি; প্রাপ্তি।

উপাঙ্গ—বি. অঙ্গের অঙ্গ (হস্তের উপাঙ্গ অঙ্গুলি); বেদাঙ্গের মত শাস্ত্র, পুরাণ ন্যায় মীমাংসা ধর্মশাস্ত্র

ইত্যাদি ; বাদ্য বিশেষ। **উপাঙ্গ-প্রদাহ**—পাকস্থলীর উপাঙ্গনালীর প্রদাহ, appendicitis.

উপাচার্য—সহকারী আচার্য (vice-chancellor).

উপাড়ন—বি. উৎপাটন।

উপাঞ্জন—বি. গোময়াদি দ্বারা লেপন।

উপাত্ত—ণ. গৃহীত ; লব্ধ ; অর্জিত ; স্বীকৃত ; বি. সিদ্ধান্ত বা অনুমানের ভিত্তিস্বরূপ বিষয়সমূহ, data.

উপাত্যয়—বি. প্রচলিত আচারাদি লঙ্ঘন।

উপাদান—বি. উপকরণ, যদ্দ্বারা কোন কিছু নির্মিত হয় ; আদিকারণ ; সমবায়িকারণ। [উপ-আ-দা+অনট্]।

উপাদেয়—ণ. উৎকৃষ্ট, গ্রহণযোগ্য, উপভোগ্য। [উপ-আ-দা+যৎ] [উপ-আ-ধা+অনট্]

উপাধান—বি. উপধান, শিরোধান, বালিশ।

উপাধি—বি. বাহ্য লক্ষণ ; পদবী ; বংশ বিদ্যা সম্মান ইত্যাদি নির্দেশক নাম (মিত্র, ভট্টাচার্য ; খানবাহাদুর, বি-এ, বিদ্যারত্ন ইত্যাদি)। [উপ-আ—ধা+কি] **উপাধিক**—উপাধিবিশিষ্ট। **উপাধি-পত্র**—উপাধির পরিচায়ক পত্র, certificate। **উপাধিধারী** (-রিন্)—খেতাবধারী। **উপাধি-ভূষিত**—খেতাবের দ্বারা সম্মানিত।

উপাধ্যায়—বি. যিনি বেদের অংশবিশেষ অধ্যয়ন করান ; যিনি বেদ কিংবা বেদাঙ্গ শিক্ষা দিয়া জীবিকার্জন করেন ; ধর্মাচার্য ; রাঢ়ী কুলীন ব্রাহ্মণদের উপাধি (যথা, বন্দ্যোপাধ্যায়, চট্টোপাধ্যায় ইঃ)। [উপ-অধি-ই+ঘঞ্] স্ত্রী. **উপাধ্যায়া, উপাধ্যায়ী**—আচার্যা, মহিলা উপাধ্যায়। **উপাধ্যায়ী, উপাধ্যায়িনী**—উপাধ্যায়-পত্নী বা আচার্য-পত্নী।

উপানৎ, উপানদ্, উপানহ—(যাহার দ্বারা পা আবৃত করা যায়) বি. জুতা। [উপ-আ-নহ্+ক্বিপ্]। **উপানহী** (-হিন্)—পাদুকা-পরিহিত।

উপান্ত—বি. সীমা ; শেষ প্রান্ত (আদ্যোপান্ত, চরণোপান্ত) ; অন্তের অব্যবহিত পূর্বস্থান বা বর্ণ, penultimate, last but one ; গৃহকোণ।

উপাবর্তন—বি. প্রত্যাবর্তন ; পার্শ্ব পরিবর্তন।

উপায়—বি. কার্যসিদ্ধির পথ (এখন উপায় কি) ; পরিত্রাণ (এই পাপীর উপায় কি হবে) ; আয়, অর্থাগম (দুহাতে উপায় ক'রত, খরচও করত তেমনি)। [উপ-ই+ঘঞ্]। **উপায়ক্ষম**—উপার্জনক্ষম। **উপায়জ্ঞ**—রাজ্যশাসন ও শত্রুর সহিত ব্যবহারে কুশল। **উপায়ান্তর**—অন্য উপায়, গত্যন্তর।

উপায়ন—বি. উপহার।

উপারম্ভ—বি. আরম্ভ, উপক্রম।

উপার্জক—ণ. বি. যে উপার্জন করে। স্ত্রী. **উপার্জিকা**। **উপার্জন**—[উপ-অর্জ্+অনট্] আয়, রোজগার ; লাভ।

উপার্থন—বি. সাধা, পক্ষে থাকিতে অনুরোধ, canvassing. [উপ-অর্থ্+অনট্]

উপালম্ভ—বি. তিরস্কার, দুর্বাক্য। [উপ-আ-লভ্+ঘঞ্]

উপাশ্রয়—বি. আশ্রয়, অবলম্বন ; আশ্রয়কারী ; জৈন মঠ। **উপাশ্রিত**—অবলম্বিত।

উপাস—উপবাস দ্রঃ।

উপাসক—বি. ণ. পূজক, প্রার্থনাকারী (ঈশ্বরের উপাসক ; অর্থের উপাসক ; ক্ষমতার উপাসক) ; চাটুকার। স্ত্রী. **উপাসিকা**। **উপাসিত**—সেবিত। **উপাসনা**—উপকারার্থ সেবা, ভজনা, আরাধনা ; ঈশ্বরে আত্মসমর্পণ। (নির্গুণোপাসনা—পরমেশ্বর সকল গুণের অতীত, সেই গুণাতীত সত্তাতে আত্মসমর্পণ। সগুণোপাসনা—ঈশ্বরকে সর্বশক্তিমান ও সর্বগুণাশ্রয় জানিয়া তাঁহার পরিচালন প্রার্থনা। নির্গুণোপাসনার লক্ষ্য নির্বাণ লাভ অথবা সোহহং-বোধ লাভ, সগুণোপাসনার লক্ষ্য ঈশ্বরের গুণাবলীতে বিভূষিত হওয়া)। [উপ-আস্+অনট্+আপ্]

উপাসিত—ণ. পূজিত, সেবিত। **উপাস্য**—ণ. উপাসনার যোগ্য, আরাধ্য। [উপ-আস্+য]।

উপাস্থি—বি. হাড়ের মত অথচ নরম দেহাংশ-বিশেষ, cartilage.

উপাহার—বি. অল্প ভোজন, জলযোগ।

উপাসী—ণ. উপোসী ; উপবাসী (দ্রঃ)। (বাং)।

উপাহৃত—ণ. আনীত ; অর্পিত। বি. **উপাহরণ**। [উপ-আ-হৃ+ক্ত]।

উপুড়, উবুড়—ণ. ভূমির দিকে মুখ করিয়া রাখা বা অবস্থিতি (উপুড় করিয়া রাখা কলসী ; পায়ের উপর উপুড় হইয়া পড়িল) ; চিতের বিপরীত। [বাং]। **উপুড় হস্ত**—হাত উপুড় করিয়া দান ; দানে অভ্যস্ত। (হাত চিত

করিতেই জান, উপুড় করিতে জান না—দান গ্রহণ করিতেই পটু, অপরকে দান করিতে কুণ্ঠিত)।
উপেক্ষক—বি. ণ. উপেক্ষাকারী। **উপেক্ষণ**—বি. অবহেলা, ঔদাসীন্য : পররাষ্ট্রের গতিবিধি অথবা শক্তি-সামর্থ্য নিরীক্ষণ। **উপেক্ষণীয়**—ণ. অমনোযোগের যোগ্য ; মূল্যবান অথবা অর্থপূর্ণ বলিয়া জ্ঞান করিবার অযোগ্য। **উপেক্ষা**—বি. তাচ্ছিল্য, অমনোযোগ, অস্বীকার ; ঔদাসীন্য (সামান্য অসুখও উপেক্ষা করিবে না); বৌদ্ধ সাধনায় অতি উচ্চ আধ্যাত্মিক ভাববিশেষ (মৈত্রী করুণা ও মুদিতার চেয়ে শ্রেষ্ঠতর), পরম শান্ত ভাব। [উপ-ঈক্ষ্ (দেখা)—অ+আপ্।] **উপেক্ষিত**—অবহেলিত, অবজ্ঞাত, অনাদৃত (কাব্যের উপেক্ষিতা—রবি) ; পরিত্যক্ত।
উপেত—ণ. যুক্ত, সমৃদ্ধ, মিলিত (অন্য শব্দের সহিত যুক্ত হইয়া ব্যবহৃত হয়—সর্বগুণোপেত)।
উপেন্দ্র—বি. ইন্দ্রের কনিষ্ঠ ভ্রাতা, বামনরূপী বিষ্ণু। [উপ+ইন্দ্র]।
উপোতী, উপোদিকা—অপোদিকা, পুঁইশাক। [দৃষ্টান্ত।
উপোদ্‌ঘাত—বি. উপক্রম ; আরম্ভ ; মুখবন্ধ ;
উপোষ,-স—উপবাস। ণ. **উপোষী**। (বাং)।
উপোষণ—বি. অনাহার। [উপ-বস্+অনট্]। **উপোষিত**—ণ. অভুক্ত।
উপ্ত—[বপ্+ক্ত] ণ. বোনা হইয়াছে এমন (উপ্ত বীজ)। **উপ্তকৃষ্ট**—বোনা ও চষা অর্থাৎ বপনের পরে কর্ষিত। **উপ্তবীজ**—যে ক্ষেত্রে বীজ বপন করা হইয়াছে। **উপ্তি**—বি. বপন।
উব,উবা—ক্রি. বাতাসে মিলাইয়া যাওয়া।
উবচানো—ক্রি উপচানো।
উবটন—[সং. উদ্বর্তন] বি. হরিদ্রা, কুঙ্কুম প্রভৃতি গায়ের ময়লা তুলিবার বস্তু ; গায়ের ময়লা তুলিবার জন্য তৈলাদি দ্বারা গাত্র-ঘর্ষণ।
উব(প্)দা(তা), উব্‌দো—ণ. বিপরীতমুখী, উল্টা (সোজা বা সিধার বিপরীত)। (গ্রাম্য)।
উবরানো—ক্রি. উদ্‌বৃত্ত হওয়া, বাঁচিয়া যাওয়া।
উবু—ণ. পাছায় ভর দেয় নাই এমন। (উবু হইয়া বসা)।
উভ—সর্ব. উভয় [উভ্+অচ্]। **উভ**—ণ. উচ্চ ; দ্রুত। ([ঊর্ধ্ব])। **উভচর**—জল ও স্থল উভয়স্থানে বিচরণকারী ; (ব্যাঙ, কাছিম ইত্যাদি), amphibious. **উভলেজ**—উর্ধ্বোত্থিত লেজ।
উভয়—সর্ব. ণ. দুই, দুইজন, both. **উভয়তঃ**—দুইদিকেই, দুইপক্ষেই। **উভয়তো-মুখ**—যাহার দুই মুখ (-গৃহ, জলপাত্র)। **উভয়ত্র**—দুইস্থানেই। **উভয়থা**—উভয় প্রকারে। **উভয়পদী** (-দিন্-)—(ব্যাকরণে) আত্মনেপদী ও পরস্মৈপদী উভয়ই (ক্রিয়া)। **উভয়বিধ**—দুই রকমেরই। **উভয়বেতন**—যে প্রভু ও প্রভুর শত্রু উভয়ের নিকট হইতে বেতন লয়, বিশ্বাসঘাতক। **উভয়-সংকট**—দুই দিকেই বিপদ।
উভরড়ে—ক্রি. ণ. দ্রুতবেগে (প্রাচীন বাংলা)।
উভরায়- ক্রি. ণ. উচ্চৈঃস্বরে (কাঁদে উভরায়—বর্তমানে অপ্রচলিত)) **উভরোল**—উচ্চশব্দ।
উভলিঙ্গ—ণ. পুং ও স্ত্রী এই দুই চিহ্নযুক্ত, hermaphrodite. (ব্যাকরণে) পুং ও স্ত্রী উভয়লিঙ্গ বোধক।
উভা, উবো—ণ. উত্তোলিত ; খাড়া, উঁচা ; ঊর্ধ্বমুল, উল্টা, উবদা। (গ্রাম্য)।
উভু, উবু, উপু—ণ. উঁচু।
উভে—ক্রি. ণ. উঁচু করিয়া ; সর্ব. দুইজনকে।
উম্, ওম্—বি. উষ্ণতা। (ওম দ্রষ্টব্য)।
উম্‌দা—[আ উ'ম্‌দহ] ণ. উত্তম, মনোহর; পছন্দমাফিক, উপাদেয় (উম্‌দা চিজ)।
উমর—[আ. উ'ম্‌র] বি. বয়স (উমর আন্দাজ চল্লিশ)। **উমরভোর**—সারাজীবন।
উমরা—[আঃ উম্‌রা, আমীর শব্দের বহুবচন] বি. ওমরাহ্ (দ্রঃ)। **আমীর-উমরা**—রাজ-রাজড়া ; বড়লোকের দল।
উমা—পার্বতী। [উ (হে—হে পার্বতী)+মা (মা=তপস্যা করিও না), মাতা মেনকা ইহা বলায় পার্বতীর এই নাম]। **উমাকান্ত**—শিব। **উমাধব**—শিব। [উমা+ধব (পতি)]।
উমান—বি. পরিমাণ, মাপ। [উন্মান]
উমানো—ক্রি. উমে রাখা, উষ্ণ রাখা।
উমেদ, উম্মেদ—[ফা. উমেদ্] বি. আশা, ইচ্ছা (তোমাদের ওখানে যাইবার উম্মেদ রাখি)। **উমেদার**—[ফাঃ উমেদবার] প্রার্থী ; চাকুরিপ্রার্থী, candidate (চাকরীর উমেদার ; বিবাহের উমেদার)। **উমেদারি**—চাকরির জন্য চেষ্টা, প্রতীক্ষা (ঘুরে ঘুরে উমেদারির ব্যর্থ আশে, শুকিয়ে মরি রোদ্দুরে আর উপবাসে—রবি)।

উমেশ—উমাপতি, শিব। [উমা+ঈশ]
উম্মত—[আঃ] বি. জাতি।
উয়ার—বি. কাটিয়া সাফ করা, ঝুরিয়া ফেলা।
উরঃ (-রস্-), উর—বি. বক্ষঃস্থল।
উর—ক্রি. আবির্ভূত হও (উরা—আবির্ভূত হওয়া)।
উরগ, উরঙ্গ, উরঙ্গম—(যে বক্ষের দ্বারা গমন করে) সর্প। [উর-গম্+ড] স্ত্রী. **উরঙ্গী, -ঙ্গমী**। **উরগী**। **উরগভূষণ**—শিব। **উরগরাজ**—বাসুকি। **উরগস্থান**—নাগলোক, পাতাল। **উরগারি, উরগাশন**—সর্পভুক্ (গরুড়, নকুল, ময়ূর)।
উরজ—বি. [উর (বুক)-জন্+ড] স্তন।
উরণা—মেষচর্মের বক্ষাবরণ।
উরত, উরুত, উরাত—উরু।
উরমাল, উরুমাল—মলের মত ধ্বনিকারক অশ্বাদির পায়ের আভরণ।
উরশ্ছদ—বি. বক্ষোরক্ষক, কবচ, বর্ম। breast-plate. [উরস্+ছদ]
উরস—বি. বক্ষঃস্থল। **উরসিজ**—বি. স্তন।
উরসানো—ক্রি. চুয়ানো, ক্ষরিত হওয়া। **উরস্থুনি**—বি. চালের ছিদ্র দিয়া পতিত জল; ছাঁচের জল।
উরস্ত্র, উরস্ত্রাণ—বি. বক্ষোরক্ষক।
উরস্য—বি. ঔরসজাত পুত্র। [উরস্+য]।
উরস্বান্ (-স্বৎ-)—ণ. বিশালবক্ষাঃ।
উরু—ণ. মহান্, উচ্চ; বৃহৎ। **উরুক্রম**-বি. (যাহার পদক্ষেপ বৃহৎ) বামনদেব। **উরুবুক**—[সং] এরণ্ড, ভেরেণ্ডা গাছ। **উরুমার্গ**—প্রশস্ত অথবা দীর্ঘ পথ। **উরুধার**—তীক্ষ্ণধার। **উরুবিক্রম, উরুসত্ত্ব**—মহাবিক্রমশালী।
উরুছ, উরুস—[আঃ উ'রস] পীরের দরগায় অথবা পীরের নামে উৎসব (চিশ্‌তির উরুস)।
উরুত, উরূত—উরত দ্রঃ।
উরোগ্রহ—বুকশূল। **উরোঘাত**—বুকের ব্যথা; বুক চাপড়ানো। **উরোজ**—স্তন। **উরোভূষণ**—হার। [উরস্ (=বক্ষ)+ —]।
উর্ণ, উর্ন—বি. সূত্র.। **উর্ণনাভ, উর্ননাভ**—মাকড়সা। [উর্ণা-নাভিতে যাহার]।
উর্ণা, উর্ণা—মেষ মৃগ ইত্যাদি পশুর লোম; কপালের লোমযুক্ত আঁচিল।
উর্দি—বি. সিপাহী বরকন্দাজ প্রভৃতির সরকারি পোষাক, uniform. [তুর্কী]।
উর্দু, উর্দূ—[তুর্কী উর্দু—লস্কর] হিন্দুস্থানী ভাষা (মোগল সৈন্যদের মধ্যে প্রথম উৎপন্ন)। উর্দু ও হিন্দী মূলতঃ একই ভাষা, কেবল পার্থক্য এই যে, উর্দু আরবী হরফে লিখিত হয়, এবং উহাতে আরবী-ফারসী শব্দের প্রয়োগ বেশি। হিন্দী দেবনাগরী হরফে লিখিত এবং উহাতে সংস্কৃত শব্দের প্রয়োগ বেশি। উভয়ের ব্যাকরণ একই। উর্দু ভারতের অন্যতম সমৃদ্ধ আঞ্চলিক ভাষা এবং পাকিস্তানের দুইটি রাষ্ট্রভাষার মধ্যে অন্যতম। **উর্দুনবীশ**—যে উর্দু ভাষা জানে; উর্দু ভাষায় ও রচনায় বুৎপন্ন। **উর্দু বাজার**—বাদশাহী পল্টনের বাজার।
উর্বর—ণ. প্রচুর-উৎপাদনক্ষম (উর্বর ক্ষেত্র)। [উরু-ঋ+অচ্]। **উর্বর-মস্তিষ্ক**—যাহার মাথায় বহু ভাব বা চিন্তা খেলে (নিন্দায় ব্যবহৃত)। **উর্বরা**—প্রচুরশস্যদায়িনী (ভূমি)।
উর্বশী, উর্বশী—(যে মহৎ ব্যক্তিকেও রূপের দ্বারা বশীভূত করিতে পারে) স্বর্গের সুন্দরীশ্রেষ্ঠা অপ্সরা; রূপে অতুলনীয়া, নিরুপমা (উর্বশী মেনকা আর কোথায় পাবে)। [সং]।
উর্বী—বি. পৃথিবী। [উরু+ঈপ্]। **উর্বীধর,-পতি,-শ্বর**—পৃথিবীপতি, রাজা। **উর্বীধর**—ভূধর। **উর্বীরুহ**—মহীরুহ।
উর্স—উরুছ দ্রঃ।
উল—[ইং wool] পশম, উর্ণা।
উলঙ্গ—ণ. বস্ত্রহীন, নগ্ন (উলঙ্গ দেহ); আবরণহীন, কোষমুক্ত (উলঙ্গ তরবারি); বাক্যালঙ্কার অথবা ভাবুকতা-বর্জিত (উলঙ্গ বাস্তবতা); কপটতা অথবা কৃত্রিমতা-বর্জিত, সরল ও বীর্যবন্ত (জাগায়ে জাগ্রত চিত্তে মুনিসম উলঙ্গ নির্মল কঠিন সন্তোষ—রবি)। স্ত্রী. **উলঙ্গিনী, উলঙ্গী**। [সং উলগ্ন]।
উলট (ওলট) কম্বল—ছোট গাছবিশেষ, ইহার পাতার উল্টাদিক লোমশ।
উলট-পালট, ওলট-পালট—ণ. উল্টা-পাল্টা, বিপর্যস্ত, বিশৃঙ্খল; নড়চড় (কথার যেন উলট-পালট না হয়)। **উলটি-পালটি**—তন্ন তন্ন করিয়া (কাব্যে)।
উলপ, উলুপ—ওলপ দ্রঃ। **উলুপ দেওয়া**—হাঁড়ি বা কলসীর মুখে সরা দিয়া মাটি বা ময়দার প্রলেপের সাহায্যে তাহা বন্ধ করা।
উলসি—উল্লসিত হইয়া (কাব্যে ব্যবহৃত)।

উলা, উলা—ক্রি. নামা, তিরোহিত হওয়া, অপসৃত হওয়া (শুকনো ভাত গলায় ওলে না—গলা দিয়া নামে না)।

উলু—বি. উলুখড় ; উলু উলু ধ্বনি। [সং. উলপ]। **উলুখড়**—ঘাস বিশেষ। **উলুখাগড়া**—উলু এবং খাগড়া, তুচ্ছ দ্রব্য। **রাজায় রাজায় যুদ্ধ হয় উলুখাগড়ার প্রাণ যায়**—বড়দের ঝগড়ার ফলে ছোটদের ক্ষতি হয়।

উলূক, উলুক—বি. পেচক ; ধর্মঠাকুরের বাহন।

উলূখল— উদূখল (দ্রঃ)।

উলূপী—শিশুমার ; নাগকন্যা, অর্জুনের পত্নী।

উলেমা, উলামা—[আঃ আ'লিম শব্দের বহুবচন] পণ্ডিতগণ, মুসলমান-ধর্মশাস্ত্রবেত্তৃ-সম্প্রদায়

উল্কা—আকাশ হইতে পতিত জ্বলন্ত প্রস্তর ; আকাশে ধাবমান জ্যোতির্ময় পিণ্ড, meteor, shooting star ; মশাল। [সং]। **উল্কাবেগে**—অতি তীব্র বেগে। **উল্কামুখ**—আলেয়া, প্রেতবিশেষ। **উল্কামুখী**—খেঁকশিয়ালী।

উল্কি, উল্কী—বি. গোদানি, গাত্রে সূচ ফুটাইয়া আঁকা স্থায়ী চিত্রবিশেষ। [বাং]।

উল্টা, উলটা—ণ. বিপরীত (উল্টা বুঝিলি রাম), নিম্নমুখ (উলটা কলসী)। **উল্টাজামা**—যে জামার ভিতরের পিঠ বাহিরে আনা হইয়াছে। **উল্টারথ**—রথযাত্রার অষ্টম দিবসে রথ যথাস্থানে ফিরাইয়া আনার উৎসব। **উল্টাবুঝা**—ভুলবুঝা, বিকৃত অর্থ করা। **উল্টাবিচার**—অন্যায় বিচার, ভুলবিচার। **উল্টারীতি**—বিপরীত প্রথা, অসঙ্গত রীতি।

উল্টানো, উলটানো, ও-—ক্রি. ঘুরাইয়া দেওয়া ; অন্যথা করা (কথা উল্টানো)। **চোখ উল্টানো**—ঊর্ধ্বদিকে চাওয়া, মৃত্যুর পূর্বলক্ষণ। **বইয়ের পাতা উল্টানো**—কিছু কিছু পড়া। **উল্টা-পাল্টা** –ণ. বিপর্যস্ত, পূর্বাপর-সঙ্গতিহীন। **উলটি-পালটি**—ঘুরপাক (উলট-পালট খাওয়া—ঘুরপাক খাওয়া)।

উল্টে, উলটে, উলটিয়া—যাহা করা উচিত ছিল তাহার পরিবর্তে ফিরিয়া (দোষ স্বীকার করবে কি উল্টে আমাকেই দোষী করছে)। **উল্টে চোর মশানে গায়**—মশান দ্রঃ।

উল্লঙ্ঘন—[উৎ-লঙ্ঘ্ + অনট্] বি. অতিক্রম, উল্লম্ফন, ডিঙ্গানো (সমুদ্র উল্লঙ্ঘন)। ণ. **উল্লঙ্ঘিত**—অতিক্রান্ত।

উল্লম্ফ, উল্লম্ফন—বি. লাফ দিয়া ডিঙ্গানো, অতিক্রম করা। [উৎ-লম্ফ্ + অ, অনট্]। **উল্লম্ফনীয়**—লাফ দিয়া পার হওয়ার যোগ্য।

উল্লম্ব—ণ. খাড়া, ঋজু, vertical.

উল্লসিত—ণ. উৎফুল্ল, হৃষ্ট ; বিকশিত ; কোষমুক্ত (উল্লসিত তরবারি) ; বিক্ষুব্ধ (উল্লসিত বারিধি)।

উল্লাস—[উৎ-লস্ + ঘঞ্] বি. উৎফুল্লতা, আনন্দের আতিশয্য (চঞ্চলা নদী মাতে উল্লাসে—রবি), অর্থালঙ্কার বিশেষ ; গ্রন্থের পরিচ্ছেদ (প্রথমোল্লাস)। **উল্লাসী (-সিন-)**—আনন্দ-চঞ্চল স্ত্রী. **উল্লাসিনী**।

উল্লিখিত—[উৎ-লিখ্ + ক্ত] ণ. পূর্ববর্ণিত ; অঙ্কিত ; উৎকীর্ণ।

উল্লু –[সং. উলুক] পেচক ; (গালি) নির্বোধ, হাবা।

উল্লুক—বনমানুষজাতীয় বানর ; gibbon ; (গালি) নির্বোধ, মূর্খ। [বাং]

উল্লুণ্ঠন—বি. লুট করিয়া লওয়া ; উলট-পালট খাওয়া। [উৎ-লুণ্ঠ্ + অনট্]

উল্লেখ—বি. বর্ণন, কথন, নির্দেশ ; অর্থালঙ্কার বিশেষ। [উৎ-লিখ্ + অ] ণ. **উল্লেখ-যোগ্য**—ণ. নির্দেশযোগ্য।

উল্লোল—ণ. উঁচু ঢেউ। ণ অতি-আন্দোলিত অতি উত্থিত (উল্লোল কল্লোল)। [উৎ-লোড্ + অচ্]

উল্বন—ণ উৎকট, প্রচণ্ড ; মহান্, উচ্চ ; বি. জরায়ু ; বাতপিত্ত বা কফের আধিক্য জনিত রোগ।

উশীর, উশীরক, উষীর—বি. খশ্‌খশ্। [বশ্ + ঈরক্]। **উশীরস্তম্ব**—খশখশের গোড়া।

উশুল—(আঃ বসূ'ল] বি. আদায় (জরিমানা উশুল করা)। **উশুলী**—ণ. যাহা উশুল দেওয়া হইয়াছে বা দিতে হইবে।

উশো, রুশো,-সো—রাজমিস্ত্রি কর্তৃক ব্যবহৃত কাঠের পাত (পলস্তারা মসৃণ করে)।

উষ্ম—ওম দ্রঃ। **উষ-খুষ**—উস্‌খুস্ দ্রঃ।

উষসী, উষসী—বি. সন্ধ্যাকাল। [উষ্ + সো + অ + ঈপ্, যে আলোককে নষ্ট করে] (বাং) প্রভাত, উষা। [স্ত্রীলিঙ্গ উষস্ স্ত্রী. ঈপ্]।

উষা—ঊষা দ্রঃ।

উষাকাল, উষঃকাল—যখন রাত্রি শেষ হইল বলিয়া মনে হয়, ভোর বেলা।

উষিত—ণ. পর্যুষিত, বাসি।

উষিপষি, উষিপিষি, উষিপুষি, উষিমুষি, উষ্‌পুষ্, উস্‌মুস্—ইসপিস্, নিসপিস

জাতীয় শব্দ, অস্থিরতা, অস্বস্তি, অধীরতা এই সব ভাব প্রকাশ করে।

উষীর—উশীর দ্রঃ।

উস্কানো, উসকানো—ক্রি. উত্তেজিত করা, প্ররোচিত করা। বি. উস্কানি (পরের উস্কানিতে)।

উস্কাফুস্কা,-খুস্কা—ণ. উস্‌কোখুস্‌কো, তৈলহীন, অমার্জিত। (উস্কাখুস্কা চুল)।

উষ্টা, উষ্ঠা—উল্টট (উষ্টা খাওয়া); পায়ের আঙ্গুল বা পা দিয়া আঘাত (পূর্ববঙ্গে প্রচলিত: উষ্টা দি তোর কপালে)।

উষ্ট্র—[উষ্‌+ষ্ট্রন্‌, যে মরুতাপে দগ্ধ হয়] উট। স্ত্রী. উষ্ট্রী। **উষ্ট্র-কণ্টক-ভোজন-ন্যায়**—কণ্টক-চর্বণে দুঃখ প্রচুর, সুখ বা লাভ সামান্য; সামান্য সুখের জন্য বহু-দুঃখ ভোগী সাংসারিক মানুষের দশা সেইরূপ। **উষ্ট্রগ্রীব**—ণ. উষ্ট্রের মত গ্রীবা যার; ভগন্দর রোগ।

উষ্ণ—[উষ্‌ (দগ্ধ করা)+ন] ণ. গরম (উষ্ণ অন্ন) ক্রুদ্ধ, উত্তেজিত (উষ্ণ হইয়া উঠিল); তীব্র; কড়া (উষ্ণবীর্য) বি. তাপ (উষ্ণবারণ—ছাতা)। **উষ্ণকাল**—গ্রীষ্মকাল। উষ্ণতা—বি. তাপ।

উষ্ণক—যে শীঘ্র কাজ করে, দক্ষ।

উষ্ণপ্রস্রবণ—যে প্রস্রবণের জল স্বভাবত উষ্ণ, hot spring. **উষ্ণবীর্য**—তেজস্কর; সূর্য।

উষ্ণা—ণ. সিদ্ধ, boiled (উষ্ণা চাউল, উষ্ণা ধান্য)।

উষ্ণাগম, উষ্ণাভিগম—গ্রীষ্মকাল।

উষ্ণালু—যে গরম সহ্য করিতে পারে না। [মুকুট।

উষ্ণীষ—[উষ্ণ+ঈষ্‌+ক, তাপনাশক] পাগড়ি;

উষ্ম, উষ্মা, (-ষ্মন্‌)—গ্রীষ্মকাল, গরম, গুমট (উষ্ম করে আছে); ক্রোধ। **উষ্মবর্ণ**—aspirants, শ ষ স হ। **উষ্মান্বিত**—ক্রোধান্বিত। **উষ্মামতি**—কুপিত।

উসখুস—অব্য. অস্বস্তি অস্থিরতা অধীরতা, কিছু করিবার বা বলিবার জন্য ব্যগ্র (মন উসখুস করছে)।

উসনো, ওসানো—ক্রি. বিস্তৃত করা; ব্যাপক ভাবে আরম্ভ করা (কাজ ওসানো)। **ধান ওসানো**—ধান সিদ্ধ করিয়া রোদে দিয়া ভানিবার ব্যবস্থা করা। **চা'ল ওসানো**—ঢেঁকিতে চাউল প্রস্তুত করার কাজে প্রবৃত্ত হওয়া।

উসরা—ওসারা দ্রঃ।

উস্নুনি—বি ছাঁইচ-বাহিয়া-পড়া বৃষ্টির জল, উরসুনি। **উস্নুনির জল**—উস্নুনির জলের মত একটু রঙ-ধরা মাত্র (ঝোল ত নয় যেন উস্নুনির জল)।

উস্কনো, উস্কানো, ওস্কানো—ক্রি. বাড়াইয়া দেওয়া (সলিতা উস্কানো); প্ররোচিত করা, পরামর্শ বা প্রশ্রয় দিয়া উত্তেজিত করা। **উস্কানি, উসকানি**—বি. প্ররোচনা (তোমার উস্কানিতেই ত ঝগড়াটা বেধেছে)।

উস্‌কখুস্‌ক—উস্‌কাখুস্‌কা দ্রঃ।

উস্তাদ, ওস্তাদ—ওস্তাদ দ্রঃ।

উহা—সর্ব. তাহা, ঐ বস্তু বা ব্যক্তি; ঐ বিষয় বা প্রাণী।

উঁহার, উঁহাকে—(সম্ভ্রমার্থে) ব্যক্তি-নির্দেশক।

উঁহুঁ—অব্য অসম্মতি বা অস্বীকৃতি সূচক ধ্বনি।

উহু—অব্য. যন্ত্রণা বা কাতরতাসূচক ধ্বনি।

উহ্যমান—যাহা বহন করা হইতেছে। [বহ্‌+কর্মে শানচ্‌]।

ঊ

ঊ—স্বরবর্ণের ষষ্ঠ বর্ণ।

ঊঢ়—ণ. বিবাহিত। স্ত্রী. ঊঢ়া (নবোঢা)। বি. ঊঢ়ি। (বহ্‌+ক্ত)

ঊন—ণ. কম, ন্যূন, (ঊনত্রিশ, কিঞ্চিদূন)। (ঊন ভাতে দুন বল ভরা ভাতে রসাতল)।

ঊনআশী—৭৯।

ঊনকোটি, -কোটী—বহুসংখ্যক, অশুহীন (ঊনকোটি ওজুহাত)।

ঊনচত্বার, ঊনচল্লিশ, ঊনচত্বারিংশ, ঊনচত্বারিংশৎ—৩৯।

ঊনচত্বারিংশত্তম—ঊনচল্লিশ সংখ্যক।

ঊনত্রিংশ, ঊনত্রিশ—২৯।

ঊনত্রিংশত্তম—ঊনত্রিশা।

ঊনবিংশ—১৯, উনিশ।

ঊ(উ)নপাঁজুরে,—ণ. অলক্ষুণে, বিপথ গমনে অথবা গণ্ডগোল করিতে অভ্যস্ত।

ঊনিশ—১৯।

ঊর—উর দ্রঃ।

ঊরু—উরৎ, পায়ের হাঁটুর উপরের অংশ। [+ঊ, অথবা ঊর্ণু+ঊ]। **ঊরুগ্রাহ**—ঊরুস্তম্ভ রোগবিশেষ। **ঊরুজ**—(ঊরু হইতে যাহার জন্ম) বৈশ্য।

ঊর্জঃ (-স্‌)—বীর্য, শক্তি, তেজ; উৎসাহ।

ঊর্জস্বল, ঊর্জস্বান্ (-স্বৎ)—বলবান্, তেজস্বী। ঊর্জিত—তেজস্কর, শক্তিশালী (ঊর্জিত অসি)।
ঊর্ণনাভ, ঊর্ণনাভি—মাকড়সা।
ঊর্ণা—বি. পশম ; ভ্রূমধ্যস্থিত রোমাবর্ত (প্রসিদ্ধি আছে এরূপ চিহ্নযুক্ত ব্যক্তি রাজচক্রবর্তী অথবা মহাযোগী হন)। [ঊর্ণু+অ+আপ্]। ঊর্ণাময়—ঊর্ণাদ্বারা প্রস্তুত।
ঊর্ধ্ব—ণ. উপরের দিকের (ঊর্ধ্বমুখ) ; উত্থিত (ঊর্ধ্বকেশ ; ঊর্ধ্বকর্ণ)। বি. উপর (তদূর্ধ্বে) ; উচ্চতা (ঊর্ধ্বে ৭ হাত)। [উৎ-হা+ড]। ঊর্ধ্বকণ্ঠ—উচ্চকণ্ঠ। ঊর্ধ্বকর্ণ—উৎকর্ণ। ঊর্ধ্বকায়—ণ. দীর্ঘকায়। নাভির উপরের অংশ। ঊর্ধ্বকেতু—যাহার ধ্বজা ঊর্ধ্বে উড্ডীয়মান। ঊর্ধ্বগ—ণ. ঊর্ধ্বগামী ; সৎ-পথগামী, ধার্মিক। ঊর্ধ্বটান—মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্বে শ্বাসের ঊর্ধ্বগতি। ঊর্ধ্বতন ণ. উপরের ; পরিচালনের ভারপ্রাপ্ত (ঊর্ধ্বতন কর্মচারী) ; পূর্ববর্তী (ঊর্ধ্বতন দ্বাদশ পুরুষ)। ঊর্ধ্বদৃষ্টি—শিবচক্ষু ; শূন্যদৃষ্টি। ঊর্ধ্বদেহ —মৃত্যুর পরে সূক্ষ্ম শরীর (ণ. ঔর্ধ্বদৈহিক)। ঊর্ধ্বপাতন—চোলাই, distillation. ঊর্ধ্বফণ—উদ্যত ফণাযুক্ত। ঊর্ধ্ববর্ত্ম (-ন্) শূন্যমার্গ। ঊর্ধ্ববাহু—যে এক বা দুই হাত ঊর্ধ্বে উত্তোলন করিয়া মন্ত্রাদি জপ করে। ঊর্ধ্বরেতাঃ (-তস্)—জিতেন্দ্রিয়, যোগী। ঊর্ধ্বলোক—স্বর্গ। ঊর্ধ্বশায়ী (-য়িন্)—যে চিৎ হইয়া শয়ন করে। ঊর্ধ্বশ্বাসে—অতি দ্রুতবেগে। ঊর্ধ্বস্থ—উপরিস্থ।
ঊর্বশী—উর্বশী দ্রঃ।
ঊর্মি—বি. জলপ্রবাহ ; তরঙ্গ, ঢেউ (চলোর্মি, শোকোর্মি)। ঊর্মিকা—ছোট ঢেউ, ক্ষুদ্র তরঙ্গ ; কোঁচানো, চুনট-করা। ঊর্মিমান্ (-মৎ), ঊর্মিল—ঢেউখেলানো, undulating.
ঊর্মিলা—লক্ষ্মণের পত্নী।
ঊলুক—উলুক দ্রঃ।
ঊষর—ণ. অনুর্বর, মরুময় (তপ্ত মরুর ঊষর দৃশ্যে—দ্বিজেন্দ্রলাল)। [ঊষ (লবণ, ক্ষার)+র]।
ঊষসী—উষসী দ্রঃ।
ঊষা, ঊষা—সূর্যোদয়ের প্রাককাল, যখন রাত্রির অবসান হইয়াছে কিন্তু প্রভাতের আলোক ফুটিয়া উঠে নাই (ডাকে পাখী না ছাড়ে বাসা)। [বাংলায় 'ঊষা' বানান, কিন্তু সংস্কৃতে উষা বানান বেশী চলে]
ঊহন—বি. বিচার। ঊহিত—ণ. তর্কিত।
ঊহিনী—বি. সমষ্টি (অক্ষৌহিণী)। [য]।
ঊহ্য—ণ. যাহা অনুমান করিয়া লইতে হয়। [ঊহ্+

ঋ

ঋ—স্বরবর্ণের সপ্তম বর্ণ।
ঋক্ (-চ্)—বেদমন্ত্রবিশেষ। [ঋচ্+ক্বিপ্]
ঋক্থ—বি. উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত ধনসম্পত্তি। [ঋচ্+থ]
ঋক্থী (-থিন্), ঋক্থ-গ্রাহ,-হী—ধনসম্পত্তির অংশীদার, উত্তরাধিকারী।
ঋক্ষ—বি. ভল্লুক ; নক্ষত্র (ঋক্ষমণ্ডল—ভল্লুকাকৃতি সপ্তর্ষিমণ্ডল, Great Bear)[ঋষ+স-ক্]
ঋগ্বেদ—বি. প্রাচীনতম বেদ। ঋগ্বেদী (-দিন্), ঋগ্বেদবিৎ—ঋগ্বেদে অভিজ্ঞ।
ঋজু—[ঋজ্ (গমন করা)+কু] ণ. সরল, সোজা, অকুটিল। ঋজুকায়—ণ. সরলকায়। ঋজুগ—যার গতি সোজা। ঋজুতা—সরলতা, স্বাভাবিকতা। ঋজুপ্রকৃতি—ঋজুস্বভাব, সরল, প্রকৃতি। ঋজুরেখা—সরল অকুটিল রেখা।
ঋণ—[ঋ+ক্ত—যাহা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়] বি. দেনা, কর্জ ; (হিন্দুমাত্রেরই জন্মগত ঋণ ত্রিবিধ—দেবঋণ, ঋষিঋণ, পিতৃঋণ, দেবঋণ পরিশোধিত হয় যজ্ঞাদির দ্বারা, ঋষিঋণ পরিশোধিত হয় শাস্ত্রাদি পাঠের দ্বারা, আর পিতৃঋণ পরিশোধিত হয় সন্তানোৎপাদনের দ্বারা) ; ঊ-কাররূপ ঋণ। ঋণগ্রস্ত—ঋণী। ঋণগ্রহণ—কর্জ লওয়া। ঋণগ্রহীতা (-তৃ), ঋণগ্রাহক, ঋণগ্রাহী (-হিন্)—যে ঋণ গ্রহণ করিয়াছে, খাতক। ঋণচিহ্ন—বিয়োগ-চিহ্ন (- এই চিহ্ন)। ঋণজাল—ঋণরূপজাল, দেনার দায়। ঋণদ,-দাতা (-তৃ)—উত্তমর্ণ। ঋণদাস—ঋণহেতু যে দাসত্বে বন্দী ; ঋণশোধ না হওয়া পর্যন্ত যাহাকে চাকুরী করিতে হয়। ঋণপত্র, -লেখ্য—ঋণের দলিল, তমসুক, debenture.

ঋণমুক্তি—ঋণ হইতে মুক্তি। **ঋণশোধ**—কর্জ-শোধ। **ঋণী** (-ণিন্)—ঋণগ্রাহী খাতক; উপকার-রূপ ঋণে আবদ্ধ; বিশেষভাবে উপকৃত; কৃতজ্ঞ।

ঋত—বি. সূর্য; যজ্ঞ; জল; বিশ্বব্যাপারের সুনির্দিষ্ট কর্মধারা; সত্যাচার; সত্য। (বিপ. অনৃত)। [ঋ+ক্ত]। **ঋতম্ভর**—সত্যপালক; পরমেশ্বর।

ঋতানৃত—সত্যমিথ্যা। [ঋত+অনৃত]

ঋতি—বি. গতি সৌভাগ্য। **ঋতিঙ্কর**—শুভঙ্কর।

ঋতু—বি. (নিয়মানুসারে গমনকারী) গ্রীষ্ম বর্ষা শরৎ হেমন্ত শীত বসন্ত—এই ছয় ঋতু, কাল seasons, স্ত্রী-রজঃ। [ঋ+তুক্]। **ঋতুকাল**—স্ত্রীলোকের রজোদর্শনের ১ম হইতে ১৬শ দিন, রজস্বলা অবস্থা (গর্ভধারণের যোগ্যকাল)। **ঋতুচর্চা**—বিভিন্ন ঋতুতে করণীয় সম্বন্ধে নির্দেশ। **ঋতুনাথ,-পতি**—বসন্ত। **ঋতু-পরিবর্তন**—এক ঋতুর তিরোভাব ও অন্য ঋতুর আবির্ভাব কাল। **ঋতুমতী**—রজস্বলা। **ঋতুরক্ষা**—ঋতুস্নানের পরে যথাবিহিত স্ত্রীগমন। **ঋতুসংহার**—ঋতুবর্ণনার সমাহার; কালিদাসের বিখ্যাত কাব্য। **ঋতুস্নান**—ঋতুমতী নারীর চতুর্থ দিবসের স্নান, এই স্নান সম্পর্কে স্বামী দর্শন বা ধ্যান আদি সংস্কার। প. **ঋতুস্নাতা**। **ঋতুহরীতকী**—বিভিন্ন ঋতুতে বিভিন্ন অনু-পানের সহিত হরীতকী সেবন—ইহাতে নাকি সকল রোগের উপশম হয়।

ঋত্বিক (-জ্)—বি. যজ্ঞের পুরোহিত (প্রধান চারি জনের নাম—হোতা, অধ্বর্যু, ব্রহ্মা ও উদ্গাতা)। [ঋতু+যজ্-ক্বিপ্]

ঋদ্ধ—ণ. সমৃদ্ধ, প্রাচুর্যসম্পন্ন। [ঋধ্+ক্ত]। **ঋদ্ধি**—বি. সর্বতোমুখী উন্নতি, অভ্যুদয়, উৎকর্ষ; ধনসম্পত্তি। **ঋদ্ধিমান্** (-মৎ)—সমৃদ্ধিযুক্ত, সাধনাসম্পন্ন।

ঋভু—বি. দেবতাবিশেষ; দেবত্বপ্রাপ্ত মনুষ্য। [ঋ+ভূ+ডু] **ঋভুক্ষ**—স্বর্গ; ইন্দ্র। **ঋভুক্ষী** (-ক্ষিন্)—বজ্রী, ইন্দ্র।

ঋষভ—বি. হিমালয়ের শৃঙ্গ বিঃ; বৃষ; শ্রেষ্ঠ (বীরকুলর্ষভ)। **ঋষভী**—শ্মশ্রুযুক্তা স্ত্রীলোক।

ঋষি—[ঋষ্ (গমন করা)+ই—যিনি জ্ঞান ও সংসারের পারে গমন করিয়াছে)] প্রাচীন ভারতীয় তত্ত্বদর্শী; সত্যদ্রষ্টা (ধনসাম্যতন্ত্রের ঋষি)। স্ত্রী. ঋষী। **ঋষিক, ঋষীক**—ঋষিপুত্র। **ঋষিকল্প, ঋষিতুল্য**—ঋষির মত জ্ঞানী ও শ্রদ্ধার্হ। **ঋষিপ্রোক্ত**—ঋষিকথিত, ঋষিনির্দেশিত। **ঋষিশ্রাদ্ধ**—বি. ঋষির শ্রাদ্ধ, আড়ম্বর-সার ব্যাপার।

ঋষি—বি. মুচি বা চর্মকার জাতি। [হি. রুইদাসী]।

ঋষ্টি—বি. গ্রহদোষ। [ঋষ+ক্তি]

ঋষ্য—বি. হরিণ বিশেষ (ঋষ্যশৃঙ্গ—ঋষি বিশেষ। ঋষ্যমূক—পম্পানিকটস্থ পর্বত)।

ৠ

ৠ—(বাংলায় ইহার ব্যবহার নাই)

ঌ

ঌ—ই (বাংলায় ইহার ব্যবহার নাই)।

এ

এ—প্রাচীন বাংলায় সম্বোধনে হে স্থলে এ ব্যবহৃত হইত; বর্তমানে গ্রাম্য ভাষায় এরূপ ব্যবহার হয় (এ কর্মকার ভাই); সাধারণত এই, ইহা, বর্তমান, অনির্দিষ্ট ইত্যাদি অর্থে ব্যবহৃত হয় (এ কাজ; এ বিষম দায়; এ বৎসর; এপার ওপার; এ বাড়ী ও বাড়ী; লোকে বলে); তদ্দেশ-প্রচলিত বা জাত, ব্যবসায়ী, তন্নির্মিত ইত্যাদি অর্থে ব্যবহৃত প্রত্যয় (শান্তিপুরে শাড়ী, চীনে বাসন, শহুরে ভাষা, কাপুড়ে, কাগুজে, মেটে বাড়ী, খিটখিটে মেজাজ); কাল, বয়স ইত্যাদি নির্দেশক (বাইশে, বাহাত্তুরে); কর্তৃকারক, করণকারক, অপাদান কারক, অধিকরণ কারক ইত্যাদিতে বিভক্তির চিহ্নরূপে ব্যবহৃত হয় (খিদে লাগলে বাঘে ধান খায়, ইস্পাতে গড়া, এ মেঘে বৃষ্টি হবে, অরণ্যে রোদন, 'স্মরে দাস তব পদযুগে')।

এই—(সর্বনাম, ণ., অব্য.) সম্মুখবর্তী, নিকটস্থ

(এই বই; এই অঞ্চলেই বাস করে); বিশেষ (এই কথা ছিল তোমার সঙ্গে? এই ব্যবহার ক'রলে?): এখনি (এই এলাম; এই আসছি); সম্প্রতি (এই ত ছিল গেল কোথায়); ইহাই (এই তার পরিণাম): বিস্ময় দুঃখ ইত্যাদি প্রকাশক (এই চেহারা হয়েছে! এই যে কবে এলে)। **এইরে**—বিরক্তি বিস্ময় ভয় ইত্যাদি সূচক (এই রে, আবার বক্তৃতা)।

এউ-ঢেউ, হেউ-ঢেউ—বি. ভূরিভোজনের পরে উদ্গারের শব্দ; পরিতোষের চিহ্ন (আর কি হ'লে তোমার এউ-ঢেউ হবে বলত)।

এও—(সর্বনাম) ইহাও, এমন ব্যাপারও, এমন কথাও (এ-ও শুনতে হ'ল); এই ব্যক্তিও (এও এসেছে আমার সঙ্গে)। **এও, ওও**—দুই-ই, ইহাও উহাও (এও পারবে না ওও পারবে না, কি পারবে শুনি?)। **এ-ও-তা**—নানা রকমের ব্যাপার অথবা বস্তু (এ-ও-তা করে সময় কাটা)।

এওজ, এওয়াজ—[আঃ এ'রাদ] বি. বদল, বিনিময়। **এওজ-তরাজ, এওজ-বদল**—পরস্পর বিনিময়। **এওজী**—ণ. বিনিময়ে বা পরিবর্তে প্রাপ্ত (এওজী জমি)। **এওজে**—পরিবর্তে, বিনিময়ে, in lieu of।

এঃ—নিন্দা ঘৃণা সমবেদনা ইত্যাদি অর্থবাচক (এঃ গু মাড়িয়েছি; এঃ অনেকটা কেটে গেছে)।

এঁচড়—ইঁচড় দ্রঃ।

এঁটে—আঁটিয়া, কসিয়া (এঁটে বাঁধা)।

এঁটেল—ণ বালির অংশহীন (এঁটেলমাটি, ভিজিলে পিচ্ছিল ও শুকাইলে খুব শক্ত হয়)।

এঁটো, এঁঠো—ণ., বি. উচ্ছিষ্ট; উচ্ছিষ্টযুক্ত ভুক্তাবশিষ্ট (এঁটো পাত, এঁটো খাওয়া)। **এঁটো উঠানো**—উচ্ছিষ্ট স্থান পরিষ্কার করা, ঐ স্থান গোময়াদি দ্বারা লেপন করা। **এঁটো-কাঁটা**—এঁটো পাতায় পরিত্যক্ত অন্নব্যঞ্জনাদি; ভুক্তাবশিষ্ট। **এঁটো-খেকো**—(গালি); ভুক্তাবশিষ্ট খাইয়া যাহার দিন অতিবাহিত হয়; অতি হীনরুচি। **এঁটো পাত**—আহারান্তে পরিত্যক্ত ভোজনপাত্র (তোমার এঁটোপাতের অধেক দিয়া আমাকে কুকুর ভুলাইতে আসিয়াছ—রবি)। **এঁটো মুখ**—আহারের পরের অপরিষ্কৃত মুখ। **এঁটো হাত**—ভোজনের দ্বারা অথবা আহার্যের সংস্পর্শের দ্বারা অপরিষ্কৃত হাত।

এঁড়ে—ণ. বি. অণ্ডকোষযুক্ত; পুরুষজাতীয় গরু বাছুর মহিষ ইত্যাদি; ষাঁড়; যে পিছে হটে না এরূপ তেজস্বী পুরুষ, একরোখা, একগুঁয়ে। **এঁড়েগলা, এঁড়েডাক**—উচ্চ কর্কশ শব্দ। **এঁড়েলাগা**—শিশুর অল্পবয়সে মাতার আবার সন্তান হইলে, অথবা মাতার গর্ভাবস্থায়, মাঝে মাঝে স্বাস্থ্যহানি ঘটে—এই স্বাস্থ্যহানিকে 'এঁড়ে-লাগা' বলে।

এঁদের—(সর্ব.) ইঁহাদের।

এঁদো, এঁধো—ণ. অন্ধকারময়, জঞ্জালপূর্ণ, অব্যবহার্য (এঁদো কুয়ো, এঁদো পুকুর)।

এঁশে, এঁষে—বি. গরু ছাগল ইত্যাদি জন্তুর মুখে ও খুরে যে ঘা হয় তাহা।

এঁষানি, এসাঁনি—বি. আমিষগন্ধ। **এঁষানি-মারা**—ঘৃতে ভাজিয়া বা সাঁতলাইয়া আমিষগন্ধ দূর করা; মাছ মাংস কষা।

এক—ণ. একসংখ্যক, একটি; অভিন্ন (এক-প্রাণ, এক মায়ের সন্তান); সঙ্ঘবদ্ধ (তোমরা এক হও); অদ্বিতীয়, অনন্য (এক ঈশ্বরের পূজা; একরোখা); সমান (একপিতৃক, একজাতি); পূর্ণ, ভরা (এক হাঁড়ি ভাত, এক গা গহনা, এক-মাথা চুল, এক পেট খাওয়া, একমাস রোজা); অনির্দিষ্ট (একজন পথিক; এক বানর); অন্যতম (জ্ঞানীদের একজন)। **এক আঁচড়ে বোঝা**—কষ্টিপাথরে সোনা একটু ঘষিলেই যেমন তাহা খাঁটি কিনা বুঝা যায়, তেমনি সামান্য কথাবার্তা বা আলাপ-পরিচয় হইতে কাহাকেও বুঝিয়া ফেলা। **এক আন্দাজ জরিপ**—একসঙ্গে সমস্ত মহালের জরিপ। **এক কলসী দুধে এক ফোঁটা চোনা**—প্রচুর ভাল জিনিসকে নষ্ট করিতে পারে এমন অল্প অথচ উৎকট মন্দ কিছু। **এক ক্ষুরে মাথা মুড়ানো**—সমপ্রকৃতি বা সমভাগ্য বিশিষ্ট হওয়া। **এক গেলাসের (বা সান্‌কির) ইয়ার**—একই পাত্রে খায় এমন অন্তরঙ্গ। **এক ঢিলে দুই পাখী মারা**—একই কৌশলে দুই কার্য সিদ্ধ করা। **এক মাঘে শীত যায় না**—প্রতিশোধের সুযোগ বারবার পাওয়া যায়। **এক হাত লওয়া**—সুযোগ বুঝিয়া লাঞ্ছনা করা বা দাদ তোলা।

এক আড়া—একহারা (দ্রঃ)। **এক-আধ**—অল্পসংখ্যক (এক-আধ বছর)। **এক-আধটু**—অতি সামান্য (এক-আধটু ত্রুটি)।

এক-এক—বিভিন্ন ('তার এক এক সময়ে এক এক মরজি)। **একক**—একলা; একা একা। **এককথা**—অনড় কথা (এককথার মানুষ)। **এককর্মা (-র্মন্)**—অনন্যকর্মা। **এককাঁড়ি**—একগাদা। **এককাট্টা**—একজোট, সঙ্ঘবদ্ধ। **এককালীন**—একবারের (এককালীন দান)। **এক গণ্ডা**—অনেক (উপহাসার্থে)। **একগলা**—-গলা পর্যন্ত। **এক গাদা**—প্রচুর, স্তূপাকার। **একগুঁয়ে**—একরোখা, জেদী। **একঘরে**—সমাজচ্যুত। **একঘেয়ে**—এক ধরণের, বৈচিত্র্যবর্জিত (একঘেয়ে খাবার)। **একঘ্নী**—একজনকে বধ করিবাই যাহার কাজ ফুরায় এমন ('—শক্তি')। ('একাঘ্নী' অসাধু)। **একচক্ষু**—কাণা; শুধু একদিকে যার দৃষ্টি। **একচর**—যে একাকী বিচরণ করে, গণ্ডার; নিঃসঙ্গ। [গ্রাম্য—একচরে (একচরে একঘরে)। **একচালা**—একচালযুক্ত, সাময়িক ব্যবহারের জন্য নির্মিত; ঐরূপ ঘর। **একচিত্ত**—একমন। **একচুল**—চুলপরিমাণ, অতি অল্প (একচুল এদিক ওদিক হবে না, একচুল কম পাবে না)। **একচেটিয়া, একচেটে**—প্রতিদ্বন্দ্বিহীন। **একচোখো**—পক্ষপাতদুষ্ট; অনেকের মধ্যে একজনের স্বার্থরক্ষার দিকেই বেশী দৃষ্টি যাহার। **একচোট**—বেশ কিছুক্ষণ; খানিকটা মনের জ্বালা মিটাইয়া; (বকাঝকা খুব একচোট হলো)। **একচ্ছত্র**—অখণ্ডপ্রতাপ, অসপত্ন। **একছুট, একছোট**—একপ্রস্থ কাপড়, এক ধুতি অথবা এক শাড়ী; একদৌড়। **একজাই**—একসঙ্গে; পুনঃ পুনঃ। **একজাতি**—দ্বিজাতি অর্থাৎ ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় নয়, শূদ্র; সমধর্মা। **একজাতীয়**—এক শ্রেণীর (গ্রাম্য একজেতে)। **একজোট, একজুটি**—মিলিত, দলবদ্ধ। **একজ্বরি**—জ্বর সব সময় থাকে এমন অবস্থা। **একটা**—এক (একটা গরু); অবজ্ঞাত, অনির্দিষ্ট (হবে একটা কিছু), বিশেষ, সার্থক (একটা ফন্দি বার করেছি; একটা লোকের মত লোক; একটা কথা শুনবে)। **একটা কিছু**—বিশেষ কিছু যদিও অজ্ঞাত (একটা কিছু গোলমাল হয়েছে)। **বড় একটা**—প্রায়ই, সাধারণতঃ (তাহার সহিত বড় একটা দেখা হয় না)। **একটানা**—একঘেয়ে (একটানা সুর); নিরবচ্ছিন্ন (একটানা স্রোত; একটানা পরিশ্রম)।

একটি,-টী—এক (একটিবার) সমাদরে, যত্নে (একটি দুটি ফুল ফুটেছে; একটি মাত্র ছেলে, তাকেও বকাঝকা করবে); মোটে এক (একটি টাকা সম্বল); শ্রদ্ধায় ও সমাদরে (একটি লোকের মত লোক); কোনও (মুখে একটি রা নেই)।

একটিন,-টীন -টীনি—[ইং acting] ণ. অন্যের পরিবর্তে, অস্থায়ী ভাবে (সে তার ভাইএর একটীনি কাজ করছে।

একটু—ণ., ক্রি. সামান্য, কিঞ্চিৎমাত্র (একটু দাঁড়াও একটু দয়া কর; একটু অসাবধানে সব মাটি); কিয়ৎপরিমাণ, খানিকটা (একটু বেলা হ'লে) কিঞ্চিৎ যত্ন করিয়া, শ্রম করিয়া (একটু দেখত; একটু তদবীর কর)। **একটুকুতে, একটুতে**—অল্পেই। **একটুখানি**—সামান্য, অল্প কিছুক্ষণ; অল্পবয়স্ক, দেখিতে খুব ছোট (ওই একটুখানি মেয়ে)। **একটুকু**—একটু; একরত্তি। **একঠাঁই**—সম্মিলিত। **একতঃ (-তস্)**—এক দিকে। **একতন্ত্রী (-ন্ত্রিন্)**—একতারা (বাদ্যযন্ত্র বিশেষ)। **একতম**—দুইয়ের বেশীর একটি। **একতর**—দুইটির মধ্যে একটি। **একতর**—একরকম, একধরণের। [হি. একতরহ্]। **একতরফ**—একদিক। **একতরফা**—একপক্ষের অনুপস্থিতিতে, ex-parte. (একতরফা ডিক্রী—প্রতিবাদীর অনুপস্থিতিতে বাদীর প্রার্থনা মত রায় দান)। **একতলা, একতালা**—একতলবিশিষ্ট বাড়ী। **একতা**—ঐক্য; মিলমিশ। **একতান**—সম্মিলিত সুর; একাগ্রচিত্ত।

একতার—এথ্তিয়ার দ্রঃ।

একতারা—একতন্ত্রীবিশিষ্ট বাদ্যযন্ত্র। **একতালা**—সঙ্গীতের তালবিশেষ; বাড়ীর নীচতলা। **একত্র**—একদিকে সম্মিলিত (ছড়ানো কাগজগুলা একত্র কর)। **একত্র হওয়া**—সম্মিলিত হওয়া, সঙ্ঘবদ্ধ হওয়া। (একত্র-অর্থে **একত্রিত** অসাধু, কিন্তু প্রচলিত)। **একত্রিংশ, একত্রিংশৎ**—একত্রিশ '৩১'। **একত্রিংশতম**—একত্রিশ সংখ্যার পূরক। **একত্ব**—ঐক্য; অভেদ; একাকিত্ব। **একদন্ত, একদংষ্ট্র**—এক দাঁত যাহার. গণেশ। **একদম**—একেবারেই, পুরাপুরি, utterly (একদম বাজে; একদম চলিতে পারে না) **একদমা**—যাহা একবার আওয়াজ করিয়া

নিঃশেষিত হইয়া যায় (এক-দমা পটকা ; দো-দমা পটকা)। **একদা**—একসময় (একদা তুমি প্রিয়ে আমারি এ তরুমূলে—রবি) ; কোন সময় ("একদা এক বাঘের গলায় হাড় ফুটিয়াছিল")। **একদিন**—পরীক্ষার দিন, মরিবার দিন (ক্রোধসূচক ; 'আজ তোরই একদিন, নয় আমারই একদিন) ; একটী দিন ; কোনও এক সময় ('—ছিল যখন')। **এক-দৃষ্টি**—একচক্ষু, কাণা, অনন্যদৃষ্টি ; একনজর। **একদৃষ্টে**—অনিমেষনয়নে (একদৃষ্টে চাহিয়া রহিল)। **একদেব**—এক অদ্বিতীয় পূজ্য ; পরমেশ্বর। **একদেশ**—এক অংশ ; কোন এক অংশ। **একদেশদর্শী** (-র্শিন্)—সংকীর্ণদৃষ্টি, অপরিণামদর্শী, পক্ষপাতী। বি. একদেশদর্শিতা। **একদেহ**—সগোত্র ; দম্পতি। **একধর্মা** (-র্মন্)—সমগুণ ; এক প্রকৃতিবিশিষ্ট ; তুল্যধর্মযুক্ত। **এক-ধর্মী (র্মিন্-)**—একধর্মসম্প্রদায়ভুক্ত। **একধা**—একদিকে ; একপ্রকারে (বিপরীত—বহুধা)। **একনবতি, একনব্বুই, একানব্বুই**—৯১। একনবতিতম—৯১ সংখ্যক বা তাহার পূরক। **একনলা**—এক নল বা নলি যুক্ত (একনলা বন্দুক)। **এক-না-এক, এক-না-একটা, একটা-না-একটা**—অন্ততঃ একটিও (এক না এক ফ্যাসাদ লেগেই আছে)। (**একজন-না-একজন**—অন্ততঃ একজনও : একজন-না-একজন আসবেই)। **এক নাগাড়**—(গ্রাম্য—একনাগাড়) অবিচ্ছেদে, ক্রমাগত। **একনামা**—(-মন্) সমনামবিশিষ্ট, name-sake। **একনায়ক**—এক নায়ক (শাসক) যার ; অপ্রতিদ্বন্দ্বী নায়ক, autocrat। **এক-নায়কতন্ত্র**—এক নায়কের অধীন, dictator-ship। **একনিষ্ঠ**—একাগ্র ; অনন্যব্রত ; সমর্পিতচিত্ত। (বহুব্রী)। স্ত্রী. **একনিষ্ঠা**—সাধ্বী। **একপক্ষ**—একটি মাত্র পক্ষ যাহার, হয় বাদীপক্ষ না হয় প্রতিবাদী পক্ষ ; পনর দিন, সপক্ষ ; পরস্পরের সহায়। **একপঞ্চাশৎ**—৫১। **একপঞ্চাশত্তম**—৫১ সংখ্যক। **এক-পঙ্‌ক্তিক**—একশ্রেণীভুক্ত। **একপতিকা**—এক পতি যাহার, পতিব্রতা ; সপত্নী। (বহুব্রী)। **একপত্নীক**—একপত্নীপরায়ণ। **একপদ**—খঞ্জ, খোঁড়া ; এক-পা (একপদও অগ্রসর হইও না)। **একপদী**—একজনের গমনযোগ্য পথ, সংকীর্ণ পথ। **একপদীকরণ**—(ব্যাকরণে) একাধিক পদকে সমাসবদ্ধ করা। **একপরামর্শী** (-র্শিন্)—যাহারা পরস্পরের সহিত পরামর্শ করিয়া একমত হইয়া কাজ করে ; একমত। **এক পা**—অল্প দূরত্ব ('—যাওয়া')। **একপিতৃক**—এক পিতা যাহাদের। **এক-পুরুষ**—বংশের এক ব্যক্তি অর্থাৎ পুরুষ-পরম্পরায় নয় (একপুরুষে বড় মানুষ—পূর্ব পুরুষ বড়মানুষ ছিল না)। **একপেশে**—এক-পাশ-ঘেঁষা ; একদিকে ঝোঁকা ; অপর্ণাঙ্গ ; পক্ষপাতদুষ্ট। **একবচন**—(ব্যাকরণে) এক-সংখ্যা-নির্দেশক, Singular Number। **একবর্গা, একবগ্‌গা**—একগুঁয়ে। **এক-বর্ষিকা**—এক বৎসর বয়স্কা (গাভী)। **এক-বস্ত্র**—এককাপড়ে, এক বস্ত্র যার সম্বল, উত্তরীয়-বিহীন। স্ত্রী. একবস্ত্রা। **একবার**—এক দফা, এক সময় (একবার তার খুব অসুখ হয়েছিল, একবার তোরা মা বলিয়া ডাক—রবি), কৌতূহলসূচক বাক্য বিশেষ। (দেখ একবার তার কাণ্ড)।

একবাল—[আ. ইক্‌বাল] বি. সৌভাগ্য। [**বলন্দ-একবাল**—মহাভাগ্য (দোয়া করি বলন্দ-একবাল হও)]।

একবাস—এক বস্ত্র, একবস্ত্রপরিহিত। **এক-বিংশ, একবিংশতি**—২১। **একবিংশ-তিতম**—একুশ সংখ্যক। **একবিধ**—এক প্রকারের, সমজাতি।

একব্বর—আকবর (একব্বর পাৎশা)।

একব্যবসায়ী—সমব্যবসায়ী, একবৃত্তি, এক পথের পাথক। **একভাব**—অকপট, একনিষ্ঠ, একমনা ; অকপটতা ; একাগ্রচিত্ততা। (বহুব্রী, তৎপুরুষ)। **একমত**—মতে বা ভাবনায় অভিন্ন ; সমমতাবলম্বী। **একমতি**—একমত ; একনিষ্ঠ। **একমনা, একমনাঃ** (-নস্)—একমতি, একাগ্রচিত্ত, অনন্যমনা। (বহুব্রী)। **একমনে**—একাগ্রচিত্তে, তদ্গতচিত্তে। **এক-মাত্র**—কেবলমাত্র, আর সবকিছু বাদ দিয়া। (বহুব্রী)। **একমাত্রা**—একবারে উচ্চার্য শব্দাংশ, one syllable ; তালের একটি মাত্রা ; ঔষধের এক দাগ। ণ. **একমাত্রিক**—mono-syllabic। **একমুট, একমুটো, -মুঠো**

—একমুষ্টিপরিমিত (চাউলাদি)। **একমুঠো ভাত**—আহার্যের অতি সাধারণ বন্দোবস্ত (একমুঠো ভাতের যোগাড় করা)। **একমেটে**—আংশিক ভাবে সম্পন্ন, প্রথম সম্পন্ন অসম্পূর্ণ রূপ ('প্রতিমা একমেটে হওয়া'। তুঃ দোমেটে)। **একমেবাদ্বিতীয়ম্**—এক ও অদ্বৈত, দ্বিতীয়রহিত। **একযষ্টিকা**—একনরী হার। **এক-যোট,-জোট**—সম্মিলিত; দলবদ্ধ। **এক-যোটে**—দলবদ্ধভাবে; একযোগে। **এক-রকম**—একপ্রকার, একজাতীয় (একরকম জিনিস), অনির্দিষ্টভাবে বা ধরণে, কোনপ্রকারে (সময় একরকম কাটছে)। **একরঙা**—একরঙে রঞ্জিত (বস্ত্রাদি)। **একরত্তি**—একরতি, অতিক্ষুদ্র ('নাম রেখেছি বাবলারাণী একরত্তি মেয়ে')। **এক রা, এক ডাক**—এক রব, একধরণের মতামত (সব শেয়ালের এক রা বা এক ডাক)।

একরার—[অঃ. ইকরার] স্বীকার, কবুল **একরারনামা**—স্বীকারপত্র, প্রতিজ্ঞাপত্র।

একরাশ—একরাশি; অনেকগুলো; প্রচুর; একজন্মরাশি। **একরূপ**—একাকৃতি; অভিন্নরূপ; একরকম। **একরোখা**—একবিষয়ে রোখ বা গতি যার; একপেশে; একগুঁয়ে; যে বস্ত্রের বা শালের পাড়ের সদর-মফঃস্বল আছে অর্থাৎ একদিকে চিকণ বুনানি অপরদিকে কর্কশ বুনানি (বিপরীত দোরোখা)।

একল—ণ. একলা, একাকী।

একলপ্ত—[ফা. এক্‌লফ্‌ত্‌] লাগাও, অভেদ (একলপ্তে ষাট বিঘা জমি)।

একলষেঁড়ে—[একলা+ষাঁড়] ণ. অপরকে ভাগ দিতে নারাজ; অসামাজিক।

একলা—ণ. একক; নিঃসঙ্গ (যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে, তুই একলা চলরে—রবি); সহায়হীন, অন্তরঙ্গহীন (বড় একলা বোধ করছি)। **একলাটি**—একলা (সমাদরে)। **একলা-দোকলা**—কখনও একাকী কখনও দুজনে; একজন কিংবা দুইজন (একলা-দোকলার কাজ নয়)। [দোলাই]।

একলাই—বি. একপাটা মিহি চাদর (তুলনীয়ঃ

একলাগাড়—একনাগাড় দ্রঃ। **একলিঙ্গ**—শিবলিঙ্গ বিশেষ। **একশ**—একশত; অনেক, অগণতি ('একশ মানিক জ্বালা'—রবি)।

একশফ—যে সব জন্তুর খুর অখণ্ডিত (অশ্বাদি)। **একশরণ**—একমাত্র আশ্রয়স্থল; একমাত্র আশ্রয়স্থল যার। **একশা, একসা**—মিলিত, একাকার। [একশং] **একশিরা**—অণ্ডকোষের রোগ বিশেষ (ইহাতে অণ্ডকোষের একটি স্ফীত হয়; orchitis)। **একশিলা**—একখানা পাথরে গড়া। **একশৃঙ্গ**—একশৃঙ্গবিশিষ্ট; গণ্ডার। (বহুব্রী)। **একশেষ**—চরম, চূড়ান্ত (কষ্টের একশেষ), (ব্যাকরণে) সমাস বিশেষ। **একশ্রুতধর**—একবার শ্রুত বিষয় যাহার মনে থাকে। **একষট্টি**—৬১। একষট্টিতম—৬১ সংখ্যক (**একষট্টি দেওয়া**—পলায়ন করা, চম্পট দেওয়া)। **একসংশ্রয়**—সংহত, সমবেত (এক সংশ্রয় বৃক্ষরাজি); যাহার একমাত্র আশ্রয়; সংহতি, সমবায়।

একসংস্থ—এক ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত। **এক-সপ্ততি**—৭১। **একসপ্ততিতম**—৭১সংখ্যক। **একসা**—একশা দ্রঃ। **একসুত**—এক সুতা পরিমাণ চওড়া, ১/৮ ইঞ্চি। **একহাতে**—সাহায্য ছাড়া, একাই ('—কাজ করা')। **একহায়নী**—একবর্ষিকা (দ্রঃ)। **এক-হারা**—ছিপ্‌ছিপে গড়নের, মোটা নয় রোগাও নয় (সুন্দর একহারা গড়ন)। **একহৃদয়**—অভিন্নহৃদয়, অশেষসম্প্রীতিযুক্ত।

একা—ণ. একক; একলা; নিঃসঙ্গ; দ্বিতীয়-রহিত; কেবলমাত্র (একা রামে রক্ষা নাই)। **একাই একশ**—একাই প্রতিকূল অবস্থার সহিত যুঝিতে সমর্থ। **একা রামে রক্ষা নাই সুগ্রীব তার মিতা**—প্রতিপক্ষের অবাঞ্ছিত বলবৃদ্ধি সম্বন্ধে ব্যঙ্গোক্তি। **একা পাইয়া**—নিজনে পাইয়া; অসহায় দেখিয়া। [এক]।

একাই—আকরার নেহাই বিশেষ। [বাং]

একাকার—তুল্যাকৃতি; বিভেদহীন; প্লাবনহেতু উচ্চনীচভেদহীন; সমাজগত-পার্থক্য-রহিত।

একাকী (-কিন্)—ণ. একক, একলা, নিঃসঙ্গ, সহায়হীন। [এক+আকিন্]। স্ত্রী.-**কিনী**।

একাক্ষ—ণ. বি. একচক্ষু কাণা; কাক; শিব।

একাক্ষর—ণ. ও বি. ব্রহ্মপ্রতিপাদক; ওঙ্কার (বহুব্রী)। **একাক্ষর-কোষ**—পুরুষোত্তম দেবকৃত বিখ্যাত স্বরবর্ণের অভিধান। **একাক্ষরী মন্ত্র**—কালিকা-বীজ "ক্রীং"।

একাগ্র—ণ. একান্ত (একাগ্র যত্নের ফল) স্থির-লক্ষ্য, একনিষ্ঠ (একাগ্রচিত্ত) । (বহুব্রী) ।

একাঘ্নী—একঘ্নী অস্ত্র যাহা লক্ষিত শুধু একজনকেই বধ করিতে সমর্থ । (যবে কর্ণ…এড়িলা একাঘ্নী বাণ রক্ষিতে কৌরবে—মধু) । [একঘ্নী]

একাঙ্গ—বি. দেহের উত্তমাঙ্গ ; মস্তক ; একাংশ ।

একাট্টা—[হি ; সং একত্র] ণ. সমবেত, এককাট্টা ।

একাত্তর—৭১ । [বি. **একাত্মতা** ।

একাত্মা (-ত্মন্-)—ণ. একমতি ; অভিন্নহৃদয় ।

একাত্মবাদী (-দিন্)—ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা বেদান্তের এই মত অবলম্বনকারী ।

একাদশ—এগার, ১১ । **একাদশে বৃহস্পতি**—কোষ্ঠীতে লগ্নের একাদশ স্থানে বৃহস্পতি থাকা, মহাসৌভাগ্য । **একাদশ রুদ্র**—পিনাকী ত্র্যম্বক শম্ভু হর ইত্যাদি রুদ্রের একাদশ রূপ ।

একাদশী—বি. তিথি বিশেষ (শুক্লপক্ষে শুক্লা একাদশী কৃষ্ণপক্ষে কৃষ্ণ একাদশী) ; একাদশী তিথিতে পালনীয় উপবাস (একাদশী করা ; একাদশী পালন) ; ণ. একাদশবর্ষীয়া ।

একাদিক্রমে—ক্রি. ণ. নিরবচ্ছিন্নভাবে ; এক-নাগাড় ।

একা-দোকা—ণ. নিঃসঙ্গ ।

একাধারে—যুগপৎ, একই সঙ্গে (একাধারে কবি ও বক্তা) । [এক + আধারে]

একাধিক—ণ. এক হইতে অধিক , [এক + অধিক]

একাধিকার—বি. একচেটিয়া অধিকার, monopoly. **একাধিপতি**—ণ. সর্বেসর্বা । **একাধিপত্য**—বি. অসপত্ন বা প্রতিদ্বন্দ্বিহীন আধিপত্য । [এক + অধিপতি,এক + আধিপত্য]

একানব্বই—একনবতি দ্রঃ ।

একান্ত—বি. ণ. নির্জন ; নিতান্ত ; অত্যন্ত ; একাগ্র (একান্ত প্রযত্ন) । **একান্তপক্ষে**—খুব কম হইলেও ; কমপক্ষে । **একান্ত সচিব**—খাস মুন্সী, Private Secretary । **একান্তে**—নির্জনে ।

একান্তর—ণ. একটির পর একটি করিয়া বাদ দিয়া, alternate । [এক + অন্তর (ফাঁক, বাদ)] ।

একান্ন—৫১ [বাং]

একান্ন—ণ. একত্র আহারকারী । [এক + অন্ন] । **একান্নবর্তী (-র্তিন)**—যৌথ পরিবারভুক্ত (একান্নবর্তী পরিবার—যৌথ পরিবার, joint family) । **একান্নভোজী (-জিন্)**—বি. একান্নবর্তী ; একাহারী ।

একাবলী,-লি—বি. একনর হার ; ১১অক্ষরের ছন্দোবিশেষ । [এক + আবলী,-লি] ।

একাভিসন্ধি—ণ. যাহার উদ্দেশ্য অপরিবর্তনীয় ।

একায়ন— ণ. একাগ্র ; বি. একের গমন-যোগ্য সংকীর্ণ পথ ; ফুটপাত । [এক + অয়ন (গতি, পথ)] ।

একার—'এ' এই অক্ষর ।

একারাদি—ণ. যাহার আদিতে 'এ' আছে ।

একার্থ—ণ. তুল্যার্থ । **একার্থচর্যা**—এক উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য মিলিত প্রচেষ্টা । **একার্থতা**—তুল্যার্থ প্রকাশ ; প্রযোজনের অবিভিন্নতা । **একার্থবোধক**—এক অর্থ জ্ঞাপক । [**একাশীতিতম**—৮১ সংখ্যক ।

একাশী—৮১ । [বাং] । **একাশীতি**—৮১ ।

একাশ্রয়—যাহার অন্য আশ্রয় বা গতি নাই । ণ. **একাশ্রিত** । [এক + আশ্রয়]

একাসন—একাসনস্থিত, যোগাসন হইতে না উঠিয়া । [এক + আসন]

একাহ—বি. একদিন ; ণ. একদিনের (একাহ পর্ব) । [এক + অহ (অহন্ = দিন)] । **একাহগম্য**—যে স্থানে একদিনের মধ্যে যাওয়া যায় । **একাহিক**—একদিবসীয় (একাহিক শ্রাদ্ধ) । [একাহ + ষ্ণিক]

একাহার—বি. একবার মাত্র আহার গ্রহণ । **একাহারী** (-রিন্)—যে দিনে একবার মাত্র আহার করে ।

একি—ইহা কিরূপ ; এ কেমন (একি কথা শুনি আজি মন্থরার মুখে—মধু) ; আশ্চর্যজনক ; অপূর্ব (একি কৌতুক নিত্যনূতন ওগো কৌতুকময়ী—রবি) ।

একিদা—[আ. আ'কীদহ্] বি. ধর্মবিশ্বাস ; বিশ্বাস , ঈশ্বরে নির্ভর ; ধর্মে নির্ভর, প্রত্যয় । আকিদা দ্রঃ ।

একিন—[আ. য়াকিন] বি. স্থির বিশ্বাস ।

একীকরণ—বি. সংমিশ্রণ ; বিভিন্নতা দূর করা ; একাকার করা । [এক + চ্বি + করণ] । বিণ. **একীকৃত** ।

একীভবন—বি. একত্র মিলিত হওয়া, একাকার হওয়া । [এক + চ্বি + ভবন] । **একীভাব**

—বি. ঐক্য। **একীভূত**—ণ. সম্মিলিত : এক-অবস্থা-প্রাপ্ত।

একুন—বি. সমষ্টি। **একুনে**—মোট, সর্বশুদ্ধ।

একুশ—২১। **একুশে**—২১ তারিখ।

একুল-ওকুল—শ্বশুরকুল ও পিতৃকুল; উভয় আশ্রয়স্থল বা অবলম্বন (একুল-ওকুল দুকুল হারা)।

একূল-ওকূল—নদীর দুই তীর।

একে—ইহাকে; এ কোন লোক অথবা এ ব্যক্তিকে; (অ্যাকে) একটিতে; একদিকে (একে খাঁদা তায় আবার টেরা)।

একেএকে—একের পর এক (একে একে নিভিছে দেউটি—মধু)।

একেক্ষণ—ণ. একচক্ষু যার, কাণা। বি. কাক; শুক্রাচার্য। [এক + ঈক্ষণ (চক্ষু)]

একেবারে—সম্পূর্ণভাবে (একেবারে ফাঁকি)।

একেলা—একলা দ্রঃ।

একেশ্বর—বি., ণ. সর্বময় প্রভু, একলা (একেশ্বর গরুড় সকল অহি নাশে—কাশীদাস)। স্ত্রী. **একেশ্বরী**—(তুমি একেশ্বরী রাণী বিশ্বের অন্তর-অন্তঃপুরে—রবি)। **একেশ্বর-বাদ**—জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-সংহার-কর্তা একজন মাত্র, বহু নন,—এই মত।

একোদর—ণ.,বি.সহোদর। [শ্রাদ্ধ। (এক+উদ্দিষ্ট)

একোদ্দিষ্ট—বি.ণ. ব্যক্তিবিশেষের উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত

একোন—এক কম (একোনত্রিংশৎ, একোন-পঞ্চাশৎ, একোননবতি)। [এক + উন]

এক্কা—বি. এক ঘোড়ার দু-চাকার গাড়ী বিশেষ। [হিন্দী]। **এক্কাওয়ালা**—এক্কাচালক।

এক্কেবারে—ক্রি.ণ.সম্পূর্ণরূপে (দস্যি ছেলে—চুপ)

একজিবিশন্,এগ্‌-—[ইং Exhibition] বি. পণ্যপ্রদর্শনী।

এক্ষণ—এখন, বর্তমান কাল। **এক্ষণি, এক্ষুণি**—এখনি। **এক্ষণে**—এখন, এই সময়ে, এইবার (এক্ষণে কি করিতে হইবে বল)।

এক্‌স্‌চেঞ্জ—[ইং Exchange] বি. আন্তঃ-প্রাদেশিক অথবা আন্তর্জাতিক বিনিময়-প্রতিষ্ঠান; মহাজনদের বিল-বিনিময়ের স্থান।

এখতিয়ার,এক্তিয়ার,ই-—[আ. ইখ্‌তিয়ার] বি. ক্ষমতা, অধিকার, দখল, সাধ্য (আমার উপরে জুলুম করিবার কোন এখতিয়ার তোমার নাই; ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব বলিলেন, তোমাকে জেলার বাহির করিয়া দিবার এখতিয়ার আমার আছে)। (গ্রাম্য একতার, এখতার)।

এখন—অব্য. এই সময়, এই অবস্থায় (এখন কি কর্তব্য); এতক্ষণে, এত দেরীতে (এখন হুঁস হয়েছে, আগে মনে পড়েনি কেন); অসময়ে (এখন আর সে কথা কেন); একালে (এখন ও-গহনার চল নাই); অন্ততঃ কিছুদিনের জন্য (এখন চলুক, পরে দেখা যাবে); সুযোগমত, পরে (বলা যাবে এখন); এইবার (বড় যে গলা করে বলছিলে, এখন?); অবশেষে, এতদিনে (এখন জ্ঞান হ'য়েছে, বুঝেছি ভাল কাজেও বাড়াবাড়ি ভাল নয়); আসলে, প্রকৃতপক্ষে (এখন কথা হচ্ছে সে দোষী কি না; এখন সেই ঘোড়াটা ছিল এক শাপভ্রষ্ট রাজপুত্র)। **এখন-তখন**—মুমূর্ষু, মরমর (রোগী এখন-তখন ওঝা ছয় মাসের পথ)। **এখনো, এখনও**—এপর্যন্ত, আজিও (এখনও বেঁচে আছি); ইহার পরও (এখনও বলিবে, তুমি নির্দোষ?); প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও (এখনও ধর্ম আছে)। **এখনকার**—আজকালকার। **এখনকার মত**—আপাততঃ। **এখনি, এখনই**—অবিলম্বে, আর দেরী না করিয়া (এখনি চলিয়া যাও); অল্পক্ষণেই (সে এখনই ফিরিবে)।

এখান—এইস্থান (এখান হইতে চলিয়া যাও); এই গৃহ, এই পরিবার (এখান থেকে বরাত উঠল); এই সংসার, এই পৃথিবী (এখান থেকে যাবার দিন ত ঘনিয়ে এল)।

এখো—ণ. আখ হইতে প্রস্তুত (এখো গুড—পূর্ববঙ্গে আউগা)। (বাং)

এগজামিন—[ইং examine, examination] পরীক্ষা (আর কি চলা যায় এমন করে একজা-মিনের লগি ঠেলে ঠেলে—রবি)। **এগজামিন দেওয়া**—পরীক্ষা দেওয়া। **এগজামিন করা**—পরীক্ষা করা।

এগজিকিউটার—[ইং executor] বি. উইল-করা বিষয়ের তত্ত্বাবধায়ক; নাবালকের বিষয়ের তত্ত্বাবধানের ভারপ্রাপ্ত (পুরুষ বা স্ত্রী)।

এগন, এগোনো, এগুনো—ক্রি. আগাইয়া যাওয়া, অগ্রসর হওয়া। **এগোচ্ছে না**—অগ্রসর হইতেছে না, উপযুক্তভাবে কাজ হইতেছে না। **এগিয়ে দেওয়া**—পথে কিছুদূর পর্যন্ত সঙ্গে যাওয়া; উন্নতির সহায় হওয়া। **এগিয়ে**

যাওয়া—সামনে অগ্রসর হওয়া ; উন্নতি করা।

এগার—১১। **এগারঞ্চি**—এগার ইঞ্চি মাপের বড় ইট। **এগারঞ্চি ঝাড়া**—ইট দিয়া আঘাত করা।

এগুনো—এগন দ্রঃ।

এগুলা, এগুলো, এগুলি—এই সব (অনেক সময় তুচ্ছার্থে ব্যবহৃত হয়—এগুলা কি আপদ জুটিয়াছে)।

এগোনো—এগন দ্রঃ।

এঙ্কার—[আঃ ইন্‌কার] বি. অস্বীকার, অমান্য, তুচ্ছতাচ্ছিল্য (শয়তান আল্লাহ্‌র আদেশ এঙ্কার করিল)।

এচড়—এঁচড় দ্রঃ।

এজন, এজনা—এই ব্যক্তি ; সাধারণতঃ আত্ম-প্রাধান্য জ্ঞাপনার্থ ব্যবহৃত হয় (এজন আর তোমার দ্বার মাড়াবে না ; এজনার কথা মনে রেখো)।

এজন্য, এজন্যে—অব্য. একারণ, এই হেতু।

এজমালী—[আঃ] ণ. ইজমালী দ্রঃ। **এজমালী ব্যাপার**—পাঁচজনের ব্যাপার।

এজলাস—[ফাঃ] ইজ্‌লাস্‌ দ্রঃ।

এজহার, এজাহার—[আঃ ইয্‌হার] বি. বিজ্ঞপ্তি ; প্রকাশ করিয়া বলা ; কোন ফৌজদারি ঘটনা সম্বন্ধে থানায় সংবাদ দান ; সেই সংবাদ লিপিবদ্ধকরণ (দারোগা এজাহার নিল না)।

এজাজত—[আঃ ইজাযত] বি অনুমতি, সম্মতি (এজাজত দেওয়া ; যদি এজাজত দেন তবে বলি)। **এজাজতনামা**—অনুমতিপত্র, permit, license।

এজেন্ট—[ইং agent] বি প্রতিনিধি, কারপরদার ; ভিন্ন স্থানের ব্যবসায়ীর প্রতিনিধিস্থানীয় ব্যবসায়ী (রেলিব্রাদার্সের এজেন্ট)। **এজেন্সি**—এজেন্টগিরি ; এজেন্টরূপে মালবিক্রির ব্যবস্থা ; এজেন্টের আফিস। [ইং agency]

এঞ্জিন, ইঞ্জিন—[ইং engine] বি. পরিচালনী যন্ত্র (রেলের এঞ্জিন ; মোটরের এঞ্জিন) ; কল।

এটর্নি, এটর্নী—হাইকোর্টের এক শ্রেণীর আইন-ব্যবসায়ী। [ইং attorney]।

এটা—সর্ব. এই বিষয় (এটা বোঝা যাচ্ছে তোমার শরীর ভাল নয়) ; এই প্রাণী (এটা হাতী ; বৃহৎ বা ভীতিকর প্রাণী সম্বন্ধে সাধারণত 'এটা' ব্যবহৃত হয়) ; এই লোকটা (এটাকে জুটিয়েছ কোথা থেকে) ; (অবজ্ঞায় 'এটা' কিন্তু বিদ্রূপে 'এটি' বলা হয়, ছেলেপিলে সম্বন্ধেও 'এটি' বলা হয়)। **এটা-ওটা-সেটা**—অনির্দিষ্ট বা অবান্তর ব্যাপার (এটা-ওটা-সেটায় ব্যাপৃত আছি)। **এটা-সেটা**—বাজে জিনিষ (এটা-সেটা দিয়ে ত মোট বাঁধলে, এখন নেবে কেমন করে)।

এটানো, এটোনো—ক্রি. আটি বাঁধা।

এডভান্স্—[ইং advance-money] আগাম।

এড়মুক—বি. বধির ও বোবা, হাবা-কালা।

এড়া—ণ. বাসি, পচা (এড়া ভাত) [বাং]

এড়া—ক্রি. নিক্ষেপ করা (এড়িলা একাঘ্নী বাণ—মধু) ; জড়াইয়া যাওয়া (কথা এড়িয়ে গেছে)। **এড়িতেও পারে না, বেড়িতেও পারে না**—উভয় সঙ্কট। [ঢিলে-ঢালা।

এড়াটিয়া, এড়াটে—ণ. [বাং] আলসে ;

এড়ানো—ক্রি পরিহার করা, অতিক্রম করা (সবার দিঠি এড়ায়ে এলে—রবি) ; অব্যাহতি লাভ করা (হাত এড়ানো)।

এড়ি, এঁড়ি—আসামের রেশমী কাপড় বিশেষ, এণ্ডি ; জুতার গোড়ালি।

এডিটর—[ইং editor] বি. খবরের কাগজের অথবা সাময়িক পত্রের সম্পাদক। **এডিট করা**—সংগৃহীত রচনার সুবিন্যাস, পাঠশুদ্ধি টীকাটিপ্পনী ইত্যাদিসহ প্রকাশ করা। **এডিটরি**—[ইং editor + ই] সম্পাদকতা।

এডিশন—[ইং edition] বি. কোন গ্রন্থের এক-বারের মুদ্রিত খণ্ডসমূহ (একবারের এডিশন শেষ হ'য়ে গেছে) ; মুদ্রণ (বাংলায় সাধারণতঃ বলা হয় সংস্করণ—এমন কাজে বইয়ের পাঁচটি এডিশন হয়েছে)। **পকেট-এডিশন**—গ্রন্থের এমন ছোট আকারের সংস্করণ যাহা পকেটে রাখাও চলে।

এড়ো—ণ. আড়ভাবে রাখা ; কুটিল (এড়ো চাল)। (বি. আড়)। **এড়ো-পাতালি**—যে দিক সামনে পড়ে সেই দিকে (এড়োপাতালি দৌড়)।

এণ—(যে চঞ্চলভাবে গমন করে) হরিণ (**এণাক্ষী**—মৃগনয়না)। [ই+ণ]। **এণক**—ক্ষুদ্র মৃগ। **এণতিলক**—মৃগাঙ্ক, চন্দ্র। **এণরিপু**—মৃগবিনাশকারী, সিংহ। **এণাজিন**—মৃগচর্ম। স্ত্রী. **এণী**।

এণ্ডা—বি. আণ্ডা। **এণ্ডা-বাচ্চা**—আণ্ডাবাচ্চা। **গণ্ডায়, এণ্ডা মিলানো**—ফাঁকি দেওয়া (পাঠশালায় সমবেতভাবে গণ্ডাকিয়া পড়িবার

সময় অন্য কথাগুলা না বলিয়া শুধু 'ওা' বলিয়া সুরে সুর মিলানো)।

এণ্ডি—বি. আসামের এড়ি নামক বস্ত্র। এড়ি দ্রঃ।

এত—ণ. অব্য. এই পরিমাণ; প্রভূত, প্রচুর (এত টাকা; এত লোকজন; এত ক্যাসাদ); অতিরিক্ত (এত বাড়া ভাল নয়)। **এতটুকু**—খুব অল্প, কিঞ্চিৎ মাত্র (এতটুকু লজ্জা নেই)। **এতটুকু হইয়া যাওয়া**—অপ্রতিভ হওয়া, নিরাশ হওয়া; একান্ত (এত বড় বৈয়াকরণের সহিত বাক্যুদ্ধে নামিতে হইবে ভাবিয়া কবি এতটুকু হইয়া গেলেন)।

এতৎ, এতদ্—ণ. এই, ইহা, এই বিষয় বা ব্যক্তি (এতৎসংক্রান্ত)।

এতদতিরিক্ত—ইহার বেশী। **এতদবস্থা**—এরকম অবস্থা। **এতদর্থে**—এই উদ্দেশ্যে, ইহা স্বীকার করিয়া (এতদর্থে এই একরারনামা লিখিয়া দিলাম)। [এতৎ+অর্থে]। **এতদীয়**—ইহার, এই সংক্রান্ত। **এতদুদ্দেশ্যে**—এই অভিপ্রায়ে; ইহা মনে করিয়া। **এতদ্দেশ**—এই দেশ। ণ. **এতদ্দেশীয়**—এদেশের। **এতদ্ব্যতিরিক্ত, এতদ্ব্যতীত**—ইহা ব্যতীত, ইহা ছাড়া। **এতদ্ভিন্ন**—ইহা ছাড়া। **এতদ্ধেতু**—এই কারণে। [এতৎ+হেতু]।

এতবার, এতেবার—[আঃ এ'তেবার] বি. নির্ভর; বিশ্বাস; ভরসা (কথায় এতবার করা)।

এতলা, এত্তেলা—[আঃ ইত্'লা] বি. সংবাদ, report (সদরে এত্তেলা পাঠানো হইল)। **এত্তেলানামা**—বিজ্ঞাপন, notice।

এতাদৃশ—ণ. এমন, ঈদৃশ। স্ত্রী. **এতাদৃশী**।

এতাবৎ—এই, এত। **এতাবৎকাল, এতাবৎকাল পর্যন্ত**—আজ পর্যন্ত।

এতালা—এতলা, এত্তেলা দ্রঃ।

এতিম—[আঃ য়তীম] বি. পিতৃহীন; মাতৃপিতৃহীন। **এতিমখানা**—অনাথ-আশ্রম।

এতেক—বি. এতটা, এত; এতদূর (প্রাচীন কাব্যে ব্যবহৃত)।

এত্তেলা—এতলা দ্রঃ।

এথা—অব্য. এখানে, এদিকে। (প্রাচীন কাব্যে ব্যবহৃত)। **এথাকার**—এখানকার। **এথায়**—এদেশে বা এখানে।

এদিক—এইস্থান; এই পক্ষ (এদিকের কথাও ভাব)। **এদিক-ওদিক**—ইতস্ততঃ; চতুর্দিক। **এদিক-ওদিক করা**—দ্বিধান্বিত হওয়া। **এদিক-সেদিক করা**—চাতুরী করা; ফাঁকি দিতে চেষ্টা করা; ওজনে কম দিতে চেষ্টা করা। **এদিকে**—এই অঞ্চলে; এই দিকে; পক্ষান্তরে, অন্যদিকে (এদিকে চোর যে কখন ঘরে ঢুকেছে তা কেউ জানে না)।

এদের—ইহাদের (সম্ভ্রমে এঁদের)।

এদ্দিন—(গ্রাম্য) এত দিন, এত দীর্ঘ কাল।

এধার—এই দিক; এই অঞ্চল। **এধার-ওধার**—এদিক-ওদিক, চতুর্দিক। **এধারে**—এই ধারে; আমার কাছে।

এন্‌কোর—[ফরাসী encore] থিয়েটারে গীত বা নৃত্যের পুনরাবৃত্তির জন্য দর্শকদের অনুরোধ।

এ না—('না' বাহুল্যে)) এই ব্যক্তি বা বস্তু (এ না কোন্ জন=এ কোন্ জন)।

এনামেল—[ইং enamel] বি. ধাতুপাত্রের উপরে মসৃণ কলাই।

এনু—ক্রি. আসিলাম। (পদ্যে)।

এন্‌ট্রান্‌স্ এন্‌ট্রেন্‌স্—[ইং Entrance Examination] বি. প্রবেশিকা পরীক্ষা (এনট্রান্‌স্ পাশ—প্রবেশিকা-পরীক্ষোত্তীর্ণ)। **এন্‌ট্রান্‌স্ দেওয়া**—এনট্রান্‌স্ পরীক্ষা দেওয়া; বর্তমানে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা দেওয়া বা ম্যাট্রিক দেওয়া অথবা স্কুল ফাইন্যাল পরীক্ষা দেওয়া।

এন্‌ভেলাপ—[ইং envelope] বি. চিঠির খাম, লেফাফা; ডাকটিকিটযুক্ত চিঠির খাম।

এন্তাকাল, এন্তেকাল—ইন্তকাল দ্রঃ।

এন্তার—[পর্তু entaro=অখণ্ড] অব্য. অজস্র, দেদার, ক্রমাগত।

এন্তেজারি, ইন্তি-, ইন্তা—[আঃ ইন্‌তিষা'র] প্রতীক্ষা; আশাপথ চাহিয়া থাকা (আপনার এন্তেজারি করছি)।

এপার—এইকূল, এই দিক (বিপ. ওপার)। **এপার-ওপার**—এপিঠ হইতে ওপিঠ পর্যন্ত (বর্শা শুকরের পাঁজরায় বিঁধিয়া এপার-ওপার হইয়া গেল); নদীর এপার হইতে ওপার, পারাপার। **এপারকার**—এপারের। **এপারের**—এই তীর সম্বন্ধীয়; ইহকাল সম্বন্ধীয়।

এপি(ফি)ডেপিট, এবিডেবিট, এবিডেবি—(ইং affidavit) শপথপূর্বক লিখিত উক্তি

(আদালতে সত্য বলিয়া গৃহীত), হলফনামা (এপিডেবিট করে যদি বল তবু মানব না)।

এপ্রিল, এপ্রেল—[ইং April] চৈত্রের মাঝামাঝি হইতে বৈশাখের মাঝামাঝি পর্যন্ত। **এপ্রিল ফুল**—[ইং April fool] ১লা এপ্রিল তারিখে তামাসা করিয়া যাহাকে ঠকানো হয়।

এফ্‌তার—ইফ্‌তার দ্রঃ।

এবং—অব্য. (বাং) ও, আর, and. (সাধারণতঃ দুই শব্দের মধ্যে 'ও' এবং দুই বাক্যের মধ্যে 'এবং' ব্যবহৃত হয় ; চলিত ভাষায় 'এবং' স্থলে 'আর' ব্যবহৃত হয়)। [সং. এবং = এরূপ]

এবম্বু—অধিকন্তু। **এবংবিধ**—এইরূপ, ঈদৃশ। ('এবম্বিধ' অসাধু)। **এবম্প্রকার**—এবম্বিধ। **এবমস্তু**—ইহাই হউক (এবমস্তু বলিয়া আশীর্বাদ করিলেন)। **এবম্ভূত**—এইপ্রকার, এইরূপ।

এবড়ো-খেবড়ো—প. বন্ধুর, অসমান, উঁচু-নীচু ; অমসৃণ (এবড়ো-খেবড়ো উঠান)।

এবরা—[আঃ ইব্‌রা] বি. অব্যাহতি ; ত্যাগ ; ছাড়া। **এবরানামা**—দেনমোহরের দাবি পরিত্যাগসূচক পত্র। **সাক্ষী এবরা করা**—নামঞ্জুর করা।

এবাদত, ই—[আঃ ই' বাদৎ] বি. উপাসনা, প্রার্থনা। **এবাদতগাহ্**—উপাসনালয়। **এবাদতখানা**—আকবরের বিখ্যাত ধর্মচর্চার আসর (ফতেপুরসিক্রিতে)।

এবার—এইবার, এই দফা (এবার তোমায় হটতে হবে) ; এই সময়ে (এবার সুদিনের উদয় হয়েছে) ; এবৎসর (এবার ভাল ফসল হবে) ; এ-অবস্থায়, অতঃপর (এবার ফিরাও মোরে—রবি)। **এবারের মত**—এ যাত্রায় ; এ জন্মের মত (এবারের মত বিদায়)।

এবারৎ—[আঃ ইবারৎ] বি রচনারীতি, style ; বর্ণনাপদ্ধতি (তমসুকের এবারৎ), মুসাবিদা। **এবারত-এ-রঙ্গীন, ইবারত-ই-রঙ্গীন**—অলঙ্কারপূর্ণ রচনা। [ব্যবহৃত)।

এবে—ক্রি. প. এখন, উপস্থিত ক্ষেত্রে (কাব্যে

এবেলা—এসময়, এইবার, এখন (এবেলা যাবার যোগাড় কর) ; দিবসের এই অংশে (চাল যা আছে তাতে এবেলা চলবে) ; সকালবেলা (বিপরীত—ওবেলা)। **এবেলাকার**—এবেলার।

এম. এ.—[ইং M. A., Master of Arts] বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ উপাধি বিশেষ ; উক্ত উপাধিধারী ব্যক্তি ; উচ্চশিক্ষিত বলিয়া পরিচিত (বি. এ.-এম. এ'র দল)।

এম. ডি.—[ইং M. D.—Doctor of Medicine] চিকিৎসাবিদ্যায় উচ্চতম উপাধি।

এমত—এরূপ, এমন (বর্তমানে অপ্রচলিত)।

এমন—এরূপ, ঈদৃশ, এহেন (এমন সুযোগ, এমন দিনে তারে বলা যায়—রবি ; এমন দুরন্ত ; এমন আর কোথায় পাবে ; এমন কপাল) ; সন্দেহ (এমন কি ক্ষতি হয়েছে ; এমন কি আর করেছি)। **এমনই**—এতই মন্দ বা ভাল (এমনই পোড়া অদৃষ্ট ; জলের এমনই গুণ)। **এমন কি**—অধিক কি বলিব (এমন কি, গায়ে হাত তুলেছ)। **এমন কিছু**—বিশেষ কিছু। **এমনটি**—এমন দ্বিতীয়টি। **এমনতর, এমন ধারা**—এই ধরণের। **এমন-তেমন**—সাধারণ, অগ্রাহ্য করিবার মত (এমন-তেমন লোক নয়) ; বেগতিক, বিপদের সম্ভাবনা (এমন-তেমন দেখলে সরে পড়বে)।

এম. বি.—[ইং M. B.—Bachelor of Medicine] ডাক্তারী উপাধি বিশেষ।

এমান, এমাম, এমারৎ—ই-দ্রঃ।

এমুখো—প. এদিকে আসিতে উদ্যত ; (আর যে এমুখো হওনা—আর যে এদিকে আস না ; ব'লে দিচ্ছি আর এমুখো হ'য়োনা—আর এদিকে আসবার চেষ্টা ক'রো না বা এস না)।

এমুড়া-ওমুড়া—অব্য. এপ্রান্ত হইতে ওপ্রান্ত পর্যন্ত ; এ মাথা থেকে ও মাথা পর্যন্ত।

এম্নি—এমনই বা এমনি ; তীক্ষ্ণতা বা প্রচণ্ডতাজ্ঞাপক (এম্নি তিতো ; এম্নি দৌড় ; এম্নি ঘুম)

এযাবৎ—অব্য. এপর্যন্ত, একাল পর্যন্ত।

এয়ার—ইয়ার দ্রঃ। **এয়ার বন্ধু**—বাজে-কাজে বা গল্পগুজব করিয়া সময় কাটাইবার সঙ্গী ; কুকাজের সঙ্গী।

এয়ারিং—ইয়ারিং দ্রঃ।

এয়িস্ত্রী, এয়েস্ত্রী—এয়ো। **এয়ো**—সধবা স্ত্রী। [আয়ুষ্মতী]। **এয়োত, এয়োতী** (আইঅত—অবৈধব্য) অবৈধব্য। **এয়োজাত**—এয়োদিগের উৎসব বিশেষ। **এয়োরাণী**—এয়ো ও রাণীর মত ভাগ্যবতী (জন্ম এয়োরাণী হও)।

এর—সর্ব. ইহার ; এই লোকের। **এরপর**—ইহার পর ; এমন অপ্রীতিকর ঘটনার পর।

এরা—ইহারা। **এদের**—ইহাদের।

এরকা—বি. নলখাগড়া; হোগলা। (সং)।

এরণ্ড—বি. ভেরেণ্ডা গাছ, বেড়ি গাছ। [সং]। **এরণ্ডতৈল**—রেড়ির তেল।

এ রসে—উপস্থিত রসে, উপস্থিত আমোদ-প্রমোদে; রসাল আলাপ আলোচনায় বা পান চা ইত্যাদি সেবনে (এ রসে বঞ্চিত দাস গোবিন্দ—উপস্থিত রসে অংশ গ্রহণ করিতে বক্তার বিনীত অসম্মতি জ্ঞাপন)।

এরারুট—[ইং arrow-root] বি এক প্রকার গাছড়ার মূল ও তাহার পালো (রোগীর পথ্য)।

এরূপ—এই প্রকার; এই মূর্তি।

এলা—ক্রি. অবহেলা করা, অনাদর করা (পেট ভরলে মণ্ডা এলে; গঙ্গা মড়া এলে না)। (গ্রা)।

এলা—বি. যাহা মুখের দুর্গন্ধ দূর করে, এলাইচ; বা এলাচি। [ইল্ (ছুড়িয়া ফেলা) + অ + আপ্]।

এলাইচ—এলাচ।

এলাকা—[আ: ই'লাকা = সম্বন্ধ] ইলাকা দ্রঃ। **এলাকাধীন**—এলাকার অন্তর্ভুক্ত।

এলাকাড়ি,-কাঁড়ি, আলাকাড়ি—বি. শিথিলতা, ঢিলেঢালাভাব; সচেতনতার অভাব। **এলাকাড়ি দেওয়া**—গা না করা।

এলাচ, এলাচি—বি. সুগন্ধ বীজযুক্ত ফলবিশেষ (মসলায় ব্যবহৃত)। [এলা]

এলানো—ক্রি. এলাইয়া দেওয়া, আলগা করা (বর্ষা এলায়েছে তার মেঘময় বেণী—রবি); ণ. আবাঁধা ('—সিক্ত কেশ')। **এলায়িত**—এলানো (খোঁপা)।

এলাম, এলেম—আসিলাম।

এলাহি, এলাহী—ইলাহি দ্রঃ। **এলাহি কাণ্ড-কারখানা**—বড় রকমের আয়োজন।

এলি—আসিলি।

এলীকা—ছোট এলাচ। [সং]

এলুমিনিয়াম—[ইং Aluminium] ঘাতসহ লঘু শ্বেত ধাতুবিশেষ। ইহার বাসনাদি খুব প্রচলিত।

এলে—আসিলে (তুমি এলে); আসিলে পরে (তুমি এলে আমি যাব); অবহেলিত হয়; অবহেলা করে (এলা দ্রঃ)।

এলে—অস. ক্রি. বাঁধন আলগা করিয়া, ত্যাগ করিয়া। **এলে দেওয়া**—শিথিল করিয়া দেওয়া (ধান ভানিবার সময় এলে দেওয়া—গড়ের ধান মাঝে মাঝে নাড়িয়া দেওয়া); শাসন শিথিল করা, আশাভরসা ছাড়িয়া দেওয়া (বাপ-মা ছেলেটাকে এলে দিয়েছে)। (এলা দ্রঃ)।

এলেকা, এলেক্কা—এলাকা দ্রঃ।

এলেঙ্গা—মাছ বিশেষ।

এলেম—[আঃ ই'লম] বি. বিদ্যা, জ্ঞান, দক্ষতা। **এলেমদার**—বিদ্বান, সুদক্ষ। **এলেমবাজ**—বিদ্যার প্রয়োগে নিপুণ; কার্যকুশল। **তালেব-এলম্**—ছাত্র।

এলো—ণ. আসিল। **এলো-এলো**—এখনি আসিয়া পড়িবে—এই ভাব। **এলো ব'লে**—আসিতে আর দেরী নাই।

এলো—ণ. এলায়িত, এলানো। **এলোকেশী**—যে নারীর কেশ আলুলায়িত। **এলো-খেলো**—আলু-থালু, বিশৃঙ্খল। **এলোধাবাড়ি, এলোপাতাড়ি**—বিশৃঙ্খলভাবে, যথেচ্ছভাবে (এলোপাতাড়ি কাজ করলে কাজ এগোয় না, এলোধাবাড়ি মার)। **এলোপাতাড়ি দৌড়**—দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হইয়া দৌড়, যেদিক সামনে পড়ে সেই মুখেই দৌড়। **এলোমেলো**—বিশৃঙ্খল, অসংলগ্ন পূর্বাপর-সম্বন্ধহীন, দিক্‌দেশহীন (এলোমেলো কথা, বাতাস, চিন্তা); ছড়ানো, অগোছালো (এলোমেলো সংসার)।

এষণ—[ইষ্ (অন্বেষণ করা, গমন করা)+ অনট্] বি. অন্বেষণ; লৌহময় বাণ; শস্ত্রের দ্বারা পুঁজাদির অপসারণ। **এষণা**—কামনা (পুত্রৈষণা)। **এষণীয়**—কাম্য। **এষা**—বি. এষণা। ণ. বাঞ্ছিতা; অন্বেষণযোগ্যা। **এষিতা-(তৃ)**—অভিলাষী। **এষ্যক্রিয়া**—শলাকা দ্বারা ক্ষতের গভীরতা পরীক্ষা, probing।

এস, এসো—আগমন কর, আইস; অবতীর্ণ হও; দ্বন্দ্বে অবতীর্ণ হও।

এস্পার-ওস্পার, এস্পার কি ওস্পার—চূড়ান্ত মীমাংসা, হেস্তনেস্ত (একটা এস্পার-ওস্পার হ'য়ে যাক; আর দেরী করা যায় না, এস্পার কি ওস্পার যা হোক একটা কিছু ক'রে নিতে হবে)।

এস্‌রাজ, এসরার—তারের বাজনা বিশেষ (ছড়ি দিয়া বাজানো হয়)।

এসিড—[ইং acid] অম্ল, তেজাব।

এশিয়া, এসিয়া—[ইং Asia] এশিয়া মহাদেশ (ইহার পশ্চিমে ইউরোপ ও আফ্রিকা, পূর্বে প্রশান্ত মহাসাগর)। **এশিয়াবাসী (-সিন্)**—এশিয়ায় যাহার জন্ম ও বাস।

এসেন্স—[ইং essence] বি. ইউরোপীয় প্রক্রিয়ায় প্রস্তুত গন্ধসার।

এসেসার—[ইং assessor] বি. সম্পত্তির মূল্য নিরূপণ করিয়া যিনি কর ধার্য করেন।

এস্তাহার, এস্তেহার—ইস্তাহার দ্রঃ।

এস্তেমাল, এস্তমাল—ইস্তেমাল দ্রঃ।

এহেন—ণ. ঈদৃশ, এমন (এহেন পিতার এমন কুলাঙ্গার পুত্র ; এহেন নিমকহারাম)।

এহো—ইহাও, এও (প্রভু কহে এহো বাহ্য আগে কহ আর—চৈ চ.)।

ঐ

ঐ—বাংলা স্বরবর্ণের দশম বর্ণ ; অ এ এই দুই স্বরের যুক্তরূপ, ব্যঞ্জনবর্ণের সহিত যুক্ত হইলে ইহার রূপ হয় ৈ, যথা—ক্+ঐ=কৈ।

ঐ—ণ. অব্য. সেই, পূর্বোক্ত, নির্দিষ্ট বিষয় বস্তু বা ব্যক্তি (ঐ বিষয়, ঐ লোক) ; দূরে স্থিত কিন্তু ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ('ঐ যে তরী দিল খুলে' ; ঐ বাঁশী বাজে ; ঐ আসে) ; অস্পষ্টভাবে মনে পড়িতেছে এমন বিষয় বা ব্যক্তি (ঐ যায় কথা কাল ব'লছিলে)।

ঐকতান—বি. অনেক যন্ত্রের বিচিত্র সুরের মিলন, concert. [একতান+অ]

ঐকপত্য—[একপতি+ষ্ণ্য] বি. একাধিপত্য।

ঐকবাক্য—বি. বক্তব্যের একতা ; একাভিপ্রায়।

ঐকমত্য—বি. মতের ঐক্য। [একমতি+য]

ঐকল্য—বি. এককত্ব। [একল+য]

ঐকাগ্র্য—বি. একাগ্রতা। [+য]।

ঐকাত্ম্য—বি. পার্থক্যরাহিত্য, অভেদ। [একাত্ম

ঐকান্তিক—ণ. একনিষ্ঠ ; সবিশেষ ; দৃঢ়। [একান্ত+ষ্ণিক]। বি. **ঐকান্তিকতা**।

ঐক্য—বি. একত্ব, মিল, বিরোধের অভাব। [এক+য]। ('ঐকান্তা' অসাধু)।

ঐক্ষব—ণ. ইক্ষুজাত, এখো। [ইক্ষু+অ]

ঐছন, অইছন—ণ., ক্রি-ণ. ঐরূপ।

ঐচ্ছিক—ণ. ইচ্ছা-অনুযায়ী ইচ্ছাধীন, optional. [ইচ্ছা+ইক]। (বিপঃ. আবশ্যিক)।

ঐণিক—বি. যে হরিণ শিকার করে। [এণ+ইক]। **ঐণেয়**—মৃগচর্ম ; কৃষ্ণসারের চর্ম। [এণ+ষ্ণেয়]।

ঐত—উহাই ত (ঐ ত দোষ) ; নির্দেশিত (ঐ ত দেখা হইতেছে)।

ঐতরেয়—বি. ঋগ্বেদের অংশবিশেষ।

ঐতিহাসিক—বি., ণ. ইতিহাসজ্ঞ ; ইতিহাস-সম্বন্ধীয়, ইতিহাস-বর্ণিত। [ইতিহাস+ষ্ণিক]

ঐতিহ্য—বি. ঐতিহাসিক ধারা বা কথা ; পরম্পরা-গত চিন্তা ও সংস্কার, tradition (জাতির ঐতিহ্য)। [ইতিহ+য]

ঐন্দ্র—ণ. ইন্দ্র সম্বন্ধীয় ; মেঘপতিত। [ইন্দ্র+অ]

ঐন্দ্রজালিক—ণ. ইন্দ্রজাল সম্বন্ধীয়। বি. জাদুকর, magician. [ইন্দ্রজাল+ষ্ণিক]

ঐমত—ঐপ্রকার ; সেইরূপ।

ঐন্দ্রলুপ্তিক—ণ. ইন্দ্রলুপ্ত (টাক) সম্বন্ধীয় ; টেকো।

ঐযা—ভুল স্মরণে (ঐযা, ছাতা ফেলে এসেছি) ; দুঃখ বিরক্তি ইত্যাদি প্রকাশক (ঐযা, মোকো ছেড়ে দিল)।

ঐরাবত—বি. ইন্দ্রের হস্তী। [ইরাবৎ+অ]

ঐশ, ঐশিক—ণ. ঈশ্বর সম্বন্ধীয়। স্ত্রী. **ঐশী** (ঐশীশক্তি)। [ঈশ+অ, ষ্ণিক]

ঐশ্বর, ঐশ্বরিক—ণ. ঈশ্বর সম্বন্ধীয়, দিব্য, divine। [ঈশ্বর+অ, ষ্ণিক]।

ঐশ্বর্য—বি. ধনসম্পত্তি, বৈভব ; প্রভাব-প্রতিপত্তি (ঐশ্বর্যবান্, ঐশ্বর্যশালী) ; অষ্টবিধ অলৌকিক শক্তি—অণিমা, লঘিমা, ব্যাপ্তি, প্রাকাম্য, মহিমা, ঈশিত্ব, বশিত্ব, কামাবসায়িত্ব। **ঐশ্বর্যগর্ব**—টাকার অহঙ্কার। **ঐশ্বর্যগর্বিত**—বৈভবের প্রাচুর্যের জন্য গর্বিত। **ঐশ্বর্যান্বিত**—ঐশ্বর্য-সম্পন্ন। (**ষড়ৈশ্বর্য**—সমগ্রপ্রভুত্ব পরাক্রম যশঃ সম্পৎ জ্ঞান ও বৈরাগ্য)। [ঈশ্বর+য]।

ঐষীক—ণ. ইষীকা-সম্বন্ধীয় (ইষীকা দ্রঃ)।

ঐহলৌকিক—ণ. ইহলোক-সম্বন্ধীয়। [ইহ-লোক+ষ্ণিক]

ঐহিক—ণ. ইহকালের (ঐহিক সুখ)। [ইহ+ষ্ণিক]। **ঐহিকদর্শী** (-র্শিন্)—যাহার ইহকালের সুখদুঃখ যার চিন্তার বিষয় ; ইহকাল-সর্বস্ব। (বিপরীত—পারত্রিক)।

ও

ও—বাংলা স্বরবর্ণের একাদশ বর্ণ; অ উ যোগে উচ্চারিত হয়; ব্যঞ্জনবর্ণের সহিত যুক্ত হইলে ইহার রূপ হয় 'ো'; সম্বন্ধ, অস্তিত্ব, ব্যবধান, তন্নিমিত্ত ইত্যাদি অর্থে প্রত্যয়রূপে ব্যবহৃত হয় (জলো, বুনো, মেছো), সম্বোধনে (ওমা, ও দাদা)।

ও—সর্ব. সে, ঐ ব্যক্তি; ঐ বস্তু; ঐ বিষয়। (ও কে? ওটা রাখ; ও কিছু না); অব্য. এবং; ণ. ঐ। [ওই গায়)।

ওই—অদূরে, ঐ (ওই লোকটি; ওই তারা,

ও-ও—ইহাও-উহাও, উভয় (সাপও মরে লাঠিও না ভাঙ্গে, গোদার পা-ও মাথায় খসখসের পা-ও মাথায়; শ্যামও রাখি কুলও রাখি, এ-ও কি হয়)।

ওঃ—অব্য. যন্ত্রণা, পরিতাপ, ক্ষোভ ইত্যাদি গভীর অনুভূতি-জ্ঞাপক (ওঃ মাথায় কি যন্ত্রণা; ওঃ এই ছিল কপালে)।

ওঁ—সম্ভ্রমার্থে (ওঁকে, ওঁর)।

ওঁ, ওম্—বি. প্রণব, ওঙ্কার, ব্রহ্মের প্রতীক।

ওঁকার—ওঁ এই ধ্বনি।

ওঁচলা—বি. শস্যের ঝাড়িয়া ফেলা অসার অংশ, আবর্জনা (বাং)।

ওঁচা, ওঁছা—ণ. উপেক্ষিত, হেয়, অধম, নিতান্ত বাজে (জাতে হয়ত মেথর হবে কিংবা নেহাৎ ওঁচা—বর্বি; এমন ওঁচা কাজও করে)। [উচ্ছ ?]।

ওঁচানো—ক্রি. উত্তোলন করা, মারিবার বা ভয় দেখাইবার জন্য লাঠি-আদি তোলা, উঁচানো।

ওঁৎ—ওত দ্রঃ।

ওঁয়া-ওঁয়া—সদ্যোজাত শিশুর কান্না।

ওক—উকি দ্রঃ। **ওক ওঠা**—বমনের বেগ হওয়া। ওয়াক দ্রঃ।

ওকড়া—বি. গাছ বিশেষ, তাহার ফল বা পাতা।

ওকালৎ, ওকালতি—[আ. বকালৎ] বি উকিলের ব্যবসায়, পক্ষসমর্থন (ওকালতি করতে এসেছ)। **ওকালতী**—ণ. উকিলের, উকিলসুলভ। **ওকালত-নামা**—উকিলরূপে নিয়োগের দলিল আমমোক্তারনামা, power of attorney.

ওকি—বিস্ময় ও প্রশ্নসূচক, সে কি।

ওকুপ্, -ফ্—[আ. বকুফ] বি. কাণ্ডজ্ঞান, বিবেচনা (আক্কেল-ওকুপ্ লোপ পেয়েছে; বে-ওকুফ)।

ওকে—সর্ব উহাকে। সম্মানে—ওঁকে।

ওক্ত, ওকত্—[আ. বখ্ত] বি. সময়, নির্দিষ্ট সময় (পাঁচ ওক্তের নামাজ)।

ওখড়ানো—উখড়ানো দ্রঃ।

ওখদ- বি. ঔষধ। (প্রা. বাং)।

ওখানে—সন্নিধানে; বাসস্থানে, অঞ্চলে (তোমাদের ওখানে একবার যাব), ওই স্থানে।

ওগয়রহ—[আঃ বগ'য়রহ] অব্য. ইত্যাদি, প্রভৃতি, এবং, অন্যান্য।

ওগরা—বি. একত্রে সিদ্ধ করা চাল-ডাল (সাধারণতঃ রোগীর খাদ্য)। [বাং]

ওগরানো, ওগলানো, উগরানো—ক্রি. বমন বা উদ্গিরণ করা; বাধ্য হইয়া লুকানো কিছু বাহির করিয়া দেওয়া (গিলেছিলে এখন ওগরাও); বি. আদল, প্রতিমূর্তি (মেয়ে যেন মায়ের ওগরানো); ণ. উদ্গীর্ণ ('—ভাত')।

ওগো—সম্বোধনবাচক অব্যয়, আবেগ উচ্ছ্বাস ইত্যাদি প্রকাশক, সমাদরে স্বামী ও স্ত্রীর পরস্পরের প্রতি সম্বোধন (ডাকের সেরা 'ওগো' —সত্যেন দত্ত); অনেকক্ষেত্রে ওগো অনির্দেশ্যতা-ব্যঞ্জক (ওগো কাকে জানাব আমার মনের কথা)।

ওঙ্কার—বি. প্রণব, সকল মন্ত্রের আদি বীজ, ব্রহ্মের প্রতীক। [ওম্+কার]

ওছি—[আঃ বসি] অছি দ্রঃ। **ওছিয়ৎনামা**—উইল, will.

ওজঃ (ওজস্)—বি. তেজ; বল দীপ্তি; উদ্দীপনা; রচনার চিত্ত-উদ্দীপনী গুণ; সমাসবাহুল্য।

ওজন—[আঃ বজন] বি তৌল পরিমাপ, পরিমাণ; ক্ষমতা সঙ্গতি (আপনার ওজন বুঝিয়া চল); গুরুত্ব, গভীরতা (কথার ওজন, বিদ্যার ওজন)। **ওজন-করা**- আন্তরিকতা-বর্জিত, উচ্ছ্বাসবর্জিত ওজন-করা ভালবাসা; ওজন-করা কথা। **ওজন-ছাড়া**—বেহিসাবী, বিচারবিবেচনাহীন। **ওজন দরে**—ওজন হিসাবে গণ্য হইতে নয়, কাপ ওজন দরে বিক্রয় হইতেছে); অফুরন্তভাবে নয় পরিমিতভাবে

(মিষ্টমুখে ভুবন-ভরা হাসি ওঠে শেষে ওজনদরে মিলে—রবি)।

ওজর—[আঃ উ'জ্‌র্] বি আপত্তি, কারণ দর্শানো, বাহানা; ছল (কোন ওজর চলিবে না)। **ওজর-আপত্তি**—আপত্তি, অজুহাত দেখানো।

ওজস্বল—ণ. তেজস্বী, বীর্যবন্ত। [ওজস্+বল]। **ওজস্বিতা**—তেজস্বিতা। **ওজস্বী (-স্বিন্)**—বলশালী, বিক্রমশালী, বলিষ্ঠ; উদ্দীপক (ওজস্বী বাক্য)। স্ত্রী. **ওজস্বিনী**।

ওজু—[আঃ বদু'] বি. নামাজ বা কোরানপাঠ ইত্যাদির পূর্বে দৈহিক পবিত্রতা সাধনের জন্য 'নিয়ত' অর্থাৎ সংকল্প গ্রহণপূর্বক হাত-মুখ পা-আদি ধৌত করণ (এই ধৌতির বিশেষ পদ্ধতি আছে)।

ওজুহাত—[আঃ বদু'হাৎ—কারণসমূহ] বি. ওজর, কারণ দর্শানো, বাহানা, ছল।

ওজোগুণ—বি. রচনার গুণ বিশেষ (গাম্ভীর্য, উদ্দীপনা ইত্যাদি)। [ওজস্+গুণ]

ওজোন—[ইং Ozone] বি অম্লজান সার।

ওঝা—[সং উপাধ্যায়] বি. যে মন্ত্রাদি পড়িয়া সাপের বিষ নামায় অথবা নামাইতে চেষ্টা করে; ব্রাহ্মণের উপাধি বিশেষ; মন্ত্রাদির সাহায্যে যে ভূতগ্রস্তের চিকিৎসা করে, রোজা।

ওটকানো—উটকানো দ্রঃ।

ওটকিস্তি—উঠকিস্তি।

ওটা—উক্ত বা নির্দেশিত বস্তু বা বিষয়; ওই বস্তু বা বিষয় (ওটা যথাস্থানে রেখে দাও)।

ওঠবন্দী—উঠবন্দী দ্রঃ। **ওঠবন্দী জোত**—আবাদ করিলে খাজনা দিতে হইবে, না করিলে সে বৎসরের মত খাজনা দিতে হইবে না—এরূপ বন্দোবস্তের জোত।

ওঠা—উঠা দ্রঃ। **ওঠ-বোস করা**—কয়েক বার ক্রমাগত উঠা ও বসা (শাস্তি বা ব্যায়াম)। **ওঠ-বোস করানো**—হুকুম দিয়া উঠানো ও বসানো; একেবারে আজ্ঞাধীন করা (নতুন গিন্নী বুড়ো কর্তাকে বেশ ওঠ-বোস করাচ্ছেন)। **ওঠা-নামা**—উত্থান-পতন; উন্নতি-অবনতি; চড়া-কমা। **ওঠা-পড়া**—উত্থান-পতন।

ওঠানো—উঠানো দ্রষ্টব্য।

ওড়—বি. জবা ফুল। [ওড্র]। **ওড় মালা**—জবাফুলের মালা। **গলায় ওড় মালা দেওয়া**—মূর্খজ্ঞানে উপহাস করা, অপমান করা (বলির ছাগের গলায় জবাফুলের মালা দেওয়া হয়—বোধ হয় তাহা হইতে)।

ওড়ং—বি. নারিকেলের মালা দিয়া তৈরি হাতা (গুড় তৈরির সময় ব্যবহৃত হয়)। [বাং]

ওড়ন-পাড়ন—পাতিয়া শুইবার ও গায়ে দিবার বস্ত্র; উঠানো এবং পাতা। [চাদর।

ওড়না—(ওঢনা দ্রঃ) স্ত্রীলোকের গায়ে দিবার

ওড়ব, উড়ব—রাগের শ্রেণী বিশেষ—সাত সুরের মধ্যে পাঁচটি মাত্র ব্যবহৃত হয় (যথা: হিন্দোলরাগে ঋ ও প বাদ)। (তুঃ সম্পূর্ণ, খাড়ব)।

ওড়া—ক্রি. গাত্রাবরণরূপে ব্যবহার করা (চাদর ওড়া)। উড়া (তাহা দ্রঃ)।

ওডিকলোন—[ফ্রে. Eau-de-Cologne] জার্মানীর কোলন নগরে প্রথম প্রস্তুত সুগন্ধি।

ওড়িয়া—বি. উড়িষ্যার লোক; উড়িষ্যার ভাষা।

ওড্র—উৎকল দেশ, উড়িষ্যা; ওড় পুষ্প। [সং]

ওঢ়না, ওঢ়নি, ওঢ়নী—ওড়না; স্ত্রীলোকের গায়ের পাতলা চাদর ('শীতের ওঢনী পিয়া')।

ওত—[ওতু=বিড়াল] বি. বিড়ালের মত শিকারের প্রতীক্ষা, থাপ (ওত পাতা)। **ওতআত**—অন্ধিসন্ধি। **ওতেঘাতে চলা**—শিকারকে সতর্ক করা না হয় এমন ভাবে সন্তর্পণে চলা; বিপক্ষকে জব্দ করিবার সুযোগের অন্বেষণ করা। **ওত পাতা**—শিকারের প্রতীক্ষায় থাকা।

ওত—ণ. বোনা, বয়নকৃত। [আ-বে+ক্ত]। **ওতপ্রোত**—(ওত=টানা, +প্রোত=পোড়েন —টানা ও পোড়েন উভয়তঃ) অন্তর্ব্যাপ্ত, সর্বত্র ব্যাপ্ত; পরস্পর-সংগ্রথিত বা সংমিশ্রিত (ওত-প্রোত ভাবে বিজড়িত)।

ওতরানো—উৎরানো দ্রঃ।

ওথলানো—উৎলানো দ্রঃ।

ওদন—বি. অন্ন, সিদ্ধ চাউল, ভাত। **ওদন-প্রাশন**—অন্নপ্রাশন।

ওদা, ওদী, ওদো—[সং উদ=জল] ণ. মচমচে বা খাস্তা নয়, ভিজা, নরম, মিয়ানো (ওদা মুড়ি)।

ওধার—ওদিক। **ওধারে যাও**—সরে যাও, দূরে যাও। **ওনাদের**—উঁহাদের।

ওনাকে—(প্রা.) ওঁকে। **ওনার**—উঁহার।

ওপড়ানো—উপড়ানো দ্রঃ।

ওপর—উপর দ্রঃ।

ওপার—অন্যপার; সংসারের পরপার (ওপার

থেকে এপার পানে খেয়া নৌকা বেয়ে, ভাগ্য নেয়ে দলে দলে আনছে ছেলেমেয়ে—রবি)।

ওবা—উব, উবা দ্রঃ।

ওম্—বি. প্রণব, ওঙ্কার। [সং] [ওম নেই)।

ওম, উম—[সং উষ্ণ] বি. উষ্ণতা (পুরান লেপে

ওমরা, ওমরাহ্, উমরাহ্—[আ. উম্‌রাহ্—আমীরের বহুবচন] বি. সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি, দরবারী, বড়লোক। উমরা দ্রঃ।

ওমা—বিস্ময় ভয়, ঘৃণা ইত্যাদিসূচক অব্যয় (সাধারণতঃ স্ত্রী-ভাষায়—ওমা, এমন কাণ্ড কেমন করে ঘটল)। (পুরুষরা সাধারণতঃ বলে 'ও বাবা')।

ওয়াক—বি. বমনের শব্দ ('এসো না উজান যেন, দোহাই, ওয়াক !'—দীনবন্ধু); বমন ('সর্বদা ওয়াক ছদি সদা মুখে জল'—ভারতচন্দ্র)।

ওয়াক্‌ফ্—[আঃ বক্‌ফ] বি. ধর্মার্থে অথবা লোকসেবার্থ মুসলমানী-আইন-অনুমোদিত দান (ইহা এক শ্রেণীর ট্রাস্ট)। **ওয়াকফনামা**—ওয়াকফের শর্তাদি সম্বলিত দানপত্র।

ওয়াকিফ, ওয়াকেফ—[আঃ বাকীফ্] বি যে ওয়াক্‌ফ্ করে; যে খবর রাখে, অভিজ্ঞ; বিদিত। **ওয়াকিফহাল, ওয়াকিবহাল**—যে প্রকৃত অবস্থা জানে; কোন ব্যাপার সম্বন্ধে সবিশেষ অবগত (ওয়াকিফহাল মহল)।

ওয়াক্ত—(ওক্ত দ্রঃ) বি. সময় (পাঁচওয়াক্ত নামাজ—পাঁচবার নির্দিষ্ট সময়ের নামাজ)।

ওয়াক্তি, ওয়াক্তিয়া—ণ. সময়মত, সময়ের।

ওয়াচ—[ইং watch] পকেটঘড়ি। **রিষ্ট-ওয়াচ**—হাতে বাঁধা ঘড়ি।

ওয়াজ—[আঃ বা'য'] বি. উপদেশ, বক্তৃতা; (মুসলমান ধর্ম ও সামাজিক উন্নতি বিষয়ক বক্তৃতা। **ওয়াজ-নসিহত**—ধর্ম-সম্পর্কিত বক্তৃতা ও উপদেশ)। **ওয়ায়েজ**—এরূপ বক্তৃতাকারী; বাগ্মী।

ওয়াজিব, ওয়াজেব—[আঃ বাজীব] কর্তব্য, প্রয়োজনীয়, ন্যায়সঙ্গত ('—কথা')। (ফরজ—প্রত্যাদিষ্ট, অবশ্য কর্তব্য। ওয়াজিব—প্রত্যাদিষ্ট কর্মাবলীর অন্তর্ভুক্ত নয়, কিন্তু প্রয়োজনীয় ও করণীয়)।

ওয়াড়—বি. বালিশ লেপ ইত্যাদির খোল। [বাং]

ওয়াদা—[আ. ওয়া'দা] বি. প্রতিশ্রুতি, মেয়াদ (দুই মাসে শোধ করিব এই ওয়াদায় টাকা লইয়াছি); কথা দেওয়া। **ওয়াদা খেলাপ করা**—প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করা, কথা না রাখা।

ওয়াপস—[ফা. বাপস্] বি. ফেরৎ ('—দেওয়া')।

ওয়ার—(উয়ার দ্রঃ) বি. পুরাপুরি কাটিয়া ফেলা, তরবারির আঘাত। **কাটিয়া ওয়ার করা**—কাটিয়া সাফ্ করা; রক্তারক্তি করা। **কাটিয়া ওয়ার হওয়া**—অনেকটা কাটিয়া যাওয়া।

ওয়ারিশ, ওয়ারিস,-রে—[আঃ বারিস্] বি. উত্তরাধিকারী। **ওয়ারিশান**—উত্তরাধিকারিগণ, পুত্রপৌত্রাদি। **বে-ওয়ারিশ, লা-ওয়ারিশ**—নিঃসন্তান; উত্তরাধিকারীহীন।

ওয়ারেন্ট—[ইং warrant] বি. গ্রেপ্তারী পরোয়ানা (তাহার নামে ওয়ারেন্ট জারি হইয়াছে), পরোয়ানা (থানাতল্লাসীর ওয়ারেন্ট)। (কথ্যভাষায় : **ওয়ারিন**)।

-ওয়ালা—[হিঃ বালা] অন্য শব্দের সহিত যুক্ত হইয়া মালিক, প্রস্তুতকারক, কর্মী ইত্যাদি বুঝায় (দুধওয়ালা, বাড়ীওয়ালা, পাহারাওয়ালা)। স্ত্রী. **ওয়ালী**। বাংলায় য়ালা, য়ালী; ওলা, ওলী ইত্যাদি রূপেও ব্যবহৃত হয়।

ওয়ালেদ—[আঃ বালদ] বি. পিতা। **ওয়ালেদা**—মাতা। **ওয়ালেদায়েন**—পিতামাতা।

ওয়াশীল—[আঃ বাসি'ল] উশুল (দ্রঃ) **ওয়াশীল-বাকি**—খাজনা অথবা প্রাপ্য যাহা আদায় হইয়াছে ও যাহা বাকি আছে। **ওয়াশীলাৎ**—আদায়সমূহ; (আদালতী ভাষায়) জমি অবৈধ দখলের ফলে পাওয়া লাভ, mesne profits (ওয়াশীলাতের নালিশ)।

ওয়াস্তা—[আঃ বাস্‌ত'] বি. সম্বন্ধ; অপেক্ষা; উপায় (তবে থাকিবেনা কোন চক্ষুলজ্জা রবে না কারো ওযাস্তা—দ্বিজেন্দ্রলাল, একটা ওয়াস্তা যাতে হয় তাই করুন)।

ওয়াস্তে—জন্য (আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে খয়রাৎ কর)। **আপকাওয়াস্তে**—আপনার জন্য; আপ্তগরজী (আপকেওয়াস্তে দ্রঃ)।

ওয়াহাবী, ওহাবী—[আঃ বাহ্'হ'বী] অষ্টাদশ শতাব্দীর আরব দেশীয় ধর্মসংস্কারক আবদুল ওয়াহাব-এর অনুবর্তী (এই মতাবলম্বী মুসলমানেরা হজরত মোহম্মদের প্রাত্যহিক আচার-ব্যবহারের একান্ত অনুবর্তন অবশ্যকর্তব্য জ্ঞান করেন)।

ওয়েটিং রুম—[ইং Waiting room] রেল ষ্টেশনে যাত্রীদের বিশ্রাম কক্ষ।

ওর—বি. অন্ত, শেষ (হামার দুখক নাহি ওর—বিদ্যাপতি)। [হি.]। **ওর-পার**—সীমা সংখ্যা।

ওর—সর্ব. উহার।

ওরফে, ওর্ফে—[আঃ উ'র্‌ফ্] বি. ডাক নাম, নামান্তর, alias (দাউদ ওরফে দাদু)।

ওরম্বা, ওড়ম্বা—(ভ্রমরের মত পুষ্প হইতে পুষ্পান্তরে ওড়ার ভাব) ণ. কাজে মন না দিয়া যে খেলাইয়া বেড়াইয়া ফেরে; নিষ্কর্মা লম্পটপ্রকৃতির। (কোন কোন অঞ্চলে 'ওলাম্বরে' প্রচলিত)।

ওরে—সম্বোধনে ব্যবহৃত, তুচ্ছার্থে অথবা আদরে (ওরে কে আছিস, ওরে আমার বাছা)। **ওরে বাসরে, ওরে**—অত্যন্ত বিস্ময়কর ও ভীতিকর (ওরে বাসরে! কি কড়কড় শব্দ, ওরে কত বড় সাপ; ব্যঙ্গেও ব্যবহৃত হয়—ওরে বাসরে, কি প্রতাপ)।

ওরে—উহাকে (সাধারণতঃ কাব্যে ব্যবহৃত)।

ওল—বি. তরকারি রূপে ব্যবহৃত কন্দবিশেষ। [আ-উল্দ্‌+ক]। **বুনো ওল**—অযত্নে জাত ওল (খাইলে গাল ও গলা অত্যন্ত কুট-কুট্ করে ও ফুলিয়া উঠে; ভাল ওলে তাহা হয় না)। **যেমন বুনো ওল তেমনি বাঘা তেঁতুল**—(ওল খাইয়া গলা ধরিলে টক খাইলে সারে) দুর্বৃত্তকে সায়েস্তা করিবার উপযুক্ত কড়া শাসন বা শাসক; যেমন কুকুর তেমনি মুগুর।

ওলট-কম্বল—গুল্মজাতীয় গাছ, পাতা স্থলপদ্মের মত, ফুল রক্তবর্ণ, উলটামুখে ঝোলে—ইহার বীজ জরায়ুর ব্যাধি, অর্শরোগ প্রভৃতিতে ব্যবহৃত হয়।

ওলট-পালট—উলট-পালট দ্রঃ।

ওলদে—ওয়ালেদ, পিতা ('হানিফ ওলদে করিম' =Hanif, son of Karim.)।

ওলন—বি. নামা, অবতরণ। [ওলা=নামা]। **ওলন-দড়ি**—গাঁথনির মাপ ও খাড়াই পরীক্ষার কাজে রাজমিস্ত্রিদের দ্বারা ব্যবহৃত ভার-সংযুক্ত সুতা, plumb line।

ওলন্দাজ—[ফ্রে. Hollandaise] বি. হল্যাণ্ড দেশের লোক, Dutch.

ওলপ, উলপ—বি. হাঁড়ির মুখ বন্ধ-করা ময়দার প্রলেপ। [বাং]।

ওলা—ক্রি. নামা, অবতরণ করা (শুকনো ভাত গলা দিয়ে ওলে না)। উলা দ্রঃ।

ওলা—বি. মিশ্রির সাদা লাড়ু বিশেষ; খেজুরের শেষের কাটের রসের গুড়।

ওলাইচণ্ডী—ওলাবিবি দ্রঃ।

ওলাউঠা—(ওলা=নামা, পেট নামা+উঠা=বমন) ভেদবমন, কলেরা।

ওলান—বি. গাভীর স্তন, পালান।

ওলানো—ক্রি. নামানো; ভেদ হওয়া।

ওলাবিবি—ওলাউঠার দেবতা (হিন্দুরা ওলাইচণ্ডী বলে, মুসলমানেরা ওলাবিবি বলে)।

ওলি, অলি—[আ. বলি] বি. নাবালকের অভিভাবক, দরবেশ। **ওলি-ওছি**—নাবালকের ব্যক্তিগত অভিভাবক ও তাহার সম্পত্তির রক্ষক।

ওলো—মেয়েদের পরস্পরের প্রতি প্রীতির সম্বোধন। (তুচ্ছার্থে লা। কি লা)।

ওল্টানো, ওশ, ওশারা, ওশোরা—উল্টানো, ওস, ওসারা দ্রঃ।

ওষধি, -ধী—[ওষ (উষ্ণ)—ধা+কি] বি. ফল পাকিলে মরে এমন উদ্ভিদ্ (ধান, কদলী, কলাই, সরিষা ইত্যাদি)। **ওষধিগর্ভ**—(ওষধির উৎপত্তি যাহা হইতে) চন্দ্র ও সূর্য। (ষষ্ঠী তৎ)। **ওষধিজ**—ওষধি হইতে জাত, ঔষধ; (ওষধি-জাত) অগ্নি। **ওষধিনাথ**—ওষধিপতি, চন্দ্র, সোমলতা।

ওষানো—ওসানো দ্রঃ।

ওষুধ—বি. ঔষধ। **ওষুধ করা**—চিকিৎসা করানো; প্রতিকার করা, কবচ বা মন্ত্রাদির দ্বারা স্বামী বশ করা।

ওষ্কানো—উস্কানো দ্রঃ।

ওষ্ঠ—বি উপরের ঠোঁট। [উষ্‌+থ]। **ওষ্ঠপুট**—মিলিত ওষ্ঠাধর। **ওষ্ঠাগতপ্রাণ**—মৃতপ্রায়; উত্যক্ত, ব্যতিব্যস্ত। **ওষ্ঠাধর**—দুই ঠোঁট।

ওষ্ঠ্য—ওষ্ঠ হইতে উচ্চারিত (ওষ্ঠ্য বর্ণ)। [ওষ্ঠ+য]

ওস, ওসা—শিশির (ওস পড়া আরম্ভ হইয়াছে)। (প্রাদে)।

ওসানো—উসনো দ্রঃ।

ওসার—বিস্তৃত, চওড়া; প্রস্থ, চওড়াই। [প্রসার]

ওসারা, ওশারা—[সং উপশালা] বি. বারান্দা।

ওস্কানো—উস্কানো দ্রঃ।

ওস্তাগর—[ফা. উস্তাদগর] বি. রাজমিস্ত্রী।

ওস্তাদ—[ফা. উস্তাদ্] বি. ণ. গুরু, আচার্য, সঙ্গীতজ্ঞ; নৃত্যকলাদিতে অভিজ্ঞ উপদেষ্টা;

চালাক; ডেঁপো, ফাজিল (ছেলেটা ত ওস্তাদ হয়ে উঠেছে দেখছি)। **ওস্তাদগিরি**—কোন কলা বা কৌশল শিক্ষাদান। **ওস্তাদি**—বি. ভারতীয় সঙ্গীতে নৈপুণ্য; চালাকি; কেরামতি (ওস্তাদি মারা, দেখানো)। **ওস্তাদী**—ণ. ওস্তাদের; ওস্তাদসুলভ ('ওস্তাদী গান')।

ও হরি—অব্য. পূর্ব ধারণার বিপরীত কিছু দেখিয়া বিস্ময় প্রকাশ (ও হরি এই রাজার বাড়ী! তেম্‌নি—ও আল্লা! ও খোদা!)

ওহাবী—ওয়াহাবী দ্রঃ।

ওহী—[আঃ বহী] বি. স্বর্গীয় বাণী, প্রত্যাদেশ; প্রেরণা। **ওহী নাজেল হওয়া**—স্বর্গীয় বাণী অবতীর্ণ হওয়া, প্রত্যাদেশ লাভ করা। (কোরআনের মতে ওহী বা প্রত্যাদেশ স্বর্গীয় দূতের সাহায্যে লাভ হইতে পারে অথবা অন্তরে অনুভূত হইতে পারে)। [অপরকে)।

ওহে—অব্য. সম্বোধনসূচক শব্দ (গুরুজন ভিন্ন

ওহো—অব্য. বিস্ময় দুঃখ ক্ষোভ ইত্যাদি ব্যঞ্জক।

ঔ

ঔ—বাংলা স্বরবর্ণের দ্বাদশ বর্ণ; অ এবং ও এই দুই স্বরের যোগে উচ্চারিত; ব্যঞ্জনবর্ণের সহিত যুক্ত হইলে ইহার ৌ এই আকার হয়, যথা ক্‌+ঔ=কৌ।

ঔক্ষ—ণ. বৃষ সম্বন্ধীয়; বৃষশ্রেণী। [উক্ষা+অ]।

ঔগ্র—[উগ্র+অ] বি. উগ্রতা, তীব্রতা, ঔদ্ধত্য।

ঔঘট, ঔঘাট—[সং. অবঘট্ট] বি. আঘাটা।

ঔচিত্য—বি. উপযুক্ততা, যোগ্যতা। [উচিত+ষ্ণ্য]

ঔচ্চ, ঔচ্চ্য—বি. উচ্চতা, উৎকর্ষের ভাব। [উচ্চ +অ, য]।

ঔজস্য—বি. বীর্যবত্তা, তেজস্বিতা। [ওজস্‌+য]।

ঔজ্জ্বল্য—বি. উজ্জ্বলতা, দীপ্তি, চাকচিক্য। [উজ্জ্বল+ষ্ণ্য]।

ঔড়ব—ণ. ওড়বজাতীয়, পাঁচটি স্বরবিশিষ্ট ('-রাগ)।

ঔড্র—বি. উৎকলাধিপতি। [ওড্র+অ]

ঔৎকণ্ঠ্য—বি. উদ্বেগ, অস্থিরতা। [উৎকণ্ঠ+ষ্ণ্য]।

ঔৎকর্ষ—[উৎকর্ষ+ষ্ণ] বি. বিকাশ; বৃদ্ধি; শ্রেষ্ঠতা।

ঔৎসুক্য—বি. কৌতূহল; আগ্রহ; ব্যগ্রতা।

ঔদরিক—বি. ণ. পেটুক; উদরসম্বন্ধীয়। [উদর +ষ্ণিক]।

[উদার+ষ্ণ্য]।

ঔদার্য—বি. উদারতা, মহানুভবতা, অসংকীর্ণতা।

ঔদাসীন্য—বি. অমনোযোগ, উপেক্ষা; অনাসক্তি। [উদাসীন+ষ্ণ্য]। [উদাস+ষ্ণ্য]।

ঔদাস্য—বি. বৈরাগ্য; অমনোযোগ; উপেক্ষা।

ঔদ্ধত্য—বি. ধৃষ্টতা, অবিনয়, অহঙ্কার, স্পর্ধা। [উদ্ধত+ষ্ণ্য]।

ঔদ্বাহিক—ণ. বিবাহ-সম্বন্ধীয়; বিবাহকালে লব্ধ (ধন বা দ্রব্যাদি), বি. স্ত্রীধন। [উদ্বাহ+ষ্ণিক]।

ঔদ্ভিজ্জ, ঔদ্ভিদ—ণ. উদ্ভিদ্‌-সম্বন্ধীয়; উদ্ভিদ্‌ হইতে জাত; সৈন্ধব লবণ। [উদ্ভিজ্জ+অ; উদ্ভিদ্‌+অ]।

ঔপদেশিক—ণ উপদেশ-সংক্রান্ত; উপদেশ দ্বারা অর্জিত (জীবিকা, ধনাদি)। [উপদেশ+ষ্ণিক]।

ঔপনায়নিক—বি. ণ উপনয়ন-বিষয়ক; উপনয়নকারক। [উপনয়ন+ষ্ণিক]।

ঔপনিধিক—বি. উপনিধিরূপে রক্ষিত দ্রব্য; বিশ্বাসপূর্বক নিহিত দ্রব্য। [উপনিধি+ষ্ণিক]।

ঔপনিবেশিক—ণ. বি. উপনিবেশ-সম্বন্ধীয় (—স্বায়ত্ত-শাসন); উপনিবেশ-জাত; বি. উপনিবেশ করে যে ব্যক্তি। [উপনিবেশ+ষ্ণিক]

ঔপনিষদ—বি. ণ. উপনিষদ্‌ হইতে যাহাকে জানা যায়, ব্রহ্ম; উপনিষৎ-সম্বন্ধীয়। [উপনিষদ্‌ +অ]।

ঔপন্যাসিক—বি উপন্যাসকার। ণ. উপন্যাস-সম্বন্ধীয়। [উপন্যাস+ষ্ণিক]।

ঔপপত্তিক—ণ. যুক্তিতর্কের দ্বারা প্রমাণিত; সিদ্ধান্ত-বিষয়ক। [উপপত্তি+ষ্ণিক]

ঔপম্য—বি. সাদৃশ্য (আত্মৌপম্য)। [উপমা +ষ্ণ্য]।

ঔপসর্গিক—ণ. উপসর্গসংক্রান্ত; উপদ্রববিষয়ক। [উপসর্গ+ষ্ণিক]।

ঔপাধিক—ণ. উপাধি অর্থাৎ বাহ্যলক্ষণ-বিষয়ক (ঔপাধিক ভেদ); অনিত্য। [উপাধি+ষ্ণিক]

ঔরস, ঔরস্য—ধর্মপত্নীর গর্ভে স্বয়ং-উৎপাদিত

পুত্র ; বীর্যজাত, বীর্য, পিতৃত্ব (পবন-ঔরসজাত)। স্ত্রী—**ঔরসী**। [উরস্+অ, ষ্ণ]।

ঔর্ণ—ণ. উর্ণাবিষয়ক ; পশমী। [ঊর্ণা+অ]।

ঔর্ধ্বদেহিক, ঔর্ধ্বদৈহিক—ণ. মৃত্যুর পরে অনুষ্ঠিত কর্মাদি—অগ্নিসংস্কার, গঙ্গায় অস্থিদান, শ্রাদ্ধ ইত্যাদি। [ঊর্ধ্বদেহ+ষ্ণিক]।

ঔর্ব—বি. ঊর্বমুনির ঊরুজাত, বাড়বানল। মুনি-বিশেষ। [ঊর্ব+অ]। ণ. পার্থিব। [উর্বী+অ]।

ঔর্বাগ্নি—বি বাড়বাগ্নি ; পৃথিবীগর্ভ হইতে নির্গত অগ্নি ; আগ্নেয়গিরির আগুন। [ঔর্ব+অগ্নি]।

ঔষধ—বি যাহাতে রোগ নাশ হয় বা আরোগ্য লাভ হয় (ম্যালেরিয়ার ঔষধ) ; প্রতিকার (এ ব্যাধির ঔষধ নাই)। [ওষধি+অ]। **ঔষধ-পথ্য**—ঔষধ ও পথ্য। **ঔষধাজীব**—ঔষধব্যবসায়ী। **ঔষধালয়**—ঔষধ বিক্রয়ের স্থান। **ঔষধি** (বাং)—ঔষধের গাছ। **ঔষধীয়**—ঔষধঘটিত।

ঔষ্ঠ্য—ণ ওষ্ঠের দ্বারা উচ্চারিত (উ, ঊ, ও, ঔ, প-বর্গ, ব)। [ওষ্ঠ+ষ্ণ]

ক

ক—ব্যঞ্জনবর্ণমালার কবর্গের প্রথম বর্ণ ; কয়, কত (ক'টাকা, ক'বৎসর) ; অল্পার্থে (**মানবক ; ছোটকা**) ; সতর্কীকরণ, যেন, কেন (**ডাক্তারে** যা বলে বলুক না'ক রাখ রাখ খুলে রাখ, শিয়রের ওই জানালা দুটো—রবি ; ছিন্নমালার ভ্রষ্ট কুসুম ফিরে যাসনেক কুড়াতে—রবি)। **ক অক্ষর গোমাংস**—ক অক্ষর যার পক্ষে অস্পৃশ্য বা অনুচ্চার্য, অক্ষরজ্ঞানহীন, নিরেট মূর্খ। **কখ-র বই**—প্রাথমিক পাঠ্য। **ক খ**—নিতান্ত প্রাথমিক পরিচয় বা জ্ঞান (বিজ্ঞানের কখ)।

কই, কৈ—অব্য. কোথায়, (কই গো তোমরা) ; প্রত্যাশিতের অসদ্ভাবে (কই গেলে না তো) ; অস্বীকারে (কৈ আমিত বলিনি) ; আদরে (আমার চাঁদ কৈ)।

কই, কৈ—বি. মাছবিশেষ। [সং কবয়ী]। **কইজালা, কৈজালা**—কৈ ধরিবার জাল।

কই—কহি (মনের কথা কই)। **কইয়ে**—ণ. যে কথা শুনাইয়া দিতে পারে, মুখের উপর কথা বলিতে পারে (বড় কইয়ে তুই)। **কইয়ে-বলিয়ে**—যে কইতে বলতে বেশ পারে ; সুবক্তা।

কইলা, কইলে—ণ. তিন মাসের অনধিক বয়স্ক গরুর বাছুর। [কপিলা]

কইসর—[আ. ক'য়্স'র্, ল্যা. Cæsar] সম্রাট (জার্মানীর কইসর)।

কএক ; কএদ—কয়েক ; কয়েদ দ্রঃ।

কওয়া—ক্রি. বলা, প্রকাশ করা। **কওয়ার কথা নয়**—অতিশয় দুঃখের বা লজ্জার কথা।

কওলানো—[আ. ক'ওল—কথা] ক্রি. কহানো, বলানো (কুলীন কওলানো—কুলীন বলিয়া পরিচিত করানো)।

কওসর—[আ. কওথর] বি. বেহেশ্‌তের একটি নদীর নাম যাহা হইতে সমস্ত নদীর উৎপত্তি ; অফুরন্ত কল্যাণ-ধারা (কান্না সাথে বাঁচতে জনম চাও যদি কওসর অমিয়—নজরুল)।

কংগ্রেস—বি. ভারতের সুপরিচিত রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান। ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে স্থাপিত ; প্রধানতঃ ইহার আন্দোলনের ফলে ১৯৪৭ খৃষ্টাব্দে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা লাভ হয়। ইহার পুরা নাম ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস। মার্কিন যুক্তরাজ্যের ব্যবস্থা-পরিষদ। [ইং Congress]

কংফুচী—[ইং Confucius] চীনদেশীয় মহাপুরুষ কংফুচ-এর মতাবলম্বী।

কংশ, কংস—মহাভারতোক্ত মথুরার রাজা, (কৃষ্ণবিদ্বেষী)। **কংশহা** (-হন্), **কংশজিৎ**—কংশ-বিজয়ী শ্রীকৃষ্ণ।

কংস—বি. তামা ও রাঙ্গের মিশ্রিত ধাতু, কাঁসা, bell-metal ; তৈজসপত্র ; সোনা-রূপার পাত্র ; পানপাত্র। [সং]। ণ. কাংস্য। **কংসক**—হীরাকস। **কংসকার**—কাঁসারী।

ককানো—ক্রি. দমবন্ধ হইয়া কাঁদা ; কাতরতা প্রকাশ করা (কেঁদে ককিয়ে—কাঁদা দ্রঃ)। বি. **ককানি**।

ককার—ক-বর্ণ।

ককুঞ্জল—চাতক পাখী।

ককুৎ, ককুদ্—বি. ষাঁড়ের ঝুঁটি, hump। [ক-কু-কিপ্]। **ককুৎস্থ**—সূর্যবংশীয় রাজা (কথিত আছে বৃষরূপ ইন্দ্রের ককুদে স্থান গ্রহণ করিয়া ইনি অসুরবধ করেন)। **ককুদ**—পর্বতচূড়া; ষাঁড়ের ঝুঁটি; ছত্র চামরাদি রাজচিহ্ন; ধর্মপত্নী; শ্রেষ্ঠ। [ক+কু-দা+ক]। [বিশেষ। [সং]

ককুভ—বি. গানের সুর বিশেষ; দিক্; বেদচ্ছন্দ

কক্ষ—বি প্রকোষ্ঠ, কামরা, ঘর; বগল; কোমর, কাঁকাল (ঘটকক্ষে রাঙ্গাঠোঁটে নিতিনিতি যারা জল আনে—শশাঙ্কমোহন); গ্রহাদির পরিভ্রমণ-পথ, orbit; (কক্ষচ্যুত গ্রহ) প্রতিযোগিতা; হাতী বাঁধার রজ্জু বা শিকল। [কষ্+স]।

কক্ষচ্যুত, কক্ষভ্রষ্ট—কক্ষ হইতে বিচলিত। **কক্ষতল**—গৃহতল, মেজে। **কক্ষপুট**—বগল। **কক্ষণ**—কখনও।

কক্ষা—কক্ষ (সকল অর্থে); হাসপাতালের বিভাগ, ward. **কক্ষাধিপাল**—ward-master. **কক্ষান্তর**—অন্য কক্ষ বা গৃহ। **কক্ষাপট**—কৌপীন। **কক্ষাপাল**—warder **কক্ষাবেক্ষক**—অন্তঃপুরের প্রহরী, দারোয়ান।

কখন—অব্য. কোন্ সময় (কখন এলে); কতক্ষণ, অনেকক্ষণ, অর্থাৎ বহুক্ষণ পূর্বে (বড় ক্ষুধা পেয়েছে, সেই কখন খেয়েছি)। **কখনই, কখনও, কখনো**—কোন কালেই, কোন অবস্থাতেই (আর কখনো এমন কাজ করব না; তোমার এই অভিযোগ কখনই সত্য নয়)। **কখনো-কখনো**—কোন কোন সময়ে বা অবস্থায়, sometimes (কখনো কখনো বেড়াইতে বাহির হইতাম)।

কখান—অল্প কয়েক খণ্ড; কয়েক খণ্ড বা টুকরা (শীর্ণ দেহ, হাড় ক'খান দেখা যাচ্ছে; লুচি ক'খান খেতে পারবে)।

কঙ্ক—বি. কাঁকপাখী, হাড়গিলা; বিরাট-গৃহে অবস্থানকালে যুধিষ্ঠিরের ছদ্মনাম। [কন্‌ক্+অচ্]

কঙ্কণ—(কন্ কন্ ধ্বনি হয় যে আভরণে) হাতের গহনাবিশেষ, কাঁকন, খাড়ু (কঙ্কণ পঁইচি খুলে ফেল সখিনা—নজরুল); ভূষণ; বিবাহকালে হাতে যে সূতা বাঁধা হয়; শিরোভূষণ (কবিকঙ্কণ)।

কঙ্কণী, কঙ্কণীকা—বি. ছোট ঘুঙুর।

কঙ্কত, কঙ্কতিকা, কঙ্কতী—বি. কেশমার্জন, চিরুণী, কাঁকই। **কঙ্কত**—কানকো, gills.

কঙ্কপত্র—বি বাণ, তীর। [সং]। **কঙ্কমুখ**—চিম্‌টা; সাঁড়াশি। [সং]

কঙ্কর—বি. ক্ষুদ্র পাথরের টুক্‌রা, শিলাচূর্ণ, কাঁকর (gravel)। [কং-কৃ+খ]

কঙ্করোল—বি. কাঁকরোল গাছ ও ফল (চিরুণীর দাঁতের মত কাঁটা সব গায়ে)।

কঙ্কাল—বি. হাড়পাঁজরা বা দেহের খাঁচা, অস্থি-পঞ্জর, skeleton। [কন্‌ক্+কালন্]। **কঙ্কালমালী (-লিন্)**—মহাদেব, শিব, হর। **কঙ্কালমালিনী**—কালী। **কঙ্কালসার**—ণ. অতিশয় শীর্ণ।

কঙ্গুরা—বি. সৈন্যদের দুর্গপ্রাচীরের উপরে দাঁড়াইয়া যুদ্ধ করিবার মতো আশ্রয়, বুরুজ।

কচ্—অপেক্ষাকৃত নরম-কিছু ধারাল অস্ত্রে কাটিবার শব্দ। অস্ত্র খুব ছোট হইলে বলা হয় **কুচ্ কুচ্**; অস্ত্র ও কর্তিত টুকরা অপেক্ষাকৃত বড় হইলে বলা হয় **কচাৎ**; খাস্তা খাবার চিবাইবার শব্দ হইতে 'কচুরি'; বারংবার কর্তন হইতে 'কচ কচ' 'কুচ কুচ'; দ্বিধাহীন অস্ত্র চালনায় 'কচাকচ্'। **কচর কচর**—অভি-যোগ, একতরফা ভর্ৎসনা (কচর-কচর বগর বগর লেগেই আছে)। **কচ্‌কচি, কচকচানি**—কথা-কাটাকাটি, ঝগড়া। (অপেক্ষাকৃত কঠিন বস্তু কাটার শব্দকে বলা হয় কট্ কটাকট্ ইত্যাদি)।

কচ—বি. চুল, কেশ; বৃহস্পতির পুত্র। [কচ্+অচ্]। টেরাভাব, কোণাচে ভাব (চৌকাঠের কচ্ ভাঙ্গা—চৌকাঠ সমচতুষ্কোণ করিয়া বসানো); সরু আগা, কৎ; যাহা হইতে অঙ্কুর বাহির হইবে এমন কর্তিত শাখা (কচা দ্রঃ)। [বাং]

কচ কচি—কচ্ দ্রঃ। **ঢেঁকির কচ্‌কচি**—ঢেঁকির কচ্‌কচ শব্দের মত বিরক্তিকর কথাবার্তা।

কচগ্রহ—বি. কেশাকর্ষণ (কচ=কেশ)।

কচটানো—ক্রি. ণ. চট্‌কানো; কচলানো (লেবু কচটে তেতো করা)।

কচড়া—বি. হাতে পাকানো মোটা দড়ি। [বাং]

কচমা—ণ. অতি শিশু, অল্পবয়স্ক (কচমা ছেলে)।

কচলানো—ক্রি. রগড়ানো ('আঁখি কচালিয়া দেখে এ নহে স্বপন); মার্জনা করা, মর্দিত করা (হাঁড়ি কচলাইয়া ধোওয়া)। **লেবু**

কচলানো—নেবু বার বার মর্দিত করিয়া অল্প অল্প রস বাহির করা ; তাহা হইতে, হাঁ-না কোন কথা স্পষ্ট করিয়া না বলিয়া অথবা কথার সোজাসুজি উত্তর না দিয়া বিরক্তি উৎপাদন করা (নেবু কচলানো কথা)। **হাত কচলানো**—হাত দিয়া হাত চটকানো (অনুনয়-বিনয় সূচক)।

কচা—বি. কাটা কচি ডাল যাহা হইতে অঙ্কুর বাহির হইতে পারে (জিয়লের কচা)। [বাং]

কচাল—বি. অবনিবনাও, ঝগড়া, বিবাদ (কচাল করা)। ণ. **কচালে**—('কুট—')। [বাং]।

কচি—ণ. অল্পবয়স্ক, অপক্ব, কোমল (কচি ডাল; কচি পাঁঠা; কচি পাতা, কচি ছেলে)। **কচি খোকা,-খুকী**—অতি শিশু; (বিদ্রূপে) বয়স্ক লোক কিন্তু ব্যবহার অল্পবয়স্কের মত, ন্যাকা।

কচু—বি. কন্দ বিশেষ; কচু গাছ; কচু শাক, তুচ্ছতাসূচক (আসবে না কচু)। **কচুকাটা করা**—অশেষে ধ্বংস করা; ছিন্নভিন্ন করা। **কচু ঘেঁচু**—কচু ও তজ্জাতীয় নগণ্য শাক-সবজী (কচু-ঘেঁচু খাইয়া বাঁচিয়া আছে)। **কচু-পোড়া খাওয়া**—গালি বিশেষ, আশা করিয়া বঞ্চিত হওয়া। **কচুর মুখী**—কচুর মূল হইতে নির্গত অংশ।

কচুরি—বি. গোলাকার নিমকি জাতীয় খাবার; ডালের পুর-দেওয়া ঘিয়ে ভাজা ডালপুরী বিশেষ। **কচুরি পানা**—বেগুনী-ফুল-বিশিষ্ট অতিবৃদ্ধি-শীল জলজ উদ্ভিদ্ বিশেষ, water-hyacinth.

কচ্ছ—বি. জলা অঞ্চল, পর্বতের সন্নিহিত সমতল অঞ্চল, কাছাড়; পশ্চিম ভারতের কচ্ছ দেশ, Cutch; কচ্ছ দেশের ঘোড়া, কাছা (মুক্তকচ্ছ —কাছা-খোলা)। [কচ্+ছ]। **কচ্ছটিকা, কচ্ছাটিকা, কাচ্ছাটিকা**—কৌপীন, লেংট বা ল্যাঙ্গট। **কচ্ছপ**--[সং] বি. কাছিম, কূর্ম; কুস্তির প্যাঁচ বিশেষ। স্ত্রী. **কচ্ছপী**—স্ত্রী-কচ্ছপ; সরস্বতীর বীণা। **কচ্ছপিকা**—চর্মগ্রন্থি-রোগবিশেষ। **কচ্ছভূ,-ভূমি**—জলা অঞ্চল।

কচ্ছু—বি. খোস, পাঁচড়া। [সং]। **কচ্ছুর**—কচ্ছু-রোগগ্রস্ত।

কছম—[আ. কিস্‌ম্] বি. প্রকার, শ্রেণী, রকম। **হর-কছম**--হরেক রকমের। কসম-দ্রঃ।

কছবি, কছবী—[আ. কসব—বেশ্যাবৃত্তি] বি. বেশ্যা। [বিশেষ (বীরত্বের জন্য খ্যাত)।

কজলবাস,-বাশ, কিজিল-—তুর্কী গোষ্ঠি-

কজাই, কাজাই—[ফা. কজ্—বক্র] বি. ঘোড়ার লাগামের মুখের অংশ, কড়িয়ালি।

কজাওয়া—[ফা.] বি. উটের পিঠের জিন।

কজ্জল—বি. কাজল, অঞ্জন [সং.]। **কজ্জল-ধ্বজ**—প্রদীপ। [(পারা ও গন্ধকের তৈরি)।

কজ্জলী, কজ্জ্বলী—কবিরাজী ঔষধ বিশেষ

কজ্জ্বল—বি কাজল, ণ. কাজলবর্ণ (মেঘকজ্জ্বল দিবসে—রবি)।

কঞ্চি, কঞ্চিকা, কঞ্চী—[তুর্কী কম্‌চী] বি, বাঁশের সরু শাখা। বাঁশের চেয়ে কঞ্চি দড়)।

কঞ্চু, কঞ্চুক—বি. বর্ম; কাঁচুলি, জামা; সাপের খোলস; বস্ত্র বা আবরণ। [কন্‌চ+উ, উক]

কঞ্চুকী (-কিন্)—বি ণ অন্তঃপুর-রক্ষক সর্বকার্যকুশল বৃদ্ধ বিপ্র; খোজা; দ্বারপাল; বর্মধারী; সর্প (কঞ্চুক আছে এই জন্য)।

কঞ্চুলিকা, কঞ্চুলী—বি. কাঁচুলি, স্ত্রীলোকের বক্ষাবরণ, আঙিয়া [সং]

কঞ্জ—ণ. বি. জল হইতে জাত, পদ্ম; অমৃত, ব্রহ্মা। [কম্ (জল)—জন্+ড]।

কঞ্জক, কঞ্জন—ময়না পাখী।

কঞ্জনাভ—পদ্মনাভ, ব্রহ্মা।

কঞ্জুস, কঞ্জুষ—[বাং. কণ+চুষ—যে কণাও চোষে অত্যন্ত কৃপণ (**কঞ্জুসের ভাস্তাখোর**—a misers' pensioner)। বি. **কঞ্জুসপনা, কঞ্জুসি**।

কট্—শুষ্ক কঠিন ক্ষুদ্র বস্তু অথবা বড় বস্তুর ক্ষুদ্র টুকরা কাটিয়া ফেলিবার বা দাঁতে কাটিবার শব্দ। **কটাৎ**—অপেক্ষাকৃত বড় কঠিন বস্তু এক আঘাতে কাটিবার শব্দ। (**কটাস**—দাঁতে কাটিবার শব্দ)। (**কুটুর**—খুব ছোট কঠিন বস্তু বা টুকরা দাঁতে কাটিবার শব্দ, বিশেষ করিয়া ইঁদুরের; মানুষের বেলায় সাধারণতঃ বলা হয় **কুটুস**)।

কট—[সং বি. মাদুর, দরমা, তক্তা, শ্মশান, খাটিয়া (শবের); হস্তিগণ্ড, সময়বদ্ধ (কট-কবালা, কটে বাঁধা বাখা)

কটক— বি. পর্বতের সানুদেশ; রাজধানী; শিবির; সৈন্য; হাতীর দাঁতে পরানো বেড়; মেখলা; সামুদ্রিক লবণ; উড়িষ্যার জেলা ও শহর বি.। [সং]

কটকট—কন কন অপেক্ষা কঠোর অথবা কঠিন (মাথা কটকট করছে; কটকট করে কাটছিল)।

[বাং] ণ. **কটকটে**—কট-কট শব্দকারী, কঠোর, মমতাহীন (কটকটে ব্যাঙ ; কটকটে কথা)।

কটকবালা, কটকোবালা—বি. একপ্রকার বন্ধকী তমসুক, deed of mortgage by conditional sale (এই শর্তে বন্ধক দেওয়া যে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে গৃহীত অর্থ পরিশোধ করিতে না পারিলে সম্পত্তি উত্তমর্ণের অধিকারভুক্ত হইবে)। [সং+ফা.]

কটকিনা,-কেনা—বি. কড়াকড়ি নিয়ম, বাঁধা-বাঁধি; জেদ, প্রতিজ্ঞা; মেয়াদী ইজারা। [বাং]। **কটকিনা করা**—কোন নিয়ম পালনে অতিরিক্ত আগ্রহ দেখানো। **কটকিনাদার**—মেয়াদী ইজারাদার।

কটকী—ণ. কটকে জাত (কটকী জুতা)।

কটমট—দন্তে দন্তে ঘর্ষণ (দাঁত কটমট করা—ক্রোধে), রোষকষায়িত চক্ষু (কটমট করিয়া তাকাইল)। ণ **কটমটে**—নীরস (কটমটে ভাষা)। **কটমটি**—বি. ভাষার অপ্রাঞ্জলতা ও দুর্বোধ্যতা।

কটরমটর—শুষ্ক মটরাদি চিবাইবার শব্দ; লালিত্যহীন ভাষা বা উচ্চারণ।

কটরা, কটোরা—বি. বাটী, পেয়ালা। [হিন্দী]

কটা—ণ. রুক্ষ, পিঙ্গলবর্ণ; ফ্যাকাশে; কড়া। [বাং]। **কটাচোখ, কটাচোখো**—বিড়ালাক্ষ।

কটা—কয়টা (তুচ্ছার্থে—ঘাড়ে কটা মাথা)। **কটি**—(আদরে)।

কটাক্ষ—আড় চোখে চাওয়া; অপাঙ্গ দৃষ্টি; বক্রদৃষ্টি; প্রতিকূল ইঙ্গিত (এই কথায় পূর্ব-বর্তীদের প্রতি কটাক্ষ করা হইয়াছে)। **কটাক্ষে**—নিমেষে।

কটাগ্নি—বি. খড়ের আগুন।

কটারী, কাটারী—[সং কর্তরী] বি. ছোট দা।

কটাল, কোটাল—অমাবস্যায় বা পূর্ণিমায় সমুদ্রে ও নদীতে জলের স্ফীতি, জোয়ার (কটালের বান)। [বাং]। **মরা কটাল**—ভাঁটার অবস্থা। **ভরা কোটাল**—পূর্ণ জোয়ারের অবস্থা। [(অবজ্ঞায়) ; পিঙ্গল। [বাং]

কটাসিয়া, কটাসে—ণ. কটা-রং-বিশিষ্ট

কটাহ—বি. কড়াই (বক্ষের কটাহে সুধা দৈবী... দ্বিজেন্দ্রলাল)। [কট+আ-হন্+ড]

কটি,-টী—বি. কোমর, মাজা, শ্রোণিদেশ। **কটিতট**—কোমর, নিতম্ব। **কটিত্র**—কটিবস্ত্র; মেখলা। **কটিবন্ধ**—কোমরবন্ধ, belt; (ভূগোলে) বিষুবরেখার উভয় পার্শ্বের অঞ্চল, zone (উষ্ণ কটিবন্ধ, নাতিশীতোষ্ণ কটিবন্ধ, শীত কটিবন্ধ)। **কটিবসন, কটিবাস**—কটিবস্ত্র। **কটিবাত, কটিশূল**—কোমর ব্যথার রোগ, lumbago. **কটিভূষণ**—চন্দ্রহার, মেখলা। **কটিসূত্র**—ঘুনশি।

কটু—ণ. কড়া, কঠোর, অপ্রিয় (কটু কথা); ঝাল; উগ্র (কটু গন্ধ); বিস্বাদ। [কট্+উ]। **কটুকাটব্য**—কড়া কথা, গালি-গালাজ। **কটুকীট**—ডাঁশ। **কটুতা**—কড়া স্বাদ; কঠোরতা। **কটু তৈল**—সর্ষের তেল। **কটুত্রয়**—শুঁঠ পিঁপুল মরিচ এই তিনের মিশ্রণ। **কটুপাক**—লবণাক্ত। **কটুবাক্য, কটুভাষ**—দুর্বাক্য, গালি। **কটুভাষী**(-ষিন্)—পরুষভাষী। স্ত্রী. **কটুভাষিণী**। **কটুস্নেহ**—সর্ষের তেল। **কটূক্তি**—কড়া কথা; গালি। [কটু+উক্তি]।

কটোর,-রা—বি. পিতল কাঁসা ইত্যাদির বাটি; মাটির বাটি বা খোরা।

কট্‌্যার, কট্টার—[সং কর্তরী] বি. কাটারী।

কঠ, কঠোপনিষদ্—উপনিষদ্ বিশেষ।

কঠিকা—বি. খড়িমাটি; তুলসী।

কঠিন—[কঠ্ (কষ্টে বাঁচা)+ইন] ণ. শক্ত, ঘাতসহ (কঠিন মৃত্তিকা, লৌহ-কঠিন); নিষ্করুণ, সহানুভূতিহীন (কঠিন হৃদয়); পরুষ, রুক্ষ (কঠিন বচন, কঠিন হাসি); কষ্টকর, দুস্তর (কঠিন পথ); গুরুতর, খুব বেশী (কঠিন শ্রম); দুরূহ, দুর্বোধ্য, (কঠিন বিষয়, কঠিন গণিত-তত্ত্ব); ভয়ানক, বিষম (কঠিন স্থান কঠিন বিপদ, কঠিন প্রতিজ্ঞা)। (বি. কাঠিন্য)। **কঠিনচিত্ত, -প্রাণ, -হৃদয়**—ণ. নির্দয়।

কঠিনিকা—বি. খড়ি, chalk. [সং]

কঠোর—ণ. কঠিন (কঠোর সংকল্প, বচন, নিয়ম, শ্রম, হাসি (কিন্তু কঠোর স্থান, লৌহ, মাটি সাধারণত বলা হয় না; অবশ্য লৌহকঠোর বলা হয়)। **কঠোর কুঠার**—শাণিত ও নির্দয় কুঠার।

কড়কচ, করকচ—বি. সামুদ্রিক লবণ। [কড়ক]

কড়কড়—বজ্রপাতের শব্দ (মেঘের কড়কড়)।

কড়কড়ানো—ক্রি. ডিম পাড়িবার সময় হইলে মুরগীর উচ্চ কড়কড় শব্দ করা।

কড়কড়া, কড়কড়ি, কড়কড়ে—ণ. জল না দেওয়া শুষ্ক বাসি (বিপরীত পান্তা); বিশুষ্ক (এঁটো শুকাইয়া কড়কড়ে হইয়া লাগিয়াছে); দাঁতে চিবাইলে কড়কড় করে এমন (কড়কড়ে ভাজা); (কিন্তু 'কড়মড়' করিয়া চিবানো বলা হয়, লঘু ও খাস্তা হইলে বলা হয় 'কুড়মুড়' ভাজা)। [বাং]

কড়কানো—ক্রি. তাড়না করা, ধমকানো।

কড়ঙ্কর, কড়ঙ্গর—বি কুঁড়া, ভুষি। **কড়ঙ্করীয়, কড়ঙ্গরীয়**—(কড়ঙ্কর যাহাদের খাদ্য) গো-মহিষাদি। [প্রস্তুত ভিক্ষাপাত্র। [করঙ্ক]

কড়ঙ্গ—বি কমণ্ডলু; নারিকেলের মালার দ্বারা

কড়ঙ্গরীয়—কড়ঙ্কর দ্রঃ।

কড়চা—বি সূত্রাকারে লিখিত সংক্ষিপ্ত জীবন চরিত; সংক্ষিপ্ত ডায়ারি (গোবিন্দদাসের কড়চা); জমিদারি ও মহাজনিতে প্রজা খরিদ্দার ইত্যাদির ওয়াশীল ও বাকী সম্বন্ধে যে খাতায় বিস্তৃত বিবরণ থাকে। [বাং]

কড়তা, করতা—বি. যে পাত্রে বিক্রয়ের দ্রব্য আছে সেই পাত্রের ওজন (গুড়ের হাঁড়ির কড়তা বাদ দেওয়া), tare। [বাং]

কড়মড়—কঠিন বস্তু চর্বণের শব্দ, দন্তে দন্তে ঘর্ষণ (কড়মড়ি ভীম দন্ত লম্ফ দিয়া পড়ে বৃষস্কন্ধে—মধু)।

কড়মা—[সং করম্ভ] বি. দই-এর সহিত ময়দা ছাতু চিড়া কিংবা মুড়কি মিশ্রিত খাদ্যবিশেষ—মঙ্গলাচারে ব্যবহৃত হয় (দই-কড়মা)।

কড়ম্ব—[সং] বি শাকের ডাঁটা; কলমী শাক।

কড়া—বি. কপর্দক, কড়ি, এক পয়সার ২০ ভাগের এক ভাগ; অতি তুচ্ছ বা সামান্য (অবজ্ঞায়—এক কড়ার মুরোদ নেই)। [সং কপর্দক]। **কড়ায় গণ্ডায়**—অতি স্পষ্ট হিসাবমত (কড়ায় গণ্ডায় বুঝিয়া লওয়া)। **কড়ার ভিখারী**—কপর্দকহীন, অতি দরিদ্র।

কড়া—বি. কড়াই; আংটা। [কটাহ, কটক]

কড়া—[সং কটুক] ণ কঠোর, পরুষ (কড়া মেজাজ, কড়া কথা), উগ্রবীর্য (কড়া ঔষধ); তীক্ষ্ণ, প্রায় অসহ্য (কড়া রোদ); দুর্বলতা বা কোমলতা-হীন (কড়া হাকিম; কড়া পাহারা); স্বাভাবিকের চাইতে বেশী (কড়া খাটুনি; কড়া পাক, কড়া সুদ); কষ্টসহিষ্ণু (কড়া ধাত, কড়া জান)। বি. ক্রমাগত ঘর্ষণের ফলে চামড়ায় যে কাঠিন্য দেখা দেয় (কোদাল মেরে হাতে কড়া প'ড়ে গেছে; হাঁটাহাঁটি করতে করতে ত পায়ে কড়া পড়ল কিন্তু কাজ হাসিল হ'ল কৈ)। **কড়াকড়ি**—বাঁধাবাঁধি, অতিরিক্ত নিয়মনিষ্ঠা (অত কড়াকড়ি করতে যেও না, হিতে বিপরীত হবে)।

কড়াই—[সং কটাহ] বি হাঁড়ির চেয়ে অগভীর রান্নার পাত্র বিশেষ, [কলায] বি. কলাই, মটর।

কড়াইশুঁটি—মটরশুঁটি।

কড়াকিয়া, কড়ানিয়া—এক শত পর্যন্ত কড়ার হিসাব। [বাং]

কড়াকড়, কড়াক্কড়—ণ. ভীষণ, কঠোর ('—শাসন'); বি বজ্রধ্বনির মত শব্দ। বি **-ড়ি** [বাং] **কড়াক্রান্তি**—বি কড়া ও ক্রান্তি; অতি সামান্য মুদ্রা (ক্রান্তি = ১/৩ কড়া)।

কড়াৎ—চিবিবার কঠিন শব্দ; বজ্রপাতের শব্দ।

কড়ার—[আ. ক'রার] বি. প্রতিশ্রুতি, অঙ্গীকার (কড়ারে আবদ্ধ আছি)। ণ. **কড়ারী**—চুক্তি-অনুযায়ী, প্রতিজ্ঞা-অনুযায়ী। (গ্রাম্য ভাষায় 'কড়াল')।

কড়ি, কড়ী, কৌড়ি, কৌড়ী—বি. সমুদ্রজাত শম্বুকজাতীয় জীব বিশেষের খোলা, অর্থরূপে ব্যবহৃত ঐ দ্রব্য, কপর্দক। [বাং]। **কড়িখেলা**—কড়ির সাহায্যে খেলা বিশেষ। **কড়িপিচাশ**—অর্থপিশাচ, অতি কৃপণ। **কানাকড়ি**—ভাঙা কড়ি (অর্থরূপে অচল); অতি অকিঞ্চিৎকর দ্রব্য (কানাকড়ির মূল্য নাই)।

কড়ি—বি ছাদ ধারণ করিবার যোগ্য মোটা লম্বা কাঠ বা লৌহ, beam (কড়ির উপরে বিছানো অপেক্ষাকৃত সরু ও লম্বা কাঠ বা লৌহ-খণ্ডকে বরগা বলে); ঘরের আড়কাঠ। [বাং]

কড়ি—ণ (সঙ্গীতে) দুই স্বরের মধ্যবর্তী স্বরকে নিম্নতর স্বরের কড়ি বলে, যথা: **কড়িমধ্যম**—মধ্যম ও পঞ্চমের অন্তর্বর্তী স্বর।

কড়িয়া, কড়ে—ণ. কনিষ্ঠ, ছোট (কড়িয়া বা কড়ে আঙুল)। [বাং]। **ক'ড়ে মারা, ক'ড়ে দেওয়া**—আঙুলের খোঁচা দিয়া সচেতন করা। **কড়িয়া রাঁড়ী, কড়ে রাঁড়ী**—অল্প বয়সে বিধবা।

কড়িয়াল—ণ. কড়িওয়ালা, পয়সাওয়ালা, ধনশালী; বি গরদের শাড়ি বিশেষ। [বাং]

কড়িয়ালি—বি. ঘোড়ার মুখোস, লাগামের যে অংশ ঘোড়ার মুখে লাগানো থাকে। [বাং]

কডিসিল—[ইং codicil] উইলের ক্রোড়পত্র বা পরিশিষ্ট। [সরিষার তেল।

কড়ুয়া—ণ কটু, কড়া। **কড়ুয়া তেল**—

কণ—বি অতি ক্ষুদ্র অংশ (সলিলকণবাহী সমীরণ) । (স্ত্রী. কণা) ।

কণকণ, কনকন—ক্ষীণ তীক্ষ্ণ শব্দ ; শৈত্য বা বেদনার তীক্ষ্ণ অনুভূতি (শীতে হাড় কনকন করছে , দাঁত কনকন করছে) ; বি. **কনকনি, কনকনানি**।

কণা—বি. বিন্দু, অত্যল্প অংশ (জলকণা ; শস্যকণা; চাঁদের কণা) । [সং]। **কণাকার**—কণার আকার বিশিষ্ট, granular। **কণাটান, কণাটার**—যে কণা খুঁজিয়া ফিরে, খঞ্জন পাখী। **কণামাত্র**—বিন্দুমাত্র। (গ্রাম্য ভাষায় কোণা—খেজের কোণা বাণিজ্যের সোনা) ।

কণাদ—বি. যাহার আহারের পরিমাণ অতি অল্প ; বৈশেষিক দর্শনকার। [কণা+অদ+অন]

কণি, কুনি—নখের কোণ (কণি বা কুনি বসিয়া যাওয়া) ; (গ্রাম্য ভাষায় কেনি) ; বাক্সের কোণে যে লৌহ বা পিত্তলের পাত বসানো হয়।

কণিক—বি কণা ; ময়দা ; আরাত্রিক , ক্ষুদ্র অংশ, খুদ। স্ত্রী **কণিকা**। [কণ্ +কন্]

কণিত—বি রোদন, আর্তনাদ।

কণীয়ান্—বি. কনীয়ান্ দ্রঃ।

কণুই—[সং কফোণি] বি. কনুই, elbow।

কণ্টক, কণ্ট—বি কাঁটা (কণ্টকাকীর্ণ) , মাছের কাঁটা ; বিঘ্ন, বাধা ; শত্রু। **কণ্টকে বা কণ্টক দিয়া কণ্টক উদ্ধার করা**—শত্রু বা দুষ্ট লোকের দ্বারা অপর শত্রু বা দুষ্ট লোক দমন করানো) , অবাঞ্ছিত ব্যক্তি, লোকপীড়ক, দেশের শত্রু (কুলের কণ্টক, রাজ্যের কণ্টক) । [কনট্ +অক] **কণ্টকশয্যা**—অতি অস্বস্তিকর অবস্থা। বি. **কণ্টকিত**। **কণ্টকফল, কণ্টকীফল, কণ্টাল**—কাঁঠাল গাছ ; ধুতুরা গাছ, গোক্ষুর গাছ ; কাঁঠাল। **কণ্টকারিকা, কণ্টকারী**—কণ্টকবৃক্ষ বিশেষ, কণ্টিকারী (ঔষধে লাগে) । **কণ্টকাশন**—কণ্টকভুক্, উট (বাবলার কাঁটা খাইতে ভালবাসে বলিয়া) । [কণ্টক+অশন]। **কণ্টকিত**—কণ্টকযুক্ত ; রোমাঞ্চিত (কণ্টকিত কলেবর) । [কণ্টক+ইতচ্]। **কণ্টকী** (-কিন্)—অতিশয় কাঁটাযুক্ত ; ফলুই মাছ ; বেউড় বাঁশ ; কাঁটা বেগুন। **কণ্টকী ফল**—কাঁঠাল। **কণ্টকোদ্ধার**—কাঁটা বাহির করা ; শত্রু নিপাত ; চোর দস্যু প্রভৃতি দমন।

কণ্টপত্র—বৈঁচিগাছ। **কণ্টফল**—কাঁঠাল।

কণ্টী—গোক্ষুর।

কণ্ট্রাক্টর—[ইং contractor] বি. ঠিকাদার, যে ব্যক্তি কোন কাজ নির্দিষ্ট অর্থে ও সময়ে সম্পন্ন করিবার ভার লয়।

কণ্ঠ- [কণ্-শব্দ করা+ঠ] বি গলা, স্বরযন্ত্র (কণ্ঠাগত প্রাণ ; সুকণ্ঠ) ; গ্রীবা (কণ্ঠ পাকড়ি ধরিল আঁকড়ি দুই জনা দুই জনে—রবি) ; নিকট, প্রান্ত (উপকণ্ঠ) । **কণ্ঠ-কণ্ডূয়ন**—কিছু বলার জন্য উস্খুস্ করা। **কণ্ঠ-কুণিকা**—কণ্ঠের ন্যায় ধ্বনিকারক বাদ্যযন্ত্র। **কণ্ঠনাড়ী, কণ্ঠনালী**—গলনালী, gullet. **কণ্ঠনীলক**—মহাদেব ; ময়ূর। **কণ্ঠবদ্ধ, কণ্ঠলীন**—আলিঙ্গনবদ্ধ। **কণ্ঠভূষণ, কণ্ঠভূষা কণ্ঠাভরণ**—গলার অলঙ্কার ইঃ। **কণ্ঠমণি**—কণ্ঠের শোভাবর্ধক মণি অথবা মণিভূষণ। **কণ্ঠমালা**—হার, মালার মত অলঙ্কার বিশেষ। **কণ্ঠরোধ**—শ্বাসরোধ ; প্রতিবাদ-আদি না করিতে দেওয়া (মুদ্রাযন্ত্রের কণ্ঠরোধ)। **কণ্ঠরোল**—চীৎকার। **কণ্ঠলগ্ন**—আলিঙ্গিত, কণ্ঠাশ্লিষ্ট। **কণ্ঠশ্বাস**—ঊর্ধ্বশ্বাস। **কণ্ঠস্বর**—গলার আওয়াজ। **কণ্ঠহার**—হার। **কণ্ঠস্থ**—মুখস্থ, অতি অভ্যস্ত।

কণ্ঠা—কণ্ঠের পাশের অস্থিদ্বয়, অক্ষকাস্থি (দ্রঃ) **কণ্ঠা বাহির হওয়া**—কণ্ঠার হাড় দেখা দেওয়া (দুর্বল ও কৃশ হওয়ার লক্ষণ) ।

কণ্ঠি, কণ্ঠী—বি ছোট একনর কণ্ঠমালা ; বৈষ্ণব-বৈষ্ণবীদের কণ্ঠের তুলসীর মালা। **কণ্ঠি-ধারণ**—বৈষ্ণবদের তুলসীমালা তিলক চন্দন ইত্যাদি চিহ্ন ধারণ। **কণ্ঠি ছেঁড়া**—বৈষ্ণব সম্প্রদায় হইতে বাহির করিয়া দেওয়া। **কণ্ঠিধারী**—আনুষ্ঠানিকভাবে বৈষ্ণবসম্প্রদায়-ভুক্ত। **কণ্ঠিবদল**—বৈষ্ণব ও বৈষ্ণবীর কণ্ঠের মালা বিনিময়ের দ্বারা বিবাহ সম্পাদন ; মাল্য বিনিময়ের দ্বারা বিবাহ সম্পাদন।

কণ্ঠেকাল—বি. নীলকণ্ঠ, মহাদেব। (অলুক্)।

কণ্ঠ্য—ণ. কণ্ঠে উচ্চারিত (কণ্ঠ্যবর্ণ)। **কণ্ঠৌষ্ঠ্য**—কণ্ঠ ও ওষ্ঠ উভয়ের দ্বারা উচ্চারিত, ও ঔ।

কণ্ডন—বি. তুষ-নিষ্কাষণ, কাঁড়ানো। [কণ্ড্+

অনট্]। **কণ্ডনী**—যাহার দ্বারা চাল কাঁড়ানো হয়, মুষল অথবা উখলি।

কণ্ডূ—বি. চুলকানি, খোস। [সং]। **কণ্ডূয়ন, কণ্ডূতি**—বি. চুলকানি, কুটকুটুনি, itching (হস্তকণ্ডূয়ন ; কণ্ঠকণ্ডূয়ন)। **কণ্ডূয়মান**—যে চুলকাইতেছে।

কণ্ডোল—ধান্যাদি শস্য রাখিবার জন্য বাঁশ, নল ইত্যাদির দ্বারা তৈরি ডোল ; পেঁটরা।

কণ্ব—মুনিবিশেষ, শকুন্তলার পালকপিতা।

কণ্বি—(প্রাদেশিক) কুমন্ত্রণা, কানভাঙানি।

কৎ—[আঃ ক'ৎ] টেরচাভাবে কাটা কলমের মুখ ; নিব। **কৎকাটা**—কলমের মত টেরচাভাবে কাটা।

কত—ণ. ক্রি. ণ. সংখ্যা বা পরিমাণ-জ্ঞাপক (কত ফুল, কত মান) ; বহু, অনির্দিষ্ট (কত জন গেল কত জন এল ; 'কত কাল পরে বল ভারত রে') ; অত্যন্ত, অপরিসীম (কত যন্ত্রণা ; কত সুখ) ; কি দর (দুধ কত ক'রে)। **কত করিয়া, কত ক'রে**—বহু সাধাসাধনা করিয়া। **কত কত**—অনেক। **কত কি**—অনেক-কিছু, অভাবনীয় কিছু (কত কি ঘটিতে পারে)। **কতখান**—নানা প্রকার (কতখান ক'রে লাগানো)। **কতশত**—অসংখ্য। **কতক**—কিয়ৎ পরিমাণ, অল্পসংখ্যক (হারানো জিনিষ কতক পাওয়া গেছে, কতক ভাল কতক মন্দ)। **কতকটা**—কিছু পরিমাণে, খানিকটা। **কতক্ষণ**—কিছুক্ষণ, বহুক্ষণ (কতক্ষণ বসে আছি)। **কতনা**—বহু, অসংখ্য (কতনা যন্ত্রণা)।

কতবেল—কয়েৎবেল দ্রঃ।

কতমত—কত প্রকারে।

কতল—[আঃ ক'ৎল] বি. নরহত্যা ; অপরাধের জন্য হত্যা। **কতল করা**—হত্যা করা, অপরাধের জন্য হত্যা করা, সাবাড় করা। (বাংলায় উচ্চারণ সাধারণতঃ 'কোতল')।

কতলানো—ক্রি. কচলানো, কচটানো, রগড়ানো।

কতিপয়—ণ. কতকগুলি, কয়েক (কতিপয় দিবস, কতিপয় বৎসর)। [সং]

কত্তেক—কত (বর্তমানে তেমন প্রচলিত নহে)।

কত্তা—[সং কর্তা] বি. গৃহের অধিস্বামী (কত্তা-গিন্নী) ; জমিদার বা সম্মানিত ব্যক্তি (বড় কত্তা, ছোট কত্তা) ; ভৃত্য ও আশ্রিতদের প্রভুস্থানীয়দের প্রতি সম্বোধন (কত্তা কবে এলেন ; কত্তা এ মাছডা আট আনার কমে দিতি পারবোনা)। (আজকাল গ্রাম্যভাষায় অথবা ব্যঙ্গে ব্যবহৃত হয়)। **কত্তামো, কত্তামি, কত্তাত্তি**—বি. কর্তৃত্ব, সর্দারি।

কথক—[কথ্ (বলা) +ণক] বি. ব্যাখ্যাতা ; পুরাণাদি পাঠক। **কথক ঠাকুর**—যে ব্রাহ্মণ পুরাণাদি পাঠ ও ব্যাখ্যা করিয়া শোনান। **কথকতা**—পুরাণাদি পাঠ ও ব্যাখ্যা।

কথঞ্চিৎ, কথঞ্চন—অব্য. কোন প্রকারে, কোন উপায়ে ; কিন্তু বাংলায় সাধারণতঃ 'কিঞ্চিৎ' 'একটু' এই অর্থেই ব্যবহৃত হয় (কথঞ্চিৎ সুস্থ বোধ করিলেন)।

কথন—বি. উক্তি, ভাষণ, বলা। [কথ্ + অনট্]। ণ. **কথনীয়**—বলিবার উপযুক্ত বা যোগ্য।

কথা—বি. উক্তি, বাণী (মহাপুরুষের কথা) ; ভাষায় মনোভাব প্রকাশ করা (ছেলেটি কথা বলতে শিখেছে) ; উপাখ্যান, কাহিনী (মহাভারতের কথা) ; কল্পনামূলক বর্ণনা (কথামালা, কথা-সাহিত্য) ; প্রসঙ্গ ; প্রশংসা (তোমার কথা হচ্ছিল ; তার প্রিয়কবির কথায় বিভোর) ; তিরস্কার, কটুবাক্য (কথা শোনানো) ; প্রতিশ্রুতি (কথা দিয়েছ যেতেই হবে) ; অনুনয় (কথা রাখ) ; আদেশ, নির্দেশ (মায়ের কথা ঠেলোনা) ; আলাপ, বক্তব্য (তার সঙ্গে কোন কথা হয়নি ; চলে যেওনা কথা আছে) ; অভিপ্রায় (তার কথা হচ্ছে বিলাত সে যাবেই) ; বাচালতা (কথার রাজা) ; তুলনা (রাজার সঙ্গে যুগীর কথা) ; গোপনীয় ব্যাপার বা ভাবিবার বিষয় (এর মধ্যে কথা আছে) ; প্রয়োজন, বাধ্যবাধকতা (একাজ করতেই হবে এমন কি কথা আছে) ; ব্যাপার, বিষয় (এ কম কথা নয়) ; প্রবাদ (কথায় বলে) ; কৈফিয়ৎ, ওজর-আপত্তি (কোন কথা শুনব না) ; প্ররোচনা (ওর কথায় ভুল না)। **কথা কও**—অভিমান বা মৌনভাব ত্যাগ কর। **কথা কাটা**—যুক্তির দ্বারা খণ্ডন ; কথা অগ্রাহ্য করা **কথা কাটাকাটি**—তর্কাতর্কি, বচসা। **কথায় কান দেওয়া**—কাহারও নির্দেশ বা অনুরোধ অনুযায়ী কাজ করা। **কথাচালা**—কথা রটানো। **কথা চালাচালি**—বাদ-প্রতিবাদ ; লোকমুখে পরস্পরের কথা পরস্পরকে

জানানো। **কথাটি নেই**—মুখরতা বা ওজর-আপত্তি বর্জিত (ছোটবৌ সমস্ত দিন খেটে চলেছে, মুখে কথাটি নেই)। **কথা দিয়া কথা লওয়া**—কৌশলে কথার অবতারণা করিয়া অপরের মনোভাব জানা। **কথা দেওয়া**—প্রতিশ্রুতি দেওয়া। **কথা নড়া**—প্রতিশ্রুতির নড়চড় হওয়া। **কথা পাড়া**—প্রস্তাব করা। **কথা ফাঁস করা**—গোপন কথা বা প্রকৃত মনোভাব প্রকাশ করা। **কথা ফেলা**—প্রস্তাব করা; অনুরোধ পালন না করা। **কথা বাড়ানো**—অনর্থক বাগ্‌বিস্তার করা। **কথা বার করা**—ভিতরের কথা জানিয়া লওয়া। **কথা বেচে খাওয়া**—বাকচাতুর্যের দ্বারা জীবিকা অর্জন করা। **কথা মাত্র সার**—পরিণতিহীন বাগ্‌বিস্তার। **কথা শুনা**—কাহারও অনুরোধ অনুসারে কাজ করা। **কথা শুনানো**—ভৎ‍র্সনা করা, মুখের উপর অপ্রিয় কথা বলা। **কথা সরা**—বাক্যস্ফূর্তি হওয়া। **কথা সারা**—প্রসঙ্গ সমাপ্ত করা; কথার ত্রুটি সংশোধন করা। **কথায় কথা বাড়া**—কথাপ্রসঙ্গে বাগ্‌-বিতণ্ডার বৃদ্ধি। **কথায় কথায়**—প্রতিবাক্যে; কথাপ্রসঙ্গে, প্রসঙ্গতঃ। **কথায় কাজে মিল**—যেরূপ কথা সেরূপ কাজ। **কথায় চিঁড়ে ভেজে না**—শুধু মুখে বলিলে কাজ হয় না। **কথায় জল হওয়া**—কথার প্রভাবে মনের সমস্ত বিরুদ্ধভাব ত্যাগ করা। **কথায় না টলা**—অনুনয়-বিনয়ে সংকল্প ত্যাগ না করা। **কথায় না থাকা**—আলোচনার প্রসঙ্গে বা সংস্রবে না থাকা। **কথায় রস-কষ নেই**—মাধুর্য বা মমতা-বর্জিত কথা। **কথার আঁটুনি বা বাঁধুনি**—বাক্যপ্রয়োগের কৌশল। **কথার ওড়নপাড়ন**—বাগাড়ম্বর। **কথার কথা**—লঘু বা গুরুত্বহীন উক্তি, বাজে কথা। **কথার ধরন**—কথার ইঙ্গিত। **কথার ধার না ধারা**—কোন কথার সহিত সংশ্লিষ্ট না থাকা। **কথার ধোকড়**—বাক্‌সর্বস্ব। **কথার নড়চড়**—কথার অন্যথাচরণ। **কথার পিঠে কথা**—কথাপ্রসঙ্গে উক্তি; প্রতিবাদ। **কথার ফের**—কথার ঘোরপ্যাঁচ। **কথার মাথাও নাই মুণ্ডও নাই**—সঙ্গতিহীন বা অসঙ্গত কথা। **এক কথার মানুষ**—কথার নড়চড় করে না এমন মানুষ। **কথার মারপেঁচ**—কথার কৌশল বা জটিল অর্থ। **কথার শ্রী-ছিরি**—কথার সৌষ্ঠব; বেমানান কথা (কি কথার ছিরি)। **কথার হাত-পা বাহির করা**—কথা পল্লবিত করা। **আজগুবি কথা**—ভিত্তিহীন সংবাদ। **আপন কথাই পাঁচ কাহন**—কেবল নিজের বিষয়গুলি বলা, আত্মকেন্দ্রিক আলাপ। **ইতুরে কথা**—অভদ্র কথা। **উচিত কথা**—ঠিক কথা; যোগ্য মন্তব্য বা প্রতিবাদ। **উল্টা কথা**—বিপরীত কথা। **এক কথা**—অনড় কথা। **কড়া কথা**—কর্কশ কথা, ভৎ‍র্সনা। **কম কথা নয়**—গুরুতর কথা। **কাঁচা কথা**—অনির্ভরযোগ্য কথা। **কাজের কথা**—সার কথা, নির্ভরযোগ্য কথা। **কানে কানে কথা**—চুপি চুপি কথা, গোপন মন্ত্রণা। **খেলো কথা**—বাজে কথা, যুক্তিহীন কথা। **খোলাখুলি কথা**—অকপট কথা। **মন-গড়া কথা**—কাল্পনিক কথা। **চিকন কথা**—সূক্ষ্ম চিন্তাপূর্ণ কথা (বিপরীত, মোটা কথা)। **চোখা চোখা কথা**—স্পষ্ট অপ্রিয় কথা, নির্মম বাক্য। **ছোট কথা**—সামান্য কথা, ক্ষুদ্র অন্তঃকরণের কথা। **দশ কথা**—নানা কথা, কিছু কড়া কথা। **দুকথা**—কিছু কড়া কথা। **নাকে কথা**—নাকিস্বরে কথা। **চোখে মুখে কথা**—বাচাল বা চটপটে ভাব। **পাঁচ কথা**—নানা কথা। **ফল কথা**—সার কথা, প্রকৃত কথা। **বেফাঁস কথা**—অসঙ্গত কথা, অন্যের ক্ষতিকর গোপনীয় কথা। **বড় কথা**—মূল্যবান কথা। **বাঁকা কথা**—বক্রোক্তি। **ভাল কথা**—হিতকর কথা; প্রসঙ্গক্রমে (ভাল কথা মনে পড়েছে, তুমি কবে যাচ্ছ)। **মুখের কথা**—সহজ ব্যাপার ('এম.এ. পাস করা—নয়')। **মোটকথা**—মোট বক্তব্য। **যে কথা সেই কাজ**—কাজের দ্বারা কথার সারবত্তা প্রমাণ করা। **লাখ কথার এক কথা**—অতি মূল্যবান্ কথা। **লজ্জার কথা**—লজ্জাজনক কথা। **লোকের কথা**—উড়ো কথা। **শক্ত কথা**—কড়া কথা। **শেষ কথা**—সর্বশেষ বক্তব্য। **শোনা কথা**—লোকের কথা, hearsay। **সাজানো**

কথা—বানানো কথা। **সোজা কথা**—অকপট কথা। **হক কথা**—ন্যায্য কথা। **হালকা কথা**—গুরুত্বহীন কথা ; কথার কথা। **হাসির কথা**—আমোদজনক কথা ; তুচ্ছ কথা; অবিশ্বাস্য কথা।

কথাকলি—দক্ষিণ ভারতের প্রসিদ্ধ নৃত্যরীতি।

কথাক্রম—প্রসঙ্গপরম্পরা, বিষয়ক্রম। **কথাচ্ছলে**—প্রসঙ্গক্রমে। **কথান্তর**—কথাপ্রসঙ্গ ; কথার অন্যথাচরণ ; বচসা। **কথাপুরুষ**—আখ্যানের প্রধান নায়ক। **কথাপ্রবন্ধ**—কথাপরম্পরা ; কথারূপ প্রবন্ধ। **কথাপ্রমাণ**—কথা অনুসারে ; কথার সত্যতা। **কথাপ্রসঙ্গ**—আলাপক্রম ; কথোপকথন। **কথাপ্রসঙ্গে**—প্রসঙ্গক্রমে, কথায় কথায়। **কথাবার্তা**—কথোপকথন, আলাপ (তাহার সহিত কথাবার্তা বন্ধ)। **কথামাত্র**—কথাতেই সমাপ্ত (কাজে কিছু নয়)। **কথামুখ**—প্রস্তাবনা, অবতরণিকা। **কথায়**—কথার প্রভাবে ; আদেশে ; পরামর্শে, মন্ত্রণায় ; মাত্র কথা দিয়া (কথায় চিঁড়ে ভেজে না)। **কথারম্ভ**—গল্পের আরম্ভ। **কথাশিল্পী** (-ল্পিন্)—গল্প উপন্যাস ইত্যাদির লেখক। **কথাসরিৎসাগর**—সুপ্রসিদ্ধ সংস্কৃত কাহিনী-গ্রন্থ, সোমদেব ভট্ট-বিরচিত। **কথাসাহিত্য**—কাহিনীমূলক রচনার সমষ্টি, গল্প উপন্যাস ইত্যাদি।

কথিকা—বি. ক্ষুদ্র কাহিনী, স্বল্পপরিসর বর্ণনা।

কথিত—ণ. উক্ত, বিজ্ঞাপিত, বর্ণিত। [কথ্ + ক্ত]। [উপকথন]।

কথোপকথন—বি. আলাপ, কথাবার্তা [কথা+

কথ্য—ণ. কহিবার যোগ্য, কথনীয়। [কথ্ + য] **কথ্যভাষা**—দৈনন্দিন কথা-বার্তায় প্রচলিত ভাষা, colloquial language

কদক্ষর—বি. ণ. বিশ্রী লেখা ; যার হাতের লেখা বিশ্রী ; খুঁট-আখুরে। [কু + অক্ষর]

কদগ্নি—বি. নির্বাণোন্মুখ অগ্নি, অগ্নিমান্দ্য ; ণ. যাহার অগ্নিমান্দ্য হইয়াছে।

কদন্ন—বি. কুখাদ্য, বাসী ভাত পোড়াভাত ইত্যাদি। [কু + অন্ন]। **কদন্নভোজী** (-জিন্)—কুখাদ্য-ভক্ষণকারী।

কদপত্য—বি. ণ. কুসন্তান ; কুসন্তানের পিতা বা মাতা। [কু + অপত্য] [অভ্যাস]

কদভ্যাস—বি. কু-অভ্যাস, বদভ্যাস। [কু+

কদম—[সং কদম্ব] সুপ্রসিদ্ধ বৃক্ষ। (কদম্ব দ্রঃ] ; কতকটা কদম ফুলের আকৃতি (কদম ছাঁট)।

কদম—[আঃ ক'দম] বি. পদ (কদমরসুল ; 'কদম কদম বাঢ়ায়ে যা'] ; অশ্বের গতি বিশেষ। **কদম রসুল**—রসুলের পদচিহ্ন। **কদমবুসি**—[কদম (পা) + বুসা (চুম্বন)] পদচুম্বন, পায়ে হাত দিয়ে সালাম করা। **জোর-কদম**—দ্রুত পদে।

কদমা—বি কতকটা কদম ফুলের আকৃতির গুড় বা চিনির তৈরি লাড়ু বিশেষ। (কদম + আ)

কদম্ব—(কদ্ + অম্বচ্, যাহা বিরহীকে দুঃখিত করে) কদম, সুপ্রসিদ্ধ বৃক্ষ ও ফুল ; সর্ষপ। (কদম্ব ত্রিবিধ—নীপ, মহাকদম্ব, ধারাকদম্ব বা কেলিকদম্ব)। **কদম্বকুসুম**—কদম ফুল। **কদম্বরেণু**—কদম্বকেশরের ক্ষুদ্র পরাগসমূহ।

কদর—[আ. ক'দর্, ক'দর্] বি. মর্যাদা, সম্মান, যোগ্যতা, মূল্য ; (কদর করা, কদর জানা)। **কদরদান**—মূল্যের পরিজ্ঞাতা, যে গুণের আদর করে।

কদর্থ—বি. অসঙ্গত বা বিকৃত অর্থ। [কু + অর্থ]। **কদর্থন**—অসঙ্গত বা বিকৃত অর্থ করা ; নিন্দা, পীড়ন। **কদর্থিত, কদর্থীকৃত**—যাহার বিকৃত অর্থ করা হইয়াছে, বিকৃত অর্থ করিয়া বিড়ম্বিত করা হইয়াছে।

কদর্য—(কু + অর্য, যে স্ত্রী-পুত্রকে কষ্ট দিয়া ধন সঞ্চয় করে) ণ. কুৎসিত, কদাকার ; নীচ, হেয়, জঘন্য (কদর্য রুচি ; কদর্য স্বভাব)।

কদল, কদলী, কদলক, কদলিকা—বি. কলা, কলাগাছ। **কদলী-কুসুম, -পুষ্প**—মোচা। **কদলীদণ্ড**—থোড়। **কদলী প্রদর্শন**—(বাং) কলা দেখানো ; ফাঁকি দেওয়া, ফাঁকি দিয়া পালানো। [কু + আকার]।

কদাকার—ণ, কুৎসিত, দেখিতে খারাপ ; ঘৃণ্য।

কদাচ—অব্য. কখনও ; কোনকালে। **কদাচন, -চিৎ**—অব্য. কচিৎ, কখনও ; বিরল।

কদাচার—[কু + আচার, নিত্য সমাস] বি ণ. গর্হিত আচার ; শাস্ত্রবিগর্হিত আচার ; দুর্বৃত্ত। **কদাচরণ**—অসদাচরণ। **কদাচারী** (-রিন্)—কদাচারপরায়ণ। স্ত্রী **কদাচারিণী**।

কদাপি—অব্য. কখনও। ('কদাপিও' অশুদ্ধ)। [কদা + অপি]।

কদাহার—বি. কুখাদ্য ভোজন। [কু+আহার]। **কদাহারী (-রিন্-)**—কুখাদ্য-ভোজী।

ক'দিন—কয়দিন, কয়েক দিন ; (ক'দিন আসনি কেন); কতদিন, অল্পদিন (ক'দিন না এসে পারবে ; ক'দিন আর বাঁচব)।

কদিম—[আঃ ক'দীম] বি পুরাকাল, সেকাল। **কদিমী**—ণ বহুদিনের, সুপ্রাচীন, বনেদী (কদিমী চালচলন ; কদিমী লাখেরাজ)।

কদু—[ফাঃ কদ্দ্] বি. লাউ।

কদুক্তি—বি. গালাগালি, কটুকথা, অশ্লীল কথা। [কু+উক্তি]।

কদুত্তর—বি. কটু বা কড়া কথায় উত্তর, সদুত্তরের বিপরীত, কদুক্তি। [কু+উত্তর]।

কদুষ্ণ—ণ ঈষদুষ্ণ, কুসুমকুসুম গরম ; কবোষ্ণ। (নিত্য সমাস) [কু (কৎ)+উষ্ণ]

কদ্দিন—কতদিন ; বহুদিন ; **কদ্দিনকার**—অনেক দিনের ((কথা)।

কদ্রু, কদ্রূ—নাগ-মাতা, কশ্যপ-পত্নী।

ক'ন—কহেন, বলেন।

কনক—[কন্—দীপ্তি পাওয়া—যাহা দীপ্তি পায়] স্বর্ণ, স্বর্ণমুদ্রা। **কনকচম্পক, কনকচাঁপা**—স্বর্ণবর্ণ চম্পক। **কনক-চূড়**—ণ. সোনার চূড়া বিশিষ্ট (এবার মোর—মুকুট নাহি মাথে'—রবি)। **কনকচূর**—ধান্য-বিশেষ। **কনকদণ্ড**—স্বর্ণদণ্ড, রাজচ্ছত্র। **কনক-ধুতুরা**—পীতবর্ণ ধুতুরা। **কনকপত্র**—পাতার মত স্বর্ণনির্মিত কর্ণভূষণ। **কনকপ্রভ, কনকপ্রভা**—সোনার মত বর্ণ যাহার (পুং ও স্ত্রী)। **কনকমুকুট**—সোনার মুকুট। **কনক-রঞ্জিত**—গিল্টি করা। **কনকলতা**—কনকসূত্র, সোনার তার ; স্বর্ণলতা। **কনক-স্থলী**—সোনার খনি। **কনকাঙ্গদ**—স্বর্ণকেয়ূর। **কনকাঞ্জলি**—পূজনীয়ের প্রতি বা দেবতার প্রতি অঞ্জলিতে স্বর্ণ দান (বিবাহ-কালে বর শাশুড়ীকে দেয়)।

কন্‌কন্—প্রবল, তীক্ষ্ণ বেদনা ; তীক্ষ্ণ শীতবোধ ; **কন্‌কনে**—ণ. অতি ক্লেশদায়ক, অতি প্রবল (কন্‌কনে শীত)।

কনখল—হরিদ্বারের নিকট তীর্থবিশেষ।

কনভোকেসন্—[ইং convocation] বিশ্ব-বিদ্যালয়ের বার্ষিক উপাধি-বিতরণ অনুষ্ঠান, সমাবর্তন।

কনষ্টবল, কনেষ্টবল—[ইং constable] পুলিশ-প্রহরী।

কনসল—[ইং consul] রাষ্ট্রদূত।

কনসার্ট—[ইং concert] ঐকতান-বাদ্য। **কনসার্ট পার্টি**—ঐকতান-বাদকের দল।

কনিষ্ঠ—ণ. বয়সে ছোট (বয়ঃকনিষ্ঠ, কনিষ্ঠভ্রাতা) ; সকলের ছোট (কনিষ্ঠাঙ্গুলি, কনিষ্ঠ পুত্র) [যুবন্, অল্প+ইষ্ঠ]। স্ত্রী. **কনিষ্ঠা**—দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী ; ছোট বোন।

কনীনিকা—বি. অক্ষিতারকা, চোখের তারা, pupil ; কনিষ্ঠাঙ্গুলি ; ছোট ভগিনী। [কন্+ঈন+ক+আপ্]।

কনীয়ান্ (-য়স্)—ণ. দুইএর মধ্যে ছোট, ক্ষুদ্রতর ; ছোট ভাই। [যুবন্, অল্প+ইয়স্]।

কনুই—[সং. কফোণি] বি. হস্ত ও বাহুর সন্ধি, elbow।

কনে—[সং কন্যা] বি কন্যে, নববধূ (বরকনে) ; বিবাহযোগ্যা কন্যা, পাত্রী (কনে দেখা)। **কনেবৌ**—বালিকাবধূ, নববধূ, কনিষ্ঠাবধূ। **কনেযাত্রী**—(বিবাহে) কন্যাপক্ষের লোক। **কনের ঘরের মাসী বরের ঘরের পিসী**—যিনি বর কনে উভয় পক্ষের আত্মীয় ; যিনি উভয় পক্ষেই থাকেন (ভাল মন্দ দুই অর্থেই)।

কনোজ, কনৌজ—বি. কান্যকুব্জ। **কনৌ-জিয়া**—ণ. কান্যকুব্জদেশীয় ব্রাহ্মণ।

কন্ট্রোল—[ইং control] চাল, ধান, কাপড়, লোহার জিনিস ইত্যাদি নির্দিষ্ট পরিমাণে ও মূল্যে বিক্রয়ের সরকারি ব্যবস্থা বা প্রতিষ্ঠান (সাধারণতঃ যুদ্ধকালে বা অভাবে)।

কন্থা—[কম্=কামনা করা, শীত নিবারণের জন্য যাহা অভিলাষ করা হয়] বি. জীর্ণ বস্ত্রের দ্বারা প্রস্তুত কিছু পুরু গাত্রাবরণ ; কাঁথা। (কম্+থন্)

কন্দ—বি. গাছের শিকড় ভিন্ন অন্য ভূগর্ভস্থ অংশ (যথা আলু, ওল ইত্যাদি) ; মেঘ। **কন্দমূল**—মূলা। (ণ. কান্দ)। [কন্দ্+অ]

কন্দ—[আঃ ক'ন্দ্] বি. মিষ্টি ; চিনি ; মিছরি (শকরকন্দ আলু)।

কন্দর [ক'দ্+খচ্, জলের বিদারণ-পথ]—বি. পর্বত-গহ্বর ; গহ্বর ; গভীর গোপন-স্থান (হৃদয়-কন্দর) ; অঙ্কুশ (যাহার দ্বারা হস্তীর শির বিদীর্ণ হয়) ; আদা।

কন্দর্প—(যিনি ব্রহ্মাকেও সন্দীপিত করেন) বি. কামদেব, মদন; অতিশয় রূপবান্ (কন্দর্প-কান্তি)। [কম্-দৃপ্+ণিচ্+অচ্]। **কন্দর্প-মথন**—মহাদেব।

কন্দল—বি. বচসা, কলহ, ঝগড়া; লড়াই, কদলীবৃক্ষ-বিশেষ; নবাঙ্কুর। ণ. **কন্দলিত**—অঙ্কুরিত। **কন্দলিয়া**—ঝগড়াটে (কুঁদুলে)।

কন্দলী—বি. পতাকা, পদ্মবীজ; ভূমিকদলী।

কন্দালু—বি. শাম আলু yam.

কন্দু, কন্দুক—বি. কড়াই, চাটু। [সং]।

কন্দুক, কন্দূক—[সং] বি. গেণ্ডুয়া, খেলিবার ভাঁটা, বল, ball। **কন্দুকক্রীড়া**—বল খেলা।

কন্ধ—বি স্কন্ধ, ধড়। **কন্ধকাটা, কন্দকাটা**—ণ. মস্তকহীন, কবন্ধ।

কন্ধর, কন্ধরা—কাঁধ (দশকন্ধর—দশানন)। [সং]

কন্না—[হিঃ করনা] বি. করণীয়, সাংসারিক কাজ, (ঘরকন্না, কন্না করা)।

কন্যকা—বি. দশমবর্ষীয়া কন্যা; ছোট অবিবাহিতা মেয়ে। [কন্যা+কন+আপ্]।

কন্যা—(যে পতি কামনা করে) বি তনয়া (পুত্রকন্যা); কুমারী (কন্যাকাল); কনে (বরকন্যা); কন্যারাশি, Virgo; (আয়ুর্বেদে) ঘৃতকুমারী; বড় এলাচী; তিক্তকাঁকড়ী; কাঁকরোল। [কন+য+আপ্]। **কন্যাকর্তা** (-র্তৃ)—কন্যার অভিভাবক। **কন্যাকাল**—কুমারীকাল। **কন্যাকুব্জ**—কান্যকুব্জ। **কন্যা-কুমারী**—কুমারিকা অন্তরীপ, Cape Comorin। **কন্যাদান**—বরহস্তে কন্যা সমর্পণ, কন্যার বিবাহ দান। **কন্যাদায়**—কন্যার বিবাহের গুরুদায়িত্ব (কন্যাদায়গ্রস্ত)। **কন্যাধন**—কন্যা-অবস্থায় প্রাপ্ত ধন। **কন্যাপক্ষ**—বি বিবাহের পাত্রীপক্ষ। **কন্যাপণ**—কন্যাশুল্ক, বিবাহে বরপক্ষের দেয় পণ। **কন্যাযাত্র, কন্যাযাত্রী** (-ত্রিন্)—কন্যাপক্ষীয় লোকজন; কন্যাপক্ষের নিমন্ত্রিত লোকসমূহ। **কন্যারত্ন**—রত্নসদৃশ কন্যা; কুমারীরত্ন

কন্যে—কনে, কন্যা।

কপ্—দ্রুত মুখে পোরা (কপ্ করিয়া খাওয়া)। **কপ্ কপ্**—দ্রুত মুখে পোরার বা জল পড়ার শব্দ। **কপাকপ**—ক্রমাগত কপ্ কপ্ করিয়া মুখে পোরা ও গেলা। **কপাৎ**—দ্রুত মুখে পোরা ও গলাধঃকরণ করার শব্দ। **কুপ্**—ছোট টুকরা গলাধঃকরণ করার শব্দ। **কুপ্-কুপ্**—ক্রমাগত ঐরূপ গলাধঃকরণ করার শব্দ।

কপচানো—ক্রি. ণ. (কাঁচির শব্দ হইতে) ছাঁটা (চুল কপচানো); পাখীর বুলি আওড়ানো; কোন কথা অর্থহীনভাবে বার বার বলা বলিয়া বিরক্তি উৎপাদন করা (বুলি কপচাতে শিখেছ)। বি. **কপচানি**।

কপট—বি. ছল, প্রবঞ্চনা, ধূর্ততা; ণ. ছলনাপূর্ণ, প্রতারক। বি. **কপটতা, কাপট্য**। [কপট্+অচ্]। **কপটচারী** (-রিন্)—প্রবঞ্চক, ধূর্ত। **কপটপটু,-পণ্ডিত,-প্রবীণ**—ছলনাকুশল, ঐন্দ্রজালিক। **কপটপ্রবন্ধ**—কূটকৌশল। **কপটবেশী** (-শিন্)—ছদ্মবেশী। **কপটলেখ্য**—জাল দলিল। **কপটী** (-টিন্)—বঞ্চক। স্ত্রী. **কপটিনী**।

কপর্দ—বি. কড়ি, শিবের জটা; লম্বিত বেণী। [ক-পৃ+দ]। **কপর্দক**—বি. কড়ি, অর্থ। [কপর্দ+কন]। **কপর্দকবিহীন, -শূন্য, -হীন**—যাহার সঙ্গে একটি কড়িও নাই নিঃস্ব। **কপর্দী** (-র্দিন্)—শিব। স্ত্রী **কপর্দিনী**—শিবানী; লম্বিতবেণীযুক্তা।

কপাট—(যাহা বায়ুরোধ করে) বি. কবাট, দ্বারাবরণ, দ্বারের পাল্লা; কঠিন আবরণ (মনের কপাট)। [ক-পট্+ণিচ্+অণ্]। **কপাট-সন্ধি**—কপাট ও চৌকাঠের সংযোগস্থল।

কপাটক—হৃৎপিণ্ডে রক্ত চলাচলের দ্বার, valve. স্ত্রী. **কপাটিকা**।

[ডু খেলা।

কপাটি,-টী, কবাটি—[হিঃ কবড্ডী] হা-ডু-

কপাটি—বদ্ধ কপাটের ন্যায় যুক্ত অবস্থা ('দাঁত-কপাটি')। [কপাট+বাং ই]।

কপাল—(যাহা মস্তকস্থ ঘৃত রক্ষা করে) বি. মাথার খুলি (নরকপাল—skull-bone); ললাট (সুডৌল কপাল); ভাগ্য, অদৃষ্ট (কপালগুণে), ভাজিবার বা সেঁকিবার খোলা; খাপরা। [ক-পালি+অচ্]। **কপাল-কুণ্ডলা**—বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় রচিত বিখ্যাত উপন্যাস ও উহার নায়িকা। **কপাল-ক্রমে**—ভাগ্যগুণে; হঠাৎ। **কপালগুণে গোপাল মেলা**—(ব্যঙ্গে)—দুর্ভাগ্যবশতঃ কুসন্তান লাভ করা। **কপাল চাপড়ানো**—কপাল পেটা (দ্রঃ)। **কপাল-জোর, জোর-কপাল**—প্রবল অনুকূল অদৃষ্ট **কপাল**

টনটনে, টনটনে কপাল—(ব্যঙ্গে) মন্দভাগ্য। **কপাল ঠুকে কাজ আরম্ভ করা**—অদৃষ্টের উপর নির্ভর করিয়া সাহস করিয়া কাজে লাগা। **কপাল ঠোকা**—মাটিতে মাথা ঠুকিয়া প্রণাম করা, মাথা খোঁড়া। **কপাল পেটা**—দুর্দৈবের জন্য কপালে করাঘাত করা। **কপাল-পোড়া**—দুর্ভাগ্য-সূচক কিছু ঘটা (সাধারণতঃ বিধবা হওয়া অর্থে)। **কপাল পোড়া**—দুরদৃষ্ট ঘটা। **কপাল ফেরা**—মন্দভাগ্যের তিরোভাব ও সৌভাগ্যের উদয়। **কপাল ভাঙ্গা**—প্রতি-কূল দৈবের অধীন হওয়া; বার্ধক্য বা রোগহেতু কপালের দুই পাশ বসিয়া যাওয়া। **কপালের গেরো**—দুর্দৈব। **কপালের ফের**—মন্দ অদৃষ্ট। **কপালের লেখা**—ললাটলিখন, ভবিতব্য। **আটকপালিয়া,-কপালে**—মন্দভাগ্য। **উঁচকপাল, উঁচাকপাল**—উন্নত-ললাট। **উঁচকপালে**—সৌভাগ্যশালী; স্ত্রী. **উঁচকপালী** (উঁচকপাল পুরুষের সৌভাগ্য-সূচক জ্ঞান করা হয় কিন্তু স্ত্রীলোকের বেলায় সেরূপ নহে—উঁচকপালী বেহুলা চেরনদাঁতী)। **ছার কপাল**—মন্দ ভাগ্য। **ছাইচাপা কপাল**—সামান্য কারণেই উন্নতি হয় এমন ভাগ্য। **নিচাকপাল**—যাহার ললাটদেশ সংকীর্ণ ও অনুন্নত। **পাতাচাপা কপাল**—যে মন্দভাগ্য অল্পদিনে দূর হয় ও সৌভাগ্যের উদয় হয়। **পাথরচাপা কপাল**—সহজে যার সুদিনের উদয় হয় না। **ভাঙ্গা কপাল জোড়া লাগা**—মন্দভাগ্যের তিরোভাব ও সৌভাগ্যের উদয় হওয়া।

কপালমালী (**-লিন্**)—মুণ্ডমালী, মহাদেব। স্ত্রী. **কপালমালিনী**।

কপালী (**-লিন্**)—বি. মহাদেব।

কপালী-চৌকাঠের উপরের কাঠ, ঝনকাঠ; জাতিবিশেষ; ভাগ্যবান্। স্ত্রী **কপালিনী** (গণ্ডকপালিনী—যে নারীর কপাল ভাঙ্গিয়াছে)। **কপালে, কপালিয়া**—ভাগ্যবান্ (কপালে লোক, কড়িকপালে, টাকাকপালে, সোনা-কপালে—যার ভাগ্যে যথেষ্ট অর্থলাভ হয়)।

কপি—বি. বানর; কপিলবর্ণ। [কপ্+ই]। **কপিধ্বজ**—অর্জুন; অর্জুনের রথ।

কপি—বি. তরকারী বিশেষ (ফুল কপি, বাঁধা কপি, ওল কপি)। [পো. couve; হি. গোবি]।

কপি, কপিকল—বি. ভারোত্তোলনের জন্য দড়িলাগানো চক্রযন্ত্র বিশেষ, pulley।

কপি, কাপি—[ইং copy] বি. মুদ্রণের জন্য ব্যবহৃত নকল, পাণ্ডুলিপি, প্রতিলিপি। **কপিরাইট**—গ্রন্থের সর্বপ্রকার স্বত্ব।

কপিঞ্জল—বি. চাতক বা গৌরবর্ণ তিত্তির পক্ষী।

কপিত্থ—(যেখানে বানর থাকে) বি কয়েত-বেলের গাছ; কয়েত বেল। [কপি-স্থা+ক]

কপিনাশ—সেকালের বাদ্যযন্ত্র বিশেষ।

কপিল—ণ. বানরের ন্যায় বর্ণ, পিঙ্গল বর্ণ; বি. সাংখ্যদর্শনকার মুনিবিশেষ যাঁহার কোপানলে সগরপুত্রগণ ভস্মীভূত হইয়াছিল। [কপ্+ইলচ্]। **কপিলগঙ্গা**—কামরূপের সীতা বা সর্বপুণ্যা নদী। **কপিল দ্রাক্ষা**—কিশমিশ। **কপিলদ্যুতি**—কপিল বর্ণ আলোক যার; সূর্য। **কপিল শিংশপা**- শিশুগাছ। **কপিল-স্মৃতি**—কপিলমুনি-প্রণীত স্মৃতি গ্রন্থ।

কপিলা—পীতবর্ণা গাভী, কামধেনু।

কপিলাশ্ব—যাহার অশ্ব পিঙ্গলবর্ণ, ইন্দ্র।

কপিশ—ণ বানরের ন্যায় রং যার, কৃষ্ণ ও পীত মিশ্রিত বর্ণের; মেটে রঙের। [কপি+শ]।

কপীন্দ্র—ণ বি. কপিশ্রেষ্ঠ; বালি; সুগ্রীব; হনুমান। [কপি+ইন্দ্র]

কপোত—[কব্ (বর্ণে)+ওত—যে নানাবর্ণযুক্ত] বি. পায়রা, কবুতর, ঘুঘু। স্ত্রী. **কপোতী**। **কপোতপালিকা**—পায়রার খোপ। **কপোতবৃত্তি**—কপোতের ন্যায় সঞ্চয়হীন বৃত্তি, প্রতিদিনের জীবিকা প্রতিদিন আহরণ করা। **কপোতহস্ত**—পুটাকৃতি অঞ্জলি, বুড়া আঙ্গুলের দিক না জুড়িয়া জোড়করা হাত, যে ঐভাবে হাত জোড় করিয়াছে। **কপোতাক্ষ**—মধুসূদনের জন্মস্থানের বিখ্যাত নদ (গ্রাম্য ভাষায় কবতক্ষ)। **কপোতাভ**—কপোতবর্ণ, ধূসর। **কপোতারি**—শ্যেন। **কপোতিকা**—কপোতী। **কপোতেশ্বর**—মহাদেব।

কপোল—[সং] বি. গণ্ড, গাল। **কপোল কল্পনা**—গালগল্প; যাহা বাস্তবতাহীন। ণ. **কপোলকল্পিত**—মনগড়া। **কপোল-কুন্তলা**—যাহার চূর্ণ কুন্তল কপোলবিলম্বী। **কপোলতল, কপোলদেশ**—গণ্ডদেশ

('এক বিন্দু নয়নের জল, কালের কপোলতলে'—রবি)। [knee-cap।

কপোলী—বি. জানুর সম্মুখ ভাগ, মালাইচাকি,

কপ্নি, কপ্পুর—কৌপীন ও কর্পূর দ্রঃ।

কফ—বি. আয়ুর্বেদোক্ত শ্লেষ্মা ধাতু ; শ্লেষ্মা ; গয়ের। [সং]। **কফকর**—কফবর্ধক, কফজনক। **কফকূর্চিকা**—গাঢ় কফ। **কফঘ্ন, কফঘ্নী**—কফ-নাশক, কফনিঃসারক, যাহা ভিতরের কফ বাহির করিয়া দেয়। **কফী** (-ফিন্)—ণ. যার কফ আছে। **কফো**—কফপ্রধান (কফো নাড়ী)। [বাং]। **কফ করা**—কফ বৃদ্ধি হওয়া। **কফ তোলা**—কাশি আর শ্লেষ্মা উদ্গার করা। **কফ বসা**—ভিতরে কফ জমা কিন্তু বাহির না হওয়া। **কফ সরা**—কফ উঠিয়া যাওয়া। [মুখের পুরু পটি।

কফ—[ইং cuff] বি জামার হাতা বা আস্তিনের

কফণি, কফোণি,-ণী—বি কনুই। [সং]

কফন—কাফন দ্রঃ। **কফিন** (coffin)-শবাধার।

কফি, কফী—[ইং coffee] কফি গাছ ; কফি বীজের চূর্ণ ; তাহা দিয়া প্রস্তুত পানীয়।

কব—[হি. মৈ.] কখন (কবহুঁ দ্রঃ) ; (বাং) কহিব (আর কি কব)।

কবচ—[কু (শব্দ করা) + অচ] বি বর্ম, সাঁজোয়া (দুর্ভেদ্য কবচ) ; বর্মের মত শরীররক্ষক দেবতার মন্ত্র ; তাবিজ, মাদুলি, amulet। **কবচপত্র** ভূর্জপত্র, যাহাতে কবচ অর্থাৎ মন্ত্র লেখা হয়। **কবচী** (-চিন্)—কবচধারী, বর্মাবৃত দেহবিশিষ্ট, খোলকী প্রাণী, crustacean.

কবচ, কবজ—[আ. ক'ব্‌দ্'—করতল, অধিকার] বি. দাখিলা, 'প্রমিসারী নোটে'র মত রসিদ ; অধিকার, আত্মসাৎ (ফেরেশ্‌তা জান কবচ, কবজ করে)।

কবজ—[কবচ] বি. মাদুলি (সোনার কবজ)। **গলার কবজ করা**—বহুমূল্য জ্ঞানে গলায় ধারণ করা ; বিশেষ সমাদর করা।

কবজ, কবজা—[আ. ক'ব্‌দ্'] বি. কোষ্ঠবদ্ধতা, costiveness ; অধিকার, আয়ত্তি।

কবজী—[সং কবয়ী] কই মাছ।

কবন্ধ—বি. মস্তকহীন দেহ ; ভীতিকর প্রেত বিশেষ। [ক-বন্ধ্ + অচ্]। [কই মাছ।

কবয়ী—(যে জল হইতে তীরে গমন করে) বি.

কবর—[আ. ক'ব্‌র] বি. সমাধি, গোর। **কবরগাহ্**—কবরিস্তান। **কবরস্থান**—গোরস্থান। **কবর দেওয়া**—মৃতকে কবরস্থ করা, গোর দেওয়া ; সম্পূর্ণ বিসর্জন দেওয়া (আশা-আকাঙ্ক্ষার কবর দেওয়া)।

কবর—[সং] লবণ ; অম্ল ; কেশপাশ ; কেশবিন্যাস। **কবরী**-[ক (মস্তক)—বৃ + অ + ঈ] বি. কেশবিন্যাস, বেণী, খোঁপা। **কবরীভূষণ**—কবরীর শোভাবর্ধক পুষ্প অথবা স্বর্ণাদির আভরণ।

ক বর্গ—ক খ গ ঘ ঙ পাঁচটি বর্ণ।

কবল—[ক-বল + অ—যাহার দ্বারা আত্মা বলবান্ হয়] বি. গ্রাস ; এক গাল ; কুলকুচা (কবলধারণ—মুখে ঔষধ মিশ্রিত জল লইয়া কুলকুচা করা, gargle)। ণ. **কবলিত**—গ্রাসে পতিত, আত্মসাৎকৃত (ব্যাঘ্রকবলিত, মহাজনের কবলিত)।

কবলানো—[আ. ক'বুল] ক্রি. স্বীকার করা, কবুল করা (দোষ কবলানো) ; স্বীকৃত হওয়া (বেশী টাকা কবলালে দারোগা রাজি হবে) ; পরিচয় দেওয়া (নিজেকে কুলীন বা শরীফ কবলানো বা কওলানো—এই অর্থে কওলানোই বেশী ব্যবহৃত হয়)।

কবলিকা—বি. প্রলেপ, পুলটিশ, পট্টি।

কবলিত—ণ. গ্রস্ত। (কবল দ্রঃ)। **কবলীকৃত**—কবলিত, ভক্ষিত।

কবহি কবহুঁ, কবহু—(ব্রজ) কখনও।

কবাট—কপাট দ্রঃ। **কবাটি**—কপাটি দ্রঃ।

কবার—কহিবার (কবার কথা—প্রকাশ করিয়া বলিবার বিষয় ; কবার কথা নয়—বর্তমানে 'কইবার' বেশী ব্যবহৃত হয়) ; কয়বার, কতবার (ওষুধ কবার খেতে হবে)। (বাং)।

কবালা, কোবালা—[আ. ক'বালা] বি. যে দলিলের দ্বারা বিক্রয় নিষ্পন্ন হয়, deed of sale। (কওলা, কাওলা ইত্যাদিও বলে)। **কটকবালা**—শর্তবিশিষ্ট বিক্রয়পত্র (কট দ্রঃ)। **খোশকবালা**—স্বেচ্ছাপ্রণোদিত বিক্রয়পত্র।

কবি—[কব্ (স্তুতি করা) + ইন্] বি. ণ. স্রষ্টা ; বিদ্বান্ ; কুশল ; যাহার কল্পনাশক্তি প্রবল ; কবিতা-রচয়িতা ; কবিগান (দ্রঃ) বা তাহার রচয়িতা ('কবির লড়াই')। **কবিওয়ালা**—কবিগানের দলের নেতা। **কবিকঙ্কণ**—উপাধি-বিশেষ ; কবি মুকুন্দরাম। **কবিকল্পনা**—কবিতা রচনার উপযোগী কল্পনা, poetic

imagination। **কবিগান**—সভায় আসিয়া মুখে মুখে বানাইয়া গাওয়া গান বিশেষ (এক সময়ে সুপ্রচলিত। মহড়া, চিতেন, পরচিতেন প্রভৃতি অংশে ইহা বিভক্ত ছিল)। **কবিগুরু**—কবিদের গুরুস্থানীয়; বাল্মীকি। **কবি-প্রসিদ্ধি, কবিসময়প্রসিদ্ধি**—প্রাচীন-কাল হইতে কবিদের দ্বারা ব্যবহৃত কল্পনা বর্ণনা ইত্যাদি (যথা, চকোরের জ্যোৎস্নাপান, পদ্মফুল সূর্যের প্রিয়া ইত্যাদি)। **কবিভূষণ, কবিরত্ন**—সংস্কৃত কাব্যে পাণ্ডিত্যসূচক উপাধিবিশেষ। **কবির লড়াই**—দুই কবি-ওয়ালার মধ্যে গানে গানে বাদপ্রতিবাদ। **আদিকবি**—সৃষ্টিকর্তা, পরমেশ্বর; বাল্মীকি। **দাঁড়াকবি**—কবিগানে যে কবি দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া কবিতা রচনা করিয়া প্রতিপক্ষের উত্তর দিতে পারে। **বসাকবি**—হাফ আখড়াইএ যে কবি বসিয়া বসিয়া কবিতা রচনা করিয়া প্রতিপক্ষের উত্তর দেয়। **মহাকবি**—মহা-কাব্যের রচয়িতা; শ্রেষ্ঠ কবি।

কবিতা—বি. ছন্দোবদ্ধ রচনা; ভাবপ্রধান রচনা; কাব্য। **গীতিকবিতা**—Lyric, যে কবিতায় কবির আবেগ-বেদনা বেশী প্রকাশ পায়, বর্ণনার অংশ কম। (বর্তমান কালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ রসবিচারক ক্রোচের (Croce) মতে সব কবিতাই অথবা কারুশিল্পই গীতিধর্মী, All art is lyrical)।

কবিত্ব—বি. কবিতারচনার প্রতিভা বা শক্তি; (কবিত্ব বিধাতার দান); কবিভাব, কবির গভীর অনুভূতি (কবিতা লিখেছ বটে কিন্তু তাতে কবিত্ব নেই); কল্পনাবিলাস, ভাববিলাস (তুমি উকিল কিন্তু যা বল্লে তা স্রেফ কবিত্ব, উকিলের পরামর্শ নয়; আর কবিত্ব করে' কাজ নেই)। **কবিত্বশক্তি**—কবিপ্রতিভা।

কবিপনা—কবিত্বের অহংকার; কবিতা রচনায় দক্ষতা। [কবি+(বাং) পনা]

কবিরাজ—বি. আয়ুর্বেদমতে চিকিৎসক; শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত (বিশ্বনাথ কবিরাজ) (বর্তমানে কবিরাজ বলিতে বৈদ্যই বুঝায়)। **কবিরাজি**—বি. আয়ুর্বেদ-মতে চিকিৎসা। [বাং]। **কবিরাজী** ণ. আয়ুর্বেদীয় ('—চিকিৎসা')। [বাং]।

কবিলা—[আ. ক'বীলা] বি. স্ত্রী. পত্নী, ঘরনী; গোত্র, tribe।

কবীর-পন্থী—কবীর প্রবর্তিত ধর্মমতের অনুবর্তী।

কবুতর—[ফা.] বি. পায়রা, পারাবত। (পায়রা নানাজাতীয়—গোলা, লক্কা, লোটন, গেরোবাজ ইত্যাদি)। স্ত্রী. **কবুতরী**। (কোনো কোনো অঞ্চলে কউতর বা কৈতর বলে)।

কবুল—[আ. ক'বূল্] বি. স্বীকার; অঙ্গীকার (আমি অন্যায় কবুল করিতেছি; জান কবুল; আল্লাহর দরগায় আমাদের মোনাজাত কবুল হোক)। **কবুল জবাব**—স্বীকৃতি-সূচক সরল উত্তর, দাবি সত্য বলিয়া স্বীকার করিয়া প্রদত্ত উত্তর। **কবুল জমা**—স্বীকৃত খাজনা। **কবুলানো**—কবলানো, স্বীকার করা।

কবুলতি,-তী, কবুলিয়ত—[আ. ক'বূলিয়ত] বি. জমিদারের শর্ত মানিয়া লইয়া প্রজা যে দলিল লিখিয়া দেয় তাহা; একরারনামা।

কবে—ক্রি. কহিবে; কখন, কোন্ সময় (কবে আসবে); অব্য. বহুদিন পূর্বে (কবে চুকে-বুকে গেছে—এই অর্থে 'কবেই' ও ব্যবহৃত হয়)। **কবেকার**—বহুদিন পূর্বের (কবেকার কথা)।

কবোষ্ণ—ণ. ঈষৎ উষ্ণ, কুসুম কুসুম গরম (কবোষ্ণ দুগ্ধপান)। [কু+উষ্ণ]

কব্জা—[আ. কব্‌জা] বি. আয়ত্তি, দখল; যাহার দ্বারা পাল্লা চৌকাঠের সহিত ঝুলানো হয় অথবা তক্তায় তক্তায় এমনভাবে জোড় দেওয়া হয় যে উহাদিগকে ভাজ করিয়া রাখা যায়, hinge। **কব্জি**—মণিবন্ধ। **কব্জি-ঘড়ি**—wrist watch, হাতঘড়ি, মণিবন্ধে বাঁধিবার ঘড়ি (তুঃ টেঁকঘড়ি)।

কব্য—[সং] বি. মৃত পিতৃগণের উদ্দেশ্যে দেয় খাদ্যদ্রব্য। **কব্যবাহ, কব্যবাহন**—যে কব্য বহন করে, অগ্নি।

কভু—অব্য. কখনও, কদাপি (কাব্যে ব্যবহৃত)।

কম—[সং কমনীয়] ণ. সুন্দর, মনোহর।

কম—[ফা.] ণ. অল্প (কম দাম); ন্যূন, অনধিক (পাঁচ টাকার কম নয়); পশ্চাৎপদ, কাঁচা, অযোগ্য (তুমিই বা কম কিসে; সে কম লোক নয়); অল্পসংখ্যক, কদাচিৎ (কম লোকই এ পারে; কমই দেখা যায়); সাধারণ (কম কথা নয়)। **কম কম**—কিছু কম (কম কম একহাত)। **কম করা**—হ্রাস করা; ক্ষমা করা, ছাড়িয়া দেওয়া (ভুলচুক পেলে বলতে কেউ কম করবে না)। **কম ক'রে**

—কমপক্ষে। **কমজম, কমশম**—কম (এক শ টাকাই চাও, কিছু কম-শম হলে হয় না)। **কমজোর**—দুর্বল। বি **কমজোরি**—দুর্বলতা। **কম-বেশ**—কিছু কম বা কিছু বেশী (কম্ বেশ পঞ্চাশ টাকা—ফা. কম্-ও-বেশ)। **কম(মি)বেশী**—হ্রাস অথবা বৃদ্ধি (জমার কমবেশী)। **কমমজবুত**—অদৃঢ়; তেমন টেকসই নয়; অদক্ষ। **কম-সে-কম**—কমপক্ষে, অন্ততঃ। **কমজাত**—[ফা. কম্-জা'ত, হীনকুলজাত] বাঁদীর বাচ্চা (গালি)। **কম্‌বখ্‌ত**—হতভাগা। বি. **কমবখ্‌তি**। (বাং 'কম্‌বখ্‌তার'-ও বলে)। **কমখোরাক**—অল্প আহার; যে অল্প আহার করে। **কম-জেহেন**—ভুলো, মস্তিষ্কশক্তিতে হীন। **কম-সেন কমউমর**—অল্পবয়স্ক। **কম-আক্কেল**—[ফা. কম-অক্‌ল্] অল্পবুদ্ধি। বি. **কম-আক্কেলী**। **কমকদর**—স্বল্পমূল্য ও নগণ্য। **কমকুয়ত**—দুর্বল, শক্তিহীন। **কমকীমত** অল্প দামের। **কমনসীব**—বদনসীব, দুর্ভাগা। বি. **কমনসীবি**—ভাগ্যহীনতা। **কমনজর**—যে চোখে কম দেখে। **কমহিম্মত**—সাহসহীন। বি. **কমহিম্মতি**- সাহসহীনতা।

কমঠ—বি. কচ্ছপ (কমঠকাঠাব); বাঁশ। [সং]

কমণ্ডলু—সন্ন্যাসী বা ব্রহ্মচারীর জলপাত্র বিশেষ; সন্ন্যাসী-জীবনের প্রতীক। চলতি কথায়: কমণ্ডুলু। [ক+মণ্ড-লা+ডু]।

কমতি—বি. অল্পতা, ন্যূনতা (রূপের কমতি গুণে পুষিয়ে গেছে)। [বাং]।

কমনীয়—ণ মনোহর, রম্য, কাম্য, অভিলষণীয়। বি. **কমনীয়তা**। [কম্+অনীয়]।

কমনে—অব্য. কোন পথে, কোন দিকে, কেমন করিয়া (মনের ভিতর অচিন পাখী কমনে আসে যায়—গান)। (বর্তমানে অপ্রচলিত)।

কমর—[ফা. ক'মর] বি. কটি, মাজা, কোমর(দ্রঃ)। **কমরবন্ধ**—কটিবন্ধ, কমরে কাপড় আঁটিবার চামড়ার বা সুতার চওড়া পটি।

কমল—(যাহা জলের শোভা বৃদ্ধি করে) বি. পদ্ম; পদ্মের মত সুন্দর অথবা বরণীয় (মুখকমল, করকমল, চরণকমল); জল। [কম্-অল+অচ্]। **কমলযোনি**—কমল যাহার উৎপত্তিস্থল, ব্রহ্মা।

কমলা—বি. লক্ষ্মী; কমলালেবু। **কমলাক্ষ**—কমললোচন; বিষ্ণু। **কমলাপতি**—বিষ্ণু। **কমলাবিলাস**—উৎকৃষ্ট শাড়ি বিশেষ। **কমলালয়া**—লক্ষ্মী (বহুব্রী)। **কমলাসন**—ব্রহ্মা: পদ্মাসন।

কমলিনী—(সং) পদ্মের ঝাড়। (বাং) সূর্যের প্রিয়ারূপে কল্পিত পদ্মফুল। [চণ্ডীতে বর্ণিত)।

কমলে কামিনী—দুর্গার রূপবিশেষ (কবিকঙ্কণ

কমা—[ইং comma], এই চিহ্ন (বাক্যে স্বল্প বিরামস্থল)।

কমা—ক্রি. কমিয়া যাওয়া, হ্রাস প্রাপ্ত হওয়া।

কমানো—ক্রি. হ্রাস করা; খাটো করা।

কমি—বি. অল্পতা। কম দ্রঃ।

কমিটি—[ইং committee] বি. কার্যনির্বাহক সভা, মন্ত্রণাসভা (চাঁদা তুলিবার জন্য কমিটি গঠন করা হইয়াছে)।

কমিশন,-সন—[ইং commission] বি. কোন কার্য নির্বাহের জন্য বা কোন অনুসন্ধানের জন্য নিযুক্ত ব্যক্তিসমষ্টি, আয়োগ; জিনিস বিক্রয় করিয়া দিবার জন্য দস্তুরি (উচ্চহারে কমিশন দেওয়া হইবে)। **কমিশন এজেন্ট**—যে দস্তুরি লইয়া অন্যের জিনিষ ক্রয় বা বিক্রয় করিয়া দেয়। বি. **কমিশন এজেন্সী**—একপ ক্রয়-বিক্রয়ের ভার বা কার্যালয়। **কমিশনি**—কমিশনের কাজ (কমিশনি করিতেছি)।

কমিশনার—[ইং Commissioner] বি. বিভাগের ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী; রাজস্ব বিভাগের ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী: মিউনিসিপালিটির সভ্য। **চিফ কমিশনার** [Chief Commissioner]—প্রায় রাজ্যপালের মত পদস্থ শাসক (সাধারণতঃ অনুন্নত অঞ্চলের)।

কমোড—[ইং commode] বি. মলত্যাগের পাত্র (সাধারণত ফ্রেম করা কাঠের বাক্সের মধ্যে বসানো থাকে)।

কম্প—[কম্প্+অল্] বি. কাঁপ, জ্বর হর্ষ ভয় ইত্যাদি জনিত শরীরের চাঞ্চল্য। **কম্পজ্বর**—যে জ্বর কম্প দিয়া আসে (সর্বশরীর যথেষ্ট গরম না হইলে এ কম্প থামে না)।

কম্পন—বি. কম্প, কাঁপুনি; সঙ্গীতে সুরের কম্পন; কণ্ঠের কম্পন অথবা তারের কম্পন। ণ. **কম্পিত**—যে কাঁপিতেছে। **কম্পমান**—ণ. যাহা বা যে কাঁপিতেছে (কম্পমান শাখা)।

কম্পান্বিত—ণ. কম্পিত, কম্পমান।

কম্পাউণ্ডার—[ইং compounder] ডাক্তারের ব্যবস্থা অনুযায়ী ঔষধ প্রস্তুত-কারক। বি. **কম্পাউণ্ডারি**।

কম্পাস—[ইং compass] দিগ্‌দর্শন যন্ত্র।

কম্পিত—ণ. কম্পযুক্ত, আন্দোলিত, হিল্লোলিত, (কম্পিত পল্লবরাজি), ভীত ('সে ভয়ে কম্পিত নয় আমার হৃদয়'). বি. নাট্যাভিনয়ে মস্তকান্দোলনের ভঙ্গিবিশেষ। [কম্প্‌ + ক্ত]

কম্পোজ—[ইং compose] ক্রি. মুদ্রণের জন্য অক্ষর সাজানো। **কম্পোজিটার**—যে কম্পোজ করে। [ইং compositor]।

কম্প্র—[কম্প্‌ + র] ণ. কম্পিত, আন্দোলিত (কম্প্রবক্ষ)।

কম্ফর্টার—[ইং comforter ; গ্রাম্য, কম্ফট, কম্ফোট, কম্ফেট, কম্ফোটর] পশমী গলবন্ধ।

কম্বল—বি. প্রধানতঃ মেষের লোম দিয়া প্রস্তুত শীতবস্ত্র, বিছানায় পাতা হয়, গায়েও দেওয়া হয়। [কম্ব্‌ + কলচ্‌]। **লোটাকম্বলধারী**—গৃহত্যাগী সন্ন্যাসী। **কম্বলী (-লিন্)**—গল কম্বলধারী, ষাঁড়। **কম্বলী-বাবা বা কম্‌লী ওয়ালা**—কম্বলধারী গৃহত্যাগী সন্ন্যাসী।

কম্বু—বি. শঙ্খ, শাঁক। [কন্ব্‌ + উ]। **কম্বুকণ্ঠ, কম্বুগ্রীব**—যাহার কণ্ঠ শঙ্খের ন্যায় রেখাযুক্ত। **কম্বুনিনাদ**—শঙ্খনিনাদ।

কম্ম—[সং কর্ম] কর্ম, কাজ। **কাজ-কম্ম**—ক্রিয়াকর্ম, আচরণ (বর্তমানে সাধারণত মৌখিক ভাষায় ব্যবহৃত হয়)। **অকম্মা**—অকর্মণ্য, অপটু। **নিকম্মা**- কোন কাজের নয়।

কম্যুনিষ্ট—[ইং communist] ব্যক্তিগত সম্পত্তির উচ্ছেদ দ্বারা রাষ্ট্রে জনসাধারণের সর্বময় কর্তৃত্ব স্থাপন—এই মতাবলম্বী, মার্কস্‌পন্থী সমাজতন্ত্রবাদী। [মনোহর, lovely।

কম্র—[কম্‌ (ইচ্ছা করা) + র] ণ. কমনীয়,

কয়—ণ. কত, সংখ্যার পরিমাণ (কয়জন এসেছে) ; অল্পসংখ্যক (কয়দিন আর চলবে)। ক ত্রঃ।

কয়—ক্রি. কহে (মৌখিক ভাষায় ও কাব্যে)।

কয়লা—[প্রাকৃ. কোইলা] বি. দাহ্য খনিজ পদার্থ বিশেষ ('পাথুরে—') ; দগ্ধ কাষ্ঠ (কাঠ কয়লা) ; অঙ্গার (পুড়ে কয়লা হ'য়েছে)। **কয়লা ধুলে ময়লা যায় না**—স্বভাবতঃ মন্দের ভাল দিকে প্রবণতা জন্মে না।

কয়াল—বি যে দাঁড়িপাল্লা ধরিয়া ধান চাল মাপে। [বাং] **কয়ালি**—কয়ালের কর্ম বা পারিশ্রমিক।

কয়েক—ণ. অল্পসংখ্যক (-'দিন ভালই কেটেছে)।

কয়েতবেল, কতবেল, কয়েথ—[সং কপিত্থ] বি. কপিত্থ ফল, wood-apple।

কয়েদ—[আ ক'য়েদ্] ণ. বন্দী, আটক, অবরুদ্ধ। বি. কারাদণ্ড (চার মাসের কয়েদ হ'য়েছে)। **কয়েদখানা**—জেলখানা। **কয়েদখালাসী মোকদ্দমা**—অন্যায়ভাবে আটক হইতে অব্যাহতি পাইবার জন্য মোকদ্দমা। **কয়েদী**—যাহাকে কয়েদ করা হইয়াছে বা যাহার জেল হইয়াছে।

কর—[কৃ + অল্‌] বি হস্ত। **করকবলিত**—হস্তগত। **করকোষ**—অঞ্জলি। **করকোষ্ঠী**—কররেখা যাহা কোষ্ঠীর কাজ করে ; হাতের রেখা দেখিয়া তৈরি করা কোষ্ঠী। **করগ্রহ**—পাণিগ্রহ, রাজস্বগ্রহণ। **করগ্রাহ,-গ্রাহক, -গ্রাহী (-হিন্)**—ভর্তা ; রাজস্ব-আদায়কারী।

কর—[কৃ + অল্‌] বি. কিরণ (সৌরকর); রাজস্ব, খাজনা, ট্যাক্‌স্‌ (রাজকর) ; শুল্ক (তীর্থকর) ; হাতীর শুঁড় ; পদবি-বিশেষ ; ণ. [কৃ + ট] কারক, জনক (শুভকর, হিতকর)।

করক—বি. নারিকেলের মালা। **করকাম্ভ**—নারিকেলের জল। [লবণ বিশেষ।

করকচ, কড়-—বি. সমুদ্রজল হইতে প্রস্তুত

করকচি—বি. নারকেলের কচি শাঁস (দাঁতে কাটিলে কচকচ করে) ; ণ. ঐরূপ শাঁসযুক্ত।

করকটে,-কুটে, কুরুটে—ণ. যে গাছের উপযুক্ত বাড় হয় নাই, অপুষ্ট, stunted।

করকমল—বি. কমলের মত সুন্দর ও প্রসন্ন হস্ত।

করকর—[সং কর্কর] ক্ষুদ্র কঠিন দ্রব্যের ঘর্ষণজাত শব্দ বা অস্বস্তিকর ভাব (বালি পড়ায় চোখ করকর করছে) ; তীব্র অস্বস্তিকর ভাব (ছেলের কষ্টে মায়ের বুক করকর করে উঠল)। **করকরে**—শুষ্ক শক্ত ও কিঞ্চিৎ ধারালো (ঘুড়ির সূতার করকরে মাঞ্জা ; করকরে গামছা)। **করকরানো**—করকর করা।

করকা—বি. মেঘ হইতে পতিত শিলা, শিল (করকাপাত, করকাসার)। [কর + কন্‌ + আপ্‌]

করঙ্ক—বি. কমণ্ডলু ; নারিকেলের মালা বা সেই মালানির্মিত ভিক্ষাপাত্র ; করোটি ; পানের ডিবা ('তাম্বুলকরঙ্কবাহিনী')। [কৃ + অঙ্ক]

করঙ্গ—[সং করঙ্ক] বি. জলপাত্র ; কমণ্ডলু।
করচা—কড়চা (দ্রঃ) ; সংক্ষিপ্ত স্মারকলিপি।
করচালি,-চালু—হাতা, খুন্তি।
করজ—বি. নখ ; করঞ্জবৃক্ষ ; ব্যাঘ্রনখ নামক গন্ধ দ্রব্য। [কর-জন্‌+ড]
করজোড়—বি. জোড়হাত (অতিবিনীত ও সনির্বন্ধ ভাব-সূচক—করজোড়ে প্রার্থনা করিতেছি)।
করঞ্জ, করঞ্জক—বি. করমচা গাছ, করঙ্গা। [সং]
করণ—ক্রি. সম্পাদন ; ব্যাকরণের কারকবিশেষ যদ্দ্বারা ক্রিয়া সম্পন্ন হয় (করণে তৃতীয়া) ; কারক ; কারণ ; ইন্দ্রিয় ; কায়স্থাদি-লেখক জাতি লিপিকর-সংহতি ; দফতর, office ; অভিচারমন্ত্র। **মহাকরণ**—বি. প্রধান সরকারী দফতরখানা, Secretariat। **করণকারক**—বৈবাহিক আদান-প্রদান। **করণাধিপ**—বি. ইন্দ্রিয়ের অধীশ্বর (যথা চক্ষুর করণাধিপ সূর্য)।
করণিক—বি. কেরাণী, clerk.
করণী—বি. অমূলদ রাশি, surd. [সং]।
করণীয়—ণ. কর্তব্য, বিধেয়, যাহা সম্পাদন করা যুক্তিযুক্ত ; (বাং) বিবাহে আদান প্রদানের যোগ্য (করণীয় ঘর)। [কৃ+অনীয়]।
করণ্ড, করণ্ডক—বি ফুলের সাজি ; ঝাঁপি ; চুপড়ি ; মৌচাক, মধুকোষ ; হংসবিশেষ, কারণ্ডব। [কৃ+অণ্ডচ্‌]।
করণ্ডি,-ণ্ডী—সোনার তৈরী মন্দিরাকৃতি ক্ষুদ্র গৃহ বিশেষ (মনসাপূজায় ব্যবহৃত হয়)।
করত—(মৈথিলী) করে। **করত**—অব্য. পূর্বক, করিয়া (অধিকার করত—বর্তমানে অপ্রচলিত। 'করতঃ' অশুদ্ধ)। [করতব]। [বাং]
করতব—বি. কলাকৌশল ; সুর ভাঁজা (তান-
করতল—বি. হাতের চেটো। **করতলগত**—হস্তগত, সম্পূর্ণরূপে আয়ত্ত, মুঠার ভিতর।
করতা—বি. কড়তা (দ্রঃ) ; কর্তা।
করতার—[সং কর্তা] বি. প্রভু, সর্বনিয়ামক (প্রভু করতার—প্রাচীন বাংলায় ব্যবহৃত)।
করতাল, করতালিকা—বি. কাঁসার বাদ্যযন্ত্র বিশেষ, cymbal। **করতালি,-লী**—হাততালি ; বাহবা (এ কাজ করা হইয়াছে জনসাধারণের করতালির আশায়)।
করতোয়া—নদীবিশেষ (বগুড়া জেলায়)।
করত্রাণ—বি. কররক্ষক ; যুদ্ধের সজ্জা বিশেষ ; দস্তানা।
করদ—ণ. যে করদান করিয়া অধীনতা স্বীকার করে, feudatory (করদ রাজ্য)।
করদীকৃত—বশীভূত। [কোরল্‌, কোর্‌]।
করলু—(মৈথিলী করলুঁ) করিলাম (গ্রাম্য-
করন্যাস—বি. তান্ত্রিক সাধনে মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া হস্তের নানা অংশ স্পর্শ।
করপক্ষ—বি. কর পক্ষ যাহার, বাদুড় (বহুব্রী)।
করপত্র—বি. করাত। [সং]। **করপদ্ম**—করকমল (গৌরবে)। **করপল্লব**—নবপল্লবের ন্যায় কোমল কর। **করপাল**—তরবারি, খড়্গ। **করপালিকা, -বালিকা,-পালী**—করধৃত ক্ষুদ্র দণ্ড ; ছোরা। **করপীড়ন**—পাণিগ্রহণ। **করপুট**—জোড়হস্ত। **করপৃষ্ঠ**—হাতের উপর-পিঠ। **করবাল**—তরবারি ; খড়্গ। **করবালিনী**—যাহার হাতে তরবারি ; দুর্গা।
করব—(মৈথিলী) করিবে, করিব।
করবি—(ব্রজবুলি) করিবি।
করবী—বি. ফুল ও ফুলের গাছ বিশেষ (শ্বেত করবী, রক্ত করবী)। [সং করবীর]
করবীর—বি. করবী ; খড়্গ। [সং]। **করবীরী**—পুত্রবতী স্ত্রী ; উত্তম গাভী।
করভ—বি. মণিবন্ধ হইতে কনিষ্ঠাঙ্গুলির মূল পর্যন্ত হস্তের বহির্ভাগ ; হস্তিশাবক ; উষ্ট্র-শাবক। [সং]। স্ত্রী. **করভী**। **করভক**—করভ।
করভূ—বি. নখ। [সং]
করভোরু—করিশুণ্ডের মত যে স্ত্রীর উরু, উত্তমা স্ত্রী। [করভ+উরু]
করম—[সং কর্ম] বি. কার্য (ধরমকরম) ; কর্মফল অদৃষ্ট ('সাগর শুকাল…অভাগীর করমদোষে') ; [আ. করম্‌] অনুগ্রহ, কৃপা (করিম দিয়াছে মাথা করম করিয়া—ভারতচন্দ্র)।
করমচা, করমজা—করঞ্জ, করঙ্গা গাছ বা ফল।
করমর্দ—করমচা ; পানি-আমলা। **করমর্দন**—হাতমিলানো, hand-shake। **করমালা**—অঙ্গুলি পর্ব-সমূহ (অঙ্গুষ্ঠে দুইটি অন্যান্য অঙ্গুলিতে চারিটি গণনা করা হয়) ; রুদ্রাক্ষাদির জপমালা। **করমালী**(-লিন্‌)—সূর্য ; অগ্নি। **করমুক্ত**—করচ্যুত (-ভল্ল, -বর্শা)। **করমুষ্টি**—মুঠো। **করযষ্টি**—ছড়ি, হাতের লাঠি। **করশাখা**—অঙ্গুলি। [করম্বিত]। [ক-রম্ব্‌+ক্ত]।
করম্বিত—ণ. মিশ্রিত, খচিত ('মধুকরনিকর-
করয়ে—(ব্রজবুলি) করে।

কররুহ—বি. নখ, নখর ; তরবারি।
করল—(ব্রজবুলি) করিল।
করলা, করেলা—[সং কারবেল্ল] বি. লতা উচ্ছে।
করলুঁ, -লু—(ব্রজবুলি) করিলাম।
করশীকর—করিশুণ্ড হইতে নিক্ষিপ্ত জলবিন্দুরাশি। [কর=শুঁড়, শীকর=জলকণা]
করসি—(মৈথিলী) করিতেছ।
করসান—বি. হাতছানি।
করসূত্র—বিবাহে মাঙ্গলিক-চিহ্ন-স্বরূপ হাতে যে [সুতা বাঁধা হয়।
করহ—(কাব্যে ব্যবহৃত) কর।
করা—ক্রি. সম্পাদন করা, গঠন করা; সাধন করা; স্থাপন করা (কোলে করা, বুকে করা); যত্ন নেওয়া, তৎপর হওয়া (তার জন্য ঢের করেছে; দেশের জন্য কিছু কর); বিভক্ত করা (পাঁচখানা করা); প্রবাহিত করা, সঞ্চালিত করা (বাতাস করা, পাখা করা); প্রস্তুত করা, স্বাধিত অর্জন করা (বাড়ী করা, গাড়ী করা, নাম করা); সঞ্চয় করা (টাকা করা); প্রতিবিধান করা (অপমান করে গেল তার কি করবে); অনুভব করা (শীত করা, ভয় করা); জীবিকা অর্জনে যোগ্যতা দেখানো (করে খেতে পারবে, ভাত ক'রে খাওয়া); উৎপন্ন করা, উৎপাদন করা (ফসল করা); গ্রহণ করা, স্বীকার করা (কথা কানেই করে না); সঞ্চারিত হওয়া (আকাশে মেঘ করেছে); হওয়া, ঘটা (অসুখ করা, কেল করা, বিলম্ব করা); খাটানো, প্রয়োগ করা (বুদ্ধি করা; কৌশল করা); চালনা করা (গুলি করা; কোদাল করা); প্রকাশ করা (রাগ করা; অভিমান করা; দুর্নাম করা); বিশেষ উদ্দেশ্যে পরিক্রমণ করা (তীর্থ করা; গয়াকাশী করা; ঢাকা দিল্লী করে বেড়ানো); ভাড়া করা, সাহায্য লওয়া (গাড়ি করে এসেছে; নৌকা করা); নিয়মিতভাবে উপস্থিত হওয়া (আফিস করা; কাছারি করা; স্কুল করা); পরিচালন করা, (সংসার করা); পরিণত করা (গন্ড করা, বাংলা করা); ব্যবসায়রূপে অবলম্বন করা (মাষ্টারি করা, ডাক্তারি করা); ধর্মকর্মরূপে আচরণ করা, নিবেদন করা (আহ্নিক করা; মানত করা, গড় করা); খাড়া করা, চালু করা (দশখানি বই যদি করতে পারি তাহ'লে কোন রকমে চলে যাবে); শিথিলতা না দেখানো (গা-করা; মন-করা); ণ. কৃত (করা হয়ে গেছে); বি. সম্পাদন (বলা সহজ, করা কঠিন)।
-করা—অব্য. প্রতি, পিছু ('শতকরা, মণকরা')।
করাগ্র—বি. অঙ্গুলির অগ্রভাগ; হস্ত বা করিশুণ্ডের অগ্রভাগ। [কর+অগ্র]
করাঘাত—ক্রি. হাত দিয়া আঘাত করা (দ্বারে করাঘাত করিল)। **কপালে বা শিরে করাঘাত করা**—গভীর অনুতাপে অথবা অত্যন্ত অসহায় বোধ করিয়া কপাল বা মাথা চাপড়ানো। [[বাং]
করাটিয়া—(করকটে দ্রঃ) ণ. অবিকশিত।
করাত—বি. [করপত্র] লোহার পাত দিয়া তৈরী এক ধারে দাঁত-কাটা কাঠ চিরিবার যন্ত্র। **করাতের গুঁড়া**—করাত দিয়া কাঠ চেরার সময়ে যে কাঠের গুঁড়া বাহির হয়। **শাঁখের করাত**—(ইহা সাধারণ করাতের মত শুধু একদিকের টানে কাটে না, দুই দিকে টানিবার সময়ই কাটে বলিয়া) যাহা সকল অবস্থাতেই অনিষ্টকর বা পীড়াদায়ক। **করাতী**—যে করাত দিয়া কাঠ চিরিয়া জীবিকা নির্বাহ করে।
করানো—(ণিজন্ত ক্রিয়া) ঘটানো, অপরের দ্বারা সম্পাদন।
করামত—[আ. ক'রামত] কেরামত দ্রঃ।
করায়ত্ত—ণ. হস্তগত, বশীভূত। [কর+আয়ত্ত]
করার—[আ. ক'রার] বি. অঙ্গীকার, চুক্তি, কড়ার (করারে আবদ্ধ আছি)। (গ্রাম্য—কড়াল)। **করার-দাদ**—বি. চুক্তিপত্র।
করারা—(প্রাদেশিক) বি. নদীর জল কমিয়া যাওয়ার ফলে যে নূতন জমির পত্তন হয়। কোনো কোনো অঞ্চলে ডাঙ্গার মূল জমিকে করারা বলে।
করারী—ণ. কড়ারী, চুক্তিতে আবদ্ধ, শর্ত-অনুযায়ী। **করারী জমি**—যে জমির জন্য টাকা না দিয়া নির্দিষ্ট পরিমাণ ধান্য দেওয়া হয়। **করারী ধান্য**—করারী জমি বাবদ প্রাপ্য ধান্য। (**বে-করারী**—যাহা চুক্তিবদ্ধ নহে, অনির্ধারিত)।
করাল—ণ. বিকট, দাঁতাল, ভয়ঙ্কর (করালবদনা কালী); বি. গর্জন তেল। [কর-অল্‌+অচ্‌]। স্ত্রী. **করালী, -লিনী**—চণ্ডিকা।
করাল-বদনা—ণ. ভীষণ মুখবিশিষ্টা বি. কালি।
করাস্ফোট—বি. তাল ঠোকা। [কর+আস্ফোট]
করিও—করিবে, করো।

করিকর—হাতীর শুঁড়। **করিকরক**—হস্তি-শাবক। **করিকুম্ভ**—হাতীর মাথার উপরকার কুম্ভাকৃতি স্থান। **করিদারক**—সিংহ। **করিপথ**—হাতী চলাফেরা করিতে পারে এমন পথ; রাজপথ। **করিগর্জিত**—বি. হাতীর ডাক, বৃংহিত। **করিপোত**—করি-শাবক, করিসুত, করিশিশু।

করিকা—বি. নখের আঁচড়, নখরেখা। [সং]।

করিতকর্মা—[সং. কৃতকর্মা] ণ বহু কাজ করিয়া যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়াছে এরূপ, অভিজ্ঞতা হেতু কর্মকুশল (করিতকর্মাদের ডাক, আনাড়ীদের ডেকে কি হবে)।

করিতু—[প্রাচীন বাংলা] করিতাম, করতুম।

করিম, করীম—[আ. করীম] বি. ণ. দয়াল ঈশ্বর; করুণাময়।

করিয়—(প্রা. বাং) করিও।

করিয়া—(করে, করো, কইরা) অস-ক্রি. করার পর, সম্পাদনপূর্বক; অব্য. দ্বারা, সাহায্যে, অবলম্বনে (ঠোঁটে করিয়া খাদ্য আনে, হাতায় করিয়া আগুন আনে, ; নৌকা করিয়া যাওয়া), ফিরাইয়া, রুজু করিয়া (পশ্চিমদিকে মুখ করিয়া তৈরি; উত্তর দিকে মুখ করিয়া বসা); প্রকারে (কি করিয়া একাজ করিলে), পরিমাণে, সংখ্যায় (টাকায় দু সের করিয়া বিক্রয় হইতেছে, টাকায় ৬টি করিয়া); প্রযত্নে (এত করিয়াও কিছু হইল না) · পর্যায়সূচক (একটি দুইটি করিয়া), স্বরূপে (সেই শক্তিকে পরমেশ্বর করিয়া জানিবে —অধুনা অপ্রচলিত) · হেতুবাচক (তাতে ক'রে)।

করিয়া-কর্মিয়া—হাতে কলমে করিয়া (করিয়া কর্মিয়া শিখিয়াছি); পরিশ্রম করিয়া, চেষ্টা-চরিত্র করিয়া (করিয়া কর্মিয়া খাও)।

করিষ্ণু—ণ. যে করিতেছে, ক্রিয়ারত, ক্রিয়াবান্। [কৃ+ইষ্ণু]। **করিষ্যমাণ**—ণ. যে ভবিষ্যতে করিতে থাকিবে। [কৃ+স্যমান]।

করিহ—[প্রা বাংলা] করিও, করিবে।

করী (-রিন্)—বি. শুঁড় আছে যার, হস্তী। স্ত্রী. করিণী। **করীন্দ্র**—গজরাজ, ঐরাবত।

করীষ—[সং] শুষ্ক গোময়, ঘুঁটে; পশুর শুষ্ক পুরীষ। **করীষাগ্নি**—ঘুঁটের আগুন।

করু—(মৈথিলী) করে; করুক; করিও।

করুক—অনুজ্ঞাজ্ঞাপক (সে করুক); করিতে দাও (করুক যত পারে)। (সম্ভ্রমার্থে: করুন)।

করুগেট, করোগেট, করুকেট—[ইং corrugated] ঢেউতোলা দস্তালেপা লোহার চাদর বা পাত, ঢেউটিন (গুদাম বাসগৃহ ইত্যাদি নির্মাণের জন্য ব্যবহৃত হয়)।

করুণ—[কৃ (বিক্ষেপ করা)+উন] ণ. শোক বা সহানুভূতি উদ্দীপক (করুণ রস); পরদুঃখে কাতর, সহানুভূতিশীল (করুণ হৃদয়); করুণার উদ্রেককারী (করুণ দৃশ্য)।

করুণা—বি. দয়া, অনুকম্পা (করুণাময়); কাতরতা, অনুনয়, বিলাপ ('সে করুণা শুনিতে পাষাণ কাষ্ঠ দ্রবে—বর্তমানে গ্রাম্য ভাষায় চলিত)। **করুণাকর, -নিকর, -নিদান, -নিধান, -নিলয়**—দয়াময়, কৃপাময়; দয়াল ঈশ্বর। **করুণাপর, -ময়**—অতি দয়ালু।

করে—ক্রিয়ার বর্তমানবাচক (কাজ করে, ঘর সংসার করে), করিয়াছিল (সে প্রথম গালাগালি করে তারপর আমি ধেয়ে যাই)।

করেণু—[সং] হস্তী, **করেণুকা**—হস্তিনী।

করেলা করলা—[সং কারবেল্ল] বি. লম্বা উচ্ছে।

করোট, করোটি, -টী—বি মাথার খুলি [সং]

করোয়া—[স. করক] বি নারিকেলের খোল-নির্মিত জলপাত্র, করঙ্গ, কমণ্ডলু।

কর্ক—[ইং cork], বি কর্ক-ওক নামক গাছের বাকল; কাক, বোতলের ছিপি।

কর্কট, কর্কটক—[সং] বি কাঁকড়া, পক্ষী-বিশেষ; রাশিবিশেষ, Cancer; রোগ বিশেষ, cancer; (নাট্যে) মুদ্রাবিশেষ; লাউ গাছ। স্ত্রী. কর্কটী, কর্কটিকা। **কর্কটক্রান্তি**—Tropic of Cancer, নিরক্ষরেখার প্রায় ২৩½° ডিগ্রি উত্তরে যে অক্ষরেখা আছে।

কর্কটশৃঙ্গী, -ঙ্গিকা—কাঁকড়াশিঙ্গা গাছ।

কর্কটিয়া, কর্কটে—বি. পাখীবিশেষ। ণ. (করকটিয়া দ্রঃ) অবিকশিত; কুঁজো; কঠিন।

কর্কটীমাটি—বি. কাঁকড়া যে মাটি তোলে তাহা।

কর্কন্ধু, -ন্ধূ—বি. কুলগাছ। [সং]

কর্কর—[সং] বি. দর্পণ, আয়না; মুগুর, কাঁকর। ণ. কঠিন, দৃঢ়, কর্কশ। স্ত্রী. **কর্করী**—নলযুক্ত জলপাত্র, ঝারী, বদনা

কর্করে—ণ. কর্কশ, খরখরে।

কর্কশ—ণ. অমসৃণ, খরখরে; এবড়ো-খেবড়ো; শ্রুতি-কঠোর (কর্কশ কণ্ঠ); পরুষ (কর্কশ-

বাক্য); রুক্ষ, শুষ্ক (কর্কশ প্রকৃতি)। বি. **কর্কশতা, কর্কশত্ব, কার্কশ্য**। [সং]

কর্কোট, কর্কোটক—বি. সর্প বিশেষ; কাঁকরোল গাছ; কাঁকুড় গাছ। [সং]

কর্চরিকা, কর্চরী—(হিন্দি কচৌরী) কচুরি।

কর্জ, কর্জা—[আ. কর্‌দ্‌] বি. ঋণ, ধার (কর্জ করা, কর্জ দেওয়া, কর্জা টাকা)। **কর্জদার, করজদার**—দেনদার, ঋণী। **কর্জপত্র**—কর্জ ইত্যাদি; ধারধোর (কর্জপত্র করিয়া এমাস চলিল); যে দলিলের সাহায্যে ঋণ গ্রহণ করা হয়। **কর্জে-হাসানা**—[আ.+ফা.] উৎকৃষ্ট ঋণদান (যে ঋণ পরিশোধের জন্য তাগাদা করা হয় না, ঋণী আপন সুবিধামত ঋণ পরিশোধ করে, করিতে না পারিলে তাহাকে দায়ী করা হয় না)।

কর্ণ—[কর্ণি (শ্রবণ করা)+অল্] বি. কান; কর্ণ-ভূষণ বিশেষ; হাইল (কর্ণ ধরে বসেছে তার যমদূতের সম স্বভাব সর্বনেশে—রবি); মহাভারতোক্ত সুবিখ্যাত বীর ও দাতা। **কর্ণকটু**—শ্রুতিকটু। **কর্ণকীট**—কানকোটারি পোকা। **কর্ণকীটা**—কেন্নাই। **কর্ণকুহর**—কানের ছিদ্র। **কর্ণগোচর**—শ্রুত। **কর্ণধার**—নৌকার মাঝি, যে হাল ধরে, কাণ্ডারী (ভবকর্ণধার)। **কর্ণনাদ**—কানের মধ্যকার শব্দ ভোঁ ভোঁ ইত্যাদি। **কর্ণপট, কর্ণপটহ**—কানের মধ্যকার সূক্ষ্ম ঝিল্লি (ইহার শব্দগ্রহণের ক্ষমতার উপরে শ্রুতিশক্তি নির্ভর করে)। **কর্ণপথ**—কর্ণরন্ধ্র। **কর্ণপরম্পরা**—এক কান হইতে অন্য কানে সংবাদের গতি। **কর্ণপাক**—কান পাকা। **কর্ণপাত**—কান-দেওয়া, গ্রাহ্য, কানে করা। **কর্ণপুর**—অলঙ্কার-বিশেষ, কান। **কর্ণবিলম্বী (-ম্বিন্)**—কর্ণ পর্যন্ত বিস্তৃত, কর্ণ হইতে লম্বিত। **কর্ণবেধ**—চূড়াকরণ, কান-বিঁধানো। **কর্ণমল**—কানের খইল। **কর্ণমূল**—কর্ণমূলের গ্রন্থি-স্ফীতি। **কর্ণরন্ধ্র**—কানের ছিদ্র। **কর্ণলতিকা**—কানের পাতা। **কর্ণশূল**—কানের ভিতরের শূল ব্যথার মত যন্ত্রণাদায়ক রোগবিশেষ, ear-ache। **কর্ণস্রাব**—কান হইতে পুঁজ পড়া। **কর্ণহীন**—কালা। **কর্ণাকর্ণি**—বি. কানে কানে কথা, কানাকানি। **কর্ণান্তর**—অন্য কান। **কর্ণাভরণ**—বি. কানের গহনা। **কর্ণাস্ফালন**—হস্তীর কর্ণ সঞ্চালন।

কর্ণ—বি. (জ্যামিতি) সমকোণী ত্রিভুজের সমকোণের সম্মুখীন বাহু, hypotenuse; চতুর্ভুজের কোণাকুণি সরলরেখা, diagonal।

কর্ণাট—বি. দাক্ষিণাত্যের অঞ্চলবিশেষ, কানাড়া। **কর্ণাটক**—বি. কর্ণাটের পুরুষ। **কর্ণাটী**—কর্ণাট দেশের স্ত্রীলোক; রাগিণী বিশেষ।

কর্ণিক—বি. চূণ সুর্কি বালি ইত্যাদি লাগাইবার জন্য রাজমিস্ত্রীরা যে বাঁটওয়ালা লোহার পাতের মত যন্ত্র ব্যবহার করে, trowel (কন্নি)।

কর্ণিকা—বি. কর্ণভূষণ; হস্তিশুণ্ডের অগ্রভাগের অঙ্গুলির ন্যায় অংশ; পদ্মের বীজকোষ; মধ্যমাঙ্গুলি; বোঁটা; অগ্নিমন্থ বৃক্ষ; লেখনী। [সং]

কর্ণিকার—সোঁদাল গাছ ও ফুল।

কর্ণেজপ—বি. কুমন্ত্রণাদাতা, যে কান-ভাঙানি দেয়; গোয়েন্দা। [সং]।

কর্ণেল—[ইং Colonel] বি. সৈন্যবিভাগের উচ্চপদস্থ কর্মচারী বিশেষ।

কর্ণোপকর্ণিকা—বি. কানাকানি, কানে কানে রটানো কথা। [সং]

কর্তন—[কৃৎ+অনট্] বি. ছেদন, কাটা; ছেদক; কাটনা কাটা। **কর্তনী**—কাটিবার যন্ত্র, কাঁচি; দা, কাটারি।

কর্তরী, কর্তরিকা—বি. কাটারি; ছুরি। [কৃৎ+অরন্+ঈপ্, কর্তরী+কন্+আপ্]। **কেশ-কর্তরিকা**—কাঁচি।

কর্তব্য—[কৃ+তব্য] ণ. করণীয়, বিধেয়, উচিত; বি. অবশ্যকরণীয় কর্ম (তোমার কর্তব্য তুমি কর)। **কর্তব্যজ্ঞান**—কর্তব্যের জ্ঞান, করণীয় এই জ্ঞান। **কর্তব্যতা**—করণীয়তা, ঔচিত্য। **কর্তব্য-নিষ্ঠ,-পরায়ণ**—কর্তব্যরত। **কর্তব্য-নিষ্ঠা**—কর্তব্যানুরক্তি। **কর্তব্য-পরাঙ্মুখ,-বিমুখ**—কর্তব্যে যত্নবান্ নয়। **কর্তব্যবিমূঢ়, কিংকর্তব্যবিমূঢ়**—কি করা উচিত তাহা স্থির করিতে অক্ষম। **কর্তব্য-ভার**—কর্তব্যের দায়িত্ব। **কর্তব্যাকর্তব্য নিরূপণ**—কোন্‌টি করণীয় কোন্‌টি অকরণীয় তাহা নিরূপণ। **কর্তব্যাতিশয়**—সুমহৎ কর্তব্য।

কর্তা (-র্তৃ)—[কৃ+তৃচ্] ণ. যে করে; কারক; নায়ক (কর্মকর্তা); প্রণেতা (গ্রন্থকর্তা); নির্মাতা, স্রষ্টা, বিধাতা (জগতের কর্তা); গৃহস্বামী (কর্তা-গিন্নি); ভূম্যধিকারী, প্রভু (বড় কর্তা,

ছোট কর্তা); পতি (স্ত্রী কহিলেন, কর্তা ঘুমিয়ে আছেন—মুসলমান মহিলারা এরূপ ক্ষেত্রে সাধারণত 'সাহেব' বলেন); বাপদাদা (কর্তা-দের আমলে); ভৃত্য বা অনুগৃহীত লোকদের সম্বোধন (কর্তা কবে এলেন?); (ব্যাকরণে) কর্তৃকারক। (স্ত্রী. কর্ত্রী)। **কর্তার ইচ্ছায় কর্ম**—কর্তার যেমন ইচ্ছা সেই ধরণেই কাজ হয়, অন্যের কিছু বলিবার বা কহিবার নাই, একনায়কত্ব, স্বৈরাচার, স্বেচ্ছাচারিতা; সর্ব-সাধারণের কর্মোদ্যমহীনতা।

কর্তাভজা—আউলচাঁদ-প্রবর্তিত ধর্মসম্প্রদায় বিশেষ—শ্রীকৃষ্ণ ('কর্তা') ইঁহাদের ভজনীয়; (নিন্দিত অর্থে) যাহাদের স্বাধীন বিচার-বুদ্ধি আদৌ নাই, একান্তভাবে কোন নেতার বা মতের অনুগামী।

কর্তিত—ণ. ছিন্ন; ছেদিত, যাহা কাটা হইয়াছে।

কর্তুকাম—ণ. করিতে ইচ্ছুক [সং]

কর্তৃ—কর্তা। **কর্তৃক**—কর্তৃত্বে; আনুকূল্যে। (রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর মতে ক্রিয়ার কর্তৃত্ব বুঝাইবার জন্য 'কর্তৃক' এবং কারণ বুঝাইবার জন্য 'দ্বারা' ব্যবহার করা উচিত, যথা: বিশ্বভারতী কর্তৃক মুদ্রিত, হস্ত দ্বারা চালিত)। **কর্তৃ-কারক**—ক্রিয়ার সহিত যুক্ত কর্তৃপদ, the nominative case। **কর্তৃপদ**—the nominative, বাক্যের কর্তা। **কর্তৃবাচ্য**—যে বাচ্যে কর্তার বচন ও পুরুষ অনুসারে ক্রিয়ার বচন ও পুরুষ নির্ধারিত হয়, active voice.

কর্তৃকা—বি. কর্তরিকা, ছোট কাটারি। [সং]

কর্তৃত্ব—বি. প্রভুত্ব, নেতৃত্ব; কারকত্ব।

কর্তৃপক্ষ—বি. যাহাদের উপরে পরিচালনের ভার রহিয়াছে, authorities, শাসকবর্গ।

কর্দন—[সং] বি. পেটের কলকল ডাক; ছেলে-পিলের কোলাহল; কাক।

কর্দম—[কর্দ্—কুৎসিত শব্দ করা] বি. কাদা, পঙ্ক; পাপ। **কর্দমময়**—কর্দমপূর্ণ। **কর্দমাক্ত, কর্দমিত**—পঙ্কিল, কর্দমময়।

কর্পট—[সং] বি. জীর্ণবস্ত্র, নেকড়া। **কর্পট-ধারী** (-রিন্)—ছিন্নবস্ত্রপরিহিত, দরিদ্র। **কর্পটিক, কর্পটী** (-টিন্)—যে ভিক্ষাপাত্র হাতে ভিক্ষা করিয়া ফিরে।

কর্পর—[সং] বি. মাথার খুলি, খর্পর; খাপরা।

কর্পাস, কর্পাসী—কার্পাস।

কর্পূর—[সং; আ. কাফুর] বি. সুপরিচিত গন্ধদ্রব্য, camphor। ণ. **কর্পূরিত**—কর্পূর-মিশ্রিত। **কর্পূর তৈল**—কর্পূর হইতে প্রস্তুত তৈলবৎ পদার্থ। **কর্পূর রস**—পারদ।

কর্বুর, কর্বূর—বি. রাক্ষস ('কর্বুরগৌরব রবি চির রাহুগ্রাসে'); পাপ; স্বর্ণ; ণ. বিচিত্রবর্ণ, বহুবর্ণ। [সং]

কর্ম (-র্মন্)—[কৃ+মন্] বি কাজ, ক্রিয়া, যাহা করা যায় (কর্ম কর); কর্তব্য, স্বধর্মপালন (কর্মভার নবপ্রাতে নব সেবকের হাতে করি যাব দান—রবি); যথাবিহিত কাজ, যোগ্য কাজ (এ তোমার কর্ম নয়; যার কর্ম তারে সাজে অন্য জনে লাঠি বাজে); সামাজিক বা ধর্মীয় অনুষ্ঠান (ক্রিয়াকর্ম); চাকুরি, জীবিকার্জনের কার্য (কর্মস্থান); অদৃষ্ট, পূর্বজন্মের কর্ম (কর্মফল); ব্যবসায়, বৃত্তি (ক্ষৌরকর্ম; স্বকর্মনিরত); কর্ম-কারক, objective case। **কর্মকর**—ভৃত্য, মজুর। স্ত্রী. **কর্মকরী**—দাসী। **কর্মকর্তা** (-র্তৃ)—যাহার বাড়ীতে ক্রিয়া-কর্ম হইতেছে। **কর্ম-কর্তৃবাচ্য**—যে বাচ্যে কর্তার উল্লেখ হয় না, কর্ম কর্তার তুল্য ক্রিয়া করে (পাতা নড়িতেছে)। **কর্মকাণ্ড**—কর্মাবলি; বেদের যে বিভাগে যজ্ঞাদির বর্ণনা আছে (বিপ. জ্ঞানকাণ্ড)। **কর্মকার**—কামার। **কর্মকারক**—কর্মচারী; objective case। **কর্মকারী** (-রিন্)—কর্মচারী; শিল্পী। **কর্মকৃৎ**—কার্যকারক। **কর্মকুণ্ঠ**—শ্রমবিমুখ। **কর্মকুশল**—কার্যদক্ষ। **কর্মক্লান্ত**—বহু কার্য বা বহুক্ষণ কার্য করার ফলে পরিশ্রান্ত। **কর্মক্ষম, কর্মকুশল**—যাহার কাজ করিবার যোগ্যতা আছে। **কর্ম-ক্ষেত্র**—কার্যস্থান; সংসারক্ষেত্র। **কর্মচণ্ডাল**—ঘৃণিত আচরণের জন্য চণ্ডালসদৃশ; অসূয়া-পরবশ খল কৃতঘ্ন ও দীর্ঘরোষ—এই চারজন কর্মচণ্ডাল। **কর্মচারী** (-রিন্)—যে বেতন লইয়া কর্ম করে, কোন অফিসে নিযুক্ত ব্যক্তি, official। **কর্মচেষ্টা**—কর্মে মনোযোগ, কর্মতৎপরতা, কর্মানুষ্ঠান। **কর্মজ**—কর্মের ফল, রোগ পাপ সুখ দুঃখ ইত্যাদি। **কর্মজন্য**—কর্ম হইতে জাত। **কর্মজ্ঞ**—কর্মকুশল। **কর্মঠ**—কর্মকুশল, পরিশ্রমের কাজে পটু। **কর্মণ্য**—কর্মদক্ষ (বিপ. অকর্মণ্য)। **কর্মণ্যতা**—কর্ম সম্পাদনের নৈপুণ্য। **কর্মণ্য**

—বেতন। **কর্মত্যাগ**—কার্যে বিরতি, চাকুরি ছাড়া; সংসার-জীবন হইতে নিবৃত্তি, সন্ন্যাস অবলম্বন: ণ. **কর্মত্যাগী** (-গিন্)। **কর্মদুষ্ট**—কুকর্মপরায়ণ, দুশ্চরিত্র। **কর্মদোষ**—অন্যায়কর্মজনিত পাপ; কর্মের অশুভ পরিণাম, অদৃষ্টের দোষ। **কর্মধারয়**—একার্থপ্রতিপাদক সমাস (যথা: নীলোৎপল)। **কর্মনাশা**—কাশী ও বিহারের মধ্যবর্তী নদী বিশেষ, ইহার জলস্পর্শে নাকি সর্বপুণ্য নষ্ট হয়—এরূপ প্রবাদ; যে বা যাহা কর্ম পণ্ড করে (তাস দাবা পাশা এ তিন কর্মনাশা)। **কর্মনিকাশ**, **কর্মনিকেশ**—কর্মশেষ; হিসাব নিকাশ শেষ; প্রাণান্ত বা প্রাণান্তকর পরিশ্রম বা দুর্দশা, দফারফা (যে জোরে ছুটিয়েছিলে তাতে ঘোড়ার কর্ম নিকেশ)। **কর্ম-নিষ্ঠ,-পর,-পরায়ণ, -ব্রত**—কর্মে মনোযোগী। **কর্মন্যাস**—ঈশ্বরোদ্দেশে কর্ম সম্পাদন; এরূপ কর্মসম্পাদনের দ্বারা আধ্যাত্মিক জীবন যাপন। **কর্মপথ**—কর্মের উপায়, কর্মসিদ্ধির পথ। **কর্মপাক**—ভাগ্যফল। **কর্মপাশ**—কর্মফলের বা প্রাক্তনের দুশ্ছেদ্য বন্ধন। **কর্ম-ফল**—পূর্বজন্মের কর্মের জন্য সুখ বা দুঃখ, প্রাক্তন; কর্মের পরিণাম। **কর্মফের**—দুরদৃষ্ট; কর্মবিপাক। **কর্মবন্ধ**, **কর্মবন্ধন**—নিয়তি। **কর্মবশ**—কর্মের অধীন; কর্মফলের অধীন। **কর্মবশতঃ**—কার্য-গতিকে। **কর্মবাচ্য**—যে বাচ্যে ক্রিয়া কর্মের পুরুষ ও বচন পায় (মহাজননির্দিষ্ট পথ)। **কর্মবাদ**—কর্ম ভিন্ন মোক্ষ লাভ নাই এই মত; ণ. **কর্মবাদী** (-দিন্)। **কর্মবিপর্যয়**—চাকরিতে পদের পরিবর্তন; কর্মে অপ্রত্যাশিত মন্দ পরিণতি। **কর্মবিপাক**—কর্মফের। **কর্মবীর**—মহৎ কর্মের অনুষ্ঠাতা, কর্মে উৎসর্গী-কৃত জীবন। **কর্ম-ব্যতিহার**—ক্রিয়া-বিনিময়, পরস্পর এক জাতীয় কার্যকরণ। **কর্মভূমি**—কার্যক্ষেত্র; সংসারক্ষেত্র; কর্মের শ্রেষ্ঠ স্থান ভারতবর্ষ (অন্য ভূমি ভোগভূমি)। **কর্মভোগ**—কর্মফল ভোগ, নিরর্থক দুঃখ ভোগ। **কর্মমার্গ**—কর্মপথ; সিঁধের জায়গা। **কর্মমাস**—শাস্ত্রীয় কর্ম সম্পাদনের মাস। **কর্মমীমাংসা**—মীমাংসা দর্শন। **কর্মযোগ**—কর্মরূপ সাধনা, ফলাকাঙ্ক্ষা বর্জিত হইয়া কর্ম করা, কর্মভাস। ণ. **কর্মযোগী** (-গিন্)। **কর্মরঙ্গ**—কামরাঙা গাছ। **কর্মশাল,-লা**—শিল্পকর্মের গৃহ বা চত্বর। **কর্মশীল**—কর্মপরায়ণ, কর্মী। **কর্মশূর**—কর্মবীর, আফলোদয়কর্মা। **কর্মশৌচ**—কর্মে শুচিতা, কর্মে অকপট ভাব। **কর্মসঙ্গ**—কর্মফলাকাঙ্ক্ষা। ণ. **কর্মসঙ্গী** (-ঙ্গিন্)। **কর্মসচিব**—কাজে সহায়; Secretary. **কর্মসন্ন্যাস**—কর্মফলত্যাগ; নিত্যনৈমিত্তিক কর্মপরিহার ও সন্ন্যাসীর জীবন গ্রহণ। ণ. **কর্মসন্ন্যাসী** (-সিন্)—যতি। **কর্মসাক্ষী** (-ক্ষিন্)—কর্মমাত্রের সাক্ষাৎ দ্রষ্টা; সূর্য চন্দ্র যম কাল ও পঞ্চমহাভূত। **কর্মসাধন**—কর্ম সম্পাদনের অনুকূল উপকরণ। **কর্মসিদ্ধি**—কর্মের ফল লাভ। **কর্মসূত্র**—কর্মফলরূপ বন্ধন, নিয়তি। **কর্মস্থল**, **কর্মস্থান**—আফিস, কার্যস্থান। **কর্মাকর্ম**—কর্তব্যাকর্তব্য। **কর্মাঙ্গ**—কর্মের অপরিহার্য অংশ। **কর্মাধীন**—কর্মবশ। **কর্মাধ্যক্ষ**—কার্যের প্রধান পরিচালক, কার্য-পরিদর্শক। **কর্মানুবন্ধ**—কর্মবন্ধন, কর্মগতিক। ণ. **কর্মানুবন্ধী** (-ন্ধিন্)—কর্মের সহিত সংশ্লিষ্ট। **কর্মানুরূপ**—কর্মের অনুযায়ী। **কর্মান্ত**—কর্মের শেষ। **কর্মান্তর**—অন্য কর্ম। **কর্মান্তিক**—চাকর, দাসী।

কর্মার—বি. কামার; কামরাঙা গাছ; বেউড় বাঁশ। [সং]

কর্মারম্ভ—বি. কর্মসূচনা; কার্যের সূত্রপাত। [কর্ম+আরম্ভ]

কর্মাহ—বি. কার্যক্ষম। [কর্ম+অহ]

কর্মিষ্ঠ—ণ. কর্মপরায়ণ; কর্মশক্তিসম্পন্ন। বি. **কর্মিষ্ঠতা**।

কর্মী (-র্মিন্)—ণ. কর্মপরায়ণ; কর্মক্ষম; কর্মে অভিজ্ঞ; বি. মিস্ত্রী মজুর ইত্যাদি, worker.

কর্মেন্দ্রিয়—যে সব ইন্দ্রিয়ের দ্বারা কর্মসাধন হয়। (ইন্দ্রিয় দ্রঃ। বিপ. জ্ঞানেন্দ্রিয়)।

কর্ষ—[সং] বি. স্বর্ণ রৌপ্যাদির ওজনবিশেষ (দুই তোলা=এক কর্ষ)।

কর্ষক—[কৃষ+ণক] ণ. বি. যে চাষ করে, চাষী; আকর্ষণকারী, যাহা আকর্ষণ করে। **কর্ষকবর্গ**—যে সব পাখী নখ দিয়া মাটি আঁচড়ায় তাহাদের শ্রেণী (মুরগি, ময়ূর ইত্যাদি)।

কর্ষণ—বি. চাষ করা, হলচালনা (ভূমিকর্ষণ)। [কৃষ্+অনট্]। **কর্ষণীয়**—ণ. কর্ষণযোগ্য।

কর্ষিত—ণ. চষা, কৃষ্ট (কর্ষিত ভূমি); পীড়িত, ব্যথিত (শোককর্ষিত, বাতাতপকর্ষিত)। [কৃষ্+ক্ত]
কর্ষাপণ—কার্ষাপণ দ্রঃ।
কর্ষী (-র্ষিন্)—ণ. চিত্তাকর্ষক; আকর্ষক; বি. লাগামের যে লোহা ঘোড়ার মুখের মধ্যে থাকে।
কল—(যাহা চালাইলে শব্দ করে) বি. যন্ত্র, সহজে বা কৌশলে কার্যসিদ্ধির উপায় (কাপড়ের কল, ময়দার কল); বন্দুকের ঘোড়া; যন্ত্রের চাবি হাতল ইত্যাদি। কৌশল, ফিকির, ছল-ছুতা (কলেবলে; কল করা); ফাঁদ; ঘুড়ির গায়ে ফুটা করিয়া বাঁধা সূতা। [বাং]। **কলকজ্জা**—যন্ত্র ও তাহার আনুষঙ্গিক অংশ, বিভিন্ন ধরণের যন্ত্র, machinery। **কলকারখানা**—যন্ত্র ও তাহার কারখানা। **কলকৌশল**—যন্ত্র ও তাহা চালাইবার কৌশল; চক্রান্ত। **কলঘর**—স্নানাগার। **কল টেপা, কল টিপিয়া দেওয়া**—গোপনে নির্দেশ দেওয়া বা সাবধান করিয়া দেওয়া। **কলকাঠি**—চাবিকাঠি রহস্য ভেদের উপায়। **কল পাতা**—ফাঁদ পাতা। **কলবাড়ী**—কলঘর বা কারখানা। **কলের কাপড়**—বয়ন-যন্ত্রে প্রস্তুত (তাঁতে বোনা নয়) বহুল পরিমাণে উৎপন্ন কাপড়। **কলের গাড়ী**—ইঞ্জিন-চালিত গাড়ি। **কলের গান**—গ্রামোফোন। **কলের পুতুল**—কৌশল-চালিত পুতুল; সম্পূর্ণভাবে অপরের চালনার অধীন। **কলের মানুষ**—কৃত্রিম মানুষ, কলের পুতুল, যে সহজেই ভোল বদলায়। **কলে কৌশলে**—ভালমন্দ যে উপায়ে হউক।
কল—বি. অঙ্কুর, কোরক। [কলল]
কল—ণ. অস্ফুট মধুর (কলস্বন, কলকণ্ঠ, কলকল)। **কলকণ্ঠ**—ণ. বি. সুস্বরযুক্ত কণ্ঠ; (কলকণ্ঠ যাহার) কোকিল পারাবত হংস; সুভাষিত (কলকণ্ঠ কবি)। স্ত্রী. **কলকণ্ঠী**।
কলকল—অবিরত জল পড়ার বা স্রোতের শব্দ (মৃদুতর ধ্বনিকে বলা হয় কুলকুল); কলরব, (লোক কলকল করছে, পেট কলকল করছে। বি. **কলকলানি**। **কলকলানো**—কলকল শব্দ করা।
কলকা—বি. নকশা বিশেষ ('ঠ'এর নিম্নাংশের মত আকার)। [হি. কলগা]। **কলকাপেড়ে**—ণ. কলকার নকশা আঁকা পাড় বিশিষ্ট ('—শাড়ী)।
কলকাতা, কলকেতা—কলিকাতা।
কলকি, কলকে—বি. যাহাতে তামাক সাজিয়া তাহার পরে আগুন দিয়া ধূম পান করা হয়, চিলম, ছিলিম। **কলকে পায় না**—সমমর্যাদাসম্পন্ন বলিয়া গৃহীত হয় না; সম্মান বা আমল পায় না (তোমার মত লোক সেখানে কলকে পাবে না)।
কলগী—[আ. কলগী] রাজমুকুটের পালকযুক্ত চূড়া; তাহার অনুকরণে প্রস্তুত রত্নখচিত শিরোভূষণ, কিরীট, tiara।
কলঘোষ—ণ. মধুরকণ্ঠ, কলকণ্ঠ; বি কোকিল।
কলঙ্ক—বি. দাগ; মরিচা; অপবাদ, বড় রকমের-নিন্দা (কুলে কলঙ্ক দেওয়া)। [ক-লনক্+অ] **কলঙ্ককালিমা**—কালো দাগ; গভীর অপযশ। **কলঙ্কভঞ্জন**—কলঙ্ক হইতে অব্যাহতি লাভ, দোষক্ষালন। **কলঙ্কলাঞ্ছিত**—কলঙ্কের দ্বারা চিহ্নিত, বিশেষ অপযশের পাত্র। ণ **কলঙ্কিত**—মলিন, দূষিত, নিন্দিত। **কলঙ্কিনী**—অসতীত্ব-অপবাদ-যুক্তা। **কলঙ্কী** (-ঙ্কিন্)—নিন্দিত, চরিত্রহীনতা বিশ্বাসঘাতকতা কাপুরুষতা ইত্যাদির অপবাদগ্রস্ত; দাগযুক্ত (কাঁদেরে কলঙ্কী চাঁদ মৃগ লয়ে কোলে)।
কলতানি—বি. পুঞ্জ, ক্রেদ, কলসানি। [বাং]
কলত্র—বি. ভার্যা, স্ত্রী; নিতম্ব; দুর্গ। [কল-ত্রৈ+ড]। **কলত্রবান্(-বৎ)**—সপত্নীক।
কলধুত, কলধৌত—বি. (যাহার কল অর্থাৎ মলভাগ ধৌত হইয়াছে) স্বর্ণ; রৌপ্য। [সং]
কলধ্বনি—বি মধুর শব্দ, কলরব; কোকিল; কপোত, পারাবত [সং]।
কলনাদ—বি. কলকল বা কুলকুল ধ্বনি। ণ. **কলনাদী** (-দিন্)—কলকলশব্দকারী। স্ত্রী. **কলনাদিনী**।
কলন্দর—[আ. ক'লন্দর্] বি. একশ্রেণীর গৃহত্যাগী মুসলমান ফকীর।
কলপ—[আ. কলফ] বি. খেজাব, পাকা চুল কালো ক'রবার রং; ভাত চিড়া ইত্যাদির মাড় (কাপড়ে কলপ দেওয়া)।
কলবল—বি কোলাহল, বহু লোকের অস্পষ্ট কণ্ঠ-ধ্বনি। [বাং]। **কলবলে**—ণ. যে উদ্দীপনা-বশতঃ কিছু বেশী কথা বলে। **কলবলানো**—

ক্রি. কলবল শব্দ করা (ভাত কলবলাচ্ছে)। বি কলবলানি।

কলভাষণ—বি. শিশুর আধ-আধ বোল; আনন্দিত অর্ধস্ফুট কথা। [সং]।

কলম—[আ. ক'লম্; সং কলম; অর্বাচীন, সং কলম] বি. লেখনী; নল, খাগড়া (পূর্বে নল বা খাগড়া তেরচা করিয়া কাটিয়া কলম তৈরী হইত এবং কলম বলিতে এরূপ খাগড়াই বুঝাইত), কলমের মত কাটা গাছের ডাল যাহা অন্য চারার সহিত জোড় মিলাইয়া নূতন গাছ উৎপাদন করা হয় (ল্যাংড়ার কলম); লেখা, বিধান (বিধাতার কলম খণ্ডাবে কে; খোদার কলম থাকে তবে হবে—সাধারণতঃ বিবাহ সম্বন্ধে বলা হয়); ঝাড়বাতিতে ঝুলানো তেশিরা কাচের ফলক। (ণ. কলমী)। **কলম কাটা**—তেরচা করিয়া কাটা। **কলম চলা**—দ্রুত লিখিতে পারা; রচনাশক্তি থাকা (তাহার কলম বেশ চলে)। **কলমজোর, কলমের জোর**—রচনাশক্তি। **জোরকলম**—প্রতিভাসম্পন্ন রচনা। **কলম রদ করা**—সিদ্ধান্ত নাকচ করা। **এক কলম লেখা**—দু চার কথা লেখা। **কলমের খোঁচা**—লিখিত প্রতিকূল মন্তব্য। **কলমের চারা**—কলম করিয়া যে চারা তৈরি করা হইয়াছে। **কলমিয়া, কলমী, কলুমে**—কলম করিয়া তৈরী (কলমে নেবু)। **কলমচি**—লিপিকর, যে শুনিয়া লেখে, amanuensis। **কলমতরাস**—কলম কাটা ছোট ছুরি। **কলমদান**—কলম রাখিবার পাত্র, কলম ও দোয়াত দুইই যাহাতে রাখা হয়। **কলমপেশা**—কেরানীগিরি। **কলম পেষা**—লিখিয়া জীবিকা অর্জন করা; অনবরত লেখা। **কলমবন্ধ**—লিখিত (এজাহার কলমবন্ধ করা হইল)। **কলমবাজ**—ণ. রচনাশক্তিযুক্ত, লিপিকুশল, লেখালেখিতে তৎপর। **কলমবাজি**—বি. লিপিকৌশল, লিপিসৌকর্য; লেখালেখি; কলমের যুদ্ধ।

কলমা, কলেমা, কলিমা—[আ. কল্মহ্] বি. শব্দ, উক্তি, বাণী; মুসলমানের ধর্মবিশ্বাস-পরিজ্ঞাপক উক্তি (লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ মুহম্মদর্ রসুলুল্লাহ্—আল্লাহ্ ভিন্ন আর কোন উপাস্য নাই মুহম্মদ আল্লাহ্‌র প্রেরিত পুরুষ)। **কলমা পড়া**—কলমা উচ্চারণ করা; কলমা উচ্চারণ করিয়া মুসলমান ধর্ম অবলম্বন করা; যথারীতি বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হওয়া (কথ্য)।

কলমী—বি. শাকবিশেষ। [কলম্বী]। **কলমীর ঝাড়**—কলমীর বহুবিস্তৃত শাখা-প্রশাখার মত বিস্তৃত বংশাবলি।

কলমী—ণ. কলমসংক্রান্ত, কলমে লেখা; কলমের গাছের। **কলমী নকশা**—হাত নকশা, মোটামুটি ভাবে আঁকা নকশা, rough sketch.

কলমুখরিত—ণ. কলগুঞ্জিত, অস্ফুট আনন্দময় ধ্বনিবিশিষ্ট (কলমুখরিত সেই সুন্দর পল্লীজীবন)।

কলম্ব—[সং] বি শাকের ডাঁটা, culm; বাণ, তীর (উড়িল কলম্ব-কুল অম্বর-প্রদেশে শন্‌শনে—মধু) কদম্বতরু; কলমী শাক। **কলম্বিকা, কলম্বী**—[সং] কলমী শাক।

কলরব—বি. অর্ধস্ফুট ধ্বনি, কাকলি (পাখীর কলরব); বহুজনের মিলিত ধ্বনি, কোলাহল (হাটের কলরব); চেঁচামেচি (দু'টি ফল তার যাচি মহাশয় এত তার কলরব—রবি)।

কলরোল—বি. বহু জনের মিলিত শব্দ, কোলাহল। [সং]

কলল—[সং] বি. জরায়ু; অতি-অবিকশিত ভ্রূণ।

কলশ, কলস—[কল-শো+অ, জল ভরিবার কালে যাহাতে মধুর ধ্বনি হয়, অথবা ক-লস্+অ, জল যাহাতে খেলা করে] ঘড়া, কুম্ভ; মন্দির চৈত্য প্রভৃতির কলসাকৃতি চূড়া। **কলসী,-সি**—কলস, কুম্ভ। **কলসীপীঁড়ি**—কলসী রাখার মাটির ঈষৎ উঁচু বাঁধানো জায়গা।

কলস্বন, কলস্বর—বি. ণ. কলকণ্ঠ, মধুর অস্ফুট রব-বিশিষ্ট অথবা মধুর অস্ফুট রব (কলস্বনা নদী, নদীর কলস্বন)। (বহুব্রী; কর্মধারয়)।

কলহ—[কল-হন্+ড, যাহা মধুর ধ্বনি বিনষ্ট করে—উপতৎ] ঝগড়া, বিবাদ, বাক্‌বিতণ্ডা (প্রণয়কলহ); যুদ্ধ, লাঠালাঠি। **কলহপ্রিয়**—ঝগড়াটে। [রাজহাঁস।

কলহংস—(মনোরম শব্দকারী হংস) বালিহাঁস; **কলহকার, কলহকারী** (-রিন্)—যে কলহ বিবাদ করে, ঝগড়াটে। স্ত্রী. **কলহকারিণী**। **কলহপ্রিয়**—কলহ করা যার স্বভাব, নারদ-মুনি। **কলহান্তরিতা**—যে নায়িকা কলহ করিয়া নায়ককে পরিত্যাগ করিয়া দূরে যায় ও পরে অনুতাপ করে। [সুখকর হাস্য।

কলহাস, কলহাস্য—বি. কিঞ্চিৎ উচ্চ শ্রুতি-

কলহাসিনী—কলহাস্যপরায়ণা।

কলা—বি. চন্দ্রের ষোড়শভাগ (ষোলকলা : শশি-কলা) ; কালপরিমাণবিশেষ, ৫৪০ নিমেষ ; নৃত্য গীতাদি চৌষট্টি বিদ্যা (গীত বাদ্য, নৃত্য, নাট্য, শয়ন-রচনা, প্রসাধন, তক্ষণ, বাস্তুবিদ্যা, দেশের কথ্যভাষাজ্ঞান, ম্লেচ্ছভাষাজ্ঞান, শ্লোকরচনা, দ্যূতক্রীড়া ইত্যাদি) ; (বর্তমানে কলা বলিতে সাধারণতঃ চারুশিল্প বুঝায়, যথা,—নৃত্যগীত, চিত্রবিদ্যা, প্রসাধন ইত্যাদি)। **কলাকুশল, কলাবিদ্**—বিভিন্ন কলায় পারদর্শী, artist, art-critic। **কলা-পরিষদ্**—সুকুমার শিল্পের উন্নতি বিধায়ক পরিষদ্। **কলাবিদ্যা**—সুকুমার শিল্পকলা বিষয়ে দক্ষতা। **কলাভবন**—চিত্র নাট্য সঙ্গীতাদি চর্চার ভবন বা আয়তন। **কাব্যকলা**—কাব্যবিদ্যা, কাব্য-রচনার কৌশল বা কাব্যের সমঝদারি, poetic art, poetry। **কারু-কলা**—কারুশিল্প, যে সব শিল্পের মুখ্য উদ্দেশ্য মানুষের শ্রমলাঘব বা সুখবৃদ্ধি ; যন্ত্রশিল্প, industrial art, mechanical art। **চিত্রকলা**—চিত্রবিদ্যা। **ললিতকলা**—সুকুমার কলা, যে কলার মুখ্য উদ্দেশ্য সৌন্দর্য বা আনন্দবৃদ্ধি বা মানুষের মনোরঞ্জন।

কলা—বি. কল, কৌশল, চাতুরী (কত কলাই জান)। **ছলাকলা**—ছলনাকৌশল।

কলা—বি. কদলী, plantain, banana (কলা অনেক রকমের—মর্তমান, কাঁঠালী, চিনিচাঁপা, মদনা, সিঙ্গাপুরী ইত্যাদি) ; বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ। [বাং]। **কলা করবে**—কিছুই করতে পারবে না (অবজ্ঞায় উক্ত)। **কলা খাও**—ফাঁকিতে পড়। **কলাখেকো**—বানরের প্রকৃতির। **কলা দেখানো**—বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ প্রদর্শন, গ্রাহ্য মাত্র না করা, ফাঁকি দেওয়া। **কলাপোড়া খাও**—গালি বিশেষ, চুলোয় যাও (শ্রাদ্ধে প্রেতোদ্দেশে কলাপোড়া দেয়, সুতরাং মৃত্যুসূচক)। **কলার ফুল**—মোচা। **কলাপুঁকী**—কলার তেউড়, কলার চারা। [বাং]। **কলার পেটো**—কলা গাছের খোলা। **কলাবাস্না**—কলাগাছের শুকনা বল্কল বা খোলা।

কলাই—[আ. ক'লা'] বি. ধাতুপাত্রে রাং-আদি গলাইয়া যে পাতলা প্রলেপ দেওয়া হয়। **কলাই করা**—ঐরূপ প্রলেপ লাগানো। **কলাইকর, কলাইগর**—যে কলাই করে।

কলাই—বি. কড়াই ; মটর ; মাষকলাই। [কলায়]

কলানো—ক্রি. অঙ্কুরিত হওয়া, গজানো। [বাং]

কলানাথ, কলানিধি—চন্দ্র।

কলাপ—[সং] বি. সমূহ ; সংহতি ; গুচ্ছ (কেশ-কলাপ) ; ময়ূরের পুচ্ছ (কলাপী) ; সুপ্রসিদ্ধ সংস্কৃত ব্যাকরণ ; চন্দ্রহার অলঙ্কার। **কলাপী (-পিন্)**—ময়ূর। স্ত্রী. **কলাপিনী**।

কলাবৎ—বি. কালোয়াত, সঙ্গীত-বিদ্যায় পারদর্শী, হিন্দুস্থানী সঙ্গীতে অভিজ্ঞ। স্ত্রী. **কলাবতী**—নৃত্য-গীতাদি বিদ্যায় পারদর্শিনী ; রসিকা ; মোহিনী।

কলাবউ, -বধূ—বি. দুর্গাপূজায় বস্ত্রালঙ্কার সিন্দুরাদিতে ভূষিত ঘোমটা-দেওয়া বধূরূপিণী কলাগাছ (ইহা হইতে দীর্ঘ অবগুণ্ঠনবতী লজ্জাশীলা নারীকে কলাবউ বা কলাবধূ বলা হয়) ; নবদুর্গা ; নবপত্রিকা ; গণেশ-পত্নী।

কলাবান্ (-বৎ)—ললিতকলায় অভিজ্ঞ।

কলাভৃৎ—বি. ণ. যে কলা ধারণ করে, চন্দ্র ; শিল্পী। [কলা-ভৃ+ক্বিপ্]।

কলায়—বি. কলাই (কলায় দাল)। [সং]

কলার—[ইং Collar] বি. অল্প চওড়া গল-বেষ্টনী (ইস্ত্রি করিলে সাধারণতঃ খুব শক্ত হয়, 'কামিজে'র সহিত যুক্ত করিয়া পরা হয়)।

কলালাপ—বি. ণ. যে মধুর আলাপ করে ; মিষ্টালাপী ; ভ্রমর ; মিষ্টকথা। (উপতৎ, কর্মধা)।

কলি—[সং] বি. ফুলের কুঁড়ি, কলিকা, কোরক ; বৈষ্ণবদের কলির আকারের তিলক (রসকলি), গানের পদ ; কলির আকারের হুঁকার খোল (কলি হুঁকা) ; কলির আকারে কাটা জামায় লাগানো টুকরা (কলিদার পাঞ্জাবি বা কোর্তা)। (সংস্কৃতে কলী বানানও আছে)। **কলি কেটে চুল বাঁধা**—দুই পাশের চুল চূড়া করিয়া মাথার উপরে বাঁধা।

কলি—[ইং alkali ; আ. কলী] চুনকাম (কলি ফেরানো ; কলি ধরানো)। **কলিচুন**-ঝিনুক শামুকের খোল প্রভৃতি পোড়াইয়া প্রস্তুত চুন।

কলি—বি. পুরাণবর্ণিত চতুর্থ যুগ (কলিযুগ, কলি-কাল), যে যুগে মানুষের ধর্মবোধ দুর্বল, পাপমতি প্রবল। **এইত কলির সন্ধ্যা**—কলিযুগের মাত্র সূচনা, ভবিষ্যতে ঘোর অনর্থপাতের সূচনা। **ঘোর কলি**—ঘোর অধর্মের যুগ।

কলিকা—বি. কলি, কোরক, অফোটা ফুল ; হুঁকার কলকে ; হলদে ফুল বিশেষ। [সং]

কলিকাতা—স্বনামপ্রসিদ্ধ নগরী। অনেকের মতে কালীঘাটের নাম হইতে ইহার উৎপত্তি, কাহারও কাহারও মতে ইহা কলির (কলিচুনের) ও কাতার (নারিকেলের দড়ির) আড়ত ছিল বলিয়া এই নাম ; ইহা ছাড়া আরও বহু মত আছে।

কলিঙ্গ—বি. উৎকল বা উড়িষ্যা ; কলিঙ্গদেশবাসী। শিরীষ বৃক্ষ। ণ. **কালিঙ্গ**—কলিঙ্গদেশ জাত ; কলিঙ্গরাজ।

কলিজা, কলজে—[হি.] বি. যকৃৎ, liver ; হৃদয়, হৃৎপিণ্ড ; বুক, সাহস (কলিজার জোর)। **কলজে ছেঁড়া ধন**—যাহার জন্য অসীম দুঃখকষ্ট সহিতে মানুষ রাজি, সন্তান ; **কলিজার টুকরা**—অতি আদরের, অতি স্নেহের। **কলজে-পুরু লোক**—হিম্মতওয়ালা ; যে মন ধরিয়া অপরকে দিতে পারে। **ছোট কলিজা** নীচাশয়তা, ছোট মন। [সং]

কলিঞ্জ—বি. দর্মা, মাদুর ; তৃণাদিনির্মিত আসন।

কলিত—ণ গণিত ; গৃহীত ধৃত ; পরিহিত (কণ্ঠে কলিত মালা)। [কল্+ক্ত]

কলিযুগ—বি. হিন্দুপুরাণমতে চতুর্থ যুগ (সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলি) এই যুগে ধর্ম একপাদ ও পাপ ত্রিপাদ)।

কলু—বি. যাহারা ঘানিতে তৈল প্রস্তুত করে, তৈলকার জাতি। [বাং]। **কলুর বলদ**—কলুর বলদের মত পরিশ্রমী ও স্বাতন্ত্র্যহীন। স্ত্রী. **কলুনী**

কলুই—কলাই, মাষকলাই (প্রাদেশিক)।

কলুখ—[ফা. কলুখ] বি. শুকনা মাটির ঢিল। (প্রস্রাবের পর লিঙ্গমুখ শুষ্ক করিবার জন্য মুসলমানগণ ব্যবহার করেন)। **কলুখ করা**—ঐরূপ শুকনা ঢিল ব্যবহার করা (শুদ্ধাচারের লক্ষণ)। (প্রাঃ—কুলুক, কুলুফ)।

কলুষ—বি. পাপ, অধর্ম ; মলিনতা ; ণ পাপযুক্ত, আবিল (কলুষাত্মা)। কিন্তু বাংলায় সাধারণতঃ বিশেষণরূপে ব্যবহৃত হয় না। [কল্+উষ]। ণ. **কলুষিত**—দূষিত ; polluted।

কলেজ—[ইং college] বি. উচ্চ শিক্ষার স্থান, মাধ্যমিক শিক্ষার পরবর্তী ঊর্ধ্বতন প্রতিষ্ঠান—যেখানে দর্শন বিজ্ঞান কলাবিদ্যা ইত্যাদি শিক্ষা দেওয়া হয়। [কলে (=শুক্রে) বর]

কলেবর—বি. দেহ, শরীর (বিপুলকলেবর)।

কলেরা—[ইং cholera] ভেদবমি, ওলাউঠা।

কল্ক—[সং] পাপ ; ময়লা ; কাইট ; খইল।

কল্কা—(কলগীর অনুকরণে রচিত) কলকা (কল্কা কাটা, কল্কাদার, কল্কাপেড়ে)।

কল্কি,-ল্কী—বিষ্ণুর দশম বা শেষ অবতার, ইনি ম্লেচ্ছ নিধনার্থ আবির্ভূত হইবেন। **কল্কিপুরাণ**—যে পুরাণে কল্কির ভবিষ্যৎ কার্যাবলির কথা লিপিবদ্ধ আছে।

কল্‌গা, কল্‌গী—কল্‌গী দ্রঃ।

কল্‌তানি—কলতানি দ্রঃ।

কল্প—বি. ণ. বেদাঙ্গ শাস্ত্র-বিশেষ (শিক্ষা কল্প ব্যাকরণ) ; ব্রহ্মার একদিন ও একরাত, ৮৬৪ কোটি বৎসর (৪৩২ কোটি বৎসরে ব্রহ্মার একদিন এবং ঐ পরিমাণ বৎসরে এক রাত্রি হয়) ; সদৃশ (মৃতকল্প, পিতৃকল্প, অমৃতকল্প) ; ব্রতানুষ্ঠান (কল্পবাস—প্রয়াগে তিন নদীর সঙ্গমে বিধিপূর্বক বাস) ; সঙ্কল্প, অভিপ্রায়। [ক্লৃপ্+অচ্, ঘঞ্]। **কল্পতরু**—কল্পবৃক্ষ, যাহার নিকট প্রার্থনা করিলে অভীষ্ট লাভ হয় ; অতিশয় দাতা। **কল্পলতা**—ঐরূপ অভীষ্ট প্রদায়িনী লতা। **কল্পলোক**—কল্পনার জগৎ। **কল্পক**—বি. ণ. কল্পনাকারী, পরিকল্পয়িতা, রচয়িতা ; নাপিত। [ক্লৃপ+অক]। **কল্পন**—বি. নির্মাণ ; উদ্ভাবনা। **কল্পনা**—বি. যাহার বাস্তব সত্তা নাই মনে মনে তাহার সৃষ্টি অথবা বাস্তবে যাহা অসম্পূর্ণ অবস্থায় আছে মনে তাহার পূর্ণাঙ্গ সৃষ্টি, fancy, imagination (কবিকল্পনা, রূপকল্পনা, কষ্টকল্পনা) ; উদ্ভাবন, মনগড়া বিষয় (বাস্তব নয়, কল্পনা)। **কল্পনাপ্রবণ, কল্পনাপ্রিয়**—যে কল্পনা করিতে ভালবাসে। **কবিকল্পনা**—কবির ধ্যান-শক্তি বা অনুভব-শক্তি যাহার ফলে কবি বাস্তবের মত সব কিছু সৃষ্টি করিতে পারেন, poetic imagination ; অসার কল্পনা, fancy (ওসব কবিকল্পনা)। **কল্পনা-শক্তি**—উদ্ভাবনী শক্তি। (ণ. কল্পিত)। **কল্পান্ত**—প্রলয়কাল। (**কল্পান্তস্থায়ী** (-য়িন্)—প্রলয়কাল পর্যন্ত স্থায়ী, অবিনশ্বর। **কল্পারম্ভ**—বি. পূজাবিধির আরম্ভ (বিশেষতঃ দুর্গাপূজার)। **কল্পিত**—উদ্ভাবিত, মনগড়া, আরোপিত। **কল্পী** (-ল্পিন্)—কল্পনাকারী, উদ্ভাবয়িতা।

কল্মষ—[সং] বি. কলুষ, পাপ, মালিন্য, দোষ। ণ. পাপী, মলিন, দোষযুক্ত।

কল্মা, কল্‌মা—কলমা দ্রঃ।

কল্য—[সং] কাল, আগামীকল্য ; (বাং) গতকল্য। **কল্যকার**—গতদিনের।

কল্য—[সং] ণ. মঙ্গলকর, স্বাস্থ্যপ্রদ ; বি. মধু ; মদ্য ; প্রত্যুষ। **কল্যত্ব**—স্বাস্থ্য নিরাময়তা।

কল্যাণ—[কল্য—অণ্‌ (হওয়া) + অন্‌] বি. শুভ, কুশল, পুণ্য, সমৃদ্ধি, সৌভাগ্য (তোমার কল্যাণ হোক) ; রাগিণী বিশেষ (ইমনকল্যাণ) ; ণ. শুভকর, সৌভাগ্যকর, পবিত্র, পুণ্য (কল্যাণী মতি, কল্যাণ রাষ্ট্র)। **কল্যাণকর**—শুভংকর, হিতকর। **কল্যাণীয়**—ণ. কল্যাণযুক্ত, যাহার কল্যাণ প্রার্থনা করা যায়। **কল্যাণবর, -বরাসু, -বরেষু** (অশুদ্ধ) ; **কল্যাণীয়-বর, -বরাসু, -বরেষু** (শুদ্ধ)—বয়ঃকনিষ্ঠ স্নেহাস্পদ বা অনুগত জনকে পত্র লিখার সম্বোধনের পাঠ। ঐ শ্রেণীর স্ত্রী—**কল্যাণীয়া, কল্যাণীয়াসু**। **কল্যাণময়, কল্যাণ-রূপ**—মঙ্গলময়। স্ত্রী **কল্যাণময়ী**। **কল্যাণযোগ**—কল্যাণকর যোগ, জ্যোতিষে যোগ বিশেষ। **কল্যাণালয়, কল্যাণাস্পদ**—কল্যাণভাজন (স্নেহাস্পদের প্রতি পত্রে সম্বোধন কল্যাণাস্পদেষু)। **কল্যাণী**—ণ. কল্যাণযুক্তা, কল্যাণময়ী, শুভদা। (পত্রে সম্বোধনে কল্যাণীয়াসু)।

কল্লা, কল্যা—[ফা. ক'ল্লা] বি. মাথা, মুণ্ড (খাসির কল্লা মোল্লার প্রাপ্য)। **মাছের কল্লা**—মাছের মুড়া।

কল্লা—ণ. ঝগড়াটে; কুঁদুলে ; দুষ্টা ; চক্রান্তকারী (কল্লা লোক ; কল্লা বেটী) ; বি. ঝগড়া ; কলা, ঢং। [বাং]।

কল্লোল—[কল্‌ + ওল, যে অব্যক্ত শব্দ করে] বি. কলরব, কোলাহল (জনকল্লোল) ; জল-স্রোতের কলকল রব (জলকল্লোল)। ণ. **কল্লোলিত**। **কল্লোলিনী**—কলধ্বনি-বিশিষ্টা, তরঙ্গযুক্তা (নদী)।

কশ—ঠোঁটের প্রান্ত (কশ দিয়া পানের পিক গড়াইতেছে)। [বাং]।

কশা, কষা—[সং] চাবুক (কশাঘাত)। **কশানো**—চাবুক মারা। [বাং ক্রি.]। **কশাহ**—কশাঘাতের যোগ্য।

কশাড়—বি. কসাড় দ্রঃ। [বাং]

কশি—বি. রেখা (কশিদার)। **কশিটানা**—ক্রি-ণ. রেখা টানা ; কশিবিশিষ্ট।

কশিদা—[ফা. কশীদা] কাপড়ে তোলা রেশম বা সুতার ফুল। [কসুর দ্রঃ।

কশুর—[আ ক'সূ'র] বি. অপরাধ, ত্রুটি।

কশুর, কুশুর, কুশোর, কুশাইর—(প্রাদেশিক) ইক্ষু আখ।

কশেরু,-সেরু,-সেরুা—বি. মেরুদণ্ড। [সং]। **কশেরুক**—ণ. মেরুদণ্ডবিশিষ্ট। **কশেরুক, কশেরুকা**—বি. মেরুদণ্ড।

কষ—[সং কষায়] বি. কষায় রস, ফল ও গাছ হইতে নির্গত রস (আমের কষ, গাবের কষ, কলাগাছের কষ) ; চামড়া পাকাইবার কষায় রস বিশেষ, tannin ; গালের প্রান্ত, কশ (কষ দিয়ে পানের পিক পড়ছে)। **কষধরা, কষলাগা**—দাগ লাগা।

কষ—[সং] বি. নিকষ, কষ্টিপাথর (যাহার উপরে সোনা কষিয়া মূল্য নিরূপণ করা হয়)।

কষকষানো—ক্রি. গবগব করা, ক্রোধে বা প্রতি-হিংসায় অস্থির হওয়া, দন্তে দন্তে ঘর্ষণ করা।

কষণ—বি. কষ্টিপাথরে কষিয়া সোনা পরীক্ষা করা ; চামড়ায় কষ দিয়া পাকা করা, tanning। (ণ কষিত)। [সং]

কষা—ণ. কষায়রসযুক্ত। [বাং]

কষা—ক্রি., বি. ণ. কষ্টিপাথরে সোনা ঘষিয়া তার পরীক্ষা করা বা মূল্য নিরূপণ করা ; ধার্য করা (দর কষা) ; অঙ্কপাত করা (আঁক কষা, গুণ করা ; মোট কষা—ঠিক দেওয়া) ; টানা, আঁট করা (কষে বাঁধা) ; টানধরা, রুক্ষ হওয়া (শরীর কষে গেছে) ; সাঁতলানো, রস মারা (মাংস কষা, মসলা কষা) ; কোষ্ঠকাঠিন্য (কষা হয়েছে) ; আক্রা (বাজার বড় কষা) ; কৃপণ (হাতকষা, কষালোক)। **কষা মাংস**—সাঁতলানো ঝোলহীন বা সুরুয়াহীন মাংস)। **কোমর কষা**—কোমর বাঁধা, প্রস্তুত হওয়া। **কষে কাজ করা**—খুব মনোযোগ দিয়া কাজ করা, খুব পরিশ্রম করা। **কষে খাওয়া**—যথেষ্ট পরিমাণে খাওয়া ; (এইরূপ—কষে মার টান, কষে তাস খেলা)। **কষে ধরা**—আঁট হওয়া, টানিয়া ধরা (জামা কষে ধ'রেছে)।

কষায়—বি. রসবিশেষ ; ণ. কটুরসযুক্ত, কষো ; রক্তপীত, বাদামী (কষায় বসন)।

কষায়িত—ণ. ঈষৎ রঞ্জিত, রক্তপীতবর্ণযুক্ত, রং ছোপ মাখা ; আরক্ত (রোষকষায়িত নেত্রে ।

কষি—বি. দীর্ঘ সরলরেখা (কষি টানা) ; কাপড়ের যে খুঁট কোমরে গুঁজিয়া কাপড় পরা হয় তাহা ; কাঁচা আমের আঁটি। **কষি-কষি আম**—কচি আম, যাহার আঁটি সবেমাত্র দেখা দিয়াছে।

কষিত—ণ. কষ্টিপাথরে যাচাই-করা ; মূল্যবান্। **কষিত কাঞ্চন**—কষা সোনা ; তাহার ন্যায় বহুমূল্য বা মনোজ্ঞ ; যাহার সাধুতা বা গুণপনা পরীক্ষিত হইয়াছে।

কষ্ট—[কষ্ +ক্ত] বি. দুঃখ, ক্লেশ (কষ্টসাধ্য, কষ্টসহিষ্ণু) ; যন্ত্রণা, অনটন (কষ্টের সংসার) ; শ্রম (কষ্টার্জিত)। **কষ্ট-কল্পনা**—স্বাভাবিক নহে কিছু অস্বাভাবিক কল্পনা। **কষ্ট-কল্পিত**—ণ. কষ্ট করিয়া কল্পিত, far-fetched. **কষ্টজীবী** (-বিন্)—যে কষ্টে জীবিকা উপার্জন করে। **কষ্টলভ্য**—দুর্লভ। **কষ্টসহ, -সহিষ্ণু**—দুঃখকষ্টে যে কাতর নয়, দুঃখকষ্টে অভ্যস্ত। **কষ্টসাধ্য**—ণ. ক্লেশসাধ্য, দুষ্কর। **কষ্টস্থান**—ক্লেশকর স্থান। **কষ্ট করা**—দুঃখ স্বীকার করা, অসুবিধা সহ্য করা (আমার এখানে নিমন্ত্রণ রক্ষা করা কষ্ট করা বইত নয়)। **কষ্টার্জিত**—ণ. কষ্ট করিয়া অর্জন করা হইয়াছে এমন। **কষ্টের সংসার**—টানাটানির সংসার।

কষ্টি, কষ্টিপাথর—বি. মসৃণ কৃষ্ণপ্রস্তর বিশেষ যাহার উপরে সোনা কিংবা রূপা ঘষিয়া তাহার মূল্য নিরূপণ করা হয়। [বাং]

কষ্টেসৃষ্টে—অতিকষ্টে, কায়ক্লেশে।

কস—কশ, কষ দ্রঃ।

কস্‌টি, কস্টি—[হি কসৌটী] বি. কষ্টিপাথর।

কসবা—[আ. ক'স্‌বা] বি. সমৃদ্ধ বসতি ; ভদ্রপল্লী ; শহর। [বি. বেশ্যা।

কসবী—[আ. কস্‌ব্—ব্যবসায়, বেশ্যাবৃত্তি]

কসম—[আ. ক'সম] বি. শপথ, দিব্য, কিরা (খোদার কসম)। **কসম খাওয়া**—শপথ করা [কসম খেয়ে বলতে পার)।

কসরৎ—[আ. কথ'রৎ] শরীর পুষ্ট ও গঠিত করিবার নিমিত্ত ব্যায়াম ; প্রয়াস, প্রতিকূল অবস্থার সহিত যোঝাবুঝি (এর জন্য অনেক কসরৎ করতে হয়েছে) ; পরিশ্রমকর অভ্যাস, কষ্টসাধ্য কৌশল (গলার কসরৎ)। **কথার কসরৎ**—বাক্‌চাতুর্য।

কসা—কষা দ্রঃ।

কসাই—[আ. কসা'ঈ] বি. যে পশু হত্যা করিয়া মাংস বিক্রয় করে (গোমাংস বেচিয়া নাম বোলায় কসাই—কবিকঙ্কণ), শৌনিক, butcher ; নির্মম, অতিশয় স্বার্থপর, অপরের দুঃখ-দুর্দশায় প্রতি ভ্রূক্ষেপহীন (বরের বাপ ত কসাই)। **কসাইখানা**—মাংসের জন্য পশুবধের স্থান। **কসাইয়ের কাজ**—কসাইএর ব্যবসায় ; অতি নির্মমের মত আচরণ। **কসাইগিরি**—কসাইর কাজ।

কসাড়—বি. কাশাদি দীর্ঘ তৃণের ঝোপ-জঙ্গল।

কসিদ—কাসিদ দ্রঃ।

কসুর—[আ. ক'সুর] বি. অপরাধ, ত্রুটি (কসুর হ'য়েছে মাফ কর) ; কমতি, অবহেলা (তার যত্ন নেওয়ার ব্যাপারে আদৌ কসুর করা হয় নাই ; কিসে লোকটা জব্দ হয় সেদিকে মনোযোগ দিতে কসুর করনি দেখছি)। **কসুর-কাটা**—দেরীতে উপস্থিত হওয়া প্রভৃতির জন্য বেতন কাটা। **কসুর নাই কামাইও নাই**—ত্রুটিহীন নিরবচ্ছিন্ন কাজ।

কস্ত—[আ. কথ'রৎ) বি. ব্যায়াম ; কষ্টকর ও কৌশলময় অভ্যাস, কসরৎ।

কস্তা—[সং কষায়িত] ণ. লাল রংএর। **কস্তা পেড়ে**—চওড়া লালপেড়ে।

কস্তাকস্তি, কোস্তাকুস্তি—[হিঃ কুস্তম কুস্তা—কুস্তি লড়ার ভাব] বি. ধস্তাধস্তি, কুস্তি, বোঝাপড়া (অনেক কস্তাকস্তি করিয়া ধুতির দাম আট আনা কমাইতে পারিয়াছি)।

কস্তী—বি অগ্নি-উপাসকদিগের উপবীত যাহা তাহাদের পুরোহিতদের কোমরে থাকে। [ফা.]

কস্তুরা—বি. কস্তুরী মৃগ ; শুক্তি, যাহাতে মুক্তা জন্মে ; ওষধি বিশেষ, পোর্টব্লেয়ার দ্বীপের পাহাড়ে জন্মে, দেখিতে খড়ির মত ; নৌকার বা জাহাজের তক্তার জোড়।

কস্তুরিকা, কস্তূরিকা, কস্তুরী, কস্তূরী—(সং. যাহার গন্ধ দূরে গমন করে) মৃগনাভি, musk, একজাতীয় হরিণের নাভির নিকটস্থ চামড়ার থলিতে থাকে। (তিন প্রকার কস্তুরী দেখিতে পাওয়া যায় ; কামরূপ ভুটান প্রভৃতি অঞ্চলের কৃষ্ণবর্ণ মৃগনাভি শ্রেষ্ঠ, নেপালের কপিল-বর্ণ মৃগনাভি মধ্যম, কাশ্মীরের পিঙ্গল বর্ণের মৃগনাভি অধম—ইহাই বিশেষজ্ঞদের মত)। **কস্তুরী মল্লিকা**—কস্তুরীর মত গন্ধযুক্ত

মল্লিকা মৃগ। **কস্তুরিকা মৃগ, কস্তুরী মৃগ**—যে হরিণের নাভিতে কস্তুরী জন্মে, musk-deer.

কস্মিন্‌কালে—ক্রি. প. কোন কালে, কখনও (কস্মিন্ কালেও হবার নয়—অধিক জোর বুঝাইবার জন্য ব্যবহৃত)। [সং]।

কস্য—সর্ব. কাহার (কা কস্য পরিবেদনা); (দলিলে) অমুকের (কস্য কবুলতি পত্রমিদং-কার্য্যঞ্চাগে)।

কহ—বল, বর্ণনা কর, উত্তর দাও (কবিতায় ব্যবহৃত); (মৈথিলী) বলে। **কহই**—(মৈথিলী) বলে; বলিতে। **কহইতে**—বলিতে। **কহত**—কহ। **কহতহি**—বলিবা মাত্র। **কহতব্য**—প. কহিবার যোগ্য। [বাং] **কহতব্য নয়**—বলিবার অযোগ্য, বর্ণনাতীত। (সাধারণতঃ মৌখিক ভাষায় ব্যবহৃত হয়)। **কহন**—প. কহতব্য, বলিবার; বি. কথন, বলা (পদ্যে)। **কহব**—বলিব ('কি কহব রে সখি আনন্দ ওর')। **কহবি**—বলিবি। (বৈষ্ণব সাহিত্যে)।

কহর—[আ. ক'হর] বি. প্রাকৃতিক উৎপাত; জুলুম, বিপদ। **কহর পড়া**—দুর্ভিক্ষাদি প্রাকৃতিক উপদ্রব ঘটা।

কহল—কহিল। **কহলি**—কহিলি। **কহলু, কহলুঁ**—কহিলাম। (ব্রজবুলি)। **কহসি**—বলে, কহিতেছে। (ব্রজবুলি)।

কহা—ক্রি বলা, প্রকাশ করা। **কহানো**—ক্রি. বলানো, বলিতে বাধ্য করা। (বর্তমানে 'কহার' পরিবর্তে 'বলা' ব্যবহৃত হয়)।

কহারসি, কহাওসি—(মৈথিলী) বলাও।

কহিয়ে, কইয়ে—প. বাক্‌পটু, যাহার মুখে কথা আটকায় না। **কহিয়ে-বলিয়ে, কইয়ে-বলিয়ে**—যার বলিবার কহিবার ক্ষমতা আছে।

কহ্লার—.বি. শ্বেতপদ্ম (কুমুদ-কহ্লার); সুঁদী।

কাই—[সং. কাথ] বি., মণ্ড, লেই, আঠা; গাঢ় ঝোল। **আটা কাই করা**—গরম জলে আটা গুলিয়া আঠা বানানো।

কাইট—[সং. কিট্ট] বি. ময়লা যাহা ঘন হইয়া জমিয়াছে। **তেলের কাইট**—তেলের নীচে জমা ময়লা। (**তেলকিটে, তেলচিটে**—তেলে ও ময়লায় জড়ানো)।

কাইত, কাত—প. পার্শ্বভাগে ভর দিয়া শয়ান (বিপ. চিৎ বা উপুড়); আড় (কাত করিয়া রাখা; বিছানায় কাত হওয়া)। **কাত করে দেওয়া**—ফেলিয়া দেওয়া, পরাজিত করা। **কুপোকাত**—তেলের কুপো কাত হইয়া পড়িলে সব তেল পড়িয়া যায়, কাজেই কুপোকাতের অর্থ পর্যুদস্ত, পঞ্চত্বপ্রাপ্ত)। **পাং কাত**—পাং দ্রঃ। **বিছানায় কাত হওয়া**—বিছানায় গা দেওয়া, কিন্তু পুরোপুরি আরাম করিয়া শোওয়া নয়।

কাইথি (-থি)—[হিঃ কায়থী] লিপিবিশেষ (বিহারে প্রচলিত)।

কাইয়া, কাইয়াঁ, কেইয়াঁ, কেঁয়ে, কেয়ে—প. বি. ধূর্ত, কৃপণ; মাড়োয়ারী বণিক। [বাং]

কাইল—আগামী বা গত কাল (পূর্ববঙ্গে প্রচলিত)।

কাউ, কাউয়া—কাক। (প্রাদেশিক)

কাউকে—সর্ব. কাহাকেও; কোনও ব্যক্তিকে।

কাউঠা—[সং. কমঠ] কচ্ছপ। (পূর্ববঙ্গে)।

কাউন, কাউনি—ধানবিশেষ।

কাউর—চর্মরোগবিশেষ, eczema। [আ. করূহ্]

কাএদা—কায়দা দ্রঃ।

কাওয়াজ—[আ. ক'ৱায়ে'দ=নিয়ম, ড্রিল] বি. যুদ্ধকৌশল শিক্ষা, বন্দুকাদির ব্যবহার শিক্ষা।

কাওয়ালী—[আ. ক'ৱ্‌বালী) বি. সুফী সম্প্রদায়ের ভজন বিশেষ; ঐ ভজনের সুর ও তাল; বাদ্যের তাল বিশেষ। **কাওয়াল**—যে কাওয়ালী গান করে; হিন্দুস্থানী সঙ্গীতে বিশেষজ্ঞ। [বিশেষ।

কাওরা—[সং কিরাত] অনুন্নত হিন্দু জাতি-

কাংস, কাংস্য, কাংস্যক—বি. কাঁসা, তামা ও রাঙ এর মিশ্রণ; কাঁসার বাসন; কাঁসী (বাদ্য যন্ত্র)। **কাংস্যকার**—কাঁসারী, যে কাঁসার বাসনাদি তৈয়ার করে।

কাংস্যমাক্ষিক, কাংস্যমুখী—বি. লৌহ ও গন্ধক সম্পন্ন খনিজ দ্রব্য, mineral iron pyrites (দেখিতে কাঁসার মত উজ্জ্বল)।

কাঁই, কাঁইবীচি—বি. তেঁতুলের বীচি (কাঁই অর্থাৎ আঠা তৈরী করিবার বীচি)। [বাং]

কাঁইমাই, কেঁইমেঁই—অস্পষ্ট দুর্বোধ্য অনুনাসিকউচ্চারণবহুল ভাষা (বিদেশীয় ভাষার প্রতি তাচ্ছিল্যব্যঞ্জক উক্তি)।

কাঁক—[সং কঙ্ক] বি. বকের মত দেখিতে পক্ষী-

বিশেষ, (গলা ঠোঁট ও পা লম্বা, কাঁক-কাঁক শব্দ করে, ইহারা মাছ খায়)।

কাঁক, কাঁখ—[সং কক্ষ] বগল ; কাঁকাল (কাঁখের কলসী ; কোলে কাঁখে করে মানুষ করা)। **কাঁকবিড়ালী,-বিরালী,-বেরালী**—বগলের ফোঁড়া।

কাঁকই, কাঁকুই—[সং কঙ্কতিকা ; হিঃ কাঙ্গী] বি. চিরুণী ; মোটা চিরুণী।

কাঁকড়া—[সং কর্কট] বি. উভচর জীব বিশেষ, কর্কট। **কাঁকড়া বিছা**—কাঁকড়ার আকৃতির বিষাক্ত বিছা, scorpion, বৃশ্চিক। **কাঁকড়া-মাটি**—কাঁকড়ার তোলা মাটি।

কাঁকড়ি, কাকড়ী—বি. সরু লম্বা ফল বিশেষ।

কাঁকন—বি. কঙ্কণ, হাতের অলঙ্কার বিশেষ (কেন বাজাও কাঁকন ছলভরে—রবি)। [কঙ্কণ]

কাঁকর—[সং কর্কর ; হি. কঙ্কর] বি. ক্ষুদ্র প্রস্তর খণ্ড ; তবলা প্রভৃতি যন্ত্রের চর্মরজ্জু বা চামড়ার দল। **কাঁকরিয়া, কাঁকুরে**—ণ. কঙ্কর-মিশ্রিত। [বুক্ষ ক্ষুদ্র ফল বিশেষ (আনাজ)।

কাঁকরোল—[সং কর্কোটক] বি. গায়ে বহু কাঁটা-

কাঁকলা—[সং কক্কোল] বি. গন্ধদ্রব্য বিশেষ।

কাঁকলাস, কাকলাস—[সং .কৃকলাস—যে মাথা কাঁপায়] সুপরিচিত সরীসৃপ ; গিরগিটি। **কাঁকলাস-মূর্তি**—কৃশ ও দীর্ঘ মূর্তি।

কাঁকাল, কাঁকালি,-লী—বি. কোমর, কটি, কাঁক। [বাং কাঁক + বাং আল]।

কাঁকুড়—বি. কাঁচা ফুটি। [কর্কটি]। **বার হাত কাঁকুড়ের তের হাত বীচি**—অসম্ভব হাস্যকর ব্যাখ্যা বা উপাখ্যান ; অংশবিশেষের কিংবা অধীন বস্তুর প্রবল হওয়া।

কাঁচ—[সং কাচ] বি. বালি ক্ষার ইত্যাদি হইতে তৈরী স্বচ্ছ পদার্থবিশেষ ; উজ্জ্বল কিন্তু অসার বস্তু (কাঞ্চনের বিনিময়ে কাঁচ লইলাম)।

কাঁচ-কড়া—বি. একপ্রকার কাছিমের খোলা, tortoise-shell, তিমি মাছের দন্তসংলগ্ন কোমল অস্থি, whale-bone ; রবার হইতে প্রস্তুত দ্রব্য বিশেষ, vulcanite।

কাঁচ-কলা—বি. তরকারীর কলা বিশেষ, আনাজী কলা; অবজ্ঞাসূচক উক্তি বিশেষ (কাঁচকলা করবে—কচু করবে)। **কাঁচকলা খাও**—(বিদ্রূপ) 'ঠকিয়া গিয়াছ' এইরূপ অর্থ-বোধক উক্তি বিশেষ।

কাঁচড়া—বি. বন্য শাকবিশেষ।

কাঁচপোকা—বি. কীট বিশেষ—ইহার পাখার আবরণ নীল কাঁচের মত উজ্জ্বল, তাহা কাটিয়া মেয়েদের কপালের টিপ তৈরী হয়।

কাঁচল,-লি, কাঁচুলি,-লী—[সং কঞ্চুলি,-লিকা] স্ত্রীলোকের বুকের আবরণ, bodice।

কাঁচা—[হিঃ কচ্চা] ণ. অপক্ব (কাঁচাফল) ; অস্থায়ী (কাঁচা সেলাই, কাঁচা পাকের সুতা, কাঁচা খাতা, কাঁচা রং) ; যাহা মাটির তৈরি বা মাটির গাঁথনি অর্থাৎ ইষ্টক-নির্মিত বা সুর্কির গাঁথনি নহে (কাঁচা ঘর, কাঁচা রাস্তা) ; অনভিজ্ঞ, অদূরদর্শী, আনাড়ী (কাঁচা লোক, কাঁচা বুদ্ধি, কাঁচা ছেলে) ; আনাড়ীর যোগ্য (কাঁচা কাজ) ; কোমল, কচি, তরুণ (কাঁচা বয়স, কাঁচা ছেলে) ; পশ্চাৎপদ, অপূর্ণ ; মাপে কম (অঙ্কে কাঁচা ; কাঁচা সের) ; অশুষ্ক, আপোড়া (কাঁচা কাঠ, কাঁচা ইট) ; অসিদ্ধ (কাঁচা দুধ, কাঁচা তরকারি) ; চিত্তাকর্ষক ও উজ্জ্বল (কাঁচা সোনা, কাঁচা লাবণি)। **কাঁচা কথা**—খেলো কথা ; আলাপ-আলোচনার প্রথম অবস্থা। **কাঁচা কলা**—আনাজী কলা। **কাঁচা-কাঁচা**—কাঁচা অবস্থায়। **কাঁচা ঘুম**-ঘুমের প্রথম অবস্থা (যে অবস্থায় ঘুম ভাঙ্গিলে বিশেষ অস্বস্তিবোধ হয়)। **কাঁচা জল**—শীতল জল, অসিদ্ধ জল। **কাঁচা টাকা**—মুদ্রা (নোট নহে) ; নগদ টাকা ; বিনা কষ্টে পাওয়া টাকা। **কাঁচাটিয়া, কাঁচাটে**—কাঁচা-কাঁচা, প্রায় কাঁচা। **নাক দিয়া কাঁচা জল বহা**—সর্দির প্রথম তরল অবস্থার শ্লেষ্মা। **কাঁচা পয়সা**—সদ্য-উপার্জিত প্রচুর ও কতকটা অনায়াসলব্ধ টাকা-পয়সা। **কাঁচাবাড়ী**—মেটে বাড়ী ; খড়ের চালের ও দর্মার বেড়ার বাড়ী। **কাঁচা মাল**—কৃষিজাত অথবা স্বাভাবিক অবস্থার পণ্যদ্রব্য (কলকারখানার উৎপন্ন বা সংস্কৃত নহে), raw material. **কাঁচা রাস্তা**—মেটে রাস্তা। **কাঁচা লেখা**—অনভ্যস্ত হস্তলিপি, যে লেখার ছাঁদ ভাল নয় ; অপরিপক্ব রচনা। **কাঁচা হাত**—অনিপুণ শিক্ষানবিশের হাত। **কাঁচা চুল**—যে চুলে পাক ধরে নাই। **কাঁচা নাড়ী**—সদ্য-প্রসূতার দুর্বল হজমের অবস্থা। **কাঁচা পোয়াতী**—অচিরপ্রসূতা। **কাঁচা ফলার**—চিঁড়া-দইয়ের ফলার (লুচি-মণ্ডার নহে)। **কাঁচা খেউড়**—অত্যন্ত অশ্লীল খেউড় গান। **কাঁচা**

গোল্লা—নরম পাকের সরস সন্দেশ বিশেষ। কাঁচা মিঠা—কাঁচা অবস্থাতেই মিঠা (আম)। কাঁচা রাঁড়ী—বালবিধবা। কাঁচানো—ক্রি. পরিণত অবস্থা হইতে অপরিণত অবস্থায় পরিবর্তিত করা (ঘুঁটি কাঁচানো)।

কাঁচি, কাঁচী—[হি কঁইচী; প্রাদেশিক কেঁচি —কঁচ কঁচ শব্দকারী] বি কর্তরিকা, সুপরিচিত ছেদনী, scissors ; ছাদের লোহার ফ্রেম। [বাং]

কাঁচী—(কাঁচা) ণ. প্রমাণ মাপের কম (কাঁচী সের) ; ঠাস-বোনা, খাপী (কাঁচী ধুতি)।

কাঁচু-মাচু—ণ. অপ্রস্তুত, সঙ্কুচিত। [বাং]

কাঁচুয়া—বি. কাঁচলি, কাঁচুলি। কাঁচলি দ্রঃ। [বাং]

কাঁচ্চা—ছটাকের চতুর্থাংশ। [বাং]

কাঁজি—[সং কাঞ্জিক] বি. আমানি, অনেক দিনের পান্তা ভাতের টক জল। নামে গোয়ালা কাঁজি ভক্ষণ—গোয়ালা হইয়াও দুধ খাইতে পায় না কাঁজি খায় ; অশোভন-আচরণ বিশিষ্ট।

কাঁটা—বি. কণ্টক ; সূক্ষ্মাগ্র অস্থি (মাছের কাঁটা) ; সূক্ষ্মাগ্রবস্তু (গাছের, গোলাপের, খোঁপার, সজারুর কাঁটা) ; কাঁটার মত চোখা কিছু (জাড়কাঁটা) ; ছোট পেরেক ; লৌহসূচী (ঘড়ির কাঁটা) ; ওজন করিবার বৃহৎ তুলাদণ্ড ; খাদ্য ফুঁড়িয়া খাইবার যন্ত্র বিশেষ, fork ; প্রতিবন্ধক (পথের—) ; শত্রু। কাঁটা করা—কাঁটায় ওজন করা ; বিশেষ প্রক্রিয়ায় কাপড় ধোয়া। কাঁটাকুঁড়—এঁটো কাঁটা ফেলিবার জায়গা ; কাঁটাগাছে পূর্ণ স্থান। কাঁটা-চামচের খাওয়া—কাঁটা ছুরি ও চামচে সহযোগে ইয়োরোপীয় প্রণালীতে খাওয়া। কাঁটা দিয়া কাঁটা তোলা—এক শত্রুর দ্বারা অন্য শত্রু নাশ করা বা জব্দ করা। কাঁটায় কাঁটায়—ঠিক সময়ে ; কিছুমাত্র ব্যতিক্রম না করিয়া। পথে কাঁটা দেওয়া—প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা। গায়ে কাঁটা দেওয়া—রোমাঞ্চ হওয়া। চুলের কাঁটা—খোঁপা বাঁধিবার জন্য বা চুল সাজাইবার জন্য লোহা ইত্যাদির শুঁজি। চোরকাঁটা—ঘাস বিশেষ, ইহার কাঁটার মত ফুল কাপড়ে বিঁধিয়া যায়। শিয়ালকাঁটা—কণ্টকযুক্ত গুল্মবিশেষ।

কাঁটানটিয়া,-নটে—ডাঁটায় কাঁটাযুক্ত নটে শাক।

কাটাল, কাঁঠাল, কাঠাল—[সং কণ্টকী ফল] গাছ বিশেষ ও তাহার ফল। কাঁটালিয়া—ণ. কাঁঠালের কাঁটার মত যাহার উপরিভাগ। কাঁঠালের আমসত্ত্ব—(কাঁঠালের রসে কাঁঠালসত্ত্বই হইতে পারে আমসত্ত্ব নয়) বেখাপ, অদ্ভুত, বেমানান। কাঁটালি কলা—কলা বিশেষ। কাঁটালিচাঁপা—পাকা কাঁটালের গন্ধযুক্ত ফুল বিশেষ। [গুল্ম গাছ বিশেষ।

কাঁটাসিজ—বি. চৌশিরা গায়ে লম্বা লম্বা কাঁটা-

কাঁটি,-টী,-ঠি,-ঠী—বি. লৌহনির্মিত ছোট ফাঁপা গোলাকার বস্তু—জালের নিম্নপ্রান্তে বাঁধিয়া দেওয়া হয়, যাহাতে জাল তাড়াতাড়ি মাটিতে গিয়া ঠেকিতে পারে ; শুকপাখীর গলার রেখা।

কাঁড়, কাঁড়ি—বি. স্তূপ, রাশি (এক কাঁড়ি ভাত)।

কাঁড়—বি. বাঁশের তীর (এক কাঁড় তফাৎ —তীর ছুঁড়িলে যত দূর যায় তত দূর)। [কোদণ্ড]। পাতনকাঁড়—যে ধনুক পাতিয়া রাখিলে শিকারকে আপনি শরবিদ্ধ করে।

কাঁড়া—ক্রি. তুষহীন করা, চাল ছাঁটা, চালের উপরকার পর্দা ছাঁটিয়া ফেলা ; ণ. পরিষ্কৃত (ভিক্ষার চাল কাঁড়া আর আকাঁড়া)। কাঁড়ানো—ক্রি. তুষহীন করণ।

কাঁড়ার—[সং কাণ্ডার] বি. হাইল। কাঁড়াড়া, কাঁড়ারী—[সং কাণ্ডারী] বি. কর্ণধার।

কাঁথা—[সং কন্থা] বি. ছেঁড়া কাপড়ের তৈরী মোটা আস্তরণ বা শীতবস্ত্র।

কাঁথি,-থী—বি. নদীর উচ্চ তীর।

কাঁদন—বি. রোদন, কান্না (যে কাঁদনে হিয়া কাঁদিছে—রবি)। কাঁদনি—বি. কান্না, নালিশ, অক্ষমতার জন্য বিলাপ ('ওরে থাক থাক কাঁদনি)।

কাঁদা—বি. কান্না ; ক্রি. রোদন করা। কাঁদা-কাটা,-টি—কান্না, বিলাপ ; উপরোধ (মেয়েটি এনে দেবার জন্যে বুড়ী বড় কাঁদাকাটি করলে)। গুমরিয়া কাঁদা—চাপা কান্না। ডুকরিয়া কাঁদা—ডাক ছাড়িয়া কাঁদা। ফোঁফাইয়া বা ফুপিয়া ফুলিয়া কাঁদা—চাপা কান্না যাহার ফলে বুক মাঝে মাঝে ফুলিয়া উঠে ও ঘন ঘন শ্বাস ত্যাগ হয়। ইনাইয়া বিনাইয়া কাঁদা—নানারূপ বিলাপ সহকারে কাঁদা। ভেঁউরিয়া বা ভেঁউরে কাঁদা—আতঙ্কে হঠাৎ কাঁদিয়া উঠা।

কাঁদানো—ক্রি. কাঁদিতে বাধ্য করা ; মনে গভীর

বেদনা জাগানো (কাঁদালে তুমি মোরে ভালবাসারি ঘায়ে—রবি)।

কাঁদি,-দী—[সং স্কন্ধ] বি. ফলের গুচ্ছ (কলার কাঁদি, সুপারির কাঁদি, ডাবের কাঁদি)। **গাছে না উঠিতেই এক কাঁদি**—বেশী আশা করা বা বেশী লোভ করা ; কার্যশেষের পূর্বেই লাভ।

কাঁদুনি,-নী—বি. আবেদন-নিবেদন, অনুরোধ-উপরোধ, অনুযোগ ; কাঁদন। **কাঁদুনি গাওয়া**—(বিদ্রূপে) অভিযোগ জানানো।

কাঁদুনিয়া, কাঁদুনে—ণ. অতিরিক্ত কাঁদা যার স্বভাব (কাঁদুনে ছেলে)। (**ছিঁচ্‌কাঁদুনে**—যে সামান্য কারণেই নাকে ছিঁচ্‌ শব্দ করিয়া কাঁদিয়া উঠে। **নাকে কাঁদুনে**—যে নাকে কাঁদে)। স্ত্রী. **কাঁদুনী**। **কাঁদুনে গ্যাস**—যে গ্যাসের ঝাঁজে চোখে জল আসিয়া পড়ে, tear gas.

কাঁধ, কাঁদ—[সং স্কন্ধ] বি. স্কন্ধ, shoulder। **কাঁধ ছাড়ানো**—সঙ্গীর কাঁধকে বিশ্রাম দিবার জন্য তাহাকে সরাইয়া দিয়া আর একজনের কাঁধ দেওয়া। **কাঁধ দেওয়া**—দায়িত্ব গ্রহণ করা ; শব বহন করা। **কাঁধ বদলানো**—পালাক্রমে কাঁধ দেওয়া। **কাঁধে করা**—কাঁধে তোলা ; দায়িত্ব গ্রহণ করা ; স্ত্রীরূপে ভরণ-পোষণের দায়িত্ব গ্রহণ করা (পরের মেয়ে কাঁধে করেছ সমঝে চলতে হবে—গ্রাম্য)।

কাঁধা, কাঁদা, কাঁধার—বি. কিনারা, কানা, ধার (গৌরী যাবে শ্বশুরবাড়ী বিলের কাঁধা দিয়ে)।

কাঁধেলী—[হি. কংধেলী] বি. ঘোড়ার কাঁধের সাজ।

কাঁপ—[সং কম্প] বি. কম্প, কাঁপুনি (শরীরের কাঁপ আর থামে না)। **কাঁপন**—কম্পন; কাঁপুনি। **কাঁপই**—(ব্রজবুলি) কাঁপে। **কাঁপয়ে**—কাঁপে। **কাঁপল**—কাঁপিল।

কাঁপা—ক্রি. কম্পিত হওয়া, ভয়ে থর্ থর্ করা। **ভয়ে কাঁপা**—ভয়ে থর্ থর্ করা, অত্যন্ত ভীত হওয়া। **কাঁপানো**—ক্রি. কম্পিত করা ; সন্ত্রস্ত করা ; অস্থির করা (দৌরাত্ম্যে পাড়া কাঁপিয়ে তুলেছ দেখছি)।

কাঁসর—বি. কাংস্য-নির্মিত বাদ্যযন্ত্র বিশেষ, gong, ঝাঁঝ। [বাং]

কাঁসা—বি. কাংস্য, রাং ও তামা মিশ্রিত ধাতু (কাঁসার বাসন)। **কাঁসারী**—যাহারা কাঁসার জিনিষপত্র প্রস্তুত করে।

কাঁসি—বি. কাঁসরের মত বাদ্য। **কাঁসিদার**—যে কাঁসি বাজায়। **কাঁসি দেওয়া**—ঢাক ঢোল ইত্যাদির সহিত কাঁসি বাজানো।

কাঁহা, কাহা—অব্য. কোথায়। (পদ্যে)।

কাঁহাতক—অব্য. কতকাল, কি পর্যন্ত আর (এমন উপদ্রব কাঁহাতক সহ্য করা যায়)।

কাক—[ইং cork] বি. ছিপি ; [বাং] এক কড়ার সিকি অংশ, কাগ।

কাক—(কা-কা এই রব করে) কাকপক্ষী, crow, বায়স। স্ত্রী. **কাকী**। [সং]। **কাকচক্ষু**—কাকের চক্ষুর ন্যায় স্বচ্ছ (কাকচক্ষু জল)। **কাকচরিত্র**—কাকের ডাক অনুসারে শুভাশুভ গণনা। **কাকজম্বু**—ক্ষুদে জাম। **কাকতন্দ্রা, কাকনিদ্রা**—খুব হালকা ঘুম, সজাগ ঘুম। **কাকতালীয়**—তালগাছে কাক বসিল আর অমনি একটি পাকা তাল মাটিতে পড়িয়া গেল, এরূপ ঘটনার কার্যকারণ সম্বন্ধ নাই, ইহা আকস্মিক যোগাযোগ মাত্র—ইহা হইতে, কাকতালীয় বা কাকতালীয়-ন্যায়ের অর্থ প্রকৃত যোগাযোগ নহে আকস্মিক যোগাযোগ। **কাক কাঁকুড় জ্ঞান না থাকা**—বস্তুর পার্থক্য বুঝিতে অসমর্থ হওয়া। **কাক কোকিলের সমান দর**—দোষ-গুণ উত্তম-অধম এই সব বিচারের অভাব। **কাকের ছা বকের ছা**—কদর্য হস্তাক্ষর, বিশ্রী হাতের লেখা (লিখেছে কাকের ছা বকের ছা)। **তীর্থের কাক**—তীর্থের কাকের ন্যায় দীর্ঘ-প্রতীক্ষাকারী অথবা প্রতীক্ষায় অভ্যস্ত। **বেল পাকিলে কাকের কি**—অপ্রাপ্যে লোভ করিয়া লাভ কি ; ছোটর পক্ষে বড় কিছুর আশা না করাই ভাল। **দাঁড়কাক**—দ্রোণকাক, কৃষ্ণকাক, Jackdaw। **ভাত ছড়ালে কাকের অভাব হয় না**—অনুগ্রহ পাইবার জন্য অনেকেই লোলুপ ; যাহার টাকা-পয়সা আছে তাহার লোকজনের অভাব হয় না।

কাকতিমিনতি—কাকুতি দ্রঃ।

কাকতী—আসামের লোকের উপাধি বিশেষ (যে কাগজ লেখার কাজ করে, আয়-ব্যয়ের হিসাব রাখে)। [পিতল। [সং]

কাকতুণ্ডী—বি. পিতল, brass ; গিল্টিকরা

কাকপক্ষ—বি. কানের পাশে ঝুলানো চুল, জুলফি। [সং]। **কাকপদ**—বি. উদ্ধার চিহ্ন (“ ”) ; লেখার মধ্যে অপূর্ণ পরিত্যক্ত অংশ-জ্ঞাপক চিহ্ন (× × ×) অথবা ∧ চিহ্ন, caret।

কাকপুচ্ছ, কাকপুষ্ট—কোকিল। **কাকপেয়**—পূর্ণতোয়া নদী, কাক যার তীরে বসিয়া জল পান করিতে পারে; অথবা স্বল্পতোয়া নদী, কাক যাহা পান করিয়া নিঃশেষ করিতে পারে (কাকপেয়া নদী)। **কাকফল**—নিমফল। **কাকবন্ধ্যা**—যে নারীর একটি মাত্র সন্তান জন্মিয়াছে। **কাকবলি**—কাককে দেওয়া অন্নাদি (শাস্ত্রানুসারে)। **কাকভীরু**—পেচক, উলূক। **কাকভূষণ্ডী,-ভুশুণ্ডি**—পুরাণ-প্রসিদ্ধ তত্ত্বজ্ঞানী অমর কাক; দীর্ঘজীবী ও বহুদর্শী। **কাকযব**—আগড়া, চিটা। **কাকরুহা**—কাকাদি পক্ষীর দ্বারা আনীত বীজ হইতে উৎপন্ন পরগাছা।

কাকলি, কাকলী—বি. অব্যক্ত মধুর শব্দ; কলধ্বনি (বিহঙ্গকাকলী; কলকল্লোলে লাজ দিল আজ নারীকণ্ঠের কাকলি—রবি) [সং]। **কাকলীদ্রাক্ষা**—কিশমিশ।

কাকশীর্ষ—বি. বকফুলের গাছ। [সং]

কাকা—বি. বাপের ছোট ভাই। (স্ত্রী. কাকী)। [বাং]

কা-কা—বি. কাকের রব; বিরক্তিকর শব্দ (কেবল কা কা করছে)।

কাকাতুয়া—বি. বড় তোতা বিশেষ (অষ্ট্রেলিয়া মালাক্কা প্রভৃতি দেশে পাওয়া যায়)।

কাকারি—পেচক, উলূক। [কাক যার অরি]।

কাকী—বি. স্ত্রী-কাক। [সং]। খুড়ী, পিতৃব্য-পত্নী। [বাং]।

কাকু—বি. শোক ভয় ক্রোধ প্রভৃতির দ্বারা বিকৃত ধ্বনি; (অলঙ্কারে) বক্রোক্তি।

কাকুতি—বি. কাতর বচন, মিনতি, অনুনয়। [বাং]। **কাকুতিমিনতি**—অনুনয়-বিনয়।

কাকুৎস্থ, কাকুৎস্থ্য—বি. পুং. ককুৎস্থের (সূর্য-বংশীয় রাজা বিশেষের) বংশধর। [ককুৎস্থ+অ, য]

কাকুবাদ, কাকুর্বাদ—বি. মিনতি, কাতর প্রার্থনা। **কাকূক্তি**—কাতর বাক্য; বক্রোক্তি।

কাকে—সর্ব. কাহাকে; কোন লোককেই নয় (কাকে ডরাই)।

কাকোদর—(বক্র গমন যার) বি. সর্প [কাক (বক্র)+উদর]।

কাখ—কাঁখ দ্রঃ।

কাগ—বি. কড়ার সিকি ভাগ, কাক (গ্রাম্য-ভাষায়)। **কাগচর**—পুকুরে বা নদীতে জলের নিকটের কূলবেষ্টনী, নীচের চর।

কাগজ—[আ. কাগজ্‌; চীনা—কায়গদ] বি. নেকড়া শণ তুলা কাঠ বাঁশ ইত্যাদির মণ্ড হইতে প্রস্তুত লেখন মুদ্রণ অঙ্কন প্রভৃতির উপযোগী পত্র, paper (এক তা কাগজ); লিখিত কাগজ, দলিল; সংবাদপত্র (আজকার কাগজে খবর উঠেছে)। **কাগজওয়ালা**—বি. সংবাদপত্র-বিক্রেতা; পত্রিকাদির সহিত সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি। **কাগজপত্র**—লিখিত প্রমাণাদি (মোকদ্দমার কাগজপত্র ঠিক আছে ত?)। **কাগজেকলমে**—লিখিত ভাবে (ব্যাপারটা কাগজে কলমে থাকুক)। **কাগজাত**—(আদালতের ভাষা) দলিলাদি, মোকদ্দমাসংক্রান্ত দলিল ও অন্যান্য কাগজপত্র। **কাগজী**—কাগজ-প্রস্তুতকারক, কাগতিয়া (কাগুজে); (যাহার খোসা কাগজের মত অর্থাৎ পাতলা এমন) লেবু বিশেষ; বাদাম বিশেষ।

কাগতি—বি. কাগজী, কাগজ প্রস্তুত-কারক মুসলমান সম্প্রদায় বিশেষ (কাগজ কুটিয়া নাম ধরাল্য কাগতি—কবিকঙ্কণ)।

কাগাবগা—অ. ছন্নছাড়া বা উচ্ছৃঙ্খল ভাব।

কাঙাল, কাঙালী—গ. বি. নিঃস্ব, অতিশয় দরিদ্র, ভিক্ষুক (কাঙালী বিদায়); অভাবগ্রস্ত, সেজন্য অতিশয় লোলুপ (কাঙালপনা; যশের কাঙালী)। **কাঙালের কথা বাসী হলে খাটে**—সামান্য লোকের কথা প্রথমে উড়াইয়া দেওয়া হয়, কিন্তু পরে বোঝা যায় উহা মূল্যবান। **কাঙালের ঘোড়ারোগ**—গরীবের সাধ্যের অতিরিক্ত বাতিক।

কাঙ্ক্ষণীয়—গ. স্পৃহণীয়, অভিলষণীয়। **কাঙ্ক্ষা**—অভিলাষ, বাঞ্ছা, স্পৃহা। গ. **কাঙ্ক্ষিত**—আকাঙ্ক্ষিত, ঈপ্সিত। **কাঙ্ক্ষী (-ক্ষিন্‌)**—অভিলাষী, ইচ্ছুক।

কাঙ্গাল—[সং কঙ্কাল] বি. গ. দরিদ্র, নিঃস্ব, অভাবগ্রস্ত; ভিক্ষাজীবী। **কাঙ্গালী**—বি. ভিক্ষুক (কাঙ্গালীভোজন)। স্ত্রী. **কাঙ্গালিনী, কাঙালিনী**। কাঙাল দ্রঃ।

কাঙ্কী—বি. কাঠের চিরুণী। [বাং]

কাঙ্গুরা—[ফা. কন্‌গূরা; হি. কঁগূরা] সৌধচূড়া। **কাঙ্গুরা ঘড়ি**—সৌধচূড়ার পেটা ঘড়ি

কাচ—[সং] বালি ও ক্ষার হইতে উৎপন্ন সুপরিচিত ভঙ্গপ্রবণ স্বচ্ছ বস্তু, glass; (বাং) ক্রীড়াকৌতুক (কার্তিকপূজার কাচ); রঙ্গ, ঢং।

কাঁচ—বি. কাছা, লেঙট। [কচ্ছ]।

কাচমণি—স্ফটিক বিশেষ।

কাচলবণ—বি. সৈন্ধব লবণ।

কাচা—ক্রি. ধোওয়া, উৎক্ষালিত করা (কাপড় কাচা); বি. ছোট কাপড়; অশৌচকালে পুত্রেরা গলায় যে উত্তরী বাঁধে (কাচাবাঁধা); ণ. ধৌত (কাচাকাপড়)। **কাচানো**—চাঁচা (মোরব্বা তৈরির জন্য আম কাচানো)।

কাচি, কাছি—[সং কক্ষা] বি. হস্তিবন্ধনরজ্জু; মোটা দড়ি। **কাছি কাটিয়া যাওয়া**—কাছি ছিঁড়িয়া যাওয়া।

কাচি—কাস্তে (প্রাদেশিক)।

কাচকা—(গ্রাম্য কাকচ) ণ শুষ্ক; শস্যহীন; শীর্ণ (শুকিয়ে কাচকা হয়ে গেছে)। [বাং]

কাচকি—খুব ছোট ছোট মাছ বিং (ঢাকায়)।

কাচ্চাবাচ্চা, কাচ্ছা-বাচ্ছা—বি. ছোট ছেলে-মেয়ে, একাধিক শিশুসন্তান (কাচ্চাবাচ্চা রেখে মারা গেছে)।

কাছ—বি. সমীপ, ধার, নিকট (নদীর কাছে; বড়লোকের কাছ দিয়া না ঘেঁষা); কচ্ছা বা কাছা (বীরকাছ—মালকোঁচা)। [বাং]

কাছে—নিকটে, দূরে নহে; পাশে (কাছে বস); তুলনায় (তার কাছে লাগে না); বিবেচনায় (তার কাছে আত্মপর ভেদ নাই); সঙ্গে (দৈত্যের কাছে বসেন)। কাছ দ্রঃ। **কাছে কাছে**—সঙ্গে সঙ্গে, সর্বদা নিকটে। **কাছের**—নিকটের, সম্পর্কিত পরিবেশের (কাছের লোকজন); অতি দূরের নহে (কাছের নক্ষত্র)।

কাছট, কাছটি, কাছু(ছো)টি—[হি. কছৌটি; সং কচ্ছটিকা] বি. মালকোঁচা, কৌপীন, বীরকাছা। [বাং]।

কাছরা—(কচড়া) বি. কাছির মত মোটা দড়ি।

কাছা—বি. ধুতির যে অংশ গুছাইয়া পিছনের দিকে গোঁজা হয়। [কচ্ছ]। **কাছা কোঁচা দিয়ে কাপড় পরা**—পুরুষের মত বেশ করা, সাধারণতঃ মেয়েদের উক্তি বা মেয়েদের সম্বন্ধে বলা হয় (তাহলে বল, কাছা কোঁচা দিয়ে কাছারিতে যাই)। **কাছা-আলগা, কাছা-ঢিলা, কাছা-খোলা**—ণ. ঢিলেঢালা, শিথিল-স্বভাব, অসাবধান। **কাছা-ধরা**—ণ. লেজ-ধরা, অপরের উপর নির্ভরশীল; মোসাহেব।

কাছাকাছি—ণ. অব্য. নিকটবর্তী নিকটে; (গ্রামের কাছাকাছি; হাজারের কাছাকাছি)।

কাছাড়—[সং কচ্ছ] বি. সমুদ্র বা নদীর তীরের নিকটবর্তী নূতন মাটি-পড়া জমি (কোন কোন অঞ্চলে নদীর উঁচু পাড়কে কাছাড় বলে); আসামের জিলা বিশেষ। **আছাড়-কাছাড় করা**—আছাড়ি-পিছাড়ি করা, হাত পা আছড়াইয়া গড়াগড়ি দেওয়া)।

কাছানো—ক্রি নিকটবর্তী হওয়া; ঘনিষ্ঠ হওয়া (তাকে কাছাতে দেওয়া হবে না)।

কাছারি,-রী, কাচারি—[সং কৃত্যগৃহ] বিচারালয় (ফৌজদারী বা দেওয়ানী); জমিদারের বা নায়েবের দফতর (বাবুদের কাছারি); বৈঠকখানা (কাছারি ঘর)। **কাছারি করা**—কার্যনির্বাহের জন্য আদালতে নিয়মিতভাবে উপস্থিত হওয়া। **কাছারি খোলা**—ছুটির পর কাছারির কাজ পুনরায় আরম্ভ হওয়া; কাছারির কাজ যথারীতি আরম্ভ হওয়া। **কাছারি ওঠা,-শেষ হওয়া**—কাছারির কাজ সেদিনের মত শেষ হওয়া। **কাছারি বসা**—বিচারের কাজ আরম্ভ হওয়া; বিচার শালিস ইত্যাদির জন্য গ্রামের মাতব্বরদের জমায়েৎ হওয়া; জটলা করা।

কাছি,-ছী—বি. নৌকা জাহাজ ইত্যাদি বাঁধিবার মোটা শক্ত দড়া। (কাচি দ্রঃ)।

কাছিম—[সং কচ্ছপ] বি. কূর্ম।

কাছুয়া—(প্রাদেশিক) বি. বলপূর্বক বিবাহ।

কাজ—[সং কার্য প্রাকৃত কজ্জ] বি. কার্য, যাহা করা হয়, work (মিস্ত্রির কাজ, জজের কাজ, সংসারের কাজ); প্রয়োজন (কথায় কাজ নাই); সাধ্য ব্যাপার (শক্ত লোকের কাজ, যার তার কাজ নয়); কর্তব্য (তোমার কাজ তুমি কর, আমার কাজ আমি করি); বিষয়, ব্যাপার (শক্ত কাজ); ব্যবসায় (মাছের কাজে প্রচুর লাভ); চাকরি (কাজ পেয়েছে); উপায়, কৌশল, ফন্দি (এস এক কাজ করা যাক); ফল, উপকার (ওষুধে কাজ হ'য়েছে); আচরণ, ব্যবহার (কথায় এক কাজে আর); নক্সা, কারুকার্য (জরির কাজ করা)। **কাজকর্ম**—বিষয়, ব্যাপার; উৎসব, অনুষ্ঠান; জীবিকা, পেশা, সাংসারিক কাজ। **কাজ আছে**—প্রয়োজন আছে। **কাজ আদায় করা**—

খাটাইয়া লওয়া, উদ্দেশ্য সিদ্ধ করা। **কাজ কি**—প্রয়োজন নাই। **কাজ চলা**—কার্য সুনির্বাহ হওয়া। **কাজচলা গোছের**—কোন রকমে কাজ চলে এই ধরণের। **কাজ দেওয়া**—কাজে লাগা, প্রয়োজন সিদ্ধ করা (গাড়ীটা দেখতে খারাপ কিন্তু কাজ দেয় বেশ)। **কাজ দেখা**—কার্যের তত্ত্বাবধান করা; ফল হওয়া (রোজ যদি আধ ঘণ্টা খাট তাতেও কাজ দেখবে)। **কাজ নাই কামাইও নাই**—বিশেষ কাজ হইতেছে না অথচ কিছু না কিছু করা হইতেছে। **কাজ বজায় রাখা**—কার্য নষ্ট না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখা; কাজের ঠাট বজায় রাখা। **কাজ বাগানো**—উদ্দেশ্য সিদ্ধ করা; চাকরির যোগাড় করা। **কাজ বাজানো**—নির্দিষ্ট কাজ সম্পন্ন করা, উদ্দেশ্য সিদ্ধ করা। **কাজ বাড়ানো**—অকাজ বা অনাবশ্যক কাজ করিয়া পরিশ্রম বাড়ানো। **কাজ বাতলানো**—কি কি কাজ করিতে হইবে তাহার নির্দেশ দেওয়া; কাজ শেখানো। **কাজ লওয়া**—কাজ আদায় করা। **কাজ সাবাড় করা**—কাজ শেষ করা; কাজ নষ্ট করা; হত্যা করা। **কাজ সারা**—কোন কাজ শেষ করা। **কাজ হারানো**—আসল কাজ ভুলিয়া যাওয়া। **কাজ হাসিল করা**—উদ্দেশ্য সিদ্ধ করা। **কাজে আসা**—উপকারে আসা। **কাজে-কর্মে**—দৈনন্দিন পরিশ্রমের কাজে (কাজেকর্মে বেশ); আচার-ব্যবহারে (কাজে-কর্মে ভাল); উৎসবাদিতে (কাজে কর্মে প্রয়োজন হয়)। **কাজের কথা**—প্রয়োজনীয় ব্যাপার, প্রকৃত করণীয় বা চিন্তনীয় ব্যাপার; সম্ভবপর বা সাধ্য ব্যাপার (এ কি কাজের কথা হ'ল)। **কাজের কাজী**—যাহার দ্বারা প্রকৃত কাজ হইবে এমন লোক। **কাজের বাহির, বার**—অকর্মণ্য, অকেজো। **কাজের মত কাজ**—যোগ্য কাজ, উৎকৃষ্ট কাজ। **কাজের লোক**—কাজ সমাধা করিতে পারে এমন লোক; ব্যবহারিক বুদ্ধিসম্পন্ন; পরিশ্রমী। (**অকাজ**—নিকৃষ্ট কাজ, অপকর্ম; **কুকাজ**—মন্দকাজ, গর্হিত কর্ম; **সুকাজ**—ভাল কাজ)।

কাজর—[সং কজ্জল] বি কাজল, অঞ্জন, কাজল-বর্ণ। (ব্রজবুলি)। [কাজরী গানের উৎসব।

কাজরী, কাজলী—বি. বর্ষার গান বিশেষ;

কাজল—[সং কজ্জল] বি. অঞ্জন (চোখের কাজল); ণ. কাজল-বর্ণ (নয়নে আমার কাজল মেঘের নীল অঞ্জন লেগেছে—রবি)। **কাজল কাটা**—চোখে কাজল পরা। **কাজল পাকানো**—সরিষা বা তিলের তেলের প্রদীপের শিখায় কাজল তৈরি করা। **কাজললতা**—কাজল বানাইয়া রাখিবার ঢাকনাওয়ালা চামচ।

কাজলা—ণ. কালো ('কাজলা গাই,—মেয়ে'); বি. রক্তাভ বেগুনী রং-এর আখ বিশেষ; টিয়াজাতীয় পক্ষী বিশেষ—ইহাদের পালকের রং ঘোর সবুজ, গলা বেড়িয়া লাল রেখা; কাঠের গোঁজ, করাত ভাল করিয়া চালাইবার জন্য চিরের মুখে যাহা গুঁজিয়া দেওয়া হয়, wedge (কাজলা আঁটা), ধান্য বিশেষ। [বাং]

কাজলি,-লী—বি. কাজলা আখ; কাজরীগান।

কাজিমরা—(প্রাদেশিক) ণ. মরার ভান করিয়াছে এমন, মৃত এরূপ বোধ হয় (কাজিমরা মাছ)। কোন এক কাজী নাকি মরার ভান করিয়া আসল অপরাধীর সন্ধান পাইয়াছিলেন, সেই প্রবাদ হইতে।

কাজিয়া—[আ. ক'দীয়া] বি. কলহ, ঝগড়া-বিবাদ; মারামারি। (পূর্ববঙ্গে 'কাইজা')।

কাজী, কাজি—[আ. ক'দ'ী] বি. মুসলমান বিচারপতি, (ইঁহারা জজ ও ম্যাজিস্ট্রেট উভয়ের কার্য করিতেন ও মুসলমান আইন অনুযায়ী বিচার করিতেন; বৃটিশ আমলের প্রথম অবস্থায় কাজীরা সাধারণতঃ মুসলমানী আইন সম্পর্কে বিচারকদিগকে পরামর্শ দিতেন, ক্রয়-বিক্রয়ের দলিলাদি সম্পন্ন করিতেন ও মুসলমানদের বিবাহাদি পরিচালনা করিতেন)। **কাজীর বিচার**—খেয়ালী বিচার, একদেশদর্শী বিচার (মুসলমান-শাসনের শেষের দিকে কাজীরা অনেকেই ন্যায়ানুমোদিত পথ বিসর্জন দিয়াছিলেন—সিয়ারুল্ মোতাআখেরীন দ্রষ্টব্য—তাহা হইতে কাজীর বিচারের এই অর্থ হইয়াছে)। **কাজিয়াল, কাজিয়ালি**—বি. কাজীর নির্দিষ্ট কাজ, বিচারাদি। **কাজের কাজী**—কাজ দ্রঃ। **কাজের বেলা কাজী কাজ ফুরালে পাজি**—দায়ে পড়িলে সম্ভ্রম সম্মান দেখায় এবং দায় উদ্ধার হইলে গালাগালি দেয়।

কাজেই, কাজেকাজেই—অ. সুতরাং, অতএব।

কাঞ্চন—(যাহা দীপ্তি পায়) বি. স্বর্ণ; স্বর্ণমুদ্রা (কাঞ্চনমূল্যে ক্রীত); ধন (কাঞ্চনকৌলীন্য); কাঞ্চন ফুল ও তার গাছ; কনক চাঁপা। [কান্চ্ +অনট্]। **কাঞ্চন কদলী**—কদলী বিশেষ, চাঁপা কলা। **কাঞ্চন-কৌলীন্য**—ধনহেতু সমাজে মর্যাদালাভ (বংশ বা বিদ্যার জন্য নয়)। **কাঞ্চনগিরি**—সুমেরু পর্বত। **কাঞ্চনপ্রভ**—স্বর্ণপ্রভ, স্বর্ণকান্তি। **কাঞ্চনমূল্য**—মোহরের মূল্য; বহুমূল্য (কাঞ্চনমূল্যে ক্রয় করা)। **কাঞ্চনসন্ধি**—সমান শর্তে সন্ধি, সুতরাং উৎকৃষ্ট স্থায়ী সন্ধি। **মণিকাঞ্চনযোগ**—মণি ও কাঞ্চনের যোগের মত পরম বাঞ্ছনীয় সংযোগ।

কাঞ্চি,-ঞ্চী—বি. স্ত্রীলোকের কটিভূষণ, মেখলা চন্দ্রহার গোট প্রভৃতি [সং]

কাঞ্জিক, কাঞ্জিক, কাঞ্জীক, কাঞ্জী—বি. অনেক দিনের পান্তা ভাতের জল, কাঁজি।

কাট্—ক্রি. কাটিয়া ফেল্। **কাট্-কাট্**—কাটিয়া ফেলিবার অথবা কাটিয়া ফেলিতে উত্তেজিত করিবার ভাব (মার্-মার্ কাট্-কাট্)।

কাট—[ইং cut] বি. গড়ন (মুখের কাট, শরীরের কাট); [কাষ্ঠ] কাঠ; [কাইট] তলানি।

কাটকবুল—বি. কাটিয়া ফেল তাহাও স্বীকার তবু যাহা বলিয়াছে বা করিয়াছে তাহা প্রত্যাহার করিবে না।

কাট-কুট, কাটা-কুটি—বি. লেখা বার বার কাটিয়া বাদ দেওয়া, ভুলচুক সংশোধন (এই লেখার অনেক কাটকুট হইয়াছে, পড়া যায় না)।

কাটকুয়া—বি. কাষ্ঠনির্মিত গভীর পাত্র, নৌকার সেঁউতি বা সেচনী।

কাটখোট্টা—ণ. রসবোধহীন, অমার্জিতপ্রকৃতির।

কাট-গোঁয়ার—অতিশয় অমার্জিত প্রকৃতির, বর্বর; অতি কোপনস্বভাব।

কাটছাঁট—পোষাকের গড়ন (জামার কাটছাঁট মন্দ হয় নি); কাটছাঁটের ফলে যে সব টুকরা বাদ পড়ে, ছাঁটছোট, ছাঁটাই করা অংশ।

কাটতি—বি. বেশী বিক্রয় হওয়া; চাহিদা। **কাটতির মুখে লাভ**—যত বেশী বিক্রয় হয় তত লাভ।

কাটনা—[সং কর্তন; হি. কাতনা] বি. সুতা কাটার কাজ; কাটা সুতা; সুতা কাটার চরকা। **কাটনার কড়ি**—সুতা কাটিয়া বিক্রয় করিয়া যে পয়সা পাওয়া যায়। **কাটনা কাটা**—চরকায় সুতা কাটা; একই ধরণের কথা ক্রমাগত বকিয়া যাওয়া, ঘেনর ঘেনর করা। **কাটনী, কাটুনী**—যে চরকায় সুতা কাটে (কাটুনী-সংঘ); সুতা কাটার মজুরি।

কাটব—(ব্রজবুলি) কাটিবে, দংশন করিবে।

কাটব্য—বি. কটু কথা; কার্কশ্য। [কটু+ষ্য]। **কটুকাটব্য**—[বাং] কটুবাক্য, তিরস্কার।

কাটমোল্লা—যাহারা মুসলমান-ধর্মের মাত্র বাহ্য বিধিনিষেধের খবর রাখে, তাহার তত্ত্বের সঙ্গে অপরিচিত; বিদ্যাহীন ও কাণ্ডজ্ঞানহীন গোঁড়া ধর্মনেতা।

কাটরা, কাঠরা—বি. কাঠ-গড়া; কাঠের প্রস্তুত মঞ্চ প্রকোষ্ঠ বা ঘর; ঐরূপ ঘরবিশিষ্ট বাজার।

কাটলেট—[ইং cutlet] ইউরোপীয় প্রণালীতে হাড় বা কাঁটার সঙ্গে যুক্ত ভাজা মাংস বা মাছ।

কাটা—কাঠা দ্রঃ।

কাটা—ক্রি. কর্তন করা, খণ্ডিত করা, ছিন্ন করা (কান কাটা); দংশন করা (সাপে কাটা); অতিক্রান্ত হওয়া (বিপদ কেটে গেছে); খনন করা (পুকুর কাটা, কুয়ো কাটা); অস্ত্রোপচার করা (ফোঁড়া কাটা, ছানি কাটা); খণ্ডন করা (কথা কাটা); খণ্ডে খণ্ডে প্রস্তুত করা (পাঁজ কাটা, সুতা কাটা, কোষ্ঠী কাটা, বাতাসা কাটা); রচনা করা (সিঁথি কাটা, ফুল পাতা কাটা); অপসৃত করা বা হওয়া (নাম কাটা, ময়লা কাটা, গাদ কাটা, নেশা কাটা, মেঘ কাটিয়া যাওয়া); অতিবাহিত হওয়া (দিন কাটা, বৎসর কাটা); বিক্রয় হওয়া (মাল কাটা); কাটিয়া সংগ্রহ করা (ধান কাটা, ফসল কাটা); ণ. কর্তিত, ছিন্ন, খণ্ডিত। **কাটা-কাটা**—মর্মচ্ছেদক; স্পষ্ট ও বিচ্ছিন্ন (কাটা কাটা কথা)। **কাটা-কাপ**—ভাঁড়, সঙ। **কাটাকুটা, কাটা-কুটি**—বি. ণ. কাটিয়া পুনরায় লেখা; কাটা-কুটার ফলে অপরিচ্ছন্ন। **কাটাঘায়ে নুনের ছিটা**—আহতকে আরও আঘাত করা বা অপমান করা। **কাপড় কাটা**—জামা তৈরির উদ্দেশ্যে মাপ অনুসারে কাটা; পোকায় কাটা। **কাটা কাপড়**—দর্জির তৈরী পোষাক-পরিচ্ছদ। **আঁচড় কাটা**—দাগ কাটা; অনুভূতি জাগানো (এতে তার মনে আঁচড় কাটল না)। **আঁক কাটা**—দাগ কাটা। **কথা কাটা**—যুক্তি খণ্ডন করা, বিপরীত উক্তি করা। **কথাকাটা-**

কাটি—বিতণ্ডা, তর্কাতর্কি। **কাটাকাটি মারামারি**—খুনোখুনি, যুদ্ধ। **কাটা পড়া**—যুদ্ধে নিহত হওয়া; রেলগাড়ীর চাপায় নিহত হওয়া। **কান কাটা**—বি. ণ. অপমান করা, জব্দ করা, নির্লজ্জ (দু'কান-কাটা)। **খাল কাটা**—খাল তৈরি করা; শত্রুতার ভাল সুযোগ দেওয়া (খাল কেটে কুমীর আনা)। **খাপ চি কাটা**—সঙ্কোচ করা, সব কথা খুলিয়া না-বলা। **গলা কাটা**—ক্রি. অত্যন্ত চড়া দাম নেওয়া; ণ. কবন্ধ; লাভ করার ব্যাপারে নির্মম (গলাকাটা দাম)। **গাঁট কাটা**—ক্রি. বি. গাঁট কাটিয়া চুরি করা; বি. পকেটমার। **ঘর কাটা**—ছক আঁকা। **ঘাস কাটা, ঘোড়ার ঘাস কাটা**—যে কাজের কোন দাম নাই এমন কাজে ব্যাপৃত থাকা, বৃথা সময় নষ্ট করা। **ঘুড়ি কাটা**—এক ঘুড়ির দ্বারা অন্য ঘুড়ির সুতা কাটা। **ঘোর কাটা**—মোহ জড়তা ইত্যাদি দূর হওয়া। **চিমটি কাটা**—চিমটি কাটার মত ক্ষুদ্র তীব্র কথার আঘাত দেওয়া (চিমটি কাটতে ওস্তাদ হ'য়ে উঠেছে)। **চেক কাটা**—টাকা দিবার জন্য ব্যাঙ্ককে নির্দেশ-পত্র দেওয়া (দেনার চেক কাটছে)। **ছানা কাটা**—অম্লরস যোগে দুধ হইতে জলীয় অংশ পৃথক করিয়া ছানা প্রস্তুত করা। **জল কাটা**—জলের অংশ বাহির হইয়া যাওয়া। **জাওর কাটা, জাবর কাটা**—রোমন্থন করা; জাবর কাটার মত পুনরাবৃত্তি করা। **জিভ কাটা**—দাঁত দিয়া জিভ চাপিয়া ধরা (লজ্জিত বা বিব্রত হওয়ার ভঙ্গি বিশেষ, নারী কহে জিহ্বা কাটি, শুনি লাজে মরি—রবি)। **টেরি,-ড়ি কাটা**—টেড়া সিঁথি কাটা, এরূপ সিঁথি কাটিয়া হাল্কা স্ফূর্তির দিকে মন গেছে সেই পরিচয় দেওয়া (ছেলে আজ কাল টেড়ি কাটছে)। **ঠোঁট কাটা**—যাহার মুখে কিছুই বাধে না, দুর্মুখ। **ডানাকাটা পরী**—পরীরই মত সুন্দরী কেবল ডানা নাই (বিদ্রূপে)। **তাল কাটা**—সঙ্গীতের তালে ভুল করা, বর্ণনায় খাপছাড়া ভাব বা অসঙ্গতি দেখা দেওয়া। **দর কাটা**—দর বাঁধা; বিক্রেতা যে দর চায় তাহা কিছু হ্রাস করা। **দাগ কাটা**—দাগ দ্রঃ। **দিন কাটে ত রাত কাটে না**—অশান্তিতে ও দুশ্চিন্তায় দিন কাটানো, অতিশয় দুঃখে পড়া। **নাক কাটা**—অপমান করা, লজ্জা দেওয়া। **নাক কান কাটা যাওয়া**—অত্যন্ত অপমানিত হওয়া বা লজ্জা পাওয়া। **পথ কাটা**—যেখানে পথ নাই সেখানে পথ প্রস্তুত করা; বাধার ভিতর দিয়া উত্তীর্ণ হওয়া। **পেট-কাটা**—মাঝখানে কাটা; যে গেলোয়াড় দুই দলেই খেলিতে পারে (গ্রাম্য)। **বনেদ কাটা**- গৃহের ভিত্তি স্থাপনের জন্য মাটি কাটা। **বয়স কাটিয়ে বিবাহ করা**—বেশী বয়সে বিবাহ করা। **কাটিয়া বসা**—বাঁধনাদির ভিতরে প্রবেশ করা (কবেকার চুড়ি হাতে কেটে বসেছে); অত্যন্ত কষ্টকর হওয়া (ছেলের এমন ব্যবহারে বাপের মন কেটে বসেছে)। **বুক-কাটা**—বুক খোলা। **মাথা-কাটা**—ণ. কবন্ধ, চূড়াহীন। **মাথা কাটা যাওয়া**—অত্যন্ত অপমানিত হওয়া বা লজ্জা পাওয়া (এতে তার মাথা কাটা গেছে)। **মেঘ কাটা**—মেঘ উড়িয়া যাওয়া; দুর্যোগ দুর্দিন কাটিয়া যাওয়া। **হাত-কাটা**—ণ. কনুই পর্যন্ত কাটা (হাত-কাটা সার্ট; হাত-কাটা জামা)। **হাত কাটিয়া বসা**—নিজের দোষে প্রতিকারের উপায় নষ্ট করা। **কাটা কান চুলদিয়ে ঢাকা**—কৌশল করিয়া নিজের বিপন্ন মান রক্ষা করা।

কাটাই—বি কাটিয়া প্রস্তুত করিবার মূল্য বা কাজ।

কাটা-ছাঁটা—(কাট দ্রঃ) ণ. কাটা ও ছাঁটা; বাহুল্যবর্জিত।

কাটা জমি—(প্রাদেশিক) জঙ্গল কাটিয়া [আবাদ করা জমি।

কাটান—বি কাটিয়া জল বাহির করিয়া দিবার পথ (প্রাদেশিক); বর্ষার প্রবল স্রোত (বড় কাটান প'ড়েছে—প্রাদেঃ); খণ্ডন, নিরসন।

কাটান-ছেঁড়ান,-ছিড়েন—সম্পর্কচ্ছেদ (এত কালের বন্ধুর সঙ্গেও কাটান-ছেঁড়ান হ'য়ে গেছে); হিসাব-নিকাশের শেষ নিষ্পত্তি।

কাটানো—ক্রি. অতিক্রম করা, উত্তীর্ণ হওয়া (ফাঁড়া কাটানো); কর্তিত করানো; অপসৃত করানো; বিক্রয় করা (মাল কাটানো); যাপন করা। কাটা দ্রঃ। [ছোট দা।

কাটারি,-রী—[সং কর্তরী] বি. কাটিবার অস্ত্র,

কাটি,-টী—কাঠি দ্রঃ।

কাটি—(প্রাদেঃ) বি. পথ, রাস্তা, ণ. কাটা, খনিত। **কাটিখাল**—মানুষের খনিত জলপথ। **কাটি-ঘা**—সর্পদংশন-জনিত ক্ষত; সর্পাঘাত।

কাটিম—কাঠিম দ্রঃ।
কাটিয়া, কেটে—বি. মোটা সুতার কম চওড়া তসরের কাপড়।
কাটুর-কুটুর—ইঁদুরের কাটার শব্দ।
কাট্য—ণ. খণ্ডনযোগ্য। (বিপ.—অকাট্য)। [বাং]
কাঠ—[সং কাষ্ঠ] বি. কাষ্ঠ; কাঠের গুড়ি; ণ. কাঠের মত রসহীন, শুষ্ক আড়ষ্ট (শরীর শুকাইয়া কাঠ, ভয়ে কাঠ, গলা শুকাইয়া কাঠ হওয়া)।
কাঠকুড়ানী—যে স্ত্রীলোক কাঠ কুড়াইয়া তাহা বেচিয়া জীবিকা নির্বাহ করে; অতি দুঃখিনী।
কাঠখড় - আগুন জ্বালাইবার উপকরণ; যোগাড যন্ত্র, আয়োজন, যত্ন ও পরিশ্রম। **কাঠখোলা** —বালি না দিয়া যে খোলায় ভাজা হয় (কাঠখোলার খই)। **কাঠগোলা**—কাঠের আড়ত। **কাঠগড়া**—কাঠের বেড়া দেওয়া স্থান (**আসামীর কাঠগড়া**—যে কাঠের রেলিং দেওয়া স্থানে আসামীকে আটক রাখা হয়; **সাক্ষীর কাঠগড়া**—যে রেলিং-ঘেরা জায়গায় দাঁড়াইয়া সাক্ষী সাক্ষ্য দেয়)। **কাঠ গোলাপ**—গন্ধহীন গোলাপ। **কাঠ চুলকনা**—যে চুলকনা হইতে রস ঝরে না, শুধু চুলকায়। **কাঠঠোকরা** —পাখী বিঃ, wood-pecker। **কাঠবমি**—শুকনা বমি, যে বমির বেগে ভুক্ত দ্রব্য উঠিয়া আসে না। **কাঠপাট**—গৃহের কাঠের সরঞ্জাম (তার আটচালা অনেক কাঠ-পাট দিয়ে তৈরি)। **কাঠ পিঁপড়া**—কাল লম্বা পিঁপড়া। **কাঠফাটা রোদ**—খুব কড়া রোদ। **কাঠবিড়ালী**—বিড়ালের মত লেজ ঝুলানো ক্ষুদ্র জন্তু বিশেষ, squirrel। **কাঠ-বিষ**—অতি তীব্র বিষ বিঃ। **কাঠমল্লিকা**—বনমল্লিকা।
কাঠরা—বি. কাঠ দিয়া তৈরী বেড়া, কাঠগড়া, কাঠের তৈরী জিনিষপত্র (কাঠকাঠরা)। [বাং]।
কাঠরিয়া, কাঠুরিয়া—[সং কুঠারিক] বি. কাঠ কাটা ও বিক্রয় করা যার পেশা।
কাঠা—বি. জমির পরিমাণ বিশেষ (এক কাঠা জমি=৭২০ বর্গফুট); ধান্যাদি মাপের পাত্রবিশেষ (ধামা, কাঠা, ডালা)। [সং কাষ্ঠা]। **কাঠাকালি**—কাঠার পরিমাণ বিষয়ক অঙ্ক।
কাঠা, কাঠুয়া—(প্রাদে.) কমঠ, কচ্ছপ।
কাঠাম,-মো—বি. কাঠ বা বাঁশ দিয়া তৈরী মূর্তি-আদির আধার, frame। [বাং]।
কাঠি,-ঠী—কাঠের বা বাঁশের সরু ও কিছু লম্বা খণ্ড বা কুচি (দিয়াশলাইএর কাঠি); ধান্যাদির মাপ বিশেষ। **চাবিকাঠি**—চাবি যদ্দারা বাক্স বা তালা খোলা যায়। **জীয়ন কাঠি**—রূপকথার রাজকন্যাকে বাঁচাইয়া তুলিবার কাঠি; বাঁচাইয়া তুলিবার উপায়। **ঢাকে কাঠি দেওয়া**—ঢাক বাজানো; রাষ্ট্র করা। **মাদুরকাঠি**—মাদুর যে ঘাসে নির্মিত হয়। **খড়কে কাঠি**—দাঁত খুঁটিবার কাঠি, toothpick। **কাঠিকাটা**—বাদা অঞ্চলে সর্বপ্রথম জঙ্গল কাটিয়া বসতি নির্মাণ—এরূপ বসতি-নির্মাণকারীর স্বত্বস্বামিত্বকে **কাঠিকাটা বাস** বলে।
কাঠিন্য—[কঠিন+ষ্ণ্য] বি. কঠিনতা, অনমনীয়তা; নির্মমতা; দুর্বোধতা।
কাঠিম—বি. সুতা জড়াইবার নলী, reel। [বাং]
কাঠে-কাঠে—সেয়ান-সেয়ানে, তুল্য দুই ব্যক্তিতে।
কাড়া—[সং কর্ষণ; প্রাকৃত কড্ঢণ] ক্রি. জোর করিয়া দখল করা (সিংহাসন কাড়া, মন কাড়া); টানিয়া লওয়া (খড় কাড়া); বাহির করা (হাঁড়ি কাড়া); ব্যক্ত করা (রা কাড়া)। **মন কাড়া**—মোহিত করা। **রা কাড়া**—উত্তর দেওয়া; ডাকিয়া জিজ্ঞাসাবাদ করা। **কাড়াকাড়ি**—কে কাড়িয়া লইতে পারে সেই চেষ্টা, টানাটানি, ধস্তাধস্তি; সাগ্রহ প্রতিযোগিতা (পড়ি গেল কাড়াকাড়ি, আগে কেবা প্রাণ করিবেক দান—রবি)। **মাথা কাড়া দেওয়া**—(শিশুর বাড়িয়া উঠা)।
কাড়া—বি. ঢাকের মত বাদ্যবিশেষ (কাড়ানাকাড়া)। [কটাহ]। **কাড়ানাকাড়া, কাড়ানাগড়া** —কাড়া ও নাকাড়া (নাকাড়া=বৃহৎ ঢাক)।
কাড়ানো—ক্রি. বিস্তার করিয়া চলা। **তানাকাড়ানো**—কাপড় বুনিবার জন্য সুতা লম্বা করিয়া সাজানো। **ফুল কাড়ানো**—দেবমূর্তির মাথায় ফুল রাখিয়া সেই ফুলের পতন হইতে শুভাশুভ নির্ণয় করা। **ধান কাড়ানো**—ধানগাছ একটু বড় হইলে বিদা অথবা কোদাল দিয়া গোড়া আলগা করিয়া দেওয়া।
কাণ, কান—[সং কর্ণ; প্রাকৃ; কন্ন] বি. শ্রবণেন্দ্রিয়, কর্ণ। (কান দ্রঃ)।
কাণ—[সং কাণ] বি. ণ. কাণা; কাক।
কাণা, কানা—[সং কাণ] বি., ণ. একচক্ষুহীন। বর্তমানে 'কানা'-ই লেখা হয় বেশী এবং কানার

অর্থ 'একচক্ষুহীন' 'অন্ধ' দুই-ই (কানাকেষ্ট=অন্ধ-গায়ক কৃষ্ণচন্দ্র)। কানা দ্রঃ।

কাণাকাণি—কানাকানি দ্রঃ। **কাণাঘুষা**—কাণাঘুষা দ্রঃ। **কাণাচ**—কানাচ দ্রঃ। **কাণা-মেঘ**—কানামেঘ দ্রঃ। **কাণি**—কানি দ্রঃ।

কাণ্টা, কাণ্ঠা—[সং কণ্ঠ] বি. হাঁড়ি কলসী ইত্যাদির কানা; (পূর্ববঙ্গে) ণ. পক্ষপাতদুষ্ট, নিজের কোলে যে ঝোল টানে। বি. **কাণ্ঠামি**—(কাণ্ঠামি কইরা খেলায় জিতলা)।]

কাণ্ড—বি. গাছের গুঁড়ি; বাঁশ বেত প্রভৃতির এক গ্রন্থি হইতে অন্য গ্রন্থি পর্যন্ত; পর্ব; বাণ; হাত বা পায়ের হাড়; গ্রন্থের বা কাব্যের বিভাগ (অরণ্য-কাণ্ড; বেদের কর্মকাণ্ড); অদ্ভুত ব্যাপার বা ঘটনা (অবাক কাণ্ড; অকাণ্ড-কাণ্ড; অভাবনীয় কাণ্ড)। [কণ্+ড]। **কাণ্ড-কারখানা**—অদ্ভুত বা অভাবনীয় আচার-ব্যবহার, ক্রিয়াকলাপ। **লঙ্কাকাণ্ড**—অগ্নিকাণ্ড; হুলস্থুল ব্যাপার।

কাণ্ডকার—বি. বাণপ্রস্তুতকারক; সুপারিগাছ।

কাণ্ডগ্রহ—বি. উপস্থিত ব্যাপারের উপলব্ধি; কাণ্ডজ্ঞান। [সং]।

কাণ্ডজ্ঞান—বি. ভালমন্দ-জ্ঞান, প্রয়োজনীয়-অপ্রয়োজনীয় জ্ঞান, দেশ-কাল-পাত্র অনুসারে কর্তব্যাকর্তব্য সহজে নির্ণয় করিবার ক্ষমতা; common sense, সাধারণ বুদ্ধি (তিনি পণ্ডিত হইতে পারেন, কিন্তু কাণ্ডজ্ঞান-বর্জিত)। **কাণ্ডজ্ঞানহীন, -শূন্য, -রহিত**—সাধারণ বিচার-বিবেচনা-শূন্য হিতাহিত-জ্ঞানশূন্য, গোঁয়ার। **কাণ্ডাকাণ্ডজ্ঞান**—হিতাহিত-জ্ঞান, কি সঙ্গত কি অসঙ্গত সেই বোধ।

কাণ্ডতিক্ত—বি. চিরতা, ভূনিম্ব। **কাণ্ডপট**—বি. কাণ্ডপটক, যবনিকা, পর্দা। **কাণ্ডপৃষ্ঠ**—বি., ণ বাণ পৃষ্ঠে যার, যুদ্ধব্যবসায়ী; ব্যাধ; দুশ্চরিত্র। **কাণ্ডবাণ**—বি. তীরন্দাজ। **কাণ্ডবীণা**—বি চণ্ডালবীণা। **কাণ্ডসন্ধি**—বি. গ্রন্থি, গাঁট।

কাণ্ডার—বি. যবনিকা, পর্দা তাঁবু; নৌকার হাইল; মাঝি। [বাং]। **কাণ্ডারী**—বি. কর্ণধার, মাঝি (ভবতরণীর কাণ্ডারী)। [বাং]।

কাৎ, কাত—বি. পার্শ্ব (কাৎ-ফেরা; ডানকাতে শোয়া); ণ. হেলানো, inclined (দেওয়ালে কাত করে রাখা; খেজুর গাছ কাৎ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে); পতিত, পাতিত, পর্যুদস্ত (কুপোকাত, এক ধমকে কাৎ)। গাংকাৎ—গাং দ্রঃ। কাইত দ্রঃ। [বাং]।

কাত—[সং কুত্র] কোথাও, কোন স্থানে; কিতা, ভূমিখণ্ড; মোট পরিমাণ (আট আনা হিসাবে বিশ রোজের কাত দশ টাকা)। [বাং]।

কাতর—ণ. আর্ত, অধীর, অভিভূত (কাতর প্রাণে ডাকিতেছি; বরিষার কালে সখি প্লাবন-পীড়নে কাতর প্রবাহ—মধু); কুণ্ঠিত, ভীত, (অর্থব্যয়ে কাতর, ভয়ে কাতর); (পূর্ববঙ্গে) পীড়িত, অসুস্থ (জ্বরে কাতর; শরীরটা কাতর); কাতলা মাছ (ভীরু বলিয়া)। [কু-তৃ+অ]। **কাতরোক্তি**—শোক দুর্দশা যন্ত্রণা ইত্যাদি ব্যঞ্জক উক্তি। বি. **কাতরতা, কাতর্য**।

কাতরা, কাৎরা—[আ. ক'ৎ'রা] বি. বিন্দু, ফোঁটা (এক কাৎরা পানি)।

কাতরানো—ক্রি. যন্ত্রণা হইতেছে এই ভাব প্রকাশ করা; পীড়ায় বা যন্ত্রণায় আঃ উঃ ইত্যাদি কাতরোক্তি করা। বি. **কাতরানি**।

কাতরি,-রী—বি. ঘানিগাছের সঙ্গে লগ্ন তক্তা যাহার উপরে ভার চাপানো থাকে এবং কলুও বসে; আখমাড়া কলে সংলগ্ন দীর্ঘ কাষ্ঠখণ্ড যাহার সহিত বলদ জোড়া হয়; সোনা রূপা ইত্যাদি ধাতুর পাতকাটা কাঁচি। [কর্তরী]।

কাতর্য—বি. কাতরতা, ভয়শীলতা। [কাতর+য]

কাতল—বি. কাতলা মাছ; (করাতীদের পরিভাষা) চিরের মুখে গুঁজিবার কাঠের টুকরা, কাজলা, wedge। কাতলা দ্রঃ।

কাতলা—বি. কাতল মাছ; ঢেঁকির পোয়া (মোনা নয়)। [বাং]। **রুইকাতলা**—বড় বা মানী লোক; বড় ব্যাপার, বড় গোছের দাঁও (সে রুই-কাতলা মারে চুনোপুঁটি ছোঁয় না)। **কাতলা পড়া**—শিকার পড়া, দস্যুহস্তে নিহত বা আহত হওয়া। **কাতলা-মারার দেশ**—ঠ্যাঙাড়ের দেশ, রাঢ় দেশ। **কাতলা পড়েছে জাল গুটাও**—ডাকাতি করিতে গিয়া কেহ ধরা পড়িলে এই কথা বলিয়া ডাকাতরা দলের লোকদের সাবধান করিত ও পলাইয়া যাইত।

কাতা—বি. নারিকেলের ছোবার দড়ি; কর্তা (ধাতা কাতা বিধাতা); নাপিতের ভাঁড়। [বাং]

কাতান—[সং কর্তনী; পোর্তু catana] বি. খড়্গ, বড় দা।

কাতার—[আ. ক'তার] বি. পঙ্‌ক্তি, শ্রেণী, দল (কাতার করিয়া দাঁড়াও)। **কাতারে কাতারে**—শ্রেণীবদ্ধভাবে ; দলে দলে।

কাতারি,-রী—বি. কাতরী ; সোনা ও রূপার পাত কাটিবার কাঁচি। [কর্তরী]

কাতি—[সং কর্তরী] বি. শাঁখের করাত ; জাঁতি ; ক্ষুর ; খড়্গ ; কাস্তে ; কার্তিক মাস। [বিং।

কাতিয়ারি—কার্তিক মাসের শেষে পাকা ধান্য

কাতুকুতু—[হি. গুদগুদি ; সং কুতু-কুতুক] বি. সুড়সুড়ি ; হাসাইবার জন্য বগল পেট প্রভৃতি স্থানে স্পর্শ করা। কুতুকুতু দ্রঃ। **কাতুকুতু দিয়া হাসানো**—প্রকৃত হাস্যরসের অবতারণা করিতে অক্ষমতার ক্ষেত্রে ব্যঙ্গে উক্ত হয় (লেখক হাসাতে চেষ্টা করেছেন কিন্তু তা কতকটা কাতুকুতু দিয়ে হাসানোর মত হয়েছে)।

কাতুর—তাসের প্রেমারা খেলার দান বিশেষ ('ফিক্র' দানে এক তাড়াতে করলে বাজি মাত। মাছ কাতুরে ভেকো হ'ল, কেয়াবাত কেয়াবাত—হেমচন্দ্র)। [পোর্তু, quatre]

কাতুর-কুতুর—কাতুকুতু, সুড়সুড়ি।

কাতে-কাতে, কুতেকাতে—অব্য. তাকে-তাকে, সুযোগের প্রতীক্ষায়।

কাত্যায়নী—দুর্গা (কাত্যায়ন মুনি কর্তৃক সর্বাগ্রে পূজিতা)।

কাথিক—ণ. কথায় কুশল, বাগ্মী। [কথা+ষ্ণিক]

কাদড়া, কাদড়াটে—ণ. ঘোলাটে, কর্দমাক্ত। **কাদড়ানি**—(গ্রাম্য কেদড়ানি) ঘোলাটে জল, ঘোলানি, তা থেকে—কটাক্ষ, বিদ্রূপ, উপহাস ; পাঁকজল, কাদাপানি।

কাদম্ব—(যাহারা দলবদ্ধভাবে থাকে) বি. বালি-হাঁস ; রাজহাঁস ; কদম্ব বৃক্ষ ও কুসুম ; বাণ (উড়িল কাদম্বকুল—মধু)। [কদম্ব+অ]। স্ত্রী. **কাদম্বা**—কলহংসী (কাদম্বা যেমতি মধুস্বরা—মধু)।

কাদম্বর—বি. দই-এর সর ; কদম্বকুসুম-জাত মদ্য ; আখের গুড়। [সং]। স্ত্রী. **কাদম্বরী**—সুরা ; কোকিলা ; বিখ্যাত সংস্কৃত গদ্যকাব্য (বাণভট্ট-রচিত)।

কাদম্বিনী—(যাহার অনুগামীরূপে কদম্বপুষ্প-সমূহের বিকাশ হয়) মেঘমালা।

কাদা—[সং কর্দ, কর্দম ; প্রাকৃত—কদ্দ] বি পাঁক, কর্দম ; নববধূর প্রথমরজোদর্শন-উৎসব (সেকালে)। ণ. কাদার মত থকথকে। **কাদা-উড়ানীর কাছে ধুলো-উড়ানী**—যে কাদা উড়াইবার কৌশল জানে তাহার কাছে ধূলি উড়াইবার কৌশল তুচ্ছ, অতি ধূর্তের সঙ্গে চালাকি করিতে যাওয়া। **কাদা করা**—কাদানো, জল মিশাইয়া মাটি দলদলে করা (যাহা দিয়া দেওয়াল কিংবা হাঁড়ি-বাসন তৈরি করা যায়)। **কাদাকিচেল**—কাঁকর-যুক্ত কাদা। **কাদা-খেউড়, কাদা-খেঁড়ু**—কাদা উৎসবে গীত কুৎসিত গান বিশেষ। **কাদাখোঁচা**—ক্ষুদ্র পক্ষী বিশেষ (কাদা জমিতে চরে), চাহা, snipe। **কাদাটিয়া, কাদাটে**—ণ. কর্দমপূর্ণ, ঘোলা। **কাদা-পাটা**—দুয়ার বা জানালার মাথার উপরে স্থাপিত চওড়া তক্তা (যাহাতে উপরের মাটি ধ্বসিয়া পড়িতে না পারে), lintel। **কাদানো**—ক্রি. কাদা করা জল-ভরা জমি চষা (প্রধানতঃ ধানের চারা রোপণ করিবার জন্য)।

কান—[সং কৃষ্ণ ; প্রাকৃত—কণ্‌হ, কণ্‌হ ; বৈষ্ণব পদাবলীতে কানাই, কানু, কান] কৃষ্ণ, কানাই।

কান, কাণ—[সং কর্ণ, প্রাকৃত কন্ন] বি. শ্রবণেন্দ্রিয়, কর্ণ ; কানের গহনা বিশেষ ; সেতার তানপুরা প্রভৃতি তারের যন্ত্রের তার বাঁধিবার খুঁটি ; আলনার দুই পাশে সংলগ্ন ধাতুনির্মিত হুক অথবা কাঠের গোঁজ ; খাতার বা নথির কোণ (খাতার কান ফোঁড়ানো। **কান কট্‌কট্ করা**—কানের ভিতরে কামড় দিবার মত যন্ত্রণা হওয়া-সাধারণতঃ কানে পুঁজ হইলে এরূপ যন্ত্রণা হয়। **কানকথা**—কানে কানে বলা কথা, গোপন মন্ত্রণা। **কানকাটা**--ণ. নির্লজ্জ, বেহায়া। **কান কাটে**—সম্পূর্ণরূপে হারাইয়া দেয় (এ মেয়ে পুরুষের কান কাটে)। **কান-কামড়ানি**—কানের ভিতরে যেন কামড়াইতেছে এরূপ বেদনাবোধ। **কানকুয়া,-কো**—মাছের ফুলকো। **কানকোটারি**—কীট বিশেষ যাহা কানে প্রবেশ করিয়া যন্ত্রণা দেয়। **কানখড়কিয়া, কান-খড়খড়ে, কানখাড়া**—যাহার কান খুব সজাগ। **কানচটা,-চাটা**—কানের পাতার ক্ষতরোগ বিশেষ। **কান-জুলফি, কানঝাপটা**—কানের পাশে চিবুকের উপর লম্বিত কেশগুচ্ছ। **কান ঝাড়া দেওয়া**—গাঝাড়া দেওয়া। **কানঝাঁপ দেওয়া**—পেটের উপর কান রাখিয়া শোনা। **কান**

ঝালা পালা করা—বিরক্তিকর শব্দ উৎপাদন করিয়া কানের পীড়া ঘটানো ও অস্থির করা। **কানঠুটি**—জলচর পক্ষী বিশেষ। **কান দেওয়া**—মনোযোগ দেওয়া, কর্ণপাত করা। **কান ধরা**—অপমান করা। **কানপাকা**—কর্ণরোগ বিশেষ ইহাতে কানে পুঁয হয়। **কান-পাতলা**—ণ. যে শোনা কথা সহজেই বিশ্বাস করে। **কান পাতা**—মনোযোগ দিয়া শোনা, কর্ণপাত করা। **কানফলি**—গরুর গাড়ীর সামনের দিকে দুই ফড়ের সংযোগ-স্থল। **কান ফাটানো**—অত্যন্ত উচ্চ শব্দ করিয়া কানে তালা লাগানো। **কানফুস্‌কি**—চুপে চুপে কুমন্ত্রণা দেওয়া। **কানফোঁড়া**—কোণায় ফোঁড় দিয়া বাঁধা (কাগজপত্র)। **কান ভাঙ্গানো**—কুমন্ত্রণা দেওয়া, কুমন্ত্রণা দিয়া দলে আনা। **কান ভারী করা**—কুমন্ত্রণা অথবা বিরুদ্ধ কথার দ্বারা প্রভাব বিস্তার করা। **কানমলা খাওয়া**—অপমান হওয়া, শিক্ষা পাওয়া। **কানমোচড়**—কর্ণমদন (কানে মোচড় দিয়া = উৎপীড়ন করিয়া)। **কানে আঙ্গুল দেওয়া**—অশ্রাব্য জ্ঞান করা। **কানে উঠা**—অবগত হওয়া। **কানে কানে**—চুপে চুপে, কানের কাছে মুখ রাখিয়া বলা। **কানে খাটো হওয়া**—কানে কম শোনা। **কানে তালা লাগা**—ভয়ানক শব্দের জন্য অথবা দুর্বলতার জন্য শুনিতে না পাওয়া। **কানে তুলা দেওয়া**—ইচ্ছা করিয়া না শোনা। **কানে লাগা**—শুনিতে ভাল না লাগা ; শুনিতে মিষ্ট লাগা (কানে লেগে রয়েছে)।

কানড়—বি. কর্ণাট-দেশ-প্রসিদ্ধ খোঁপা। **কানড়া**—বি. কানাড়া রাগিণী ; নীলপদ্ম।

কানন—(যেখানে বৃক্ষসমূহ শোভা বৃদ্ধি করে) বি. বন, অরণ্য। [কানি+অন]। **কাননারি**—শমীবৃক্ষ যাহা হইতে অগ্নি নির্গত হইয়া বন দগ্ধ করে।

কানা, কাণা—[সং কাণ] ণ. একচক্ষুহীন ; অন্ধ ; বিচারহীন (কাহনে কানা)। স্ত্রী. **কানী, কাণী**। **কানাকড়ি**—সচ্ছিদ্র কড়ি, সচ্ছিদ্র কড়ির মত স্বল্পমূল্য দ্রব্য (কানাকড়ির দাম নাই)। **কানা করে দেওয়া**—ব্যর্থ করা, পরাস্ত করা, গৌরব নষ্ট করা। **কানাখোঁড়ার এক (তিন) গুণ বাড়া**—এক ইন্দ্রিয় বিকল হইলে অন্যান্য ইন্দ্রিয় অতিরিক্ত সবল হয় ; (বিদ্রূপে) অযোগ্য ব্যক্তির আস্ফালন বেশী। **কানাগরুর ভিন্ন পথ**—অপদার্থ ব্যক্তির চালচলন অপরের মত নয়। **কানা ছেলের নাম পদ্মলোচন**—অযোগ্যকে বহুমান দান। **কানাবাঁট**—গরুর যে বাঁট দিয়া দুধ পড়ে না। **কানাপড়া**—নষ্ট বা হতশ্রী হওয়া, প্রতিপত্তিহীন হওয়া (ব্যবসায় কানা-পড়ে গেছে)। **কানামেঘ, কানামেঘী**—জলভরা নিঃসঙ্গ মেঘ—যাহা একপাশ দিয়া গড়িয়া যায় কিন্তু তাহা হইতে বৃষ্টি হয় না।

কানা—বি. কিনারা, ধার, কাঁধা (কলসীর কানা)। **কানায় কানায়**—কিনারা পর্যন্ত, ভরপুর।

কানাই, কানু—[সং কৃষ্ণ, প্রাঃ কণ্‌হো, হি. কন্‌হাই] কৃষ্ণ। **কানাই-বলাই**—কৃষ্ণবলরাম ; কৃষ্ণবলরামের মত হরিহরাত্মা, মাণিকজোড়।

কানাকানি—কানে কানে বলা ; কাহারও নিন্দা বা কলঙ্ক চুপে চুপে বলাবলি (এই নিয়ে কানা-কানি হচ্ছে)। [কানাকানি।

কানাঘুষা—বি. কানে কানে নিন্দা ঘোষণা ;

কানাচ, কানাচি—[তু. কনাত্‌] বি. গৃহের বা বাড়ীর পশ্চাদ্‌ভাগ। (গ্রাঃ কানচি)।

কানাচ-কানাচ—বাড়ীর অপ্রকাশ্য অংশ।

কানাচি পাতা—আড়ি পাতা, আড়ালে লুকাইয়া অপরের কথা শুনা।

কানাড়া, কানেড়া—বি. কর্ণাট রাগিণী।

কানাত,-ৎ—[তু. কানাত্‌]. বি. তাবু ; তাঁবুর চারিদিকের ক্যাম্বিস-কাপড়ের ঘের।

কানামাছি—বি. ছেলেপিলের চোখ-বাঁধা খেলা।

কানাসি—বি. মাছের ফুসকা, gill.

কানি,-নী—বি ছাকড়া, টেনা ; কাপড়ের পাড় ; তবলা প্রভৃতি চামড়ার ছাওয়া যন্ত্রের কিনারা ; কানকুয়া ; (পূর্ববঙ্গে) প্রায় তিন বিঘা পরিমাণ (স্থানভেদে বিভিন্ন—শাহী কানি, মঘী কানি)। **কানি খাওয়া**—ঘুঁড়ির এক পাশে ঝোঁকা অথবা এরূপ ঝোঁকার ফলে ঘুরপাক পাওয়া। **কানি-দড়ি**—নৌকার পালের কোণগুলিতে বাঁধা দড়ি যাহার দ্বারা পাল টানিয়া বাতাসের দিকে ধরা যায়।

কানিপাবদা—বি. কানপাবদা। **কানি(ম)-মাগুর**—বি. বড় জাতের একপ্রকার মাগুর মাছ, কানমাগুর।

কানীন—[কন্যা+ঈন] ণ. অবিবাহিত কন্যার সন্তান (যথা—ব্যাস, কর্ণ)।

কানু—কানাই দ্রঃ।

কানুটি, -টী, -নটি—[হি. কনৌটা] বি. কান মলা, কর্ণমর্দন; উচিত শিক্ষা।

কানুন, কানূন—[আ. কা'নূন] বি. আইন, রাজ্যশাসনের ব্যবস্থা, বিধিবিধান (কানুনসঙ্গত উপায়—আইন বা বিধিবিধান অনুমোদিত উপায়)। **আইনকানুন**—বিধি-ব্যবস্থা; প্রচলিত রীতি-নিয়ম (আইনকানুন মানেনা)।

কানুনগো—[আ. ফা. ক'নূন+গো=বিধি-ব্যবস্থা সম্বন্ধে ওয়াকিফহাল] বি. রাজস্ব-বিভাগীয় কর্মচারী (ভূমির পরিমাণ, অধিকার, হস্তান্তর, জরিপ, ভূমির আয়, রাজস্বের আদায় ও তাহার হিসাব-নিকাশ সংক্রান্ত খাতাপত্রের পরীক্ষা, এই সব ইঁহাদের কাজ ছিল, ইঁহারা নিষ্কর ও অন্যান্য ধরণের বৃত্তি ভোগ করিতেন)।

কানুপা,-ফা—বিখ্যাত বৌদ্ধ তান্ত্রিক গুরু, সিদ্ধ হাড়িপার শিষ্য। [মাকড়ি বা কানবালা।

কানেট—(প্রাঃ বাং) বি. কানের গহনা বিশেষ,

কানেস্তারা, ক্যানেস্তারা—[ইং canister] বি. টিননির্মিত চৌকা পাত্র বিশেষ।

কান্ত—[কম্+ক্ত—যাহাকে পাইতে ইচ্ছা হয়] বি. পতি, স্বামী (নিশাকান্ত); বসন্তকাল; চন্দ্র; রাজা; মণি (সূর্যকান্ত, অয়স্কান্ত); ণ. মনোজ্ঞ, কমনীয়; সরস, শ্রুতিসুখকর (কোমলকান্ত পদাবলী)। স্ত্রী. **কান্তা**—পত্নী; প্রিয়া; সুন্দরী। **কান্তকড়া, কান্তিকড়া**—পেটা লোহার কড়া (ঢালা লোহার তৈরী নহে)। **কান্তপক্ষী (-ক্ষিন্)**—(যাহার পাখা সুদৃশ্য) ময়ূর। **কান্তলোহ,-লৌহ**—অয়স্কান্ত, চুম্বক, magnet; পেটা, লোহা, ইস্পাত।

কান্তার—বি. দুর্গম পথ, শ্বাপদসঙ্কুল পথ; চৌরকণ্টকিত মার্গ; দুষ্প্রবেশ্য অরণ্য, মহারণ্য, বিল, গহ্বর; বাঁশ। [কান-তৃ+ণিচ্+অ]

কান্তি—বি. শোভা, লাবণ্য, কমনীয়তা, দীপ্তি; অভিলাষ। [কম্+ক্তি]। **কান্তিক**—কান্তিলোহ (দ্রঃ)। **কান্তিদ**—ণ. যাহা কান্তি দান করে; বি. ঘৃত; পিত্ত। **কান্তিবিদ্যা**—aesthetics. **কান্তিভৃৎ**—ণ. শোভন, উজ্জ্বল; বি. চন্দ্র। **কান্তিমান্ (-মৎ)**—ণ. শোভন, দীপ্তিমান্; বি. চন্দ্র; কামদেব। স্ত্রী. **কান্তিমতী**—ণ. বি. লাবণ্যময়ী; চন্দ্রকলা। **কান্তি-লোহ**—কান্তলোহ (দ্রঃ)।

কান্দ—ণ. কন্দ হইতে জাত, কন্দ সম্বন্ধীয়।

কান্দন—বি. ক্রন্দন, কান্না (পূর্ববঙ্গে প্রচলিত)।

কান্দর্প—ণ. বি. কন্দর্পসম্বন্ধীয়; কন্দর্পপুত্র।

কান্দা—ক্রি. কাঁদা (পূর্ববঙ্গে—কান্দাকাটি)।

কান্দী—(প্রাদে.) নদীর ধার, কিনারা; গ্রামের প্রধান।

কান্ধার, কাঁধার—কিনারা (জলের কান্ধার)।

কান্না—[সং. ক্রন্দন; হি. কান্দনা।—বি. ক্রন্দন, রোদন, বিলাপ; দুঃখপূর্ণ অভিযোগ (তোমার কান্না ত লেগেই আছে)। **কান্নাকাটি**—অনুনয়-বিনয়, প্রচুর ক্রন্দন। **কান্না জুড়ে দেওয়া**—অপ্রত্যাশিত অথবা বিরক্তিকরভাবে কাঁদিতে আরম্ভ করা। **কান্না পাওয়া**—দুঃখে কান্না আসা। **কান্নাকাটি**—হাহাকার, ক্রন্দনের রোল। **মরাকান্না**—মৃত্যুশোকে ক্রন্দন; বিরক্তিকর প্রবল কান্না (এই সামান্য কথায় তার মরাকান্না আরম্ভ হইল)। **মায়া-কান্না**—কান্নার ভান; মিথ্যা অজুহাত।

কান্যকুব্জ—কনোজ দেশ।

কাপ—[সং কাপট্য] বি. কপটতা, ছলনা, ভান (কাপ করিয়া পড়িয়া থাকা—অসুখ ইত্যাদির ভান করা), বিদ্বেষ, বারেন্দ্র ব্রাহ্মণদের মধ্যে ভঙ্গ কুলীন; কপট, ছলনাকারী; যে সঙ্ সাজে (বুড়া কাপ)। কলম, নিব। [কাপ চা)।

কাপ—[ইং. cup] বি. বাটি, পেয়ালা (এক

কাপটিক—[সং] ণ. ও বি. শঠ, ধূর্ত; এক-শ্রেণীর গুপ্তচর। [+ফ্য]।

কাপট্য—বি. ধূর্ততা, ছলনা, কপটভাব। [কপট

কাপড়—[সং কর্পট; প্রাঃ কপ্পড—কার্পাস-জাত] বি. বস্ত্র, পরিধেয়, বসন। **কাপড় কাচা**—কাপড় জলে অথবা সাবান সোডা ইত্যাদি সংযোগে ধোওয়া। **কাপড়-চোপড়**—পরিধেয় ও অন্যান্য বস্ত্র; পোষাকী কাপড় (কাপড়চোপড় পরে' কোথায় যাচ্ছ)। **কাপড় ছাড়া**—বাসী ময়লা অথবা অশুচি বস্ত্র ত্যাগ করিয়া অন্য কাপড় পরা। **কাপড় ছোপানো, -ছোবানো**—কাপড় রং করা। **কাপড় তোলা**—রোদে দেওয়া বা বাহিরে রাখা কাপড় উঠাইয়া রাখা; পরিধানের বস্ত্র উপরের দিকে কিছু টানিয়া তোলা। **কাপড়**

তোলানো—রিপু করা। **কাপড় পরা**—দেহ বস্ত্রাবৃত করা; পোষাক পরা; পোষাক পরিয়া বহির্গমনের জন্য প্রস্তুত হওয়া। **কাপড় পাট করা, -তয় করা**—কাপড় ভাঁজ করিয়া রাখা। **কাপড় সিজানো**—ক্ষার-জলে ময়লা কাপড় সিদ্ধ করা। **কাপড়ে হাগা**—অত্যন্ত ভয় পাওয়া। **আটপৌরে কাপড়**—সদাসর্বদা পরিধানের বস্ত্র (বিপরীত—পোশাকী বা তোলা কাপড়)। **আধ-ময়লা কাপড়**—মলিন কিন্তু পরাও চলে। **এড়া কাপড়**—যে কাপড় ছাড়া হইয়াছে; উচ্ছিষ্ট লাগা কাপড়। **কাপড়ের খতি**—পাড়ের কাছের মোটা সুতা দিয়া ঘন-বুনানি অংশ। **কাপড়ের জমি**—কাপড়ের বুনুনি, texture। **থান-কাপড়**—সাদা পেড়ে কাপড়, সাধারণত হিন্দু বিধবাদের ব্যবহার্য (থান কাপড় পরে, আতপের ভাত খায়)। **বাসী কাপড়**—গত রাত্রে পরিয়া শোয়া হইয়াছিল এমন বস্ত্র। **বাসি করা কাপড়**—সুবাসিত কাপড়; ধোওয়া ও ইস্ত্রি করা কাপড়। **সাজো কাপড়**—সদ্য-পরিষ্কৃত ও অব্যবহৃত কাপড় (বিপরীত—বাসী কাপড়)।

কাপড়িয়া, কাপুড়িয়া, কাপুড়ে—ণ. কাপড় সম্বন্ধীয় (কাপুড়ে সভ্যতা); কাপড়-ব্যবসায়ী (বড়বাজারের কাপুড়ে; কাপুড়েপটী)। [বাং]

কাপা—(প্রাদে) বি. উত্তরবঙ্গের পল্লী-নারীর উপর-ছুট কাপড়। [বাং]

কাপালি, -লী, -কাপালিক—বি. কৃষিজীবী হিন্দুজাতি বিশেষ; তান্ত্রিক সন্ন্যাসী বিশেষ (নরকপাল ইহাদের ভোজন-ও-পান-পাত্র)। [কপাল+ষ্ণিক]

কাপাস—[সং কার্পাস] বি. কাপাস তুলা ও গাছ, cotton। **বন কাপাস**—বন্য নিকৃষ্ট কাপাস। **কাপাস কাটা**—সুতা কাটা।

কাপিল—[কপিল+ষ্ণ] ণ. কপিলপ্রণীত সাংখ্য-দর্শন; সাংখ্যমতাবলম্বী; কপিলবর্ণ।

কাপুরুষ—ণ. বি. যে পুরুষ হিসাবে নিন্দিত, সাহসহীন, ভীরু, অধম। [কিম্ (কা)+পুরুষ]

কাপে কাপে—ফাঁক না রাখিয়া, আঁটসাঁট-ভাবে (ঢাকনাটা কাপে কাপে বসে গেছে)।

কাপোত—[কপোত+ষ্ণ] বি. কপোত-দল, পায়রার ঝাঁক; ণ. কপোতবর্ণ। **কাপোত বৃত্তি**—কপোতের মত অনিশ্চিত জীবিকা বা উঞ্ছবৃত্তি।

কাপ্তান, কাপ্তেন—[ইং captain] জাহাজের অধ্যক্ষ; সৈন্যাধ্যক্ষ; নীচ আমোদ-প্রমোদে সাথীদের খরচ জোগায় এমন ধনী বিলাসী (কাপ্তেন ধরা—এইরূপ ধনীর সঙ্গী বা শরণাপন্ন হওয়া); নিন্দিত বিষয়ে নিপুণ ও নেতৃস্থানীয় (ছেলেটা ত কাপ্তেন হ'য়ে উঠেছে দেখছি; কথার কাপ্তেন)।

কাফর, কাফির, কাফের—[আ. কাফির—আবরণকারী; সত্যধর্মদ্বেষকারী] বি মুসলমান-ধর্মে অবিশ্বাসী; নৃশংস, নির্মম (কাফেরের জান, কোন রহম নাই); ভিন্ন ধর্মাবলম্বীর প্রতি মুসলমানের বিতৃষ্ণাজ্ঞাপক উক্তি (তুলনীয়—ম্লেচ্ছ, heathen, barbarian)। **কাট্টা কাফের**—ঘোর মুসলিমদ্বেষী; অতিশয় নির্মম। **কুফর, কোফর**—কাফেরের মত আচরণ [যতেক যাবন মিছা পুঁথি বানাইয়া, কাফের করিল লোকে কোফর পড়িয়া—ভারতচন্দ্র;]। ণ. **কাফেরী** (কাফেরী কালাম—সত্যধর্মবিরুদ্ধ উক্তি)।

কাফরি, কাফ্রি—আফ্রিকার কৃষ্ণবর্ণ নিগ্রো অথবা নিগ্রোজাতি (বর্ণের অসাধারণ কৃষ্ণত্বের জন্য সুবিখ্যাত। কাফরির মত কালো)।

কাফি—কফি (দ্রঃ); রাগিণী-বিশেষ।

কাফিলা, কাফেলা—[আ. কাফ্‌লা] বি. যাত্রীদল; উষ্ট্রারোহী যাত্রীদল (উটের কাফেলা চলিয়াছে)। **কাফেলাবন্দী**—ণ. শ্রেণীবদ্ধ।

কাবলিওয়ালা, কাবুলী, কাব্‌লী—আফগানিস্থানের অধিবাসী (ইহারা মেওয়া হিং সুর্মা শিলাজতু ও গরম কাপড় ফেরি করে ও চড়া সুদে টাকা ধার দিয়া বেড়ায়; (তাহা হইতে) নির্মমভাবে কোনকিছু আদায়কারী।

কাবা—[আ. ক'বা] বি. ঢোলা অঙ্গাবরণবিশেষ—ইহার আস্তিন ঢোলা, বুক খোলা, লম্বায় পা পর্যন্ত (আবা দ্রঃ); [আ. কা'বা] মক্কার সুবিখ্যাত উপাসনাগৃহ (হজরত ইব্রাহিম কর্তৃক প্রথম নির্মিত—যাঁহারা হজ করিতে যান তাঁহারা ইহা প্রদক্ষিণ করেন)।

কাবাড়ি, -ড়ী, -কাবারি—বি. যে ভাঙাচোরা বা পুরাতন মালের ব্যবসা করে; মৎস্য-বিক্রেতা মুসলমান-সম্প্রদায় বিশেষ (মৎস্য বেচিয়া নাম ধরাল্য কাবারি—কবিকঙ্কণ)। [কর্বট]

কাবাব—[আ. কবাব] বি. শূল্যমাংস। ছেঁচা মাংসে দধি ও মসলা মাখাইয়া শিকে বিদ্ধ করিয়া আগুনের আঁচে সেঁকিলে শিক-কাবাব হয়। ইহা ভিন্ন অন্যান্য প্রণালীতে প্রস্তুত কাবাবও আছে। (কলিজা-কাবাব সম ভুনে মরু-রোদ্দুর—নজরুল ইস্‌লাম; শুকিয়ে কাবাব হয়ে গেছে)।

কাবাব-চিনি—বি. গোল মরিচের মত মসলা বিশেষ. cubeb। [আ.+হি.]

কাবার—[পর্তু: acabar] বি. শেষ (মাস-কাবার); ণ. নিঃশেষিত (বাবা যে টাকা রেখে গিয়েছিলেন সব কাবার; ইস্তকবিস্তি কাবার); পূর্ণ (পঞ্চাশ কাবার—বয়স ৫০ বছর পূর্ণ)।

কাবারি,-রী—বি. বাবাড়ি (দ্র:)। মৎস্য-বিক্রেতা; শিকারী; বাখারী (বেড়ার কাবারি)। [প্রাদে.]

কাবাস—বি ণ. কাপাস: কাপাসের ন্যায় রসহীন বা ফ্যাকাসে (ভয়ে কাবাস হওয়া)। [কার্পাস]

কাবিল, কাবেল—[আ. ক'াবিল] ণ. উপযুক্ত, লায়েক, গুণবান্, যোগ্যতাসম্পন্ন (এতেবারের কাবেল—বিশ্বাসের যোগ্য)।

কাবীন, কাবিন—[ফা. কাবীন] বি মুসলমান স্বামী বিবাহ-কালে তাঁর স্ত্রীকে যে অর্থ দিতে অঙ্গীকার করে; দেনমোহর। **কাবীননামা**—কাবীন সম্বন্ধে লেখা।

কাবু—[তুর্কী কা'বু—অধিকার, এখ্‌তিয়ার] ণ. বশীভূত; পরাস্ত (এইবার তাকে কাবু করে আনা গেছে)। **কাবু হওয়া**—পরাস্ত হওয়া, কমজোর হওয়া (বাছাধন এইবার কাবু হয়েছেন)। **কাবুতে পাওয়া**—বাগে পাওয়া।

কাবুলী—ণ. কাবুলদেশ-জাত (কাবুলী ব্যবসায়ী, কাবুলী আনার)। কাবলিওয়ালা (দ্র:)।

কাবেজ—[আ. ক'বদ'] ণ. আয়ত্তীকৃত, করতলগত (জান কাবেজ করা—প্রাণ নিষ্কাশিত করা)।

কাবেরী—দাক্ষিণাত্যের নদীবিশেষ; বেশ্যা।

কাব্বাল—[আ. ক'ব্বাল] বি যাহারা কাওয়ালী গান করে। **কাব্বালী**—বি. কাওয়ালী; মুসলমানী ভজন বিশেষ—পীরের দরগায় বা সুফীদের মজলিসে গাওয়া হয়।

কাব্য—বি. কবিকর্ম, কবির গদ্য অথবা পদ্য রচনা; রসাত্মক বাক্য (বাক্যং রসাত্মকং কাব্যম্—রসাত্মক বাক্যই কাব্য)। [কবি+য]। **গদ্যকাব্য**—ছন্দোবদ্ধ নয় কিন্তু ভাবসমৃদ্ধ ও সরস রচনা। **গীতিকাব্য**—সঙ্গীত-ধর্মী কাব্য; lyrical poetry। **খণ্ডকাব্য**—নাতিদীর্ঘ কবিতা, মহা-কাব্য নহে। **মহাকাব্য**—সংস্কৃত অলঙ্কার শাস্ত্রানুসারে বীররসপ্রধান অন্ততঃ অষ্ট সর্গে সমাপ্ত কাব্য; মহৎভাবপূর্ণ দীর্ঘ কাব্য। **উত্তম কাব্য**—ভাবসমৃদ্ধ ও রচনা-চাতুর্যপূর্ণ কাব্য। **নিকৃষ্ট কাব্য**—ভাবৈশ্বর্যো দীন শব্দাড়ম্বরপূর্ণ কাব্য। **কাব্যজগৎ**—কাব্যে প্রতিফলিত জগৎ বা জীবন-ব্যাপার; বিশ্বের কবিসমাজ। **কাব্যরস**—কাব্যের অন্তর্নিহিত চমৎকারিত্ব; কাব্যচর্চার আনন্দ। **কাব্যরসিক**—কাব্য পাঠে যিনি আনন্দ লাভ করেন; কাব্যের উৎকর্ষ অপকর্ষ-বিচারে অভিজ্ঞ। **কাব্যলিঙ্গ**—অর্থালঙ্কার বিঃ।

কাভাত—দুর্ভিক্ষ, আকাল। [কাহাত দ্রঃ]।

কাম—[সং কর্ম, প্রা: কম্ম] বি কর্ম. কাজ (গ্রাম্য ভাষায় কাজ অর্থে অনেক ক্ষেত্রেই 'কাম' ব্যবহৃত হয়)। **কাম-কাজ**—কাজকর্ম; গৃহস্থালীর কাজ (কাজ-কাম পড়ে আছে)। **কাম-জারি**—বি. কার্যপরিচালন।

কাম—[√কম্ (অভিলাষ করা) +ণিচ্+অ] বি. কন্দর্প, কামদেব; ইচ্ছা, বাসনা, কামনা, মনোরথ (পূর্ণকাম); সুখ-সম্ভোগাদি (ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ); নারীপুরুষের সম্ভোগেচ্ছা। **কামকলহ**—প্রণয়-কলহ। **কামকলা**—রতি; কামশাস্ত্র। **কামকার, কামকৃৎ**—যথেচ্ছাচারী, স্বৈরাচারী। **কামকেলি**—কামক্রীড়া, মৈথুন। **কামগ**—কামচর; আরোহীর ইচ্ছানুসারে চালিত বাহন; স্ত্রী, **কামগা**—স্বেচ্ছাচারিণী। **কামগন্ধ**—সম্ভোগেচ্ছার লেশ। **কামচর**—যে ইচ্ছানুসারে যেখানে খুশি যাইতে পারে (কামচর নারদ); বি. **কামচার**—যেমন-খুশি চলাফেরা করা; স্বচ্ছন্দবিহারী পশু; ণ. **কামচারী** (-রিন্)—স্বচ্ছন্দগমনশীল; স্বচ্ছন্দসম্ভোগশীল। **কামজ**—সুখভোগের ইচ্ছা যাহার উৎপত্তির মূলে। **কামজান**—ণ. কামোদ্দীপক (মাল্য চন্দন কোকিলরব ইত্যাদি)। [কামজ+আন]। **কামজিৎ**—মহাদেব; বুদ্ধদেব; কার্তিকেয় (রূপে কামকে জয় করিয়াছেন)।

কামঠ—বি. কচ্ছপের মাংস। [কমঠ+অ]
কামঠা—বি. ধনুক। (প্রাদে.)
কামড়—বি. দংশন, দন্তাঘাত; দাঁত দিয়া ধরা, হুল ফুটানো (মশার কামড়); অত্যাজ্য নির্দয় দাবি (ছেলের বাপের কামড়)। **কামড় ধরা**—কামড়ের মত তীব্র বেদনার সূত্রপাত হওয়া (পেটে কামড় ধ'রেছে)। **মরণ কামড়**—পরাজিতের মরিয়া হইয়া চেষ্টা। **কামড়ানো**—ক্রি. দন্তাঘাত করা; হুল ফুটানো; কামড়ের ন্যায় বেদনাবোধ হওয়া (পেট কামড়ানো, হাত পা কামড়ানো)। **কামড়ি, কামড়ানি**—বি. কামড়ের ভাব; প্রবল ইচ্ছা। **পেট-কামড়ি, পেটকামড়ানি**—পেটে বেদনা-বোধ; গোপনীয় কথা বলিয়া দিবার জন্য অস্থিরতাবোধ। **হাত বা আঙুল কামড়ানো বা কামড়ানি**—নিষ্ফল ক্ষোভের পরিচায়ক।
কামতিথি—মদন-ত্রয়োদশী। **কামদ**—বি. ণ. প্রার্থনা পূর্ণকারী; শিব; রাগিণীবিশেষ। (কামোদ)। [কাম-দা+ক]। স্ত্রী **কামদা**—অভীষ্টপ্রদায়িনী।
কামদানি—বি. কারুকার্য, কাপড়ে ফুল তোলার কাজ, জরির কাজ। [হি.] **কামদার**—ণ. কারুকার্য-খচিত, যার উপরে সূতা দিয়া ফুল তোলা হইয়াছে বা জরির কাজ করা হইয়াছে।
কামদুঘা—বি ণ. কামধেনু, কামধেনুর মত অভীষ্ট প্রদায়িনী। [কামদুহ্+কপ্+আপ্]। **কামদেব**—অনঙ্গ, মদন। **কামধনু**—মদনের ধনু। **কামধেনু**—পুরাণবর্ণিত, সর্ব-অভীষ্টদায়িনী গাভী; সুরভিসুতা বশিষ্ঠের ধেনু নন্দিনী; যে গাভী বার মাস দুধ দেয়; কামধেনুর মত অভীষ্টদাত্রী। **কামধ্বংসী (-সিন্)**—মহাদেব।
কামনা—বি. বাসনা, আকাঙ্ক্ষা, ইচ্ছা; সম্ভোগেচ্ছা; প্রার্থনা (তার কুশল কামনা করি)। [কম্+ণিচ্+অনট্+আপ্]।
কামপূর, কামপ্রদ—কামনাপূর্ণকারী; পর-মেশ্বর। **কামবাণ**—মদনের বাণ। **কাম-বান্ (-বৎ)**—অভিলাষী। **কামবীর্য**—(বহুব্রী) মহাশক্তিশালী। **কামবৃত্তি**—যথেচ্ছাচার। ণ. **কামবৃত্ত**। **কাম-ভোগ**—অভীষ্টের উপভোগ। [room।
কামরা—[পর্তু: camara] বি. প্রকোষ্ঠ,
কামরাঙ্গা,-রাঙা—বি. পাঁচশিরযুক্ত সুপরিচিত অম্লফল; কামরাঙ্গার আকৃতির গহনা।
কামরূপ—ণ. কমনীয় রূপ, সুদর্শন: বি. আসামের জেলা বিশেষ। **কামরূপ কামাখ্যা**—কামরূপে কামাখ্যা দেবী বা তাঁহার মন্দির; (তন্ত্রমন্ত্রের জন্য বিখ্যাত, কামরূপ কামাখ্যার আজ্ঞা)। **কামরূপী (-পিন্)**—যে ইচ্ছানুরূপ আকৃতি ধারণ করিতে পারে, বিদ্যাধর।
কামল—[সং] ণ. কামুক; বি. বসন্তকাল, মরুভূমি; কামলা রোগ, কাঁওল।
কামলতা—বি. কামিনী; কল্পলতা; শিশ্ন।
কামলা—বি. কাঁওল, রোগবিশেষ, jaundice; দিন-মজুর (গ্রাম্য)।
কামশক্তি—রতি; কামের পঞ্চাশৎ প্রকার নায়িকা। **কামশর**—মদনবাণ; আম্রমুকুল; আম্রবৃক্ষ। **কামশাস্ত্র**—রতিশাস্ত্র। **কাম-সখ**—বসন্তকাল; আম্রবৃক্ষ। **কামসুত**—অনিরুদ্ধ। **কামসূত্র**—কামশাস্ত্র, বাৎস্যায়ন-প্রণীত রতিশাস্ত্র। **কামসিন্দুর**—উজ্জ্বল রক্তবর্ণ সিন্দুর বিশেষ। **কামস্তুতি**—তান্ত্রিক মন্ত্র বিশেষ।
কামাই—বি. কর্মের দ্বারা অর্জিত ধন, উপার্জন (ছেলের কামাই), অনুপস্থিতি; বিরাম, ছেদ (ঘেনর-ঘেনরের আর কামাই নাই)। **কামাই করা**—অনুপস্থিত হওয়া, গরহাজির হওয়া। **কাজও নাই কামাইও নাই**—কাজ তেমন নাই কিন্তু অবসরও নাই; বেকার।
কামাক্ষী—কামাখ্যা দেবী; মন্ত্র বিশেষ। [কাম (সুন্দর)+অক্ষি+ঈপ]। **কামাখ্যা**—সুবিখ্যাত হিন্দুতীর্থ, একান্ন পীঠস্থানের অন্যতম—আসামে গৌহাটিতে অবস্থিত। (কামরূপ দ্রঃ)।
কামান—[ইং cannon] বি. সুপরিচিত আগ্নে-য়াস্ত্র, শতঘ্নী (কামান-বন্দুক); ধনুক (কামের কামান ভুরু)। **কামান দাগা**—কামানের গোলা ছোঁড়া। **কামান পাতা**—কামান দাগিবার আয়োজন করা।
কামানো—ক্রি. উপার্জন করা; ক্ষৌর কর্ম করা (পয়সা কামানো; দাড়ি কামানো); (গ্রাম্য, গালি) কিছুই না, তুচ্ছ করা, কাজে রত থাকা (কি কামানটা কামাচ্ছিলে এতক্ষণ শুনি?)।

[বাং]। সাপ কামানো—সাপের বিষদাঁত ভাঙা।

কামানি—বি. ক্ষৌরকর্মের পারিশ্রমিক ; ধনুকের আকৃতির স্প্রিং-জাতীয় লৌহ (ছাতার কামানি ; গাড়ীর কামানি)। [বাং]। **কামানিদার** —কামানিযুক্ত, স্প্রিং-বসানো ('—এক্কা')।

কামাবসায়িতা, কামাবশায়িতা—বি. (কামনার অবসান করিবার ক্ষমতা) অষ্ট যোগৈশ্বর্যের একটি, ইচ্ছা-সাধনের ক্ষমতা। [সং]

কামার—বি. লৌহের ও স্বর্ণের দ্রব্য প্রস্তুতকারক হিন্দুজাতিবিশেষ ; লৌহের দ্রব্য প্রস্তুতকারক। [সং কর্মকার]। **সেকরার ঠুক-ঠাক কামারের এক-ঘা**—দীর্ঘকাল ধরিয়া আস্তে আস্তে কাজ করা আর প্রবল শক্তিতে অল্প সময়ে কার্য শেষ করা। **কামারশাল**—কামারের দ্রব্যাদি প্রস্তুত করিবার স্থান। স্ত্রী. **কামারণী**।

কামাল—[আ. কমাল] বি. পূর্ণাঙ্গতা ; চরম কৃতিত্ব ; ণ. পূর্ণাঙ্গ, কৃতী, সার্থক। **কামাল করা**—অভাবিত সাফল্য অর্জন করা, চরম সার্থকতা লাভ করা (কামাল তুনে কামাল কিয়া ভাই—নজরুল)।

কামিজ—[আ. ক'মীদ্'] সার্ট, shirt।

কামিত—ণ. বাঞ্ছিত, অভীষ্ট। [কম্+ণিচ্+ক্ত]

কামিন—(প্রাদে.) মেয়েমজুর। **কামিলা, -ল্যা, কামিলা,-ল্যা**—কর্মকার ; কারিগর, শিল্পী ; স্থপতি ; শাঁখারি।

কামিনী—(অনুরাগিণী) বি. স্ত্রীলোক (কুল-কামিনী) ; পত্নী ; কামিনীফুলের গাছ ; কামিনী-ফুল।

কামিয়াব—সফল। **কামিয়াবী**—সফলতা।

কামী (-মিন্)— . যে কামনা করে, অভিলাষী ; কামুক ; বি. চক্রবাক ; কপোত ; চটক।

কামুক—ণ. কামপরায়ণ, লম্পট। স্ত্রী. **কামুকা, কামুকী**।

কামেশ্বর—বি.যিনি অভীষ্ট পূর্ণ করেন ; পরমেশ্বর ; কুবের ; মোদক বিশেষ। স্ত্রী. **কামেশ্বরী**—কামাখ্যার দেবীমূর্তি বিশেষ।

কামোদ—রাত্রির প্রথম ভাগের রাগিণী বিশেষ।

কাম্য—ণ. অভিলষণীয়,বাঞ্ছিত, কমনীয়, শোভন। **কাম্যকর্ম**—(গীতা) নিষ্কাম কর্ম নহে, সুখ-সমৃদ্ধি-ভোগের আকাঙ্ক্ষার দ্বারা অনুপ্রাণিত কর্ম। **কাম্যক বন**—সরস্বতী-নদী-তীরস্থিত সুরম্য বনবিশেষ (মহাভারতোক্ত)। **কাম্য কূপ**—গঙ্গা-যমুনার প্রাচীন সঙ্গম-স্থল—এখানে কিছু কামনা করিয়া দেহত্যাগ করিলে পরজন্মে তাহা লাভ হয় এরূপ প্রবাদ ছিল। **কাম্যদান** —স্বর্গাদি লাভের আশায় দান ; মূল্যবান বস্ত্র দান। **কাম্যমান**—ণ. যাহা কামনা করা হইতেছে। [কম্+ণিচ্+কর্মে শানচ্]। **কাম্যব্রত**—বিশেষ অভীষ্টের জন্য ব্রত, মানসিক।

কায়—[চি (একত্র করা)+ঘঞ্] বি. যাহা নিশ্চিত ; দেহ ; বাসস্থান। **কায়কল্প**—বি. জরা দূর করিবার জন্য আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসা বিশেষ। **কায়ক্লেশে**—যথেষ্ট শারীরিক ক্লেশ স্বীকার করিয়া, কষ্টেসৃষ্টে (কায়ক্লেশে জীবন ধারণ)। **কায় চিকিৎসা**—শারীরিক ব্যাধির চিকিৎসাশাস্ত্র, practice of medicine। **কায়মনোবাক্যে**—দেহ মন ও কথার দ্বারা ; সর্বান্তঃকরণে।

কায়দা—[আ. ক'য়ে'দা] বি. রীতি, বিধি, পদ্ধতি ; বাগ, আয়ত্তি। **আদবকায়দা**—শিষ্টাচার। **কায়দা করা**—বশে আনা, কৌশল করা (কায়দা করে আদায় করা)। **কায়দা-কানুন**—রীতি-পদ্ধতি, বিধি-ব্যবস্থা। **কায়দামাফিক**—প্রচলিত রীতি অনুসারে ; যথানিয়মে। **কায়দায় পাওয়া**—হাতে পাওয়া, দুর্বলতার সুযোগ নেওয়া। **কায়দা হওয়া**—বশে আসা, আয়ত্ত হওয়া।

কায়স্থ—বি. দেহস্থিত আত্মা ; হিন্দুজাতি বিশেষ, লিপিকর, করণ, মুহুরী। স্ত্রী. **কায়স্থা**—কায়স্থকন্যা ; **কায়স্থী**—কায়স্থপত্নী। [কায়-স্থা+ক]।

কায়া—বি. কায়া মূর্তি (কায়া বদলানো—ভোল বদলানো ; জন্মান্তর পরিগ্রহ করা)। [সং কায়]

কায়িক—ণ. শারীরিক (কায়িক ক্লেশ, কায়িক শ্রম, কায়িক চেষ্টা)। [কায়+ষ্ণিক]

কায়েত—বি. কায়স্থ, কূটবুদ্ধিসম্পন্ন লিপিকর (কায়েতের বুদ্ধি)। বি. **কায়েতি**—কায়েতের বুদ্ধি, চালাকি।

কায়েম—[আ. ক'য়েম] ণ. স্থায়ী, মজবুত, পাকা। **কায়েম করা**—প্রতিষ্ঠিত করা। **কায়েমী**—চিরস্থায়ী, স্থায়ী (কায়েমী স্বত্ব)। **কায়েমীদার**—কায়েমী স্বত্বের অধিকারী।

-কার—(সং কৃ ; সমাসে উত্তরপদ) প্রস্তুতকারক, নির্মাতা, শিল্পী (কুম্ভকার, স্বর্ণকার, শাস্ত্রকার, সূপকার, বীণকার) ; ক্রিয়া, চেষ্টা (সাক্ষাৎকার, পুরুষকার) ; উচ্চারণ (হাহাকার, ওঙ্কার, জয়জয়কার) ।

কার—[ফা. কার] বি. কর্ম, ব্যবসায়। **কারকুন**—তত্ত্বাবধায়ক ; রাজস্ব আদায়-উশুলের কাগজাদির তত্ত্বাবধায়ক। **কারখানা**—শিল্পদ্রব্যের উৎপাদনের স্থান, factory ; ব্যাপার (কাণ্ডকারখানা)। **কারগুজার**—কার্যদক্ষ (বি. কারগুজারি)।

-কার,-কের—সম্পর্কিত, বিষয়ক (আগেকার, আজকের, এদিককার, পিছনকার)।

কারক—[কৃ+ণক] ণ. সাধনকারী, সম্পাদয়িতা (হিতকারক, জগৎকারক) ; (ব্যাকরণে) ক্রিয়ার সহিত সম্বন্ধ (কর্তৃকারক, কর্মকারক, করণকারক ইত্যাদি)।

কারকিত—বি. কৃষিকার্য-আদি। [বাং]

কারচুপি—বি.কৌশল; কূটকৌশল ; কারুকার্য। **কারচোব**—কাপড়ে নকশার কাজ। [ফা.]

কারণ—[কৃ+ণিচ্+অনট্] বি. হেতু, নিমিত্ত, cause, নিদান (শোকের কারণ) জনক, উৎপত্তি-স্থান (জগৎকারণ) ; তান্ত্রিক সাধনায় প্রয়োজনীয় মদ্য। **কারণকথা**—গোড়ার কথা, আসল কথা। **কারণবারি, কারণসলিল**—যে বারি হইতে সৃষ্টির সূচনা বা জীব প্রথম উদ্ভূত। **কারণশরীর**—(বেদান্ত) সূক্ষ্মশরীর বিশেষ।

কারণিক—বি. ণ. কারণ অনুসন্ধানকারী ; পরীক্ষক ; বিচারক। [কারণ+ফিক]

কারণীভূত—ণ. কারণস্বরূপ, কারণরূপে উপস্থিত। [কারণ+চ্বি+ভূত] **কারণোত্তর**—বি. কোনও কিছু স্বীকার করিয়া পরে তাহা খণ্ডন। [কারণ+উত্তর]

কারণ্ডব—বি বালিহাঁস (যাহারা জলে বিচরণ করে)। [সং]

কারদানি, কেরদানি—[ফা. কারদানী] কর্ম-সম্পাদনের কৌশল, বাহাদুরি (আর কেরদানি দেখাতে হবে না)।

কারপরদাজ,-দার—[ফা. কারপরদার] বি. ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী ; গোমস্তা ; ভৃত্য।

কারবাইড—[ইং carbide] বি. গ্যাসের বাতি জ্বালাইবার উপকরণ (জল দিলে এসিটিলিন গ্যাস হয়, সেই গ্যাসে আগুন ধরাইলে উজ্জ্বল গ্যাসের আলো হয়)।

কারবার—বি. কার্য (কাজ-কারবার) ; ব্যবসায় (চিনির কারবার) ; ব্যবহার, কাণ্ডকারখানা (একি কারবার)। [ফা.]

কারবেল্ল—[সং] বি. করলা গাছ।

কারয়িতা (-তৃ)—ণ. যে করায় বা করিতে বাধ্য করে। স্ত্রী. **কারয়িত্রী**। **কারয়িতব্য**—সম্পাদয়িতব্য।

কার্‌রওয়াই—কার্যাবলি, আচরণ ; (বাং) আপত্তিকর কার্যাবলি বা আচরণ। [ফা. কর্‌রবাই]

কারসাজি—[ফা. কারসাযী—সৃষ্টি, নির্মাণ-কৌশল] বি. চালাকি, চতুরতা ; ফন্দি, অপকৌশল (দুষ্টের কারসাজি)।

কারা—[কৃ (বিক্ষেপ করা)+ঘঞ্+আপ্] বি. কারাগার, jail ; বীণাযন্ত্রের নীচের দিকের কাষ্ঠভাণ্ড। **কারাগার**—জেলখানা। **কারাদণ্ড**—কারাবাস-রূপ দণ্ড। **কারাবেশ্ম (-শ্মন্)**—কারাগার। [জলের বোতল।

কারাবা, কার্বা—[ফা. কর্‌বা] বি. গোলাপ-

কারিকর—বি. শিল্পী ; মুসলমান তাঁতী (কারিকর পাড়া)। [কারি-কৃ+অ]। বি. **কারিকুরি**—কারুকার্য, শিল্পচাতুর্য, নৈপুণ্য ; (প্রাদেশিক) ছলচাতুরী। [নটী। [সং]

কারিকা—বি. বহু-অর্থসূচক স্বল্পাক্ষর কবিতা ;

কারিগর—[ফা. কারীগর] বি. কারিকর, শিল্পী। বি. **কারিগরি**। **কারিগরী**—ণ. শিল্প-বিষয়ক, technical (কারিগরী শিক্ষা)।

কারিত—[সং] ণ. অন্যের দ্বারা সাধিত। **কারিতা**—দায়হেতু মহাজনের চাপে খাতকের দ্বারা স্বীকৃত বর্ধিত সুদ।

কারিন্দা—বি কেরাণী, গোমস্তা। [ফা.]

কারী—[তামিল—কারি ; ইং curry] বি. মাছ মাংস বা ডিমের মসলাদার তরকারি। [আ.] কোরাণ-পাঠকারী। [জমিদারী পরিভাষা] ণ. গভীর, মারাত্মক (কারী জখম)।

কারু—[কৃ+উণ্] বি. শিল্পী, নির্মাতা। **কারুকার্য**—শিল্পকর্ম ; শিল্পচাতুর্য ; ছলচাতুরী, কৃত্রিমতা (এর মধ্যে কিছু কারুকার্য আছে)।

কারুশিক্ষালয়—শিল্পকর্ম-শিক্ষালয়, Industrial school। **কারুসমবায়**—শিল্পিসমবায়, guild, organization। **কারুক**—শিল্পী; সূপকার। **কারুচৌর**—সিঁধেল চোর। **কারুজ**—শিল্পজাত দ্রব্যাদি। স্ত্রী. **কারু**—কারিকরে নী; রজকী। (চারু দ্রঃ)

কারু—কাহারও, কারো। [বাং]।

কারুণিক—[করুণ+ষ্ণিক] ণ. পরদুঃখকাতর, করুণাময় (পরমকারুণিক পরমেশ্বর)। স্ত্রী. **কারুণিকী**। **কারুণ্য**—করুণার ভাব, পরদুঃখ দূর করার ইচ্ছা। [করুণা+ষ্য]।

কারে—কর্মবিপাকে (কারে পড়েছেন বাছাধন)।

কারেন্সী নোট—[ইং. currency note] মুদ্রার মূল্যভিত্তিক সরকারী নোট।

কারো—সর্ব. কাহারও, ব্যক্তিবিশেষের (কারো পৌষমাস কারো সর্বনাশ)।

কার্কশ্য—বি. কর্কশ ভাব, কড়া মেজাজ; কঠিনতা; কোমলতা বা মসৃণতার অভাব।

কার্টিজ—কার্তুজ দ্রঃ।

কার্ড—[ইং card] বি. পোষ্টকার্ডে চিঠি, নাম পদবী ও ঠিকানাযুক্ত পুরু কাগজখণ্ড।

কার্তবীর্য,, কার্তবীর্যার্জুন—কৃতবীর্যের পুত্র অর্জুন, মহাবল পৌরাণিক রাজা বিশেষ।

কার্তবীর্যারি—পরশুরাম।

কার্তান্তিক—[কৃতান্ত+ষ্ণিক] ণ. যিনি কৃতান্ত বা ভাবী শুভাশুভ জানেন, দৈবজ্ঞ।

কার্তিক, কার্ত্তিক—বি. বাংলা বৎসরের সপ্তম মাস; মহাদেব ও পার্বতীর পুত্র। (পাণিনিমতে 'কার্তিক' বানান শুদ্ধ)। [কৃত্তিকা+অ]। **নবকার্তিক**—পরম রূপবান্; (বিদ্রূপে) কুরূপ, অদ্ভুতদর্শন। **লোহার কার্তিক**—কালো কুৎসিত লোক। **কার্তিকে ঝড়**—কার্তিক মাসের প্রবল ঝড়।

কার্তিকেয়—বি. কার্তিক, দেবসেনাপতি। [কৃত্তিকা+ষ্ণেয়]। **কার্তিকোৎসব**—কার্তিকী পূর্ণিমায় অনুষ্ঠিত উৎসব।

কার্তুজ, কার্তুস্—[ফ্রেঞ্চ cartouche, ইং cartridge] বি. টোটা (ইহার ভিতরে গুলি ও বারুদ থাকে)।

কার্নিস—[ইং cornice] দেওয়ালের উপর দিয়া বাহির হইয়া আসা ছাদের অংশ।

কার্পট—[সং] বি. ছেঁড়া কাপড়, কানি। ণ.

কার্পটিক—ছিন্নবস্ত্র-পরিহিত; উমেদার; তীর্থযাত্রী। [অভাব, ক্ষুদ্রতা। [কৃপণ+ষ্য]

কার্পণ্য—বি. কৃপণতা, ব্যয়কুণ্ঠতা, উদারতার

কার্পাস—বি. কার্পাসতুলা ও গাছ; ণ. কার্পাস নির্মিত (কার্পাসবস্ত্র)। [সং]। ণ. **কার্পাসিক**—কার্পাস হইতে প্রস্তুত বস্ত্র; কার্পাসসূত্র প্রস্তুতকারী। **কার্পাসী**—কাপাস গাছ।

কার্পেট—[ইং carpet] বি. গালিচা, উল পাট ইত্যাদি নির্মিত কারুশোভিত পাতিবার আসন (কার্পেটমোড়া মেঝে)।

কার্ম—ণ. কর্মে অভ্যস্ত, পরিশ্রমী। [কর্মন্+অ]। **কার্মণ**—বি. তন্ত্রমন্ত্রের দ্বারা বশীকরণ, যাদুকরা। [কর্মন্+অ]। **কার্মিক**—ণ. সূচীকর্মের দ্বারা চিত্রিত; কর্ম সম্বন্ধীয়।

কার্মুক—বি. ধনুক; তুলাধোনা যন্ত্র; জ্যামিতির ক্ষেত্রবিশেষ, arc; বাঁশ। [সং]। **কার্মুকধারী** (-রিন্)—ধনুর্ধর। **কার্মুকাসন**—তন্ত্রসাধনের আসন বিশেষ।

কার্য—[কৃ+ণ্যৎ] বি. কাজ, করণীয়; শ্রাদ্ধ পূজা উৎসব প্রভৃতি বৃহৎ ব্যাপার (কার্যবাড়ী); প্রয়োজন, হেতু, ফল (কোন্ কার্যে আগমন; কোন কার্যে আসিবে না); ণ. কর্তব্য (এখন ইহাই কার্য)। **কার্যকর**—ফলদায়ক (স্ত্রী. **কার্যকরী**। **কার্যকারণ**—কার্য ও তাহার ফল। **কার্য-কারণ সম্বন্ধ**—কার্য ও কারণের পরস্পর সম্বন্ধ বা আপেক্ষিক সম্বন্ধ। **কার্যকাল**—কার্যসাধনের কাল, কাজের বেলা। **কার্যকুশল**—কর্মদক্ষ। **কার্যক্রম**—করণীয় কার্যের ক্রমানুযায়ী তালিকা, programme. **কার্যক্ষম**—কর্মপটু, কার্যসাধনসমর্থ। **কার্যগৌরব**—কার্যের গুরুত্ব। **কার্যঞ্চাগে**—(কার্যঞ্চ আজ্ঞাপয়তি = কার্যের আজ্ঞা দেওয়া হইতেছে) দলিলের আরম্ভসূচক বয়ান বিশেষ। **কার্যতঃ**—কার্যের দ্বারা; কার্যকালে। **কার্যদর্শী** (-র্শিন্)—কার্যের তত্ত্বাবধায়ক। **কার্যনির্ণয়**—কর্তব্যনির্ণয়, দণ্ডাদি বিষয়ে ইতিকর্তব্যতা নিরূপণ। **কার্যনির্বাহ, কার্যনিষ্পত্তি**—কর্মসম্পাদন (ণ. **কার্যনির্বাহক**)। **কার্যপরম্পরা**—কার্যের ক্রম, একটির পর একটি কাজ। **কার্যপ্রণালী**—কার্যের ধারা, কার্যের রীতি। **কার্যবশতঃ**—কার্যহেতু। **কার্যবিপত্তি**—কার্যে বিঘ্ন। **কার্যশেষে**—কর্ম

সম্পাদনের পর। **কার্যসিদ্ধি**—কার্যে সফলতা লাভ। **কার্যাকার্য**—কর্তব্যাকর্তব্য। **কার্যাঙ্ক**—কার্যের পরিচায়ক চিহ্ন, চাপরাশ। **কার্যাধ্যক্ষ**—কার্যের প্রধান পরিচালক। **কার্যার্থী** (-র্থিন্)—কর্মপ্রার্থী। **কার্যানুরোধে**—কার্যগতিকে। **কার্যান্তর**—অন্য কাজ। **কার্যারম্ভ**—কার্যের সূচনা। **কার্যোদ্ধার**—উদ্দেশ্যসিদ্ধি। **কার্যোদ্যোগ**—কার্যসাধনের প্রয়াস।

কার্শ, কার্শ্য—বি. কৃশতা, ক্ষীণতা; দৈন্য।

কার্ষাপণ—বি কাহন, যোল পণ।

কার্ষ্ণ—ণ. কৃষ্ণ সম্বন্ধীয়; কৃষ্ণসহচর। [কৃষ্ণ+অ]। **কার্ষ্ণি**—কৃষ্ণের পুত্র। [কৃষ্ণ+ঞি]। **কার্ষ্ণ্য**—কৃষ্ণভাব, কৃষ্ণত্ব। [কৃষ্ণ+ষ্ণ্য]

কাল—অব্য. গতকল্য; আগামীকল্য। [কল্য]। **কালকার,-কের,কালিকার**—গতকল্যের; আগামীকল্যের। **কালকের ছেলে**—(অবজ্ঞায়) অনভিজ্ঞ লোক, নিতান্ত শিশু।

কাল—বি. সময়; ঋতু ('বসন্ত-'); সময় বিভাগ ('ক্ষণ-'); বয়স ('বাল্য-'); যুগ ('সেকাল') যোগ্য সময় ('কালে হয় নাই, এখন কি আর হবে?'); মৃত্যু, যম (কালগ্রাস); সর্বনাশের হেতু (সেই বন্ধুত্বই তার কাল হ'ল); (ব্যাক.) ক্রিয়ার কার্যের সময় (অতীত কাল)। [কল্ (গণনা করা) +ঘঞ্]। **কালকূট**—তীব্র বিষ। **কালকৃৎ**—সময়ের স্রষ্টা। **কালকৃত**—ণ. যথাসময়ে সম্পাদিত। **কালক্রমে**—সময়ে, কালে কালে। **কালক্ষেপ**—সময় নষ্ট করা। **কাল গু হাগা**—মৃত্যুসূচক মলত্যাগ করা; অতি কষ্টকর অবস্থায় পড়া (গ্রাম্য)। **কাল গু হাগানো**—অত্যন্ত কষ্ট দেওয়া বা লাঞ্ছিত করা (গ্রাম্য)। **কালগ্রাসে পতিত**—মৃত। **কালঘাম**—মৃত্যুকালীন ঘাম; কষ্টে পড়িয়া নির্গত প্রচুর ঘাম ('—ছুটানো')। **কালঘুম**—মৃত্যুর মত ঘুম; সর্বনাশা ঘুম। **কালচক্র**—চক্রের ন্যায় আবর্তমান কাল, সময়ের আবর্তন। **কালজ্ঞ**—ণ. যে উপযুক্ত সময় জানে; জ্যোতিষী; যে বৃথা সময় নষ্ট করে না; বি. মোরগ। **কালত্রয়**—তিন কাল, অতীত,বর্তমান ও ভবিষ্যৎ। **কালত্রয়জ্ঞ, কালত্রয়বেদী** (-দিন্)—যিনি কালত্রয়ের কথা জানেন। **কালধর্ম**—কালের বিশেষ প্রকৃতি (যথা গ্রীষ্মে উত্তাপ)। **কালনাগিনী**—ছোট বিষধর সাপ বিশেষ। **কালপুরুষ**—যমরাজ; নক্ষত্রপুঞ্জ বিশেষ, Orion. **কাল পূর্ণ হওয়া**—মরণকাল আসা, আয়ু শেষ হওয়া। **কালপৃষ্ঠ**—মহাবীর কর্ণের ধনুক। **কালপেচক, -পেঁচা**—পেঁচা বিশেষ (ইহাদের ডাক নাকি মৃত্যুসূচক)। **কালফণী** (-ণিন্), **কাল ভুজঙ্গ**—কালসাপ। **কালবেলা**—(জ্যোতিষে) অশুভ সময় বিশেষ। **কালবৈশাখী**—(বাং) বৈশাখমাসে বিকালে যে ঝড় হয়, Nor'wester. **কালভৈরব**—শিবদেহ হইতে উৎপন্ন ভৈরব বিশেষ। **কালশুদ্ধি**—(জ্যোতিষ) শুভকাল। **কালসমুদ্র**—অনন্তবিস্তৃত কাল। **কালসহ**—দীর্ঘস্থায়ী, যাহা টেঁকে। **কালসাপ**—কেউটে সাপ (মৃত্যুতুল্য অথবা কৃষ্ণবর্ণ বলিয়া)। **কালস্রোত**—সময়ের ধারা, প্রবহমান কাল। **কালস্বরূপ**—মৃত্যুতুল্য। **অন্তিমকাল**—মরণকাল। **আজ-কাল,আজ নয় কাল**—দীর্ঘসূত্রতা ('—করে আর করা হয়নি')। **কন্যাকাল**—কুমারী অবস্থা। **তিন কাল গিয়ে এক কালে ঠেকা**—বৃদ্ধ হওয়া,শৈশব যৌবন ও প্রৌঢ়ত্ব পার হওয়া। **দিনকাল**—হাল-চাল, দেশের বা সমাজের অবস্থা; দুর্দিন ('-পড়া')।

কাল—ণ. কৃষ্ণবর্ণ, কালো। [সং]। **কাল আঁচড়, কালির আঁচড়**—লেখাপড়ার চিহ্ন। **কাল হাঁড়ি**—রান্নাকরা হাঁড়ি। **কালকণ্ঠ**—শিব। **কালকিষ্টি**—ঘোর কাল। (বাং)। **কালচে, কালাটে, কালটা**—কৃষ্ণাভ, প্রায় কাল। **কালমুখ**—কলঙ্কিত মুখ ('ও—আর দেখিও না')। **কালমেঘ**—গাছ বিশেষ (পাতা তিক্ত, যকৃৎরোগে ঔষধ); কৃষ্ণবর্ণ মেঘ; ঘনায়মান বিপদ ('দুঃখের—')। **কালযবন**—(ভাগবতে) কৃষ্ণের শত্রু যবনরাজ বিশেষ। **কাললবণ**—বিট লবণ (রং কালো)। **কালশশী**—কালাচাঁদ, কৃষ্ণ। **কালশিরা**—আঘাতজনিত কাল দাগ। (বাং)। **কালসার**—হরিণ বিশেষ, কৃষ্ণসার। **কালসিটা**—কালশিরা। (বাং)।

কালনেমি—(রামায়ণে) রাবণের মামা। **কালনেমির লঙ্কাভাগ**—(হনুমানকে মারিতে পারিলে লঙ্কারাজ্যের অর্ধেক পাইবে জানিয়া কালনেমি আগেই ভাবিতে বসিয়াছিল লঙ্কার

কোন্ অংশ লইবে) কোন কিছু লাভ না করিয়াই ফলভোগের চেষ্টা।

কালন্দর—কলন্দর দ্রঃ। [বিশেষ।

কালবসু, কালবোস—রোহিততুল্য মৎস্য-

কালবুর্দ—পথের মধ্যে ছোট সাঁকো। [ইং culvert]। জুতা তৈয়ার করিবার কাঠের ফর্মা।

কালা—ণ. যে কানে শোনে না, বধির, deaf (হাবা কালা—কথা বলিতে পারে না, শোনেও না); বি. কৃষ্ণ (কালাচাঁদ); মাছ ধরিবার টেঁটা (কালি-ও বলে)। [বাং]।

কালাংড়া—প্রাতঃকালের রাগিণী বিশেষ।

কালাগুরু—বি. কালো ও গন্ধযুক্ত কাঠবিশিষ্ট গাছ-বিশেষ। [সং.]।

কালাজ্বর—[Kala Azar] দুশ্চিকিৎস্য জ্বর বিশেষ (প্রধানতঃ আসামে)।

কালাত্যয়—বি. কালক্ষেপ। [কাল+অত্যয়]।

কালানল—বি. প্রলয়াগ্নি। [কাল+অনল]।

কালানো—ক্রি খুব ঠাণ্ডা হওয়া (হাত পা কালানো—শীতে হাত পা খুব ঠাণ্ডা হওয়া)।

কালান্তক—বি. যম। [কাল+অন্তক]।

কালান্তরবিষ—যেসব জন্তুর দংশন-জনিত বিষক্রিয়া বিলম্বে প্রকাশ পায়।

কালাপাতি,-তী—বি. গাছের ছাল শণ ইত্যাদি দিয়া তক্তার জোড় একেবারে বুজানোর কাজ (নৌকায় কালাপাতি করা)।

কালাপানি—বি. সমুদ্র ; শাস্তিবিশেষ, দ্বীপান্তর, আন্দামানে নির্বাসন।

কালাপাহাড়—(কালা+পাহাড়—বধির বা ভ্রূক্ষেপহীন ও পাহাড়ের মত বিরাটকায় ও ভীষণ) অবাধ্য, একগুঁয়ে ; বিখ্যাত মুসলমান সেনাপতি (ইনি প্রথমে ব্রাহ্মণ ছিলেন, পরে মুসলমান হন ; বহু হিন্দু মন্দির ও দেবমূর্তি ধ্বংস করিয়া ইনি কালাপাহাড় নাম পান); (গৌণার্থে) নির্মম ধ্বংসকারী। **কালাপাহাড়ী**—ণ. কালা-পাহাড়ের কর্মাবলির মত ধ্বংসাত্মক।

কালাম—[আ. কালাম] বি. বাণী, উক্তি, বাক্য (সাদীর কালাম—শেখ সাদীর বাণী)। **আওয়াজ-কালাম**—ডাক-দোহাই (আওয়াজ-কালাম মানে না)। **কালাম-ই-ইলাহী, কালামুল্লাহ**—ঐশী বাণী, কোরান শরীফ।

কালামুখ, কালামুখো—ণ. কলঙ্কিত, দুর্নাম-গ্রস্ত ; নির্লজ্জ ; অবাঞ্ছিত, জ্বালাতনকারী (কালামুখো কবে আসবে)। [বাং]।

কালাশুদ্ধি—বি ব্রতনিয়মাদির জন্য অপ্রশস্ত কাল। [কাল+অশুদ্ধি]।

কালাশৌচ—বি. জন্ম ও মৃত্যুর জন্য ধর্মকর্ম বিষয়ে নিষিদ্ধকাল ; পিতা ও মাতার মৃত্যুতে বর্ষব্যাপী অশৌচকাল। [কাল+অশৌচ]।

কালি—অব্য. আগামী কল্য বা গতকল্য (**আজিকালি**—আজকাল ; শীঘ্রই); বি. ক্ষেত্রের ঘনফল বা বর্গপরিমাণ (ইটের কালি, জমির কালি)। **কালি কষা, কালি করা**—ঘনফল বা বর্গ পরিমাণ বাহির করা (কাঠা-কালি, বিঘাকালি)।

কালি, কালী—বি. ণ. লিখিবার কালি, মসী (কাল কালি ; লালকালি); মলিন, অপ্রসন্ন (মুখ কালি হয়ে গেছে ; মুখ কালি করা); পাপ ; কদর্যতা ; কলঙ্ক, মালিন্য ; অপযশ (মনের কালি, কুলের কালি)। **হাড় কালি হওয়া**—অত্যন্ত দুঃখ ও জ্বালাতন ভোগ করা। **কালিঝুলি**—কালি ও ঝুল বা তত্তুল্য বস্তু (কালিঝুলি-মাখা)।

কালিক—[কাল+ফিক] ণ. কালোচিত, সাময়িক।

কালিকা—কালী দেবী ; কুয়াশা ; বায়সী ; শৃগালী। **কালিকা-পুরাণ**—কালী-মাহাত্ম্য বিষয়ক উপপুরাণ।

কালিনী—কালিন্দী ; দুঃখিনী (কালিনী মা)।

কালিদহ—যমুনার গর্ভস্থ কালীয় নাগের বাসস্থান (বেদনার কালিদহ)।

কালিদাস—জগদ্বিখ্যাত সংস্কৃত কবি (রঘুবংশ, কুমারসম্ভব, অভিজ্ঞান-শকুন্তলম্ প্রভৃতি কাব্য ও নাটক রচয়িতা)।

কালিন্দী—(কলিন্দ-পর্বত-উদ্ভূতা) যমুনা নদী। **কালিন্দীকর্ষণ**—বলরাম (ইনি যমুনাকে শাস্তি দিবার জন্য লাঙ্গল দ্বারা আকর্ষণ করিয়াছিলেন)। **কালিন্দীসোদর**—যমুনার সহোদর, যম।

কালিমা (-মন্)—বি. মালিন্য, কৃষ্ণবর্ণ, কলঙ্ক। [কাল+ইমন্]। **কালিমময়**—মলিন, কলঙ্কময়।

কালিয়, কালীয়—বি. পুরাণবর্ণিত মহাবল সর্প, শ্রীকৃষ্ণ ইহাকে যমুনা ত্যাগ করিতে বাধ্য করেন।

কালীয়-দমন—শ্রীকৃষ্ণ ; কালীয়দমন বিষয়ক গীতাভিনয়।

কালিয়া—ণ. বি. কাল ; শ্রীকৃষ্ণ (অখিলের নাথ তুমি হে কালিয়া—চণ্ডিদাস ; কথ্য : কেলে)।

কালিয়া—[আ. ক'লীয়া] বি. মসলাযুক্ত মাছ বা মাংসের ব্যঞ্জন (বিপ.—কোর্মা)।

কালী—[কাল+ঈপ্, সংহারকারিণী] বি. কালিকা দেবী। দক্ষযজ্ঞে গমনকালে সতী কালী হইয়াছিলেন। কালীমূর্তি বহুভাবে কল্পিত হইয়াছে তন্মধ্যে আটটি প্রধান (চামুণ্ডা, কালী, মহাকালী, উগ্রকালী, ভদ্রকালী ইত্যাদি)। **কালীতনয়**—মহিষ। **কালীতলা**—কালী দেবীর পূজাক্ষেত্র। **আন্নাকালী**—(আর না কালী) —আর যেন কন্যা না হয়—কালী দেবীর কাছে এই মানত করিয়া রাখা নাম। **ডাকাতে-কালী**—ডাকাতরা যে কালীমূর্তি পূজা করিয়া ডাকাতি করিতে যায়। **রক্ষাকালী**—মহামারী নিবারণের জন্য গ্রামের অধিবাসীরা সম্মিলিত ভাবে যে কালীর পূজা করে।

কালী—কালি দ্রঃ। **কুলে কালী দেওয়া**—কুলে কলঙ্ক লেপন করা। **মুখে চুনকালী দেওয়া**—আত্মীয়স্বজনের ঘোর অপমানের কারণ হওয়া।

কালীঘাট—কলিকাতার হিন্দুতীর্থ, একান্ন পীঠস্থানের অন্যতম। অনেকের মতে কালীঘাট বা কালীঘাটা হইতে কলিকাতা নামের উৎপত্তি।

কালীন—ণ. তৎকালে অনুষ্ঠিত বা সংঘটিত (অন্য শব্দের সহিত যুক্ত হইয়া অর্থ প্রকাশ করে, যথা, বিবাহকালীন উৎসব ; মধ্যাহ্নকালীন ভোজন) ;

কালুষ, কালুষ্য—আবিলতা। [সং]।

কালে—যথাসময়ে (কালে করা হয় নাই, এখন আপসোস করে কি হবে) ; ভবিষ্যতে (কালে এর সার্থকতা বুঝবে)। **কালে-কালে**—কালক্রমে (কালে-কালে কতই দেখব)। **কালে-ভদ্রে**—কদাচিৎ।

কালেকটার—[ইং Collector] বি. জেলার রাজস্ব আদায়ের ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী। **ডেপুটী কালেক্‌টার**—[ইং Deputy Collector), কালেক্‌টারের সহকারী।

কালেজ ; **কালো**—কলেজ ; কাল দ্রঃ।

কালোচিত—ণ. সময়োচিত। [কাল+উচিত]

কালোয়াত—বি. ধ্রুপদ খেয়াল প্রভৃতি উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতে পারদর্শী। [কলাবৎ]। **কালোয়াতি**—ওস্তাদি, উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত পারদর্শিতা।

কাল্পনিক—[কল্পনা+ফিক] ণ. অলীক, অমূলক ; কল্পনাপ্রসূত, আরোপিত।

কাশ—বি. দীর্ঘ তৃণ বিশেষ (ইহার শাদা ফুলের গুচ্ছ বিখ্যাত। আমরা বেঁধেছি কাশের গুচ্ছ—রবি)। [সং]। **কশাড়, কশার, কাশাড়**—দীর্ঘ কাশ, কসাড়।

কাশ—বি. রোগ বিশেষ, কাশি। [সং]। **কাশ ওঠা**—গয়ার ওঠা, কাশরোগ। **যক্ষ্মা-কাশ**—ক্ষয়রোগ বিশেষ।

কাশন্দি, কাসুন্দি, কাসন্দি, কাসন—কাঁচা আম সরিষা শুকনা মরিচ ইত্যাদির আচার বিশেষ ; পূর্ববঙ্গে কাসন বা কাহুন্দি শুধু ফুটন্ত-জলে সরিষা গোলমরিচ ইত্যাদির গুঁড়া মিশাইয়া তৈরি করা হয় ও কাঁচা আম ডাল তরকারি ইত্যাদির সহিত খাওয়া হয় [বাং] **পুরান-কাসুন্দি বাহির করা**—পুরাতন অরুচির বা অপ্রীতিকর প্রসঙ্গ উত্থাপন করা।

কাশা—ক্রি. শ্লেষ্মা তুলিয়া ফেলিবার জন্য গলায় শব্দ করা, গলা খক্ খক্ করা।

কাশি—বি. কাশরোগ, গলার খক্‌খক্ শব্দ। [সং]। **কাঠকাশি**—যে কাশিতে গয়ার উঠে না, শুষ্ক কাশি। **ঘুংড়ি কাশি**—অতিশয় যন্ত্রণাদায়ক কাশি বিশেষ, croup। **হুপো কাশি**—কষ্টকর কাশি বিশেষ (ইহাতে হুপ্ হুপ্ শব্দ হয়), whooping cough.

কাশী—বিখ্যাত হিন্দুতীর্থ, বারাণসী। **কাশী-প্রাপ্তি, কাশীলাভ**—কাশীতে মৃত্যু ও স্বর্গ লাভ। **কাশীনাথ, কাশীশ্বর**—শিব।

কাশ্মীর—ভারতের উত্তর-পশ্চিম প্রান্তের সুপরিচিত দেশ, প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের জন্য বিখ্যাত। **কাশ্মীরজ, কাশ্মীরজন্ম**—জাফরান, কুঙ্কুম।

কাষায়—বি. কষায় বর্ণের দ্বারা রঞ্জিত (কাষায় বস্ত্র)। [কষায়+অ]। **কাষায়ী** (-য়িন্)—কাষায়ধারী বৌদ্ধ সন্ন্যাসী।

কাষ্ঠ—[কাশ্ (দীপ্তি পাওয়া)+থ, যদ্দ্বারা দীপ্তি হয়] কাঠ ; ইন্ধন। **কাষ্ঠ-কীট**—ঘুণ। **কাষ্ঠকুট্ট, -কুট**—কাঠঠোকরা পাখী। **কাষ্ঠকুদ্দাল**—নৌকার জল সেচিবার জন্য কাষ্ঠনির্মিত পাত্র। **-কাষ্ঠতক্ষক**—

সূত্রধর, ছুতার। **কাষ্ঠতন্তু**—ঘুণ। **কাষ্ঠপাদুকা**—খড়ম। **কাষ্ঠপুষ্প**—কেতকীফুল। **কাষ্ঠফলক**—কাষ্ঠনির্মিত ফলক, board। **কাষ্ঠবৎ**—কাঠের মত নীরস। **কাষ্ঠভার**—কাঠের বোঝা। **কাষ্ঠমল্ল**—কাঠের নির্মিত শবাধার বা শবযান। **কাষ্ঠমল্লিকা**—কাঠমল্লিকা। **কাষ্ঠমার্জার**—কাঠবিড়াল। **কাষ্ঠলেখক**—যে কাঠের উপরে নাম খোদাই করে; ঘুণ। **কাষ্ঠ-লৌকতা**—লোকদেখানো বা মৌখিক আদর-আপ্যায়ন; আন্তরিকতাহীন শিষ্টাচার। [বাং]। **কাষ্ঠহাসি**—লোকদেখানো বা আন্তরিকতাহীন হাসি কৃত্রিম হাসি।

কাষ্ঠা—[সং] বি. চোখের পাতা পরপর আঠার বার পড়িতে যে সময় লাগে, অত্যল্প সময়; সীমা, উৎকর্ষ (পরাকাষ্ঠা)।

কাষ্ঠাগার—কাঠের ঘর বা কামরা, কাঠগড়া। **কাষ্ঠাসন**—চেয়ার টুল বেঞ্চি প্রভৃতি। **কাষ্ঠিক, কাষ্ঠিকা**—কাঠি; কাঠের টুকরা।

কাসন্দ, কাসন্দি—কাশন্দি দ্রঃ। [[সং]]।

কাসমর্দ—বি. কালকাসন্দার গাছ; কাসন্দি।

কাসার—[ক+আসার—জলের আধার] সরোবরাদি। [পত্রবাহক, হরকরা।

কাসিদ, কাসেদ—[আ. ক'াসি'দ্] বি. দূত;

কাসীস—বি. হিরাকষ। [সং]।

কাস্ত,-স্তা,-স্তিয়া,-স্তে—বি. ধান খড় ইত্যাদি কাটার অস্ত্র, শস্যকর্তরী, কাঁচি।

কাস্তকার,-গার—[ফা. কাশ্‌ৎকার] বি. ভূমিকর্ষক, কৃষক। **কাস্তগার দেহী**—যে প্রজা চাষের জন্য লওয়া জমিতে বাসও করে, খোদকস্তা। **কাস্তগার পাহী**—যে চাষের জন্য লওয়া জমিতে বাস করে না, পাইকস্তা। **কাস্তগার মৌরুসী**—যে কৃষকের জমিতে মৌরুসী অধিকার।

কাস্তগীর, খাস্তগীর—জমাজমির অধিকারসংক্রান্ত উপাধি বিশেষ। [ফা.]

কাস্তে—বি. কাস্ত দ্রঃ; বাগানের কাঁচি।

কাহন,-ণ—বি. একটাকা, ষোল পণ কড়ি বা দ্রব্য অর্থাৎ ১২৮০ টা (এক কাহন খড়)। [কার্ষাপণ]। **কড়ায় কড়া কাহনে কানা**—সামান্য ব্যাপারে কড়াকড়ি কিন্তু বড় ব্যাপারে ঢিলাঢালা, pennywise pound-foolish।

কাহাত—[আ. ক'হ'ত'] বি. দুর্ভিক্ষ, আকাল (কাহাত পড়া)।

কাহার—[হি. কহার] বি. শিবিকাবাহক, বেহারা। **কাহার**—সর্ব. কোন্ ব্যক্তির।

কাহারবা—বি. সঙ্গীতের তাল বিশেষ।

কাহাল—ঢাক জাতীয় বাদ্য বিশেষ। [বাং]

কাহিনী—[হি. কহানী] বি. উপাখ্যান, গল্প; বিবরণ; কথা; দীর্ঘ অসংবদ্ধ বিবরণ (তোমার কাহিনী শুনবার সময় নেই)।

কাহিল—[আ. কাহিল=অলস; ঢিলে] ণ. দুর্বল, ক্ষীণ, নিস্তেজ, দৈহিক-শক্তি-হীন (দশ দিনের জ্বরে বড় কাহিল হ'য়ে পড়েছি); তেজোবীর্যহীন, সাহস সংকল্প ইত্যাদি বিষয়ে দুর্বল, মনমরা, হিম্মৎহীন (মোকদ্দমায় হেরে বাবুরা এবার কাহিল; অবস্থা কাহিল)।

কাহু—(ব্রজ.) কাহাকেও (কত বিদগধ জন রস অনুমোদই অনুভব কাহু না পেখি—বিদ্যাপতি)।

কাহে—(হি.) কেন, কি জন্য।

কি—[সং কিম্] প্রশ্নজ্ঞাপক (কি চাই); কোন্, কেমন (কি উপায়ে; কি করে); দুঃখ যন্ত্রণা ঘৃণা বিস্ময় ইত্যাদি জ্ঞাপক (কি কষ্ট; কি লজ্জা; কি সুন্দর; কি কপাল); অবিশ্বাস অস্বীকৃতি ইত্যাদি জ্ঞাপক (কি যে বল; কি আর বলব বল; কি আর করতে পারলাম); অনিশ্চয়তা বিকল্প ইত্যাদি জ্ঞাপক (হবে কি না হবে; আট (কি দশ বৎসর পূর্বে); অতি-পার্থক্য-জ্ঞাপক কি ছিলে আর কি হ'য়েছ)। (**কী** দ্রঃ) **কি বলে গিয়ে**—যে কথা স্মরণ হইতেছে না তাহা পুনরায় স্মরণে আনিবার সময় কথার মাত্রা। **কি রকম**—কি প্রকার অবিশ্বাস্য, অদ্ভুত (এ কি রকম কথা)। **কি যেন**—আপাততঃ মনে পড়িতেছে না এমন কিছু, অপ্রানিত বা অনির্দেশ্য কিছু। **কি কি**—কোন্ কোন্‌টি, কোন্ কোন্ জিনিষ।

কিংকর্তব্যবিমূঢ়—ণ. কি করিতে হইবে তাহা নির্ণয় করিতে অক্ষম, হ্যাবাচ্যাকা।

কিংখাপ, কিংখাব—[ফা. কম্‌খ'বাব] বি. জরির কাজকরা বহুমূল্য রেশমী বস্ত্র বিশেষ, brocade।

কিংবদন্তি, -ন্তী—বি. জনরব, লোকপ্রসিদ্ধি, গুজব, মুখে মুখে চলিত কথা ('কিম্বদন্তি,-ন্তী' অসাধু কিন্তু চলিত)।

কিংবা—অব্য. অথবা, বিকল্পে (গরু কিংবা ঘোড়া;

দুই কিংবা তিন)। ('কিম্বা' অসাধু কিন্তু চলিত)।

কিংশুক—[কিং শুক=একি শুক—শুকচঞ্চুর সহিত সাদৃশ্য হেতু] বি. পলাশপুষ্প ; পলাশ বৃক্ষ।

কিংকর,-ঙ্কর- —[কিম্—কৃ+অচ্] বি. আজ্ঞাবহ বা অনুগত জন; ভৃত্য, দাস। স্ত্রী. **কিঙ্করী**।

কিংকিণী, কিঙ্কিণি,-ণী—(যাহা কিং কিং শব্দ করে) ঘুঙুর ; কটিভূষণ (ক্ষীণ কটি ঘেরি বাজে কিংকিণী—রবি)। [কঙ্করযুক্ত কর্দম।

কিচড়—[সং কচ্চর ; হি. কিচড়] বি. পঙ্ক,

কিচ্‌কিচ্—(বালি দাঁতে পড়িলে যে শব্দ হয়) ঝগড়া ; অপ্রীতিকর বাদানুবাদ (প্রাদেশিক—ক্যাচকেচি, কিচকিচি)।

কিচমিচ—বি. বহু ছোটপাখীর মিলিত উচ্চ রব। বি. **কিচিমিচি**—(শালিকের দল কিচমিচ্ করছে ; শালিকের দলের কিচিমিচি ; ইঁদুর-ও ছুঁচার ডাককেও 'কিচমিচ' 'কিচিমিচি' বলা হয়। **কিচিরমিচির**—কিচমিচ, কিচিমিচি।

কিচ্ছু—কিছুই (মতের প্রবলতাজ্ঞাপক—তুমি কিচ্ছু বোঝো না)।

কিছু—বি.ণ. অল্প পরিমাণ ; কতক অংশ (কিছু আছে কিছু হারিয়ে গেছে) ; অপেক্ষাকৃত (রোগীর অবস্থা আজ কিছু ভাল) ; বিষয়, ব্যাপার (অনেক কিছু ; সমস্ত কিছু)। **কিছুকিছু**—অল্প করিয়া। **কিছুতে**—কোন বিষয়ে, কোন উপায়ে (কিছুতে এঁটে উঠছেনা)। **কিছুতেই**—কোন ক্রমেই।

কিজানি—অনিশ্চিত, সন্দেহসূচক, উপেক্ষাব্যঞ্জক (কি জানি কেন সে খুশী হয় না)।

কিঞ্চিৎ—অব্য. অল্পকিছু, সামান্য। [কিম্+চিৎ]। **কিঞ্চিদধিক**—সামান্য একটু বেশী। [কিঞ্চিৎ+অধিক]। **কিঞ্চিদুষ্ণ**—অল্প অল্প গরম। [কিঞ্চিৎ+উষ্ণ]। **কিঞ্চিদূন**—অল্প কিছু কম। [কিঞ্চিৎ+ঊন]। **কিঞ্চিন্মাত্র**—সামান্য, যৎকিঞ্চিৎ। [কিঞ্চিৎ+মাত্র]

কিঞ্চিলিক, কিঞ্চুলক—[সং] বি. কেঁচো।

কিঞ্জল্ক—[সং] পুষ্পকেশর।

কিট্‌কিটা, কিট্‌কিটে—ণ. অত্যন্ত ময়লা। [বাং]। **তেল কিটকিটা**— তৈললিপ্ত, তেল লাগার দরুন বেশী ময়লা। [কাইটশূন্য।

কিট্ট—[সং] বি. কাইট। **কিট্টবর্জিত**—

কিড়মিড়, কিড়মিড়ি, কিড়িমিড়ি—দন্তে দন্তে ঘর্ষণের ভাব বা শব্দ, অতিশয় ক্রোধব্যঞ্জক (দাঁত কিড়মিড় করিয়া কহিল)।

কিড়া, কীড়া—[সং কীট] বি. পোকা (কাঠের কিড়া)। **মাথায় কীড়া ঢুকেছে**—বাতিকগ্রস্ত। [কড়ার চিহ্ন।

কিণ—[সং] কড়া, জামড়া, corn. **কিণাঙ্ক**—

কি তক—কোন্ সময় পর্যন্ত। [বি **কৈতব**।

কিতব—[সং] ণ. জুয়ারী, শঠ, প্রতারক।

কিতা, কেতা—[আ. ক'ত া'] বি. খণ্ড, টুকরা (একিকতা নোট) ; কায়দা, ধরণ, ফ্যাশান, ঠাট। **কিতাওয়ারী**—ণ. খণ্ডে খণ্ডে ('-জরিপ')। **কেতা-দুরস্ত**—রুচি বা ফ্যাশান-সম্মত।

কিতাব, কেতাব—[আ. কিতাব] বি. বই। **কেতাব-কোরাণ**—ধর্মগ্রন্থ, প্রামাণিক গ্রন্থ বা দলিলাদি (কেতাব-কোরানে আছে)। ণ. **কেতাবী**—পুস্তকগত (কেতাবী বিদ্যা) ; যাহারা স্বর্গীয় গ্রন্থ পাইয়াছে (ইহুদি, খৃষ্টান ও মুসলমানকে সাধারণত কেতাবী বলা হয়)। **কিতাব, কেতাবৎ**—বি. লেখাপড়া। ণ. **কিতাবতী**। **খৎকিতাবৎ**—চিঠিপত্র।

কিনা, কেনা—ক্রি. ক্রয় করা (কেনা দ্রঃ)।

কিনা, কেনা—[ফা. কীনা] বি. বিদ্বেষ, শত্রুতা ; বিরূপতা, ক্ষোভ (মনে কোন কেনা রাখবেন না)।

কিনা—[সং কিংনু] অব্য. সন্দেহ বিতর্ক প্রশ্ন ইত্যাদি-জ্ঞাপক শব্দ (কে জানে বাঁচবে কিনা ; যাবে কিনা তাই বল)। **কেমন কিনা**—সত্য কি না।

কিনার, কিনারা—[ফা. কিনারা] বি. তীর, ধার (নদীর কিনারে ; কার্নিশের কিনারায়) ; উপায়, সুব্যবস্থা, সুমীমাংসা (বহুদিনের গণ্ডগোলের একটা কিনারা হ'য়ে গেল), উদ্ধার, সন্ধান (হারানো টাকার কিনারা), অনুসন্ধান দ্বারা সত্যপ্রকাশ (চুরির কিনারা)। **কিনারা করা**—মীমাংসা করা, সুব্যবস্থা করা। **কূলকিনারা**—অন্ত, সীমা ; মীমাংসা (তার দুঃখের কূলকিনারা নাই ; ব্যাপারটার একটা কূল কিনারা করা দরকার)।

কিন্তু—অব্য. পরন্তু, তাহা হইলেও ; আপত্তি ; ভাবিবার কথা (এর মধ্যে একটি কিন্তু আছে)।

কিন্নর—(কিম্ অর্থাৎ কুৎসিত নর, ইহাদের মুখ ঘোড়ার মুখের মত বলিয়া) বি. দেবযোনি বিশেষ,

গায়করূপে প্রসিদ্ধ (কিন্নরকণ্ঠ)। স্ত্রী. **কিন্নরী**। **কিন্নরেশ**—কুবের।

কিপটে, কিপ্পিন—(গ্রাম্য) বি. অতিশয় কৃপণ।

কিফায়েত, কেফায়েত—[আ. কিফায়ত] অল্প খরচ, লাভ, সুবিধা (দরে কেফায়ত হয়েছে)।

কিবলা, কেবলা—[আ. কি'ব্‌লা] বি. মক্কার কাবা গৃহ (এই দিকে মুখ করিয়া মুসলমানেরা নামাজ পড়ে); ণ. পরম সম্মানিত (পিতা, রাজা, গুরু, ইঁহাদের প্রতি প্রযুক্ত হয়)। **কিবলানুমা**—মক্কাশরীফ। **হুজুর কেবলা**—মহাসম্মানিত হুজুর, পূজ্যপাদ গুরু (ব্যঙ্গেও ব্যবহৃত হয়)।

কিবা—(সাধারণতঃ কাব্যে ব্যবহৃত হয়) কি সুন্দর, কি অদ্ভুত (আহা কিবা মানিয়েছে রে); কি আর, কি ব্যাপার—ইত্যাদি অর্থেও ব্যবহৃত।

কি মতে—কেমন করিয়া, কি প্রকারে (বর্তমানে কেমনে ব্যবহৃত হয়)।

কিমধিকমিতি—(অধিক কি লিখিব) পত্র-সমাপ্তির প্রাচীন পাঠ। বর্তমানে 'ইতি' 'নিবেদন ইতি' 'আরজ ইতি' প্রভৃতি ব্যবহৃত হয়।

কিমাকার—কিরূপ, কীদৃশ (নিন্দার্থে ব্যবহৃত হয়—কিম্ভূতকিমাকার)।

কিমাশ্চর্যমতঃপরম্—ইহার পর আর আশ্চর্য হইবার কি আছে—বিদ্রূপে ব্যবহৃত হয় (কিমাশ্চর্যমতঃপরং বাপের সাধন জোরে, আশী-র্বাদের প্রথম অংশ দুমাস যেতেই ফলল কেমন করে—রবি)। [ণ. **কৈমিতিক**—রাসায়নিক।

কিমিতি—[ইং Chemistry] বি. রসায়ন-বিদ্যা।

কিমিয়া—[আ. কীমীয়া, আল কীমীয়া; ইং Alchemy, মধ্যযুগের রসায়ন-বিদ্যা] বি. স্পর্শমণি, যাহার স্পর্শে লোহা সোনা হয়—কিমিয়া আবিষ্কারই ছিল মধ্যযুগে রসায়ন-বিদ্যার চরম লক্ষ্য। **কিমিয়া-ই-সা'দৎ**—সৌভাগ্যস্পর্শ-মণি, ইমাম গাজ্জালীর বিখ্যাত গ্রন্থ।

কিম্পুরুষ—বি. দেবযোনি বিশেষ, কিন্নর; কুবেরের অনুচর। [সং]

কিম্বদন্তী—বি. জনশ্রুতি। ('কিংবদন্তী' শুদ্ধ)।

কিম্ভূতকিমাকার—ণ. দেখিতে অদ্ভুত, বিকৃত আকার-প্রকারের।

কিমৎ, কিম্মৎ—[আ. কীমৎ] বি. মূল্য, মর্যাদা। ণ. **কীমতী, কিম্মতী**—বহুমূল্য, মর্যাদাসম্পন্ন (কীমতী চিজ)। [কিয়ৎপরিমিত, কিয়দ্দূর)।

কিয়ৎ—ণ. কিছু, কতিপয় (কিয়ৎক্ষণ, কিয়দ্দিন,

কিয়ামৎ, কেয়ামৎ—[আ. ক'য়ামত] বি. মহাপুনরুত্থান (প্রলয়ের পরে সমস্ত মানুষ পুণ্যের পুরস্কার ও পাপের দণ্ড লাভ করিবার জন্য পুনরুত্থিত হইবে—ইহাই মুসলমান-খৃষ্টান-আদি ধর্মাবলম্বীদের বিশ্বাস), Resurrection; প্রলয়কাল, অপরিসীম দুর্বিপাক (যেন কেয়ামৎ নাজেল হয়েছে)।

কিয়ারি,-রী—কেয়ারি দ্রঃ।

কিরকির—কর কর দ্রঃ; করকরের তুলনায় লঘুতর (গলা কিরকির করছে); **কিরকিরে**—ণ বালুকণায় পূর্ণ।

কিরণ—[কৃ+কন—যাহা চন্দ্র ও সূর্য হইতে বিক্ষিপ্ত হয়] বি. রশ্মি; জ্যোতি, দীপ্তি; রৌদ্র। **কিরণপাত,-সম্পাত**—কিরণ-বর্ষণ। **কিরণ-ময়**—কিরণযুক্ত, দীপ্তিময়। স্ত্রী. **কিরণময়ী** ('কিরণ্ময়ী' বানান অশুদ্ধ কিন্তু বহুল প্রচলিত)। **কিরণ-মালী** (-লিন্)—সূর্য।

কিরা, কিরে—[সং ক্রিয়া; হি. কিরিয়া] বি. শপথ, দিব্য (মাথার কিরা—আমার মাথা খাও, প্রিয়জনের এই উক্তি)। **কিরা করা**—শপথ গ্রহণ করা; কঠিন সংকল্প করা।

কিরাত—বি. অসভ্য পার্বত্য জাতি বিশেষ, ব্যাধ (আনায় মাঝারে বাঘ পাইলে কি কভু ছাড়ে রে কিরাত তারে—মধুসূদন); হিংস; চিরতা; ভূটান সিকিম মণিপুর ইত্যাদি পার্বত্য অঞ্চল। স্ত্রী. **কিরাতিনী, কিরাতী**। [কির+অৎ+অ]

কিরীচ—বি. মালয় উপদ্বীপের ঢেউ-খেলানো আকৃতির ছোট তরবারি। [পোতু. Kris]

কিরীট—(যাহা রশ্মি বিকীর্ণ করে) বি. মুকুট, শিরোভূষণ। [কৃ+ঈট]। **কিরীটী**—(-টিন্) কিরীটধারী, অর্জুন। স্ত্রী. **কিরীটিনী** ('শুভ্রতুষারকিরীটিনী')।

কিরূপ—ণ. কি ধরণের, কি প্রকার। [বাং]

কিল, কীল—বি. আঘাতের জন্য বদ্ধ মুষ্টি (ছোট একটি কিল উঠাইল); মুষ্ট্যাঘাত (কিল মারা)। **কিল খেয়ে কিল চুরি করা**—অপমানিত হইয়া তাহা গোপন করা, ঠকিয়া তাহা প্রকাশ না করা। **কিলগুঁতা**—অপমানকর মার-ধোর, দুর্ব্যবহার (কিলগুঁতা খেয়ে থাকতে পার ভাল)। **কিলদাগড়া**—কিলের চোটে যাহার পিঠে দাগ পড়িয়াছে; মারধোর বা অপমানে যাহার চৈতন্য হয় না, হিজলদাগা,

মারবে চড়া। **কিল পড়া**—প্রচুর মুষ্ট্যাঘাত বর্ষণ, রীতিমত মার খাওয়া। **কিলিয়ে কাঁঠাল পাকানো**—বোঁটায় কীল অর্থাৎ গোঁজ বসাইয়া কাঁচা কাঁঠাল তাড়াতাড়ি পাকানো; তাহা হইতে—ফললাভের জন্য অথবা উদ্দেশ্য-সিদ্ধির জন্য অসঙ্গতভাবে ব্যস্ত হওয়া। (সংস্কৃতে কীল=কনুইএর আঘাত; পূর্ববঙ্গে 'কউক্কাইয়া ঠিক করমু' বহুলপ্রচলিত)।

কিলকিঞ্চিত—[সং] বি. যুবতীসুলভ অকারণ হাস্ত-ক্রন্দন-কোভ-আদি (নায়কের সামনে)।

কিলকিল—(কল কল হইতে) অব্য. মানুষ বা পশু-পক্ষীর ভিড়ের চাঞ্চল্য (লোক কিলকিল করছে); অল্প জলে ছোট ছোট মাছের খেলা; ছোট ছোট সরীসৃপের আঁকাবাঁকা গতি বা ভিড়। **কিলবিল**—কিলকিল; নিকৃষ্ট জীব সম্বন্ধে সাধারণতঃ 'কিলবিল' ব্যবহৃত হয় বেশী, বিশেষ করিয়া অবজ্ঞা প্রকাশে (কৃমিকীট কিলবিল)।

কিলানো—ক্রি. কিল মারা, খুব মারধোর করা। **কিলাকিলি**—পরস্পরের প্রতি মুষ্ট্যাঘাত, মারামারি (এই ছুরি এই কিলাকিলি)।

কিলাল—[সং] বি. ছুলি।

কিল্লা, কেল্লা—[আ. কি'লাহ্] বি. দুর্গ, সেনা-নিবাস। **কিল্লাদার, কে-**—বি. দুর্গাধ্যক্ষ। **কেল্লা ফতে**—অভীষ্ট লাভ হইয়াছে; দুষ্কর কার্যে সিদ্ধিলাভ হইয়াছে। **কেল্লা ফতে করা**—প্রতিদ্বন্দ্বীকে পরাভূত করিয়া বিজয় লাভ করা; অভীষ্ট লাভ করা।

কিল্বিষ—[সং] বি. পাপ; অপরাধ।

কিশল, কিশলয়, কিসল, কিসলয়—(যাহারা কিঞ্চিৎ গতিশীল হইয়াছে অর্থাৎ বৃক্ষে অল্প কিছুদিন হইল অঙ্কুরিত হইয়াছে) বি. কচি-পাতা, নবপল্লব; কচিপাতাযুক্ত কেঁকড়ি, twig।

কিশোর—বি. এগার বৎসর হইতে পনের বৎসর বয়স্ক পুরুষ; অশ্বশাবক বা পশুশাবক; (বাংলায়) নবযুবক (বালক-কিশোর—রবি)। স্ত্রী. **কিশোরী**—অপ্রাপ্তবয়স্কা; সদ্যযৌবন-প্রাপ্তা।

কিশমিশ—[ফা. কিশ্‌মিশ্] বি. বীজশূন্য পক্ব ও শুষ্ক ছোট আঙুর (বড় ও বীজযুক্ত পক্ব ও শুষ্ক আঙুরকে মনাক্কা বলে)।

কিষাণ,-নাম—[সং কৃষাণ] বি. কৃষক, যে কৃষি-কর্ম করে। স্ত্রী. **কিষাণী**।

কিষ্কিন্ধ, কিষ্কিন্ধ্য—দেশবিশেষ; পর্বত বিশেষ। **কিষ্কিন্ধ্যা**—কিষ্কিন্ধ্য দেশের রাজধানী—রামায়ণবর্ণিত বালী ইহার রাজা ছিলেন। **কিষ্কিন্ধ্যার ওমরাহ্**—বানর (ইঙ্গিতে বা বিদ্রূপ করিয়া বলা)।

কিসম্, কিসিম—[আ কি'স্‌ম্] বি. রকম, প্রকার। **হর্‌কিসম্**—সব রকমের।

কিসমৎ—[আ.] বি. ভাগ্য, অদৃষ্ট, সৌভাগ্য (কিসমতের জোর—বরাতের জোর); মৌজার অংশ (কিসমৎ বলরামপুর)।

কিসে—[সং কস্মাৎ, হি. কিস্‌সে] অব্য. কি উপায়ে (কিসে পয়সা আসে তাই ভাবছি); কোন্ কার্যে (কিসে ভাল কিসে মন্দ এ জ্ঞান আজো তার হ'ল না); কোন্ বিষয়ে (আমাদের রাজুই বা কম কিসে)। **কিসে আর কিসে**—অতি মহতের সহিত নিকৃষ্টের অসঙ্গত তুলনা। **কিসের**—কোন্ বস্তুর; আদৌ নয়, কিছুই নয় (কিসের ছেলে মানুষ; কিসের বন্ধুত্ব); মিথ্যা, অকারণ; 'কিসের দুঃখ, কিসের দৈন্য, কিসের লজ্জা, কিসের ক্লেশ')।

কিস্তি—[ফা. কিশ্‌ত্] বি. ঋণের অংশ, দেয় অর্থের অংশ (ছয় কিস্তিতে আদায়)। **কিস্তি-বন্দি**—কিস্তিতে কিস্তিতে ঋণশোধের অঙ্গীকার।

কিস্তি, কিশতি—[ফা. কিশ্‌তী; কিশ্‌ত্] জাহাজ, নৌকা; দাবাখেলায় রাজাকে আক্রমণ (ঘোড়ার কিস্তি)। **কিস্তিমাৎ**—দাবাখেলায় রাজার পলায়নের পথ বন্ধ করা ও এইভাবে বিপক্ষকে পরাজিত করা; সম্পূর্ণ বিজয়লাভ।

কী—[সং কিম্] কীদৃশ (কী ভয়ানক)। বাংলায় 'কি' বেশী প্রচলিত এবং কী-অর্থে 'কি'ই ব্যবহৃত হয় বেশী।

কীচক—[সং] বি. ছিদ্রবিশিষ্ট বাঁশ, যে বাঁশ বায়ু-প্রবাহে শব্দ করে (কীচক-রন্ধ্র); বিরাটরাজের শ্যালক ও সেনাপতি। **কীচকবধ**—কীচকের মত কুলোককে নৃশংস ভাবে হত্যা।

কীট—বি. পোকা (কৃমি হইতে ছোট)। [কীট্=গমন করা]। **কীটদষ্ট**—পোকায় কাটা; (তাহা হইতে) অতি অকিঞ্চিৎকর। **কীটস্য-কীট**—অতি হেয়। **কীটঘ্ন**—যাহা কীট হত্যা করে। **কীটজ**—কীট হইতে জাত, রেশম। **কীটমণি**—(কীট কিন্তু মণিতুল্য) জোনাকি। **কীটাণু**—অতি ক্ষুদ্র কীট। **কীটাণুকীট**—অতি-নগণ্য ব্যক্তি।

কীড়া—কিড়া দ্রঃ।
কীদৃশ—ণ. কিরূপ, কিপ্রকার। [সং]। স্ত্রী. **কীদৃশী** (বর্তমানে অপ্রচলিত)
কীমা—[আ. ক'ীমাহ্] অতি ক্ষুদ্র খণ্ডে বিভক্ত মাংস, minced meat; এরূপ ভাজা মাংস (পুররূপেও ব্যবহৃত হয়)। [শুক।
কীর—[সং. কী এই শব্দ উচ্চারণকারী] বি. টিয়া,
কীর্ণ—[কৄ+ক্ত] ণ. ব্যাপ্ত, বিস্তীর্ণ, ছড়ানো, বিছানো ('বনবীথিকায় কীর্ণ বকুলপুঞ্জ'—রবি)।
কীর্তক—ণ. গুণ কীর্তনকারী; ঘোষক। **কীর্তন**—[কৃৎ+অনট্] বি. বর্ণন, ঘোষণ; গুণকথন; রাধাকৃষ্ণবিষয়ক সঙ্গীত; সুরবিশেষ (কীর্তনের সুর)। ণ. **কীর্তনীয়**—কথনীয়, ঘোষণীয়। **কীর্তনিয়া**—কীর্তনকারী, কীর্তনগানের দলের পরিচালক। [বাং]।
কীর্তি—বি. কৃতিত্বের পরিচায়ক কর্ম বা প্রতিষ্ঠান (অতুলকীর্তি রাখিয়া গিয়াছেন; "দানাদি হইতে কীর্তির উৎপত্তি, যশ শৌর্য হইতে"); মহৎ বা সাধুকর্মের জন্য প্রশংসা; (ব্যঙ্গে) নির্বোধের কাজ; অকাজ (খুব কীর্তি করেছ)। **কীর্তি-কলাপ**—কীর্তিসকল। ণ. **কীর্তিত**—ঘোষিত; খ্যাত। **কীর্তিনাশা**—পদ্মানদী; ণ. কলঙ্ককর, কুলকলঙ্ক।
কীর্তিবাস—ণ. ব্যাপক যশের অধিকারী; কৃত্তিবাস। **কীর্তিমান** (-মৎ)—যশস্বী। **কীর্তিস্তম্ভ**—কীর্তিঘোষক স্মৃতিস্তম্ভ, monument; স্থায়ী কীর্তি।
কীল—বি. কনুই; গোঁজ, পেরেক, খোঁটা; খিল, হুড়কো। [সং]। কিল, মুষ্ট্যাঘাত। [বাং]। ণ. **কীলিত**—খিল দেওয়া, আবদ্ধ।
কীলক—বি. গোঁজ, খোঁটা; গরু বাঁধার খুঁটি।
কু—বি. পৃথিবী; আগম-শাস্ত্র (কুকথায় পঞ্চমুখ কণ্ঠ-ভরা বিষ—ভারতচন্দ্র); ণ. পাপ, মন্দ, অকল্যাণ; গর্হিত (কুকাজ, কুচিন্তা); সু-এর বিপরীত (কুরের আদি; কুলোক; কুগ্রহ;)। [সং]। **কু-আশা**—দুরাকাঙ্ক্ষা। **কুসময়**—দুর্বিপাকপূর্ণ সময়।
কুআ, কুয়া, কূয়া—বি. কূপ, পাতকুয়া। **পরের জন্য কুয়া কাটা**—অপরের অমঙ্গল ঘটাইবার চেষ্টা করা।
কুইনাইন, কুইনিন—[ইং quinine] সিঙ্কোনা গাছের ছালের নির্বাসে প্রস্তুত তিক্ত ঔষধ বিশেষ (ম্যালেরিয়ায় ইহা ব্যবহৃত হয়)। **কুইনাইন ধরা**—কুইনাইনের ফল হওয়া; কুইনাইন ব্যবহারের প্রতিক্রিয়াস্বরূপ মাথা ঘোরা ও কান ভোঁ ভোঁ করা। **কুইনাইন গেলা**—কুইনাইন খাওয়া; বাধ্য হইয়া কোন অরুচিকর কাজ করা।
কুইয়া, কুয়ে—(প্রাদেশিক) পচা বা দুর্গন্ধ (খাদ্য)। **কুয়ে ডাকা**—পচিয়া দুর্গন্ধ হওয়া।
কুইল—[ইং quill] বি. রাজহাঁস বা ময়ূরের পালক—ইহাতে কলম প্রস্তুত হয়। **কুইল পেন**—পাখের কলম।
কুঁকড়া, কুকড়া—বি. কুক্কুট, মোরগ। স্ত্রী. **কুঁকড়ী**। **কুঁকড়ার ডিম**—কুক্কুটীর অণ্ড।
কুঁকড়ানো—কোঁকড়ানো দ্রঃ। **কুঁকড়ি-মুকড়ি, -মুঁকড়ি**—কুণ্ডলাকৃতি, জড়সড়, হাত পা গুটানো (শীতে কুঁকড়িমুকড়ি হ'য়ে শোয়া)।
কুঁখ—কোক দ্রঃ।
কুঁচ, -জ—[সং গুঞ্জা] গুঞ্জাফল (লাল সাদা কাল এই তিন প্রকারের কুঁচ হয়, লাল কুঁচের ওজন একরতি—১৮০ গ্রেন, স্বর্ণকারদের ওজনে ব্যবহৃত হয়)। **কুঁচচোখ, -চক্ষু**—কুঁচের মত ছোট গোল চোখ। **কুঁচভর**—কুঁচপরিমাণ, এক রতি।
কুঁচকনো, কোঁচকানো—ক্রি. কুঞ্চিত করা বা হওয়া। **ভুরু কোঁচকানো**—ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া অপ্রসন্নতা জ্ঞাপন করা।
কুঁচকি, কুচকি—(কুঞ্চিত স্থান) বি. উরু ও কটির সন্ধির, সম্মুখ কোণ। [বাং] **কুঁচকি আউরে ওঠা, কুঁচকি ফুলিয়া উঠা**—কুঁচকিতে টান লাগিয়া বা রক্তদুষ্টিজনিত স্ফীতি। **কুঁচকি কণ্ঠা খাওয়া**—অতিভোজন (যেন কুঁচকি হইতে কণ্ঠা পর্যন্ত সবটাই পেট)। **কুঁচকি-কণ্ঠা খোল**—পেট যেন কুঁচকি হইতে কণ্ঠা পর্যন্ত বিস্তৃত (পেটুকের প্রতি ব্যঙ্গোক্তি)।
কুঁচবক, কোঁচবক—[সং ক্রৌঞ্চ] কুণোবক।
কুঁচা, কুচা, কুচো—[ফা. কুচক—ক্ষুদ্র, অল্প] ণ. ক্ষুদ্র, খণ্ডিত, টুকরা (কথ্যভাষায় 'কুচো')। **কুচো গহনা**—মাকড়ি নাকছাবি প্রভৃতি। **কুচো চিংড়ি**—ছোট চিংড়ি। **কুচো নৈবেদ্য**—চাউল কাটা-ফল ইত্যাদির অল্প-পরিমাণ নৈবেদ্য। **কুচো ফুল**—ছোট খুচরা ফুল।

কুচো বাসন—ছোট থালা ঘটি বাটি। **কুচো মাছ**—চুনো মাছ, ছোট মাছ। **কুচো সোনা** সোনার টুকরা; অতি আদরের কিছু (খোকা আমাদের কুচো সোনা)।

কুঁচি—বি. এক সঙ্গে বাঁধা নারিকেলের বা বাঁশের কাঠি, যাহা দিয়া চাউলাদি ভাজা হয়; শূকরের ঘাড়ের লোমের বা পিতলের তারের বুরুশ (গহনা পরিষ্কার করার কাজে ব্যবহৃত হয়)। **কুঁচি করা**—কুঁচি দিয়া ঝাড়া।

কুঁচিয়া, কুঁচে—সর্পাকৃতি মাছবিশেষ।

কুঁচিলা, কুঁচলা—বি. বন্যবৃক্ষ বিশেষ—ইহার ফল ঔষধে ব্যবহৃত হয়।

কুঁজ—[সং কুব্জ; ফা. কুয] বি. বাঁকা উঁচু পিঠ। **কুঁজ বার করা**—কুব্জ, কুঁজা।

কুঁজড়া—বি. ফলমূল-বিক্রেতা; ণ. ঝগড়াটে; বাঁকা-স্বভাবের। **কুঁজড়াপনা, কুঁজড়ামি**—ঝগড়া, বিবাদ, দরকষাকষি। স্ত্রী. **কুঁজড়ানী**।

কুঁজা, কুঁজো, কুজা—[ফা. কূজা] বি. লম্বা-গলা জলপাত্র, সুরাহি, সোরাই।

কুঁজি—[সং কুঞ্চিকা] বি. চাবি। **কুঁজি-কাঠি**—চাবিকাঠি। [কুমন্ত্রণা।

কুঁজী, কুজী—কুব্জা, মন্থরা (কুঁজী দিল

কুঁড়—বি. কুণ্ড (আস্তাকুঁড়); কুণ্ডাকৃতি পাত্র।

কুঁড়া, কোঁড়া, কুড়া, কোড়া—খোঁড়া, খনন করা (মাটি কোড়া)।

কুঁড়া—বি. চাউলের গায়ের সূক্ষ্ম লাল পর্দা (তাহা হইতে, কাঁড়ানো—ওই লাল পর্দা ছাঁটিয়া ফেলা)। **খুদকুঁড়া**—চাউলের খুদ ও তজ্জাতীয় নগণ্য অংশ। **খুদকুঁড়া খাইয়া বাঁচা**—অসার ও সামান্য ভোজ্যে জীবন ধারণ করা। **বিদুরের খুদকুঁড়া**—দরিদ্রের যৎসামান্য কিন্তু আন্তরিক দান।

কুঁড়াজাল, কুঁড়াজালি—বি. মাছ ধরিবার কাপড়ের ছোট জাল—ইহার ভিতরে চার স্বরূপ কুঁড়া রাখা হয়। **কুঁড়াজালি, কুঁড়ো**—বি. বৈষ্ণবের জপমালার থলি।

কুঁড়ি—[সং কুট্মল, কুড্মল] বি. মুকুল, কলিকা, অবিকশিত প্রথম অবস্থা (কুঁড়ি ধরে শুধু নাহি ফোটে ফুল—রবি)।

কুঁড়িয়া, কুঁড়ে—বি. খড় বা পাতার ছাউনির ছোট ঘর; দরিদ্রের বাসগৃহ। [কুটির]

কুঁড়ে, কুড়ে—ণ. অলস, শ্রমবিমুখ। [বাং]। **কাজে কুঁড়ে ভোজনে দেড়ে**—অকর্মণ্য কিন্তু ভোজনে পটু)। **কুঁড়ে গরু অমাবস্যা খোঁজে**—অলস লোক আলসেমির সুযোগ খোঁজে (অমাবস্যায় হলচালনা নিষিদ্ধ)। বি. **কুঁড়েমি, কুড়েমি**।

কুঁথানো, কোঁথানো, কোঁথানো—[সং কুন্থন] ক্রি. কষ্টসাধ্য কাজ করিবার সময় আটকাইয়া আটকাইয়া দম ফেলা; বাহ্য করার জন্য বেগ দেওয়া; কষ্টসাধ্য কাজে হয়রান করা বা হওয়া (ব্যঙ্গে)। বি. **কোঁথানি, কোঁথানি**।

কুঁদ—[সং কুন্দ] বি. ফুলবিশেষ; সূত্রধরের যন্ত্র বিশেষ (ইহার দ্বারা কাঠ চাঁচিয়া গোলাকার ও নক্সাদার করা হয়)। **কুঁদের মুখে বাঁক থাকে না**—বাঁকা কাঠও কুঁদিয়া কাজের যোগ্য করা হয়, তেমনি, যোগ্য শাসনে বেয়াড়াও সোজা হয়। **কুঁদ-বাটালি**—যে অর্ধচন্দ্রাকৃতি বাটালির দ্বারা কাঠ কুঁদা হয়।

কুঁদা—[সং কূর্দন; গ্রাম্য, কোঁদা] ক্রি. লাফানো (নাচাকোঁদা); রুখিয়া যাওয়া; কুঁদের সাহায্যে কাঠে গোলাই করা।

কুঁদুলী—(কোঁদল দ্রঃ) ণ., বি. ঝগড়াটে মেয়ে-লোক (পাড়াকুঁদুলী—যে সমস্ত পাড়ায় ঝগড়া করিয়া বেড়ায়)। পুং. **কুঁদুলে**—ঝগড়াটে।

কুঁদা, কুঁদো—বি, কাঠের গুঁড়ি অথবা বৃহৎ খণ্ড (কুঁদোয় আগুন জ্বলিতেছে); বন্দুকের কাঠের বাঁট। [স্কন্ধ]; সুবৃহৎ খণ্ড (মিছরির কুঁদো)। [ফা. কুন্দ]

কুক—বি. উচ্চ সঙ্কেত-ধ্বনি (ছেলেরা কোন কোন ধরণের খেলার সময় এরূপ সঙ্কেত-ধ্বনি করে, পূর্বে ডাকাতরা নাকি এইরূপ সঙ্কেত-ধ্বনি করিত—কুক দেওয়া)। [বাং]

কুকড়া—[সং. কুক্কুট] বি. মোরগ বা মুরগী। কুঁকড়া দ্রঃ।

কুকথা—বি. গালাগালি; অপ্রিয় বা কুৎসিত কথা, অসঙ্গত কথা (আকথা কুকথা—পূর্ববঙ্গে প্রচলিত)। (কু দ্রঃ)। **কুকর্ম (-র্মন্)**—অন্যায় কাজ, গর্হিত কাজ, অন্যের ক্ষতিকর বা অপ্রিয় কাজ; অকাজ। **কুকর্মা (-র্মন্)**—অন্যায়কারী, দুষ্কার্যকারী; কর্মী হিসাবে অযোগ্য। **কুকর্মী (-র্মিন্)**—কুকর্মপরায়ণ।

কুকশিমা,-সিমা—'কুকুরশোঁকা' গাছ। [বাং]

কুকীর্তি—বি. কুকর্ম, অপযশস্কর কর্ম।

কুকুর—[সং কুক্কুর] বি. কুত্তা, সারমেয় ; নীচ প্রকৃতির হেয় বা অধম ব্যক্তি ; গালি বিশেষ। স্ত্রী. **কুকুরী**। **কুকুর-কুণ্ডলী**—ঘুমন্ত কুকুরের মত কুণ্ডলিত, কুঁকড়িমুকড়ি। **কুকুরনেজা**—কুকুরের লেজের মত আকৃতির ; ঢ এই অক্ষর। **কুকুরমুখো**—গালি বিশেষ। **কুকুরে আলু**—এক প্রকার অখাদ্য দেশী আলু। **কুকুরে ঘুম**—হাল্কা ঘুম, যে ঘুম সহজেই ভাঙ্গিয়া যায়। **কুকুরে দাঁত**—কুকুরের মত উপর ও নীচের মাড়ির দাঁত, canine teeth। **কুকুরে মাছি**—এক জাতীয় বড় মাছি, ইহা কুকুরকে খুব উত্যক্ত করে। **খেঁকি কুকুর**—শীর্ণকায় বদমেজাজী কুকুর, সহজেই খেঁক খেঁক শব্দ করিয়া দাঁত বাহির করিয়া কামড়াইতে আসে ; শক্তিহীন বদমেজাজী ঘৃণিত ব্যক্তি। **নামে কুকুর পোষা**—কুকুরের মত নগণ্য জ্ঞান করা। **যেমন কুকুর তেমনি মুগুর**—দুষ্টের প্রতি উচিত শাস্তি বা প্রতিফল। **মাথার ঘায়ে কুকুর পাগল**—যাহার প্রতিকার খুঁজিয়া পাওয়া যাইতেছে না এমন বিপদে অতিশয় ব্যাকুলতা প্রকাশ সম্পর্কে বলা হয়। (ইং dog শব্দ অনেকক্ষেত্রে সদ্‌গুণ-বাচক, কিন্তু বাংলায় 'কুকুর' প্রায় সব ক্ষেত্রেই হেয়তা-জ্ঞাপক ; সেজন্য doggedness-এর বাংলা তর্জমা 'কুকুরে গোঁ' গ্রহণযোগ্য নয়)।

কুকৃত্য—বি. কুকর্ম।

কুক্কুট—[কু (পৃথিবী)-কুট্‌ (খনন করা)+অ, যে মাটি আঁচড়ায়] বি. মুরগি। স্ত্রী. **কুক্কুটী**। **কুক্কুটাণ্ড**—কুক্কুটীর ডিম। **কুক্কুটাসন**—তান্ত্রিক আসন বিশেষ।

কুক্কুভ—[সং] বন্য কুক্কুট।

কুক্কুর—বি. কুকুর ; বংশবিশেষের নাম। স্ত্রী. **কুক্কুরী**। [সং]।

কুক্রিয়া—বি. দুষ্ক্রিয়া, গর্হিত কর্ম। **কুক্রিয়**—বিণ. দুষ্কৃতিপরায়ণ।

কুক্ষণ—বি. অশুভ ক্ষণ ; ব্যর্থতায় দুঃখপ্রকাশক উক্তি (কুক্ষণে পা বাড়িয়েছিলাম)।

কুক্ষি—[সং.] বি. উদর ; গর্ভাশয় (কুক্ষিজ) ; গহ্বর, অন্তর্ভাগ (সাগরকুক্ষি, শুক্তির কুক্ষি)। **কুক্ষিগত**—উদরসাৎ। **কুক্ষিম্ভরি**—যে নিজে খাইতেই ভালবাসে ; স্বার্থপর।

কুখ্যাত—ণ. নিন্দিত, দুর্নামযুক্ত। বি. **কুখ্যাতি**—অপযশ, নিন্দা।

কুগ্রহ—বি. মন্দগ্রহ, দুঃসময় ; এড়ানো যায় না অথচ অনিষ্ট করে এমন লোক (এই লোকটি জুটেছিল বাবুর এক কুগ্রহ)।

কুঙর, কোঙর—বি. কুমার (রাজার কুঙর—বর্তমানে অপ্রচলিত)। স্ত্রী. কুঙরী।

কুঙ্কুম—[কুন্‌ক্‌ (পাওয়া)+উম, যাহাকে বহুযত্নে পাওয়া যায়] বি. কাশ্মীরদেশ জাত জাফরান, saffron। **কুঙ্কুমপঙ্ক, কুঙ্কুমচূর্ণ**—কুঙ্কুমজাত পঙ্ক ও চূর্ণ (উচ্চাঙ্গের অঙ্গরাগরূপে ব্যবহৃত হয়)। [পয়োধর।

কুচ—[কুচ্‌—সঙ্কুচিত হওয়া] বি. যুবতীর স্তন,

কুচ, কূচ—[তুর্কী. কুচ] বি. দলবদ্ধ সৈন্যদের এক স্থান হইতে অন্যস্থানে গমন। **কুচ-কাওয়াজ**—সৈন্যদের রণশিক্ষা ; লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুতি।

কুচকি—কুঁচকি দ্রঃ।

কুচকুচে—ণ. চিক্কণ। **তেল-কুচকুচে**—তেল মাখার ফলে চিক্কণ, যেন তেল মাখা রহিয়াছে—দেখিতে এরূপ চকচকে। **কাল কুচকুচে**—চিক্কণ কাল।

কুচকুরে—ণ. কুটিল, কুচক্রী। (গ্রাম্য)

কুচক্র—চক্রান্ত, কুমন্ত্রণা। **কুচক্রী** (-ক্রিন্‌)—চক্রান্তকারী, ষড়যন্ত্রকারী। [[কু=মন্দ]

কুচন্দন—বি. গন্ধহীন চন্দন, রক্তচন্দন।

কুচটিয়া, কুচুটে—বিণ. কুৎসিত প্রকৃতির, কুচক্রী, ঝগড়াটে, গণ্ডগোল করা যার স্বভাব (কুচুটে লোক) ; কষ্টদায়ক, খানাডোবা বা জঙ্গল-পূর্ণ (কুচুটে পথ)। [বাং]

কুচনো, কুচানো, কুচোনো—ক্রি. বিণ. ছোট ছোট খণ্ডে বিভক্ত করা, কুচি কুচি করা।

কুচনী—বি. কোচপত্নী বা কোচনারী। পুং কোচ।

কুচরিত্র—বি. মন্দ চরিত্র। ণ. মন্দস্বভাব যার, কুচুটে।

কুচর্যা—বি. কদাচরণ, কুপ্রথা।

কুচল—[সং কচ্চর ; হি. কিচড়] ণ. কর্দময় ; অপেক্ষাকৃত অগম্য। [বাং]

কুচা—[ফা. কুচাহ্‌—গলি, অল্পপরিসর রাস্তা] বি. সরু গলি (তাহা হইতে, ঘুঁচি—গলি ঘুঁচি)।

কুচাগ্র—বি. চুচুক, স্তনের বোঁটা। [কুচ+অগ্র]

কুচা, কুচি—বি. টুকরা, ক্ষুদ্রাংশ, খণ্ডিতাংশ (পাথরের কুচি)। কুঁচা দ্রঃ। [বাং]

কুচাল—বি. অসদাচরণ ; কুপ্রথা। [কু+চাল]
কুচি—কুচা দ্রঃ।
কুচিক—বি. কুঁচে মাছ। [সং]
কুচিকিৎসক—বি. হাতুড়ে, চিকিৎসায় অনভিজ্ঞ। **কুচিকিৎসা**—বি. অযোগ্য চিকিৎসা; ভুল চিকিৎসা (কুচিকিৎসার মারা গেল)। [চিন্তা বা মতিগতি।
কুচিন্তা—বি. অশুভ চিন্তা, দুর্ভাবনা ; কুবিষয়ে
কুচিলা—কুঁচিলা দ্রঃ।
কুচুত—বি. জাঁতি কাটারি প্রভৃতির দ্বারা ছোট-কিছু একেবারে কাটিয়া ফেলার শব্দ। **কুচুর-মুচুর**—কচর মচর হইতে লঘু (কচ্ দ্রঃ)।
কুচুটে, কুচুণ্ডে—কুচটিয়া দ্রঃ।
কুচেল—(বহুব্রী) ণ. মলিন ও জীর্ণ বস্ত্রধারী। [কু+চেল (বস্ত্র)]। [চেষ্টা।
কুচেষ্টা—বি. বদ মতলব ; অন্যের ক্ষতি করিবার
কুচো—কুঁচা দ্রঃ।
কুচ্ছ, কুচ্ছা—[সং কুৎসা] বি. নিন্দা, অপবাদ। **কুচ্ছ করা**—অপরের নিন্দা করা বা রটানো (রটনাকারীর অসদভিপ্রায় বা নীচতা জ্ঞাপক)।
কুচ্ছিত—[সং কুৎসিত] ণ. কদাকার, কুরূপ (কথ্য ভাষায় ব্যবহৃত)। **কালকুচ্ছিত**—কালো রং-এর ও কদাকার, বিশ্রী।
কুজড়া—কুঁজড়া দ্রঃ।
কুজন—মন্দলোক, দুর্জন।
কুজপ—[সং] বিণ. কুচিন্তাপরায়ণ। [সং]।
কুজ্ঝটি,-টী,-টিকা—বি. কুহেলিকা, কুয়াসা।
কুজ্ঞান—বি. তন্ত্রমন্ত্র, অভিচার। **কুজ্ঞানী (-নিন্)**—তন্ত্রমন্ত্রে নিপুণ, কুহকী।
কুঞ্চন—বি. কুঁচকে যাওয়া, সমতল ক্ষেত্রের সঙ্কোচন। [সং]। বিণ. **কুঞ্চিত**।
কুঞ্চি—বি. পরিমাণ বিশেষ ; কাঁকি (গ্রাম্য)।
কুঞ্চিকা—বি. কুঁচ, কঞ্চি ; কুঁচে মাছ ; চাবি ; সূচী, নির্ঘণ্ট, index। [সং]
কুঞ্চিত—ণ. কোঁকড়ানো (কুঞ্চিত কেশদাম) ; সঙ্কুচিত ; বাঁকানো। (বি. কুঞ্চন)।
কুঞ্জ—[সং] বি. লতাদি-বেষ্টিত পর্বতগহ্বর বা স্থান ; উপবন ; [ফা.] শাড়ীর আঁচলে তোলা ফুল। **কুঞ্জকানন**—কুঞ্জবিশিষ্ট উপবন। **কুঞ্জদার**—যে শাড়ীর আঁচলে ফুল তোলা হইয়াছে। [ফা.]। **কুঞ্জবাটিকা,-বাটী**—রাধাকৃষ্ণের বিগ্রহ-সমন্বিত বৈষ্ণবদের ভজন-স্থান।

কুঞ্জর—[কুঞ্জ (হস্তিদন্ত)+র] বি. হস্তী ; নর বীর ইত্যাদি শব্দের সহিত যুক্ত হইলে শ্রেষ্ঠত্ব-বাচক (নরকুঞ্জর, বীরকুঞ্জর)। স্ত্রী. **কুঞ্জরী**।
কুঞ্জি—[সং কুঞ্চিকা ; হি. কুঞ্জী] বি. চাবি।
কুট—[সং] বি দুর্গ ; পর্বত।
কুট—অব্য. দংশন বা কর্তনের অল্প শব্দবিশেষ (কুট করিয়া কাটিয়া দিল)। **কুটকুট**—ঈষৎ কামড়ের মত অস্বস্তিকর বোধ হওয়া (ওলে গলা কুটকুট করছে)। বি. **কুটকুটুনি,-টানি**—কুটকুট করিয়া কামড় ; অস্থিরতা বোধ (পয়সার কুটকুটানি)।
কুটকচালিয়া, -কচালে—ণ. গোলমেলে, দুর্বোধ (কুটকচালে বিষয়) ; কলহপ্রিয় ; বেয়াড়া। [বাং]
কুটঙ্ক—বি. ঘরের চাল। [সং]
কুটজ—বি. কুড়চি গাছ। [সং]
কুটন—বি. চূর্ণ করা, গুঁড়া করা। [সং কুট্টন]
কুটনা—বি. খণ্ড খণ্ড করা তরকারি (কুটনা কুটা—তরকারি কাটিয়া রান্নার জন্য তৈরি করা)।
কুটনী, কুটিনী—[সং কুট্টনী] বি. দূতী, স্ত্রী-পুরুষের অবৈধ মিলন সংঘটনকারিণী। পুং **কোটনা**—কুপরামর্শদাতা। **কোটনা হাতী**—যে পোষা হাতীর দ্বারা বন্য হাতী ধরা যায়। **কুটনীপনা, কুটনীগিরি**—কুটনীর কাজ।
কুটপাট,-পাটি—যেন টুকরা টুকরা হইয়া পড়িবে এই ভাব (হাসিয়া কুটপাট হইয়া পড়িল)। [বাং]
কুটা—বি. তৃণের অংশ (খড়কুটা)। [বাং]। **দাঁতে কুটা লওয়া**—সম্পূর্ণ পরাজয় বা বশ্যতা স্বীকার করা (হীনতা স্বীকার সূচক)।
কুটা, কোটা—ক্রি, ণ. চূর্ণ করা, গুঁড়া করা ; নিস্তুষ করা (হলুদ কোটা, চিড়া কোটা) ; কাটা। **মাথা কুটা**—মাথা খোঁড়া, নিজের মাথায় আঘাত হানিয়া অপরের করুণা উদ্রেক করিতে চেষ্টা করা। **মাথা কুটাকুটি করা**—অত্যন্ত সাধ্যসাধনা করা। **চাউল কোটা**—পিষ্টকাদি তৈরির জন্য চাউলের গুঁড়া প্রস্তুত করা। **মাছ কোটা**—রন্ধনের জন্য মাছের আঁইষাদি ছাড়ানো ও টুকরা টুকরা করা। **মেরে কুটে দেওয়া**—কঠিন প্রহার করা। **বুক কোটা**

—বুকে করাঘাত করিয়া দুঃখ বা আগ্রহাতিশয্য প্রকাশ করা।

কুটি,-টী—বি. ক্ষুদ্রগৃহ, কুটির ; কুঠি, কারবারের স্থান। [কুট্+ইন্]

কুটি—বি. অতি ক্ষুদ্র খণ্ডে কাটা খড় (গরুর জন্য কুটি)। [বাং]। **কুটিকরা**—কাটিয়া কুটি তৈরি করা। **কুটিকুটি করা**—অতি ক্ষুদ্র খণ্ডে বিভক্ত করিয়া নষ্ট করা (ছিঁড়ে কুটিকুটি করা)। **হেঁসে কুটিকুটি**—আহ্লাদে নিজেকে ধরিয়া রাখিতে অক্ষম।

কুটিয়া, কুঠিয়া, কুটে—ণ. কুষ্ঠগ্রস্ত। [বাং]।

কুটির, কুটীর—বি. তৃণ বা পত্র-নির্মিত ক্ষুদ্র গৃহ ; (বিনয়ে) বাসভবন (দীনের কুটিরে পদার্পণ করিয়া বাধিত করিবেন)। [কুটি+র]। **কুটির-শিল্প**—গৃহে অনুষ্ঠিত শিল্পকর্ম (কারখানায় নয়), Cottage industries.

কুটিল—[কুট্ (বক্র হওয়া)+ইলচ্] ণ. বক্রগতি, বাঁকাচোরা (কুটিলগতি নদী); কপট, ক্রূর (কুটিলস্বভাব) ; কোঁকড়ানো (কুটিল কুন্তল) ; লিপিবিশেষ। বি. **কুটিলতা**। স্ত্রী. **কুটিলা**—ণ. খলস্বভাবা। বি. রাধিকার ননদিনী। **জটিলাকুটিলা**—জটিলা রাধিকার শাশুড়ী, কুটিলা ননদিনী ; নিন্দাকারিণীর দল। **কুটিল রেখা**—বাঁকা রেখা। **কুটিল প্রশ্ন**—কূট প্রশ্ন

কুটী, কুটি, কুঠি—[হি. কোঠি] বি. পদস্থ ব্যক্তির বাংলা ; কারখানার স্থান ; গদি (নীলের কুঠি)। **কুঠিয়াল, কুঠেল**—কুঠির মালিক, গদির মালিক ; নীল রেশম প্রভৃতির কারখানা স্থাপনকারী ইয়োরোপীয় ব্যবসায়ী। কুঠি দ্রঃ।

কুটুম—[সং কুটুম্ব] বি. কুটুম্ব। **বড় কুটুম**—সম্বন্ধী বা শ্যালক (ঠাট্টায়) ; নিকট-সম্বন্ধের লোক, দরদী বান্ধব ; বড়লোক কুটুম্ব (সাধারণত: ক্ষোভে বলা হয়)। **কুটুম-সাক্ষাৎ**—বি আত্মীয় স্বজন, আত্মীয় ও পরিচিত। **লোক-কুটুম**—অভ্যাগত এবং কুটুম্ব (লোক-কুটুমের আদর-খাতির জানে না)।

কুটুম্ব—(কুটুম্ব্+অ, যাহাকে পোষণ করা যায়) বি. পরিবার, পুত্রকলত্র (**কুটুম্বভরণ**—স্ত্রী-পুত্রাদি পরিজন প্রতিপালন) ; (বর্তমানে) বৈবাহিক সম্বন্ধে আপনার জন, আত্মীয়ের বিপরীত (জামাই বেহাই শ্বশুর শ্যালক প্রভৃতি। উঁহারা তাঁদের জ্ঞাতি নহেন, কুটুম্ব)। **কুটুম্ব-সাক্ষাৎ**—বি. কুটুম্ব ও অভ্যাগত। **আত্মীয়-কুটুম্ব**—জ্ঞাতি ও কুটুম্ব ; আত্মীয়-স্বজন।

কুটুম্বিতা—বি. বৈবাহিক সম্বন্ধ ; আত্মীয়-কুটুম্ব-সুলভ প্রীতিপূর্ণ আদান-প্রদান ; চোখে পড়িবার মত আদর-আপ্যায়ন। **কুটুম্বী (-ম্বিন্)**—গৃহস্থ ; পোষ্যপরিবৃত (বাংলায় ব্যবহার নাই)। স্ত্রী. **কুটুম্বিনী**—গৃহকর্ত্রী, কুলনারী ; (বাংলায়) কুটুম্বপক্ষের নারী।

কুটুর—অব্য. ইঁদুরে কাটার শব্দ (কুটুর কুটুর, কুটুর কাটুর, কাটুর কুটুর ইত্যাদি)।

কুট্টক—[কুট্ট (কাটা)+ণক] ণ. যে পেষণ বা চূর্ণ করে বা যদ্দ্বারা পেষণ করা যায়। **কুট্টন**—বি. কোটা, থেঁৎলানো, চূর্ণ করা ; ভৎসনা করা। **কুট্টনী**—দূতী। **কুট্টনীপনা**—দূতীগিরি।

কুট্টমিত—বি. নায়িকার কপট বিরূপতা। [সং]

কুট্টিত—ণ. পিষ্ট, চূর্ণীকৃত ; ভৎ‌সিত। [সং]

কুট্টিম—বি. পাথরের টুকরা বা কুচি দিয়া বাঁধা মেঝে, পাকা মেঝে। [সং]

কুট্মল, কুড্মল—(বিকাশোন্মুখ) বি. ফুলের কলি, কুঁড়ি। ণ. **কুট্মলিত**—মুকুলিত। [সং]

কুঠ—বি. কুষ্ঠ, leprosy। **কুঠে**—ণ. কুষ্ঠগ্রস্ত।

কুঠরি,-রী—ছোট কামরা।

কুঠার—[কুঠ্ (ছেদন করা)+আর, যদ্দ্বারা ছেদন করে) বি. কাষ্ঠচ্ছেদক, কুড়াল। **কুঠারি**—কুঠার। **কুঠারিকা**—ক্ষুদ্র কুঠার, অস্ত্রোপচারে ব্যবহৃত হয়। **কুঠারী (-রিন্)**—কুঠার দ্বারা কাষ্ঠচ্ছেদন করিয়া যাহারা জীবিকা অর্জন করে।

কুঠি,-ঠী—বি. কুটি (দ্রঃ) ; নীলকর সাহেবদিগের কার্যালয় ও বাসস্থান ; ইয়োরোপীয় (বা ইয়োরোপীয় চাল-চলনে অভ্যস্ত) রাজপুরুষের বা পদস্থ ব্যক্তির বাসস্থান (ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের কুঠি; দাস সাহেবের কুঠি)। [হি. কোঠি]। **কুঠিয়াল, কুঠেল**—নীলকর প্রভৃতি ব্যবসায়ী। **কুঠিওয়ালা**—বড় কারবারী, হুণ্ডির কারবারী

কুড়—[সং কূট—স্তূপ] বি. স্তূপ, রাশি ; যেখানে আবর্জনা স্তূপীকৃত হয় (পাঁশকুড় ; আঁস্তাকুড়)।

কুড়কুড়—অব্য. পাঁপড়ভাজা-আদি চর্বণের শব্দ।

কুড়মুড়—'কুড়কুড়ে'র বা কড়কড়ের তুলনায় লঘুতর শব্দ (কুড়মুড় ভাজা—ডালমুটাদির খাস্তা ভাজা)।

কুড়চি—বি. কুটজ বৃক্ষ। [বাং]
কুড়ন—বি. খনন, খোঁড়া (কুকুরের পা দিয়া মাটি কুড়া বা কোড়া); আহরণ। ণ. কুড়ুনে। [বাং]
কুড়নিয়া, কুড়নে, কুড়ুনে—ণ. কুড়াইয়া পাওয়া, আহরিত, মূল্য না দিয়া সংগৃহীত (হাটকুড়ুনে—হাটে বিভিন্ন দোকান হইতে যাহা চাহিয়া লওয়া হইয়াছে); ছেলের নাম (যেন কুড়াইয়া পাওয়া গিয়াছে, একান্ত মূল্যহীন, তাই অপদেবতার বা যমের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবে না)। স্ত্রী. **কুড়নী, কুড়ুনী** (ঘুঁটে কুড়ুনী)। [কুশিকা বিশেষ। [সং কুড়ব]
কুড়প, কুড়ব—বি. চাউল মাপিবার কাঠের
কুড়বা—বিঘা, কুড়িকাঠা (কুড়বা কুড়বা কুড়বা লিজ্যে, কাঠায় কুড়বা কাঠায় লিজ্যে—শুভঙ্করী)।
কুড়ল—বি. চিল জাতীয় কিন্তু চিল অপেক্ষা অনেক বড় মৎস্যভোজী পক্ষিবিশেষ, কুল্লো। [কুরর]; কুঠার; কুঠার দিয়া কাঠ কাটিয়া যাহারা জীবিকা নির্বাহ করে।
কুড়া—বি. জমির মাপ বিশেষ, আকবরী বিঘা (দশ হাজার বর্গহস্ত পরিমিত) [বাং]
কুড়ানী—বি. যে স্ত্রীলোকের কিনিবার সামর্থ্য নাই, কিছু কিছু প্রয়োজনীয় বস্তু কুড়াইয়া সংগ্রহ করে। **কাঠ-কুড়ানী**—যে পড়িয়া থাকা ডালপালা কুড়াইয়া বিক্রয় করে বা রান্নার কাজে ব্যবহার করে; তেমনি, **ঘুঁটে-কুড়ানী**। **পাতা কুড়ানী**—যে এঁটো পাতা কুড়াইয়া খাদ্যের সংস্থান করে। এ সব শব্দ অত্যন্ত দুঃস্থতাজ্ঞাপক।
কুড়ানো, কুড়নো—ক্রি. অল্প অল্প করিয়া সংগ্রহ করা; তুলিয়া লওয়া (কোন্ খানে তুই কুড়িয়ে পেলি আমারে—রবি; আশীর্বাদ কুড়ানো; শাপ কুড়ানো।। [বাং]
কুড়াল, কুড়ালি, কুড়ুল—[সং কুঠার; হি. কুল্হাড়ী] বি. কুঠার। [বাং]
কুড়ি—বি. বিশ, ২০: ক্রয়-বিক্রয়ের হিসাব বিশেষ, যেমন কোন স্থানে ২৫টিতে কোন স্থানে ৩০টিতে কুড়ি ধরা হয়; কুষ্ঠ (কুড়িকুষ্ঠ হবে)।
কুড়িয়া, কুড়ে—ণ. পরিশ্রমে কাতর, অলস। বি. কুড়েমি। কুঁড়ে দ্রঃ।
কুড়িয়া—ণ. কুষ্ঠরোগগ্রস্ত।
কুড্মল—কুট্মল দ্রঃ। ণ. **কুড্মলিত**—মুকুলিত।
কুড্য—বি. দেওয়াল, ভিৎ। [বাং]। **কুড্যচ্ছেদী** (-দিন্)—সিঁধেল চোর।

কুণি,-ণী—বি নখের কোণের রোগ বিশেষ (ইহার ফলে নখ বিবর্ণ ও নষ্ট হইয়া যায়)। [বাং]।
কুণো—ণ. যে এক কোণে পড়িয়া থাকিতে ভালবাসে; যে জনসমাগম পরিহার করিয়া চলে। **কুণো পণ্ডিত**—যে পণ্ডিত আপন ঘরের কোণ আঁকড়িয়া থাকে, অন্যান্য দশজন পণ্ডিতের সহিত আলাপ আলোচনা করে না, পুঁথিগত বিদ্যায় পাণ্ডিত কিন্তু জগৎ সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ। **কুণো বেঙ**—ঘরের কোণে বাসকারী বেঙ্; তাহার মত ভীরুস্বভাব; মুখচোরা; বাহিরের সহিত সম্পর্ক-বর্জিত।
কুণ্ঠ—[সং] অকর্মণ্য; অলস; সঙ্কুচিত, কাতর (কর্মকুণ্ঠ ব্যয়কুণ্ঠ), ধারহীন ভোঁতা (অকুণ্ঠধার কুঠার); কোঁপা। **কুণ্ঠা**—বি. সঙ্কোচ, বাধবাধ ভাব; জড়তা। [সং]। **কুণ্ঠাহীন**—ণ. যাহার সঙ্কোচ নাই, সপ্রতিভ। ণ. **কুণ্ঠিত**—দ্বিধান্বিত; সঙ্কুচিত, কাতর; ভোঁতা।
কুণ্ড—[সং] বি. অগ্নি জ্বালাইবার বা রাখিবার গর্ত; যে স্থানে জল সঞ্চিত থাকে কূপ; চৌবাচ্চা; তীর্থজলাশয় (সীতাকুণ্ড); ভাণ্ড (ঘৃতকুণ্ড), সধবার জারজ পুত্র।
কুণ্ডল—[সং] বি. কর্ণাভরণ, বলয়; পেঁচ, coil; ণ. **কুণ্ডলিত**। **কুণ্ডলি, কুণ্ডলী**—বি. যাহা দেখিতে কুণ্ডলাকার (সাপ কুণ্ডলী পাকিয়ে রয়েছে। **কুণ্ডলিত**—ণ. বলয়াকার। **কুণ্ডলিনী**—বি. সর্পাকৃতি শক্তি বিশেষ, তন্ত্রমতে মানুষের অন্তর্নিহিত জন্মজন্মান্তরের ভাব প্রেরণা বা শিবশক্তি—এই শক্তি যাহাদের ভিতরে জাগরিত হয় তাহাদেরই জ্ঞানোন্মেষ হয় ও ভগবৎ-উপলব্ধি জন্মে। **কুণ্ডলী**(-**লিন্**)—ণ কুণ্ডলধারী বি সর্প, জিলিপি। (স্ত্রী কুণ্ডলিনী)।
কুণ্ডিকা [সং] বি. কমণ্ডলু, থালা, মালসা।
কুত—বি. আনুমানিক পরিমাণ বা হিসাব। [হিন্দী]। **কুতকাত করা**—আন্দাজ করিয়া পরিমাণ করা। **কুত (দ) ঘাট**—যে ঘাটে মাল বোঝাই নৌকার সংখ্যা বা মালের পরিমাণ আন্দাজ করিয়া শুল্ক গ্রহণ করা হয়।
কুতপ—বি সূর্যের তাপ মন্দ হইবার কাল, শ্রাদ্ধ বিশেষের জন্য প্রশস্ত কাল। [সং]।
কুতর্ক—বি. অসার বা সত্যানুসন্ধিৎসাহীন তর্ক, তর্কের জন্য তর্ক, শুষ্ক তর্ক। ণ. **কুতার্কিক**—কুতর্কের দিকে যাহার প্রবণতা।

কুতুক—[সং] বি. কৌতুহল। ণ. **কুতুকী**

কুতুকুতু, কুতুরকুতুর—[হি. গুদগুদি] বি. হাসাইবার জন্য শুড়্‌শুড়ি দেওয়া। কুতুকুতু দ্রঃ।

কুতুপ—[সং] বি. চর্মনির্মিত তেলের ছোট কুপা।

কুতূহল—বি. কৌতূহল, ঔৎসুক্য, কোনকিছু দেখিবার বা বুঝিবার জন্য ব্যগ্রতা। ণ. **কুতূহলী (-লিন্)**—জানিবার জন্য আগ্রহান্বিত ; সানন্দ।

কুতৃণ—বি. জলের পানা।

কুত্তা, কুত্তো—[হি. কুত্তা] বি. কুকুর ; ঘৃণাত্মক গালি। স্ত্রী. **কুত্তী**।

কুত্র—[কিম্‌+ত্র] অব্য. কোথায়, কোন্ স্থানে। **কুত্রাপি**—কোথাও, কোন স্থানেই।

কুৎসা—[কুৎস – নিন্দা করা ; গ্রাম্য কুচ্ছ] বি. নিন্দা, অপবাদ। **কুৎসন**—দূষণ। **কুৎসা করা**—নিন্দা করা ; ক্ষতি করার উদ্দেশ্যে নিন্দা রটানো। **কুৎসাকারী (-রিন্)**— এরূপ নিন্দাকারী।

কুৎসিত—ণ. কুচ্ছিত, কদাকার (দেখিতে কুৎসিত) কদর্য ; অশ্লীল (কুৎসিত রুচি, কুৎসিত আমোদ)।

কুথলি,-লী, কোথলি,-লী—বি. বস্ত্রের ছোট থলি ; ঝুলি, কোমরে টাকা রাখিবার থলি ; বৈষ্ণবের ভিক্ষার ঝুলি। [বাং]

কুথা—আধুনিক বাংলায় 'কোথা'।

কুদরৎ—[আ. কু'দ্‌রত্] বি. ঐশী শক্তি, মহিমা (আল্লার কি কুদরৎ) ; সৃষ্টি-প্রপঞ্চ। ণ. **কুদরতী**—স্বভাবজ, স্বাভাবিক (মানুষের সৃষ্ট নয়)। **কুদরৎ রাখা**—শক্তি রাখা, সমর্থ হওয়া।

কুদা—কুঁদা দ্রঃ।

কুদাঁড়া—বি. মন্দ রীতি, অসুবিধাজনক রীতি।

কুদাল—(পৃথিবী ভেদক) বি. মাটি কাটার সুপরিচিত লৌহাস্ত্র। [কু (পৃথিবী)-দল (বিদারণ করা)+অ]।

কুদিন—জ্যোতিষ শাস্ত্র মতে অশুভ দিন ; দুর্দিন ; বিপৎকাল।

কুদ্দার, কুদ্দাল—বি. কোদাল। [সং]।

কুদৃষ্টি—বি. ভ্রান্ত দৃষ্টি ; ভ্রান্ত দর্শন ; অজ্ঞানতা ; অশুভকর দৃষ্টি, evil eye ; বদমতলবপূর্ণ দৃষ্টি। **কুদেশ**—বর্বর দেশ ; অরাজক দেশ। **কুধারা**—মন্দ ধরণধারণ ; কুরীতি। **কুধী**—দুর্মতি (সুধীর বিপরীত)।

কুনকুন—কনকন (দ্রঃ) হইতে কম তীব্র বেদনা ; কনকনে বেদনার সূচনা। বি. কুনকুনানি।

কুনকি,-কী—ণ. বি. শিক্ষিত হস্তিনী যাহার সাহায্যে বন্যহস্তী ধরা যায় ; তাহা হইতে, যে কৌশলে অপরকে বশীভূত করিতে পারে এমন ব্যক্তি (মামী মামার কুনকী হাতী ছিলেন তা জানিস ত—দীনবন্ধু মিত্র)। [তু. কুমক্—সহায়তা]। **কুনকি অপরাধী**—যে ইচ্ছা করিয়া অপরকে অপরাধের পথে চালিত করে, agent provocateur।

কুনখ—বি. নখরোগ বিশেষ, ইহাতে নখের বিকৃতি ঘটে। ণ. **কুনখী** (-খিন্)।

কুনজর—কুদৃষ্টি, অপ্রসন্নতা (বড়বাবুর কুনজরে প'ড়েছি) ; লম্পটের দৃষ্টি। **কুনট**—অকুশল নট। স্ত্রী. **কুনটী**। **কুনাম**—দুর্নাম, অপযশ ; যাহার নাম লইলে অযাত্রা হয়, অতি কৃপণ।

কুনিকা—(গ্রাম্য কুনকে) বি. বেতের তৈরি শস্য মাপিবার পাত্র বিশেষ [বাং]।

কুনীতি—বি. নিন্দিত নীতি বা পদ্ধতি, দুর্নীতি, অসদাচরণ।

কুনো—কুণো দ্রঃ। [সং]।

কুন্ত—বি. পক্ষী ; বর্শার আকৃতি লৌহাস্ত্র বিশেষ।

কুন্তল—বি. স্ত্রীলোকের কেশ (যাহা কুন্তাকার গ্রহণ করে)। [সং]। **আকুলকুন্তলা**—আলুলায়িত-কুন্তলা। **কুন্তলপেড়ী**—চুল বাঁধিবার সরঞ্জাম রাখিবার ছোট বাক্স। [কুন্তলপেটিকা]।

কুন্তি,-ন্তী—বি. পঞ্চপাণ্ডবের জননী।

কুন্থন—[সং] কোঁথা ; ক্লেশ প্রকাশ করা।

কুন্দ—বি. কুঁদ ফুল, শ্বেতপদ্ম ; ছুতারের যন্ত্র, যাহা-দ্বারা কাঠ কুঁদানো হয় (নাক মুখ চক্ষু কাণ কুন্দে যেন নিরমাণ—কবিকঙ্কণ চণ্ডী)। **কুন্দিনী**—বি. কুন্দসমূহ। **কুন্দদন্ত, কুন্দনিন্দিত দন্ত**—কুঁদ ফুলের মত সাদা সুন্দর দাঁত। **কুন্দকর,-কার**—যে কুঁদযন্ত্র দিয়া কাজ করে। **কুন্দন**—কুর্দন ; কুঁদযন্ত্র দিয়া কাজ করা ; (বৈষ্ণবসাহিত্যে) ণ. বিশুদ্ধ, খাঁটি (কুন্দন কনক)। [বাং]।

কুপত্তি—বি. কুপথ্য। (গ্রাম্য)।

কুপথ—বি. অসৎ পথ, অধর্মের পথ, নিন্দিত পথ (কুপথগামী) ; যে পথে লোক-চলাচল নাই।

কুপথ্য—বি. অহিতকর খাদ্য, অযোগ্য খাদ্য।

কুপন— [ইং coupon] বি. মানি-অর্ডার পত্রের যে অংশে প্রেরক তাহার বক্তব্য লেখে ও গ্রাহক তাহা কাটিয়া রাখে। **কুপনখেলা**—তাসের জুয়া বিশেষ।

কুপন্থা—বি. কুপথ, পাপ-পথ।

কুপা, কুপো, কূপা—বি. চামড়ার তৈরী পেট-মোটা গলাসরু তৈলপাত্র বিশেষ। [কুপক]। **কুপোকাত**—(কুপো কাত হইয়া পড়িলে সব তেল পড়িয়া যায়, তাহা হইতে) বিনষ্ট, পরাজিত, পঞ্চত্বপ্রাপ্ত। **কুপো হওয়া**—বেমানানভাবে পেট-মোটা হওয়া।

কুপাক—বি. দৈব-দুর্বিপাক; চক্রান্ত; কুকর্ম।

কুপাণি—ণ. যাহার হাত বাঁকা, ঠুঁটো।

কুপাত্র—বি. অযোগ্য ব্যক্তি, বর হিসাবে অযোগ্য; কুরূপ অথবা গুণহীন অথবা দুই-ই।

কুপানো—কোপানো দ্রঃ।

কুপি,-পী—বি. চামড়ার বা বাঁশের ছোট তৈলপাত্র; কেরোসিন তেলের ছোট প্রদীপ, ডিবা। [কুপী]

কুপিত—[কুপ্ +ক্ত] ণ. ক্রুদ্ধ; সংক্ষুব্ধ; বৃদ্ধিপ্রাপ্ত; উত্তেজিত (পিত্ত কুপিত হওয়া)।

কুপিনী—বি. মাছের খালুই। [কুবেণী]।

কুপুত্র—বি. কুসন্তান, পিতামাতার অবাধ্য অথবা পিতা-মাতার গৌরব রক্ষা করিতে অসমর্থ পুত্র। **কুপুরুষ**—পুরুষ হিসাবে নিকৃষ্ট; পৌরুষহীন গুণহীন পুরুষ। **কুপুষ্যি**—কুপোষ্য দ্রঃ। (কথ্য)। **কুপেঁকে**—অসরল, প্যাঁচফেরের লোক যে কার্যে বিঘ্ন ঘটায়। (কথ্য)। **কুপোষ্য**—অকর্মণ্য পোষ্য; অকর্মণ্য পুত্র-কন্যা অথবা আশ্রিত ব্যক্তি; অসহায় পোষ্য।

কুপ্য—বি. স্বর্ণ ও রৌপ্য ব্যতীত অন্যান্য ধাতু। সং]। **কুপ্যশালা**—কাঁসা তামা ইত্যাদির পাত্র নির্মাণের স্থান।

কুপ্রসিদ্ধ—সুপ্রসিদ্ধের বিপরীত; দুর্নামের দ্বারা খ্যাত; কুখ্যাত, notorious। **কুফল**—কুপরিণাম, অকল্যাণকর পরিণতি। **কুবক্তা**-(-ক্তৃ)—বক্তা হিসাবে অপটু।

কুবঙ্গ—বি. সীসা।

কুবচন—বি. ভৎর্সনা; কড়া কথা; গালাগালি।

কুবল—বি. পদ্ম; বদরীফল; ডালিম; মুক্তা।

কুবলয়—বি. নীল পদ্ম। **কুবলয়াপীড়**—ণ. যাহার মুকুটে নীলপদ্ম এমন; বি. (ভাগবতে) কংসের হস্তী বিশেষ। **কুবলয়িনী**—কুবলয়সমূহ।

কুবাদ—বি. কটুকথা; অপ্রীতি (সুবাদের বিপরীত)। **কুবাদিনী**—ণ. মুখরা, পরুষ-ভাষিণী। **কুবাস**—বি. দুর্গন্ধ। **কুবাসনা**—বি. মন্দ অভিপ্রায়; কুচিন্তা। **কুবিচার**—বি. পক্ষপাতদুষ্ট বিচার, অবিচার। **কুবিধা**—বি. অসুবিধা, বাধাবিপত্তি। **কুবুদ্ধি**—বি. দুষ্টবুদ্ধি; (সুবুদ্ধির বিপরীত); চক্রান্তকারী।

কুবৃক্ষ -বি. যে বৃক্ষ হইতে দাবানল উৎপন্ন হইয়া অরণ্য দগ্ধ করে। **কুবৃত্তি**—বি. নিন্দিত আচরণ; কুকর্মপরায়ণ। [সং]।

কুবেনি,-ণী—বি. খালুই, মাছের চুবড়ি, কুপিনী।

কুবের—বি ধনের দেবতা। [কু (কুৎসিত) বের (দেহ) যাহার]।

কুবোধ—ণ. সুবোধের বিপরীত, কুবুদ্ধি, মন্দবুদ্ধি।

কুব্জ—ণ. কুঁজো, বক্রপৃষ্ঠ, বিকলদেহ। [সং] স্ত্রী. **কুব্জা**—ণ. কুব্জপৃষ্ঠা, কুঁজী। বি. রামায়ণের মন্থরা; (ভাগবতে) কৃষ্ণানুগৃহীতা মথুরাবাসিনী বিশেষ।

কুব্রহ্ম—বি. হীন শ্রেণীর ব্রাহ্মণ। [বাং]।

কুভোজন—কুখাদ্য।

কুমকুম—বি. কুঙ্কুম; আবীর ভরা পটকা বিশেষ।

কুমড়া, কুমড়ো—বি. কুষ্মাণ্ড। [বাং]। **কুমড়া গড়াগড়ি**—বহুলোকের এক সঙ্গে মাটিতে গড়াগড়ি। **কুমড়াবড়ি**—কুমড়া ও মাষকলাই ডাল দিয়া প্রস্তুত বড়ি। **মিঠা কুমড়া**—বৃহৎ হলুদবর্ণ কুমড়া। **চালকুমড়া**—(প্রধানতঃ চালে বা মাচানে হয়) ছাঁচিকুমড়া। **চালকুমড়ি করা**—বৃদ্ধ পিতামাতাকে চালের উপর হইতে ফেলিয়া দিয়া হত্যা করা (কোন কোন অসভ্য সমাজে এই প্রথা প্রচলিত ছিল, বর্তমানে সাধারণতঃ উপহাসচ্ছলে ব্যবহৃত হয়—বাপ মায়ের ভাত দেওয়া কষ্ট হচ্ছে, চাল-কুমড়ি কর)।

কুমতি—বি. কুবুদ্ধি, সুমতির বিপরীত, দুর্মতি।

কুমতলব—অসৎ অভিপ্রায়, মন্দ উদ্দেশ্য।

কুমন্ত্রণা—কুপরামর্শ। **কুমরিচ**—লঙ্কা।

কুমাতা—যে মাতা স্নেহে ও কর্তব্যবুদ্ধিতে হীন।

কুমার—[কু+মার, অথবা কুমার্+অ; যাহার রূপের তুলনায় কন্দর্পকে কুৎসিত মনে হয়] বি. কার্তিকেয় (হে কুমার, হাস্যমুখে তোমার ধনুকে দাও টান—রবি); পঞ্চম হইতে দশম বর্ষ বয়স্ক বালক; অবিবাহিত ব্যক্তি ('চির-'); পুত্র; রাজপুত্র। স্ত্রী. **কুমারী**। **কুমারতন্ত্র**—

ধাত্রীবিদ্যা ও শিশুচিকিৎসা। **কুমারব্রত**—চিরকৌমার্য। **কুমারভৃত্যা**—বালচিকিৎসা।

কুমার—[সং. কুম্ভকার] বি. হিন্দুজাতি বিশেষ (ইহারা মাটির হাঁড়ি কলসী প্রভৃতি প্রস্তুত করে)।

কুমারসম্ভব—বি. কার্তিকের জন্ম; মহাকবি কালিদাসের তদ্বিষয়ক কাব্য। [সং]।

কুমারিকা—বি. কুমারী; ভারতের দক্ষিণ প্রান্তের অন্তরীপ, Cape Comorin; বড়-এলাচ; নবমল্লিকা; ঘৃতকুমারী। [সং]।

কুমারী—বি. দশম হইতে দ্বাদশবর্ষ বয়স্কা অনূঢ়া কন্যা, তন্ত্রমতে ষোড়শ বর্ষ বয়স পর্যন্ত কুমারী; রাজকুমারী; অবিবাহিতা রমণী। [কুমার+ঈপ্]।

কুমীর, কুম্ভির—[সং. কুম্ভীর] বি. হিংস্র জলজন্তু বিশেষ। **জলে বাস করিয়া কুমীরের সহিত বাদ**—প্রভাব-প্রতিপত্তিশালী প্রবলের তাঁবে থাকিয়া তাহার সঙ্গে বিবাদ, সমূহ অকল্যাণের হেতু। **জলে কুমীর ডাঙ্গায় বাঘ**—উভয়সঙ্কট। **মেছো কুমীর**—ঘড়িয়াল (ইহারা তেমন বড় হয় না, বেশী মাছ খায়)।

কুমীরকে, -কো, -রে—পোকাবিশেষ (মুখে মাটি আনিয়া তদ্দ্বারা বাসা বানায়)।

কুমুদ—[কু-মুদ্+ক্বিপ, যাহা পৃথিবীর হর্ষ স্বরূপ] বি. শ্বেত পদ্ম (কমল-কুমুদ)। **কুমুদ্বতী**—কুমুদিনী, কুমুদসমূহ। **কুমুদবান্ধব**—চন্দ্র। **কুমুদিনী**—কুমুদ, কুমুদসমূহ।

কুমুরে পোকা, কুমোরে- —বি. পতঙ্গবিশেষ (মুখে মাটি আনিয়া বাসা বানায়)।

কুমেরু—বি. সুমেরুর বিপরীত, পৃথিবীর দক্ষিণ কেন্দ্র বা অঞ্চল। [সং]

কুম্প, কুম্ব—ণ. খুলো, যাহার হাত অকেজো। [সং]

কুম্ভ—[ক (জল)+উম্ভ্ (পূর্ণ করা)+অচ্, যে নিজ দেহ জলে পূর্ণ করে] কলস, জলের পাত্র (যদি ভরিয়া লইবে কুম্ভ এস তবে এস মোর হৃদয়-নীরে—রবি); হস্তীর মস্তকের কুম্ভসদৃশ মাংসপিণ্ড (করিকুম্ভ); (জ্যোতিষে) রাশি-বিশেষ, Aquarius। **কুম্ভ মেলা**—বিখ্যাত মেলা বিশেষ (হরিদ্বার প্রয়াগ ইত্যাদি স্থানে ১২ বছর পর পর হয়)। **কুম্ভক**—দম বন্ধ করিয়া কৃত যোগ বিশেষ। **কুম্ভকর্ণ**—বি. রাক্ষসরাজ রাবণের মধ্যম ভ্রাতা; অতিশয় নিদ্রালু ব্যক্তি। **কুম্ভকার**—কুমার।

কুম্ভিল, কুম্ভিলক—বি. অপহারক; অন্য গ্রন্থের ভাব বা চিন্তা যে নিজের বলিয়া প্রচার করে, plagiarist; শ্যালক। [সং]

কুম্ভী (-ম্ভিন্)—বি. কুমীর; মৎস্য বিশেষ; কুমীরে পোকা; হস্তী; ক্ষুদ্র কলসী; উশুন। [সং]

কুম্ভীপাক—হিন্দুশাস্ত্রে উল্লিখিত নরকবিশেষ। [সং]

কুম্ভীর—(যে জলচর প্রাণী মৎস্যাদি ভক্ষণ করিয়া বাঁচে) বি. কুমীর, crocodile। [সং]। **কুম্ভীরাশ্রু**—কপট সমবেদনা প্রকাশ, (shedding) crocodile tears.

কুয়ৎ—[আ. কু'বৎ=বল] বি. শক্তি, সামর্থ্য।

কুয়া, কূয়া—[সং. কূপ] বি. কূপ, পাতকুয়া। **কুয়াতি**—যাহারা কুয়া কাটে।

কুযাত্রা—বি. অশুভ লগ্নে যাত্রা; অশুভ দর্শন করিয়া যাত্রা।

কুয়াশা,-সা—বি. কুহেলিকা, কুজ্ঝটিকা। [বাং]

কুযুক্তি—বি. কুমন্ত্রণা (কুযুক্তি আঁটা—কুমতলব স্থির করা)। [সং]।

কুযোগ—বি. জ্যোতিষশাস্ত্রমতে অশুভ যোগ।

কুরকুচি—বি. কচি ডাবের কোমল অংশ, করকচি।

কুরকুট, কুরকুটে—ণ. কুটিল প্রকৃতির, সন্দিগ্ধ প্রকৃতির (কোন কোন অঞ্চলে কুটকুটেও বলে)।

কুরঙ্গ, কুরঙ্গম—বি. তামাটে রং-এর হরিণ; হরিণ। [কু (পৃথিবী)-রন্গ্ (যাওয়া)+অ]। **কুরঙ্গনয়না**—কুরঙ্গের মত বড় বড় ভাসা ভাসা চোখ যে স্ত্রীর। **কুরঙ্গনাভি**—কস্তুরী, মৃগনাভি। **কুরঙ্গমদ**—কস্তুরী। স্ত্রী. **কুরঙ্গী**।

কুরচি—বি. কুটজ (গাছ বা ফুল)।

কুরচিনামা, কুরছিনামা—কুর্সি দ্রঃ।

কুরণ্ড—বি. কোরণ্ড, hydrocele। [কু+রম্+ড]। **কুরণ্ডিয়া, কুরুণ্ডে**—ণ. কুরণ্ডগ্রস্ত ব্যক্তি। [বাং]

কুরতা, কোর্তা—বি. আঁটসাঁট জামা; জামা; পুলিস বা সৈন্যদের সরকারী জামা (লাল পাগড়ী কালো কোর্তা জুজুর ভয় কি আর চলে)। [হিন্দী]। **কুরতি**—ফতুয়া, কোর্তা।

কুরনী, কুরুনী—বি. নারিকেল কুরিবার যন্ত্র (বঁটির আকৃতির উপরে দাঁতওয়ালা চাকতি)। [বাং]

কুরনিশ, কুর্নিশ—[ফা. কুরনিশ] বি. বাদশাহ রাজা প্রভৃতির সম্মুখে সম্মান নিবেদনের পদ্ধতি বিশেষ; মস্তক অবনত করিয়া সেলাম নিবেদন বিশেষ শ্রদ্ধা নিবেদন (তাঁহার নেতৃত্বের উদ্দেশে আজ জাতি কুর্নিশ জানাইতেছে)।

কুরব—বি. কর্কশ বা শ্রুতিকটু রব ; দুর্নাম, অপযশ।
কুরবক, কুরুবক—বি. ঝাঁটি ফুল বা গাছ, রক্তবর্ণ ঝাঁটি বা ঝিন্টী, crimson amaranth (কর্ণমূলে কুন্দকলি, কুরুবক মাথে—রবি)। [সং]।
কুরবানী—কোরবানী দ্রঃ।
কুরর—বি. চিল জাতীয় বড় পক্ষী, কুড়ল, কুরল, কুল্লো, উৎক্রোশ, ospery (ইহাদের রব খুব উচ্চ ও তীক্ষ্ণ, তাহা হইতে ইহার উৎক্রোশ নাম)। স্ত্রী. **কুররী**—কুরলী, উপক্রোশী।
কুরস—বি. কটুরস ; ণ. যাহা রসাল নয়।
কুর্সিনামা—[ফা. কুর্সীনামা] বি বংশতালিকা।
কুরা, কোরা—ক্রি. আস্তে আস্তে ভিতর হইতে কাটিয়া তোলা (হাড়মাস কুরে খেয়েছে; নারিকেল কুরা) ; ভিতরের খবর বাহির করা (সমস্ত কথা কুরিয়া কুরিয়া জিজ্ঞাসা করিবে)। [বাং]
কুরি,-রী—বি. হিন্দু জাতি বিশেষ ; নারিকেলের কোরা ; কুমড়ার কোরা। [বাং]
কুরীতি—বি. মন্দ ধরণ-ধারণ ; কুপ্রথা।
কুরু—বি. মহাভারতোক্ত রাজা ও বংশ ; প্রধান দেশবিশেষ। (ণ. কৌরব)। **কুরুকুল**—কুরুবংশ; ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রগণ। **কুরুক্ষেত্র**— মহাভারতে বর্ণিত কুরুপাণ্ডবদের যুদ্ধক্ষেত্র, তীর্থস্থান ; তুমুল ঝগড়াবিবাদ (গিয়ে দেখি কুরুক্ষেত্র বেধেছে)। **কুরুক্ষেত্রকাণ্ড**—মহালোক-ক্ষয়কর যুদ্ধ (বিংশ শতাব্দীর কুরুক্ষেত্র কাণ্ড)। **কুরুপাণ্ডবের যুদ্ধ**—কৌরব ও পাণ্ডবদের যুদ্ধ ; জ্ঞাতিশত্রুতা ; লোকক্ষয়কর যুদ্ধ। **কুরুবর্ষ**—জম্বুদ্বীপের প্রদেশ বিশেষ। **কুরুবৃদ্ধ**—ভীষ্ম।
কুরুচি—বি. ণ. মন্দ বা অশ্লীল বিষয়ে অনুরাগ ; রুচিহীনতা ; কুপ্রবৃত্তি।
কুরুণ্ড—কুরণ্ড দ্রঃ। ণ. কুকণ্ডে।
কুরুবিন্দ—বি. চুনি-জাতীয় পাথর বিশেষ, corundum (রত্ন পালিশের কাজে লাগে)। [সং]।
কুরুশ—কাঠি দিয়া লেস ইত্যাদি বোনার কাজ। [ফরাসী, crochet]। **কুরুশ-কাঁটা**—কুরুশের কাজে ব্যবহার্য কাঠি।
কুরূপ—ণ. কদাকার, অসুন্দর। স্ত্রী. **কুরূপা**।
কুর্তা—কোর্তা দ্রঃ।
কুর্দন—বি. উল্লম্ফন, আস্ফালন, ক্রীড়া।
কুর্নিশ—কুরনিশ দ্রঃ। [উপরে নির্ভরশীল। [সং]
কুর্পর, কূর্পর—বি. কনুই, জানু। ণ. অপরের
কুর্মী—বি. হিন্দু জাতি বিশেষ [হিন্দী]।
কুর্শী—কুর্সি দ্রঃ। **কুর্শী কাঁটা**—সুতা দিয়া ফুল তুলিবার কাঁটা, কুরুশ কাঁটা।
কুর্সি—[আ. কর্সী] বি. সিংহাসন ; চেয়ার (কুর্সি মেজ সাজানো), বাঁধানো চাতাল। **কুর্সিনামা**—বংশাবলি, কুরাচনামা।
কুল—বি. বংশ, গোষ্ঠী (কুরুকুল, তিন কুলে বাতি দিবার কেহ নাই, কুলজী) ; সদ্বংশ (কুলজ) ; কৌলীন্য (কুল করা), সমাজ ; গৃহ, গার্হস্থ্যধর্ম (কুলত্যাগ, শ্যাম রাখি কি কুল রাখি) ; সতীত্ব (কুলটা ; কুলত্যাগিনী) ; জাতি (ক্ষত্রকুল ; দানবকুল) ; দল, সমূহ (পক্ষিকুল, শিবাকুল)। [কুল্ (মিলিত হওয়া)+অ ; কু (পৃথিবী) লা (লওয়া)+ড]। **কুলকণ্টক**—বংশের অপযশের কারণ। **কুলকন্যা, কুলনারী, কুলবতী, কুলস্ত্রী**—গৃহস্থঘরের কন্যা ও বধূ, সতী নারী। **কুলকর্ম, কুলক্রিয়া**—কুলীনঘরে বিবাহ দেওয়া, বিবাহাদি ব্যাপারে কুলগৌরব রক্ষা করা। **কুলকলঙ্ক**—কুলের অপযশ ; কুলের অপযশের হেতু। স্ত্রী. **কুলকলঙ্কিনী**—কুলটা)।
কুলক্ষয়—বংশের বহুলোকের মৃত্যু ; বংশলোপ।
কুলখাকী, -খাগী—যে নারী পিতৃকুল ও শ্বশুরকুলের অনেকের মৃত্যুর কারণ হইয়াছে (গালি বিশেষ)। [সং কুল+বাং খাকী, খাগী]।
কুলগর্ব, কুলগৌরব—বংশের গৌরবস্বরূপ ; আভিজাত্য-গৌরব। **কুলগুরু**—বংশপরম্পরায় গুরুরূপে গৃহীত ব্যক্তি। **কুলজ**—সদ্বংশজাত।
কুলজি,-জী, কুলুজি—বংশ তালিকা, genealogy. [কুলপঞ্জী]। **কুলজ্ঞ**—কুলের ইতিহাস-অভিজ্ঞ। **কুলটা**—ণ বি. কুলত্যাগিনী, যে নারী গৃহস্থ জীবন ও সতীধর্ম ত্যাগ করিয়াছে। [কুল+অটা নিপাতনে]।
কুলতন্তু—বংশধর, সন্তান। **কুলতিলক, কুলপ্রদীপ**—কুলভূষণ, কুলগৌরব।
কুলদূষণ—বংশের গৌরব নাশকারী। **কুলদেবতা**—কোন বংশে বহুকাল ধরিয়া যে দেবতার পূজা হইয়া আসিতেছে। **কুলনায়িকা**—তন্ত্র-সাধনায় পূজনীয়া স্ত্রী। **কুলনাশ**—বংশলোপ। **কুলনাশন**—কুলক্ষয়কর। **কুলন্ধর**—বংশধর। **কুলপতি**—দশ সহস্র শিষ্যের পালয়িতা ও বিদ্যাদাতা ; গোষ্ঠীপতি। **কুলপাবন**—ণ. কুল পবিত্র করে যে, বংশের গৌরবস্থল। **কুলবিদ্যা**—বংশপরম্পরাগত যে

বিদ্যার চর্চা হইয়া আসিতেছে। **কুলভঙ্গ**—হীনবংশে বিবাহ দেওয়া। **কুললক্ষণ**—কৌলীন্যের পরিচায়ক গুণাবলী—আচার বিনয় বিদ্যা প্রতিষ্ঠা তীর্থদর্শন নিষ্ঠা বৃত্তি তপস্যা ও দান। **কুলমান**—বংশের সম্মান। **কুলমিত্র**—বংশের দীর্ঘদিনের সুহৃদ। **কুলস্থান**—মহাকুলীন। **কুলহীন**—হীনবংশজ। **অজ্ঞাতকুলশীল**—ণ. যাহার বংশ ও চরিত্রের পরিচয় অজ্ঞাত নবাগত ও কিঞ্চিৎ সন্দেহজনক চরিত্রের। **কুল করা**—কুলমর্যাদা রক্ষা করিয়া পুত্রকন্যার বিবাহ দেওয়া। **শ্যাম রাখি কি কুল রাখি**—যাহাতে চিত্তের সন্তোষ সেই কাজ করিব না অপর দশজনের কথা শুনিব; উভয়সঙ্কট। **কুলে কালি দেওয়া**—কুলে কলঙ্ক কালিমা লেপন করা, কুলত্যাগিনী হওয়া। **কুলে বাতি দেওয়া**—বংশের অস্তিত্ব রক্ষা করা (তাহার কুলে বাতি দেওয়ার কেহ নাই—পিতৃপুরুষের ভিটায় কেহ আর সন্ধ্যাদীপ জ্বালাইবার নাই অর্থাৎ বিলোপ ঘটিয়াছে)। **একুল ওকুল দুকুল হারা**—ইতোভ্রষ্টস্ততোনষ্ট; নিরাশ্রয়; উদ্দেশ্য-আদর্শহীন। **কুলের চারা, কুলের ধ্বজা**—কুলের মুখোজ্জ্বলকারী (কিন্তু সাধারণতঃ ব্যবহৃত হয় ব্যঙ্গে—অর্থাৎ কুলকলঙ্ক, কুলাঙ্গার)।

কুল—বি. কুল গাছ ও ফল, বদরী। [কোলি, কুবল]। **কুলকাঠের আগুন**-দীর্ঘকালস্থায়ী তীব্র দাহ (বুকের ভিতর কুলকাঠের আগুন জ্বলছে)। **কুল কাসুন্দি**—কুলের আচার। **টোপা কুল**—গোল কুল (অম্লটক)। **নারকেলি কুল**—অণ্ডাকার বৃহৎ মিষ্ট কুল। [**কুলমুলুক**—সমস্ত দেশ।

কুল—[আ. কুল্] ণ. সমগ্র, সমুদয় ('বিলকুল')।

কুলকুল, কুলুকুলু—অব্য. কলকল হইতে মিষ্টতর ও গভীরতর (স্রোতের কুলুকুলু ধ্বনি)।

কুলকুচা,-কুচো—বি. মুখ-মধ্যে জল নিয়া কুলকুল শব্দ করিয়া তাহা নাড়া, কুলি, gargle।

কুলকুণ্ডলিনী—বি. তান্ত্রিক মতানুসারে জীবের অন্তঃস্থ কুণ্ডলাকৃতি শিবশক্তি ('কুলকুণ্ডলিনী যার জাগে ব্রহ্মা বিষ্ণু শিবপদ পেলেও কি তার মনে লাগে")। কুণ্ডলিনী দ্রঃ। [সং]

কুলক্ষণ—বি. অশুভসূচক লক্ষণ; দুর্দৈবের লক্ষণ, অশুভ নিয়তির লক্ষণ; মৃত্যুর লক্ষণ। স্ত্রী. **কুলক্ষণা**—ণ. যে কন্যার বা বধূর লক্ষণসমূহ জ্যোতিষ শাস্ত্রমতে অশুভ।

কুলগ্ন—বি. অশুভ লগ্ন।

কুলঙ্গী—বি. কুলুঙ্গি, কুড়া, দেওয়ালে তৈরী করা ত্রিভুজ অথবা চৌকা আকৃতির গর্ত। [বাং]

কুলচুর—শুকনা টোপা কুলের গুঁড়া ও গুড় দিয়া তৈরী আচার বিশেষ। [কুল (ফল)+চুর (চূর্ণ), বাং] [**কুলটা**—কুল দ্রঃ।

কুলট—বি. দত্তক পুত্র (ঔরস ভিন্ন পুত্র)। স্ত্রী.

কুলটুর—[জার্মান kultur] বি. সংস্কৃতির ধারণা বিশেষ—যুদ্ধ বলপ্রয়োগ ইত্যাদিতে এই মতের বিশেষ আস্থা।

কুলত্তি, কুলথ—কলাই বিশেষ। [সং কুলত্থ]।

কুলপি,-পী,-ফি,-ফী—কুলফি দ্রঃ।

কুলা, কুলো—বি. সূর্প, বাঁশের চটা দিয়া তৈরি শস্যাদি ঝাড়ার পাত্রবিশেষ। [কুলা]। **ছাই ফেলতে ভাঙ্গা কুলো**—বাজে, কাজে লাগিতে পারে এমন বাজে জিনিস বা লোক (থাকার মধ্যে আছে ছাই ফেলতে ভাঙা কুলো এক বিধবা মাসি)। **বিষ নাই সাপের কুলোপানা চক্কোর**—অন্তঃসারশূন্য ব্যক্তির আস্ফালন। **কুলো বাজিয়ে বার করা**—(অলক্ষ্মীকে কুলা বাজাইয়া বাড়ীর বাহির করা হয়, তাহা হইতে) অবাঞ্ছিত বা দুশ্চরিত্র ব্যক্তিকে অপমান করিয়া তাড়াইয়া দেওয়া। **কুলাচি**—ছোট কুলা।

কুলানো, কুলনো—ক্রি বি সঙ্কুলান হওয়া, কম না পড়া, নির্বাহ হওয়া (আয়ে কুলানো: চাউলে কুলায় না); কার্যনির্বাহের জন্য পর্যাপ্ত হওয়া, যথাযোগ্য বিবেচিত হওয়া (কাজ ত হাতে লওয়া হইয়াছে অনেক, আয়ুতে কুলাইলে হয়; 'আজ আমাদের এই দোলাতেই দুজন কুলাবে' —সত্যেন্দ্র); ব্যবস্থা করা, জুটানো (কালী কুলাইবেন কুল—রামপ্রসাদ)। **কুলান হওয়া**—সঙ্কুলান হওয়া।

কুলাঙ্কুর—বি. কুলের অঙ্কুরস্বরূপ, শিশু। [কুল+অঙ্কুর]। **কুলাঙ্গার**—ণ. কুলকলঙ্ক, কুলের লজ্জার হেতু। [কুল+অঙ্গার]। **কুলাচল, কুলাদ্রি**—পুরাণ-বর্ণিত আটটি পর্বত; মহেন্দ্র মলয় সহ্য শক্তিমান্ ঋক্ষ বিন্ধ্য পারিযাত্র ও হিমালয়। (মতান্তরে হিমালয় বাদে সাতটি)।

কুলাচার্য—বি. কুলগুরু ; বংশতত্ত্বে সুপণ্ডিত, কুলজ্ঞ। **কুলান্ত**—বি. বংশবিলোপ (ক্ষত্রিয়-কুলান্তকারী পরশুরাম)। [কুল+অন্ত]। **কুলাভিমান**—বি. আভিজাত্যের গর্ব। ণ. **কুলাভিমানী** (-নিন্)।

কুলায়—(যাহাতে সন্তানের বৃদ্ধি হয়) বি. পাখীর বাসা, নীড়, আশ্রয়স্থান। [কুল-ই+অ]। **কুলায়িকা**—চিড়িয়াখানা।

কুলাল—বি. মৃন্ময় দ্রব্যের প্রস্তুতকারী, কুম্ভকার। [সং]। **কুলালচক্র**—কুমারের চাকা। **কুলালশালা**—কুমারশালা।

কুলি—[সং কুল্যা=পথ] বি. গলি, সরু লম্বা পথ। **কুলি কুলি বেড়ানো**—অসহায়ভাবে গালতে গলিতে বেড়ানো।

কুলি—বি. কুলকুচা, কুল্লি। [বাং]

কুলি,-লী—[তুর্কি কু'লী] বি. ঠিকে ভারবাহক, মুটে (ষ্টেশনের কুলি) ; চা-বাগানের শ্রমিক, মজুর ; সেবক (মুর্শিদকুলি অর্থাৎ মুর্শিদের=পীরের, কুলি=সেবক—এই ধরণের, গোলাম-মুর্শিদ্ রামদাস প্রভৃতি)।

কুলিক—ণ. সৎকুলজাত, কুলীন ; শিল্পীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ; বি. কুলেখাড়া শাক। [সং]

কুলিঙ্গ—বি. ফিঙে পাখী। [সং]

কুলিয়াকাঁড়া, কুলেখাড়া—বি. কাঁটাশাক বিশেষ, তালমাখনা। [বাং]

কুলির,-রক—কুলীরক, কাঁকড়া। [সং]।

কুলিশ, কুলীশ—(যাহা পর্বতসমূহের পক্ষচ্ছেদ করিয়াছে) বি. বজ্র, অশনি। (কুলিশ শত শত পাত মোদিত—বিদ্যাপতি)। [কুল-শো+অ]। **কুলীশধর,-পানি, -ভৃৎ**—বজ্রধারী, ইন্দ্র। **কুলীশপাত**—বজ্রপাত।

কুলী—বি. কণ্টকারী ; স্ত্রীর জ্যেষ্ঠা ভগিনী ; পর্বত। **কুলী (-লিন্)**—ণ. কুলীন।

কুলীন—ণ. উত্তমবংশজাত, বংশগৌরবে শ্রেষ্ঠ ; বল্লাল সেন-প্রবর্তিত বিধানে শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিগণিত (বন্দ্যোপাধ্যায়, মুখোপাধ্যায়, চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি) ; শ্রেষ্ঠ ঘোটক। [কুল+ঈন]

কুলীরক—কুলিরক দ্রঃ।

কুলুজি ; কুলুজি—কুলজী, কুলজি দ্রঃ।

কুলুপ,-ফ—[আ. কু'ফ্ল্] বি. তালা, lock। **কুলুপকাঠি**—চাবি।

কুলেখাড়া ; কুলো—কুলিয়াখাড়া ; কুলা দ্রঃ।

কুলোদ্বহ—ণ. কুলধুরন্ধর, কুলরক্ষক। **কুলোপাধি**—বংশের উপাধি।

কুল্‌পি,-ফি—[হি. কুলফি] বি. টিন প্রভৃতির চোঙা যাহাতে বরফ জমানো হয়। **কুল্‌পি বরফ**—এরূপ চোঙায় জমানো জল। **কুল্‌পি মালাই**—কুলপিতে জমানো দুধ।

কুল্য—বি. সূর্প, কুলা। ণ. কুলীন। [সং]। স্ত্রী. **কুল্যা**—কুলস্ত্রী, কুলনারী ; কৃত্রিম খাল, নর্দমা।

কুল্লানো—ক্রি. আঙুল চালাইয়া দাড়ির জট ছাড়ানো বা সংস্কার করা। (কোন কোন অঞ্চলে 'কিল্লানো' বলে)।

কুল্লি, কুল্লী—[হি.] বি. কুলকুচা, কুলি।

কুল্লে—[আ. কুল] অব্য. সাকল্যে, সর্বশুদ্ধ (কুল্লে তিন জন—সংখ্যায় অল্পতা-বোধক)।

কুল্লো—বি. কুলকুচা ; কুলকুচার জল ; কুর্র।

কুল্লোল—বি. কুলকুচার জল। [বাং]

কুশ—বি. তৃণ বিশেষ (কুশাসন, কুশাঙ্কুর) ; রামের পুত্র ; (পুরাণে) সপ্তদ্বীপের একটি. [কু-শী+অ]। **কুশঘর**—কুশের বা খড়ো চালের মাটির ঘর। **কুশণ্ডিকা**—বিবাহের পরদিন সাধারণতঃ প্রাতে অনুষ্ঠিত যজ্ঞ বিশেষ, বর ইহা দ্বারা বধূর ঐহিক ও পারত্রিক মঙ্গলের ভার গ্রহণ করে, বধূ পতি ও পতিকুলের আনুগত্য ও হিতৈষণার প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করে। **কুশপত্র**—কুশপত্রের আকৃতির শস্ত্র বিশেষ যাহার দ্বারা ফোঁড়া কাটা হইত। **কুশপুত্তলি,-কা**—কুশতৃণ-রচিত পুত্তলিকা (যাহার দাহ বা মুখাগ্নি হয় নাই তাহার দাহকার্যের প্রতীক স্বরূপ কুশপুত্তলি দাহ করিতে হয় ; অবাঞ্ছিত ব্যক্তির কুশপুত্তলিও দাহ করা হয়, তাহার সহিত সকল সম্পর্ক ছিন্ন হইয়াছে, ইহা জ্ঞাপন করিবার জন্য)। **কুশপেয়ে**—(কুশের মত সরু ও বাঁকা পা যার) সরুপেয়ে, বিকৃতপদ। **কুশবটু**—শ্রাদ্ধক্রিয়ার তত্ত্বাবধায়ক ও সাক্ষি-স্বরূপ কুশতৃণ-রচিত ব্রাহ্মণ।

কুশর—আখ। (প্রাদেশিক)।

কুশল—ণ দক্ষ, নিপুণ, কৃতী (কলাকুশল, রণ-কুশল) ; বি. কল্যাণ, নিরাময়তা (কুশল কামনা করি)। **কুশলী (-লিন্)**—ণ. কুশলবিশিষ্ট, যে ভাল আছে। ('দক্ষ' অর্থে ব্যবহার অশুদ্ধ)।

কুশস্তম্ব—কুশের ঝাড়, কুশগুচ্ছ।

কুশাগ্র—বি. কুশের তীক্ষ্ণ আগা। ণ. কুশাগ্রীয়—কুশাগ্রতুল্য, তীক্ষ্ণ (কুশাগ্রবুদ্ধি, কুশাগ্রীয়ধী)।

কুশাঙ্কুর—কুশের নবজাত তীক্ষ্মমুখ অঙ্কুর বা পত্র (মোহ-দুর্বলতার সহস্র কুশাঙ্কুরে নিত্যবিদ্ধ মানুষের চরণতল)। **কুশাঙ্কুরী**—পূজা তর্পণ শ্রাদ্ধাদিতে ব্যবহার্য কুশতৃণ নির্মিত অঙ্গুরী। **কুশাসন**—[কুশ+আসন] কুশনির্মিত আসন; [কু+শাসন] নীতিবিরুদ্ধ প্রণালীতে শাসন; প্রজাপীড়ন।

কুশি,-শী, কুষি,-ষী—বি. পূজায় ব্যবহৃত তাম্র পাত্র বিশেষ, ক্ষুদ্র কোশা যাহা কোশা হইতে জল তুলিবার জন্য ব্যবহৃত হয়; অঙ্কুর (গাছে নতুন কুষি বেরিয়েছে); কসি, কচি আমের আঁটি। [কোশ, কোষ]

কুশীদ, কুসীদ—বি. সুদ বা সুদ জাতীয় বৃদ্ধি, 'দেড়ী'। **কুশীদজীবী** (-বিন্)—যাহারা সুদে টাকা ধার দেয় অথবা ধান ইত্যাদির 'দেড়ী' নেয়।

কুশীল—ণ. দুঃশীল, দুশ্চরিত্র।

কুশীলব—বি. নাটকের পাত্রপাত্রীগণ; চারণ; গায়ক; অভিনেতা; রামচন্দ্রের পুত্রদ্বয়। [সং]

কুশুম-কুশুম, কুসুম-কুসুম—[সং কোষ্ণ] ণ. অল্প গরম, tepid। [তুষানল।

কুশূল, কুসুল—[সং] বি. ধানের গোলা, মরাই;

কুষ্ঠ—[কু+স্থা-ক] বি. রক্তবিকারজনিত রোগ বিশেষ। **কুষ্ঠঘ্ন**—ণ. কুষ্ঠনাশক ঔষধ; ডুমুর। [কুষ্ঠ+হন্+অ]। **কুষ্ঠারি**—খদির; গন্ধক। **কুষ্ঠী** (-ষ্ঠিন্)—কুষ্ঠগ্রস্ত।

কুষ্ঠি—কোষ্ঠী দ্রঃ।

কুষ্মাণ্ড—দেশী বা জাত-কুমড়া; (গালাগালি) নির্বোধ, অকর্মণ্য।

কুসংসর্গ—বি. মন্দ ব্যক্তির সংসর্গ; কুসঙ্গ।

কুসংস্কার—বি. অন্ধ-সংস্কার, না বুঝিয়া না জানিয়া প্রবল সংস্কার; ভ্রান্ত ধারণা; গোঁড়ামি; prejudice, superstition. **কুসংস্কারাচ্ছন্ন**—যাহার বিচারবুদ্ধি ভ্রান্ত সংস্কারের দ্বারা প্রভাবিত।

কুসীদ—কুশীদ দ্রঃ। **কুসীদিক**—ণ. বি. কুসীদব্যবসায়ী। **কুসীদ-ব্যবহার**—সুদের কারবার; সুদ কষা।

কুসুম—বি. পুষ্প, ফুল; ফুল বিশেষ, কুসুম্ভ; স্ত্রী-রজঃ; ডিমের হলদে অংশ, yolk। [কুস্+উম; কুসুম্ভ]। **কুসুম-কার্মুক,-কেতু -চাপ,-ধনু,-সায়ক**—কামদেব। **কুসুম-দ্রুম**—পুষ্পপ্রধান বৃক্ষ। **কুসুম-বাসর**—কুসুমে সজ্জিত বাসগৃহ। **কুসুমবৃষ্টি**—পুষ্পবৃষ্টি। **কুসুমাকর**—বসন্ত। [কুসুম+আকর (খনি)]। **কুসুমায়ুধ, কুসুমেষু**—কন্দর্প। [কুসুম+আয়ুধ, ইষু]। **কুসুমাগম**—ফুল ফোটা; বসন্তকাল। **কুসুমাসব**—পুষ্পমধু। **কুসুমশয্যা, কুসুমাস্তরণ**—কুসুমাকীর্ণ শয্যা। **কুসুমিত**—পুষ্পিত।

কুসুম্ভ—বি. কুসুমফুলের গাছ বা ফুল, safflower. [সং]। **কুসুম্ভ রাগ**—কুসুম ফুলের রঙ।

কুসৃতি—বি. ধূর্ততা; কুহক। [সং]। **কুসৃষ্টি**—বি. অনাসৃষ্টি। [সং]।

কুস্তি,-স্তী—[ফা. কুশ্‌তী] বি. মল্লযুদ্ধ, বাহুযুদ্ধ। **কুস্তিগীর, কুস্তীবাজ**—পালোয়ান।

কুস্তুভ—বি. সাগর। [সং]

কুস্থান—বি. খারাপ জায়গা; কুলোকের স্থান।

কুস্বপ্ন—বি. দুঃস্বপ্ন; অসম্ভব আশা।

কুস্বভাব—বি. কুপ্রবৃত্তি; দুশ্চরিত্র।

কুহক—বি. মায়া, ইন্দ্রজাল, ভেল্কি; প্রতারণা, ছলনা। [কুহ্ (বিস্মিত করা)+অক]। **কুহকী** (-কিন্)—ঐন্দ্রজালিক; ছলনায় পটু। **কুহক-জীবী** (-বিন্-)—বাজীকর; বঞ্চক; সাপুড়ে। স্ত্রী. **কুহকিনী**—যাদুকরী; মোহিনী।

কুহনা, কুহনিকা—বি. বকধার্মিকতা; প্রতারণা।

কুহর—বি. গহ্বর, কন্দর, বিবর, রন্ধ্র (কর্ণকুহর, শ্রবণকুহর)। **কুহরা**—ক্রি. মধুরভাবে ডাকা (কাব্যে ব্যবহৃত)। ণ. **কুহরিত**—ধ্বনিত।

কুহু,-হূ—বি. অমাবস্যা (কুহুনিশি); কুহুধ্বনি [সং]। **কুহুকণ্ঠ,-কুহু-**—কোকিল। **কুহুরব, কুহু-**—কোকিলের ডাক।

কুহেলি,-লী, কুহেলিকা, কুহেড়ি,-ড়ী—[কু (পৃথিবী)-হেড়্ (ঘেরা)+ইক+আপ্]। কুয়াশা, কুজ্ঝটিকা।

কূচিকা—বি. তুলি [সং]।

কূজন—বি. পক্ষিরব; অস্পষ্ট ধ্বনি (অভ্রকূজন)। [কূজ্+অনট্]। **কূজিত**—ণ. ধ্বনিত; বি. কূজন।

কূট—বি. পর্বত-শৃঙ্গ (হেমকূট); চূড়া (দিল্লি-প্রাসাদ-কূটে—রবি); স্তূপ, রাশি (অন্নকূট); ফাঁদ; যাহার অর্থ উদ্ধার করা কঠিন (কূট প্রশ্ন;

ব্যাসকূট); তোরণ; আপাত-বিরোধী উক্তি; paradox, ণ. কপট; জাল। **কূটকর্ম**—করার কাজ জাল। **কূটকারক**—মিথ্যাসাক্ষী প্রস্তুতকারী। **কূট তর্ক**—কুতর্ক; জটিল তর্ক। **কূটতুলা, কূটমান**—যে দাঁড়িতে ফের আছে। **কূটনীতি**—কপটতা, রাষ্ট্রচালনার কৌশলময় নীতি, diplomacy। **কূটনীতিজ্ঞ,-বিদ্**—রাষ্ট্রনীতিবিদ্। **কূটপাশ, -বন্ধ,-যন্ত্র**—ফাঁদ। **কূটপ্রশ্ন**—যে প্রশ্নের উত্তর দেওয়া কঠিন। **কূটবুদ্ধি**—কৌশলময় বুদ্ধি। **কূটব্যবহারী (-রিন্-)**—প্রতারক ব্যবসায়ী বা দোকানদার। **কূটমুদ্রা**—জাল টাকা। **কূটলেখ,-লেখ্য**—জাল দলিল। **কূট সাক্ষী** (-ক্ষিন)—মিথ্যাসাক্ষী। **কূটজ**—বি. গাছবিশেষ, কুড়চি। **কূটস্থ**—ণ চিরকাল একভাবে স্থিত, নিত্য, নির্বিকার (কূটস্থ চৈতন্য)।

কূটাগার—চিলাকোঠা, প্রাসাদচূড়াস্থিত কক্ষ; নারীদিগের ক্রীড়াগৃহ; দুর্গপ্রাকারে অবস্থিত প্রহরাগৃহ, watch-tower। **কূটাভাস**—বি. আপাতবিরুদ্ধ কথা। **কূটায়ুধ**—যাহা সাধারণতঃ অস্ত্র বলিয়া চেনা যায় না, গুপ্তি। **কূটার্থ**—গূঢ় অর্থ, যে অর্থ আপাতপ্রতীয়মান নয়।

কূনি,-নী—কুণি দ্রঃ।

কূণিত—ণ. সঙ্কুচিত। [সং]

কূপ—(যেখানে ভেক শব্দ করে) বি. পাতকুয়া, কুয়া; গর্ত, রন্ধ্র (রোমকূপ, নাভিকূপ); চামড়ার তৈলপাত্র (কুপা, ইহা হইতে কুপি—কেরোসিনের ডিবা); মাস্তুল। [কু=শব্দ করা]। **কূপক**—কাটা ছোট গর্ত, চৌবাচ্চা। **কূপজ**—রোমকূপ; ভেক। **কূপদণ্ড**—মাস্তুল। **কূপদর্দুর, কূপমণ্ডূক**—কুয়োর ব্যাঙ, যাহার দৃষ্টি ও বিচারশক্তি সঙ্কীর্ণ সীমার মধ্যে আবদ্ধ, সংকীর্ণচেতা ব্যক্তি, কুণো। **কূপযন্ত্র**—কূপ হইতে জল তুলিবার চক্রযন্ত্র। **কূপমাণ্ডূক**—কূপমণ্ডূকের সন্তান। স্ত্রী. **কূপমাণ্ডূকী**। **কূপোদক**—কুয়ার জল।

কূপি,-পী—কুপি দ্রঃ।

কূবর—বি. কুব্জ ব্যক্তি; যুগন্ধর; রথের উপরে বসিবার ন্যস্ত স্থান। [সং]

কূয়া—কুয়া দ্রঃ।

কূর্চ—বি. তৃণগুচ্ছ; শ্মশ্রু; ভ্রূদ্বয়ের মধ্যভাগ; তুলি। **কূর্চিকা**—কুচি; তুলি; গাঢ় দুধ।

কূর্ম—(কু ঊর্মি বা গতি যাহার) বি. কচ্ছপ; বিষ্ণুর দ্বিতীয় অবতার; যোগাসন বিশেষ। **কূর্মপুরাণ**—পুরাণ বিশেষ। **কূর্মপৃষ্ঠক**—ন্যুব্জপৃষ্ঠ। স্ত্রী. **কূর্মী**।

কূল—বি. তীর, কিনারা। [সং]। **কূলকিনারা**—প্রতিকার; মুক্তির উপায়; সিদ্ধান্ত। **কূল করা**—গতি করা। **অকূল-কূল পাওয়া**—কূলকিনারা পাওয়া, থৈ পাওয়া। **কূলপ্লাবী** (-বিন্)—যাহার জল তীর অতিক্রম করিয়াছে। **কূলবতী**—নদী। **কূলেচর**—যে সকল জীব নদীর তীরে বিচরণ করে।

কৃক—বি. কণ্ঠনালী, গ্রীবা। [সং]। **কৃকলাস**—[কৃক—লস্ (ক্রীড়া করা)+অ; যে গ্রীবা কাঁপায়] বি. কাঁকলাস, গিরগিটি, বহুরূপী।

কৃচ্ছ্র—ণ. কষ্টসাধ্য প্রচুরপরিশ্রমসাধ্য; বি. কষ্ট, দৈহিক ক্লেশ, কষ্টসাধ্য ব্রত। [কৃৎ+রক্]। **কৃচ্ছ্র সাধনা**—বহু শ্রমসাপেক্ষ সাধনা। **কৃচ্ছ্রসাধ্য**—প্রয়াসসাধ্য, দুষ্কর। **কৃচ্ছ্রাতিকৃচ্ছ্র**—অতি কঠোর ব্রত।

কৃৎ—(ব্যাকরণ) তব্য অনীয় অনট্ প্রভৃতি প্রত্যয় যাহা ধাতুর উত্তরে বিহিত হইয়া বিশেষ্য, বিশেষণাদি বাচক শব্দ উৎপন্ন করে। (বিশেষ্যবাচক শব্দের সহিত যুক্ত হইয়া) 'যে করে' এই অর্থ ব্যক্ত করে (কর্মকৃৎ; পথিকৃৎ; গ্রন্থকৃৎ)। **কৃদন্ত**—কৃৎপ্রত্যয় দ্বারা নিষ্পন্ন (কৃদন্ত পদ)।

কৃত—[কৃ+ক্ত] ণ. যাহা করা হইয়াছে, সম্পাদিত; লিখিত, রচিত (ব্যাসকৃত মহাভারত); গৃহীত (কৃতদার); অভ্যস্ত, শিক্ষিত (কৃতবিদ্য); নির্ধারিত (কৃতবেতন), অনুষ্ঠিত (কৃতাপরাধ); দক্ষ (কৃতশিল্প); সত্য (কৃতযুগ); খ্যাত (কৃতলক্ষণ); পক্ব (কৃতান্ন)। **কৃতক**—অপ্রকৃত, কৃত্রিম। **কৃতক পুত্র**—পালিত পুত্র। **কৃতক কলহ**—কপট কলহ। **কৃতকর্মা** (-র্মন্)—যে হাতে কলমে কাজ করিয়াছে, কর্মদক্ষ, বহুদর্শী, করিতকর্মা। **কৃতকাম**—যাহার মনস্কাম সিদ্ধ হইয়াছে, সফলকাম। **কৃতকার্য**—সফলকাম, successful (বি. **কৃতকার্যতা**)। **কৃতকৃত্য**—কৃতকার্য। **কৃতক্রিয়**—কৃতকর্তব্য, অবশ্যকর্তব্য শ্রাদ্ধাদি যে নিষ্পন্ন করিয়াছে। **কৃতঘ্ন**—অকৃতজ্ঞ, নিমকহারাম, উপকারীর অপকারক। [কৃত+হন্+অ]। **কৃতজ্ঞ**—যে উপকারীর উপকার চিরদিন স্মরণ

করে, ঋণী (বি. কৃতজ্ঞতা)। [কৃত+জ্ঞা+অ]। **কৃততীর্থ**—যে (জলাশয়ের) ঘাট তৈরি করা হইয়াছে; যে কার্যের উপায় বাহির করা হইয়াছে, অথবা যে উপায় বাহির করিয়াছে। **কৃতদার**—বিবাহিত। **কৃতদাস**—ঋণ পরিশোধার্থ যে নির্দিষ্ট কালের জন্য নিজেকে দাসত্বে নিয়োজিত করিয়াছে (স্ত্রী **কৃতদাসী**)। **কৃতধী**—স্থিরচিত্ত, শাস্ত্রবিচারের দ্বারা মার্জিতবুদ্ধি। **কৃতনিশ্চয়** নিঃসন্দেহ; দৃঢ়সংকল্প। **কৃতপুঙ্খ**—শরসন্ধানে দক্ষ। **কৃতপৌরুষ**—যে পৌরুষের পরিচয় দিয়াছে। **কৃতবিদ্য**—নানাবিদ্যায় প্রবীণ, সুশিক্ষিত, পণ্ডিত। **কৃতবুদ্ধি**—কৃতধী; কৃতনিশ্চয়। **কৃতবেতন**—যাহার বেতন বা কর্মমূল্য নির্ধারিত। **কৃতবেশ**—যে বেশ পরিধান করিয়াছে। **কৃতমতি**—কৃতবুদ্ধি। **কৃতযুগ**—সত্যযুগ। **কৃতলক্ষণ**—শৌর্যাদিগুণের দ্বারা খ্যাত; বহুপ্রশস্ত। **কৃতশিল্প**—শিল্পদক্ষ। **কৃতশৌচ**—কৃতপ্রাতঃকৃত্য। **কৃতসংকেত**—যাহাকে সংকেত করা হইয়াছে, যে সংকেত অনুসারে কার্য করিতে পারে। **কৃতসংস্কার**—যাহার জাতকর্মাদি নিষ্পন্ন হইয়াছে; কৃতবেশ; কৃতপ্রসাধন; যাহা পরিচ্ছন্ন করা হইয়াছে অথবা শাণ দেওয়া হইয়াছে। **কৃতসংকল্প**—কৃতনিশ্চয়। **কৃতসঙ্কেত**—যে কোন বিষয়ে সংকেত করিয়াছে। **কৃতহস্ত**—অভ্যস্ত হস্ত; ক্ষিপ্রহস্ত; কৃতকর্মা। **কৃতাকৃত**—ণ কৃতও বটে অকৃতও বটে, অর্ধসমাপ্ত; যাহা সাধিত হইয়াছে ও যাহা সাধিত হয় নাই; বি. কার্য ও কারণ। **কৃতাঙ্ক**—চিত্রিত, চিহ্নিত; দোষের দ্বারা চিহ্নিত, stigmatized। **কৃতাঞ্জলি**—ণ. বি. বদ্ধাঞ্জলি, জোড়হাত; লজ্জাবতী লতা। **কৃতাঞ্জলিপুটে**—হাত জোড় করিয়া, পরম অনুনয়ে। **কৃতাত্মা** (-ত্মন্)—শুদ্ধচিত্ত, জ্ঞানবিচারাদির দ্বারা যাহার অন্তঃকরণ মার্জিত হইয়াছে। **কৃতান্ত**—যম; যে বিপর্যয় ঘটায়; দৈব, শনিবার। **কৃতান্ন**—পাক-করা অন্ন। **কৃতাপকার**—অপকারকারী; ক্ষতিগ্রস্ত। **কৃতাপরাধ**—অপরাধকারী, অন্যায়কারী। **কৃতাভিষেক**—যাহার অভিষেক নিষ্পন্ন হইয়াছে। **কৃতার্থ**—যাহার প্রয়োজন সাধিত হইয়াছে, চরিতার্থ। **কৃতার্থ করা**—মনোরথ সিদ্ধ করা; (ব্যঙ্গে) কোন কাজেই না লাগা। **কৃতার্থম্মন্য**—যে নিজেকে কৃতার্থ মনে করে। **কৃতাস্ত্র**—অস্ত্রের ব্যবহারে নিপুণ। **কৃতাহ্বান**—যাহাকে দ্বন্দ্বে আহ্বান করা হইয়াছে, challenged। **কৃতাহ্নিক**—যে সন্ধ্যাবন্দনাদি নিত্যকর্ম সম্পাদন করিয়াছে।

কৃতি—বি. কর্ম, সৃষ্টি, রচনা (কবির কৃতি)। [কৃ+ক্তি]। **কৃতিত্ব**—কার্যকুশলতা। **কৃতী** (-তিন্)—ভাগ্যবান, পুণ্যবান্, সফলকাম, পণ্ডিত, কর্মকুশল। **কৃতোদ্বাহ**—বিবাহিত। **কৃতোপকার**—উপকৃত; উপকারী। **কৃতোপভোগ**—উপভুক্ত, enjoyed, used.

কৃত্ত—[কৃৎ+ক্ত] ণ. ছিন্ন, খণ্ডিত।

কৃত্তি—বি. ব্যাঘ্রচর্ম; মৃগচর্ম। **কৃত্তিক**—নূনছাল, cuticle. **কৃত্তিকা**—বি. নক্ষত্রবিশেষ। [সং]। **কৃত্তিকাসুত**—বি. (কৃত্তিকার দ্বারা পালিত) কার্তিকেয়।

কৃত্তিবাস—(ব্যাঘ্রচর্ম মতান্তরে গজাসুর-চর্ম যাহার বসন) বি মহাদেব; বাংলা রামায়ণের স্বনামধন্য রচয়িতা। [কৃত্তি+বাসঃ(-সস্)]। ণ **কৃত্তিবাসী**।

কৃত্য—ণ. করণীয়। বি. কর্তব্য (বন্ধুকৃত্য; প্রেতকৃত্য; প্রাতঃকৃত্য)। **কৃত্যক**—সরকারী চাকুরির বিভাগ, service (যথা civil service, forest service)। **কৃত্যা**—ছল; জাদু; কারসাজি। **কৃত্যবিদ্**—করণীয় সম্বন্ধে অবহিত যে কাজ বোঝে। **কৃত্যাকৃত্য**—কর্তব্যাকর্তব্য।

কৃত্রিম—[কৃ+ত্রিমক্] ণ. যাহা স্বাভাবিক নহে, মনুষ্যের দ্বারা কৃত (কৃত্রিম হ্রদ; কৃত্রিম রেশম; কৃত্রিম মুক্তা); কপট, জাল, নকল (কৃত্রিম ভক্তি; কৃত্রিম দলিল; কৃত্রিম দন্ত); ভেজাল (কৃত্রিম ঘৃত)। **কৃত্রিম বন**—উদ্যান, উপবন। **কৃত্রিম পুত্র**—পালিতপুত্র; পুতুল।

কৃৎস্ন—[কৃৎ (বেষ্টন করা)+স্নক্] ণ. সকল, সবকিছু। **কৃৎস্নবিদ্**—ণ. সর্বজ্ঞ।

কৃন্তক—ণ. যাহা কাটে; বি. ছেদক দন্ত; incisor. **কৃন্তন**—[কৃৎ+অনট্] বি. ছেদন; বীণা বাজাইবার ভঙ্গি-বিশেষ। **কৃন্তনিকা**—ছেদনাস্ত্র, কাটারি। **কৃন্তনকারী** (-রিন্)—ছেদক।

কৃপণ—[কৃপ্ (পারক হওয়া)+অন] ণ. যে

প্রয়োজনীয় অর্থব্যয়ে কুণ্ঠিত, কেবল জমাইয়া রাখিতে চায়; অবিবেচক, অনুদার, নীচ, লোভী। বি. **কৃপণতা**—কার্পণ্য। **কৃপণের কড়ি**—সযত্নে রক্ষিত ধন; অতিপ্রিয়। **দৃষ্টিকৃপণ**—চোখের সামনে বেশী খরচ না হইলেই যে খুশী, ছোট নজর।

কৃপা—[কৃপ্ + অ + আ] বি. অনুগ্রহ, অনুকম্পা, দয়া, করুণা। (বাংলায় কৃপা বলিতে অনুগ্রহের ভাব একটু বেশী বুঝায়, সঙ্গে সঙ্গে কৃপার পাত্রের অকিঞ্চিৎকরতাও কিছু বেশী বুঝায়)। **কৃপাদৃষ্টি**—সদয়দৃষ্টি, অনুগ্রহ। **কৃপানিধি**—অহেতুক দয়ার উৎস। **কৃপার পাত্র**—দয়ার পাত্র; অভাজন, দুর্ভাগা। **কৃপাময়**—করুণাময়। **কৃপাসিন্ধু**—করুণাসিন্ধু। **কৃপাকটাক্ষ**—অনুগ্রহদৃষ্টি, নেকনজর। **কৃপাবলোকন**—করুণাদৃষ্টি।

কৃপাণ—[কৃপ্—ছেদন করা] বি. যাহা ছেদন করিতে সমর্থ, অসি, খড়্গ। **কৃপাণী, কৃপাণিকা**—ছোরা, ছুরিকা; কাটারি।

কৃপালু—ণ. দয়াশীল, কৃপাপ্রবণ।

কৃমি, ক্রিমি—বি. কীট, পোকা; উই পোকা; রেশমপোকা (কিন্তু বাংলায় সাধারণতঃ কৃমি বলিতে উদরজাত কেঁচো জাতীয় পোকা বুঝায়—ইহা সাধারণতঃ তিন প্রকারের, খুব ছোট ও সুতার মত সরু, কেঁচোর মত, ফিতার মত লম্বা)। **কৃমিকণ্টক**—কৃমিনাশক ঔষধ। **কৃমিকোশ,-ষ**—রেশমপোকার গুটি। **কৃমি-কোশোত্থ,-ষোত্থ**—কৃমিকোশজাত, রেশমী। **কৃমিজ**—কীটজ। **কৃমিজা**—লাক্ষা। **কৃমি-তন্তুজাল**—মাকড়সার জাল। **কৃমি-পর্বত,-শৈল**—উইঢিপি। **কৃমিরাগ**—লাক্ষার রং। **কৃমি পড়া**—মলদ্বার দিয়া ক্রিমি নির্গত হওয়া। **কৃমিঘ্ন**—কৃমিকণ্টক। **কৃমিল**—কৃমিযুক্ত।

কৃশ—[কৃশ্ (সূক্ষ্ম করা) + ক্ত] ণ. শীর্ণ, রোগা, কাহিল (উপবাসকৃশ)। **কৃশধন**—ধনহীন।

কৃশর—বি. চাল ডাল আদা হিং ও তিলমিশ্রিত অন্ন, খিচুড়ি।

কৃশাঙ্গ—ণ. ক্ষীণতনু। স্ত্রী. **কৃশাঙ্গী**—তন্বী।

কৃশানু,-ষাণু—[কৃশ্ + আনুক্] বি. অগ্নি (জানু ভানু কৃশানু শীতের পরিত্রাণ—কবিকঙ্কণ)।

কৃশোদর—ণ. ক্ষীণকটি। স্ত্রী. **কৃশোদরা**—সুমধ্যমা।

কৃশ্চান, ক্রিস্চান—খ্রী(খৃ)ষ্টান।

কৃষক—[কৃষ্ + ণক] বি. ণ. ভূমিকর্ষণকারী, কৃষাণ, চাষী; লাঙ্গলের ফাল। **কৃষাণ**—ভূমিকর্ষক, ক্ষেতমজুর। **কৃষাণি**—কৃষিকর্ম, কৃষিকার্যে রত শ্রমিকের মজুরি। [বাং]। **কৃষাণী**—কৃষাণপত্নী। [বাং]। **কৃষি**—কৃষিকর্ম, চাষবাস। **কৃষিজাত**—কৃষিকর্মের দ্বারা উৎপন্ন। **কৃষিজীবী** (-বিন্)—যে কৃষিকর্মের দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করে। **কৃষীবল**—কৃষিজীবী।

কৃষ্ট—ণ. যাহা কর্ষণ করা হইয়াছে। [কৃষ্ + ক্ত]। **কৃষ্টপচ্য**—কর্ষিত ক্ষেত্রে উৎপন্ন ও পক্ব (শস্য)।

কৃষ্টি—[কৃষ্ + ক্তি] বি. চাষ; অনুশীলন; চিত্তোৎকর্ষ, culture (জাতীয় কৃষ্টি—রবীন্দ্রনাথ culture অর্থে 'কৃষ্টি' গ্রহণযোগ্য মনে করেন নাই, কৃষ্টির পরিবর্তে তিনি ব্যবহার করিয়াছেন 'প্রকর্ষ', চিত্তোৎকর্ষ)।

কৃষ্ণ—(যিনি সকলকে আকর্ষণ করেন অর্থাৎ ভক্তজনের পাপ-দোষ-আদি আকর্ষণ করেন অথবা যিনি প্রলয়কালে বিশ্বসংসার আপনাতে আকর্ষণ করেন) বি. বিষ্ণুর অবতার বিশেষ, বৈষ্ণবদের মতে স্বয়ং ভগবান (বাংলায় পরিচিত নাম কানু, কানাই, কানাইয়া, কালা; বৈষ্ণবপদাবলীতে কাহ্নাই, কাহাঞি, কাহ্ন, কান ইত্যাদি); বেদব্যাস; অর্জুন; কাক; কোকিল; লৌহ; নেত্রতারকা; পাপকর্ম; কৃষ্ণবর্ণ। [কৃষ্ + ন]। স্ত্রী. **কৃষ্ণা**—দ্রৌপদী; কালী; কৃষ্ণবর্ণা স্ত্রী; দাক্ষিণাত্যের নদীবিশেষ। বি. **কৃষ্ণতা, কৃষ্ণত্ব**—কৃষ্ণবর্ণ, কৃষ্ণের ভাব। **কৃষ্ণকথা**—কৃষ্ণের লীলা-প্রসঙ্গ, কৃষ্ণনাম। **কৃষ্ণকান্ত**—কৃষ্ণভক্ত। **কৃষ্ণকান্তা**—রাধা। **কৃষ্ণকীর্তন**—কৃষ্ণলীলা বিষয়ক গান অভিনয় অথবা কাব্য। **কৃষ্ণচন্দ্র**—চন্দ্রের মত আনন্দ-দায়ক অথবা সুন্দর শ্রীকৃষ্ণ। **কৃষ্ণদ্বেষী** (-ষিন্)—যে কৃষ্ণকে মানে না, কৃষ্ণভক্তদের বিরুদ্ধ-দল। **কৃষ্ণধন**—শ্রীকৃষ্ণ। **কৃষ্ণনাম**—হরিনাম। **কৃষ্ণপদছায়া**—কৃষ্ণে নির্ভরতা। **কৃষ্ণপ্রাপ্তি**—মৃত্যু, বৈকুণ্ঠলাভ। **কৃষ্ণভক্ত**—বৈষ্ণব। **কৃষ্ণভক্তি**—কৃষ্ণে একান্ত অনুরাগ ও নির্ভরতা। **কৃষ্ণভজা**—কৃষ্ণের ভক্তগণ

(বিদ্রূপে—কেষ্ট-ভজা)। **কৃষ্ণযাত্রা**—কৃষ্ণলীলা বিষয়ক যাত্রাভিনয়। **কৃষ্ণসখ,-খা, -সারথি**—অর্জ্জুন। **কৃষ্ণসুন্দর**—পরম সুন্দর শ্রীকৃষ্ণ। **কৃষ্ণাশ্রিত**—কৃষ্ণের উপর একান্ত নির্ভরশীল, কৃষ্ণের দ্বারা রক্ষিত।

কৃষ্ণ—ণ. কালো। [সং]। **কৃষ্ণক**—কাল সরিষা। **কৃষ্ণকর্ম্ম** (-র্মন্)—অতি গর্হিত কর্ম, পাপকাজ; বিশ্বাসঘাতকতা; অসাক্ষাতে নিন্দা। **কৃষ্ণকর্ম্মা**(-র্মন্)—পাপী। **কৃষ্ণকলি, -কেলি**—সন্ধ্যামণি ফুল—ইহা সন্ধ্যার সময় ফোটে। **কৃষ্ণকাক**—দাঁড় কাক। **কৃষ্ণকায়**—কৃষ্ণবর্ণ। **কৃষ্ণ-কোহল**—দ্যূতক্রীড়ক। **কৃষ্ণগতি**—কৃষ্ণবর্ত্মা, অগ্নি। **কৃষ্ণচতুর্দ্দশী**—কৃষ্ণপক্ষীয় চতুর্দশী তিথি। **কৃষ্ণচন্দন**—হরিচন্দন। **কৃষ্ণচূড়া**—সুবিখ্যাত পুষ্প। **কৃষ্ণচূড়িকা**—কুঁচ। **কৃষ্ণজীরক**—কাল জিরা। **কৃষ্ণচৈতন্য**—চৈতন্যদেব। **কৃষ্ণতিথি**—কৃষ্ণ পক্ষীয় তিথি। **কৃষ্ণদ্বাদশী**—কৃষ্ণপক্ষীয় দ্বাদশী তিথি। **কৃষ্ণদ্বৈপায়ন**—বেদব্যাস। **কৃষ্ণনবমী**—কৃষ্ণপক্ষীয় নবমী তিথি। **কৃষ্ণপক্ষ**—যে পক্ষে চন্দ্রের ক্ষয় হইতে থাকে, পূর্ণিমার পর হইতে অমাবস্যা পর্যন্ত ১৫ দিন। **কৃষ্ণবর্ত্মা** (-র্ত্মন্)—অগ্নি। **কৃষ্ণমৃগ**—কাল মৃগ। **কৃষ্ণলোহ,-লৌহ**—চুম্বক। **কৃষ্ণশৃঙ্গ**—মহিষ। **কৃষ্ণসর্প**—কেউটে সাপ। **কৃষ্ণসার,-শার**—মৃগবিশেষ, কালসার। **কৃষ্ণস্কন্ধ**—তমাল।

কৃষ্ণা—দ্রৌপদীর এক নাম। পিপ্পলী; কালজিরা; পর্পটী; দাক্ষিণাত্যের সুপ্রসিদ্ধ নদী। **কৃষ্ণাগুরু**—কৃষ্ণচন্দন, কাল অগুরু। **কৃষ্ণাচল**—রৈবতক পর্বত। **কৃষ্ণাচার্য**—বৌদ্ধযোগী কানুপা, ইনি ইন্দ্রজাল বিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন; ঐন্দ্রজালিক। **কৃষ্ণাজিন**—কৃষ্ণসার মৃগের চর্ম। **কৃষ্ণাদিগণ**—পিপ্‌পল কালজিরা বাসক প্রভৃতি কবিরাজী ঔষধের উপকরণ। **কৃষ্ণানন্দ**—অষ্টাদশ শতাব্দীর বিখ্যাত তান্ত্রিক পণ্ডিত—বঙ্গদেশে কালীপূজা ও দীপালি উৎসব নাকি ইঁহারই দ্বারা প্রচলিত হয়। **কৃষ্ণাভ**—কৃষ্ণ আভাযুক্ত। **কৃষ্ণাভ্র**—কাল অভ্র। **কৃষ্ণায়স**—চুম্বক লোহা। **কৃষ্ণার্চিঃ** (-র্চিস্)—অগ্নি। **কৃষ্ণালু**—আলু বিশেষ। **কৃষ্ণেক্ষু**—কাজলা আখ।

কৃষ্য—বি. চাষের উপযোগী। [কৃষ্+য]

কৃসর—কৃশর দ্রঃ।

কে—[সং কিম্; হি. কৌন] অব্য. সর্ব. কোন্ ব্যক্তি, who; কর্মকারকে দ্বিতীয়া বিভক্তি, অপাদানে দ্বিতীয়া বিভক্তি (কাহাকে ডরাই); প্রতি (মণকে দশ টাকা); পরপর (গ্রামকে গ্রাম উজাড় হ'য়ে গেল); কি সম্বন্ধযুক্ত (লোকটি তোমার কে); অনির্দিষ্ট (কে জানে কবে হবে)। **কেবা**—কে, কেইবা, কেহই নয় (কেবা কার পর কে কার আপন; সই কেবা শুনাইল শ্যামনাম—চণ্ডীদাস)।

কে-অট, কেওট, কেয়ট—[সং কৈবর্ত] বি. কৈবর্ত বা ধীবর জাতি।

কেঅরা, কেওরা—[সং কিরাত] বি. হিন্দু জাতি বিশেষ। স্ত্রী. **কেওরাণী**।

কেউ—সর্ব. কেহ, কোন ব্যক্তি (কেউ বোঝে না কেউ বোঝে); একজনও না (কেউ নেই); আপনার জন, আত্মীয় (তুমি আমার কেউ নও)। **কেউই**—কোন লোকই। **কেউবা**—কেহ হয়ত, কেহ। **কেউ-না-কেউ**—একজন না একজন।

কেউটিয়া, কেউটে—বি. উগ্রবিষযুক্ত সর্প বিশেষ, কালসর্প; যে সুযোগ পাইলেই ক্ষতি করে, একান্ত অবিশ্বাস্য বা ঘোর প্রতিহিংসাপরায়ণ; মোহিনী নারী (আস্ত কেউটে)। (আসামে কেউটিয়ার অর্থ ঢোঁড়া সাপ)। [বাং]। **কেউটে সাপের বাচ্চা**—কোপন স্বভাব শিশু; শত্রুপক্ষের সন্তান।

কেউকেটা, কেওকেটা—ণ. বি. নগণ্য, তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করিবার মত (বিপ.—কেষ্টবিষ্টু); (ব্যঙ্গে) গণ্য। **কেউকেটা নয়**—গণ্য ব্যক্তি।

কেওট—কে-অট দ্রঃ।

কেওড়া—[স. কেতকী] বি. কেয়াফুল দিয়া চোলাই করা জল; কেয়াফুল বা গাছ।

কেওরা; কেঁইয়া—কেঅরা; কাঁইয়া (দ্রঃ)।

কেঁউকেঁউ—অব্য. আহত পলায়নপর কুকুরের ডাক; (তাহা হইতে) বিফল বা অক্ষম অভিযোগ বা আপত্তি (খুব ত তার সঙ্গে নেচেছিলে এখন কেঁউকেঁউ করছ কেন)। [বাং অনুকার শব্দ]

কেঁকানো—ক্রি. আর্তরব করা, অত্যন্ত কষ্ট হইতেছে এই ভাব প্রকাশ করা (অরে কেঁকানো, বোঝা নিয়ে কেঁকানো—কোঁকানো দ্রঃ)। [বাং]

কেঁকর-কেঁকর—অব্য. বোঝাই গরুর গাড়ীর চলার ঘর্ষণজনিত শব্দ। [বাং]

কেঁচে -অস. ক্রি. কাঁচা হইয়া, প্রথম অবস্থায় ফিরিয়া (ঘুঁটি কেঁচে যাওয়া)। [বাং]। **কেঁচে গণ্ডূষ**—নতুন করে গণ্ডূষ; পুনরায় আরম্ভ।

কেঁচুয়া, কেঁচো—[সং কিঞ্চুলক] বি মাটির মধ্যস্থিত লম্বাকৃতি কৃমি বিশেষ, মহীলতা। **কেঁচো খুঁড়তে সাপ ওঠা**—সামান্য বা সাধারণ প্রসঙ্গ হইতে গুরু জটিল অথবা অপ্রীতিকর প্রসঙ্গে আসিয়া পড়া।

কেঁড়ে—[সং কুণ্ড] বি. দুধ বা তেল রাখিবার বাঁশের চোঙা অথবা মাটির ছোট হাঁড়ি।

কেঁড়েলি—বি. কাঁড়ানো, চাল ছাঁটা বা নিস্তুষী-করণ; পাকামি, বালকের মুখে বৃদ্ধের কথা। **কেঁড়েলি করা**—কাঁড়ানো। **তেল কেঁড়েলি**—তেল মাখাইয়া কলায়ের ডালের খোসা ছাড়ানো। (প্রাদে.)

কেঁত(তু)র—(প্রাদেশিক) বি. পিচুটি, নেত্রমল।

কেঁদে—অস ক্রি. কাঁদিয়া। **কেঁদে কঁকিয়ে**—কান্না ও অতিরিক্ত কাতর অনুনয় সহ, খুব কান্নাকাটি করিয়া (লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার জন্য)। **কেঁদে-কেটে**—খুব কাঁদিয়া, অনুনয়-বিনয় করিয়া। **কেঁদে-সেঁধে**—কান্নাকাটি করিয়া ও সাধাসাধনা করিয়া।

কেঁদো—প. অংসল: বি. বড় বাঘ, রয়্যাল-বেঙ্গল টাইগার; কাঠের গুঁড়ি, কুঁদো।

কেঁইয়া—বি. কাইয়া (গ্রাঃ), মাড়োয়ারী মহাজন। প. কুটিল-বুদ্ধি; কৃপণ; স্বার্থপর।

কেক—[ইং cake] বি. মিষ্ট রুটি বিশেষ।

কেকর—প. টেরা। **কেকরাক্ষ**—টেরা চোখো।

কেকা—বি. ময়ূরের ডাক। [কে-কৈ (শব্দ করা) +অ+আপ্]।

কেঙ্গারু—[ইং. Kangaroo] বি. অস্ট্রেলিয়ার তৃণভোজী চতুষ্পদ বিশেষ (সম্মুখের দুই পা খুব ছোট। পেটের নীচে শাবক বহিবার এক চামড়ার থলি আছে)।

কেচ-কেচ, ক্যাচকেচি—কিচ্ কিচ্ (গ্রাঃ)। কলহ, কথা কাটাকাটিযুক্ত ঝগড়া। বি. **কেচকেচানি**। **কেচর-কেচর**—ক্রমাগত কথা কাটাকাটি করিয়া ঝগড়া করা। **কেচা-কেচি, ক্যাচকেচি**—অপ্রিয় কথা কাটাকাটি।

কেঁচা—বি. টুকরা; মোরব্বা করিবার জন্য মোরব্বার উপকরণ; ক্রি. (আম, কুমড়া-আদি) কাঁটার গুচ্ছ দিয়া বেঁধা; (তাহা হইতে) ক্রমাগত কথার খোঁচা দেওয়া (বৌটাকে রাতদিন কেচাচ্ছে)।

কেচো—প. বি. ছদ্মবেশী; ভাঁড়। বি. কাচ।

কেচ্ছা—[আ. কি'স্ স'া] বি. উপাখ্যান, কাহিনী, অদ্ভুত গল্প (কেচ্ছা কাহিনী); বিস্তৃত ও অলঙ্কৃত বর্ণনা, দীর্ঘ কথা (কেচ্ছা ফেঁদে বসা); কুৎসা (কার কেচ্ছা নিয়ে বসেছ)।

কেজো, কেজুয়া—প. কাজের, প্রয়োজনীয় (কেজো জিনিষ); কর্মদক্ষ (কেজো লোক); উদ্দেশ্য-সিদ্ধির অনুকূল (কেজো বুদ্ধি, কেজো কথা)।

কেট্‌লি, কেতলি—[ইং Kettle] জল গরম করিবার ঢাকনাযুক্ত পাত্র বিশেষ। ['কেড়া')।

কেটা—কে, কোন্, বিশেষ ব্যক্তি। (পূর্ববঙ্গে

কেটে—অস. ক্রি কাটিয়া (গ্রাঃ); বি. তসরের মোটা শক্ত কম-চওড়া কাপড়।

কেটো,-ঠো—বি. কচ্ছপ বিশেষ, কাঠা; প. কাঠের তৈরী, কাঠের মত নীরস বা শক্ত, লালিত্যহীন (কেটো চেহারা); বি. কাঠের পাত্র, নৌকার জল তুলিয়া ফেলিবার কাঠের সেঁউতি।

কেড়াপোকা—[সং কীট হি. কিড়া] বি. বহুপদী কীট বিশেষ, কাঠের মধ্যে যে পোকা থাকে; যে চিন্তা ভাবনা বা ধারণা মানুষকে ব্যতিব্যস্ত করে ও স্থির থাকিতে দেয় না (ব্যঙ্গচ্ছলে—মাথায় যাদের কেড়াপোকা আছে)।

কেড়ি—(কিড়া হইতে) বি. কীট বিশেষ (ইহা মজুদ করা ধান গম ইত্যাদি নষ্ট করে)।

কেতকী—[সং] বি. কেয়া গাছ ও ফুল।

কেতন—[সং] বি. নিশান, পতাকা, ধ্বজ ('ঐ নূতনের কেতন ওড়ে কালবোশেখীর ঝড়'—বাসস্থান (নিভৃত কেতন) (

কেতা—[আ কি'ত'া'] বি. পদ্ধতি, শৃঙ্খলা (কাজের কেতা)। **কেতাদার, -দুরস্ত**—কায়দাদুরস্ত, বাহিরের চালচলনে নিখুঁত।

কেতাব—[আ. কিতাব] বি কিতাব (গ্রাঃ)। **কেতাবকীট**—বইকাটা পোকা; বই পড়া যাহাদের জীবনের প্রধান কাজ; পুস্তক পাঠে নিবিষ্টচিত্ত কিন্তু জগৎ সম্বন্ধে উদাসীন অথবা অনভিজ্ঞ, book-worm।

কেতু—[সং] বি. পতাকা, ধ্বজ; প্রধান;

গৌরবস্থল (সূর্য-বংশ-কেতু) ; গ্রহবিশেষ (রাহু-কেতু)। **কেতুযষ্টি**—নিশানের দণ্ড।

কেদার—[কে-দৃ+ঘঞ্—জলে যাহারে বিদারণ হয়] ক্ষেত্র ; জলমগ্ন ক্ষেত্র ; হিমালয়ের শিখর বিশেষ ; কাশীর শিবমূর্তি বিশেষ ; ক্ষেতের আল ; রাগিণী বিশেষ। **কেদারবাহিনী, -বাহী** (-হিন্)—ক্ষেত্র মধ্য দিয়া প্রবাহিত ক্ষুদ্র স্রোতধারা। **কেদারখণ্ড**—ক্ষেতের আল, ক্ষেত্রখণ্ড। **কেদারনাথ**—হিমালয়স্থিত কেদার-পর্বতের শিবমূর্তি।

কেদারা—[পর্তু. cadeira] বি. চেয়ার। **আরামকেদারা**—বেতের ছাউনি বা গদি আঁটা চেয়ার (যাতে অর্ধশয়িত অবস্থায় আরাম উপভোগ করা হয়), easy-chair.

কেদারা -বি. রাগিণী বিশেষ। [কেদার]

কেদারিকা—বি আলঘেরা ছোট ক্ষেত ; কেয়ারি, flower-bed। [সং].

কেদারেশ, -শ্বর—বি. কাশীর শিবলিঙ্গ বিশেষ।

কেন—অব্য. কি হেতু, কি নিমিত্ত (কেন বাজাও কাঁকন কনকন কত ছলভরে—রবি) ; বি. প্রশ্ন (এ 'কেন'-র জবাব নেই) ; ডাকের উত্তরে (কেন ডাকছ)। **কেন-না**—অব্য. যেহেতু, কারণ (আজ আমার শুভ দিন বলতে হবে, কেননা তোমার সঙ্গে দেখা হলো) ; নিশ্চয়ই (এরূপ সুন্দরী মাতার কেননা এমন কন্যারত্ন লাভ হইবে)।

কেনা—ক্রি, বি. ক্রয় করা (কেনা-বেচা) ; ণ. ক্রীত (তোমার কেনা হয়ে আছি)। **কেনা দর**—যে দামে কেনা হইয়াছে। **কেনা-বেচা, বেচা-কেনা**—ক্রয় বিক্রয়. ব্যবসায়। **জন্মের মত কেনা**—চিরদিনের জন্য ঋণী বা অনুগত।

কেনা—[ফা. কীনহ্] বি. অপ্রসন্নতা, বিদ্বেষ, ক্ষোভ (মনে কোন কেনা রেখো না)।

কেনিপাত—(যাহা জলে ফেলানো হয়) নৌকার দাঁড়, হাল। (অলুক্ সমাস)। [কে+নিপাত]

কেন্দ্র—বি. বৃত্তের মধ্যস্থ বিন্দু, centre ; মধ্যস্থল, প্রধান বা মূলস্থল, যাহার শাখাপ্রশাখাস্বরূপ নানাস্থানে অধস্তন কর্মস্থল স্থাপিত হয়, কেন্দ্রীয় আপিস ; (জ্যোতিষে) লগ্ন ; লগ্ন হইতে চতুর্থ সপ্তম ও দশম স্থান (কেন্দ্রগত বৃহস্পতি)। **কেন্দ্রগত, কেন্দ্রী** (-ন্দ্রিন্)—মধ্যস্থ। **কেন্দ্রবিমুখ, কেন্দ্রাতিগ**—কেন্দ্র হইতে বাহিরের দিকে গমনশীল। (কেন্দ্রাতিগ আকর্ষণ, centrifugal attraction). **কেন্দ্রাভিকর্ষী** (-র্ষিন্) **বা কেন্দ্রাভিমুখ বল**—যে বল, বা শক্তি বাহিরের বস্তুকে কেন্দ্রের দিকে আকর্ষণ করে, centripetal force. **কেন্দ্রীভূত**—কেন্দ্রে নিবদ্ধ, কেন্দ্রগত। ণ. **কেন্দ্রীয়**—কেন্দ্রস্থিত ; কেন্দ্ররূপে পরিগণিত।

কেন্নো, কেন্নাই, কেন্নুই—[সং কর্ণকীট] centipede সুপরিচিত বহুপদ কীট [কোন কোন অঞ্চলে কেন্নো বলা হয়)। **কেন্নোর আড়ি**—কেন্নোকে তাহার গতিপথে বাধা দিলে যেমন ঘুরিয়া তাহার লক্ষ্যের দিকেই যায় সেইরূপ জেদ, সাধারণতঃ ছোট ছেলেমেয়েদের জেদ সম্বন্ধে বলা হয়।

কেবট, কেবর্ত—কৈবর্ত, ধীবরজাতি।

কেবল—অব্য. ণ. শুধু, একমাত্র, আর কিছু নয় (কেবল আমার সঙ্গে দ্বন্দ্ব অহর্নিশ—ভারতচন্দ্র) ; নিরবচ্ছিন্ন (কেবল জল আর জল) ; এইমাত্র সবেমাত্র, মাত্র (কেবল অসুখ সেরেছে ; কেবল শোনা অমনি চটে লাল) ; জ্ঞান বিশেষ, ব্রহ্মজ্ঞান, তত্ত্বজ্ঞান। **কেবলজ্ঞানী**—তত্ত্বজ্ঞানী, কৈবল্য)। **কেবলরাম**—বোকারাম, নির্বোধ ও অকর্মণ্য। কেবলা ও রাম দ্রঃ।

কেবলা—[আঃ কি'ব্‌লা] কিবলা দ্রঃ ; (বিদ্রূপে) মূর্খ, অকর্মণ্য (কেবলা হাকিম—গণ্যমান্য কিন্তু আসলে স্থূলবুদ্ধি ও অকর্মণ্য)।

কেবাড়—[সং. কপাট ; হি. কেবাড়] বি. কপাট।

কেমত—কিরূপ। **কেমতে**—কিরূপে। (অধুনা অপ্রচলিত ; পূর্ববঙ্গে কেম্‌তে)।

কেমন—অব্য. ও ণ. কিরূপ; কিরকম ; বিদ্রূপে অথবা অপ্রসন্নতায় (কেমন জব্দ ; কেমন হ'লত) ; কত, দেদার (মামা আসবে কেমন মজা) ; সেই এক ধরণের, সন্দেহজনক (কেমন আমতা আমতা করে চলে গেল ; কেমন একটা বাধা অনুভব করছি) ; অবাঞ্ছিত ধরণের, অপ্রীতিকর (কেমন যে লোক ; কেমন চেহারা হয়েছে; কেমন যে স্বভাব), অস্থির, ব্যাকুল (প্রাণ কেমন করে) ; সম্মতি আছে এই প্রশ্নবোধক (কেমন, রাজি আছ ?)। **কেমন-কেমন**—সন্দেহজনক, তেমন ভাল নয়। **কেমনে**—কি প্রকারে, কেমন করিয়া (কাব্যে ব্যবহৃত)।

কেমিকেল—[ইং Chemical] ণ. বি. নকল; নকল সোনা (কেমিকেলের গহনা)।

কেয়া—বি. কেয়া ফুল। [কেতকী]। **কেয়া-কাঁদি**—কেয়া ফুলের ছড়া। **কেয়াখয়ের**—কেয়াফুল দিয়া সুগন্ধীকৃত মসলাদার খয়ের। **কেয়াপাত**—কেয়ার পাতা; সেই আকৃতির গলার হার বিশেষ।

কেয়াবাত—অব্য. কি খুশির বিষয়; বাহবা (বিদ্রূপচ্ছলে ও ব্যবহৃত হয় (কেয়াবাত কেয়াবাত)। [হিন্দী)

কেয়ামত—কিয়ামত দ্রঃ।

কেয়ার—[ইং care] বি. গ্রাহ্য, ভ্রূক্ষেপ (তাকে থোড়াই কেয়ার করি); অভিভাবকতা, তত্ত্বাবধান, ঠিকানা (আমার কেয়ারে চিঠি-পাঠিয়ে দিও তা হ'লেই সে পাবে)। **কেয়ার না করা**—গ্রাহ্য না করা।

কেয়ারি—[সং কেদারিকা] বি. পরিপাটি আল-বাঁধা ছোট জমি (যাহাতে ফুল তরিতরকারি ইত্যাদি লাগানো হয়)।

কেয়াল—ণ. সিদ্ধ, হাসিল। [আ. কামাল]।

কেয়াস—[আ. কি'য়াস] বি. অনুমান, আন্দাজ (কেয়াস করে বল)।

কেয়ূর—[সং] বি. বাহুভূষণ বিশেষ, বাজু।

কেরদানি,-নী—কারদানি দ্রঃ।

কেরাঞ্চি—ণ. ভাড়াটে, যাহা কেরায়া খাটে। বি. একপ্রকার গাড়ী। [বাং]।

কেরানী—[সং. করণ; পর্তু: escrevente] যাহারা আপিসে হিসাব ও অন্যান্য কাগজপত্রের খবরদারি করে; নকলনবীশ। **কেরানীখানা**—কেরানীরা যেখানে বসিয়া হিসাব চিঠিপত্র ও নির্দেশাদির বিলি ব্যবস্থা করে। **মাছিমারা কেরানী**—যে না বুঝিয়া কাগজপত্রাদির নকল করে, মূর্খ ও শিথিল প্রকৃতির নকল-নবীশ।

কেরামত,-তি—[আ. করামৎ] বি. দৈবশক্তি, অলৌকিক কার্যকলাপ (ফকিরের কেরামৎ); বুজরুকি, বাহাদুরি (আর কেরামত দেখিয়ে কাজ নেই)।

কেরায়া—[আ. কিরায়া; সং ক্রয়] বি ভাড়া (নৌকার কেরায়া)। **কেরায়াদার**—ভাড়াটিয়া। **কেরায়া নৌকা**—ভাড়া করা নৌকা, যে নৌকা ভাড়া খাটে।

কেরাসিন, কেরোসিন—[ইং kerosene] জ্বালাইবার উপযোগী খনিজ তৈল বিশেষ। (গ্রাম্য—কেরাচিন)।

কের্দানি—কারদানি দ্রঃ।

কেলা—(হি.) কলা (পূর্ববঙ্গে উচ্চারণ ক্যালা)। **কেলানো**—ক্রি. (বিদ্রূপাত্মক) প্রকাশ করা, খুলিয়া ধরা (দাঁত কেলানো—নির্বোধের মত দাঁত বাহির করিয়া হাসা)। [বাং]

কেলাস—[ইং class] বি· শ্রেণী (কোন্ কেলাসে পড় খোকা)। [সং] স্ফটিক; দানা, crystal.

কেলি—বি. খেলা, পরিহাস, কৌতুক, বিহার। [কিল্‌+ই]। **কেলিকদম্ব**—বৃন্দাবনের কদম্ব বৃক্ষ বিশেষ (শ্রীকৃষ্ণের কেলির স্মারক) কদম্ববিশেষ, ধারাকদম্ব। **কেলিকলা**—বিহারকলা। **কেলিকুঞ্চিকা**—যে সলজ্জভাবে কৌতুক করে, শ্যালিকা। **কেলিসচিব**—বিদূষক।

কেলু—বি. পার্বত্য গাছ-বিশেষ, দেবদারু। [হিন্দী ?]

কেলে—(অনাদরে বা অতি পরিচয়ে) ণ. কৃষ্ণবর্ণ, কাল। **কেলেকিষ্টি**—খুব কাল। **কেলে-কোঁড়া**—সাপের বিষের প্রতিষেধক ঔষধ-বিশেষ (কোন কোন অঞ্চলে কেলেখোঁড়া বলে)। **কেলেভূত**—অত্যন্ত কাল এবং বিশ্রী। **কেলেমাণিক, কেলেসোনা**—যদিও কৃষ্ণবর্ণ তবু মাণিক বা সোনার তুল্য আদরের; (ব্যঙ্গে) ঘোর কৃষ্ণবর্ণ। **কেলেহাঁড়ি**—রান্না করা হাঁড়ি যাহাতে কালি লাগিয়াছে। **কেলেঙ্কারি**—অপযশ, কলঙ্ককর কাজ; অবাঞ্ছনীয় কাজ; অযোগ্যতা বা কদর্য রুচির প্রকাশ (আর কেলেঙ্কারি করো না)। ['কলঙ্ক-কর' হইতে 'কেলেঙ্কার' + বাং ই প্রত্যয়]

কেলেন—(প্রাদেশিক) ণ. যে গাভীর বহুদিন পর পর বাচ্চা হয়। [কালীন]

কেল্লা—[আ. কি'লা'] বি. সেনানিবাস। **কেল্লাফতে**—(দুর্গ জয় হইয়াছে) সম্পূর্ণরূপে সফলকাম হওয়া। **কেল্লামাৎ করা**—কেল্লা ও কেল্লার প্রভুকে সম্পূর্ণ বশীভূত করা, সম্পূর্ণ-রূপে জয়ী হওয়া। **কেল্লা মারা**—জয়ী হওয়া, সম্পূর্ণ কৃতকার্য হওয়া (কেল্লা মার্ দিয়া)।

কেশ—[কে (মস্তকে)—শী (শয়ন করা)+ ড] বি. চুল। **কেশকর্ম**—কেশ-সংস্কার, চুল

বাঁধা। **কেশকলাপ**—কেশরাশি। **কেশকার**—কেশবিন্যাসকারী। **কেশকীট**—উকুন। **কেশঘ্ন**—টাক। **কেশতৈল**—কেশের শোভাবর্ধক তৈল। **কেশদাম**—চুলের গোছা। **কেশপাশ**—কেশদাম। **কেশপ্রসাধন**—কেশের সংস্কার ও শোভা বর্ধন। **কেশবপন**—চুল কাটিয়া ফেলা। **কেশবিন্যাস**—সিঁথি করা; খোঁপা বাঁধা। **কেশমার্জক**—চিরুনি। **কেশমার্জন**—চুল ধোয়া ও আঁচড়ানো। **কেশমুণ্ডন**—মাথা মুড়ানো। **কেশরচনা**—কেশ-সংস্কার, খোঁপা বাঁধা। **কেশ অথবা কেশাগ্র স্পর্শ করিতে না পারা**—কিছুমাত্র ক্ষতি করিতে না পারা।

কেশব—(জলে শব তুল্য, যিনি প্রলয়পয়োধিজলে শবের ন্যায় ভাসিয়া ছিলেন) বি. পরমেশ্বর বিষ্ণু, শ্রীকৃষ্ণ। **কেশবপ্রিয়া**—লক্ষ্মী।

কেশর, কেসর—বি. পুষ্পের মধ্যকার কেশের মত সূক্ষ্ম দল, কিঞ্জল্ক; সিংহ অশ্ব প্রভৃতি পশুর ঘাড়ের দীর্ঘ রোম; নাগকেশর বৃক্ষ ও পুষ্প; জাফরান; বকুল ফুল।

কেশরী (-রিন্)—বি. সিংহ; অশ্ব (বাংলায় অপ্রচলিত); (অন্য শব্দের পরে যুক্ত হইলে) শ্রেষ্ঠ, বীর্যবন্ত (বীরকেশরী); নাগকেশর বৃক্ষ। স্ত্রী. **কেশরিণী**।

কেশাকর্ষণ—বি. চুলে ধরিয়া টানা।

কেশাকেশি—চুলা-চুলি।

কেশান্ত—অলকগুচ্ছ; কেশোচ্ছেদ সংস্কার।

কেশিনিষূদন,-মথন,-মর্দন,-সূদন—কেশী দৈত্যের বিনাশক শ্রীকৃষ্ণ।

কেশিয়ার—[ইং cashier] বি. নগদ টাকার ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী; খাজাঞ্চী।

কেশী (-শিন্)—ণ. কেশবিশিষ্ট; বি. কৃষ্ণবধে নিযুক্ত কংসের অনুচর বিশেষ; সিংহ; অশ্ব। স্ত্রী. **কেশিনী**।

কেশুর,-সুর—[সং কশেরু] বি. মুথাজাতীয় কন্দ-বিশেষ, ইহা সাধারণতঃ কাঁচা খাওয়া হয়।

কেশে—বি. কাশতৃণ [বাং]

কেশেল—[বাং কাশীয়াল—কাশীবাসী] ণ. কাশীতে আশ্রয় লইয়াছে এমন মন্দচরিত্র ব্যক্তি, অথবা বংশে কলঙ্ক আছে এমন ব্যক্তি।

কেষ্ট—বি. কৃষ্ণ (সাধারণত মৌখিক ভাষায় অনাদরে অথবা অতি পরিচয়ে ব্যবহৃত হয়)। **কেষ্ট ঠাকুর**—শ্রীকৃষ্ণ। **কেষ্ট পাওয়া**—পঞ্চত্ব পাওয়া। **কেষ্টলীলা**—কৃষ্ণলীলা; প্রেমঘটিত ব্যাপার (ব্যঙ্গে)। **কেষ্টবিষ্টু**—গণনীয়, হোমরাচোমরাব্যক্তি, দলের নেতৃস্থানীয়।

কেস—[ইং case] বি. মোকদ্দমা; ফৌজদারি (তার নামে কেস ক'রে দাও); রোগীপত্তর (হাতে অনেক কেস); আবরণ; আধার (সুটকেস, গ্লাসকেস, টাইপ-কেস)।

কেস্‌সা—কেচ্ছা দ্রঃ।

কেহ—সর্ব. কোন জন, যে কোন ব্যক্তি, আপনার জন। কেউ দ্রঃ।

কৈ—কই দ্রঃ।

কৈকেয়ী—রামায়ণ-বর্ণিত ভরতের মাতা।

কৈছন—[হি. কৈসন] অব্য. কিরূপ, কেমন। **কৈছে, কৈসে**—কিরূপে (ব্রজবুলি)।

কৈটভজিৎ, কৈটভারি—কৈটভ দৈত্যের সংহার-কর্তা বিষ্ণু। **কৈটভী**—কৈটভ বধের সময়ে আরাধিতা দেবী যোগনিদ্রা।

কৈতব—[কিতব (বঞ্চক, জুয়াড়ী)+ষ্ণ] বি. পাশা খেলা, শঠতা। **কৈতববাদ**—ছলনাময় উক্তি, মিথ্যাকথা। **কৈতবিনী**—মায়াবিনী।

কৈতর—(প্রাদে.) বি. কবুতর, পায়রা।

কৈনু—করিলাম (কাব্যে ব্যবহৃত, বর্তমানে তেমন ব্যবহার নাই)।

কৈন্দ্রিক—ণ. কেন্দ্রের দিকে যাহার গতি centripetal (কৈন্দ্রিক আকর্ষণ); কেন্দ্রীয়, কেন্দ্রগত। [কেন্দ্র+ষ্ণিক]

কৈফিয়ৎ—[আ] বি. বিবরণ, জবাব, কারণ দর্শানো (**কৈফিয়ৎ তলব করা**—কোন ত্রুটির জন্য জবাবদিহি করা); হিসাব (**কৈফিয়ৎ দেওয়া**—হিসাব সম্বন্ধে কারণ প্রদর্শন করা; **কৈফিয়ৎ কাটা**—তহবিল মিলাইবার কালে নগদ ও বাকী (balance) সম্বন্ধে বিশেষ বিবরণ দেওয়া)।

কৈবর্ত, কেবর্ত—(যে জলে বাস করে, জলের সহিত বিশেষ সম্বন্ধযুক্ত) বি. কেওট; জেলে, হিন্দু জাতি বিশেষ। (**জেলে কৈবর্ত**—মৎস্য ব্যবসায়ী; **হেলে কৈবর্ত**—কৃষিজীবী)। [কেবর্ত+অ]। স্ত্রী. **কৈবর্তিনী**।

কৈবল্য—বি. কেবল ভাব, একমাত্র ব্রহ্ম সত্য এই জ্ঞানে স্থিতি; মুক্তি; মোক্ষ। [কেবল+

ক্য]। **কৈবল্য-দাতা** (-তৃ)—যাঁহার কৃপায় মোক্ষ লাভ হয়।

কৈমিতিক—বি. কিমিতি-বিদ্যায় পারদর্শী, রাসায়নিক। ণ. রসায়ন সম্বন্ধীয়।

কৈলাস—বি. পর্বত বিশেষ, শিব ও কুবেরের বাসস্থান। [সং]। **কৈলাসনাথ, কৈলাসেশ্বর**—শিব।

কৈশিক—ণ. কেশের মত; কেশ-সম্বন্ধীয়। [কেশ+ফিক]। **কৈশিক আকর্ষণ**—কেশের মত সূক্ষ্ম তন্তুর ভিতর দিয়া তরলদ্রব্যের ঊর্ধ্বদিকে গতি। **কৈশিকা নাড়ী**—অতি সূক্ষ্ম রক্তবহা নাড়ী। **কৈশিকা°নতি**—নলের মধ্যে তরল পদার্থের নীচে নামিয়া যাওয়া। **কৈশিক উন্নতি**—নলের মধ্যে তরল পদার্থের উপরের দিকে গতি।

কৈশোর—বি. কিশোর দশা, দশ হইতে পনের বৎসর পর্যন্ত বয়সকাল, বালকত্ব (কখনও কখনও নব যুবক-যুবতী অর্থে কিশোর-কিশোরী বলা হয়; কিন্তু কৈশোর বলিতে সাধারণতঃ নব যৌবন বুঝায় না) [কিশোর+অ]

কৈসর—[লাটিন caesar ; আ. কইসর] বি. রোম সম্রাট ; জার্মান-সম্রাট ; সম্রাট, বাদশাহ্‌। **কৈসর-ই-হিন্দ্‌** (=হিন্দুস্থানের সম্রাট)—ইংরেজ আমলে খেতাব বিশেষ।

কৈসে—(ব্রজবুলি) কিরূপে।

কো—(প্রাদে.) কুয়া (পাত-কো) ; কুয়াসা।

কো—[হি.] কে, কোন ব্যক্তি, কেউ।

কোআ,-য়া—[সং কোষ] বি. ফলের বীজযুক্ত স্বতন্ত্র ক্ষুদ্র অংশ (কাঁঠালের কোয়া, কমলার কোয়া)। **কোয়াজ্বর**—কোষবৃদ্ধি অথবা গোদের জন্য জ্বর।

কোই—(ব্রজবুলি) কেহ।

কোং [ইং Co., company] বি. কোম্পানি।

কোঁক,-খ—[সং কুক্ষি] বি. উদর, পেট। **কোঁক ভরা**—পেট ভরা (গ্রাম্য)।

কোঁকড়, কোঁকড়া—ণ. কুঞ্চিত, বক্র, বাঁকা-চোরা (শক্ত ঠেলায় লোহা কোঁকড়া; কোঁকড়া চুল)। **কোঁকড়ানো**—ক্রি. কুঞ্চিত করা, বক্র করা বা হওয়া; ণ কুঞ্চিত, কুঁকড়ি মুকড়ি।

কোঁকানো—ক্রি. যন্ত্রণায় কাতরানো, কোঁ-কোঁ শব্দ করা; অসুখে ভোগা, অসুস্থতা ও শক্তি-হীনতা জ্ঞাপন করা (বছর খানেক ধরেই ত কোঁকালে, এদিকে সংসার চলে কি করে)।

কোঁচ—বি. মাছ বিঁধিয়া মারিবার অস্ত্র বিশেষ, (ইহা কতকগুলি শক্ত বাঁশের শলাকাসমষ্টি, সেই সব শলাকার আগায় লোহার ফলক থাকে) ; কোঁচকানো ভাব বা অবস্থা; জাতি বিশেষ, কুচবিহারের অধিবাসী (স্ত্রী. কোঁচনী, কুচনী) ; কোঁচবক, ক্রৌঞ্চ। [বাং]

কোঁচকানো—ণ. কুঞ্চিত, কোঁকড়ানো; ক্রি. কুঞ্চিত করা। কুঁচকানো দ্রঃ। [বাং]

কোঁচড়—[সং ক্রোড়, প্রাদেশিক] বি. কতকটা থলের আকারে বাঁধা কিংবা ধরা কোঁচ (**কোঁচড়ের চাউল**—এইরূপ কোঁচড়ে রাখ বা কোঁচড়ে করিয়া আনা চাউল)।

কোঁচা—(ধুতির) পেটের কাছে গুটানো লম্বা অগ্রভাগ (বিপ. কাছা)। [বাং]। **কোঁচা দুলাইয়া বেড়ানো**—লম্বা কোঁচা দিয়া কাপড় পরিয়া ফুর্তি করিয়া ঘুরিয়া বেড়ানো, দায়িত্বহীন কর্মকুণ্ঠ জীবন যাপন করা। **লম্বা কোঁচা** বেশবিন্যাসে বাবুগিরির পরিচায়ক, সচ্ছলতা-জ্ঞাপক। **বাহিরে কোঁচার পত্তন ভিতরে ছুঁচোর কীর্তন**—বাহিরে বাবুগিরি ভিতরে অনটন ও তজ্জনিত কলহ।

কোঁচানো—ণ, ক্রি. চুনট করা ; কুঞ্চিত। [বাং]

কোঁটা, কোটা—(প্রাদে) বি আঁকশি (আম-পাড়া কোঁটা)। **কোঁটা দিয়া ধরা** - যেন টানিয়া ধরিয়াছে এমন বোধ (কোমরে কোঁটা দিয়ে ধরেছে – বেদনা)।

কোঁড় কোঁড়ক, কোঁড়া—[সং করীর] বি বাঁশের বা শালের অঙ্কুর বা চারা (বাড়ে যেন শাল কোঁড়া—কবিকঙ্কণ)। **ছেলে নয় যেন কোঁড়া**—তাড়াতাড়ি বেড়ে ওঠা ছেলে।

কোঁড়ল—বি. কোরণ্ড। [বাং]

কোঁৎ কোঁত—বি. কুন্থন মলত্যাগ অথবা সন্তান প্রসবের জন্য প্রয়োজনীয় বেগ। **কোঁৎ দেওয়া, কোঁৎ পাড়া**—মলত্যাগ সন্তানপ্রসব প্রভৃতির জন্য বেগ দেওয়া।

কোঁত কোঁত—দ্রুত গেলার শব্দ (কোঁত কোঁত করে কলাগুলো গেলে ফেল্লে)।

কোঁৎকা -[তুকী. কুতক] বি মোটা খাটো লাঠি, প্রবল নির্মম আঘাতের প্রতীক (কোঁৎকা দেখে পালিয়েছে)।

কোঁতানো, কোঁথানো—ক্রি. ভারী বোঝা লইয়া কষ্টে নিঃশ্বাস ত্যাগ করা; খুব কষ্ট

হইতেছে তাহা জ্ঞাপন করা; অক্ষমতা জ্ঞাপক কাতরানি (ভাত খাও না যে পাঁচ জন জোয়ান একটা বাক্স সরাতে কোঁতাচ্ছ); কুঁতানো দ্রঃ।

কোঁদল—বি. কোন্দল, ঝগড়া। [বাং] কঁদল দ্রঃ।

কোঁদা—ক্রি. কুর্দন করা (নাচা কোঁদা); রোষ প্রকাশ করা, মারিতে যাওয়া বা সেজন্য আস্ফালন করা (কোঁদাকুঁদি করা)। [বাং]

কোক—[ইং coke] আধপোড়া জ্বালানী কয়লা। [সং] চক্রবাক; নেকড়ে বাঘ।

কোকবন্ধু—(চক্রবাকের বন্ধু, কেননা সূর্যোদয়ে চক্রবাক চক্রবাকীর মিলন হয়) সূর্য।

কোকনদ—(যাহা দেখিয়া কোক ডাকিয়া ওঠে অর্থাৎ রাত্রে লালপদ্ম দেখিয়া চক্রবাক মনে করে চক্রবাকী আসিয়াছে এবং ডাকিয়া উঠে—এরূপ কবিপ্রসিদ্ধি) বি. লালপদ্ম, রক্তকুমুদ। **কোকনদচ্ছবি**—কোকনদের মত রক্তবর্ণ।

কোকিল—বি স্বনামধন্য পক্ষী, কুহু-ডাকের জন্য বিখ্যাত; অঙ্গার, কয়লা। স্ত্রী. **কোকিলা**। [কুক+ইল]। **কোকিলকণ্ঠ**—বি. ণ. মধুরকণ্ঠ। স্ত্রী **কোকিলকণ্ঠী**।

কোকেন—[ইং cocaine] বি. মাদক দ্রব্য বিশেষ (পানের সহিত খাওয়া হয়)।

কোঙর, কোঙার—[সং. কুমার; প্রা. কোঁঙর] বি. কুমার, পুত্র (প্রাচীন বাংলায় ব্যবহৃত)। স্ত্রী. **কোঙারী, কুঙারী**।

কোঙা (ঙ্গা)—ণ. কোলকুঁজো, সামনে ঝুঁকিয়া-পড়া

কোঙ্কণ—বি. দাক্ষিণাত্যের পশ্চিমভাগের প্রদেশ বিশেষ। **কোঙ্কণা**—কোঙ্কণ দেশীয়া নারী; পরশুরামের জননী। **কোঙ্কণাসুত**—পরশুরাম। **কোঙ্কণস্থ ব্রাহ্মণ**—পরশুরাম যাহাদিগকে ব্রাহ্মণ পদবী দান করেন, চিৎপাবন ব্রাহ্মণ। [বাসিন্দা। [দেশী]

কোচ—বি জাতিবিশেষ, তিওর কুচবিহারের

কোচড়া—কচড়া দ্রঃ। [দ'দ। [বাং]

কোচদাদ—বি. কুঁচকিরও তন্নিকটবর্তী স্থানের।

কোচমান,-মেন,-ওয়ান—[ইং coachman] বি ঘোড়ার গাড়ীর চালক। **কোচবক্‌স্‌, -বাক্‌স**—কোচওয়ানের বসিবার উচ্চ স্থান।

কোজাগর—(কে জাগিয়া আছে) দুর্গাপূজার পরবর্তী লক্ষ্মী পূর্ণিমা। ণ. **কোজাগরী**।

কোট—বি. দুর্গ কেল্লা। [সং. কোট্ট] [বাং]। অধিকার, সীমা, আপনার জায়গা। [ইং court]। মাটিতে দাগকাটা খেলিবার স্থান; প্রতিজ্ঞা, জেদ। [বাং]। **কোট বজায় রাখা**—পণ বা গোঁ বজায় রাখা, স্বাধিকারচ্যুত না হওয়া। **কোটে পাওয়া**—অধিকারে পাওয়া, হাতে পাওয়া। **কোট করে বসা**—পণ করিয়া বসা।

কোট—[ইং coat] বি. অন্যান্য জামার উপরে পরিধান করিবার সুপরিচিত জামা। **হ্যাট কোট**—ইয়োরোপীয় পোষাক। **হ্যাট কোট পরা সাহেব**—ইয়োরোপীয় সাজপোষাকের অনুরাগী বাঙ্গালী বা ভারতবাসী।

কোর্ট, কোর্ট—[ইং court] বি বিচারালয় (জজকোর্ট; হাইকোর্ট; ডিষ্ট্রিক্ট কোর্ট)। **কোর্টফি, কোর্টফি**—[ইং court-fee] মোকদ্দমা দায়ের করা সম্পর্কে কোর্টকে দেয় শুল্ক। **কোর্ট ষ্ট্যাম্প**—নির্ধারিত কোর্ট ফি দেওয়া হইয়াছে তাহা স্বীকৃতি স্বরূপ আর্জির নির্ধারিত কাগজে দত্ত সরকারী ছাপ বা টিকিট।

কোটনা—[সং. কুট্টনী হইতে] বি. কুপরামর্শ-দাতা, যে কানভাঙ্গানি দেয় (কোটনা হাতী)। স্ত্রী. **কুটনী**—দূতী। **কোটনাগিরি,-পনা, -মি**—কানভাঙ্গানি।

কোটর—[সং] বৃক্ষস্থিত গহ্বর; খোঁড়ল, গর্ত (চক্ষু কোটরে প্রবিষ্ট)।

কোটশাল—(প্রাদে.) বি. দেশীয় ধরণে লৌহ প্রস্তুতের জায়গা। **কোটশালিয়া**—এরূপ লৌহ-প্রস্তুতকারক।

কোর্টশিপ, কোর্টশিপ—[ইং courtship] বি. বিবাহোদ্দেশে প্রণয়নিবেদন।

কোটা—ক্রি. কাটিয়া খণ্ড খণ্ড করা; থেঁৎলানো, কঠিন প্রহার করা, ঠোকা। কুটা দ্রঃ।

কোটা, কোঠা—[সং. কুট্টিম; প্রা. কোট্‌ঠো] বি. ইষ্টকনির্মিত গৃহ (দালান-কোঠা); কুঠরি; কামরা (চার কোঠার বাড়ী); বিভাগ, পর্যায়, থাক, ছক (নয়ের কোঠার নামতা; ত্রিশের কোঠায় পড়েছে)।

কোটাল—[সং. কোট্টপাল; ফা. কোতওয়াল] বি. নগরপাল, নগরের শান্তিরক্ষা-বাহিনীর প্রধান কর্মচারী; প্রহরী (**গাঁয়ের কোটাল**—গাঁয়ের লোক যাহার ভয়ে বা দুরন্তপনায় অস্থির)। (কটাল দ্রঃ) অমাবস্যায় ও পূর্ণিমায় নদীতে অথবা সমুদ্রে জলের স্ফীতি (**কোটালের বান**)। **কোটালিয়া**—কোটাল।

কোটালি—কোটালের কাজ।

কোটি—বি. শত লক্ষ, ক্রোর ; অসংখ্য (কোটি-পতি = মহাধনবান্ ব্যক্তি) ; জ্যা-সংলগ্ন ধনুকের অগ্রভাগ ; অস্ত্রাদির কোণ ; সমকোণের অনুপূরক কোণ ; স্থায়ের পক্ষ ; শ্রেণী ; (ঈশ্বরকোটি)। [সং]। **কোটিকল্প**—অনন্তকাল (কল্প = ব্রহ্মার একদিন = মানুষের ৪৩২•••••• বৎসর)।

কোটেশন—[ইং quotation] বি. উদ্ধৃতি চিহ্ন, উদ্ধৃতি ; যে দরে ব্যবসায়ী মাল সরবরাহ করিতে পারিবে তাহার উল্লেখ বা স্বীকৃতিপত্র।

কোট্ট—[সং. কুট্ট] বি. দুর্গ, গড়। **কোট্টপাল**—দুর্গরক্ষক।

কোঠা—বি. দালান ; বিভাগ। কোটা দ্রঃ।

কোড়া, কোঁড়া—বি. কশা, চাবুক, যে দণ্ডের মাথায় চামড়া বা দড়ি বাঁধা। [হি.]। **কোড়ার বাড়ি**—কোড়ার প্রহার ; প্রবল-নির্মম আঘাত।

কোড়া, কোঁড়া—ক্রি. খোঁড়া, খনন করা।

কোণ—বি. দুই রেখার বা সমতলের সংযোগস্থল, angle (ত্রিকোণ, চতুষ্কোণ, বিষমকোণ) ; দুইদিকের মধ্যস্থ দিক (ঈশাণ কোণ) ; গৃহের এক পার্শ্ব, নিভৃত স্থান (গৃহের কোণ) ; বাদ্যযন্ত্র বাজাইবার ছড়ি বা মেজরাফ। [সং]। **কোণঘেঁষা**—লাজুক, কুণো, যে নিরিবিলি থাকিতে ভালবাসে। **কোণ ঠাসা করা**—প্রাধান্য হইতে বঞ্চিত করা। **কোণাকুণি**—বিপরীত কোণের দিকে, কর্ণরেখা ধরিয়া, corner-wise। **কোণের বৌ**—অন্তঃপুর-বাসিনী বধূ, নববধূ (বাহিরের সহিত যোগাযোগ-বিহীন)। **সমকোণ**—এক সরলরেখার উপরে অন্য সরলরেখা দাঁড়াইলে যে দুই সন্নিহিত কোণ উৎপন্ন হয় তাহারা পরস্পরের সমান হইলে তাহাদের প্রত্যেকটিকে এক একটি সমকোণ বলা হয়, right angle। **সূক্ষ্মকোণ**—সমকোণ অপেক্ষা ক্ষুদ্রতর কোণ। **স্থূলকোণ**—সমকোণ অপেক্ষা বৃহত্তর কোণ।

কোণা, কোনা—বি. কোণ, প্রান্ত, অংশ (ক্ষেতের কোণা বাণিজ্যের সোনা) [কোণ] **কোণাকাঞ্চি**—আনাচ-কানাচ। **কোণাচ, কোনাচ**—বি. কোণের দিক। **কোণাচে, কোনাচে**—ণ. কোণাকুণি। **কোণাচে-ব্যাঙ**—(প্রাদেশিক) যে লোকের সংসর্গ পরিহার করিয়া চলে।

কোণি—[সং] বি. যাহার হাত অকেজো, বিকৃতহস্ত।

কোতরা—বি. ঝোলা কালো অখাদ্য গুড় বিশেষ।

কোতোয়াল—[সং কোট্টপাল ; ফা. কোত্‌-বাল] বি. দুর্গরক্ষক ; শহরের প্রধান শান্তিরক্ষক (পুলিশ কমিশনার)। **কোতোয়ালি**—কোতোয়ালের স্থান ; শহরের প্রধান থানা।

কোথা, কোথায়—অব্য. কোন্ স্থানে ; দূরত্ব দুঃখ অথবা বিস্ময়জ্ঞাপক (কোথায় প্রতিভা আর কোথায় সাধারণ শিক্ষিত বুদ্ধি)। **কোথাও**—কোন স্থানে, কোন কোন স্থানে (কোথাও বুকজল)। **কোথাকার**—কোন্ স্থানের ; অজ্ঞাত ; বিতৃষ্ণা-জ্ঞাপক (কোথাকার কে ; পাজি কোথাকার)। **কোথা থেকে, কোত্থেকে**—কোথা হইতে।

কোদণ্ড—[সং] বি. ধনুক ; ভ্রূ। **কোদণ্ড-টঙ্কার**—ধনুকের ছিলা আকর্ষণ করিয়া ছাড়িয়া দিলে যে শব্দ হয়। (কবিওয়ালা দাশরথি রায় কোদাল অর্থে কোদণ্ড ব্যবহার করিয়াছেন—ষড়রিপু হৈল কোদণ্ডস্বরূপ, কর্মক্ষেত্র মাঝে কাটিলাম কূপ)।

কোদা—[ফা. কোদক] বি. খোকা (প্রাদে)।

কোদাল, কোদালি,-লী—[সং. কুদ্দাল] বি. সুপরিচিত ভূমি-খননযন্ত্র। **কোদলানো**—ক্রি. কোদাল দিয়া মাটি কোপানো। ণ. কোদাল দিয়া কাটা হইয়াছে এমন। **কোদাল-পাড়া**—কোদলানো। **কোদাল মারা**—কৃষিকার্যের উদ্দেশ্যে কোদাল দিয়া মাটি কোপানো ; শ্রমসাধ্য কাজ করা (কি কোদাল মারছিলে এতক্ষণ যে হয়রান হ'য়ে পড়লে)।

কোন, কোন্—ণ. কে-সে, কি, কেউ, বিশেষ কিছু, what, which (কোন্ বাপের বেটা ; কোন্ কাজ না পারি) ; আশঙ্কা প্রকাশে (কোন্ দিন চেয়ে বসবে) ; তুচ্ছার্থে (কত বি,এ, এম,এ, ঘোল খেয়ে গেল তুমি কোন্ ছার) ; কেননা, কেন (সেত কিছু বোঝেইনা, তুমিই কোন একটি কথা বললে)।

কোনও, কোনো, কোন—ণ. অনির্দিষ্ট কিছু (কোনও দিন একথা মনে পড়িবে না, কোনও এক উপলক্ষ্যে)। **কোনো কোনো**—বিশেষ কোনো (কোনো কোনো দিন মাঠে বেড়াইতাম)। **কোনো না কোনো**—

নিশ্চিত কোনো (কোনো না কোনো দিন একথা মনে পড়িবেই)। **কোনমতে, কোনোমতে**—কষ্টে-সৃষ্টে, এক প্রকারে (কোনোমতে কাজটি সারা হোক)।

কোনা ; কোনাচ ;-চে—কোণা দ্রঃ।

কোন্দল, কোঁদল—[সং. কন্দল] বি. ঝগড়া, কলহ, বিবাদ। **কোন্দলিয়া, কুঁদুলে**—ঝগড়াটে। স্ত্রী. কুঁদুলী।

কোপ—বি. ধারাল অস্ত্রের প্রবল আঘাত (পাঁঠাকাটা কোপ)। [বাং]। **কোপ**—[কুপ্+ঘঞ্] বি. রোষ, ক্রোধ, বিরাগ (হরকোপানল)। [বাং] অসন্তোষ, অভিমান, (প্রণয়কোপ)। **কোপকটাক্ষ**—ক্রুদ্ধ দৃষ্টি, বিরাগ দৃষ্টি। **কোপবান্** (-বৎ)—রোষান্বিত। স্ত্রী. **কোপবতী**। **কোপাবিষ্ট**—রুষ্ট।

কোপন—ণ. যে সহজেই রাগিয়া যায়, রোষপ্রবণ (কোপনস্বভাব)। স্ত্রী. **কোপনা**। ণ. কুপিত। [টুকরা।

কোপা—বি. ছাদ পিটিবার ছোট মোটা কাঠের

কোপানো—ক্রি. কোদাল দিয়া মাটি কাটা; ধারাল অস্ত্র দিয়া বার বার আঘাত করা।

কোপিত—ণ. যাহাকে রাগানো হইয়াছে; রোষিত। [কোপ+ইত্]। **কোপী** (-পিন্)—ক্রোধী, যে সহজে রাগিয়া যায়।

কোপ্তা—[ফা. কোফ্‌তা] বি. পেষা ও গুলি-পাকানো ভাজা মাছ বা মাংস বা ইহার ঝোল।

কোফর, কোবালা—কুফর ; কবালা দ্রঃ।

কোবিদ—[সং] শাস্ত্রবিদ্; পণ্ডিত; নিপুণ; বিশেষজ্ঞ।

কোমর—[ফা. কমর] বি. কটি, মাজা। **কোমর কষা বা বাঁধা**—প্রতিদ্বন্দ্বিতার জন্য প্রস্তুত হওয়া। **কোমর জল**—কোমর পরিমাণ গভীর জল। **কোমর ভাঙ্গা**—মাজা ভাঙ্গা; ভগ্নোৎসাহ। **কোমরবন্ধ**—পেটি (সাধারণতঃ চামড়ার)। **কোমরপাটা**—ছোট ছেলে-মেয়ের কোমরের গহনা।

কোমরি,-রী—বি. ঘোড়া ও উটের কোমরের দুর্বলতা রূপ ব্যাধি। [ফা. কম্‌রী]

কোমল—[কম্-ইচ্ছা করা] ণ. নরম, মৃদু, সুকুমার (কোমল স্পর্শ); মনোজ্ঞ, শ্রুতিসুখকর (কোমল কলরব); করুণ, অনুভূতিপ্রবণ (কোমল অন্তর); কচি (কোমল পত্র); মৃদু অপ্রখর (কোমল আলোক, কোমল উত্তাপ)। বি. **কোমলতা, কোমলাঙ্গী**—ললিতাঙ্গী।

কোম্পানি,-নী—[ইং company] বি. বণিক-সম্প্রদায়; ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী যাহারা এদেশে ইংরেজরাজত্ব প্রতিষ্ঠিত করে ও কিছুকাল রাজত্ব করে (কোম্পানীর আমল, কোম্পানীর মুল্লুক)। **কোম্পানীর কাগজ**—ইংরেজ গভর্ণমেণ্ট কর্তৃক গৃহীত ঋণের স্বীকার-পত্র।

কোয়া—[সং কোষ] কোআ দ্রঃ।

কোয়াসা—কুয়াসা দ্রঃ।

কোয়ে—অস. ক্রি. কহিয়া। **ব'লে কোয়ে**—সুপারিশ করিয়া, অনুনয়-বিনয় করিয়া।

কোয়েলা—বি. কোকিলা (পুং **কোয়েল**—সাধারণতঃ গদ্যে ব্যবহৃত হয় না)। [হিন্দী]

কোর—(ব্রজবুলি) [সং ক্রোড়] বি. কোড়, কোল।

কোর—বি. কলপ, মাড় (কোর দেওয়া কাপড়; আনকোরা)। ণ. **কোরা**।

কোর—বি. কোণ; কুটিলতা, বাঁকা ভাব। [কোণ]। **কোর কাটা**—অর্ধবৃত্তের আকারে কাটা, কাঠের কোণ গোল করা (কোর-কাটাবাটালি—যে বাটালির পাতা অর্ধচন্দ্রাকৃতি)। **কোরই ঘর**—বৃত্তাকার দেওয়ালের ঘর। **কোরকাপ**—শঠতা, বেইমানি। **কোর-কার**—ছলনা, কুটিলতা (তার মনে কোন কোর-কার নাই)।

কোরক—[কুর্ (ছেদন করা)+ণক] কলিকা, কুঁড়ি, অপ্রস্ফুটিত ফুল। ণ. **কোরকিত**—মুকুলিত।

কোরঙ্গী—[সং] বি. ছোট এলাচ, পিপ্পলী।

কোরণ্ড, কোরন্ড—[সং কুরণ্ড] বি. কোষবৃদ্ধি রোগ।

কোরফা—[ফা. কোরফা] বি. জমিতে সর্বনিম্ন শ্রেণীর স্বত্ববিশেষ। **কোরফা প্রজা**—প্রজার অধীন প্রজা যার জমিতে কোন স্থায়ী অধিকার নাই।

কোরবানী—[আ. কুর্‌বানী] বি. উৎসর্গ, কোন লোকাতীত উদ্দেশ্যে বড় রকমের ত্যাগ স্বীকার; আল্লার নামে পশু উৎসর্গ করা (ইদুজ্জোহা পর্বে হজরত ইব্রাহিম যে তাঁহার পুত্রকে আল্লাহর উদ্দেশ্যে কোর্বানী করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন সেং মহান ত্যাগের স্মরণে)। **কোরবান**—উৎসর্গীকৃত, বলি।

কোরমা—কোর্ম দ্রঃ।

কোরা—কুরা দ্রঃ। **রসকোরা,-করা**—নারিকেল কোরা দিয়া প্রস্তুত সন্দেশ বিশেষ।

কোরা—ণ. কোর (=মাড়) বিশিষ্ট সুতরাং অব্যবহৃত, যাহাতে ধোপ পড়ে নাই (কোরা ধুতি বা সুতা—যে ধুতি সুতা ধুইয়া সাদা করা হয় না ; বিপ.—ধোলাই)। **কোরা কাগজ**—যে কাগজে লেখা হয় নাই। **আনকোরা**—সম্পূর্ণ নূতন, যাহা আদৌ ব্যবহৃত হয় নাই (-শাড়ী)।

কোরান,-ণ—[আ. কুর্‌আ'ন] বি. মুসলমানদিগের প্রধান ধর্মগ্রন্থ, মুসলমানদিগের মতে ইহা ঐশী বাণী, হজরত মুহম্মদ স্বর্গীয় দূত জিব্রিলের মারফৎ এই সব বাণী তাঁহার জীবনের বিভিন্ন সময়ে লাভ করিয়াছিলেন। **কোরান তেলাওত**—ধর্মকর্ম হিসাবে কোরান পাঠ (ফজরের নামাজের পরে কোরান তেলাওত করেন)।

কোরাল—বি. ভেটকী মাছ। [বাং]

কোরোক—[তু. কু রুক্‌] ক্রোক দ্রঃ।

কোর্ট ; কোর্টফি ; কোর্টশিপ ; কোর্ট-স্ট্যাম্প—কোট দ্রঃ।

কোর্ট মার্শাল—সেনাবিভাগের আদালত, court-martial।

কোর্তা, কুর্তা—বি জামা। [হি] [দ্রঃ।

কোর্ফা, কোর্বানী—কোরফা ; কোরবানী

কোর্মা—[তুর্কী কো'র্‌মা] বি. দধি ও ঘৃত দিয়া তুর্কীপ্রথায় রান্না করা মাংস বা মাছ।

কোল—বি. ভারতের আদিম জাতিবিশেষ।

কোল—[সং ক্রোড়] বি. ক্রোড়, অঙ্ক, আলিঙ্গন ; পেটের মাছ (চিতলের কোল) ; সন্নিহিত স্থান (নদীর,বনের কোল)। **কোল আঁচল**—শাড়ীর নীচের দিকের আঁচল। **কোল আঁধার**—দীপাধারের নিকটস্থ অন্ধকার স্থান। **কোল আঁধারী রাত**—কৃষ্ণপক্ষের রাত। **কোল আলো করা ছেলে**—সুন্দর ছোট ছেলে যে মায়ের কোল আলো করিয়া থাকে। **কোল-কাঙাল**—যে ছেলে সকলেরই কোলে যাইতে ভালবাসে (সাধারণতঃ মায়ের কোল পায় না বলিয়া)। **কোল জোড়া,-ভরা ছেলে**—হৃষ্টপুষ্ট ছেলে। (**মায়ের কোল জুড়ে থাক**—দীর্ঘ দিন বাঁচিয়া মায়ের মন খুশী কর)। **কোল দেওয়া**—আলিঙ্গন করা। **কোল পোঁছা,-মোছা ছেলে**—সর্বকনিষ্ঠ ছেলে, (কোন কোন অঞ্চলে 'পেট পোঁছা' বলে)। **কোলবর**—যে বালক বরের কোলে বা পাল্কিতে যায় ও বরের কাছে কাছে থাকে (মুসলমানেরা কোলদামাদ বা কোলদামাদী বলেন)। **কোলে করিয়া থাকা**—নিজের রক্ষণাবেক্ষণে রাখা, কোন কিছু আগলাইয়া থাকা, অপরকে আমল না দেওয়া। **কোলে কাঁখে বা কোলে পিঠে করিয়া মানুষ করা**—কাহারও ছেলেবেলায় তাহাকে আদর-যত্ন করিয়া মানুষ করা। **কোলের ছাওয়াল,-ছেলে**—অতিশিশু দুগ্ধপোষ্য।

কোল—বি. নদীর ধারার পরিবর্তনের ফলে যে সব অগভীর স্রোতোহীন জলখণ্ডের সৃষ্টি হয়। (পদ্মার কোল)। (প্রাদে.)। **কোল পড়া**—কোলের সৃষ্টি হওয়া।

কোল জমা—জমার অধীন জমা, কোর্ফা প্রজার অস্থায়ী অধিকার।

কোলন—বি. যতিচিহ্ন বিশেষ (:)। [ইং colon]

কোলপুচ্ছ—বি. কাক পাখী। [সং]

কোল পাতলা—ণ. ঘেঁষাঘেঁষি ভাবে নয়, কিছু দূরে দূরে অবস্থিত (কোল পাতলা ডাগর গুছি, লক্ষ্মী বলেন ঐখানে আছি—খনা)। [বাং]

কোলপাতি—ক্রোড়পত্র। [অংশ। [সং]

কোলম্বক—বি বীণার তার ভিন্ন অন্য সব

কোলশরা -সরা—বি. স্ত্রী-আচারের হরিদ্রাবর্ণে চিত্রিত বা হরিদ্রা বস্ত্রে বাঁধা শরাদ্বয়—মুখামুখি করিয়া বাঁধা হয় এজন্য এই নাম। [বাং]

কোল-শরিক—বি. শরিকদের অধীন শরিক।

কোলা—বি. মাটির বৃহৎ পাত্র বিশেষ (গুড়ের কোলা)। [বাং]। **টাকার কোলা**—বহু টাকার লোক। **কোলাব্যাঙ**—একপ্রকার বড় ব্যাঙ।

কোলাকুলি—বি. পরস্পরকে আলিঙ্গন (বিজয়ার কোলাকুলি ; ঈদের কোল'কুলি)। [বাং]

কোলাবা—যাহার দুই দিকে সমুদ্র ; কচ্ছ ; বোম্বাই প্রদেশের জেলাবিশেষ। [আ. কলাবেহ্‌]

কোলাহল—বি. বহুলোকের মিলিত অস্পষ্ট ধ্বনি ; গণ্ডগোল ; উদ্দীপনাপূর্ণ কিন্তু অর্থহীন বাকবিতণ্ডা (কোলাহল ত বারণ হলো, এবার কথা কানে কানে—রবি)। (কোলাহল ও কলরব অনেক সময়ে তুল্যার্থক, তবে কলরব

কখনও কখনও শ্রুতিমধুর হইতে পারে—পাখীর কলরব)।

কোশ—কোষ দ্রঃ।

কোশ—বি. ক্রোশ, দুই মাইল পরিমিত পথ। [বাং]। **কোশমীনার**—পথের দূরত্বজ্ঞাপক মীনার।

কোশল,-ষল -সল—বি. অযোধ্যা অঞ্চল।

কোশা,-ষা—বি.পূজায় ব্যবহৃত নৌকার আকৃতির তাম্রময় জলপাত্র, বড় ডিঙ্গিনৌকা বিশেষ। **কোশাকুশি, কোষাকুষি,-ষী**—পূজায় ব্যবহৃত ক্ষুদ্র ও বৃহৎ জলপাত্র বিশেষ।

কোশেশ—[ফা. কোশিশ] বি. প্রয়াস, প্রযত্ন, বিশেষ চেষ্টা। **কোশেশ করা**—বিশেষ চেষ্টা করা।

কোষ, কোশ—বি আধার; যাহা হইতে ফল বা শাবক নির্গত হয়; আবরণ, খাপ (বীজ কোষ; গর্ভ-কোষ; কোষমুক্ত তরবারি); প্রাণী ও উদ্ভিদের দেহের সূক্ষ্ম অংশ cell; কোয়া; রেশম পোকার গুটি; মুষ্ক অণ্ডকোষ (কোষবৃদ্ধি); ভাণ্ডার,ধনাগার (রাজকোষ); অভিধান (শব্দকোষ)। [সং]। **কোষকার**—অভিধানকার; গুটিপোকা। **কোষচঞ্চু**—সারস পাখী। **কোষপাল**—ধনাধ্যক্ষ। **কোষবান্‌ (-বৎ)**—কোষবিশিষ্ট; কোষপাল। **কোষবৃদ্ধি**—কুরণ্ড রোগ; ধনাগম। **কোষব্যসন**—ধনের ব্যয় ও সঞ্চয় সম্বন্ধে নিন্দিত প্রবৃত্তি। **কোষহীন**—ধনহীন, যাহার সঞ্চিত ধন নাই। **কোষশূন্য**—ধনহীন; খালি। **কোষকাব্য**—বিভিন্ন কবিতার সংগ্রহ, চয়নিকা। **কোষাধ্যক্ষ**—ধনভাণ্ডারের অধ্যক্ষ treasurer, cashier।

কোষিক—বি. কষ্টিপাথর। [প্রা. বাং]।

কোষো—ণ. কাঁচা কষায় স্বাদযুক্ত (কোষো আম)। [বাং]

কোষ্ঠ—[সং কোষ্ঠ] বি. মল, বাহ্যে (কোষ্ঠ পরিষ্কার হওয়া)। কোষ্ঠ দ্রঃ।

কোষ্টা—(প্রাদে.) বি পাট। **কোষ্টা কাটা**—চেরা বা টেকো দিয়া পাটের সুতা তৈরি করা।

কোষ্ঠ—বি প্রকোষ্ঠ, ধান্যাদির গোলা, তলপেটের মলভাণ্ড; মল। [স]। **কোষ্ঠকাঠিন্য, কোষ্ঠবদ্ধতা**—মলত্যাগ না হওয়া বা উহাতে খুব কষ্ট হওয়া, constipation. **কোষ্ঠপাল**—ভাণ্ডার-রক্ষক, নগর-রক্ষক। **কোষ্ঠশুদ্ধি**—ভাল পায়খানা হওয়া। **কোষ্ঠাগার**—ধান্যাদি রাখিবার গোলা। **কোষ্ঠাগ্নি**—জঠরাগ্নি।

কোষ্ঠিকযন্ত্র—হাপর।

কোষ্ঠী, কোষ্ঠিকা—বি জন্মপত্রিকা, যাহাতে জন্ম-সময়ের গ্রহরাশি-আদির ও জীবনের শুভাশুভের বর্ণনা থাকে, horoscope। [মৌখিক ভাষায় কুষ্ঠি (কুষ্ঠি কাটা—নিন্দা করা)]। [সং]

কোষ্ণ—ণ. কবোষ্ণ,কুসুম কুসুম গরম। [কু+উষ্ণ]

কোস্তাকুস্তি—কুস্তি দ্রঃ।

কোহ—[স' কোক] বি. চখাচখী।

কোহল—বি. মদ্য বিশেষ (তুলনীয় alcohol); বাদ্যবিশেষ। [স]।

কোহিনুর—[ফা. কোহ্‌-ই-নূর—জ্যোতিঃ-গিরি সুপ্রসিদ্ধ হীরক।

কৌঁসুলি, কৌঁসিলি—[ইং counsel] বি. ব্যারিষ্টার (কৌসু'লি কুলি করে কোলাকুলি কাহার পতাকা ঘেরি—সত্যেন দত্ত)।

কৌকুটিক—ণ. দাম্ভিক; সন্ন্যাসী সম্প্রদায় বিশেষ—জীবহত্যার ভয়ে ইহারা সাবধানে পা ফেলে। [আঁটা আসন।

কৌচ—[ইং couch] আরামে বসিবার গদি-

কৌট—[সং] বঞ্চক, কুটিল। **কৌটসাক্ষী (-ক্ষিন)**—মিথ্যাসাক্ষী।

কৌটা,-টো—বি. আঁটসাঁট ঢাকনিযুক্ত কাঠাদির ছোট পাত্র বিশেষ (কৌটা সাধারণতঃ গোলাকার হয়। সিন্দুরের কৌটা; মাখনের কৌটা)।

কৌটিক—বি. ব্যাধ; কসাই। [সং]

কৌটিলিক—বি. ব্যাধ। [সং]

কৌটিল্য—বি কুটিলভাব, কপটতা; চাণক্যের নামান্তর (কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র)। [কুটিল+ষ্য]

কৌটুম্বিক—ণ কুটুম্বসম্বন্ধীয়, কুটুম্বপোষণকারী, গৃহস্থ। [কুটুম্ব+ষ্ণিক]।

কৌড়ি,-ড়ী—বি. কড়ি। [বাং]

কৌণপ—বি. শবভক্ষণকারী,রাক্ষস। [কুণপ+অ]

কৌণী—বি. এক বর্ণ হস্ত। [বাং]।

কৌতুক—বি. কৌতূহল, ঔৎসুক্য, স্ফূর্তির বিষয়, মজা, পরিহাস (হায়গো বিদেশী বন্ধু কৌতুক এ নহে—রবি)। [কুতুক+অ]। **কৌতুকপ্রিয়**—হাসিতামাসারত। **কৌতুক চাউনি** বরকন্যার শুভদৃষ্টি। **কৌতুক-ক্রিয়া**—বিবাহ কার্য। **কৌতুক বাঁধা**—কাহারো হাতে বিবাহসূত্র বাঁধিয়া দেওয়া। **কৌতুকাবহ**—

কৌতুকবর্ধনকারী, কৌতুহলজনক। **কৌতুকী** (-কিন্)—যে কৌতুক করিতে ভালবাসে, পরিহাসপ্রিয়।

কৌতূহল—বি. ঔৎসুক্য, আগ্রহ, কৌতুক। [কুতূহল+অ]। **কৌতূহলজনক**—ঔৎসুক্যজনক। **কৌতূহলপর,-পরবশ, -আক্রান্ত,-আবিষ্ট**—কৌতূহলী, উৎসুক। **কৌতূহলোদ্দীপক**—কৌতূহলবর্ধক।

কৌন্তেয়—কুন্তীর পুত্র যুধিষ্ঠির ভীম বা অর্জুন।

কৌপীন—বি. কোপ্নি, কোপ্নি, কাছা, কটিবাস (কৌপীন পরিহিত সন্ন্যাসী)। [সং]।

কৌমার—বি. কুমার-কাল, বাল্যাবস্থা, পঞ্চম হইতে দশম বৎসর পর্যন্ত বয়ঃক্রম (তন্মতে ষোড়শ বর্ষ পর্যন্ত), বিবাহের পূর্বাবস্থা (কৌমারহর)। **কৌমারী**—যে স্ত্রীর পূর্বে আর বিবাহ হয় নাই অথবা যাহার স্বামী পূর্বে অন্য বিবাহ করে নাই।

কৌমারভৃত্য, কৌমারতন্ত্র—বালরোগ ও সূতিকারোগের চিকিৎসা শাস্ত্র।

কৌমার্য—বি. কুমার-কাল বা কুমারীকাল।

কৌমুদ—বি. কুমুদ বিকাশের কাল, শরৎকাল। [কুমুদ+অ]।

কৌমুদী—বি. যে কুমুদ বিকশিত করে, জ্যোৎস্না, চন্দ্রকিরণ; কার্তিকী পূর্ণিমা। [কুমুদ+অ+ঈপ্]

কৌরব—ণ. বি. কুরু-বংশ-জাত, দুর্যোধনাদি। **কৌরব-প্রধান**—ভীষ্ম। **কৌরবেয়, কৌরব্য**—কুরুবংশ।

কৌল—ণ. কুল সম্বন্ধীয়, কৌলিক; বামাচারী; সৎকুলজাত। [কুল+অ]।

কৌলটিনেয়, কৌলটেয়—বি ণ. কুলটার পুত্র, জারজ। [কুলটা+ঢেয়]

কৌলিক—ণ. কুলপরম্পরাগত, কুলসম্বন্ধীয়; বামাচারী তান্ত্রিক; তাঁতি। [কুল+ষ্ণিক]

কৌলীন—বি. সদ্বংশে জন্ম; বংশের নিন্দা।

কৌলীন্য—বি. কুলমর্যাদা; আভিজাত্য [কুলীন+ষ্ণ্য]।

কৌলেয়,কৌলেয়ক—ণ. সৎকুলজাত, কুলীন; বংশগৌরবযুক্ত কুকুর, pedigree dog. সং]

কৌল্য—ণ. সদ্বংশজাত; কুলীন। [কুল+য]

কৌশ—ণ. কুশনির্মিত আসন; কোশের বস্ত্রাদি। [কুশ, কোশ+অ]

কৌশল—[কুশল+ষ্ণ] বি. দক্ষতা, চাতুর্য (শিল্পকৌশল; কলাকৌশল); ফন্দি (কৌশলে কাজ হাসিল করা)। ণ. **কৌশলী** (-লিন্)—ফন্দিবাজ, কৌশলজ্ঞ। **কৌশলিকা**—কুশল-জিজ্ঞাসা।

কৌশলেয়—বি. ণ. কৌশল্যার পুত্র, রামচন্দ্র [কৌশল্যা+ঢেয়]।

কৌশিক, কৌষিক—বি ণ. বিশ্বামিত্র; অভিধানকার; কোষাধ্যক্ষ; রেশমী বস্ত্র সাপুড়ে [কোশ, কোষ+ষ্ণিক]। **কৌশিকী, কৌষিকী**—বি. দুর্গা; [সং] নদীবিশেষ।

কৌশীলব্য—বি. কুশীলবের কাজ, অর্থাৎ নাচ গান ইত্যাদির ব্যবসায়। [কুশীলব+য]

কৌশেয়,কৌষেয়—বি. ণ. গুটিপোকার বাসার সুতা হইতে প্রস্তুত রেশমী কাপড়। [কোশ, কোষ+ঢেয়]।

কৌসীদ—ণ. কুসীদজীবী, সুদখোর [কুসীদ+অ]।

কৌসুম্ভ—ণ বি. কুসুম ফুলের রং অথবা সেই রঙে ছোপানো (কাপড়)। [কুসুম্ভ+অ]

কৌস্তুভ—বি. (সাগরজাত) সুপ্রসিদ্ধ মণি, কৃষ্ণের বক্ষোভূষণ। [কুস্তুভ+অ]।

ক্যাঁ—অব্য. বিরক্তিকর শব্দ জ্ঞাপক (পাতিকাকের ক্যাঁ ক্যাঁ)।

ক্যাঁক—অব্য. হঠাৎ আঘাতে আঘাতপ্রাপ্ত যে শব্দ করিয়া উঠে (লাথি খেয়ে কুকুরটা ক্যাঁক করে উঠল); আঁৎকে উঠা; আপত্তিকরভাবে প্রতিবাদ করা। কথা বললেই ক্যাঁক করে গলা পেড়ে ধর এ কেমন।

ক্যাঁক-বিড়ালী—ক্যাঁক-বিড়ালী দ্রঃ।

ক্যাঁকম্যাক—অব্য. দাঁত খিচাইয়া কর্কশ কণ্ঠে তাড়না; বৃদ্ধদের রূঢ় প্রতিবাদ।

ক্যাঁচ-ক্যাঁচ—অব্য. কাটার শব্দ, পাখের কলম দিয়া লেখার শব্দ, গরুর গাড়ীর চাকার শব্দ ইত্যাদি জ্ঞাপক। **ক্যাঁচরক্যাঁচর**—ক্রমাগত ক্যাঁচক্যাঁচ শব্দ। **ক্যাঁচর-ম্যাচর**—বহুপাখীর মিলিত বিরক্তিকর শব্দ, পাখীদের ঝগড়ার শব্দ।

ক্যাঁট-ক্যাঁট—অব্য. বিরক্তিকর ও কর্কশ উক্তি (টাকার জন্য বড় ক্যাঁট-ক্যাঁট করছ, ফেলে দিতে পারলেই বাঁচি—পূর্ববঙ্গে ক্যাট-ক্যাট)। **ক্যাঁট-কেঁটে বা কিটকিটে কালো**—বিশ্রীভাবে কালো।

ক্যাচা-কেচি—কেচ-কেচ দ্রঃ।

ক্যাঁকলাসে—ক্যাঁকলাস-মূর্তি। ক্যাঁকলাস দ্রঃ।

ক্যাটালগ, কেটেলগ—[ইং catalogue] তালিকা, ফর্দ।

ক্যাদড়ানি—বি. কাদড়া দ্রঃ; কেদরানি, ঘোলাটে-জল বা ময়লা-ধোওয়া জল; কটাক্ষ, বিদ্রূপ, উপহাস। [বাং]।

ক্যানাস্তারা, ক্যানে-, কেনে—[ইং canister] বি. টিনের আধার বিশেষ।

ক্যাবলা—ণ কেবলা দ্রঃ: লোকচক্ষে সম্মানিত কিন্তু আসলে মূর্খ ও স্থূলবুদ্ধি; মাথাপাগলা।

ক্যাবাৎ—অব্য. কেয়াবাত, বাহবা।

ক্যাবিন—[ইং cabin] বি. জাহাজ রেলষ্টেশন ইত্যাদির কামরা; হাসপাতালে রোগীদের ব্যবহার্য কামরা।

ক্যাম্বিস—[ইং canvas] বি. মোটা কাপড়—পাল, তাঁবু, তৈলচিত্র ইত্যাদির জন্য ব্যবহৃত হয়।

ক্যারদানি—কারদানি দ্রঃ।

ক্যারা—বি. উড়িষ্যা-প্রবাসী ও উড়িয়া-ভাবাপন্ন বাঙ্গালী (উড়িষ্যার পরগাছা ক্যারা অগণন—দীনবন্ধু)।

ক্যারাচে,-টে—[তির্যক, তেরচা] ণ. তির্যক, বাঁকাটে ধরণের, তেরছা, কোণাকোণি। করকটে কুরুটে ইত্যাদি অর্থেও ব্যবহৃত।

ক্যাষ্টর অয়েল—[ইং castor oil] বি. রেড়ির তেল—জোলাপ দেওয়ার কাজে ব্যবহৃত হয়।

ক্রকচ—(যাহা ক্র ও কচ্ এরূপ শব্দ করে) বি. করাত; গাঁটযুক্ত গাছ। [সং]।

ক্রতু—যজ্ঞ। **ক্রতুধ্বংসী** (-সিন্)—দক্ষযজ্ঞ-বিনাশক শিব; **ক্রতুভুক্(জ্)**—দেবতা। **ক্রতুপতি**—যজ্ঞানুষ্ঠাতা। **ক্রতুরাজ, ক্রতুত্তম**—রাজসূয় যজ্ঞ। **শতক্রতু**—ইন্দ্র।

ক্রনোমিটার—[ইং chronometer] সূক্ষ্ম ভাবে সময় নির্দেশক যন্ত্র।

ক্রন্দন—[ক্রন্দ্+অনট্] বি. রোদন, কান্না, অভিযোগ ও কাঁদুনি। **ক্রন্দনরোল**—বহুজনের বিলাপযুক্ত ক্রন্দন, উচ্চক্রন্দন। **ক্রন্দমান, ক্রন্দনশীল**—যে কাঁদিতেছে।

ক্রন্দসী—[সং; তুঃ রোদসী]; বি. আকাশ ও পৃথিবী (ওই শুন দিশে দিশে তোমা লাগি কাঁদিছে ক্রন্দসী—রবি); (বাং) রোরুদ্যমানা (কাঁদে কোন ক্রন্দসী কারবালা ফোরাতে—নজরুল)। [আহ্বান। [সং]।

ক্রন্দিত—বি. ক্রন্দন; যোদ্ধাদের পরস্পরকে

ক্রব্য—[সং] বি. মাংস, আমিষ। **ক্রব্যাদ্, ক্রব্যাদ**—মাংসভোজী; রাক্ষস; হিংস্র পশু-পক্ষী; শবদাহক অগ্নি। [ক্রব্য+অদ্+ক্বিপ্,অ]

ক্রম—বি. পদ্ধতি, পরম্পরা, পর্যায় (কার্যক্রম) অতিক্রম (কালক্রমে); বিন্যাস (বর্ণক্রম); অনুসার (উপদেশক্রমে)। **ক্রমণ**—গমন, পায়চারি। **ক্রমনিম্ন**—যাহা ক্রমে ক্রমে নীচু হইয়াছে, ঢালু। **ক্রমবর্ধমান**—ক্রমে ক্রমে বাড়িয়া চলিয়াছে এমন। **ক্রমবিকাশ**—ক্রমে ক্রমে বিকাশ, অভিব্যক্তি, evolution। **ক্রমভঙ্গ**—পর্যায়ভঙ্গ, যে ধারায় চলিয়াছে তাহা হইতে সহসা বিচ্যুতি। **ক্রমমান**—চলমান, গমনশীল। **ক্রমশঃ**—ক্রমে ক্রমে, পরে পরে। **ক্রমসূক্ষ্ম**—যাহা ক্রমে সূক্ষ্ম হইয়াছে। **ক্রমাগত**—ক্রি.ণ. ধারাবাহিকভাবে, অনবরত। ণ. পরম্পরাগত। **ক্রমানুগত, -বদ্ধ, -যায়ী(-য়িন), -সারে**—পর পর। **ক্রমান্বয়ে**—পরে পরে। **ক্রমায়াত**—পুরুষানুক্রমে আগত। **ক্রমিক**—ধারাবাহিক, পর পর আগত (ক্রমিক নম্বর); ক্রমে ক্রমে বৃদ্ধিশীল। **ক্রমে ক্রমে**—ক্রমশঃ, পরে পরে, অল্পে অল্পে।

ক্রমেল, ক্রমেলক—(যাহারা শ্রেণীবদ্ধভাবে গমন করে) বি. উষ্ট্র. camel. [সং]।

ক্রমোৎকর্ষ—বি. ক্রমবিকাশ. ক্রমোন্নতি।

ক্রমোন্নত—ণ. যাহা ক্রমে ক্রমে উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে। বি. **ক্রমোন্নতি**—ক্রমোৎকর্ষ।

ক্রয়—[ক্রী+অল্) বি মূল্য দিয়া কোন কিছু গ্রহণ; কেনা। **ক্রয়-বিক্রয়**—কেনাবেচা; ব্যবসা-বাণিজ্য। **ক্রয়পত্র, ক্রয়লেখ্য**—ক্রয়বিক্রয়-জ্ঞাপক পত্র, দলিল, কবালা। **ক্রয়িক, ক্রয়ী** (-য়িন-)—ক্রেতা। **ক্রয়-বিক্রয়িক, ক্রয়বিক্রয়ী** (-য়িন্)—ব্যবসায়ী। **ক্রয্য**—কিনিবার বস্তু, পণ্য।

ক্রশিমা (-মন্,—বি কৃশতা। [কৃশ+ইমন্]।

ক্রস—[ইং cross] ক্রুস দ্রঃ।

ক্রান্ত—ণ. গত, অতীত (সাধারণতঃ উপসর্গ যোগে ব্যবহৃত—অতিক্রান্ত)। **ক্রান্তদর্শী** (-র্শিন্) —অতীতবেদী; সর্বজ্ঞ।

ক্রান্তি—বি. কড়ার তিন ভাগের এক ভাগ; সূক্ষ্ম; হিসাবে (কড়াক্রান্তি বুঝে পাবে); গমন, সংক্রমণ (সংক্রান্তি)। **ক্রান্তিকক্ষ**—

সূর্যের কক্ষ। **ক্রান্তিবলয়**—বিষুবরেখার প্রায় ২৪ চব্বিশ ডিগ্রী উত্তরে ও দক্ষিণে কল্পিত দেশান্তর-রেখা (সূর্যের গমনসীমা)। **ক্রান্তিপাত**—বিষুবরেখা ও ক্রান্তিবৃত্তের সন্ধিস্থল (পৃথিবী যেখানে আসিলে দিন ও রাত্রি সমান হয়), equinox। **ক্রান্তিবৃত্ত, ক্রান্তিমণ্ডল**—বি. সূর্যের পরিভ্রমণের পথ, the ecliptic। **ক্রান্তীয়**—ণ. tropical দুই ক্রান্তি বৃত্তের মধ্যের ভূভাগ সম্পর্কিত।

ক্রিকেট—[ইং cricket] বি. সুপরিচিত ক্রীড়া, ব্যাটবল খেলা।

ক্রিমি—কৃমি দ্রঃ।

ক্রিয়া—বি কার্য কৃতি; ফলোৎপত্তি, (গমনক্রিয়া, যন্ত্রের ক্রিয়া; ঔষধের ক্রিয়া); শাস্ত্রীয় অনুষ্ঠান (প্রেতক্রিয়া; ক্রিয়াকলাপ); ব্যাকরণে পদবিশেষ (সকর্মক ক্রিয়া, অকর্মক ক্রিয়া, ক্রিয়া-বিশেষণ)। **ক্রিয়াকর্ম (-র্মন্)**—পূজা-পার্বণ শ্রাদ্ধ বিবাহ ইত্যাদি। **ক্রিয়াকলাপ**—কার্যকলাপ; কাণ্ডকারখানা; ধরণধারণ। **ক্রিয়ান্তর**—অন্যকার্য, কার্যবিরতি। **ক্রিয়াঙ্গ**—একান্ত আনুষ্ঠানিক। **ক্রিয়ান্বিত**—কর্মরত, ধর্মকর্মরত। **ক্রিয়াফল**—কর্মফল। **ক্রিয়াবশ**—কর্মপদ্ধতির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, কর্মফলের অধীন। **ক্রিয়াবান্ (-বৎ)**—কর্মনিরত; ধর্মকর্মরত। **ক্রিয়ালোপ**—ধর্মকর্মের অভাব। **ক্রিয়াশীল**—যে বা যাহা কর্ম করিতেছে। **ক্রিয়াসিদ্ধ**—সিদ্ধহস্ত। **ক্রিয়াসিদ্ধি**—কার্যসিদ্ধি। **ক্রিয়েন্দ্রিয়**—কর্মেন্দ্রিয় (বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু, উপস্থ)।

ক্রিশ্চান—খৃষ্টান দ্রঃ।

ক্রীড়ক—বি. যে ক্রীড়া করে যে খেলা দেখায়। [ক্রীড়্+অক]। **ক্রীড়ন**—খেলা, লীলা। **ক্রীড়ন, ক্রীড়নক**—খেলনা। **ক্রীড়নিকা**—ধাত্রী, যে শিশুকে খেলা দিয়া আনন্দিত করে।

ক্রীড়া—বি. খেলা; লীলা (জলক্রীড়া)। [ক্রীড়্+অ+আপ]। **ক্রীড়াকানন**—প্রমোদোদ্যান। **ক্রীড়াকেতন**—কেলিভবন। **ক্রীড়াকৌতুক**—অতি উৎসুকা; খেলাধুলা। **ক্রীড়ানারী**—বেশ্যা। **ক্রীড়াবাপী**—যে পুকুরে ক্রীড়ার্থ মৎস্য প্রভৃতি থাকে। **ক্রীড়ারণ**—মিথ্যা যুদ্ধ, mock fight। **ক্রীড়াময়ূর**—ক্রীড়ার্থ পালিত ময়ূর। **ক্রীড়াশৈল**—বিহারশৈল। **ক্রীড়ামৃগ**—ক্রীড়ার্থ পালিত মৃগ; স্ত্রীজিত ব্যক্তি।

ক্রীত—ণ. যাহা ক্রয় করা হইয়াছে, কেনা (ক্রীত পুত্র)। [ক্রী+ক্ত]। **ক্রীতক**—ক্রীতদাস, যাবজ্জীবন সেবার জন্য যাহাকে মূল্য দিয়া কেনা হইয়াছে। **ক্রীতদাস**—কেনা গোলাম; কেনা গোলামের মত যাবজ্জীবন বাধ্য।

ক্রুঞ্চ—বি ক্রৌঞ্চবক; ক্রৌঞ্চপর্বত।

ক্রুদ্ধ—ণ. কুপিত ক্রোধান্বিত। [ক্রুধ্+ক্ত]

ক্রুশ—[ইং cross] 't' এইরূপ গঠনের কাঠ যাহাতে যীশুখৃষ্টকে বিদ্ধ করিয়া বধ করা হয়।

ক্রুশ, কুরুশ—[ইং crochet] বি. বোনার উপযোগী লোহার বা বাঁশের কাঁটা—ইহার মুখ তীক্ষ্ণ এবং এমনভাবে কাটা যে তাহাতে সহজেই সূতা আটকানো যায় (কুরুশ কাঁটা, কুরুশ কাঠি)।

ক্রুষ্ট—ণ. বি. ধ্বনিত, আহূত; রোদন। [ক্রুশ্+ক্ত]।

ক্রূর—ণ. নৃশংস, কঠিনহৃদয়, কুটিল। [সং]। **ক্রূরতা**—খলতা। **ক্রূরকর্মা (-র্মন্)**—নৃশংস। **ক্রূরগন্ধ**—গন্ধক। **ক্রূরমতি**—খল, নির্দয়। **ক্রূররব, -রাবী (-বিন্)**—দাঁড়কাক। **ক্রূরস্বর**—কর্কশ স্বর। **ক্রূরলোচন**—শনিগ্রহ। **ক্রূরাকৃতি**—ভীষণদর্শন। **ক্রূরাচার**—ণ. ক্রূরকর্মা; বি. নিষ্ঠুর ব্যবহার। **ক্রূরাত্মা (-ত্মন্)**—নির্দয়, খলস্বভাব। **ক্রূরাশয়**—কুটিলমতি; অপরের ক্ষতির দিকে যাহার মন।

ক্রেতব্য—ণ যাহা কেনা যায় অথবা কেনা উচিত। [ক্রী+তব্য]। **ক্রেতা [-তৃ]**—ক্রয়কারী, খরিদ্দার। [ক্রী+তৃ]। **ক্রেয়**—ণ. কিনিবার যোগ্য, যাহা কেনা উচিত। [ক্রী+য]।

ক্রোক—[তু. কুর্ক্] বি. কোরোক, আইনের সাহায্যে সম্পত্তি আটক, attachment.

ক্রোটন—[ইং croton] বি. পাতাবাহার।

ক্রোড়—বি. কোল, ভুজদ্বয়ের মধ্যভাগ। [সং]। **ক্রোড়পত্র**—গ্রন্থ বা সংবাদপত্রের অভ্যন্তরস্থ অতিরিক্ত পত্র।

ক্রোধ—[ক্রুধ্+অল্] বি. রোষ, কোপ। **ক্রোধকর**—যাহা ক্রোধ উদ্রেক করে। **ক্রোধন**—সহজেই যার রাগ হয়। **ক্রোধবহ্নি, ক্রোধাগ্নি, ক্রোধানল**—ক্রোধরূপ অনল, প্রবল ক্রোধ। **ক্রোধাগার**—গোসাঘর,

ক্রোধ জন্মিলে সেকালের সম্ভ্রান্ত নারীরা যে ঘরে শয়ন করিতেন (তথা প্রোৎসাহিতা দেবী গত্বা মন্থরয়া সহ, ক্রোধাগারং বিশালাক্ষী সৌভাগ্য-মদগর্বিতা—রামায়ণ।) **ক্রোধান্ধ**—ক্রোধের ফলে হিতাহিতজ্ঞানশূন্য। **ক্রোধালু**—সহজেই যাহার ক্রোধের সঞ্চার হয়। **ক্রোধী (-ধিন)**—ক্রোধপরবশ (বিপ —অক্রোধী)। **ক্রোধোদ্দীপক**- ক্রোধকর। **ক্রোধোপশম**—ক্রোধের হ্রাস, ক্রোধশান্তি।

ক্রোর—বি. কোটি ক্রোরপতি)। [হিঃ]

ক্রোশ—বি রোদন, আহ্বান ; প্রায় আট হাজার হাত (মতান্তরে চার হাজার হাত) দীর্ঘ পথ। **ক্রোশধ্বনি**—যাহার ধ্বনি এক ক্রোশ পর্যন্ত যায়, ঢাক।

ক্রৌঞ্চ—বি. বকবিশেষ, কোঁচবক। স্ত্রী. **ক্রৌঞ্চী**। [সং]। **ক্রৌঞ্চপর্বত**—হিমালয়ের অংশ বিশেষ ; পুরাণোক্ত দ্বীপবিশেষ। **ক্রৌঞ্চমিথুন**—ক্রৌঞ্চ ও ক্রৌঞ্চী। **ক্রৌঞ্চাদন**—ক্রৌঞ্চের খাদ্য, মৃণাল।

ক্রৌর্য—বি. নিষ্ঠুরতা, ভীষণতা। [ক্রূর+য]

ক্লক—[ইং clock] বি. বড় ঘড়ি।

ক্লম—বি. ক্লান্তি, অবসন্নতা (বিগতক্লম)। [সং]।

ক্লান্ত—ণ. পরিশ্রমে অবসন্ন, tired (আজকে আমি ক্লান্ত বড় ঘুমাতে চাই, ঘুমাতে চাই)। বি. **ক্লান্তি**—অবসাদ, পরিশ্রম (ক্লান্তি অপনোদন)। **ক্লান্তিনাশক**—যাহাতে ক্লান্তি দূর হয়।

ক্লাব—[ইং club] বি. আড্ডা ; আখড়া ; খেলা-ধূলার প্রতিষ্ঠান ; সমিতি (পুলিশ-ক্লাব)।

ক্লাস—[ইং class, গ্রা, কেলাস] বি. শ্রেণী। (**ক্লাসের ওঁচা**—ক্লাসের মধ্যে সবচেয়ে খারাপ ছেলে) ; রেলগাড়ী জাহাজ ইত্যাদিতে বেশী ভাড়ার বা কম ভাড়ার শ্রেণীবিভাগ (থার্ডক্লাসের যাত্রী)।

ক্লাসিক—[ইং classic] বি. প্রামাণিক সাহিত্য ; উঁচুদরের সাহিত্য, বহুলপ্রশংসিত প্রাচীন সাহিত্য ; গ্রীক ও রোমক সাহিত্য (বাংলা তর্জমা—ধ্রুপদী সাহিত্য, চিরায়ত সাহিত্য)।

ক্লিন্ন—ণ. আর্দ্র, ঘর্মাদির দ্বারা সিক্ত ; ক্লেদযুক্ত। [ক্লিদ্+ক্ত]। **ক্লিন্ন চক্ষু**—যে চোখ দিয়া জল পড়ে।

ক্লিপ্ত—[সং কৢপ্ত] ণ. ছিন্ন ; খণ্ডিত।

ক্লিষ্ট, ক্লিশিত—ণ. পীড়িত, দুঃখ-দুর্দশা-প্রাপ্ত (কোনোরূপে কষ্ট-ক্লিষ্ট প্রাণ রেখে দেয় বাঁচাইয়া) ; ম্লান, শুষ্ক (িমক্লিষ্ট) ; বিশীর্ণ (ক্লিষ্টতনু) ; (অলঙ্কারে) গূঢ়ার্থ বাক্য। [ক্লিশ্+ক্ত]। **ক্লিশ্যমান**—যে ক্লেশ ভোগ করিতেছে।

ক্লীব—ণ. পুরুষত্বহীন, নপুংসক, impotent, হিজড়া ; সাহসহীন ভীরু, নিরুৎসাহ, অকর্মণ্য। **ক্লীবলিঙ্গ**—(ব্যাকরণে) পুরুষ বা স্ত্রীবাচক নয় এমন লিঙ্গ, neuter gender। বি. **ক্লৈব্য, ক্লীবত্ব**।

ক্লেদ—বি. কাদাজল ; ক্ষতনির্গত পুঁজ ; মালিন্য ; কলুষ। [ক্লিদ্+অল]। ণ. **ক্লেদিত**, ক্লিন্ন।

ক্লেশ—বি. কষ্ট, দুঃখ, পরিশ্রম, যন্ত্রণা। [ক্লিশ্+অল্]। ণ **ক্লেশিত**—পীড়িত, ক্লিষ্ট।

ক্লৈব্য—বি. ক্লীবভাব, পৌরুষহীনতা, নিশ্চেষ্টতা, উৎসাহহীনতা (ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ পার্থ—গীতা ; কল্যাণের পথে ক্লৈব্যবিবর্জিত অগ্রগতি)।

ক্লোম—বি. পিত্তকোষ, মূত্রাশয় ; যে যন্ত্র হইতে রস ক্ষরণের ফলে ভুক্ত দ্রব্য পরিপাচিত হয়, pancreas। **ক্লোমনালিকা**—শ্বাসনালী।

ক্বচিৎ—অব্য. কোথাও, কোন অংশে (ক্বচিৎ উদরে কভু বা ভুরুতে শিহরি উঠিছে রোম—করুণানিধান) ; কখনো কখনো, কদাচিৎ, দৈবাৎ কখনো। [সং]

ক্বণ—বি. তারের যন্ত্র ঘণ্টা ইত্যাদির তীক্ষ্ণ ধ্বনি, নিক্কণ। **ক্বণন**—রণন। ণ. **ক্বণিত**—ধ্বনিত, রণিত, শিঞ্জিত গুঞ্জিত।

ক্বাথ, ক্বথ—বি. সিদ্ধ করিয়া প্রস্তুত ঘন রস, নির্যাস, decoction (মাংসের কাথ)। [ক্বথ্+অ]। ণ. **ক্বথিত**।

ক্ষ—মিশ্রবর্ণ, 'ক্ ও ষ্' এর যোগে নিষ্পন্ন, বাংলায় শব্দের আদিতে ইহার উচ্চারণ 'খ-'এর মত, মধ্যে ও শেষে 'ক্‌খ এর মত।

ক্ষওয়া—ণ. ক্ষয় পাওয়া, যাহা ক্ষয়িত হইয়াছে।

ক্ষণ—বি. কালের ক্ষুদ্র অংশ, অত্যল্পকাল (ক্ষণভঙ্গুর ; ক্ষণবিধ্বংসী) ; অবসর ; কাল (কুক্ষণ ; শুভক্ষণ ; বহুক্ষণ ; শুভমুহূর্ত (ক্ষণজন্মা) ; উৎসব (গর্ভাধানক্ষণ)। [সং]। **ক্ষণদ্যুতি, ক্ষণপ্রকাশ, ক্ষণপ্রভা**—বিদ্যুৎ। **ক্ষণবিধ্বংসী** (-সিন্), **ক্ষণভঙ্গুর**—ক্ষণস্থায়ী। **ক্ষণভোগ্য**—অত্যল্পকালের জন্য ভোগ্য। **ক্ষণবিলম্ব**—ক্ষণমাত্র বিলম্ব। **ক্ষণজন্মা**

(-ম্‌ন্)—বিশেষ ভাগ্যবান্‌, অসাধারণ গুণবান্‌ অথবা শক্তিশালী।

ক্ষণদ—প. বি. [ক্ষণ+দা+অ]। গণক; জল।

ক্ষণদা—প. বি. বিরামকালদায়িনী; রাত্রি। **ক্ষণদাকর**—নিশাকর, চন্দ্র। **ক্ষণদাচর**—নিশাচর, রাক্ষস।

ক্ষণিক—প. ক্ষণস্থায়ী, অল্পক্ষণের জন্য (ক্ষণিক আনন্দ দান করে মাত্র)। [ক্ষণ+ইক]

ক্ষণী (-ণিন্)—প. অবসরযুক্ত। স্ত্রী. **ক্ষণিনী**—বি. রাত্রি।

ক্ষণে—ক্রি. প. মুহূর্তমাত্রে, হঠাৎ। **ক্ষণে ক্ষণে**—মুহুর্মুহুঃ; অত্যল্পকাল পর-পর। **ক্ষণেক**—ক্রি.-প. একমুহূর্ত, একটু সময়।

ক্ষত—[ক্ষণ্‌ (আঘাত করা)+ক্ত] বি. ব্রণ, ক্ষতস্থান; যেখানে অস্ত্রের আঘাত করা হইয়াছে আহত বা দষ্ট স্থান। প. ছিন্ন; বিদ্ধ; ধ্বস্ত; খণ্ডিত (স্বর্ণচূড় শস্য ক্ষত কৃষীদল বলে—মধু)। **ক্ষতচিহ্ন**—এক সময় ক্ষত হইয়াছিল তাহার চিহ্ন। **ক্ষতজ**—ক্ষত হইতে জাত পুঁজরক্ত। **ক্ষতবিক্ষত**—বহুক্ষতযুক্ত। **ক্ষতব্রত**—যাহার ব্রত নষ্ট হইয়াছে। **ক্ষতাশৌচ**—ক্ষতের জন্য অশৌচ।

ক্ষতি—বি. হানি, অনিষ্ট, লোকসান, অপকার (অনেক টাকা ক্ষতি হয়েছে; পরের ক্ষতির দিকে মন); অপচয় (ক্ষয়-ক্ষতি)। [ক্ষণ্‌+ক্তি]। **ক্ষতিগ্রস্ত**—যাহার লোকসান হইয়াছে; অপকৃত। **ক্ষতি নাই**—ক্ষতি হইবে এমন বিবেচনা না করা, কুছ্‌পরোয়া নাই। **ক্ষতিপূরণ**—খেসারৎ, compensation। **ক্ষতিবৃদ্ধি**—লাভ-লোকসান (ক্ষতিবৃদ্ধি নাই—লাভও হইবে না লোকসানও হইবে না, কুছ্‌পরোয়া নাই)।

ক্ষত্তা (-ত্তৃ)—বি. সঙ্করবর্ণ বিশেষ, শূদ্রের ঔরসে বৈশ্যার বা ক্ষত্রিয়ার গর্ভজাত সন্তান; দ্বারবান; দাসীপুত্র. সারথি. বিদুরের নাম। [ক্ষদ্‌+তৃচ্‌]

ক্ষত্রি(ত্রি)য়, ক্ষত্র(ত্র)—(যে ক্ষত হইতে রক্ষা করে) বি. ক্ষত্রিয়জাতি, ভারতীয় আর্যদের দ্বিতীয় বর্ণ। [ক্ষদ্‌+ক্বিপ্‌=ক্ষৎ। ক্ষৎ+ত্রৈ+অ, ইয়] স্ত্রী **ক্ষত্রিয়া, ক্ষত্রিয়াণী** (ক্ষত্রিয় জাতীয়া স্ত্রী); **ক্ষত্রিয়ী**—ক্ষত্রিয়ের স্ত্রী। **ক্ষত্রিয়ধর্ম, ক্ষত্রধর্ম**—ক্ষত্রিয়ের কার্য (শৌর্য, তেজ, ধৈর্য, দক্ষতা, যুদ্ধে পরাঙ্মুখ না হওয়া, দান, আধিপত্য।

ক্ষত্রিয়বিদ্যা, ক্ষত্রবিদ্যা—ধনুর্বেদ। **ক্ষত্রান্তক**—ক্ষত্রিয়বিনাশক পরশুরাম। **ক্ষত্রী** (-ত্রিন্)—(হিন্দুস্থানীতে ক্ষেত্রী, ছত্রী) ক্ষত্রিয় জাতি। স্ত্রী **ক্ষত্রিণী**।

ক্ষন্তব্য—[ক্ষম্‌+তব্য] প. ক্ষমার যোগ্য; উপেক্ষার যোগ্য। **ক্ষন্তা** (-ন্তৃ)—ক্ষমাশীল, মার্জনাকারী। [ক্ষম্‌+তৃচ্‌]

ক্ষপণ, ক্ষপণক—বি. নির্লজ্জ, উলঙ্গ; প্রাচীন জৈন ও বৌদ্ধ সন্ন্যাসী বিশেষ। [সং]

ক্ষপণী—বি. ক্ষেপণী, দাঁড়। [ক্ষপ্‌+অনট্‌+ঈপ্‌]

ক্ষপা—[ক্ষপ্‌—ক্ষেপণ করা] বি. রাত্রি. হরিদ্রা। **ক্ষপাকর, ক্ষপাকান্ত**—চন্দ্র। **ক্ষপাচর**—নিশাচর। **ক্ষপান্ত**—ঊষাকাল।

ক্ষম—প. সমর্থ, দক্ষ, যোগ্য—সাধারণত অন্য শব্দের সঙ্গে যুক্ত হইয়া অর্থ প্রকাশ করে (কার্যক্ষম, আত্মরক্ষণক্ষম, সংনক্ষম); (কাব্যে) ক্রি. ক্ষমা কর (ক্ষম লক্ষ্মি! ছুঁইনু ও দেবআকাঙ্ক্ষিত তনু—মধু)।

ক্ষমতা—বি. শক্তি, যোগ্যতা (কাজের ক্ষমতা); সামর্থ্য, প্রভাব, প্রাধান্য (ক্ষমতা জাহির করা)। [সং] **ক্ষমতাপন্ন**—শক্তিশালী; শাসনাধিকারযুক্ত, ক্ষমতাপ্রাপ্ত। **ক্ষমতাশালী** (-লিন্)—শক্তিশালী প্রভাবপ্রতিপত্তিশালী।

ক্ষমা—বি. অপকার সহ্য করা, মার্জনা, সহিষ্ণুতা। [ক্ষম্‌+অ+আপ্‌]। **ক্ষমা করা**—দোষ উপেক্ষা করা, সহ্য করা; কিছু মনে না করা (বিনীত প্রতিবাদে বলা হয়—ক্ষমা করবেন একথা পূর্বে আপনি বলেন নি)। **ক্ষমাগুণ**—ক্ষমা করিবার শক্তি, সহিষ্ণুতা। **ক্ষমা দেওয়া**—(গ্রাম্য—ক্ষেমা দেওয়া) নিরস্ত হওয়া। **ক্ষমাপর, -পরায়ণ**—ক্ষমা করিতে অভ্যস্ত। **ক্ষমা প্রার্থনা**—ত্রুটি স্বীকার, অপরাধের জন্য মার্জনা প্রার্থনা। **ক্ষমাবান্‌** (-বৎ)—ক্ষমাগুণবিশিষ্ট; স্ত্রী. ক্ষমাবতী। **ক্ষমাশীল**—দোষের প্রতি উপেক্ষাশীল। **ক্ষমিতা** (-তৃ), **ক্ষমী** (-মিন্)—ক্ষমাশীল। **ক্ষম্য**—ক্ষন্তব্য, ক্ষমার্হ।

ক্ষয়—[ক্ষি+অল্‌] বি. বিনাশ, ধ্বংস; পরাজয় (দশের মুখে জয় দশের মুখে ক্ষয়); হ্রাস (আয়ুক্ষয়, পাপক্ষয়); ক্ষতি, হানি (ধনক্ষয়); অবসান (দিনক্ষয়); শীর্ণতাপ্রাপ্তি (শরীর দিন দিন ক্ষয় হয়ে যাচ্ছে); যক্ষ্মা (ক্ষয়রোগ)। **শরীর ক্ষয় করা**—স্বাস্থ্য নষ্ট করা, প্রাণান্ত

পরিশ্রম করা। **ক্ষয় পাওয়া**—শীর্ণ হওয়া; লোপ পাওয়া। **ক্ষয়পক্ষ**—কৃষ্ণপক্ষ। **ক্ষয়মাস**—মলমাস। **ক্ষয়ঙ্কর**—ক্ষয়কারক, corrosive; প্রলয়ঙ্কর। **ক্ষয়া**—ণ. ক্ষয়প্রাপ্ত (ক্ষয়া লোহা)। [বাং]। **ক্ষয়িত**—ক্ষয়প্রাপ্ত। [ক্ষয়+ইতচ্]। **ক্ষয়িষ্ণু**—ক্ষয়শীল, যাহা ক্ষয় প্রাপ্ত হইতেছে (ক্ষয়িষ্ণু আদিম জাতি)। [ক্ষয়+ইষ্ণু]। **ক্ষয়ী** (-য়িন্)—ক্ষয়শীল, নশ্বর। **ক্ষয়ে যাওয়া**—ক্ষয় হওয়া (জুতোর তলা ক্ষয়ে গেছে)।

ক্ষর—[ক্ষর্—ফোঁটা ফোঁটা পড়া] ণ. যাহা ক্ষরণশীল, নশ্বর (বিপ. অক্ষর); মোচক (বাংলাতে সাধারণত অন্য শব্দের সহিত যুক্ত হইয়া অর্থ প্রকাশ করে—মধুক্ষরা)। বি. যাহা ক্ষরিত হয়, জল। স্ত্রী. **ক্ষরা**।

ক্ষরণ—বি বিন্দু বিন্দু করিয়া পড়া, চুয়ানো, exudation; নিঃসরণ, ঝরা (রক্তক্ষরণ)। ণ. **ক্ষরিত**—নিঃসৃত, স্রুত।

ক্ষাত্র—ণ ক্ষত্রিয়োচিত, ক্ষত্রিয় সম্বন্ধীয়। [ক্ষত্র+অ]। **ক্ষাত্রধর্ম**—ক্ষত্রিয়ের ধর্ম, যুদ্ধ দেশরক্ষা বিপন্নের ত্রাণ ইত্যাদি। **ক্ষাত্রশক্তি**—রাজ্যের অস্ত্রবল; যুদ্ধ করিবার শক্তি।

ক্ষান্ত—[ক্ষম্+ক্ত] ণ. নিবৃত্ত, বিরত ('কেন পান্থ ক্ষান্ত হও হেরে দীর্ঘ পথ'; ক্ষান্তবর্ষণ); সহিষ্ণু; ক্ষমাবান্। বি. **ক্ষান্তি**—ক্ষমা, সহিষ্ণুতা, বিরতি। **ক্ষান্ত দেওয়া**—নিরস্ত হওয়া, চুপ করিয়া যাওয়া (ও-ত শুনবেই না তুমি বরং ক্ষান্ত দাও)।

ক্ষাম—[ক্ষৈ+ক্ত] ণ. ক্ষীণ, কৃশ (ক্ষামোদরী); দুর্বল, কাতর। বি. **ক্ষামতা**।

ক্ষার—বি. শুষ্ক লতাপাতা পোড়াইয়া যে ছাই পাওয়া যায়; সাজিমাটি, সোডা, alkali, চুন ইত্যাদি; লবণ। [ক্ষর্+অ]। **ক্ষারক**—বি. কাপড় পরিষ্কার করিবার জন্য যে ক্ষার প্রস্তুত করে, ধোবা; মাছ রাখিবার খালুই, কুঁড়ি। **ক্ষারজল**—লোনাজল। **ক্ষারভূমি**—ক্ষার থাকার দরুণ অজন্মা জমি; সমুদ্রের নিকটস্থ লোনা দেশ। **ক্ষারসমুদ্র**—লবণ-সমুদ্র। **ক্ষারীমুন**—ক্ষারমৃত্তিকা হইতে অপরিষ্কৃত লবণ।

ক্ষারিত—ণ. গলানো, ঝরানো, ক্ষারহেতু ক্ষয়প্রাপ্ত; যাহাতে অপরাধের স্পর্শ লাগিয়াছে।

ক্ষারীয়—ণ. ক্ষারজাতীয়, ক্ষারযুক্ত, alkaline.

ক্ষালন—[ক্ষাল্—ধৌত করা+অনট্] বি. জলদ্বারা ধৌত করা, শোধন। **দোষক্ষালন**—দোষ কাটানো, দোষের নিরাকরণ। ণ. **ক্ষালিত**—প্রক্ষালিত, শোধিত, নিরাকৃত।

ক্ষিত—ণ নাশপ্রাপ্ত। বি. ক্ষিতি।

ক্ষিতি—(যেখানে ক্ষয় পায় অথবা বাস করে) বি. পৃথিবী, ভূমিতল। [ক্ষি+ক্তি]। **ক্ষিতিকম্প**—ভূমিকম্প। **ক্ষিতিক্ষিৎ, ক্ষিতিপতি, ক্ষিতিপাল**—রাজা। **ক্ষিতিদেব**—ব্রাহ্মণ। **ক্ষিতিধর, ভৃৎ**—পর্বত। **ক্ষিতিরুহ**—মহীরুহ। **ক্ষিতিজ**—ণ. ভূমিজ। মাটিতে উৎপন্ন, মঙ্গলগ্রহ; কেঁচো; দিগন্ত, horizon। **ক্ষিতিজরেখা**—দিগন্তরেখা। **ক্ষিতিজা**—সীতা।

ক্ষিদে, খিদে—[সং ক্ষুধা] বি ক্ষুধা (মৌখিক ভাষায় ব্যবহৃত)। **চোখের ক্ষিদে**—প্রকৃত ক্ষুধা নাই শুধু খাদ্যদ্রব্য চোখে দেখার ফলে আহারে আকাঙ্ক্ষা।

ক্ষিপ্ত—[ক্ষিপ্ (ক্ষেপণ করা)+ক্ত] ণ. প্রক্ষিপ্ত, নিক্ষিপ্ত, বিক্ষিপ্ত; উন্মত্ত, ক্ষ্যাপা (বাংলায় এই শেষোক্ত অর্থ-ই প্রধান)। **ক্ষিপ্যমাণ**—যাহা নিক্ষিপ্ত হইতেছে। [ক্ষিপ্+(য,ম)+আন]।

ক্ষিপ্র—ণ. দ্রুত, সত্বর, ত্বরিত; বি. খিচড়ী। [ক্ষিপ্+র]। **ক্ষিপ্রকারী** (-রিন্)—যে তাড়াতাড়ি কাজ করিতে পারে, লঘুহস্ত; যে পরিণাম না ভাবিয়া তাড়াতাড়ি কাজ করে। বি. **ক্ষিপ্রকারিতা**—দ্রুত কর্মসম্পাদন-ক্ষমতা; অবিমৃশ্যকারিতা (বিপরীত—চিরকারী,-কারিতা)। **ক্ষিপ্রগতি, ক্ষিপ্রগামী** (-মিন্)—দ্রুতগামী। **ক্ষিপ্রহস্ত**—কাজে যাহার খুব হাত চলে।

ক্ষীণ—[ক্ষি+ক্ত] ণ. সূক্ষ্ম (ক্ষীণরেখা); অস্পষ্ট (ক্ষীণ আলোক); ক্ষয়প্রাপ্ত, শীর্ণ, কৃশ (ক্ষীণকায়)। **ক্ষীণজীবী** (-বিন্)—স্বল্পপ্রাণ। **ক্ষীণদৃষ্টি**—যাহার দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণ হইয়া পড়িয়াছে, মাত্র কাছের জিনিষ দেখিতে পায়। **ক্ষীণবল**—হীনবল। **ক্ষীণমতি**—অল্পবুদ্ধি, (বুঝিবার শক্তি প্রায় নাই)। **ক্ষীণশক্তি**—হীনবল। **ক্ষীণশ্বাস**—যাহার শ্বাস অতি আস্তে আস্তে চলিতেছে, মুমূর্ষু। **ক্ষীণহাসি**—যে হাসিতে প্রসন্নতা সামান্যই ব্যক্ত হয়। **ক্ষীণাঙ্গী**—তন্বী।

ক্ষীয়মাণ—ণ. যাহা ক্ষয়িত হইতেছে (পূর্ব-পুরুষের ক্ষীয়মাণ গৌরব)।

ক্ষীর—[ঘস্ (ভোজন করা)+ঈরন্] বি. দুগ্ধ; ঘনদুগ্ধ; চিনিমিশ্রিত ঘন দুধ; চাউল দুধ ও চিনি দিয়া প্রস্তুত মিষ্টান্ন; জল; নির্যাস। **ক্ষীরকণ্ঠ**—দুগ্ধপোষ্য শিশু। **ক্ষীরখণ্ড**—ক্ষীরের প্রস্তুত মিষ্টান্ন বিশেষ। **ক্ষীরধাত্রী**—শিশু যে ধাত্রীর দুধ খায়। **ক্ষীরখেলাই**—মুসলমানী মতে অন্নপ্রাশন, চাউল দুধ ও চিনি দিয়া প্রস্তুত মিষ্টান্ন শিশুর মুখে দিয়া তাহাকে প্রথমে অন্নে অভ্যস্ত করা হয়। [বাং]। **ক্ষীরপুলি**—ক্ষীরের পুর দিয়া প্রস্তুত পুলি। **ক্ষীরমোহন**—মিঠাই বিশেষ, ক্ষীরের পুর দেওয়া রসগোল্লা। **ক্ষীরসমুদ্র**—দুধের মত স্বাদু জলের সমুদ্র, যে সমুদ্রে বিষ্ণু অনন্তশয্যায় শয়ান। **ক্ষীরসা**—ঘন ক্ষীর (বাজারে যে ক্ষীরসা পাওয়া যায় তাহাতে ময়দা পালো ইত্যাদি মিশ্রিত থাকে)। [বাং]। **ক্ষীরাই**—খিরা শশা বিঃ। [বাং]। **ক্ষীরাব্ধি**—ক্ষীরসমুদ্র। **ক্ষীরিকা**—শশা। [সং]। **ক্ষীরিণী**—দুগ্ধবতী গাভী। **ক্ষীরী** (-রিন্)—বট, অশ্বত্থ, ডুমুর, আকন্দ প্রভৃতি আটাযুক্ত গাছ, গোস্তন। **ক্ষীরেয়ী**—পায়স। [ক্ষীর+ঈর+ঈপ্]। **ক্ষীরোদ**—ক্ষীরসমুদ্র। [ক্ষীর+উদ]। **ক্ষীরোদধি**—ক্ষীরোদ। [ক্ষীর+উদধি]।

ক্ষুয়া—খুঁয়া দ্রঃ।

ক্ষুণ্ণ—[ক্ষুদ্ (চূর্ণ করা)+ক্ত] ণ. দুঃখিত, ক্ষুব্ধ আহত (বন্ধুর এই উদাসীনতায় তিনি ক্ষুণ্ণ হইলেন); খণ্ডিত, বিনষ্ট (অক্ষুণ্ণ ব্রহ্মচর্য; অক্ষুণ্ণ প্রতাপ); অঙ্গহীন, ব্যাহত (যত অধিকার ক্ষুণ্ণ না করিয়া কভু কণামাত্র তার সম্পূর্ণ সঁপিয়া দিব—রবি)।

ক্ষুৎ (ক্ষুধ্)—বি. ক্ষুধা। **ক্ষুৎপিপাসা**—ক্ষুধা ও পিপাসা। **ক্ষুৎক্ষামকণ্ঠ**—ক্ষুধায় শুষ্ককণ্ঠ।

ক্ষুদ, খুদ—[সং ক্ষুদ্র] বি. তণ্ডুলকণা, ডালের ভাঙ্গা অংশ। ণ. **ক্ষুদিয়া, ক্ষুদে**—ছোট (ক্ষুদে অক্ষর; ক্ষুদে শয়তান)। **বিদুরের ক্ষুদ**—(শ্রীকৃষ্ণ দাম্ভিক দুর্যোধনের রাজভোগ ত্যাগ করিয়া ভক্ত দরিদ্র বিদুরের আনা ক্ষুদ গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা হইতে) ভক্তের অনাড়ম্বর উপহার।

ক্ষুদ্র—ণ. ছোট, নগণ্য (ক্ষুদ্র প্রাণী); নীচ, অধম (ক্ষুদ্রাত্মা); প্রতিপত্তি বা ঐশ্বর্যহীন (ক্ষুদ্র ব্যক্তি); অল্পপরিসর (ক্ষুদ্র গৃহ)। [ক্ষুদ্+র]। স্ত্রী. **ক্ষুদ্রা**—নটী; মধুমক্ষিকা। **ক্ষুদ্রকায়**—আকারে ছোট। **ক্ষুদ্রচেতা**—ক্ষুদ্রাশয়। **ক্ষুদ্র-নাসিক**—খাঁদা-বোঁচা। **ক্ষুদ্রপ্রাণ**—নীচমনা; কৃপণ। **ক্ষুদ্রবুদ্ধি**—নির্বোধ; নৃশংস। **ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র**—অতি ক্ষুদ্র। **ক্ষুদ্রায়তন**—অল্পপরিসর।

ক্ষুদ্বোধ—বি. ক্ষুধাবোধ, ক্ষুধা লাগা। [ক্ষুৎ+বোধ]

ক্ষুধা—বি. আহারের ইচ্ছা; প্রবল কামনা (ধনের ক্ষুধা); অভিলাষ, বাঞ্ছা (কী মহৎ ক্ষুধার আবেশ পীড়ন করিছে তারে—রবি)। [ক্ষুধ্+অ+আপ]। **ক্ষুধাতুর**—ক্ষুধার্ত। **ক্ষুধামান্দ্য**—তেমন ক্ষুধা না হওয়া। **ক্ষুধাশান্তি**—আহারের দ্বারা ক্ষুধা প্রশমিত করা। **দৃষ্টিক্ষুধা**—প্রকৃত ক্ষুধা নাই, কিন্তু খাদ্যদ্রব্য দেখিয়া কিছু লোভ করা, চোখের খিদে। ণ. **ক্ষুধিত**—ক্ষুধাপীড়িত; প্রবল-কামনা-যুক্ত (ক্ষুধিত অন্তর-প্রকৃতি; ক্ষুধিত ব্যাঘ্রের মতো)।

ক্ষুন্নিবারণ, ক্ষুন্নিবৃত্তি—বি. ক্ষুধা নিবারণ। [ক্ষুৎ+নিবারণ, নিবৃত্তি]।

ক্ষুপ—(যাহার শাখায় পাখী ডাকে) বি. বহু-শাখাবিশিষ্ট ছোট গাছ। [ক্ষু+পক্]

ক্ষুব্ধ—[ক্ষুভ্+ক্ত] ণ ক্ষোভযুক্ত, দুঃখিত, ব্যথিত, অশান্ত (ক্ষুব্ধচিত্ত ক্ষুব্ধ সমুদ্র)।

ক্ষুভিত—ণ. অশান্ত, বিচলিত, আলোড়িত (ক্ষুভিত চিত্ত: ক্ষুভিত সাগর)। [ক্ষুভ্+ক্ত]।

ক্ষুমা—বি. রেশম; পাট; শণ; তিসি; মসিনা; অতসী. নীলগাছ। ণ. ক্ষৌম।

ক্ষুর—[ছেদন করিবার অস্ত্র] বি. সুপরিচিত ক্ষৌরকারের অস্ত্র; গরু ঘোড়া প্রভৃতি পশুর পায়ের নীচের অংশ; খাটের পা (সাধারণতঃ খুরা বা খুরী বলা হয়)। [ক্ষুর্+রক্]। **ক্ষুর-কর্ম** (-র্মন্)—মুণ্ডন; **ক্ষুরধান, ক্ষুরধানী**—নাপিতের ভাঁড়। **ক্ষুর-ধার**—তীক্ষ্ণ ধার যাহাদ্বারা সহজেই কাটিয়া ফেলা যায় (ক্ষুরধার পথ—একটু অসাবধান হইলেই যে পথে বিনাশের সম্ভাবনা)। **ক্ষুরী**—ছোট ক্ষুর (তাহা হইতে ছুরি)। **এক ক্ষুরে মাথা মুড়ানো**—মুড়ন দ্রঃ।

ক্ষুরপ্র—বি তীক্ষ্ণধার অস্ত্রবিশেষ; খুরপা বা খুরপী, যাহার দ্বারা চাঁচিয়া তোলা হয়। [সং]

ক্ষুরা—বি. খাটের পা; বাটী, জলপাত্র, কাঁটাসন

ইত্যাদির নীচে যে বেড় বা কাঠের টুকরা বসানো হয়। [বাং]

ক্ষুল্ল—ণ. ক্ষুদ্র, কনিষ্ঠ (ক্ষুল্লতাত ; ক্ষুল্ল পিতামহ)। [ক্ষুদ্+লা+ক]। **ক্ষুল্লতাত**—পিতৃব্য, খুড়া চাচা।

ক্ষেউরি—[সং. ক্ষৌর], বি. নাপিতের দ্বারা চুল আদি কাটানো (ক্ষেউরি হওয়া, ক্ষেউরি করা)। [বাং]। **ক্ষেউরি বন্ধ হওয়া**—সামাজিক শাস্তি হিসাবে নাপিতের সেবা হইতে বঞ্চিত হওয়া।

ক্ষে—ক্ষয় (গ্রাম্য—শরীর ক্ষে করে কি পেলাম)।

ক্ষেত—বি. ক্ষেত দ্রঃ। [ক্ষেত্র]। **ক্ষেত-খামার**—চাষের জমি। **ক্ষেতখোলা**—চাষের জমি ও যেখানে ধান-আদি কাটিয়া আনিয়া জমা করা হয় ও ঝাড়া বা মলন করা হয়। **ক্ষেতপাপড়া,-পাপড়ী**—ক্ষেত্রপর্পটী। **ক্ষেতোয়াল**—ক্ষেতের মালিক। **ক্ষেত বুঝে পাট**—ক্ষেত অনুযায়ী চাষ; দেশকাল বিচার করিয়া কাজ করা। **ক্ষেতে আজ্ঞায় কপালে ফলে**—ক্ষেতে রোপণাদি যথাবিহিত ভাবে করিতে হয় কিন্তু ভাল শস্যলাভ হয় কপালের গুণে।

ক্ষেতি—[সং ক্ষতি] বি. ক্ষতি (গ্রাম্য ভাষায় কথিত। ক্ষেতিটা কি—খারাপ কিছুই হবে না; ক্ষেতির কপাল—মন্দভাগ্য)। [হিন্দী] চাষ আবাদ (ক্ষেতি করা)।

ক্ষেত্র—বি. ভূমিখণ্ড, মাঠ, field (সভাক্ষেত্র, যুদ্ধক্ষেত্র); উৎপত্তিস্থান (কৃষিক্ষেত্র; শরীর আধিব্যাধির ক্ষেত্র); তীর্থস্থান; স্থান, অবস্থা (কর্মক্ষেত্র; এক্ষেত্রে পলায়ন কর্তব্য); (জ্যামিতিতে) সরল বা বক্ররেখার দ্বারা বেষ্টিত স্থান (বর্গক্ষেত্র); ভার্যা (ক্ষেত্রজ পুত্র)। [ক্ষি+ত্র]। **ক্ষেত্রকর্ম**—কৃষিকর্ম। **ক্ষেত্র-গণিত**—জ্যামিতি; ত্রিকোণমিতি। **ক্ষেত্রজ**—ভার্যার গর্ভে অপরের দ্বারা উৎপাদিত (পুত্র)। **ক্ষেত্রজ্ঞ**—যিনি স্থান কাল বিচার করিয়া কাজ করিতে দক্ষ, কার্যকুশল; পরমাত্মা। **ক্ষেত্র-তত্ত্ব**—জ্যামিতি। **ক্ষেত্রপতি**—জমির মালিক। **ক্ষেত্র-পর্পট,-টী**—শাকবিশেষ ক্ষেতপাপড়া। **ক্ষেত্রপাল**—শস্যরক্ষক; মহাদেব; ঔষধ বিশেষ, বন্ধ্যানারীরা ব্যবহার করে। **ক্ষেত্রফল**—জমির কালি, area। **ক্ষেত্রবিদ্**—ক্ষেত্রজ্ঞ; জীবাত্মা। **ক্ষেত্র-সম্ভব**—ক্ষেত্র হইতে সম্ভূত, পত্নী হইতে জাত। **ক্ষেত্রসীমা**—যাহা এক ক্ষেত্রকে অন্য ক্ষেত্র হইতে পৃথক্ করে, জমির সীমানা। **ক্ষেত্রাজীব**—কৃষি যাহার জীবিকা। **ক্ষেত্রাধিপ**—ক্ষেত্রস্বামী, জমিদার; তীর্থের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা।

ক্ষেত্রি,-ত্রী-বি. ক্ষত্রিয়, ছত্রী। [ক্ষত্রিয়]। **ক্ষেত্রী** (ত্রিন্)—ক্ষেত্রস্বামী; স্বামী (বীজী ও ক্ষেত্রী)।

ক্ষেত্রিয়—ণ. দুশ্চিকিৎস্য, অন্যের শরীরে ব্যাধি সংক্রমিত করিয়া যাহার চিকিৎসা হয়; পার-দারিক। [সং]

ক্ষেপ—বি. ছুঁড়িয়া ফেলা, চালনা করা (শরক্ষেপ); অতিক্রম, যাপন (কালক্ষেপ); সঞ্চার, বিন্যাস (দৃষ্টিক্ষেপ); সঞ্চালন, চালান (পদক্ষেপ, নৌকার ক্ষেপ); (বাং) নৌকা ও গাড়ীর মাল লইয়া যাত্রা (ক্ষেপ দেওয়া); একবারে বহনীয় মাল (এ মাল চার ক্ষেপ হবে)। খেপ দ্রঃ ([ক্ষিপ + অল্

ক্ষেপণ—[ক্ষিপ্+অনট্] বি. নিক্ষেপ; যাপন (সময় ক্ষেপণ)। ণ. **ক্ষেপণীয়**—ক্ষেপণযোগ্য।

ক্ষেপণি,-ণী—বি নৌকার দাঁড়; ক্ষেপলা জাল।

ক্ষে(খে)পলা—বি. মাছ ধরিবার জাল বিশেষ।

ক্ষেপা, ক্ষ্যাপা, খেপা—[সং. ক্ষিপ্ত] ণ. পাগল, উন্মত্ত, পাগলাটে (ক্ষেপা ছেলে); খেয়ালী ভাববিহ্বল (ক্ষেপাবাবু; "ক্ষ্যাপা খুঁজে খুঁজে ফিরে পরশ পাথর")। স্ত্রী. **ক্ষেপী**—পাগলী, আবদারে মেয়ের আদরের ডাকনাম।

ক্ষেপানো—ক্রি উস্কানি দেওয়া, উত্তেজিত করা (ছেলে ক্ষেপানো); যে কথায় যে চটে সেই কথা বলিয়া তাহাকে উত্যক্ত করা, ক্ষ্যাপা লোককে আরও উত্তেজিত করা। **ক্ষেপিয়া যাওয়া**—ক্ষিপ্ত হওয়া, কাণ্ডজ্ঞানহীন হওয়া (বুড়ো বিয়ের জন্য ক্ষেপে গেছে)।

ক্ষেপামো,-মি—বি. ক্ষিপ্তের ব্যবহার, উন্মাদের মত অসঙ্গত আচরণ। (শিশুদের ক্ষেত্রে ভিন্ন ক্ষেপামি সাধারণতঃ নিন্দিত, কিন্তু 'পাগলামি' কখনো কখনো সমাদরজ্ঞাপক)। [বাং]।

ক্ষেপ্তা (প্তৃ)—ণ. নিক্ষেপকারী।

ক্ষেম—[ক্ষি+ম] বি. যাহা দুঃখ নাশ করে, হিত, শুভ (ক্ষেমঙ্কর); লব্ধ বস্তুর সযত্নে রক্ষণ;

মোক্ষ, নির্বাণ। **ক্ষেমকর,-কার,-কৃৎ**—মঙ্গলকর, হিতকর। **ক্ষেমবান্** (-বৎ)—কুশলী। **ক্ষেমঙ্কর**—হিতকর, শুভকারক [ক্ষেম+কৃ-খচ্]। স্ত্রী. **ক্ষেমঙ্করী**—কল্যাণদাত্রী দেবী; দুর্গা, কালী। **ক্ষেমদর্শী** (-র্শিন্)—কল্যাণের দিকে যাহার দৃষ্টি। **ক্ষেমশূর**—যেখানে বিপদের সম্ভাবনা নাই সেখানে যে-বীরত্ব দেখায়। **ক্ষেম্য**—হিতকর, স্বাস্থ্যজনক (ক্ষেম্য দেশ)।

ক্ষোণি,-ণী—বি. পৃথিবী; ভূমি। [সং]

ক্ষোদন—বি. প্রস্তরাদিতে অক্ষর লেখা, engraving। ণ. **ক্ষোদিত**—উৎকীর্ণ। খোদিত দ্রঃ।

ক্ষোভ—[ক্ষুভ্+অল্] বি. মনঃকষ্ট, দুঃখ; আন্দোলন, আলোড়ন (সমুদ্রের ক্ষোভ)। **ক্ষোভক, ক্ষোভণ**—ণ. চাঞ্চল্য অথবা বিক্ষোভ সৃষ্টিকারক। ণ. **ক্ষোভিত**—পীড়িত; দুঃখিত; সঞ্চালিত, আন্দোলিত।

ক্ষোম—বি. চিলে কোঠা।

ক্ষৌণি, ক্ষৌণী—বি. পৃথিবী। [ক্ষু+নি,-নী]। **ক্ষৌণিপতি,-ভুক্**, **ক্ষৌণীশ**—রাজা। **ক্ষৌণি প্রাচীর,ক্ষৌণী-**—সমুদ্র। **ক্ষৌণি-বিদ্যা, ক্ষৌণী-**—বি. ভূতত্ত্ব, geology।

ক্ষৌদ্র—(ক্ষুদ্রা অর্থাৎ মধুমক্ষিকা কর্তৃক কৃত) মধু; বি. ক্ষুদ্রতা, নীচতা; চম্পক বৃক্ষ; বর্ণসঙ্কর জাতি। **ক্ষৌদ্রজ**—মোম। **ক্ষৌদ্রপটল**—মৌচাক। **ক্ষৌদ্রেয়**—মধু সম্বন্ধীয়; মোম।

ক্ষৌম—বি. মসিনার তেল; পট্টবস্ত্র; শণ হইতে প্রস্তুত কাপড়; চিলে কোঠা। **ক্ষৌমজ**—মসিনা।

ক্ষৌর,-রি,-রী—বি. ক্ষৌরকর্ম, মুণ্ডন, কেউরি। **ক্ষৌরিক**—নাপিত।

ক্ষ্মা—পৃথিবী [সং]

ক্ষ্বেড়—ণ. কুটিল, নিষ্ঠুর। বি. বিষ; সিংহনাদ; অশ্লীল গান; খেউড়। [ক্ষিদ্+অ]।

খ

খ—ব্যঞ্জন-বর্ণমালার ক-বর্গের দ্বিতীয় বর্ণ, ইহা জিহ্বামূলীয়, মহাপ্রাণ ও অঘোষ।

খ—বি. আকাশ, নভঃ (খগোল; খদ্যোত; খপুষ্প)

খই, খৈ—[সং. খদিকা] বি বালি দিয়া অথবা কাটখোলায় ধান ইত্যাদি ভাজিয়া প্রস্তুত খাদ্য, লাজ (ধানের, ভুট্টার ঢেঁপের খই); খইয়ের আকৃতি-বিশিষ্ট অন্যান্য বস্তু (সোহাগার খই)। **খই-চালা**—খই হইতে তুষ, আফোটা খই ইত্যাদি পৃথক্ করিবার চালনী। **খইচুর**—মোয়া বিশেষ। **খই ঢেকুর, খইয়া ঢেকুর**—অজীর্ণজনিত চোঁয়া ঢেকুর। **খইয়া বা খয়ে**—খইসম্পর্কিত অথবা খই-এর মত দেখিতে (খইয়া খোলা; খইয়া গোখুর)। **খইয়া ধান, খৈয়ান ধান**—যে ধানে ভাল খই হয়। **খইয়া বাঁধনে পড়া**—খুঁটির দুইপাশ দিয়া হাত বাড়াইয়া অঞ্জলিতে খই লইয়া তাঁতী উভয়সঙ্কটে পড়িয়াছিল, তাহা হইতে—কিং-কর্তব্যবিমূঢ় ভাব। **মুখে খই ফুটা**—অনর্গলভাবে চমকপ্রদ রসাল বা বক্তৃতার ভঙ্গিতে কথা বলা। **খই ফুটিয়া থাকা**—বহু সাদা বা উজ্জ্বল ক্ষুদ্র বস্তুর একত্র সমাবেশ (আজ আকাশে তারার খই ফুটেছে)।

খইনি—বি চূন দিয়া প্রস্তুত শুকনা তামাক পাতা।

খইল, খৈল, খোল—বি. তিল সরিষা ইত্যাদি হইতে তেল বাহির করিয়া লইবার পর যাহা অবশিষ্ট থাকে; কাণের ভিতরকার ময়লা। [খলি]

খএর, খয়ের—[সং খদির] বি. খদির বৃক্ষ হইতে প্রাপ্ত নির্যাস। (গ্রাম্য—খর)। **খএর কাঠ**—খদির কাঠ। **খয়েরের টিপ**—খয়ের গুলিয়া যে তিলক পরা হয়। ণ. **খয়েরী, খয়রা**—খয়ের বর্ণের।

খওয়া, ক্ষওয়া—ণ. ক্ষয়প্রাপ্ত। [বাং]

খক্—কাশির শব্দ। **খক্ খক্**—বার বার কাশিবার শব্দ। বি. **খক্-খকানি**।

খকুন্তল—বি. আকাশ যার কুন্তল, শিব। [সং]

খগ—(উপতৎ) ণ. আকাশগামী। বি. পক্ষী; বায়ু; গ্রহ; দেবতা (কিন্তু বাংলায় সাধারণতঃ পক্ষীই বুঝায়)। **খগপতি**—পক্ষীর আকাশে

উড়িবার বিভিন্ন ভঙ্গি। **খগপতি,-বর, -মণি,-রাজ**—গরুড়। **খগান্তক**—(ষষ্ঠী-তৎ) বাজপাখী। **খগাসন**- গরুড় বাহন যার, বিষ্ণু। (বহুব্রী)। **খগেন্দ্র, খগেশ, খগেশ্বর**—বি. পক্ষিরাজ ; গরুড়।

খগা-বগা—বগা অর্থাৎ বক লম্বা পা বাড়াইয়া যেরূপ বিশ্রীভাবে চলে, তাহা হইতে—বিশ্রী, বিশৃঙ্খল, বিশ্রী হস্তাক্ষরবিশিষ্ট, অতি অসম্পূর্ণ প্রভৃতি বুঝায় (লেখাপড়া জানে খগা-বগা)।

খগোল—বি. নভোমণ্ডল ; গ্রহনক্ষত্রাদির প্রতিরূপযুক্ত গোলক। [সং]। **খগোলবিদ্যা**—গ্রহনক্ষত্রাদি সম্পর্কিত বিদ্যা, astronomy.

খচ্—অব্য. দেহের কোন অঙ্গে হঠাৎ কাঁটা বেঁধা সম্বন্ধে বলা হয়। **খচ্ খচ্**—বারবার কাঁটা বেঁধা বা তজ্জাতীয় ক্লেশকর অনুভূতি। **খচাৎ**—হঠাৎ অনেকখানি বিঁধিয়া যাওয়া সম্বন্ধে বলা হয়।

খচড়া—ণ. খচ্চর, দুষ্ট, দুষ্টামি নষ্টামি যার স্বভাব। [বাং]। বি. **খচড়ামো, খচড়ামি**।

খচ্ মচ্—অব্য. করতালের শব্দ ; বিরক্তিকর বা গোলমেলে ব্যাপার। **খচমচানো**—খচ্ মচ্ শব্দ করা। **খচরমচর**—করতালের শব্দ।

খচর—(উপতৎ) ণ. আকাশচারী ; বি. বায়ু ; মেঘ ; গ্রহ ; সূর্য ; রাক্ষস ; পক্ষী। [সং]।

খচর—বি. খচ্চর। [খসর]। **খচাখচ**—খচ দ্রঃ।

খচারী (-**রিন্**)—খচর (সকল অর্থে)।

খচিত—ভূষিত, বিন্যস্ত ; গ্রথিত (তারকাখচিত নৈশ আকাশ)।

খচ্চর—বি. ণ. অশ্বতর ; দুষ্ট প্রকৃতির। [বাং]। **তিলে খচ্চর**—খুব পাজি।

খজ্যোতিঃ—বি. জোনাকি।

খঞ্চা, খাঞ্চা—[ফা. খাঁন্‌চা] বি. বারকোশ, বড় থালা tray **খুঞ্চী**—ছোট বারকোশ। **-পোষ**—খঞ্চা ঢাকিবার সুতার বা উলে-বোনা আবরণ।

খঞ্জ, খঞ্জক—[সং] ণ. খোঁড়া, যাহার স্বাভাবিক হাঁটিবার শক্তি নাই। বি **খঞ্জতা**—খোঁড়া অবস্থা।

খঞ্জন—বি. পক্ষী-বিশেষ (ইহারা চঞ্চল ও সব সময় পুচ্ছ নাচায়), wagtail। [সং]। **খঞ্জন-আঁখি**—যাহার (যে স্ত্রীর) চোখ খঞ্জনের মত সুন্দর। **খঞ্জনগঞ্জন**—যাহা খঞ্জনকে লজ্জা দেয়।

খঞ্জনা—খঞ্জন জাতীয় পক্ষী, কাদাখোঁচা।

খঞ্জনাসন—যোগাসন-বিশেষ।

খঞ্জনি,-নী,-রী—বি. ক্ষুদ্র বাদ্যযন্ত্র-বিশেষ, ইহার এক মুখ খোলা ও অপর মুখ চামড়া দিয়া মোড়া, ইহাতে করতাল লাগানো থাকে, tambourine.

খঞ্জর—[আ.] বি. ছোরা (খঞ্জরে ঝরে খর্জুরসম তেথা লাখো দেশভক্তশির—নজরুল)।

খট—অব্য. ধ্বন্যাত্মক শব্দ, কঠিন দ্রব্যের পরস্পর আঘাতজনিত অপেক্ষাকৃত অনুচ্চ শব্দ। **খট্-খটানি**—খটখট শব্দ করা। **খটাস,খটাৎ**—'খট' ধ্বনির ব্যাপক ও উচ্চতর রূপ। **খুট্**—মৃদু খট্। **খুটুর খুটুর**—ক্রমাগত মৃদু খুট খুট শব্দ।

খটক—[সং] বি. যাহার হাত বাঁকা।

খটকা—বি. সংশয়, দ্বিধা (তুমি ত বললে, তবু মনে একটা খটকা থেকে যাচ্ছে)। [হি. খুটকা]

খটক্কিকা—বি. খিড়কি দরজা। [সং]

খট্ খট্—খট দ্রঃ ; হাসির শব্দ (বিশেষতঃ শিশুর হাসির) ; শক্ত জিনিস দিয়া বারবার শক্ত জিনিসে আঘাতের শব্দ।

খটখটিয়া, খটখটে—ণ. শুষ্ক ও কঠিন আঘাত দিলে খট খট শব্দ করে (শীতের খটখটে পথ) ; জড়তাবর্জিত (একদিন উপবাসের পরে শরীরটা বেশ খটখটে হ'য়েছে)। **খটখটে রোদ**—ঝরঝরে পরিবেশে উজ্জ্বল উপভোগ্য রৌদ্র। [বাং]

খটমট—অব্য. গর্বিত পাদক্ষেপজাত শব্দ। [বাং]

খটমটি—বি. বিরোধ, ঝগড়া। **খটর খটর, -মটর**—ক্রমাগত মৃদু খটখট শব্দ।

খটাখট—অব্য. কঠিন বস্তুতে কঠিন বস্তুর ক্রমাগত আঘাতের শব্দ (কামারশালের খটাখট)। [বাং]

খটাৎ—খট দ্রঃ ; ঈষৎ ব্যাপক খট শব্দ। [বাং]

খটাশ,-স—[সং খট্টাস] বি. জন্তু-বিশেষ (কোন কোন অঞ্চলে খাটাস বলে) ; উচ্চতর ও ব্যাপকতর খট শব্দ (খট দ্রঃ)।

খটি—বি. শিশুর আব্দার, কোট, জিদ। [বাং]

খটি,-টী—বি. ভাণ্ডার ; আড়ৎ ; আড্ডা। [বাং]

খটি,-টী, খটিকা—[সং কঠিনী] বি. খড়িমাটি।

খটেল—ণ. খুঁৎ ধরাই যার স্বভাব। [বাং]

খট্টা, খট্বা—[সং] খাট, পর্যঙ্ক ; ঠাকুরের সিংহাসন ; মড়ার খাট। **খট্টাঙ্গ, খট্বাঙ্গ**—খাটের খুরা ; মুদ্গরজাতীয় যুদ্ধাস্ত্র-বিশেষ। **খট্টাপদ, খট্বা-**—খড়মপেয়ে।

খট্টাশ,-স—বি. খটাস বা খাটাস (গায়ের গন্ধের জন্য প্রসিদ্ধ), pole cat। [সং]

খট্টিক—বি. যাহারা পাখী মারিয়া জীবিকা অর্জন করে, ব্যাধ।

খট্টিকা—বি. খাটিয়া, মড়ার খাটিয়া।
খট্‌্কা—[সং] বি. পালঙ, খাট। **খট্‌াকা, খট্‌িকা**—ছোটখাট, খাটিয়া। **খট্‌াঙ্গ**—খাটের পায়া; মুদ্গরজাতীয় অস্ত্র-বিশেষ। **খট্‌াঙ্গধর**—শিব। স্ত্রী. খট্‌াঙ্গধারিণী। **খট্‌ারূঢ়**—যে ব্রহ্মচারী ব্রহ্মচর্য ত্যাগ করিয়া খট্‌ারোহণ করিয়াছেন, তাহা হইতে, ব্রতত্যাগী, বিবেচনাহীন, অবিনীত। [gorge। [হিন্দী]
খড, খদ—বি উচ্চ পার্বত্য অঞ্চলে গভীর নিম্নভূমি,
খড়—বি. উলুখড় যাহা দিয়া ঘর ছাওয়া হয়; শুষ্ক ঘাস শুষ্ক ও শস্যহীন ধানগাছ, বিচালি। [খেট্‌]। **খড়কুটা**—খড় ও সেই জাতীয় শুষ্ক তৃণ ও সরু ডাল ইত্যাদি (খড়কুটা দিয়া তৈরী পাখীর বাসা; জলে খড়কুটা ভাসছে)। **খোড়ো ঘর**—খড়দিয়া ছাওয়া ঘর। **খড়ের আগুন**—যাহা সহজেই দাউ দাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠে ও সহজেই নিভিয়া যায়।
খড়কি—[সং খড়কী] বি. খিড়কি।
খড়কিয়া, খড়কে—বি. তৃণের বিশেষতঃ উলুখড়ের অপেক্ষাকৃত কঠিন অংশ, ক্ষুদ্র সরু শলাকা। **খড়কে খাওয়া,-লওয়া,-করা**—আহারের পরে খড়কে দিয়া দাঁতের ফাঁক হইতে অন্ন ইত্যাদির কণিকা বাহির করিয়া ফেলা। **খড়কে বাটা**—এক শ্রেণীর ছোট বাটা মাছ। **কাণখড়কে**—যাহার শ্রবণশক্তি প্রখর।
খড়ক্কিকা, খড়ক্কী—বি. খিড়কির দরজা।
খড়খড়—অব্য. শুষ্ক পত্র তৃণ ইত্যাদির মধ্যে সরীসৃপের সঞ্চরণ শব্দ। **খড়খড়ি**—(খুলিবার বা বন্ধ করিবার সময় খড় খড় করে বলিয়া) ঝিলমিল, shutters। **খড়খড়ে**—যাহার কাণ খুব সজাগ (কাণ খড়খড়ে); খটখটে।
খড়ম—বি. সুপরিচিত কাঠের জুতা। [বাং]। **খড়মপা,-পেয়ে**—যাহার পায়ের মধ্যস্থল মাটি স্পর্শ করে না, মেয়েদের পক্ষে ইহাকে অশুভলক্ষণ জ্ঞান করা হয়। **খড়ম পেটা করা**—জুতোপেটা করা।
খড়মড়—কাগজ বা মাড় দেওয়া কাপড় ইত্যাদি নাড়াচাড়ার শব্দ। **খড়মড়ি**—খড়মড় শব্দ।
খড়রা—বি. ঘোড়ার গা ঘষার লোহার চিরুণী। [হি.]
খড়া—গাঁথনি-করা ইট পাথর ইত্যাদির জোড়ের মুখ; ফাঁক; মাপের পাত্রের গায়ের দাগ। **খড়া মারা**—চুন সুর্কি ইত্যাদি দিয়া ইটের জোড়ের মুখ বন্ধ করা। **খড়াসই**—মাপের চিহ্ন পর্যন্ত।

খড়ি,-ড়ী—বি. খড়িমাটি, শ্বেতবর্ণ মৃত্তিকা বিশেষ, chalk; শিল্পচাতুর্য (ঠিক যেন ঈশ্বরের খড়ি); পরামর্শ; ইন্ধন। [খটিকা]। **খড়ি পাতা**—খড়ি দ্বারা অঙ্ক কষা। **খড়ি উড়া,-উঠা**—তেল না দিলে শরীরের চামড়ায় সাদা সাদা দাগ দেখা দেওয়া, খুসকি উঠা। **ফুলখড়ি**—মোলায়েম খড়ি। **হাতে-খড়ি**—খড়ি দিয়া শিশুর মাটির উপরে প্রথম অক্ষর লেখারূপ সংস্কার (পাঁচ বৎসর বয়সে তাঁর হাতে-খড়ি হয়); প্রথম শিক্ষা শিক্ষানবিশি (সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে আপনার কাছেই ত আমার হাতে-খড়ি)।
খড়িকা—বি. খড়কে। [বাং]
খড়িটি, খড়ুটি—বি. খড়মিশ্রিত মাটির প্রলেপ। [বাং]। **খড়িটি করা**—দেওয়ালে খড়িটি দিয়া লেপ দেওয়া, ইহাতে মাটির দেওয়াল মজবুত হয়।
খড়িমাটি—বি. খড়ি, chalk। [বাং]
খড়িশ, খরিশ,-স—ণ. বিষধর ('—গোখরো')। বি. গোক্ষুর সর্প। [খরবিষ?]
খড়ুয়া, খড়ো, খোড়ো—ণ খড়নির্মিত (খড়ো ঘর—যে ঘরের চাল খড় দিয়া ছাওয়া)। [বাং]
খড়ে—বি. জলঙ্গী নদী, কৃষ্ণনগরের উত্তরবাহিনী।
খড়্গ—বি. খাঁড়া; তরবারি; গণ্ডারের শৃঙ্গ। [খড্‌+গ]। **খড়্গকোশ**—খড়্গের বা তলোয়ারের খাপ। **খড়্গধেনু**—ছোট খড়্গ বা ছোরা। **খড়্গ-নাসা**—যাহার নাকের আগা খড়্গের আগার মত সূক্ষ্ম ও বক্র। **খড়্গপত্র**—খড়্গের পাতা, sword-blade; ঢাল। **খড়্গপাণি**—খড়্গধারী, প্রবল প্রতিরোধ বা অন্যায়ের প্রতিকারের জন্য প্রস্তুত। **খড়্গপিধান**—খড়্গকোষ। **খড়্গপুত্র**—অসিপুত্রিকা, ছোরা। **খড়্গফল,-ফলক**—খড়্গকোষ। **খড়্গমাংস**—গণ্ডারের মাংস। **খড়্গবিদ্যা**—অসিচালনবিদ্যা। **খড়্গমৃগ**—গণ্ডার। **খড়্গহস্ত**—ণ. অস্ত্রের দ্বারা আঘাত করিতে উদ্যত; মারমুখো; অত্যন্ত চটা; যাহার হাতে খড়্গ আছে। [খড়্গ+ইন্‌]
খড়্গী (-ড়্গিন্‌)—ণ. খড়্গধারী; বি. গণ্ডার।
খণ—ক্ষণ। (ক্ষণ দ্রঃ)।
খণিক—ক্ষণিক দ্রঃ। **খণিকে**—অল্পক্ষণে।
খণ্ড—অংশ, টুকরা (মাংস খণ্ড); পুস্তকের অংশ বিশেষ (কাশীখণ্ড, নৌকাখণ্ড) বা একসঙ্গে যতটা বাঁধানো হইয়াছে ততটা অংশ (অভিধানের

দ্বিতীয় খণ্ড); চোর, দুষ্ট-প্রকৃতির লোক; মন্দ (খণ্ডকপালিনী); দেশ, অধিকার (শ্রীখণ্ড, রাজখণ্ড); মিছরি; শক্ত গুড়; মিঠাই; টি, খানা (একখণ্ড কাপড়)। [খণ্ড্+অ]। **খণ্ড কথা**—ক্ষুদ্র আখ্যায়িকা। **খণ্ডকাব্য**—বৈচিত্র্যে ও দৈর্ঘ্যে যাহা মহাকাব্যের মত নয়। **খণ্ডখণ্ড**—টুকরা টুকরা, বহু অংশে বিভক্ত। **খণ্ডগিরি**—উড়িষ্যার পাহাড় বিঃ। **খণ্ডজ**—গুড়। **খণ্ডপরশু**—মহাদেব; পরশুরাম। **খণ্ডপূজা**—অঙ্গহীন পূজা। **খণ্ডপ্রলয়**—আংশিক প্রলয় বা উলটপালট; বিষম ঝগড়া দাঙ্গাহাঙ্গামা খুনোখুনি ইত্যাদি। **খণ্ডবিখণ্ড**—ছিন্নভিন্ন। **খণ্ডব্রত**—অপূর্ণাঙ্গ ব্রত। ণ. খণ্ডা, খণ্ডিত।

খণ্ডন—ণ. নাশক (স্মরগরলখণ্ডন); বি. ক্ষয়; ভঞ্জন; নিরাকরণ (বিধিলিপি খণ্ডন করবে কে); অপ্রমাণ করা (যুক্তি খণ্ডন করা)। [খণ্ড্+অনট্]। **খণ্ডনীয়**—নিরাকরণযোগ্য, অপ্রমাণের যোগ্য। [খড়্গধারী।

খণ্ডা, খাণ্ডা—বি. খাঁড়া।। **খণ্ডাতি**—বি.

খণ্ডানো—ক্রি. প্রতিহত করা, প্রতিকার করা. দূর করা,ঘুচানো ('অদৃষ্টের ফল কে খণ্ডাবে বল')।

খণ্ডাখণ্ডি—বি. পরস্পরের বিরুদ্ধাচরণ, ঝগড়া।

খণ্ডাভ্র—বি. ছিন্নমেঘ। **খণ্ডামলক**—বি. আমলকীখণ্ড, আমলকীর মোরব্বা।

খণ্ডিত—ণ. দ্বিখণ্ডিত, ভগ্ন, কর্তিত, বিভক্ত (অর্ধখণ্ডিত পতিপ্রেম); ত্রুটিযুক্ত, বিনষ্ট (খণ্ডিত ব্রহ্মচর্য)। [খণ্ড্+ক্ত]। **খণ্ডিতক্ষুর**—গরু মহিষ প্রভৃতি পশু। **খণ্ডিতা**—স্বামীকে অন্য স্ত্রীতে অনুরক্ত দেখিয়া অপমানিতা ও কুপিতা স্ত্রী।

খণ্ড্য—ণ. খণ্ডনীয়। [খণ্ড্+য]

খত, খৎ—[আ. খ'ৎ] বি. পত্র, হস্তলিপি; তমসুক (বন্ধকী খৎ): প্রতিজ্ঞাপত্র। (**দাসখৎ**—দাসত্ব স্বীকার করিলাম এই মর্মে স্বীকারপত্র, সম্পূর্ণ অধীনতা স্বীকার)। **নাকে খৎ**—ভুল স্বীকার বা অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ ভূমিতে নাক ঘর্ষণ; পুনরায় অপরাধ হইবে না এরূপ অঙ্গীকার ও নতি স্বীকার। **ফারখৎ**—ত্যাগপত্র, তালাক। **বন্ধকী খৎ**—কিছু বন্ধক রাখিয়া টাকা লওয়া হইল এরূপ স্বীকারপত্র। **খোশ খৎ**—খোশ দ্রঃ।

খৎনা—[আ.] বি. ত্বক্‌ছেদ-সংস্কার, circumcision.

খৎবা—খোৎবা দ্রঃ।

খতম—[আ.] ণ. শেষ, নিঃশেষ, সমাপ্ত, সাবাড় (কাজ বা শত্রু খতম করা বা হওয়া)। **খতম পড়ানো**—মৃতের কল্যাণার্থ সমগ্র কোরআন নিঃশেষে পাঠ করানো।

খতরা—[আ. খ'ৎ'রহ্] বি. বিপদ, ভয় (এপথে জানের খতরা আছে)।

খতানো—(খতিয়ান দ্রঃ) ক্রি. হিসাব করা, লাভ লোকসান বিচার করা, বুঝিয়া দেখা (একাজের পরিণতি কি তা একবার খতিয়ে দেখো)।

খতিব—[আ. খ'তীব] বি. খোতবা-পাঠকারী। খোত্‌বা দ্রঃ। **খতিবি**—খতিবের কাজ।

খতিয়ান, খতেন—বি. খাজনা ও আদায়-উশুলের বিস্তৃত জমা-খরচ, ledger book। [হি.] **খতিয়ান করা**—বিস্তৃত জমা-খরচের বিবরণ তৈরি করা।

খতো, খতুয়া—ণ. জীর্ণ, ক্ষয়প্রাপ্ত (খতো কাঠ)। [বাং]। **খতোধরা**—জীর্ণ, ছাতা ধরা।

খত্তাল—বি. কাঁসার বাদ্যযন্ত্রবিশেষ [করতাল]

খদ—খড দ্রঃ।

খদি, খদিকা—বি. খৈ। [সং]

খদির—বি. খয়ের গাছ; উক্ত গাছের নির্যাস, খয়ের। [সং]। **খদিরকাথ**—খদিরের নির্যাস। **খদিরিকা**—লাক্ষা; লজ্জাবতী লতা।

খদ্দর—বি. চরকা-কাটা সুতা হইতে হাতে বোনা কাপড়, খাদি। [গুজরাটী শব্দ]। **খদ্দরধারী**—যে খদ্দর পরে, কংগ্রেসকর্মী।

খদ্দের—[ফা. খ'রীদার] বি. খরিদ্দার, ক্রেতা; পাইবার জন্য আগ্রহশীল ও সেজন্য টাকা খরচ করিতে প্রস্তুত (এ মালের বহু খদ্দের)।

খদ্যোত, খদ্যোতিকা—বি. জোনাকি; যে আকাশ দীপ্ত করে (এই অর্থে খদ্যোত, খদ্যোতন =সূর্য)। [খ-দ্যুৎ+অ]

খধুপ—বি. যাহা আকাশের ধূপের মত, হাউই।

খনন—বি. খোঁড়া, গর্ত করা। [খন্+অনট্]। **খনক, খনৎকার, খননকারী** (-রিন্)—যে খনন করে। **খনিত**—যাহা খনন করা হইয়াছে। [খাত-শব্দের বাংলা রূপ]। **খননীয়**—খননযোগ্য। **খনয়িত্রী**—যে (স্ত্রী) খনন করায়; খন্তা নামক যন্ত্র। [জ্ঞাপক।

খনখন—অব্য. কাঁসি প্রভৃতি বাদ্যের তীক্ষ্ণ উচ্চধ্বনি-

খনা—ণ. খোনা, যে নাকিসুরে কথা বলে; বি.

বিখ্যাত নারী জ্যোতিষী। **খনার বচন**—শুভাশুভবিষয়ক কতিপয় সুপরিচিত প্রবচন (খনা এই সমস্তের রচয়িত্রী ইহাই জনপ্রসিদ্ধি)।

খনি—বি. ধাতু রত্ন ইত্যাদি লাভের জন্য যাহা খনন করা হয়, আকর। (সং 'খনী'-ও হয়)। [খন্+ই]। **খনিজ**—বি. ৺ণ. যাহা খনি হইতে পাওয়া যায়, mineral. [খনি-জন্+ড]।

খনিত—খনন দ্রঃ।

খনিত্র—বি. খন্তা। [খন্+ইত্র]

খন্তা, খন্তিক, খোন্তা—[সং খনিত্র] বি. যদ্দ্বারা খনন করা হয় (রন্ধন কার্যে ব্যবহৃত ছোট খন্তাকে খুন্তি বা খন্তি বলে)।

খন্তা (-ন্তৃ)—বি. খননকারী। [সং]

খন্দ—বি. ফসল (রবিখন্দ); গর্ত (খানাখন্দ)। [ফা.]। **খন্দপূজা**—খন্দের অধিষ্ঠাত্রী দেবতার পূজা। **খন্দমাল**—মুগ মটর প্রভৃতি পণ্যদ্রব্য।

খন্দক—[আ. খ'ন্দক্] বি. বড় গর্ত, trench। (**খন্দকের যুদ্ধ**—এই যুদ্ধে হজরৎ মোহাম্মদ খন্দক কাটাইয়া মদিনা রক্ষা করিয়াছিলেন)।

খন্দকার—খোন্দকার দ্রঃ।

খপ—[সং ক্ষিপ্র] অব্য. অতর্কিতভাবে, হঠাৎ (খপ্ করিয়া হাত ধরিল)। **খপখপানি**—বি. মনের ভিতরকার অস্বস্তি, বুক ধড়াস-ধড়াস ভাব। [বাং]। **খপাৎ**—অব্য. হঠাৎ। [বাং]

খপরা, খাপরা—[সং খর্পর] বি. খোলা, টালি (খাপরার ঘর); ভাঙা মাটির হাঁড়ির টুকরা (পয়সাগুলোকে খাপরা ভেবোনা)।

খপুর—বি. মাটির কলসী; পান-সুপারি ইত্যাদি রাখিবার ডাবর; সুপারি গাছ; আকাশে কল্পিত নগর বা অট্টালিকা, castle in the air.

খপুষ্প—বি. আকাশকুসুম, অলীক কল্পনা [সং]।

খপোত—বি. আকাশযান, বিমান।

খপ্পর—[সং. খর্পর] বি. ফাঁদ, ছলনাজাল (তার খপ্পরে পড়লে রক্ষা নেই)।

খপ্সুরৎ—খুবসুরৎ দ্রঃ।

খফা—খাপা দ্রঃ।

খবর, খপর—[আ. খ'বর্] বি. সংবাদ, বৃত্তান্ত (খবরের কাগজ); শুভাশুভ-বিষয়ক সংবাদ (সে গেছে কাল সকালে এ পর্যন্ত তার কোন খবর নাই); হুঁস, দৃষ্টি (আমি মরলাম কি বাঁচলাম সে খবর কে রাখে)। **খবরগীর**—সংবাদবাহক; চর, গোয়েন্দা। বি. **খবরগীরি**। **খবরদার**—ণ. সাবধান, হুঁসিয়ার, অবহিত। বি. **খবরদারি**—তত্ত্বাবধান, মনোযোগ, সাবধানতা। **খবর রাখা**—সন্ধান রাখা ওয়াকিফহাল হওয়া। **খবর লওয়া**—সংবাদ জানা, তত্ত্বাবধান করা। **খবর হওয়া**—সংবাদ পৌঁছা, সাড়া জাগা (আপ্ মেল আসছে খবর হ'য়েছে)। **খবরাখবর**—অনুসন্ধান, তত্ত্বাবধান। **খোশখবর**—সুসংবাদ। [বি. হিম। [সং]

খবারি—বি. বৃষ্টি, শিশির। [সং]। **খবাষ্প**—

খবিশ, খবীস—[আ. খ'বীথ'] বি. শয়তান, অপদেবতা (তাকে খবীসে পেয়েছে); অত্যন্ত নোংরা (খবিশ কোথাকার)। (প্রাদে.)।

খমক—বি. বাদ্য-বিশেষ। [ফা.]

খমধ্য—বি. Zenith, ঠিক মাথার উপরে দূর আকাশে যে বিন্দু কল্পনা করা হয়।

খমণি—বি. সূর্য। [সং]। **খমীর**—খামির দ্রঃ।

খমুলিকা,-মূলী—বি. জলের পানা। [সং]

খম্বা—খাম্বা দ্রঃ।

খয়র, খয়ের—[আ. খ'য়্র] বি. কল্যাণ, শুভ, সুখসম্পদ; অব্য. আচ্ছা, বেশ তাই (সাধারণতঃ মুসলমান মৌলবীরা ব্যবহার করেন)। **খয়েরখাঁ, খয়েরখা**—সাধারণ অর্থ 'মঙ্গলকামী' কিন্তু বাংলায় 'খোসামুদে', 'স্তাবক' (খয়েরখাঁ আপকেওয়াস্তের দল)। খাঁ (খোআহ্)=ফা. আকাঙ্ক্ষী।

খয়রা—ণ. খয়েরী রং, পিঙ্গল; বি. নৃত্যের তালবিশেষ; মৎস্য-বিশেষ।

খয়রাত,-ৎ—[আ. খ'য়্রাত্] বি. ভিক্ষাদান, বিতরণ (দানখয়রাত); মৃতের আত্মার কল্যাণার্থ লোক খাওয়ানো (বাপের খয়রাতে বহু খাসিবকরী জবাই করেছিল)। **খয়রাতী**—ণ. দানের জন্য নির্দিষ্ট, দাতব্য (খয়রাতী মাল—দাতব্যের জন্য নির্দিষ্ট মাল, কাজেই তার ব্যয়ের কোন হিসাব নাই)।

খয়া—ণ. ক্ষয়প্রাপ্ত। [বাং]। ক্ষয় দ্রঃ।

খয়েবন্ধন—বি. খইয়া বাঁধন (খই দ্রঃ)।

খয়ের—বি. পানের উপকরণ বিঃ, খদির। [বাং]।

পাঁপড়ী খয়ের—চেপ্টা চওড়া খয়ের-বিশেষ।

খর—[সং] ণ. তীক্ষ্ণ, ধারাল (খরধার); তীব্র গতিযুক্ত (খরস্রোতা নদী); প্রবল ('খরবেগে বহিল পবন'); কঠোর, পরুষ (খর বচন); প্রখরদাহ (খর জ্বাল; খর অগ্নি); উগ্র (খরনুন, খরঝাল, খরপোড়)।

খরখরে—ণ. অতিরিক্ত ভাজা; চটপটে; খরস্পর্শ,

করকরে (খরখরে জিহ্বা)। **খরখরে বুদ্ধি**—শাণিত সজাগ বুদ্ধি।

খর—বি. গর্দভ ; অশ্বতর ; রাক্ষস-বিশেষ। [সং]

খরগোশ—[ফা. খরগোশ—যাহার কাণ গাধার কানের মত] বি. শশক ; rabbit, hare।

খরচ—[ফা. খ'র্চ্] বি. ব্যয়, ব্যয় নির্বাহের অর্থ (এই মোকদ্দমার খরচ দেবে কে)। **খরচ-খরচা**—নানা বাবদে খরচ (খরচ-খরচা বাদে কি আর থাকবে)। **খরচপত্র করা**—ব্যয় করা, কিছু বেশী অর্থ ব্যয় করা (ক'লকাতায় এসেছ কিছু খরচপত্র কর)। **খরচ চলা**—খরচের অনুযায়ী অর্থের সংস্থান হওয়া। **খরচখাতে পড়া**—খরচ হিসাবে গণ্য হওয়া। **খরচলেখা**—বাদ দেওয়া, গণনার মধ্যে না আনা, নষ্ট বা হাতছাড়া বলিয়া ধরা। **খরচান্ত**—বহুব্যয়। **খরচে, খরুচে**—ণ. যে খোলা হাতে খরচ করে, অমিতব্যয়ী। **খরচের খাতায় লেখা**—উদ্ধারের আশা ছাড়া। **নিখরচিয়া নিখরচে**—যাহাকে তেমন অর্থব্যয় করিতে হয় না। **নিখরচা, বেখরচা**—ক্রি. ণ. বিনাব্যয়ে। **সাখরচিয়া, সাখরচে**—যে আদৌ কৃপণ নয়, সব্যয়শীল। **হাতখরচ**—ছোটখাট খরচ, খুশীমত খরচের জন্য বরাদ্দ।

খরজ—[সং. ষড়্‌জ] বি. স্বর সপ্তকের মূল স্বর, সা.

খরণস—ণ যাহার নাকের অগ্রভাগ তীক্ষ্ণ ; যাহার নাক গাধার নাকের মত। **খরতর**—প্রখরতর। বেশী ঝাঁঝালো। **খরতম**—সবচেয়ে প্রখর। **খরতাল,-তালী**—করতাল। [বাং]। **খর-দশন**—তীক্ষ্ণদন্ত, ধারালদন্তবিশিষ্ট। **খরদূষণ**—রামায়ণবর্ণিত রাক্ষসভ্রাতৃদ্বয়। **খরধার**—তীক্ষ্ণধার, খুব ধারাল। **খরনাদী** (-দিন্)—তীব্র ও উচ্চ স্বর-বিশিষ্ট ; যে বা যাহা গাধার মত চীৎকার করে। **খরপদ**—যে তাড়াতাড়ি চলে, তীব্রগতি। **খরপোড়**—বেশী পোড়ানো এবং সেই জন্য টেকসই (হাঁড়ি। বিপরীত—আমা-পোড়)। [বাং]। **খরবাদ্য**—দ্রুত তালবিশিষ্ট বাদ্য। **খরবাহিনী**—খরস্রোত (নদী)।

খরমুজ, খরমুজা—[ফা. খরবুজহ্] বি. ফুটি-জাতীয় ফল (গঠন কতকটা তরমুজের মত) musk-melon।

খরযান—বি. গাধা-টানা গাড়ি। [খর=গাধা]

খররোমা (-মন্)—ণ. কঠিনরোমযুক্ত।

খরশাণ,-শান—ণ. সুতীক্ষ্ণ, অতি প্রখর (বাণ খরশাণ ; খরশান ভানু)।

খরশান, খর্সান—ণ. ঝাঁঝালো (খরশান তামাক)। [বাং]। **খরসানি**—বি. ঘোড়ার খুরের ঘর্ষণ ও হ্রেষাধ্বনি। [বাং]

খরশাল,-শালা—বি. গাধার আস্তাবল। [খর=গাধা]

খরশুলা,-সুলা—বি. মৎস্য-বিশেষ। [বাং]

খরস্রোত—ণ. খরধার। স্ত্রী. **খরস্রোতা**।

খরা—[সং খর] বি. প্রখর রৌদ্র, অনাবৃষ্টি ('জ্যৈষ্ঠে খরা আষাঢ়ে ধারা শস্যের ভার না সহে ধরা')। **খরা দেওয়া,-পড়া**—একটানা কড়া রোদ হওয়া (শীত ভিন্ন অন্য ঋতুতে)। **খরা মেজাজ**—কড়া মেজাজ।

খরাংশু—সূর্য। [অা.]

খরাদ—কাঠ কুঁদিয়া গোল বা মসৃণ করণ।

খরানো—ক্রি. অধিক শুষ্ক হওয়া, দগ্ধপ্রায় হওয়া (কলাই খরাইয়া যাওয়া—বেশী ভাজা হওয়া)। **ধান খরানো**—সিদ্ধধান অতিরিক্ত শুকাইয়া ফেলা (এরূপ ধানের চাল বেশী ভাঙ্গা হয়)। **কোথা থেকে খরিয়ে এলে**—রাগের কারণ কি (অকারণে কড়া মেজাজ্ দেখাইলে বলা হয়—ব্যঙ্গে)। **খরানি**—বি. একটানা রোদের কাল, dry season। **খরালি**—(প্রা.) খরানি।

খরিদ—[ফা. খ'রীদ] বি. ক্রয়, কেনা। **খরিদ খাতা**—যে খাতায় মাল কেনার হিসাব থাকে। **খরিদ দর**—যে দরে কেনা হইয়াছে, লাভবিহীন দর। **খরিদ্দার, খরিদার, খরিদদার**—খদ্দের, ক্রেতা ; খদ্দের দ্রঃ। বি. **খরিদ্দারি**। **খরিদা**—ণ. ক্রীত, কেনা। খরিদা গোলাম—ক্রীতদাস ; নীলাম-খরিদা তালুক—যে তালুক নীলামে খরিদ করা হইয়াছে)।

খরিফ—[আ. খ'রীফ] বি. হৈমন্তিক ফসল।

খরোষ্ঠী—বি. প্রাচীন লিপি বিশেষ—ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত অঞ্চলে প্রচলিত ছিল।

খর্জন—[সং] বি. চুলকানি, গাত্রকণ্ডূয়ন।

খর্জু, খর্জু—বি. কণ্ডূরোগ, কণ্ডূয়ন ; কীট বিশেষ ; খেজুর গাছ। [সং] [সং]

খর্জুর, খর্জুরী—বি. খেজুর ফল ; খেজুর গাছ।

খর্পচ্ছন্দ, খর্বচ্ছন্দ—বি. পয়ার।

খর্পর—[সং] বি. খাপরা ; ভিক্ষাপাত্র ; মড়ার মাথার খুলি ; ধূর্ত, চোর।

খর্ব—[সং] ণ. ছোট, বেঁটে (খর্বকায়); হীন (আপনাকে খর্ব করিতে পারিব না ; **গর্ব খর্ব হওয়া**—অহঙ্কার চূর্ণ হওয়া); সহস্র কোটি সংখ্যা (খর্ব নিখর্ব)। **খর্বট**—পর্বতপ্রান্তের গ্রাম। **খর্বশাখ**—বামন ; খর্বশাখাবিশিষ্ট গাছ। **খর্বাকার, খর্বাকৃতি**—বেঁটে। **খর্বিত**—যাহা খর্ব করা হইয়াছে।

খল—[সং] ণ. কুটিল, কপট, ক্রুর ; বি. দুর্জন ; ধান মাড়াই করিবার স্থান, খামার ; ঔষধ-মর্দনের পাথরের পাত্র বিশেষ ; তেলের কাইট। [সং]। **খলকপট**—খলতা ও কপটতা। বি. **খলতা**।

খলই, খালুই—বি. মুখসরু পেটমোটা মাছের ঝুড়ি বিশেষ (পূর্ববঙ্গে 'ডুলা' বলে)। [বাং]

খলখল—অব্য. বিকট অথবা উচ্চহাসির শব্দ। **খলখল করা**—অল্প জলে মাছ বেগে চলিলে যেরূপ শব্দ হয় সেরূপ শব্দ করা। [সং]

খলট—বি. উঠান ; ধান মাড়াই করিবার স্থান।

খলতি—বি. ণ. টাক ; টেকো। [খল্+অতি]

খলধান,-ধান্য, খলাধান—বি. ধান মাড়াই করিবার স্থান। [সং]। **খলধান**—বি. খলে যে ধান পড়িয়া থাকে। [সং]

খলপা—বি. শস্তের গোলা বিঃ; (পূর্ববঙ্গে) দরমা।

খলপূ—বি. ঝাড়ুদার, মেথর। [সং]।

খলবল—অব্য. অল্পজলে মাছের দ্রুত চলাফেরা বা লাফানোর শব্দ।

খলল—[আ. খ'লল্] বি. ব্যাঘাত, হানি (ইমানে খলল পৌঁছা—ধর্মবিশ্বাসের পক্ষে হানিকর হওয়া)।

খলশে,-সে—খলিশা দ্রঃ।

খলি—বি. খইল, তেলের কাইট। [সং]

খলিন, খলীন—বি. লাগাম ; লাগামের কড়িয়ালির লৌহ। [সং]

খলিফা—[আ. খ'লীফা] বি. প্রতিনিধি (কোরানের মতে মানুষ জগতে আল্লাহর খলিফা); হজরত মহম্মদের পরে মুসলিম রাষ্ট্রের নির্বাচিত সর্বপ্রধান শাসনকর্তা, caliph—তিনি একাধারে রাজ্যের প্রধান শাসক ও ধর্মনেতা ; দরজী ; ওস্তাদ, (তাহা হইতে) ডেঁপো (ছেলে খলিফা হয়ে উঠেছে)। [স্থান। [বাং]

খলিয়ান, খলেন—বি. শস্য মাড়াই করিবার

খলিসা,-শা—[সং খলিশ] বি. একরকম মাছ।

খলীল, খলিল—বিশিষ্ট বন্ধু। [আ]। [স্থান।

খলুরিকা—বি. ব্যায়াম বা অস্ত্রশিক্ষা করিবার

খলে কপোতিকা ন্যায়—খলে এক সঙ্গে ছোট বড় অনেক কপোত পড়ে—সেরূপ এক কার্যের বহু কারণের কথা বলা বা অনুমান করা।

খলেধানী,-বালী—বি. মেই খুঁটি, ধান মাড়াইয়ের সময় যে খুঁটিতে মেই গরুটিকে বাঁধা হয়।

খল্ল—বি. ঔষধ মাড়িবার খল ; গর্ত, খাত ; চামড়া, ছাল। [সং]। স্ত্রী. **খল্লী**—খিলধরা।

খল্লিকা—বি. ভাজনা-খোলা, পিঠে ভাজার খোলা। [সং]। [পড়িয়াছে।

খল্লিট, খল্লীট—ণ. যাহার মাথায় টাক

খশ,-স—বি. পুরাণাদিতে উক্ত দেশবিশেষ, গাড়োয়াল, তাহার উত্তর অঞ্চল ; উক্তদেশের অধিবাসিবৃন্দ ; মুরা নামক গন্ধদ্রব্য। [সং]

খশ—অব্য. পাখের কলম দিয়া কাগজে দ্রুত লেখার শব্দ। **খশখশ, খসখস**—চলার সময় কাপড়ে যে শব্দ হয়, অমসৃণ বস্তুর ঘর্ষণজাত শব্দ (জুতা খসখস করা)। **খসখস করে লেখা**—দ্রুত লেখা, যথেচ্ছভাবে লেখা।

খস—বি. খোস, চুলকনা। [সং]।

খসখস—বি. সুগন্ধি বেণার মূল।

খসখসে—ণ. বন্ধুর, অমসৃণ (-পাতা, চামড়া)।

খসড়া—[আ.]বি. ণ. পাণ্ডুলিপি, মুসাবিদা, draft ; দৈনিক কেনা-বেচা বা জমাখরচের সাধারণ হিসাব-বহি ; গ্রামের জমির পরিমাণ ও প্রজার পরিচয় যে কাগজে লেখা থাকে, কাঁচা হিসাব-কিতাব।

খসম—[আ. খ'স'ম] বি. স্বামী, পতি।

খসা—ক্রি. স্খলিত হওয়া, বাঁধন শিথিল হইয়া পড়া, খুলিয়া যাওয়া (কাপড় খসা, ইট খসিয়া পড়া) ; ঝরিয়া পড়া (দেখিব পড়িল সুখ যৌবন ফুলের মতন খসিয়া—রবি) ; খরচ হওয়া বিশেষতঃ কৃপণের (মেয়ের বিয়েতে টাকা খসেছে ঢের) ; দল ভাঙা (খসে পড় ; একে একে খসে পড়েছে)। **খসানো**—উন্মোচিত করা, খুলিয়া ফেলা ; বাহির করা ; কষ্টেসৃষ্টে দূরীভূত করা (পয়সা খসানো ; রোগ খসানো)।

খস্বস্তিক—বি. খমধ্য, zenith. [বাং]।

খা—(প্রাদে.) বি. নদী।

খাই—বি. গর্ত, পরিখা (গড়খাই) ; গভীরতা ; সন্ধান, খেই (খাই পাচ্ছি না)। [খাত]

খাইকুড়—পেটুক ; স্ত্রী. **খাইকুড়ী**।

খাই-খাই—খাবার জন্ত অতিরিক্ত আগ্রহ ;

অভাববোধ (খাই-খাই আর মেটে না; রাতদিন খাই-খাই করছে)। **খাই-খরচ**—খোরাকী, খাওয়ার জন্য যে খরচ। **খাই-খালাসী**—একপ্রকার বন্ধক (যাহাতে মহাজন নির্দিষ্ট কয়েক বৎসর জমির উপস্বত্ব ভোগ করিলেই জমি ঋণমুক্ত বা খালাস হয়), usufructuary mortgage.

খাইদ, খাদ—বি. পাইন, alloy (খাদ না দিলে গড়ন হয় না—রামকৃষ্ণ পরমহংস)।

খাইয়ে—ণ. প্রচুর ভোজনে সক্ষম, ভোজন-বিলাসী। [বাং]।

খাইস—বি. শখ, বাসনা। [ফা. খোআহিস]

খাউই—বি. বীজ হইতে কাপাস তুলা পৃথক করিবার যন্ত্র। [বাং]

খাউজ—[সং খর্জন] বি. খোস, চুলকনা।

খাওয়া—[সং খাদ্] ক্রি. ভোজন করা, আহার ও পানীয় গ্রহণ করা; দংশন করা, (সাপে খায়, বাঘে খায়); উপভোগ করা, উপস্বত্ব ভোগ করা (খেয়ে দেয়ে বেশ আছে; নিমন্ত্রণ খাওয়া; শ্বশুরের বিষয় খাচ্ছে); আঘাত পাওয়া (গুলি খেয়ে পাখীটা পড়ে গেল; ভয় খায় না); লাভ করা, অন্যায় ভাবে নেওয়া (মাইনে খাচ্ছ কাজ করবে না; ঘুষ খেয়ে কেস খারাপ করেছে); অবাঞ্ছিত-কিছু লাভ করা বা সহ্য করা (কিল খাওয়া; লাঠি খাওয়া; বকুনি খাওয়া; ব্যথা খাওয়া—প্রসব বেদনা ভোগ করা); নষ্ট করা, কলঙ্কিত করা, অকেজো করা (চোখের মাথা খেয়েছ; জাতিকুল খাওয়া; ছেলেটার মাথা খাওয়া হচ্ছে); গ্রহণের যোগ্যতা থাকা (এতটা মাংসে আরও মসলা খাবে; গাড়ীতে আরও মাল খাবে); গ্রাস করা, আধিপত্য বিস্তার করা (বিষয় খেয়েছে মহাজন, ছেলেকে খেয়েছে বৌ); পোকায় কাটা, জীর্ণ হওয়া বা করা (ঘুণখাওয়া বাঁশ, তলা খেয়ে যাওয়া); উজাড় করা (বাপের বিষয় শ্বশুরের বিষয় সব খেয়েছে; স্বামীপুত্র সব খেয়েছে); উত্যক্ত করা (রাতদিন জয়জয় চীৎকার করে যে কান খেয়ে ফেললে; ওর জন্যে যা-হয় কিছু কর—আমার কান খেয়ে ফেললে)।

কিল খেয়ে কিল চুরি করা—কিল দ্রঃ। **ঘা খাওয়া**—অপমানিত বা আঘাতপ্রাপ্ত হওয়া। **ঘুরপাক খাওয়া**—দিশাহারা হওয়া, ব্যতিব্যস্ত হওয়া। **চাকরি খাওয়া**—অন্যের অথবা নিজের চাকরি নষ্ট করা। **টাকা খাওয়া**—ঘুষ লওয়া। **টাল খাওয়া**—ভারসাম্য কিয়ৎ-পরিমাণে বিপর্যস্ত হওয়া। **নুন বা নিমক খাওয়া**—বিশেষভাবে উপকৃত হওয়া। **মনে খায় না**—মনোমত বিবেচিত হয় না। **মাথা খাও**—মাথার দিব্যি দিতেছি। **মিশ খাওয়া**—তুল্য বিবেচিত হওয়া, সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়া। **মার খাওয়া**—আহত ও পরাভূত বা ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া। **হাওয়া খাওয়া**—বায়ু সেবন করা; কিছুই না খাওয়া (হাওয়া খেয়ে বেঁচে আছে)।

খাওয়ানো—ক্রি. ভোজন করানো; (বিদ্রূপে) ফাঁকি দেওয়া (বলছ, চার মাসের মাইনে পাবে, হাঁ মাইনে তোমাকে খাওয়াবে)। **টাকা খাওয়ানো**—ঘুষ দেওয়া। **লোক খাওয়ানো**—জ্ঞাতিগোষ্ঠী ও অন্যান্য দশজনের জন্য ভোজন-উৎসবের আয়োজন করা। **হাত খাওয়ানো**—হাত প্রবেশ করানো।

খাঁ—উপাধি বিশেষ—বিশেষতঃ পাঠানদের; সুপণ্ডিত (ইংরেজী খাঁ—ইংরেজী দাঁ-ও বলা হয়)। [ফা.]। **খাঁ সাহেব, খাঁ বাহাদুর**—ইংরেজ আমলের রাজসম্মানসূচক উপাধি বিশেষ; খাঁ উপাধিধারী ভদ্রলোক সম্বন্ধে সম্ভ্রমার্থেও খাঁ সাহেব বলা হয়।

খাঁই—বি. আকাঙ্ক্ষা, পাওয়ার লোভ (বরের বাপের খাঁই)। [বাং]। **খাঁই করা**—বেশী পাওয়ার আশা করা। **খাঁই মেটা**—আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হওয়া।

খাঁকতি—[হি. খাঁগ] বি. অভাব, অনটন, অপ্রতুলতা (টাকার খাঁকতি)। [বাং]

খাঁকরা, খাঁকার—বি. কাশিবার শব্দ বিশেষ (নিজের আগমন বা অস্তিত্ব (স্ত্রীলোকদের) জানাইবার জন্য গলা খাঁকরানো বা খাঁকার দেয়া)। **খাঁখার, খাঁকার**—বি. কলঙ্ক (কুলের খাঁখার)।

খাঁখা, খাখা—অব্য. ব্যাপক শূন্যতাবোধ (ঘরবাড়ী সব খাখা করছে)।

খাঁচ,-জ—বি. কাক; ভাঁজ; দুই পাশে উঁচু এমন মধ্যস্থান। **খাঁচ কাটা**—কাটিয়া খাঁজ বসানো। **খাঁজে খাঁজে লাগা**—একটি খাঁচের মধ্যে অপরটির বেমালুম ভাবে আঁটিয়া যাওয়া।

খাঁচা—[সং কক্ষিকা] বি. পিঞ্জর; অস্থিপঞ্জর (বুকের খাঁচা)। **খাঁচাকল**—ইঁদুর ধরার খাঁচার মত কল। **খাঁচি**—কতকটা খাঁচার মত দেখায় এমন টুকরি।

খাঁট—[সং খণ্ড] ণ. শঠ, দুষ্ট প্রকৃতির।

খাঁটি,-টী—ণ. বিশুদ্ধ, অকৃত্রিম, নির্দোষ (খাঁটি ঘি; খাঁটি সোনা); সত্যপরায়ণ, ন্যায়পরায়ণ (খাঁটি লোক)। [বাং]। বি. চোয়ানো দেশী মদ। [ই. country (liquor)]। **খাঁটি কথা**—আসল কথা, দরদস্তুরবিহীন কথা। [খণ্ড]

খাঁড়—বি. খণ্ড, দানাদার রসহীন গুড়, candy।

খাঁড়া—বি খাণ্ডা দ্রঃ; খড়্গ, বলি দিবার অস্ত্র। [খড়্গ]। **মরার উপর খাঁড়ার ঘা**—শক্তিহীনকে লাঞ্ছিত করা, দুঃখের উপর দুঃখ। **খাঁড়াতী**—যে খাঁড়া দিয়া পশু বলি দেয়।

খাঁড়া, খাড়া—বি. ডাঁটা। [বাং]। **খাড়া বড়ি থোড়, থোড় বড়ি খাড়া**—একই ধরণের জিনিসের সামান্য রকমফের (আয়োজনের একঘেয়েমি সম্বন্ধে উক্তি)।

খাঁড়ি—বি. বড় নদী বা সাগরের সহিত মিলিত হইয়াছে এমন নাতিদীর্ঘ অপেক্ষাকৃত অপ্রশস্ত জলপথ; সাগরের যে অংশ সংকীর্ণ হইয়া স্থলভাগে প্রবেশ করিয়াছে, creek, estuary; খোসাতোলা কিন্তু আভাঙ্গা মসুরের ডাল। (খাঁড়ি মসুরির রং—উজ্জ্বল-লোহিত গৌরবর্ণ

খাঁদা, খেঁদা—ণ. ক্ষুদ্র বা চেপ্টা নাক-বিশিষ্ট (খাঁদা বোঁচা—মুখ নাক দুইই চ্যাপ্টা; নাক-কান-কাটা, নির্লজ্জ)। [বাং]। স্ত্রী. **-দী**

খাক [ফা. খাক] বি. ছাই, মাটি, ধুলা (পুড়ে খাক হয়েছে)। **খাকছার, খাকসার**—অকিঞ্চন, বিনয়াবনত (পত্রের শেষে নাম স্বাক্ষরের পূর্বে বিনয়প্রকাশার্থ ব্যবহৃত হয়); আল্লামা মশ্‌রিকী কর্তৃক গঠিত মুসলমান রাজনৈতিক দল।

খাকড়ানো, খাঁকড়ানো—ক্রি. ঝিনুক দিয়া দুধের বা তরকারির হাঁড়ি চাঁচা। [বাং]। **খাঁকড়ি, খাঁকরি**—বি. হাঁড়িতে লাগিয়া থাকা দুধ-আদির প্রায় পুড়িয়া যাওয়া অংশ, চাঁচি। **ঘিয়ের খাঁকড়ি**—মাখন জ্বালাইয়া ঘি তৈরী করিলে যে শক্ত অসার অংশ তলায় জমে।

খাকার—খাঁখার দ্রঃ।

খাকি,-কী—[ফা. খাকী] ণ. মেটে রং, পাংশুবর্ণ (খাকি শার্ট); মৃত্তিকা হইতে প্রস্তুত (মানুষ খাকী, ফেরেশ্‌তা আতসী—অর্থাৎ মানুষ মৃত্তিকা হইতে প্রস্তুত আর ফেরেশ্‌তা অর্থাৎ স্বর্গীয় দূতগণ আগুন হইতে প্রস্তুত)।

খাকী,-গী—ণ. খাদিকা (মেয়েলী ভাষায় অন্য শব্দের সহিত যুক্ত হইয়া গালিরূপে ব্যবহৃত হয়; যথা,—চোখখাকী, ঝাঁটাখাকী, ভাতারখাকী, গতরখাকী ইত্যাদি। পুরুষের বেলা 'খেকো' ব্যবহার করা হয়, যথা,—চোখখেকো)।

খাকুই—[সং কঙ্কতিকা] বি. তুলা হইতে বীজ আলাদা করিয়া ফেলিবার যন্ত্র।

খাগড়া—বি. নলজাতীয় দীর্ঘ তৃণ বিশেষ, reed (খাগড়ার কলম বা খাগের কলম), মুর্শিদাবাদ জেলার কাঁসার বাসনের জন্য প্রসিদ্ধ স্থান বিশেষ (তাহা হইতে, **খাগড়াই**—খাগড়ায় নির্মিত); চিনির রসে মাখা খৈ বিশেষ।

খাঙ্গরা, খেংরা, খেঙরা—বি ঝাঁটা (খাঙ্গরা পেটা করা)। [বাং]। **খাঙ্গরাখেকো**—ঝাঁটা-খেকো। **খাঙ্গরাগুঁপো**—যাহার গোঁপ ঝাঁটার শলার মত শক্ত ও ছতরানো। **খেংরিয়ে বা খেংরে বিষ-ঝাড়া করা**—ঝাঁটাইয়া সোজা করা বা নষ্টামি দূর করা।

খাচরা,-ড়া—[বাং ণ. খচ্চর, মন্দ স্বভাবের, দুষ্ট।

খাজনা, খাজানা—[আ. খ'যনাহ্] শস্যাগার, ধনাগার, treasury; রাজস্ব, স্বত্বাধিকারীকে দেয় কর। **খাজনাখানা**—কোষাগার। **নগদান খাজনা**—নগদ টাকায় বার্ষিক যে খাজনা দেওয়া হয়। **ভাওলী বা ফসলী খাজনা**—উৎপন্ন ফসলের নির্ধারিত অংশে দেয় বার্ষিক কর।

খাজা—ণ. বি. মিষ্টান্ন বিশেষ: বাতাসা (প্রাদেশিক); খাস্তা, যাহা সহজে দাঁত দিয়া কাটা যায় (খাজা কাঁটাল—বিপ. গোলা কাঁটাল); উপাধি বিশেষ; নিরেট বোকা, মহামূর্খ।

খাজাঞ্চী—বি. খাজনার বা রাজকরের অধ্যক্ষ; ধনাধ্যক্ষ, treasurer। [ফা খ'যানহ্+তুর্কী, চী]। **খাজাঞ্চীখানা**—খাজাঞ্চীর আপিস, ধনাগার।

খাজাবি—ইটের গাথুনির ধরণ বিশেষ, না পাতিয়া খাড়া ভাবে গাঁথা। [বাং]

খাজিক—বি. খই।

খাজুর—(প্রাদেশিক) বি. খেজুর। **খাজুরে পাটালি**—খেজুর গুড় দিয়া প্রস্তুত পাটালি।

খাঞ্চা ; খাঞ্চাপোষ—খঞ্চা দ্রঃ।

খাঞ্জ—বি. খঞ্জতা, খোঁড়ার ভাব, lameness.

খাঞ্জাখাঁ—খান জাহান খাঁ নামক নবাব (দান ও বিলাসিতার জন্য বিখ্যাত); তাহা হইতে—অত্যন্ত বিলাসী ও দিলদরিয়া লোক, জাঁকাল চালচলন বিশিষ্ট (যেন নবাব খাঞ্জা খাঁ)।

খাট, খাটো—[সং খর্ব] ণ. বেঁটে, খর্ব (ওগো সত্য বেঁটেখাটো—রবি); ছোট (খাট কাপড়); হীন, নগণ্য (কেন তুমি খাট হতে যাবে)। [বাং]। **খাট কথা নয়**—তুচ্ছ কথা নয়। **খাট করা**—কমানো, হেয় করা। **খাট দৃষ্টি, খাট নজর**—বেশী দূরে দেখিতে না পাওয়া, ছোট নজর, বখিলি।

খাট—[সং খট্বা] বি. চারপায়া, খাটিয়া। **খাটপালঙ্ক**—ঐশ্বর্যের পরিচায়ক শয্যার উপকরণ। **খাট ভাঙলে ভূমিশয্যা**—দুর্দিনে অবস্থার অনুরূপ ব্যবস্থা।

খাটনা—খাটুনি।

খাটলা—বি. চালুনী।

খাটলি—বি. ছোট খাট, মড়ার খাট। [প্রাদেশিক বাং]। **খাটলিতে চাপা**—শব রূপে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার জন্য নীত হওয়া।

খাটা—ক্রি. পরিশ্রম করা, কষ্ট করা, নির্দিষ্ট কর্মে নিয়োজিত হওয়া (ভাড়া খাটা; টাকা খাটছে; কুলি খাটা)। **খাটনি, খাটুনি**—কঠিন শ্রম (টাকা খরচ হয়েছে তাই দেখলেন, খাটুনিটা ত দেখলেন না)। **খাটাখাটি**—যথেষ্ট পরিশ্রম। **খাটাখাটুনি**—পরিশ্রম। **খাটুনে, খাটুন্তে**—শ্রমশীল। **খেটেখুটে**—পরিশ্রম করিয়া। **হাড়ভাঙ্গা খাটুনি**—কঠোর পরিশ্রম। **খাটা-পায়খানা**—যে পায়খানার মল মেথরে সাফ করে (service privy).

খাটা—ক্রি. উপযুক্ত বিবেচিত হওয়া; সফল হওয়া; মানানসই হওয়া (ওকথা খাটে না; খেটেছে ভাল; জারিজুরি খাটিবে না)।

খাটানো—ক্রি. পরিশ্রম করানো (খাটিয়ে মারলে); নিয়োজিত করা, প্রয়োগ করা (টাকা খাটানো, মিস্ত্রী খাটানো, বুদ্ধি খাটানো, কৌশল খাটানো), টাঙানো (মশারি খাটানো, তাঁবু খাটানো)।

খাটাল—বি. খিকান; মেঝে; মাঝখান; গরু মহিষ রাখিবার স্থান।

খাটাশ—বি. খট্টাশ দ্রঃ। [বাং]

খাটিয়া—বি. ছোট খাট (সাধারণতঃ দড়ি দিয়া ছাওয়া, বিহার ও উত্তরভারতের লোকদের বিশেষ প্রিয়)। [খট্বিকা]

খাটুলি—বি. খাটলি, খাটিয়া; দোলা, ডুলি।

খাটো—ণ. খর্ব; নগণ্য; অনুচ্চ (আওয়াজটা খাটো করিয়া বলিল; খাটো গলায় বলা)। (খাট দ্রঃ)।

খাট্টা, খাটা—[হিন্দি খট্টা] ণ. অম্ল, টক। **খাটামিঠা**—অম্লমধুর। **মন খাট্টা বা খাটা করে দেওয়া**—অপ্রসন্ন করা, বিরূপ করা।

খাড়ব—বি. যে রাগে সাতস্বরের পরিবর্তে ছয় স্বর লাগে (তুঃ সম্পূর্ণ, ঔড়ব); (আয়ুর্বেদীয়) মুখ-পরিষ্কারক চূর্ণ।

খাড়া—[সং খড়ক] ণ দণ্ডায়মান, সোজা (খাড়া হইয়া উঠিল); হাজির (যম শিয়রে খাড়া); পুরাপুরি (খাড়া একক্রোশ; খাড়া একঘণ্টা); অনড়, যাহার অন্যথাচরণ হইবে না, অবশ্য-প্রতিপাল্য (খাড়া হুকুম; খাড়া পেয়াদা)। বি ডাঁটা, খাঁড়া। [বাং]। **খাড়াই**—বি. উচ্চতা **খাড়া করা**—অবলম্বন বা আশ্রয় করা (মুরুব্বি খাড়া করা); সাজানো (আদালতে তার এক মা খাড়া করা হয়েছে; মোকদ্দমা খাড়া করেছে, এক হিসাব খাড়া করেছে), গড়িয়া তোলা (ঘর খাড়া করা, ইস্কুল খাড়া করা); খাটানো (তাঁবু খাড়া করা)। **খাড়া ফসল**—ক্ষেতের পাকা ফসল যা এখনও কাটা হয় নাই, standing crop। **খাড়া হুণ্ডি**—উপস্থিত করিলেই টাকা দিতে হইবে এমন হুণ্ডি, bill payable at sight.

খাড়া-খাড়া, খাড়াক্‌খড়া—অতি শীঘ্র, তাড়াতাড়ি। [প্রাদে.]

খাড়ি, খাঁড়ি—স্থলভাগে প্রবিষ্ট সাগরাংশ (সমুদ্রের খাড়ি)। (খাঁড়ি দ্রঃ)।

খাড়ু, খাড়ুয়া—হাতের ও পায়ের অলঙ্কার বিশেষ, বর্তমানে পায়েই সাধারণতঃ ব্যবহার করা হয়; বাঁকমল। **খাড়ুমুড়া**—মুড়ো ঝাঁটা (খাড়ুমুড়া মারা—মুড়ো ঝাঁটার প্রহাররূপ ঘোর অপমান করা)।

খাড়ুই, খাড়ই—খলই দ্রঃ।

খাড়ুই—খাউই দ্রঃ। [খড়্গ+ষ্ণিক]।

খাড়্গিক—ণ. খড়্গধারী; খড়্গবিষয়ক।

খাণ্ডব—বি. যমুনাতীরের মহাভারতোক্ত বন বিশেষ। **খাণ্ডবদাহ**—কৃষ্ণ ও অর্জুনের সাহায্যে অগ্নি কর্তৃক জীবজন্তু সমেত খাণ্ডব-বন দহন। **খাণ্ডবপ্রস্থ**—ইন্দ্রপ্রস্থ।

খাণ্ডা—বি. খাঁড়া, খড়্গ। [বাং]

খাণ্ডার—(প্রাদেশিক) ণ. কলহপ্রিয়, কুঁদুলে। স্ত্রী. **খাণ্ডারী**।

খাণ্ডিক—বি. ময়রা। [খণ্ড+ফিক]

খাত—ণ. যাহা খনন করা হইয়াছে। বি. গর্ত, খাদ; পরিখা। [খন্‌+ক্ত]

খাতক—বি. খাত, পরিখা। [খাত্‌+ক স্বার্থে]। বি. যে মহাজনের নিকট হইতে টাকা কর্জ করিয়াছে, অধমর্ণ। [খাত-কৈ+ড]।

খাতা—[ফা.] বি. একত্র বাঁধা কাগজ; হিসাবের বই; যাহাতে কোন ধরণের বিবরণ লেখা হয়, জমিদারী অথবা মহাজনী সংক্রান্ত বিবরণ; দল, ঝাঁক (খাতায় খাতায় পাখী পড়ছে)। **খাতাবন্দী**—হিসাব বহিতে উঠানো। **খাতা খোলা**—লেন-দেন আরম্ভ করা। **খাতাপত্র, -পত্তর**—হিসাবপত্র, আপিসের দলিলাদি। **খাতা লেখা**—দৈনিক কেনাবেচা বা আয়-ব্যয় খাতাবন্দী করা, এরূপ কর্মভার গ্রহণ করা (এক দোকানে খাতা লিখে বিশ টাকা পায়)।

খাতা—[আ. খ'ত়া] বি. ত্রুটি, ভুল, অপরাধ।

খাতির—[আ. খ'াতি'র—চিত্ত, ইচ্ছা] বি. সম্মান, সমাদর, আপ্যায়ন (প্রচুর আদর খাতির করলে); সম্মানরক্ষা (তোমার খাতিরে তাকে ছেড়ে দিলাম); প্রীতিপূর্ণ সম্পর্ক, বাধ্যবাধকতা (বড়বাবুর সঙ্গে খাতির আছে। ; জন্য, নিমিত্ত, দায় (পেটের খাতিরে চাকরি)। **খাতির-জমা**—নিশ্চিন্ত, নিরুদ্বিগ্ন (বিরুদ্ধপক্ষ কিছুই করতে পারবে না, আপনি খাতিরজমা থাকুন)। [ফা খাতরজমা]। **খাতিরদারি**—বিশেষ আপ্যায়ন, সমাদর। **খাতিরনাদারদ**—যে কাহারো খাতিরে হক কথা বলিতে পিছপা নহে, নিরপেক্ষ সমালোচক। [ফা. খাতরনাদারদ]।

খাতুন—[তুর্কী. খাতুন] বি. মহিলা; মুসলমান মেয়েদের নামের পিছনে ব্যবহৃত উপাধি (সুফিয়া খাতুন; বর্তমানে খাতুনের পরিবর্তে নামের আগে বা পরে বেগম লেখা হয়)।

খাতেমা—[আ. খ'াত্‌মা] ণ. শেষ, চূড়ান্ত (খাতেমা রিপোর্ট)।

খাত্তাই—বি. দোষ, ত্রুটি, [ফা. খতা]।

খাদ—বি. খাত, গর্ত; (সঙ্গীতে) মন্দ্র বা উদারা গ্রামের সুর, এই সুর গলনালীর নীচের দিক (খাদ) হইতে উঠে (খাদের পর্দা); খাইদ, সোনা ইত্যাদির সঙ্গে মিশ্রিত হীনধাতু।

খাদক—[খাদ্‌+ণক] ণ. ভক্ষক (নরখাদক)। বি. **খাদন**—ভোজন। বি. **খাদ্য**—ভক্ষ্য, যাহা খাওয়া হয় (খাদ্যখাদক সম্পর্ক)। **খাদিত**—ভক্ষিত।

খাদা—(প্রাদেশিক) বি. জমির মাপ বিশেষ, ষোল বিঘা; গামলার মত পাত্র।

খাদাড়ী—(প্রাদেশিক) বি. খালাড়ী, যেখানে লবণ প্রস্তুত হয়।

খাদি, -দী—বি. মোটা খাট কাপড় বা কাপড়ের টুকরা; চরকায় বোনা সুতার কাপড়। [গুজরাতী শব্দ]।

খাদিম, খাদেম—[আ. খ'াদিম] বি. যে খেদমত করে, সেবক, ভৃত্য; সেবাইত (দরগার খাদেম); চিঠিতে লেখক নিজ নামের পূর্বে বিনয়ে অনেক সময় 'খাদেম' (সেবক) লেখেন।

খাদির—ণ. খদিরকাষ্ঠ-নির্মিত; খদির ঘটিত। বি. খয়ের। [খদির+অ]।

খাদী (-দিন্‌)—ণ. ভক্ষক, খাদক (নরখাদী)।

খাদ্য—বি. ণ. ভোজ্য। [খাদ্‌+য]। **খাদ্য-খাদক সম্বন্ধ**—একজন অপরকে বিনষ্ট করিতে চায় এই সম্পর্ক, একান্ত বৈরিভাব।

খাদ্যপ্রাণ—খাদ্যের স্বাস্থ্যকর উপাদান বিশেষ, vitamin. **খাদ্যাভাব**—দুর্ভিক্ষ।

খান, খানা—বি. খণ্ড, টুকরা, সংখ্যা (একখানা দিলে নিমেষ ফেলিতে তিনখানা করে আনে—রবি) [খণ্ড]। **খান খান**—খণ্ড খণ্ড (ভাজিয়া খান খান হইল)।

খান—বি. স্থান (এখান সেখান করিয়া বেড়াইতেছে)। [স্থান]।

খান্‌—খাঁ দ্রঃ। **খানবাহাদুর**—খাঁবাহাদুর।

খানকা, খানাকা—[ফা. খানখা] খামখা দ্রঃ।

খানকা—[আ. খ'ানকা] বি. পীরের আস্তানা (তালতলার খানকাশরীফ); বৈঠকখানা।

খানকী—[ফা. খানগী] বি. বারাঙ্গনা (খানকী-গিরি, খানকীটোলা, খানকীবাজ)। (ভদ্র-ভাষায় অপ্রচলিত; পল্লীগ্রামে মেয়েলী গালিতে ব্যবহৃত হয়)।

খানখানান—বি. উচ্চ উপাধি বিশেষ। [ফা. খান-ই-খানান]।

খানদান—[ফা.] বি. বংশ। ণ. **খানদানী**—বংশগৌরবযুক্ত; অভিজাত (খানদানী ঘর, খানদানী চালচলন)।

খানপান—বি. খাদ্য ও পানীয়, খানাপিনা। [বাং]

খানসামা—[ফা. খান-ই-সামান] বি. সম্ভ্রান্ত গৃহের তত্ত্বাবধায়ক, Steward; (বর্তমানে) ইউরোপীয় বা দেশীয় পদস্থ ব্যক্তির ভৃত্য (খানার টেবিল লাগানো, ফাইফরমাস খাটা এদের কাজ)।

খানা—বি. গর্ত, খাই (ঘোঁড়ার পা খানায় পড়ে)। [পোর্তু. Cana]

খানা—অব্য. খান, টুকরা, খণ্ড: বস্তু বা বিষয় নির্দেশে (একখানা, ঘরখানা মন্দ নয়)। [খণ্ড]

খানা [হি. খানা] বি. খাদ্য, ভোজ, মুসলমানী অথবা ইউরোপীয় ধরণের ভোজ (খানার টেবিলে পাঁচ জন বসেছিলেন): বৃহৎ ভোজ (বিশেষতঃ মৃতের কল্যাণার্থ—পাঁচ শ' লোকের খানা করেছিল)। **খানাপিনা**—পানভোজন; ভোজন (বিশেষতঃ ইউরোপীয় ও মুসলমানী ধরণের)।

খানা—[ফা. খানহ] বি. গৃহ, কক্ষ, কর্মক্ষেত্র, উৎপাদনক্ষেত্র (গরীবখানা, বৈঠকখানা, কারখানা, কশাইখানা)। **খানাজাদ, খানেজাদ**—দাসপুত্র বা দাসীপুত্র। **খানাতল্লাসী,-স**—পুলিশ বা তজ্জাতীয় ব্যক্তি কর্তৃক সন্দিগ্ধ কিছু বাহির করিবার অভিপ্রায়ে কাহারও গৃহ অনুসন্ধান। **খানাপুরী**—(জরীপে) ঘরকাটা কাগজের বিভিন্ন ঘরে প্রজার জমি-আদি সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ লিপিবদ্ধ করা। **খানাবাড়ী**—বসতবাড়ী (খানাবাড়ীর প্রজা)। **খানাশুমারি, খানে**—বাড়ী গণনা: আদমশুমারি, census। [(দেহখানি)।

খানি—অব্য. খানা শব্দের আদরসূচক রূপ

খানিক—অব্য. কিছুক্ষণ (খানিক জিরোবো)। বি. ণ. কিছু অংশ, কিঞ্চিৎ (কি এনেচ, দই, দাও দেখি খানিক)। **খানিকটা**—কিছু, কিঞ্চিৎ (খানিকটা সুস্থ বোধ করিতেছি)।

খানুম, খানম—[তুর্কী] বি. খাতুন, সম্ভ্রান্ত মহিলা।

খানেক—ণ. প্রায় এক (ঘণ্টাখানেক, ক্রোশখানেক, বছরখানেক, লাখখানেক)।

খানেজাদ—খানাজাদ দ্রঃ।

খানেখারাব,-প,-বি—বি. ধ্বংস, নিপাত (তোর খানেখারাব,-প,-বি হোক)। [ফা. খানহ্+আ. খরাব]। **খানেখারাবে,-পে**—ণ. সর্বনেশে, নির্বংশে।

খাপ—বি. আবরণ, অসিকোষ (খাপখোলা তলোয়ার); আধার, কোষ; ওত, গোপনে শিকারের প্রতীক্ষা: মিল, সঙ্গতি (খাপ খায় না); ঠাসবুনানি (খাপী); চাহিদা, গরজ (বড় খাপ দেখছি—প্রাদেশিক)। [বাং]। **খাপখাওয়ানো**—মিল খাওয়ানো, সুসমঞ্জস করা। **খাপছাড়া**—বেমানান, অসঙ্গত। **খাপ পাতা**—ওত পাতা। **খাপে খাপে বসা**—খাঁজে খাঁজে বসা।

খাপচি—বি. খামচি, চিমটি; খাবলা; সঙ্কোচন ও প্রসারণ; খাবি [বাং]। **খাপচি কাটা**—খাবি খাওয়া; ইতস্তত করা; কথা পরিষ্কার করিয়া না বলা অর্থাৎ খানিকটা বলা খানিকটা গোপন করা।

খাপছাড়া—খাপ দ্রঃ।

খাপরা—বি. কলসী বা হাঁড়ির ভাঙ্গা অংশ, খোলা, ছোট টালি। [খর্পর]। **খাপরেল**—বি. খোলার ঘর, খোলার চাল। [বাং]।

খাপা, খাপ্পা—[ফা. খ‍্ফা] ণ. অসন্তুষ্ট, রুষ্ট।

খাপা—ক্রি. ঠাসবুনানি হইয়া ছোট হইয়া যাওয়া (কাপড় ইত্যাদি): খাপ খাওয়া, সুসমঞ্জস হওয়া। **খাপানো**—মিল খাওয়ানো; আঁটানো।

খাপী—ণ. ঠাসবুনানি, যে কাপড়ের (বিশেষতঃ মিহিসুতার কাপড়ের) জমিন ঘন।

খাপ্পা—খাপা দ্রঃ।

খাবরা—[সং খর্পর] বি. খাপরা, খোলা, টালি: মাটির বা পাথরের ব্যঞ্জনপাত্র, শরা। **খাবরি**—ছোট খাবরা।

খাবল—[সং কবল] বি. গ্রাস; থাবা। **খাবল মারা**—হঠাৎ কামড়ানো বা থাবা মার অথবা দুই-ই।

খাবলা-খাবলা—অব্য. থাবায় থাবায় বার বার মুখে পুরিয়া। **খাবলানো**—ক্রি. থাবায় থাবায় লওয়া।

খাবার—বি. খাদ্যদ্রব্য, মিঠাই প্রভৃতি; ণ. খাইবার, ভোজনের, ভোজন-সম্পর্কিত (খাবার জিনিষ; খাবার ঘর)। [বাং]।

খাবি—বি. (মাছ উপরে ভাসিয়া যেমন জল খায়)

খাসকষ্টহেতু মুখ দিয়া নিঃশ্বাস গ্রহণ ; হাঁসফাঁস। [বাং]। **খাবি খাওয়া**—অসহায় ভাবে হাঁসফাঁস করা (বৈদ্যেতে পাবেনা নাড়ি এমন অন্তিম দশায় খাবি খাব—দ্বিজেন্দ্রলাল)।

খাম—[প্রা. খম্ব ; হি. খম্বা] বি. ঘরের বাঁশের বা কাঠের খুঁটি। **খাম আলু**—একশ্রেণীর মেটে আলু (সময় সময় খুব বড় হয়)।

খাম—[ফা.] বি. আবরণ ; লেফাফা ; ণ. অপরিণত, অপুষ্ট। **খামধান**—পুরোপুরি পাকে নাই এমন ধান। **খাম করা**—খারাপ করা, নষ্ট করা।

খামখেয়াল—বি. খেয়ালী চিন্তা ; মর্জি ; কল্পনাবিলাস। **খামখেয়ালী**—ণ যে মর্জি-মাফিক চলে, কল্পনাবিলাসী ; অস্থিরচিত্ত।

খামখা—[ফা. খ'মখা] ক্রি. ণ. অকারণে অনর্থক (খামখা তাঁর সঙ্গে লাগতে গেলে কেন) ; (খামাখা, খামোখা-ও প্রচলিত)।

খামচা,-চি—বি. হাতের আঙুলের নখগুলি দিয়া আঘাত করা বা আকর্ষণ করার চেষ্টা। **খামচা-খামচি**—পরস্পরকে খামচি দেওয়া। **এক-খামচা**—খামচা পরিমিত, খানিকটা। **পেট-খামচানো**—পেটে খামচির মত বেদনা বোধ করা।

খামটি, খামাটি, খামুটি—বি. ক্রোধে বা বিক্রমে দাঁতে নীচের ঠোঁট চাপিয়া ধরা (কঠিন সংকল্প-জ্ঞাপক। খামটি আঁটা,-ধরা,-মারা) কোন কোন অঞ্চলে 'খেমটি' বলে (গায়ে জোর নেই দাঁত খেমটি আছে)। [বাং]

খামার—বি. ধান্যাদি মাড়াই করিবার স্থান ; চাষের জমি (পঞ্চাশ বিঘা খামার আছে বাকি সব প্রজাপত্তন)। **খাসখামার**—যে জমিতে প্রজাপত্তন হয় নাই, জমির মালিকের খাস দখলে আছে। **খামারপতিত**—খাসখামারের অনাবাদী জমি। **হাসিলখামার**—খাস-খামারের আবাদী জমি। **গতখামার**—খাসখামার হইতে খারিজ করা জমি।

খামি—[ফা. খম্=যাহা বাঁকানো, আংটা] বি. হারের সংযোজক আংটা, হারের মধ্যমণি (মোহন-মালা মধ্যিখানের পান্না-হীরার খামি—সত্যেন্দ্র দত্ত)। [আ. খ'মীর] বি. খামিরা ; yeast, খামির বা গাঁজের সহিত মিশ্রিত জিলিপি বঁদে অমৃতি প্রভৃতি মিঠাইয়ের উপকরণ (খামি দেওয়া হয় বলিয়া উহা ফুলিয়া উঠে)।

খামিন—সাধারণ বা মলিন বস্ত্র [ফা.]

খামির—[আ খামীরহ্] বি. খামি, গাঁজ, yeast, leaven।

খামোকা—খামখা দ্রঃ।

খামোশ—[ফা] ণ. বাক্যহীন, নীরব ; চুপ, কথা না বলিবার আদেশ-সূচক। বি. **খামোশি**—নীরবতা।

খাম্বা—বি. স্তম্ভ, মোটা কাঠের খুঁটি। [বাং]

খাম্বাজ—বি রাগিণী বিশেষ।

খাম্বাবতী—বি. রাগিণী বিশেষ।

খাম্বীরা, খামিরা- [আ. খ'মীরহ্] বি. গাঁজ yeast ; খামির মিশ্রিত সুগন্ধি তামাক বিশেষ (তামাক সুগন্ধ করিবার জন্য যে গাঁজ ব্যবহার করা হয় তাহা আনারস কাঁঠাল প্রভৃতি পচাইয়া প্রস্তুত করা হয়—বঙ্গীয় শব্দকোষ)।

খার—[সং. ক্ষার] ণ বি লোনা, সাজিমাটি, শুকনা কলাপাতা প্রভৃতি পোড়াইয়া যে লবণাংশ-যুক্ত ছাই পাওয়া যায়, ইহা কাপড় পরিষ্কার করিবার জন্য ব্যবহৃত হয় (খারে কাচা কাপড়)।

খারা—বি. বিশুদ্ধ, ন্যায়নিষ্ঠ, খাঁটি, বেশীও নয় কমও নয় (খারা চৌদ্দ সের)। [হিন্দী]। **খারা আয়**—খরচখরচা বাদে নীট আয়।

খারা—ক্রি. (কাপাসের) বীজ হইতে তুলা ছাড়ানো।

খারানি—বি. ক্ষারজল। [বাং]।

খারাপ, খারাব—[আ. খ'রাব] ণ. মন্দ, অসৎ, কুটিল (খারাপ ফল, খারাপ লোক) ; অশ্লীল, গর্হিত (খারাপ কথা), কলুষিত (চরিত্র খারাপ হয়েছে), অপ্রকৃতিস্থ (মাথা খারাপ) ; দুঃখিত নিরুৎসাহ (মন খারাপ করো না) ; রুক্ষ, রগচটা (মেজাজটা খারাপ) অব্যবহার্য, বিবর্ণ (কাপড়ের রং খারাপ হ'য়ে গেছে) ; অশুভ, ভাগ্যহীন (দিন, সময় খারাপ, বরাত খারাপ) ; দূষিত, স্বাভাবিক শক্তি-বর্জিত (রক্ত খারাপ হ'য়েছে ; চোখ খারাপ হ'য়েছে) ; ভেজাল, নিকৃষ্ট (খারাপ ঘি, খারাপ চাউল) ; অপরিষ্কৃত, নোংরা, (জল খারাপ করা) অসুস্থ বা রোগগ্রস্ত (শরীর বা স্বাস্থ্য খারাপ) ; অসুন্দর (খারাপ চেহারা) ; দুর্দশাগ্রস্ত, উৎসন্ন (জমিদারি খারাপ হয়ে গেছে) ; দুশ্চিকিৎস্য, সংক্রামক (খারাপ রোগ) ; অসৎ-অভিপ্রায়-যুক্ত (খারাপ দৃষ্টি)। **খারাপ করা**

কুপথে নেওয়া। **কাজ খারাপ করা**—কাজ নষ্ট করা, সম্পাদনে বিঘ্ন উপস্থিত করা। **কাপড় খারাপ করা**—বাহ্যের বেগ ধারণে অসমর্থ হওয়া। **ঘর খারাপ করা**—হীনকুলের লোকের সহিত বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া বংশমর্যাদা নষ্ট করা। **পেট খারাপ করা**—উদরাময় হওয়া, অজীর্ণ হওয়া। **মুখ খারাপ করা**—অশ্লীল বাক্য উচ্চারণ করা; কটু কথা বলা; অযোগ্য কথা মুখে আনা (তোমাকে কিছু করতে বলা মুখ খারাপ করা মাত্র)।

খারাপি, খারাবি—বি. অনিষ্ট, সমূহ ক্ষতি (পরের খারাবি করতে গেলে নিজের খারাবি হবেই; বুড়ো বরের হাতে দিয়ে কচি মেয়েটার এমন খারাবি করছ কেন)। **খুন খারাবি**—হত্যাকাণ্ড; রক্তারক্তি।

খারিফ—বি. খরিফ, হৈমন্তিক শস্য।

খারিজ—[আ. খ'ারিজ] ণ. বাতিল, অগ্রাহ্য (মোকদ্দমা খারিজ হওয়া; চাকরি খারিজ হওয়া); পরিবর্তিত (**খারিজ দাখিল**—নাম খারিজ নাম পত্তন, অর্থাৎ পূর্বতন প্রজার নাম খারিজ ও তাহার স্থলে নূতন প্রজার নাম লেখা)। **খারিজা তালুক**—যাহার রাজস্ব সোজাসুজি কালেক্টারিতে দাখিল করিতে হয় এমন তালুক।

খারিফ—[ফা. খারিফ] বি. হৈমন্তিক ফসল।

খারী—বি. শস্য মাপিবার পাত্র বিশেষ। [বাং]। ণ. লবণযুক্ত। [ক্ষারী]। **খারী নুন**—ক্ষার-মৃত্তিকা-জাত লবণ (ক্ষারী দ্রঃ)।

খারুয়া, খেরুয়া, খেরো—বি. লালবর্ণ মোটা সুতার কাপড় বিশেষ, তোষক-তৈরি খাতা বাঁধা ইত্যাদিতে ব্যবহৃত হয় [বাং]।

খাল—[সং খল্ল] চামড়া, ছাল; খিল, cramp (কোমরে খাল ধরা); গর্ত, খাত, চওড়া নালা, নীচু জমি। **খাল কেটে কুমীর আনা অথবা লোনা জল ঢুকানো**—নিজের কাজের দ্বারা অপরকে অনিষ্টসাধনের সুযোগ দেওয়া।

খালসা—[আ. 'খালিস'] ণ. অকৃত্রিম; নির্দোষ বি., গুরুগোবিন্দের দ্বারা গঠিত শিখ-সম্প্রদায়।

খালসা, খালিসা—[আ. খ'ালিস'] বি. খাসমহল, সরকারী জমি, সাক্ষাৎ সম্বন্ধে সরকারের অধীন ভূমি বা দৈষ্যদল; প্রধান রাজস্ব আদালত।

খালা—[আ. খা'লা] বি. মাসিমা, মায়ের ভগিনী। **খালাত ভাই**—মাসতুত ভাই। **খালু**—খালার স্বামী, মেসো।

খালাড়ী—বি. যেখানে ক্ষারীলবণ প্রস্তুত হয়।

খালাস—[আ. খলাস] বি. বন্ধন হইতে মুক্তি; অব্যাহতি (জেলখানা থেকে খালাস পাওয়া); প্রসব করানো, নির্মুক্ত করা (পোয়াতী খালাস করা); খালি, শূন্য (কামরা খালাস করা); দায়িত্ব-মুক্ত (তুমিত বলেই খালাস); ছাড়ান (মাল খালাস। **খালাস করা**—জেল-আদি হইতে মুক্ত করা; প্রসব করানো; ঋণশোধ দিয়া বন্ধকী দ্রব্য ছাড়ানো। **খালাস-পত্র**—মুক্তি দেওয়া হইয়াছে এরূপ লিখিত নির্দেশ, ছাড়পত্র।

খালাসী—[আ. খলাস] বি জাহাজাদিতে নিযুক্ত শ্রমিক (যে মাল খালাস করে)। ণ. মুক্ত (খাই-খালাসী)।

খালি,-লী—[আ খালী] ণ. শূন্য, রিক্ত (খালি কলসী, টেবিল খালি করা, খালি পেট, চাকরি খালি হওয়া); স্বাভাবিক, বাহ্য উপকরণ ব্যতীত, আবরণহীন (খালি গা; খালি চোখে সে গ্রহ দেখা যায় না; খালি মাথা); সম্বলহীন, (খালি হাত); ভূষণহীন (হাত খালি—বিধবার)। ক্রি. ণ. শুধু, একমাত্র (খালি ডাল দিয়ে কি খাওয়া যায়); ক্রমাগত (খালি বকর্ বকর্)। **খালি খালি**—অকারণে (খালি খালি গাল খেলাম); শূন্যপ্রায় (তার অভাবে বাড়ী খালি খালি বোধ হচ্ছে)। **খালি ঠেকা**—শূন্য বোধ হওয়া।

খালি—বি. ছোট খাল। (খালি হইতে 'মধু-খালি', 'কুমারখালি' ইত্যাদি নাম)। [বাং] **খালিজুলি**—খাল ও জোলা।

খালিত্য—বি. টাক। [খলিত+য]

খালিসা—খালসা দ্রঃ। **খালুই**—খলই দ্রঃ।

খালেস—[আ] ণ বিশুদ্ধ, অকৃত্রিম (খালেস ঘি)।

খাস—[আ. খ'াস] ণ. অ-সাধারণ, বিশেষ (খাস দরবার, দেওয়ানী খাস। (বিপ. আম); নিজস্ব (জজের খাস কামরা); উচ্চ-শ্রেণীর, বিশিষ্ট, উৎকৃষ্ট (খাস আম)। **খাস করা**—প্রজার অধিকার হইতে জমি ভূম্যধিকারীর নিজের অধিকারে আনা। **খাসখামার**—খামার দ্রঃ। **খাস-গেলাস**—বিবাহাদির শোভাযাত্রায় ব্যবহৃত অভ্র-আদির বাতিদান বা গেলাস [খাস

(সুন্দর) গেলাম ?] **খাস-দখল**—প্রজার অধিকার নষ্ট বা উপেক্ষা করিয়া জমিদারের দখল স্থাপনা। **খাস-নবীশ**—শাসনকর্তা বা তত্তুল্য ব্যক্তির নিজস্ব মুনশী, Private Secretary। **খাসবরদার**—নিজস্ব প্রহরী, আশা-শোটাধারী। **খাসমহল,-মহাল**—প্রত্যক্ষভাবে সরকারের অধীন, প্রজার অধিকারে নয় এমন ভূখণ্ড; তাহা পরিচালনের সরকারী বিভাগ।

খাসলত—[আ. খ'স'লত্] বি. স্বভাব, আচরণ (ইল্লত যায় ধুলে আর খাসলত যায় মলে)।

খাসা—[আঃ খ'াস'া] বি. উপাদেয়, উত্তম, পছন্দসই (খাসা আম, খাসা কথা, খাসা মেয়ে), গুণবান, অমায়িক (খাসা মানুষ)। **খাসা দই**—সুমিষ্ট চাপবাঁধা দই।

খাসিয়ত—[আ. খ'াসিয়ত], বি. স্বভাব, প্রবণতা। **খো-খাসিয়ত**—স্বভাব-চরিত্র, স্বাভাবিক প্রবণতা।

খাসিয়া—আসামের পার্বত্য জাতি ও পাহাড়।

খাসী—[আ. খ'াস্'সী'] ণ. বি. অণ্ডহীন) খাসী ছাগল); ছিন্নাণ্ড ছাগ। **খাসী করা**—অণ্ডকোষ বাহির করিয়া ফেলা। **খোদার খাসী**—খোদা দ্রঃ।

খাস্তা—[আ.] বি. পীড়িত, বিকল, নষ্ট (সাত নকলে আসল খাস্তা); যাহা অল্প চাপেই ভাঙ্গে (খাস্তা লুচি, কচুরি, পরোটা)। (খাস্তা হইতে।) **খিস্তি**; **মুখ খিস্তি করা**—অশ্রাব্য কথা উচ্চারণ করা।

খি, খে—[সং. ক্ষেপ] বি. সুতার, মুখ খেই, (তাহা হইতে) আলাপের সূত্র (কথার খি ধরে নেওয়া); সুতার তার বা গাছা, string, strand (এক খে সুতা—গ্রাম্য ভাষায় খ্যাও বলে)। **খে হারানো**—খেই হারানো, যে বিষয়ে কথা হইতেছিল তাহা ভুলিয়া যাওয়া।

খিআতি, খিয়াতি—[খ্যাতি] বি. খ্যাতি, সুনাম; কুখ্যাতি, কুৎসা (গ্রাম্য)।

খিকখিক—অপেক্ষাকৃত চাপা হাসির শব্দ।

খিঁচ, খ্যাঁচ, খিঁচ, খেঁচ—বি. টানা, আকর্ষণ করা। [বাং] **খ্যাঁচমারা**—জোরে ছিপে সুতায় টান মারা।

খিঁচা, খেঁচা—ক্রি. আকর্ষণ করা, টানা। **হাত-পা খেঁচা**—হাত পায়ে খিল ধরা। **খেঁচনি, খেঁচুনি**—আক্ষেপ।

খিঁচানো, খিঁ-—ক্রি. মুখভঙ্গি করা। **দাঁত খিঁচানো**—বিশ্রীভাবে দাঁত বাহির করিয়া গালাগালি করা বা কটু কথা বলা।

খিচ—বি. দাঁতে বালি বা কাঁকর-কণা পড়িলে যে শব্দ হয়; তাহা হইতে, কিছু অবনিবনাও, কিছু অসঙ্গতি। **খিচ মারা**—ভাল করিয়া পেষা যেন দাঁতে বালুকণা না লাগে; কোন কার্য এমনভাবে সম্পন্ন করা যেন অভিযোগ না থাকে।

খিচখিচ, খিচিমিচি—অব্য বি. অপ্রীতিকর বাদানুবাদ, বকাঝকা, ঝগড়াঝাঁটি।

খিচড়—(খচ্চর হইতে) ণ. দুষ্ট, অভব্য, বদ। [বাং]। **খিচড়ামি**—বি. দুষ্টামি, পেঁজোমি।

খিচড়ি,-ড়ী, খিচুড়ি—[সং কৃসর, হিঃ খিচড়ি] চাল-ডাল-মিশ্রিত পক্ব অন্নবিশেষ, ইহার সহিত কিছু ঘি দেওয়া সঙ্গত, ঘৃত অভাবে সরিষার তেল, নানারকমের সব্জি ও কখনও কখনও মাছ ও মাংস দেওয়া হয়। **খিচুড়ি পাকানো**—নানারকম বস্তু বা ব্যাপারের জটিল বা বিসদৃশ সংযোগ, তালগোল পাকানো। **জগাখিচুড়ি**—জগন্নাথের খিচুড়ির মত নানা বস্তুর বা ব্যাপারের একত্র জটিল সমাবেশের (বইখানি যোগতত্ত্ব ও বিজ্ঞানতত্ত্বের এক জগাখিচুড়ি)।

খিচিমিচি, খিচমিচ—অব্য. বি. খিচখিচ দ্রঃ; সামান্য বিষয় লইয়া অপ্রীতিকর বাদানুবাদ, মনান্তর, কলহ।

খিজমত—**খেদমত** দ্রঃ।

খিজলানো—ক্রি. বিরক্ত করা, যে কথা বলিলে বিরক্ত হয় বার বার সেই কথা বলা। **খিজলে যাওয়া**—অত্যন্ত-তিক্তবিরক্ত হওয়া।

খিজি—বি. বায়না। **খিজি করা**—বায়না ধরা।

খিটকাল,-কেল—বি. নিন্দা, কলঙ্ক রটানো; বিবাদ; বিঘ্ন। (প্রাদেশিক)।

খিটখিট, খিটমিট—অব্য. বি. ছোট-খাট ব্যাপার লইয়া সর্বদা অসন্তোষ প্রকাশ। **খিট-খিটে**—ণ. যে সহজেই রাগিয়া উঠে, বকাঝকা করে (মেজাজটা বড় খিটখিটে হয়ে উঠেছে)।

খিটিমিটি—বি. ছোটখাট বিষয় লইয়া ক্রমাগত মতবিরোধ ও কলহ (খিটিমিটি বাধা)। **খিটিমিটি করা**—ছোটখাট ব্যাপারে ক্রমাগত অসন্তোষ ও বিরক্তি প্রকাশ করা (বিশেষতঃ গুরুজনের অথবা উপরওয়ালার)।

খিড়কি,-কী—[সং খড়কী] বি. বাড়ীর পশ্চা-

দ্দিকের ছোট দরজা; জানালা; ঝরকা। **খিড়কিপুকুর**—বাড়ীর পশ্চাদ্দিকে বিশেষভাবে মেয়েদের ব্যবহারযোগ্য পুকুর। **খিড়কিদার পাগড়ী**—যে পাগড়ীর উপরে কোন অংশ খোলা থাকে।

খিতাব—খেতাব দ্রঃ।

খিদমত—খেদমৎ দ্রঃ। **খিদমত্গার**—ভৃত্য, বড়লোকের সর্বদা পরিচর্যারত ভৃত্য। বি. **খিদমতগারি**।

খিদা, খিদে—[সং. ক্ষুধা] বি. ক্ষুধা, মৌখিক ভাষায় ব্যবহৃত। **চোখের খিদে**—ক্ষিদে দ্রঃ। **দুষ্ট খিদে**—অপ্রকৃত রোগ-উৎপাদক ক্ষুধা। **খিদে মরে যাওয়া**—ক্ষুধার সময়ে আহার গ্রহণ না করার ফলে ক্ষুধা নষ্ট হওয়া। **খিদের মাথায়**- প্রবল ক্ষুধার সময়ে (খিদের মাথায় যা খাওয়া যায় তাই মধু)।

খিদ্যমান—[খিদ্+শানচ্] ণ. যে খেদ করিতেছে।

খিন্ন - [খিদ্+ক্ত] ণ. অবসাদগ্রস্ত, পীড়িত; দুঃখিত (খিন্ন শীর্ণ জীবনের শত লক্ষ ধিক্কার লাঞ্ছনা—রবি)।

খিমচি—বি. লঘু খামচি, চিমটি। [বাং]

খিয়ানত, খিয়াল—খে- দ্রষ্টব্য।

খির, খিরকা—ক্ষীর; খেলকা দ্রষ্টব্য।

খিরকিচ—বি. গোলমাল, ঝগড়া-বিবাদ। [বাং]।

খিরা—বি. শসা (পূর্ববঙ্গে—খিরাই)। [বাং]।

খিরসা, খির্সা, খিরাজ ; খেরাজ—ক্ষীরসা, খিরাজ দ্রঃ।

খিরি—[সং ক্ষীরেয়ী, ক্ষীরী] বি ক্ষীর হইতে প্রস্তুত খাদ্য-বিশেষ; গোস্তন।

খিল—[সং]; ণ. পতিত, আচষা (খিল জমি)। **খিল ভাঙা**—পতিত পড়িয়া আছে এমন জমি নূতন করিয়া চষা।

খিল—[সং] বি. বিষ্ণু, পরমব্রহ্ম। ণ. অবশিষ্ট, পরিশিষ্ট।

খিল—[সং কীল] বি. অর্গল, হুড়কা; সন্ধি-সংযোজক গোঁজ বা কাঁটা; খেঁচুনি, মাংসপেশী টানিয়া ধরার ভাব, খাল (খিল ধরা)।

খিলকা—খেলকা দ্রঃ।

খিলখিল—বি. অব্য. হাস্যধ্বনি, বিদ্রূপাত্মক হাসি, শিশু বা বালক-বালিকা ও নারীর আনন্দময় হাসি।

খিলনি,-নী—বি. খিল, অর্গল, হুড়কা; সেলাইয়ের প্রকার বিশেষ।

খিল লাগা,-ধরা—হাত-পা কোমর চোয়াল ইত্যাদি স্থানে টানিয়া ধরার মত ভাব অনুভব করা, দাঁতে দাঁতে লাগা।

খিলা—ণ খিল; অকর্ষিত (খিলা জমি)। [খিল]

খিলাৎ—খেলাই দ্রঃ।

খিলাই, খেলাত, খেলোয়াৎ—[আ. খিল্'অত] বি. সম্মানসূচক রাজদত্ত পরিচ্ছদ (নাই বা পেলেম রাজার খেলাত্—রবি)।

খিলান—বি. অর্ধগোলাকৃতি ইটের বা পাথরের গাঁথনি, arch; আলের সাহায্যে দুই কাঠের সংযোগসাধন (খিলান যেন মজবুত হয়)।

খিলি,-লী—বি. উপকরণ সমেত সাজা বা ভাঁজ করা পান (এক খিলি পান পর্যন্ত দিলে না)। [বাং]।

খিলিদানী—পানদান; বিড়িদান।

খিসারৎ; খিস্তি—খেসারৎ; খাস্তা দ্রঃ।

খীণ, খীন—(বৈষ্ণব-সাহিত্যে) ক্ষীণ।

খীর—(প্রাচীন বাংলা) ক্ষীর, ঘনদুগ্ধ; দুগ্ধ।

খীরসা; খীরা; খীল—ক্ষীরসা; ক্ষীরা, খিল দ্রঃ।

খুঁইয়া, খুঁএে—খুএা দ্রঃ।

খুঁকি,-কী, খুকি,-কী—বি. ছোট মেয়ে; (ব্যঙ্গার্থে) বয়স্থা কিন্তু আব্দেরে অথবা অবুঝ (খুকিটি ত নও)। **খুকিপনা**—ছোট মেয়ের মত আব্দারে অথবা দায়িত্বহীন ভাব।

খুঁচা- খোঁচা দ্রঃ। **খুঁচানো**—খোঁচানো দ্রঃ।

খুঁচি—[সং কুক্ষি] বি. চাউল মাপিবার পাত্র-বিশেষ, কুনকে। **লক্ষ্মীর খুঁচি**—লক্ষ্মীর হাতে যে ধান মাপিবার পাত্র থাকে।

খুঁচি—বি. যাহা গুঁজিয়া দেওয়া হয়। [বাং]। **চালে খুঁচি দেওয়া**—চাল না ছাইয়া মাঝে মাঝে খড় গুঁজিয়া দিয়া উহার সংস্কার করা।

খুঁচুনি—বি. খোঁচা, বিরক্ত করা। [বাং]

খুঁজা, খোঁজা—ক্রি. অনুসন্ধান করা, তালাস করা (ক্ষ্যাপা খুঁজে খুঁজে ফিরে পরশ পাথর —রবি); চাওয়া (খুঁজে খাওয়া—চাহিয়া খাওয়া; পূর্ববঙ্গে—খুইজ্যা খাইতাম না)। **খুঁজে পেতে**—যথেষ্ট অনুসন্ধান করিয়া। **খোঁজ-তল্লাসী**—অন্বেষণ।

খুঁএা—বি. ক্ষৌমবস্ত্র, পট্টবস্ত্র; মোটা কাপড় বিশেষ; শণ; রেশম। [ক্ষুমা]।

খুঁট, খোঁট—বি. ধুতি, শাড়ী প্রভৃতির কোণ।

খুঁট-গোঁজা—কোমরে পাড় একটুখানি গুঁজিয়া ধুতি বা শাড়ী পরা। **খুঁট বদলাইয়া কাপড় পরা**—দিক্‌ভ্রম হইলে ধুতির কাছা ও কোঁচা পাল্টাইয়া পরা।

খুঁট—(প্রাদেশিক) বি. ভাঙ্গাচুরা পুরাতন কাঁসা; দোষ, খুঁত (খোঁটা দ্রঃ)।

খুঁটা—ক্রি. নখ দিয়া তুলিয়া ফেলা বা ছিন্ন করা (ব্রণ নখে খুঁটতে নাই)।

খুঁটা, খোঁটা—ক্রি. পাখীর ঠোঁট দিয়া শস্যকণা আহরণ করা, ক্ষুদ্রবস্তু একটি একটি করিয়া কুড়ানো (পড়া চালগুলো খুঁটে তোল)। **খুঁটে খাওয়া**—কুড়াইয়া খাওয়া, অপচয় না করা; নিজের চেষ্টায় অন্ন সংস্থান করা। **খুঁটে খেতে শেখা**—অসহায় শৈশবদশা অতিক্রম করা, উপার্জনক্ষম হওয়া। **দাঁত খোঁটা**—খড়কে দিয়া দাঁতের ফাঁক হইতে খাদ্যের কণিকা বাহির করিয়া ফেলা। **খুঁটাইয়া, খুঁটিয়ে**—তন্ন তন্ন করিয়া, ভাল করিয়া খোঁজ-খবর লইয়া (খুঁটিয়ে জিজ্ঞাসা করা)। **খুঁটিয়ে দেখা**—সব দিক যত্নপূর্বক বিচার করিয়া দেখা। **খুঁটিনাটি**—কোন ব্যাপারের বা বিষয়ের ছোট তুচ্ছ সব কিছু. minor details। **খুঁটনি, খুঁটুনি**—যদ্দারা খোঁটা হয়। **খুঁটরানো**—খুঁটিয়া বাহির করা। **খুঁট-আখুরে**—যাহার হাতের লেখা খুব খারাপ, অশিক্ষিত; খুতখুঁতে।

খুঁটা, খোঁটা—[সং কূট] বি খুঁটি, গোঁজ, সীমানা-নির্দেশক কাষ্ঠ বা বংশদণ্ড। **খুঁটার জোরে মেড়া কোঁদে**—পা যদি খুঁটার মত শক্ত করিয়া দাঁড়াইতে পারে তবেই মেড়ার লড়াইয়ে সুবিধা হয়। **খুঁটা গাড়িয়া দাঁড়ানো**—পা খুব শক্ত করিয়া দাঁড়ানো, প্রবল সংকল্প গ্রহণ করিয়া কাজে লাগা।

খুঁটি,-টী—বি. ছোট খোঁটা; ঘরের বাঁশের বা কাঠের থাম; যাহাতে সেতার এস্রাজ প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্রের তার বাঁধা হয়। **খুঁটিগাড়ি**—নৌকা বাঁধিবার বা মাছ ধরিবার খুঁটি গাড়িবার জন্য জমিদারকে যে খাজনা দিতে হয়। **খুঁটির জোর**—পৃষ্ঠপোষকের প্রভাব, মুরুব্বির সমর্থন। **শ্যামের খুঁটি**—হৃষ্টপুষ্ট ও বলিষ্ঠ ব্যক্তি।

খুঁড়া, খোঁড়া—ক্রি. খনন করা; খুঁৎ ধরা, কু-নজরে দেখা, চোখ দেওয়া (তোমরা আমার বাছাকে খুঁড়ো না)। **মাথা খোঁড়া**—মাথা কোটা। **খুঁড়াইয়া বড়**—ডিঙি মারিয়া বড় হওয়া, ছলেবলে নিজেকে বড় বলিয়া প্রতিপন্ন করা।

খুঁড়ানো—খোঁড়ানো দ্রঃ

খুঁৎ, খুঁত—[সং ক্ষত; তামিল কুত্তম্] বি. দোষ, ত্রুটি, অসম্পূর্ণতা; অঙ্গবৈকল্য (পায়ে খুঁত আছে)। **খুঁত কাড়া**—খুঁত বাহির করা, নিন্দা করা। **খুঁত ধরা**—দোষ ধরা। **খুঁৎখুঁৎ করা**—ছোটখাট ত্রুটিতে অসন্তোষ প্রকাশ করা; পুরাপুরি খুশী হইতে না পারা। **খুঁৎখুঁতে**—ণ. দোষদর্শী, ত্রুটি ধরিতে সচেষ্ট, সন্দেহপ্রবণ। **খুঁৎমুত**—খুঁৎখুঁৎ। বি. **খুঁৎ-মুতুনি**। ণ. **খুঁৎমুতে**—প্রায় কিছুই যার মনে ধরে না।

খুতি, খুতি—(প্রাঃ) বি. ছোট থলে (টাকার খুঁতি)। **খুতি সেলাই কর গিয়ে**—(ব্যঙ্গার্থে) বহু টাকা পাবে সেই আশায় থলি তৈরী কর গিয়ে (বেশী পাবার অসঙ্গত আশা সম্বন্ধে বলা হয়)।

খুয়া—খুঞা। **খুঁয়ে তাঁতী**—হাতে কাটা মোটা সুতা দিয়া যাহারা কাপড় বুনে, জোলা, নিম্নশ্রেণীর কারিগর (খুঁয়ে তাঁতী হয়ে দেহ তসরেতে হাত—ভারতচন্দ্র)।

খুক—অস্বচ্ছ কাশির শব্দ। **খুকখুক, খুক-খুকুনি**—ক্রমাগত ঐরূপ কাশিবার শব্দ (সাধারণতঃ সন্দেহজনক)।

খুকি,-কী—খুকি দ্রঃ। **খুকু**—ছোট মেয়ে, খুকী (আদরে। আরও আদরে—**খুকুমণি**)।

খুঞ্চি,-ঞ্চী—[সং করঙ্ক] বি. বেত বা বাঁশ দিয়া তৈরী আধার বিশেষতঃ পুস্তকাধার। **খুঞ্চিপুতি, -পুঁথি**—বইয়ের ঝুলি ও বই।

খুচখুচ, খুচুর খুচুর—ধীরে ধীরে বা সাবধানে চলা বা আঘাত করা; তাহা হইতে, কাজে মন্থরতার পরিচায়ক (এমন খুচুর-খুচুরে চলবে না, তাড়াতাড়ি হাত নাড়)।

খুচরা—[সং—ক্ষুদ্র; গ্রাম্য—খুদরা] বি. ক্ষুদ্র, ছোট ছোট, ছোটখাট (খুচরা কাজ, খুচরা খদ্দের); টাকার ভাঙানি—আনি, দুয়ানী, সিকি ইত্যাদি। **খুচরা খরচ**—ছোটখাট খরচ। **খুচরা কথা**—সামান্য বা অবান্তর কথা। **খুচরা গহনা**—ছোটখাট গহনা।

খুচরা বিক্রি—অল্প অল্প করিয়া বিক্রি (পাইকারির বিপরীত)।
খুজলি—বি. চুলকনা (প্রাদেশিক)।
খুঞা—খুঁএা দ্রঃ।
খুট—অব্য. কাঠ-আদিতে কঠিন বস্তুর মৃদু আঘাত। **খুটখাট**—খুট এবং তজ্জাতীয় আঘাত বা নড়াচড়ার শব্দ। **খুটখুট**—ক্রমাগত খুট-ধ্বনি। **খুটুরখুটুর**—ক্রমাগত খুটখাট শব্দ (ইঁদুর প্রভৃতির) বা কঠিন পথে ধীরে পদবিক্ষেপের শব্দ। **খুটুসখুটুস**—ব্যাপক খুটখুট।
খুড়তত,-তুত, খুড়াত—[খুড়া+তত, তুত, ত] ণ. খুড়ার বা খুড়শ্বশুরের ঔরসে জাত (ভাই, বোন, দেবর, শালা)।
খুড়ন, খোড়ন—বি. খোঁড়ন, খনন।
খুড় (-া) শ্বশুর—স্বামীর বা স্ত্রীর খুড়া রূপে সম্পর্কিত। **স্ত্রী. -শাশুড়ী,-শাশ**।
খুড়া, খুড়ো—[সং খুল্লতাত] বি. পিতার কনিষ্ঠ ভ্রাতা, কাকা। **স্ত্রী. খুড়ী**। **হরির খুড়ো**—অতিদূর বা জোড়াতাড়া সম্পর্কের ব্যক্তি (অবজ্ঞায়)।
খুড়া ; খুতবা ; খুত্তি—খুঁ- ; খো- ; খুঁ- দ্রঃ।
খুদ—[সং ক্ষুদ্র] বি. ক্ষুদ দ্রঃ। **খুদকুঁড়া**—অতি সামান্য আহার্য (খুদকুঁড়া যা জোটে)। **খুদ মাগা**—পুনর্বিবাহে স্ত্রী-আচার বিশেষ। [খুদমাগা কাদাখেঁড়ু নারিমু রচিতে'—ভারতচন্দ্র)।
খুদ—খোদ দ্রঃ। **খুদা**—আল্লা, খোদা দ্রঃ।
খুদা, খোদা—ক্রি. খনন করা ; উৎকীর্ণ করা। ণ. খাত ; উৎকীর্ণ (নাম খোদা আছে)।
খুদিয়া, খুদে—[সং ক্ষুদ্র] ণ. ক্ষুদ্র, ছোট বা অতি ছোট (খুদে জাম, ক্ষুদে অক্ষর)। **খুদে রাক্ষস**—রাক্ষসের মতো বৃহৎ অথবা ভোজনপটু।
খুন, খুন—[ফাঃ খুন] বি. বধ, হত্যা (খুনের দায়) : রক্ত। ণ. নিহত (খুন করা) ; রক্তাক্ত ; মৃতপ্রায় (মেরে খুন করব) ; অভিভূত, আকুল, পরিশ্রান্ত (হেসে বা কেঁদে খুন হওয়া ; এই দুপুর রোদে হেঁটে এসে বাছা আমার খুন হয়ে এসেছে)। **খুন চড়া**—রক্ত মাথায় ওঠা (উত্তেজনাসূচক) ; ক্রোধোন্মত্ত হইয়া হত্যা করার জন্য প্রস্তুত হওয়া। **মাথায় খুন চাপা**—খুন চড়া। **খুন হওয়া**—নিহত হওয়া, হত্যাব্যাপার ঘট (এপাড়ায় একটা খুন হয়েছে)। **খুনখারাপি, -বি**—বি. রক্তারক্তি, হত্যাকাণ্ড ; রক্তের মতো লাল রং বিশেষ। **খুনখোশরোজ**—রক্তের হোলিখেলা। **খুনখুবি**—রক্তের সৌন্দর্য, অর্থাৎ বেগে রক্ত চলাচলের সৌন্দর্য ; উদ্দীপনার সৌন্দর্য। **খুনজোশী**—বেগে রক্ত-চলাচলের উদ্দীপনা। **খুনশী,-সী**—[হিন্দী] বি. ক্রুদ্ধ, মারমুখো (বকসী আমার পতি সদাই খুনসী—ভারতচন্দ্র)।
খুনাখুনি, খুনোখুনি—বি. বিষম মারামারি ; যাহ'তে মারামারি হইবার সম্ভাবনা, বিষম ঝগড়া-বিবাদ। **খুনী, খুনিয়া, খুনে**—ণ. বি. হত্যাকারী ; এত নিষ্ঠুর যে খুন করিতে পারে (আম্মা, লাল তেরি খুন কিয়া খুনিয়া—নজরুল)। **খুনী**—রক্তবর্ণ (খুনী রং)। **খুনী আসামী**—খুনের দায়ে ধৃত ব্যক্তি।
খুনখুনে—[বাং] ণ. অতি বৃদ্ধ, বার্ধক্যের চিহ্ন যাহাতে অতিশয় স্পষ্ট।
খুনসুটি, খুনসুড়ি—[বাং] বি. ঝগড়া, অবনিবনাও ; প্রেমের কলহ।
খুন্তি,-ন্তী—[সং খনিত্র] বি. ছোট খন্তা (রন্ধন কার্যে ব্যবহৃত হয়) ; খনিত্র, খোন্তা।
খুপরি, খোপরি—বি. খোপের মত গৃহ, অতি ছোট কামরা ; কুলুঙ্গী। **খুপরি কাটা**—খোপ কাটা।
খুপসুরৎ—খুবসুরৎ দ্রঃ।
খুপি, খুপী—ছোট কামরা, খুপরি।
খুব—[ফাঃ খু'ব] ণ. অতিশয়, অত্যন্ত (খুব প্রশংসা, খুব নিন্দা) ; আচ্ছা রকম, প্রচুর পরিমাণে (খুব জব্দ, খুব খাওয়া হ'ল) ; যথেষ্ট—ব্যঙ্গার্থে (খুব হয়েছে, এইবার তার আক্কেল হবে ; খুব শুনিয়ে দেওয়া হয়েছে) ; বেশ, আচ্ছা (বহুৎ খুব ; মেরেছি, খুব করেছি) ; নিশ্চয় (খুব পারবে)। **খুব করে ধরা**—সনির্বন্ধ অনুনয়-বিনয় জানানো। **খুব করে বলা**—মনের ঝাল মিটাইয়া কথা শুনাইয়া দেওয়া (বিপরীত—অনেক করিয়া বলা—অনেক দ্রঃ)।
খুবরি,খুবরী—খুপরি,কুলুঙ্গী। **খুবরি-খাবরি**—ছোট ছোট ঘর : কুলুঙ্গী ও তজ্জাতীয় স্থান।
খুবসুরৎ—[ফাঃ] ণ. অতিশয় সুন্দর বা সুন্দরী। বি. **খুবসুরতি**—সৌন্দর্য (কথ্যভাষায় 'খোপসুরৎ' 'খাপসুরৎ' ইত্যাদি)।
খুবানি, খোবানী—বি ফলবিশেষ, Apricot.
খুমখুমুনি—বি. ক্রোধের ভাব, মনের অপ্রসন্নতা।

খুবি—[ফাঃ খুবী] সৌন্দর্য, চমৎকারিত্ব (খুনখুবি ; মেহেমানদারির খুবি)।

খুমার,-রি,-রী—[আঃ] বি. মত্ততা ; মাতালের নেশা কাটার সময়ে যে শারীরিক অবসাদ অনুভব হয়, খোঁয়ারি।

খুয়ানো, খোয়ানো—ক্রি. হারানো ; নষ্ট করা বা হওয়া (নাম খোয়ানো)।

খুয়ার—খোয়ার দ্রঃ। **খুর**—ক্ষুর দ্রঃ।

খুরে দণ্ডবৎ বা নমস্কার—(ব্যঙ্গে) হার স্বীকার।

খুরখুর—ক্রমাগত লঘু পদধ্বনি। **খুরখুর করে চলা**—লঘু পদধ্বনি সহকারে দ্রুত চলা শিশুর ছোট পায়ের ত্রস্ত সুন্দর গতি ; (তাহা হইতে) বয়স্কের বিরক্তিকর ঢিমা চলন (অমন খুরখুর করলে কি কাজ এগোয়)।

খুরপা, খুরপি, খুরপো, খুরপ্র—[ক্ষুরপ্র] বি. ঘাস চাঁচিয়া তোলার অস্ত্র-বিশেষ ; চর্মকারের অস্ত্র বিশেষ।

খুর-ভাঁইড়,-ভাড়—[বাং] বি. ক্ষুর কাঁচি প্রভৃতি রাখিবার পাত্র।

খুরলি,-লী—বি. যুদ্ধকৌশল বা মুরলী শিক্ষা,কোন বিদ্যা অভ্যাস ; খেলা ; রঙ্গ। (বৈষ্ণব সাহিত্যে)।

খুরশী—[ফাঃ কুর্‌সি] বি. কাঠের ছোট আসন বিশেষ ; টুল।

খুরশানি—[সং. খুরস্বান] বি, খুরাঘাতের শব্দ।

খুরা—বি. খাটের পায়া, কলসী প্রভৃতির নীচে যে ধাতুনির্মিত বেড় পরানো হয়। **খুরানো**—ক্রি. খুর প্রদর্শন (গোবৎসের ভূমিষ্ঠ হইবার প্রথম অবস্থা)।

খুরাক—খোরাক দ্রঃ।

খুরাটি—[বাং] বি. খুর-মাটি, খুরের আঘাতে উত্থিত মাটি বা ধুলা।

খুরালিক—[সং] বি নাপিতের ভাঁড়, ক্ষুরধান ; বাণ-বিশেষ ; বালিশ।

খুরি,-রী—বি. ছোট খোরা, মাটির বা ধাতুদ্রব্যের ছোট বাটি। **খুরী (-রিন্)**—[সং] বি. খুরযুক্ত প্রাণিবর্গ।

খুরমা, খোরমা—[ফাঃ] বি. বড় শুষ্ক খেজুর-বিশেষ।

খুলা—খোলা দ্রঃ।

খুলাসা—খোলসা দ্রঃ।

খুলি, খুলী—[বাং] বি. খর্পর, করোটি, মাথার খুলি ; যে খোল বাজায়।

খুল্ল—[সং] ণ. ছোট, কনিষ্ঠ। **খুল্লতাত**—খুড়া। **খুল্ল-পিতামহ**—পিতামহের ছোট ভাই। **ক্ষুল্ল মাতামহ**—মাতামহের ছোট ভাই।

খুল্লনা—কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের ধনপতি সদাগরের পত্নী।

খুশ—খোশ দ্রঃ।

খুশি, খুসি—[ফাঃ খুশী] বি. ইচ্ছা, খেয়াল (খুশিমত, খেয়াল-খুশি), আনন্দ, আমোদ, ফুর্তি। **খুশী, খুসী**—ণ. সন্তুষ্ট, আনন্দিত (শুনে খুশী হবে)। **খুশি-খোশালিতে**—পরমানন্দে।

খুশক, খুস্ক—[ফাঃ খুশ্‌ক্] ণ. শুষ্ক রসহীন, (**খুশকা** বা **খোস্কা পোলাও**—খুব অল্প ঘি দেওয়া পোলাও। বিপরীত : 'তর্')। বি. **খুশ্‌কি** (খুশ্‌কির সময়—শুকনার বা টানের দিনে)।

খুসি, খুসী—খুশি, খুশী দ্রঃ।

খুস্থর-খুস্থর,-স্থুর—শুষ্ক পত্রাদিতে ঘর্ষণজাত খস্ খস্ শব্দ।

খুসুরফুসুর—কানে কানে ফিস্ ফিস্ করে বলা কথা বা বলার ভাব।

খুস্কি—বি. মরামাস (খুস্কিভরা মাথা) [ফা. খুশ্‌ক্]

খৃষ্ট—[Christ] যীশু খৃষ্ট। **খৃষ্টান, খৃষ্টিয়ান, খ্রীষ্টান**—খৃষ্টধর্মাবলম্বী ; আচারভ্রষ্ট (তোমরা হিঁদুও না মোছলমানও না তোমরা খৃষ্টান)। **খৃষ্টানী**—খৃষ্টধর্ম ; খৃষ্টান নারী। **খৃষ্টাব্দ**—খৃষ্টের জন্মকাল হইতে প্রবর্তিত সন। **খৃষ্টীয়**—খৃষ্টসম্বন্ধীয়। **খৃষ্টোত্তরাব্দ**—খৃষ্টের জন্ম হইতে পরবর্তী কাল, A. D. **খৃষ্টপূর্ব**—খৃষ্টের জন্মের পূর্ববর্তী কাল, B. C.

খেআতি; খে; খেংরা—খেয়াতি; খি; খাংরা দ্রঃ।

খেই—বি. সূতার প্রান্ত বা সংখ্যা ; মূল প্রসঙ্গ বা ধারা। **কথার খেই হারানো**—মূলপ্রসঙ্গের কথা ভুলিয়া যাওয়া।

খেউ—কুকুরের ডাক, ঘেউ ঘেউ। **খেউ খেউ**—বার বার খেউ ধ্বনি ; অবজ্ঞাত ব্যক্তির মন্তব্য বা প্রতিবাদ সম্বন্ধে বলা হয় (কুকুরে খেউ খেউ করেই থাকে)।

খেউড়, খেঁউড়—বি. বাদ-প্রতিবাদ-মূলক অশ্লীল গান-বিশেষ (বাংলা দেশে উনবিংশ শতাব্দীতে সুপ্রচলিত ছিল) ; অশ্রাব্য ভাষায় বাদ-প্রতিবাদ বা গালাগালি। (খেঁড় দ্রঃ)।

খেউর,-রি,-রী, খৌরি—ক্ষৌরি দ্রঃ।

খেঁও—[সং ক্ষেপ] বি. মাছ ধরার জন্য জাল ফেলা।

খেওয়া—খেয়া নৌকায় পারাপার। **খেওয়া-ঘাট**—খেয়া ঘাট, পার ঘাট।

খেঁৎরা—খাঙরা দ্রঃ।

খেঁক, খ্যাঁক—কুকুর ও শেয়ালের ডাক; অশোভন কর্কশ বাক্য। **খেঁক-খেঁক—খেঁকমেক**—কর্কশভাবে ক্রোধ প্রকাশ করা বা তাড়না করা (ও বুড়ো বড় খেঁক-মেক করে)। বি. **খেঁক-খেঁকানি,**—শেয়াল-কুকুরের কলহ। ণ. খেঁকী।

খেঁকশিয়াল—[বাং] বি. ছোট শিয়াল বিশেষ, fox. স্ত্রী. **খেঁকশিয়ালী**।

খেঁকারি—খাঁকার দ্রঃ।

খেঁকি, খেঁকী—[বাং] ণ. যে সহজেই খেঁক করিয়া উঠে; বদরাগী (অবজ্ঞায় বলা হয়—খেঁকী কোথাকার)। বি. শীর্ণ কুকুর।

খেঁচকা—[হিঃ খিচকা, খিচ দ্রঃ] বি. ক্রমাগত বিরক্তিকর অনুরোধ বা তাগিদ। **খেঁচকানো**—ঐকান্ত অনুরোধ বা তাগিদ দেওয়া। বি. **খেঁচকানি**।

খেঁচড়া—[বাং] ণ. নচ্চর, অশিষ্ট, বজ্জাত খাচড়া; খারাপভাবে কৃত ('আধ-খেঁচড়া') বি. **খেঁচড়ামি**—বজ্জাতি, অশিষ্টতা।

খেঁচা—অঙ্গের আক্ষেপ হওয়া; টানা ((খিঁচ, খিঁচা দ্রঃ)। [বাং]। **খেঁচাখেঁচি**—(হিঃ, খীচনা) মনোমালিন্য, কলহ। **খেঁচুনি**—আক্ষেপ।

খেঁট, খ্যাঁট—[বাং] বি. ভোজন, পেট পুরে খাওয়া (খেঁট-টা ভালই হ'য়েছে; সাধারণতঃ সমবয়স্কদের সঙ্গে কথায় ব্যবহৃত হয়। খেট দ্রঃ)।

খেঁটে—[বাং] বি. খাটো মোটা লাঠি।

খেঁড়ু—বি. খেউড় গায়ক; খেউড় গান। খেউড় দ্রঃ।

খেঁড়ো—বি. কাঁকুড়-জাতীয় ফল-বিশেষ: ণ. যে গাই অনেক দিন হইল বাচ্চা দিয়াছে (খেঁড়ো গাই)।

খেঁৎ-খেঁৎ, খ্যাঁৎ-খ্যাঁৎ—শিশুর অসুস্থতার সূচনায় অল্প অল্প ক্রন্দন (বাছার আমার শরীর আজ ভাল নেই, কেমন খেঁৎখেঁৎ করছে)। বি. **খেঁতখেঁতান, খেঁৎখেঁতানি**।

খেঁদা, খেঁদী—খাঁদা দ্রঃ।

খেঁসারি—বি. খেসারি, ডালবিশেষ, 'খোড়' ডাল।

খেকো—ণ. যে খায় (মানুষখেকো বাঘ; গুখেকোর বেটা)। স্ত্রী. **খাকী, খাগী**।

খেঘাট—খেয়াঘাট। **খেঙরা**—খাংরা দ্রঃ।

খেচর—ণ. যাহা আকাশে বিচরণ করে; বি. পক্ষী; গ্রহ; দেবতা। স্ত্রী. **খেচরী**—বিদ্যাধরী প্রভৃতি দেবযোনি; তান্ত্রিক মুদ্রা বিশেষ।

খেচরান্ন—[সং] বি. খিচুড়ি।

খেচাখেচি—(কেচকেচি দ্রঃ) ঝগড়া-ঝাঁটি, বকাবকি। **খেচামেচি**—অপ্রিয় বাদ-প্রতিবাদ, ঝগড়া, গণ্ডগোল।

খেচি—বি. নৌকার জল সেঁচিবার পাত্র। [প্রা.]

খেজমত—খেদমত দ্রঃ।

খেজালৎ—[প্রাদেশিক] বি. নানা ধরণের বিরক্তি, ঝঞ্ঝাট, দিগদারি (নানা খেজালতে আছি; ছেলেটা বড় খেজালৎ করছে)। বি. **খিজি**—বায়না; জেদ (ছোট ছেলের খিজি)।

খেজুর—[সং খর্জুর] বি. সুপরিচিত ফলবিশেষ। ণ. **খেজুরে**—খেজুর বা উহার রসে প্রস্তুত। **খেজুরে গুড়**—খেজুর রস জ্বাল দিয়া যে গুড় হয়। **খেজুরছড়ি**—খেজুরের ছড়ি বা কাঁদি; ধান্য বিশেষ; খেজুর পাতার নক্সাযুক্ত পাড়বিশেষ, **খেজুরমাথি**—খেজুরগাছের মাথার কোমল অংশ (খাদ্যরূপে ব্যবহৃত হয়)। **পিণ্ড-খেজুর**—যে খেজুর বাহির হইতে পিণ্ডাকারে আসে।

খেট—[খে+অট] ণ. আকাশচারী; অধম। বি. আকাশচারী গ্রহনক্ষত্রাদি; ঢাল; পল্লীগ্রাম; ঘাস; ঘোড়া; মৃগয়া। [খিট্+অ] ভোজন, খ্যাট। **খেটক**—বি. ঢাল। (খেটক-খর্পর-ধারিণী)।

খেটে—[সং খেট] বি কাঠের টুকরা করা গুঁড়ি; মোটা ছোট দণ্ড; মুগুর; ঢেঁকির মোনা।

খেটে-জাল—[বাং] বি. ইলিশ মাছ ধরিবার জাল বিশেষ।

খেটেল—বি. শ্রমজীবী, মজুর, যে খাটে। [বাং]

খেড়—বি. বিচালি, খড় [প্রাদেশিক]।

খেড়ী, খেড়ু—বি. খেলার সাথী।

খেত—[সং ক্ষেত্র] বি. ক্ষেত্র, যে জমিতে চাষ হয়। **খেত-খোলা, খেত-খামার**—আবাদী জমি।

খেতরি, খেতুরি—রামপুর-বোয়ালিয়ার নিকট-বর্তী বৈষ্ণব তীর্থস্থান (নরোত্তম ঠাকুরের জন্মভূমি)।

খেতাব—[আঃ খিতাব] বি. সম্মানসূচক রাজদত্ত উপাধি। **খেতাবধারী**—যে খেতাব লাভ করিয়াছে (ব্যঙ্গে)।

খেতালি, খেতি—[বাং] বি. চাষবাস।

খেতি,-তী—ক্ষেতি দ্রঃ।

খেত্তিক, খেত্রী—[সং ক্ষত্রিয়] বি. হিন্দুস্থানী জাতিবিশেষ।

খেদ—[খিদ্ (শোক করা)+অল্] বি. দুঃখ; আক্ষেপ, আফসোস, অনুতাপ; পরিশ্রম, ক্লান্তি।

খেদমত—[আঃ খি'দমৎ] বি. সেবা, পরিচর্যা (তাহা হইতে) সেবার সৌভাগ্য লাভ হইতে পারে এমন সান্নিধ্য (পত্র পাইলেই **হুজুরের খেদমতে** হাজির হইব)। **কওমের খেদমত**—জাতির বা সম্প্রদায়ের সেবা।

খেদা—[বাং] বি. হাতী ধরিবার মজবুত ফাঁদবিশেষ (ইহার ভিতরে হাতীর দলকে খেদাইয়া আনা হয়); হাতী ধরিবার আয়োজন ('-করা')।

খেদান, খেদানো—বি., ক্রি. তাড়ানো, দূর করিয়া দেওয়া (খেদান না উঠান চষা); ণ. বিতাড়িত। **গরুখেদান**—গরুরপাল খেদাইয়া লইয়া যাওয়া; (তাহা হইতে) অনায়াসে দূর করিয়া দেওয়া (আসুক না কত জন আসবে, গরু খেদান করে রেখে আসব মাঠের ওপারে)। **মায়ে খেদানো বাপে তাড়ানো ছেলে**—নিতান্ত লক্ষ্মীছাড়া, আপনার জনের কাছেও যে আমল পায় না।

খেদিত—[খিদ্+নিচ্+ক্ত, খেদ+ইতচ্] খেদযুক্ত, অবসাদগ্রস্ত; ব্যথিত।

খেদিব—[ইং Khedive, তুর্ক, খেদিব] পরাধীন মিশরের মুসলমান শাসনকর্তার উপাধি।

খেদেল, খেদো—ণ. খাদযুক্ত। [প্রাদেশিক]

খেপ—ক্ষেপ দ্রঃ। **খেপের নৌকা**—যে নৌকা মাল লইয়া ক্ষেপ দেয়। **খেপ দেওয়া**—নৌকায় মাল আনা-নেওয়া করা।

খেপলা; খেপা—খ্যাপলা; ক্ষেপা দ্রঃ।

খেপানো—ক্ষেপানো দ্রঃ। **খেপানি**—[বাং] বি. যাহাতে কেহ বিষম বিরক্ত বা উত্তেজিত হয় এমন কথা।

খেপাম,-মি,-মো—[বাং] বি. পাগলাটে ভাব, পাগলামি।

খেমচা—বি. বাদ্যযন্ত্র বিশেষ; খানিকটা, অল্প পরিমাণ (খেমচে খেমচে খেল ঢের)। [প্রাদে]

খেমটা—বি. সঙ্গীতের তাল বিশেষ, ঐ তালের নৃত্য। **খেমটাওয়ালী**—পেশাদার নর্তকী।

খেমটি—খামটি দ্রঃ। **দাঁত খেমটি**—উপরের দাঁত দিয়া নীচের ঠোঁট চাপা (দৃঢ় সংকল্পের পরিচায়ক); দাঁতকপাটি।

খেয়—[খন+য] বি. বাটী বা দুর্গের চারি দিকের খাত, গড়খাই; ণ. খননীয়।

খেয়া—[সং ক্ষেপ] বি নৌকা ইত্যাদির দ্বারা পারাপার। **খেয়া নৌকা,-তরী**—এরূপ পারাপারে নিযুক্ত নৌকা। **খেয়া উঠে যাওয়া**—পারাপারের জন্য খেয়া নৌকা না থাকা, সাধারণতঃ বর্ষাকালে কোন কোন নদীতে এরূপ হয়। **খেয়াঘাট**—পারঘাট (সকল পথ দৌড়াদৌড়ি, খেয়াঘাটে গড়াগড়ি)। **খেয়ার কড়ি**—খেয়া পার হইবার মাশুল; সম্বল। **খেয়া দেওয়া**—খেয়া নৌকায় মানুষ গরু-বাছুর ইত্যাদি পার করা। **খেয়ামাঝি; খেয়ারী**—যে মাঝি খেয়া পার করে।

খেয়ানৎ—[আঃ খি'য়ানৎ] বি. বিশ্বাসঘাতকতা, তহবিলতছরূপ; নাশ, ক্ষতি। **আমানতের খেয়ানৎ**—বিশ্বাস করিয়া যাহা গচ্ছিত রাখা হইয়াছে তাহার তছরূপ।

খেয়ারি—খেয়া দ্রঃ।

খেয়াল—[আঃ খ'য়াল] বি. জ্ঞান, চেতনা, হুঁস (খেয়াল ছিল না); সঙ্গীত-বিশেষ (খেয়াল গায়ক); কল্পনা, উদ্দাম ভাবনা, সাধারণ ধরণধারণ বা চিন্তাভাবনার বহির্ভূত ব্যাপার (বড়মানুষী খেয়াল; প্রকৃতির খেয়াল; খেয়াল হ'ল আর ছুটলাম); মতলব, ঝোঁক (আপন খেয়ালে চলে)। **খেয়ালী**—ণ. যাহার মতলবের ঠিক নাই, অব্যবস্থিতচিত্ত; কল্পনাবিলাসী। **খেয়ালী পোলাও পাকানো**—আকাশকুসুম রচনা করা। **খেয়াল রাখা**—লক্ষ্য রাখা, সচেতন থাকা। **খেয়াল করা**—বিচার করা; অবহিত হওয়া। **বদখেয়াল**—মন্দ প্রবণতা বা চিন্তাভাবনা।

খেরাজ—[আঃ খিরাজ] বি. খাজনা, রাজস্ব। **খেরাজী জমি**—যে জমির জন্য নির্ধারিত খাজনা দিতে হয় (বিপরীত: লাখেরাজ—নিষ্কর)।

খেরুয়া, খেরো—খারুয়া দ্রঃ।

খেল—বি. খেলা, ক্রীড়া, লীলা; ভেল্কি (ভানুমতীর খেল)। [হিন্দী]। **খেল খেলা**—বুদ্ধির কৌশল দেখানো, চালাকি করা।

খেলকা—[ফাঃ খিরক'া]; বি. ফকির-দরবেশের দীর্ঘ অঙ্গাবরণ। **খেলকা নেওয়া**—ফকির-দরবেশের পোষাক ও পন্থা গ্রহণ করা।

খেলনা, খেলেনা—[হি. খেলৌনা] বি. খেলার সামগ্রী, ক্রীড়নক।

খেলা—[সং খেল্‌=ক্রীড়া করা] বি. ক্রীড়া, লীলা; কৌশলপ্রদর্শন (লাঠি খেলা)। ক্রি. খেলা করা; চমকানো, শোভা পাওয়া (যেন বিদ্যুৎ খেলছে; 'এত রং খেলে মেঘে'); স্ফুরণ হওয়া (বুদ্ধি খেলা)। **খেলানো**—খেলা দেখানো, বশীভূত জীবজন্তুর সাহায্যে কৌশল-প্রদর্শন (সাপ খেলানো; মাছ খেলানো); রঙ্গ দেখানো; চালনা করা ('মাথা, তরোয়াল—'); ইচ্ছামত চালনা করা (ব্যবসায়ীরা খাদ্যশস্য নিয়ে খেলাচ্ছে); **খেলাধুলা**-শিশুর ধুলামাটি লইয়া খেলা; খেলা অথবা তজ্জাতীয় অকিঞ্চিৎকর কাজ (এতকাল ত কাটল খেলাধুলায়); বিবিধ ক্রীড়া, sports. **ছেলে-খেলা**—ছেলেদের খেলা-ধুলার মত অকিঞ্চিৎকর ব্যাপার, দায়িত্বশূন্য বা অকিঞ্চিৎকর বিষয় (এ কি ছেলেখেলা পেয়েছ)। **খেলাঘর**—বালকবালিকাদের পুতুল খেলিবার স্থান।

খেলাড়িয়া, খেলাড়ু, খেলাড়ে—ণ বি. যে খেলা করিতে ভালবাসে। [বাং]

খেলাত, খেলোয়াত—খিলাৎ দ্রঃ।

খেলানিয়া, খেলানে—ণ. খেলাড়ে, খেলাপ্রিয়। স্ত্রী. **খেলানী**। [বাং]

খেলাপ, খেলাফ—[আঃ খি'লাফ] বি ব্যতিক্রম, অন্যথাচরণ। ণ. মিথ্যা (কথার খেলাপ, কিস্তি খেলাপ; খেলাপ ব্যবহার)। বি. **খেলাপি, -ফি** (ওয়াদা খেলাফি ভাল নয়)

খেলারি, -রী—বি. খেলনা প্রস্তুতকারক। [বাং]

খেলুড়িয়া, খেলুড়ে, খেলুনিয়া, খেলুনে—ণ বি. খেলাপ্রিয়, খেলার সঙ্গী। [বাং]

খেলো—(শিশুর খেলার যোগ্য) ণ. মূল্যহীন, অসার (খেলো কথা, লোকটা খেলো); নিরেস, কম মজবুত (খেলো কাপড়)।

খেলোয়াড়—বি., ণ. ক্রীড়ক; কৌশলী; ফাকিবাজ। [বাং]

খেশ—বি. গায়ের চাদর-বিশেষ। [বাং]

খেশকুটুম—[ফা. খেশ—আপন] বি. আত্মীয়জন। **খেশী, খেসী**—কুটুম্ব, আত্মীয়। **খেসীবাড়ী**—কুটুম্ববাড়ী (পূর্ববঙ্গে ব্যবহৃত)।

খেসারত—[আঃ খিসারত্‌] বি. ক্ষতিপূরণ, damage। **খেসারতের দাবি**—ক্ষতিপূরণের জন্য আদালতে প্রার্থনা। **খেসারতি**—খেসারত-সম্পর্কিত (মোকদ্দমা)।

খেঁসারি (-রী)—দাল বিশেষ। (খেঁসারি দ্রঃ)

খৈ—খই দ্রঃ। **খৈল**—খইল দ্রঃ।

খৈরি—বি. কাদাখোঁচা জাতীয় পক্ষী বিশেষ।

খো—[ফা: খো] বি স্বভাব, প্রকৃতি, অভ্যাস। **খো ধরা**—জেদ করা। **বদ-খো**—বি. বদ অভ্যাস। ণ. একগুঁয়ে। **খো-খাসিয়ত**—স্বভাব-চরিত্র, স্বাভাবিক প্রবণতা (খো-খাসিয়ত ভাল না হ'লে কে আদর করবে)।

খোঁকা—খোকা দ্রঃ।

খোঁচ—[প্রাদেশিক] ণ. নীচু (খোঁচ জায়গা)। বি. কাঁটা; বিঁধিতে পারে এমন কিছু; ত্রুটি, অল্প ঝঞ্ঝাট। ণ. **খোঁচা**—তীক্ষ্নমুখ (খোঁচা দাড়ি)। **খোঁচ-খাঁচ**—নীচু ও সেই ধরণের স্থান; দোষত্রুটি।

খোঁচা—বি. সরু জিনিসের আগা দিয়া আঘাত (আঙুলের খোঁচা, তলোয়ারের খোঁচা), তীক্ষ্ণ আঘাত (কথার খোঁচা, খোঁচা দিতে ছাড়ে না)। [বাং]। **কলমের খোঁচা**—মন্তব্য; প্রতিকূল মন্তব্য। **কপালের খোঁচা**—প্রতিকূল ভাগ্য-লিপি, মন্দভাগ্য। **খোঁচাখুঁচি**—পরস্পর বা বারবার খোঁচা দেওয়া; পরস্পরের প্রতি তীক্ষ্ণ মন্তব্য প্রয়োগ। **খোঁচানো**—ক্রি. খোঁচা দেওয়া; ফুলগাছ-আদির গোড়া আলগা করিয়া দেওয়া; উত্যক্ত করা; বারবার তাগিদ দেওয়া।

খোঁজ-বি. অন্বেষণ, তল্লাস, সন্ধান (খোঁজখবর পাওয়া যাচ্ছে না)। [বাং]। **খোঁজা**—খুঁজা দ্রঃ। **খোঁজাখুঁজি**—বারবার খোঁজা।

খোঁট, খোট—খুঁট, খোট দ্রঃ।

খোঁটা—বি. গঞ্জনা; কলঙ্ক, কুৎসা, অপবাদ। [বাং]। **খোঁটা দেওয়া**—দোষের প্রতি ইঙ্গিত করা। **কুলের খোঁটা**—কুলের কলঙ্ক।

খোঁটা—খুঁটা দ্রঃ। **খোঁয়াড়**—খোঁয়াড় দ্রঃ।

খোঁড়ল—[আঃ খন্দক] বি. গর্ত; বৃক্ষের কোটর।

খোঁড়া—ণ. খঞ্জ, যাহার পা বিকল বা ভাঙা। স্ত্রী. **খুঁড়ী**। **খোঁড়ার পা খানায় পড়ে**—বিপন্নের আরও ভাগ্যবিড়ম্বনা সম্পর্কে খেদোক্তি বা সহানুভূতির উক্তি। **খোঁড়ানো**—ক্রি. খোঁড়াইয়া খোঁড়াইয়া চলা। **খোঁড়ানে**—ণ. যে খুঁড়িয়ে চলে। স্ত্রী. **খোঁড়ানী**। **খোঁড়া**

হওয়া—হাঁটিবার ক্ষমতা না থাকা; যানবাহনের অভাব ঘটা (ব্যঙ্গে)।

খোঁড়া—ক্রি. খনন করা; নজর দেওয়া। খুঁড়া দ্রঃ।

খোঁদল—বি. খোঁড়ল, গর্ত। [বাং]

খোঁদা—ক্রি. গর্ত করা; খোঁড়া। -খনিত। [বাং]

খোনা—খোনা দ্রঃ।

খোঁপা, খোপা—বি. কবরী, নারীর দীর্ঘ কেশ বাঁধিবার ধরণ। (পুরুষের লম্বা চুল বাঁধা হইলে তাহাকে সাধারণতঃ ঝুঁটি বলে)। [বাং]

খোঁয়াড়, খোঁড়—বি. গরু বাছুর আটকাইয়া রাখিবার জায়গা; তছরূপকারী গরুছাগলাদি বন্দী করিয়া রাখিবার স্থান, pound; শূকরের বাসস্থান। [বাং]।

খোঁয়াড়ি,-ড়ী, খোঁয়ারি—খুমার দ্রঃ। **খোঁয়াড়ি ভাঙা**—নেশা ছুটিলে তাহার অবসাদ দূর করিবার জন্য অল্পমাত্রায় মাদক সেবন।

খোকন—খোকা (আদরে)। [মাথা]

খোকসা—[ফা.খুশ্‌ক্‌] ণ. শুষ্ক, তৈলহীন (খোকসা

খোকা—বি. শিশু পুত্র; অল্পবয়স্ক বালক; বয়স্ক কিন্তু আচরণে বালকের মত বিবেচনাহীন (গালি)। স্ত্রী. খুকী। **খোকা ইলিশ**—এক ধরণের ইলিশ (দেখিতে ছোট)। **ছোট খোকা**—বালক অথবা কিশোর পুত্রদের মধ্যে সর্বকনিষ্ঠ (এইভাবে 'বড়খোকা', 'মেজো খোকা')। **খোকামি, খোকামো**—বি আদুরে ভাব; দায়িত্বহীন আচরণ।

খোক্কশ,-স—বি. রাক্ষস-জাতীয় কাল্পনিক জীব (শিশুদের ভয় দেখাইবার জন্য বলা হয়)। [বাং]

খোজা—[ফাঃ] বি. ক্লীব, নপুংসক ব্যক্তি (সেকালে মুসলমান বাদশাহদের হারেমে বা অন্তঃপুরে পাহাড়াদার নিযুক্ত হইত)।

খোট—বি. ইলিশ মাছ ধরিবার জাল বিশেষ; জিদ (খোট করিয়া বসা)। [বাং]।

খোটেল—ণ., বি. ধূর্ত, ফাঁকিবাজ [বাং]

খোট্টা, খোঁট্টা—বি. পাশ্চিমদেশীয় লোক (অবজ্ঞা-সূচক)। [বাং]। **কাটখোট্টা**—লালিত্য-বর্জিত, রুক্ষ; গোঁয়ার।

খোড়—[সং] ণ. খোঁড়া; খঞ্জ।

খোড়ল—ণ. বি. গর্ত বা গর্তযুক্ত; কোটর। [বাং]

খোতবা—[আঃ খুত্‌বা] বি. শুক্রবারের নামাজে বা ঈদের নামাজে দত্ত ইমামের বা 'নামাজ-পরিচালকের ভাষণ (ইহাতে ধর্মের বিধি-নিষেধের কথা স্মরণ করাইয়া দেওয়া হয় ও দেশের মুসলমান শাসকের প্রতি আনুগত্য জ্ঞাপন করা হয়)। **খতিব**—যে খোতবা পাঠ করে। **খতিবি**—খতিবের কাজ।

খোদ—[ফাঃ খুদ্‌] ণ. স্বয়ং, নিজ, নিজস্ব। **খোদপছন্দ**—যে নিজের পছন্দ মত চলাফেরা করে বা কাজ করে। **খোদপরস্ত**—আত্মপূজক, স্বার্থপর। **খোদ মতলবী**—যে নিজের মতলব মত কাজ করে, স্বার্থপর। **খোদমোক্তার**—নিজেই নিজের প্রতিনিধি, স্বাধীন। **খোদকস্তা**—যে প্রজা বাসগ্রামের জমি চাষ করে (বিপ. পাইকস্তা)।

খোদকার,-গার—ণ বি. যে খোদাই কাজ করে, engraver। বি. **খোদকারি**—খোদাই, নক্সা করা। **খোদকারি করা**—খোদাই করা। **খোদার উপর খোদকারি**—অসঙ্গত ও অশোভন হস্তক্ষেপ।

খোদা—ক্রি. খনন করা; উৎকীর্ণ করা; ণ. উৎকীর্ণ (আংটিতে নাম খোদা আছে)। **খোদাই**—খুদিবার কাজ। **খোদানো**—ক্রি. খনন করানো বা খোদাই করানো।

খোদা—[ফাঃ খুদা] বি স্বয়ম্ভু, ঈশ্বর, আল্লাহ্‌। **খোদাওন্দ, খোদাবন্দ**—প্রভু, কর্তা, হুজুর (রাজা বা প্রভুর সম্বোধনে বা সম্ভ্রমে ব্যবহৃত হয়। খোদাবন্দ হুকুম করলে সব পারি)। **খোদাতায়ালা**—পরমেশ্বর। **খোদার খাসী**—খোদার নামে ছাড়িয়া দেওয়া খাসী, সুতরাং স্বচ্ছন্দভাবে চলাফেরা করার ফলে হৃষ্টপুষ্ট; (তাহা হইতে) চিন্তাভাবনাহীন মোটা-সোটা ব্যক্তি (বিদ্রূপে বলা হয়—দিন দিন যে খোদার খাসী হ'য়ে উঠছ)। **খোদাই ষাঁড়**—ধর্মের ষাঁড়; খোদার খাসী; দায়িত্বশূন্য ব্যক্তি। **খোদাই-খিদ্‌মদগার**—খোদার পথে সেবক, নিষ্কাম সেবক; উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে সীমান্ত গান্ধী খান আবদুল গফুর খানের প্রতিষ্ঠিত দল বিশেষ।

খোনা—ণ. যার কথায় নাকি-সুর লাগে, নাকা। **খোনা কথা**—নাকিসুরে কথা।

খোন্তা—খনিত্র দ্রঃ। **বুড়োখোন্তা**—বৃদ্ধ ও অকর্মণ্য (প্রাদেশিক-গালি)।

খোন্দকার, খোনকার—বি. মুসলমানী উপাধি বিশেষ; চাষী। [ফা খন্দগার]

খোপ—[সং কূপ]. বি. পায়রার ঘর; দেওয়ালের ভিতরকার গর্ত। **কবুতর বা পায়রার**

খোপ—ছোট কামরা (অবজ্ঞায় বলা হয়)। খোপে খাপে—কাকফুকরে; অন্ধকার বা অজানিত কোণে।

খোপা—খোঁপা দ্রঃ।

খোবানী—[ফাঃ খুবানী] বি. ফল বিশেষ।

খোয়নু, খোয়ল্যু—(ব্রজবুলি) খোয়াইলাম, হারাইলাম।

খোয়া—বি. হারানো (খোয়া গেছে); ইটের ভাঙ্গা টুকরা (ছাদ রাস্তা ইত্যাদিতে ব্যবহৃত হয়); গাঢ় শক্ত ক্ষীর, মাওয়া। [বাং]। খোয়ানো—ক্রি. হারাইয়া ফেলা, নষ্ট করা। খোয়ানে—যে খোয়াইয়া ফেলিয়াছে। স্ত্রী খোয়ানী।

খোয়াব—[ফাঃ] বি. স্বপ্ন।

খোয়ার—[ফাঃ] বি. অপমান, অনাদর; ক্ষতি, দুর্দশা। খোয়ার করা—লাঞ্ছনা করা। শতেকখোয়ারী—বহু রকমের লাঞ্ছনা পাওয়া যার ভাগ্য (মেয়েলী গালি বিশেষ)।

খোর—[ফাঃ খোর] ণ. খাদক; ভক্ষক; অন্য শব্দের সহিত যুক্ত হইয়া সাধারণত 'ভোগী' এই অর্থ ব্যক্ত করে (নিন্দাবাচক—আফিমখোর, ভাঙখোর, ঘুষখোর, চশমখোর)।

খোরপোষ—বি. ভরণপোষণ, খোরাক-পোশাক (খোরপোষের দাবিতে নালিশ)। [বাং]

খোরসোলা—বি. মাছ বিশেষ। [বাং]

খোরা—বি মাটির বা পাথরের কানা-উঁচু পাত্র। [বাং]। আবখোরা—জলপাত্র বিশেষ।

খোরাক—[ফাঃ খু'রাক] বি. খাদ্য; যতটা খাওয়া যায় (খোরাক এত কমে গেলে বাঁচবে কি করে)। খোরাকি—বি. খাই-খরচ, খোরাকের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ (খোরাকি খরচ লাগে না)।

খোরাসানী—বি. খোরাসান দেশের লোক।

খোল—বি. গর্ত, পেট, আধার (নৌকার খোল)। বাদ্যযন্ত্র বিশেষ, মৃদঙ্গ (খোল-করতাল); যাহার ভিতরে কিছু ভরা হয় [বালিশের খোল; তোষকের খোল); আবরণ (কচ্ছপের খোল); কাপড়ের জমি; গাছের বাকলা (কলা, নারিকেলের খোল); তুষ, আধার (হুঁকার খোল)। খোলভাড়া—শুধু নৌকার ভাড়া, মাঝি-মাল্লার মজুরি যাহার ভিতরে ধরা হয় নাই।

খোলক—[সং] বি. রান্নার হাঁড়ি; সুপারির খোলা; বল্মীক; আবরণ, shell।

খোলতা—ণ. উজ্জ্বল, সুবিকশিত (রং ফরসা কিন্তু খোলতা নয়)। [বাং]। বি. খোলতাই—দীপ্তি, শোভা।

খোলস—বি. সাপের খোসা, নির্মোক, slough; বাহ্যাবরণ (মধ্যযুগের খোলস চুকিয়ে দেওয়া আধুনিকতা)। [বাং]। খোলস ছাড়া—সাপের খোসা ছাড়া; পুরাতন ধরণ-ধারণ ত্যাগ করিয়া নূতন ধরণের হইয়া উঠা।

খোলসা, খোলাসা—[আঃ খুলাসা, খলাস্] পরিষ্কার; ভারমুক্ত; মল-শূন্য; কপটতা-শূন্য (মন খোলসা করে বলা; পেট খোলসা হয়ে যাওয়া)। খোলসা কথা—অকপট কথা, সারকথা।

খোলা—ক্রি. শিথিল বা মুক্ত করা বা হওয়া (চুল খোলা, নৌকা খোলা, দরজা খোলা); স্খলিত হওয়া (ইট খুলে খুলে পড়ে, মাংস খুলে পড়ছে); উদ্ঘাটিত করা, বিকশিত হওয়া (মন খোলা; রং খুলছে); শোভা পাওয়া (শাদার পরে লাল খুলেছে ভাল); কাজ কারবার আরম্ভ করা (স্কুল খোলা, দোকান খোলা); প্রকাশ করা, গোপন না করা (খুলে বলা, মন খুলে হাসা)। চোখ খোলা—জ্ঞান হওয়া বা দেওয়া। তলোয়ার খোলা—অসি কোষমুক্ত করা; যুদ্ধে প্রবৃত্ত হওয়া। মন খোলা—অকপট হওয়া। বুদ্ধি খোলা, মাথা খোলা—বুদ্ধি প্রকাশ পাওয়া। হাত খোলা—পটুত্ব প্রকাশ পাওয়া। মুখ খোলা—বলিতে আরম্ভ করা। খোলা চুল—আলুলায়িত কুন্তল। খোলা হাতে খরচ করা—আদৌ কৃপণতা না করা।

খোলা—বি. চাউল খৈ ইত্যাদি ভাজিবার পাত্র অথবা পিঠা তৈরি করিবার পাত্র; খাপরা, টালি (খাপরা খোলা; খোলার বাড়ী); কলাগাছ ও তজ্জাতীয় অন্য গাছের আবরণ; শক্ত আবরণ (কচ্ছপের খোলা, ডালিমের খোলা); নির্মাণের স্থান, ধান-আদি মাড়াই করিবার স্থান (ইটখোলা, চৈতালির খোলা, আকের খোলা; ওপারেতে ধানের খোলা এপারেতে হাট—রবি); খোলা-কুচি, খোলামকুচি—খাপরার টুকরা; মূল্যহীন দ্রব্য।

খোলা—ণ, উন্মুক্ত, অবাধ; দরাজ; অকপট (খোলা দরজা; খোলা হাওয়া; খোলা মন; খোলা হাতে খরচ)।

খোলা হাঁড়ি—ভাজনা খোলা। **খোলাখুলি**—অকপটে, প্রকাশ্য ভাবে; স্পষ্টভাবে। **খোলাভাঁটি**—অবাধ মদ চোয়ানোর কারখানা; অবাধ ফুর্তির বন্দোবস্ত।

খোলো—ণ. খল, হিংসুক, কুচক্রী।

খোল্লো, খোলো—কোটরাগত (খোল্লো চোখ)। [প্রাদেশিক]।

খোশ, খোস—[ফাঃ খুশ্] ণ সন্তুষ্ট, আনন্দিত, প্রীতিকর, সুদর্শন; স্বচ্ছন্দ। **খোশ আমদেদ**—সাদর অভ্যর্থনা। **খোশ এলহান**—সুরব, সুকণ্ঠ, (খোশ এলহানে কোরাণ পাঠ করছেন)। **খোশকবালা**—কবালা দ্রঃ। **খোশখৎ**—সুন্দর হস্তাক্ষর। **খোশকেতা**—সুঠাম, সুদর্শন। **খোশ খবর**—সুসংবাদ। **খোশ খবরের ঝুটাও ভালো**—ভাল খবর মিথ্যা হইলেও আনন্দদায়ক। **খোশখানা**—চিড়িয়াখানা। **খোশখেয়াল**—মর্জি; অভিরুচি; খামখেয়াল। **খোশখোরাক**—ণ. ভোজনবিলাসী, বি. উত্তম খাবার। **খোশ গল্প**—আমোদজনক কথাবার্তা, গল্পগুজব। **খোশ-চেহারা**—সুদর্শন। **খোশনসীব**—সৌভাগ্যবান; বি. **খোশনসীবি**—সৌভাগ্য। **খোশনবীশ**—ণ. সুন্দর হস্তাক্ষর-বিশিষ্ট; বি. উপাধিবিশেষ। **খোশনিয়ত**—সদভিপ্রায়বিশিষ্ট, শুভাকাঙ্ক্ষী; বি **খোশনিয়তি**—শুভাকাঙ্ক্ষা। **খোশনাম**—সুনাম। **খোশনামি**—সুখ্যাতি। **খোশপোষাক**—বি. উত্তম বেশভূষা; ণ. সুবেশ। (বাংলার খোশ-পোষাকী—বেশবিন্যাসে সৌখীন)। **খোশবয়,-বাই,-বায়, খোশবু**—সুগন্ধ। **খোশবাস**—স্থায়ী বাসিন্দা নয়, যখন খুশী চলিয়া যাইতে পারে এমন (বাংলায় 'খোসবাসী'ও ব্যবহৃত হয়)। **খোশ মেজাজ**—ণ. প্রসন্নচিত্ত, হাসিখুশী; বি. প্রফুল্লতা, হাসিখুশি ভাব (কর্তা এখন খোশ মেজাজে আছেন)। **খোশ রং**—সুন্দর রংয়ের; **খোশ-সলিকা**—ভব্য।

খোসলা, খোসালা—বি. কম্বল প্রভৃতির মত গরীবদের ব্যবহার্য বস্তু (হরিণ বদলে পাইনু পুরাণ খোসলা। উড়িতে সকল অঙ্গে বরিষয়ে ধূলা—কবিকঙ্কণ)। [প্রাদেশিক]

খোসা—বি. আবরণ, ছাল। ণ. যাহার দাড়িগোঁফ নাই। [কোষ]

খোসামদ, খোশামোদ—[ফাঃ খুশামদ] বি. চাটুবাক্য; অতিস্তুতি, স্তুতিমিনতি (অনেক খোসামোদ করলাম কিন্তু কথা শুনলেন না)। **খোসামোদি,-মুদি**—স্তুতি, অনুনয়-বিনয়, চাটুবাক্য। **খোসামুদে**—ণ. বি. চাটুকার, মোসাহেব। **খোশামোদ করা**—স্তাবকতা করা, অনুনয়-বিনয় করা।

খোশাল, খোসাল, খোশ হাল—[ফাঃ খুশ্ হাল] ণ আনন্দিত, হৃষ্ট, বাহালতবীয়ত (বন্ধু তুমি খোশ হালে রও—নজরুল)। **খুশিখোশালি**—আনন্দময় অবস্থা, অভাব-অভিযোগ-হীনতা, ফুর্তি (তারা সবাই খুশিখোশালিতে আছে)।

খ্যাঁক—খেক দ্রঃ।

খ্যাঁচখেঁচি, খ্যাঁচাখেঁচি—সর্বদা অবনিবনাও কলহ। **খ্যাঁচম্যাচ**—অসন্তোষ প্রকাশ।

খ্যাঁট—খেট দ্রঃ।

খ্যাঁৎ খ্যাঁৎ—খেঁৎ খেঁৎ দ্রঃ।

খ্যাত—[খ্যা (বলা)+ক্ত] ণ পরিচিত; কথিত; প্রসিদ্ধ। **খ্যাতনামা** (মন্)—ণ. সুপ্রসিদ্ধ। বি. **খ্যাতি**—সুনাম; প্রসিদ্ধি। **খ্যাতি-প্রতিপত্তি**—সুনাম ও প্রভাব। **খ্যাতিমান্** (মৎ)—যশস্বী।

খ্যান খ্যান—অভিযোগ, সহজেই চটিয়া উঠার ভাব; অসুস্থ শিশুর অসন্তোষ ও বিরক্তি প্রকাশের ভাব; খেঁৎখেঁৎ। ণ. **খ্যানখেনে**—বিরক্তিকর (খ্যানখেনে মেজাজ)।

খ্যাপক—[খ্যাপি (বলানো)+ণক] বি. প্রকাশক, ঘোষণাকারী, জ্ঞাপক। বি **খ্যাপন**—নিবেদন, জ্ঞাপন। ণ. **খ্যাপিত**—কথিত; জ্ঞাপিত।

খ্যাপলা—বি. জাল-বিশেষ। ক্ষেপলা দ্রঃ। কোন কোন অঞ্চলে ইহাকে ঝাঁকি-জাল বলে)।

খ্রিষ্ট, খ্রীষ্ট, খ্রীষ্টাব্দ—খৃষ্ট দ্রঃ।

গ

গ—'ক' বর্গের তৃতীয় বর্ণ, অল্পপ্রাণ। গ-ধ্বনি সাধারণতঃ পূর্ণতা ও গাম্ভীর্যব্যঞ্জক (টগবগ, গলগল, গমগম, গিজগিজ)।

গইন—[গহন] ণ গভীর (পূর্ববঙ্গে প্রচলিত)।

গইবি, গৈবি—[আঃ গা'য়েব] গৈবি দ্রঃ।

গএর—গয়ের দ্রঃ।

গং—গয়বহ দ্রঃ।

গঁদ—[হিঃ গোঁদ] বি. গন্ধ ; বাবলা শিরীষ প্রভৃতি গাছের আঠা। **গঁদদানি**—গঁদের কাচপাত্র। **গঁদ দেওয়া**—গঁদ মাখানো। **গঁদের গঁদ**—গন্ধের গন্ধ, অতি দূর সম্পর্কের আত্মীয়।

গঁনাখাঁদা—গন্নাকাটা দ্রঃ; গন্না ও খাঁদা ; অথবা উপরের ঠোঁট এতখানি কাটা যে নাক পর্যন্ত প্রসারিত হইয়াছে, তাহার ফলে একই সঙ্গে গন্নাকাটা ও খাঁদা। [বাং]

গক গক—উচ্চ গম্ভীর শব্দ।

গকার—'গ' বর্ণ।

গগ—বহুলোকের সম্মেলন-জাত শব্দ, বিপুল লোক সমাগম (লোকে গ-গ করছে)।

গগন—[গম্ + অনট্ নিপাতনে] (যাহাতে গতি সর্বত্র, ব্যাপ্ত) বি. আকাশ, নভোমণ্ডল। **গগনকুসুম,-পুষ্প**—আকাশ-কুসুম। **গগনগতি,-চর,-চারী (-রিন্)**—আকাশচারী ; সূর্য গ্রহ উপগ্রহ দেবতা ইত্যাদি। **গগনচুম্বিত, -চুম্বী (-ম্বিন্)**—গগনস্পর্শী, অতিশয় উচ্চ। **গগনতলে**—আকাশের নীচে। **গগনপট**—আকাশপট। **গগনপথ**—শূন্যমার্গ। **গগনপ্রান্ত**—আকাশকোণ, দিগন্ত। **গগনবিহারী (-রিন্)**—আকাশচারী। **গগনমণ্ডল**—সমস্ত আকাশ। **গগনস্পর্শী (-র্শিন্)**—অত্যুচ্চ। **গগনাঙ্গন**—আকাশক্ষেত্র। **গগনাঙ্গনা**—যাহারা গগনে ভ্রমণ করিতে পারে এমন দিব্যাঙ্গনা। **গগনাম্বু**—বৃষ্টি। **গগনেচর**—গগনচারী, সূর্য নক্ষত্র পক্ষী ইত্যাদি।

গগানো—ক্রি. উচ্চ চীৎকার করা বা উচ্চৈঃস্বরে ডাকাডাকি করা; উচ্চস্বরে গুণকীর্তন করা।

গঙ্গা—(গম্ + ড + আপ্) পৃথিবী অভিমুখে গমন করে) স্বনামখ্যাত নদী, হিমালয়ের গাঢোয়াল প্রদেশে ইহার উৎপত্তি (পুরাণমতে ইহা ভগীরথকর্তৃক আনীত হইয়াছিল বলিয়া ইহার অপর নাম ভাগীরথী) ; ভীষ্মের জননী ; গঙ্গার মত গভীর ও বিস্তৃত (বিদ্রূপে—অজ্ঞ, অকর্মণ্য—হিঙ্গায় মা গঙ্গা), যে কোন নদী (এই অর্থে বাংলায় গাঙ্ প্রচলিত)। **গঙ্গাচিল্লী,-চিল**—গাঙচিল। **গঙ্গাজ**—ভীষ্ম ; কার্তিকেয়। **গঙ্গাজল**—গঙ্গানদীর জল ; (গঙ্গাজলের মত পবিত্র) চাউল, বস্ত্র, শীতলপাটী ইত্যাদির নাম, সখীত্বসূচক সম্পর্ক। **গঙ্গাজল স্পর্শ করা**—অস্পৃশ্য দ্রব্য স্পর্শজাত দোষক্ষালনের জন্য দেহে গঙ্গাজল ছিটানো ; গঙ্গাজল স্পর্শ করিয়া শপথ গ্রহণ। **গঙ্গাজলি**—অন্তর্জলি ; গঙ্গাজল স্পর্শ পূর্বক শপথ গ্রহণ ; মুমূর্ষুর মুখে গঙ্গাজল দান, শাড়ী ও শাল-বিশেষ। **গঙ্গাধর**—শিব ; সমুদ্র। **গঙ্গাদ্বার**—হরিদ্বার। **গঙ্গা নারায়ণ ব্রহ্ম বল**—মরণকালে গঙ্গা নারায়ণ ও ব্রহ্ম এই তিন নাম উচ্চারণ কর ও শ্রবণ কর। **গঙ্গাপথ**—নদীপথ। **গঙ্গাপুত্র** ভীষ্ম ; কার্তিকেয় ; মৃতদাহকারী। **গঙ্গাপ্রাপ্তি**—গঙ্গাতীরে মৃতের সৎকার ও গঙ্গায় অস্থিদান ; মৃত্যু। **সজ্ঞানে গঙ্গাপ্রাপ্তি**—অন্তর্জলি ও পরে গঙ্গাতীরে দাহ ও গঙ্গায় অস্থিদান, মৃত্যু। **গঙ্গাফড়িং**—সবুজবর্ণ ফড়িং। **গঙ্গাফল**—কাছিমের ডিম। **গঙ্গাবতার**—গঙ্গার অবতরণ স্থান, হরিদ্বার ; গঙ্গাবতরণ। **গঙ্গাবাস**—অন্তিমে গঙ্গাতীরে বাস। **গঙ্গামাটি**—গঙ্গামাটির তিলক। **গঙ্গা-যমুনা**—গঙ্গার শুভ্রধারা ও যমুনার কালোধারা এই দুইয়ের মিশ্রণ ; একই সঙ্গে দুই বর্ণের মিশ্রণ ও স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখা। (গঙ্গা-যমুনা,-ঘটি,-চুড়ি,-শাল,-গাঁথনি দ্রঃ)। **গঙ্গাযাত্রা করানো**—মুমূর্ষুকে গঙ্গাতীরে লইয়া যাওয়া। **গঙ্গালাভ** গঙ্গাপ্রাপ্তি, মৃত্যু। **গঙ্গাসাগর**—গঙ্গা যেখানে সাগরে মিলিত হইয়াছে, তীর্থ-বিশেষ। **গঙ্গামুখো পা করা**—মরণদশায় উপনীত হওয়া। **গঙ্গায় দেওয়া**—গঙ্গাতীরে সৎকার করা।

গঙ্গো(-ত্তরী)ত্রী—গাড়োয়াল প্রদেশে যে স্থানে গঙ্গা অবতরণ করিয়াছে, তীর্থ-বিশেষ। **গঙ্গোদক**—গঙ্গাজল। **গঙ্গোদ্ভেদ**—হরিদ্বার তীর্থ।

গচ, গছ্, গত—বি. ঘনবুনানি, পুরু গোছা (শাড়ী বা চুলের গত)। **গচাল, গছাল**—পুরু, ঘন।

গচ্চা—বি. অনর্থক দণ্ড, অকারণে বা নির্বুদ্ধিতার জন্য লোকসান (পঞ্চাশ টাকা গচ্চা দিতে হ'ল)।

গচ্ছিত—ণ. ন্যাসরূপে রক্ষিত। [বাং]

গছা—ক্রি. গ্রহণ করা, আদরে স্বীকার করা বা স্থান দেওয়া (মা কালী গছে নিলেন—বলি নির্বিঘ্নে সমাধা হ'ল; জমিন গছে নিল—মৃত্যু হইল)। **গছিয়া লওয়া**—দায়িত্ব গ্রহণ করা। **গছানো**—গ্রহণ করানো, ঘাড়ে চাপানো (মতলব বুঝি মেয়ে গছানো)। **ধন গছানো ব্রত**—স্ত্রীলোকদের অনুষ্ঠিত ব্রত-বিশেষ, এই ব্রতে ব্রাহ্মণকে ধন দান করা হয় এই আশায় যে পরজন্মে ধন লাভ হইবে।

গজ—[গজ্ (শব্দ করা) + অ] (যে মত্ত হয় বা গভীর শব্দ করে) হস্তী; ক্ষুদ্র ফলবাসী কীট বিশেষ; দাবা খেলার বল বিশেষ, castle। [ফা. গজ্] দুই হাত বা ৩৬ পরিমাণ দৈর্ঘ্য। [বাং] লোহার বা বাঁশের শলা যদ্দ্বারা বন্দুকের নল হুঁকা কলিকা প্রভৃতি পরিষ্কার করা হয়; স্থূল অঙ্কুর, গেঁজ। [ইং. gauze]। পাতলা কাপড়-বিশেষ। **ইলাহি গজ**—সম্রাট আকবরের প্রবর্তিত ৪৮ ইঞ্চির গজ। **সেকেন্দারী গজ**—বাংলার সুলতান সেকেন্দার শাহ চৌহাত্তা কর্তৃক তাঁহার নিজ হাতের দুই হাত মাপে প্রবর্তিত বৃহৎ গজ; বৃহৎ কিছু। **গজ-কচ্ছপের যুদ্ধ**—(মহাভারতোক্ত গজ-কচ্ছপের যুদ্ধ হইতে) দুই স্থূলকায় ব্যক্তির বা দুই প্রবল পক্ষের যুদ্ধ, ভাইয়ে-ভাইয়ে যুদ্ধ। **গজকা**—হাতীর বা ঘোড়ার ঝালর অথবা সেই ধরণের পালকগুচ্ছ। **গজকুম্ভ**—হাতীর মাথার উপরকার কুম্ভের মত মাংসপিণ্ড। **গজকেতু**—গজ কেতু যাহার, ইন্দ্র। **গজগতি, গজ-গমন**—ললিতমন্থর গতি, হেলিয়া দুলিয়া চলা। **গজগামিনী**—গজগতি নারী। **গজগিরি, গজগীর**—বি. কুয়া ইত্যাদির পাড়ে শানবাঁধানো চাতাল; পাথরের কাজ। [হিন্দী]। **গজঘণ্টা**—হাতীর গলার ঘণ্টা। **গজচক্ষু**—হাতীর চোখের মত বেমানান চোখ। **গজদন্ত**—হস্তিদন্ত ivory; দাঁতের উপর দিয়া বাহির হওয়া দাঁত; গণেশ। **গজদান**—হস্তিদান, মদবারি। **গজনাসা**—হাতীর শুঁড়। **গজপিপ্পলী**—চই গাছ বা তাহার ফল। **গজবক্ত্র,-বদন**—গজানন। **গজবন্ধনী**—হাতী বাঁধিবার থাম; পিলখানা। **গজবাহ**—গজারোহী সৈন্য (তুলনীয়—অশ্ববাহ)। **গজভুক্ত কপিত্থ**—গজনামক কীটে খাওয়া কয়েত বেল বাহিরে অটুট, ভিতরে শূন্য, সেইরূপ বস্তু। **গজমণ্ডল**—হস্তীর মস্তকে রংয়ের দ্বারা যে সব রেখা অঙ্কিত হয়। **গজমুক্তা, গজমতি**—হস্তীর কুম্ভে জাত মুক্তা। **গজমাণিক**—হাতীর কানের উপরকার শ্বেতবর্ণের আঁচিল। **গজমুখী**—প্রস্থের দিকে দ্বারযুক্ত গৃহ। **গজযূথ**—হাতীর পাল। **গজরাজ**—হস্তিশ্রেষ্ঠ, ঐরাবত। **গজশিক্ষা**—হস্তিবিদ্যা। **গজস্কন্ধ**—হস্তীর স্কন্ধের মত হ্রস্বস্কন্ধযুক্ত (এরূপ স্কন্ধ নাকি মহাপুরুষের লক্ষণ)। **গজশাল**—পিলখানা। **গজস্নান**—বিফল কার্য (হস্তী স্নানের পরেই কাদা ধুলা ইত্যাদি গায়ে ছড়ায়, কাজেই স্নান ব্যর্থ হয়)।

গজগজ—বকর-বকর, চাপা গর্জন বা অসন্তোষ প্রকাশ। **গজগজানো**—ক্রি. গজগজ করা। **গজর গজর**—গজ গজ।

গজনবী—গজনীর বাসিন্দা; উপাধি বিশেষ।

গজব—[আঃ গ'দ'ব] বি. অত্যাচার; প্রচণ্ড ক্রোধ (অত গজব করছ কেন) দৈবশাস্তি (আল্লার গজব পড়বে)।

গজরানো—ক্রি চাপা গর্জন করা, ব্যর্থ আক্রোশে গর-গর করা।

গজল—[ফাঃ গ'যল] বি. সঙ্গীতের তাল ও ভঙ্গি বিশেষ; কবিতা বিশেষ, প্রেমসঙ্গীত, ইহা সাধারণতঃ সুরে গাওয়া হয়।

গজা—বি. মিষ্টান্ন বিশেষ (গজা বহু আকৃতির হয়, যথা চৌকা গজা, জিবেগজা, এক্সপ্রেস গজা ইত্যাদি।

গজাগ্রণী—গজশ্রেষ্ঠ। **গজাজিন**—হস্তিচর্ম। **গজাজীব**—মাহুত। **গজাধ্যক্ষ**—হস্তি-শালার অধ্যক্ষ। **গজানন**—গণেশ। **গজানীক**—হস্তী-আরোহী সৈন্যদল; হস্তিযুদ্ধ। **গজারি**—সিংহ; গজাসুরের হন্তা শিব; শাল

জাতীয় গাছবিশেষ (বিক্রমপুরস্থ রামপাল নামক স্থানের গজারি গাছ বিখ্যাত ছিল।) **গজারূঢ়**—হস্তিপৃষ্ঠে আসীন; হস্তী-আরোহী সৈন্য। **গজাশন**—অশ্বত্থ গাছ। **গজাসুর**-অসুর বিশেষ। **গজাস্য**—গজানন।

গজাল—বি. লম্বা পেরেক; শোল জাতীয় মাছ বিশেষ (কোন কোন অঞ্চলে 'গজাড়' বলা হয়); গালগল্প। [প্রাদেশিক]।

গজী—বি. মোটা কাপড় বিশেষ; মোটা আমন চাউল (রাজসাহীতে বলা হয়) । ণ. গজ পরিমাণ (দশগজী ধুতি=একজোড়া দশহাতি ধুতি)।

গজেন্দ্র—গজরাজ, ঐরাবত (গজেন্দ্রগমন)। **গজেন্দ্র-গমন**—ধীর গমন। **-গামিনী**—গজরাজের ন্যায় ধীরগামিনী।

গঞ্জ—[সং গঞ্জ্+ঘঞ্ (অ); ফাঃ গন্জ্] বি ব্যবসা-বাণিজ্যের স্থান, হাট, গোলা; ভাণ্ডার, খনি; গোয়াল ঘর; মদের দোকান।

গঞ্জন—[গন্জ্-শব্দ করা] ক্রি. তিরস্কার করা, নিন্দা করা। ণ. তিরস্কারকারক, পরাভবকারক (খঞ্জনগঞ্জন)। **গঞ্জনা**—কটূক্তি দোষারোপ করা, খোঁটা দেওয়া, তিরস্কার করা।

গঞ্জি, গেঞ্জি, গেঞ্জি ফ্রক—[ইং guernsey frock] বি. সুপরিচিত আঁট জামা।

গঞ্জিকা—বি. গাঁজা, সিদ্ধিগাছের জটা; মদের আড্ডা। **গঞ্জিকা-সেবী** (-বিন্)—গাঁজাখোর।

গঞ্জিত—ণ. নিন্দিত, তিরস্কৃত। [সং]।

গঞ্জিফা—[ফাঃ গন্জফা] বি. তাস (বিশেষতঃ মুসলমান শাসনকালে প্রচলিত তাস)।

গট, গ্যাঁট, গ্যাট—গ্যাঁট দ্রঃ।

গটগট—জোরে চলিয়া যাইবার কালে পদশব্দ (বিশেষতঃ জুতার শব্দ)। **গটগট করিয়া চলা**—দর্পভরে শব্দ করিয়া চলা।

গটা—গোটা দ্রঃ।

গঠন—বি. গড়ন; বিন্যাস; নির্মাণ; অবয়বের বিন্যাস (মূর্তি গঠন, দেহের গঠন, দল গঠন); চেহারা (সুন্দর গঠন)। **গঠনপ্রণালী**—গঠন করিবার ধরণ। ণ. **গঠিত**—নির্মিত; পরিণতিপ্রাপ্ত (নবযৌবনেই তাঁহার চরিত্র গঠিত হইয়াছিল)। [বাং]

গড়—বি. গড়ুই মাছ; পরিখা (গড়কাটা বাড়ী); দুর্গ (গড়ের মাঠ); গড়ন, আকৃতি (মায়ের মুখের গড় পেয়েছে); ঢেঁকির মোনা যে কাঠের গর্তে পড়ে। **এক গড় ধান**—একবারে যে পরিমাণ ধান ভানা যায়; **গড় তোলা**—এক গড় ধান ভানিয়া শেষ করা। **গড়ের বাদ্যি** বা **বাদ্য**—সৈন্যদের কুচ-কাওয়াজের বাদ্য, বিলাতি ব্যাণ্ডপার্টি বা গোরার বাদ্য।

গড়—বি.ণ. প্রণাম; প্রণত। [হিন্দী গোড়=পদ]। **গড় করা**—পায়ে মাথা ঠেকাইয়া প্রণাম করা; (ব্যঙ্গে) নতি স্বীকার করা, হার মানা; অদ্ভুত বা বেয়াড়া জ্ঞান করা।

গড়—বি. মোটামুটি হিসাবে মাঝামাঝি গণনা, average (গড়ে পাঁচ টাকা, গড়ে মাসে দশ দিন)। ণ. **গড়-পড়তা**—গড়ে বা মোটামুটি হিসাব করিলে, গড়ে।

গড়ই, গড়ক, গড়ুই—বি. ন্যাটা মাছ (কোন কোন অঞ্চলে 'টাকি' বলে)। [প্রাদেশিক]

গড়ওয়াল, গঢ়ওয়াল, গাঢ়োয়াল—উত্তর প্রদেশস্থ কুমায়ুন বিভাগের অন্তর্গত হিমালয়ের অঞ্চল বিশেষ।

গড়ক—গড়ই দ্রঃ।

গড়খাই—বি. পরিখা; দুর্গ প্রাসাদ ইত্যাদি রক্ষার জন্য চারিদিকে যে খাত কাটা হয়, গড়খাত।

গড়গড়—অব্য. আবর্তিত হওয়ার শব্দ (গাড়ীর চাকার, ভাতের, মেঘের, পেটের ভিতরকার); লঘুতর হইলে গুড়গুড়, উচ্চতর হইলে ঘড়ঘড়। **পেট গড়গড় করা**—অজীর্ণতাজনিত শব্দ হওয়া। **গড়গড়িয়ে যাওয়া**—দ্রুত গড়াইয়া যাওয়া।

গড়গড়া—বি. নলযুক্ত হুঁকা, ছোট আলবোলা; উলুখড়ের মত ঘাস বিশেষ (**যাবৎ ভুঁই তাবৎ গড়গড়া**—জীবনের প্রায় প্রত্যেক ব্যাপারেই ঝঞ্ঝাট নিত্য সহচর)। **গড়গড়ি**—বি. গড়গড় শব্দ; উপাধি বিশেষ।

গড়গোয়ালা—বি. গৌড়গোয়ালা, গৌড়ের গোপ জাতি (ইহারা বিখ্যাত যোদ্ধা ছিল)। [বাং]

গড়েনহাটা—বি. গরানহাটি, গড়েনহাট পরগণায় বৈষ্ণব সাধক নরোত্তম ঠাকুর কর্তৃক প্রচারিত কীর্তনসুরের ভঙ্গিবিশেষ।

গড়ন—[সং গঠন] বি. গঠন; আকৃতি, অঙ্গের বিন্যাস অথবা সামঞ্জস্য (দেহের গড়ন; চোখের গড়ন); কারুকার্য, নির্মাণকৌশল (ওদের গহনার গড়ন বেশ হয়)। **গড়নপিটন**—

গঠন, নির্মাণ ; অঙ্গসৌষ্ঠব ; খাড়া করা। **গড়নদার**—নির্মাতা।

গড়ফুটন্ত, গরফুটন্ত—[আঃ গয়র—অন্য, ব্যতীত + বাং ফুটন্ত] অফুটন্ত, আধফোটা (ভাত)।

গড়পড়তা—গড় দ্রঃ।

গড়বড়—[হিঃ] বি. উলট্‌পালট, বিশৃঙ্খলা, স্বাভাবিক অবস্থার বিশেষ ব্যতিক্রম (তিনি যে নিয়ম করে দিয়ে এসেছিলেন সব গড়বড় হয়ে গেছে)। বি. **গড়বড়ি**—গোলমেলে ভাব।

গড়মিল—গরমিল দ্রঃ।

গড়লবণ—গড়দেশের লবণ ; সম্বর-লবণ।

গড়া—বি. মোটা কাপড় বিশেষ; খাদি। ণ. নির্মিত গঠিত ; শিক্ষিত, মানুষ-করা (আমার হাতের গড়া ছেলে) ; কল্পিত, সাজানো (মনগড়া ; গড়া মোকদ্দমা)। ক্রি. নির্মাণ করা। [বাং]। **শিব গড়িতে বাঁদর গড়া**—বেশি ভাল করিতে যাইয়া খুব খারাপ করা। **গড়াগড়ি**—বিছানায় একটু আরাম করা, এপাশ ওপাশ করা ; ভূলুণ্ঠন, ছড়াছড়ি। **গড়া দেওয়া**—শুইয়া পড়া ; ঢিলা দেওয়া ; ব্যবসায়ে ফেল করা বা দেউলিয়া হওয়া (বঙ্গে)।

গড়ানে—ণ. ঢালু ; আলসে।

গড়ানো—ক্রি. আবর্তিত হইয়া চলা, নিম্নাভিমুখী হওয়া (বিন্দু বিন্দু অশ্রু গড়াইয়া পড়িল ; বেলা গড়িয়ে যাওয়া) ; বিশেষ (সাধারণতঃ অবাঞ্ছিত) পরিণতি লাভ করা (ব্যাপারটি যে এতদূর গড়াইবে কে জানিত ; দেখা যাক কত দূর গড়ায়)। **জল গড়ানো**—গ্লাসে জল ঢালা। **জল গড়িয়েও খেতে হয় না**—সংসারের কোন কাজ করিতে হয় না (মেয়েদের সম্বন্ধে শ্বশুরবাড়ীর আরাম-আয়েস জ্ঞাপক উক্তি)। **গড়াপেটা**—গড়নপিটন।

গড়িমসি,-সী—বি. (গরু-মহিষের মন্থরগতি হইতে ?) অব্যস্ততার ভাব, ঢিলেমি, আলসেমি, দীর্ঘসূত্রতা (গড়িমসি করে কাজটা আজও করা হল না, এ গড়িমসি চাল ছাড়)। [বাং]।

গড়িয়া, গড়ে—ণ. ভার বহনে অনিচ্ছুক (-বলদ) ; যে গড়াইতে ভালবাসে, কুঁড়ে ; গাছের কাটা গুঁড়ি ; মোটা মালা যাহা বুকে গড়ায়। **গড়ে মালা**—মোটা মালা বিশেষ, কলিকাতার দক্ষিণস্থ গড়িয়া বা গড়ে বা গড়িয়াহাটে নাকি এই মালা প্রথম পাওয়া যাইত, তাহা হইতে ইহার 'গড়ে মালা' নাম)।

গড়িয়ান, গড়েন—ণ. ঢালু (জায়গা)।

গড়ু—[সং] বি. কুঁজ ; গলগণ্ড রোগ, গাড়ু ; কেঁচো।

গড়ুই—গড়ুই দ্রঃ।

গড্ডর,গড্ডল—বি. গাড়ল, ভেড়া, মেষ। [সং]। **গড্ডরিকা,-লিকা** দলের নেত্রীস্থানীয়া মেষী ; দল বেঁধে যাওয়া মেষশ্রেণী। **গড্ডরিকা, (-লিকা) প্রবাহ**—ভেড়ার পালের মত অন্ধভাবে পূর্ববর্তীর অনুসরণকারী দল।

গড্ডুক—[সং.] বি. গাড়ু।

গণ—বি. বহুবচন জ্ঞাপক (পক্ষিগণ, নরগণ,পণ্ডিতগণ) ; সৈন্যসংখ্যা বিশেষ, সমূহ, দল, জনসাধারণ ; (গণশক্তি, গণনেতৃত্ব), গোষ্ঠী, বর্গ (কৌরবগণ) ; অনুচরবর্গ, সম্প্রদায় (ভৈরবগণ, বৈষ্ণবগণ), (জ্যোতিষে) জন্মনক্ষত্রের প্রভাব অনুসারে জাতকের প্রকৃতিভেদ (দেবগণ, নরগণ, রাক্ষসগণ) ; (ব্যাকরণে) ধাতুর শ্রেণী-বিভাগ (ভূ-আদিগণ, অদ-আদিগণ, তুদাদিগণ ইত্যাদি)।

গণক—বি. দৈবজ্ঞ, জ্যোতিষী। স্ত্রী. **গণকী**।

গণক্কার, গণৎকার—বি. গণক [বাং]।

গণতন্ত্র—বি. প্রজাতন্ত্র সাধারণতন্ত্র প্রতিনিধির সাহায্যে দেশের জনসাধারণের রাজ্য-চালনা, Democracy, Republic। ণ. **গণতন্ত্রী,-তান্ত্রিক**—গণতন্ত্রের নীতি অনুসরণকারী, গণতন্ত্রমূলক। **গণতোষিণী**—যিনি প্রাণিগণের তুষ্টি বিধান করেন, আদ্যাশক্তি, অন্নদা। **গণদেব**—গণেশ। **গণদেবতা**—নানাশক্তিবিশিষ্ট নানাশ্রেণীর দেবগণ (পঞ্চশিব, দশ দিক্‌পাল, একাদশ রুদ্র ইত্যাদি ; [বাং] দেবতারূপে কল্পিত মনুষ্য সাধারণ। **গণদ্রব্য**—ব্যক্তিবিশেষের দ্রব্য নহে, সঙ্ঘের বা দলের দ্রব্য ; সর্বসাধারণের সম্পত্তি। **গণনাথ**—গণেশ ; শিব। **গণ-নায়ক**—গণেশ, শিব ; জননেতা। স্ত্রী. **গণনায়িকা**—দুর্গা, জননেত্রী। **গণপতি**—গণেশ ; শিব ; ইন্দ্র, জননায়ক। **গণপর্বত**—কৈলাস। **গণরাজ**—গণপতি। **গণশক্তি**—জনসাধারণের শক্তি, জনবল। **গণাধিপ,-ধিপতি**—শিব ; গণেশ। **গণান্ন**—মঠে বা মহোৎসবে বহুজনের জন্য প্রস্তুত খাদ্য।

গণতি,গুণতি—বি. গণনা, সংখ্যা, হিসাব। [বাং]

গণৎকার—গণত্কার দ্রঃ। [গণকার]।

গণন, গণনা—[গণ্+অনট্+আপ্] বি গণিয়া দেখা, অঙ্ক কষা; ঠিক দেওয়া; গণ্য করা; গ্রাহ্য করা (লোক বলেই গণনা করে না); অবধারণ (দোষী বলিয়া গণনা করা); জ্যোতিষশাস্ত্র অনুসারে শুভাশুভের নির্দেশ; উল্লেখ, নির্দেশ। **গণনার্হ, গণনীয়**—উল্লেখযোগ্য, বিবেচনা বা শ্রদ্ধার যোগ্য।

গণবৎ,-বন্ত—ণ. গণের সহিত যুক্ত, শ্রেণীবদ্ধ।

গণা, গোণা,-না—ণ. যাহা গণা হইয়াছে, গণিত· পরিমিত, বেশীও নহে কমও নহে (গণা এক শ' কিচু)। **গণাগাথা**—ণ. গণনা করা, যাহা একটি একটি করিয়া গণা হইয়াছে (গণা-গাঁথা জিনিষ যাবে কোথায়)। **গণাগণতি, -গুণতি**—গণাগাঁথা। **গণাপোড়া করা**—খড়ি পাতিয়া গণা। **গণা যায়**—স্পষ্ট চোখে পড়িবার মত (শরীরের হাড় ক'খানা গণা যায়—কৃশ, সেই জন্য হাড় বাহির হইয়া পড়িয়াছে)। **হাত গণা**—হাতের রেখা দেখিয়া সৌভাগ্য বা দুর্ভাগ্যের কথা বলা। **আঙ্গুলে গণা যায়**—অতি অল্প-সংখ্যক।

গণা, গোণা—ক্রি. গণন করা, জ্যোতিষশাস্ত্র-মতে শুভাশুভের কথা বলা; মান্য করা, গণ্য করা; বিচার করা। [বাং]। **গণানো**—জ্যোতিষীর সাহায্যে শুভাশুভ নির্ণয় করা।

গণি—ক্রি. গণনা করি, গণ্য করি (কাব্যে)।

গণিকা—[গণ+ইক+আপ্] বি. বেশ্যা, বহুজনের ভোগ্যা; হস্তিনী; যূঁই ফুল। **গণিকালয়**—বেশ্যাবাড়ি।

গণিকারিকা—গণিয়ারি গাছ (ইহার কাঠে অরণি হইত)। [সং]।

গণিত—ণ. যাহার গণনা করা হইয়াছে। বি. যে শাস্ত্র গণনায় সাহায্য করে (পাটীগণিত; বীজ-গণিত; রেখাগণিত), ইং mathematics। **গণিতজ্ঞ**—গণিতশাস্ত্রজ্ঞ।

গণীভূত—[গণ+চ্বি+ভূ+ক্ত] ণ. সাধারণের দলভুক্ত; সম্প্রদায়ভুক্ত।

গণেশ—[গণ+ঈশ] বি. শিব-পার্বতীর জ্যেষ্ঠপুত্র (ইঁহাকে জ্ঞানদাতা ও কার্যসিদ্ধিদাতাও জ্ঞান করা হয়, সেই জন্য ইঁহার পূজা সর্বাগ্রে দেওয়া হয়)। **গণেশখণ্ড**—স্কন্দ পুরাণের অন্তর্গত গণেশের উৎপত্তিবিষয়ক অধ্যায়।

গণ্ড—[গণ্ড্+অ] ণ. শ্রেষ্ঠ; স্থূল। বি. গাল; কপোল, cheek; ফোঁড়া; গ্রন্থি। **গণ্ডে-পিণ্ডে, গাণ্ডেপিণ্ডে**—আকণ্ঠ।

গণ্ডক—বি. গণ্ডার, বিঘ্ন। [সং]। **গণ্ডকী**—উত্তর বিহারের নদী বিশেষ। **গণ্ডকী-শিলা**—গণ্ডকী নদীতে যে শালগ্রাম পাওয়া যায়।

গণ্ডগোল—বি. বিবাদ, অবনিবনাও (গণ্ডগোল বেধেছে); শোরগোল, চেঁচামেচি (এত গণ্ড-গোল কেন হচ্ছে); ওলটপালট, বিশৃঙ্খলা (সে সব গণ্ডগোল হয়ে গেছে)। [বাং]। **গণ্ডগুলে**—ণ. গণ্ডগোল করা বা বাধানো যার স্বভাব।

গণ্ডগ্রাম—বি. বড় গ্রাম, ভদ্রসমাজযুক্ত গ্রাম। (কেহ কেহ 'ক্ষুদ্রগ্রাম' 'পল্লীগ্রাম' অর্থেও ইহা ব্যবহার করেন)। [গণ্ড=শ্রেষ্ঠ+গ্রাম] **গণ্ডদেশ,-স্থল,-স্থলী**—বি. গাল, কপোল। [সং]। **গণ্ডমালা**—বি. রোগ বিশেষ, ইহাতে ঘাড় গলা ইত্যাদির গ্রন্থি ফুলে। [গণ্ড=গ্রন্থি +মালা]। **গণ্ডমূর্খ**—ণ. বি. বড় রকমের মূর্খ; যে লেখাপড়া কিছুই জানে না; অতিশয় অজ্ঞান। [গণ্ড=শ্রেষ্ঠ+মূর্খ]। **গণ্ডযোগ**—বি. জ্যোতিষ শাস্ত্রমতে মন্দযোগ বিশেষ। [সং]। **গণ্ডলেখা**—বি. কপোলদেশ [সং]। **গণ্ডশৈল**—বি. ভূমিকম্প প্রভৃতির ফলে উৎক্ষিপ্ত বৃহৎ গোলাকার পাষাণখণ্ড, boulder [শৈলের গণ্ডতুল্য]। **গণ্ডস্থল**—গণ্ডদেশ দ্রঃ।

গণ্ডা—বি. গণ্ডার; চার কড়া, চারটা (দশ গণ্ডা বড়ি); অর্থ (পাওনা গণ্ডা), প্রাপ্য (আপন গণ্ডা)। **গণ্ডা গণ্ডা**—অনেক। **গণ্ডায় এণ্ডা দেওয়া**—সুরে সুর মিলানো মাত্র (এণ্ডা দ্রঃ)। **গণ্ডাকিয়া**—এক শত পর্যন্ত গণ্ডার ধারাবাহিক নামতা।

গণ্ডার—[সং গণ্ডক] নাসিকার উপর খড়্গাযুক্ত প্রসিদ্ধ পশু, ইহার চামড়া অতিশয় মোটা ও শক্ত। **গণ্ডারের চামড়া**—কড়া বা অপমানকর কথায়ও যার চৈতন্য হয় না তার সম্বন্ধে বলা হয়।

গণ্ডি, গণ্ডী—[হি, গণ্ডী—বৃত্ত] বি. মন্ত্র পড়িয়া যে বৃত্তরেখা টানা হয় যেন তাহার মধ্যে ভূতপ্রেত কিংবা অন্য কোন জীব বাহির হইতে· প্রবেশ করিতে না পারে; সীমা; সংকীর্ণ পরিসর; অধিকার। **গণ্ডিবদ্ধ**—সীমাবদ্ধ, সংকীর্ণ সীমার মধ্যে অবস্থিত। **গণ্ডি টানা**—সীমা

নির্দেশ করা (যাহার বাহিরে যাওয়া বা অতিক্রম নিষিদ্ধ)।

গণ্ডু, গণ্ডূ—বি. বালিশ, উপাধান ; গ্রন্থি। [সং]। **গণ্ডূপদ**—কেঁচো। [সং]

গণ্ডূষ—বি. মুখে যতটা জল ধরে, এক কোষ জল ; হিন্দুমতে আহারের প্রথমে ও পরে মন্ত্র পাঠ করিয়া যে জল মুখে দিতে হয় ; অল্প খাদ্য, একগাল খাদ্য (যা দিয়েছ তাতে গণ্ডূষ করা হবে)। [সং]। **গণ্ডূষ করা**—আহার আরম্ভ করা। **কেঁচে-গণ্ডূষ করা**—কোন কাজ পুনরায় আরম্ভ করা।

গণ্ডেরী—[হি.] বি. আখ (পূর্ববঙ্গে গেণ্ডারী)

গণ্ডোপাধান—বি. যে উপাধানের উপর গণ্ড স্থাপন করা, গাল-বালিশ। [সং]

গণ্ডোপল—বি. গণ্ডশৈল। [সং]

গণ্ডোল—বি. কবল, গ্রাস ; চিনি। [সং]

গণ্য—[গণ্ + য] ণ. গণনার যোগ্য ; গ্রাহ্য ; সাব্যস্ত ; শ্রদ্ধেয়। **গণ্য করা**—স্বীকার করা ; আমলে আনা ; মনে করা। **গণ্যমান্য**—ণ. মর্যাদা-বিশিষ্ট ; যাহাকে উপেক্ষা করা যায় না।

গৎ—[সং গতি, হি. গৎ] বি. সুরের বিশেষ ধারা বা পারম্পর্য। **গৎ বাজানো**—বাঁধা সুর বা বোল বাজানো। **বাঁধাগৎ, বাঁধিগৎ**—একই ধরণের কথা, বাঁধাবুলি।

গত—[গম্ + ক্ত] ণ. অন্তর্হিত ; প্রস্থিত ; লুপ্ত (গত-যৌবন, গতচেতন) ; সদ্য অতীত (গত বৎসর, গত যুগ) ; প্রবিষ্ট, অধিগত (পরলোকগত, হস্ত-গত) ; মৃত (গত হইয়াছে, গতজীবন) ; নিহিত, আশ্রিত (বৃক্ষগত, দেহগত, রক্তগত শনি)। নিবৃত্ত, মন্দীভূত (গতোৎসাহ, গতবিক্রম)। **গত-কল্য**—আজকের আগের দিন। **গতক্লম**—ণ. যাহার শ্রান্তি দূর হইয়াছে। **গত খামার**—খাস খামার হইতে খারিজ জমি। **গতঘৃণ**—যে ঘৃণা করে না। **গতচেতন**—অচৈতন্য। **গতজীব**—গতজীবন, মৃত। **গতজ্যোতি (-তিঃ)**—ঔজ্জ্বল্যহীন। **গতজ্বর**—যাহার জ্বর নাই, সুস্থ। **গতত্রপ**—নির্লজ্জ। **গতনাসিক**—খাঁদা, নাককাটা। **গতনিদ্র**—যে নিদ্রার পর জাগিয়াছে, যাহার চোখে ঘুম নাই। **গত-প্রত্যাগত**—যে চলিয়া গিয়াছিল কিন্তু ফিরিয়া আসিয়াছে (-ভৃত্য)। **গতপ্রাণ**—মৃত। **গতপ্রায়**—যাহা শীঘ্রই গত হইবে। **গত-বুদ্ধি**—যাহার বুদ্ধিশুদ্ধি লোপ পাইয়াছে। **গতব্যথ**—বেদনাশূন্য ; যাহার দুঃখ-দুর্ভাবনা দূর হইয়াছে। **গত-ভর্তৃকা**—প্রোষিত-ভর্তৃকা ; বিধবা। **গত-ভূষণা**—ভূষণহীনা। **গতযৌবন**—প্রৌঢ় (স্ত্রী. গতযৌবনা)।

গতর—[সং গাত্র] বি শরীর ; সক্ষম শরীর। **গতরখাগী**—কুঁড়ে মেয়েমানুষ (মেয়েদের গালি—পুরুষকে বলা হয় গতরখেকো, গতর কি খাইয়াছ, এই অর্থে)। **গতর খাটানো**—শারীরিক পরিশ্রম করা। **গতর নেড়ে খাওয়া**—খাটিয়া খাওয়া। **গতরপোষা**—শ্রমবিমুখ। **গতরের মাথা খাওয়া**—শক্তিহীন হওয়া ; নিষ্কর্মা হওয়া (গালি বিশেষ) **গা-গতর**—শরীর,স্বাস্থ্য। **গতর লাগা**—মোটাসোটা হওয়া।

গতরস—ণ. রসহীন, বিশুষ্ক। [সং]।

গতরাইয়তি,-রায়তি—বি. কোন প্রকার খারিজ করা জমি। [বাং]।

গতরিয়া, গতুরে—[বাং] বি. যে শরীর খাটায়, পরিশ্রমী।

গতলজ্জ—লজ্জাহীন। **গতশোক**—শোক-হীন ; অশোক গাছ। **গতশোচন**—অনুতাপহীন। **গতশোচনা**—অনুশোচনা। **গতস্পৃহ**—বিষয়বাসনাহীন, নিঃস্পৃহ।

গতাগতি—গমনাগমন, আসাযাওয়া।

গতানো—ক্রি. গছাইয়া দেওয়া (বিক্রি হয় না, বলে কয়ে গতিয়ে দিচ্ছে)।

গতানুগত—ণ. পূর্বানুসৃত। বি. **গতানুগতি**—বিচার না করিয়া পূর্বের বা পূর্ববর্তীর অনুসরণ। **গতানুগতিক**—যান্ত্রিকভাবে অনুসৃত অথবা অনুসরণকারী।

গতানুশোচন—বি. অনুশোচনা।

গতায়তি—গমনাগমন, যাওয়া-আসা ; জন্মমৃত্যু।

গতায়াত—যাওয়া-আসা, গমনাগমন।

গতায়ু—ণ. মৃত ; যাহার মৃত্যু আসন্ন।

গতার্তবা—ণ. যে স্ত্রীর ঋতু বন্ধ হইয়াছে ; বৃদ্ধা ; বন্ধ্যা।

গতার্থ—ণ. অর্থশূন্য ; প্রয়োজনশূন্য ; ধনশূন্য।

গতাসু—ণ. মৃত।

গতি—বি. গমন, যাত্রা ; চলনভঙ্গি (মন্দগতি) ; বেগ (সেই এরোপ্লেনের গতি ঘণ্টায় ৪০০ মাইল) পরিণতি, আশ্রয়, সহায় (তার কি গতি হবে ভাব ; অগতির গতি) ; অবস্থা, গতিক, ধরণধারণ

(দুর্গতি ; আকাশের গতি ভাল নয় ; কালের গতি) ; উপায়, সুব্যবস্থা (মেয়েটার একটা গতি করতে হবে ত) ; অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া (পাড়ার ছেলেরা মিলে বাসী মড়ার গতি করলে)। **গতিক্রিয়া**—বি. দীর্ঘসূত্রতা। **গতিদায়ী** (-য়িন্)—মুক্তিদাতা। স্ত্রী. **গতিদায়িনী**—মুক্তিদায়িনী। **গতিপথ**—গমনের বা পরিভ্রমণের বা প্রবাহিত হইবার পথ (সূর্যের গতিপথ, নদীর গতিপথ)। **গতিবিদ্যা**—পদার্থের গতি সম্বন্ধে আলোচনা করে যে শাস্ত্র, Kinetics, Dynamics. **গতিবিধি**—চলাফেরা, আসাযাওয়া, চালচলন, কাজের বা ব্যবহারের ধারা (তোমার গতিবিধি সে লক্ষ্য করছে)। **গতিভঙ্গ**—থামিয়া যাওয়া বা থামিয়া দাঁড়ানো। **গতিশক্তি**—অগ্রগমনের ক্ষমতা, চলার শক্তি। **গতিহীন**—উপায়হীন ; অগ্রগমনের শক্তি হইতে বঞ্চিত।

গতিক—বি. অবস্থা, দশা, প্রবণতা (গতিক ভাল নয়—গতিক বলিতে সাধারণতঃ বিপদ দুর্দশা ইত্যাদির দিকে প্রবণতা বুঝায়) ; উপায়, কৌশল, ঘটনাচক্র (কোন গতিকে একবার যদি তাকে সামনে পাই)। **কার্যগতিকে**—কার্য-ব্যপদেশে ; কার্যের প্রয়োজনে। **প্রাণগতিক**—জীবনধারণ ব্যাপারে। **শরীরগতিক**—দেহের অবস্থা। **বেগতিক**—অসুবিধা, সঙ্কট।

গতীয়—[গতি+ঈয়] ণ. গতিসম্বন্ধীয়, Kinetic, dynamic.

গতুয়া—ণ. দীর্ঘসূত্রী, গেঁতো [প্রাদে.]

গতে—অব্য. গত হইলে (দিবাগতে রাত্রে)। [বাং]

গত্যন্তর—[গতি+অন্তর] বি. অন্য গতি বা উপায়।

গত্বর—[গম্+ক্বরপ্] ণ. গতিশীল ; অস্থায়ী।

গদ—[গদ্-হিংসা করা] বি. ব্যাধি ; ঔষধ ; বিষ ; সাপের বিষ নামাইবার মন্ত্র ; (বাং) পেটের ভরা অবস্থা।

গদগদ, গদ্গদ—ণ. বিহ্বলতা হেতু অর্ধস্ফুট কণ্ঠস্বরযুক্ত (গদগদকণ্ঠে কহিলেন) ; ভাববিহ্বল (গদগদচিত্ত)। **গদগদে**—অতিপক্ব, থসথসে।

গদড়া, গদ্দড়—ণ. বি. মোটা (কাপড়)। ময়লা ; নোংরা জল। [বাং]।

গদর, গদ্দর—[ফা.] বি. বিপ্লব (গদর পার্টি)।

গদা—[সং] বি. লোহার মুগুর ; মুগুর ; মোটা লাঠি (প্রাচীনকালে লম্বা, কিছু ছোট, গোলাকার পলকাটা ইত্যাদি নানা ধরণের গদার ব্যবহার ছিল)। **গদাধর, -ভৃৎ, -পাণি**—বিষ্ণু। **গদামুঠি**—গদার বাঁট। **গদাযুদ্ধ**—দুই বীরের গদা লইয়া যুদ্ধ।

গদাই—গদাধর (আদরে অথবা অতিপরিচয়ে)। **গদাই-নাচ**—ঝুমুর গায়কের দল। **গদাই লস্করী চাল**—গদাধর লস্করের মত ঢিমা চাল ; ঢিলে ধরণধারণ।

গদি,-দী—[হি. গদ্দী] বি. বেশী তুলাভরা পুরু নরম বিছানা বা আসন ; মহাজনের কারবারের স্থান, দপ্তর বা আপিস ; রাজা মহান্ত পীর প্রভৃতি প্রভুত্ববান্ লোকদের আসন বা পদ। **গদিতে বসা**—কর্তৃত্ব পাওয়া ; রাজা হওয়া। **গদিনশীন**—যিনি গদিতে বা প্রভুপদে অধিষ্ঠিত হইয়াছেন, স্থলাভিষিক্ত।

গদিত—[গদ্+ক্ত] ণ. ও বি. কথিত ; ভাষণ।

গদিয়াল—ণ. গদিতে উপবিষ্ট। বি. কারবারের মালিক ; বড়বাবু। [হিন্দী]

গদী (-দিন্)—[গদা+ইন্] ণ. বি. গদাধারী ; বিষ্ণু।

গদগদ—গদগদ দ্রঃ।

গদ্দি—[প্রাদেশিক] বি. ঠাট্টা, তামাসা (চাষার গদ্দি কাস্তের ঠোকর)।

গদ্য—[গদ্+য—কথনীয়] বি. পদ্যের বিপরীত ভাষা (যাহাতে পদ্যের মত ছন্দ ও মিল নাই, যে ভাষায় লোকে কথাবার্তা বলে ; সকল গদ্যে পদ্যের মত ছন্দ না থাকিলেও ভাল গদ্যের নিজস্ব ছন্দ আছে) ; পরিহাস, কৌতুক (বর্তমানে অপ্রচলিত)। **নিতান্ত গদ্য**—কাব্যোচ্ছ্বাস-বর্জিত সোজা কাজের কথা বা বর্ণনা।

গন—বি. পথ (প্রাচীন বাংলায় ব্যবহৃত)। [গণ]

গনন্তার, গনৎকার—গণৎকার দ্রঃ।

গনগন—অগ্নির পূর্ণ প্রজ্বলিত ভাব, যখন অগ্নি-শিখায় গনগন শব্দ হয়। **গনগনানো**—প্রজ্বলিত অগ্নির মত গনগন করা। **গন-গনিয়া, গনগনে**—ণ. পূর্ণপ্রজ্বলিত।

গনা ; গনানো—গণা ; গণানো দ্রঃ।

গন্তব্য—[গম্+তব্য] ণ. যেখানে যাইতে হইবে, লক্ষ্য। **গন্তা** (-ন্তৃ)—গমনকারী বা গমনশীল। স্ত্রী. **গন্ত্রী**—গরুর গাড়ী। **গন্তু**—গমনশীল। **গন্তুকাম**—গমনোৎসুক। স্ত্রী. **গন্তুকামা**।

গন্ধ—[গন্ধ্ (বধ করা)+অচ্] নাসিকার বস্তুর

যে গুণ বা সত্তা অনুভূত হয় (আঁষ্টে গন্ধ ; দুধের গন্ধ) ; ঘ্রাণ, সৌরভ (সুগন্ধ ; পদ্মগন্ধা) , সুগন্ধি দ্রব্য (গন্ধ মাখার ঘটা—রবি) ; সম্পর্ক, সম্বন্ধ (গন্ধের গন্ধ) ; একটুখানি, লেশ (ঝগড়ার গন্ধে কোমর বেঁধে এসেছে) । **গন্ধ-ছাড়া**—সুগন্ধ বা দুর্গন্ধ ছড়াইয়া পড়া । **গন্ধে গন্ধে আসা**—একটুখানি সন্ধান পাইয়াই আসা । **গন্ধের গন্ধ**—যৎসামান্য রক্ত-সম্পর্ক বা আত্মীয়তা যাহার সহিত আছে (গন্ধের গন্ধ যে যেখানে আছে সবাইকে ডেকেছ আজ পাড়ার লোক তোমাদের কেউ নয়) । **নামগন্ধ**—একটুকুও, একটুকু পরিচয়ও (তার নামগন্ধও জানি না) । **গন্ধকারিকা**—যে দাসী প্রভুর ব্যবহারের জন্য চন্দনাদি প্রস্তুত করে ; **গন্ধকালিকা,-কালী**—ব্যাসের জননী মৎস্য-গন্ধা, পরাশরের বরে ইঁহার গায়ে সুগন্ধের উদ্ভব হয় । **গন্ধকাষ্ঠ**—চন্দন কাষ্ঠ । **গন্ধকুটী**—মুরা নামক গন্ধ দ্রব্য ; শ্রাবস্তি নগরে বুদ্ধদেবের বাসগৃহ । **গন্ধগোকুল,-গোকুলা**—খাটাস civet cat । **গন্ধতৃণ**—বেনাঘাস । **গন্ধ-জল**—সুগন্ধমিশ্রিত জল । **গন্ধজটিলা**—বচ । **গন্ধজাত**—তেজপাতা । **গন্ধ তণ্ডুল**—বাসমতী ধান বা চাউল । **গন্ধতৈল** সুবাসিত তৈল , চন্দনের আতর । **গন্ধদারু**—চন্দন বৃক্ষ । **গন্ধদ্বিপ**—মদগন্ধযুক্ত হস্তী । **গন্ধমুষিক,-নকুল**—ছুঁচা । **গন্ধপুষ্প**—চন্দনমাখা ফুল ; সুগন্ধি বৃক্ষ । **গন্ধবণিক**—হিন্দু জাতিবিশেষ, গন্ধবেনে । **গন্ধবল্কল**—দারুচিনি । **গন্ধবহ**—বায়ু । **গন্ধবাহ**—নাসিকা । **গন্ধবারি**—গোলাপ জল । **গন্ধভাদাল,-ভাদুলী**—[সং গন্ধভদ্রা] দুর্গন্ধযুক্ত লতাবিশেষ, গাঁধাল (উদরপীড়ার ঔষধ) । **গন্ধমাদন**—রামায়ণোক্ত হিমালয়স্থ পর্বত-বিশেষ (হনুমান এই পর্বত হইতে বিশল্যকরণী আনিতে গিয়া চিনিতে না পারিয়া গোটা গন্ধমাদন পর্বত লইয়া আসিয়াছিলেন, তাহা হইতে 'গন্ধমাদন বয়ে নিয়ে এসেছে'—প্রয়ো-জনীয়ের সঙ্গে নির্বুদ্ধির মত অনেক অপ্রয়োজনী-য়েরও সমাবেশ করেছে) । **গন্ধমোহিনী**—চাঁপার কলি । **গন্ধরাজ**—সুপরিচিত পুষ্প, gardenia. **গন্ধে গন্ধে**—ক্রিণ. সূত্র ধরিয়া ।

গন্ধক—বি. পীতবর্ণ উপধাতু বিশেষ, sulphur । **গন্ধকচূর্ণ**—বারুদ । **গন্ধক দ্রাবক**—sulphuric acid.

গন্ধর্ব—বি. দেবযোনি বিঃ (ইঁহারা স্বর্গীয় গায়ক) ; মধুরকণ্ঠ, স্বভাবগায়ক । [সং] । **গন্ধর্বকন্যা**—গন্ধর্বনারী । **গন্ধর্ব ছুটান**—প্রহারের চোটে আর্তনাদ করানো । **গন্ধর্ব-নগর**—গন্ধর্বদের বাসস্থান ; আকাশে কল্পিত নগর । **গন্ধর্ব-পূজা**—প্রথমে আদর পরে প্রহার । **গন্ধর্ববিদ্যা**—সঙ্গীত বিদ্যা । **গন্ধর্ব-বিবাহ**—বর কন্যার পরস্পরের অনুরাগভূত বিবাহ । **গন্ধর্ববেদ**—সঙ্গীতশাস্ত্র । **গন্ধর্বভূষণ**—সিন্দুর । **গন্ধর্ব মার**—মারের চোটে হাড়-গোড় ভাঙা (ভীম কর্তৃক কীচক-বধের পর দ্রৌপদী বলেন যে তাঁহার রক্ষক এক গন্ধর্ব ইহা করিয়াছে) । **গন্ধর্বরাজ**—চিত্ররথ । **গন্ধর্ব-লোক**—গন্ধর্বদের আবাসস্থল ।

গন্ধলি—বি. গাঁদা ফুল । [বাং]

গন্ধলোলুপ—গন্ধের দ্বারা আকৃষ্ট । **গন্ধ-শালি**—বাসমতী ধান । **গন্ধসার**—চন্দন বৃক্ষ । **গন্ধহস্তী** (-স্তিন্)—মদগন্ধ হস্তী, মত্ত হস্তী ।

গন্ধাজীব—গন্ধবণিক, গন্ধদ্রব্য বিক্রয় যাহার জীবিকা । **গন্ধাঢ্য**—ণ. প্রচুরগন্ধযুক্ত , বি চন্দন , গন্ধরাজ । **গন্ধাঢ্যা**—কস্তুরী ; কেতকী , গন্ধভাদাল । **গন্ধাধিবাস, গন্ধাধিবাসন**—বিবাহে বা দুর্গোৎসবে গন্ধমাল্যাদির দ্বারা অনু-ষ্ঠিত শুভকর্ম বিশেষ ।

গন্ধান, গোন্ধান, গোন্দান, গোঁদান—(প্রাদে) গন্ধ করে, গন্ধ ছাড়ে (নিজের গু গোঁদায় না) ।

গন্ধামোদ—গন্ধের আধিক্য, গন্ধের চতুর্দিকে বিস্তার লাভ । **গন্ধালি**—গন্ধভাদাল ।

গন্ধি—সমাসে 'পদ্ম' প্রভৃতির সহিত যুক্ত হইয়া 'স্বাভাবিক গন্ধযুক্ত' এই অর্থ প্রকাশ করে (পদ্মগন্ধি সুগন্ধি) । **গন্ধিক**—গন্ধবণিক ; গন্ধক । **গন্ধিত**—সুগন্ধ বা দুর্গন্ধযুক্ত । **গন্ধিরস**—নিশাদল ।

গন্ধী (-ন্ধিন্)—ণ. সুগন্ধবিশিষ্ট ; বি. গাঁধি ; ছার-পোকা ।

গন্ধেন্দ্রিয়—নাসিকা । **গন্ধেশ্বরী**—গন্ধবণিক-দের পূজ্যা দেবী ।

গন্ধোত্তমা—মদিরা । **গন্ধোপজীবী (-বিন্)**—গন্ধবণিক ।

গল্লাকাটা—(গ্রহণে কাটা) ণ. যাহার উপরের ঠোঁট কাটা (গর্ভবতী যদি গ্রহণের সময় দেওয়ালে দাগ কাটে বা আর কিছু কাটে তবে তাহার ঠোঁটকাটা সন্তান জন্মে এই সংস্কার হইতে)। [বাং]। **গল্লাখাঁদা**—গ্রহণে ঠোঁট কাটা ও খাঁদা (গর্গাখাঁদা দ্রঃ)।

গপ্—অবিশ্বাস্য গল্প ; [প্রাদেশিক]

গপ্—অবিলম্বে গলাধঃকরণ (গপ্ করে খেয়ে ফেল্‌লে)। **গপগপ**—আগ্রহের সহিত খাদ্য মুখে পোরা ও গলাধঃকরণের শব্দ। **গপাগপ**—অতিক্রত গপগপ শব্দে খাওয়া।

গপ্‌প—[গল্প] বি. গালগল্প ; অতিরঞ্জিত কাহিনী, অতি প্রশংসা (বেয়াইবাড়ীর গপ্‌প:করছিল)।

গফ, গপ্‌স, গপ্সা—ণ. ঘনবুনানি, মোটা (গপসা কাপড়)। [ফা. গফ ; হি. গপ্‌সা]

গবগব—হাঁড়িতে ভাত ফুটার শব্দ ; কলসী হইতে প্রচুর জল ঢালিয়া পড়ার শব্দ। গপগপ দ্রষ্টব্য।

গবচন্দ্র—গবুচন্দ্র দ্রঃ

গবদা, গোবদা—ণ. মোটা, স্থূল ; ভোঁতা।

গবয়—বি. গরুর মত পশুবিশেষ। স্ত্রী. **গবয়ী**।

গবর—গাবর দ্রষ্টব্য।

গবরাজ—বি. ষাঁড়। **গবল**—বি. বন্য মহিষ।

গবা, গবারাম—বি. যার বুদ্ধি গরুর মত, নির্বোধ ও অকর্মণ্য। [বাং]

গবাক্ষ—(গো-র অর্থাৎ কিরণের রন্ধ্রপথ) বি. জানালা। [গো+অক্ষ, নিপাতনে সিদ্ধ]।

গবাদন—বি. গরুর খাদ্য, ঘাস। [গো+অদন]।

গবাদি—বি. গরু প্রভৃতি। [গো+আদি]।

গবাশন—বি. ণ. গোমাংস-ভক্ষণকারী ; মুচি, চামার। [সং]

গবাশ্ব—বি. গরু ও ঘোড়া [গো+অশ্ব]।

গবী—গাভী। [সং]

গবুচন্দ্র, গবচন্দ্র—গবার শ্রুতি-মধুর রূপ (হবুচন্দ্র রাজার গবুচন্দ্র মন্ত্রী)।

গবেষণ, গবেষণা—বি. অনুসন্ধান, বিচার বিবেচনা, তত্ত্বানুসন্ধান। **গবেষণা-বৃত্তি**—কোন বিষয়ে তত্ত্বানুসন্ধানের জন্য বৃত্তি. Research Scholarship. **গবেষক**—বি. গবেষণাকারী। ণ. **গবেষিত**—গবেষণা করা হইয়াছে এমন (বিষয়)। [গবেষ্+অনট্+আপ্]।

গব্য—[গো+য্য] ণ. বি. গরুর দুধ ঘৃত দধি ইত্যাদি; গো-জাত (চামড়া, শিং)। **পঞ্চগব্য**—দধি দুগ্ধ ঘৃত গোমূত্র ও গোময়।

গভর্ণমেণ্ট—[ইং Government] বি. রাজশক্তি, শাসনবিভাগ, সরকার, শাসকগোষ্ঠী। **গভর্নর**—রাজ্যপাল, লাটসাহেব। **গভর্নর-জেনারেল**—ব্রিটিশ ভারতের বড়লাট। (বর্তমানে প্রেসিডেণ্ট—রাষ্ট্রপতি)।

গভীর—[গম্+ঈর] ণ. নিবিড় (গভীর অন্ধকার); গহন (গভীর বন) ; অগাধ, অতলস্পর্শ (গভীর সমুদ্র, গভীর জল) ; প্রগাঢ় (গভীর ভালবাসা) ; অত্যন্ত মর্মান্তিক (সুগভীর লজ্জা) ; জটিল,দুষ্প্রবেশ্য (গভীর দার্শনিক বিষয়) ; (বাং) বি. তলদেশ ; গোপন স্থান (মনের গভীরে)। **গভীর রাত্রি**—নিশীথ রাত্রি। **গভীর নিঃশ্বাস**—দীর্ঘ নিঃশ্বাস। **গভীর জলের মাছ**, অনেক পানির মাছ—যাহার কার্যকলাপ বুঝিয়া উঠা ভার, অত্যন্ত বুদ্ধিমান্ ও চাপালোক। **গভীরতর**—অপেক্ষাকৃত বেশী গভীর। **গভীরতম**—সর্বাপেক্ষা গভীর। বি. **গভীরতা,-ত্ব**—দুর্গমতা ; জটিলতা ; নিম্নদিকে বিস্তৃতি। **গভীরাত্মা** (-ত্মন্)—পরমেশ্বর।

গম—[সং গোধুম] বি. সুপরিচিত রবিশস্য।

গম—[আ. গম্] বি. দুঃখ, ক্ষোভ। **গম খেয়ে থাকা**—দুঃখ বা ক্ষোভ দমন করিয়া চুপ করিয়া থাকা। **ভাত গম খেয়েছে বা গোম গেয়েছে**—হওয়া ভাতে ফেনের শব্দ না থাকা সম্পর্কে বলা হয়। **গমগীন**—দুঃখিত, দুঃখে ক্ষোভে নিস্তব্ধ।

গম—গম্ভীর ধ্বনি। **গমগম**—ব্যাপক গম্ভীর ধ্বনি (সভাঘর গমগম করছে ; সেই বৃহৎ কক্ষে একটু শব্দ করিলেই গমগম করিয়া উঠে) ; মুষ্ট্যাঘাতের শব্দ। **গমাগম**—দ্রুত মুষ্ট্যাঘাতের শব্দ। **গুম গুম**—গমগম হইতে লঘুতর ধ্বনি।

গমক—বি. সংগীতে সুরের অলঙ্কার বিশেষ। [সং]

গমন—বি. যাওয়া ; চলার ভঙ্গি (অলসগমন ; গজেন্দ্র গমন) : প্রাপ্তি, পৌঁছা (গৃহে গমন করিলেন) ; স্ত্রীসম্ভোগ (পরদারগমন)। (ণ. গত, গমনীয়, গম্য)। **গমনাগমন**—যাতায়াত। **গমনার্হ**—যাইবার উপযুক্ত (দেশ বা কাল)। **গমনীয়**—গমনের যোগ্য, গম্য। **গমনোদ্যত, গমনোন্মুখ**—যাইতে প্রস্তুত বা উদ্যত।

গমস্তা—গোমাস্তা দ্রঃ।

গমাওল—(ব্রজবুলি—গোঁয়া দ্রঃ) গোঁয়াইলাম, অতিবাহিত করিলাম; অতিবাহিত হইল।

গমাগম—[সং] গমনাগমন ; বসবাস ; সাড়াশব্দ : [বাং] বারবার মুষ্ট্যাঘাত দিবার শব্দ। গমগম দ্রঃ।

গমি, গমী—[আঃ গ'ম] বি. দুঃখ, শোক। **শাদিগমি**—উৎসব ও শোক (শাদী দ্রঃ)।

গমিত—ণ. প্রস্থাপিত, বিদূরিত, অন্তর্হিত। [গমি + ক্ত)। **অস্তগমিত-মহিমা**—যে মহিমা হ্রাস বা মলিন করা হইয়াছে।

গমুজ, গুম্বজ—[ফাঃ গুম্বদ'] বি. মুসলমানী স্থাপত্যে মসজিদ-আদির উপরে যে অর্ধ গোলাকৃতি শূন্যগর্ভ চূড়া নির্মাণ করা হয় তাহা, dome।

গম্ভারি—গাম্ভীর বৃক্ষ।

গম্ভীর—(ব্যুৎপত্তির দিক দিয়া গভীর ও গম্ভীর অভিন্ন, কিন্তু আধুনিক বাংলায় ইহাদের অর্থের পার্থক্য যথেষ্ট) ণ. রাশভারী, অলঘু (গম্ভীর প্রকৃতি); গহন, জটিল, দুষ্প্রবেশ্য; শুষ্ক ও অপ্রসন্ন (শিষ্যের এমন আচরণ দেখিয়া গুরু গম্ভীর হইয়া গেলেন); দৃশ্যতঃ বিজ্ঞজনোচিত (গুরুগম্ভীর গতি, পাহারাওয়ালারা গম্ভীর হইয়া দাঁড়াইয়া আছে) ; আনন্দহীন, স্ফূর্তিহীন (বাড়ীতে সবারই মুখ গম্ভীর দেখে বালকের প্রাণ হাঁপিয়ে ওঠে), উচ্চ ও জমকাল (গম্ভীর স্বর); গুরু বিচার-বিবেচনা সাপেক্ষ (গম্ভীর বিষয়)। [গম্ + ঈর]। **গম্ভীরজ্বর**—ভিতরে জ্বর আছে কিন্তু বাহিরে তাহা প্রকাশ পায় না। **গম্ভীরবেদী** (-দিন্)—মত্তহস্তী ; দারুণ আঘাতেও যাহার চৈতন্য হয় না।

গম্ভীরা—শিবের মন্দির বা শিবের গাজন ; (শিবের এক নাম গম্ভীর—গম্ভীরা মালদহে সুপ্রচলিত ; ইহাতে গ্রাম্য গায়কেরা শিবের মহিমা গান করে ও সঙ্গে সঙ্গে গ্রামের বা অঞ্চলের অনাচারাদিরও সমালোচনা করে); মন্দিরের ভিতরের অন্ধকার প্রকোষ্ঠ ; মশারি।

গম্য—ণ. গন্তব্য, গমনযোগ্য, (গম্য স্থান ; অগম্য কান্তার); আয়ত্ত করিবার যোগ্য, লভ্য, বোধ্য (জ্ঞানগম্য) ; সম্ভোগযোগ্য। স্ত্রী. **গম্যা**।

গয়ংগচ্ছ—[বাং] বি. যাচ্ছি-যাব ভাব, কুঁড়েমি, ঢিলেমি, দীর্ঘসূত্রতা।

গয়না—গহনা। **গয়না-গাটি, গয়না-পাতি**—গহনা-পত্র, ছোট বড় সব গহনা।

গয়রহ—[ফাঃ বগ'য়রহ] অব. ইত্যাদি, অবশিষ্ট ; অন্যান্য ব্যক্তি। (আদালতের পরিভাষা, সংক্ষেপে **গং**)।

গয়লা—[সং গোপাল] বি. গোয়ালা। স্ত্রী. **-নী**।

গয়সাল, গরসাল—(প্রাচীন বাংলা) পূর্বে হিন্দু ছিল পরে মুসলমান হইয়াছে এরূপ ব্যক্তি।

গয়া—বিহারের বিখ্যাত হিন্দু-তীর্থস্থান। **গয়ার পাপ বা ভূত**—গয়ায় বিষ্ণুপাদপদ্মে পিণ্ড দিলে মুক্তি হয়, কিন্তু সেখানে পাপ করিলে বা মরিয়া ভূত হইলে তাহার মুক্তি নাই ; (এই সংস্কার হইতে) বিরক্তিকর অপরিহার্য বিষয় বা ব্যাপার।

গয়ার, গয়ের—বি. শ্লেষ্মা। [বাং]

গয়াল—বি. বন্য মহিষ।

গয়ালি,-লী—গয়াতীর্থের পাণ্ডা।

গয়েশ্বরী—গয়ায় প্রস্তুত কাঁসার থালা।

গর—[আঃ গ'য়র—অন্য, ভিন্ন] অন্য শব্দের সহিত যুক্ত হইয়া অভাব অন্যত্ব বৈপরীত্য ইত্যাদি অর্থ প্রকাশ করে। **গরআবাদী**—যে জমিতে আবাদ করা হয় নাই। **গরআদর**—অনাদর। **গরআমালী**—অধিকারচ্যুত বা অধিকারবহির্ভূত। **গরকবুল**—অস্বীকৃত। **গরকায়েম**—যাহা স্থায়ী নয়। **গরজানবীৎ**—যে ওয়াকিবহাল নয়। **গরপছন্দ**—অপছন্দ। **গরবিবেচনা**—বিবেচনার অভাব। **গরবিলি**—যে জমির বিলিবন্দোবস্ত হয় নাই। **গরমজবুত**—কম মজবুত। **গরমানান**—বেমানান। **গরমিল**—মিলের অভাব, জমা ও খরচের বৈষম্য। **গররাজী**—অসম্মত। **গরলায়েক**—শস্য উৎপাদনের যোগ্য নয় ; নাবালক। **গরহাজির**—অনুপস্থিত। **গরহিসাবী**—বেহিসাবী, যে ভবিষ্যতের কথা ভাবে না।

গরগর—গদগদ, বিহ্বল, ব্যাকুল (অন্তর গরগর—বৈষ্ণব সাহিত্যে); মনে মনে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হওয়া (রাগে গরগর করছে)।

গরজ—[আঃ গ'রদ্] বি প্রয়োজন, দরকার, দায় (গরজ বড় বালাই—প্রয়োজনের দাবি মিটাইতেই হইবে ; গরজ তোমার না আমার) ; আগ্রহ (তার কোন গরজ দেখা গেল না)। **আত্মগরজে**—নিজের গরজটাই যার প্রধান বস্তু, স্বার্থপর। **গরজী**—স্বার্থপর, ব্যস্তবাগীশ (নিঠুর গরজী, তুই মানসমুকুল ভাজবি আগুনে)

গরজানো—ক্রি. গর্জন করা, ক্রোধ প্রকাশ করা,

হুঙ্কার দেওয়া। **অধিক গরজানো অল্প বর্ষণ**—বহ্বারম্ভে লঘুক্রিয়া।

গরদ—[সং] ণ. বিষদানকারী, যে অন্যকে বিষ খাওয়ায় ; [বাং] বি. গুটিপোকার সুতায় তৈরী বস্ত্র-বিশেষ (গরদের ধুতি)। **গরদের জোড়**—গরদের ধুতি ও চাদর।

গরদিশ, গরদেশ—[ফাঃ গর্দিশ] বি. পরিবর্তন, ভাগ্যের ফের, দুরদৃষ্ট (নসিবের গরদিশ)।

গরব—[গর্ব] বি. অহংকার (কাব্যে ও মেয়েলী ভাষায় ব্যবহৃত)। **গরবখাগী**—গালি বিশেষ ('তোর গর্ব চূর্ণ হোক' এই ভাব)। **গরবী**—গর্বী। স্ত্রী **গরবিণী**—গর্বিতা ; সোহাগী। **গরবিত**—গর্বিত।

গরবা—বি. নৃত্য-বিশেষ। [গুজরাতী]।

গরব্রত—(সর্পবিষ ভক্ষণ যার স্বভাব) বি. ময়ূর।

গরভ—গর্ভ (কাব্যে ব্যবহৃত)। ণ. **গরভিত**—গর্ভবতী ; অম্বিত।

গরম—[ফাঃ গরম্ ; সং. ঘর্ম] ণ. উষ্ণ, তপ্ত (আগুনের মত গরম, গরম হাওয়া) ; ক্রুদ্ধ (শুনিয়াই গরম হইয়া উঠিল) ; কড়া, চড়া (গরম মেজাজ, বাজার গরম) ; বি. তাপ ; গ্রীষ্ম। **গরম ওষুধ**—উত্তেজক ঔষধ। **গরম কথা**—ক্রোধপূর্ণ উক্তি, কড়া কথা। **গরম কাপড়**—যাহা পরিলে শরীর গরম থাকে, পশমী বস্ত্র। **গরমকাল**—গ্রীষ্মকাল। **গরম খবর**—সদ্যপ্রাপ্ত সংবাদ ; কৌতূহলোদ্দীপক সংবাদ। **গরম গরম, গরমা-গরম**—উষ্ণতা অথবা ক্রোধ অথবা কৌতূহল মন্দীভূত হইবার পূর্বেই (গরম গরম খাওয়া ; গরম গরম শুনিয়ে দেওয়া ; গরমাগরম কুড়মুড়ভাজা)। **গরম চোখে চাওয়া**—ক্রুদ্ধ দৃষ্টি নিক্ষেপ করা **গরম গরম**—মিঠেকড়া। **গরম পোষ**—শীতকালের কানঢাকা টুপি বিশেষ। **গরম মসলা**—দারচিনি ছোট এলাচি লবঙ্গ ইত্যাদি। **গরম মেজাজ**—যে সহজেই রাগিয়া যায় ; কড়া মেজাজ। **বাজার গরম**—জিনিষপত্রের চড়া দাম। **বাজার গরম করা**—তীব্র কৌতূহল সৃষ্টি করা। **কুসুম কুসুম গরম**—খুব অল্প গরম। **গা গরম**—অল্প জ্বর। **পচা গরম**—ভাপসা গরম, যে গরমে বায়ুপ্রবাহ রুদ্ধ থাকে, তার ফলে যথেষ্ট ঘাম হয় অথচ দেহের উষ্ণতা দূর হয় না। **পেট গরম**—অজীর্ণতা জনিত অস্বস্তি। **মাথা গরম**—অতিরিক্ত মানসিক পরিশ্রমে মাথায় রক্ত উঠা ; ক্রুদ্ধ। **টাকার গরম**—যথেষ্ট টাকা আছে এই বোধের ফলে ঔদ্ধত্য। **মনের গরম**—মানসিক উত্তেজনা। **মানুষের গরম**—মানুষের ভিড়ের জন্য উষ্ণতা বৃদ্ধি।

গরমাই—[ফা হি. গরমাঈ—গরম] বি. উত্তাপ, গুমট, গ্রীষ্ম।

গরমানো—ক্রি. ক্রুদ্ধ গর্বিত বা তপ্ত হওয়া।

গরমি,-মী—[ফা গরমী] বি. ণ. গরম, উত্তাপ, গ্রীষ্ম (গরমিকাল, গরমির ছুটি) ; ধন সম্পদ অথবা পদগৌরব লাভের জন্য অহঙ্কার বা ঔদ্ধত্য (টাকার গরমি, বিদ্যার গরমি) ; উপদংশ, Syphilis (গরমির ঘা)। **সর্দি-গরমি**—সর্দি দ্রঃ।

গরমিল—গর দ্রঃ। গড়মিল-ও লেখা হয়।

গররাজী—গর দ্রঃ

গররা—[আ. গ'র্রা—কুলকুচার শব্দ] বি. বহু জনের ক্রমাগত উচ্চ হাসি।

গরল—[সং] বি. বিষ ; সাপের বিষ ; বিষের মত প্রভাবযুক্ত দ্রব্য (স্মরগরল)। **গরল সহোদর**—চন্দ্র (সমুদ্রমন্থনে গরল ও চন্দ্র এক সঙ্গে উঠিয়াছিল)। **গরলারি**—গরলের অরি, মরকতমণি।

গরলায়েক—গর দ্রঃ।

গরশাল,-সাল, গয়সাল—নবদীক্ষিত মুসলমান সম্প্রদায় বিশেষ।

গরহাজির—গর দ্রঃ ;

গরাদে—[পর্তু. Grade] বি. জানালায় বসানো লোহার বা কাঠের শিক।

গরান,-ণ—বি. মজবুত কাঠ বিশেষ, mangrove (খুঁটি ও জ্বালানি কাঠ রূপে ব্যবহৃত হয় ; ইহার ছালের রং চামড়ায় লাগানো হয়)।

গরাস—(ব্রজবুলি ; গ্রাম্য) গ্রাস।

গরিব, গরীব—[আ. গ'রীব] ণ. বি. দরিদ্র, ধনহীন, কাঙাল ; বেচারা (গরীবের প্রতি সদয় হও ; মন গরীবের কি দোষ আছে—রামপ্রসাদ)। **গরীবখানা**—দীনের কুটীর (বিনয়প্রকাশক—মুসলমান ভদ্রলোক অপরকে জিজ্ঞাসা করার সময়ে বলেন 'আপনার দৌলতখানা ?' উত্তরে বলেন 'আমার গরীবখানা')। **গরীবগুরবা, -গুরবো**—গরীব, কাঙাল। **গরীবমেওয়াজ**

—গরীবের প্রতি সদয়, গরীবের উপকারী বন্ধু ; বি. **গরীবনেওয়াজি**। **গরীবপরোয়ার** —গরীব-প্রতিপালক। বি. **গরীবপরোয়ারি**। **গরীবানা, গরীব-আনা, গরীবী**—ণ. দরিদ্রোচিত (গরীবানা চাল) ; গরীবের ভাব

গরিমা (-মন্)—[গুরু + ইমন্] বি. গৌরব, মহিমা, শ্রেষ্ঠত্ব, উৎকর্ষ (সৌন্দর্যগরিমা) ; যোগের অষ্ট-সিদ্ধির একটি ; অহঙ্কার, দর্প (গরিমার কথাই বলেনা)।

গরিলা—আফ্রিকাদেশীয় বৃহৎ পুচ্ছহীন বানর বিশেষ। [ইং Gorilla]

গরিষ্ঠ—ণ. সর্বাধিক, সর্বোচ্চ (লঘিষ্ঠের বিপরীত) ; গুরুতম, পূজ্যতম, জ্যেষ্ঠ। [গুরু + ইষ্ঠ]

গরিহা—(প্রাদেশিক) বি. নিন্দা, তিরস্কার।

গরীব—গরিব দ্রঃ।

গরীয়ান্ (-রীয়স্)—ণ. গুরুতর ; মর্যাদাশালী অথবা শক্তিশালী ; একান্ত প্রিয়, একান্ত আদরের। স্ত্রী. **গরীয়সী** (জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী)।

গরু, গোরু—[সং গো, হি গোরু] বি. গোজাতি, ষাঁড়, বলদ, গাভী ; বুদ্ধিবিবেচনাহীন বা একান্ত নির্বোধ ব্যক্তি (তুমি একটি গরু—গালি)। (**হালিক**—যে গরু হাল টানে ; **ধুরীণ, ধুরন্ধর**—যে গরু গাড়ী টানে ; **একধুর**—যে গরু এক পিঠে বোঝা বয়। **সর্বধুরীণ**—যে গরু দুই পিঠেই বোঝা বহিতে পারে। **অচণ্ডী**—শান্ত গাভী, যাহাকে ছাঁদিয়া দোয়া যায়। **বেহৎ**—যে গরুর বার বার গর্ভ নষ্ট হয়। **সন্ধিনী**—ষাঁড়-লাগা গরু। **সুব্রতা**—যে গরু সহজে দোয়া যায়। **ধেনু**—যে গরুর অল্প দিন হইল বাচ্চা হইয়াছে। **শবলী**—যে গাভীর গায়ের রং বিচিত্র। **শ্যামলী**—শ্যামল বর্ণের গাভী। **ধবলী**—সাদা রং এর গাভী। **কৃষ্ণা**—কালো রংএর গাভী।) **গরু-খোর**—গো-খাদক। **গরু-চোখো**—যাহার চোখ গরুর মত বড় ও নির্বুদ্ধিতা-ব্যঞ্জক। **গরুচরানে**—গরুর রাখাল। **গরুচোর**—যে সর্বদা ভয়ে ভয়ে থাকে অথবা যাহার উপরে কারণে অকারণে উৎপীড়ন হয়। **গরু মেরে জুতো দান**—বড় অপরাধের জন্য নামমাত্র বা লোক-দেখানো ক্ষতি স্বীকার বা প্রায়শ্চিত্ত করা।

গরুজে—ণ. গরজযুক্ত। (গরজ দ্রঃ)। [বাং]।

গরুড়—(যে সর্প নাশ করে অথবা গুরুভার লইয়া উড়িতে পারে) বি. পুরাণোক্ত পক্ষিরাজ ; সৈন্য-ব্যূহ-বিশেষ। [সং]। **গরুড়ধ্বজ**—গরুড়-বাহন—বিষ্ণু। **গরুড়-মূর্তি**—গরুড় যেমন যুক্তকরে অবস্থিত সেরূপ যে সর্বদা ভয়ে ভয়ে থাকে। **গরুড়-শয়ন**—(গরুড় বহুকাল অণ্ড-মধ্যে বাস করিয়াছিল, তাহা হইতে) বহুকাল অচৈতন্য অবস্থায় কাটানো। **গরুড় পুরাণ**—পুরাণ-বিশেষ, বিষ্ণুকর্তৃক গরুড় সমীপে কথিত পুরাণ। **গরুড়-মণি**—সর্পভয় নিবারক মরকত মণি। **গরুড়াগ্রজ**—অরুণ। **গরুড়াসন**—যোগাসন-বিশেষ।

গরুৎ—[সং] বি. পক্ষ, পালক। **গরুৎমন্ত**—যাহার পাখা আছে, পক্ষী। **গরুত্মান্** [-মৎ] —পক্ষী ; গরুড়। স্ত্রী. **গরুত্মতী**—পক্ষিণী ; পালখাটানো নৌকা।

গরুবে—ণ. গর্বিত, দেমাগে। [প্রাদেশিক]

গর্গ—মুনি-বিশেষ, যদু-বংশের পুরোহিত ও আচার্য।

গর্গরি—(যাহা জল ভরার সময় গর্গর শব্দ করে) বি. কলস, ঘড়া ; দধি-মন্থনের ভাণ্ড ; জলের আবর্ত। **গর্গরী**—গাগরী, ছোট কলসী।

গর্জ—বি. উচ্চ শব্দ গর্জন ; মেঘ হাতী ইত্যাদির ডাক (তোমার সঙ্গীত যেন গগনের শত ছিদ্র মুখে বায়ু গর্জে আসে—রবি)। [গর্জ্ + অ]। **গর্জক**—ণ. গর্জনকারী। **গর্জন**—উচ্চ শব্দ, ক্রোধ ও স্পর্ধাব্যঞ্জক উচ্চ শব্দ (বাবু গর্জন করিয়া উঠিলেন) ; (বাং) গাছ-বিশেষ। **গর্জন তেল**—গর্জন গাছের নির্যাস (প্রতিমার রঙ উজ্জ্বল করিতে ব্যবহৃত হয়)। **গর্জানো**—ক্রি. ক্রোধে গর্জন করা, নিষ্ফল আক্রোশ বা ক্রোধ প্রকাশ করা (গর্জানোই সার)। **গর্জমান**—গর্জনশীল (গর্জমান শব্দ সংস্কৃত ব্যাকরণ মতে অশুদ্ধ)। **গর্জিত**—ণ. বি. ধ্বনিত ; গর্জন (মেঘ-গর্জিত) ; মত্তহস্তী।

গর্ত—[গৄ (ভোজন করা) + তন্] বি. গহ্বর, রন্ধ্র ; যাহা অপ্রশস্ত ও গভীর, আলোকহীন সংকীর্ণ স্থান ; (তাহা হইতে) মানসিক সংকীর্ণতা (গর্ত হইতে বাহির হইয়া জগৎ দেখ)।

গর্দভ—[গর্দ্ (শব্দ করা) + অভচ্। যে উৎকট শব্দ করে] বি. গাধা, রাসভ ; কাণ্ডজ্ঞানহীন, একান্ত বোকা (লোকটি আস্ত গর্দভ)।

গর্দ, গর্দা—[ফাঃ গর্দ্] বি. ময়লা, মাটি, ধুলা।

(গর্দামাল) **গর্দা উড়ানো**—ধুলোমাটি উড়ানো। **গর্দা-জমা**—ধুলা জমা, ময়লা আটকানো।

গর্দান, গরদান—[ফাঃ গরদন্] বি. ঘাড়, গলা; ঘাড়সমেত মাথা (গরদান যাবে)। **গরদান ঝুঁকানো**—মাথা নীচু করা, নতিস্বীকার করা। **গরদান লওয়া, গরদান মারা**—মাথা কাটিয়া ফেলা। **গরদান যাওয়া**—মাথা কাটা যাওয়া। **গরদানি**—গলাধাক্কা (যাবে, না গরদানি খাবে)।

গর্দিশ—গরদিশ দ্রঃ।

গর্ব [গর্ব্—অহঙ্কৃত হওয়া] বি. অহঙ্কার, দর্প, বড়াই; গৌরব (জাতির গর্বের সামগ্রী)। ণ **গর্বিত**—অহঙ্কারী, উদ্ধত; গৌরবযুক্ত (তোমার সখ্যগর্বিত); দৃপ্ত (যৌবনগর্বিত)। **গর্বী** (-র্বিন্)—দর্পী, অহঙ্কারী, গর্বিত। স্ত্রী **গর্বিণী**। **গর্বোদ্ধত**—দাম্ভিক; গৌরবদৃপ্ত (গর্বোদ্ধত জাতীয় পতাকা, -কাঞ্চনজঙ্ঘা)।

গর্ভ—[গৃ—গ্রাস করা] বি. গর্ভাশয় বা জরায়ু, উদর (মাতৃগর্ভ); ভ্রূণ (গর্ভের পূর্ণতা প্রাপ্তি); অভ্যন্তর (অগ্নিগর্ভ; ভূগর্ভ; বিদ্যুৎগর্ভ মেঘ); নদীর খাত অর্থাৎ বর্ষাকালে নদীর কূল যতদূর পর্যন্ত প্লাবিত হয় (গঙ্গাগর্ভে বাস—গঙ্গার তীরে বাস)। **গর্ভক**—খোঁপার ফুল; এক দিন সমেত দুইরাত্রি। **গর্ভকণ্টক**—কাঁঠাল গাছ। **গর্ভকেশর**—পুষ্পযোনি যাহাতে ফলসঞ্চার হয়। **গর্ভকোষ**—গর্ভাশয়। **গর্ভগৃহ**—ভিতরকার ঘর; সূতিকাগৃহ। **গর্ভচ্যুত**—গর্ভ হইতে নিষ্ক্রান্ত। **গর্ভণ্ড**—নাভির গোঁড়। **গর্ভতন্তু**—গর্ভকেশরের অংশ-বিশেষ। **গর্ভথোড়**—গাভথোড়, যে মোচা হইতে কলা বাহির হয় নাই। **গর্ভদাস**—ক্রীতদাসীর পুত্র, খানেজাদ। **গর্ভদোহদ**—গর্ভিণীর অভিলষিত খাদ্য বা বস্তু। **গর্ভধারিণী**—জননী। **গর্ভনাড়ী**—নাভিরজ্জু, umbilical cord। **গর্ভপরিস্রব**—গর্ভের ফুল, placenta। **গর্ভপাত**—গর্ভস্রাব। **গর্ভপাতক**—যে গর্ভপাত ঘটায়। **গর্ভপাতন**—ঔষধাদি প্রয়োগে গর্ভনাশ। **গর্ভবতী**—গর্ভিণী, অন্তঃসত্ত্বা। **গর্ভবাস**—মাতৃগর্ভে অবস্থান। **গর্ভব্যূহ**—গুপ্ত সৈন্যসমাবেশ। **গর্ভমাস**—গর্ভ সঞ্চারের মাস। **গর্ভমোচন**—প্রসব। **গর্ভযন্ত্রণা**—সন্তান গর্ভে ধারণ ও প্রসবের কষ্ট; অসহনীয় কষ্ট। **গর্ভস্নান**—নাড়ী কাটার পরে শিশুর স্নান। **গর্ভস্রাব**—অসময়ে গর্ভপতন; অকালকুষ্মাণ্ড, একান্ত অকর্মণ্য (গালি)। **গর্ভাগার**—সূতিকাগার। **গর্ভাঙ্ক**—নাটকের কোন অঙ্কের অন্তর্গত ক্ষুদ্র অঙ্ক। **গর্ভাধান**—দ্বিতীয় বিবাহ; সন্তানোৎপাদন। **গর্ভাশয়**—জরায়ু। **গর্ভিণী**—গর্ভবতী, গাভিন। **গর্ভিত**—গর্ভযুক্ত, অন্তরে বিধৃত। **গর্ভোপঘাত**—গর্ভ নষ্ট হওয়া। **গর্ভোপঘাতিনী**—গাবড়া-ফেলা গাভী।

গর্মি, গর্মী—গরমি [গরম দ্রঃ]।

গর্হণ, গর্হণা, গর্হা—[গর্হ্—নিন্দা করা] বি. নিন্দা, অপবাদ, কুৎসা। **গর্হণীয়**—নিন্দনীয়। **গর্হিত**—নিন্দিত; অবজ্ঞাত, নিষিদ্ধ। **গর্হ্য**—নিন্দনীয়, মন্দ। **গর্হ্যবাদী** (দিন্)—যে অশিষ্ট কথা মুখে আনে।

গল—বি. গলা, কণ্ঠনালী; কণ্ঠ, গলদেশ (মুণ্ডমালা গলে)। [সং]

গলই,-লুই—বি. নৌকার প্রান্তভাগ (আগা গলুই, গলুইয়ের দিকে)। [বাং]

গলকম্বল—বি. গরুর গলায় লম্বমান চর্ম। [সং]।

গলগণ্ড—বি. গলায় যে স্থূল মাংসপিণ্ড দেখা দেয়, রোগ-বিশেষ, goitre। [সং. গণ্ড=গ্রন্থি]

গলগল—জল-আদি তরল পদার্থ পাত্র হইতে ঢালিয়া পড়ার শব্দ (গল গল করিয়া বমি হইয়া গেল); ক্রমাগত উচ্চ স্বরে কথা বলা। **গলগলে**—যে পুরুষ বেশী কথা বলে। **গলগলী**—যে নারী বেশী কথা বলে।

গলগ্রহ—বি. রোগ-বিশেষ; ভরণ-পোষণের জন্য অপরের উপর নির্ভরশীল। [সং]।

গলৎ—ণ. যাহা গলিয়া পড়িতেছে (গলদ্‌ঘর্ম)।

গলৎ, গলত, গলদ—গলদ দ্রঃ।

গলতী—[আঃ গ'লতী] বি. ভুল, দোষ, ত্রুটি।

গলদ—[আঃ গ'লৎ'] বি.ভুল, ত্রুটি, দোষ (গোড়ায় গলদ)। **বিস্‌মিল্লায় গলদ**—সূচনায়ই ত্রুটি, গোড়ায় গলদ। **গলদ মারা**—ভ্রম বা ত্রুটি সংশোধন করা।

গলদশ্রু—ণ. যে চোখ হইতে অশ্রু ঝরিতেছে। [গলৎ+অশ্রু]। **গলদ্‌ঘর্ম**—ণ. যাহার শরীর ঘামিয়া গিয়াছে; যথেষ্ট পরিশ্রান্ত (এই সামান্য কাজ করতেই গলদ্‌ঘর্ম হ'লে)। **গলদ্ধার**—বি. ধারাসার, মুষলধার (গলদ্ধারে বৃষ্টি হয়েছে)।

গলদ্বার—বি. মুখ। [সং]

গলন—বি. গলিয়া যাওয়া, নিঃসৃত বা ক্ষরিত হওয়া।
গলবস্ত্র—ণ. গলায় কাপড় দেওয়া অবস্থা। [সং]।
গল-লগ্নীকৃতবাস—ণ. গলবস্ত্র (বিনয় অথবা হীনতাজ্ঞাপক)। (বহুব্রী)
গলরজ্জু—বি. গলায় রজ্জু; ফাঁস।
গলস্তন—বি. ছাগীর গলায় যে স্তনের মত মাংসপিণ্ড থাকে তাহা। **গলস্তনী**—ছাগী।
গলশুণ্ডিকা—বি. আলজিভ্। [সং]
গলহস্ত—বি. অর্ধচন্দ্র, গলাধাক্কা। [সং]
গলা—[সং গল] বি কণ্ঠনালী; কণ্ঠ, গ্রীবা; ঘাড়; কণ্ঠস্বর (মিষ্টি গলা); উচ্চতায় বা গভীরতায় গলা পর্যন্ত (গলাজল)। **গলা কাটা**—ক্রি. ণ. বি. হত্যা করা; হত্যাকারী; ডাকাত; প্রবঞ্চক; অন্যায় ভাবে গৃহীত এবং অত্যন্ত চড়া (গলাকাটা দাম); কবন্ধ। **গলা খুস্‌খুস্**—অল্প কাশি হওয়ার ভাব বা শ্লেষ্মার উদ্রেক; ঝগড়া করার জন্য উন্মুখতা। **গলা খাঁকার দেওয়া বা খেঁকারী দেওয়া**—একটু কাশিয়া উপস্থিতি জানানো। **গলা ঘড্‌ ঘড্, ঘড়্ ঘড়্**—কাশির বিভিন্ন অবস্থার শব্দ। **গলা করা**—উচ্চ শব্দে কথা বলা; চেঁচামেচি করা; উচ্চ শব্দে প্রতিবাদ বা গর্ব প্রকাশ করা। **গলা চাপা**—শ্বাস রোধ করা; গলার স্বর খাটো করা। **গলা ছাড়া**—উঁচু গলায় কথা বলা বা গান করা (গলা ছেড়ে বলব এমন জুলুম অসহ্য)। **গলা টানা**—শ্লেষ্মা হওয়া বা বৃদ্ধি পাওয়া। **গলা টেপা**—কথা বলিতে না দেওয়া (মুখ খোলার জো নেই, গলা টিপে ধরে)। **গলাধরা**—স্বর বসিয়া যাওয়া; ওল প্রভৃতি খাওয়ার ফলে গলা চুল্‌কানো। **গলাধাক্কা**—অর্ধচন্দ্র। **গলা ফুলা**—বিভিন্ন রোগের ফলে গলদেশের বা গলগ্রন্থির স্ফীতি। **গলা বসা**—ঠাণ্ডায় স্বর ভঙ্গ বা লোপ হওয়া। **গলাবাজি**—লোক-মাতানো বক্তৃতা; চীৎকার করিয়া বলা। **গলাভাঙ্গা**—স্বর বসা বা বিকৃত হওয়া। **গলা ভারী**—গলার স্বর মোটা বা গম্ভীর। **গলা সাধা**—গলায় সুর সাধা। **গলায় করা**—দায়িত্ব গ্রহণ করা। **গলায় কাপড় দেওয়া**—নতি স্বীকার করা, একান্ত বিনয় প্রকাশ করা। **গলায় কুঠার বা কুড়াল বাধা**—সম্পূর্ণরূপে হার স্বীকার করা। **গলায় গলায়**—আকণ্ঠ; অতি ঘনিষ্ঠ। **গলায় দড়ি**—ফাঁসি; জবাবদিহির দায়ে পড়া (সকলেই পালাবে শেষে গলায় দড়ি পড়বে তোমার); ধিক্কারসূচক বাক্য (অমন শখের গলায় দড়ি)। **গলায় পড়া**—ভার চাপা; গলগ্রহ হওয়া। **গলায় পা দেওয়া**—একান্ত জবরদস্তি করা, উৎপীড়ন করা। **হলায় গলায়**—গলায় গলায়।
গলা—ক্রি. দ্রবীভূত হওয়া, তরল হওয়া (বরফ গলা, ঘি গলা); ক্ষরিত হওয়া, নিঃসৃত হওয়া (রস গলা); সিদ্ধ হওয়া, নরম হওয়া (ডাল গলা; মন গলা; ভাত গলা; মাংস ভাল গলেছে); ফাটিয়া যাওয়া, অভিভূত হওয়া (ফোঁড়া গলা, সোহাগে গলিয়া গেল); ছিদ্র-পথে প্রবেশ করা (এ-জামায় মাথা গলবে না); স্রাবযুক্ত হওয়া (মাংস গলে গলে পড়ছে)।
গলা—ণ. গলিত, পচা, নরম। [বাং]।
গলাগলি—গলায় গলায়, ঘনিষ্ঠ বন্ধুভাব; আদরে পরস্পরের স্কন্ধে হাত দিয়া।
গলাধঃকরণ—বি. গলা দিয়া নামানো, গ্রাস করণ। [গল+অধঃকরণ]।
গলানী—বি. গলবন্ধনী, গরুর গলার দড়ি। [বাং]
গলানো—গলিত করা, তরল করা; প্রবিষ্ট করা; ফাটানো; কোমল করা (মন গলানো)।
গলাবন্ধ, -বন্ধ—[ফাঃ গুলুবন্দ্] বি. গলায় জড়াইবার পশমী পটি, কম্ফর্টার।
গলাশি,-সি,-সী—বি. গরু প্রভৃতি গৃহপালিত জন্তুর গলার রশি। [বাং]
গলি—[হি. গলী] বি. লোক চলাচলের অপ্রশস্ত রাস্তা। **গলিকুচা,-কুচী**—সরু গলি। **গলি গলি**—গলিতে গলিতে, পথে পথে, সর্বত্র। **গলি-ঘুঁজি**—আঁকাবাঁকা সরু গলি।
গলিজ—[আঃ গ'লীয'] ণ. পচা, পলা; দুর্গন্ধ-যুক্ত; নোংরা।
গলিত—ণ. দ্রবীভূত; ক্ষরিত (গলিত স্বর্ণ; গলিত নীহার; গলিত শোকাশ্রু); ক্ষয়প্রাপ্ত; নষ্ট (গলিত নখ-দন্ত, গলিতযৌবন); শিথিল (গলিত অঙ্গ); পচা, যাহা হইতে পুঁজরক্ত পড়িতেছে (গলিত কুষ্ঠ)। [গল্+ক্ত]
গলুই—গলই দ্রঃ।
গলেগণ্ড—বি. ণ. হাড়গিলা পক্ষী; গলগণ্ডযুক্ত।
গল্‌দা, গল্লা—বি. লম্বা মোটা পা-যুক্ত বড় চিংড়ি

গল্প—[সং জল্প] বি. কাহিনী, উপকথা; অতিরঞ্জিত বর্ণনা; আলাপ (গল্প করা)। **গল্পে**—ণ. গল্প করিতে পটু; অতিরঞ্জিত বর্ণনায় অভ্যস্ত। **গল্পগুজব**—নানা ধরণের কথাবার্তা, খোস-গল্প। **গল্প গেলা**—তন্ময় হইয়া গল্প শোনা। **গল্পসল্প**—কথাবার্তা, গল্পগুজব। **ছোটগল্প**—অল্পায়তনে উপন্যাসতুল্য স্বয়ংপূর্ণ কাহিনী।

গল্লা—[ফাঃ গ'ল্লা] বি. শস্য, তরিতরকারী, শস্যের বা বিচালির আঁটি।

গল্লাচিংড়ি—গলদা চিংড়ী দ্রঃ।

গস্‌গস্, গিস্‌গিস্—বহু লোকের একত্র সমাবেশ (ষ্টেশনে লোক গিস্‌গিস্ করছে)।

গস্‌গস্, গশ্‌গশ্—চাপা ক্রোধ সম্বন্ধে বলা হয় (রাগে গস্‌গস্ করছে)।

গস্ত—[ফাঃ গশ্‌ৎ] বি. পরিভ্রমণ, চক্কর, ঘুরিয়া ঘুরিয়া পর্যবেক্ষণ। **গস্ত করা**—হাটে ঘুরিয়া ফিরিয়া মাল খরিদ করা। **গস্ত ফেরা**—চক্কর দেওয়া, পুলিশের রোঁদে বাহির হওয়া। **গস্ত-ফেরানো**—বরকে, অথবা যাহার খাৎনা হইয়াছে তাহাকে, সমারোহের সহিত, সাধারণতঃ ঘোড়ায় চড়াইয়া ঘুরাইয়া আনা। বি. **গস্তি**।

গস্তানী—[হি. গস্তান—কুলটা] ণ. বি. যে নারী প্রণয়ীর সন্ধানে ফিরে, অভিসারিকা (মেয়েলী গালি)।

গস্তিদার—বি. যে সুবিধা দরে জিনিষ খরিদ করার নিমিত্ত নানাস্থানে ঘোরে। [ফাঃ গশ্‌ৎ-দার]।

গহন—[গহ্ (নিবিড় হওয়া, বুঝিতে কঠিন হওয়া) + অনট্] ণ. দুর্গম, যাহার ভিতরে প্রবেশ করা কঠিন (গহন অরণ্য), নিবিড় (গহন মেঘ; গহন আঁধার); গভীর, অগাধ, অতলস্পর্শ (গহন সমুদ্র); দুর্বোধ, জটিল (গহনতত্ত্ব)।

গহনা—বি. অলঙ্কার, গয়না। (বাং)। **গহনা-পত্র**—অলঙ্কার-পত্র

গহনা—(গন দ্রঃ) বি. লোক ও মাল লইয়া যাতায়াত করণ (গহনার নৌকা; গহনার ষ্টীমার)। [বাং]। **গহনার ছক্কর**—যাত্রিবাহী ঘোড়ার গাড়ী।

গহিন, গহীন—ণ. গভীর, অতলস্পর্শ।

গহীর—(ব্রজবুলি) গভীর।

গহীরা, গৈরা—গভীর।

গহ্বর—বি. গর্ত, রন্ধ্র, বিবর, গিরিগুহা।

গা—[সং গাত্র] বি. শরীর, অঙ্গ (গায়ে জ্বর, গায়ে গহনা); দৈহিক অবস্থা (গা বমি বমি করছে); কোন কিছুর উপরিভাগ (কলসীর গা); চামড়া (থসথসে গা); বোধ, অনুভূতি (অপমান গায়ে লাগে না); মনোযোগ, ইচ্ছা (কাজে গা নেই)। **গা এড়া দেওয়া**—উদাসীন হওয়া, গরজ না করা। **গা করা**—মনোযোগ দেওয়া, সচেষ্ট হওয়া। **গা কশ্‌কশ্ করা**—চাপা ক্রোধের জন্য তীব্র অস্বস্তিপূর্ণ অনুভূতি হওয়া। **গায়ে কাঁটা দেওয়া**—গা শিউরে ওঠা। **গায়ে কাপড় দেওয়া**—(মেয়েদের) যোগ্যভাবে বস্ত্রাবৃত হওয়া। **গা কেমন করা**—বমি হওয়ার পূর্বে অস্বস্তি অনুভূত হওয়া। **গা খসা**—গর্ভস্রাব হওয়া। **গা খসানো**—গর্ভপাত করানো। **গা-গতর হওয়া**—মোটাসোটা হওয়া। **গা-গতর পোষা**—গতর পোষা। **গা গশ্‌গশ্ করা**—গা কশ্ কশ্ করা। **গা ঘামানো**—রীতিমত শ্রম করা (গা ঘামাও হবে ত হবে)। **গা-ঘেঁষা হওয়া**—নেওটা হওয়া। **গা ঘেঁষে যাওয়া**—অতি নিকট দিয়া যাওয়া। **গায়ের চামড়া তোলা**—কঠিন প্রহার দেওয়া। **গা ছাড়া**—শোক-দুঃখে নিজের প্রতি উদাসীন হওয়া। **গা জুড়ানো**—পরিশ্রম বা জ্বরের পর শরীর ঠাণ্ডা হওয়া; স্বস্তিপূর্ণ হওয়া (আহা কি কথাই বল্লে শুনে গা জুড়িয়ে গেল)। **গা-জোরি, গা-জুরি**—জবরদস্তি (গা-জুরি কথা—শুধু হঠকারমূলক যুক্তি-বিচারহীন কথা)। **গা জ্বলা**—গাত্রদাহ হওয়া, অসহ্য বোধ হওয়া (তোমার কথা শুনে গা জ্বলে)। **গা জ্বালানো কথা**—যে কথা শুনিয়া সহজেই রাগ হয়। **গা ঝাড়া দিয়া উঠা**—জড়তা পরিহার করিয়া উদ্যোগী হওয়া। **গায়ের ঝাল ঝাড়া, মেটানো**—কথা শুনাইয়া অথবা প্রহার দিয়া মনের সঞ্চিত ক্রোধ মেটানো। **গা ঝিম ঝিম করা**—অবসন্নতা বোধ করা। **গা টলা**—টাল খাইয়া পড়িবার মত হওয়া। **গা টেপা**—হাত দিয়া শরীর চাপা; অপরের অলক্ষ্যে গায়ে হাত দিয়া ইঙ্গিত করা। **গা ডলা**—অঙ্গমর্দন করা, শরীরে হাত বুলাইয়া দেওয়া; ছোট ছেলেমেয়েদের বড়-দের গা ঘেঁষিয়া থাকা। **গা ডোল হওয়া**

—শিহরিত হওয়া। **গা ঢাকা দেওয়া**—নিজেকে লুকান, দেখা সাক্ষাৎ না করা। **গা ঢেলে দেওয়া**—ঘটনাপ্রবাহে নিজেকে সঁপিয়া দেওয়া, নিজের ইচ্ছাশক্তিকে নিষ্ক্রিয় রাখা। **গা ঢিস্ ঢিস্ করা**-শিথিলতা বোধ করা। **গা তোলা**—শয্যা ত্যাগ করা; উদ্যোগী হওয়া। **গা দেওয়া**—মনোযোগ দেওয়া। **গায়ে দেওয়া**—পরিধান করা। **গায়ে থুথু দেওয়া**—ঘৃণা প্রকাশ করা। **গায়ে নাম লেখা থাকা**—অবিসংবাদিত অধিকারের প্রমাণ থাকা। **গা ধসা**—দেহের বাঁধ শিথিল হওয়া, শরীর ভাঙা। **গা নাড়া**—পরিশ্রমী হওয়া, উদ্যোগী হওয়া। **গায়ে পড়া**—বেশী ঘনিষ্ঠ হইতে চাওয়া (গায়ে পড়া ভাব)। **গা পাতিয়া লওয়া**—গায়ে মাখা (তোমাকে ত বলা হয় নি, তুমি গা পেতে নিতে গেলে কেন?)। **গা বসা**—গা লাগা। **গা ভাঙা**—আলস্যে আড়মোড়া খাওয়া, মোড়ামুড়ি ছাড়া। **গা মরা হওয়া**—শরীর শুকাইয়া যাওয়া ('বুক মরা': 'পাছা মরা') **গায়ে ফুঁ দিয়া বেড়ানো**—কোন পরিশ্রমের কাজে না যাওয়া, বাবুগিরি করিয়া বেড়ানো। **গায়ে ফোস্কা পড়বে না**—কোন বড় রকমের অস্বস্তির সৃষ্টি করিবে না। **গায়ে না মাখা**—নির্লিপ্ত থাকা। **গা-ভারী**—গর্ভবতী। **গা মাটি মাটি করা**—গা ম্যাজম্যাজ করা, ঢিস্ ঢিস্ করা। **গা ভরে উঠা**—হৃষ্টপুষ্ট হওয়া। **গায়ের কাপড়**—আলোয়ান, চাদর ইত্যাদি। **গায়ে হলুদ**—বিবাহে অনুষ্ঠান-বিশেষ। **গায়ে হাত তোলা**—মারা। **গা শোঁকাশুঁকি**—গা শুঁকিয়া পশুর আপন-পর নির্ণয়; স্বপক্ষ বিপক্ষ নির্ণয় (ব্যঙ্গে)।

গা—স্বরগ্রামের তৃতীয় স্বর, গান্ধার।

গা, গাহা—গুচ্ছ, এগারটা (সুপারিতে। কোন কোন অঞ্চলে দশটায় এক গা হয়। গা কে কোন কোন অঞ্চলে ঘা বলা হয়)।

গা—সম্বোধনে, গো, ওগো; বিস্ময়, বিরক্তি প্রভৃতি প্রকাশেও বলা হয়। সাধারণতঃ মেয়েলি ভাষায় অথবা মেয়েদের সম্বন্ধে—অবাক করলে গা।

গাই—[সং গবী] বি. গাভী। **গাই-গরু**—দুগ্ধবতী গাভী।

গাই—গান করি, প্রশংসা করি (যার খাই তার গাই)। **গাইয়া বেড়ানো, গেয়ে বেড়ানো**—রটানো, প্রচার করা।

গাইয়ে—[সং গায়ক] ণ. বি. গায়ক, সঙ্গীতজ্ঞ। **গাইয়ে বাজিয়ে**—যোগাইতে ও বাজাতে জানে। **গাইয়ে বাজিয়ে লোক**—সঙ্গীত-রসিক; করিত-কর্মা।

গাইল, গা'ল—বি. গালি। [প্রাদেশিক]

গাউন, গৌন—[ইং gown] বি. ইউরোপীয় নারীর সুপরিচিত পরিচ্ছদ; বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারীদের বিশিষ্ট বহির্বাস।

গাও—ক্রি. গান কর। বি. গাত্র, গা। (প্রাদেশিক) **গাও লাগানো**—গা লাগানো, গা করা।

গাওনা—গান; গানের মুজরো। [বাং]।

গাওয়া—[সং গব্য] ণ. গোদুগ্ধজাত '(—ঘি)।

গাওয়া—[ফা. গবাহ্] বি. সাক্ষী, প্রত্যক্ষদর্শী (বাংলায় সাধারণতঃ 'সাক্ষী গাওয়া' বলা হয়—সাক্ষী গাওয়া যা আছে হাজির কর)।

গাওয়া—ক্রি. গান করা; কীর্তন করা, প্রশংসা করা (খুন খাই যার, গুণ গাই তার); ছন্দোবদ্ধে বর্ণনা করা (গাইব মা বীররসে ভাসি মহাগীত—মধু); কূজন করা, গুঞ্জন করা। **গেয়ে বেড়ানো**--রটনা করা, অভিযোগ জানানো (ছেলের সঙ্গে বলে না চুপ করে যাও, সে কথা গেয়ে বেড়িয়ে লাভ কি)। **গাওয়ানো**—গান করানো। [প্রাদে.

গাওয়া—ক্রি. কালাপাতি করা (নৌকা গাওয়া)

গাং, গাঙ, গাঙ্গ—[সং গঙ্গা] বি গঙ্গা; যে কোন নদী (গাঙের ঘাট)। **গাং কাত**—গঙ্গার বা নদীর ধারা সমতল না বহিয়া কাত হইয়া বহিতেছে (স্তাবকতা সম্পর্কে বিদ্রূপপূর্ণ উক্তি—কর্তা বলেছে গাং কাত, অতএব গঙ্গা কাত)। **গাঙ চিল, গাঙ ফড়িং**—গঙ্গা দ্রঃ। **গাঙ দাড়া, গাঙ দাড়া**—কাঁকলেশ বা কাঁকলে মাছ (পূর্ববঙ্গে 'কাইখ্যা' বলে)। **গাঙ পার হইয়া কুমীরকে কলা দেখানো**—কাহারও অধিকারের বাহিরে গিয়া তাহাকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করা। **গাঙ মাছ**—নদীর মাছ (বিলের বা পুকুরের নয়)। **গাঙ শালিক**—নদীর উঁচু পাড়ে গর্ত করিয়া বাস করে যে সব শালিক শ্রেণীর পাখী।

গাঁ—[সং গ্রাম] বি. গ্রাম। **গাঁ-কে-গাঁ**—

গ্রামের পর গ্রাম (কলেরায় গাঁ-কে-গাঁ উজাড় হইয়া গেল)। **গাঁ-ঘর**—পাড়াপ্রতিবেশী। **গাঁ বড় তার মাঝের পাড়া**—(বিদ্রূপে) অযোগ্যের বা নগণ্যের মহত্ত্ব দাবি। **গাঁয়ে মানে না আপনি মোড়ল**—কর্তৃত্ব করিতে অত্যন্ত আগ্রহশীল। **গাঁ সুদ্ধ লোক**—পাড়ার বহু লোক, অনেক লোক (চেঁচিয়ে গাঁ সুদ্ধ লোক জড় করা)। **ভিন্ গাঁ**—ভিন্ন গ্রাম।

গাঁ-গাঁ—ষাঁড়ের ডাক, অথবা সেরূপ চড়া মোটা আওয়াজ; আর্তনাদ।

গাঁই, গাঞী—বি. আদি বসতির গ্রামের নাম অনুযায়ী ব্রাহ্মণের শ্রেণী বিশেষ। [গ্রাম, গ্রামীণ]

গাঁই-গুঁই—অব্য. অসম্মতিসূচক অস্পষ্ট উক্তি, স্পষ্ট হাঁ কিবা না নয় (তাকে বললাম, ব্যাপারটা মীমাংসা করে ফেলতে, কিন্তু সে গাঁই-গুঁই করে চলে গেল)। (গ্রাম্য)।

গাঁইট, গাঁট,-ঠ—[সং গ্রন্থি] বি. গেরো, বাঁধন (গাঁট খুলে পড়া, শক্ত গাঁট): টেঁক, ট্যাঁক, সঞ্চয় স্থান (**গাঁটের পয়সা**—পূর্ববঙ্গে গাইটের পয়সা); আদা হলুদ ইত্যাদির মূল বা জড়; তেঁতুলের একটি বিচিযুক্ত অংশ; কাপড় পাট প্রভৃতির শক্ত করিয়া বাঁধা মোট।

গাঁইয়া, গেঁয়ে, গেঁয়ো—ণ. গ্রাম্য, অমার্জিত-রুচি। [বাং]

গাঁইতি—[হি. গৈঁতী] বি. শক্ত কঙ্করময় স্থান খুঁড়িবার কোদাল-বিশেষ, pick-axe.

গাঁক-গাঁক, গাঁ-গাঁ—অব্য. ষাঁড়ের ডাক, উচ্চ কর্কশ রব; আর্তনাদ।

গাঁজ, গাঁজলা, গেঁজলা, গেঁজা—[হি. গাজ] বি. পচিয়া যাওয়ার ফলে যে ফেনা উঠে, মাতন; ফেনা (বকতে বকতে মুখে গাঁজ উঠে গেল)।

গাঁজন—বি. পচিয়া ফেনাযুক্ত হওয়া, মাতন, fermentation।

গাঁজা, গাজা—বি.ণ. পচিয়া ফেনাযুক্ত হওয়া। **গাঁজানো**—মাতানো।

গাঁজা—[সং গঞ্জিকা, হি. গাঞ্জা] বি. সিদ্ধিজাতীয় গাছের শুষ্ক মঞ্জরী বা জটা (ইহা কলিকায় পুরিয়া তাহাতে আগুন দিয়া ধূমপান করা হয়)। **গাঁজা খাওয়া**—নেশার জন্য গাঁজায় ধূম পান করা। **গাঁজা টেপা**—গাঁজা হাতের তালুতে টিপিয়া কলিকায় পুরিবার যোগ্য করা; গাঁজা খাওয়া। **গাঁজাখোর**—যে গাঁজার নেশা করে। **গাঁজাখুরী, -খোরী**—গাঁজাখোর যেরূপ অলীক আজগুবি কথা নেশার ঝোঁকে বলে সেইরূপ (গাঁজাখুরী গল্প)। **গাঁজায় টান বা দম দেওয়া**—বেশী ক্ষণ ধরিয়া গাঁজার ধূম মুখে আকর্ষণ করা; গাঁজা টানিয়া নেশাগ্রস্ত হওয়া। **গেঁজেড়ী, গেঁজেল, গাঁজিয়াল**—গাঁজাখোর।

গাঁজিয়া, গেঁজিয়া, গেঁজে—বি. সুতা দিয়া বুনা টাকা-পয়সা রাখিবার কম চওড়া লম্বা থলি।

গাঁট, গাঁটি, গাঁঠ, গাঁঠি—গাঁইট দ্রঃ। **গাঁটের পয়সা**—নিজের টাকা, সঞ্চিত টাকা-পয়সা। **গাঁট-কাটা**—পকেট-মার, জুয়াচোর। **গাঁট-বন্দি**—বি. গাঁট বাঁধা, মোট বাঁধা **গাঁট-ছড়া**—হিন্দু বিবাহের আচার-বিশেষ (একখণ্ড বস্ত্রে হরীতকী, বহেড়া, সুপারী, হলুদ ও কড়ি বাঁধিয়া তাহার সহিত বরের উত্তরীয়ের প্রান্ত এবং কনের অঞ্চলের প্রান্ত বাঁধা হয়। ইহা বর ও কনের সতত সাহচর্য ও অভিন্নহৃদয়ত্বসূচক)।

গাঁটরি, গাঁঠরি-বি. গাঁটবাঁধা মোট, যাত্রীর সঙ্গে লওয়া কাপড়ের টুকরায় গেরো দিয়া বাঁধা, মোট। [হিন্দী]। **গাঁঠরি-বোচকা**—যাত্রীর সঙ্গের বাঁধাছাদা জিনিষপত্র, পোঁটলা-পুঁটলি।

গাঁটি, গাঁঠি—বি গেরো; অবয়বের সন্ধিস্থল। [গ্রন্থি]।

গাঁটিয়া, গেঁটে—ণ. গ্রন্থিযুক্ত, যাহাতে গাঁট আছে; গিরা-দেওয়া (গেঁটে কড়ি, সাত গেঁটে কাপড়; গ্রন্থি বা সন্ধি সম্বন্ধীয় (গেঁটে বাত); যাহার দেহের পেশী ও সন্ধি দৃঢ় (গেঁটে জোয়ান, বেঁটেসেঁটে লোক—পূর্ববঙ্গে 'গাইঠা জোয়ান')।

গাঁট্টা, গাট্টা—বি. মুষ্টিবদ্ধ হাতের আঙুলের গাঁ দিয়া আঘাত (গাঁট্টা মারা) ([বাং]।

গাঁট্টাগোঁট্টা, গাটাগোটা, গেঁটাগোঁটা—ণ. সবল পেশী ও গ্রন্থিযুক্ত কিন্তু অপেক্ষাকৃত বেঁটে (গাঁট্টাগোঁট্টা জোয়ান)। [বাং]

গাঁড়—[সং গণ্ড] বি. ফোঁড়া। **রাজগাঁড়**—পেটের মধ্যেকার ফোঁড়া।

গাঁত—বি. গাঁইট। [বাং]। **গাঁতের মাল**—চুরি করা মাল (গাঁতের মাল লইয়া হজম করিত)।

গাঁতা—বি. কৃষকদের চাষের কাজে পারস্পরিক সাহায্য। [প্রাদে.]। **গাঁতা দেওয়া**—এরূপ সাহায্য করা। **গাঁতা করে কাজ করা**—সহযোগে কাজ-করা। **গাঁতা করা**—জোট করা।

গাঁতি—পর্যায় ; দলবদ্ধতা, শ্রেণী, guild ; চোরের দল ; জমিদারের অধীনে জোতজমা। [বাং]। **গাঁতিদার**—জোতদার। **দরগাঁতি**—জোতদারের বা গাঁতিদারের অধীনে জমি-জমা।

গাঁতি—বি. গাঁইতি। [বাং]।

গাঁথনি,-নী, গাঁথুনি—বি. গ্রন্থন ; যাহা গাঁথা হইয়াছে ; মণি-মুক্তা ফুল ইত্যাদির মালা ; শব্দ বা পদের বিন্যাস ; ইট অথবা পাথরের রচনা। [গ্রন্থন]। **পাকা গাঁথুনি**—ইট পাথর, চূণ সুর্কি অথবা সিমেন্টের গাঁথনি। **কাঁচা গাঁথনি**—কাদার দেওয়ালাদি, আমা ইটের গাঁথুনি, চূণ সুর্কীর পরিবর্তে কাদার গাঁথনি (এরূপ গাঁথনির মাঝে মাঝে চূণ সুর্কির গাঁথনির বাঁধ পড়িলে তাহাকে 'গঙ্গা-যমুনা' গাঁথনি বলা হয়)।

গাঁথা—[বাং] ক্রি. গ্রন্থন করা, রচনা করা, পর-পর বিন্যাস করা (মালা গাঁথা ; মুক্তা গাঁথা, 'কথা গেঁথে গেঁথে নিতে করতালি' ; দেওয়াল গাঁথা)। ণ. বিদ্ধ করা, সংলগ্ন (বঁড়শিতে গাঁথা, মনে গাঁথা রইল) ; গ্রথিত, গুম্ফিত (গাঁথা মালা)। বি. গাঁথন, গাঁথনি।

গাঁদা, গেঁদা, গেন্দা—[সং গেন্দুক] সুপরিচিত ফুল, marigold।

গাঁদাল, গাঁধাল, গেদাল—বি. গন্ধভাদাল, উৎকট গন্ধের জন্য প্রসিদ্ধ লতা (কোন কোন রোগে সুপথ্য। গাঁদালের ঝোল)। [গন্ধালী]

গাঁদি—[বাং] বি. গাদি (দ্রঃ), ভিড় (গাঁদি লাগা ; মানুষের গাঁদি ; ছারপোকার গাঁদি)।

গাঁধি, গাঁধিপোকা—[সং গান্ধিক] বি. উগ্র গন্ধযুক্ত কীটবিশেষ (ইহারা ধানের দুধ চুষিয়া খায়, তাহা হইতে, 'কাজে **গাঁধি লাগা, গাঁধি পড়া**'—কাজ খারাপ হইয়া যাওয়া)।

গাগর,-রা—[সং গর্গর] বি. মাছ-বিশেষ।

গাগরি,-রী—বি. ছোট কলসী। [গর্গরী]

গাঙ, গাঙ্গ—গাং দ্রঃ। **গাঙিনী**—নদী-বিশেষ ; ছোট নদী।

গাঙুলী, গাঙ্গুলি—ব্রাহ্মণের উপাধি গঙ্গো-পাধ্যায় (গাঙ্গুলি গ্রামে পূর্বপুরুষের বাস হেতু)।

গাঙ্গেয়—ণ. গঙ্গায় উৎপন্ন ; গঙ্গাতীরস্থিত (গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গ) ; বি. ভীষ্ম ; কার্তিকেয় ; গঙ্গাজল ; ইলিসমাছ। [গঙ্গা+ফেয়]।

গা-চাবি—বি. বাক্স আলমারি প্রভৃতির গায়ে লাগানো চাবির কল ; গা-তালা।

গাছ—[সং গচ্ছ] বি. বৃক্ষ, তরু ; ঘানিগাছ (ভবের গাছে জুড়ে দিয়ে মা, পাক দিতেছ অবিরত—রামপ্রসাদ); 'টা', 'টি' অর্থে (সরু লম্বা জিনিষ সম্বন্ধে—একগাছ বা একগাছা দড়ি, চুল)। ণ. বড়, লম্বা, অত্যন্ত বেশী ; শক্ত গাছের মত লম্বা অথবা শক্ত (মেয়ে ত দেখতে দেখতে গাছ হয়ে উঠলো ; দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পা গাছ হয়ে গেছে)। **গাছ-কোমর বাঁধা**—খেলা বা পরিবেশনাদির সময় মেয়েদের আঁচল কোমরে জড়াইয়া বাঁধা (গাছ-কোমর বেঁধে ঝগড়া করতে এসেছে)। **গাছ-কৌটা**—লম্বা চূড়াওয়ালা উঁচু খাড়া কৌটা (বিবাহাদিতে সিন্দুরের জন্য)। **গাছ-গাছড়া**—ছোটবড় গাছ, লতা প্রভৃতি ; ঔষধ রূপে ব্যবহৃত হয় এমন ছোট গাছ ও লতাপাতা। **গাছগাছালি**—বাড়ীর বা বাগানের নানা ধরণের গাছ। **গাছগাড়ু**—বড় গাড়ু ; লাউয়ের খোলের গাড়ু। **গাছপাকা**—গাছে-পাকা। **গাছপাগল**—আস্ত পাগল, গাছে বাঁধার যোগ্য পাগল। **গাছপাথর**—নির্দেশক বা পরিমাপক গাছ ও পাথর (তার বয়সের গাছ-পাথর নাই—অত্যন্ত বৃদ্ধ)। **গাছপান**—যে পানের লতা গাছে জড়াইয়া উঠে। **গাছ-পালা**—বৃক্ষপল্লবাদি ; গাছ ও লতাপাতা। **গাছপ্রদীপ**—গাছের ডালপালার আকৃতির উচ্চ দীপাধার। **গাছব্যাঙ**—যে ব্যাঙ গাছে থাকে। **গাছমরিচ**—লঙ্কা (গাছমরিচের ঝাল)। **গাছ মণ্ডা**—নৈবেদ্যের উপরে সাজানো গাছের মত চূড়া তোলা সন্দেশ। **গাছসিন্দুক**—পূর্ব-কালের উঁচু পায়াযুক্ত সিন্দুক। **গাছে কাঁঠাল গোঁপে তেল**—ভবিষ্যৎ লাভের অতিরিক্ত আশা। **গাছে চড়ানো**—অতিরিক্ত আশা দেওয়া বা প্রশংসা দ্বারা গর্বিত করিয়া তোলা। **গাছে তুলে দিয়ে মই কাড়া বা টান দেওয়া**—বড় রকমের আশা দিয়া শেষে নিরাশ করা। **গাছে না উঠিতেই এক কাঁদি**—কাজ ভাল করিয়া আরম্ভ করিবার পূর্বেই ফলের আশা। **গাছেরও খাওয়া তলারও কুড়ানো**—সব দিক দিয়া লাভের চেষ্টা করা। **গাছের ফল নয়**—সহজে পাইবার উপায় নাই (চাকরি গাছের ফল নয় যে চাইলেই পাবে)।

গাছড়া—[বাং] বি. লতাগুল্ম, যাহা কখনও

কখনও ঔষধরূপে ব্যবহৃত হয় (এই অর্থে গাছ-গাছড়াই সাধারণতঃ বেশী ব্যবহৃত হয়)। **গাছুড়ে**—গাছে চড়ায় পটু। **গাছুয়া, গেছো**—ণ. যে গাছে গাছে বেড়ায়; বাঁদর।

গাছা—নির্দেশক.-টা, খানা (সাধারণতঃ লম্বা ও সরু আকৃতির বস্তুর নামে প্রযোজ্য—দড়ি-গাছা; দুই গাছা চুল; শাঁখাগাছা); বি. কাঠের দীপাধার। **গাছা আসা**—অপদেবতা ভর করা, ঠাকুর আসা। (প্রাদেশিক)।

গাছি—নির্দেশক. টি, খানি (সমাদরে উক্ত হয়—দশগাছি চুড়ি, মালাগাছি)।

গাছী—যাহারা তাল খেজুর প্রভৃতি গাছের মাথা চাঁচিয়া রস বাহির করে।

গাছুড়িয়া, গাছুড়ে, গাছুয়া, গেছো—গাছে চড়িতে পটু। গাছড়া দ্রঃ;

গাজ—[সং গর্জ্] ক্রি. গর্জন করা (ফণাফণ ফণাফণ ফণীফণ্ন গাজে—ভারতচন্দ্র)।

গাজন—বি ধর্মরাজের অথবা শিবের উৎসব, গম্ভীরা। [গর্জন]। **গাজন-ঘর**—গাজনের কেন্দ্রস্বরূপ ধর্মের বা শিবের মন্দির। **গাজন-তলা**—গাজন উৎসবের ক্ষেত্র। **গাজনিয়া, গাজুনে**—যাহারা গাজনে অংশ গ্রহণ করে। **গাজুনে শিব**—গাজনের মাতামাতির উপলক্ষ্য যে শিব। **অনেক সন্ন্যাসীতে গাজন নষ্ট**—এক কাজে এক সঙ্গে অনেকে হাত দিলে সাধারণতঃ কাজ সুসম্পন্ন হয় না।

গাজর—[সং গর্জর] বি. তরকারি বিঃ. carrot।

গাজা—গাঁজ দ্রঃ।

গাজী—[আঃ গাযী] বি. মুসলমান ধর্মযোদ্ধা; বাংলার পল্লী-সমাজে সুপরিচিত মুসলমান যোদ্ধা ও পীর (ইনি পুঁথি-সাহিত্যের নায়ক)। **গাজীতলা**—যেখানে গাজীর উৎসব হয়। **গাজীর গান**—মুসলমানদের ধর্মযুদ্ধ-সঙ্গীত। **গাজীর পট**—গাজীর যুদ্ধ-বিষয়ক দীর্ঘ গ্রাম্য চিত্রপট যাহা দেখাইয়া ফকিরেরা গান করে; লম্বা ফর্দ বা চিঠি।

গাটি,-ঠি—গাঁটি, গাঁঠি দ্রঃ। **গাট্টা**—গাঁট্টা দ্রঃ।

গাড়র,-ল—বি. ভেড়া; নির্বোধ, বোকারাম।

গাড়া—বি. গর্ত; ছোট জলাশয়, ছোট বিল। ণ. প্রোথিত। ক্রি. প্রোথিত করা (খুঁটি গাড়া)। [বাং]। **নিশান গাড়া**—সীমানা-নির্দেশক নিশান বা চিহ্ন খাড়া করা। **বাঁশ গাড়া, বাঁশগাড়ি করা**—আদালতের সাহায্যে বাঁশ গাড়িয়া ঢোল বাজাইয়া জমির অধিকার ঘোষণা করা। **গাড়িয়া বসা**—চাপিয়া বসা, প্রায় স্থায়ী হইয়া বসা (বিদেশীরা আমাদের দেশে গাড়িয়া বসিয়াছিল)। **হাটু গাড়িয়া বসা**—হাঁটু ভাঙ্গিয়া গোড়ালির উপর বসা, নতজানু হইয়া বসা।

গাড়ি,-ড়ী—[সং গন্ত্রী; হিঃ গাড়ী] বি. পশু বিদ্যুৎ বাষ্প প্রভৃতির সাহায্যে মাটির উপরে চালিত যান। **গাড়ি করা**—গাড়ি ভাড়া করা; গাড়িতে যাওয়া; গাড়ির অধিকারী হওয়া (নতুন গাড়িখানা করতে দশ হাজার টাকা লেগেছে)। **গাড়ি গাড়ি**—একাধিক গাড়ি বোঝাই করিয়া, অনেক। **গাড়ি ডাকা**—গাড়িভাড়া করিয়া আনা। **গাড়ি ধরা**—গাড়িতে চড়িতে পারা। **গাড়ি পাশ করা**—গাড়ী ষ্টেশনে পৌঁছিলে ষ্টেশনমাষ্টার কর্তৃক তাহাকে যাইতে অনুমতি দেওয়া। **গাড়ি ফেল করা**—গাড়ি ধরিতে না পারা। **গাড়ি বদল করা**—কোন ষ্টেশনে এক গাড়ী ত্যাগ করিয়া অন্য গাড়ীতে ওঠা। **গাড়ীবারান্দা**—বাড়ীর যে বারান্দার নীচে গাড়ী আসিয়া থামে। **একাগাড়ী**—এক ঘোড়ায় টানা দুই চাকার গাড়ী বিশেষ। **কলের গাড়ী**—রেলগাড়ী। **ছ্যাকড়া গাড়ী**—চার চাকার নিম্নশ্রেণীর ভাড়াটিয়া ঘোড়ার গাড়ী। **ডাকগাড়ী**—ডাকবাহী দ্রুতগামী গাড়ী। **পাল্‌কী গাড়ী**—পাল্‌কীর আকৃতির গাড়ী। **মোটর গাড়ী, হাওয়া গাড়ী**—পেট্রল-চালিত যান্ত্রিক গাড়ী। **রেলগাড়ী**—রেলের উপর দিয়া যে বাষ্পযান চলে।

গাড়ু—বি জলপাত্র বিশেষ, ঝারী। [গড্ডুক]

গাড়োয়ান—বি. যে গাড়ী চালায়। [হিন্দী]

গাঢ়—[গাহ+ক্ত] ণ. গভীর (গাঢ় ঘুম), নিবিড় (গাঢ় আলিঙ্গন, গাঢ় তামস্রা); প্রবল, তীব্র (গাঢ় শোক, গাঢ় উৎকণ্ঠা); ঘন, অতরল (গাঢ় দুগ্ধ)। **গাঢ়মুষ্টি**—বি. শক্তমুঠ; ণ. কৃপণ। **গাঢ়তাপত্তি**—গাঢ়তাপ্রাপ্তি. ঘন হওয়া, concentration.

গাঢ়া—[বাং] বি. গাড়া; গড়া, খাদি।

গাণপত্য—বি. ণ. গণপতির উপাসক সম্প্রদায়। [গণপতি+ষ্ণ্য]।

গাণিতিক—ণ. গণিতশাস্ত্রে পণ্ডিত; গণিত বিষয়ক, mathematical. [গণিত+ষ্ণিক]

গাণ্ডিব, গাণ্ডীব—বি অর্জুনের সুপ্রসিদ্ধ ধনুক; যে কোন ধনুক (প্রাচীন বাংলায়)। **গাণ্ডীব-ধন্বা, গাণ্ডীবী** (বিন্)—অর্জুন। [সং]

গাত—(ব্রজবুলি) গাত্র।

গাতব্য—ণ. গানের যোগ্য অথবা উচ্চৈঃস্বরে বলিবার যোগ্য। [গৈ+তব্য]। **গাতা** (-তৃ) —বি. গায়ক। স্ত্রী. **গাত্রী**।

গাত্র—বি. শরীর, গা, অঙ্গ; উপরিভাগ (পর্বত-গাত্র)। [গম্+ত্র]। **গাত্র কণ্ডূয়ন**—গা চুলকানো। **গাত্রদাহ**—গায়ের জ্বালা; অসহ্য বিরক্তি। **গাত্রপ্রক্ষরণ**—প্রচুর ঘাম হওয়া। **গাত্রভঙ্গ**—আড়ামোড়া খাওয়া, মোড়ামুড়ি ছাড়া। **গাত্রমার্জনী**—গামছা। **গাত্ররুহ**—গায়ের লোম। **গাত্রশূল**—যাহার সংস্রব অত্যন্ত যন্ত্রণাদায়ক। **গাত্রসম্মিত**—পূর্ণাবয়ব। **গাত্রহরিদ্রা**—গায়েহলুদ অনুষ্ঠান। **গাত্রাবরণ**—গায়ের চাদর বা জামা; বর্ম। **গাত্রোত্থান**—উঠিয়া বসা বা দাঁড়ানো, শয্যা ত্যাগ।

গাত্রী—ণ. গায়িকা। (পুং. গাতা দ্রঃ)।

গাথক—বি. ণ. গায়ক; স্তোত্র বা পুরাণ-পাঠক।

গাথা—বি. যাহা গীত হয়; ছন্দোবদ্ধ বাক্য; ধর্মনিষ্ঠ নৃপতিগণের প্রশংসাসূচক ছন্দোবদ্ধ কাহিনী ballad; পালাগান। [গৈ+থ+আপ্]।

গাদ—[সং কর্দ] বি. তরল পদার্থের নিচে বা উপরে জমা অসার ভাগ, কাইট, ময়লা। **গাদ কাটা**—ফুটাইয়া উপরে জমা গাদ তুলিয়া ফেলা (চিনির গাদ কাটা)।

গাদন—বি. ঠাসন, ঠাসিয়া ঠাসিয়া ভরা; খুব পেট পুরিয়া খাওয়া; (ব্যঙ্গে) প্রচুর মার খাওয়া। **গোপাল গাদন**— (বাল গোপালকে সমাদরে ভোজন করানো হইতে), ভূরিভোজন, খুব করিয়া খাওয়া বা খাওয়ানো।

গাদলা—[হি. গাদলা—কর্দমাক্ত, ঘোলা] বি. বাদলা, মেঘবৃষ্টি (বড় গাদলা করেছে)।

গাদা—ক্রি. ঠাসা, ঠাসিয়া ঠাসিয়া ভরা (বন্দুক গাদা)। **গাদাবন্দুক**—যে বন্দুকে বারুদ ছররা প্রভৃতি মুখ দিয়া গাদিয়া দেওয়া হয়।

গাদা—বি. অনেকগুলি, একরাশ (বইয়ের গাদা), মাছের পিঠের অংশ; লাঙ্গলের ফলার উপরকার ছিদ্রযুক্ত মোটা অংশ। [বাং]। **গাদাগাদি**—বি. ঠাসাঠাসি, ভিড়।

গাদি—বি. রাশি, স্তূপ (খড়ের গাদি)। **গাদি** —খেলাবিশেষ, পূর্ববঙ্গে 'দাইরাবান্দা' বলে। **গাদি দেওয়া**—স্তূপীকৃত করা।

গাধ—ণ. বি. অগভীর; যেখানে দাঁড়ানো যায়; স্থান; ঘাট (বিপরীত—অগাধ)।

গাধা—[সং গর্দভ, হি. গধাহ্] বি. গর্দভ, রাসভ; (গালি) নির্বোধ, কাণ্ডজ্ঞানহীন। স্ত্রী. গাধী। **গাধাখাটুনি**—বিনা প্রতিবাদে অত্যন্ত পরিশ্রম। **গাধায় চড়ানো**—সে-কালের শাস্তি বিশেষ। **গাধার টুপি**—গাধা শব্দ লেখা কাগজের টুপি (পড়ুয়া পড়া না পারিলে পাঠশালায় তাহাকে এরূপ টুপি পরাইয়া লাঞ্ছিত করা হইত)। **গাধা পিটে ঘোড়া করা** —কঠোর শাস্তি অথবা শাসনের দ্বারা গুণহীনকে গুণবান করিয়া তোলা। **গাধাবোট**—মালবাহী নৌকা বা ফ্ল্যাট (যাহা নিজে চলে না, ছোট ষ্টীমার উহাকে টানিয়া লইয়া যায়)।

গাধি, গাধী—বিশ্বামিত্রের পিতা। **গাধি-নন্দন, গাধিসুত, গাধেয়**—বিশ্বামিত্র।

গান—[গৈ+অনট্] বি. সঙ্গীত, গীত (সামগান, পালাগান); কীর্তন (গুণগান); সুমধুর ধ্বনি, (পাপিয়ার গান)। (ণ. গীত)। **গান করা**—গান গাওয়া। **গানবাজনা**—গান ও তাহার আনুষঙ্গিক বাজনা। **গান শুনানো**—অপরের চিত্ত বিনোদনার্থ গান গাওয়া। **গানের কলি**—গানের পদ। **ওস্তাদি গান**—ভারতীয় সঙ্গীত-বিজ্ঞান অনুযায়ী গান। **চুট্‌কি গান**—হাল্কা ধরণের নাচের তালের গান।

গান্দিনী—[গাং-দা+ইন্+ঈপ্, যিনি পৃথিবীকে পবিত্র করেন] বি. গঙ্গা; অক্রূরের মাতা। **গান্দিনীসুত**—ভীষ্ম; কার্তিকেয়; অক্রূর।

গান্ধর্ব—ণ. গন্ধর্ববিষয়ক; গন্ধর্বপ্রথায় সম্পাদিত (বিবাহ)। **গান্ধর্বশালা**—নাট্যশালা।

গান্ধার, গন্ধার—ণ.প্রাচীন দেশ বিশেষ, বর্তমান কান্দাহার অঞ্চল; স্বরগ্রামের তৃতীয় স্বর 'গা'; গন্ধক; সিন্দুর। [সং]। **গান্ধাররাজ**—শকুনি। **গান্ধারী**—গান্ধার রাজকন্যা, দুর্যোধনাদির মাতা। **গান্ধারেয়**—গান্ধারীর পুত্রগণ।

গান্ধি—বি. গাঁধিপোকা। [বাং]। **গান্ধি-চোষা ধান**—গাঁধি লাগার ফলে সারশূন্য ধান।

গাঞ্জিক—বি. গন্ধবণিক ; লিপিকর ; গাঁধিপোকা।
গান্ধী—মহাত্মা মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধীর নামের সংক্ষেপ। **গান্ধীবাদ**—মহাত্মা গান্ধীর রাজনীতিক মতবাদ ও জীবনদর্শন।
গাপ—[আ. গ'ইব্, সং গোপন] ণ. গুপ্ত, লুক্কায়িত। **গাপ করা**—লুকাইয়া ফেলা, বেমালুমভাবে আত্মসাৎ করা।
গাফিল—[আ. গাফিল] ণ. অসাবধান, অবহেলা-পরায়ণ, অমনোযোগী। বি **গাফিলি, গাফিলতি, গাফলতি**—বি. অবহেলা (কাজে গাফিলতি করো না—ঢিলেমি করো না)।
গাব—[সং. গালব] বি. বৃক্ষ ও ফল বিশেষ, মৃদঙ্গ তবলা প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্রের উপরে যে গোলাকার গাঢ় খয়ের-বর্ণ আঠা জমানো থাকে তাহা। **গাব করা বা ধরানো**—তবলা প্রভৃতির ছাউনিতে এরূপ আঠা জমানো। **গাব দেওয়া, গাবানো**—নৌকায় বা জালে জল মিশ্রিত গাবের কষ দেওয়া। **গাব ধরা**—ধাতুপাত্রে দাগ ধরা (গাবের কষের মত)।
গাবগুবাগুব—বি. বাদ্যযন্ত্র বিশেষ, গোপীযন্ত্র।
গাবরা—বি. গরুর গর্ভস্রাব। [বাং]। **গাবরা ফেলা**—বার বার গরুর গর্ভস্রাব হওয়া।
গাবদা—ণ স্থূল, বেমানানভাবে মোটা। [বাং]। **গাবদা-গোবদা, গাবদো-গুবদো**—বিশ্রীভাবে মোটা।
গাবর—বি. নৌকার মাল্লা ; দাঁড়ী ; কৈবর্ত ; জেলে ; মজুর ; (গালি) অসভ্য বা কাণ্ডজ্ঞানহীন ব্যক্তি (গাব্বর)। [প্রাদেশিক]।
গাবানো—ক্রি. গেয়ে বেড়ানো, ঘোষণা করা ; আলোড়ন করিয়া পুকুরের জল ঘোলা করা।
গাবুর, গাভুর—ণ. গাবর, হৃষ্টপুষ্ট, জোয়ান। **গাবুরালি, গাভুরালি**—যৌবন-সুলভ দুঃসাহস, যৌবনশক্তি। (প্রাচীন বাংলায়)।
গাবিন, গাভিন, গাভীন, গাবীন—[সং গর্ভিণী] ণ. অন্তঃসত্ত্বা (পশু সম্বন্ধে বলা হয়)।
গাভী—বি. গরু, গাই। [গবী]
গাভুর—গাবুর দ্রঃ।
গামছা, গামোছা—বি. মোটা ছোট বস্ত্রখণ্ড, স্নানের পর যাহা দিয়া গা মুছিয়া ফেলা হয়, তোয়ালে। **গামছা-বাঁধা দই**—এমন জমাট দই যাহা গামছায় বাঁধিয়া আনা যায়। **গলায় গামছা দেওয়া**—গলায় গামছা জড়াইয়া লাঞ্ছনা করা ; ঘোর অপমান ও জবরদস্তি করিয়া বাধ্য করা।
গামলা—[পর্তু: gamella] বি. মুখ-চওড়া পাত্র বিশেষ (মাটির কাঠের বা ধাতুনির্মিত)।
গামার,-রি—বি. কাঠ বিঃ, গাম্ভারীবৃক্ষ (গাজনের সন্ন্যাসীদের দৃষ্টিতে পরম পবিত্র)। [বাং]
গামী (-মিন্)—ণ. যে বা. যাহা যাইতেছে (সাধারণতঃ অন্য শব্দের সহিত যুক্ত হইয়া অর্থ প্রকাশ করে—দ্রুতগামী ; অস্তাচলগামী : উন্মার্গগামী)। গমন দ্রঃ।
গাম্ভারি,-রী—বি. গামার গাছ।
গাম্ভীর্য—[গম্ভীর+ষ্য] বি. গম্ভীরভাব, চপলতার অভাব ; গৌরবময়তা ; গভীরতা, দুরবগাহতা (পর্বত ও সমুদ্রের গাম্ভীর্য, গাম্ভীর্যপূর্ণ মূর্তি)।
গায়—ক্রি. গান করে। **গেয়ে বেড়ানো**—প্রচার করা, রটনা করা।
গায়ক—[গৈ+ণক] ণ. বি. যে গান করে ; সঙ্গীতে অভিজ্ঞ বা সঙ্গীতজীবী। স্ত্রী. **গায়িকা**।
গায়কোয়াড়, গাইকোয়াড়—বরোদার রাজার উপাধি।
গায়ত্রী,-ত্রী—বি. ব্রহ্মাণী ; বৈদিক ছন্দবিশেষ ; সুপ্রসিদ্ধ বৈদিক মন্ত্র ("ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ তৎসবিতুর্বরেণ্যং ভর্গো দেবস্য ধীমহি ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ ওঁ"। ইহা জ্যোতির স্তব—জ্যোতি লাভের জন্য)।
গায়ন—বি. গায়ক, সঙ্গীতব্যবসায়ী। (বাংলায় তেমন প্রচলিত নয়। গায়েন দ্রঃ)।
গায়ে—গাত্রে, অঙ্গে। ('গা' দ্রঃ) **গায়ে করা**—গায়ে মাখা। **গায়ে গায়ে**—লাগালাগি, ঘেঁষাঘেঁষি। **গায়ে পড়িয়া,-পড়ে**—অনাহূত ভাবে, উপযাচক হইয়া (গায়ে পড়ে বিবাদ বাধানো—যাচিয়া গণ্ডগোল করা, গায়ে পড়ে আলাপ)। **গায়ে লাগা**—গভীরভাবে স্পর্শ করা বা স্পৃষ্ট হওয়া (এ ক্ষতি তোমার গায়ে লাগবে না)।
গায়েন, গাইন—ণ. বি. পালাকীর্তনকারী, গানের দলের পরিচালক (মূল গায়েন—গানের দলের প্রধান গায়ক ; গায়েন ঠাকুর)। [বাং]।
গায়েব,-বি,-বী, গৈবী—[আঃ গায়েব্] ণ. বি. অদৃশ্য (গায়েবের খবর—অদৃশ্য জগতের খবর); আজগুবি (গায়েবি কথা] ; অজানিত, রহস্যময় (গায়েবী খুন)।
গার—[ফাঃ গার] ণ. কারক, যে করে। (অন্য

শব্দের সহিত যুক্ত হইয়া ব্যবহৃত। খিদমদ্‌গার; মদদ্‌গার)। -গারি—(খিদমদ্‌গারি—সেবা)।

গারুড়ি—বি. সর্পবিষের ওঝা। [গারুড়ি]।

গারত—[আঃ গারত্‌=লুণ্ঠন, ধ্বংসসাধন] ণ. বিধ্বস্ত (কেয়ামতের দিন সমস্ত দুনিয়া গারত হয়ে যাবে; গারত করে দেওয়া)।

গারদ—[ইং guard; হিঃ গারদ] বি. হাজত, কারাগার, জেলখানা (গারদে পোরা)।

গারুড়—বি. ণ. গরুড় সম্বন্ধীয়; সৈন্যব্যূহ বিশেষ। মরকতমণি; সাপের বিষ নামানোর মন্ত্র। **গারুড়ি**—যে সাপের বিষ নামাইবার মন্ত্র জানে। **গারুড়িক,-ড়িয়া**—গারুড়ি; বিষবৈদ্য।

গারুত্মত—বি. মরকতমণি, গরুড়াস্ত্র। [গরুত্মৎ+অ]

গারো—আসামের গারো পাহাড় অঞ্চলের আদিম জাতি বিশেষ।

গার্গী—বি. গর্গমুনির পৌত্রী প্রভৃতি। [সং]। **গার্গ্য**—বি. গর্গের পৌত্রাদি। [সং]।

গার্জেন—[ইং guardian]বি. আদালত কর্তৃক নিযুক্ত ও স্বীকৃত নাবালকের ও তাহার সম্পত্তির তত্ত্বাবধায়ক; অভিভাবক।

গার্টার—[ইং garter] বি. যে রবার-নির্মিত ফিতা দিয়া মোজা পায়ের সঙ্গে বাঁধা হয়।

গার্ড—[ইং guard] বি. রক্ষী (body-guard); রেলগাড়ীর সঙ্গে থাকা তত্ত্বাবধায়ক।

গার্ডচেন—গলা হইতে ঝুলানো ঘড়ির চেন।

গার্দভ—ণ গর্দভবিষয়ক; গর্দভসুলভ। [গর্দভ+অ]

গার্হপত্য—ণ. বি. বংশ-পরম্পরাক্রমে রক্ষিত যজ্ঞাগ্নি। [সং]।

গার্হমেধ—বি. গৃহস্থের অনুষ্ঠেয় পঞ্চ যজ্ঞকর্ম (বেদপাঠ, অগ্নিহোত্র, পিতৃ-পুরুষের তর্পণ, জীবমাত্রকে অন্নদান, অতিথি-সেবা); ণ. গৃহস্থোচিত।

গার্হস্থ, গার্হস্থ্য—[গৃহস্থ+ক, ষ্য] বি. গৃহস্থ-আশ্রম; গৃহস্থ-ধর্ম; ণ. গৃহী-জীবনে করণীয়, গৃহী-জীবন-বিষয়ক (গার্হস্থ্য সমৃদ্ধি)।

গাল—[সং গল্ল] বি. গণ্ডদেশ (গালে চুণ-কালি); মুখ, মুখবিবর (গাল বেয়ে পড়া; গালে পোরা; এক গাল মুড়ি)। **গালপাট্টা, গালপাট্টা দাড়ি**—দুই গালের উপরে রক্ষিত ও সুবিন্যস্ত দাড়ি। **গালে চুণকালি দেওয়া**—অপরাধের শাস্তি স্বরূপ এক গালে চুণ ও অন্য গালে কালি দেওয়া; বংশের বা আত্মীয়-স্বজনের কলঙ্কের কারণ হওয়া। **গালে চড় দিয়ে পয়সা নেওয়া**—জিনিষের যেমন খুসী দাম চাওয়া বা নেওয়া। **গালে চড়ানো**—গভীর ধিক্কারে নিজের হাত দিয়া নিজের দুই গাল চড়ানো। **গালভরা হাসি**—পূর্ণসন্তোষজ্ঞাপক হাসি। **গাল-ফুলো গোবিন্দের মা**—স্থূলগণ্ড- বিশিষ্টা কুরূপা কন্যা সম্বন্ধে বলা হয়। **একগাল মাছি, গালে মাছি যাওয়া**—স্তবিকারে অচৈতন্য দশা, অথবা গভীর চিন্তামগ্ন দশা জ্ঞাপক। **গালে হাত দেওয়া**—একান্ত বিস্মিত হওয়া। **গালে হাত দিয়া বসা**—অপ্রত্যাশিত দুঃখে বা ক্ষতিতে অভিভূত হওয়া (বড় বড় মহাজন গালে হাত দিয়ে বসেছে)। **গালের মত চড়**—বাড়াবাড়ির যোগ্য প্রত্যুত্তর, মুখচপেটিকা।

গাল—[হি. গাল] ণ. মিথ্যা, অতিরঞ্জিত, কপোল-কল্পিত। **গালগল্প**—বাড়াইয়া বলা গল্প, খোসগল্প।

গাল—বি. গালি, কটূক্তি। [গালি শব্দের সংক্ষেপ]। **গালমন্দ**—বি. তিরস্কার, নিন্দা।

গালচে—গালিচা দ্রঃ।

গালপাটা, গালপাট্টা—গাল দ্রঃ। **গাল-বাদ্য**—গাল ফুলাইয়া বম্‌বম্‌ শব্দ করা (শিব-পূজায় অনুষ্ঠিত হয়)। **গালবালিস**—ছোট বালিস যাহার উপর গণ্ড স্থাপন করিয়া শোওয়া হয়, কানবালিস।

গালন—বি. দ্রবকরণ; ছাঁকা; চুয়ানো।

গালসি, গালাসী—বি. মুখবিবরের কোণ (গালসি দিয়ে লালা গড়ানো)। [প্রাদেশিক]।

গালা—[বাং] লাক্ষা।

গালা—ক্রি. ঝরানো, জলীয় অংশ বাহির করিয়া দেওয়া (ভাতের ফেন গালা, ফোঁড়া গালা)।

গালানো—ক্রি. দ্রবীভূত করা, তরল করা (সোনা গালানো, চর্বি গালানো)। **গালানি**—বি. গলানোর খরচ। **চোখ গালা**—আঙুল দিয়া মাছ প্রভৃতির চোখের জলীয় অংশ বাহির করা বা নষ্ট করা।

গালাগালি—[বাং] বি. পরস্পরের প্রতি অশিষ্ট বা কটূবাক্য প্রয়োগ, গালমন্দ, ভৎর্সনা (খবরের কাগজে খুব গালাগালি করলে)।

গালাঘুষা—বি. মুখের কাছে মুখ লইয়া চাপা গলায় বলা-কওয়া (তুলনীয়—কানাঘুষা)। [বাং]

গালি,-লী—[সং গালি+ই; আ. গালী] বি.

অশিষ্ট বা অপমানকর বাক্য; কটুবাক্য, ভর্ৎসনা।

গালিচা—[ফা. গা'লীচা] বি. মেষাদির লোম-নির্মিত মূল্যবান আসন; ছোট কার্পেট।

গালিত—ণ. যাহা গালান হইয়াছে (গালিত স্বর্ণ); চোয়ানো (বস্ত্র-গালিত—কাপড় দিয়া ছাঁকা)। [গল্+ণিচ্+ক্ত]।

গালিনী—বি. তান্ত্রিক মুদ্রাবিশেষ। [সং]

গালিব—[আ. গা'লিব] বি ণ. বিজয়ী; প্রবল; প্রবল শত্রু। বি. **গালিবি**—জবরদস্তি।

গাহ্—[ফা. গাহ্] বি. স্থান। (বাংলায় অন্য শব্দের সহিত যুক্ত হইয়া ব্যবহৃত হয়)। **ঈদ-গাহ্**—ঈদের নামাজ পড়িবার স্থান। **এবাদত-গাহ্**—ভজনালয়। **শিকারগাহ্**—শিকারের স্থান।

গাহক, গাহাক, গাহেক—[সং গ্রাহক] বি. গ্রাহক, ক্রেতা, খরিদ্দার; প্রার্থী; সমঝদার (এই জিনিষের গাহাক কই)। স্ত্রী. **গাহকী**।

গাহন—[গাহ্+অনট্] বি. অবগাহন, নিমজ্জন (যদি গাহন করিতে চাহ, এস নেমে এস হেথা গহন তলে—রবি)। (কাব্যে ব্যবহৃত) ণ. **গাহিত**—প্রবিষ্ট, নিমগ্ন; স্নাত।

গিআন, গিয়ান—বি. জ্ঞান, চেতনা (প্রাচীন বাংলায় ব্যবহৃত); (গ্রাম্য ভাষায়) জাদু (গিয়ান মন্তর; গিয়ান করা—জাদু করা); গণ্য (তুমি ত মানুষ বলেই গিয়ান কর না)]।

গিট,-ঠ,-ঠা, গিঁট,-ঠ—[সং গ্রন্থি; হি. গিঠা] বি. গ্রন্থি, গাঁইট, গিরা; শরীরের গ্রন্থি (স্থলে জলে আমি হাজার বাঁধনে বাঁধা যে গিঠাতে গিঠাতে—রবি; এ বুড়ো দেশের গিঁঠে গিঁঠে বাত)।

গিজগিজ, গিজিগিজি—অব্য বিপুল জন-সমাগম সম্বন্ধে বলা হয়, ঘেঁষাঘেঁষি (কুটুম্-দাক্ষাতে বাড়ী গিজগিজ করছে)।

গিজি—[ফা. গন্জ্] ণ. ঘেঁষাঘেঁষি, গায়-গায়। ঘিঞ্জি দ্রঃ।

গিট্‌কিরি,-রী—বি. সুরের অলঙ্কারবিশেষ, ইহাতে কম্পন ও সুরের দ্রুত উচ্চারণের দ্বারা মাধুর্য সৃষ্টির চেষ্টা করা হয় (কাননছাওয়া মিঠে আওয়াজ লাখ পাখীর গিট্‌কিরি—করুণা-নিধান)। [হিন্দী]

গিধড়, গিদ্ধড়, গির্ধড়—বি. শৃগাল। [হিন্দী]

গিধিনী—[সং গৃধ্রী] বি. গৃধিনী, শকুনজাতীয় পক্ষী বিশেষ (ইহারা শকুন হইতে আকারে বড় ও ইহাদের মাথা লালবর্ণ)।

গিনি—[ইং guinea] বি. সুপরিচিত স্বর্ণমুদ্রা। **গিনি সোনা**—গিনি গালানো সোনা অথবা গিনির মত প্রায় দেড় আনা খাদযুক্ত সোনা (গিনিতে বাইশ ভাগ সোনার সহিত দুই ভাগ তামা মিশানো থাকে)।

গিন্নি,-ন্নী—[সং গৃহিণী] বি গৃহের কর্ত্রী (গিন্নির হুকুম); স্ত্রী. (যা কিছু হারায় গিন্নী বলেন কেষ্টা বেটাই চোর—রবি)। **গিন্নীপনা**—গৃহের কর্ত্রীত্ব, গৃহস্থালির জিনিসপত্রের বিলি-বন্দোবস্তের কাজে দক্ষতা; গৃহের জিনিসপত্রের হিসাবনিকাশের দিকে অতিরিক্ত সতর্কতা; অল্পবয়স্কার প্রবীণার মত আচরণ। **গিন্নী-বান্নী**—যাহার চাল-চলন গৃহিণীর মত ধীর ও গম্ভীর; বয়স্থা ও ব্যক্তিত্বসম্পন্না বধূ। **গিন্নী শকুন,-নি**—গৃধিনী। **গিন্নমো**—অনুপযুক্ত বয়সে গৃহিণীপনা, পাকামো। [প্রাদে.]

গিম, গীম—(ব্রজবুলি) বি. গ্রীবা, কণ্ঠ (গীমক হার—বিদ্যাপতি)।

গিমা, গীমা—বি. এক শ্রেণীর শাক। [বাং]। **গিমা(-ী)কুমড়া**—কুমড়া বিশেষ।

গিয়া, গিয়ে,-গে—অস-ক্রি. যাইয়া। অব্য. কথার মাত্রাবিশেষ (ধর গিয়ে পঁচিশ টাকা হবে)।

গির, গীর—ণ. কার্যবিশিষ্ট, যাহার কাজ (অন্য শব্দের শেষে যোগে, যথা, কুস্তিগির)। [ফা.]

গিরগিটী—[হি. গিরগিট] বি. টিকটিকি জাতীয় প্রাণী, কাঁকলাস; (ইহারা নানা বর্ণ ধারণ করে সেজন্য ইহাদিগকে বহুরূপীও বলা হয়) chameleon।

গিরবি,-বী—[ফাঃ গিরবী] বি. বন্ধক, রেহান। **গিরবিদার**—বন্ধকী মহাজন।

গিরস্ত,-স্ত—[সং গৃহস্থ] গৃহস্থ দ্রঃ। (কথ্য গেরস্ত)।

গিরা, গিরে, গিরো—[ফাঃ গিরহ্] বি. গ্রন্থি; গিঁট; অবয়বের সন্ধিস্থল (পায়ের গিরায় ব্যথা হয়েছে); গজের ষোল ভাগের একভাগ, ২¼ ইঞ্চি (পাঁচ গজ দশ গিরা কাপড় লাগবে)।

গিরি, গীরি—[ফাঃ] বি. কাজ, পদ; ভাব (কেরাণীগিরি, বামুনগিরি, রাণীগিরি, মুটেগিরি)। ইহা অন্য শব্দের সহিত যুক্ত হইয়া ব্যবহৃত হয় এবং অনেক ক্ষেত্রে অবজ্ঞার্থক (গুরুগিরি; শাশুড়ীগিরি ফলানো)।

গিরি—বি. পর্বত; সন্ন্যাসী ও তান্ত্রিক সম্প্রদায় বিশেষ; নেত্ররোগ বিশেষ; হিমালয়, গৌরীর পিতা। **গিরিকুমারী,-নন্দিনী,-সুতা,-জা,-বালা**—পার্বতী। **গিরিচর**—যে গিরিতে বিচরণ করে। **গিরিজ**—পর্বতে জাত (শিলাজতু, লৌহ, অভ্র প্রভৃতি)। **গিরিজা**—পার্বতী, হিমালয় পর্বতের কন্যা। **গিরিজায়া,-রাণী**—পার্বতীর জননী। **গিরি তরঙ্গিণী**—খরপ্রবাহিণী পার্বত্য নদী। **গিরিদরী**—গিরিগুহা। **গিরিদুর্গ**—পর্বতের উপরস্থ দুরারোহ দুর্গ। **গিরিধাতু**—গিরিমাটি। **গিরিপথ**—দুই পর্বতের মধ্যস্থিত পথ, গিরিবর্ত্ম। **গিরিপ্রিয়া**—মেনকা; চমরী মৃগী। **গিরিবর্ত্ম**—গিরিসঙ্কট, pass। **গিরিমাটি**—গৈরিক মাটি। **গিরিরাজ**—হিমালয়। **গিরিরাণী**—মেনকা। **গিরিসঙ্কট**—দুই পর্বতের মধ্যস্থ নিম্নপথ।

গিরিজা—[পর্তুঃ egreja] খৃষ্টানদের উপাসনা-মন্দির। গির্জা দ্রঃ।

গিরিমেণ্ট,-মেন্টি—[ইং agreement] বি. চুক্তিপত্র, অঙ্গীকার-পত্র।

গিরিশ—[গিরি-শী+অ, গিরিতে শয়ন করেন যিনি] বি. শিব। **গিরিশ-গৃহিণী, -গেহিনী**—দুর্গা; কালী।

গিরীন্দ্র—[গিরি+ইন্দ্র]। বি. হিমালয়।

গিরীশ—[গিরি+ঈশ] বি. কৈলাসপতি, শিব; হিমালয়; বৃহস্পতি।

গিরেপ্তার—গেরেপ্তার দ্রঃ।

গির্জা—[পর্তুঃ egreja] বি. খৃষ্টানদের উপাসনা-মন্দির, church। **গির্জার ঘড়ি**—গির্জার চূড়ায় বসানো বড় ঘড়ি অথবা গির্জায় যে ঘণ্টা বাজানো হয়।

গির্দা, গিরদা, গের্দা—[ফা. গির্দা], বি. মোটা গোল বালিশ, তাকিয়া (গিরদা হেলান দিয়ে বসা)।

গিলন—বি. গলাধঃকরণ। গেলা দ্রঃ [সং]।

গিলা, গিলে—বি. চেপ্টা মসৃণ ফল বিশেষ। [বাং]। **গিলে করা**—গিলের দ্বারা কাপড় বা জামা কুঞ্চিত করা।

গিলাপ—গেলাপ দ্রঃ।

গিলিত—ণ. গলাধঃকৃত, ভক্ষিত। [সং]। **গিলিতচর্বণ করা**—গিলিত খাদ্য মুখে আনিয়া পুনরায় চর্বণ করা, জাবর কাটা।

গিল্‌টি—[ই. gilt] বি. ণ. সোনার সূক্ষ্ম পাত দিয়া মোড়া তামা বা পিতল; কৃত্রিম (এ আসল জিনিষ নয়, গিল্‌টি, ধরা পড়বে)।

গিস্‌গিস্—অব্য. খস্‌খস্ দ্রঃ; দুঃসহ ক্রোধের অবস্থা জ্ঞাপক; গিজগিজ। (ণ. গিস্‌গিসা, গিস্‌গিসে)।

গীঃ (গির্)—বি. বাণী, বাক্য (গীষ্পতি); কূজন; স্তুতি। [সং]।

গীত—[গৈ+ক্ত] ণ. যাহা গান করা হইয়াছে, কীর্তিত; উচ্চারিত। বি. সঙ্গীত; লোক-সঙ্গীত বা হাল্‌কা সঙ্গীত (ওস্তাদি গান নহে)। **গীত-গোবিন্দ**—গোবিন্দের অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের লীলা-বিষয়ক কবি জয়দেব-কৃত সুবিখ্যাত সংস্কৃত গীতিকাব্য। **গীত-বাদ্য**—গান-বাজনা। **গীত-শাস্ত্র**—সঙ্গীত-শাস্ত্র।

গীতা—[গৈ+ক্ত+আপ্] বি. শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা নামক সংস্কৃত ধর্মগ্রন্থের সংক্ষিপ্ত নাম (ইহার প্রবক্তা শ্রীকৃষ্ণ, শ্রোতা অর্জুন); গুরু-শিষ্যের প্রশ্ন-উত্তরচ্ছলে আধ্যাত্মিক উপদেশ (গুরুগীতা)।

গীতি—[গৈ+ক্তি] বি. গান, সঙ্গীত; মধুর ধ্বনি (কলগীতি)। **গীতিকা**—ছোট গান। **গীতিকবিতা**—গীতিধর্মী কবিতা, যাহা গাওয়া যায় অথবা গানের মত আবেগপ্রধান লালিত্য-পূর্ণ ও অনতিদীর্ঘ, lyric poem। **গীতি-কাব্য**—গীতি-কবিতা অথবা গীতিকবিতা-পূর্ণ সংগ্রহ। **গীতি-নাট্য**—যে নাটকের অভিনয় গানের সাহায্যে হয়, অপেরা।

গীম—গিম দ্রঃ।

গীর্ণ—[গৄ+ক্ত] ণ. কথিত, বর্ণিত, ভক্ষিত, গিলিত। **গীর্ণি**—ভক্ষণ, স্তুতি।

গীর্পতি—[গীঃ+পতি] বৃহস্পতি; মহা-পণ্ডিত। **গীর্বাণ**—[গীঃ+বাণ] (যাহাদের বাক্য বাণের মত কার্যকর) দেবতা। **গীর্বাণী**—দেবী; দৈববাণী।

গীষ্পতি—[গীঃ+পতি] বৃহস্পতি; মহা-পণ্ডিত।

গু, গূ—[সং গূ] বি মল, বিষ্ঠা। **গু-কপাল**—অত্যন্ত মন্দভাগ্য (গু-কপালী—একান্ত ভাগ্য-হীনা)। **গু করা**—খুব নোংরা করা; লোক-সমক্ষে হেয় করা। **গুখেগো, -কো**—মেয়েলী গালি (গুখেগোর বেটা)। **গুখুরি**—একান্ত আহাম্মকি, বড় রকমের ভুল। **গু-ঘাঁটা**-

পাগল—বদ্ধ পাগল, ঘোর উন্মাদ। গু-মুত ঘাঁটা—ক্লেশকর শিশুপালন বা রোগীর পরিচর্যা। গুয়ে-গোবরে—অতি অপরিষ্কার অবস্থায় (বুড়ো শ্বশুরকে গুয়ে-গোবরে রেখেছেন, এই ত বউ)। গুয়ে বসাইয়া দেওয়া, গুয়ে বসানো, গুয়ের অধম করা—লোকসমক্ষে অতি হেয় প্রতিপন্ন করা। গুয়ে হাত দেওয়া বা পড়া—অন্ধ ও মতিচ্ছন্ন হওয়ার অভিশাপ। গুয়ের এপিঠ আর ওপিঠ—দুইই তুল্য মন্দ অথবা অকিঞ্চিৎকর। গুয়ের গোগ্‌লা—অতি শিশু। গুয়ের জিনিস—যে জিনিসের কোন মূল্য নাই। গুয়ের পোকা—অতি নিকৃষ্ট, অতি ঘৃণার্হ।

গুআ, গুয়া—[গুবাক] বি. সুপারী।

গুইসাপ—[সং. গোধিকা] বি. গোসাপ। মোটা গুইসাপ—বিশ্রীভাবে মোটা, প্রায় চলচ্ছক্তিহীন।

গুওটা—বি. গালি বিশেষ। ['গুখেগোর বেটা' অথবা 'গুয়েটা' অর্থাৎ, 'গুয়ের মত অসার ওটা']

গুঁজা—গোঁজা দ্রঃ।

গুঁজি—বি. ছোট গোঁজ বা খিল। [বাং]। গুঁজিকাটি—চুলে গুঁজিবার কাঁটা।

গুঁটলি,-লে—প. বি. ক্ষুদ্র শক্ত পিণ্ড (গুঁটলে গুঁটলে ধরা); ক্ষুদ্র পিণ্ডের আকার-বিশিষ্ট (গুটলে মল)।

গুঁটি—[সং গুটিকা] গুটি দ্রঃ; খেলার গুঁটি (দাবার গুঁটি, পাশার গুঁটি); কচি আম (মাঘে বোল, ফাগুনে গুঁটি); বসন্ত (গুঁটির বিমার)]।

গুঁড়া—বি. প. চূর্ণিত কণা, চূর্ণ, পাউডার (চালের গুঁড়া); অতি ছোট (গুঁড়া মাছ); নৌকার আড়কাঠ (নৌকার গুঁড়ার উপর বসা-কোন কোন অঞ্চলে 'গুরা' বলে)। [সং গুণ্ডক]। গুঁড়ানো—চূর্ণ করা। হাড় গুঁড়া করা—অতি কঠোর ভাবে চূর্ণ করা (হাড় গুঁড়া করা খাটুনি; মারিয়া হাড় গুঁড়া করা)।

গুঁড়ি—বি. মিহি গুঁড়া, চূর্ণ (চালের গুঁড়ি); বৃক্ষের কাণ্ড; আধমাড়া কলের লোহার পিণ্ড বা 'বেলচা', Roller। কাঁচা গুঁড়ি—যে গুঁড়ি দিয়া এখনও পিঠা তৈরি করা হয় নাই। ইল্‌শা-গুঁড়ি, গুড়্‌নি—ইল্‌শা দ্রঃ। গুঁড়ি পিঁপড়া—খুব ছোট পিঁপড়া।

গুঁতা, গুঁতো—[আঃ গোংতা'] বি. শৃঙ্গাঘাত, চুসানো: লাঠির বা বাঁশের আগার খোঁচা; প্রচার (গুঁতোর চোটে বাবা বলায়); উপরওয়ালার কড়া নির্দেশ, জবাবদিহি। গুঁতা খাওয়া—মার খাওয়া, ঠেলা খাওয়া। গুঁতা-গাঁতা—মারধোর, ঠোকর। গুঁতাগুঁতি—অবানিবনাও: ঝগড়া-বিবাদ; ঠাসাঠাসি। গুঁতুনে—প. পালচুহুনে, যাহার অন্যের সঙ্গে বনিবনাও হয় না। গুঁতানো—শৃঙ্গাঘাত ক:।; অতিষ্ঠ করা। আছে। [বাং]।

গুঁফো—প. গোঁফবিশিষ্ট; বড় গোঁফ যাহার

গুগ্‌লি, গুগুলি—বি. ছোট শামুকবিশেষ।

গুগ্‌গুল,-লু—বি, গুগ্‌গুল বৃক্ষ ও উহার নির্যাস, ধূপধুনার ন্যায় দেবপূজায় ব্যবহৃত হয়; লোবান বিশেষ। [সং]।

গুচ্চার,-চ্ছার,-চ্ছের—প. কতকগুলো, অনেক, মেলা (কিঞ্চিৎ অবজ্ঞাসূচক)। [প্রাদে.]

গুছানো, গোছানো—ক্রি. শৃঙ্খলা বিধান করা (সংসার গোছানো); একত্র করা (লোক গোছানো); সাজানো, পরিপাটি করিয়া রাখা (আলনায় কাপড় গোছানো, বই গোছানো, গুছিয়ে বলতে পারে); নিজের স্বার্থ সাধন করা (তিনি গুছিয়ে নিয়েছেন ঠিক); প. সুবিন্যস্ত, সুশৃঙ্খল। সংসার গুছানো—ঘর গৃহস্থালীর জিনিসপত্র সুবিন্যস্ত করিয়া রাখা; পারিবারিক জীবন-যাত্রার সুব্যবস্থা করা।

গুছি, গুচি—বি. ছোট গুচ্ছ বা গোছ; ছেঁড়া চুলের ছোট গোছা (বিননী লম্বা করিবার জন্য মেয়েরা চুলের ভিতরে গুঁজিয়া দেয়)। [বাং]। কথার গুছি দেওয়া—কাহারও কথায় (বচসার সময়ে) কথা জোগাইয়া দেওয়া।

গুচ্ছ—[সং গুৎস] বি. কলি ফুল ইত্যাদির স্তবক বা থোকা, bunch; গোছা, সংগ্রহ (আমরা বেঁধেছি কাশের গুচ্ছ—রবি; গল্পগুচ্ছ); বত্রিশনরী হার; মুক্তার মালা; ময়ূরপুচ্ছ; যেসব উদ্ভিদের কাণ্ড নাই মূল হইতে ঝাড় বাঁধে, ক্ষুপ। গুচ্ছপত্র—তালগাছ। গুচ্ছপুষ্প—(যাহাদের পুষ্প গুচ্ছাকৃতি) ছাতিম অশোক প্রভৃতি। গুচ্ছফলা—দ্রাক্ষা; কদলীবৃক্ষ।

গুজ—[প্রাদেশিক] কুঁজ। গুজা—প. কুব্জ।

গুজ্‌গুজ—চাপা গলায় পরচর্চা পরামর্শ ইত্যাদি সম্বন্ধে বলা হয় (দিনরাত গুজ্‌গুজ্ ফুসফুস্

চলেছিল, তখনই জানি কাণ্ড একটা ঘটবেই)। **গুজ্‌গুজে**—যে স্পষ্ট করিয়া মনের কথা বলে না। **গুজুর-গুজুর**—ব্যাপকতর গুজ্‌গুজ।

গুজব—[আ. গ'ওয] বি. জনরব, মুখে মুখে রটিত কথা; ভিত্তিহীন কথা (লোকের গুজব)। **গল্পগুজব**—খোশগল্প। **গুজব রটানো**—ভিত্তিহীন কথা ব্যাপকভাবে প্রচার করা।

গুজরৎ—[ফা. গুযার] অব্য. মারফৎ (মহাজনী পরিভাষা। যাহার হাতে টাকা পাওয়া যায় অথবা মাল দেওয়া যায়)। **গুজরৎ খোদ**—নিজের মারফৎ (গুজরৎ বা গুজরাৎ সংক্ষেপে 'গু')

গুজরাট,-ত—[সং গুর্জর+রাষ্ট্র] বি. পশ্চিম-ভারতীয় রাজ্যবিশেষ। **গুজরাটী,-তী**—বি. গুজরাটের ভাষা অথবা অধিবাসী. ণ. গুজরাত-দেশের; বি. গুজরাটে জাত ছোট এলাচ।

গুজরানো—ক্রি. অতিবাহিত করা, কাটানো; প্রমাণরূপে আদালতে দাখিল করা। বি. **গুজারেশ**—বক্তব্য, নিবেদন। **গুজরান**—যাপন, নির্বাহ (কোন রকমে দিন গুজরান হয়);জীবন নির্বাহ, জীবিকা নির্বাহ (গুজরান যার নিত্য খোরাক তিন আনা পয়সাতে)।

গুজরী,-রি, গুজ্‌রিপঞ্চম——বি. পায়ের অলঙ্কার বিশেষ। **গুজরি পোকা**—তাল খেজুর ইত্যাদি গাছ নষ্টকারী পোকা।

গুজস্তা, গুজশ্‌তা।[ফা গুযশ্‌তা] ণ. বিগত (-কাল, -মাদ, -বৎসর); সাবেক, বাকী-খাজনা)।

গুজিয়া—বি. ভাজকরা ক্ষীরের মিঠাই বিশেষ।

গুঞ্জ—(যাহাতে ভ্রমর গুঞ্জন করে) বি. পুষ্পগুচ্ছ, গুঞ্জাফল (**গুঞ্জমালা**—গুঞ্জাফলের মালা, অর্থাৎ কুঁচের মালা); গুঞ্জন। [সং]

গুঞ্জন—বি. গুনগুন ধ্বনি (ভ্রমর-গুঞ্জন) [সং]

গুঞ্জমালা, গুঞ্জাহার—বি. কুঁচের মালা।

গুঞ্জরণ—বি. গুঞ্জন, গুনগুন ধ্বনি করা, মৃদুমধুর উচ্চারণ (দক্ষিণের মন্ত্রগুঞ্জরণে—রবি)। ণ **গুঞ্জরিত**। [বাং]

গুঞ্জা—বি. কুঁচফল; কুঁচের গাছ; কুঁচের ওজন অর্থাৎ, দুই যব পরিমাণ বা চার ধান পরিমাণ; মদের বা তাড়ির আড্ডা [সং]

গুঞ্জাইস, গুঞ্জায়েশ—[ফা. গুন্‌জাইশ] বি. স্থান, জায়গা (ছোট কামরায় এত লোকের গুঞ্জায়েশ কি করে হবে?)।

গুঞ্জিকা—বি. গুঞ্জাফল; তিল, যব। [সং]

গুট্‌লি, গুট্‌লে—গুটলি দ্রঃ।

গুটানো—ক্রি. জড়ানো; গুছানো; যাহা ছড়ানো রহিয়াছে তাহা আকর্ষণ করিয়া নিকটে আনা (জাল গুটানো)। **কারবার গুটানো**—কারবার তুলিয়া দেওয়া। **আস্তিন গুটানো**—আস্তিন ভাঁজ করিয়া উপরে তোলা (মারামারি করিবার উদ্যোগসূচক)। **পা গুটানো**—প্রসারিত পদদ্বয় সঙ্কুচিত করা।

গুটি,-টী—বি রেশম-কোষ, গুটিপোকা যে বাসা তৈরি করে; নবজাত ফল, কুশি (আমের গুটি)। গুলি, বটী; বসন্ত রোগ। [সং]

গুটি,-টী—বি. গোটা, মাত্র (গুটিদুই ফল); অল্প পরিমাণ 'অল্প দেন গুটি গুটি')। **গুটিক**—অতি অল্পসংখ্যক, কিঞ্চিৎ, (কোটিকে গুটিক—কোটিতে সামান্য কয়েকজন মাত্র; গুটিক ভাত—অল্প ভাত)। **গুটিকতক**—দুই-একটি, অল্পকিছু (গুটিকতক কথা, গুটিকতক কুটীর)। **গুটিগুটি**—একটি একটি করিয়া; একটু একটু করিয়া, আস্তে আস্তে (আসে গুটিগুটি বৈয়াকরণ—রবি)। **গুটিসুটি**—হাত পা ও শরীর গুটানোর ভাব (গুটিসুটি হয়ে বা মেরে শুলেন)।

গুটিকা—বি. বড়ি, গুলি; গোলাকার পাথরের টুকরা; বসন্তের গুটি। [গুটি+ক+আপ্‌]। **গুটিকাপাত**—গুলি ফেলিয়া খেলা বিশেষ; শিলাবৃষ্টি।

গুড়—[সং] বি. জ্বাল দিয়া ঘন বা দানাদার করা রস (তালের আখের খেজুরের গুড়)। **গুড়ে বালি**—আকাঙ্ক্ষার ব্যর্থতা সম্বন্ধে বলা হয় (ভেবেছিলাম বাধাই কারবারে খুব লাভ হবে, কিন্তু সে গুড়ে বালি)। **এখো গুড়**—আখ হইতে প্রস্তুত গুড়। **নলেন গুড়**—শীত-কালের নূতন খেজুরের গুড়। **পয়ড়া গুড়**—সুগন্ধি ঘন খেজুরের রস। **পাটালি গুড়**—পাটার আকৃতি করিয়া জমানো খেজুরে গুড়। **ভুরা গুড়**—যে গুড়ে রস নাই, দোলো। **লাভের গুড় পিঁপড়ায় খাওয়া**—সামান্য লাভটুকুও নষ্ট হওয়া।

গুড়ক—বি. গুড়পক্ব ঔষধ বিশেষ। [সং]

গুড়গুড়—মেঘের মৃদুগম্ভীর ধ্বনি। তামাক খাওয়ার সময় হুকার জলের শব্দ; ক্ষুদ্র পক্ষি

বিশেষ। **গুড়গুড়ি**—বি. ছোট গড়গড়া; হুকা-বিশেষ, ফরসী হুকা। [বাং]
গুড়-চাউলি,-চাল,-চালু—বি. চিটাগুড় মাখা চাউল (বরের গায়ে ছুঁড়িয়া মারা হয়)।
গুড়ত্বক্—দারচিনি। **গুড়দারু**—আখ। **গুড়পিঠা** গুড়মিশ্রিত চাউলের গুঁড়ার বা গমের আটার পিঠা, পাটিসাপটা। **গুড়পুষ্প**—মহুয়া গাছ ও ফুল।
গুড়মুড়া—বি. গোড়ালি। [প্রাদেশিক]
গুড়মূল—কনক-নটে। **গুড়-শর্করা**—আখের গুড় হইতে প্রস্তুত চিনি।
গুড়া—গুঁড়া।
গুড়াকেশ—(যিনি নিদ্রা ও ধনুর্বিদ্যা সম্বন্ধে জয়ী) বি. অর্জুন। [গুড়াকা+ঈশ]
গুড়ি—বি. হাত-পা গুটানো অবস্থা। [বাং]। **গুড়িমারা**—হাতপা গুটাইয়া চলা, শিকারী প্রাণীর মত। **গুড়িগুড়ি**—বুড়ামানুষের মত ঝুঁকিয়া ধীরে ধীরে চলিবার ভাব।
গুড়ি—বি. লাথি (গুড়িখাওয়া লোক—মারধোর খাইলে যে ঠিক থাকে)। [প্রাদেশিক]
গুড়ুক—বি. গুড়মিশ্রিত তামাক, মিঠা তামাক। [বাং]। **গুড়ুক ফোঁকা**—তামাক খাওয়া।
গুড়ুচী, গুড়ুচি—বি. গুলঞ্চ লতা। [সং]
গুড়ুম—অব্য. বন্দুক বা কামানের ধ্বনি। **আক্কেল গুড়ুম**—বুদ্ধি শুম্ভিত।
গুঢ়া, গুড়া—বি. নৌকার আড়কাঠ (কোন কোন অঞ্চলে গুরা বলে। [প্রাদেশিক]
গুণ—বি (অভ্যাসের বশে বা প্রকৃতিগত) মনের ও চরিত্রের যে প্রবণতা বা উৎকর্ষের জন্য লোকে শ্রদ্ধেয় ও আদরণীয় হয় তাহা; ধর্ম, প্রকৃতি (দ্রব্যগুণ); উৎকর্ষ, শ্রেষ্ঠতা (দোষগুণ); উপকার, ক্রিয়া; প্রভাব (ঔষধের গুণ, কথার গুণ), সদ্গুণ (সাহস, বিনয়, গাম্ভীর্য, সুরুচি ইত্যাদি); বিশিষ্টতা; দক্ষতা (গুণবান্ ব্যক্তি); প্রাকৃতিক প্রবণতা (সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ), তুক, জাদু (গুণ করেছে); (ব্যাকরণে) স্বরের রূপান্তর (ই ঈ স্থানে এ, উ ঊ স্থানে ও ইত্যাদি); (অলঙ্কারে) রচনার উৎকর্ষসূচক লক্ষণ (প্রসাদ, ওজঃ ইত্যাদি); (গণিতে) পূরণ (গুণ করা); বার (দশগুণ); (ব্যঙ্গে) দোষ (মুখের গুণেই মার খাও); ধনুকের ছিলা (ধনুর্গুণ); সুতা; দড়ি; নৌকার মাস্তুলে বাঁধা দীর্ঘ রশি যাহা দ্বারা নৌকা টানিয়া লওয়া হয় (গুণবৃক্ষ)। [সং]। **গুণে ঘাট নাই**—গুণের ঘাটতি নাই, অর্থাৎ (বিদ্রূপে) নির্গুণ। **গুণের নিধি, গুণের সাগর**—সর্বগুণ-সম্পন্ন (সাধারণতঃ বিদ্রূপে উক্ত হয়)। **গুণের বালাই নিয়ে মরি**—গুণহীনতার জন্য ক্ষোভ অথবা ধিক্কার-সূচক উক্তি। **গুণপনা**—দক্ষতা, গুণাবলী।
গুণক—যাহা দ্বারা গুণ বা পূরণ করা হয়, multiplier। **গুণকথন**—গুণকীর্তন। **গুণকর্ম**—স্বাভাবিক প্রবণতা ও কর্ম। **গুণকরণ**—তন্ত্রমন্ত্র প্রয়োগ করা। **গুণকারী** (-রিণ্)—উপকারক (ঔষধ)। **গুণকীর্তন**—গুণগান। **গুণগরিমা, গুণগৌরব**—সদ্গুণের মহিমা। **গুণগ্রাম**—গুণাবলী। **গুণগ্রাহী** (-হিন্)—অন্যের গুণের সমাদরকারী। বি. **গুণগ্রাহিতা**। **গুণচট**—মোটা সুতার চট বা থলে। [বাং] **গুণজ্ঞ**—গুণগ্রাহী। **গুণজ্ঞান**—যাদু। **গুণতাই**—বি. গুলতি, বাঁটুল ছোঁড়ার ধনুক। [প্রা. বাং]। **গুণতি**—বি. গণনা। [বাং]। **গুণত্রয়**—সত্ত্ব রজঃ তমঃ। **গুণধর**—(ব্যঙ্গার্থে) অকর্মণ্য, দুষ্টামি নষ্টামির দিকে যাহার মতি (তোমার গুণধর পুত্রের এই কাজ)। **গুণধাম**—বহু সদ্গুণের অধিকারী। **গুণন**—পূরণ, multiplication। **গুণনিকা**—শূন্য, গোল্লা। **গুণনীয়**—যে রাশিকে অন্য রাশি দ্বারা গুণ করিতে হইবে, multiplicand। **গুণনিধি**—গুণাকর; গুণধর। **গুণনীয়ক**—যে অখণ্ডরাশিদ্বারা অন্য অখণ্ড রাশিকে ভাগ করিলে ভাগশেষ থাকে না, factor (পাঁচ পঁচিশের গুণনীয়ক)। **গরিষ্ঠ সাধারণ গুণনীয়ক**—greatest common measure, দুই বা ততোধিক সংখ্যার মধ্যে সর্বাপেক্ষা বড় গুণনীয়ক)। **গুণপনা**—নৈপুণ্য, গুণগ্রাম। [গুণ+পনা]। **গুণফল**—গুণ করিয়া যে রাশি পাওয়া যায়, product। **গুণবত্তা**—গুণ, গুণশালিতা। **গুণবন্ত**—গুণবান। **গুণবাচক**—গুণ-নির্দেশক। **গুণবাদ**—গুণকীর্তন। **গুণবান্** (-বৎ)—সদ্গুণযুক্ত; (ব্যঙ্গে) গুণধর। **গুণবাস**—কার্পাসের সুতার কাপড়। **গুণবৃক্ষ**—মাস্তুল। **গুণবেদী** (-দিন্)—

গুণগ্রাহী। **গুণবৈষম্য**—বিরুদ্ধ গুণের সংযোগ। **গুণমণি**—গুণবান্, বহু গুণের জন্য পরম প্রিয়। **গুণময়**—গুণবান্। **গুণমুগ্ধ**—গুণ দেখিয়া মোহিত। **গুণরাজ**—'শ্রীকৃষ্ণ বিজয়ের' কবি, মালাধর বসুর হোসেন শাহ-দত্ত উপাধি ('গুণরাজ খাঁ'); ভাল রাজমিস্ত্রী। **গুণলুব্ধ**—গুণমুগ্ধ। **গুণশূন্য**—নির্গুণ। **গুণসম্পদ**—গুণের প্রাচুর্য। **গুণসাগর**—বহু গুণের অধিকারী; বুদ্ধ বিশেষ। **গুণহীন**—নির্গুণ।

গুণা,-না—বি. রশি, সুতা, তার। [প্রাদেশিক]।

গুণাগুণ—দোষগুণ। **গুণাঢ্য**—গুণসমন্বিত। **গুণাতীত**—ত্রিগুণাতীত। **গুণানুবাদ**—গুণকীর্তন। **গুণানুরাগ**—গুণগ্রাহিতা। **গুণাপকর্ষ**—গুণের ক্ষয়, depreciation। **গুণাপকর্ষক**—যাহা গুণের ক্ষয় সাধন করে। **গুণাবয়ব**—গুণনীয়ক। **গুণাভাস**—যাহা গুণ বলিয়া ভ্রম হয়। **গুণাশ্রয়**—গুণাধার।

গুণিজন—কলাবিদ্, বিদগ্ধ। গুণী দ্রঃ। **গুণিত**—গুণ-করা (পাঁচের দ্বারা পাঁচ গুণিত হইলে পঁচিশ হয়)। **গুণিতক**—অন্য রাশি দ্বারা নিঃশেষে বিভাজ্য রাশি, multiple (পঁচিশ পাঁচের গুণিতক)। **লঘিষ্ঠ সাধারণ গুণিতক**—একাধিক সংখ্যার প্রত্যেকটিরই গুণিতক এমন ক্ষুদ্রতম সংখ্যা, lowest common multiple। **গুণিন**—যে তন্ত্র-মন্ত্র জানে, ওঝা। [গুণী]। **গুণিবাচক**—বিষয় বা শ্রেণী নির্দেশক (নর গুণিবাচক কিন্তু নরত্ব গুণবাচক)।

গুণী (নিন্)—গুণবান্; অভিজ্ঞ, দক্ষ, talented; সঙ্গীতজ্ঞ; যে তন্ত্র-মন্ত্র জানে, গুণিন; ওঝা; জ্যা-যুক্ত (ধনুক)। [গুণ+ইন্]। **গুণীভূত**—(যাহা গুণ ছিল না পরে গুণরূপে গৃহীত হইয়াছে)—অপ্রধানীভূত, যাহা মুখ্য নয়; চমৎকারিত্ব-বিহীন। **গুণীভূত ব্যঙ্গ**—যে কাব্যে ব্যঙ্গার্থ (suggestiveness) অপেক্ষা বাচ্যার্থের চমৎকারিত্ব অধিক লক্ষণীয়।

গুণো,-নো,-না,-ণা—গুনা দ্রঃ।

গুণোৎকর্ষ—গুণের বিকাশ, গুণের প্রাচুর্য। **গুণোৎকৃষ্ট**—গুণে উৎকৃষ্ট, গুণোৎকর্ষযুক্ত। **গুণোত্তর**—(গণিতে) সমগুণ শ্রেঢ়ী, geometrical progression (শ্রেঢ়ী দ্রঃ); গুণোৎকৃষ্ট। **গুণোপেত**—গুণভূষিত, গুণী।

গুণ্ঠন—বি. বেষ্টন, আচ্ছাদন, ঘোমটা। [গুণ্ঠ্+অনট্]। **গুণ্ঠিত**—ঘোমটা দেওয়া; আবৃত।

গুণ্ডক, গুণ্ডা—[সং] চূর্ণ, ধূলি, গুঁড়া।

গুণ্ডা—[হি গুণ্ডা] বি দুর্বৃত্ত; বদমায়েস; জবরদস্তি করা যাহাদিগের স্বভাব। বি. **গুণ্ডাগিরি, গুণ্ডামো, গুণ্ডামি**—গুণ্ডার আচার-ব্যবহার।

গুণ্ডিক—বি. গুঁড়ি, ময়দা, ছাতু। [সং] ণ. গুণ্ডিত- চূর্ণিত।

গুণ্ডিচা—বি. পুরীতে জগন্নাথদেবের মণ্ডপ-বিশেষ।

গুণ্য—ণ. যাহাকে গুণ করিতে হইবে, multiplicand; গুণযুক্ত। [সং]

গুতা—গুঁতা দ্রঃ।

গুৎস—[সং] বি. গুচ্ছ, স্তবক, গোছা, থোকা।

গুদড়, গুদড়ী, গুধড়ি—[পর্তু. godrim] বি. মোটা রেশমী কাপড় বিশেষ; ছিন্ন পুরাতন কন্থা, সন্ন্যাসী-ফকিরদের কাঁথা বা মোটা গাত্রাবরণ।

গুদম, গুদাম—[ইং godown, পর্তু. gudao] বি. মাল রাখিবার বদ্ধ ঘর, ভাণ্ডার, বদ্ধ ঘর যাহাতে তেমন হাওয়া চলে না (ঘর ত নয় গুদাম)। **গুদামজাত**—গুদামে রক্ষিত, গুদামে আটক। **গুদাম সরকার**—গুদামের মালের হিসাব-নিকাশের ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী।

গুদারা—[ফাঃ গুদার]। বি. খেয়া। **গুদারা ঘাট**—খেয়াঘাট।

গুনা, গুনাহ, গোনাহ, গোনা—[আ. গুনহ—পাপ] বি. পাপ (আল্লাহ্ গোনা মাফ করনেওয়ালা); অপরাধ (গুনাখাতা মাফ করবেন)। **গুনাগার, গোনাগার**—পাপী। **গুনাগারি, গোনাগারি**—ভুলের দণ্ড, লোকসান (নাহক্ এই গুনাগারি দিতে হলো)।

গুনতি, গনতি—গুণতি দ্রঃ।

গুন্‌গুন্—অব্য. গুঞ্জনধ্বনি। [বাং]

গুপীযন্ত্র—বি. বাউলের একতারা বিশেষ। [বা.]

গুপ্ত—[গুপ্+ক্ত] ণ. প্রচ্ছন্ন, লুক্কায়িত অপরিজ্ঞাত, সংবৃত; বি. উপাধি বিশেষ। **গুপ্তকথা**—কাহারও গোপনীয় বিষয়; অজ্ঞাত কিন্তু কৌতূহলজনক বৃত্তান্ত। **গুপ্তগতি**—গুপ্তচর। **গুপ্তধন**—লুকাইয়া রাখা ধন; লুকাইয়া রাখা ধন যাহার সন্ধান এখন কেহ জানে না। **গুপ্তবেশ**—ছদ্মবেশ। **গুপ্তমন্ত্র**—যে রাজার মন্ত্রণা কেহই জানিতে পারে না।

গুপ্তি—[গুপ্+ক্তি] বি. গোপন, লুক্কায়িত রাখা

(মন্ত্রগুপ্তি); গুপ্তস্থান; নৌকা বা জাহাজের খোল; আস্তাকুঁড়; কারাগার; যষ্টির অভ্যন্তরে গোপনে রক্ষিত সরু তরবারি। [গাছ।
গুবাক, গুবাক—[সং] বি. সুপারি; সুপারি
গুম্—গম্ভীর শব্দ জ্ঞাপক। **গুম্‌গুম্**—উঁচু গুম্বজ বিশিষ্ট ঘরে প্রতিধ্বনির শব্দ; কিলের শব্দ।
গুম—[ফাঃ গুম্] ণ. অপহৃত, লুক্কায়িত, নিখোঁজ (এই দেখলাম, এখনই গুম হয়ে গেল)। **গুম খুন**—গুপ্তহত্যা। **গুম হইয়া থাকা**—শোকেদুঃখে বা ক্রোধে শুব্ধ গম্ভীর ভাব ধারণ করা। **গুমি**—লুকানো লাস বা অন্য কিছু। **গুমী**—ণ. লুক্কায়িত।
গুমট—বি. বায়ুপ্রবাহহীন গ্রীষ্মের উত্তাপ (বড় গুমট পড়েছে, গুমট ভাঙিয়া বাতাস দিল); ভাপ্‌সা গরম; আদান-প্রদানহীন বা আনন্দহীন অবরুদ্ধ ভাব। [বাং]। **গুম্‌টি ঘর**—বদ্ধ ঘর, প্রহরীদের প্রায় জানালাহীন ছোট ঘর (বিশেষতঃ রেললাইন পার হইবার জায়গায়); পথ ও রেললাইনের সংযোগস্থল, level crossing.
গুমর—[ফাঃ গুমান—গর্ব, সন্দেহ] বি. অহঙ্কার, দেমাক (টাকার গুমর); গাম্ভীর্য; গোপনীয়তা। **গুমর করা**—দাম্ভিকতা প্রকাশ করা; অহঙ্কারে কথা না বলা। **গুমর ভাঙা**—গর্ব চূর্ণ হওয়া বা করা। **গুমর ফাঁক হওয়া**—গোপনীয়তা নষ্ট হওয়া, ভিতরকার কথা প্রকাশ হইয়া পড়া।
গুম্‌রানো—ক্রি. ভিতরে ভিতরে দুঃখ করা; ক্ষোভ করা, কাঁদা ফোঁপানো ইত্যাদি (বুককাটা দুঃখে গুমরিছে বুকে—রবি)। **গুম্‌রে মরা**—মনের দুঃখে বাহিরে প্রকাশ না করিয়া ক্লেশ পাওয়া। **গুমরনো**—ক্ষোভে গরম হইয়া উঠা; গুরু-গম্ভীর ধ্বনি করা (গুরুগুরু মেঘ গুমরি গুমরি গরজে গগনে গগনে—রবি)।
গুম্‌সা—ণ. ভাপ্‌সা, গুমট; দুর্গন্ধযুক্ত। [বাং]
গুমা, গুমো—ণ. গরমে কিছু পচা। [বাং] **গুমা-চাউল**—গুমাধানের চাউল। **গুমা-ধান**—গাদি দেওয়ার ফলে গুমট ধরিয়া কিছু পচিয়া যাওয়া ধান, অথবা সময়মত শুকাইতে পারে নাই বলিয়া ভাপ্‌সা ধরিয়া কিছু পচিয়াছে এমন সিদ্ধধান।
গুমান—[ফাঃ গুমান] বি. অহঙ্কার; গৌরব; অহঙ্কারজনিত গম্ভীর ভাব (বলি, এত গুমান কিসের?)।

গুমি—ণ. নিখোঁজ, লুক্কায়িত; বি. লুক্কায়িত মৃতদেহ।
গুম্ফ—[গুম্ফ্ + ঘঞ্] বি. গ্রন্থন, রচনা, বিন্যাস; গুচ্ছ; গোঁফ। **গুম্ফন**—গ্রন্থন; উৎকৃষ্ট রচনা। ণ. **গুম্ফিত**—গ্রথিত; রচিত।
গুম্ফা—বি. গোফা (দ্রঃ), গুহা (হস্তি-গুম্ফা)। ভুটিয়া বৌদ্ধমন্দির। [গুহা]
গুম্বজ—গম্বুজ দ্রঃ। **গুম্বজদার**—গুম্বজবিশিষ্ট।
গুয়া—বি. সুপারি। [গুবাক]। **গুয়া-পান**—কোন কোন অনুষ্ঠানে সুপারি ও পান উপহার দেওয়ার রীতি। **গুয়াছড়ি**—সুপারির ছড়ার মত থোকা থোকা অথবা কুঞ্চিত (গুয়া-ছড়ি চুল)।
গুয়ে—(গু দ্রঃ) ণ. বিষ্ঠা হইতে উৎপন্ন; বিষ্ঠাপ্রিয় (গুয়েমাছি, গুয়ে শালিক); বি. শিশুর নাম, অর্থাৎ, সেই শিশু গুয়ের মত ঘৃণ্য ও অস্পৃশ্য বলিয়া যম যেন তাহাকে স্পর্শ না করে।
গুরগুটে, -ট্রে—ণ. ছোট গোলাকার ও শক্ত।
গুরবাঁক—নূপুরের মত ও বাঁকা সাঁওতালী মেয়ের পায়ের অলঙ্কার।
গুরমুখী—বি. শিখদিগের ব্যবহৃত ভাষা।
গুরু—[গৃ (বলা) + কু—যিনি ধর্মকার্যের পথ প্রকাশ করেন] বি. বৃহস্পতি; শিক্ষাদাতা; দীক্ষাদাতা (গুরুঠাকুর); ণ. বৃহৎ, কঠিন, মহান্ (গুরু দায়িত্ব); ভারী; দুষ্পাচ্য (গুরুপাক) বিষম, বেশি (গুরু প্রহার, গুরু ভোজন); পূজনীয় (লঘুগুরু জ্ঞান); (ব্যাকরণে) দীর্ঘ মাত্রাবিশিষ্ট। **গুরুকরণ**—গুরু হইতে দীক্ষা গ্রহণ। **গুরুক্রম**—গুরু-পরম্পরা। **গুরু-কুল**—গুরুবংশ; সেকালের আদর্শানুযায়ী গঠিত উত্তর ভারতে একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম। **গুরু-গতি**—শীঘ্রগতি। **গুরুগর্বিত**—গুরুজন। **গুরুগিরি**—শিক্ষকের বা মন্ত্রদাতার কার্য; উচ্চতর জ্ঞানের অভিমান। **গুরুগম্ভীর**—গাম্ভীর্যপূর্ণ; শব্দাড়ম্বরময়। **গুরুচণ্ডালী**—সংস্কৃত শব্দের সহিত দেশজ শব্দের মিশ্রণ; অসঙ্গত মিশ্রণ (যথা, 'শবপোড়া' 'মড়াদাহ'। বর্তমানে গুরুচণ্ডালী বাংলা ভাষায় যথেষ্ট চলে, অবশ্য যোগ্য লেখকেরা এমন মিশ্রণের ক্ষেত্রেও ধ্বনি-সামঞ্জস্যের দিকে দৃষ্টি রাখেন)। **গুরুচর্যা**—গুরুসেবা। **গুরুতল্প**—বিমাতা; গুরুপত্নী। **গুরুজন**—পূজনীয় আত্মীয় কুটুম্ব; গুরু, শিক্ষক

প্রভৃতি। **গুরুদক্ষিণা**—বিদ্যাগ্রহণের জন্য গুরুকে দেয় অর্থ বিত্ত ইত্যাদি ; (ব্যঙ্গে) অপমান ও অপমানজনক লঘু প্রহারাদি (কিঞ্চিৎ গুরুদক্ষিণা দিয়ে বিদায় করে দিয়েছে)। **গুরু-দশা**—(জ্যোতিষে) বৃহস্পতির দশা ; পিতা-মাতার মৃত্যুজনিত অবস্থা ও তাঁহাদের মৃত্যুর বৎসর। **গুরুনিতম্বা**—যে স্ত্রীর নিতম্ব স্থূল। **গুরুপুরুত**—মন্ত্রদাতা গুরু ও পুরোহিত। **গুরুপূজা**—গুরুকে সম্মান প্রদর্শন, গুরুকে দেবতা জ্ঞানে পূজা। **গুরুপ্রসাদী**—গুরু কর্তৃক উপভোগ করাইয়া তাহার প্রসাদরূপে স্ত্রীকে গ্রহণ করিবার কুৎসিত প্রথাবিশেষ। **গুরুবরণ**—গুরুর বরণ। **গুরুবর্ণ**—উচ্চবর্ণ। **গুরুবল**—গুরুজনের আশীর্বাদের প্রভাব ; কোষ্ঠীতে বৃহস্পতি প্রবল থাকা (সৌভাগ্যসূচক)। **গুরুবার**—বৃহস্পতিবার। **গুরুভাই**—এক গুরুর শিষ্য। **গুরুমশাই**—পাঠশালার শিক্ষক। **গুরুমা**—গুরুপত্নী, শিক্ষয়িত্রী, মা-গোসাঁই। **গুরুবৃত্তি**—গুরুকে দেয় চাঁদা। **গুরুমারা বিদ্যা**—গুরুর দেওয়া বিদ্যায় গুরুকে হারায় এমন (সাধারণতঃ গুরুদত্ত বিদ্যার অপপ্রয়োগে। 'যবন পণ্ডিতদের গুরুমারা চেলা'—রবীন্দ্রনাথ)। **গুরুলঘু জ্ঞান**—কে পূজার পাত্র এবং কে নয় এই জ্ঞান। **গুরুস্থানীয়**—গুরুতুল্য। স্ত্রী. **গুরুমা,** গুর্বী (বাংলায় 'গুর্বী'র প্রয়োগ নাই)। বি. **গুরুত্ব**—মহত্ব, গৌরব ; সাংঘাতিকতা অথবা জটিলতা ; আশু প্রয়োজনীয়তা, urgency.

গুরুগুরু—মেঘের ধ্বনি, ভয়জনিত দ্রুত হৃৎকম্প।

গুরূপদেশ—বি. গুরুর নির্দেশ। [গুরু+উপদেশ]।

গুর্জর—বি. গুজরাট দেশ বা গুজরাটের অধিবাসী। **গুর্জরী**—বি. রাগিণী বিশেষ।

গুর্বিণী—বি. গর্ভিণী ; প্রৌঢ়া নারী। [গুরু+ইন্ +ঈপ্]।

গুর্বী—ণ. পূজ্যা ; বি. গর্ভিণী, গুরুপত্নী (বাংলায় অপ্রচলিত, প্রচলিত—'গুরুমা' 'গুরুপত্নী'। **গুর্বীক্রিয়া**—মলত্যাগ (বিপ. লঘ্বীক্রিয়া)।

গুল—বি. কাঠ-কয়লা অথবা পাথুরে কয়লার চুর মাটি ও গোবর দিয়া মাখিয়া প্রস্তুত গোলাকার ইন্ধন ; পোড়া তামাকের ডেলা। (গুল দিয়া দাঁত মাজা)। [গোল]।

গুল—বি. ধাপ্পা, গপ্পী [বাং]।

গুল—গোলাপ ফুল (কাব্যে ব্যবহৃত) [ফা.]। **গুল্-ই-মখ মল্**—ফুল বিশেষ। **গুলকন্দ**—গোলাপ দেওয়া মিষ্টান্ন বিশেষ। **গুলকারী**—কাপড়ে ফুল তোলা।

গুল্ গুলা—ণ. অতিশয় পক্ব ; বি. জনরব। [ফা.]

গুল্জার—[ফা. গুলযার] ণ. জমকালো, জমজমা, লোকজনের সরগরম (বাড়ী গুলজার)। **নরক গুলজার**—অসংযত ফুর্তিবাজদের আড্ডা সম্পর্কে বলা হয় (প্রায়ই ব্যঙ্গে)।

গুলঞ্চ—বি. লতাবিশেষ, গুড়ূচী (ঔষধরূপে ব্যবহৃত হয়)। [ধনুক, pellet bow।

গুল্তাই, গুল্তি—বি. বাঁটুল, গুলি ছোঁড়ার

গুল্তান, গুল্তানি—[ফা.] আড্ডা, জটলা ;

গুল্দস্তা, -দাস্তা—ফুলের তোড়া। **গুল্-দাউদী**—চন্দ্রমল্লিকা ফুল। **গুল্ দান**—ফুল-দান। **গুল্দার**—ফুলকাটা। **গুল্নক সা**—পাড়ে ফুল তোলা রেশমী শাড়ী ; **গুল্নার, গুলেনার**—ডালিম ফুল তোলা শাড়ী। **গুলফাম**—ণ. গুলাবী, রঙিন ; কুসুমদেহী। [ফা] ফাম=দেহ]। **গুল-বকাওলী, গোলেবকাওলী**—দোলনচাঁপা ফুল। **গুল্ বদন**—গোলাপের মত দেহ যাহার, রেশমী শাড়ী বিঃ। স্ত্রী. -নী। **গুলরুখ**—যাহার গণ্ডদেশ গোলাপ-রঙীন। **গুল্বাহার**—শাদা জমীনের উপর রঙীন ফুল তোলা শাড়ী। **গুল্শান**—ফুলবাগান [ফা.]

গুলা, গুলি, গুলিন, গুলো—বহুত্ব নির্দেশক প্রত্যয় ; বিশিষ্ট দল (ফুলগুলো যেন হাসছে ; ও লোকগুলাই মন্দ)। **সবগুলা**—বিশিষ্ট দলের সবাই (ও সবগুলা বাঁদর)।

গুলানো, গোলানো—ক্রি. মিশ্রিত করা, তরল করা (মিছরি গুলানো) ; থেই হারান, একটি অঙ্গুটির সহিত মিশাইয়া ফেলা, ঘুলানো (ব্যাপারটা গুলিয়ে গেছে)। **গা গুলিয়ে উঠা**—গা বমি-বমি করা। **গু-গোলানো**—কাজ একেবারে পণ্ড করিয়া ফেলা, সম্পূর্ণ ব্যর্থ হওয়া।

গুলাব, গোলাব—[ফাঃ গুলাব=গোলাপজল] গোলাপজল ; গোলাপফুল। **গুলাবী**—গোলাপের বর্ণ অথবা গন্ধযুক্ত, অল্প অল্প (গুলাবী বা গোলাপী নেশা)।

গুলাল—[ফা. গুল্লাল] বি. আবির, ফাগ ; গুলতি।

গুলি,-লী—বি. গুটিকা, বর্তুল-আকার ছোট গোলা (গুলি পাকানো); হাত পায়ের ডিম বা পিণ্ডাকার মাংসপেশী; মাকুর আকারের কাষ্ঠ-খণ্ড বিশেষ (ডাংগুলি); আফিমের বড়ি, চণ্ডু (চণ্ডু দ্রঃ); বন্দুক পিস্তল প্রভৃতি দ্বারা ক্ষেপণীয় ক্ষুদ্র ধাতু-গোলক। [গোলক,গুলিকা] **গুলি করা**—কাহাকেও লক্ষ্য করিয়া বন্দুক বা পিস্তল চালানো। **গুলিখোর**—চণ্ডুখোর। **গুলিখুরি,-খোরি**—গুলিখোর-সুলভ অদ্ভুত (-গল্প-গুজব, -কাণ্ড-কারখানা)।

গুলি-কলম, গুল-কলম—বি. গাছের ডালের খানিকটা অংশ চাঁচিয়া তাহার উপরে মাটি দিয়া বা ন্যাকড়া দিয়া পিণ্ডাকার করিয়া বাঁধিয়া প্রস্তুত করা কলম (অন্য ধরণের কলম—জোড় কলম)।

গুলিকা—[সং.] গুটিকা, গুলি।

গুলি-ডাণ্ডা—ডাং-গুলি দ্রঃ। **গুলি বেগুন**—ডিম্বের আকৃতির সাদা বেগুন, আণ্ডা বেগুন, egg-fruit. **গুলিবাঁট, -বাট**—গুটিকা পাত, সুতি খেলায় গুলি ফেলিয়া অংশ নির্ণয়।

গুলিস্তা—[ফাঃ] বি. ফুলের বাগান (দলিত শুষ্ক এ মরুভূ পুনঃ হয়ে গুলিস্তা হাসিবে ধীরে —নজরুল); শেখ সাদীর বিখ্যাত গ্রন্থ।

গুলেল—[ফাঃ গুলেল] বি. গুলতি, ধনুক দিয়া মারিবার কাদার ছোট শুকনা অথবা পোড়ানো গুলি ও ধনুক (পূর্ববঙ্গে গুলাল ও গুলালবাঁশ)।

গুলো—বি. গুল্ম (দ্রঃ); হাতের ও পায়ের ডিম; ঢেঁকির মুষলের প্রান্তভাগের লোহার বেড়। [বাং]

গুল্‌ফ—[সং] বি. গোড়ালি, পাদগ্রন্থি (আগুল্‌ফ-লম্বিত কেশভার)। **গুল্‌ফ-সন্ধি**—চরণের সংযোগস্থল, ankle-joint.

গুল্ম—[সং] বি. কাণ্ডহীন অথবা অতি ক্ষুদ্র কাণ্ড-যুক্ত বহু শাখা-পত্রবিশিষ্ট বৃক্ষ; ছোট গাছের ঝাড় (লতাগুল্ম); সৈন্যদের ঘাঁটি; ৯ হস্তী ৯ রথ ২৭ অশ্ব ৪৫ পদাতিক লইয়া গঠিত ছোট সৈন্যদল, প্লীহা, পেটের ভিতরকার রোগ-বিশেষ, internal tumour। **গুল্মী**—তাঁবু; আমলকী গাছ; এলাচ গাছ। **গুল্মিনী**—বহু শাখাপত্র-বিশিষ্ট লতা।

গুষ্ঠি,-ষ্টী—[সং গোষ্ঠী] বি. গোষ্ঠী বা গোষ্ঠীর লোক (সাধারণতঃ অবজ্ঞার্থে ব্যবহৃত হয়)। **গুষ্টি-সুদ্ধ**—পরিবারের সকলে; ছেলেবুড়ো সবাই (গুষ্টিসুদ্ধ মিলে তার মাথায় বসে খাচ্ছে)। **গুষ্টির পিণ্ডি, গুষ্টির ক্ষয়তা**—বংশ-নাশের ইঙ্গিতযুক্ত গালি। **গুষ্টির মাথা**—গালি বিশেষ (গুষ্টির মাথা খাওয়ার ইঙ্গিতযুক্ত)।

গুহ—বি. কার্তিকেয়; রামচন্দ্রের মিতা গুহক; কায়স্থের উপাধি বিশেষ; বেগবান অশ্ব। [গুহ্‌-(সংবরণ করা)+অ]। **গুহষষ্ঠী**—অগ্রহায়ণের শুক্লা ষষ্ঠী)

গুহা—[গুহ্‌+অ+আপ্‌] বি. পর্বতগহ্বর, গর্ত; গুপ্ত বা অগম্য স্থান। **গুহালীন,-শয়,-স্থিত** —পরম গভীর (তত্ত্ব, পরমাত্মা)। **গুহাশয়** —গুহাবাসী জন্তু, সিংহ ব্যাঘ্র মূষিক প্রভৃতি।

গুহ্য—[গুহ্‌+য] ণ. গোপনীয়, অপ্রকাশ্য, রহস্য, সাধারণ্যে প্রকাশের অযোগ্য (গুহ্য সাধনা); বি. মলদ্বার; উপস্থ। **গুহ্যগুরু**—শিব। **গুহ্য-দীপক**—জোনাকি পোকা। **গুহ্য ভাষিত**—গোপন পরামর্শ বা কথা। **গুহ্যক** —কুবেরের ধনরক্ষক দেবযোনি বিশেষ, যক্ষ।

গূঢ়—[গুহ্‌+ক্ত] ণ গুপ্ত; অপ্রকাশ্য, লুক্কায়িত (গূঢ় অভিসন্ধি); অব্যক্ত, দুষ্প্রবেশ্য, গোপনে রক্ষিত (গূঢ়তত্ত্ব)। **গূঢ়চারী (-রিন্‌)**—গুপ্তচর। **গূঢ়জ**—জারজ। **গূঢ়পথ**—গুপ্ত-পথ; অন্তঃকরণ। **গূঢ়পাদ**—সর্প; কচ্ছপ। **গূঢ় পুরুষ**—ছদ্মবেশী; গুপ্তচর। **গূঢ়মার্গ**—সুড়ঙ্গ; গুপ্তপথ। **গূঢ়সাক্ষী (-ক্ষিন্‌)**—যে গোপনে থাকিয়া বিরুদ্ধপক্ষের কথা শুনিয়াছে, এমন সাক্ষী। **গূঢ়াঙ্গ**—কচ্ছপ। **গূঢ়ৈষণা**—মনোভাবের জটিলতা বা অস্বাভাবিকতা; গোপন-ইচ্ছা, complex। **গূঢ়োৎপন্ন**—নব-পরিণীতার কুমারীকালে গোপনে যে গর্ভের সঞ্চার হইয়াছিল সেই গর্ভজাত পুত্র, কানীন পুত্র।

গৃঞ্জন—[সং] বি. শালগম; গাজর।

গৃধিনী—বি. একজাতীয় শকুনি। [বাং]।

গৃধ্নু—[গৃধ্‌ (অত্যন্ত আকাঙ্ক্ষা করা) +ক্নু] ণ. লোভী লোলুপ (অর্থগৃধ্নু)। **গৃধ্য**—কাম্য, অভিলষণীয়।

গৃধ্র—[গৃধ্‌+র] (মাংস-গৃধ্নু) বি. শকুনি। স্ত্রী. গৃধ্রী। **গৃধ্ররাজ**—জটায়ু।

গৃধ্রসী—বি. কটিবাত, sciatica. [সং]

গৃষ্টি—[গ্রহ্‌+ক্তি] বি. যে গরুর একবার মাত্র বাচ্চা হইয়াছে; একমাত্র সন্তানের জননী।

গৃহ—[গ্রহ্‌+ক] বি. বাড়ী; ঘর; আশ্রয়; মন্দির; গৃহিণী। **গৃহকন্যা**—ঘৃতকুমারী।

গৃহকপোত—পায়রা। **গৃহকর্তা** (-র্তৃ) —বাড়ীর কর্তা। স্ত্রী. **গৃহকর্ত্রী**। **গৃহকর্ম**—সাংসারিক কাজ। **গৃহকারক**—গৃহনির্মাতা। **গৃহগোধা,-গোধিকা**—টিক্‌টিকি। **গৃহচ্যুত**—স্বগৃহ হইতে বিতাড়িত। **গৃহচ্ছিদ্র**—পরিবারের কলঙ্ক; জ্ঞাতিবিরোধ। **গৃহজাত**—গৃহোৎপন্ন বস্তু অথবা দাস। **গৃহতটী**—ঘরের দাওয়া। **গৃহতল**—ঘরের মেঝে। **গৃহত্যাগী** (-গিন্)—সন্ন্যাসী। **গৃহদীপ্তি**—গৃহের দীপ্তিস্বরূপা সাধ্বী। **গৃহদেবতা**—গৃহে প্রতিষ্ঠিত দেবতা। **গৃহধর্ম**—গৃহস্থের কর্তব্য; বিবাহিত জীবন যাপন। **গৃহনীড়**—চড়ুই পাখী। **গৃহপতি**—গৃহস্বামী; যজ্ঞকর্তা। স্ত্রী. **গৃহপত্নী**। **গৃহপাল**—গৃহরক্ষক কুকুর। **গৃহপালিত**—পোষা। **গৃহপ্রতিষ্ঠা**—গৃহের ভিত্তি স্থাপন। **গৃহপ্রবেশ**—নূতন গৃহে প্রথম প্রবেশ ও তৎসম্পর্কে অনুষ্ঠান। **গৃহপ্রাঙ্গণ**—উঠান অথবা গৃহসংলগ্ন খোলা জমি। **গৃহবলি**—বিশ্বদেব ভূতগণ ও পশুপক্ষীর উদ্দেশে গৃহস্থের প্রদত্ত খাদ্যদ্রব্য। **গৃহবলিভুক্** (-জ্)—কাক চড়ুই পায়রা প্রভৃতি। **গৃহবাজ**—পায়রা বিশেষ, গেরোবাজ। **গৃহবাটিকা**—গৃহ-সংলগ্ন উদ্যান; বাগানবাড়ী। **গৃহবিচ্ছেদ**—পরিজনের মধ্যে ঝগড়া, আত্মকলহ। **গৃহ-বিবাদ**—একই পরিবারের বা রাষ্ট্রের লোকদের মধ্যে বিবাদ। **গৃহবাস**—গৃহীরূপে বাস। **গৃহভঙ্গ**—সিঁধকাটা। **গৃহভেদী** (-দিন্)—যে পরিজনের মধ্যে বিবাদ বাধায়। **গৃহমৃগ**—কুকুর। **গৃহমেধী** (-ধিন্)—গৃহস্থ। **গৃহযুদ্ধ**—অন্তর্বিপ্লব, civil war। **গৃহলক্ষ্মী**—গৃহের লক্ষ্মীস্বরূপা কুলনারী। **গৃহশূন্য**—নিরাশ্রয়, বিপত্নীক। **গৃহসজ্জা**—ঘরের আসবাব-পত্র। **গৃহস্বামী** (-মিন্)—গৃহকর্তা। স্ত্রী. **গৃহস্বামিনী**। **গৃহহীন**—আশ্রয়হীন। **গৃহস্থ**—সংসার-ধর্মে প্রবিষ্ট; মধ্যবিত্ত ও চাষী। **গৃহস্থালী,-লি**—ঘরকন্না। **গৃহস্থাশ্রম**—গৃহীভাবে বাস, চতুরাশ্রমের দ্বিতীয় আশ্রম। **গৃহাগত**—অতিথি। **গৃহাধিপ**—গৃহকর্তা; জ্যোতিষে রাশির অধিপতি। **গৃহাম্ল**—কাঁজি। **গৃহারাম**—বাগান-বাড়ী। **গৃহাশ্রম**—গার্হস্থ্য।

গৃহিণী—বি. ভার্যা, পত্নী; গৃহকর্ত্রী। পুং. গৃহী। **গৃহিণীপনা**—গৃহিণীসুলভ সাংসারিক তত্ত্বাবধান; গৃহকর্ত্রীত্ব। [গৃহ+ইন্]।

গৃহী (-হিন্)—ণ. বি. গৃহস্থ (বিপ—সন্ন্যাসী)।

গৃহীত—[গ্রহ্ +ক্ত] ণ. যাহা গ্রহণ করা হইয়াছে; স্বীকৃত; লব্ধ; আয়ত্তীকৃত। **গৃহীতগর্ভা**—গর্ভবতী।

গৃহ্য—[গ্রহ্ +ণ্যৎ] ণ. গ্রহণের যোগ্য; [গৃহ+য]। স্বপক্ষীয়; গৃহোৎপন্ন। **গৃহ্যসূত্র**—গৃহীর সম্পাদনীয় অনুষ্ঠানসমূহের বিবরণ বিশিষ্ট শাস্ত্র। **গৃহ্যা**—শহরতলি, suburb.

গে—(গিয়া দ্রঃ) গিয়া, গিয়ে; কথার মাত্রা।

গেও—ক্রি (ব্রজ) গেল, গিয়াছে ('হরি গেও মধুপুর')।

গেঁজ—[বাং] বি অঙ্কুর বা অঙ্কুর জাতীয় কিছু।

গেঁজলা—বি. ফেনা, froth। গাঁজ দ্রঃ।

গেঁজানো—ক্রি. গেঁজ বা অঙ্কুর বাহির হওয়া; পচনের ফলে ফেনাযুক্ত হওয়া। বি. **গেঁজানি**।

গেঁজিয়া, গেঁজে—গাঁজিয়া (দ্রঃ)।

গেঁজেল—[বাং] ণ গাঁজাখোর; যে গাঁজাখোরের মত ভিত্তিহীন উক্তি করে।

গেঁটা—[বাং] ণ. বেঁটে ও মজবুত। **গেঁটা-গোঁটা, গেঁট্টা গোঁট্টা**—গাঁট্টা-গোঁট্টা দ্রঃ।

গেঁটে—[বাং] ণ. গাঁটযুক্ত ('-লাঠি'); গ্রন্থি সম্বন্ধীয় (গেঁটে বাত); বেঁটে ও শক্ত (-কলকে, —জোয়ান)।

গেঁড়—বি. হলুদ কচু প্রভৃতি উদ্ভিদের কন্দ।

গেঁড়া, গ্যাঁড়া—[বাং] ণ. ঢেঙ্গার বিপরীত, বেঁটে ও গোলগাল।

গেঁড়া—[গ্রন্থি] গাঁট, ট্যাঁক। **গেঁড়াকল**—ঠকাইয়া লইবার কৌশল। **গেঁড়া দেওয়া,-গেঁড়ামারা**—আত্মসাৎ করা, ঠকাইয়া লওয়া।

গেঁড়ি- [বাং] বি গোল শামুক বিশেষ।

গেঁড়িয়া, গেঁড়ে, গেড়ে—(গাঁড়া দ্রঃ)বি. গর্ত; ডোবা; অশ্লীল গালি বিশেষ।

গেঁড়ু, গেঁড়ো, গেঁড়ুয়া—[বাং] বি. গাঁট, কন্দ, এঁটে; খেলিবার গোলা। [গেণ্ডুক]।

গেঁতো—[বাং] বি আলসে, দীর্ঘসূত্রী।

গেঁদা, গ্যাঁদা—গাঁদা, Marigold (পূর্ববঙ্গে গেন্দা)।

গেঁয়ে, গেঁয়ো—[সং গ্রাম্য] ণ. অমার্জিতরুচি, অভব্য; গ্রাম সম্বন্ধীয়, গ্রামে প্রচলিত (গেঁয়ো কথা)

গেঙ্গানো, গেঙানো—ক্রি. গোঁ গোঁ বা তৎতুল্য শব্দে কাতরতা প্রকাশ করা; এরূপ শব্দের দ্বারা শরীরের ভিতরকার কঠিন যন্ত্রণা প্রকাশ। **গেঙ্গানি**—এরূপ কাতরতা-সূচক শব্দ।

গেছো—ণ. যে গাছে গাছে বেড়ায় বা গাছে থাকিতে ভালবাসে (গেছো ইঁদুর); বন্য, দুর্দান্ত। **গেছো-মেয়ে**—লজ্জা-সঙ্কোচ-বর্জিত পুরুষ-ভাবাপন্ন মেয়ে। **গেছো-পেত্নী**—বেশবিন্যাসে একান্ত অমনোযোগী চঞ্চল মেয়ে।

গেজা—[আ. গে' জ়া] বি. খাদ্য, আহার্য।

গেজেট—[ইং gazette] বি. সরকারের দ্বারা প্রকাশিত বিবরণ; সরকারের নির্দেশ অথবা আইনাদি সম্বলিত বিবরণ; সংবাদপত্র; খবর সংগ্রহ করিয়া বলিয়া বেড়ানো যাহার স্বভাব।

গেঞ্জি—[ইং guernsey] বি বোনা জামা বি।

গেট—[ইং gate] বি বাড়ীর বাহিরের প্রবেশদ্বার।

গেণ্ড, গেণ্ডক, গেণ্ডুয়া, গেন্দুক—বি. কন্দুক, খেলিবার ভাঁটা।

গেনু—(ব্রজবুলি) ক্রি. গেলাম।

গেবে—[বাং] বি. দেরাজ।

গেয়—[গৈ+য] ণ. গান করিবার যোগ্য।

গেয়ান—জ্ঞান (প্রাচীন বাংলায় ব্যবহৃত)।

গেরো—বি. গিরা, গিঁট; কুগ্রহ, আপদ বা কষ্ট-দায়ক কিছু (সে আমার এক গেরো হয়ে দাঁড়িয়েছে)। [গ্রহ]।

গেরণ—[সং গ্রহণ। [প্রাদেশিক]। **গেরণের চাল**—পারিবারিক অশান্তির বা অ-বনিবনাও-এর কারণ (অবাঞ্ছিত পোষ্য সম্বন্ধে বলা হয়)।

গেরস্ত—গৃহস্থ (দ্রঃ) (গেরস্তের বউ, ঝি)।

গেরিমাটি—গিরিমাটি।

গেরুয়া—ণ. গৈরিক বর্ণে রঞ্জিত; বি. গৈরিক বসন। **গেরুয়াধারী**—সন্ন্যাসীর সাজে সজ্জিত।

গেরেপ্‌তার—[ফা: গিরিফ্‌তার] বি. রাজদ্বারে বিচারের জন্য ধৃত; বন্দী। **গেরেপ্‌তারী ওয়ারেণ্ট, -পরোয়ানা**—গেরেপ্‌তার করিতে হইবে এই রাজনির্দেশ।

গের্দ, গির্দ্‌—[ফা: গির্দ্‌] বি চতুষ্পার্শ্ব, অঞ্চল (যাঁরা এ গির্দে নামোয়ার লোক); বেড়, ঘের।

গেল—ক্রি. গমন করিল, চলিয়া গেল; মরিল; মৃতপ্রায় হইল, উৎসন্ন গেল (ব্যবসা-পত্র সব গেল); অতিবাহিত হইল (দিন গেল); ঢুকিল (ঘরে গেল); অনুরক্ত হইল (তোমাতে মন গেল); খরচ হইল (দানে অনেক টাকা গেল); অসমাপিকা ক্রিয়ার সহিত যুক্ত হইয়া ইহা সমাপ্তি নির্দেশ করে (পড়িয়া গেল, চলিয়া গেল, হইয়া গেল, বিকাইয়া গেল); ণ. বিগত, আগের (গেল হাটে, বছরে)। **গেল-গেল**—মরিল, নষ্ট হইল, সর্বনাশ হইল, পলাইল, পড়িল ইত্যাদি আশঙ্কাসূচক উক্তি।

গেলা—ক্রি. (অবজ্ঞায়) গলাধঃকরণ করা, খাওয়া, প্রচুর পরিমাণে খাওয়া; গিলিয়া ফেলা, আত্মসাৎ ক.। (বিষয়টা গেলার মতলব)। **কথা গেলা**—তন্ময় হইয়া শুনা। **আণ্ডা-গেলা**—ডিমভরা (আণ্ডা-গেলা ইলিশে স্বাদ নেই)। **গেলানো**—(অবজ্ঞায়) প্রচুর পরিমাণে খাওয়ানো; জোর করিয়া খাওয়ানো।

গেলাপ—[আ: গি'লাফ] বি. আবরণ, ওয়াড়, ঢাক্‌না (সুটকেসের গেলাপ)।

গেলাস, গ্লাস—[ইং glass] বি. পানপাত্র (কাঁসার গেলাস, কাঁচের গেলাস, মদের গেলাস)। **খাস গেলাস**—খাস দ্রঃ। **এক গেলাসের ইয়ার,-খেঁড়**—যাহারা একসঙ্গে বসিয়া মদ খায় স্ফূর্তি করে ইত্যাদি।

গেলি—[ইং galley] বি. সাজানো অক্ষরের আধার। **গেলি প্রুফ**—এরূপ আধার হইতে সংশোধনার্থ যে প্রুফ তোলা হয়।

গেলি—(ব্রজবুলি) চলিয়া গেল (গেলি কামিনী গজহুগামিনী বিহসি পলটি নেহারি—বিদ্যাপতি)।

গেলো—[·প্রা] ণ. গল্পে যে বাড়াইয়া বলিতে ভালবাসে।

গেহ—বি. গৃহ, আশ্রয়। [সং]। **গেহা**—(ব্রজবুলি) গৃহ। **গেহী** (-হিন্‌)—গৃহস্থ। **গেহপতি**—গৃহপতি। স্ত্রী. **গেহিনী**—গৃহিণী (ওগো হৃদয়ের গেহিনী—রবি)।

গৈবী—[আ: গ'ায়েব] ণ. অদৃশ্য; আজগুবি (গৈবী কথা); গুপ্ত, অজানিত (গৈবী খুন)। **গৈবী খেলা**—চোখ বাঁধিয়া বা চোখে ছক না দেখিয়া শতরঞ্চ খেলা। গায়েব দ্রঃ।

গৈরিক—ণ. গিরিজাত; বি. স্বর্ণ; শিলাজতু; গিরিমাটি; গেরুয়া। [গিরি+ষ্ণিক]। **গৈরিকধারী** (-রিন্‌)—গেরুয়াধারী। **গৈরিকবাস**—গিরিমাটি দিয়া রঙানো কাপড়। **গৈরেয়**—পর্বতজাত; শিলাজতু। [গিরি+ঢেয়]

গো—(যে যথেচ্ছ বিচরণ করে; যাহার দ্বারা স্বর্গে

যায়) বি. গরু, গাভী ; ষাঁড় ; সূর্য ; চন্দ্র ; বাণী ; পৃথিবী ; রশ্মি (গবাক্ষ) ; ইন্দ্রিয় (গোচর)।

গো—[বাং] অব্য. সম্বোধনসূচক (স্ত্রীলোক সম্বন্ধে)

গোআরী, গোহারি—[প্রা. বাং] বি. কাতর প্রার্থনা, নালিশ।

গোআল—গোয়াল দ্রঃ।

গোঁ—[বাং] বি. রোখ, জিদ্। **গোঁ করা, গোঁ ধরা**—জিদ করা। **শূয়রে গোঁ**—শূকরের মত প্রবল একরোখা ভাব (নিন্দায় ব্যবহৃত হয়)।

গোঁআন—গোঁয়ান দ্রঃ।

গোঁগা, গোঁঙা, গোঁজা—বি. বোবা (গোঁগা ছেলের নাম ভবাগীশ)। [হিন্দী. গুঙ্গা]। স্ত্রী. গুঙী,-গী।

গোঁগানো—গোঁ গোঁ শব্দ করা; শ্বাসরোধজ্ঞাপক শব্দ। **গোঁ গোঁ**—অব্য. ক্রোধ বা যন্ত্রণাসূচক অস্ফুট গর্জন বা আর্তনাদ।

গোঁজ—[হি. গোজা—অঙ্কুর] বি. কীলক, খিল (কাঁঠালে গোঁজ দেওয়া—তাড়াতাড়ি পাকাইবার জন্য)। **মুখ গোঁজ করা**—অপ্রসন্নতা হেতু চুপচাপ ও হেঁটমুখ করা।

গোঁজলা—বি. দেওয়ালে ছেঁদা, ঘুলঘুলি ; চাঁচ-তলায় সরু পথ। [প্রাদে.]

গোঁজা—ক্রি. গুঁজিয়া দেওয়া, প্রবেশ করান। **গোঁজা দেওয়া**—খুঁচি দেওয়া; হিসাবে অপ্রকৃত খরচ দেখানো। **গোঁজামিল**—একরূপ গোঁজা দিয়া জমা-খরচের মিল দেখানো ; ফাঁকি (গোঁজামিল ধরা পড়েছে)।

গোঁড়—[সং গোণ্ড] বি. পিণ্ডাকার উচ্চ নাভি।

গোঁড়া—ণ. গোঁড়যুক্ত (গোঁড়া নেবু)।

গোঁড়া—ণ. যে প্রচলিত মত-বিশ্বাস হইতে বিচলিত হইতে অনিচ্ছুক ; অন্ধবিশ্বাসী, orthodox ; প্রবল অনুরাগী। [বাং]। **গোঁড়ামি, -মো**—অন্ধবিশ্বাস, মতে অনড় ভাব ; কোন মত-বিশ্বাস সম্বন্ধে বাড়াবাড়ি।

গোঁৎ, গোঁত্তা—[আঃ গোত্তা] বি. মাথা নীচু করিয়া হঠাৎ জলের মধ্যে প্রবেশ করার ভাব। **গোঁৎ মারা**—মাথা নীচু করিয়া হঠাৎ ডুব মারা ; ঘুঁড়ির মাথা নীচু করিয়া বেগে নীচে নামা। [গোবর।

গোঁধলা—[প্রাচীন বাংলা] ণ. দুর্গন্ধ পচা

গোঁপ, গোঁফ—[সং গুম্ফ] ওষ্ঠের শক্ত রোম-রাজি, মোছ। **গোঁফে তা দেওয়া**—গোঁফ পাকানো ; লাভের আশায় উৎফুল্ল হওয়া। **গোঁপ-খেজুরে**—গোঁফের উপরে পতিত খেজুর তুলিয়া মুখে দিতেও কুণ্ঠিত, অত্যন্ত অলস।

গোঁয়ানো—ক্রি. অতিবাহিত করা (কত মধু-যামিনী রভসে গোঁয়ায়নু—বিদ্যাপতি), সঙ্গী-রূপে দিন যাপন করা, বনিবনাও হওয়া (তার সঙ্গে গোঁয়ানো দায়)।

গোঁয়ার—[হি. গমার—গ্রাম্য] ণ. অমার্জিত; কাণ্ডজ্ঞানহীন ; যে গোঁ-র বশে চলে, জেদী ; দুঃসাহসিক (গায়ে জোর নেই গোঁয়ার বড়) ; গ্রাম্য, বর্বর। স্ত্রী. **গোঁয়ারী, গোঁয়ারিণী**। **গোঁয়ারগোবিন্দ**—মূর্খ ও দুঃসাহসিক। **গোঁয়ারতুমি**—কাণ্ডজ্ঞানহীন কর্ম, হঠ-কারিতা।

গোঁয়ারা, গোমরা—[ফা. গহবারা—দোলা] বি. কারবালার শহীদ হোসেন প্রভৃতির শবাধারের প্রতীক ; মহরমের (মোহররমের) শোভাযাত্রা।

গোঁসা, গোসা—[আ গু'স্‌স'া—ক্রোধ] বি. অভিমান, বেজারভাব, অপ্রসন্নতা (অত গোঁসা কেন ?)। [পূর্ববঙ্গে গোশ্‌শা—ক্রোধ, ক্রুদ্ধ (সাহেব গোশ্‌শা অইছেন)]। **গোঁসা-ঘর**—ক্রোধাগার (দ্রঃ)।

গোঁসাই, গোসাঁই, গোসাঞি—[গোস্বামী] বি প্রভু, ঈশ্বর ; ব্রাহ্মণ ; পূজনীয় ; স্বামী ; বৈষ্ণব, গুরুদেব ; উপাধি বিশেষ। ('গোঁসাই' বানানটি ঠিক নয়)। **জাত-গোঁসাই**—জন্ম-সূত্রে ও ব্যবসায়-সূত্রে গোঁসাই, কিন্তু চরিত্রে নহে। স্ত্রী. **গোঁসাইনী** (বর্তমানে মা-গোঁসাই)। **গোঁসাই-গোবিন্দ মানুষ**—সাধু ও নির্বিরোধী।

গোঁহাই, গোহাঁই—গোঁসাই-এর অসমীয়া রূপ। আসামের রাজা, বুঢ়াগোহাঁই, বরগোহাঁই বা বরপাত্র গোহাঁইর বংশের লোকের উপাধি।

গোকবল—বি. গোগ্রাস, প্রায়শ্চিত্তান্তে গরুকে যে তৃণ কবল দেওয়া হয়। [সং]

গোকর্ণ—বি. গরুর কর্ণের মত কর্ণ যাহার, অশ্বতর ; গোকর্ণের আকৃতির ; হাতের তেলোর মধ্যভাগ ; গণ্ডূষ ; কাশ্মীর শিবলিঙ্গ বিশেষ।

গোকবলব্রত—বি. যে ব্রতে গরুকে ঘাস খাওয়ানো ও পূজা করা হয়। [গো-কবল ব্রত]

গোকুল—বি. গরুর পাল ; গোষ্ঠ ; শ্রীকৃষ্ণের বাল্য-লীলাস্থল। [সং]। **গোকুলপতি**—

শ্রীকৃষ্ণ। **গোকুলের ষাঁড়**—যথেচ্ছাচারী ; যাহার অনিষ্টাচারে বাধা দিবার কেহ নাই।
গোকৃত—বি. গোময়। [সং]।
গোক্ষীর—বি. গরুর দুধ। [সং]
গোক্ষুর, গোখুর—বি. কাঁটাগাছ বিশেষ ; গোরুর ক্ষুর ; গোখ্‌রা সাপ। **গোক্ষুরা, গোখ্‌রো**—গোখুরা সাপ (ফণার উপরে গরুর ক্ষুরের মত চিহ্ন আছে)।
গোক্ষুরী, গোখুরি, গোখরি—বি. কর্ণাভরণ বিশেষ। [বাং]
গোখরি, গোখরু—বি. হাতের গহনা বিশেষ ; অলঙ্কারের উপর গুটির নকশা।
গোখাদক—বি. গো-মাংসভোজী।
গোগৃহ—বি. গোয়াল ; বাথান।
গোগোল—বি. শুহ্যদ্বারের রোগ বিশেষ। **গুয়ের গোগ্‌লা**—অতি শিশু।
গোগ্রন্থি—ঘুঁটে ; গোশালা। **গোগ্রহ**—গো-হরণ। **গোগ্রাস**—গো-কবল, প্রায়শ্চিত্তে গরুকে যে মন্ত্রপূত তৃণ দেওয়া হয় ; হাতে না উঠাইয়া গরুর মত মুখ দিয়া খাওয়া ও চর্বণ না করিয়া গলাধঃকরণ করা ; তাড়াতাড়ি বেশী খাদ্য মুখে পোরা ও গিলিয়া ফেলা। **গোঘাতক**—যে গোহত্যা করে। **গোঘৃত**—গাওয়া ঘি। **গোঘ্ন**—গোহত্যাকারী, অতিথি (বৈদিক যুগে অতিথিকে গোবধ করিয়া খাওয়ানো হইত)। [গো—হন্‌+ড]
গোঙা, গোঙ্গা—বি. যে কথা বলতে পারে না, গোঁ গোঁ করে মাত্র ; বোবা। [হি, গুঙ্গা]
গোঙানো—গোঁয়ানো দ্রঃ। **গোঙার**—গোঁয়ার দ্রঃ।
গোঙ্গানো, গোঙানো—বি. গোঁ গোঁ শব্দ করা, কণ্ঠ রোধ হইলে যেরূপ শব্দ করা হয় সেইরূপ করা। সাধারণতঃ অচৈতন্য অবস্থায় অব্যক্ত কাতরোক্তি। বি. **গোঙ্গানি**। ণ. **গোঙ্গানিয়া, গোঙ্গানে**।
গোচ—গোছ দ্রঃ।
গোচন্দন—বি. গো-রোচনা। [সং]
গোচর—(ইন্দ্রিয়গণ যেখানে বিচরণ করে) ণ. ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ; ইন্দ্রিয়ের বিষয়ীভূত (জ্ঞানগোচর ; কর্ণগোচর) ; বি. প্রত্যক্ষ, সমীপ, অবগতি (রাজার গোচরে আনা হইল) ; গোচারণক্ষেত্র।
গোচর্ম—গরুর চামড়া। **গোচারক**—রাখাল। **গোচারণ**—গরু চরানো। **গোচারী, -রিন্‌**—রাখাল। **গো-চিকিৎসক**—গরুর চিকিৎসক।
গোচ্চার—গুচ্চার দ্রঃ।
গোছ—বি গুচ্ছ, আঁটি, গোছা (পানের গোছ, ধানের গোছ) ; গুছানো ভাব (জিনিষপত্র গোছ করে রাখা) ; ধরণ, রকম (ভদ্রগোছের, মোটা গোছের) ; পায়ের গোড়ালির উপরিভাগ (কোন কো অঞ্চলে গোছা বলে)। [গুচ্ছ]। **গোছগাছ**—বি. পরিপাটি, শৃঙ্খলা।
গোছা—গোছ, সমষ্টি (পৈতার গোছা, চাবির গোছা)। [গুচ্ছ]
গোছানো—গুছানো দ্রঃ।
গো-ছাল—বি. গরুর চামড়া।
গোছালো—ণ. সুশৃঙ্খল, এলোমেলো নহে। **গোছালো লোক**—হিসাবী লোক, চারিদিকে যার দৃষ্টি আছে। **গোছালো সংসার**—অপব্যয়রহিত ও শৃঙ্খলাযুক্ত সংসার।
গোজাতি—বি. গরু মহিষ গয়াল প্রভৃতি।
গোজেস্তা—গুজস্তা দ্রঃ।
গোট—[বাং] বি. স্ত্রীলোকের কটিভূষণবিশেষ ; ণ. আস্ত। **গোট গোট**—একের পর এক, স্পষ্ট ও পৃথক, অবিজড়িত (গোট গোট লেখা ; কথাগুলি গোট গোট করিয়া বলিয়া গেল)।
গোট,-ঠ—[গোষ্ঠ] বি. গোচারণ ক্ষেত্র।
গোটা—ণ. আস্ত, একটা, অখণ্ড, সম্পূর্ণ (গোটা মসুরের ডাল ; গোটা দেশটা, গোটা ফল) ; প্রায়, কাছাকাছি (গোটা পাঁচেক, গোটা দুই-তিন) ; বি. জরির ফিতা (গোটাদার—জরির ফিতা বসানো) ; ঢেঁকিতে কোটা সরিষা ধনিয়া জিরা ইত্যাদি ভাজা মশলার চূর্ণ ; ফল (গাছের গোটা)। [বাং]। **গোটা কতক, গোটা কয়েক**—অল্প কয়েকটি। **গোটা গোটা**—আস্ত আস্ত ; অবিজড়িত। **গোটাসিদ্ধ**—আস্ত সিম বেগুণ ইত্যাদি সিদ্ধ (শ্রীপঞ্চমীতে রাঁধে)। **একগোটা**—একটা। **গোটে গোটে**—এক এক করিয়া।
গোটিক—গুটিক দ্রঃ।
গোড়—বি. গোড়া, মূল (মানের গোড়ে ছাই)। **গোড়মুড়া**—গুড়মুড়া, গোড়ালি।
গোড়া—বি. মূল, শিকড় (গোড়া কেটে আগায়

জল চালা); মূল কারণ (নষ্টের গোড়া); ভিত্তি, সূচনা, আরম্ভ, আদি (গোড়া পত্তন ; গোড়ায় সে মত দিয়েছিল)। [বাং]। **গোড়াগুড়ি** —অব্য. প্রথম হইতে। **গোড়া-ঘেঁষা**— গোড়ার অতি নিকটে (গোড়া-ঘেঁষা কোপ)। **গোড়ে গোড় দেওয়া**—পায়ে পায়ে চলা; মতে মত দেওয়া। **আগাগোড়া**—অব্য. প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত। **গোড়ায় গলদ**— মূলেই ভুল; সূচনাতেই ত্রুটি। **গোড়ানো**— ক্রি. পিছনে পিছনে যাওয়া (প্রাচীন বাংলা)।

গোড়ালি—বি. পাদমূল, গোড়মুড়া, গুল্ফ। (বাং)

গোডিম—বি. গুডিম, প্রথম অবস্থায় পক্ষি-শাবকের পেটের ভিতরে যে অণ্ডাকৃতি মল থাকে। [বাং]। **গোডিম-ওয়ালা ছেলে, গোডিম ভাঙে নাই**—অতি অল্প বয়স্কের বাড়াবাড়ি সম্পর্কে বলা হয়।

গোড়ে—গড়িয়া দ্রঃ।

গোড়েন—বিণ. গড়ানিয়া, ঢালু। [বাং]

গোণা, গোনা—ক্রি. গণনা করা; ণ গণিত, নির্দিষ্ট। **গোনা-কড়ি**—হিসাব করা টাকা। **গোনাগাঁথা**—যাহা গোনা হইয়াছে ও পৃথক পৃথক সাজানো হইয়াছে। **আঙুলে গোনা যায়**—অতি অল্পসংখ্যক। [সং]।

গোণী—বি. বস্তা, থলিয়া, চট; পরিমাণ বিশেষ।

গোণ্ড—ণ. স্থূল উঁচুনাভি-যুক্ত; বি গোঁড়; বিন্ধ্য অঞ্চলের আদিম জাতি বিশেষ। [সং]

গোতম, গৌতম—ন্যায়-দর্শন প্রণেতা; গৌতম বুদ্ধ।

গোতা—[আ. গো'তা'] বি. মাথা নীচু করিয়া জলের মধ্যে প্রবেশ। **গোতামারা, গোতাখাওয়া**—ঐ ভাবে জলে ডুব মারা, ঘুঁড়ির মাথা নীচু করিয়া নীচে নামিয়া আসা। (পূর্ববঙ্গে 'গোত্তা খাওয়া' বলে)। গোঁৎ দ্রঃ।

গোতীর্থ—বি. গো-শালা; প্রয়াগের তীর্থ বিশেষ। [সং]।

গোত্র—বি. কুল, বংশ; বংশের আদি পুরুষ; (শাণ্ডিল্যাদি চব্বিশ জন মুনি ব্রাহ্মণদিগের আদি পুরুষ; ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্রাদির গোত্র গুরুর গোত্র অনুসারে নির্দিষ্ট); পর্বত; ছত্র; ক্ষেত্র। [গু + ত্র]। **গোত্রজ**—সগোত্র। **গোত্রধর**— বংশধর। **গোত্রপট**—বংশের পূর্বপুরুষদিগের নামের তালিকা, genealogical table। **গোত্রপ্রবর**—গোত্রের প্রবর্তক। **গোত্র-রিক্থ**—পূর্বপুরুষের সম্পত্তি। **গোত্রভিদ্**— (পর্বতের পক্ষচ্ছেদনকারী) ইন্দ্র। **গোত্রা**— পৃথিবী।

গোদ—বি. পা ফুলা রোগ বিশেষ, শ্লীপদ, elephantiasis। [বাং]। **গোদের গেঁজ**— গোদের উপরে উৎপন্ন বীজের মত মাংসপিণ্ড। **গোদের উপর বিষফোড়া**—এক যন্ত্রণার উপরে অন্য যন্ত্রণা।

গোদ—[হি. গোদ] বি. কোল, lap. [প্রাদেঃ]।

গোদড়া—বি. গুদড়ী (দ্রঃ), খুব মোটা কাপড়। ণ. অত্যন্ত স্থূল। [বাং]

গোদন্ত—বি. গরুর দাঁত; হরিতাল। [সং]

গোদা—ণ. গোদযুক্ত, শ্লীপদী; মোটা, স্থূল (গোদা জাম); বি. বানরের দলপতি; দলপতি (পালের গোদা)। [বাং]। ণ. যে জলদান করে, নদী (গোদাবরী)। [গো (জল)-দা + কিপ্ + আপ্]।

গোদাগা—বি. গো-চিকিৎসক বিশেষ (ইহারা লোহা পোড়াইয়া দাগ দিয়া গরুর চিকিৎসা করে)। [বাং]

গোদান—বি. গরুদানরূপ পুণ্যকর্ম; ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের কেশচ্ছেদন রূপ সংস্কার (গো = কেশ)।

গোদানি—বি. উল্কি। [হিন্দী]। **গোদানী**— যে ছুঁচ দিয়া উল্কি পরানো হয়।

গোদাবরী—[গোদা (নদী) + বর + ঈপ্—নদী-শ্রেষ্ঠা] বি. দাক্ষিণাত্যের সুপরিচিত নদী।

গোদারণ—বি. (ভূমি বিদারক) কুড়াল বা লাঙ্গল। **গোদুহ**—দোয়াল; গোপ। **গোদোহ, গোদোহন**—গাভী দোহন। **গোদোহনী**— দুগ্ধ দোহনের পাত্র, দুধের কেঁড়ে। **গোদ্রব**— চোনা। **গোধন**—গৃহস্থের গরু-বাছুর রূপ সম্পত্তি। **গোধর**—ভূধর।

গোধা—বি. বাম হস্তের চর্মাবরণ, ধনুকধারীরা ব্যবহার করিত। [সং]। **গোধাঙ্গুলিত্র**— গোসাপের চামড়ায় তৈরী যোদ্ধার ব্যবহার্য দস্তানা।

গোধা, গোধিকা—বি. গোসাপ। **গৃহগোধা** —জেঠী, টিকটিকি। **তৃণগোধা**—গিরগিটি।

গোধূম,-ধুম—বি. গম। **গোধূম চূর্ণ**—ময়দা; আটা। **গোধূম-সার**—গমের পালো।

গোধূলি—বি. যে সময়ে গরু ধূলি উড়াইয়া গোষ্ঠে ফিরে, সূর্যের অস্তগমন কাল। **গোধূলি লগ্ন**— গোধূলির শুভক্ষণ।

গোধেনু—বি. দুগ্ধবতী গাভী। [সং]

গোধ্র—বি. পর্বত। [গো (পৃথিবী)—ধৃ+অ]।

গোনর্দ—বি. (জলে শব্দকারী) সারস পক্ষী; ময়ূর। [সং]।

গোনস, গোনাস—বি, বোড়া সাপ। [সং]

গোনা—[ফা. গুনাহ্] বি পাপ, অপরাধ। **গোনাখাতা**—ত্রুটি-বিচ্যুতি। **গোনাগার**—পাপী। **গোনাগারি**—(গুণাগারী দ্রঃ) ক্ষতি; আক্কেল সেলামী।

গোনাথ—বি. ষাঁড়; রাখাল; শ্রীকৃষ্ণ। [সং]।

গোপ—বি. ভূপাল, রাজা; গোয়ালা জাতি। [গো (পৃথিবী, গরু)—পা+ক]। স্ত্রী. **গোপী**।

গোপ—[গুপ্—রক্ষা করা] বি. প্রাচীন ভারতের রাজকর্মচারী বিশেষ (গ্রামের আয়ব্যয় জন্মমৃত্যু চাষ ব্যবসায় ভূমিকর ইত্যাদির হিসাব রক্ষার ভার ইহাদের উপর থাকিত)।

গোপক—ণ. রক্ষক; গোপনকারী। [গুপ্+অক]। স্ত্রী. **গোপিকা**।

গোপতি—বি. বৃষ; ভূপতি; ইন্দ্র; সূর্য; বিষ্ণু; শিব। **গোপথ**—গরুর চলাচলের দ্বারা প্রস্তুত পথ; গো-হালট।

গোপন—বি. গুপ্ত করণ, লুকানো; (বাং) ণ. গুপ্ত, অপ্রকাশিত (গোপন কথা); লুকানো, লুক্কায়িত ভাব (গোপন রাখা; গোপনে বলা)। [গুপ্+অনট্]। **গোপনীয়**—ণ. অপ্রকাশ্য।

গোপহার, গোফহার—বি. গুম্ফাকৃতি হার বিশেষ [বাং]

গোপা—বি. গোয়ালার মেয়ে; পৃথিবী বা গরুর পালনকারিণী; বুদ্ধদেবের পত্নী। [গো-পা+ক+আপ্]।

গোপানসী—বি. ঘরের বাঁকা পাইড় অথবা চালের বাতা (বাংলা-ঘরের পাইড়); গোপানসীর মত বক্র মেরুদণ্ড। [সং]

গোপায়িত—ণ. লুক্কায়িত; রক্ষিত। [সং]। বি. **গোপায়ন**—গোপনে রক্ষণ; ত্রাণ।

গোপাল—[গো—পা+ণিচ্+অ] বি. রাখাল; গোয়াল; রাজা; শ্রীকৃষ্ণ; জননীর স্নেহপাত্র; আদুরে ছেলে। স্ত্রী. **গোপালী**—গোপী। **গোপালচম্পূ**—গোপলীলা বিষয়ক সংস্কৃত কাব্য। **গোপালধানী**—গোষ্ঠ। **গোপালভোগ**—আম বিশেষ।

গোপিত—ণ. রক্ষিত। [গুপ্+ণিচ্+ক্ত]

গো-পিত্ত—বি. গোরোচনা। [সং]

গোপিকা, গোপিনী, গোপী—গোপনারী। [গোপিনী বাং শব্দ, গোপ+বাং, ইনী; গোপী+কপ্+আপ্; গোপ+ঈপ্]। **গোপীচন্দন**—বৃন্দাবনে কৃষ্ণের রাসলীলাস্থলের ঈষৎ পীত মৃত্তিকা, বৈষ্ণবদিগের ব্যবহার্য তিলক মাটি। **গোপীজন-বল্লভ,-নাথ,-মোহন**—শ্রীকৃষ্ণ। **গোপী-যন্ত্র**—বাউলদিগের ব্যবহার্য একতারা, গুপীযন্ত্র, গাবগুবাগুব। [সং]।

গোপুচ্ছ—বি. গরুর লেজ; হার বিশেষ; হনুমান।

গোপুর(ম্)—বি. নগর-দ্বার; তোরণ। [সং]

গোপুরীষ—বি. গোময় [সং]।

গোপেন্দ্র, গোপেশ—নন্দ; শ্রীকৃষ্ণ। [গোপ+ইন্দ্র, ঈশ]

গোপ্তব্য—ণ. গোপন করিবার যোগ্য; রক্ষা করিবার যোগ্য। [গুপ্+তব্য]। **গোপ্তা**-(**গুপ্তৃ**)—ণ. পালয়িতা; রক্ষাকর্তা। স্ত্রী. **গোপ্ত্রী**।

গোপ্তা—বি. গোতা (**গোপ্তামারা**—ঘুঁড়ির গোতা খাওয়া)। [বাং]।

গোপ্য—ণ. গোপনযোগ্য; রক্ষণীয়; পালনীয়; বি. দাসীপল। [গুপ্+য]

গোপ্রচার—বি. গোচারণের স্থান। **গোপ্রতর, -তার**—বি. গরু যে ঘাটে পার হয়। **গোপ্রদ**—গরু অথবা ভূমি প্রদানকারী। **গোপ্রবেশ**—গরুর গোষ্ঠে প্রবেশের কাল, গোধূলি। [স্থান।

গোফা—[সং গুহা] বি. গুহা; সাধন ভজনের নির্জন

গোব্দা—ণ. স্থূল; মোটা; মোটা ও অকর্মণ্য (গোব্দা পা; গোব্দা ছুঁড়ি)। [বাং]

গোবধ—বি গোহত্যা [সং]। **গোবধী** (-ধিন্)—গোবধকারী।

গোবর—বি গোময়। [গোবিট্]। **গোবর-গণেশ**—স্থূলবুদ্ধি ও অকর্মণ্য। **গোবরগাদা**—গোবরের স্তূপ; স্থূলদেহ ও অকর্মণ্য। **গোবরে পদ্ম ফুল**—সাধারণ বা নীচ ঘরে অসাধারণ ব্যক্তি। **গোবর-ছড়া**—গোবর-গোলা জল ছড়াইয়া দেওয়া (অপবিত্রতা দূর করার উদ্দেশ্যে)। **গোবর দেওয়া**—গোবর-ছড়া দেওয়া; গোবর দিয়া নিকানো। **গোবরভরা মাথা**—স্থূলবুদ্ধি। **ষাঁড়ের গোবর**—(ষাঁড়ের গোবর শোধনাদি কার্যে ব্যবহৃত হয় না, তাহা হইতে) অকেজো, নির্গুণ, worthless।

গোবরাট—চৌকাঠের নিচের কাঠ, sill.
গোবরানো—ক্রি. গোবর দেওয়ার মত লেখা, অর্থাৎ জড়াইয়া জড়াইয়া লেখা।
গোবরিয়া-পোকা, গুবরেপোকা—কালো স্থূল কীটবিশেষ, beetle.
গোবর্ধন—বি. বৃন্দাবনের প্রসিদ্ধ পর্বত। [সং]। **গোবর্ধনধারী** (-রিন্)—শ্রীকৃষ্ণ (ইন্দ্র প্রচুর বারিপাতের দ্বারা বৃন্দাবনবাসীদের ধ্বংস করিতে চাহিয়াছিলেন, তখন শ্রীকৃষ্ণ গোবর্ধন পর্বতকে ছাতার মত করিয়া ধরিয়া তাহাদিগকে রক্ষা করিয়াছিলেন ও ইন্দ্রের গর্ব খর্ব করিয়াছিলেন)।
গোবশা—বি বন্ধ্যা গাভী। [সং] [করে।
গোবাঘা—বি. যে বাঘ সাধারণতঃ গরু শিকার
গোবাট—বি. গোশালা। **গোবালি**—গরুর লেজের চুল। **গোবাস**—গোশালা। **গোবিট্**—গোবর।
গোবিন্দ—বি. বিষ্ণু, শ্রীকৃষ্ণ। [গো (পৃথিবী)—বিদ্+অ, যিনি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সব-কিছু জানেন]। **গোবিন্দ দ্বাদশী**—বৈষ্ণবদের বিশিষ্ট পুণ্যতিথি বিশেষ, পুষ্যানক্ষত্র-যুক্ত ফাল্গুন শুক্লা দ্বাদশী।
গোবিষাণ—বি. গরুর শিঙ্। [সং]। **গোবিষাণ ন্যায়**—দুরন্ত গরুর যেমন প্রথমে একটি শিঙ্ ধরিয়া পরে অপর শিঙ্‌টি ধরিতে হয়, সেইরূপ নীতি।
গোবেচারা—[বাং] নিরীহ, নির্বিরোধ, নির্বোধ।
গোবেড়েন—বি. অপেক্ষাকৃত অসহায় ব্যক্তিকে নির্দয় প্রহার দান। [বাং]
গোবৈদ্য—বি গো-চিকিৎসক। **গোব্রজ**—গোষ্ঠ। **গোভাগাড়**—যেখানে মরা গরু ফেলা হয়। [বাং]। **গোভঙ্গিমা**—মুখভঙ্গি। **গোভৃৎ**—পর্বত। **গোমক্ষিকা**—কুকুরে মাছি, ডাঁশ। **গোমড়ক**—গরুর মহামারী। [বাং]। **গো-মড়কে মুচির পার্বণ**—কারো পৌষ-মাস, কারো সর্বনাশ।
গোমড়া—ণ. অপ্রসন্ন ও শুষ্ক। [বাং]।
গোমতী—নদী বিশেষ (যাহার তীরে বহু গরু চরে)। **গোমধ্য,-মধ্যা**—সিংহের মত ক্ষীণ-কটি-বিশিষ্টা। (গো—সিংহ)। **গোমন্ত**—পৌরাণিক পর্বত বিশেষ, এখানে জরাসন্ধের সহিত শ্রীকৃষ্ণের যুদ্ধ হইয়াছিল। **গোময়**—গোবর। **গোময়চ্ছত্র**—বেঙের ছাতা।
গোমরাহ, গমরাহ—[ফা গুমরাহ্] ণ. পথভ্রান্ত, বিপথ-গামী, সত্যাসত্য বিষয়ে অজ্ঞ। বি. **গোমরাহি**—বিপথ, সত্যাসত্য সম্বন্ধে অজ্ঞতা।
গোম্সা—ণ. গুমসা (দ্রঃ), অপ্রফুল্ল মেঘাচ্ছন্ন বা গম্ভীর (গোম্সা-মুখ)।
গোমসূরিকা—গো-বসন্ত। **গোমসূরী-ধান**—টীকা দেওয়া, vaccination। **গোমসূরীহিত**—যাহাকে টীকা দেওয়া হইয়াছে, vaccinated। **গোমাংস**—গরুর মাংস। **ক অক্ষর গোমাংস**—ক দ্রঃ। **গোমাতা** (-তৃ)—গাভী (যে মায়ের মত উপকার করে); সুরভি। **গোমান্** (-মৎ)—বহু গোধন অথবা ভূসম্পত্তির মালিক; চক্ষুষ্মান; কিরণ-বিশিষ্ট। **গোমায়ু**—শৃগাল। [গো—মা+উ]।
গোমাস্তা, গোমস্তা—[ফা. গুমাশ্তা] বি. খাজনা আদায়কারী, তহশীলদার, হিসাব-রক্ষক।
গোমুখ—যাহার মুখ গরুর মুখের মত, কুমীর; সিঁধ, আসন বিশেষ; বাদ্যযন্ত্র। **গোমুখী**—জপমালার থলি: গোমুখাকৃতি প্রসিদ্ধ পর্বত-গহ্বর যাহার ভিতর দিয়া গঙ্গা বাহির হইয়া আসিয়াছে। **গোমূত্র**—চোনা। **গোমূত্রিকা**—চিত্রকাব্য বিশেষ। **গোমূর্খ**—অতিশয় মূর্খ (কথ্য—গোমুখ্খু)। **গোমেদ**—নারঙ্গ বা খয়েরী মণিবিশেষ (ইহার দ্বারা চক্ষুর স্নিগ্ধতা সাধন হয়)। [গো=চক্ষু]। **গোমেধ**—যে যজ্ঞে গরু বলি দেওয়া হইত। **গোযান**—গরুর গাড়ী। **গোয়াল**—গোপ; গোশালা। [বাং]। **গোয়ালা**—গোপ, আভীর। [বাং]। স্ত্রী. **গোয়ালিনী, গয়লানী**। **নামে গোয়ালা কাঁজি ভক্ষণ**—গোয়ালা হইলেও দুধ খায় না, নামে আছে কাজে নয়।
গোয়েন্দা—[ফা.] বি. যে গুপ্তভাবে সন্ধান নেয়, গুপ্তচর, spy, detective। বি **গোয়েন্দাগিরি**।
গোর—[ফা.] বি. কবর, সমাধি, grave। **গোর দেওয়া**—কবর দেওয়া; চিরদিনের জন্য বিসর্জন দেওয়া বা নষ্ট করা (এতদিনের আশা-আকাঙ্ক্ষার গোর দেওয়া হইল)। **গোর আজাব**—পাপের জন্য ফেরেশ্‌তাদের হাতে গোরে যে কঠোর শাস্তি ভোগ করিতে হয়। **গোরস্তান**—কবরগাহ্, যে স্থানে বহু মৃতের কবর দেওয়া হয়। **গোরের বাতি**—অন্ধকার

গোরে প্রদীপ স্বরূপ (পুণ্যকর্ম অথবা মহাপুরুষের আশীর্বাদ সম্বন্ধে বলা হয়)।

গোরক্ষ, গোরক্ষক—ণ. বি. রাখাল, পশু-পালক। বি. **গোরক্ষা**। **গোরক্ষ(খ)নাথ**—বিখ্যাত নাথ-আচার্য। **গোরথ**—গরুর গাড়ী। **গোরশুনা**—দুর্গন্ধ ঘাস বিশেষ। [বাং **গোরস**—গোদুগ্ধ। **গোরসজ**—ঘোল।

গোরা—ণ. গৌরবর্ণ; ফরসা; বি. ইংরেজ, ইংরেজ-সৈন্য, গোরা সৈন্য (কালাগোরার লড়াই—সিপাহী-বিদ্রোহ); শ্রীচৈতন্যদেব। [গৌর]। **গোরার বাদ্য**—ইংরেজ সৈন্যদের বাদ্য, যুদ্ধের বাজনা।

গোরি,-রী—ণ. বি. গৌরবর্ণা; সুন্দরী। (গোরোচনা গোরী নবীন কিশোরী—চণ্ডীদাস)। [গৌরী]

গোরু—গরু দ্রঃ।

গোরুত—বি. গরুর ডাক; গরুর ডাক যতদূর পর্যন্ত শুনা যায় ততদূর, দুই ক্রোশ পরিমাণ। [গো+রুত (ডাক)]

গোরোচনা—গরুর পীতবর্ণ শুষ্ক পিত্ত (গোরোচনা তিলক)। (গরুর মূত্র হইতে কৃত্রিম গোরোচনা প্রস্তুত হয়)।

গোর্দা—[ফা. গুর্দাহ] বি. সাহস, হিম্মৎ (গোর্দাপুরু লোক—সাহসী ব্যক্তি)।

গোল—[গুড্+অ] ণ গোলাকার, বৃত্তাকার বা বর্তুলাকার; বি গোলক, ভাঁটা; খেলিবার গেঁদ; [আঃ গু'ল্] গণ্ডগোল; প্যাঁচফের; জটিলতা (মনের গোল); ফ্যাসাদ, বিপদ (গোলে পড়া, গোল বাধানো); উচ্চ শব্দ; গোলমাল। **গোল**—ইং goal] ফুটবল হকি প্রভৃতি খেলায় চিহ্নিত স্থান বিশেষ (গোল দেওয়া, গোল রক্ষা)। **গোলে হরিবোল দেওয়া**—আর দশ জনের সুরে সুর মিলানো; শৃঙ্খলা-হীনতায় যোগ দেওয়া। **হট্টগোল**—হাটের গোলমাল, শৃঙ্খলার একান্ত অভাব ও চেঁচামেচি। **গোল-আলু**—সুপরিচিত আলু। **গোল-গাল**—ণ. সবদিক্ দিয়া গোলাকার।

গোলক—[সং] বি. গোলাকার বস্তু; ভাঁটা, বল। বিধবার জারজ পুত্র। **গোলক-ধাঁধা**—বি. যে বেষ্টনীর মধ্যে ঢুকিলে বাহির হইয়া আসার পথ পাওয়া যায় না, কেবলই ঘুরপাক খাইতে হয়, Labyrinth (সংসারের গোলক-ধাঁধা)।

গোলকুণ্ডা—হীরকের জন্য প্রসিদ্ধ স্থান।

গোলদার—ণ. বি. গোলার মালিক, আড়তদার। বি. **গোলদারি**—আড়তদারি।

গোলন্দাজ—ণ. বি. যে সব সৈন্য কামান দাগিয়া গোলা নিক্ষেপ করে। [হি. গোল+ফা. অন্দাজ]। **গোলন্দাজি**—বি. গোলন্দাজের কার্য]

গোলপাতা—বি. নারিকেলপাতার মত সরু পাতাযুক্ত গাছ বিশেষ (ইহার পাতায় ছাতা তৈরি, ঘরের চাল ছাওয়া ইত্যাদিও হয়)। [বাং]

গোলমরিচ—বি. রন্ধনের সুপরিচিত উপকরণ, black-pepper। [বাং]

গোলমাল—বি. গণ্ডগোল, বহুজনের মিলিত অপেক্ষাকৃত উচ্চশব্দ; বিশৃঙ্খলা, জটিলতা। [হি]। **আকাশের গোলমাল**—ঝড়বৃষ্টির আশঙ্কা। **পেটের গোলমাল**—অজীর্ণতা। **গোল-মালিয়া, গোলমেলে**—ণ. জটিল, বিশৃঙ্খল; ঝঞ্ঝাটযুক্ত। **গোলযোগ**—গোলমাল, গণ্ডগোল; জটিল পরিস্থিতি; বিঘ্ন।

গোলা—[আ. গ'ল্লা—শস্য] বি ধানের মরাই; আড়ত; গঞ্জ। **গোলাঘর**—ধান যেখানে মজুত করিয়া রাখা হয়। **গোলাজাত**—গোলাঘরে রক্ষিত; গুদামজাত। **গোলা-বাড়ী**—মরাইয়ের স্থান; খামার।

গোলা—ক্রি. তরল দ্রব্যের সহিত মিশানো; তরল করা (সিদ্ধিগোলা, গোবর গোলা); ণ. যাহা এরূপ মিশ্রিত বা তরল করা হইয়াছে; ঘন রস-বিশিষ্ট ('গোলা কাঁটাল'; বিপ. খাজা কাঁটাল); বি ঘন রস (আমের গোলা) বা ঘন মিশ্রণ (সিদ্ধির গোলা')। **গোলা হাঁড়ী**—গোবর মাটি গোলাইবার হাঁড়ী।

গোলা—[আ. গে'ল] ণ. বাজে, সাধারণ (গোলা লোক; গোলা পায়রা)।

গোলা—বি. কন্দুক, বল; কামানের গোলা। [গোলক]। **গোলাগুলি**—সক্রিয় কামান বন্দুক (গোলাগুলির সামনে কি মরতে যাবে?)। **গোলাখেলা**—পোলো খেলা।

গোলাপ,-ব—[ফা. গুলাব (গুল্+আব)=গোলাপজল] বি. গোলাপ ফুল; গোলাপ জল (আতর গোলাপ)। **গোলাপজাম**—ঈষৎ সুগন্ধযুক্ত ফল বিশেষ। **গোলাপ-পাশ**—রৌপ্য হস্তিদন্ত ইত্যাদি নির্মিত আধার বিশেষ যাহা দিয়া গোলাপজল ছিটানো হয়। **গোলাপ-ফুল**—সখীত্বসূচক সম্বন্ধ। **গোলাপী,-বী**

—ণ. গোলাপগন্ধযুক্ত; গোলাপতুল্য। **গোলাপীনেশা**—অল্প নেশা।

গোলাম—[আ. গু'লাম] বি. ক্রীতদাস, কিঙ্কর; একান্ত অনুগত (হুজুরের খেদমতে এ গোলাম সর্বদাই হাজির)। **গোলামখানা**—ক্রীতদাসের বাসস্থান বা আড্ডা; যে সব প্রতিষ্ঠানে দাস-মনোভাবের সৃষ্টি হয়। **গোলাম-গর্দিশ**—গোলামদিগের বিশ্রাম-স্থান। **গোলামঘণ্ট**—পাঁচ-মিশালি তরকারীর ঘণ্ট। **গোলামচোর**—তাসখেলা বিশেষ। বি. **গোলামি**—দাসত্ব, আজ্ঞাবহত্ব; চাকরি (বিদ্রূপে)।

গোলার্ধ—বি. গোলকের বা ভূ-গোলকের অর্ধাংশ, hemisphere. [গোল+অর্ধ]।

গোলালো—ণ. প্রায় গোলাকার। [বাং]।

গোলীয়—ণ. গোলাকৃতি। [সং]।

গোলেস্তা—[ফা: গুলিস্তাঁ] বি. শেখ সাদীর বিখ্যাত গ্রন্থ (গোলেস্তা বোস্তা শেষ করেছিল)।

গোলোক—বি. শ্রীকৃষ্ণের নিত্যধাম, বৈকুণ্ঠেরও ঊর্ধ্বে অবস্থিত ধাম। [গো (স্বর্গ)+লোক]। **গোলোকধাম**—বিষ্ণুলোক; একরকম খেলা (ছক পাতিয়া কড়ি ফেলিয়া খেলা)। **গোলোকবিহারী** (-রিন্)— বিষ্ণু।

গোল্লা—বি. গোলাকার মিষ্টান্ন (কাঁচাগোল্লা—নরম পাকের সন্দেশ বিশেষ; রসগোল্লা—রসে পাক করা ছানার মিষ্টান্ন বিশেষ); গোলাকার ও বড় (চোখ গোল্লা গোল্লা করা); শূন্য, অধঃপাত (পরীক্ষায় গোল্লা পাকানো; গোল্লায় যাও। [বাং]। **ছেলেটা গোল্লায় গেছে**—তাহার নৈতিক অধঃপতন ঘটিয়াছে। **গোল্লাছুট**—খেলা-বিশেষ।

গো-শাল—গোয়াল। **গোশীর্ষ**—গরুর মাথা; পদ্মগন্ধি চন্দন বিশেষ; অস্ত্র বিশেষ। **গোশৃঙ্গ**—গরুর শিঙ্; গরুর শিঙে নির্মিত ছিদ্রযুক্ত রণবাদ্য বিশেষ।

গোষ্ঠ—যেখানে গরু থাকে; গোচারণ মাঠ; মিলন স্থান; সভা; জোট। [গো—স্থা+ক]। **গোষ্ঠলীলা**—বৃন্দাবনক্ষেত্রে শ্রীকৃষ্ণের গোচারণ-লীলা। **গোষ্ঠাগার**—সম্মিলন-ক্ষেত্র। **গোষ্ঠাধ্যক্ষ**—সভার নেতা। **গোষ্ঠেশূর**—ভীরু।

গোষ্ঠী—বি. সভা; সমাজ (সন্ন্যাসী গোষ্ঠী); দল (ভক্তগোষ্ঠী); পরিবারবর্গ; বংশ; জ্ঞাতি; পোষ্যবর্গ। [গোষ্ঠ্+অ+ঈপ্]। **গোষ্ঠী-পতি**—সমাজপতি; পরিবারের প্রধান। **গোষ্ঠীবর্গ**—পরিজন, জ্ঞাতিগণ; বংশাবলী।

গোষ্পদ—বি. যেখানে গরু চলাফেরা করে; গরুর ক্ষুরের দ্বারা চিহ্নিত স্থান; সেই স্থানে যে জলটুকু ধরে (সমুদ্রের তুলনায় গোষ্পদ)। [গো+পদ, বহুব্রী সমাসে স্ আগম]।

গোসঙ্গ—বি. প্রভাত। [সং]

গোসংখ্য—গো-পালক; যে গরুর হিসাব রাখে।

গোসর্প—গোসাপ। **গোসর্পিকা**—স্বৈরিণী।

গোসল, গোছল—[আ. গুসল] বি. স্নান। **গোসলখানা**—স্নানাগার। **গোছল দেওয়া**—সমাহিত করিবার পূর্বে মৃতদেহ বিধি-বদ্ধভাবে ধৌত করা।

গোসা, গোসাঁই—গোঁসা, গোঁসাই দ্রঃ।

গোসাপ—[সং গোসর্প] বি. গোধিকা। (বঙ্গের বিভিন্ন স্থানে গুইসাপ, গুইল, গুই-ঘড়েল ইত্যাদি নামে পরিচিত)।

গোসোয়ারা—বি. হিসাবের চুম্বক, সংক্ষিপ্ত হিসাব। [ফা. গোশ্‌বারা]।

গোস্ত, গোশ্‌ত্—[ফা. গোশ্‌ত্] বি. মাংস (শুধু গোমাংস বুঝায় না)। **গোশ্‌ত্-খোর**—মাংস যাহার প্রিয় খাদ্য। (গ্রাম্য—গোস্তো, গোস; প্রচলিত—গোশ্‌তো)।

গোস্তন—বি. গাভীর স্তন বা পালান; চার নর হার। [সং]। **গোস্তনী**—আঙুর; মনাক্কা।

গোস্তাকি,-খি—[ফা. গুস্‌তাখি] বি. বেয়াদবি, অবিনয়, ঔদ্ধত্য (শাস্তি দিয়েছি গোস্তাখির—নজরুল; গোস্তাখি মাফ হো)।

গোস্বামী—[গো (ইন্দ্রিয়)+স্বামী, ইন্দ্রিয়ের উপরে যাহার প্রভুত্ব স্থাপিত হইয়াছে; গো=গোরু-পৃথিবী-জল-স্বর্গ, তার অধিপতি। বৈষ্ণব যতি, ভক্তশ্রেষ্ঠ ও গুরুদের উপাধিবিশেষ; জগৎ-পতি; ইন্দ্র। স্ত্রী. **গোস্বামিনী**।

গোহত্যা—গোবধ।

গোহাইল, গোহাল—গোয়াল। [বাং]।

গোহাড়—গরুর হাড়।

গোহারি, গোহরি—বি. আবেদন; নালিশ; অনুনয়-বিনয় (প্রাচীন বাংলায় ব্যবহৃত)।

গোহালট—বি. গরুর চলাচলের ফলে সৃষ্ট অপেক্ষাকৃত অপ্রশস্ত পথ (হালট দ্রঃ)।

গোহ্য—ণ. গুহ্য, গোপনীয়; আচ্ছাদনযোগ্য।

গৌড়—বি. বাংলার প্রাচীন নাম ; প্রাচীন বাংলার এক দেশ ; প্রাচীন বাংলার রাজধানী (বর্তমান মালদহে)। **পঞ্চগৌড়**—প্রাচীন বাংলার পাঁচ বিভাগ (বরেন্দ্র, বঙ্গ, মিথিলা, রাঢ়, বগড়ি)। **গৌড়ী**—গুড় দ্বারা প্রস্তুত সুরা বিশেষ ; সংস্কৃত কাব্য-রীতি বিশেষ (বড় বড় শব্দ ব্যবহার। তুঃ বৈদর্ভী রীতি)। **গৌড়ীয়** (-রা)—ণ. বঙ্গদেশীয় (গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম) ; বঙ্গদেশবাসী; গৌড়ে প্রচলিত (গৌড়ীয় ভাষা ; গৌড়ীয়া বাদশাহে মারি গৌড়ে হৈল রাজা—কৃত্তিবাস)।

গৌণ—ণ. অপ্রধান (মুখ্য নহে গৌণ)। বি. দেরী (অগৌণে—শীঘ্র)। **গৌণকর্ম** –(ব্যাকরণে) অপ্রধান কর্ম, indirect object. **গৌণচান্দ্রমাস**—কৃষ্ণা প্রতিপদ হইতে পূর্ণিমা পর্যন্ত কাল। **গৌণার্থ**—অপ্রধান অর্থ, লক্ষ্য অর্থ। **গৌণিক**—বি. গুণজ্ঞ। [সং] **গৌণীবৃত্তি**—মুখ্য অর্থ ত্যাগ করিয়া গৌণ কষ্ট-কল্পিত অর্থ-অনুযায়ী ব্যাখ্যা। [সং]।

গৌতম—বি. ঋষি বিশেষ ; ন্যায়দর্শনকার ; বুদ্ধ। স্ত্রী. **গৌতমী**। [সং]।

গৌর—ণ. গৌরবর্ণযুক্ত, পীত। [গুড়্+অ]। **গৌরচন্দ্র**—শ্রীচৈতন্যদেব। **গৌরচন্দ্রিকা**—বি. কীর্তনের প্রারম্ভে গৌরচন্দ্রের বন্দনা ; (তাহা হইতে) মুখবন্ধ, ভূমিকা। [সং]। **গৌরসর্ষপ**—সাদা সরিষা, রাই সরিষা। স্ত্রী. **গৌরী**।

গৌরব—বি গুরুত্ব ; স্থূলতা ; মর্যাদা ; মহিমা (কুলগৌরব) ; উৎকর্ষ (অর্থগৌরব) ; গর্বের সামগ্রী (জাতির গৌরব) ([গুরু+অ]। **গৌরব করা**—গর্ব করা। **গৌরবান্বিত**—সম্মানিত। **গৌরবিত**—পূজ্য, আদৃত। স্ত্রী. **গৌরবিণী**।

গৌরাঙ্গ—বি. চৈতন্যদেব ; ণ. গৌরবর্ণ। [সং]

গৌরী—ণ. গৌরবর্ণা ; বি. পার্বতী ; আট বৎসর বয়সের কুমারী ; বসুন্ধরা ; হরিদ্রা ; গো-রোচনা। [গৌর+ঈপ্]। **গৌরীকাল**—আট হইতে বারো বছর বয়সের সময়। **গৌরীদান**—আট বছরের মেয়েকে বিবাহ দেওয়া। **গৌরীশঙ্কর**—হরপার্বতী ; হিমালয়ের চূড়া বিশেষ।

গৌল্মিক—ণ. গুল্মের অর্থাৎ ছোট সেনাদলের নায়ক। [গুল্ম+ষ্ণিক]

গ্যাঁট—ণ. অনড়, অটল ('গ্যাঁট হয়ে বসা')।

গ্যালি—[ইং galley] গেলি দ্রঃ।

গ্যাস—[ইং gas] বি. বায়বীয় পদার্থ। **গ্যাসের বাতি**—যে বাতিতে গ্যাস আলোরূপে জ্বলে।

গ্রথিত—বি. গাঁথা ; রচিত ; গুম্ফিত। [গ্রন্থ্+ক্ত]

গ্রন্থ—[গ্রন্থ্+অ] (যাহা একসঙ্গে গাঁথা হইয়াছে অথবা সন্নিবিষ্ট হইয়াছে) বি. পুস্তক ; পুঁথি ; সন্দর্ভ। **গ্রন্থকর্তা** (-র্তৃ)—গ্রন্থকার ; লেখক ; পুস্তক-রচয়িতা। **গ্রন্থকীট**—বইকাটা পোকা ; বহু পাঠে অতিশয় অনুরক্ত এবং অন্য বিষয়ে খেয়ালশূন্য ব্যক্তি, bookworm. (কেতাব দ্রঃ)। **গ্রন্থকুটী, গ্রন্থাগার**—পাঠাগার, পুস্তকাগার, library। **গ্রন্থাগারিক**—গ্রন্থাগারের অধ্যক্ষ, librarian.

গ্রন্থন—বি, গাঁথা ; বাঁধাই ; রচনা [গ্রন্থ্+অনট্]। ণ. **গ্রন্থিত**—রচিত ; লিখিত।

গ্রন্থি—বি. সন্ধিস্থান ; গাঁট, গিরো ; টাকার থলে ; জটিলতা (হৃদয়-গ্রন্থি ; বিষয়-গ্রন্থি) ; বাতরোগ ; দেহাভ্যন্তরের রসস্রাবী কোষ, gland. [গ্রন্থ্+ই]। **গ্রন্থিক**—দৈবজ্ঞ। **গ্রন্থি-বন্ধন** গাঁটছড়া বাঁধা, বরকন্যার বস্ত্রে বন্ধন। **গ্রন্থি-চ্ছেদক,-ভেদ,-ভেদক,-মোচক**—গাঁট-কাটা। **গ্রন্থিল**—ণ. গাঁটযুক্ত। **গ্রন্থিহর**—মন্ত্রী। **গ্রন্থী** (-ন্থিন্)—পণ্ডিত, বহুগ্রন্থ-প্রণেতা। **মাংসগ্রন্থি**—glands। **শিরাগ্রন্থি**—varicose veins।

গ্রসন—[গ্রস্+অনট্] বি. গ্রাস করা ; সূর্য ও চন্দ্রের গ্রহণ। **গ্রসমান, গ্রসিষ্ণু**—ণ. যে গ্রাস করিতেছে। [গ্রস্+শতৃ, ইষ্ণু]।

গ্রস্ত—ণ. অভিভূত ; আক্রান্ত ; কবলিত (বিপদ্-গ্রস্ত ; রাহুগ্রস্ত)। [গ্রস্+ক্ত]। **গ্রস্তোদয়**—রাহুগ্রস্ত অবস্থায় (অর্থাৎ গ্রহণ লাগিবার পর) সূর্যের বা চন্দ্রের উদয়। (বিপরীত গ্রস্তাস্ত)।

গ্রহ—(অন্য শব্দের যোগে অর্থ প্রকাশ করে) গ্রহণ ; স্বীকার ; প্রাপ্তি (দারগ্রহ ; ভাবগ্রহ ; অনুগ্রহ ; প্রতিগ্রহ ইত্যাদি)।

গ্রহ—বি. মনুষ্যের ভাগ্যনিয়ামক চন্দ্রসূর্যাদি নবগ্রহ ; কুগ্রহ, গেরো (গ্রহের ফের) ; সূর্যপরিভ্রমণকারী পৃথিবী ইত্যাদি, planet (এই হিসাবে সূর্য একটি নক্ষত্র এবং চন্দ্র একটি উপগ্রহ, ইহারা গ্রহ নহে)। **গ্রহ-ওঝা,-চিন্তক**—দৈবজ্ঞ। **গ্রহ-কোপ, -দোষ,-বিপাক,-বৈগুণ্য**—গ্রহের প্রতিকূলতা। **গ্রহদেবতা**—সূর্যাদি গ্রহের অধিষ্ঠাতা দেবতা। **গ্রহপতি**—সূর্য শনি। **গ্রহ-**

বিদ্যা—জ্যোতিষ। **গ্রহবিপ্র, গ্রহাচার্য**—দৈবজ্ঞ-ব্রাহ্মণ। **গ্রহযোগ**—গ্রহদোষ নিবৃত্তির জন্য যজ্ঞ। **গ্রহশান্তি**—বি. গ্রহকে সন্তুষ্ট করিয়া ভাগ্য ফিরাইবার জন্য অনুষ্ঠিত গ্রহ-পূজা। **গ্রহ-স্ফুট**—(জ্যোতিষ) গ্রহের স্থিতিজ্ঞাপক রাশি।

গ্রহণ—[গ্রহ্ + অনট্] বি. স্বীকার; লওয়া; অবলম্বন; ধারণ; প্রাপ্তি; ত্যাগ বা বর্জনের বিপরীত; বিধিবদ্ধ ভাবে স্বীকার (পাণিগ্রহণ = বিবাহ; করগ্রহণ; সন্ন্যাস গ্রহণ; ঋণগ্রহণ; দত্তক-পুত্র গ্রহণ); ভোজন, পান (অন্নগ্রহণ; জলগ্রহণ); উপলব্ধি, সমাদর (অর্থগ্রহণ, গুণগ্রহণ); বলে আকর্ষণ (কেশগ্রহণ); রাহু কর্তৃক চন্দ্রকে বা সূর্যকে গ্রাস, eclipse, (সূর্যগ্রহণ, চন্দ্রগ্রহণ)। ণ. **গ্রহণীয়, গ্রহণযোগ্য**—স্বীকার্য।

গ্রহীতা (-তৃ)—গ্রহণকারী, দাতার বিপরীত, যে লয়; অধমর্ণ। স্ত্রী. **গ্রহীত্রী**

গ্রহণি,-ণী—বি. কঠিন উদরাময় বিশেষ; ক্ষুদ্র অন্ত্রের উপরের মুখ, duodenum [সং]।

গ্রাবু—বি. তাসখেলা বিশেষ (বিন্তির মত)। [বাং]

গ্রাম—[গম্ + ঘঞ্ অথবা গ্রস্ + ম] পল্লী, পাড়াগাঁ; মনুষ্য-বসতি; সমূহ (গুণ-গ্রাম; ইন্দ্রিয়-গ্রাম); স্বর; পর্দা (উচ্চ গ্রাম); সঙ্গীতের ত্রিবিধ স্বর-বিভাগ। **গ্রামকণ্টক**—গ্রামের কুলোক। **গ্রামকুক্কুট**—গৃহপালিত কুক্কুট (বিপরীত—বন-কুক্কুট)। **গ্রামগৃহ্য**—গ্রামবহির্ভূত। **গ্রাম-ঘাত**—গ্রাম লুণ্ঠন। **গ্রামঘাতী** (-তিন্)—গ্রামস্থিত মাংসবিক্রয়ী। **গ্রামচর্যা**—স্ত্রী-সম্ভোগ। **গ্রামজাত**—গ্রামে উৎপন্ন (ফলমূল)। **গ্রাম-জাল**—গ্রামচক্র। **গ্রামণী**—মোড়ল; নাপিত; বারনারী। **গ্রামদেবতা**—গ্রামের জনসাধারণ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত দেবতা। **গ্রাম-দৌত্য**—গ্রামের সংবাদ বহন। **গ্রামধর্ম**—গ্রামচর্যা। **গ্রামপাল**—মোড়ল, গ্রামরক্ষক সৈন্যদের অধ্যক্ষ। **গ্রামমৃগ,-সিংহ**—কুকুর। **গ্রাম-ভাটি,-ভেটি,-খরচা**—বিবাহ-কালে বর-পক্ষের নিকট হইতে গ্রাম্যদেবতার বা গ্রামের সাধারণ ভাণ্ডারের জন্য যে অর্থ সংগ্রহ করা হয়। [বাং]। **গ্রামসম্বন্ধ,-সম্পর্ক**—গ্রামে বাস হেতু সম্বন্ধ। **গ্রামান্ত**—গ্রামের প্রান্তভাগ। **গ্রামা-ন্তর**—অন্য গ্রাম। **গ্রামিক**—গ্রাম্য, অশিষ্ট; গ্রাম-রক্ষক; গ্রামের মালিক। **গ্রামী** (-মিন্)—গ্রামের অধিপতি, মোড়ল; গ্রামবাসী। **গ্রামীণ**—গ্রামবাসী; গ্রাম্য। [গ্রাম + ঈন]। **গ্রাম্য**—ণ. গ্রামজাত; প্রাকৃত, ইতর, অমার্জিত; অশ্লীল। **গ্রাম্যজীবন**—গ্রামের শান্ত ও অনাড়ম্বর জীবন। **গ্রাম্যতা**—অমার্জিত ভাব; ইতরতা; (রচনায়) অশিষ্ট প্রয়োগ, অশ্লীলতা। **গ্রাম্য-দেবতা**—গ্রামের জনসাধারণের দ্বারা পূজিত দেবতা; মোড়ল। **গ্রাম্যধর্ম**—গ্রামধর্ম, স্ত্রীসহবাস। **গ্রাম্যপথ**—পাড়াগাঁয়ের গলি। **গ্রাম্যপশু**—গৃহপালিত পশু। **গ্রাম্যমৃগ,-সিংহ**—কুকুর। **গ্রাম্যাশ্ব**—গর্দভ।

গ্রাস—[গ্রস্ (ভক্ষণ করা + ঘঞ্] বি. যতটা খাদ্য একবারে মুখে দেওয়া হয় (এক গ্রাস অন্ন), কবল; সূর্য ও চন্দ্রের উপরে ছায়াপাত, গ্রহণ। **গ্রাস করা**—আত্মসাৎ করা। **গ্রাসাচ্ছাদন**—অন্নবস্ত্র। **গ্রাসশল্য**—গ্রাসের সঙ্গে মুখে যাওয়া মাছের কাঁটা-আদি।

গ্রাহ—বি. হাঙ্গর-কুমীরাদি জলজন্তু; গ্রহণ; স্বীকার; বোধ (ভাবগ্রাহ)। [গ্রহ্ + ঘঞ্]। **গ্রাহক**—গ্রহণকারী, ক্রেতা, subscriber। **গ্রাহী** (-হিন্)—গ্রহণকারী (রসগ্রাহী, ভাব-গ্রাহী); ধারণকারী (চামরগ্রাহী); গামী (উৎপথগ্রাহী); ভক্ষণকারী (মাংসগ্রাহী); মোহকর (হৃদয়গ্রাহী)। [গ্রহ্ + ণিন্]।

গ্রাহ্য—ণ. গ্রহণযোগ্য, স্বীকার্য (আবেদন গ্রাহ্য হয় নাই); জ্ঞেয়, বোধ্য (বুদ্ধিগ্রাহ্য; চক্ষুগ্রাহ্য)।

গ্রীক—বি. গ্রীস দেশের লোক বা ভাষা [ই. Greek]।

গ্রীবা—বি. ঘাড়, গলা (কম্বুগ্রীবা)। [গৄ + ব + আপ্]। **গ্রীবাভঙ্গি**—ঘাড় বাঁকানো। **গ্রীবী** (-বিন্)—যাহার গ্রীবা দীর্ঘ।

গ্রীস—বি. স্বনামপ্রসিদ্ধ প্রাচীন সভ্য দেশ। ণ. গ্রীসীয়, গ্রীক—গ্রীস সম্বন্ধীয়। [ই. Greece]

গ্রীষ্ম—বি. গরম, উত্তাপ; গরমের কাল। [গ্রস্ + ম]। **গ্রীষ্মকালীন**—গ্রীষ্মকালে জাত বা গ্রীষ্মকাল সম্বন্ধীয়। **গ্রীষ্মধান্য**—বোরোধান। **গ্রীষ্মপীড়িত**—গ্রীষ্মের উত্তাপে অস্থির। **গ্রীষ্মপ্রধান**—যে অঞ্চলে গ্রীষ্ম দীর্ঘস্থায়ী। **গ্রীষ্মমণ্ডল**—বিষুবরেখার উভয়পার্শ্বস্থ গ্রীষ্ম-প্রধান ভূভাগ, Torrid zone। **গ্রীষ্মাতি-শয্য**—উত্তাপের আধিক্য। **গ্রীষ্মাবকাশ**—গ্রীষ্মের ছুটী।

গ্রেন—[ইং grain] বি. এক ভরির একশত আশি ভাগের একভাগ, এক যবোদর।

গ্রেপ্তার—গেরেপ্তার দ্রঃ।

গ্রৈব, গ্রৈবেয়—ণ বি. গ্রীবাস্থিত; গ্রীবার অলঙ্কার; হাতীর গলার শিকল। [গ্রীবা+ষ্ণেয়]।

গ্রৈষ্মিক—ণ. গ্রীষ্মকালীন। [গ্রীষ্ম+ষ্ণিক]

গ্লানি—[গ্লৈ (ম্লান হওয়া) + ক্তি] বি. অবসাদ, দুর্বলতা, অনুৎসাহ; হ্রাস (অঙ্গগ্লানি, ধর্মের গ্লানি); নিন্দা, কলঙ্ক, লজ্জার বিষয় (বীরকুলগ্লানি); মিন্দা। ণ. **গ্লান**—অবসন্ন, ক্ষীণশক্তি।

গ্লাস—গেলাস দ্রঃ। **গ্লাস-কেস**—কাচের আবরণ।

ঘ

ঘ—ক-বর্গের চতুর্থ বর্ণ (মহাপ্রাণ)।

ঘকার—ঘ এই বর্ণ।

ঘগরি—বি. (ব্রজবুলি) ঘাগ্‌রা।

ঘচ ঘচ্, ঘচাঘচ—অব্য. অপেক্ষাকৃত নরম জিনিস ক্রমাগত কাটিবার শব্দ। [বাং]

ঘট—বি. কলস; ছোটি মাটির কলস; গজকুম্ভ; দেহ, মূর্তি, আধার ('মা বিরাজে সর্বঘটে'); মাথা, মগজ (ঘটে বুদ্ধি নাই;) যোগ বিশেষ। [ঘট্+অ, উপকরণাদি যোগে নির্মিত]।

ঘটক—ণ. বি. ঘটয়িতা; ব্রাহ্মণদের কুলোপাধি বিশেষ; বিবাহের সম্বন্ধস্থাপনকারী ব্যক্তি, match-maker। স্ত্রী. **ঘটকী**। [ঘট্+অক]। **ঘটকালি,-লী**—বি. ঘটকের কাজ; তাহাতে প্রাপ্য অর্থাদি। [বাং]।

ঘটকর্পর—বি. ভাঙ্গা কলসীর খাপরা; বিক্রমাদিত্যের রাজসভার নবরত্নের অন্যতম। [সং]

ঘটকার,-কারক,-কৃৎ—ণ. বি. যে ঘট প্রস্তুত করে, কুম্ভকার। [সং]

ঘটঘট—অব্য. কাঠের দেরাজ দরজা জানালা অথবা হাঁড়িকুড়ি নাড়িবার শব্দ। বি. **ঘটঘটানি**। [বাং]।

ঘটতি—ঘাটতি দ্রঃ।

ঘটদাসী—বি. (সংঘটন করে এমন দাসী) দূতী, কুটনী। [সং]

ঘটন—বি. সংঘটন, সম্পাদন (দৈবের ঘটন; অঘটন ঘটন)। ণ. **ঘটিত**। [ঘট্+অনট্]। **ঘটনা**—বি. যাহা ঘটিয়াছে, ব্যাপার (কিছুদিন পূর্বের ঘটনা); আকস্মিক ব্যাপার; নির্মাণ, যোজনা। **ঘটনাক্রমে,-চক্রে, -সূত্রে**—দৈবাৎ। **ঘটনাধীন**—দৈবাধীন, ঘটনার দ্বারা প্রভাবিত। **ঘটনাপূর্ণ, -বহুল**—বহু ঘটনাময়। **ঘটনাবহ**—ঘটনা বহনকারী, সংঘটক। **ঘটনাবলী (লি)**—ঘটনাসমূহ। **ঘটনাস্রোত**—ঘটনা-প্রবাহ; ঘটনার প্রভাব। **ঘটনাস্থল**—কার্যস্থল, অকুস্থল। **ঘটনীয়**—যাহা ঘটিবার সম্ভাবনা রহিয়াছে। (ঘট্+অনীয়)। **ঘটমান**—ণ. ঘটিতেছে এমন। (ব্যা.) চলিতেছে এমন (ঘটমান বর্তমান কাল)।

ঘটবারি—বি. যে ঘটে দেবতার অধিষ্ঠান ঘটিয়াছে তাহার মন্ত্রপূত বারি।

ঘটযোনি—বি. (কুম্ভ হইতে উৎপন্ন) অগস্ত্যমুনি।

ঘটর-ঘটর—অব্য. ক্রমাগত ঘট্ ঘট্ শব্দ; গরুর গাড়ীর গতির মন্থরতাজ্ঞাপক শব্দ। [বাং]

ঘটস্থাপন—বি. ঘট বসানো; দেবতার প্রতিমূর্তির পরিবর্তে ঘটে তাঁহার আহ্বান।

ঘটা—বি. ঘটন; রণহস্তী সমূহের যুদ্ধক্ষেত্রে সমাবেশ; আড়ম্বর; সমারোহ (মেঘের ঘটা; ঘটা করিয়া বিবাহ দিলেন; অর্কফলার ঘটা)। [ঘট্+অ+আপ্]

ঘটা—ক্রি. সংঘটিত হওয়া; পরিণতি লাভ করা (এমন ঘটবে, তা আগে থাকতেই জানতাম); অপ্রত্যাশিত রূপ পাওয়া (ব্যাপারটা ঘটল দেখতে দেখতে)। **ঘটানো**—ক্রি. সম্পাদন করা, সৃষ্টি করা, চক্রান্ত করিয়া বা বিশেষ চেষ্টা করিয়া কিছু করা।

ঘটাটোপ—বি. গাড়ী পাল্কী প্রভৃতির আবরণ ঘেরাটোপ। [সং. ঘট+আটোপ]

ঘটারোল—বি. আড়ম্বরপূর্ণ বাদ্যধ্বনি।

ঘটি,-টী—বি. দণ্ড, চব্বিশ মিনিট; ধাতু-নির্মিত ঘটের মত ক্ষুদ্র জলপাত্র (ঘটিবাটি); মুখ দিয়া বাজাইবার যন্ত্র বিঃ; (পূর্ববঙ্গীয় ভাষায়) পশ্চিম

বঙ্গের লোক (অবজ্ঞার্থে ; বিপরীত—বাঙাল)। **ঘটিমারা**—অস্তমিত হওয়া।

ঘটিকা—বি. ক্ষুদ্র কলস ; দুই দণ্ড বা আটচল্লিশ মিনিট ; সময় নিরূপণের প্রাচীন যন্ত্র বিশেষ (ইহা যতক্ষণে জলপূর্ণ হইত, ততটা সময়কে বলা হইত এক ঘটিকা বর্তমান হিসাবে চব্বিশ মিনিট—যোগেশচন্দ্র রায়) ; ঘণ্টা ; ঘড়ি, ঘড়ির কাঁটাদ্বারা সূচিত সময় (বেলা তিন ঘটিকা)। [ঘটী+ক+আপ]।

ঘটিত—ণ. সংঘটিত, সম্পর্কিত, সংক্রান্ত (স্ত্রীলোকঘটিত ; আদালত-ঘটিত) ; নির্মিত, প্রস্তুত, জনিত (স্বর্ণ-ঘটিত, পারদ-ঘটিত)। [ঘট্+ক্ত]। **ঘটিতব্য**—যাহা ঘটিবে।

ঘটিরাম—বি. পদস্থ কিন্তু মূর্খ ও অনভিজ্ঞ রাজকর্মচারী (দীনবন্ধু মিত্রের সধবার একাদশী বইয়ের ঘটিরাম ডেপুটি)।

ঘটী—ঘটি দ্রঃ। **ঘটীযন্ত্র**—কূপ হইতে জল তুলিবার যন্ত্র ; ঘড়ি। [সং]।

ঘটোৎকচ—বি. মহাভারতোক্ত যোদ্ধা, ভীম ও হিড়িম্বার পুত্র। [ঘট+উৎকচ, ঘটের মত ন্যাড়া]

ঘটোধ্নী—ণ. ঘটের মত পালান (ঊধঃ) যে গরুর। [ঘট+ঊধস্+বহুব্রী. ন্ আগম+ঈপ্]।

ঘট্ট—বি. ঘাট ; নৌকার মাশুল আদায়ের স্থান, কুতঘাট ; গিরিসঙ্কট ; চৌকি (ঘাটি)। **ঘট্টকুটী প্রভাত**—মাশুল ফাঁকি দিতে চাওয়া বেপারির কুতঘাটের সামনে রাত্রি প্রভাত হওয়া, যেখানে বাঘের ভয় সেখানে রাত পোহায়। **ঘট্টজীবী** (-বিন্)—ঘাটমাঝি, পাটনী। **ঘট্টপাল**—কুতঘাটের মাশুল আদায়কারী।

ঘট্টন—বি. ঘর্ষণ ; জোরে নাড়া, ঘোঁটা ; সংঘটন। [ঘট্ট্+অনট্]। **ঘট্টনী**—যাহার দ্বারা ঘোঁটা হয়, ঘোঁটনা। ণ. **ঘট্টিত** (নখঘট্টিত বীণা)।

ঘড়ঘড়—গাড়ীর চাকার শব্দ ; শ্লেষ্মাজনিত শব্দ।

ঘড়া—বি. বড় কলস ; পিতলের কলস (ঘড়া ঘড়া টাকা)। [ঘট]

ঘড়াঞ্চি, ঘড়াঞ্চে—[ঘড়ামঞ্চ—হি. ঘড়োংচি] বি. দেওয়ালে না ঠেকাইয়া দাঁড় করান যায় এমন সিঁড়ি ; কলসী রাখার কাঠের মঞ্চ।

ঘড়ি,-ড়ী—[সং ঘটিকা] বি. সময়-জ্ঞাপক সুপরিচিত যন্ত্র (বড় ঘড়ি, জেবঘড়ি) ; অত্যল্প সময়, ক্ষণকাল (ঘড়িতে করিয়া ফেলিল) ; ঘণ্টা (ঘড়ি পেটা)। **ঘড়ি ঘড়ি**—ক্রি.-ণ. ঘণ্টায় ঘণ্টায়, মুহূর্তে মুহূর্তে, বারবার (ঘড়িঘড়ি মর্জির বদল)। **ঘড়িঘর**—Clock-house. **ঘুমভাঙ্গানো ঘড়ি**—যাহাতে নির্দিষ্ট সময়ে কিছুক্ষণ ব্যাপী শব্দ হওয়ার ফলে ঘুম ভাঙ্গে। **জলঘড়ি**—সময়নিরূপক যন্ত্রবিশেষ (ইহা হইতে বিন্দু বিন্দু জল পড়িয়া নির্দিষ্ট সময়ে নিঃশেষিত হয়)। **ট্যাঁকঘড়ি, পকেট ঘড়ি**—ছোট ঘড়ি, watch. **হাতঘড়ি**—Wrist watch, হাতের কব্জিতে বাঁধিয়া রাখা ঘড়ি। **বালিঘড়ি, বালুঘড়ি**—এই যন্ত্র হইতে ক্রমাগত বালি নীচে পড়ে ও তাহার দ্বারা সময় নিরূপিত হয়, Sand-glass। **সূর্যঘড়ি**—Sun-dial, ইহাতে সূর্য-কিরণে যে ছায়া পড়ে তাহা দেখিয়া সময় নিরূপণ করা হয়।

ঘড়িয়াল, ঘড়েল—বি. মেছো কুমীর ; ণ. কুচক্রী, ফন্দিবাজ, যাহার মতিগতি বুঝিয়া উঠা ভার (ঘড়েল লোক) ; বি. যে ঘণ্টা পিটিয়া সময় জানায়।

ঘণ্ট—বি. ঘাঁটিয়া রাঁধা ব্যঞ্জন (মোচাঘণ্ট, মুড়িঘণ্ট)। (ঘণ্ট নানারকমে প্রস্তুত করা হয় ; ঘি, নারিকেলকোরা, চিনি, দুধ, অনেকসময়ই দেওয়া হয়)।

ঘণ্টা—বি, কাঁসার বাদ্যবিশেষ (পূজার ঘণ্টা) ; ষাট মিনিটকাল ; পেটা ঘড়ি , (ব্যঙ্গে) কিছুই না, কলা, কচু (হাঁ, তুমি ঘণ্টা করবে)। [হন্ +ট+আপ্]। **ঘণ্টাগরুড়**—ঘণ্টায় অঙ্কিত যুক্তকর গরুড় মূর্তি ; প্রভুর অতিবিনীত আজ্ঞাবহ ; অকর্মণ্য বা খোসামুদে লোক। **ঘণ্টাপড়া**—সময়জ্ঞাপক পেটাঘড়ির শব্দ হওয়া। **ঘণ্টাপথ**—যে পথ দিয়া হাতী চলে, রাজপথ। **ঘণ্টাপাটলি**—সুগন্ধ ফুলযুক্ত বৃক্ষ বিশেষ। **ঘণ্টাবীজ**—জামালগোটার গাছ। **ঘণ্টায় ঘণ্টায়**—অল্পক্ষণ পর-পরই, ঘড়ি ঘড়ি। **ঘণ্টারব**—ঝনঝনিয়া গাছ। **ঘণ্টালী**—ঝিঙা। **হাতীর গলায় ঘণ্টা**—বেমানান জিনিস।

ঘণ্টাকর্ণ—শিবানুচরবিশেষ, ঘেঁটুঠাকুর।

ঘণ্টি—বি ক্ষুদ্র ঘণ্টা ; জন্তু বিশেষ। [বাং]।

ঘণ্টিকা—বি. ক্ষুদ্র ঘণ্টা ; আলজিভ। [সং]।

ঘণ্টু—বি. হাতীর গলার ঘণ্টা ; উত্তাপ ; দেমাগ।

ঘণ্টেশ্বর—বি. মহাদেবের নাম ; ঘেঁটুঠাকুর।

ঘন—[হন্+অল্] ণ. গাঢ় ; নিবিড় ; দুর্ভেদ্য ; ঠাসবুনানি যুক্ত (ঘন দুধ, ঘন বন, ঘন বসতি, ঘন

কাপড়, ঘন বেড়া) ; অবিচ্ছিন্ন, অনবরত, বারবার (ঘন ঘন ডাক) ; মূর্ত, রূপায়িত (আনন্দ-ঘন ; করুণা-ঘন) ; প্রবল, গভীর (ঘন বরষা) : দুই অংশের ঠোকাঠুকিতে বাজে এমন (করতাল কাঁসি ঘণ্টা নূপুর ঘুঙুর ইত্যাদি ঘনযন্ত্র) ; বি. মেঘ (ঘনোদয় ; ঘনগর্জন ; ঘনঘটা) ; (গণিতে) কোন রাশিকে সেই রাশি দিয়া দুই বার গুণন, cube (২এর ঘন ৮, ২×২×২) ; মধ্যম নৃত্য ; লৌহ ; রাং ; ত্বক, বল্কল ; (জ্যামিতিতে) দৈর্ঘ্য প্রস্থ ও বেধ বিশিষ্ট বস্তু (solid)। **ঘনকফ**—জমাট শ্লেষ্মা ; (মেঘের কফতুল্য) করকা। **ঘনকাল**—মেঘের সময়। **ঘনকৃষ্ণ**—গাঢ়-কৃষ্ণ। **ঘনক্ষেত্র**—দৈর্ঘ্যে প্রস্থে ও উচ্চতায় সমান যে ক্ষেত্র। **ঘনগর্জিত**—মেঘ-গর্জন। **ঘন ঘন**—ক্রি.-ণ, অল্প সময়ে বহুবার ; ঘেঁষাঘেঁষি (চারাগুলো ঘনঘন না লাগিয়ে একটু দূরে দূরে পোঁতো)। **ঘন-ঘটা**—মেঘাড়ম্বর। **ঘনঘোর**—ণ. ঘোর মেঘাবৃত। **ঘনজ্বালা**—বজ্রাগ্নি। **ঘনত্ব**—solidity, দৈর্ঘ্য প্রস্থ ও বেধের মিলিত ফল ; নিবিড়তা, density ; দৃঢ়তা, গাঢ়তা। **ঘন-তাল**—বাদ্যাদির তাল বিশেষ। **ঘনপল্লব**—ঘনপল্লববিশিষ্ট, সজিনা শাক। **ঘনপ্রিয়া**—তরমুজ ; বনজাম। **ঘনফল**—দৈর্ঘ্য প্রস্থ ও বেধের গুণফল। **ঘনবর্ত্ম (-ন্)**—আকাশ। **ঘন-বল্লী**—বিদ্যুৎ। **ঘনমূল**—ঘনফলের মূল রাশি, cube-root (৮এর ঘনমূল ২)। **ঘনবাহন**—ইন্দ্র। **ঘনবিন্যস্ত**—গায়েগায়ে লাগালাগি ভাবে স্থাপিত। **ঘনবীথি**—মেঘমালা ; আকাশ। **ঘনশ্যাম**—নিবিড় শ্যামবর্ণ অথবা মেঘের মত শ্যামল ; বি. শ্রীকৃষ্ণ। **ঘন-স্বন**—মেঘধ্বনি ; মেঘধ্বনির মত কণ্ঠস্বর যাহার।

ঘনা—[সং ঘন—মুদ্গর] বি. তেলি ; ঘানির কাঠ। **ঘনাগাছ**—ঘানিগাছ।

ঘনাকর, ঘনাগম—বি. বর্ষাকাল। [ঘন + আকর, আগম]।

ঘনাঘন—বি. বর্ষণশীল মেঘ ; মত্তহস্তী ; ইন্দ্র, পরস্পর সংঘর্ষণ ; (বাং) ঘনঘন। [সং]

ঘনাত্যয়—বি. মেঘের অপসরণ কাল, শরৎ-কাল। [ঘন + অত্যয়]

ঘনানো—ক্রি. কাছে আসা, চরম পরিণতির নিকটবর্তী হওয়া (অন্ধকার ঘনাইয়া আসিতেছে ; মৃত্যু ঘনিয়ে এলো)। **কাছে ঘনানো**—কাছে যাওয়া।

ঘনান্ধকার—গাঢ় অন্ধকার ; মেঘহেতু অন্ধকার।

ঘনাবর্তন—বি. ঘন ঘন আওটানো। **ঘনাবর্ত দুগ্ধ**—ঘন-আওটা দুধ। **ঘনাবৃত**—মেঘাবৃত। **ঘনাম্ল**—অতিশয় অম্ল, strong acid।

ঘনায়মান—ণ. গাঢ় হইয়া উঠিতেছে বা ঘনাইয়া আসিতেছে এমন। **ঘনাশ্রয়**—আকাশ।

ঘনিমা (-মন্)—বি. ঘনত্ব। [ঘন + ইমন্]।

ঘনিষ্ঠ—[ঘন + ইষ্ঠ] ণ. অতি নিকট (ঘনিষ্ঠ আত্মীয়) ; অন্তরঙ্গ (ঘনিষ্ঠ আত্মীয়)। বি. **ঘনিষ্ঠতা**—অন্তরঙ্গতা, মাখামাখি (এই সূত্রে তাহাদের সহিত ঘনিষ্ঠতা)।

ঘনীভূত—ণ. জমাট ; বৃদ্ধিপ্রাপ্ত ; কেন্দ্রীভূত (বিপদ ঘনীভূত হইল)। বি. **ঘনীভাব, ঘনীভবন**। [ঘন + চি + ভূত]।

ঘনোপল—বি. করকা। [ঘন + উপল, মেঘের পাথর]।

ঘব্‌ড়ানো—ঘাব্‌ড়ানো দ্রঃ।

ঘর—[সং গৃহ ; প্রাকৃত—ঘর] বি. প্রকোষ্ঠ, বাড়ী ; মন্দির (ঠাকুরঘর) ; আবাস, আশ্রয় (দেশে দেশে মোর ঘর আছে—রবি) ; সংসার ; পরিবার (ঘরের কথা ; এক ঘর কুমোর) ; বংশ (বড় ঘর, পালটি ঘর) ; অন্তর, মধ্য (ঘরে বাইরে) ; ছক, খোপ, বুননের স্থান বা গ্রন্থি ; বোতামের ছিদ্র ; কেন্দ্র, আড্ডা ; আকর (ঐ লোকটিই যত কু-র ঘর) ; দোকান, গদি, আপিস (ডাকঘর, ঘরে মাল আছে)। **ঘর আলো করা**—গৃহের বা পরিবারের শোভা গৌরব ইত্যাদি বাড়ানো। **ঘরকন্না, ঘরকরণা, -না**—গৃহস্থালী, সংসারের কাজ। **ঘর করা**—স্ত্রীরূপে সংসার-ধর্ম করা ; একত্র বসবাস করা (নারী নিয়ে ঘর করি—সত্যেন্দ্রনাথ)। **ঘরকাটা**—ছক্‌কাটা। **ঘরকুনো, -নো**—ঘরের কোণে আবদ্ধ, বাহিরের জগতের সহিত সম্পর্কহীন ; অমিশুক, অসামাজিক। **ঘরখরচ**—সংসার-খরচ। **ঘর খোঁজা**—বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপনের উপযোগী পরিবারের সন্ধান করা। **ঘর-ঘর**—ঘরপিছু, প্রত্যেক পরিবারে। **ঘর ছাড়া**—যাহারা ঘরের মায়ায় আবদ্ধ নয়। **ঘর-ছাড়ানো**—ঘরছাড়া করা, উদ্বাস্তু করা। **ঘরজাত করা**—ঘরে মজুদ করা। **ঘরজামাই**—

যে জামাই শ্বশুর-গৃহেই বাস করে। **ঘর-জোড়া**—যাহাতে সমস্ত ঘর জুড়িয়া যায় (ঘর-জোড়া সতরঞ্চি); ঘরের গৌরব। **ঘর-জ্বালানে** (-নো)—যে পরিবারের সুখ শান্তি নষ্ট করে বা অনিষ্ট করে। **ঘরঢোকা**—ঘরে গোপনে প্রবেশ করা; যে ঘরে গোপনে প্রবেশ করে (ঘরঢোকা কুকুর)। **ঘর তোলা**—গৃহ নির্মাণ করা; সূতা পশম ইত্যাদি দিয়া ছক অনুযায়ী বোনা। **ঘর থাকতে বাবুই ভেজে**—উপায় থাকিতেও তাহার সদ্‌ব্যবহার না করিয়া দুঃখ ও অসুবিধা ভোগ করা। **ঘর নষ্ট করা**—পরিবারের সম্মানহানি হয় এমন কাজ করা, নীচ কুলে বিবাহ দেওয়া বা করা। **ঘর-নিকানো**—ঘর লেপা। **ঘরপোড়া**—হনুমান। **ঘরপোড়ার কাঠ**—সমূহ লোকসানের মধ্যে সামান্য লাভের বস্তু। **ঘর-পোড়া গরু**—তিক্ত অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ব্যক্তি। (ঘরপোড়া গরু সিঁদুরে মেঘ দেখে ডরায় -যে গরু একবার অগ্নিদাহ হইতে রক্ষা পাইয়াছে, লাল মেঘকে অগ্নিশিখা ভাবিয়া ভয় পায়; (ইহা হইতে) যে একবার বিপদে পড়িয়াছিল সে পুনরায় সেইরূপ বিপদের মিথ্যা সম্ভাবনায়ও ভীত হয়)। **ঘরবর**—বরের বংশের মর্যাদা ও নিজের যোগ্যতা। **ঘরবসত**—দ্বিরাগমন। **ঘর-বসানো**—প্রজা বসানো। **ঘর বার করা**—কাহারও জন্য অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হইয়া একবার ঘরের বাহিরে আসিয়া দেখা আবার ঘরে ফিরিয়া যাওয়া। **ঘরভাঙ্গানো**—কু-পরামর্শ দিয়া একান্নবর্তিতা নষ্ট করা বা পরিবারে কলহ বাধানো। **ঘরভাঙ্গানে**—যে ঘর ভাঙ্গায়। **স্ত্রী, ঘরভাঙ্গানী**। **ঘরভেদী**—যে পরিবারের লোকদের মধ্যে বিবাদ বাধায় (ঘরভেদী বিভীষণ)। **ঘর মজানো**—বংশের নাম ডুবানো। **ঘর মারা**—বিশেষ অংশ বুনাইয়া শেষ করা; বুনানিতে ঘর কমাইয়া আনা। **ঘরমুখো**—গৃহের প্রতি কিছু বেশী আসক্ত; গৃহগমনোন্মুখ (ঘরমুখো বাঙালী, রণ-মুখো সেপাই)। **ঘর-শত্রু**—পূর্বে ঘরের লোক ছিল, সেইজন্য এখন শত্রু হইয়া অতি বড় ক্ষতির কারণ হইয়াছে (ঘরশত্রু বিভীষণ)। **ঘর-সংসার**—ঘর-গৃহস্থালী। **ঘর-সন্ধানী**—যে পরিবারের গোপন বিষয় জানে। **ঘর সাজানো**—আসবাবপত্র সুবিন্যস্ত করা। **ঘরে আগুন দেওয়া**—পরিবারে বিবাদ বাধানো; ঘরে আগুন দেওয়ার মত গর্হিত কর্ম করা (বল্লে বলে' ঘরে আগুন দেবে)। **ঘরে-পরে**—আত্মীয় ও অনাত্মীয় সকলেরই মধ্যে, সর্বত্র; বন্ধু ও শত্রু সকলে। **ঘরের ঢেঁকি কুমীর হওয়া**—অপদার্থ আত্মীয় শত্রু হওয়া। **ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়ানো**—অকারণে বিপদ মাথায় নেওয়া। **বড়ঘর**—মান-মর্যাদা-সম্পন্ন পরিবার।

ঘরট—বি. জাঁতা। [সং]

ঘরনী (ণী)—বি গৃহিণী, স্ত্রী। [সং গৃহিণী]। **ঘরণী গৃহিণী, ঘন্নি গিন্নি**—সংসার পরিচালনার দায়িত্বপ্রাপ্ত ও দায়িত্ব-সম্বন্ধে সজাগ স্ত্রী।

ঘরন্তী—ণ. গৃহকর্মে নিপুণা (অতি ঘরন্তী না পায় ঘর=মানুষ সাধারণতঃ তাহার নিজের যোগ্য পরিবেশ পায় না)।

ঘরময়—সমস্ত ঘরে।

ঘরোয়া, ঘরো—ণ. গৃহস্থালী-সম্পর্কিত (ঘরোয়া কথা); পরিজনদের মধ্যে (ঘরোয়া-বিবাদ)।

ঘরানা—ণ. বনেদী, অভিজাত, পারিবারিক; বংশগত বা সম্প্রদায়গত (মল্লারের এ ঠাট তানসেনের ঘরানা)।

ঘরামি,-মী—বি. কাঁচাবাড়ী প্রস্তুতকারক। [বাং]। **ঘরামিগিরি**—ঘরামির কাজ।

ঘর্ঘর—গাড়ীর চাকা অথবা জাঁতার শব্দ (রথের ঘর্ঘর)। **ঘর্ঘরা**—নদী-বিশেষ। **ঘর্ঘরী**—ঘুঙুর। **ঘর্ঘরিকা**—ঘুঙুর; নদী-বিশেষ; খই। ণ. **ঘর্ঘরিত**—ঘর্ঘরশব্দ-যুক্ত।

ঘর্ম—বি. ঘাম, স্বেদ; উত্তাপ; গ্রীষ্মকাল। [ঘৃ+ম]। **ঘর্মাক্ত**—ঘামে ভেজা। **ঘর্মান্ত**—বর্ষাকাল। **ঘর্মার্ত**—গ্রীষ্ম-পীড়িত। **ঘর্ম-কর**—শ্রমকর। **ঘর্ম-মাস**—গ্রীষ্মকাল। **ঘর্ম-চর্চিকা**—ঘামাচি। ণ. **ঘর্মিত**—ঘর্মযুক্ত। **ঘর্ম্য**—ঘর্ম-সম্বন্ধীয়।

ঘর্ষক—ণ. যে ঘর্ষণ করে। [ঘৃষ্‌+অক]। **ঘর্ষকপক্ষী** (-ক্ষিন্)—যে সমস্ত পক্ষী মাটি আঁচড়াইয়া খাদ্য সংগ্রহ করে (ময়ূর, মুরগী ইত্যাদি)।

ঘর্ষণ—[ঘৃষ্‌+অনট্] বি. ঘষা, মার্জন; তারের যন্ত্রের তার ঘসিয়া সুর উৎপাদনের কৌশল-বিশেষ; friction। **ঘর্ষণাল**—পাটার নোড়া। ণ **ঘর্ষিত, ঘৃষ্ট**—যাহা ঘষা হইয়াছে।

ঘষ্‌—ঘর্ষণের শব্দ (ঘষ্‌ করিয়া চরে নৌকা ঠেকিল)। **ঘষা**—ক্রি. ঘর্ষণ করা; ঘষ্টানো; ঘষিয়া পরিষ্কার করা (মাথা ঘষা)। ণ. ঘৃষ্ট, ক্ষয়প্রাপ্ত (ঘষা পয়সা—যাহাতে টাকশালের ছাপ প্রায় মুছিয়া গিয়াছে, অচল পয়সা; রূপ-গুণহীনা কন্যা সুতরাং বিবাহের বাজারে অচল)। বি. ঘষিবার কাজ; ঘষিবার দ্রব্য।

ঘষাঘষি—পরস্পরের গাত্র ঘর্ষণ, অন্তরঙ্গভাবে মেশা (অবজ্ঞার্থক)। **ঘষামাজা**—ণ.পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, চকচকে; ক্রি. তালিম দিয়া চালাক চতুর অথবা আধুনিকভাবাপন্ন করা। **নাক ঘষা, নাকমুখ ঘষা**—নাকে খৎ দেওয়া। **মাথা-ঘষা**—ক্রি. (স্ত্রীলোকের) মাথার চুল পরিষ্কার করা; বি. এরূপে চুল পরিষ্কার করার উপকরণ বিশেষ।

ঘষ্টানো, ঘষ্‌ড়ানো—ক্রি. ক্রমাগত ঘষা; রগ-ড়ানো; প্রতিভা না থাকার দরুণ বার বার বিফল চেষ্টা করা অথবা এরূপ চেষ্টা করিয়া সামান্য সাফল্য লাভ করা (ঘষ্টে ঘষ্টে পাশ করেছে; ঘষ্টে ঘষ্টে শেষ পর্যন্ত আপিসের ছোট বাবু হয়েছে; 'ঘষে ঘষে' ও বলা হয়)।

ঘসি,-ঘষি—বি. ঘুঁটে [বাং]। **ঘসির আগুন**—মৃদু উত্তাপযুক্ত আগুন। **পেট ভরলে ভাজা মাছ ঘসি ঘসি লাগে**—প্রাচুর্য্য হইলে ভাল জিনিসেরও আদর কমে। **ঘসির ধুলা**—ঘুঁটের ছাই।

ঘা—[সং. ঘাত] বি. আঘাত, প্রহার (দিয়ে দাও ঘা-কতক); ক্ষতি, শোক (ঘা খাওয়া); বাদ্যযন্ত্রে আঘাত; ক্ষত (কাটা ঘা, ঘা-পুঁজ)। **ঘা করা**—ক্ষত সৃষ্টি করা। **খুঁচিয়ে ঘা করা**—ইচ্ছা করিয়া বিবাদ বা প্রতিকূল অবস্থার সৃষ্টি করা। **ঘা খাওয়া**—লোকসান খাওয়া; মার খাওয়া; শোকগ্রস্ত হওয়া। **ঘা দেওয়া**—মনে আঘাত দেওয়া। **ঘা মারা**—হাতুড়ি ইত্যাদি দিয়া আঘাত করা। **ঘা শুকানো**—ক্ষত আরোগ্য হওয়া; শোক প্রশমিত হওয়া। **ঘা-কতক বসিয়ে দেওয়া**—চড়-চাপড় মারা। **কাটা ঘায়ে নুনের ছিটা**—যথেষ্ট কষ্টের উপরে পুনরায় দুঃখ বা অপমান। **খুঁচিয়ে ঘা করা**—অনর্থক পুরাতন প্রসঙ্গ তুলিয়া তিক্ততা সৃষ্টি করা। **নালী-ঘা**—যে ঘা বহুদূর পর্যন্ত ভিতরে গেছে, Sinus। **মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা**—দুর্বল বা নির্জীবের উপর অত্যাচার; দুঃখের উপর দুঃখ। **ঘায়-অঘায়**—জায়গার পরিবর্তে অ-জায়গায়, অর্থাৎ মর্মস্থলে (ও রকম করে মেরো না, ঘায়-অঘায় যদি লেগে যায়)। **বাঘে ছুঁলে আঠার ঘা**—বিপজ্জনক বা আপত্তিকর ব্যাপারের সঙ্গে অল্প সংস্রবও যথেষ্ট বিপদের কারণ হয়। **সকল গায়ে ঘা, ওষুধ দিই কোথায়**—দুঃসাধ্য ব্যাপার।

ঘাই—বি. আঘাত; জলের ভিতরে মাছের পুচ্ছা-ঘাত। **ঘাই বসানো**—প্রবল মার দেওয়া; অত্যন্ত কড়া বা অপমানকর কথা শুনানো।

ঘাইট, ঘাটি, ঘাট—[হি. ঘাটি] বি. অপরাধ, অন্যায়, ত্রুটি (ঘাট হয়েছে; স্বীকার করছি); কমতি, ঘাটতি (মাপে ঘাটি পড়ল)। **ঘাট মানা**—ত্রুটি স্বীকার করা ও নত হওয়া। **ঘাট মানানো**—দোষ স্বীকারে বাধ্য করা।

ঘাইল, ঘায়েল—ণ. আহত; আঘাতে কাতর। **ঘায়েল করা**—জখম করা, কাবু করা; প্রভাবিত করা (যতই বকঝক, কান্নাকাটি কর, তাকে ঘায়েল করতে পারবে না।

ঘাউয়া, ঘেয়ো—ণ. ক্ষতযুক্ত; যাহার ক্ষত বেশ বড় রকমের। [বাং]।

ঘাঁট, ঘ্যাঁট—বি. ঘণ্ট, মাছ তরকারি আস্ত না রাখিয়া ভাঙ্গিয়া রান্না করা নানাপ্রকার তরকারির একত্র মিশ্রিত ব্যঞ্জন; নানা বস্তুর মিশ্রণ।

ঘাঁটঘিলা—বি. স্ত্রীলোকদিগের গাত্র পরিষ্কার করিবার ফল বিশেষ। [বাং]

ঘাঁটা—[সং. ঘট্ট] ক্রি. অপেক্ষাকৃত নরম জিনিস কাঠি দিয়া বা আঙুল দিয়া নাড়িয়া দেখা; ব্যস্ত করা, উত্যক্ত করা (আমাকে ঘাঁটলে সব গুমর ফাঁক হয়ে যাবে); পরীক্ষা করা, অনুসন্ধান করা (আইনের বই ঘাঁটা)। **ঘাঁটাঘাঁটি**—বি. আলোচনা, বিচার; আন্দোলন (এ নিয়ে আর ঘাঁটাঘাঁটি করো না)। **ঘাঁটানো**—ক্রি. উত্যক্ত করা, রাগানো।

ঘাঁটি, ঘাটি—বি. প্রহরার স্থান, পথের মোড় বা প্রবেশ-পথ; থানা, আড্ডা (ঘাঁটি আগলানো)।

ঘাঁটু—ঘেঁটু দ্রঃ।

ঘাঁত—[সং. ঘাত] বি. অনুকূল মুহূর্ত (যখন আঘাত করিলে কাজ হাসিল হইবে); সুযোগ (ঘাঁত বুঝে কাজ কর)। **ঘাঁত-ঘোঁত**—কোন কাজের অনুকূল সময়; অন্ধিসন্ধি। **ঘাঁতের**

ভাই—যে মতলব হাসিল করার জন্য আত্মীয়তা পাতায়, মতলববাজ।

ঘাগরা, ঘাগরী—বি. উত্তর ভারতের, বিশেষতঃ রাজপুতানার মেয়েদের ঢিলা গোড়ালি পর্যন্ত ঝুলযুক্ত পরিধেয় (পায়ে পায়ে ঘাগ্‌রা উঠে দুলে—রবি)। **ঘাগুরি, ঘাঘুরি**—বি. ঘাগরা।

ঘাগী, ঘাঘী—[হি. ঘাঘ] ণ. অভ্যস্ত; বহুদর্শী (ঘাগী পোয়াতি); ঘা খাইয়া খাইয়া যে শিখিয়াছে, চালাক-চতুর হইয়াছে; সেয়ানা। **পুরানো ঘাগী**—বহু অভিজ্ঞতা-সম্পন্ন ও অতিশয় ধূর্ত। **ঘাগী চোর**—বহুবার চুরির দায়ে দণ্ডিত চোর।

ঘাঘর—[সং ঘর্ঘর] বি. বাদ্য বিশেষ, ঝাঁঝ।

ঘাট—[সং ঘট্ট] বি. নদী পুকুর প্রভৃতিতে অবতরণের স্থান; নৌকা জাহাজ তীরে লাগাইবার স্থান (জাহাজ-ঘাট বা ঘাটা); বাদ্যযন্ত্রের বিভিন্ন সুরের স্থান; পর্বত (পশ্চিমঘাট): গিরিসঙ্কট, ঘাঁটি; প্রবেশ-পথ (আটঘাট বাঁধা); অপরাধ, ত্রুটি (ঘাইট দ্রঃ)। **ঘাট মারা**—কুতঘাটে শুল্ক ফাঁকি দেওয়া, গোপনে আমদানী রপ্তানি করা, smuggling. **ঘাটের কড়ি**—পারানি।

ঘাটতি—[হি.] বি. কমতি (ঘাটতি বাড়তি)। **ঘাটতি বাজেট**—যে বাজেটে বা রাষ্ট্রীয় আয়ব্যয়ের হিসাবে ব্যয়ের তুলনায় আয়ের পরিমাণ কম, deficit budget। **ঘাটন**—কম পড়া।

ঘাটলা—বি. শান-বাঁধানো ঘাট। [প্রাদে.]

ঘাটা, ঘাঁটা—বি. পথ (কানা গরুর বেলগ ঘাঁটা; **যমের ঘাটা**—যমদ্বার)।

ঘাটি—(ঘাইট দ্রঃ) বি. কমতি, নূনতা; ঘাঁটি।

ঘাটিয়াল—বি. পাটনী; ঘাঁটির অধ্যক্ষ।

ঘাটিকা—বি. মস্তকের পশ্চাৎ সন্ধি, ঘাড়। [সং]

ঘাটু, ঘাটুগান—বি. মৈমনসিংহ শ্রীহট্ট প্রভৃতি অঞ্চলে প্রচলিত রাধাকৃষ্ণবিষয়ক এক শ্রেণীর গ্রাম্য গান (ইহাতে একটি বালককে রাধিকা বেশে সাজানো হয়; সে আসরের মাঝখানে অঙ্গভঙ্গি করিয়া রাধিকার মিলন, বিরহ ইত্যাদি ভাব প্রকাশ করে; এই বালককে 'ঘাটু' বলা হয়)।

ঘাটোয়াল—বি. তীর্থে যাত্রীদের কর-সংগ্রাহক। ঘাটের তত্ত্বাবধায়ক, পাটনী; গিরিসঙ্কট বা ঘাঁটির রক্ষক সেকালের জমিদার বিশেষ। [বাং]। **ঘাটোয়ালি**—ঘাটোয়ালের জমিদারি কিংবা কাজ কিংবা তাহার অধিকার।

ঘাড়—[সং ঘাট] বি. গ্রীবা; গলার পশ্চাদ্‌ভাগ; মাছের গাদা (ঘাড়ের মাছ)। **ঘাড়কাতা**—[প্রাদেশিক] গলাধাক্কা। **ঘাড়ে ধরে করানো**—বাধ্য করা, জবরদস্তি করা। **ঘাড়ধাক্কা**—গলাধাক্কা। **ঘাড় নাড়া**—সম্মতি বা অসম্মতি জ্ঞাপন করা (ঘাড় একদিকে হেলাইয়া সম্মতি, দুইদিকে হেলাইয়া অসম্মতি জ্ঞাপন করা হয়)। **ঘাড়পাতা**—দায়িত্ব গ্রহণ করা। **ঘাড় পাতানো**—দায়িত্ব গ্রহণে রাজি করানো। **ঘাড় ফুলানো**—স্পর্ধা জ্ঞাপন করা। **ঘাড় বেড় দিয়া নাক দেখানো**—সহজ পথ ছাড়িয়া ঘুরপথ ধরা। **ঘাড় ভাঙা**—ঘাড় মটকানো; অন্যের অর্থব্যয়ে নিজের স্বার্থ উদ্ধার। **ঘাড়মুড় (মোড়) ভেঙে পড়া**—নিজেকে সঁপিয়া দেওয়া; সম্পূর্ণ হার স্বীকার করা। **ঘাড়ে**—উপরে, দায়িত্বে (ঋণের সবটাই এখন তার ঘাড়ে; ঘাড়ে করা)। **ঘাড়ে-গর্দানে**—বি. গজস্কন্ধ; ঘাড় মোটা ও ছোট বলিয়া মাথার সহিত সংলগ্ন (ঘাড়ে গর্দানে সমান—এমন স্থূলকায় যে ঘাড় দেখা যায় না)। **ঘাড়ে দুটো মাথা**—স্পর্ধা, অসঙ্গত সাহস (কার ঘাড়ে দুটো মাথা যে কর্তার কথার বিরুদ্ধে কথা কয়?)। **ঘাড়ানো**—রাজি হওয়া; কিছু করিতে বা দায়িত্ব গ্রহণ করিতে স্বীকৃত হওয়া; ঘাড়পাতা। **ঘেড়ো**—(পূর্ববঙ্গে ঘাউরা, ঘারা) ণ. stiff-necked, যে ঘাড় নত করে না, একগুঁয়ে; যে কাহারও কথা শুনিতে রাজি নয়।

ঘাড়ি—বি. ঘাড়; চেয়ার বেঞ্চি প্রভৃতিতে হেলান দিয়া বসিবার অংশের উপরিভাগ (ঘাড়ি-ভাঙা চেয়ার)। [বাং]। **ঘাড়ি ভাঙা**—অবসন্নতা হেতু ঘাড় খাড়া করিয়া রাখার শক্তি না থাকা; রসের অভাবে ছোট চারাগাছের কাত হইয়া পড়া (কাল যে বেগুনের চারাগুলো লাগানো হয়েছিল সব ঘাড়ি ভেঙে পড়েছে)।

ঘাণ্টিক—বি. যাহারা ঘণ্টা বাজাইয়া দেবতার স্তুতিবাদ করে; যাহারা ঘণ্টা বাজাইয়া স্তুতিপাঠ করিয়া রাজাদের ঘুম হইতে জাগাইত; ধুতুরা গাছ। [ঘণ্টা+ইক]।

ঘাত—[হন্‌+ঘঞ্‌] বি. আঘাত; প্রহার; চোট (এই অর্থে বাংলায় সাধারণতঃ অন্য শব্দের সহিত যুক্ত হইয়া ব্যবহৃত হয়—ঘাত-সহ; ঘাত-প্রতিঘাত); বিনাশ (মৎস্যঘাত); ক্ষতি (শস্যঘাত);

ঘর্ষণ (জ্যা-ঘাত); লুণ্ঠন (গ্রামঘাত); গুণন; পূরণ-বোধক শক্তি (ঘাত-চিহ্ন)। **ঘাত-ঘোত**—ঘাঁত-ঘোঁত। **ঘাতক**—হননকারী (নরঘাতক, পিতৃ-ঘাতক); জল্লাদ; মাংস বিক্রয়ী, কসাই; হানিকারক (বিশ্বাসঘাতক)। (স্ত্রী. **ঘাতিকা**)। [হন্+অক]। **ঘাতন**—বি. হনন; যজ্ঞার্থ পশুবধ। [হন্+অনট্]। **ঘাত-প্রতিঘাত**—আঘাত ও প্রতিঘাত, ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়া। **ঘাত-সহ**—ণ. যাহা ছোটখাট আঘাতে ভাঙে না; যাহাকে পিটিয়া অন্য আকারে পরিবর্তিত করা যায়, malleable। **ঘাত-স্থান**—বধ্যভূমি; বলি দিবার স্থান। **ঘাতাঙ্ক**—ঘাত-চিহ্ন, index। **ঘাতি**—ফাঁদ। **ঘাতী** (-তিন্)—**ঘাতক**। স্ত্রী. **ঘাতিনী**। [হন্+ণিন্]। **ঘাতুক**—ণ. ঘাতক; ক্রূর। [হন্+উক]। **ঘাত্য**—ণ. বধযোগ্য।

ঘানি,-নী—[সং ঘন] বি তৈল উৎপাদন করিবার যন্ত্র। **ঘানিগাছ**—ঘানিযন্ত্র। **ঘানিতে জোড়া**—ঘানি ঘুরাইবার জন্য বলদ নিয়োগ; যাহাতে দীর্ঘকাল শ্রম করিতে হইবে এমন কর্মে নিয়োগ। **ঘানিটানা**—বলদের পরিবর্তে কয়েদীদের ঘানি ঘুরানো। **শক্ত ঘানি, বিষম ঘানি**—অতিশয় শ্রমসাধ্য কার্য, যে কাজে ফাঁকি দিবার উপায় নাই।

ঘানিক—ণ. ঘন-বিষয়ক, cubic, solid (ঘানিক জ্যামিতি)। [ঘন+ইক]

ঘাপ্‌টি—বি. লুক্কায়িত ভাব, অন্যের অজানিত-ভাবে ওৎ পাতিয়া থাকার ভাব। [বাং] **ঘাপ্‌টি মেরে থাকা**—গোপনে ওৎ পাতিয়া থাকা; নিজের উদ্দেশ্য লুকাইয়া ভাল মানুষটির মতন থাকা।

ঘাবড়ানো-[হি. ঘবড়ানা] ক্রি. থতমত খাওয়া, ভীত ও কিংকর্তব্যবিমূঢ় হওয়া, ভয় পাওয়া। বি. **ঘাবড়ানি**।

ঘাম—[সং ঘর্ম] বি. ঘর্ম, স্বেদ। **ঘাম ছোটা**—খুব ঘাম হওয়া। **ঘাম দিয়া জ্বর ছাড়া**—ঘর্ম নিঃসরণ ও জ্বরের সম্পূর্ণ বিচ্ছেদ; বিষম উদ্বেগ দূরীভূত হওয়া। **মাথার ঘাম পায়ে ফেলা**—কঠোর পরিশ্রম করা। **কালঘাম**—মৃত্যুকালীন প্রচুর ঘাম। **ঘামতেল**—গর্জন তেল, যাহা প্রতিমায় মাখাইলে প্রতিমা ঘামিয়াছে মনে হয়। **গা ঘামানো**—যথেষ্ট পরিশ্রম করা। **ঠাকুর ঘামানো**—প্রতিমার গায়ে গর্জন তেল দেওয়া। **মাথা ঘামানো**—বুঝিতে বা কোন বিষয়ের কূল-কিনারা করিতে বিশেষ চেষ্টা করা। **ঘামাচি**—ঘর্ম-চর্চিকা, প্রচুর ঘর্ম হওয়ার ফলে শরীরে যে ফুস্কুড়ি হয়।

ঘায়েল, ঘা'ল, ঘালি—ঘাইল দ্রঃ।

ঘাস—[অদ্+ঘঞ্] বি. তৃণ, দুর্বা; গরু ঘোড়া প্রভৃতির সাধারণ খাদ্য। **ঘাসকাটা**—ঘেসেড়া; ঘাস কর্তন করা; বৃথা কাজে সময় কাটানো। **ঘাসজল**—গরুর খাদ্য। **ঘাসজল ফুরানো**—গরু প্রভৃতি গৃহপালিত পশুর আয়ুষ্কাল ফুরাইয়া যাওয়া। **দন্তে ঘাস করা**—দাঁতে কুটা করা, অপমানকর ভাবে হার বা নতি স্বীকার করা। **ঘাসিয়াড়া, ঘাসুড়িয়া, ঘেসেড়া**—যে গরু-ঘোড়ার জন্য ঘাস কাটে। **ঘাসী**—ঘেসেড়া। **ঘাসীনৌকা**—দীর্ঘাকৃতি অপেক্ষা-কৃত ছোট ছইযুক্ত নৌকা বিশেষ (যাত্রী বা মালের ক্ষেপে ব্যবহৃত হয়)।

ঘি—[সং ঘৃত; হি. ঘিউ] বি. ঘৃত। **মাথার ঘি**—মগজ, ঘিলু। **ঘি-ঘি**—ঘৃতের মত বা ঘৃতের গন্ধ বিশিষ্ট। **ঘি-ভাত**—ঘৃতপক্ব তণ্ডুল যাহাতে মাছ কিংবা মাংস দেওয়া হয় নাই; শাদা পোলাও। **সোজা আঙ্গুলে ঘি ওঠে না**—সহজ ভাবে কাজ সমাধা হয় না, কৌশল করা চাই।

ঘিওড়, ঘিয়োড়—ঘৃতপক্ব মিষ্টান্ন বিশেষ।

ঘি-কুমারী—ঘৃতকুমারী দ্রঃ।

ঘিচিঘিচি—ণ. ঘনসন্নিবিষ্ট, লাগালাগি। [বাং]

ঘিচিমিচি—বি. অস্পষ্ট লেখা। [বহুল।

ঘিঞ্জি—ণ. গায়ে গায়ে, নিবিড় বসতিযুক্ত; জন-

ঘিন—[সং ঘৃণা] বি ঘৃণা। **ঘিন-ঘিন**—ঘেন্না-ঘেন্না, খাদ্যাদিতে ঘৃণা বোধ। **ঘিন্‌ঘিনে**—ণ. খাদ্যাদিতে যাহার সহজে ঘৃণার উদ্রেক হয়। **ঘিনপিত**—বি. ঘেন্নাপিত্তি।

ঘিয়া—ণ. ঘিয়ের তুল্য, ফিকে হলুদ রঙের। [বাং]।

ঘিরা—ঘেরা দ্রঃ।

ঘিলু—বি. মস্তিষ্ক। [বাং]।

ঘিষ্টানো—ক্রি. ঘাস বা মাটির উপর দিয়া টানা বা ঘসিয়া ঘসিয়া যাওয়া। ণ. ঘর্ষণে ক্ষয়প্রাপ্ত। বি. **ঘিষ্টানি**। ঘষ্টানো দ্রঃ।

ঘিস্‌কাপ, ঘিস্‌ক্যাপ—বি র্যাঁদা, যে অস্ত্রের দ্বারা কাঠ মসৃণ করা হয়। [বাং]। [বিশেষ।

ঘুংড়িকাশি—বি. শিশুদিগের কষ্টকর কাশি-

ঘুংনি—ঘুগ্‌নি দ্রঃ।
ঘুঁজি—বি. আঁকাবাঁকা অন্ধকার গলি। [প্রাদে.]। **গলিঘুঁজি**—ঘিঞ্জি বসতির ভিতরকার সংকীর্ণ আঁকা-বাঁকা পথ।
ঘুঁট—বি. ঢোক, গণ্ডুষ। [প্রাদে.]।
ঘুঁটনি—বি. যাহা দ্বারা ঘোঁটা হয় (ডাল-ঘুঁটনি)।
ঘুঁটা—ঘোঁটা দ্রঃ।
ঘুঁটি—[সং ঘুণ্টিকা] বি. শতরঞ্চ প্রভৃতি খেলায় চালা হয় এমন কাষ্ঠখণ্ড বা প্রস্তরখণ্ড। **ঘুঁটি-খেলা**—পাঁচটি পাথরের টুকরা লুফিয়া লুফিয়া মেয়েদের খেলা বিশেষ।
ঘুঁটিয়া, ঘুঁটে—[সং ঘুণ্টিক] বি. করীষ, শুষ্ক গোময়। **ঘুটেকুড়ানী, কুড়ুনী**—যে দরিদ্রা নারী ঘুঁটে কুড়াইয়া জীবিকা-নির্বাহ করে; সহায়সম্বলহীনা।
ঘুড়ি, ঘুঁড়ী—বি. কাগজ ও বাঁশের শলাকা দিয়া প্রস্তুত আকাশে উড়াইয়া খেলিবার জিনিস-বিশেষ (ঘুড্‌ডী, ঘুরি ইত্যাদিও বলা হয়)। **ঘুঁড়ীর প্যাঁচ লাগানো**—ঘুঁড়ীর লড়াই, ইহাতে এক ঘুঁড়ীর সুতা দ্বারা অন্য ঘুঁড়ীর সুতা কাটা হয়। **ঘুঁড়ীর সুতায় মাঞ্জা দেওয়া**—কাঁচের গুঁড়া শিরিস প্রভৃতির সহিত মিশাইয়া তাহা দিয়া সুতা মাজা। (নানা আকৃতির ও রঙের ঘুঁড়ী উড়ান হয়; যথা, পতঙ্গ, চিলে, ঢাউস মানুষ-ঘুঁড়ী ইত্যাদি)।
ঘোঁৎ ঘোঁৎ—শূকরের ডাক; অসন্তোষ প্রকাশ।
ঘুগ্‌নি, ঘুম্‌নি, ঘুংনি, ঘুঙ্গনি—[হি. ঘুঁঘ্‌নি] বি. আলু নারিকেলখণ্ড মসলা ইত্যাদির সহিত সিদ্ধ করা আস্ত মটর; তেল বা ঘি দিয়া ভাজা মসলাযুক্ত মটর বা ছোলা।
ঘুঘু—বি. ঘু-ঘু-ঘু-রবকারী সুপরিচিত পক্ষী (ঘুঘু নানা জাতীয়, যথাঃ—রাজঘুঘু বা রামঘুঘু, তিলিয়া ঘুঘু বা পাঁড় ঘুঘু, শ্যাম ঘুঘু ইত্যাদি); ণ. বি. অভিজ্ঞ (মন্দ অর্থে); ফন্দীবাজ, মতলববাজ। **ঘুঘু দেখেছ ফাঁদ দেখনি**—জীবনের সহজ সরল ও আনন্দময় দিকটা দেখেছ, কিন্তু ফাঁদে (বিপদে) পড়িলে কেমন লাগে তা' জান না (শাসাইয়া বলা হয়)। **ভিটায় ঘুঘু চরা**—নির্বংশ হওয়া, সর্বনাশ হওয়া। **ভিটায় ঘুঘু চরানো**—সর্বনাশ করা। **বাস্তুঘুঘু**—বি. সর্বনাশ করিবার উদ্দেশ্যে পরিবারে ঢুকিয়াছে এমন সর্বনেশে লোক; ধূর্ত লোক।

ঘুঙুর, ঘুঙ্গুর, ঘুঙ্ঘুর—[সং ঘুঙ্ঘুর] বি. পায়ের অলঙ্কার বিশেষ, নাচে ব্যবহৃত হয়।
ঘুচা, ঘোচা—ক্রি দূর হওয়া, অপসৃত হওয়া (ঘুচিল আঁধার); শেষ হওয়া, নাশ হওয়া (ফুর্তি করা ঘুচে যাবে)।
ঘুচানো—ক্রি. দূর করা, রহিত করা, নষ্ট করা (সর্দারি ঘুচিয়ে দেবে; ঘুচাও হে মনের তিমির)। উন্মোচন করা, খোলা (ঢাকনা ঘুচিয়ে দেখ্‌ল, ব্যঞ্জন যৎসামান্যই আছে); গোবর-জল দিয়া নিকানো।
ঘুট, ঘুটি, ঘুটিকা—গোড়ালি, চরণগ্রন্থি, ankle
ঘুট্ ঘুট্, ঘুট্ ঘুটে—গাঢ় অন্ধকার সম্বন্ধে বলা হয় (আঁধার ঘুটঘুট করছে; ঘুটঘুটে আঁধার)। **ঘুট্‌ঘুট্ করা**—বাসনপত্র বা ছোটখাট জিনিস-পত্র নাড়ার শব্দ করা সম্বন্ধে বলা হয়। ব্যাপ্তি অর্থে **ঘটর ঘটর**, আদরার্থে ঘুটুর ঘুটুর।
ঘুটি, -টী- বি. ঘুঁটি, গুঁটি। [ঘুণ্টিকা]।
ঘুটিং—বি. নুড়িবিশেষ যাহা পোড়াইয়া চুণ প্রস্তুত করা হয়। [হি.]
ঘুড়ী, ঘোড়ী—বি. ঘোটকী।
ঘুণ—বি. কীট-বিশেষ (কাঠ বাঁশ ইত্যাদি নষ্ট করে); (বাং) ণ. অতি নিপুণ (হিসাব-নিকাশে ঘুণ)। [সং]। **ঘুণধরা**—ঘুণে নষ্ট হওয়া। **কাঁচা বাঁশে ঘুণধরা**—অল্প বয়সে দুশ্চিন্তা অথবা কু-অভ্যাসের দ্বারা জীর্ণ হওয়া। **ঘুণাক্ষর**—কাঠ ঘুণে খাওয়ার ফলে অজানিত ভাবে যে একটু-আধটু অক্ষরের মত হয়; (তাহা হইতে) 'একটু মাত্র' 'আভাস' 'ইঙ্গিত' ইত্যাদি অর্থ-জ্ঞাপক (ঘুণাক্ষরেও যেন কেউ টের না পায়)। **ঘুণিত**—ণ ঘুণে জর্জরিত।
ঘুনি,-নী—বি বাঁশের শলা দিয়া তৈরি খাঁচার মত মাছ ধরিবার সরঞ্জাম বিশেষ (কোন কোন অঞ্চলে 'চাবো', 'দোয়াড়' ইত্যাদি বলে)। [বাং]।
ঘুন্টি, ঘুন্টিকা—বি. সুতার বা কাপড়ের তৈয়ারী বোতাম। **ঘুন্টিঘর**—বোতামের ঘর। **ঘুন্টি-দার**—ঘুন্টিযুক্ত ('-মেরজাই')।
ঘুন্‌সি—বি. কোমরে যে সুতা বাঁধা হয়। [বাং]
ঘুপ্‌চী—(ঘোপ দ্রঃ) ণ. বা বি. ঘোপের মত; কোণের অন্ধকারময় স্থান।
ঘুম—বি. নিদ্রা; মহানিদ্রা (এ ঘুম ভাঙ্‌বার নয়); সচেতনতার অভাব (জীবন কাটল ঘুমঘোরে); দার্জিলিং-এর নিকটবর্তী শহর বিশেষ। **ঘুম-কাতুরে**—ঘুমাইতে না

পারিলে যে খুব অস্বস্তি বোধ করে। **ঘুম-গড়ে**—নিদ্রালু। **ঘুমঘোর**—গাঢ় ঘুম। **ঘুম চটে যাওয়া**—অসময়ে ঘুম ভাঙ্গিয়া যাওয়া ও পুনরায় ঘুম না আসা। **ঘুম-চোখ**—ঘুমে জড়িত চোখ। **ঘুম দেওয়া**—তৃপ্তিপূর্বক ঘুমানো; বেশি ঘুমানো। **ঘুম ধরা,-পাওয়া**—নিদ্রাকর্ষণ হওয়া। **ঘুম পাড়ানো**—নিদ্রাভিভূত হইতে সাহায্য করা। **ঘুমপাড়ানী গান**—নিদ্রাকর্ষণের সহায়ক ছড়া ও সুর। **ঘুম ভাঙ্গানো**—ঘুম হইতে জাগানো। **কাঁচাঘুম**—নিদ্রার প্রথম অবস্থা—যখন নিদ্রায় তৃপ্তিলাভ হয় নাই। **ভাতঘুম**—ভরপেট অবস্থায় আলস্যজনিত নিদ্রাবেশ। **সজাগ ঘুম**—যে ঘুম সহজেই ভাঙ্গে এবং সেজন্য অস্বস্তি বোধ হয় না।

ঘুমন্ত—ণ. নিদ্রিত; অচেতন; নিষ্ক্রিয়; শুষ্ক (ঘুমন্ত জাতি; ঘুমন্ত তরুশাখা)। [বাং]

ঘুমানো—ক্রি. নিদ্রা যাওয়া; অচেতন থাকা। অসতর্ক থাকা। **ঘুমুনে**—ণ. ঘুমপ্রিয়, নিদ্রালু।

ঘুর—[সং. ঘূর্ণ, হি. ঘুরা] বি. ঘূর্ণি, পাক (নেচে নেচে ঘুর লেগেছে—রবি); সোজাসুজি নয়, দূরব্যাপী (এ পথ ঘুর হবে); প্যাঁচফের (তোমাকে সোজা কথাই বলা হয়েছিল, কোন ঘুর ছিল না তাতে)। **ঘুরঘার**—বি. প্যাঁচফের, জটিলতা; ঘোরাঘুরি। **ঘুরনি**—মাথা ঘোরা। **ঘুরপাক খাওয়া**—ঘূর্ণিত হওয়া; মনস্থির করিতে না পারা। **ঘুরঘুট্টি**—ঘোর অন্ধকার। **ঘুর-ঘুর**—লঘু পায়ে ভ্রমণ (ঘরময় ঘুর-ঘুর করে বেড়াচ্ছে)। **ঘুর-ঘুরে ঘা**—পুরোনো ঘা। **ঘুরপেঁচ**—জটিলতা, চক্রান্ত, গোপন মতলব।

ঘুরা, ঘোরা—ক্রি. ঘূর্ণিত হওয়া; ভ্রমণ করা; কোনকিছুর সন্ধানে ফেরা (দুই তিনটা বাজার ঘুরে এসেছি); বিফল ভাবে হাঁটাহাঁটি করা, ঘোরাঘুরি করা। **মাথাঘুরা**—যেন চারদিক ঘুরছে এমন বোধ হওয়া। **মাথা ঘুরে যাওয়া**—দিশাহারা হওয়া।

ঘুরানো—ক্রি. ঘূর্ণিত করা, পাক দেওয়া; প্রাপ্য না দিয়া বারবার ফিরাইয়া দেওয়া (তা হলে পরিষ্কার বল দেবে না, এত ঘোরাচ্ছ কেন?); পরিভ্রমণ করানো (ছেলেকে বিলাত ঘুরিয়ে এনেছে)। **ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বলা**—একই কথা বারবার অথবা নানাভাবে বলা। **ঘুরানো জল**—আবর্ত। **ঘুরানো সিঁড়ি**—যে অপ্রশস্ত সিঁড়ি ঘুরিয়া ঘুরিয়া উপরে উঠিয়াছে। **ঘুরে যাওয়া**—পরিবর্তিত হওয়া (বিয়ের দিন ঘুরে গেছে)। বি. **ঘুরানি, ঘুরুনি**।

ঘুর্ণা—আবর্ত।

ঘুলানো, ঘোলানো—ক্রি ঘোলা করা; মিশ্রিত করা, কর্দম মিশ্রিত করা (জল ঘোলানো)। **ঘোলাইয়া ফেলা**—তালগোল পাকানো; খেই-হারা হওয়া।

ঘুলঘুলি—বি. দেওয়ালে বায়ুচলাচলের ছিদ্র।

ঘুষ, ঘুস, ঘুঁষ—বি. উৎকোচ, বিশেষ কার্যসিদ্ধির জন্য গোপনে প্রদত্ত অর্থাদি। [বাং]। **ঘুষ খাওয়া**—উৎকোচ গ্রহণ করা (তাহা হইতে 'ঘুষখেকো', 'ঘুষখোর')। **ঘুষ দেওয়া**—উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য গোপনে অর্থাদি দেওয়া। **ঘুষঘাষ**—ঘুষ ও তজ্জাতীয় উপঢৌকনাদি।

ঘুষঘুষে—বি. গোপন, চাপা (ঘুষঘুষে জ্বর) [বাং]।

ঘুষা—বি. মুষ্টি দিয়া আঘাত। **কিল-ঘুষা**—মার-ধোর; ঘোর অপমান। **ঘুষাঘুষি**—মুষ্টি দিয়া পরস্পরকে আঘাত, মুষ্টিযুদ্ধ, boxing. **ঘুষি**—ঘুষা। **ঘুষি লড়া**—পরস্পরকে ঘুষি মারিয়া পরাভূত করিতে চেষ্টা করা।

ঘুষ্‌কী, ঘুস্‌কী—বি গোপনে ব্যভিচারিণী নারী।

ঘুসা, ঘুসো—একপ্রকার ছোট চিংড়ি। [বাং]।

ঘূর্ণন—বি. চক্রাকারে ভ্রমণ, আবর্ত। [ঘূর্ণ্‌+অনট্‌]। **ঘূর্ণবায়ু**—ঘূর্ণিবায়ু দ্রষ্টব্য। **ঘূর্ণ্যমান, ঘূর্ণায়মান**—বি. যাহা ঘুরিতেছে, আবর্তিত হইতেছে (ঘূর্ণ্যমান ধূলিকণা)। **ঘূর্ণা**—ঘূর্ণী, আবর্ত। **ঘূর্ণি**—মাথা ঘোরা। **ঘূর্ণিত**—যাহা ঘুরিতেছে। **ঘূর্ণিত-নেত্রে**—ক্রোধে আঁখিতারা ঘূর্ণিত হইতেছে এমন ভাবে ক্রুদ্ধদৃষ্টিতে। **ঘূর্ণিবাত, ঘূর্ণিবায়ু**—আবর্তনশীল বায়ু যাহা ধূলা গাছের পাতা ইত্যাদি বেগে উপরের দিকে তোলে। **ঘূর্ণী**—আবর্ত; মাথা ঘোরা। **ঘূর্ণ্যমান**—যাহাকে ঘুরানো হইতেছে এরূপ, ভ্রাম্যমাণ।

ঘৃণা—বি. বিতৃষ্ণা; বিরাগ, প্রবল অনিচ্ছা, বিদ্বেষ। (বাং); (সং) দয়া। [ঘৃ+ণ+আপ্‌]। **ঘৃণাকর**—যাহা দেখিলে ঘৃণার উদ্রেক হয়। **ঘৃণার্হ**—ঘৃণার যোগ্য। ণ. **ঘৃণিত**—ঘৃণা-উদ্রেককারী; অতিনিন্দিত; জঘন্য (ঘৃণিত

আচরণ) ; অতি অপছন্দের (ঘৃণিত দারিদ্র্য)। **ঘৃণী (-ণিন্‌)**—ঘৃণাকারী (বাংলায় তেমন ব্যবহার নাই)। **ঘৃণ্য**—ঘৃণিত, ঘৃণার্হ। (সংস্কৃতে ঘৃণা—দয়া, করুণা, কৃপা ; ঘৃণালু—দয়ার্দ্র)।

ঘৃত—[ঘৃ+ত] (যাহা উত্তাপ পাইলে তরলিত হয়) বি. ঘি, সর্পিঃ, আজ্য, হবিঃ। **ঘৃত-কুমারী**—গাছ বিশেষ (শাঁসওয়ালা মোটা পাতা)। **ঘৃতগন্ধি**—ঘৃতের গন্ধযুক্ত অথবা অল্প ঘৃতযুক্ত। **ঘৃতপক্ক**—ঘি দিয়া ভাজা। **ঘৃতপূর**—ঘিওর ; ছোট গাছ বিশেষ। **ঘৃত-বর্তি**—ঘি-এর বাতি। **ঘৃতাক্ত**—ঘি-মাখা।

ঘৃতাচী—বি. অপ্সরা বিশেষ।

ঘৃতার্চিঃ—বি. অগ্নি (ঘৃত যাহার তেজ বৃদ্ধি করে)। **ঘৃতোদ**—বি. ঘি-এর সাগর।

ঘৃষ্ট—বি. যাহা ঘষা হইয়াছে ; মার্জিত ; মর্দিত (ঘৃষ্ট চন্দন) ; ঘর্ষণের ফলে আহত বা জাত (ঘৃষ্ট অঙ্গ, ঘৃষ্ট বর্ণ (affricates)। **ঘৃষ্টতাড়িত**—ঘর্ষণের ফলে উৎপন্ন তাড়িত-শক্তি, frictional electricity.

ঘৃষ্টি—[ঘৃষ্‌+ক্তি] বি. ঘর্ষণ : স্পর্ধা ; শূকর।

ঘেউ ঘেউ—কুকুরের ডাক ; বিরুদ্ধ পক্ষের বক্তব্য বা প্রতিবাদের প্রতি অবজ্ঞাসূচক উক্তি (কুকুর ঘেউ ঘেউ করেই থাকে)।

ঘেঁচড়া—ণ. ঘেঁচানোর ফলে দাগ পড়া ; অবাধ্য ও একগুঁয়ে (ছোকরাটা বড় ঘেঁচড়া—অপেক্ষাকৃত অল্পবয়স্কদের সম্বন্ধে বলা হয়)। [বাং]। **মার-ঘেঁচড়া**—মার খাইয়াও যে কথা শোনে না।

ঘেঁচু—বি. কচু-বিশেষ ; কিছুই নয়, অবজ্ঞার্থক উক্তি। [পাঁচড়ার দেবতা ; ভাঁট ফুল।

ঘেঁটু—[সং. ঘণ্টাকর্ণ] বি. ঘেঁটু ঠাকুর ; খোস-

ঘেঁষ—বি. ঘর্ষণজনিত আঘাত (ঘেঁষ লাগা)। [ঘর্ষ]

ঘেঁষা, ঘেঁসা—ক্রি. নিকটবর্তী হওয়া ; ঘর্ষণ করা (গা ঘেঁষা ; পাশে ঘেঁষে না)। **ঘেঁষাঘেঁষি**—মিশামিশি : লাগালাগি। [বাং]।

ঘেঁস—পোড়া কয়লার টুকরা, cinder chips.

ঘেটেল—বি. ঘাটোয়াল, ঘাট-রক্ষক ; ঘাটের কর আদায়কারী। [বাং] বি. **ঘেটেলি**।

ঘেটি—[সং. ঘাট] বি. ঘাড় (ঘেটি ধরে কাজ করিয়ে নেওয়া)। [প্রাদে]। **ঘেটি ভাঙ্গিয়া পড়া**—রোদের তাপে চারার ঘাড় ভাঙ্গিয়া পড়া।

ঘেড়ো—ঘাড় দ্রঃ।

ঘেন্না—বি. ঘৃণা ; প্রবল বিতৃষ্ণা ; ধিক্কার (দেখতে ঘেন্না করে)। [ঘৃণা]। **ঘেন্নার কথা**—ঘোর অপছন্দের ও লজ্জাজনক ব্যাপার। **ঘেন্না-পিত্তি-নেই**—বিতৃষ্ণা ও ক্রোধ নেই।

ঘেয়ো—ঘাউয়া দ্রঃ।

ঘের—বি. বেষ্টন ; পরিধি ; বেড় (পাঞ্জাবীর ঘের)। [বাং]।

ঘেরা ক্রি বেষ্টন করা ; চতুর্দিক হইতে আক্রমণ করা (ম্যালেরিয়ায় দেশ ঘিরেছে)। ণ. বেষ্টিত, আবৃত। বি. বেষ্টিত স্থান। **ঘেরাও**—চারিদিক হইতে ঘেরা (বাড়ী ঘেরাও করেছে)। **ঘেরা-টোপ**—উপর দিয়া ঢাকা দিবার কাপড় ; বোরকা।

ঘেসেড়া—বি. যে ঘাস কাটিয়া বিক্রি করে : যে ঘোড়ার ঘাস কাটে। [বাং)

ঘেসো—ণ. ঘাসপূর্ণ ঘেসোজমি) : ঘাসের গন্ধযুক্ত। [বাং]। **ঘেসো ভুঁড়ি**—শক্তিহীন পেট-মোটা-লোক।

ঘোঙট—বি. ঘোমটা। [হি. ঘুংঘট]।

ঘোঁজ—বি. ঘুঁজি : বাঁকা পথ ; ণ. বাঁকা। [বাং]। **ঘোঁজে-ঘাঁজে**—কোণে-কাণাচে।

ঘোঁট—বি. কয়েকজনে মিলিয়া জটলা ; আন্দোলন। (বাং]। **ঘোঁট করা**—দল পাকানো।

ঘোঁটা—ক্রি. আলোড়ন করা ; মন্থন করা।

ঘোঁৎঘোঁৎ—শূকরের ডাক ; অসন্তোষ বা ক্রোধের ধ্বনি।

ঘোগ—[কোক] বি. দেখিতে কুকুরের মত বন্য জীব বিশেষ। **বাঘের ঘরে ঘোগের বাসা**—প্রবলের অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র কিন্তু নিদারুণ শত্রু।

ঘোট, ঘোটক—বি. ঘোড়া। স্ত্রী. **ঘোটকী**।

ঘোটন—ক্রি. ঘোঁটন ; আলোড়ন ; তল্লাস করা। **ঘোটনা**—বি. যাহা দিয়া ঘোটা হয় ; তরল দ্রব্য নাড়িবার কাঠি।

ঘোঙ্গা, ঘোণ্ডা—ণ. মূর্খ ; অসার। [বাং]। **ঘোঙ্গা-মণ্ডা**—অল্প ছানা ও অধিক চিনি দিয়া প্রস্তুত মণ্ডা।

ঘোড়তোলা—উঁচু গোড়ালিওয়ালা ('—জুতা')।

ঘোড়া—[সং. ঘোটক] বি. ঘোটক, অশ্ব ; ছাতার কল যাহা টিপিয়া ছাতা খোলা হয় ; বন্দুকের কল যাহা টিপিলে বন্দুকের আওয়াজ হয়, trigger ; দাবার বল বিশেষ। **ঘোড়-গাড়ী**—যে গাড়ী ঘোড়ায় টানে। **ঘোড়-**

দৌড়—বাজী রাখিয়া অশ্বারোহীদের প্রতিযোগিতা। **ঘোড়দৌড় করানো**—অতিরিক্ত দৌড়-ধাপ করানো; এরূপ দৌড়-ধাপ করাইয়া নাকাল করা। **ঘোড়সওয়ার**—অশ্বারোহী। **ঘোড়া ঘোড়া খেলা**—ছেলেমেয়েদের খেলায় একজনের ঘোড়া হওয়া ও অপর জনের সওয়ার হওয়া। **ঘোড়ার ডিম**—অলীক বস্তু বা বিষয়; অস্বীকৃতি-জ্ঞাপক উক্তি (ঘোড়ার ডিম করবে)। **ঘোড়া ডিঙ্গাইয়া ঘাস খাওয়া**—উপরওয়ালাকে অতিক্রম করিয়া অথবা তাহার অজ্ঞাতসারে কিছু করিবার চেষ্টা করা; দুঃসাহস। **ঘোড়া-রোগ**—ঘোড়দৌড়ের জুয়া খেলিবার অভ্যাস; সাধ্যের অতিরিক্ত খরচাদির আকাঙ্ক্ষা অথবা সৌখীনতা (গরীবের ঘোড়া-রোগ)। **ঘোড়া মাছি**—বড় মাছি বিশেষ, horse-fly। **ঘোড়ামুখো**—ঘোড়ার মত কিছু লম্বা মুখবিশিষ্ট (ঘোড়া-মুখো ধান—যে ধানের শিষ বাহির হইয়া একটু ঝুলিয়াছে)। **ঘোড়ামুগ**—অপকৃষ্ট মুগ-বিশেষ। **ঘোড়াশাল**—আস্তাবল। **ঘোড়া দেখে খোঁড়া হওয়া**—আরামের সম্ভাবনা দেখিয়া উহা লাভ করিবার জন্য ব্যগ্র হওয়া। **ঘোড়ার কামড়**—কঠিন পণযুক্ত আক্রমণ, অত্যন্ত জেদ। **ঘোড়ার ঘাস কাটা**—বাজে কাজ করা, বৃথা সময় নষ্ট করা। **ঘোড়ায় চড়ে আসা**—তিলমাত্র বিলম্ব সহিতে অসমর্থ হওয়া। **আটে-কাটে দড় তো ঘোড়ার পিঠে চড়**—যথেষ্ট যোগ্যতা লইয়া তবে কষ্টসাধ্য কাজে হাত দাও।

ঘোড়াক্ক, ঘোড়াক্রুক্ক—বি. ঘোড়ার আকৃতির বড় হরিণ-বিশেষ। [বাং]

ঘোণা—বি. নাসিকা; ঘোড়ার ও শূকরের নাসিকা। [সং]। **ঘোণাকাটা**—নাককাটা। **বিদ্ধঘোণ**—ণ. নাক-ফোঁড়ানো (বিদ্ধঘোণ বলীবর্দ)। **ঘোণী (-ণিন্)**—শূকর।

ঘোপ—বি. গুপ্ত বা নিভৃত স্থান। [বাং] **ঘোপঘাপ**—ঘোপ ও ঘোপের মত অপ্রকাশ্য স্থান।

ঘোমটা—[হি. ঘুঙ্গট্] বি. অবগুণ্ঠন, স্ত্রীলোকের মুখাবরণ। **ঘোমটা খোলা**—মুখাবরণ উন্মোচিত করা। **ঘোমটা টানা**—বেশী করিয়া ঘোমটা দেওয়া। **নাচতে এসে ঘোমটা কেন?**—অবাঞ্ছিত অথবা অশোভন সঙ্কোচ সম্বন্ধে বলা হয়। **ঘোমটার ভিতর খেমটা নাচ**—বাহিরে সাধুতা ভিতরে নষ্টামি।

ঘোর—বি. সংহার-মূর্তি শিব। ণ. ভয়ঙ্কর; দুর্গম; অন্ধকার (ঘোর যামিনী), বিষম; (ঘোর বিপদ)। (বাং) বি. আবিলতা (নেশার ঘোর); বুদ্ধির ঘোর, ভ্রম (ঘোর কাটা)। [ঘুর্ (ভীষণ হওয়া)+অ]। **ঘোর-ঘোর**—অল্প অন্ধকার। **ঘোরপ্যাঁচ**—জটিলতা; গোপন মতলব। **ঘোরদর্শন**—ণ. ভয়ঙ্কর মূর্তি। **ঘোররূপা**—চণ্ডী।

ঘোরা—ঘুরা দ্রঃ। **ঘোরাঘুরি**—ঘোরাফেরা; কোন-কিছুর খোঁজে ফেরা। **ঘোরাবিদ্যা**—মারণ উচ্চাটনাদি বিদ্যা। **মাথাঘোরা**—মাথাঘোরা রোগ; বুদ্ধির স্থিরতা না থাকা।

ঘোরালো, ঘোরাল—ণ. অন্ধকারময়; ভয়াবহ, জটিল (ব্যাপারটা অত ঘোরালো করছ কেন?); গাঢ় (ঘোরালো রঙ)। [বাং]

ঘোল—বি. ঘূর্ণি; ঘুরপাক। [বাং]।

ঘোল—বি. মাখন-তোলা ও জল-দেওয়া দই। [হন্+অ]। **ঘোল খাওয়া**—সম্পূর্ণভাবে পরাজিত হওয়া। **ঘোল খাওয়ানো**—খুব হারাইয়া দেওয়া। **মাথা মুড়াইয়া ঘোল ঢালা**—(পূর্বে কোন কোন অপরাধের জন্য অপরাধীকে মাথা মুড়াইয়া ঘোল ঢালিয়া দেশ হইতে বাহির করা হইত; তাহা হইতে) অতিশয় অপমানিত করা। **দুধের স্বাদ ঘোলে মেটানো**—যাহা ভাল ও বড় তাহার পরিবর্তে নিকৃষ্ট কিছু লইয়া সন্তুষ্ট হইতে চেষ্টা করা। **ঘোলমৌনি**—ঘোল-মন্থনী। **ঘোল মওয়া**—ঘোল মন্থন করিয়া মাখন তোলা।

ঘোলা—ণ. কর্দমময়; নিষ্প্রভ; অস্বচ্ছ (ঘোলা জল; ঘোলা দৃষ্টি)। **ঘোলাটিয়া, ঘোলাটে**—অল্প ঘোলা; ঘোলাঘোলা। **ঘোলা পড়া**—ঘোলাটে হওয়া।

ঘোলানো, ঘুলানো—ক্রি. ঘোলা করা; আলোড়িত করিয়া নীচের কাদা উপরে তোলা। বি. **ঘোলানি**—তলানি; ঘোলা জল। **গা ঘোলানো**—বমির ভাব হওয়া।

ঘোষ—বি. ধ্বনি, নির্ঘোষ (শঙ্খঘোষ); (ব্যাকরণে) বর্ণের উচ্চারণে ধ্বনির গাম্ভীর্য (গ ঘ জ ঝ প্রভৃতি বর্ণ ঘোষ বর্ণ); কিংবদন্তী;

যেখানে গরুর ডাক শোনা যায়, আভীর-পল্লী; কায়স্থ এবং সদ্গোপের উপাধি; মশক; কাংস্য। [ঘুষ্+অ]। **ঘোষক**—যে ঘোষণা করে, announcer। **ঘোষড়**—নিবিড় (ঘোষড় বন)। [প্রাদে.]। **ঘোষণ, ঘোষণা**—উচ্চ শব্দে রাষ্ট্র করা; গলা ছাড়িয়া বা প্রকাশ্যে বলা; বিজ্ঞাপন; খ্যাতি। **ঘোষণা-পত্র**—সর্বসাধারণের উদ্দেশ্যে বিজ্ঞপ্তি। **ঘোষবান্**(-বৎ)— ধ্বনি-গাম্ভীর্যযুক্ত (ঘোষবান বর্ণ)। **ঘোষযাত্রা**—রাজা প্রভৃতির সমারোহে আভীর-পল্লীতে যাত্রা-রূপ উৎসব (মহাভারতের ঘোষযাত্রা পর্ব)। **ঘোষহীন**—(ব্যাকরণে) ধ্বনি-গাম্ভীর্যহীন (ক খ চ ছ প্রভৃতি বর্ণ ঘোষহীন বর্ণ)।

ঘোষানো—সুর করিয়া নামতা পড়ানো।

ঘোষাল—ব্রাহ্মণের উপাধি-বিশেষ।

ঘোষিত—ণ. প্রচারিত; বিজ্ঞাপিত।

ঘ্ন—(অন্য শব্দের সহিত যুক্ত হইয়া) ঘাতক; (শত্রুঘ্ন; গোঘ্ন; বিষঘ্ন)।

ঘ্যাঙানো—ক্রি. কাতর স্বরে প্রার্থনা করা, একঘেয়ে কাতরোক্তি করা। বি. **ঘ্যাঙানি**।

ঘ্যাঁট—ঘাঁট দ্রঃ।

ঘ্যাঁষ—বি. ঘেঁষ; ঘর্ষণ; ঘর্ষণজন্য ক্ষত; প্রতিকূল মন্তব্যের জন্য তীব্র মানসিক আঘাত (এই বার ঘ্যাঁষ লেগেছে—গ্রাম্য)। [বাং]

ঘ্যাগ—গলগণ্ড, goitre; মুরগী প্রভৃতির পাকস্থলী। **ঘ্যাগ ভরে খাওয়া**—প্রচুর খাওয়া।

ঘ্যাষ্-ঘ্যাষ্—ভাঙা আওয়াজে কাশির শব্দ।

ঘ্যান্-ঘ্যান্—একঘেয়ে বিরক্তিকর উক্তি বা অভিযোগ (কি কানের কাছে রাতদিন ঘ্যান্ ঘ্যান্ করছ!)। ব্যাপ্তি অর্থে **ঘ্যানর ঘ্যানর**। **ঘ্যান্ ঘ্যান্ প্যান্ প্যান্**—দীর্ঘ বিরক্তিকর বিবৃতি ও অভিযোগ। **ঘ্যান্ঘেনে**—যে ঘ্যান্ ঘ্যান্ করে। বি. **ঘ্যানঘেনি**। [বাং]

ঘ্রাণ—বি. নাক; গন্ধগ্রহণ (ঘ্রাণশক্তি); গন্ধ (সুঘ্রাণ)। [ঘ্রা+অনট্]। **ঘ্রাণজ**—নাক হইতে উৎপন্ন। **ঘ্রাণতর্পণ**—ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের তৃপ্তি সাধন। **ঘ্রাণমুখ**—নাসারন্ধ্র। **ঘ্রাণেন্দ্রিয়**—নাক। **ঘ্রাত**—ণ. যাহা আঘ্রাণ করা হইয়াছে (অনাঘ্রাত পুষ্প)। **ঘ্রাতব্য**—ঘ্রাণযোগ্য। **ঘ্রাতা** (-তৃ)—যে আঘ্রাণ করে। **ঘ্রেয়**—ণ. ঘ্রাতব্য; যাহার ঘ্রাণ গ্রহণ করা যায় এমন দ্রব্য।

ঙ

ঙ—'ক' বর্গের পঞ্চম বর্ণ। প্রাচীন বাংলার 'ঙ্গ' এর স্থলে বর্তমানে অনেক স্থলে 'ঙ' ব্যবহৃত হয়, যথা,—বাঙ্গালী, বাঙালী; বেঙ্গ, বেঙ।

ঙ—ধ্বনি, ইন্দ্রিয়গোচর বস্তু; ইচ্ছা; ভৈরব; (তন্ত্রে) পরম কুণ্ডলী।

চ

চ—ষষ্ঠ ব্যঞ্জন বর্ণ ও চ বর্গের প্রথম বর্ণ; ক্রি. চল (আমার সঙ্গে চ'—প্রাদেশিক)।

চই—বি. লতা বিশেষ (ইহার পাতা দেখিতে পানের মত; নূতন জামাইকে ঠকাবার জন্য শ্যালিকারা ব্যবহার করিত)। [চবিক]।

চইচই—হাঁস, কচ্ছপ প্রভৃতিকে ডাকিবার শব্দ। [বাং]।

চইড়, চৈড়, চোড়—বি. অল্পজলে নৌকা ঠেলিয়া চালানোর জন্য অপেক্ষাকৃত সরু বংশ-দণ্ড, লগি (আগে জলের ছিটে, পিছে চোড়ের গুঁতো)। [প্রাদেশিক]।

চওড়—বি. চড়, চপেটাঘাত। [প্রাদেশিক]।

চওড়া, চউড়া—ণ. বিস্তৃত, প্রশস্ত। বি. প্রস্থের দিক্ (চওড়ায় পাঁচ হাত)। বি. চৌড়াই। [চর্পট]। **লম্বা চওড়া**—লম্বায় ও চওড়ায় বড়; অসঙ্গত রকমের বড় বা ফলাও (লম্বা-চওড়া কথা; লম্বা-চওড়া চাল)।

চক—বি. বিস্তৃত মাঠ; চতুষ্কোণাকৃতির বহু-গৃহ-

বিশিষ্ট বাজার (চাঁদনী চক); চতুষ্কোণ ও মধ্যে অঙ্গনযুক্ত গৃহ (চকমিলানো বাড়ী); তালুক বা তহশিল। [চতুষ্ক]। **চকবন্দী**—চতুঃসীমা-যুক্ত। **চকবন্দী কপাট**—যে কপাটে নক্সা-যুক্ত চৌকা তক্তা ভরিয়া দেওয়া হয়।

চক—[ইং chalk] বি. খড়িমাটি বা খড়ি।

চকচক—অব্য. বিড়াল কুকুর ইত্যাদির জল বা দুধ পান করিবার শব্দ। মৃদু শব্দ বুঝাইতে, চুকচুক।

চকচক—অব্য. দীপ্তি বা ঔজ্জ্বল্যজ্ঞাপক (অল্প বা স্নিগ্ধ ঔজ্জ্বল্য বুঝাইতে চিক্‌চিক্‌ বলা হয়)। **চকচকানো**—ক্রি. ঔজ্জ্বল্য প্রকাশ করা। ণ. **চকচকে**—উজ্জ্বল, মালিন্য-বর্জিত। **চকচক ঝকঝক**—খুব উজ্জ্বল বা মাজাঘসা; আনকোরা। **চকমক**—(তুর্কী. চকমক) তীব্র ঔজ্জ্বল্য সম্বন্ধে বলা হয়। ণ. **চকমকে**। **চকমকানো**—ক্রি. তীব্র ঔজ্জ্বল্য প্রকাশ করা। তীব্রতর ঔজ্জ্বল্য সম্পর্কে 'ঝকঝক' বলা হয়।

চকমকি—[তুর্কী. চকমক] বি. অগ্নিপ্রস্তর, যে পাথরে আঘাত করিলে অগ্নি উৎপন্ন হয়। **চকমকি ঝাড়া,-ঠোকা**—চকমকিতে ইস্পাতের আঘাত দিয়া আগুন জ্বালা।

চকমিলানো—ণ. সম-উচ্চতাযুক্ত চতুষ্কোণ ও মধ্যে অঙ্গন বিশিষ্ট (বড় বাড়ী)। [বাং]।

চক্‌লা, চোকলা—বি. ছাল, ছিল্কা। [বাং]।

চকা—হংসজাতীয় পক্ষী (চকা-চকী)। চখা দ্রঃ।

চকাশিত—ণ. দীপ্ত; প্রকাশিত। [চকাস্+ক্ত]।

চকিত—ণ. চমকিত; সন্ত্রস্ত, ভীত ও চপল (চকিতা হরিণী, চকিত দৃষ্টি), (বাং) বি. মুহূর্ত, নিমেষ (চকিতে ঘটিয়া গেল)। [[বাং]।

চকুই, চকুয়া, চকেয়া—বি. চক্রবাক, চকা।

চকোর—(যে চন্দ্রের জ্যোৎস্না পান করিয়া তৃপ্ত হয়) বি. নানা ধরণের কবি-প্রসিদ্ধির উপলক্ষ পক্ষীবিশেষ। স্ত্রী. **চকোরী, চকোরিণী**। **চিত্তচকোর**—চকোরের মত প্রতীক্ষাকারী চিত্ত। **নয়ন চকোর**—রূপমুগ্ধ চক্ষু।

চক্কর—[সং চক্র] বি. কুমারের চাকা; চক্রের মত গোলাকার কিছু; চক্রাকার চিহ্ন; চক্রাকার ফণা (নির্গুণ সাপের কুলোপানা চক্কর); ভ্রমণ; ভিরমি; খেলার দান বা বাজি। **চক্কর দেওয়া**—খানিকটা পথ ঘুরিয়া আসা; মাথাঘোরা।

চক্কত্তি, চক্কোবত্তী, চক্কোত্তি—'চক্রবর্তী'র গ্রাম্য অথবা কথ্য-রূপ।

চক্র—বি. চাকা (রথচক্র); প্রাচীন অস্ত্র বিশেষ; বিষ্ণুর অস্ত্র-বিশেষ (সুদর্শন চক্র); চক্রাকার দ্রব্য বা পথ; কুম্ভকারের চক্র; অশ্বধাবন চক্র; বেড়; মজলিস (চক্র-বৈঠক); অঞ্চল, বিস্তৃত রাজ্য, চাক্‌লা; সাপের ফণা; তন্ত্রশাস্ত্রোক্ত দেহবিভাগ বিশেষ (ষট্‌ চক্র); চক্রান্ত, কূটবুদ্ধি; রাশি বা গ্রহের অবস্থিতির ছক (রাশিচক্র); হস্তস্থিত চক্রাকার রেখা; আবর্ত (চক্রবাত)। **চক্র দেওয়া**—ভ্রমণ করা, চক্কর দেওয়া। **দশচক্র**—দশজনের চক্রান্ত। **দশচক্রে ভগবান ভূত**—(ভগবান নামক ব্রাহ্মণকে তাহার জীবিত অবস্থায় দশজনে চক্রান্ত করিয়া ভূত বলিয়া প্রতিপন্ন করিয়াছিল; তাহা হইতে) দশজনের চক্রান্তের ভীষণতা-জ্ঞাপক উক্তি। **নক্ষত্র-চক্র**—নির্দিষ্ট কালে নক্ষত্রের ঘুরিয়া আসা। **পাকচক্র**—চক্রান্ত; কৌশল। **চক্রগণ্ডু**—গোল বালিশ। **চক্রগতি**—চাকার মত ঘোরা। **চক্রগুচ্ছ**—অশোক গাছ। **চক্রজীবক**—কুমোর। **চক্র-ধর**—বিষ্ণু; রাজা; সর্প। **চক্রনাভি**—চক্রের মধ্যের অংশ। **চক্রনেমি**—চাকার বেড়। **চক্রপাণি**—বিষ্ণু। **চক্রপাদ**—গাড়ী। **চক্রপাল**—রাজা; চাকলার মালিক; সেনাপতি। **চক্রবৎ**—চাকার মত। **চক্রবন্ধু**—সূর্য (চক্রবাক চক্রবাকীর মিলন ঘটায় বলিয়া)। **চক্রবর্তী (-র্তিন্)**—সম্রাট, সার্বভৌম শাসক, প্রধান (রাজ-চক্রবর্তী); ব্রাহ্মণের উপাধি। **চক্র-বাক**—চখা। **চক্রবাকী**—চখী। **চক্রবাড়, -বাল**—দিগন্তরেখা। **চক্রবাত**—ঘূর্ণিবায়ু। **চক্রব্যূহ**—প্রাচীন ভারতের সৈন্যস্থাপনের কৌশল বিশেষ। **চক্রবৃদ্ধি**—সুদের সুদ। **চক্র-ভ্রম**—কুন্দযন্ত্র। **চক্রযান**—চাকাওয়ালা গাড়ী, সাইকেল প্রভৃতি।

চক্রান্ত—বি. ষড়যন্ত্র (চক্রান্তকারী)। [সং]

চক্রাবর্ত—বি. চাকার মত ঘোরা, ঘূর্ণিবায়ু। [সং]

চক্রায়ুধ—বি. বিষ্ণু (যাঁহার অস্ত্র সুদর্শনচক্র)। [সং]

চক্রাশ্ম—বি. শিলাখণ্ড নিক্ষেপ করিবার যন্ত্র, sling. [সং]।

চক্রী (-ক্রিন্)—ণ. বি. চক্রধারী; চক্রান্তকারী, কূটকৌশলী; চক্রবাক; রাজা; কলু; বিষ্ণু; সর্প। ঈশ্বর]।

চক্রেশ্বর—বি. তন্ত্র-সাধন-চক্রের নেতা। [চক্র+

চক্ষু—বি. চোখ, নয়ন, অক্ষি; দৃষ্টি;

অন্তর্দৃষ্টি (দিব্যচক্ষু জ্ঞানচক্ষু)। [সং চক্ষুঃ]। **চক্ষু কর্ণের বিবাদ ভঞ্জন করা**—শোনা ব্যাপার চোখে দেখিয়া নিঃসন্দেহ হওয়া। **চক্ষুক্ষত**—চোখের ঘা। **চক্ষুগোচর**—চোখে দেখা, দৃষ্টির বিষয়ীভূত। **চক্ষুদান, চক্ষুর্দান**—অন্তর্দৃষ্টির উন্মেষ সাধন, জ্ঞান দান; মন্ত্র উচ্চারণ পূর্বক প্রতিমার চক্ষে রঙাদি দিয়া প্রতিমার প্রাণপ্রতিষ্ঠা। **চক্ষুরুন্মীলন**—চোখ খুলিয়া চাওয়া; অন্তর্দৃষ্টির উন্মেষ। **চক্ষুলজ্জা, চক্ষুর্লজ্জা**—পরিচিত লোকেরা কি বলিবে এই হেতু লজ্জা। **চক্ষুর্বিষয়**—যাহা কিছু দৃষ্টিগোচর হয়, দৃশ্য। **চক্ষুশূল**—যাহার দর্শন অসহ্য, eye-sore. **চক্ষুঃশ্রবাঃ (-শ্রবস্)**, **চক্ষুশ্রবা**—সাপ। **চক্ষুষ্মত্তা**—অন্তর্দৃষ্টি। **চক্ষুষ্মান্** (-মৎ)—দৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন; তীক্ষ্ণদৃষ্টি; বিবেকবান্। স্ত্রী. **চক্ষুষ্মতী**। **চক্ষুস্থির**—অপ্রত্যাশিত কিছু দেখিয়া হতবুদ্ধি। **চক্ষুরাগ**—চক্ষের রক্তিমা; চক্ষের অনুরাগ বা পক্ষপাত। **চক্ষুরোগ**—চোখের পীড়া, চোখ-ওঠা ছানি-পড়া প্রভৃতি। (বাংলায় চক্ষুরোগ বেশী প্রচলিত)। **চক্ষের বিষ, দুই চক্ষুর বিষ**—চক্ষুশূল, যাহার দর্শন অসহ্য। **চর্মচক্ষু**—স্থূল দৃষ্টি (জ্ঞান-চক্ষুর বিপরীত)। **মনশ্চক্ষু**—অন্তর্দৃষ্টি; কল্পনা।

চক্ষুষ্য—ণ. চক্ষের হিতকর; নয়নাভিরাম।

চখা—বি. চক্রবাক। [বাং]। স্ত্রী. **চখী**। **চখা-চখী**—চখা ও চখী, প্রীতিবদ্ধ দম্পতি।

চঙকি—(ব্রজবুলি) চমকিত হইয়া।

চঙ্ক্রম, চঙ্ক্রমণ—বি. পর্যটন; দ্রুত পাদক্ষেপ। [ক্রম্—যঙ্‌লুক্+অ, অনট্]। **পদচঙ্ক্রমণ করা**—পায়চারি করা; পায়ে হাঁটিয়া বেড়ানো।

চঙ্গ—বি. দক্ষ; বলবান্; যোদ্ধা, (প্রাদেশিক) মই। [সং]।

চঙ্গল- [ফা. চঙ্গুল] বি. থাবা। **চঙ্গল মারা**—ছোঁ মারা (কোন কোন অঞ্চলে চুঙল্ বলে: চুঙল্ বসানো—শিকারের দেহে শিকারী পাখীর নখর বিদ্ধ করা)।

চচ্চড়— কাঠ ফাটার শব্দ। চড়্ চড়্ দ্রঃ।

চঞ্চরিকা, চঞ্চরী—বি. ভ্রমরী। [যঙ্‌লুক চর্+ঈ]। **চঞ্চরিকা-বলী**—ভ্রমর-শ্রেণী; ছন্দোবিশেষ।

চঞ্চল—ণ. অস্থির, ত্রস্ত (চঞ্চল-মতি; চঞ্চল পদে); অচিরস্থায়ী (লক্ষ্মী চঞ্চলা); বিচলিত, আন্দোলিত (চঞ্চল অঞ্চল); উৎকণ্ঠিত (চঞ্চল হৃদয়); লম্পট। [চল্‌-যঙ্‌লুক্+অ]। স্ত্রী. **চঞ্চলা**—বিদ্যুৎ; লক্ষ্মী। বি. **চাঞ্চল্য, চঞ্চলতা**—অস্থিরতা, চপলতা। **চঞ্চলচিত্ত**—উদ্বিগ্নচিত্ত। **চঞ্চল নয়ন**—ঘন ঘন অথবা ব্যাকুলিত দৃষ্টি-পাত। **চঞ্চলিত**—ণ. অস্থির; আন্দোলিত; উদ্বেলিত।

চঞ্চা—বি নলের চাঁচ; দর্মা, চাটাই; শস্যক্ষেত্রে স্থাপিত তৃণ-নির্মিত মনুষ্য-মূর্তি, Scare-crow.

চঞ্চু, চঞ্চূ—বি. পাখীর ঠোঁট। [সং]। **চঞ্চুক্ষত**—চঞ্চুর দ্বারা আহত। **চঞ্চুপুট**—বদ্ধ চঞ্চুদ্বয়।

চঞ্চুরী—বি চড়াই পাখী। [সং]।

চট—বি. পাটের দড়িতে প্রস্তুত সুপরিচিত বস্ত্রাকার বস্তু, gunny. [বাং]। **চটকল**—যে কলে চট প্রস্তুত হয়।

চট্—শীঘ্র (চট্ করে)।

চটক—বি. চড়াই পাখী। [সং]। স্ত্রী. **চটকা, -কী, -টিকা**। **চটকের মাংস**—অতি সামান্য কিছু, যাহা বিভক্ত করিলে ভাগে প্রায় কিছুই পড়ে না।

চটক—বি. ঔজ্জ্বল্য, আড়ম্বর, বাহার (কথার চটক, রঙের চটক)। [বাং]। **চটকদার**—জম-কালো, আড়ম্বরপূর্ণ, জেল্লাদার।

চটকা—বি. নিদ্রাবেশ; অন্যমনস্কতা। [বাং]। **চটকা ভাঙা**—তন্দ্রা ভাঙা, সজাগ হওয়া।

চটকানো—ক্রি. মর্দন করা; হাত দিয়া মলা, পিষ্ট করা। **পিণ্ডি চট্‌কানো**—পিণ্ড প্রস্তুত করা (গালি বা অভিসম্পাত)।

চটচট—চপেটাঘাত বেতমারা বৃষ্টিপতন ইত্যাদির শব্দ; আঠার মত বোধ। **চটচটে**—ণ. যাহা আঠার মত বোধ হয়। **চটচটানো**—ক্রি. আঠার মত চটচট করা।

চটপট—ক্রি.ণ. তাড়াতাড়ি। ণ. **চটপটে**—চালাক চতুর, ত্বরিতকর্মা।

চটা—ক্রি. ক্রুদ্ধ হওয়া; রাগা। ণ. **চটানো**—ক্রি. রাগানো, বিরক্ত করিয়া উত্তেজিত করা। **চটাচটি**—রাগারাগি।

চটা—বি. সরু ও পাৎলা বাখারি বা কাবারি। ক্রি. উপরের পাৎলা অংশ উঠিয়া যাওয়া (কলাই চটা); চিড় খাওয়া, ফাটা। **চটানো**—ফাটানো।

চটান—বি. বিস্তীর্ণ শান-বাঁধানো অথবা পাষাণময় ক্ষেত্র। [বাং]।

চটাপট—ক্রি.ণ. ঝটিতি, অতিক্রত। [বাং]।
চটালো—ণ. চওড়া (চটালো পাড়)। [বাং]।
চটি—বি. পান্থশালা; পথিকের স্বল্পকালীন বিশ্রাম-স্থান, বাজার; জুতা-বিশেষ; পাত্‌লা বই। [বাং]
চটু—ণ. চাটু, যাহাতে খুশী হইতে পারা যায় এমন। [সং]। **চটুল**—ণ. চঞ্চল; মনোহর; হাল্‌কা ও সরস (চটুল ভঙ্গি)। [চটু+উল]
চট্টরাজ—রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণের উপাধি-বিশেষ।
চট্টল—চট্টগ্রামের প্রাচীন নাম।
চট্টোপাধ্যায়—রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণের উপাধিবিশেষ। ইহাদের পূর্বপুরুষ বর্ধমানের চট্ট নামক গ্রামবাসী উপাধ্যায় ছিলেন।
চড়—[সং চপেট] বি. চপেটাঘাত। **চড়চাপড়**—চপেটাঘাত ও এই জাতীয় অন্য ধরণের মার। **গালে চড় মেরে আদায় করা**—জব্দ করিয়া দিতে বাধ্য করা। **গালে চড় খাওয়া**—জব্দ হওয়া।
চড়ক—বি. চৈত্র-সংক্রান্তিতে অনুষ্ঠিত পার্বণ-বিশেষ। এরূপ উৎসবে পূর্বে চড়কের সন্ন্যাসীদের পিঠ, কাণ, নাক ইত্যাদি ফোঁড়ানো হইত। [চক্র]। **চড়ক গাছ**—চড়কের সন্ন্যাসীদের ঘুরাইবার জন্য স্থাপিত উচ্চ বংশদণ্ড বা কাষ্ঠ। **চক্ষু চড়কগাছ**—ভীতিবিহ্বল। **চড়ুকে হাসি**—ভিতরে যন্ত্রণা বাহিরে উচ্চহাসি।
চড়কা—ণ. চড়া; উগ্র। [প্রাদেশিক]
চড়চড়, চচ্চড়—রৌদ্রের তেজে বা আগুনের ঝাঁজে কাঠ তৈজসাদি ফাটিবার বা চটিবার শব্দ; উনুনে কিছু ভাজিবার বা রস শুকাইবার শব্দ (**চড়চড়ি, চচ্চড়ি**—যাহা আগুনের তেজে শুকাইয়া চচ্চড় করে এমন তরকারি); শুষ্কতা বোধ (গা চড়্‌চড়্‌ করছে)।
চড়্‌তি—বি. বাড়তি; বৃদ্ধি। [বাং]। **চড়্‌তির মুখে**—(মূল্য) বৃদ্ধির সময়। (বিপরীত পড়্‌তি)।
চড়ন—বি. সওয়ার হওয়া; অলঙ্কারে রঙ্‌ ধরানো। [বাং]। **চড়নদার**—আরোহী; যে অলঙ্কারে রঙ্‌ চড়ায়। বি. **চড়নদারি**।
চড়া—বি. চর; নদীগর্ভে পলি পড়িয়া যে দ্বীপের মত স্থানের সৃষ্টি হয়। [বাং]। **চড়ায় ঠেকা**—চড়ায় অর্থাৎ অল্পজলে আসিয়া পড়ার দরুণ আট্‌কাইয়া যাওয়া; সাংসারিক টানাটানিতে পড়া, অচল হওয়া।

চড়া—ক্রি. উপরে ওঠা; দাম বাড়া। ণ. অতিরিক্ত, উচ্চ (চড়া দাম; চড়া সুদ; চড়া সুর); তীব্র, রাগী, কড়া (চড়া রোদ; চড়া মেজাজ)। বি. ধনুকের ছিলা। **মাথায় চড়া**—নাই পাওয়া বা প্রশ্রয় পাওয়া। **ঘাড় চড়া**—দেহের বিকাশ হওয়া। **চড়া-উতোর**—কবিগানে বা গম্ভীরা গানে উত্তর-প্রত্যুত্তর।
চড়াই, চড়া—বি. চড়াই পাখী। [চটক]।
চড়াই—বি. উপরের দিকের পথ (বিপরীত, উৎরাই)। [বাং]। **চড়াইয়ের পথ**—পাহাড়ে উপরের দিকে উঠার পথ; প্রতিকূল অবস্থার ভিতর দিয়া অগ্রগতি।
চড়াই-ভাতি, চড়িভাতি, চড়ুই-ভাতি—বি বনভোজন, picnic। [বাং]।
চড়াও—বি. আক্রমণ; ণ. আক্রমণোদ্যত (বাড়ী চড়াও হওয়া; চড়াও করা)। [বাং]
চড়াৎ—হঠাৎ ফাটিয়া যাওয়ার শব্দ বা অনুভূতি।
চড়ানো—ক্রি. উঁচু করা; বৃদ্ধি করা (সুর চড়ানো, গলা চড়ানো); যথাবিহিতভাবে স্থাপন করা (উনুনে হাঁড়ি চড়ানো; দরগায় শিন্নি চড়ানো); উপরে উঠানো। **গাছে চড়ানো**—গাছে তুলিয়া দেওয়া; অতিরিক্ত প্রশংসা করা। **মাথায় চড়ানো**—প্রশ্রয় দেওয়া।
চড়ানো—ক্রি. চড় মারা। **গালে চড়ানো**—ধিক্কারে নিজের গণ্ডে চপেটাঘাত।
চড়ুই—বি. চটক। [বাং]। **চড়ুই পাখীর প্রাণ**—অতি-ক্ষীণ প্রাণ।
চণক—বি. ছোলা; মুনি বিশেষ। [সং]।
চণ্ড—ণ. প্রবল; ভীষণ; দুঃসহ (চণ্ড-বিক্রম); তীক্ষ্ণ; অতি উচ্চধ্বনি-বিশিষ্ট; অতি ক্রোধপ্রবণ; বি. শিব; শুম্ভ-নিশুম্ভের অনুচর দৈত্যবিশেষ; ভূত-যোনি বিঃ। [চণ্ড্‌+অ]। **চণ্ড নামানো**—মন্ত্রবলে চণ্ডভূতকে আহ্বান করিয়া কোন বিষয় জ্ঞাত হওয়া। **চণ্ডসিদ্ধ**—ভূতের ওঝা। **চণ্ডা**—অষ্ট নায়িকার অন্যতমা; কোপন-স্বভাবা স্ত্রী।
চণ্ডাংশু—বি. (প্রখর কিরণ-বিশিষ্ট) সূর্য।
চণ্ডাল—বি. জাতি বিশেষ; চাঁড়াল; নির্দয় প্রকৃতির লোক; ক্রূর। [সং]। **রাগ না চণ্ডাল**—ক্রোধের বশে লোকে অতি ভীষণ হইয়া উঠে।
চণ্ডিকা—বি. দুর্গা; কোপনস্বভাবা স্ত্রী। [সং]।
চণ্ডিমা(-মন্‌)—প্রচণ্ডত্ব; ক্রোধ। [চণ্ড+ইমন্‌]।

চণ্ডী—বি. দুর্গা; কোপনস্বভাবা স্ত্রী; মার্কণ্ডের পুরাণের দেবী-মাহাত্ম্য। **চণ্ডীপাঠ**—ঐ পাঠ। **চণ্ডীমণ্ডপ**—চণ্ডীপূজার মণ্ডপ। **মঙ্গলচণ্ডী**—দুর্গা। **রণচণ্ডী**—রণরতা চণ্ডী; অতিশয় কোপন-স্বভাবা অথবা কলহপ্রিয়া স্ত্রী।

চণ্ডু—বি. আফিম হইতে প্রস্তুত মাদক দ্রব্য। [সং ?]। **চণ্ডুখোর,-বাজ**—চণ্ডুতে আসক্ত।

চতুঃ—চারি (অন্য শব্দের সহিত যুক্ত হইয়া ব্যবহৃত হয়—চতুঃপঞ্চাশৎ=৫৪; চতুঃষষ্টি=৬৪; চতুঃসপ্ততি=৭৪)। **চতুঃপার্শ্ব, চতুষ্পার্শ্ব**—চারিদিক। **চতুঃশালা**—চৌশালা; চক-মিলান বাড়ী। **চতুঃসীমা**—চারিদিকের সীমানা, চৌহদ্দী।

চতুর—ণ. চালাক; ধূর্ত; অভিজ্ঞ· কর্মদক্ষ। [সং]। **চতুরপনা**—চতুরতা। স্ত্রী চতুরা।

চতুরংশ—বি. ণ. চারি ভাগে বিভক্ত; চারি অংশ। [চতুঃ+অংশ]। **চতুরংশিত**—ণ. যাহাকে চারি অংশে ভাগ করা হইয়াছে।

চতুরঙ্গ—বি. ণ. হস্তী, অশ্ব, রথ ও পদাতিক—এই চারিবিধ সৈন্যে গঠিত যোদ্ধৃদল; দাবা-খেলা। [চতুঃ+অঙ্গ]।

চতুরতা—বি. শঠতা; ধূর্তামি; বুদ্ধিমত্তা; কর্মদক্ষতা। [চতুর+তা]

চতুরন্ত—বি. চতুঃসীমা। [চতুঃ+অন্ত]

চতুরশীতি—৮৪ সংখ্যা।

চতুরশ্ব—বি. চার ঘোড়া; ণ. চার ঘোড়া যাহাতে নিযুক্ত হয় (চতুরশ্ব রথ)। [চতুঃ+অশ্ব]

চতুরস্র,-স্র—ণ. চতুষ্কোণ; অঙ্গসৌষ্ঠবসম্পন্ন; নির্দোষ। [অস্রি, অস্রি=কোণ] **সমচতুরস্র**—সমচতুর্ভুজ, square।

চতুরানন—বি. ব্রহ্মা। [চতুঃ+আনন]

চতুরালি—বি. চালাকি; ধূর্ততা; ছল। [বাং]।

চতুরাশ্রম—বি. ব্রহ্মচর্য গার্হস্থ্য বানপ্রস্থ সন্ন্যাস—মানব জীবনের এই চারি অবস্থা বা আশ্রম। [চতুঃ+আশ্রম]

চতুর্গুণ—চার গুণ; বহু গুণ (তুমি একগুণ করলে সে চতুর্গুণ করবে)। [চতুঃ+গুণ]

চতুর্গুণিত—যাহাকে চারগুণ করা হইয়াছে।

চতুর্থ—চারি সংখ্যার পূরক। স্ত্রী. **চতুর্থী**। **চতুর্থভাক্ (-জ্)**—ফসলাদির চারি ভাগের এক ভাগ গ্রহণকারী, রাজা। **চতুর্থক**—যে জ্বর প্রতি চতুর্থ দিনে আসে।

চতুর্থী—বি. চতুর্থ দিবসের তিথি; (ব্যাকরণে) বিভক্তি বিশেষ। **চতুর্থী কর্ম**—বিবাহের চতুর্থ দিবসে যে হোম বা যজ্ঞ করা হয়। **চতুর্থী ক্রিয়া বা শ্রাদ্ধ**—বি. পিতামাতার মৃত্যুর পর চতুর্থ দিবসে বিবাহিতা কন্যা কর্তৃক করণীয় শ্রাদ্ধ-বিশেষ। [দক্ষ]

চতুর্দন্ত—বি. চারি দন্ত-বিশিষ্ট হস্তী। [চতুঃ+

চতুর্দশ—চৌদ্দ। স্ত্রী. **চতুর্দশী**। **চতুর্দশপুরুষ**—পূর্ববর্তী চৌদ্দ পুরুষ বা বহু পুরুষ। **চতুর্দশ বিদ্যা**—৪ বেদ ৬ বেদাঙ্গ এবং ধর্মশাস্ত্র মীমাংসা পুরাণ ও তর্কশাস্ত্র। **চতুর্দশ ভুবন**—সপ্ত স্বর্গ ও সপ্ত পাতাল। **চতুর্দশী**—বি. পূর্ণিমার বা অমাবস্যার পূর্ববর্তী তিথি।

চতুর্দিক—চারিদিক।

চতুর্দোল—বি. চারজন যে শিবিকা বহন করে; মনুষ্যবাহিত সম্ভ্রান্ত যান বিশেষ।

চতুর্দ্বার—ণ. যে গৃহের চারিটি দ্বার।

চতুর্ধা—অব্য. চারিদিকে, সর্বদিকে।

চতুর্ধাম—বি. মথুরা-মণ্ডলের বিখ্যাত চারিটি তীর্থ।

চতুর্নবতি—৯৪। **চতুর্নবতিতম**—চুরানব্বইয়ের পূরক, 94th

চতুর্বর্গ—বি. জীবনের চারিটি শ্রেষ্ঠ লক্ষ্য—ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ।

চতুর্বর্ণ—চারি জাতি—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র।

চতুর্বাহু—বিষ্ণু; চতুর্ভুজ ক্ষেত্র।

চতুর্বিংশতি—চব্বিশ। **চতুর্বিংশ, চতুর্বিংশতিতম**—চব্বিশ সংখ্যক।

চতুর্বিদ্য—ণ. যে চারি বেদ জানে, চতুর্বেদী।

চতুর্বিধ—ণ. চারি প্রকারের।

চতুর্বেদ—ঋক্ যজু সাম অথর্ব—এই চারি বেদ। **চতুর্বেদী (-দিন্)**—চারি বেদে অভিজ্ঞ। হি. চৌবে, চোবে।

চতুর্ভদ্র—চতুর্বর্গ।

চতুর্ভুজ—ণ. ৪ বাহু বিশিষ্ট; বি. বিষ্ণু; চারি বাহুযুক্ত ক্ষেত্র (সমচতুর্ভুজ—চারি বাহু সমান এবং চারি কোণ সমকোণ, এরূপ ক্ষেত্র)। **চতুর্ভুজ হওয়া**—বিষ্ণুপদ লাভ করা; সার্থক হওয়া; আনন্দে উৎফুল্ল হওয়া (তুমি আমাকে বড় বল্লে, আর আমি চতুর্ভুজ হয়ে গেলাম)।

চতুর্মাস—বি. আষাঢ়ের শুক্লা দ্বাদশী হইতে কার্তিকের শুক্লা দ্বাদশী পর্যন্ত চার মাস কাল।

চতুর্মাসিক—ণ. চার মাস কাল ব্যাপী ব্রত-বিশেষ, চাতুর্মাস্য। [চতুর্মাস+ইক]

চতুর্মুখ—বি. ব্রহ্মা; কবিরাজী ঔষধ-বিশেষ (চতুর্মুখ বড়ি); যে খুব কথা বলে।

চতুর্যুগ—বি. সত্য ত্রেতা দ্বাপর কলি—এই চার যুগ।

চতুশ্চত্বারিংশৎ—চুয়াল্লিশ। **চতুশ্চত্বারিংশ, চতুশ্চত্বারিংশত্তম**—চুয়াল্লিশের পূরক।

চতুষ্ক—ণ. বি. চার অবয়ববিশিষ্ট; চৌমাথা; চারনর হার। **চতুষ্ক ভবন**—চকমিলানো বাড়ী। **চতুষ্কী**—মশারী; পুষ্করিণী।

চতুষ্কর্ণ—ণ. চার কানে সীমাবদ্ধ, অর্থাৎ যাহার দুই জন শ্রোতা (চতুষ্কর্ণ মন্ত্রণা)।

চতুষ্কর—বি. ণ. বিষ্ণু; যাহার চার হাত আছে। [চতুঃ+কর]। **চতুষ্কর জন্তু**—যে সব জন্তুর পা হাতের মত ব্যবহৃত হয়।

চতুষ্কোণ—ণ. চারিকোণবিশিষ্ট, চৌকা।

চতুষ্টয়—বি. চার (নীতি-চতুষ্টয়)। ণ. চারি অবয়ববিশিষ্ট।

চতুষ্পথ—বি. চার পথের সংযোগ-স্থল, চৌমাথা।

চতুষ্পাদ—বি. চারি-পা-বিশিষ্ট জন্তু। ণ. চারপেয়ে; মূর্খ। স্ত্রী. **চতুষ্পদী**—চারি চরণযুক্ত কবিতা, চৌপদী, quatrain, রুবাই।

চতুষ্পাঠী—বি. চারিবেদের পাঠস্থান, টোল।

চতুষ্পাৎ (-দ্), চতুষ্পাদ—বি. চারপেয়া; পূর্ণাঙ্গ ধর্ম (তপঃ, শৌচ, দয়া, সত্য অথবা বিদ্যা, দান, তপঃ, সত্য—ধর্মের এই চারি পদ); চতুষ্পদ।

চতুষ্পার্শ্ব—চতুঃ দ্রঃ। **চতুস্তল**—ণ. চারতলা।

চতুস্ত্রিংশৎ, চতুস্ত্রিংশ—বি. ণ. চৌত্রিশ।

চত্বর—বি. যজ্ঞার্থ প্রস্তুত স্থান; অঙ্গন; চাতাল; বসতিস্থল (শ্রেষ্ঠিচত্বর)। [চত্+বর]

চত্বারিংশৎ—চল্লিশ। **চত্বাল**—[সং] বি. চাতাল।

চন্‌চন্—গো-মহিষাদির প্রস্রাব-পতনের শব্দ; তীব্র বেদনায় অনুভূতি (অপেক্ষাকৃত মৃদু অনুভূতিঃ চিন্‌ চিন্)। ণ. **চন্‌চনে**।

চনা, চোনা—বি. গোমূত্র। [বাং]।

চন্দ, চন্দা—[ব্রজ] বি. চন্দ্র (আজু রজনী হাম ভাগে পোহায়নু পেখনু পিয়া-মুখ-চন্দা—বিদ্যাপতি)

চন্দন—[চন্দ্+অনট্, যাহা আহ্লাদিত করে] বি. সুগন্ধি-বৃক্ষ বিশেষ ও কাষ্ঠ। **চন্দন-চর্চিত**—চন্দন-পঙ্কের দ্বারা অঙ্কিত ও সুবাসিত (দেহ)। **চন্দন-ধেনু**—সৌভাগ্যবতী অর্থাৎ পতিপুত্রবতী মৃতা নারীর উদ্দেশে উৎসর্গীকৃত চন্দনাঙ্কিত সবৎসা ধেনু। **চন্দন-পঙ্ক**—চন্দনবাটা। **চন্দন-পীড়ি**—চন্দন ঘষিবার পীড়ি। **চন্দন পুষ্প**—লবঙ্গ। (শ্বেতচন্দন ও হরিচন্দন অর্থাৎ পীতবর্ণ চন্দন সুগন্ধ, রক্তচন্দন গন্ধহীন)।

চন্দনা—বি. টিয়া-বিশেষ (ইহাদের গলায় লাল রঙের বেষ্টনী বা কাঁটি থাকে)। [বাং]

চন্দনাচল—বি. মলয় পর্বত। [সং]।

চন্দনি, -নী—বি. গোরোচনা। [সং]।

চন্দরস—বি. ধুনা, রজন।

চন্দ্র—বি. চাঁদ; সুন্দর ও আনন্দদায়ক বস্তু (মুখ চন্দ্র)। [চন্দ্+রক]। **চন্দ্রক**—ময়ূর-পুচ্ছে অর্ধ-চন্দ্রাকৃতি চিহ্ন; চাঁদা মাছ। **চন্দ্রকর**—চন্দ্র-কিরণ। **চন্দ্রকলা**—চন্দ্রের ষোল ভাগের এক ভাগ। **চন্দ্রকান্ত**—মণিবিশেষ। **চন্দ্রকান্তা**—জ্যোৎস্না; তারকা। **চন্দ্রকান্তি**—চন্দ্রের দীপ্তি; চন্দ্রের কান্তির মত কান্তি যাহার, রৌপ্য। **চন্দ্র-গ্রহণ**—চন্দ্রের উপর পৃথিবীর ছায়াপাত। **চন্দ্র-চঞ্চলা**—চাঁদামাছ। **চন্দ্র-চূড়**—শিব। **চন্দ্র-পুলি,-লী**—অর্ধচন্দ্রাকৃতি মিষ্ট খাদ্য বিশেষ। [বাং]। **চন্দ্রবদন**—চন্দ্রের মত সুন্দর ও আনন্দদায়ক মুখ; প্রিয় মুখ। **চন্দ্রবিন্দু**—এই অনুনাসিক বর্ণ। **চন্দ্রবোড়া**—বিষধর সর্প বিশেষ। **চন্দ্রব্রত**—চন্দ্রলোক-প্রাপ্তি-হেতু ব্রত। **চন্দ্রভস্ম**—কর্পূর। **চন্দ্রভাগা**—পাঞ্জাবের নদী-বিশেষ, চেনাব। **চন্দ্রমণি**—চন্দ্রকান্ত মণি। **চন্দ্রমল্লিকা**—গুল-দাউদী ফুল, chrysanthemum. **চন্দ্রমা, চন্দ্রমাঃ (-মস্)**—চাঁদ। **চন্দ্রমুখী**—চাঁদবদনী। **চন্দ্র-মৌলি**—চন্দ্র-চূড়, শিব। **চন্দ্ররেণু**—কাব্য-চোর, plagiarist. **চন্দ্রলোক**—স্বর্গের যে লোকের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা চন্দ্র। **চন্দ্রশালা,-শালিকা**—চিলে কোঠা। **চন্দ্রশেখর**—শিব। **চন্দ্রসুধা**—জ্যোৎস্না। **চন্দ্রহার**—স্ত্রীলোকের কটিভূষণ; কণ্ঠ-হার। **চন্দ্রহাস**—খড়্গ; পৌরাণিক রাজা বিশেষ।

চন্দ্রাতপ, চন্দ্রা—বি. চাঁদোয়া। [সং]।

চন্দ্রায়ণ—চান্দ্রায়ণ দ্রঃ।

চন্দ্রার্ক—বি. রূপা ও তামার মিশ্রণে উৎপন্ন ধাতু।

চন্দ্রালোক—বি. জ্যোৎস্না। ণ. **চন্দ্রালোকিত**।

চন্দ্রিকা—বি. চন্দ্রকিরণ; চোখের তারা; চাঁদা-মাছ; ছন্দোবিশেষ। [সং]

চন্দ্রিমা—বি. চন্দ্র ; জ্যোৎস্না। [চপ্-কাট্‌লেট্।

চপ—[ইং chop] বি. ভাজা মাংস-বিশেষ।

চপচপ—খাদ্য গ্রহণ ও চর্বণাদির শব্দ; দ্রুত খাওয়ার শব্দ।

চপট, চপেট, চপেটা, চপেটিকা—বি. চড়, চপেটাঘাত।

চপল—ণ. স্থিরতাহীন (চপলা লক্ষ্মী) ; প্রগল্ভ, ধৃষ্ট (চপলতা পরিহার কর) ; নশ্বর (চপল জীবন)। বি. পারদ। স্ত্রী. **চপলা**—ণ. চঞ্চলা ; বি. বিদ্যুৎ (চপলার হাসি—বিদ্যুৎ-স্ফুরণ)।

চব্‌চব—চপ্ চপ্ ; জব্ জব্ (ভিজে চব্ চব্)।

চবুতর,-তরা,-তারা—[সং চত্বর] বি. চৌতারা, দাওয়া, চাতাল ; দালান।

চব্বিশ—২৪। **চব্বিশ ঘণ্টা**—এক দিন ও এক রাত ; সমস্ত সময়। **চব্বিশে**—২৪তারিখ।

চমক—[সং. চমৎকার] বি. দীপ্তি ; ক্ষণস্থায়ী তীব্র দীপ্তি (বিদ্যুতের চমক) ; চমৎকার, তীব্র বিস্ময় (চমক লাগা], সহসা সঞ্জাত ভয় (চমকে উঠা) ; চৈতন্য, সচেতনতা (এতক্ষণে চমক হলো)। **চমক খাওয়া**—স্তম্ভিত হওয়া। **চমক ভাঙ্গা**—হঠাৎ সচেতন হওয়া। **চমক লাগা**—বিস্ময় বোধ হওয়া। ণ. **চমকিত**—বিস্মিত ; বিস্মিত ও ভীত।

চমকানো—ক্রি. চমকিত হওয়া ; ভীত হওয়া ; আশ্চর্যান্বিত হওয়া ; ঝিলিক মারা (বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে) ; অল্প ভাজা (মশলা চমকানো)। বি. **চমকানি**।

চমচম—বি. ছানার মিঠাই বিশেষ। [বাং]। **চমচমা**—বি বিস্ময়-বিমূঢ়তা। **চমচমে**—ণ. তীব্র, প্রখর (চমচমে রোদ ; চমচমে খিদে)।

চমৎকরণ—ক্রি. বিস্মিত করা। **চমৎকার**—বি. বিস্ময় ; বিস্ময় ও আনন্দ (চিত্ত-চমৎকার) ; ণ. বিস্ময়কর ; চিত্তাকর্ষক (চমৎকার ছবি)। [চমৎ+কৃ+অ]। বি. **চমৎ-কারিত্ব**—আশ্চর্যজনকতা ও মোহনতা। **চমৎকারক**—যে বা যাহা বিস্ময় জন্মায়। ণ. **চমৎকৃত**—বিস্মিত ; বিস্ময়বিমুগ্ধ।

চমর—বি. পাহাড়ী গাই-বিশেষ, yak. স্ত্রী. **চমরী**। [সং]। (চমরী গাইর পুচ্ছলোম হইতে চামর তৈরি হয়)।

চমস—বি. চামচ ; হাতা . [সং.]

চমূ—বি. সৈন্যদল, বল (রাক্ষস-চমূ) [চম্+উ]। **চমূচর**—সৈন্য। **চমূনাথ,-পতি**—সেনাপতি।

চমুরু,-রূ—বি. মৃগ বিশেষ।

চম্পক—বি. চাঁপা গাছ ও ফুল ; চাঁপা কলা। **চম্পক চতুর্দশী**—জ্যৈষ্ঠ মাসের শুক্লা চতুর্দশী, ইহাতে চাঁপা ফুলে শিবপূজা হয়। **চম্পক-দাম**—চম্পক-মালা। **চম্পকমালা**—চাঁপা ফুলের মালা ; হার বিশেষ ; ছন্দো-বিশেষ।

চম্পট—বি. পলায়ন ; ফাঁকি দিয়া অথবা ভয়ে সহসা অন্তর্ধান (ভাবগতিক দেখে চম্পট দিলেন)।

চম্পালু—বি. কাঁঠাল গাছ। [সং]।

চম্পু—বি. গদ্য-পদ্যময় কাব্য। [সং]।

চয়—বি. রাশি, সমূহ (তরঙ্গচয়, রিপুচয়) ; আহরণ, সঞ্চয়, চয়ন। [চি+অল্]।

চয়ন—বি. সংগ্রহ (পুষ্পচয়ন) ; নির্বাচন (কবিতা-চয়ন)। [চি+অনট্] **চয়নক**—সংগ্রাহক। **চয়-নিকা**—সংকলন, কবিতার সংগ্রহ। **চয়নীয়**—চয়নযোগ্য। **চিত, চয়িত**—সংগৃহীত।

চয়েন—[হিং চৈন] বি. বিশ্রাম, স্বস্তি।

চর—ণ. যে ভ্রমণ করে বা বিচরণ করে (নিশাচর, জলচর, কামচর) ; গতিশীল, জঙ্গম (চরাচর) ; যে চরিয়া খায় (অরণ্যচর) ; বি. গোপনে নিজ রাজ্যে অথবা পররাজ্যের সংবাদ সংগ্রহ করে এমন কর্মচারী, গুপ্তচর ; চড়া, দ্বীপের মত স্থান (নদীর চর) ; গরু প্রভৃতির চারণ-ভূমি (গোচর) ; মেষ কর্কট তুলা ও মকররাশি [চর্+অ]।

চরক—বি. বিখ্যাত আয়ুর্বেদ-গ্রন্থ চরক-সংহিতার প্রণেতা ; উক্ত গ্রন্থ।

চরকা,-খা—[সং চক্র ; ফা, চর্খ] বি. সুতা কাটিবার সুপ্রাচীন যন্ত্র। **চরকা কাটা**—চরকার সাহায্যে সুতা কাটা। **চরকি, চরখী**—সুতার পেটি হইতে তার খুলিবার বা সুতা জড়াইবার যন্ত্র বিশেষ ; নাটাই। **চরখী(-কি) বাজি**—যে আতস-বাজি আবর্তনরত চরখার সাহায্যে ছাড়া হয়।

চরচর—চড়চড় দ্রঃ ; দ্রুত লিখন সম্বন্ধে বলা হয় (চরচর করে লিখে ফেল্‌লে)।

চরণ—বি. অভ্যাস, আচরণ (তপশ্চরণ)। [চর্+অনট্]। ণ. **চরিত**।

চরণ—বি. পদ ; কবিতার পঙ্‌ক্তি ; সম্মান জ্ঞাপনার্থক (পিতার চরণে নিবেদন করিল)।

চরণকমল—গুরুজনের বা দেবতার সম্মানিত চরণ। **চরণকমলেষু, শ্রীচরণকমলেষু**—পূজনীয় ব্যক্তিকে লিখিত পত্রে ব্যবহৃত পাঠ-বিশেষ। **চরণগ্রন্থি**—গুল্ফ, গোড়ালি। **চরণচাপ**—নূপুর। **চরণচারণ**—পায়-চারি। **চরণচারী** (-রিন্)—যে পায়ে হাঁটিয়া চলে। **চরণপদ্ম**—শ্রদ্ধেয় চরণ; স্ত্রী-লোকের পাদভূষণ বিশেষ। **চরণপাত**—পাদ-ক্ষেপ। **চরণপূজা**—চরণবন্দনা, পদসেবা; শ্রদ্ধা নিবেদন। **চরণ-রজঃ,-রেণু**—চরণধূলি। **চরণসেবক**—একান্ত ভক্ত ও অনুগত; খোসা-মুদে। **চরণ-সেবা**—ভক্তিসমন্বিত সেবা; পা টেপা। **চরণাঙ্কিত**—পায়ের ছাপ বিশিষ্ট। **চরণানুগ**—একান্ত অনুবর্তী। **চরণাবলুণ্ঠিত**—একান্তভাবে আত্মনিবেদন-কারী; হীন আত্মবিক্রয়ী। **চরণাভরণ**—নূপুরাদি পায়ের অলঙ্কার। **চরণামৃত**—বিষ্ণু-মূর্তিকে স্নান করানো জল; পূজনীয় ব্যক্তির পা-ধোওয়া অথবা পায়ের অঙ্গুলি দ্বারা স্পৃষ্ট জল। **চরণাম্বুজ**—চরণকমল। **চরণায়ুধ**—পা (অর্থাৎ পায়ের নখ যাহার অস্ত্র); কুক্কুট। **চরণারবিন্দ**—পূজনীয় পদ, চরণপদ্ম।

চরম—ণ. শেষ, অন্তিম; যারপরনাই (চরম লাঞ্ছনা); পূর্ণতা প্রাপ্ত, পরিণত। [সং]। **চরমকাল**—অন্তিমকাল। **চরমদশা**—শেষ দশা। **চরমপত্র**—যুদ্ধের পূর্বে বিরুদ্ধ পক্ষকে বিজ্ঞাপিত শেষ বক্তব্য, ultimatum; উইল-পত্র। **চরমলেখ**--উইল-পত্র। **চরমাচল, চরমাদ্রি**—অস্তাচল। **চরমোৎকর্ষ**—চরম বিকাশ; উন্নতির পরাকাষ্ঠা।

চরস—[হি. চরস্] বি. গাঁজা হইতে প্রস্তুত মাদক দ্রব্য, hashish। **চরসী**—যে চরস খায়।

চরাচর—বি. জঙ্গম ও স্থাবর; সমস্ত জগৎ।

চরাট—বি. নৌকার ছইয়ের বাহিরে গলুয়ের নিকট-বর্তী বাঁশের বা তক্তার পাটাতন। [প্রাদে]। **চরাট-খাওয়া গরু**—যে গরু মাঠে চরিয়া খায়।

চরা—ক্রি. বিচরণ করা; বিচরণ করিয়া ঘাস খাওয়া (গরুগুলি মাঠে চরিতেছে)।

চরানো—ক্রি. গরু প্রভৃতিকে মাঠে ঘাস খাওয়ানো, পশুচারণ করা; (বিদ্রূপে) অযোগ্য ও অবুঝদের নেতৃত্ব করা (গুরুগিরি না গরু চরানো)। বি. **চরানি**—চরানোর কাজ; গোচারণের মাঠ।

চরিত—বি. আচরণ; ব্যবহার; জীবন-কথা (চরিত-কথা); স্বভাব (উদার-চরিত)। ণ. অনুষ্ঠিত, সম্পন্ন, প্রাপ্ত (চরিতার্থ)। [চর্+ক্ত]। **চরিতকার**—জীবনচরিত-লেখক। **চরিতার্থ**—সফল; সফলতাহেতু তুষ্ট। **চরিতার্থিত**—ণ. যে চরিতার্থ হইয়াছে।

চরিত্র—বি. স্বভাব; আচরণ; প্রকৃতির দৃঢ়তা, character; সদ্‌গুণ; নাটক উপন্যাসাদিতে উল্লিখিত নরনারী; নীতি; ইন্দ্রিয়সংযম। [চর্+ইত্র]। **চরিত্র খোয়ানো, চরিত্র হারানো**—ইন্দ্রিয়সংযমের অভাব হওয়া। **চরিত্রদোষ**—নৈতিক অধঃপতন; লাম্পট্য। **চরিত্র নষ্ট করা**—কুসঙ্গে মেশা, নৈতিক অধঃপতন ঘটা; ইন্দ্রিয়সংযম হারানো। **চরিত্র-নির্দেশক**—স্বভাব বা প্রবণতার পরিচায়ক। **চরিত্রবান** (-বৎ)—দৃঢ়চরিত্র; সংযতেন্দ্রিয়; উন্নত-চরিত্র। স্ত্রী. **চরিত্রবতী**। **চরিত্রহীন**—নষ্টচরিত্র, দুশ্চরিত্র; লম্পট; শিথিলচরিত্র।

চরিষ্ণু—ণ. চলন্ত; গতিশীল। [চর্+ইষ্ণু]।

চরু—বি. দেবতাদের ভোজ্য যজ্ঞের পায়স। [চর্+উ]। **চরুস্থালী**—চরু প্রস্তুত করিবার ভাণ্ড।

চর্চ, চার্চ—[ইং church] বি গির্জা। **চার্চে যাওয়া**—খৃষ্টীয় পদ্ধতিতে উপাসনার জন্য গির্জায় যাওয়া।

চর্চরি,-রী—বি. আবদ্ধ অর্থাৎ চামড়ার ছাওয়া যন্ত্র-বিশেষ। [সং]। **চর্চরিকা**—গীত-বিশেষ; তালি; উৎসব-ক্রীড়া।

চর্চা—বি. অনুশীলন; অধ্যয়ন (শাস্ত্রচর্চা); উৎকর্ষ বা বিশেষ বিকাশের প্রতি মনোযোগ দান (শরীর-চর্চা); সাগ্রহ আলোচনা; কুৎসা (পরচর্চা); চিন্তা; লেপন। ণ **চর্চিত**—আলোচিত; অনুশীলিত; লেপিত (চন্দন-চর্চিত)।

চর্পট—বি. চাপড়; পাঁপর; [সং]। **চর্পটী**—বি চাপাতি অর্থাৎ হাতে চাপড়ানো রুটি।

চর্বণ—বি. চিবানো, দাঁতের দ্বারা চূর্ণ করা। [চর্ব্ +অনট্]। ণ. **চর্বিত**—যাহা চিবানো হইয়াছে, অথবা চিবাইয়া রস গ্রহণ করা হইয়াছে। **চর্বিতচর্বণ, পিষ্টপেষণ**—ভক্ষিত বস্তুর পুনঃ চর্বণ, রোমন্থন; পূর্বে বারবার আলোচিত বিষয়ের পুনরালোচনা। **চর্বিতপাত্র**—চর্বিত

দ্রব্য ফেলার পাত্র, পিকদানী। **চর্ব্য**—চর্বণীয়, যাহা চিবাইয়া খাওয়া হয় (চর্ব্য, চূষ্য, লেহ্য, পেয়)। **চর্ব্যচূষ্য**—উত্তম আহার বিঃ।

চর্বি,-র্বী—[ফা. চর্‌বী] বি. মেদ, বসা, fat। **চর্বি লাগা, চর্বি হওয়া**—অতিরিক্ত স্ফূর্তি প্রকাশ পাওয়া; (খাসী মুরগী প্রভৃতির বেশী চর্বি হইলে বধযোগ্য হয়, যেহেতু খাদ্য হিসাবে উপাদেয় হয়, তাহা হইতে) এমন বাড়াবাড়ি করা যাহার পরে দুঃখ প্রায় অনিবার্য।

চর্ম, চর্মন্—বি. চামড়া, ত্বক্, ছাল; ঢাল। **চর্মক, চর্মকার**—চামার; মুচি (যাহারা চামড়া দিয়া জুতা আদি প্রস্তুত করে)। **চর্মকীল**—চামড়ার গেঁজ; আঁচিল। **চর্মচক্ষু**—স্বাভাবিক চক্ষু; স্বাভাবিক দৃষ্টি (বিপ. জ্ঞানচক্ষু)। **চর্মচটক**—বাদুড়। **চর্মচটিকা, চর্মচটী**—চাম্‌চিকা। **চর্মচিত্রক**—গোদানিকারক, উলকি করে যে; ধবল রোগ। **চর্মণ্বতী**—নদীবিশেষ (প্রসিদ্ধি এই যে, রন্তিদেবের যজ্ঞে নিহত গো-সমূহের চামড়ার রক্তে ইহার উৎপত্তি হইয়াছিল)। **চর্মতরঙ্গ**—শিথিলচর্ম। **চর্মদণ্ড, চর্মযষ্টি**—চামড়ার চাবুক। **চর্মদূষিকা**—চর্মরোগ। **চর্মদ্রুম**—ভূর্জপত্রের গাছ। **চর্মধারী** (-রিন্)—ঢালী। **চর্মপত্রা**—চামচিকা; বাদুড়। **চর্মপাদুকা**—জুতা। **চর্মপীড়কা**—বসন্তরোগ। **চর্মপুট**—চর্মনির্মিত পাত্র। **চর্মপেটিকা,-পেটী**—চামড়ার কোমরবন্ধ। **চর্মপ্রভেদিকা**—চামারের অস্ত্র, আরা, কোঁড়। **চর্ম-প্রসেবক**—হাপরের জাঁতা। **চর্মবন্ধ**—চর্মরজ্জু, strap। **চর্মব্যবসায়**—চামড়ার কারবার। **চর্মস্থলী**—চামড়ার ব্যাগ; চামড়ার গুদাম। **চর্মানুরঞ্জন**—চামড়ায় রং করা, tanning; হিঙ্গুল। **চর্মার**—চামার। **চর্মিক, চর্মী** (-র্মিন্)—ঢালী।

চর্য—ণ. আচরণীয়; পালনীয়। [চর্‌+ণ্যৎ]। **চর্যা**—বি. আচরণ; অনুষ্ঠান; বৈধকার্য সম্পাদন (ব্রতচর্যা; জীবনচর্যা; দেহচর্যা; তীর্থচর্যা); সেবাশুশ্রূষা রোগীচর্যা)। [চর্‌+য+আপ্]

চর্যাপদ—বাংলার প্রাচীনতম বৌদ্ধ গীতিকবিতা।

চল—ণ. চঞ্চল, অস্থির (চলচিত্ত, চলোর্মি)। বি. চলন, রেওয়াজ (এখন আর ঝাড়-লণ্ঠনের চল নেই)। [চল্‌+অ]। **চলচিত্ত**—দোলায়িতচিত্ত। **চলদল**—অশ্বত্থ বৃক্ষ, যাহার পত্র সর্বদা বাতাসে সঞ্চালিত হয়।

চল্‌কানো—ক্রি. ছল্‌কানো, উছলিয়া পড়া।

চলচ্চিত্র—বি. যে চিত্র জীবন্তের মত সচল দেখায়, সিনেমা। [চলৎ+চিত্র]

চলচ্ছক্তি, চলৎশক্তি—বি. চলাফেরা করিবার ক্ষমতা, গতিশক্তি। [চলৎ+শক্তি]। **চলচ্ছক্তিহীন**—যাহার চলিবার সামর্থ্য নাই।

চলচল, ছলছল—চঞ্চল জলপ্রবাহ সম্বন্ধে বলা হয়।

চলতি—ণ. যাহা চলিতেছে বা বেগে অগ্রসর হইতেছে (চলতি কারবার, চলতি ট্রামে চড়া); প্রচলিত (চলতি কথা, নিয়ম-কানুন); বর্তমান (-বছর)। [চলৎ]। **চলতি খাতা**—যাহার সহিত লেনদেন চলিতেছে তাহার হিসাব, current account। **চলতি-গোছ**—কাজ চলিবার যোগ্য। **চলতি নৌকা**—আপন প্রয়োজনে চলাচল করিতেছে এমন নৌকা (ভাড়া করা নয়)। **চলতি ভাষা**—আটপৌরে ভাষা।

চলন—বি. চলা, ভ্রমণ; প্রচলন, রীতি, রেওয়াজ; চাল, ধারা (সাবেকী চলন)। [চল্‌+অনট্]। **চলনঘর**—বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপনের যোগ্য ঘর। **চলনশীল**—চলন্ত, গতিশীল। **চলনসই**—মাঝারি, কাজ চলিবার মত। **চলনসিক্কা**—প্রচলিত মুদ্রা।

চলন্ত—ণ. যাহা চলিতেছে অথবা বেগে ছুটিতেছে (চলন্ত ট্রেন, চিরচলন্ত)। [চলৎ]

চলা—ক্রি. হাঁটা; যাওয়া, গমন করা; অতিবাহিত হওয়া (পথ চলা, দিন চলে যায়); যাত্রা করা (দেশে চলা); অগ্রসর হওয়া (তুমি চল, আমিও যাচ্ছি); যাওয়া (এখন তবে চলি); সক্রিয় হওয়া (ঘড়ি চলছে); প্রবাহিত হওয়া, গমনাগমন করা (রক্ত চলা, নৌকা চলা); প্রচলিত থাকা (মনুর বিধান এখনও চলিতেছে); নির্বাহ হওয়া (সংসার চলা); কাজের যোগ্য হওয়া (এ কলমে চলবে); কুলানো (এক সেরেই আজ চলবে; অত খরচ করলে চলবে কেন?); ব্যবহার হওয়া, অভ্যাস থাকা (গাঁজাটা-আসটা চলে); গ্রাহ্য হওয়া, কাজে লাগা (এ নোট চলবে না; ওজর আপত্তিতে চলবে না); সফলতা লাভ করা (দোকান চলা, ও ব্যাপারের মধ্যে বুদ্ধি চলে না; স্কুল চলা); দীর্ঘকাল সক্রিয় থাকা

(বক্তৃতা চলল); পরলোকের যাত্রী হওয়া (এতদিনে বুড়ো চলল); আগ্রহী হওয়া (মন চলে না); আচরণ করা, নিয়ন্ত্রিত হওয়া (পরের বুদ্ধিতে চলে)। বি. চলন, ভ্রমণ (চলার পথে)। **জল চলা**—কাহারও ছোঁওয়া জল উচ্চবর্ণের লোকদের জন্ত অস্পৃশ্য বিবেচিত না হওয়া। **জলকে চল**—স্নানের বা জল আনিবার নিমিত্ত মেয়েদের ঘাটে যাওয়ার আহ্বান। **দৃষ্টি-চলা**—দৃষ্টি পৌঁছা, দৃষ্টিশক্তি সক্রিয় হওয়া। **মুখ চলা**—খাওয়া; গালি দেওয়া; প্রত্যুত্তর করা। **হাত পা চলা**—কিল চড় লাথি ইত্যাদি মারা। **চলাফেরা**—বি. ইতস্ততঃ ভ্রমণ, পায়চারি।

চলাচল—বি গমনাগমন (চলাচলের পথ)। ণ. জঙ্গম ও স্থাবর, সর্বপ্রকার, সমস্ত। **চলানো**—ক্রি. প্রচলিত করা, চলিতে বাধ্য করা (চলালেই চলে)।

চলিত—ণ. প্রচলিত (চলিত রীতিনীতি, চলিত ভাষা); কম্পিত। [চল্+ক্ত]। **চলিতসিক্কা**—প্রচলিত মুদ্রা। **চলতি ভাষা**—ভাষা দ্রঃ।

চলিষ্ণু—ণ. চলন্ত, গমনশীল। [চল্+ইষ্ণু]।

চলু, চলুক—[হি. চুলু] বি. চুমুক।

চল্লিশ—চত্বারিংশৎ, ৪০ এই সংখ্যা। **চল্লিশা**—বি. চালশে, চল্লিশ বৎসর বয়সে চোখের জ্যোতির হ্রাস (চল্লিশা লাগা)।

চলোর্মি—বি. চঞ্চল তরঙ্গ। [চল+ঊর্মি]।

চশমখোর—[ফা. চশম্‌খোর] ণ. চক্ষুলজ্জাহীন, বেপরোয়া। [ফা]

চশমা—বি. দৃষ্টিশক্তির সহায়ক কাচ বা পাথর।

চষা—ক্রি. কর্ষণ করা। ণ. কৃষ্ট (চষা জমি)। **চষে ফেলা**—লাঙল দিয়া মাটি ওলটপালট করা; তন্নতন্ন করে খোঁজা (পুলিশ পাড়া চষে ফেলেছে, কিন্তু মাল পায় নাই)। **চষানো**—চাষ করানো।

চা—বি. চাওয়া, প্রার্থনা করা (যা চাবি তাই পাবি); তাকা, তাকিয়ে দেখ্।

চা—[চীনা, চা; ফা. চায়] বি. চা গাছ; তাহার পাতা; উহা দিয়া প্রস্তুত পানীয়। **চা-কর**—চা-বাগানের মালিক। **চায়ের মজ্‌লিস্**—চা-পান ব্যপদেশে আলাপ-আলোচনা। **চা-দানী**—চা প্রস্তুত করিবার পাত্র। **চা-কুলি**—চা বাগানের মজুর। **নুন-চা**—যে চায়ে দুধ ও চিনির পরিবর্তে নুন দেওয়া হয়।

চাই—ক্রি. ফেরিওয়ালার ডাক (চাই আম); প্রয়োজন বা আবশ্যক আছে কিনা এই জিজ্ঞাসা (আর কিছু চাই)। **চাই কি**—সম্ভবত: এমনও হইতে পারে (চাই কি লাভও হইতে পারে)।

চাইতে—অব্য. তুলনায়, চেয়ে, অপেক্ষা (তার চাইতে কম কিসে)। [বাং]

চাউনি—বি. দৃষ্টি, তাকাইবার ধরণ (লোকটার চাউনি ভাল নয়)। [বাং]

চাউল, চাল, চাইল—বি. তণ্ডুল। **চাউল-পড়া**—মন্ত্রপূত চাউল। [বাং]

চাওয়া—বি. কামনা করা; পাইতে বাসনা করা; বাঞ্ছা করা (রাজ্য হতে চাওয়া); প্রার্থনা বা ভিক্ষা করা (অনুগ্রহ চাওয়া, সময় চাওয়া); সম্মত হওয়া, রাজি হওয়া (অপরাধ স্বীকার করবে এ সে চায় না)। বি. যাচ্ঞা। **পথ চাওয়া**—কাহারও অপেক্ষায় থাকা।

চাওয়া—ক্রি. বি. তাকানো; দৃষ্টিপাত করা; কৃপা-কটাক্ষ করা। **চোখ চাওয়া**—চোখ খুলিয়া দেখা, সচেতন হওয়া। **মুখ তুলে চাওয়া**—কৃপাদৃষ্টি নিক্ষেপ করা। **ফিরে চাওয়া**—পিছন ফিরিয়া বা ঘাড় ফিরাইয়া দেখা; অপ্রসন্নতা জ্ঞাপনের পর প্রসন্ন হওয়া। **চোখ চাওয়া-চাওয়ি**—পরস্পরের প্রতি ইঙ্গিতপূর্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ মাত্র পরস্পরকে দেখা। **মুখ চাওয়া-চাওয়ি**—পরস্পরের প্রতি চাওয়া ও পরস্পরের মনোভাব বোঝা, কিন্তু কিছু না বলা ও কাজ কিছু না করা। **চাওয়ানো**—অন্যকে চাওয়ার কাজে নিয়োজিত করা।

চাঁই—বি. প্রধান, সর্দার পাণ্ডা (দলের চাঁই); পিণ্ড, ডেলা (সোনার চাঁই); মাছ ধরিবার বাঁশের শলা দিয়া তৈরি খাঁচা-বিশেষ। [বাং]। **চাঁই-চোর**—ঝানু চোর।

চাঁচ—[সং চঞ্চা] বি বাঁশের বা নলের বেতি দিয়া প্রস্তুত চেটাই, দর্মা; পাত-গালা (কলাপাতি চাঁচ—যে গালা দেখিতে কচি কলাপাতের মত পাত্‌লা ও স্বচ্ছ)। [বাহির করা হয়।

চাঁচ-দা—যে দা দিয়া খেজুর গাছ চাঁচিয়া রস

চাঁচর—ণ. কোঁকড়া, কুঞ্চিত (চাঁচর চিকুর)। **চাঁচর, চাঁচরী**—হোলির পূর্বে যে অগ্নি-উৎসব করা হয়, নেড়াপোড়া।

চাঁচনি, চাঁছনি—চাঁছিয়া তোলা খাদ্যাংশ; যাহার দ্বারা চাঁছা হয়।

চাঁচা, চাঁছা—ক্রি. অস্ত্রের দ্বারা উপরের আবরণ উঠাইয়া পরিষ্কার ও মসৃণ করা। ণ. পরিষ্কৃত ও মসৃণ। **চাঁছা গলা**—নির্দোষ গানের গলা। **চাঁছা-ছোলা**—ণ. পরিষ্কৃত ও মসৃণ; সোজাসুজি, মায়ামমতা বা প্যাঁচকের বর্জিত (চাঁছা-ছোলা কথা)। **চাঁছা-পুঁছা**—হাঁড়িতে যাহা লাগিয়া থাকে তাহা চাঁছিয়া পাওয়া, সর্বশেষের অতি অল্প অংশ।

চাঁচি, চাঁছি—বি. দুধের বা ব্যঞ্জনের পাত্রে লাগিয়া থাকা অংশ যাহা চাঁছিয়া তোলা হয়; এরূপ চাঁছিয়া তোলা দুধের সর। [বাং]

চাঁচুনি—বি. চাঁছার কাজ; কাঠের চাঁছিয়া তোলা ক্ষুদ্র পাতলা অংশ। [বাং]।

চাঁটী, চাটি—বি. বাদ্যযন্ত্রের উপরে চপেটাঘাত; মাথায় অবজ্ঞাজ্ঞাপক চপেটাঘাত (তবলায় চাঁটী; মাথায় দুটো চাঁটী দিয়ে দাও)। [বাং]।

চাঁড়াল—[সং চণ্ডাল] বি. হিন্দু জাতি-বিশেষ, চণ্ডাল (অবজ্ঞার্থে)। **চাঁড়ালে রাগ**—সহজেই হয় এমন প্রচণ্ড ক্রোধ। স্ত্রী. **চাঁড়ালনী**।

চাঁদ—[সং চন্দ্র] বি. চন্দ্র; চাঁদের মত সুন্দর ও আনন্দদায়ক (চাঁদমুখ); (ব্যঙ্গার্থে) কুৎসিত ব্যক্তি (তুমি কোন্ গগন থেকে নেমে এলে চাঁদ—দ্বিজেন্দ্রলাল)। **চাঁদ-কপালে**—ণ. যাহার কপালে চাঁদের মত চিহ্ন (চাঁদ-কপালে বাছুর)। **চাঁদবদনী**—চাঁদের মত সুন্দর মুখ-বিশিষ্টা। **চাঁদপানা**—চাঁদের মত সুন্দর। **চাঁদ-মারি**—লক্ষ্যভেদ শিক্ষার্থ চাঁদের মত চিহ্নযুক্ত লক্ষ্য, target. **চাঁদ হাতে দেওয়া**—অত্যন্ত খুশী করা, দুর্লভ সুখ-সৌভাগ্যের ভাগী করা। **চাঁদমালা**—শোলা ও রাঙতা দিয়া তৈরি মালা-বিশেষ। **চাঁদের হাট**—ধনজন-পূর্ণ সুখের সংসার।

চাঁদড়—বি. সর্প-বিষঘ্ন ওষধি-বিশেষ। [বাং]।

চাঁদনি, চাঁদিনী—(কথ্য চান্নি) ণ. জ্যোৎস্না-ময়ী (চাঁদিনী যামিনী); বি. চাঁদোয়া।

চাঁদা—বি. চাঁদ (চাঁদমামা); চাঁদামাছ; কোন কাজের জন্য দশ জনের নিকট হইতে সংগৃহীত অর্থ, subscription; সংবাদপত্রের বাৎসরিক ত্রৈমাসিক ইত্যাদি এককালীন মূল্য; জ্যামিতির কোণমানযন্ত্র (protractor)। [বাং]

চাঁদাড়—(প্রাদেশিক চান্দর, চাঁদর)। বি. গৃহের পশ্চাৎভাগ (চাঁদাড়ের বেড়া)। [বাং]

চাঁদি,-দী—বি. (চাঁদের মত সুন্দর) খাঁটি রূপা; মাথার উপরিভাগ, ব্রহ্মতালু। [বাং]

চাঁদোয়া—বি. শামিয়ানা। [চন্দ্রাতপ]।

চাঁন—চাঁদ। [চম্পক]।

চাঁপা—বি. চম্পক পুষ্প ও বৃক্ষ; কদলী-বিশেষ।

চাঁপি—বি. কাঁঠালের কোয়ার গায়ে চাঁপার পাপড়ির মত যে নরম অংশ লাগিয়া থাকে; কাঁঠালের ভোঁতা। [বাং]

চাক—বি. মৌচাক (চাক-ভাঙ্গা মধু); চক্রাকার মাটির বেড়, পোড়াইয়া কূপ নির্মাণে ব্যবহৃত হয়; কুম্ভকারের চক্র (কুমারের চাক)। **চাকচাক**—চক্রাকার টুক্‌রা (ছুরি দিয়া চাকচাক করিয়া কাটা)।

চাকচক্য,-চিক্য—বি. উজ্জ্বল্য, দীপ্তি, বাহিরের ছটা (চাকচিক্যে ভুলিও না)।

চাকতি, চাক্তি—বি. চাকার মত গোলাকার ও চেপ্টা জিনিস (মুড়ির চাক্তি)।

চাকন চিকন—বি. বাহিরের চাকচিক্য (বর্তমানে তেমন ব্যবহৃত হয় না)।

চাকর—[ফা.] বি. ভৃত্য, পরিচারক, আজ্ঞাবহ। স্ত্রী. **চাকরানী**। **চাকর-বাকর**—চাকর ও তৎজাতীয় সেবক। **চাকরান**—চাকরকে মাহিনার পরিবর্তে দেওয়া নিষ্কর জমি।

চাক(কু)রি—কোন অফিস বা ব্যক্তির অধীনে মাহিনা লইয়া করা কাজ। **চাকরি-বাকরি**—চাকরি ও তৎ-জাতীয় জীবিকা। **চাকরে, চাকুরে, চাকুরিয়া**—যে চাকরি করে, কর্মচারী।

চাকলা—[ফা. চক্‌লা] বি. কতকগুলি পরগণার সমষ্টি। **চাকলাদার**—চাকলার অধিকারী; উপাধি-বিশেষ; জমীদারের কর্মচারী-বিশেষ।

চাকা, চাখা—ক্রি. স্বাদ গ্রহণ করা। **মজা চাখা**—ভোগ করিয়া আনন্দ লাভ করা; (বিদ্রূপে) মজা টের পাওয়া, শাস্তি ভোগ করা।

চাকা—বি. চক্র, চেপ্টা ও গোলাকার খণ্ড। [চক্র] **চাকাচাকা**—চক্রাকার খণ্ড অথবা চিহ্ন (চাকাচাকা মাছ, চাকাচাকা দাগ)। **চাকা-মুখ**—গোলাকার মুখ।

চাকি,-কী—বি. কানের অলঙ্কার-বিশেষ; যাঁতা; রুটি বা লুচি বেলিবার কাঠের বা পাথরের ছোট পাটা। [তুঃ হিন্দী চক্কি]

চাকী—হিন্দু পদবী-বিশেষ।

চাকু—[তুর্কী] ছুরি। (পূর্ববঙ্গে চাকু)।
চাক্ষুষ—ণ. চোখে দেখা, প্রত্যক্ষ। [চক্ষুস্+অ]।
চা-খড়ি—বি খড়িমাটি। [chalk+খড়ি]
চাখা—চাকা দ্রঃ।
চাগা—ক্রি. প্রবল হওয়া; উদ্রিক্ত হওয়া। **চাগানো**—জাগাইয়া তোলা; উত্তেজিত করা।
চাঙ্গ, চাঙ্—বি. মঞ্চ, মাথার উপরকার মাচান। **চাঙ্গে তুলিয়া রাখা**—সাধারণ ব্যবহারে না লাগিতে দেওয়া।
চাঙ্গড়, চাঙ্গড়া—বি. বড় ডেলা; তাল; খণ্ড (মিছরির চাঙ্গড়া)। [বাং]
চাঙ্গা—ণ. সজীব, সবল, অবসাদহীন, কর্মোদ্যম-পূর্ণ। [চঙ্গ]। **চাঙ্গা হওয়া**—সজীব সতেজ হইয়া উঠা। [ঝুড়ি। [বাং]।
চাঙ্গাড়ি,-ড়ী চ্যাঙারি—বি. চওড়া মুখ
চাচা—[সং তাত] বি. পিতৃব্য। স্ত্রী. **চাচী**। **চাচাত**—খুড়তুতো বা জ্যাঠতুতো।
চাঞ্চল্য—বি. চঞ্চলতা, অধীরতা; উদ্বেগপূর্ণভাব (চারদিকে চাঞ্চল্য দেখা দিয়াছে)। [চঞ্চল+য]
চাট—বি. আনুষঙ্গিক মুখরোচক খাদ্য (মদের চাট)।
চাট, চাটি—বি. গরু প্রভৃতির পিছনের পায়ের লাথি (চাট মারা)। [বাং]।
চাটনি—বি. চাটিয়া খাইবার যোগ্য মুখরোচক খাদ্য। [হি.]।
চাটা—[হি. চাটনা] ক্রি. জিহ্বা দ্বারা লেহন করা। বি. চাটন। **চাটাচাটি**—গরু প্রভৃতি জন্তুর পরস্পরের অঙ্গ লেহন; (তাহা হইতে) প্রীতি-প্রণয় জ্ঞাপন, দহরম মহরম (বিদ্রূপে)। **পা-চাটা**—ণ. হীন খোসামুদে। **পা চাটা**—ক্রি. তোষামোদ করা। **পাত-চাটা**—ণ. অপরের অনুগ্রহজীবী। **পাত চাটা**—অতি হীন হইয়া অপরের অনুগ্রহ কামনা করা। **ক্ষেন-চাটা**—(গ্রাম্য) ণ. কুকুরের মত হীন প্রসাদজীবী।
চাটি—চাট দ্রঃ।
চাটিগাঁ—বি. চট্টগ্রাম। [প্রাদে]।
চাটু—বি. মিথ্যা প্রিয় বাক্য, তোষামুদের কথা। [সং]। **চাটুকার**—ণ. তোষামুদে; বিদূষক, ভাঁড়। **চাটুভাষী** (-ষিন্)—চাটুবাদী। **চাটুবৃত্তি**—খোসামুদের কাজ। **চাটুক্তি**—কপট প্রশংসা; মিথ্যা স্তুতি।
চাটু—বি. গভীর পাত্র যাহাতে রুটি ইত্যাদি সেঁকা হয়, তাওয়া। [বাং]

চাটুজ্যে, চাটুতি—চট্টোপাধ্যায় (চাটুতি গ্রাম নিবাসী বলিয়া)।
চাট্টি, চাট্টে—ণ. (চারটি) সামান্য, অল্প কিছু (চাট্টি ভাত); চারিটি (চাট্টে হাত)। **চাট্টি-খানিক, চাট্টিখানি**—অল্পস্বল্প, সামান্য (চাট্টিখানিক কথা নয়)।
চাড়—বি. আগ্রহ, উৎসাহ, উদ্যোগ (কাজের চাড়; খাওয়ার চাড়); খুলিবার জন্য বা তুলিবার জন্য সাঁড়াশি ইত্যাদি ঢুকাইয়া বল প্রয়োগ (চাড় দিয়া তালা ভাঙ্গা)।
চাড়—বি; ঠেকনো, prop (চাড়া দেওয়া); খাপ্‌রা, খোলাম-কুচি; নখর (প্রাদেশিক)।
চাড়া—বি. উত্তোলন (গোঁপে চাড়া দেওয়া; **মাথা চাড়া দেওয়া**—মাথা তোলা); ঠেকনো (চাড়া দিয়া রাখা ছাদ); নখ।
চাড়ি, চাড়া, চাটি—বি. মাটির বড় গামলা, নাদা। [বাং]। **চাড়ি খাওয়া**—জাবনা খাওয়া; খাইয়া দাইয়া মোটা হওয়া (ছমাস চাড়ি খাওগে তাহলে পারবে—প্রাদেশিক)।
চাণক্য—বি. সুপ্রসিদ্ধ প্রাচীন রাজনীতিজ্ঞ। **চাণক্যনীতি**—কুটিল রাজনীতি। **চাণক্য-শ্লোক**—চাণক্য-রচিত জ্ঞানপূর্ণ সংস্কৃত শ্লোক-সমূহ। [স্ত্রী. **চাণ্ডালী**।
চাণ্ডাল—বি. চণ্ডাল; নিষাদ। ণ ভীষণ; ক্রূর।
চাতক—বি. পক্ষী-বিশেষ, ফটিক-জল পাখী (কবি-প্রসিদ্ধি এই যে, চাতক মেঘের জল ভিন্ন অন্য জল পান করে না এবং সেই জলের জন্য 'ফটিক জল ফটিক জল' বলিয়া ডাকে)। [চত্+অক]। স্ত্রী. **চাতকী, চাতকিনী**।
চাতর—বি. ফাঁদ; চাতুরী; ষড়্‌যন্ত্র; হাট; নগরের জনবহুল স্থান (ফুল্লরা পসরা করে নগর চাতরে—কবিকঙ্কণ)। [চাতুরী; চত্বর]
চাতাল—বি. শান বাঁধানো খোলা জায়গা (ঘাটের চাতাল); রোয়াক। [চত্বাল]
চাতুরালি,-লী—বি. চতুরতা, শঠতা, ছলনা।
চাতুরী,চাতুর্য—বি. চতুরতা; নৈপুণ্য (বাক্‌ চাতুরী); শঠতা, ধূর্ততা, চালাকি। [চতুর+অ+ঈ, চতুর+য্য]।
চাতুরাশ্রমিক—ণ. চার আশ্রম সম্বন্ধীয়। [চতুরাশ্রম+ষ্ণিক]।
চাতুর্বর্ণ্য—বি. ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়াদি চারি বর্ণ; এই চারি বর্ণের অনুষ্ঠেয় কর্মাদি। [চতুর্বর্ণ+য]

চাতুর্মাস্য—বি. ণ. আষাঢ় মাসের শুক্লা দ্বাদশী অথবা পূর্ণিমা হইতে কার্তিক মাসের শুক্লা দ্বাদশী বা পূর্ণিমা পর্যন্ত ব্যাপ্ত ব্রত-বিশেষ। [চতুর্মাস+য]

চাতুর্য—বি. চতুরতা, কৌশল, নৈপুণ্য (নির্মাণ-চাতুর্য)। [চতুর+য]

চাদর—[ফা. চাদর] বি. উড়ানী, উত্তরী, বিছানার আস্তরণ; পাত্‌লা ও চওড়া পাত (লোহার চাদর, পিতলের চাদর)।

চান—[সং স্নান] বি. স্নান, [চন্দ্র] চাঁদ।

চানকানো—ক্রি. অল্প ভাজা; জড়তা দূর করা; সূর্যের তাপে ফল ফাটিয়া বীজ বাহির হওয়া; রোদে কিছু শুকান ও গরম করা; বার্নিশ বা রং করিয়া উজ্জ্বল করা; প্রতিমার চক্ষুতে রং ইত্যাদি দিয়া জীবন্তের মত করা।

চানা—বি. ছোলা। [হি.]। **চানাচুর**—ছেঁচা ছোলা লঙ্কা হলুদ প্রভৃতি মাখিয়া ভাজা।

চান্দ—(ব্রজবুলি) চাঁদ।

চান্দনী—চন্দনা পক্ষী; চাঁদিনী।

চান্দরা—বি. দোচালা ঘরের পাশের দিকের দেওয়ালের ত্রিকোণাকৃতি মাথা, gable. [বাং]

চান্দা—বি. চাঁদ; চন্দ্রের আকৃতির অলঙ্করণ; ময়ূরপুচ্ছের চন্দ্র; চাঁদোয়া। [বাং]

চান্দ্র—বি. চন্দ্র-বিষয়ক বা সম্পর্কিত; চন্দ্রলোক; চান্দ্রায়ণ ব্রত। [চন্দ্র+অ]। **চান্দ্র বৎসর**—বারো চান্দ্র মাসের সমষ্টি। **চান্দ্র মাস**—শুক্লাপ্রতিপদ হইতে অমাবস্যা পর্যন্ত ৩০ তিথির সমষ্টি।

চান্দ্রায়ণ—বি. দীর্ঘকালব্যাপী ব্রত বা প্রায়শ্চিত্ত-বিশেষ (এই ব্রতপালনকারী চন্দ্রের হ্রাসবৃদ্ধি অনুসারে খাদ্যের হ্রাসবৃদ্ধি করেন)।

চাপ—বি. ভার, pressure (রক্তের চাপ); পীড়ন, পেষণ (কাজের চাপ); পরোক্ষ পীড়ন (চাপ দিয়া কথা বাহির করা); জমাট দ্রব্য, চাঙড়া (মাটির চাপ ভেঙ্গে পড়ছে; চাপ চাপ রক্ত); সংলগ্নতা, লাগালাগি (এক চাপে বহু ঘর প্রজা)। [সং]। **উপর চাপ**—উপর হইতে চাপ; উপরওয়ালার পীড়ন; মিথ্যা বদনাম। **বুকচাপ**—বুকে কিছু চাপিয়া রহিয়াছে, এমন বোধ। **চাপ-চাপ**—জমাট, ডেলা-ডেলা (চাপ চাপ রক্ত)।

চাপ—বি. ধনুক (বাসবের চাপ)। [সং]। **চাপী (-পিন্)**—ধনুকধারী সৈন্য। **চাপগার**—ধনুকের ব্যবহার সম্বন্ধে অভিজ্ঞ। [সং চাপ+ফা. গার]। বি. **চাপগারি**—ধনুর্বিদ্যা।

চাপকান—বি. লম্বা জামা-বিশেষ। [ফা.]।

চাপ জরিপ—মৌজায় কোন্ শ্রেণীর কত জমি আছে, তাহা মাপিয়া নির্ণয় করা।

চাপট, চাপড়—বি. চপেটাঘাত; মৃদু করাঘাত; চাপ, ভিড় (সৈন্যের চাপট)। [চর্পট]

চাপড়া, চাবড়া—বি. চওড়া মাটির ডেলা বা চাপ (ঘাসের চাপড়া)। [বাং]

চাপড়ানো—ক্রি. চাপড় মারা, করতল দ্বারা মৃদু আঘাত করা। **কপাল চাপড়ানো**—ব্যর্থতায় ও ক্ষোভে কপালে করাঘাত করা। **গালে মুখে চাপ্‌ড়ানো**—এরূপ করাঘাত করিয়া ক্ষোভ প্রকাশ করা অথবা নিজেকে ধিক্কার দেওয়া। **পিঠ চাপড়ানো**—উৎসাহ বা উস্কানি দান। **বুক চাপড়ানো**—শোকে দুঃখে অথবা অভিসম্পাতে বক্ষে করাঘাত। বি. **চাপড়ানি**।

চাপদণ্ড—বি. যে যন্ত্রের দ্বারা চাপ দিয়া জল উপরে তোলা হয়। [সং]

চাপদাড়ি—[হি.] বি. মুখভরা ঘন দাড়ি।

চাপরাশ—বি. অফিস বা উপরওয়ালার পরিচয়-সূচক পিতলাদির ফলকচিহ্ন (সিপাই, আরদালী প্রভৃতির কোমরে বুকে অথবা পাগড়ীতে ব্যবহৃত হয়)। [ফা. চপ্‌রাস্ত]। **চাপরাশী**—আরদালী, পেয়াদা।

চাপল, চাপল্য—বি. চপলতা, অস্থিরতা; ঔদ্ধত্য। [চপল+অ, য]।

চাপা—ক্রি. ভার রাখা; পেষণ করা; ভার পড়া (সংসারের ভার তার উপর চাপ্‌ল); টেপা (গা চাপা); লুকান, প্রকাশ না করা (কথাটা চেপে গেল); আরোহণ করা (নৌকায় চাপা); অধিকার করা, প্রভাবিত করা (খুন চাপা; গ্রীকরা ভারতবর্ষে চেপে বসতে পারেনি)। **চাপাচাপি**—ঘেঁষাঘেঁষি, পীড়াপীড়ি, ঢাকা-ঢাকি, গোপনতা। **চাপা পড়া**—ঢাকা পড়া, গৌণ বিবেচিত হওয়া। **চাপা দেওয়া**—আচ্ছাদিত করা, গোপন করা। **চাপিয়া ধরা**—পীড়াপীড়ি করা, অনুনয়-বিনয় করা; জবাবদিহি করা (যারা উপস্থিত ছিল, তাদের চেপে ধর)। **চাপিয়া বসা**—ঠাসিয়া বসা, দীর্ঘকালের জন্য বসা, সম্পূর্ণভাবে অধিকার

করা। **ঘাড়ে ভূত চাপা**—বেয়ারা নেশার বা খেয়ালের বশীভূত হওয়া। **ঘাড়ে চাপা**—গলগ্রহ হওয়া; বাধ্য হইয়া দায়িত্ব গ্রহণ করা।

চাপা—ণ. যে মনের কথা তেমন খুলিয়া বলে না (চাপা লোক); বসা, অনুচ্চ (চাপা গলা)। অস্ফুট (চাপা হাসি)। [বাং]। **ঘাড়ে চাপা লোক**—অপরের উপর ভর করিতে যাহার আত্মসম্মানে বাধে না।

চাপাটি, চাপাতি—[সং চর্পটী] বি. হাতে চাপড়াইয়া বানানো রুটি; আটা ময়দা প্রভৃতির হাতে বেলিয়া প্রস্তুত করা রুটি।

চাপাদার—বি. যাহারা মাল কাঁটায় তোলে ও মাপিয়া নামায়। [বাং]

চাপান—বি. তর্জা প্রভৃতি গানে প্রতিপক্ষের সম্মুখে কূট প্রশ্নাদি স্থাপন। **চাপানসারা**—নৌকারোহীদের শয়নের পূর্বে বাঘের আক্রমণ হইতে রক্ষা পাইবার জন্য মন্ত্র পড়া। (প্রাদে.)।

চাপানো—ক্রি. বোঝাই করা (গাড়ীতে মাল চাপানো); দায়িত্ব স্থাপন (পিতার যত ঋণ সব পুত্রের ঘাড়ে চাপানো হউক); তীরে ভিড়ানো।

চাপিল—সংকীর্ণ পরিসর। [প্রাদেশিক]।

চাবকানি—বি. চাবুকের প্রহার, আঘাত।

চাবড়া—চাপড়া দ্রঃ।

চাবানো—ক্রি. চর্বণ করা (হাড় চাবানো); চর্বণবৎ বেদনা বোধ (গা হাত পা চাবাচ্ছে)। (পূর্ববঙ্গে চলিত)। **কথা চাবানো**—পরিষ্কার করিয়া কিছু না বলা।

চাবি,-বী—[পর্তু. chave] বি. তালা খুলিবার ছোড়ান। **চাবিকাঠি**—চাবি, ছোড়ান, কুঞ্জী; নিয়ন্ত্রণের যন্ত্র। **চাবি দেওয়া**—তালা বন্ধ করা; ঘড়ি ইত্যাদি যন্ত্রের স্প্রিং আঁটিয়া দেওয়া যাহার ফলে ঘড়ি চলে।

চাবুক—[ফা.] বি. বেত; ঘোড়া চালাইবার কশা। **চাবুকমারা**—কশাঘাত করা; তীব্র চেতনা দান বা অপমান করা। **চাবকানো**—চাবুক মারা, সচেতন অথবা অপমান করিবার জন্য অতি কড়া কথা বলা। বি. **চাবকানি**।

চাম—[সং চর্ম] বি. চামড়া। **চাম দড়ি**—তাঁতের রজ্জু; তাঁতের রজ্জুর মত কৃশ (খেটে খেটে চামদড়ি হয়ে গেছে)] **চাম আঁঠালু**—ছোট আঁঠালু বিশেষ। **চামঠুলী**—চামড়ার ঠুলী। **চামদল**—এক প্রকার বসন্ত রোগ। **চাম বাদুড়**—ছোট বাদুড়; কৃশ (খাওয়া নাই দাওয়া নাই পথে পথে বেড়িয়ে চাম বাদুড় হয়েছে—সাধারণতঃ অল্পবয়স্কদের সম্বন্ধে বলা হয়)।

চামচ, চামচে—[সং. চমস; ফা. চম্‌চহ্] বি. অন্ন-ব্যঞ্জনাদি তুলিবার ছোট হাতা, spoon.

চামচিকা—[সং. চর্মচটিকা] বি. ছোট বাদুড়-জাতীয় জীব বিশেষ।

চামড়া—[সং. চর্ম] বি. পশুর ত্বক্, ছাল। **চোখের চামড়া না থাকা**—চক্ষুলজ্জা না থাকা। **চামড়া পুরু, গায়েণ্ডারের চামড়া**—সূক্ষ্ম-অনুভূতি-বর্জিত, অপমানে যাহার চৈতন্য হয় না। **পিঠের চামড়া তোলা**—কঠিন প্রহার দেওয়া।

চামর—বি. চমরী গরুর পুচ্ছলোম-নির্মিত ব্যজন বিশেষ। **চামরগ্রাহ্**—চামরধারী। **চামরধারিণী**—চামর দ্বারা বীজনকারিণী। **চামরপুষ্প**—যাহার ফুল চামরের ন্যায় গুচ্ছে গুচ্ছে জন্মে, সুপারী আম কাশ কেতকী ইত্যাদি গাছ। **চামরহস্ত, চামরিক**—চামরধারী, চামরের দ্বারা ব্যজনকারী।

চামরী (-রিন্)—বি. চমরী গাই; ঘোড়া। [চামর+ইন্]]

চাম্‌সা, চামসিয়া, চাম্‌সে, চিম্‌সে—ণ. শুকনা চামড়ার মত (গন্ধ বিশিষ্ট)। [বাং]

চামাটি, চামাতি—বি. চামড়ার রজ্জু; ক্ষুর ঘষার নিমিত্ত চর্মখণ্ড। [বাং]

চামার—[সং চর্মার—চর্মকার] বি. মুচি; ণ. চক্ষুলজ্জাহীন ও নির্দয়; অতি কৃপণ (চামার না কসাই)। স্ত্রী. **চামারনী**। **চামার-আলু**—আলুর মত কন্দ বিশেষ।

চামুটি—বি. চর্মের হস্ত-বন্ধনী (খড়্গ প্রভৃতি ধারণ করিবার জন্য)। [বাং]

চামুণ্ডা—বি. চণ্ড ও মুণ্ড অসুরদ্বয়ের বধকারিণী দেবী; দুর্গার মূর্তি বিশেষ [সং.]

চামেলি,-লী—বি. ফুল-বিশেষ, জাতি, jasmine.

চাম্পা—চাঁপা ফুল; কদলী বিশেষ।

চায়েন—বি. আরাম, স্বস্তি, সুখ। চয়েন দ্রঃ।

চার—বি. চর, গুপ্তচর। [সং]।

চার—চারি। **চার আনা**—সিকি টাকা; সিকি ভাগ (বিষয়ের চার আনা)। **চারকোণা**—

চতুষ্কোণ; চতুর্দিক। **চারগুণ**—বহুগুণ। **চারটা**—বেলা চারটা। **চারটি, চারিটি, চাট্টি**—অল্প, সামান্য, (চাট্টিখানি কথা)। **চারপাই,-পায়া**—খাটিয়া। **চারপো**—চার পোয়া, পূর্ণাঙ্গ। **চারচোখ এক হওয়া**—দেখা সাক্ষাৎ হওয়া। **চার হাতে খাওয়া**—তাড়াতাড়ি প্রচুর খাওয়া। **চার-হাত এক করে দেওয়া**—বিবাহ দেওয়া।

চার—বি. মৎস্যকে আকর্ষণ করিবার মশলার গন্ধ-খাদ্য (চার করা)। [বাং]। **চার ফেলা**—চার করা; কার্যসিদ্ধির জন্য কৌশলে লোভ দেখানো। [চর্+অক]।

চারক—বি. যে পশু চরায়; পিয়াল গাছ।

চারখানা—বি. চেক-কাটা কাপড়; চারিখানি।

চারচক্ষুঃ—বি. গুপ্তচর যাহার চক্ষু সদৃশ, রাজা।

চারজামা—বি. গদিযুক্ত জিন; হাওদা। [বাং]।

চারণ—বি. যে কীর্তিকথা গান করে; যাহারা বীরগাথা গাহিয়া যোদ্ধাদের উৎসাহিত করে; দেবযোনি-বিশেষ; গবাদির সঞ্চারণ (চারণ-ভূমি)। [চর্+ণিচ্+অনট্]। **চারণ-কবি**—যে কবি জাতীয় কীর্তিকথা শুনাইয়া জাতির অন্তরে নবোৎসাহের সঞ্চার করিতে চেষ্টা করে।

চারপথ—রাজপথ। **চারপাই**—দড়ি বা নেওয়ার দিয়া বোনা খাট। **চারপায়া**—চারপাই: চতুষ্পদ; চারপেয়ে।

চারা—বি. ছোট গাছ; যে ছোট গাছ তুলিয়া এক স্থান হইতে অন্য স্থানে লাগান হয়। **চারা মাছ**—মাছের বাচ্চা বা পোনা। [বাং]

চারা—বি. পশুর খাদ্য; টোপ, মাছের চার। [বাং]

চারা—[ফা. চারাহ্]. বি. উপায়, গতি (কড়া কথা শুনেও চুপ করে না থেকে আর চারা কি)। **বেচারা**—নিরুপায়। **লাচার, নাচার**—নিরুপায়; শক্তিহীন।

চারি—[সং. চত্বার.] চার।

চারিত্র, চারিত্র্য—বি. চরিত্র, স্বভাব, মহৎ গুণাবলী; সতীত্ব। [চরিত্র+অ, য]।

চারিমা (মন্)—বি. চারুতা, কমনীয়তা [চারু+ইমন্]। [আচরণকারী (শুভচারী)।

চারী (-রিন্)—ণ. বিচরণকারী (অন্তঃপুরচারী);

চারু—ণ. সুন্দর, কমনীয়, ললিত, সুকুমার। [চর্+উ]। বি. **চারুতা**—কমনীয়তা। **চারুদর্শন**—যাহা দেখিতে সুন্দর। **চারুদেহা**—সুদর্শনা। **চারুনেত্র**—যাহার চোখ দেখিতে সুন্দর। **চারুব্রত**—কল্যাণকর্মা। **চারু-শিল্প, -কলা**—নানা ধরণের ললিত কলা, নৃত্য-গীত চিত্রাঙ্কনাদি বিদ্যা, fine arts (তুলনীয়, কারুশিল্প—crafts)। **চারুহাসী(-সিন্)**—যার হাসি সুন্দর।

চার্জ—[ই. charge] বি. অভিযোগ; অপরাধ আরোপ; দায়; দায়িত্ব; অধ্যক্ষতা (থানার চার্জে আছে)।

চার্বাক—[চারু বাক্ যাহার] পরকাল-বিরোধী ইহকাল-সর্বস্ব মতবাদী নাস্তিক ঋষি। **চার্বাক দর্শন**—বেদাদি শাস্ত্র, স্বর্গ, মুক্তি—এসব মিথ্যা, ব্রহ্মচর্য, শ্রাদ্ধাদি কর্ম সমস্তই নিষ্ফল, মৃত্যুই জীবনের শেষ, সুখভোগই জীবনের আসল ব্যাপার—এই সব মত।

চার্ম—ণ. চর্মনির্মিত, চর্ম-সম্বন্ধীয়। [চর্ম+অ]। **চার্মণ**—ণ. চর্মসমূহ, চালসমূহ। [চর্মন্+অ]। ণ. **চার্মিক**—চর্ম-নির্মিত; চর্মকার। [চর্ম+ইক]।

চাল—বি. চাউল। [বাং]। **আতপচাল, আলোচাল**—যে চাউল ধান সিদ্ধ না করিয়া প্রস্তুত হয় (বিপরীত: সিদ্ধ চাল)। **খুদ্‌ড়ি চাল**—মোটা নিকৃষ্ট চাল। **চাল চিঁড়ে বাঁধা**—কষ্টসাধ্য দূরের যাত্রার জন্য প্রস্তুত হওয়া। **চাল বাড়ন্ত**—ঘরে চাল নাই।

চাল—বি. বাঁশ খড় টিন টালি ইত্যাদি দিয়া নির্মিত গৃহের আচ্ছাদন; প্রতিমার চিত্র-সংবলিত পশ্চাৎভাগের বৃত্তাকার অংশ। [বাং]। **চাল কেটে উঠানো**—চাল নষ্ট করিয়া দিয়া ভিটা ছাড়া করা। **চালচুলা**—বাসের স্থান ও আহারের সংস্থান (চালচুলা নাই)। **চাল ছাওয়া**—রুয়া বাখারি ইত্যাদি দিয়া প্রস্তুত সাজের উপরে খড় টিন টালি প্রভৃতি দিয়া চাল প্রস্তুত করা। **চাল না চুলো, ঢেঁকি না কুলো**—একান্ত নিঃসম্বল। **চালের বাতা**—যে বাখারির সাজের উপরে চাল ছাওয়া হয় (চালের বাতায় গুঁজিয়া রাখা)।

চাল—বি. রীতি, ধরণ, পদ্ধতি (বনেদী চাল); আড়ম্বর, বাবুগিরির ঘটা; বড়াই (চাল মারা); কৌশল, ফন্দী (এক চাল চেলেছে); দাবা পাশা

ইত্যাদি খেলায় ঘুঁটির ঘর পরিবর্তন। [চল্+ ঘঞ্]। **চাল কমানো**—আড়ম্বর কমানো, ব্যয়সঙ্কোচ করা। **চাল-চলন**—রীতিনীতি ; আচরণ। **চাল দেওয়া**—বড়লোকি দেখানো; কৌশল করা। **চালবাজ**—কুচক্রী ; ধাপ্পাবাজ। **কুচাল**—মন্দ চালচলন। **গরীবানা চাল**—গরীবের যোগ্য আচরণ (বিপরীত বড়মানুষী চাল] ; **লম্বা চাল**—জাঁকজমক, অবস্থার অতিরিক্ত ব্যয়। **চালে চালে ঘর বা বসতি**—ঘন বসতি।

চালক—বি. ণ. যে চালায়, সারথি, নেতা, কাণ্ডারী ; মত্তহস্তী। [চল্+অক]

চাল্‌তা, চালিতা—বি. চাল্‌তে, অম্লস্বাদ-বিশিষ্ট সুপরিচিত ফল। [বাং]

চালন—বি. প্রেরণ ; অপসারণ ; সঞ্চালন (লাঙ্গুল চালন) ; (বাং) চালনী, sieve। ণ. **চালিত**।

চালনা—বি প্রয়োগ (অস্ত্র চালনা); অনুশীলন, চর্চা (মস্তিষ্ক চালনা, অস্ত্র চালনা) ; পরিচালনা (রাজ্য চালনা) ; স্থানান্তরিত করণ (সৈন্য চালনা)। [চল্+ণিচ্+অনট্+আপ্]। **অশ্ব চালনা**—অশ্বকে নিয়ন্ত্রিত করিয়া দৌড় করানো।

চালনি, চালুনী—বি. বহু ছিদ্রযুক্ত বাঁশের চটা বা তার দিয়া নির্মিত ছাকনী (খৈ চালুনি বা চালা, আটা চালনি)। **চালনি বলে ছুঁচ তোর মার্গে কেন ছেঁদা**—পরের অল্প দোষ চোখে পড়ে, কিন্তু নিজের বহু দোষও চোখে পড়ে না।

চাল্‌শা, চাল্‌শে—বি. চল্লিশ বৎসর বয়সে স্বভাবতঃ যে দৃষ্টিক্ষীণতা জন্মে তাহা (চাল্‌শে ধরা)। [বাং]।

চালা—বি. ছোট চাল বা আবরণ (হাটে চালা বাঁধা) ; সাড়া, চলাচলের শব্দ (মানুষের চালা পাওয়া) ; চালনি (খৈ-চালা ; আটা-চালা)। ণ. চালযুক্ত (দোচালা, আটচালা)। [বাং]।

চালা—ক্রি. চালনি দিয়া ধুলা কাঁকর প্রভৃতি পৃথক করা ; ছড়াইয়া পরিপাটি করা (কোদাল দিয়া মাটি চালা) ; ঘুঁটি এক ঘর হইতে অন্য ঘরে নেওয়া (বড়ে চালা ; গজ চালা)। **কথা চালাচালি**—কথা চালানো ; কোন ব্যাপারে মীমাংসায় পৌছিবার জন্য আলাপ।

চালাক—[ফা.] ণ. ধূর্ত ; নিজের স্বার্থ সম্বন্ধে বিশেষ সচেতন ; বুদ্ধিমান্ (চালাক-চতুর লোকের দরকার)। বি. **চালাকি**—শঠতা ; কার্য উদ্ধারের মন্দ কৌশল ; চতুরতা (চালাকির দ্বারা কোন মহৎ উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় না)। **উপর-চালাকি**—নির্বুদ্ধিতামূলক বাহাদুরি।

চালান—বি. প্রেরণ ; রপ্তানি (মাল চালান দেওয়া); বিচারার্থ আদালতে প্রেরণ (আসামী চালান দেওয়া) ; প্রেরিত মালের তালিকা, invoice ; প্রেরিত মাল (আমের চালান) ; প্রেরিত খাজনা (চালান লুটিয়া লইল)। **চালানী**—ণ. যাহা চালান দেওয়া হইয়াছে বা হইবে।

চালানো—ক্রি. চালনা করা ; পথপ্রদর্শন করা ; কর্মে নিয়োগ করা (নৌকা চালানো, আমাদের সঙ্গে পথে চালাও, ঘোড়া চালানো, কল চালানো, স্কুল চালানো) ; মন্ত্রণা দেওয়া, পরিচালিত করা (ছোকরাদের চালাচ্ছে কে ?) ; চালু করা (মেকী টাকা চালানো ; নূতন মাল বাজারে চালানো) ; প্রয়োগ করা, অস্ত্ররূপে ব্যবহার করা (ছুরি চালানো, বন্দুক চালানো, গুলি চালানো) ; ব্যয় নির্বাহ করা (সংসার চালানো ; পেট চালানো)।

চালি, চালী—বি. বাঁশ অথবা বাখারি দিয়া নির্মিত বসিবার স্থান অথবা সাজ (চাউস ঘুড়ীর চালি, দুর্গাপ্রতিমার চালি) ; চরাট, মাচা। [বাং]

চালিত—ণ. পরিচালিত, আন্দোলিত, নিয়ন্ত্রিত (যন্ত্রচালিত)। [চল্+ণিচ্-ক্ত]।

চালিয়াৎ—ণ. মিথ্যাদম্ভকারী।

চালিসা—চাল্‌শা দ্রঃ।

চালু—বি. ণ. সচল, প্রচলিত ; যাহার কাটতি বা চাহিদা আছে (চালু কারবার ; নূতন ফ্যাসান চালু করা, মাল চালু করা)।

চাষ—বি. শস্য উৎপাদনের জন্য ভূমি কর্ষণ ; খাদ্য বা ব্যবহার্য বস্তু উৎপাদন (মাছের চাষ, ফলের চাষ, তুলার চাষ) ; চর্চা (বুদ্ধির চাষ)। [বাং]। **চাষবাস**—কৃষিকর্ম। **চাষা**—কৃষক (চাষা ধোবা, চাষা কৈবর্ত্ত) ; অসভ্য, গোঁয়ার, অমার্জিত ব্যক্তি (গালি—লেখাপড়া একটু শিখেছ হয়ত, কিন্তু আসলে রয়ে গেছ চাষা)। **চাষী**—কৃষক। **চাষাড়ে**—চাষার তুল্য, অমার্জিত। **চাষা-ভুষা**—চাষী ও সেই শ্রেণীর অশিক্ষিত লোক। **দুই চাষ**—দুইবার চষা।

চাহন—বি. চাওয়া ; অবলোকন (বর্তমানে তেমন ব্যবহার নাই)। [বাং]। **চাহনি**—বি. চাউনি, দৃষ্টি, কটাক্ষ; সানুরাগ অথবা অর্থপূর্ণ নেত্রপাত।

চাহা—ক্রি. চাওয়া ; আকাঙ্ক্ষা করা ; অভিলাষ

করা, প্রার্থনা করা। **পথ চাহিয়া**—অপেক্ষায় বসিয়া থাকিয়া।

চাহ্যা—ক্রি. তাকানো ; দৃষ্টিপাত করা (**চাহিয়া দেখা**—অবলোকন করা ; মনোযোগপূর্বক দেখা)। [হি.] বি. ছোট পাখী-বিশেষ, কাদাখোঁচা, snipe (চা-ও বলা হয়)।

চাহারম্—[ফা. চাহারম্] ণ. চতুর্থ। **চাহারম্ জমি**—চতুর্থ শ্রেণীর অর্থাৎ নিকৃষ্ট জমি ; যে জমিতে ষোল আনার পরিবর্তে চারি আনা আন্দাজ ফসল পাওয়া যায়। **জামাতে চাহারম্**—চতুর্থ শ্রেণী। [অপ্রচলিত)।

চাহি, চাহিয়া—চেয়ে ; চাইতে (বর্তমানে

চাহিদা—[হি. চাহিতা—বাঞ্ছিত, প্রিয়] বি. প্রয়োজন ; টান, demand (বাজারে এ মালের খুব চাহিদা)। **চাহিদা মিটানো**—প্রয়োজন মত যোগানো।

চিংড়ি,-ড়ী—বি. সুপরিচিত জলজীব (চিংড়ি মৎস্য নয়। চিংড়ি নানা শ্রেণীর—কুচো, গলদা, বাগ্দা, মোচা ইত্যাদি)। [চিঙ্গট]

চিঁচিঁ—পক্ষি-শাবকের স্বর ; পাখীর আর্তস্বর। **ধরলে চিঁচিঁ করে, ছেড়ে দিলে পাকসাট মারে**—চাপিয়া ধরিলে কাতর হইয়া পড়ে কিন্তু ছাড়িয়া দিলে পুনরায় দুরন্তপনা সুরু করে।

চিঁড়া, চিঁড়ে—বি. চিপিটক, সিদ্ধ ধান ভানিয়া চেপ্টা করা সুপরিচিত খাদ্য। **চিঁড়া কোটা**—ঢেঁকিতে চিঁড়া প্রস্তুত করা (ভিজা ধান অল্প ভাজিয়া গরম গরম ঢেঁকিতে চেপ্টা করা হয়)। **চিঁড়েচেপ্টা**—প্রবল চাপের ফলে চেপ্টা বা সম্পূর্ণ দমিত। **কথায় চিঁড়ে ভেজেনা**—শুধু মুখের কথায় নয়, কাজেও দেখানো চাই।

চিঁহিচিঁহি, চিঁহি, চিঁহিঁহিঁ—হ্রেষা, ঘোড়ার ডাক।

চিক—বি. কণ্ঠভূষণবিশেষ ; বাঁশের শলা দিয়া প্রস্তুত পর্দা। [তুর্কী চিক]।

চিক্‌চিক্—ঈষৎ দীপ্তি প্রকাশ (শিশিরভেজা পাতার উপরে চাঁদের কিরণ চিক্‌চিক্ করিতেছে)। ণ. **চিক্‌চিকে**। [প্রাদেশিক]।

চিকটা—ণ. ময়লাযুক্ত ও তৈলাক্ত, তেলচিটে।

চিকণ,-ন—[সং. চিক্কণ ; তেলেগু, চিক্কণি—সুন্দর] ণ. সূক্ষ্ম (চিকণ কাপড়, চিকণ কাজ) ; সুন্দর, উজ্জ্বল, চিত্তাকর্ষক (চিকন কালা—সুন্দর শ্রীকৃষ্ণ ; চিকন গাঁথনি)। বি. সূঁচের সূক্ষ্ম কারুকার্য। [ফা. চিকিন]। **চিকণানো**—মসৃণ ও উজ্জ্বল করা। **চিকনাই, চেকনাই**—ঔজ্জ্বল্য ; চর্বি (খুব চেকনাই হয়েছে দেখছি—বাড়াবাড়ি অথবা দুষ্টামির জন্য অবজ্ঞা-প্রকাশক অথবা তিরস্কারপূর্ণ উক্তি)। **চিকণের কাজ**—সূক্ষ্মসূচীকর্ম, embroidery। **চিকনিয়া**—মনোহর করিয়া (বর্তমানে অপ্রচলিত)।

চিকমিক—ক্ষণকালব্যাপী দীপ্তি প্রকাশ। ণ. চিকমিকে।

চিকা—[প্রাদেশিক] বি. ছুঁচা। [চিক্ক]

চিকারী—বি. সেতারে সংলগ্ন অতিরিক্ত কয়েকটি তার। [হি.]।

চিকি—বি. সিদ্ধ করা সুপারি যাহার কাটা অংশগুলি মসৃণ দেখায় (চিকি সুপারি)। [বাং]।

চিকিৎসক—বি. যে ব্যাধির চিকিৎসা করে, বৈদ্য ডাক্তার হেকিম প্রভৃতি। [সং]। **চিকিৎসা**—রোগের প্রতিবিধান (গ্রাম্য—চিকিচ্ছা)। [কিত্ +সন্ আ]। **চিকিৎসনীয়, চিকিৎস্য**—চিকিৎসার যোগ্য (দুশ্চিকিৎস্য ব্যাধি)। **চিকিৎসিত**—যাহার চিকিৎসা করা হইয়াছে। **চিকিৎসা-শাস্ত্র**—চিকিৎসা-বিজ্ঞান।

চিকীর্ষা—বি. করিবার ইচ্ছা, করণেচ্ছা। [কৃ+সন্ আ]। **চিকীর্ষক, চিকীর্ষু**—করিতে ইচ্ছুক।। **চিকীর্ষিত**—অভিলষিত।

চিকুর—বি. কেশ ; বিদ্যুৎ। [চি+কুর]। **চিকুর-জাল**—কেশদাম। **চিকুর ঝলা**—বিদ্যুদ্দীপ্তি।

চিক্কণ—ণ. মসৃণ, চক্‌চকে। বি. সুপারি গাছ ও ফল। **চিক্কণা**—যে গাভীর গাত্রচর্ম চিক্কণ, উৎকৃষ্ট গাভী। **চিক্কণী**—সুপারি ফল।

চিক্কার, চিক্কুর—চীৎকার। (পূর্ববঙ্গে চিক্কৈর)।

চিঙ্গট,-ড়—চিংড়ী মাছ। [সং]।

চিচিঙ্গা—[সং চিচিণ্ড] বি. সবুজ লম্বা তরকারী-ফল-বিশেষ, snake-gourd.

চিজ, চীজ—[ফা. চীজ] বি. বস্তু, সামগ্রী ; মূল্যবান অথবা (বিদ্রূপে) অদ্ভুত বস্তু বা ব্যক্তি (সে এক চীজ)। [চিৎ+শক্তি]।

চিচ্ছক্তি—বি. চৈতন্য ; ঈশ্বরের চৈতন্য-শক্তি।

চিঞ্চা—বি. তেঁতুল ; তেঁতুলের গাছ। [সং]। **চিঞ্চাম্ল**—তেঁতুলের অম্ল, tartaric acid।

চিঞ্চিনি—চিন্ চিন্ অনুভূতি, রক্ত-চলাচল কোন অঙ্গে বন্ধ থাকিলে যে অনুভূতি হয়, ঝিঁঝিনি।

চিট—বি. কাগজের ছোট টুক্‌রা। [হি.]।

চিট—বি. চটচটে জিনিস; গুড় বা চিনি জ্বাল দিয়া তৈয়ারী নরম চটচটে খাদ্য বিশেষ। [প্রাদেশিক]

চিট্‌চিট্‌—আঠা-আঠা (বেশী আঠা অর্থে চট্‌চট্‌)।

চিটকা, চিটকে—বি. অগভীর পাত্র। ণ. খুব আঠাযুক্ত; খুব লাগিয়া থাকে এমন (চিট্‌কে গুড়; চিটকে মাটি)। [প্রাদেশিক]

চিটা—বি দানাহীন গুড় বা ঝোলা গুড় (তামাক মাখায় ব্যবহৃত হয়); যে ধানের ভিতরে চাউল নাই, আগড়া। শিটা দ্রঃ। [বাং]

চিটি, চিঠি—বি. পত্র, লিপি, সম্বোধন পূর্বক লেখন। **চিঠি-চাপাটি**—চিঠি ও তজ্জাতীয় লেখা। **চিঠিপত্র**—চিঠি। **উকিলের চিঠি**—নালিশ করা হইবে এই ভয় দেখাইয়া চিঠি (উকিলের দ্বারা প্রেরিত)। **উড়ো চিঠি**—বেনামী চিঠি (সাধারণতঃ কুৎসাপূর্ণ গোপনকথা-পূর্ণ অথবা শাসানিপূর্ণ চিঠি)।

চিঠা—বি. লেনদেন-এর খাতা; জরীপ করা জমির বিস্তৃত বিবরণ। [বি.]

চিড়—বি. ফাট, চেরা অবস্থা বা জায়গা (চিড় খাওয়া)। **চিড়চিড়, চিড়্চিড়**—ফাটিয়া যাইবার অনুভূতি, যন্ত্রণাবোধ। বি. **চিড়-চিড়ি**—ফাটিয়া যাওয়ার মত তীব্র অস্বস্তি (এখন খুব চিড়চিড়ি বেধেছে)। **চিড়বিড়**—দেহে ব্যাপক অস্বস্তি বোধ। **চিড়বিড়ানো**—চিড়বিড় করা।

চিড়িৎ—ছোট চিংড়ী মাছের মতো লাফানো (চিড়িং-ভিড়িং)।

চিড়িক—বি. হঠাৎ তীব্র যন্ত্রণাবোধ। চিড়িক মারা—দেহের কোন স্থানে হঠাৎ এমন অনুভূতি জাগা।

চিড়িতন—বি. তাসের রঙ্-বিশেষ।

চিড়িয়া—বি. পাখী; (বিদ্রূপে) অদ্ভুত জীব (আজব চিড়িয়া)। [হি.]। **চিড়িয়া-খানা**—পশুশালা, Zoo.

চিৎ—বি. চেতনা, বোধ (চিৎশক্তির দৈন্য); জ্ঞান (সৎ-চিৎ-আনন্দ) [সং]। **চিৎ, চিত**—ণ. মুখ আকাশের দিকে করিয়া শয়ান (চিৎ হইয়া শোওয়া)। [বাং]। **চিৎ হওয়া**—সম্পূর্ণ পরাজিত হওয়া। **চিৎপটাং, চিৎ-পাত**—চিৎ হইয়া পতন; একান্ত পরাভব।

চিৎকার, চীৎকার—উঁচু আওয়াজ; আর্তনাদ; চেঁচামেচি; উচ্চৈঃস্বরে ঘোষণা (দেশ দেশ বলিয়া সে কি চীৎকার)।

চিত—বি. চিত্ত [পদ্যে—চিতচোর)। [চি+ক্ত]।

চিত—বি. ণ. যাহা চয়ন করা হইয়াছে, সংকলিত।

চিতল, চিথল—[সং চিত্রফল] বি. ফলুই জাতীয় বড় মাছ। **চিতলের পেটী**—চিতলের পেটের দিকের যথেষ্ট চর্বিযুক্ত অংশ; খুব মুখরোচক জিনিস।

চিতা—বি. শবদাহের জন্য শ্মশানে নির্মিত চুল্লী; চিতি। [সং]। **চিতা সাজানো**—শবদাহ করিবার জন্য শব ও কাষ্ঠাদি যথাযথ ভাবে সাজানো; চরম ধ্বংসের আয়োজন করা। **চিতাভস্ম**—চিতার ভস্মাবশেষ। **রাবণের চিতা**—(প্রবাদ রাবণের চিতা কখনও নির্বাপিত হয় না। উহা হইতে) শোক প্রতিহিংসা অপমান ইত্যাদি জনিত অনির্বাণ অন্তর্দাহ।

চিতা—বি. চিতাবাঘ; চিতাগাছ (চিতার বেড়া); কালো প্রায় গোলাকার ছাপ (কাপড়ে চিতা পড়া; চিতা সাপ)। [চিত্র, চিত্রক]

চিতান, চিতেন—বি. কবি-গানের অংশ-বিশেষ, গানের মহড়ার পরের অংশ (চীৎকার করিয়া গাওয়া হয়)। [বাং]।

চিতানো, চেতানো—ক্রি. সচেতন করা, সক্রিয় করা (চেতাইয়া তোলা)।

চিতি সাপ, চিতী—সাপ-বিশেষ।

চিত্ত—(যদ্দ্বারা জানা যায়) বি. মন, মানব-প্রকৃতি (চিত্ত যেথা ভয়শূন্য—রবি), বিচারশক্তি (চিত্ত-চাঞ্চল্য)। [চিত্‌+ত]। **চিত্তচমৎকার**—মনের সবিস্ময় আনন্দ। **চিত্তজন্মা** (-ন্মন্)—মদন। **চিত্ত দমন**—কুপ্রবৃত্তির নিরোধ। **চিত্ত-দাহ**—মনঃক্ষোভ। **চিত্ত-নিরোধ**—চিত্তকে অন্তর্মুখী করা। **চিত্তপ্রসাদ**—মনের স্থৈর্য ও আনন্দ। **চিত্তবিক্ষেপ**—মনঃসংযমের বিপরীত, চিত্তের অপ্রকৃতিস্থ অবস্থা। **চিত্ত বিনোদন**—ণ. বি. চিত্তের আনন্দবর্ধক; চিত্তের প্রফুল্লতা সাধন। **চিত্ত-বিপ্লব, চিত্ত-বিভ্রম**—পাগ্‌লামি, উন্মাদ-রোগ। **চিত্তবৃত্তি**—চিত্তের প্রবণতা, মনোধর্ম। **চিত্তরঞ্জিনী**—চিত্তের আনন্দদায়িনী (বৃত্তি)। **চিত্তশুদ্ধি**—চিত্তের নির্মলতা; বিষয়-বাসনা পরিত্যাগ। **চিত্তহারী** (-রিন্)—মনোহর, চিত্তাকর্ষক।

চিত্তাভোগ—চিত্তের নিয়োগ বা তৎপরতা (বিশেষ বিষয়ে)। [চিত্ত+আভোগ]

চিত্যা—বি. চৈত্য, চিতা ; চয়ন, সংগ্রহ। [সং]

চিত্র—বি. ছবি, আলেখ্য, picture ; প্রতিমূর্তি ; নক্সা, অঙ্কন (পিতৃ-ভক্তির চিত্র) ; কাব্যালঙ্কার-বিশেষ। ণ. বিস্ময়কর ; বিবিধ বর্ণবিশিষ্ট (চিত্র-কণ্ঠ কপোত)। **আলোকচিত্র**—ফোটোগ্রাফ। **ছায়াচিত্র**—সিনেমা। **জলচিত্র**—Water-colour painting, জলে গোলা রঙ দিয়া আঁকা চিত্র। **তৈলচিত্র**—Oil painting, তৈলে গোলা রঙ্ দিয়া আঁকা চিত্র। **রেখা-চিত্র**—রেখার দ্বারা অঙ্কিত চিত্র, রঙের দ্বারা নহে, line sketch। **চিত্রক**—চিত্র ; তিলক ; চিতাবাঘ ; চিতা গাছ। **চিত্র-কম্বল**—গালিচা, কার্পেট, বিচিত্র বর্ণের আসন। **চিত্রক, চিত্রকর**—যে চিত্র অঙ্কিত করে। **চিত্রকলা**—চিত্রবিদ্যা। **চিত্রকাব্য**—চিত্রাকারে লিখিত কাব্য। **চিত্রকূট**—রামায়ণোক্ত পর্বত, রাম-গিরি। **চিত্রগত**—চিত্রপটে অঙ্কিত। **চিত্র-গুপ্ত**—যম-বিশেষ ; যমের লেখক। **চিত্র-নৈপুণ্য**—অঙ্কননৈপুণ্য। **চিত্রলিপি, চিত্রণ**—চিত্রকরণ, লিখন। **চিত্রপট**—চিত্র-যুক্ত পট ; চিত্র অঙ্কন করিবার পট। **চিত্র-পিচ্ছক**—যাহার লেজ বিচিত্র বর্ণ, ময়ূর। **চিত্রপুঙ্খ**—বাণ। **চিত্রপুত্তলিকা**—চিত্রার্পিত মূর্তি। **চিত্রফল**—চিতল মাছ। **চিত্রফলক**—চিত্রপট। **চিত্রবৎ**—চিত্রের মত, স্পন্দনরহিত। **চিত্রবিচিত্র**—নানা বর্ণ-শালী। **চিত্রবিদ্যা**—চিত্রকলা। **চিত্ররথ**—সূর্য ; চিত্ররথ গন্ধর্ব। **চিত্র-লেখনী**—তুলি। **চিত্র-শার্দূল**—চিতা বাঘ। **চিত্রশালা, শালিকা**—চিত্র রাখিবার গৃহ। **চিত্রা**—সাতাইশ নক্ষত্রের ১৪-শ নক্ষত্র। **চিত্রার্পিত**—চিত্রে সন্নিবিষ্ট, ছবিতে আঁকা। **চিত্রিণী**—লক্ষণ অনুসারে নারীর শ্রেণী বিশেষ (পদ্মিনী, চিত্রিণী, শঙ্খিনী, হস্তিনী ইত্যাদি)। **চিত্রিত**—অঙ্কিত, চিত্রার্পিত, বহুবর্ণযুক্ত। **চিত্রীয়-মান**—যে বা যাহা চিত্রিত হইতেছে। **চিত্রোক্তি**—দৈববাণী।

চিদাকাশ—বি. আকাশের মত নির্লিপ্ত যে পরমব্রহ্ম। [চিৎ+আকাশ]। **চিদাত্মা** (-ত্মন্)—চৈতন্যের স্বরূপ। [চিৎ+আত্মন্]। **চিদানন্দ**—বি. চৈতন্য ও আনন্দস্বরূপ ব্রহ্ম। [চিৎ+আনন্দ]। **চিদাভাস**—বি. চৈতন্যের আভাস ; জীবাত্মা। [চিৎ+আভাস]। **চিদ্রূপ**—বি. ণ. চৈতন্য স্বরূপ। [চিৎ+রূপ]।

চিন—বি. চিহ্ন, নিদর্শন। [চিহ্ন] [বিশেষ।

চিন্‌চিন্—বি. অপেক্ষাকৃত অতীব্রবেদনা-বোধ-

চিনা—বি. ক্ষুদ্র ধান্য-বিশেষ (চিনা কাউন)।

চিনাজোঁক—বি. চিনে জোঁক, ক্ষুদ্র জোঁক বিশেষ।

চিনা, চেনা—ক্রি. জানা ; বুঝিতে পারা ; যথা-যথভাবে বুঝিতে পারা (লোক চেনা, রত্ন চেনা) ; ণ. পূর্ব-পরিচিত (লোকটা আমার চেনা)। **চিনিয়া লওয়া**—বাছিয়া লওয়া। **মুখ-চিনা**—ণ. পূর্বে দৃষ্ট কিন্তু অপরিচিত।

চিনান, চিনানো—ক্রি. চিনাইয়া দেওয়া।

চিনি,-নী—বি. শর্করা (ইহার প্রথম উৎপত্তি নাকি চীন দেশে)। [বাং]। **চিনিচাঁপা**—কলা-বিশেষ। **চিনিপাতা দই**—চিনি দিয়া পাতা দই। **চিনি-সন্দেশ**—ছানা না দিয়া শুধু চিনি দিয়া প্রস্তুত সন্দেশ। **চিনির নৈবেদ্য**—চাউলের পরিবর্তে চিনি দিয়া প্রস্তুত নৈবেদ্য। **চিনির পানা**—চিনির শরবৎ। **চিনির পুতুল**—চিনি দিয়া প্রস্তুত পুতুল ; যাহা সহজেই গলিয়া যায় ও ভাঙ্গিয়া যায় এমন জিনিস ; আদৌ শ্রমপটু নয় এমন লোক। **চিনির বলদ**—ভার বহে, কিন্তু ভোগ করিতে পারে না বা জানে না এমন লোক। **চিনির মুড়কি**—চিনির রসে পাক করা খই। **চিনির রস**—চিনি ও জল আগুনে জ্বাল দিয়া দুধ ছিটাইয়া গাদ কাটিলে যে রস হয়।

চিনিচোপ—[ফা. চোব চিনি] বি. তোপচিনি।

চিনিবাস—শ্রীনিবাস। (গ্রাম্য)।

চিন্তক—ণ. যে চিন্তা করে। [চিন্তি+অক]। **চিন্তন**—[চিন্তি+অনট্] বি. অনুধাবন, ভাবনা, স্মরণ। **চিন্তনীয়**—ভাবনীয়, বিচার্য।

চিন্তা—বি. ভাবনা, মনন, অনুধ্যান (ঈশ্বরচিন্তা ; পরের অনিষ্ট চিন্তা) ; দুশ্চিন্তা, উদ্বেগ (অন্ন-চিন্তা)। [চিন্ত্+অ+আপ্]।

চাহিয়া চিন্তিয়া—চেয়ে চিন্তে, অপরের কাছে মাগিয়া বা ভিক্ষা করিয়া। **ভাবিয়া চিন্তিয়া**—ধীর ভাবে বিবেচনা করিয়া ; দুর্ভাবনা করিয়া (ভাবিয়া চিন্তিয়া অস্থির)। **চিন্তাকুল**—অতিশয় চিন্তিত। **চিন্তাশীল**—ভাবুক, যিনি ভাবিয়া চিন্তিয়া দেখেন। **চিন্তান্বিত**—দুশ্চিন্তাগ্রস্ত, উদ্বিগ্ন। **চিন্তাবেশ্ম** (-শ্মন্)—

মন্ত্রণাগৃহ। **চিন্তামগ্ন**—চিন্তায় নিবিষ্টচিত্ত। **চিন্তামণি**—স্পর্শমণি, যে মণি অভীষ্ট দান করিতে পারে; পরমেশ্বর। **চিন্তাযজ্ঞ**—চিন্তার দ্বারা দেব-ঋষিগণের তর্পণ; সুমহৎ চিন্তা।

চিন্তিত—ণ. যে বিষয়ে চিন্তা করা হইয়াছে; বিবেচিত (সুচিন্তিত মতামত); দুশ্চিন্তাগ্রস্ত, ভাবিত, উদ্বিগ্ন (চিন্তিত আছি) [চিন্তি+ক্ত]।

চিন্ত্য—ণ. চিন্তার যোগ্য, যাহার বিষয়ে বা যে বিষয়ে চিন্তা করা যায় (অচিন্ত্য পরমতত্ত্ব)। [চিন্ত্+য] [দিবার জন্য ব্যবহৃত)। [চিহ্ন]

চিন্না—বি. ছুতারের যন্ত্র-বিশেষ (কাষ্ঠাদিতে চিহ্ন

চিন্ময়—ণ. চৈতন্যস্বরূপ, জ্ঞানময়। [চিৎ+ময়ট্]।

চিপা, চেপা—ক্রি. নিঙ্ড়ানো; চাপ দেওয়া (ভিজে কাপড় চেপা, গলা চেপা), ণ. আঁট (চিপা হাতার জামা); সরু (চিপা গলি)। **চিপি দিয়া**—চাপ দিয়া, চাপিয়া। [প্রাদে]

চিপ্সানো—ক্রি. চুপ্সানো, সঙ্কুচিত হওয়া, শুকাইয়া স্বল্পপরিসর বা কুঞ্চিত হওয়া।

চিপিটক—বি. চিঁড়া। [সং]।

চিপ্টানো, চিপ্টেনো—ক্রি. চিম্টি কাটার মত অসহ্য উক্তি করা। **চিপ্টেন ঝাড়া বা কাটা**—টিটকারিসূচক কথা বলা।

চিবনো, চিবানো, চিবোনো—ক্রি. চর্বণ করা। **চিবাইয়া অথবা চিবিয়ে কথা বলা**—সব কথা খুলিয়া না বলা।

চিবুক—বি. থুত্নি, chin। [বাং]। **চিবুক স্পর্শ করা**—আদর করা।

চিম্টা, চিম্টে—বি. চিম্টি দিয়া ধরিবার যন্ত্র (ছোট চিম্টের নাম সন্না, সোন)। [বাং]।

চিম্টানো—ক্রি. চিমটি কাটা; চিমটি কাটার মত যন্ত্রণাদায়ক মন্তব্য করা।

চিম্টি—বি. দুই অঙ্গুলির অগ্রভাগ বা নখ দ্বারা পেষণ বা আঘাত। **চিম্টিকাটা**—চিম্টি প্রয়োগ করা; চিম্টি কাটার মত যন্ত্রণাদায়ক ক্ষুদ্র মন্তব্য করা (চিম্টি কাটতে ওস্তাদ)। **এক চিম্টি**—এক চিম্টিতে যতটা ওঠে সেই পরিমাণ, অতি অল্প (এক চিমটি নস্য)।

চিম্ড়া,-ড়ে—ণ. শুষ্ক চামড়ার মত শক্ত; খাস্তার বিপরীত (ঠাণ্ডা চিম্ড়ে লুচি); যাহা সহজে ভাঙ্গে না বা ছিঁড়ে না, ধাতসহ (চিম্ড়ে ধাতের লোক); কৃশ কিন্তু মজবুত (চিম্ড়ে গড়ন)।

চিম্নি—[ইং chimney] বি. ধূম বাহির হইয়া যাইবার দীর্ঘ উচ্চ নলাকার পথ; লণ্ঠনের দীপ-শিখার কাঁচের গোলাকার আবরণ।

চিম্সা,-সে—ণ. শুক্না চামড়ার গন্ধের মত (চিম্সে গন্ধ); চিম্ড়া। (চামসা দ্রঃ)।

চিয়ানো—ক্রি. সচেতন করা, জিয়ানো। [বাং]। **শ্মশান চিয়ানো**—শব-সাধন মন্ত্রের দ্বারা শবকে জাগ্রত করিয়া যে সাধনা তাহা করা।

চিয়ারি,-ড়ী—শিকারের ছোট তীর, ওঁরাওদের ব্যবহার্য। [প্রাদেশিক]

চির—ণ. দীর্ঘ, দীর্ঘকালব্যাপী (চির বিরহ); আমরণ; অনন্তকালব্যাপী (চিরদুঃখী; চিরনির্ভয়); নিত্য (চিরসুন্দর, চিরবসন্ত); সর্ব, সমস্ত (চিরজীবন)। **চিরকর্মা, চিরকারী** (-রিন্), **চিরক্রিয়**—দীর্ঘসূত্রী। **চিরকাঙ্ক্ষিত**—বহুদিনের আকাঙ্ক্ষিত। **চিরকাল**—দীর্ঘকাল, অনন্তকাল; বরাবর। **চিরকেলে**—বহুদিনের (চিরকেলে অভ্যাস)। **চিরকুমার**—আজীবন অবিবাহিত। স্ত্রী. **চিরকুমারী**। **চিরজাত**—প্রাচীন। **চিরজীবন**—সারা জীবন, আজীবন। **চিরজীবী** (-বিন্)—দীর্ঘজীবী; অমর। **চিরতিক্ত**—চিরতা। **চিরতুষার-রেখা**—যে উচ্চতায় স্থিত বরফ কখনো গলেনা, snowline. **চিরদাস**—ক্রীতদাস, চির অনুগত। **চিরদুর্লভ**—কখনো সুলভ নহে এমন। **চিরনিদ্রা**—মৃত্যু। **চিরনিবাস**—পুরুষানুক্রমে বসবাস। **চিরনির্মল**—যাহাকে কখনো মালিন্য স্পর্শ করে না। **চিরনীহার**—চিরতুষার রেখার বরফ, everlasting snow। **চিরনূতন**—যাহা চিরদিনই নূতন বা অম্লান। **চিরপূজ্য**—সর্বদা পূজ্য। **চিরপ্রবাহী** (-হিন্)—চিরবহমান। **চিরপ্রার্থিত**—দীর্ঘ দিনের আকাঙ্ক্ষিত। **চিরবিরোধ**—চিরশত্রুতা। **চিরবিস্মৃত**—যাহার কথা আর মনে পড়িবার সম্ভাবনা নাই। **চিরমিত্র**—পুরাতন বন্ধু। **চিররহস্য**—যে রহস্যের উদ্ঘাটনের সম্ভাবনা নাই। **চিররাত্র**—দীর্ঘকাল। **চিররুগ্ন**—যাহার রোগ সারিবার নয়। **চির-রোগী**—দীর্ঘকাল বা সারা জীবন ব্যাপিয়া রুগ্ন। **চিরশত্রু**—চিরকাল ব্যাপিয়া শত্রু। **চিরশ্যামল, চিরহরিৎ**—যাহার বর্ণ সব সময় সবুজ থাকে, evergreen। **চিরসূতা**—যে গাভী দীর্ঘকাল পর পর বাচ্চা

দেয়। **চিরস্থায়ী (-য়িন্)**—অক্ষয়, দীর্ঘস্থায়ী। **চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত**—লর্ড কর্ণওয়ালিস কর্তৃক প্রবর্তিত রাজস্ব সম্বন্ধে ব্যবস্থা যাহাতে বাংলার জমিদারগণ চিরকাল একই হারে রাজস্ব দিতেন, Permanent Settlement.

চির—প. বিদীর্ণ, খণ্ডিত, ছিন্ন (চৌচির)। [বাং]। **চির খাওয়া**—চিড় খাওয়া; ফাটা।

চিরকুট—কাগজের টুকরো; টেনা।

চিরঞ্জি—বি. পিয়াল ফল; [হি]।

চিরঞ্জীব, চিরঞ্জীবী (-বিন্)—[চিরম্+জীব, জীবী]—প. চিরজীবী, দীর্ঘজীবী।

চিরণী, চিরুণী—বি. যাহার দ্বারা চুল চেরা বা আঁচড়ানো হয়, কাকুই। [বাং]।

চিরতা, চিরাতা, চিরেতা—[সং চিরতিক্ত, কিরাততিক্ত] বি. অতিশয় তিক্ত গাছ-বিশেষ।

চিরন্তন—প. চিরদিনের, চিরকালীন। [চিরম্+তন]।

চিরা, চেরা—ক্রি. বিদীর্ণ করা, ছিঁড়িয়া ফেলা। প. বিদীর্ণ; খোলা; ছেঁড়া (চেরা কাপড়, বুকচেরা জামা)। **চুলচেরা**—অতি সূক্ষ্ম (চুলচেরা বিচার)। **ফোঁড়া চেরা**—ফোঁড়া কাটিয়া দূষিত রক্ত পুঁজাদি বাহির করা। **বুকচেরা**—অতি প্রিয়, যেন বুক চিরিয়া বাহির করা হইয়াছে (বুক-চেরা ধন); বুককাটা (বুক চেরা জামা)।

চিরাগ, চেরাগ—[ফা. চিরাগ'] বি. প্রদীপ। **চেরাগদান**—পিলসুজ। **চৌদ্দ পুরুষের চেরাগ**—কুলপ্রদীপ (অনেক সময়ে ব্যঙ্গে ব্যবহৃত হয়)। **চেরাগি**—পীরের দরগায় চেরাগ দেওয়ার জন্য খাদেমকে অর্থাৎ সেবায়েতকে প্রদত্ত ভূমি অথবা বৃত্তি।

চিরাগত—প. বহুকাল ধরিয়া যাহা চলিয়া আসিতেছে। [চির+আগত]

চিরাচরিত—প. যাহা দীর্ঘকাল ধরিয়া অনুষ্ঠিত। [চির+আচরিত]।

চিরায়ু (-য়ুস্)—প. দীর্ঘায়ু। [চির+আয়ুঃ]।

চিরান্ধ—প. জন্মাবধি অন্ধ; চিরদিন সত্য দর্শনে পরাঙ্মুখ। [চির+অন্ধ]

চিরায়ুষ্মান্ (-ষ্মৎ)—প. চিরজীবী। স্ত্রী. **চিরায়ুষ্মতী**। [চির+আয়ুষ্মৎ]।

চিরুক—বি. স্কন্ধ ও বাহুর সন্ধিস্থল (যেখানে আঘাত করিলে সহজেই কাতর হইতে হয়)। [সং]।

চিরুণি,-নি—চিরণি দ্রঃ।

চিল—[সং চিল্ল] বি. তীক্ষ্ণ নখরযুক্ত দৃঢ়পক্ষ সুপরিচিত মাংসাশী পক্ষী। **চিল পড়লে কুটা নিয়ে ওড়ে**—প্রবলের আক্রমণের ফলে কিছু-না-কিছু ক্ষতিগ্রস্ত হইতেই হয়।

চিল্‌তা,-তে—বি. পাতলা বা ছিন্ন অংশ (বাঁশের চিল্‌তে, চিল্‌তে করে কোটা মাছ)। [বাং]। **চিল্‌তে ধরা**—হাতেখড়ির পর সরু কলাপাতায় লেখা অভ্যাস করা।

চিল্‌বিল্, চুল্‌বুল্—বি. চাঞ্চল্য; ছটফট ভাব, অস্থিরতা। **চিল্‌বিলে, চুল্‌বুলে**—প. চঞ্চল। **চিল্‌বিলানো, চুল্‌বুলানো**—ক্রি. অস্থির হওয়া, চঞ্চলতা প্রকাশ করা।

চিলমচী, চিলিমচী—বি. ভোজনের পর হাত-মুখ ধুইবার পাত্রবিশেষ। [তুর্কী]

চিলম—বি কল্কে (ইহা হইতে ছিলিম, এক ছিলিম তামাক)। [ফাঃ] [সং]

চিলমীলিকা—বি. জোনাকি পোকা; বিদ্যুৎ।

চিলাকোঠা, চিলেকোঠা—বি. ছাদের উপরে সিঁড়ির ঘর; প্রাসাদের সর্বোচ্চ কামরা। **চিলাছাদ**—চিলাকোঠার ছাদ। [বাং]।

চিলা, চিলে—বি. ছোট ঘুঁড়ি-বিশেষ।। [বাং]

চিল্লক—বি. চিল; ঝিল্লিকা। [সং]

চিল্লানো, চেল্লানো—[হি. চিল্লানা] ক্রি. চীৎকার করা, চেঁচামেচি করা। **চিল্লাচিল্লি**—চেঁচামেচি, হাঁকাহাঁকি।

চিহিঁ, চিহিঁ হিঁ—চিহিঁহিঁ, ঘোড়ার ডাক।

চিহ্ন—বি. লক্ষণ (কুড়েমির চিহ্ন); যাহা স্মরণ করাইয়া দেয় (মায়ের চিহ্ন); নিদর্শন (বন্ধুত্বের চিহ্ন), দাগ, ছাপ (পদচিহ্ন); প্রতীক, symbol (আয়ত্তির চিহ্ন)। [চিহ্ন (লক্ষ্য করা)+অন্]। প. **চিহ্নিত**—নির্দিষ্ট দাগ দেওয়া (চিহ্নিত করা)।

চীন—বি. চীনদেশ; চীনদেশের কাপড়, চীনাংশুক। [সং]। **চীনজ**—চীনদেশ জাত। **চীনবঙ্গ**—সীসা। **চীনবাস**—চীনাংশুক, চীনের রেশমী কাপড়। **চীনা**—প. চৈনিক (চীনা পরিব্রাজক); চীনদেশ জাত অথবা জাত বলিয়া প্রসিদ্ধ। **চীনামাটি**—সাদা মাটিবিশেষ, China clay. **চীনামাটির বাসন**—porcelain. **চীনা বাদাম**—মাট কলাই।

চীনাংশুক—বি. রেশমী কাপড়, পট্টবস্ত্র ; চীনদেশীয় রেশমী কাপড়। [চীন+অংশুক]।

চীবর—বি. ভিক্ষু সন্ন্যাসী প্রভৃতির জীর্ণ পরিধেয় ; বল্কল ; কানি। [সং]। **চীবরী (-রিন্)**—চীবরধারী ; বৌদ্ধ সন্ন্যাসী।

চীর—বি. বস্ত্রখণ্ড, ছেঁড়া কাপড়, কানি ; বল্কল। [সং]। **চীরধারী (-রিন্)**—জীর্ণবস্ত্র পরিহিত, কৌপীনধারী। **চীরপর্ণ**—শাল গাছ। **চীরবসন, চীরভৃৎ, চীরী (-রিন্)**—চীরধারী, বল্কল বসন যাহার।

চীর্ণ—ণ. বিদারিত, খণ্ডিত (**চীর্ণপর্ণ**—নিম গাছ, খেজুর গাছ) ; সম্পাদিত (চীর্ণ ব্রত)। [সং]।

চুওয়াল—বি. যাহারা মদ চুয়ায়, শুঁড়ী। [বাং]।

চুঁ—সামান্য শব্দ বা প্রতিবাদ ব্যঞ্জক। **চুঁ শব্দটি**—সামান্য প্রতিবাদও (চুঁ শব্দটি করোনা বলে দিচ্ছি)।

চুঁই চুঁই—(চোঁ চোঁ দ্রঃ) উত্তাপে জল শুকাইবার বা শোষণের শব্দ। **চুঁই চুঁই করা**- চুঁই চুঁই-শব্দে উত্তপ্ত বা শোষিত হওয়া (ক্ষুধায় পেট চুঁই চুঁই করছে ; ('চোঁ চোঁ করছে' বেশি প্রচলিত)।

চুঁওয়ানো—চুয়ানো দ্রঃ।

চুঁচড়ো—চুনো মাছ, ছোট মাছ ; চুঁচুড়া শহর, Chinsurah ; ণ. চুঁচলো।

চুঁয়া, চোঁয়া—চোঁয়া দ্রঃ।

চুক—বি. ত্রুটি, ভুল। [হি.]। **ভুলচুক**—ভুলভ্রান্তি, ত্রুটি-বিচ্যুতি (ভুলচুক ক্ষমা করবেন)।

চুকচুক—বিড়ালের বা শিশুর দুগ্ধ পানের শব্দ। **চুকচুকে**—ণ উজ্জ্বল, তেল-তেলা (তেল-চুকচুকে)।

চুকনো, চুকানো—মিটমাট করা, মূল্যশোধ করা, সমাপ্তি ঘটানো (দেনা-পাওনা চুকানো)।

চুকলি, চুগলি—বি. অসাক্ষাতে নিন্দা, অন্যের নামে লাগানো। [আ. চুগল]। **চুকলি খাওয়া,-করা**—অসাক্ষাতে পরনিন্দা পরচর্চা ইত্যাদি করা। **চুগলিখোর, চুগলখোর**—পশ্চাতে নিন্দাকারী।

চুকা—[সং চুক্র] ণ. টক, অম্ল। **চুকা পালঙ**—অম্লস্বাদবিশিষ্ট পালঙ।

চুকা, চোকা—ক্রি. মিটিয়া যাওয়া (আপদ চোকা) ; ভুল করা ; পিছে হটা, দমা (চুকবার পাত্র নয়)। **চুকে কথা বলার লোক নয়**—ভয়ে বা কাহারও মুখ চাহিয়া সত্য গোপন করিবার লোক নয়।

চুকানো—চুকনো দ্রঃ।

চুকানীদার—ভূমিতে স্বত্বহীন প্রজা-বিশেষ।

চুক্তি—[হি.] বি. পরস্পরের মধ্যে নিষ্পত্তি, শর্ত (চুক্তি-ভঙ্গের অপরাধ)। **চুক্তিনামা**—আপোষ নিষ্পত্তির দলিল, agreement.

চুক্র—ণ. অম্লরস ; চুকা পালঙ, তেঁতুল প্রভৃতি।

চুঙি,-ঙ্গি—বি. ছোট চোঙা। [সং]।

চুঙ্গী—বি. শহরে আমদানি করা মালের উপরে ধার্য মাশুল, octroi। [হি.]

চুচুক, চূচুক—বি. স্তনবৃন্ত। [সং]।

চুচুকৃতি—চু চু শব্দ, চুম্বন শব্দ।

চুচ্‌কো—[প্রাদেশিক] বি. অন্যের মন রাখিয়া কথা বলা যাহার স্বভাব। স্ত্রী. **চুচকুনি**।

চুঞ্চু—খ্যাত, প্রসিদ্ধ (অন্য শব্দের সহিত যুক্ত হইয়া অর্থ প্রকাশ করে—বিদ্যাচুঞ্চু, শব্দচুঞ্চু)। [সং.]

চুট্‌কি,-কী—বি. স্ত্রীলোকের পায়ের আংটি ('চটুল চরণে চুটকি') ; তুড়ি ; তুড়ির তালে গাওয়া হাল্‌কা সুরের গীত। ণ. হাল্কা, লঘু (চুটকি সাহিত্য—লঘু সাহিত্য, চটুল কিন্তু অসার নয়, এমন সাহিত্য)।

চুট্‌কি—[হি. চোটী] বি. টিকি (যাও ঠাকুর চৈতন চুটকি নিয়া—রবীন্দ্র)।

চুটানো, চোটানো—(চোট দ্রঃ) ক্রি. আঘাত করা, শক্তি প্রয়োগ করা ও খুব তিরস্কার করা। **চুটিয়ে কাজ করা**—পুরাপুরি শক্তি প্রয়োগ করিয়া কাজ করা। **চুটিয়ে বলা**—খুব তিরস্কার করিয়া বলা। [অলঙ্কার-বিশেষ।

চুড়ি,-ড়ী, চূড়ী—বি. স্ত্রীলোকের হাতের

চুড়িদার—ণ. যাহার অগ্রভাগ কোঁচকানো বা সরু। **চুড়িদার পাঞ্জাবী**—যাহার হাতা সরু। **চুড়িদার পায়জামা**—যে পায়জামা পায়ের দিকে আঁটসাট। **চুড়িপাড়**—ডোরা দেওয়া পাড়।

চুড়েল—[হি. চুড়েল] বি. প্রেতিনী (ভূতচুড়েল)।

চুণ(ন), চূণ,-ন—[সং. চূর্ণ, হি. চূণা] বি. পাথর শামুক ইত্যাদি পোড়াইয়া যে ক্ষার পাওয়া যায়, lime. **চূণকাম**—দেওয়ালে চুণের গোলা লেপিয়া দেওয়া ; কলঙ্ক ঢাকা অথবা ঢাকিতে চেষ্টা করা, white-washing। **চুণকালি দেওয়া**—একগালে চুণের দাগ আর গালে কালির দাগ

দিয়া প্রকাশ্য ভাবে অপমান করা ; বংশের বা পূর্ব-পুরুষের কলঙ্কের কারণ হওয়া। **মুখচুন হওয়া**—খুব নিরুৎসাহ হওয়া। **চুণাতি**—চুণের পাত্র। **চুণারি, চুণারী**—চুণ প্রস্তুত-কারক, চুণিয়া।

চুণা, চুণো,-না-নো—বি ছোট মাছ। [চূর্ণ]। **চুণোপুঁটি**—ছোট ছোট মাছ; সাধারণ বা কমদরের লোক (বিপরীত—রুই কাত্‌লা)।

চুনি, -নি, -নি, -নী—বি. রক্তবর্ণ-মণি-বিশেষ, পদ্মরাগ, ruby।

চুণ(ন, নো)ট, চুণা(নো)ট—বি. কুঁচি, বস্ত্রাদির কিনারায় চাপ দিয়া কুঞ্চন ('-করা ধুতি')।

চুণন—বি. নির্বাচন। [হি.]।

চুণুরি, চুনারি—[হি. চুন্‌রী] বি. রং করা কাপড় (চুণুরি শাড়ী)।

চুন্নী—বি. চোরণী, স্ত্রীলোক চোর অথবা চোরের স্ত্রী। [বাং]।

চুপ—ণ. নির্বাক ; নিস্পন্দ। [বাং]। **চুপ করে থাকা**—কিছু না বলা ; কিছু না করা। **চুপচাপ**—নীরব, নিশ্চেষ্ট। **চুপমারা**—ইচ্ছা করিয়া নীরব হওয়া। **চুপটি**—সম্পূর্ণ নির্বাক (চুপটি করে অথবা চুপটি মেরে বসে থাকা)। **চুপিচাপি**—গণ্ডগোল না করিয়া, জানাজানি না করিয়া। **চুপি দিয়া দেখা**—(পূর্ববঙ্গে) উঁকি দেওয়া। **চুপিচুপি**—অপরে না শুনিতে পারে, এমন ভাবে, গোপনে (অত চুপিচুপি কেন কথা কও—রবি)। **চুপিসাড়ে,-সারে**—চুপিচুপি, প্রায় নীরবে, গোপনে।

চুপ্‌ড়ি, চুব্‌ড়ি,-ড়ী—বি. বাঁশের চটার বা বেতের পাত্র বিশেষ, ছোট ঝুড়ি। [বাং] **সিন্দুর চুব্‌ড়ি**—লাল কাপড়ে মোড়া ছোট চুব্‌ড়ি, যাহাতে সিন্দুর রাখা হয়; একরাশ সিন্দুর পরা ও কাপড়-চোপড়ে জবরজঙ্গ স্ত্রীলোক।

চুপ্‌সা, চোপ্‌সা—ণ. ভিতরের রস বা বায়ু বাহির হইবার ফলে সঙ্কুচিত (চোপ্‌সা গাল ; মুখ চোপ্‌সা হয়ে গেছে)।

চুপ্‌সানো, চোপ্‌সানো—ক্রি. রস টানিয়া আর্দ্র হওয়া (এ কাগজে কালি চোপ্‌সায়) ; রস বা বায়ু বাহির হইয়া যাইবার ফলে সঙ্কোচন বা তোব্‌ড়ানো (গাল চুপ্‌সে যাওয়া)। বি. **চুপ্‌সানি, চোপ্‌সানি**।

চুবন, চুবনি, চুবুনি—বি. নিমজ্জন, জলে ডুবা। **চুবন খাওয়া**—শ্বাসরোধকর নিমজ্জন ভোগ করা ; দুর্ভোগ হইতে কষ্টেসৃষ্টে অব্যাহতি পাওয়া।

চুবানো—ক্রি. জলে ডুবানো ; জলে ডুবাইয়া হাঁসফাঁস করানো। **চুবাইয়া ধরা**—প্রবল ভাবে জবাবদিহি করা। **নাকানি চুবানি**—নাকানি দ্রঃ।

চুম্‌কি—[হি. চম্‌কি] বি. সোনা রূপা অথবা রাঙ্‌ নির্মিত ছোট ছোট পাত (চমকায় বলিয়া 'চুম্‌কি')। **চুম্‌কি বসানো**—বস্ত্রাদিতে সুতা দিয়া চুম্‌কি গাঁথিয়া দেওয়া।

চুমকুড়ি, -ড়ী—বি. চুম্বনের অনুকরণে অধর ও ওষ্ঠ সঙ্কুচিত করিয়া শব্দ করা (চুম্‌কুড়ি দিয়া পাখী পড়ানো; চুমকুড়ি দিয়া গরু থামানো। [বাং]

চুমরানো, চোম্‌রানো—বি. মিথ্যা প্রশংসা করিয়া গর্বিত করা ; ফুলানো, কুলানো (গোঁফ চোমরানো—গোঁফে তা দেওয়া)। **বেঁড়ে চোম্‌রা করা**—বেঁড়ে গরুকে চোম্‌রা বলা।

চুমা, চুমো—বি. চুম্বন (সাধারণতঃ স্নেহ ও আদর জ্ঞাপক)।

চুমুক—বি ওষ্ঠাধর সংযোগ করিয়া দুগ্ধাদি পান। [বাং]। **এক চুমুক**—একবারে মুখে যতটা পানীয় ধরে ততটা, অথবা এক নিঃশ্বাসে পান।

চুমুর, চুমুরি—বি. নারিকেলের পুষ্পকোষ (চমরাকৃতি বলিয়া)। [প্রাদেশিক]

চুম্বক—(যাহা লৌহ চুম্বন অর্থাৎ আকর্ষণ করে) বি. চুম্বক লৌহ ; সংক্ষিপ্তসার, summary. [চুম্ব্‌+অক]। **চুম্বকশলাকা, -সূচিকা, -সূচী**—দিগ্‌দর্শন যন্ত্রের কাঁটা, Magnetic needle।

চুম্বন—বি. ওষ্ঠাধর সংযোগ (স্নেহ, অনুরাগ ইত্যাদি জ্ঞাপনার্থে)। [চুম্বি+অনট্‌]। ণ. **চুম্বিত**—যাহাকে চুম্বন করা হইয়াছে ; স্পৃষ্ট ('অম্বর-চুম্বিত ভাল')। **চুম্বী (-ম্বিন্‌)**—স্পর্শী (গগনচুম্বী)। স্ত্রী. **চুম্বিনী**।

চুয়া—বি. একপ্রকার শিকড়ের চুয়ানো সুগন্ধি নির্যাস-বিশেষ (চন্দন চুয়া) [বাং]।

চুয়াড়—চোয়াড় দ্রঃ।

চুয়াত্তর—৭৪, এই সংখ্যা বা সংখ্যক।

চুয়ানো, চোয়ানো—ক্রি. ঝরানো ; ঝরা, পরিস্রুত হওয়া বা করা, ফোঁটা ফোঁটা নির্গত

হওয়া (মদ চুয়ানো ; ঘাম চুয়াইয়া পড়ে)। বি. **চুয়ানি**—যাহা চুয়াইয়া জমে।
চুয়ান্ন—৫৪, এই সংখ্যা বা সংখ্যক।
চুয়াল, চোয়াল—[হি.] বি. হনু, মাড়ি, jaw। **চোয়াল ধরা**—চোয়াল আটকাইয়া যাওয়া, চিবাইবার জন্য মুখ নাড়িতে না পারা।
চুয়াল্লিশ—৪৪, এই সংখ্যা বা সংখ্যক।
চুর, চূর—[সং. চূর্ণ] বি. চূর্ণ ; ণ. খণ্ড খণ্ড, বিধ্বস্ত ; ভরপুর, হতজ্ঞান (নেশায় চুর)। **ভাঙ্গচুর**—ভাঙ্গা, ধ্বংস।
চুরট, চুরুট—[ইং. cheroot] বি. ধূমপানার্থ নলের মত জড়ানো তামাক পাতা, cigar. **চুরুটিকা**—ছোট চুরুট; সিগারেট।
চুরণী—বি. চুন্নী (মেয়েলি গালি)। [বাং]
চুরমার, চূরমার—ণ. চূর্ণবিচূর্ণ, গুঁড়াগুঁড়া।
চুরানব্বই—৯৪ এই সংখ্যা বা সংখ্যক।
চুরাশী—৮৪ এই সংখ্যা বা সংখ্যক।
চুরি—[হি. চোরী] বি. অপহরণ, গোপনে আত্মসাৎ করণ (ভাব ভাষা চুরি)। **চুরি-চামারি**—চুরি ও তত্তুল্য কর্ম। **চুরি করিয়া দেখা**—লুক্কায়িত ভাবে দেখা। **ভাবের ঘরে চুরি**—বাহিরের ঠাট বজায় কিন্তু আসল উদ্দেশ্য লঙ্ঘন।
চুরিন—[আদিম জাতির ভাষা] যে নারীর অপমৃত্যু ঘটিয়াছে তাহার প্রেতাত্মা, শাঁকচুন্নী।
চুল—বি. কেশ। **চুলচেরা**—অতি সূক্ষ্ম (চুলচেরা বিচার)। **চুলঝাড়া**—স্নানের পর লম্বা চুল ঝাড়িয়া জল বাহির করিয়া দেওয়া। **চুল তোলা**—পাকা চুল উঠানো। **চুলবাঁধা**—চুলের পারিপাট্য সাধন ও খোঁপা বাঁধা। **চুল রাখা**—মানতরূপে কেশ ধারণ করা। **চাঁচর চুল**—কোঁকড়া ঢেউ-খেলানো চুল। **ঝাঁকড়া চুল**—কিছু লম্বা ফুলানো চুল। **চুলাচুলি**—পরস্পরের কেশাকর্ষণ করিয়া মারামারি। **একচুল**—একটুকু, কিছুমাত্র।
চুলকনা, চুলকণা, চুলকানি—বি. চর্মরোগ-বিশেষ, খুজলি। [বাং]। **চুলকানো**—ক্রি. নখ দিয়া গায়ের চামড়া আঁচড়ানো।
চুলা, চুলো—[সং চুল্লী] বি. উনান। **চুলোয় যাক**—নষ্ট হোক্, যা খুসী তাই হোক্ (বিরক্তি গালি ইত্যাদি প্রকাশক)। **চুলোমুখী**—মেয়েলি গালি বিশেষ।
চুলুক—বি. গণ্ডূষ ; কর্দম। [সং]। ণ. **চুলুকিত**।
চুল্লি,-ল্লী—বি. চুলা, উনান ; চিতা।
চুষা, চোষা—[সং চুষ্—পান করা] ক্রি. রস টানিয়া লওয়া। **চুষিয়া খাওয়া**—রস নিঃশেষে পান করা। **রক্তচোষা**—ণ. যে রক্ত শোষণ করে ; বি. গিরগিটি। **চুষি, চুষি-কাটি, -ঠি**—শিশুর চুষিবার জন্য খেলনা-বিশেষ। **আম চুষি করা**—পাকা আমের বোঁটার বিপরীত দিকে ফুটা করিয়া চুষিয়া খাওয়া।
চুকা—ণ. টক। [চুক্র]।
চুচ্‌ড়ো—বি. চোখা, ছুঁচ্‌লো। [বাং]
চুড়—বি. চওড়া সোনার চুড়ি-বিশেষ। [বাং]
চূড়া—বি. অগ্রভাগ, শিখর ; পাগড়ী বা মুকুটের উপরকার পালক বা কল্কি ; ময়ূরের মাথার ঝুঁটি ; কেশ ; মস্তক ; শিখা ; প্রধান বা শীর্ষস্থানীয় কিছু। [চুড়্ + অ + আপ্]। **চূড়াকরণ**—দ্বিজাতির মস্তকমুণ্ডনরূপ সংস্কার। **চূড়ান্ত**—ণ. বি. চরম ; একশেষ, পরাকাষ্ঠা (চূড়ান্ত অপমান, অপমানের চূড়ান্ত)। [চূড়া+অন্ত]। **চূড়ামণি**—বি. শিরোমণি, সর্বপ্রধান (দেব-চূড়ামণি) ; যোগ-বিশেষ (চূড়ামণি যোগ)। [সং]। **চূড়াল**—ণ. চূড়াযুক্ত ; বি. মস্তক। [সং]। **চূত-মুকুল**—আমের বোল।
চূত—বি. আম ; আম গাছ। [চুষ্ + ক্ত]।
চূর, চুর—বি. চূর্ণ, গুঁড়া ; ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশের সমষ্টি, এরূপ মিঠাই বা অলঙ্কার (খৈচূর, আমচূর, চরণচূর, চানাচুর, মতিচুর। লোহাচুর—চূর্ণলোহ)। [চূর্ণ]।
চূর্ণ—বি. গুঁড়া ; আবীর ; ক্ষুদ্র অংশ ; ণ. বিনষ্ট, বিধ্বস্ত (দর্পচূর্ণ)। [চূর্ণ্ + অ]। **অস্থি চূর্ণ করা**—হাড় গুঁড়া করা ; যাহাতে হাড় ভাঙ্গে এমন পরিশ্রম বা প্রহার করা। **চূর্ণক**—চূর্ণ ; বিশদ ব্যাখ্যা ; দীর্ঘ সমাসহীন কোমল শব্দযুক্ত রচনা-রীতি। **চূর্ণকার**—চুণারী। **চূর্ণকুন্তল**—অলক-গুচ্ছ, কপালের উপরে আসিয়া পড়া কোঁকড়ান চুল। **চূর্ণপদক**—নৃত্য-কৌশল-বিশেষ। **চূর্ণন**—গুঁড়া করা। **চূর্ণমুষ্টি**—এক মুষ্টি আবীর। **চূর্ণিকা**—ছাতু। **চূর্ণিত**—ণ. গুঁড়া-করা।
চূলিক—বি লুচি (যাহা ফুলিয়া উঠে)। [সং]।
চূষ্য, চোষ্য—ণ. যাহা চুষিয়া খাওয়া হয় (চর্ব্য, চূষ্য, লেহ্য, পেয়)। [চুষ্ + য]।

চেংড়া, চেঙ্গরা—ণ. বালক, কিশোর, চপলমতি তরুণ; বি. বকাটে ছোকরা। [বাং]। **চেংড়ামো, চেংড়ামি**—বি. বকাটেপনা ; ছেব্‌লামি।
চেঁচাড়ি, চাঁচাড়ি—[সং চঞ্চা] বি. বাঁশের পাত্‌লা ধারাল চটা।
চেঁচানো—ক্রি. চীৎকার করা, চীৎকার করিয়া কাঁদা বা ডাকাডাকি করা। **চেঁচাচেঁচি**—চীৎকার, উচ্চকণ্ঠে ডাকাডাকি বা বাদপ্রতিবাদ। **চেঁচামেচি**—চীৎকার, গণ্ডগোল, ক্ষোভ প্রকাশ। [করিয়া।
চেঁচেপুছে—(চাঁচা দ্রঃ) হাঁড়ি মুছিয়া ; নিঃশেষ
চেঁদড়, চ্যাঁদড়—(প্রাদেঃ ত্যাঁদড় দ্রঃ) নষ্টামি দুষ্টামিতে বা মানুষকে বিব্রত করিতে পটু।
চেক—[ইং check] বি. চারখানা, চৌখুপি (চেক চাদর, চেক কাপড়)। **চেক**—[ইং cheque] টাকা দিবার জন্য ব্যাঙ্কের উপর নির্দেশ পত্র। **চেক কাটা**—চেক দেওয়া। **চেক দাখিলা**—খাজনার ছাপান রসিদ। **চেক-মুড়ি**—দাখিলার যে অংশ দাখিলা-দাতার কাছে থাকে, counterfoil.

চেগার, চ্যাগার—বি. বাড়ী-ঘেরা অথবা জমি-ঘেরা বাখারির বেড়া। [প্রাদে.]।
চেঙ—বি. ছোট মাছ-বিশেষ ; শব বহনের চালি। **চেঙমুড়ী**—যাহার মাথা চেঙের মাথার মত ; মনসা। **চেঙদোলা, চেঙ্গ-দোলা**—দুই হাত দুই পা ধরিয়া দেহ ঝুলানো (পণ্ডিত মশায়ের আদেশে সব পড়ুয়া মিলে বেণীকে চেঙদোলা করে নিয়ে এলো)।
চেটা, চেটাই—বি. খেজুর পাতা তাল পাতা বাঁশের চটা ইত্যাদি দিয়া প্রস্তুত দর্মা। [বাং]
চেটী—বি. চেড়ী, দাসী। [সং]
চেটুয়া, চেটো—বি. হাত বা পায়ের তলা ; তরুণী। [প্রাদে]। **চেটেনেটে, চেট্টে-নেট্টে**— ণ. ছোটখাট ; অল্পবয়স্কা। বি. যুবতী বধূ। [অন্তঃপুর-রঙ্গিণী।
চেড়—বি. দাস। [চেট]। স্ত্রী. **চেড়ী**—
চেত, চেতঃ—[চিৎ+অস্] বি. চিত্ত, হৃদয়, মন, চৈতন্য (চঞ্চলচেত : ক্ষুদ্রচেতা)। **চেত-বোধ**—[প্রাদে] সচেতনতা, প্রখর অনুভূতি (এত যে বকাঝকা তবু চেত-বোধ নাই)।
চেতক—ণ. চেতনা-সম্পাদক ; উদ্বোধক। [চিত্‌ + অক]।

চেতন—[চিৎ+অনট্] ণ. প্রাণবান্, জীবন্ত, animate (চেতন পদার্থ) ; বি. চেতনা, জাগ্রত অবস্থা (চেতন পাওয়া)। **চেতনা**—চৈতন্য, জ্ঞান, সংজ্ঞা (চেতনা সম্পাদন ; চেতনার সঞ্চার হইল ; চেতনা-রহিত)। **চেতস্বান্** (-স্বৎ)—সহৃদয়, চৈতন্যবান্। [চেতস্+মতুপ্]
চেতা—(প্রাদে.) ক্রি. রাগা (বড় চেতেছে)। **চেতানো**—ক্রি. চেতনা সঞ্চার করা, জাগাইয়া তোলা, উত্তেজিত করা (চেতিয়ে তোলা—সাধারণতঃ কাব্যে ব্যবহৃত হয়); প্রহার দিয়া শায়েস্তা করা (এমন চেতাব চেতাব যে মনে থাকবে বেশ কিছুদিন—সাধারণতঃ ছোট ছেলেদের বলা হয়)। [প্রাদে.]
চেতিত—ণ. জ্ঞাত ; জাগ্রত। [চিত্‌+ণিচ্‌-ক্ত]।
চেতোমান্ (-মৎ)—সচেতন, চৈতন্যযুক্ত। [বাং]।
চেত্তা—বি. চিৎ, চিৎভাব। [বাং]। **চেত্তা খাওয়া**—বুক ফুলাইয়া মাথা পিছনের দিকে ঈষৎ হেলাইয়া দাঁড়ানো ; বুক চিতাইয়া বা টান করিয়া দাঁড়ানো। **চেত্তা ভাঙ্গা**—চিৎ হইয়া মেরুদণ্ডের ও অঙ্গের আড়ষ্টভাব দূর করা।
চেন—[ইং chain] বি. শিকল ; ঘড়ির চেন ; কণ্ঠের অলঙ্কার-বিশেষ (চেন হার) ; জরিপের মাপের পরিমাণ (এক চেন = ৬৬ ফুট অথবা ১০০ ফুট)।

চেনা—(চিনা দ্রঃ) ক্রি. বা বি. পরিচয় থাকা; ণ. পরিচিত, জানাশুনা (চেনা বামুনের পৈতার দরকার নাই)। **চেনা-চিনি**—পরস্পরকে জানা। **চেনা-পরিচয়**—আলাপ ও জানা-শুনা। **চেনানো**—চিনাইয়া দেওয়া।
চেপ্‌টা—বি. চিপিটকের মত, পিষ্ট, flat। [বাং]। **চেপ্‌টা নাক**—থেব্‌ড়া নাক বা বসা নাক। **চেপ্‌টানো**-ক্রি. চেপ্‌টা করা, পিটিয়া চওড়া করা ; ণ. চেপ্‌টা-করা।
চেব—বি. ছেপ, থুথু। [প্রাদে.]
চেয়—ণ. চয়নযোগ্য। [চি+য]।
চেয়াড়ি—বি. বাঁশের ধারাল ছাল, চেঁচাড়ি, চিয়াড়ি। [প্রাদে.]।
চেয়ার—[ইং chair] বি. সুপরিচিত আসন বিশেষ, কেদারা, কুর্সি। **চেয়ারম্যান**—সভাপতি।
চেয়ে—অস. ক্রি. চাহিয়া ; তাকাইয়া (চেয়ে দেখা) ; মাগিয়া, যাচ্‌ঞা করিয়া (চেয়ে চিন্তে)

অব্য. অপেক্ষা (সুখের চেয়ে সোয়াস্তি ভাল)।
চেরয়াট—বি. নৌকার পাটাতন। চরাট দ্রঃ। [প্রাদে.]।
চেরা—(চিরা দ্রঃ) ক্রি. বিদারিত করা; ণ. বিদারিত। **পটল-চেরা**—পটল লম্বালম্বি কাটিলে যে আকৃতির হয় (পটল-চেরা চোখ)।
চেরাই—ফাড়ার কাজ অথবা মজুরি।
চেরানো—ফাড়ানো; কাটানো।
চেরাগ—চিরাগ দ্রঃ। **চেরাকী**—চিরাগী দ্রঃ।
চেলা—[হি. চেলা—শিষ্য] বি. শিষ্য, গুরুর আজ্ঞাবহ ও সেবাপরায়ণ শিষ্য (সন্ন্যাসীর চেলা); সাগরেদ, অনুচর (ডাকাতের চেলা)। [প্রাদে]
চেলা—বি. চেলানো গাছ; ফাড়া কাঠ। বিছা; ছোট মাছ বিশেষ। **চেলানো**—চেলা বাহির করা বা প্রস্তুত করা, ফাড়া, চেরা। **চেলানি**—ছোট চেলা। [প্রাদে]
চেলি,-লী, চেলিকা—[সং. চেল] বি. রেশমী বস্ত্র-বিশেষ।
চেল্লানো—চিল্লানো দ্রঃ।
চেষ্টা-[চেষ্ট্ + অ + আপ্] বি. কিছু সম্পাদন বা লাভ করিবার জন্য দৈহিক অথবা মানসিক প্রয়াস; প্রযত্ন; উদ্যোগ (উন্নতির চেষ্টা); অধ্যবসায় (চেষ্টা নাই, কি করে উন্নতি হবে); উপায় (অন্য চেষ্টা দেখ)। **চেষ্টক**—প্রয়াসশীল। **চেষ্টমান**—উদ্যোগী। **চেষ্টিত**—সচেষ্ট। **চেষ্টান্তর**—অন্য উপায়। **চেষ্টান্বিত**—প্রয়াসশীল। **চেষ্টাবেষ্টা**—কিছু চেষ্টা, বিভিন্ন ধরণের চেষ্টা।
চেহারা—[ফা. চেহ্রা] বি. আকৃতি, রূপ, মুখচ্ছবি (রাত জেগে চেহারা যা হয়েছে); মূর্তি (ভূতের মতন চেহারা)।
চৈচৈ—হাঁসকে ডাকিবার শব্দ।
চৈত—[সং. চৈত্র] বি. চৈত্র মাস (মৌখিক ভাষায় ব্যবহৃত, লেখা হয় 'চোত'—চোত-বোশেখ)। **চৈতী**—ণ. চৈত্র মাসের (চৈতী হাওয়া; চৈতী ধরা)।
চৈতন—বি. টিকি (চৈতন চুট্‌কি; চৈতনফক্কা)।
চৈতন্য—বি. চেতনা; অনুভূতি; জ্ঞান (ঈশ্বর নিরাকার চৈতন্যস্বরূপ); বুদ্ধি; হুঁস (লোকসান কতটা হইল, সেই চৈতন্য নাই); স্বনামধন্য চৈতন্যদেব। [চেতন + য]। **চৈতন্য হওয়া**—হুঁস হওয়া; সচেতন হওয়া।
চৈতার বউ—বৌ-কথা-কও পাখী (পূর্ববঙ্গীয় নাম)।
চৈতালি—বি. চৈত্র মাসে উৎপন্ন শস্য, রবিশস্য (মুগ, মশুর প্রভৃতি); চৈত্রের কিস্তিতে দেয় খাজনা; বসন্তবায়ু। **চৈতালী**—ণ. চৈতী।
চৈত্য—বি. বৌদ্ধ মঠ বা মন্দির; বুদ্ধের স্মরণ-চিহ্ন সম্বলিত স্তূপ; যজ্ঞস্থান; চিতা, পূজনীয় বৃক্ষ; স্মৃতিস্তম্ভ; বৌদ্ধ সভার গুহা। [চিত্য + অ, চিতা + য]। **চৈত্যবৃক্ষ**—চৈত্যে জাত অশ্বত্থাদি বৃক্ষ অথবা পূজনীয় বৃক্ষ। **চৈত্য-পাল**—চৈত্যের অধ্যক্ষ।
চৈত্র—বি. দ্বাদশ মাস (চৈত্রক, চৈত্রিক-ও বলা হয়)। [চিত্রা + অ]। **চৈত্ররথ**—বি. কুবেরের উদ্যান। **চৈত্রাবলী, চৈত্রী**—বি. চৈত্র-পূর্ণিমা।
চোঁচ—[প্রাদেশিক] বি. বাঁশের ধারাল পাত বা তন্ত (চোঁচ দিয়ে নাড়ী কাটা)।
চোঁ-চোঁ—সাগ্রহ পানের শব্দ (অতখানি দুধ চোঁ-চোঁ করে খেয়ে ফেল্লে)।
চোঁচা—অব্য. সটান, অন্যদিকে দৃক্‌পাত না করিয়া (চোঁচা দৌড়); বি. ছাল (আমের চোঁচা)।
চোঁতা—চোতা দ্রঃ।
চোঁয়া, চুঁয়া—বি. ণ. অল্প পোড়া (চোঁয়া-চোঁয়া—কড়া-কড়া, পোড়া-পোড়া); অজীর্ণ-জনিত অম্লগন্ধবিশিষ্ট (চোঁয়া ঢেকুর)। [বাং]।
চোক—চারি পণ বা আনা, তাহার চিহ্ন (।০); দশ সের বা পাঁচ কাঠার চিহ্ন। [বাং]
চোকর—(হি. চোকর) শস্যের ছাল, গমের ভুষি।
চোকরি—যে প্রজাপতি ঘর কাটিয়া বাহির হয়।
চোকলা—বি. ছিল্‌কা, খোসা (পূর্ববঙ্গে)।
চোখ, চোক—[সং চক্ষুঃ] বি. চক্ষু, দর্শনেন্দ্রিয়, দৃষ্টিশক্তি; মনোযোগ; সুনজর, খেয়াল (তোমার প্রতি তার চোখ আছে, কি চোখেই তিনি আমায় দেখতেন); লোভ বা লোলুপ দৃষ্টি (অপরের জিনিসে চোখ দিওনা); বাঁশ আখ প্রভৃতির কাণ্ডে অঙ্কুরোদ্গমের স্থান। **চোখ ওঠা**—চক্ষুরোগ বিশেষ, ophthalmia। **চোখ কাটানো**—ডাক্তার দিয়া চোখের ছানি কাটানো। **চোখ খাওয়া, চোখের মাথা খাওয়া**—মনোযোগ না থাকা; চোখ নষ্ট হওয়া (মেয়েলি গালি বিশেষ, চোখ-খাগী)। **চোখ খোলা**—জাগা; অবহিত হওয়া, জ্ঞান হওয়া; জ্ঞান দান করা। **চোখ ঘুরানো,**

-পাকানো—চতুর্দিকে ক্রুদ্ধদৃষ্টি নিক্ষেপ করা। **চোখ গালা**—আঙুল দিয়া বা খোঁচা দিয়া চোখ নষ্ট করা; বিরক্তিকর ভাবে অথবা অশিষ্টভাবে তাকাইবার জন্য মেয়েলি গালি (অমন করে তাকালে চোখ গেলে দেব)। **চোখ ছল ছল করা**—চোখে জল দেখা দেওয়া (কাঁচা সর্দির ফলে অথবা দুঃখে অভিমানে)। **চোখ টাটানো**—চোখে বেদনা বোধ করা; ঈর্ষান্বিত হওয়া। **চোখ টেপা**—অপরের চোখে না পড়ে এমন ভাবে চক্ষুভঙ্গি করিয়া ইঙ্গিত করা। **চোখ ঠারা**—চোখ টেপা; ইঙ্গিতে প্রবোধ দেওয়া (বিবেককে চোখ ঠারা)। **চোখ দেওয়া**—লোলুপ বা ঈর্ষাপূর্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করা। **চোখ নাচা**—চোখের পাতা স্পন্দিত হওয়া (তাহা দ্বারা মঙ্গল অথবা অমঙ্গল সূচিত হয়। প্রমীলার বামেতর নয়ন নাচিল—মধু)। **চোখ পড়া**—মনোযোগ আকৃষ্ট হওয়া, মন পড়া। **চোখ বুজা**—মরা; আমলে না আনা বা প্রশ্রয় দেওয়া (বোঁজা দ্রঃ)। **চোখ বুলানো**—ভাসা-ভাসা ভাবে দেখা বা পড়া। **চোখ ফুটা**—পশু ও পক্ষী-শাবকের জন্মের কিছুদিন পরে দৃষ্টিশক্তি লাভ করা; সম্যক্ অবহিত হওয়া। **চোখ ফুটানো**—জ্ঞান দান, প্রকৃত ব্যাপার সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল করা। **চোখ মট্‌কানো**—চোখের ইঙ্গিত করা। **চোখ রাখা**—সতর্ক হওয়া; মনোযোগী হওয়া; তত্ত্বাবধান করা (কতদিকে চোখ রাখ্‌ব বল)। **চোখ রাঙানো**—ক্রুদ্ধ দৃষ্টি নিক্ষেপ করা; ক্রুদ্ধভাবে শাসানো। **একচোখো**—পক্ষপাতদুষ্ট। **টানা-চোখ**—আয়ত চক্ষু। **টেরাচোখো**—যাহার চোখ টেরা অথবা দৃষ্টি সোজা নয়, বাঁকা। **কটাচোখ**—কটাবর্ণ চোখ, বেড়াল চোখ। **লালচোখ, রাঙাচোখ**—ক্রোধে বা নেশায় লাল বা মোহগ্রস্ত দৃষ্টি। **পটলচেরা চোখ**—চেরা দ্রঃ। **পানসে চোখ**—ভাসা ভাসা ঈষৎ নীল আভাযুক্ত চোখ। **ভাল চোখে চাওয়া**—শুভদৃষ্টি করা; প্রীতিপূর্ণ নেত্রপাত। **মন্দ চোখ**—ঈর্ষাপূর্ণ দৃষ্টি অথবা লালসাপূর্ণ দৃষ্টি। **সাদা চোখে**—সহজ দৃষ্টিতে। **চোখে আঙুল দিয়া দেখানো**—প্রমাণাদির দ্বারা বুঝাইয়া দেওয়া। **চোখে চোখে রাখা**—সজাগ দৃষ্টি রাখা। **চোখে ঠুলি দেওয়া**—চোখে ঠুলি দিয়া অবাধ দৃষ্টি প্রতিহত করা; না দেখা; উপেক্ষা করা। **চোখে ধরা**—পছন্দ হওয়া। **চোখে ধুলো দেওয়া**—প্রকৃত তথ্য গোপন করিয়া ফাঁকি দেওয়া। **চোখে লাগা**—চোখে ধরা; বিসদৃশ বোধ হওয়া; দীপ্তি সহ্য করিতে না পারা। **চোখে চামড়া না থাকা**—চামড়া দ্রঃ। **চোখের বালি**—দেখিলেই বিরক্তি বোধ হয় এমন কিছু বা কেহ, চক্ষুশূল। **চোখের দেখা**—শুধু দর্শন-লাভজনিত সুখ অথবা শুধু দর্শন (চোখের দেখাও দেখতে নেই)। **চোখের নেশা**—দেখিবার জন্য প্রবল আকাঙ্ক্ষা; দর্শনে আনন্দ। **চোখাচোখি হওয়া**—পরস্পরের দিকে চাওয়া; পরস্পরের সামনে আসিয়া পড়া। **চোখ এত বড় করা**—অত্যন্ত বিস্মিত হওয়া। **চোখে মুখে কথা বলে**—খুব চালাকচতুর।

চোখল, চোকল—ণ. যার সব দিকে চোখ; চৌকস; চটপটে; চালাক-চতুর। [প্রাদে]।

চোখা, চোকা—বি. ণ. তীক্ষ্ণ, ধারাল (চোখা চোখা বাণ); তলাইয়া বুঝিতে পারে এমন সূক্ষ্ম (চোখা বুদ্ধি); তুখড়, বুদ্ধিমান ও চৌকস (চোখা লোক); স্পষ্ট, কড়া, মর্মভেদী (চোখা চোখা কথা); তীব্র ('-গুড়'); বিশুদ্ধ (চোখা মাল)। [বাং]। **চোখানো**—শাণিত করা। **মুখ চোখানো**—বলিবার জন্য প্রস্তুত হওয়া; খাইবার জন্য লোভ করা।

চোখো—ণ. তীব্র, তীক্ষ্ণধার (চোখো তামাক, চোখো বালি)। [বাং]

চোগা—[ফা.] বি. লম্বা ঢিলা বুকখোলা সম্ভ্রান্ত জামা বিশেষ (চোগা-চাপকান-পরিহিত)।

চোঙ্, চোঙা, চোঙ্গা—বি. ফাঁপা নল; এক-দিকে গাঁঠযুক্ত অন্য দিকে ফাঁপা বাঁশের টুকরা (দুধ তেল ইত্যাদি মাপার কাজে ব্যবহৃত হয়। এক চোঙা দুধ)।

চোট—বি. আঘাত, কোপ, ঘা (কুড়াল দিয়া চোট মারা); বন্দুকের গুলির দ্বারা অথবা পতন হেতু আঘাত (পায়ায় চোট লেগেছে; এক চোটে তিনটা হরেল পড়েছে; পড়ে গিয়ে পায়ে চোট লেগেছে); ক্রোধ, ধমক (চোটপাট করা; চোটের মরদ); জোর, তোড়, দাপট (মন্ত্রের চোট, হাসির চোটে; গুঁতোর চোটে; কথার

চোট); দফা (খুব এক চোট খেলা হল); সুযোগ (খেললে ভাল চোটে—হেমচন্দ্র)। [বাং]। **চোটপাট**—বি. তিরস্কার, কড়া বকুনি। **চোটপাট করা**—ক্রোধ প্রকাশ করা, ধমকানো। **খুব এক চোট নেওয়া**—নেওয়া দ্রঃ।

চোটা—[হি চৌথা—টাকার চার ভাগের এক ভাগ] বি. চড়া সুদ (চোটাখোর বেণে); মাত, ঝোলা গুড় (চোটা গুড় = চিটা গুড়)।

চোট্টা—(হি.) বি. চোর, প্রবঞ্চক। **চোট্টামি**—প্রবঞ্চনা।

চোত—চৈত্র শব্দের কথ্য রূপ।

চোতা, চোঁতা—[সং. চ্যুত] ণ. রদি, অনাবশ্যক, বাজে (চোতা কাগজ)।

চোদনা—বি. প্রেরণা, প্রবর্তনা (কর্মচোদনা)। [চুদ্ + ণিচ্ + অনট্ + আপ্]। **চোদিত**—নিয়োজিত, প্রবর্তিত। **চোদয়িতা** (-তৃ)—প্রবর্তক।

চোদ্দ, চৌদ্দ—[সং চতুর্দশ] ১৪ এই সংখ্যা, ১৪ সংখ্যক (চোদ্দ বছরে ফিরবে), বহু (চোদ্দ কথা শুনিয়ে দিলে)। **চোদ্দ পোয়া হওয়া**—হাত পা ছড়াইয়া শয়ন করা (মানুষ সাধারণতঃ লম্বায় সাড়ে তিন হাত)। **চোদ্দ পোয়া রথ**—মানব-দেহ (আর কি কানাই-র সেদিন আছে, চোদ্দ পোয়া রথ টেনে কানাই বুড়ো হয়ে গেছে—পাগ্‌লা কানাই)। **চৌদ্দ পুরুষ**—ঊর্ধ্বতন সাত ও অধস্তন সাত এই চোদ্দ পুরুষ। **চৌদ্দ শাক**—চৌদ্দ প্রকারের শাক যাহা দীপাবলীর আগের রাত্রে খাওয়া হয়। **চোদ্দই**—মাসের চৌদ্দ তারিখ।

চোনা—বি. গোমূত্র (প্রাদেঃ চনা)। [বাং]। **চোনানো**—ক্রি. গরু প্রভৃতির মূত্রত্যাগ করা।

চোপদার—[ফা. চোবদার] বি. রাজ-রাজড়ার আশা-সোঁটা-বাহক সুসজ্জিত ভৃত্য।

চোপরা—বি. মাছের চোয়াল। [প্রাদে.]।

চোপ্‌রাও—[হি. চুপ্ রহো] অব্য. চুপ থাক ; আর কথা নয়।

চোপ্‌সা, চোপ্‌সান—চুপ্‌সা দ্রঃ।

চোপা বি. মুখ (চোপা ফুলানো ; চোপা ওঠে না—মুখ ভার, খুশী হয় না); মুখরতা, মুখের উপর জবাব দেওয়া (চোপা করা ; চোপার জোর খুব)। **মাকুন্দ চোপা**—গোঁপদাড়িবিহীন মুখ।

চোপানো—কোপ মারিয়া কাটা। [ইং chop].

চোবচীনী—তোপচিনী দ্রঃ। [[চতুর্বেদী]

চোবে, চৌবে—বি. ব্রাহ্মণের উপাধি বিশেষ।

চোয়াড়, চোহাড়—বি. পার্বত্য জাতিবিশেষ। ণ. বর্বর, অমার্জিত ; গোঁয়ার। [বাং]। **চোয়াড়পনা**—চোয়াড়ের ব্যবহার।

চোয়াড়ে—ণ. চোয়াড়ের মত।

চোয়াল্প,চোয়াল; চোয়াল্লিশ—চু- দ্রঃ।

চোর—বি. যে চুরি করে, তস্কর। [চুর্ + ণিচ্ + অ]। (বাং) স্ত্রী. **চোরণী**। ণ. **চোরাই** (চোরাই মাল)। **চোরকাঁটা**—তৃণবিশেষ, ইহার চোখা-চোখা ফল প্রচুর পরিমাণে কাপড়ে বিঁধিয়া যায়। **চোরকুঠরী**—টাকাপয়সা রাখিবার গুপ্ত গৃহ ; ঘরের ভিতরের ছোট ঘর। **চোরখণ্ডা**—চোর ডাকাত। **চোর চোর খেলা**—এই খেলায় একজন চোর হইয়া নিজের চোখ বাঁধিয়া অপর সকলকে ছুঁইতে চেষ্টা করে, যাহাকে ছুঁইতে পারে সে পুনরায় চোর হয়। **চোরপ্রপাত**—পাহাড়ের খাড়া কিনারা যাহা হইতে পূর্বকালে চোরকে ফেলিয়া দিয়া বধ করা হইত। **চোরছোঁচ**—চোর ও ছোঁচা (ছোঁচা দ্রঃ)। **চোরে চোরে মাসতুত ভাই**—এক পথের (মতলব সিদ্ধির) পথিক। **চোরের উপর বাটপাড়ি**—চোরের উপর ডাকাতি, চোরকেও প্রবঞ্চনা। **চোরের মায়ের কান্না**—যে দুঃখ প্রকাশ করিয়া বলিবার উপায় নাই, গোপন-করা অন্তর্দাহ। **ছিঁচ্‌কে চোর**—পাকা বা সিঁধেল চোর নহে, সুবিধা পাইলে সামান্য কিছু লইয়া পলায়ন করে। **মনচোর**—গাঢ় অনুরাগের পাত্র। **সিঁধেল চোর**—চুরিবিদ্যায় পরিপক্ক বা সিঁধ কাটিয়া বড় রকমের চুরি করিতে জানে এমন চোর।

চোরা—ণ. চুরি-করা, চোরাই ; বেআইনি (চোরা কারবার) ; গুপ্ত, অজানিত, অদৃশ্য ; বি. চোর (ননীচোরা)। **চোরা গর্ত**—বাহির হইতে দেখিয়া টের পাওয়া যায় না এমন গর্ত। **চোরা-গলি**—অপ্রশস্ত ও কতকটা অপ্রসিদ্ধ গলি। **চোরা গাই**—যে গরু সহজে দুধ ছাড়ে না। **চোরা-গোপ্তা**—গোপনে সম্পাদিত (চোরা-গোপ্তা মার)। **চোরা জমি**—জমিদারকে না জানাইয়া ভোগ করা জমি। **চোরা পকেট**—জামার মধ্যে গুপ্ত পকেট। **চোরা**

পথ—অন্ধের অজানা পথ। **চোরা পাহাড়**—সমুদ্রের ভিতরকার অদৃশ্য পাহাড়। **চোরা পাহারা**—গুপ্ত প্রহরী। **চোরা বালি**—যে বালি উপরে দেখিতে শক্ত, কিন্তু ভিতরে দল্‌দলে, সুতরাং তাহাতে পা দিলে তলাইয়া যাইতে হয়; অনির্ভরযোগ্য ও বিপদসকুল কিছু। **চোরা না শোনে ধর্মের কাহিনী**—কুলোককে সদুপদেশ দেওয়া বৃথা। **চোরাই**—ণ. চুরি করিয়া সংগৃহীত, অপহৃত (চোরাই মাল)। [বাং]।

চোরিত—ণ. অপহৃত। [চুর্‌+ণিচ্‌+ক্ত]

চোল—বি. কাঁচুলি ; নিচোল। [সং]।

চোলক—বি. বল্কল ; বর্ম। [সং]।

চোলাই—বি. বাষ্পীভূত জল বক-যন্ত্রের দ্বারা পাত্রান্তরে গ্রহণ, চুয়ানো, distillation। [হি.]

চোলিকা, চোলী—আঙিয়া, বডিস। [হিন্দী]।

চোষক—শোষক। [চুষ্‌+ণক]। **চোষ-কাগজ**—যে কাগজ সহজে কালি শুষিয়া লয়, blotting paper. **চোষণ**—বি. শোষণ। [চুষ্‌+অনট্‌]।

চোষা—চুষা দ্রঃ। **চোষ্য**—ণ. চুষিয়া খাইবার যোগ্য (চুষ্য দ্রঃ)।

চোস্ত—[ফা. চুস্‌ত্‌] ণ. ঢিলা নয়, আঁটসাঁট (চোস্ত হাতার পাঞ্জাবী) ; সমতল, মসৃণ ; চট-পটে, চৌকস। **চোস্তচালাক**—তীক্ষ্ণবুদ্ধি ও কর্মঠ।

চোহেল—[হি. চহল্‌] বি. নীতি-বহির্ভূত আমোদ-প্রমোদ, মাতামাতি, ঢলাঢলি (চোহেলের রৈ রৈ)।

চৌ—[সং চতুর্‌, প্রা. চউ] চার (অন্য শব্দের সঙ্গে যুক্ত হইয়া অর্থ প্রকাশ করে। চৌঘুড়ী ; চৌচির ; চৌচালা)।

চৌক—[সং. চতুষ্ক] ণ. বি. চারি-কোণ-বিশিষ্ট ; চারি পণ, চোক ; চক ; উঠান।

চৌকশ,-ষ,-স—ণ. যাহার চারিদিকে দৃষ্টি আছে; সর্ববিষয়ে দক্ষ ; চালাক-চতুর। [বাং]

চৌকা—ণ. চারিকোণযুক্ত ; [হি.] বি. উনান।

চৌকাঠ—বি. দরজার পাল্লা ঝুলাইবার ফ্রেম। [বাং]। **চৌকাঠ মাড়ানো**—গৃহে পদার্পণ বা প্রবেশ করা (আর কোন দিন তোমার বাড়ীর চৌকাঠ মাড়াব না)।

চৌকী,-কি—বি. ঘাঁটি ; পাহারার স্থান ; চারি পায়াযুক্ত কাঠের আসন (জলচৌকী) ; তক্তপোষ। **চৌকিদার**—যে গ্রামে পাহারা দেয়। **চৌকি বসানো**—প্রহরীদল নিযুক্ত করা।

চৌখণ্ড,-ণ্ডী—বি. চৌচালা ঘর। [বাং]। **চৌখণ্ডিয়া**—বি. চারপায়াযুক্ত পিঁড়ি বা খাট্‌লি। [বাং]।

চৌখুপী,-প্পী—ণ. চারিকোণা খোপযুক্ত ; বি. তদ্রূপ বুনানি। [বাং]

চৌখুরি,-রী—বি. চার পায়াযুক্ত কাষ্ঠাসন (চন্দন-চৌখুরী)। [বাং। খুরা = পায়া]

চৌগান—[ফা.] বি. পোলো খেলার মত খেলা।

চৌগোঁপ্পা—বি. ণ. দুই ভাগে ভাগ করিয়া পরিপাটি করিয়া গোঁপের সহিত উপরে তুলিয়া দেওয়া দাড়ি, অথবা যাহার দাড়ি এরূপ ভঙ্গিতে সাজানো। [বাং]

চৌগুণ—ণ. চতুর্গুণ ; বহু গুণ। [বাং]

চৌঘুড়ী—বি. চার ঘোড়ার গাড়ী (চৌঘুড়ী হাঁকানো) [বাং]।

চৌচাপটে—ক্রি. ণ. যথাযথভাবে, সর্বতোভাবে (মনে চৌচাপটে লাগা)।

চৌচালা—বি. ণ. চার চালের ঘর, চউরি ঘর ; চারিটী চালবিশিষ্ট।

চৌচির, চৌচীর—ণ. বহুস্থানে বিদীর্ণ ; ফাটিয়া ছড়াইয়া পড়িয়াছে এমন (ফেটে চৌচির)।

চৌঠ—ণ. চতুর্থ (চৌঠ জন—বর্তমানে তেমন চলিত নয়)। **চৌঠা**—মাসের চার তারিখ। **চৌঠি**—চতুর্থাংশ (এক চৌঠি ভাত—পিণ্ড ভোগের এক-চতুর্থাংশ)।

চৌড়া—ণ. চওড়া, প্রশস্ত। [বাং]। বি. **চৌড়াই**—প্রস্থ।

চৌতলা,-তালা—বি চারিতল-বিশিষ্ট অট্টালিকা ; চতুর্থ তলা। [বাং]

চৌতরা,-তারা—চবুতরা, চত্বর। [হি.]

চৌতারা—বি. চার তারের বাদ্যযন্ত্র-বিশেষ। [বাং]

চৌতাল—বি. উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের তাল বিশেষ [হি.]

চৌতিশা—বি. চৌত্রিশ ব্যঞ্জনে রচিত স্তোত্র।

চৌত্রিশ—৩৪ এই সংখ্যা। [সং চতুস্ত্রিংশৎ]।

চৌথ—বি. আয়ের বা আদায়ী রাজকরের চার ভাগের এক ভাগ ; মারাঠারা যে কর আদায় করিত (চৌথ-জিজিয়া বসবেনাক নিত্য নূতন নিদ্দারি—কুমুদরঞ্জন)। [চতুর্থ]

চৌদ্দশী—[সং. চতুর্দশী] বি. কৃষ্ণা-চতুর্দশী (বৈষ্ণব কবিতায় ব্যবহৃত)।

চৌদানি—বি. চারদানা মতিযুক্ত কর্ণাভরণ।
চৌদিক—বি. চতুর্দিক (কাব্যে ব্যবহৃত)।
চৌদিশ—চৌদিক (কাব্যে ব্যবহৃত)। [চতুর্দিশ]।
চৌদুলী—বি. চৌদোলা বাহক জাতি, কাহার। [চতুর্দোলিন্]।
চৌদোল, চৌদোলা—[সং. চতুর্দোল] বি. চতুর্দোল, শিবিকা।
চৌদ্দ—চোদ্দ দ্রঃ। **চৌদ্দবুড়ি**—অনেক (চৌদ্দ বুড়ি কথা শুনিয়ে দিলে)।
চৌধুরী—[চতুর্ধুরীণ, চক্রধারিন্] বি. গ্রাম জেলা জাতি অথবা বর্ণের উপর ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রধান ব্যক্তি; সামন্ত রাজা; বাজার-সর্দার; উপাধিবিশেষ। স্ত্রী. **চৌধুরাণী**।
চৌপট—ণ. সমান, অবন্ধুর, সমতল। [হি.]
চৌপথ—বি. চার পথের সঙ্গমস্থল; চৌমাথা। [চতুষ্পথ]।
চৌপদ—বি. চতুষ্পদ। **চৌপদী**—বি. চার চরণ বিশিষ্ট ছন্দ-বিশেষ। [চতুষ্পদী]।
চৌপর—[সং চতুঃপ্রহর] বি. চার প্রহর; সমস্ত দিন, সর্বক্ষণ (চৌপর দিন খাটুনি)।
চৌপল—[হি.] বি. চার পল বা ধার; ণ. চতুষ্কোণ। ণ. **চৌপলিয়া, চৌপলে**।
চৌপারী, চৌবাড়ী—[সং চতুষ্পাঠী) বি. টোল। [চতুষ্পদ। [বাং)
চৌপায়া, চৌপায়ী—বি. চারপাই; খাট;
চৌপালা—বি. কপাটহীন চৌদোলা-বিশেষ।
চৌপাশ—বি. চারিধার; চারিদিক। [চতুষ্পার্শ্ব]।
চৌবাচ্চা—[ফা.] বি. জল ধরিয়া রাখিবার ইষ্টকনির্মিত আধার, হৌজ, জলকুণ্ড।
চৌবাটী—[সং চতুষ্পাঠী] বি. টোল।
চৌমহলা—ণ. চার মহলযুক্ত (বাড়ী), চৌতলা।
চৌমাথা—বি. চার পথের মিলন-স্থান। [বাং]
চৌমোহনা—বি. চৌমাথা; পার্ক, square।
চৌম্বক—ণ. চুম্বক-সম্বন্ধীয় (চৌম্বক শক্তি); আকর্ষণকারী [চুম্বক+অ]।
চৌযুগ—বি. চারি যুগ—সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলি; সর্বকাল। [চতুর্যুগ]
চৌয়ারী—বি. চার চালযুক্ত বড় ঘর, চৌরীঘর।
চৌর—বি. চোর; গন্ধদ্রব্য বিশেষ; কবি-বিশেষ। [চোর+অ]।
চৌরশ,-স—[সং. চতুরস্র] ণ. সমতল, অবন্ধুর, (মাটি চৌরস করিয়া তবে শস্য বোনা হয়); প্রশস্ত।
চৌরাশি—[সং. চতুরশীতি] ৮৪ এই সংখ্যা, চুরাশি।
চৌরাস্তা—বি. চৌমাথা। [হি.+ফার্সী]
চৌরি—[মৈ] ণ. গুপ্ত, অপ্রকাশ্য; [সং] বি. চৌর্য, তস্করতা।
চৌরী—বি. চার চালের অপেক্ষাকৃত বড় ঘর ('চৌ-চালা' সাধারণতঃ ছোট ও গঠন-নৈপুণ্যহীন)।
চৌরোদ্ধরণিক—বি চোরের উপদ্রব নিবারক প্রাচীনকালের রাজকর্মচারী-বিশেষ, পুলিস। [চোর+উদ্ধরণিক]।
চৌর্য—বি. চুরি, অন্যায়ভাবে ও গোপনে আত্মসাৎ। [চোর+য]। **চৌর্যবৃত্তি**—চুরি, চোরের কাজ।
চৌশাল, চৌশালা—[সং চতুঃশাল] বি. চক-মিলানো বাড়ী।
চৌশিঙা—বি. চার শিঙযুক্ত হরিণ। [বাং]
চৌষট্টি—[সং চতুঃষষ্টি] ৬৪ এই সংখ্যা। **চৌষট্টি কলা**—চৌষট্টি প্রকার কলাবিদ্যা। (কলা দ্রঃ)।
চৌহদ্দী, চৌহদ্দি—বি. চারিদিকের সীমানা (জমির চৌহদ্দি)। [হি. চৌ+আ. হদ্]।
চৌহান—বি. সুপ্রসিদ্ধ রাজপুত বংশ (পৃথ্বীরাজ এই বংশোদ্ভব)। স্ত্রী. **চৌহানী**।
চ্যাং—বি. চ্যাং মাছ। [বাং]
চ্যাঁ—অব্য. শিশুর বা শাবকের শব্দ। **চ্যাঁ ভ্যাঁ**—বিরক্তিকর ক্রন্দন বা শব্দ।
চ্যাঙারী, চ্যাঙ্গারী—চাঙ্গারী দ্রঃ।
চ্যাঙড়া, চ্যাঙরা—চেংড়া দ্রঃ।
চ্যাপ্টা; চ্যালা—চে দ্রঃ।
চ্যুত—ণ. ভ্রষ্ট, পতিত (গৌরবচ্যুত); স্খলিত (কণ্ঠচ্যুত হার; হস্তচ্যুত পাশা); ক্ষরিত, যাহা চুয়াইয়া পড়িতেছে (শ্রীমুখচ্যুত বাণী); বিতাড়িত (সিংহাসন-চ্যুত)। [চ্যু+ক্ত]। **চ্যুতাধিকার**—অধিকারচ্যুত। **চ্যুতি**—বি. পতন (ধর্মচ্যুতি); হানি, নাশ (ধৈর্যচ্যুতি); ক্ষরণ; স্খলন। [চ্যু+ক্তি]।

ছ

ছ—ব্যঞ্জন বর্ণের সপ্তম বর্ণ ও চ-বর্গের দ্বিতীয় বর্ণ, মহাপ্রাণ ; ছয় (ছদিন পরে ; ছশো—ছয় শত)।

ছই, ছৈ—বি. নৌকার বা গরুর গাড়ীর দর্মা ও বাখারী দিয়া তৈরী অর্ধ-গোলাকার ছাদ (বজরার ছাদকে সাধারণতঃ ছই বলা হয় না)। [ছদি]

ছুঁই, ছুঁউই—বি. মাসের ছয় তারিখ। [প্রাদে.]।

ছক—বি. চৌকা চৌকা নক্সা ; দাবা পাশা প্রভৃতি খেলিবার বিভিন্ন চিহ্নযুক্ত বস্ত্রখণ্ড অথবা পিচবোর্ড। [বাং]। **ছক-কাটা**—ছক-আঁকা। **ছকা**—ক্রি. ছক কাটা ; ব্যঞ্জনে 'ছক' ধ্বনি উৎপন্ন করা অর্থাৎ সম্বরা দেওয়া।

ছক্‌ড়া, ছক্কড়, ছেক্‌ড়া, ছ্যাক্‌ড়া—[সং. শকট] বি. নিম্ন শ্রেণীর ঘোড়ার গাড়ী ; গরুর গাড়ী। (বর্তমানে এই শব্দে নিকৃষ্ট শ্রেণীর ঘোড়ার গাড়ীই বুঝায়)।

ছকড়া-নকড়া করা—তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করা।

ছক্কা—বি. নানা তরকারি দিয়া প্রস্তুত ব্যঞ্জন-বিশেষ ; ছয় ফোঁটাযুক্ত তাস। [বাং]। **ছক্কা করা**—তাস খেলায় জিৎ-বিশেষ। **ছক্কা ধরা**—তাস খেলায় জিতের চিহ্ন-বিশেষ। **ছক্কা-পাঞ্জা করা, ছক্কাই-পাঞ্জাই করা**—বড় বড় কথা বলা।

ছগ, ছগল—বি. ছাগ, ছাগল। স্ত্রী. **ছগী, ছগলী**। [সং]

ছগল—বি. নীল বস্ত্র। [সং]

ছচল্লিচ, ছেচল্লিশ—[সং. ষট্‌চত্বারিংশৎ] ৪৬—এই সংখ্যা।

ছচি—ণ, উচ্ছিষ্ট, অশুচি। **ছচিবাই**—বি. [শুচিবায়ু]।

ছট্‌কানো—ক্রি. ছিট্‌কাইয়া পড়া, বিচ্ছিন্ন বা বিক্ষিপ্ত হওয়া। **ছট্‌কে পড়া**—দল ছাড়িয়া সরিয়া পড়া, বিচ্ছিন্ন হইয়া দূরে পড়া। **ছটকা চিংড়ী**—ছট্ ছট্ করিয়া দূরে সরিয়া পড়ে এমন ছোট চিংড়ী।

ছট্‌ফট্—[হি. ছটপটী] অব্য. যন্ত্রণায় অস্থিরতার ভাব ; অস্বস্তি অথবা অধৈর্যের ভাব (রওনা হইবার জন্য ছট্‌ফট্ করিতেছে)। বি. **ছট্‌ফটি**। ণ. **ছট্‌ফটে, ছট্‌পটে**—চঞ্চল। **ছটফটানো**—ছট্‌ফট্ করা, অস্থির হওয়া। বি. **ছট্‌ফটানি**।

ছট্‌রা, ছর্‌রা, ছর্রা—বি. grapeshot, বন্দুকের ছিটে গুলি, অর্থাৎ খুব ছোট গুলি যাহা ছিটাইয়া যায়।

ছটা—[ছো (দীপ্তি পাওয়া) + অট + আপ্] বি. দীপ্তি, দ্যুতি ; সৌন্দর্য, চমৎকারিত্ব ; ঘটা (কথার ছটা)। [ছয় + টা] ছয়টা।

ছটাক—বি. সেরের ষোল ভাগের এক ভাগ, পাঁচ তোলা পরিমাণ ; কাঠার ষোল ভাগের এক ভাগ ; সামান্য মাত্র (এক ছটাক জমিও পতিত নেই ; গায়ে নেই এক ছটাক জোর, কিন্তু গোয়ার্তুমি খুব)। [হি.]। ণ. **ছটাকিয়া, ছটাকে** (ছটাকে গরু—যে গরু সামান্য দুধ দেয়)। **ছটাকে,-কি,-কী**—ছোট ছেলেমেয়ের ডাক-নাম।

ছটাফল—বি. যাহার ফলে ছটা অর্থাৎ সরল রেখা আছে ; সুপারি গাছ। [সং]

ছড়—[সং ছল্লি , ছাল] বি. পশুর চামড়া (অভাগী ফুল্লরা পরে হরিণের ছড়—কবিকঙ্কণ) ; বেহালা, এস্রাজ প্রভৃতি বাজাইবার ছড়ি, লোহার গরাদে বা দীর্ঘ মোটা শলাকা (জানালার ছড় ; বন্দুক গাদিবার ছড়) ; লম্বা আঁচড় (গায়ে ছড় গেছে)।

ছড়া—পশুচর্ম (মৃগছড়া)।

ছড়া—বি. ছড়াইয়া দিবার বা ছিটাইয়া দিবার বস্তু (গোবরের ছড়া ; চন্দনের ছড়া) ; থোকা, গোছা, গুচ্ছ (এক ছড়া মর্তমান কলা ; কাঁদি থেকে ছড়া বিচ্ছিন্ন করা, 'ছড়ি'ও বলা হয় ; একছড়া হার) ; ছন্দোবদ্ধ গ্রাম্য উক্তি বা বাদ-প্রতিবাদ (ছড়া কাটা ; ছেলে-ভুলানো ছড়া) ; ঝরণা, ছোট পার্বত্য নদী। [বাং]। **ছড়াছড়ি**—ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে এমনই প্রাচুর্য (বিলাস-দ্রব্যের ছড়াছড়ি)। **ফেলাছড়া**—প্রাচুর্যজনিত অনাদর (ফেলাছড়া করিয়া খাওয়া)।

ছড়ানো—ক্রি. বিক্ষিপ্ত করা, বিস্তৃত করা, ব্যাপ্ত হওয়া (রোগের বীজ ছড়ানো ; হাত পা ছড়াইয়া শোওয়া, দুর্নাম ছড়িয়ে পড়ল) ; ছিন্ন করা, ছাড়ানো (ডাল থেকে পাতা ছড়ানো)। ণ. বিক্ষিপ্ত ; প্রসারিত।

ছড়ি,-ড়ী—[হি.] বি. সরু লাঠি বা বেত (ছড়ি হাতে বাবু) ; লম্বাকৃতি বাদন-দণ্ড (বেহালার ছড়ি বা ছড়) ; আশা-সোঁটা (ছড়ি-বরদার)।

ছড়িদার—ছড়িধারী ; পাণ্ডার অনুচর। **ছড়ি ঘুরানো**—অসঙ্গতভাবে সর্দারি করা। **খেজুর ছড়ি**—খেজুর-কাঁদি। **ফুলছড়ি**—কাগজ সোলা প্রভৃতি দিয়া প্রস্তুত কৃত্রিম যষ্টি-বিশেষ।

ছত্‌রি,-রী—[সং ছত্র] বি. ছাতার মত ছায়াকর ছৈ ; গাড়ী বা পাল্‌কির ছাদ ; যে বংশরচিত ছত্রাকার উচ্চ আধারের উপরে পায়রা বসে ; মশারি খাটাইবার চতুষ্কোণ ফ্রেম ; যে মাচার উপরে দাঁড়াইয়া মাঝি হাল ধরে। **দোছতরী**—ছাদের নীচেকার ছাদ।

ছত্তিছন্ন—ণ. এলোমেলো, চতুর্দিকে বিক্ষিপ্ত (বই-পত্তর সব ছত্তিছন্ন হয়ে রয়েছে) ; ছন্নছাড়া।

ছত্তর—[সং. সত্র] বি. সত্র ; দান বা লোকজন খাওয়ানো ইত্যাদি সম্পর্কিত বৃহৎ ব্যাপার। **একাছত্তর**—সব মিলেমিশে একাকার।

ছত্র, ছত্ত্র—বি. ছাতা ; ব্যাঙের ছাতা, fungus, mushroom, আচ্ছাদন ; (বাং) সত্র (অন্নছত্র)। [ছদ্+ণিচ্+ষ্ট্রন্]। **ছত্রদণ্ড**—রাজছত্র ও রাজদণ্ড। **ছত্রধর, ছত্রধারী** (-রিন্)—যে ভৃত্য রাজছত্র ধারণ করে। **ছত্রপতি**—রাজ-চক্রবর্তী। **ছত্রপত্র**—যে বৃক্ষের পাতা ছতরানো, ভূর্জপত্র স্থলপদ্ম মানকচু ছাতিম ইত্যাদি গাছ। **ছত্রভঙ্গ**—বি. রাষ্ট্রবিপ্লব ; বৈধব্য ; ণ. সংহতিভ্রষ্ট, বিচ্ছিন্ন (জনতা ছত্রভঙ্গ হইল)।

ছত্র—[আ. স'তর্] বি. লাইন, পঙ্‌ক্তি (এক ছত্র লেখা)।

ছত্রক—বি, ছাতা ; মাছরাঙ্গা পাখী ; ব্যাঙের ছাতা ; শিব-মন্দির-বিশেষ।

ছত্রা, ছত্রাক—বি. ব্যাঙের ছাতা। [সং]।

ছত্রি—বি. নৌকার ছই, ছতরি। [বাং]

ছত্রিয়, ছত্রী—বি. ক্ষত্রিয়। [সং. ক্ষত্রিয়]

ছত্রিশ—[সং. ষট্‌ত্রিংশৎ] ৩৬—এই সংখ্যা।

ছদ—[ছাদি (আচ্ছাদন করা) +অ] বি. যদ্দ্বারা আচ্ছাদন করা হয় ; বৃক্ষপত্র ; পাখীর পাখা ; আচ্ছাদন, ঢাকনা ; তরবারির কোষ।

ছদন—আবরণ ; পাতা ; পাখা।

ছদ্ম—বি. ভাবের আচ্ছাদক, কপট, ছল। [ছাদি+মন্]। **ছদ্ম-ধারণ**—ছদ্মবেশ ধারণ করিয়া আত্মগোপন। **ছদ্মবেশ**—কপটবেশ, প্রতারণার অনুকূল বেশ। ণ. **ছদ্মবেশী** (-শিন্)। স্ত্রী. **ছদ্মবেশিনী**। **ছদ্মী** (-দ্মিন্)—ছদ্মবেশী।

ছন—বি. ঘর ছাইবার খড়। [প্রাদে]। **ছন্‌ছন্**—বাতাসে কর্কশ ধান গাছের পাতা অথবা দীর্ঘ তৃণের আন্দোলনের শব্দ।

ছন্দ—বি. প্রবঞ্চনা ; আচ্ছাদন ; অভিপ্রায় ; ধরণ, রীতি ; বশ্যতা। [সং]। **ছন্দবন্ধ**—কৌশল। **ছন্দানুগমন**—নিজের ইচ্ছা অনুসারে চলা। **ছন্দানুবর্তন**—অন্যের ইচ্ছা অনুযায়ী চলা। **ছন্দেবন্দে**—কৌশলে।

ছন্দঃ (-স্), ছন্দ—বি. বেদ ; রচনার ছাঁদ, পদ্য-বন্ধ।[সং]। **ছন্দঃপতন, ছন্দপতন**—ছন্দের নিয়ম বা গতি ভঙ্গ ; স্বাভাবিক গতি বা ধারার ব্যতিক্রম (জীবনের বা ইতিহাসের ছন্দঃপতন)। **ছন্দোবদ্ধ**—ছন্দে গ্রথিত।

ছন্দোগ—বি. যিনি সামবেদ গান করেন। [সং]।

ছন্ন—ণ. আচ্ছাদিত, গুপ্ত ; হতবুদ্ধি, বিচার-শক্তিহীন (ছন্ন হইল মতি ; মতিচ্ছন্ন হইল ব্রাহ্মণার—কাশীদাস) ; বিকৃতবুদ্ধি। [ছদ্+ণিচ্+ক্ত]। **ছন্নছাড়া**—লক্ষ্মীছাড়া ; উচ্ছন্ন। **ছন্নতা**—মূঢ়তা।

ছপ্‌ছপ্—জলে আঘাতের শব্দ ; ঝাঁট দেওয়ার শব্দ ; ভয়ের ভাব (ছম্‌ছম্ দ্রঃ)।

ছপ্পর—ছাপ্পর দ্রঃ।

ছবি—[ছো (ছেদন করা, অন্ধকার ছেদন করা) +ই] বি. দ্যুতি (রবিছবি, চন্দ্রচ্ছবি) ; শোভা, সৌন্দর্য (অরুণচ্ছবি)।

ছবি—[আ. শবীহ্] বি. প্রতিকৃতি, চিত্র, মূর্তি। **ছবির মত**—পটে আঁকা ছবির মত সুন্দর ; ছবির মত স্তব্ধ।

ছম্‌ছম্—ভয়ের ভাব। **গা ছম্‌ছম্ করা**—ভয়ে গা কিঞ্চিৎ শিউরে ওঠা।

ছমণ্ড—[সং] বি. ছেমড়া, পিতৃমাতৃহীন বালক, অনাথ। স্ত্রী. **ছমণ্ডী**।

ছয়—৬, এই সংখ্যা। **ছয়-নয়**—নষ্ট, ছারখার।

ছয়লাপ, ছয়লাব—ণ. প্লাবিত ; পরিব্যাপ্ত ; সম্পূর্ণ নষ্ট (মুলুক ছয়লাপ হয়ে গেল)। বি. **ছয়লাবি**। [আ. সইল্-আব]

ছরকট, ছরকোট—বি. বিশৃঙ্খলা ; ছড়াছড়ি ; বেবন্দোবস্ত। [বাং]

ছরছর—উপর হইতে জল পড়ার শব্দ। **ছ্যার ছ্যার, ছ্যাচ্ছ্যার**—কিছু বেশী ছড়াইয়া পড়িবার শব্দ। **ছিরছির, ছিচ্ছির**—সরু ধারে পতনের শব্দ।

ছরতা—[হি. সরোতা] বি. জাঁতি। [প্রাদেশিক]।

ছরা—ছড়া (ছোট পার্বত্য নদী) দ্রঃ।

ছরাদ—বি. শ্রাদ্ধ (শ্রাদ্ধ দ্রঃ)। [শ্রাদ্ধ]। **ছরাদে বামন**—শ্রাদ্ধ খাওয়ার ব্রাহ্মণ (অবজ্ঞার্থক)।

ছর্দ, ছর্দি, ছর্দিঃ, ছর্দী—বি. বমন, উদ্গার. **ছর্দন**—বমন; যাহা বমন করায়, নিম্ববৃক্ষ।

ছর্‌রা—ছট্‌রা দ্রঃ।

ছল—[ছো (ছেদন করা) + অল্—যাহা মর্যাদা ছেদন করে] বি প্রতারণা, ফাঁকি, চাতুরী (ছলেবলে); ব্যপদেশ (কথাচ্ছলে); ধরণ, উপলক্ষ্য (নিন্দাচ্ছলে স্তুতি, কথাচ্ছলে); ছুতা, ভান (কেন বাজাও কাঁকণ কণকণ এত ছলভরে —রবি; যাবে বল্‌ছ, ও তোমার ছল); দোষারোপ, দোষ (কথার ছল ধরা); ণ. ছদ্ম, কপট (অতি ছল তুমি)। **কথার ছল ধরা**—ইচ্ছা করিয়া কথার ভিন্ন অর্থ করিয়া দোষ ধরা। **ছল-চাতুরী**—ছলনা, প্রতারণা। **ছলে বলে**—ছলে হউক অথবা বলে হউক, সর্বপ্রকারে।

ছলচ্ছল—স্রোত ও তরঙ্গাভিঘাতের শব্দ। **ছলছল**—তটের বাধা সহিয়া জলের প্রবাহিত হইবার শব্দ। **ছলাৎ**—তটে জলের মৃদু আঘাতের শব্দ; উপ্‌চাইয়া পড়ার শব্দ।

ছলছল—ণ. জলভরা, কাঁদ-কাঁদ (ছলছল আঁখি)। [বাং]। **ছলছল করা**—চোখ দ্রঃ।

ছলজব—বি. সওয়াল-জবাব ([প্রাদে.]।

ছলন, ছলনা—বি. প্রতারণা, কপটতা, ফাঁকি, চাতুরী (ছলনাময়ী)। [ছলি + অনট্ + আপ্]। ণ. **ছলিত**—প্রতারিত।

ছলা—বি. ছল, অভিসন্ধি। [ছল + আপ্]। **ছলাকলা**—মনভুলানো হাবভাব; শঠতা।

ছলি, ছুলি—বি. চর্মরোগ বিশেষ, Psoriasis. [ছল্লি = চর্ম]। [বিশেষ।

ছলুকা—[হি. শলূক] বি. হাত-কাটা ফতুয়া-

ছল্লি,-ল্লী—[ছাদি (আচ্ছাদন করা) + কিপ্ + লা + ই, ঈ] যাহা আচ্ছাদন করিয়া রাখে, বল্কল, চর্ম।

ছষট্টি—[সং ষট্‌ষষ্টি] ৬৬ এই সংখ্যা।

ছা, ছাঁ—[সং. শাবক, প্রা. ছাব] বি. শাবক, বাচ্চা। **ছাপোষা**—অনেকগুলি ছোট ছেলে-মেয়ের ভরণপোষণ করিতে হয় এমন গরীব গৃহস্থ। **কাকের ছা বকের ছা লেখা**—অগঠিত আঁকাবাঁকা অক্ষর লেখা।

ছাই—[সং. ক্ষার] বি. ভস্ম, পাঁশ (ছাই মাখা); ণ. তুচ্ছ, হেয়, ছার, অর্থহীন (কি ছাই বলছ তুমিই জান); মন্দ, পোড়া (ছাই-কপালে); কিছুই না (ছাই হবে, তুমি ছাই জান)। **ছাই করা**—পোড়াইয়া নষ্ট করা। **ছাই খাওয়া**—কিছুই না পাওয়া; অত্যন্ত ভুল করা (ওঘরে মেয়ে দিয়ে নিজের হাতে ছাই খাওয়া হয়েছে)। **ছাই দেওয়া**—তুচ্ছ করা (সংহিতাতে ছাই দিয়ে আজ হউক তোমার গান শোনা—সত্যেন্দ্র দত্ত)। **ছাইপাঁশ, ছাই মাটি**—ছাই আর মাটির মত নগণ্য বস্তু। **ছাই ফেল্‌তে ভাঙা কুলো**—কুলা দ্রঃ। **ছাইমুটো ধরলে সোনামুটো হয়**—ভাগ্যের গুণে যাহাতে হাত দেওয়া যায় তাতেই আশাতিরিক্ত সুফল ফলে। **মুখে ছাই**—অভিসম্পাত গালি বিতৃষ্ণা ইত্যাদি জ্ঞাপক (অমন বাপের মুখে ছাই; অমন আদরের মুখে ছাই)। **দূর হোক্ ছাই**—আমল দিবার কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই, অতিরিক্ত ঔদাসীন্যমূলক বাক্য বিশেষ। **শত্রুর মুখে ছাই দিয়ে**—শত্রুর অশুভ কামনা সত্ত্বেও, সৌভাগ্যবলে (শত্রুর মুখে ছাই দিয়ে সব বিপদই কাটিয়েছি)। ণ. **ছেয়ে**—পাংশুবর্ণ।

ছাইয়া ফেলা—ক্রি. পরিব্যাপ্ত করা (দেখিতে দেখিতে মেঘে আকাশ ছাইয়া ফেলিয়াছিল)।

ছাউনি—[হি. সাউনি; সং. ছাদন] বি. আচ্ছাদন (গোলপাতার ছাউনি); সেনানিবাস, cantonment; শিবির, যুদ্ধক্ষেত্রে সৈন্যঘাঁটি; বরকন্যার কাপড়ের ঘেরের মধ্যে শুভদৃষ্টি (**ছাউনি করা**—এরূপ ঘেরের মধ্যে শুভদৃষ্টি করা)।

ছাএল, সাএল—[আ. সাএল] বি. আবেদন-কারী, প্রার্থনাকারী; ভিক্ষাপ্রার্থী।

ছাএল-গিরি—ভিক্ষাবৃত্তি।

ছাও—বি. শাবক, ছা, ছানা। [প্রাদে.]।

ছাওয়া—[সং চদ্] ক্রি. আচ্ছাদন প্রস্তুত করা বা আচ্ছাদন করা (চাল ছাওয়া; আকাশ মেঘে ছাইল); ণ. পরিব্যাপ্ত (কানন ছাওয়া মিঠা আওয়াজ লাখ পাখীর গিটকিরি—করুণা-নিধান); বি. ছায়া। **ছাওয়ানো**—আচ্ছাদন করানো।

ছাওয়াল, ছাবাল—[সং. শাবক] বি. সন্তান; শিশু (ছাবাল কালে)। **দুধের ছাবাল, ছাওয়াল**—এখনও যে দুধ খায়; অল্পবয়স্ক (গ্রাম্য ভাষায় ব্যবহৃত)।

ছাঁই—বি. নারকেল-কোরা ; তিল গুড় বা চিনি প্রভৃতি দিয়া পিষ্টকের মধ্যে দিবার পুর। [প্রাদে]।

ছাঁইচ, ছাঁচ—বি. ঢালু চালের প্রান্ত ভাগ, ছঞ্চা, সঞ্চা। [বাং]। **ছাঁচ কাটা**—চালের প্রান্ত ভাগের খড় সমান করিয়া কাটা। **ছাঁচ-তলা**—বেড়ার পিছনে ছাঁচের দ্বারা রক্ষিত বা আবৃত স্থান ; গৃহের পশ্চাদ্ভাগ।

ছাঁইচ, ছাঁচ—[হি. সাঁচা] বি আদর্শ, ফর্মা, mould (সন্দেশের ছাঁচ) ; আকৃতি ; ডিমের সূচনা ; চিনি দিয়া প্রস্তুত ফল রথ জীবজন্তু প্রভৃতির আকৃতি। **একছাঁচে ঢালা**—এক আকৃতির, এক ধরণের। **ছাঁচ তোলা**—কাদা প্রভৃতি নমনীয় বস্তুতে বিভিন্ন মূর্তি বা আকৃতির ছাপ উঠানো। **ছাঁচ বাঁধা**—ডিমের সূচনা হওয়া। **ক্ষীরের ছাঁচ**—ছাঁচে প্রস্তুত নানা আকৃতির ক্ষীরের জিনিষ।

ছাঁক্না,-নি—বি. যাহা দিয়া ছাঁকা যায় (দুধ-ছাঁক্নি)। [বাং]

ছাঁকা—[হি. ছাননা] ক্রি. কাপড় বা ছাঁক্নির সাহায্যে চূর্ণ গলিত অথবা তরল দ্রব্য হইতে পৃথক করা ; ণ. পরিষ্কার, আবর্জনাহীন (ছাঁকা কথা)। **ছাঁকা তেলে ভাজা**—ছাঁকিয়া তুলিতে হয় এমন বেশী তেলে ভাজা। **ছাঁকা দিয়া মাছ ধরা**—জলের ভিতরে কাপড় টানিয়া টানিয়া চুনা মাছ ধরা। **ছেঁকে ধরা**—ঘিরে ধরা।

ছাঁকা—বি. আগুনের বা গরম জিনিসের স্পর্শ, ছেঁকা (ছাঁকা লাগা)। [বাং]। **ছাঁকা বা ছেঁকা দেওয়া**—উত্তপ্ত বস্তু দিয়া দাগ দেওয়া।

ছাঁচ—ছাঁইচ দ্রঃ।

ছাঁচি—[হি. সাচ্চা] ণ. আসল, স্বদেশীয়। **ছাঁচি কুমড়া**—দেশী কুমড়া অর্থাৎ চালকুমড়া। **ছাঁচিগুড়**—আখের গুড়। **ছাঁচিচিনি**—আখের গুড় হইতে প্রস্তুত চিনি। **ছাঁচিতেল**—সরিষার তেল। **ছাঁচিপান**—একশ্রেণীর সুগন্ধি পান।

ছাঁট—[সং শাতন] বি. অপ্রয়োজনীয় অংশ যাহা কাটিয়া ফেলা হইয়াছে (সুতার ছাঁট) ; কাটিয়া তৈয়ারী করিবার ধরণ (জামার ছাঁট) ; বাহির হইতে আসা জলের ছিটা (বৃষ্টির ছাঁট) ; আকৃতি, অবয়বের গঠন (ছেলের মুখে বাপের ছাঁট স্পষ্ট)। **ছাঁটা**—ক্রি. অনাবশ্যক অংশ কাটিয়া ফেলা (চুল ছাঁটা, ডাল ছাঁটা) ; কাঁড়ানো (চাল ছাঁটা) ; ণ. কর্তিত ; যাহা কাঁড়ানো হইয়াছে (ছাঁটা চুল, ছাঁটা চাউল)। **ছাঁটিয়া ফেলা**—অগ্রাহ্য করা (কেমন ছেলে, বাপ-মায়ের কথা ছেঁটে ফেলে)। বি. **ছাঁটাই**—ছাঁটার কাজ। **ছাঁটাই করা**—অনাবশ্যক শ্রমিক অথবা চাকুরিয়াদের কর্ম হইতে অপসারিত করা, retrenchment.

ছাঁৎ—অব্য. তীব্র অনুভূতির ফলে চমকিয়া উঠার ভাব (মনটা ছাঁৎ করে উঠল) ; খুব ঠাণ্ডা অথবা খুব গরম বস্তু হঠাৎ স্পর্শ করার ফলে তীব্র অনুভূতি।

ছাঁদ—[সং ছন্দ] বি. গঠন, ধরণ, ছন্দ ; ভঙ্গি (কথার ছাঁদ ; লেখার ছাঁদ) ; ছাঁদন দড়ি। **শ্রীছাঁদ**—সৌষ্ঠব, সৌন্দর্য। **ছেঁদোকথা**—ঘুরাইয়া বলা কথা।

ছাঁদন(নি), ছাঁদুনি—ছাঁদার কাজ (ছাঁদন দড়ি ; কথার ছাঁদনি)।

ছাঁদনা,-লা—বি. বিবাহের জন্য রচিত মণ্ডপ। **ছাঁদনাতলা, ছাঁল্লাতলা**—বিবাহের মণ্ডপের তলা যেখানে কন্যা সম্প্রদান করা হয়।

ছাঁদা—ক্রি. দুধ দুইবার সময় গরুর পিছনের দুই পা রশি দিয়া বাঁধা ; বি. বাঁধিয়া প্রস্তুত-করা পুঁটলি ; বাঁধিবার কাজ, বন্ধন। **ছাঁদা বাঁধা**—নিমন্ত্রণ-বাড়ীতে ভোজনের পরে ভোজ্য বস্তু চাদরে অথবা গামছায় বাঁধা।

ছাগ—ছাগল। [সং]। স্ত্রী. **ছাগী** (ছাগী-দুগ্ধ)। **ছাগবাহন**—অগ্নি। **ছাগমুখ**—কার্তিক।

ছাগল—ছাগ ; নির্বোধ (আস্ত ছাগল)। [সং]। স্ত্রী. **ছাগলী**—মাদী ছাগল। **ছাগলদাড়ি, ছাগলা দাড়ি**—পরিমাণে অল্প কিন্তু দীর্ঘ দাড়ি। **ছাগল-গোত্রীয়**—কাণ্ডজ্ঞানহীন ; গম্যাগম্যজ্ঞানহীন। **ছাগললাদী,-নাদী**—ছাগলের বিষ্ঠা। **রামছাগল**—এক জাতীয় বড় ছাগল। **ছাগলাদ অথবা ছাগলাদ্য ঘৃত**—আয়ুর্বেদীয় ঔষধ-বিশেষ (ইহার প্রধান উপকরণ নপুংসক ছাগলের চর্বি)।

ছাচা, সাচা—ণ. সত্য (ছাচা মিছা—সত্য মিথ্যা)। [গ্রাম্য]।

ছাট—বি. ছাঁট (জলের ছাট) ; পাঁচন, যাহা দিয়া গরু খেদানো হয় ; চাবুক ; গাজনের সন্ন্যাসীদের হাতের লম্বা বেতের গোছা। [বাং]

ছাটনি—বি. সরু লম্বা বাখারি যাহা রুয়ার উপরে

বিছাইয়া বাঁধা হয় (কোন কোন অঞ্চলে ইহাকে ছাটন বলে); ছাটিয়া ফেলার কাজ । [বাং]

ছাড়—বি. মুক্তি, অব্যাহতি, অবসর (আজ একটু ছাড় পাওয়া গেছে); রসিদ, ছাড়িয়া দেওয়ার বা দাবি ত্যাগের প্রমাণ-পত্র (ছাড়পত্র); পরিত্যক্ত অথবা বাদ দিয়া রাখা অংশ (পাঁচ হাত জমি ছাড় দিয়ে বাড়ী করতে হবে)।

ছাড়া—ক্রি. পরিত্যাগ করা (নবাবী চাল ছাড়, দেশ ছাড়িল); বাদ দেওয়া, আমলে না আনা (তার কথা ছাড়); দাবি বা অধিকার ত্যাগ করা (মহাজন সুদ ছাড়তে চাচ্ছেনা; ভূত ছেড়ে গেছে); দূর হওয়া (জ্বর ছাড়ছে না); অভ্যাস ত্যাগ করা (তামাক বা মদ ছাড়া; ভদ্র মেয়েরা ত রান্নাঘর ছাড়ছেন); যাত্রা আরম্ভ করা (গাড়ী বা জাহাজ ছাড়া; বন্দর ছাড়া); মুক্তি দেওয়া, বাধাহীন করা (আসামীকে ছেড়ে দিয়েছে; চৌবাচ্চার জল ছেড়ে দিয়েছে; দরজা ছাড়); স্বর উচ্চে তোলা (গলা ছেড়ে গান গাওয়া; ডাক ছাড়া); বদলানো (কাপড় ছাড়া; এ বাড়ী ছাড়তে চাচ্ছে); ক্ষমা করা; খাতির করা (এ শর্মা ছেড়ে কথা কয় না); মনোবাঞ্ছা সিদ্ধির পরে নিরস্ত হওয়া (নাকাল করে ছেড়েছে, তোমাকে দিয়ে এ কাজ করিয়ে তবে ছাড়ব); শিথিল হওয়া, জোড় খুলিয়া যাওয়া (মুঠ ছাড়ছে না; কামড় যে দিয়েছে আর ছাড়ছে না); সঙ্গ ত্যাগ না করা (তোমাকে ছেড়ে একদিনও বাঁচবে না); আবদার বা জেদ ত্যাগ করা, এড়াইতে চাহিলে এড়াইতে দেওয়া (ছেলে কি সহজে ছাড়ে, সেই গেল তবে ছাড়লে); প্রসব করা (ডিম ছাড়া); ডাকে দেওয়া (চিঠি ছাড়া); স্পন্দনহীন হওয়া (নাড়ী ছাড়া), ফাঁক ফাঁক হওয়া (কাপড়ের সুতা ছাড়া); তালাক দেওয়া (পূর্ববঙ্গে—হ্যার জনানারে ছাড়ব না); ণ. পরিত্যক্ত ('-বাড়ী'); মুক্ত ('-গরু')। অব্য. ভিন্ন, ব্যতিরেকে (কানু ছাড়া গীত নাই; তার চা ছাড়া একদিনও চলবে না)। বি. ক্রিয়ার সকল অর্থে প্রয়োগ হয়। **খাপছাড়া**—অদ্ভুত। **ছাড়া ছাড়া**—অসংলগ্ন, দূরে দূরে স্থিত। **ছাড়াছাড়ি**—বিচ্ছেদ (তাহাদের মধ্যে ছাড়াছাড়ি হইয়া গিয়াছে)। **তা ছাড়া**—তদ্ভিন্ন। **ছাড়ছোড়**—কিছু বাদ দেওয়া। **নাড়ী ছাড়া**—নাড়ীর গতি বন্ধ হইয়া আসা, মৃত্যুর পূর্বলক্ষণ। **নজর-ছাড়া করা**—সম্মুখ হইতে দূরে তাড়াইয়া দেওয়া। **পোয়ান** (কুমারের হাঁড়িকুঁড়ি পোড়াইবার স্থান)**-ছাড়া**—রীতি-বহির্ভূত, আলাদা ধরণের, ভাইবোনদের সঙ্গে যার চেহারা মিশ খায় না। **ভিটাছাড়া**—উদ্বাস্তু। **ভূত ছাড়া করা**—প্রহার দিয়া বা তিরস্কার করিয়া সায়েস্তা করা। **মাই-ছাড়া**—মায়ের অন্য সন্তান জন্মাবার ফলে কতকটা অসময়ে মাতৃস্তন্য হইতে বঞ্চিত শিশু। **লক্ষ্মী-ছাড়া**—দুর্ভাগা; মন্দস্বভাব। **সৃষ্টিছাড়া**—অদ্ভুত। **হতচ্ছাড়া**—হতভাগ্য, লক্ষ্মীছাড়া (গালি-বিশেষ)। **হাতছাড়া**—অধিকারের বহির্ভূত, হস্তচ্যুত। **হাল ছাড়া**—হতাশ হওয়া, সম্ভাবনার আশা ত্যাগ করা।

ছাড়ান—বি. নিস্তার, নিষ্কৃতি, রেহাই। [বাং]।

ছাড়ানো—ক্রি. বন্ধন হইতে অথবা প্রভাব হইতে মুক্ত করা (ভূত ছাড়ানো; নেশা ছাড়ানো); খোসা ফেলিয়া দেওয়া (ফল ছাড়ানো); পরিবর্তন করানো (কাপড় ছাড়ানো); শিথিল করা (জট ছাড়ানো); ণ. খোসা বাদ দেওয়া হইয়াছে এমন (-'ফল')। **হাত ছাড়ানো**—অনুরোধ উপরোধে কান না দেওয়া (কাঁদুনে লোকের হাত ছাড়ানো দায়)।

ছাত—(ছাদ দ্রঃ) অট্টালিকাদির পাকা আচ্ছাদন।

ছাতরানো—ণ. ছত্রাকারে বিস্তৃত; ক্রি. ছত্রাকারে বিস্তৃত হওয়া।

ছাতলা, ছ্যাৎলা—বি. ছাতা, ময়লা।

ছাতা—[সং. ছত্র, হি. ছাত্তা] বি. ছত্র; ছাতি; ব্যাঙের ছাতা, কোঁড়ক, mushroom; শেওলা; ছেদলা; নরম ময়লা (ছাতাপড়া দাঁত; ছাতাধরা দেওয়াল)। **ছাতা দিয়া মাথা রাখা**—উপযুক্ত সাহায্যের দ্বারা বিপদের সময় কাহারও আনুকূল্য করা। **ছাতা ধরা**—সহায় হওয়া। **ছাতাধরা,-পড়া**—ছাতলা পড়া।

ছাতার, ছাতারিয়া, ছাতারে—বি. দলবদ্ধ ও অত্যন্ত চঞ্চল পাখী-বিশেষ, সাতভেয়ে (কোন কোন অঞ্চলে সাতভায়রা বলে)। [বাং]।

ছাতারে কাণ্ড—ছাতারের দলের মত ঝগড়া-বিবাদ ও লাফালাফি।

ছাতি—[সং. ছত্র] বি. ছত্র, আতপত্র; বক্ষস্থল (ছাতি ফাটা); বুকের পাটা, সাহস, হিম্মৎ (হাঁ, বুকের ছাতি আছে বলতে হবে)। **ছাতি**

ধরা—ছাতা ধরা; সাহায্য করা। ছাতি ফাটা—ক্রি. বুক ফাটা (দুঃখে বা হিংসায়); ণ. কড়া (ছাতি-ফাটা রোদ)।

ছাতিম, ছাতেন, ছাতিনা—বি. সপ্তপর্ণবৃক্ষ।

ছাতিয়া—(ব্রজবুলি) বি. ছাতি, বক্ষস্থল (মত্ত দাদুরী ডাকে ডাহুকী ফাটি যাওত ছাতিয়া—বিদ্যাপতি)।

ছাতু—[সং. শক্তু] ভাজা যব ছোলা ইত্যাদি চূর্ণ; ছত্রাক, ব্যাঙের ছাতা। ছাতুছাতু—চূর্ণবিচূর্ণ। ছাতুখোর—অকিঞ্চিৎকর খাদ্যভোজী; বিহার উত্তর-প্রদেশ প্রভৃতি অঞ্চলের সাধারণ লোক সম্বন্ধে বাঙ্গালীর অবজ্ঞাসূচক উক্তি।

ছাত্র, ছাত্ত্র—[ছত্র+ষ্ণ—যে গুরুর দোষ ঢাকে] পাঠশালা স্কুল কলেজ প্রভৃতির পড়ুয়া, শিক্ষার্থী। স্ত্রী. ছাত্রী। ছাত্রজীবন—পাঠ্যাবস্থা। ছাত্রনিবাস, ছাত্রাবাস—ছাত্রদের বাসস্থান, বোর্ডিং। ছাত্রবোধ—ছাত্রের জ্ঞান বিকাশের সহায়ক পাঠ্য। ছাত্রবৃত্তি—ছাত্রের বিদ্যার্জনে সাহায্যের জন্য প্রদত্ত বৃত্তি।

ছাদ—[ছদ্+ঘঞ্] যাহার দ্বারা গৃহ আচ্ছাদিত হয়; ইষ্টক-নির্মিত গৃহের সমতল উপরিভাগ (ছাদে পায়চারি করা)।

ছাদন—আচ্ছাদন; ঘর ছাওয়া। [সং]। ণ. ছাদিত—যাহার ছাদ প্রস্তুত হইয়াছে, আবৃত। ছাদক—আচ্ছাদক; ঘরামি।

ছাদ্মিক—বকধার্মিক, বাহিরে ধার্মিক ভিতরে কপট। [ছদ্ম+ষ্ণিক] [যায়, ঝাঁঝরি হাতা।

ছানতা—[হি. ছন্না] যাহার দ্বারা ছাঁকিয়া তোলা

ছানা—[হি. সান্না] ক্রি. ছাঁকা, অসার অংশ বাদ দিয়া সারভাগ গ্রহণ করা; ময়দা প্রভৃতি জল দিয়া মাখা ও ঠাসা (আটা ছানা—সানা দ্রঃ)। ছানা—দুগ্ধজাত খাদ্য-বিশেষ। [বাং]। ছানা কাটা—অম্লযোগে দুগ্ধ হইতে জলীয় ভাগ বাহির করিয়া দিয়া ছানা প্রস্তুত করা।

ছানা—শাবক, বাচ্চা। [সন্তান]। ছানা পোনা—শিশুসন্তান, আণ্ডাবাচ্চা।

ছানি—[সং. ছন্ন; ছাদনি] চক্ষুরোগ বিশেষ (ইহাতে দৃষ্টিশক্তি আবৃত হইয়া যায়), cataract। ছানি কাটানো—অস্ত্রোপচার করিয়া ছানি তুলিয়া ফেলা। ছানি পড়া—ছানি রোগ হওয়া; অসাবধান বা একচোখো লোকের প্রতি গালি।

ছানি—সংকেত, ইঙ্গিত (হাত-ছানি)। [হি. সয়েন]। [review (ছানি করা)।

ছানি—[আ. সানী] পুনর্বিচারের আবেদন,

ছানি, সানী—[হি. সানী] গরুর জাব অর্থাৎ খড়ের কুচি খৈল ভুষি ইত্যাদি একত্রে মাখানো (ছানি খাওয়া—জাব খাওয়া)।

ছান্দ; ছান্দলা—ছাঁ- দ্রঃ।

ছান্দস—ণ. বেদসম্বন্ধীয়; বৈদিক ছন্দ সম্বন্ধীয়; বেদাধ্যয়নকারী; বেদ-ব্যাখ্যান-গ্রন্থ। [ছন্দস্+অ]

ছান্দোগ্য—বেদের গান-যোগ্য অংশ; সামবেদের ছান্দোগ্য নামক উপনিষৎ। [ছন্দোগ+য]।

ছাপ—[হি.] স্পষ্ট ও বড় চিহ্ন, দাগ (রঙের ছাপ); মোহর (পোষ্টাফিসের ছাপ)। ছাপ দেওয়া—চিহ্নিত করা, মোহর করা। ছাপ কাটা—অঙ্গে চন্দনাদির চিহ্ন দেওয়া। ছাপ-মারা—চিহ্নিত। ছাপন—মুদ্রিত করা; কাপড়ে ছাপ দিয়া পত্রপুষ্পাদির নক্সা আঁকা। [খাটাইবার চাল আছে।

ছাপরখাট—[হি.ছপ্পর] যে খাটে মশারি

ছাপরা—[সং. খর্পর] খাপ্‌রা, খোলা, যাহা দিয়া ঘর ছাওয়া হয়; ছোট নিচু ঘর বা চালা (টিনের ছাপরা, মেলায় ছাপরা তুলেছে)।

ছাপা—ণ. লুক্কায়িত, অবিদিত (এ কথা কি ছাপা থাকবে)। ছাপাছাপি—গোপনীয়তা; গোপন করিবার চেষ্টা; পরস্পর হইতে গোপন। ছাপানো—গোপন করা; ঢাকা।

ছাপা—ক্রি. মুদ্রিত করা; ণ. মুদ্রিত; ছাপা-দেওয়া। ছাপাই—মুদ্রণ; ছাপাইবার খরচা। ছাপাখানা—যেখানে পুস্তকাদি মুদ্রিত হয়।

ছাপানো—ক্রি. ছাপাইয়া লওয়া, ছাপার অক্ষরে প্রকাশ করা।

ছাপানো—ক্রি. উপচা, উপচানো, কূল প্লাবিত করা; অতিরিক্ত হওয়া (বুক ছাপিয়ে তরঙ্গ মোর কাহার পায়ে পড়ে—রবি; কূল ছাপানো; ভাত হাঁড়ি ছাপিয়ে উঠেছে)।

ছাপ্পর—[হি]। ছাদ, আচ্ছাদন, চাল (নৌকার ছাপ্পর)। ছাপ্‌পর ফেটে(ফুঁড়ে)পড়া—অপ্রত্যাশিত ভাবে সৌভাগ্যের উদয় হওয়া।

ছাপ্পান্ন—[সং. ষট্‌পঞ্চাশৎ] ৫৬, এই সংখ্যা।

ছাবাল—ছাওয়াল দ্রঃ।

ছাব্বিশ—[সং. ষড়্‌বিংশতি] ২৬ এই সংখ্যা।

ছামনি,-নী—[সং. সম্মুখ] শুভদৃষ্টি, বর-

কন্যার পরস্পরের দিকে চাওয়ার অনুষ্ঠান (ছামনী হইল কন্যা বরে—কবিকঙ্কণ)। **ছামনি নাড়া**—অন্তঃপট অপসারিত হওয়ার পরে বর ও বধূর দৃষ্টি-বিনিময়। **ছাম্‌নে**—সাম্‌নে (গ্রাম্য)।

ছামনি,-নী—ছাউনি। [বাং]

ছায়া—[ছো (ছেদন করা)+য+আ, যাহা সূর্যকর ছেদন করে] সূর্যকিরণের প্রাখর্যের অভাব যেখানে, অনাতপ (মেঘের ছায়া, গাছের ছায়া); প্রতিবিম্ব (জলে গাছের ছায়া পড়েছে) অন্ধকার-করা রূপ (মৃত্যুর ছায়া, বিপদের ছায়া); কান্তি, প্রভা (রত্নচ্ছায়া); অশরীরী রূপ (ছায়ামূর্তি যত অনুচর—রবি); আশ্রয়, সহায় (রাজছত্র ছায়া); মায়া (ছায়ারূপা); রাগিণী বিশেষ (ছায়ানট); সূর্যপত্নী। **ছায়াকর**—ছত্রধারক; যে ছায়া করে। **ছায়াঙ্ক**—সূর্যের ছায়ায় অর্থাৎ প্রতিবিম্বে যে প্রকাশ পায়, চন্দ্র। **ছায়াগ্রহ**—আয়না, দর্পণ। **ছায়াচিত্র**—ফোটোগ্রাফ; সিনেমার ছবি, Film, Cinema। **ছায়াচ্ছন্ন**—অন্ধকারাচ্ছন্ন; দীপ্তিহীন; অপ্রসন্ন। **ছায়া-তনয়**—শনি। **ছায়াতরু**—বৃহৎ বৃক্ষ, যাহাতে দূরব্যাপী ছায়া হয়, বটবৃক্ষ প্রভৃতি। **ছায়াধর**—সূর্য। **ছায়াপথ**—ঘন-বিন্যস্ত তারকাশ্রেণীর জ্যোতির দ্বারা চিহ্নিত প্রশস্ত পথ, যমের জাঙ্গাল, Milky Way। **ছায়াবাজি**—পর্দার উপর ছায়ার খেলা, ম্যাজিক ল্যান্টার্ণ। **ছায়াবাদ**—মরমীবাদ, mysticism (হিন্দিতে 'ছায়াবাদ' সুপ্রচলিত, কিন্তু বাংলায় তেমন নয়)। **ছায়াভিনয়**—রঙ্গমঞ্চের অভিনয়ের পূর্বে প্রস্তুতিমূলক অভিনয়, rehearsal। **ছায়ামণ্ডপ**—ছাউনি; চাঁদনা-তলা; যেখানে চাঁদোয়া খাটানো হইয়াছে। **ছায়া না মাড়ানো**—ঘনিষ্ঠতা বা সংস্রব না রাখা (এ বাড়ীর ছায়া পর্যন্ত মাড়াব না। **ছায়ামূর্তি**—অশরীরী মূর্তি। **ছায়ামৃগ-ধর**—শশাঙ্ক, চন্দ্র। **ছায়াশিকার-বৃত্তি**—অবাস্তবের অনুসরণ, খেয়ালীপনা। **ছায়াযন্ত্র**—সূর্যঘড়ি, sun-dial। **ছায়া-লোক**—আলোছায়া।

ছায়াত—[আ. সাআ'ত্] শুভ লক্ষণ, শুভ সূচনা (পায়রাটা মেরে আজকার শিকারের ছায়াত করা যাক্); বউনি (আপনার কাছে বেচেই ছায়াত করলাম); পূর্বসূচনা (প্রথমেই তোমার সঙ্গে ঝগড়া হল, ছায়াত ভাল নয়)। 'ছাহাত'-ও লেখা হয়।

ছায়ালী—ছাউনি, ছামনি, শুভদৃষ্টি। [বাং]।

ছার—[সং. ক্ষার] নগণ্য, অধম, তুচ্ছ (কত বড় বড় লোক ফেল হয়ে গেল, তুমি তো কোন্ ছার); দগ্ধ, পোড়া, অকিঞ্চিৎকর (ছার কপাল); ব্যর্থ, ভাগ্যবিড়ম্বিত ('এ ছার জীবনে কিবা ফল')। **ছারকপাল**—পোড়া কপাল। প. **ছারকপালে**; স্ত্রী. **ছারকপালী**।

ছারখার—প. উৎসন্ন, ভস্মসাৎ, বিধ্বস্ত; বি. অধঃপাত (ভায়ে ভায়ে বিবাদের ফলে সংসার ছারখার হইল অথবা ছারেখারে গেল; বিজয়ী সৈন্যদল নগরটি পোড়াইয়া ছারখার করিল)।

ছারপোকা—সুপরিচিত শয্যাকীট, bug, মৎকুণ। [বাং]। **ছারপোকার বিয়ান**—দ্রুত বংশবৃদ্ধি।

ছারু, ছারুয়া—[প্রাদেশিক] প্লীহা।

ছালটি—[হি.] তিসির ছাল হইতে প্রস্তুত সূতায় যে কাপড় তৈরী হয়; শণের বা পাটের সূতার মোটা খস্‌খসে কাপড়।

ছাল—[সং ছল্লী] চামড়া, ত্বক্, বল্কল। **ছাল-চামড়া**—চামড়া, ইত্যাদি (যে ভিড়, গায়ের ছাল চামড়া উঠে যাবার মত)। **ছাল তোলা**—তীব্র প্রহার করা। **ছাল-পাতলা**—সামান্য কথা সহ্য হয় না, সহজেই রাগিয়া উঠে এমন।

ছালট—কাঠের গুঁড়ির দুই পাশের ছালসমেত তক্তা—ইহা তেমন কাজে লাগে না (এ গুঁড়িতে ছালট বাদ দিয়ে দশখানি তক্তা হবে)।

ছালন, সালন—[হি. সালন] ব্যঞ্জন (মুরগীর ছালন; কদুর ছালন)। **ছালন-চাখা**—কোন খানেই বা কোন কাজেই তেমন লাগিয়া থাকে না এমন; নানা ব্যাপারের স্বাদ গ্রহণকারী। (গ্রাম্য ছালুন)।

ছালনাতলা—চাঁদনাতলা দ্রঃ।

ছালা—[সং. শালী, হি. থৈলা] বস্তা, পাটের বা শণের সূতা দিয়া প্রস্তুত থলিয়া (পাটের ছালা)। **ছালা-ছালা**—অনেক, প্রভূত, বহু; ছালা-ভরা (এ মোকদ্দমায় ছালা-ছালা টাকা চালা হয়েছে; হাজার লোক খাবে, কাজেই ছালা-ছালা চাল আসছে)।

ছালি—ছাই (পূর্ববঙ্গে প্রচলিত—চুলার ছালি)।

ছালিয়া—ছেলিয়া দ্রঃ। **ছাইল্যা**,

ছাইলা—ছেলে (পূর্ববঙ্গে প্রচলিত)।

ছি, ছিঃ—[সং. ধিক্ ; প্রা. ছি ছি] অব্য. ধিক্কার নিন্দা ঘৃণা ইত্যাদি ব্যঞ্জক শব্দ (ছি, অমন নোংরা জায়গার ফল তুলোনা ; ছি ছি, একি কাণ্ড সে করেছে ! আরে ছি, এমন বাপ-মায়ের ছেলে হয়ে একি করেছ তুমি ; ছি, ছি, কি ঘেন্না ।)) **ছি ছি ছি**—অতিশয় ঘৃণা লজ্জা ইত্যাদি ব্যঞ্জক।

ছিঁচ্‌কা,-কে, ছিচ্‌কা—ছোট লোহার শিক, হুঁকা ইত্যাদি সাফ করার কাজে ব্যবহৃত হয়। [বাং]। **ছিঁচকা করা**—এরূপ শিক দিয়া হুঁকার নল সাফ করা। **ছিঁচকা চোর, ছিঁচকে চোর**—যে ছোটখাট জিনিস চুরি করে, পাতি চোর।

ছিঁচকাঁদুনে, ছিচকাঁদুনে—ণ. সহজেই যার কান্না পায় ; কাহারও সঙ্গে সামান্য কথা কাটাকাটি হইলেই যে কাঁদিয়া ফেলে ; আদুরে প্রকৃতির। স্ত্রী. **ছিঁচকাঁদুনী**।

ছিঁড়া, ছেঁড়া—ক্রি. ছিন্ন করা ; ণ. ছিন্ন ; ফাড়া (কাপড়ছেঁড়া ; ছেঁড়া কাপড়) ; ক্রি.ব্যবহারে জীর্ণ ও ছিন্ন হওয়া (এক বৎসরে কাপড় ছিঁড়বে না)। **ছিঁড়াছিঁড়ি, ছেঁড়াছেঁড়ি**—ছিঁড়িয়া লইবার জন্য পরস্পরের চেষ্টা (বাপ সামান্য বিষয়সম্পত্তি রেখে গেছেন, তাই নিয়ে দুই ভাইয়ে ছেঁড়া-ছেঁড়ি) ; পীড়াপীড়ি (তাদের ওখানে যাবার জন্য ছেঁড়াছেঁড়ি করছে, একবার যেতেই হবে)। **ছেঁড়াখোঁড়া**—ছিন্ন ও অব্যবহার্য। **ছেঁড়া চুলে খোঁপা**—হেয় বস্তু দিয়া সজ্জা, বেমানান বা অশোভন কাজ বা ব্যবহার। **দুধ ছেঁড়া**—দুধ ছানাতে পরিণত হওয়া।

ছিকা, কে—শিকা দ্রঃ।

ছিক্কা—হাঁচি। [বাং]। **ছিচকা**—ছিঁচকা দ্রঃ।

ছেঁচড়া, ছিঁচড়া—ছ্যাঁচড়া দ্রঃ।

ছিঁচা, ছিঁচা—ছেঁচা দ্রঃ।

ছিট, ছীট—[সং. চিত্র ; ছটা ; হি. ছীট] বি নানা বর্ণের বুটা বা চিহ্নযুক্ত কাপড় ; ছিটের কাপড়, chintz ; বেয়াড়া ধরণের লক্ষণ বা প্রবণতা (পাগলের ছিট ; মাথায় ছিট আছে) ; ছিটা, ছিটাইয়া দেওয়া জলকণা (কোটা তরকারির উপরে একছিট জল দিয়া গৃহিণী রান্নাঘরে তুলিলেন) ; বিচ্ছিন্ন টুক্‌রা বা ফালি (ছিট মহল, ছিট জমি—বিচ্ছিন্ন বা ভিন্ন মহল বা মৌজার জমি)। [বাং]।

ছিট্‌কা, ছিট্‌কে, ছিট্‌কী—সরু ডাল। **ছিট্‌কানো**—ক্রি. সেরূপ ডাল দিয়া ছোট ছেলেকে প্রহার করা ; বেতানো। [প্রাদে]

ছিট্‌কানো—ক্রি. ছুটিয়া দূরে পড়া (অত বড় ঢিল পড়াতে অনেক খানি জল ছিট্‌কে উঠল ; তেল ফুটছে, ছিট্‌কে পড়বে) ; ছিটানো (জল ছিট্‌কে দেওয়া)। বি. **ছিট্‌কানি**।

ছিট্‌কিনি—দরজা বন্ধ করিবার জন্য কপাটের উপরে বা নীচে যে লোহার ছোট খিল থাকে।

ছিটনি –ছাটনি বা ছাটন। [বাং]

ছিটা, ছিটে—ছিটাইয়া দেওয়া জলকণাসমূহ, জলের ছাট ; ছিটাইয়া দেওয়া বা অল্প বস্তু (জলের ছিটা ; চন্দনের ছিটা ; গোবরের জলের ছিটা ; নুণের ছিটা ; এক ছিটা দুধ ; ছিটাফোঁটা করুণা) ; বন্দুকের ছর্‌রা (ছিটা গুলিতে বাঘ মরে না) ; বশীকরণ (ছিটে-করা লোকের মত মন তোমার কেবলই উড়্ উড়্ করছে)। [বাং]। **ছিটা-ফোঁটা**—অল্প কয়েক বিন্দু, সামান্য মাত্র (ছিটাফোঁটা বৃষ্টি)। **ছিটা বেড়া**—কঞ্চি ও সরু ডালপালা বাখারি ইত্যাদি দিয়া বাঁধা বেড়া, তাহাতে গোবর-মাটির পাতলা লেপও দেওয়া হয়। **ছিটা বোনা**—পলি-পড়া চরে বা নাবাল জমিতে চাষ না করিয়া কেবল বীজ ছিটাইয়া দেওয়া। **কাটা ঘায়ে নুনের ছিটা**—ঘা দ্রঃ। **ছিটনো, ছিটানো**—বিন্দু বিন্দু বা কণা কণা নিক্ষেপ করা ; ছড়াইয়া দেওয়া ; বপন করা। বি. **ছিটানি, ছিটুনি**। **ছিটাছিটি**—পরস্পরের প্রতি প্রক্ষেপ।

ছিড়াম, ছিড়েন—অবশেষ, লেজুড় (কাজের ছিড়েন মারা—কাজের শেষ করা বা মীমাংসা করা) ; অব্যাহতি। [বাং]। **ছাড়াম-ছিড়েন**—অব্যাহতি, চুকানো।

ছিৎরানো, ছিত্‌রানো, ছেত্‌রানো—ক্রি. ছাত্‌রানো ; ছাতার মত বিস্তৃত হওয়া।

ছিদাম—কৃষ্ণের বালক-সখা, শ্রীদাম ; সিকি পয়সা। [শ্রীদাম]

ছিদ্র—[ছিদ্‌+র] বি. রন্ধ্র, ছেদ, বিঁধ, বিবর, বিল ; দোষ, ত্রুটি (আপন ছিদ্র দেখিস না বেটা পরকে দিস খোঁটা—কৃত্তিবাস) ; ফাঁক, অবকাশ ; ণ. ছিদ্রযুক্ত (ছিদ্রকুম্ভ)। **ছিদ্রপথ**—কান নাক মুখ ইত্যাদি ; (জ্যোতিষে) লগ্নের

অষ্টম স্থান। **ছিদ্রদর্শী** (-র্শিন্), **ছিদ্রান্বেষী** (-ষিন্)—যে ছিদ্র অনুসন্ধান করে, অপরের দোষের দিকে যার দৃষ্টি। **ছিদ্রিত**—যাহাতে ছিদ্র করা হইয়াছে, বেধিত।

ছিনতাই—বি. ছিনাইয়া লওয়ার অপরাধ। [হি.]

ছিনা, সিনা—[ফা. সীনা] বক্ষঃস্থল, বুকের পাটা। **ছিনাজুরি**—গাজুরি; হঠকারিতা।

ছিনাজোঁক—চিনাজোঁক, ছোট জোঁক-বিশেষ; যাহার হাত এড়ানো দায়, ছিনা-জোঁকের মত নাছোড় (ছিনাজোঁকের মত ধরেছে)। **ছিনা পড়া**—শীর্ণ হওয়া, শুকাইয়া যাওয়া। [শীর্ণ]

ছিনানো—ক্রি. কাড়িয়া লওয়া।

ছিনাল,-র, ছেনাল—[সং ছিন্না] ণ. ভ্রষ্টা। বি. **ছিনালি, ছেনালি**। (গ্রাম্য ও অভব্য)।

ছিনিমিনি—জলে খোলামকুচি এভাবে ছুঁড়িয়া ফেলা যে উহা জল ছুঁইয়া ছুঁইয়া বহু দূর পর্যন্ত যায়; যথেচ্ছভাবে ব্যয় বা নষ্ট করা। [বাং]। **টাকা লইয়া ছিনিমিনি খেলা**—যেমন খুশী ব্যয় করা, অপব্যয়ের একশেষ করা।

ছিন্ন—[ছিদ্+ক্ত] ণ. ছিঁড়িয়াছে বা ছেঁড়া হইয়াছে এমন (ছিন্ন বস্ত্র, ছিন্ন কেশ); খণ্ডিত, কর্তিত (ছিন্নবৃক্ষ); খণ্ড, বিভক্ত (ছিন্ন মেঘের ফাঁকে—রবি); উৎপাটিত (ছিন্নমূল); নিরাকৃত, দূরীকৃত (ছিন্ন-সংশয়—সংশয়হীন)। **ছিন্নদ্বৈধ**—যাহার দ্বিধা নিরাকৃত হইয়াছে। **ছিন্নপক্ষ**—ডানাকাটা। **ছিন্নবিচ্ছিন্ন**—ছিন্ন ও চতুর্দিকে বিক্ষিপ্ত। **ছিন্ননাস**—যাহার নাসিকা কর্তিত হইয়াছে। **ছিন্নভিন্ন**—বিনষ্ট, বিধ্বস্ত। **ছিন্নমস্তক**—যাহার মাথা কাটিয়া ফেলা হইয়াছে, স্কন্ধকাটা। **ছিন্নমস্তা**—দশ মহাবিদ্যার একটি রূপ। স্ত্রী. **ছিন্না**—কুলটা।

ছিন্নি—[ফা. শীরীনি] শীর্নি বা শীন্নির গ্রাম্যরূপ (পীরের ছিন্নি)।

ছিপ—অপেক্ষাকৃত সরু বাঁশের আগা অথবা আগা-সরু বাখারি-বিশেষ, যাহাতে বঁড়শি সমেত সূতা বাঁধিয়া মাছ ধরা হয় (ছিপ ফেলা); সরু ও লম্বা দ্রুতগামী নৌকা-বিশেষ। [বাং]।

ছিপছিপে—লম্বা ও অস্থূল কিন্তু সুদৃঢ় (ছিপছিপে গড়ন)।

ছিপানো—ক্রি. ছাপানো, গোপন করা। [হি. ছিপানা]। **ছিপাছিপি**—গোপন করিবার প্রয়াস।

ছিপি,-পী—শিশি ইত্যাদির মুখ বন্ধ করিবার কাক, cork, stopper (ছিপি খোলা)। [বাং]

ছিপী—যে কাপড় ছাপায়, রঙ্‌রেজ (ছিপীকর্ম, ছিপীবৃত্তি); রঙ্‌রেজের ব্যবসায়। [হি.]

ছিবড়া, ছিবড়ে—চর্বণ করিয়া রসগ্রহণ করার পরে যাহা ত্যাগ করা হয় (পানের ছিবড়ে)। [বাং]

ছিম—[সং. শিম্বী ; হি. ছিমী] শিম। [প্রাদে]

ছিমছাম—ণ. সুডৌল, পরিপাটি, ফিটফাট। [বাং]

ছিমি, সিমী—[সং. শিম্বী] শুঁটি। **ছিমি মটর**—মটরশুঁটি।

ছিয়াত্তর—[সং. ষট্‌সপ্ততি] ৭৬, এই সংখ্যা। **ছিয়াত্তরের বা ছিয়াত্তুরে মন্বন্তর**—১১৭৬ বঙ্গাব্দের ইতিহাস-প্রসিদ্ধ নিদারুণ দুর্ভিক্ষ, যার ফলে বঙ্গদেশের ⅓ অধিবাসী মারা যায়।

ছিয়ানব্বই—[সং. ষট্‌নবতি] ৯৬, এই সংখ্যা।

ছিয়াশি—[ষড়শীতি] ৮৬, এই সংখ্যা।

ছিয়েছিয়ে—[ব্রজবুলি] অব্য. ছি ছি।

ছিরি—শ্রী, কান্তি, শোভা, সৌষ্ঠব; ছাঁদ, ধরণ (কি কথার ছিরি); বিবাহে মাঙ্গল্য-বিশেষ ও বর-বরণের ডালা। [শ্রী]। **ছিরিওঠা**—বিবাহে কাঁচা হলুদ ও অন্যান্য প্রসাধন-দ্রব্য ব্যবহারের ফলে কনের লাবণ্য বৃদ্ধি। **লক্ষ্মীর ছিরি**—পারিবারিক সচ্ছলতা ও পারিপাট্যের চিহ্ন।

ছিরে—শ্রীমন্ত, ছোট ছেলের বিশেষতঃ মৃতবৎসার সন্তানের আদরের নাম।

ছিল্‌কা, ছিল্‌কে—[সং ছল্লি] ফলাদির পাতলা ত্বক্ (পেয়ারার ছিল্‌কা; রসুনের ছিল্‌কা)। **পিঠের ছিল্‌কা তোলা**—পিঠের ছাল তোলা, বেদম প্রহার করা।

ছিলা—[সং. ছল্লি] ধনুকের গুণ, জ্যা (সাঁওতালেরা ধনুকে বাঁশের ত্বকের বা পাতলা চটার গুণ দেয়, এই গুণকে ইহারা বাঁশের 'ছাল্' বলে—বঙ্গীয় শব্দকোষ); কাপড়ের প্রান্ত ভাগের ঈষৎ মোটা (সাধারণতঃ রঙীন) আলগা সূতা।

ছিলিম—[হি. চিলম] কল্কে (এক ছিলিম অম্বুরি তামাক)।

ছিলিমচি—[হি. চিলিমচি] চিলমচি দ্রঃ।

ছিলিমিলি—[হি. ঝিলমিলা] গোলাকার স্ফটিক খণ্ডের মালা (মুসলমান ফকিরেরা ব্যবহার করে)।

ছিষ্টি—সৃষ্টি। **ছিষ্টিছাড়া**—সৃষ্টিছাড়া, অদ্ভুত।

ছিহক্ত—শ্রীহস্ত, পূজনীয়ের পবিত্র হস্ত। (কথ্য ও গ্রাম্য)।

ছুঁই—স্পর্শ করি। **ছুঁই-ছুঁই**—'এই বুঝি ছুঁয়ে ফেললে', এরূপ সংকোচবোধ; ছোঁয়াছুঁয়ি বোধের উৎকটতা।

ছুঁচ—[সং. সূচি,-চী] সুঁই। **ছুঁচ ফোটানো** সুঁচ বিঁধানো; অসহ্য (মানসিক) যন্ত্রণা দেওয়া।

ছুঁচা, ছুঁচো—[সং. ছুছুন্দরী] গন্ধমূষিক, musk-rat; নষ্টামি নীচতা হীনতা ইত্যাদি সূচক গালি (পাজি ছুঁচো)। **ছুঁচোবাজি**—এদিক ওদিক ছোটে এমন আতসবাজি। **ছুঁচোর কিচকিচি** বা **কেত্তন**—সদাসর্বদা অশোভন বচসা কলহ ইত্যাদি। **ছুঁচো মেরে হাত গন্ধ** বা **কালো করা**—অধম নীচকে দণ্ড দিতে গিয়া বদনাম কেনা। **বাইরে কোঁচার পত্তন ভিতরে ছুঁচোর কেত্তন**—কোঁচা দ্রঃ। **সাপের ছুঁচো গেলা**—সাপের দাঁত ভিতরমুখী বলিয়া যাহা কামড়াইয়া ধরে, তাহা উগরাইতে পারে না, সুতরাং ছুঁচা কামড়াইয়া ধরিয়া দুর্গন্ধ-হেতু গিলিতে পারে না, ছাড়িয়া দিতেও পারে না; এড়িতেও না পারা, বেড়িতেও না পারার ভাব, উভয়সংকট।

ছুঁচলো,-চাল,-চোলো—প. আগা চোখা, ছুঁচের মতো তীক্ষ্ণ (ছুঁচলো দাড়ি)।

ছুঁচিবাই—শুচিবায়ু, শুচি ও অশুচির বিচারে অতিশয় ব্যস্ততা। প. **ছুঁচিবেয়ে**।

ছুঁড়া, ছোঁড়া—[সং. ক্ষেপণ; হি, ছুড়না] ক্রি. নিক্ষেপ করা (ঢিল ছোঁড়া; তীর ছোঁড়া; বন্দুক ছোঁড়া)। **ছোঁড়াছুঁড়ি**—পরস্পরের প্রতি নিক্ষেপ বা চালনা। **ঢিলটি ছুঁড়লে পাটকেলটি খেতে হয়**—মন্দ ব্যবহারের পরিবর্তে অধিকতর মন্দ ব্যবহার লাভ হয়। **বাজি ছোঁড়া**—বাজিতে আগুন দেওয়া; আতস বাজির উৎসব। **হাত পা ছোঁড়া**—হাত ও পা বেগে চালনা করা; হাত পা ছুঁড়িয়া অস্থিরতা জ্ঞাপন করা, অস্থির হইয়া পাগলের মত লাফালাফি করা (রাগে হাত পা ছুঁড়লেই তো আর প্রতিকার হবে না)।

ছুঁড়ী—[সং ছমণ্ডী] কিশোরী, নবযুবতী (অবজ্ঞার্থে অথবা অতি পরিচয়ে)। (পুং. ছোঁড়া)। **ওঠ্ ছুঁড়ী তোর বিয়ে**—কোন কাজ হঠাৎ সম্পন্ন করিতে বলা,• কাজের অপ্রত্যাশিত অথবা অশোভন ত্বরিত আরম্ভ সম্বন্ধে বলা হয়।

ছুঁৎ, ছুঁত—[সং. ছুপ্—স্পর্শ করা] স্পর্শদোষ; শুচি-অশুচির বিচার। **ছুঁৎমার্গ**—যে ধর্মমতে শুচি-অশুচির বিচারকে খুব প্রাধান্য দেওয়া হয় (প. **ছুঁৎমার্গী**)।

ছুক্রী—[হি. ছুক্রী, ছোক্রী] ছুঁড়ী, তরুণী (অবজ্ঞার্থে); যুবতী দাসী (পূর্ববঙ্গে)।

ছুছুন্দর, ছুছুন্দর—ছুঁচা। [হি.]। স্ত্রী. ছুছুন্দরী, ছুছুন্দরী।

ছুট—বি. যাহা ছুটিয়া যায় বা বাদ যায় বা ছাড়িয়া দেওয়া হয় (বাদ-ছুট ত কিছু যাবেই); চুলের সুতা অথবা সরু দড়ি যাহা দিয়া চুল বাঁধা হয়; পরিধেয় বস্ত্র (এক ছুটে যাওয়া—উড়ানি না লইয়া শুধু ধুতি পরিয়া যাওয়া)। [বাং]। **কথার ছুট**—অতিরিক্ত কথা যাহা ধর্তব্যের মধ্যে নয়। **দোছুট**—উত্তরীয়, উড়ানি।

ছুট—[সং. ছটা; হি. ছুট্না] বি. দৌড় (দে ছুট); অবকাশ, মুক্তি, ছাড় (ছুট পাওয়া); প. অসংলগ্ন, অসম্পর্কিত (ছুট কথা); বর্জিত, বিহীন (এ ঋতু পাখী-ছুট—প্রমথ চৌধুরী)। **ছুট দেওয়া**—দৌড় দেওয়া অথবা দৌড়িয়া পলায়ন। **ছুট করানো**—ছুটানো, দৌড় করানো। **ছুট খেলা**—লাঠি বা অসি লইয়া নকল যুদ্ধ অথবা যুদ্ধ শিক্ষা। **মুখছুট**—মুখে যা আসে তাই বলার অভ্যাস।

ছুট্কা, ছুট্কো— প. বাহির হইতে আসা, দলছাড়া। [বাং]। **ছুট্কো-ছাট্কা**—গণ্ডির বা দলের বাহিরে, ধারাবাহিক বা নিয়মবদ্ধ নয় (ছুট্কো-ছাট্কা কাজ পাওয়া যায় কিন্তু তাতে পোষায় না)।

ছুট্কী—[হি. ছোট্কি] ছোট বউ; ছোট মেয়ে।

ছুটন—দৌড়। [বাং]

ছুটা, ছোটা—ক্রি. দৌড় দেওয়া (বেগে ছুটা); বেগে বাহির হওয়া (ঘাম ছুটা); দূর হওয়া, ছাড়িয়া যাওয়া (জ্বর ছুটা, নেশা ছুটা); লোপ পাওয়া, নিশ্চিহ্ন হওয়া (কি রং লেগেছে, ছুটল না); প্রহারে প্রবৃত্ত হওয়া (হাত পা ছোটা)। **ছুটাছুটি**—দৌড়াদৌড়ি; দৌড়াদৌড়ি করিয়া খেলা। **আগুন ছোটা**—অত্যন্ত গরম হওয়া অথবা গরম বাষ্প বা উত্তাপ নির্গত হওয়া (মাথা দিয়ে আগুন ছুটছে)। **ঘুম ছুটা**—ঘুম

ভাঙ্গা। **মুখ ছুটা**—মুখে যা আসে তাই বলা। **হাত পা ছুটা**—হাত ও পা দিয়া প্রহার করিতে অভ্যস্ত হওয়া (তোমার বাঁদরামি দেখছি, কিন্তু যেদিন হাত ছুটবে সেদিন দেখবে)।

ছুটা—ণ. আলগা, বাঁধা নহে; অনিযুক্ত, free [বাং]। **ছুটা পান**—খিলি না করা পান। **ছুটানো**—দৌড় করানো (ঘোড়া ছুটানো)। **নেশা ছুটানো**—নেশা দূর করা, প্রহার, ভর্ৎসনা ইত্যাদির দ্বারা অবহিত করা। **গন্ধর্ব ছুটানো**—গন্ধর্ব দ্রঃ।

ছুটি,-টী—[হি. ছুটি] কর্ম-বিরতি (পাঁচটায় ছুটি হয়); অবকাশ (গরমের ছুটি); বিদায় (ছুটি ভোগ করা); অবসর ফুরসৎ-(এত কাজ যে একদম ছুটি পাই না); নিষ্কৃতি, মুক্তি, খালাস, উদ্ধার (মামলা থেকে ছুটি; কয়েদী ছুটি পেল)।

ছুড়া, ছোড়া—ছুঁড়া দ্রঃ।

ছুৎ, ছুত—ছুঁৎ দ্রঃ। **ছুৎ পড়া**—অস্পৃশ্যের স্পর্শে অশুচি হওয়া। **ছুৎছাত**—ছোঁয়াছুঁয়ি; অশুচিতা। **ছুত-লাগা**—অশুচি অবস্থায় ছোঁয়ার ফলে শিশুর বা গাছের বাড়ে হানি হওয়া। **ছুতপন্থী**—যে ছোঁয়াছুঁয়ি বিশেষ ভাবে মানা ধর্মের অঙ্গ বলিয়া জ্ঞান করে। **ছুতহাঁড়ী**—গোবর জলের হাঁড়ি।

ছুতা, ছুতো—[সং. সূত্র] ছল, অছিলা, মিথ্যা বা সামান্য কারণ, উপলক্ষ্য, দোষ। **ছুতানাতা, ছুতানতা, ছলছুতা**—অছিলা, নামমাত্র কারণ।

ছুতার—[সং. সূত্রধার] কাঠের মিস্ত্রী; হিন্দু জাতি-বিশেষ। **ছুতার-পাখী**—কাঠ-ঠোকরা।

ছুপানো, ছোপানো—ক্রি. রঞ্জিত করা; রঙ ধরানো (জাফরানী রঙে ছোপানো); ণ. রঞ্জিত (-শাড়ী)। [বাং]।

ছুবলানো—ছোবলানো দ্রঃ।

ছুবানো, ছোবানো—ক্রি. কামড়াইয়া ধরিবার জন্য লেলাইয়া দেওয়া (তাড়িয়া শশারু ধরে, দূরে গেলে ছুবায় কুকুরে—কবিকঙ্কণ); ছোপানো —রঞ্জিত করা।

ছুমন্তর—মন্ত্রপাঠ ও ফুঁক, তন্ত্রমন্ত্র। [হি]

ছুরত, ছুরত—[আ. সু'রত] সৌন্দর্য, লাবণ্য (মুসলমানী বাংলায় সুপ্রচলিত)। **খুব-ছুরত**—সুন্দর, রূপসী।

ছুরি, ছুরিকা, ছুরী—[সং. ছুরিকা] কাটিবার ক্ষুদ্র অস্ত্র-বিশেষ, চাকু। **ছুরি চালানো**—কাটিয়া ফেলা, ছিন্ন করা (এত কালের প্রীতির সম্বন্ধের মধ্যেও ছুরি চালানো হইল)। **গলায় ছুরি দেওয়া**—গলা কাটিয়া হত্যা করা; ঠকাইয়া চড়া দাম নেওয়া। **মিছুরির ছুরি**—রসাল কিন্তু মর্মঘাতী উক্তি; মুখে মধু অন্তরে বিষ এমন লোক। **ছুরিপত্রক**—যাহার পাতা ছুরির মত কাটে, বিছুটি।

ছুলা, ছোলা—ক্রি. খোসা ছাড়ানো (কলা ছোলা; নারকেল ছোলা); পরিষ্কার করা (জিভ ছোলা]; ণ. যাহার খোসা ছাড়ানো হইয়াছে। **ছোলা কুকুর**—রোমহীন ত্বকে ক্ষত-যুক্ত কুকুর।

ছুলি,-লী—বি. চর্মরোগ-বিশেষ। [সং. ছল্লি]

ছে—[সং. ছেদ] বি. কাঠের গুঁড়ি (এক ছে কাঠ); কাঁড়ানো (আর দুই ছে দিলেই চাল খুব পরিষ্কার হবে); বৃষ্টির বিরাম। [প্রাদে]।

ছেয়ানি—বি. বৃষ্টির বিরাম; ছেনি নামক অস্ত্র। [প্রাদেশিক]।

ছেঁক্—ছ্যাঁক শব্দ; তপ্ত পাত্রে ঠাণ্ডা কিছু ফেলার শব্দ; সেক। [প্রাদে.]

ছেঁকচি, ছেঁচ্‌কি—জলে সিদ্ধ করিয়া অল্প তৈলে রসহীন করিয়া ভাজা তরকারী। [বাং]

ছেঁকা—তপ্ত লৌহের স্পর্শ (ছেঁকা দেওয়া—উত্তপ্ত লৌহখণ্ডের দ্বারা শরীরে দাগ দেওয়া)।

ছেঁচড়্, ছেঁচড়া, ছেঁচোড়্—[সং. ছিত্বর : হি. ছিছোড়] ধূর্ত; প্রতারক; যে ঋণ গ্রহণ করিয়া শোধ করিতে চাহে না (চোর-ছেঁচড়)। স্ত্রী. **ছেঁচড়ী**। বি. **ছেঁচড়াপনা, ছেঁচড়ামি**।

ছেঁচ্‌ড়ানো—ক্রি. মাটি বা ঘাসের উপর দিয়া নির্দয় ভাবে টানা (যাবে না, তোমাকে ছেঁচড়ে নেওয়া হবে); মাটিতে পাছা ঘসিয়া ঘসিয়া যাওয়া, ছেঁচুড় দেওয়া (হাঁটবার শক্তি নেই, কাজেই ছেঁচড়াও)।

ছেঁচা, ছ্যাঁচা—ণ. থেঁৎলানো, পিষ্ট; ক্রি. থেঁতো করা (গাছ-গাছড়া ছেঁচা; আদা ছেঁচা)। **আঙ্গুল ছেঁচে যাওয়া**—আঘাতে থেঁৎলে যাওয়া। **ছেঁচা বোঁচা**—গালমন্দ খাইলে যাহার লজ্জা নাই। **ছেঁচে দেওয়া**—কঠিন প্রহার দেওয়া। **ছেঁচা বেড়া**—বাঁশ ছেঁচিয়া চেপ্টা করিয়া তাহার দ্বারা প্রস্তুত বেড়া, কচার বেড়া। **নাকে নল ছেঁচা**—(নল পাথরের

উপরে রাখিয়া ছেঁচিয়া দর্মা তৈরি করা হয়) অত্যন্ত কষ্ট দেওয়া বা অপমানিত বা নাকাল করা।

ছেঁচা—[সং. সেচন] ক্রি জল তুলিয়া ফেলা; প. জল তুলিয়া ফেলিয়া পাওয়া (সাগর-ছেঁচা মাণিক)।

ছেঁচুড়, ছেঁছুড়—বি. ছেচড়ানো, মাটি বা ঘাসের উপর দিয়া পাছা ঘসিয়া ঘসিয়া চলা। [প্রাদে]। **ছেঁছুড় দেওয়া**—এরূপ পাছা ঘসিয়া চলা; একান্ত শক্তিহীনতা প্রকাশ করা।

ছেঁচড়া, ছ্যাঁচড়া—প. প্রবঞ্চক, দুষ্ট। [বাং]

ছেঁড়া—ছিঁড়া দ্রঃ। **ছেঁড়া কথা**—বাজে কথা। **ছেঁড়া মামলা**—ঝঞ্ঝাটপূর্ণ ব্যাপার।

ছেঁদা—[সং ছিদ্র] ছিদ্র, রন্ধ্র, ফুটা।

ছেঁদো—প. ছাঁদিয়া-বাঁধিয়া বলা, কৃত্রিম ও কপট, সাজানো। [সং ছন্দ=কপটতা]

ছেক—[সং.] বিদগ্ধ; অনুপ্রাস-বিশেষ; [বাং] বিরাম, ফাঁক (বৃষ্টি ছেক দিয়েছে, এইবার বেরিয়ে পড়া যাক্)। **ছেকোক্তি**—ব্যঞ্জনাপূর্ণ উক্তি, ব্যঙ্গোক্তি।

ছেড়—তারের যন্ত্রে গৎ বাজাইবার ভঙ্গি-বিশেষ।

ছেড়ে—অস. ক্রি. মুক্ত করিয়া; বাদ দিয়া (ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি; ছেড়ে কথা কয় না)। **ছেড়ে ছেড়ে**—বিরাম দিয়া দিয়া (ছেড়ে ছেড়ে বৃষ্টি আসছে)।

ছেতো—প. ছাতা-পড়া; ছেদ্‌লা।

ছেত্তব্য—প. ছেদনযোগ্য। [ছিদ্+তব্য]।

ছেত্তা(-তৃ)—প. ছেদনকারী; নিরসনকারী (সংশয়-ছেত্তা)। [ছিদ্+তৃচ্]

ছেত্রী—ক্ষেত্রী, ক্ষত্রিয় জাতি। [হি.]

ছেৎলা—বি. ছেদ্‌লা, ছ্যাৎলা দ্রঃ।

ছেদ—বি ছেদন (মূলচ্ছেদ; শিরশ্ছেদ); নিরসন, (সংশয়চ্ছেদ); বিচ্ছেদ (মিত্রচ্ছেদ); বিরাম (কর্মের ছেদ); বিরাম-চিহ্ন (দাঁড়ি কমা ইত্যাদি)। **ছেদক**—প. ছেদনকারী; ভাজক, divisor. **ছেদন**—কর্তন (বৃক্ষচ্ছেদন, পাশচ্ছেদন), নিরসন (সংশয় ছেদন); খণ্ড; ছেদন করিবার অস্ত্র। **ছেদনীয়**—প. ছেদনযোগ্য; বিভাজনীয়। **ছেদিত**—প. খণ্ডিত, কর্তিত; যাহা ভাগ করা হইয়াছে। [ছিদ্+ণিচ্+ক্ত]। **ছেদী**(-দিন্) —প. যাহা ছেদন বা নিরসন করে। **ছেদ্য**—প. ছেদনযোগ্য (অচ্ছেদ্য)। [ছিদ্+ণ্যৎ]। **ছেদ-প্রবণ**—যাহা সহজে কাটা যায়।

ছেদ্‌লা—ছ্যাৎলা, ছাতা; জমাট ময়লা (কত কালের ছেদ্‌লা পড়া)। [বাং]

ছেনি,-নী—[সং ছেদনী] লোহা পাথর ইত্যাদি কাটিবার ছোট বাটালি বিশেষ।

ছেপ—[সং ক্ষেপ] থুথু, নিষ্ঠীবন। **ছেপ দেওয়া**—থুথু দেওয়া; অত্যন্ত নিন্দা করা।

ছেপত্তনী—[ফা. সে=তিন] দরপত্তনীদারের অধীন পত্তনী (পত্তনীদার, দরপত্তনীদার, ছে-পত্তনীদার)।

ছেপায়া—বি. তেপায়া। [ফা সে=তিন]

ছেবৃত, ছেপ্‌ত—[আ. স'ব্‌ত্] প. লিখিত, মোহরাঙ্কিত।

ছেবলা, ছ্যাবলা—[সং সফরী] প. ফাজিল, প্রগল্‌ভ, প্রকৃতিতে চপল; বুদ্ধিতে ছেলেমানুষ। বি. **ছেবলামি,-মো**।

ছেমড়া—[সং ছমণ্ড] বালক, ছোক্‌রা, ছোঁড়া। [প্রাদে]। স্ত্রী. **ছেমড়ি**—ছুঁড়ী।

ছেয়া, ছিয়া—উদূখল। [প্রাদে.]

ছেয়ানি—ছেনি। [প্রাদে]

ছের—[ফা. সর্] শির (ছের কাটা যাবে; ছের পট্‌কানি—মাথাকুটা)। [প্রাদে.]

ছেলাম, সেলাম—সেলাম দ্রঃ।

ছেলি,-লী—ছাগী। [প্রাদে.]

ছেলে, ছেলিয়া—পুত্র; সন্তান (বেটাছেলে, মেয়েছেলে); বিবাহের পাত্র (ছেলের বাপের খাঁই)। [বাং]। **ছেলেপিলে,-পুলে**—বালক-বালিকা (পূর্ববঙ্গে 'পোলাপান')। **ছেলে-খেলা**—শিশুর খেলার মত গুরুত্ববর্জিত ব্যাপার, ছেলে-মানুষি। **ছেলেবেলা**—বাল্যকাল। **ছেলে-ছোক্‌রা**—অল্পবয়স্ক বা অপরিণতমতি যুবক। **ছেলেধরা**—যাহারা অল্পবয়স্ক বালক-বালিকা চুরি করিয়া লইয়া গিয়া বিক্রয়াদি করে; জুজু বিশেষ। **ছেলেমানুষ**—অল্পবয়স্ক বা অপরিণতমতি ব্যক্তি; যাহাকে সহজে ভুলানো যায় (আমাকে ছেলে-মানুষ পেয়েছ)। বি. **ছেলেমানুষি**—অল্পবয়স্কের মত আচরণ। **ছেলেমি**—বালসুলভ চপলতা।

ছেষট্টি, ছষট্টি—[ষট্‌ষষ্টি] ৬৬, এই সংখ্যা।

ছৈ—ছই দ্রঃ।

ছোঁ—পক্ষীর ঝাপটা মারিয়া নখে আটকাইয়া লওয়া অথবা নখ ও ঠোঁট দুই দিয়াই আঘাত;

ছোবল (সাপে ছোঁ মারে); ছোঁ মারার মত হঠাৎ হাত বাড়াইয়া গ্রহণ। [বাং]

ছোঁক ছোঁক—শুঁকিবার ভঙ্গি। **ছোঁক ছোঁক করা**—খাদ্যের ঘ্রাণ লইয়া বেড়ানো, লোভীর মত আচরণ করা।

ছোঁকা, ছোকা—ছক্কা, ঘণ্ট (ছোঁকা আর গরম লুচি)। [বাং]

ছোঁচা, ছোঁছা—যাহার খাবার লোভ প্রবল, নির্লজ্জ, ধূর্ত। [প্রাদে]। **ছোঁচাবোঁচা**—লোভী ও প্রতারক। **চোরছোঁচ**—চোর, ইত্যাদি।

ছোঁচানো—ক্রি. মলত্যাগের পর জল দিয়া শৌচ করা। [গ্রাম্য]।

ছোঁছোঁ—অব্য. খাদ্যের গন্ধ শুঁকিয়া বেড়ানো অথবা খাদ্যের লোভে এদিকে ওদিকে ঘোরা; ছোঁক ছোঁক।

ছোঁড়া—ক্রি. ছুড়া দ্রঃ।

ছোঁড়া—[সং ছমণ্ড] বালক, তরুণ (অবজ্ঞায় অথবা অতি-পরিচয়ে)। (স্ত্রী. ছুঁড়ী)।

ছোঁয়া—ক্রি. স্পর্শ করা; ণ. স্পৃষ্ট (অপরের ছোঁয়া খায় না)। **ছোঁয়াছুঁয়ি**—পরস্পরকে স্পর্শ করা; স্পৃশ্য-অস্পৃশ্যের বিচার। **ছোঁয়া যাওয়া**—স্পর্শের ফলে অশুচি হওয়া। **ধরা-ছোঁয়া**—নাগাল, বোধগম্যতা (ধরা-ছোঁয়ার বাইরে)। **ছোঁয়া-লেপা**—মাখামাখি।

ছোঁয়াচ—বি. প্রভাবজনক সংস্পর্শ; স্পর্শাক্রামকতা (ছোঁয়াচ বাঁচিয়ে চলা)। ণ. **ছোঁয়াচে**—স্পর্শাক্রামক।

ছোকরা—[হি.] বালক, তরুণ; অল্পবয়স্ক ভৃত্য। স্ত্রী. **ছুকরী**।

ছোচ, ছোছা—ছোঁছা দ্রঃ। [প্রাদে.]

ছোট—ছুট, পরিধেয় (দোছোট—ধুতি ও চাদর)।

ছোট—[সং ক্ষুদ্র; প্রা. ছুড্ড] ণ. অল্পবয়স্ক; দেখিতে ক্ষুদ্রাকৃতি (ছোট মেয়ে); অধম, হীন (ছোট লোক, ছোট মন, ছোট কথা, ছোট নজর); কনিষ্ঠ (ছোট ভাই, ছোট বোন); সঙ্কুচিত, মর্যাদায় খাটো (এমন কথা শুনে তার মুখখানি ছোট হয়ে গেল; দশের সামনে আমাকে ছোট করো না); বেঁটে, খর্ব (ছোট টাট্টু); পদমর্যাদায় লঘুতর (ছোট আদালত; ছোট সাহেব); সমাজে অবনত (ছোট জাত); বিনীত, নম্র ('বড় যদি হতে চাও ছোট হও তবে'); অনুচ্চ (ছোট গলা; ছোট আওয়াজ)। **ছোট-দিদি, ছোটদি, ছোড়দি**—বয়সে বড় ভগিনীদের মধ্যে কনিষ্ঠা। **ছোট মা**—মায়ের চেয়ে বয়সে ছোট বিমাতা; পিতৃব্যপত্নী। **ছোট-খাট**—সামান্য; স্বল্পায়তন। **ছোটবড়**—অল্পবয়স্ক ও বয়স্ক, উচ্চ-নীচ, ধনী-নির্ধন, ক্ষুদ্র-বৃহৎ, সামান্য-অসামান্য। **ছোটমোটো**—ছোটখাট। **ছোট মুখে বড় কথা**—হীনের মুখে মহৎ কথা; বক্তার অবস্থার পক্ষে অশোভন এমন কথা। **হাত ছোট করা**—ব্যয়সঙ্কোচ করা। **ছোট হাজরি**—ইয়োরোপীয় রীতির প্রাতরাশ।

ছোটা—কলার শুকনা খোলা কিংবা তৃণ দিয়া তৈরী বোঝা বাঁধার দড়ি। [বাং]। **ছোটা ঘুরানো**—('আসাসোটা' হইতে) অতিরিক্ত সর্দারি করা। [প্রাদে]।

ছোটা—ক্রি. ছুটা দ্রঃ।

ছোট্ট—(আদরে) ণ. ক্ষুদ্রাকৃতি; ক্ষুদ্র; সরু।

ছোড়—ণ. ছাড়া, বিচ্ছিন্ন (অন্য শব্দের সঙ্গে যুক্ত হইয়া ব্যবহৃত হয়—নাছোড়বান্দা); বি. ছুট, বাদ (ছাড়ছোড়—বাদসাদ)। [বাং]

ছোড়ভঙ্গ—ছত্রভঙ্গ। [প্রাদে] [প্রাদে]

ছোড়ান, ছোড়ানি—চাবি (চাবি ছোড়ান)।

ছোতো হাঁড়ি—ছুত্‌পড়া হাঁড়ি, কুকুর মুখ দিয়াছে বলিয়া পরিত্যক্ত হাঁড়ি। [প্রাদে]

ছোপ—রঙের স্পর্শ। [বাং]। **ছোপানো**—ক্রি. রঞ্জিত করা।

ছোবড়া—নারিকেল-আদির আঁশওয়ালা খোসা; অসার ও অনাবশ্যক অংশ। [বাং]

ছোবল—সর্পাঘাত। [বাং]। **ছোব্‌লানো, ছুব্‌লানো**—ক্রি. দন্তাঘাত করা, কামড়ানো।

ছোবা—ছোব্‌ড়া, খোসা; ছোট ভাঁড়। [বাং]

ছোবানো—ক্রি. ডুবানো; ছোপানো।

ছোয়ারা—ছোহারা দ্রঃ।

ছোরা—বড় দোধারী ছুরি, dagger। [বাং]

ছোল—[সং. ছল্লী] খোসা, ছাল, ছোব্‌ড়া। **ছোলদার**—যাহারা পথ চাঁচাছোলার কাজ করে। **ছোলদারি**—বি ত্রিকোণ তাঁবুবিশেষ।

ছোলঙ্গ—বাতাবি লেবু। [বাং]

ছোলা—ক্রি. ছুলা। বি. ছোলন।

ছোলা—চণক, বুট (ছোলাভাজা; ছোলার ছাতু)।

ছোলে, সোলে—[আ. সু'লহ্—সন্ধি, আপোস]

আপোস। **ছোলেনামা**—আপোস-নিষ্পত্তির দলিল।

ছোহারা—[হি. ছুহারা] ছুয়ারা, শুক্‌না বিদেশী খেজুর, খোর্মা।

ছ্যা—অব্য. অতিশয় ঘৃণাব্যঞ্জক, ছি'-র চেয়ে ঘৃণ্যতর।

ছ্যাঁক—ছেঁক দ্রঃ।

ছ্যাৎলা—ছেৎলা।

ছ্যাদড়, ছ্যাদাড়, ছ্যাদার—[সং. ছিদ্বর—শত্রু, ধূর্ত] ণ. বেয়াড়া (ছ্যাদাড়ে গরু); কাজিল; নষ্টামির দিকে যার মন; নোংরা। [গ্রাম্য]।

ছ্যাবলা—ছেবলা দ্রঃ।

জ

জ—'চ' বর্গের তৃতীয় বর্ণ এবং ব্যঞ্জন বর্ণের অষ্টম বর্ণ, মহাপ্রাণ ও ঘোষবর্ণ।

জ—জাত (অন্য শব্দের সহিত যুক্ত হইয়া অর্থ প্রকাশ করে (অণ্ডজ, জলজ, মনসিজ); শিব; বিষ্ণু; জন্ম। [জন্‌+ড]

জ—[সং. যব] সিকি ইঞ্চি পরিমাণ (এক জ বেশি)।

জ—প্রাচীন বাংলায় শব্দের আদ্য 'য' স্থানে 'জ' লেখা হইত (জুবতী, জখন, জাত্রা)।

জই—যব জাতীয় শস্যবিশেষ, oats। [হি.]

জইফ, জয়ীফ—[আ. দ'ঈ'ফ] ণ জরাজীর্ণ (বুড়ো জইফ); অত্যন্ত দুর্বল, নড়বড়ে (পায়াগুলো জইফ হয়ে গেছে)। বি. **জইফি, জয়ীফি**—বার্ধক্য, জরাজীর্ণতা, অতিশয় দুর্বলতা।

জউ, জৌ—[সং জতু] লাক্ষা, গালা।

জওয়াবদিহি—জবাবদিহি দ্রঃ।

জওজে—[আ. যওজ+ই (এ)] অমুকের পত্নী, wife of (দলিলে ব্যবহৃত হয়। বিবি আমিনা খাতুন জওজে জনাব আক্‌তার উদ্দিন)। **জওজিয়াত**—খাবিন্দ।

জওয়াব—জবাব দ্রঃ। **জওয়াবল-জওয়াব**—[আ. জবাব-উল্‌-জবাব] প্রতিবাদী যে উত্তর দিয়াছে তাহার উত্তর, দরজবাব, rejoinder.

জওয়ান—জোয়ান দ্রঃ; যুবক।

জং—মরিচা। [ফা.]। **জং-ধরা**—যাহাতে মরিচা ধরিয়াছে।

জংলা—ণ. বন্য (জংলা জানোয়ার); জঙ্গলময় (জংলা জায়গা, জংলা দেশ); জবড়জং নকশা-আঁকা ('-পাড়, শাড়ী')। [বাং]। **জংলী**—ণ. জঙ্গলবাসী, অসভ্য মানুষ; অমার্জিত, বর্বর।

জক্‌জক্‌—ঝকঝক, প্রদীপ্ত। **জক্‌জকা**—ণ. ঝক্‌ঝকে; বি. রাংতা ইত্যাদির ঝক্‌ঝকে পাত।

জকার—'জ', এই বর্ণ।

জখম—[ফা. যখ্‌ম্‌] বি. আঘাত, ক্ষত; ণ. আহত (পড়ে গিয়ে পা জখম হয়েছে)। **জখমী**—ণ. আহত; আঘাত-বিষয়ক (জখমী মামলা)।

জগ—জগৎ; জগদ্‌বাসী (জগমনলোভা)। [জগৎ]। **জগ-জীবন**—জগতের জীবনস্বরূপ। **জগ-তারণ**—যিনি জগতের ত্রাণ করেন। **জগন্নাথ**—জগতের পতি। **জগবন্ধু**—জগবন্ধু, জগতের বন্ধু, পরমেশ্বর। **জগমোহন**—মন্দির ও নাটমন্দিরের মধ্যবর্তী স্থান; জগন্নাথ-বিগ্রহ যেখানে থাকেন তার বাহিরের অংশ, এখান হইতে যাত্রীরা ঠাকুর দর্শন করে; ভুবনমোহন।

জগ্‌জগ—ণ. প্রদীপ্ত, ঝলমল। [বাং]। **জগজগা**—রাংতার পাত। **জগ্‌জগানো**—ক্রি. দীপ্তি পাওয়া। বি. **জগ্‌জগানি**।

জগঝম্প—আনদ্ধ বাদ্য-বিশেষ (পূর্বে রণবাদ্য রূপে ব্যবহৃত হইত)। [বাং]

জগৎ—[গম্‌+ক্বিপ্‌] (যাহা গমনশীল) ভুবন, লোক (বিশ্বজগৎ); সংসার (জগতের নিয়ম এই); পৃথিবী (জগতীতলে); বৃহত্তর পরিবেশ (আমার জগৎ; মনোজগৎ); মনুষ্যসমাজ (জগৎ দেখুক)। **জগচ্চক্ষু**—জগতের চক্ষু স্বরূপ সূর্য। **জগজ্জীবন**—জগতের প্রাণ; বায়ু। **জগৎক্রুহ্‌**—জগতের অনিষ্টকারী। **জগৎ-দ্রোহ**—জগতের অহিতাচরণ। **জগৎপাতা** (-তৃ)—জগতের পালনকর্তা। **জগৎ-প্রাণ**—বায়ু। **জগৎ-বেড়**—বহু দূর ব্যাপিয়া ফেলা হয় এমন বেড়জাল। [বাং]। **জগৎ-সংসার**—বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড; সংসার। **জগৎ-সাক্ষী** (-ক্ষিন্‌)—সূর্য; পরমেশ্বর। **জগৎ-স্রষ্টা** (-ষ্টৃ)—যিনি জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন, ঈশ্বর, সগুণ ব্রহ্ম। **জগৎস্বামী**—রাজাধিপ,

অগণিত, বহু। **জগৎ-সেতু**—জগতের পার হইবার সেতু, ঈশ্বর। **জগতী**—পৃথিবী; ছন্দ-বিশেষ। **জগত্রয়**—জগতের সর্বত্র; ঈশ্বর। **জগদ্‌যোনি**—জগতের উৎপত্তি-স্থল; ব্রহ্মা; পরমেশ্বর। **জগদন্তক**—মৃত্যু। **জগজ্জননী, জগদম্বা, জগদম্বিকা**—জগতের মাতা; দুর্গা। **জগদ্দল, জগদ্দল**—বুকের উপর অতি গুরুভার (জগদ্দল পাথর চাপিয়ে দিয়েছে)। **জগদাধার**—জগৎপাতা। **জগদায়ুঃ**—বায়ু। **জগদীশ, জগদীশ্বর**—জগতের স্রষ্টা ও পালন-কর্তা। **জগদ্‌গুরু**—পরমেশ্বর; জগতের শিক্ষাগুরু অথবা দীক্ষা-গুরু। **জগদ্‌গৌরী**—মনসা; দুর্গা। **জগদ্দীপ**—ঈশ্বর; সূর্য। **জগদ্ধাত্রী**—জগৎ-পালিকা দুর্গা। **জগদ্‌বন্ধু**—পরমেশ্বর। **জগদ্বরেণ্য**—সর্বজনপূজ্য; জগতের পূজার পাত্র, ঈশ্বর। **জগদ্বিখ্যাত**—বিশ্ববিখ্যাত, বহুদেশে যার খ্যাতি পৌঁছিয়াছে। **জগন্নাথ**—পরমেশ্বর; উড়িষ্যার প্রসিদ্ধ দারুময় বিষ্ণুমূর্তি (জগন্নাথের ভোগ)। **জগন্নাথ-যাত্রা**—পুরীতীর্থ সন্দর্শন। **জগন্নাথ-ক্ষেত্র**—পুরীধাম, শ্রীক্ষেত্র (এখানে পঙ্‌ক্তি-ভোজনে জাতবিচার নাই)।

জগাখিচুড়ি—(খিচুড়ি দ্রঃ) জগন্নাথের খিচুড়ি; বহু ব্যাপার বা বিষয়ের অদ্ভুত ও জটিল মিশ্রণ।

জগাত—[আ. যকাত] শুল্ক ঘাটের মাশুল। **জগাতি,-তী**—ঘাটে যে মাশুল আদায় করে। **জগাতি ঘাটা**—খেয়া ঘাট।

জগাতি, জগাতী—মনসা দেবী। [সং জগতী]

জগ্‌গর—(জগৎ) অনেক, ঢের (এক জগ্‌গর টাকা)। [গ্রাম্য ভাষা]।

জঘন—স্ত্রীলোকের কটিদেশ; তলপেট; নিতম্ব; (বিপুলজঘনা)। [হন্‌+অ]। **জঘন-গৌরব**—জঘনের বিপুলতা ও সৌন্দর্য। **জঘন-তট**—শ্রোণি-ফলক।

জঘন্য—[জঘন+য]'ণ. অতি হীন নীচ, গর্হিত; অতিশয় ঘৃণিত (কি জঘন্য প্রকৃতির লোক!)। **জঘন্য বৃত্তি**—অতি হীন বৃত্তি বা কাজ।

জঙলা, জঙ্গলা—জংলা দ্রঃ।

জঙ্গ—[ফা. জংগ্‌] যুদ্ধ; তুমুল কলহ। **জঙ্গ বাহাদুর**—রণকুশল। বি. **জঙ্গ-বাহাদুরি**—যুদ্ধে বিজয়ী হওয়ার গৌরব-বোধ। **জঙ্গ-ডিঙ্গা**—রণতরী ('জঙ্গডিঙ্গা লয়ে তারা বাণিজ্যেতে আসে'।—কবিকঙ্কণ)। **জঙ্গনামা**—যুদ্ধ-কাহিনী।

জঙ্গ—জং; মরিচা। [ফা. জংগ্‌]

জঙ্গম—(সতত গতিশীল) বি. ণ. অজড়; প্রাণী। [যঙ্‌লুগন্ত গম্‌+অ]। **জঙ্গমকুটী**—(গমন-শীল গৃহ) ছাতা। **জঙ্গম গুল্ম**—পদাতি সৈন্য। **জঙ্গম বিষ**—সর্প বৃশ্চিক সিংহ ব্যাঘ্র নকুল ইত্যাদির বিষ। **জঙ্গম ভূত**—জৈব পদার্থ। **স্থাবর-জঙ্গম**—জড় ও অজড়, অচল ও সচল।

জঙ্গল—(যাহা জঙ্গমকে অর্থাৎ প্রাণিগণকে আকর্ষণ করে) বন; ঝোপ-ঝাড়পূর্ণ স্থান; মরুভূমি; নির্জন স্থান। **জঙ্গল-বাড়ী (-বুড়ি) তালুক**—জঙ্গল কাটাইয়া আবাদ করিবার দায়িত্বে অল্প খাজনায় বন্দোবস্ত করা জঙ্গলপূর্ণ তালুক। **জঙ্গলাট, জঙ্গলাৎ**—কৃষিকার্যের অনুপযুক্ত জঙ্গলময় ভূমি বা অকল। **জঙ্গলিয়া, জঙ্গুলে**—জঙ্গলপূর্ণ। **জঙ্গলী, জংলী**—বন্য, আরণ্য; অসভ্য।

জঙ্গাল, জাঙ্গাল—জাঙ্গাল দ্রঃ।

জঙ্গি—[ফা. জঙ্গী] ণ. যুদ্ধ-সংক্রান্ত; রণকুশল; বি. যোদ্ধা; কুস্তিগীর। **জঙ্গীলাট**—ইংরেজ আমলের ভারতের প্রধান সেনাপতি, Commander-in-chief.

জঙ্গুল—বিষ। [সং]

জঙ্ঘা—(যদ্দ্বারা গমন নিষ্পন্ন হয়) ঠ্যাং; উরু। [সং]। **জঙ্ঘাকর**—যে সংবাদ বা পত্র দ্রুত বহন করে। **জঙ্ঘাবিহার**—পায়ে হাঁটিয়া তীর্থ করা। **জঙ্ঘাশূল**—জঙ্ঘার বেদনাকর রোগ-বিশেষ। **জঙ্ঘী** (জিন্‌)—যে বেগে হাঁটিতে পারে। **জঙ্ঘাল**—দ্রুতগামী।

জজ—[ইং Judge] বিচারপতি। **জজ্‌-পণ্ডিত, জজ্‌মৌলবী**—ইংরেজ শাসনের সূচনায় যে-সব পণ্ডিত ও মৌলবী হিন্দু ও মুসল-মান আইন বিষয়ে ইংরেজ জজদিগকে সাহায্য করিতেন।

জজানো—ক্রি. যজমানের বাড়ীতে পূজা-আর্চা করা; এরূপ পূজা-আর্চার দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করা। যজমান দ্রঃ। [প্রাদে.]

জজিয়তি—জজের কার্য বা পদ।

জঞ্জাল—[হি.] আবর্জনা; আগাছা; অনাবশ্যক বিষয়; উৎপাত, অস্বস্তিকর বিষয়, ঝঞ্ঝাট, লেঠা

(বড় জঞ্জাল করলে দেখছি)। ণ. জঞ্জালে—অস্বস্তিকর, বিঘ্নকর।

জঞ্জির—জিঞ্জির দ্রঃ।

জট—[সং জটা] জটা, জড়াইয়া শক্ত হওয়া কেশ-গুচ্ছ; বটের ঝুরি; তালগোল পাকান অবস্থা; মনের জটিল গ্রন্থি। **জট পাকানো, জট পড়া, জটবাঁধা**—কেশগুচ্ছের জড়াইয়া শক্ত হওয়া; জটিলতার সৃষ্টি হওয়া।

জটলা, জটল্লা—[সং জটিল] দলবদ্ধ লোকের পরামর্শ; জোট বাঁধিয়া গল্পগুজব; মন্ত্রণা।

জটা—না আঁচড়ানোর ফলে ডেলা পাকাইয়া যাওয়া চুল; সিংহের কেশর; বটের ঝুরি। [জট্+অ+আপ্]। **জটাচীর**—জটা যার বসন বা কৌপীন; মহাদেব। **জটাজুট**—জটাসমূহ। **জটাজাল**—প্রদীপ; মহাদেব। **জটাধর, জটাধারী** (-রিন্)—(জটা আছে যার) শিব। **জটামাংসী**—সুগন্ধি দ্রব্যবিশেষ।

জটায়ু—রামায়ণ-বর্ণিত প্রসিদ্ধ পক্ষী। [সং]

জটাল—ণ. যাহার জটা আছে; জটাধারী; বি. ব্রহ্মচারী; বটবৃক্ষ, সিংহ, গুগ্‌গুল; কর্পূর। [জটা+ল]

জটি—সমূহ; বটবৃক্ষ; জটা। [জট্+ই]

জটিত—ণ. জড়ানো; খচিত। [জট্+ক্ত]

জটিল—ণ. জটা-বিশিষ্ট (জটিল তপস্বী—কৃত্তিবাস); দুর্বোধ্য; জটপাকান, জড়ানো (জটিল গ্রন্থি); যাহাতে অনেক প্যাঁচ বা গোল আছে; সমাধান করা বা উত্তর দেওয়া শক্ত এমন (জটিল প্রশ্ন)। [জটা+ইল]। স্ত্রী. **জটিলা**—রাধিকার শাশুড়ী।

জটিয়া, জটে—ণ যাহার জট আছে। [বাং]। **জটেবুড়ী**—জটওয়ালী বুড়ি, যাহার কথা বলিয়া ছোট ছেলেমেয়েদের ভয় দেখানো হয়।

জটুল, জড়ুল, জড়ুর—তিলের মত অপেক্ষাকৃত বড় চিহ্ন-বিশেষ, প্রায়ই ইহা লোমশ হয়। [জট+উল]।

জঠর—বি. উদর, পেট (জঠর-জ্বালা—অত্যন্ত ক্ষুধা-বোধ); গর্ভাশয় (জননী-জঠর); ণ. কর্কশ, কঠিন। [জন্+অর]। **জঠরতা, জঠরত্ব**—কর্কশতা, কাঠিন্য। **জঠরযন্ত্রণা**—গর্ভধারণের কষ্ট ও প্রসববেদনা; গর্ভে অবস্থানের কষ্ট। **জঠরাগ্নি, জঠরানল**—প্রবল ক্ষুধা, ক্ষুধার জ্বালা। **জঠরানল নিবৃত্তি**—ক্ষুধার শান্তি। **জঠরাময়**—জলোদর রোগ, dropsy। **জঠরস্থ**—গর্ভে বা উদরে অবস্থিত।

জঠুর—ণ. শক্ত, অতরল (কাশি জঠুর হয়ে গেছে)। [সং জঠর]।

জড়—ণ. নিস্পন্দ, অচেতন (জড় পদার্থ); দৃশ্যমান, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য (জড়জগৎ); মূঢ়, মূক; আড়ষ্ট; অতি নির্বোধ (জড়বুদ্ধি); অকর্মণ্য, উৎসাহ-হীন। **জড়ক্রিয়**—দীর্ঘসূত্রী। **জড়চৈতন্য-বাদ**—ভূত-প্রেতে বা তন্ত্রমন্ত্রে বিশ্বাস। **জড়তা, জড়ত্ব**—[জড়+তা, ত্ব] জড়ের ভাব, বুদ্ধি বা চৈতন্যের অভাব; স্ফূর্তিহীনতা; অকর্মণ্যতা; মূঢ়তা; আড়ষ্টতা, অস্পষ্টতা (বাক্যের জড়তা); অস্বাচ্ছন্দ্য (শরীরের জড়তা), শিথিলতা; শৈত্য। **জড়-পুত্তলি**—পুতুল; অলস ব্যক্তি। **জড়বাদ**—জড়-প্রকৃতিই প্রধান সত্য, চৈতন্য সেই জড়-প্রকৃতির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, এই মতবাদ, materialism। **জড়বাদী**(-দিন্)—জড়বাদে বিশ্বাসী। **জড়ভরত**—জড়ভাবাপন্ন ভরত নামক ব্রাহ্মণ যিনি পূর্বজন্মে চন্দ্রবংশে ভরত নামে রাজা ছিলেন; নিষ্ক্রিয় একান্ত শক্তিহীন ব্যক্তি। **জড়সড়**—সঙ্কুচিত, ভীত ও আড়ষ্ট।

জড়—[হি.] বৃক্ষের মূল (গাছের জড়); আদি কারণ; (কু-র জড়)। **জড় মারা**—গাছের মূল তুলিয়া ফেলা; মূল কারণ নষ্ট করা।

জড়, জড়ো—ণ. সমবেত, একত্র (লোক জড় হইল; প্রমাণ জড় করা)। [বাং.]

জড়া—ণ. যাহা জড়াইয়া গিয়াছে; অবিচ্ছিন্ন (জড়া-লেখা; জড়া সেমাই), জড়োয়া (বর্তমানে অপ্রচলিত)। [প্রাদে]। **জড়ানো**—ক্রি. বেষ্টন করা (কোমরে কাপড় জড়ানো); আলিঙ্গন করা, দুই হাত দিয়া বেড়া (জড়াইয়া ধরা); লিপ্ত করা বা হওয়া (গ্রাম্য দলাদলিতে জড়াইয়া পড়া); অস্পষ্ট হওয়া (কথা জড়িয়ে যাচ্ছে); মোড়া, আবৃত করা (কাগজ জড়ান); গুটান (কম্বল জড়ান); ণ. বেষ্টিত (গলায় চাদর জড়ানো); মোড়া, আবৃত; অস্পষ্ট; জড়িত, সংশ্লিষ্ট। **জড়াজড়ি**—পরস্পরকে আলিঙ্গন; দ্বন্দ্ব, হাতাহাতি। **চুল জড়ানো**—সাধারণ ভাবে চুল বাঁধা; জটের মত হওয়া।

জড়ি—বি. শিকড়, যাহা ঔষধরূপে বা তাগা-তাবিজে ব্যবহৃত হয়। [হি. জড়]। **জড়ি-বুটি**—টোট্‌কা।

জড়িত—ণ. লিপ্ত (ষড়্‌যন্ত্রে জড়িত); সংলগ্ন, সংশ্লিষ্ট; বেষ্টিত; ব্যাপৃত (ঋণে জড়িত; নানা কর্মে জড়িত); আচ্ছন্ন, প্রভাবিত (বাষ্প-জড়িত কণ্ঠে; নয়নে জড়িত লজ্জা—রবি)।

জড়িমা (-মন্)—[জড়+ইমন্] বি. আচ্ছন্নতা, আবেশ, ঘোর (স্বপ্নজড়িমা পলকে ভাগিল—রবি); জড়ভাব; দৈহিক অথবা মানসিক নিশ্চেষ্টতা।

জড়ীকৃত—ণ. জড়ভাবে পরিণত। [জড়+চ্বি+কৃত]।

জড়ীভূত—ণ. জড়ত্ব প্রাপ্ত; নিষ্পন্দীভূত। [জড়+চ্বি+ভূত]।

জড়োপাসক—প্রকৃতির উপাসক, জড়শক্তির উপাসক, জড়ের অতীত চৈতন্যের উপাসক নহে। [জড়+উপাসক]। বি. **জড়োপাসনা**।

জড়োয়া—ণ. মণিমুক্তাখচিত (জড়োয়া চুড়ি); জড়োয়া গহনা। [হি. জড়াউ]

জতু—লাক্ষা, গালা, জউ, lac (জতুগৃহ); আলতা। [জন্+উ]। **জতুরস, জতুরাগ**—আলতা।

জত্রু—কণ্ঠাস্থি, collar-bone। [জন্+রু]

জন—[জন্+অ] লোক, মানুষ; সংখ্যা-নির্দেশক (তিন জন ডাকাত); মজুর (জন খাটা); মানবজাতি, জনতা, সাধারণ লোক (নিখিল জন; জনসমুদ্র, জননেতা); ব্যক্তি (কোন জন; হেন জন; বধূজন); গণ্যমান্য ব্যক্তি, প্রধান, পাণ্ডা (তুমিও একজন হয়ে উঠেছ দেখছি); সমূহ (গোপীজন-বল্লভ)। **জনচক্ষু**—সূর্য। **জনতা**—ভিড়; বিচার-শক্তিহীন সাধারণ লোকেরা, mob (জনতার দিকে তাকিয়ে কথা বলা হচ্ছে; হিন্দিতে 'জনতা'—সর্বসাধারণ)। **জনদেব**—দেবতুল্য ব্যক্তি; রাজা। **জনধা**—(জঠরে থাকিয়া জনকে ধারণ অর্থাৎ পোষণ করে) জঠরাগ্নি। **জননেতা** (-তৃ), **জননায়ক**—সাধারণের নেতা। **জনপদ,-পদ**—লোকালয়। **জনপ্রবাদ**—কিংবদন্তী। **জনপ্রাণী, জনমানব**—একজন লোকও। **জনপ্রিয়**—দশজন যাহা অথবা যাহাকে পছন্দ করে। **জনবহুল**—বহুলোকপূর্ণ। **জনমজুর**—মজুর, শ্রমজীবী। [বাং]। **জনমত**—জনসাধারণের চিন্তাধারা (জনমত গঠন করা)। **জনযুদ্ধ**—যে যুদ্ধে জনসাধারণের সমর্থন আছে বা তাহাদের হিতার্থে যুদ্ধ। **জনরব**—লোকমুখে প্রচারিত কথা, গুজব। **জনশ্রুত**—প্রসিদ্ধ। **জনশ্রুতি**—কিংবদন্তী। **জন-সংভরণ**—জনসাধারণের খাদ্যাদি সরবরাহের সরকারী ব্যবস্থা, Civil Supply। **জনসমাজ**—মানুষের সমাজ। **জনস্থান**—লোকালয়; দণ্ডকারণ্যের মধ্যবর্তী স্থানবিশেষ। **জনসেবা**—সর্বসাধারণের সেবা। **জনসাধারণ**—দেশের সর্বসাধারণ। **জনস্রোত**—চলমান লোক-শ্রেণী। **জনশূন্য, জনহীন**—নির্জন। **জনক**—ণ. উৎপাদয়িতা, কারক (দুঃখজনক); বি. পিতা; রাজর্ষি বিশেষ (জনক-তনয়া)। (স্ত্রী. জননী)। [জন্+অক]।

জনন—উৎপাদন (প্রজনন; সন্তোষ জনন), জন্ম, উদ্ভব। **জননাশৌচ**—সন্তানের জন্মহেতু অশৌচ। **জননি**—[জন্+অনি] উৎপত্তি; বংশ। **জননী**—মাতা, প্রসবিনী (জনক-জননী জননী—রবি); উৎপাদন-হেতু-ভূতা। **জননীয়**—উৎপাদনযোগ্য। **জননেন্দ্রিয়**—নর বা নারীর জনন-যন্ত্র, যোনি বা শিশ্ন, উপস্থ।

জনম—জন্ম (কাব্যে ও মৌখিক ভাষায় ব্যবহৃত জনম অবধি হম রূপ নেহারনু—বিদ্যাপতি; জনম গেল করম করতে)। জন্ম দ্রঃ।

জনয়িতা (-তৃ)—[জনি+তৃচ্] বি. জন্মদাতা, পিতা। স্ত্রী. **জনয়িত্রী**—জন্মদাত্রী, জননী।

জনা—বি. জন, ব্যক্তি (কাব্যে, বিনয়ে ও অবজ্ঞার্থে—আমার সহিত যুদ্ধ দিবে কোন্ জনা—কৃত্তিবাস; জনা পাঁচ-ছয় লোক); বি. মহাভারতোক্ত প্রবীরের মাতা ও নীলধ্বজের মহিষী। **জনাকতক**—কয়েকজন। **জনাজাত**—প্রতিজন, মাথাপিছু। (জনাজাত হিসাব—individual account)।

জনাকীর্ণ—ণ. জনবহুল। [জন+আকীর্ণ]।

জনাতিগ—ণ. লোকোত্তর। [জন+অতিগ]।

জনাদর—বহু জনের সমাদর, popularity।

জনানা, জানানা, জেনানা—[ফা. যনানা] স্ত্রীলোক; স্ত্রী; অন্তঃপুর। **জানানা সোয়ারি**—পর্দানশীন স্ত্রীলোকের জন্য পর্দা-ঘেরা যান।

জনান্ত—প্রদেশ, জেলা। [জন+অন্ত]

জনান্তিক—জনের অনতিদূর, জনসমীপ। [জন+অন্তিক]। **জনান্তিকে**—ক্রি.-ণ. নেপথ্যে, স্বগত, aside।

জনাপবাদ—লোকমুখে প্রচারিত অপবাদ; অপযশের কথা। [জন+অপবাদ]

জনাব—[আ.] বি. হুজুর, মাননীয়, মহাশয়, Mr,

Sir, শ্রীযুক্ত (জনাব শিক্ষাসচিব ; জনাবের হুকুম হইলে অবশ্যই হইতে পারে ; জনাব করিমবখ্শ)। **জনাবে আলী, জনাবালী**—মান্যবর, Your Excellency।

জনার—একজাতীয় শস্য, millet। [হি.]

জনারণ্য—দণ্ডায়মান বহু লোকের ভিড়। [সং]

জনার্দন—ণ. দুর্বৃত্তদলন ; জনাসুর-পীড়ক ; বি. বিষ্ণু, কৃষ্ণ। [জন+অর্দন]

জনাশ্রয়—সাময়িকভাবে যে ঘর উঠানো হইয়াছে, মণ্ডপ, অতিথি প্রভৃতির জন্য নির্মিত গৃহ। [জন+আশ্রয়]

জনি—[জন্+ই] বি. জন্ম।

জনি—(ব্রজবুলি) অব্য. যদি ; যেন, না যেন।

জনিত—ণ. জাত, উদ্ভূত, হেতু ভূত (শ্রম-জনিত অবসাদ)। [জন্+ণিচ্+ক্ত]। **জনিতা** (-তৃ) —জনক। [জন্+ণিচ্+তৃচ্]। স্ত্রী. **জনিত্রী** —জনয়িত্রী।

জনী—বি. নারী ; মাতা। [সং]

জনীন—ণ. লোকের হিতকর বা প্রয়োজনানুকূল (বিশ্বজনীন, সার্বজনীন—বিশ্বজনের অথবা সর্বজনের হিতকর)। (সাধারণতঃ অন্য শব্দের সহিত যুক্ত হইয়া ব্যবহৃত হয়)। [জন+ঈন]

জনু, জনূ—বি. উৎপত্তি, উৎপন্ন। (তেমন প্রচলন নাই)। [জন্+উ, ঊ]

জনু—(বৈষ্ণব পদাবলী) অব্য. যেন, সদৃশ। জনি দ্রঃ

জন্তু—[জন্+তু] প্রাণী, জীব, মনুষ্যেতর জীব, পশু ; পশুর মত স্থূলবুদ্ধি অথবা স্থূল-প্রকৃতি (একটা জন্তু-বিশেষ—গালি)। **জন্তুঘ্ন**—যাহা কৃমি-কীটাদি জীব নাশ করে, হিঙ্গু বিড়ঙ্গ ইত্যাদি। **জন্তুফল**—যাহার ফলের ভিতরে কীটাদি জন্মে, যজ্ঞ-ডুমুরের গাছ।

জন্ম (-ন্মন্)—বি. ভূমিষ্ঠ হওয়া (জন্মকাল); উদ্ভব ; উৎপত্তি, সৃষ্টি (গ্রহনক্ষত্রের জন্ম) ; আবির্ভাব (কৃষ্ণজন্ম) ; জীবিত কাল (এ জন্মের মত বিদায়)। [জন্+মন্]। **জন্ম-এয়োতী,-এয়ো**—চির-সধবা। [বাং]। **জন্মকুঁড়ে**—চিরদিনই কুঁড়ে। [বাং]। **জন্মকোষ্ঠী**—জন্মক্ষণের গ্রহ রাশি প্রভৃতির বিবরণপূর্ণ পত্রিকা। **জন্মক্ষেত্র**—জন্মভূমি। **জন্মগত**—জন্মসূত্রে লব্ধ অথবা অর্জিত, সহজাত। **জন্মঘটিত**—জন্ম-সম্পর্কিত। **জন্মজন্ম**—যতবার জন্ম হইবে, প্রতিজন্ম। **জন্মজন্মান্তরে**—এই জন্মে এবং পরের জন্মে, যতবার জন্ম হইবে ততবার। **জন্ম-তপস্বিনী** —আশৈশব তপস্বিনী। **জন্মতিথি**—যে চান্দ্র দিনে জন্ম হইয়াছিল তাহা। **জন্মদিন**—জন্মের দিন ; জন্মদিনের উৎসব। **জন্মনক্ষত্র**—যে নক্ষত্রের প্রভাব-কালে জন্ম। **জন্মপত্র, জন্ম-পত্রিকা**—কোষ্ঠী। **জন্মবৃত্তান্ত**—জন্ম-কাহিনী, জীবনকাহিনী। **জন্মরোগী** (-গিন্) —চিররোগী। **জন্মশোধ**—জন্মের মত। [বাং]। **জন্মস্থান**—জন্মভূমি। **জন্মহেতু**—জন্মের কারণ, জন্মদাতা।

জন্মা—ণ. জাত, উৎপাদিত (জানিয়ে দেব তোমাকে আমি কেমন বাপের জন্মা) ; উর্বর, শস্যের প্রাচুর্য-সম্পন্ন (জন্মা অঞ্চল ; অজন্মা বৎসর)। গ্রাম্য রূপ —জম্মা (জম্মা, অজম্মা, বেজম্মা)। [বাং]

জন্মাধিকার—বি. সহজাত অধিকার, birth-right ; পূর্বপুরুষের দোষগুণাদির সমাগম।

জন্মানো—ক্রি. জন্মগ্রহণ করা, উৎপন্ন হওয়া (আগাছা বেশি জন্মায় বা জন্মে); উৎপাদন করা (এ অঞ্চলের চাষীরা পরিশ্রমী, ফসল জন্মায় প্রচুর)।

জন্মান্তর—অন্য জন্ম। **জন্মান্তরবাদ**—মরিলেই জন্মিতে হয় অর্থাৎ আত্মা বারবার দেহ ধারণ করে—এই মতবাদ। **জন্মান্তরীণ**—ণ. পূর্বজন্মে ঘটিত (জন্মান্তরীণ পুণ্যফল)। [জন্মান্তর+ঈন]। **জন্মান্তরীয়**—ণ. অন্য জন্ম সম্পর্কিত ; পরজন্ম সম্পর্কিত। [জন্মান্তর+ঈয়]

জন্মান্ধ—ণ. জন্ম হইতে অন্ধ।

জন্মাবচ্ছিন্ন—ণ. আজীবন, সারাজীবন। **জন্মাবধি**—অব্য. আজন্ম। **জন্মাষ্টমী**—ভাদ্রের কৃষ্ণা অষ্টমী তিথি, শ্রীকৃষ্ণের জন্মতিথি। [সং]। **জন্মায়তী**—বি. স্ত্রী. চির সধবা।

জন্মিত—বি. ণ. উৎপাদিত, যাহাকে জন্ম দেওয়া হইয়াছে (অমুকের জন্মিত—গ্রাম্য ভাষায় জম্মিত)। [জনিত]।

জন্মী (-ন্মিন্)—যে জন্ম গ্রহণ করে, প্রাণী। স্ত্রী. **জন্মিনী**। [কাণ্ড জন্মে দেখিনি)। [বাং]

জন্মে—ক্রি.-ণ. জন্মাবধি, সারা জীবনে (এমন

জন্মেজয়, জনমেজয়—রাজা পরীক্ষিতের পুত্র, ইনি বৈশম্পায়নের মুখে মহাভারত শ্রবণ করেন।

জন্য—ণ. জননীয়, উৎপাদ্য (জন্য-জনকত্ব সম্বন্ধ) (বাং) অব্য. কারণ, হেতু (সেজন্য, তজ্জন্য)

[জন্+য]। **জন্য-জনক সম্বন্ধ**—যাহা জন্মে এবং যে জন্ম দেয় তাহাদের সম্বন্ধ।

জন্তু্য—প্রাণী ; জন্তু ; বিধাতা ; জন্ম। [জন্+যু]

জপ—যাহা হৃদয়ে উচ্চারিত হয় বা মনে মনে পঠিত হয় ; পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি (সাধারণতঃ মনে মনে অথবা অনুচ্চস্বরে) ; বেদপাঠ (জপ তিন প্রকার ; বাচনিক—যাহা অপরে শুনিতে পায় ; উপাংশু —যাহা শুধু জপকারী নিজে শুনিতে পায় ; মানস—মনে মনে যাহার আবৃত্তি অথবা স্মরণ চলে)। [জপ্+অ]। **জপগুটিকা**—যে সব গুটিকার দ্বারা জপমালা প্রস্তুত হয়। **জপ-তপ**—জপ ও উপাসনা। **জপমালা**—যে মালার গুটিকা গণিয়া গণিয়া জপ করা হয় ; নিত্য স্মরণীয় (এই কথাই ত তোমার জপমালা হয়েছে)। **জপযজ্ঞ**—জপরূপ যজ্ঞ ; জপ ও যজ্ঞ। **জপা**—ক্রি. জপ সাধন করা ; নিত্য স্মরণ করা বা চিন্তা করা ; জবাফুল বা তাহার গাছ। **জপানো**—ক্রি. নিত্য স্মরণ করানো। **জপিত**—প. হৃদয়ে উচ্চারিত। **জপ্য**—জপনীয় ; জপমন্ত্র।

জবজব—খুব ভিজা হওয়ার ভাব (ভিজে জবজব করছে)। **জবজবে**—যথেষ্ট ভিজা।

জবড়জঙ্গ—প. বিশৃঙ্খল, এলোমেলো ; রুচিহীন-ভাবে জমকালো (গলায় এক জবড়জঙ্গ হার)।

জবন—[জু (বেগে গমন) +অন] বি. বেগে গমন ; বেগবান্ অশ্ব ; প. দ্রুতগামী। স্ত্রী. **জবনী**। যবন দ্রঃ।

জবনিকা—যবনিকা দ্রঃ।

জবর—[আ. যবর] প. প্রকাণ্ড ; বলিষ্ঠ, জোরাল ; কঠিন ; জাঁকাল ; উৎকৃষ্ট · প্রভাবশালী (জবর মিছিল, জবর পালোয়ান, জবর শাস্তি, জবর খবর) ; বলপ্রকাশ (জোরজবর করিয়া)। **জবরদস্ত**—শক্তিশালী, প্রভাবশালী ; দুর্দান্ত, অত্যাচারী, দুর্দমনীয় (জবরদস্ত মৌলবী)। বি. **জবরদস্তি**—বলপ্রয়োগ, অত্যাচার। **জব-রান**—জবরদস্তি, বলপ্রকাশ (জবরান করিয়া জমি দখল করিল)।

জবা—সুপরিচিত রক্তবর্ণ পুষ্প। [সং]। **জবাকুসুম-সঙ্কাশ**—জবা ফুলের মত (রক্তবর্ণ)।

জবাই, জবেহ্—[আ. য'বিহ্] মুসলমানী প্রণালীতে কণ্ঠচ্ছেদন করিয়া বধ (বিপরীত : ঝটকা) ; হত্যা, নাশ (সুরুচি সদাচার সব জবাই করা হল)। **জবাই হওয়া**—সমূলে নষ্ট হওয়া। **জবাই ঘর**—কসাইখানা।

জবান—[ফা. যবান] ভাষা (আরবী জবান ; মাদরী জবান—মাতৃভাষা) ; জিহ্বা ; কথা, প্রতিশ্রুতি (জবান দেওয়া —প্রতিশ্রুতি দেওয়া ; জবানের ঠিক নাই—প্রতিশ্রুতি দিয়া রক্ষা করে না)। **জবানবন্দী**—যে উক্তি কাগজে কলমে লেখা হইয়াছে, written deposition ; আদালতে হলপ পড়ার পর যাহা বলা হয়। **জবানী**—প. বা বি. মৌখিক, মুখে (চাকরের জবানী বলিয়া পাঠাইয়াছেন) ; উক্তি।

জবাব, জওয়াব—[আ. জবাব] উত্তর ; প্রত্যুত্তর (যখনই বলেছি পেয়েছি জবাব—রবি) ; বিবাদী পক্ষের উত্তর (সওয়াল-জবাব) ; বিদায়, ইস্তফা (চাকরীতে জবাব হয়ে গেছে)। **জবাবী**—প. উত্তরস্বরূপ দত্ত (জবাবী তার —উত্তরের মাশুলসহ তার, prepaid telegram)। **জবাবদিহি**—কৈফিয়ৎ, কারণ প্রদর্শন (অন্যায়ের জবাবদিহি করতেই হয়)।

জবুথবু, জবুস্থবু—[যুবস্থবির] প. যুবা বয়সে বৃদ্ধের মত নিঃশক্তি ; জড়সড় ; ক্রিয়াশক্তিহীন ; গোঁজামিল, যেমনতেমন ; পারিপাট্যহীন (কাপড়-গুলো জবুথবু করে রেখেছে)।

জবেতবে, জবেস্থবে—জবুথবু দ্রঃ।

জব্দ—[আ. য'ব্ত্] বি. প. সরকার বা জমিদারের অধিকারভুক্ত, বাজেয়াপ্ত (খাজনার দায়ে প্রজার ভিটামাটি জব্দ হইল ; আমানতের টাকা জব্দ হইল) ; নিয়ন্ত্রিত, পরাভূত, চিট (শক্ত লোকের পাল্লায় পড়েছ, এইবার কেমন জব্দ) ; নিগৃহীত, অপমানিত। [ঝাঁক শব্দের সহিত যোগে)।

জমক—[হি.] আড়ম্বর, ঘটা। (সাধারণতঃ

জমকানো—[হি. জম্কানা] ক্রি. পূর্ণ বিকাশ বা ঔজ্জ্বল্য সাধন, সমারোহপূর্ণ করা, জম্জমা হওয়া (আসর জমকানো ; আগুন জম্কানো)।

জমকালো—[জমক+আলো] প. সাজসজ্জায় আতিশয্য-পূর্ণ ; আড়ম্বরপূর্ণ, জাঁকালো।

জমজম—[আ. যম্যম্] মক্কার প্রসিদ্ধ পবিত্র কূপ। **আবে জম্জম্**—জম্জমের পবিত্র সলিল।

জমজমা—প. জম্কালো, পূর্ণতাপ্রাপ্ত ; প্রভূত লোক-সমাগমযুক্ত। [বাং]। **জমজমাট**—[হি.] (প. বি.) জম্জমা ভাব ; জমাট ; সরগরম ; পূর্ণ সংহত রূপ।

জমজমি—জমজমের পবিত্র জলপূর্ণ টিনের কৌটা যাহা হাজীরা দেশে লইয়া আসেন। [বাং]।

জমদগ্নি—(যিনি অগ্নি ভক্ষণ করেন) পরশুরামের পিতা (আমি সাগ্নিক জমদগ্নি—নজরুল)। [সং]

জমা—[আ.] ক্রি. মজুদ সংগৃহীত বা সঞ্চিত হওয়া (হাতে আদৌ কিছু জমছে না); স্তূপীকৃত হওয়া, পুঞ্জীভূত হওয়া (মেঘের পরে মেঘ জমেছে—রবি); প্রচুর লোক-সমাগম হওয়া; আনন্দে উদ্দীপনায় পূর্ণ হওয়া (সভা খুব জমেছে; গানের আসর বেশ জমেছিল); জমাট বাঁধা (শীতের দিনে দই জমতে চায় না); অসাড় বা ঠাণ্ডা হওয়া (হাত-পা জমা)। বি. উক্ত সকল অর্থে। ণ. সঞ্চিত, পুঞ্জীভূত, ঘনীভূত, জমাট।

জমা—যাহা তহবিলে আছে বা ছিল (বিপরীত—খরচ); বার্ষিক কর; এরূপ কর দিয়া ভোগ' করা জমি। [আ.]। **জমা-ওয়াশীল**—খাজনা আদায়ের হিসাব। **জমা-ওয়াশীল বাকী**—লভ্য খাজনার যাহা আদায় হইয়াছে ও যাহা বাকি আছে তাহার হিসাব। **জমা-খরচ**—আয় ও ব্যয়ের হিসাব। **জমা ওজসৃতা**—বিগত বৎসরের বাকি খাজনা। **জমানবীশ**—জমা-ওয়াশীলের খাতা লেখক। **জমাবন্দী**—বিভিন্ন প্রজার খাজনা ও তাহার সম্বন্ধে হিসাব; বিঘার দরে খাজনার হিসাব।

জমাট—[হি. জমাবট] ণ. ঘনীভূত, সংহত; অখণ্ড (জমাট দুধ; জমাট সুর); জমজমা ভাব, বি. যাহা জমাট বাঁধিয়াছে; চাপ বাঁধা জিনিস (চুন-বালির জমাট)। **জমাট বাঁধা**—ঘনীভূত হওয়া, কঠিনতা লাভ করা।

জমাত, জামাত—[আ. জম্‌আ'ত] জনসমাবেশ; দল; সম্প্রদায় (জামাতে নামাজ পড়া—সম্মিলিত ভাবে নামাজ পড়া; লা মোজাহাবীদের জমাত)। জমায়েত দ্রঃ।

জমাদার, জমাজ্জার—ছোট সিপাহী-দলের প্রধান; কনেষ্টবলদের প্রধান; মুদ্রাযন্ত্রের পরিচালক (প্রেসের জমাদার); মেথর, ধাঙড়; সর্দার। [ফা.]

জমানত, জামানত—[আ. দ'মিনী] জামিন স্বরূপ যে অর্থ সরকারে গচ্ছিত আছে (জমানত বাজেয়াপ্ত); প্রতিভূ, bail। **জমানতনামা**—যে পত্রে জমানতের সর্তাদি লেখা থাকে।

জমানা—[আ. যমানা] যুগ, কাল। **আখেরী জমানা**—শেষ যুগ, কলিকাল।

জমানো—ক্রি. সঞ্চয় করা, জড় করা, সংগ্রহ করা (টাকা জমানো); ঘনীভূত করা; জমাট বা জমজমা ভাবের সৃষ্টি করা (দুধ জমানো, আসর জমানো)।

জমায়েত, জমায়েৎ—[আ. জম্‌আ'ত] জনসমাবেশ। বহু লোক জমায়েত হয়েছিল); **জমায়েতবন্তের মোকদ্দমা**—অবৈধ জন-সমাবেশের দায়ে মোকদ্দমা।

জমি,-মী, জমিন—[ফা. যমীন] ভূমি, ভূখণ্ড, ভূতল (আস্‌মান জমিন ফারাক); কৃষিক্ষেত্র (এমন মানব-জমি রইল পতিত—রামপ্রসাদ); ভূসম্পত্তি (জমিজমা; জমিদার); কাপড়ের বুনট (মিহি জমি, মোটা জমি); চিত্রের ভূমিদেশ, অর্থাৎ যাহার উপরে চিত্র অঙ্কিত হয়। **জমি-জমা**—ভূসম্পত্তি। **জমিজিরাৎ, জেরাৎ**—চাষের জমি। **জমিদার**—জমির মালিক, ক্ষেত্রস্বামী; জমির মালিক হিসাবে প্রজার নিকট হইতে যিনি রাজস্ব গ্রহণ করেন। **জমিদারী**—ণ. জমিদার বা জমিদারী সংক্রান্ত। **জমিদারি**—জমিদারের পেশা। **জমি লওয়া**—কুস্তিগীরের উপুড় হইয়া জমি আঁকড়াইয়া থাকা। **আউয়াল জমি**—প্রথম শ্রেণীর জমি, অর্থাৎ যাহাতে ফসল যথেষ্ট জন্মে ও মার যায় না। **খামার জমি**—আবাদী জমি (বিপরীত, খিল জমি)। **চাকরান জমি**—চাকরকে অথবা কর্মচারীকে প্রদত্ত নিষ্কর। **জলান বা জোলান জমি**—যাহাতে বৎসরের অধিকাংশ সময় জল থাকে। **জোত জমি**—জোত স্বত্বের জমি। **দেবোত্তর, পীরোত্তর বা ব্রহ্মোত্তর জমি**—দেবতা পীর বা ব্রাহ্মণের সেবার জন্য দত্ত নিষ্কর জমি। **দোয়েম জমি**—মধ্যম শ্রেণীর জমি। **চাহরম জমি**—চতুর্থ শ্রেণীর অর্থাৎ নিকৃষ্ট জমি। **পড়ো জমি**—পতিত জমি। **সোয়ম জমি**—তৃতীয় শ্রেণীর জমি।

জম্পতি—স্বামী-স্ত্রী, দম্পতি। [সং]

জম্বির, জম্বীর—জামীর নেবুর গাছ ও ফল। [জম্‌+ঈর]। **জম্বির-দ্রাব**—নেবুর অম্ল; citric acid।

জম্বু, জম্বু—জাম ও জাম গাছ। [সং]।

জম্বুক, জম্বূক—শৃগাল; শৃগালের মত ধূর্ত ও নীচ ব্যক্তি; গোলাপ-জামের গাছ। স্ত্রী. **জম্বুকী**।

জম্বুখণ্ড, জম্বুদ্বীপ—ভারতবর্ষ দ্রঃ।

জম্বুরা—[আ. জম্বুর] সাঁড়াশি; [জম্বীর] (পূর্ববঙ্গে) বাতাবি লেবু।

জন্ম—জন্ম। মৌখিক ভাষায় প্রচলিত। **জাত-জন্ম**—জাতি বা বর্ণ বিষয়ক আচার-বিচার (জাতজন্ম সব খোয়ালে)। **জন্মা, জন্মিত**—জাত, উৎপাদিত। [প্রাদে.]

জয়—[জি (জয় করা) + অল্] বিজয়, শত্রুর পরাভব সাধন; প্রাধান্য স্থাপন; সফলতা, উদ্দেশ্য সিদ্ধি (জয়-পরাজয়); বিষ্ণু; বিষ্ণুর পার্শ্বচর; অর্জুন; যুধিষ্ঠিরের ছদ্মনাম; (সংসার-জয়ী গ্রন্থ) মহাভারত। **জয়কেতু**—বিজয়-নিশান। **জয়জয়**—জয়ধ্বনি; সর্বসাফল্য। **জয়জয়কার**—(বাং) ব্যাপক বিজয় অভিনন্দন সর্বস্বীকৃত জয়; জয়ধ্বনি। **জয়জয়ন্তী**—রাগিণী বিশেষ। **জয়ঢাক,-ঢক্কা**—বড় ঢাক (প্রাচীন কালে রণবাদ্যরূপে ব্যবহৃত হইত)। **জয়তু**—জয় হোক্; বিজয়-অভিনন্দন। **জয়দুর্গা**—দুর্গার মূর্তি-বিশেষ। **জয়ধ্বজা**—জয়পতাকা। **জয়ধ্বনি**—বিজয়সূচক ধ্বনি, বিজয়-অভিনন্দন, জয়নাদ। **জয়পতাকা**—বিজয়-জ্ঞাপক পতাকা। **জয়পত্র**—বিজয়ের স্বীকৃতি-সূচক লেখন। **জয়পরাজয়**—হারজিত, সফলতা ও বিফলতা। **জয়ভেরী**—বিজয়-সূচক ভেরীনাদ। **জয়মালা,-মাল্য**—বিজয়-গৌরবসূচক মাল্য, laurel। **জয়লক্ষ্মী**—জয়শ্রী, বিজয়। **জয়শঙ্খ**—যে শঙ্খ বাজাইয়া যুদ্ধজয় ঘোষিত হয়। **জয়শব্দ**—জয়তু, জয় হোক্, জয়জয় ইত্যাদি আশীর্বাণী। **জয়শ্রী**—বিজয়লক্ষ্মী। **জয়স্তম্ভ**—বিজয়-চিহ্ন স্বরূপ নির্মিত স্তম্ভ। **জয়োন্মত্ত**—জয়লাভের ফলে উদ্দাম। **জয়োল্লাস**—জয়লাভ হেতু হর্ষধ্বনি।

জয়—[জি-লোট্ হি] জয়লাভ কর, তোমার মহিমা কীর্তন করি (জয় হিন্দ, জয় জগদীশ হরে)। [দৈবী]।

জয়ত্রী—[সং. জাতি-পত্রিকা] মসলা বিশেষ,

জয়দেব—গীতগোবিন্দ-রচয়িতা বাঙালী কবি।

জয়ন্ত—ইন্দ্রপুত্র; শিব। স্ত্রী. **জয়ন্তী**—ইন্দ্রের কন্যা; দুর্গা; ' জয়সূচক ব্যাপক বা জাতীয় অভিনন্দন; জন্মোৎসব (রবীন্দ্র-জয়ন্তী)। [সং]

জয়ন্তিকা—হরিদ্রা। [সং]

জয়পাল—জমালগোটা, সুপরিচিত বিরেচক বীজ। [সং]

জয়মঙ্গল—রাজহস্তী; ঔষধ-বিশেষ। [সং]

জয়া—পার্বতী; পার্বতীর সহচরী; হরীতকী; ভাঙ। [সং]

জয়িষ্ণু—ণ. জয়শীল। [জয় + ইষ্ণু]। **জয়ী** (য়িন্)—ণ যে বিজয় লাভ করিয়াছে, সফল। [জয় + ইন্]।

জয়ীফ—জইফ দ্রঃ।

জয়েষ্ট—[ইং joist] লোহার কড়ি।

জয়োঽস্তু—জয় হোক্, জয়তু।

জর—[ফা. যর্] স্বর্ণ; ধন। **জরকশী, জরদোজি**—জরির কাজ। **জরদার**—সোনার ব্যাপারী (আধুনিক জদ্দার, জোয়ারদার)। **জর-পেশগী**—আগে দেয় অর্থ, দাদন, বায়না।

জরজর—ণ. জর্জরিত; জীর্ণ (দুখে জরজর); ঝাঁঝরা; আনন্দে বা দুঃখে বিহ্বল (তার পুলকিত তনু জরজর, তার মন আপনারে ভুলিছে—রবি)। [জর্জর]

জরৎ—ণ. বৃদ্ধ, জরাজীর্ণ (অন্য শব্দের সঙ্গে যুক্ত হইয়া ব্যবহৃত হয়—জরদ্গব)। স্ত্রী. **জরতী**—বৃদ্ধা, জরাগ্রস্তা।

জরৎকারু—প্রসিদ্ধ মুনি, মনসা দেবীর স্বামী।

জরথুষ্ট্র—প্রাচীন পারসিক ধর্মপ্রবর্তক, Zoroaster

জরদ—[ফা. যর্দ্] ণ. পীত, হলদে। **জরদা, জর্দা**—জাফ্রান বা জাফ্রাণী রং ও কিশ্মিশাদি দেওয়া মিঠা পোলাও; পানের সহিত খাইবার সুগন্ধযুক্ত তামাক-পাতা চূর্ণ; জরদ রং।

জরদোজ—[ফা.] জরির কাজ করা কাপড়। **জরদোজি**—কাপড়ে জরির কাজ।

জরদ্গব—[জরৎ + গো] বি. বৃদ্ধ ষাঁড়; ণ. শক্তিসামর্থ্যহীন, অকর্মণ্য। স্ত্রী. **জরদ্গবী**।

জরা—[জৄ জীর্ণ হওয়া + অ + আপ্] বার্ধক্য-জনিত শক্তিহীন অবস্থা, জীর্ণতা। **জরাগ্রস্ত, জরাজীর্ণ**—বার্ধক্য-হেতু একান্ত শক্তিহীন।

জরা—ক্রি. জীর্ণ হওয়া (হাঁড়ি নুনে জরে)। **গরুজরা**—গরুর পায়ে ও মুখে এক ধরণের ঘা হওয়া (সংক্রামক রোগ-বিশেষ)। **জরানো**—ক্রি. জারিত করা (লবণ দিয়া আম জরানো)।

জরাভীরু—কন্দর্প। **জরামৃত্যু**—বার্ধক্য-জনিত শক্তিহীনতা ও মৃত্যু।

জরায়ু—গর্ভাশয়, ভ্রূণ যে থলির ভিতরে থাকে। [জরা-ই+উ]। **জরায়ুজ**—যাহারা জরায়ু হইতে জন্ম গ্রহণ করে (তুঃ অণ্ডজ)।

জরাসন্ধ—মহাভারতোক্ত সুপ্রসিদ্ধ রাজা (ইনি দ্বিখণ্ডিত দেহে জন্মগ্রহণ করেন, জরা নামক রাক্ষসী সেই দ্বিখণ্ডিত দেহ সংযোজিত করে)।

জরি,-জরী—[ফা. যর্‌রীন; যরীন] সোনালি বা রূপালি তারযুক্ত সুতা (জরির পাড়—জরির সুতার কাজ করা পাড়)। **জরিদার**—জরির কাজ করা। **জরীন**—ণ. জরি-খচিত; সোনার।

জরিপ,-রীপ—[আ. জরীব] জমির পরিমাপ-আদি নির্ধারণ। **জরিপ আমীন**—জরিপের কাজে নিযুক্ত আমীন।

জরিমানা—[আ. জুর্‌মানা] অর্থদণ্ড।

জরু—[হি. জরু, জোড়া] স্ত্রী। **জরুখসম**—স্ত্রী ও স্বামী (পূর্ববঙ্গে প্রচলিত)।

জরুড়—জটুল দ্রঃ।

জরুর—[আ. দ'রুর্] অব্য. অবশ্য, নিশ্চয়, নিশ্চিত রূপে। **জরুরী**—আশু প্রয়োজনীয়, অত্যন্ত দরকারী (জরুরী খবর, জরুরী তার)। **জরুরৎ**—বি. প্রয়োজন, আবশ্যক।

জর্জর—[জৄ (জীর্ণ হওয়া)+অ] ণ. কাতর, ব্যথিত, পীড়িত, (পরিতাপ-জর্জর পরাণে বৃথা ক্ষোভে নাহি চায় অতীতের পানে—রবি)। **জর্জরিত**—নিপীড়িত, ক্ষত-বিক্ষত (শরাঘাত-জর্জরিত)। [জৄ যঙ্‌লুগন্ত+ক্ত]

জর্ডন—[ইং Jordan] প্যালেষ্টাইনের নদী (ইহার জল খৃষ্টানদের নিকট পবিত্র। খৃষ্ট-ধর্মে দীক্ষার কালে এই জল ব্যবহৃত হয়)।

জল—[জল্ (আচ্ছাদন করা)+অ] বি. ণ. সলিল, বারি, পানীয় (তৃষ্ণার জল); স্নিগ্ধ, শীতল (এত রাগ জল হয়ে গেল, অথবা, পানি হয়ে গেল); নষ্ট, ব্যর্থ (টাকাগুলো জলে গেল); অশ্রু (হতভাগ্যদের জন্য দুফোঁটা চোখের জল ফেলো); রস (মাংসের জল); বৃষ্টি (ঝড়-জল হবে); সহজবোধ্য (দুর্বোধ যা কিছু ছিল হয়ে গেল জল—রবি)। ণ. **জলো**—জল-মিশ্রিত, পান্‌সে। **জল উঠা**—নৌকা ইত্যাদির ভিতরে জল প্রবেশ করা; জল বাহির হইয়া আসা বা বমন হওয়া। **জলকণ্টক**—পানিফল; কুমীর। **জলকর**—(বাং) জলের নানা ব্যবহার সম্পর্কিত খাজনা; খাজনা আদায় হয় এমন খাল বিল পুকুর ইত্যাদি। **জলকরঙ্ক**—নারিকেল; শঙ্খ; মেঘ; পদ্ম। **জলকল্ক**—পঙ্ক। **জলকাক,-পারাবত,-বায়স**—পানকৌড়ি। **জলকল্লোল**—জলের তরঙ্গ। **জলকষ্ট**—জলের অভাবহেতু কষ্ট। **জলকাদা**—বৃষ্টি বা বর্ষা ও সেইজন্য কাদাযুক্ত পথ অথবা পথের জল ও কাদা। **জলকুক্কুট**—গাঙ্‌চিল। **জলকুন্তল**—শেওলা, শৈবাল। **জলক্রীড়া**—সন্তরণাদি, জলকেলি। **জল খাওয়া**—টিফিন করা, জলযোগ করা, নাশ্‌তা খাওয়া। **জলখাবার**—টিফিন, নাশ্‌তা; মিষ্টান্ন। **জলগণ্ড,-গুণ্ড**—জলাভূমি (জলকুণ্ডও বলা হয়)। **জল না গলা**—অত্যন্ত কৃপণতা করা (হাত দিয়ে জল গলে না)। **জল গালা**—জল বাহির করিয়া ফেলা। **জলগৃহ,-টুঙ্গি**—জলের মধ্যে নির্মিত উচ্চ গৃহ। **জলজন্ম, জলজীবী**(-বিন্)—জেলে। **জলচর**—জলের জীব। **জলচল**—যাহার হাতের জল উচ্চবর্ণের স্পৃশ্য। **জলচৌকি**—বসিয়া স্নান করিবার যোগ্য ছোট চৌকি বা কাষ্ঠাসন। **জলছড়া**—প্রচুর জলের ছিটা। **জলছত্র**—পথিকদিগকে জল বিতরণের স্থান। **জলছবি**—যে ছবি জল দিয়া অন্য কাগজে উঠানো যায়। **জলজ**—জলজাত (পুষ্প)। **জলজন্তু**—জলচর জন্তু। **জলজান**—Hydrogen, উদ্‌জান। **জলজীয়ন্ত,-জ্যান্ত**—জলে জীয়নো মাছের মত সজীব, সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার মত। **জলজিহ্ব**—কুমীর। [সং]। **জলটল**—জলযোগ। **জলতরঙ্গ**—বাদ্য-বিশেষ। **জলত্রাস**—জলাতঙ্ক রোগ। **জলদ**—[জল-দা+ক] মেঘ, বারিদ। **জলদকাল, জলদাগম**—বর্ষাঋতু, বৃষ্টির সময়। **জলদক্ষয়**—শরৎ-কাল। **জলদজাল**—মেঘসমূহ। **জলদোদয়**—মেঘোদয়, বর্ষাকাল। **জলদস্যু**—জলপথের দস্যু। **জলঢোঁড়া**—ঢোঁড়া সাপ। [বাং]। **জলদুর্গ**—যে দুর্গের চারিদিকে জল। **জল দেওয়া**—চিতায় জল ঢালা; তর্পণ করা; গাছে জল দেওয়া; মরণকালে মুখে গঙ্গাজল দেওয়া। **জলদেবতা**—বরুণ। **জলদোষ**—উদরী; কুরণ্ড। **জলদ্রোণী**—সেঁউতি। **জলধর**—

মেঘ; সমুদ্র। **জলধর-পটল**—মেঘমালা। **জলধি**—সমুদ্র; শতলক্ষ কোটি সংখ্যা। **জলধি-কুমারী,-জা,-তনয়া**—লক্ষ্মী। **জলধিগা**—নদী। **জলধিজ**—চন্দ্র। **জলধি-রসনা**—জলধি মেখলা যাহার, পৃথিবী। **জল-নকুল, জল-বিড়াল**—ভোঁদড়। **জলনর**—উপরের দিকে মানুষের মত ও নীচের দিকে মাছের মত এরূপ জল-নিবাসী মানুষ, Merman। **জলনিধি**—সমুদ্র। **জল-নির্গমনী**—জল বাহির হইয়া যাইবার নালা বা নর্দমা। **জল-নীলী**—শৈবাল। **জলপড়া বা পানি-পড়া**—মন্ত্রপূত জল। **জলপথ**—জলযানের পথ। **জলপাত্র**—কলসী ঘটি গেলাস প্রভৃতি; (অশিষ্ট বাং) উপপত্নী। **জলপান**—মুড়ি মুড়কি প্রভৃতি; জলযোগ। **জলপানি**—ছাত্রবৃত্তি, scholarship। **জলপ্রপাত**—জলস্রোতের উচ্চস্থান হইতে নিম্নে পতন বা পতন-স্থান। **জল-বাতাস, জল-হাওয়া, জল-বায়ু**—কোন অঞ্চলের স্বাস্থ্যের অবস্থা,climate। **জলবাস**—গামছা। **জলবাহক**—যে জল বহিয়া আনে, ভারী। **জল বিছুটি, -বিছাতি,-বিছুটি**—জলে ভিজানো বিছুটি গাছ (ইহা গায়ে লাগিলে অতিশয় চুলকায়, পূর্বকালে গুরুমহাশয়রা ছাত্র-শাসনে ব্যবহার করিতেন)। **জলবিম্ব**—জলবুদ্বুদ, ভুড়ভুড়ি। **জলবিষুব**—কার্তিক মাসের সংক্রান্তি। **জলবিহার**—জলক্রীড়া। **জল ভাঙ্গা**—ভিতর হইতে জল বাহির হইয়া আসা; জলকাদা ঠেলিয়া চলা। **জলমগ্ন**—জলে যাহা ডুবিয়াছে। **জলময়**—জলে পূর্ণ বা প্লাবিত। **জলমার্জার**—উদ্বিড়াল। **জল মরা**—উত্তাপে জল শুকানো। **জলযন্ত্র**—ফোয়ারা; জল তুলিবার কল, জলঘড়ি; পিচকারি। **জলযান**—নৌকা জাহাজ প্রভৃতি। **জলযুদ্ধ**—সমুদ্রে যুদ্ধ-জাহাজাদির পরস্পরকে আক্রমণ। **জলযোগ**—(প্রাতে অথবা অপরাহ্ণে) সামান্য আহার্য গ্রহণ। **জলশূকর**—কুম্ভীর। **জলশৌচ**—মলত্যাগের পর জলদ্বারা মলদ্বার প্রক্ষালন। **জলসই**—জলে নিমজ্জিত। **জল-সার**—মন্ত্র পড়িয়া সর্পদষ্ট ব্যক্তির মাথায় ও শরীরে প্রচুর জল ঢালিয়া চিকিৎসা। **জলসেক**—জল ছিটানো; গরম জলে ফ্লানেলাদি ভিজাইয়া নিংড়াইয়া ফেলিয়া উত্তাপ দান। **জলস্তম্ভ**—স্তম্ভাকারে জলের নদী বা সমুদ্র হইতে উত্থান অথবা তাহাতে পতন। **জল হওয়া**—বৃষ্টি হওয়া; ক্রোধ প্রশমিত হওয়া; সহজসাধ্য হওয়া। **জলহাস**—সমুদ্র-ফেন। **জল খরচ করা**—শৌচ করা। **জল গড়ানো**—কলসী কাত করিয়া জল ঢালা। **জল গ্রহণ না করা**—অনাচরণীয় জ্ঞান করা; কোন সম্পর্ক না রাখিবার প্রতিজ্ঞা করা। **জলে কুমীর ডাঙ্গায় বাঘ**—উভয়সঙ্কট। **জলে জল বাধে**—যাহার আছে তাহারই আরো বেশি লাভ হয়। **জলে ফেলা**—বৃথা ব্যয় করা; (কন্যাকে) অপাত্রে দান করা। **জলের দাম**—অত্যন্ত সস্তা। **ডুবে ডুবে জল খাওয়া**—লুকাইয়া কিছু করা; গোপনে অন্যায় কার্য করা। **সাত ঘাটের জল খাওয়ানো**—বেজায় হয়রান করা, নাকাল করা। **জলাঞ্জলি দেওয়া**—তর্পণ করা; বিসর্জন দেওয়া; সম্পূর্ণ পরিত্যাগ করা (লেখাপড়ায় জলাঞ্জলি); অপচয় করা (টাকাগুলি জলাঞ্জলি)।

জলজল—জলজল দ্রঃ। **জলজলে**—জল পূর্ণ হইলে পাতলা জিনিস যেমন উজ্জ্বল দেখায় সেইরূপ (পেটের চামড়া জলজলে—রোগ হেতু)।

জলদ্—[ফা. জলদ্] প. দ্রুত, ত্বরিত। **জলদি**—অব্য. শীঘ্র।

জলপাই—বৃক্ষ-বিশেষ ও তাহার ফল।

জলসা—[আ. জল্‌সা] গান নাচ প্রভৃতির বৈঠক; বৈঠক।

জলা—যেখানে জল জমিয়া থাকে, বিল, [marshy land।

জলাতঙ্ক—খ্যাপা কুকুর বা শৃগালের কামড়ের ফলে এই রোগ হয়, hydrophobia (জল দেখিলেই রোগী আতঙ্কগ্রস্ত হয়)। **জলাত্যয়**—জলদক্ষয়, শরৎকাল। **জলাধার**—জলপাত্র; তড়াগ নদী সমুদ্র ইত্যাদি। **জলাধিপ, জলাধিপতি**—সমুদ্র; বরুণ। **জলাবর্ত**—আবর্ত, ঘূর্ণি, জলভ্রমি, পাক, whirlpool। **জলারণ্য**—যেখানে কেবল জল, সমুদ্র। **জলার্ক**—জলে প্রতিবিম্বিত সূর্য। **জলার্দ্র**—যাহা জলে ভিজিয়া গিয়াছে, জলসিক্ত। **জলা-লুকা, জলিকা, জলুলুকা, জলুলুকা**—জোঁক। **জলাশয়**—পুষ্করিণী নদী সমুদ্র ইত্যাদি।

জলুই—জলই দ্রঃ।

জলুস, জৌলুস, জৌলস—[আ. জুলুস]

রাজ্যাভিষেক সম্পর্কিত জাঁকজমক ; আলোক-সজ্জা ; মিছিল, শোভাযাত্রা ; চাকচিক্য, বাহার।

জলেচর—জলচর ; হাঁস প্রভৃতি পাখী। **জলেন্ধন**—বাড়বাগ্নি, submarine fire। [জল+ইন্ধন]। **জলেবাহ**—ডুবারি। **জলেশয়**—বিষ্ণু ; মৎস্য। **জলেশ, জলেশ্বর**—বরুণ, সমুদ্র।

জলো, জলুয়া—প. জলমিশ্রিত, পান্‌সে। [বাং]

জলোকা—জোঁক। **জলোচ্ছ্বাস**—সহসা জলের বৃদ্ধি, জোয়ার। **জলোদর,-রী**—উদরী, dropsy। **জলোদ্ভব**—জল যাহা হইতে উৎপন্ন, অগ্নি। **জলৌকা**—[জল ওকস্ (অর্থাৎ বাসস্থান) যার] জোঁক (কি দিব, কচ্ছপ, তুলা শশা হেন মশাগুলা জলৌকা কুম্বর গুণাকার—কবিকঙ্কণ)। **জলৌষধি**—ব্রাহ্মী বা ঐ জাতীয় শাক।

জলোয়া—ঝিলিক। [আ.]

জল্প—(ন্যায়ে) পরমত খণ্ডনপূর্বক স্বমত স্থাপন ; জল্পনা, বাচালতা। **জল্পনা**—বি. গল্পগুজব, আলাপ-আলোচনা ; বৃথা বাক্যব্যয় ; স্বমত প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে বাগ্‌-বিস্তার। [জল্প+অনট্‌+আপ্‌]। **জল্পক**—বাচাল। **জল্পিত**—প. প্রস্তাবিত, কথিত।

জল্লাদ—[আ.] অপরাধীর শিরশ্ছেদকারী ; নির্মম ব্যক্তি।

জশম, জসম—বাহুর গহনা-বিশেষ। [হি]

জসদ—দস্তা, zinc। [সং. যশদ]

জহৎস্বার্থা—লক্ষণা-বিশেষ, ইহাতে মুখ্য অর্থ পরিত্যক্ত ও লক্ষ্যার্থ গৃহীত হয় (বিলাসী ফ্রান্স=বিলাসী ফ্রান্সবাসী)। [সং]

জহর—[ফা. যহ্‌র্] বিষ, বিষের মত অতিশয় তিক্ত বা অপ্রিয় (তার কথা আমার যেন জহর হয়ে গেছে) ; [আ. জওহর] রত্ন। **জহর-আলুদা**—বিষদিগ্ধ। **জহরকোট**—ওয়েষ্ট কোট জাতীয় ছোট জামা (পণ্ডিত জহরলালের নামে)। **জহরব্রত**—বিপন্ন অবস্থায় রাজপুত রমণীদের অগ্নিকুণ্ডে জীবন বিসর্জন রূপ ব্রত।

জহরৎ—বহুমূল্য প্রস্তর-সমূহ, হীরা পান্না চুনি ইত্যাদি, jewels (জরি-জহরৎ)। [আ. জবাহির (রত্নসমূহ)+বহুবচনান্ত 'আৎ'=জবাহিরাত]।

জহুরি, জহুরী—মণিমুক্তাদির ব্যবসায়ী ; যে মণিমুক্তার দোষগুণ-সম্বন্ধে অভিজ্ঞ ; সমঝদার। **জহুরি জহর চেনে**—যে যে-প্রকৃতির লোকের সঙ্গে মিশে সে তাদের প্রকৃতি ভাল ভাবেই জানে। তুঃ সাপের হাঁচি বেদেয় চেনে।

জহ্নু—পৌরাণিক রাজর্ষি-বিশেষ। **জহ্নু-তনয়া,-সুতা**—জাহ্নবী, গঙ্গা।

জা—[সং. যাত] স্বামীর ভাইয়ের স্ত্রী (পূর্ববঙ্গে জাও, জাল)।

জা—[-জ] তদ্বংশোদ্ভূত (ঘোষজা, বসুজা অর্থাৎ ঘোষ, বসু অথবা দত্ত মহাশয়)।

জাউ—[সং. যবাগূ] বি. প্রচুর জল দিয়া খুব নরম করিয়া রান্না করা খুদ বা চালের ভাত ; প. দৃঢ়তা-হীন (জাউ-নড়া—যাহা জাউয়ের মত অদৃঢ়)।

জাওনা—জাবনা ; নালা, জল বাহির হইয়া যাইবার পথ। [প্রাদে]

জাওয়ানো—ক্রি. জীয়নো, মাছ জিয়াইয়া রাখা ; ভবিষ্যতের জন্য সঞ্চয় করিয়া রাখা।

জাওর—জাবর, গিলিতচর্বণ। [বাং]। **জাওর কাটা**—গরু প্রভৃতির গিলিত খাদ্য মুখে আনিয়া পুনরায় চর্বণ ; পুরাতন বিষয়ের পুনঃ পুনঃ আলোচনা।

জাওলা—যে মাছ ঘরে জিয়াইয়া রাখা যায়, শোল সিঙ্গি মাগুর কৈ ইত্যাদি। [বাং]

জাং—উরু। [সং জঙ্ঘা.]

জাঁক—(জমক দ্রঃ) আড়ম্বর ; গর্ব, দম্ভ (জাঁক করা ; জাঁক দেখানো)। [বাং]। **জাঁকজমক**—ঐশ্বর্য প্রদর্শন ; ঘটা ; আড়ম্বর।

জাঁকড়—[হি. জাকড়] 'পছন্দ না হইলে দ্রব্য ফেরৎ দেওয়া হইবে ও মূল্য ফেরৎ পাইবে' এই শর্তে ক্রয়। প. **জাঁকড়ী**—যাহা জাঁকড়ে আনা বা রাখা হইয়াছে। **জাঁকড় বহি**—এরূপ ক্রয়ের হিসাব যাহাতে রাখা হয় ; হিসাবের পাকা খাতা। **জাঁকড়ে থাকা**—অনুমোদনের বা পছন্দের অপেক্ষায় থাকা।

জাঁকড়ানো—ক্রি. জাঁকানো, জাঁতানো, চাপিয়া বা ঠাসিয়া ধরা, চাপা দেওয়া।

জাঁকা—ক্রি. আঁটিয়া ধরা ; চাপা। **জাঁকান**—ঠাসাঠাসি, চাপাচাপি (জাঁকানে মরা)।

জাঁকানো—ক্রি. জাঁকজমক করা, সাড়ম্বরে করা (জাঁকিয়ে বসেছে)।

জাঁকালো—প. জমকাল, আড়ম্বরপূর্ণ ; গুরুগম্ভীর।

জাঁতা—[সং যন্ত্র] পেষণ করিবার যন্ত্র (ডাল-ভাঙা গমপেষা ইত্যাদি কাজে ব্যবহৃত হয়) ; ভস্ত্রা বা কামারের চামড়া দিয়া প্রস্তুত জাঁতা।

জাঁতা তাওয়ানো—কামারের জাঁতা টানিয়া আগুন জমকানো। **জাঁতাভাজা**—জাঁতায় পিষিয়া প্রস্তুত করা।

জাঁতা—ক্রি. চাপা দেওয়া ; পেষণ বা পীড়ন করা (জাঁতিয়া ধরা) ; টেপা (পা জাঁতা)। **জাঁতা দেওয়া বা জাঁত দেওয়া**—চাপিয়া ধরা, পিষ্ট করা। **জাঁতে পাকা**—ঠাসাঠাসিভাবে রাখার ফলে গরমে পাকা। **জাঁতানো**—ঠাসন, গাদন, প্রচুর পরিমাণে খাওয়া।

জাঁতি,-তী—[সং যন্ত্রী] সুপারী কাটিবার যন্ত্র। **জাঁতিকল**—ইঁদুর চাপিয়া ধরিবার কল-বিশেষ। [নির্মাণে)। [প্রাদে.]।

জাঁদ বাড়ি—তক্তা বাঁকাইবার বাঁশ (নৌকা

জাঁদরেল—[ইং general] প. সেনাপতি ; বীর ; গম্ভীর ও জেদী প্রকৃতির ; জমকাল চেহারার বা ধরণের।

জাঁহাপনা, জাহাঁপনা—[ফা.] পৃথিবীর আশ্রয়স্থল ; মুসলমান-সম্রাটের প্রতি সম্বোধন-বাক্য বিশেষ।

জাঁহাবাজ, জাহাঁবাজ—আদৌ দমিবার পাত্র নয় এমন, দুঃসাহসী, দুর্দান্ত ; দজ্জাল (জাঁহাবাজ মেয়ে)। [বাং]।

জাকাত—[আ. যকাত] মুসলমান-ধর্মমতে জনহিতার্থে সঞ্চিত বিত্তের অবশ্য-দাতব্য অংশ (চল্লিশ ভাগের এক ভাগ)।

জাগ—আম ইত্যাদি পাকাইবার জন্য পাতা খড় প্রভৃতির চাপ। [বাং]। **জাগ দেওয়া, জাগে পাকানো**—পাতা প্রভৃতির চাপা দিয়া তাহার গরমে পাকানো ; কৃত্রিম উপায়ে তাড়াতাড়ি কার্যোপযোগী করিতে চেষ্টা করা (তাহা হইতে আশানুরূপ ফল পাওয়া যায় না। গাছ-পাকা আর জাগে-পাকা তো এক জিনিস নয়)। **পাট জাগ দেওয়া**—পাটগাছ জলে ভিজাইয়া পচানো।

জাগ-গান—পল্লীর যুবক-তরুণদের পৌষ মাসে রাত জাগিয়া গানের উৎসব-বিশেষ। [প্রাদে.]

জাগন্ত—প.· যে জাগিয়া আছে, ঘুমায় নাই (বিপরীত—ঘুমন্ত)। [বাং]

জাগর—বি. জাগরণ (জাগরক্লান্ত) ; প. জাগ্রত, সজাগ। [জাগৃ+অ]।

জাগরণ—[জাগৃ+অনট্] নিদ্রাহীনতা, সজাগ ভাব ; রাত্রি জাগিয়া কৃত পালাগান আদি।

জাগরণী—জাগরণ-গান বা ব্রত অনুষ্ঠানাদি। [জাগরণ+ঈ (বাং)]। **জাগরিত**—যাহার ঘুম ভাঙিয়া গিয়াছে ; জাগ্রত, প্রবুদ্ধ। [জাগৃ+ক্ত]

জাগরূক—প. যে জাগিয়া আছে, প্রবুদ্ধ, অবহিত (যামিনীর জাগরূক দল—রবি) ; অবিস্মৃত (সে সংকল্প অন্তরে জাগরূক রহিয়াছে)। [জাগৃ+উক]। **জাগরী** (-রিন্)—জাগরিত, নিদ্রাশূন্য। [জাগর+ইন্]। **জাগর্তি**—জাগ্রত ভাব, সচেতনতা, জাগরণ। [জাগৃ+ক্তি]।

জাগা—ক্রি. বিনিদ্র হওয়া ; জাগিয়া উঠা ; সচেতন হওয়া (ওঠো, জাগো) ; জীবনের মহৎ উদ্দেশ্য সম্বন্ধে অবহিত হওয়া ; অবিস্মৃত থাকা (সে অপমান আজও মনে জাগছে) ; জাগিয়া কাটানো (রাত জাগা) ; ভাসিয়া থাকা বা উঁচু করিয়া রাখা (পাট গাছের মাথাগুলা জাগিয়া আছে মাত্র) ; সক্রিয় হওয়া, উদ্রিক্ত হওয়া (মনে খেয়াল জাগ্‌ল ; ফাগুন মাসে জাগ্‌ল পাগল দখিন হাওয়া—রবি)। **জাগানিয়া**—প. যাহা জাগায়, উদ্রেককারী (দুখ জাগানিয়া—রবি)। **জাগানো**—ক্রি. জাগরিত করা, সচেতন করা, প্রাণবন্ত করা (দেশকে জাগাও) ; মন্ত্র-প্রয়োগ করা।

জাগীর—জায়গীর দ্রঃ।

জাগ্রৎ—প. যে বা যাহা জাগিয়া আছে, সচেতন ও সচেষ্ট (জাগ্রৎ শক্তি)। [জাগৃ+শতৃ]। **জাগ্রদবস্থা**—জাগিয়া-থাকা অবস্থা ; সচেতন অবস্থা। [জাগ্রৎ+অবস্থা]।

জাগ্রত—প জাগরিত, প্রবুদ্ধ, সচেতন ও সক্রিয় (জাগ্রতচিত্ত ; জাগ্রত দেবতা ; আপনারে রাখে নাই উদ্যত জাগ্রত—রবি)। [জাগ্রৎ]

জাঙ্, জাঙ্ঘ—[সং জঙ্ঘা] উরু, জঙ্ঘা।

জাঙাল, জাঙ্গাল—[সং জঙ্গাল] বাঁধ, dam (জাঙ্গাল-ভাঙা স্রোত) ; আইল, আলি ; সেতু ; উচ্চ চওড়া পথ।

জাঙিয়া, জাঙ্গিয়া—জাং পর্যন্ত পৌঁছে এমন অন্তর্বাস (পায়জামা, প্যাণ্ট, ধুতি ইত্যাদির নীচে পরা হয়) ; ছোটদের খাটো পায়জামা। [বাং]।

জাঙ্গড়া—দীর্ঘজঙ্ঘ সৈনিক ; অশ্বারোহী [প্রাদে.]।

জাঙ্গল—প. জঙ্গলবিষয়ক বা জঙ্গলস্থিত ; আরণ্য, অসভ্য, জঙ্গলপূর্ণ। [জঙ্গল+অ]

জাঙ্গলি,-লিক—যে জঙ্গল হইতে সাপ ধরে, বিষ-বৈদ্য ; অরণ্যবাসী। [জঙ্গল+ইক]

জাঙ্গী—কৃষ্ণবর্ণ হরিতকী-বিশেষ। [বাং]

জাঙ্গুল—বিষ। [সং]। **জাঙ্গুলী**—বিষ-বিষয়ক বিদ্যা। **জাঙ্গুলিক**—বিষবৈদ্য।

জাজিম—[ফা. জাজ্‌ম্‌] কার্পেটের উপরে বিছাই-বার মোটা (সাধারণতঃ নক্সাদার) আস্তরণ।

জাজ্বল্যমান—ণ. যাহা দীপ্তি পাইতেছে, দেদীপ্যমান, সুপ্রকট, অতিশয় স্পষ্ট (গ্রাম্য ভাষায় জাজ্বলিমান)। [জ্বল্‌+যঙ্‌-শানচ্‌]

জাট, জাঠ—পাঞ্জাব রাজপুতানা প্রভৃতি স্থানের হিন্দু জাতি-বিশেষ ; জাটি (স্ত্রঃ)।

জাটতুতা, জেটতুত—জ্যেষ্ঠতাতের সন্তান।

জাঠর—ণ. জঠরস্থিত বা জঠর সম্পর্কিত ; বি. জঠরাগ্নি ; পুত্র। [জঠর+অ]

জাঠা—লৌহযষ্টির মত অস্ত্র-বিশেষ। [যষ্টি]। **জাঠি**—ছোট জাঠা।

জাড়—[সং. জাড্য ; হি. জাড়া] শীত, ঠাণ্ডা (বড় জাড় পড়েছে)। **জাড় কাঁটা**—শীত হেতু গায়ে যে কাঁটার মত উদ্ভেদ জন্মে। **জাড়োয়া, জাড়াও**—শীতনিবারক বস্ত্র, গরম কাপড়।

জাড়ি,-ড়ী—জ্বর শব্দের সহচর (জ্বর-জাড়ি)। জড়ভাব, অসাড় ভাব ; জড়ি ; জালা, ঘড়া।

জাড্য—জড়তা, আলস্য, নির্জীব ভাব ; বুদ্ধির জড়তা ; অঙ্গের শিথিলতা-বোধ ; জড়পদার্থের ধর্মবিশেষ, inertia। [জড়+য]

জাত—[জন্‌+ক্ত] ণ. সঞ্জাত, উৎপন্ন, উদ্ভূত (সৎকুলজাত) ; ভূমিষ্ঠ (নবজাত) ; (বাং) ণ. আসল, খাঁটি (জাত সাপ, জাত বোষ্টম) ; (বাং) বি. জাতি, বর্ণ (জাত যাওয়া) ; প্রকার (কয়েক জাতের আখ)। **জাতকর্ম** (-র্মন্‌),**-কৃত্য, -ক্রিয়া**—নবজাত হিন্দু শিশুর সংস্কারকর্ম। **জাতক্রোধ**—জন্মাবধি বিদ্বেষ ; দীর্ঘকাল ধরিয়া কুপিত বা ক্রুদ্ধ। **জাতক্লম**—ক্লান্ত, পরিশ্রান্ত (বিপরীত—গতক্লম)। **জাতচক্ষু, -নেত্র**—যাহার চোখ ফুটিয়াছে। **জাতজন্ম**—জাতি ও কুল। [বাং]। **জাতপক্ষ**—যাহার পাখা উঠিয়াছে। **জাত-পত্র**—জন্মপত্রিকা। **জাতবেহারা**—বেহারাগিরি যাহাদের জাতি-গত পেশা। [বাং]। **জাতব্যবহার**—বয়ঃপ্রাপ্ত, সাবালক। **জাতব্যবসায়**—বংশগত পেশা। **জাতভাই**—স্বজাতি। [বাং] **জাতশত্রু**—যাহার অনেক শত্রু হইয়াছে। **জাতসাপ**—গোখরা, বিষধর সাপ। **জাত খাওয়া,-মারা**—স্বজাতির কাছে হেয় করা ; জাতিচ্যুত করা। **জাত হারানো**—জাতি-চ্যুত হওয়া। **জাতাজাত**—সবর্ণাজাত ও অসবর্ণাজাত, বৈধ ভাবে জাত অথবা অবৈধ ভাবে জাত। **জাত দেওয়া**—অন্য জাতির বা ধর্মের কন্যা বা পাত্র বিবাহ করা ; ধর্মান্তরিত হওয়া। **জাতে উঠা**—স্বজাতীয়গণ কর্তৃক আচরণীয় বিবেচিত হওয়া, সমাজে চলা। **জাতহারিণী**—সদ্যোজাত শিশু-ঘাতিনী রাক্ষসী বিশেষ ৫, ডাইনী।

জাত—[সং যাত্রা] পূজা-উৎসব (প্রাচীন বাংলায়)।

জাত—[আ. জ়াত] সমূহ (মেওয়াজাত, দ্রব্য-জাত)। [আ. যাদ] ণ. সঞ্চিত, রক্ষিত (গুদাম-জাত,গোলাজাত)।

জাতক—যে জন্মিয়াছে (নবজাতক) ; জন্ম-পত্রিকা ; বুদ্ধদেবের পূর্বজন্মাবলীর বিবরণ সম্ব-লিত গ্রন্থ-বিশেষ ; জাতকর্ম। [জাত+ক]।

জাতমাত্র—ণ. সদ্যোজাত ; ক্রি ণ. জন্মিবামাত্র।

জাতাপত্যা—ণ যে নারীর সন্তান জন্মিয়াছে। [জাত+অপত্য+আপ্‌]।

জাতাশৌচ—সন্তানের জন্মগ্রহণ-হেতু অশৌচ (বিপরীত—মরণাশৌচ)। [জাত+অশৌচ]

জাতি, জাতী—পুষ্প-বিশেষ, চামেলী ; জায়ফল ও তাহার গাছ। [সং]। **জাতীপত্রী**—জয়িত্রী।

জাতি—জন্মগত শ্রেণী-বিভাগ (মনুষ্যজাতি, ব্যাঘ্র-জাতি,স্ত্রীজাতি) ; ধর্মগত শ্রেণী-বিভাগ (মুসলমান জাতি, ইহুদি জাতি, হিন্দু জাতি) ; দেশ ও রাষ্ট্রগত শ্রেণী-বিভাগ (ইংরেজ জাতি, বাঙ্গালী জাতি, জার্মাণ জাতি) ; ব্যবসায় ও আচারগত শ্রেণী-বিভাগ (কামার, কুমোর, সোনার জাতি) ; বংশগত বিভাগ (ব্রাহ্মণ, শূদ্র, আর্য, সেমীয় জাতি) ; সঙ্গীতের শ্রেণী-বিভাগ ; ছন্দ-বিশেষ ; সতীত্ব (জাতি নাশ) ; জন্ম। [জন্‌+ক্তি]। **জাতিকুল**—জাতজন্ম। **জাতিকোশ**—জাতিফল। **জাতি খোয়ানো**—জাতিভ্রষ্ট হওয়া। **জাতিগত**—জাতির প্রকৃতি অনুযায়ী, জাতীয়। **জাতিচ্যুত**—জাতিভ্রষ্ট। **জাতিধর্ম**—জাতির বিশেষ প্রকৃতি ; ব্রাহ্মণাদি জাতির বিহিত ধর্মকর্মাদি। **জাতিপাত,-নাশ**—জাত যাওয়া। **জাতিপুঞ্জ**—(পূর্ব নাম সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ, United Nations) পৃথিবীর শান্তিরক্ষার্থ শান্তিকামী রাষ্ট্রসমূহের স্বাধীনতা

রক্ষা ও আন্তর্জাতিক সমস্যার শান্তিপূর্ণ উপায়ে মীমাংসার উদ্দেশ্যে ১৯৪৫ সালে পৃথিবীর বহু রাষ্ট্র লইয়া গঠিত সংস্থাবিশেষ, রাষ্ট্রসংঘ, রাষ্ট্রপুঞ্জ। **জাতিবর্ণ-নির্বিশেষে**—ক্রি. ণ. জাতি ও বর্ণ সম্বন্ধে ভেদবুদ্ধি না রাখিয়া। **জাতিবিদ্বেষ**—সমগ্র জাতির প্রতি ঘৃণা। **জাতিবৈর**—প্রাকৃতিক শত্রুভাব (যেমন সাপ আর বেজি)। **জাতিবৈষ্ণব**—জাত বোষ্টম, যাহারা মূল জাতি ত্যাগ করিয়া বৈষ্ণব জাতি আখ্যা লাভ করিয়াছে (অবজ্ঞার্থক)। **জাতিভেদ**—জন্মগত সামাজিক পার্থক্য (হিন্দু সমাজে প্রচলিত)। **জাতিভ্রষ্ট**—জাতি অর্থাৎ জন্মগত শ্রেণী ত্যাগ করিয়াছে এমন। **জাতি-সঙ্ঘ**—বিভিন্ন জাতির সহযোগে ১৯১৯ খৃঃ গঠিত (অধুনা লুপ্ত) রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান, League of Nations। **জাতিস্মর**—পূর্বজন্মের কথা যিনি স্মরণ করিতে পারেন।

জাতীয়—ণ. জাতিগত; জাতি-সম্পর্কিত; শ্রেণী গোত্র দেশ রাষ্ট্র ইত্যাদি বিষয়ক, tribal, racial, national। [জাতি+ঈয়]

জাতীশ্বর—ব্রাহ্মণ। [জাতি+ঈশ্বর]

জাতুষ—ণ. জতুদ্বারা নির্মিত। [জতুস্+অ]

জাতেষ্টি—জাতকর্ম। [জাত+ইষ্টি]

জাত্য—ণ. উৎকৃষ্ট জাতিসম্ভূত, কুলীন; শ্রেষ্ঠ; সুন্দর; সমকোণ চতুর্ভুজ। [জাতি+য]। **জাত্যংশে**—জাতি বিষয়ে বা হিসাবে (জাত্যংশে শ্রেষ্ঠ)। **জাত্যন্ধ**—জন্মান্ধ। **জাত্যভিমান**—উচ্চ বর্ণে বা কুলে জন্ম বলিয়া অহঙ্কার; কৌলীন্যের গর্ব। ণ. **জাত্যভিমানী** (-মিন্)।

জাদ—ফিতা, যাহার দ্বারা চুল বাঁধা হয়। [বাং]

জাদ,-জাদা—[ফা. যাদ] জাত, পুত্র (নবাবজাদা; সেলাম কর বাদশাজাদে—রবি)।

জাদু—[সং. জাত] বাছা, তাত। **জাদুমণি**—বাছাধন (জাদু, জাদুমণি। বিদ্রূপেও ব্যবহৃত হয়—ঘুঘু দেখেছ, ফাঁদ দেখনি জাদু)।

জাদু (যাদু)—[ফা.] জাদুবিদ্যা, ইন্দ্রজাল, ভেল্কি। **জাদুকর**—[ফা. জাদুগর] যে জাদু করিতে জানে, ভেল্কিবাজ, magician। স্ত্রী. **জাদুকরী**। **জাদুবিদ্যা**—জাদুগিরি, তুকতাক বিষয়ক জ্ঞান, কুহক, magic। **জাদুঘর**—যে গৃহে বা প্রতিষ্ঠানে শিল্প বিজ্ঞান ইতিহাস প্রভৃতি বিষয়ক প্রাচীন ও আধুনিক সংগ্রহ সংরক্ষিত ও প্রদর্শিত হয়; কৌতূহলজনক প্রাচীন বস্তুর সংগ্রহালয়, মিউজিয়াম, museum।

জান—[সং জ্ঞান] যে জানে, অভিজ্ঞ (রসজান—রসজ্ঞ; সর্বজান—সর্বজ্ঞ)।

জান—[ফা. জান] প্রাণ (জান মাল—জীবন ও ধনসম্পত্তি; জানের ভয়); রাগ রাগিণীর প্রধান সুর। **জানকবুল**—প্রাণপণ। **জানের টুক্‌রা**—প্রাণপ্রতিম, অতিশয় প্রিয়। **জানবাচ্চা**—স্ত্রীপুত্র সব (জানবাচ্চার গর্দান নেওয়া হবে—জনবাচ্চাও বলা হয়)।

জানকার—ওয়াকিফহাল। [ঈপ্]।

জানকী—জনক-কন্যা, সীতা। [জনক+অ+

জানত—ক্রি. ণ. জ্ঞাতসারে; ণ. জানা, পরিজ্ঞাত (আমার জানত এমন কোন ঘটনা ঘটে নাই)। [জ্ঞানতঃ]

জানপদ—জনপদের (গ্রাম বা মফঃস্বল) বাসিন্দা; নাগরিক; [জনপদ+অ] ণ. জনপদ হইতে আগত; জনপদসম্বন্ধীয়। [তুঃ পৌর]।

জান-পহ্‌চান—জানাশুনা।

জানবি, জানবিৎ,—ণ. অভিজ্ঞ, যে বেশ জানে শোনে। [বাং]

জানলা, জানালা—[পর্তু. Janella; হি. জাংলা] বাতায়ন, খিড়কি, গবাক্ষ।

জানা—[সং. জ্ঞা, হি. জান্‌না] ক্রি. অবগত হওয়া বা থাকা, জ্ঞান রাখা (জানিনা শাস্ত্রের মর্ম); খবর রাখা (সবই জানি কিন্তু কি করব); বুঝিতে পারা (জানি কষ্ট হবে তোমার, তবু অনুরোধ করছি; না জানি কি মনে করবেন তিনি); উপলব্ধি করা, অনুভব করা ('মরম না জানে ধরম বাখানে'); ণ. পরিচিত, পূর্বে জ্ঞাত (জানা লোক; জানা কথা)। **জানাজানি**—রাষ্ট্র হওয়া, সকলের জানা। **লোক-জানাজানি**—দশজনের অবগতি। **জানাশুনা**—ণ. পরিচিত; বি. পরিচয়; অভিজ্ঞতা; জ্ঞান।

জানা—রাজপুত্র (বড় জানা—বড় রাজপুত্র, যুবরাজ); উপাধি বিশেষ।

জানাজা—[আ. জনাযা] অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার জন্য সজ্জিত শব; অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া; এরূপ শব সম্মুখে রাখিয়া নামাজ বা সমবেত প্রার্থনা।

জানান, জানানো—ক্রি. পরিজ্ঞাত করানো; সংবাদ প্রেরণ (পুলিশে জানানো হয়েছে); টের পাওয়ানো; সতর্ক করা (আগে থাকতে জানিয়ে

রাখছি, ওদিকে পা বাড়িয়ো না) ; নিবেদন করা (মিনতি জানানো; হৃদয়-বেদনা জানাব কারে)। বি. উক্ত সকল অর্থে। **জানান দেওয়া**—টের পাওয়ানো, অস্তিত্ব প্রমাণ করা ; মাথা তোলা।

জানানা—[ফা. যনানা] স্ত্রীলোক (জানানা মহল ; জানানা সোয়ারি)। জনানা দ্রঃ।

জানি—ক্রি. চিনি ; অবগত আছি (ওকে ভাল করেই জানি) ; (সমাসে পরপদে) বি. জায়া, পত্নী (যুবজানি)। **জানি না**—আমার দায়িত্ব নাই, আমার বিবেচনার বিষয় নয় (পড়ে গেলে আমি জানি না)। **কি জানি**—অপরিজ্ঞাত ; অভাবিত (কি জানি কেন এল না)।

জানিত—ণ. পরিচিত, যাহার সহিত জানাশুনা আছে (আমার জানিত লোক)। [জ্ঞাত]

জানী—[ফা] প্রিয়; প্রিয়তমা। **জানী দুশমন**—হত্যা করিতে পারে এমন শত্রু।

জানু—(যাহা হইতে গতি জন্মে) হাঁটু। [জন্+উ]। **জানু-গতি, জানুচঙ্ক্রমণ**—হামাগুড়ি দেওয়া। **জানুমাত্র**—হাঁটু পর্যন্ত, জানুপ্রমাণ। **জানু-ফলক,-মণ্ডল**—হাঁটুর মালুই। **জানুসন্ধি**—হাঁটুর জোড়।

জানুয়ারী—[ইং January] খৃষ্টীয় বৎসরের প্রথম মাস।

জানোয়ার—[ফা. জান্‌বর] বি. পশু ; জীব ; ণ. কাণ্ডজ্ঞানহীন, মনুষ্যত্বহীন (গালি)।

জান্তা—(অন্য শব্দের আগে) যে জানে (সবজান্তা)।

জান্নাত—[আ.] উদ্যান ; স্বর্গোদ্যান। **জান্নাত-বাসী**—স্বর্গবাসী, পরলোকগত।

জাপ—জপমন্ত্র। [জপ্+অ]। **জাপক**—জপকারী। **জাপ্য**—জপ করিবার মন্ত্র।

জাপটানো—[আ. দ'বত'] দুই বাহু দিয়া জড়াইয়া বা কষিয়া ধরা। **জাপটা জাপটি**—বি. পরস্পরকে জাপটাইয়া ধরা, জড়াজড়ি করা।

জাপান—(সূর্যোদয়ের দেশ) পূর্ব এশিয়ার দ্বীপময় দেশবিশেষ, নিপ্পন। **জাপশিল্প**—জাপানের শিল্প। **জাপানী**—জাপানের অধিবাসী ; জাপান-সম্বন্ধীয়।

জাফরান—[আ. যা'ফরান] ফুলবিশেষের শুষ্ক কেশর, কুঙ্কুম, saffron। ণ. **জাফরানী**—পীত, হলদে ; জাফরানযুক্ত।

জাফরি—বি. চটা বা বাখারি প্রভৃতি দিয়া বোনা চৌকোণা ছিদ্রযুক্ত বেড়া বা ঝাঁপ। [আ.]

জাব, জাবনা—[সং. যবস—ঘাস-বিশেষ] বিচালি ভূষি খৈল ও জল দিয়া প্রস্তুত গরু মহিষাদির খাদ্য ; সেইরূপ মণ্ডের মত জিনিস (কাঁথাখানা ভিজে জাব হয়ে গেছে)।

জাব্‌ড়া—ণ স্থূল ও অগোছাল বা অপরিপাটি ; জবড়জঙ্গ (জাব্‌ড়া লেখা)। [বাং]

জাব্‌ড়ানো—ক্রি. স্থূল বা চওড়া কিছু জলে ডুবানো (পুকুরের জলে শরীর জাব্‌ড়ানো)। জুব্‌ড়ানো দ্রঃ। **জাব্‌ড়ে বসা**—মাটির উপরে সমস্ত দেহের ভার রাখিয়া বসা।

জাবর—জাওর দ্রঃ।

জাবেদা, জাবিতা, জাবেতা, জাব্দা—[আ. দা বিতাহ্‌—আইন, বিধি, ফর্দ ; ফা. জবিদান—চিরস্থায়ী] আইন, বিধান ; কর্মধারা ; ফর্দ। **জাবেদা আপীল**—আইনসম্মত আপীল বা পুনর্বিচার। **জাবেদা নকল**—রীতিসম্মত অর্থাৎ আদালতের স্বাক্ষর বা মোহর-যুক্ত নকল, certified copy. **জাবেদা খাতা বা জাব্দা খাতা**—স্থায়ী খাতা, যে মোটা খাতায় প্রতিদিনের হিসাব লেখা হয়। [বিশেষ।

জাম—[সং. জম্বু] সুপরিচিত গাছ ও ফল ; মিঠাই-

জামবাটি—[ফা. জাম—বড়] কাঁসার বড় বাটি।

জামদগ্নেয়, জামদগ্ন্য—পরশুরাম।

জামদানি—[ফা. জামদানি] ফুল-তোলা মিহি জমির তাঁতের কাপড় (জামদানি শাড়ী)।

জামরুল—সুপরিচিত সাদা ফল। [বাং]

জামা—[ফা.] অঙ্গাবরণ, সার্ট পাঞ্জাবী ইত্যাদি। **জামাজোড়া**—জামা ও তাহার উপর শালের জোড়া ; জমকালো পরিচ্ছদ।

জামাই—[সং. জামাতৃ] জামাতা, কন্যার পতি। **জামাই-আদর**—উৎকৃষ্ট ও প্রচুর ভোজ্যাদি দিয়া সমাদর। **জামাই বরণ**—বিবাহকালের আচার বিশেষ। **জামাই ষষ্ঠী**—জ্যৈষ্ঠ মাসের ষষ্ঠীপূজা ও জামাতাকে ভোজনাদি দ্বারা আপ্যায়ন। **ঘরজামাই**—যে জামাই শ্বশুরগৃহে স্থায়ী ভাবে বাস করে ও শ্বশুরের উপর নির্ভরশীল।

জামাতা (-তৃ)—জামাই। [জায়া—মা+তৃচ্]

জামানত—জমানত দ্রঃ।

জামাল—[আ.] সৌন্দর্য, সুষমা (কার রওশন এমন জামাল—নজরুল ইসলাম)।

জামিত্র—(জ্যোতিষ) লগ্নের সপ্তম স্থান।

[সং]। **জামিত্রবেধ**—গ্রহের অবস্থিতি-বিশেষ (এই যোগে বিবাহাদি নিষিদ্ধ)।

জামিন—[ফা. দ'ামিন] প্রতিভূ; যে বা যাহা জিম্মা থাকে, bail, security (জামিন হওয়া; জামিনে খালাস)। **জামিনদার**—জামিন হইয়াছে যে। **জামিননামা**—যে পত্রে জামিন হওয়ার বা দেওয়ার শর্তাদি লেখা থাকে, মুচলকা। **জামিনি**—জামিন হওয়ার ব্যাপার (মাল জামিনি—মালের জন্য জামিন দেওয়া বা হওয়া)।

জামিয়ার—[ফা. জামাহ্‌বার] সমস্ত জমিতে ফুল-তোলা খুব মূল্যবান্ কাশ্মীরী শাল।

জামির, -মীর—[সং. জম্বীর] নেবুবিশেষ (আকারে বড় ও অতিশয় অম্ল)।

জাম্বীর—বি. জম্বীর, জামীর; ণ. জম্বীর সম্বন্ধীয়।

জাম্বুবান্ (-বৎ), জাম্ববান্ (-বৎ)—রামায়ণ-বর্ণিত কপিরাজ সুগ্রীবের মন্ত্রী ভল্লুক বিশেষ।

জায়—[ফা.) ফর্দ, তালিকা (বিবাহের খরচের জায়); বিনিময়। **জায়বাকী** অথবা **বাকীজায়**—যে টাকা পাওয়ার বাকী আছে তাহার ফর্দ।

জায়গা—[ফা. জায়+গাহ্‌] স্থান (দাঁড়াইবার জায়গা); অঞ্চল; আশ্রয় (কোথাও তার জায়গা নাই); অবস্থা, সুযোগ (জায়গা বুঝে কথা বলতে হয়); জমি, ভূসম্পত্তি (জায়গা-জমির মালিক); স্থল (অন্য জায়গা দেখ); ঠাঁই, পরিবর্ত (তার জায়গায় লোক নেওয়া হয়েছে); বাস, আবাস (সুন্দরবন বাঘের জায়গা); পাত্র (চালগুলি রাখবার একটা জায়গা চাই)।

জায়গীর—[ফা. জাগীর] বাদশাহ্‌ কর্তৃক পুরস্কারস্বরূপ বা সৈন্যপোষণের জন্য দত্ত নিষ্কর জমি; বিনা খরচে কোন পরিবারে খাদ্য ও বাসস্থানের ব্যবস্থা (পরের বাড়ীতে জায়গীর থেকে লেখাপড়া শিখতে হয়েছিল)। **জায়গীরদার**—যাহাকে জায়গীর দেওয়া হইয়াছে। বি. **জায়গীরদারি**।

জায়দাদ—[ফা.] ভূসম্পত্তি।

জায়নামাজ—যে দরমা বা আসন পাতিয়া নামাজ পড়া হয়। [ফা.+আ.]

জায়ফল—[সং. জাতিফল] জাতিফল, nutmeg.

জায়-বেজায়—[ফা. জা-বেজা অথবা আ. জায়েজ-বেজায়েজ] ফর্দের অন্তর্ভুক্ত ও বহির্ভূত; যাহা বলা যায় এবং যাহা বলা যায় না, সবই; অপমানকর অথবা অন্যায় গালাগালি (জায়-বেজায় করে গাল দেওয়া)।

জায়মান—ণ. যে বা যাহা জন্মিতেছে বা উৎপাদিত হইতেছে। [জন্+শানচ্‌]।

জায়া—(যাহাতে মনুষ্য অপত্যরূপে জন্মগ্রহণ করে) পত্নী, ভার্যা। [জন্+যক্+আপ্‌]।

জায়াজীব, জায়ানুজীবী (-বিন্)—যে জায়ার উপার্জনের দ্বারা প্রতিপালিত হয়, নট। **জায়াপতি**—দম্পতি।

জায়ু—ঔষধ। [জি+উ]। **জায়ুজ ব্যাধি**—কোন কোন ঔষধ দীর্ঘকাল ব্যবহারের ফলে যে ব্যাধি জন্মে, drug disease।

জায়েজ—ণ. বৈধ, সঙ্গত। বিপ. নাজায়েজ (সুদ নাজায়েজ)। [আ.]

জার—(যে দাম্পত্য সম্বন্ধ জীর্ণ করে) উপপতি। [জৄ+অ]। **জারজ**—উপপতি-জাত পুত্র। [জার-জন্+ড]।

জারক—ণ. যাহা পরিপাকের কাজে সাহায্য করে, হজমী (জারক নেবু)। [জৄ+ণিচ্‌+অক]। **জারণ**—বি. জীর্ণ করা; ধাতু শোধন করা (লৌহজারণ, স্বর্ণজারণ)। [জৄ+ণিচ্‌+অনট্]। ণ. **জারিত**—শোধিত। [জৄ+ণিচ্‌+ক্ত]।

জারজার, জারেজার—ক্রি. ণ. অঝোরে, ঝরঝর করিয়া। [ফা. যারযার]।

জারি,-রী—[আ. জারী] সক্রিয়, সচল, কার্যকর (ডিক্রী জারি; আইন জারি করা); রাষ্ট্র, জাহির (পরের দোষ জারী করে এমন কি লাভ তোমার হবে)। **জারিজুরি**—স্পর্ধা; প্রভাব, প্রতিপত্তি; বাহাদুরি (জারিজুরি খাটবে না।

জারি—[ফা. যারী] মহরম উপলক্ষে বাংলা শোক-গাথা (জারি গান—ইমাম হোসেন ও তাঁহার পরিবারের অনেকের শহীদ হওয়া বিষয়ক করুণ গীতি)। [উহার কাঠ।

জারুল, জাড়ুল—সুপরিচিত বৃক্ষ বিশেষ ও

জারেজার—জারজার দ্রঃ।

জাল—(যাহা আচ্ছাদন করে) মাছ পক্ষী পশু প্রভৃতি ধরিবার সুতা বা দড়ি অথবা তার দিয়া বোনা ফাঁদ (জাল টানা, জাল পাতা); ফ্যাসাদ, হাঙ্গামা (নানা জালে জড়িয়ে পড়েছি);

গবাক্ষ; সমূহ (জলদ-জাল); প্রতারণা; কোরক; মাকড়সার জাল; ছানী; বেণী বন্ধনের উপকরণ-বিশেষ (খোঁপার জাল)। [সং]। **জালজীবী(-বিন্)**—জেলে। **জালপাদ**—হাঁস প্রভৃতি পাখী যাহাদের পায়ের আঙুল চামড়া দিয়া পরস্পরের সহিত যুক্ত। **জাল গুটানো**—কর্ম শেষ করা ও কর্মক্ষেত্র ত্যাগ করা। **জাল-ছেঁড়া পলো-ভাঙ্গা**—যাহাকে নিয়ম-শৃঙ্খলার ভিতরে আনা প্রায় অসম্ভব; সংসারে যে নানা ঘা খাইয়া ডাঁটো হইয়া উঠিয়াছে। **জালতি**—ফলের গাছ ঢাকিয়া দিবার জাল; আঁকষির সঙ্গে বাঁধা ছোট জাল; পশুর মুখ ঢাকিবার জাল।

জাল—(পূর্ববঙ্গে) জা।

জাল—গ. নকল, কৃত্রিম, মিথ্যা। [আ.]। **জালবাজ**—নকল করিতে দক্ষ; প্রতারক। **জালসাজ**—জালিয়াৎ। **জাল করা**—ক্রি. ঠকাইবার বা ধোকা দিবার জন্য সত্যবস্তুর নকল করা।

জালানো—ক্রি. প্রজ্বালিত করা; উত্যক্ত করা; কষ্ট দেওয়া; মর্মপীড়িত করা (হাড় জালিয়ে খেলে; আর জালাস্‌নে রে কোকিল)। জ্বালানো দ্রঃ

জালা—[সং. অলিঞ্জর] মাটির বৃহৎ পাত্র বা জলপাত্র (ইহা সাধারণতঃ মাঝখানে চওড়া)।

জালা—[প্রাদে.] অঙ্কুর, ধান ইত্যাদির চারা। **জালানো**—অঙ্কুরিত হওয়া।

জালাক্ষ—গবাক্ষ। [সং]

জালি--ফলের কচি অবস্থা; জাফরি; গ. কচি (কুমড়ার জালি বা জালি কুমড়া); ফাঁক ফাঁক।

জালিক—জেলে; প্রতারক; ব্যাধ [জাল+ঞ্চিক]

জালিকা—মুখে জালের আবরণ। [জালক+আপ্]। [শালা। [সং]।

জালিনী—আলো প্রবেশের জন্য জালযুক্ত চিত্র-

জালিবোট—[ইং. Jolly-boat] জাহাজাদির সঙ্গে বাঁধা ছোট নৌকা।

জালিম, জালেম—[আ. য়াঁলিম] গ. অত্যাচারী, উৎপীড়ক, জুলুমবাজ (বিপ. মজলুম—অত্যাচারিত)। [স্ত্রী. জেলেনী।

জালিয়া, জেলে—[সং. জালিক] জালজীবী।

জালিয়াত—[আ. জা'ল—কৃত্রিম] গ. যেদলিলাদি জাল করে বা মেকি দ্রব্য তৈরি করে; ধোঁকাবাজ। বি. **জালিয়াতি**—জালিয়াতের কাজ, জাল করণ বা মেকি দ্রব্য তৈরি করণ।

জাল্ম—গ. ইতর; অপরিণামদর্শী; দুরাত্মা; ক্রূর।

জাশু,-সু—[আ. জাসুস্—গোয়েন্দা] গ. গুপ্তচর; ধড়ীবাজ; চাঁই (শয়তানের জাশু)।

জাস্তি—[হি.] গ. বেশি, প্রচুর (বিপ. থোড়া)।

জাহাঁপনা—জাঁহাপনা দ্রঃ। **জাহাঁবাজ**—জাঁহাবাজ দ্রঃ।

জাহাজ—[আ. জহায] অর্ণবযান; স্টীমার; অতিশয় মন্থর-গতি কিছু (চলে যেন জাহাজ)। গ. **জাহাজী**—জাহাজে আগত (জাহাজী সুপারি; জাহাজী গোরা)। **আদার বেপারীর জাহাজের খবর**—নগণ্য লোকের উঁচু দরের ব্যাপার সম্বন্ধে অসঙ্গত কৌতূহল।

জাহান—[ফা.] জগৎ, বিশ্ব (মুস্‌লিম জাহান)।

জাহান্নম, জাহান্নাম—[আ.] নরক। **জাহান্নামে যাওয়া**—নষ্ট হওয়া, দুশ্চরিত্র হওয়া, গোল্লায় যাওয়া। **জাহান্নামের পথ**—অধোগতির পথ, ধ্বংসের পথ।

জাহির, জাহের—[আ. য়াহির] গ. প্রকাশিত, প্রকটিত। **জাহির করা**—রাষ্ট্র করা; প্রদর্শন করা (বিদ্যা জাহির করা)।

জাহ্নবী—গঙ্গা (জহ্নু দ্রঃ)।

জি, জী—জিহ্বা; লোভ (বর্তমানে অচল)।

জি—[সং. জীব—প্রাণ ধারণ করা] বি. জীবন; বাঁচা। **জিয়ন্তে**—জীবন্ত থাকাকালে।

জিউ—বাঁচুক, দীর্ঘজীবী হউক; বি. জীবন শব্দের সংক্ষেপ (বাবা জিউ)।

জিউলি, জিওল—সুপরিচিত গাছ (সহজে মরে না ও আঠার জন্য বিখ্যাত)। [বাং]।

জিওল, জিয়ল—বি. মাছ বিশেষ; সিঙ্গি মাগুর ইত্যাদি মাছ (যাহা দীর্ঘ সময় পাত্রের জলে জিয়াইয়া রাখা যায়)।

জিকির, জিগীর—[আ. জি'ক্‌র] নাম জপ বা পাঠ (জিকির করা); রব, উচ্চধ্বনি (জিকির ছাড়া); সাহস; জোর, ঝোঁক, নির্বন্ধ। **জিগীর তোলা**—বিশেষ ধ্বনি করিয়া রাজনীতিক মতবাদ প্রচার করা।

জিগমিষা—গমনের ইচ্ছা। [গম্+সন্+অ+আপ্]। **জিগমিষু**—গ. গমনেচ্ছু। [গম্+সন্+উ]

জিগীষা—জয়ের ইচ্ছা। [জি+সন্+অ+আপ্]। **জিগীষু**—জয় করিতে ইচ্ছুক। [জি+সন্+উ]।

জিঘাংসা—[হন+সন্+অ+আপ্] বধ করিবার

ইচ্ছা। **জিঘাংসিত**—যাহার প্রাণ বধ করিবার ইচ্ছা করা হইয়াছে। **জিঘাংসু**—ণ. বধেচ্ছু; শত্রু।

জিঘৃক্ষা—[গ্রহ্ + সন্ + অ + আ] গ্রহণ করিবার ইচ্ছা; বশীভূত করিবার ইচ্ছা। **জিঘৃক্ষু**—ণ. গ্রহণেচ্ছু; পিপাসু।

জিজিয়া—[আ. জিযীয়া] মুসলিম রাষ্ট্রে নিরাপত্তার জন্য অ-মুসলমানদের নিকট হইতে গৃহীত এক শ্রেণীর কর।

জিজীবিষা—বাঁচিবার ইচ্ছা: [জীব্ + সন্ + অ + আপ্]। **জিজীবিষু**—ণ. বাঁচিয়া থাকিতে ইচ্ছুক। [জীব্ + সন্ + উ]।

জিজ্ঞাসা—[জ্ঞা + সন্ + অ + আপ্] প্রশ্ন: জানিবার ইচ্ছা, বিশেষ জ্ঞানলাভের ইচ্ছা (ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসা)। **জিজ্ঞাসাবাদ**—প্রশ্নোত্তর ও আলাপ। **জিজ্ঞাসিত**—ণ. যাহাকে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছে, পৃষ্ট। **জিজ্ঞাসু**—ণ. জানিতে ইচ্ছুক, জ্ঞানেচ্ছু; মোক্ষাভিলাষী। [জ্ঞা + সন্ + উ]। **জিজ্ঞাস্য**—ণ. জানিবার বিষয়ীভূত, বিচার্য। [জ্ঞা + সন্ + ণ্যৎ]।

জিঞ্জির, জিঞ্জীর—[ফা. যন্জীর] শৃঙ্খল; গহনা-সংলগ্ন সোনার শিকল।

জিৎ—[জি + কিপ্] (সমাসে পরপদে) যে জয়ী হইয়াছে (ইন্দ্রজিৎ, রণজিৎ, বিশ্বজিৎ)।

জিত—[জি + ক্ত] ণ. পরাজিত; অভিভূত; নিয়ন্ত্রিত (জিতক্রোধ)। (বাং) জয় (হারজিত); **জিতক্লম**—যাহার ক্লান্তি দূর হইয়াছে, অক্লান্ত। **জিতাত্মা**(-ত্মন্)—আত্মজয়ী, জিতেন্দ্রিয়। **জিতাক্ষর**—পাঠ বিষয়ে পটু। **জিতামিত্র**—শত্রুজয়ী; রিপুজয়ী; বিষ্ণু। **জিতারি**—শত্রুজয়ী; কামক্রোধাদি রিপু জয়ী; বুদ্ধদেব। **জিতাষ্টমী**—আশ্বিন মাসের কৃষ্ণপক্ষের অষ্টমী তিথি (স্ত্রীলোকেরা পুত্র-কামনায় এই তিথিতে জীমূতবাহনের পূজা করে)। **জিত্য**—জয় করিবার যোগ্য। [জি + য]।

জিদ, জেদ—[আ. যিদ্দী— বেয়াড়া] গোঁ; আগ্রহাতিশয্য (জেদ করা, জেদ ধরা)। **জিদি, জিদ্দি**—ণ. একগুঁয়ে।

জিন—যিনি তপঃ-প্রভাবে জগৎ জয় করিয়াছেন; অর্হন্; বুদ্ধ; বিষ্ণু। [জি + নক্]। **জিনগৃহ**—বিহার। [ধরেছে)।

জিন—[আ. জিন্] দৈত্য, অপদেবতা (জিনে

জিন, জীন—[ফা. যীন] ঘোড়ার পিঠে বসিবার জন্য যে চামড়ার গদি আঁটা হয়, পর্যাণ। **জিন-সোয়ারী**—যাহার পিঠে জিন আঁটিয়া চড়া হয়, চড়িবার ঘোড়া। [ইং jean]

জিন—মোটা সুতার ঠাস-বুনানি কাপড়-বিশেষ।

জিনা—ক্রি. পরাজিত করা: উৎকর্ষে শ্রেষ্ঠ হওয়া (কোটি ইন্দু জিনি রূপ)। (পদ্যে ব্যবহৃত)।

জিনিষ,-স—[আ. জিন্স্] বস্তু; ঘর-সংসারের সামগ্রী; বিষয়; ব্যাপার (সেকালের সম্পন্ন গৃহস্থের সমাদর, সে জিনিষই ছিল আলাদা। **জিনিসপত্র**—নানা ধরণের জিনিস।

জিন্দা—[ফা. যিন্দা] ণ. জীবিত, জাগ্রত। **জিন্দা পীর**—অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন সাধু পুরুষ।

জিন্দাবাদ—গণমিছিলের ধ্বনি, বাঁচিয়া থাক, অমর হোক, জয়ী হোক, এই অর্থ।

জিন্দান—কারাগার। [ফা. যিন্দান]

জিন্দিগি, জেন্দিগি—[ফা. যিন্দগী] জীবন, জীবিতকাল। **জিন্দিগি ভর**—সারা জীবন ধরিয়া। **জিন্দেগানি**—জীবনযাত্রা। [ফা.]

জিব,-ভ—[সং জিহ্বা, রসনা। **জিভ কাটা**—লজ্জায় বাহির করা জিহ্বা দাঁতে চাপিয়া ধরা। **জিভ চোখানো**—লোভ করা। **জিভ-ছোলা**—জিহ্বা পরিষ্কার করিবার পাত-বিশেষ। **জিভ বাহির হইয়া পড়া**—সাধ্যের অতিরিক্ত শ্রম করা। **জিবে গজা**—জিহ্বার আকৃতির গজা।

জিব্রা, জেব্‌রা—ঘোড়ার চেয়ে ছোট, গায়ে ডোরাকাটা আফ্রিকার পশু-বিশেষ। [ইং zebra]।

জিমনাষ্টিক—ব্যায়াম; বিচিত্র দেহসাধ্য কৌশল। [ইং gymnastic]

জিম্মা—[আ. জি'ম্মা] ণ. গচ্ছিত; বি. ন্যাস; তত্ত্বাবধান। **জিম্মাদারি**—ন্যাসরক্ষণ; রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব (গ্রাম্য ভাষায় জেম্মা)।

জিম্মী—মুসলিম রাষ্ট্রের অ-মুসলমান প্রজা, যাহাদের রক্ষণাবেক্ষণের ভার রাষ্ট্র গ্রহণ করিয়াছে।

জিয়ন্ত—ণ. জীবন্ত, সজীব (জিয়ন্তে মরা—বাঁচিয়া থাকিলেও মৃতের মত)। [বাং]

জি(জী)য়ল—ণ. বি. জিওল; সিঙ্গি মাছ। [বাং]

জিয়াদা, জেয়াদা—[আ. যিয়াদা] ণ. বেশি; অতিরিক্ত (কানা খোঁড়ার এক রগ জেয়াদা)।

জিয়াপুতী—যে নারী তাহার সব পুত্রই জীবিত রাখিয়া পরলোক গমন করে, জেঁচ্ পোয়াতী।

জি(জে)য়ারত—তীর্থ বা কবরাদি পরিক্রমা ও প্রদক্ষিণ। [আ.]। জেয়ারত দ্রঃ

জিরজির—[সং জর্জর] জীর্ণশীর্ণ। **হাড়-জিরজিরে**—কঙ্কালসার। [কা.]

জিরন্দাজ(ন)—হুঁকার বনাতের আসন-বিশেষ।

জিরা, জীরা—[সং জীরক] রান্নার সুপরিচিত মশলা, cumin।

জিরাত, জরাত—[আ. জিরা'আত, জরা'আত] বাসের বা চাষের জমি। **জিরাতিয়া প্রজা**—ত্রিপুরা রাজ্যের এক শ্রেণীর চাষের জমির প্রজা যারা প্রায়শঃই পাকিস্তানী।

জিরান—ক্রি. বিশ্রাম করা; ক্লান্তি অপনোদন করা; বি. অবকাশ; ফাঁক। **জিরান কাট**—খেজুর গাছ চাঁচিয়া রস বাহির করিবার পর বিশ্রাম দেওয়া ও কয়েক দিন পরে আবার চাঁচা (জিরান কাটের রস)।

জিরাফ—খুব লম্বা গলা ও লম্বা পা বিশিষ্ট দক্ষিণ আফ্রিকাবাসী জন্তু, ইহাদের সামনের পা পিছনের পা হইতে অনেক বেশী লম্বা। [ইং giraffe]।

জিলা, জেলা—[আ. দ্বি'লা'] কয়েকটি মহকুমার সমষ্টি (ম্যাজিষ্ট্রেটের অধীন), দেশের অংশবিশেষ। **গরজিলা**—এক জিলা হইতে অপরাধ-আদির জন্য অন্য জিলায় নির্বাসন।

জিলাপি, জিলিপি—[হি. জিলেবী] চক্রাকার প্যাঁচবিশিষ্ট মিঠাই-বিশেষ। **জিলাপির প্যাঁচ**—কূটবুদ্ধি, কুটিল কিছু।

জিলকাদ—হিজরী সনের একাদশ মাস। [আ.]

জিল্‌কি—ঝিলিক; বিদ্যুৎ; বিদ্যুৎ চমকানি (জিল্‌কি ঠাটা)। (পূর্ববঙ্গে ব্যবহৃত)।

জিল্দ, জেল্দ—[আ. জিল্দ] পুস্তকের খণ্ড বা বাঁধাই বা মলাট, জেল। **জেল্দ বাঁধা বা জেল বাঁধা**—প্রতি ফর্মা আলাদা সেলাই করিয়া অনেকগুলি ফর্মা একসঙ্গে বাঁধা; চামড়ার বাঁধাই।

জিল্লা, জেল্লা—[আ. হি. দ্বি'লা'; সং জ্বল] চাকচিক্য, উজ্জ্বল্য। **জেল্লাদার**—ণ. চকচকে।

জিষ্ণু—ণ. বি. জয়শীল; জেতা; বিষ্ণু; ইন্দ্র; অর্জুন; সূর্য। [জি+গ্স্নু]।

জিহাদ, জেহাদ—[আ.] ধর্মযুদ্ধ; সত্য ও ন্যায় প্রতিষ্ঠার জন্য যুদ্ধ। [আপ]।

জিহীর্ষা—হরণের অভিলাষ। [হৃ+সন্+অ+

জিহীর্ষু—ণ. হরণ-অভিলাষী। [হৃ+সন্+উ]

জিহ্ম—ণ বক্র, কুটিল। [সং]। **জিহ্মগ**—কুটিল-গতি; সর্প। ণ. **জিহ্মিত**—কুটিল, ঘূর্ণিত। **জিহ্মবীক্ষিত**—টেরাদৃষ্টি।

জিহ্বা—[লিহ্+ব+আপ্] রসনা, যাহা দ্বারা লেহন করা যায়। **জিহ্বা কণ্ডূয়ন**—ঝগড়ার জন্য জিভ চুলকানো। **জিহ্বাগ্র**—জিহ্বার আগা বা ডগা। **জিহ্বাগ্রবর্তী**-(র্তিন্)—যাহা জিহ্বাগ্রে আছে। **জিহ্বাপ**—যাহারা জিহ্বার দ্বারা পান করে,—কুকুর, বিড়াল, বাঘ প্রভৃতি। **জিহ্বামূলীয়**—যে সব বর্ণ জিহ্বামূল হইতে উচ্চারিত হয়। **জিহ্বাস্তম্ভ**—জিহ্বার পক্ষাঘাত।

জী—[সং. জীবন; জি দ্রঃ] বি. মন, প্রবৃত্তি (জী চায়না); শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি, ' মহাশয় (গান্ধীজী, বাবাজী)); জীউ, প্রাণ, প্রাণসদৃশ (বাবাজী—বাবাজীবন); সম্ভ্রমসূচক উত্তর, আজ্ঞে, যে-আজ্ঞে (রহমান বাড়ী আছ?—জী আছি।)।

জী—ক্রি. জীবন ধারণ করি (প্রাচীন বাংলায়)।

জীএ—বাঁচে। **জীউ**—জীবন; দীর্ঘজীবী হউক। **জীউক**—বাঁচুক, বাঁচিয়া উঠুক]

জীউ, জিউ—বি. দেব, মহিমান্বিত ঠাকুর (রাধারমণ জীউ)।

জীব—ক্রি. বাঁচিয়া থাক; বি. [জীব্+অ] দেহের চৈতন্য-শক্তি, জীবাত্মা (প্রাচীন বাংলায় ব্যবহৃত); প্রাণী, দেহী (জীবজগৎ)। **জীবক**—সুদখোর; সেবক; সাপুড়ে। **জীবজগৎ**—প্রাণীসমাজ। **জীবজন্তু**—নানাবিধ জন্তু। **জীবতত্ত্ব**—প্রাণিতত্ত্ব, zoology। **জীব-তারা**—জীবরূপ তারা; জীবন। **জীবধন**—গোধনাদি। **জীবধানী**—পৃথিবী। **জীব-পতি**—যাহার পতি জীবিত। **জীবপিতা**—যাহার পিতা জীবিত। **জীববলি**—দেবোদ্দেশে পশুবধ। **জীবমন্দির**—দেহ। **জীব-লোক**—সংসার, মর্ত্যলোক। **জীবহত্যা, জীবহিংসা**—পশুবধ। **কৃষ্ণের জীব**—নিরীহ প্রাণী ও কৃপার পাত্র।

জীবৎ—ণ. যে বা যাহা জীবিত আছে; বর্তমান। (অন্য শব্দের সহিত যুক্ত হইয়া ব্যবহৃত হয়)। [জীব্+শতৃ]। **জীবৎকাল, জীবদ্দশা**—জীবিতাবস্থা। **জীবৎপতি**—সধবা। **জীবৎ-পিতৃক**—যাহার পিতা বাঁচিয়া আছেন। **জীবৎমানে, জীবমানে**—জীবিত থাকিতে, জীবদ্দশায়।

জীবন—প্রাণধারণ (জীবনকাল); জীবনকাল (আজীবন); প্রাণ (জীবন-ভিক্ষা); প্রাণ-স্বরূপ, অতি প্রিয় (জগজ্জীবন); জীবিকা (জীবনোপায়); জল; বায়ু; আয়ুবর্ধক টাট্‌কা নবনী; পরমেশ্বর। [জীব্+অনট্]। **জীবন-চরিত**—জীবনী। **জীবনবীমা**—কিস্তিতে কিস্তিতে চাঁদা দিয়া মৃত্যুর পরে বা কয়েক বৎসর অন্তে নির্দিষ্ট অর্থ প্রাপ্তির চুক্তি। **জীবন-বেদ**—জীবনরূপ বেদ অর্থাৎ সত্যের উৎসস্বরূপ জীবন (তুলনীয়, দিল্‌কোরাণ)। **জীবন-যৌবন**—জীবন ও যৌবন, প্রাণ ও তারুণ্য। **জীবনসঙ্গিনী**—পত্নী। **জীবনসাধন**—যাহা প্রাণ ধারণের উপায়স্বরূপ **জীবন-হেতু**—জীবন ধারণের বিভিন্ন উপায়—বিদ্যা, শিল্প, কৃষি, ভিক্ষা প্রভৃতি। **জীবনাবধি**—আজীবন। **জীবনান্ত**—মৃত্যু।

জীবনী—ণ. যাহা জীবন বা আয়ু দান করে। প্রাণদায়িনী; (বাং) বি. জীবন-চরিত। [জীব্ +অনট্+ঈপ্]। **জীবনী-শক্তি**—বাঁচিয়া থাকিবার শক্তি।

জীবনোপায়—জীবিকা, বাঁচিয়া থাকিবার উপায়। [জীবন+উপায়]

জীবন্ত—ণ. বাঁচিয়া আছে এমন, জীয়ন্ত; প্রাণবন্ত; উৎসাহ ও উদ্দীপনাপূর্ণ; অত্যন্ত স্পষ্ট (জীবন্ত সত্য)। [জীবৎ]। **জীবন্তিকা**—পরগাছা।

জীবন্মুক্ত—ণ. জীবিতাবস্থায় মায়ার বন্ধন হইতে মুক্ত; আত্মতত্ত্বজ্ঞ। [জীবৎ+মুক্ত]। বি. **জীবন্মুক্তি**।

জীবন্মৃত—ণ. জীবিত হইলেও মৃতবৎ, নির্জীব; মনমরা। [জীবৎ+মৃত]

জীবন্যাস—মন্ত্রবলে দেব-বিগ্রহে প্রাণ প্রতিষ্ঠা। **জীবলীলা**—জীবনের কার্যাবলী। **জীব-লোক**—সংসার, মর্ত্যভূমি। **জীব-সংক্রমণ**—জীবের জন্মান্তর পরিগ্রহ। **জীব-স্থান**—মর্মস্থান। **জীবহিংসা**—জীবের প্রাণ বধ। **জীবাকর**—জীব-বীজ, protoplasm। **জীবাণু**—প্রাণবিশিষ্ট অতি ক্ষুদ্র কণা, microbe (রোগজীবাণু—যে জীবাণু দেহে প্রবেশ করিয়া রোগ সৃষ্টি করে, bacillus.) **জীবাতু**—জীবন ধারণের উপায়, জীবনের ঔষধ (রাধিকার রূপগুণ আমার জীবাতু—চৈতন্য-চরিতামৃত)। **জীবাত্মা**—বি. প্রাণপুরুষ; দেহী; আত্মা; দেহস্থ চৈতন্য যাহা পরমাত্মার প্রকাশ। **জীবান্তক**—ব্যাধি; প্রাণ-নাশক। **জীবাবশেষ,জীবাশ্ম**—বহু পূর্বে মৃত জীবের প্রস্তরীভূত দেহাবশেষ, fossil.

জীবিকা—জীবন ধারণের উপায়, বৃত্তি, পেশা; জীবন্তী বৃক্ষ। [জীব্+ঘঞ্+ক+আপ্]। **জীবিকা নির্বাহ**—পেট চালানো।

জীবিত—ণ. যাহা বাঁচিয়া আছে, প্রাণবন্ত; পুন-র্জীবিত। বি. প্রাণ। [জীব্+ক্ত]। **জীবিত-কাল**—আয়ুষ্কাল। **জীবিত-সংশয়**—প্রাণ-সংশয়। **জীবিতাপহা** (-হন্)—প্রাণঘাতক। **জীবিতেশ, জীবিতেশ্বর**—পরমেশ্বর; প্রিয়তম; স্বামী।

জীবী(-বিন্)—ণ আয়ুবিশিষ্ট (অন্য শব্দের সঙ্গে যুক্ত হইয়া ব্যবহৃত হয়—স্বল্পজীবী, দীর্ঘজীবী, ক্ষীণজীবী); ইহাই জীবিকা যাহার (মৎস্যজীবী কৃষিজীবী, বুদ্ধিজীবী)। [জীব্+ণিন্]

জীবোৎসর্গ—প্রাণোৎসর্গ; আত্মহত্যা। [জীব +উৎসর্গ]।

জীবোপাধি—স্বপ্ন সুষুপ্তি ও জাগ্রদবস্থা—জীবের এই অবস্থাত্রয় [জীব+উপাধি]

জীমূত—(যে জল বদ্ধ করিয়া রাখে) মেঘ। [জী-মূ+ক্ত]। **জীমূতমন্দ্র**—মেঘের গুরু-গম্ভীর ধ্বনি। **জীমূতবাহন**—ইন্দ্র; দায়-ভাগ-শাস্ত্রের-প্রণেতা।

জীয়ন—জীবন; বাঁচা। [বাং]। **জীয়ন-কাঠি**—যে কাঠির স্পর্শে জীবন সঞ্চার হয় (বিপরীত, মরণকাঠি)। **জীয়ন্ত**—ণ. জীবিত, জ্যান্ত। **জীয়ন্তে**—জীবিত অবস্থায়। **জীয়ন্তে-মরা, জ্যান্তে-মরা**—প্রাণ থাকিতে মৃতবৎ; অতি অসহায়।

জীয়াচ, জেঁয়াচ, জেঁচ—[সং. জীবদপত্যা] ণ. যে প্রসূতির সব সন্তান বাঁচিয়া থাকে (জেঁচ-পোয়াতী, আখড় অর্থাৎ অখণ্ড পোয়াতীও বলে)।

জীয়ানো—বি. জীবন-দান। ক্রি. বাঁচাইয়া রাখা (মাছ জীয়ানো)। ণ. যাহা বাঁচাইয়া রাখা হইয়াছে ('-মাছ')। **জীয়াইয়া রাখা**—নিরসন বা শেষ মীমাংসা না করা, লালিত করা (শত্রুতা জীয়াইয়া রাখা)। [বাং]

জীয়াপুত, -পোতা—পার্বত্য বৃক্ষবিশেষ, পুত্রজীব। (দক্ষিণ কলিকাতায় বা লেকে

এই চিরসবুজ গাছগুলি রাস্তার শোভা বর্ধন করিয়াছে)।

জীরা—(জিরা দ্রঃ) মৌরীর মত মসলা বিশেষ; সাধারণ জীরা, কৃষ্ণ জীরা বা কাল-জীরা, শা-জীরা বা মিঠা জীরা।

জী(জি)রাত—[আ. যিরাত] চাষের জমি।

জীর্ণ—ণ. ব্যবহারের ফলে ক্ষয়প্রাপ্ত বা ছিন্ন (জীর্ণ বাস); শিথিলতা প্রাপ্ত (জীর্ণ যৌবন); অতি পুরাতন, সেজন্য ব্যবহারের অযোগ্য (জীর্ণ-অট্টালিকা); যাহা হজম করা হইয়াছে (সুজীর্ণ খাদ্য; অজীর্ণ রোগ); জারিত (জীর্ণ লৌহ) [জৄ+ক্ত]। **জীর্ণজ্বর**—পুরাতন জ্বর। **জীর্ণি**—বার্ধক্য। [জৄ+ক্তি]। **জীর্ণোদ্ধার**—জীর্ণ বস্তুর সংস্কার বা মেরামত।

জুই, যুঁই—[সং যূথিকা; হি. জহী] জুইফুল।

জুখ, জোখ, জোঁখ—পরিমাপ; ওজন (মাপ-জোখ); তুলনা, যাচাই (আমি কারো সঙ্গে জোঁখ দিতে যাব না)। [বাং]। **জুখা, জোখা, জুখা, জোঁখা**—মাপা, তৌল করা, পারস্পরিক উচ্চতাদি নিরূপণ করা; অন্যের সহিত নিজের তুলনা করা।

জুগী, জোগী—যুগী দ্রঃ।

জুগুপ্সন—বি. নিন্দা করা, কুৎসা রটনা করা। [গুপ্+সন্+অনট্]। **জুগুপ্সা**—বি. কুৎসা, অপবাদ। **জুগুপ্সিত**—ণ. নিন্দিত, ঘৃণিত।

জুচ্চুরি, জোচ্চোরি—জুয়াচুরি, প্রবঞ্চনা।

জুজ—[আ. জুয] বইয়ের খণ্ড, ফর্মা। **জুজ-বন্দী, জুজ সেলাই**—বিভিন্ন ফর্মা আলাদা আলাদা সেলাই করিয়া পরে একত্রে বাঁধা। (তুঃ. ফোর সেলাই)।

জুজু—যাহার কথা বলিয়া ছোট ছেলেমেয়েদের ভয় দেখানো হয় এমন কাল্পনিক জীববিশেষ। **জুজুবুড়ি**—ছেলেধরা, ডাইনি। **জুজুর ভয়**—কাল্পনিক বিপদ সম্বন্ধে অতিশয় ভীতি।

জুজুৎসু—জাপানী কুস্তি। যুযুৎসু দ্রঃ।

জুঝা, জোঝা—[সং যুধ্] ক্রি. যুদ্ধ করা; বোঝা-পড়া করা। **জুঝাজুঝি**—পরস্পরের যুদ্ধ; বোঝাপড়া। [বাং]

জুঝারু—ণ. যোদ্ধা, যুদ্ধনিপুণ। [বাং]

জুটা, জুঠা—[সং. জুষ্ট; হি. জুঠা] ণ. এঁটো, উচ্ছিষ্ট, স্পৃষ্ট বা ভুক্তাবশিষ্ট খাদ্যদ্রব্য।

জুটা, জোটা—ক্রি. মিলিত হওয়া (খেলোয়াড়ের দল জুটেছে); সঙ্গীরূপে পাওয়া (বন্ধু জুটেছে); সংগৃহীত হওয়া (মক্কেল জোটা; অন্ন জোটে না; কথা জোটে মেলা)। **জুটানো, জোটানো**—সংগ্রহ করিয়া আনা (ভাত কাপড় জোটানো দায়)। **জুটেপুটে**—দলবদ্ধ হইয়া।

জুটি—জুড়ি, সঙ্গী, সমবয়স্ক, সমকক্ষ।

জুড়ন—ক্রি. একসঙ্গে যুক্ত করা; ঠাণ্ডা করা (জুড়ানো দ্রঃ)।

জুড়া, জোড়া—ক্রি. যুক্ত করা, যোজিত করা (জুড়ি দুই কর); জুতিয়া দেওয়া (গাড়ীতে বলদ জোড়া); আরম্ভ করা (কান্না জুড়িল); পূর্ণ করা, ব্যাপ্ত করা (জগৎ জুড়ে উদার সুরে আনন্দগান বাজে—রবি); জোটা (ভাত জোড়ে না)। ণ. যুক্ত; ব্যাপ্ত (ঘর-জোড়া পাটি)।

জুড়ানো—ক্রি. ঠাণ্ডা হওয়া বা করা (গরম ভাত জুড়ানো); স্নিগ্ধ বা তৃপ্ত হওয়া অথবা করা (হৃদয় মন জুড়িয়ে গেল)। [বাং]

জুড়ি, জুড়ী—[হি. জোড়ী] বি. সমান সমান দুইটি; দুই জন বা এক জোড়া; সাথী; সমান আর একটি, সমকক্ষ ব্যক্তি (তার জুড়ি নাই); অশ্বদ্বয়; দুই ঘোড়ায় টানা গাড়ী (জুড়ী-গাড়ী); যাত্রাদলে একযোগে গানকারী দল; একসুরে বাঁধা সেতারের দুইটি বিশেষ তার। **জুড়ীদার**—বি. ণ দোসর, সাথী; সমকক্ষ; ইয়ার।

জুত—বি. সুসঙ্গতি; সুবিধা; মনোমত ব্যবস্থা (বসে জুত হচ্ছে না অথবা পাচ্ছি না)। [বাং]। **জুতসই, জুতমত**—সুসঙ্গত; মনোমত।

জুত, জুতি—জ্যোতিঃ (চোখের জুত)। [প্রাদে.]

জুতা—চর্মপাদুকা, বিনামা। [বাং]। **জুতা খাওয়া**—অপমানিত হওয়া; বেকুব বনা। **জুতা মারা**—জুতা দিয়া প্রহার করা; কায়দায় ফেলিয়া ঘোর অপমান করা। **জুতানো**—জুতা মারা; অত্যন্ত অপমানিত করা।

জুদা—[ফা.] ণ. আলাদা, ভিন্ন, পৃথক্। **জুদা জুদা**—পৃথক্ পৃথক্।

জুন—খৃষ্টীয় বৎসরের ষষ্ঠ মাস। [ইং. June]

জুনিপোকা—জোনাকি। [প্রাদে.]

জুনিয়র—ছোট, নূতন, অপ্রবীণ। [ইং junior]

জুবড়ানো—ক্রি. অপেক্ষাকৃত চওড়া পাত্রে ডুবানো (মুখ জুবড়ে খাওয়া—গরুর মত জাবনায় মুখ ডুবাইয়া তৃপ্তির সঙ্গে খাওয়া)। **দাড়ি জুবড়ে খাওয়া**—বেসামালভাবে খাওয়া

(ঠাট্টা করিয়া বলা হয়—বেয়াই বাড়ীতে গিয়ে খুব ক'দিন দাড়ি জুবড়ে খেলে তা'হলে)।

জুবিলী—পঁচিশ (রৌপ্য জুবিলী) চল্লিশ পঞ্চাশ (স্বর্ণজুবিলী) বা ষাট (হীরকজুবিলী) বৎসর পূর্ণ হওয়া উপলক্ষে উৎসব। [ইং. jubilee]

জুব্বা, জোব্বা—[আ.] বুক-খোলা দীর্ঘ অঙ্গাবরণ (অন্যান্য জামার উপরে পরা হয়); মর্যাদা-ব্যঞ্জক দীর্ঘ জমকালো পোষাক।

জুম চাষ বা জুম আবাদ—একই গর্তে নানা ফসলের বীজ বপন (ত্রিপুরা ও পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়ীয়া জাতিরা এইরূপ আবাদ করে)।

জুম্‌লা—[আ. জুম্‌লা] মোট, সমষ্টি, একুন।

জুম্মা, জুমা—[আ. জুমা'] শুক্রবার। **জুম্মা-ঘর**—মস্‌জিদ, যেখানে শুক্রবারের সাপ্তাহিক সম্মিলিত উপাসনা হয়। **জুম্মার নামাজ**—শুক্রবারের মধ্যাহ্নকালীন নামাজ। **জুমা, জুম্মা মস্‌জিদ**—যে বৃহৎ মস্‌জিদে শুক্রবারের সম্মিলিত নামাজ ও খোৎবা পাঠ হয়।

জুয়া—বাজি রাখিয়া খেলা, gambling, [সং দ্যূত]। **জুয়াচোর**—জুয়াখেলার ব্যপদেশে যে চুরি করে; প্রতারক, বঞ্চক; ফাঁকিবাজ। [বাং]। বি. জুয়াচুরি, জুয়োচুরি, জোচ্চুরি। **জুয়াড়ী,-ড়ী**—যে জুয়া খেলে; জুয়াখেলায় দক্ষ অথবা আসক্ত।

জুয়ানো, জোয়ানো—ক্রি. যোগানো; যোগাইয়া আসা ('কথা না জুয়ায় মুখে'); উপযুক্ত বিবেচিত হওয়া ('অনুগত জনেরে ছাড়িতে না জুয়ায়')।

জুয়াল, জুয়ালি, জোয়াল—যুগকাষ্ঠ, লাঙ্গল বা গাড়ী টানিবার জন্য গরুর কাঁধে আড় ভাবে যে কাষ্ঠ বা বাঁশখণ্ড বসানো হয় (লাঙ্গল জোয়াল। গ্রাম্য ভাষায়, জোঙাল। [বাং]।

জুরি, জুরী—দায়রা বিচারে জনসাধারণ হইতে মনোনীত জজের সহকারী ব্যক্তিবর্গ, যাঁহারা আসামী দোষী কি নির্দোষ স্থির করেন [ইং jury]

জুল্‌পি, জুল্‌ফি—[ফা. যুল্‌ফ্—চূর্ণ কুন্তল] কানের পাশে রাখা একটু বড় চুল।

জুলাই—[ইং. July] খৃষ্টীয় বৎসরের সপ্তম মাস।

জুলি,-লী—জল নিঃসরণের ছোট জোল বা নালা; অগভীর ও কম চওড়া ছোট খাত।

জুলু—দক্ষিণ আফ্রিকার জাতি বিশেষ। [ইং Zulu]

জুলুম—[আ. যু'ল্‌ম্] বি. অত্যাচার, উৎপীড়ন, জবরদস্তি (জোরজুলুম)। **জুলুমবাজ**—অত্যাচারী, দুর্দান্ত, জালিম।

জুলুস—জলুস দ্রঃ।

জুষ, জুস—[হি.] কাথ, সুরুয়া, ঝোল (মাংসের জুষ, মসুরির জুষ)।

জুষ্ট—ণ. সেবিত; ভূষিত ('মরকতমণিজুষ্ট'); অধ্যুষিত; উচ্ছিষ্ট। [জুষ্+ক্ত]

জুষ্য—ণ. পূজ্য, সেব্য। [জুষ্+ণ্যৎ]

জুহার, জোহার—বি. নতি, মিনতি (প্রাচীন বাংলায় ব্যবহৃত)। [হি.]

জূট—[জূট্ (জড় হওয়া) +অ] একত্রবদ্ধ ঝুঁটি। **জটাজূট**—চূড়াবাঁধা জটা।

জৃম্ভ, জৃম্ভণ, জৃম্ভা—হাই তোলা, শরীরের শিথিলতা বোধ ও মুখ ব্যাদান। [জৃম্ভ্+অ, অনট্, অ+আপ্]। **জৃম্ভক**—যে হাই তোলে; দিব্যাস্ত্র-বিশেষ, ইহার প্রয়োগের ফলে প্রতিপক্ষ অবসাদগ্রস্ত ও নিদ্রিত হইত। **জৃম্ভিত**—বিকশিত।

জেওর—[ফা. যেবর] গহনা।

জেঁকো—ণ. জাঁকজমক-সম্পন্ন; গর্বিত। [বাং]

জেঁয়াচ, জেঁওচ, জেঁচ, জাঁচ—ণ. যে প্রসূতির সব সন্তানই বাঁচিয়া আছে (জেঁচ-পোয়াতী)। [বাং]

জেকের; জেজিয়া—জিকির ও জিজিয়া দ্রঃ।

জেটি, জেটী—[ইং jetty] জাহাজ-ঘাটের মঞ্চ যেখান দিয়া যাত্রী বা মাল উঠানামা করে।

জেঠ—জ্যৈষ্ঠ মাস (জেঠ ধান); জ্যেষ্ঠ, অগ্রজ, বড়। [জ্যৈষ্ঠ বা জ্যেষ্ঠ]। **জেঠতুত, -তুতো**—জেঠাত। **জেঠশাশ, জাঠশাশুড়ী, জাশ-শাশুড়ী**—শ্বশুরের বৌদি। তেমনি, **জেঠ-শ্বশুর**, জাঠ-শ্বশুর, জাশ-শ্বশুর।

জেঠা—[সং জ্যেষ্ঠতাত] বি. পিতার বড় ভাই; ণ. অকালপক্ক। স্ত্রী. **জেঠী, জেঠীমা, জেঠাইমা**। **জেঠাত, জেঠতুত**—ণ. জেঠার সন্তান। **জেঠাম, জেঠামি**—অকালপক্কতা।

জেঠি,-ঠী—[সং জেষ্ঠী] টিকটিকি।

জেতব্য—ণ. জেয়, বশীভূত করিবার যোগ্য। [জি+তব্য]

জেতা (-তৃ)—ণ. জয়ী; যাহার জয়লাভ হইয়াছে। স্ত্রী. **জেত্রী**। [জি+তৃচ্]

জেতা, জিতা—ক্রি. জয়লাভ করা, লাভ করা (জিতে কেনা); প. লাভের (দু'টাকায় মাছটা খুব জেতা হয়েছে)। **জেতানো**—বিজয়ী করা; লাভবান করা।

জেদ—জিদ দ্রঃ। **জেদাজেদি**—প্রতিযোগিতা, আড়াআড়ি। [বাং]

জেনানা—জনানা দ্রঃ।

জেনারেল—[ইং. general] সেনাপতি।

জেন্দাবেস্তা—প্রাচীন পারসিকদিগের ধর্মগ্রন্থ (আবেস্তা মূলগ্রন্থ, জেন্দ তাহার ভাষ্য; আবেস্তার প্রবর্তয়িতা জরথুস্ত্র)।

জেব—[ফা.] জামার পকেট। **জেব-ঘড়ি**—জেবে রাখিবার ঘড়ি, pocket watch.

জেব্রা—জিব্রা দ্রঃ। [ইং. Zebra]

জেয়—প. যাহাকে জয় করা যায়। (বিপরীত—অজেয়)। [জি+ণ্যৎ]

জেয়াদা—জিয়াদা দ্রঃ।

জেয়াফত—[আ. যিয়াফত্] ভোজ, নিমন্ত্রণ।

জেয়ারত—[আ. যিয়ারত্] তীর্থদর্শন, কোন ধার্মিক পুরুষ অথবা কবর সন্দর্শন। **কবর জেয়ারত**—কবরের পাশে দাঁড়াইয়া প্রার্থনা ও সেই মৃতের পারলৌকিক কল্যাণের জন্য লোক খাওয়ানো ও দোয়া দরূদ পাঠ ইত্যাদি।

জের—[ফা. যের] প. নিম্ন (জেরদস্ত—দুর্বল; বিপ. জবরদস্ত—প্রবল); বি. অবশেষ, অনুবৃত্তি। **জের টানা**—পূর্বপৃষ্ঠার অঙ্কসমষ্টি পরপৃষ্ঠায় লেখা; পূর্বকর্মের ফলভোগ বা জবাবদিহি।

জেরবার—[ফা. যেরবার] প. পর্যুদস্ত, নাকাল (মোকদ্দমায় মোকদ্দমায় জেরবার হয়ে গেছে)।

জেরা—[হি.] আদালতে বিপক্ষের উকিলের কূটপ্রশ্নাদি; প্রশ্নের পর প্রশ্ন (এত জেরা করলে বাঁচি কেমন করে)।

জেরা—[ফা. যেরা] বর্ম (লোহার জেরা-পরা)।

জেল—[ইং. jail] কারাগার; কারাদণ্ড (ছ' মাসের জেল হয়েছে)। **জেল খাটা**—কারাদণ্ড ভোগ করা। **জেলদারোগা, জেলার**—জেলের ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী, Jailor.

জেলা, জেল্লা—জিলা দ্রঃ।

জেলে, জেলিয়া—[সং. জালিক] বি. মৎস্যজীবী। **জেলে ডিঙ্গি**—জেলেদের মাছ ধরার ছোট নৌকা।

জেহাদ—জিহাদ দ্রঃ।

জেহেন—[আ. জি'হ্ন্] প্রতিভা; মস্তিষ্ক, স্মরণশক্তি (এ ছেলের জেহেন নাই, পড়ায় ভাল নয়)।

জৈত্র—প. বিজয়ী; বি. পারদ। [জেতৃ+অ]।

জৈত্রী—[সং জয়ন্ত্রী] জায়ফলের গাছের ফুল।

জৈন—ধর্ম-সম্প্রদায়-বিশেষ। [জিন+অন্]

জৈব—প. জীব-বিষয়ক organic; জীব হইতে জাত (জৈব উপাদান)। [জীব+অ]। **জৈব রসায়ন**—জীব সম্বন্ধীয় রসায়ন শাস্ত্র, organic chemis'ry or bio-chemistry.

জৈষ্ঠমধু, জ্যেষ্ঠমধু—যষ্টিমধু, মিষ্ট মূল-বিশেষ।

জৈমিনি—মীমাংসা দর্শন-প্রণেতা মুনি।

জো—[সং. যোগ] সুযোগ; অনুকূল অবস্থা; জুত; চাষের বা শস্য বপনের উপযুক্ত অবস্থা; খেই। **জো পাওয়া**—কার্যসিদ্ধির সুযোগ পাওয়া। **জো বৃষ্টি**—যে বৃষ্টির ফলে ভূমি শস্য বপনের উপযুক্ত হয়। **জো-সো**—সুযোগ-সুবিধা, জুতজাত।

জোঁক—সুপরিচিত জলকীট (জোঁকের মত ধরা—নাছোড়বান্দা ভাবে ধরা বা নির্মম ভাবে শোষণ করা)।

জোঁকা, জোঁখা—জুখ দ্রঃ। **লেখা-জোঁখা**—লিখিত হিসাব (লেখা-জোঁখা নাই)।

জোকার—[সং. জয়কার] উলুধ্বনি।

জোগাড়—সংগ্রহ, আয়োজন। [বাং]। **জোগাড়যন্ত্র**—প্রারম্ভিক আয়োজন, সংগ্রহ। **জোগাড়-জাগাড়**—কিছু জোগাড়যন্ত্র। **জোগাড়িয়া, জোগাড়ে**—প. বি. যে জোগাড়যন্ত্র করিতে পারে, কার্যসিদ্ধির অনুকূল অবস্থা সৃষ্টি করিতে পটু; মিস্ত্রীর সহকারী মজুর।

জোগান—বি. আনিয়া দেওয়া, সরবরাহ; নিয়মিত সরবরাহ (দুধের জোগান); সাহায্যকারী সৈন্য।

জোগানো—ক্রি. সরবরাহ করা, অভাব পূরণ করা। **কথা জোগানো**—উপযুক্ত উক্তি যথাসময়ে মনে পড়া বা বলা। **ভাত কাপড় জোগানো**—ভরণ পোষণের দায়িত্ব গ্রহণ করা। **মন জোগানো**—খুশী করিতে চেষ্টা করা।

জোচ্চোর, জুচ্চোর—প্রবঞ্চক। বি. **জুচ্চুরি**—প্রবঞ্চনা।

জোছনা—[সং. জ্যোৎস্না] জ্যোৎস্না; চন্দ্রালোকের বিস্তার। **কাগ-জোছনা**—কাকের ডিমের মত ঘোলাটে জ্যোৎস্না। **ফুটফুটে জোছনা**—উজ্জ্বল চন্দ্রালোক।

জোট—বি. একত্র সমাবেশ ; দল। [বাং]। **এক-জোট**—দলবদ্ধ ; এক মতলবের। **জোট পাকানো**—দলবদ্ধ হওয়া, ঘোঁট করা। **জোট বাঁধা**—জোট পাকানো ; জড়াইয়া যাওয়া। **জোট-পাট**—জোগাড়যন্ত্র। **জোটা**—জুটা দ্রঃ। **জোটাজোট**—জোগাড় ; যোগসাজস।

জোড়—বি. সংযোগ, মিলন (জোড় খাওয়া, জোড়ের মুখ) ; ধুতিচাদর (চেলির জোড়) ; ণ. মিলিত, সংযুক্ত (জোড়হাত, জোড় কলম) ; বি যুগল (মাণিক-জোড় ; শালের জোড়)। **জোড় খাওয়া**—যোগ্য ভাবে সংযোজিত হওয়া ; মিল হওয়া ; পক্ষী ও পক্ষিণীর মিলন। **জোড়তাড়**—জোড়াতাড়া দ্রঃ। **জোড় ভাঙ্গা**—স্ত্রী-পুরুষের বা যুগলের অসম্মিলিত হওয়া বা সেরূপ অবস্থা। **বেনারসী জোড়**—বেনারসী ধুতি ও চাদর। **জোড়ে যাওয়া**—বিবাহের পর বরের স্ত্রীকে সঙ্গে লইয়া শ্বশুর-বাড়ী যাওয়া।

জোড়া—[সং. যুগ্ম ; হি. জোড়] ণ. দুইটি (জোড়া পাঁঠা ; জোড়ায় জোড়ায় কাপড়) ; সংমিলিত ; (জোড়া লাথি) ; অখণ্ডিত, সংযুক্ত (গরুর খুর ঘোড়ার খুরের মত জোড়া নয় ; জোড়াভুরু ; জোড়া পোষ্টকার্ড) ; পরিব্যাপ্ত, পূর্ণ (আকাশ-জোড়া, ঘরজোড়া, কোলজোড়া) ; বি. সমকক্ষ ব্যক্তি ('তার জোড়া নেই') জোড়, সংযোগ (জোড়া লাগা) ; যুগলের একটি (একটা বাঘ মারা পড়েছে, জোড়াটা এখনও উপদ্রব করছে)। **জামা-জোড়া**—জামা ও শাল ; সাজ-পোষাক। **জোড়াতাড়া**—বি. ণ. শিথিল সংযোগ ; অদৃঢ় ভাবে সংযুক্ত (জোড়াতাড়া দিয়ে কাজ হয় না ; জোড়াতাড়া সম্পর্ক)। **জোড়াতালি**—ণ. বি. অদৃঢ় ভাবে যুক্ত ; গোঁজামিল। **হাত জোড়া থাকা**—কাজে ব্যস্ত থাকা। [লাগানো।

জোড়া—ক্রি. জুড়া দ্রঃ। **জোড়ানো**—জোড়া

জোত—[সং. যোত্র] যে চামড়া বা রশির দ্বারা গরু বা ঘোড়াকে লাঙ্গল অথবা গাড়ীর সহিত বাঁধা হয় ; রাইয়তের চাষের জমি অথবা জোত-স্বত্বের জমি। **জোতদার**—রাইয়ত ; জমিদারের অধীন ভূসম্পত্তি-বিশিষ্ট প্রজা।

জোতা—ক্রি. লাঙ্গলে অথবা গাড়ীতে গরু অথবা ঘোড়া সংযোজিত করা। [বাং]

জোত্র—[সং. যোত্র] জো, সুযোগ, উপায়।

জোনাকি,-কী, জোনাকিপোকা—[সং. জ্যোতিরিঙ্গণ] জ্যোতি-বিশিষ্ট সুপরিচিত পতঙ্গ, খদ্যোত। (গ্রাম্য—জুনী)। [বাং

জোন্দা, জোঁদা—ণ. অতিশয় অম্ল ; জবরদস্ত।

জোব্ড়ানো—জুব্ড়ানো দ্রঃ।

জোমাগোদা—ণ. দুম্বার মত স্থূলদেহ। [বাং]

জোয়ান—[ফা. জওয়ান] বি , ণ. যুবক, প্রাপ্তবয়স্ক (ছেলে জোয়ান হয়েছে, এখন বিয়ে দিতে হবে তো) ; বলিষ্ঠ (জোয়ান দেখে বেহারা পাঠাবে)। **জোয়ানকি**—যৌবন (জোয়ানকির বড়াই ; জোয়ানকি বয়স—যৌবন কাল)। **জোয়ানকি-শোকা**—মেয়েলি গালি-বিশেষ (তোমার জোয়ানকি নষ্ট হইয়া তোমার শোকের কারণ হোক, সম্ভবতঃ এই অর্থে)। **জোয়ান-মর্দ**—[ফা. জোয়াঁমর্দ্—বীর, পৌরুষযুক্ত] বলিষ্ঠ, তরুণ ; যুবক।

জোয়ান,-নী—[সং. যমানী, যবানী] যোয়ান, হজমী শস্য বিশেষ (জোয়ানের জল)।

জোয়াব—জবাব।

জোয়ার—[হি. জুবার] অমাবস্যার ও পূর্ণিমার জলের স্ফীতি ; সৌভাগ্য কর্মতৎপরতা প্রভৃতির অকস্মাৎ বৃদ্ধি (জাতির জীবনে জোয়ার এসেছে ; মরা গাঙ্গে জোয়ার এসেছে)। **জোয়ারের পানি, জোয়ারের জল**—হঠাৎ উচ্ছ্বসিত কিন্তু স্বল্পকালস্থায়ী (নারীর যৌবন জোয়ারের পানি)। **জোয়ার-ভাঁটা**—জোয়ার ও ভাঁটা ; সমৃদ্ধি ও ক্ষয়। [বিশেষ।

জোয়ারদার—[ফা. যর্‌দার—ধনী] উপাধি-

জোয়াল—জুয়াল দ্রঃ।

জোর—[ফা. যোর] বি. শক্তি, বল (গায়ে জোর নেই ; মনের জোর) ; বলপ্রয়োগ (জোর করে ধরে নিয়ে গেছে ; জোরজবরদস্তি) ; প্রস্বর বা উচ্চারণে স্বরাঘাত (পশ্চিম বঙ্গে সাধারণতঃ, শব্দের প্রথম দিকে জোর দেওয়া হয়, পূর্ববঙ্গে জোর দেওয়া হয় শেষের দিকে ; কথাটা জোর দিয়ে বলা) ; ত্বরা (জোরে চল) ; ণ. উচ্চ, তীব্র (জোর গলা ; শোর ওঠে জোর—নজরুল) ; ত্বরিত (জোর তলব—শীঘ্র আসিবার জন্য হুকুম) ; শক্তিশালী, প্রভাবযুক্ত ; সৌভাগ্যযুক্ত (জোর কলম ; জোর কপাল) ; ঊর্ধ্ব সংখ্যায়, বেশি হইলে (বড় জোর, জোর এক বৎসর)। **কোমরের জোর**—প্রতিরোধ করিবার ক্ষমতা। **জোরজবর**—

বলপ্রয়োগ। **জোর যার মুল্লুক তার**—সব কিছুই বলবান্ ব্যক্তির হস্তগত হয়। **জোরা-বরি, জোরাবলি**—ক্রি. প. জোর করিয়া। [প্রাদে]। **জোরায়র, জোরোয়ার**—প. বলবান্ (কি জোরোয়ার মর্দ !)।

জোরালো—প. বলবান্ ; উচ্চ ; দৃপ্ত (জোরালো গলা, জোরালো ভাষা)। [বাং]

জোল, জোলা—খাল, বড় নালা। [বাং]। **জোলি, জুলি**—ছোট খাল, নালা। **জোলান**—নিম্নভূমি যেখানে বৎসরের অধিক সময় জল থাকে (জোলান জমি)। [বাং]

জোলা—[হি. জুলহা] মুসলমান তাঁতী ; নির্বোধ, বেওকুফ্ (কোথাকার জোলা)। স্ত্রী. **জোলানী**।

জোলাপ—[আ. জুলাব] যে ঔষধে প্রচুর বাহ্যে হয়, রেচক ঔষধ। **জোলাপ নেওয়া**—বিরেচক ঔষধ ব্যবহার করা।

জোশ—[ফা.] উত্তপ্তভাব ; উদ্দীপনা (জোশের আতিশয্য)। [সেবা।

জোষ [সং.] হর্ষ ; সন্তোষ। **জোষণ**—প্রীতি ; **জোষা,-ষিকা,-ষিৎ,-ষিতা**—নারী। [সং]

জো-সো—জো দ্রঃ।

জোহার—জুহার দ্রঃ।

জৌ—[সং জতু] বি. গালা, লাক্ষা।

জ্ঞ—যে জানে (অন্ত শব্দের বা উপসর্গের সহিত যুক্ত হইয়া ব্যবহৃত হয় : অজ্ঞ, গণিতজ্ঞ, দোষজ্ঞ)।

জ্ঞা--জ্ঞান (উপসর্গাদির সহিত যুক্ত হইয়া ব্যবহৃত হয় ; প্রজ্ঞা, অভিজ্ঞা)। [সং]

জ্ঞাত—[জ্ঞা+ক্ত] প. অবগত, বিদিত। **জ্ঞাতব্য**—প. যাহা জানিতে হইবে বা জানা প্রয়োজনীয় বা জানার যোগ্য। [জ্ঞা+তব্য]। **জ্ঞাতসার**—যে কোন বিষয়ের প্রকৃত ব্যাপার জানিতে পারিয়াছে। **জ্ঞাতসারে**—ক্রি. প. জানিয়া শুনিয়া ; জ্ঞান-গোচরে (জ্ঞাতসারে এই অনর্থ করা হইয়াছে)। **জ্ঞাতসিদ্ধান্ত**—শাস্ত্রবিৎ। **জ্ঞাতা (-তৃ)**—প. যে জানে, বোদ্ধা। [জ্ঞা+তৃচ্]।

জ্ঞাতি—(যে বংশের বিষয় সবিশেষ জানে) এক বংশের ও নিকট সম্পর্কের লোক ; দায়াদ ; (বৈবাহিক সম্বন্ধে যাহাদের সহিত আত্মীয়তা হইয়াছে তাহাদিগকে কুটুম্ব বলে)। [জ্ঞা+ক্তি]। **জ্ঞাতি-কুটুম্ব**—জ্ঞাতি ও কুটুম্ব, আত্মীয়-স্বজন। **জ্ঞাতি-গোত্র**—জ্ঞাতি ও স্বগোত্র (মৌখিক ভাষায় জ্ঞাত-কুটুম্ব, জ্ঞাত-গোত্র, জ্ঞাত-গোত্তোর ইত্যাদি বলা হয়)। **জ্ঞাতিত্ব**—জ্ঞাতিসম্পর্ক, জ্ঞাতির ভাব।

জ্ঞান—বি. বোধ ; অবগতি ; প্রতীতি (বাহ্যজ্ঞান-বিরহিত) ; পাণ্ডিত্য (শাস্ত্রজ্ঞান) ; সংজ্ঞা, চেতনা (অজ্ঞান হইয়া পড়িল ; বুদ্ধি, অভিজ্ঞতা (অজ্ঞান বালক) ; হিতাহিত বিবেচনা (জ্ঞানশূন্য আচরণ) ; পরমতত্ত্ব (জ্ঞানচক্ষুঃ, জ্ঞানযোগ)। [জ্ঞা+অনট্]। **জ্ঞান-কাণ্ড**—(বেদের) তত্ত্বজ্ঞান বিষয়ক অংশ, philosophy ; কাণ্ড-জ্ঞান (জ্ঞানকাণ্ড কিছুই নেই)। **জ্ঞানকৃত**—জ্ঞাতসারে কৃত। **জ্ঞানগম্য**—জ্ঞানের দ্বারা যাহা বুঝিতে পারা যায়। **জ্ঞানগম্যি**—কাণ্ড-জ্ঞান। [বাং]। **জ্ঞানগর্ভ**—বিজ্ঞতাপূর্ণ, সদুপদেশপূর্ণ। **জ্ঞানগোচর** - যাহা জানা যায়। **জ্ঞানগোচরে**—জানিয়া শুনিয়া। **জ্ঞান-চক্ষুঃ**—বি. পরম সত্য সম্বন্ধে চেতনা, অন্তর্দৃষ্টি ; প. পণ্ডিত। **জ্ঞানতঃ**—জানিয়া শুনিয়া। **জ্ঞানতৃষ্ণা**—জ্ঞানলাভের প্রবল আকাঙ্ক্ষা। **জ্ঞানদ, (স্ত্রী.) জ্ঞানদা**—যিনি জ্ঞান দান করেন। **জ্ঞান-দগ্ধ-দেহ**—জীবিতাবস্থায়ই জ্ঞানের দ্বারা যাহার দেহবুদ্ধি নষ্ট হইয়াছে, সংসারত্যাগী সন্ন্যাসী ; তত্ত্বজ্ঞানী (এই জন্য মৃত্যুর পরে সন্ন্যাসীর দেহ দগ্ধ করা হয় না)। **জ্ঞানদাতা- (-তৃ)**—করণীয় ও অকরণীয় সম্বন্ধে উপদেশক ; গুরু। **জ্ঞাননিষ্ঠ**—জ্ঞানতপস্বী ; পরমার্থচিন্তায় রত। **জ্ঞানপাপী**—(বাং) জানিয়া শুনিয়া যে পাপকর্ম করে। **জ্ঞান-বিজ্ঞান**—দর্শন বিজ্ঞান প্রভৃতি ; তত্ত্বজ্ঞান ও ব্রহ্ম-উপলব্ধি। **জ্ঞানবৃদ্ধ**—জ্ঞান-সমৃদ্ধ। **জ্ঞানময়**—প. জ্ঞানস্বরূপ ; বি. পরমেশ্বর। **জ্ঞানমার্গ**—জ্ঞান সাধনের পথ, যে পথে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হয়। **জ্ঞানবাদ**—জ্ঞানের দ্বারা ব্রহ্ম লাভ হয় এই মত। **জ্ঞানযোগ**—জ্ঞানের পথে ব্রাহ্মীস্থিতি লাভের চেষ্টা। **জ্ঞান-সাধন**—জ্ঞান লাভের উপায়, ইন্দ্রিয় ; তত্ত্বজ্ঞান লাভের প্রয়াস। **জ্ঞানশালী (-লিন্), জ্ঞানবান্ (-বৎ)**—জ্ঞানী, জ্ঞানযুক্ত। **জ্ঞানহারা**—প. বিবেচনাশূন্য ; যাহার জ্ঞানকাণ্ড লোপ পাইয়াছে [বাং]। **জ্ঞানহীন, জ্ঞানশূন্য**—অজ্ঞান, মূর্খ।

জ্ঞানাকর—প. যিনি বহু বিষয়ে জ্ঞান রাখেন। **জ্ঞানাঙ্কুর**—জ্ঞানের সূচনা। **জ্ঞানাঙ্কুশ**—জ্ঞানরূপ অঙ্কুশ ; সদসদ্ বিবেচনায় প্রবল

শক্তি। **জ্ঞানাঞ্জন**—জ্ঞানরূপ কাজল, জ্ঞান বিষয়ে স্পষ্টতর চেতনাদায়ক বিষয়।

জ্ঞানী (-নিন্)—ণ. যিনি জানেন; শাস্ত্রজ্ঞ; তত্ত্বজ্ঞ; বিচারবান্; বহুবিষয়ে অভিজ্ঞ। [জ্ঞান+ইন্]।

জ্ঞানেন্দ্রিয়—(যে সকল ইন্দ্রিয়ের দ্বারা বাহ্যবস্তুর জ্ঞানলাভ করা যায়) চক্ষু কর্ণ নাসিকা জিহ্বা ত্বক্—এই পঞ্চেন্দ্রিয় (ভারতীয় মতে মন-ও একটি ইন্দ্রিয়)। [জ্ঞান+ইন্দ্রিয়]।

জ্ঞাপক—ণ. যে বা যাহা জানায় বা জ্ঞাত করায়; নির্দেশক; দ্যোতক; প্রচারক। **জ্ঞাপন**—[জ্ঞা+ণিচ্+অনট্] নিবেদন; জানানো। **জ্ঞাপনীয়**—ণ. জানাইবার যোগ্য। **জ্ঞাপয়িতা** (-তৃ)—ণ. নিবেদনকারী; যে জানায়। স্ত্রী. **জ্ঞাপয়িত্রী**। **জ্ঞাপিত**—ণ. নিবেদিত; সূচিত; যাহা জানানো হইয়াছে।

জ্ঞেয়—ণ. যাহা জানা যায় বা জানিবার উপযুক্ত বা জানা উচিত, জ্ঞাতব্য; ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য। [জ্ঞা+ণ্যৎ]

জ্যা—(যাহার দ্বারা জীবজন্তু অথবা ধনুক জীর্ণ হয়) ধনুকের ছিলা; বৃত্তের অংশ নির্দেশক সরল রেখা, chord; মাতা; পৃথিবী। [জ্যা+ক্বিপ্]। **জ্যাঘাত-বারণ**—ধনুকধারীদের চর্মনির্মিত হস্তাবরণ। **জ্যাঘোষ, -নির্ঘোষ**—ধনুকের টঙ্কার। **জ্যারোপ**—ধনুকে গুণ চড়ানো। [জ্যা+আরোপ] [পুস্তকের আবরণ।

জ্যাকেট—[ইং Jacket] আঁটা জামা-বিশেষ;

জ্যাঠা—জেঠা দ্রঃ।

জ্যান্ত—ণ. জীবন্ত, জীবিত, তরতাজা (জ্যান্ত মাছ)। [বাং]

জ্যামিতি—পৃথিবীর পরিমাণ; ক্ষেত্রতত্ত্ব, geometry. **ঘানিক জ্যামিতি**—Solid geometry. [জ্যা (পৃথিবী)+মিতি (পরিমাণ)]। ণ. **জ্যামিতিক**।

জ্যায়ান্ (-য়স্), **জ্যেষ্ঠ**—ণ. বয়সে বড়, প্রবীণ, প্রাচীন; অগ্রজ; উৎকৃষ্ট। [সং]। **জ্যেষ্ঠবর্ণ**—ব্রাহ্মণ। **জ্যেষ্ঠতাত**—জ্যেঠা। **জ্যেষ্ঠ শ্বশুর**—জেঠ দ্রঃ।

জ্যেষ্ঠা—ণ. অগ্রজা; বি. নক্ষত্র-বিশেষ; টিকটিকি; গঙ্গা; অলক্ষ্মী; মধ্যমাঙ্গুলি। **জ্যেষ্ঠাম্বু**—চাল-ধোয়া জল। **জ্যেষ্ঠাশ্রমী** (-মিন্)—গৃহস্থ। **জ্যেষ্ঠী**—টিকটিকি।

জ্যৈষ্ঠ—বাংলা বৎসরের দ্বিতীয় মাস। (গ্রাম্য —জষ্টি)। [জ্যেষ্ঠা+অ]। **জ্যৈষ্ঠী**—জ্যেষ্ঠা নক্ষত্রযুক্ত পূর্ণিমা। **জ্যৈষ্ঠ্য**—শ্রেষ্ঠত্ব, উৎকর্ষ (ক্ষত্রিয়ের জ্যৈষ্ঠ্য বীর্যে)। [জ্যেষ্ঠ+য]

জ্যৈষ্ঠ মধু—যষ্টি মধু। [বাং]

জ্যোছনা, জ্যোছ্না—জ্যোৎস্না দ্রঃ।

জ্যোতিঃ (-তিস্), **জ্যোতি**—আলোক; দীপ্তি; শিখা; কিরণ; নক্ষত্র; গ্রহ; সূর্য; চন্দ্র; অগ্নি; চৈতন্য (অন্তর্জ্যোতি)। **জ্যোতিঃশাস্ত্র, জ্যোতি-বিদ্যা**—গ্রহনক্ষত্রাদির গতি অবস্থিতি প্রভৃতি বিষয়ক শাস্ত্র। **জ্যোতিরাত্মা** (-ত্মন্)—সূর্য অগ্নি প্রভৃতি। **জ্যোতিরিঙ্গ, জ্যোতিরিঙ্গণ**—জোনাকী পোকা, খদ্যোত। [জ্যোতিঃ+ইঙ্গ, ইঙ্গন (গমন)]। **জ্যোতির্বিদ্**—জ্যোতিষ শাস্ত্রে অভিজ্ঞ, জ্যোতিষী, astronomer, astrologer। **জ্যোতির্মণ্ডল**—গ্রহনক্ষত্রাদির মণ্ডল, নভোমণ্ডল। **জ্যোতির্ময়**—জ্যোতিঃপূর্ণ, দীপ্ত, ভাস্বর। **জ্যোতিশ্চক্র**—গ্রহনক্ষত্রাদি; রাশিচক্র। **জ্যোতিষ**—জ্যোতির্বিদ্যা, astronomy; ফলিত জ্যোতিষ, astrology। [জ্যোতিঃ+অ]। **জ্যোতিষী** (বিন্)—জ্যোতির্বিদ্, জ্যোতিষশাস্ত্রজ্ঞ। **জ্যোতিষিক**—জ্যোতিষ সম্বন্ধীয়। **জ্যোতিষ্ক**—গ্রহনক্ষত্রাদি; চিত্রক বৃক্ষ। **জ্যোতিষ্টোম**—যজ্ঞ-বিশেষ। **জ্যোতিষ্পথ**—আকাশ, জ্যোতিষ্কের ভ্রমণপথ। **জ্যোতিষ্মান্** (-মৎ)—ণ. জ্যোতিঃযুক্ত, জ্যোতির্ময়; বি. সূর্য। স্ত্রী. **জ্যোতিষ্মতী**—রাত্রি; লতা-বিশেষ।

জ্যোৎস্না—চন্দ্রের দীপ্তি; কান্তি, শোভা। [জ্যোতিস্+ন+আপ্]। **জ্যোৎস্নী, জ্যোৎস্নী, জ্যোৎস্নিকা**—জ্যোৎস্না-রাত্রি। **জ্যোৎস্নাপ্রিয়**—চকোর। **জ্যোৎস্না-বৃক্ষ**—পিলসুজ।

জ্বর—দাহযুক্ত রোগ (ম্যালেরিয়া জ্বর; আন্ত্রিক জ্বর); সন্তাপ; অস্বচ্ছন্দতা; পীড়া (চিন্তাজ্বর)। [জ্বর্ (সন্তপ্ত হওয়া)+অ]। **জ্বরঘ্ন**—জ্বর-নাশক। **জ্বরাগ্নি**—জ্বর হেতু গাত্রদাহ। **জ্বরাতিসার**—জ্বর ও অতিসার। **জ্বরান্তক**—জ্বর-নাশক। **জ্বরঠুঁটো**—জ্বর হেতু ওষ্ঠব্রণ। [বাং]। **জ্বরিত, জ্বরী** (-রিন্)—ণ. জ্বরযুক্ত।

জ্বল-জ্বল—অতিশয় দীপ্তভাব প্রকাশ। **জ্বল-জ্বলে**—ণ. অতিশয় উজ্জ্বল। **জ্বলকা**—শিখা; আগুনের ঝলকা। [বাং।

জ্বলৎ—ণ. যাহা জ্বলিতেছে। [জ্বল্+শতৃ]। **জ্বলদর্চিঃ** (-র্চিস্), **জ্বলদর্চি**—প্রজ্বলিত শিখা। [জ্বলৎ+অর্চিঃ]। **জ্বলন**—দাহ, জ্বলুনি। **জ্বলনাশ্ম**(-শ্মন্)—সূর্যকান্তমণি। **জ্বলন্ত**—ণ. যাহা জ্বলিতেছে; তেজোময়; অগ্নির মত স্বয়ংপ্রকাশ; জ্যোতির্ময় (জ্বলন্ত অক্ষরে)।

জ্বলা—ক্রি. আলোক দান করা (বাতি জ্বলছে); দগ্ধ হওয়া, পোড়া (কাঠ জ্বলিতেছে); দীপ্তি পাওয়া (আংটির হীরক অন্ধকারে জ্বলিতেছে)। সন্তপ্ত হওয়া, জ্বালা করা (জ্বলে পুড়ে খাক হওয়া; হিংসায় জ্বলে মরছে; ঘা জ্বলা); খরায় শস্য নষ্ট হওয়া (বৃষ্টি নেই, খেত-খামার সব জ্বলে গেল); অতিশয় ক্রুদ্ধ হওয়া (কথা শুনে সে জ্বলে উঠল)। **জ্বলানো**—পোড়ানো।

জ্বলিত—যাহা জ্বলিয়া গিয়াছে বা জ্বলিতেছে।

জ্বলুনি—দাহ, জ্বালা। [বাং]।

জ্বাল—অগ্নিশিখা, আগুনের ঝলকা; উত্তাপ, আঁচ (নরম জ্বাল); দাহ; যাতনা। [জ্বল্+ঘঞ্]। **জ্বাল দেওয়া**—উত্তাপ প্রয়োগ করা; ইন্ধন প্রয়োগ করা; সিদ্ধ করা। **জ্বাল-জিহ্ব, জ্বালা-জিহ্ব**—অগ্নি।

জ্বালা—ক্রি. প্রজ্বলিত করা (প্রদীপ জ্বালা); ণ. প্রজ্বলিত; আলোকিত (তারকা-আলোক-জ্বালা স্তব্ধ রজনীর—রবি)।

জ্বালা—অগ্নিশিখা; [বাং] যন্ত্রণা, পীড়াজনক ব্যাপার (পরের বাড়ীতে দুষ্টু ছেলেকে নিয়ে এক জ্বালা হয়েছে); সন্তাপ (বিরহজ্বালা); বিরক্তি-ব্যঞ্জক উক্তি (কি জ্বালা!); পীড়ন, জ্বালাতন (তোদের জ্বালায় বাড়ী ঘর ছাড়তে হবে দেখছি); দাহ (চোখ জ্বালা করছে; জ্বর-জ্বালা)। [(জ্বালাতন করে ছাড়লে) [বাং]

জ্বালাতন—ণ. অতিশয় অস্বস্তিপূর্ণ, উৎপীড়িত

জ্বালাধ্বজ—অগ্নি। [বাং]

জ্বালানি—ইন্ধন, জ্বালাইবার কাঠ (জ্বালানি কাঠ)। **জ্বালানী**—ণ. যে স্ত্রীলোক পোড়াইয়া দেয় অর্থাৎ মহা অশান্তির কারণ (ঘরজ্বালানী)।

জ্বালানিয়া, জ্বালানে—ণ. যে জ্বালাতন করে বা উত্যক্ত করে (জ্বালানে ছেলে); যে আগুন দেয় (ঘর জ্বালানে)।

জ্বালানো—ক্রি. পোড়ানো; প্রজ্বলিত করা (আগুন বা উনান জ্বালানো); অস্বস্তিপূর্ণ করা, উত্যক্ত করা (ঘর জ্বালানো; জ্বালিয়ে পুড়িয়ে মারলে)।

জ্বালামুখী—বি. পাঞ্জাবের অন্তর্গত পীঠস্থান বিশেষ (সতীর জিহ্বা এখানে পড়িয়াছিল)।

জ্বালিত—ণ. ভস্মীকৃত; উত্যক্ত, সন্তাপিত। [জ্বল্+ণিচ্+ক্ত]।

জ্বালী(-লিন্)—ণ. দীপ্তিমান্। স্ত্রী. **জ্বালিনী**।

জ্বালেশ্বর—তীর্থবিশেষ।

ঝ

ঝ—ব্যঞ্জনবর্ণমালার নবম বর্ণ ও 'চ' বর্গের চতুর্থ বর্ণ—ঘোষবান্ ও মহাপ্রাণ; অনুকার শব্দে যথেষ্ট ব্যবহৃত হয় (ঝনাৎ, ঝঙ্কার, ঝম্‌ঝম্, ঝুর্‌ঝুর্); বেগব্যঞ্জক (ঝটিতি, ঝাপটা); প্রাচুর্য-ব্যঞ্জক (ঝিলিক, ঝাঁজ, ঝিঁ ঝিঁ); শিথিলতা ব্যঞ্জক (ঝুলঝুল, ঝিমানো, নিঝুম)।

ঝকঝক—অব্য. তীব্র উজ্জ্বল্য জ্ঞাপক। ণ. **ঝকঝকে** (ঝক্‌ঝকে তক্‌তকে)। **ঝকঝকানো**—ক্রি. ঝকঝক করা; ঝকঝকে করা। **ঝকঝকি**—অকারণ কলহ; ঝগড়াঝাটি।

ঝকড়া—ছুঁড়িয়া মারিবার অস্ত্র-বিশেষ।

ঝকমক—ঝকঝক। **ঝকমকানো**—ঝকমক করা। বি. **ঝকমকানি, ঝকমকি**।

ঝকমারি—[হি. ঝক্ মারনা—বৃথা কাজ করা বা সময় নষ্ট করা] বাজে কাজ, অর্থহীন ব্যাপার, মূর্খতা, ভুল। **ঝকমারির মাশুল**—নির্বুদ্ধিতার প্রায়শ্চিত্ত।

ঝকাঝক—ণ. অত্যুজ্জ্বল। **ঝকাঝকি**—পরস্পরের মধ্যে বৃথা কলহ (বকাবকি ঝকাঝকি—কিছুকালব্যাপী বিরক্তিকর বৃথা ঝগড়া)।

ঝক্কি, ঝক্কী—বিরক্তিকর বা ঝঞ্ঝাটপূর্ণ দায়িত্ব (ঝক্কী পোয়ানো—এরূপ দায়িত্ব বহন করা)।

ঝগড়া—(প্রাচীন রূপ—ঝগড়) অপ্রীতিকর বাদ-প্রতিবাদ; গণ্ডগোল। **ঝগড়াঝাঁটি**—ছোটখাট ঝগড়া; বিসম্বাদ। **ঝগড়া বাধানো**—ঝগড়া লাগানো। **ঝগড়াটিয়া,**

ঝগড়াটে—ণ. বিবাদপ্রিয়, ঝগড়া করিতে পটু। **ঝগড়ালু**—ঝগড়াটে।

ঝঙ্কার—গুঞ্জন (মধুপ-ঝঙ্কার); বীণা ভূষণ প্রভৃতির মধুর তীক্ষ্ণ ধ্বনি (বীণার ঝঙ্কার); উচ্চ তীক্ষ্ণ প্রতিবাদ (বড় বউ ঝঙ্কার দিয়া উঠিল)। [সং]। **ঝঙ্কারে**—ক্রি. ঝঙ্কার করে (কাব্যে ব্যবহৃত হয়)। **ঝঙ্কারিত**—ণ. ঝঙ্কারপূর্ণ, নাদিত। **ঝঙ্কৃত**—গুঞ্জরিত।

ঝঞ্ঝনা—ধাতু দ্রব্যাদির বা অস্ত্রের সংঘাতের বা পতনের তীক্ষ্ণ উচ্চ শব্দ (অস্ত্রের ঝঞ্ঝনা। বজ্র পতন সম্পর্কেও বলা হয়)। **ঝঞ্ঝনানো**—ক্রি. ঝন্‌ঝন্ শব্দ করা। বি. **ঝঞ্ঝনানি**। ণ. **ঝন্‌ঝনায়মান**।

ঝঞ্ঝনী—গাছ-বিশেষ, ইহার ফল শুকাইলে বাতাসে ঝন্‌ঝন্ শব্দ করে। **ঝঞ্ঝনে**—অতিশয় শুষ্ক (গ্রাম্য ভাষায় ঝুন্‌ঝুনে)।

ঝঞ্ঝা—প্রচণ্ড ঝড় (যাহাতে গাছপালা, বাড়ীঘর ঝন্‌ঝন্ করিয়া ভাঙ্গিয়া পড়ে—'আমি উন্মাদ, আমি ঝঞ্ঝা'—নজরুল ইসলাম); বাদ্যযন্ত্র-বিশেষ, ঝাঁঝর। [সং]। **ঝঞ্ঝাবর্ত**—এলোমেলো হইয়া ধাবিত প্রচণ্ড ঝড়বৃষ্টি, tornado।

ঝঞ্ঝাট, ঝঞ্ঝট—বিরক্তিকর পরিস্থিতি; হাঙ্গামা; গণ্ডগোল। **ঝঞ্ঝাট পোহানো**—বিরক্তিকর অবস্থায় কাটানো বা উহা সহ্য করা। **ঝঞ্ঝাটে, ঝঞ্ঝেটে**—ণ. গোলমেলে।

ঝট্—অব্য. সত্বর, অবিলম্বে, চট্, ঝাঁ। **ঝট্‌ঝট্**—তাড়াতাড়ি; অনেক বার। ণ. **ঝটিয়া**—যাহা তাড়াতাড়ি ঘটে।

ঝটকা—হঠাৎ আকর্ষণ বা আঘাত (ঝটকা মারা); দমকা ঝড় (ঝড়-ঝট্‌কা—ঝড় ইত্যাদি; হঠাৎ আঘাত বা বিপৎপাত); এক কোপে কাটা (জবাই করা বা হালাল নয়, ঝট্‌কা)। **ঝটকানো**—ক্রি. হঠাৎ বেগে আকর্ষণ করা অথবা এক কোপে কাটিয়া ফেলা। বি. **ঝটকানি**।

ঝট্‌পট্—অব্য. তাড়াতাড়ি; পাখীর পাখা ঝাপ্‌টানো (গুলি খেয়ে ঝট্‌পট্ করছে; ঝট্‌পট্ করিয়া উড়িয়া গেল)।

ঝটাপটি, ঝুটোপটি, ঝুটোপুটি—অব্য. হাতাহাতি দ্বন্দ্ব, জাপ্‌টা-জাপ্‌টি; তীব্র সংগ্রাম (প্রাচীন সংস্কারের সঙ্গে ঝুটোপুটি করা)।

ঝটিকা—বি. ঝড়। **ঝটিকাবর্ত**—বি. ঘূর্ণিবায়ু, cyclone।

ঝটিতি, ঝটিত—শীঘ্র, ত্বরায়। [সং.]

ঝড়—[প্রাকৃ. ঝড়ো] বি. প্রবল বায়ু, বাত্যা; ঝড়ের মত বেগসম্পন্ন কিছু ('শোকের ঝড় বহিল চৌদিকে'; সে তো বক্তৃতা নয়, যেন ঝড় বইয়ে দিলে); বিপৎপাত (মাথার উপর দিয়ে কত ঝড় বয়ে গেল)। **ঝড়প্রগতি**—ণ. অতিশয় বেগসম্পন্ন। **ঝড়ঝাঁটি**—বি. ঝড় ও সেই জাতীয় প্রবল বায়ু। **ঝড়ঝাপ্টা**—বি. বিপদের ধাক্কা (কত ঝড়ঝাপ্টা খেয়ে আজও টিকে আছি)। **ঝড়-তুফান**—বি. সাধারণ ঝড় ও বড় রকমের ঝড়। ণ. **ঝড়ো**—ঝড়যুক্ত (ঝড়ো বাতাস); ঝড়ে পড়া (ঝড়ো আম); ঝড়ে পীড়িত (ঝড়ো কাক)।

ঝড়াঝড়—ঝট্ করিয়া।

ঝড়ি—ঝড় (পূর্ববঙ্গে প্রচলিত)।

ঝণ্ডা—ঝাণ্ডা দ্রঃ।

ঝনকাঠ—চৌকাঠের মাথার উপরকার অংশ।

ঝন্‌ঝন্—ঝঞ্ঝন দ্রঃ।

ঝনৎকার—ঝন্ ঝন্ শব্দ, ঝন্‌ঝনা।

ঝমঝম, ঝমরঝম—অব্য. অপেক্ষাকৃত দীর্ঘকাল-ব্যাপী ঝন্ ঝন্।

ঝমাৎ—অব্য. ধাতুদ্রব্যের হঠাৎ পতনের শব্দ।

ঝপ্—অব্য. শীঘ্র; হঠাৎ জলে পড়ার শব্দ; দাঁড় পড়ার শব্দ। **ঝপ্‌ঝপ্**—ক্রমাগত জলে পতনের শব্দ বা জল পড়ার শব্দ; তাড়াতাড়ি (ঝপ্‌ঝপ করে তো বলে গেল, কিন্তু মনে রাখা কি অতই সোজা)। **ঝপাৎ**—জলে ঝাঁপাইয়া পড়িবার শব্দ। **ঝপাঝপ**—ঝপ্‌ঝপ্ করিয়া বারবার (ঝপাঝপ দাঁড় মেরে চলেছে)।

ঝম্‌ঝম্—বাজনার কিংবা বৃষ্টি পতনের অথবা নূপুর প্রভৃতির বারবার শব্দ। **ঝমর্ ঝমর্**—গতিশীল পদে নূপুরাদির শব্দ। **ঝমাঝম্**—প্রবল বৃষ্টি-ধারার শব্দ; ঢাক ঢোল কাঁসর প্রভৃতির শব্দ।

ঝম্প—ঝাঁপ। [ঝম্—পত্+ড]। **ঝম্পন**—বি. ঝাঁপ দেওয়া; আক্রমণ করা।

ঝম্পাক, ঝম্পারু, ঝম্পাক্ষ—বানর। [সং]

ঝরঝর—অব্য. জলধারার ক্রমাগত পতন (নালার জল ঝরঝর করিয়া পড়িতেছে; ঝরঝর ঝরিবে বারিধারা—রবি)।

ঝরঝরে—ণ. পরিচ্ছন্ন; আর্দ্রভাব অথবা জড়তা বর্জিত; জর্জরিত, নষ্ট (গরকাল ঝরঝরে হওয়া)।

ঝরণ—ক্ষরণ; ধারায় পতন। [ঝ+অনট্]।

ঝরকা, ঝরোকা—[সং. জালক] গবাক্ষ, ছোট জানালা, জাফরি-কাটা বা জাল দেওয়া জানালা।

ঝরণা, ঝরনা, ঝর্ণা—(যাহা ক্রমাগত ঝরিতেছে) পর্বতাদি হইতে নিঃসৃত স্বল্পপরিসর ও অগভীর জলধারা, নির্ঝর। **ঝর্ণাকলম**—ফাউণ্টেন পেন, fountain pen.

ঝরতি—শস্য-বোঝাই বস্তা হইতে ঝরিয়া পড়া অংশ। **ঝরতি-পড়তি**—(শস্যাদির) ঝরা ও পড়া অংশ, উপেক্ষণীয় ক্ষতির ভাগ (ঝড়তি-পড়তিও বলা হয়)।

ঝরা—ক্রি. ক্ষরিত হওয়া, ফোঁটা ফোঁটা বা ধারায় পতিত হওয়া (অশ্রু ঝরা); খসিয়া নীচে পড়া (পাতা ঝরে পড়ছে); ণ. ঝরিয়া-পড়া (ঝরা ফুল)। বি. ঝরণ, ক্ষরণ, পতন। **ঝরে যাওয়া**—রস বা জলের ভাগ কমিয়া যাওয়া; পাতা ফুল প্রভৃতি শুকাইয়া পড়া; শীর্ণ হওয়া (বুড়ো কালে শরীর ঝরে যাওয়া ভাল; গাল ঝরে যাওয়া)। **নাক ঝরা**—তরল সর্দি নাক দিয়া পড়া।

ঝরানো—ক্রি. ক্ষরিত করা; পাতিত করা (ফুল ঝরানো, পাতা ঝরানো)।

ঝর্ঝর—বাদ্যযন্ত্র-বিশেষ, ঝাঁঝর। [সং]

ঝর্ঝরী—ঝাঁঝরী, তেল কিংবা ঘি দিয়া ভাজাভুজা ছাঁকিয়া তুলিবার হাতা। [ঝর্ঝরীক]

ঝলক, ঝলকা—বি. আগুনের শিখা; উদ্ভাসন, তীব্র দীপ্তি (বিদ্যুৎ-ঝলক); ঝাপ্টা; হঠাৎ উৎক্ষিপ্ত জলাদি (এক ঝলক জল, এক ঝলক রক্ত; এক ঝলক বসন্তের হাওয়া)। **ঝলকানি**—বি.ঝকমকানি,ঝলকে ঝলকে আলোর প্রকাশ (হঠাৎ আলোর ঝলকানি)। **ঝলকানো**—ক্রি দ্যুতি প্রকাশ করা, আলোক বিচ্ছুরণ করা।

ঝলকিত—ণ. দীপ্ত; উদ্ভাসিত।

ঝলঝল—অব্য. দীপ্ত হওয়ার ভাব; চমক। **ঝলঝলে**—ণ. শিথিলভাবে লম্বিত।

ঝলমল—অব্য. দীপ্তি পাওয়ার ভাব; অকঠিন বস্তুর চমকিত হওয়ার ভাব (বেনারসী শাড়ী ঝলমল করছে)। বি. **ঝলমলানি**। ণ. **ঝলমলে**।

ঝল্সানো—ক্রি. ঝলকানো, দীপ্তি পাওয়া; অগ্নির উত্তাপে অথবা রৌদ্রে অর্ধদগ্ধ হওয়া (রোদে ঝলসে গেছে; মাছগুলো এবেলায় মত ঝল্সে রেখে দাও); চোখ ধাঁধিয়া যাওয়া (রোদে চোখ ঝল্সে গেছে); ণ. যাহার উপরের অংশ পুড়িয়া গিয়াছে এমন (আগুনে ঝলসানো মাংস, রোদে ঝলসানো চেহারা)। **ঝল্সা-কানা**—চোখ ঝল্সে যাওয়া লোক।

ঝলা—বি. রোদের তেজ; চমক; তীব্র দীপ্তি (বিজলী-ঝলা); ক্রি. ঝলমল করা (পিঙ্গল জটা ঝলিছে ললাটে—রবি; কাব্যে ব্যবহৃত)।

ঝল্ল—হিন্দু অন্ত্যজ জাতি-বিশেষ। [সং]

ঝল্লক—শিব-মন্দিরে ব্যবহৃত কাঁসর। [সং]।

ঝল্লকণ্ঠ—পায়রা। [সং]

ঝল্লরি, ঝল্লরী—কাঁসার বাদ্যযন্ত্র-বিশেষ, ঝল্লক; ঝুলিয়া-থাকা কুঞ্চিত চুলের গোছা। [সং]

ঝল্লী—ঝল্লরী।

ঝষ—মাছ; তাপ, গরমী। [সং]। **ঝষকেতন, -ধ্বজ**—মীনকেতন, কামদেব।

ঝা—বি. উপাধ্যায়, ওঝা, পদবী-বিশেষ।

ঝাউ—[সং ঝাবুক] ঝাউ গাছ।

ঝাঁ—অব্য. সত্বর। **ঝাঁ ঝাঁ**—অব্য. অত্যন্ত তাড়াতাড়ি; প্রখর দীপ্তির ভাব (রোদ ঝাঁ ঝাঁ করছে)।

ঝাঁক—দল (বিশেষতঃ পক্ষী পতঙ্গ ও মৎস্যের)। **ঝাঁকের কই ঝাঁকে মেশা**—কিছুদিন দলছাড়া থাকিয়া শেষে দলেই ফিরিয়া যাওয়া।

ঝাঁকড়-মাকড়—ণ. আলুথালু, উস্কোখুস্কো ও জটপাকানো।

ঝাঁকড়া—ণ. লম্বা গোছা-গোছা (ঝাঁকড়া চুল)।

ঝাঁকন, ঝাঁকনি, ঝাঁকুনি—বি. জোরে নাড়িয়া দেওয়া, কঠিনভাবে দোলানো (গাড়ীর ঝাঁকুনি)। **মুখ ঝাঁকুনি**—অপ্রসন্নতা-ব্যঞ্জক মুখনাড়া; উঁকি মারা অথবা ঝুঁকিয়া দেখা।

ঝাঁকরানো—ক্রি. ঝাঁকানো,জোরে নাড়া দেওয়া। বি. **ঝাঁকরানি**।

ঝাঁকা—বি. চওড়া-মুখ শক্ত ঝুড়ি যাহাতে মাল বহন করা হয়; ক্রি. নাড়া দেওয়া, ঝাঁকি দেওয়া; উঁকি মারা। **ঝাঁকানো**—প্রবলভাবে আন্দোলিত করা; কম্পিত করা (ডাল ধরিয়া ঝাঁকানো)। **মুখ ঝাঁকানো**—মুখ ঝাম্টা দেওয়া, অপ্রসন্নভাবে মুখ নাড়া। বি. **ঝাঁকানি, ঝাঁকুনি**। **ঝাঁকামুটে**—যে মুটে ঝাঁকায় করিয়া মাল বহন করে।

ঝাঁকার—[সং ঝঙ্কার] ঝঙ্কার; বেগে আকর্ষণ; বমি-বমি বোধ (গা ঝাঁকার দিয়ে উঠল)।

ঝাঁকি—বি. জোরে নাড়া, ঝাঁকুনি। **গাছে ঝাঁকি দেওয়া**—গাছ জোরে নাড়া, ফুল বা

জল পাওয়ার জন্য। **মুখ ঝাঁকি দেওয়া**—মুখ ঝাম্‌টা দেওয়া। **ঝাঁকি জাল**—(পূর্ববঙ্গে) খেপলা জাল।

ঝাঁগড়, ঝাঁগুড়গুড়—নহবতাদির ধ্বনি।

ঝাঁজ, ঝাঁঝ—[সং ঝর্ঝর] করতাল, কাঁসর; পায়ের অলঙ্কার-বিশেষ (ভিতরে কড়াই থাকে বলিয়া ঝম্ ঝম্ করিয়া বাজে); শেওলা-বিশেষ।

ঝাঁজ, ঝাঁঝ—তেজ, উত্তাপ, তীব্রতা (তামাকের ঝাঁঝ, রোদের ঝাঁঝ); তীব্র গন্ধ বা স্বাদ (ঔষধের ঝাঁঝ); কড়া মেজাজ, অহঙ্কার (বিদ্যার ঝাঁঝ)। **ঝাঁঝালো**—ণ. ঝাঁঝযুক্ত। **নাক ঝাঁঝানো**—গন্ধাদির তীব্রতা হেতু নাক জ্বলা।

ঝাঁঝর, ঝাঁজর—করতাল; কড়াই দেওয়া মল-বিশেষ। [ঝর্ঝর]। **ঝাঁঝরা, ঝাঁজরা**—ণ. বহু ছিদ্রযুক্ত; অতি জীর্ণ (শোকে শোকে মায়ের বুক ঝাঁঝরা হয়ে গেছে); বি. বড় ঝাঁঝরি হাতা। **ঝাঁঝরা-চোখী,-খী**—যে স্ত্রীলোক সহজেই ঝর্ঝর করিয়া কাঁদিয়া ফেলিতে পারে। **ঝাঁঝরি,-রী**—বহুছিদ্রযুক্ত জাল হাতা প্রভৃতি; ফুলগাছে জল দিবার সচ্ছিদ্র নলযুক্ত পাত্র, ঝারি; তলায় বহু ছিদ্রযুক্ত মাটির হাঁড়ি (গ্রাম্য ঝাঁজোর)।

ঝাঁঝাঁ—অব্য. নিস্তব্ধতাজ্ঞাপক (রাত ঝাঁ ঝাঁ করছে); প্রখরতা-ব্যঞ্জক (রোদ ঝাঁ ঝাঁ করছে); বাদ্যধ্বনি।

ঝাঁঝি—এক প্রকার জলজ উদ্ভিদ; শেওলা (একশো যুগের বনস্পতি বাকল ঝাঁঝি সকল গায় —সত্যেন দত্ত)। [দেওয়া]।

ঝাঁট, ঝাট—আবর্জনা মোচন, সম্মার্জন (ঝাঁট

ঝাঁটা—যদ্দ্বারা ঝাঁট দেওয়া হয়, সম্মার্জনী, খেংরা (গ্রাম্য ঝ্যাটা)। **ঝাঁটা খাওয়া**—অপমানিত হওয়া, মুখ না পাওয়া। **ঝাঁটাখেকো**—গালি-বিশেষ। **ঝাঁটাপেটা করা, ঝাঁটা মারা**—ঝাঁটা দিয়া প্রহার করা (অতিশয় অপমানকর)। **ঝাঁটার বাড়ি**—নির্মম প্রহার বা অতি অপমানকর ব্যবহার (মেয়েলি গালি-বিশেষ)। **কপালে ঝাঁটা লাগা**—দুর্দৈবগ্রস্ত হওয়া। **ঝাঁটা তারা**—ধূমকেতু। **ঝাঁটানো**—ক্রি. ঝাঁটা দিয়া পরিষ্কার করা, ঝাঁটা মারিয়া দূর করা; ঝাঁটা দিয়া পরিষ্কার করার ন্যায় নিঃশেষিত করা অথবা সাপ্টিয়া লইয়া যাওয়া।

ঝাঁটি, ঝাটি—ফুলবিশেষ, ঝিণ্টি; ঝাঁট; ঝাপ্টা (জলের ঝাঁটি)। [ঝিণ্টি]।

ঝাঁড়—(ঝাড় হইতে) ঝাঁট (ঝাঁড়ঝুড় দেওয়া—ঝাড়ও বলা হয়)।

ঝাঁপ—বি. হাত-পা ছড়াইয়া উপুড় হইয়া জলে পড়া, লাফ (**ঝাঁপ দিয়া পড়া**—অগ্র-পশ্চাৎ বিবেচনা না করিয়া কাজে অগ্রসর হওয়া; সমস্ত অন্তর দিয়া বরণ করা); যাহা দিয়া ঢাকা দেওয়া যায় (দরজার ঝাঁপ); দুধের ভাণ্ডের উপরে দেওয়া পাতা খড় ইত্যাদি যাহাতে দুধ উছলাইয়া পড়িতে না পারে। [ঝম্প]। **আগুন-ঝাঁপ, কাঁটা ঝাঁপ**—গাজনের সন্ন্যাসীদের আগুন বা কাঁটা প্রভৃতির উপর ঝাঁপ দিয়া পড়া। **কাণ ঝাঁপ দেওয়া**—কাহারও পেটে কাণ দিয়া তাহার পেটের ভিতরকার শব্দ শুনা।

ঝাঁপটা, ঝাঁপ্টা, ঝাপ্‌টা—স্ত্রীলোকের মাথার গহনা বিশেষ। **ঝাপ্টা কাটা**—ঝাপ্টার ভঙ্গিতে খোঁপা বাঁধা।

ঝাঁপতাল—সঙ্গীতের তাল-বিশেষ।

ঝাঁপসন্ন্যাস—গাজনের সন্ন্যাসীদের আগুন-ঝাঁপ কাঁটা-ঝাঁপ প্রভৃতি ব্রত পালন (ঝাঁপ দ্রঃ)

ঝাঁপা—ক্রি. আচ্ছাদন করা, আবৃত করা। **ঝাঁপাই**—খুব হাত পা ছুঁড়িয়া সাঁতার (ঝাঁপাই খেলা)। **ঝাঁপানো**—ক্রি. ঝাঁপ দেওয়া; আবৃত করা; গো-মহিষাদি অবগাহন করানো। **ঝাঁপান**—পর্বত আরোহণের উপযোগী শিবিকা-বিশেষ; মনসা পূজার সাপখেলার উৎসববিশেষ। **ঝাঁপানিয়া**—যে মনসা পূজার উৎসবে সাপ খেলায়।

ঝাঁপি—বেত বা বাঁশের চটা অথবা তাল খেজুর ইত্যাদির পাতা দিয়া তৈরী ঢাক্‌নি-ওয়ালা পেটারা বা চুপড়ি।

ঝাঙ্কৃত—পায়জোর; ঝাঁ ঝাঁ শব্দ। [সং]

ঝাট—বি. ঝাঁট (দ্রঃ); লতাগৃহ; কান্তার; অব্য. ঝটিতি।

ঝাটিয়া—ঝাঁটাইয়া জমা করা তৃণাদি।

ঝাড়—[সং ঝাট] ঝোপ, গুচ্ছ (বাঁশ-ঝাড়; ধান-গাছের ঝাড়); গোষ্ঠী, বংশ (ঝাড়ের দোষ); শাখাযুক্ত বেলোয়ারী দীপাধার। **ঝাড়বাঁধা**—এক মূল হইতে অনেক অঙ্কুর বাহির হইয়া গোছা হইয়া উঠা।

ঝাড়্—ঝাড়া, পরিষ্কার করা অথবা মন্ত্র পাঠ করিয়া ফুঁ দেওয়া (অন্য শব্দের সহিত যুক্ত হইয়া ব্যবহৃত হয়)। **ঝাড়ঝুড়**—ঝাঁটা দিয়া পরিষ্কার করা। **ঝাড়ফুঁক**—মন্ত্র বা দোয়া পাঠ করিয়া ফুঁ দেওয়া। **ঝাড়-পোঁছ**—ঝাড়া পোঁছার কাজ। **ঝাড়ন**—যদ্দ্বারা ঝাড়া পোঁছা করা হয়, duster।

ঝাড়া—ক্রি. পরিষ্কার করা; ধুলা ঝুল আদি দূর করা (ঘর ঝাড়া); খালি করা, খালি করার জন্য উপুড় করিয়া নাড়া (ঝুলি ঝাড়া); চালুনী বা কুলার সাহায্যে ধুলা তুষ কাঁকর প্রভৃতি পৃথক্ করা; মন্ত্রাদি পড়িয়া ভূত প্রেত প্রভৃতি তাড়ানো অথবা ফুঁ দেওয়া; আঘাত করা; ছুঁড়িয়া মারা; প্রয়োগ করা বা দেওয়া (এগার ইঞ্চি ঝাড়া; রাগ ঝাড়া; বক্তৃতা ঝাড়া)। প. পরিষ্কৃত (ঝাড়া চাউল); একটানা, পুরা (ঝাড়া মুখস্থ করা; ঝাড়া একঘণ্টা)। **কাপড় ঝাড়া দেওয়া**—কাপড়ের খোঁট খুলিয়া ও নাড়া দিয়া কিছু লুকাইয়া রাখা হইয়াছে কিনা তাহা দেখা বা দেখানো। **গা ঝাড়া দেওয়া**—গা দ্রঃ। **চুল ঝাড়া**—স্নানের পর তোয়ালে দিয়া ঝাপটা মারিয়া মারিয়া চুল হইতে জল বাহির করিয়া ফেলা। **ঝাল ঝাড়া**—রাগ মিটানো। **ঝুলি ঝাড়া**—ঝুলি উপুড় করিয়া ঝাড়িয়া সব বাহির করা; কিছুই না রাখা। **নাক ঝাড়া**—সজোরে নিঃশ্বাস ফেলিয়া নাক হইতে শ্লেষ্মা বাহির করিয়া ফেলা। **বিষ ঝাড়া**—সাপের দাঁত হইতে বিষ বাহির করিয়া ফেলা; শায়েস্তা করা। **ভূত ঝাড়া**—প্রহার করিয়া অথবা তিরস্কার করিয়া শায়েস্তা করা। **ঝাড়া ফেরা**—মলত্যাগ করা (গ্রাম্য)। **ঝাড়পোছ, ঝাড়া-পোছা**—ঝাড়িয়া পুঁছিয়া পরিষ্কার করা।

ঝাড়াই—চালুনী কুলা ইত্যাদি দিয়া ঝাড়ার কাজ। **ঝাড়াই-বাছাই**—ধুলা তুষ ইত্যাদি ঝাড়া ও কাঁকর ইত্যাদি বাছার কাজ।

ঝাড়ানো—ক্রি. ঝাড়ার কাজ করানো। **গাছ-ঝাড়ানো**—নারিকেল ইত্যাদি গাছের মাথার ঝরাপাতা ও আবর্জনা সাফ করা; গাছে ঝাঁকি দিয়া ফল পাড়ানো। **ভূত ঝাড়ানো**—কিছু উত্তম মধ্যম দিয়া অথবা তিরস্কার করিয়া শায়েস্তা করা। **পুকুর ঝাড়ানো**—পুকুর ঝালানো, পাঁক ইত্যাদি তুলিয়া পুকুরের সংস্কার সাধন করা।

ঝাড়ালো—প. ঝাড়যুক্ত, গোছাওয়ালা।

ঝাড়ি,-ড়ী—প. ঝোপঝাড়বিশিষ্ট ('-জঙ্গল')।

ঝাড়ু—[হি.] ঝাঁটা, সম্মার্জনী। **ঝাড়ুকশ, -দার,-বরদার**—যে ঝাড়ু দেয়, মেথর। **ঝাড়ু মারা**—ঘৃণার সহিত প্রত্যাখ্যান করা বা সম্বন্ধ ছেদন করা (ঝাড়ু মার অমন আদরের কপালে)।

ঝাণ্ডা—[হি.] নিশান, পতাকা। **ঝাণ্ডা উঁচা রহে হামারা**—আমাদের পতাকার গৌরব অক্ষুণ্ণ থাকুক।

ঝানু—প. ঝুনা, পরিপক, ঘাগী, হুঁসিয়ার।

ঝাপ—ঝাঁপ।

ঝাপট, ঝাপটা, ঝাপ্টা—অপেক্ষাকৃত কোমল বস্তু দ্বারা হঠাৎ জোরে আঘাত (বাতাসের ঝাপ্টা; বৃষ্টির ঝাপ্টা; পাখার ঝাপ্টা); ঝাঁপটা দ্রঃ। **ঝাপ্টা মারা**—হঠাৎ থাবা মারা; ছোঁ মারা। **ডানা ঝাপ টানো**—ডানা দিয়া বাতাসে আঘাত করা, ডানা আন্দোলিত করা।

ঝাপনি—ঢাকনি; কৌটা।

ঝাপ্সা—প. অস্পষ্ট (চোখে ঝাপ্সা দেখা); যাহা ভাল বুঝা যায় না (ব্যাপারটা ঝাপসা হয়ে উঠেছে)।

ঝাপা—ক্রি. ঝাঁপা; বি. পেটারা।

ঝাপান—সাপ খেলানো।

ঝাবু, ঝাবুক—[সং.] ঝাউগাছ।

ঝামক—ঝামা, অতিরিক্ত পোড়া ইট। [সং]

ঝামটা—ঝাঁকি; অপ্রসন্ন মুখভঙ্গী (মুখ-ঝামটা দেওয়া); এরূপ মুখভঙ্গি ও তিরস্কার (মুখ-ঝামটা খাওয়া)।

ঝামর,-রি,-রু—প. ঝামার মত; মলিন; লাবণ্যহীন; উস্কোখুস্কো (নীল কমল ঝামরু হয়েছে—চণ্ডীদাস); টেকুয়া প্রভৃতি শাণ দিবার ক্ষুদ্র পাথর। **ঝামরানো**—ক্রি. ঝামার মত পোড়া রঙের হওয়া (সর্দিতে চোখ মুখ ঝামরানো)।

ঝামা—ঝামক, পোড়া ইট। **ঝামা মারা**—পুড়িয়া ঝামা হওয়া অথবা ঝামার মত হওয়া।

ঝামুর-ঝুমুর—নূপুর প্রভৃতির ধ্বনি।

ঝামেলা—[হি. ঝমেলা] ঝঞ্ঝাট, গণ্ডগোল, ঝক্কী (ঝামেলা পোহানো)।

ঝারা—ধারা, ক্ষীণ ধারায় জলের ক্ষরণ। **ঝারায় ঝলানো**—বৈশাখ মাসে শালগ্রাম শিবলিঙ্গ

তুলসীবৃক্ষ প্রভৃতির উপরে সচ্ছিদ্র ঘট বসাইয়া তাহা হইতে ক্ষীণ ধারায় জলসেক দেওয়া।

ঝারি,-রী—জলপাত্র-বিশেষ। [+ইক]।

ঝাঝ'রিক—যে ঝর্ঝর বাদ্য বাজায়। [ঝর্ঝর

ঝাল—ণ. কটুস্বাদ; জ্বালাকর; বি. লঙ্কা; বেশী ঝাল দিয়া প্রস্তুত খাদ্য; দাহ, তেজ; আক্রোশ (গায়ের ঝাল মেটানো); ধাতুপাত্র জুড়িবার জন্য ব্যবহৃত পাইন "রাংঝাল"। ণ. **ঝালুয়া, ঝেলো**। **ঝাল খাওয়া**—(প্রসবের পর প্রসূতিকে গোলমরিচ শুঁঠ পিঁপুল প্রভৃতি চূর্ণ করিয়া ঘৃতে পাক করিয়া খুব ঝাল খাদ্যদ্রব্য দেওয়া হয়) সন্তানের জন্য কষ্ট স্বীকার করা। **ঝালনাড়ু**—যে নাড়ুতে লঙ্কাচূর্ণ দেওয়া হয়। **ঝাল ঝাড়া, গায়ের ঝাল মিটানো**—মনের সঞ্চিত ক্রোধ প্রকাশ করা। **ঝালে ঝোলে অম্বলে**—সব ব্যাপারে বা সর্বত্র (সাধারণতঃ মন্ডলবগাত্র লোক সম্বন্ধে বলা হয়)। **পরের মুখে ঝাল খাওয়া**—অপরের মুখে শুনা কথা অথবা অপরের অভিজ্ঞতা লইয়া সোৎসাহে মত প্রকাশ করা।

ঝালর—[সং ঝল্লরী] আলগাভাবে ঝুলিয়া থাকিয়া শোভা বৃদ্ধি করে এমন অংশ (মশারির ঝালর; পাতলা কাঠ দিয়াও নক্সাদার ঝালর তৈরী হয়)। **ঝালরদার**—ঝালরওয়ালা।

ঝালা—ক্রি. ধাতুদ্রব্য পান দিয়া জোড়া দেওয়া; পুরাতন কূপ পুষ্করিণী প্রভৃতির পঙ্কোদ্ধার করা (পাতকো ঝালা)। **ঝালানো**—ঝালাই করা; সাফ করা (পুকুর ঝালানো), সংস্কার করা, নবীভূত করা (পুরোনো আলাপ ঝালিয়ে নেওয়া)।

ঝালাই—ঝাল বা পান দিয়া জুড়িবার কাজ।

ঝালাপালা, ঝালাফালা—ণ. পীড়িত, উত্যক্ত (কাণ ঝালাপালা হয়ে গেল)। [খেলা।

ঝালি—বেত দিয়া তৈরী পেটারা; থলে; ঝুলন

ঝি, ঝী—দুহিতা, কন্যা (ঝি-জামাই, বৌ-ঝি); পরিচারিকা (কন্যার মত সেবা-পরায়ণা ও স্নেহ-পাত্রী)। **ঝিকে মেরে বৌকে শিখানো**—কন্যাকে প্রহার করিয়া বৌকে তুল্য দোষের জন্য সাবধান করা; পরোক্ষভাবে অপ্রসন্নতা জ্ঞাপন করা বা তিরস্কার করা। **ঝিঅরি, ঝিআরি,-রী, ঝিয়ারী**—কন্যা; কন্যা-স্থানীয়া (কন্যার ননদ কিংবা পুত্রবধূর ভগিনী)। **ঝিউড়ী, ঝিয়ারী**—কন্যা; অবিবাহিতা কন্যা। **ঝি-মা**—পিতামহী বা মাতামহীর মা।

ঝিঁক, ঝিক—উনানের যে তিনটি মৃৎপিণ্ডের উপরে হাঁড়ি বসানো হয়; যাঁতার উপরকার চাকির ছিদ্র যেখানে গম ইত্যাদি দিয়া যাঁতা ঘুরানো হয়।

ঝিঁকরা—ছোট বন্য গাছ-বিশেষ। **ঝিঁকরা পোতা**—যে পড়ো ভিটায় ঝিঁকরা জন্মিয়াছে।

ঝিঁকা—বি ক্রি. বলপ্রয়োগ করিবার জন্য পশ্চাতে ঝোঁকা বা পাশে হেলা। **ঝিঁকে মারা**—এরূপ দেহভঙ্গি করিয়া কিছু নিক্ষেপ করা বা টানা (হাল বা দাঁড়)।

ঝিঁকুট—ণ. যাহা অকালে শুকাইয়া চিমড়ে হইয়া গিয়াছে, দরকচা।

ঝিঁঝিঁ—ঝিল্লী, ঝিঁঝিঁ পোকা; অঙ্গের অসাড় ভাব, মনে হয় ভিতরে ঝিন ঝিন করিতেছে (পায়ে ঝিঁঝিঁ ধরা)।

ঝিঁঝিঁট, ঝিঝিট—রাগিণী বিশেষ।

ঝিকঝিক ঝিকিঝিকি—অব্য. উজ্জ্বলতা-বাচক। **ঝিকঝিকানো**—ক্রি. ঝিকঝিক করা। **ঝিকমিক, ঝিকিমিকি**—ঝিকঝিক হইতে মৃদুতর। **ঝিকিমিকি বেলা**—প্রায় সূর্যাস্তের কাল।

ঝিকর,-ট—কাঁকর; পোড়ামাটি।

ঝিঙা, ঝিঙ্গা, ঝিঙ্গাক—[সং. ঝিঙ্গাক] লতা-বিশেষ ও তাহার ফল। **ঝিঙ্গী**—ঝিঙা গাছ।

ঝিঙুর, ঝিঙ্গুর—[হি. ঝিঙ্গুর] ঝিঁঝিঁ পোকা।

ঝিটাবেড়া, ছিটা বেড়া—কঞ্চি প্রভৃতির বেড়া (তাহাতে গোবরমাটির পাতলা লেপ দেওয়া)।

ঝিটি, ঝিন্টি, ঝিন্টিকা—ঝাঁটিফুলের গাছ।

ঝিনই, ঝিনুই—ঝিনুক দ্রঃ।

ঝিনঝিন—রক্ত চলাচল বন্ধ-হেতু কোন অঙ্গে অসাড়তা বোধ (পা ঝিনঝিন করছে)। বি. **ঝিনঝিনি**—ঝিঁঝিঁ ধরা। [শব্দ।

ঝিনি, ঝিনিকি-ঝিনি—নারীদেহের আভরণের

ঝিনুক—শুক্তি; নিত্য ব্যবহার্য অর্ধশুক্তি; শামুক; ধাতু-নির্মিত ঝিনুকাকৃতি চামচ, শিশুদের দুধ খাওয়াইবার জন্য ব্যবহৃত হয় (সোনার ঝিনুক)।

ঝিম, ঝীম—মাছের ভুড়-ভুড়ি (ঝিম ছাড়া); অবসন্নভাব, আচ্ছন্ন ভাব (ঝিম ধরে থাকা)। **গা ঝিম ঝিম করা**—খুব অবসাদ বোধ করা, সেজন্য মাথা ঘুরা, দাঁড়াইয়া থাকিতে না পারা ইত্যাদি (মাথা ঝিমঝিম করা)। **ঝিমঝিমি**

—নেশার জন্য ঝিমনি, আচ্ছন্নতা (আফিংএর ঝিমকিনি)।

ঝিমন, ঝিমানো—ক্রি. নেশায় আচ্ছন্ন হইয়া থাকা ; নেশা বা তন্দ্রার ঘোরে ঢুলা। **ঝিমনি**—তন্দ্রাচ্ছন্ন ভাব, নেশায় আচ্ছন্ন ভাব। **ঝিমি-ঝিমি**—(ঝিমানো ভাব) ধীর ও দীর্ঘ সময়ব্যাপী (ঝিমিঝিমি বৃষ্টি)।

ঝিয়ারি,-রী—ঝি দ্রঃ।

ঝিরঝির, ঝিরিঝিরি—ক্ষীণ ধারায় বা মৃদু গতিতে। (ঝিরঝির হইতে প্রবলতর অর্থে ঝরঝর, ক্ষীণতর অর্থে ঝুরঝুর)।

ঝিল—সরু লম্বা পুকুর (মোতিঝিল)।

ঝিলমিল—অব্য. ঈষৎ ঝলমল (ঝালর ঝিলমিল করছে)। ণ. **ঝিলমিলে**। **ঝিলমিল, ঝিলমিলি**—খড়খড়ি : নানা বর্ণের ঝালর ; ঝাড়ের পল।

ঝিলিক—ক্ষণিক বিদ্যুৎ-স্ফুরণ, ক্ষণিক তীব্র দীপ্তি। **ঝিলিক মারা**—বিদ্যুৎ-স্ফুরণ হওয়া। **ঝিলিক দিয়ে ওঠা**—হঠাৎ রাগিয়া তাড়া দেওয়া বা বিরক্তি প্রকাশ করা। (প্রাদে.)।

ঝিলিমিলি—বি. খড়খড়ি ; ণ. যাহা ঝিলমিল করে (ঝিলিমিলি হার ; সন্ধ্যারাগে ঝিলিমিলি ঝিলমের স্রোতখানি বাঁকা —রবি)।

ঝিল্লি, ঝিল্লিকা, ঝিল্লী—বাদ্যবিশেষ; ঝিঁঝিঁ পোকা (ঝিল্লীরব) ; সূক্ষ্মত্বক্‌, membrane. [সং.]। **ঝিল্লীকণ্ঠ**—গৃহ-কপোত।

ঝুঁকা, ঝুকা, ঝোঁকা—ক্রি. সামনের দিকে হেলা ; একদিকে হেলিয়া পড়া (গাছটা উত্তর দিকে ঝুঁকে পড়েছে) ; প্রবণতা জাগা, আগ্রহী হওয়া (মনটা কাবোর দিকে ঝুঁকেছে ; লোক ঝুঁকেছে দেশের নেতাকে দেখতে) ; ণ. যাহা ঝুঁকিয়াছে (কোল-ঝোঁকা—ণ. সামনের দিকে হেলা)।

ঝুঁকি—ক্ষতির বা বিপদের সম্ভাবনা ; দায়িত্ব, কর্মভার ; কর্মভারের গুরুত্ব। **ঝুঁকি নেওয়া**—দায়িত্ব বা risk নেওয়া। **ঝুঁকি সামলানো**—গুরু কর্মভার যোগ্যভাবে বহন করা।

ঝুঁজানো, ঝুঁঝানো—ক্রি. ছিদ্রমুখ দিয়া বেগে অথবা প্রচুর পরিমাণে নিঃসরণ (রক্ত ঝুঁঝাইয়া পড়িতেছে—বেগে ও প্রচুরভাবে পড়িতেছে)।

ঝুট, ঝুটা—ণ. বি. মিথ্যা (খোস-খবরের ঝুটাও ভাল) ; নকল (ঝুট বা ঝুটা জরী। বিপরীত—সাচ্চা জরী)। **ঝুটমুট**—ক্রি. ণ. মিথ্যা করিয়া, অকারণে।

ঝুটা, ঝুঁঠা—ণ. জুঠা, উচ্ছিষ্ট।

ঝুটি,-টী, ঝুঁটি,-টী—টিকি ; খোঁপা ; মাথার উপরে তুলিয়া বাঁধা চুল (ঝুঁটি বাঁধা উড়ে সপ্তম সুরে পাড়িতে লাগিল গালি—রবি)। **ঝুঁটি বুল-বুলি**—যে বুলবুলির মাথায় ঝুঁটির মত খাড়া পালক আছে।

ঝুড়া, ঝোড়া—ক্রি. গাছের অনাবশ্যক ডাল-পালা কাটিয়া ফেলা (নারিকেল গাছ বা খেজুর গাছ ঝুড়া)।

ঝুড়ি,-ড়ী—বাঁশের বেতি কঞ্চি প্রভৃতি দিয়া তৈরি পাত্র-বিশেষ। **ঝুড়ি ঝুড়ি**—ণ. বহু, প্রচুর। **ঝুড়িভরা**—অনেকগুলি, প্রচুর।

ঝুণ্ট—ঝোপ, কাণ্ডহীন বৃক্ষ।

ঝুনঝুন—নূপুরাদির ধ্বনি।

ঝুনঝুনি, ঝুমঝুমি—খেলনা-বিশেষ।

ঝুনা, ঝুনো—ণ. সুপক্ক ও শুষ্ক (ঝুনা নারিকেল) ; বিচক্ষণ, ঝানু।

ঝুমুক-ঝুমুক—কড়াই-ভরা মল প্রভৃতির ধ্বনি। **ঝুমু-ঝুমু, ঝুমুর-ঝুমুর, ঝুমু-রুণু-রুণু, ঝুমুর-ঝুমুর**—নূপুর-ধ্বনি।

ঝুপ—হঠাৎ পতনের বা ঝাঁপ দেওয়ার শব্দ। **ঝুপ-ঝুপ**—উপর্যুপরি পতনের শব্দ (ঝুপ ঝুপ করিয়া দাঁড় পড়া ; গাছ হইতে ঝুপ ঝুপ করিয়া লাফাইয়া পড়া ; ঝুপ ঝুপ করিয়া বৃষ্টি পড়া)। ঝুপ ঝুপ—অপেক্ষাকৃত ভারী কিছু পড়ার শব্দ (ঝুপ ঝুপ করিয়া পাড় ভাঙিয়া পড়িতেছে)। **ঝুপুর-ঝুপুর**—দ্রুত দাঁড় ফেলার শব্দ।

ঝুপড়ি,-ড়ী—[হি. ঝোপড়ী] দরিদ্রের বা সন্ন্যাসীর খড় লতাপাতা প্রভৃতি দিয়া তৈরী নীচু কুটীর।

ঝুম—ণ. নিস্তব্ধ, আচ্ছন্ন।

ঝুমকা, ঝুমকো—লতা-বিশেষ ; ঝুমকা ফুলের আকৃতির কর্ণাভরণ।

ঝুমঝুমি—বি. শিশুদের খেলনা যাহা নাড়িলে ঝুমঝুম শব্দ হয়।

ঝুমুর, ঝুমরি—পশ্চিম বঙ্গের লোক-সঙ্গীত বিশেষ (অশ্লীলতার জন্য পূর্বে নিন্দিত ছিল, বর্তমানে সুরের আবেগময় আবেদনের জন্য সভ্য সমাজে আদৃত)।

ঝুর-ঝুর, ঝুরু-ঝুরু—মৃদু ধারায় পতন অথবা মৃদুগতি প্রবাহ সম্বন্ধে বলা হয়। ঝিরঝির দ্রঃ।

ঝুরা—ক্রি. অশ্রুবিসর্জন করা, দুঃখশোক প্রভৃতির জন্য গভীর বেদনা-বোধ করা (সাধারণতঃ কাব্যে ব্যবহৃত)।

ঝুরা—ণ. শুষ্ক ও চূর্ণ (ঝুরা মাটি)। **ঝুরা-ঝারা**—টুকরা-টাকরা যাহা অবশিষ্ট পড়িয়া থাকে। **ঝুরা-ঝুরা, ঝুরো-ঝুরো**—শুষ্ক ধূলির মত।

ঝুরি—বট প্রভৃতির শাখা হইতে ঝুলিয়া-পড়া বা নামিয়া-আসা শিকড় (বটের ঝুরি); যাহা কুচি কুচি করিয়া কাটা হইয়াছে এমন তরকারী (ঝুরি-ভাজি); বেসন ইত্যাদি দিয়া প্রস্তুত খাদ্য-বিশেষ (ঝুরি-ভাজা); শিথিলভাবে শোভা পায় এমন গহনা (রতনঝুরি, মুক্তাঝুরি)। **ফুল-ঝুরি**—ফুল দ্রঃ।

ঝুরু-ঝুরু—ঝুর-ঝুর দ্রঃ।

ঝুল—মাকড়সার জাল ও সেই জালের সংলগ্ন ধোঁয়ার কালি ধুলা ইত্যাদি, soot; দোদুল্যমান অবস্থা বা তাহার দৈর্ঘ্য; জামার লম্বালম্বি মাপ বা প্রসার (ঝুলওয়ালা পাঞ্জাবী)। **ঝুল-সন্ন্যাস**—গাজনের সন্ন্যাসীদের উপরে পা আটকাইয়া মাথা নিচের দিকে করিয়া ঝুলা।

ঝুলন—শ্রীকৃষ্ণের দোল-উৎসব। **ঝুলনা, ঝোলনা**—দোলনা, যাহাতে বসিয়া ঝোলা হয়।

ঝুলা, ঝোলা—বি. দোলনা; ক্রি. দোল খাওয়া, ঝুলিয়া থাকা বা লম্বিতভাবে থাকা (গাছের ফল ঝোলে); অমীমাংসিতভাবে থাকা (সেই মোকদ্দমা এখনও ঝুলছে)। **ঝুলা-ঝুলি**—টানাটানি, পীড়াপীড়ি (অনেক ঝুলাঝুলি করিয়া পাঁচ টাকা কমাইয়াছি)। **ঝুলানো**—ক্রি. টাঙাইয়া রাখা; ফাঁসি দেওয়া; ণ. লম্বিত।

ঝুলি,-লী—[হি. ঝোলি] কাপড় দিয়া প্রস্তুত থলি। **ঝুলি-ঝাড়া**—ণ. ঝুলি ঝাড়িয়া পাওয়া। **ঝুলিঝাড়া করা**—কপর্দকশূন্য করা। **ঝুলি কাঁধে করা**—নিঃসম্বল হইয়া ভিক্ষুক হওয়া। **হরিনামের ঝুলি**—নাম জপ করিবার মালা যে ছোট ঝুলিতে রাখা হয়।

ঝোঁক—বি. প্রবণতা; পক্ষপাত; আকর্ষণ; ঘোর; প্রভাব; শখ (দলবিশেষের প্রতি ঝোঁক, রাজনীতিতে ঝোঁক, নেশার ঝোঁক, ভ্রমণের ঝোঁক)। **ঝোঁক চাপা**—প্রবল খেয়াল বা আগ্রহ হওয়া।

ঝোঁকতা, ঝুঁকতি—দাঁড়ি-পাল্লার এক দিকের পাল্লা নামিয়া আসার ভাব। **ঝোঁকা**—ক্রি. ঝুঁকা (দ্রঃ); ণ. ঝোঁকযুক্ত, inclined.

ঝোঁটন—বি. ঝুঁটি; ণ. ঝুঁটিযুক্ত (ঝোঁটন বুলবুলি)।

ঝোকা-বাড়ী—নৌকা-সংলগ্ন যে আধারের উপরে দাঁড় বসানো থাকে।

ঝোড়—লতা-গুল্মযুক্ত ঘন ঝোপ; জঙ্গল; সমুদ্রের খাঁড়ি, creek (প্রাচীন বাংলায় ব্যবহৃত)।

ঝোড়া—ক্রি. ঝুড়া (দ্রঃ); বি. বড় ঝুড়ি।

ঝোড়ো—ণ. ঝড়-সম্পর্কিত; ঝড়-জাত; ঝড়ের দ্বারা আহত (ঝোড়ো আম; ঝোড়ো বাতাস; ঝোড়ো চিল); ঝড়ের সময় ভূমিষ্ঠ।

ঝোপ—ছোট গাছ ও গুল্ম-লতার জঙ্গল। **ঝোপ বুঝে কোপ মারা**—সুযোগ অনুসারে স্বার্থ সিদ্ধি করা।

ঝোপড়া, ঝোপড়ী—ঝুপড়ী দ্রঃ।

ঝোর, ঝোরা—নালা; ঝরণা (পাগলা ঝোরা)।

ঝোল—জুষ, সুরুয়া; যে ব্যঞ্জনে জলের ভাগ যথেষ্ট (তাজা মাছের ঝোল)। **ঝোলের লাউ অম্বলের কদু**—স্বার্থ-সিদ্ধির জন্য সকলেরই মন যোগাইতে চেষ্টা করে এমন লোক। **ঝোল ভাত খাওয়ানো**—রোগ-ভোগের জন্য অভিসম্পাত দেওয়া অথবা গুরুতর প্রহারাদি করিয়া দীর্ঘ দিন শয্যাশায়ী করিয়া রাখিবার ভয় দেখানো।

ঝোলা—ক্রি. ঝুলা (দ্রঃ); ণ. অকঠিন, তরল। **ঝোলা গুড়**—যে গুড়ে মাতের ভাগ বেশি। বি. **ঝোলানি**—মাত।

ঝোলা—[সং. চোল] বড় থলি। **ঝোলা-ঝুলি**—ছোটবড় নানারকম থলি, ঝোলা ও তৎ-সংশ্লিষ্ট জিনিস। **ঝোলানো**—ক্রি. ও ণ. ঝুলানো।

ঝাঁটা—ঝাঁটা (দ্রঃ)। **ঝ্যাটাতি**—ঝাড়ুদার।

ঞ

ঞ—ব্যঞ্জনবর্ণমালার দশম বর্ণ ও 'চ' বর্গের পঞ্চম বর্ণ—অনুনাসিক। প্রাচীন বাংলায় যথেষ্ট ব্যবহৃত হইত, কিন্তু বর্তমানে যুক্তাক্ষরে ভিন্ন ইহার ব্যবহার প্রায় নাই (চঞ্চল, যাচ্ঞা, মিঞা)।

ঞ—শুক্রাচার্য; বণ্ড; স্বধর্মভ্রষ্ট; যোগী; ক্রূর; গায়ন; ঘর্ঘর শব্দ; হুঙ্কার; ধর্মে অনাসক্ত চিত্ত (ঞকার ঘর্ঘরধ্বনি গায়ন ঞকার, ঞকার করিয়া এস ঞকারে আমার—ভারতচন্দ্র)।

ট

ট—'ট' বর্গের প্রথম বর্ণ ও ব্যঞ্জন বর্ণের একাদশ বর্ণ, স্পর্শ বর্ণ ('ট' বর্গের বর্ণগুলি অনেক ক্ষেত্রে কাঠিন্যব্যঞ্জক); সহচর শব্দের আদি বর্ণ (দেখাটেখা, ফুলটুল, কাজটাজ, ফলটল)।

টই, টুঁই—[সং তুঙ্গ] চালের মটকা। **টুঁই ছোঁওয়া**—যাহা মটকা ছোঁয়, খুব লম্বা।

টই-টুম্বুর—প. কানায় কানায় পূর্ণ।

টং—[সং. টঙ্ক—ক্রোধ] প. শক্ত; চড়ামেজাজ; ভরপুর (রেগে টং হওয়া; মদে টং হয়ে আছে); ঘড়ি বাজার শব্দ; কাঁসি প্রভৃতি বাজের শব্দ।

টং, টোং, টোঙ্গ—উচ্চ স্থান; মাচা; ক্ষেতে প্রহরা দিবার জন্য নির্মিত উঁচু ছোট ঘর; উঁচু খুঁটির উপরে রাখা পায়রার খোপ। [সং তুঙ্গ]।

টংকিত—আন্দাজে মাপা জমি। [জমিদারী পরিভাষা]।

টংয়স-টংয়স—ট্যাঙস ট্যাঙস দ্রঃ।

টক—প. অম্ল; অম্লস্বাদযুক্ত (টক ডাল); বি. অম্লস্বাদের ব্যঞ্জন, অম্বল (মাছের টক)। [সং তক্র]। **টক-টক**—অম্ল-টক-স্বাদ-বিশিষ্ট। **টকো, টোকো**—অম্ল স্বাদ-বিশিষ্ট। **টকে যাওয়া**—টক হওয়া। **টক পালঙ্ক**—চুকা পালঙ্গ।

টক—অব্য. বড় ঘড়ির দোলকের শব্দ (টকটক; ছোট ঘড়ি হইলে টিকটিক); ত্বরিত, শীঘ্র (টক করে নিয়ে আসা); গরু চালাইবার কালে গাড়োয়ানের জিহ্বার দ্বারা কৃত শব্দ।

টকটকে—প. গাঢ় লাল (লাল টকটকে: মনোজ্ঞ লাল সম্বন্ধে টুকটুকে বলা হয়)।

টকাটক—অব্য. সঙ্গে সঙ্গে, তখন তখনই (বক্তৃতা হচ্ছে আর শর্টহ্যাণ্ডে টকাটক লিখে ফেলছে)।

টকানো—ক্রি. অম্ল স্বাদ-বিশিষ্ট করা।

টকুআ, টকুয়া, টোকো—টক দ্রঃ।

টক্কর—পরস্পরের সঙ্গে সংঘাত (গাড়ীতে গাড়ীতে টক্কর লাগা); প্রতিযোগিতা, পাল্লা (টক্কর দেওয়া); হোঁচট, গুঁতা (টক্কর খাওয়া)। **টক্কর লড়া**—মেড়ার লড়াই। **টক্করা-টক্করি, টকরা-টকরি**—প্রতিদ্বন্দ্বিতা। [ফুটছে]।

টগবগ—অব্য. ফুটন্ত জলাদির শব্দ (টগবগ করে

টগর—সাদা ফুল-বিশেষ।

টগরা,-রে—প. চটপটে, চতুর (টগরা ছেলে)।

টগে-টগে, টকে-টকে—ক্রি. প. সুযোগের সন্ধানে; তক্কে তক্কে (টকে-টকে থেকে ধরে ফেলবে)।

টঙ্-টঙ্—অব্য. অশোভনভাবে বা উদ্দেশ্যহীন ভাবে ঘুরিয়া বেড়ানো সম্বন্ধে বলা হয় (টঙ্-টঙ্ করিয়া বেড়ানো; হাল্কাভাবে উদ্দেশ্যহীন হইয়া বেড়ানো সম্বন্ধে টিঙ্-টিঙ্ বলা হয়; পা টানিয়া টানিয়া ক্লান্তভাবে হাঁটা সম্বন্ধে টঙস্-টঙস্ বলা হয়—ট্যাঙস ট্যাঙস দ্রঃ)।

টঙ্ক—কুঠার, টাঙি; খনিত্র; খড়্গ; সোহাগা; পর্বতের উঁচু অঞ্চল; টাকা। [সং]। **টঙ্ক-পতি**—টাঁকশালের কর্তা। **টঙ্কবিজ্ঞান**—নানা দেশের নানা যুগের মুদ্রা সম্বন্ধে শাস্ত্র। **টঙ্কশালা**—টাঁকশাল।

টঙ্ক—প. টন্‌কো, দৃঢ়, আঁটসাঁট। [প্রা.]।

টঙ্কক—টাঁকশালের অধ্যক্ষ; টাকা। [সং]

টঙ্কণ—পার্বত্য ঘোড়া-বিশেষ ; সোহাগা। [টন্‌ক্ +অনট্]

টঙ্কা, তঙ্কা—টাকা, মাহিনা। [সং. টঙ্ক]

টঙ্কার—ধনুকের ছিলার শব্দ (কোদণ্ড-টঙ্কার) ; বিস্ময় ; খ্যাতি ; প্রসিদ্ধি। [সং.]

টঙ্গ—টং দ্রঃ।

টঙ্ক—খনিত্র ; টাঙ্গি, কুঠার। [সং]

টঙ্গ—জঙ্ঘা। [হি.]

টঙ্কন—সোহাগা। [সং]

টঙ্গস্-টঙ্গস্, টঙস-টঙস, টেঙস-টেঙস, ট্যাঙস-ট্যাঙস—অব্য. পা টানিয়া টানিয়া ক্লান্তপদে বা উদ্দেশ্যহীনভাবে।

টঙ্গা, টাঙ্গা, টোঙ্গা, টোঙা—দুই চাকার গাড়ী-বিশেষ—ইহাতে এক বা দুই ঘোড়া জোতা হয়। [হি.]

টটমট—অব্য সামান্যভাবে, যৎকিঞ্চিৎ, কোন রকমে কাজ চালানো গোছের (লেখা পড়া টটমট জানে)। **টটাটটি, টটাটিটি**—অল্প, সামান্য, তুচ্ছ। **টটামটি**—এক রকম মোটামুটি।

টট্টর—বি. কথা বলায় বা উত্তর দেওয়ায় পটুত্ব। ণ. **টট্টরে**—যে কথা শোনামাত্র তৎক্ষণাৎ জবাব দেয় (টট্টরে ছেলে ; টট্টরে বউ)।

টট্টরী—ঢাকের বাদ্য।

টণ্ডাই, টাণ্ডাই, টাণ্ডা—[হি. টংটা] ফ্যাসাদ, বিরক্তিকর ব্যাপার, ঝঞ্ঝাট (এ আবার এক টাণ্ডা হয়েছে)। **টাণ্ডু**—কলহপ্রিয়, যে গোলমাল করিতে ভালবাসে।

টন—কঠিন বস্তুতে আঘাতের শব্দ ; [ইং. ton] কুড়ি হন্দর বা প্রায় সাতাশ মণ ওজনবিশেষ।

টনক—স্মৃতিস্থান, বোধ, উপলব্ধি। **টনক নড়া**—চেতনা জাগা ও কর্মতৎপর হওয়া (এত দিনে সরকারের টনক নড়েছে)।

টনক, টন্‌কো—ণ. মজবুত, দক্ষ, দড় (বয়স হলেও এখনও টনক আছে)।

টনটন—অব্য. ভিতর হইতে চাপবৃদ্ধি হেতু যন্ত্রণা-বোধ (ফোড়া পেকে টনটন করছে ; মাথার ভিতরটা টনটন করছে ; পেট ফুলে টনটন করছে) ; কাঠিন্যব্যঞ্জক শব্দ। ণ. **টনটনে**—কাঠিন্য-ব্যঞ্জক অর্থাৎ অশিথিল, দৃঢ়, মজবুত কার্যক্ষম (টনটনে জ্ঞান, টনটনে বুদ্ধি)। **টনটনে বরাত**—জোর বরাত বা কপাল ; (বিদ্রূপে) মন্দ বরাত বা দুরদৃষ্ট। (টনটনের বিপরীত—ঢ্যাবঢেবে —ঝাপা, শিথিল, অকেজো)। **টনাৎ**—টন করিয়া শব্দ, টাকার শব্দ।

টনিক—[ইং tonic] শক্তি-বর্ধক ঔষধ, সালসা ; যাতে উৎসাহ বাড়ে এমন বস্তু বা প্রস্তাব (টাকার টনিক)।

টপ—অব্য. তরল পদার্থ ফোঁটার আকারে পড়ার শব্দ। **টপটপ**—বারবার ফোঁটা পড়ার শব্দ। **টুপটাপ**—ব্যাপক টপ্‌টপ। **টপাস্ টপাস্**—বড় বড় ফোঁটায় পড়ার শব্দ। **টুপটুপ**—ছোট ছোট ফোঁটায় মৃদুভাবে পতন। **টুপুস টুপুস**—বিলম্বিত টুপ টুপ।

টপ—দ্রুততা-জ্ঞাপক (টপ করিয়া আনা ; টপ করিয়া খাওয়া বা গিলিয়া ফেলা)। **টপাটপ্**—একটি একটি করিয়া ত্বরিত গ্রহণ সম্বন্ধে বলা হয়, শীঘ্র শীঘ্র (এক সের রসগোল্লা টপাটপ খেয়ে ফেলে ; ছিপগুলো ফেলছে আর টপাটপ কই তুলছে) ; ধাবমান অশ্বের ক্ষুরের শব্দ।

টপ—বি. মটরাকৃতি গহনা (টপতোলা, কাণের টপ)।

টপকা—ক্রি. ণ. (আচমকা দ্রঃ) অপ্রত্যাশিত ভাবে।

টপকানো—ক্রি. ডিঙ্গানো, লাফ দিয়া পার হওয়া (দেওয়াল টপকানো) ; টপ টপ করিয়া পড়া।

টপটপ, টপাটপ—টপ্ দ্রঃ।

টপ্‌পা—গানের রীতি-বিশেষ (ধ্রুপদ, খেয়াল, টপ্পা, ঠুংরী)। **টপ্‌পা বাজ**—টপ্‌পা গানে আসক্ত ; স্ফূর্তিবাজ ; ইয়ার। **টপ্‌পা মারা**—দায়িত্বহীন আমোদ-প্রমোদে জীবন যাপন করা।

টব—জল রাখিবার পাত্র বিশেষ। [ইং tub]

টবর—(প্রাচীন বাংলায় ব্যবহৃত) জাতি-গোত্র, দলবল ; বসতি (আপন টবর নিয়া বসিল অনেক মিঞা—কবিকঙ্কণ)।

টবর্গ—ট ঠ ড ঢ ণ—এই পাঁচটি বর্ণ।

টমক—বাদ্য-যন্ত্র বিশেষ।

টমটম—এক-ঘোড়ায়-টানা দুই চাকার খোলা গাড়ী-বিশেষ। [ইং tandem]।

টমটমী—ছেলেদের বাজনা-বিশেষ।

টমেটো—তরকারী-ফলবিশেষ, বিলাতী বেগুন। [ইং. tomato].

টয়ে, টোয়ে—ঢাক ও পাগড়ি ইত্যাদির উপরে যে পালকের চূড়া থাকে। **টয়ে-বাঁধা**—ণ. যাহার মাথায় চাদর পাগড়ির আকারে জড়ানো,

ক্যাটা-বাঁধা ; ছাতার অভাবে যে উড়ানি দিয়া এমন ক্যাটা বাঁধিয়া বেড়ায়।

টর—[হি. টর—মাতাল] ণ. নেশায় টাল সামলাইতে অপারগ। [লাকাইয়া যাওয়া।

টরকানো—[হি. টরকানা] ক্রি. বেগে গমন করা,

টর্চ—বি. বৈদ্যুতিক বাতি যাহা ব্যাটারির সাহায্যে জ্বলে। [ইং. torch]

টর্নী—বি. আমমোক্তার, অ্যাটর্নী। [ইং. attorney]

টল—টহল, পায়চারি করা ও পাহারা দেওয়া ; বড় পাথরের গুলি।

টলকানো—ক্রি. টলা, উছলাইয়া পড়া (আনবার সময় অনেকখানি দুধ টলকে পড়েছে)।

টলটল—অব্য. কানায় কানায় পূর্ণ হইয়া ঈষৎ আন্দোলিত হওয়ার ভাব; উচ্ছলিত ভাব, কম্পন। ণ. **টলটলে**—তরল ; অনাবিল, ঘোলা নয়। **টলটলায়মান**—আন্দোলিত ; যাইবার উপক্রম হইয়াছে এমন, টলমল (আসন, গদি টলটলায়মান)।

টলট্টল—ণ. কানায় কানায় পূর্ণ ও আন্দোলিত।

টলবল—অব্য. আন্দোলনের ভাব, টলমল।

টলমল—অব্য. ণ. আন্দোলিত (পদভরে ধরণী টলমল); অস্থির ; শিথিল ; পরিপূর্ণ, পূর্ণ ও কম্পমান অবস্থাসূচক (বর্ষার জল টলমল করছে)।

টলা—ক্রি. কম্পিত হওয়া (পা টলছে) ; বিচলিত হওয়া (মুনির মন টলে), স্খলিত হওয়া ; অন্যথা হওয়া (সংকল্প টলিল), পতনোন্মুখ হওয়া; দোলায়মান হওয়া (আসন টলিল)। **টলানো**—ক্রি. মন বা সংকল্প পরিবর্তিত করা (তাকে টলানো সোজা কথা নয়)। **টলিত**—বিচ্যুত ; বিচলিত ; আন্দোলিত। [টল্+ক্ত]।

টস—(রস) রসপূর্ণ ভাব। **টস কাড়ানো**—রসপূর্ণ বাক্য বিনিময় করা, রসিকতা করা। **টসটস**—অব্য. রসে পরিপূর্ণতা-জ্ঞাপক (পেকে টসটস করছে) ; সুগঠিত কোঁটায় নিষ্ক্রমণের ভাব (টস টস করে ঘাম ঝরছে)। ণ. **টসটসে**—রসাল, সুপক্ব। (**টুসটুস**—টসটস-এর কোমল রূপ। ণ. **টুসটুসে**—টুসটুসে আম)।

টস্‌কানো—[হি. টস্‌কনা] ক্রি. টসটসে অবস্থার অভাব বা ন্যূনতা হওয়া, স্বাস্থ্যহানি ঘটা (অমন নাদুস-নুদুস শরীরখানি বেশ একটু টসকেছে) ; সহজেই ভাঙিয়া যাওয়া।

টহল—[হি. টহল্‌না] পায়চারি, পর্যটন (টহল দেওয়া)। **টহলদার**—চৌকিদার ; ভিক্ষোপজীবী, যাহারা বাড়ী বাড়ী ঘুরিয়া গান গাহিয়া ভিক্ষা করে। **টহলানো**—ক্রি. পরিশ্রান্ত ঘোড়ার শ্রান্তি দূর করিবার জন্য পায়চারি করানো, টহল দেওয়ানো। বি. **টহলানি**।

টা—নির্দিষ্ট সংখ্যা বা বিশিষ্টতা জ্ঞাপক (পাঁচটা বৎসর কেটে গেল ; লোকটা ঠকালে দেখছি ; এতটা আদর-যত্ন) ; অনাদর বা অসম্ভ্রম জ্ঞাপক (ছেলেটা বয়ে গেছে ; হরেটা গেল কোথায় ?)। কোমল রূপ : টি, টা।

টাইপ—মুদ্রণের জন্য ব্যবহৃত অক্ষর। [ইং. type]। **টাইপ করা**—টাইপ-রাইটার যন্ত্রের সাহায্যে মুদ্রিত করা। **টাইপ-রাইটার**—[ইং. typewriter] চাবি টিপিয়া ছাপার অক্ষরের মত লেখায় মুদ্রিত করিবার সুপরিচিত ছোট যন্ত্র।

টাইম—[ইং. time] সময়। **টাইম রাখা বা দেওয়া**—ঘড়ি ঠিক মত চলা (ঘড়িটা ভাল টাইম দিচ্ছে)।

টাউট—[ইং. tout] অন্যের মোকদ্দমার তদ্বিরকারক ; দালাল ; ভদ্রবেশী প্রবঞ্চক পাড়া-গেঁয়ে টাউট)। [নাগরিকদের সভা-গৃহ।

টাউন—[ইং town] শহর। **টাউন হল**—

টাঁক—[হি. তাক] লক্ষ্য ; দৃষ্টি ; অনুমান।

টাঁকশাল—যেখানে মুদ্রা নির্মিত হয়, mint. [টঙ্কশাল]।

টাঁকা, টাকা—ক্রি. অনুমান করা ; কোন ব্যাপার বা বিষয় সম্বন্ধে আগে থাকিতে ধারণা করা বা আশঙ্কা করা, রান্‌-সেলাই করা বা জোড়া দেওয়া (বোতাম টাঁকা)। বি. **টাঁকন, টাকুনি**। **টেকে দেওয়া**—ধান ভানিবার উপযুক্ত হইয়াছে কিনা তাহা দাঁতে ভাঙিয়া দেখা।

টাঁসা—ক্রি. রক্ত-স্বল্পতাহেতু খিল ধরা (হাত পা টেঁসে নেওয়া ; টাঁস ধরা ; মরা (টেঁসে যাওয়া)।

টাক—মাথার চুল না থাকা, ইন্দ্রলুপ্ত (টাক পড়া)। (ণ. টেকো)।

টাক—তৎপরিমিত (অন্য শব্দের সহিত যুক্ত হইয়া ব্যবহৃত হয়—আধ সেরটাক ; মাইলটাক)।

টাকনা—বি. চাখা ; চাটনির মত ব্যঞ্জন।

টাকরা—[সং. তালুক] যেখানে জিহ্বা যুক্ত করিয়া 'টাক' আওয়াজ করা হয়, তালু।

টাকা—[সং টঙ্ক] সুপরিচিত রৌপ্য-মুদ্রা ; অর্থ, ধন (টাকা করেছে; টাকাওয়ালা ; টাকা-কড়ি)।

টাকা উড়ান—অর্থ অপব্যয় করা। **টাকা-ওয়ালা**—ধনী। **টাকাকড়ি**—অর্থ। **টাকা করা**—অর্থ সঞ্চয় করা। **টাকার গরম**—অর্থ হেতু ঔদ্ধত্য ও দম্ভ। **টাকাটা সিকেটা**—অল্প অর্থ, সামান্য কিছু লাভ (টাকাটা সিকেটা ত আসে)। **টাকাপয়সা**—টাকাকড়ি, ধন। **টাকা ভাঙ্গানো**—টাকার পরিবর্তে নয়া পয়সা বা সিকি, দুয়ানি, আধুলি প্রভৃতি ক্ষুদ্র মুদ্রা নেওয়া। **টাকার মানুষ, টাকার কুমীর, টাকার আণ্ডিল**—বহু টাকা যাহার আছে এমন লোক। **টাকার মুখ দেখা**—অর্থ উপার্জন করা, ধনী হওয়া। **টাকার শ্রাদ্ধ**—অর্থের প্রভূত অপব্যয় (সাধারণতঃ অনিচ্ছাকৃত)।

টাকু, টাকুয়া—চরকার যে শলাকার সাহায্যে সূতা জড়ানো হয়, spindle, টেকো। **টাকুর**—পাটের সূতা কাটার নাটাই।

টাগ—[সং টক্ক—জঙ্ঘা; হি. টাঙ্] জঙ্ঘা।

টাগন,-গুন,-ঙ্গন—[সং টঙ্গন] পাহাড়ী ঘোড়া।

টাঙ্গ—[সং টঙ্ক] কুঠার-বিশেষ; ঠ্যাং, পা।

টাঙ্গা—টঙ্গা দ্রঃ।

টাঙ্গানো, টাঙানো—ক্রি. ঝুলানো; লট্‌কানো; তার রশি প্রভৃতি লম্বা করিয়া বাঁধা; খাটানো (তাম্বু টাঙ্গানো)।

টাঙ্গি,-ঙ্গী—ছোট কুঠার।

টাট—ছোট থালা; পূজার থালা-বিশেষ; উচ্চ কাষ্ঠাসন; মহাজনের বসিবার স্থান, গদি; কপটতা; মোহ।

টাটকা—[সং. তৎকাল; হি. টট্‌কা] সদ্য প্রস্তুত বা লব্ধ, নূতন, তাজা, বাসি নয় (টাটকা ঘি; টাটকা খবর; টাট্‌কা ভাজা)।

টা-টা—শুকাইয়া টান ধরার ভাব; পিপাসায় শুষ্ক ভাব (ব্যারামে লোকটা সকাল থেকে টা টা করছে, অথচ তাকে একটু বার্লি দেবার সঙ্গতি নেই)।

টাটানো—[হি. টটানা] ক্রি. কঠিন যন্ত্রণা বোধ হওয়া (ফোড়ার ভিতরে টাটাচ্ছে)। **চোখ টাটানো**—ঈর্ষান্বিত হওয়া (পরের সুখ-সৌভাগ্য দেখে চোখ টাটায়)। বি. **টাটানি**।

টাটি, টাটী, টাট্টী—বাঁশ বাখারি প্রভৃতির বেড়া, ঝাঁপ; ডাঙ্গা (চর অথবা বিল অঞ্চলের বিপরীত—প্রাদে.); মলত্যাগের স্থান; বাহ্যে (টাটী ফেরা, টাট্টী যাওয়া—ঝাড়া ফেরা, বাহ্যে যাওয়া)।

টাটু, টাট্টু—[হি. টট্টু] ছোট ঘোড়া-বিশেষ; যে ঘোড়াকে আক্তা করা হয় নাই।

টাড়—উপর-হাতের গহনা-বিশেষ (টাড়বালা, তাড়বালা)।

টাড়স, তাড়স—[সং. ত্রাস] প্রভাব, সংস্পর্শ (ফোড়ার টাড়সে বা তাড়সে জ্বর, sympathetic fever).

টাণ্টা(-ণ্ঠা), টাণ্ডা—[হি. টংটা—বাগ্‌বিতণ্ডা] ফ্যাসাদ, গেরো (টাণ্টা খালাস—ঝামেলা মিটিল; তাকে নিয়ে এক টাণ্টা হয়েছে; বিয়েটা কোন রকমে হয়ে গেলে টাণ্টা মেটে)।

টান—ণ অশিথিল, ঢিলা নয় (টানিয়া বাঁধা, গায়ের চামড়া টান-টান); বি. আকর্ষণ, স্নেহ, মমতা (দেশের প্রতি টান; ভাঁটার টান; রক্তের টান); বলে আকর্ষণ (টান মেরে ফেলে দেওয়া); অভাব (ভাল খাওয়া হয়েছে, কোন জিনিষের টান পড়ে নাই); চাহিদা (বাজারে মালের টান ধরেছে খুব); শ্বাসকষ্ট, হাঁপানি (টান ওঠা); দম (গাঁজার কল্‌কের টান মারা); উচ্চারণ-ভঙ্গি (বগুরে টান, রেঢ়ো টান, বিক্রমপুরে টান); দেমাগ, অহঙ্কার (বরের মায়ের কথার বড় টান); রেখার ভঙ্গি (কলমের টানে যাত্রা হয়ে গেছে রেফ)। **টান ধরা**—টান ওঠা; শ্বাসকষ্ট হওয়া; শুকাইতে আরম্ভ হওয়া (ঘা-তে টান ধরেছে)। **হাতটান**—চুরি-ছ্যাঁচড়ামির দিকে প্রবণতা।

টানা—ণ. যাহা টানা হয় অথবা একদিকে আকৃষ্ট হয় (টানা পাখা; টানা স্রোত); প্রসারিত (টানা স্রোত; টানা ভুরু); লম্বা (টানা পথ, টানা পা করে যাওয়া); মন্থিত, মাখন-তোলা (টানা দুধের ছানা); অঙ্কিত; বি. তানা, কাপড়ের লম্বাদিকের সূতা (টানা পড়েন); নথের শিকল; ক্রি. আকর্ষণ করা; লম্বা করা; পান করা (মদ টানা, গাঁজা টানা); আঁকা (রেখা টানা); বহন করা (মাল টানা); ব্যয়সংকোচ করা (টানিয়া চলা); শুষ্ক হওয়া (তরকারির জল আরো টানবে); পক্ষপাতিত্ব করা (আপনার লোকের দিকে টানিয়া কথা বলা)।

টানাটানা—আয়ত (টানাটানা চোখ)।

টানাটানি—বি. পরস্পর টানা (যমে মানুষে টানাটানি); অভাব, অকুলান (টানাটানি

আর ঘুচবে না দেখছি; টানাটানির সংসার)। **টানাম**—বি. মেজাজ, গুমর (টানানে কথা কয় না)। [প্রাদে]। **টানানো**—ক্রি. লম্বা করিয়া বাঁধা বা ঝুলানো। **টানা পড়েন করা**—বারবার আসা যাওয়া বা আনা নেওয়া করা। **টানাহেঁচড়া**—টানাটানি, ধস্তাধস্তি (টানাহেঁচড়া করে আর কতদিন চলবে?)। **গুণ টানা**—মাস্তুলে রশি বাঁধিয়া তীরে হাঁটিয়া টানিয়া নৌকা লইয়া যাওয়া। **দোটানা**—বি. দুই দিকের পরস্পর বিরুদ্ধ টান; দোলায়িত-চিত্ততা।

টানিয়া ধরা—হিসাবী হওয়া, ব্যয়সঙ্কোচ করা।

টানেল—[ইং tunnel] পাহাড়ের ভিতর বা মাটির নিচ দিয়া প্রস্তুত সুড়ঙ্গপথ।

টাপ—চলন্ত ঘোড়ার খুরের শব্দ। [হি.]

টাপর, টাপোর—উৎসবের জন্য নির্মিত অস্থায়ী চালা; খাপড়। [প্রাদে.]

টাপু—উঁচু জায়গা; দ্বীপ। [প্রাদে.]

টাপুর-টুপুর—বৃষ্টির টুপ্‌টাপ্ শব্দ।

টাপে-টোপে, টাপে-টাপে—ক্রি ণ. পরিপূর্ণভাবে; কানায় কানায় (বৃষ্টিতে পুকুর টাপেটাপে ভরে গেছে)।

টাবু-টুবু—ণ. পুরাপুরি ভরা; ডুবু ডুবু।

টাবুয়া, টেবো—টোপা; ফোলা-ফোলা (টেবো গাল)। [প্রাদে.]

টায়-টায়, টায়-টোয়—ক্রি. ণ. কোন রকমে সমতুলাব হইয়া (সংসার টায়টোয় চলছে); বেশীও না, কমও না (টায়-টায় এক সের হয়েছে)।

টার—[ইং tar] আলকাত্‌রা।

টারপলিন—[ইং tarpaulin] জল প্রবেশ করিতে না পারে, এমন রঙ্-মাখানো মোটা কাপড়, তিরপল, ত্রিপল।

টারপিন, তারপিন—[ইং turpentine] পাইন বা ঐ জাতীয় সরল গাছের তৈলবৎ নির্যাস।

টাল—বি. ঝোঁক, হেলন (চাকায় টাল): বাঁকা ভাব (তরোয়ালখানায় একটু টাল আছে); স্তোকবাক্য; ছলনা (**টাল দেওয়া**—স্তোক দেওয়া; **টালবাহানা**—মিথ্যা অজুহাত); পড়িয়া যাইতে পারে এমন হেলাভাব, ধাক্কা, তাল, ঝুঁকি, বিপদ (**টাল সামলানো**—পড়িয়া যাইবার মত দশা হইতে নিজেকে সামলাইয়া লওয়া; বিপজ্জনক ধাক্কা কাটাইয়া উঠা); টলিবার বা পড়িয়া যাইবার ভাব (**টাল খাওয়া**—মাতালের মত হওয়া; টলিতে টলিতে চলা, পড়িয়া যাইবার মত দশা হওয়া); স্তূপ, গাদা (ইটের টাল, সুর্কীর টাল)। **টাল খাওয়া**—মৃত্যুমুখে পতিত হইবার সম্ভাবনা হওয়া (সাবধান, এমন রোগীকে নাড়াচাড়া করো না, টাল যাবে)।

টালমাটাল—বি. অস্থিরতা, চাঞ্চল্য; সংশয়; বিপদের ভাব; টাল-বাহানা, মিথ্যা অজুহাত দেখাইয়া ঘুরানো। বি. **টালমাটালি**—বাহানা করিয়া সময় কাটানো।

টালা—[সং. টল্—চঞ্চল হওয়া] ক্রি. ভাঁড়ানো; অবহেলা করা; অগ্রাহ্য করা (মুরুব্বির কথা টেলে কি ভাল হবে?)। **কথা টালাটালি**—বারবার কথার নড়চড় করা।

টালি—[ইং. tile] ঘরের চাল ছাইবার বৃহৎ ও মজবুত খাপরা-বিশেষ; ঘরের মেজে আচ্ছাদনের প্রস্তরফলক বা সিমেন্টের মোজাইক ফলক।

টি, টা—বিশিষ্টতা সমাদর স্নেহ সৌষ্ঠব অল্পতা ইত্যাদি নির্দেশক প্রত্যয় (ছেলেটি, দুটি ফল, একটি কথা); বি. শিশুর ভ্রূযুগলের মধ্যে যে বিন্দু বা টিপ দেওয়া হয় তাহা (চাঁদের কপালে চাঁদ টি দিয়ে যা)।

টিউটর—বি. শিক্ষক। [ইং tutor]। **গার্জিয়ান টিউটর**—বি. যে শিক্ষক ছাত্রের গৃহে অভিভাবক স্বরূপে বাস করেন। **প্রাইভেট টিউটর**—বি. গৃহশিক্ষক। [ইং. private tutor] **টিউশনি, টুইশনি**—বি. শিক্ষকতা [ইং. tuition]।

টিক্‌টিক্—অব্য. ঘড়ি চলার শব্দ; টিকটিকির ডাক (মাথার উপরে টিক্‌টিকি টিক্‌টিক্ করিয়া উঠিল—যাত্রারম্ভে বা কর্মে বাধাসূচক)।

টিক্‌টিক্—[প্রাদে.] অব্য. বারবার মৃদু আপত্তি প্রকাশ; নড়বড়ে ভাব প্রকাশ (কি জলচৌকি এনেছ, ভাল বসছে না, টিক্‌টিক্ করছে)।

টিক্‌টিকি—সরীসৃপ জাতীয় প্রাণী, গৃহগোধিকা, জেঠী; তেরচা কাঠের ফ্রেমবিশেষ যাহাতে] বাঁধিয়া বেত মারা হয় (আমিই আছি টিক্‌টিকির উপরে—অর্থাৎ আমারই টলটলায়মান অবস্থা); ডিটেক্‌টিভ্, গোয়েন্দা। **টিক্‌টিকি পড়া**—টিক্‌টিকির অশুভসূচক ধ্বনি হওয়া।

টিকল, টৈকাল—ণ. উঁচু (টিকল নাক)।

টিকলি—[সং. তিলক] কপালে টিপ পরিবার

তিলক, ফোঁটা; সীমন্তে ধারণীয় গহনা বিশেষ; ছোট চাক্তি, খণ্ড (টিকলি করা; আখের টিকলি)।

টিকা, টীকা—তিলক; রাজতিলক; তামাক খাইবার টিকা; বসন্ত প্লেগ প্রভৃতি রোগের প্রতিষেধক হিসাবে ঐসব রোগের বীজ মানব-শরীরে প্রবেশ করাইয়া দেওয়া, vaccination, inoculation. **টিকাদার**—যে বসন্তাদি রোগের টিকা দেয়।

টিকা—টীকা দ্রঃ।

টিকা, টেঁকা—ক্রি. স্থায়ী হওয়া; বিকৃত না হওয়া (এ রঙ্ ধোপে টিকবে); থাকা, তিষ্ঠানো; স্বাভাবিক ভাবে জীবন ধারণ করা (যে দিনকাল পড়েছে, তাতে টিকে থাকা দায়); কার্যকর বা কার্যক্ষম হওয়া (ওসব ওজর আপত্তি টিকবে না; এমন খাওয়ায় শরীর টেঁকে না); বাঁচা (রোগী টিকবে না); বি. উক্ত সকল অর্থে। ক্রি. **টিকান, টেঁকান**—বাঁচান, স্থায়ী করা, বজায় রাখা।

টিকারা—দুন্দুভি; এক ধরণের সারেঙ্গী। [হি.]।

টিকি,-কী—চুট্‌কী, শিখা, টৈ়কি। **টিকিটি পর্যন্ত দেখিতে না পাওয়া**—আদৌ দেখা-সাক্ষাৎ না হওয়া বা খোঁজ-খবর না পাওয়া।

টিকিট—[ইং. ticket] ভাড়া বা মাশুল ইত্যাদির নিদর্শন-পত্র (বাসের টিকিট; ডাক-টিকিট, সিনেমার, লটারির টিকেট)। **টিকিট বাবু, -মাষ্টার**—টিকিট বিক্রয়কারী কর্মচারী।

টিকিন, টিকিং—[ইং. ticking] মজবুত কাপড়-বিশেষ—গদি বালিশ তোষক প্রভৃতির খোল তৈরী করিতে ব্যবহৃত হয়।

টিট্‌কার, টিট্‌কারি,-রী, টিটকিরি, টিটকারি—[সং. ধিক্কার] ঠাট্টা, বিদ্রূপ, উপহাস (টিট্‌কারী দেওয়া)।

টিটি-পাখী, টিটিভ, টিট্টিভ, টিটির—টি-টি-রবকারী পাখী-বিশেষ।

টিণ্ডিশ—(সং.) ডিণ্ডী, ঢেঁড়শ।

টিন—[ইং. tin] ধাতু-বিশেষ, রাং; রাংয়ের কলাই-করা লোহার পাত (টিনের ঘর); ক্যানেস্তারা বা অন্য টিন-নির্মিত পাত্র (একটিন ঘি)।

টিন্‌চার আইওডিন—বি. ক্ষতাদির পচন-নিবারক প্রতিষেধক [ইং tincture iodine]।

টিন্‌টিন্—অব্য. রুগ্নতা ও কৃশতাজ্ঞাপক। **টিন্‌টিনে**—বি. রোগা ও কৃশ। **পেট টিন-টিনে**—রোগের ফলে হাত পা সরু, পেট মোটা আর পেটের চামড়া পাত্‌লা ও উজ্জ্বল।

টিপ, টীপ—(প্রাকৃ. টিপ্পি) আঙুলের ডগা; বুড়া আঙুলের প্রথম পর্বের পরিমাপ (এক টিপ ছোট); আঙুলের ডগার বিশেষতঃ বুড়া আঙুলের ডগার ছাপ (টিপ সহি); বুড়া আঙুলে টিপিয়া তৈরী গাঁজা; চিমটি পরিমাণ (এক টিপ নস্য); চোখের ইঙ্গিত (চোখ টিপ মারা—চোখ টিপা); কপালের তিলক (কাঁচ-পোকার টিপ); তিলকের ধরণের অলঙ্কার (কোহিনুরের টিপটি ভালে, কানে রতন-দুল—করুণানিধান); সঙ্কেত, ইঙ্গিত (টিপ দিয়ে দেওয়া; টিপে দেওয়া); ইঙ্গিতে নির্দেশ; লক্ষ্য, তাগ (বন্দুকের টিপ)। **টিপকল**—যাহা টিপিয়া খোলা বা বন্ধ করা যায়, কোন কোন অলঙ্কারে যুক্ত থাকে। **টিপ্-টিপ্, টিপিটিপি**—অব্য. ক্ষীণ ধারায় ক্রমাগত বৃষ্টিপাতের শব্দ (ক্ষীণতর বা মৃদুতর ধারা সম্পর্কে বলা হয়, টিপির্-টিপির্); ক্ষীণ ভাব প্রকাশ (টিপ্ টিপ্ করিয়া জ্বলিতেছে); হৃৎকম্প সম্বন্ধেও বলা হয় (বুকের ভিতরটা টিপ্ টিপ্ করছে)। **টিপ্‌টিপনি, টিপ্‌টিপুনি**—ক্রমাগত অল্প অল্প বৃষ্টিপাত। **টিপনর্দাড়া, -নড়ি**—দেশীয় তাঁতের অংশ-বিশেষ।

টিপা, টেপা—ক্রি. চাপ দেওয়া (গলা টেপা; গা হাত পা টেপা); সঙ্কুচিত করিয়া ইঙ্গিত করা (চোখ টেপা—ইঙ্গিতে অভিপ্রায় জানানো অথবা সতর্ক করা)। **টিপাটিপি**—ইঙ্গিতে উদ্দেশ্য জ্ঞাপন। **টিপিয়া টিপিয়া চলা**—পায়ের শব্দ না হয় এমন ভাবে চলা (সাধারণতঃ উদ্দেশ্য-সিদ্ধির অভিপ্রায়ে)। **টিপিয়া টিপিয়া খরচ করা**—কম খরচ করা। **গা টেপা**—বেদনা-আদি দূর করিবার জন্য হাত দিয়া গা চাপা, গায়ে ঈষৎ চাপ দিয়া ইঙ্গিত করা। **মুখ টিপিয়া হাসা**—মুখ দ্রঃ। **চোখ টিপাটিপি**—চোখের ইঙ্গিত করিয়া পরস্পরের ভাব বিনিময়। **টিপানো, টেপানো**—টিপার কাজে নিয়োগ। **টিপন, টিপনি, টিপুনি**—টেপার কাজ; গোপন ইঙ্গিত দান। **অন্তর টিপুনি**—'অন্তর' দ্রঃ।

টিপাই—[ইং. tripod] তেপায়া (যাহার উপরে ফুলদানি-আদি রাখা হয়)।

টিপারা—ত্রিপুরা রাজ্য। প. **টিপ্‌রাই**

—পার্বত্য ত্রিপুরা-নিবাসী ; ণ. পার্বত্য ত্রিপুরায় জাত বা নির্মিত (-বাঁশী)।
টিপুনি—টিপা দ্রঃ ; টিপ্পনী, ব্যাখ্যা।
টিপ্পনী—ভাষ্য, ব্যাখ্যা, মন্তব্য, ফোড়ন। **টিপ্পনী কাটা**—বক্রভাবে প্রতিকূল মন্তব্য করা [টীপ-পন্+অ+ঈপ্]
টিফিন—[ইং. tif-fin] ইয়োরোপীয় পদ্ধতির দ্বিপ্রাহরিক লঘু ভোজন ; (বাংলা মতে) বৈকালিক জলযোগ ; বিদ্যালয়ে আফিসে কারখানায় জলযোগের জন্য কর্মবিরতি।
টিমটিম—(মিট্‌মিট্) মৃদু আলোক সম্বন্ধে বলা হয় ; মাদলাদির ধ্বনি। **টিমটিম করা**—অতি ক্ষীণভাবে অস্তিত্ব বজায় রাখা। ণ. **টিমটিমে**—টিমটিম করে এমন, ক্ষীণ, অনুজ্জ্বল।
টিয়া,-য়ে—তোতাপাখী। **শিকল-কাটা টিয়া**—যে স্নেহের বা আদর-যত্নের বশীভূত হয় না।
টিলা, টীলা—[হি.] ছোট পাহাড়।
টী, টি—[ইং. tea] চা। **টি-পার্টি**—চা ও আনুষঙ্গিক জলখাবারের মজলিস।
টীকথর—[তীক্ষ্ণ] উগ্র, চড়া (টীকথর মেজাজ)।
টীকা—[টীক্ (গমন করা)+অ+আপ্, যাহা ভিতরে প্রবেশে সাহায্য করে] ব্যাখ্যা। **টীকা-কার**—ব্যাখ্যাতা। [**টিটপনা**।
টীট, টিট—(ব্রজবুলি) ণ. ধূর্ত, নির্লজ্জ। বি.
টু—লুকোচুরি খেলায় সাড়া দেওয়ার শব্দ (টু দেওয়া); ফাঁকি (টু দেখানো—কলা দেখানো)।
টুই, টুঁই—ঘরের মট্‌কা। [প্রাদে.]
টুইল—[ইং. twill] বিশেষ ধরণে বুনট করা কাপড়-বিশেষ।
টুংটাং—অব্য. বি. বড় ঘড়ির বা জলতরঙ্গের শব্দ ; উল্লেখযোগ্য নয় এমন ছোটখাট কাজ (টুংটাং করে একরকম সংসার চালাচ্ছি)।
টুঁটি,-টা, টুটি—[সং. ত্রোটি,-টী] গলা, কণ্ঠনালী। **টুঁটি চেপে ধরা, টুঁটা ছেঁড়া**—কথা বলিতে বা প্রতিবাদ করিতে না দেওয়া।
টুঁশব্দ—প্রতিবাদের সামান্য শব্দ (টুঁ শব্দটি করার জো নেই)।
টুক—অব্য. ক্ষিপ্র ও অনাড়ম্বর ভাব।
টুকটাক—অব্য. ঘড়ির শব্দ ; সামান্য কাজকর্ম (কোন রকমে টুকটাক করে সংসার চলছে)।
টুকটুক—অব্য. গাঢ় চিত্তাকর্ষক লাল বর্ণ সম্বন্ধে বলা হয় (টকটক দ্রঃ)। ণ. **টুকটুকে**।

টুকনি,-নী—[হি. টোকনি] ভিক্ষা-পাত্ররূপে ব্যবহৃত ঘটি। **টুকনি হাতে করা**—নিঃস্ব হইয়া ভিক্ষুক হওয়া। **টুকনি হাতে দেওয়া**—দীনহীন ভিক্ষুকে পরিণত করা।
টুক্‌রা,-রো—বি. ছিন্ন বা কর্তিত অংশ, খণ্ড (কাপড়ের টুক্‌রা ; রুটির টুক্‌রা)। ণ. ছুটা, সম্বন্ধহীন (চাপা হাসি টুক্‌রো কথায় নানান জোড়াতাড়া—রবি)। **টুক্‌রা টুক্‌রা করা**—বহু খণ্ডে বিভক্ত করা ; বহু খণ্ডে বিভক্ত করিয়া নষ্ট করা। **টুক্‌রা বা টোক্‌রা-কই**—ছোট কই। [ছোট ঝুড়ি। [হি.]
টুক্‌রি,-রী—বাঁশের চটা, বেত ইত্যাদি দিয়া প্রস্তুত
টুকা—টোকা দ্রঃ।
টুকিটাকি—নগণ্য বস্তু বা কাজ (বাড়ী মেরামতের এখনও টুকিটাকি যা বাকি আছে, করা হচ্ছে)। **টুকিটুকি**—অল্প অল্প করিয়া।
টুকু, টুকুন, টুকুনি—অত্যল্পতাজ্ঞাপক (যত্নটুকু, জমিটুকু, জলটুকু)। **এতটুকু**—এত দ্রঃ।
টুগবুগুনি—টগবগ করিয়া ফোটার ভাব ; (তাহা হইতে) মনে যে কথা জমিয়াছে তাহা বলিয়া ফেলিবার জন্য ব্যস্ততা।
টুঙ, টুঙ্গি,-ঙ্গী—[সং. তুঙ্গ] উচ্চ ছোট গৃহ ; হাওয়াখানা। **কামটুঙ্গি**—উঁচু করিয়া তৈরী অথবা জলের ভিতরে প্রস্তুত প্রমোদ-গৃহ, জলটুঙ্গি।
টুটা—ক্রি. ভাঙিয়া যাওয়া ; নষ্ট হওয়া ; নিঃশেষিত হওয়া ; বিকৃত হওয়া, কম হওয়া (স্বপ্ন টুটা ; বড় বড় গৃহস্থের টুটিল সম্বল—কবিকঙ্কণ) ; ণ. যাহা ভাঙিয়া গিয়াছে বা নষ্ট হইয়াছে (টুটা-কাটা)।
টুনটুনি—সুপরিচিত ছোট পাখী।
টুনা, টুনি, টুনো—ছোট বালক-বালিকার আদরের নাম।
টুপ—অব্য. জলবিন্দু অথবা ছোট ফল পতনের শব্দ। **টুপ্‌টাপ্**—টপ্‌টপ্ দ্রঃ। [এমন। [প্রাদে]।
টুপভুজঙ্গ—ণ. নেশায় অবশ অথচ জ্ঞান আছে
টুপি,-পী—সুপরিচিত মস্তকাবরণ।
টুবটুব—অব্য. জলে পূর্ণ হওয়ার ভাব। কোমল রূপ : টুবুটুবু। ণ. **টুবটুবে**।
টুমটাম—টুকটাক, সামান্য, যৎকিঞ্চিৎ। **টুম-টাম করে**—কোনো রকমে সামান্য কাজকর্ম করিয়া।
টুয়ানো, টোয়ানো—ক্রি. হাত্‌ড়াইয়া হাত্‌ড়াইয়া ঠাহর করা বা খোঁজা (মাথায় উকুন

টোয়ানো; আধারে টোয়ানো); সঙ্কেত দিয়া লেলাইয়া দেওয়া। [প্রাদে.]

টুল—[ইং. stool] পায়াওয়ালা ছোট আসনবিশেষ।

টুলটুল—তুলতুল, অতি নরম ভাব।

টুলি,-লী—ছোট মহল্লা বা পাড়া (বাদামটুলি, কুমারটুলি, কায়েতটুলি)। [হি.]

টুলো—ণ. টোল সম্পর্কিত, টোলের; টোলে শিক্ষাপ্রাপ্ত। **টুলো বিদ্যা**—টোলে পাঠের ফলে লব্ধ বিদ্যা। **টুলো পণ্ডিত**—টোলের শিক্ষক; শুধু পুস্তকগত বিদ্যায় পারদর্শী, বাহিরের জগৎ সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ (সাধারণতঃ অবজ্ঞার্থক)। [টোল+উয়া>ও]

টুসটুস—টসটস্ দ্রঃ।

টুসি—বি. টোকা, আঙুলের দ্বারা লঘু আঘাত।

টুস্কি—বি. টোকা, বৃদ্ধাঙ্গুলির সাহায্যে তর্জনীর দ্বারা হাল্‌কাভাবে আঘাত। **টুস্কির মাল**—ভঙ্গপ্রবণ বস্তু যাহাতে টোকার ভর সয় না, সহজেই নষ্ট হইয়া যায়।

টে—টা ও টি-র বিকল্প কথ্য রূপ (তিনটা, তিনটে); (সব ক্ষেত্রে টে হয় না—একটি, সাতটি); স্থানে (আমারটে); টিয়া প্রত্যয়ের কথ্য রূপ (শাদাটে, ঘোলাটে)। [(পূর্ববঙ্গে 'ট্যাঙ্গর')।

টেংরা—[সং. তুঙ্গ; টিকর] উঁচু জায়গা; ডাঙ্গা

টেংরা—[সং. ত্রিকণ্টক] তিন কাঁটাযুক্ত সুপরিচিত মাছ। **গেঁটে টেংরা**—এক-জাতীয় ছোট মোটা টেংরা। **টেংরা গেঁটে**—বেঁটে, খাট ও মজবুত।

টেংরি—টেঙরি দ্রঃ। **টেঁ**—ট্যাঁ দ্রঃ।

টেঁক—[সং. টঙ্ক] নদীর তীরের যে অংশ বাঁকিয়া নদীর ভিতরে প্রবেশ করে (টেঁকটা ঘুরলেই নদীপাড়ের সেই বড় গাছটা দেখ্‌বেন); কোমর অথবা কোমরে যেখানে কাপড় গোঁজা হয় (টেঁকে পয়সা ছিল, পড়ে গেছে)। **টেঁক-ঘড়ি**—যে ঘড়ি টেঁকে রাখা হয়; জেবঘড়ি। **টেঁকে গোঁজা**—কোমরের উপরে গোঁজা; সম্পূর্ণ পরাভূত করিয়া জব্দ করা (তোমার মত লোককে সে টেঁকে গুঁজতে পারে)।

টেঁকসই—টিকা দ্রঃ। **টেঁকশাল**—টাঁকশাল দ্রঃ।

টেঁকা—টিকা দ্রঃ।

টেঁকি—[সং. তুঙ্গ] টিলা, পাহাড়।

টেঁটন, টেটন—জুয়াড়ি; ধড়িবাজ, ধূর্ত; চালাক। [প্রাদে.]

টেঁটরা—ট্যাটরা দ্রঃ।

টেঁটা, টেটা—বহুফলকবিশিষ্ট বর্শার ন্যায় মাছ মারার অস্ত্র-বিশেষ, দাঙ্গায়ও ব্যবহার করা হয়। (ছোট ডাঁটযুক্ত বহু আলবিশিষ্ট যন্ত্রকে কোঁচ বলে)। [প্রাদে.]

টেঁপা, টেপা—পেট-মোটা ছোট মাছ-বিশেষ।

টেঁপি—পেটমোটা খুকী।

টেকর—টিকর দ্রঃ।

টেকসই—টেকসই দ্রঃ। [চুবড়ি বা ডালা।

টেকুয়া, টেকো—টাকু দ্রঃ; আরা, awl; ছোট

টেকুয়া, টেকো—ণ. টাকযুক্ত।

টেক্কা—এক কোঁটা বা পান-চিহ্নযুক্ত তাস; সেরা; প্রধান (ইয়ারের টেক্কা)। **টেক্কা দেওয়া, টেক্কা মারা**—হারাইবার স্পর্ধা করা, হারাইয়া দেওয়া।

টেক্স—[ইং. tax] কর, মাশুল। **মুখের উপর ত টেক্স নেই**—লোকে সাধারণতঃ মুখে যা আসে তাই বলে, এই হেতু অবান্তর অসঙ্গত ইত্যাদি কথা সম্পর্কে ব্যঙ্গে বলা হয়।

টেঙরা—টেংরা দ্রঃ।

টেঙরি,-রী—ছাগলের পায়ের নলা (টেঙরির সুরুয়া); পায়ের নলা। **টেংরি ভেঙ্গে দেওয়া**—পা খোঁড়া করা। [কপিকল।

টেঙ্গা—ণ. টক; বি. কুয়া হইতে জল তুলিবার

টেটন; টেটরা; টেটা—টেঁ, ট্যাঁ, টেঁ দ্রঃ।

টেড়া—[সং তির্যক্] ণ. তেড়া, বাঁকা, অসরল; রগচটা। **টেড়া-বাঁকা বা বেঁকা**—যাহা বাঁকিয়া-চুরিয়া গিয়াছে। **টেড়ি**—টেড়া; মাথার একদিকে কাটা সিঁথি (টেড়ি কাটা)। **টেড়ি বাগানো**—যত্ন করিয়া টেড়ি কাটা (কটাক্ষ করিয়া বলা হয়)। **টেড়িয়া, টেঢ়া**—টেড়া, বাঁকানো।

টেণ্ডল—জাহাজের লস্করদের উপরিতন কর্মচারী-বিশেষ, tindal. [মালয়ালম 'টণ্ডল']।

টেণ্ডাই-মেণ্ডাই—[হি. টাঁটা] ক্রোধপূর্ণ আস্ফালন (টেণ্ডাই-মেণ্ডাই করা—রাগারাগি ও লাফালাফি করা)।

টেণ্ডার—[ইং tender] যে মূল্যে ও রীতিতে কোন প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তি কিছু সরবরাহ করিতে পারিবে তাহার যথাবিহিত বিবরণ (টেণ্ডার দেওয়া অথবা দাখিল করা)।

টেনা—[সং তুন্ন] তেনা, ছেঁড়া কাপড়, ছেঁড়া

কাপড়ের টুক্‌রা (সাত গেঁটে টেনা—বহু গিরা দেওয়া ছেঁড়া কাপড়)।

টেনেবুনে—ক্রি. বি. কষ্টেসৃষ্টে। **টেনে বুনে** —ক্রি. ণ. বহু চেষ্টা-চরিত্র করিয়া, জোড়াতাড়া দিয়া (টেনে বুনে ব্যাখ্যা—কষ্টকল্পিত ব্যাখ্যা)।

টেপা—টিপা দ্রঃ; গুঁজিয়া দেওয়া। **ভাত টেপা** —ঠাসিয়া-গুঁজিয়া অথবা আগ্রহ করিয়া ভাত খাওয়া (এত ভাত টিপ্‌লে বেরাম সারবে কি করে ?—প্রাদে.)।

টেপাগোঁজা—কৃপণতা ; অপ্রশস্ত স্থান বা ভাব।

টেপাটিপি,-টেপি—টিপাটিপি।

টেপাটোপা—ণ. মোটাসোটা, গোলগাল।

টেপারি—[সং. পেটারি] বীজবহুল অম্লমধুর ফল-বিশেষ।

টেবিল—[ইং. table] মেজ। **টেবিল লাগানো**—ভোজনের জন্য টেবিলের উপর খাদ্যসম্ভার রাখা।

টেবো—ণ. টোপা, ফুলো।

টেমি—[হি. টেম] কেরোসিনের কুপী (সলিতায় জ্বালানো হয়)।

টের—মনে মনে অনুভব ; সন্ধান ; সম্যক্‌ অবগতি (টের পাওয়া—মনে মনে বুঝিতে পারা ; বিপদ্‌ সম্বন্ধে সজাগ হওয়া বা সম্যক্‌ অবগত হওয়া)। **টেরটা পাবে**—বিশেষ বিপদ্‌ বা অসুবিধা কি, তাহা বুঝিবে (শাসাইয়া বলা হয়)।

টেরক—[সং. তির্যক্‌] ণ. টেরা, যাহার চোখের গঠন এমন যে দৃষ্টি বাঁকিয়া যায়। **টেরচা, ট্যার্চা** —ণ. তেড়া ; আড়াআড়ি ; কোণাকুণি। **টেরা** —ণ. টেরক, বাঁকাভাবে তাকায় এমন, বক্রচক্ষু (টেরাচোখো—যাহার দৃষ্টি টেরা) ; ছিদ্রযুক্ত (ঘটি টেরা হয়ে গেছে—প্রাদে.)।

টেরি—তেরিয়া দ্রঃ।

টেলিগ্রাফ—[ইং Telegraph] বিদ্যুৎসংযুক্ত তারের সাহায্যে সংবাদ প্রেরণের ব্যবস্থা বা তাহার যন্ত্র। **টেলিগ্রাম**—টেলিগ্রাফের সাহায্যে প্রেরিত সংবাদ। [ইং telegram]। **টেলিপ্যাথি**—[ইং. Telepathy] কোনরূপ বাহ্য সাহায্য ব্যতিরেকে একজনের মনোভাব অপর জনে সংক্রামিত করিবার পদ্ধতি-বিশেষ। **টেলিফোন**—[ইং. Telephone] দূরভাষ, বিদ্যুৎসংযুক্ত তারের সাহায্যে দূরের লোকের সহিত কথোপকথন বা তাহার যন্ত্র। **টেলিভিসন**—[ইং. Television] রেডিও সাহায্যে দৃশ্যাবলি প্রেরণের এবং গ্রাহকযন্ত্রে উহার প্রতিফলনের প্রক্রিয়া। **টেলিস্কোপ**—[ইং. Telescope] দূরবীক্ষণ-যন্ত্র, যাহার দ্বারা বহু দূরের জিনিস এমন কি গ্রহ-নক্ষত্রাদি স্পষ্টতর হইয়া দৃষ্টিগোচর হয়।

টেঁসো, টেঁসো—ণ. বিস্বাদ ; কষকষ। [প্রাদে.]

টেষ্ট—স্বাদ, taste ; পরীক্ষা, শেষ পরীক্ষা দিবার যোগ্যতা নির্ধারণের জন্য পরীক্ষা (ম্যাট্রিকের টেষ্ট, বি-এর টেষ্ট), test.

টৈটুম্বুর—টই টুম্বুর দ্রঃ। **টৌকা**—টোকা দ্রঃ।

টোকচা—যাহা টুকিয়া রাখা হয় ; যাহাতে টুকিয়া রাখা হয় এমন খাতা। [প্রাদে]

টোক-ফর্দ—যাহাতে টুকিয়া রাখা হইয়াছে এমন ফর্দ ; স্মারকলিপি।

টোকরা—বড় চুবড়ি বা টুকরি। [হি.]

টোকা—বৃদ্ধাঙ্গুলিতে তর্জনী ঠেকাইয়া মৃদু আঘাত (আদরের টোকা ; দরজায় টোকা দেওয়া)।

টোকা—[পর্তু touca] বাঁশের চটা ও শুক্‌না পাতা দিয়া তৈরী ছাতার ধরণের টুপি (টোকা মাথায় দিয়া বাজার করিতে যাইতেছে। পূর্ববঙ্গে মাথালি, মাথ্‌লা বলে)।

টোকা, টোঁকা—[হি. টোঁকনা] লিখিয়া লওয়া ; নকল করা (খাতা দেখে টোকা) ; ত্রুটি ধরা।

টোকা—[সং. টঙ্কন ; হি. টাঁকনা] সেলাই করা।

টোকানো—ক্রি. কুড়াইয়া লওয়া, কুড়ানো [প্রাদে.

টোকাপানা—জলজ উদ্ভিদ বিশেষ, বড় পানা।

টোকো—ণ. টক স্বাদ-বিশিষ্ট।

টোঙ্‌, টোং—টং দ্রঃ।

টোটকা—চিকিৎসা-শাস্ত্রের বহির্ভূত লোক-প্রচলিত গাছ-গাছড়া বা ঔষধ, মুষ্টিযোগ (টোটকা ঔষধ, টোটকা চিকিৎসা)। [সং. ত্রোটক]

টোটা—কার্তুস ; চর্বির বাতি, (টোটার মত দেখিতে) ; উদ্যান ; পর্ণকুটির।

টো-টো—উদ্দেশ্যহীন ভ্রমণ ; অসার্থক প্রান্তিকর ভ্রমণ। **টো-টো-কোম্পানী**—(ব্যঙ্গে) নিষ্কর্মাভাবে বৃথা ঘোরে এমন দল। [বিশেষ

টোড়ী, টৌড়ি,-ড়ী—সকাল বেলার রাগিণী-

টোণ,-ন—পাকানো শক্ত সুতা-বিশেষ (বড় ঘুড়ি ওড়াতে টোন সুতার দরকার)। [ইং Twine].

টোণ, টোন—তৃণ। [সং. তৃণ]।

টোনা—[সং. তন্ত্র ; হি. টোনা] তন্ত্র-মন্ত্র ;

বিশেষতঃ স্বামী বশ করার তন্ত্র-মন্ত্র (যাদু টোনা) ; অশুভ দৃষ্টি, নজর।

টোপ—বি. শিরস্ত্রাণ, টুপি ; ইউরোপীয়দের টুপি ; বঁড়শিতে গাঁথা মাছের আহার ; প্রলোভনের বস্তু বা বিষয় (টোপ গেলা—প্রলোভনে পড়া) ; অর্ধ-গোলাকার ঢাকনা ; টোপের মত অলঙ্কারের নক্সা (টোপ-কাটা) ; বিন্দু (টোপে টোপে পড়া) ; গদি আঁটার জন্য ব্যবহৃত কাপড়ের বোতাম ; কলসী ডেগচি প্রভৃতির টোল (টোপ খাওয়া ; টোপ তোলা)। [সং. স্তূপ]। **টোপদার**—ণ. টোপযুক্ত। **টোপনা**—যে যন্ত্রের সাহায্যে অলঙ্কারে টোপ তোলা হয়।

টোপর—বি. শিরোভূষণ ; মুকুট ; বরের মুকুট।

টোপলা—বি. পোঁটলা।

টোপসা—ণ. টোপের মত দেখিতে ; বিন্দুর মত।

টোপা—ণ. টোপ-তোলা, ফুলো (টোপা কুল)।

টোপানো—টোপে টোপে পড়া।

টোয়ান—টুয়ান দ্রঃ। [কই—প্রাদে.]।

টোরা—বি. শিশুর কটিভূষণ ; ণ. ছোট (টোরা

টোল—[হি. টোল] চতুষ্পাঠী, যেখানে সংস্কৃত কাব্য-দর্শনাদি পড়ানো হয় (ণ. টুলো দ্রঃ) ; টোলা, পাড়া (বেদের টোল) ; ছোট গর্ত, তোবড়ান ভাব (টোল খাওয়া ; গালের টোল)। **টোল মরা**—গর্তের ভাব কাটিয়া দিয়া নিটোল হওয়া (পেটের টোল মরা—পেট ভরা)।

টোল—[ইং toll] কৃত, শুল্ক।

টোলা—পাড়া, পল্লী (শাঁখারীটোলা)। [হি.]

টোলানো—ক্রি. কাহারও কথার উত্তরে বিকৃত উচ্চারণ করিয়া তাহাকে অবজ্ঞা বা বিদ্রূপ করা (মুখ টোলানো)। (টৌলনো-ও বলা হয়) ; বেড়াইয়া বেড়ান (পাড়া টোলানো ; পাড়া টোলানী)।

টোষ্ট, টোস্ট—[ইং toast] ক্রি. আগুনে সেঁকা ; বি. ঐরূপে সেঁকা পাঁউরুটির কাটা টুকরা।

টোসা—টোপ্‌সা, বিন্দুবৎ। **টোসা টোসা**—বিন্দু বিন্দু।

টৌড়ি—টোড়ি দ্রঃ।

ট্যাং-টেঙে—ণ. যাহার ঝুল ট্যাং অর্থাৎ জঙ্ঘা পর্যন্ত, ঝুলে খাট (ট্যাং-টেঙে চাপকান)।

ট্যাঙস-ট্যাঙস—অব্য. টঙস টঙস দ্রঃ ; ক্লান্ত-ভাবে পা টানিয়া টানিয়া ; ব্যর্থভাবে ঘুরিয়া ঘুরিয়া।

ট্যাঁ—পাখীর বা শিশুর বিরক্তিকর চিৎকার ; অপ্রিয় অভিযোগ অনুনয় ইত্যাদির পুনরাবৃত্তি সম্বন্ধেও বলা হয় (কি ট্যাঁ ট্যাঁ করছ ?)।

ট্যাঁক—টেঁক দ্রঃ।

ট্যাঁকখোর—টাকখর (দ্রঃ)।

ট্যাঁক-ট্যাঁক—ক্যাঁট ক্যাঁট ; বিরক্তিকর উক্তির পুনরাবৃত্তি সম্বন্ধে বলা হয়। **ট্যাঁক-ট্যাঁকানো**—ট্যাঁক ট্যাঁক করা। ণ. **ট্যাঁকটেঁকে**—বিরক্তিকর ; কর্কশ।

ট্যাঁকা—টিকা দ্রঃ। **ট্যাঁটা**—টেঁটা দ্রঃ।

ট্যাঁপারি—টেঁপারি, টেপারি।

ট্যাঁ-ফোঁ—উচ্চবাচ্য।

ট্যাঁস—বি. দো-আঁশলা ইয়োরোপীয় মিশ্রজাতি (ট্যাঁস ফিরিঙ্গী—অবজ্ঞাসূচক)।

ট্যাঁস—অব্য. অপ্রিয় অভিযোগপূর্ণ ধ্বনি বা উক্তি সম্বন্ধে বলা হয় (আগে না নোয়ালে বাঁশ পাকলে করে ট্যাঁস-ট্যাঁস—অল্প বয়সে যাহাদের শিক্ষা-দীক্ষা ভাল হয় নাই, পরে তাহাদের সহিত অপরের বনিবনাও হওয়া কঠিন)।

ট্যাক্স—টেক্স দ্রঃ।

ট্যাক্সি—[ইং Taxi] ভাড়া-খাটা মোটর গাড়ী।

ট্যাঙ্ক—[ইং tank] জল প্রভৃতি তরল পদার্থের বা গ্যাসের বড় আধার ; কামান সংযুক্ত সাঁজোয়া গাড়ী।

ট্যাড়চা—টেড়চা দ্রঃ। **ট্যাপা**—টেপা দ্রঃ।

ট্যামটেমি—বাদ্যযন্ত্র-বিশেষ।

ট্রাষ্টি—[ইং Trustee] সম্পত্তির নিযুক্ত তত্ত্বাবধায়ক, ন্যাসরক্ষক, ন্যাসপাল। **ট্রাস্ট** = ন্যাস।

ট্রাঙ্ক—[ইং. trunk] টিনের বা লোহার পাতের তৈয়ারী বড় বাক্স, তোরঙ্গ।

ট্রান্সফার—[ইং. transfer] বদলি।

ট্রাম—[ইং. Tram] লৌহ-লাইনের উপর দিয়া বিদ্যুৎ-চালিত যানবিশেষ, ট্রামগাড়ী।

ট্রে—[ইং. tray] বারকোশ। [কোষাগার।

ট্রেজারি—[ইং. Treasury] সরকারী

ট্রেন—[ইং Train] রেলগাড়ী।

ট্রেসপাস—[ইং. trespass] অনধিকার প্রবেশ।

ঠ

ঠ—'ট' বর্গের দ্বিতীয় বর্ণ ও ব্যঞ্জন বর্ণমালার দ্বাদশ বর্ণ—মহাপ্রাণ, অঘোষবান্; সাধারণতঃ কঠিন আঘাত ও ধ্বনি ব্যঞ্জক (ঠক্, ঠাস্, ঠোকর, ঠাঠা)।

ঠ—শিব; মহাধ্বনি; বজ্রধ্বনি; প্রতিমা।

ঠং—অব্য. ঘণ্টা প্রভৃতির ধ্বনি; কাষ্ঠাদিতে আঘাতের ধ্বনি। **ঠং ঠং**—এরূপ ধ্বনির পুনরাবৃত্তি।

ঠক—অব্য. লাঠি প্রভৃতি দিয়া আঘাতের শব্দ। **ঠক্-ঠক্**—অব্য. এরূপ আঘাতের পৌনঃপুনিকতা; হাড়ে হাড়ে শব্দ হয় এমন ভাব (পা ঠক্‌ঠক্ করিয়া কাঁপিতে লাগিল)। **ঠক-ঠকানো**—ক্রি. ঠক্ ঠক্ শব্দ করা; ভিতরে কিছুই নাই, তাহা জ্ঞাপন। বি. **ঠকঠকানি**। **ঠকঠকি**—মাকু প্রভৃতির শব্দ (ঠকঠকি তাঁত — দেশী তাঁত); অস্বস্তিকর অবস্থা, হাঙ্গামা। প. **ঠকঠকে**—শীর্ণ; অস্থিচর্মসার; চতুর; হুঁশিয়ার।

ঠক, ঠগ—[হি. ঠগ্] প. বি. প্রতারণাকারী, শঠ; নিন্দুক (ঠকামো); দুর্জন (ঠগ বাছতে গাঁ উজাড়); দস্যু-সম্প্রদায়-বিশেষ, ঠগী (ছদ্মবেশে পথিকদের সঙ্গ লইয়া ইহারা সুযোগ মত তাহাদের গলায় ফাঁস জড়াইয়া হত্যা করিত ও সর্বস্ব লুটিয়া লইত; ইংরেজ সরকার ১৮৩০ খৃষ্টাব্দের কাছাকাছি ইহাদিগকে দমন করেন)।

ঠকা—ক্রি. প্রবঞ্চিত হওয়া; ভুল করা; ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া; অপ্রস্তুত হওয়া (নাতনীর কাছে ঠকে গেলাম); প্রাপ্যের কম পাওয়া; হারা।

ঠকাঠক্—হাতুড়ি প্রভৃতির ক্রমাগত আঘাত।

ঠকানো—ক্রি. বঞ্চনা করা; হারাইয়া দেওয়া; জব্দ করা; অপ্রস্তুত করা। প. **ঠকানো, ঠকানে**—যাহা দিয়া ঠকানো যায় এমন (জামাই ঠকানো বা ঠকানে প্রশ্ন)।

ঠকামো, ঠকামি—পরনিন্দা; কাহারও নামে লাগানো; প্রবঞ্চনা, ঠকের কাজ (ঠকামো করিয়া এক রকম চলে)।

ঠকার—'ঠ' এই বর্ণ।

ঠক্কর, ঠোক্কর—আঘাত; গুরুতর হোঁচট।

ঠক্কুর—দেব-বিগ্রহ; পূজনীয় ব্যক্তি; ব্রাহ্মণের উপাধি-বিশেষ। [সং.]।

ঠগ, ঠগী—ঠক দ্রঃ। **ঠগপনা**—ঠকামো, ছলনা। [রুক্ষ।

ঠটিয়া, ঠটে—প. অপুষ্ট (ঠটে কলা); কড়া,

ঠন্—অব্য. কঠিন দ্রব্যে বিশেষতঃ ধাতুদ্রব্যে আঘাতের শব্দ। **ঠন্‌ঠন্**—অব্য. ঘণ্টা বাজার শব্দ। কিছুই না (বিদ্রূপে। বিদ্যা ঠন্‌ঠন্)। **ঠন্-ঠনানো**—ক্রি. ঠন্‌ঠন্ করা; শূন্যতা জ্ঞাপন করা। বি. **ঠন্‌ঠনানি, ঠন্‌ঠনি**—ঠন্‌ঠন্ ধ্বনি। **ঠন্‌ঠনে**—প. শুষ্ক; কর্দমহীন (ঠন্‌ঠনে পথ); কলিকাতার পল্লী-বিশেষ বা সেখানে তৈয়ারী চটিজুতা।

ঠন্‌ঠান্, ঠনাঠন্—অব্য. ঘণ্টা হাতুড়ি টাকি প্রভৃতির ক্রমাগত আঘাতের শব্দ।

ঠমক—হাবভাব; হাবভাবযুক্ত গমন-ভঙ্গি; গর্বিত ভাব-ভঙ্গি; হেলিয়া-দুলিয়া গমন; নাচের ভঙ্গি; নাচের সময় পদাভরণের ধ্বনি।

ঠস—মন্দা, চাহিদার অভাব (ব্যবসায়ে ঠস পড়িয়া যাওয়া—চাহিদা না থাকা)।

ঠসক, ঠসোক—[হি. ঠসক্] গুমর; গর্বিত ভাবভঙ্গি; হাবভাবপূর্ণ চলন।

ঠসা—প. বধির (ঠসা হয়েছ যে কথার উত্তর দাও না?)। [প্রাদে.]।

ঠা—বাজনার ধীর লয়-বিশেষ (ঠায়ে গাওয়া)।

ঠাওর—[সং. স্থাবর] বি. স্পষ্টভাবে নিরীক্ষণ; নির্ণয়, ঠাহর (তুমি যে ফটিক, তা ঠাওর করতে পারি নি)। **ঠাওরানো, ঠাউরানো**—ক্রি. ঠাওর করা; বুঝা, উপলব্ধি করা; অনুমান করা, নিশ্চিত করা (ঠাউরেছিলে লোকটা বোকা, এখন কি মনে হচ্ছে?)।

ঠাঁই—[সং. স্থান] বি. স্থান; দেশ; বাসস্থান, আশ্রয় (কোথাও ঠাঁই পেলে না; ঠাঁই-ঠিকানা); আহারের স্থান (পাঁচ জনের ঠাঁই করা হয়েছে); অব্য. স্থানে (সব ঠাঁই মোর ঘর আছে —রবি); নিকটে; সহিত ('এমন জামাতা ঠাঁই বিবাহ দিবারে চাহে তোরে'। বর্তমানে অপ্রচলিত, তবে পশ্চিমবঙ্গের কোন কোন অঞ্চলে 'ঠেঞে' ও পূর্ববঙ্গে 'ডাই' রূপে ব্যবহৃত হয়)। **ঠাঁই ঠাঁই**—পৃথক্ পৃথক্ স্থানে

(ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই)। **ঠাঁইনাড়া**—বি. অভ্যস্ত স্থান হইতে চলিয়া গিয়া অন্য স্থানে বসবাস; ণ. স্থানভ্রষ্ট (ঠাঁইনাড়া হয়ে বড় কষ্ট পাচ্ছি)।

ঠাঁই—অব্য. হঠাৎ কঠিন আঘাত বা চপেটাঘাতের শব্দ (ঠাঁই করে এক চড়)।

ঠাক্‌রুণ (ন)—ঠাকুরাণী, পূজনীয়া স্ত্রী; ব্রাহ্মণী; গুরুপত্নী; গৃহস্বামিনী প্রভৃতি; মান্যা রমণী (পূর্ববঙ্গে ঠাইরাইন); দেবী-প্রতিমা (ঠাক্‌রুণ দেখতে যাওয়া)। **ঠাক্‌রুণ দিদি**—পিতার অথবা মাতার মাসি ও পিসি; ভগ্নীস্থানীয়া ব্রাহ্মণ-কন্যা।

ঠাকুর—[সং. ঠক্কুর] দেবতা; দেব-বিগ্রহ; ঈশ্বর (রক্ষা কর ঠাকুর); ব্রাহ্মণ; উপাধি-বিশেষ; রাঁধুনে বামুন; পিতা; শ্বশুর; গুরু প্রভৃতি পূজনীয় ব্যক্তি (পিতাঠাকুর, ঠাকুরপো, গুরুঠাকুর); রাজা; ভাশুর (বড় ঠাকুর)। **ঠাকুর-কোঠা,-ঘর,-দালান**—গৃহস্থের নিজস্ব দেবমন্দির; গ্রামের চণ্ডীমণ্ডপ। **ঠাকুর-পূজা**—দেব-বিগ্রহের পূজা। **ঠাকুর জামাই**—নন্দাই। **ঠাকুরঝি**—ননদ। **ঠাকুরদাদা**—ঠাকুরদা, পিতামহ। স্ত্রী. **ঠাকুরমা**। **ঠাকুরদালান**—পূজামণ্ডপ। **ঠাকুরপো**—দেবর। **ঠাকুর বাড়ি**—দেবমন্দির। **ঠাকুর-সেবা**—দেববিগ্রহকে ভোগ-নিবেদন, ব্রাহ্মণ-ভোজন। স্ত্রী. **ঠাকুরাণী, ঠাক্‌রুণ (ন)**।

ঠাকুরাল, ঠাকুরালি,-লী—প্রভুত্ব, প্রভাব, সম্মান; অলৌকিক ক্ষমতা; ভক্তজন সম্পর্কে দেবতার ছলনা।

ঠাকুরি-কলাই—ঠাকুরের মত অর্থাৎ কৃষ্ণের মত কাল কলাইবিশেষ।

ঠাঙা—ঠেঙা দ্রঃ। **ঠাঞি**—ঠাঁই দ্রঃ।

ঠাট—বি. জনতা; মিছিল; সৈন্যদল।

ঠাট—ভঙ্গি, ধরণ; হাবভাব; কাঠামো (প্রতিমার ঠাট); বাহ্যাকৃতি (ঠাট বজায় রাখা) সাজসজ্জা, আড়ম্বর; রসবিলাস, ছলনা; লাঠি অসি প্রভৃতি খেলায় দাঁড়াইবার বিভিন্ন ভঙ্গি; সেতার প্রভৃতি যন্ত্রের সুরের পর্দা। **ঠাটঠমক**—ভাবভঙ্গি, হাবভাব। **ঠাট-পাট,-বাট**—বাহ্যরূপ, বাহিরের আড়ম্বর। **ঠাট বজায় রাখা**—ভিতরকার অবস্থা খারাপ হইলেও বাহ্য চালচলন পূর্ববৎ রাখা।

ঠাটা, ঠাঠা—বি. বজ্র (ঠাটা পড়া—বাজ পড়া); ঠাটা। **ঠাটানো, ঠাঠানো**—ক্রি. ব্যস্ত হইয়া মহা চেঁচামেচি করা, এরূপ চেঁচামেচি করিয়া উত্যক্ত করা বা গর্জন করা। (প্রাদে.)।

ঠাটারী—বি. হিন্দুজাতি-বিশেষ, কাঁসারী।

ঠাটী—ণ. সাজসজ্জা- বা রঙ্গ-প্রিয়া; প্রগল্‌ভা; লজ্জাহীনা।

ঠাট্টা—[সং. টট্টরী] বি. তামাসা (ঠাট্টাও বোঝো না?); বিদ্রূপ, উপহাস (কে করেছে ঠাট্টা তোমায় দিয়ে কবির তক্‌তো?—সত্যেন দত্ত)। **ঠাট্টা-তামাসা, ঠাট্টামস্করা**—ঠাট্টা, কৌতুক, রসিকতা। **ঠাট্টাবট্‌খেরা**—ইয়ারদের পরস্পরের সঙ্গে রসিকতা।

ঠাড়—[সং. স্তব্ধ] ণ. স্তব্ধ, নিস্পন্দ; খাড়া; অবহিতচিত্ত; কেবলমাত্র। **কান ঠাড় করা**—উৎকর্ণ হওয়া। **ঠাড় মাহিয়ানা**—খোরাক ছাড়া শুদ্ধ মাহিয়ানা। **ঠাড়মোড়**—ভয়ে আড়ষ্ট। **ঠাড় হওয়া**—খাড়া হওয়া; রোগমুক্ত হওয়া। **ঠাড় করা**—খাড়া করা; শক্ত-সমর্থ করা। **ঠাড়া**—ক্রি. খাড়া করা; হেলান দেওয়া।

ঠাণ, ঠান—ঠাক্‌রুণের সংক্ষিপ্ত রূপ (ঠানদিদি, মাঠান, বৌঠান)। **ঠানদিদি, ঠানদি**—ঠাকুরমা।

ঠাণ্ডা—[হি. ঠন্ডা] ণ. শীতল (ঠাণ্ডা যেন বরফ); শান্তশিষ্ট (ঠাণ্ডা ছেলে, ঠাণ্ডা মেজাজ); উত্তেজনাশূন্য (আগে ঠাণ্ডা হও, তারপর কথা শুনো); চাঞ্চল্যহীন, প্রশমিত (কড়া ধমক খেয়ে ঠাণ্ডা হয়েছে); স্নিগ্ধ, যাহা উগ্রবীর্য নয় (গরমের দিনে তরিতরকারির মত ঠাণ্ডা জিনিষ খাওয়াই ভাল); বি. শীত; শৈত্য। **ঠাণ্ডা লাগা**—ঠাণ্ডা বাতাস বা শীত ভোগের ফলে অসুস্থ হওয়া।

ঠান—বি. রূপ; আকৃতি; স্থান; অব্য. কাছে (প্রাচীন বাংলায় ব্যবহৃত)।

ঠাম—অব্য. নিকটে (রাধার ঠাম); বি. স্থান (কোন ঠাম); রূপ, শ্রী (সুঠাম দেহ); ভঙ্গি; মূর্তি (ত্রিভঙ্গিম ঠাম)। **ঠামঠমক**—ভাবভঙ্গি।

ঠায়—অব্য. স্থানে; নিকটে (প্রাচীন বাংলা); এক স্থানেই, নড়াচড়া না করিয়া (দু'ঘণ্টা ঠায় দাঁড়িয়ে আছি); একটানা (ঠায় দু'দিন); ধীরে ধীরে (ঠায় গাওয়া, ঠায়ে গাওয়া)। **ঠায়ঠিকানা**—বাসস্থান, আশ্রয়।

ঠার—[হি.] সঙ্কেত, ইসারা (আঁখিঠারে); ভাবপূর্ণ চাহনি।

ঠারা—[হি. ঠারনা] ক্রি. ইসারা করা, আড়ভাবে চাহিয়া সঙ্কেত করা (চোখ ঠারা)। **ঠারাঠারি**—চোখের ইঙ্গিতে পরস্পরকে জানানো। **বিবেককে চোখ ঠারা**—অন্যায় কাজ করিয়া মনকে প্রবোধ দিতে চেষ্টা করা।

ঠারেঠোরে—ক্রি.-ণ. আভাসে ইঙ্গিতে।

ঠাল—গাছের ডাল। (গ্রাম্য)।

ঠাস—অব্য. চড় মারিবার শব্দ ; হঠাৎ চিৎ হইয়া বা উপুড় হইয়া পড়িবার শব্দ। **ঠাসঠাস**—ক্রি.-ণ. ক্রমাগত ঠাসশব্দ (ঠাস ঠাস ভাঙিতেছে বাগানের বাঁশ)।

ঠাস—ণ. ঠাসা, ঘন, জমাট (ঠাস-বুনানি)।

ঠাসা—বি. ক্রি. গাদানো, বোঝাই করা, ঘেঁসাঘেঁসি করিয়া রাখিয়া ভরাট করা (মালপত্রে ঠাসা) ; চাপা ; মর্দন করা (ময়দা ঠাসা) ; ণ. যাহা ঠাসিয়া ভরা হইয়াছে। **ঠাসিয়া ধরা**—পাতিত করিয়া চাপিয়া ধরা ; প্রবলভাবে জবাবদিহী করা। **ঠাসাঠাসি**—গাদাগাদি, অত্যন্ত ভিড়। **ঠাসিয়া গুঁজিয়া খাওয়া**—রুচি অথবা ক্ষুধা না থাকা সত্ত্বেও জোর করিয়া খাওয়া। **কোণ-ঠাসা করা**—কোণ দ্রঃ।

ঠাহর—ঠাওর দ্রঃ। **ঠাহর করিয়া দেখা**—মনোযোগ দিয়া দেখা। **ঠাহরানো**—ঠাওরানো, নির্ণয় করা, উপলব্ধি করা।

ঠি—স্থান (কোন্ ঠি—কোথায়))। [প্রাদে]

ঠিক—[সং. স্থিত, স্থির] ণ. সত্য ; নিশ্চিত (ঠিক খবর) ; নির্ধারিত (দিন ঠিক করা ; বিয়ে ঠিক করা) ; যথার্থ, প্রকৃত (ঠিক বিচার ; ঠিক লোক) ; খাঁটি ; ন্যায়নিষ্ঠ (ঠিক মাপ ; ঠিক লোক) ; সঙ্গতিযুক্ত (কথায় কাজে ফল ঠিক হয়েছে) ; কমও নয়, বেশীও নয় (ঠিক দুপুর ; ঠিক এক ঘণ্টা) ; প্রস্তুত (তোমরা ঠিক থাক) ; প্রকৃতিস্থ (মাথা ঠিক আছে) ; পরিপাটি, সংস্কৃত (চুল ঠিক করা ; ছাদ ঠিক করা ; ঘড়ি ঠিক করা) ; নিয়ন্ত্রিত, শাসিত (ছেলে ঠিক করা : ঘা কতক দিলেই ঠিক হবে) ; বিবেচিত, পরিচালিত (ভাল বলে ঠিক করা) ; নিশ্চিতই (যাবে তো ঠিক ?) ; বি. স্থিরতা ; নির্ভরযোগ্যতা (কথার ঠিক নেই) ; দিশা ; সন্ধান (কবে কাকে কি বলেছি তার কি ঠিক আছে ?) ; স্বাভাবিক সুস্থ অবস্থা (মাথার ঠিক নাই) ; যোগ (ঠিক দেওয়া)। **ঠিক করা**—সংশোধন করা ; শায়েস্তা করা। **ঠিক দেওয়া**—যোগ করা। **ঠিকঠাক**—ণ. শৃঙ্খলাপূর্ণ ; নির্ধারিত ; যথাযথ। **ঠিকঠিকানা**—বি. নিশ্চয়তা ; সন্ধান ; নির্দিষ্ট বাসস্থান। **ঠিকে ভুল**—যোগ করায় ভুল ; বিচার বা সিদ্ধান্তে ভুল।

ঠিকরানো—ক্রি. বিকীর্ণ হওয়া (জ্যোতি ঠিকরানো ; চোখ দিয়া আগুন ঠিকরাইয়া পড়া) ; প্রতিফলিত বা প্রতিহত হওয়া। বি. **ঠিকরানি**।

ঠিকরি, ঠিকরে, ঠিকরা—কলকের ছিদ্রমুখের ছোট টিল বা খাপরা।

ঠিকা, ঠিকে—ণ. নির্ধারিত মজুরী বা সর্তযুক্ত (ঠিকা ঝি ; ঠিকা গাড়ী ; ঠিকা কাজ) ; মেয়াদী, নির্ধারিত সময়ের জন্য (ঠিকা প্রজা) ; বি. চুক্তিবদ্ধ কাজ (ঠিকা খাটা ; ঠিকাদার)। **ঠিকা বন্দোবস্ত**—জমি ব্যবসা ইত্যাদি সম্পর্কে কিছুদিনের জন্য নির্ধারিত বন্দোবস্ত (স্থায়ী বন্দোবস্ত নয়)।

ঠিকাদার—যে বিশেষ বন্দোবস্তের সর্তে কাজ করে, কনট্রাক্টর। **ঠিকাদারি**—ঠিকাদারের কাজ, কণ্ট্রাক্টরি। **ঠিকাদারী**—ণ. ঠিকাদারের ; ঠিকাদারিঘটিত।

ঠিকানা—নির্ধারিত সংখ্যা ; সীমা ; দিশা ; সন্ধান (মাটির আঁধার নীচে কে জানে ঠিকানা মেলিতেছে অঙ্কুরের পাখা—রবি) ; বাসস্থানের পরিচয় বা নির্দেশ। **ঠিকঠিকানা**—সন্ধান ; স্থিরতা ; অন্ত।

ঠিকারী—খাপরা।

ঠিকুজি, ঠিকজি—সংক্ষেপিত কোষ্ঠী।

ঠিকুল—ক্ষেতের আলে অথবা পুকুরের ধারে রাখা খড় ইত্যাদি দিয়া তৈরী করা মানুষের অদ্ভুত মূর্তি অথবা চুণের ফোঁটা দেওয়া কালো হাঁড়ি, scarecrow. [প্রাদে.]।

ঠিলা—[হি. ঠিলিয়া] কলসী। **ঠিলি**—ছোট কলসী। [দ্রঃ।

ঠিশমিশ—অপ্রসন্নতা ; মনোমালিন্য। খিশমিশ

ঠুং—অব্য. ঠংএর মৃদু রূপ। **ঠুংঠাং**—অব্য. কাচের জিনিসের আঘাতের শব্দ।

ঠুংরি, ঠুমরী—হাল্কা ধরণের সঙ্গীত-বিশেষ।

ঠুঁটা, ঠুঁটো—[প্রাকৃ টুণ্টো] ণ. যাহার দুই হাত নাই অথবা অকর্মণ্য, নুলা। **ঠুঁটো জগন্নাথ**—যাহাকে লোকে শক্তিমান্ বলিয়া জানে কিন্তু কাজের বেলায় যে কিছুমাত্র শক্তির পরিচয় দেয় না।

ঠুঁটো—ণ. দীর্ঘ চঞ্চুযুক্ত ; নির্লজ্জ।

ঠুক্—অব্য. কঠিন বস্তুতে মৃদু আঘাতের শব্দ। **ঠুক-ঠাক, ঠুক্-ঠুক্**—এরূপ শব্দের পুনরাবৃত্তি। তীব্রতর হইলে বলা হয় ঠক্‌ঠক্। **সেকরার ঠুক্‌ঠুক্ কামারের এক ঘা**—দুর্বল ব্যক্তি ধীরে ধীরে কাজ করে কিন্তু সবল ব্যক্তি জবরদস্তি করিয়া তাড়াতাড়ি করে। বি. **ঠুক্‌ঠুকানি, ঠুক্‌ঠুকুনি**।

ঠুকন, ঠোকন—আঘাত ; প্রহার ; অপমান (খুব ঠোকনটা ঠুকেছে)।

ঠুক্‌রান—ঠোক্‌রানো দ্রঃ।

ঠুকা, ঠোকা—ক্রি. পেরেকাদি আঘাত করিয়া বসানো ; সশব্দে প্রহৃত করা (লাঠি ঠোকা, হাতুড়ি ঠোকা) ; প্রহার করা (আচ্ছা করে ঠুকে দাও) ; স্পর্ধাব্যঞ্জক ভঙ্গি করিয়া দেহে আঘাত করা (বুক ঠোকা ; তাল ঠোকা)। বি. উক্ত সকল অর্থে। **ইয়ারকি ঠোকা**—অল্পবয়স্ক লোকের অথবা অযোগ্য ভাবে ইয়ারকি দেওয়া। **কপাল ঠুকিয়া লাগা**—দৈবের কৃপাদৃষ্টি হইতে পারে এই আশা মনে রাখিয়া কাজে লাগা। **মাথা ঠোকা, কপাল ঠোকা**—নিজের মাথায় বা কপালে আঘাত হানিয়া ভাগ্যকে অনুকূল করিবার চেষ্টা করা ; প্রাণপাত পরিশ্রম বা একান্ত সাধ্যসাধনা করা (পাষাণে মাথা ঠুক্‌লেও তো কেউ একটি পয়সা দিয়ে সাহায্য করবে না)।

ঠুঙ্গি,-ঙ্গী—ঠোঙ্গা দ্রঃ ; ছোট ঠোঙ্গা।

ঠুটা—ঠুঁটা দ্রঃ।

ঠুটঠুটা—ণ. থুরথুরা ; অতিশয় বৃদ্ধ ও জীর্ণদেহ।

ঠুন্—অব্য. ঠন্ অপেক্ষা মৃদুতর শব্দ। **ঠুন্‌ঠুন্**—ঠুন্ শব্দের পৌনঃপুনিকতা। বি **ঠুন্‌ঠুনি**।

ঠুন্‌কা, ঠুন্‌কো—ণ. যাহা ঠুন্ করিয়া অর্থাৎ অতি অল্পাঘাতেই ভাঙ্গে, brittle ; বি. প্রসূতির স্তনে দুধ জমার জন্য জ্বর-বিশেষ (ঠুন্‌কো জ্বর)।

ঠুনি—[সং স্থূণা] খুঁটি (প্রাচীন বাংলায় ব্যবহৃত)।

ঠুমুঠুমু—অব্য. ঠুন্‌ঠুন্ অপেক্ষা কোমলতর।

ঠুমকি—বি নৃত্যভঙ্গিবিশেষ।

ঠুল—মাথায় মাথায় গুঁতা (ঠুল মারা ; ঠুল লাগা)।

ঠুলি—বি. গরু ঘোড়া প্রভৃতির চোখে যে ঢাকনি দেওয়া হয় ; দৃষ্টি-অবরোধকর বিষয় বা সংস্কার (খুলে দে মা চোখের ঠুলি—রামপ্রসাদ) ; ভুলাইবার ফন্দি-ফিকির ; ছোট ঠোঙা।

ঠুসা—[হি. ঠুসনা] ক্রি. ঠাসা, গাদানো, চেষ্টা করিয়া অতিরিক্ত খাওয়া (লুচিমণ্ডা খুব ঠুসেছ) ; প্রহার তিরস্কার ইত্যাদি করা।

ঠুসি—ছোট জলপূর্ণ স্বচ্ছ আবরণ ; ছোট ঠোস, ফোস্কা। (জলের বা পানির ঠুসি ভাঙা—প্রসবের পূর্বে জল নির্গত হওয়া)।

ঠেং, ঠ্যাং—[সং. টঙ্গ ; হি. টাঙ্] পা ; পদ, জঙ্ঘা। **ঠেং ঠেং করা**—পরিধেয় বস্ত্র খুব খাটো হওয়া (যাহার ফলে ঠ্যাং বাহির হয়) ; ট্যাং ট্যাঙে দ্রঃ।

ঠেঁটপনা—ঠাঁটপনা, নির্লজ্জতা, বেহায়ামি।

ঠেঁটা, ঠ্যাঁটা-ণ. ধূর্ত ; কৌতুকপ্রিয় ; নির্লজ্জ, বেহায়া ; বেয়াড়া। স্ত্রী. **ঠেঁটী**। বি **ঠেঁটামি**।

ঠেঁটা,-টী—মোটা ছোট কাপড় (সাধারণতঃ বিধবার পরিধেয়) ; মোটা কাপড়।

ঠেক—অবলম্বন ; যাহা কিছুকে ঠেকাইয়া রাখে ; ঠেকনো, প্যালা ; দায়, সঙ্কট (কিন্তু এই অর্থে বর্তমানে 'ঠেকা' বেশি ব্যবহৃত হয়—আমার বড় ঠেকা) ; স্তূপ (ঠেক লাগা--ঠেকী লাগাও বলা হয়)। [(ঠেকনো দেওয়া) ।

ঠেকনা, ঠেকনো—অবলম্বন, ঠেস, প্যালা

ঠেকা—বি. দায় ; সঙ্কট ; অচল অবস্থা (আমার বড় ঠেকা, দুটি টাকা না দিলেই নয় ; বলি ঠেকাটা তোমার, না আমার ?) ; স্পর্শ ; ঠেকনা ; তাল রাখিবার পদ্ধতি-বিশেষ (ঠেকা দেওয়া)। **ঠেকা খাওয়া**—জবাবদিহির তলে পড়া।

ঠেকা—ক্রি. স্পর্শ করা বা লাগা (হাতে হাত ঠেকা) ; প্রতিরুদ্ধ হওয়া (চড়ায় ঠেকা); হারা ; দায়ে পড়া (কথা দিয়ে ঠেকেছি) ; থামা, পৌঁছা (বহু বাঁক-বন্দর ঘুরিয়া অবশেষে নৌকা ঘাটে ঠেকিল) ; সংকটাপন্ন হওয়া (ঠেকে শেখা, দায়ে ঠেকা) ; অনুভূত হওয়া (ভাল ঠেকছে না ; নূতন ঠেকছে)। ণ. বাধাযুক্ত ; একঘরে। **ঠেকা মেয়ে**—চিরকুমারী, যাহার গাত্র-হরিদ্রাদি অনুষ্ঠান হওয়ার পরে বিবাহে বাধা পড়ার অন্য পাত্রের সহিত বিবাহ দেওয়া অসম্ভব হইয়াছে। **চোখে ঠেকা**—বিসদৃশ বোধ হওয়া, খারাপ লাগা। **ঠেকে শেখা**—বিপদে পড়িয়া অথবা অভিজ্ঞতা হইতে শিক্ষালাভ করা।

ঠেকাঠেকি—সংঘর্ষ, ধাক্কাধাক্কি, পরস্পর স্পর্শ।

ঠেকানো—ক্রি. স্পর্শ করানো ; পাতিত করা ; প্রতিরোধ করা, সামলানো (মার ঠেকানো) ; বাধা দেওয়া, আটকানো (বরযাত্রীদের সাত দিন

ঠেকিয়ে রেখে আরও ধুম করলে)। বি., ণ. উক্ত সকল অর্থে।

ঠেকার, ঠ্যাকার—দেমাগ, গুমান, আত্মাভিমান (তার বড় ঠেকার; ঠেকার করা; ঠেকার দেখানো)। **ঠেকারে**—ণ. গর্বিত; আত্মাভিমানী। স্ত্রী. **ঠেকারী**—গর্বিতা; অভিমানিনী।

ঠেকী—ভিড়, স্তূপ (কাঠের ঠেকী দেওয়া হয়েছে; নৌকায় ঠেকী লেগেছে); সমাজে অচল অবস্থা (ঠেকী করে রাখা—একঘরে করা)।

ঠেকো—ণ. সমাজে অচল, এক-ঘরে (ঠেকো ঘর। ঠেকা এবং ঠেকীও বলা হয়); বি. খুঁটি, প্যালা।

ঠেঙ্গ—ঠেং দ্রঃ। **ঠেঙ্গ খোঁড়া হওয়া**—ঠেং ভাঙ্গার ফলে চলচ্ছক্তি রহিত হওয়া। **ঠেঙ্গ ভাঙ্গিয়া দাঁড়াইয়া থাকা**—বেশিক্ষণ দাঁড়াইবার ফলে এক পায়ে ভর দিয়া অন্য পা হাঁটুর কাছে একটু বাঁকাইয়া যে কিছু বিশ্রামলাভের চেষ্টা করা হয়; (তাহা হইতে) দীর্ঘক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিবার শ্রম বা হীনতা স্বীকার (ওকালতি জজের সামনে ঠেঙ্গ ভেঙ্গে ঘণ্টার পর ঘণ্টা দাঁড়িয়ে থাকা, ও আমি পছন্দ করি না)।

ঠেঙ্গা, ঠেঙা—লাঠি; খাটো মোটা লাঠি বা বাঁশের টুকরা (ঠেঙ্গা মারা—ঠেঙা ফেলিয়া মারা)। **ঠেঙ্গানো**—ক্রি. লাঠি-পেটা করা, প্রহার করা (ছেলে ঠেঙ্গানো; ছেলে ঠেঙ্গিয়ে খায়—পাঠশালায় গুরুমহাশয়গিরি করে—অবজ্ঞাব্যঞ্জক উক্তি)। **ঠেঙ্গাজ্বর**—ডেঙ্গুজ্বর যাহাতে হাড়ে খুব বেদনা হয় যেন ঠেঙ্গানো হইয়াছে। **ঠেঙ্গাড়ে, ঠেঙারে**—যাহারা ঠেঙা মারিয়া দস্যুবৃত্তি করে; ণ. নির্মম। বি. **ঠেঙ্গানি**—ঠেঙ্গানি খাওয়া; ঠেঙ্গানি দেওয়া। **ঠেঙ্গাবাজি**—লাঠি লইয়া যুদ্ধ বা আক্রমণ। **ঠেঙ্গা মেরে কথা বলা**—রসকষহীন কথাবলা, অতিশয় কড়া করিয়া বলা।

ঠেঙ্গে, ঠেঙে—অব্য. ঠাঁই; স্থানে; নিকট হইতে।

ঠেট, ঠেঁট, ঠেঠ—[সং. স্থাতৃ; হি. ঠেড়া] ণ. খাড়া; অমিশ্র; ভেজালহীন; জনসাধারণের মধ্যে চলিত (ঠেট হিন্দী)।

ঠেটা, ঠেঠা—ঠেটা দ্রঃ।

ঠেল—ভিড়; কাজের চাপ; ঠেলা (লোকের ঠেল)।

ঠেলা—বি. ধাক্কা; হটাইয়া দিবার জন্য বল-প্রয়োগ; যাহা ঠেলিয়া লইয়া যাওয়া হয় (ঠেলাগাড়ী; মাল বহিবার ঠেলা); বেগ; সঙ্কট (ঠেলা সামলানো—যে চাপ বা সঙ্কট আসিয়া পড়িয়াছে, তাহার সুব্যবস্থা করা বা প্রতিরোধ করা)। **ঠেলাঠেলি**—ধাক্কাধাক্কি; ভিড়, যাহার ভিতরে ঢুকিতে ধাক্কাধাক্কি করিতে হয়। **উল্টা ঠেলা**—প্রতি আক্রমণ; প্রতিক্রিয়া (গ্রাম্য)। **ঠেলা দেওয়া**—ধাক্কা দেওয়া; চাপ দেওয়া; কৈফিয়ত তলব করা; কড়া সমালোচনা করা। **ঠেলা মারা**—ধাক্কা দেওয়া। **ঠেলামারা কথা**—অবজ্ঞা-সূচক কথা; বিচারশূন্য গোঁয়ার্তুমিপূর্ণ কথা। **ঠেলার নাম বাবাজী**—বিপদে পড়িলে লোকে শায়েস্তা হয়। **বেগার ঠেলা**—অনিচ্ছায় বিনা পারিশ্রমিকে কাজ করা।

ঠেলা—ক্রি. ধাক্কা দেওয়া; সরাইয়া দেওয়া; অবহেলা করা; অগ্রাহ্য করা (আমার কথা ঠেলো না); একঘরে করা (জাতে ঠেলা; সমাজে ঠেলা); বিরক্তিকর ও শ্রমসাধ্য কাজে আত্মনিয়োগ করা (বেগার ঠেলা; লগি ঠেলা; জাঁতা ঠেলা)। **ঠেলে চলা**—ভিড়ের মধ্যে অন্যের গায়ে ধাক্কা দিয়া অগ্রসর হওয়া; একগুঁয়েমি করা।

ঠেস—হেলান (ঠেস দেওয়া); অবলম্বন, ঠেকনো (ছুটো বড় বালিশ দিয়ে পিঠে ঠেস দাও); কটাক্ষ, ব্যঙ্গ (ঠেস দিয়ে কথা বলা)। **ঠেসনা**—ঠেস (ঠেসনা দেওয়া)।

ঠেসা—ক্রি. ঠেস দেওয়া, ঘেঁষা, ঠাসা। **ঠেসানো**—ক্রি. ঠেসান দিয়া রাখা বা হেলান দিয়া রাখা; বন্ধ করা, ভেজানো (দরজা ঠেসাইয়া দেওয়া); ণ. বন্ধ, ভেজানো। **ঠেসান**—ঠেস, হেলান (তাকিয়া ঠেসান দিয়া বসা)।

ঠেসারা—ঠেসপূর্ণ বা বিদ্রূপপূর্ণ ইসারা।

ঠোঁট—[সং. ত্রোটি; হি. টোংট] ওষ্ঠ ও অধর; চঞ্চু। **ঠোঁট উল্টানো**—অবজ্ঞা প্রদর্শন। **ঠোঁটকাটা**—অপ্রিয় সত্য বলিতে যার বাধে না; নির্লজ্জ। **ঠোঁট ফুলানো**—অভিমান করা।

ঠোক—চঞ্চুঘাত; চঞ্চুঘাতের ভঙ্গীতে মাছের বঁড়শির টোপ খাওয়া। **সব তাতে ঠোক দেওয়া**—সব কিছুতে হাত দেওয়া কিন্তু লাগিয়া না থাকা, পল্লবগ্রাহিতা করা। **ঠোকানো**—ঠোক দেওয়া; চারা গাছের গোড়ার মাটি কাঠের খোঁচা দিয়া অল্প আলগা করিয়া দেওয়া। [প্রাদে.]

ঠোকনা, ঠোনকা, ঠোনা—গণ্ডে তর্জনীর আঘাত (প্রীতিপূর্ণ অথবা অবজ্ঞাপূর্ণ)।

ঠোকর, ঠোক্কর—হোঁচট; চঞ্চুঘাত; সাপের ছোবল; ঠোকনা।

ঠোক্‌রানো—ক্রি. চঞ্চুঘাত করা; ক্রমাগত কথার খোঁচা দিয়া বিব্রত করা (মেয়েলী ভাষা)।
ঠোকা—ঠুকা দ্রঃ। **ঠোকাঠুকি**—অ-বনি-বনাও; সংঘর্ষ; কলহ; মারামারি; হাতুড়ির আঘাত।
ঠোঙ্গা, ঠোঙা—কাগজ বা পাতা দিয়া তৈরী আধারবিশেষ।
ঠোন্‌কা, ঠোস্না—ঠোক্‌না দ্রঃ।
ঠোলা—ঠোঙা; ফাঁপা; ফোস্কা। [প্রাদে.]।
ঠোস—ফোস্‌কা (ঠুসি দ্রঃ); ক্ষীতি; পেট ফুলা।
ঠোসা—ঠুসা দ্রঃ।
ঠ্যাঁটা, ঠ্যাকার, ঠ্যাঙ্গা, ঠ্যাঙ্গাড়ে, ঠ্যালা—যথাক্রমে ঠেঁটা, ঠেকার, ঠেঙ্গা, ঠেঙ্গাড়ে ও ঠেলা দ্রঃ।

ড

ড—ব্যঞ্জনবর্ণের ত্রয়োদশ বর্ণ এবং ট-বর্গের তৃতীয় বর্ণ—অল্পপ্রাণ, ঘোষবান্। শব্দের মধ্যের ও শেষের ড কখনও কখনও ড় হয়; গাম্ভীর্য-ব্যঞ্জক।
ড—শিব; শব্দ; ত্রাস; বাড়বাগ্নি। [সং]।
ডউয়া—অম্লস্বাদযুক্ত বন্য ফল-বিশেষ।
ডওর—প. ডহর (দ্রঃ), গভীর; বি. অপেক্ষাকৃত নীচু স্থান; গ্রামের গলি বা গোহালট (ডওরে ডওরে ফেরা)। **ডওরা**—ডহরা, নৌকার খোলের নীচের বা গভীরতম অংশ যেখানে জল জমে।
ডংশা—ক্রি. দংশন করা, সাপে ছোবল দেওয়া (প্রাচীন বাংলায় ব্যবহৃত, গ্রাম্য ভাষায় চলিত)।
ডক—[ইং Dock] জাহাজ নির্মাণ ও মেরামতের স্থান; বন্দর।
ডকার—ঢেঁকুর; ড-বর্ণ।
ডগ, ডগা—শীর্ষ বা সুচালো অগ্রভাগ (গাছের ডগা; আঙ্গুলের ডগা; নাকের ডগা)। **কচুর ডগা, কলার ডগা**—কচুর বা কলার মাইজ অর্থাৎ সদ্য-নির্গত মাঝের পাতা।
ডগডগ—অব্য. কর্কশ উজ্জ্বলতার ভাব প্রকাশ (লাল ডগডগ)। **ডগডগে**—প. কর্কশভাবে উজ্জ্বল (ডগডগে লাল); দগ্‌দগে (আগুন ঘা ইত্যাদি সম্বন্ধে বলা হয়)।
ডগমগ—[হি. ডগ্‌মগ্‌] প. পরিপূর্ণ, ভরপুর; রসে রঙে বা ঔজ্জ্বল্যে পরম মনোহর (রসে ডগ-মগ; ডগমগ প্রভাত—রবি)। **ডগমগানো**—ডগমগ করা।
ডগর—বাদ্য বিঃ, দগড়।
ডগলা, ডগালে, ডগি,-গী—কচি লোভনীয় ডগা(বিশেষতঃ শাকের)।
ডঙ্ক—দংশন (প্রাচীন বাংলায় ব্যবহৃত)।
ডঙ্কা—[সং ঢক্কা] ঢাক-জাতীয় বাদ্য-বিশেষ; দুন্দুভি (ঘোষণার জন্য ব্যবহৃত হইত)। **ডঙ্কা দেওয়া, -পেটা, -মারা**—ডঙ্কা বাজাইয়া সাধারণ্যে বিজ্ঞাপিত করা। **ডঙ্কা মেরে**—প্রকাশ্যে ও সাড়ম্বরে, দশজনের সামনে, সগর্বে।
ডজর, ডজরি, ডাজর—চিচিঙ্গা।
ডজরী—কাঁকড়ী, ফুটি।
ডজন—[ইং. dozen] বারটি। **ডজন ডজন**—অনেক।
ডণ্ড, ডণ্ডী—দণ্ড (গ্রাম্য ভাষা—পাঁচ টাকা ডণ্ডী লাগিল)। **ডণ্ডী দেওয়া**—দণ্ডস্বরূপ জরিমানা-আদি দেওয়া।
ডন—[সং. দণ্ড হি. ডংড] ব্যায়াম-বিশেষ (দণ্ডবৎ পতিত হইতে হয় যাহাতে—ডন করা, ডন ফেলা)। **ডনকুস্তি**—ডন ও কুস্তি। **ডনগীর**—ডন-জাতীয় ব্যায়ামে অভিজ্ঞ; পালোয়ান।
ডব্‌কা—(যে উড়তে শিখেছে) প. তরুণ, সোমত্ত (ডবকা ছেলে)। [সং. ডবি=গতি, উড্ডয়ন]। **ডবকা বয়স**—নব-যৌবন। **ডবকে ওঠা**—যৌবনপ্রাপ্ত হওয়া।
ডবডবে—[হি. ডবডবানা] আয়ত বা অশ্রুপূর্ণ (বড় ডব্‌ডবে চোখ)। (আয়ত ও নির্বুদ্ধিতা-ব্যঞ্জক হইলে **ড্যাবডেবে** বলা হয়)।
ডবল—[ইং. oub‌e] দ্বিগুণ (ডবল ভাড়া); অনেক; বহুগুণ (সে যা করেছে তুমি তার চার ডবল করেছ)। **ডবল ডেকার**—দোতলা বাস্ বা যান। **ডবল প্রমোশন**—পরীক্ষায় ভাল ফল করার ফলে একবারে দুই ক্লাস উপরে উঠা; (ব্যঙ্গে) দ্রুত পরিবর্তন।
ডমর—বিপ্লব; উপদ্রব; ছোটখাট লড়াই; কলহ।

ডমরু—সুপরিচিত বাদ্য, ডুগডুগি। [সং.]। **ডমরুমধ্য**—যোজক, Isthmus.

ডম্ফ—প্রাচীন বাদ্য-বিশেষ (খঞ্জনীর তুল্য) ; দম্ভ।

ডম্বর—আড়ম্বর (মেঘ ডম্বর) ; সমূহ ; সাদৃশ্য।

ডম্বরু, ডম্বুর, ডম্বুরা, ডম্বুরু—ডমরু।

ডম্বুর—ব্যাঘ্র-শিশু। [অনট্]।

ডয়ন—আকাশে উড়া (উড্ডয়ন)। [ডী+

ডর—[হি.] ভয়, ত্রাস (ভয়-ডর ; ডর করে)।

ডরানো—ক্রি. ভয় করা ; সমীহ করা (ডরাইয়া চলা)। ণ. **ডোরকো, ডরুকা**—যে সহজেই ভয় পায়।

ডলন—পেষণ ; মর্দন। **ডলনা**—নোড়া। **ডলা**—ক্রি. মালিশ করা, মর্দিত করা ; টেপা ; ঘর্ষণ করা। **ডলাইমলাই**—মর্দন ও হাত বুলানো, সংবাহন, massage. **ডলাডলি**—পরস্পরের অঙ্গ মর্দন ; অন্তরঙ্গতা (সাধারণতঃ ব্যঙ্গে ব্যবহৃত হয়)। **ডলানো**—ক্রি. মর্দিত করানো। [ডালা। [সং]।

ডল্লক—বাঁশের চটা দিয়া তৈরী পাত্র-বিশেষ,

ডহর—[সং. দভ্র—সাগর] সাগর ('ডুগমনে ডহরের লুনপানি দে'—সত্যেন দত্ত) ; গর্ত ; জলাজমি ; দহ ; গোহালট ; গ্রামের গলি। **ডহরা**—নৌকার খোল। ডওর দ্র.।

ডহা—ক্রি. ঘর্ষণ হওয়া (যত ডাকে তত ডহে না)।

ডহু, ডহুয়া—মাদার গাছ ও ফল ; বড় পিঁপড়া-বিশেষ (ডেঁয়ে অথবা ডেও পিঁপড়ে)।

ডা—ডাকিনী। [ডী+অ+আপ্]।

ডাইন, ডান—ণ. দক্ষিণ। **ডান হাত**—দক্ষিণ হস্ত ; নির্ভরযোগ্য সঙ্গী (সে বাবুর ডান হাত)। **ডান হাতের কাজ**—ভোজন। **ডাইনে বাঁয়ে না তাকিয়ে**—বেপরোয়া ভাবে। **ডাইনা, ডানে**—তবলা, যাহাতে ডান হাত দিয়া আঘাত দেওয়া হয় (অপরটি বাঁয়া)।

ডাইন, ডাইনী, ডান—শিশুর অনিষ্টকারিণী যাদুকরী (মায়ের চেয়ে যে ভালবাসে তারে বলি ডাইন)। **ডাইনীর কোলে ছেলে সঁপা**—ভক্ষককে রক্ষক নিযুক্ত করা।

ডাইমন কাটা—(গহনাতে) হীরকের মত টোপ তোলা ও ছিলা কাটা।

ডাইরি—[ইং. diary] রোজনামচা ; থানায় দাখিল করা নালিশের বিবরণ (**ডাইরি করা**—এরূপ নালিশ লিপিবদ্ধ করানো)।

ডাইল, ডাল—[সং. দল] ভাঙা মুগ মসুর প্রভৃতি শস্য ; এরূপ ডালের ব্যঞ্জন।

ডাইস—[ইং. dies] স্বর্ণকারের বা মুদ্রাকরের ছাঁচ।

ডাং, ডাঁই, ডাঙ—[সং. দণ্ড ; হি. ডাঁগ—পর্বত-শৃঙ্গ] স্তূপ ; গাদি ; রাশি (ডাং লাগা—স্তূপীকৃত হওয়া ; এক ডাঁই বাসন)। **ডাঁই বা ডাং করা**—স্তূপীকৃত করা।

ডাং, ডাণ্ড, ডাণ্ডা—[সং. দণ্ড ; হি, ডংডা] দণ্ড, লাঠি ; ছোট মোটা লাঠি বা কোঁৎকা। **ডাং-গুলি**—খেলা-বিশেষ (ছোট লাঠি দিয়া প্রায় গোলাকার ছোট কাষ্ঠ বা বংশ-খণ্ডকে আঘাত করিয়া দূরে চালনা করিতে হয়)।

ডাংরা—বলদ। **ডাংরি**—গাভী। [সাঁওতালী]

ডাঁইয়া—ডেয়ে পিঁপড়া।

ডাঁট—বাঁট, handle ; দম্ভ, চাল (ডাঁট দেখানো, খুব ডাঁট)। (কথ্য)।

ডাঁটন—তিরস্কার ; হুঁসিয়ারি। **ডাঁটা**—ক্রি. তিরস্কার করা, ধমকাইয়া দেওয়া (তাকে আচ্ছা করে ডেঁটে দেওয়া হয়েছে)।

ডাঁটা—গাছের সরু ডাল ; শাকের শাখা (কাটোয়ার ডাঁটা) ; সজিনার লম্বা সরু ফল, খাড়া (সজনের ডাঁটা)।

ডাঁটি—বাঁট, ছোট হাতল (জাঁতির ডাঁটি) ; ঔষধ মাড়িবার ক্ষুদ্র প্রস্তর-দণ্ড।

ডাঁটো—ণ. শক্ত ; সমর্থ (তিনি এই বয়সেও বেশ ডাঁটো আছেন) ; অপক্ব (ডাঁটো আম) ; অসিদ্ধ (ভাত ডাঁটো আছে)।

ডাঁশ—[সং দংশ] বড় মশা-বিশেষ (ইহার কামড়ে গরু অতিষ্ঠ হইয়া উঠে), দংশ-মক্ষিকা, gadfly.

ডাঁশা,-সা—[সং. দংশ] ণ. পুষ্ট কিন্তু পক্ব নয় (ডাঁশা পেয়ারা) ; ঈষৎ হরিদ্রাভ (দুই চক্ষু ডাঁশা) ; বি. তক্তপোষ নৌকা প্রভৃতির আড়কাঠ যাহার উপরে পাটাতন করা হয়।

ডাক—পাখিবিশেষ, ডাহুক (জলের ধারের ঝোপে-জঙ্গলে বাস করে)।

ডাক—ডাক নামক জ্ঞানী ব্যক্তি ; জ্ঞানী ব্যক্তি (ডাকের বচন)।

ডাক—চিঠি-পত্রাদি (বিলাতের ডাক; ডাক-মাশুল) ; চিঠি-পত্রাদির নিয়মিত বিলি (ডাকের ব্যবস্থা ভাল নয়) ; চিঠি-পত্রাদির যানবাহন (শের শাহ্ ঘোড়ার ডাকের সৃষ্টি করেন)। [হি.]। **ডাক-খরচা**—ডাকে প্রেরণের মাশুল।

ডাকগাড়ী—ডাকবাহী দ্রুতগামী গাড়ী। **ডাকঘর**—চিঠি-পত্রাদি আসিয়া পৌঁছিবার ও বিলি হইবার আপিস। **ডাক চৌকী**—পথে ডাকের বাহনের যেখানে বদল হয়। **ডাক-টিকেট**—ডাকমাশুল যে দেওয়া হইয়াছে তার নিদর্শন-পত্রিকা। **ডাক পাঠানো**—হাতী ধরার খেদায় প্রহরীরা জাগিয়া আছে কিনা তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখিবার জন্ত চাদর লাঠি বা এই ধরণের কিছু খেদার অঞ্চলে হাত ঘুরাইয়া আনিবার ব্যবস্থা। **ডাক পিওন**—যে ডাক বিলি করে। **ডাক বসানো**—পথে ডাকের বাহনের পরিবর্তনের আড্ডা বসানো। **ডাক-হরকরা**—যে এক ডাকঘর হইতে অন্ত ডাক-ঘরে পত্রাদির থলিয়া পৌঁছাইয়া দেয়। **ফেরৎ ডাকে উত্তর**—পত্র পাইয়াই উত্তর।

ডাক—রাঙতার পাতলা পাত। **ডাকের গহনা**—রাঙ্‌তা জরি সোনা প্রভৃতি দিয়া প্রস্তুত প্রতিমার গহনা (জগৎকে সাজাচ্ছেন যে মা দিয়ে কত রত্ন সোনা, ওরে কোন্ লাজে সাজাতে চাস্ তাঁয় দিয়ে ছার ডাকের গহনা—রামপ্রসাদ)।

ডাক—শিবের অনুচর-বিশেষ। স্ত্রী. ডাকিনী। **ডাক-সিদ্ধ**—পিশাচ-সিদ্ধ অর্থাৎ পিশাচ যাহার আজ্ঞাবহ।

ডাক—কণ্ঠস্বর, বুলি (হাঁসের ডাক); গরু প্রভৃতির গর্ভগ্রহণকালের রব (ডাক আসা); আহ্বান (ছাড় ডাক, হে রুদ্র বৈশাখ !—রবি); প্রসিদ্ধি (নাম-ডাক) ; চীৎকার, হাঁক (ডাক ছাড়া বা পাড়া) ; গর্জন, উচ্চনাদ (মেঘের ডাক) ; রোগী দেখিবার আহ্বান (ডাক্তারের ডাক); নীলামে ক্রেতার হাঁকা দর (নীলামের ডাক)। **ডাক ছাড়া**—উচ্চ ধ্বনি করা (ডাক ছাড়িয়া কাঁদা)। **ডাক-ডোক**—খ্যাতি ; আহ্বান। **ডাক-ডুকপ**—ডুকপ দ্রঃ। **ডাক পাড়া**—বারবার ডাকা। **ডাকসাইটে**—বিখ্যাত, যাহার নাম-মাত্র উচ্চারণে সবাই চিনিতে পারে। **ডাক-সংক্রান্তি**—আশ্বিন মাসের সংক্রান্তি। **ডাক-সুন্দরী, ডাকের সুন্দরী**—সুন্দরী বলিয়া নামডাক আছে এমন। **ডাক-সুরৎ**—দেখিলেই যা ধারণা হয় (ডাকসুরৎ দুইবিঘা)। **এক ডাকের পথ**—নিকটবর্তী। **নাম-ডাক**—খ্যাতি। **পরপারের ডাক**—মৃত্যুর সম্ভাব্যতা। **হাঁকডাক**—আস্ফালন, হৈচৈ।

ডাকবাংলো—সরকারী কর্মচারী ও ভ্রমণ-কারীদের ব্যবহারের জন্ত সরকারী পান্থশালা। [ইং dakbunglow]

ডাকা—ক্রি. ধ্বনি করা (কুকুর ডাকে ; পাখী ডাকে ; পেট ডাকে); সম্ভাষণ করা (ডেকে জিজ্ঞাসা করে না) ; আহ্বান করা (পেছন থেকে ডেকো না) ; উচ্চ ধ্বনি করা (মেঘ ডাকে ; কামান ডাকে) ; প্রেম-প্রীতি, স্নেহ-করুণা প্রভৃতি প্রার্থনা করা (মা মা বলে ডাকব না আর ; ডাক যিনি অগতির গতি তাঁকে ; ডাকার মত ডাকলে পরে কে না সাড়া দেয় ?); মন্ত্রণাদির জন্ত আহ্বান করা (ডাক্তার ডাকা ; জ্ঞাতি-কুটুম্বদের ডেকে জিজ্ঞাসা করা) ; নিমন্ত্রণ করা (বাড়ীতে দশজনকে ডাকা হয়েছে); স্মরণ করা (ভগবান্‌কে ডাক) ; পূর্বেই আশঙ্কা করা (অমঙ্গল ডাকা)। বি. উক্ত সকল অর্থে। ণ. আহূত ; মুখরিত, ধ্বনিত। **বিপদ্ ডাকিয়া আনা**—নিজের কাজ বা বুদ্ধির দোষে বিপদ্ ঘটানো। **ডাকিয়া বলা**—জোরের সহিত বা উচ্চৈঃস্বরে অভিমত প্রকাশ করা বা বলা। **ডাকাডাকি**—বারবার ডাকা ; মিলিত কণ্ঠধ্বনি ; বিরক্তিকর পুনঃ পুনঃ আহ্বান। **পাখী-ডাকা**—ণ. পক্ষিরব-মুখরিত। **ডাকানো**—ক্রি. আহ্বান করানো।

ডাকা—ডাকাতি (ডাকা দেওয়া, ডাকা মারা—ডাকাতি করা)। **ডাকাবুকো (কো)**—ডাকাতের মত বুক যার, ভয়-ডর-হীন। (প্রাচীন বাংলা)।

ডাকাইত, ডাকাত—(যাহারা ডাক ছাড়িয়া আসে) দস্যু, লুঠেরা; ণ. নির্মম ; নির্ভীক। **ডাকাত পড়া**—ডাকাতি ঘটা। বি. **ডাকাইতি, ডাকাতি**—দস্যুবৃত্তি, লুণ্ঠন। **দিনে ডাকাতি**—বিস্ময়কর ও অসমসাহসিক দুষ্কর্ম।

ডাকিনী—পিশাচী-বিশেষ ; ডাইনী ; তন্ত্রে-মন্ত্রে পারদর্শিনী নারী। (ডাক দ্রঃ)।

ডাকু—ডাকাত।

ডাকুয়া—[প্রাদে.] চৌকিদার ; মাকড়শা।

ডাক্তার—[ইং Doctor] ইউরোপীয় পদ্ধতির চিকিৎসক ; বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ উপাধি-বিশেষ। **ডাক্তারখানা**—যেখানে ডাক্তারি ঔষধ প্রস্তুত ও বিক্রয় হয়। **ডাক্তার দেখানো**—ডাক্তার দিয়া রোগ পরীক্ষা করানো, ডাক্তারের চিকিৎসা-ধীন হওয়া। **ডাক্তারি**—ডাক্তারের ব্যবসায়।

ডাক্তারী—প. ইউরোপীয় চিকিৎসা-বিজ্ঞান-সম্পর্কিত (ডাক্তারী বই ; ডাক্তারী যন্ত্রপাতি) ।
ডাগর—প. বড় ; বয়স্ক ; মোটা-সোটা । **ডাগর আঁখি**—আয়তনেত্র । **ডাগর-ডোগোর**—দেখিতে বড় ।
ডাঙ, ডাঙ্গ—ডাং দ্রঃ । [মোটা ; বি. চিচিঙ্গা ।
ডাঙ্গর—প. ডাগর, বড়, বৃহৎ, বয়স্ক ; মোটা-
ডাঙ্গরী—কাঁকড়ী ।
ডাঙ্গশ, ডাঙশ—অঙ্কুশ (ডাঙশ মারা) ।
ডাঙ্গা, ডাঙা—শুক্‌না জায়গা ; তীর ; জলহীন উচ্চস্থান ; অপেক্ষাকৃত অনুর্বর অঞ্চল ; বাসভূমি (ফরাসডাঙ্গা) ; আবাদ (নারিকেলডাঙ্গা) ; (প্রাদে.) পথ ; মাছ পুষিবার জন্ত উচ্চ পাড়-বিশিষ্ট জলা ।
ডাট—[হি.] যাহার দ্বারা আঁটা হয়, ছিপি ।
ডাটি—ডাঁটি দ্রঃ ;
ডাণ্ডা—[সং দণ্ড] লাঠি, দণ্ড (ডাণ্ডাধারী = দাঙ্গাবাজ) ; ছেলেদের খেলার ছোট লাঠি (ডাণ্ডা-গুলি—ডাং-গুলি) ; হাতল ।
ডাণ্ডী—হাতল, ডাঁটি ; দাঁড়ী, যে দাঁড় টানে ; পার্বত্য প্রদেশে মনুষ্যবাহিত যান বিঃ ।
ডান—ডাইনা দ্রঃ ।
ডানকনা, ডানকুনি—ছোট মাছ-বিশেষ ।
ডানপিটিয়া, ডানপিটে—প. দুরন্ত, যে শাসন মানে না ; দুঃসাহসিক (ডানপিটে-ছেলে) ।
ডানা—[সং. ডয়ন] যাহা উড়িতে সাহায্য করে, পাখা । **ডানা মারা**—ডানায় আঘাত করা । **ডানা-কাটা পরী**—(প্রায়ই ব্যঙ্গার্থে) পরীর মতই সুন্দর কেবল ডানা নাই । **ডানা-ভাঙা**—প. যে পাখীর ডানা ভাঙিয়া গিয়াছে ; দোসরহীন ।
ডানি—ডান দ্রঃ ।
ডাব—[সং ডিম্ভা] অপরিপক্ক নারিকেল (ডাবের জল) । **ডাবধান**—পুষ্ট অপক্ব ধান ।
ডাবর—[হি.] পান রাখিবার পাত্র ; জলপাত্র ; বাটি । **ডাবরী**—ছোট পাত্র ; পেট-মোটা ছোট মেয়ের ডাক-নাম ।
ডাবা—নারিকেলের মালায় প্রস্তুত হুঁকা ; বড় গামলা ; টব ; প. খেলো, বড় খোলওয়ালা (ডাবা হুঁকো) ।
ডাবা—ক্রি. চাপা, দাবা, বসিয়া যাওয়া[পো ডাবিয়া যায়] । **দুধ ডাবা**—জাল দেওয়া, দুধ ডাবু দিয়া তোলা-নামা করা যাহাতে বেশি সর পড়ে ।
ডাবু—[সং. দর্ব্বী] পরিবেশনের জন্ত পিতলের হাতা ; গোলমুখ চামচ-বিশেষ (ডাবু্ও বলা হয়) । [আড়ম্বর ; কলহ । [ডম্—অ+অ]
ডামর—তন্ত্রশাস্ত্র-বিশেষ (শিবডামর) ; গর্ব ;
ডামাটি—[প্রাদে.] ডাঁটি, হাতল ।
ডামাডোল, ডাম্বাডোল—বহু লোকের সম্মিলিত কোলাহল, সোরগোল ; বিশৃঙ্খলা ; উপদ্রব । [উপকরণ-বিশেষ ।
ডাম্বেল—[ইং Dumb-bell] ব্যায়ামের
ডায়মন্‌—ডাইমন দ্রঃ ।
ডায়ারি, ডায়েরী, ডাইরী—ডাইরি দ্রঃ ।
ডারা—[হি. ডারনা, ডালনা,] ক্রি. নিক্ষেপ করা ; বিসর্জন দেওয়া (শত শির দেয় ডারি—রবি) । (সাধারণতঃ ব্রজবুলিতে ও প্রাচীন বাংলায়) ।
ডাল—বৃক্ষশাখা ; যে-কোন শাখা (নদীর ডাল বেরিয়েছে) । **ডালপালা**—বড় ডাল ও ছোট ডাল ; ডাল ও পাতা, ফেঁকড়ি ; বিস্তার, অতিরঞ্জন (কথার ডালপালা বার করা) । **ডালানো**—গাছের ডাল কাটিয়া দেওয়া (সতেজ করিবার জন্ত) ।
ডাল—দাল, ডাইল দ্রঃ ।
ডালকুত্তা—শিকারী কুকুর-বিশেষ, grey-hound. **ডালকুত্তা লেলিয়ে দেওয়া**—নির্মম উৎ-পীড়নের ব্যবস্থা করা । [বৃক্ষ-ত্বক্ ।
ডা(দা)লচিনি—[সং. দারুচিনি] সুপরিচিত মিষ্ট
ডালনা—ভাজিয়া লইয়া রাঁধা নিরামিষ ব্যঞ্জন ।
ডালা—[সং. ডল্লক] বাঁশের সরু চটা দিয়া তৈরী পাত্র বিশেষ ; পূজার অর্ঘ্য বা উপহারের সামগ্রী পূর্ণ পাত্র ; প্রাচুর্য বা পরিপূর্ণতার আধার (রূপের ডালা) ; ঢাক্‌না (বাক্সের ডালা) । **ডালা-সাজানো**-উপহার-দানের জিনিস সাজানো । **ডালি**—ছোট ডাল ; ছোট ডালা (ফুল-ফলের ডালি) ; ডালিতে সাজানো উপহার ; উপহার । **ডালি দেওয়া**—ডালি সাজাইয়া উপরওয়ালাকে উপহার দেওয়া—সাধারণতঃ অনুগ্রহ-লাভের আশায়) ; নৌকার খোলের উপরকার দুই মোটা লম্বা তক্তা ।
ডালিম—ডালিম গাছ ও ফল । [সং. দাড়িম্ব]
ডাহা—প. সম্পূর্ণ, পূর্ণাঙ্গ, অমিশ্র । **ডাহা মিথ্যা কথা**—সম্পূর্ণ মিথ্যা কথা, এমন মিথ্যা কথা যে তাহা শুনিয়া গাত্রদাহের সঞ্চার হয় ।
ডাহিন—প. দক্ষিণ, ডাইন ।

ডাহুক—ডাক দ্রঃ। স্ত্রী. ডাহকা, ডাহকী। [দাত্যূহ]।

ডিক্রী—[ইং decree] আদালতের বা বিচারকের নিষ্পত্তি ও নির্দেশ। **ডিক্রী-জারি**—আদালতের নির্দেশ কার্যে পরিণত করিবার ব্যবস্থা।

ডিগ্‌ডিগ্‌—অব্য. সরু ডগার আন্দোলিত হওয়ার ভাব। ণ. **ডিগ্‌ডিগে**—ছিপ্‌ছিপে।

ডিগবাজি—মাথা মাটিতে রাখিয়া দুই পা উঁচু করিয়া উল্টাইয়া পড়া। **ডিগবাজি খাওয়া**—এরূপ উল্টাইয়া পড়ার ব্যায়াম করা; মত সম্পূর্ণ বদলাইয়া ফেলা।

ডিগ্রী—[ইং degree] বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি-বিশেষ (ডিগ্রীধারী); তাপের পরিমাণ; কৌণিক পরিসরের পরিমাণ (৯০°)

ডিঙা, ডিঙ্গা, ডিঙি,-ঙ্গি—[মুণ্ডারি : ডোঙ্গা] ছোট নৌকা; বাণিজ্য-তরী (সপ্ত ডিঙ্গা মধুকর)। **ডিঙ্গি মারা**—পায়ের বুড়া আঙুলের উপরে ভর দিয়া উঁচু হইয়া দাঁড়ানো।

ডিঙ্গর—ণ. ধূর্ত; নীচ; সেবক।

ডিঙ্গরা, ডিংরা—ণ. ডানপিটে। বি. **ডিংরামি**—ডানপিটের ব্যবহার; লঘুচিত্ততা।

ডিঙ্গলো, ডিঙোলো—ণ. লম্বা।

ডিঙ্গানো—ক্রি. লাফ দিয়া কোন কিছু পার হওয়া।

ডিঙ্গি, ডিঙি—ডিঙা দ্রঃ।

ডিজাইন—[ইং design] পরিকল্পনা; পরি-কল্পিত চিত্র বা নক্সা;

ডিণ্ডকা—[সং] বয়স-ফোড়া।

ডিণ্ডিম—ঢোলজাতীয় প্রাচীন বাদ্য-বিশেষ। [সং]

ডিণ্ডির,-ণ্ডীর—সমুদ্রের ফেনা। [সং]

ডিণ্ডিশ—ঢেঁড়শ। [সং]

ডিত্থ—[সং] কাষ্ঠনির্মিত হস্তী; কোন একজন লোক (**ডিত্থ ও ডবিত্থ**—কোন এক ব্যক্তি, রামা শ্যামা যদু, Tom Dick and Harry.

ডিনামাইট—[ইং dynamite] বিস্ফোরক বিশেষ।

ডিনার—[ইং dinner] ইয়োরোপীয় ভোজ বা নৈশ-ভোজ (ডিনার খাওয়া; ডিনার দেওয়া)। **ডিনার পার্টি**—ভোজন উৎসব।

ডিপো—[ইং depot] ভাণ্ডার; যেখানে কোন মাল মজুত থাকে; আড্ডা (পেট্রোলের ডিপো; ট্রাম-ডিপো)।

ডিবা, ডিবিয়া—[হি. ডিবিয়া] ঢাকনি-বিশিষ্ট ছোট পাত্র (পানের ডিবা)।

ডিম—[সং ডিম্ব] ডিম্ব, আণ্ডা (মাছের ডিম; পাখীর ডিম); পায়ের নিচের দিকের অংশের ডিম্বাকৃতি মাংস (পায়ের ডিম)। **ডিম পাড়া**—ক্রি. অণ্ড প্রসব করা। **ডিমে তা দেওয়া**—বাচ্চা ফুটাইবার জন্য ডিমের উপর বসিয়া তাপ দেওয়া। **ডিমে রোগা**—বাল্যকাল হইতে রোগা। **ঘোড়ার ডিম**—অলীক কিছু; কিছুই নয় (তুমি ঘোড়ার ডিম করবে)। **বাওয়া ডিম**—যে ডিমে বাচ্চা হয় না। **ডিমল, ডিমুলো**—ণ. ডিমওয়ালা (রুই)।

ডিমাই—[ই. demy] কাগজের মাপ-বিশেষ (এক তা'র পরিমাণ—১৮″ × ২২″)।

ডিমিডিমি—ডমরু-ধ্বনি।

ডিম্ব—(যাহা জীবকে ভিতর হইতে বাহিরে প্রেরণ করে) ডিম; মুকুল; শিশু; ফুস্‌ফুস্; প্লীহা; জরায়ু; যুদ্ধ। [ডিন্ব্‌ + অ]। **ডিম্বকোষ**—পুষ্পযোনি। **ডিম্বজ**—ণ. ডিম ফুটিয়া যাহা জন্মে, অণ্ডজ। **ডিম্বাণু**—ডিম্বাশয়ের মধ্যস্থ কোষ বা রজোডিম্ব যাহা ভ্রূণে পরিণত হয়, Ovum।

ডিম্বাশয়—স্ত্রীজীবের রজোডিম্বের আধার,ovary.

ডিস(-শ)—[ইং. dish] চীনামাটির থালা, রেকাবি, প্লেট।

ডিসমিস—[ইং. dismiss] অগ্রাহ্য, খারিজ (মোকদ্দমা ডিসমিস); বরখাস্ত, চাকরি হইতে বহিষ্করণ।

ডিসেম্বর—[ইং. December] খৃষ্টীয় বৎসরের দ্বাদশ বা শেষ মাস, অগ্রহায়ণের মাঝামাঝি হইতে পৌষের মাঝামাঝি পর্যন্ত।

ডিহি, ডীহী—কয়েকটি গ্রাম বা মৌজার সমষ্টি। [ফা. ডীহ্‌]। **ডিহিদার**—ডিহির শাসনকর্তা।

ডীন—উড়ন, উড্ডয়ন; আগম-শাস্ত্র-বিশেষ। (পক্ষীর উড্ডয়নের বিচিত্র ভঙ্গির কয়েকটি নাম এই :—অবডীন, উড্ডীন, নিডীন, প্রডীন, ডীন-ডীনক, ডীনাবডীন, সণ্ডীন ইত্যাদি)। [ডী+ক্ত]

ডুকরনো, ডুক্‌রানো—[হি. ডক্‌রানা] চিৎকার করিয়া কাঁদা বা কাঁদিয়া উঠা।

ডুগডুগি, -গী—চামড়ার ক্ষুদ্রাকৃতি পেট-সরু বাদ্যযন্ত্র-বিশেষ (সাপ ভল্লুক বাঁদর যাহারা নাচায় তাহারা ব্যবহার করে), ডমরু।

ডুগী—তবলার সঙ্গীয় বাদ্যযন্ত্র, বাঁয়া।

ডুণ্ডুভ—[সং.] ঢোঁড়া সাপ।

ডুব—বি. জলে নিমজ্জন। **ডুব খাওয়া,-গালা,-দেওয়া,-পাড়া**—বারবার নিমজ্জিত হওয়া বা জলের ভিতরে প্রবেশ করা। **ডুব-জল**—মানুষ ডুবিয়া যাইতে পারে এতখানি গভীরতা। **ডুবন**—ডুবিয়া যাওয়া। **ডুবন্ত**—ণ. যাহা ডুবিয়া যাইতেছে অথবা ডুবিয়া গিয়াছে। **ডুব মারা**—জলের ভিতরে প্রবেশ করা; অদৃশ্য হওয়া, আত্মগোপন করা (সেই যে ডুব মেরেছে, আজও দেখা নাই)। **ডুব-সাঁতার কাটা**—ডুবিয়া সাঁতরানো।

ডুবা, ডোবা—ক্রি. বি. নিমজ্জিত হওয়া; অধঃপাতে যাওয়া (ডুবালে কনক লঙ্কা ডুবিলা আপনি—মধুসূদন); নষ্ট হওয়া (এমন চুরিতে কারবারটি ডুবিল) ; অস্তমিত হওয়া (চাঁদ ডুবছে) ; বিভোর হওয়া (ভাব-রসে ডুবা) ; গভীরতায় প্রবেশ করা (বিষয়টির ভিতরে ডুবতে হবে) ; ণ. নিমগ্ন ; বিনষ্ট। **ডুবানো, ডোবানো**—নিমজ্জিত করা ; বিনষ্ট করা ; অধঃপাত ঘটানো। (অধর্মের পথে চ'লে দেশটাকে ডুবোবে) ; অতিশয় ক্ষতিগ্রস্ত করা (পরামর্শদাতারা তোমাকে না ডুবিয়ে ছাড়বেনা দেখছি)। **দেনায় ডোবা**—অতিশয় ঋণগ্রস্ত হওয়া; দেনায় সর্বস্বান্ত হওয়া। **নাম ডোবা**—সুনাম বিনষ্ট হওয়া। বি. **ডুবি**—ডুবিয়া যাওয়া, নিমজ্জন (নৌকা ডুবি)।

ডুবারী, ডুবারু, ডুবুরী—[ইং. diver] জলের তলে ডুবিয়া যে কোন-কিছু তুলিয়া আনে; সমুদ্রাদিতে ডুব দিয়া যে মুক্তা-প্রবালাদি তোলে। (ইহারা অনেকক্ষণ জলে ডুবিয়া থাকিতে পারে) ; জলচর পক্ষি-বিশেষ।

ডুবু-ডুবু—ণ. যাহা ডুবিয়া যাইতেছে অথবা ডুবিয়া যাইবার মত হইয়াছে (নৌকা ডুবুডুবু) ; অস্তমান বা অস্তগতপ্রায় (বেলা ডুবুডুবু) ; মগ্ন, বিভোর (রসাবেশে ডুবুডুবু আঁখি) ; নষ্ট হইবার উপক্রম হইয়াছে এমন (দেনায় জমিদারি ডুবুডুবু)।

ডুম—চৌকা করিয়া কাটা টুক্‌রা ; বাতির শেড।

ডুমনী—ডোম-জাতীয় কন্যা বা স্ত্রী। **ডুমনি**—চৌকাঠে সংলগ্ন হাঁসকলের অংশ।

ডুমা, ডুমো—বি. কাপড়ের টুকরা; ণ. চৌকা চৌকা করিয়া কাটা (ডুমা সুপারী)। **ডুমা-ডুমা, ডুমোডুমো**—খণ্ডখণ্ড।

ডুমুর—[সং. উদুম্বর] সুপরিচিত গাছ ও ফল। **ডুমুরের ফুল**—যাহার দর্শন দুর্ঘট এমন কিছু (তুমি যে ডুমুরের ফুল হয়েছ দেখছি)।

ডুম্বুর—ডমরু ; ডুমুর গাছ ও ফুল।

ডুরি,-রী—সুতা ; রশি ; ডোর ; রাজাদেশ-সূচক সুতা যাহা সেকালে ছাড়পত্ররূপে ব্যবহৃত হইত ; বন্ধন, বন্ধন-রজ্জু। **ডুরি বাঁধা**—পড়া শেষ করিয়া বই ডুরি দিয়া বাঁধিয়া রাখা ; লেখাপড়ার সহিত সংস্রব ত্যাগ করা।

ডুরিয়া, ডুরে—ণ. ডোরাযুক্ত।

ডুলা, ডোলা—দোলা ; খালুই। (পূর্ববঙ্গে)

ডুলি, ডুলী—ছোট শিবিকা, দোলা (দুজনে বহে)

ডেউয়া, ডেও—মাদার গাছ ও ফল। [প্রাদে]

ডেইয়া, ডেউয়া, ডেঞা, ডেও, ডেয়ে, ডেয়ো—[সং. দেহিকা] বড় কালো পিঁপড়া বিশেষ।

ডেংগু, ডেঙ্গু—[ইং. dengue] সর্ব শরীরে অত্যন্ত বেদনাযুক্ত জ্বর-বিশেষ।

ডেং ডেং—অব্য. ঢাকের বাদ্য।

ডেঁপ, ড্যাঁপ—অঙ্কুর, ডেম। [প্রাদে.]। **ডেঁপো, ডেপো**—ণ. অকালপক্ক ; ফাজিল। বি. **ডেঁপোমি,-মো**—পাকামো।

ডেক, ডেগ—[ফা. দেগ] ধাতুনির্মিত বড় রন্ধন-পাত্র-বিশেষ। **ডেকচি, ডেগচি**—ছোট ডেগ।

ডেক—জাহাজের পাটাতন; জাহাজের যে অংশ উন্মুক্ত থাকে এবং শুধু চলিবার সময় কাপড় দিয়া ঢাকা হয়। [ইং. deck]

ডেকরা, ডেগরা—[সং. ডিঙ্গর] ণ. যৌবনের বলবীর্যসম্পন্ন (ডেকরা জোয়ান) ; সাহসী ; হঠকারী ; ডানপিটে ; অশিষ্ট ; জোর-জবর-দস্তি-প্রিয় (স্বামী প্রভৃতির উদ্দেশ্যে মেয়েলী গালি)।

ডেকো—ণ. (কদর্থে) যাহার নাম করিলে সবাই চেনে (ডেকো মাতাল)।

ডেগ—ডেক, হাঁড়ি।

ডেগুরা, ডেকুরা—[প্রাদে.] কুঁড়ে ঘর।

ডেঙ্গর, ডাঙর—বড় উকুন।

ডেঙ্গুয়া, ডেঙ্গো—বি. যাহার স্ত্রী পুত্রাদি নাই ; ডাঙ্গায় উৎপন্ন শাক-বিশেষ (ডেঙ্গো ডাঁটা)।

ডেড়, ডেড়া—[হি. ডেঢ়, ডেঢ়া] দেড়। **ডেড়ি**—ণ. বা বি. দেড়গুণ ; অসমাপ্ত (কাজ যা ডেড়ি পড়ে আছে তা শীগ্‌গিরই শেষ করতে হবে) ; উদ্বৃত্ত ধন (দিন আনে, দিন খায়, ডেরি করবে কোথা থেকে ?)। **ধানের ডেড়ি**—যে ধান

কর্জ করা হইল পরিশোধের কালে তার দেড়গুণ দিতে হইবে—এই ব্যবস্থা বা চুক্তি।

ডেপুটি—[ইং. Deputy] প্রধান কর্মচারীর বা পরিচালকের সহকারী; ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট। (ডেপুটি মিনিষ্টার=উপমন্ত্রী)।

ডেফল—[ডহফল] মাদার।

ডেবরা—প. যাহার বাঁ হাত বেশি চলে; ডাগর (ডেবরা চোখ)। [ডেউড় বা পোয়া; সাপের ছানা।

ডেম—[সং ডিম্ভ] অঙ্কুর, ডেঁপ; কলা গাছের

ডেমাক—[আ. দিমাগ—মস্তিষ্ক; অহঙ্কার] অহঙ্কার; আত্মাভিমান (ডেমাকে পা মাটিতে পড়ে না)। প. **ডেমাকে**—গর্বিত।

ডেমি, ডেমী—[ইং. demi] আদালতে দরখাস্তা-দিতে ব্যবহার্য ফুলস্কেপের আধ তা আকারের কিছু মোটা ও শক্ত কাগজ-বিশেষ, রেপ কাগজ।

ডেয়ে—ডেইয়া দ্রঃ।

ডেরা—[হি.] আড্ডা, আশ্রয়, বাসা; তাঁবু। **ডেরা গাড়া**—আড্ডা গাড়া; তাঁবু পাড়া। **ডেরা-ডাণ্ডা**—তাঁবু ও তাহা খাটাইবার সরঞ্জাম; গৃহস্থালীর প্রয়োজনীয় জিনিষ-পত্র। **ডেরা-ডাণ্ডা ফেলা**—বাসস্থান নির্মাণ করা। **ডেরা তোলা**—তাঁবু গুটানো; বাস উঠানো।

ডেলা, ড্যালা—[সং. ডল্লক] দলা, পিণ্ড; ঢিল, লোষ্ট্র। **ডেলা ক্ষীর**—শুষ্ক পিণ্ডাকৃতি ক্ষীর। **ডেলাবন**—ঢেলাপূর্ণ স্থান।

ডেলকো—দেল্‌কো, কাঠের দীপাধার।

ডেস্ক—[ইং. desk] লিখিবার ছোট ঢালু মেজ-বিশেষ (সাধারণতঃ স্কুল-কলেজে ব্যবহৃত হয়)।

ডোকরা, ডকরা—[প্রাকৃ. ডুক্কর—অতি বৃদ্ধ] প. গালি-বিশেষ, লক্ষ্মী-ছাড়া; দুষ্ট।

ডোকরানো—ডুকরানো দ্রঃ।

ডোকলা—[সং. ডোগ্গল—হীন জাতি-বিশেষ] প. উড়নচড়ে; পেটুক; যে চাহিয়া-চিন্তিয়া খাইয়া বেড়ায়।

ডোঙর—প. ডাঙর; বড়।

ডোঙ্গা, ডোঙা—ছোট নৌকা, শালতি; তাল-গাছের গুঁড়ি খুদিয়া প্রস্তুত ছোট নৌকা-বিশেষ; ডোঙ্গার আকৃতির পাত্র।

ডোজ—[ইং. dose] ঔষধের মাত্রা।

ডোবা, ডোব—যাহার জল পানের যোগ্য নয় এমন ক্ষুদ্র জলাশয়।

ডোবা—ডুবা দ্রঃ।

ডোম—অনুন্নত হিন্দু জাতি-বিশেষ (শ্মশানে শব-দাহ-কার্যে ইহারা সাহায্য করে এবং কুলা-ডালা প্রভৃতি প্রস্তুত করিয়া বিক্রয় করে)। স্ত্রী. **ডোমনী, ডুমনী**। **ডোমচিল**—শঙ্খচিলের চেয়ে বড় ধূসর কালো রঙের চিল।

ডোমনি—ডুমনি।

ডোয়া—ভিটি, পোতা; দাওয়া, plinth. [প্রাদে.]।

ডোর—রজ্জু, সূতা, ডুরি, বন্ধন-রজ্জু (মায়া-ডোর)।

ডোরা—লম্বা রেখা। **ডোরা-কাটা**—প. এরূপ রেখাযুক্ত।

ডোরি—সূতা, ডুরি।

ডোল—ধান প্রভৃতি শস্য রাখিবার উপযোগী বাঁশের চটা বা নল দিয়া তৈরী বৃহৎ পাত্র; কূপ হইতে জল তুলিবার বৃহৎ লৌহপাত্র। **ডোল-ভরা** সুপ্রচুর, প্রভূত। [ডোল)।

ডোল—প. স্ফীত ও রোমাঞ্চিত (ভয়ে গা ফুলে

ডোলা—দোলা, শিবিকা-বিশেষ; ডুলা; খালুই।

ডোলা—ক্রি. আন্দোলিত হওয়া, কম্পিত হওয়া ('ধরণী ডগমগি ডোলে')। **ডোলি**—ডুলি।

ডৌল, ডোল—আকৃতি, কাঠামো, গঠন (মুখের ডৌল বাপের মত)। **সুডৌল**—সুগঠন।

ড্যাং-ড্যাং—ঢাকের বাদ্য; বিজয়ধ্বনি। **ড্যাং-ড্যাঙিয়ে, -ডেঙিয়ে**—ড্যাং ড্যাং করিয়া, বিজয়গর্বে।

ড্যাকরা—ডেকরা দ্রঃ।

ড্যাবড্যাবিয়া, ড্যাবডেবে—প. বৃহৎ ও স্থূলবুদ্ধি-ব্যঞ্জক (ড্যাবডেবে চোখ)।

ড্যাবরা—ডেবরা দ্রঃ। [উক্তি (ড্যাম ফুল)।

ড্যাম—[ইং. damn] অবজ্ঞা ও তিরস্কারপূর্ণ

ড্যামেজ—[ইং. damage] ক্ষতিপূরণ।

ড্যাশ—[ইং dash] বিরাম-চিহ্ন-বিশেষ; অনুল্লেখ-জ্ঞাপক চিহ্নবিশেষ (—)।

ড্রইং—[ইং. drawing] রেখার দ্বারা চিত্রাঙ্কণ।

ড্রইং রুম—বসার ঘর, বৈঠকখানা।

ড্রয়ার—[ইং. drawer] দেরাজ।

ড্রাম—[ইং. dram] ষাট গ্রেন ওজন।

ড্রিল—[ইং. drill] যুদ্ধ-শিক্ষার ভঙ্গিতে অঙ্গ চালনা; যুদ্ধশিক্ষা।

ড্রেন—[ইং. drain] নর্দমা।

ড্রেস্—[ইং. dress] পোষাক; মর্যাদাসম্পন্ন পোষাক; চিকিৎসা-বিজ্ঞান-সম্মত প্রণালীতে ব্রণখণ্ডাদির ঘায় ক্ষতস্থান বন্ধন (ড্রেস করা)।

ঢ

ঢ—ব্যঞ্জন বর্ণমালার চতুর্দশ বর্ণ ও ট-বর্গের চতুর্থ বর্ণ—মহাপ্রাণ, ঘোষবান্। শব্দের মধ্যে ও শেষে 'ঢ' কোন কোন স্থানে 'ঢ়' হয়। ধ্বনি হিসাবে অন্তঃসারশূন্যতা ও ভারহীনতা বুঝায়। [সং]।

ঢ—ঢক্কা; কুকুর; কুকুর-লাঙ্গুল; ধ্বনি; নির্গুণ

ঢং, ঢঙ, ঢঙ্গ—ধরণ, রকম, পদ্ধতি (গাইবার ঢং); কৃত্রিম বা অদ্ভুত ভাব, ছলা-কলা, রঙ্গ-তামাসা (ঢং করা); ধূর্ত, প্রতারক, দুর্বৃত্ত (বর্তমানে এই অর্থে তেমন প্রয়োগ নাই)।

ঢং—অব্য. ঘণ্টার শব্দ। **ঢং ঢং**—অব্য. বারবার ঘণ্টা-ধ্বনি।

ঢক—আকৃতি, গঠন, ঢপ (ঢকসই ইলিশ)। **বে-ঢক**—ণ. বেমানান, বে-ঢপ। [প্রাদে.]।

ঢক—অব্য. অপেক্ষাকৃত কঠিন ও শূন্য-গর্ভ বস্তুতে আঘাতের শব্দ; তরল দ্রব্য হঠাৎ গিলিবার শব্দ।

ঢকঢক—অব্য. কিছুক্ষণব্যাপী দ্রুত পানের শব্দ; কঠিন বস্তুর ভিতরে ক্ষুদ্র শুষ্ক বস্তুর আন্দোলিত হইবার শব্দ; কলসী-আদি হইতে জল ঢালিয়া পড়িবার শব্দ।

ঢকাৎ—তরল পদার্থ নিঃশেষে গলাধঃকরণের শব্দ। **ঢকাস্**—ফাঁপা কঠিন বস্তুর পতনের শব্দ।

ঢকার—'ঢ' এই বর্ণ।

ঢক্ক—ঢাকা নগরী; ঢাক। [সং]।

ঢক্কা—ঢাক। [সং]। **ঢক্কা-নিনাদ**—ঢক্কা-রব; উচ্চ ও গর্বিত কণ্ঠে ঘোষণা। (ঢাক দ্রঃ)।

ঢঙ্গ—ঢং দ্রঃ। **ঢঙ্গতা**—তামাসা; ছলনা (বর্তমানে অপ্রচলিত)। **ঢঙ্গা**—হাবভাব; ছলা-কলা (বর্তমানে অপ্রচলিত)। **ঢঙ্গি, ঢঙ্গিয়া, ঢঙ্গে**—ণ. রঙ্গ-তামাসা-প্রিয়; রঙ্গ-তামাসা করিয়া লোককে হাসাইতে পটু (পূর্ববঙ্গে ঢুঙ্গী); কপট, চালবাজ।

ঢন্‌ঢন—অব্য. ঘণ্টাদির ধ্বনি; শূন্যতা-ব্যঞ্জক। **ঢন্‌ঢনিয়া, ঢন্‌ঢনে**—বি. বড় ভন্‌ভনে মাছি।

ঢনা—ণ. ভিতরে ফাঁপা। **ঢনাধরা**—ক্রি. ভিতরে ফাঁপা হওয়া; ণ. দেখিতে মোটাসোটা কিন্তু আসলে শক্তি-সামর্থ্য নাই (ঢনাধরা ছেলে)।

ঢপ, ঢব—আকৃতি, গড়ন, ঢঙ; মধুকান-প্রবর্তিত কীর্তন-বিশেষ। **ঢপশুদ্ধ**—সৌষ্ঠব-যুক্ত; মানানসই। **ঢপওয়ালী**—ঢপগায়িকা।

ঢপ্—ফাঁপা বস্তুর পতনের শব্দ বা তাহাতে আঘাতের শব্দ। **ঢপ্ ঢপ্**—ফাঁপা বস্তুতে বারবার আঘাতের শব্দ (পেট ঢপ্ ঢপ্ করছে—অবজ্ঞার্থে ঢ্যাপ্ ঢ্যাপ্ বা ঢ্যাব ঢ্যাব)।

ঢর-ঢর—(ব্রজবুলি) ঢল ঢল।

ঢল—ঢলিয়া পড়ার ভাব; প্রচুর বারিপাত ও তাহা হইতে সঞ্জাত জল-প্রবাহ (ঢল নামা—প্রচুর বৃষ্টিপাতের ফলে চারিদিক ভাসিয়া যাওয়া); ণ. শিথিল, ঢিলা।

ঢলকানো—ক্রি. তরল বস্তু ঢালিয়া দেওয়া অথবা একবারে অনেকখানি ঢালিয়া দেওয়া বা পড়া; ধাক্কা খাইয়া উছলাইয়া পড়া। **ঢলকো**—ণ. ঢলঢলে, ঢিলা।

ঢলঢল—অব্য. পরিপূর্ণতার ভাব-ব্যঞ্জক; নির্মল ও পরিপূর্ণ (ঢলঢল জলে পদ্মের মত সুহাস); রূপ-লাবণ্যের প্রাচুর্য-ব্যঞ্জক ('ঢলঢল কাঁচা অঙ্গের লাবণি'); ণ. আবেশ-বিভোর; ভাব-বিভোর (ভাবে ঢলঢল); লাবণ্যময়। **ঢল্ ঢল্**—অত্যন্ত ঢিলা ভাব (চুড়ি হাতে ঢল্ ঢল্ করছে)। ণ. **ঢলঢলে**—ঢিলা (ঢলঢলে জামা); লাবণ্যময় (ঢলঢলে মুখ)।

ঢলতা—মাপে কিছু বেশি দেওয়া (মণ হিসাবে মাপে আধ সের ঢলতা ত যাবেই)।

ঢলা—ক্রি. হেলিয়া পড়া (সূর্য তখন পশ্চিমাকাশে ঢলিয়া পড়িয়াছে); অবসন্ন হইয়া পড়া (ঘুমে ঢলে পড়ছে; কড়া রোদে চারাগুলো সব ঢলে পড়েছে); রসাবেশে বিভোর হওয়া; পক্ষপাতী হওয়া। বি. **ঢলন, ঢলুনি**।

ঢলাঢলি—বি. অতিরিক্ত স্ফূর্তির ভাব; একে অন্যের অঙ্গে ঢলিয়া পড়া; প্রকাশ্যে উচ্ছৃঙ্খল আচরণ; কেলেঙ্কারি। **ঢলানো**—ক্রি. কেলেঙ্কারি করা; লোক হাসানো। বি. **ঢলানি**—কেলেঙ্কারি। **ঢলানী**—ণ. লোক-হাসানী, কলঙ্কিনী।

ঢসন—[হি. ধস্না] ধ্বসিয়া পড়া; নদীর পাড়াদি ভাঙ্গিয়া পড়া। **ঢসা**—ক্রি. ধ্বসা; ভাঙ্গিয়া পড়া। **ঢসানো**—ক্রি. অনেকখানি ভাঙিয়া ফেলা। **ঢস্কা**—ঢোস্কা দ্রঃ।

ঢাউস—বি. বড় ঘুঁড়ি-বিশেষ; ণ. ফাঁপা; স্থূল।

ঢাঁই—আঁইশহীন বড় মাছ-বিশেষ।

ঢাঁচা—খাঁচা, গঠন, ধরণ।

ঢাঁটী—[হি. ঢীট] লজ্জাহীনা; প্রগল্‌ভা (ঢাঁটও বলা হয়—বেহায়া ঢাঁট)। (গ্রাম্য, মেয়েলী)।

ঢাক—[সং. ঢক্কা] আনদ্ধ বৃহৎ বাদ্যযন্ত্র-বিশেষ; ঢাকের মত বড় ও ফাঁপা (পেট ফুলে ঢাক হয়েছে); ব্যাপক প্রচার বা জানাজানি (ঢাক পড়া; ঢাক পিটানো)। **ঢাকে কাটী দেওয়া**—ঢাক বাজানো; রাষ্ট্র করা। **ঢাক পড়ে যাওয়া**—চতুর্দিকে রাষ্ট্র হওয়া। **ঢাক-ঢাক গুড়-গুড়**—ঢাকাঢাকি, গোপন রাখিবার চেষ্টা (আর ঢাক-ঢাক-গুড়-গুড়ে কাজ নাই)। **ঢাকের বাঁয়া**—সঙ্গে আছে কিন্তু কাজে লাগে না। **ধর্মের ঢাক আপনি বাজে বা বাতাসে বাজে**—পাপকর্ম গোপন করিতে চেষ্টা করিলেও তাহা চাপা থাকে না।

ঢাকন—ঢাকা দেওয়া; আচ্ছাদিত করা; গোপন করা। **ঢাকনা**—আবরণ (বড় হইলে ঢাক্‌না, ছোট হইলে ঢাকনি—দেশজ)। **ডেগ-ঢাকনা**—গৃহস্থালীর নিত্য-ব্যবহার্য তৈজস-পত্র।

ঢাকা—ক্রি. আবৃত করা; আচ্ছাদিত করা; গোপন করা (দোষ ঢাকা); ণ. অপ্রকাশিত (কিছুই ঢাকা থাকবে না); বি. আবরণ। **ঢাকা দেওয়া**—জানিতে না দেওয়া। **গা ঢাকা দেওয়া**—লুকাইয়া থাকা; গোপনে চলাফেরা করা। **শাক দিয়া মাছ ঢাকা**—ঢাকিবার বৃথা বা অযোগ্য চেষ্টা করা।

ঢাকা—পূর্ববঙ্গের সুপরিচিত নগরী, বর্তমানে পূর্ব পাকিস্তানের রাজধানী। ণ. **ঢাকাই**—ঢাকায় প্রস্তুত (ঢাকাই শাড়ী; ঢাকাই মস্‌লিন)।

ঢাকী—যে ঢাক বাজায়; বড় মুখ-চওড়া চেঙ্গারি। **ঢাকীশুদ্ধ বিসর্জন**—সব খোয়ানো।

ঢাকুনী—ণ. যে স্ত্রী দোষাদি ঢাকিতে চেষ্টা করে।

ঢাঙাতি—ণ. ধূর্ত, প্রবঞ্চক; প্রবঞ্চনা, চাতুরী (প্রাচীন বাংলায় ব্যবহৃত)।

ঢাপা—[হি. টাপা] ঝাঁকা-বিশেষ। ক্ষুদ্রার্থে ঢাপী।

ঢামাল, ঢামালি—রঙ্গ-তামাসা; ঢলাঢলি (প্রাচীন বাংলায় ব্যবহৃত)।

ঢাল—ণ. ঢালু; বি. ঢালু জমি বা পাড় (পুকুরের ঢাল); তলোয়ারাদির চর্মনির্মিত অস্ত্রের আঘাত নিবারক ফলক-বিশেষ, shield. **ঢাল হওয়া**—রক্ষাকর্তা বা মুরুব্বী হওয়া।

ঢালকী—ঢালী।

ঢালন—ঢালা; ধাতু গলাইয়া ছাঁচে ঢালিয়া রূপ দেওয়া। **ঢালনদার**—যে ঢালাই করে। **ঢালনী**—যে পাত্রে স্বর্ণ-রৌপ্যাদি ধাতু গলাইয়া ঢালা হয়।

ঢালহুমার,-হুমর— [ধার+হুমার—কর্জের গণনা] ধার শোধ দিয়া আবার নেওয়া (ঢাল-হুমারে চলা—পুরাতন কর্জ পরিশোধ ও নূতন কর্জ গ্রহণ—এই ভাবে কার্য নির্বাহ করা)।

ঢালা—বি. ক্রি. কোন পাত্র হইতে নিক্ষেপ করা বা পাতিত করা (জল ঢালা, চাল ঢালা); গলাইয়া অন্য পাত্রে ফেলা (ছাঁচে ঢালা); অধিক ভাবে নিয়োজিত করা (ব্যবসায়ে বা ভোটে টাকা ঢালা; কাজে মনপ্রাণ ঢালা); ণ. যাহা ছাঁচে ঢালাই করা হইয়াছে (ঢালা ঘড়া); সুবিস্তৃত (ঢালা বিছানা)। **ঢালাই**—ধাতু গলাইয়া বিভিন্ন রূপ দেওয়ার কাজ। **ঢালাইকর**—যে ঢালাই করে। **ঢালাইখানা**—ঢালাইয়ের কারখানা। **ঢালাউ, ঢালাও**—ণ. সুবিস্তৃত (ঢালাও বিছানা); পর্যাপ্ত (ঢালাও খাবার); যেন ঢালিয়া দেওয়া হইয়াছে এমন, অবাধ (ঢালাও হুকুম)। **ঢালাঢালি, ঢালা-উপুড়**—এক পাত্র হইতে অন্য পাত্রে পুনঃপুনঃ ঢালা। **ঢালানো**—অন্যের দ্বারা ঢালা বা ঢালাই করানো। **ঢালিয়া সাজা**—কোন কাজ নূতন করিয়া আরম্ভ করা। **একঢালা**—এক ধরণের প্রচুর কিছু (একঢালা বন্দোবস্ত)। **গা ঢালিয়া দেওয়া**—নিরুদ্যম হওয়া; যা হয় হোক্ এরূপ মনোভাব পোষণ করা।

ঢালী—ঢালধারী; উপাধি-বিশেষ (ঢালীদের বাড়ী)। স্ত্রী. **ঢালিনী**। **ঢালী পাইক**—ঢালধারী পদাতিক।

ঢালু—ণ. ক্রমনিম্ন, গড়েন, গড়ানিয়া।

ঢিকনো, ঢিকানো—ক্রি. ক্লান্তি-হেতু কষ্টে-সৃষ্টে চলা; ধুঁকিয়া ধুঁকিয়া চলা।

ঢিট, ঢীট—[সং. ধৃষ্ট] ণ. শঠ, চতুর (অপ্র.); শায়েস্তা, জব্দ (মেরে ঢিট করা); নির্লজ্জ; অশিষ্ট, দুর্বিনীত (ঢিট হয়ে দাঁড়িয়ে আছে)। **ঢিটপনা**—বি. চাতুরি; বেহায়াপনা।

ঢিঢি—অব্য. বিপুলভাবে প্রচারিত; ব্যাপক জানাজানি ও ধিক্কার (সর্বত্র ঢিঢি পড়ে গেছে)। **ঢিঢিকার,-রব**—ব্যাপক জানা-

জানি। (ঢিঢি সাধারণতঃ নিন্দা বা ধিক্কারার্থে ব্যবহৃত)।

ঢিপ্‌—অব্য. ভারী জিনিস হঠাৎ পতনের বা আছাড় খাওয়ার শব্দ; গড় হইয়া প্রণামের শব্দ (ঢিপ করিয়া একটি প্রণাম করিল)। **ঢিপ্‌ ঢিপ্‌**—হৃৎপিণ্ড বেগে স্পন্দিত হওয়ার শব্দ (বুক ঢিপ্‌ ঢিপ্‌ করছে); উপর্যুপরি কিল-চাপড় মারার শব্দ বা প্রণাম করার শব্দ।

ঢিপানো—ক্রি. প্রহার করা, কিল ঘুষি মারা।

ঢিপি, ঢিবি—স্তূপ (ইটের-ঢিপি)। **মাংসের ঢিপি**—খুব মোটা। **ঢিপির মাকাল**—দেখিতে স্থূলকায় কিন্তু মাকালের তুল্য নির্গুণ।

ঢিমা, ঢিমে—ণ. ধীর, মৃদু (ঢিমে আওয়াজ), অত্বরিত বা অতীব্র (ঢিমা জ্বাল); বিলম্বিত (ঢিমে তাল); উদ্যমহীন, দীর্ঘসূত্রী (লোকটা বড় ঢিমে)। **ঢিমা তেতালা**—গানের তালের প্রকার-ভেদ; অতি ধীর গতি, মন্থর গতি (এমন ঢিমে তেতালায় চললে পাঁচ বৎসরেও এ কাজ শেষ করতে পারবে না)।

ঢিল—ণ. আটসাঁট নয়, ঢলঢলে, শ্লথ। **ঢিল দেওয়া**—ঢিলে দেওয়া, শিথিলতা দেখানো। **ঢিলা, ঢিলে**—[হি. ঢীলা] ণ. শিথিল-প্রকৃতির; শ্লথ (ঢিলে লোক; ঢিলে পাজামা)। **ঢিলেঢালা**—ণ. শ্লথ; শিথিলস্বভাব (ঢিলে-ঢালা লোক,-ভাব)। **ঢিলামি, ঢিলেমি**—শৈথিল্য, জড়তা।

ঢিল, ঢিলা, ঢেলা—[হি. ডলা] ইটের ছোট ডেলা, লোষ্ট্র। **ঢিল মারা**—ঢিল ছোঁড়া। **আন্দাজে ঢিল মারা**—দৈবাৎ কার্যসিদ্ধির আশায় না জানিয়াই কিছু করা বা বলা। **ঢিল মারলে পাটকেল পড়ে**—আঘাতের প্রতিঘাত গুরুতর হয়। **এক ঢিলে দুই পাখী মারা**—এক উদ্দেশ্য সিদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে অন্য উদ্দেশ্যও সাধন করা। **ঢিলাঢিলি**—পরস্পরের প্রতি ঢিল নিক্ষেপ। **ঢিলানো**—ক্রি. ঢিল মারা।

ঢুঁ, ঢু—মাথা দিয়া গুঁতা, ঢুষ। **ঢুঁ মারা**—মাথা দিয়া গুঁতানো; খোঁজ-খবর লওয়া (দরজায় দরজায় ঢুঁ মারা)।

ঢুঁড়া, ঢোঁড়া—[হি. ঢুঁড়না] ক্রি. খোঁজা, তল্লাস করা (মুলুক ঢোঁড়া—নানা জায়গায় সন্ধান করা)।

ঢুঁ ঢুঁ—ঢু দ্রঃ।

ঢুক্—অব্য. ঢক্-এর কোমল রূপ (দুধটুকু ঢুক্ করে খেয়ে ফেল)।

ঢুকন—ভিতরে প্রবেশ করার কাজ।

ঢুকা, ঢোকা—ক্রি. ভিতরে প্রবেশ করা (ক্ষেতে জল ঢুকেছে; মাথায় কিছু ঢোকেনা—স্থূলবুদ্ধি বলিয়া বুঝিতে পারে না)। **ঢুকানো**—ক্রি. প্রবেশ করানো; ণ. প্রবিষ্ট।

ঢুকুঢুকু—অব্য. মদ্যপান সম্বন্ধে সাঙ্কেতিক শব্দ ('ঢুকুঢুকু চলে?'—মদ্যপান কর কি?)।

ঢুঢু—অব্য. ফাঁকা, কিছু নয় (কাজের বেলায় ঢুঢু)।

ঢুণ্ঢন—[ঢুণ্ঢ্‌ (সং অন্বেষণ করা)+অনট্‌] অন্বেষণ, ঢুঁড়ন। **ঢুণ্ঢি**—কাশীর গণেশ-মূর্তি-বিশেষ।

ঢুপ্‌—অব্য. ঢপ্-এর মৃদুতর রূপ। **ঢুপ্‌ঢাপ্‌**—অব্য. লঘু জিনিসের ক্রমাগত পতনের শব্দ।

ঢুল—[সং ঢুল] তন্দ্রার ঝোঁক (একটু ঢুল এসেছিল)। **ঢুলন, ঢুলুনি**—তন্দ্রায় মাথা সামনের দিকে ঝুঁকিয়া পড়া; থাকিয়া থাকিয়া পড়িয়া যাইবার ভাব ইত্যাদি। **ঢুলঢুল**—ভাবে বা নেশায় ভরপুর।

ঢুলা, ঢোলা—ক্রি. নেশা বা তন্দ্রার ঘোরে মাথা ঝুঁকিয়া পড়া, থাকিয়া থাকিয়া হেলিয়া পড়া ইত্যাদি; অবসন্নতা বোধ করা। **ঢুলিয়া পড়া**—হেলিয়া বা ঝুঁকিয়া অচৈতন্যবৎ হইয়া পড়া।

ঢুলানো—ক্রি. আন্দোলিত করা, সঞ্চালিত করা (চামর ঢুলানো); ঝুলাইয়া পরিয়া বাহার দেখানো (কোঁচা ঢুলানো); ঘটা করিয়া দেখানো (ব্যঙ্গে) (আদর ঢুলানো)। **পাহাড় ঢুলানো**—পাহাড় কাটিয়া স্থানান্তরিত করা; অসাধারণ পরিশ্রমে বা সাধনায় অতি কঠিন কাজ সম্পন্ন করা (ঢোয়ানো, ঢোলানো দ্রঃ)।

ঢুলী—যে ঢোল বাজায়।

ঢুলু ঢুলু—ণ. ঢুলঢুল-শব্দের কোমল রূপ; আবেশ-বিভোর (ঘুমে ঢুলুঢুলু আঁখি)।

ঢুষ, ঢুস—ঢুঁ, শৃঙ্গাঘাত অথবা মস্তক দ্বারা আঘাত। **ঢুষানো**—ঢুষ মারা। **ঢুষাঢুষি**—পরস্পরকে মাথা বা শিং দিয়া ঢুষানো; অবনিবনাও, অপ্রীতি-জ্ঞাপন, গুঁতাগুঁতি (বনছে না যখন, তখন আর একসঙ্গে থেকে ঢুষাঢুষি করে লাভ কি?)।

ঢুষনা, ঢুসনা—প. অকর্মণ্য; অপরিচ্ছন্ন; অপরিপাটি ('চুল ঢুষনা হইয়া গিয়াছে'—দীনবন্ধু)।
ঢেউ—তরঙ্গ; ভাবের আবেগ, প্রভাব বা উদ্দীপনা (সমাজ-সংস্কারের ঢেউ)। **ঢেউ কাটানো**—কৌশলে ঢেউয়ের উপর দিয়া নৌকা চালনা। **ঢেউ-খেলানো**—প. তরঙ্গায়িত, দেখিতে ঢেউয়ের মত উঁচু নীচু (ঢেউ-খেলানো চুল)। **ঢেউ দেওয়া**—জলে ধাক্কা দিয়া ঢেউ উঠানো (কলসীতে ঢেউ দিয়া)।
ঢেউটিন—(Corrugated iron sheet) ঢেউ-তোলা লোহার চাদর, টিন।
ঢেউ, ঢেউঢেউ—অব্য. উদ্গারের শব্দ।
ঢেউয়ানো, ঢেওয়ানো—ক্রি. ঢেউ দিয়া দূরে সরাইয়া দেওয়া।
ঢেকলী, ঢেকলী—জল তুলিবার ঢেঁকি-কল।
ঢেঁকি,-কী—[মুণ্ডারি: ঢেঙ্কি] ধান-ভানার সুপরিচিত যন্ত্র, নানা ধরণের চূর্ণ প্রস্তুত করার কাজেও ব্যবহৃত হয়; দেখিতে লম্বা-চওড়া কিন্তু মূর্খ (ব্যাটা বুদ্ধির ঢেঁকি)। **চাল না চুলো, ঢেঁকি না কুলো**—চাল চুলা ঢেঁকি কুলা কিছুই যাহার নাই, নিতান্ত হাভাতে। **ঢেঁকি স্বর্গে গেলেও ধান ভানে**—অবাঞ্ছিত অবস্থায় স্বভাবের বা অদৃষ্টের কিছুতেই পরিবর্তন হয় না (খেদোক্তি বা ব্যঙ্গোক্তি)। **বুকে ঢেঁকির পাড় পড়া**—ঈর্ষায় দারুণ অস্বস্তি বোধ করা। **লাথির ঢেঁকি চড়ে ওঠে না**—যেখানে কঠোর শাসন অথবা জবরদস্তি করা প্রয়োজন সেখানে মৃদু ব্যবহারে কাজ হয় না। **ঢেঁকির কচ্‌কচি**—বিরক্তিকর বাগ্‌বিতণ্ডা। **ঘরের ঢেঁকি কুমীর হওয়া**—আপন লোক শত্রু হওয়া। **ঢেঁকির আঁকশলী**—ঢেঁকিতে সংলগ্ন আঁকশলী; অপ্রধান কিন্তু সঙ্গে থাকার দরুণ যাহাকে নানা ঝক্কি-ঝামেলা পোহাতে হয়। **ঢেঁকি-শাল**—বাড়ীর যে ছোট ঘরে ঢেঁকি পাতা থাকে। (গ্রাম্য—ঢেঁকশেল বা ঢেঁশকেল)।
ঢেঁটরা, ঢেঁড়রা, ঢেঁড়া—ঢাক। **ঢেঁটরা পেটা**—চতুর্দিকে রাষ্ট্র করা।
ঢেঁটা—প. ধূর্ত; অবাধ্য; ঘেঁচড়া; শঠ।
ঢেঁড়স—[সং. ডিণ্ডিশ] তরকারী-ফলবিশেষ, ভিণ্ডি।
ঢেঁড়ি,-ড়ী—আফিমের বীজকোষ; স্ত্রীলোকের কর্ণভূষণ-বিশেষ (ঢেঁড়ি ঝুমকো)।
ঢেঁশা, ঢ্যাঁশা—ঠেস, কটাক্ষ; আঘাত।
ঢেঁশনা, ঢেশনা—ধারা, শ্রীছাঁদ (কথার ঢেঁশনা নেই)। [প্রাদে.]।
ঢেঁশ্‌কেল, ঢেঁস্কেল—ঢেঁকিশাল। [কথ্য]।
ঢেকা—ধাক্কা (প্রাচীন বাংলায় ব্যবহৃত; কোন কোন অঞ্চলে গ্রাম্য ভাষায় 'ধাকা' মারা বলে)।
ঢেকুর, ঢেঁকুর—উদ্গার। [ছেলে)।
ঢেঙা,-ঙ্গা—প. লম্বা, যাহার পা লম্বা (ঢেঙ্গা
ঢেঁড়ি,-ড়ী—ছোট ঢেঁটরা; ঢেঁড়ি (দ্রঃ)।
ঢেড়ি—[হি. ঢেটী] স্তূপ, রাশি (ঢেড়ি লাগানো, করা=স্তূপীকৃত করা)।
ঢেপ—ঢ্যাপ দ্রঃ।
ঢেপ্‌ঢেপে, ঢ্যাপ্‌ঢ্যাপে—স্ফীত ও সিক্ত।
ঢেপ্‌সা—[হি. ঢপ্‌সা] প. বেমানান মোটা; স্থূল ও শ্রীহীন (কোন কোন অঞ্চলে ঢপ্‌সা বলে)।
ঢেবড়া—খেবড়া দ্রঃ।
ঢেমচা, ঢেমসা—বাদ্য-বিশেষ।
ঢেমন, ঢ্যামন—বি. প. জারজ; কোটনা; লম্পট; গালি-বিশেষ। স্ত্রী. **ঢেমনী**—উপপত্নী।
ঢেমনা—ঢাঁড়াশ সাপ; ঢেমন।
ঢের—[হি. ঢের—স্তূপ] প. বহু, অনেক, দেদার। **ঢের হওয়া**—যথেষ্ট হওয়া (ঢের হয়েছে, আর মারধোর করতে হবে না)। **ঢের ঢের দেখেছি**—অনেক দেখেছি। **ঢেরি**—ঢেড়ি, প্রাচুর্য, স্তূপ।
ঢেরা, ঢ্যারা—[হি. ঢররা] পাট দিয়া সূতা কাটিবার যন্ত্র; '×' এই চিহ্ন। **ঢেরা সই**—নিরক্ষর ব্যক্তির দেওয়া '×' চিহ্নযুক্ত স্থানে অপরের দ্বারা তাহার নাম সই।
ঢেলা, ঢ্যালা—ঢিল দ্রঃ।
ঢেসা—অপবাদ, অভিযোগ (প্রাচীন বাংলায়)।
ঢো—ধুয়া, রব (ঢো তোলা—ধুয়া তোলা)।
ঢোঁড়া—ক্রি. ঢুঁড়া দ্রঃ; বি. নির্বিষ সর্প-বিশেষ। **ঢোঁড়া সাপ**—অকর্মণ্য তেজোবীর্যহীন ব্যক্তি।
ঢোক—একবারে যতটা গলাধঃকরণ করা যায় (এক ঢোক জল)। **ঢোক গেলা**—ইতস্ততঃ করা; অশোভন বা অপ্রিয় কিছু বলিবার পূর্বে বায়ু গলাধঃকরণ করা।
ঢোকা—ঢুকা দ্রঃ। **ঘর ঢোকা**—ঘর দ্রঃ।
ঢোয়া—[হি. ঢোনা] ক্রি. মাল এক স্থান হইতে অন্য স্থানে বহিয়া লইয়া যাওয়া। বি. **ঢোয়াই**

—এরূপ স্থানান্তরিত করা; এরূপ স্থানান্তরিত করার পারিশ্রমিক।

ঢোল—[সং.] বৃহৎ আনদ্ধ বাদ্যযন্ত্র-বিশেষ; ণ. ফাঁপা, স্ফীত (ফুলে ঢোল হওয়া)। **ঢোলে কাটি দেওয়া, ঢোল দেওয়া, ঢোল পেটা**—ঢোল বাজাইয়া বিজ্ঞাপিত করা; চতুর্দিকে রাষ্ট্র করা। **আপনার বা নিজের ঢোল আপনি বা নিজে পেটা**—নিজের প্রশংসা নিজেই ছড়াইতে চেষ্টা করা। **ঢোল-শহরৎ**—(ঢোল+শোহরৎ) ঢোলের শব্দে প্রচার বা ঘোষণা।

ঢোলক—ছোট ঢোল-বিশেষ।

ঢোলকলমি—জলজ শাক-বিশেষ।

ঢোলকান—মৃগজাতীয় পশু-বিশেষ।

ঢোলসমুদ্র—সুপ্রসিদ্ধ কেদার রায়ের ফরিদপুর জেলাস্থ প্রকাণ্ড দীঘির নাম; জল থৈ থৈ অকূল।

ঢোলতা—ছলনা।

ঢোলন—ঢুলন দ্রঃ। [(ঢোলা পাজামা)।

ঢোলা—ক্রি. ঢুলা দ্রঃ; ণ. ঢিলা, আঁটসাঁট নয়

ঢোলাই—ঢোয়াই।

ঢোলানো—ঢুলান দ্রঃ; ঢোয়ানো।

ঢোল্‌কি, ঢুল্‌কি—ছোট ঢোল।

ঢোষা, ঢোসা—[হি. ধুস্‌সা] ণ. ফাঁপা; অন্তঃসারশূন্য; ফুলো ও অকর্মণ্য। [অকর্মণ্য।

ঢোস্কা, ঢস্কা, ঢস্বা—ণ. ঢোষা; স্থূলদেহ ও

ঢৌকন—উপঢৌকন; উৎকোচ। [ঢৌক্+অনট্]।

ঢ্যাঁং-ঢ্যাঁং—অব্য. নাচিতে নাচিতে আসার ভাব; (তাহা হইতে) অর্থহীনভাবে শুধু দর্শনধারী হইয়া আসার ভাব।

ঢ্যাঁটরা, ঢ্যাঁড়শ, ঢ্যাঁড়া—ঢেঁ- দ্রঃ।

ঢ্যাঁপ—শালুকের ফল, ইহার বীজ হইতে খৈ হয় (ঢ্যাঁপের খৈ)।

ঢ্যাপ-ঢ্যাপ, ঢ্যাব-ঢ্যাব—ঢপ্‌ দ্রঃ।

ঢ্যালা—বড় ঢিল; ডেলা, পিণ্ড; (প্রাদে.) বড় উকুন। **ঢ্যালাকানা**—ঢ্যালা ও শস্তকণার পার্থক্য যাহার চোখে পড়েনা অথবা চোখের ঢ্যালা নষ্ট হওয়ায় ফলে দৃষ্টিশক্তিহীন; একচোখো; গালি-বিশেষ।

ণ

ণ—ব্যঞ্জন বর্ণমালার পঞ্চদশ বর্ণ ও 'ট' বর্গের পঞ্চম বর্ণ; অনুনাসিক; ইহার প্রকৃত উচ্চারণ 'ন' ও 'ড়'-এর মাঝামাঝি; কিন্তু বাংলায় ণ ও ন এর মধ্যে উচ্চারণের পার্থক্য নাই। প্রাচীন বাংলায় বহুস্থলে ন এর স্থলে ণ ব্যবহৃত হইত, কিন্তু আধুনিক বাংলায় ণকারাদি শব্দের ব্যবহার নাই।

ণ—জ্ঞান; নিশ্চয়; নির্ণয়; শিব; ভূষণ; জলাশয়; নির্গুণ। [সং]

ণকার—'ণ' এই বর্ণ। **ণকার-রূপিণী**—জ্ঞানরূপা।

ণত্ব-বিধান, ণত্ব-বিধি—পদের মধ্যে কোথায় ন ণ হয় এবং কোথায় হয় না তাহার নিয়ম।

ণিচ্‌—প্রেরণার্থক ধাতুর উত্তর বিহিত প্রত্যয়। **ণিজন্ত**—ণ. ণিচ্‌ প্রত্যয়যুক্ত। **ণিজন্ত-ধাতু**—বি. ণিচ্‌ প্রত্যয়যুক্ত ধাতু, প্রেরণার্থক ধাতু।

ত

ত—ব্যঞ্জন বর্ণমালার ষোড়শ ও 'ত' বর্গের প্রথম বর্ণ। 'ত' বর্গের বর্ণ সাধারণতঃ কোমলতা তরলতা মৃদুতা প্রভৃতি ব্যঞ্জক। [রত্ন। [সং]

ত—চৌর; বৃষ; অমৃত; পুচ্ছ; ম্লেচ্ছ; ক্রোড়;

ত—প্রাচীন বাংলায় ষষ্ঠী তৃতীয়া পঞ্চমী ও সপ্তমী বিভক্তির চিহ্ন।

ত, তো—অব্য. প্রশ্নবোধক (আর্যপুত্র ত কুশলে আছেন ?); বাক্যালংকারে '(উদয়-অস্ত ত স্বাভাবিক নিয়ম); নিশ্চয়তাসূচক (এই ত সেই লোক); অনুরোধজ্ঞাপক (আগে গিয়ে দেখ ত); কিন্তু (সে ত যাবে না); তবে বা তাহা হইলে (খেতে চাও ত এস); অনিশ্চয়তাসূচক (যাই

ত দেখি কি হয়) ; অন্ততঃ (আজ ত নয়) ; অবধারণসূচক (আমি ত জানি না) ; সংশয় বা সন্দেহে (সে হয়ত স্বীকার করবে না)।

তই—আংটাহীন ও অগভীর কড়াই।

তওয়ায়েফ—[ফা.] নর্তকী (তয়ফা দ্রঃ)।

তওবা—[আ. তওবা] ধর্মপথে প্রত্যাবর্তন ; পশ্চাত্তাপ ; পাপকাজ পুনরায় না করিবার সঙ্কল্প। **তওবা করা**—পাপ বা অন্যায় কাজ অথবা দুঃখে ক্ষোভে কোন কাজ পুনরায় না করিবার সঙ্কল্প গ্রহণ সূচক শব্দ (তওবা করেছি, তার কাজে আর কোন দিন হাত দেব না)। **তওবা তওবা**—এমন কথা বা চিন্তা মুখে বা মনে না আসুক। তোবা দ্রঃ।

তওহীদ, তৌহিদ—[আ. তওহীদ] একেশ্বরবাদ, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের স্রষ্টা ও নিয়ন্তা একজন, বহু দেবতা নন—এই মত।

তঃ—[সং তস্] অনুসারে অনুক্রমে ইত্যাদি অর্থজ্ঞাপক প্রত্যয় (ফলতঃ ; প্রসঙ্গতঃ ; দ্বিতীয়তঃ)। (অধুনা প্রায়ই বিসর্গ ব্যবহৃত হয় না—কার্যত, প্রধানত)।

তহি, তঁহি—[সং. [illegible] ; ব্রজবুলি] সেই স্থানে ; তদ্বিষয়ে ; তদুপরি ; তখন। **তঁহি-তঁহি**—সেখানে সেখানে।

তক—অব্য. পর্যন্ত, অবধি (দুই দিন তক)।

তক্‌তক্—সজীব সতেজ সমুজ্জ্বল ইত্যাদি ভাবব্যঞ্জক অব্যয়। **তক্‌তকে**—পরিচ্ছন্ন ও উজ্জ্বল (বাড়ী-ঘর তক্‌তকে ঝক্‌ঝকে করে রেখেছে)।

তক্‌দির—[আ. তক্‌দীর] ভাগ্য। (বিপরীত—তদ্‌বীর—পুরুষকার)।

তক্‌বীর—[আ.] 'আল্লাহ আকবর'—এই ধ্বনি। **নারা-ই-তক্‌বীর**—'আল্লাহ আকবর' এই ধ্বনি সমস্বরে উচ্চারণ।

তকব্বরি—[আ. তকব্বুরী] অহঙ্কার, ডেমাগ।

তকমা—[তুর্কী. তম্‌গা'] চাপরাশ ; নিয়োগের নিদর্শন [ফা.]।

তকমিমা—খাসখামারের ফসলের হিসাবের কাগজ।

তকরার—[আ. তক্‌রার] তর্ক, বিচার। **তক্‌রারী**—তর্কিত, বিবাদের বিষয়ীভূত, disputed. [বিশেষ।

তকলি—[সং. তর্কু] সূতা কাটিবার টেকো-

তক্‌লিদ—[আ. তক্‌লীদ] ধর্ম-বিষয়ে পূর্ববর্তীদের অনুসরণ, ধর্মে নব্যপদ্বিধি বর্জন।

তকলিফ—[আ. তক্‌লীফ] কষ্ট, দুর্ভোগ (অনেক তক্‌লিফ দিলাম, মাফ করুন)।

তকল্লুফ—[আ.] আদব-কায়দা ; শিষ্টাচারের আতিশয্য (বে-তকল্লুফ—সহজ-স্বচ্ছন্দ, শিষ্টাচারের আতিশয্য বর্জিত)।

তকসিম—[আ.] বণ্টন, বিভিন্ন অংশে ভাগ। **তকসিমনামা**—বিভাগ-সম্পর্কিত দলিল।

তক্‌সির—[আ. তক্‌'সীর] দোষ, ত্রুটি, অপরাধ।

তকাজা—তাগাদা দ্রঃ। [(তকিত করা)।

তকিত—[আ. তকায়ুদ] তদন্ত ; খোঁজ-খবর

তকিয়া, তকেয়া—তাকিয়া দ্রঃ।

তক্ক—তর্ক-এর কথ্য রূপ। **তক্কাতক্কি**—অপেক্ষাকৃত উষ্ণ বাদ-প্রতিবাদ।

তক্কা—তোয়াক্কা দ্রঃ।

তক্ত—[ফা. তখ্‌ত্] সিংহাসন। **তক্তে-তাউস**—তখ্‌ত্-ই-তাউস, ময়ূর-সিংহাসন। **তক্তনশীন**—সিংহাসনারূঢ়। **তক্তপোষ(শ), তক্তাপোষ**—কাঠের খাট বা চৌকি বিশেষ।

তক্তা—[ফা. তখ্‌তা] কাঠ চিড়িয়া প্রস্তুত চওড়া কাষ্ঠফলক ; কাগজের তা (তক্তা তক্তা কাগজ লেখা)। **তক্তানামা, তখ্‌ত্‌নামা**—বিবাহাদিতে ব্যবহৃত লোকবাহী যান-বিশেষ।

তক্তি—[ফা. তখ্‌তী] তক্তা দিয়া প্রস্তুত ছোট লিখনাধার ; ছোট ছেলেমেয়েদের কণ্ঠাভরণ-বিশেষ ; তক্তার আকারের মিঠাই ('বাদামতক্তি')।

তক্র—মাখন-টানা জল-মিশ্রিত দধি (দধিতে জল না মিশাইয়া টানিলে ঘোল হয়, সিকি জল মিশাইয়া টানিলে তক্র হয়)। [তক্ + র]। **তক্রকূর্চিকা, তক্রপিণ্ড**—ছানা। **তক্রমাংস**—তক্র সংযোগ করিয়া যে মাংস রান্না করা হয়, কোর্মা। **তক্রসার**—নবনীত। **তক্রাট**—ঘোলমউনি।

তক্ষক—ছুতার ; অষ্ট নাগের অন্যতম। **তক্ষণ**—রেঁদা করা ; সূত্রধারের কর্ম। **তক্ষণী**—ছুতারের অস্ত্র, বাইশ বা বাটালি। **তক্ষা**—ছুতার ; বিশ্বকর্মা।

তক্ষশিলা—প্রাচীনকালের বিখ্যাত শিক্ষাকেন্দ্র বিশেষ (বর্তমানে পশ্চিম পাকিস্তানে)।

তখ্‌ত্—তক্ত দ্রঃ।

তখন—ক্রি. ণ. সেই সময়ে, তৎকালে ; অব্য. তারপর, তবে, তাহা হইলে (আরও বয়স হোক, তখন বুঝবে যা বলেছিলাম তা সত্য) ; তাই,

সে-কারণ ; অবশেষে। **তখনি, তখনই**—তক্ষুণি, তৎক্ষণাৎ। **তখনকার**—সেই সময়ের।
তখ্‌মা—(তক্‌মা দ্রঃ) পরিচয়-পত্র ; প্রশংসা-পত্র।
তখরচ—তহখরচ দ্রঃ। [ছদ্মনাম ; ভণিতা।
তখল্লুস—[আ.] লেখকের বিশিষ্ট সাহিত্যিক নাম ;
তগর—টগর ; টগর গাছ ও ফুল। [সং.]
তগল্লব—[আ. তগ'ল্লুব] প্রতারণা ; তহবিল-তছরূপ ; বিশ্বাসঘাতকতা।
তগাবি—[আ. তক'াবী] জমির উন্নতির জন্য সরকারের পক্ষ হইতে প্রজাকে দেওয়া কর্জ।
তগির, তগীর—[আ. তগে'য়ুর] পরিবর্তন, বদল ; বরখাস্ত, কর্মচ্যুতি।
তঙ্ক—পাথর কাটিবার অস্ত্র ; ছেনি ; কষ্টে-সৃষ্টে প্রাণধারণ ; আতঙ্ক। [সং.]
তঙ্কা—টাকা। [সং. টঙ্ক] [বিধ্বস্ত, নষ্ট।
তচনচ, তছনছ—[হি. তহস্‌নহস্‌] ণ. চূর্ণ-বিচূর্ণ,
তচ্ছীল—ণ. সেই স্বভাবের। [তৎ+শীল]
তছবী—তস্‌বী দ্রঃ।
তছরূপ—[আ. তস'রূরুফ] ক্ষতি, নাশ (ফসলের তছরূপ)। **তহবিল-তছরূপ**—তহবিল হইতে চুরি বা বে-আইনী অর্থ গ্রহণ।
তজু—[ব্রজবুলি, সং. তস্য] তাঁহার (তজু পায়)।
তজদিগ—তস্‌দিক দ্রঃ।
তজবিজ—[আ. তজবীয] বিচার, বিবেচনা, পরীক্ষা করিয়া দেখা ; খোঁজ-তল্লাস (খালি-হাতে তাড়িয়ে দিলে, একবার তজবিজ করে দেখলে না, লোকটা কাল কি খাবে)।
তজল্লী—জ্যোতির ঝলক, জলোয়া। [আ.]
তজ্জনিত—ণ. তাহার ফল-স্বরূপ। **তজ্জন্য**—অব্য. সেই জন্য, সেকারণ। ণ. **তজ্জাত**—তাহা হইতে উৎপন্ন।
তঞ্চ—প্রতারণা ; কৌশল ; চাতুরী। [সং.]। **তঞ্চক**—বঞ্চক ; সত্য-গোপন ; ফাঁকি। **তঞ্চন**—জমাট বাঁধা, coagulation। [বিশেষ।
তঞ্জেব—[ফা. তনজেব—তনু-শোভন] সূক্ষ্ম বস্ত্র-
তট—তীর, পাড়, বেলা (জাহ্নবীর তট) ; স্থান (কটি-তট) ; পাহাড়ের উপরকার সমতলভূমি (গিরিতট) ; শিব। [তট্‌+অ]। **তটী**—তট ; স্থান (বিচিত্র কপালতটী গলায় জালের কাঠি—কবিকঙ্কণ)। **তটপথ**—স্থলপথ। **তটভূমি**—তীরভূমি, বেলাভূমি)।
তটস্থ—ণ. কূলে স্থিত ; পক্ষপাতহীন, নির্বিকার (তটস্থ চৈতন্য)। **তটস্থ লক্ষণ**—বাহ্য লক্ষণ (সত্য-জ্ঞান-অনন্ত ব্রহ্মের স্বরূপ লক্ষণ—জগৎ-সৃষ্টি তাঁহার তটস্থ লক্ষণ)। **তটস্থা শক্তি**—ব্রহ্মের জীব-সৃষ্টিকারী শক্তি। **ভাগীরথী-তটস্থ করা**—মৃত্যুর পূর্বে জ্ঞান থাকিতে গঙ্গাতীরে লইয়া যাওয়া।
তটস্থ—[ত্রস্ত] ণ. ভীত, শশব্যস্ত, ভয়ে জড়সড়।
তটাক, তটাগ—(যাহার তীরে জলের ঘাত-প্রতিঘাত হয়) তড়াগ। [তট+অক্ বা অগ্‌+অ]
তটাঘাত—তটে বৃষ হস্তী প্রভৃতির শৃঙ্গাঘাত বা দন্তাঘাত করিয়া খেলা, বপ্রক্রীড়া। **তটারূহ**—ণ. তীরস্থিত (বৃক্ষাদি)।
তটিনী—নদী (আজি উতরোল উত্তরবায়ে উতলা হয়েছে তটিনী—রবি)। [তট+ইন্‌+ঈপ্‌]।
তটী—তট দ্রঃ।
তড়—[তট] তীর, ডাঙ্গা, স্থল (নায়ে না তড়ে—নৌকা-পথে না স্থল-পথে)। **তড় হওয়া**—নদী খাল প্রভৃতির জল এতটা কমিয়া যাওয়া যে হাঁটিয়া পার হওয়া যায়।
তড়কা—[হি. তড়কনা] শিশুর খেঁচুনি রোগ-বিশেষ ; ধনুষ্টঙ্কার। **জ্বরতড়কা**—জ্বরসহ চমকিয়া উঠা রোগ। **বেঙ-তড়কা**—বি. ণ. বেঙের মত হঠাৎ লাফ ; যাহা শুনিলে বেঙ লাফা-ইয়া ওঠে এমন।
তড়কা, তড়কী—ওরাওঁ কর্ণাভরণ-বিশেষ।
তড়তড়—[হি. তুরতুরা] অব্য. বেগে, তাড়াতাড়ি, তড়বড় ; বড় বড় ফোঁটায় বৃষ্টিপাতের শব্দ। **তড়তড়ে**—বাক্যবাগীশ। **তড়াতড়**—দ্রুত-ভাবে, দ্রুতগতিতে।
তড়পন—[হি. তড়প্‌না] লাফাইয়া যাওয়া, ডিঙ্গানো। **তড়পানো**—ক্রি. আস্ফালন করা ; অস্থির হওয়া, ব্যাকুল হওয়া, ছটফট করা।
তড়পা—একত্র বাঁধা কয়েক আঁটি বিচালি।
তড়বড়—অব্য. ব্যস্ততার ভাব (তড়বড় করিয়া বলা—অতি দ্রুত বলিয়া যাওয়া। তড়বড় করিয়া চলা—অশ্বাদির পায়ের শব্দ করিয়া দ্রুত চলা) ; বড় বড় ফোঁটায় বৃষ্টি পড়ার শব্দ। **তড়বড়ে**—ণ. যে তড়বড় করিয়া কথা বলে বা বাক্যবাগীশের মত কাজ করে। **তড়বড়ান(-নো)**—ক্রি. বি. তড়বড় করা ; বি. **তড়বড়ানি, তড়বড়ি**।
তড়া—তীর। [তট]

তড়াক—বি. তটাক ; অব্য. হঠাৎ লাফ দিবার ভাব (তড়াক করিয়া উঠিয়া) ।

তড়াগ—বি. পদ্মযুক্ত বৃহৎ জলাশয়, দীঘি। [তট +অগ্ +অ] ।

তড়াৎ—অব্য. তড়াক, হঠাৎ লাফ দেওয়ার ভাব।

তড়িঘড়ি—ক্রি. প. তাড়াতাড়ি ; বি. ত্বরা (এ তড়িঘড়ি হবার নয় ; এ তড়িঘড়ির কাজ নয়) ।

তড়িৎ—[তড্ (আঘাত করা) + ইৎ—যাহা দৃষ্টিকে আঘাত করে অথবা মেঘ ও পৃথিবীকে আঘাত করে] বিদ্যুৎ (তড়িল্লতা, তড়িল্লেখা), electricity. **তড়িচ্চালক**—electromotive, বিদ্যুৎপ্রবাহক। **তড়িচ্চুম্বক**—electromagnet, তড়িৎপ্রবাহের ফলে চুম্বকধর্মাক্রান্ত লৌহখণ্ড। **তড়িত্বান্** (-বৎ), **তড়িদ্গর্ভ**—মেঘ। **তড়িদ্দাম**—বিদ্যুদ্দাম, বিদ্যুৎরেখা। **তড়িদ্দ্বার**—electrode, বৈদ্যুতিক তারের উভয় প্রান্ত। **তড়িদ্বিশ্লেষণ**—electrolysis, তড়িৎপ্রবাহের সাহায্যে রাসায়নিক বিশ্লেষণ। **তড়িদ্বীক্ষণ**—যে যন্ত্রে তড়িৎপ্রবাহ ধরা পড়ে। **তড়িন্ময়**—তড়িৎ-স্বরূপ। **তড়িৎশিখা**—বিদ্যুতের চমকানি।

তণ্ডক—খঞ্জরীট; বঞ্চক। [সং] । **তণ্ডা**—তাড়না; আঘাত। **তণ্ডী**—বৃথা তর্ক।

তণ্ডুল—[তণ্ড্ (আঘাত করা) + উল—আঘাতে তুষবর্জিত] চাউল। **তণ্ডুল পরীক্ষা**—চাল-পড়া, চাল মন্ত্রপূত করিয়া কয়েকজনকে চিবাইবার জন্য দেওয়া হয় ও চিবাইবার ফলে যাহার মুখে অতিরিক্ত লালা বা রক্তের রেখা দেখা দেয়, তাহাকে চোর সন্দেহ করা হয়। **তণ্ডুলমঙ্গল**—বিবাহে স্ত্রী-আচার-বিশেষ।

তৎ—ব্রহ্ম (ওঁ তৎ সৎ) ; সেই (তৎ-সংক্রান্ত) ।

তত—প. তন্ত হইতে প্রস্তুত (তত-যন্ত্র) । [সং] ।

তত—অব্য. সেই প্রকার বা পরিমাণ ; আশানুরূপ (তত ভাল নয়)। **ততক্ষণ**—তৎপরিমিত সময় অথবা সেই সময়ের মধ্যে।

ততঃকিম্—[সং.] তারপর কি ? (অজানা ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে অথবা কোন জটিল বিষয় সম্বন্ধে প্রশ্নে) ।

ততোধিক—তার চেয়ে বেশী (পুত্রের অপরাধ তো আছেই, পিতার অপরাধ ততোধিক। [ততঃ+অধিক=ততোঽধিক] ।

তৎকাল—সেই সময়। [সং.]। **তৎকালীন**—সেই সময়কার। **তৎকালোচিত**—সেই সময়ের যোগ্য। **তৎকালধী**—উপস্থিত বুদ্ধি, প্রত্যুৎপন্নমতি।

তৎক্ষণাৎ—তখনই। [সং.]

তত্তড়ে, তত্তড়ে—প. তড়বড়ে, বাক্যবাগীশ।

তত্তাবৎ—বি. প. সেই সমস্ত। [তৎ+তাবৎ]।

তত্তুল্য—তাহার মত, সেই মত। [তৎ+তুল্য]।

তত্ত্ব—[তৎ+ত্ব] আসল বস্তু ; যাথার্থ্য, সত্য ; স্বরূপ ; প্রকৃত অবস্থা ; সার সত্য ; মতবাদ, theory (মাধ্যাকর্ষণতত্ত্ব) ; স্বরূপচিন্তা (ব্রহ্মতত্ত্ব) ; ব্রহ্ম (তত্ত্বজ্ঞান) ; তথ্য, সংবাদ, খোঁজখবর (তত্ত্ব লওয়া) ; মূল উপাদান (চতুর্বিংশতি তত্ত্ব—ক্ষিতি, অপ্, তেজ, গন্ধ, স্পর্শ, নাসিকা, জিহ্বা প্রভৃতি) ; (বাং) কুটুম্বিতাজ্ঞাপক উপহার (তত্ত্ব পাঠানো) । **তত্ত্ব করা**—খোঁজখবর করা ; কুটুম্ব বাড়ীতে ভেট পাঠানো। **তত্ত্বজিজ্ঞাসা**—তত্ত্বজ্ঞান লাভের আকাঙ্ক্ষা ; ব্রহ্মবিষয়ক প্রশ্ন। **তত্ত্বজিজ্ঞাসু**—ব্রহ্মজিজ্ঞাসু ; সত্যার্থী। **তত্ত্বজ্ঞ**—ব্রহ্মবিৎ ; দার্শনিক ; বিশেষজ্ঞ। **তত্ত্বজ্ঞান**—ব্রহ্মজ্ঞান। **তত্ত্বজ্ঞানী**—ব্রহ্মজ্ঞানী। **তত্ত্বচিন্তা**—ব্রহ্মচিন্তা, দার্শনিক চিন্তা। **তত্ত্বতঃ**—স্বরূপতঃ। **তত্ত্বতল্লাস**—খোঁজখবর। **তত্ত্বদর্শী** (-র্শিন্) —তত্ত্বজ্ঞানী, স্বরূপদর্শী। **তত্ত্বমসি**—তুমি সেই পরম তত্ত্ব ; জীবাত্মা পরমাত্মা অভেদ, স্বরূপতঃ এক—এই মতবাদ, 'আ'নাল হক'। [তৎ+ত্বম্ +অসি] । **তত্ত্বানুসন্ধান**—তথ্যানুসন্ধান, প্রকৃত সত্য নির্ণয়ের চেষ্টা। প. **তত্ত্বানুসন্ধায়ী** (-য়িন্) যে প্রকৃত তথ্যের অনুসন্ধান করে। **তত্ত্বাবধান**—দেখাশুনা, পরিচালনা, রক্ষণাবেক্ষণ। প. **তত্ত্বাবধায়ক**—পরিদর্শক ; অধ্যক্ষ। **তত্ত্বাবধারক**—যিনি সত্য নির্ণয়ের চেষ্টা করেন। বি. **তত্ত্বাবধারণ**। **তত্ত্বাববোধ**—তত্ত্বজ্ঞান ; প্রকৃত সত্যের উপলব্ধি। **তত্ত্ববিৎ**—তত্ত্বজ্ঞানী। **তত্ত্বার্থ**—পরমার্থ। **তত্ত্বালোচনা**—ব্রহ্মবিষয় বা দার্শনিক বিষয়ে আলোচনা। **তত্ত্বীয়**—প. তত্ত্ববিষয়ক, সিদ্ধান্তসম্বন্ধীয়, theoretical। [তত্ত্ব+ঈয়] ।

তৎপর—প. রত ; প্রযত্নবান্ ; নিপুণ ; ত্বরিতকর্মা। [সং] । বি. **তৎপরতা**—প্রযত্ন ; প্রয়াস ; ক্ষিপ্রকারিতা (পুলিশের তৎপরতা বৃদ্ধি পেয়েছে) ।

তৎপরায়ণ—প. তাহাতে বিশেষভাবে আসক্ত; অভিনিবিষ্ট।

তৎপুরুষ—আদি পুরুষ ; সমাস-বিশেষ। [সং.]
তত্র—অব্য. সেইখানে; তেমন (যত্র আয় তত্র ব্যয়)। [তদ্+ত্র]। **তত্রত্য**—ণ. সেখানকার। **তত্রভবতী**—পূজ্যা, শ্রদ্ধেয়া (বাংলায় সাধারণতঃ ব্যবহৃত হয় না)। **তত্রাচ**—অব্য. তবু, তথাপি। **তত্রাপি**—অব্য. তত্রাচ, তথাপি।
তৎসংক্রান্ত—ণ. তৎসম্বন্ধীয়। **তৎসদৃশ**—ণ. তত্তুল্য। **তৎসম**—তাহার সমান। **তৎসম শব্দ**—যে শব্দ বাংলায় ঠিক সংস্কৃতের অনুযায়ী বানানে লেখা হয় তাহা (যেমন, তত্ত্ব, তৎসদৃশ)।
তথা—অব্য. সেখানে, সেখান; অধিকন্তু, তার সঙ্গে (বিদ্যা তথা বুদ্ধি); সেই রকম, তেমন (যথা আয় তথা ব্যয়); উদাহরণস্বরূপ (তথা, মহাভারতে); ণ. বি. প্রকৃত, যথার্থ, সত্য। **তথাকার**—সেখানকার। **তথাকথিত**—সেইভাবে সাধারণ্যে পরিচিত, নামে মাত্র অথচ আসলে নহে, so-called (তথাকথিত সভ্য-সমাজ)। **তথাগত**—বুদ্ধদেব; সত্য-প্রাপ্ত, সর্বজ্ঞ। **তথাপি**, **তথাচ**—অব্য. তাহা হইলেও। **তথাবিধ**—সেই প্রকার। **তথাভূত**—সেই দশায় পতিত অথবা সেই রূপ প্রাপ্ত। **তথায়**—সেখানে। **তথাস্তু**—তাই হোক্, তাতেই স্বীকৃত হইলাম।
তথি—তথায় (প্রাচীন বাংলায় ব্যবহৃত)।
তথৈবচ—অব্য. তেমনি; নামমাত্র; সেই ধরণেরই (বিদ্যা ত নাই-ই, বুদ্ধিও তথৈবচ)। [তথা+এব চ]।
তথ্য—যাথার্থ্য, প্রকৃত ব্যাপার, fact (তথ্যানুসন্ধান); গূঢ়, রহস্য, তত্ত্ব; সত্য (তথ্যভাষী, তথ্যবাদী)। [তথা+য]। **তথ্যবাহী** (-হিন্) —প্রকৃত সংবাদ বহনকারী। **তথ্যানুসন্ধান**—প্রকৃত ব্যাপারে অনুসন্ধান, fact-finding. **তথ্যভাষী (-ষিন্)**, **-বাদী(দিন্)**—সত্যবাদী।

তদ্—সর্ব. সেই, সে, তাহা (বাংলায় অন্য শব্দের সঙ্গে যুক্ত হইয়া অর্থ প্রকাশ করে; বর্গের প্রথম ও দ্বিতীয় বর্ণ এবং ষ ও স ইহাদের পূর্ববর্তী তদ্ তৎ হয়,—তৎকাল, তৎসম)। [সং]। **তদতিরিক্ত**—ণ. তাহার বেশী। **তদনন্তর**—তারপর। **তদনুগামী** (-মিন্),-**বর্তী** (-র্তিন্) —ণ. তাহার অনুসরণকারী; তদনুসারে। **তদনুযায়ী** (-য়িন্)—ণ. সেই অনুসারে। **তদন্ত**—প্রকৃত তথ্য; প্রকৃত তথ্য নির্ণয়; অনুসন্ধান। **তদন্তর**—অব্য. তারপর। **তদন্য**—ণ. তাহা হইতে পৃথক্। **তদপেক্ষা**—অব্য. তাহার চেয়ে। **তদবধি**—অব্য. সেই সময় হইতে। **তদবস্থ**—ণ. সেই দশা প্রাপ্ত; সেইভাবে স্থিত। **তদর্থে**—অব্য. সেই জন্য। **তদানীন্তন**—ণ. সেই সময়কার।
তদবির, তদবীর—[আ. তদ্‌বীর] প্রচেষ্টা; পুরুষকার (বিপঃ তকদীর=অদৃষ্ট); যোগাড়-যন্ত্র; চেষ্টা-চরিত্র (চাকরির তদবীর); তত্ত্বাবধান, ব্যবস্থা (মোকদ্দমার তদবীর)। **তদবিরকারক**—যে তদবির করে।
তদাত্মা—তৎস্বরূপ, তাহার সহিত অভিন্ন। বি. **তাদাত্ম্য**। [তদানীম্+তন]।
তদানীন্তন—ণ. তৎকালীন, তখনকার।
তদারক—[আ. তদারুক] তত্ত্বাবধান, খবরদারি; তদন্ত, অনুসন্ধান (সরেজমিনে তদারক করা)।
তদীয়—ণ. তাহার। [তৎ+ঈয়]
তদুৎপন্ন—ণ. তাহা হইতে উৎপন্ন। [সং]।
তদুপরি—অব্য. তাহার উপর।
তদুপলক্ষ্যে—অব্য. সেই সম্পর্কে।
তদেকচিত্ত, তদেকশরণ—ণ. তদ্গতচিত্ত, [তৎ+একচিত্ত]।
তদ্গত—ণ. তাহাতে অনুরক্ত। [সং]। **তদ্গতচিত্ত**—ণ. তাহাতে নিবেদিতচিত্ত, তন্ময়। **তদ্গতচিত্তে**—ক্রি. ণ. একাগ্রচিত্তে।
তদ্গুণ—ণ. তাহার গুণের ন্যায় গুণযুক্ত; বি. কাব্যের অলঙ্কারবিশেষ (বিপঃ অতদ্গুণ)। [সং]। [ঘড়ি]।
তদ্ঘড়ি—অব্য. তখন, তখনি। [সং তদ্+বাং
তদ্দণ্ডে—অব্য. তৎক্ষণাৎ। **তদ্দরুন**—অব্য. সেজন্য। [সং. তৎ+ফা. দরুন]। **তদ্দিন**—অব্য. ততদিন শব্দের কথ্য রূপ। **তদ্দিন**—সেই দিন। [সং]। **তদ্দিনে**—ততদিনে, সেই কালের মধ্যে। **তদ্দ্বারা**—তাহার দ্বারা; [তৎ+দ্বারা]।
তদ্ধন—বি. সেই ধন; ণ. কৃপণ। [সং]
তদ্ধর্মা(র্মন্)—ণ.সেই ধর্ম বা আচার-বিশিষ্ট। [সং]
তদ্ধিত—(ব্যাকরণে) শব্দের পরিবর্তন-সাধক প্রত্যয়। [তৎ+হিত]
তদ্ধেতু—অব্য. সেইজন্য। [তৎ+হেতু]
তদ্বৎ—অব্য. তাহার মত; তদ্রূপ। [তৎ+বৎ]

তদ্বাচক—ণ. তাহার নির্দেশক। [তৎ+বাচক]
তদ্বিধ—ণ. সেই প্রকার, সেইরূপ। [সং]।
তদ্বির—তদ্‌বির দ্রঃ।
তদ্বিষয়ক—ণ. সেই বিষয়-সম্পর্কিত। [সং]।
তদ্ব্যতিরিক্ত—ণ., ক্রি.ণ. তাহার অতিরিক্ত; তাহা ভিন্ন। **তদ্ব্যতীত**—ক্রি. ণ. তাহা ছাড়া।
তদ্ভব—ণ. তাহা হইতে উৎপন্ন (তদ্ভব শব্দ—সেই ভাষা অর্থাৎ সংস্কৃত হইতে উৎপন্ন শব্দ)। [সং]। **তদ্ভাব**—বি. তাহার ধর্ম বা রূপ। **তদ্ভাবাপন্ন**—ণ. সেই ভাব বা ধর্ম-বিশিষ্ট। **তদ্ভিন্ন**—ক্রি. ণ. তাহা ছাড়া।
তদ্রূপ—ক্রি. ণ সেইভাবে। [তদ্+রূপ]।
তন—তনু (তন মন ধন); স্তন (প্রাচীন বাংলায়)।
তনখা—[ফা. তন্‌খ্‌'বা] বেতন, মাহিয়ানা, ভাতা।
তনদুরস্তি—[ফা] দেহের সক্ষমতা, স্বাস্থ্য।
তনয়—(যাহার জন্মে বংশ বিস্তৃত হয়) পুত্র। স্ত্রী. **তনয়া**—কন্যা। [তন্+অয়]।
তনিকা—রজ্জু। [সং]
তনিমা(-মন্)—কৃশতা, সূক্ষ্মতা; সুকুমার অস্থূলতা (জগতের অশ্রুধারে ধৌত তব তনুর তনিমা—রবি)। [তনু+ইমন্]
তনিষ্ঠ—ণ. কৃশতম; অতি অল্প; সূক্ষ্মতম। [তনু+ইষ্ঠ]।
তনু—ণ. কৃশ; ক্ষীণ, কিন্তু সৌষ্ঠবপূর্ণ (তনু দেহখানি জ্যোতির লতিকা—রবি; তনুগাত্রী; তনুমধ্যমা); সূক্ষ্ম (তনুংশুক); বি. দেহ, মূর্তি। [তন+উ]। স্ত্রী. **তন্বী**—কৃশাঙ্গী সুন্দরী। **তনুচ্ছায়**—সামান্য ছায়া-বিশিষ্ট (বৃক্ষ)। **তনুজ, তনুজ**—পুত্র। **তনুজা**—কন্যা। **তনুত্যাগ**—প্রাণত্যাগ। **তনুত্র, তনুত্রাণ**—বর্ম। **তনূনপাৎ**—অগ্নি। **তনুবার**—দেহ-আবরক, বর্ম। **তনুভৃৎ**—দেহধারী। **তনুমধ্যা**—ক্ষীণকটি সুন্দরী। **তনুরুচি**—দেহশোভা। **তনুরুহ**—লোম। **তনুদ্ভব**—পুত্র। **তনুদ্ভবা**—কন্যা।
তন্তি—দীর্ঘ রজ্জু, সূত্র। [সং]। **তন্তি-ভাষা**—বুদ্ধদেবের স্বল্পাক্ষর সরল মহামূল্য বাক্যাবলী।
তন্তু—সূত্র, তার; তাঁত, চর্মসূত্র; আঁশ; পরম্পরা। [তন্+তু]। **তন্তুকাষ্ঠ**—তাঁতিদের সুতা পরিষ্কার করার বুরুশ। **তন্তুকীট**—গুটি-পোকা। **তন্তুনাভ**—ঊর্ণনাভ। **তন্তুপর্ব**—বামনদেবের উপবীত ধারণের উৎসবকাল, শ্রাবণ-পূর্ণিমা। **তন্তুবাপ, তন্তুবায়**—তাঁতী। [তন্তু-বপ্ বা বে+অ]। **তন্তুশালা**—তাঁত-ঘর। **তন্তুসার**—বি. সুপারি গাছ; ণ. অতি কৃশ, অস্থিসার।
তন্ত্র—(শিব ও শক্তির উপাসনা বিস্তারকারক শাস্ত্র) শিবপ্রোক্ত শাস্ত্র-বিশেষ, আগম; বেদের শাখা-বিশেষ; গ্রন্থের পরিচ্ছেদ (পঞ্চতন্ত্র); অভিচার (তন্ত্র-মন্ত্র); উপায়, সাধনপ্রণালী; কৌশল; বিদ্যা, শাস্ত্র (চিকিৎসাতন্ত্র); মত, বাদ (জড়তন্ত্র, বস্তুতন্ত্র); নির্ভরতা (পরতন্ত্র); শাসন-পদ্ধতি (প্রজাতন্ত্র; রাজতন্ত্র); তাঁত; তার (বীণাতন্ত্র); ণ. অধীন, আয়ত্ত, বশ (পরতন্ত্র, স্বতন্ত্র)। [তন্+ত্র]। **তন্ত্রধারক**—শাস্ত্রীয় পদ্ধতিতে বিনি কর্মকর্তাকে মন্ত্রপাঠ করান। **তন্ত্রকাষ্ঠ**—তাঁত বুনিবার মাকু। **তন্ত্রবাপ, তন্ত্রবায়**—তন্তুবায়।
তন্ত্রি, তন্ত্রী—বীণার তার; সূত্র; নাড়ী। [তন্ত্র্+ই, ঈ]। **তন্ত্রিত**—তারযুক্ত।
তন্ত্রী (-ন্ত্রিন্)—বি. বীণা; ণ. তারবিশিষ্ট; সম্প্রদায়ভুক্ত। [তন্ত্র+ইন্]
তন্দুর—[ফা. তনূর; হি. তংদুর] পাঁউরুটি সেঁকিবার গভীর বড় চুলা।
তন্দ্রা—[তন্দ্র্ (অলস হওয়া)+অ] নিদ্রাবেশ, হাল্‌কা ঘুম (তন্দ্রাবেশ)। **তন্দ্রালু, তন্দ্রাবেশ**—তন্দ্রাবিষ্ট, যাহার ঘুম পাইতেছে। **তন্দ্রিত**—তন্দ্রাচ্ছন্ন; অবসাদগ্রস্ত; ঝিমন্ত (বিপঃ—অতন্দ্রিত)। [পাতিপাতি।
তন্নতন্ন—[তৎ+ন—তাহা নয়] অব্য. পুঙ্খানুপুঙ্খ,
তন্নিবন্ধন—ণ. সেজন্য (তৎ+নিবন্ধন]।
তন্নিবিষ্ট, তন্নিষ্ঠ—ণ. তাহাতে একান্ত রত। [তৎ+নিবিষ্ট, নিষ্ঠ]।
তন্মন, তন্মনা, তন্মনস্ক—ণ. একাগ্রচিত্ত। [তৎ+মনস্+ক]।
তন্ময়—ণ. তন্নিবিষ্ট, নিবেদিতচিত্ত। [তৎ+ময়] বি. **তন্ময়তা**।
তন্মাত্র—অব্য. মাত্র তাহাই। বি. সূক্ষ্ম পঞ্চভূত (সাংখ্য দর্শনের পঞ্চতন্মাত্র); ণ. তৎস্বরূপ, তদাত্মক।
তন্বঙ্গী, তন্বী—ণ. বি. পাতলা চেহারা যাহার। [তনু+অঙ্গ+ঈপ্, তনু+ঈপ্]।
তপঃ—[তপ্ (দগ্ধ করা, তপস্যা করা)+অস্] যাহার দ্বারা পাপাদি দগ্ধ হয় অথবা যাহার দ্বারা মন নির্মল হয় এমন বৈধ কৃচ্ছ্র-সাধনা, তপস্যা;

মুনিব্রত; কৃচ্ছ্রসাধ্য ব্রতাদি। **তপঃক্লেশ**—তপস্যাজনিত ক্লেশ। **তপঃপ্রভাব**—তপস্যার শক্তি। **তপঃস্থলী**—তপস্যার স্থান।

তপতী—সূর্যকন্যা (ইনি অতিশয় তপঃপরায়ণা ছিলেন); সূর্যপত্নী; ছায়া; তাপ্তী নদী।

তপন—পং. সূর্য; গ্রীষ্মঋতু; সূর্যকান্ত মণি; আকন্দ গাছ; মহাদাহকর নরক-বিশেষ; ণ. দাহকর। [তপ্ + অনট্]। **তপন-তনয়**—যম; কর্ণ; শনি। **তপনাত্মজা**—গোদাবরী; যমুনা। **তপনী**—যে পাত্রে আগুন রাখিয়া আগুন পোহানো হয়। **তপনীয়**—ণ. দহনযোগ্য; বি. সুবর্ণ; কনক ধুতুরা; **তপনেষ্ট**—(সূর্যের প্রিয়) তাম্র। **তপনোপল**—সূর্যকান্ত মণি।

তপশ্চরণ, তপশ্চারণ—তপস্যা করা। **তপশ্চর্যা**—তপস্যা। [তপস্বী]।

তপসিল—তফসিল দ্রঃ।

তপসী, তপসে—দাড়িওয়ালা মাছ বিশেষ।

তপস্য—ণ. তপস্যারত; বি. ফাল্গুন মাস; তপস্যা। [তপস্ + য]।

তপস্যা—কৃচ্ছ্রসাধনা; পুণ্যলাভ, অভীষ্টলাভ ইত্যাদি-হেতু কৃচ্ছ্রসাধনা; কঠোর যোগাদি অভ্যাস অথবা কষ্টসাধ্য দেব-পূজা ব্রত-অনুষ্ঠান প্রভৃতি। [তপস্ + য + আপ্]

তপস্বী—ণ. বি. যিনি বেদাদি পাঠ করেন, নিয়মাদি পালন করেন এবং মনের সহিত ইন্দ্রিয়-গণের স্থিরত্ব বা একাগ্রতা সম্পাদন করেন; সংসার-ত্যাগী সন্ন্যাসী; জ্ঞানাদি লাভের জন্য কঠোর সাধনায় রত; মোক্ষসাধক; ব্রত-অনুষ্ঠান-পরায়ণ; ধার্মিক; তপ্‌সে মাছ। স্ত্রী. তপস্বিনী। **বিড়াল-তপস্বী**—ভণ্ড, সাধুর বেশধারী দুষ্ট।

তপাত্যয়—(যে কালে তপের অর্থাৎ গ্রীষ্মের অবসান হয়) বর্ষাকাল।

তপাস—খোঁজ, অন্বেষণ। [আ.]

তপোধন, তপোনিধি—(তপস্যাই যার ধন) মুনি, তপস্বী; তপস্যারূপ ধন। স্ত্রী. **তপোধনা**। **তপোবন**—মুনি-ঋষিদিগের তপস্যার নির্জন স্থান; তীর্থ-বিশেষ। **তপোবল**—তপস্যারশক্তি। **তপোবৃদ্ধ**—তপস্যায় প্রবীণ। **তপোভঙ্গ**—তপস্যার বাধা সৃষ্টি। **তপোময়**—তপঃপ্রধান; পরমেশ্বর। **তপোমূর্তি**—তপস্বী; পরমেশ্বর। **তপোরতি**—তপস্যাপরায়ণ, তপস্যানুরাগী। **তপোলোক**—সপ্ত লোকের ষষ্ঠ লোক।

তপ্ত—ণ. তাপযুক্ত, গরম; আগুনে দগ্ধ ও শোধিত, পোড়-খাওয়া (তপ্ত কাঞ্চন); প্রজ্বলিত (তপ্তা-ঙ্গার); দ্রবীভূত (কারুণ্যতপ্ত মন); পীড়িত, ব্যথিত; কষ্ট; কুপিত; সদ্য (তপ্ত রাণ্ড=যে সদ্য বিধবা হইয়াছে)। **তপ্তকাঞ্চনসন্নিভ**—অগ্নিশুদ্ধ স্বর্ণের ন্যায় উজ্জ্বল বর্ণসম্পন্ন। **তপ্তকৃচ্ছ্র**—কৃচ্ছ্র-সাধ্য ব্রত-বিশেষ। **তপ্ত-কুণ্ড,-কুম্ভ,-বালুক**—নরকের নাম। **তপ্ত তপ্ত**—গরম গরম।

তফসিল, তফ্‌শিল, তপসিল—[আ. তফ্‌সীল—বিভাগ] বিস্তারিত বিবরণ; তালিকা; দলিলের পরিশিষ্টে প্রদত্ত তালিকা; বিভাগ, বণ্টন। **তফসিলভুক্ত** বা **তপসিলী জাতিসমূহ**—যে সব অনুন্নত জাতির নাম ১৯৩৫-এর ভারত-শাসন আইনের Schedule-এ বা তালিকায় বিশেষভাবে উল্লিখিত আছে।

তফাৎ—[আ. তফাবৎ] পার্থক্য; দূরত্ব। **তফাৎ করা**—দূর করা; পর করা; সংস্রব ত্যাগ করা। **তফাৎ তফাৎ**—দূর দূর; দূরে দূরে। **তফাৎ হওয়া**—বিচ্ছিন্ন হওয়া (মনোমালিন্যহেতু)।

তফিল—তবিল (তবিল দ্রঃ)।

তব—তোমার (কবিতায়); (ব্রজবুলি) তখন, তাহা হইলে। **তবহি**—(ব্রজবুলি) তখনই, কবেই। **তবহু,-হুঁ**—তবু। **তব হি**—তবু।

তবক—[সং. স্তবক] সোনা বা রূপার সূক্ষ্মপাত (তবকমোড়া খিলি); স্তবক, থাক (তবকে তবকে); [তুর্কী. তুপক] ছোট তোপ বা বন্দুক-বিশেষ। **তবকী**—বন্দুকধারী।

তবর্গ—ত থ দ ধ ন—এই পাঁচ বর্ণ।

তবরুক্ক—[আ.] প্রসাদ, পূজনীয় ব্যক্তির স্পর্শ-পূত খাদ্যাদি (খাজা সাহেবের দরগার তবরুক্ক)।

তবল—[ফা. তবর্] বড় কুড়ালি। **তবলদার**—এরূপ কুড়ালির দ্বারা কাঠ চিরিয়া যাহারা জীবিকা নির্বাহ করে, কাঠুরিয়া।

তবলচী—তবলা-বাজিয়ে। [আ. + তু.]

তবলা—[আ.] আনদ্ধ বাদ্য-বিশেষ (বাঁয়া তবলা)।

তবল্লক—[আ. তকল্লুফ] ণ. আভিজাত্যসূচক; সৌখীন (তবল্লক ছাঁদে বসন পিঁধে—চণ্ডী)।

তবিয়ৎ,-অৎ—[আ. ত'বীঅ'ত্] মেজাজ, মর্জি, মন (দেখে তবিয়ৎ খোশ হয়ে যায়—দেখে মন আনন্দিত হয়)। **বহাল তবিয়তে**—সুখ দেহে ও সজ্ঞানে; আনন্দের সহিত।

তবিল—[আ. তহ্'বীল] তহবিল, জমা, যে টাকা জমা থাকে অথবা যাহা জমা হইয়াছে, ধনভাণ্ডার, কোষ। (**তবিল ভাঙা**—তবিল তছরূপ, ন্যস্ত অর্থের বেআইনী খরচ বা তাহা হইতে চুরি)। **তবিলদার**—আপিসে বা জমিদারের সরকারে যে কর্মচারীর কাছে টাকা জমা হয়। **তবিলদারি**—তবিলদারের কাজ বা পদ।

তবু, তবুও—[হি তবহু] অব্য. তথাপি, তৎসত্ত্বেও।

তবে—[হি. তব্] অব্য. তখন, অতঃপর, তারপর; তাহা হইলে; তথাপি, কিন্তু (তবে যদি যেতে চাও, বাধা দেব না)। **তবে কিনা**—কিন্তু, যেহেতু। **তবে ত**—তাহা হইলে ত। **তবে রে**—দাঁড়াও শাস্তি দিচ্ছি (শাসাইয়া বলা হয়)। **তবেই**—মাত্র সেই অবস্থায়; তাহলেই; অতএব সে ক্ষেত্রে (তবেই দেখ কার দোষ)। **তবেই ত**—মাত্র সেই ক্ষেত্রেই (পিতা যদি মত দেন তবেই ত তোমারও মত হবে); অবাঞ্ছিত পরিস্থিতি-জ্ঞাপক (তবেই ত! এখন বুদ্ধি জোগাও কি করবো)।

তম—তমোগুণ; অন্ধকার; মোহ; পাপ; অজ্ঞান; অহঙ্কার; রাহু। [তম্+অ]

তমঃ(-মস্)—সাংখ্যদর্শন-মতে প্রকৃতির তৃতীয় গুণ (সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ; ইহার প্রাধান্য হইলে মানুষ লোভ মোহ প্রভৃতি হীন প্রবৃত্তির প্রভাবাধীন হয়); অহঙ্কার; মোহ; অজ্ঞান; পাপ; নরক; রাহু; শোক। [তম্+অস্]

তম—তিন বা ততোধিক ব্যক্তি বা বস্তুর মধ্যে সর্বাধিক উৎকর্ষ বা অপকর্ষ জ্ঞাপক প্রত্যয় (মহত্তম; নিকৃষ্টতম; বাঞ্ছিততম); সংখ্যার পূরক (পঞ্চাশত্তম জন্ম-বার্ষিকী)।

তমদ্দুন—সংস্কৃতি, কৃষ্টি। [আ.]

তমসা—অন্ধকার; শাহাবাদের অন্তর্গত নদী, ইহার তীরে বাল্মীকির কবিত্ব লাভ ঘটে। [তমস্+আপ্]।

তমসাবৃত—ণ. অন্ধকারে-ঢাকা।

তমস্সুক, তমঃসুক—[আ. তমস্সুক্] বিধিবদ্ধভাবে লিখিত ঋণ-স্বীকার-পত্র, খত। **বন্ধকী তমস্সুক**—যে দলিলের সাহায্যে বন্ধক দেওয়া হইয়াছে, mortgage-deed.

তমস্বী (-স্বিন্)—তমোযুক্ত, অন্ধকারময়। স্ত্রী. **তমস্বিনী**—অন্ধকারময়ী (নিশা তমস্বিনী—শশাঙ্কমোহন); হরিদ্রা। [তমস্+বিন্]।

তমা—রাত্রি। [তমঃ]।

তমাদি, তামাদি—[আ. তমাদী] যাহার বা যে দলিলের দাবির নির্ধারিত কাল অতিক্রান্ত হইয়াছে, time-barred.

তমাম—তামাম দ্রঃ।

তমাল—সুপরিচিত কৃষ্ণত্বক্ কণ্টকময় বৃক্ষ। [সং]। **তমালিকা, তমালিনী**—তমলুক; তমালবহুল দেশ। **তমালী**—বরুণ বৃক্ষ।

তমি, তমী—রাত্রি। [সং.]। **তমিনাথ**—চন্দ্র। [(আদব-তমিজ)।

তমিজ—[আ. তমীয] বিবেচনা; সম্ভ্রমবোধ

তমিস্র—ণ. অন্ধকার, তিমিরময় (তমিস্র সংসার, তমিস্র পক্ষ)। [তমস্+র]। **তমিস্রা**—অন্ধকার রজনী; তমোরাশি; অমাবস্যা-রাত্রি।

তমোগুণ—তমঃ নামক গুণ (যাহার প্রভাবে হীন প্রবৃত্তিগুলি বেশি কার্যকর হয়)। **তমোঘ্ন**—অন্ধকার-নাশক; সূর্য; চন্দ্র; জ্ঞান; শিব; বুদ্ধ। **তমোজ্যোতিঃ**—জোনাকি। **তমোপহ**—অন্ধকারনাশক; অজ্ঞাননাশক; বুদ্ধ। **তমোবৃত**—অন্ধকারাচ্ছন্ন; মেঘাচ্ছন্ন; অজ্ঞানাচ্ছন্ন। **তমোমণি**—জোনাকি; গোমেদ মণি। **তমোময়**—অন্ধকারময়; অজ্ঞানাবৃত; রাহু। **তমোরি**—সূর্য; চন্দ্র; অগ্নি; জ্ঞান। **তমোহর, তমোহা (-হন্)**—অন্ধকারনাশক; অজ্ঞাননাশক; সূর্য; চন্দ্র; অগ্নি।

তম্বি—[আ. তম্বীহ্ তন্বীহ্] শাসন, শাসানো (তম্বি না করলে কি ছেলেপিলে ঠিক থাকে ?); গর্জন; সরোষ জবাবদিহি (আমার উপর সে কি তম্বি)। **তম্বি-তাম্বি**—তিরস্কার, তর্জন-গর্জন।

তম্বু, তাম্বু—[আ.] তাঁবু, ছাউনি।

তম্বুর, তম্বুরা—[আ ত'ম্বুর্, ত'ন্বুর্—ঢাকজাতীয় বাদ্য; তুর্কী তম্বুরা—বেহালা-জাতীয় বাদ্য, mandoline] তানপুরা, ভারতের প্রাচীন বাদ্য-বিশেষ (সুর দেওয়ার কাজে ব্যবহৃত হয়)।

তয়—[ফা. তহ্—ভাঁজ] পাট, পরত, fold (তয় করা—ভাঁজ করা)। **তয় তয়, তয়ে তয়ে**—ভাঁজে ভাঁজে, শৃঙ্খলার সহিত, ধীরে ধীরে। **তয়খানা**—[ফা. তহ্খানা] মাটির নীচেকার ঘর (গ্রীষ্মের তাপ হইতে রক্ষা পাইবার জন্য ব্যবহৃত হয়)।

তয়নাত—[আ. তঈনাত] নিয়োগ; বরাদ্দ। **তয়নাত করা**—নিয়োগ করা; নির্ধারিত

করা। **তয়নাতি**—কর্মে নিয়োগ ; নির্ধারিত কর্ম ; নিযুক্ত সিপাহীদল।

তয়ফা—[আ.] নর্তকীদল, তওয়ায়েফগণ।

তয়ম্মুম—তৈয়ম্মম দ্রঃ। **তয়ের**—তৈয়ার দ্রঃ।

তর—তরণ ; পারাণি। [তৃ+অ]। **তরপণ্য**—খেয়ার কড়ি। **তরস্থান**—খেয়াঘাট। **তরমাণ**—ণ. যে পার হইতেছে ; সন্তরণশীল।

তর—অব্য. দুয়ের মধ্যে উৎকর্ষ অথবা অপকর্ষ নির্দেশক প্রত্যয় (মধুরতর) ; আধিক্য বা প্রাবল্য-ব্যঞ্জক (গুরুতর ব্যাপার ; বহুতর সৈন্য হত হইল) ; ন্যূনার্থক (অল্পতর ; বৎসতরী)।

তর—[সং ত্বরা] (অর্থ-বৈপরীত্যে) বিলম্ব, দেরী (তর সয়না—বিলম্ব সহ্য হয় না)।

তর, তরো—[ফা, ত'রহ্] ধরণ, গড়ন, রকম, পদ্ধতি (বাঙ্গালী-তর—বাঙ্গালী ধরণের)। **কেমনতর**—কেমন ধরণের, কি রকম। **তর-বেতর, তরতর**—নানা ধরণের।

তর—[ফা. তর্—সুসিক্ত] ণ. ভরপুর ; বিহ্বল ; বিভোর (নেশায় তর হয়ে আছে) ; সুসিক্ত, বেশী ভিজা (ভিজে তর হয়ে গেছে)। **তর-পোলাও**—যথেষ্ট ঘৃতসংযুক্ত পোলাও (বিপরীত —খোশ্কা পোলাও)। [হি.]।

তরই, তরুই—ঝিঙ্গা-জাতীয় তরকারি-বিশেষ।

তরওয়াল, তরোয়াল—তরবারি।

তরঃ—তরস দ্রঃ।

তরক—[আ. তর্ক্] লঙ্ঘন, পরিত্যাগ (ফরজ তরক করা—অবশ্য করণীয় ধর্মবিধি লঙ্ঘন করা, নামাজাদি না পড়া)। **দুনিয়া তরক করা**—সংসারত্যাগী হওয়া।

তরকচ, তরকশ—[ফা. তরকশ] তূণীর।

তরকারি,-রী—[হি.] আনাজ, রন্ধনযোগ্য ফল-মূল-পত্রাদি ; ব্যঞ্জন (নিরামিষ তরকারী)।

তরক্ষ,-ক্ষু,তক্ষু—হায়েনা, hyena. [সং.]

তরঘাট—খেয়াঘাট। [সং. তরঘট্ট]

তরঙ্গ—[তৃ+অঙ্গ] যাহা বাঁকিয়া বিস্তৃত হয়, ঢেউ, ঊর্মি ; তেজ উৎসাহ উদ্দীপনা প্রভৃতির উচ্ছ্বসিত প্রকাশ (গঙ্গা নামে সতা তার তরঙ্গ এমনি—ভারতচন্দ্র) ; ঢেউ বা ঢেউয়ের ন্যায় প্রবাহ (চিন্তাতরঙ্গ, শব্দতরঙ্গ, বায়ুতরঙ্গ) ; বস্ত্রের তরঙ্গ-ভঙ্গি বা চুনট। **তরঙ্গচঞ্চল**—তরঙ্গবিক্ষুব্ধ। **তরঙ্গতাড়িত**—তরঙ্গপ্রহত ; তরঙ্গচালিত। **তরঙ্গভঙ্গ**—তরঙ্গলীলা, ঢেউয়ের খেলা। **তরঙ্গাভিঘাত**—তরঙ্গের আঘাত। **তরঙ্গায়িত**—ঢেউ-খেলানো (তরঙ্গায়িত গতি)। **তরঙ্গিণী**—নদী। **তরঙ্গিত**—তরঙ্গযুক্ত (তরঙ্গিত মহাসিন্ধু) ; তরঙ্গায়িত, ঢেউ-খেলানো। **তরঙ্গিম**—তরঙ্গশোভাযুক্ত। **তরঙ্গোচ্ছ্বাস**—বড় বড় ঢেউয়ের উত্থান-পতন।

তরজমা, তর্জমা—[আ. তর্জুমা] অনুবাদ, translation.

তরজা—[আ. তর্জিহ্-বন্দ্—ছন্দ-বিশেষ] কবি-জাতীয় অশ্লীল বাংলা গান (ইহাতে দুই দলে খুব উত্তোর-কাটাকাটি হইত)।

তরণ—পার হওয়া ; পার হওয়ার অবলম্বন ('দুঃখ-তাপ-বিঘ্ন-তরণ') ; ভেলা, ডোঙ্গা। [তৃ+অনট্]। **তরণি, তরণী**—নৌকা, ভেলা। [তৃ+অণি, অণী]। **তরণী-সরণি, তরণীপথ**—নৌকা-পথ। **তরণীরত্ন**—পদ্মরাগ মণি।

তরণ্ড, তরণ্ডক—ফাৎনা ; ভেলা। [সং]। **তরণ্ডা, তরণ্ডী**—নৌকা। [সং.]।

তরতফাৎ—পার্থক্য। [বাং]।

তর-তম—[বাং] ছোট-বড়, কম-বেশি ; তারতম্য।

তরতর—ণ. নানা ধরণের ; অব্য. স্রোতের মৃদু আঘাতের শব্দ (তরতর শব্দে বহিয়া যাওয়া)। **তরতরিয়া, তর-তরে, তত্তোরে**—ণ. চঞ্চল, যে তাড়াতাড়ি কাজ করে, ব্যস্তবাগীশ ; সরস ; কচি।

তরতাজা—[ফা. তর্-ও-তাযা] ণ. জীবন্ত ; টাট্কা (তরতাজা মাছ, খবর) ; স্বাস্থ্যসম্পন্ন ; নবীন।

তরতিব—[আ তর্তীব] নিয়ম, ব্যবস্থা, ধারা। **তরতিব-ওয়ারি**—ধারাবাহিকভাবে।

তরপণ্য—খেয়ার কড়ি। [সং.]

তরপত—[ওরাওঁ শব্দ] তালপাতা দিয়া তৈরী রং-করা কান-ফুল-বিশেষ। [হংসাদি। [সং]।

তরপক্ষী—সাঁতার দিবার যোগ্য লিপ্তপদ পক্ষী,

তরফ—[আ. ত'রফ্] অঞ্চল, রাজস্ব আদায়ের মহাল (তরফ দয়ারামপুর) ; পক্ষ, দিক, দল ; শরিক (বড় তরফ)। **তরফদার**—উপাধি-বিশেষ, তরফের রাজস্ব-আদায়কারী ; তরফের মালিক ; পক্ষের লোক ; সেতার-বিশেষ। **তরফ-দারি**—পক্ষাবলম্বন ; পক্ষপাত। **তরফসানী**—(বাং) বাঁদী-পক্ষের বা তত্তুল্য অল্পমর্যাদাসম্পন্না স্ত্রীর সন্তান ; (আদালতে) ছাএল-এর বিপক্ষ,

opposite party. **তরফা**—একদিকের। **একতরফা**—এক পক্ষের কথা শুনিয়া প্রদত্ত (একতরফা রায়); পক্ষপাত-যুক্ত (একতরফা বিচার); একদিক হইতে আগত, একটানা (একতরফা আক্রমণ)।

তরবার, তরবারি, তরোয়াল—[সং. তরবারি] অসি, খড়্গ, কৃপাণ। **তরবারি-ধারণ**—অসি-ধারণ; সশস্ত্র প্রতিরোধ; শাস্তিদানের জন্য বা পরাভূত করিবার জন্য দৃঢ় সংকল্প।

তরবিয়ত—[আ. তরবীয়ত] শিক্ষাদীক্ষা, ভব্যতা-শিক্ষা (বেতরবিয়ত—অভব্য)।

তরবুজ, তরমুজ—[ফা. তর্‌বুজা] বৃহৎ লতা-ফলবিশেষ।

তরল—[তৃ+অল]ণ. পাতলা, গলিত, দ্রব (তরল ঘি); বিগলিত, দ্রবীভূত (দয়ায় তরল) চঞ্চল, চপল (তরলমতি); উচ্ছলিত (আনন্দে তরল); লুব্ধ; দ্রুত; কম্পমান। বি. **তারল্য, তরলতা, তরলত্ব। তরল-নয়না**—ণ. যাহার চাহনি চটুল। **তরল-প্রকৃতি**—গাম্ভীর্য-বর্জিত, চপলপ্রকৃতি। **তরলমতি**—বুদ্ধিতে চপল। **তরলিত**—ণ. বিগলিত, দ্রবীভূত; উচ্ছলিত, আন্দোলিত। **তরলীকৃত**—যাহা তরল করা হইয়াছে, liquefied.

তরশু—[তৎপরশ্ব; তিরঃশ্বঃ] গত পরশুর পূর্বের বা আগামী পরশুর পরের দিন।

তরস, তরঃ—[তরস্+অ—যাহাতে বল হয়] মাংস; বেগ। **তরস্বান্(-স্বৎ)**—ণ. বলবান্; বেগশালী। **তরস্বী(-স্বিন্)**—তরস্বান্; বায়ু; ডাক-হরকরা; গরুড়।

তরস্তু—ণ. ব্যস্ত; জল্‌দি। [ব্রজ] [তয়, জেট।

তরস্থান—পারঘাটা; যেখানে পণ্যাদি নামানো

তরা—ক্রি. পার হওয়া, উত্তীর্ণ হওয়া; উদ্ধার পাওয়া; মোক্ষ লাভ করা; বিপদ হইতে উদ্ধার পাওয়া বা বিপন্ন না হওয়া (বাপের নামে তরে গেছে)। **তরানো**—ক্রি. উদ্ধার করা; মুক্তি দান করা; সঙ্কট হইতে ত্রাণ করা। [ব্যবহৃত)।

তরা—ত্বরা (তরাগতি; তরাতরি—প্রাচীন বাংলায়

তরাই—পাহাড়ের পাদদেশের অঞ্চল (স্যাঁত-স্যাঁতে ও জঙ্গলপূর্ণ)। [হিন্দী.]।

তরাজ, তারাজ—[ফা. তারাজ] লুণ্ঠন (বাংলায় শুধু 'তরাজ' শব্দের ব্যবহার হয় না, 'লুঠতরাজ' ব্যবহৃত হয়)।

তরাজু—[ফা. তরাযু] নিক্তি, দাঁড়ি-পাল্লা।

তরানো—তরা দ্রঃ।

তরাশ,-স—[ফা.] ছেদন, কাটিয়া ফেলা (বাংলায় সাধারণতঃ অন্য শব্দের সহিত যুক্ত হইয়া ব্যবহৃত হয়; 'কলম-তরাশ'—কলমকাটা ছুরি)।

তরাস—[সং ত্রাস] ভয়, শঙ্কা (সাধারণতঃ কাব্যে ও কথ্য ভাষায় ব্যবহৃত হয়); [আ. তর্‌রার] বেগ। [+ঈপ্]।

তরি,-রী—নৌকা; কাপড়ের পেটরা। [তৃ+ই,

তরিক—[সং.] ভেলা; খেয়াঘাটের মাশুল আদায়-কারী। **তরিকা**—ছোট নৌকা।

তরিকা—[আ. ত'রীক'] পথ, পদ্ধতি, মার্গ; ধর্মপথ। [ণিচ্+ক্ত]।

তরিত—ণ. যাহাকে পার করা হইয়াছে। [তৃ+

তরিতরকারি—ব্যঞ্জনের উপযোগী আনাজ শাক-সব্‌জী। [বাং] [[তৃ+ত্র]।

তরিত্র—পার হইবার নৌকা ভেলা ইত্যাদি।

তরিবৎ—[আ. তর্‌বীয়ত্—শিক্ষা] শিক্ষা; শাস্তি (খুব তরিবৎ দেওয়া হইয়াছে)। [গ্রাম্য]।

তরীকা—[আ. 'ত'রীক'] তরিকা দ্রঃ।

তরু—বৃক্ষ, গাছ। [তৃ+উ]। **তরুনখ**—কণ্টক। **তরুমৃগ**—শাখামৃগ,বানর। **তরু-বিলাসিনী**—নবমল্লিকা। **তরুভুক্(-জ্)**—পরগাছা। **তরুরাগ**—নবপল্লব, কিশলয়। **তরুরাজ**—বড় গাছ; বট; অশ্বত্থ; তাল। **তরুরুহা**—পরগাছা। **তরুসার**—বৃক্ষের সারভাগ; কর্পূর।

তরুণ—বি. নব যুবক; যাহার বয়স ষোল বৎসর অতিক্রম করিয়াছে; যুবক (দেশের তরুণসম্প্রদায়); ণ. নূতন; অপরিণত (তরুণ সর্দি; তরুণ বয়স; পত্র); নবোদিত (তরুণ রবি)। **তরুণ জ্বর**—নূতন জ্বর। **তরুণ দধি**—সদ্যোদধি; (কবি-রাজী মতে) পাঁচ দিনের পাতা বাসি দই (অত্যন্ত অপকারক)। স্ত্রী. **তরুণী**—নব যুবতী, ষোল হইতে ত্রিশ বৎসর পর্যন্ত বয়সের নারী; ঘৃত-কুমারী; দন্তী বৃক্ষ। **তরুণিমা(-মন্)**—তারুণ্য। বি. **তরুণত্ব,-তা, -তারুণ্য**—তরুণ অবস্থা; নবযৌবন; কৈশোর; নবীনতা।

তরে—অব্য. জন্য, নিমিত্ত (সাধারণতঃ কাব্যে ব্যবহৃত হয়)। [বাং]। **একদিনের তরেও**—একদিনের জন্যও।

তর্ক—বিচার; বাদানুবাদ; যুক্তি; অনুমান; ন্যায়-শাস্ত্র; শঙ্কা, সংশয় (মনে তর্ক জাগে,

এতদিন যা জানিয়াছি তা সত্য কিনা); হেতু। [সং.]। **তর্কক**—তর্ককারক, তার্কিক। **তর্কবিদ্যা, তর্ক-শাস্ত্র, তর্কবিজ্ঞান**—ন্যায়শাস্ত্র, logic। **তর্কবিতর্ক**—অনুকূল ও প্রতিকূল যুক্তি প্রদর্শন। **তর্কাতর্কি**—বাদ-প্রতিবাদ, তর্কবিতর্ক। **তর্কাভাস**—সুতর্কের মত মনে হইলেও আসলে কুতর্ক; অকিঞ্চিৎকর তর্ক। **তর্কিত**—বিচারিত; আলোচিত; অনুমিত; উৎপ্রেক্ষিত; বিসংবাদিত। **তর্কী (-র্কিন্)**—তর্ককারক, নৈয়ায়িক। স্ত্রী. **তর্কিণী**। **তর্কে তর্কে**—(বাং) তাকে তাকে, সন্ধানে।

তর্কু—সুতা কাটার যন্ত্র, টেকো। [সং.]। **তর্কু-পিণ্ড**—টেকোর নীচে যে মৃৎপিণ্ড থাকে।

তর্ক্ষু—তরক্ষু। [সং.]

তর্জন—শাসানো; ভর্ৎসনা; ক্রোধ-প্রকাশ; ভয়-প্রদর্শন ও আস্ফালন। [তর্জ্ + অনট্]। **অঙ্গুলি-তর্জন**—তর্জনী প্রদর্শন করিয়া শাসানো। **তর্জন-গর্জন**—শাসানো ও গর্জন; তিরস্কার ও আস্ফালন। **তর্জিত**—ণ. ভর্ৎসিত, তাড়িত।

তর্জনী—(যাহা দেখাইয়া তর্জন করা হয়) বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের পাশের অঙ্গুলি। **তর্জনী-মুদ্রা**—তন্ত্রোক্ত মুদ্রা-বিশেষ।

তর্জা—তরজা দ্রঃ।

তর্জা—ক্রি. তর্জন করা; তিরস্কার ও গর্জন করা।

তর্পণ—[তৃপ্ + অনট্] তোষণ; তৃপ্তি-সাধন (সন্ন্যাসীর ধর্ম নহে ইন্দ্রিয়-তর্পণ—চৈ. চ.); পিতৃযজ্ঞ, পিতৃলোকের প্রীত্যর্থে জলদান; তৃপ্তি-জনন। **প্রেত-তর্পণ**—মৃতের তৃপ্তির জন্য জলদানাদি অনুষ্ঠান। **তর্পণেচ্ছু**—তর্পণ করিতে ইচ্ছুক। **তর্পিত**—তোষিত। **তর্পী (-র্পিন্)**—তর্পক; তৃপ্তিকারক। স্ত্রী. **তর্পিণী**।

তরমীম—[আ.] সংশোধন, পরিবর্তন। **তরমীম ডিক্রী**—ডিক্রী সম্বন্ধে সংশোধিত আদেশ।

তল—নিম্নভাগ, তলা (চরণতল; বৃক্ষতল); মূলদেশ; জলাশয়ের নিম্নস্থল (সাগরতল); পৃষ্ঠ, উপরিভাগ, মেঝে (ভূতল; হর্ম্যতল); তেলো (করতল); দালানের তলা, গৃহের পরিচ্ছেদ, মঞ্জিল (দ্বিতল, ত্রিতল); ক্ষেত্র (সমতল); পাতাল-বিশেষ; ধ্বংস, বিলুপ্তি (তাল যত কিছু করা হয়েছে সব গেল তল); অগ্রাহ্য; তীরন্দাজদের যারা ব্যবহৃত বাম হস্তের চর্মাবরণ; গর্ত; খড়্গাদির মুষ্টি। [তল্ + অ]। **তলত্র, তলত্রাণ**—চামড়ার দস্তানা। **তলধ্বনি**—করতালি; তাল ঠুকিবার শব্দ। **তল-পেট**—পেটের নীচের অংশ, নাভির নিম্নভাগ। **তলপ্রহার**—চপেটাঘাত। **তলভেদ**—তলায় ফুটা। **তল-মীন**—চিংড়ি। **তলযুদ্ধ**—মল্লযুদ্ধ, চড়াচড়ি। **তল হওয়া**-ডুবিয়া যাওয়া। **তলে তলে** – ভিতরে ভিতরে, লুকাইয়া।

তলক—[ফা. তল্‌খ্] ণ. ঝাঁঝালো, তীব্র (তলক তামাক—'তলপ'ও বলে)।

তলতল—অব্য. বি. খুব নরম বা গলিতপ্রায় ভাব; কম্পিত, চঞ্চল (তলতল কলকল কাঁদিবে গভীর জল—রবি)। ণ. **তলতলে** (তল্‌তলে ফল—তুলতুলে ফল; আরও বেশি পাকিলে 'থল্‌থলে' হয়)। [বাং]।

তল্‌তা,-দা, তল্লা—একপ্রকার ফাঁপা বাঁশ।

তলপ-তামাক—কড়া তামাক (তলক দ্রঃ)।

তলপানো—ক্রি. তড়পানো।

তলব, তলপ—[আ. ত'লব্] আহ্বান; ডাকিয়া পাঠানো, আসিবার জন্য হুকুম; উপস্থিতির জন্য আদালতের নির্দেশ; বেতন। **তলব-চিঠি**—উপস্থিতির আদেশপূর্ণ চিঠি (খাজনা সম্পর্কে জমিদারের তরফ হইতে প্রজাকে দেওয়া হয়)। **তলব-বাকী**—খাজনার বাকী কিস্তি। **তলবানা**—সাক্ষী প্রভৃতির আদালতে হাজির হইবার আদেশ-জারি সংক্রান্ত খরচা।

তলবল—তোলবল দ্রঃ।

তলবার, তলবারণ—তরবারি। [সং]

তলা—নিম্নভাগ (তলায় পড়েছে); তলদেশ (গাছ-তলা); নীচের পিঠ (পায়ের তলা, জুতার তলা); অঞ্চল; স্থান (তালতলা; কলতলা; কালীতলা); তালা, মঞ্জিল (দোতলা; পাঁচ-তলা)। [তল]। **তলা-খাঁকতি**—অভাব-গ্রস্ত। **তলাগুছি**—ভিতরে ভিতরে সাহায্য। **তলাচোঁয়া**—তলায় ফুটা থাকায় দরুণ যাহা হইতে জল পড়িয়া যায়; সম্বলহীন, দরিদ্র। **তলাফাঁক**—নিঃসম্বল; ঋণগ্রস্ত; দেউলিয়া। **তলা ফেলা**—চারা উৎপাদন করিবার জন্য জমি প্রস্তুত করিয়া বীজ ফেলা। **তলা-রসা**—ভিতরে রসযুক্ত; সম্পত্তিপন্ন। **তলায় তলায়**—তলে তলে; ভিতরে ভিতরে।

তলাই, তালাই—চেটাই, দর্মা। [তলাচী]।
তলাও, তালাব, তালাও—[ফা. তালাব] পুষ্করিণী।
তলাচী—মেঝেয় পাতিবার চেটাই, দর্মা [সং.]।
তলাট, তল্লাট—অঞ্চল, গের্দ (এ তলাটে অমন নাম-ডাক আর কার ?)। [বাং]। [সং]।
তলাতল—পাতালের স্তর-বিশেষ ; রসাতল।
তলানি,-নী—তলে যাহা সঞ্চিত হয়, গাদ, কাইট ; ভিতরকার খবর। [বাং]।
তলানো—ক্রি. ডুবিয়া যাওয়া ; অতিশয় ঋণগ্রস্ত হওয়া ; নষ্ট হওয়া, দেউলিয়া হওয়া (ব্যাঙ্ক তলিয়ে গেছে, দেনায় তলিয়ে গেছে) ; গভীরতায় প্রবেশ করা, মর্ম উপলব্ধি করা, তলাইয়া দেখা বা বোঝা (ব্যাপারটার ভেতরে তলাও, তবে ত বুঝবে)। **পেটে তলায় না**—খাদ্য পেটে থাকে না, বমি হইয়া যায়।
তলাপাত্র—ব্রাহ্মণের উপাধি-বিশেষ।
তলাস, তল্লাস, তালাস—[আ. তলাশ] অনুসন্ধান, অন্বেষণ, খোঁজখবর। **তল্লাসি**—অনুসন্ধানের কাজ।
তলিত—ণ. ভাজা ; তেলে ভাজা (তলিত অদন—ঘৃতপক্ক অন্ন, পোলাও)। [তল+ইত]।
তলিম—[সং.] পাকা মেঝে ; শয্যা।
তলী—নৌকার তলা ; পাত্রের নীচের অংশ (ডেক্‌চি'র তলী খসে গেছে) ; শহরাদির সংলগ্ন স্থান, উপকণ্ঠ (শহরতলী)।
তলুয়া, তলো—বড় হাঁড়ি-বিশেষ। [বাং]।
তল্প—শয্যা ; গৃহ ; ভার্যা (গুরুতল্প—গুরুপত্নী) ; শকটে বসিবার স্থান, দুর্গপ্রাকার। [তল্+প]। **তল্পক**—শয্যা-প্রস্তুতকারক, ফরাস। **তল্প-কীট**—ছারপোকা।
তল্পি,-ল্পী—বিছানা-পত্র কাপড়-চোপড় ইত্যাদির গাঁঠরি। [তল্প]। **তল্পি-তল্পা**—বিছানা-পত্র, গাঁঠরি, বোঁচকা। **তল্পিদার**—যে তল্পি বহন করে ; মুটে ; অনুচর।
তল্ল—[সং.] গহ্বর ; তলাও।
তল্লাট—তলাট দ্রঃ।
তল্লাশ, তল্লাশী—তলাস দ্রঃ।
তল্লিকা—তালি। [সং.]
তশ্‌তরী—[ফা. তশ্‌ত্] ছোট রেকাবি, পিরিচ (তশ্‌তরিতে সাজানো জরদা)।
তশিল—তহশিল দ্রঃ ; খাজনা আদায় ; জোর তাগাদা, উপদ্রব (জানের উপর তশিল' তুলে দিয়েছে—গ্রাম্য)। **তশিল করা**—খাজনা আদায় করা।
তষ্ট—[তক্ষ্+ক্ত] ণ. চাঁচা ; যাহা চাঁচিয়া বা রঁ্যাদা করিয়া পাতলা বা কার্যোপযোগী করা হইয়াছে। **তষ্টা** (-ষ্টৃ)—সূত্রধর ; বিশ্বকর্মা। [তক্ষ্+তৃচ্]।
তষ্টি—ক্লেশ ; জেদ। [বাং]। **তষ্টিদার, তষ্টি-রাম**—শ্রাদ্ধে জেদ করিয়া প্রার্থিত বস্তু আদায় করে এমন এক শ্রেণীর ব্রাহ্মণ।
তসদিক—[আ. তস্‌দীক'] সত্য বলিয়া স্বীকার করা ; এরূপ স্বীকৃতিসূচক স্বাক্ষর আদি দেওয়া (attestation.)
তসবি,-বী—[আ. তস্‌বীহ'] মুসলমানী জপ-মালা (তসবী পড়া) ; আল্লার নাম বা দোয়া দরুদ পাঠ করিয়া তসবির গুঁটি গোনা। **তসবী ফেরানো**—তসবী পড়া। **তসবীখাঁ**—তসবী পাঠে একান্ত রত ; ধর্মধ্বজী। [আ. তসবীখোজা]।
তসবীর—[আ.] ছবি, প্রতিমূর্তি।
তসমা—চামড়ার সরু ফালি বা পেটি। [ফা.]।
তসর—গুটিপোকার সূতা ; এরূপ সূতায় বোনা মোটা কাপড়-বিশেষ (উৎকৃষ্টতর ও সূক্ষ্মতর গুটি-পোকার সূতায় প্রস্তুত কাপড়কে গরদ বলে) (খুঁয়ে তাঁতি হয়ে দেহ তসরেতে হাত—ভারত-চন্দ্র)। [ত্রসর]।
তসরিফ, তশরীফ—[আ.] সম্ভ্রমসূচক উল্লেখ বিশেষ, Your Honour. **তশরীফ আনা, তশরীফ নেওয়া**—সম্মানিত ব্যক্তির আগমন ও গমন সম্বন্ধে বলা হয় (আমাদের অঞ্চলে কবে তশরীফ আনবেন = কবে শুভ পদার্পণ করবেন ?)। **তশরীফ রাখা**—বসা, উপবেশন করা।
তসরুফ,-রূপ—তহরূপ দ্রঃ।
তসলা—[হি. তসলা] মুখ-চওড়া ধাতুপাত্র-বিশেষ।
তসলিম—[আ. তস্‌লীম্] সম্মাননা ; বাদশাহের দরবারে অবনত হইয়া শ্রদ্ধা নিবেদনের পদ্ধতি-বিশেষ ; সেলাম, নমস্কার। **তসলিম করা**—শ্রদ্ধাভরে সেলাম করা ; তর্কে স্বীকার করিয়া লওয়া। **তসলিমাৎ**—বহু বহু সেলাম।
তসিল, তসীল—ঢেঁকির গোঁজকাঠ। [বাং]
তস্কর—[তৎ—কৃ+অ—সেই অর্থাৎ নিন্দিত কর্ম যে করে] চোর। স্ত্রী. **তস্করী**—

কোপন-স্বভাবা স্ত্রী। **তস্কর-বৃত্তি, তস্করতা** —চৌর্য।

তস্য—[সং.] সর্ব. তাহার (রামধন পশারী তস্য ভ্রাতুষ্পুত্র কালাচাঁদ পশারী; অনুকরণ, তস্য অনুকরণ—অনুকরণের অনুকরণ; তেমনি কুটুম্বের কুটুম্ব, তস্য কুটুম্ব)। [তদন্ত।

তহ্‌কীক—[আ. তহ্‌'কীক'] সত্যনির্ণয়ের চেষ্টা;

তহ্‌খরচ, তখরচ—[ফা. তহ্‌খর্‌চ্‌] যে খরচের হিসাব ধরা হয় নাই, অতিরিক্ত খরচ, বাজে খরচ।

তহ্‌খানা—তয়খানা দ্রঃ।

তহবিল—[আ. তহ্‌'বীল] মূলধন, কোষ; যে টাকা জমা হইয়াছে; নগদ টাকা, cash. **তহবিলদার**—তবিলদার, জমা টাকা যাহার হেফাজতে থাকে, কোষাধ্যক্ষ।

তহমত—অপবাদ। [অব্য.]

তহরি, তহরির—[আ. তহ'রীর] লেখার জন্য পারিশ্রমিক; প্রজার নিকট হইতে জমিদারের কর্মচারীদের দ্বারা গৃহীত একশ্রেণীর আবোয়াব।

তহশীল, তহশিল, তসিল—[আ. তহ্‌'সীল] খাজনা আদায়ের কাজ; আদায় করা খাজনা; তহশীলদারের খাজনা আদায়ের এলাকা। **তহ্‌শীলদার**—যে কর্মচারী খাজানা আদায় করে। বি. **তহশীলদারি**। প. **তহশীলদারী**।

তহি, তঁহি, তহিঁ—(ব্রজবুলি) অব্য. সেখানে; তার উপর, অধিকন্তু; সেজন্য; তাহাকে; তার মধ্যে।

তা—[সং. তাপ] উত্তাপ। **তা'করা**—আগুন করা; লোহা আগুনে পোড়াইয়া লাল করা। **তা দেওয়া**—বাচ্চা ফুটাইবার উদ্দেশ্যে পাখীর ডিমের উপরে বসিয়া তাপ দেওয়া; নীরব যত্নে কোন কিছু বিকশিত করিয়া তুলিতে প্রয়াসী হওয়া।

তা—[সং. তার] পাক, মোড়। **গোঁফে তা দেওয়া** —গোঁফের অগ্রভাগ পাকাইয়া তারের মত করা; বিপক্ষের সম্মুখীন হইবার জন্য মনে স্পর্ধা সঞ্চিত করা; লাভের আশায় আনন্দিত হওয়া)।

তা—কাগজের খণ্ড-বিশেষ (চব্বিশ তায়ে এক দিস্তা)। **তা**—তাহা। **তা**—কথার মাত্রা (তা তুমি কি বলো?); কিন্তু, তবু (ভাবি যাই, তা আর হয়ে ওঠে না); যাক্‌গে, আচ্ছা (তা তোমার মত কি)। **তা**—তদ্ধিত প্রত্যয়-বিশেষ (মানবতা, সাধুতা)।

তাই—অব্য. সুতরাং, সেইজন্য। **তাই**—তাহাই। **তাই নাকি**—অব্য. বিস্ময় সন্দেহ পরিহাসসূচক প্রশ্নবোধক (তাই নাকি, সেও দেখেছে?)। **তাইত**—অব্য. সেই জন্যই ত; অপ্রত্যাশিত ভাব; নিশ্চয়তা; বিস্ময় (তাইত, ব্যাপার ঘোরালো দেখছি)। **তাইত তাইত**—অব্য. অপ্রতিভের উক্তি (শেষে তাইত তাইত বলা ভিন্ন মুখে আর কিছু আসবে না)। **তাইতে**—অব্য. সেজন্য।

তাই তাই—শিশুর করতালি (তাই তাই তাই মামা-বাড়ি যাই)।

তাইদ—[আ. তাকীদ] তাগাদা; স্মরণ করানো; পীড়াপীড়ি (তাইদ করা)।

তাইদ—[আ. তাইদ] প্রমাণপত্র; সমর্থন, পৃষ্ঠপোষকতা (তাইদ করা)। **তাইদ-ই-দাওয়া** —দাবির সমর্থক প্রমাণপত্র। **তাইদ এজাহার** —সমর্থনসূচক বিবৃতি। **তাইদগির**—সমর্থক। **তাইদনবিস**—যে প্রমাণপত্র লেখে।

তাইদাদ, তায়দাদ—[আ. তা'দাদ] সংখ্যা; সরকারের স্বীকৃতি-সূচক দলিল (লাখেরাজের তায়দাদ); বিবাদের বিষয়ের মূল্য, valuation of a suit.

তাইরে নাইরে—খেয়ালী সুর ভাঁজা; উদ্দেশ্য-হীনতা বা অক্ষমতা-জ্ঞাপক (না পেরে তাইরে নাইরে)। [বাং]

তাউই, তাঐ—তালুই দ্রঃ।

তাউৎ—[আ. তাঈদ] সেবাশুশ্রূষা, রোগ-ভোগের পরে উপযুক্ত পথ্যাদি দান (রীতিমত তাউৎ না করলে এ রুগী সেরে উঠবে না); প্রতিকারের চেষ্টা। (গ্রাম্য)।

তাউস—তায়ুস দ্রঃ।

তাএন—[আ তা'য়ূন] নির্ধারণ, স্থির করা।

তাও—তাপ, তেজ; গরম মেজাজ (বাপরে, তাও কি, কথাই বলা যায় না!); তাহাও (তাও জান না?); কাগজের তা। [বাং]

তাঐ—তাউই, তালুই। [বাং]

তাওয়া—লোহার বা মাটির চাটু, রুটি সেঁকিবার পাত্র; আগুন তুলিয়া রাখিবার মাটির পাত্র; বড় কলকের তামাকের উপর যে মাটির বা ধাতুর গোলাকার চাকৃতি দেওয়া হয় তাহা (এই চাকৃতির উপরে আগুন রাখা হয়)।

তাওয়ানো—ক্রি. তাতানো; লোহা আগুনে

পোড়াইয়া লাল করা; তাক করা; আহত করিবার জন্য ফাঁক বা সুযোগ খোঁজা (কোঁচ দিয়া মাছ মারা সম্পর্কে বলা হয়; তাহা হইতে) আসল কাজ না করিয়া শুধু আয়োজন করা (তাওয়াতেই দিন গেল, মারা আর হ'ল না)।

তাওয়াফ—পরিক্রমা, প্রদক্ষিণ। [আ.]।

তাং—তারিখ-এর সংক্ষেপ (১০।১২।৭০ তাং)।

তাংড়ানো—আঁটা বা আঁটানো; সাজাইয়া গুছাইয়া রাখা, সুশৃঙ্খলভাবে বোঝাই করা (গাড়ীতে মাল তাংড়ানো; এ পাত্রে এক সের দুধের বেশী তাংড়াবে না)।

তাইস,-শ,তাইশ—[আ. ত'ঈশ] ক্রোধপ্রকাশ; তাড়না; কড়া শাসন (ছেলেদের তাইস করা); তিরস্কার; কড়া জবাবদিহি।

তাউল, তাঁড়ুল—চাউল। [তণ্ডুল]

তাঁত—[সং. তন্ত্র, তন্তু] কাপড় বুনিবার যন্ত্র-বিশেষ। **তাঁতগড়,-গাড়**—তাঁতীর পা রাখিবার গর্ত। **তাঁতশাল**—তাঁত-ঘর যেখানে তাঁত বোনা হয়। **তাঁতকাটা কাপড়**—তাঁত থেকে সদ্য নামানো কোরা কাপড়। **তাঁতকাটা**—অমার্জিত; গোঁয়ারগোবিন্দ। **তাঁতী**—যে কাপড় বোনে; হিন্দু জাতিবিশেষ। স্ত্রী. **তাঁতিনী**। **তাঁতী কুলও গেল, বোষ্টম কুলও গেল**—সব দিক হইতে ক্ষতি হইল।

তাবা—তামা, তাম্র। **তাঁবা, তুলসী, গঙ্গা-জল**—এ-সব ছুঁইয়া হিন্দুগণ শপথ করেন, যেমন মুসলমানেরা কোরান ছুঁইয়া শপথ করেন। [কথ্য]

তাঁবু—[আ. ত'ম্বু, ত'ন্বু] তাম্বু, বস্ত্রাবাস।

তাঁবে, তাবে—[আ. তাবি', তাবে'] অধীনতা; শাসন; প্রভুত্ব। **তাঁবেদার**—আজ্ঞাধীন। **তাঁবে থাকা**—কর্তৃত্বাধীনে থাকা।

তাঁর, তাঁহার—সেই ব্যক্তির (সম্ভ্রমার্থে)।

তাঁহা, তাঁহি—(ব্রজবুলি) অব্য. তথায়, সেখানে।

তাঁদড়, তাঁদোড়—[সং. ছিদ্বর] ণ. দুষ্ট; বেয়াড়া; নির্লজ্জ। (কোন কোন অঞ্চলে ছ্যাদড় বা ছ্যাদর বলে)। বি. **তাঁদড়ামি, তাঁদড়ামো**।

তাক—[সং. তর্ক] লক্ষ, টিপ; নজর (তাক করা); কর্মের অনুকূল মুহূর্ত বা কর্মের সুযোগ (তাকে তাকে থাকা; তাক জানা); আশ্চর্য, বিস্ময়, চমক (তাক লাগা—বিস্ময় বোধ হওয়া); অনুমান, আন্দাজ (অন্ধকারে তাক করা); কৌশল। ('তাগ'ও ব্যবহৃত হয়)।

তাক—[আ. তা'ক'] দেওয়াল-সংলগ্ন বা দেওয়ালের ভিতরে প্রস্তুত তক্তা প্রভৃতি দিয়া তৈরী খোপ। **তাকে তোলা থাকা**—শুধু দেখিবার বস্তু হইয়া থাকা, কাজে না লাগা।

তাক—সর্ব. (ব্রজবুলি) তাহাকে।

তাকৎ—[আ. ত'াক'ৎ] শক্তি, ক্ষমতা (তোমার তাকতে কুলোবে না)।

তাকাদা, তাকাজা—তাগাদা দ্রঃ।

তাকানো—ক্রি. চাওয়া, দৃষ্টিপাত করা (চাওয়া দ্রঃ)। **তাকাইয়া থাকা**—একদৃষ্টে চাহিয়া থাকা। **তাকিয়া, তেকে**—তাক করিয়া; লক্ষ্য করিয়া। বি. **তাকানি**।

তাকাবি,-বী—[আ. তক'বী] সরকারের তরফ হইতে কৃষককে প্রদত্ত ঋণ।

তাকিদ—[আ.] তাগাদা, পীড়াপীড়ি; স্মারক-পত্রাদি; গরজ, চাড় (এই অর্থে সাধারণতঃ 'তাগিদ' ব্যবহৃত হয়)।

তাকিয়া—[ফা.] বালিশ, বড় বালিশ, গের্দা।

তাকুত—সেবা-শুশ্রূষা; তদ্বির-তদারক। [আ. তক্বেদ]।

তাকে, তাগ—তাক দ্রঃ।

তাগড়া—ণ. নবীন ও বলিষ্ঠ (তাগড়া জোয়ান; তাগড়া ছোকরা) [হি.]

তাগা—[হি. তাগা] সূত্র; দেবতার নামে বা মানসিক করিয়া যে সুতা হাতে বাঁধা হয় (তাগা-তাবিজ); সর্পদষ্ট স্থানের ঊর্ধ্বে বাঁধা সুতা ইত্যাদি (শিরে কৈল সর্পাঘাত কোথায় বাঁধবি তাগা—কৃত্তিবাস); উপর হাতের অলঙ্কার-বিশেষ।

তাগাড়—[তুর্কী তগ'ার] জল ঢালিয়া প্রস্তুত করা কাদা; ধানের চারা রোপণ করিবার জন্য চষিয়া কাদা-করা ক্ষেত্র; দালান গাঁথিবার চুন সুরকি ও জল মিশ্রিত মশলা; এরূপ মশলা তৈরীর স্থান; এরূপ মশলা বহন করিয়া লইয়া যাবার পাত্র। **তাগাড় মাখা**—চুন-সুর্কি-আদি মাখা; (ব্যঙ্গে) অন্ন-ব্যঞ্জনাদি একসঙ্গে মাখিয়া লওয়া।

তাগাদা—[আ. তক'াদ'া] পাওনা টাকার জন্য পীড়াপীড়ি; কোন কার্য সম্পাদন করিবার জন্য সাগ্রহ অনুরোধ বা নির্দেশ।

তাগাড়ী—[তুর্কী. তগ'ার] ভাত প্রভৃতি রাখিবার

চওড়া-মুখ ধাতু-পাত্র ; বৃহৎ রন্ধন-পাত্র, বড় গামলা।

তাগিদ—[আ. তাকিদ] তাকিদ ; নির্বন্ধাতিশয় ; পীড়াপীড়ি ; লিখিত অনুরোধ বা নির্দেশ (উপর-ওয়ালার তাগিদ)। (তাগাদা ও তাগিদ অনেক ক্ষেত্রে তুল্যার্থক, তবে টাকা-পয়সার ব্যাপারে সাধারণতঃ তাগাদা-ই বলা হয়)।

তাগী—সরু তাগা বা সুতা বিশেষ (মাছ ধরিবার বঁড়শিতে ব্যবহৃত)।

তাগুৎ—তাউৎ, শুশ্রূষা।

তাচ্ছল্য, তাচ্ছিল্য, তাচ্ছীল্য—(বাং.) অবজ্ঞা (তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করা)।

তাজ—[ফা. তাজ] টুপি ; মুকুট। **তাজমহল**—সম্রাজ্ঞী মমতাজ মহলের স্মরণে নির্মিত আগ্রার স্বনামধন্য সৌধ।

তাজগী—নূতনত্ব ; সরসতা। [ফা.]

তাজা—[সং. তর্জ্] তর্জন করা ; শাসানো। বি. **তাজনি,-নী**—শাসানি। (প্রাচীন কাব্যে ব্যবহৃত)।

তাজা—[ফা. তাযা] ণ. জীবন্ত (তাজা মাছ) ; সরস ; স্বাস্থ্যবান্ ও হৃষ্টপুষ্ট (গরুটা কাঁচা ঘাস খেয়ে বেশ তাজা হয়েছে) ; টাট্‌কা, সদ্য (তাজা সব্‌জী, তাজা খবর) ; উৎসাহপূর্ণ ; আশাপূর্ন (তাজা প্রাণ ; তাজা মন) ; ঝাঁজযুক্ত (তাজা চূর্ণ)। (বিপরীত—মরা)।

তাজি,-জী—[ফা. তাযী] আরবী ঘোড়া ; বড় জাতের স্বাস্থ্যবান্ ঘোড়া।

তাজিম—[আ. তা'যীম] সম্মান, সম্ভ্রম। **তাজিম করা**—সম্মান করা ; সম্মান প্রদর্শনের জন্য দণ্ডায়মান হওয়া।

তাজিয়া—[আ. তা'যীয়া] ইমাম হাসান্ হোসেনের কবরের প্রতিমূর্তি (মহরমের মিছিলে প্রদর্শিত হয়)।

তাজ্জব—[আ. তাআ'জ্জুব্] ণ. বিস্ময়কর, অদ্ভুত, তাক লাগিবার মত (তাজ্জব ব্যাপার) ; বিস্মিত (**তাজ্জব হওয়া**—বিস্মিত হওয়া)।

তাঞ্জাম—[হি. তাম্‌জান] ধাতুময় খোলা পাল্কী-বিশেষ, Sedan chair.

তাটক, তাটঙ্ক—তাড়ঙ্ক দ্রঃ।

তাড়—আঘাত, প্রহার ; তৃণের আঁটি ; উপর হাতের অলঙ্কার-বিশেষ ; তালগাছ। [সং.]। **তাড়-পত্র**—তালপাতা ; কর্ণভূষণ-বিশেষ।

তাড়ক—যে তাড়া করে বা তাগিদ দেয়। [তাড়ি +অক]। **তাড়ন**—ভর্ৎসনা, শাসন করা ; আঘাত করা (লাঙ্গুল-তাড়ন)। **তাড়না**—ভর্ৎসনা ; শাসন ; উৎপীড়ন ; আঘাত। **তাড়নী**—যদ্দ্বারা তাড়না করা হয় ; লাঠি ; চাবুক।

তাড়ঙ্ক—প্রাচীন কালের কর্ণাভরণ-বিশেষ। [সং]

তাড়স—তাড়না, বেদনাদির প্রভাব (তাড়সের জ্বর --sympathetic fever). [বাং]

তাড়া—[সং. ত্বরা] ত্বরা ; তাগিদ, ব্যস্ততা (কাজের তাড়া) ; শীঘ্র করিবার জন্য পীড়াপীড়ি (তাড়া দেওয়া)। **তাড়াতাড়ি**—ক্রি. ণ. শীঘ্র, অবিলম্বে। **তাড়া দেওয়া**—তাগিদ দেওয়া, ধমকানো। **তাড়াহুড়া**—ব্যস্ততা ; ব্যস্ত হইয়া কাজ করা।

তাড়া—তাড়না ; ধমক ; আঘাত (গুরুজনের তাড়া খাওয়া) ; আক্রমণ, আক্রমণ-মূলক পশ্চাদ্ধাবন ; আক্রমণাত্মক ব্যবহার বা ইঙ্গিত (বাঘে তাড়া করেছে ; লোকের তাড়া পেয়ে মাছ সরে গেছে)। **জলতাড়া**—জলে সন্তরণাদির আঘাত-জনিত শব্দ (জলতাড়া পেলে মাছ শীগ্‌গির শীগ্‌গির বড় হয়)। **মুখতাড়া**—মুখঝাম্‌টা ; ভর্ৎসনা। **তাড়া পাওয়া**—আক্রমণের আভাস পাওয়া।

তাড়া—আঁটি, গোছা, বাণ্ডিল (এক তাড়া কাগজ) ; বন্ধ করিবার উপায়, হুড়কো শিকল ইত্যাদি (দোরতাড়া দেওয়া)।

তাড়া—ক্রি. তাড়না করা ; তিরস্কার করা ; ধমকানো (খুব তেড়ে দেওয়া হয়েছে, আর গোলমাল করবে না) ; মারিবার জন্য ছুটিয়া যাওয়া ; রোঁখা ; পশ্চাদ্ধাবন করা (তেড়ে মারতে আসে ; তেড়ে ধরা)। **তাড়ানো**—ক্রি., বি., ণ. খেদানো, দূর করিয়া দেওয়া ; পশু চরানো, রাখালি করা। **তাড়াইয়া দেওয়া**—অপমান করিয়া দূর করিয়া দেওয়া। **মায়ে খেদানো বাপে তাড়ানো ছেলে**—লক্ষ্মীছাড়া।

তাড়ি,-ড়ী—তালের অথবা খেজুরের রস হইতে প্রস্তুত মদ্য-বিশেষ। [বাং]। **তাড়িখানা**—তাড়ির বিক্রয়স্থান বা পানশালা।

তাড়ি—ছোট তাড়া বা গোছা (পাততাড়ি—লিখিবার জন্য প্রস্তুত তালপাতার গোছা)। [বাং]

তাড়িত—ণ. যাহাকে তাড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে ; বেগে চালিত ; আহত (শৃঙ্গ-তাড়িত)। [তড় + ণিচ্ +ক্ত]

তাড়িত—ণ. তড়িৎ হইতে জাত অথবা তড়িৎ বিষয়ক ; বৈদ্যুতিক, বিদ্যুৎদ্বারা চালিত, বিদ্যুৎপূর্ণ ; বি. বিদ্যুৎ। [তড়িৎ+অ]। **তাড়িত-পরিচালক** অথবা **সঞ্চালক**—যাহার ভিতর দিয়া তাড়িত সঞ্চালিত হইতে পারে, conductor of electricity. **তাড়িতবার্তা**—টেলিগ্রাম। **তাড়িতালোক**—বিজলী বাতি।

তাড়ি-পত্র—তালপাতা যাহাতে পুঁথি লেখা হইত ; তীক্ষ্ণধার খড়্গ-বিশেষ। [সং.]

তাড়ু—ময়রার ব্যবহার্য হাতা-বিশেষ। [বাং]

তাড্যমান—ণ. যাহাকে তাড়না অর্থাৎ আঘাত প্রহার তিরস্কার ইত্যাদি করা হইতেছে ; বি. ঢাক প্রভৃতি বাদ্য-যন্ত্র। [তাড়ি+কর্মবাচ্যে শানচ্]

তাণ্ডব—তণ্ডু-মুনি-প্রবর্তিত নৃত্য, পুরুষের উদ্ধত নৃত্য (স্ত্রীনৃত্যের নাম লাস্য, তাহা উদ্ধত নয়, সুকুমার) ; প্রলয়ঙ্কর ব্যাপার (মহামারীর তাণ্ডব ; ঝড়ের তাণ্ডব)। **তাণ্ডবপ্রিয়**—শিব। **তাণ্ডবলীলা**—প্রলয়কালে শিবের উদ্দাম নৃত্য; ধ্বংসলীলা।

তাত—[তন্+ক্ত—যিনি আপনাকে পুত্ররূপে বিস্তার করেন] পিতা ; পিতৃস্থানীয় অথবা পিতৃতুল্য পূজ্য (জ্যেঠতাত) ; পুত্র অথবা পুত্রস্থানীয় (সাধু ভাষায় অথবা কাব্যে)।

তাত—[সং. তপ্ত] উত্তাপ, আঁচ (আগুনের তাত) ; ক্ষুধাগ্নি (পেটে তাত লেগেছে—খুব ক্ষুধা পেয়েছে—বিদ্রূপাত্মক উক্তি)।

তাতল—(ব্রজবুলি) ণ. উত্তপ্ত, তাতিয়া যাওয়া (তাতল সৈকতে বারিবিন্দু সম—বিদ্যাপতি)।

তাতা—ক্রি. উত্তপ্ত হওয়া (রোদে মাটি তেতে উঠেছে) ; চটিয়া যাওয়া (কথা শুনে তেতে উঠল)।

তাতা থৈ থৈ, তাতা-থেই-থেই—বাদ্য ও নৃত্যের উদ্দাম অথবা উন্মাদনাময় ভঙ্গি।

তাতানো—ক্রি. আগুনে পোড়াইয়া খুব উত্তপ্ত করা (লোহা তাতানো)।

তাতার—মধ্য-এশিয়ার জাতিবিশেষ।

তাতাল—ঝাংঝাল দিবার সময় ব্যবহার্য তপ্ত লৌহ-দণ্ড বিশেষ। [বাং.]।

তাৎকালিক—ণ. সেই সময়কার, তৎকালীন ; সমসাময়িক। [তৎকাল+ষ্ণিক]

তাত্ত্বিক—ণ. তত্ত্ব-সম্বন্ধীয় ; তত্ত্বে অভিজ্ঞ ; তত্ত্ব অর্থাৎ দার্শনিক দিক্ লইয়া বেশি ব্যস্ত, doctrinaire ; বি. তত্ত্বজ্ঞ। [তত্ত্ব+ষ্ণিক]।

তাৎপর্য—অর্থ, মর্ম ; উদ্দেশ্য, ভাব। [তৎপর+য]

তাথই, তাথৈ—অব্য. মৃদঙ্গের বোল ; নৃত্যের বোল।

তাদবস্থ্য—সেই অবস্থার ভাব বা তাহাতে অবস্থিতি। [তদবস্থ+য]

তাদর্থ্য—সেই অর্থের ভাব ; তৎকরণত্ব। [তদর্থ+য]।

তাদাত্ম্য—তাহার সহিত অভিন্ন ভাব ; অভিন্নতা। [তদাত্ম+য]

তাদৃক, তাদৃশ—তাহার মত, তদ্রূপ। [সং.]

তাধিঙ্গা-ধিঙ্গা—মৃদঙ্গের বোল। [বাং.]

তাধিন-তাধিন, তাধিয়া-তাধিয়া—নৃত্য-ভঙ্গি, বিশেষতঃ পুরুষের নৃত্যভঙ্গি। [বাং]

তান—গানের সুরের বিস্তারের ভঙ্গি-বিশেষ ; সুর (তান ধরিল ইমান-ভূপালিতে—রবি) ; স্বর, ধ্বনি (কলতান)।

তানপুরা—[আ. ত'ম্বুর, ত'নবুর] তম্বুরা।

তানব—তনুত্ব, তনিমা ; অল্পতা। [তনু+অ]

তানা—কাপড়ের লম্বা দিকের সুতা (চওড়া দিকের সুতাকে পড়েন বলে) ; ভাংচি, কুমন্ত্রণা ; ছলনা, কপট-ভাব। [বাং] [ওজর, ছুতা।

তানাজা—[আ. তনাযা'] ঝগড়া-বিবাদ, বচসা ;

তানা-না-না—সঙ্গীতের প্রারম্ভিক সুরবিন্যাস ; অপেক্ষাকৃত অসার্থক প্রারম্ভিক আয়োজন (তানা-না-না করতেই ত সময় গেল)।

তান্তব—ণ. বি. তন্তু-নির্মিত, সুতায় বোনা ; সুতী কাপড়। [তন্তু+অ]। **তান্তবতা**—তন্তু বা তারের মত সূক্ষ্ম ও বিস্তৃত হইবার ক্ষমতা, ductility.

তান্ত্রিক—ণ. বি তন্ত্রশাস্ত্র-সম্পর্কিত ; তন্ত্রমতের সাধক ; কোন বিশেষ মত বা চিন্তাধারা-সম্পর্কিত অথবা সেই মতাবলম্বী (স্বৈরতান্ত্রিক ; বস্তু-তান্ত্রিক)।

তাপ—উত্তাপ, রৌদ্র (তপন-তাপ) ; দাহ ; উষ্ণতা (তাপমান যন্ত্র) ; দুঃখকষ্ট (আধ্যাত্মিক আধি-দৈবিক আধিভৌতিক—এই ত্রিতাপ) ; অশান্তি, অন্তর্দাহ (মনস্তাপ) ; জ্বর। [তপ্+ঘঞ্]। **তাপক**—যাহা তাপ সৃষ্টি করে; দুঃখদায়ক ; বি, জ্বর। **তাপক্লিষ্ট**—দুঃখাহত। **তাপন**—তাপ-দান ; বি. গ্রীষ্মঋতু ; সূর্য-কান্ত মণি ; মদনের পঞ্চ-বাণের অন্যতম ; ণ তাপদায়ক ; ক্লেশকর। **তাপ-নম্য**—যাহা তাপ দিয়া নরম করিয়া ইচ্ছামত রূপ দেওয়া যায়। **তাপনীয়**—যাহা তপ্ত করা যায়। **তাপমান**—তাপের পরিমাপক যন্ত্র, thermo-

meter ; উষ্ণতার পরিমাণ বা মাত্রা, temperature. **তাপহরণ,-হারী** (-রিন্)—দুঃখহারী ঈশ্বর। **তাপাধিক্য**—তাপের বাড়াবাড়ি।

তাপত্তা, তাপ্তা—তাফতা দ্রঃ।

তাপস—তপস্যাকারী ; তপস্যা বা সাধনার দুঃখ যিনি বরণ করিয়া লইয়াছেন, সাধক ; তেজপাতা। [তপস্+অ]। **তাপসতরু**—ইঙ্গুদীবৃক্ষ (ইহার ফলের তেল মুনিরা ব্যবহার করিতেন)। **তাপসপ্রিয়**—পিয়ালবৃক্ষ। **তাপসপ্রিয়া**—দ্রাক্ষালতা। **তাপসেন্দ্র**—তপস্বি-শ্রেষ্ঠ; শিব। **তাপস্য**—বানপ্রস্থ।

তাপা—ক্রি. তাপ ভোগ করা, আগুন বা রোদ পোহানো (কাব্যে ব্যবহৃত)। **তাপানো**—ক্রি. তপ্ত করা ; মানসিক দুঃখ বৃদ্ধি করা ; আগুন বা রোদ পোহানো।

তাপিত—ণ দুঃখপ্রাপ্ত, ব্যথিত, সন্তাপিত (তাপিত প্রাণ শীতল হইল)। [তপ্ +ণিচ্ +ক্ত]

তাপী (-পিন্)—ণ. বি. দুঃখাহত, শান্তিহীন (পাপী-তাপীর উদ্ধার)। স্ত্রী. **তাপিনী**।

তাফতা—[ফা. তাফ্তহ ; ইং. taffeta] রেশম ও পশম মিশ্রিত বস্ত্র-বিশেষ ; উজ্জ্বল রেশমী বস্ত্র-বিশেষ।

তাফাল—গুড় পাক করিবার চুলা। [ফা. তফ্ = তাপ]। **তাফালে পড়া**—অগ্নিকুণ্ডে পড়িবার মত বিপদে পড়া।

তাব—ধুনা। [ফা. তাব ; আ. তুবায়্]।

তাবকী—[তুর্কী তবঞ্চা—পিস্তল] বন্দুকধারী।

তাবৎ—ণ. অব্য. তৎসমুদয় ; ক্রি.ণ. ততক্ষণ পর্যন্ত।

তাবিজ—[আ. তা'বীজ'] মন্ত্রপূত অথবা গাছ-গাছড়াপূর্ণ কবচ ; স্ত্রীলোকের বাহুর অলঙ্কার-বিশেষ (কণ্ঠের কবচের আকৃতির অলঙ্কার-বিশেষকেও তাবিজ বলা হয়—গলায় ধান-তাবিজ)।

তাবে—তাঁবে দ্রঃ।

তাবেঈন, তাবিন—হজরত মহম্মদের প্রত্যক্ষ অনুবর্তীদিগের মতাবলম্বী ব্যক্তিগণ। [আ.]

তাবুত—[আ. তাবুত] তা'জিয়া ; নিশান ; চেতনা, হুঁশ।

তা'ম—[আ. তআ'ম] ভোজ্যবস্তু, আহার্য (আমার ভ্রাতার বিবাহ উপলক্ষ্যে যৎকিঞ্চিৎ গরীবানা তা'ম প্রস্তুত হইবে)। **তা'মবখ্শ**—পরিবেশন করিবার বড় চামচ।

তামড়ি—তাম্রবর্ণ প্রস্তর বিশেষ, garnet. [বাং]।

তামদ্দুনিক—সাংস্কৃতিক, কৃষ্টিগত। [আ. তমদ্দুন+সং. ফিক]।

তামরস—[তামর+সস্+ড, তামরে (জলে) যাহার বাস] পদ্ম, রক্তপদ্ম ; স্বর্ণ ; তাম্র ; ছন্দ-বিশেষ। স্ত্রী. **তামরসী**—পদ্মিনী।

তামলী—[তাম্বুলী] হিন্দু জাতি-বিশেষ।

তামস—[তমস্+ষ্ণ] তমোগুণযুক্ত ; অজ্ঞানাত্মক ; নিন্দিত ; তিমিরময় ; খল ; সর্প ; পেচক। স্ত্রী. **তামসী**। **তামসতপ,-পঃ**—অন্যের অনিষ্ট-কামনায় আত্মপীড়াদায়ক তপস্যা। **তামসদান**—শ্রদ্ধাহীন অথবা দুর্ব্যবহারযুক্ত দান। **তামস-প্রকৃতি**—যাহার প্রকৃতিতে তমোগুণের আধিক্য। **তামস-মুনিগণ**—কণাদ গৌতম জৈমিনি দুর্বাসা জমদগ্নি প্রমুখ মুনিগণ। **তামস-শাস্ত্র**—নিরীশ্বর সাংখ্য-দর্শন ; বৌদ্ধ-শাস্ত্র।

তামসিক—তমোগুণ-প্রধান। [তমস্+ফিক]

তামসী—বি. অন্ধকারাচ্ছন্ন রাত্রি; কালী ; মায়া-বিদ্যা-বিশেষ যাহার ফলে অদৃশ্য হওয়া যায় ; ণ. তমোগুণের দ্বারা প্রভাবান্বিতা। [তামস+ঈপ্]

তামা—[সং. তাম্র] রক্তাভ ধাতুবিশেষ। **তামাটিয়া, তামাটে**—ণ. তাম্রবর্ণ ; রোদে-পোড়া-রঙের ; তামার মত স্বাদ বা গন্ধ-বিশিষ্ট।

তামাক, তামাকু—[স্পেনীয়. tabaco ; উর্দু. তম্বাকু] গাছ বিশেষ ও তাহার মাদক পাতা ; গুড় ও মশলা মাখা তামাক পাতার চূর্ণ (ধূম-পানের উপকরণ)। **তামাক টানা**—ধীরে ধীরে তামাক খাওয়া। **অম্বুরী তামাক**—সুগন্ধযুক্ত মিঠা তামাক-বিশেষ। **গুড়ুক তামাক**—গুড়-মিশ্রিত সাধারণ তামাক, যাহা কলিকায় সাজাইয়া পান করা হয়। **দোক্তাতামাক**—শুকনা তামাকপাতা (ইহাতে চুরুট হয়)। **সুরতি তামাক**—পানের সহিত ব্যবহার্য মশলা-মিশ্রিত সুগন্ধ দোক্তা-চূর্ণ।

তামা-তুলসী—তাঁবা দ্রঃ।

তামাদি—তমাদি দ্রঃ।

তামাম—[আ. তমাম] ণ. সমুদয়, সমস্ত (তামাম দুনিয়া) ; সম্পূর্ণ (তামাম শুদ্ বা শোদ্—গ্রন্থ সমাপ্ত হইল—এই নির্দেশ)। বি. **তামামি**—শেষ ; শেষ কাজ (সালতামামি)।

তামাশবীন—[আ. তমাশবীন] যে তামাসা

দেখে বা উপভোগ করে; ভোগী; ফূর্তিসর্বস্ব; লম্পট। বি. **তামাসবীমি**—ভোগবিলাসের জীবন।

তামাসা(শা)—[আ. তামাশা] খেলা, বাজি, রঙ্গ-রস (তামাসা দেখতে এসেছে); ঠাট্টা, কৌতুক (তামাসা করে বলা); বিদ্রূপ, পরিহাস (তামাসার পাত্র); কঠিন কৌতুক (তামাসা দেখাচ্ছি)।

তামিল—[আ. তা'মীল] বি. কার্যে রূপ-দান; সম্পাদন; আমলে আনা (হুকুম তামিল করা—ওজর-আপত্তি না করিয়া আদেশ অনুযায়ী কাজ করা); প. অনুষ্ঠিত; রূপায়িত (হুকুম তামিল হইল)।

তামিল—সুপ্রাচীন দ্রাবিড়-ভাষা-বিশেষ, বর্তমান মাদ্রাজ রাজ্যের ভাষা; দেশ-বিশেষ, মাদ্রাজ। (তামিলনাড—তামিলদেশ, মাদ্রাজ)

তামিস্র—বি. নিশাচর, রাক্ষস; নরকবিশেষ; প. তমোগুণ-প্রভাবিত। [তমিস্রা+অ]

তামী—তামার বজ্রপাত্র-বিশেষ। [বাং]

তামুক—তামাক (গ্রাম্য ভাষা)। **বড় তামুক**—গাঁজা (বিদ্রূপাত্মক)।

তাম্বু, তাঁবু—[আ. ত'ম্বু, ত'ন্বু] তাঁবু, শিবির।

তাম্বুরা—[আ. তন্বুর] তানপুরা।

তাম্বুল—[সং.] পান। **তাম্বুল-করঙ্ক**—পানের বাটা। **তাম্বুল-করঙ্ক-বাহিনী**—প্রাচীন কালের সহচরী-তুল্যা সেবিকা-বিশেষ (অন্তঃপুরিকাদের অথবা গৃহকর্ত্রীদের জন্য পান সাজা ও পান জোগানো ইহাদের প্রধান কাজ ছিল)। **তাম্বুল-পেটিকা**—পানের ডিবা। **তাম্বুলবাহক**—রাজাকে যে ভৃত্য পান সাজিয়া আনিয়া দিত। **তাম্বুলবল্লী**—পানগাছ। **তাম্বুলরস**—পানের পিক্। **তাম্বুলরাগ**—চিবানো পানের লাল দাগ। **তাম্বুল-সম্পুট, তাম্বুল সাঁপুড়া**—পানের ডিবা। **তাম্বুলা-ধার**—পানের বাটা অথবা বটুয়া। **তাম্বুলিক**—পান-ব্যবসায়ী। **তাম্বুলিয়া, তাম্বুলী**—তাম্বুল-ব্যবসায়ী; তামলি জাতি।

তাম্র—ধাতুবিশেষ, তামা; প. তাম্রবর্ণ ('তাম্বুল-তাম্রাধর'); বি. কুষ্ঠরোগ-বিশেষ। [তম্+র]। **তাম্রকার**—যে তামা দ্বারা পাত্রাদি প্রস্তুত করে। **তাম্রকুট্টক, তাম্রকূট**—তামাক। **তাম্র-কুণ্ড**—পূজার ব্যবহার্য তামার পাত্র-বিশেষ। **তাম্রগর্ভ**—তাম্র হইতে প্রস্তুত; তুঁতে। **তাম্র-চূড়**—মোরগ। **তাম্রপট্ট,-পট,-পত্র**—তামার পাত। **তাম্রপত্র**—তাম্রবর্ণ নূতন পত্র, কিশলয়। **তাম্রফলক**—তাম্রপট্ট। **তাম্রবল্লী**—মঞ্জিষ্ঠা লতা। **তাম্রবৃক্ষ, তাম্রসার**—রক্তচন্দন গাছ। **তাম্রলিপ্ত,-লিপ্তি**—তমলুক শহর যাহা প্রাচীনকালে বৃহৎ বন্দররূপে বিখ্যাত ছিল। **তাম্র-শাসন**—তাম্রফলকে লিখিত রাজ-নির্দেশ অথবা দানপত্র। **তাম্রশিখী(-খিন্)**—তাম্রচূড়। **তাম্রাক্ষ**—কোকিল; রক্তবর্ণ চক্ষু। **তাম্রাভ**—তাম্র বর্ণের মত; রক্তচন্দন। **তাম্রিকা,তাম্রী**—প্রাচীন ভারতীয় ঘটিকাযন্ত্র (ইহা সূক্ষ্ম ছিদ্রযুক্ত তাম্রপাত্র, জলে ভাসাইয়া দিলে যে সময়ে ইহা পূর্ণ হইয়া ডুবিয়া যাইত তাহার দ্বারা সময় নিরূপণ করা হইত)।

তায়—তাহাতে। [বাং. পদ্যে]।

তায়দাদ—তাইদাদ দ্র.।

তায়নাত—তাইনাত দ্রঃ।

তায়ফা—তয়ফা-নর্তকী দলের নাচ-গান।

তায়ুস, তাউস—বাদ্যযন্ত্র-বিশেষ (ইহাতে ময়ূরের মুখের নক্সা থাকে)। **তখ্ত্-ই-তায়ুস**—শাহ্‌জাহান বাদশাহের ময়ূর-সিংহাসন।

তার—ধাতু হইতে প্রস্তুত সূত্র; যে ধাতুময় সূত্রের ভিতর দিয়া বৈদ্যুতিক প্রবাহ সঞ্চালিত করা যায়; এরূপ তারযোগে প্রেরিত সংবাদ, টেলিগ্রাম; বাদ্যযন্ত্রের ধাতুময় অথবা তাঁত-নির্মিত সূত্র ('ছিঁড়ে গেছে মোর বীণার তার')। [তৃ+অ]। **তার করা**—বৈদ্যুতিক তারের ব্যবস্থাযোগে সংবাদ প্রেরণ করা। **তার-ঘর**—টেলিগ্রাফ অফিস। **তার-বাবু**—টেলিগ্রাফ করিবার ভারপ্রাপ্ত বাবু। **গোঁফে তার বা তা দেওয়া**—গোঁফের অগ্রভাগ পাকাইয়া তারের মত করা।

তার—প. অতি উচ্চ (তারস্বর); বি. পার, উত্তরণ। [তৃ+অ]।

তার—স্বাদ (মু-তার, মাছের ঝোলের তার); পাক, তা (গোঁফে তার দেওয়া)। **তারিয়ে খাওয়া**—বেশীক্ষণ মুখে রাখিয়া বেশী করিয়া স্বাদ উপভোগ করা।

তার—সর্ব. তাহার (সম্ভ্রমার্থে, তাঁর)।

তারক—প. ত্রাণকারী (তারকব্রহ্ম-মন্ত্র); বি. অসুর-বিশেষ; কর্ণধার; ভেলা; চোখের তারা। **তারকজিৎ**—কার্তিকেয়। **তারকনাথ**—

শিব। **তারকব্রহ্ম**—রামনামযুক্ত ষড়াক্ষর মন্ত্র-বিশেষ (ওঁ শ্রীশ্রীরামিরাম)। **তারকহা(-হন্), তারকারি**—কার্তিকেয়।

তারকষ—[ফা.] যে স্বর্ণ রৌপ্য প্রভৃতির তারে অলঙ্কারাদি প্রস্তুত করে। বি. **তারকষি**—এরূপ তারের কাজ।

তারকা—নক্ষত্র; চোখের তারা; চলচ্চিত্রের প্রখ্যাত নটী বা নট; (*) এই চিহ্ন। [তৃ+ণিচ্+অক+আপ্]। ণ. **তারকিত,তারকাখচিত**—নক্ষত্র-শোভিত। **তারকিনী**—রাত্রি।

তারণ—ণ. যিনি ত্রাণ করেন (ভবতারণ; অধম-তারণ); বি. ভেলা; বিষ্ণু; শিব; ত্রাণ, উদ্ধরণ। [তৃ+ণিচ্+অনট্]। **তারণি,-ণী**—নৌকা; ভেলা; খেয়া।

তারতম্য—কমবেশি; ইতর-বিশেষ। [তরতম+য]

তারমাক্ষিক—উপধাতু-বিশেষ, রৌপ্য-মাক্ষিক।

তারল—ণ. লম্পট। [তরল+অ]। **তারল্য**—তরলতা, চঞ্চলতা; দ্রবতা; লাম্পট্য। [তরল+য]

তারস্বর—অতি উচ্চস্বর। [সং]।

তারা—ক্রি. উদ্ধার করা, মুক্তি দান করা ('তনয়ে তার তারিণি')।

তারা—উদ্ধারকারী; দুর্গামূর্তি-বিশেষ (দশমহা-বিদ্যার একজন); রামায়ণোক্ত বালীরাজার স্ত্রী (পঞ্চ কন্যার একজন); বৌদ্ধ দেবী-বিশেষ; চোখের তারা; সঙ্গীতের উচ্চগ্রাম (উদারা, মুদারা তারা)। **তারাকুমার**—কার্তিক; গণেশ।

তারা—নক্ষত্র। [তারকা]। **তারাধিপ, তারানাথ, তারাপতি**—চন্দ্র। **তারা-পথ**—আকাশ। **তারাপাত**—উল্কাপাত।

তারামণ্ডল—নক্ষত্রমণ্ডল। **তারামাছ**—তারকাকৃতি সামুদ্রিক জীব-বিশেষ, Star-fish.

তারা—তাহারা (সম্ভ্রমার্থে—তাঁরা)।

তারাজু—তরাজু দ্রঃ।

তারাবী—[আ. তারাবীহ্] দীর্ঘ নামাজ-বিশেষ (রোজার মাস ব্যাপিয়া ইহা উদ্‌যাপিত হয়; ইহাতে ইমাম সমগ্র কোরআন আবৃত্তি করেন)।

তারাভ্র—(মেঘের ন্যায় নির্মল) কর্পূর। [সং]।

তারিক—নৌকার মাশুল আদায়কারী; নৌকার শুল্ক বা পারানির কড়ি। [তার+ইক]

তারিখ—[আ. তারীখ] মাসের দিন-সংখ্যা।

তারিণী—বি. তারা; ণ. সঙ্কট হইতে উদ্ধার-কারিণী; মোক্ষদায়িনী (তনয়ে তার তারিণি)।

তারিয়া—[সং. তরণ্ডক] ফাৎনা।

তারিফ, তারিপ—[আ. তা'রীফ] প্রশংসা; কৃতিত্ব, গৌরব; গৌরবময় পরিচয়।

তারুণ্য—[তরুণ+য] তরুণের ভাব, প্রথম যৌবন, নবীনতা। [আসক্ত। [তর্ক+ইক]।

তার্কিক—ণ. তর্ক-শাস্ত্রে পণ্ডিত; তর্কপটু, তর্কে

তার্ক্ষ—কশ্যপ মুনি। **তার্ক্ষ্য**—গরুড়।

তার্পিন—[ইং turpentine] পাইন বা সরল নামক বৃক্ষের নির্যাস, তারপিন তৈল।

তাল—[সং.] তাল গাছ ও ফল; (বাং) কর-তলের আঘাত (তাল ঠোকা; তাল রাখা); পিণ্ড (একতাল সোনা); জলের গভী-রতার পরিমাপ-বিশেষ (একতাল জল—একজন পূর্ণবয়স্ক মানুষ ডুবিয়া যায় কিন্তু তাহার উপরের দিকে তোলা হাতের আঙুল অল্প দেখা যায়—এতটা জল); [সং.] বারো আঙুল পরিমাণ; খড়্গমুষ্টি; সঙ্গীতে ও বাদ্যে সময় ও ঝোঁক নির্ধারণ-পদ্ধতি; (বাং) টাল, ঝোঁক, ধাক্কা (তাল সামলানো); খেয়াল, বায়না (ছেলে তাল তুলেছে পিঠে খাবে); সুযোগসন্ধান (তালে আছে, ফাঁকতাল)। **তাল কাটা**—তাল ভঙ্গ হওয়া, সুসঙ্গত না হওয়া। **তালকানা**—সঙ্গীতে তালজ্ঞানহীন; অসাবধান; কাণ্ডজ্ঞান-হীন। **তালক্ষীর**—তালরসের চিনি; জ্বাল দিয়া ঘন করা তালরস। **তালগর্ভ**—তালের মেথি বা মজ্জা। **তালজঙ্ঘ**—তালগাছের মত দীর্ঘ জঙ্ঘা যাহার; দেশ-বিশেষ ও সেই দেশের রাজা ও অধিবাসী। **তাল ঠোকা**—বাহুতে করতলের আঘাত করিয়া স্পর্ধা প্রকাশ বা স্পর্ধার সঙ্গে বিপক্ষের সম্মুখে দাঁড়ানো; প্রতিদ্বন্দ্বিতার প্রস্তুতিজ্ঞাপন। **তাল তাল**—রাশি রাশি। **তালধ্বজ**—বলরাম। **তালধ্বজা**—তাল-গাছের পাতা। **তাল-নবমী**—জ্যৈষ্ঠ মাসের শুক্লা নবমী (এই তিথিতে অনুষ্ঠিত ব্রতে বিষ্ণুর উদ্দেশে তাল ফল দেওয়া হয়)। **তাল পড়া**—পিঠে সশব্দে কিল-চাপড় পড়া। **তাল-পত্র**—তালপাতা; লেখার তালপাতা; ওরাওঁ কর্ণাভরণ-বিশেষ; অসি-বিশেষ। **তাল পাকানো, তালগোল পাকানো**—জটিলতার সৃষ্টি করা। **তালপাতার সেপাই**—দীর্ঘাকৃতি ও অতিশয় কৃশ ব্যক্তি। **তালপুকুর**—যে পুকুরের পাড়ে অনেক তাল গাছ আছে। **তালফেরতা**

—এক তালের সঙ্গে কিছুক্ষণ অন্য তাল বাজাইয়া বৈচিত্র্য-সাধন। **তালবন**—বৃন্দাবনের তালবন-বিশেষ। **তালবৃন্ত**—তালপাতার পাখা। **তালবাখড়া**—তালপাতার শুষ্ক ডাঁটা। **তালশাঁস**—কচি তাল-বীজের ভিতরের শাঁস। **তাল দেওয়া**—সঙ্গীতের ছন্দ অনুযায়ী করতলের আঘাত করা। **তালে তাল দেওয়া**—খেয়ালে সায় দেওয়া।

তাল—উপকথার পিশাচ-বিশেষ। **তালবেতাল-সিদ্ধি**—সাধনার দ্বারা তাল ও বেতাল নামক শক্তিমন্ত পিশাচদ্বয়ের উপরে কর্তৃত্ব লাভ।

তালই, তালুই—ভ্রাতা বা ভগ্নীর শ্বশুর। [বাং]।

তালচটক, তালচটা—তালবৃক্ষবাসী পক্ষি-বিশেষ, swallow shrike.

তালচোঁচ—মনুষ্যগৃহবাসী লালবর্ণ পক্ষিবিশেষ।

তালমাখনা—জিরার মত বীজ-বিশেষ।

তালব্য—ণ. জিহ্বা ও তালু সংযোগে উচ্চার্য। [তালু+য]। **তালব্য বর্ণ**—তালু হইতে উচ্চারিত বর্ণ—ই ঈ য শ চ ছ জ ঝ ঞ।

তালা—কুলুপ। [তলক]। **কানে তালা লাগা**—শারীরিক দুর্বলতা অথবা বাহিরের প্রবল শব্দের জন্য শুনিতে না পাওয়া।

তালা—[সং. তল] তলা; অট্টালিকার পরিচ্ছেদ বা স্তর; সঙ্গীতে তাল (একতালা, তেতালা)।

তা'লা—[আ. তাআ'লা] ণ শ্রেষ্ঠ (খোদা তা'লা)।

তালাক—[আ. ত'লাক] মুসলমানদের বিবাহ-বিচ্ছেদ, divorce (তালাক দেওয়া); শপথ, দিব্য, দোহাই। **তালাকনামা**—বিবাহ-বিচ্ছেদ-পত্র।

তালাস—তলাস দ্রঃ।

তালি—দুই করতলের আঘাতের শব্দ; পটি (ছেঁড়া কাপড় তালি দেওয়া); হাত বা পায়ের তলা। [তল]। **এক হাতে তালি বাজে না**—ঝগড়া-বিবাদ-আদি একপক্ষের দোষে হয় না।

তালিক—করতল, করতালি; চড়; শীলমোহর।

তালিকা—[সং.] করতালি; [আ. তালীকা] ফর্দ, list।

তালিম—[আ. তাআ'লীম] শিক্ষা; শিখানো-পড়ানো (তালিম দেওয়া সাক্ষী)। ণ. **তালিমী**—যাহাকে শিখানো-পড়ানো হইয়াছে।

তালী—তাল গাছ তাড়ী; তালা। [তাল+ঈপ্]

তালু—[তৃ+উ, যাহা শব্দ বাহির হইয়া আসিতে সাহায্য করে] মুখগহ্বরের ঊর্ধ্বভাগ, টাকরা, palate. **তালুজিহ্ব**—কুমীর (তালু-ই যাহার জিহ্বার কাজ করে); আলজিভ্। **তালুকা**—তালু।

তালুই—তালই দ্রঃ।

তালুক—[আ. তাআ'লুক] গভর্নমেণ্টের বা জমিদারের নিকট হইতে বন্দোবস্ত করিয়া লওয়া ভূসম্পত্তি। **তালুকদার**—তালুকের মালিক, পদবী বিশেষ। বি. **তালুকদারি**। ণ. **তালুকদারী**।

তালেবর—[আ. তালা'বর] ণ. সৌভাগ্যবান্; ধনী; প্রতিপত্তিশালী; মাতব্বর (আমরা গরীব-গুর্বো, তুমি কোথাকার তালেবর হে?)।

তাস—[হি. তাশ] খেলিবার জন্য চিত্রিত ছোট মোটা কাগজ-বিশেষ (তাস খেলা)। **তাস পেটা**—উৎসাহের সহিত তাস খেলা (অবজ্ঞার্থক)। **তাসের ঘর**—ক্ষণস্থায়ী সৃষ্টি বা কীর্তি। [করণ। [বাং]।

তাসন—সুতা মাজিয়া তাঁতে বুনিবার উপযোগী

তাসা—ক্রি. তাসের ভাঁজ ভাঙ্গিয়া মিশানো. বি. সুতা-জড়ানো শক্ত কাগজখণ্ড; ঢাকজাতীয় বাদ্য-বিশেষ। [বাং]।

তাসাউফ—[আ. তসৌ'উফ] সুফী সাধনা।

তাস্কর্য—তস্করের কর্ম, চুরি। [তস্কর+য]

তাহা—সর্ব. সেই ব্যাপার অথবা সেই কথা। **তাহাকে**—সেই লোককে (সম্ভ্রমার্থে—তাঁহাকে, তাঁকে)। **তাহাতে**—সেই ব্যক্তি বা বস্তুর মধ্যে; সেইজন্য (তাহাতে কি আসিয়া যায়); তথাপি, তাহা সত্ত্বেও; সে-কথার উত্তরে; তাহার ফলে; তাহার পর (তাহাতে সে চটিয়া গেল)। **তাহাতে আমাতে**—তার ও আমার মধ্যে; তার ও আমার সংযোগে। **তাহার, তার**—সেই ব্যক্তির বা বস্তুর বা বিষয়ের। **তাহারে**—তাহাকে (কাব্যে)।

তাহুত—দেব খাজনা; তাউত, তাকুত।

তি—প্রত্যয়-বিশেষ: তদ্ভাবার্থক (কমতি; পড়তি; ঝরতি); ক্রিয়াবাচক (চলতি; ফিরতি; উঠতি); ক্ষুদ্রার্থক (চাক্তি; তক্তি)।

তিঅজ, তিয়জ—[সং. তৃতীয়] ণ. তৃতীয়, তৃতীয় বারের (তিয়জ প্রহর; তিয়জ বর—যে তৃতীয় বার বর হয় অর্থাৎ বিবাহ করে)।

তিউড়ি, তিওড়ি—উনুন। [ত্রিবৃৎ]

তিওট—[সং. ত্রিপুট] সঙ্গীতের তাল-বিশেষ।
তিওড়—[সং. তীবর] তিয়র, হিন্দু জাতি-বিশেষ (মাছ ধরা ইহাদের প্রধান ব্যবসায়)।
তিঁহ,-হো, তিঁহি—(বৈষ্ণব সাহিত্যে ও প্রাচীন বাংলায় ব্যবহৃত) তিনি।
তিক্ত—[তিজ্+ক্ত, যাহা ক্ষুধা তীক্ষ্ণ করে] বি. তিক্ত রস ; তিক্ত স্বাদ-বিশিষ্ট দ্রব্য (পঞ্চতিক্ত); ণ. তেতো ; অপ্রীতিকর (তিক্ত অভিজ্ঞতা); অপ্রসন্ন, বিরক্ত (তিক্ত-বিরক্ত)। **তিক্ত অভিজ্ঞতা**—দুঃখকর ও নিরুৎসাহজনক অভিজ্ঞতা। **তিক্তক**—পটল ; পলতা, চিরতা ; বিট-খদির। **তিক্ত-তুম্বী**—তিতলাউ। **তিক্ত ধাতু**—পিত্ত। **তিক্তপত্র**—কাঁকরোল। **তিক্তসার**—খদির।
তিখ, তিখড়, তিখর—ণ. তীব্র ; চোখা ; মর্মভেদী। **তিখ দেওয়া**—কড়া কথা বলিয়া মনে দুঃখ দেওয়া বা লজ্জা দেওয়া (তিখ দেওয়ার লোক আছে, তিখ্ দেবার লোক নেই)। **ঘেন্না-তিখ**—ঘৃণা ও বিতৃষ্ণা বা বিরূপতা (ঘেন্না-তিখ নেই)।
তিখনি, তিখিনী—(ব্রজবুলি) ণ. তীক্ষ্ণ।
তিখড়ানো—ক্রি. খুব রাগ করা ; রাগিয়া লাফালাফি করা।
তিখবাণী—মর্মচ্ছেদক বাণী, কড়া কথা। তিখ দ্রঃ।
তিগ্ম—বি. দাহ, তীব্রতা ; ণ. তীক্ষ্ণ, উগ্র, দাহকর। [তিজ্+ম]। **তিগ্মকর, তিগ্মাংশু**—সূর্য ; প্রখর কিরণ। **তিগ্মগ**—দ্রুতগামী।
তিজেল—ছোট হাঁড়ি-বিশেষ। [পর্তু. tigela]
তিড়িং, তিড়িক—(তড়াক দ্রঃ) অব্য. হঠাৎ লাফাইয়া উঠার ভাব। **তিড়িং-তিড়িং**—বদমেজাজ বা অসহিষ্ণুতা দেখাইয়া লাফালাফি।
তিড়বিড়—অব্য. জ্বালাকর অস্বস্তিবোধ (ঝাল খেয়ে মুখ তিড়বিড় করছে)।
তিত, তিতা—ণ. তিক্ত, বিস্বাদ (নিমতিতা—নিমের মত তিক্ত ; অতিশয় অপ্রীতিকর); অপ্রীতিকর ; অবাঞ্ছিত ; কঠোর ; পরুষ (মিঠা মুখ তিতা না করলে কাজ হবে না দেখছি ; আগে মিঠা পাছে তিতা ভাল নয়)।
তিতানো—ক্রি. ভিজানো, আর্দ্র করা।
তি-তি—মোরগ-মুরগীকে ডাকিয়া আনিবার শব্দ।
তিতিক্ষা—[তিজ্(সহ্য করা)+সন্+অ+আ] ক্ষমা ; ণ. সহিষ্ণুতা। **তিতিক্ষিত**—ণ. যাহা সহ্য করা হইয়াছে। **তিতিক্ষু**—ণ. ক্ষমাশীল, সহিষ্ণু।
তিতীর্ষু—ণ. তরণাভিলাষী। [তৃ+সন্+উ]।
তিত্তির, তিত্তিরা, তিত্তিরি—তিতির পাখী। [সং.]
তিথি—চান্দ্র মাসের একদিন ; বিশেষ মাহাত্ম্য-পূর্ণ চান্দ্রদিন। [তত্+ইথি]। **তিথিকৃত্য**—তিথিতে করণীয় অনুষ্ঠান। **তিথিক্ষয়**—অমাবস্যা ; ত্র্যহস্পর্শ। **তিথি-পালন**—তিথি অনুযায়ী বৈধ কর্ম সাধন। **তিথি-সন্ধি**—দুই তিথির মিলন।
তিন—বি. বা ণ. তিন সংখ্যা বা সংখ্যক। **তিন কাল**—বাল্য, যৌবন ও প্রৌঢ় কাল) তিন-কাল গেছে এক কাল আছে। **তিন-কুল**—পিতৃকুল মাতৃকুল ও শ্বশুরকুল (তিন কুলে বাতি দিবার কেউ নাই)। **তিন লাফে**—পর পর তিন-বার লাফ দিয়া ; অতি দ্রুতপদে। **তিন শক্র**—শক্রতাব্যঞ্জক তিন সংখ্যা। **তিনশূন্য**—হিসাবের সমাপ্তিবোধক চিহ্ন বিশেষ (পাশাপাশি দুইটি ও নীচে একটি শূন্য)। **তিন সত্য**—শপথস্বরূপে তিনবার 'সত্য' শব্দ উচ্চারণ করা। (নিশ্চয়তাব্যঞ্জক)। **তিন মাথা এক হওয়া**—দুই হাঁটু ও মাথা এক হওয়া ; অতিশয় বৃদ্ধ হওয়া।
তিনি—সর্ব. সেই ব্যক্তি (সম্ভ্রমার্থে); স্বামী (তোমার তিনি কোথায় ?)।
তিন্তিড়ি,-ক,-তিন্তিলী—তেঁতুল গাছ। [সং.]।
তিপ্পান্ন, তেপ্পান্ন—৫৩ এই সংখ্যা।
তিব্বত, তিবৎ—ভারতবর্ষের উত্তরে অবস্থিত উচ্চ পার্বত্য দেশ। ণ. **তিব্বতী**।
তিমি—বৃহৎ সামুদ্রিক প্রাণি-বিশেষ। [সং]
তিমিঙ্গিল—তিমিকে গিলিয়া খায় এমন বৃহৎ কাল্পনিক জীববিশেষ। [তিমি-গিল্+খচ্]।
তিমিত—ণ. স্তিমিত ; নিশ্চল ; আর্দ্র। [তিম্+ক্ত]।
তিমির—অন্ধকার (তুমি যে তিমিরে তুমি সে তিমিরে—গোবিন্দচন্দ্র রায়); চক্ষু রোগ-বিশেষ, ছানি। **তিমিরনাশক, তিমির-রিপু, তিমিরারি**—সূর্য। **তিমিরপুঞ্জ**—পুঞ্জীভূত অন্ধকার।
তিয়াত্তর—৭৩ এই সংখ্যা।

তিয়াষ, -স, তিয়াসা—(প্রায়ই পত্তে) পিপাসা; আকাঙ্ক্ষা, প্রবল কামনা।

তির—[সং. তির্যক] ঘরের আড়া; আড়ার উপরে বসানো কাঠের বা বাঁশের ছোট খুঁটি।

তিরছা—[সং. তির্যক] ণ. তেড়া, বাঁকা।

তিরপল—[ইং. tarpaulin] ত্রিপল, মোটা ঘনবুনা আলকাতরা মাখা ক্যাম্বিশ (বৃষ্টির সময়ে জিনিসপত্র ঢাকিবার জন্ম ব্যবহৃত হয়)।

তিরন্দুত—ধনুকে জড়াইয়া চালিত কাঠে ছেঁদা করার যন্ত্র। [তীর-যোত্র]।

তিরপিত—[ব্রজবুলি] ণ. তৃপ্ত, চরিতার্থ ('নয়ন না তিরপিত ভেল')। [তৃপ্ত]।

তিরপুনি—ত্রিবেণী, গঙ্গা যমুনা ও সরস্বতীর সঙ্গমস্থল (তিরপুনির ঘাট। কথ্য ভাষা)। [ত্রিবেণী]।

তিরবির—অব্য. মুখে বা জিহ্বায় কিঞ্চিৎ জ্বালা বা অস্বস্তি বোধ (ওল খেলে জিভে তিরবির করে); চঞ্চলতা প্রকাশ, ছটফট।

তিরবিরে—ণ. কিঞ্চিৎ অস্বস্তিকর; চঞ্চল; যাহার কথায় ঝাঁজ বা খোঁচা আছে। [বাং]

তিরশ্চী—ণ. বক্রগামিনী; বি. পশুপক্ষীর স্ত্রীজাতি। [তিরস্-অন্চ্+ক্বিপ্+ঈপ্]। **তিরশ্চীন**—বক্র; অভিনয়-ভঙ্গি-বিশেষ। **তিরশ্চীন চক্ষু**—অপাঙ্গ দৃষ্টি।

তিরস্করণী, তিরস্করিণী—যাহা আড়াল করে, যবনিকা, পর্দা। [তিরস্-কৃ+অনট্+ঈপ্]।

তিরস্কার, তিরস্ক্রিয়া—ভর্ৎসনা, অনাদর, অবজ্ঞা; তিরোধান। [তিরস্+কৃ+ঘঞ্, তিরস্+ক্রিয়া]। ণ. **তিরস্কৃত**—ভর্ৎসিত, অবজ্ঞাত; আচ্ছাদিত।

তিরানই, তিরানব্বুই—৯৩ এই সংখ্যা।

তিরাশি—৮৩ এই সংখ্যা।

তিরি, তিরী—তিন ফোঁটার তাস; স্ত্রী (গ্রাম্য ভাষায় ও প্রাচীন বাংলায় ব্যবহৃত)।

তিরিক্খি, তিরিক্ষি, তিরিক্ষি—ণ. রাগিয়া উঠা বা চটিয়া যাওয়ার স্বভাব, রগচটা (তিরিক্ষি মেজাজ)। [তীব্র+রুক্ষ]।

তিরিশ—বি. ণ. ৩০ এই সংখ্যা। **তিরিশেক**—প্রায় ত্রিশ (জন তিরিশেক)।

তিরিষা—[সং তৃষা] তৃষ্ণা, পিপাসা (তিরিষার পানি—বৈষ্ণব সাহিত্যে)।

তিরোধান—অন্তর্ধান; মৃত্যু; যবনিকা। ণ. **তিরোহিত**—অন্তর্হিত; আচ্ছাদিত।

তিরোভাব—তিরোধান। [তিরস্—ভূ+ঘঞ্]। ণ. **তিরোভূত**—অন্তর্হিত; মৃত।

তির্যক্—[তিরস্—অন্চ্ (গমন করা)+ক্বিপ্] ণ. তেড়া, আড়, বক্র, কুটিল। **তির্যক্‌গতি**—বক্রগতি। **তির্যক্-জাতি,-জন্মা,-যোনি**—পশুপক্ষী প্রভৃতি। **তির্যক্-প্রক্ষেপণ**—বক্রদৃষ্টি।

তিল—সুপরিচিত তৈলবীজ; শরীরে তিলের আকৃতির চিহ্ন; এক কড়ার আশী ভাগের এক ভাগ; অত্যল্প (তিলপরিমাণ সৎকর্মও ব্যর্থ হয় না); **তিলকল্ক, তিলকিট্ট**—তিলের খৈল। **তিলকাঞ্চন**—সামান্য তিল ও স্বর্ণ দিয়া অল্পব্যয়ে নিষ্পন্ন পিতামাতার শ্রাদ্ধ (বিপরীত; দানসাগর)। **তিলকুট**—তিলের মিঠাই-বিশেষ। **তিল-তুলসী**—এই দুইটিকে দান বিশুদ্ধ করণের উপকরণ জ্ঞান করা হয় (শ্যাম অনুরাগে এ তনু বেচিনু তিল-তুলসী দিয়া—চণ্ডীদাস)। **তিল-ধারণের স্থান নাই**—অতিশয় ভিড়। **তিলমাত্র, তিলার্ধ, একতিল**—বি. অতি-সামান্য অংশও; ণ. বিন্দুমাত্র; সামান্যমাত্র; ক্রি. ণ. ক্ষণমাত্র, একটুও (সে তিলমাত্রও ভয় করে না)। **তিলকে তাল করা**—যাহা সামান্য তাহাকে খুব বড় করিয়া দেখানো। **তিলে তাল**—অতিরঞ্জন। **তিলে তিলে**—ক্রি. ণ. অল্পে অল্পে (তিলে তিলে মৃত্যু)।

তিলক—দেহে অঙ্কিত চন্দনের চিহ্ন (তিলক কাটা); শরীরের তিল; বাবুই তুলসী; দণ্ডকলস; ণ. শ্রেষ্ঠ অলংকার স্বরূপ (কুলতিলক)। [সং]। **তিলক কাটা, পরা,-সেবা**—অঙ্গের বিভিন্ন স্থানে চন্দনের বা তিলকমাটির চিহ্ন ধারণ করা। **ফোঁটা-তিলক**—বৈষ্ণবের চিহ্ন; ধর্মের বাহ্য চিহ্ন। **তিলক-মাটি**—তিলক কাটিতে ব্যবহৃত নানাতীর্থের মাটি। **তিলক-আশ্রয়**—তিলকের স্থান, ললাটদেশ। **তিলকী(-কিন্)**—তিলক-ধারী।

তিলাখাজা—তিলযুক্ত খাজা।

তিলাঞ্জলি,-লী—তিল ও জল অঞ্জলি করিয়া তর্পণ (এরূপভাবে যাহার উদ্দেশ্যে তর্পণ করা হয় তাহার সহিত সম্বন্ধ চিরদিনের জন্ম ছিন্ন হইয়া যায়); জলাঞ্জলি, সম্পর্কচ্ছেদ, বিদায়।

তিলার্ধ—আধ তিল (তিলার্ধ কাল বিলম্ব করা চলিবে না)।

তিলী—তৈল-ব্যবসায়ী, তেলী ; হিন্দু জাতি-বিশেষ। [তৈলিক]।
তিলে—গ. শরীরে বহু তিলচিহ্নযুক্ত ; তিলবীজযুক্ত, সাতিশয় ('—খচ্চর') [বাং]।
তিলেক—গ. অত্যল্প ; বি. অল্পক্ষণ, তিল মাত্র, সামান্য অংশও। ক্রি. গ. ক্ষণকাল (তিলেক দাঁড়াও), ক্ষণমাত্র, মাত্রও। [তিলৈক]।
তিলোত্তমা—পরমা সুন্দরী, সুন্দ-উপসুন্দকে বিনষ্ট করিবার জন্ত নানা রত্নের তিল তিল অংশ লইয়া সৃষ্ট অপ্সরা। [তিল+উত্তমা]।
তিলোদক—তিল মিশ্রিত জল।
তিষ্ঠনো—বি. অবস্থান, অবস্থিতি ; ক্রি. অবস্থান করা (তিষ্ঠনো দায়)। **তিষ্ঠানো**—ক্রি. অবস্থিতি করা। [—আমলকী।
তিষ্য—পুষ্যানক্ষত্র ; পৌষ মাস। [সং.]। **তিষ্যা**
তিসি,-সী—[সং. অতসী] মসিনার গাছ ও বীজ।
তিহাই—তিন ভাগের এক ভাগ, তেহাই। [ত্রি-ভাগিক]।
তীক্ষ্ণ—[তিজ্‌+ন] গ. চোখা, শাণিত, ধারাল (তীক্ষ্ণ অস্ত্র) ; প্রখর. কড়া, তীব্র (তীক্ষ্ণ কিরণ ; তীক্ষ্ণ বুদ্ধি) ; মর্মপীড়াদায়ক (তীক্ষ্ণ বচন) ; সতর্ক, সূক্ষ্ম (তীক্ষ্ণ দৃষ্টি)। **তীক্ষ্ণকন্দ**—পেঁয়াজ। **তীক্ষ্ণকর্মা** (-র্মন্‌]—উদ্যোগী ; কঠিন কর্মে পারদর্শী। **তীক্ষ্ণগন্ধ**—সজিনা ; **তীক্ষ্ণগন্ধা**—ছোট এলাচি। **তীক্ষ্ণদংষ্ট্র**—ব্যাঘ্র। **তীক্ষ্ণদৃষ্টি**—বি. যাহার বা যে দৃষ্টিতে কিছু এড়ায় না, সূক্ষ্ম দৃষ্টি। **তীক্ষ্ণপুষ্প**—লবঙ্গ। **তীক্ষ্ণ লৌহ, তীক্ষ্ণায়স**—ইস্পাত।
তীবর—তিওর, হিন্দু জাতিবিশেষ (প্রধানত মৎস্যজীবী) ; ব্যাধ। [সং]।
তীব্র—[তীব্‌ (স্থূল হওয়া) + র] গ. প্রবল (তীব্র আক্রমণ ; তীব্র বেগে) ; প্রখর, তীক্ষ্ণ ; করুণা-বর্জিত, ক্রুদ্ধ (তীব্র দৃষ্টি , রোষ-তীব্র-চক্ষু) ; উগ্র, কঠোর, কর্কশ [তীব্র ভাষা ; তীব্র স্বর) ; বিরাগপূর্ণ (তীব্র কণ্ঠে কহিলেন) ; গুরু ; অসহ (তীব্র দুঃখ ; তীব্র শোক) ; কটু. কড়া, ঝাঁজালো, উৎকট (তীব্র গন্ধ)। **তীব্রগন্ধা**—জোয়ান। **তীব্রমধুর**—ঝাল ও মিষ্ট। বি. **তীব্রতা**।
তীর—(সং.] কূল. তট ; [ফা.] বাণ।
তীরন্দাজ—ধনুর্ধারী। [সং.]
তীরভুক্তি—বর্তমান তীরহুত বিভাগ। [সং]

তীর্ণ—গ. উত্তীর্ণ (তীর্ণ শৈশব)। [তৄ+ক্ত]।
তীর্ণপ্রতিজ্ঞ—প্রতিজ্ঞাপালন ব্যাপারে উত্তীর্ণ।
তীর্থ—পুণ্য-স্থান ; দেবতার অধিষ্ঠান-ভূমি ; পবিত্র স্থান. যাহার দর্শনে পুণ্য সঞ্চয় হয় ; অবতরণ -স্থান ; ঘাট (অপ্সরা-তীর্থ) ; দশনামী সন্ন্যাসীদের দশ উপাধির একটি ; সাধু, ভিক্ষু ; ব্রাহ্মণ ; গুরু, শিক্ষক (সতীর্থ) ; শাস্ত্র ; পাণ্ডিত্যের জন্ত উপাধিবিশেষ (কাব্যতীর্থ] [তৄ+থ]। **তীর্থ করা**—তীর্থ দর্শন করা। **তীর্থকাক,-বায়স**—তীর্থের কাকের মত যে প্রত্যাশায় বসিয়া থাকে, পরের প্রত্যাশী, লোভী। **তীর্থঙ্কর**—জৈন শাস্ত্রকার। **তীর্থযাত্রা**—তীর্থের উদ্দেশে যাত্রা। **তীর্থোদক**—তীর্থের পুণ্য সলিল।
তু—অব্য. কুকুরকে ডাকিবার শব্দ (তুতু)। **তুতু করে ডাকা**—অবজ্ঞা করিয়া ডাকা।
তু, তুঅ—[সং. ত্বম্‌, ব্রজবুলি] তুমি, তুই।
তুই—অসম্ভ্রমার্থক তুমি (আদরেও বলা হয়)। **তুইতোকারি**—তুই তুই বলিয়া অশিষ্ট ভঙ্গির কথা ; অশিষ্ট ভাষায় বচসা।
তুঁতিয়া, তুঁতে—তুতিয়া দ্রঃ।
তুক—তন্ত্র-মন্ত্র, বশীকরণ-মন্ত্র (তুকতাক)। [বাং]।
তুক্ক—[বাং. টুক্‌রা] গানের ছোটো পদ ; অপ্রয়োজনীয় কিছু। **লাগে তাক না লাগে তুক্ক**—যদি উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় তবে ত ভালই, যদি না হয় তবে একটু মজা করা হইল।
তুখড়, তুখোড়—গ. তীক্ষ্ণকর্মা ; তীক্ষ্ণ ; দক্ষ ; বলিতে কহিতে খুব পটু ; পরিপক্ব, ঝানু।
তুঙ্গ—গ. উচ্চ, সুউন্নত (তুঙ্গ শিখর ; তুঙ্গ নাসিকা) ; পুন্নাগ বৃক্ষ , নারিকেল গাছ ; গণ্ডার ; গ্রহের যোগ-বিশেষ। [তুন্‌গ্‌+অ]। **তুঙ্গভদ্র**—মত্তহস্তী। **তুঙ্গভদ্রা**—মহীশূরের নদীবিশেষ। **তুঙ্গী** (-ঙ্গিন্‌)—গ. তুঙ্গ বা উচ্চ স্থানে অবস্থিত (বৃহস্পতি তুঙ্গী) ; বি. রাত্রি। **তুঙ্গিমা** (-মন্‌) —উচ্চতা।
তুচ্ছ—গ. হেয় ; অকিঞ্চিৎকর, অল্প ; অসার (তুচ্ছতাচ্ছিল্য করা ; তুচ্ছ বিষয় ; সম্পদ তুচ্ছ জ্ঞান করা)। [তুদ্‌+ছ]। **তুচ্ছতাচ্ছল্য, তুচ্ছতাচ্ছীল্য**—মূল্যহীন জ্ঞান, অবজ্ঞা, অবহেলা।
তুবুক—[তুর্কী] গর্ব-প্রকাশ, বাড়াবাড়ি, আস্ফালন (প্রাচীন বাংলায় ব্যবহৃত)।

তুঝ—(ব্রজবুলি) তোমায়। **তুঝে**—তোমাকে, তোকে।

তুড়ন, তোড়ন—[সং. তুড্‌—অনাদর করা; হি. তোড়না—ভাঙ্গিয়া ফেলা] বি. ভাঙ্গিয়া ফেলা (দেওয়াল তোড়া—হাড় তোড়া); ভর্ৎসনা করা; অপমানকর কথা বলা। **তুড়ে দেওয়া**—কড়া কথা বলিয়া দর্পচূর্ণ করা বা অপমান করা।

তুড়ি—অঙ্গুষ্ঠ ও মধ্যমাঙ্গুলি যোগে কৃত শব্দ (আনন্দ বা বেপরোয়া ভাব প্রকাশে)। **তুড়ি মারা**—তুড়ি বাজানো; তুড়ি দেওয়া; তুচ্ছ জ্ঞান করা; অগ্রাহ্য করা। **তুড়ি দিয়া**—অবলীলাক্রমে। **তুড়িতে উড়ানো**—অতি সহজে বিরুদ্ধতা ধূলিসাৎ করা। **এক তুড়িতে**—মুহূর্তে; অবলীলাক্রমে। **তুড়িলাফ**—স্ফূর্তির সঙ্গে তড়াক করিয়া লাফ।

তুড়ুক—তুরুক; তুর্কী সৈন্য। **তুড়ুকধারী**—তুর্কী সৈন্যের সাজ-পোষাকধারী। তুরুক দ্রঃ।

তুণ্ড—[তুণ্ড্ (নিপীড়ন করা, বধ করা, পেষণ করা)+অ] যাহা খাদ্যদ্রব্য পেষণ করে, মুখ, চঞ্চু (তীক্ষ্ণতুণ্ড শকুনি)। **তুণ্ডি**—মুখ; চঞ্চু; নাভি।

তুত—তুত-গাছ ও উহার ফল, mulberry। **তুত-পোকা**—যে গুটি পোকা তুত-গাছের পাতা খাইয়া লালাদ্বারা রেশম-গুটি প্রস্তুত করে।

তুতিয়া, তুঁতে—[সং তুত্থ] তাম্র হইতে উৎপন্ন উপধাতু-বিশেষ।

তুতুরি—লাউয়ের খোল দিয়া প্রস্তুত বাদ্য-বিশেষ (সাপুড়িয়া ও বাজীকরেরা ব্যবহার করে)। [বাং]

তুত্থ, তুত্থক—তুঁতে; অগ্নি। [সং]। **তুত্থাঞ্জন**—তুঁতে হইতে প্রস্তুত কাজল।

তুন্দ—পেট। [তুদ্+অ]। **তুন্দি**—উদর, ভুঁড়ি; নাভি। **তুন্দিক, তুন্দিভ, তুন্দিল**—ণ. স্থূলোদর, ভুঁড়ো।

তুন্ন—ণ. পীড়িত; ব্যথিত; বি. ছিন্নবস্ত্র। [তুদ্+ক্ত]। **তুন্নবায়**—যে ছেঁড়া কাপড় সেলাই করে; দর্জি।

তুফান—[আ.] ঝড়, ঘূর্ণিবাত্যা। **তুফান তোলা**—প্রবল গণ্ডগোল বা উত্তেজনার সৃষ্টি করা। **তুফান মেল**—তুফানের মত বেগে গমনশীল রেলগাড়ীবিশেষ।

তুবড়ানো, তোবড়ানো—ক্রি. কুঁচকে যাওয়া; টোল খাওয়া; চুপসে যাওয়া (গাল তুবড়ে গেছে)।

তুবড়ি—[হি. তুমড়ী] লাউয়ের খোলে নির্মিত সাপুড়ে বাঁশি; আতসবাজী-বিশেষ (ইহাতে আগুন দিলে অগ্নি উদ্গত হইয়া চারিদিকে স্ফুলিঙ্গ বৃষ্টি করে)। **কথার তুবড়ি**—তুবড়ির মত উচ্ছল কথার ফোয়ারা (ব্যঙ্গে)।

তুবর—কষায় রস। [সং]। স্ত্রী. **তুবরী, তুবরিকা**—ফটকিরি।

তুম-তানা-নানা—সঙ্গীতে প্রারম্ভিক সুর-বিস্তার; অপেক্ষাকৃত অনর্থক প্রারম্ভিক আয়োজন। তানা-নানা দ্রঃ।

তুমড়ী—তুবড়ি।

তুমর, তুমার—[আ. তু'মার] মোট হিসাব; আয়-ব্যয়ের জমা-খরচা। **তুমারনবীস**—যে কর্মচারী আয়-ব্যয়ের হিসাব রাখে, book-keeper.

তুমি—[সং ত্বম্; প্রাচীন বাংলায় তুহ্মি] সর্ব. মধ্যম পুরুষের একবচনের রূপ (সম্ভ্রমার্থে আপনি; তুচ্ছার্থে তুই)।

তুমুল—[সং.] ণ. প্রবল (তুমুল ঝড়); অতিশয়, উচ্চ শব্দের, উৎকট, ভীষণ (তুমুল কলহ); ঘোরতর (তুমুল যুদ্ধ)।

তুম্ব, তুম্বক, তুম্বকি, তুম্বা, তুম্বি, তুম্বিকা—লাউ; লাউয়ের শুকনা খোল; লাউয়ের খোল দিয়া প্রস্তুত বাদ্যযন্ত্র বিশেষ। [সং.]।

তুরক—তুরুক দ্রঃ।

তুরুকী, তুর্কী—[ফা.. তুরকী] বি. তুরস্ক দেশ; তুরস্কবাসী; তুরস্ক দেশীয় ভাষা; তুরস্ক দেশীয় অশ্ব; ণ. তুরস্কদেশীয়।

তুরগ—[তুর+গম্+ড, বেগে গমনকারী] অশ্ব। **তুরগমেধ**—অশ্বমেধ। **তুরগরক্ষ**—সহিস; **তুরগানন**—কিন্নর। **তুরগী**—ঘোটকী। **তুরগী** (-গিন্)—অশ্বারোহী।

তুরঙ্গ—অশ্ব। [তুর-গম্+খচ্]। **তুরঙ্গ-বক্ত্র,-বদন**—কিন্নর। **তুরঙ্গম**—তুরগ, অশ্ব। **তুরঙ্গী**—ঘোটকী। **তুরঙ্গী** (-ঙ্গিন্)—অশ্বারোহী।

তুরতুর—[সং. তুরম্ তুরম্] অব্য. লঘু ও দ্রুত পদ-বিক্ষেপ (এক বৎসরের ছেলে ঘরময় তুরতুর করে বেড়ায়)। [শীঘ্র শীঘ্র।

তুরন্ত—[সং. ত্বরিত] ক্রি-ণ. বিলম্ব না করিয়া,

তুরপন, তুরপুন, তুরপুণ—[ফা. তুরকান] সূত্রধরের বর্মি, ভ্রমরী।

তুরস্ক—দেশ-বিশেষ, Turkey.

তুরাণী, তুরানী—তুর্কিস্থানবাসী ('বন্দা যখন বন্দী হইল তুরাণী-সেনার করে'—রবি)।

তুরি,-রী—যাকু; শিঙ্গার মত প্রাচীন রণবাদ্য-বিশেষ, bugle. [বাং]।

তুরীয়—[চতুর+ঈয়] ণ. চতুর্থ; বি. মায়ার অতীত; চৈতন্যাবস্থা; পরব্রহ্ম। **তুরীয় বর্ণ**—চতুর্থ বর্ণ, শূদ্র।

তুরুক—বি. তুরস্কবাসী; তুরস্ক হইতে আগত ভারতীয় মুসলমান; ণ. চটপট্, অবিলম্বে প্রদত্ত। [বাং]। **তুরুক জবাব**—অবিলম্বিত ও স্পষ্ট জবাব; মুখের উপর জবাব (দাতার চেয়ে বখিল ভাল তুরুক জবাব দেয়)। **তুরুক সওয়ার**—তুরস্কদেশীয় অশ্বারোহী সৈনিক। **তুরুকী**—তুর্কী।

তুরুপ—[ওল. troef, ইং trump] তাস খেলায় বদরঙের তাসের পিঠে রঙের তাস দেওয়া (তুরুপ করা)।

তুরুম—[ফ্রে. trone, ইং trunk] অপরাধী ব্যক্তিকে শাস্তি দিবার কাঠের আধার-বিশেষ (তুরুম ঠোকা—তুরুমের মধ্যে অপরাধীর হাত প্রবেশ করাইয়া উহা বন্ধ করিয়া শাস্তি দেওয়া)।

তুরুষ্ক—গন্ধদ্রব্য-বিশেষ; তুরস্কবাসী। [সং.]

তুর্কী—তুরকি দ্রঃ। **তুর্কী-নাচন**—তুর্কী-দিগের উদ্দাম নৃত্য; বিষম অস্বস্তিকর অবস্থা (নাচিয়ে দিত বিষম তুর্কি-নাচন—রবি)।

তুর্য—[চতুর্+য] ণ. চতুর্থ; তুরীয় অবস্থায় স্থিত; বি. সর্বসাক্ষী; চতুর্থাংশ; তুরীয় অবস্থা।

তুল—[সং. তুলা] উপমা, সাদৃশ্য (কাব্যে ব্যবহৃত); শাকসজী প্রভৃতি মাপিবার তুলাদণ্ড-বিশেষ (ইহাতে বাটখারার দরকার হয় না); ণ. তুল্য, সদৃশ; [আ. তুল; সং. তুমুল] গণ্ডগোল; বিষম কাণ্ড (তুল করা)। **তুল-কালাম**—বাগ্‌বাহুল্য, তুমুল কলহ।

তুলট—[সং. তুলাধট] ব্রত-বিশেষ; তুলাদণ্ডে মাপিয়া আপনার ওজনের সমপরিমাণ স্বর্ণাদি দান; হাতে তৈরি কাগজ (তুলট কাগজ)।

তুলতুল—অব্য. কোমলতার আধিক্যের ভাব। ণ. **তুলতুলে**—ণ. আঙ্গুল দিয়া স্পর্শ করিলে টোল খায় এমন নরম বা পাকা।

তুলন—তুলনা (কাব্যে ব্যবহৃত); পরিমাণ করা; উত্তোলন। [তুল্+অনট্]। **তুলনা**—উপমা, সাদৃশ্য, দৃষ্টান্ত (তোমার তুলনা তুমি); সদৃশ ব্যক্তি; সাদৃশ্য বা পার্থক্য নির্ধারণ।

তুলসারিণী—তূণ, বাণাধার। [সং.]

তুলসী—[তুল-সো+অ+ঈপ্, যাহার সাদৃশ্য নষ্ট হইয়াছে অর্থাৎ নাই] সুগন্ধযুক্ত ছোট গাছ বিশেষ (বিষ্ণুর প্রিয় ও পরম পবিত্র)। **তুলসী-কাঁঠি**—তুলসীর কষ্ঠী বা মালা। **তুলসী দেওয়া বা চড়ানো**—তুলসীর পাতা একটি একটি করিয়া নারায়ণকে অর্পণ করা (আপৎ-প্রতীকার ও অভীষ্ট-লাভের আশায়)। **তুলসীমঞ্চ**—যে উঁচু বেদীর উপরে বৈষ্ণব-গৃহস্থের নিত্য-পূজিত তুলসীবৃক্ষ রোপিত হয়। **তুলসী-বনের বাঘ**—সাধু বলিয়া পরিচিত দুর্জন।

তুলা, তোলা—ক্রি. উর্ধ্বে উত্তোলন, উঠানো, উঁচু করা (তাকে তোলা, মাটি থেকে তোলা); পাত্রস্থ করা (জল তোলা); সূত্রপাত করা; উত্থাপন করা (প্রসঙ্গ তোলা; কথা তোলা) সৃষ্টি করা (গুজব তোলা); ঘুম ভাঙ্গানো (ছেলেটা এইমাত্র ঘুমিয়েছে, তুলো না); নিশ্চিহ্ন করা (দাগ তোলা); নির্মাণ করা (দালান তোলা); আঁকা বা তোলা (ফুল তোলা; ছবি তোলা); উচ্ছেদ করা (ভাড়াটিয়া তোলা); উৎক্ষিপ্ত করা (দুধ তোলা; মাখন তোলা), উন্নীত করা (জাতিকে তো তুলতে হবে; জাতে তোলা); উৎপাটন করা (দাঁত তোলা); চয়ন করা (ফুল তোলা); রিফু করা (কাপড় তোলা বা তোলানো); গান করা বা গান উঁচুতে চড়ানো (সুর তোলা); ঘোষণ করা ('তুলিল কলতান'; আওয়াজ তোলা); চাপানো (গাড়ীতে তোলা); খাটানো (পাল তোলা); গুছাইয়া রাখা বিছানা তোলা); ত্যাগ করা (হাই তোলা); সংগ্রহ করা (চাঁদা তোলা); বি., ণ. উক্ত সকল অর্থে। **কানে তোলা**—গ্রাহ্য করা; কর্ণপাত করা (সব কথা সে কানে তোলে না)। **দাদ তোলা**—প্রতিশোধ লওয়া। **তুলে রাখা**—সঞ্চয় করা। **তুলে ধরা**—এমনভাবে স্থাপন করা যেন লোকের মনোযোগ আকৃষ্ট হয়। **শিকেয় তোলা**—শিকেয় তুলিয়া রাখা; স্থগিত রাখা; ব্যবহারে না লাগানো। **তুলিয়া ফেলা**—উৎপাটন করা।

তুলা—(পদ্যে) তুলনা, উপমা (কে বলে শারদ শশী সে মুখের তুলা—ভারতচন্দ্র)।

তুলা—[সং. তুল্‌+অ+আ] তুলাদণ্ড, দাঁড়িপাল্লা ; রাশিচক্রের সপ্তম রাশি, Libra ; পরিমাপ-বিশেষ, ১০০ পল বা ৮০০ তোলা ; তুলট-ব্রত ; কার্পাস। [তুল্‌+অ+আপ্‌]। **তুলাকূট**—ওজনে কম দেওয়া; যে ওজনে কম দেয়। **তুলাদণ্ড**—দাঁড়ি-পাল্লা, নিক্তি। **তুলাদান**—তুলট-ব্রত। **তুলা ধট**—তুলাদণ্ড। **তুলাধর**—ব্যবসায়ী। **তুলা-পরীক্ষা**—তুলাদণ্ডের দ্বারা দোষীর পরীক্ষা-পদ্ধতি-বিশেষ। **তুলা-পুরুষ**—তুলা-দান। **তুলাব্রত**—তুলট-ব্রত।

তুলা, তুলা, তুলো—কাপাস শিমুল ইত্যাদির ফলের ভিতরকার আঁশসমষ্টি। [তুল]। **তুলা ধোনা করা**—ধোনা তুলার মত ছিন্নভিন্ন বা পর্যুদস্ত করা ; ভৎর্সনা কটু কথা প্রহার ইত্যাদির একশেষ করা। **তুলা পেঁজা**—তুলা কার্পাস-গুটিকা হইতে ছিঁড়িয়া ধুনিবার যোগ্য করা; অপমান বা প্রহারাদির একশেষ করা।

তুলাধার—বণিক্‌। দাঁড়ি-পাল্লার রজ্জু ; তুলা-রাশি : দাঁড়ি-পাল্লার দণ্ড। [তুলা+আধার]

তুলারাম-খেলারাম—ভয়ে বা দুশ্চিন্তায় চিত্তের অতিশয় অস্বস্তিপূর্ণ ভাব (সেই সংবাদ শোনা অবধি তার মনের ভিতরে তুলারাম-খেলারাম চলেছে)। [বাং]

তুলারু—দ্রুতগামী মৃগ-জাতীয় পশু-বিশেষ (বায়ু ভর করি ধায় তুলারু ঘোড়ারু—কবিকঙ্কণ)। [বাং]

তুলি,-লী—চিত্রে রং প্রয়োগ করিবার রোমাদি-নির্মিত লেখনী। [তুল্‌+ই]। **তুলি দিয়ে আঁকা**—পটে আঁকা ছবির মত নিখুঁত সৌন্দর্য-বিশিষ্ট।

তুলিকা—তূলিকা দ্রঃ। [তুল্‌+ক্ত]।

তুলিত—ণ. উপমিত, যাহা তুলনা করা হইয়াছে।

তুলী, তূলী—তোষক, গদি। [সং]।

তুল্য—[তুলা+য] ণ. সদৃশ, সমান (তুল্য মর্যাদা) ; একরকমের (চন্দন পঙ্ক তুল্য জ্ঞান)। **তুল্য-কোণিক**—equiangular, যে ত্রিভুজ বা চতুর্ভুজ ক্ষেত্রের কোণগুলি পরস্পরের সমান। **তুল্যপান**—স্বজাতীয় লোক-জনের সহিত সম্মিলিতভাবে জলাদি পান। **তুল্যমূল্য**—সম-কক্ষ, সমমর্যাদা-বিশিষ্ট ; একরকমের। **তুল্য-রূপ**—সমভাব। **তুল্যাকৃতি**—তুল্য রূপ।

তুষ, তুস,তুঁষ—ধান্যাদি শস্যের উপরকার খোসা ; চূর্ণ (তুষ তুষ হয়ে গেছে)। [সং. তুষ]।

তুষানল—তুষের আগুন যাহা দীর্ঘক্ষণ ধরিয়া জ্বলে ; (তাহা হইতে) দীর্ঘস্থায়ী অন্তর্দাহ দুঃখভোগ প্রভৃতি (সে অপমান অন্তরে তুষানলের মত জ্বলিতেছে ; তুষানলে প্রাণত্যাগ করা)।

তুষ, তুস—নরম পশমী শীতবস্ত্র-বিশেষ। [আ.]

তুষণ—প্রীত করা। তোষণ দ্রঃ। **তুষা, তোষা**—ক্রি. সন্তুষ্ট করা (সাধারণতঃ কাব্যে ব্যবহৃত)।

তুষার—নীহার ; উত্তাপ হ্রাস পাওয়ার ফলে যে গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি হয় ; বরফ (তুষারপাত ; তুষার-শীতল)। [তুষ্‌+আরক্‌]। **তুষারকর**—হিমকর ; চন্দ্র। **তুষারগিরি**—হিমালয়। **তুষারধবল, তুষারগৌর**—তুষারের মত শুভ্রবর্ণ। **তুষারদ্যুতি, তুষারাংশু**—চন্দ্র। **তুষার-শিখরী** (-রিন্‌), **তুষারাদ্রি**—হিমালয় পর্বত। **তুষারকাল**—শীতকাল।

তুষ্ট—সন্তুষ্ট, তৃপ্ত। [তুষ্‌+ক্ত]। বি. **তুষ্টি**—সন্তোষ, তৃপ্তি ; মাতৃকা-বিশেষ। **তুষ্টিমান্‌** (-মৎ)—সন্তোষযুক্ত।

তুহিন—[তুহ্‌ (পীড়া দেওয়া) +ইন] হিম ; শীত ; জ্যোৎস্না। **তুহিনকর, তুহিনাংশু**—চন্দ্র ; কর্পূর। **তুহিনাদ্রি**—হিমাচল।

তুহু,তহুঁ, তুহুঁ—(বৈষ্ণব সাহিত্যে) তুমি।

তুণ, তূণী, তূণীর—বাণাধার। [সং]। **তূণ-বান্‌** (-বৎ), **তূণী** (-ণিন্‌)—ধনুকধারী।

তুণক—ছন্দ-বিশেষ (যথা : ভারতের তুণকের ছন্দ-বন্ধ বাড়িছে)।

তুণকি,-কী—ণ. তুঁতিয়া-বর্ণের মত নীলবর্ণ।

তুৎ, তুঁৎ—তুত গাছ। [তুথ]

তুতক—তুঁতে। [তুথক]।

তুরী—তুরি দ্রঃ।

তূর্ণ—[ত্বর্‌+ক্ত] ণ. বা ক্রি. ণ. শীঘ্র, ত্বরিত (তূর্ণ-স্রোতোবেগে)। বি. **তূর্ণি**—ত্বরা।

তূর্য—তুরি (তূর্যধ্বনি, তূর্যঘোষ)। [সং]। **তূর্যখণ্ড**—দগড়বাদ্য। **তূর্যাচার্য**—তূর্যবাদন-শিক্ষক। **তূর্যাজীব**—তূর্যবাদকরূপে জীবিকা-অর্জনকারী।

তূল—[সং.] কার্পাস ; শিমুল তুলা ; আকাশ তুত গাছ। **তূলক**—কার্পাস। **তূল-কার্মুক -ধনুঃ**—তুলাধোনার ধনুক। **তূল-নালিকা, -নালী**—তুলার পাঁইজ। **তূল-সেচন**—কাটনা কাটা।

তূলি, তূলিকা—রোম প্রভৃতি দিয়া প্রস্তুত চিত্র-

করের লেখনী ; দীপের পলিতা ; যে পাত্রে সোনা প্রভৃতি ধাতু গলায় ; বিছানার তোষক। [সং]।

তূলী—তূলি ; পলিতা।

তূষ্ণী, তূষ্ণীক—[সং. তূষ্ণীম্] ণ. মৌনী। **তূষ্ণীম্ভাব**—মৌনাবলম্বন। ণ. **তূষ্ণীম্ভূত**—মৌনী। **তূষ্ণীম্‌শীল**—স্বভাবতঃ মৌনী।

তৃণ—[তৃণ্‌+অ, গো ইত্যাদি পশু যাহা ভক্ষণ করে] ঘাস, খড় (তৃণভোজী ; তৃণশয্যা), তৃণের মত নগণ্য (তৃণ জ্ঞান করা)। **তৃণ-কুটী**—খড়ের ঘর। **তৃণধ্বজ, তৃণকেতু**—তালগাছ। **তৃণ-জলৌকা**—ছিনে জোঁক। **তৃণদ্রুম, তৃণ-রাজ**—তাল সুপারি বাঁশ খেজুর নারিকেল প্রভৃতি গাছ। **তৃণময়**—তৃণপূর্ণ ; তৃণনির্মিত। **তৃণাগ্নি**—খড়ের আগুন ; খড়ের আগুনের মত শীঘ্র জ্বলিয়া উঠে ও শীঘ্র নিভিয়া যায় এমন কিছু। **তৃণাঙ্কিত**—তৃণ-শোভিত। **তৃণভোজী** (-জিন্), **তৃণাদ**—ঘাসখেকো। **তৃণাবর্ত**—ঘূর্ণিবায়ু। **তৃণাসন**—দরমা, চেটাই, কুশাসন। **তৃণোদ্ভব**—উড়িধান ; তৃণজাত। **তৃণোল্কা**—তৃণাগ্নি, সামান্য দাহিকা-শক্তিসম্পন্ন অগ্নি। **দন্তে তৃণ ধরা**—দাঁতে কুটা কাটা ; নিজেকে পশুর মত মূঢ় স্বীকার করা ; ঘাট মানা।

তৃতীয়—ণ. তিনের পূরক। [ত্রি+তীয়]। **তৃতীয়া**—অমাবস্যা বা পূর্ণিমার পরে তৃতীয় দিন। **তৃতীয়ক**—যাহা তৃতীয় দিনে আসে (জ্বর)। **তৃতীয় প্রকৃতি**—নপুংসক। **তৃতীয়াকৃত**—তিন বার কর্ষণ করা ভূমি। **তৃতীয়াশ্রম**—বানপ্রস্থাশ্রম।

তৃপ্ত—ণ. সন্তুষ্ট, পরিতুষ্ট, পূর্ণকাম। [তৃপ্‌+ক্ত]। বি. **তৃপ্তি**—সন্তোষ, আনন্দ, পরিতোষ (তৃপ্তির সঙ্গে ভোজন)।

তৃষা—বি. পিপাসা, আকাঙ্ক্ষা। [তৃষ্‌+অ+আপ্]। **তৃষাক্লিষ্ট,-তুর**—পিপাসায় কাতর। ণ. **তৃষিত**—পিপাসু ; আকাঙ্ক্ষাযুক্ত, লুব্ধ (তৃষিতবক্ষ)।

তৃষ্ণা—পিপাসা ; পাইবার আকাঙ্ক্ষা (বিষয়তৃষ্ণা ; চক্ষে আমার তৃষ্ণা—রবি)। [তৃষ্‌+ন+আ]। **তৃষ্ণাক্ষয়**—পিপাসার নিবৃত্তি ; বাসনার ক্ষয় ; বৈরাগ্য ; বিতৃষ্ণা। **তৃষ্ণাতুর, তৃষ্ণালু**—তৃষ্ণাযুক্ত, তৃষ্ণাপীড়িত। **তৃষ্ণারি**—যে দ্রব্যে বা ঔষধে তৃষ্ণা দূর হয়। **তৃষ্য**—ণ. লোভনীয় ; বি. লোভ। **তৃষ্ণক্** (-জ্)—তৃষ্ণাপীড়িত। [সং]

তে—[সং. তদ্] সেই ; সে (তে কারণে) ; [সং. ত্রি] তিন (তেমাথা ; **তেশঙ্কুর দশা**—ত্রিশঙ্কুর অবস্থা ; নিরাবলম্ব হওয়া) ; [বাং] বিভক্তি-বিশেষ (তোমাতে আমাতে যাওয়া যাবে ; তাতে কি এসে যায় ; তার আসাতেই কাজ হলো ; বাড়ীতে আর মন টেকে না)। **তে-আঁটিয়া, -আঁঠিয়া, তে-এঁটে**—ণ. তিন আঁটিযুক্ত (তে-আঁটিয়া তাল ; তে-এঁটে মাথা—গোলাকার নয়, তিন দিকে উঁচু হইয়া আছে এমন মাথা)।

তেই, তেঁই—সেজন্য।

তেইশ—[সং. ত্রয়োবিংশতি] ২৩ এই সংখ্যা। **তেইশা,-শে**—মাসের তেইশ তারিখ।

তেউড়, তেড়—[সং. তির্যক্, যাহা তেরচা হইয়া বাহির হইয়াছে] অঙ্কুর, চারা, পোয়া (কলা গাছের তেড়)। [হয়)। [বাং]।

তেউড়ী—লতা-বিশেষ (রেচক ঔষধরূপে ব্যবহৃত

তেওড়া—বি. তাল-বিশেষ ; খেঁসারি কলাই ; ণ. বাঁকা। [বাং]। **তেওড়ানো**—ক্রি. বাঁকানো ; বাঁকিয়া যাওয়া। **তেউড়ে-মেউড়ে থাকা**—বাঁকা-চোরা হইয়া থাকা।

তেওয়ারি—তিন-দুয়ারি ঘর। [বাং]।

তেওয়ারী—[সং. ত্রিপাঠী] ব্রাহ্মণের উপাধি-বিশেষ, ত্রিবেদী।

তেঁতুল—[সং. তিন্তিড়ী,-লী] তেঁতুল গাছ ও ফল। **তেঁতুলে**—তেঁতুলের মত রাঙা গাঁঠযুক্ত (-বিছা)।

তেকাটা,-ঠা—[সং. ত্রিকাষ্ঠ] তিন কাঠ দিয়া প্রস্তুত আধার ; (তাহা হইতে) যাহা দৃঢ়ভাবে অবস্থিত নয় (আমিই আছি তেকাঠার উপরে)।

তেকাঁটা—একপ্রকার মনসা গাছ। [ত্রিকণ্টক]।

তেকেলে—[সং. ত্রিকালীয়] ণ. বৃদ্ধ বা বৃদ্ধা।

তেকোণা—ণ. তিন কোণযুক্ত।

তেগ—[ফা. তেগ] তরবারি ('এয়ছা জোরে তেগ মারে'—পুঁথিসাহিত্য)।

তেঘাই—বাদ্য-বিশেষ। [বাং]

তেচখ্যা,-চোখো—ছোট মাছ-বিশেষ।

তেজ,তেজঃ—[তিজ্ (তীক্ষ্ণ করা)+অস্] দীপ্তি, আলোক, প্রভা ; প্রতাপ (তেজ দেখাতে চাও অন্যস্থানে যাও) ; প্রভাব, পরাক্রম, শক্তি (ক্ষাত্রতেজ) ; উত্তাপ, প্রখরতা (রোদের তেজ) ; ঝাঁঝ (তামাকের তেজ) ; বীর্য (দুষ্মন্তের তেজে জন্ম)।

তেজন—শাণিত করা ; পালিশ করা।

তেজপত্র, তেজপাতা—তীব্র গন্ধ ও আস্বাদ-যুক্ত পত্র-বিশেষ (রন্ধনে ব্যবহৃত হয়)। [বাং]।

তেজবরে—ত্রিরজ বর, তৃতীয়বার বিবাহকারী।

তেজস্কর—ণ. তেজোবর্ধক, তেজালো ; দীপ্তিশালী (তেজস্কর ঔষধ ; তেজস্কর অসি)।

তেজস্ক্রিয়—যাহা হইতে স্বভাবতঃই শক্তিশালী তড়িৎধর্মী পরমাণু-কণিকা নির্গত হয়, radio-active। **তেজস্বান্ (-স্বৎ)**—বলবান্ ; প্রভাবশালী, দীপ্তি-বিশিষ্ট। স্ত্রী. **তেজস্বতী**—চই ; মহাজ্যোতিষ্মতী লতা। **তেজস্বী(-স্বিন্)**—তেজীয়ান, তেজোবিশিষ্ট ; দীপ্তিশালী ; বীর্যবন্ত ; অন্তরে অপ্রতিহত (তাঁহার মত তেজস্বী পুরুষ কখনও অপমান সহ্য করিতে পারেন না)। বি. **তেজস্বিতা**। স্ত্রী. **তেজস্বিনী**—বীর্যবতী ; মহাজ্যোতিষ্মতী লতা।

তেজা—ক্রি. ত্যাগ করা (পদ্যে ব্যবহৃত—তেজিব পরাণ)।

তেজাব—অম্লসার, অ্যাসিড্, acid. [ফা.]

তেজারত—[আ তিজারত—ব্যবসায়, কারবার] সুদের ব্যবসায় ; ব্যবসা-বাণিজ্য। **তেজারতী**—সুদের ব্যবসায় সম্বন্ধীয় ; কারবার-সংক্রান্ত।

তেজাল, তেজালো—ণ. তেজস্কর, ঝাঁজালো।

তেজিষ্ঠ—ণ. অতিশয় তেজস্বী। **তেজীয়ান্ (-য়স্)**—তেজিষ্ঠ ; তেজস্বী, যে দমে না (তেজীয়ান লোক)। **তেজী**—তেজস্বী ; উদ্যমশীল ও দৃঢ় সঙ্কল্পযুক্ত ; জেদী (তেজী ছেলে) ; ঝাঁজালো ; চড়ন্ত, চড়তি (বাজার এখন তেজী)। **তেজী-মন্দা**—বাজার দরের উঠানামা। [বাং]। **তেজোগর্ভ**—যাহার ভিতরে অগ্নি বা উত্তাপ আছে। **তেজোনিধি**—অগ্নি, সূর্য। **তেজোবন্ত,-মন্ত, তেজোবান্(-বৎ)**—তেজস্বী ; প্রতাপশালী ; বলবান্। **তেজোমণ্ডল**—প্রভামণ্ডল, তেজের দ্বারা প্রভাবিত অঞ্চল। **তেজোময়**—তেজঃপূর্ণ ; জ্যোতির্ময়। **তেজোমূর্তি**—সূর্য ; জ্যোতিঃপূর্ণ মূর্তি। **তেজোরূপ**—জ্যোতির্ময় পুরুষ ; ব্রহ্ম। **তেজোহীন**—নির্বীর্য, নিস্তেজ, ম্লান।

তেঞি,-ঞী—(প্রাচীন বাংলা) সেজন্য, সেকারণ।

তেঠঙ্গা, তেঢঙ্গা—ণ. ত্রিভঙ্গ। [বাং]।

তেঠেঙ্গিয়া, তেঠেঙ্গে, তেঠেঙে—ণ. ত্রিপদ, তেপায়া। [বাং]।

তেড়চা, তেড়ছা, তেরছা—[তির্যক্] ণ তেড়া, বক্র (তেড়ছাভাবে)। **তেড়া**—ণ. যাহা বাঁকিয়া গিয়াছে, টেরা, অসরল, কুটিল (তেড়া বা ত্যাড়া বুদ্ধি)। **তেড়ি,-ড়ী**—যাহা তেড়া হইয়া আছে ; তেড়া সিঁথি, টেরি (তেড়ি কাটা) ; তেড়া ভাব (এড়ি-তেড়ি করলে বুঝবে মজা)। **তেড়েফুঁড়ে**—সাহসের সঙ্গে ও স্পষ্ট-ভাবে (তেড়েফুঁড়ে দুকথা বলা)।

তেতলা, তেতালা—ণ. ত্রিতল ; বি. তৃতীয় তল বা পরিচ্ছেদ (তেতলায় উঠা)।

তেতালা—তাল-বিশেষ (জলদ তেতালা)। **ঢিমে তেতালা**—তালের বিলম্বিত ভঙ্গি-বিশেষ ; শিথিল ভাব ('ঢিমে তেতালায় চলা')।

তেতাল্লিশ—[সং. ত্রিচত্বারিংশৎ] ৪৩ এই সংখ্যা।

তেতেরিজা—তিন অংশে বিভক্ত করিয়া জরীপ করিবার প্রথাবিশেষ।

তেতো, তেত—ণ. তিক্ত (তেতো খাওয়া) ; শুক্তা ; বিরক্ত, বিতৃষ্ণাপূর্ণ (মন তেতো হয়ে গেছে —কথ্য)।

তেত্রিশ—[সং. ত্রয়স্ত্রিংশৎ] ৩৩ এই সংখ্যা। **তেত্রিশ কোটি দেবতা**—দ্বাদশ আদিত্য অষ্টবসু একাদশ রুদ্র ও অশ্বিনীকুমারদ্বয় (মতান্তরে ইন্দ্র ও প্রজাপতি) এই তেত্রিশ দেবতা পুরাণে তেত্রিশ কোটি হইয়াছেন ; সংখ্যাহীন দেবতা (তেত্রিশ কোটী দেবতার পূজা সনাতন ধর্ম নহে —বঙ্কিমচন্দ্র)।

তেথরি,-রী—ণ. তিন স্তর বা স্তবক-বিশিষ্ট অথবা তিন স্তবকে সজ্জিত ; তিন লহরযুক্ত। [ত্রিস্তর]।

তেনরি, তেনরী—তিন নর বা লহর-যুক্ত (তেনরি মালা)। [বাং]।

তেনা—[সং. তুন্ন] টেনা, ছেঁড়া কাপড়ের টুকরা।

তেপান্তর—[সং. ত্রিপ্রান্তর] দূরব্যাপী জন-মানবহীন মাঠ (তেপান্তরের মাঠে)।

তেপায়া—[সং. ত্রিপদ ; ফা. সেপায়া ; ইং. tripod] তিন পায়াযুক্ত ছোট আধার-বিশেষ।

তেপ্পান্ন—তিপ্পান্ন।

তেফড়কা, তেফড়ঙ্গা—ণ. তিনটি ফলক বা দাঁত-যুক্ত, three-forked.

তেমত, তেমতি, তেমন—ণ. বা অব্য. তৎসদৃশ, সেরূপ, সেই ধরণের (তেমন করিয়া ; তেমন কথা ; তেমন লোক)। ('তেমতি,

কাব্যে ব্যবহৃত হয়; 'তেমত্ত' বর্তমানে ব্যবহৃত হয় না)।

তেমনই, তেমনি, তেম্নি—অব্য. সেইরূপ, সেই ধরণের; তৎক্ষণাৎ (যেমন বলা তেমনি দৌড়)।

তেমহলা—প. ত্রিতল (তেমহলা দালান)।

তেমাথা—তিন পথের মিলনস্থল, ত্রিপথ।

তেমেটে—প. তৃতীয়বার মাটি লাগাইয়া যাহার পারিপাট্য সাধন করা হইয়াছে (-প্রতিমা)।

তেমোহানা, তেমুহানি—তিন নদীর বা জল-পথের মিলনস্থল।

তেয়জ—প. তৃতীয়, তৃতীয়বারের। **তেয়জী গাই**—যে গাই তিন বার বাচ্চা দিয়াছে।

তেয়াগ—[সং ত্যাগ] ত্যাগ (ব্রজবুলি—তেয়াগে; তেয়াগিব)।

তের—[সং. ত্রয়োদশ] ১৩ এই সংখ্যা।

তেরচা,-ছা, তেরচ,-ছ—প. তেড়া, বাঁকা। তেড়চা দ্রঃ। [দ্রঃ।

তেরপল—ত্রিপল দ্রঃ। **তেরস্পর্শ**—ত্র্যহস্পর্শ

তেরাত্তির, তেরাত্রি—[সং. ত্রিরাত্রি] পর পর তিন রাত (এমন অন্যায় করলি, তোর তেরাত্তির পোয়াবে না)।

তেরিজ—যোগ, addition [আ.]

তেরিমেরি—হিন্দুস্থানী ভাষায় বকাবকি বা অশিষ্ট গালাগালি। [হিন্দী শব্দদ্বয়]।

তেরিয়া—প. ক্রুদ্ধ; উদ্ধত; ক্রোধের ফলে অবুঝ; মারমুখো (তেরিয়া মেজাজের লোক)। **তেরিয়াল**—তেরিয়া মেজাজের লোক।

তেরেট—তালপাতার মত পাতা-বিশেষ (পুঁথি লেখার কাজে ইহা ব্যবহৃত হইত; স্থায়িত্বের দিক দিয়া ইহা তালপাতার চেয়ে উৎকৃষ্টতর ছিল)।

তেরেস্তা—[পতু. trinta] প্রেমারা প্রভৃতির তাস-খেলায় ব্যবহৃত শব্দ-বিশেষ।

তেল—[সং. তৈল] তিল সর্ষে প্রভৃতি হইতে প্রাপ্ত স্নেহ পদার্থ, তৈল (বাদামতেল; সরষের তেল); প্রাণিদেহের চর্বি (খাসির তেল; মাছের তেল); খনি হইতে প্রাপ্ত তরল দাহ্য-পদার্থ (কেরোসিন তেল; মোটরের তেল); (কথ্য) বাড়; কাউকে গ্রাহ্য না করার ভাব, অহঙ্কার (বড় তেল বেড়েছে); স্ফূর্তির আধিক্য (বড় তেল হয়েছে দেখছি)। **তেলকল**—সরষে প্রভৃতি হইতে তেল বাহির করিবার কল। **তেলকাজলা**—তেলতেলে অর্থাৎ চকচকে কাজল-রং-বিশিষ্টা (তেল-কাজলা নারী)। **তেল-কালি**—চকচকে গাঢ় কাল রং। **তেল-কুচকুচে, তেল-চুকচুকে**—যেন তেল মাখানো হইয়াছে এমন চকচকে। **তেলচাটা,-চোরা**—তেলাপোকা, আরসোলা। **তেলচিটা, তেল-চটচটে**—তেল ও ময়লার মিশ্রণের ফলে যাহা দেখিতে কাল ও স্পর্শ করিলে হাতে লাগে। **তেলতামাক**—গায়েতেলমাখার পরে ধূমপান। **তেলতেলে**—তৈলচিক্কণ; চকচকে; পিছল। **তেল দেওয়া**—যন্ত্রে তেল দেওয়া; হীনভাবে খোসামদ করা। **তেলধুতি**—তেল মাখার সময় ব্যবহৃত ধুতি। **তেল-পড়া**—মন্ত্র পড়িয়া ফুঁক দেওয়া হইয়াছে এমন তেল। **তেল মাখা**—গায়ে তৈল মর্দন করা। **তেল মাখানো**—অন্যের শরীরে তৈল মর্দন করা; হীনভাবে খোসামদ করা। **তেল হওয়া**—চর্বি হওয়া; বাড় হওয়া; বেপরোয়া হওয়া। **তেলে বেগুনে জলিয়া উঠা**—তপ্ত তেলে যেমন বেগুন দিলে সশব্দে ফুটিয়া উঠে সেইরূপ হঠাৎ অতিশয় ক্রুদ্ধ হওয়া। **আপনার চরকায় তেল দেওয়া**—নিজের সংশোধনে বা কর্তব্যসাধনে মন দেওয়া।

তেলা—প. তৈলাক্ত, মসৃণ, পিচ্ছিল। **তেলা মাথায় তেল দেওয়া**—যাহার আছে তাহাকেই আরও বেশী করিয়া দেওয়া; পদস্থের খোসামদ করা।

তেলাওয়াত—[আ.] পাঠ, আবৃত্তি (কোরান শরীফ তেলাওয়াত)।

তেলাকুচা, তেলাকুচ—বিম্বফল, পটলের মত ছোট ফলবিশেষ, পাকিলে সুদৃশ্য রক্তবর্ণ হয় (পান খেয়ে ঠোঁট দুটি হয়েছে যেন লাল তেলাকুচ)।

তেলাঙ্গ, তেলাঙ্গা, তেলেঙ্গা—তৈলঙ্গ দেশীয়, অন্ধ্র-দেশীয়। [< ত্রিকলিঙ্গ]

তেলানি—মাটির ছোট হাঁড়ি যাহা দেখিতে তেলতেলে। **তেলানো**—ক্রি. তৈলাক্ত করা, তেলমাখানো, পাকানো (হাঁড়ি তেলানো—হাঁড়িতে ব্যঞ্জন রাঁধিয়া তেলে পাকানো); হীনভাবে তোষামোদ করা।

তেলাপোকা—আরসোলা।

তেলাম, তেলামি—তৈলমর্দন, খোসামুদি।

তেলি, তেলী—[সং. তৈলিক] তৈল-ব্যবসায়ী; তিলি-জাতি। স্ত্রী. **তেলিনী**।

তেলুগু—অন্ধ্র রাজ্যের ভাষা।

তেলেঙ্গা—তেলাঙ্গ ও তৈলঙ্গ দ্রঃ। **তেলেঙ্গানা**—দক্ষিণ ভারতের তেলুগু-ভাষাভাষী অঞ্চল।

তেলেনা—সুরের আলাপের পদ্ধতি-বিশেষ (ইহাতে শুধু তেরেনে-তুম-তানা ইত্যাদি শব্দ ব্যবহৃত হয়)।

তেলো—মাথার তালু; হাত ও পায়ের তলা।

তেশিরা—ণ. তিনটি শির বা পল-বিশিষ্ট; বি. মনসা গাছ-বিশেষ।

তেষট্টি—[সং. ত্রিষষ্টি] ৬৩ এই সংখ্যা।

তেষ্টা, তেস্টা—[সং. তৃষ্ণা] পিপাসা। (কথ্য)

তেসনা—ণ. তিন বৎসরের (তেসনী বাকী খাজনা দিতে হবে)। [তিন তারিখ।

তেসরা—[সং. ত্রিবাসরা; হি. তীসরা] মাসের

তেসুতী—তেহারা সুতার বুনানিযুক্ত (তুলনীয়—দোসুতী)। [বিশেষ।

তেহাই—তিন ভাগের এক ভাগ, বাদ্যভঙ্গ-

তেহাতী—তিনহাত মাপের (তেহাতী লাঠি)।

তেহাত্তর—তিয়াত্তর, ৭৩ এই সংখ্যা। [মোটা।

তেহারা—ণ. তিন খেই সুতা একসঙ্গে করা;

তৈক্ষ্ণ্য—বি. তীক্ষ্ণতা, উষ্ণতা। [তীক্ষ্ণ+য]

তৈছন—(ব্রজবুলি) তদ্রূপ, তেমনি।

তৈজস—[তেজস্+অ] বি. ধাতুদ্রব্য; পিতল কাঁসা প্রভৃতির পাত্র (তৈজসপত্র); ণ. দীপ্ত, ভাস্বর; তেজ হইতে উৎপন্ন। **তৈজসপত্র, তৈজসপাত্র**—থালা-বাসন, ঘটি-বাটি ইত্যাদি।

তৈত্তির—তিত্তিরি পক্ষিসমূহ। **তৈত্তিরীয়**—তিত্তিরি-পক্ষি-সম্বন্ধীয় অথবা তিত্তিরি-প্রোক্ত যজুর্বেদ-শাখাধ্যায়ী ব্রাহ্মণগণ: **তৈত্তিরীয় উপনিষৎ**—উক্ত ব্রাহ্মণগণের দ্বারা বর্ণিত উপনিষৎ। **তৈত্তিরীয়ক**—যে তৈত্তিরীয় উপনিষৎ জানে।

তৈনাত, তৈনাতি—তয়নাত ও তয়নাতি দ্রঃ। **তৈনিতি**—সদর-কাছারী হইতে মফঃস্বলে মোতায়েন করা পেয়াদা প্রভৃতি।

তৈয়ম্মম, তৈয়ম্মুম—[আ. তয়ম্মুম্] নামাজ পড়ার পূর্বে ধূলির দ্বারা দেহের পবিত্রতা সাধন (ওজুর মত উহারও পদ্ধতি আছে)।

তৈয়ার, তৈয়ারী, তৈরী—[ফা. তইয়ার] ণ. প্রস্তুত (খাওয়া তৈয়ার); নির্মিত; শিক্ষাপ্রাপ্ত (লোক তৈরী না হলে কাজ করবে কে?); (অবজ্ঞাসূচক) পরিপক্ব, সেয়ানা; এঁচড়ে পাকা (তৈয়ার ছেলে)। **তৈয়ারি, তৈরি**—বি. প্রস্তুতকরণ।

তৈর্থিক—বি. ণ. কপিল কণাদ প্রভৃতি দর্শন-শাস্ত্রকার; তীর্থযাত্রী; তীর্থবাসী; তীর্থ হইতে আগত, পবিত্র; তীর্থ-সলিল।

তৈল—[তিল+অ] তেল, তিল সর্ষে প্রভৃতির নির্যাস; চর্বি-জাতীয় পদার্থ। **তৈলকল্ক**—খৈল। **তৈলকল্কজ, -কিট্ট**—তেলের কাইট। **তৈলকার**—কলু, তেলী। **তৈলচক্র**—ঘানি-গাছ। **তৈলচোরিকা, -চৌরিকা, -পক, -পা, -পায়িকা**—তেল-চাটা, আর-সোলা। **তৈলদ্রোণী**—তৈলপূর্ণ পাত্র বা কড়াই। **তৈলপক্ব**—তেল দিয়া রান্না করা অথবা ভাজা। **তৈল-পিপীলিকা**—তেল-পিঁপড়ে। **তৈলবট**—তৈল ও বট অর্থাৎ কড়ি; ব্যবস্থা দেওয়ার জন্য স্মার্ত পণ্ডিতকে যে অর্থ দেওয়া হয়। [সং]। **তৈলবীজ**—তিল সরিষা প্রভৃতি শস্য যাহা পিষিয়া তেল বাহির করা হয়। **তৈলযন্ত্র**—ঘানি-গাছ। **তৈলশাক**—রুই-কাতলার তেলে ভাজা শাক। **তৈলসেক**—প্রদীপাদিতে তেল দেওয়া; তৈল-মর্দন; খোসামদ, পায়ে তেল দেওয়া। **তৈলস্ফটিক**—হলদে রঙের পাথরের মত জিনিস, amber.

তৈলঙ্গ—[সং ত্রিকলিঙ্গ] দাক্ষিণাত্যের অন্ধ্র-দেশ; তৈলঙ্গবাসিগণ, তেলেঙ্গা। **তৈলঙ্গা**—তৈলঙ্গ দেশ-জাত। **তৈলঙ্গী**—তৈলঙ্গ-দেশীয়া নারী।

তৈলাধার—তেল রাখিবার পাত্র। **তৈলাভ্যঙ্গ**—দেহে তৈল-মর্দন। **তৈলাম্র**—তেলে আম রাখিয়া রৌদ্র-পক্ব করা; আমের আচার। **তৈলিক, তৈলী** (-লিন্)—তৈলকার। **তৈলিত**—ণ. তেলে ভাজা। **তৈলীয়**—ণ. তৈল-ঘটিত।

তো—[হি. তব] অব্য. তবে, তাহা হইলে। 'ত' দ্রঃ।

তো—[ফা. তহ্] ভাঁজ। **তো করা**—তহ করা, কাপড় ভাঁজ করিয়া রাখা।

তো (তোঁ)—(বৈষ্ণব সাহিত্যে) তুমি; তুই; তোমাকে। **তো-সবা**—তোরা সব।

তোঁতা—[সং. তন্তু] পাটের সুতা (তোঁতা কাটা। কোন কোন অঞ্চলে 'তাঁতো' বলে।)

তোক—[আ. তওক্] শৃঙ্খল, যাহার দ্বারা অপরাধীকে বাঁধা হয় (বেড়ী তোক)। [তু+ক] সন্তান, অপত্য।

তোকমারি—[ফা. তুখম্-ই-রইহা'ন] বি.

ইসবগুলের মত বীজ-বিশেষ (ফোঁড়ার উপরে পুলটিশ দেওয়ার কাজে ব্যবহৃত হয়, সরবতেও ব্যবহৃত হয়)।

তোকাতুকি—ক্রি. প. তৎক্ষণাৎ।

তোকে—(অবজ্ঞার্থক অথবা স্নেহার্থক) তোমাকে।

তোখড়—তুখড় দ্রঃ।

তোজদান—কার্তুজ গুলি বারুদ ইত্যাদি রাখিবার থলি। [ফা. তোশাদান]।

তোজবার—[আ. তাজের] ব্যবসায়ী, সওদাগর। (প্রাচীন বাংলা)।

তোটক—[সং. ত্রোটক] বার অক্ষরের ছন্দ-বিশেষ (পর দীপ-শিখা নগরে নগরে—গোবিন্দ-চন্দ্র রায়)।

তোড়—(যাহা তোড়ে বা ভাঙ্গিয়া ফেলে) তীব্র স্রোত বা ধারা (জলের তোড়; বৃষ্টির তোড়; কথার তোড়); আঘাত (ঢেউয়ের তোড়)। **তোড়ক**—যে ভাঙ্গিয়া ফেলে। **তোড়-জোড়**—সাগ্রহ আয়োজন (মোকদ্দমার তোড়-জোড় হচ্ছে); সাজসরঞ্জাম। **তোড়ন**—ভাঙ্গিয়া ফেলা।

তোড়া—[আ. তুর্‌রাহ্‌] গ্রন্থি; থলে (টাকার তোড়া); স্তবক (ফুলের তোড়া); পায়ের (মতান্তরে কোমরের) অলঙ্কার-বিশেষ।

তোড়া—(তুড়া দ্রঃ) ক্রি. মুখের উপর অপমানকর কথা বলা; ভাঙ্গিয়া ফেলা। **তোড়ানো**—ভাঙানো; অল্পমূল্যের মুদ্রায় পরিবর্তিত করা (নোট তোড়ানো)।

তোড়ানি—কাঁজি, আমানি।

তোড়ী—টোড়ী রাগিণী।

তোতলা, তোৎলা—(যে তো তো করে); জিহ্বার জড়তাবশতঃ যাহার কথা মাঝে মাঝে বাধিয়া যায়, stammerer.

তোতা—[ফা.] টিয়া, শুক।

তোতোকার—তুইতোকারি।

তোপ—[তুর্কী] কামান। **তোপখানা**—তোপ রাখিবার স্থান। **তোপচী**—যে কামান দাগে। **তোপ দাগা**—গোলা-বারুদপূর্ণ কামানে অগ্নি সংযোগ করা। **তোপধ্বনি করা**—সম্মানার্থ কামান দাগা। **তোপে উড়ানো**—তোপ মারিয়া ধ্বংস করা। **তোপের মুখে**—যখন কামান দাগা হইতেছে তাহার সম্মুখে; অতিশয় বিপত্তিকর অবস্থার সম্মুখে।

তোপচিনি—[ফা. চোবচীনী] লতাবিশেষের মূল, china-root.

তোফা—[আ. তুহ্‌ফা] প. চমৎকার, বেশ, ভাল (তোফা খাবার; তোফা আছি)।

তোবড়া—[ফা. তোব্‌রা] বি. ঘোড়ার দানা খাওয়ার থলি; [বাং] প. চোপসানো, টোল-খাওয়া।

তোবড়ানো, তুবড়ানো—প. বা ক্রি. তোবড়া, টোল খাওয়া; বার্ধক্যহেতু শুকাইয়া মাঝে মাঝে টোল খাইয়া যাওয়া (গাল তোবড়ানো)।

তোবা—তওবা দ্রঃ। **তোবা তোবা**—অনু-তাপসূচক উক্তিবিশেষ, অমন কথা আর যেন মুখে না আসে, অমন চিন্তা আর যেন মনে না আসে ইত্যাদি।

তোমর—[সং.] লৌহ-সাবলের মত হস্তক্ষেপ্য অস্ত্র-বিশেষ; রায়বাঁশ। **তোমরধর**—যে তোমরের সাহায্যে যুদ্ধ করে।

তোমরা—সর্ব. মধ্যম পুরুষের বহুবচনের রূপ। সম্ভ্রমার্থে: আপনারা।

তোমা—তুমি; তোমাকে; তোমার। (কাব্যে ব্যবহৃত)। **তোমার**—'তুমি'র সম্বন্ধপদ। **তোমার গিয়ে**—কথার মাত্রা।

তোয়—[কাব্যে] তোকে, তোমাকে।

তোয়—[তু+য; যাহা জগৎ পূর্ণ করিয়া রহিয়াছে] জল; পূর্বাষাঢ়া নক্ষত্র। **তোয়কর্ম**—তর্পণ। **তোয়কাম**—পিপাসু। **তোয়কৃচ্ছ্র**—ব্রত-বিশেষ, ইহাতে মাত্র জল পান করা হয়। **তোয়চর**—জলচর জন্তু। **তোয়দ, তোয়-ধর**—মেঘ। **তোয়দাগম**—বর্ষাকাল। **তোয়ধি,-নিধি**—সমুদ্র। **তোয়-নীবী**—জল যাহার নীবীবন্ধ তুল্য, পৃথিবী। **তোয়-বিম্ব**—জলবুদ্‌বুদ্। **তোয়যন্ত্র**—জল-ঘড়ি; ফোয়ারা। **তোয়রাশি**—সমুদ্র। **তোয়সূচক**—ভেক (বৃষ্টির পূর্বে ডাকে বলিয়া)।

তোয়াক্কা—[আ. তবক্‌কু'] প্রত্যাশা, আশা, নির্ভরতা। **তোয়াক্কা না করা**—পরোয়া না করা, কাহারও মুখ না চাওয়া, গ্রাহ্য না করা।

তোয়াজ—[আ. তবাজু'] শিষ্টাচার; আদর, খাতির, তোষণ (সাধারণতঃ আন্তরিকতাবর্জিত)। **তোয়াজ করা**—খাতির করা, মন জোগানো।

তোয়ানো—(টোয়ান দ্রঃ) ক্রি. হাত বুলাইয়া দেওয়া; তল্লাস করা। (পূর্ববঙ্গে: **তোকানো**)।

তোয়ালিয়া, তোয়ালে, তৌলিয়া—[পর্তু. toalha] মোটা গামছা।

তোয়েশ—বরুণ; পূর্বাষাঢ়া নক্ষত্র। [তোয়+ঈশ]

তোর—(অবজ্ঞার্থক অথবা প্রীত্যর্থক) তোমার।

তোরঙ্গ—[ইং. trunk] কাপড়াদি রাখিবার উপযোগী টিনের বা পাতলা লোহার পাতের বাক্স।

তোরণ—[তুর্ (ত্বরা)+অন] বহির্দ্বার, ফটক (নগর-তোরণ) বহির্দ্বারের উপরকার নানা চিত্রখচিত ধনুকের আকৃতির কাষ্ঠখণ্ড; বারান্দা।

তোরতরিবৎ—ধরণ-ধারণ, আচরণ ও শিক্ষা। [আ. তৌর-তরবীয়ৎ]।

তোরপা—নাপিতের ভাঁড় (তড়পা-ও বলা হয়)।

তোরা—[আ. তুর্‌রা] পাগড়ীর উপরকার পাখীর পালকের চূড়া; তোড়া, পুষ্পগুচ্ছ।

তোরে—(অসম্ভ্রমার্থক বা স্নেহার্থক) তোকে।

তোলক—দাঁড়ি-পাল্লা। [সং]।

তোলন—তোলা, উত্থাপন করা; ওজন করা। [তুল্+অনট্]।

তোলপাড়—বি. বা ণ. উলটপালট; প্রবল আন্দোলন; মথিত। **তোলপাড় করা**—অতিশয় আন্দোলিত করা, মথিত করা (পাড়া তোলপাড় করা)।

তোলবল, তলবল, তোলবলে, তলবলে—[ফা. তর্-ব-তর্] ণ. ঘামে বা রক্তে ভিজা (ঘামে তলবল তাদের শরীর)।

তোলা—বি. এক ভরি বা আধি রতি; হাটের মালিক বা জমিদারের তরফ হইতে বিনামূল্যে গৃহীত তরিতরকারির অংশ (ইহা একশ্রেণীর আবোয়াব); ণ. উত্তোলিত; সঞ্চিত, ভাণ্ডারে রক্ষিত; সংগৃহীত, চিত (তোলা জল; ফসল তোলা হয়ে গেছে); পোষাকী (তোলা শাড়ী)। **তোলা দুধ**—মায়ের দুধ নয়, গরু প্রভৃতির দুধ।

তোলা—তুলা দ্রঃ। **তোলাপাড়া করা**—মনে মনে নানা ভাবে বিচার করা; মনে আন্দোলিত হওয়া। **(সে অপমান) তোলা রইল**—মনে রইল, ভবিষ্যতে তার প্রতিবিধান করা যাবে। **কাপড় তোলা**—রৌদ্রে দেওয়া কাপড় উঠানো; পরিধানের কাপড় উঁচু করা। **গা তোলা**—উঠিয়া বসা; উদ্যোগী হওয়া। **গাছে তোলা**—মিথ্যা আশায় আশান্বিত করা (গাছে তুলে মই টান দেওয়া)। **ঘাড় তোলা**—মাথা তোলা। **ঘোড়-তোলা**—উঁচু গোড়ালিযুক্ত। **দুধ তোলা**—শিশুর দুগ্ধ-বমন। **নাক-তোলা**—উন্নাসিক। **পল তোলা**—যন্ত্রাদির দ্বারা খুঁদিয়া মোটা রেখা তোলা। **পিঠের চামড়া তোলা**—নির্মম প্রহার দেওয়া। **মাথা তোলা**—বড় হওয়া; উন্নতি করা; বিদ্রোহী হওয়া। **মুখ তুলে চাওয়া**—করুণা করা, প্রসন্ন হওয়া। **হাই তোলা**—বড় হাঁ করিয়া নিঃশ্বাস লইয়া অবসাদ জ্ঞাপন করা। **হাত তোলা**—হাত দিয়া মারা। **হেঁসেল তোলা**—ভোজনের পর হেঁসেল পরিষ্কার করা ও উচ্ছিষ্ট পাত্রাদি মাজিয়া-ঘষিয়া যথাস্থানে রাখা।

তোলো—[হি. তওলা বা তৌলা] বৃহৎ মাটির হাঁড়ি যাহাতে সাধারণতঃ ভাত রাঁধা হয়। **মুখ তোলো করা বা তোলো হাঁড়ি করা**—অপ্রসন্ন হইয়া গম্ভীর মুখে বসিয়া থাকা।

তোল্য—ণ. তোলনযোগ্য; তুলনীয়। [তুল্+য]।

তোশক, তোষক—[ফা. তোশক] তুলার পাতলা গদি।

তোশাখানা, তোসাখানা—[ফা. তোশাখানা] ভাণ্ডার; পোষাক-পরিচ্ছদ অথবা মূল্যবান্ আসবাবপত্র রাখিবার স্থান।

তোশাদান—তোজদান (দ্রঃ)।

তোষ, তোষণ—সন্তোষ, তৃপ্তি; আহ্লাদ; সন্তোষ-সাধন। [তুষ্+ণিচ্+অনট্]। **আত্ম-তোষণ**—আত্মসুখ-সাধন। **তোষণ-নীতি**-প্রতিপক্ষকে অথবা সমালোচকবর্গকে আঘাত না দিয়া সন্তুষ্ট রাখিবার নীতি। ণ. **তোষিত**—তর্পিত, যাহার সন্তোষ-সাধন করা হইয়াছে। স্ত্রী. **তোষিণী**—প্রীতিদায়িনী (গণ-তোষিণী—অন্নদা)।

তোষদান, তোসদান—তোজদান দ্রঃ।

তোষল—মুষল।

তোষা—তুষা দ্রঃ।

তোষামোদ—[ফা. খুশামদ্] খোসামদ, স্তাবকতা।

তোষামুদে—খোসামুদে।

তোহোবিল—তহ্‌বিল; রেশমের সুতা যে লাটাইতে জড়াইয়া রাখা হয়।

তৌজি,-জী—[আ. তব্‌যী'] সৈত্ত জমিজমা খাজনা ইত্যাদি সম্বন্ধে সরকারী তালিকা। **তৌজিভুক্ত**—তৌজিতে যাহার উল্লেখ আছে। **তৌজি-নবীস**—তৌজি-লেখক।

তৌর্য—মৃদঙ্গাদির ধ্বনি। [তূর্য+অ]। **তৌর্য-ত্রিক**—নৃত্য গীত বাদ্য এই তিন ব্যাপার।

তৌল—[তুল্—পরিমাণ করা+অ] ওজন; ওজন করিবার যন্ত্র। **তৌল-ঝাঁপ**—বড় দাঁড়িপাল্লা, কাঁটা। **তৌলন**—ওজন করা। **তৌলা**—দাঁড়ি-পাল্লায় ওজন করা। **তৌলিক**—চিত্রকর; ওজনকারী, কয়াল।

তৌহিদ—তওহীদ দ্রঃ।

ত্যক্ত—ণ. বর্জিত; বিসৃষ্ট; নিক্ষিপ্ত (ত্যক্ত বাণ)। (বাং.) বিরক্ত, জ্বালাতন (ত্যক্ত-বিরক্ত)। [ত্যজ+ক্ত]; **ত্যক্তজীবিত**—যে জীবনের মায়া ত্যাগ করিয়াছে, মরিয়া। **ত্যক্তলজ্জ**—সঙ্কোচহীন।

ত্যজা—ক্রি. পরিত্যাগ করা, বিসর্জন দেওয়া।

ত্যজন—বর্জন। [ত্যজ্+অনট্]। **ত্যজ্যমান**—যাহা পরিত্যক্ত হইতেছে। [ত্যজ্+শানচ্ কর্মবাচ্যে]।

ত্যাঁদড়, ত্যাঁদড়—[সং. ছিদ্র] ণ. দুষ্ট; বেয়াড়া; নির্লজ্জ; ধূর্ত। (পূর্ববঙ্গে ত্যান্দর)। বি. ত্যাঁদড়ামি।

ত্যাগ—[ত্যজ্+ঘঞ্] ছাড়া, বর্জন, সম্পর্ক-ছেদন (সংসার-ত্যাগ; বন্ধুত্যাগ; দেশ-ত্যাগ); দান, জনহিতে বিনিয়োগ (ধন-ত্যাগ; ত্যাগ-ধর্ম); ক্ষেপণ (শরত্যাগ); বিসর্জন (প্রাণত্যাগ); বৈরাগ্য (ত্যাগী পুরুষ; ত্যাগ-মার্গ)। **ত্যাগ-পত্র**—সম্পর্ক-ছেদন-পত্র। **ত্যাগী (-গিন্)**—ণ. যে সংসার বা বিষয়ে আসক্তি বর্জন করিয়াছে; স্বার্থত্যাগী; সংযমী; সংসার-ত্যাগী।

ত্যাজ্য—ণ. বর্জনের যোগ্য। [ত্যজ্+ণ্যৎ কর্মবাচ্যে]। **ত্যাজ্যপুত্র**—পিতার আশ্রয় ও ধন-সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত পুত্র।

ত্যাড়া—তেড়া দ্রঃ।

ত্রপ—লজ্জা। [ত্রপ্+অ]। **ত্রপমান, ত্রপী** (-পিন্)—ণ. লজ্জাশীল। **ত্রপা**—লজ্জাশীলতা; বিনয়; কীর্তি; কুল; কুলটা। **ত্রপিত**—লজ্জিত। **ত্রপিষ্ঠ**—অতিশয় লজ্জিত।

ত্রপান্তর, তৃপান্তর—[ত্রিপ্রান্তর] তেপান্তর।

ত্রপু—[ত্রপ্+উ, যাহা অগ্নিসংযোগে লজ্জিত অর্থাৎ গলিত হয়] সীসা; রাঙ, টিন।

ত্রয়—৩ এই সংখ্যা। [সং]। **ত্রয়ী**—ঋক্ সাম যজুঃ—এই তিন বেদ; ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর—এই তিন-মূর্তি। পৃথিবী; দুর্গা। **ত্রয়ীধর্ম**—বৈদিক ধর্ম। **ত্রয়ীবিদ্যা**—বেদ-বিদ্যা। **ত্রয়ীমুখ**—ব্রাহ্মণ।

ত্রয়ঃপঞ্চাশৎ—৫৩ এই সংখ্যা। [সং]। **ত্রয়ঃপঞ্চাশত্তম**—৫৩ সংখ্যার পূরক (ত্রয়ঃপঞ্চাশত্তম জন্মবার্ষিকী)—এই ভাবে ত্রয়শ্চত্বারিংশৎ, ত্রয়শ্চত্বারিংশত্তম, ত্রয়ঃষষ্টি,-তম, ত্রয়ঃসপ্ততি, -তম ইত্যাদি। **ত্রয়স্ত্রিংশৎ**—৩৩ এই সংখ্যা। **ত্রয়স্ত্রিংশ,-শত্তম**—৩৩ সংখ্যার পূরক।

ত্রয়োদশ—১৩ এই সংখ্যা। [সং]। **ত্রয়োদশিক**—মৃতের ত্রয়োদশ দিনে যে-সব শাস্ত্রীয় কর্ম করা হয়। **ত্রয়োদশী**—বি. ত্রয়োদশী তিথি; ণ. ত্রয়োদশস্থানীয়া বা ত্রয়োদশ বর্ষ বয়স্কা। **ত্রয়োবিংশতি**—২৩ এই সংখ্যা। **ত্রয়োবিংশ, ত্রয়োবিংশতিতম**—২৩ সংখ্যার পূরক।

ত্রসন—ত্রাস, উদ্বেগ। [ত্রস্+অনট্]।

ত্রসর—[ত্রস্ (গতি)+অর] মাকু।

ত্রসরেণু—(গমনশীল রেণু) গবাক্ষপথে আগত সূর্যকিরণে যে-সব রেণু সঞ্চালিত হইতে দেখা যায়। [সং]।

ত্রস্ত—ণ. ত্রাসযুক্ত, ভয়চকিত; ত্বরিত (ত্রস্তপদে বাহির হইয়া গেল)। [ত্রস্+ক্ত]

ত্রস্নু—ণ. ত্রাসশীল, ভীরু। [সং.]।

ত্রাটক—অপলক দৃষ্টিতে সূক্ষ্মবস্তু দর্শনের যোগ-পদ্ধতি-বিশেষ (ইহার অভ্যাসে নাকি মনোযোগ বৃদ্ধি হয়)।

ত্রাণ—[ত্রৈ (রক্ষা করা)+অনট্] বিপদ্ হইতে উদ্ধার, মুক্তি (ত্রাণকর্তা ঈশ্বর)। **ত্রাত**—যাকে ত্রাণ করা হইয়াছে। **ত্রাতা (-তৃ)**—উদ্ধারকর্তা (ভয়ত্রাতা)। **ত্রায়মাণ**—ণ. যে পরিত্রাণ লাভ করিতেছে; ত্রাণকারী।

ত্রাস—[ত্রস্+ঘঞ্] ভয়; প্রাণভয়। **ত্রাস-জনক**—ভীতিকর। **ত্রাসিত**—অতিশয় ভীত।

ত্রাহি—[ত্রৈ+হি—ত্রাণ কর] ক্রি. বাঁচাও। **ত্রাহি ত্রাহি ডাক ছাড়া**—অত্যন্ত বিপন্ন হইয়া সাহায্যের জন্য আকুল প্রার্থনা করা।

ত্রি—[সং.] ৩ এই সংখ্যা। **ত্রিকচ্ছ**—তিন কাছা দিয়া কাপড় পরার প্রাচীন পদ্ধতি-বিশেষ। **ত্রিকটু**—শুঁঠ পিপুল ও মরিচ। **ত্রিকর্মা**—দান যজ্ঞ ও বেদাধ্যয়ন-নিষ্ঠ ব্রাহ্মণ। **ত্রিকাল**—ভূত ভবিষ্যৎ ও বর্তমান; প্রাতঃকাল মধ্যাহ্ন-কাল ও সায়ংকাল। **ত্রিকালজ্ঞ, ত্রিকাল-**

দর্শী (-র্শিন্)—যিনি ভূত ভবিষ্যৎ ও বর্তমান জানেন; বুদ্ধ; মুনিঋষি। **ত্রিকুল**—পিতৃকুল মাতৃকুল ও শ্বশুরকুল। **ত্রিকোণ**—তিন কোণ বিশিষ্ট। **ত্রিকোণ-মণ্ডল,-ভূমি**—ব-দ্বীপ। **ত্রিকোণমিতি**—Trigonometry. **ত্রিগণ**—ধর্ম অর্থ কাম এই ত্রিবর্গ। **ত্রিগুণ**—সত্ত্ব রজঃ তমঃ। **ত্রিগুণাত্মিকা**—সত্ত্বরজস্তমো গুণময়ী (প্রকৃতি)। **ত্রিঘাত**—তিনটি সমান রাশিকে গুণ করিয়া প্রাপ্ত। **ত্রিচক্ষুঃ**—শিব। **ত্রিজগৎ**—স্বর্গ মর্ত্য পাতাল। **ত্রিজাতক**—জৈত্রী এলাচ তেজপাতা। **ত্রিতন্ত্রী** (-ন্ত্রিন্)—বাদ্যযন্ত্র-বিশেষ, সেতার। **ত্রিতল**—তেতালা। **ত্রিতাপ**—আধ্যাত্মিক আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক এই ত্রিবিধ দুঃখ। **ত্রিদণ্ডী**(-ণ্ডিন্)—সন্ন্যাসী-সম্প্রদায়-বিশেষ। **ত্রিদশ**—যাহাদের বাল্য কৈশোর ও যৌবন দশা আছে কিন্তু বার্ধক্য নাই, দেবতা, অমর। **ত্রিদশগুরু**—বৃহস্পতি। **ত্রিদশ-দীর্ঘিকা**—স্বর্গ-গঙ্গা। **ত্রিদশপতি**—দেবরাজ ইন্দ্র। **ত্রিদশমঞ্জরী**—তুলসী। **ত্রিদশবধূ, ত্রিদশবনিতা**—অপ্সরা। **ত্রিদশাঙ্কুশ**—বজ্র। **ত্রিদশাধ্যক্ষ**—বিষ্ণু। **ত্রিদশালয়**—স্বর্গ। **ত্রিদশায়ুধ**—বজ্র। **ত্রিদশাবাস**—স্বর্গ; সুমেরু পর্বত। **ত্রিদশাহার**—অমৃত। **ত্রিদিব**—স্বর্গ (যেখানে ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর ক্রীড়া করেন)। **ত্রিদৃক্** (-শ্)—ত্রিলোচন। **ত্রিদেব**—ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর। **ত্রিদোষ**—বাত পিত্ত ও কফের দোষ। **ত্রিদোষঘ্ন**—যাহা বায়ু পিত্ত ও কফ এই তিনের বিকার নষ্ট করে। **ত্রিধা**—তিন দিক দিয়া; তিন অংশে; তিন ভাবে। **ত্রিধামূর্তি**—পরমেশ্বরের ব্রহ্মা বিষ্ণু ও মহেশ্বরে ত্রিধা প্রকাশ। **ত্রিধারা**—তিন ধারা যাহার, গঙ্গা। **ত্রিনেত্র**—শিব। **ত্রিনেত্রা**—দুর্গা; কালী। **ত্রিপত্র**—বিল্বপত্র; বেল গাছ; কুশপত্র-ত্রয়ে রচিত দ্রব্য-বিশেষ। **ত্রিপথ**—তেমাথা। **ত্রিপথগা**—গঙ্গা। **ত্রিপদী**—ছন্দো-বিশেষ; তেপায়া। **ত্রিপর্ণ**—পলাশ বৃক্ষ। **ত্রিপিটক**—সূত্র অভিধর্ম ও বিনয় এই তিন ভাগে বিভক্ত বৌদ্ধশাস্ত্র। **ত্রিপুণ্ড্র,-পুণ্ড্রক**—ভস্মাদির দ্বারা ললাটে কৃত রেখাত্রয়। **ত্রিপুরারি, ত্রিপুরান্তক**—শিব। **ত্রিফলা**—হরীতকী আমলকী ও বহেড়া। **ত্রিবর্গ**—ধর্ম অর্থ কাম। **ত্রিবর্ণ**—ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য। **ত্রিবর্ষ**—যাহার বয়স তিন বৎসর হইয়াছে। **ত্রিবর্ষিকা**—তিন-বৎসর-বয়স্কা গবী। **ত্রিবলি,-লী**—পেটে ও গলায় চামড়ায় যে সাধারণতঃ তিনটি করিয়া ভাঁজ পড়ে। **ত্রিবিক্রম**—ত্রিপদের দ্বারা ত্রিলোক আক্রমণকারী বামনরূপী বিষ্ণু। **ত্রিবিধ**—তিন প্রকারের। **ত্রিবৃত**—ত্রিগুণিত। **ত্রিবেণী**—যেখানে গঙ্গা যমুনা ও সরস্বতীর মিলন হইয়াছে। **ত্রিবেদী**(-দিন্)—ঋক্ যজুঃ সাম এই তিন বেদ-অধ্যয়নকারী ব্রাহ্মণ; তেওয়ারী। **ত্রিভঙ্গ**—তিন জায়গায় বাঁকা। **ত্রিভঙ্গমুরারি**—শ্রীকৃষ্ণ। **ত্রিভুজ**—তিনটি ভুজের দ্বারা বেষ্টিত ক্ষেত্র। **ত্রিভুবন**—স্বর্গ মর্ত্য পাতাল; বিশ্বভুবন। **ত্রিমদ**—বিদ্যা-মদ ধন-মদ আভিজাত্যমদ অর্থাৎ মোহ। **ত্রিমধু**—ঘৃত মধু চিনি। **ত্রিমার্গী** (-র্গিন্)—তেমাথা-পথ। **ত্রিমূর্তি**—ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর এই তিনের যুক্ত মূর্তি-বিশেষ। **ত্রিযামা**—তিন যামবিশিষ্ট রাত্রি (রাত্রির চারি যামের মধ্যে প্রথম ও শেষ যামার্ধ রাত্রিমধ্যে গণনা করা হয় না)। **ত্রিরত্ন**—বুদ্ধ ধর্ম ও সংঘ। **ত্রিরাত্র**—তেরাত্তির। **ত্রিরেখ**—শঙ্খ। **ত্রিলোক**—ত্রিভুবন। **ত্রিলোচন**—ত্রিনয়ন, শিব। **ত্রিলৌহক**—স্বর্ণ রৌপ্য তাম্র। **ত্রিশক্তি**—কালী তারা ত্রিপুরা—দুর্গার এই তিন মূর্তি। **ত্রিশঙ্কু**—স্বনামপ্রসিদ্ধ পৌরাণিক নৃপতি, স্বর্গের ও মর্ত্যের মাঝখানে ইঁহার স্থান লাভ হইয়াছিল। **ত্রিশঙ্কুর দশা বা অবস্থা**—আগেও যাইতে পারে না পিছনেও হটিতে পারে না এমন অনিশ্চিত অবস্থা। **ত্রিশীর্ষক**—ত্রিশূল। **ত্রিশূলী** (-লিন্)—শিব। **ত্রিশৃঙ্গী** (-ঙ্গিন্)—রুই মাছ। **ত্রিসন্ধ্যা**—প্রাতঃ মধ্যাহ্ন ও সায়ং কাল। **ত্রিসীমা(না)**—তিন দিকের সীমানা; নিকট (ত্রিসীমানায় না যাওয়া)। **ত্রিস্রোতাঃ**—গঙ্গা; উত্তর বঙ্গের তিস্তা নদী। **ত্রিহায়ণ**—তিন-বৎসর-বয়স্ক। স্ত্রী. **ত্রিহায়ণী**—তিন-বৎসর-বয়স্কা গাভী।

ত্রিংশ—৩০ এই সংখ্যার পূরক; ৩০ এই সংখ্যা।

ত্রিকচ-কামান—তীরধনু। [ত্রিকচ=ফা. তীর-কশ্+ফা. কামান=ধনুক]।

ত্রিত্ব—তিনের ভাব; ত্রিবৃত্তি। [সং]

ত্রিশ—৩০ এই সংখ্যা। [ত্রিংশ]। **ত্রিশা**—ত্রিশ

দিন ব্যাপী উৎসব; মাসের ত্রিশ তারিখ। [ত্রিংশাহ]।
ত্রিষ্টুপ্(-ভ্)—সংস্কৃত ছন্দবিশেষ।
ত্রিসর—তিল-মিশ্রিত অন্ন। [সং]
ত্রুটি,-টী—ন্যূনতা, কাম; ঘাটতি, অভাব; অপরাধ, কসুর; কমতি, অন্যথা। যত্নের ত্রুটি হইবে না)। [ত্রুট্+ই,+ঈপ্]। **ত্রুটি-বিচ্যুতি**—ভুল-ভ্রান্তি। **ত্রুটিত**—খলিত।
ত্রেতা—পুরাণোক্ত দ্বিতীয় যুগ। [সং]।
ত্রেধা—অব্য. ত্রিধা, তিন প্রকারে। [ত্রি+ধাচ্]।
ত্রৈকালিক—ণ. ভূত ভবিষ্যৎ বর্তমান এই তিন কাল-সম্বন্ধীয়; প্রাতঃ মধ্যাহ্ন সন্ধ্যা এই তিন কাল-বিষয়ক। [ত্রিকাল+ষ্ণিক]।
ত্রৈগুণ্য—সত্ত্ব রজঃ তমঃ এই তিন গুণের ভাব বা সমষ্টি। [ত্রিগুণ+য]
ত্রৈধাতক—ণ. সোনা রূপা তামা এই তিন ধাতুতে নির্মিত।
ত্রৈপুরুষ—ণ. তিনপুরুষব্যাপী। [ত্রিপুরুষ+অ]।
ত্রৈবর্গিক, ত্রৈবর্গ্য—ণ. ধর্ম অর্থ কাম এই ত্রিবর্গ-বিষয়ক। [ত্রিবর্গ+ইক, য];
ত্রৈবর্ণিক—ণ. ত্রিবর্ণ-জাত। [ত্রিবর্ণ+ইক]
ত্রৈবার্ষিক—ণ. তিন বৎসরে উৎপন্ন বা নিষ্পন্ন বা প্রকাশিত। [ত্রিবর্ষ+ইক] [+অ]
ত্রৈবিক্রম—ণ. ত্রিবিক্রম-সম্বন্ধীয়। [ত্রিবিক্রম
ত্রৈবিদ্য—ণ. ত্রিবেদী। [ত্রিবিদ্যা+অ]
ত্রৈবিধ্য—বি. তিন প্রকার [ত্রিবিধা+ষ্ণ্য]
ত্রৈমাসিক—ণ. যাহা তিন মাসে জন্মে বা অনুষ্ঠিত হয় বা প্রকাশিত হয়। [ত্রিমাস+ইক]
ত্রৈরাশিক—বি. তিন-রাশি ঘটিত অঙ্ক-প্রণালী, rule of three. [ত্রিরাশি+ইক]
ত্রৈলোক্য—স্বর্গ মর্ত পাতাল। [ত্রিলোক+য]। **ত্রৈলোক্য-বিজয়া**—ভাঙ্।
ত্রোটক—ণ. বা বি যাহা দ্বারা ছেদন করা যায়; দৃশ্যকাব্যের শ্রেণী-বিশেষ। [ত্রুট্+অক]। **ত্রোটকী**—রাগিণী-বিশেষ।
ত্রোটি,-টী—পাখীর ঠোঁট; পক্ষি-বিশেষ; মৎস্য-বিশেষ। [ত্রুট্+ই]। **ত্রোটিহস্ত**—(ত্রোটি হস্ত যাহার) পক্ষী।
ত্র্যংশ—তৃতীয় অংশ। [সং]
ত্র্যক্ষ—শিব [ত্রি+অক্ষি] [ত্রি+অক্ষর
ত্র্যক্ষর—প্রণব, ওঙ্কার-মন্ত্র; ছন্দো-বিশেষ।
ত্র্যঙ্ক—ণ. তিন-অঙ্ক-বিশিষ্ট। [ত্রি+অঙ্ক]
ত্র্যঙ্গ—ণ তিন-অঙ্গ-যুক্ত। [ত্রি+অঙ্গ]
ত্র্যঙ্গুল—ণ. তিন-অঙ্গুলি-পরিমিত। [ত্রি+অঙ্গুল]
ত্র্যম্বক—(তিন লোকের পিতা) শিব; তিন মাতার সন্তান; চন্দ্রশেখর নামে পৌরাণিক রাজা। [ত্রি+অম্বক]
ত্র্যশীতি—৮৩ এই সংখ্যা। [ত্রি+অশীতি]
ত্র্যস্র ণ ত্রিভুজ। [ত্রি+অস্র]
ত্র্যহস্পর্শ—একদিনে তিন তিথির স্পর্শ বা সংযোগ, তিন মন্দ বিষয়ের একত্র সমাবেশ (ব্যঙ্গে)। [সং.]
ত্র্যায়ুষ—বাল্য যৌবন বার্ধক্য আয়ুর এই ত্রিবিধ অবস্থা। [সং.]
ত্র্যাহিক—ণ. তিন-দিবস-সম্বন্ধীয়; যাহা তিন দিনে হয় (জ্বর)। [ত্র্যহ+ষ্ণিক]
ত্ব—গুণ অবস্থা বৃত্তি প্রভৃতি প্রকাশক প্রত্যয় (নবত্ব, মনুষ্যত্ব)। তা দ্রঃ।
ত্বক্ (-চ্)—[ত্বচ্ (আবরণ করা)+ক্বিপ্] গাত্রচর্ম, স্পর্শেন্দ্রিয়; ছাল, বল্কল (বৃক্ষত্বক্); খোসা (ফলাদির ত্বক্)। **ত্বক্‌চ্ছেদ**—খত্না, circumcision. **ত্বক্‌পত্র**—তেজপাতা; দারু-চিনি। **ত্বক্‌পুষ্প**—রোমাঞ্চ; ছুলিরোগ। **ত্বক্‌সার**—যাহার ভিতরে ফাঁপা, বাঁশ।
ত্বগঙ্কুর—রোমাঞ্চ। **ত্বগাধারদেহ**—শামুক প্রভৃতি। **ত্বগ্‌দোষ**—কুষ্ঠরোগ।
ত্বদীয়—[ত্বদ্+ঈয়] ণ. তোমার।
ত্বর—ত্বরা; বেগ। **ত্বরণ**—বেগের ক্রমবৃদ্ধি acceleration। [ত্বর্+অ]। **ত্বরমাণ**—যে তাড়াতাড়ি করিতেছে, ক্ষিপ্রকারী। [ত্বর্+শানচ্]। **ত্বরা**—ক্ষিপ্রতা; বেগ; সম্ভ্রম। [ত্বর্+অ+আপ্]। **ত্বরায়**—ক্রি. ণ. শীঘ্র। ণ. **ত্বরিত**—সত্বর, তাড়াতাড়ি। **ত্বরিত বেগে**—ক্রি. ণ. দ্রুত-বেগে। **ত্বরিতগতি**—ক্ষিপ্রগামী।
ত্বষ্ট—যাহা চাঁছিয়া পরিপাটি বা সরু করা হইয়াছে। [ত্বক্ষ্+ক্ত]। **ত্বষ্টা** (-ষ্টৃ)—সূত্রধর; বিশ্বকর্মা। [ত্বক্ষ্+তৃচ্]।
ত্বাচ—ণ. ত্বক্-সম্বন্ধীয়। [ত্বচ্+অ]। **ত্বাচ-প্রত্যক্ষ**—স্পর্শেন্দ্রিয়ের সাহায্যে যে বিষয়ের জ্ঞান জন্মিয়াছে।
ত্বাদৃক্(-শ্),ত্বাদৃক্ষ,ত্বাদৃশ—ণ. তোমার সদৃশ। [সং.]
ত্বিষাম্পতি, ত্বিষাম্পতি—সূর্য; অর্কবৃক্ষ। [সং.]

থ

থ—ব্যঞ্জনবর্ণমালার সপ্তদশ বর্ণ ও 'ত'বর্গের দ্বিতীয় বর্ণ—মহাপ্রাণ, অঘোষবান্। অকঠিনতা ঘনত্ব ও গুরুত্ব ব্যঞ্জক।

থ—পর্বত (থকারে পাথর.তুমি থকারের মেয়ে—ভারতচন্দ্র); ভয়ত্রাতা।

থ—[সং. স্থির] ণ. হতভম্ব, অভিভূত, বোকা (থ করা; থ খেয়ে যাওয়া; থ মেরে যাওয়া; থ হয়ে যাওয়া; থ বানিয়ে দেওয়া)।

থই—[সং. স্থলী; হি. থই—স্থান] স্থল; তলদেশ, তলকূল.(নদীতে থই পাওয়া যায় না); সীমা (দুঃখের থই)। বিণ. অথই—অথই জল। **থই পাওয়া**—তলপাওয়া।

থই থই—অব্য. ব্যাপকতা ও প্রাচুর্য ব্যঞ্জক (জল থই থই করছে; বৈঠকখানা লোকে থই থই করছে—বহু লোকের সমাগম হইয়াছে)।

থক্থক্—অব্য. তরল দ্রব্যের ঘন-ভাব। ণ. **থক্-থকে**—গাঢ় (ঝোল কমে থক্থকে হয়েছে)।

থকা—[হি. থক্না] ক্রি. ক্লান্ত হওয়া; পরিশ্রান্ত হওয়া। **থকে না**—ক্লান্ত হয় না।

থকার—থ এই বর্ণ।

থকিত—[সং. স্থগিত] ণ. স্তব্ধ, শান্ত; স্থগিত (কাজ থকিত রাখা; কালা নাম শুনিয়া থকিত হয় চিত—জ্ঞানদাস)।

থতমত—[সং.স্তম্ভিত] ণ. অপ্রতিভ; বি. মুখে কথা না সরার ভাব। **থতমত খাওয়া**—কি বলিবে সে সম্বন্ধে ইতস্ততঃ করা; অভিভূত হওয়া; অপ্রস্তুত হওয়া।

থতানো—থতমত খাওয়া (থতিয়া যাওয়া)।

থপ্—অব্য.অকঠিন ও স্থূল দ্রব্যের পতনশব্দ-জ্ঞাপক (থপ্ করে বসে পড়া)। **থপ্ থপ্**—গুরুভার প্রাণীর চলার শব্দ বা ক্রমাগত থপ্ আওয়াজ (হাতী থপ্ থপ্ করিয়া চলে)। ণ. **থপ্থপে**—নরম অন্তঃসারশূন্য ও ভারী; জরাগ্রস্ত। **থপাস্ থপাস্**—থপ্ থপ্-এর কোমল রূপ; ভারী ও নরম কিছু পড়িয়া ছড়াইয়া যাইবার ভাব।

থাপ্পড়—থাপড় দ্রঃ।

থবির—স্থবির।

থমক—ঠমক দ্রঃ; মন্থর গমন-ভঙ্গি (থমকে থমকে—হেলিয়া-দুলিয়া মন্থর গমনে)। **থমকানো**—ক্রি. হঠাৎ থামিয়া পড়া ('যদি থমকি থেমে যাও পথমাঝে'); হঠাৎ উপস্থিত বাধার ফলে আরব্ধকর্ম হইতে বিরত হওয়া। বি. **থমকানি**। **জল থমকানো**—জল স্থির হওয়ার ফলে নীচে তলানি পড়া।

থম্থম্—[সং. স্তম্ভ] অব্য. স্তম্ভিত বা গতিহীন হওয়ার ভাব; সমাচ্ছন্ন বা ঘোর বা জলভারাক্রান্ত হইবার ভাব। **থম্থম্ করা**—সাময়িক-ভাবে স্তব্ধ হওয়া; রসপূর্ণ হওয়া। (রাত্রি থম্ থম্ করছে—রাত্রিতে দূরব্যাপী স্তব্ধতা অনুভব করা যাইতেছে। সর্দিতে শরীর থম্ থম্ করছে—ভিতরে প্রচুর রসভাব হইয়াছে। জল থম্ থম্ করা—থৈ থৈ করা)। ণ. **থম্থমে**—জলে বা রসে বা ভাবে ভারাক্রান্ত (থম্থমে মেঘ, মুখ); সাময়িক-ভাবে গতিহীন (সর্বত্র একটা থমথমে ভাব—সাময়িকভাবে কোন ঘটনা ঘটিতেছে না যদিও আশঙ্কা দূর হয় নাই)।

থর—[সং. স্তর] স্তর, স্তবক, পরত। **থর লাগানো**—থরে থরে সাজানো। **থর গাঁথা**—থরে থরে ফুল সাজাইয়া গড়ে মালা গাঁথা। **থর নামা**—মোটা হওয়ার ফলে পেটে ঘাড়ে বলি-রেখা অঙ্কিত হওয়া। **থরে থরে**—থাকে থাকে, পর পর; শৃঙ্খলার সহিত। **থরে-বিথরে**—সুশৃঙ্খলভাবে ও প্রচুরভাবে (সকলি দিলাম তুলে থরে বিথরে—রবীন্দ্র)।

থর্থর্—অব্য. দ্রুত কম্পিত হওয়ার ভাব (ভয় অবসাদ বার্ধক্য ইত্যাদির ফলে। থর্থর্ কাঁপিল বসুধা—মধুসূদন)। (লঘু কম্পন সম্বন্ধে থির্থির্, থুর্থুর্ বলা হয়)। **থর্থরানো**—ক্রি থর্ থর্ করিয়া কাঁপা; অত্যন্ত ভীত হওয়া। বি. **থর্থরানি**। ণ. **থর্থরে**—কম্পমান।

থরহর, থরহরি—থর্থর্। **থরহরি কম্প**—ভয়ে অতিরিক্ত কম্প।

থল—[সং. স্থল] স্থল, ডাঙা (কাব্যে ব্যবহৃত)। **থলকূল**—আশ্রয়স্থান। **থলপদ্ম**—স্থলপদ্ম।

থলথল—[প্রাকৃত থুল] অব্য. মাংস চর্ম প্রভৃতির শিথিলতা-জ্ঞাপক ভাব। বি. **থলথলে**—স্থূল ও লোল; নরম ও চর্বিযুক্ত (থলথলে পেট)। **থল-থলানো**—ক্রি. থলথল করা (অবজ্ঞার্থে থসথসানো)। [ছোট ঝুলি, থলে, bag.

থলি,-লী, থলিয়া—[সং. স্থলী; হি. থৈলী]

থলিয়াৎ,থল্যাৎ—চোরের ভাণ্ডারী ; যে চোরাই মাল নিজের ঘরে রাখিয়া চোরকে সাহায্য করে (কোথাও থালোৎ বা থালুৎ বা খৌলদ্দার বলে)।

থলে—[সং. স্থলী] থলি, থলিয়া, বস্তা। (কথ্য)।

থলো, থোলো—ণ. থলির মত ; বি. গুচ্ছ, স্তবক ('করবী থলো থলো রয়েছে ফুটি')।

থস্‌থস্—অব্য. শিথিলতার আধিক্যের ভাব। **থস্ থস্ করা**—অত্যন্ত শিথিল হওয়া ; পচিবার উপক্রম করা। ণ. **থস্‌থসে**—নরম ও অন্তঃসার-শূন্য, গলিত (থস্‌থসে ফল ; থস্‌থসে শরীর)। (প্রায় গলিত অর্থে 'থ্‌সথ্‌স্' ; একান্ত গলিত অর্থে 'থ্যাস্‌থ্যাস্')।

থা—[সং. স্থান ; হি. থাহ্] বি. থই, অন্ত ; ধারা, দিশা, শৃঙ্খলা (কাজের থা পাওয়া যাচ্ছে না) ; স্থানার্থক প্রত্যয়বিশেষ (যেথা, হেথা, সেথা, এথা)। **থা পাওয়া**—একটা স্থিরতায় পৌঁছা। **থা পাওয়ানো**—শৃঙ্খলাবদ্ধ করা। [সর্বথা)।

থা—[সং. থাচ্] প্রকারার্থবাচক প্রত্যয় (অন্যথা,

থাই—থই।

থাউকা—[সং. স্তবক ; হি. থাক] বি. থোকা ; ণ. একটি একটি করিয়া নয়, থোকা বা ভাগ হিসাবে (থাউকা দরে বিক্রি)। **থাউকি বেলা**—থকিয়া যাওয়া বেলা, অপরাহ্ণ

থাক—[সং. স্তবক ; হি. থাক] বি. স্তর, স্তবক, তাক (থাকে থাকে বই সাজানো আছে) ; শ্রেণী, পঙ্‌ক্তি, ভাগ ; হিন্দুর জাতি-বিভাগের পদ্ধতি-বিশেষ, মেল ; জমির সীমানা-নির্দেশক পাকা থাম (থাক জরীপ, থাকবস্তি। । **থাককাটা**—স্তবকে শ্রেণীতে বা ভাগে বিভক্ত। **থাক থাক**—স্তরে স্তরে সজ্জিত। **থাকে থাকে**—স্তরে স্তরে, ভাগে ভাগে।

থাক—ক্রি. থাকুক (থাক সে কথা, ভুলে আর কাজ নেই) ; অবস্থিতি কর (সুখে থাক)। **থাক না**—থাকুক না, রহুক না, ও প্রসঙ্গে কাজ নাই (থাক না, নাই বা বল্লে) ; থাকুক (আজ থাক না, কাল বলো)।

থাকবস্ত, থাকবস্তি—জমির চৌহদ্দী খাজানা দখিলকার ইত্যাদির উল্লেখযুক্ত জরীপ।

থাকা—[সং. স্থা] ক্রি. অবস্থান করা (বাড়িতে থাকা ; থাকবে না যাবে ; উৎকণ্ঠায় থাকা) ; বাস করা (বিদেশে থাকে) ; বিদ্যমান থাকা, বাঁচিয়া থাকা (বাপ থাকলে অন্য কথা হতো) ; মজুদ থাকা (টাকা কি থাকে ?) ; কালাতিপাত করা (কষ্টে থাকা) ; আটকা পড়া (এ জালে মাছ থাকবে না) ; দীর্ঘস্থায়ী হওয়া (এ ভাব থাকবে না) ; উদ্বৃত্ত হওয়া (মাসে যা পাই কিছুই থাকে না ; কিছু যদি থাকে সে তোমা-দেরই থাকবে) ; টিকা, টিকিয়া থাকা, বসবাস করা (ঘরে মন থাকে না ; ওকে ওরা দেশে থাকতে দেবে না ; কাজ থাকবে, মান-মর্যাদা আর থাকবে না) ; রক্ষা পাওয়া, বাঁচা (বুড়ো এ যাত্রা থাকবে না,যাবে ?) ; সংস্রব রাখা, জড়িত হওয়া (কারো কথায় থেকো না) ; বিলম্ব করা (ওখানে বেশিক্ষণ থেকো না) ; নিবৃত্ত বা নিরস্ত হওয়া (আচ্ছা থাক আর বলতে হবে না) ; স্মরণে রাখা (মনে থাকা) ; পশ্চাতে পড়িয়া রহা (সবাই যাবে, কেউ থাকবে না) ; অপ্রয়োজনীয় জ্ঞান করা (থাক থাক, ঢের হয়েছে)। **থাকন**—থাকা। **থাকয়ে**—থাকে (কাব্য)। **থাকি থাকি**—থাকিয়া থাকিয়া (কাব্য)। **থাকা-থাকি**—থাকা না থাকার বিষয়। **থাক গিয়ে, থাকগে**—থাকুক, থাকতে দাও, ছাড়িয়া দাও। **অন্ধকারে থাকা**—অজ্ঞ থাকা, ওয়াকিফহাল না হওয়া। **আঁচে থাকা**—অল্প উত্তাপযুক্ত উনানে বসানো থাকা ; কোন ব্যাপার গোপনে বুঝিতে চেষ্টা করা। **কথা থাকা**—বন্দোবস্ত থাকা ; কথা অনুসারে কাজ হওয়া। **কথায় থাকা**—কাহারও ব্যাপারে নিজেকে জড়িত করা। **কুলে থাকা**—কুলত্যাগিনী না হওয়া। **ঘরে থাকা**—সংসারধর্ম পালন করা ; সন্ন্যাসী না হওয়া ; কুলত্যাগিনী না হওয়া। **ঘুমিয়ে থাকা**—নিশ্চেষ্ট থাকা, খোঁজখবর না রাখা। **জাত থাকা**—জাতিচ্যুত না হওয়া ; সম্মান-সম্ভ্রম বজায় থাকা। **জেগে থাকা**—না ঘুমানো ; সতর্ক থাকা। **টেঁকে থাকা, টিকিয়া থাকা**—খাইয়া পরিয়া বাঁচিয়া থাকা ; ব্যবসা-আদিতে ফেল না পড়া। **ডুবে থাকা**—বিভোর থাকা। **ডুব দিয়া থাকা**—আত্মগোপন করা। **তাকে থাকা**—প্রতীক্ষায় থাকা, ওৎ পাতিয়া থাকা। **থেমে থাকা**—কিছুদিনের জন্য নীরব থাকা। **দাঁড়িয়ে থাকা**—দণ্ডায়মান অবস্থায় থাকা ; ধাক্কা সামলানো ; অপেক্ষা করা। **দাঁতে থাকা, দাঁতের উপরে থাকা**—অনবরত দাঁত-

খিঁচুনি সহ্য করা। **দেবে থাকা**—সাড়া না দেওয়া; প্রতিবাদ-আদি না করা। **দোষের মধ্যে থাকা**—জড়িত থাকা, দোষের ভাগী হওয়া। **ধোঁকায় থাকা, ধোঁকার মধ্যে থাকা**—অনিশ্চয়তার মধ্যে থাকা; ভুল ধারণা পোষণ করা। **পড়ে থাকা**—না ঘুমাইয়া বিছানায় শরীর এলাইয়া দিয়া বিশ্রাম করা; পিছনে থাকা; অনাদৃত হওয়া; ক্রেতা না জোটা। **পেটে থাকা**—বমন না হওয়া; গোপন থাকা, রাষ্ট্র না হওয়া; গর্ভপাত না হওয়া। **পেটে থাকা-কালে**—গর্ভাবস্থায়। **মনে থাকা**—বিস্মৃত না হওয়া; কৃতজ্ঞতার সহিত অথবা প্রতিহিংসা চরিতার্থতার উদ্দেশ্যে স্মরণ করা। **মরে থাকা**—জীবন্মৃত হইয়া থাকা। **মাথা থাকা**—প্রখর বুদ্ধি থাকা; মাথা কাটা না যাওয়া; প্রাণরক্ষা হওয়া; কঠিন রোষ বা তিরস্কারের ভাগী না হওয়া। **মাথায় থাকা**—সম্ভ্রমের পাত্র বা বিষয় বলিয়া বিবেচিত হওয়া। **মান থাকা**—সম্মান রক্ষা পাওয়া। **মুখ থাকা**—গৌরব ক্ষুণ্ণ না হওয়া।

থাকা—বি. অবস্থিতি, বসবাস (থাকা না থাকা সমান); বিসর্জনের প্রতিমা বহনের মঞ্চ।

থাকান—ঠেক্‌নো। **থাকানো**—ক্রি. থাকিতে বাধ্য করা। **থাকিয়া থাকিয়া, থেকে থেকে**—ক্রি. বি. মধ্যে মধ্যে; কিছুক্ষণ পর পর (থেকে থেকে বৃষ্টি হচ্ছে)। **থাকুক**—থাক দ্রঃ; অবস্থিতি করুক, রহুক (সুখে থাকুক); ছাড়িয়া দাও, ধরিও না (আমার কথা থাকুক, বাপের কথাই সে শোনে না)।

থাড়, থাড়া—[সং. স্তব্ধ; প্রাঃ থড্ড] বি. দণ্ডায়মান। স্ত্রী. **থাড়ি, থাড়ী**। (ব্রজবুলি)। **বুড়ো-থাড়া**—বৃদ্ধ ও স্থবির।

থাড়ানো—ক্রি. দাঁড় করানো; যাহা সাধারণতঃ দৃঢ় নয় তাহাকে দৃঢ়ের মত করা (সুতা থাড়ানো)।

থাতানো—[স্থাপিত?] ক্রি. থালায় খাদ্য সাজানো। **থাতামুতা**—কোন রকমে সাজানো-গোছানো, জোড়াতালি (থাতামুতা দিয়ে রাখলে কি আর থাকে?)। **থাতি**—গচ্ছিত (থাতি ধন। প্রাচীন বাংলা)।

থান—[সং. অখণ্ড, হি. থান] বি. অখণ্ড, আস্তো (থান ইট মাথায় মারা; এক থান আপরকী); পাড়হীন; বি. এক তানায় বোনা সাধারণতঃ বিশ গজ পরিমাণ কাপড় (মার্কিনের থান)। **থানকাপড়**—সাদা পাড়ের কাপড়। **থানধুতি, থান-ফাড়া ধুতি**—থান হইতে কাটিয়া লওয়া সাদা পাড়ের ধুতি। **থান থান রক্ত**—খণ্ড খণ্ড জমাট রক্ত।

থান—[সং. স্থান] বি. স্থান; নিকট (প্রাচীন বাংলা); দেবতার অধিষ্ঠিত স্থান, পীঠস্থান (বাবার থানে মানসিক করা হয়েছে)। **থানে-অথানে**—স্থানে-অস্থানে, সাধারণ স্থানে অথবা মর্মস্থানে; সর্বত্র। **থান-ছাড়া**—ঠাঁই-নড়া।

থানকুনি, -কুঁড়ি—বন্য শাক-বিশেষ, থুলকুড়ি (ইহার রস ঔষধরূপে ব্যবহৃত হয়)।

থানা—[সং. স্থান; হি. থানা] বি. ঘাঁটি, আড্ডা; প্রহরার স্থান; পাহারা (থানা দিয়া বসিয়াছে পশ্চিম-দুয়ারে—মধু); পুলিশের অফিস ও তাহার এলাকা (থানার দারোগা)। **থানা করা**—বিভিন্ন ধরণের বীজের উপযোগী জমি প্রস্তুত করা। **থানাদার**—থানার প্রধান কর্মচারী, দারোগা ('শ্যামাদাস মামা তার আফিঙের থানাদার')। **থানা দেওয়া**—পাহারা বসানো, পাহারার জন্য সৈন্য সমাবেশ করা। **থানা-পুলিশ করা**—(চুরি প্রভৃতি ব্যাপারে) থানায় (এজাহার দিয়া) বার বার যাতায়াত ও পুলিশকে নানাভাবে বলা ইত্যাদি কষ্ট স্বীকার করা (মোকদ্দমায় কাজ নেই, থানা-পুলিশ করতে পারব না)। **থানা-ব-থানা**—থানায় থানায়, ঘাঁটিতে ঘাঁটিতে।

থাপক—[সং. স্থাপক] বি. সংস্থাপক, প্রতিষ্ঠাতা (আধুনিক বাংলায় ব্যবহার নাই)।

থাপড়, থাপড়া, থাপ্পড়—[হি. থপ্পড়] থপ্ করিয়া করতল-প্রহার, চপেটাঘাত, চাপড়; শিশুকে ঘুম পাড়াইবার জন্য মৃদু করতল-আঘাত। **থাপড়ানো, থাবড়ানো**—ক্রি. চাপড়ানো। **থাপ্পড় দেওয়া**—জোরে চপেটাঘাত করা।

থাপন—স্থাপন (প্রাচীন বাংলায় ব্যবহৃত)।

থাপয়ে—স্থাপন করে (কাব্যে)।

থাপা—ক্রি. স্থাপন করা (প্রাচীন বাংলায় ব্যবহৃত)।

থাপি, -পী—যাহা দিয়া ছাত বা কাঁচা হাঁড়ি-কলসী ইত্যাদি পেটা হয়।

থাবড়া—অপেক্ষাকৃত কঠিন থাপড় (থাবড়া খাওয়া—কঠিন থাপড় খাওয়া; কঠিন ভাবে

প্রত্যাখ্যাত হওয়া)। **এক থাবড়া**—এক থাবলা, এক থাবায় যতটা উঠে (এক থাবড়া গোবর)। **থাবড়া বসানো**—চাপড় কসানো। **থাবড়ি বা থুবড়ি খাইয়া বসা**—করতলের উপরে ভর দিয়া বা মাটিতে পাছা ঠেসান দিয়া বসা।

থাবা—করতল (থাবা অথবা থাপা দিয়া ধরা); জীবজন্তুর নখরযুক্ত সম্মুখের পায়ের তলা, পাঞ্জা (বাঘের থাবা); (উপহাসে) মুঠা। **চিলের থাবা**—চিলের ছোঁ। **থাবায় থাবায়**—থাবা মারিয়া মারিয়া; থাবলা থাবলা। **থাবা-থুবি**—থাবার আঘাত; ঢাকিবার বা চাপা দিবার প্রয়াস (থাবাথুবি দিয়ে রাখা—কোন রকমে দোষ ঢাকিতে চেষ্টা করা বা ভুলিয়ে-ভালিয়ে রাখা)। **থাবানো**—ক্রি. থাবা দিয়া ধরা; থাবড়া মারা।

থাম—[সং. স্তম্ভ] খুঁটি, খাম; ইট-পাথরের স্তম্ভ।

থামা—[সং. স্তন্ভ্] ক্রি. গতি রোধ করা; স্তব্ধ হওয়া (ঝড়-বৃষ্টি থেমেছে; মেল এ ষ্টেশনে থামে না; বক্তৃতা থামাও); নিরস্ত হওয়া (মাঝ-পথে থামা—কাজ অসম্পূর্ণ রাখা; ঢাকের বাদ্য থামলেই মিষ্টি); জেদ তাগাদা ইত্যাদি ত্যাগ করা অথবা কমানো (সংসারের দাবি থামতে চায় না; ছেলের কান্না থেমেছে); সবুর করা (পাওনাদারেরা থামতে চাচ্ছে না); প্রশমিত হওয়া (রাগ থেমেছে); বন্ধ হওয়া (রক্ত পড়া থেমেছে); বি. উক্ত সকল অর্থে। বি. **থামন**। **থাম থাম**—চুপ কর। (বিরক্তি অথবা অপ্রসন্নতাজ্ঞাপক উক্তি)। **থামানো**—গতি রোধ করা; কথা বলা বন্ধ করা; প্রশমিত করা। **মুখ থামানো**—অন্যের আপত্তি বা সমালোচনা বন্ধ করা; লোভ সংবরণ করা (মুখ না থামালে পেট সারবে না); তিরস্কার বকুনি ইত্যাদি বন্ধ করা।

থামাল—থামের মাথা; দরজার মাথার উপরকার অংশ; গাঁথনির কাজ যে পর্যন্ত আসিবার পর অন্য কাজের জন্য থামে (কড়ি থামাল)। **থামাল দেওয়া**—গাদি দেওয়া। (প্রাদে.)।

থাম্বা—থাম।

থারি,-রী—[সং. স্থালী] থালি, থালা (ডাহিন হাতে বহে কাপের থারি—রবি)।

থার্মোমিটার—[ইং thermometer] তাপ মাপিবার সুপরিচিত যন্ত্র, তাপমান যন্ত্র। **থার্মো-ফ্লাস্ক**—[ইং. Thermos-flask] আধার-বিশেষ যাহাতে রাখা জিনিস বহুক্ষণ গরম থাকে।

থাল, থালা—[সং. স্থাল] ভোজনপাত্র।

থালি—[সং. স্থালী] ছোট থালা; পাক-পাত্র; তেল রাখিবার গলাসরু মৃৎপাত্র-বিশেষ।

থাসা—ক্রি. ঠাসা; মর্দন করা; দলন করা (ময়দা থাসা)। **থাসা মাড়া**—হাত-পা সব দিয়া মর্দন বা দলন করা।

থিক্‌থিক্‌, থুক্‌থুক্‌—অব্য. বহু ক্রিমি-কীটপূর্ণ অবস্থা (ঘৃণাসূচক। পোকা থুক্ থুক্ করছে)।

থিত—[সং. স্থিত] ণ. সঞ্চিত (থিত করা—সঞ্চিত করা)। **থিতি**—[সং. স্থিতি] সঞ্চয়; অবস্থান।

থিতন, থিতানো—[হি. থিরানা] ক্রি. স্থির হওয়া, প্রবাহহীন হওয়া; মন্দীভূত হওয়া। **জল থিতানো**—জল নাড়া-চাড়া না করার ফলে অথবা পাত্রে রাখিলে নীচে ময়লা জমা। **থিতিয়ে জিরিয়ে কাজ করা**—ধীরে সুস্থে কাজ করা।

থিয়েটার—[ইং. theatre] নাট্যশালা, রঙ্গালয়; অভিনয় (থিয়েটার করা)। **থিয়ে-টারী ঢং**—নাটকীয় ভঙ্গি।

থির, থীর—[সং. স্থির] ণ. অচঞ্চল (থির বিজুরী)।

থিসিস—[ইং. thesis] গবেষণামূলক মৌলিক চিন্তাপূর্ণ রচনা (থিসিস আর প্রবন্ধ এক নয়)।

থু, থু, থো—অব্য থুথু ফেলার শব্দ; অপ্রিয় খাবার মুখ হইতে ফেলিয়া দিবার শব্দ; ঘৃণা, নিন্দা ইত্যাদি প্রকাশক। **থু থু করা**—অতিশয় অবজ্ঞা অথবা নিন্দা প্রকাশ করা।

থুআ, থোয়া, থোওয়া—ক্রি. রাখা, স্থাপন করা; তুলিয়া রাখা। **নাম থোওয়া**—নাম রাখা। **দেওয়া-থোওয়া**—দান করা (লোকটার দেওয়া-থোওয়ার হাত আছে)। **মুখের উপর মুখ থুয়ে বলা**—মুখের উপর কড়া কথা শুনাইয়া দেওয়া।

থুঁতনী, থুঁথনি, থুঁতি—[সং ত্রোটি; হি. থুঁথনী, থুথী] চিবুক (অবজ্ঞার্থে থোতা—থোতা ভোঁতা করে দেব)। **থুতির জোর**—মুখের জোর; কথায় প্রতিপক্ষকে পরাভূত করিবার ক্ষমতা।

থুক—[সং. থুৎকৃত] থুথু। **থুক দেওয়া**—থুথু দেওয়া ; ঘৃণা প্রকাশ করা ; নিন্দা করা।

থুক্‌থুক্—থিক্ থিক্ দ্রঃ।

থুড়থুড়, থুত্থুড়, থুত্থুর—অব্য. অতি কম্প বা অতি বার্ধক্য ব্যঞ্জক। **থুত্থুড়ে**—অতি বৃদ্ধ, বার্ধক্য-হেতু যাহার শরীর থুরথুর করিয়া কাঁপে। বি. থুড়থুড়ানি, থুত্থুড়ানি, থুত্থুড়নি।

থুড়া—[সং. থুর্ব্—হনন করা] ক্রি. ক্রমাগত আঘাত করা ; কুচি কুচি করিয়া কাটা ; প্রহারে জর্জরিত করা। **থড়াথুড়ি**—পরস্পরকে ক্রমাগত নিষম আঘাত।

থুড়ি—অব্য. যে কথা বলিয়া ফেলা হইয়াছে তাহা প্রত্যাহারসূচক উক্তি, ইহা অনেক ক্ষেত্রেই ব্যঙ্গোক্তি (খাস্ত বামনী, থুড়ি, খাস্তমণি দেবী তা'হলে তাঁর স্বামীকে আগে ঝাঁটা দেখিয়েছিলেন) ; ছেলেদের খেলা বন্ধ করিবার অথবা খেলার ধারায় কিছু অদল-বদল করিবার সঙ্কেত-বাক্যবিশেষ।

থতকার, থুৎকার—থুথু ফেলা, থুথু করা ; তীব্র নিন্দা বা ঘৃণা প্রকাশ করা। [সং.]।

থতকুড়ি, থুৎকুড়ি—থুথু, নিষ্ঠীবন। **থুৎকুড়ি দিয়া ছাতু গোলা, থুথু দিয়া ছাতু মাখানো**—কোন কাজে অশোভন কৃপণতা অথবা বিচারহীনতা দেখানো।

থুতি, থুঁতি—থুঁতনী দ্রঃ।

থুত(ৎ,থ)নি,—[সং ত্রোটি] থুঁতনী দ্রঃ।

থুতু, থুথু—ছেপ, নিষ্ঠীবন। **থুতুখেকো, -খেগো**—হীন উচ্ছিষ্ট-ভোজী ; তোষামুদে। স্ত্রী. **-খাকী, -খাগী**। **থুতু দেওয়া**—ধিক্কার দেওয়া ; ঘৃণা প্রকাশ করা।

থুত্থুড়, থুত্থুর—থুড়থুড় দ্রঃ।

থুপ, -ব, -বা—[সং. স্তূপ] স্তূপ, রাশি ; গোছা। **থুপানো, থুবানো**—ক্রি. গুছাইয়া রাখা।

থুপ থুপ—'থপ্‌থপ্'-এর লঘুতররূপ। **থুপুস্ থুপুস্**—থপ্ থপ্-এর কোমল রূপ। **থুপি, -পী**—ক্ষুদ্র গুচ্ছ বা স্তূপ ; বালু প্রভৃতি দিয়া তৈরী করা কালি শুকাইবার পুঁটলি। **থুপি ঝিঙ্গা**—থোপা থোপা ফলে এমন ছোট ঝিঙ্গা। **পাঁচ-থুপি**—পঞ্চ বৌদ্ধ স্তূপ যেখানে ছিল।

থুবড়নো, থুবড়ানো—উপুড় হইয়া পড়িবার ফলে মাটিতে মুখ ঠেকা। **মুখ থুবড়ে পড়া**—হমড়ি পাইয়া পড়া, যাহার ফলে মুখ মাটিতে থবড়ায়।

থুবড়া, থুবড়ো—[স্থবির ?] প. অধিক বয়সেও অবিবাহিত। স্ত্রী. **থুবড়ী** (থুবড়ী মেয়ে—অধিকবয়স্কা অবিবাহিতা মেয়ে)।

থুরথুরে—থুড়থুড় দ্রঃ। **থুরা**—থুড়া দ্রঃ।

থেই-থেই—তাতা-থৈথৈ দ্রঃ। [(খেও কড়ি)।

থেও—[সং. স্থিত] প. যাহা সঞ্চিত হইয়াছে

থেঁত, থেঁতো—প. পিষ্ট, ছেঁচা (পড়ে গিয়ে কপালটা থেঁতো হয়ে গেছে)। **মুখ থেঁতো করিয়া দেওয়া**—মুখ ছেঁচে দেওয়া ; অত্যন্ত লজ্জা দিয়া নিরুত্তর করিয়া দেওয়া।

থেঁতনো, থেঁতানো, থেঁতলানো—ক্রি. আঘাতে পিষ্ট করা ; ছেঁচা ; দলিত করা (সুপারী থেঁতলে না দিলে বুড়োর পান খাওয়া হয় না ; বৌ ছুঁড়ি আমাকে দু'পা দিয়ে থেঁতলায় —আলালের ঘরের দুলাল)।

থেকা—ঠেকা। **থেকানো**—ক্রি. ঠেকানো, রোধ করা। (প্রাদে.)।

থেকে—অব্য. হইতে, তুলনায়, চেয়ে, অপেক্ষা।

থেকো—বি. ঠেকনো, অবলম্বন ; প. একঘরে।

থেলুয়া, থেলো—[সং. স্থালী] প. নারিকেলের বড় খোল-বিশিষ্ট (থেলো হুঁকা)।

থেবড়া—প. থাবার মত বিস্তৃত ; ছড়ানো ; চেপ্টা। **থেবড়ানাকী**—যাহার নাক চওড়া ও চাপা। **থেবড়ানো**—ক্রি. বা প. ছড়াইয়া দেওয়া ; চেপ্টা করা। **থেবড়ে বসা**—মাটিতে চাপিয়া বসা।

থেহ, থেহা—(বৈষ্ণব সাহিত্যে ব্যবহৃত) স্থৈর্য ; স্থিরাংশ ; স্থিতি ; অবলম্বন ; সার ; স্থল।

থৈকর—স্থপতি। **থৈ থৈ**—থই দ্রঃ।

থো—ছাতা, ছেদলা (থো ধরা—ছেদলা ধরা)।

থোওয়া—থোয়া দ্রঃ।

থোঁতা—থুঁতনী দ্রঃ। **থোঁতা মুখ ভোঁতা হওয়া**—থুঁতনীযুক্ত বড় মুখ ভোঁতা হওয়া ; বড় মুখ ছোট হওয়া।

থোক—[স্তবক ?] থোকা ; রাশি ; সমষ্টি, মোট, একযোগে, এককুনে (থোকে পাঁচশ টাকা পাচ্ছ, সে কি কম ?) **থোকে বিক্রি**—পাইকারী দরে বিক্রি, থাউকা বিক্রি। **থোকথাক**—মোটামুটি ; একসঙ্গে। **থোকা থোকা**—গুচ্ছ গুচ্ছ, in bunches. **থোকে থোকে**—কিস্তিতে কিস্তিতে।

থোড়—[হি. থোর] কলাগাছের মধ্যের সারাংশ

যাহা হইতে মোচা বাহির হয়; মোচার আবরণ-বদ্ধ প্রথম অবস্থা; ধানগাছের শীষ বাহির হইবার অবস্থা। **থোড়-কলা**—থোড় হইতে সদ্য-নির্গত কলা। **থোড়-ধান বা থোড়মুখী ধান**—যে ধানগাছের ভিতরে থোড় হইয়াছে, অচিরে শীষ বাহির হইবে। **থোড়াল**—ণ. হৃষ্টপুষ্ট ও লাবণ্যযুক্ত।

থোড়া—[সং. স্তোক] অল্প,যৎকিঞ্চিৎ। **থোড়া-থুড়ি**—অল্প-স্বল্প। **থোড়া থোড়া**—অল্প অল্প করিয়া, অল্প মাত্রায়। **থোড়াই**—কিছুই না, আদৌ না (থোড়াই কেয়ার করি)। **থোড়া বহুত**—অল্পবিস্তর।

থোপ—থুপ, গোছা (**থোপ ধরা**—এক গোছায় কলা)। **থোপ থোপ**—গুচ্ছ গুচ্ছ। **থোপনা, থোবনা**—থোপ (থুঁতনী অর্থেও থোবনা ব্যবহৃত হয়)। **থোপনি**—খোপ-বাঁধা কিছু। **থোপা, থোবা**—গুচ্ছ (থোপা থোপা ফুল; চাবির থোপা)।

থ্যাঁতলানো—ক্রি. থেঁতলানো দ্রঃ।

থ্যাক-থ্যাক—অব্য. পচা কাদাযুক্ত স্থান বা পচা ঘা সম্বন্ধে বলা হয় (ঘা থ্যাক থ্যাক করছে)। ণ. **থ্যাকথেকে**।

থ্যাপ-থ্যাপ—অব্য. থপ্‌থপ্ হইতেও অকঠিন] **থ্যাপথেপে**—ণ. একান্ত নরম, কোন রূপ দিবার অযোগ্য।

থ্যাবড়া—থেবড়া দ্রঃ।

দ

দ—ব্যঞ্জন বর্ণমালার অষ্টাদশ বর্ণ ও 'ত'বর্গের তৃতীয় বর্ণ—অল্পপ্রাণ, ঘোষবান্; গাঢ়তা স্থূলতা গুরুত্ব ইত্যাদি ভাবের প্রকাশে সাহায্য করে। **হাড়গোড় ভাঙ্গা দ**—দ-এর মত আকৃতি-বিশিষ্ট, জরাজীর্ণ তিন ঠেঙ্গে বৃদ্ধ।

দ—[দা (দান করা)+অ] যে দান করে (অন্য শব্দের সহিত যুক্ত হইয়া অর্থ প্রকাশ করে—বরদ, ধনদ, প্রাণদ)। স্ত্রী. **দা** (ধনদা, জ্ঞানদা, মোক্ষদা)।

দ—দহ; গভীর জলপূর্ণ স্থান; গর্ত (কালীদ)। **দ পড়া**—গভীর গর্ত হওয়া (ক্ষুধার চোটে পেটে পড়ল দ—দ্বিজেন্দ্র লাল)। **দয়ে মজানো**—অতলে তলাইয়া দেওয়া, সর্বনাশ করা।

দই—[সং. দধি; প্রাকৃ. দহী] দুগ্ধ হইতে প্রস্তুত খাদ্য বিশেষ, দধি। **দই-কড়মা**—দই ও ছাতু দিয়া প্রস্তুত ভোগ-বিশেষ। **দই পাতা**—দই প্রস্তুত করিবার উদ্দেশ্যে গরম দুধে দম্বল দিয়া পাত্রে রাখা। **চিনি-পাতা-দই**—দুধে চিনি মিশ্রিত করিয়া যে দই পাতা হইয়াছে। **পান্তাভাতে টোকো দই**—অখাদ্য; অব্যবস্থা। **বাসি দই**—একদিন পূর্বে পাতা দই (বিপ. সাজা দই—টাটকা দই)। **যার ধন তার ধন নয় নেপো মারে দই**—ধনের যে প্রকৃত অধিকারী সে বঞ্চিত হইয়াছে আর নিঃসম্পর্ক কেহ সেই ধন ভোগ করিতেছে। **হাতে দই পাতে দই তবু বলে কৈ কৈ**—যথেষ্ট থাকা সত্ত্বেও ধাঁকতি না মেটা।

দইয়াল—দয়েল দ্রঃ। [ব্যবহৃত)।

দউ—[সং. দ্বয়, দ্বৌ] দুই। (বৈষ্ণব সাহিত্যে

দওয়ানো—[হি. দবানা] ক্রি. পায়ে দলা।

দংগল—[ফা. জঙ্গ; হি. দঙ্গল] যোঝাযুঝি, মল্লযুদ্ধ।

দং—[দংশ-এর সংক্ষিপ্ত রূপ) দংশন, বাধন।

দংশ—[দন্‌শ্‌+অ] দংশন, কামড় (দন্ত-দংশ); সর্পাঘাত; ডাঁশ (দংশ-মক্ষিকা)। স্ত্রী. **দংশী**—ছোট ডাঁশ, মশা। **দংশক**—বি. বা ণ. ডাঁশ; কুকুর দংশনকারী। **দংশন**—কামড় হুল ফুটানো। **দংশভীরু**—মহিষ।

দংশা—ক্রি. কামড় দেওয়া বা হুল ফুটানো (মাটি কাটি দংশে সর্প আয়ুহীন জনে—মধু)। **দংশানো**—ক্রি. দংশন করানো (গ্রাম্য ডংশানো)। **দংশিত**—ণ. দন্তাঘাত-প্রাপ্ত, দষ্ট; বর্মবিশিষ্ট। [দন্‌শ্‌+ণিচ্‌+ক্ত]

দংষ্ট্রা—[দন্‌শ্‌+ট্রন্‌+আপ্‌] যদ্দ্বারা দংশন করা যায়, দন্ত; করাল বা বৃহৎ দন্ত। **দংষ্ট্রায়ুধ**—বন্য বরাহ। **দংষ্ট্রাল**—বি. বা ণ. বড়-দাঁত-যুক্ত, দাঁতাল। **দংষ্ট্রী** (-ষ্ট্রিন্)—শূকর; সর্প; দাঁতাল।

দঃ—'দরুন'-শব্দের সংক্ষেপ।

দক, দঁক—কর্দমপূর্ণ স্থান। **দকে পড়া**—কাদায় পড়া; একান্ত অসহায় বোধ করা। **দঁক ভাঙ্গা**—জল-কাদা ভাঙা।

দ(ধ)ক—তামাক ইত্যাদির ঝাঁজ (তামাকের দক; চূণের দক)।

দক্তি—তাঁতের যে পটির উপর দিয়া মাকু চলে।

দক্ষ—[দক্ষ্ (বৃদ্ধি পাওয়া)+অ] ণ. সমর্থ, পটু, নিপুণ; বি. প্রজাপতি-বিশেষ; শিবের বৃষ; বৃক্ষ-বিশেষ; কুক্কুট। **দক্ষকন্যা**—সতী। **দক্ষযজ্ঞ**—দক্ষের শিবহীন যজ্ঞ যাহা শিবের ক্রোধে নষ্ট হইয়াছিল; বিষম ভাঙ্গাচোরা বা ওলটপালট ব্যাপার। স্ত্রী. **দক্ষা**—ণ. নিপুণা; বি. কুক্কুটী (**দক্ষাণ্ড**—মুরগীর ডিম)। **দক্ষতা**—নৈপুণ্য, পটুতা, কার্য-সাধনের ক্ষমতা।

দক্ষিণ—বি. দক্ষিণদিক; ণ. দাক্ষিণ্যযুক্ত, অনুকূল, প্রসন্ন (রুদ্রের দক্ষিণ মুখ); উদার, সরল; নিপুণ; ডাইন (মিলাব এ হাত তব দক্ষিণ হাতে—রবি)। **দক্ষিণ-নায়ক**—যে নায়ক নায়িকাতে তুল্যরূপে অনুরাগী। **দক্ষিণ-কালিকা, দক্ষিণাকালী**—শিবের বুকে ডান পা দিয়া দাঁড়াইয়া আছেন যে কালিকা। **দক্ষিণ-কেন্দ্র, দক্ষিণ-মেরু**—পৃথিবীর দক্ষিণ প্রান্ত। **দক্ষিণ পশ্চিমা**—দক্ষিণ-পশ্চিম কোণ। **দক্ষিণ মার্গ**—তন্ত্রোক্ত আচার-বিশেষ। **দক্ষিণ সমুদ্র**—লবণসমুদ্র। **দক্ষিণহস্ত**—ডান হাত; প্রধান সহায় বা অবলম্বন। **দক্ষিণ-হস্তের ব্যাপার**—ভোজন।

দক্ষিণা—গুরু পুরোহিত প্রভৃতির প্রাপ্য অর্থ (গ্রন্থকারের দক্ষিণা—গ্রন্থরচনার জন্য গ্রন্থকারের প্রাপ্য অর্থ; গুরুদক্ষিণা—বিদ্যা-দানের জন্য গুরুর প্রাপ্য অর্থ); (বাক্যার্থে) উত্তম-মধ্যম; নায়িকা-বিশেষ (পূর্ব নায়কের প্রতি যাহার সদ্ভাব নষ্ট হয় নাই); দক্ষিণ দিক্ হইতে আগত বায়ু ('বামুন বাদল বান দক্ষিণা পেলেই যান')।

দক্ষিণাগ্নি—দক্ষিণদিকে স্থাপনীয় যজ্ঞাগ্নি। **দক্ষিণাচল**—মলয়পর্বত। **দক্ষিণাচার**—তন্ত্রোক্ত আচার-বিশেষ। **দক্ষিণানিল**—মলয়বায়ু। **দক্ষিণাপথ**—দাক্ষিণাত্য দেশ। **দক্ষিণাপ্রবণ**—দক্ষিণদিকে ঢালু। **দক্ষিণায়ন**—সূর্যের দক্ষিণদিকে গমন বা তাহার কাল, শ্রাবণ হইতে ছয় মাসকাল। **দক্ষিণাবর্ত**—যে শঙ্খের গায়ের প্যাঁচ ডানদিকে ঘুরানো। **দক্ষিণাবহ**—মলয়বায়ু। **দক্ষিণী**—দক্ষিণ-দেশীয়; যাহা দক্ষিণে অবস্থিত। **দক্ষিণ্য**—বি. আনুকূল্য; ঔদার্য; ণ. দক্ষিণা পাইবার যোগ্য।

দখল—[আ. দ'খল] অধিকার, কর্তৃত্ব; ব্যুৎপত্তি (ইংরেজী ভাষায় দখল আছে)। **দখলকার, দখিলকার**—যে দখল করিয়া আছে, occupant. বি. **দখলকারি, দখিলকারি**—দখল করার কাজ। **দখল করা**—অধিকার করা; জোর করিয়া অধিকার করা বা জবরদখল করা। **দখল দেওয়া**—অধিকার বা ভোগ করিতে দেওয়া; প্রবেশ করিতে দেওয়া। **দখল-নামা**—দখলের অধিকারসূচক দলিল। **দখলী স্বত্ব**—দখল-জাত অধিকার। **ভোগ-দখল করা**—সম্পত্তি আয়ত্ত রাখা।

দখিণ,-ন—দক্ষিণ (কাব্যে ব্যবহৃত)। **দখিনা, দখ্‌নে**—দক্ষিণদিক্ হইতে আগত (দখ্‌নে হাওয়া—কাব্যে ব্যবহৃত); কলিকাতার দক্ষিণস্থ অঞ্চলের অধিবাসী। [বাদ্য-বিশেষ, দামামা।

দগড়, দগর—[সং. ঢক্কা] চামড়ায় ছাওয়া রণ-

দগড়া—[হি. ডগড়া] দড়ার দাগ। **দগড়া দগড়া হয়ে যাওয়া**—দড়া বা রশির মতো দাগ পড়া।

দগদগ—[হি. দগদগ্—উজ্জ্বল] অব্য. প্রজ্বলিত অগ্নির উজ্জ্বলতাজ্ঞাপক। বি. **দগদগি**—পোড়ানি, জ্বালা। **দগদগ করা**—অগ্নিবর্ণ ধারণ করা; দেখিতে আগুনের মত হওয়া (করছে)।

দগধ—দগ্ধ দ্রঃ। **দগধিনী**—সন্তাপযুক্তা।

দগ্ধ—[দহ্+ক্ত] ণ. যাহা পুড়িয়া গিয়াছে, ভস্মীভূত (দগ্ধগৃহ); ঝলসিত ক্ষত (দগ্ধহস্ত, দগ্ধ মাংস); ভাজা, পোড়ানো (দগ্ধ বার্তাকু; উত্তপ্ত (দগ্ধ লৌহ); সন্তপ্ত, যন্ত্রণাগ্রস্ত (দগ্ধ হৃদয়); হতভাগ্য (দগ্ধ কপাল বা অদৃষ্ট। **দগ্ধ-অদৃষ্ট**—পোড়াকপাল, মন্দভাগ্য। **দগ্ধ-কাক**—দাঁড়কাক। **দগ্ধপত্রন্যায়**—পত্র দগ্ধ করিলে তাহাতে পত্রের অবয়ব বিদ্যমান থাকে তবু তাহা পত্র বলিয়া গ্রাহ্য হয় না, তদ্রূপ। **দগ্ধব্য**—দাহ্য, দাহযোগ্য। **দগ্ধা**—(জ্যোতিষে) অশুভ তিথি (চন্দ্রদগ্ধা দিনদগ্ধা ইত্যাদি।

দগ্ধিকা—পোড়াভাত। **দগ্ধেষ্টকা**—ঝামা

ইট। **দগ্ধানো**—দগ্ধ করা। **দগ্‌ধে**—দগ্ধ করে। কাব্যে ব্যবহৃত)।

দঙ্গল—[হি.] দল, পাল; বহু সংখ্যক লোক; সঙ্গের বহু লোক; কুস্তি, লড়াই। **দঙ্গল বাঁধা**—দল বাঁধা। (অবজ্ঞাব্যঞ্জক)।

দজ্জাল—[আ.] অত্যাচারী; শাসনের বহির্ভূত, দুর্দান্ত (শাশুড়ী বড় দজ্জাল)।

দড়—[সং. দৃঢ়] ণ. শক্ত, মজবুত; বিচক্ষণ।

দড়কচা—দরকচা দ্রঃ। **দড়কা**—তড়কা দ্রঃ।

দড়বড়—অব্য. শীঘ্র, ত্বরিত (বোধ হয় অশ্বের দ্রুত পদবিক্ষেপের শব্দ হইতে)। **দড়বড়ি**—বি. শীঘ্রগতি (ঘোড়ার দড়বড়ি)। ক্রি. দড়বড় করিয়া ('দড়বড়ি ঘোড়া চড়ি কোথা তুমি যাও রে?') ণ. **দড়বড়িয়া, দড়বড়ে**—যে সব কাজ তাড়াতাড়ি করে, ক্ষিপ্রকারী, বাস্তবাগীশ (তড়বড়ে)। **দড়মা**—দরমা দ্রঃ।

দড়া—মোটা দড়ি (দড়াদড়ি)। **দড়াহার**—যে হাড় দেখিতে দড়ার মত (দড়িহারও বলে)।

দড়ানো—ক্রি. দৃঢ় করা ('রাম দেখি সীতা দেবী দড়াইল মন'); দৃঢ় হওয়া; পরিণতি লাভ করা (আঁটি দড়ায় নি, হাড় দড়ায় নি—শৈশব অবস্থা গত হয় নাই)।

দড়াম—[হি. ধড়াম] ভারী ও শক্ত কিছু পড়িয়া যাইবার শব্দ (তু ধপাস—জোয়ান মর্দ লোক দড়াম করিয়া পড়ে, মোটা লোক ধপাস করিয়া পড়ে)।

দড়ি,-ড়ী—[হি. ডোড়ী] মোটা রশি (দড়ার তুলনায় কম মোটা)। **দড়ি কলসী**—ডুবিয়া মরিবার বা আত্মহত্যা করিবার উপায় (দড়ি-কলসীও জোটে না—গালিবিশেষ)। **দড়িদড়া**—মোটামোটা অনেক রশি। **দড়ি ছিঁড়ে পালানো**—ক্লেশকর বা বিরক্তিকর বন্ধন ছিন্ন করা; সংসারের বন্ধন ছিন্ন করা। **দড়ি পাকানো**—দড়ি প্রস্তুত করা; রোগা হওয়া। **গলায় দড়ি**—উদ্বন্ধন, ফাঁসি; লজ্জা ঘৃণা ধিক্কার ইত্যাদি জ্ঞাপক গালিবিশেষ (ছিঃ ঘেন্নায় গলায় দড়ি—গলায় দড়ি দিয়া মরিতে হয় সেও ভাল; গলায় দড়ি দিয়া মরা—উদ্বন্ধনে প্রাণত্যাগ করা)। **ছাঁদন দড়ি**—দুধ দুহিবার সময় যে দড়ি দিয়া দুই গরুর পিছনের দুই পা বাঁধিয়া দেওয়া হয় যেন নড়াচড়া করিতে না পারে।

দঢ়—দড় দ্রঃ (প্রাচীন বাংলায় দৃঢ়, দৃঢ়সংকল্প ইত্যাদি অর্থে ব্যবহৃত)। **দঢ়ানো**—দড়ানো; দৃঢ়সংকল্প হওয়া বা করা।

দণ্ড—সময়ের পরিমাণবিশেষ, ষাট পল বা চব্বিশ মিনিট সময়; অত্যল্পকাল (এক দণ্ড বসিয়া থাকিবার জো নাই)। [দণ্ড্‌+অ]। **দণ্ডে দণ্ডে**—প্রতি মুহূর্তে (সহে না সহে মা আর জীবনেরে খণ্ড খণ্ড করি দণ্ডে দণ্ডে ক্ষয়—রবি)। **একদণ্ডে**—মুহূর্তকালমধ্যে (একদণ্ডে কি কাণ্ড ঘটিয়া গেল)। (গ্রাম্য ভাষায় ডণ্ড)।

দণ্ড—[দণ্ড্‌ (দমন করা)+অ] লাঠি, ডাণ্ডা (লৌহ দণ্ড); চার হাত পরিমাণ লাঠি; সন্ন্যাসীর লাঠি (দণ্ড-কমণ্ডলুধারী); রাজশক্তির চিহ্ন-বিশেষ, sceptre (দণ্ডধারী); পাচন-বাড়ি, নৌকার দাঁড়; যদ্দ্বারা মন্থন করা হয় (মন্থন-দণ্ড); হাতীর শুঁড়; দণ্ডের মত কিছু (ভুজদণ্ড); বাদ্যযন্ত্রের ছড়ি; লাঙ্গলের ঈষ; শাসন, শাস্তি; জরিমানা (দণ্ডদান; প্রাণদণ্ড, অর্থদণ্ড); রাজ্য শাসনের নীতি-বিশেষ (সাম দান ভেদ দণ্ড); যুদ্ধ; যুদ্ধযাত্রার আড্ডা। **দণ্ডকাক**—দাঁড়কাক। **দণ্ডকা, দণ্ডকারণ্য**—রামায়ণোক্ত বিখ্যাত অরণ্য, গোদাবরী ও নর্মদা নদীর মধ্যস্থ প্রাচীন বিশাল ভূভাগ, জনস্থান, বর্তমানে সেখানে উদ্বাস্তু-উপনিবেশ হচ্ছে (দণ্ডক রাজার রাজ্য ঋষিশাপে অরণ্যে পরিণত হয়)। **দণ্ডগ্রহণ**—সন্ন্যাস অবলম্বন; শাস্তিগ্রহণ। **দণ্ডঢক্কা**—দামামা। **দণ্ডধর**—রাজা; অপরাধীর শাস্তিদাতা (আজি তুমি হও দণ্ডধর করহ বিচার—রবি)। **দণ্ডধারী** (-রিন্‌)—রাজা; সন্ন্যাসী। **দণ্ডন**—দণ্ডায়মান। **দণ্ডনায়ক**—সেনাপতি। **দণ্ডনীতি**—রাজ্য-শাসন-নীতি; শাস্তিদান-নীতি। **দণ্ডনীয়, দণ্ড্য**—দণ্ডযোগ্য, শাস্তি পাইবার যোগ্য। **দণ্ডপাণি**—রাজা; যম; শিবের অনুচর-বিশেষ। **দণ্ডপাদ**—যে পদদ্বয় ঊর্ধ্বে রাখিয়াছে এমন সন্ন্যাসী। **দণ্ডপাল, দণ্ডপালক**—দ্বারপাল। **দণ্ডবৎ**—ভূমিতে লুটাইয়া প্রণাম; প্রণাম (**খুরে দণ্ডবৎ, খুরে খুরে দণ্ডবৎ**—পরাজয় স্বীকার বা নিষ্কৃতি প্রার্থনা সম্পর্কে ব্যঙ্গোক্তিবিশেষ)। **দণ্ডবিধাতা** (-তৃ)—বিচারক। **দণ্ডবিধি**—অপরাধের শাস্তিবিষয়ক আইন (ফৌজদারী দণ্ডবিধি)। **দণ্ডব্যূহ**—ব্যূহ-রচনার পদ্ধতি-বিশেষ। **দণ্ডভৃৎ**—দণ্ডধারী;

কুম্ভকার। **দণ্ডমুণ্ডের কর্তা**—সর্বপ্রকার শাস্তি দিবার অধিকারী, শাসন-কর্তৃপক্ষ, বিচারপতি। **দণ্ডযাত্রা**—দিগ্বিজয়ার্থ যাত্রা; বরযাত্রা। **দণ্ডসংহিতা**—ফৌজদারী আইনবিশেষ, penal code। **দণ্ডসহায়**—দুষ্টের নিগ্রহব্যাপারে রাজার সাহায্যকারী। **দণ্ডস্থান**—দণ্ডদানের স্থান। **দণ্ডাদণ্ডি**—লাঠালাঠি। **দণ্ডায়মান**—(দণ্ডায়্+শানচ্) দাঁড়াইয়া আছে এমন। **দণ্ডার**—কুলালচক্র; ধনুক, মত্তহস্তী। **দণ্ডাত**—দণ্ডাঘাতে পীড়িত। **দণ্ডাহত**—(দণ্ডের দ্বারা আহত বা মন্থিত) ঘোল। **দণ্ডে দণ্ডে**—ক্রি. ণ. প্রতি দণ্ডে/ প্রতি মুহূর্তে, বার বার। **একদণ্ডে**—ক্রি. ণ. মুহূর্ত মধ্যে।

দণ্ডি—যজ্ঞসূত্র। [সং. দণ্ড]

দণ্ডিক—বি. আসাবরদার, দণ্ডধারী; ডানকোনা মাছ। [দণ্ড+ইক]

দণ্ডিত—ণ. যাহাকে দণ্ড দেওয়া হইয়াছে, শাস্তিপ্রাপ্ত (মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত); শাসিত।

দণ্ডী (-ণ্ডিন্)—দণ্ডধারী; যম; পৌরাণিক নৃপতি-বিশেষ; একপ্রকার সন্ন্যাসী; বিখ্যাত আলঙ্কারিক, 'কাব্যাদর্শ'-প্রণেতা।

দণ্ডোপবেশী(-শিন্)—যে-সব পাখী দাঁড়ে বসে।

দণ্ড্য—ণ. দণ্ডার্হ, দণ্ডের যোগ্য। [দণ্ড্+য]

দত, দোয়াত—[আ. দবাত্] মস্যাধার।

দত্ত—ণ. যাহা দেওয়া হইয়াছে, অর্পিত (ভগবদ্দত্ত শক্তি; দত্তকপুত্র); বি. বাঙালী কায়স্থের উপাধিবিশেষ। স্ত্রী. **দত্তা**—পরিণীতা। **দত্তক, দত্তক পুত্র**—পোষ্যপুত্র। **দত্তপূর্বা**—বাগ্দত্তা। **দত্ত হারী (-রিন্), দত্তাপহারী (-রিন্)**—যে দান করিয়া তাহা ফিরাইয়া লয়। **দত্তাত্মা (-ত্মন্)**—যে নিজে আসিয়া দত্তকপুত্র হয়। **দত্তাপ্রদানিক**—দান ফিরাইয়া লওয়া সম্পর্কে মোকদ্দমা। **দত্তাবধান**—ণ. মনোযোগী।

দত্তি—দান, বিতরণ। [দা+ক্তি]

দত্ত্রিম—দত্তকপুত্র। [দা+ত্রিম]

দত্যি—দৈত্য। (কথ্য ভাষা)।

দদ্রু,-দ্রূ—দাদ, চুলি প্রভৃতি চর্মরোগ। [দরিদ্রা +উ]। **দদ্রুঘ্ন**—ণ. দাদ্রু-নাশক। **দদ্রুণ**—ণ. দদ্রুরোগী, দেদো।

দধি—দই। [ধা+ই]। **দধিকর্দম**—দই-কড়মা। **দধিকাদা**—উৎসব-বিশেষ (ইহাতে কাদায় দই মিশানো হয়); সধীতে সধাতে সম্বন্ধ-বিশেষ। **দধিকালি**—গুভঙ্করীর নিয়মে দধির পরিমাণ-নির্ণয়। **দধিকূর্চিকা**—ছানা। **দধিচার**—দধি-মন্থন-দণ্ড। **দধিজ**—ননী। **দধিধর্ম**—বৈদিক-কর্ম-বিশেষ। **দধিপুষ্পিকা**—শ্বেত অপরাজিতা। **দধিপূপ**—দধিসিক্ত পিষ্টক, দৈ-বড়া। **দধিবামন**—দুইটি সাদা ফোঁটার চিহ্নযুক্ত শালগ্রাম বিশেষ। **দধিমঙ্গল**—দধি-কাদা উৎসব; হিন্দু বিবাহে বিবাহদিনে সূর্যোদয়ের আগে বর ও কন্যার নিজ নিজ গৃহে দধিভক্ষণ-সংক্রান্ত মাঙ্গলিক আচার-বিশেষ। **দধিমণ্ড**—দধির জলীয় ভাগ। **দধিসক্তু**—দধিমিশ্রিত ছাতু। **দধিসার**—মাখন। **দধিস্নেহ**—ঘোল।

দধীচি, দধীচ—মুনি-বিশেষ (ইনি বৃত্রাসুর নিধনার্থে বিশ্বহিতে আত্মত্যাগ করিয়া বজ্র নির্মাণের জন্য নিজের অস্থি দান করেন)। [সং.]

দধ্যন্ন—দৈ-মাখা ভাত। [দধি+অন্ন]।

দধ্যম্ল—ঘোল। [দধি+অম্ল]।

দন, দনা—ধানের ওজন-বিশেষ, পাঁচসের।

দনা, দোনা—[সং. দমনক] দণ্ডকলস, ডানকুনি গাছ।

দনু—দানবের মাতা। [সং.]। **দনুজ**—দানব, অসুর। স্ত্রী. **দনুজা**। **দনুজদলনী**—যিনি অসুর দলন করেন, দুর্গা।

দন্ত—[দম্+ত] দাঁত; পর্বতশৃঙ্গ। **দন্তক**—দন্ত; পর্বত হইতে বহির্গত দন্তাকৃতি প্রস্তর। **দন্তকার**—হস্তিদন্তের শিল্পী। **দন্তকাষ্ঠ**—দাঁতন। **দন্তঘর্ষ**—দাঁতকড়মড়ি। **দন্তচ্ছদ**—যাহা দন্ত আচ্ছাদন করে, ওষ্ঠ। **দন্তদর্শন** দাঁত বাহির করিয়া দেখানো; দাঁতখামাটি; দাঁত দেখিয়া বয়স নিরূপণ। **দন্তধাবন**—দাঁত-মাজা; দাঁতন। **দন্তপত্রক**—কুন্দফুল। **দন্তপঙ্ক্তি**—দাঁতের পাটি। **দন্তপবন**—দাঁত মাজা; দাঁতন। **দন্তপুষ্প**—কুন্দফুল। **দন্তবিকাশ**—দাঁত দেখানো; দাঁত খিঁচানো। **দন্তমাংস**—মাড়ি। **দন্তমূলীয়**—দন্তমূল হইতে উচ্চার্য (ত, থ, দ, ধ, ন, ৯, ল, স বর্ণ-সমূহ)। **দন্তশর্করা**—দাঁতের পাথুরি। **দন্তশিরা**—দাঁতের মাড়ি। **দন্তশূল**—দাঁত কন্কনানি। **দন্তস্ফুট**—দাঁত বসানো; দুর্বোধ্য বিষয়ে কিঞ্চিৎ প্রবেশলাভ (সে-তত্ত্বের ভিতরে দন্তস্ফুট করে কার সাধ্য)। **দন্তহর্ষ**—দাঁত

শিরশির করা। **দন্তহীন**—যাহার দাঁত পড়িয়া গিয়াছে; যে-সব জন্তুর দাঁত নাই। **দন্তাদন্তি**—পরস্পরকে দন্তাঘাত করিয়া যুদ্ধ; কামড়াকামড়ি। **দন্তাবল**—(দন্তে বল যাহার) হাতী। **দন্তায়ুধ**—শূকর। **দন্তাল**—দাঁতালো। **দন্তালিকা, দন্তালী**—লাগাম। **দন্তী** (-ন্তিন্)—বি. হাতী; ণ. দাঁতওয়ালা। **দন্তুর**—বড় দাঁত বা গজ দাঁতযুক্ত; কুটিল। **দন্তোদ্গম**—দাঁত উঠা. **দন্ত্য**—দন্তদ্বারা উচ্চারিত, দন্তমূলীয়। **দন্তে কুটা বা তৃণ করা বা ধরা**—একান্তভাবে হীনতা স্বীকার করা।

দন্দশূক—ণ. সর্বদা দংশনে উদ্যত; হিংস্র, ক্রূর; বি. সর্প। [দন্‌শ্ +যঙ্‌লুক্+উক]

দপ্—অব্য. হঠাৎ জ্বলিয়া উঠার ভাব। **দপ্‌দপ্**—অব্য. দীপ্তভাবে জ্বলার ভাব; তীব্র শিরঃপীড়ার ভাব (মাথার ভিতরটা দপ্‌দপ্ করছে)। দব্‌দব্ দ্রঃ।

দপট, দাপট—[হি. দপট] প্রতাপ; বেগে গমন; বিক্রম (কি কথার দাপট!)।

দপ্তর, দফ্‌তর—[আ. দফ্‌তর] কাগজপত্রের সমষ্টি; আফিসের কাগজপত্র; বিভাগ; কার্যালয়, আফিস। **দপ্তরখানা, দফ্‌তরখানা**—যে ঘরে কাগজপত্র রাখা হয়; আফিস। **দপ্তরী, দফ্‌তরী**—যে দপ্তরের হেফাজত করে, কাগজ কালী কলম ইত্যাদি রাখে; যে বই বাঁধে ও কাগজে রুল টানে ইত্যাদি।

দফ্তি—[ফা. দফ্‌তি] যে মোটা কাগজে বা মলাটে বই বাঁধা হয়।

দফতর; দফতরী—দপ্তর দ্রঃ।

দফরা—তাড়না, ধমক, দাবড়ি।

দফা—[আ. দফাহ্] বিষয়, বাবদ; অবস্থা, ব্যাপার (তার দফা রফা); শ্রেণী; বার। **দফায় দফায়**—দফে দফে, ভাগে ভাগে, বারে বারে। **দফাওয়ারী**—দফায় দফায়; দফা বা বাবদ অনুযায়ী। **দফা নিকাশ, দফা রফা, দফা শেষ**—সর্বনাশ, ধ্বংস।

দফাদার—[আ.] চৌকিদারের সর্দার, জমাদার; অশ্বারোহী সৈন্যের উচ্চ কর্মচারী-বিশেষ।

দফাল—দাপট।

দফে—অব্য. পুনর্বার।

দব—[দু+অ] দাবানল। **দবজ্বলন, দবদাহ, দবাগ্নি**—দাবানলের দাহ বা জ্বালা।

দবকানো—ক্রি. উপর হইতে চাপ দেওয়া; ভয় দেখানো; দাবানো।

দব্‌দব্—অব্য. জ্বলনের ভাব; (তাহা হইতে) শিরঃপীড়া; উক্ত পীড়ার তীব্রতা-জ্ঞাপক (মাথার ভিতরটা দব্‌দব্ করছে)।

দব্‌দবা—[আ. দব্‌দবহ্] প্রভাব, প্রতাপ, শানশওকত (চৌধুরীদের জমিদারীর আয় তখন যথেষ্ট, দব্‌দবাও ছিল খুব)। **দব্‌রাবা**—দব্‌দবা, খ্যাতি-প্রতিপত্তি।

দবিরখাস—[ফা. দবীর-ই-খাস] নিজস্ব মুন্সি, Private Secretary.

দম—[দম্+অ] দমন, শাসন; দণ্ড; ইন্দ্রিয়নিগ্রহ বিকারের হেতু সত্ত্বেও চিত্তকে শাসনে রাখিবার ক্ষমতা (শমদমতিতিক্ষা)। **দমক**—দমনকারী, শাসনকর্তা, পশু প্রভৃতির শিক্ষয়িতা (অশ্ব-দমক); চাপ, বল-প্রয়োগ; বাঁকানো ভাব। **দমক খাওয়া**—বাঁকিয়া যাওয়া (কোমরের কাছে দমক খাওয়া—পল্লীগ্রামে 'ধমক খাওয়া'ই বেশি বলে)। **দমক দেওয়া**—চাপ দিয়া বাঁকানো। **দমন**—ণ. দমনকারী, বিজেতা (শত্রুদমন; সর্বদমন; শমনদমন; রাবণ-দমন রাম); বি. শাসন (শত্রুদমনে কৃতকার্য); নত করণ; বশীকরণ; নিবারণ; ইন্দ্রিয়নিগ্রহ। ণ. **দমনীয়**—দমনযোগ্য; দণ্ডনীয়। **দময়িতা (-তৃ)**—দমনকারী; দণ্ডদাতা। স্ত্রী. **দময়িত্রী**। **দমিত**—ণ. শাসিত, বশীকৃত। **দমী(-মিন্)**—জিতেন্দ্রিয়; দময়িতা।

দম—[ফা. দম্] নিঃশ্বাস, প্রশ্বাস (দম নেওয়া; দম রাখা; বেদম; দম ফেলার অবকাশ নাই); প্রাণ (দম বাহির হইয়া যাওয়া; দম থাকিতে কম কিসে?); বাষ্প, তাপ (পোলাও দমে দেওয়া—ডেকচির মুখ ভাল করিয়া বন্ধ করিয়া তাপে ভাল সিদ্ধ হইতে দেওয়া); জোরে তামাকাদির ধোঁয়া পান (গাঁজায় দম); স্নেহ, মমতা, সহানুভূতি (কোলের ছেলেতে মায়ের বেশী দম); বল, শক্তি; তারের কুণ্ডলীর প্যাঁচ-কষা অবস্থা (ঘড়িতে দম দেওয়া; দম ফুরাইয়া গিয়াছে)। **দম দেওয়া**—ঘড়ি ইত্যাদির স্প্রিংএর প্যাঁচ কষা। **কল্কেয় দম দেওয়া**—কল্কের তামাক বেশিক্ষণ ধরিয়া টানা। **দমকাটা**—বুককাটা। **দম ফুরানো**—কর্মশক্তির অবসান হওয়া। **দম লওয়া**—বিশ্রাম লওয়া। **দমসম হওয়া**

—দম ফেলিতে না পারা, পেট ফুলিয়া যাওয়া ও শ্বাসকষ্ট হওয়া। **দমে-ভারী**—যথেষ্ট প্রাণ-শক্তি-সম্পন্ন ; শক্ত ; যাহা সিদ্ধ হইতে সময় নেয় (পুরানো চাল দমে ভারী)। **দমের গদি**—spring mattress। **দমের গাড়ী**—মোটর গাড়ী। **দমে রাখা**—ডেকচি-আদির মুখ বন্ধ করিয়া অল্প আঁচে রাখা। **আলুর দম**—ঘৃত-মসলাদি-যোগে দমে রান্না করা আলুর তরকারিবিশেষ। **একদমে**—এক নিঃশ্বাসে। **নাকে দম আনা বা হওয়া**—প্রাণ ওষ্ঠাগত করা বা হওয়া।

দম—[ফা.] ফাঁকি, প্রতারণা। **দম দেওয়া**—মিথ্যা কথায় ভুলানো, স্তোক দেওয়া। **দমবাজ**—প্রতারক, ফাঁকিবাজ (দমবাজের কথায় ভুলো না)। বি. **দমবাজি, দম্বাজী**।

দমকল—দম অর্থাৎ চাপ বাতাস কিংবা বল দ্বারা চালিত কল, pump (দমকল দ্বারা পুকুর হইতে জল তুলিয়া ফেলা) ; আগুন নিভাইবার জন্য দমকলবিশিষ্ট গাড়ী, fire-engine.

দমকা—[ফা. দমীদা ; হি. ধমক] ণ. হঠাৎ আগত বা সংঘটিত, আকস্মিক (দমকা হাওয়া)। **দমকা খরচ**—হঠাৎ প্রচুর খরচ। **দমকানো**—ক্রি. দমক দেওয়া, চাপ দেওয়া ; দমানো।

দমদম—অব্য. আঘাত বা প্রহারের শব্দ।

দমদমা—[আ. দম্‌দমাহ্‌] চাঁদমারির জন্য প্রস্তুত উচ্চ মৃত্তিকা-স্তূপ।

দমাদম—অব্য. ক্রমাগত আঘাত বা প্রহারের উচ্চ শব্দ (দমাদম কিল)।

দমন, দমনীয়, দময়িতা—দম দ্রঃ।

দময়ন্তী—বিদর্ভ-রাজকন্যা ও নল রাজার পত্নী।

দমা—ক্রি. নত হওয়া, হার মানা, বশ মানা (শত্রু দমে নি); নিরুৎসাহ হওয়া, পশ্চাৎপদ হওয়া (দমবার পাত্র নয়) ; বসিয়া যাওয়া (দেওয়াল দমে গেছে)। বি. ণ. উক্ত সকল অর্থে।

দমানো—ক্রি. দমাইয়া দেওয়া ; দমন করা ; পরাস্ত করা ; নত করা।

দমিত : দমী—দম দ্রঃ।

দম্পতি—জায়া ও পতি, স্বামী ও স্ত্রী (কুরি-দম্পতি—শ্রীযুক্ত কুরি ও শ্রীমতী কুরি ; চক্রবাক-দম্পতি, কৃষক-দম্পতি)। [সং]। **দম্পতি-বরণ**—দানসাগর শ্রাদ্ধে অনুষ্ঠান-বিশেষ।

দম্ভ—দম্ভ (অপ্রচলিত)

দম্মাদার—দম-মাদার অর্থাৎ মাদার পীরের ভক্তদের 'দম-মাদার' বলিয়া গুরুর নাম উচ্চারণ (নিরঞ্জন নিরাকার হৈলা ভেস্ত অবতার, মুখেত বলেত দম্মদার—শূন্য-পুরাণ)।

দম্বল—[সং. দধ্যম্ল] দধ্যম্ল, দইয়ের সাজা।

দম্ভ—[দন্‌ভ্‌+অ] গর্ব, দর্প, অহঙ্কার ; আস্ফালন ; লোক দেখানো ধর্মানুষ্ঠান, ধর্মের আড়ম্বর। **দম্ভক**—প্রতারক (লোক-দম্ভক)। **দম্ভন**—মোহ-উৎপাদন (স্ত্রী-শূদ্র-দম্ভন)। **দম্ভী** (-ম্ভিন্‌)—অহঙ্কারী, গর্বিত ; প্রবঞ্চক। **দম্ভোক্তি**—দম্ভপূর্ণ উক্তি, বড়াই।

দম্ভোলি—(দম্ভ-দৈত্য লয়কারী ; অহঙ্কার লয়-কারী) বজ্র। [সং]।

দম্য—ণ. দমনীয়, শাসনীয় ; বি. ছোট ষাঁড়, দামড়া। [সং]।

দয়া—[দয়্‌ (অনুগ্রহ করা)+অ+আপ্‌] পরদুঃখে দুঃখানুভূতি ও তাহা নিবারণের ইচ্ছা, করুণা, কৃপা ; অনুগ্রহ ; দানশীলতা (তাঁর দয়ায় বেঁচে আছি)। **দয়াকর**—করুণা-নিধান। **দয়া-দাক্ষিণ্য**—অনুকম্পা ও দানশীলতা ; অনুগ্রহ, করুণা। **দয়াধর্ম**—দয়া ও ধর্ম ; অনুগ্রহ। **দয়াপরবশ,-তন্ত্র**—দয়ার বশীভূত। **দয়া-বান্‌** (-বৎ), **দয়াময়, দয়ালু, দয়াশীল**—কারুণিক,কৃপালু। স্ত্রী. **বতী,-ময়ী,-শীলা**। **দয়াবীর**—অনুকম্পা ও দানশীলতা হেতু যিনি নিজেকে বিপন্ন করিতেও কুণ্ঠিত হন না। **দয়ার্দ্র**—করুণায় বিগলিতচিত্ত। **দয়াল**—পরদুঃখে একান্ত কাতর ও দানে সর্বদা তৎপর ; পরম করুণাময় (দয়াল, পার কর ভবসিন্ধু)।

দয়িত—[দয়্‌+ক্ত] ণ. প্রিয় ; বি. প্রেমপাত্র, বল্লভ। স্ত্রী. **দয়িতা**—প্রণয়িনী ; ভার্যা ; (প্রাদে.) পুরীর পাণ্ডা।

দয়েল, দোয়েল—(দধিয়াল—পাখার দুই ধারে দধিবৎ শ্বেত-চিহ্নের জন্য) ছোট পাখীবিশেষ। (শিসের জন্য বিখ্যাত)।

দর—[দৃ+অ] গহ্বর, গর্ত (মাতঙ্গ পড়িলে দরে পতঙ্গ প্রহার করে—ভারতচন্দ্র) ; ডর, ভয়। **দর করা**—খুঁটি পোঁতার জন্য গর্ত করা।

দর—ণ. অল্প (দরবিগলিত) ; ঈষৎ (দরকাঁচা) ; বি. প্রবাহ, স্রোত, ক্ষরণ (দর দর)। [সং.]।

দর—হার, নিরিখ, rate ; মূল্য, দাম ; মর্যাদা (উঁচু দরের লোক)। **দরকষাকষি**—দর

সম্বন্ধে ক্রেতা ও বিক্রেতার বুঝাবুঝি। **দর কাটা**—দরে কিছু কম দেওয়া; দর বাঁধা। **দরদস্তুর**—দর দাম ; হার ও জিনিসের মূল্য নির্ণয়। **দর বাঁধা**—মূল্য ধার্য করা। **দরে কচুরি**—দরে কম করা।

দর—[ফা.] অধস্তন, অধীন। **দর-ইজারা**—ইজারার অধীন ইজারা। **দর-জবাব**—প্রত্যুত্তর। **দর-পত্তনী**—পত্তনীর অধীন পত্তনী।

দরওয়াজা, দরজা—[ফা. দরবাজহ্] দ্বার, কটক (দরজা থেকে ফকির বিদায় করা) ; কপাট (দরজা ভাঙা)।

দরওয়ান—[ফা.] দারোয়ান, দ্বাররক্ষক।

দর(ড়্) কচা,-কাঁচা—ণ. আধপাকা আধকাঁচা, ভিতরে কিছু কাঁচা কিন্তু বাহিরে পাকা। **দর-কচা মারা**—কিছু পাকা কিছু কাঁচা অবস্থায় থাকিয়া যাওয়া ; সুপরিণতি লাভ না করা।

দরকার—[ফা.] প্রয়োজন। ণ. **দরকারী**—প্রয়োজনীয় (দরকারী জিনিসপত্র; দরকারী কথা)।

দরখাস্ত—[ফা. দর্খ্বাস্ত্] আবেদন-পত্র, আর্জি ; প্রার্থনা। **দরখাস্তকারী**—আবেদনকারী, প্রার্থী।

দরগা, দর্গা—[ফা. দর্গাহ্] পীরের কবর বা স্মৃতি-চিহ্ন। **দরগায় শীর্ণি বা শীন্নি দেওয়া**—পীরের দরগায় মানসিক করিয়া দুধ চিনি এবং চাল অথবা ময়দা দিয়া প্রস্তুত খাদ্য উপহার দেওয়া ; বাতাসা মিষ্টান্ন ফলমূল অথবা মুরগী পায়রা খাসী—এসবও আস্ত অথবা রন্ধন করিয়া উপহার দেওয়া।

দরগুজার—[ফা. দর্গুজ'য়না] ণ. অগ্রাহ্য কৃত; যাহা মাফ করা হইয়াছে।

দরজা—দরওয়াজা দ্রঃ।

দরজী—[ফা. দর্জী] যে জামা কাটে ও সেলাই করে, সূচিকর্মজীবী, দর্জিকা।

দরদ—বি. পর্বতের অত্যুচ্চ স্থান ; ম্লেচ্ছ জাতি-বিশেষ ; ণ. ভয়প্রদ। [সং.]।

দরদ—[ফা. দর্দ] বেদনা, ব্যথা (সমস্ত গায়ে দরদ হয়েছে) ; করুণা, মমতা ; সহানুভূতি (কারো জন্য দরদ নাই) ; আন্তরিকতা (দরদ দিয়ে লেখা ; সুরে দরদ আছে)। **দরদী**—ণ. সমব্যথী, সহানুভূতিশীল (কৃষকের দরদী বন্ধু)।

দরদর—অব্য. অশ্রান্ত প্রবাহে, অবিরল ধারায়।

দরদালান—[ফা.] ঢাকা বারান্দা ; হলঘর।

দরপণ,-ন—(বৈষ্ণব সাহিত্যে) দর্পণ, আরশি।

দরপরদা—[ফা.] বি. পর্দা, দীর্ঘপর্দা, যাহার দ্বারা কামরার এক অংশ আড়াল করা যায় ; (দরপরদা টাঙানো) ; অব্য. গোপনে, আড়ালে।

দরপেশ—[ফা.] ণ. বিচারকের সামনে পেশ বা স্থাপিত।

দরবস্ত, দরোবস্ত—ণ. সমস্ত, যাবতীয়। [ফা.]। **দরোবস্ত হকুক**—সমস্ত অধিকার অর্থাৎ স্বত্বাধিকার।

দরবার—[ফা.] রাজ-সভা ; জমিদারের কাছারি ; বিচার-স্থান ; রাজ-প্রতিনিধির সভা (লাট-দরবার) ; অভিযোগ ; কাহারও সহিত সাক্ষাৎ করিয়া আবেদন বা তদ্বির (কমিশনার সাহেবের কাছে দরবার করিয়া দেখা যাক, ফল হয় কি না)।

দরবিগলিত—ণ. অল্প অল্প বা বিন্দু বিন্দু গলিত বা ক্ষরিত। **দরবিগলিত ধারে বা ধারায়**—ক্রি. ণ. তরল হইয়া ক্রমাগত ফোঁটা ফোঁটা করিয়া ক্ষরিত বা পতিত।

দরবেশ—[ফা. দর্বেশ] ভিক্ষার্থী ; ফকির ; সংসারবিরাগী ; (বাং) মিঠাই-বিশেষ।

দরমা—[হি.] নলের চাটাই ; বাঁশের চাটাই।

দরমাহা, দরমা—[ফা. .দরমাহা] মাসিক মাহিয়ানা। **দরমাহাদার**—মাসিক বেতন লইয়া যে কাজ করে।

দরমিয়ান—[ফা.] অব্য. মধ্যে ; বি. মধ্য।

দরশ, দরশন—[সং দর্শ, দর্শন] দর্শন। (কাব্যে ব্যবহৃত)। [বিশেষ।

দরহাম,দিরহাম—[আ. দর্হম্] রৌপ্যমুদ্রা-

দরাজ, দারাজ—[ফা. দরাজ] দীর্ঘ, দূর-প্রসারিত ; লম্বা-চওড়া ; ব্যয়ে অকুণ্ঠিত। **দরাজ গলা**—যে গলায় উঁচু-নীচু সুর অবাধে খেলে। **দরাজ দস্ত**—মুক্তহস্ত। **দরাজ দিল**—ব্যয়ে অকাতরচিত্ত। **দরাজ হাত**—খোলা-হাত। **হাত দরাজ করা**—গায়ে হাত তোলা। বি. **হাত-দরাজি**—অপরকে মারধোর করা।

দরানি,-নি—গলন, ক্ষরণ। **দরানো**—ক্রি. গলানো ; মন গলানো।

দরি, -রী—[সং] পর্বতগহ্বর (গিরিদরি বন) ; কুরূপা ভার্যা ('একা ভার্যা সুন্দরীবা দরীবা') ; [হি. দরী] শতরঞ্চি।

দরিত—ণ. ভীত, শঙ্কিত ; বিদীর্ণ, বিভক্ত। [সং.]

দরিদ্র—[দরিদ্রা (নির্ধন হওয়া) + অ] ণ. নির্ধন, দীন, গরীব, কাঙাল ; রহিত ; হৃতশক্তি (বড়ই দরিদ্র শূন্য বড় ক্ষুদ্র বদ্ধ অন্ধকার—রবি)। বি. **দরিদ্রতা, দারিদ্র্য**—বিত্তহীনতা ; অল্পতা, অভাব (চিন্তার দারিদ্র্য)। **দরিদ্র-নারায়ণ**—দরিদ্র জনগণরূপী নারায়ণ, দরিদ্র হইলেও একান্ত শ্রদ্ধার পাত্র, গরীব লোক। ণ. **দরিদ্রিত**—নির্ধনীকৃত, দুর্গত।

দরিয়া—[ফা.] সমুদ্র, পাথার (অকূল দরিয়া) ; বড় নদী। **মাঝ দরিয়ায় তরী ডোবা**—সমূহ সর্বনাশ ঘটা।

দরিয়াপ্ত, দরিয়াফ্‌ত—[ফা.] প্রশ্ন ; বিবেচনা, বিচার ; অনুসন্ধান (একটু দরিয়াপ্ত করে দেখলে না তার কি হবে ?)।

দরী—দরি দ্রঃ।

দরুন—[ফা.] বাবদ, সম্পর্কিত, হেতু (দত্তদের দরুন জোতটা ; চোখে না দেখার দরুন কষ্ট)।

দরুদ—শান্তি-বাণী, 'সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম' এই বাক্য (সংক্ষেপে 'দঃ'। নাথ বার দরুদ পড়া)। [আ.]

দরোয়ান—দ্বারপাল। [ফা.]

দর্গা—দরগা দ্রঃ। **দর্জি**—দরজী দ্রঃ।

দর্দুর—[দৃ (ভীত হওয়া) + উর] ভেক ; বাদ্য-বিশেষ ; পর্বত-বিশেষ ; মেঘ। স্ত্রী. **দর্দুরা**—দুর্গা।

দদ্রু, দদ্রু—দদ্রু, দাদ। [সং]

দর্প—[দৃপ্‌ + অ] গর্ব, অহঙ্কার, স্পর্ধা; অন্তকে খাট করিবার ইচ্ছা। [দৃপ্‌ + অক]।

দর্পক—ণ. বি. উদ্দীপক, উত্তেজক ; মদন।

দর্পণ—[দর্পি + অনট্‌—যাহা হৃষ্ট করে] মুকুর, আর্শি, আয়না (চিত্ত-দর্পণে প্রতিফলিত)।

দর্পহর, দর্পহারী (-রিন্‌)—ণ. যিনি দর্প হরণ করেন (দর্পহারী মধুসূদন)। **দর্পিত**—গর্বিত (বল-দর্পিত)। **দর্পী** (-পিন্‌)—গর্বিত, দাম্ভিক। স্ত্রী. **দর্পিণী**।

দর্বি, দর্বী—হাতা, ডাবু ; তাড়ু ; ফণা। [সং.]। **দর্বিকা**—দর্বি। **দর্বীকর**—ফণাধর, সর্প ; হাতা-নির্মাণকারী।

দর্ভ—[দৃন্‌ভ (গ্রন্থন করা) + অ] কাশ ; কুশ ; তৃণ। **দর্ভময়**—কুশ-নির্মিত। **দর্ভাসন**—কুশাসন অথবা তৃণের আসন। **দর্ভাঙ্কুর**—কুশাঙ্কুর।

দর্ভট—নির্জন গৃহ। [সং]।

দর্শ—(যে তিথিতে সূর্য ও চন্দ্র একত্র দেখা যায়) অমাবস্যা ; অমাবস্যায় অনুষ্ঠিত যজ্ঞ-বিশেষ ; দর্শন। **দর্শক**—যে দর্শন করে ; যে দেখায় (দোষ-দর্শক) ; পর্যবেক্ষক, পরিদর্শক। **দর্শযামিনী**—অমাবস্যার রাত্রি।

দর্শন—অবলোকন, দেখা (পুত্রমুখ দর্শন) ; সাক্ষাৎকার (তাহার দর্শনলাভ) ; ভক্তিভরে অবলোকন (ঠাকুর দর্শন, প্রতিমাদর্শন) ; আকৃতি, চেহারা (প্রিয়দর্শন, ভীষণদর্শন) ; জ্ঞান ; উপলব্ধি (আত্মদর্শন, ছায়াদর্শন) ; চক্ষু ; দর্পণ ; তত্ত্ব-চিন্তা-বিষয়ক শাস্ত্র, জ্ঞান-শাস্ত্র (ষড়্‌দর্শন ; মার্ক-সীয় দর্শন)। [দৃশ্‌ + অনট্‌]। **দর্শনপথ**—দৃষ্টিপথ। **দর্শন-প্রতিভূ**—হাজির-জামিন, দোষীকে বিচারক-সমীপে হাজির করিবে, এই মর্মে যে জামিন হয়। **দর্শনী**-দর্শনকালে দেওয়া প্রণামী বা নজর ; পারিশ্রমিক ; ভিজিট ; টিকিট (দর্শনী না দিলে পাওা ছাড়িবে কেন ? ডাক্তারের দর্শনী ; থিয়েটারের দর্শনী)। **দর্শনীয়**—দেখিবার যোগ্য ; সুন্দর, মনোজ্ঞ। **দর্শনেন্দ্রিয়**—চক্ষু। **দর্শয়িতা** (-তৃ)—প্রদর্শক ; উপদেষ্টা ; দ্বারপাল।

দর্শা—ক্রি. দেখা যাওয়া; ঘটা (ভাল ফল দর্শিবে)।

দর্শান-(নো)—ক্রি. দেখানো (কারণ দর্শাও)।

দর্শিত—ণ. যাহা দেখানো হয়, প্রকাশিত, প্রকটিত, প্রতিপাদিত। [দৃশ্‌ + ণিচ্‌ ক্ত]।

দর্শী (-র্শিন্‌)—দর্শক, দ্রষ্টা (অন্ত শব্দের সহিত যুক্ত হইয়া ব্যবহৃত হয় (অদূরদর্শী ; পরিণামদর্শী ; সূক্ষ্মদর্শী ; ত্রিকালদর্শী)। স্ত্রী. **দর্শিনী**।

দল—[দল্‌ (ভেদ করা, বিদীর্ণ হওয়া) + অ] পত্র, পাতা (নলিনীদলগত জল ; বিল্বদল) ; পাপ্‌ড়ি (কমলের দল) ; অস্ত্রফলক ; খাপ, কোষ ; রাশি, সমূহ, ঝাঁক (সৈন্যদল ; দলে দলে ; পক্ষিদল) ; সম্প্রদায়, পার্টি (দলগত স্বার্থ ; কীর্তনের দল) ; অসৎ সংসর্গ (দলে মেশা) ; পক্ষ, তরফ (দুই দলে ঝগড়া) ; শেওলা, জলের উপর ভাসমান উদ্ভিদ, দাম, ঝাঁজি (দলপিপি) ; চওড়াই, বেধ (তক্তাখানা দলে বেশ পুরু)। **দলকচু**—বড় পাতাওলা কচু। **দলচ্যুত, দলছাড়া, দলভ্রষ্ট**—একক, স্বতন্ত্র ; দল হইতে পৃথক্‌। **দলটাটু**—দানা না খাইয়া যে টাটু (ঘোড়া) শুধু শেওলা ঘাস ইত্যাদি খায়। **দলপতি**—দলের

সর্দার। **দলবদ্ধ**—একদলে মিলিত। **দল-বল**—নিজের দলের লোকজন। **দল বাঁধা, দল পাকানো**—দল তৈরী করা, দল জোটানো, জোটপাকানো। **দলভুক্ত**—দলীয়, দলের অন্তর্গত। **দলাদলি**—বিভিন্ন দলে বিভক্ত হইয়া প্রতিদ্বন্দ্বিতা বা বিরোধ ; দুই দলের পরস্পরের সঙ্গে আড়াআড়ি। **দলে দলে**—বহু দলে বিভক্ত হইয়া ; বহু লোক ; পালে পালে। **দলে পুরু**—দলে ভারী ; সংখ্যায় অনেক।

দলই, দলুই—সৈন্যাধ্যক্ষ ; হিন্দুপদবী বা উপাধি-বিশেষ। [শিথিলভাবে দোলায়িত।

দলদলে—ণ. কিছু শক্ত কাদার মত ; নরম ;

দলন—বি. মর্দন ; নিপীড়ন ; হরণ ; ণ. দলনকারী (বিপক্ষদলন ; দানবদলনী)। [দল্+অনট্]। **দলন-মলন, দলাই-মলাই**—অঙ্গ-মর্দন, সংবাহন ; (তাহা হইতে) শরীরের বাহ্য যত্ন-আদি (শুধু দলাই-মলাই করলে তো আর হবে না, দানাও চাই)।

দলমল—অব্য. আন্দোলিত, দোদুল্যমান। **দল-মল**—যাহা ক্রমাগত ও ব্যাপকভাবে দুলিতেছে (দলমল দলমল গলে মুণ্ডমালা—ভারতচন্দ্র))

দলা—(সং. দলি) ডেলা, পিণ্ড ; ছোট চাকড়া।

দলা—ক্রি. দলন করা ; পদদলিত করা ; নিপীড়িত করা (যেও না হৃদয় দলি—রবি)। বি. **দলাই, দলাই-মলাই**—অঙ্গমর্দন। **দলানো**—ক্রি, পদদলিত বা মর্দিত করানো।

দলান—দালান। [প্রাদে.]।

দলি—[দল্ (হলাদির দ্বারা ভেদ করা)+ই] ঢিল ; মাটির ছোট চাকড়া।

দলিজ, দলুজ—দহলীজ দ্রঃ।

দলিত—ণ. পিষ্ট ; নিপীড়িত ; মর্দিত (দলিত ফণিনী)। [দল্+ক্ত]।

দলিল—[আ. দলীল] লিখিত প্রমাণ, লেখ্য, document। **দলিল-দস্তাবেজ**—দলিল ও তত্তুল্য গুরুত্বপূর্ণ কাগজ-পত্র। **দলিল পেশ করা**—বিচারকের সামনে যাহা প্রমাণরূপে গৃহীত হইতে পারে এমন কাগজ-পত্র উপস্থাপিত করা। **দলিলী প্রমাণ**—লিখিত কাগজ-পত্রাদিদ্বারা কৃত প্রমাণ। [ঈয়]।

দলীয়—ণ. দলসংক্রান্ত, দলের, দলগত। [দল+

দলুয়া, দলো—গুড়ের জলীয় ভাগ শুকাইয়া ফেলিলে যে চিনি পাওয়া যায়।

দশ—[সং. দশন্] ১০ এই সংখ্যা ; বহু ; সর্বসাধারণ (দশের মুখে জয় দশের মুখে ক্ষয় ; দশের কথায় কান দিলে কি সব সময় চলে ?) ; ণ. ১০ এই সংখ্যক। **দু-দশ**—কিছু (দু-দশ টাকা উপার্জন করত)। **দশক**—দশ সংখ্যা, এককের বামের অঙ্কের স্থান। **দশকণ্ঠ, দশকন্ধর, দশগ্রীব**—রাবণ। **দশকর্ম**—গর্ভাধান পুংসবন সীমন্তোন্নয়ন জাতকর্ম নামকরণ অন্নপ্রাশন চূড়াকরণ উপনয়ন সমাবর্তন বিবাহ—হিন্দুর করণীয় এই দশবিধ সংস্কার। **দশকর্মান্বিত**—এরূপ অনুষ্ঠানাদিতে দক্ষ বা তাহা পালনকারী। **দশকিয়া**—দশকের গণনাবিশেষ। **দশকুমার-চরিত**—দণ্ডি-প্রণীত বিখ্যাত সংস্কৃত উপন্যাস। **দশকুশী, দশক্রোশী**—দশ ক্রোশের পথ ; গানের তালবিশেষ। **দশগ্রামী** (-মিন্)—দশখানি গ্রামের মালিক। **দশচক্র**—দশজনের চক্রান্ত। **দশচক্রে ভগবান্ ভূত**—দশজনের চক্রান্তের ফলে ভগবান্ নামক ব্যক্তি জীবিতাবস্থাতেই ভূত বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিল। **দশদশা**—অভিলাষ চিন্তা স্মৃতি ইত্যাদি মানুষের কামজ দশ অবস্থা অথবা গর্ভবাস জন্ম বাল্য-আদি দেহজ দশ অবস্থা। **দশদিক্**—উত্তর দক্ষিণ ঈশান অগ্নি পূর্ব পশ্চিম বায়ু নৈঋত ঊর্ধ্ব ও অধঃ ; সব দিক্ ; সর্বত্র ; **দশধা**—দশপ্রকার ; দশবার। **দশনামী**—শঙ্করাচার্যের মতাবলম্বী সন্ন্যাসী-সম্প্রদায়ের দশ শাখা—তীর্থ আশ্রম বন অরণ্য গিরি পর্বত সাগর সরস্বতী ভারতী পুরী। **দশ-পঁচিশ**—কড়ি খেলা-বিশেষ। **দশবল**—দান শীল ক্ষমা বীর্য ধ্যান প্রজ্ঞা বল উপায় প্রণিধি জ্ঞান এই দশবল-যুক্ত ; বুদ্ধদেব। **দশবাইচণ্ডী**—অতি কোপনা নারী। **দশবিধ**—নানাপ্রকার। **দশবিশ**—কিছু, অল্পবিস্তর। **দশভুজা**—ণ. দশহাত বিশিষ্টা ; বি. দুর্গা। **দশমহাবিদ্যা**—কালী তারা ষোড়শী ভুবনেশ্বরী ভৈরবী ছিন্নমস্তা ধূমাবতী বগলা মাতঙ্গী কমলা বা রাজরাজেশ্বরী এই দশ আদ্যা-শক্তি। **দশহাত বল**—দশ হাত থাকিলে যেমন বল অনুভব করা যায় তেমন বল ; অন্তরে অশেষ শক্তি লাভ (এই কথা শুনে আমার দশ-হাত বল হলো)। **দশহাত পানির বা জলের নীচে পড়ে যাওয়া**—উদ্ধার বা সিদ্ধি অতিশয় কষ্টসাধ্য হওয়া।

দশন—[দন্‌শ্‌ + অনট্‌] দাঁত ; পর্বতশৃঙ্গ। **দশন-কপাটী**—দাঁত-কপাটী। **দশনচ্ছদ**—ওষ্ঠ। **দশনবসন**—ওষ্ঠ। **দশনবীজ**—ডালিম গাছ। **দশনাংশু**—দন্তরুচি ; দন্তের প্রভাব। **দশনাঙ্ক**—দন্তাঘাতের চিহ্ন।

দশম—দশের পূরক। **দশমের স্থায়**—ন্যায়তঃ। **দশমাবতার**—কল্কী অবতার।

দশমিক—বি. অখণ্ড রাশির দশ ভাগের এক ভাগ; ণ. দশমাংশ সম্বন্ধীয় ; দশগুণোত্তর গণিত, decimal (দশমিক ওজন, দশমিক মুদ্রা)।

দশমী—দশমী তিথি। **দশমীদশা**—দশ দশার শেষ দশা, মৃত্যু। **দশমীস্থ**—বৃদ্ধ।

দশমূল—বিল্ব শ্যোণাক গাম্ভার পাটলা গণি-কারিকা শালপর্ণী পৃশ্নিপর্ণী বৃহতী কণ্টকারী ও গোক্ষুর—এই দশটির মূল ; উহাদ্বারা প্রস্তুত পাচন-বিশেষ। [সং.]। [আসন্নপ্রসবা)।

দশমেসে—ণ. দশ মাসের (দশমেসে পোয়াতী—

দশযোগ—বিবাহাদি কার্যে বর্জনীয় দোষ-বিশেষ। [সং.] [রামচন্দ্রের পিতা। [সং.]।

দশরথ—যাঁহার রথ দশদিকে প্রধাবিত হয় ;

দশসালা-বন্দোবস্ত—১৭৯৩ খৃষ্টাব্দে লর্ড কর্ণওয়ালিশ প্রবর্তিত চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের অব্য-বহিত পূর্ববর্তী রাজস্বসংগ্রহের ব্যবস্থা-বিশেষ, decennial settlement.

দশহরা—জ্যৈষ্ঠ মাসের শুক্লাদশমী তিথি ; দশবিধ পাপনাশক ; গঙ্গার জন্মদিন ; বিজয়া দশমী উৎসব। [সং.].

দশা—বস্ত্রপ্রান্ত ; দশী ; শলিতা ; মনের ভাব বা অবস্থা ; অভিলাষ চিন্তা স্মৃতি গুণকথন উদ্বেগ প্রলাপ উন্মাদ ব্যাধি জড়তা ও মরণ—মানবমনের এই দশ অবস্থা ; গর্ভবাস জন্ম বাল্য কৌমার পৌগণ্ড যৌবন স্থবিরতা জরা প্রাণরোধ মৃত্যু—মানব শরীরের এই দশ অবস্থা ; জন্মকালে গ্রহের অবস্থান (রবির দশা ; শনির দশা) ; (বৈষ্ণব শাস্ত্রে) ভক্তির দশ ভাব (শ্রবণ কীর্তন স্মরণ অর্চনা বন্দন পদসেবা দাস্য সখ্য নিবেদন বীরভাব); ভক্তির আধিক্যে সমাধিস্থ বা অজ্ঞান হইয়া পড়া, ভাবাবেশ (দশা আসা ; দশায় পড়া) ; অবস্থা দুর্দশা (কি দশা তোমার হয় তা দেখ) ; ধরণ (মনের দশা)। **দশা-বিপর্যয়**—দুরবস্থা ; অবস্থার শোচনীয় পরিবর্তন। **দশায় পড়া**—ক্রি. কীর্তন করিতে করিতে ভাবস্থ হওয়া।

দশানন—দশমুখ রাবণ। [সং.]।

দশাবতার—মৎস্য কূর্ম বরাহ নৃসিংহ বামন পরশু-রাম রামচন্দ্র বলরাম বুদ্ধ ও কল্কী—বিষ্ণুর এই দশটি অবতার।

দশাশ্বমেধঘাট—কাশীর বিখ্যাত গঙ্গার ঘাট (এখানে ব্রহ্মা দশ অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়াছিলেন)।

দশাসই—ণ. লম্বায় ও চওড়ায় মানানসই (দশাসই মানুষ)। [+ অহন্‌]

দশাহ—দশদিন কাল। ণ. দশদিনব্যাপী। [দশ

দশী,-শি—বস্ত্রাঞ্চল ; কাপড়ের পাড়ের সুতা ; কাপড়ের ছেঁড়া পাড় (দশি দিয়ে চুল বাঁধা)। **দশী-দশী**—ছিন্নভিন্ন, জীর্ণ (কাপড় দশী দশী হয়ে গেছে, তবু কিনতে পারছি না)।

দশী—দশ গ্রামের অধ্যক্ষ বা মোড়ল।

দষ্ট—ণ. যাহাকে কিছু কামড়াইয়াছে (সর্পদষ্ট) ; ছিন্ন (কীটদষ্ট)।

দস্ত—[ফা. দস্ত্‌] হস্ত (জবরদস্ত ; দরাজদস্ত)। **দস্তক**—[ফা.] বন্দী করার জন্য আদালতের পরোয়ানা, সমন। **দস্তকার**—কারিকর, হস্ত-শিল্পে দক্ষ। বি. **দস্তকারি**। **দস্তখত**—নামসহি, স্বাক্ষর। **দস্তখতী**—দস্তখতযুক্ত, স্বাক্ষরিত, হাতের ছাপযুক্ত। **দস্তগীর**—[ফা.] যিনি হাত ধরেন, অভিভাবক, রক্ষক ; দীক্ষাদাতা (পীর দস্তগীর)। **দস্তদারাজি**—হাত-দারাজি, অত্যাচার, মারধোর। **দস্তবদস্ত**—[ফা.] হাতে হাতে। **দস্তবরদারি**—হাত টানিয়া নেওয়া ; ছাড়িয়া দেওয়া, কর্তৃত্ব বা অধিকার ত্যাগ করা। **দস্তবস্ত**—[ফা.] বদ্ধাঞ্জলি, যোড়হাত। **দস্ত-মোবারক**— পবিত্র হস্ত, শ্রীহস্ত (পূজনীয় ব্যক্তির হস্ত সম্পর্কে বলা হয়)।

দস্তরখান—যে বস্ত্রখণ্ড বিছাইয়া তাহার উপর খাওয়া হয়, cover। [ফা.]।

দস্তা—ধাতুবিশেষ, যশদ, Zinc.

দস্তানা—অঙ্গুলিত্র, হাতমোজা, gloves. [ফা.]

দস্তাবিজ, দস্তাবেজ—[ফা. দস্তাবেষ] দলিল (দলিল-দস্তাবেজ ; গুরুদত্ত দস্তাবেজ গুজরাইব মিছিলকালে—রামপ্রসাদ)।

দস্তার—পাগড়ি। [ফা.]

দস্তিদার—[ফা.] রাজকীয় সিল বা মোহর যাহার কাছে থাকিত ও যার দস্তখতে রাজকীয় দলিলাদি স্থানান্তরিত হইত বা কোন লোককে দেওয়া হইত ; উপাধি-বিশেষ ; মশালচী।

দখিয়ার—প. হস্তগত। [ফা.]। **দখিয়ারি**—দখল, আয়ত্তি।

দস্তুর—[ফা.] প্রথা, রীতি; ধরণ, কায়দা। **দস্তুরমত**—রীতিমত; নিতান্ত (দস্তুরমত অন্যায়)। **দস্তুরমাফিক**—নিয়ম বা রীতি অনুসারে।

দস্তুরি—প্রথাগত প্রাপ্য, কমিশন, দালালি।

দস্যি—দুরন্ত, অশান্ত (দস্যি ছেলে—মেয়েলি ভাষা)।

দস্যু—[দস্ (উৎক্ষেপণ করা, ক্ষয় করা) + যু] বি. প. শত্রু; উৎপীড়নকারী; নিষাদ-আদি অন্ত্যজ জাতি; মহাসাহসিক; ডাকাত, লুঠেরা।

দহ—[সং. হ্রদ] দ (দ্রঃ), অতলস্পর্শ জলাশয় (কালীদহ); হ্রদ; সংকট।

দহন—বি. অগ্নি (দবদহন - দাবাগ্নি); দগ্ধকরণ, দাহ, পোড়ানো; দুর্জন; যন্ত্রণা; প. দাহক, দহনকারী (ত্রিলোকদহন ক্রোধ)। [দহ্ + অনট্]। **দহনকেতন**—ধূম। **দহনীয়**—দাহ, দহনের উপযুক্ত। **দহনোপল**—সূর্যকান্তমণি; আতসী কাচ। [**দহরাকাশ**—চিদাকাশ।

দহর—প. দুর্বোধ; সূক্ষ্ম; বি. শিশু। [সং]।

দহ্‌রম-মহ্‌রম—[ফা. দহ্‌র্‌ম্-মহ্‌র্‌ম্; আ. মহ্‌'রম্—অন্তরঙ্গ] অন্তরঙ্গতা, ঘনিষ্ঠতা, মাখামাখি।

দহলা—দশ ফোঁটাযুক্ত তাস। **দহলা-নহলা করা**—দহলা ও নহলার কোন্ খানা খেলিবে তাহা ঠিক করিতে না পারা, ইতস্ততঃ করা।

দহলীজ—[ফা. দহ্‌লীয] বৈঠকখানা; বাড়ীর প্রবেশপথ; চৌকাঠ। [সন্তপ্ত করা।

দহা—ক্রি. দগ্ধ হওয়া বা করা, পোড়ান বা পোড়া;

দহি,-হী—[হি.] দধি।

দহিয়াল—দয়েল দ্রঃ।

দহ্যমান—প. যাহা দগ্ধ হইতেছে অথবা পীড়িত হইতেছে (দহ্যমান অট্টালিকা; দহ্যমান উদর)। [দহ্ + শানচ্]।

দা—[সং. দাত্র] কোপাইয়া কাটিবার ছোট অস্ত্রবিশেষ, কাটারি; কাস্তে; বঁটি। **রামদা**—বৃহৎ দা-বিশেষ, খড়্গ। **দা-কুমড়ো সম্বন্ধ**—অহিনকুল সম্বন্ধ, মারাত্মক শত্রুতা; অত্যন্ত অবনিবনাও।

দা—দাদা শব্দের সংক্ষেপ (বড়দা, সেজদা)।

দাই—[সং. ধাত্রী] ধাই; উপমাতা; যে শিশুকে স্তন দান করে অথবা পালনে সাহায্য করে; যে প্রসব করায় (গ্রাম্য ভাষায় দাইমাদি, দাইমী); যে প্রসূতির পরিচর্যা করে; যে নাড়ী কাটে (জাতিতে দাই)।

দাইল—দাল, ডাল, ডাইল।

দাউজী—দাদা; শ্রীকৃষ্ণের দাদা বলরাম।

দাউ-দাউ—অব্য. অগ্নি প্রজ্বলিত হইয়া শিখা উঠার ভাব (দাউ দাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল)।

দাউনিয়া, দাওয়ালে—ধান-কাটা মজুর; (তাহা হইতে) যাহা উপার্জন করে তাহাই খরচ করিয়া ফেলে এমন লোক (এতদিন চাকরি করলে, এক পয়সা সঞ্চয় নেই, দাওয়ালের কাণ্ড দেখছি!)।

দাও—দা, কাটারি। **দাওন**—শস্য-কর্তন (বাদার ধান দাওয়া)। [প্রাদে.]

দাওয়া—[আ. দা'ব়া] দাবী, অধিকার (দাবী দাওয়া)। **দাওয়া করা**—অধিকারের দাবী করা। **দাওয়াদার**—দাবিদার।

দাওয়া—[সং. দাবটি] বারান্দা; পিঁড়ে, রোয়াক।

দাওয়া, দাওয়াই—[আ. দবা] ঔষধ। **দাওয়াখানা**—ডাক্তারখানা। **দাওয়া করা**—চিকিৎসা করানো; প্রতিবিধান করানো।

দাওয়াত—[আ. দা'বাত্] নিমন্ত্রণ। **দাওয়াতী**—নিমন্ত্রিত।

দাঁ—শঙ্খবণিকের উপাধি-বিশেষ; [ফা. দান] অভিজ্ঞ (উর্দু-দাঁ—উর্দু ভাষায় অভিজ্ঞ; ফার্সী-দাঁ; ইংরেজী-দাঁ)।

দাঁ, দাঁও, দাঁউ—[হি. দাঁব] লাভের বা জিতের সুযোগ। **দাঁও মারা**—সুযোগ বুঝিয়া নিজের লাভজনক কাজ করা, সহজে মোটা লাভ করা। **দাঁও ফস্কানো**—লাভের সুযোগ নষ্ট হওয়া। **দাঁও-পেঁচ**—কুস্তির কৌশল; কার্যসিদ্ধির বিশেষ বিশেষ উপায়।

দাঁড়—[সং. দণ্ড] বি. ক্ষেপণী, বইঠা (দাঁড় মারা); যে দণ্ডের উপর খাঁচার পাখী বা পোষা পাখী বসে; প. দণ্ডায়মান, খাড়া। **দাঁড় করানো**—প্রার্থীরূপে উপস্থিত করা (কংগ্রেস তাঁকে দাঁড় করিয়েছে); অপেক্ষারত রাখা (লোকটিকে দাঁড় করিয়ে রেখেছ কেন?); থামিয়ে রাখা (গাড়ী দাঁড় করানো); প্রতিষ্ঠিত করা (কারবার দাঁড় করানো); গড়িয়া তোলা বা সক্রিয় করা; টেকানো (কাগজটা দাঁড় করাতে পারবে তো?); উপস্থিত করানো (সাক্ষী দাঁড় করানো); উত্থাপন বা দায়ের করা (মামলা দাঁড় করানো)।

দাঁড়কাক—[সং. দণ্ডকাক] কৃষ্ণবর্ণ বড় কাক।

পাকা আম দাঁড়কাকে খায়—উৎকৃষ্ট বস্তুর অনেক সময় অযোগ্য ব্যবহার হয় ; সুন্দরী কন্যা অপাত্রে পড়া সম্বন্ধে উক্তি। [কোদাল।

দাঁড়-কোদাল—কিছু লম্বা হাতলযুক্ত বড়

দাঁড়া—[সং. দণ্ড] মেরুদণ্ড (শিরদাঁড়া) ; নৌকার মাঝখানের লম্বালম্বি মোটা কাঠ ; লম্বালম্বি উঁচু জমি, যেখানে জল উঠে না ; চিংড়ির বা কাঁকড়ার হস্তবৎ অঙ্গ, দংষ্ট্রা ; শুঁড়, মুখের দুইপাশের শুঁয়া (আরসোলার দাঁড়া)।

দাঁড়া—[সং. ধারা] রীতি, ধরণ, রেওয়াজ। **উল্টা দাঁড়া**—বিপরীত ধরণ-ধারণ।

দাঁড়া—ণ. দণ্ডায়মান। **দাঁড়া-কবি**—যে কবি আসরে দাঁড়াইয়াই উপস্থিত-বুদ্ধির গুণে প্রতিপক্ষের উক্তির উত্তরে গান বাঁধিতে পারে। **দাঁড়া-গোপাম, দাঁড়া-গুয়াপাম**—স্ত্রী-আচার-বিশেষ (ইহাতে অখণ্ডিত সুপারি ও পান ব্যবহৃত হয়)। **দাঁড়া-গোপাল**—পাঠশালার দণ্ড-বিশেষ (অপরাধী ছাত্রের দুই হাতে ভারী ইট দিয়া তাহাকে পা ফাঁক করিয়া দাঁড় করাইয়া রাখা হইত)।

দাঁড়ানো—ক্রি. দণ্ডায়মান হওয়া, খাড়া হওয়া ; গতিবেগ রুদ্ধ করা, থামা (গাড়ী দাঁড়ানো; 'দাঁড়াও পথিকবর জন্ম যদি তব বঙ্গে') ; সঞ্চিত হওয়া, স্থায়ী হওয়া (ও জায়গাটায় জল দাঁড়ায় ; পেটে কিছুই দাঁড়াচ্ছে না) ; প্রতিরোধ করিতে অগ্রসর হওয়া (শত্রুর অগ্রগতির বিরুদ্ধে দাঁড়ানো) ; সবুর করা, অপেক্ষা করা (দাঁড়াও, এইবার তাহাকে জব্দ করিবার পথ পাইয়াছি) ; সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়া (বিদ্যালয়টি দাঁড়িয়ে গেছে) ; পক্ষ সমর্থন করা (মামলায় কোন উকীল তার হয়ে দাঁড়ায়নি) ; পরিণতি লাভ করা, শেষ হওয়া (ব্যাপারটা যে এমন দাঁড়াবে কে ভেবেছিল ? দেখা যাক কোথাকার জল কোথায় গিয়ে দাঁড়ায়) ; পরিণত হওয়া (শত্রু হয়ে দাঁড়ানো) ; ণ. দণ্ডায়মান, খাড়া ; বি. দণ্ডায়মান অবস্থা বা ভঙ্গী। **নিজের পায়ে দাঁড়ানো**—নিজের শক্তিতে প্রতিষ্ঠিত হওয়া। **বেঁকে দাঁড়ানো**—মানিয়া লইতে অসম্মত হওয়া ; প্রতিকূলতা করা।

দাঁড়াশ, দাঁড়োশ—সর্প-বিশেষ (ইহা লেজে ভর দিয়া অনেকখানি দাঁড়াইয়া উঠে)।

দাঁড়ি—পূর্ণচ্ছেদসূচক চিহ্ন ; তুলাদণ্ড (দাঁড়িপাল্লা)। **দাঁড়ি টানা**—শেষ করা।

দাঁড়ী—যে নৌকায় দাঁড় টানে (দাঁড়িমাঝি)।

দাঁড়ুকা, দাঁড়কে—পায়ের শৃঙ্খল-বিশেষ ; ঘোড়ার সামনের দুই পা বাঁধিয়া দিবার ফাঁসবিশেষ।

দাঁত—দন্ত ; দাঁতের আকৃতির কিছু (করাতের দাঁত ; চিরুণীর দাঁত)। ণ. **দাঁতাল, দেঁতো** (**দেঁতো হাসি**—দাঁত বাহির করা হাসি)। **দাঁতকড়া**—দাঁতের গোড়ায় যন্ত্রণাদায়ক ফোঁড়া। **দাঁতকপাটি,-টী**—দাঁতে খিল, lock-jaw. **দাঁতখামাটি,-খামুটি**—উপরের দন্ত-পঙ্‌ক্তির দ্বারা নীচের ঠোঁট জোরে চাপিয়া ধরা (ক্রোধ অথবা সঙ্কল্পের পরিচায়ক। গায়ে জোর নাই, দাঁতখামাটি আছে)। **দাঁত খিচানো**—দাঁত বাহির করিয়া তাড়না (বাঁধানো দাঁত দিয়া খিচানোই যায়, কামড়ানো যায় না—শরৎচন্দ্র)। বি. **দাঁতখিচুনি**। **দাঁত ছোলা**—দাঁত মাজা ; দাঁতে মিশি দেওয়া। **দাঁত তোলা**—ডাক্তারের সাহায্যে যন্ত্রণাদায়ক দাঁত উঠাইয়া ফেলা। **দাঁত থাকিতে দাঁতের মর্যাদা না বোঝা**—যাহা আছে তাহার মূল্য ও মর্যাদা সম্যক্ উপলব্ধি করিতে না পারা, সুযোগের সদ্ব্যবহার না করা। **দাঁত দেখানো**—দাঁত খিচানো ; ডাক্তারকে দিয়া দাঁত পরীক্ষা করানো। **দাঁতপড়া**—বৃদ্ধ ; ফোকলা (দাঁতপড়া বুড়োর বিয়ে করার সখ। দাঁতপড়া ইলসে—খুব বড় ইলিশ মাছ)। **দাঁত ফুটানো**—দন্তস্ফুট করা, কোন বিষয়ের ভিতরে কিছুটা প্রবেশ করিতে পারা। **দাঁত বাঁধানো**—আসল দাঁতের স্থানে কৃত্রিম দাঁত বসানো। **দাঁত ভেঙে দেওয়া**—সম্পূর্ণ পরাভূত করা বা জব্দ করা। **দাঁতভাঙা প্রশ্ন**—যে প্রশ্নে দন্তস্ফুট করা যায় না এত কঠিন। **দাঁত লাগা**—দাঁতে খিল লাগা। **দাঁতে কুটা, বা খড় বা তৃণ করা**—তৃণদন্ত ; অত্যন্ত দীন বা বিনীত হওয়া। **দাঁতে দেওয়া**—চর্বণ করা ; খাওয়া। **দাঁতশূল**—দাঁতের কষ্টদায়ক বেদনা। **দাঁতে কুটি দিয়া থাকা বা কড়ি দিয়া পড়িয়া থাকা**—কিছুই পান বা আহার না করা। **দাঁতে দাঁতে লাগা**—শীতে বা ভয়ে দাঁত ঠক্ ঠক্ ক'রে কাঁপা। **চিরণদাঁতী**—চিরুণীর মত ফাঁক-ফাঁক দাঁত যে মেয়ের (এরূপ দাঁত মেয়েদের পক্ষে অমঙ্গলসূচক জ্ঞান করা হয়)।

দাঁতন—দাঁত ঘষিয়া পরিষ্কার করিবার কাঠি (**দাঁতন করা**—দাঁতন দিয়া দাঁত পরিষ্কার করা)।

দাঁতা—ক্রি. গরু প্রভৃতির দাঁত উঠা (সেদিনের বাচ্চা, এখনো দাঁতেনি)।

দাঁতাল—[সং. দংষ্ট্রাল] ণ. বৃহৎ দন্তযুক্ত; বি. শূকর; দাঁতাল হাতী।

দাঁত্ড়ে—ক্রি.দাপাদাপি করিয়া; ণ.দুর্দান্ত,দুঁদে।

দাক্ষ—ণ. দক্ষ-সম্বন্ধীয়, দক্ষ হইতে জাত। স্ত্রী. **দাক্ষায়ণী**—দক্ষকন্যা সতী। **দাক্ষী**—দক্ষকন্যা। [দক্ষ+আয়ন+ঈপ্]

দাক্ষিণাত্য—ণ. দক্ষিণদিকের; বি. ভারতের দক্ষিণে অবস্থিত সুবৃহৎ অঞ্চল, দক্ষিণাপথ; দক্ষিণ দেশবাসী। [দক্ষিণা+ত্য]।

দাক্ষিণ্য—[দক্ষিণ+য—দক্ষিণ দ্রঃ] আনুকূল্য; সৌজন্য; উদারতা, সরলতা; ঋজুতা। **দয়া-দাক্ষিণ্য**—করুণা, আনুকূল্য।

দাখিল—[আ.] উপস্থিত, উপনীত; উপস্থাপিত, পেশ (রিপোর্ট দাখিল করা হয়েছে); মতন, প্রায়, সামিল (মরবার দাখিল হয়েছে); ণ. পেশ করা হইয়াছে এমন। **দাখিল করা**—পেশ করা, হাজির করা। **দাখিল-খারিজ**—জমিদারী সেরেস্তায় বা কালেক্টরিতে পুরাতন অধিকারীর নাম কাটাইয়া নূতন অধিকারীর নাম পত্তন। **দাখিল হওয়া**—উপস্থিত হওয়া; গিয়া হাজির হওয়া। **দাখিলে যাওয়া**—খরচের খাতায় নাম লিখিত হওয়া; মরা।

দাখিলা—প্রদত্ত খাজনা প্রাপ্তির রসিদ। [আ.]

দাগ—[ফা.] চিহ্ন, ছাপ (কালির দাগ); ক্ষত-চিহ্ন; পরিচয়-চিহ্ন; নিশানা (জগতে এসেছিস্ একটা দাগ রেখে যা—বিবেকানন্দ); কলঙ্ক (চরিত্রের দাগ); অপবাদ, অকীর্তি; রেখা, আঁচড় (দাগ কাটা); মরিচা (লোহার দাগ ধরা); সাঙ্কেতিক লেখা, মার্কা (কাপড়ের দাম ঠিকই বলা হয়েছে, দাগ দেখে বলেছি); জমির খণ্ড বা কিত্তা, plot (এক দাগে দশ বিঘা জমি); গরু-মহিষাদির গায়ে দেওয়া লোহা পোড়ানো ছেঁকা। **দাগ কাটা**—চিহ্ন অঙ্কিত করা; কার্যকর প্রভাব বিস্তার করা (কথাটা তার মনে দাগ কাটলো)। **দাগ দেওয়া**—চিহ্নিত করা (শব্দটির নীচে দাগ দাও); লোহা-আদি পোড়াইয়া শাস্তি স্বরূপ শরীরে চিহ্ন অঙ্কিত করা; গরু দাগানো। **ঘি দাগ করা**—ঘি নূতন করিয়া জ্বাল দিয়া টাট্কার মতো করা। **দাগড়া**—প্রহারের ফলে গায়ে দড়ির মত লম্বা ফুলা দাগ। **দাগনী**—যে লোহা পোড়াইয়া গরু-মহিষাদির গায়ে দাগ দেওয়া হয়।

দাগরাজী—ছাদের ফাটা স্থান জোড়া দেওয়ার কাজ।

দাগা—চিহ্ন; লেখা (**দাগা বুলানো**—লেখার উপরে কলম ঘুরাইয়া প্রথম শিক্ষার্থীর লেখা শেখা); গভীর মর্মবেদনা (মনে দাগা পাওয়া বা দেওয়া); প্রতারণা, বিশ্বাসঘাতকতা (দাগা দেওয়া—প্রতারণা করা)। **দাগাবাজ**—বঞ্চক, শঠ; বিশ্বাসঘাতক। বি. **দাগাবাজি**।

দাগা—ক্রি. দাগ দেওয়া, চিহ্ন দেওয়া (শব্দটি দাগাও); অঙ্কিত করা; তপ্ত লৌহ দ্বারা চিহ্নিত করা (ষাঁড় দাগাও); (কামানাদিতে) অগ্নিসংযোগ করা, ছোঁড়া (কামান দাগা)। **দাগানো**—ক্রি. দাগা, অঙ্কিত করা; চিহ্নিত করানো; ছোঁড়ানো।

দাগী—ণ. কলঙ্কিত; চিহ্নিত; পচন-চিহ্নযুক্ত (ফলটা দাগী); অপরাধের জন্য ইতঃপূর্বে দণ্ডপ্রাপ্ত (দাগী চোর)।

দাঙ্গা—[সং. দ্বন্দ্ব; ফা. জঙ্গ্; হি. দংগা] দলবদ্ধ হইয়া মারামারি, লাঠালাঠি। **দাঙ্গা-ফসাদ, দাঙ্গা-ফেসাদ**—মারামারি ও বিবাদ। **দাঙ্গাবাজ**—ণ. দাঙ্গাপ্রিয়, দাঙ্গা-কারী। **দাঙ্গাহাঙ্গামা**—ক্রমাগত বা নানা-প্রকার দাঙ্গা।

দাড়, দাড়ক, দাড়া, দাঢ়া—বড় দাঁত, দংষ্ট্রা; সাপের বিষদাঁত; ব্যাঘ্রাদির সূক্ষ্মাগ্র দন্ত; কাঁকড়ার বা চিংড়ির দাঁতযুক্ত লম্বা পা; পিঁপড়ার হুল।

দাড়ি,-ড়ী,-ঢ়ি—[সং. দাঢ়িকা] শ্মশ্রু; চিবুক। **চাঁপদাড়ি বা চাপদাড়ি**—ঘন দাড়ি। **ছাগল-দাড়ি বা ছাগলা দাড়ি**—মাত্র চিবুকে সামান্য দাড়ি। **চুল-দাড়ি পাকানো**—বৃদ্ধ ও বহু অভিজ্ঞতাসম্পন্ন হওয়া। **বুকে ব'সে দাড়ি উপড়ানো**—আশ্রয়দাতার অনিষ্টসাধন। **দেড়ে**—ণ. লম্বা দাড়িযুক্ত (অবজ্ঞার্থক)।

দাড়িম—[সং. দাড়িম্ব] ডালিম দ্রঃ। **দাড়িম-প্রিয়**—শুকপাখী।

দাণ্ডা—[হি. ডাণ্ডা] লাঠি; নৌকার দাঁড়।

দাণ্ডাগুলি—ডাণ্ডাগুলি বা ডাংগুলি ; **দাণ্ডা-খাণ্ডা**—সন্তানহীনা ও পতিহীনা নারী ; বন্ধ্যা।

দাতব্য—ণ. দানযোগ্য, বিতরণের যোগ্য, দেয়। **দাতব্য চিকিৎসালয়**—যেখানে বিনামূল্যে চিকিৎসা ও ঔষধ-বিতরণ হয়। [দা+তব্য]

দাতা(-তৃ)—[দা+তৃ] ণ. দানকারী ; যে দেয় (ঋণদাতা) ; প্রদানকারী (করদাতা, সংবাদ-দাতা) : দানশীল, বদান্য (দাতা কার না শ্রদ্ধার্হ ?); সম্প্রদানকারী (কন্যা-দাতা)। **দাতাকর্ণ**—কর্ণের মত সর্বস্বদাতা, অতিশয় দানশীল। **দাতাগিরি**—বদান্যতা (অবজ্ঞার্থে। দাতা-গিরি ফলানো হচ্ছে ?)। **দাতৃত্ব**—দাতার কর্ম, দানশীলতা। স্ত্রী. **দাত্রী** (বরদাত্রী)।

দাত্যূহ—ডাহক পাখী। [সং.]।

দাত্র—[দো (ছেদন করা) + ত্র] দা, কাটারি।

দাদ—[ফা.] প্রতিশোধ, প্রতিহিংসা। **দাদখাই, -খায়ি**—প্রতিকারপ্রার্থী। **দাদ তোলা, দাদ লওয়া**—প্রতিশোধ লওয়া ; প্রতিহিংসা চরিতার্থ করা। **দাদ-ফরিয়াদ**—প্রতিকারের জন্য নালিশ (সে এখন প্রবল, কাজেই যা করে তার দাদ-ফরিয়াদ নাই)।

দাদ—[সং. দদ্রু] চর্মরোগ-বিশেষ, ringworm. **দাদমার**—দদ্রুনাশক।

দাদখানি—সুলতান দাউদখানের নামে প্রসিদ্ধ সরু চাউল-বিশেষ।

দাদন,-নি—[ফা.] মাল প্রস্তুত বা সরবরাহ করিবার অঙ্গীকারে দত্ত অগ্রিম অর্থ (নীলের দাদন ; দুধের দাদন)। **দাদনদার**—যে দাদন দেয়, মহাজন। **দাদনী**—দাদন দেওয়া আছে এমন।

দাদরা—[সং. দদুর] হাল্কা তাল-বিশেষ (নাচলে দেদার দাদরা তালে কার্ফাতে সুর ফর্দাতে—নজরুল ইসলাম)।

দাদলি—অস ক্রি. তীব্র আক্রমণ করিয়া ; তাড়াইয়া।

দাদা—[সং. তাত ; দায়াদ] বড় ভাই (বড় দাদা ; মতি দাদা ; পিতামহ (বাপদাদা চৌদ্দ পুরুষ) ; মাতামহ ; কনিষ্ঠ ভ্রাতা পৌত্র দৌহিত্র প্রভৃতিকে স্নেহ-সম্বোধন ; যে-কোন বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তিকে বা গুরুভাই বা এক দলভুক্ত ব্যক্তিকে সম্মানসূচক সম্বোধন। সংক্ষেপে দা, আদরে দাদু। **দাদাঠাকুর**—পিতামহতুল্য বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ (ব্রাহ্মণেতর জাতির পক্ষে)। **দাদা-বাবু**—দাদাস্থানীয় মনিব। **দাদামহাশয়, -মশায়,-মশাই**—মাতার পিতা বা পিতৃব্য। **দাদাভাই**—নাতি বা নাতি-স্থানীয়ের প্রতি আদরের ডাক। **দাদাশ্বশুর**—শ্বশুরের পিতা বা পিতৃব্য। স্ত্রী. **দাদী**—ঠাকুরমা।

দাদী—বাদী, ফরিয়াদী। [ফা. দাদ+বাং. ই]

দাদু—পিতামহ ; মাতামহ (আদরে)।

দাদু—[দাউদ] মধ্যযুগের প্রসিদ্ধ কবীরপন্থী সাধক ও ভক্ত। **দাদুপন্থী**—দাদুর মতাবলম্বী সম্প্রদায়-বিশেষ।

দাদুর—[সং. দদুর] বেঙ। স্ত্রী. **দাদুরী** (মত্ত দাদুরী ডাকে ডাহুকী ফাটি যাওত ছাতিয়া—বিদ্যাপতি)।

দান—[দা+অনট্] দেওয়া (শান্তিদান) ; স্বত্ব ত্যাগ করিয়া দেওয়া (গোদান) ; বিতরণ (অন্ন-দান) ; হস্তীর মদজল ; খেয়ার কড়ি (দানলীলা ; দানী) ; পাশা বা কড়ি খেলায় যে অঙ্ক হয় (দান পড়া—ভাগ্যক্রমে অথবা দৈব ঘটনায় ঘটা) ; উৎসর্গ, সম্প্রদান (তিল দান, কন্যাদান) ; ত্যাগ (দানব্রত) ; প্রদত্ত বস্তু (মূল্যবান্ দান) ; পণ্য-বিক্রয়ের জন্য রাজাকে যে শুল্ক দিতে হয়; তোলা; উপহার, ঘুষ (দানভিন্ন)। **দানকাম**—দানেচ্ছা। **দানখণ্ড**—কৃষ্ণলীলায় নৌকা পারা-পার-বিষয়ক পালা-গান। **দানধর্ম**—দান-শীলতা-রূপ শ্রেয়ঃ পন্থা। **দান-ধ্যান**—দানাদি কর্ম। **দানপতি**—অতিশয় দাতা। **দান-পত্র**—দান-বিষয়ক দলিল। **দানবারি**—হস্তীর মদজল ; (দানব অঃ)। **দানবীর**—দানে যাহার স্বাভাবিক আগ্রহ আছে এবং সেই-জন্য নিজের স্বার্থ বলি দিতে সর্বদাই প্রস্তুত। **দান-ভিন্ন**—উৎকোচের দ্বারা বিপক্ষ হইতে স্বপক্ষে আনীত। **দানশীল**—দানে অভ্যস্ত। **দান-শূর**—দানবীর। **দানশৌণ্ড**—অতিদাতা। **দানসজ্জা**—বিবাহে বরকে যে দ্রব্যসম্ভার দেওয়া হয়। **দানসাগর**—যোলটি ষোড়শ-দানযুক্ত শ্রাদ্ধবিশেষ। **দানসামগ্রী**—দানের বস্তু। **অবর্ণদান**—জাতিবর্ণ-নির্বিশেষে গরীব-দুঃখীকে দান। **যেমন দান তেমন দক্ষিণা**—দানের বস্তুর পরিমাণ অনুযায়ী দক্ষিণা ; মূল বস্তুর যোগ্য আনুষঙ্গিক দ্রব্য।

দান—[দৈ (শুদ্ধ করা) + অনট্] শোধন ; [দে (পালন করা) + অনট্] পালন, রক্ষণ ; [দো (ছেদন করা) + অনট্] ছেদন, কর্তন।

দান,-নী—[ফা.দান] আধার, পাত্র (আতরদান ; পিকদান ; কলমদান ; নিমকদান)।

দানঘাট—যেখানে নদী পার হইবার শুল্ক গ্রহণ করা হয়, পারঘাট।

দানব—অসুর, দৈত্য। [দনু+অ]। **দানব-গুরু**—শুক্রাচার্য। **দানবদলনী,-দমনী**—অসুরনাশিনী দুর্গা, চণ্ডী। **দানবারি**—দানবের শত্রু, দেবতা ; বিষ্ণু ; (দান দ্রঃ)।

দানা—দৈত্য ; ভূত ; অপদেবতা। [ফা]।

দানা—[ফা. দানাহ্] শস্যবীজ (গমের দানাগুলো পুষ্ট হয় নাই ; বেদানার দানা) ; খাদ্য (ঘোড়াকে দানা দেওয়া ; দানা-পানি) ; ছোট গোলাকার অথবা প্রায় গোলাকার বস্তু (গুড়ের দানা ; সাগু দানা) ; মটরের আকৃতির স্বর্ণময় গুটিকা যাহা গ্রথিত হার। **দানাপানি**—অন্নজল।

দানাদার—[ফা. দানা—জ্ঞানী] ণ. জ্ঞানী, বিচক্ষণ (তুই দানাদার দরাজদস্ত—কালিদাস রায়) ; দানাযুক্ত (দানাদার গুড়)।

দানিশবন্দ, দানেশমন্দ—[ফা. দানিশমন্দ্] ণ. জ্ঞানী, পণ্ডিত, বিচক্ষণ। **দানেশমন্দি**—বিচক্ষণতা, জ্ঞানবত্তা। **দানেশমন্দী**—ণ. পাণ্ডিত্যবিষয়ক।

দানী—হাটে অথবা পারঘাটে যাহারা শুল্ক গ্রহণ করে **দানী (-নিন্)**—ণ. দানশীল (মহাদানী)। [দান+ইন্]। **দানীয়**—ণ. বা বি. দানযোগ্য ; দেয় বস্তু। [দা+অনীয়]।

দানুয়া, দেনো—ণ. শ্রাদ্ধ বিবাহ প্রভৃতিতে দেওয়া ; (তাহা হইতে) অনাদরের (দেনো মাল)।

দানো—দানা, দৈত্য, অপদেবতা (দানোয় এসে হঠাৎ কেশে ধরে এক দমকে কঙ্ক লক্ষ্মীছাড়া—রবি)। [দানব]। **দানোয় পাওয়া**—অপদেবতার প্রভাবাধীন হওয়া।

দান্ত—[দম্ (শাসন করা)+ক্ত] ণ. শাসিত, নিয়ন্ত্রিত ; জিতেন্দ্রিয় ; তপস্যার ক্লেশসহিষ্ণু ; শান্ত। বি. **দান্তি**—ইন্দ্রিয়সংযম ; তপঃক্লেশ-সহিষ্ণুতা।

দাপ—[সং. দর্প] দাপট, প্রতাপ ; অহঙ্কার ; দবদবা। [প্রচণ্ডতা।

দাপট—[হি. ডপট] দপট দ্রঃ ; প্রতাপ,

দাপদুপ—অব্য. বেগে বা জোরে জোরে পা ফেলিয়া চলার শব্দ ; উপর হইতে ক্রমাগত ভারি জিনিস ফেলার শব্দ।

দাপন—দান করানো ; পায়ের শব্দ করিয়া চলা ; মর্দন। ণ. **দাপিত**। [সং]

দাপনি, দাপুনি—[সং. দর্পণ] (প্রাচীন বাংলায় ব্যবহৃত) দর্পণ ; দর্পণের মত আভা বা চমক। [পনা।

দাপাদাপি—বি. পদশব্দ করিয়া ছুটাছুটি ; দুরন্ত-

দাপানো—ক্রি. ছট্‌ফট্ করা ; অপরের দুঃখ দেখিয়া অস্থির হওয়া (তার দুঃখ দেখে মনটা বড় দাপায়) ; হাত-পা ছোঁড়া (জবাই করা মুর্গীর মতো দাপাচ্ছে)। বি. **দাপানি, দাপুনি**——অন্তরে দগ্ধ হওয়া ; সমবেদনায় বিশেষ কাতর হওয়া ; ছট্‌ফটানি ; আস্ফালন ; প্রতাপ।

দাপিনী—[সং. দর্পিনী] ণ. দাপযুক্তা ; প্রতাপান্বিতা ; গর্বিতা।

দাফন, দফন—[আ. দফন্] গোরদান (দাফন করা)।

দাব—[দু (উত্তপ্ত করা) +ঘঞ্] দাবানল, বনাগ্নি ; বন ; তাপ। **দাবদাহ**—দাবানলের জ্বালা।

দাব—[হি.] চাপ ; আধিপত্য ; শাসন ; নিপীড়ন (**দাবে রাখা**—চাপে বা শাসনে রাখা ; দাবাইয়া রাখা)। বি. **দাবকি**—দাবাইয়া রাখা ভাব ; কড়া শাসন।

দাবড়—পশ্চাদ্ধাবন ; তাড়া (দাবড় দেওয়া ; দাবড় খেয়ে চোর মরাইয়ের নীচে ঢুকিল) ; দাপট ; প্রচণ্ড আক্রমণ। **দাবড়ি, দাবিড়ি, দাবুড়ি**—ধমক (দাবড়ি খাওয়া ; দাবড়ি দেওয়া)। **দাবড়ানো**—ক্রি. পিছনে পিছনে তাড়া করা (চোর দাবড়ানো) ; দৌড় করানো, ছুটানো (ঘোড়া দাবড়ানো)।

দাবন—চাপন ; দমন, দাবানো।

দাবনা, দাপনা—ঊরুর মাংসল অংশ।

দাবা—শতরঞ্চ (দাবা খেলা) ; শতরঞ্চের মন্ত্রী (শতরঞ্চের অন্যান্য বলকে দাবাইয়া রাখে বলিয়া)। **দাবাড়ু, দাবাড়ে**—শতরঞ্চ খেলোয়াড়, শতরঞ্চ খেলায় পটু ও উৎসাহী ব্যক্তি।

দাবা—দাওয়া ; পোতা ; পিঁড়ে।

দাবা—[হি. দাব্‌না] ক্রি. চাপা, দমন করা ; টেপা (হাত পা দাবিয়া দেওয়া) ; পিষ্ট করা, মর্দিত করা ; ণ. চাপিয়া রাখা। **বগলদাবা**—ণ. বগলে লুক্কায়িত অথবা রক্ষিত ; বগলের মধ্যে চাপিয়া রাখা হইয়াছে এমন (তোমার মত জোয়ানকে সে বগলদাবা করতে পারে)।

বি. দাবাই—ভারে (গাড়ীর) এক দিক্ দাবিয়া যাওয়ার ভাব।

দাবাগ্নি, দাবানল—দাব দ্রঃ।

দাবানো—ক্রি. চাপা; টিপিয়া দেওয়া; নিচু করা বা নত করা; পিষ্ট করা; লাঞ্ছিত করা; দমাইয়া রাখা বা দেওয়া (পায়ের নীচে দাবানো)।

দাবি,-বী—[আ. দা'বা] অধিকার, দাওয়া, আইন-সঙ্গত অধিকার (হাজার টাকার দাবীতে নালিশ); ন্যায্য পাওনা ও সেই পাওনার জন্য অভিযোগ বা নালিশ (এ আমার প্রার্থনা নয়, দাবী)। **দাবী-দাওয়া**—দাবী বা অধিকার; অভাব-অভিযোগ। **দাবীদার**—যে দাবী অর্থাৎ স্বত্বের অভিযোগ করে বা জানায়, claimant; অংশীদার, ওয়ারিশ।

দাম (-মন্)—[দো (ছেদন করা) + মন্] যে দড়িতে অনেক গরু বাঁধা হয়, দাঁওন; গরুর দড়ি; ছাঁদন-দড়ি; সূত্র; মাল্য; গুচ্ছ (চম্পকদাম; কেশদাম); ছটা (বিদ্যুদ্দাম); শৈবাল, দল (দাম-টানা কই—দাম ডাঙায় টানিয়া আনিয়া যে কই মাছ ধরা হয়)। **দামনী**—গোবৎস বন্ধন-রজ্জু অথবা পশুবন্ধন-রজ্জু।

দাম—[হি.] মূল্য, দর (উচিত দাম; চড়া দাম); মর্যাদা (কথার দাম আছে); [সং. দ্রম্ম, গ্রীক <drakme] আনার কুড়ি অংশের এক অংশ। ণ. **দামী**—মূল্যবান্; মর্যাদাবান্।

দামড়া—[সং. দম্য] মুষ্কহীন ষাঁড়, বলদ। **দামড়া-বাছুর**—ষাঁড়-বাছুর (বিপরীত, বকনা-বাছুর; পূর্ববঙ্গে বকনা-বাছুরকে দামড়ী বলে)।

দামড়ি—সিকি পয়সার অর্ধেক (এর মূল্য এক দামড়িও নয়—অর্থাৎ কিছুই নয়)।

দামন—পোষাকের প্রান্তভাগ, অঞ্চল। **পীরের দামন ধরা**—পীরের শিষ্যত্ব গ্রহণ করা, আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য পীরের শরণাগত হওয়া।

দামলিপ্ত, দামলিপ্তি—তমলুক।

দামসানো—ক্রি. ধামসান ও ধুমসান দ্রঃ; বিলক্ষণ প্রহার দেওয়া, কিল-চাপড় দিয়া সায়েস্তা করা।

দামা, দামামা—[ফা. দমামহ্] নাগরা; রণ-বাদ্য-বিশেষ, drum.

দামাল, দাম্বাল, ডামাল—দুরন্ত, দুর্দান্ত, অশান্ত, দুর্দম (দামাল ছেলে কামাল—নজরুল)।

দামিনী—(দামযুক্তা অর্থাৎ চমকযুক্তা) বিদ্যুৎ। [দাম+ইন্+ঈ]

দামী—দাম দ্রঃ।

দামোদর—(দাম অর্থাৎ রজ্জু যাহার উদরে; শিশু কৃষ্ণকে দুরন্তপনার জন্য যশোদা কোমরে দড়ি দিয়া বাঁধিয়া রাখিতেন, তাহা হইতে) শ্রীকৃষ্ণ; দামোদর নদ। (গ্রাম্য: দামুদর)। [দামন্+উদর]।

দাম্পত্য—[দম্পতি+য] ণ. স্বামী-স্ত্রী-সম্বন্ধীয়। **দাম্পত্যকলহ**—স্বামী-স্ত্রীর ঝগড়া। **দাম্পত্যনীতি**—বিবাহিত জীবনে স্বামী-স্ত্রীর পরস্পরের প্রতি ও সমাজের প্রতি কর্তব্যাদি। **দাম্পত্যপ্রণয়,-প্রেম**—স্বামী-স্ত্রীর পরস্পরের প্রতি অনুরাগ।

দাম্ভিক—ণ. অহঙ্কারী, দর্পী; ধর্মের আড়ম্বর প্রদর্শনকারী; বিড়াল-তপস্বী। [দম্ভ+ইক]। বি. **দাম্ভিকতা**।

দায়—[দা+অ] পৈতৃক ধন; উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত ধন; পূর্ববর্তী হইতে প্রাপ্ত বিভাজ্য ধন-সম্পত্তি; ধন; অপরাধ (চুরির দায়ে ধরা পড়েছে); বিপদ্, সঙ্কট, অবাঞ্ছিত অবস্থা (দায়ে ঠেকা); বিবাহ শ্রাদ্ধ প্রভৃতি দায়িত্বপূর্ণ বৃহৎ কর্ম (কন্যা-দায়; পিতৃদায়); দায়িত্ব, ঝুঁকি (পরের দায় ঘাড়ে নেওয়া); গরজ, প্রয়োজন (দায় তোমার না আমার? ভারি দায় পড়েছে আমার—কিছু মাত্র প্রয়োজন নাই)। **দায়ে ঠেকা, দায়ে পড়া**—সঙ্কটে পড়া; বাধ্য হওয়া। **পেটের দায়**—ভরণপোষণের ঠেকা; জীবিকার্জনের গরজ; ক্ষুধার তাড়না।

দায়ক—[দা+ণক] ণ. যে বা যাহা দেয় (শান্তি-দায়ক; শাস্তিদায়ক)।

দায়গ্রস্ত—ঋণী; কর্তব্যভারে পীড়িত। **দায়বন্ধু**—পিতৃধনের উত্তরাধিকারী ভ্রাতা অথবা জ্ঞাতি-ভ্রাতা। **দায়ভাগ**—পৈতৃক ধন-বিভাগ; উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত ধনের বিভাগ সম্বন্ধে বঙ্গদেশে প্রযোজ্য ও জীমূতবাহন-লিখিত হিন্দু আইনগ্রন্থ-বিশেষ। **দায়মাল**—চোরাই মাল।

দায়মুল—[আ. দায়েম—চিরস্থায়ী] যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরবাসরূপ দণ্ড (খুনের জন্য দায়মুল হয়েছে)।

দায়রা—[হি দায়েরাহ্—বৃত্ত, মণ্ডল] ফৌজদারী উচ্চ আদালত (দায়রায় সোপর্দ করা হয়েছে; দায়রা জজ—sessions judge) [ফা.]।

দায়াদ—উত্তরাধিকারী; জ্ঞাতি; সপিণ্ড (গ্রাম্য: দায়াদী)। **দায়িক**—দায়ী, ঋণী। **দায়িত্ব**—ঝুঁকি; কাজের ভার; দায়ী হওয়ার ভাব বা

যোগ্যতা। [দায়িন্+ত্ব]। **দায়ী**—দায়গ্রস্ত ; যাহার উপর দায় বা ঝুঁকি পড়িয়াছে ; যাহাকে জবাবদিহি করা হয় (এ অনর্থের জন্ত তুমিই দায়ী)। স্ত্রী. **দায়িনী**। বি. **দায়িত্ব**।

দায়ের—প. বিচারার্থ উপস্থিত, বিচারাধীন। [ফা.]। **মোকদ্দমা দায়ের করা**—বিচারালয়ে নালিশ খাড়া করা।

দার—[দৃ (বিদারণ করা)+অ ; যে অঙ্কের প্রতি স্বামীর স্নেহ বিদারিত করে] দারা পত্নী, ভার্যা। **দারকর্ম,-গ্রহ, -গ্রহণ, -পরিগ্রহ**—বিবাহ করা।

দার—[ফা] (প্রত্যয়বিশেষ) বিশিষ্ট, যুক্ত (চুড়ীদার পাজামা ; কলিদার টুপি ; দানাদার ঘি ; মজাদার কথা) ; মালিক, অধ্যক্ষ (জমিদার ; থানাদার ; আড়ৎদার; হিস্‌সাদার ; বর্গাদার ; সেরেস্তাদার); তৎকর্মকারক (বাজনাদার; ঝাড়ুদার)।

দারক—[দৃ+ণক] বি. যে মাতৃ-কুক্ষি বিদারণ করে, শিশু, বালক। স্ত্রী. **দারিকা**—কন্যা।

দারগা, দারোগা—[ফা.] অধ্যক্ষ (থানার দারগা ; লবণের দারগা) ; পুলিস-কর্মচারীবিশেষ (পুলিস ইন্‌স্‌পেকটর—বড় দারগা ; সাব-ইন্‌স্‌পেকটর—ছোট দারগা)। বি. **দারগাগিরি**—দারগার কাজ বা পদ।

দারণ—বি. বিদীর্ণ করণ, বিদারণ ; প. বিদারক, ভেদক। [দৃ+ণিচ্+অনট্]।

দারব—[দারু+অ] দারুময়, কাঠনির্মিত।

দারা—[সং দার] পত্নী, ভার্যা (দারা-পুত্র-পরিবার তুমি কার কে তোমার বলে জীব করো না ক্রন্দন—হেমচন্দ্র)। (বাংলায় দারা-ই বেশী ব্যবহৃত হয়)। **দারা কুটার ভাত**—দারু কুটার ভাত, কাঠ কুটার ভাত, বিবাহকালীন স্ত্রী-আচার-বিশেষ।

দারিত—প. দীর্ণ; বিদারিত। [দৃ+ণিচ্+ক্ত]।

দারিদ্র্য, দারিদ্র—দরিদ্রতা; অভাব (চিন্তার দারিদ্র্য) ; দৈন্য। [দরিদ্র+য, অ]।

দারী(-রিন্)—প. বিদারণকারী (রিপুদারিণী)।

দারু—[দৃ+উ] কাষ্ঠ ; দেবদারু ; শিল্পী। **দারুক**—কৃষ্ণের সারথি; দেবদারু। **দারুপাত্র**—কাষ্ঠ-নির্মিত পাত্র। **দারুব্রহ্ম**—নিম্বকাষ্ঠ-নির্মিত জগন্নাথের মূর্তি। **দারুব্রহ্মা**—বিশ্বকর্মা। **দারুময়**—প. কাঠের তৈয়ারী। **দারুহরিদ্রা**—বনহলুদ।

দারু—[ফা. দারু] মদ্য, সুরা।

দারুচিনি, দারচিনি, দালচিনি—[ফা. দারচীনী] বৃক্ষ-বিশেষের মিষ্ট সুগন্ধযুক্ত বাকল।

দারুণ—[সং] প. ভয়ানক, ভয়ঙ্কর ; ক্রূর (দারুণ স্বভাব) ; কঠোর (দারুণ প্রতিজ্ঞা) ; মর্মভেদী (দারুণ কথা); নির্মম (দারুণ প্রহার ; দারুণ শত্রুতা) ; পাপজনক (দারুণ কর্ম) ; অদ্ভুত, বিস্ময়কর (দারুণ খেলেছে আজ)।

দারোয়ান—দ্বারবান দ্রঃ।

দার্ঢ্য—[দৃঢ়+য] দৃঢ়তা, স্থৈর্য।

দার্শনিক—প. বি. দর্শনশাস্ত্রবেত্তা ; চিন্তাশীল। তত্ত্বজ্ঞ ; দর্শনশাস্ত্র-সংক্রান্ত (দার্শনিক বিচার)। [দর্শন+ইক]। **দার্শনিকতা**—দার্শনিকের ভাব বা মতিগতি ; চিন্তাশীলতা ; অত্যধিক ভাবুকতা।

দাল—দাইল, ডাল। [সং. দ্বিদল]। **দালপুরি, ডালপুরি**—ডালের পুর দেওয়া তেলে-সেঁকা লুচি। **দালমুট**—ঘি মশলা প্রভৃতি দিয়া ভাজা ছোলার ডাল।

দালান -[ফা.] ইষ্টক-নির্মিত গৃহ ; দরদালান। **দালানকোঠা**—পাকা বাড়ী। **দালান দেওয়া**—পাকা বাড়ী তোলা ; ধনাঢ্য বলিয়া পরিচিত হওয়া (আমাকে ঠকিয়ে বাড়ীতে দালান দাওগে)।

দালাল—[আ. দলাল] যাহার সাহায্যে ক্রেতা ও বিক্রেতা দরদস্তুর ঠিক করে ; যে দস্তুরি লইয়া ক্রয়ে বা বিক্রয়ে সাহায্য করে ; পক্ষসমর্থনকারী বা সাহায্যকারী। বি. **দালালি**—দালালের কার্য ও পারিশ্রমিক ; গায়ে পড়িয়া মধ্যস্থতা বা অসার্থক মধ্যস্থতা (আর দালালি করতে হবে না)। **ফোপরদ(র)দালালি**—অসার্থক বা অযাচিত মধ্যস্থতা।

দাশ—[দাশ্ (বধ বা দান করা)+অ] মৎস্য-জীবী ; কৈবর্ত ; নাবিক ; ভৃত্য ; বৈদ্যের উপাধি-বিশেষ। স্ত্রী. **দাশী**। **দাশনন্দিনী**—ধীবর-কন্যা সত্যবতী। [রথ+অ, ই]।

দাশরথ, দাশরথি—দশরথপুত্র রামচন্দ্র। [দশ-

দাস—[দাস্ (দান করা)+অ] পরিচর্যার জন্ত যাহাকে বেতন দিয়া নিযুক্ত করা হয় অথবা ক্রয় করিয়া আনা হয়, চাকর বা ক্রীতদাস ; ধীবর ; শূদ্রজাতি ; শূদ্রের উপাধি ; অনার্য-জাতি যাহারা দস্যুবৃত্তি করিত ; বৈষ্ণবের উপাধি ; আত্মাবহ

ব্যক্তি (দয়া কর দাসে দয়াময়ি)। **দাসখত**—দাস-লেখ্য, দাসত্ব স্বীকারপূর্বক সম্পাদিত দলিল (যেন দাসখত লিখে দিয়েছি)। **দাসত্ব**—ক্রীত-দাসের কর্ম ; চাকরি (ব্যঙ্গার্থে)। **দাসত্ব-শৃঙ্খল**—পরাধীনতা-রূপ শৃঙ্খল। **দাসত্ব-প্রথা, দাসপ্রথা**—ক্রীতদাস রাখিবার আইন-সঙ্গত ব্যবস্থা। **দাস-নন্দিনী**—দাশনন্দিনী দ্রঃ। **দাস-ব্যবসায়**—মানুষকে ক্রীতদাস-রূপে ক্রয়-বিক্রয়ের ব্যবসায়। **দাস-মনোভাব**—নিজেকে হীন বা পরাধীন জানা, দাসসুলভ পরনির্ভরতা ও আত্মসম্মানবোধের অভাব। **অবস্থার দাস**—অবস্থার দ্বারা একান্তভাবে নিয়ন্ত্রিত। **দাসানুদাস**—চাকরের চাকর বা একান্ত অনুগত (বিনয়সূচক উক্তি। আমি তোমার দাসানুদাস); একান্ত বশংবদ ভৃত্য বা দাস।

দাসী—ক্রীতদাসী ; পরিচারিকা ; শূদ্রার পদবী ; একান্ত অনুগতা (সব সমর্পিয়া একমন হৈয়া নিশ্চয় হৈলাম দাসী—চণ্ডীদাস)। **দাসী-গিরি,-পনা,-বৃত্তি**—চাকরাণীর কাজ।

দাসেয়—দাসী-গর্ভজাত পুত্র। [দাসী+ঢেয়]।

দাসের, দাসেরক—দাসীপুত্র ; উষ্ট্র। [সং.]।

দাস্ত—[ফা. দস্ত্] প্রচুর মল নিঃসরণ, পাতলা বাহ্যে, উদরাময় (দাস্ত হওয়া ; দাস্তের ওষুধ ; দাস্ত করানো)।

দাস্য—দাসের কর্ম ; দাস্যভাব, সেবকভাবে উপাসনা (একান্ত অধীনতাবোধ—ভক্তিভাব-বিশেষ)। [দাস+য]। **দাস্যবৃত্তি**—পরসেবা।

দাস্যা, দাস্যাঃ—শূদ্রার পদবী ; শূদ্রজাতীয় বিধবার পদবী। (এখন প্রায় অপ্রচলিত)।

দাহ—[দহ্+ঘঞ্] দহন, ভস্মীকরণ (গৃহদাহ) ; প্রজ্বলন ; জ্বালা (শরীরে বড় দাহ হয়েছে) ; শব-দাহ, মৃত সৎকার (দাহকর্ম) ; তীব্র মানসিক যাতনা, পোড়ানি (অন্তর্দাহ, গাত্রদাহ)। **দাহক**—ণ. দাহকারী ; তীব্র গুণ-বিশিষ্ট ; বি. রাঙ্‌চিতা। (স্ত্রী. দাহিকা)। **দাহকাষ্ঠ**—অগুরু ; চন্দন। **দাহক্রিয়া**—শবদাহ। **দাহ-জ্বর**—অতিশয় গাত্রদাহযুক্ত জ্বর। **দাহন**—ভস্মীকরণ, পোড়ানো, দহন। **দাহস্থল**—শ্মশান।

দাহিকা—দাহকারিণী। **দাহিকাশক্তি**—দহন করিবার শক্তি, পোড়াইবার ক্ষমতা।

দাহী (-হিন্)—ণ. দাহকারী। [দহ্+ণিন্]।

দাহ্য—ণ. সহজে জ্বলিয়া উঠিতে পারে এমন (সহজদাহ্য) ; যাহা বা যাহাকে দাহ করা উচিত। [দহ্+য]।　　[ক্রি. দিই।

দি—বি. দিদি (দ্রুত-উচ্চারণে। ছোড়দি, বৌদি) ;

দিং—দিগর দ্রঃ।

দিক্—[দিশ্ (দান করা)+ক্বিপ্—যে অবকাশ দান করে] পূর্ব পশ্চিম উত্তর দক্ষিণ প্রভৃতি দশ দিক্ (দিগ্‌জ্ঞান) ; অংশ ; বিভাগ (মুড়ার দিক্, ল্যাজের দিক্, ভিতরের দিক্) ; অঞ্চল, দেশ (দক্ষিণ দিকের লোক) ; সীমা (ভারতবর্ষের উত্তর দিকে হিমালয়) ; অভিমুখ (বাড়ির দিকে, তার দিকে) ; পক্ষ, তরফ, দল (দুই দিক্ বজায় রাখা সম্ভবপর নয় ; নিজের ছেলের দিকে টানিয়া কথা কও কেন ? আমার দিকের লোক)। **দিক্‌কান্তা,-কামিনী**—দিগঙ্গনা। **দিক্‌কুঞ্জর, দিগ্‌বারণ**—দিক্-রক্ষক হস্তী। **দিক্‌চক্র**—দিগ্‌বলয় ; দিঙ্‌মণ্ডল। **দিক্‌পতি, দিকপাল**—বিভিন্ন দিকের অধিবাসী দেবতা ; মহাপ্রভাবশালী ব্যক্তি (তিনি ছিলেন দিক্‌পাল-বিশেষ)। **দিক্‌ভোলা**—বাহ্য-বিষয়ে উদাসীন। **দিক্‌শূল**—কোনও বিশেষ দিকে যাওয়া সম্বন্ধে জ্যোতিষ মতে বাধাসূচক অবস্থা।

দিক—[আ. দিক্'] বিরক্ত, উত্ত্যক্ত। **দিক করা**—বিরক্ত করা। **দিকদারি**—বিরক্তি-কর ব্যাপার, ঝকমারি।

দিকিন, দিকিনি—দেখি (বল দিকিন—কথ্য)।

দিগঙ্গনা—আকাশে নানা দিকে অবস্থিত এক-শ্রেণীর কাল্পনিক স্ত্রীলোক, দিগ্‌বধূ। [দিক্+অঙ্গনা]

দিগন্ত—দিকের শেষ ভাগ বা সীমা (দিগন্ত-বিস্তৃত প্রান্তর)। **-প্রসারী,-ব্যাপী**—বহুদূর বিস্তৃত।

দিগন্তর—দিগন্ত (অন্তর। 'ছায়াখানি মিলিয়ে গেল দিগন্তরে'—রবি) ; অন্য দিক্ ; দিকের দূরত্ব বা অবকাশ (দিগন্তরের কাঁদন লুটে পিঙ্গল তার ত্রস্ত জটায়—নজরুল ইসলাম)।

দিগম্বর—বি. দশদিক্ যার আবরণ স্বরূপ, শিব ; জৈন-সম্প্রদায়-বিশেষ ; ণ. উলঙ্গ। স্ত্রী. **দিগম্বরী**—ণ. উলঙ্গিনী ; বি. কালী। [দিক্+অম্বর]

দিগর—[ফা.] অন্য, অপর ; প্রভৃতি, এবং আরো এক ব্যক্তি বা অনেকে (সংক্ষেপে : দিং। রামচন্দ্র দত্ত দিং=রামচন্দ্র দত্ত প্রভৃতি)।

দিগ্‌গজ—দিগ্‌বারণ, অষ্ট দিকের পালক বলিয়া কল্পিত ঐরাবত, পুণ্ডরীক প্রভৃতি অষ্ট হস্তী ; মহাকায় ; খুব বড়, মহামহোপাধ্যায়

(দিগ্‌গজ পণ্ডিত) ; মহামূর্খ, হস্তিমূর্খ (ব্যঙ্গে) । [দিক্‌+গজ] ।

দিগ্‌জ্ঞান—বিভিন্ন দিকের বোধ ; অল্পজ্ঞান ; কাণ্ডজ্ঞান (এ লোকটার দিগ্‌জ্ঞান নাই) । [দিক্‌+জ্ঞান] ।

দিগ্‌দর্শন—বহুদর্শন, অভিজ্ঞতা ; সংক্ষেপে বা সংকেতে নির্দেশ (দিগ্‌দর্শন হিসাবে কয়েকটি কথা বলা হইল) । **দিগ্‌দর্শন-যন্ত্র**—দিক্ নির্ণয়ের যন্ত্র, কম্পাস, compass. [দিক্‌+দর্শন] ।

দিগ্‌দিগন্ত—বহু দূর ; দিক্‌সীমা পর্যন্ত । [সং.] **দিগ্‌দিগন্তর**—বহু দিগ্‌দেশ, দূরদূরান্তর পর্যন্ত । [সং.] ।

দিগ্ধ—[দিহ্ (লেপন করা) + ক্ত] লিপ্ত (চন্দন-দিগ্ধাঙ্গ,) ; মিশ্রিত (বিষদিগ্ধ) ।

দিগ্‌বধূ—দিগঙ্গনা । [দিক্‌+বধূ] । **দিগ্‌বলয়**—দিক্‌চক্রবাল, horizon. [দিক্‌+বলয়] **দিগ্‌বসন, দিগ্‌বাস, দিগ্‌বাসাঃ** (-সস্) —দিগম্বর । [সং.] । **দিগ্‌বস্ত্র**—দিগম্বর, শিব ; জৈন-সম্প্রদায়-বিশেষ । [সং.] । **দিগ্‌বালা,-বালিকা**—দিগঙ্গনা, আকাশ-সুন্দরী । [দিক্‌+বালিকা, বালা] । **দিগ্‌বিজয়**—চতুর্দিকের পণ্ডিতগণের বা যোদ্ধৃগণের পরাজয় সাধন । [সং.] । **দিগ্‌বিজয়ী** (-য়িন্)—পং. দিগ্‌বিজয়কারী ; মহাপণ্ডিত ; (ব্যঙ্গে) দুর্দান্ত । **দিগ্‌বিদিক**—দিক্ ও কোণসমূহ, সব দিক্ ; চতুর্দিক্ (দিগ্‌বিদিকে যাত্রা করিল) ; হিতাহিত ; ন্যায়-অন্যায় । [দিক্‌+বিদিক] । **দিগ্‌বিদিগ্‌জ্ঞান**—কর্তব্যাকর্তব্যজ্ঞান, কাণ্ডজ্ঞান, বাহ্যজ্ঞান । **দিগ্‌ভ্রম,-ভ্রান্তি**—কোন্‌টি কোন্ দিক্ সেই সম্বন্ধে ভ্রম, দিক্ নির্ণয়ে ভুল ; তাল ঠিক না থাকা । প. **দিগ্‌ভ্রান্ত**—কি করিতে হইবে সেই সম্বন্ধে বোধহীন ('শর্বরী যবে হবে সারা দর্শন দিয়ো দিগ্‌ভ্রান্তে'—রবি) ।

দিঘ—দৈর্ঘ্য (আড়ে-দিঘে সমান) ।

দিঘল, দীঘল—[সং. দীর্ঘ] সুদীর্ঘ (দিঘল পথের যাত্রী—সত্যেন্দ্রনাথ) ; আয়ত (কাব্যে) ।

দিঘি—দীঘি, পুষ্করিণী ।

দিঙ্‌নাগ—দিক্‌রক্ষক হস্তী ; কালিদাসের প্রতিপক্ষ, প্রসিদ্ধ বৌদ্ধ দার্শনিক দিঙ্‌নাগাচার্য । [দিক্‌+নাগ] । **দিঙ্‌নাগের বংশধরগণ**—প্রতিকূল সমালোচকবর্গ ; নিন্দুকবর্গ ।

দিঙ্‌নির্ণয়—বিভিন্ন দিকের নির্ধারণ ; কর্তব্যাকর্তব্যবোধ । [দিক্‌+নির্ণয়] । **দিঙ্‌নির্ণয়-যন্ত্র**—যে যন্ত্রদ্বারা নাবিকেরা সমুদ্রমধ্যে দিক্ ঠিক করে, compass. **দিঙ্‌মণ্ডল**—দিক্‌চক্রবাল, horizon. [দিক্‌+মণ্ডল] ।

দিঠ, দিঠ, দিঠি—[সং. দৃষ্টি ; প্রাকৃ. দিট্‌ঠি] দৃষ্টি, নজর ; কটাক্ষ (কাব্যে ব্যবহৃত) ।

দিতি—কশ্যপ মুনির ভার্যা, দৈত্যমাতা । [সং.] । **দিতিজ, দিতিসুত**—দৈত্য, দানব ।

দিৎসা—দান করিবার ইচ্ছা । [দা+সন্‌ অ+আ] । প. **দিৎসু**—দান করিতে অভিলাষী ।

দিদার—[ফা. দীদার] সাক্ষাৎকার (আল্লার দিদার) ।

দিদি, দিদী—জ্যেষ্ঠা ভগিনী ; জ্যেষ্ঠা ভগিনী স্থানীয়া, বড় জা, বড় সতীন, সখী-স্থানীয়া, শ্রদ্ধেয়া প্রতিবেশিনী, নাতনী বা নাতিনী স্থানীয়ার প্রতি সস্নেহ সম্ভাষণ ; যে-কোন নারীকে ভদ্রতাসূচক সম্বোধন । **দিদি ঠাকরুন**—দিদি-সম্পর্কীয়া ব্রাহ্মণকন্যা ; (ব্রাহ্মণেতর জাতির পক্ষে) প্রভুকন্যা । সংক্ষেপে দি, আদরে **দিদা, দিদু** । **দিদিমণি**—দিদি-সম্পর্কীয়ার প্রতি আদরের ডাক ; ছোট প্রভুকন্যা ; স্কুলের শিক্ষয়িত্রী ; **দিদিমা**—মাতামহী । **দিদি-শাশুড়ী**—শ্বশুর বা শাশুড়ীর মাতা বা মাতৃস্থানীয়া নারী ।

দিদৃক্ষা—দেখিবার ইচ্ছা । [দৃশ্‌+সন্‌+অ+আ] । **দিদৃক্ষু**—দেখিতে ইচ্ছুক, দর্শনেচ্ছু ; দর্শনোদ্যত । [দৃশ্‌+সন্ উ] ।

দিন—[দো (ছেদন করা) + ইন—তিমির ছেদনকারী] দিবস, দিবা ; সূর্যের উদয় হইতে অস্ত পর্যন্ত সময় (দিনরাত) ; এক সূর্যোদয় হইতে পুনর্বার সূর্যোদয় পর্যন্ত ২৪ ঘণ্টাকাল, অহোরাত্র ; সময়, কাল (সুদিন ; দুর্দিন) ; আয়ু (দিন ফুরাল) ; যুগ (দিন-কাল বা পড়েছে) । **দিনকত, দিনকতক**—কিছুদিন । **দিনকর, দিনকৃৎ, দিনপতি, দিনবন্ধু, দিনমণি**—সূর্য । **দিনকানা**—দিনে চোখে দেখেনা এমন । **দিনকাল**—সময় ও অবস্থা, সময়ের গতিক (সাধারণতঃ দুর্দিনজ্ঞাপক) । **দিনক্ষণ**—শুভ কার্যের দিন ও অনুকূল মুহূর্ত । **দিনক্ষয়**—তিথিক্ষয়, একদিনে অর্থাৎ অহোরাত্রে তিন তিথির সংযোগ । **দিনগত পাপক্ষয়**—

প্রতিদিনের পাপনাশের জন্য প্রতিদিনের কৃত্য-সাধন; গতানুগতিক ভাবে দিন কাটানো (দিনগত পাপক্ষয় করে চলেছি)। **দিন গোণা**—অস্বস্তিকর দশার অবসানের জন্য প্রতীক্ষা করা; দীর্ঘ প্রতীক্ষা করা। **দিন ঘনাইয়া আসা**—নির্দিষ্ট কাল উপস্থিত হওয়া (সাধারণত অশুভ ঘটনা সম্বন্ধে বলা হয়); বিনাশ বা মৃত্যু নিকটবর্তী হওয়া। **দিনচর্যা**—নিত্যকর্ম। **দিনজ্যোতি**—রৌদ্র। **দিনদগ্ধা**—শুভ কর্মের অনুষ্ঠানের পক্ষে অপ্রশস্ত দিন বা তিথি। **দিন দিন**—প্রতিদিন, ক্রমশঃ, উত্তরোত্তর। **দিনপাত**—দিন-যাপন; সংসার-যাত্রা-নির্বাহ (দিনপাত চলে না)। **দিনমজুর**—যে মজুর দিন হিসাবে পারিশ্রমিক পায়। **দিনমান**—সূর্যোদয় হইতে সূর্যাস্তকাল, দিবা-ভাগ (দিনমানে পৌঁছা যাবে)। **দিনমুখ**—প্রাতঃকাল; সূর্য। **দিন-যামিনী**—দিনরাত্রি। **দিনযৌবন**-মধ্যাহ্ন। **দিন-শেষ**—সন্ধ্যা। **দিন গুজরান করা**—দিন কাটানো। **দিন চলা**—দৈনন্দিন জীবন নির্বাহ হওয়া (দিন চলা ভার)। **দিন পাওয়া**—সুদিনের উদয় হওয়া (পদী কি আর সেই পদী আছে, সে এখন দিন পেয়েছে)। **দিনে ডাকাতি**—প্রকাশ্য দিবালোকে ডাকাতি; অবিশ্বাস্য অত্যাচার বা প্রতারণা। **দিনে দিনে**—ক্রমে ক্রমে, প্রতিদিন অল্প অল্প করিয়া।

দিনাংশ—প্রাতঃ মধ্যাহ্ন ও সায়াহ্ন দিবসের এই তিন অংশ। [সং.]। **দিনাদি**—প্রাতঃকাল। **দিনান্ত, দিনাত্যয়, দিনাবসান**—দিনের শেষ, সায়ংকাল। **দিনান্তক**—অন্ধকার।

দিনেমার—ডেনমার্কের অধিবাসী।

দিনেশ—সূর্য। [দিন+ঈশ]।

দিবস—[দিব্ (দীপ্তি পাওয়া) +অস] দিন-মান; দিন, অহোরাত্র, চব্বিশ ঘণ্টাকাল। **দিবসকর**—সূর্য। **দিবসমুখ**—প্রাতঃকাল। **দিবসাত্যয়, দিবসাবসান**—দিবাবসান, সায়ংকাল।

দিবস্পতি—(দিবস্—স্বর্গ) ইন্দ্র। [সং]।

দিবা—[দিব্ (ক্রীড়া করা) +আ] দিনমান, দিনের বেলা; সূর্যোদয় হইতে সূর্যাস্তকাল পর্যন্ত। **দিবাকর**—সূর্য। **দিবাচর**—যে দিবাভাগে জীবিকার্থ ভ্রমণ করে, চণ্ডাল; শ্যামা পক্ষী। **দিবাতন**—দিবাভাগে যাহা ঘটে; দৈনিক। **দিবানিদ্রা**—দিবাভাগে নিদ্রা। **দিবা-নিশি, দিবানিশ, দিবারাত্র**—অহোরাত্র, দিনরাত; সর্বক্ষণ। **দিবান্ধ**—দিনকানা। **দিবাবসু**—সূর্য। **দিবাবিহার**—মধ্যাহ্ন-কালীন বিশ্রাম; দিবায় স্ত্রীসঙ্গ। **দিবাভাগ**—দিনের বেলা। **দিবাভীত**—পেচক; চোর। **দিবামণি**—সূর্য। **দিবামুখ**—প্রভাত। **দিবাস্বপ্ন**—দিবানিদ্রায় দৃষ্ট স্বপ্ন; অলীক খেয়াল, day-dream; (সং.) দিবানিদ্রা।

দিবি—স্বর্গ। [সং]। **দিবিজ**—দেবতা। **দিবিন্দ্র**—ইন্দ্র। **দিবিষ্ঠ**—স্বর্গস্থ; অন্ত-রীক্ষস্থ। **দিবেশ**—সূর্য। [দিবা+ঈশ]।

দিব্ব,-ব্বি,-ব্য,-ব্যি—[সং. দিব্য] বি. উত্তম, সুন্দর, খাসা (দিব্বি বউ; দিব্বি ছেলে; দিব্বি হয়েছে—ব্যঙ্গার্থেও ব্যবহৃত হয়); ক্রি.ণ. পরিষ্কার, স্পষ্ট, ভালভাবে (দিব্বি দেখতে পায়; দিব্বি চলাফেরা করতে পারে); দিব্য, শপথ (পা ছুঁয়ে দিব্বি করা, দিব্যি গালা); বি. দ্রব্য (নানা দিব্ব—গ্রাম্য)।

দিব্য—[দিব্ (স্বর্গ)+য] ণ. স্বর্গীয়; আকাশীয়; অপার্থিব; ঐশ্বরিক; উৎকৃষ্ট; সুদর্শন; মনো-হর (দিব্যাভরণ; দিব্যাস্ত্র; দিব্যদৃষ্টি, দিব্যজীবন); শপথ, ঈশ্বর ধর্ম প্রভৃতি সাক্ষী করিয়া উক্তি বা আচরণের নির্দোষতা বা আন্ত-রিকতা প্রতিপাদনের চেষ্টা (কেঁদ না মা মাথার দিব্য দিই; তোমার দিব্য রইল); অপরাধীর অপরাধ নির্ণয়ার্থ তুলাদণ্ডে ওজন এবং অগ্নি জল ইত্যাদির দ্বারা প্রাচীন ভারতীয় পরীক্ষা-রীতি। **দিব্যগন্ধ**—অপার্থিব; সুরভি; বি. লবঙ্গ। **দিব্যগায়ন**--স্বর্গীয় গায়ক, গন্ধর্ব। **দিব্যচক্ষুঃ (-স্)**—অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন চক্ষু; অলৌকিক দৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তি; (ব্যঙ্গে) চশমা। **দিব্যচক্ষে দেখা**—ভবিষ্যৎ বা পরিণাম কি হইবে তাহা স্পষ্ট বুঝিতে পারা। **দিব্যজীবন**—ভাগবত জীবন। **দিব্যজ্ঞান**—অলৌকিক জ্ঞান; পরম জ্ঞান। **দিব্যদর্শী(-র্শিন্)**—দিব্যদৃষ্টিসম্পন্ন। **দিব্য দৃষ্টি, দিব্যনেত্র**—অলৌকিক দৃষ্টিশক্তি বা অন্তর্দৃষ্টি যাহা দ্বারা অতীন্দ্রিয় বিষয় দেখিতে পারা যায় বা উপলব্ধি করা যায়; অলৌকিক বোধ। **দিব্যনদী**—মন্দাকিনী। **দিব্য-নারী, দিব্যাঙ্গনা**—অপ্সরা। **দিব্যরথ**

—আকাশগামী যান, বিমান। **দিব্যরস**—পারদ। **দিব্যলোক**—স্বর্গ। **দিব্যাস্ত্র**—দেবতাদের ব্যবহৃত অস্ত্র, দৈবশক্তিসম্পন্ন অস্ত্র। **দিব্যোদক**—বৃষ্টির জল; শিশির। **দিব্যোন্মাদ**—ঐশ্বরিক ভাবোন্মত্ততা।

দিয়া, দিয়ে—অব্য. (অনুসর্গ) দ্বারা; মারফৎ; মধ্যদিয়া (জানালা দিয়ে গলে গেল); সংযোগে (দুই দিয়া); ধরিয়া, বাহিয়া (পথ দিয়া, নদী দিয়া চলে গেল); অস. ক্রি অর্পণ করিয়া (দিয়া দিয়াছি)। **দিয়া দেওয়া**—দিয়া ফেলা, না রাখা; স্বত্ব ত্যাগ করিয়া দান করা।

দিয়াড়া—চর; নদীর তীরলগ্ন চর (কোন কোন অঞ্চলে দিয়েড় বলে। পাশ দিয়েড়—নদীতীরবর্তী নূতন চর)।

দিয়াশলাই, দেশলাই—মাথায় বারুদ দেওয়া সরু সরু কাঠিভরা বাক্স; দীপশলাকা, দিয়াকাঠি।

দিল, দেল—[ফা. দিল্] হৃদয়; মন, আত্মা (দেল উঠে গেছে—মন উঠে গেছে, মন বিমুখ হয়েছে; দেলের থেকে উঠে গেছে—অপ্রিয় হয়েছে; দেলে চায়না—অভিরুচি নাই, আগ্রহ নাই; দিল খাট্টা হয়ে গেছে—মন অত্যন্ত বিমুখ হয়ে গেছে); মহাপ্রাণতা (লোকটির দিল আছে)।

দিলকুশা,-খুশা—চিত্তের প্রসন্নতাবর্ধক; বাগান-বিশেষ (দিলকুশায় আজ চায়ের মজলিস বসবে)। **দিলকোরান**—অন্তঃকরণ রূপ অভ্রান্ত শাস্ত্র। **দিলখুশ, দেলখোশ**—মনের সন্তোষ বৃদ্ধিকারক, চিত্তাকর্ষক। **দিলগির**—বিষণ্ন। **দিলদরিয়া**—অর্থব্যয়ে মুক্তহস্ত; বদান্য; উদারহৃদয় (দিলদরিয়া লোক)। **দিলদার**—প্রিয়; প্রিয়া; মহানুভব। **দিলরুবা, দিলারা, দিলারাম**—দয়িতা। **দিলাওর, দেলোয়ার**—সাহসী। **দিল্লগী**—ঠাট্টা-তামাসা।

দিল—ক্রি. দান করিল; স্থাপন করিল (কানে হাত দিল); নির্মাণ করাইল (দালান দিল); আরোপ করিল (অপবাদ দিল)।

দিলীপ—সূর্যবংশের সুপ্রসিদ্ধ রাজা। [দিলী (দিল্লী)-পা+ক]।

দিল্লী—প্রাচীন ইন্দ্রপ্রস্থ, বর্তমানে ভারতের রাজধানী। **দিল্লীকা লাড্ডু, দিল্লীর লাড্ডু**—সুপ্রসিদ্ধ ও অতিশয় চিত্তাকর্ষক কিন্তু আসলে অসার বস্তু। **হিল্লীদিল্লী করে বেড়ানো**—দিল্লী ও তত্তুল্য জাঁকজমকপূর্ণ স্থানে ঘুরিয়া বেড়াইয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করা।

দিশপাশ, দিসপাস—চতুর্দিক, দিক্‌বিদিক্; কূলকিনারা; সীমা (কাজের দিশপাশ নাই)।

দিশা—[দিশ্+অ+আ] বিশিষ্ট দিক্; রীতি; ধরণ; নির্দেশ (কাজের দিশা পাই না); দিগ্‌ভ্রম; ধাঁধা (দিশা লাগা)। **দিশাবিশা**—দিশা; কি কর্তব্য কি কর্তব্য নয় তাহার নির্ণয়। **দিশারি, দিশারী**—দিক্‌দর্শক; পথপ্রদর্শক। **দিশাহারা, দিশেহারা**—যাহার দিক্‌বোধ নাই; দিক্‌ভ্রান্ত; আকুল; কিংকর্তব্যবিমূঢ়।

দিশি—দিকে; বি. দিগ্‌দেশ (অন্ধকারে ঢাকে দিশি—রবি)। **দিশিদিশি**—দিকে দিকে। **নিশিদিশি**—নিশিদিন।

দিশী—(কথ্য) ণ. দেশীয়; স্বদেশে উৎপন্ন বা প্রচলিত। [<দেশী]

দিস্তা(দিস্তে)—[ফা. দস্তা] চব্বিশ তা (কাগজ) অথবা চব্বিশখানা (লুচি বা রুটি); দাণ্ডা, মুষল (হামানদিস্তা)। **কাপড়ে দিস্তা পড়া**—বুনিবার সময়ে সুতা সরিয়া জড়িত হওয়া।

দী, দীয়া, দীহি, দি—[ফা. দিহ্—গ্রাম; < সং দ্বীপ] গ্রাম (ব্রাহ্মণদি; বারদী; নরসিংদি)।

দীক্ষক—তন্ত্রমতানুসারে উপদেষ্টা; দীক্ষাদাতা। [দীক্ষ্+অক]। **দীক্ষণীয়**—[সং] ণ. যাহাকে দীক্ষা দান করিতে হইবে।

দীক্ষা—[দীক্ষ্ (উপদেশ করা)+অ+আ] তন্ত্রমতানুসারে মন্ত্রের উপদেশ; মন্ত্র-গ্রহণ; কোন বিদ্যায় বা ব্রতাদিতে বিশেষ উপদেশ লাভ (অগ্রে দীক্ষা দেহ রণগুরু—রবি); নিয়ম বা সঙ্কল্প করিয়া ব্রতাদির অনুষ্ঠান। **দীক্ষাগুরু**—দীক্ষাদাতা, তন্ত্রমতানুসারে মন্ত্রের উপদেষ্টা। ণ. **দীক্ষিত**—ব্রতাদি বা যজ্ঞাদি কর্মে সঙ্কল্পপূর্বক প্রবৃত্ত; কোন বিদ্যায় বা বিষয়ে গুরুর বিশেষ নির্দেশ বা উপদেশ প্রাপ্ত; বি. ব্রাহ্মণের উপাধি-বিশেষ।

দীঘল—ণ. দীর্ঘ।

দীঘি,-ঘী—[সং. দীর্ঘিকা] দীর্ঘ জলাশয়; বড় পুকুর (লালদীঘি, গোলদীঘি)।

দীধিতি—[দীধি (দীপ্তি পাওয়া)+তি] কিরণ, আলোক, দীপ্তি; ন্যায়গ্রন্থ-বিশেষ। **দীধিতিমান্** (-মৎ)—সূর্য।

দীন—[দী (ক্ষয় পাওয়া)+ক্ত] ণ. দরিদ্র, নিঃসম্বল (দীনে দয়া কর); কাতর, দুঃখিত (দীন মানস;

অমন দীন নয়নে তুমি চেয়ো না—রবি); হীন; কৃপণ; শক্তিহীন; ভীরু (দীনাত্মা; দূর হতে কি শুনিস মৃত্যুর গর্জন, ওরে দীন, ওরে উদাসীন —রবি)। স্ত্রী. **দীনা**। বি. **দীনতা**—দৈন্য; হীনতা। **দীনদরিদ্র**—অতিশয় দরিদ্র। **দীননাথ, দীনশরণ, দীনবন্ধু**—দরিদ্রের সহায় বা আশ্রয়, ভগবান্। **দীনবৎসল**—দীনের প্রতি স্নেহ-মমতা-পূর্ণ। **দীনভাবাপন্ন**—দুঃখিতচিত্ত। **দীনসত্ত্ব**—শক্তিহীন; ক্ষীণপ্রাণ। **দীনহীন**—অতিশয় নিঃস্ব, অত্যন্ত দরিদ্র।

দীন—[আ.] ধর্ম; সত্যধর্ম। **দীনদার**—ধর্মপরায়ণ। বি. **দীনদারি**। (**বেদীন**—ধর্মহীন, সত্যধর্মে অবিশ্বাসী)। **দীনিয়াত**—ধর্মশাস্ত্র, ধর্মীয় বিধি-নিষেধ। **দীনী**—ধর্ম-সম্বন্ধীয়।

দীনার—[আ.] স্বর্ণমুদ্রা-বিশেষ (এক দীনারের মূল্য ছিল দশ টাকা); বত্রিশ রতি ওজনের স্বর্ণমুদ্রা-বিশেষ; প্রাচীন হার-বিশেষ।

দীনেশ—দীননাথ, গরীবের আশ্রয়; ভগবান। [দীন+ঈশ]।

দীপ—[দীপ্ (দীপ্ত হওয়া)+অ] প্রদীপ, যাহা দীপ্তি পায় অথবা উজ্জ্বল করে (জ্ঞান-দীপ); মাটির প্রদীপ। **দীপক**—ণ. উদ্দীপক; উত্তেজক; প্রকাশক; বি. প্রদীপ (কুল-দীপক); রাগ-বিশেষ; অর্থালঙ্কার-বিশেষ; কুঙ্কুম; বাজ-পাখী। [দীপ্+অক]। **দীপকিট্ট**—দীপ-শিখাজাত কাজল। **দীপকূপী**—সলিতা। **দীপগাছ,-গাছা,-যষ্টি**—দীপাধার, পিলসুজ। **দীপছায়া, দীপচ্ছায়া**—প্রদীপের নীচের অন্ধকার। **দীপধর**—মশালচি। **দীপধ্বজ**—কাজল; দীপবর্তিকা। **দীপন**—ণ. উদ্দীপক; উত্তেজক; শোভাজনক; জঠরানল-বর্ধক; বি. দীপ্তিসাধন; ময়ূরশিখা; পলাণ্ডু; কুঙ্কুম; কাসমর্দ। **দীপনীয়**—ণ. দীপনযোগ্য; ক্ষুধাবর্ধক; বি. যমানী। **দীপ-পুঞ্জ**—দীপাবলী। **দীপবতী**—দীপান্বিতা। **দীপবর্তিকা**—সলিতা। **দীপবৃক্ষ**—বহু শাখাযুক্ত দীপাধার, ঝাড়, পিলসুজ। **দীপ-মালা**—দীপাবলী। **দীপশত্রু**—জোনাকি। **দীপশলাকা**—দিয়াশলাই। **দীপশিখা**—দীপের শীষ; প্রজ্বলিত প্রদীপ।

দীপাধার—পিলসুজ, দেরকো।

দীপান্বিতা—দেওয়ালী, কার্তিকী অমাবস্যা তথা কালীপূজা উপলক্ষ্যে এই তিথিতে সন্ধ্যাকালে গৃহে গৃহে যে আলোকসজ্জা করা হয়। **দীপাবলি, -লী, দীপালি,-লী**—দীপোৎসব, দেওয়ালী; দীপসমূহ। [সং]।

দীপিকা—প্রদীপ; জ্যোৎস্না; ব্যাখ্যাপুস্তক, টীকা; রাগিণী-বিশেষ; ণ. প্রকাশিকা। [দীপক+আপ্]।

দীপিত—[দীপি+ত] ণ. প্রকাশিত উজ্জ্বলী-কৃত। **দীপিতা(-তৃ)**—দীপ্তিকারক; প্রকাশক।

দীপ্ত—ণ. প্রজ্বলিত; প্রকাশিত; উজ্জ্বল; তেজো-ময়; প্রচণ্ড; দগ্ধ; বি. সিংহ; স্বর্ণ; হিঙ্গুল। [দীপ্+ক্ত]। **দীপ্তক**—স্বর্ণ। **দীপ্তকিরণ**—সূর্য। **দীপ্তকীর্তি**—কার্তিকেয়; ণ. প্রথিত-যশা। **দীপ্ততপাঃ** (-পস্)—উগ্রতপাঃ। **দীপ্তমূর্তি**—যাহার মূর্তি উজ্জ্বল। **দীপ্তাক্ষ**—বিড়াল জাতীয় শ্বাপদ; উজ্জ্বল চক্ষু-বিশিষ্ট। **দীপ্তাগ্নি**—তীক্ষ্ণ জঠরানল-বিশিষ্ট; বি. অগস্ত্য ঋষি। **দীপ্তাঙ্গ**—দীপ্তদেহ; ময়ূর।

দীপ্তি—[দীপ্+তি] তেজঃ, প্রভা, ঔজ্জ্বল্য, শোভা; কাংস্য; লাক্ষা। **দীপ্তিমান্** (-মৎ)—উজ্জ্বল; শোভমান। স্ত্রী. **-মতী**। **দীপ্তো-জ্জ্বল**—অতিশয় ভাস্বর। **দীপ্তোপল**—সূর্যকান্তমণি।

দীপ্য—[দীপ্+য] ণ. প্রজ্বলনযোগ্য; প্রকাশার্হ; বি. যমানী; জীরক। **দীপ্যমান**—দীপ্তিশীল; প্রকাশমান; শোভমান। [দীপ্+শানচ্]

দীয়মান—[সং.] ণ. যাহা দেওয়া হইতেছে (দীয়মান দ্রব্য)।

দীয়া—বাতি, আলো। [দীপ]।

দীর্ঘ—[দৄ (বিদীর্ণ করা)+ঘ; দ্রাঘ্ (আয়ত হওয়া)+অ] ণ. লম্বা (দীর্ঘবাহু); অধিক (দীর্ঘকাল); বিস্তৃত (দীর্ঘপথ); উন্নত, তুঙ্গ (দীর্ঘনাসা); বহুকালব্যাপী (দীর্ঘায়ু, দীর্ঘনিদ্রা); আয়ত (দীর্ঘনয়ন); গুরু; প্রবল; গভীর (দীর্ঘশ্বাস); দ্বিমাত্রাযুক্ত (স্বরবর্ণ—আ, ঈ, ঊ ইত্যাদি); বিলম্বিত (দীর্ঘতাল); বি. শরতৃণ-বিশেষ, রামশর। **দীর্ঘকণ্ঠ**—লম্বকণ্ঠ, বক। **দীর্ঘকন্দ**—মূলা। **দীর্ঘগতি, -গ্রীবা, -জঙ্ঘ**—উষ্ট্র। **দীর্ঘজিহ্ব**—সর্প। **দীর্ঘ-জীবী** (-বিন্)—বহুকাল বাঁচে এমন। **দীর্ঘ-**

তপা (-পস্)—বহুকাল তপস্যা করিয়াছে এমন। **দীর্ঘতরু**—তালগাছ। **দীর্ঘদণ্ড**—ভেরেণ্ডা গাছ। **দীর্ঘদর্শী** (-র্শিন্), **দীর্ঘপ্রজ্ঞ**—দূরদর্শী; পণ্ডিত; গৃধ্র। **দীর্ঘদৃষ্টি**—দূরদর্শী; দূরবীক্ষণ-যন্ত্র। **দীর্ঘনাদ**—শঙ্খ। **দীর্ঘনিদ্রা**—মৃত্যু। **দীর্ঘনিঃশ্বাস, দীর্ঘশ্বাস**—শোক-দুঃখাদি সূচক গভীর ও সশব্দ শ্বাসত্যাগ; দীর্ঘকাল ব্যাপী নিঃশ্বাস। **দীর্ঘপাদ**—কঙ্কপক্ষী। **দীর্ঘমাত্রা**—বন্ধনী; গুরুমাত্রা। **দীর্ঘরোমা**—(-মন্)—প. দীর্ঘলোমযুক্ত; বি. ভল্লুক। **দীর্ঘবংশ**—লম্বা বাঁশ; নল। **দীর্ঘবক্ত্র**—হস্তী। **দীর্ঘসূত্র,-সূত্রী** (-ত্রিন্)—যাহার কাজ করিতে খুব দেরী হয়; যে কাজ ফেলিয়া রাখে। বি. **দীর্ঘসূত্রতা, দীর্ঘসূত্রিতা**। **দীর্ঘস্কন্ধ**—তালগাছ। **দীর্ঘাধ্বগ**—পত্রবাহক; উষ্ট্র। **দীর্ঘায়ত**—লম্বায় ও চওড়ায় বড়। **দীর্ঘায়ু**—দীর্ঘজীবী। **দীর্ঘায়ুষ্য**—দীর্ঘায়ু।

দীর্ঘিকা—[দীর্ঘ+কন্+আ] বড় পুকুর; তিন শত ধনু অর্থাৎ বার শত হস্তপরিমিত জলাশয়।

দীর্ণ—[দৄ (বিদারণ করা)+ক্ত] বিদারিত, ভগ্ন, ফুটা (বজ্রদীর্ণ); ভীত।

দু, দুই, দো—[সং. দ্বি, দ্বয়] প. দ্বিসংখ্যক (দুই চোখ, দুদিন, দুমুখো, দোকাট); কয়েকটি, কিছু (দুকথা শুনিয়ে দেওয়া; দু'ঘা কষানো); প. উভয় (দুই বন্ধুই গেছে); বি. ২ এই সংখ্যা; উভয় ব্যক্তি বা বস্তু (দুই-ই সমান)। **দুআনি, দোআনি**—দুই আনা বা ৮ পয়সা মূল্যের মুদ্রা (১২ নয়া পয়সা)। **দু-এক কথা**—অল্প কথাবার্তা। **দুকথা**—অল্প কয়েকটি সাধারণ কথা অথবা অপ্রিয় কথা; কড়া কথা; তিরস্কার (খুব দুকথা শুনিয়ে দেওয়া হয়েছে)। **দুকথা হওয়া**—বচসা হওয়া; মতভেদ হওয়া। **দুকলমলেখা**—অল্প একটু লেখা। **দুকাটি, দুকাঠি, দোকাটি**—দুইটি কাষ্ঠখণ্ড বা দুইটি কঞ্চি। **দুকাঠি বাজানো**—কাঠিতে কাঠিতে আঘাত (এরূপ করিলে নাকি ঝগড়া বাধে)। **দুকুল**—পিতৃকুল ও শ্বশুরকুল (নারীর পক্ষে); পিতৃকুল ও মাতামহের কুল। **দুখান, দুখানা, দুখানি**—দুই খণ্ড; দুইটা; প. দুই খণ্ডে বিভক্ত; অল্প কয়েকখানা। **দুখান করা**—ভাঙিয়া ফেলা। **দু-চার কথা**—কথোপকথন; আলাপ-আলোচনা। **দুটা, দুটি**—দুই সংখ্যক; অল্প কিছু। **দুটা,-টো**—দুইটা বা দুই সংখ্যক; অল্প কয়েকটা, কিছু (দুটো পয়সার মুখ দেখা)। **(ঘাড়ে) দুটা মাথা**—অসম্ভব রকমের স্পর্ধা (কার একটা ঘাড়ে দুটো মাথা যে চৌধুরীদের বিরুদ্ধে যায়?)। **দুটি**—দুই (ছোট বস্তু সম্পর্কে অথবা সমাদর জ্ঞাপনে ব্যবহৃত হয়)। **দুটো পয়সার মুখ দেখা**—অবস্থা কিছু সচ্ছল হওয়া। **দুদশ কথা**—আলাপ-আলোচনা। **দুমুখ এক হওয়া**—মোকাবেলা হওয়া। **দুই ভাবা**—ভিন্ন ভাবা; পর ভাবা। **দুই নৌকায় পা দেওয়া**—একসঙ্গে দুই-দিক বজায় রাখিতে চেষ্টা করা (তাহার ফলে কোন পক্ষেরই কাজে আসিতে না পারা); দ্বিধান্বিত হওয়া। **দুএক, দুই-এক**—একটি কিংবা দুটি; কিছু; কয়েকটি।

দুঃ (দুর্, দুস্)—দুষ্ট দুঃখ অভাব সঙ্কট ইত্যাদি জ্ঞাপক উপসর্গ-বিশেষ (অন্য শব্দের সহিত যুক্ত হইয়া ব্যবহৃত হয়। দুর্জন, দুর্ভিক্ষ, দুঃসাহস)।

দুঃখ—[দুঃখ্ (ক্লেশ দেওয়া)+অ] ক্লেশ, কষ্ট; (দুঃখের সংসার; দুঃখের কথা; দুঃখ পাওয়া); দুর্দশা, যন্ত্রণা (কপালে অনেক দুঃখ আছে); বিপদ, সঙ্কট; পীড়া; ব্যথা; আক্ষেপ, মনঃক্ষোভ (মনের দুঃখে সংসার ত্যাগ করেছে)। **দুঃখকষ্ট**—অভাব-অভিযোগ-জনিত দুঃখ। **দুঃখকর, -জনক, -দ, -দায়ক, -দায়ী (-দায়িন্), -প্রদ**—প. ক্লেশদায়ক, কষ্টকর। **দুঃখত্রয়**—আধ্যাত্মিক আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক—এই ত্রিবিধ দুঃখ। **দুঃখ দেওয়া**—মনঃকষ্ট ঘটানো; কষ্ট দেওয়া। **দুঃখধান্দা**—কষ্টে জীবিকা অর্জন; কায়ক্লেশ (দুঃখধান্দা করে খায়)। **দুঃখবাদ**—সংসার ও জীবন দুঃখপূর্ণ, ইহার মহত্তর পরিণতি নাই—এই মতবাদ। **দুঃখময়**—কষ্টময়। **দুঃখহর, -হারী (-রিন্)**—যিনি দুঃখ দূর করেন, পরমেশ্বর। **দুঃখের দুঃখী**—ব্যথার ব্যথী, সমব্যথী। **দুঃখের সাগর**—অসীম দুঃখ।

দুঃখার্ত—প. দুঃখে কাতর; দুঃখাভিভূত। [দুঃখ+আর্ত]।

দুঃখিত—প. যাহার দুঃখ হইয়াছে; ক্লিষ্ট; সন্তাপিত; ক্ষুব্ধ; অপ্রসন্ন। [দুঃখ+ইতচ্]। **দুঃখী** (-খিন্)—[দুঃখ+ইন্] দুঃখপ্রাপ্ত;

গরীব। স্ত্রী. দুঃখিনী (পত্তে: দুখিনী)।

দুঃখু, দুঃখ্যু—দুঃখ-শব্দের কথ্য রূপ।

দুঃশকুন—অশুভ লক্ষণ। [সং]।

দুঃশাসন—[দুর্—শাস্+অনট্] ণ. যাহাকে শাসন করা কঠিন, দুর্দম; বি. ধৃতরাষ্ট্রের দ্বিতীয় পুত্র, ভীম ইহার রক্ত পান করিয়াছিলেন।

দুঃশীল—ণ. যাহার স্বভাব মন্দ, দুশ্চরিত্র (সুশীলের বিপরীত)। [সং.]

দুঃশ্রব—[দুর্—শ্রু (শুনা)+অ] ণ. অশ্রাব্য।

দুঃসময়—অসময়; দুর্দিন, দুর্ভিক্ষ। [সং.]।

দুঃসহ—[দুর্—সহ্+অ] ণ. অসহ; অতিশয় ক্লেশকর (দুঃসহ বাক্য; দুঃসহ শীত)।

দুঃসাধ্য—ণ. কষ্টসাধ্য; অসাধ্য (দুঃসাধ্য কার্য); অপ্রতিকার্য; দুশ্চিকিৎস্য (দুঃসাধ্য ব্যাধি)।

দুঃসাহস—অনুচিত সাহস; অসমসাহস (তোমার দুঃসাহসের প্রশংসা করতে হয়)। [সং]। **দুঃসাহসিক**—ণ. অসমসাহসিক। **দুঃসাহসী** (-সিন্)—ণ. অসমসাহসী।

দুঃস্থ, দুস্থ—[দুর্—স্থা (থাকা)+অ.] ণ. দুঃখে কষ্টে কালযাপন করে এমন; দরিদ্র; দুর্গত; দুর্দশাগ্রস্ত। **দুঃস্থিত**—ণ. দুঃখে অবস্থিত বা পতিত; দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত নয় এমন, unstable. **দুঃস্থিতি**—দুরবস্থা, দুর্গতি; অ-স্থিরতা।

দুঃস্পর্শ, দুস্পর্শ—[দুস্—স্পৃশ্+অ] স্পর্শ করা যায় না বা কঠিন এমন (দুস্পর্শ চন্দ্র); পর-স্পর্শ। স্ত্রী. **দুস্পর্শা**—কণ্টকারীর গাছ। ণ. **দুস্পৃষ্ট**—ঈষৎ স্পৃষ্ট বর্ণ (য র ল ব)।

দুঃস্বপ্ন—অমঙ্গলসূচক স্বপ্ন; কল্পিত অনিষ্টের আশঙ্কা, দুর্ভাবনা, nightmare। [সং]

দুঁদে—[সং. দ্বন্দ্ব] ণ. ঝগড়াটে, বিবাদকারী, মামলাবাজ; দুর্দান্ত (দুঁদে জমিদার। দোঁদ দ্রঃ)।

দুঁহু, দুঁহা, দোহা, দোঁহা—(ব্রজবুলি) দুই, উভয়; দুইজনকে। **দুঁহাকার, দোঁহাকার**—দুজনের, উভয়ের। **দোঁহে দোঁহা**—উভয়ে উভয়কে। **দুঁহু, দুহু**—দুইজন, উভয় (শৈশব যৌবন দুহু মিলি গেল—বিদ্যাপতি)।

দুকূল—[দু (উত্তপ্ত করা)+উল, ক্ আগম] ক্ষৌম বস্ত্র; রেশমী কাপড়; সূক্ষ্ম বস্ত্র; উড়ানি; [বাং. দু+কূল] দুই তীর; ইহকাল ও পরকাল।

দুখ—দুঃখ (সাধারণতঃ কথ্য ভাষায় ও কাব্যে ব্যবহৃত)। **দুখী**—দুঃখী। **দুখধান্দা**—দুঃখধান্দা। **দুখসুখ**—দুঃখ সুখ। **দুখিনী**—দুঃখিনী, হতভাগিনী (জনম দুখিনী)।

দুগুণ, দুগুণা—দ্বিগুণ, দুনা।

দুগ্ধ—[দুহ্+ক্ত] দুধ, পয়ঃ, ক্ষীর, স্তন্য; গাছের দুধের মত রস বা আঠা। **দুগ্ধতুম্বী, দুগ্ধলাউ**—দুধকদু (দ্রঃ)। **দুগ্ধপাচন**—দুধ জ্বাল দেওয়া কড়াই। **দুগ্ধপুলি**—দুধে আওটানো পুলিপিঠা-বিশেষ। **দুগ্ধপোষ্য**—স্তন্যপায়ী, দুগ্ধ পান করাইয়া পালন করিতে হয় এমন (দুগ্ধপোষ্য শিশু)। **দুগ্ধফেননিভ**—দুধের ফেনার মত (শুভ্র ও কোমল। —শয্যা)। **দুগ্ধভাত**—দুধ ও ভাত। **দুগ্ধদা, দুগ্ধবতী**—দুধ দেয় এমন, পয়স্বিনী (—গাভী)। **দুগ্ধমুখ**—যে শিশুর মুখে দুধের গন্ধ (—শিশু)। **দুগ্ধসমুদ্র, দুগ্ধাব্ধি**—ক্ষীরসমুদ্র (দুগ্ধাব্ধি-তনয়া—লক্ষ্মী)।

দুঘড়ি—দুইদণ্ড (দুঘড়ি বসবার জো নেই), দ্বিপ্রহর।

দুচালা, দোচালা—দুই চাল-বিশিষ্ট ছোট ঘর। **দুচুকো**—দুমুখো; যে দুই পক্ষকেই খুসী করিয়া কথা বলে। **দুচোখ**—দুই চোখ। **দুচোখের বিষ**—চক্ষুশূল, অত্যন্ত অপ্রিয় (আমি তার দুচক্ষের বিষ)। **দুচোখের ব্রত, দুচোখোব্রত**—দুই চোখে যাহা পড়ে তাহাই কেনা বা আত্মসাৎ করা বা উদরসাৎ করা। **দুচোখো**—দুই চক্ষু-বিশিষ্ট; যে দুই চোখে দেখে; পক্ষপাত-দুষ্ট (বাপ যে এমন দুচোখো হয় তা দেখিনি)। **দুটানা, দোটানা**—দুই বিপরীত আকর্ষণ বা প্রবণতা (দোটানায় পড়া)।

দুড়দুড়—অব্য. দৌড়ের সময়ে যে পদশব্দ হয় (দুড় দুড় করিয়া পালানো); বন্দুক দামামা প্রভৃতির শব্দ; ভয় প্রভৃতি কারণে বুকের মধ্যে অব্যক্ত কম্পনধ্বনি ইত্যাদি ব্যঞ্জক। **দুড়দাড়, দুদ্দাড়**—অব্য. কিল লাথি প্রভৃতির শব্দ।

দুড়ুম—অব্য. ভারী বস্তুর হঠাৎ পতনের শব্দ (দুড়ুম করিয়া পড়া—দড়াম দ্রঃ)। **দুড়ুম দুড়ুম**—ক্রমাগত বন্দুক বা কামান ছোঁড়ার শব্দ।

দুৎ—(দুর্; হি. ধৎ) অব্য. অপ্রসন্নতা অসম্মতি অবজ্ঞা বিরক্তি ইত্যাদি জ্ঞাপক। **দ্যু দ্যু**—দূর হ দূর হ অথবা দূর হোক। **দুত্তোর, দুত্তোর ছাই, দূর হোক ছাই**—অপ্রসন্নতা বা বিরক্তি জ্ঞাপক উক্তি (দুত্তোর, ছাই কি বলে)।

দুদ্দাড়—দুর দুর রং।

দুধ—(সং দুগ্ধ; প্রাকৃ. দুদ্ধ; গ্রাম্য দুদ) দুগ্ধ; দুধের মত রস, তরল পদার্থ, নির্যাস (নারিকেলের দুধ)। **দুধকদু**—দুধলাউ, কচি লাউ খুব মিহি করিয়া কুটিয়া দুধ ও চিনিতে রান্না করা খাদ্য। **দুধকম্বল**—প্রসবের পূর্বে যে গরু বেশী দুধ দেয় তাহার নাভির কাছে যে গোলাকার পিণ্ড প্রকাশ পায়। **দুধ কুসুম্ভা**—দুধে গোলা বাটা সিদ্ধি। **দুধ ছেঁড়া বা কাটা বা ছানা হওয়া**—অম্লাদি যোগে দুধ বিকৃত হওয়া। **দুধ তোলা**—দুগ্ধপানের পরেই তাহা বমন করা। **দুধ নামা**—প্রসূতির বা গাভীর দুধ বেশী হওয়া। **দুধ-কলা দিয়ে সাপ পোষা**—যাহাকে আদর-যত্ন করা হইয়াছে তাহার নিকট হইতে শত্রুর আচরণ লাভ করা। **দুধকমল, দুধরাজ**—হৈমন্তিক ধান্ত-বিশেষ। **দুধহাসি**—দুধের মত শুভ্র অকলঙ্ক হাসি অথবা দুধের শিশুর মতো অকলঙ্ক হাসি। **দুধে আলতা**—দুধে আলতা মিশাইলে যে রক্তাভ গৌরবর্ণ হয় সেই রং। **দুধেদাঁত**—শিশুর প্রথমে যে সমস্ত দাঁত ওঠে ও ছয়-সাত বৎসর বয়সে পড়িয়া যায়। **দুধে ভাতে থাকা**—সচ্ছল অবস্থায় দিন কাটানো। **দুধের ছেলে**—দুগ্ধপোষ্য শিশু; কচি ছেলে।

দুধল, দুধাল,-ধেল—ণ. যাহার বেশি দুধ হয়।

দুধারী, দোধারী—ণ. যাহার দুই দিকে ধার (দুধারী তলোয়ার); দুই পার্শ্ব।

দুন—দ্বিগুণ; সঙ্গীতে দ্রুত লয়-বিশেষ, ইহাতে দুই মাত্রার বোল এক মাত্রায় বাজানো হয়।

দুন, দুনা, দুনু, দুনো—ণ. দ্বিগুণ, ডবল (উনো ভাতে দুনো বল, ভরা ভাতে রসাতল)।

দুনি,-নী—[সং. দ্রোণী] ক্ষেত্রে জল-সেচনের পাত্র-বিশেষ, ডোঙা (ইহার দ্বারা একজনই খাল প্রভৃতি হইতে জল তুলিয়া নালীর ভিতর দিয়া সেই জল ক্ষেতে পৌঁছাইয়া দিতে পারে)।

দুনিয়া—[আ. দুন্‌য়া] পৃথিবী; দৃশ্যমান জগৎ (আজব দুনিয়া—বিচিত্র জগৎ)। **দুনিয়াদার**—যে সাংসারিক জীবন লইয়া ব্যস্ত; সাংসারিক লাভ-ক্ষতির বিষয়ে বিশেষ সচেতন কিন্তু পারমার্থিক বিষয়ের প্রতি তেমন দৃষ্টি নাই; স্বার্থপরায়ণ। বি **দুনিয়াদারি**—সাংসারিক জ্ঞান, স্বার্থবুদ্ধি, বিষয়বুদ্ধি।

দুন্দুভি—[দুন্দু—ভা (উচ্চারণ করা) +ই] রণবাদ্য, ঢাক, নাগরা (শক্তিহীনের অন্তরে আজ গর্জে বিষাণ দুন্দুভি—নজরুল ইসলাম); পাশা খেলার দান বিঃ।

দুন্দুমার, দুন্দুমার—(হি. দুংদ—ঝগড়া) তুমুল ঝগড়া মারামারি প্রভৃতি।

দুপ—অব্য. পতনের বা কিল মারার শব্দ (দুপ করিয়া একটি আম পড়িল)। **দুপ দুপ**—অপেক্ষাকৃত দ্রুত কিন্তু লঘু পদশব্দ। **দুপদাপ**—দুপদুপের তুলনায় দ্রুততর ও ভারী (পদধ্বনি)।

দুপর, দুপুর, দুপহর—[দ্বিপ্রহর] দ্বিপ্রহর, মধ্যাহ্ন, ঘড়ির ১২টা (দিন দুপুরে; রাত দুপুরে)। **দুপুরে ডাকাতি**—প্রকাশ্য দিবালোকে দস্যুবৃত্তি; অসম্ভব রকমের কাজ। ণ. **দুপুরিয়া, দুপুরে**।

দুপাক, দোপাক—ণ. যাহা দুইবার পাক দেওয়া হইয়াছে (দোপাক রশি); বি. দুই চক্র, একই পথে দুইবার পায়চারি (দুপাক ঘুরে আসা যাক); দুইবার সিদ্ধ করা।

দুপাটি, দুপাটী—দুই সারি বা থাক (দুপাটি দাঁত); দোপাটী (দ্রঃ)।

দুফাল, দোফাল—ণ. দ্বিখণ্ডিত, দুই টুকরা।

দুবলা, দুব্বা, দুব্বো—[সং. দূর্বা] দূর্বা। **হাতীর মুখে দুবলা বা দুব্বা ঘাস**—অসঙ্গত রকমের অল্প খাদ্য বা অল্প আয়োজন সম্বন্ধে বলা হয়। **হাড়ে দুব্বো গজানো**—মরিয়া মাটির সঙ্গে মেশা (যতদিনে দুপয়সা আনতে শিখবে, ততদিনে আমার হাড়ে দুব্বো গজাবে)।

দুভাপা—ণ. দুবার ভাপ দেওয়া অর্থাৎ বাষ্পের উত্তাপে সিদ্ধ করা।

দুভাষী, দোভাষী—যে দুই ভাষা জানে; ভিন্নভাষী শ্রোতা ও বক্তা উভয়ের ভাববিনিময়ে যে সাহায্য করিতে পারে, interpreter.

দুম্—অব্য. ভারী জিনিষ পড়ার বা বড় কিলের শব্দ। **দুমদুম**—বারবার দুম। **দুমদাম**—উপর্যুপরি কিল মারার শব্দ, বাজি প্রভৃতি ফোটার শব্দ। **দুমপটাস**—উচ্চ শব্দে ফাটিবার শব্দ। **দুমাদুম**—ক্রমাগত কিল মারার শব্দ।

দুমড়ানো—বাঁকিয়া যাওয়া; মোচড়ানো। বি. **দুমড়ানি**—দুমড়াইবার কাজ। **দুমড়ানো**—ক্রি. মোচড়ানো; অপেক্ষাকৃত অনমনীয় বস্তু বাঁকানো; বলপ্রয়োগে নত করা বা কাবু করা; ণ. যাহা বাঁকানো বা মোচড়ানো হইয়াছে এমন।

দুমনা, দোমনা—প. দ্বিধাগ্রস্ত, দোলায়িতচিত্ত (দুমনা হওয়া)।

দুমুখো, দুমুখো—প. দুই মুখ-বিশিষ্ট; যে সামনে একভাবে ও আড়ালে অন্যভাবে কথা বলে, কপট (দুমুখো লোক); দুই দিকে যাওয়া যায় এমন (দুমুখো রাস্তা)। **দুমুখো সাপ**—দুই মুখযুক্ত সাপ; কপট, খল, চুগলখোর।

দুমুঠা, দুমুঠো—দুই মুষ্টি পরিমিত; সামান্য।

দুমেটিয়া, দুমেটে—প. যাহাতে দুই বার মাটির লেপ দেওয়া হইয়াছে (দুমেটে প্রতিমা)।

দুম্বা—[ফা.] স্থূললেজ-বিশিষ্ট ভেড়া-বিশেষ।

দুয়া, দুয়ো—[সং. দুর্ভগা] প. ভাগ্যহীনা; স্বামীর অপছন্দের। **দুয়োরাণী**—রাজা যে রাণীর প্রতি বিরূপ (বিপঃ সুয়োরাণী)।

দুয়াড়ি, দোয়াড়ি, দোয়াড়—বাঁশের শলা দিয়া তৈরী মাছ ধরিবার খাঁচা-বিশেষ।

দুয়ানী—দুই আনা বা ১২ নয়া পয়সা পরিমিত মুদ্রা বিশেষ, দু-আনি।

দুয়ার—[সং দ্বার] দরজা, প্রবেশ-পথ। **দুয়ারে কাঁটা পড়া**—যাইবার পথ বন্ধ হওয়া; প্রীতির সম্পর্ক নষ্ট হওয়া। **দুয়ারী**—দ্বারী, দারোয়ান; প. দ্বারযুক্ত (হাজার দুয়ারী)।

দুয়েম, দোয়েম—[ফা. দু'য়ম] প দ্বিতীয় শ্রেণীর; কিঞ্চিৎ নিকৃষ্ট (দুয়েম জমি)।

দুয়ো—অব্য. দুৎ-দুৎ বা থুৎ থুৎ ভাব, ধিক্কারসূচক। **দুয়ো দেওয়া**—দুয়ো হো হো ইত্যাদি বলিয়া ধিক্কার দেওয়া।

দুরতিক্রম—[দুর্-অতি-ক্রম্+অ] প. যাহা অতিক্রম করা দুঃসাধ্য; অলঙ্ঘনীয়। **দুরতিক্রমণীয়, দুরতিক্রম্য**—প. দুর্লঙ্ঘ্য। বি. **দুরতিক্রমণ**—অতি কষ্টে অতিক্রম করণ বা পার হওন। [দুঃসাধ্য, দুস্তর।

দুরত্যয়—[দুর্+অত্যয়] প. যাহা অতিক্রম করা

দুরদুর—অব্য: অপেক্ষাকৃত মৃদু ও দ্রুত বাদ্যধ্বনি; ভয়াদিজনিত হৃৎস্পন্দনের শব্দ। দ্রুততর ও কোমলতর স্পন্দন সম্পর্কে দুরু দুরু বলা হয় (তার হিয়া দুরু দুরু দুলিছে—রবি)। [দুর্ভাগা।

দুরদৃষ্ট—[দুর্+অদৃষ্ট] বি. দুর্ভাগ্য, দুর্দৈব; প.

দুরধিগম(ম্য)—[দুর্+অধিগম, -ম্য]দুষ্প্রাপ্য, দুর্লভ; দুর্গম; দুষ্প্রবেশ; দুর্জ্ঞেয়।

দুরধীত—যাহা সম্যক্‌রূপে অধ্যয়ন করা হয় নাই (দুরধীত বিদ্যা—যে বিদ্যা ভাল করিয়া আয়ত্ত করা হয় নাই)। [সং.]। **দুরধ্যয়**—প. যাহা অধ্যয়ন করা কঠিন। [সং.]।

দুরধ্ব—[দুর্+অধ্বন্] খারাপ পথ।

দুরন্ত—প. প্রবল (দুরন্ত ঝটিকা); ভীষণ (দুরন্ত ক্রোধ); দুর্দমনীয় (দুর্দমনীয় ব্যাধি); দুষ্ট, দুর্দান্ত, অশান্ত, অবাধ্য (দুরন্ত ছেলে)। [দুর্+অন্ত]। **দুরন্তপনা**—দুষ্টামি, উপদ্রব, দৌরাত্ম্য।

দুরন্বয়—বাক্যান্তর্গত পদসমূহের যথাস্থানে সন্নিবেশিত না করার দোষ-বিশেষ; প. ঐ দোষদুষ্ট, দুর্বোধ্য। [দুর্+অন্বয়]।

দুরপনেয়—প. যাহা দূর করা বা মুছিয়া ফেলা দুঃসাধ্য (দুরপনেয় কলঙ্ক)। [দুর্+অপনেয়]।

দুরবগম, দুরবগম্য—প. দুর্জ্ঞেয়। [দুর্+অবগম,-ম্য]। [দুরধিগম, দুর্গম।

দুরবগাহ—প. যাহার তল পাওয়া কঠিন;

দুরবগ্রহ—প. যাহার প্রভাব হইতে মুক্ত হওয়া কঠিন, দুর্নিবার। [দুর্+অবগ্রহ]।

দুরবস্থ—প. দুর্দশাপন্ন, দুর্গত। [দুর্ অবস্থা যার, বহুব্রী। **দুরবস্থা**—দুর্দশা, দারিদ্র্য। [সং.]

দুরভিগ্রহ—প. যাহা কষ্টে গ্রহণ করা যায় বা জ্ঞানগম্য হয়; দুর্বোধ্য। [দুর্+অভিগ্রহ]।

দুরভিসন্ধি—কুমতলব, অসৎ অভিপ্রায়; প. মন্দ অভিপ্রায়-বিশিষ্ট। [দুর্+ অভিসন্ধি]।

দুরমুশ—খোয়া সুরকী প্রভৃতি পিটিয়া মজবুত করিয়া বসাইবার দণ্ডযুক্ত ভারী লোহার মুষল, rammer. **দুরমুশ করা**—দুরমুশ দিয়া পিটানো; অত্যন্ত প্রহার করা।

দুরস্ত, দোরস্ত—[ফা. দুরুস্ত্]প. ঠিকঠাক, নির্ভুল (ভুল দুরস্ত করা); সোজা; সংস্কৃত; শাসিত, শায়েস্তা (দুষ্ট লোক বা ছেলে দুরস্ত করা); গোছাল, পরিপাটি, সুশৃঙ্খল (কাপড় দুরস্ত করা; চুল দুরস্ত করা); মাফিক, অনুযায়ী (কায়দাদুরস্ত, লেফাফাদুরস্ত); সমভূমি, চৌরস (জমি পিটিয়ে দুরস্ত করা)। **লেফাফা দুরস্ত**—বাহ্য আচরণে বা ধরণধারণে নিখুঁত; কেতাদুরস্ত।

দুরাকর্ষ—প. যাহা টানা খুব কঠিন। [সং.]

দুরাকাঙ্ক্ষ—প. যাহার আকাঙ্ক্ষা এত বেশি যে নিবৃত্তি হয় না; যে দুরাশা করে, অসঙ্গত আকাঙ্ক্ষাসম্পন্ন। [সং]। **দুরাকাঙ্ক্ষা**—অসঙ্গত আকাঙ্ক্ষা; দুষ্প্রাপ্যের জন্য আকাঙ্ক্ষা; দুরাশা। **দুরাকাঙ্ক্ষী (-ঙ্ক্ষিন্)**—দুরাকাঙ্ক্ষ। স্ত্রী. **দুরাকাঙ্ক্ষিণী**।

দুরাক্রম, -ম্য—ণ. আক্রমণ করা দুঃসাধ্য এমন।

দুরাগ্রহ—বি. মন্দবিষয়ে বা দুর্লভ বিষয়ে আগ্রহ; বি. দুষ্ট-আগ্রহ-যুক্ত। (বিপঃ সত্যাগ্রহ)। [দুর্+আগ্রহ]।

দুরাচার—ণ. ক্লেশে আচরণীয়; কদাচার; পাপিষ্ঠ, দুর্বৃত্ত; বি. অসৎ-আচরণ, দুর্বৃত্ততা। [দুর্+আচার]। স্ত্রী. **দুরাচারিণী**—পাপিষ্ঠা।

দুরাত্মা(-ত্মন্)—ণ. পাপিষ্ঠ, দুর্বৃত্ত; অত্যাচারী [দুর্+আত্মন্]।

দুরাধর্ষ—ণ. দুর্ধর্ষ; যাহাকে পরাভূত করা দুঃসাধ্য। [দুর্-আ-ধৃষ্+ণিচ্+অ]।

দুরারাধ্য—ণ. যাহাকে খুশী করা কঠিন। [সং.]

দুরারোগ্য—ণ. দুশ্চিকিৎস্য, আরোগ্য হওয়া দুঃসাধ্য এমন। [দুর্+আরোগ্য]।

দুরারোহ, দুরারোহণীয়—ণ. যেখানে আরোহণ কষ্টসাধ্য; দুর্গম; অত্যন্ত উচ্চ।

দুরালভ—ণ. দুর্লভ। স্ত্রী.-া বি. আলকুশীলতা।

দুরালাপ—বি. নিন্দিত বিষয়ের আলাপ; ণ. কটুভাষী। [সং]।

দুরাশয়—বি. দুষ্ট অভিলাষ, খারাপ মতলব; ণ. দুরাকাঙ্ক্ষ, পাপাশয়। [দুর্+আশয়; প্রাদি, বহুব্রী.]। [সং.]।

দুরাশা—বি. দুরাকাঙ্ক্ষা, যে আশা ফলবতী হইবার নয়। [দুর্+আশা]।

দুরাসদ—[দুর্—আ+সদ্ (গমন করা, পাওয়া, সহ্য করা)+অ] ণ. দুষ্প্রাপ্য; দুর্ধর্ষ; দুঃসহ।

দুরি,-রী—দুফোটার তাস। [বাং]

দুরিত—দুষ্কৃত; পাপ; বিষ-প্রয়োগাদি পাপ-কাজ; অনিষ্ট। [দুর্—ই+ত]।

দুরিষ্ট—অভিচারার্থ যজ্ঞ বা ক্রিয়াকর্ম। **দুরিষ্টি**—অশাস্ত্রীয় যজ্ঞ। [সং]

দুরুক্তি—কটুবাক্য। [দুর্+উক্তি]। **দুরুচ্চার**—ণ. কষ্টে উচ্চার্য। [দুর্+উচ্চার]। [শব্দ।

দুরুদুরু—অব্য. হৃৎপিণ্ডের দ্রুত ও মৃদু কম্পনের

দুরূহ—ণ. কঠিন; কষ্টসাধ্য; যাহা তর্কদ্বারা মীমাংসা করা কঠিন; দুর্বোধ্য; কঠিন দায়িত্ব-যুক্ত (দুরূহ কর্তব্যভার, লোকরঞ্জন কি দুরূহ ব্রত; দুরূহ সৌভাগ্য)। [দুর্-ঊহ্+অ]।

দুরোদর—দ্যূতক্রীড়া; দ্যূতকার; পণ। [সং.]

দুর্গ—[দুর্—গম্+অ]। বি. যুদ্ধকালে শত্রু-আক্রমণ হইতে নিরাপদে থাকিবার আশ্রয়, গড়, কেল্লা; ণ. দুর্জ্ঞেয়; দুঃখ-বিপত্তি। (বহু.দুর্গ ব্রঃ)।

দুর্গকর্ম—দুর্গনির্মাণের আনুষঙ্গিক প্রাকার-পরিখা-আদি নির্মাণ। **দুর্গপতি, দুর্গপাল, দুর্গেশ**—দুর্গরক্ষক; দুর্গাধ্যক্ষ; (দুর্গা দ্রঃ)।

দুর্গত—ণ. দুর্দশাগ্রস্ত; বিপদ্গ্রস্ত। [দুর্+গম্+ক্ত]। দরিদ্র, দুঃখী। **দুর্গতি**—দুরবস্থা; নরক-গতি; নিগ্রহ, লাঞ্ছনা। [দুর্+গতি]। **দুর্গতিনাশিনী**—দুর্গা। [দুর্+গন্ধ]।

দুর্গন্ধ—বি. মন্দ গন্ধ; ণ. খারাপ গন্ধ-যুক্ত।

দুর্গম—ণ. যেখানে প্রবেশ করা বা পৌঁছা কষ্টসাধ্য, দুরধিগম্য; দুর্জ্ঞেয়; দুর্লভ। [দুর্-গম্+অ]।

দুর্গা—দেবী ভগবতী। [দুর্-গম্+ড+আপ্]।

দুর্গেশ—শিব, দুর্গের অধীশ্বর। **দুর্গোৎসব**—শরৎকালে দুর্গা পূজা ও তৎসংক্রান্ত উৎসব।

দুর্গ্রহ—ণ. দুর্ধর্ষ; দুর্জ্ঞেয়; বি. দুষ্টগ্রহ। [সং.]।

দুর্গ্রাহ্য—ণ. দুর্গ্রহণীয়। [সং.]।

দুর্ঘট—[দুর্-ঘট্+অ]. ণ. যাহা ঘটা কঠিন; দুষ্প্রাপ্য; দুঃসাধ্য। **দুর্ঘটনা**—অশুভ ঘটনা; বিপদ্; আকস্মিক বিপৎপাত, accident. [দুর্+ঘটনা]।

দুর্ঘোষ—ণ. কর্কশকণ্ঠ; বি. ভালুক। [সং.]

দুর্জন—বি. মন্দ লোক; ণ. ক্রূর; খল; পাষণ্ড। [দুর্+জন]

দুর্জয়—ণ. যাহাকে বা যাহা জয় করা কঠিন, অজেয় (দুর্জয় মান; দুর্জয় দুর্গ); অদম্য (দুর্জয় সাহস); বিরাট, বিশাল (দুর্জয় শরীর)। [দুর্—জি+অ]। [দুর্—জ্ঞা+ণ্যৎ]।

দুর্জ্ঞেয়—ণ. যাহার স্বরূপ জানা কঠিন, দুর্বোধ্য।

দুর্ণয়, দুর্নয়—ণ. যাহার নীতি মন্দ, দুর্বিনীত; বি. অনীতি, দুর্নীতি।

দুর্ণাশ—ণ. যাহাকে নাশ করা কষ্টসাধ্য। [সং]।

দুর্দম, দুর্দমনীয়—যাহাকে দমন করা কঠিন; যে শাসন মানে না, দুরন্ত। [সং]। **দুর্দম্য**—ণ. দুর্দমনীয়, দুর্দান্ত, অশান্ত; বি ছোট বাছুর। [সং]। [অবস্থা। [দুর্+দশা]

দুর্দশা—দুরবস্থা; ভাগ্যহীনতা; দুর্ভোগ;

দুর্দর্শ—ণ. দুর্নিরীক্ষ্য; যাহা চোখে দেখা যায় না।

দুর্দান্ত—ণ. যাহাকে দমন করা দুঃসাধ্য; উপদ্রব-কারী; অশান্ত; উদ্ধত; প্রবল ও অত্যাচারী (দুর্দান্ত জমিদার)। [দুর্-দম্+ক্ত]

দুর্দাম—ণ. অনিয়ন্ত্রিত; অমিতবেগশালী; দুর্দম-নীয় (বজ্রপুষ্প অকস্মাৎ দুর্দাম দুর্বার—রবি)।

দুর্দিন—মেঘাচ্ছন্ন দিন; ঝড়-বাদলের দিন;

দুঃখ-কষ্টের কাল ; অশুভ সময়। দুর্দিবস—মেঘাচ্ছন্ন দিন। [সং] [পাপ। [সং]।
দুর্দৈব—প্রতিকূল দৈব, দুরদৃষ্ট ; দুর্ঘটনা ;
দুদ্যূত—কপট পাশাখেলা।.
দুর্ধর—[দুর্-ধৃ+অ] ণ. যাহা কষ্টে ধারণ করা যায় ; যাহা কষ্টে উত্তোলন করা যায় ; দুর্ধর্ষ।
দুর্ধর্ষ—ণ. যাহার পরাভব দুঃসাধ্য এমন, দুর্জয়, প্রবল-পরাক্রমশালী। [দুর্-ধৃষ্+অ]।
দুর্ধী--[দুর্+ধী] ণ. দুষ্টবুদ্ধিযুক্ত ; মূর্খ। (বিপঃ সুধী)।
দুর্ণয়—দুর্নয় দ্রঃ।
দুর্নাম—বদনাম, নিন্দা। [দুর্+নাম]।
দুর্নিবার, দুর্নিবার্য—[দুর্-নি-বারি+অ, ণ্যৎ] নিবারণ করা বা বাধা দেওয়া কঠিন এমন, দুর্বার (দুর্নিবার গতি ; দুর্নিবার পুত্রশোক)।
দুর্নিমিত্ত—অমঙ্গল চিহ্ন। [দুর্+নিমিত্ত]
দুর্নিরীক্ষ্য—ণ. যাহা নিরীক্ষণ করা দুঃসাধ্য এমন। [দুর্+নিরীক্ষ্য]।
দুর্নীত—ণ. উচ্ছৃঙ্খল ; অশিষ্ট। [দুর্-নী+ক্ত]।
দুর্নীতি—নীতিবিরুদ্ধ আচরণ, কুনীতি।
দুর্বচ, দুর্বচন—ণ. দুর্বাক্। বি. দুর্বাক্য।
দুর্বৎসর—মন্দ বৎসর, যে বৎসরে ফসলাদি ভাল জন্মে না ; আকালের বৎসর। [দুর্+বৎসর]
দুর্বল—ণ. বলবীর্যহীন ; শক্তিহীন ; ক্ষীণ ; জীর্ণ ; শিথিল ; রুগ্ন। (দুর্+বল, বহুব্রী)। বি. দুর্বলতা, দৌর্বল্য।
দুর্বহ—[দুর্—বহ্+অ] ণ. যাহা বহন করা কঠিন, অসহ (জীবন দুর্বহ) ; গুরুভার ; দুঃসহ (দুর্বহ শোকভার ; দুর্বহ সংসারভার)।
দুর্বাক্, দুর্বচঃ, দুর্বচন—ণ. পরুষভাষী, কটু কথা বলা যাহার স্বভাব। [সং]। দুর্বাক্য—গালি ; কড়া-কথা। দুর্বাচ্য—ণ. দুরুচ্চার্য ; বি. অপবাদ, অকীর্তি।
দুর্বার, দুর্বারণ—ণ. যাহা রোধ করা দুঃসাধ্য, দুর্নিবার (দুর্বার স্রোতে)। [দুর্-বারি+অ,অনট্]
দুর্বাসনা—দুরভিসন্ধি ; দুরাকাঙ্ক্ষা। [দুর্+বাসনা]।
দুর্বাসা, দুর্বাসাঃ(-সস্)—ণ. যাহার বসন কুৎসিত ; বি. অতি কোপনস্বভাব সুপ্রসিদ্ধ ঋষি। [সং]।
দুর্বাসিত—ণ. দুর্গন্ধযুক্ত। (বিপঃ সুবাসিত)। [সং]
দুর্বিগাহ—ণ. দুরবগাহ ; যাহার তত্ত্ব দুর্গভীর।
দুর্বিজ্ঞেয়—ণ. গভীর। [সং]।
দুর্বিদগ্ধ—ণ. মূর্খ ; গর্বিত ; অবোধ। [সং]।
দুর্বিনয়—ণ. অশিষ্টাচরণ। [সং]। **দুর্বিনীত**—ণ. অশিষ্ট, অবিনয়ী, অভদ্র (দুর্বিনীত ব্যবহার) দুর্বৃত্ত ; অশিক্ষিত(দুর্বিনীত অশ্ব)। [দুর্-বি-নী+ক্ত]। **দুর্বিমেয়**—ণ. দুর্দমনীয়। [সং.]।
দুর্বিপাক—দুর্যোগ, অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা (দৈব-দুর্বিপাক) ; যাহার পরিণাম মন্দ। [দুর্+বিপাক]। [পদ্ধতির বিবাহ।
দুর্বিবাহ—[সং.] আসুর প্রভৃতি নিন্দিত
দুর্বিষহ—ণ. অতিশয় কষ্টপ্রদ, দুঃসহ। [সং.]।
দুর্বুদ্ধি—বি. নিন্দিত বুদ্ধি, কুবুদ্ধি ; বোকামি ; ণ. যাহার বুদ্ধির গতি মন্দদিকে, দুর্মতি, বোকা।
দুর্বৃত্ত—ণ. কুক্রিয়াশীল ; দুর্জন ; বি. গুণ্ডা। [সং.]
দুর্বেদ—ণ. যাহা জানা কষ্টকর, দুর্জ্ঞেয়। [সং]।
দুর্বোধ, দুর্বোধ্য—ণ. যাহা বুঝিয়া ওঠা কঠিন, দুর্জ্ঞেয় ; যাহার অর্থগ্রহণ কষ্টসাধ্য (দুর্বোধ্য ভাষা)। [দুর্+বোধ, বোধ্য]
দুর্ব্যবহার—অসদাচরণ, অভদ্রতা।
দুর্ভক্ষ, দুর্ভক্ষ্য—বি. খাদ্যদ্রব্যের অভাবের কাল, আকাল ; ণ. কষ্টে ভক্ষণীয়। [সং.]
দুর্ভগ—ণ. ভাগ্যহীন। [দুর্+ভগ]। স্ত্রী. দুর্ভগা—পতিস্নেহে বঞ্চিতা।
দুর্ভর—ণ. দুর্বহ ; দুঃসহ ; ভারী। [সং.]।
দুর্ভাগা, দুর্ভাগ্য—বি. মন্দভাগ্য ব্যক্তি ; ণ. হতভাগ্য। দুর্ভাগ্য—দুরদৃষ্ট, পোড়া কপাল।
দুর্ভাবনা—দুশ্চিন্তা ; উৎকণ্ঠা। [সং]।
দুর্ভাষী—ণ. কটুভাষিণী, মুখরা। [দুর্ভাষ+ঈপ্]।
দুর্ভিক্ষ—ব্যাপকভাবে খাদ্যদ্রব্যের অভাব, আকাল। (বিপঃ সুভিক্ষ)। [সং]।
দুর্ভেদ্য—ণ. যাহা ভেদ করা কঠিন, দুষ্প্রবেশ্য, দুর্বোধ (দুর্ভেদ্য ব্যূহ ; দুর্ভেদ্য মন্ত্রণা)। [দুর্—ভিদ্+য]।
দুর্ভোগ—দুঃখ-কষ্ট, দুর্গতি, লাঞ্ছনা ; অব্যবস্থা-হেতু ক্লেশ-বোধ। [দুর্+ভোগ]।
দুর্মতি—বি. মন্দবুদ্ধি ; সুবুদ্ধির বিপরীত (আমার দুর্মতি হয়েছিল তাই তোমাকে বলেছিলাম) ; ণ. মূঢ়মতি ; মন্দমতি, বোকা ; দুরাত্মা। [দুর্+মতি]।
দুর্মদ—ণ. উন্মত্ত ; দুর্ধর্ষ (আমি চির দুরন্ত দুর্মদ—নজরুল)। [দুর্-মদ্+অ]
দুর্মনা,-মনাঃ (-নস্)—[দুর্+মনস্] ণ. উদ্বিগ্ন-

চিত্ত, দুর্ভাবনাগ্রস্ত ; দুঃখিত। **দুর্মনায়মান**—যে দুশ্চিন্তা করিতেছে (সীতাদেবী দুর্মনায়মানা); বিমনা। [দুর্-মনস্+ক্যঙ্+শানচ্]।
দুর্মন্ত্রিত—ণ. কুমন্ত্রণার দ্বারা চালিত। [সং.]।
দুর্মর—ণ. যাহা সহজে মরে না, অতিশয় রক্ষণশীল, die-hard. [দুর্-মৃ+অ]। **দুর্মরা**—দূর্বা।
দুর্মা,-র্মো—নেয়াপাতি ও ঝুনা এই দুয়ের মধ্যবর্তী অবস্থার নারিকেল, দোমালা।
দুর্মিত্র—বি. অপকারী বন্ধু ; ণ. যাহার বন্ধু অসৎ। [দুর্ (অসৎ)+মিত্র]।
দুর্মুখ—ণ. যে অপ্রিয় সত্য কথা বলে ; যে মুখের উপর অপ্রিয় সত্য কথা বলে ; কটুভাষী ; বি. রামের গুপ্তচর ; অশিক্ষিত অশ্ব। [সং.] স্ত্রী **দুর্মুখী**—মুখরা (দুর্মুখী ঝি)।
দুর্মুশ - দুরমুশ দ্রঃ।
দুর্মূল্য—ণ. মহার্ঘ, আক্রা। [দুর্+মূল্য]। **দুর্মূল্যের বাজার** -জিনিষপত্রের দাম খুব চড়া এমন অবস্থা।
দুর্মেধাঃ (-ধস্)—ণ. যার স্মরণশক্তি দুর্বল এমন ; বুদ্ধিতে ভোঁতা ; দুর্বুদ্ধি। [সং.] [দুর্+মেধস্]
দুর্মোচ্য—ণ. যাহা মোচন করা কঠিন, দুরপনেয় [সং.]।
দুর্যোগ—দুঃসময় ; দুর্দিন ; ঝড়বৃষ্টি ইত্যাদির সময় ; অশুভকাল [দুর্+যোগ]। [সং]।
দুর্যোধ—যাহার সহিত যুদ্ধ করা কঠিন, মহাযোধ।
দুর্যোধন—ণ. যে রণত্যাগ করিয়া পলায়ন করে ; যাহার সহিত অতি কষ্টে যুদ্ধ করিতে পারা যায় ; বি. ধৃতরাষ্ট্রের জ্যেষ্ঠপুত্র। [সং.]
দুর্যোনি—ণ. হীন কুলে যাহার জন্ম। [সং.]।
দুর্লক্ষণ—অশুভ লক্ষণ, দুর্নিমিত্ত ; ণ. অশুভ লক্ষণযুক্ত। স্ত্রী. **দুর্লক্ষণা**। [দুর্+লক্ষণ]
দুর্লক্ষ্য—[দুর্-লক্ষ্+য] ণ. যাহা লক্ষ্য করা বা দেখা দুঃসাধ্য, অদৃশ্য।
দুর্লঙ্ঘ, দুর্লঙ্ঘ্য—ণ. যাহা লঙ্ঘন বা অতিক্রম করা কঠিন (দুর্লঙ্ঘ পর্বতমালা ; দুর্লঙ্ঘ মহিমা)।
দুর্লভ, দুর্লভ্য—ণ. দুষ্প্রাপ্য ; বহুমূল্য ; বিরল।
দুর্ললিত—[দুর্ (দুষ্ট) ললিত (ইচ্ছা) যাহার, বহুব্রী] প্রশ্রয়প্রাপ্ত ; আব্দেরে, আদুরে, দুলাল।
দুর্লেখ্য—বি. যে লেখা পড়া যায় না, অস্পষ্ট লেখা ; জাল দলিল। [দুর্+লেখ্য]।
দুর্হৃদ্—[দুর্ হৃদ্ যার, বহুব্রী] শত্রু (বিপঃ সুহৃদ্) ; ক্রূর, কুটিল। **দুর্হৃদয়**—দুষ্ট অন্তঃকরণ-বিশিষ্ট।

দুল—কানে পরিবার মেয়েদের গহনা-বিশেষ। [বাং]
দুলকি—[হি.] অশ্বের গতি-বিশেষ, অপেক্ষাকৃত মৃদুগতির দৌড়, ইহাতে অশ্বারোহীর সর্বাঙ্গ দোল খায় (দুলকি চাল)।
দুলদুল—অব্য. নিরন্তর মৃদু আন্দোলনের ভাব ; বি. হজরত আলীর ঘোড়া (মহরমের মিছিলে দেখানো হয়)। [হওয়া।
দুলন—দোলন দ্রঃ ; আন্দোলিত হওয়া ; লম্বমান
দুলা, দুলাহ্, দুল্হা—[হি. দুল্হা] বর, বিবাহের পাত্র, স্বামী (হালিমার দুলা—হালিমার স্বামী)। **দুলাভাই**—ভগিনীপতি। **দুলামিঞা**—(সম্মানিত) জামাতা। স্ত্রী. **দুলানী, দুল্হানি, দুল্হিন, দুলহন**—কনে, বিবাহবেশে সজ্জিত কন্যা, নববধূ।
দুলা, দোলা—ক্রি. আন্দোলিত হওয়া, দোল খাওয়া ; বিচলিত হওয়া ; টলা (হেলা-দোলা ; ভূমিকম্পে বাড়ীঘর দুলছিল) ; বি. যাহাতে বসিয়া দোল খাওয়া হয় (নব প্রণয়-দোলায় দোলো—রবি)। **দুলানো, দোলানো**—ক্রি. আন্দোলিত করা, সঞ্চালিত করা (চামর দোলানো) ; ঝুলানো (গলায় মালা দোলানো)।
দুলারি,-রী—[হি.]দুলালী, আদরিণী, সোহাগী।
দুলাল—[সং. দুর্ললিত] পরম স্নেহের পাত্র ; আদুরে ছেলে, প্রিয়-পুত্র (শচীর দুলাল) ; ছোট গাছ-বিশেষ। **আলালের ঘরের দুলাল**—ধনীর ঘরের আদুরে ছেলে। স্ত্রী. **দুলালী**—স্নেহপাত্রী, আদরিণী (কন্যা, কন্যাস্থানীয়া, ছোট বোন—এদের সম্বন্ধেই সাধারণত ব্যবহৃত হয়)।
দুলি,-লী—কচ্ছপী। [সং.]।
দুলিচা—[হি.] ছোট গালিচা (গালিচা-দুলিচা)।
দুলিয়া, দুলে—দোলা-বাহক জাতি-বিশেষ (দুলে চেহারা)। স্ত্রী. **দুলেনী**।
দুশমন—[ফা.] শত্রু, বৈরী (এমন ক্ষতি যেন দুশমনেরও না হয়)। **দুশমনের মত ভাবা**—কাহারও প্রতি একান্ত প্রীতিহীন হওয়া। **দুশমন-চেহারা**—লালিত্যহীন ভয়ঙ্কর চেহারা, ভীষণাকৃতি। **দুশমনি**—শত্রুতা ; দুর্বৃত্ততা।
দুশ্চর—ণ. যাহা আচরণ করা কঠিন, কৃচ্ছ্রসাধ্য (দুশ্চর তপস্যা) ; দুর্গম (দুশ্চর অরণ্য) ; বি. শম্বুক ; ভল্লুক। [দুর্+চর্+অ]।
দুশ্চরিত, দুশ্চরিত্র—ণ. যাহার চরিত্র মন্দ ; বি.নিন্দিত প্রকৃতি, দুষ্ট স্বভাব। [দুর্+চরিত, ত্র]।

দুশ্চারিণী—বি. প. স্বিচারিণী। [সং.]।

দুশ্চিকিৎস্য—প. যাহার চিকিৎসা কষ্টসাধ্য বা অসম্ভব, দুরারোগ্য। [দুর্+চিকিৎস্য]

দুশ্চিন্তা—অমঙ্গল আশঙ্কা ; দুর্ভাবনা ; কুচিন্তা। [দুর্+চিন্তা]। **দুশ্চিন্তাগ্রস্ত**—প. দুশ্চিন্তাকারী।

দুশ্চেষ্টা—মন্দ চেষ্টা ; অপচেষ্টা ; অসাধ্য সাধনের চেষ্টা। [দুর্+চেষ্টা]। **দুশ্চেষ্টিত**—দুশ্চেষ্টা ; মন্দ আচরণ। [দুর্+চেষ্টিত]

দুশ্ছেদ্য—প. যাহা ছেদন করা কঠিন (দুশ্ছেদ্য বন্ধন)। [দুর্+ছেদ্য]।

দুষা, দোষা—ক্রি. দোষ ধরা, নিন্দা করা (তুমি শুনে হাস, তারা দুষে মোরে কী দোষে—রবি)।

দুষী—[সং. দোষী] প. দোষী, অপরাধী (কথ্য ভাষা। নির্দুষী—নির্দোষ)। **দুষী করা**—দোষী সাব্যস্ত করা ; জবাবদিহি করা।

দুষ্কর—প. দুঃসাধ্য ; দুশ্চর ; (প্রাচীন বাংলায়) কষ্টকর, গুরুতর, ঘৃণাজনক, দুরন্ত।

দুষ্কর্ম—কুকার্য, অপকর্ম, অকাজ, পাপকর্ম। [দুর্+কর্ম]। **দুষ্কর্মা(-র্মন্)**—প. বি. যে অকাজ বা পাপ কাজ করে, কুকর্মকারী।

দুষ্কাল—অশুভকাল।

দুষ্কুল—নীচকুল, নিন্দিত বংশ। [দুর্+কুল]। **দুষ্কুলীন**—হীনবংশোদ্ভব।

দুষ্কৃৎ—[দুস্-কৃ+ক্বিপ্] দুষ্কর্মা ; পাপকারী ; অর্থ প্রাণ ইত্যাদি হরণকারী ; দুর্বৃত্ত। **দুষ্কৃত**—কুকার্য, নিন্দিত কার্য ; অপরাধ। **দুষ্কৃতকারী**—দুষ্কর্মকারী। **দুষ্কৃতি**—পাপকর্ম; অপরাধ। **দুষ্কৃতী(-তিন্)**—প. দুষ্কৃতকারী ; পাপকারী।

দুষ্ক্রিয়া—মন্দকর্ম, দুষ্কর্ম। [দুর্+ক্রিয়া]। **দুষ্ক্রিয়ান্বিত, দুষ্ক্রিয়াসক্ত**—প. দুষ্কর্মপরায়ণ। [দুষ্ক্রিয়া+অন্বিত, আসক্ত]।

দুষ্ক্রীত—প. যাহা অনুচিত মূল্য দিয়া কেনা হইয়াছে। [দুর্+ক্রীত]

দুষ্ট—[দুষ্+ক্ত] প. দোষযুক্ত ; অপবিত্র (দোষদুষ্ট) ; বিষাক্ত (দুষ্টক্ষত) ; অনিষ্টাত্মক (দুষ্ট ভাবনা) ; মন্দ, অসৎ (দুষ্ট লোক) ; অশুভ (দুষ্টগ্রহ) ; দুর্জন ; খল ; অধার্মিক ; দুরন্ত (দুষ্ট ছেলে)। **দুষ্টকর্মা(-র্মন্)**—দুষ্কর্মা ; দুরাচার। **দুষ্টব্রণ**—বিষাক্ত ব্রণ যাহা অনেক সময় প্রাণনাশক হয়, carbuncle. **দুষ্টযোগ**—অশুভযোগ বিশেষ। **দুষ্টশীল**—দুর্বৃত্ত; কাকিবাজ (বেগে বড় দুষ্টশীল—কবিকঙ্কণ)। স্ত্রী. **দুষ্টা**—অষ্টা। **দুষ্টাচারী (-রিন্)**—দুষ্কর্মকারী। **দুষ্টামি**—দুরন্তপনা। **দুষ্টাশয়**—যাহার অভিপ্রায় মন্দ।

দুষ্টি—দোষ ; বিকৃতি (রক্তদুষ্টি)। [দুষ্+ক্তি]

দুষ্টু—দুরন্ত (আদরে)। বি. **দুষ্টুমি**। [কথ্য]

দুষ্ঠু—[দুর্-স্থা+উ] প. মন্দ, অনুচিত (সাধারণতঃ ব্যবহৃত হয় না ; বিপঃ সুষ্ঠু)।

দুষ্পচ—প. দুষ্পাচ্য।

দুষ্পরাজয়—প. যাহাকে পরাজিত করা দুঃসাধ্য। [সং.]। **দুষ্পরাজেয়**—প. অজেয়। [সং]

দুষ্পরিহর, দুষ্পরিহার্য—প. যাহা পরিত্যাগ করা কঠিন। [দুর্+পরিহর,-হার্য]

দুষ্পাচ্য—প. যাহা পরিপাক করা কঠিন অথবা বিলম্বে পরিপাক হয়, গুরুপাক। [সং.]। **দুষ্পাচ্যতা**—গুরুপাক-ভাব ; অজীর্ণতা।

দুষ্পার—প. দুস্তর (দুষ্পার দুঃখার্ণব)। [সং.]

দুষ্পূর,-রণীয়—[দুর্—পূর্+অ] প. যাহা পূরণ করা অর্থাৎ পরিতৃপ্ত করা দুঃসাধ্য (দুষ্পূর বাসনা)।

দুষ্প্রধর্ষ—প. দুর্ধর্ষ ; অপরাজেয়। [সং]

দুষ্প্রবৃত্তি—অসৎ প্রবৃত্তি, গর্হিত বিষয়ে অনুরাগ।

দুষ্প্রবেশ, দুষ্প্রবেশ্য—প. যাহার ভিতরে প্রবেশ করা কঠিন ; দুর্গম, জটিল। [সং.]

দুষ্প্রমেয়—প. অপরিমেয়। [সং]

দুষ্প্রাপ, দুষ্প্রাপ্য—প. দুর্লভ। [সং]

দুষমন—দুশমন দ্রঃ। বি. **দুষমনি, দুষমুনি**।

দুষ্মন্ত, দুষ্যন্ত—পুরুবংশীয় রাজা-বিশেষ, কালিদাসের প্রসিদ্ধ শকুন্তলা নাটকের নায়ক। [সং.]

দুসতীন—দুই সতীন। প. **দুসতীনা, দুসতীনে** (দুসতীনে ঝগড়া)।

দুসলি—দুই শলাকা, জোয়ালের দুই পাশে যে দুটি গোঁজ দেওয়া থাকে।

দুসুতী, দোসুতী—তানায় পোড়েনে একসঙ্গে দুই সুতা দিয়া বোনা চাদর।

দুস্তর—প. অপার, দুরতিক্রম্য। [দুর্+তর]

দুস্ত্যজ, দুস্ত্যজ্য—প. অত্যাজ্য। [দুর্+ত্যজ্+অ, য]। [উভয়ের।

দুহা, দুহাঁ—দোহাঁ, দুইজন। **দুহাকার**—

দুহাতিয়া—দুই হাত দিয়া ধরিয়া (দুহাতিয়া বাড়ি—লাঠি দুই হাত দিয়া ধরিয়া সবলে প্রহার)।

দুহিতা—[দুহ্ (দোহন করা)+তৃচ্ ; পূর্বকালে কন্যাগণ গাভী দোহন করিত] কন্যা।

দুহ্য, দোহ্য—প. দোহনযোগ্য ; বি. গবী মহিষী

প্রভৃতি; দুগ্ধ। দুহ্যমানা—স্ত্রী. যাহাকে দোহন করা হইতেছে।

দূত—[দু (গমন করা) + ক্ত] বার্তাবহ; চর; রাষ্ট্রের প্রতিনিধি (রাষ্ট্রদূত—একরাষ্ট্রে অবস্থানকারী অপর রাষ্ট্রের প্রতিনিধি। রাজদূত—এক রাজার নিকট হইতে অন্য রাজার নিকটে প্রেরিত বার্তাবহ)। স্ত্রী. দূতিকা, দূতী—সংবাদ-বাহিকা, কুটনী। দূতীগিরি,-পনা—কুটনীর কাজ। দূত্য, দূতালি—দৌত্য। [দূত+য, আলি]। ভগ্নদূত—ভগ্ন দ্রঃ।

দূন—[দূ (খেদ করা) + ত] ণ. ক্লিষ্ট, পথশ্রান্ত, দুঃখিত; বি. খেদ, আক্ষেপ।

দূর—[দুর্+ই (গমন করা) + র] বি. অন্তর, ব্যবধান (দূরে দূরে); দূরবর্তী স্থান (দূর হতে দূরে বাজে পথ শীর্ণ তীব্র দীর্ঘতান সুরে—রবি); অবিষয় (বিদ্যা দূরে থাক সাধারণ বুদ্ধিও নাই); ণ. অগোচর; ব্যবহিত, অনিকট (দূরদেশ); দূরীভূত, অপগত (দূর করা বা হওয়া); ব্যাপক, গভীর (দূরদৃষ্টি); বিতাড়িত, বহিষ্কৃত (দেশ থেকে দূর করা); অব্য. বিরক্তি, প্রত্যাখ্যান ইত্যাদি জ্ঞাপক (দূর দূর ছুঁস্‌নে; দূর ছাই কিছু মনে পড়ছে না)। দূর করা—ক্রি. পরিষ্কার করা (ময়লা—); তাড়ানো (বাড়ী হতে—), সারা[ন] (রোগ—)। দূর দূর করা—তাড়[াইয়া] দেওয়া; আমল না দেওয়া। দূরগ—ণ. দূরগামী। দূরতঃ—অব্য. দূর হইতে, দূরে থাকিয়া। দূরতা, দূরত্ব—ব্যবধান; পার্থক্য। দূরদর্শন—ণ. পণ্ডিত, বিজ্ঞ; বি. গৃধ্র; দূরবীক্ষণ-যন্ত্র। দূরদর্শী (-র্শিন্)—পরিণামদর্শী; বিচক্ষণ; পণ্ডিত; বি. শকুনি। বি দূরদর্শিতা—বিচক্ষণতা। দূরদৃষ্টি—বি. ভবিষ্যৎ দৃষ্টি; ণ. দূরদর্শী। দূরবর্তী (-র্তিন্)—ণ. দূরে স্থিত। স্ত্রী. দূরবর্তিনী। দূরগামী(-মিন্)—ণ. দূরে গমনকারী। দূরবীক্ষণ, দূরবীন—যে যন্ত্রের দ্বারা দূরের বস্তুসকল দেখা যায়, Telescope (দূরবীন কষা—দূরবীন ঠিক করিয়া দেখা)। দূরযায়ী (-য়িন্)—ণ. দূরগামী। দূরশ্রবণ(-শ্রাবণ)—দূরের শব্দ শ্রবণ করিবার যন্ত্র, telephone. দূরস্থ—দূরে স্থিত। দূরহি—(ব্রজ.) দূরে। দূরাগত—দূর হইতে আগত বা আগমনকারী। দূরান্তর—দূর, দূরদেশ (দূরান্তরের পথ)। দূরীকরণ—বিতাড়ন, অপসারণ, মোচন; বহিষ্করণ। ণ. দূরীকৃত। দূরীভবন—অপসারণ। দূরীভূত—দূর হইয়াছে এমন; বিতাড়িত; যাহা সরিয়া গিয়াছে। দূরারোহ—ণ. দুরারোহ। [দুর্+রোহ]।

দূর্বা—[দূর্ব্ (আঘাত করা) + অ—যে পাপ নষ্ট করে কিংবা পশু কর্তৃক হিংসিত হয়] সুপরিচিত ঘাস। দূর্বাশ্যাম, দূর্বাদলশ্যাম—দূর্বার মত নয়নস্নিগ্ধকর শ্যামবর্ণ-যুক্ত। দূর্বাষ্টমী—ভাদ্রের শুক্লাষ্টমী। ধান-দূর্বা দিয়া বরণ করা।—সাদরে ও বহু সম্মানে বরণ করা।

দূষক—ণ. যে দোষ প্রদর্শন করে, যে নিন্দা করে, যে দোষ জন্মায় অর্থাৎ নিন্দিত অথবা অপবিত্র করে, যাহা কান্তি নাশ করে (লিখিতদূষক; বেদদূষক; বর্ণদূষক, কন্যাদূষক)। [দুষ্+ণিচ্+অক]। দূষণ—দোষজনক; বি. দোষারোপ; দোষ, নিন্দা করা; অশুচি করা; ধর্ষণ; রামায়ণ-বর্ণিত রাক্ষস-বিশেষ (খর-দূষণ)। দূষণাবহ—দোষজনক। দূষণীয়—নিন্দনীয়। দূষয়িতা (-তৃ)—দূষক। স্ত্রী. দূষয়িত্রী। দূষিকা—দূষয়িত্রী; নেত্রমল, পিচুটি। দূষিত—দোষযুক্ত; নিন্দিত, কলুষিত; অপবিত্রীকৃত। স্ত্রী. দূষিতা—ভ্রষ্টা। দূষ্য—দূষণীয়, নিন্দনীয়।

দৃক্—[দৃশ্+কিপ্] যাহার দ্বারা দেখা যায়, চক্ষু। দৃক্‌পাত—দৃষ্টিনিক্ষেপ; ভ্রূক্ষেপ (পরের দুঃখে দৃক্‌পাতও করে না)। দৃক্‌শক্তি—দৃষ্টিশক্তি। দৃকশ্রুতি—চক্ষু যাহার কর্ণের কাজ করে, সর্প।

দৃঢ়—[দৃহ্ (বৃদ্ধি পাওয়া) + ক্ত] ণ. কঠিন, শক্ত, মজবুত, আঁট, পোক্ত (দৃঢ় ভিত্তি, দৃঢ় বন্ধন, দৃঢ় মুষ্টি); তরল বা কোমল নহে; স্থির, অবিচলিত, অচল (দৃঢ় সংকল্প, দৃঢ় চিত্ত, দৃঢ় ভক্তি); সমর্থ; কঠিন, কঠোর (দৃঢ়হস্তে শাসিত)। দৃঢ়কায়—মজবুত শরীর-বিশিষ্ট। দৃঢ়তা—কাঠিন্য; স্থিরতা। দৃঢ়গ্রন্থি—কঠিন-গ্রন্থি-যুক্ত, বাঁশ। দৃঢ় দংশক—হাঙর প্রভৃতি। দৃঢ়ধন্বা (-ন্বন্)—যে দৃঢ়হস্তে ধনুক ধারণ করে। দৃঢ়নিশ্চয়—কূট তর্কাদির দ্বারা যাহার বুদ্ধিভেদ হয় না; সুনিশ্চিত, স্থির সিদ্ধান্ত। দৃঢ়পদ—অবিচলিত পদক্ষেপ। দৃঢ়প্রতিজ্ঞ—প্রতিজ্ঞা পালনে অথবা সংকল্প রক্ষণে অবিচলিত, স্থিরপ্রতিজ্ঞ। দৃঢ়ফল—নারিকেল। দৃঢ়বর্মী—(-র্মিন্)—যে সব প্রাণীর বাহিরের আবরণ কঠিন। দৃঢ়ব্রত—অধ্যবসায়ী, দৃঢ়সংকল্প। দৃঢ়মুষ্টি—অশিথিল

বা আঁট মুষ্টি যার; কৃপণ। **দৃঢ়মূল**—যাহার মূল দৃঢ়ভাবে মৃত্তিকায় প্রোথিত; অনড় (দৃঢ়মূল সংস্কার)। **দৃঢ়লোমা** (-মন্)—শূকর। **দৃঢ়সন্ধ**—দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। **দৃঢ়সন্ধি**—দৃঢ়রূপে মিলিত, সংহত। **দৃঢ়স্বরে**—অবিচলিত কণ্ঠে।

দৃঢ়াঙ্গ—ণ. যাহার দেহ দৃঢ়; বি. হীরক।

দৃঢ়াস্থিক—যে সকল মৎস্যের অস্থি দৃঢ় (কই, চাঁদা প্রভৃতি)। [সং]।

দৃঢ়ীকরণ—শক্ত করা; স্থায়ী করা; সুপ্রতিষ্ঠিত করা; ণ. দৃঢ়ীকৃত। [দৃঢ়-অভূততদ্ভাবে চ্বি +কৃ+ক্ত]। **দৃঢ়ীভূত**—যাহা পূর্বে দৃঢ় ছিল না, এখন দৃঢ় হইয়াছে। বি. **দৃঢ়ীভবন**—শক্ত বা কঠিন হওয়া; জমাট বাঁধা; সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়া।

দৃপ্ত—[দৃপ্‌+ক্ত] ণ. দর্পযুক্ত; উদ্ধত (বলদৃপ্ত); গর্বিত; তেজঃপূর্ণ (দৃপ্ত কণ্ঠে)। [বিশেষ।

দৃশদ্বতী, দৃষদ্বতী—আর্যাবর্তের পূর্ব সীমার নদী-

দৃশ্য—[দৃশ্‌+য] ণ যাহা দেখা যায়, গোচর; বি. দর্শনীয় বস্তু বা বিষয় (সুন্দর, বীভৎস দৃশ্য); নাটকের গর্ভাঙ্ক বা পরিচ্ছেদ; রঙ্গমঞ্চের সজ্জা। ণ. দর্শনীয়; প্রকাশ্য (দৃশ্যতঃ)। **দৃশ্যমান**—ণ. দেখা যাইতেছে এমন। [দৃশ্‌+শানচ্‌] **দৃশ্যকাব্য**—যে কাব্য রঙ্গালয়ে অভিনীত হয়, নাটক। **দৃশ্যপট**—থিয়েটারের সীন। **দৃশ্য-সঙ্গীত**—নৃত্য। **দৃশ্যতঃ**—প্রকাশ্যে।

দৃষ্ট—ণ. যাহা দেখা হইয়াছে, লক্ষিত, অবলোকিত; জ্ঞাত; পরীক্ষিত; ব্যক্ত; (বাং) দৃষ্টি (এক দৃষ্টে)। [দৃশ্‌+ক্ত]। **দৃষ্টপূর্ব**—যাহা পূর্বে দেখা গিয়াছে। **দৃষ্টপৃষ্ঠ**—সমরক্ষেত্র হইতে পলায়িত (সৈন্য)। **দৃষ্টপ্রত্যয়**—দেখিয়া যাহার প্রত্যয় জন্মিয়াছে। **দৃষ্টাদৃষ্ট**—ণ. যাহা দেখা গিয়াছে এবং যাহা দেখা যায় নাই এমন; আংশিক দৃষ্ট এবং আংশিক অদৃষ্ট।

দৃষ্টান্ত—[দৃষ্ট অন্ত যার, বহুব্রী] উদাহরণ, নিদর্শন; উপমান; অলঙ্কার-বিশেষ। **দৃষ্টান্ত-স্থল**—উদাহরণের বিষয়, নজির (স্বার্থ ত্যাগের দৃষ্টান্তস্থল)।

দৃষ্টি—যদ্দ্বারা দেখা যায়; চক্ষু; দর্শন (দৃষ্টিপাত); দর্শনশক্তি (দৃষ্টিহীন); অবলোকন; নজর, লক্ষ্য (দৃষ্টি রাখা); অশুভ প্রভাব (শনির দৃষ্টি); ঈর্ষা বা লোভসূচক দৃষ্টি (দৃষ্টি দেওয়া); জ্ঞান; বোধ (সূক্ষ্ম দৃষ্টি)। [দৃশ্‌+ক্তি]। **দৃষ্টি-কৃপণ**—ছোট নজর। **দৃষ্টিক্ষুধা**—দেখিলেই ক্ষুধার উদ্রেক; চোখের ক্ষুধা। **দৃষ্টিগোচর**—চক্ষের বিষয়ীভূত, দেখা যায় এমন। **দৃষ্টি-নিক্ষেপ**—চাওয়া, দেখা। **দৃষ্টিপথ**—যতদূর পর্যন্ত দেখা যায়। **দৃষ্টিপাত**—অবলোকন, চাওয়া। **দৃষ্টিবন্ধু**—জোনাকি পোকা। **দৃষ্টি-বিক্ষেপ**—কটাক্ষ। **দৃষ্টিবিজ্ঞান**—আলোক ও অবলোকন বিষয়ক বিদ্যা, optics। **দৃষ্টি-বিষ**—সর্প-বিশেষ; যাহার দৃষ্টিতে বিষ আছে।

দে—[সং. দেহ] শরীর (প্রাচীন কাব্যে); ক্রি. (তুচ্ছার্থে) দাও; বি. পদবী-বিশেষ [সং. দেব]; অব্য. (কথ্য) দিয়া, দ্বারা।

দে–ক্রি. অনবরত দেওয়া অর্থাৎ প্রয়োগ করা (অন্য শব্দের সহিত যুক্ত হইয়া ব্যবহৃত হয়—দে মার; দে ধাক্কা; দে ছুট; দে দৌড়।

দেঅর—দেবর দ্রঃ। **দেআ**—দেয়া দ্রঃ। **দেআড়**—দিয়াড়া দ্রঃ, নদীর ধারের চর অঞ্চল; নদীর ধার (দিয়েড়ও বলা হয়; গাঙ্‌দিয়েড়—নদীর ধার)।

দেআসি—[দেবোপাসক] পূজারী। স্ত্রী. **দেয়াসিনী**। দেয়াশী দ্রঃ।

দেইজি—জ্ঞাতি। [দায়াদ]।

দেউটি,-টী—[সং. দীপবর্তিকা] প্রদীপ (একে একে নিভেছে দেউটি); মশাল।

দেউড়ি,-ড়ী, দেউরি,-রী—[সং. দেহলী] বাড়ীর প্রধান প্রবেশদ্বার; ফটক; তোরণ।

দেউল—[সং. দেবকুল] দেবালয়।

দেউলিয়া, দেউলে—[সং. দেবকুলিকা; দাওলিয়া দ্রঃ] নিঃসম্বল; ঋণ-পরিশোধে অসমর্থ।

দেউলি, দেওয়ালী—দীপালী, দীপদান উৎসব।

দেও—[সং. দেব] দৈত্য (দেও দানো); উপাধি-বিশেষ। **দেওদানা**—দেব ও দানব; দৈত্যদানব।

দেও—ক্রি. দাও। **দেওন**—দান করণ।

দেওড়—গোলাগুলির শব্দ (বন্দুক দেওড় করা)।

দেওদার—দেবদারু।

দেওয়া—ক্রি. [দি; সং. দা] প্রদান করা (টাকা, ধার দেওয়া); দান করা (ভিক্ষা বা বর দেওয়া); সম্প্রদান করা, বিবাহ দেওয়া (অমন ঘরে কি মেয়ে দেওয়া যায়?); প্রতিশ্রুতি দেওয়া (কথা দেওয়া); প্রতিষ্ঠা বা স্থাপন করা (স্কুল দেওয়া); নির্মাণ করা, গাঁথিয়া তোলা (দালান দেওয়া); যোগানো (ভাতকাপড় দেওয়া); উৎসর্গ করা, বিসর্জন করা (দেশের জন্য প্রাণ দেওয়া); সঞ্চার করা (বল দেওয়া, মন্ত্র দেওয়া); অনুষ্ঠান বা সম্পাদন করা (পূজা, বলি, ভোজ

দেওয়া); লাগান, স্পর্শ করা (মুখ দেওয়া, হাত দেওয়া); ভার বা দায়িত্ব লওয়া (হাত দেওয়া); বন্ধ করা (তালা দেওয়া, কপাট দেওয়া); অর্পণ করা, সমর্পণ করা (কাজ, ভার, দায়িত্ব দেওয়া); নিজের সম্বন্ধে প্রয়োগ করা (গলায় দড়ি দেওয়া); নিযুক্ত করা (চাকরি দেওয়া); স্থাপন করা (পথে কাঁটা দেওয়া); প্রয়োগ করা (ঔষধ, পুলটিশ দেওয়া; উনানে আগুন দেওয়া, কাজে মন দেওয়া; কথায় কান দেওয়া; দৃষ্টান্ত, ফাঁকি, চাপ, শান, লোভ দেওয়া); সিঞ্চন করা (গাছে জল দেওয়া); আঁকা, বুলানো (ছবিতে রং দেওয়া); মঞ্জুর করা (ছুটি দেওয়া); বাধা না দেওয়া (পলাইতে দেওয়া); উৎপন্ন করা (গরু দুধ দেয়); পাঠানো (ডাকে দেওয়া, ধোবার বাড়ি কাপড় দেওয়া); ক্ষমতা প্রদর্শন করা (পাল্লা দেওয়া, পরীক্ষা দেওয়া); নিক্ষেপ করা, ফেলা (জলে দেওয়া); মেলিয়া দেওয়া (রোদে দেওয়া); পরিধান করা, পরা (গায়ে জামা দেওয়া, হার গলায় দেওয়া); দাগ কাটা (আঁচড় দেওয়া); তৈয়ারি বা সৃষ্টি করা, বসানো (সুর দেওয়া); বপন করা (জমিতে বীজ দেওয়া); বলা, জানানো (সংবাদ, পরিচয়, ধন্যবাদ, উত্তর, গালি, সাড়া, ধমক দেওয়া); লেখা বা আঁকা (দাঁড়ি দেওয়া, ফোঁটা দেওয়া); আরোপ করা, রাখা (নাম, বদনাম উপাধি দেওয়া); ধারণ করা, পরা (পায়ে জুতা, মাথায় ছাতা, চোখে চশমা দেওয়া); ভর্তি করা, প্রবিষ্ট করা (স্কুলে দেওয়া, জেলে দেওয়া); বিক্রয় বা বিনিময় করা (তিন পয়সায় একটি দিয়াশলাই দেওয়া); চ্যুত হওয়া (জাত দেওয়া); ফেলা, নিক্ষেপ করা (জলে দেওয়া, গঙ্গায় দেওয়া); ঘর্ষণ করা, লাগান (ঝাড়ু দেওয়া); রাখা (ফাঁক দেওয়া); জ্বালান (উনানে আগুন দেওয়া, ধুনা দেওয়া); মারা (থাবড়া, ঘুষি দেওয়া); প্রবেশ করান (গলায় আঙুল দেওয়া)। ণ. উক্ত সকল অর্থে; প্রদত্ত ('মায়ের দেওয়া মোটা কাপড়'); বি. উক্ত সকল অর্থে; দান বা দত্ত সামগ্রী (দেওয়া-থোওয়া)। **দেওয়া-নেওয়া**—দান ও গ্রহণ। **দেওয়ানো**—ক্রি. প্রদান করানো; সম্প্রদান করানো। **আর্জি দেওয়া**—দরখাস্ত দেওয়া। **জেলে দেওয়া**—কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা। **দিতে আছে**—দিতে হয়, দেওয়া কর্তব্য। **দিতে নাই**—দিবার মত সংস্থান নাই, দেওয়া অনুচিত, দেওয়া দোষের।

দেওয়ান—[ফা. দীবান] সভা; রাজসভা (দেওয়ানে বসা—দরবারে বসা); রাজস্ব বিভাগের মন্ত্রী; জমিদারের প্রধান কর্মচারী (দেওয়ানজী)। **দেওয়ানি**—দরবারের কাজ; দেওয়ানের পদ। **দেওয়ানী**—ণ. দেওয়ানের; রাজস্ব-সংক্রান্ত; স্বত্বঘটিত, ফৌজদারী নয় এমন। **দেওয়ানী আদালত**—বিষয়-সম্পত্তির আদান-প্রদানের বিচার সম্পর্কিত আদালত। **দেওয়ান-ই-আম**—যে রাজসভায় সর্বসাধারণের প্রবেশাধিকার ছিল। **দেওয়ান-ই-খাস**—রাজা ও রাজমন্ত্রীদের বিশেষ পরামর্শ-গৃহ।

দেওয়ানা—[ফা. দিয়ানা] পাগল, বিকৃত-মস্তিষ্ক, পাগলের মত উদাসী, বিবাগী, ভাবোন্মত্ত ('তোমার লাগিয়া বন্ধু হৈয়াছি দেওয়ানা')।

দেওয়ার, দেওয়াল, দেয়াল—[ফা. দিয়ার, দেবাল] দেওয়াল, প্রাচীর। **দেওয়ালগিরি**—দেওয়াল-সংলগ্ন চিমনি-যুক্ত প্রদীপ-বিশেষ। **দেওয়াল তোলা, দেওয়া**—দেওয়াল নির্মাণ করা; সমূহ ব্যবধান সৃষ্টি করা (দুই দেশের ব্যবসা-বাণিজ্যের মধ্যে দেওয়াল তুলে দেওয়া হয়েছে)।

দেওয়ালী, দেয়ালি—[দীপাবলী] দীপান্বিতার উৎসব। **দেওয়ালী পোকা**—শামা-পোকা (যাহা দেওয়ালীর সমকালে আগুনে পুড়িয়া মরে)।

দেওর—দেবর। **দেওরঝি**—দেবরের কন্যা। **দেওরপো**—দেবরের পুত্র।

দেঁড়ে করা—ছেঁড়া কাপড়ে মোটা সেলাই দিয়া জোড়া।

দেঁতো—ণ. দাঁতাল, যাহার দাঁত কিছু বড় এবং সেই জন্য বাহির হইয়া থাকে। **দেঁতো হাসি**—দাঁত বাহির করা হাসি, লোক-দেখানো হাসি (যা আন্তরিক নয়)।

দেখচোর—যে চোখের সামনে চুরি করে।

দেখতা—ণ. দেখাকালীন; সমকালীন; দৃষ্ট (আমার দেখতা কত লোক মারা গেল); ক্রি. ণ. সমসাময়িক কালে; সমক্ষে। **দেখন**—দেখা; দর্শন। **দেখন-হাসি**—সখী, যাহারা পরস্পরকে দেখিলেই প্রীতির হাসি হাসে। **দেখ-নাই**—বাহিরের আকার-প্রকার।

দেখসিয়া, দেখসে—ক্রি. তাড়াতাড়ি আসিয়া দেখ (দেখসে, মামাবাড়ী থেকে কি পাঠিয়েছে)।

দেখা—[দেখ্, সং. দৃশ্] ক্রি. দর্শন করা, দৃষ্টি নিক্ষেপ করা (মুখ দেখা); পরীক্ষা করা, বিচার করা, পাঠ করা (মোকদ্দমার কাগজপত্র দেখা; হাত দেখা; নাড়ী দেখা; উল্টে-পাল্টে দেখা; চাওয়া (এদিকে দেখ); তত্ত্বাবধান করা, দেখা-শোনা করা (কারবার দেখা; অসময়ে কে দেখবে); পরিদর্শন করা (নানা দেশ দেখা; স্কুল দেখা); সেবা বা চিকিৎসা করা (রোগীকে দেখবে); অন্বেষণ করা, সন্ধান লওয়া (দেখ তো কাছে দোকানপত্র আছে কিনা); চিকিৎসা করা (ডাক্তার দেখছে); চেষ্টা করা (দেখলাম তো নানা ভাবেই, কিন্তু ওর কিছু হবার নয়); উপভোগ করা (মজা দেখা, থিয়েটার দেখা); অপেক্ষা করা (আর একটু দেখ); স্থির করা (ভাবিয়া দেখা); অনুসরণ বা অবলম্বন করা (নিজের পথ দেখ); সাবধান করা, মনোযোগ আকর্ষণ করা, শাসানো (দেখো, পড়ো না; দেখো, আবারও তোমাকে বলছি; যাও দেখি কেমন যেতে পার; একবার দেখে নেবো তোমাকে)। **দেখাদেখি**—ক্রি. ণ. দেখিয়া, অনুকরণে; বি. পরস্পর দেখা বা সাক্ষাৎ করা; অনুকরণ করিয়া লেখা (পরীক্ষার হলে দেখাদেখি করতে নেই)। **চোখের দেখা**—শুধু চোখ দিয়া দেখা, সাহায্যাদির কথা তেমন না ভাবা। **দেখা দেওয়া**—ক্রি. সম্মুখে আসা, আবির্ভূত হওয়া; প্রাদুর্ভূত হওয়া (কলেরা দেখা দিয়েছে)। **দেখা-সাক্ষাৎ**—পরস্পর সাক্ষাৎ ও আলাপ। **দেখিতে দেখিতে**—ক্রি. ণ. নিমেষের মধ্যে, অতি দ্রুত।

দেখানো—ক্রি. প্রদর্শন করানো; অন্তের দৃষ্টি আকর্ষণ করা। **দেখাইয়া দেওয়া**—ক্রি. শিখান, বাতলান; জব্দ করা। **লোক-দেখানো**—কৃত্রিম; লোকে দেখিয়া বাহবা দিক এই জন্ম কৃত।

দেড়—ণ. এক ও অর্ধ (১½)। **দেড়া, ডেড়া**—দেড়-গুণ। **দেড়ি, ডেড়ি**—দেড়গুণ (ধানের দেড়ি খাওয়া); উদ্বৃত্ত; অসম্পূর্ণ।

দেদার—[ফা.দীদার] ণ. অজস্র, বিস্তর, প্রচুর; ক্রি. ণ. অকৃপণভাবে; সীমা-সংখ্যা নাই এমন ভাবে। **দেদার ফুর্তি**—অন্তহীন বা বাধাহীন ফুর্তি।

দেদীপ্যমান—ণ. যাহাতে সর্বদা দীপ্তি প্রকাশ পাইতেছে; জাজ্বল্যমান। [যঙ্লুগন্ত দীপ্+ শানচ্]।

দেদো—ণ. দাদরোগ-যুক্ত। **দেদোর মর্ম দেদো জানে**—যে ভুক্তভোগী সেই অপর বিপন্ন ব্যক্তির কষ্টের পরিমাণ বুঝিতে পারে।

দেধান—[সং. দেবধান্ত] শস্য-বিশেষ, জোয়ার।

দেন—[আ. দয়েন; হি. দেনা] ঋণ; প্রদান (লেন-দেন)। **দেন কর্জ**—ঋণ ইত্যাদি; শোধ্য ঋণ। **দেনভিক্রী**—ঋণবাবদ বিক্রী। **দেনদার, দেনাদার**—ঋণী, খাতক।

দেনমহর—মুসলমান বিবাহের সময় স্বামী তাহার স্ত্রীকে যে অর্থ দিতে অঙ্গীকার করে, কাবীন (খাদিজার চাচার প্রস্তাবে ৫০০ দির-হাম দেনমহর ধার্য হইল)। [ফা.]

দেনা—[আ. দয়েন] ঋণ, ধার, কর্জ। **দেনায় ডোবা**—অতিশয় ঋণগ্রস্ত হওয়া। **দেনা-পাওনা**—যাহা দিতে হইবে ও যাহা পাইবার আছে, শোধ্য ও প্রাপ্য অর্থ; হিসাব-নিকাশ (দুনিয়ার দেনা-পাওনা চুকাইয়া দিয়াছে)।

দেনে-ওয়ালা—যে দেয়, দাতা; পরমেশ্বর।

দেনো—ণ. দত্ত, প্রদত্ত; দানের, দানসম্বন্ধীয়।

দেব—(দিব্ (ক্রীড়া করা) + অ] দেবতা; দেব-লোকের বা স্বর্গের অধিবাসী, অমর, ত্রিদশ, সুর; ঠাকুর; শ্রেষ্ঠ বা পূজ্য জন (নরদেব, ভূদেব, বুদ্ধদেব); রাজা, অধিপতি; স্বামী; ঈশ্বর, পরমাত্মা, উপাধি বিশেষ; শব্দান্তে গৌরবসূচক প্রয়োগ (গুরুদেব, পিতৃদেব)। স্ত্রী. **দেবী**—স্ত্রী-দেবতা; ব্রাহ্মণী; রাজমহিষী; পূজ্যা নারী। **দেব-আত্মা**—দেব-তাত্মা, পবিত্র। **দেবঋণ**—দেবতাদের কাছে মনুষ্য-মাত্রের ঋণ বিশেষ যাহা যজ্ঞ করিয়া শোধ করিতে হয়। **দেবকন্যা**—দেবতার কন্যা; অপ্সরা। **দেবকর্দম**—চন্দন অগুরু কর্পূর ও কুঙ্কুম মিশ্রিত গন্ধদ্রব্য। **দেব-কার্য**—দেবতার প্রীতিজনক কার্য; পূজা উপাসনা যজ্ঞ ইত্যাদি। **দেবকারু,-কর্মী** (-র্মিন্)—বিশ্বকর্মা। **দেব-কাষ্ঠ**—দেবদারু। **দেবকিরী**—রাগিণী-বিশেষ, মেঘরাগের ভার্যা। **দেবকল্প**—দেবতার মত। **দেবকুল**—মন্দির; দেবগণ। **দেব-কুল্যা**—আকাশ-গঙ্গা। **দেবখাত**—অকৃত্রিম জলাশয়, হ্রদ। **দেবগায়ন**—গন্ধর্ব। **দেব-গিরি**—পর্বত-বিশেষ; ইলোরা; রাগিণী-বিশেষ।

দেবগুহ্য—বৃহস্পতি। **দেবগুহ্য**—দেবগণের অত্যন্ত রহস্যময়। **দেবগৃহ**—দেবালয়। **দেবচর্যা**—দেবপূজা; হোম ইত্যাদি। **দেব-চিকিৎসক**—স্বর্গবৈদ্য অশ্বিনীকুমারদ্বয়। **দেবচ্ছন্দ**—শতনরী হার। **দেবজাত**—দেবগণ। **দেবজাতি**—দেবতার মত মহৎ ব্যক্তি সমূহ; সংযমী ত্যাগী সমদর্শী প্রভৃতি। **দেবতরু**—মন্দার পারিজাত সন্তান কল্পবৃক্ষ হরিচন্দন—এই পাঁচ বৃক্ষ; চৈত্যবৃক্ষ; অশ্বত্থ। **দেবতা**—[দেব+স্বার্থে তা] দেব বা দেবী (সংস্কৃতে স্ত্রীলিঙ্গ হইলেও বাংলায় উভয় লিঙ্গে ব্যবহৃত); যাঁহারা স্বর্গে বাস করেন, দেবসমাজ। **দেবতা প্রতিষ্ঠা**—বিধিপূর্বক দেববিগ্রহ স্থাপন। **দেবতাড়**—রাহু। **দেবতাত্মা(-ত্মন্)**—দেবস্বরূপ। **দেবত্ব**—দেবতার ধর্ম বা গুণ বা অবস্থা, দেবভাব। **দেবত্র, দেবোত্তর**—দেবতার সেবায় দত্ত সম্পত্তি। **দেবদত্ত**—দেবতার উদ্দেশে দত্ত অথবা দেবতা কর্তৃক দত্ত। **দেবদর্শন**—দেবমূর্তি দর্শন। **দেবদাসী**—দেবমন্দিরের নর্তকী। **দেবদারু**—বৃক্ষবিশেষ। **দেবদীপ**—চক্ষু। **দেবদুর্লভ**—দেবতার পক্ষেও সুলভ নহে এমন, অসামান্য। **দেবদূত**—ঈশ্বরের দূত, angel, ফেরেশতা। **দেবদেব**—দেবশ্রেষ্ঠ। **দেবদোল**—দেবগণের দ্রষ্টব্য প্রাতঃকালীন দোল উৎসব। **দেবদ্রোণী**—সমারোহ পূর্বক দেবদর্শনে যাত্রা; শিবলিঙ্গাদির অবস্থান-গহ্বর। **দেবধান্য**—দেধান, জোয়ার। **দেব-ধূপ**—গুগ্‌গুল। **দেবদ্বেষী (-ষিন্)**—অসুর। **দেবনিন্দক**—নাস্তিক। **দেবনদী**—গঙ্গা; বড় নদী। **দেবনাগরী**—যে অক্ষরে হিন্দী প্রভৃতি ভাষা লিখা হয়, নাগরী। **দেব-নিকায়**—দেবতাদের বাসস্থান; স্বর্গ, বিমান। **দেবপতি**—ইন্দ্র। **দেবপত্নী**—দেবতা যাঁহার পতি। **দেবপথ,-বর্ত্ম (-র্ত্মন্)**—আকাশ-পথ। **দেবপশু**—দেবতার উদ্দেশ্যে উৎসর্গীকৃত পশু; বলির পশু। **দেবপুরী**—অমরাবতী, সুন্দর অট্টালিকা। **দেবপ্রসাদ**—দেবতার নিকট নিবেদিত সামগ্রী; দেবতার অনুগ্রহ। **দেবপ্রশ্ন**—ভাগ্যসম্বন্ধে প্রশ্ন। **দেব-প্রিয়**—দেবতার প্রিয়; পীত ভৃঙ্গরাজ; বক-পুষ্প। **দেববাহন**—অগ্নি। **দেববিদ্যা**—বেদের ব্যাখ্যা-শাস্ত্র। **দেবব্রত**—ভীষ্ম। **দেব-ব্রতী (-তিন্)**—ব্রাহ্মণ। **দেবভাষা**—সংস্কৃত ভাষা। **দেবভাষিত**—দৈববাণী। **দেবভূতি**—মন্দাকিনী। **দেবভূমি**—দেবতাদের প্রিয় ভূমি। **দেবমাতা**—কশ্যপপত্নী অদিতি। **দেবমাতৃক**—যে দেশে শস্য উৎপাদন বৃষ্টির জলের উপর নির্ভর করে। **দেব-মায়া**—অবিদ্যা। **দেবমাস**—গর্ভের অষ্টম মাস, যে মাসে ভ্রূণ খেলা করে। **দেবমান**—দেবতাদের কালের হিসাব (মানুষের এক বৎসর = দেবতাদের এক দিন)। **দেবযজি,-যাজি, -জী**—দেবপূজক। **দেবযাত্রা**—তীর্থদর্শনে বা দেবদর্শনে যাত্রা। **দেবযান, দেবরথ**—ব্যোমযান। **দেবযানী**—শুক্রের কন্যা, যযাতির পত্নী। **দেবযুগ**—সত্যযুগ। **দেবযোনি**—গন্ধর্ব পিশাচ প্রভৃতি উপদেবতা। **দেবরক্ষিত**—দেবতা কর্তৃক রক্ষিত। **দেবরহস্য**—অতি গোপনীয়। **দেবরাজ**—ইন্দ্র। **দেবরাত**—দেবতা কর্তৃক (অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক) রক্ষিত, পরীক্ষিৎ; দেবরক্ষিত। **দেবর্ষি**—যিনি দেব এবং ঋষি; নারদাদি মুনি। **দেবল**—পূজারি ব্রাহ্মণ; অসিত মুনির পুত্র। **দেবলতা**—নবমল্লিকা। **দেবলোক**—অমরাবতী, স্বর্গ। **দেবশত্রু**—অসুর। **দেবশর্মা (-র্মন্)**—ব্রাহ্মণ জাতির উপাধি। **দেবশিল্পী (-ল্পিন্)**—বিশ্বকর্মা। **দেবসাযুজ্য**—দেবত্ব; দেবসাদৃশ্য, দেবসাহচর্য। **দেব-সেনাপতি**—কার্তিকেয়। **দেবসেনা**—কার্তিকেয়-পত্নী; দেবতাদের সৈন্য। **দেবস্থান**—দেবালয়, দেবতার অধিষ্ঠান-স্থান। **দেবস্ব**—দেবতার বস্তু, দেবসেবায় নিয়োজিত বস্তু, দেবত্র।

দেবক—দেবকীর পিতা। [সং.]। **দেবকী দৈবকী**—শ্রীকৃষ্ণের মাতা। **দেবকীনন্দন**—শ্রীকৃষ্ণ।

দেবন—ক্রীড়া, পাশা খেলা; ক্রয়বিক্রয়াদি; দ্যুতি; সেবা; বিলাপ। [দিব্+অনট্]

দেবর—স্বামীর ছোট ভাই, পতির ভ্রাতা।

দেবা—দেবতা (অবজ্ঞার্থক—যেমন দেবা তেমনি দেবী); দেবর।

দেবাগার—মন্দির। [দেব+আগার]। **দেবা-ঙ্গনা**—দেবনারী, অপ্সরা। **দেবাজীব**—পূজারী ব্রাহ্মণ। **দেবাত্মা (-ত্মন্)**—দেবতা-স্বরূপ; অশ্বত্থ। **দেবাদিদেব**—মহাদেব,

সর্বপ্রধান দেবতা। **দেবানুক্রম**—বৈদিক মন্ত্রের দেবতাজ্ঞাপক গ্রন্থ-বিশেষ। **দেবানুচর**—গন্ধর্ব যক্ষ-আদি উপদেবতা। **দেবায়তন**—দেবমন্দির। **দেবায়ুধ**—দেবাস্ত্র, বজ্র। **দেবারণ্য**—নন্দন। **দেবারি**—দেবতাদের শত্রু, অসুর। **দেবালয়**—মন্দির, ঈশ্বরের উপাসনার স্থান। **দেবাশ্রিত**—দেবতা কর্তৃক রক্ষিত বা আশ্রিত। **দেবাশ্ব**—উচ্চৈঃশ্রবা। **দেবাহার**—অমৃত।

দেবী—স্ত্রী-দেবতা (দেব দ্রষ্টব্য): দুর্গা, ভগবতী, আদ্যাশক্তি, পরমেশ্বরী; শব্দান্তে গৌরবসূচক প্রয়োগ (মাতৃদেবী, শ্বশ্রূদেবী); ভদ্রমহিলাদের নামান্তে সম্ভ্রমার্থে প্রয়োগ (ভারতী দেবী)। [দেব+ঈপ্]। **দেবীপুরাণ**—চণ্ডী, দেবীমাহাত্ম্যসূচক উপপুরাণ। **দেবীবর (ঘটক)**—দক্ষিণ রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ সমাজের সুবিখ্যাত মেল-বন্ধন-কর্তা। **দেবীভাগবত**—দেবীমাহাত্ম্যসূচক পুরাণ-বিশেষ। **দেবী মাহাত্ম্য**—মার্কণ্ডেয় পুরাণের অন্তর্গত চণ্ডিকা দেবীর মহিমা-বিষয়ক গ্রন্থ-বিশেষ, চণ্ডী। **দেবীসুক্ত**—ঋগ্বেদের প্রসিদ্ধ সূক্ত-বিশেষ।

দেবেন্দ্র—ইন্দ্র। [দেব+ইন্দ্র]। স্ত্রী. **দেবেন্দ্রাণী**—শচী।

দেবেশ—ইন্দ্র; শিব; বিষ্ণু; ব্রহ্মা। স্ত্রী. **দেবেশী**—দুর্গা। [দেব+ঈশ]।

দেবোচিত—ণ. দেবতার উপযুক্ত। [দেব+উচিত]। **দেবোপম**—ণ. দেবতুল্য, দেবসদৃশ। [দেব উপমা যার বহুব্রী]।

দেব্যা—বিধবা ব্রাহ্মণ-কন্যার উপাধি (বর্তমানে দেবী লেখা হয়)। [সং দেব্যাঃ]

দেমাক, দেমাগ—[আ. দিমাগ'—মস্তিষ্ক] অহঙ্কার, গর্ব, আত্মাভিমান। ণ. **দেমাকে, দেমাগে**। [পরিশোধনীয়।

দেয়—[দা+য] ণ. দানযোগ্য; যাহা দিতে হইবে;

দেয়া—[সং. দেবতা; হি. দেয়া] আকাশ; মেঘ। **দেয়া ডাকে**—মেঘ গর্জন করে।

দেয়া—বি. দেওয়া (মন-দেয়া-নেয়া অনেক করেছি, মরেছি হাজার মরণে—রবি); ণ. দত্ত।

দেয়াড়, দেয়াড়া—দিয়াড়া, নদী-তীরবর্তী পলিপড়া জমি।

দেয়াল—দেওয়াল দ্রষ্টব্য।

দেয়ালা, দেহালা—[সং. দেবলীলা] দিয়ালা দ্রঃ।

দেয়ালী—দেওয়ালী দ্রঃ।

দেয়াশিনী,-লিনী—[হি.; সং. দেববাসিনী] পূজারিণী; তন্ত্র-মন্ত্র জানে এমন নারী।

দেয়াশী,-সী—মনসা শীতলা ধর্মঠাকুর ইত্যাদি দেবতার পূজারী।

দের—সম্বন্ধ-পদের বহুবচনের বিভক্তি (আমাদের, তোমাদের, চৌধুরীদের)। [<দীপবৃক্ষ]।

দেরকো,-খো—দীপগ ছা, কাঠের পিলসুজ।

দেরাজ—[ফা. দরাষ—দীর্ঘ; ইং. drawer] আলমারি টেবিল ইত্যাদি-মধ্যস্থিত টানিয়া বাহির করিবার আধার-বিশেষ, টানা, দেরাজ।

দেরি,-রী—[ফা. দের; গ্রাম্য দিরং] বিলম্ব।

দেল—[ফা. দিল] দিল দ্রঃ।

দেলাসা, দিলাসা—[ফা. দিলাসা] সান্ত্বনা।

দেশ—[দিশ্ (নির্দেশ)+অ] পৃথিবীর অংশ-বিশেষ (বঙ্গদেশ; রাঢ়দেশ; মদ্রদেশ); অংশ, ভাগ (পৃষ্ঠদেশ, নিম্নদেশ, ললাটদেশ); রাষ্ট্র (ভারত, চীন দেশ); স্বগ্রাম (দেশ কোথা, দেশে যাব); অঞ্চল, স্থান (মেরু দেশ); দিক্ (পূর্বদেশীয় লোক); সঙ্গীতের রাগ-বিশেষ। **দেশকাল**—স্থান ও সময়, পরিবেশ (দেশকাল বুঝে চলা)। **দেশকাল-পাত্র**—স্থান সময় ও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির স্বরূপ; অবস্থা; পরিবেশ। **দেশকালজ্ঞ,-বিদ্**—যিনি দেশ ও কালের বিশেষ অবস্থা বোঝেন ও সেই অনুসারে চলেন। **দেশদ্রোহী-(হিন্)**—স্বদেশের শত্রু। **দেশধর্ম**—দেশাচার, দেশের ব্যবহার। **দেশপ্রেম, দেশ-ভক্তি**—স্বদেশের প্রতি প্রীতি ও ভালবাসা, patriotism. **দেশবন্ধু**—দেশের হিতৈষী; স্বদেশনায়ক চিত্তরঞ্জন দাশের উপাধি। **দেশবিখ্যাত**—দেশজোড়া খ্যাতিসম্পন্ন। **দেশ-ব্যবহার**—কোনো দেশের আচার ও পদ্ধতি। **দেশমুখ**—দেশের মুখ্য ব্যক্তি বা মোড়ল; উপাধি। **দেশজুড়, দেশজোড়া, দেশব্যাপী, দেশময়**—সারা দেশে ব্যাপ্ত, সমগ্র দেশের (দেশশুদ্ধ লোক)। **দেশহিত**—দেশের সর্বসাধারণের হিত। **দেশহিতব্রতী**—স্বদেশের কল্যাণকামী। **দেশান্তর**—অন্যদেশ; দূরদেশ, দ্রাঘিমা, longitude. **দেশান্তরী,-রিত**—অন্য দেশে গত, বিদেশবাসী। **দেশান্তরী হওয়া**—স্বদেশ ত্যাগ করিয়া যাওয়া। **দেশ-দেশান্তর**—নিজের দেশ এবং অন্যান্য বহু দেশ।

দেশনা—নির্দেশন, উপদেশ। [দিশ্ + অনট্ + আপ্]।
দেশাচার—দেশে প্রচলিত রীতি।
দেশাত্মবোধ—দেশের স্বার্থ ও নিজের স্বার্থ অভিন্ন, এই বোধ; দেশের জন্য দরদ, স্বদেশপ্রেম। [সং]।
দেশিক—পথিক; পথনির্দেশক, গুরু। [দেশ + ইক]। [স্ত্রী. দেশিকা—?]
দেশিনী—যাহা নির্দেশ করে, তর্জনী। [দিশ্ + ণিন্ + ঈপ্]।
দেশী—ণ. দেশজাত; দেশ-প্রচলিত; দেশবাসী (দেশী লোক)। দিশী দ্রঃ। [দেশ + বাং. ঈ]
দেশীয়,-দেশ্য—ণ. দেশজাত; দেশ-প্রচলিত; দেশ-সম্বন্ধীয়। [দেশ + ঈয়, য]।
দেশোয়ালী—উত্তর ভারতীয়; পশ্চিম দেশীয় (দেশোয়ালী সিপাই; দেশোয়ালী গাই)। [হি.]
দেহ—[সং. দেহি] ক্রি. দাও, সমর্পণ কর (পদ্যে)।
দেহ—[দিহ্ (লেপন করা, একত্র করা) + অ] শরীর; অঙ্গ। **দেহকোষ**—চর্ম। **দেহক্ষয়**—দেহের নাশ, মৃত্যু; যাহাতে দেহের ক্ষয় হয়, পীড়া। **দেহজ**—শরীরজাত: পুত্র। স্ত্রী. **দেহজা**—কন্যা। **দেহতত্ত্ব**—শারীর-বিদ্যা, physiology; দেহের রহস্য-কথা; স্থূলদেহগত পারমার্থিক ইঙ্গিত (দেহতত্ত্বের গান)। **দেহ-ত্যাগ**—আত্মার দেহ ছাড়িয়া যাওয়া, মৃত্যু। **দেহদ**—শরীরদাতা; পারদ। **দেহধারক**—শরীরধারী; অস্থি। **দেহপাত**—মৃত্যু। **দেহ-পিঞ্জর**—দেহরূপ খাঁচা, দেহ (প্রাণপাখী দেহ-পিঞ্জর ছাড়িয়া চলিয়া গেল)। **দেহধারণ**—প্রাণ-ধারণ, জীবন যাপন; মূর্তি ধারণ, দেবতার মানব-জন্ম পরিগ্রহ করণ। **দেহভার**—দেহের বোঝা। **দেহভুক্**—দেহাভিমানী জীব। **দেহভৃৎ**—যে দেহ ধারণ করে; আত্মা। **দেহম্ভর**—পেটুক। **দেহরক্ষা**—দেহত্যাগ, মৃত্যু। **দেহযাত্রা**—জীবন-যাপন। **দেহসার**—মজ্জা, অস্থি।
দেহা—[ব্রজ. প্রা. বাং.] শরীর, জীবন। [সং. দেহ]
দেহাত—[ফা.] গ্রাম, পাড়াগাঁ। ণ. **দেহাতী**—গ্রাম্য (দেহাতী আদমী)।
দেহলি,-লী—[সং.] যাহা গোময়াদি লেপ গ্রহণ করে, গৃহের সম্মুখের রোয়াক, দাওয়া; গোবরাট।
দেহাতীত—ণ. দেহাভিমান-বর্জিত; দেহ-অতি-ক্রান্ত (দেহাতীত প্রেম)। **দেহাত্ম-প্রত্যয়, -বাদ**—দেহই আত্মা, দেহ হইতে স্বতন্ত্র আত্মা নাই—এই জ্ঞান, চার্বাক-মত। [সং]। **দেহাত্ম-বাদী(-দিন্)**—আত্মা দেহের অতিরিক্ত কিছু নয়—এই মত পোষণকারী, চার্বাকপন্থী।
দেহান্ত—মৃত্যু। [দেহ + অন্ত]। **দেহান্তর**—অন্যদেহ; পুনর্জন্ম। [দেহ + অন্তর]।
দেহাবসান—মৃত্যু। [দেহ + অবসান]।
দেহারা, দেহেরা—(প্রাচীন বাংলা) [সং. দেবগৃহ] মন্দির; দ্বার (দেহারা দেউল)
দেহি—[সং.] ক্রি. দাও (দেহি দেহি রব—কেবল দাও দাও ধ্বনি; তীব্র লোভ বা কামনা সম্বন্ধে বলা হয়)। [দেহ + ইন্]।
দেহী(-হিন্)—ণ. দেহধারী, শরীরী; বি. আত্মা।
দেহুড়ী, দেহুরী—[হি.] দেউড়ী, ফটক।
দৈ—[সং দধি; হি. দহী] দই।
দৈতেয়—[দিতি + এয়] দিতিসুত, অসুর।
দৈত্য—[দিতি + য] অসুর, দানব; অসুর-প্রকৃতির লোক; প্রকাণ্ড আকার-বিশিষ্ট ব্যক্তি। স্ত্রী. দৈত্যা। **দৈত্যকুল**—দানব বংশ। **দৈত্যকুলে প্রহ্লাদ**—মন্দ বংশের বা দলের ভাল লোক, গোবরে পদ্মফুল। **দৈত্যগুরু**—শুক্রাচার্য। **দৈত্যনিসূদন**—বিষ্ণু। **দৈত্য-পতি**—হিরণ্যকশিপু। **দৈত্যমাতা**—কশ্যপ-পত্নী দিতি। **দৈত্যারি**—দৈত্যের শত্রু, দেবতা; বিষ্ণু। [দৈনিক।
দৈন—[দীন + অ] বি. দারিদ্র্য; [দিন + অ] ণ.
দৈনন্দিন-[দিন + দিন + অ] ণ. প্রতিদিন যাহা ঘটে বা নিষ্পন্ন হয়, দৈনিক, প্রাত্যহিক (দৈনন্দিন কর্ম; দৈনন্দিন ব্যবহার)।
দৈনিক—[দিন + ষ্ণিক] ণ. প্রতিদিনের; প্রত্যহ করিতে হয় বা ঘটে এমন (দৈনিক বেতন, কাজ, ঘটনাবলী); বি. প্রত্যহ প্রকাশিত সংবাদপত্র।
দৈনিকা, দৈনিকী—প্রতিদিনের মজুরি।
দৈন্য—[দীন + য] দারিদ্র্য (তবু শিবের দৈন্য দশা—রামপ্রসাদ); অভাব, অপ্রাচুর্য (ভাবের দৈন্য); শোচনীয়তা, তেজোহীনতা, অবসাদ (দৈন্য হতে জাগো—রবি); কাতরতা, বিনয়-হেতু দীনভাব (নানা যত্ন-দৈন্যে প্রভুরে করাইলা ভোজন—চৈ. চ.)। **দৈন্যদশা**—দারিদ্র্য, দুরবস্থা। **দৈন্য-পত্রী**—বিনয়বচনপূর্ণ পত্র।
দৈব—[দেব + ষ্ণ] বি. ভাগ্য, অদৃষ্ট (দৈবের লিখন, দুর্দৈব); ণ. দেবতা হইতে আগত; দেবতা সম্বন্ধীয়, দেবতার প্রীতিসাধক (কি মহৎ দৈবকর্মে দেব তব মর্ত্যে আগমন—রবি); অলৌকিক,

স্বর্গীয়, অত্যদ্ভুত (দৈবশক্তি ; দৈবীপ্রতিভা ; দৈব ঔষধ) ; ভাগ্যবিষয়ক (দৈবপ্রশ্ন) । স্ত্রী. **দৈবী** (দৈবী মায়া, দৈবী প্রতিভা) । **দৈবকর্ম**—যজ্ঞাদি কর্ম । **দৈবক্রমে, দৈবগতিকে**—দৈবাৎ, ভাগ্যক্রমে। **দৈবকোবিদ -চিন্তক,-জ্ঞ**—গণক, যে ভাগ্য গণনা করে। **দৈবগতি**—দৈবঘটনা, অপ্রত্যাশিত ব্যাপার। **দৈবগত্যা**—বিধিনির্বন্ধানুসারে। **দৈবত**—দেবতা (পরম দৈবত)। **দৈবতন্ত্র**—ভাগ্যাধীন। **দৈবতীর্থ**—দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুলির অগ্রভাগ যদ্দ্বারা দেবগণের তর্পণ করা হয়। **দৈবদুর্বিপাক**—দৈবের প্রতিকূলতা, ভাগ্যবিপর্যয় ; ঘটনাচক্র। **দৈবদোষ**—দৈববিড়ম্বনা, অদৃষ্টের দোষ। **দৈবপ্রশ্ন**—ভাগ্যফল জিজ্ঞাসা। **দৈববশে**—ভাগ্যক্রমে, দৈবাৎ। **দৈববাণী**—আকাশবাণী, দেবতা অলক্ষিতে থাকিয়া যে আদেশ নির্দেশ করেন ; দেবভাষা। **দৈব বিড়ম্বনা**—দৈবের বা ভাগ্যের প্রতিকূলতা। **দৈববিবাহ**—উত্তম বিবাহ-পদ্ধতি-বিশেষ। **দৈবযুগ**—মনুষ্য-পরিমাণে চারিযুগ, দেবমানে ১২০০০ বর্ষ। **দৈবযোগ**—দৈবঘটনা। **দৈব লেখক**—দৈবজ্ঞ। **দৈবশক্তি**—ঐশী শক্তি, যে শক্তি সচরাচর মানুষে দেখা যায়না। **দৈবাৎ**—অকস্মাৎ, সহসা, দৈববশে। **দৈবাত্যয়**—দৈবকৃত উৎপাত। **দৈবাদেশ**—দেবতার আদেশ প্রত্যাদেশ। **দৈবায়ত্ত, দৈবাধীন**—দৈবের নির্বন্ধ অনুসারে যাহা ঘটে, বিধিনির্দিষ্ট। **দৈবাহোরাত্র**—দেবতার একদিন ; মনুষ্যের একবৎসর কাল। **দৈবিক**—দৈব সম্বন্ধীয় ; দৈবঘটিত। **দৈবে**—অদৃষ্টক্রমে। **দৈবোপহত**—দৈব যাহার প্রতিকূল, দুর্ভাগ্য। **দৈব্য**—দেব-সম্বন্ধীয় ; ভাগ্য ; দৈব।

দৈশিক—ণ. দেশ-সম্বন্ধীয় ; একদেশসংক্রান্ত ; আংশিক ; দেশজাত, দেশতত্ত্বজ্ঞ। [দেশ+ইক]।

দৈষ্টিক—[দিষ্ট (ভাগ্য) + ইক] ণ. একান্তভাবে ভাগ্যের উপরে নির্ভরকারী।

দৈহিক—ণ. দেহ-সম্বন্ধীয়, শারীরিক (দৈহিক গঠন ; দৈহিক শ্রম)। [দেহ+ইক]

দো—[সং. দ্বৌ] ণ. দুই, দ্বিসংখ্যক (দোমনা)।

দোআব—[হিন্দী. দো (দুই) + আব (জল)] দুই নদীর মধ্যবর্তী অঞ্চল।

দোআঁশ—ণ. এঁটেল মাটি ও বালি মাটি মিশ্রিত (দোআঁশ মাটিতে ফসল ভাল হয়)।

দোআঁশলা, দোআঁসলা—ণ. মিশ্রিত (দোআঁশলা মাটি) ; বর্ণসংকর, বিভিন্ন জাতীয় পিতামাতার সংযোগে উৎপন্ন (দোআঁশলা কুকুর)।

দোঁদ—[সং. দ্বন্দ্ব] ঝগড়া ; প্রতিবাদপ্রিয়তা (বড় দোঁদ করতে শিখেছিস্ না—গ্রাম্য) । (ণ. দুঁদে)।

দোঁহা—[হি.] দুই পঙ্‌ক্তির হিন্দী ছন্দ ও কবিতা-বিশেষ (কবীরের দোঁহা) ; দুইজন। **দোঁহাকার**—দুইজনের। **দোঁহে**—উভয়ে।

দোকতা, দোক্তা— ভেজাল শুষ্ক তামাক পাতা (দোক্তাখোর)।

দোকর—ণ. দুইবার, ডবল (দোকর পরিশ্রম)। **দোকর দেওয়া**—এক বস্তু দুইবার দেওয়া।

দোকলা—[হি. দুকেলা] দ্বিতীয় জন, দোসর (একলাই জীবন কাটে, দোকলা পাব কোথা)।

দোকা—[হি. দুকা] দুইজন ; সম্মিলিত দুইজন (একা দোকার কাজ নয়)।

দোকাটি,-ঠি—দুই কাটি (দোকাঠি বাজানো। দোকাঠি বাজানোর ফলে নাকি ঝগড়া লাগে)।

দোকান—(ফা. দুকান] ক্রয়-বিক্রয়ের গৃহ অথবা স্থান ; পণ্যশালা, বিপণি। **দোকানদার, দোকানী**—যে দোকান করে ; দোকানের মালিক ; লাভ-লোকসানের দিকে যার দৃষ্টি বেশী ; যে লোকচিত্তাকর্ষক কিছু দিয়া লোক ভুলাইতে দক্ষ। বি. **দোকানদারি**—দোকানদারের বৃত্তি বা কাজ ; স্বার্থপর আচরণ ; লাভালাভের হিসাব। **দোকান করা, দেওয়া**—দোকান স্থাপন করা। **দোকান খোলা**—দোকানের দৈনন্দিন কাজ আরম্ভ করা ; দোকান স্থাপন করা। **দোকান তোলা**—দিনের কেনাবেচার পর দোকান গুটানো ; দোকান উঠাইয়া দেওয়া। **দোকানপাট**—দোকান ও বিক্রয়ের জন্য সজ্জিত পণ্য (সংসারের হাট হইতে দোকান-পাট তোলা)। **দোকানী পশারী**—দোকানী ; বেনেতী মসলাদি বিক্রেতা।

দোখ্‌তর—[ফা.]—দুহিতা। [ওড়না-বিশেষ।

দোগজা—সেকালের বাঙালী মেয়েদের ব্যবহৃত

দোগ্ধা(-গ্ধৃ)—[দুহ্‌+তৃচ্‌] ণ. দোহনকারী ; বি. গোয়ালা ; গোবৎস। **দোগ্ধ্রী**—দুগ্ধবতী গাভী ; দোহনকারিণী।

দোছুটি,-ছুটি,-ছোট—দুই বেড় (দোছুটি করিয়া পরে…শাড়ী—কবিকঙ্কণ) ; উত্তরীয়।

দোজখ—[ফা. দুযখ্] (মুসলমানী) নরক।

দোজপক্ষ—দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী। **দোজবর, দোজবরে**—যে দ্বিতীয় বার বর হইয়াছে অর্থাৎ দ্বিতীয়বার বিবাহ করিয়াছে।

দোজমি—দো-আঁশলা জমি ; বৎসরে দুইবার ফসল ফলে এমন জমি। [পড়া—দ্বিধাগ্রস্ত হওয়া।

দোটানা—দুই দিকের আকর্ষণ। **দোটানায়**

দোতরফা—ণ. (একতরফার বিপরীত) উভয়-পক্ষীয় (দোতরফা শুনে তবে বিচার কর)।

দোতার, দোতারা—[হি. দুতারা] পল্লী অঞ্চলে ব্যবহৃত দুই তার-বিশিষ্ট বাদ্যযন্ত্র।

দোতালা, দোতলা—দ্বিতল গৃহ ; দ্বিতীয় তলের গৃহ। [বিভক্ত করিয়া জরিপ করা।

দোতেরিজা—ণ. দুইবার বা বিভিন্ন অংশে

দোথরি,-রী—ণ দুই থাকযুক্ত (দোথরী দোলনা)।

দোদমা—দুইবার দম্ দম্ করিয়া শব্দ করে এমন পটকা বাজি-বিশেষ।

দোদুল—ণ. দোলায়মান ; ঢলঢল ভঙ্গিযুক্ত (প্রভুর পদে সোহাগ-মদে দোদুল কলেবর—রবি) ; আন্দোলিত (দোদুল অলক ; নৃত্য-দোদুল ছন্দ)। [দোদুলামান]।

দোদুল্যমান—যাহা ক্রমাগত দোল খাইতেছে ; লম্বমান। [দুল্+যঙ্+শানচ্]।

দোন, দোনো—[সং. দ্বৌ ; হি. দোনোঁ] দুই (দোন জন—পূর্ববঙ্গে ব্যবহৃত)।

দোনর, দোনরী—ণ. দুই নহর-বিশিষ্ট।

দোনলা, দোনালা—ণ. দুই নলযুক্ত ; বি. দুই নলযুক্ত বন্দুক। [ঠোঙ্গা।

দোনা—[সং. দ্রোণ] দুইটি সাজা পান রাখিবার

দোপট্টি—রাস্তার দুইধার অথবা দুইধারের দোকানাদি।

দোপড়া—ণ. পুনর্বার বিবাহিত অথবা গাত্র-হরিদ্রা হইয়া বিবাহ ভাঙ্গিয়া যাইবার পর অন্য পাত্রের সহিত বিবাহিত (দোপড়া মেয়ে)।

দোপাট্টা, দোপাট্টা—উড়ানী।

দোপাটী—[সং. দ্বিপুট] বর্ষাকালের সুপরিচিত ফুল বিশেষ ও তাহার গাছ, Indian balsam।

দোপেঁয়াজা—[ফা. দোপিয়াযা]—বেশী পেঁয়াজ দেওয়া মাছ বা মাংসের সুরুয়াহীন ব্যঞ্জন।

দোপেয়ে—[হি. দোপইয়া] ণ. দ্বিপদ ; বি. মানুষ (অবজ্ঞার্থক—দোপেয়ের ভাল করতে নাই)।

দোফরকা, দোফাঁকড়া—ণ. দুই ডাল বা কেঁকড়ি-বিশিষ্ট ; দুই শাখায় বিভক্ত, bifurcated.

দোফলা—ণ. যে গাছের বৎসরে দুইবার ফল হয়।

দোফাঁক—ণ. দুই ভাগে বিভক্ত।

দোফালা—ণ. দুই ফালিতে বা পাটিতে বিভক্ত।

দোবারা—[হি. দোবারা] ণ. দ্বিতীয় বার ; দুইবার পরিষ্কার করা (চিনি)।

দোবে—[হি. দুবে, সং. দ্বিবেদী] হিন্দুস্থানী ব্রাহ্মণের উপাধি-বিশেষ।

দোমনা—দুমনা দ্রঃ। **দোমহলা**—ণ. বি. দুই মহল-বিশিষ্ট ; দোতলা (দোমহলায় চড়া)।

দোমালা—দুমালা দ্রঃ। **দোমুখো**—দুমুখো দ্রঃ। **দোমেটে**—ণ. যাহাতে দুইবার মাটির প্রলেপ দেওয়া হইয়াছে, দুমেটিয়া ; না কুশানা স্থুল।

দোয়জ—দ্বিতীয় (দোয়জ মাসের বেলা লোকে কানাকানি—কবিকঙ্কণ)। **দোয়জা**—মাসের দুই তারিখ।

দোয়া—[আ. দুআ'] আশীর্বাদ, শুভাকাঙ্ক্ষা। **দোয়া করা**—আশীর্বাদ করা। **আল্লার দোয়ায়**—ঈশ্বরের আশীর্বাদে। **দোয়াগো**—আশীর্বাদক। **দোয়াদরূদ**—আল্লার নাম-কীর্তন ও হজরত মোহাম্মদের প্রশংসাকীর্তন (দোয়াদরূদ পড়া)। **বদ্‌দোয়া**—অভিসম্পাত।

দোয়া—ক্রি. দোহন করা।

দোয়াত, দত—[আ. দাবাৎ] যে ছোট পাত্রে লিখিবার কালী রাখা হয়, মস্যাধার।

দোয়ার, দোহার, দোহারি—যে সুর ধরাইয়া দেওয়া হইল তাহা দ্বিতীয় বার গাওয়া ; সহকারী গায়ক (দোহার গাওয়া)। **দোয়ারকি,-হারকি**—দোহারের কাজ।

দোয়াল—দুগ্ধবতী।

দোয়েল—দয়েল দ্রঃ।

দোর—দ্বার (কথ্য ভাষায় ব্যবহৃত : ঘরদোর)।

দোরকা, দোরখা, দোরোখা—ণ. দুই পিঠে সমান কারুকার্য-বিশিষ্ট (শাল, বস্ত্র ইত্যাদি)।

দোরসা—(দুই রসযুক্ত) ণ. অল্প পচা (দোরসা মাছ)। **দোরসা জমি**—দো-আঁশলা জমি। **দোরসা তামাক**—কড়া ও মিঠার মাঝা-মাঝি রকমের তামাক।

দোরন্ত—দুরন্ত দ্রঃ।

দোর্দণ্ড—লাঠির মত শক্ত বাহু। [দোঃ (বাহু) + দণ্ড]। **দোর্দণ্ড প্রতাপ**—বাহুদণ্ডের পরাক্রম ; (বাং) প্রবল প্রতাপ।

দোর্‌রা—চাবুক। [আ.]।

দোল—[দুল্ + ণিচ্ + অ] দোলন, শ্রীকৃষ্ণের দোলযাত্রা, হোলি উৎসব ; আন্দোলন ; শিবিকা ; খাটুলি, দোলা (চতুর্দোল)। **দোল খাওয়া**—আন্দোলিত হওয়া ; দ্বিধান্বিত হওয়া (তার মন কেবলই দোল খাচ্ছে)।

দোলক—যাহা দোলে, ঘড়ির পেণ্ডুলাম ইত্যাদি। [দুল্ + ণিচ্ + অক]।

দোলন—আন্দোলন, দুলিতে থাকা [সং]। **দোলনা**—ঝুলা, যাহাতে বসিয়া দোল খাওয়া যায় এমন কিছু।

দোলমা—পুর-ভরা ভাজা পটোল।

দোলা—বি. দোলনা ; পালকিবিশেষ ; খাটুলি ; ক্রি. দোল খাওয়া।

দোলাই—দুই পাট কাপড়ের শীতবস্ত্র-বিশেষ।

দোলানো—ক্রি.আন্দোলিত বা সঞ্চালিত করা।

দোলায়মান—ণ. যাহা আন্দোলিত হইতেছে বা দুলিতেছে ; চঞ্চল ; দ্বিধান্বিত, সন্দিহান। [দোলা-ক্যঙ্ + শানচ্]। **দোলায়িত**—আন্দোলিত। **দোলায়িতচিত্ত**—সংশয়াকুলচিত্ত ; যাহার সঙ্কল্প স্থির নয়।

দোলিকা,দোলী—ডুলি ; ছোট শিবিকা। [সং]

দোলিত—ণ. আন্দোলিত (দোলিত চিত্ত)। [সং]

দোশালা—শালের জোড়া। **শাল-দোশালা**—দামী গাত্রবস্ত্র।

দোষ—[দুষ্ (দোষী হওয়া) + ঘঞ্] ত্রুটি, খুঁত, ন্যূনতা (ঐ ত তোমার দোষ : দোষ ধরা) ; কাব্যের অপকর্ষ (পুনরুক্তি দোষ) ; অপরাধ, কুকর্ম (দোষ করেছ শাস্তি পাবে) ; পাপ, নীতিবিগর্হিত কর্ম (অমন কথা বলা দোষের) ; নিন্দা, কলঙ্ক (চরিত্রদোষ) ; রোগ (চোখের দোষ) ; মন্দ প্রভাব, ফের (গ্রহের দোষ) ; বিপদ, অনিষ্ট (তিন তাল, আঠারো দোষ)। **দোষক্ষালন**—অপরাধ মোচন। **দোষগ্রাহী** (-হিন্)—দুর্জন, খল। **দোষজ্ঞ**—পণ্ডিত ; চিকিৎসক। **দোষঘ্ন**—ধাতুবৈষম্য-নাশক। **দোষত্রয়**—বায়ু পিত্ত ও কফের দোষ। **দোষদর্শী** (-র্শিন্)—ছিদ্রান্বেষী। **দোষদৃষ্টি**—যে শুধু দোষই দেখে, বিশ্বনিন্দুক। **দোষ দেওয়া**—নিন্দা করা, কলঙ্ক আরোপ করা।

দোষল—দোষযুক্ত।

দোষা, দুষা—ক্রি. দোষ দেওয়া, ত্রুটি ধরা (নয়নেরে দোষ কেন—নিধুবাবু)।

দোষাকর—রাত্রিতে যাহার কর প্রকাশ পায়, চন্দ্র ; দোষের আকর। [সং]।

দোষাদোষ—দোষগুণ। [দোষ + অদোষ]।

দোষানো—ক্রি. দোষ প্রদর্শন। **দোষাবহ**—ণ. দোষজনক। [দোষ + আবহ]।

দোষারোপ—অভিযোগ, দোষ দেওয়া। [দোষ + আরোপ]। **দোষাশ্রিত**—ণ. দোষযুক্ত। [দোষ + আশ্রিত]। **দোষী**(-ষিন্)—ণ.দোষযুক্ত, অপরাধী (কথ্য—দুষী ; দুষী করা—দায়ী করা)। **দোষৈকদর্শী**(-র্শিন্), **দোষৈকদৃক্**(-শ্)—ণ. যে কেবল দোষই দেখে।

দোসর—[হি.দুসরা] সঙ্গী, সহচর, সহায় (পথের দোসর) ; দ্বিতীয়, ভাগীদার। **দোসরা**—ণ. দ্বিতীয়, অন্য (দোসরা পানের খিলি ; মাসের দোসরা তারিখ)।

দোসারি—দুই সারি বা শ্রেণী।

দোসীমানা—দুই জমির একই সীমারেখা।

দোস্তুতি, দোস্তুতি—দুস্তুতি দ্রঃ।

দোস্ত—[ফা.] বন্ধু, সুহৃদ্, ইয়ার। **দোস্ত পাতানো**—বন্ধুত্ব স্থাপন করা। **দোস্তি, দুস্তি**—বন্ধুত্ব, দহরম-মহরম (যত **দুস্তি**, তত **কুস্তি**—বেশি মাথামাথির পরেই হয় ঝগড়া-ঝাঁটি)।

দোহক—যে দোহন করে। **দোহজ**—দুগ্ধ।

দোহদ—[দোহ (সন্তোষ)—দা (দান করা) + অ] ইচ্ছা ; গর্ভিণীর সাধ ; গর্ভ। **দোহদ দান**—সাধ দেওয়া, প্রসবের অল্পদিন পূর্বে গর্ভিণীকে তাহার স্পৃহণীয় খাদ্যদ্রব্য ও অলঙ্কার বস্ত্রাদি দানের অনুষ্ঠান। **দোহদ-লক্ষণ**—গর্ভ-লক্ষণ। **দোহদবতী**—দ্রব্য-বিশেষে স্পৃহাবতী গর্ভিণী। **দোহদিনী**—গর্ভবতী।

দোহদী(-দিন্)—ণ. যে কামনা করে। [সং]।

দোহন—দুধ দোয়া ; শোষণ। [দুহ্ + অনট্]। স্ত্রী. **দোহনী**—দুগ্ধপাত্র।

দোহরানো—ক্রি. পুনর্বার বা দ্বিতীয়বার করা।

দোহল—[দোহ (সন্তোষ) + লা (গ্রহণ করা) + অ] দোহদ, ইচ্ছা, অভিলাষ। **দোহলবতী**—দোহদবতী। স্ত্রী **দোহলী**—অশোক বৃক্ষ।

দোহা—ক্রি. দোহন করা, দোয়া।
দোহা—দোঁহা দ্রষ্টব্য।
দোহাই—[হি. দুহাই] দিব্য, শপথ (ঈশ্বরের দোহাই); সুবিচারপ্রার্থনা-সূচক আহ্বান; আহ্বান মিনতি কাতরতা ইত্যাদি প্রকাশক শব্দ-বিশেষ (দোহাই মহারাজ); ধর্ম রাজা প্রভৃতির নাম করিয়া নিষেধ (ডাক দোহাই মানে না); ছুতা, অজুহাত, দায় (কাজের দোহাই)। **দোহাই ফেরা**—দোহাই-স্বরূপ ব্যবহৃত হওয়া (তার নামে দোহাই ফিরত)।
দোহাতিয়া, দোহাথিয়া—দুহাতিয়া দ্রষ্টব্য।
দোহার,-হারকি, -হারি—দোয়ার দ্রষ্টব্য।
দোহারা, দোহরা—[হি. দোহ্‌রা] ণ. পুনর্বার কৃত; দুই নর বা ভাঁজযুক্ত; রোগাও নহে মোটাও নহে (দোহারা গড়ন)।
দোহাল—ণ. দোহনকারী; যাহাকে দোহন করা হয়, দুগ্ধ-দানকারী (দোহাল বা দোয়াল গাই)।
দোহ্য—ণ. দোহনযোগ্য। [দুহ্‌+য]
দৌড়—[সং. দ্রু—পলায়নে] ধাবন, বেগে গমন (এ তো হাঁটা নয়, দৌড়); প্রতিযোগিতামূলক ধাবন, ঘোড়দৌড় ইত্যাদি (এক মাইলের দৌড়); গতি, সীমা, ক্ষমতা (বিদ্যার দৌড়; দেখা যাক্ তার দৌড় কত)। **দৌড়ধাপ, দৌড়ঝাঁপ**—বেগে গমনাগমন, দৌড়াদৌড়ি (আর কি দৌড়ধাপ করার বয়স আছে?)। **দৌড়নো, দৌড়ানো**—ক্রি. বেগে গমন করা; ছুটাছুটি করা। বি. ধাবন। **দৌড়াদৌড়ি**—ইতস্ততঃ দৌড়ানো; দৌড়ের খেলা; ছুটাছুটি, ব্যস্ততাপূর্ণ যাতায়াত (চাকরির জন্য দৌড়াদৌড়ি)।
দৌত্য—[দূত+ষ্য] দূতের কর্ম; ঘটকালি।
দৌবারিক—[দ্বার+ইক] দ্বারপাল। স্ত্রী. **দৌবারিকী**।
দৌরাজ্য—অরাজকতা। (বিপ. সৌরাজ্য)। [সং]
দৌরাত্ম্য—[দুরাত্মন্‌+য] দুরাত্মার কর্ম, অত্যাচার, উৎপীড়ন; জবরদস্তি (স্নেহের দৌরাত্ম্য); (বাং) দুরন্তপনা, উপদ্রব।
দৌর্গ—[দুর্গ+ষ্য; দুর্গা+অ] ণ. দুর্গ সম্বন্ধীয়: দুর্গাদেবী সম্বন্ধীয় (দৌর্গ নবমী)।
দৌর্গত্য—[দুর্গত+ষ্য] দুরবস্থা, দারিদ্র্য; লাঞ্ছনা; মলিনতা।
দৌর্গন্ধ্য—পূতিগন্ধের ভাব, অপ্রিয় গন্ধ (জলাদি-সংসর্গ-গুণে দৌর্গন্ধ্য হয় চন্দনে—রামমোহন রায়)।
দৌর্জন্য—দুর্জনের ব্যবহার, দুর্ব্যবহার, ক্রূরতা। [দুর্জন+ষ্য]।
দৌর্বল্য—দুর্বলতা; অসামর্থ্য; কাতরতা (হৃদয়-দৌর্বল্য); কোনও বিষয়ে সংযমের অভাব বা অত্যাসক্তি। [দুর্বল+ষ্য]।
দৌর্ভাগ্য—মন্দভাগ্য, দুর্দৈব। [দুর্ভাগ্য+অ]
দৌভ্রাত্র—[দুর্ভ্রাতৃ+ষ] দুষ্টভ্রাতৃত্ব; ভাই ভাই ভাবের অসদ্ভাব; অপ্রেম।
দৌর্মনস্য—(দুর্মনস্‌+য) দুর্ভাবনা উদ্বেগ দুঃখ ইত্যাদি হেতু চিত্তের অবসাদ।
দৌহার্দ—[দুর্হৃদ্‌+ষ] শত্রুতা; পাপ।
দৌহৃদ—গর্ভিণীর স্পৃহা, গর্ভ। [সং]। **দৌহৃদিনী**—দোহদবতী; গর্ভিণী।
দৌহৃদয়—[দুর্হৃদয়+ষ] শত্রুতা; পাপ।
দৌলত—[আ.] ঐশ্বর্য, ধনসম্পত্তি (ধনদৌলত; প্রভাব; আনুকূল্য, অনুগ্রহ (কার দৌলতে এ বাড়ীঘর হয়েছে?)। **দৌলতখানা**—গৃহ, ঐশ্বর্যপূর্ণ গৃহ (আপনার দৌলতখানা? উত্তরে—আমার গরীবখানা অমুক স্থানে—মুসলমানী শিষ্টাচার-সূচক উক্তি)। **দৌলতদার**—ধনী। **দৌলতমন্দ**—ঐশ্বর্যশালী।
দৌষ্কুলেয়—[দুষ্কুল+এয়] হীন বংশে জাত। **দৌষ্কুল্য**—দুষ্কুলের দোষ। [দুষ্কুল+য]।
দৌষ্মন্তি—দুষ্মন্তের পুত্র ভরত, যাহার নাম হইতে ভারতবর্ষ। [সং]। **দৌষ্মন্ত্য, দৌষ্মন্ত**—দুষ্মন্ত সম্বন্ধীয়। [সং]।
দৌহিত্র—দুহিতার পুত্র। [দুহিতৃ+ষ]। স্ত্রী. **দৌহিত্রী**—দুহিতার কন্যা।
দ্যাবাপৃথিবী, দ্যাবাভূমি—পৃথিবী ও আকাশের মধ্যস্থান; স্বর্গ ও পৃথিবী। [দ্যো+পৃথিবী]।
দ্যু—আকাশ, স্বর্গ। [দিব্‌+ক্বিপ্‌]। **দ্যুলোক**—স্বর্গ। **দ্যুচর**—পক্ষী।
দ্যুতি—[দ্যুৎ (দীপ্তি পাওয়া)+ই] জ্যোতি, দীপ্তি, তেজ, শোভা, কান্তি। **দ্যুতিকর**—দীপ্তিপ্রদ। **দ্যুতিত**—দীপ্তি-বিশিষ্ট। **দ্যুতি-মান্‌(-মৎ)**—উজ্জ্বল-কান্তি-বিশিষ্ট। **দ্যু-নিবাসী (-সিন্‌)**—দেবতা। **দ্যুপতি**—সূর্য; ইন্দ্র। **দ্যুমণি**—সূর্য। **দ্যুলোক**—স্বর্গলোক। **দ্যুসরিত**—মন্দাকিনী।
দ্যূত—(বাজি রাখিয়া) পাশাখেলা; অক্ষশলাকাদি দ্বারা জুয়া খেলা। [দিব্‌+ক্ত]। **দ্যূতকর**,

দ্যুতকার—যে পাশা খেলে, কিতব, জুয়াড়ী। **দ্যুতপূর্ণিমা**—কোজাগরী পূর্ণিমা, এই দিনে পাশাদি খেলায় নাকি লক্ষ্মী বৃদ্ধি হয়। **দ্যুত-প্রতিপদ**—কার্তিকী শুক্লাপ্রতিপদ। **দ্যুত-বীজ**—কড়ি। **দ্যুতবৃত্তি**—দ্যুতক্রীড়া জীবিকা যাহার, জুয়াড়ী। **দ্যুতবেদী(-দিন্)**—দ্যুত-ক্রীড়ায় অভিজ্ঞ।

দ্যোত—[দ্যুৎ (দীপ্তি পাওয়া)+ঘঞ্] দ্যুতি, দীপ্তি, রৌদ্র। **দ্যোতক**—ব্যঞ্জক, সূচক, প্রকাশক (ভাবের দ্যোতক)। **দ্যোতন**—উদ্বোধন, প্রকাশ। **দ্যোতনা**—ব্যঞ্জনা, প্রকাশ। **দ্যোতনিকা**—ব্যাখ্যান। **দ্যোতমান**—দীপ্যমান, শোভমান। **দ্যোতি**—প্রকাশ, দীপ্তি। **দ্যোতিত, দ্যুতিত**—দীপিত, শোভিত।

দ্যৌঃ—স্বর্গ, আকাশ (তুলনীয়—গ্রীক জেউস্)।

দ্রঢ়িমা—[দৃঢ়+ইমন্] দৃঢ়তা, কাঠিন্য, স্থিরতা। **দ্রঢ়িষ্ঠ**—ণ. অতি দৃঢ। [দৃঢ+ইষ্ঠ]। **দ্রঢ়ীয়ান্** (-য়স্)—ণ. দৃঢ়তর, অতি দৃঢ। স্ত্রী. **দ্রঢ়ীয়সী**।

দ্রব—[দ্রু+অ] ণ. গলিত, তরল (দ্রব দ্রব্য; হৃদয় দ্রব হইল); বি. তরলদ্রব্যে মিশ্রিত পদার্থ, Solution. **দ্রবণ**—বিগলিত হওয়া, তরল হওয়া; ক্ষরণ; অনুতাপ। **দ্রবণবিন্দু**—যে তাপে কোন বস্তু দ্রবীভূত হয়, melting point। **দ্রবত্ব**—তরলত্ব গুণ। **দ্রবন্তী**—নদী। **দ্রব-ময়ী**—জলরূপা, গঙ্গা। **দ্রবরসা**—লাক্ষা। **দ্রবি**—যে দ্রব করে, স্বর্ণকার। **দ্রবীকরণ**—গলানো। [সং]। **দ্রবীকৃত**—যাহা গলানো হইয়াছে। **দ্রবীভাব, দ্রবীভবন**—গলিয়া যাওয়া, তরল হওয়া। **দ্রবীভূত**—গলিত, কোমল, নরম (হৃদয় দ্রবীভূত হইল)।

দ্রবিড়—মাদ্রাজ প্রভৃতি অঞ্চল; দ্রবিড় দেশ জাত; দ্রবিড়-দেশবাসী। [সং]।

দ্রবিণ—[দ্রু (ক্ষয় পাওয়া)+ইন] কাঞ্চন ('যথা দুঃখী দেখি দ্রবিণ প্রবীণচিত হয়'); বিত্ত।

দ্রব্য—[দ্রু+য] পদার্থ, সামগ্রী, বস্তু; বৃক্ষজাত বস্তু (ন্যায় দর্শনে) ক্ষিতি জল তেজ বায়ু আত্মা মন ইত্যাদি নয় প্রকার দ্রব্য); জতু; মদ্য। **দ্রব্যক**—দ্রব্যহারক, দ্রব্য বহন-কারী। **দ্রব্যগুণ**—পদার্থের ধর্ম বা ক্রিয়া; প্রাণিদেহের উপর পদার্থের প্রভাব বা ক্রিয়া; যাহাতে দ্রব্যের গুণ লিখিত আছে এমন চিকিৎসা-বিজ্ঞানের গ্রন্থ। **দ্রব্যজাত**—বস্তুসমূহ; দ্রব্যাদি হইতে উৎপন্ন। **দ্রব্যময়**—বহু দ্রব্যযুক্ত; **দ্রব্য-বান্**(-বৎ)—ধনসম্পত্তি-সম্পন্ন। **দ্রব্যশুদ্ধি**—জল অগ্নি মন্ত্র প্রভৃতির দ্বারা দ্রব্যের বিশুদ্ধি অথবা পরিচ্ছন্নতা সম্পাদন। **দ্রব্য সংস্কার**—যজ্ঞ প্রভৃতিতে ব্যবহারের জন্য দ্রব্যের শোধন। **দ্রব্য-সামগ্রী**—দ্রব্যাদি, জিনিসপত্র।

দ্রষ্টব্য—[দৃশ্+তব্য] ণ. দর্শনীয়, দেখিবার যোগ্য; বিবেচ্য; পঠিতব্য, জ্ঞাতব্য।

দ্রষ্টা (-ষ্টৃ)—[দৃশ্+তৃচ্] ণ. যে দেখে, দর্শনকারী (ঈশ্বর ভূত ভবিষ্যৎ বর্তমান সমস্তেরই দ্রষ্টা) দর্শনকারী; সাক্ষী; বিচারক; ঋষি; গভীর অন্তর্দৃষ্টি বা সত্যদৃষ্টি-সম্পন্ন (বড় কবি শুধু চিত্রকর নন, দ্রষ্টাও বটেন)।

দ্রাক্ষা—[সং.] আঙ্গুরলতা; আঙ্গুর; কিস্‌মিস্, মনাক্কা। **দ্রাক্ষারস**—মদ্য।

দ্রাঘিমা (-মন্)—[দীর্ঘ+ইমন্] দীর্ঘতা; কোনও নির্দিষ্ট স্থানের (বর্তমানে গ্রীনউইচ-স্থিত) মধ্যরেখা হইতে কোন স্থানে মধ্যরেখার কৌণিক দূরত্ব, দেশান্তর, longitude. (এই সকল কাল্পনিক মণ্ডলাকার রেখা ভূগোলককে লম্বালম্বিভাবে ঘিরিয়া আছে)। **দ্রাঘিমান্তর**—দ্রাঘিমা হইতে দ্রাঘিমার দূরত্ব।

দ্রাঘিষ্ঠ, দ্রাঘীয়ান্ (-য়স্)—ণ. অতিশয় দীর্ঘ। [দীর্ঘ+ইষ্ঠ, ঈয়স্]।

দ্রাব—[দ্রু (পরিস্রবণ)+ঘঞ্] গলন, ক্ষরণ, স্রবণ। **দ্রাবক**—যাহা গলায়, Solvent; হৃদয়-গ্রাহী; রসিক; কামুক; চোর; তেজাব, acid; মোম; প্লীহা রোগের ঔষধ-বিশেষ। **দ্রাবণ**—দ্রবীকরণ, গলানো; চুয়ানো; ণ. পীড়ক (ত্রৈলোক্য-দ্রাবণ রাবণ)। **দ্রাবিকা**—লালা। **দ্রাবিত** আর্দ্রীকৃত। **দ্রাব্য**—যে সব বস্তু আগুনের তাপে দ্রব হইয়া তরল হয়, মোম সীসা স্বর্ণ রৌপ্য ইত্যাদি।

দ্রাবিড়—বি. দক্ষিণ ভারতের দ্রবিড় দেশ ও দ্রবিড়বাসী, Dravidian; ণ. দ্রবিড় সম্বন্ধীয় (দ্রাবিড় সভ্যতা, দ্রাবিড় ভাষা)। **দ্রাবিড়ক**—বিট্ লবণ। **দ্রাবিড় ভাষা**—দক্ষিণ ভারতের তামিল তেলুগু মালয়ালম ও কন্নাড় ভাষা। **দ্রাবিড়ী**—দ্রাবিড় ভাষা বা দ্রাবিড় স্ত্রীলোক; ছোট এলাচ।

দ্রুণ—[দ্রুণ্ (বধ করা; বক্র করা)+অ] ধনুক; খড়্গ; বৃশ্চিক; ভ্রমর; খল।

দ্রুত—[দ্রু (গমন করা) + ক্ত] ণ. শীঘ্র, ত্বরিত, ক্ষিপ্ত ; ক্ষরিত ; পলায়িত ; গানের লয়-বিশেষ। বি. **দ্রুতি**—গলিয়া যাওয়া ; পলায়ন ; দ্রুত গতি। **দ্রুতচারী** (-রিন্)—যাহারা ভূমিতে দ্রুতপদে বিচরণ করে। **দ্রুতপদে**—তাড়াতাড়ি, বেগে গমন করিয়া। **দ্রুতবিলম্বিত**—দ্বাদশ অক্ষরের ছন্দ-বিশেষ। **দ্রুতমধ্যা**—ছন্দো-বিশেষ।

দ্রুপদ—দ্রৌপদীর পিতা। **দ্রুপদকুমার**—ধৃষ্টদ্যুম্ন, শিখণ্ডী। **দ্রুপদনন্দিনী**—দ্রৌপদী।

দ্রুম—বৃক্ষ, বড় গাছ ; পারিজাত বৃক্ষ। [দ্রু+ম]। **দ্রুমব্যাধি**—বৃক্ষরোগ। **দ্রুমময়**—বৃক্ষবহুল, কাষ্ঠে প্রস্তুত। **দ্রুমশ্রেষ্ঠ**—প্রধান বৃক্ষ ; তাল বৃক্ষ।

দ্রোণ—শস্য মাপিবার মাত্রা বিশেষ, ৩২ সের পরিমাণ ; মহাভারতোক্ত বিখ্যাত শস্ত্রাচার্য ; দাঁড়কাক ; বৃশ্চিক ; বৃহৎ জলাশয় ; পুষ্প-বিশেষ ; ভূমির পরিমাণ-বিশেষ (১৬ কানি)। [দ্রু+ণ]। **দ্রোণকলস**—কাঠের যজ্ঞপাত্র-বিশেষ। **দ্রোণকাক**—দাঁড়কাক। **দ্রোণক্ষীরা**—যে গাভী দ্রোণ পরিমিত দুগ্ধ প্রদান করে। **দ্রোণাচার্য**—মহাভারতোক্ত কৌরব ও পাণ্ডবদের অস্ত্রগুরু।

দ্রোণি,-ণী—জলসেচনী, ডোঙ্গা ; ডিঙ্গি ; গরুর জাব খাইবার গামলা ; গিরি-সঙ্কট। **দ্রোণিদল**—কেয়াফুলের গাছ (ইহার পাতা দ্রোণির আকারের বলিয়া)।

দ্রোহ—[দ্রুহ্ + ঘঞ্] অনিষ্টাচরণ ; অপকার (দেশদ্রোহ ; মিত্রদ্রোহ) ; হিংসা। **দ্রোহী** [-হিন্]। —ণ. অনিষ্টাচারী, শত্রু, হিংসক (দেশদ্রোহী)।

দ্রৌণি—দ্রোণের পুত্র অশ্বত্থামা। [দ্রোণ+ফি]।

দ্রৌপদ—দ্রুপদরাজার পুত্র। [দ্রুপদ+অ]। **দ্রৌপদী**—দ্রুপদ কন্যা, পঞ্চ পাণ্ডবের পত্নী (রন্ধনে দ্রৌপদী)। [দ্রুপদ+অ+ঈপ্]। **দ্রৌপদেয়**—দ্রৌপদীর গর্ভজাত পঞ্চপাণ্ডবের সন্তানগণ।

দ্বন্দ্ব—স্ত্রী-পুরুষ, জোড়া, মিথুন, যুগল (কেবল আমার সঙ্গে দ্বন্দ্ব অহর্নিশ—ভারতচন্দ্র) ; মল্লযুদ্ধ ; কলহ বিরোধ, ঝগড়া, বিবাদ ; পরস্পর-বিরুদ্ধ শীতোষ্ণ সুখ-দুঃখ রাগদ্বেষ ইত্যাদি ; বিষয় ; সমাস-বিশেষ। [সং.]। **দ্বন্দ্বচর, দ্বন্দ্বচারী** (-রিন্)—যাহারা স্ত্রী-পুরুষে একসঙ্গে চরে, চক্রবাক। **দ্বন্দ্বজ**—বাত পিত্ত শ্লেষ্মা ইহার কোনও দুইয়ের দোষজাত-রোগ ; বিবাদোৎপন্ন। **দ্বন্দ্বযুদ্ধ**—মল্লযুদ্ধ। **দ্বন্দ্বাতীত**—সুখদুঃখাদি বোধের অতীত। **দ্বন্দ্বী** (-ন্দ্বিন্)—প্রতিদ্বন্দ্বী, দ্বন্দ্বরত। **দ্বন্দ্বীভূত**—মিথুনরূপে মিলিত।

দ্বয়—দুই, উভয়, যুগল (হস্তদ্বয়)। [দ্বি+ডয়ট্]। স্ত্রী. **দ্বয়ী**। **দ্বয়শিক্ষা**—সহশিক্ষা, বালকবালিকার বিদ্যালয়ে একসঙ্গে শিক্ষা। **দ্বয়বাদী** (-দিন্)—যে দুইভাবে কথা বলে, খল।

দ্বাচত্বারিংশৎ—৪২, এই সংখ্যা। [সং]। **দ্বাচত্বারিংশত্তম**—৪২ সংখ্যার পূরক।

দ্বাত্রিংশৎ—৩২ এই সংখ্যা। [সং]। **দ্বাত্রিংশত্তম**—৩২ সংখ্যার পূরক। **দ্বাত্রিংশল্লক্ষণ**—৩২ সুলক্ষণযুক্ত মহাপুরুষ।

দ্বাদশ—১২ এই সংখ্যা ; এই সংখ্যার পূরক। [সং]। স্ত্রী. **দ্বাদশী**—দ্বাদশী তিথি (শুক্লা দ্বাদশী, কৃষ্ণা দ্বাদশী)। **দ্বাদশকর**—বৃহস্পতি ; কার্তিকেয়। **দ্বাদশ পুত্র**—হিন্দুশাস্ত্রে উক্ত ঔরস ক্ষেত্রজ দত্তক ক্রীত স্বয়ংদত্ত কানীন সহোঢ় পৌনর্ভব গূঢ়োৎপন্ন কৃত্রিম অপবিদ্ধ শৌদ্র—এই ১২ প্রকার পুত্র। **দ্বাদশবন**—শ্রীকৃষ্ণের দ্বাদশ লীলাকানন—মধুবন তালবন বৃন্দাবন কুমুদবন বহুলা কাম্য খদির ভদ্র বিল্ব লৌহ ভাণ্ডীর মহাবন। **দ্বাদশ মদ্য**—পানস দ্রাক্ষ মাধুক খার্জুর তাল ঐক্ষব মাধ্বীক টঙ্কমাধ্বীক মৈরেয় নারিকেলজ মদ্য ও সুরা। **দ্বাদশ মল**—বসা বিষ্ঠা নখ শ্লেষ্মা প্রভৃতি। **দ্বাদশমাসিক**—বাৎসরিক শ্রাদ্ধ। **দ্বাদশ যাত্রা**—বৈশাখে চন্দন-যাত্রা জ্যৈষ্ঠে স্নানযাত্রা আষাঢ়ে রথ-যাত্রা ইত্যাদি শ্রীকৃষ্ণ বা বিষ্ণুর ১২ মাসে ১২ উৎসব। **দ্বাদশলোচন, দ্বাদশাক্ষ**—কার্তিকেয়। **দ্বাদশাক্ষর**—দ্বাদশ অক্ষরযুক্ত বিষ্ণু মন্ত্র-বিশেষ (ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়)। **দ্বাদশাঙ্গুল**—বার অঙ্গুলি পরিমিত, বিতস্তি, এক বিঘৎ। **দ্বাদশাত্মা** (-ত্মন্) —সূর্যের দ্বাদশমূর্তি : বিবস্বান্ অর্যমা পূষা ত্বষ্টা সবিতা ভগ ধাতা বিধাতা বরুণ মিত্র শক্র উরুক্রম। **দ্বাদশায়ুঃ**—যে বার বৎসর বাঁচে, কুকুর।

দ্বাপর—হিন্দু পুরাণোক্ত তৃতীয় যুগ, ইহার পরিমাণ ৮৬৪০০০ বৎসর। [দ্বি+পর]।

দ্বাবিংশ, দ্বাবিংশতিতম—বাইশ সংখ্যার পূরক [সং.]।

দ্বার—[দ্বারি+অ—যাহা (প্রবেশ-পথ বা নির্গমন-পথ) আচ্ছাদন করে] দুয়ার, কপাট, প্রবেশ-পথ; উপায়; ছিদ্র (নবদ্বার গৃহ)। **দ্বার-কণ্টক**—কপাট। **দ্বারদেশ**—দ্বার; অতি নিকটবর্তী স্থান। **দ্বারপাল, দ্বারপালক, দ্বারবান**—দারোয়ান। **দ্বারযন্ত্র**—তালা। **দ্বারস্থ**—দারোয়ান; অন্যের দ্বারে অবনতভাবে স্থিত, সাহায্যপ্রার্থী (অন্নের জন্য অন্যের দ্বারস্থ)।

দ্বারকা, দ্বারিকা, দ্বারবতী, দ্বারাবতী—(পশ্চিমসাগর তীরে কাথিওয়াড়ে) শ্রীকৃষ্ণের নগরী। **দ্বার(রি)কানাথ,-পতি**—দ্বারকা নগরীর রাজা শ্রীকৃষ্ণ। [সং]।

দ্বারা—অব্য. সাহায্যে, আনুকূল্যে, যোগে, দিয়া, মারফৎ।

দ্বারাধ্যক্ষ—প্রতীহার, দ্বারী। [দ্বার+অধ্যক্ষ]

দ্বারিক, দ্বারী [-রিন্]—বি. দ্বারপাল; ণ. দ্বার-বিশিষ্ট (পূর্বদ্বারী ঘর)।

দ্বাষষ্টি—বাষট্টি। [সং.]

দ্বাসপ্ততি—বাহাত্তর। [সং.]।

দ্বি—দুই সংখ্যক; দুই বার; দুই প্রকার। (দ্বিদল; দ্বিধার)। **দ্বিককুদ্**—দুই ঝুঁটিবিশিষ্ট উষ্ট্র। **দ্বিকর**—দ্বিভুজ। **দ্বিকরী** (-রিন্)—দুই কর-বিশিষ্ট জীব; মানুষ। **দ্বিকর্মক**—দুইটি কর্মপদের সহিত সম্বন্ধ ক্রিয়াপদ। **দ্বিখণ্ডিত**—দুই খণ্ডে বিভক্ত। **দ্বিগর্ভ**—যে সকল প্রাণীর উদরের নিম্নভাগে চর্মময় দ্বিতীয় কোষ থাকে, কাঙ্গারু প্রভৃতি। **দ্বিগু**—সমাস-বিশেষ। **দ্বিগুণ, দ্বিগুণিত**—দুই গুণ, ডবল; বিবর্ধিত (দ্বিগুণ জোরে)। **দ্বিগুণীকৃত**—যাহা দ্বিগুণ করা হইয়াছে। **দ্বিচারিণী**—ভ্রষ্টা।

দ্বিজ, দ্বিজন্মা (-ন্মন্), **দ্বিজাতি**—ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য, যাহাদের দেহোৎপত্তি ও সংস্কারের দ্বারা দুইবার জন্ম হয়; অণ্ডজ, পক্ষী। **দ্বিজ-দাস**—শূদ্র। **দ্বিজবন্ধু**—অপকৃষ্ট দ্বিজ, দৈবজ্ঞ ভাট প্রভৃতি। **দ্বিজরাজ**—ব্রাহ্মণ; চন্দ্র (দ্বিজরাজ (ব্রাহ্মণ) করিলে দয়া বামনে ধরে দ্বিজরাজ (চন্দ্র)—দাশরথি)। **দ্বিজসত্তম**—দ্বিজশ্রেষ্ঠ। **দ্বিজলিঙ্গী** (-ঙ্গিন্)—দ্বিজবেশ-ধারী। **দ্বিজালয়**—ব্রাহ্মণের গৃহ; বৃক্ষকোটর, যেখানে পক্ষীরা বাস করে।

দ্বিজিহ্ব—দুই জিহ্বা যাহার, সর্প; ণ. খল।

দ্বিজেন্দ্র—দ্বিজোত্তম; চন্দ্র; গরুড়; কর্পূর।

দ্বিতয়—ণ. দ্বিবিধ। বি. দুইটির সমষ্টি। **দ্বিতল**—দোতলা; দুই তলযুক্ত গৃহ। [সং.]। **দ্বিতীয়**—দুই-এর পূরক। [সং.]। স্ত্রী. **দ্বিতীয়া**—দ্বিতীয়া তিথি। **দ্বিতীয়তঃ**—দ্বিতীয় ক্ষেত্রে। **দ্বিতীয় পক্ষ**—দ্বিতীয় বার বিবাহের স্ত্রী। **দ্বিতীয়াশ্রম**—গার্হস্থ্য আশ্রম। **দ্বিত্ব**—দুইবার সংঘটন, দ্বিগুণত্ব। [দ্বি+ত্ব]।

দ্বিদৎ—ণ. দুই দন্ত-বিশিষ্ট; যাহার দুইটি দাঁত উঠিয়াছে। [সং.]। **দ্বিদল**—দুই দল-বিশিষ্ট (দ্বিদল পুষ্প) কলাই প্রভৃতি। **দ্বিদশ**—দ্বাদশ সংখ্যক। **দ্বিদেহ**—গণেশ। **দ্বিদ্বাদশ**—বিবাহের নিষিদ্ধ রাশিসংযোগ-বিশেষ।

দ্বিধা—ণ. দ্বিবিধ, দুই প্রকারের; ক্রি. ণ. দুই দিকে; বি. দোটানা, দোলায়িতচিত্ততা, কর্তব্যাকর্তব্যে সংশয়, সঙ্কোচ। [দ্বি+ধাচ্]। **দ্বিধাকরণ**—দুই ভাগে ভাগ করা। **দ্বিধা-কৃত**—যাহা দুই ভাগে ভাগ করা হইয়াছে। **দ্বিধাগতি**—উভচর, দুইপ্রকার গতি-বিশিষ্ট। **দ্বিধাদ্বন্দ্ব**—সঙ্কোচ ও সংশয় (নাহি কিছু দ্বিধাদ্বন্দ্ব, নাহি ঘর পর—রবি)।

দ্বিনবতি—বিরানব্বই; ণ. বিরানব্বই সংখ্যক [সং.]। **দ্বিনবতিতম**—বিরানব্বই সংখ্যার পূরক। **দ্বিপ**—[দ্বি+পা (পান করা)+অ] যে দুইবার পান করে অর্থাৎ শুণ্ডের দ্বারা ও মুখের দ্বারা পান করে, হস্তী; নাগকেশর। **দ্বিপঞ্চাশৎ**—বাহান্ন এই সংখ্যা। [সং.]। **দ্বিপঞ্চাশত্তম**—বাহান্ন সংখ্যার পূরক। **দ্বিপত্রোৎপত্তিক**—বীজ অঙ্কুরিত হইবার সময় যাহাদের কেবল দুইটি পত্র নির্গত হয়, আম লিচু প্রভৃতি। [পারিভাষিক]। **দ্বিপথ**—দুই পথের সংযোগ-স্থল। **দ্বিপদ, দ্বিপাদ**—দুই পা যাহার—মনুষ্য পক্ষী রাক্ষস দেবতা। **দ্বিপদী** (-দিন্)—দুই চরণযুক্ত ছন্দঃ। **দ্বিপায়ী** (-য়িন্)—হস্তী। **দ্বিপাস্য**—গণেশ। **দ্বিবক্ত্র**—দুই মুখ-বিশিষ্ট, রাজসর্প। **দ্বিবচন**—দ্বিত্ব-বোধক বিভক্তি। **দ্বিবার্ষিক**—দুই বৎসর বয়স্ক; যাহা দুই বৎসরে উৎপন্ন হয় বা ঘটে। **দ্বিবাহিকা**—যাহা দুই ব্যক্তি বহন করে, ডুলি। **দ্বিবিধ**—দুই প্রকার। **দ্বিবিন্দু**—বিসর্গ। **দ্বিবেদী** (-দিন্)—দুই বেদে অভিজ্ঞ; দোবে। **দ্বিভাব**—দুই ভাব-সম্পন্ন, যাহার অন্তরে এক ভাব বাহিরে অন্য ভাব।

দ্বিভাষী (-ষিন্)—দোভাষী। **দ্বিভুজ**—ণ. দুই বাহুযুক্ত। **দ্বিমাতৃক, দ্বিমাতৃজ**—জরাসন্ধ; গণেশ। **দ্বিমুখ**—যাহার দুই দিকে মুখ, রাজসর্প। **দ্বিমুখা**—গাড়ু; জোঁক। **দ্বিরদ**—হস্তী। **দ্বিরদ-রদ**—হস্তীদন্ত। **দ্বিরদান্তক**—সিংহ। **দ্বিরসন**—দ্বিজিহ্ব, সর্প। **দ্বিরাগমন**—বিবাহের পর বধূর পতিগৃহে দ্বিতীয় বার আগমন। **দ্বিরুক্ত**—দুই বার কথিত; দ্বিত্বপ্রাপ্ত। **দ্বিরুক্তি**—দুইবার উক্তি বা উল্লেখ; (বাং) আপত্তি, অমত। **দ্বিরূঢ়া**—দ্বিতীয় বার বিবাহিতা, পুনর্ভূ। **দ্বিরূপ**—দ্বিমূর্তি; দুই প্রকার; গ্রন্থের দ্বিতীয় প্রকারের পাঠ। **দ্বিরেফ**—(যাহার মাথার উপরে রেফের মত দুইটি শুঁয়া) ভ্রমর। **দ্বিশত**—দুইশত; দুইশত সংখ্যক। **দ্বিশততম**—দুই শত সংখ্যার পূরক। **দ্বিশফ**—যাহাদের খুর বিভক্ত, গো-মহিষাদি। **দ্বিশিরাঃ** (-রস্)—অগ্নি। **দ্বিশ্বাসী** (-সিন্)—যে সকল জীব কর্ণকূপ ও ফুস্‌ফুস্‌, এই দুই প্রকার যন্ত্রের সাহায্যেই শ্বাসক্রিয়া নিষ্পন্ন করে। [ব্যতিব্যস্ত করে।

দ্বিষৎ—দ্বেষী, শত্রু। **দ্বিষন্তপ**—যে শত্রুকে

দ্বিষষ্টি—৬২ এই সংখ্যা।

দ্বিসপ্ততি—৭২ এই সংখ্যা। **দ্বিহল্য**—দুইবার কৃষ্ট। **দ্বিহায়নী**—দ্বিবর্ষা। **দ্বিহৃদয়া**—গর্ভিণী।

দ্বিষ্ট—ণ. যাহাকে দ্বেষ করা হইয়াছে। [দ্বিষ্‌+ক্ত]

দ্বীপ—জলবেষ্টিত ভূভাগ। [দ্বি+অপ্‌+অ]। **দ্বীপবান্**(-বৎ)—সমুদ্র। **দ্বীপবতী**—নদী। **দ্বীপান্তর**—অন্য দ্বীপ; (বাং) নির্বাসন দণ্ড। **দ্বীপী** (-পিন্)—ব্যাঘ্র; চিতাবাঘ; সমুদ্র; ণ. দ্বীপবাসী (শাকদ্বীপী)। **দ্বীপিনখ**—ব্যাঘ্র-নখ।

দ্বেষ—[দ্বিষ্ (হিংসা করা)+ঘঞ্] শত্রুতা; ঈর্ষা, অসূয়া; বিরাগ (রাগদ্বেষবর্জিত)। **দ্বেষণ**—ঈর্ষা করা; শত্রুতা। **দ্বেষী** (-ষিন্)—বিদ্বেষী, বিরোধী, শত্রু। স্ত্রী. **দ্বেষিণী**। **দ্বেষ্য**—দ্বেষের পাত্র, শত্রু। **দ্বেষ্টা** (-ষ্টৃ)—যে দ্বেষ করে।

দ্বৈকালিক—ণ. ঐহিক ও পারত্রিক (কল্যাণ)। [দ্বিকাল+ইক]।

দ্বৈগুণিক—ণ. বি. বৃদ্ধিজীবী, সুদখোর। [দ্বিগুণ+ইক]। **দ্বৈগুণ্য**—দ্বিগুণের ভাব বা অবস্থা। [দ্বিগুণ+য]।

দ্বৈত—যুগ্মভাব; দ্বিবিধত্ব; বন-বিশেষ (দ্বৈতবন)। **দ্বৈতবাদ**—জীবাত্মা ও পরমাত্মা বা প্রকৃতি ও পুরুষ বা স্রষ্টা ও সৃষ্টি ভিন্ন এই দার্শনিক মত (বিপ.—অদ্বৈতবাদ)। **দ্বৈতবাদী** (-দিন্)—উক্ত মতাবলম্বী। **দ্বৈতাদ্বৈত-বাদ**—ব্রহ্ম স্বরূপে অদ্বৈত, কিন্তু জগৎরূপে দ্বৈত—এই মত। **দ্বৈতী** (-তিন্)—দ্বৈতবাদী। **দ্বৈতশাসন**—এক রাষ্ট্রে দুই শাসনকর্তার যুগপৎ শাসন, diarchy।

দ্বৈধ—দ্বিবিধত্ব; দ্বিধা, সংশয়; অনৈক্য, বিরোধ (মতদ্বৈধ); একের সহিত সন্ধি করিয়া অপরের সহিত যুদ্ধ। [দ্বিধা+অ]। **দ্বৈধীকৃত**—দ্বিধা-বিভক্ত। **দ্বৈধীভাব**—দ্বিভাব, ভিতরে এক বাহিরে আর ভাব, diplomacy। **দ্বৈধীভূত**—সংশয়াপন্ন।

দ্বৈপ—ণ. দ্বীপ সম্বন্ধীয়; দ্বীপবাসী; বি. দ্বীপিচর্ম। [দ্বীপ, দ্বীপিন্+অ]। **দ্বৈপসাগর**—বহু দ্বীপযুক্ত সাগরাংশ, archipelago। **দ্বৈপায়ন**—(দ্বীপে যাহার জন্ম) ব্যাসদেব (কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন)। [দ্বীপ+ফায়ণ]। বি. দ্বৈপায়নতা।

দ্বৈমাতৃক,-তুর—নদীর জল ও বৃষ্টি উভয়ের দ্বারা পালিত (দেশ ও দেশের লোক)। [সং.]।

দ্বৈরথ—ণ. দুই রথীর (যুদ্ধ)। [সং.]।

দ্বৈরাজ্য—দুই স্বতন্ত্র শাসন-শক্তির দ্বারা শাসিত দেশ। [সং]। [আসে। [সং.]।

দ্ব্যৈকালীন জ্বর—যে জ্বর অহোরাত্রে দুইবার

দ্ব্যৈযাম—দ্বিতীয় প্রহর। [সং]।

দ্ব্যক্ষর—দুই অক্ষর-বিশিষ্ট মন্ত্র। [দ্বি+অক্ষর]।

দ্ব্যণুক—দুই অণুর সমবায়ে গঠিত।

দ্ব্যর্থ—বি. দুই প্রকার অর্থ; ণ. যাহাতে দুই অর্থ বুঝা যায়, বাচ্যার্থ ও ব্যঙ্গার্থযুক্ত (যথা—কুকথায় পঞ্চমুখ কণ্ঠভরা বিষ, কেবল আমার সঙ্গে দ্বন্দ্ব অহর্নিশ—ভারতচন্দ্র)। **দ্ব্যর্থক**—ণ. দুই প্রকার অর্থযুক্ত।

দ্ব্যশীতি—৮২ এই সংখ্যা। [সং]। **দ্ব্যশীতিতম**—বিরাশীর পূরক।

দ্ব্যষ্ট—যাহা সোনা ও রূপাতে মিশ্রিত হয়, তামা। [সং]।

দ্ব্যহ—দুই দিন। [দ্বি+অহন্]।

দ্ব্যাত্মবাদী (-দিন্)—যে জীবাত্মা ও পরমাত্মা, এই দুই আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করে। [সং.]।

দ্ব্যাহ্নিক—[দ্বি+অহন্+ইক] ণ. দুই দিন ব্যাপী; দুই দিনে উৎপন্ন; দ্বিতীয় দিনে আসে এমন জ্বর, পালাজ্বর।

ধ

ধ—ব্যঞ্জন বর্ণমালার ঊনবিংশ বর্ণ এবং 'ত'-বর্গের চতুর্থ বর্ণ—মহাপ্রাণ, ঘোষবান্।

ধ—[ধা (ধারণ করা) + অ] যিনি ধারণ করেন, ব্রহ্মা ; কুবের ; ধর্ম ; ধন।

ধক্—অব্য. আগুন জ্বলিয়া উঠার শব্দ ও দীপ্তি জ্ঞাপক (ধক্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল), উদরের শূন্যতা অথবা অপূর্তি বোধক ; (পূর্ববঙ্গে) তীব্রতা, উগ্রতা, ঝাঁজ। **ধক্ ধক্**—হৃৎপিণ্ড স্পন্দনের শব্দ জ্ঞাপক (লঘুতর স্পন্দন সম্পর্কে ধুক্‌ধুক্ বলা হয়—ভয় অবসাদ ইত্যাদি হেতু বুক ধক্ ধক্ বা ধুক্‌ধুক্ করে) ; আগুন জ্বলার শব্দ ও তাহার প্রখর দীপ্তিজ্ঞাপক (ক্ষীণ-তর জ্বলন সম্পর্কে ধিক্‌ধিক্, ধুক্‌ধুক্ ব্যবহৃত হয় ; মৃদু কিন্তু দীর্ঘস্থায়ী জ্বলন সম্পর্কে ধিকিধিকি ব্যবহার করা হয়)। **ধকধকানো**—ধক্‌ধক্ করা। বি. **ধক্‌ধকানি**। **ধক্‌ধবক্**—ব্যাপকতর ধক্‌ধক্ ।

ধকল—[হি. ধকেল] ধাক্কা, আঘাত, চোট ; দলন মলন (মোটা কাপড়ে ধকল সয়) ; ব্যবহার-জনিত ক্ষয় ; উপদ্রব, উৎপাত (ছেলেপিলেদের ধকল সওয়া) ; কাজের চাপ (রোগা শরীরে এত ধকল সইবেনা)।

ধক্কধক্ক—অব্য. ক্রমাগত ধক্‌ধক্।

ধট—তুলাদণ্ড [সং]। **ধটধারী** (-রিন্), **ধটী** (-টিন্]—তুলাদণ্ডধারী।

ধটি, ধটিকা, ধটী—ধড়া ; কটিবসন, কৌপীন ; ধুতি (তোমার কটি-তটের ধটি কে দিল রাঙিয়া —রবি)। [সং]।

ধড়—মস্তকহীন দেহ, স্কন্ধ হইতে কটিদেশ পর্যন্ত অংশ (ধড়ে মুণ্ড নাহি দক্ষ দেখিতে না পায়) ; দেহ (এতক্ষণে ধড়ে প্রাণ এল)।

ধড়ধড়—অব্য. শিথিল ভাব প্রকাশ (পেট খালি থাকিলে পেট ধড়ধড় করে)।

ধড়পড়,-ফড়—অব্য. সশব্দ দ্রুত স্পন্দন (বুক ধড়ফড় করা) ; যন্ত্রণায় হাত-পায়ের আক্ষেপ জ্ঞাপক (জবাই করা মুরগীর মত ধড়ফড় করছে) ; অতিরিক্ত ছটফট্। ক্রি. **ধড়ফড়ানো**—ধড়ফড় করা ; হাত পা আছড়ানো ; অত্যন্ত ব্যাকুল হওয়া। বি. **ধড়ফড়ানি**—ধড়ফড় করিবার ভাব। ণ. **ধড়ফড়ে**—যে অত্যন্ত ছটফট্ করে। **ধড়ফড়ে ব্যথা**—প্রসূতি ছটফট করে এমন প্রসব-বেদনা। **বুক ধড়ফড় করা**—দুর্বলতায় অথবা ভয়ে হৃৎপিণ্ড সশব্দে ও জোরে স্পন্দিত হওয়া।

ধড়মড়—অব্য. অতিশয় উৎকণ্ঠা ও সশব্দ ব্যস্ততার ভাব জ্ঞাপক (ধড়মড় করে উঠে বসা—অতিশয় ব্যস্ত হইয়া তাড়াতাড়ি উঠিয়া বসা)। ণ. **ধড়মড়ে**। ক্রি. **ধড়মড়ানো**। বি. **ধড়-মড়ানি**।

ধড়া—[সং ধটিকা] চীর, নেকড়া ; কটিবসন ; মালকোঁচা দিয়ে পরা কাপড় ; তুলাযন্ত্রের পাল্লা (ধরা দ্রঃ)। **পীত ধড়া**—কৃষ্ণের পরিধেয় হলদে ধুতি। **ধড়াচূড়া**—(শ্রীকৃষ্ণের পরিহিত) বস্ত্র ও চূড়া ; বিশেষ সাজগোজ, আফিস-আদিতে অথবা পদস্থ ব্যক্তির সহিত দেখা-সাক্ষাৎকালে পরিহিত পোষাক (বিদ্রূপে—ধড়াচূড়া পরে কোথায় যাচ্ছ ?)।

ধড়াধড়, -ধ্বড়—অব্য. ক্রমাগত পতনের উচ্চ শব্দ ; (তাহা হইতে) ক্রমাগত পাতিত করা, বা প্রহার করা বা ক্ষিপ্রগতিতে কর্ম করা ইত্যাদির ভাব (কুলিরা ধড়াধ্বড় মাল ফেলে চলেছে)।

ধড়াম্; ধড়াৎ—অব্য. দড়াম্ দ্রষ্টব্য ; দড়াম্ হইতে উচ্চতর শব্দ জ্ঞাপক (ধড়াম্ করে কপাট ভেঙে পড়ল)।

ধড়াস্,-শ—অব্য. হঠাৎ আছাড় খাওয়ার বা স্তম্ভিত হওয়ার উচ্চ শব্দ জ্ঞাপক (সংবাদ শুনে বুকের মধ্যে ধড়াস্ করে উঠল)। **ধড়াস্ ধড়াস্**—ব্যাপকতর ধড়াস্।

ধড়ি,-ড়ী—[সং. ধটী] ধড়া, ধুতি।

ধড়িবাজ—[হি. ধাড় ; সং. ধূর্ত] ণ. ধূর্ত, শঠ ; ফন্দিবাজ (ও ধড়িবাজের কথায় ভুলোনা) ; চতুর, কূটকৌশলে দক্ষ (মামলা-মোকদ্দমায় ধড়িবাজ)। বি. **ধড়িবাজি**—ধূর্তামি।

ধৎ, ধেৎ—অব্য. অবজ্ঞা তিরস্কারপূর্বক দূরীকরণ ইত্যাদি জ্ঞাপক, দুৎ (দ্রষ্টব্য) ; হাতী চালাইবার সময় মাহুতদের উচ্চারিত শব্দ।

ধন—[ধন্ (শস্যোৎপাদন) + অ] টাকাকড়ি (ধনশালী, ধনজন, ধনভাণ্ডার) ; সোনা-

রূপা-মণি-মাণিক্যাদি ; সম্পদ (গোধন, পুত্রধন, অমূল্য ধন) ; সম্বল (বিধবার ধন) ; আদরের সামগ্রী, (বাপধন, যাদুধন) ; বিনিময়ের সামগ্রী, পণ্য ; (গণিতে) যোগচিহ্ন (+)। **ধনকষ্ট**—টাকা পয়সার অভাবজনিত কষ্ট। **ধনকাম,-গৃধ্নু**—অর্থলোভী। **ধনকুবের**—(ধনদেবতা কুবেরের তুল্য) অতিশয় ধনী। **ধনক্ষয়**—ধননাশ, অর্থের অপচয়। **ধনগর্ব**—ঐশ্বর্যের গর্ব : **ধনগৌরব**—ধনগর্ব। **ধনজন**—ঐশ্বর্য ও লোকবল। **ধনঞ্জয়**—[ধন-জি (জয় করা)+খচ্] অর্জুন (কুবেরকে বায়ব্য শরে পরাস্ত করিয়া তাঁহার পুরী হইতে মুহূর্তে সহস্র সুবর্ণ চম্পক আনিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার এই নাম) ; ধনেশ পাখী ; সর্প ; শরীরস্থ বায়ু-বিশেষ ; অর্জুন বৃক্ষ। **ধনতৃষা,-ষ্ণা**—ধনের আকাঙ্ক্ষা। **ধনদ**—কুবের ; ধনদাতা ; হিজল গাছ। **ধনদা**—লক্ষ্মী। **ধনদণ্ড**—অর্থদণ্ড। **ধনদায়ী(-য়িন্)**—ধনদাতা ; অগ্নি। **ধনদাস**—অর্থই যার উপাস্য। **ধনদেবতা**—কুবের, Mammon। **ধনদৌলত**—ধনসম্পত্তি, ঐশ্বর্য। **ধনধান্য**—ধন ও শস্যের প্রাচুর্য। **ধননিয়োগ**—ব্যবসা-আদিতে টাকা খাটানো। **ধনপতি**—প্রচুর ধনের মালিক ; কুবের ; চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের নায়ক বৈশ্য। **ধনপাল**—ধনের জিম্মাদার, তহবিলদার। **ধনপিপাসা**—ধনতৃষ্ণা। **ধনপিশাচ**—অতিশয় ধনলোভী ও কৃপণ। **ধনপিশাচী,-পিশাচিকা**—ধনলোভ। **ধনপ্রয়োগ**—ধনের বিনিয়োগ। **ধনপ্রাণ**—সম্পত্তি এবং জীবন (ধনপ্রাণ নিরাপদ নয়)। **ধনবান্**—বড়লোক, ধনী। বি. **ধনবত্তা**। **ধনবতী**—বিত্তশালিনী। **ধনবিজ্ঞান**—জাতীয় ধনের উৎপাদন ও ব্যবহার বিষয়ক শাস্ত্র, অর্থনীতি, Economics। **ধনবিভাগ**—উত্তরাধিকারীদের মধ্যে সম্পত্তি বিভাগ। **ধনবৃদ্ধি**—আয়বৃদ্ধি, সম্পত্তিবৃদ্ধি। **ধনবিজ্ঞানী(-নিন্), -বৈজ্ঞানিক**—ধনবিজ্ঞান শাস্ত্রে অভিজ্ঞ। **ধনভাণ্ডার**—কোষাগার, Treasury ; তহবিল। **ধনমদ**—প্রচুর ধন থাকার জন্য গর্ব। **ধনমান**—ধনসম্পত্তি ও সম্মান। **ধনলালসা,-লিপ্সা**—ধনের জন্য লোভ। **ধনলাভ**—অর্থপ্রাপ্তি, আয়। **ধনলোভ**—ধনের জন্য লোভ। **ধনশ্রী**—ধানসী রাগিণী। **ধনসম্পত্তি**—টাকাকড়ি ও ভূসম্পত্তি। **ধনসম্পদ**—সম্পদ, ঐশ্বর্য। **ধনস্থান**—(জ্যোতিষে) লগ্ন হইতে দ্বিতীয় স্থান। **ধনহর, ধনহারী(-রিন্)**—চোর। **ধনহরী (-রিন্)**—চোর নামক গন্ধদ্রব্য। **ধনহানি**—অর্থনাশ। **ধনহীন**—দরিদ্র। স্ত্রী. **-হীনা**।

ধনাকাঙ্ক্ষা—ধনস্পৃহা, প্রচুর ধনলাভের বাসনা। **ধনাগম**—অর্থাগম, আয় (ধনাগমের পথ ; 'ধনাগম-তৃষ্ণা')। **ধনাগার**—ধন-ভাণ্ডার। **ধনাঢ্য**—ধনশালী। **ধনাত্মক**—Positive, বিদ্যমানতা জ্ঞাপক (বিপ. ঋণাত্মক, Negative ; + এই চিহ্ন দিয়া ধনাত্মক ভাব এবং - এই চিহ্ন দিয়া ঋণাত্মক ভাব জ্ঞাপন করা হয়)। **ধনাধার**—সিন্দুক। **ধনাধিকার**—দায়াধিকার, ধনের মালিকানা। **ধনাধিকৃত, ধনাধ্যক্ষ**—তহবিলদার। **ধনার্চিত**—ধনীরূপে আদৃত ; ধনাঢ্য। **ধনার্থী(-র্থিন্)**—ধনাভিলাষী।

ধনাশ্রী—ধনশ্রী, ধানসী রাগিণী।

ধনি—[সং. ধন্য, ধন্যা—ব্রজবুলি] ণ. ধন্য, প্রশংসনীয় (ধনি ধনি রমণি জনম ধনি তোর—বিদ্যাপতি) ; বি. যুবতী, সুন্দরী (হে ধনি মানিনি—বিদ্যাপতি)।

ধনিক—পুঁজিপতি, capitalist (ধনিক-শ্রমিকদের সম্বন্ধ) ; স্বীয় অর্থে ব্যবসা-বাণিজ্য চালায় এমন, মহাজন ; ধনী, বিত্তশালী। [ধনিন্+ক]। স্ত্রী. **ধনিকা**—ধনিকবধূ ; সুন্দরী যুবতী ; সাধ্বী স্ত্রী।

ধনিচা, ধঞ্চে—পাটগাছের ন্যায় গাছ-বিশেষ (সবুজসাররূপে ব্যবহৃত হয়, বেড়ার কাজও করে)।

ধনিয়া, ধনে—[সং. ধন্যাক] গাছ-বিশেষ বা তাহার বীজ (মসলা বিশেষ)। [অন্যতম।

ধনিষ্ঠা—[ধনবৎ+ইষ্ঠ+আপ্] সাতাশ নক্ষত্রের

ধনী(-নিন্)—ধনবান, ধনসম্পত্তিশালী ; মহাজন ; দক্ষ, কুশল (কাজের ধনী ; কথার ধনী) ; বিত্ত সম্পদ বা মর্যাদার অধিকারী (জ্ঞান-ধনে ধনী ; যৌবন-ধনে ধনী)। স্ত্রী. **ধনিনী**।

ধনী—যুবতী (একে কুলবতী ধনী তাহে সে অবলা—চণ্ডীদাস ; সে ধনী করছে খেলা কদমতলে বসে রাজপথে—গান)। [ধন্যা]।

ধনু, ধনুঃ—[ধন্ (শব্দ করা) + উস্—বাণ নিক্ষেপ কালে যে শব্দ করে] ধনুক, চাপ, কোদণ্ড, কার্মুক, শরাসন ; রাশিচক্রের রাশি-বিশেষ, Sagittarius ; চারি হস্ত পরিমাণ ; পিয়াল বৃক্ষ। **ধনুঃকাণ্ড**—ধনুক ও শর। **ধনুঃপট**—

পিয়াল বৃক্ষ। **ধনুঃশর**—ধনুকের শর ; ধনুক ও শর।

ধনুক—[সং. ধনুস্] ধনু, যাহার সাহায্যে তীর নিক্ষেপ করা হয় ; চারি হস্ত পরিমাণ। **ধনুক-ভাঙা পণ**—কঠিন প্রতিজ্ঞা, যে প্রতিজ্ঞা লঙ্ঘিত হইবার নয় (সীতার বিবাহ সম্পর্কে হরধনুর্ভঙ্গ পণ হইতে)। **ধনুকধারী(-রিন্)**—যে ধনুর্বাণ লইয়া যুদ্ধ করে, যে তীর-ধনুক দিয়া শিকার করে। **ধনুকাকার, ধনুকাকৃতি**—ধনুকের মত যার পিঠ বাঁকা।

ধনুখরা—(গ্রাম্য ধুনখারা—ধনুকাকারা) তুলা ধুনিবার যন্ত্র-বিশেষ, ইহার আকৃতি কতকটা ধনুকের মত।

ধনুগুর্ণ—ধনুকের জ্যা, ছিলা। [ধনুঃ+গুণ]। **ধনুদ্রুম**—যে গাছ দ্বারা ধনুক তৈয়ার করা হয়, বাঁশ। **ধনুর্ধর**—তীরন্দাজ, যে যোদ্ধা তীর-ধনুক লইয়া যুদ্ধ করে ; কর্মকুশল, বাহাদুর (বিদ্রূপে : তুমি যে মহাধনুর্ধর, তুমি না পারলে আর কে পারবে ? বোধ হয় ধুরন্ধর শব্দ হইতে)। **ধনুর্ধারী(-রিন্)**—ধনুর্ধর। **ধনুর্বাণ**—তীর-ধনুক। **ধনুর্বিদ্যা**—তীর-ধনুক চালনা সম্বন্ধে নিয়ম ও নির্দেশ। **ধনুর্বেদ**—ধনুর্বিদ্যার উপদেশ-পূর্ণ শাস্ত্র-বিশেষ। **ধনুর্ভঙ্গ পণ**—ধনুক-ভাঙা পণ (দ্রঃ)। **ধনুর্ভৃৎ**—ধনুর্ধর। **ধনুর্মধ্য**—ধনুকের দণ্ডের মাঝখান। **ধনুর্মার্গ**—ধনুকের ন্যায় বক্র পথ। **ধনুষ্কর, ধনুষ্মান্(-ষ্মৎ)**—ধনুর্ধারী। **ধনুষ্কোটি**—ধনুকের শুল বা অগ্রভাগ ; সেতু-বন্ধের নিকটবর্তী তীর্থস্থান। **ধনুষ্টঙ্কার**—ধনুকের ছিলার শব্দ ; খেচুনী রোগ-বিশেষ, ইহাতে শরীর ধনুকের ন্যায় বাঁকিয়া যায়, tetanus। **ধনুষ্পাণি**—ধনুকধারী।

ধনেশ—কুবের ; বহু টাকার মালিক ; বিপুলচঞ্চু-বিশিষ্ট পক্ষী-বিশেষ। [ধন+ঈশ]। **ধনেশ্বর**—ধনেশ। **ধনৈষী(-ষিন্)**—ধনকামী ; মহাজন।

ধন্দ, ধন্ধ—[সং দ্বন্দ্ব] ধাঁধা, ধোকা, দৃষ্টিভ্রম, সংশয় বিস্ময় ('মূর্খে বুঝিবে কি, পণ্ডিতের লাগে ধন্দ')। ণ. **ধন্দিত**—যাহার ধাঁধা লাগিয়াছে।

ধন্না, ধরনা—অবলম্বন ; যে ঢেঁকিতে পাড় দেয় সে ধান ভানিবার সময় যাহা ধরিয়া দাঁড়ায়, ঘরের চালের অবলম্বন ; অভীষ্ট লাভার্থ নাছোড়ভাবে প্রার্থনা ; সেরূপ প্রার্থনা-জ্ঞাপক অনশন, হত্যা দেওয়া (বাবার থানে ধন্না ; সাহেবের বাড়ীতে ধন্না)।

ধন্য—[ধন+য] ণ. কৃতার্থ, ভাগ্যবান্ (স্নেহ-ধন্য) ; প্রশংসনীয়, সাধু (ধন্য সে দেশ, যে দেশে মহত্ত্ব সম্পূজিত হয়); সাধুবাদ, ধন্যবাদ ('পতিগৃহে কন্যা থাকে, ধন্য তার বাপমাকে')। **ধন্যবাদ**—প্রশংসা, আনন্দ ; কৃতজ্ঞতা thanks (ধন্যবাদ জ্ঞাপন)। স্ত্রী. **ধন্যা**—প্রশংসনীয়া ; সাধ্বী।

ধন্যা, ধন্যাক—ধনিয়া, ধনে [সং]।

ধন্বন্তরি—দেব-চিকিৎসক (সমুদ্র-মন্থন কালে উত্থিত হইয়াছিলেন) ; (তাহা হইতে) অব্যর্থ শক্তি-সম্পন্ন চিকিৎসক অথবা ঔষধ (জ্বরের ধন্বন্তরি)।

ধন্ব(-ন্বন্)—বি. ধনুক ; মরুভূমি ; (সমাসে পর-পদে) ণ. ধনুর্ধারী (**গাণ্ডীব-ধন্বা**—গাণ্ডীব-ধারী অর্জুন)। [ধন্+বন্]।

ধন্বী(-ন্বিন্)—ণ.বি. ধনুর্ধারী ; ধনুরাশি ; বিদগ্ধ; অর্জুন ; অর্জুন বৃক্ষ। [ধনু+ইন্]।

ধপ্—অব্য. ভারী ও অপেক্ষাকৃত ফাঁপা বস্তু পতনের শব্দ। **ধপ্ ধপ্**—এরূপ বস্তুর ক্রমাগত পতনের শব্দ ; আগুন জ্বলার শব্দ, দপ্ দপ্। **ধপাধপ্**—ক্রমাগত পদাঘাতের বা ভারী কিছু দিয়া প্রহারের বা পতনের শব্দ।

ধপধপ, ধবধব—অব্য. অতিশয় শুভ্রতা জ্ঞাপক (ফরাসের চাদর ধব্‌ধব্ করছে)। ণ. **ধপধপে, ধবধবে** (সাদা ধব্‌ধবে)।

ধপাৎ, ধপাস্—অব্য. ব্যাপক ধপ্ (তক্তপোষে শুয়ে পড়ি ধপাস্ করে—রবি)।

ধব—[ধু অথবা ধূ+অ—যে শিশুগণকে কাঁপায়] স্বামী, পতি ; অধিপতি ; মনুষ্য; প্রবঞ্চক ; বৃক্ষ বিশেষ। **ধবহীনা**—বিধবা।

ধবল—[ধাব্ (পরিষ্কার করা)+কলচ্] ণ. শুভ্রবর্ণ, সাদা (ধবলগিরি) ; শ্বেতকুষ্ঠ ; বি. কর্পূর-বিশেষ ; রাগবিশেষ ; শ্বেত মরিচ; শ্রেষ্ঠ বৃষ। **ধবলগিরি, ধবলাগিরি**—হিমালয়ের শৃঙ্গ-বিশেষ। **ধবল গৃহ**—অট্টালিকা। **ধবলপক্ষ**—হংস; শুক্লপক্ষ। **ধবল মৃত্তিকা**—খড়ি মাটি। **ধবলা, ধবলী**—শুক্লবর্ণ গাভী। **ধবলিত**—যাহা সাদা করা হইয়াছে, ধবলীকৃত। **ধবলিমা (-মন্)**—শুক্লত্ব। **ধবলীভূত**—শুক্লীভূত। **ধবলোৎপল**—কুমুদ ; শ্বেতোৎপল।

ধম্—অব্য. ভারি বস্তু উপর হইতে পতনের শব্দ ; ধপ-এর তুলনায় গম্ভীরতর। **ধম্‌ধম্**—ব্যাপক ধম্ ; বাদ্যধ্বনি। **ধমাধম্**—পুনঃ পুনঃ আঘাতের উচ্চ শব্দ। ধুম্—ধম এর তুলনায় মৃদুতর।

ধম—ধমনকারী অর্থাৎ কর্মকারের ভস্ত্রাচালক ; যে অগ্নিসংযোগ করে। [ধ্মা+অ]। **ধমক**—কর্মকার ; বল। [ধ্মা+অক]। **ধমন**—ভস্ত্রাচালক ; নল, চোঙা।

ধমক—দাবড়ি, তাড়া, তিরস্কার (ধমকে কাবু হবার লোক নই) ; প্রবল আক্রমণ, আচ্ছন্নভাব, ঘোর (জ্বরের ধমকে ভুল বকা) ; উচ্চ ভীতিকর শব্দ (তোপের ধমক)। **ধমক দেওয়া**—দাবড়ি দেওয়া; তিরস্কার সহ সাবধান করা। **এক ধমক কাজ করা**—নিরবচ্ছিন্ন ভাবে খানিকক্ষণ কাজ করা। **ধমক খাওয়া**—তাড়া খাওয়া; দমক খাওয়া, অর্থাৎ মধ্যদেশে বাঁকিয়া যাওয়া (প্রাদেশিক)। ক্রি. **ধমকানো**—ধমক দেওয়া। বি. **ধমকানি**।

ধমনি,-নী—রক্তবাহিকা নাড়ী, artery (ধমনিতে পূর্ব-পুরুষের রক্ত প্রবাহিত)। [ধ্মা+অনি,+ঈপ্]। **ধমনীজাল**—দেহের সর্বত্র বিস্তৃত ধমনীসমূহ। (ণ. ধামনিক)।

ধমাল—[হি. ধম্মাল] ঢ্যাঁড়া পিটিয়া জানানো ; উচ্চ শব্দে প্রচার। (পূর্ববঙ্গে : ধুমইল)। **ধমাল দেওয়া, ধমাল পেটা**—দশজনে মিলিয়া অকারণে কেবল হৈ হল্লা করা, কাজ না করা।

ধম্ম—[সং. ধর্ম ; প্রাকৃ. ধম্ম] ধর্ম ; ধর্মঠাকুর (ধর্মের দোহাই ; ধম্মকম্ম ; ধম্মভাই) (গ্রাম্য ভাষায় বা বিদ্রূপে—আর ধম্ম ধম্ম করতে হবে না)। **ধম্মপদ**—বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থবিশেষ।

ধম্মিল, ধম্মিল্ল—পুষ্প মুক্তা প্রভৃতিতে অলঙ্কৃত কেশপাশ ; চুলের খোঁপা। [সং]।

ধর—[ধৃ+অ] যাহা ধারণ করে, দেহ, শরীর (ধড় দ্রষ্টব্য) ; ধারণকর্তা (অন্য শব্দের সহিত যোগে—ভূধর, গঙ্গাধর, শ্রুতিধর) ; পর্বত ; কার্পাস তুলা।

ধরণ, ধরন—প্রকার, প্রণালী, পদ্ধতি, চলন (সেকেলে ধরণ ; সেই এক ধরণের) ; বর্ণকান্তি। **ধরণধারণ**—চালচলন, রীতিনীতি, প্রবণতার আভাস-ইঙ্গিত (তার ধরণধারণ ভাল না)।

ধরণা—ধন্না দ্রষ্টব্য।

ধরণি, ধরণী—[ধৃ+অনি,+ঈপ্—যাহা সকলকে ধারণ করিয়া আছে] পৃথিবী। **ধরণীজ**—পৃথিবীজাত ; বি. ধরণীসুত। **ধরণীজা**—সীতা। **ধরণীতল**—ভূতল, ধরাপৃষ্ঠ। **ধরণীধর**—বিষ্ণু ; শেষনাগ ; কূর্মরাজ ; মহাবরাহ ; পর্বত ; দিগ্‌গজ ; রাজা। **ধরণীপ্লব**—পৃথিবী যাহার উপরে ভাসে। **ধরণীভৃৎ, ধরণীশ্বর**—ধরণীধর। **ধরণীসুত**—মঙ্গলগ্রহ ; নরকাসুর। **ধরণীসুতা**—সীতা।

ধরতা—যাহা ধরিয়া দেওয়া হয়, ক্রেতাকে যে কমিশন দেওয়া হয়, অথবা ওজনে যেটুকু বেশী দেওয়া হয় ; মূল গায়েনের মুখ হইতে যে পদ দোয়ার ধরিয়া লয়। **ধরতাই বুলি**—যে বুলি বা কথা অন্যের মুখ হইতে ধরিয়া লওয়া হইয়াছে, নূতনত্বহীন প্রচলিত বুলি (গণতন্ত্র, সাম্য, মৈত্রী, স্বাধীনতা—এসব ধরতাই বুলি)। **ধরতি**—ওজনে কম পড়িবে আশঙ্কা করিয়া যেটুকু বেশী দেওয়া হয়।

ধরপাকড়—ব্যাপক গ্রেপ্তারি (ডাকাতির পরে ধরপাকড়ের হিড়িক পড়ে গেছে) ; ধরাধরি, পীড়াপীড়ি (চাকরির জন্য ধরপাকড়)।

ধরম—[সং. ধর্ম] ধর্ম। **ধরমকরম**—ধর্মকর্ম, ধর্মানুষ্ঠান। **ধরমনাশা**—মহা অন্যায়কারী, সতীধর্মনাশক (বৈষ্ণব-সাহিত্যে ব্যবহৃত)। **ধরমশালা**—ধর্মশালা, অতিথিশালা।

ধরা—[ধৃ+অ+আপ্—যে জীবজন্তু ধারণ করে] পৃথিবী ; গর্ভাশয় ; জরায়ু। **ধরাতল**—ভূতল, মাটি। **ধরাধর**—ধরণীধর, পর্বত। **ধরাধাম**—পৃথিবী। **ধরাবন্ধ**—তড়াগ। **ধরাভার**—ভূভার, পৃথিবীর পাপভার। **ধরাশয্যা**—মাটিতে শয়ন ; মৃত্যুকালে মাটিতে শয়ন। **ধরাশায়ী** (-য়িন্)—আঘাত ইত্যাদির ফলে ভূতলশায়ী, ভূপতিত। **ধরাকে সরা জ্ঞান করা বা দেখা**—অহঙ্কারে মহৎকেও অগ্রাহ্য বা তুচ্ছ করা।

ধরা—ণ. ধৃত ; যে ধরে (অন্য শব্দের সহিত যুক্ত হইয়া ব্যবহৃত হয় : **ছেলেধরা**—যে ছেলে চুরি করে ; **ধামাধরা**—চাটুকার) ; অল্প পোড়া (**ধরাগন্ধ**—ব্যঞ্জনাদি একটু পুড়িয়া যাওয়ার গন্ধ) ; অব্যবহৃত, অটুট, মজুদ (ব্যবহার যা করেছ সব ধরা রইল)। **ধরাকথা**—জানাশুনা কথা, আগে হইতে জানা (তুমি যে আপত্তি করবে, তা তো ধরাকথা)। **ধরা পড়া**—ধৃত হওয়া ; রহস্য উদ্ঘাটিত হওয়া (ফাঁকি ধরা পড়েছে)। **ধরাছোঁয়া**—ঘেঁষা, নিকটে আগমন ; ধরা বা স্পষ্ট হওয়া (ধরাছোঁয়া দেয় না)। **ধরাবাঁধা**—নির্ধারিত। **লেজধরা**—আশ্রিত ও অনু-

গৃহীত। **হাতধরা**—যাহাকে হাতে ধরিয়া চালনা করা হয়; একান্ত বাধ্য (ও তো বড় সাহেবের হাতধরা)।

ধরা—[সং. ধট] তুলা-যন্ত্রের পাল্লা (ধড়া-ও বলা হয়)। **কাঠধরা করা**—মাপিবার পূর্বে কোন দিকে পাল্লার ঝুঁকি নাই তাহা দেখা, ইট কাঠ ইত্যাদির টুকরা দিয়া ঝুঁকি মারা।

ধরা—ক্রি. ধারণ করা বা গ্রহণ করা (কলমটা ধর); হাত দিয়া ধরা; অঙ্গে ধারণ করা (বেশ ধরা); অবলম্বন করা, অভ্যস্ত হওয়া (সৎপথ ধরা,তামাক ধরা); প্রভাবাধীন হওয়া (গুরু ধরা); অনুনয়-বিনয় করা, শরণাপন্ন হওয়া (বড় সাহেবকে ধর, তা'হলে কাজ হবে); আত্মরক্ষার্থ অথবা যুদ্ধের জন্য অস্ত্রাদি অবলম্বন করা (লাঠি ধরা, তলোয়ার ধরা); পাকড়াও করা, গ্রেপ্তার করা, বশে আনা (চোর ধরা, মাছ ধরা, হাতী ধরা); যথাসময়ে যাইয়া পাওয়া বা উঠা (ট্রেন, ট্রাম ধরা); আঁটা, তাংড়ানো, স্থান সংকুলান হওয়া (এ বালতিতে দশ সের জল ধরবে ; ছোট কামরায় এত লোক ধরবে কেন? মুখে হাসি আর ধরে না); আক্রমণ করা (বাঘে ধরা ; ঘরে আগুন ধরা ; ম্যালেরিয়ায় ধরেছে); আশ্রয় করা (ঠাকুরের দোর ধরা); ক্ষতি করা, কাটা (পোকায় ধরা); রক্ষা করা, বাঁচান (প্রাণ ধরা); তীব্রভাবে আসন্ন বা অনুভূত হওয়া (ভয় ধরা ; শীত ধরা); উল্লেখ করা, উচ্চারণ করা (নাম ধরে ডাকা); বিকৃত হওয়া, আহত হওয়া (চেঁচিয়ে গলা ধরে গেছে); বেদনাযুক্ত হওয়া (মাথা ধরা); প্রবণতা দেখানো (গোঁ ধরা ; জেদ ধরা); জন্মানো, প্রকাশ পাওয়া, সূচনা হওয়া (গাছে ফল ধরেছে ; দাড়িতে পাক ধরেছে); সক্রিয় হওয়া (ওষুধ ধরেছে); সংলগ্ন হওয়া (জোড় ধরছেনা); আরম্ভ করা (সুর ধরা, গান ধরা, মদ ধরা); থামা (বৃষ্টি ধরেছে ; মেল এ ষ্টেশনে ধরে না ; অনেকবার দাস্ত হবার পরে পেটটা ধরেছে); নির্ধারিত করা (দাম ধরা); নির্ণয় করা, খুঁজিয়া বাহির করা (ডাক্তার রোগ ধরতে পারছে না ; ভুলটা কোথায় হচ্ছে ধরা যাচ্ছেনা); পছন্দ হওয়া, যোগ্য বিবেচিত হওয়া (জামাই মনে ধরেনি); বসিয়া যাওয়া (গলা ধরিয়া যাওয়া); অনুমান করা (হাতের লেখা কার, ধরা শক্ত ; চোখে ধরা শক্ত); গণ্য করা (মানুষের মধ্যে না ধরা); নাগাল পাওয়া (গাড়ী ধরতে পারা ; এতক্ষণে সে বাড়ী ধর-ধর করেছে); মনে করা, সত্য বলিয়া ধারণা করা (ধর তুমি দেশের রাজা); গ্রাহ্য করা (পাগলের কথা ধরার নেই); স্থান দেওয়া, বহন করা, লালন করা (গর্ভে বা বুকে ধরা); সংলগ্ন হওয়া, ছাপ লাগা (সোনা ধরা, ছবিতে রং ধরা); ঝাপসা বা অবশ হওয়া (চোখ ধরে আসা, পা ধরা); রাঁধিবার সময় তলায় পোড়া লাগা (ভাত ধরা ; চচ্চড়িটা ধরে গেছে); জ্বলিয়া ওঠা (আঁচ ধরা); লাগা (কাপড়ে আগুন ধরা); আগুন লাগা (কাঠ ধরেছে)। **ধরা দেওয়া**—নিজের মনে ভাব প্রকাশ করা ; প্রীতির বন্ধন স্বীকার করা ; আত্ম-সমর্পণ করা। **ধরাধরি**—অনুনয়াদির দ্বারা প্রভাব বিস্তার (চাকরি পেতে হলে অনেক ধরাধরি করতে হবে); বেশি লোক কর্তৃক ধরণ বা বহন (ধরাধরি করিয়া আনা)। **ধরি মাছ, না ছুঁই পানি**—চালাকি করিয়া অথবা গা বাঁচাইয়া উদ্দেশ্য সিদ্ধ করা। **ধরে পড়া**—সাহায্যের জন্য অতিশয় অনুনয়-বিনয় করা। **ধরে রাখা**—রোধ করা ; সঞ্চিত করা। **ধরে বেঁধে**—ইচ্ছার বিরুদ্ধে, জবরদস্তি করিয়া (ধরে বেঁধে বিয়ে দেওয়া)। **কলম ধরা**—লিখিয়া যোগ্যভাবে মনের ভাব প্রকাশ করা (কলম ধরতে জানে); কাহারও বিরুদ্ধে লেখা। **কান ধরা**—অপরাধ স্বীকার করিয়া নিজেকে ধিক্কার দেওয়া ; কানে ধরিয়া অপমান করা (কান ধরে তাড়িয়ে দেওয়া)। **গলা ধরা**—ওল প্রভৃতি খাওয়ার ফলে মুখের ভিতরে যন্ত্রণা বোধ হওয়া। **গাল ধরা**—বিতৃষ্ণা বোধ করা (এক বিয়ে দিয়েই গাল ধরে গেছে, ওদের সঙ্গে সম্বন্ধ করার কথা আর বলো না)। **ঘাড় ধরা**—ঘাড়ে ধরিয়া অপমান করা। **ঘুণ ধরা**—ঘুণ লাগা ; অন্তঃসারশূন্য হওয়া। **ঘুম ধরা**—ঘুম পাওয়া। **চাল ধরা**—চাল অর্থাৎ বড়লোকের ধরণ-ধারণ অবলম্বন করা। **চুল ধরা, চুলে ধরা**—লাঞ্ছনা করা। **চোয়াল ধরা**—চোয়ালে খিল ধরা ও তার ফলে চিবাইতে না পারা। **ছল ধরা**—দোষ ধরা, ছুতা ধরা। **টান ধরা**—অভাব হওয়া ; শুকাইতে আরম্ভ হওয়া (ঘায়ে টান ধরেছে)। **জোর ধরা**—ধন্না দেওয়া ; শরণাপন্ন হওয়া। **মাথাধরা**—বি. শিরঃপীড়া ; ক্রি. শিরঃপীড়া হওয়া। **ভেকধরা**—যোগী বা সন্ন্যাসীর বেশ ধারণ

করা ; ছদ্মবেশ অবলম্বন করা। **যমে ধরা**—মারাত্মক রোগে আক্রান্ত হওয়া ; প্রবল শত্রুর কবলে পড়া। **হাতে ধরা, পায়ে ধরা, হাতে পায়ে ধরা**—হীনভাবে অনুনয়-বিনয় করা। **হাল ধরা**—কর্তৃত্ব গ্রহণ করা ; পরিচালনা করা। **হ্যাঁপা ধরা**—ধাক্কা সামলানো। **ধরিয়া পড়া, ধরিয়া বসা** –সনির্বন্ধ অনুরোধ করা। [বিশেষ।

ধরাট—ধরতা ; বাখারি দিয়া তৈরী নৌকার মঞ্চ-

ধরানো—ক্রি. গ্রহণ করানো ; আরম্ভ করানো (কলাপাতা ধরানো—কলাপাতায় লেখা আরম্ভ করানো) ; স্থির করা (চোখ ধরানো কঠিন ; এত স্রোত যে নৌকা ধরানো যাচ্ছে না) ; আঁটানো (এই ছোট্ট বাড়ীতে এত লোক ধরাবে কেমন করে ?) ; জ্বালানো (টিকে ধরানো ; উনন ধরানো) ; ধৃত করানো (চোর, মাছ ধরানো) ; অভ্যাস করানো (মদ ধরানো) ; লাগানো (রং, বার্ণি ধরানো) ; যথাসময়ে পাওয়াইয়া দেওয়া (ট্রেন ধরানো) ; বুঝাইয়া দেওয়া (ভুল ধরানো) ; অবলম্বন করানো (পথ ধরানো)।

ধরিত্রী—[ধৃ + ইত্র + ঈপ্] যে চরাচর ধারণ করে, পৃথিবী, ধরণী।

ধরিয়া, ধরে—অব্য. যাবৎ ব্যাপিয়া (৭ দিন ধরিয়া) ; ক্রি. ণ. ধীরে (ধরে ধরে লেখা)।

ধর্তব্য—[ধৃ + তব্য] ণ. বিবেচনার যোগ্য, গণনীয়, গ্রাহ্য (এ ভুল ধর্তব্যের মধ্যে নয়) ; ধারণযোগ্য।

ধর্তা (-র্তৃ)—[ধৃ + তৃ] ণ. ধারণকর্তা ; রক্ষক ; বহনকর্তা (ধর্তাকর্তা বিধাতা)। স্ত্রী. **ধর্ত্রী**।

ধর্ম—[ধৃ (পোষণ করা, ধারণ করা) + মন্—অভিধান-মতে, সৎসঙ্গ ; দীপিকা-মতে, পুরুষের বিহিত ক্রিয়াসাধ্য গুণ ; ভারত-মতে, অহিংসা ; পুরাণ-মতে, যাহা দ্বারা লোকস্থিতি বিহিত হয় ; যুক্তিবাদ-মতে, মনুষ্যের যাহা কর্তব্য তাহা সম্পাদন ; জ্ঞানবাদ-মতে, মনের যে প্রবৃত্তির দ্বারা বিশ্ববিধাতা পরমাত্মার প্রতি ভক্তি জন্মে—প্রকৃতিবাদ অভিধান] স্বভাব, প্রকৃতি ; শক্তি, প্রভাব ; গুণ, বিশেষত্ব (সাধুর ধর্ম, মানবধর্ম, খলের ধর্ম, পশুধর্ম, অগ্নির ধর্ম) ; ঈশ্বরোপাসনা-পদ্ধতি আচার-আচরণ, ঈশ্বর ও পরকালাদি বিষয়ক নির্দেশ ও তত্ত্ব, religion (হিন্দু ধর্ম, ইসলাম ধর্ম, খ্রীষ্টধর্ম) ; বিশেষ বিশেষ দেশের বা কালের আচরণ বা প্রবণতা (দেশধর্ম, কালধর্ম) ; মনুষ্যত্ব, মানুষের কর্তব্য-অকর্তব্য সম্বন্ধে বোধ (তোমার কি কিছুমাত্র ধর্মজ্ঞান নাই ?) ; সৎকর্ম, পুণ্যকর্ম, সদাচার, কর্তব্য (অহিংসা শ্রেষ্ঠধর্ম, ক্ষমা মহতের ধর্ম) ; ধর্মঠাকুর (ধর্মের ষাঁড়) ; ন্যায়-অন্যায় পাপ-পুণ্যের বিচারকর্তা, বিশ্ববিধাতা (দোহাই ধর্মের) ; সাধনার মার্গ (ভক্তিধর্ম, তান্ত্রিকধর্ম) ; ন্যায়বিচার (ধর্মাধিকরণ) ; যম (ধর্মরাজ) ; সমাজহিতকর বিধি, law (মনুসংহিতা একখানি ধর্মশাস্ত্র) ; শাস্ত্র-বিধি, সুনীতি, morality (ধর্মসঙ্গত) ; সতীত্ব (ধর্মনাশ) ; (জ্যোতিষে) লগ্ন হইতে নবম স্থান। **ধর্ম-কন্যা, ধর্মমেয়ে**—(গ্রাম্য—ধরম-বেটী) কন্যা বলিয়া স্বীকৃতা নারী। **ধর্মকর্ম, -কার্য, -ক্রিয়া**—ধর্মশাস্ত্রে নির্দেশিত ক্রিয়া-কর্ম। **ধর্মকাম**—ফল-প্রাপ্তির কামনায় যে ধর্মকর্ম করে (গীতা)। **ধর্ম-কৃৎ**—ধার্মিক ; বিষ্ণু। **ধর্মকৃত্য**—ধর্মকর্ম। **ধর্মকেতু**—বুদ্ধদেব। **ধর্মক্ষেত্র**—পুণ্যধাম ; কুরুক্ষেত্র। **ধর্মগণ্ডিকা**—হাড়িকাঠ, যাহার উপরে গ্রীবা স্থাপন করিয়া পশুবধ করা হয়। **ধর্মগ্রন্থ**—ধর্মের ভিত্তিস্থানীয় গ্রন্থ। **ধর্মঘট**—বৈশাখ মাসে প্রত্যহ ভোজ্যসহ সুগন্ধ জলপূর্ণ কলস দান রূপ ব্রতবিশেষ ; সাধারণ উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য সকলে এক জোট হইয়া কোনও কার্য করিতে অসম্মত হওয়া, strike (মজুরদের ধর্মঘট)। **ধর্মচক্র**—বৌদ্ধ ধর্মানুসারে অবশ্য আচরণীয় তত্ত্ব ও নীতিসমূহ (সংসার দুঃখময়, বিষয়-তৃষ্ণাই দুঃখের মূল, সম্যক্ সঙ্কল্প, সম্যক্ বাক্য, সম্যক্ আজীব, সম্যক্ সমাধি ইত্যাদি দুঃখ-নিবৃত্তির অষ্টাঙ্গিক পথ—এই সব তত্ত্ব-চিন্তা ও আচরণ)। **ধর্মচর্চা**—ধর্মাচরণ ; ধর্মবিষয়ক আলাপ-আলোচনা। **ধর্ম-চারিণী**—ধর্মপরায়ণা, সাধ্বী, সহধর্মিণী। **ধর্ম-চিন্তা**—ধর্মের তত্ত্ববিষয়ক চিন্তা। **ধর্মজ**—ঔরসপুত্র। **ধর্মজায়া**—ধর্মপত্নী। **ধর্ম-জীবন**—ধর্মবোধের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত জীবন ; আত্মিক জীবন। **ধর্মজ্ঞ**—যিনি ধর্মের স্বরূপ নির্ণয় করিতে পারিয়াছেন, ধর্ম বিষয়ে পণ্ডিত। **ধর্মজ্ঞান**—কর্তব্যাকর্তব্য জ্ঞান, ঔচিত্যবোধ। **ধর্মঠাকুর**—বৌদ্ধ বিগ্রহ-বিশেষ, সাধারণতঃ নিম্ন শ্রেণীর জল-অচল হিন্দুদের উপাস্য। **ধর্মের ঢাক**—ধর্মঠাকুরের পূজায় ব্যবহৃত ঢাক (ইহা নাকি নিজেই বাজিত) ; (তাহা হইতে) ধর্মের

গূঢ়শক্তি (**ধর্মের ঢাক বাতাসে বাজে**—অধর্ম করিলে তাহা গোপন থাকে না)। **ধর্মতঃ**—অব্য. ন্যায়-ধর্ম অনুসারে, ধর্ম সাক্ষী করিয়া। **ধর্মতত্ত্ব**—ধর্মের নিগূঢ় মর্ম, ধর্মদর্শন। **ধর্মত্যাগী** (-গিন্)—যে নিজের ধর্ম ছাড়িয়া অন্য ধর্ম লয়। **ধর্মদ্বেষী** (-ষিন্), **-দ্রোহী** (-হিন্)—ধর্মত্যাগী; ধর্মের শত্রু। **ধর্মধ্বজী** (-জিন্)—ধর্মের বাহ্যচিহ্নধারী, কিন্তু অধার্মিক, ভণ্ড। **ধর্মনন্দন**—যুধিষ্ঠির। **ধর্মনাভ**—বিষ্ণু। **ধর্মনাশ**—ধর্মচ্যুতি; সতীত্বনাশ। **ধর্মনিষ্ঠ**—ধর্মপরায়ণ। **ধর্মনিষ্ঠা**—ধর্মে আস্থা; ধার্মিকতা। **ধর্মনীতি**—ধর্মের তত্ত্ব ও নির্দেশ; নীতিজ্ঞান বিষয়ক শাস্ত্র। **ধর্মপণ্ডিত**—ধর্মঠাকুরের পুরোহিত। **ধর্মপত্নী**—বিধিমতে বিবাহিতা পত্নী; প্রথমা পত্নী। **ধর্মপত্র**—দৈবনির্দেশ-বিশেষ। **ধর্মপথ**—ন্যায়ধর্মের পথ। **ধর্মপর, -পরায়ণ**—ধর্মনিষ্ঠ। **ধর্মপিতা** (-তৃ)—ধর্ম সাক্ষী করিয়া পিতৃরূপে গৃহীত ব্যক্তি, রক্ষাকর্তা। **ধর্মপুত্র**—ধর্মের ঔরস-পুত্র; যুধিষ্ঠির। **ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির**—ধর্মাত্মা যুধিষ্ঠির; ব্যঙ্গে—ধর্মবাতিকগ্রস্ত বা সত্যবাদিতার ভানকারী লোক। **ধর্মপ্রবক্তা** (-ক্তৃ)—রাজা কর্তৃক নিযুক্ত ধর্ম-নিরূপক পুরুষ; ধর্ম-ব্যাখ্যাতা। **ধর্ম-প্রবৃত্তি**—ধর্মাচরণের বা ধর্মপথে মতি। **ধর্মপ্রবণ, ধর্মপ্রাণ**—ধর্মপ্রেমিক, ধর্মানুরাগী। **ধর্মপ্রমাণ**—ধর্ম-সাক্ষী। **ধর্মবিদ্**—ধর্ম-তত্ত্বজ্ঞ, ধর্মজ্ঞ। **ধর্ম-বিপ্লব**—ধর্মে ব্যাপক অনাস্থা; ধর্ম সম্বন্ধে নানা মত ও পথের সংঘর্ষ। **ধর্মবুদ্ধি**—ন্যায়-বোধ; কল্যাণ-বোধ, সুমতি। **ধর্মভয়**—ধর্ম লঙ্ঘন করিলে দণ্ড ভোগ করিতে হইবে সেই ভয়। **ধর্মভানক**—ধর্মধ্বজী। **ধর্মভীরু**—যাহার ধর্মভয় আছে; ধার্মিক। **ধর্মভ্রষ্ট**—ধর্ম-ত্যাগী; ধর্ম-বিশ্বাস ও আচার বর্জিত। **ধর্মভাই**—ধর্ম-সাক্ষী করিয়া যাহারা পরস্পরের ভাই হইয়াছে; গুরুভাই। **ধর্মমঙ্গল**—ধর্মঠাকুরের মাহাত্ম্য পূজা ইত্যাদি বিষয়ক প্রাচীন বাংলা কাব্য। **ধর্ম-মন্দির**—দেবালয়, ভজনালয়। **ধর্মময়**—অধর্মের সংস্রবশূন্য; মূর্তিমান্ ধর্ম। **ধর্ম-মা**—ধর্ম সাক্ষী করিয়া যাহাকে মা ডাকা হইয়াছে। **ধর্মমার্গ**—ধর্মের পথ, ধর্মনিষ্ঠ জীবন ধারণ। **ধর্মযুদ্ধ**—ধর্ম বা ন্যায়-অনুমোদিত যুদ্ধ; ধর্ম-রক্ষার্থে বা প্রচারার্থে যুদ্ধ, জেহাদ। **ধর্মরক্ষা**—ধর্মাচার নিরাপদ করা; ধর্মপালন; ন্যায় ও মনুষ্যত্ব বজায় রাখা; সতীত্ব রক্ষা। **ধর্মরাজ**—যুধিষ্ঠির; বুদ্ধ; যম; ঈশ্বর। **ধর্মরাজ্য**—ধর্মভাবের দ্বারা শাসিত রাজ্য, যে রাজ্যে দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন যোগ্যভাবে হয় ও সৎজীবন যাপনে সর্বসাধারণের যথেষ্ট আগ্রহ; ন্যায়ের রাজ্য। **ধর্মলক্ষণ**—ধৃতি ক্ষমা দম অস্তেয় (সাধুতা) শৌচ ইন্দ্রিয়-নিগ্রহ ধী বিদ্যা সত্য অক্রোধ—এই দশ। **ধর্মলোপ**—ধর্মাচার বা ধর্মজীবনের অসদ্ভাব, অথবা এ সবের প্রতি ব্যাপক অমনোযোগ। **ধর্মশালা**—যেখানে বিনামূল্যে অন্ন ও বাসস্থান দেওয়া হয় এমন স্থান; বিচারালয়। **ধর্মশাসন**—ধর্মের অনুশাসন বা ধর্মশাস্ত্র। **ধর্মশাস্ত্র**—ধর্মাচারের নির্দেশপূর্ণ শাস্ত্র; মনু যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতি কৃত সমাজ-বিধি বিষয়ক গ্রন্থ, সংহিতা, স্মৃতি; কোন জাতি বা সম্প্রদায়ের ধর্মের নির্দেশপূর্ণ সর্বমান্য গ্রন্থ বা গ্রন্থাবলী। **ধর্মশাস্ত্রব্যবসায়ী** (-য়িন্)—ধর্মশাস্ত্রের অধ্যয়ন ও আলোচনা যাহার ব্যবসায়; ধর্মাড়ম্বরপ্রিয়, ধর্মধ্বজী। **ধর্ম-শিক্ষা**—ধর্মনীতি ও ধর্মাচার বিষয়ে উপদেশ। **ধর্মশীল**—ধর্মপথচারী। **ধর্মসংস্কার**—ধর্মসম্বন্ধে ধারণা; প্রচলিত ধর্মের দোষাবহ বা আপত্তিকর অংশ বর্জন ও ধর্মের যুগোপযোগী রূপ দান অথবা ধর্ম সম্বন্ধে নূতন প্রেরণা সঞ্চার। **ধর্মসংস্কারক**—ধর্ম-সংস্কারকারী। **ধর্ম-সঙ্কর**—পরস্পর-বিরুদ্ধ ধর্মের সংমিশ্রণ। **ধর্ম-সভা**—ধর্মসংস্কারের জন্য সভা অথবা ধর্ম সম্বন্ধে রক্ষণশীলদের সভা। **ধর্মসাক্ষী** (-ক্ষিন্)—ধর্মের নামে শপথ গ্রহণ; শুধু মনুষ্যত্ব ও ন্যায়-বোধকে সাক্ষীরূপে স্বীকার। **ধর্মসাধন**—ধর্মাচার পালন; ধর্মজীবন যাপন। **ধর্মসূত্র**—জৈমিনি-প্রণীত ধর্ম-মীমাংসার গ্রন্থ-বিশেষ। **ধর্ম-হানি**—ধর্মচ্যুতি; ধর্মনাশ। **ধর্মহীন**—ন্যায়-অন্যায়-বোধ-হীন, অধার্মিক। **ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ**—ধর্মাচরণ, অর্থ ও প্রতিষ্ঠা অর্জন, সুখ-সমৃদ্ধি ভোগ ও বৈরাগ্য—মানব-জীবনের এই চতুর্বর্গ প্রধান লক্ষ্য বা সাধন করণীয়। **ধর্মে সইবে না**—আপাততঃ রক্ষা পাইলেও ধর্মের সূক্ষ্ম বিচারে শাস্তি ভোগ করিতেই হইবে। **ধর্মের কল বাতাসে নড়ে**—ধর্মের ঢাক বাতাসে বাজে দ্রঃ। **ধর্মের সংসার**—যে সংসারে পাপাচরণ নাই।

ধর্মাচরণ—ধর্মসঙ্গত আচরণ ; ধর্মানুষ্ঠান। প. **ধর্মাচারী(-রিন্)**। **ধর্মাচার্য**—ধর্মোপদেষ্টা; ধর্ম-বিজ্ঞানের অধ্যাপক। **ধর্মাত্মা(-ত্মন্)**—ধর্মশীল, ধার্মিক। **ধর্মাধর্ম**—ধর্ম ও অধর্ম, পাপ ও পুণ্য। **ধর্মাধিকরণ**—বিচারালয়; বিচারপতি। **ধর্মাধিকার**—ন্যায়-অন্যায় বিচারের অধিকার ; বিচারপতির পদ। **ধর্মাধিকারী(-রিন্)**—বিচারপতি। **ধর্মাধ্যক্ষ**—ধর্মবিধি-সংক্রান্ত বিষয়ের তত্ত্বাবধানের ভারপ্রাপ্ত প্রধান রাজপুরুষ ; প্রধান বিচারপতি ; বিচারপতি ; বিষ্ণু। **ধর্মানুমোদিত**—ধর্মবিধানের অনুযায়ী ; ধর্মের অবিরুদ্ধ। **ধর্মানুষ্ঠান**—ধর্মকর্ম ; ধর্মাচরণ। **ধর্মান্তর**—অন্য ধর্ম (ধর্মান্তর গ্রহণ)। **ধর্মান্দোলন**—ধর্ম সংস্কারের জন্য আন্দোলন। **ধর্মান্ধ**—নিজের সম্প্রদায়ের ধর্মাচারে অন্ধবিশ্বাসী ও পরধর্ম-বিদ্বেষী। **ধর্মাবতার**—মূর্তিমান্ ধর্ম ; রাজা বিচারপতি প্রভৃতির প্রতি সম্বোধনবাক্য। **ধর্মাবলম্বী(-ম্বিন্)**—ধর্ম বা সম্প্রদায়ভুক্ত। **ধর্মাভাস**—শ্রুতিস্মৃতি দ্বারা সমর্থিত নয় এমন ধর্ম ; অপ্রশস্ত ধর্ম ; সৌখীন ধর্মবিশ্বাস ও ধর্মাচার। **ধর্মারণ্য**—চন্দ্র গুরুপত্নী তারাকে হরণ করায় ধর্ম প্রপীড়িত হইয়া যে অরণ্যে আশ্রয় গ্রহণ করেন তাহা ; পুণ্যস্থান-বিশেষ **ধর্মার্থ**—ধর্মের জন্য ; ধর্ম ও অর্থ। **ধর্মাসন**—বিচারাসন। **ধর্মিষ্ঠ, ধর্মীয়ান্(-য়স্)**—পরম ধার্মিক ; একান্ত ধর্মনিষ্ঠ। **ধর্মী**—ধার্মিক। তদ্ধর্মবিশিষ্ট (বিনাশধর্মী ; পশুধর্মী)। **ধর্মীয়**—ধর্মবিষয়ক। **ধর্মেন্দ্র**—যম। **ধর্মোত্তর**—ধার্মিকশ্রেষ্ঠ। **ধর্মোপদেশ**—ধর্মবিষয়ে শিক্ষা ; ধর্মজীবন যাপনের জন্য উপদেশ। **ধর্মোপাসনা**—ধর্ম-নির্দিষ্ট উপাসনা। **ধর্মোপেত**—ন্যায্য, ধর্মসঙ্গত। **ধর্ম্য**—ন্যায্য ; ন্যায়ানুগত ; ধর্মসঙ্গত ; ধর্মজনক।

ধর্ষণ—পরাভব করণ ; দলন ; বলাৎকার (প্রজাধর্ষণ ; নারীধর্ষণ) [ধৃষ্‌+অনট্]। **ধর্ষক**—ধর্ষণকারী। **ধর্ষণী**—অসতী স্ত্রী। প. **ধর্ষিত**। স্ত্রী. **ধর্ষিতা**—বলাৎকৃতা ; অসতী।

ধল, ধলা—[সং. ধবল] প. শুভ্র, সাদা। স্ত্রী. **ধলী** (বিপ. কালী)। **কালাধল, কালাধলা**—কৃষ্ণবর্ণ ও শ্বেতবর্ণ ; কৃষ্ণ ও শ্বেতের মিশ্রণ। **ধলিকুষ্ঠ**—শ্বেতকুষ্ঠ।

ধস্—[সং. ধ্বংস ; হি. ধস্‌না] অব্য. মাটির বৃহৎ চাপ ধসিয়া পড়ার শব্দ ; মাটির বৃহৎ চাপ **ধস্ ভাঙ্গা বা নামা**—নদীর বা পুকুরের পাড়ের বৃহৎ চাপ ধসিয়া পড়া ; পাহাড়ের গা হইতে মাটির বা বরফের বৃহৎ চাপ ভাঙ্গিয়া গড়াইয়া পড়া। **ধসধসে**—প. ভাঙ্গিয়া পড়ার মত ; অন্তঃসারশূন্য।

ধসা—ক্রি. ভাঙ্গিয়া পড়া, খসিয়া পড়া (পাড় দেয়াল ধসে গেছে) ; ধ্বংস প্রাপ্ত হওয়া ; বলবীর্য নষ্ট হওয়া (শরীর ধসে গেছে) ; গলিয়া পড়া (কুষ্ঠতে গা ধসে পড়া) ; প. যাহা ধসিয়া পড়িয়াছে। ক্রি. **ধসানো**—ধসকা করা ; ধস নামানো বা ভাঙ্গিয়া ফেলা। বি. **ধসন**।

ধস্কা, ধস্‌কা—প. যাহা ধসিয়া বা ভাঙ্গিয়া গিয়াছে ; শিথিল, ঢিলা ; বলবীর্য-হীন ; অন্তঃসারশূন্য (তুলনীয়—ঢোকা)। **ধস্কানো**—ক্রি. ধসানো ; ধসিয়া যাওয়া।

ধস্ত-বিধ্বস্ত—ব্যাপকভাবে বিধ্বস্ত। [ধ্বস্ত-বিধ্বস্ত]।

ধস্তাধস্তি—বি. প্রবলভাবে টানাটানি বা হুড়াহুড়ি, লড়াই (বিবেকের সঙ্গে ধস্তাধস্তি) ; দর-কষাকষি (অনেক ধস্তাধস্তি করে কেনা)।

ধা—[ধা+কিপ্] ধারণকর্তা ; ব্রহ্মা ; বৃহস্পতি ; ধৈবত, স্বরগ্রামের ষষ্ঠ স্বরের সাঙ্কেতিক অক্ষর ; তদ্ধিত প্রত্যয় (বহুধা, দ্বিধা, সহস্রধা) ; ধাওয়া দ্রঃ।

ধাই—দৌড়, চম্পট (উঠে দিল ধাই—প্রাচীন বাংলা) ; ক্রোধভরে দ্রুত গমন (বৌ ধাই করে বাপের বাড়ী চলে গেছে)। [প্রাদে.]।

ধাই—[সং. ধাত্রী] ধাত্রী ; দাই ; উপমাতা ; যে সন্তান প্রসব করায় এবং প্রসূতির ও নবজাত শিশুর শুশ্রূষা করে ; যে স্ত্রী অন্যের শিশুকে স্তন্য দিয়া পালন করে। **ধাইমা**—ধাত্রী, দাইমা।

ধাই—[সং. ধাতকী] ধাই ফুল ও গাছ ; আমলকী।

ধাউ—ভড়, ভারবাহী বড় নৌকা।

ধাউড়—প. প্রবঞ্চক, ধূর্ত (চোর-ধাউড়)।

ধাউস—ঢাউস, বড় ঘুড়ি-বিশেষ।

ধাওড়া—প. সুবিস্তৃত, লম্বা চওড়া ; বি. সাঁওতাল কুলিদের বাসগৃহ।

ধাওয়া—ক্রি. বেগে গমন করা, ছুটিয়া চলা। **ধাওয়া করা**—পশ্চাদ্ধাবন করা, তাড়া করা (বাড়ী পর্যন্ত ধাওয়া করেছে) ; উদ্দেশ্য-সিদ্ধির জন্য দূরদূরান্তে যাওয়া (কলকাতা পর্যন্ত ধাওয়া করেছে)।

ধাঁ—অব্য. সহসা, সত্বর, চট্ (ধাঁ করে বলে

বসল)। ধাঁ-ধাঁ—খুব তাড়াতাড়ি (জ্বর ধাঁ-ধাঁ করে ১০৫° ডিগ্রী হল)। ধাঁই—ধাঁ; সহসা জোরে মারার শব্দ (ধাঁই করে মেরে বসল)।

ধাঁচ, ধাঁচা, ধাঁজ—[হি. ধাঁচা] গড়ন, আদল, আকৃতি, ছাঁচ, ধরণ, রীতি। **ধাঁচের, ধাঁজের**—ধরণের (রসিক ধাঁজের)।

ধাঁদা, ধাঁধা—ধন্দ, ধক, দৃষ্টিভ্রম; দিশাহারা ভাব, ধোঁকা, সংশয় (ওদের কথায় ধাঁধা লাগে, তোমার কথা আমি বুঝি—রবি); কৌতূহলজনক জটিল প্রশ্ন (ধাঁধার উত্তর); দুরূহ সমস্যা (গোলক ধাঁধা)। [ধন্দ]। **ধাঁদানো, ধাঁধানো**—ক্রি. ধাঁধা সৃষ্টি করা, চোখ ঝলসানো (দৈব-বিভা ধাঁধিল নয়নে—মধুসূদন)।

ধাক্কা—ঠেলা, বেগে আঘাত; সংঘর্ষ, ঠোকাঠুকি (ট্রামে বাসে ধাক্কা লেগেছে); চাপ (কাজের ধাক্কা); বিপৎপাত (ধাক্কা সামলানো)। **ধাক্কা-ধাক্কি**—ঠেলাঠেলি। **গলাধাক্কা খাওয়া**—অপমানিত হইয়া বিতাড়িত হওয়া।

ধাগা—[হি. তাগা] কাঁথা সেলাইয়ের মোটা সুতা।

ধাঙড়, ধাঙ্গড়—অনুন্নত জাতি-বিশেষ; ঝাড়ুদার; বর্বর, অপরিচ্ছন্ন ব্যক্তি (কোথাকার ধাঙড়)।

ধামসা—বাদ্যযন্ত্র-বিশেষ, ধামসা।

ধাড়া—[সং. ধট] বড় তুলাযন্ত্র বা কাঁটা; পদবী-বিশেষ; দরমা (প্রাদে.)।

ধাড়ি, ধাড়ী, ধাড়া—চাটাই, দরমা। (প্রাদে.)

ধাড়ি,-ড়ী—[সং. ধাত্রী] প. বি. যে বহু বাচ্চা দিয়াছে এমন পশু বা পক্ষী; প্রধান বা সর্দার ব্যক্তি (চোরের ধাড়ী); বয়স্ক বৃদ্ধ ও অকর্মণ্য (বুড়োধাড়ী); প. পাকা, ঘাগী, সর্দার (ধাড়ী চোর)।

ধাড়ী—বি. উপর পড়া, চড়াও। [প্রা. বাং]।

ধাঢ়ী—কালোয়াত, সর্দার গায়ক।

ধাত—[সং. ধাতু,] ধাতু, প্রকৃতি, শারীরিক সহন-ক্ষমতা (শক্ত ধাতের লোক); মেজাজ (ধাত বোঝা); নাড়ী (ধাত ছাড়া); শুক্র, বীর্য (ধাতের ব্যারাম; ধাতভাঙা)। **ধাতধরা হওয়া**—সুস্থ সবল হওয়া। **ধাতসহ**—প্রকৃতির সহিত সুসঙ্গত, অভ্যস্ত (কড়া কথা শোনা তার ধাতসহ হয়ে গেছে)। **ধাতস্থ**—প. প্রকৃতিস্থ, সুস্থ, শান্ত। **ধাতস্থে উঠা**—চমকে ওঠা।

ধাতকী—[সং.] ধাই ফুল ও তাহার গাছ।

ধাতব—[ধাতু+অ] প. ধাতুনির্মিত, ধাতু-বিষয়ক।

ধাতা(-তৃ)—[ধা+তৃচ্] বিধাতা; ব্রহ্মা, বিষ্ণু; স্রষ্টা। স্ত্রী. **ধাত্রী**।

ধাতানি—তিরস্কার, শাসন, ধমকানি (ধাতানি খাওয়া)। ক্রি. **ধাতানো**—কড়া ধমক দেওয়া।

ধাতু—[ধা (ধারণ করা)+তু] স্বর্ণ রৌপ্য ইত্যাদি খনিজ পদার্থ, metal; দেহের বাত পিত্ত কফ মেদ মজ্জা অস্থি ইত্যাদি; পঞ্চভূত; শুক্র; জীবনী-শক্তি; নাড়ী; প্রকৃতি, স্বভাব (শক্ত ধাতুর মানুষ); উপাদান; পরমাত্মা; সঙ্গীতের পর্দা (সা, ঋ, গ, ম ইত্যাদি); (ব্যাকরণে) ক্রিয়াপদের মূল। **ধাতুকুশল**—ধাতুদ্রব্য নির্মাণে দক্ষ। **ধাতু-ক্ষয়**—রসরক্তাদির ক্ষয়; কাশরোগ বিশেষ। **ধাতুগত**—শরীরের উপাদান সম্বন্ধীয়; প্রকৃতি-গত। **ধাতুগর্ভ**—খনিজ ধাতু সম্বলিত (মৃত্তিকা-স্তর), metalliferous। **ধাতুঘটিত**—ধাতু সংযোগে প্রস্তুত (ঔষধ)। **ধাতুঘ্ন, ধাতুনাশক**—যাহা শরীরস্থ বাতপিত্তাদির দোষ নাশ করে, কাঁজি। **ধাতুদ্রাবক**—সোহাগা। **ধাতুপাঠ**—সংস্কৃত ব্যাকরণের ধাতুসমূহের অর্থবোধক গ্রন্থ। **ধাতুপোষক**—শরীরের পুষ্টিকর। **ধাতুবিজ্ঞান, ধাতুবিদ্যা**—mineralogy বা metallurgy, ধাতুর গুণ ও তাহা কি ভাবে পরিষ্কার করা যায় তৎসংক্রান্ত বিদ্যা। **ধাতুবিদ্**—ধাতুবিদ্যায় পারদর্শী। **ধাতুময়**—ধাতু-নির্মিত। **ধাতুমল**—কেশ নখ রোমাদি; মরিচা; সীসা। **ধাতু-সাম্য**—বায়ু পিত্ত কফ প্রভৃতির সমতা। **ধাতু নরম হওয়া**—শ্লেষ্মা বৃদ্ধি হওয়া।

ধাত্রিকা—আমলকী বৃক্ষ।

ধাত্রী—বি. যিনি ধারণ করেন (জীবধাত্রী); গর্ভ-ধারিণী; যে সন্তান প্রসব করায় এবং শিশু ও প্রসূতির শুশ্রূষা করে, ধাই-মা। [ধাতৃ+ঈপ্] **ধাত্রীপুত্র**—ধাই-মার পুত্র। **ধাত্রীফল**—আমলকী। **ধাত্রেয়ী, ধাত্রেয়িকা**—ধাত্রী-কন্যা; ধাত্রী।

ধান—[সং. ধান্য] সুপরিচিত খাদ্যশস্যবিশেষ, ধান্য; ধানগাছ; রতির চতুর্থাংশ (প্রায় ৯ গ্রেন)। প. **ধানী** (ধানী জমি); ধেনো (ধেনো মদ)। **আমন ধান**—হৈমন্তিক ধান্য। **আউশ-ধান**—আশুধান্য যাহা বর্ষাকালে কাটা হয়। **ষাট বা ষেটে ধান**—বোরো ধান। **ধান-কাটা**—ধান পাকিলে ধান গাছ কাটিয়া আটি

বাঁধা। **ধান কোটা, ধান ভানা, ধান কাঁড়া**—তুষ ছাড়াইয়া ধান হইতে চাল বাহির করা। **ধানকুটুনী**—ধান-ভানুনী। **ধানগাছের তক্তা**—অসম্ভব বস্তু। **ধান ঠেঙ্গানো**—কাটা ধান পাটায় আছড়াইয়া ঝরানো। **ধান দূর্বা**—বরণ আশীর্বাদ প্রভৃতির উপকরণ-স্বরূপ ধান ও দূর্বা (যাও তোমাকে ধান দূর্বা দিয়ে বরে নেবে—বিদ্রূপাত্মক উক্তি)। **ধান দিয়া লেখাপড়া শেখা**—নামমাত্র খরচে বা গুরু মহাশয়ের দক্ষিণা ফাঁকি দিয়া অকিঞ্চিৎকর বিদ্যালাভ। **ধান নাড়িয়া দেওয়া**—ধানের চারা গজাইলে স্থানান্তরে রোপণ করা। **ধান পালা দেওয়া**—সুশৃঙ্খল ভাবে ধান গাদি করা। **ধানবাড়ি**—ঋণ-স্বরূপ দেওয়া ধান, যাহা পরিশোধের সময়ে বেশী দিতে হয়। **ধান বোনা**—জমিতে ধান ছড়ানো (এরূপ ধানের চারা আর তুলিয়া রোপণ করা হয় না)। **ধান ভানিতে শিবের গীত**—অপ্রাসঙ্গিক বিষয়ের অবতারণা। **ধান মাড়াই**—বিছানো ধানের উপরে গরু চালাইয়া ধান ও খড় আলাদা করা। **ধান শুকানো**—সিদ্ধ ধান রোদে দিয়া ভানিবার যোগ্য করা। **উড়ি-ধান**—বন্য ধান-বিশেষ, ইহা সাধারণতঃ পাকিয়া ঝরিয়া পড়ে ও সময়ে পুনরায় তাহা হইতে গাছ হয়। **ঝরাধান**—যে ধান পাকিয়া ক্ষেতে ঝরিয়া পড়িয়াছে। **বীজধান**—যে সুপুষ্ট ধান বপন করিবার জন্য রাখা হয়। **কত ধানে কত চাল তাহা জানা**—প্রকৃত অবস্থা বা খবর রাখা; ওয়াকিবহাল হওয়া; দায়িত্ব-জ্ঞান সম্পন্ন হওয়া।

ধান—[ধা+অন] নিধান, আধার; ধানী দ্রঃ।

ধানশী, সী—ধনাশ্রী নামক রাগিণী বিশেষ। [সং. ধনাশ্রী]।

ধানাই-পানাই—বাজে-বাজে কথা। [প্রাদে.]।

ধানী—আধার, স্থান (নস্যধানী)। [ধান+ঈপ্]।

ধানী—ণ. ধানের; ধানের মত, ছোট। **ধানী জমি**—ধান্য উৎপাদনের উপযোগী জমি। **ধানী মরিচ**—ধানের মত ছোট লঙ্কা। [ধান+বাং. ঈ]

ধানুকী—[সং. ধানুষ্ক] ণ. বি. ধনুর্ধারী।

ধানুষ্ক—ধনুর্বাণধারী সৈন্য; ধনুর্বিদ্যায় পারদর্শী। [সং.]।

ধানেয়, ধানেয়ক—ধনে। [সং.]।

ধান্দা, ধান্ধা—জীবিকার জন্য প্রচেষ্টা, রোজগারের ফিকির, কষ্টে জীবিকার্জন (পেটের ধান্দায় ফেরা, দুঃখ-ধান্দা করে পেট চালানো); (প্রাচীন বাংলায় ও পূর্ববঙ্গে : ধাঁধা, সংশয়)।

ধান্য—[ধা (পোষণ করা)+য] ধান ও ধানগাছ; তুষযুক্ত শস্য; যব গম মুগ মাষকলাই প্রভৃতি; রতির চার ভাগের এক ভাগ। **ধান্যত্বক্**—তুষ। **ধান্যপঞ্চক**—শালি ব্রীহি শূক শিম্বি ক্ষুদ্র—এই পাঁচ প্রকার ধান্য। **ধান্য বীজ**—ধানের বীজ; ধনিয়া। **ধান্য-শীর্ষক**—ধানের শীষ। **ধান্যাম্ল**—কাঁজি। **ধান্যেশ্বরী**—ধেনো মদ (পরিহাসে)। **ধান্যোত্তম**—শালিধান্য।

ধান্যাক, ধান্যক—ধনে।

ধাপ—সিঁড়ির পৈঠা (ধাপে ধাপে উঠে গেছে)।

ধাপড়া, ধাবড়া—খানিকটা জায়গা জুড়িয়া অসুন্দর বা অবাঞ্ছিত দাগ।

ধাপধাড়া-গোবিন্দপুর—নগণ্য দূরবর্তী স্থান।

ধাপা—[সং. স্তূপ ? ইং. dump] কলিকাতার নিকটবর্তী স্থান বিশেষ যেখানে কলিকাতার নানা ধরণের আবর্জনা নিক্ষিপ্ত হয় (ধাপার মাঠ)।

ধাপ্পা—[হি.] ছলনা, ধোকা, দম, প্রতারণা (ধাপ্পা দেওয়া=মিথ্যা আশ্বাস উপদেশ বা ভয় প্রদর্শন)। **ধাপ্পাবাজ**—দম্‌বাজ, যে ধাপ্পা দেয়। বি. **ধাপ্পাবাজি**—ধাপ্পাবাজের কাজ, প্রতারণা।

ধাবক—[ধাব্+অক] ধাবনকারী, শীঘ্রগামী বি. দূত; পত্রবাহক; ধোবা।

ধাবকা—চাপ, হিড়িক, প্রভাব; ধকল। **ধাবকি**—চাপ; ধাপ্পা; ভয় দেখানো (ধাবকি দেওয়া)।

ধাবড়া, ধ্যাবড়া—ণ. ছড়াইয়া বা লেপিয়া গিয়াছে এমন কিছু। **ধাবড়ানো**—ক্রি. ধেবড়ে যাওয়া, ছড়াইয়া লেপিয়া যাওয়া বা নোংরা করা (কাগজ ভাল নয়, সেজন্য কালি ধেবড়ে গেছে)।

ধাবন—দৌড়ন, বেগে গমন; ধৌতকরণ (দন্ত ধাবন)। [ধাব্+অনট্]। **ধাবন কুর্দন**—দৌড়-ঝাঁপ, দৌড়ানো ও লাফানো। **ধাবমান**—ণ. ছুটিতেছে এমন (ধাবমান অশ্ব)। [ধাব্+শানচ্]।

ধাবাড়—দৌড়, দ্রুতগমন। **ধাবাড়ে**—ণ. দ্রুত গমনশীল। **ধাবাধাবি**—দৌড়াদৌড়ি। **ধাবিত**—ণ. যে দৌড়িয়াছে; অনুসৃত; ধৌত। [ধাব্+ক্ত]

ধাম (-মন্)—[ধা+মন্] গৃহ, বাসস্থান (নাম-

ধাম); স্থান (স্বর্গধাম); পুণ্যস্থান, তীর্থস্থান, দেবতার স্থান (বৃন্দাবন ধাম); আধার, আস্পদ (গুণধাম); প্রভাব, তেজ। [করা।

ধামগুজারি—ধুমধাম, লাফালাফি, দৌরাত্ম্য

ধামসা—বাদ্যযন্ত্র-বিশেষ, বড় নাগারা।

ধামসানো—ক্রি. মর্দিত বা দলিত করা। বি. **ধামসানি**।

ধামা—[সং. ধামক] বেতের ঝুড়ি-বিশেষ। **ধামাচাপা দেওয়া**—চাপিয়া যাওয়া, গোপন করা; বন্ধ রাখা; অন্যের চোখে না পড়ে তার জন্য অন্ততঃ সাময়িক ব্যবস্থা করা। **ধামা-ধামা**—অপর্যাপ্ত। **ধামা-ধরা**—খোসামুদে, জো-হুকুম।

ধামার—সংগীতের তাল বা রাগিণী বিশেষ।

ধামাল—ণ. দামাল, দুরন্ত, উপদ্রবকারী। বি. **ধামালি**—দুরন্তপনা; কৌতুক; চাতুরী।

ধামি,-মী—ছোট ধামা।

ধার—ণ. ধারণকারী (কর্ণধার), বি. প্রান্তভাগ, শেষ সীমা (বনের ধারে; ধারে কাছে); তীর (নদীর ধারে); তীক্ষ্ণতা, অস্ত্রের তীক্ষ্ণ অংশ (কাটারির ধার পড়ে গেছে), ধারা (দুধের ধার), বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা, তেজ (ছেলের ধার আছে); সম্পর্ক, সংস্রব (কারও ধার ধারে না); দেনা ঋণ (ধার-কর্জ)। [ধৃ + অ]। **ধার চুকানো**—কর্জ শোধ দেওয়া। **ধার ধারা**—সংস্রব রাখা, খাতির করা; নিজেকে কোন রকমে ঋণী বোধ করা। **ধারধোর করা**—ধার করা, চেয়ে চিন্তে নেওয়া ইত্যাদি। **ধারে কাটা আর ভারে কাটা**—স্বাভাবিক ক্ষমতায় কার্য করা আর প্রভাব-প্রতিপত্তির সাহায্যে কার্য করা। **ধারে খাটানো**—সুদী কারবারে টাকা খাটানো।

ধারক—[ধারি + ণক] বি. ণ. ধারণকর্তা, পুরাণ-পুস্তক সামনে রাখিয়া যে পুরাণ-পাঠকের ভ্রম-প্রমাদাদি অপনোদনে সাহায্য করে (তন্ত্রধারক); অধমর্ণ; যে ঔষধে ভেদ বন্ধ হয়; কলস, পাত্র। **আদর্শের ধারক ও বাহক**—যিনি আদর্শের তত্ত্ব পরিজ্ঞাত এবং সেই আদর্শ সর্ব-সাধারণের সমক্ষে উপস্থাপিত করিতে যত্নশীল।

ধারণ—[ধারি + অনট্] গ্রহণ, অবলম্বন (যষ্টি ধারণ, ভেক ধারণ), পরিধান (কৌপীন ধারণ); পরিগ্রহ (রূপ, মূর্তি ধারণ); ধরিয়া রাখা (কলসিতে জল ধারণ); ভিতরে লওয়া; হস্তে বা অঙ্গে গ্রহণ (বর্ম ধারণ; মাদুলী ধারণ; বক্ষে ধারণ; অসি ধারণ); সংবরণ (বেগ ধারণ); বহন (বাসুকী পৃথিবী ধারণ করে); স্মরণ, মনে রাখা (উপদেশ ধারণ, ধারণ ক্ষমতা); গ্রহণ (নাম ধারণ); স্থাপন (মাথায় আশীর্বাদী ফুল ধারণ)। **ধারণা**—[ধারি + অনট্ + আপ্] বোধ, অনুভূতি, প্রতীতি, জ্ঞান (ধারণা হওয়া); বিশ্বাস, সংস্কার (এ ধারণা বদলাবে না); সিদ্ধান্ত, নির্ধারণ (ধারণা করা); পরিচিন্তন, অভিনিবেশ (ব্রহ্মের ধারণা; মাধ্যাকর্ষণের ধারণা); চিত্তের একাগ্রতা সাধন (যোগে); ধারণ। **ধারণাবান্** (-বৎ)—ণ. মেধাবী। **ধারণীয়**—ণ. ধারণ-যোগ্য। **ধারয়িতা** (-তৃ)—ধারণকর্তা। স্ত্রী **ধারয়িত্রী**—ধারণকর্ত্রী; পৃথিবী। **ধার-য়িষ্ণু**—ধারণশীল।

ধারা—ক্রি. ঋণী হওয়া বা থাকা।

ধারা—[ধারি + অ + আপ্] নিরন্তর ক্ষরণ, প্রবাহ, স্রোত (বৃষ্টির ধারা, জলের ধারা, নয়নধারা); বৃষ্টি, নির্ঝর, ঝরণা (সংস্র ধারা); শ্রেণী, পারম্পর্য (ধারাবাহিক); শৃঙ্খলা, নিয়ম (কাজের ধারা), রীতি, ধরণ (কেমন ধারা); ব্যবস্থা, চালচলন (যদি তোমার বাপের ধারা ধর—রাম-প্রসাদ), আইনের পরিচ্ছেদ, প্রকরণ (আইনের ধারা), অস্ত্রের তীক্ষ্ণ প্রান্তভাগ (বাংলায় তেমন ব্যবহার নাই), পঞ্চবিধ অশ্বগতি (আস্কন্দিত, বল্গিত, প্লুত ইত্যাদি)। **ধারা-কদম্ব**—কেলিকদম্ব। **ধারাকারে**—অজস্র ভাবে, স্রোতের আকারে। **ধারাক্রমে**—ধারাকারে, ধারাবাহিকভাবে। **ধারাগৃহ**—ফোয়ারাযুক্ত গৃহ। **ধারাঙ্কুর**—জলকণা; করকা, রণস্থলে অগ্রবর্তী সৈন্য। **ধারাঙ্গ**—তীক্ষ্ণ ধারাযুক্ত অস্ত্র; খড়্গ। **ধারাট**—চাতক (বৃষ্টিধারা-প্রার্থী); মেঘ (জলকণা ধারণ করে); অশ্ব (দৌড়ের পঞ্চবিধ ভঙ্গিযুক্ত); হস্তী (মেঘের মত)। **ধারাধর**—মেঘ। **ধারাপাত**—জলধারার পতন; অঙ্কশিক্ষার প্রাথমিক পুস্তক-বিশেষ। **ধারাযন্ত্র**—ফোয়ারা; স্নানের কৃত্রিম ঝরণা, shower. **ধারাবাহিক, ধারা-বাহী**(-হিন্)—ণ. অবিচ্ছিন্ন, ক্রমিক। **ধারা-বাহিকতা**—পারম্পর্য, অবিচ্ছিন্নতা। **ধারা-বিষ**—যে অস্ত্রের ধার বিষের মত সাংঘাতিক অথবা বিষ-মিশ্রিত। **ধারাল**—শাণিত, তীক্ষ্ণ-

ধার। **ধারাসম্পাত, ধারাসার**—নিরবচ্ছিন্ন ধারায় বৃষ্টিপাত। **ধারাস্নান**—ঝরণায় স্নান, shower bath. [কিনারা (ধারী বাঁধানো)।
ধারি,-রী—মেটে ঘরের ইষ্টক-নির্মিত চারিধার,
ধারিণী—প. ধারণকারিণী (বহুবলধারিণী, গর্ভ-ধারিণী); বি. পৃথিবী। [ধৃ+ণিন্+ঈপ্]। **ধারিত** —যাহা ধরান হইয়াছে; গ্রাহিত; বাহিত; স্থাপিত। **ধারী** (-রিন্)—ধারণকারী। **ধারী**— [বাং. ধার+ঈ] ধারাল (ক্ষুরধারী); ঋণী, ধারুয়া।
ধারোষ্ণ—[ধারা+উষ্ণ] প. সদ্য দোহন-হেতু উষ্ণ (দুগ্ধ)। [সং.]।
ধার্তরাষ্ট্র—ধৃতরাষ্ট্রের পুত্র। [ধৃতরাষ্ট্র+অ]।
ধার্ম—প. ধর্মবিষয়ক। [ধর্ম+অ]। **ধার্মিক** —[ধর্ম+ইক] প. ধর্মকর্মে স্বভাবতঃ অনুরাগী, ধর্মপরায়ণ। স্ত্রী. **ধার্মিকা**।
ধার্য—[ধৃ+য] প. ধারণীয়, গ্রাহ্য, পালনীয় (শিরোধার্য); নির্ধারিত, স্থিরীকৃত (বিবাহের দিন ধার্য হইয়াছে)। **ধার্যমাণ**—যাহাকে ধারণ করা যাইতেছে।
ধাষ্টামো,-মি, ধাষ্টেমো—ধৃষ্টতা, আস্পর্ধা।
ধিক্—অব্য. নিন্দা লজ্জা ভর্ৎসনা বিরক্তি আত্মগ্লানি প্রভৃতি জ্ঞাপক, ধিক্কার (ধিক্ এমন জীবনে) **ধিক্ ধিক্**—তীব্র ধিক্কার জ্ঞাপক। **ধিক্কার, ধিক্ ক্রিয়া**—ধিক্ উক্তি; নিন্দা, ভর্ৎসনা; আত্মগ্লানি (নিন্দায় ধিক্কারে পঞ্চমুখ; ধিক্কারে জীবন ভরিয়া গেল)। প. **ধিক্কৃত**—নিন্দিত, অবজ্ঞাত, ভর্ৎসিত। [(ধিকি ধিকি দাহ)
ধিকিধিকি—অব্য. নিরন্তর মৃদু জ্বলনের ভাব
ধিগ্ দণ্ড—ভর্ৎসনারূপ শাস্তি। [ধিক্+দণ্ড]।
ধিঙ্গি, ধিঙ্গী—স্বেচ্ছাচারিণী, প্রগল্ভ, উদ্দাম, বেহায়া (ধিঙ্গী মেয়ে)। **ধিঙ্গীপনা**— নির্লজ্জ আচরণ।
ধিন্, ধিন্-ধিন্, ধিনতাধিনা, ধিনিকি-ধিনিকি—অব্য. নৃত্যের শব্দভঙ্গি; বাজনার বোল। **ধিনিকেষ্ট**—যে কৃষ্ণের মত ধিন্‌ধিন্ করিয়া নাচিয়া বেড়ায়, দায়িত্বহীন ফুর্তিবাজ ব্যক্তি।
ধিম্ ধিম্—অব্য. মাদলের ধ্বনি।
ধিমা, ধিমে—ঢিমা (দ্রঃ)। **ধিমানো, ঢিমানো**—ক্রি. ঢিলেমি করা, শিথিলভাবে কাজ করা।
ধিয়া, ধিয়া-তা-ধিয়া—অব্য. বাদ্যের ও নৃত্যের শব্দ বা ভঙ্গি।

ধিয়ান—ধেয়ান দ্রঃ। **ধিয়ায়**—ক্রি. ধ্যান করে [(পদ্যে)।
ধিরজ—(গ্রাম্য) প. ধীর, মন্থরগতি (কাজে বড় ধিরজ)। [(কাব্যে)।
ধিরি ধিরি—ক্রি. প. ধীরে ধীরে, মৃদুগতি
ধী—[ধ্যৈ (চিন্তা করা) + ক্বিপ্] বুদ্ধি, জ্ঞান, মতি (ধীমান্, সুধী)। **ধীগুণ**—বুদ্ধি-শক্তির গুণ, যথা:—শুশ্রূষা (জানিবার ইচ্ছা), শ্রবণ, গ্রহণ, ধারণ, উহ (তর্ক), অপোহ (সন্দেহচ্ছেদ), অর্থ-জ্ঞ.ন, তত্ত্বজ্ঞান। **ধীমান্** (-মৎ)—বুদ্ধিমান্, বিবেচক, পণ্ডিত। স্ত্রী. **ধীমতী**। **ধীশক্তি** —বুদ্ধিশক্তি। **ধীসম্পন্ন**—বুদ্ধি-বিচারসম্পন্ন। **ধীসচিব**—বুদ্ধিদাতা মন্ত্রী। **ধীহারা**— জ্ঞানহারা।
ধীবর—[ধি (মৎস্য) + বর] জেলে। স্ত্রী. **ধীবরী**—কৈবর্তের স্ত্রী।
ধীর—[ধী+রা (গ্রহণ করা) +অ—যে কষ্ট-আদি সহ্য করিতে পারে] প. মন্থর, মৃদু (ধীর-গতি, ধীরে ধীরে); ধৈর্যশালী (অধীর); পণ্ডিত, বিজ্ঞ; অচঞ্চল, অনুদ্ধত, শান্ত, গম্ভীর (ধীর কণ্ঠ); স্থির (ধীরভাব); বিবেচক (ধীর ব্যক্তি); বিনীত, শান্ত, নম্র (ধীর স্বভাব)। বি. **ধীরতা, ধীরত্ব, ধৈর্য**। স্ত্রী. **ধীরা**— ধীর প্রকৃতির নারী; নায়িকা-বিশেষ, অপরাধী নায়কের প্রতি ব্যবহারে যে অস্থিরতার পরিচয় দেয় না, শুধু বক্রোক্তি করিয়া উপহাস করে। **ধীর-প্রশান্ত**—ধীর ও শান্ত; যাহার সাধারণ অনেক গুণ আছে এমন নায়ক। **ধীরললিত**—যে নায়ক নম্র প্রফুল্ল এবং নৃত্যগীতাদিপ্রিয়। **ধীরা-ধীরা**—যে নায়িকা একই সঙ্গে ধীরা এবং অধীরা, যাহার কোপপ্রকাশ কিয়ৎ পরিমাণে অব্যক্ত থাকে। **ধীরে**—ব্যস্ত না হইয়া; মন্দ গতিতে। **ধীরে ধীরে**—অত্বরিতভাবে; অনুচ্চস্বরে। **ধীরেসুস্থে**—ব্যস্ত না হইয়া, ধীরে ধীরে, আরাম করিয়া (সুস্থ দ্রঃ)। **ধীরোদাত্ত**—ধীর ও মহৎ প্রকৃতি-সম্পন্ন (নায়ক যথা—রাম যুধিষ্ঠিরাদি)। **ধীরোদ্ধত** —একই সঙ্গে ধীর ও উদ্ধত (নায়ক); আত্মশ্লাঘাকারী।
ধুঁকন—ক্রি. ক্লেশ শ্রান্তি প্রভৃতি হেতু ঘন ঘন নিঃশ্বাস ত্যাগ করা; হাঁফানো, নির্জীব হইয়া পড়া। **ধুঁকনি, ধুঁকুনি**—ঘন ঘন শ্বাস ত্যাগ।

ধুঁদুল, ধুঁধুল, ধুন্দুল—ঝিঙে-জাতীয় তরকারি, তরুই।

ধুকধুক—অব্য. হৃৎপিণ্ড স্পন্দিত হওয়ার শব্দ ; বি. **ধুকধুকানি**। **ধুকধুকি**—ছোট ছেলেমেয়ের গলার পদক-বিশেষ। **ধুকপুক, ধুকুর-পুকুর**—আন্দোলনের ভাব, ভয়হেতু অস্বস্তি অস্থিরতা ইত্যাদি। বি. **ধুকপুকুনি**। **ধুকুধুকু**—ধুকধুকের চেয়ে মৃদুতর।

ধুকড়ি, ধুকড়ি—ধোকড় দ্রঃ।

ধুকা, ধুঁকা—ক্রি. ঘন ঘন শ্বাস ত্যাগ করা, এরূপ শ্বাস ত্যাগ করিয়া নির্জীব হইয়া পড়া।

ধুচুনী(নি)—চাল ধুইবার সচ্ছিদ্র পাত্র-বিশেষ।

ধুড়ধুড়—দুদ্দুড়ি দ্রঃ।

ধুৎ—অব্য. ধৎ (দ্রঃ), অসম্মতি বিরক্তি লজ্জা অবজ্ঞা প্রকাশক। **ধুৎধুৎ**—দূর দূর ; অবজ্ঞা প্রকাশ করিয়া বিতাড়ন। **ধুত্তোর**—দুৎ, দুত্তোর দ্রঃ।

ধুতি—পুরুষের পরিধেয় বস্ত্র-বিশেষ ; উৎকোচ, উপঢৌকন (ধুতি খাওয়া—ঘুষ খাওয়া)। [ধটী]।

ধুতুরা, ধুতুরা—ধুস্তুর বৃক্ষ ও তাহার ফল।

ধুধু—অব্য. বিস্তৃতি শূন্যতা বা নির্জনতা-জ্ঞাপক (শূন্য মাঠ ধুধু করছে); আগুন জ্বলার শব্দ, দাউ দাউ (আগুন ধুধু করে জ্বলছে)।

ধুনখারা,-খরা—ধনুখরা, তুলা ধুনিবার যন্ত্র।

ধুনাচি,-নু-,-নো-—ধুনা জ্বালাইবার পাত্র।

ধুনা, ধোনা—ক্রি. ধুনখারার সাহায্যে ধুলা পরিষ্কার করা ও পেঁজা (তুলা ধুনা) ; প্রবল প্রহার দেওয়া (তুলা ধুনা দ্রষ্টব্য)। বি. **ধুনানি**।

ধুনী—[সং. ধূম] সন্ন্যাসীদের অগ্নিকুণ্ড (ধুনী জ্বালানো) ; [ধু+নি+ঈপ্] নদী (সুরধুনী)।

ধুনুরি,-রী, ধুনারী—যে তুলা ধুনে।

ধুন্ধুকার—প. অন্ধকার, ধুমাকার, অস্পষ্ট।

ধুন্ধুমার—গৃহধূম, ঝুল ; বিষম গণ্ডগোল, তুমুল কাণ্ড (ধুন্ধুমার বাধানো) ; কুবলয়াশ্ব নামক পৌরাণিক রাজা ; প. তুমুল (ধুন্ধুমার কাণ্ড)। [সং.]।

ধুপ্—অব্য. ভারী ও অপেক্ষাকৃত অকঠিন বস্তুর পতনের শব্দ। **ধুপ্ ধুপ্, ধুপ্ ধাপ্**—ব্যাপক ধুপ্। **ধুপুস্ ধুপুস্**—উপর্যুপরি ধুপ্ ধুপ্ করিয়া পতনের বা প্রহারের কোমল শব্দ।

ধুপ—[হি.] রৌদ্র।

ধুপছায়া—বি. প. রৌদ্র ও ছায়ার সংযোগ ; ময়ূরকণ্ঠী রং বা রংযুক্ত (ধুপছায়া শাড়ী)।

ধুপি—[সং. স্তূপ] ক্ষুদ্র স্তূপ, ঢিপি। **ধুপি পিঠা**—চাউলের গুঁড়া গুড় নারিকেল প্রভৃতি দিয়া ভাপে প্রস্তুত পিষ্টক-বিশেষ।

ধুপী,-বী—[হি. ধোবী] রজক।

ধুবকা—গানের ধুয়া ; গীত-বিশেষ।

ধুবন—[ধু (কাঁপান) + অনট্] কম্পন, অগ্নি। **ধুবিত্র**—মৃগচর্ম-নিৰ্মিত ব্যজন (যজ্ঞাগ্নি প্রজ্বলনে ব্যবহৃত হইত) ; তালের পাখা।

ধুম্—অব্য. ভারি বস্তু পতনের শব্দ ; কিলের শব্দ। **ধুম্ ধুম্**—উপর্যুপরি কিল বা গুরু পদক্ষেপ ইত্যাদির শব্দ। ক্রি. **ধুম্‌ধুমানো**।

ধুম, ধূম—সমারোহ, জাঁকজমক, সোরগোল, (পূজার, বিবাহের ধুম) ; ভীড়, প্রাচুর্য (গঙ্গা স্নানের ধুম) ; প. তুমুল, বিপুল (ধুম কীর্তন, ধুম ঝগড়া)। **ধুমধড়াক্কা**—ধুমধাম, ঘটা, বাগুত্তা ও সোরগোলপূর্ণ ব্যাপার। **ধুমধাম**—সমারোহ, জাঁকজমক (ধুমধামের বিয়ে)।

ধুমড়ী—বোষ্টমী (অবজ্ঞায়) ; ঢেমনী।

ধুমসা,-সো—প. বে-মানান মোটা (ধুমসা গড়ন, লোক)। স্ত্রী. **ধুমসী**—স্থূলকায়া, স্থূলোদরী।

ধুম্‌সানো—ক্রি. ধুম্ ধুম্ করিয়া কিল মারা ; যথেষ্ট প্রহার দেওয়া (খুব ধুম্‌সে দিয়েছে)। **ধুমুস্ ধুমুস্**—উপর্যুপরি কিল দেওয়া বা দুরমুশ করার শব্দ।

ধুমুল—বি. খোলের বাদ্য (ধমল দ্রঃ)। **ধুমুল দেওয়া বা বাজানো**—গান আরম্ভের প্রথমে খোল বাজানো। [স্ত্রী. **ধুম্রী**।

ধুম্র, ধুম্বো—প. ধুম্‌সো, বিশ্রী ভাবে মোটা ও লম্বা।

ধুম্বল, ধুম্বুল—ধুমুল দ্রষ্টব্য।

ধুয়া—[সং. ধ্রুবক] গানের যে পদ বার বার গাওয়া হয় (গানের ধুয়া) ; যে উক্তি বার বার করা হয় (ঐ তো তোমাদের এক ধুয়া)। **ধুয়া তোলা**—কোন অকিঞ্চিৎকর উক্তি বা মত বার বার প্রচার করা, অছিলা করা। **ধুয়া ধরা**—ধুয়া তোলা ; গানের ধুয়া গাওয়া।

ধুরন্ধর—[ধুর (ভার) যে ধারণ করে, ধুরা+ধৃ+অ] প.বি. ভারবাহী (বৃষ) ; যে অনায়াসে কার্যভার বহন করিতে পারে ; কার্যকুশল ; অগ্রণী, প্রধান পুরুষ ; (ব্যঙ্গে) চতুর, ধড়িবাজ, বখাটে, যে সব কাজ পণ্ড করে (ছেলে ধুরন্ধর হয়ে উঠেছে ; তোমার ধুরন্ধর ছেলের এই কাজ)।

ধুরপদ—ধ্রুপদ দ্রঃ।

ধুরা—ভার ; শকটের অক্ষদণ্ড, axle। [সং.]

ধুরীণ, ধুরীয়—ণ. ধুরন্ধর, কার্যদক্ষ; বি. বৃষ। [সং.]।

ধুর্য, ধুর্বহ—ভারবাহী বৃষ; অশ্ব গজ প্রভৃতি বাহন; কর্ম-নির্বাহক; প্রধান; বিষ্ণু। [সং.]

ধুল—ধূল দ্রঃ।

ধুলা—[হি. ধুস্‌সা] মোটা অমসৃণ পশমী বস্ত্র-বিশেষ (লাহোরী ধুসা। গ্রাম্য: ধোসা)।

ধুস্তর, ধুস্তূর, ধুত্তর, ধুত্তূর—(কমনীয় কিন্তু প্রাণনাশক) ধুতুরা গাছ। [সং]।

ধুঁয়া—ধোঁয়া দ্রষ্টব্য।

ধুতি—কম্পন। [সং.]।

ধুধু—ধু ধু দ্রষ্টব্য; ভেরীর ধ্বনি।

ধুনা, ধুনো—শাল গাছের নির্যাস, সর্জরস (পোড়াইলে সুগন্ধ ধুঁয়া হয়)। **ধুনা দেওয়া**—ধুনা পোড়ানো (গৃহের বায়ু নির্মল করিবার জন্য ব্যবহৃত হয়)। **ধুপ ধুনা দেওয়া**—পূজায় ধুপধুনা পোড়ানো। **ধুনাচি, ধুনুচি**—যে পাত্রে ধুনাচূর্ণ পোড়ানো হয়।

ধূপ—[ধূপ্ (সন্তপ্ত করা)+অ] নানাগন্ধদ্রব্যের দ্বারা প্রস্তুত দ্রব্য-বিশেষ ও তাহা হইতে উদ্গত সুগন্ধ ধূম, বিশেষ ভাবে পূজায় ব্যবহৃত হয় (তোরা ছেলের মুখে থুতু দিয়ে মার মুখে দিস্ ধূপের ধোঁয়া —নজরুল)। (মিশ্রিত গন্ধদ্রব্যের সংখ্যানুসারে পঞ্চাঙ্গ, ষড়ঙ্গ, দ্বাদশাঙ্গ, ষোড়শাঙ্গ ইত্যাদি নাম দেওয়া হয়)। **ধূপচি, ধূপতি, ধূপিকা, ধূপদান, ধূপপাত্র**—ধুনাচি। **ধূপছায়া**—ধুপছায়া দ্রষ্টব্য। **ধূপদীপ**—ধূপ ও ঘৃতদীপ। **ধূপবাস**—ধূপের গন্ধ। **ধূপন**—ধূপ পোড়াইয়া সুগন্ধীকরণ। **ধূপযন্ত্র**—ধোঁয়া দিয়া বিশুদ্ধ করিবার যন্ত্র। **ধূপাগুরু**—অগুরু-বিশেষ। **ধূপাঙ্গ**—তারপিন তৈল। **ধূপমুদ্রা**—দেব-পূজায় ধূপদানার্থ অঙ্গুলির বিন্যাস-বিশেষ। **ধূপায়িত, ধূপিত**—পথশ্রান্ত; ধূপের দ্বারা সুগন্ধীকৃত।

ধূম—[ধূ (কাঁপা)+ম] ধোঁয়া; ঝুল (গৃহ-ধূম); ধুম, মহাড়ম্বর; কুয়াশা, মেঘ। **ধূমকেতন**—অগ্নি; ধূমকেতু। **ধূমকেতু**—সপুচ্ছ জ্যোতিষ্ক-বিশেষ, comet. **ধূমজ**—মেঘ। **ধূমধ্বজ**—অগ্নি, ধূমকেতু। **ধূমপ**—ধূমপায়ী তপস্বী। **ধূমপথ**—ধূমনির্গম-পথ, চিমনী। **ধূমপায়ী (-য়িন্)**—ধূমপান যাহার প্রিয়, তামাকখোর। **ধূমপ্রভা**—ধূমময় নরক। **ধূমযোনি**—মেঘ, অগ্নি। **ধূমল**—ণ. কৃষ্ণ-লোহিত, ধূম্রবর্ণ, বেগুনি রংএর। [কলায়ের আটা; পাঁপর।

ধূমলী—কৃষ্ণবর্ণা স্থূলাঙ্গী; কলহকারিণী; মাষ-

ধূম্রাকার—ণ. যাহার আকার ধূমের ন্যায় ঝাপসা; ধূমে পরিপূর্ণ। [সং.]। **ধূম্রাভ**—ণ. ধূম্রবর্ণ, ধোঁয়ার ন্যায় বর্ণ-বিশিষ্ট।।

ধূমাবতী—দশমহাবিদ্যার অন্যতমা, তামস শক্তি-রূপিণী। **ধূমায়ন**—ধোঁয়ানো। ণ. **ধূমায়িত**—যাহা হইতে ধূম নির্গত হইতেছে, ধূমময়, ধূমে আচ্ছন্ন (ধূমায়িত অগ্নি)। **ধূমিত**—ধূমযুক্ত; ব্যসনগ্রস্ত; অত্যন্ত ক্রোধ-বিশিষ্ট। **ধূমী (-মিন্)**—ধূমবহুল। **ধূমোদ্গার**—চিমনী আদি হইতে প্রচুর ধূম নির্গম।

ধূম্র—ণ. ধূমের মত বর্ণ-বিশিষ্ট, কপিশ (ধূম্র পাহাড়)। **ধূম্রক**—উষ্ট্র। **ধূম্রলোচন**—কপোত, পায়রা; শুম্ভ-নিশুম্ভ দৈত্যের সেনাপতি। **ধূম্রবর্ণ**—কৃষ্ণলোহিত বর্ণ। **ধূম্রবর্ণা**—অগ্নির সপ্ত জিহ্বার একটি।

ধূর্জটি—(যাঁহার জটা ধূম্রবর্ণ, যিনি ত্রিভুবনের ভার বহন করেন) শিব। [সং.]।

ধূর্ত—[ধূর্ব্ (হিংসা করা)+ক্ত] ণ. শঠ, প্রবঞ্চক, ধড়িবাজ, চালাক; জুয়াড়ী; বি. ধুতুরাগাছ। **ধূর্ততা, ধূর্তামি (-ম, -মো)**—শঠতা, ধড়িবাজি, চালাকি। **ধূর্তক**—শৃগাল। **ধূর্ত জন্তু**—মানুষ।

ধূল, ধুল—ধূলি; ১ কড়ার ভগ্নাংশ; ১/২০ কাঠা। (কাঠায় কাঠায় ধূল পরিমাণ—শুভঙ্করী)।

ধুলট, ধুলোট সঙ্কীর্তনের শেষে ভাবাবেশে ধূলায় লুণ্ঠনের উৎসব।

ধূলদণ্ডা—গণিতবিদ্ শুভঙ্করের ছদ্মনাম।

ধূলা, ধুলা, ধুলো—[সং. ধূলি] ধূলি; ধূলির মত চূর্ণ; মাটী। **ধুলা উড়ানো**—দ্রুত গমন অথবা ঝাড়ু দেওয়ার ফলে ধূলা উৎক্ষিপ্ত হওয়া। **ধুলাখেলা**—শিশুর ধূলামাটি লইয়া খেলা; ধূলাখেলার মত দায়িত্বশূন্য ব্যবহার। **ধুলাঘর**—খেলাঘর। **ধুলাঝাড়া**—শরীর বা কোনও বস্তু হইতে ধুলা ঝাড়িয়া ফেলা; ধুলা ঝাড়ার মত অল্প প্রহার (ওকে কি আর মার বলে, ও ধুলা ঝাড়া)। **ধুলো-পড়া**—মন্ত্রপূত ধূলি বা তাহার প্রয়োগ। **ধুলো-পা**—বিবাহের পর ৭ দিন মধ্যে কন্যার একা পিতৃগৃহে আগমন। **ধুলো-মুঠো ধরিলে সোনা-মুঠো হয়**—

ভাগ্যের প্রসন্নতার দিনে যে কোন উপায়ে প্রচুর অর্থাগম হয় অথবা সাফল্য লাভ হয়। **গায়ে ধুলা দেওয়া**—তুচ্ছতাচ্ছিল্য করা; পাগল জ্ঞান করা। **গায়ের ধুলা ঝাড়া**—পরাভবের গ্লানি বিস্মৃত হইতে চেষ্টা করা। **চোখে ধুলা দেওয়া**—প্রবঞ্চনা করা। **পায়ের ধুলা দেওয়া**—পদার্পণ করিয়া কৃতার্থ করা। **পায়ের ধুলা লওয়া**—পাদস্পর্শ করিয়া সেই হাত মাথায় ঠেকানো; গভীর ভক্তি প্রদর্শন করা।

ধূলি,-লী—[ধূ (কাঁপা)+লিক্] ধুলা, মাটির গুঁড়া, পাংশু, রেণু, রজঃ। **ধূলিকণা**—ধূলির সূক্ষ্ম অংশ। **ধূলিকা**—কুজ্ঝটিকা। **ধূলিকুট্টিম**—চষা ক্ষেত। **ধূলিগুচ্ছক**—আবির। **ধূলিধূসর**—পাণ্ডুবর্ণ। **ধূলিধূসরিত,ধূলিমলিন**—ধুলায় ঢাকা বা ময়লা। **ধূলিধ্বজ**—ঘূর্ণিবায়ু। **ধূলিপটল**—উড্ডীয়মান মেঘের মত ধূলিরাশি। **ধূলিময়**—ধুলাময়,ধুলায় ভরা। **ধূলিমুষ্টি, ধূলিমুঠি**—এক মুষ্টি ধুলা; অতি অকিঞ্চিৎকর (ধূলিমুষ্টি জ্ঞান করা)। **ধূলিলুণ্ঠিত**—ধুলায় পতিত; হৃতগৌরব। **ধূলিশয্যা গ্রহণ**—ধরাশায়ী হওয়া, মাটিতে লুটানো। **ধূলিসাৎ**—ধুলায় পরিণত। **চক্ষে ধূলি দেওয়া**—চোখে ধুলা দেওয়া।

ধূসর—ণ. ঈষৎ পাণ্ডুবর্ণ, পাঁশুটে, ছাই রঙের; বি. কপোত; উষ্ট্র; গর্দভ। **ধূসরিত**—যাহা ধূসরবর্ণ হইয়াছে; ঈষৎ পাণ্ডুবর্ণ। **ধূসরিমা** (-মন্)—ধূসরবর্ণ।

ধৃত—[ধৃ+ক্ত] ণ. যাহা ধরা হইয়াছে (হস্তধৃত); অবলম্বিত, পুস্তকাদি হইতে উদ্ধৃত বা গৃহীত (মল্লিনাথ-ধৃত পাঠ); পরিহিত (বল্কলধৃত); পরিগৃহীত (ধৃতাস্ত্র); আক্রান্ত (ব্যাঘ্র কর্তৃক ধৃত); গ্রেপ্তার করা হইয়াছে এমন, বন্দীকৃত (সেনাপতি ধৃত হয়েছেন)। **ধৃতবর্মা** (-র্মন্)—বর্মে সজ্জিত। **ধৃতব্রত**—ণ. ব্রতধারী। **ধৃতরাষ্ট্র**—কুরুরাজ, দুর্যোধনাদির পিতা। **ধৃতাস্ত্র**—ণ. অস্ত্রধারী। **ধৃতাত্মা** (-ত্মন্)—ণ. আত্মতত্ত্বজ্ঞ; ধৈর্যবান্; সংযতচিত্ত।

ধৃতি—[ধৃ+ক্তি] ধারণ; উদ্ধার; ধৈর্য; স্থিতি; ইচ্ছা; সন্তোষ; সর্বত্র প্রীতি; উৎসাহ। **ধৃতিমান্**(-মৎ)—ধৈর্যশালী; সন্তুষ্ট; ধীর। স্ত্রী. **ধৃতিমতী**। **ধৃতিহোম**—বিবাহ-সম্পর্কিত হোম-বিশেষ।

ধৃষ্ট—[ধৃষ্ (প্রগল্ভ হওয়া)+ক্ত] ণ. উদ্ধত; অপরাধ করিয়াও শঙ্কা বা কুণ্ঠা-রহিত; নির্লজ্জ; বি. নির্লজ্জ মিথ্যাবাদী নায়ক। স্ত্রী. **ধৃষ্টা**—অসতী। বি. **ধৃষ্টতা**—ঔদ্ধত্য; প্রগল্ভতা। **ধৃষ্টদ্যুম্ন**—দ্রুপদ-পুত্র দ্রৌপদীর যমজ ভ্রাতা।

ধৃষ্টাম, ধৃষ্টামি—ঔদ্ধত্য, ধাষ্টামি।

ধেআন—(প্রাচীন বাংলা ও গ্রাম্য) ধ্যান, পরিচিন্তন, বিবেচনা (ধেআন-গেআন নেই)।

ধেই ধেই—নৃত্যের শব্দ ও ভঙ্গি; উদ্দাম নৃত্য বা নির্লজ্জ ব্যবহার-সূচক (ধেই ধেই করে বেড়াচ্ছে)।

ধেড়স—[সং. ডিণ্ডিশ] ঢেঁড়শ।

ধেড়ানো—ক্রি. বেসামাল হইয়া পাত্‌লা বাহ্যে করা (ধেড় হওয়া—গরুবাছুরের অত্যন্ত পাত্‌লা বাহ্যে হওয়া); অপটুতার জন্য কাজ পণ্ড করা; বিশ্রী হস্তাক্ষরে লেখা।

ধেড়ে—ণ. ধাড়ী; অধিক-বয়স্ক; (অবজ্ঞার্থক—ধেড়ে বৌ; ধেড়ে মিন্‌সে)। **ধেড়ে কেষ্ট, ধেড়েঙ্গা**—বিশ্রী ভাবে ধেড়ে ও লম্বা (দিগধেড়েঙ্গা দ্রঃ)।

ধেনু—[ধে (পান করা)+নু] সবৎসা বা নবপ্রসূতা গাভী। **ধেনুদুগ্ধ**—গো-দুগ্ধ। **ধেনুমক্ষিকা**—দংশ-মক্ষিকা, ডাঁশ। **ধেনুষ্যা**—যে গাভীকে বন্ধক দেওয়া হইয়াছে।

ধেনো—ণ. ধান্য-সম্পর্কিত; ধান্যপ্রসূ (ধেনো জমি); ধান্য হইতে প্রস্তুত (ধেনো মদ)।

ধেয়—[ধা+য] ণ. জ্ঞেয়।

ধেয়ান—ধেআন দ্রঃ; ধ্যান করা; চিন্তা করা; ধ্যান; অভিনিবেশ। **ধেয়ানী**—ধ্যানী, ধ্যাননিমগ্ন।

ধৈবত—সঙ্গীতের সাত স্বরের ষষ্ঠ স্বর, ধা। [সং]

ধৈরয—ধৈর্য (পদ্যে)।

ধৈর্য—[ধীর+য] ধীরতা, স্থিরতা, চিত্তের অবিচলিত ভাব, সহিষ্ণুতা (ধৈর্য ধরা)। **ধৈর্যচ্যুত, ধৈর্যহারা**—ণ. ধৈর্যহীন, অস্থির। বি. **ধৈর্যচ্যুতি**। **ধৈর্য ধারণ, ধৈর্যাবলম্বন**—সহিষ্ণু হওয়া, অধীর না হওয়া, ধীরভাবে অপেক্ষা করা। **ধৈর্যশীল,-শালী**(-লিন্)—ণ. অবিচলিত; সহিষ্ণু। স্ত্রী. **-শীলা, -শালিনী**।

ধোআ, ধোওয়া, ধোয়া—ক্রি. ধৌত করা, জলের দ্বারা পরিষ্কৃত করা। **ধোয়ানো**—ধৌত করানো।

ধোঁড়—(প্রাদে.) বি. কণ্ঠনালী; ণ. কাঁপা।

ধোঁয়া—ধূম ; ণ. ধূমের মত স্বচ্ছতারহিত, অস্পষ্ট (ধোঁয়া-ধোঁয়া)। ণ. **ধোঁয়াটে**—ধোঁয়ার মত, অস্পষ্ট; ধোঁয়ার গন্ধযুক্ত (দুধে ধোঁয়াটে গন্ধ)। **ধোঁয়ানি-পাঁজালি**—যে খড়ের বিনুনীতে চাষীরা আগুন জ্বালাইয়া রাখে।

ধোকড়, ধোকড়া, ধোকড়ি—[সং. ধৌতকট ; হি. ধুকড়ী] থলিয়া ; ছেঁড়া কাঁথা ; মোটা কাপড়। **কথার ধোকড়**—বচনবাগীশ। **মাকড় মারিলে ধোকড় হয়**—যাহারা সমাজের নেতৃস্থানীয় তাহারা অন্যায় করিয়াও কোনরূপ শাস্তি ভোগ করে না, নিজের বেলায় দোষ নাই।

ধোকা, ধোঁকা—সংশয়, খটকা, ভ্রম (ধোকায় পড়া); ছলনা, ধাপ্পা, প্রবঞ্চনা (ধোকা দেওয়া; ধোকা খাওয়া)। **ধোকাবাজ**—প্রবঞ্চক। বি. **ধোকাবাজি**। **ধোকার টাটী**—যে টাটীর বা পর্দার আড়াল সৃষ্টি করিয়া প্রতারণা করা হয়; যে বেড়ার আড়াল হইতে শিকারী শিকার করে; মায়ার ঘর, ভ্রমে ফেলিবার বস্তু (এ সংসার ধোকার টাটী—রামপ্রসাদ)। **ধোকা**—ডাইল-বাটা দিয়া প্রস্তুত ব্যঞ্জন-বিশেষ।

ধোচনা—বড় ধুচনি ; বাঁশের শলা দিয়া তৈরী মাছ ধরিবার খাঁচা-বিশেষ।

ধোপ, ধোব—ধোওয়ার ফলে সাদা হওয়া; ধোলাই। **ধোপদস্ত, ধোপদুরস্ত**—ণ. ধোয়ার ফলে পরিষ্কৃত ; বাহ্যতঃ নিখুঁত। **ধোপ-ফরাস**—ধোলাই করা চাদর-বিছানো ফরাস। **ধোপ দেওয়া, ধোপ পড়া**—ক্রি. ধোলাই করা। **ধোপে টিকবে না**—ধুইলে রং নষ্ট হইয়া যাইবে; পরীক্ষায় ভিতরের গলদ বাহির হইয়া পড়িবে।

ধোপা—[সং. ধাবক ; হি. ধোবী] যাহারা কাপড় ধুইয়া জীবিকা নির্বাহ করে, রজক জাতি। স্ত্রী. **ধোপানী**। **ধোপার পাট**—ধোপা যে চওড়া কাষ্ঠখণ্ডের উপরে কাপড় কাচে। **ধোপা নাপিত বন্ধ করা**—ধোপা ও নাপিতের সেবা হইতে বঞ্চিত করা-রূপ সামাজিক দণ্ড দেওয়া। **ধোপার গাধা**—অবিশ্রাম কেবল পরের ভার বহন করিয়া যার জীবন কাটে। **ধোপার বাড়ী দেওয়া**—ময়লা কাপড় ধুইবার জন্য ধোপাকে দেওয়া। **ধোপার ভাঁড়ার**—প্রচুর আছে কিন্তু খরচ করিবার উপায় নাই এমন ভাণ্ডার।

ধোয়া—ক্রি. ধোআ দ্রঃ ; ণ. ধৌত (ধোয়া কাপড়)। **ধোয়াট**—নদী-প্রবাহে আনীত মৃত্তিকা। **ধোয়ানি**—যে জলের দ্বারা ধোয়া হইয়াছে (ঘর-ধোয়ানি জল)। **ধোয়ানো**—ক্রি. ধৌত করানো ; ণ. যাহা ধৌত করানো হইয়াছে।

ধোলাই—ধৌত করণ (ধোলাই খরচ)। **ধোলাই করা**—ধৌত করা। **ধোলাই দেওয়া**—(কথ্য) গুরুতর প্রহার দেওয়া।

ধোসা—মোটা পশমী চাদর-বিশেষ, ধুসা। [হি]।

ধৌত—[ধাব্ (শুদ্ধ করা) + ক্ত] ণ. ধোয়া, পরিষ্কৃত, মার্জিত (শিশির-ধৌত; নীল-সিন্ধুজল-ধৌত-চরণ-তল—রবি); শোধিত। **ধৌতকট**—মোটা সূতার থলে বা ব্যাগ। **ধৌত কৌষেয়**—পট্টবস্ত্র। **ধৌতশিলা**—স্ফটিক।

ধৌতি—(প্রাঃ বাংলা) ধুতি, শরীরের অভ্যন্তর ভাগ ধৌত করণ-রূপ যোগের প্রক্রিয়া-বিশেষ (অন্ত্রধৌতি)। [ধাব্ + ক্তি]।

ধৌম্য—পাণ্ডবদের পুরোহিত। [সং.]

ধ্বাঙ্ক্ষ—কাক ('ভোজনাকাঙ্ক্ষ যতেক ধ্বাঙ্ক্ষ'); ভিক্ষু। [সং.]

ধ্মাত—ণ. শব্দিত, বাদিত; ফুৎকার দ্বারা সন্দীপিত, দগ্ধ। **ধ্মাপিত**—বহুলীকৃত; তরলীকৃত; তাপ প্রয়োগে দ্রবীভূত, fused।

ধ্যাত—[ধ্যৈ (চিন্তা করা) + ক্ত] ণ. চিন্তিত, ভাবিত, অনুশীলিত, স্মৃত। **ধ্যাতব্য**—ধ্যেয়, চিন্তনীয়, স্মরণীয়, আলোচনীয়। **ধ্যাতা (-তৃ)**—ধ্যানকারী।

ধ্যান—[ধ্যৈ + অনট্] একবিষয়ক জ্ঞানধারা, মনন; ইষ্টদেবতার রূপ চিন্তন; অদ্বিতীয় ব্রহ্ম-বস্তুতে অভিনিবেশ সহকারে চিন্তা; গভীর চিন্তা; স্মরণ। **ধ্যানগম্ভীর**—ধ্যানে উপবেশন হেতু গম্ভীর-দর্শন। **ধ্যানগম্য**—যাহা ধ্যানের দ্বারা জানা যায়। **ধ্যানজ্ঞান**—ধ্যানের বিষয় ও জ্ঞানের বিষয়; চিন্তার একমাত্র বিষয় (বিত্তশালী হওয়াই তখন ছিল আমার ধ্যানজ্ঞান)। **ধ্যান-ধারণা**—চিন্তা ও ধারণা; মনন ও স্মরণ। **ধ্যানভঙ্গ**—ধ্যানের অবসান। **ধ্যানমগ্ন, ধ্যানরত**—ধ্যানে নিবিষ্ট-চিত্ত। **ধ্যানস্থ**—ধ্যান-নিরত। **ধ্যানযোগ**—ধ্যানরূপ যোগ। **ধ্যানী** (-নিন্)—যে ধ্যান করে।

ধ্যেয়—ণ. ধ্যানের যোগ্য, স্মরণীয়, চিন্তনীয়। [ধ্যৈ + য]।

ম্রিয়মাণ—ণ. ধারণ করা বা ধরা হইতেছে এমন।

ধ্রু—ধুয়া। [ধ্রুবপদ-এর সংক্ষেপ]।

ধ্রুপদ—[সং. ধ্রুবপদ] উচ্চশ্রেণীর ভারতীয় সঙ্গীত, (দেবতাদিগের লীলা রাজাদিগের যশ অথবা প্রবল যুদ্ধাদি ইহার বিষয় ; ইহা সাধারণতঃ নারী-কণ্ঠের উপযোগী নয়)। **ধ্রুপদী**—ধ্রুপদ-গায়ক; ধ্রুব-মর্যাদাযুক্ত, classical (ধ্রুপদী সাহিত্য)।

ধ্রুব—[ধ্রু (স্থির হওয়া)+অ] বি. সুপ্রসিদ্ধ নিশ্চল নক্ষত্র, pole star ; উত্তর মেরু ; পৌরাণিক রাজা উত্তানপাদের ভক্তপুত্র; ণ. নিশ্চয়, নিত্য, অক্ষয়, দৃঢ়, স্থির (ধ্রুবসত্য ; ধ্রুব বিশ্বাস)। **ধ্রুবক**—ধ্রুপদ ; শুম্ভ। **ধ্রুবতা**—নিশ্চয়তা। **ধ্রুবতারা**—ধ্রুব নক্ষত্র; স্থির লক্ষ্য (তোমারেই করিয়াছি জীবনের ধ্রুবতারা—রবি)। **ধ্রুব-নক্ষত্র**—ধ্রুবতারা, বিখ্যাত স্থির নক্ষত্র (আকাশের উত্তর দিকস্থ। ইহা দেখিয়া নাবিকেরা দিক্ নির্ণয় করে)। **ধ্রুবপদ**—ধ্রুপদ ; ধুয়া ; স্থির লক্ষ্য। **ধ্রুব-রেখা**—বিষুব-রেখা। **ধ্রুবলোক**—ভক্ত ধ্রুবের জন্য নির্মিত অক্ষয় ধাম ; নিত্যধাম। **ধ্রুবাবর্ত**—অশ্বের শিরোমধ্যস্থ রোমাবর্ত। **ধ্রৌব্য**—ধ্রুবত্বান, স্থিরতা, নিশ্চিততা, নিশ্চলতা।

ধ্বংস—[ধ্বন্স্ (বিনষ্ট হওয়া)+অ] ক্ষয়, মৃত্যু, সর্বনাশ, নাশ (আত্মার ধ্বংস নাই) ; বিনাশ, বধ (শত্রু ধ্বংস করা) ; অপচয় (অন্ন ধ্বংস করা—অকর্মণ্য হইয়া বসিয়া বসিয়া খাওয়া) ; উচ্ছেদ (রাজ্যধ্বংস) ; অধঃপতন (ধ্বংসের পথে)। **ধ্বংসক**—ক্ষয়কারী, বিনাশকারী। **ধ্বংসন**—নাশ-কার্য, বিনাশন। **ধ্বংস পড়ানো**—কার্য নষ্ট করা। **ধ্বংস-পড়ানে**—ণ. পণ্ড-কারী। **ধ্বংস হওয়া**—নষ্ট হওয়া ; সর্বস্বান্ত হওয়া। **ধ্বংসপথ**—বিনাশের পথ, সমূহ ক্ষতির পথ। **ধ্বংসমুখ, ধ্বংসোন্মুখ**—ধ্বংসের উপ-ক্রম; আসন্ন ধ্বংস। **ধ্বংসলীলা**—ব্যাপক ধ্বংস, প্রলয়কাণ্ড। **ধ্বংসাবশেষ**—ধ্বংসের পরে যাহা অবশিষ্ট রহিয়াছে, ভগ্নাবশেষ, ruins, relics। **ধ্বংসিত**—বিনাশিত ; খণ্ডিত। **ধ্বংসী** (-সিন্)—ধ্বংসকারী ; বিনাশশীল (ক্ষণধ্বংসী)।

ধ্বংসানো—ক্রি. নষ্ট করা।

ধ্বক্ ধ্বক্—অব্য. ধক্ ধক্, প্রজ্বলিত অগ্নির শব্দ ও দীপ্তি-জ্ঞাপক।

ধ্বজ—[ধ্বজ্ (গমন করা)+অ] পতাকা, নিশান ; লক্ষণ (মীনধ্বজ, বৃষধ্বজ) ; পুরুষাঙ্গ ; শ্রেষ্ঠতাবাচক শব্দ (রঘুবংশধ্বজ)। **ধ্বজচিহ্ন**—জাতি সম্প্রদায় বা রাজশক্তি বা রাষ্ট্রের বিশিষ্ট চিহ্ন, ensign। **ধ্বজদণ্ড**—পতাকাদণ্ড। **ধ্বজপট**—পতাকা (তার বিজয়োদ্ধত ধ্বজপট সে কি আগে পিছে কেহ রবেনা—রবি)। **ধ্বজ-পতাকা**—পতাকাদি। **ধ্বজপ্রহরণ**—বায়ু। **ধ্বজভঙ্গ**—ক্লীবত্বজনক রোগ-বিশেষ। **ধ্বজ-বজ্রাঙ্কুশ**—ধ্বজ বজ্র ও অঙ্কুশ-চিহ্ন, বিষ্ণুর পদতলস্থ এই তিন চিহ্ন ; রাজচিহ্ন-বিশেষ। **ধ্বজবহ**—পতাকা-বাহক। **ধ্বজবান্** (-বৎ)—পতাকাধারী ; চিহ্নিত ; দুষ্কৃতির জন্য চিহ্নিত, দাগী। **ধ্বজস্তম্ভ**—ধ্বজদণ্ড।

ধ্বজা—পতাকা, নিশান ; গৌরব, গর্ব ; কলঙ্ক-হেতু (কুলের ধ্বজা)। [ধ্বজ]। **ধ্বজাধারী** (-রিন্)—টিকিধারী ; পতাকাবাহক (কখনও ব্যঙ্গে—হিন্দুধর্মের ধ্বজাধারী)। **ধ্বজা রোপণ**—দেব-মন্দিরাদিতে মন্ত্রপূত ধ্বজা স্থাপন। **ধ্বজা-হৃত**—যুদ্ধে আহৃত (দাস)। [ধ্বজ+আহৃত]।

ধ্বজি মারা—অল্প জলে লগি ঠেলা।

ধ্বজী (-জিন্)—ণ. বি. ধ্বজযুক্ত, চিহ্নযুক্ত ; চিহ্ন-মাত্র ধারণ করিয়া যে প্রবঞ্চনা করে, ভণ্ড, কপট (ধর্মধ্বজী) ; ব্রাহ্মণ ; রাজা ; পর্বত ; রথ ; ময়ূর ; সর্প ; অশ্ব। স্ত্রী. **ধ্বজিনী**—বাহিনী, সেনা।

ধ্বজোত্থান—যাহাতে পতাকা উত্থান হয়, ইন্দ্রপূজা। [ধ্বজ+উত্থান]।

ধ্বনন—অব্যক্ত ধ্বনিকরণ, গুঞ্জন, রণন ; কাব্যে দ্যোতন গুণ। [ধ্বন্+অনট্]।

ধ্বনি—[ধ্বন্ (শব্দ করা)+ই] শব্দ, রব, স্বর (ধ্বনি করা ; মৃদঙ্গ-ধ্বনি, কুহুধ্বনি) ; বিশেষ রব বা জিকির, slogan (ধ্বনি তোলা) ; কাব্যে ব্যঞ্জনা গুণ। **ধ্বনি-কাব্য**—যে কাব্যে বাচ্যার্থ হইতে ব্যঙ্গ্যার্থ মনোহরতর। **ধ্বনিগ্রহ**—শব্দ-জ্ঞান ; কর্ণ।

ধ্বনিত—ণ. শব্দিত, বাদিত, নিনাদিত, ঝঙ্কৃত। **ধ্বনিনালা**—বংশী। **ধ্বনিয়া**—ধ্বনির সৃষ্টি করিয়া, বাজাইয়া (কাব্যে)। **ধ্বন্যাত্মক**—ণ. ধ্বনিমূলক, শব্দের অনুকারমূলক (ধ্বন্যাত্মক শব্দ—onomatopoetic word)। [ধ্বনি+আত্মক]।

ধ্বস্—ধস্ দ্রষ্টব্য। **ধ্বসা**—ক্রি. ধ্বসিয়া পড়া। **ধ্বসন**—ভাঙিয়া পড়া, চুরমার হওয়া।

ধ্বস্ত—[ধ্বন্স্+ক্ত] ণ. ধ্বংসপ্রাপ্ত, বিনষ্ট।

ধ্বস্তবিধ্বস্ত—চুরমার, যাহা সম্পূর্ণভাবে বিধ্বস্ত হইয়াছে।

ধ্বস্তাধ্বস্তি—পরস্পরকে আকর্ষণ করিয়া অভিভূত বা পাতিত করিবার চেষ্টা; বল-পরীক্ষা (সুমতি আর কুমতির মধ্যে ধ্বস্তাধ্বস্তি)।

ধ্বাঙ্ক্ষ—ধ্বাঙ্ক্ষ দ্রষ্টব্য।

ধ্বান্ত—[ধ্বন্‌+ক্ত] তিমির, অন্ধকার (মোহ-ধ্বান্ত-নাশন—রবি)। **ধ্বান্তারি**—সূর্য (অন্ধকার নাশ করে বলিয়া)। **ধ্বান্তোন্মেষ**—জোনাকি।

ন

ন—ত বর্গের পঞ্চম বর্ণ ও ব্যঞ্জন বর্ণমালার বিংশ বর্ণ—অনুনাসিক।

ন—[সং. নঞ্‌] অব্য. নিষেধ অভাব বিরোধ ইত্যাদি সূচক। ন = অন্‌, অ, ন, হয়; যথা—অনলস (ন অলস), অধর্ম (ন ধর্ম), নগণ্য (ন গণ্য), নইলে (না হইলে), নই (না হই)।

ন—[সং. নব; হি নও] প. নূতন (ন-বৌ); ৯, নয় (ন জন); সেজোর পরবর্তী, চতুর্থ (বড়, মেজো, সেজো, ন—কোন কোন অঞ্চলে নোয়া শব্দ ব্যবহৃত হয়); সধবার লোহার খাড়ু, নোয়া (হাতের ন অক্ষয় হোক)।

নই—প. মাদী, পশুর স্ত্রী-জাতি (নই বাছুর); নব্বই; ক্রি. না হই (ভড়কাবার লোক নই); বি. ন'' (প্রাচীন বাংলা)।

নইচা, নইচে, নলচে—হুঁকার যে দণ্ডের উপরে কল্কে বসে। **খোল নইচে বদল**—সম্পূর্ণ পরিবর্তন।

নইচে, নোয়াচে—মৎস্যশাবক, মাছের পোনা।

নই তালিম—নূতন শিক্ষা। [হি. নঈ+আ. তালিম]

নইলে—না হইলে, নচেৎ।

নউই—(কথ্যভাষা) মাসের নবম দিবস।

নউমী—নবমী তিথি।

নও—[সং. নব; ফা. নও] প. নব, নূতন। **নও-আবাদ, নয়াবাদ**—নূতন বসতি। **নও-জোয়ান**—নব যুবক, তরুণ। বি. **নও-জোয়ানি**। **নও-বাহার**—নব বসন্ত। **নওমুস্‌লিম**—নব-দীক্ষিত মুসলমান।

নওকর, নকর—চাকর, ভৃত্য। [ফা.]। বি. **নওকরি, নোকরি, নকরি**—চাকরি।

নওবত—[আ. নউবত্‌—নির্ধারিত কাল] প্রত্যহ সকালে ও সন্ধ্যায় অথবা প্রহরে প্রহরে রাজা বা বিশেষ পদস্থ ব্যক্তির দ্বারে যে বাজনা বাজানো হয়; নাগারা। নহবৎ দ্রঃ।

নওয়াজিমা—লওয়াজিমা দ্রঃ।

নওয়ালি—প. নূতন; বি. নূতন রবিশস্য।

নওরতন—নবরত্ন (দরবার-ই-নওরতন); নবরত্ন খচিত বলয়। [উৎসবময় রাত্রি।

নওরাতি—নূতন উৎসবময় বা সুখের রাত্রি,

নওরোজ—[ফা.] পারসিক মতে নববর্ষের প্রথম দিন, বসন্তের সূচনায় ইহার আরম্ভ হয়; বসন্ত-উৎসব।

নওল—(ব্রজবুলি) প. নবীন। **নওলকিশোর**—নবকিশোর, কৃষ্ণ। **নওলীযৌবন**—নবযৌবন।

নওলাখী—(যাহারা সংখ্যায় নয় লক্ষ) ধর্ম-সম্প্রদায়-বিশেষ; যাহার মূল্য নয় লক্ষ মুদ্রা।

নওশা (-সা)—বর, বিবাহের পাত্র। [ফা.]

নং—নম্বর-এর সংক্ষিপ্ত রূপ।

নকড়া—নয় কড়া; নগণ্য বস্তু। **নকড়া-ছকড়া**—নগণ্য, তুচ্ছ। **নকড়া-ছকড়া করা**—তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করা, গণ্য না করা।

নকর—নওকর দ্রঃ।

নকল—[আ. নক্‌ল্‌] প্রতিলিপি (দরখাস্তের নকল); অনুকরণ (নকল করা—অনুকরণ করা; লেখা নকল করা); রঙ্গতামাসা (নকল করা—পূর্ববঙ্গে); প. কৃত্রিম, জাল, অনুকরণে প্রস্তুত, ঝুটা (নকল মুক্তা)। প. **নকুলে**। **নকল (নকুল)দানা**—চিনিরসে পাককরা দানাকার মিষ্টান্ন। **নকলনবীস**—যে দলিলাদি অথবা আপিসের কাগজ-আদি নকল করে, copyist; অনুকরণকারী। **সাত নকলে আসল খাস্ত**—নকল করিতে করিতে সূচনায় যাহার নকল করা হইয়াছিল তাহা বিকৃত হইয়া যায়।

নকসা, নকশা—[আ. নক্‌শ্‌] রেখা-চিত্র (বাড়ির নকশা); চিত্রাদির কাঠামো বা খসড়া, স্কেচ, sketch; সূতা ইত্যাদি দিয়া তোলা অথবা খোদাই করা আকৃতি, উৎকীর্ণ বা চিত্রিত অলঙ্কার, design (নক্সাকাটা); জমির জরিপ সম্পর্কিত চিত্র; হাস্যরসাত্মক বা ব্যঙ্গরচনা। **নকশা কাটা**—কারুকার্য করা। **নকশা-পাড়**—কারুকার্য-বিশিষ্ট পাড়। **নকশী, নকসী**—কারুকার্য-বিশিষ্ট ('নকসী কাঁথার মাঠ')।

নকার—ন এই বর্ণ।

নকাশি,-সি—চিত্র আঁকা বা ফুলপাতা কাটার কাজ; খোদাইয়ের কাজ; অলঙ্কারে ডায়মণ্ড বা অন্য ধরণের নক্সা (নকাশি অনন্ত)।

নকি—[আ.] প. বিশুদ্ধ।

নকিঞ্চন—অকিঞ্চন নিঃস্ব।

নকিব, নকীব—[আ. নকীব] যে রাজা বা উচ্চ রাজপুরুষের উপাধি-আদি ঘোষণা করিয়া তাঁহার আগমনবার্তা ঘোষণা করে herald; যে দরবারে আগন্তুকের পরিচয় দেয়, usher.

নকুল—(যাহার কুল অর্থাৎ দল নাই) নেউল, বেজি; শিব; চতুর্থ পাণ্ডব। স্ত্রী. **নকুলী**।

নকুলে—প. নকল অর্থাৎ অনুকরণ করিতে পটু।

নকুলেশ্বর—মহাদেব। [নকুল+ঈশ্বর]।

নক্ত—[সং. নক্তম্‌] রাত্রি। **নক্তচর**—রাক্ষস। **নক্তচারী** (-রিন্‌)—পেচক; বিড়াল; তস্কর। **নক্তঞ্চর**—নক্তচর, নিশাচর। স্ত্রী. **নক্তঞ্চরী**। **নক্তব্রত**—সমস্ত দিনের উপবাসের পর রাত্রে আহার গ্রহণরূপ ব্রত। **নক্তান্ধ**—রাত-কানা।

নক্র—[ন-ক্রম্‌+অ] কুমীর; চৌকাঠের উপরের কাঠ; নাসিকা। স্ত্রী. **নক্রো**।

নক্ষত্র—[ন—ক্ষি (ক্ষয়)+ত্র—যে ক্ষয়প্রাপ্ত হয় না] তারা; অশ্বিনী ভরণী প্রভৃতি সাতাশটি তারকাপুঞ্জ। **নক্ষত্রচক্র**—রাশিচক্র। **নক্ষত্রজীবী** (-বিন্‌)—দৈবজ্ঞ। **নক্ষত্রপতি, -রাজ**—চন্দ্র। **নক্ষত্রপথ**—আকাশ। **নক্ষত্রপাত**—উল্কাপাত; খ্যাতনামা ব্যক্তির মৃত্যু বা সহসা অধোগতি। **নক্ষত্রবিদ্যা**—জ্যোতির্বিদ্যা। **নক্ষত্রবেগে**—অতি দ্রুত। **নক্ষত্রমালা**—নক্ষত্রসমূহ। **নক্ষত্রেশ**—চন্দ্র।

নখ—[নখ্‌ (বৃদ্ধি পাওয়া)+অ—যাহা প্রতিদিন বৃদ্ধি পায়] নখর, হাত ও পায়ের অঙ্গুলিসমূহের অগ্রভাগের হাড়ের মত কঠিন বস্তু। **নখ কাটা**—নখ ছেদন করা; নরুণ। **নখকুট্ট**—যে নখ কাটে, নাপিত। **নখকুণি, নখকোণি**—নখের কোণের ফোড়াবিশেষ (গ্রাম্য—কোণি ওঠা, কেণি ওঠা)। **নখকৃন্তন,-নী**—নরুণ। **নখক্ষত**—নখাঘাতের ফলে উৎপন্ন ক্ষত বা ক্ষতচিহ্ন। **নখদর্পণ**—নখরূপ দর্পণ যাতে অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন ব্যক্তি সমস্ত বস্তু বা ঘটনা প্রতিবিম্বিত দেখিতে পায়; পূর্ণরূপে বা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে জ্ঞানগোচর (বাগবাজারের সব গলি-ঘুঁজি আমার নখদর্পণে)। **নখরঞ্জনী**—যাহা নখ রঞ্জিত করে, মেহেদী পাতা ও তজ্জাতীয় বস্তু; নরুণ। **নখ বসানো**—নখ চামড়ার ভিতরে প্রবেশ করাইয়া দেওয়া, নখের দাগ বসানো। **নখ রাখা**—দেবতার নামে মানত করিয়া নখ না কাটা। **নখশূল**—নখের রোগবিশেষ, আঙ্গুল-হাড়া।

নখর—জীবজন্তুর তীক্ষ্ণ নখ (নখরাঘাত)। [সং]।

নখরা—[ফা.] হাবভাব, ছলাকলা; ছলনা, কৌতুক; নেকামি (নখরা রাখ)। **নাজ-নখরা**—মাধুর্যময় ছলাকলা।

নখরায়ুধ—সিংহ; ব্যাঘ্র; কুক্কুট। [সং.]।

নখলেখক—নখে চিত্রকারক। [সং.]।

নখাঘাত—নখের আঁচড়। **নখানখি**—পরস্পরকে নখদ্বারা আঘাত, খামচা-খামচি। [সং.]। **নখায়ুধ**—নখরায়ুধ। [সং.]

নখী (-খিন্‌)—প. বি. ধারাল নখযুক্ত; শ্বাপদ। **নখী**—শামুকবিশেষের খোলা ভাজিয়া প্রস্তুত গন্ধদ্রব্য। [সং.]

নগ—[ন-গম্‌+অ—যে গমন করে না] পর্বত; বৃক্ষ। **নগজ**—যে বা যাহা পর্বতে উৎপন্ন হইয়াছে, হস্তী। স্ত্রী. **নগজা**—পার্বতী। **নগনদী**—গিরিনদী। **নগপতি**—হিমালয়; ওষধিপতি, চন্দ্র। **নগভিৎ**(-দ্‌)—ইন্দ্র; পাষাণছেদক টাঙ্গী।

নগণ্য—প. গণনা বা শ্রদ্ধার অযোগ্য, তুচ্ছ; উপেক্ষণীয়, সামান্য (ক্ষতি যা হয়েছে তা নগণ্য; নগণ্য লোক)।

নগদ—[আ. নক্‌দ্‌] বি. মজুত টাকা; রোক, ক্যাশ, cash; প. বস্তু ক্রয়ের সময়েই মূল্য দেওয়া হয় বা হইয়াছে এমন (নগদ বিক্রি। বিপ. বাকী)। **নগদ মূল্য**—বস্তু ক্রয়কালে দেওয়া

সম্পূর্ণ মূল্য। **নগদ বিদায়**—কাজ শেষ হইবার সঙ্গে সঙ্গে, পাওনা চুকাইয়া দেওয়া; (ব্যঙ্গার্থে) অপমান। **নগদ খাজনা**—নির্ধারিত খাজনা। ণ. **নগদা**। **নগদা খরিদ্দার**—যে নগদ মূল্যে খরিদ করে। **নগদা মুটে**—নগদ পয়সা লইয়া যে মোট বহন করে। **নগদান**—যে খাতায় নগদ খরচের হিসাব লেখা হয়, cash-book। **নগদী**—খাজনা আদায়কারীর সঙ্গে যে পাইক থাকে; বেতনস্বরূপে অর্থ গ্রহণকারী পদাতিক সৈন্য; যে ভৃত্য তাহার কাজের জন্য ও খোরপোষ বাবদ নগদ টাকা নেয়।

নগন—লগন; দ্বিরাগমন; নগ্ন (কাব্যে)।

নগর—[নগ+র—পর্বততুল্য প্রাসাদময়ী পুরী] সহর। **নগরী**—নগর। ণ. **নগুরে**—নগরবাসী। **নগর-কীর্তন,-সংকীর্তন**—নগরের পথে পথে ভ্রমণ করিয়া কীর্তন। **নগরঘাত**—হস্তী; নগরবাসীদের হত্যা নগর-লুণ্ঠন ইত্যাদি। **নগরচত্বর,-চাতর**—শহরের ব্যাপক ক্রয়-বিক্রয়ের স্থান, বাজার। **নগরপাল, নগর-রক্ষী(-ক্ষিন্)**—কোতোয়াল, পুলিশ কমিশনার, পুলিশ সুপারিন্টেন্ডেন্ট। **নগর-প্রান্ত**—নগরের প্রান্তদেশ, শেষ সীমা অথবা বহির্ভাগ। **নগর-বাসী(-সিন্)**—নগরের বাসিন্দা। **নগর-বিজ্ঞান**—নগর-নির্মাণ বিষয়ক বিজ্ঞান। **নগর-মার্গ**—রাজপথ। **নগরস্থ**—নগরে অবস্থিত, শহরবাসী। **নগরাধিপ, নগরাধ্যক্ষ**—নগরের শান্তিরক্ষক কর্মচারী, পুলিশ কমিশনার। **নগরীয়**—নগর সম্পর্কিত; নগরবাসী। **নগরোপান্ত, নগরোপকণ্ঠ**—নগরের নিকটবর্তী অঞ্চল, শহরতলী, suburb।

নগাধিপ, নগাধিরাজ—পাহাড়দের রাজা হিমালয়। [নগ+অধিপ, অধিরাজ]।

নগিচ, নগিজ—[হি. নগিজ] নিকট, কাছাকাছি।

নগুণ—নয় তার সূতা দিয়া প্রস্তুত পৈতা।

নগেন্দ্র—হিমালয়। [নগ+ইন্দ্র]। **নগোত্তম**—কৈলাস। [নগ+উত্তম]।

নগ্ন—[নজ্ (ব্রীড়া)+ক্ত—লজ্জাজনক অবস্থা] ণ. বিবস্ত্র, উলঙ্গ (নগ্ন দেহ); আবরণহীন (নগ্নপদ); অকৃত্রিম, স্পষ্ট (নগ্ন সৌন্দর্য; লালসা নগ্ন হইয়া দেখা দিয়াছে)। স্ত্রী. **নগ্না**। **নগ্নকান্তি**—অকৃত্রিম সৌন্দর্য; সহজ-সৌন্দর্য-সমন্বিতা। **নগ্ন-ক্ষপণক**—উলঙ্গ সন্ন্যাসী; বৌদ্ধ সন্ন্যাসী। বি. **নগ্নতা, নগ্নত্ব**—উলঙ্গতা, আবরণহীনতা, অবাধত্ব। **নগ্নাট**—দিগম্বর। **নগ্নিকা**—ণ. বিবসনা; বি. কচি মেয়ে, অস্ফুটিত-যৌবনা কন্যা। **নগ্নীকরণ**—অনাবৃত করা।

নঙ্গা—নাঙ্গা দ্রঃ।

নঙ্গর—[ফা. লঙ্গর] নৌকা জাহাজ প্রভৃতি বাঁধিবার লাঙ্গলের আকৃতির লোহার ভারী অঙ্কুশ-বিশেষ। **নঙ্গর করা, নঙ্গর ফেলা**—নদীর মধ্যে বা চড়ায় নঙ্গর ফেলিয়া নৌকা বা জাহাজ বাঁধা। **নঙ্গর তোলা**—নঙ্গর উঠাইয়া ফেলিয়া নৌকা বা জাহাজ ছাড়া বা চালু করা। নোঙর দ্রঃ

নচ্‌নচ—অব্য. সহজ ও সুন্দর নমনীয়তার ভাব জ্ঞাপক (নচ্‌নচে শরীর)। লচ্‌লচ দ্রঃ।

নচিকেতাঃ, নচিকেতা, নাচিকেতা—কঠোপনিষদে উক্ত ঋষিকুমার যিনি পিতৃসত্য রক্ষার্থ যমালয়ে যান এবং যমের নিকট আত্মতত্ত্ব শোনেন। [সং.]। [নহিলে, অন্যথায়।

নচেৎ—[ন+চেৎ] অব্য. যদি তাহা না হয়,

নচ্ছার—[নর+ছার] ণ. নরাধম; অপদার্থ, লক্ষীছাড়া, মতিচ্ছন্ন, দুর্বুদ্ধি, লম্পট।

নছব, নসব—[আ. নসব্] বংশ, পুরুষানুক্রম। **নসবনামা**—বংশলতা। **হসব-নসব**—বংশ ও বৈবাহিক সম্পর্ক (বিয়ে-শাদীতে সেকালের মত হসব-নসব বিচারের কড়াকড়ি একালে কি আর আছে)?

নছিব, নসীব—[আ. নসীব] ভাগ্য, প্রাক্তন, কপাল। **নসীবের গর্দিশ**—ভাগ্য-বিড়ম্বনা। **নসীবের ফের**—কপালের ফের, নিয়তি।

নজদিক,-গ—[ফা নযদীক্] নিকট, সম্মুখ।

নজর—[আ. নযর্] দৃষ্টি, লক্ষ্য (অতদূরে নজর চলে না; নজর করা); মনোযোগ সহকারে দৃষ্টি-পাত (নজর করে দেখা); মনোযোগ বা তত্ত্বাবধান (নজরে রাখা); লক্ষ্য (উঁচু নজর); সুদৃষ্টি, ভালধারণা (সাহেবের নজরে পড়েছে); অহিতকর দৃষ্টি, অশুভ দৃষ্টি (ডাইনীর নজর; নজর লাগা); প্রকৃতি অথবা মনোভাব (বড় নজর; ছোট নজর); ভেট, উপহার (নায়েবকে নজর দেওয়া)। **নজরে ধরা অথবা লাগা**—মনোমত বিবেচিত হওয়া, উপযুক্ত বা পর্যাপ্ত বিবেচিত হওয়া (আজকালকার দিনে তিন টাকার বাজার কি আর নজরে লাগে!)। **নজরবন্দী**—যাহাকে দৃষ্টির বহির্ভূত,

হইতে দেওয়া হয় না এমন, আটক। **নজরানা**—সম্মানসূচক উপঢৌকন, ভেট, দর্শনী, সেলামী (রাজা প্রভৃতিকে দর্শনকালে দেয়)। **উঁচু নজর, মোটা নজর, বড় নজর**—অল্পে মন না উঠার ভাব, দানে উদারচিত্ততা (বিপরীত—ছোট নজর)।

নজির, নজীর—[আ. নযীর] (আইন-আদালত) পূর্ব দৃষ্টান্ত, উদাহরণ, প্রমাণ, precedent.

নঞ্—অব্য. নেতি-বাচক, নিষেধার্থক, বিরোধার্থক ইত্যাদি (অ, অন্ ইত্যাদি রূপে এবং না, নি ইত্যাদি অব্যয়যোগে ব্যক্ত হয়)। **নঞ্‌তৎপুরুষ**—সমাস-বিশেষ। **নঞর্থক**—প. অভাব নিষেধ ইত্যাদি ভাব ব্যক্তকারক, নেতিবাচক, negative.

নট—[সং নষ্ট] রাগ-বিশেষ (নটনারায়ণ নটমল্লার, ছায়ানট ইত্যাদি নয় রাগ); [সং নষ্ট] প. [প্রাঃ বাং] দুষ্ট, মন্দ; বিকৃত, ধ্বংসপ্রাপ্ত।

নট—[নট্ (নৃত্য করা)+অ] নর্তক; সূত্রধার; জাতি-বিশেষ; অভিনয়কুশল। **নটী**—অভিনেত্রী; নর্তকী; বারাঙ্গনা। (কাব্যে নটিনী)। **নটচর্যা**—নটের কার্য, অভিনয়। **নটরঙ্গ**—নাটমঞ্চ, রঙ্গভূমি।

নটক—দোষ; প. ছলনাকুশল (নটক কানাই)। স্ত্রী. **নটকী**—দুষ্টা। (প্রাচীন কাব্যে)।

নটখট, নটখটি—গোলমাল, হাঙ্গামা, ঝঞ্ঝাট। প. **নটখটে** (নটখটে ব্যাপার)।

নটঘট,-ঘটি—নষ্টামি; কেলেঙ্কারি।

নটন—নৃত্য। [নট্+অনট্] **নটবর**—প বি. নটশ্রেষ্ঠ; কলাকুশল; চিত্তবিমোহন, শ্রীকৃষ্ণ (নটবর রূপ)। **নটরাজ**—শ্রেষ্ঠ নট; শিব।

নটা—সুমিষ্ট খাগড়া-বিশেষ ('লটা'ও বলে)।

নটিয়া, নটে—সুপরিচিত শাক। **নটেখাড়া**—নটে শাকের ডাঁটা।

নটুয়া—প. বি. রঙ্গকুশল, অভিনয়-কুশল।

নটেশ্বর—নটরাজ; মহাদেব।

নড়চড়—নড়াচড়া; ব্যতিক্রম; পরিবর্তন (কথার নড়চড় হওয়া দোষের)।

নড়ন—নড়া। **নড়নচড়ন**—নড়াচড়া, স্থান বা পার্শ্ব পরিবর্তন। **নড়নচড়নহীন**—প. অসাড়, নিঃসাড়; স্থির।

নড়নড়—অব্য. অতিশয় শিথিলতা জ্ঞাপক, নড়বড়।

নড়বড়—অব্য. আন্দোলন বা সঞ্চলনের ভাব; শিথিলতা জ্ঞাপক (বুড়োর দাঁতগুলো নড়বড় করছে)। (গ্রাম্য লড়বড়)। প. **নড়বড়ে**—অদৃঢ়মূল, শিথিল।

নড়া—ক্রি. আন্দোলিত হওয়া, স্পন্দিত হওয়া, কাঁপা (জল পড়ে পাতা নড়ে; টনক নড়া); সরিয়া যাওয়া বা দূরে যাওয়া, সচেষ্ট হওয়া (কেউ বাড়ী থেকে নড়বার নাম করবে না, টাকাপয়সা কি হেঁটে ঘরে আসবে?); শিথিল-মূল হওয়া (দাঁত নড়ছে); অন্যথা হওয়া, কার্যকর না হওয়া (হাকিম নড়ে তো হুকুম নড়ে না); প. নড়ে এমন, বিচলিত, কম্পিত। **নড়াচড়া**—স্থান পরিবর্তন, চলাফেরা, দেহ সঞ্চালন (বাতে নড়াচড়া করতে পারে না)। **নড়ানড়ি**—লড়ালড়ি; নড়াচড়ি। **নড়ানো**—ক্রি. নাড়া, আন্দোলিত করা; সরান, চালিত করা; শিথিল করা; অন্যথা করা। বি. ও প. উক্ত সকল অর্থে। **কথা নড়ানো**—সংকল্প বদলানো; কথার অন্যথা করানো।

নড়া, নলা—[সং. নলক] হাত বা পায়ের নলের মত লম্বা হাড়।

নড়ি,-ড়ী—লাঠি; রাখালের পাচন (দশের নড়ি, একের বোঝা); অবলম্বন (অন্ধের নড়ি)।

নড়েভোলা—প. হাবাগোবা, ঢিলাঢালা।

নত—[নম্+ক্ত] প. প্রণত (চরণে নত); উন্নত নয়, চেপ্টা (নত নাসিকা); নিম্ন-অভিমুখী (নত দৃষ্টি); অবনত, হেঁট, শ্রদ্ধা-বিনম্র (নত-মস্তক)। **নতজানু**—হাঁটু গাড়িয়া উপবিষ্ট। **নতনাস,-নাসিক**—প. খাঁদা। **নতভ্রু**—কুটিল ভ্রূ। **নতমস্তক,-শির** (শিরঃ < শিরস্)—প. মাথা নীচু করিয়া আছে এমন। **নতমুখ**—প. মুখ নীচু করিয়া আছে এমন। স্ত্রী. **নতমুখী**।

নত,-থ—[সং. নাথ] বলয়াকৃতি নাকের গহনা-বিশেষ। **নথনাড়া**—নথ নাড়িয়া নিজের সঙ্কল্প বা গর্ব প্রকাশ করা; মুখ-ঝামটা দেওয়া।

নতা, নাতা—[হি.] রক্তসম্বন্ধ; ওজর (ছুতা-নাতা)।

নতি—[নম্+ক্তি] নমস্কার, প্রণতি; নম্রতা, একান্ত বিনয় প্রকাশ; নত অবস্থা বা ভাব; ঝোঁকা, হেলিয়া পড়া, inclination; বিনীত প্রার্থনা বা আবেদন। **নতিমান্**(-মৎ)—প্রণত।

নতিজা—[আ.] ফল, পরিণাম।

নতুন—[সং. নূতন] প. যাহা পুরাতন নয়; সদ্য, টাট্‌কা (নতুন ঘি, নতুন পাত)। **নব**

খাতা—নূতন বৎসরে হিসাবের নূতন খাতা খুলিবার উৎসব, হাল-খাতা।

নতুবা—অব্য. নচেৎ, তাহা না হইলে, অন্যথায়। [সং. ন+তু+বা]

নতোদর—প. উন্নত উদরের বিপরীত, সাঁটাপেটা ; যাহার মধ্যভাগ নীচু এমন, concave. [নত+উদর]।

নতোন্নত—প উঁচুনীচু, বন্ধুর, এবড়ো-খেবড়ো। [নত+উন্নত]।

নত্তা—শিশুর জন্মের নবম দিনের সংস্কার-বিশেষ।

নথ—নত দ্রঃ। **নথনী**—ছোট নথ।

নথি,-থী—[হি. নথী] কান-ফোঁড়ানো কাগজ-পত্রের তাড়া; কোন বিষয়-সংক্রান্ত কাগজ-পত্র, file. **নথিপত্র**—কোন বিশেষ বিষয়ের বিশেষতঃ মোকদ্দমাদির কাগজ-পত্র, records. **নথি-ভুক্ত, নথিসামিল**—প্রামাণিক কাগজপত্র রূপে গৃহীত; প্রামাণিক কাগজপত্রের অন্তর্ভুক্ত; নথির সঙ্গে গাঁথা। **নথিরক্ষক**—রেকর্ড-কিপার।

নদ—[নদ্+অ—নিরন্তর নাদকারী] নদী-র পুংলিঙ্গ (ব্রহ্মপুত্র নদ, সিন্ধু নদ), অকৃত্রিম প্রবহমান সাগরগামী জলধারা।

নদারদ, নাদারদ—[ফা. নদারদ—রাখে না] নাই, বিহীন (**খাতির-নদারদ**—খাতির নাই, হক্ কথা বলা হইবে, না-হক্ প্রশংসা বা নিন্দা করা হইবে না)।

নদী—স্ত্রী-নামবিশিষ্ট নদ বা স্বাভাবিক জলপ্রবাহ (গঙ্গা, যমুনা প্রভৃতি), তটিনী, তরঙ্গিনী, নির্ঝরিণী, প্রবাহিণী, স্রোতস্বতী। **নদীকান্ত,-পতি**—সমুদ্র। **নদীগর্ভ**—নদীর জলভাগ, নদীর খাত। **নদীতরস্থান**—পারঘাটা। **নদীপথ**—নদী-রূপ পথ, জলপথ। **নদীবন্ধ**—নদীতে বাঁধানো ঘাট। **নদীবঙ্ক**—নদীর বাঁক। **নদীবহুল**—প বহু নদীবিশিষ্ট। **নদীমাতৃক**—নদী-লালিত; নদীবহুল; নদী হেতু উর্বর। **নদীমুখ**—নদীর মোহানা, estuary। **নদীসৈকত**—নদীতীর।

নদীয়া, নদিয়া, নদে—নবদ্বীপ। **নদীয়া বিহারী**—শ্রীচৈতন্যদেব। **নদের চাঁদ**—নদীয়ার চন্দ্র, শ্রীচৈতন্যদেব।

নদ্ধ—প. বদ্ধ, আটকানো। [নহ্+ক্ত]।

নধর—[নবধর] নব জলধরের মত কোমলতা ও লাবণ্যযুক্ত (নধর কান্তি); সরস, নবীন ও বিকাশশীল; পুষ্ট; সুডৌল; তাজা (নধর পল্লব)।

নন—ক্রি. নহেন।

ননদ—[সং. ননন্দা—ভ্রাতৃবধূতে যাহার আনন্দ নাই] স্বামীর ভগিনী (ননদী, ননদিনীও ব্যবহৃত হয়, সাধারণতঃ কাব্যে)। **ননদ-খেমি**—ভ্রাতৃবধূর তরফ হইতে ননদকে দেয় অর্থাদি (ননদ ভ্রাতৃবধূকে ক্ষমা করিবেন, এই উদ্দেশ্যে)। **ননদ-নাড়া**—ননদের দেওয়া খোঁটা তিরস্কার প্রভৃতি, ননদের মুখ-ঝামটা।

ননন্দা (-ন্দৃ), ননান্দা (-ন্দৃ)—ননদ। [সং.]

ননাস—স্বামীর জ্যেষ্ঠা ভগিনী; ননদ।

ন-নর, ন-নরী—প. নয় নর বা নহর-বিশিষ্ট (ন-নরী হার)।

ননি, ননী—[সং. নবনীত] নবনীত, কাঁচা দুধের মাখন, মাখন। **ননী-চোরা**—শ্রীকৃষ্ণ। **ননীর পুতুল**—আদুরে ও অকর্মণ্য; একান্ত যত্নে-আদরে লালিত ও কোমলাঙ্গ।

ননুয়া—(ব্রজবুলি) ননীর মত কোমল ও সুন্দর (ননুয়া বদনী)।

নন্দ—আনন্দ; কৃষ্ণের পালক-পিতা; প্রাচীন নৃপতি-বিশেষ (চাণক্য কর্তৃক সবংশে নিহত)। [নন্দ্+অ]। **নন্দদুলাল**—শ্রীকৃষ্ণ; আদুরে-গোপাল। **নন্দনন্দন,-লাল**—শ্রীকৃষ্ণ। **নন্দ-নন্দিনী**—দুর্গা।

নন্দন—প. আনন্দের হেতু, আনন্দ-বর্ধক (ব্রজ-কুলনন্দন); বি. পুত্র, বংশধর (কুরুনন্দন; রঘুনন্দন); স্বর্গের উদ্যান। স্ত্রী. **নন্দনা, নন্দিনী**—কন্যা। **নন্দন-কানন**—স্বর্গো-দ্যান। **নন্দনজ**—হরিচন্দন।

নন্দা—বৃহৎ মৃৎপাত্র, নাদা; প্রতিপদ ষষ্ঠী ও একাদশী তিথি; ননদ; দুর্গা।

নন্দাই—ননান্দ্-পতি, ননদের স্বামী। [বাং]

নন্দি—[নন্দ্+ই] আনন্দ, হর্ষ; মহাদেব; মহাদেবের অনুচর-বিশেষ; নান্দীপাঠক; প. আনন্দবর্ধক। **নন্দিক**—জলের জালা। **নন্দিকর, নন্দিবর্ধন**—আনন্দ-বৃদ্ধিকারী, হর্ষবর্ধন। **নন্দিকেশ্বর**—শিবানুচর নন্দী; পুরাণ-বিশেষ। **নন্দিগ্রাম**—রামায়ণোক্ত গ্রাম বিশেষ (রাম-বনবাসকালে ভরত এখানে সিংহাসনে রাম-পাদুকা রাখিয়া রাজ্য শাসন করেন)। **নন্দিত**—আনন্দিত, সন্তোষ-প্রাপ্ত। স্ত্রী. **নন্দিতা**। **নন্দি-ভৃঙ্গী**—

শিবের অনুচরগণ; অবাঞ্ছিত অনুচরদল।
নন্দিসরঃ—ইন্দ্র-সরোবর।
নন্দিনী—গ. আনন্দ-বৃদ্ধিকারিণী; বি. কন্যা; গঙ্গা; বশিষ্ঠের কামধেনু, সুরভির কন্যা। [নন্দ্+ণিন্+ঈপ্]
নন্দী (-ন্দিন্)—গ. আনন্দিত; আনন্দবর্ধক; বি. শিবের দ্বারপাল; উপাধি-বিশেষ। [নন্দ্+ণিন্]।
নন্দ্য—আনন্দের যোগ্য, আনন্দকর।
নন্নড়ে—গ. নড়নড়ে, শিথিল।
নন্নে—[হিন্দি. নান্‌হা] গ. ক্ষুদ্র ও শীর্ণ। **নন্নে-মারা**—যাহার বাড় নাই, পুঁয়ে-পাওয়া।
নপুংসক—[ন স্ত্রী ন পুমান] গ. বি. স্ত্রীও নয় পুরুষও নয়, খোজা; বীর্যহীন, কাপুরুষ, ক্লীব।
নপ্তা (-প্তৃ)—[ন-পত্+তৃ—যাহার দ্বারা বংশ-ক্রমের পতন হয় না] নাতি, পৌত্র; দৌহিত্র; প্রপৌত্র। স্ত্রী. **নপ্ত্রী**।
নফর—[আ.] চাকর, দাস; চির-অনুগত (বাংলায় সাধারণতঃ অবজ্ঞার্থক—নফরের বেটা নফর)। **চাকর-নফর**—ভৃত্য ও ভৃত্য-শ্রেণীর লোক।
ন-ফলা—ব্যঞ্জন বর্ণের সহিত ন-সংযোগ।
নব—[নু+অ; ফা. নও] গ. নূতন, সদ্য, সদ্যো-জাত, তাজা, তরুণ (নব মেঘ, নবোঢ়া, নবাঙ্কুর); [সং. নবন্] নয় সংখ্যা। **নবকার্তিক**—নব-জাত কার্তিকের মত সুদর্শন ও একান্ত আদরের; দর্শনধারী কিন্তু অপদার্থ। (গ্রাম্য—নবকাত্তিক)। **নবগুণ**—কুলীনের নয় প্রকারের গুণ (নব-লক্ষণ দ্রঃ)। **নবগ্রহ**—সূর্য চন্দ্র মঙ্গল বুধ বৃহ-স্পতি শুক্র শনি রাহু ও কেতু—এই নয়টি প্রসিদ্ধ গ্রহ; নূতন গৃহীত। **নবচত্বারিংশৎ**—উনপঞ্চাশ। **নবচ্ছিদ্র**—নবদ্বার (তাহা দ্রঃ)। **নবজীবন**—নূতন উদ্দীপনা ও উদ্যম। **নব-জন্ম**—রোগমুক্তির পরে নূতন জীবনানন্দবোধ, নব উদ্দীপনা। **নবজ্বর**—তরুণ জ্বর। **নব-ডঙ্কা**—অবজ্ঞা-সূচক বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ প্রদর্শন; কিছুই না। **নব দম্পতি**—নব বরবধূ। **নবদল**—কচি পাতা। **নবদশ**—উনিশ। **নব-দুর্গা**—পার্বতী ব্রহ্মচারিণী চন্দ্রঘণ্টা কুষ্মাণ্ডা স্কন্দ-মাতা কাত্যায়নী কালরাত্রি মহাগৌরী সিদ্ধিদা—দুর্গার এই নয় মূর্তি। **নবদীধিতি**—মঙ্গলগ্রহ। **নবদ্বার**—দুই চোখ দুই কাণ দুই নাসারন্ধ্র মুখ, পায়ু ও উপস্থ—দেহের এই নব ছিদ্র।
নবধা—নয় প্রকারের; নয় দিকে। **নবধাতু**—সোনা রূপা তামা রাং কাঁসা পিতল সীসা লোহা ইস্পাত বা চুম্বক এই নয় ধাতু। **নবনী, নবনীত**—ননী, মাখন। **নবপত্রিকা**—দুর্গার মূর্তি-বিশেষ, কলাবৌ (কলা কচু ধান হলুদ ডালিম বেল অশোক জয়ন্তী ও মানকচু পাতা একত্র বাঁধা)। **নবপ্রস্থান**—বৌদ্ধদের নয়টি প্রধান সিদ্ধান্ত (বিশ্ব অনাদি ও ঈশ্বরশূন্য, জগৎ অসত্য, বুদ্ধই তত্ত্বলাভের উপায়, বেদ মানব-রচিত, সদ্ধর্মাচরণই বৌদ্ধজীবন, ইত্যাদি মত)। **নব-প্রাশন**—অন্নপ্রাশন; নবান্ন উৎসব। **নববসন্ত**—বসন্তাগম। **নববিংশতি**—উনত্রিশ। **নব-বিংশতিতম**—উনত্রিশ সংখ্যার পূরক। **নব-বিধান**—ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেনের ব্যাখ্যাত ধর্মমত ও ব্রাহ্ম সমাজ (জগতের সব ধর্ম-প্রবর্তকের ধর্ম-সাধনায় শ্রদ্ধা ও আনন্দ প্রকাশ ইহার বৈশিষ্ট্য)।
নবম—নয় সংখ্যার পূরক। **নবমল্লিকা**—সাত পাঁপড়ি-যুক্ত মালতী ফুল। **নবযৌবন**—নূতন বা প্রথম যৌবন। **নবযৌবনা**—নবযৌবন-প্রাপ্তা।
নবরত্ন—মুক্তা মাণিক্য বৈদুর্য গোমেদ হীরক বিদ্রুম পুষ্পরাগ মরকত ও নীলকান্ত—এই নয় প্রকার রত্ন; ধন্বন্তরী ক্ষপণক অমরসিংহ শঙ্কু বেতালভট্ট ঘটকর্পর কালিদাস বরাহমিহির ও বররুচি—বিক্রমাদিত্যের এই নয়জন বিখ্যাত সভাপণ্ডিত। **নবরত্নসভা**—রাজা বিক্রমাদিত্যের পণ্ডিতসভা। **নবরস**—আদি হাস্য করুণ রৌদ্র বীর ভয়ানক বীভৎস অদ্ভুত ও শান্ত—অলঙ্কার শাস্ত্র-বর্ণিত এই নয় স্থায়ী ভাব। **নবরাত্র**—আশ্বিন মাসের শুক্লপক্ষের প্রতিপদ হইতে নবমী পর্যন্ত নয় তিথিতে কৃত্য দুর্গাব্রত। **নবলক্ষণ**—আচার বিনয় বিদ্যা প্রতিষ্ঠা তীর্থদর্শন নিষ্ঠা বৃত্তি তপঃ ও দান—কৌলীন্যের এই নয় লক্ষণ বা গুণ। **নবশাখ, নবশায়ক**—তিলি মালাকার তামলি সদ্গোপ নাপিত বারুই কামার কুমার গন্ধবণিক—হিন্দু সমাজের এই নয় শাখা। **নবশ্রাদ্ধ**—আদ্যশ্রাদ্ধ। **নবষষ্টি**—উনসত্তর। **নবষষ্টিতম**—উনসত্তরের পূরক। **নবসপ্ততি**—উনআশী। **নবসপ্ততিতম**—উনআশীর পূরক।
নবত—নওবত দ্রষ্টব্য। **জানের উপর নবত তোলা**—অত্যন্ত বিব্রত করা।

নবতি—নব্বই। [সং]
নবমী—প. অষ্টমের পরবর্তিনী; বি. নবমী তিথি। [সং]। **নবমীর পাঁঠা**—নবমীর বলির পাঁঠার মত ভীত। [গুড়ের পাটালি-বিশেষ।
নবাত—[ফা. নবাত] চিনির খাদ্য-বিশেষ; খেজুর
নবাংশ—(জ্যোতিষে) মেষাদি দ্বাদশ রাশির প্রত্যেকের নয় ভাগের এক ভাগ।
নবান্ন—হৈমন্তিক নূতন ধান কাটার পর অনুষ্ঠিত পার্বণ-বিশেষ; নূতন অন্নে পিতৃপুরুষের শ্রাদ্ধান্তে প্রসাদ গ্রহণ অনুষ্ঠান। [নব+অন্ন]
নবাব—[আ.] শাসনকর্তা, বাদশাহের অধীন প্রদেশাধিপতি; কোনও অঞ্চলের মুসলমান অধিপতি; মুসলমান জমিদার প্রভৃতির ব্রিটিশ সরকারের দেওয়া উপাধি; প. আড়ম্বরপ্রিয় ধনী; বিলাসী (একবার ওগো বাক্য-নবাব, চল দেখি কথা শুনে—রবি)। **নবাবজাদা**—নবাবের পুত্র; নবাবের পুত্রের মত হুকুম ও প্রাধান্যপ্রিয় ব্যক্তি। স্ত্রী. **নবাবজাদী**—নবাব-পুত্রী; নবাব-পুত্রীর মত আরাম ও হুকুম-প্রিয় মেয়ে। **নবাব-নাজিম**—প্রাদেশিক শাসনকর্তা ও দণ্ডদাতা। **নবাবপুত্র, -পুত্তুর**—(বিদ্রূপে) আরামপ্রিয়, হুকুমপ্রিয় ও দায়িত্ব-বোধ-বর্জিত: নবাব-পুত্রের মত বিলাস ও আড়ম্বরপ্রিয়। **নবাবি**—নবাবের পদ; বিলাসপ্রিয়তা, সাড়ম্বর জীবনযাত্রা। **নবাবী**—প. নবাবসুলভ (নবাবী মেজাজ, চাল); নবাব সম্বন্ধীয়, নবাবের (নবাবী আমল)।
নবাশীতি—৮৯ এই সংখ্যা। [সং.]। **নবাশীতিতম**—ঊননব্বই সংখ্যার পূরক।
নবাহ্ন—নয় দিন; নয় দিন ধরিয়া যাহা অনুষ্ঠিত হয়; নূতন দিন, বৎসরের প্রথম দিন। [নবন্, নব+অহন্]।
নবি, নবী—[আ. নবী] ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে সংবাদ-দাতা; পয়গম্বর, ঈশ্বরের বাণীবাহক; হজরত মহম্মদ, messiah, prophet। **নবীর তরীকা**—নবীর নির্দেশিত পথ; মুসলমানী আচার-আচরণ।
নবিস, নবীস—[ফা নবীস] লেখক (অন্য শব্দের সহিত যুক্ত হইয়া ব্যবহৃত হয়: পাস-নবীস নকল-নবীস তৌজি-নবীস ইত্যাদি); [ইং. novice] প. আনাড়ী। **নবিসি**—নূতন শিক্ষার্থীর কাজ। **নবিসিন্দা**—লেখক, কেরাণী, মুন্সী; যে কেরাণী পত্রাদি লেখে; রচনায় পটু।
নবীকরণ—নূতন করিয়া গড়া; সংস্কার সাধন। প. **নবীকৃত**—যাহা নূতন করা হইয়াছে। [নব+চি +কৃ+অনট্]।
নবীন—[নব+ঈন] প. নূতন, অভিনব; তরুণ (নবীন সন্ন্যাসী); আধুনিক (নবীন ও প্রাচীন); নবোদিত বা সদ্য প্রস্ফুটিত (নবীন সূর্য, নবীন কুসুম, নবীন পল্লব)। **নবীনা**—প. তরুণী, নবযৌবনা।
নবীভাব, নবীভবন—নূতন হওয়া; নব আবির্ভাব; নব উদ্দীপন; নব সংস্কার। [নব +চি +ভূ+ঘঞ্, অনট্]। প. **নবীভূত**—নূতন করিয়া যাহার উদ্ভব বা গঠন হইয়াছে (নবীভূত অনুরাগ)।
নবীস—নবিস দ্রষ্টব্য।
নবুয়ত—নবীর পদ (নবুয়ত প্রাপ্তি)।
নবেতর—প. নূতন ভিন্ন আর কিছু, পুরাতন, বৃদ্ধ। [নব+ইতর]।
নবোঢ়া—[নব+ঊঢা] প. নবপরিণীতা; লজ্জা-সঙ্কোচশীলা নববধূ।
নবোদক—নূতন জল, নূতন কূপ পুকুর ইত্যাদির জল অথবা নূতন বৃষ্টির জল। [নব+উদক]
নবোদিত—প. সদ্য উদিত, নূতন আবির্ভূত।
নবোদ্যম—নূতন উৎসাহ। [নব+উদ্যম]।
নবোদ্ধৃত—প. সম্প্রতি সমাহৃত; বি. নবনীত, ননী। [নব+উদ্ধৃত]
নবোন্মেষ—নূতন বিকাশ বা উদয়। [নব+উন্মেষ] প. **নবোন্মেষিত, নবোন্মিষিত**—নব-সঞ্জাত; নববিকশিত।
নব্বই, নব্বুই—৯০ এই সংখ্যা।
নব্য—[নব+য] প. নূতন, তরুণ; নূতন ধরণের; হাল আমলের। **নব্যসম্প্রদায়**—যুবক-সম্প্রদায়, নূতন-মতাবলম্বী সম্প্রদায়।
নভ—[নভ্ (নষ্ট হওয়া)+অ] শূন্য, আকাশ; শ্রাবণ মাস। **নভগ**—আকাশচারী; ভাগ্যহীন।
নভঃ—[নভ্+অস্] আকাশ, গগন; স্বর্গ; মেঘ; বর্ষাকাল। **নভঃপ্রাণ**—বায়ু। **নভশ্চক্ষু**—সূর্য। **নভশ্চর**—নভচারী; পক্ষী গন্ধর্ব গ্রহনক্ষত্র মেঘ ইত্যাদি। **নভস্তল**—গগনতল। **নভঃস্থল, নভস্থল**—আকাশ। **নভঃস্পৃক্** (-শ্)—গগনস্পর্শী। **নভস্বান্(-স্বৎ)**—বায়ু।

নভেম্বর, নবেম্বর—[ইং. November] খৃষ্টীয় বৎসরের একাদশ মাস (কার্ত্তিকের মধ্যভাগ হইতে অগ্রহায়ণের মধ্যভাগ পর্যন্ত)।

নভেল, নবেল—[ইং Novel] উপন্যাস, কল্পিত উপাখ্যান। **নভেলিয়ানা**—নভেলে বর্ণিত নায়ক-নায়িকার আচরণের ন্যায় আচরণ বা হাবভাব, ভাব-বিলাসিতা।

নভোনীল—[নভঃ+নীল] বি. আকাশের নীলিমা; ণ. আসমানী রং। **নভোবীথি**—আকাশ-পথ। **নভোমণি**—সূর্য। **নভো-মণ্ডল**—আকাশমণ্ডল। **নভোরজঃ**—কুয়াশা। **নভৌকাঃ** (-কস্)—পক্ষীদেবতা।

নম,নমঃ—নমস্কার। [সং. নমস্]। **নম-নম**—নামমাত্র, দায়-শোধ দেওয়া গোছের (নম-নম করে বিয়েটি সেরেছে)। **নমশূদ্র, নমঃশূদ্র**—হিন্দু জাতি বিশেষ। **নমসিত, নমঃসিত**—পূজিত। **নমস্কর্তা**—যে নমস্কার করে। **নমস্কার**—প্রণাম, অভিবাদন, সুগভীর শ্রদ্ধা নিবেদন (নমস্কার ত্রিবিধ—দণ্ডবৎ হওয়া, কায়িক নতি; স্তব-মন্ত্রাদি পাঠপূর্বক, বাচনিক; ইষ্ট-দেবতাকে মনে মনে ভক্তি ও নতি নিবেদন, মানসিক)। **নমস্কারী**—প্রণামী, বর অথবা বধূর বিবাহের পর গুরুজনদিগকে নমস্কার কালে যে বস্ত্রাদি বা অর্থ দেয়। **নমস্কৃতি, নমস্ক্রিয়া**—নমস্কার। **নমস্য**—নমস্কারের যোগ্য, পূজনীয়, পরম শ্রদ্ধেয়।

নমাজ, নামাজ—[ফা. নমাজ ; সং. নমস্—স্তোত্র] মুসলমানী মতে উপাসনা (পাঁচ ওয়াক্তের নামাজ)। **নামাজ পড়া**—কোরানের কয়েকটি আয়াত বা বাণী আবৃত্তি করিয়া বিধিবদ্ধ ভাবে উপাসনা করা। **নামাজী**—যে নামাজ পড়ে, নামাজে অনুরক্ত (বিপরীত—বে-নামাজী)। **নামাজগাহ্**—নামাজ পড়িবার স্থান, মসজিদ।

নমাস—নয় মাস। **নমাসে-ছমাসে**—বহুদিন পরে পরে; কদাচিৎ।

নমিত—যাহাকে নমস্কার করা হইয়াছে; যাহাকে বা যাহা নত করা হইয়াছে; হেঁট-মাথা, আনত (অর্ধনমিত পতাকা)। [নম্+ণিচ্+ক্ত]।

নমিনেশন—[ইং. nomination] মনোনয়ন। **নমিনেশন পাওয়া**—মনোনয়ন লাভ করা।

নমুচি—ইন্দ্র কর্তৃক নিহত অসুর-বিশেষ। [সং]। **নমুচিসূদন**—ইন্দ্র।

নমুনা—[ফা.] নিদর্শন, পরিচায়ক দ্রব্য, sample (নমুনা অনুসারে চাল পাওয়া যায় নাই; আদর-আপ্যায়নের নমুনা); আদর্শ।

নমোনমঃ(-স্)—পুনঃ পুনঃ নমস্কার। [নমস্+নমস্]।

নম্বর—[ইং. number] সংখ্যা, ক্রমিক সংখ্যা (দশ নম্বর বাড়ী); চিহ্ন, চিহ্ন বা মূল্য জ্ঞাপক সংখ্যা (পরীক্ষায় ভাল নম্বর পায় নাই)। **নম্বরী**—বিশেষ নম্বর-যুক্ত, যাহার নম্বর লক্ষ্য করা হয় (নম্বরী ধুতি; নম্বরী নোট)। **এক নম্বর, এক নম্বরের**—সর্বোৎকৃষ্ট, অগ্রগণ্য (এক নম্বর চাল; এক নম্বরের মিথ্যাবাদী)। **নম্বর-ওয়ারী**—ক্রমিক নম্বর অনুসারে।

নম্য—ণ. প্রণম্য, পূজ্য; নমনীয়। [নম্+য]।

নম্র—[নম্+র] যাহা নত হইয়াছে; ঔদ্ধত্যহীন; অবনত, বিনীত (নম্র ব্যবহার); নরম। **নম্রক**—বেত গাছ। **নম্রতা**—বিনয়; বিনীত আচরণ; নমনীয়তা। **নম্রমুখ**—অবনত মুখ। স্ত্রী -**খী**।

নয়—[নী+অ] নীতি; শাস্ত্র; আচরণ। **নয়জ্ঞ, নয়বিদ্**—নীতিশাস্ত্রজ্ঞ। **নয়জ্ঞান**—রাজ-নীতিজ্ঞান। **নয়শাস্ত্র**—নীতি-শাস্ত্র।

নয়—৯ এই সংখ্যা, নয় সংখ্যক। **নয় ছয় করা**—নষ্ট করা, পণ্ড করা। **নয় দুয়ারী**—যে বহু দরজায় ভিক্ষা করে (গালি-বিশেষ)।

নয়—ক্রি. নহে, না হয় (লোকটি ভাল নয়); অব্য. নতুবা, অথবা, নচেৎ, কিংবা (আমি, নয় তুমি); বি. অসত্য (হয়কে নয় করা)। **নয়ক,-কো**—ক্রি. নহে। **নয়তো**—অব্য. তাহা না হইলে, নচেৎ, নতুবা।

নয়ন—[নী+অনট্] চক্ষু; আনয়ন। **নয়ন গোচর**—দৃষ্টিগোচর। **নয়নজুলি**—পথের পাশের সরু নর্দামা। **নয়নঠার**—চোখের ইসারা। **নয়নতারা**—চোখের তারার মত প্রিয়। **নয়নবাণ**—বাণের মত তীক্ষ্ণ অর্থাৎ মর্মস্পর্শী কটাক্ষ, চিত্তবিক্ষেপকর দৃষ্টি।

নয়নসুখ,-সুক—মিহি কাপড়-বিশেষ।

নয়না—(ব্রজবুলি) নয়ন, অপাঙ্গ দৃষ্টি (নয়না হানা)। **নয়নানন্দ**—ণ. দেখিলে আনন্দ হয় এরূপ; বি. দৃষ্টির আনন্দ। **নয়নাভিরাম**—ণ. নেত্র-বিমোহন, চক্ষুর আনন্দকর, সুদর্শন। **নয়নাসার**—অশ্রু। **নয়নী**—চোখের তারা; নয়ন-যুক্তা (অন্য শব্দের সহিত যুক্ত হইয়া ব্যবহৃত হয়—

মৃগনয়নী, হরিণনয়নী)। **নয়নোৎসব**—নয়নের আনন্দের বিষয়; আলোক। **নয়নোপান্ত**—অপাঙ্গ, চক্ষুর কোণ। [নয়ন+উপান্ত]

নয়পীঠি—পাশার ছক। [সং.]

নয়বর্ত্ম (-র্ত্মন্)—রীতি-নির্দেশিত পন্থা। **নয়-বিশারদ**—ণ. নীতিশাস্ত্রে অভিজ্ঞ।

নয়ল, নয়লি,-লী, নয়ালি—ণ. প্রথম, নূতন (নয়লি যৌবন—প্রাচীন বাংলায় ব্যবহৃত)।

নয়া—[সং. নব; হি. নয়া] ণ. নূতন, অভিনব, টাট্‌কা। **নয়া-আবাদী**—ণ. নূতন চাষ করা হইয়াছে এমন (পূর্ববঙ্গে ব্যবহৃত হয়)।

নয়ান—নয়ন, চক্ষু (কাব্যে ব্যবহৃত)। **নয়ান-জুলী**—নয়নজুলী। **নয়ানী**—নয়নী।

নর—[নৃ (পাওয়া)+অ—যে ক্রমে উৎকর্ষ লাভ করে] মানুষ, মানব; ঋষি-বিশেষ; অর্জুন; ণ. মর্দা (নর পায়রা। স্ত্রীলিঙ্গে :মাদী)। স্ত্রী. **নারী** (মনুষ্যেতর জীবপক্ষে **নরী**)। **নরকঙ্কাল**—মানুষের অস্থিপঞ্জর, Skeleton। **নরকপাল**—মানুষের মাথার খুলি। **নরকেশরী** (-রিন্)—নরশ্রেষ্ঠ। **নরগণ**—জাতকের প্রকৃতি সম্বন্ধে জ্যোতিষ-শাস্ত্র-সম্মত বিভাগ-বিশেষ। **নরদেব**—রাজা; ব্রাহ্মণ। **নরনারায়ণ**—নর ও নারায়ণ নামে পৌরাণিক ঋষিদ্বয় যাঁরা শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুন রূপে জাত; নররূপী নারায়ণ। **নরনারায়ণের পূজা**—নরকে নারায়ণ জ্ঞানে সেবা। **নরনাথ, -পতি**—রাজা। **নরপতি-পথ**—রাজার গমনযোগ্য পথ, রাজপথ। **নরপশু**—নররূপী পশু; মর্দা পশু; ঘৃণ্য আচরণকারী ব্যক্তি। **নরপিশাচ**—পিশাচপ্রকৃতির মানুষ। **নরবলি**—মানুষ কাটিয়া দেবতাকে উপহার দেওয়া। **নরপুঙ্গব**—মানবশ্রেষ্ঠ। **নর-মালিনী**—নৃমুণ্ডমালিনী। **নরমেধ**—যে যজ্ঞে নরবলি হয়। **নরযান**—নরবাহিত শিবিকা। **নরলোক**—মনুষ্যলোক, পৃথিবী। **নরসিংহ, নরহরি**—নরকেশরী, নৃসিংহ, একই সঙ্গে ঊর্ধ্বাংশ মানুষ ও নিম্নাঙ্গ সিংহের আকৃতি-বিশিষ্ট বিষ্ণুর চতুর্থ অবতার। **নরসুন্দর**—যে চুল-দাড়ি-আদি ছাঁটিয়া কাটিয়া মানুষকে সুন্দর করে, নাপিত। স্ত্রী. **নরসুন্দরী**। [নরী হার)।

নর—নহর, নালি। ণ. **নরী**—নরবিশিষ্ট (সাত-

নরক—[নৃ+অক—পাপের জন্য যেখানে ক্লেশ-ভোগ করিতে হয়] মৃত্যুর পর পাপীরা যেখানে কঠিন শাস্তিভোগ করে, নিরয়, যমালয়, জাহান্নাম, দোজখ; অপকৃষ্ট স্থান; মলমূত্র পুঞ্জ প্রভৃতি (দশমাস নরক সাফ করে পেলাম একখানা ছেঁড়া কাপড়); অসুর-বিশেষ। **নরককুণ্ড**—যে কুণ্ডে পাপীরা নিদারুণ শাস্তি ভোগ করে; অতি ঘৃণিত স্থান। **নরকগামী**-(মিন্)—পাপের শাস্তি-ভোগের জন্য যে নরকে যায়। **নরক গুলজার**—যদিও কুৎসিত স্থান তবু বহুজনের সমাগমে সরগরম (গুলজার দ্রঃ)। **নরকভোগ**—নরকে দণ্ডভোগ; অশেষ দুঃখ-যন্ত্রণা ভোগ। **নরক-যন্ত্রণা**—পাপের শাস্তিস্বরূপ নরকে অশেষ কষ্ট-ভোগ; অসহ্য যন্ত্রণা; তীব্র অনুশোচনা। **নর-কস্থ**—নরকে স্থিত বা গত। **নরকান্তক**—নরকাসুর-বিনাশক, বিষ্ণু।

নরম—[ফা. নরম্] ণ. কোমল, অকঠিন (নরম বিছানা); মৃদু, ধীর (নরম মেজাজ); কড়ার বিপরীত; সহৃদয়তাপূর্ণ (নরম কথায় কাজ হয় না); দয়ার্দ্র, স্নেহপ্রবণ (নরম মন); দোরসা, পচা (মাছটা নরম); টাট্‌কা ও খাস্তা নয় (নরম মুড়ি); শান্ত, নির্বিরোধী, দুর্বল (শক্তের ভক্ত নরমের যম); আলগা, শিথিল (বাঁধন নরম); কম (জ্বর, বাজার নরম); স্নিগ্ধ (নরম আলো); শ্লেষ্মাপ্রধান, অপেক্ষাকৃত দুর্বল (নরম ধাতের লোক)। **বাজার নরম হওয়া**—দাম ও চাহিদা কমা। **নরম-গরম**—মিঠে-কড়া, কড়া ও কোমলের মিশ্রণ (নরম-গরম শুনিয়ে দেওয়া)। **নরমানো**—ক্রি. নরম হওয়া, খাস্তা না থাকা।

নরাজ, নড়াজ—তাঁতের অংশ-বিশেষ, তাঁতের মোটা বেলন যাহাতে বোনা কাপড় জড়ানো থাকে।

নরাধম—ণ. বি. মানুষের মধ্যে অধম, অতি হীন প্রকৃতির মানুষ। **নরাধিপ**—রাজা। **নরা-ন্তক**—মৃত্যু; নরঘাতক। **নরায়ণ**—নারায়ণ। **নরাশ, নরাশন**—নরখাদক, রাক্ষস।

নরা—[নর+আ (অবজ্ঞার্থে)] নর (নরা গজা বিশে শয়—খনার বচন)।

নরী—ণ. নহরযুক্ত (মুক্তার পাঁচনরী হার)।

নরুণ,-ন—[নখরঞ্জনী, নখহরণিকা] যে অস্ত্র দিয়া নখ কাটা হয়, নখকাটা। **নরুনপেড়ে কাপড়**—অতি সরু-পেড়ে কাপড়।

নরেন্দ্র—নরশ্রেষ্ঠ; রাজা। [নর+ইন্দ্র]। **নরেন্দ্র-মার্গ**—রাজপথ। **নরেশ**—রাজা। **নরোত্তম**—পুরুষশ্রেষ্ঠ; শ্রীকৃষ্ণ। [নর+উত্তম, ৭মীতৎ]।

নর্ত্তক—ণ. নৃত্যপটু; নৃত্য যাহার জীবিকার উপায়; বি. নট; ময়ূর; হস্তী; চারণ। স্ত্রী. **নর্ত্তকী**—নাচওয়ালী।

নর্ত্তন—নৃত্য; পেশীসমূহের ব্যাধি-বিশেষ। [নৃত্+অনট্]। **নর্ত্তন-প্রিয়**—নৃত্যপ্রিয়; শিব; ময়ূর। **নর্ত্তন-শালা**—নাচঘর। ণ. **নর্ত্তিত**—নাচানো হইয়াছে বা হইতেছে এমন।

নর্দমা, নর্দামা—পয়ঃপ্রণালী, ড্রেন, ব্যবহৃত অথবা বৃষ্টির জল নির্গমনের পথ; অপরিষ্কৃত ও ঘৃণিত স্থান (নর্দমায় গড়াগড়ি যাওয়া)।

নর্দন—বৃষধ্বনি, উচ্চ ও পরুষ নাদ। [নর্দ্+অনট্]। ণ. **নর্দিত**—ণ. নিনাদিত, গর্জিত; শব্দিত; বি. গর্জন।

নর্ম (-র্মন্)—[নৃ (লওয়া)+মন্] লীলা; ক্রীড়া; কৌতুক; রসিকতা, পরিহাস; বিলাস, বিহার। **নর্মগর্ভ**—হাস্য-পরিহাসপূর্ণ। **নর্মদ**—ক্রীড়া-কৌতুকের সহচর, যে হাস্য-পরিহাসের দ্বারা আনন্দ দান করে। **নর্মদা**—বিন্ধ্যপর্বত হতে নির্গতা নদী, রেবা নদী। [নর্মন্-দা+অ+আপ্]। **নর্মসখা, নর্মসহচর, নর্মসচিব**—ক্রীড়া-সঙ্গী; পরিহাস-রসিক পারিষদ, বিদূষক, মো-সাহেব। **নর্মসহচরী**—ক্রীড়াসঙ্গিনী, লীলা-সঙ্গিনী; সহধর্মিণী।

নল—[নল্+অ] চোঙ্, পাইপ (জলের নল); তৃণ, খাগড়া-বিশেষ; রামায়ণোক্ত বানর-বিশেষ; রাজা বিশেষ, দময়ন্তীর স্বামী; জমি মাপিবার দণ্ড-বিশেষ (দশহাতী নল)। **নলক**—নলের মত লম্বা অস্থিখণ্ড। [নল+ক]। **নল-কর**—জমির নল-খাগড়াদি উপস্বত্ব ভোগ করিবার জন্য দেয় কর। **নল-কানন**—নলের বন। **নলচালা**—কে চোর তাহা নির্ণয় করিবার জন্য মন্ত্র পড়িয়া নল চালনা করা। **নলছেয়া**—নল কোণাকোণি কাটা হয়, সেরূপ) কোণাকোণি নদী পাড়ি দেওয়া। **নলপট্টিকা**—নল দিয়া প্রস্তুত পাটি। **নলসেতু**—নল নামক বানর কর্তৃক নির্মিত সেতু, সেতুবন্ধ রামেশ্বর ও লঙ্কার মধ্যে নির্মিত সেতু। **সাতনলা**—নলের সহিত নল যুক্ত করিয়া খোঁচা দিয়া উঁচু ডালের পাখী মারিবার যন্ত্র-বিশেষ।

নলক, নোলক—স্ত্রীলোকের নাকের লম্বিত গহনা-বিশেষ। [দুলানো।

নলপত্ত—[হি. লল্লোপত্ত] মিষ্ট কথা বলিয়া

নলা—ণ. নলযুক্ত (সাতনলা); বি. হাত বা পায়ের লম্বা হাড় (পায়ের নলা—নড়া দ্রঃ)।

নলি, -লী—নলা, পায়ের লম্বা অস্থি; সূতা জড়াই-বার ছোট নল। [সং]।

নলিকা—নলি; নলের আকৃতির অস্ত্র-বিশেষ।

নলিচা, নলচে—হুঁকার দণ্ড, নইচা।

নলিত, নলিতা—নালিতা দ্রঃ

নলিন—পদ্ম। [সং]। স্ত্রী. **নলিনী**—পদ্মিনী, কুমুদিনী (নলিনী-দলগত জল); পদ্ম। **নলিনী-রুহ**—মৃণাল। **নলিনেশয়**—নারায়ণ।

নলিয়া, নলে—যে নল চালাইয়া পাখী মারে।

নলুয়া, নলো—নলের দ্বারা দরমা-আদি প্রস্তুত করিয়া যাহারা জীবিকা নির্বাহ করে।

নলেন—[সং. নূতন; ব্রজ. নওল] নূতন খেজু-রের রসে তৈয়ারী (—গুড়)। **নলেন গুড়, নলেন পাটালি**—নূতন খেজুরে গুড় ও পাটালি।

নশ্বর—[নশ্ (বিনষ্ট হওয়া)+বর] ণ. বিনাশ-ধর্মী, ধ্বংসশীল, ক্ষয়শীল (নশ্বর জীবন, নশ্বর দেহ); নাশের হেতু, ভীষণ (নশ্বর রণ)।

নষ্ট—[নশ্+ক্ত] ণ নাশপ্রাপ্ত, ধ্বংসপ্রাপ্ত [নষ্ট রাজ্য, নষ্ট প্রাণ); অপব্যয়িত (নষ্ট টাকা, নষ্ট পরিশ্রম); বিকার-প্রাপ্ত; ক্ষয়প্রাপ্ত, গত (নষ্ট-সৌন্দর্য); ব্যবহারের অযোগ্য (ঘি নষ্ট হইয়া গিয়াছে); নিরুদ্দিষ্ট (নষ্টোদ্ধার); দোষযুক্ত, কুচরিত্র (নষ্টা); দুষ্ট, দুর্বৃত্ত; ব্যর্থ, পণ্ড (কাজ নষ্ট করা); বি. নষ্টামি (যত নষ্টের গোড়া); **নষ্টকোষ্ঠী**—যে কোষ্ঠী যথাসময়ে তৈরী হয় নাই। **নষ্টচন্দ্র**—ভাদ্রমাসের কৃষ্ণা বা শুক্লা চতুর্থীর চন্দ্র যাহা দেখিলে দোষ হয়। **নষ্ট-চেতন**—চেতনাহীন; মূর্চ্ছিত। **নষ্টমতি**—দুর্বুদ্ধি। **নষ্টস্মৃতি**—অবলুপ্ত-স্মৃতি। **নষ্টা**—কুচরিত্রা; ভ্রষ্টা, ব্যভিচারিণী। **নষ্টাম (মো),** **নষ্টামি**—দুষ্টামি, দুরভিসন্ধি, বদমায়েশি। **নষ্টি**—নাশ। **নষ্টেন্দু কলা**—অমাবস্যা। **নষ্টো-দ্ধার**—হারানো বা লুপ্ত বস্তুর পুনঃ প্রাপ্তি।

নসব—নছব। **নসিব, নসীব**—নছিব।

নস্কর—লস্কর; রাজকর্মচারী বিশেষ।

নস্য—ণ. বি. নাসিকার জন্য হিতকর; এমন হিতকর চূর্ণ-বিশেষ; পশুর নাকে দড়ি। [সং]।

নস্যদানী, -ধানী—নস্য রাখিবার ছোট পাত্র।

নস্যসাৎ—নস্যের মত নিঃশেষিত।

নস্যাৎ—অব্য. তুচ্ছ; বাতিল; মিথ্যা। **নস্যাৎ করা**—লোপ করা; উড়াইয়া দেওয়া [সং. ন স্যাৎ=যদি না থাকে]।

নহ—ক্রি. না হও, নও (নহ মাতা নহ কন্যা—রবি)।

নহবৎ—নওবৎ। **নহবৎখানা**—প্রহরে প্রহরে নহবৎ বাজাইবার ঘর।

নহর—[আ.] ক্ষুদ্র জলধারা; খাল, canal. [পণ্ডিত জহরলালের পূর্বপুরুষ নহরের পারে বাস করিত বলিয়া তাঁহাদের উপাধি 'নেহরু' হইয়াছে।]

নহলা—নয় ফোঁটা-যুক্ত তাস।

নহি—ক্রি. না হই। **নহিল**—ক্রি. না হইল। **নহিলে, নইলে**—অব্য না হইলে, অন্যথায়।

না—[সং. নৌ] নৌকা।

না—অব্য. ক্রিয়ার অঘটন বা নিষেধসূচক (হবে না, যাবে না); প্রশ্নের নেতিবাচক উত্তর (খাবে?—না); প্রশ্নে, বিস্ময়ে বা সন্দেহে (আজও যাবে না?); অভাবাত্মক (না কৃশ, না স্থূল)। অসম্মতি-জ্ঞাপক (না, যাব না; আশা করি তুমি না বলবে না); নিশ্চয়তাজ্ঞাপক (কত না ছন্দে রচিত); অনুরোধ বা অনুরোধজ্ঞাপক (একবার বলে দেখই না); পাদপূরণে (যে না ঘাটের নৌকা তুমি সেই না ঘাটে যাও); বিরক্তি-জ্ঞাপক (না, তোমাদের সঙ্গে আর পারলাম না); অস্বীকৃতি অবজ্ঞা ইত্যাদি জ্ঞাপক (মারবে না কচু করবে); সংযোগার্থক (এটা কি? না, অভিধান); অথবা (রাম না নবীন); সমর্থন-জ্ঞাপক (তাই না কথায় বলে)।

না—নঞর্থক উপসর্গ (নাহক, নারাজ, নাদান)।

নাই, নি—অব্য. ক্রিয়ার অঘটন বা অভাববাচক (করে নাই, হয় নাই); প্রশ্নসূচক (যায় নাই? খায় নি)?

নাই—[সং. নাস্তি] না আছে (জানাশুনা নাই); ণ. অস্তিত্বহীন (নাই মামার চেয়ে কানা মামা ভাল); ক্রি. জীবিত না থাকা; চলিয়া যাওয়া (সে ঘরে নাই; সে আর নাই)। **নাই ঘর**—অভাবগ্রস্ত পরিবার।

নাই—নাপিত; নাভি; চাকার কেন্দ্রস্থল বা কেন্দ্রস্থলের কীলক। [দেওয়া]।

নাই—[স্নেহ] আস্কারা, প্রশ্রয় (ছেলেকে নাই

নাই-আঁকড়া—নেই-আঁকড়া দ্রষ্টব্য।

নাইট্রোজেন—মৌলিক গ্যাসবিশেষ, যবক্ষারজান। [ইং nitrogen]

নাইয়র—[হি. নইহর] বিবাহিতা নারীর পিতৃগৃহ বা আত্মীয় বাড়ি; সেখানে অল্পকালের জন্য অবস্থিতি বা আরাম ভোগ (নাইয়র করা, নেওরা, নাইয়রের মেয়ে)। [কাণ্ডারী।

নাইয়া, নেয়ে—[সং. নাবিক] নাবিক, মাঝি,

না-উম্মেদ—[ফা] ণ. আশাহীন, বিফলমনোরথ।

নাও—[সং. নৌ] নৌকা; ক্রি. লহ, গ্রহণ কর।

নাওয়া—[সং. স্নান; হি. নহান] ক্রি. স্নান করা। **নেয়ে ওঠা**—স্নান করিয়া উঠা; ঘর্মাক্ত-কলেবর হওয়া; কোন ব্যাপারের সহিত সংস্রব একেবারে ত্যাগ করা।

নাওয়ারা—নৌ-বহর।

নাঃ—অব্য. বিরক্তি-জ্ঞাপক (নাঃ, জ্বালাতন করে ছাড়লে); সঙ্কল্পের পরিবর্তন-জ্ঞাপক (নাঃ, আর হেলাফেলা করিলে চলিবে না)।

নাক—[ন অক (দুঃখ) [যেখানে] স্বর্গ ('নাকেতে নির্জরগণ করে হাহাকার')।

নাক—[সং. নক্র] নাসিকা, নাসা, ঘ্রাণেন্দ্রিয়। **নাক উঁচানো**—ঘৃণা বা অবজ্ঞা প্রকাশ করা। **নাককড়াই**—মটরের মত দেখিতে পাশের নাকের গহনা-বিশেষ। **নাককাটা**—ছিন্ননাস; নির্লজ্জ। **নাক কাটা যাওয়া**—সম্ভ্রম নষ্ট হওয়া। **নাক-খত, নাকে-খত**—মাটিতে নাক ঘসিয়া অঙ্গীকার করা যে ভবিষ্যতে এরূপ অন্যায় আর করিবে না। **নাক খোঁটা**—নখ দিয়া নাকের ভিতরে খুঁটিয়া রক্ত বাহির করা বা ঘা করা। **নাক-ছাবি**—নাকের পাশের গহনা-বিশেষ। **নাক-ঝাড়া**—নাসিকা হইতে শ্লেষ্মা বাহির করিয়া ফেলা। **নাকতোলা**—অবজ্ঞার ভাব দেখানো। **নাক ফোঁড়ানো**—গহনা পরিবার জন্য নাকে ছিদ্র করা অথবা পশুর নাকের দড়ি পরাইবার জন্য ছিদ্র করা। **নাক-বাঁকানো**—ঘৃণার ভাব দেখানো। **নাক বিঁধানো**—নাক ফোঁড়ানো। **নাক-মলা**—নাক মলিয়া অঙ্গীকার করা যে ভবিষ্যতে আর এরূপ করিবে না। **নাক-কান মলা**—বিতৃষ্ণায় ও দুঃখে বিপরীত সংকল্প গ্রহণ করা (নাক-কান মললাম, আর তাদের কথার মধ্যে যাব না)। **নাক সিটকানো**—ঘৃণা বা অবজ্ঞা প্রকাশ করা। **নাকে কাঁদা**—বিরক্তিকরভাবে নাকি-সুরে কাঁদা; অক্ষমতা বা দুঃখের ভান করা।

আপন নাক কেটে পরের যাত্রা ভঙ্গ করা—পরের অল্প অনিষ্ট করিতে গিয়া নিজেরও গুরুতর অনিষ্ট করিয়া নির্বুদ্ধিতা প্রকাশ করা। **নাকের জলে চোখের জলে এক হওয়া বা করা**—অতিশয় লাঞ্ছনা পাওয়া বা করা। **নাক-কান বুজে সহ্য করা**—যথেষ্ট কষ্ট বা অপমান বোধ করিয়াও প্রতিবাদ না করা। **নাকের ডগা**—নাকের অগ্রভাগ। **নাকের পাতা**—নাকের সম্মুখ ভাগের দুই পাশের চামড়া। **টিকল নাক**—চোখা নাক; উন্নত নাসা। **থেবড়া নাক**—চেপ্‌টা নাক।

নাকচ—[আ. নাকি'স্—ত্রুটিপূর্ণ, অঙ্গহীন] প. বাতিল, রহিত (হুকুম নাকচ করা)।

নাকা—প. নাসিকা-জাত (নাকা কথা), খোনা, নাকী।

নাকানি—[বাং. নাক+পানি] নাকে জল যায় এমন অবস্থা। **নাকানি-চুবানি**—নাকে বার বার জল ঢোকার মত দুরবস্থা (**নাকানি-চুবানি খাওয়া**—অসহায় ভাবে লাঞ্ছনা বা দুরবস্থা ভোগ করা; কাজের চাপে অবকাশ না পাওয়া)।

নাকারা—[ফা. নকারা] প. অকর্মণ্য, কাজের অযোগ্য, ঠুন্‌কো (নাকারা চিজ—ঠুনকো অথবা অকিঞ্চিৎকর বস্তু)।

নাকারা, নাকাড়া, নাগাড়া—[আ. নক্ক'রা] ঢাকজাতীয় বাদ্যযন্ত্র-বিশেষ (বিনা মেঘে বজ্ররবের মত উঠলো বেজে কাড়া নাকাড়া)।

নাকাল—[প্রাদে.]প. তুল্য, রকম, মত (তোমার মত নাকাল লোক দেখিনি); বি. পশুর নাকে পরানো দড়ি (**নাকাল দেওয়া**—গরু প্রভৃতির নাকে রশি পরানো)।

নাকাল—[আ. নকাল] প বিব্রত, নিগৃহীত, জব্দ (নাকাল হওয়া; নাকাল করে ছেড়েছে)।

নাকি—অব্য. জিজ্ঞাসা-সূচক (তুমি নাকি কলকাতা যাবে ?); প্রশ্ন, অনুমান বা সন্দেহসূচক (দুটি ঘরে নাকি বিশজন লোক থাকে ?); যেহেতু।

নাকী, নাকুয়া—প. নাসিকায় উচ্চারিত, অনুনাসিক (নাকী সুরের কথা)।

নাকেহ্—[আ.] প. অচল, অকর্মণ্য।

নাক্ষত্র—প. নক্ষত্র-সম্পর্কিত; নক্ষত্রের গতির দ্বারা নির্ধারিত (নাক্ষত্র কাল; নাক্ষত্র বৎসর)।

নাখেরাজ—[আ. লাখিরাজ] প. নিষ্কর; বি. নিষ্কর ভূমি; নিষ্কর স্বত্ব।

নাখোদা, নাখুদা—[ফা. নাখুদা] পোতাধ্যক্ষ; জাহাজী মালের কারবারী, জাহাজে মাল সরবরাহকারী; মুসলমান সম্প্রদায়-বিশেষ (নাখোদা মস্‌জিদ—নাখোদাদের নির্মিত মস্‌জিদ)।

নাখোশ, নাখুশ—[ফা.] প. অসন্তুষ্ট, অপ্রসন্ন।

নাগ—[নগ্ (পর্বত, বৃক্ষ) + অ—পর্বত বা বৃক্ষ-কোটরবাসী] সর্প; হস্তী, মেঘ; রাঙ্গ; সীসা, নাগকেশর বৃক্ষ, উপাধি-বিশেষ; প্রাচীন জাতি-বিশেষ, নাগলোকবাসী। স্ত্রী **নাগী, নাগিনী**—সর্পী; হস্তিনী। **অষ্টনাগ**—অনন্ত বাসুকী পদ্ম মহাপদ্ম তক্ষক কুলীর কর্কট শঙ্খ এই আটটি মহাসর্প। **নাগকন্যা**—নাগবংশের কন্যা। **নাগকেশর, নাগেশ্বর**—বৃক্ষ-বিশেষ ও তাহার ফুল। **নাগগর্ভ**—নাগ অর্থাৎ সীসক হইতে প্রস্তুত, সিন্দুর। **নাগচূড়**—শিব। **নাগদন্ত**—হস্তিদন্ত, বস্ত্রাদি ঝুলাইয়া রাখিবার দেওয়াল-সংলগ্ন কাঠের গোঁজ। **নাগদমন**—সাপুড়ে; বৃক্ষ। **নাগপঞ্চমী**—আষাঢ় মাসের কৃষ্ণা পঞ্চমী অথবা শ্রাবণ মাসের শুক্লা পঞ্চমী, এই তিথিতে মনসা ও নাগপূজা হয়। **নাগপতি**—গজশ্রেষ্ঠ ঐরাবত; অনন্ত প্রভৃতি অষ্ট প্রধান সর্প (অষ্টনাগ দ্রঃ)। **নাগপাশ**—বন্ধন করিবার বরুণের অস্ত্র, দুশ্ছেদ্য বন্ধন (মমতার নাগপাশ)। **নাগফণি**—ফণিমনসার গাছ। **নাগবল্লরী, -বল্লী, -লতা**—পানের গাছ। **নাগভূষণ**—মহাদেব। **নাগমাতা**—কদ্রু; মনসা। **নাগরাজ**—অনন্ত বা বাসুকি নাগ। **নাগলোক**—পাতাল। **নাগসিন্দুর**—মেটে সিন্দুর।

নাগ—লাগ (মেয়েলি ভাষা)।

নাগর—[নগর+ষ্ণ] প. নগর-জাত বা সম্পর্কিত, পৌর (নাগর সভ্যতা); নগরবাসী; বিদগ্ধ; চতুর; ধূর্ত, বি. প্রণয়ী, প্রিয়, বঁধু, রসিক বা লম্পট পুরুষ (নাগর বন্ধু যে রসের ঘর ভাঙ্গিলি—পল্লীগান); লিপি-বিশেষ (দেবনাগর)। স্ত্রী. **নাগরী**—প্রণয়িনী; রসিকা নারী; লিপি বিশেষ; প. নগর-বাসিনী। **নাগরক**—হাতের কাজে দক্ষ; চোর। **নাগরদোলা**—ঘুর খাইবার দোলা-বিশেষ। **নাগরপনা, নাগরালি**—নাগরের ব্যবহার, প্রণয়চাতুরী;

লাম্পট্য ; রসিকতা, চতুরালি , বৈদগ্ধ্য। **নাগরিক**—ণ. নগরসংক্রান্ত, শহুরে ; বি. নগরবাসী; রাষ্ট্রের সভ্য, citizen (নাগরিকের অধিকার)। **নাগর্য**—নাগরালি।

নাগরঙ্গ—নারঙ্গ লেবু। [সং.]

নাগরমুথা—কেশুর।

নাগরা—জুতা-বিশেষ।

নাগরা, নাগারা—নাকারা দ্রষ্টব্য।

নাগরি,-রী—মাটির কলস।

নাগরী—রসিকা ; প্রণয়িনী (নব নাগরী) , বর্ণমালা-বিশেষ, দেবনাগর।

নাগা—[সং নগ্নক] নগ্ন সন্ন্যাসী-সম্প্রদায়-বিশেষ ; ভারতের পূর্ব প্রান্তের নাগা পর্বতবাসী পার্বত্য জাতি-বিশেষ। (ইহারা বহু সম্প্রদায়ে বিভক্ত—আও নাগা, অংগামী নাগা, সেমা নাগা ইত্যাদি)।

নাগাইত, নাগাত, নাগাদ—[আ. লগ'য়েৎ) অব্য. পর্যন্ত। **ইস্তকনাগাদ**—আগন্ত, আগাগোড়া।

নাগাড়—বি. লাগাড, ক্রম, সংস্রব (**নাগাড় মারা**—কোনও ব্যাপারের অবসান করা) ; ণ অবিশ্রান্ত, অবিরাম। **নাগাড়ে**—অবিরামভাবে।

নাগাধিপ—নাগরাজ, ঐরাবত। **নাগাধিপা**—মনসা। **নাগান্তক**—গরুড় ; ময়ূর ; সিংহ।

নাগাল, নাগালি—সংস্পর্শ, অধিগম্যতা, নৈকট্য, সামীপ্য (নাগাল ধরা—পিছন হইতে অগ্রসর হইয়া নৈকট্য লাভ করা)। **নাগাল পাওয়া**—নৈকট্য লাভ করা ; আপনজনরূপে পাওয়া।

নাগাহ—[ফা] ভঙ্গ করা, অনুপস্থিত।

নাগিনী—নাগী, সর্পী। [সং.]।

নাগেন্দ্র, নাগেশ—অনন্ত নাগ ; ঐরাবত।

নাঙ, নাং—উপপতি, জার। [বঙ্গ]।

নাঙল—লাঙ্গল।

নাঙ্গা—[সং. নগ্ন ; হি. নঙ্গা] ণ. নগ্ন, উলঙ্গ (নাঙ্গা তলোয়ার—নিষ্কোষিত অসি)।

নাচ—[সং. নৃত্য] ললিত অঙ্গভঙ্গি বা দেহভঙ্গি ; আনন্দময় হিল্লোল (ঝুরু ঝুরু কচি পাতার নাচে) ; নৃত্যের মত অঙ্গভঙ্গি (ভালুক-নাচ, বাঁদরনাচ – ভালুক ও বাঁদরের মত অশোভন ও হাস্যকর লাফালাফি)। **নাচওয়ালী**—নর্তকী। **নাচঘর**—নৃত্যশালা। **নাচন**—নৃত্য ; নৃত্যকরণ (খোকার নাচন)। **নাচন-কোঁদন**—ফুর্তিযুক্ত লাফালাফি ; আগ্রহাতিশয্য। **নাচনী**—নর্তকী, নৃত্যে দক্ষা (বেহুলা নাচনী) ; নৃত্য।

নাচিয়ে—নর্তক। **নাচুনী**—ণ. নাচনী, নৃত্যকুশলা ; যে মেয়ে সহজেই উল্লসিত হইয়া উঠে। ণ. **নাচুনে**—ফুর্তিযুক্ত, সহজে উল্লসিত হয় এমন।

নাচা—বি. নৃত্য (নাচা কোঁদা)। **নাচানাচি**—অতিরিক্ত ফুর্তি বা আগ্রহ প্রকাশ।

নাচা—ক্রি. নৃত্য করা ; স্পন্দিত হওয়া (প্রমীলার বামেতর নয়ন নাচিল—মধু) ; উল্লসিত হইয়া উঠা (হৃদয় আমার নাচেরে—রবি) ; অতিরিক্ত আগ্রহ প্রকাশ করা, মাতিয়া উঠা, উত্তেজিত হওয়া (পরের কথায় নেচ না)। **নাচানো**—নৃত্য করানো ; আগ্রহযুক্ত বা উল্লসিত করানো ; মাতানো, উত্তেজিত করা ; নাড়ানো (পা নাচানো)।

নাচাড়ি—লাচাড়ী, দীর্ঘ ত্রিপদী ছন্দ।

নাচার—[ফা. লাচার] ণ. নিরুপায়, অক্ষম, অসহায়।

নাচি, নাছি—[হি. নথী] ধাতুর পাত জুড়িবার খিল (ইহার মাথা পিটিয়া চেপ্টা করিয়া দেওয়া হয়, তাহাতে খুব মজবুত হয়), rivet।

নাছ, নাচ—[হি. নংজ্ ; সং. রথ্যা ; প্রা. রচ্ছা] বাটীর সম্মুখের রাস্তা ; সদর রাস্তা। **নাছ-দুয়ার, নাচ-দুয়ার**—গৃহের বহির্দ্বার, সদর দরজা। **নাছের ভিখারী**—পথের ভিখারী।

নাছবর – [ফা.] ণ. অধৈর্য, অসন্তুষ্ট।

নাছারা – [আ.] বি. খ্রীষ্টান।

নাছোড়—[হি. নছোড] ণ যাহার হাত এড়ানো দায়, একগুঁয়ে, নেই-আঁকড়া, জেদী। **নাছোড়বান্দা**—নির্বন্ধাতিশয়যুক্ত ব্যক্তি, যে ছাড়িবার পাত্র নয়।

নাজনী—[ফা. নাযনীন] সুকুমারগাত্রী, সৌখীন রুচির নারী ; খুকী।

নাজাই—[ফা.] যে খরচের জের বা বাবদের উল্লেখ নাই (নাজাই খাতা—যে খাতায় এরূপ খরচের হিসাব লেখা হয়)। **নাজাই পড়া**—হিসাবে না মেলা ; লোকসান হওয়া।

নাজানি—অব্য. জানি না, সংশয় বা সন্দেহের ভাব প্রকাশক (আশঙ্কাজনক উক্তি—নাজানি কপালে কি আছে)।

নাজিনা, নাজনে—সজিনার প্রকার-ভেদ, ইহা সজিনার তুলনায় স্বাদে তিক্ততর।

নাজিম—[আ. নাযি'ম] বাদশাহের নিয়োজিত প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক।

নাজির, নাজীর—[আ. নাযি'র] আদালতের কর্মচারী-বিশেষ, সাধারণতঃ পেয়াদাদের তত্ত্বাবধায়ক। **নাজীরি**—নাজিরের পদ।

নাজুক—[ফা. নাযুক্] ণ. যাহা আদৌ ঘাতসহ নয়, সুকুমার, delicate; যাহা সহজেই বিগড়াইয়া যাইতে পারে (নাজুক হালত)। **নাজুক মেজাজ**—যাহার মেজাজ সহজেই বিগড়াইয়া যায়।

নাজেল—[আ. নাযিল] ণ. অবতীর্ণ (ওহী নাজেল হ'ল—প্রত্যাদেশ অবতীর্ণ হ'ল)। **গজব নাজেল হওয়া**—ঈশ্বরের তরফ হইতে শাস্তি নামিয়া আসা (অহেতুক অত্যাচারাদি সম্বন্ধে বলা হয়)।

নাজেহাল—[আ. নিয়া' (মোকদ্দমা, ক্যাসাদ) +হাল (অবস্থা)] ণ. অতিশয় বিপন্ন বা লাঞ্ছিত, হয়রান পেরেশান, পর্যুদস্ত (কশাই বেয়াইয়ের পাল্লায় পড়ে কনের বাপ একেবারে নাজেহাল)।

নাঞি,-ঞী—নাই, না (প্রাচীন বাংলায় ব্যবহৃত)।

নাট—[সং. নষ্ট] লাট দ্রষ্টব্য।

নাট—[নট্+ঘঞ্] নৃত্য; অভিনয়, লীলা, কাণ্ড, রঙ্গকৌতুক; রঙ্গমঞ্চ ('ধন্য হরি ভবের নাটে, ধন্য হরি রাজ্যপাটে')। **নাটমন্দির**—দেবমন্দির-সংলগ্ন নৃত্য-গীতোৎসবের প্রশস্ত স্থান। **নাট-মহল**—রঙ্গালয়। **নাটের গুরু**—প্ররোচক; নষ্টামির গুরু।

নাটক—[নট্+ণক] অভিনয়-উপযোগী রচনা, দৃশ্যকাব্য, drama। ণ. **নাটকীয়**—নাটক-সম্পর্কিত; নাটকোচিত; কৃত্রিম হাবভাবপূর্ণ (নাটকীয় ভঙ্গি)। [নাটক+ঈয়]।

নাটক—নর্তক, অভিনেতা। স্ত্রী. **নাটকী**—নর্তকী। (প্রাচীন বাংলায়)। [নর্তক]

নাটা, নাটাকরঞ্জ—এক প্রকার কাঁটা গাছ ও তাহার গোলাকার ফল (দুই চক্ষু জিনি নাটা ঘুরে যেন কড়ি ভাঁটা, কানে শোভে স্ফটিক কুণ্ডল—কবিকঙ্কণ)।

নাটা—[সং. নত; তু. নাটা] বি. খাটো, বেঁটে।

নাটাই—[সং. নর্তকী; প্রা. নট্টঈ; হি. লটাই] যে শলাকায় বা চরকিতে সূতা জড়ানো হয় (তাঁতের নাটাই; ঘুড়ির নাটাই)। **নাটানো**—নাটাইতে সূতা জড়ানো।

নাটিকা—ক্ষুদ্র নাটক (প্রায়ই চার অঙ্কের); নর্তকী। [নাটক+আপ্]। ণ. **নাটিত**—ণ. অভিনীত; যাহাকে নাচানো হইয়াছে। [নট্+ণিচ্+ক্ত]

নাটিম—লাটিম (গ্রাম্য)।

নাটুয়া—ণ. অভিনয়-কুশল; বি. নর্তক।

নাটেয়, নাটেয়—নটীর পুত্র। [সং.]

নাট্য—[নট+ষ্য] নট যাহা করে, অভিনয়; নৃত্য গীত-বাদ্য; নাটক। **নাট্যকলা**—নৃত্য-গীত-বাদ্যের বিদ্যা; অভিনয়বিদ্যা। **নাট্যনৃত্য**—অঙ্গ-ভঙ্গিযুক্ত অথবা বাদ্য ও অঙ্গভঙ্গিযুক্ত সাধারণ নৃত্য (বিপ. দেবনৃত্য)। **নাট্যবেদ**—নাট্যশাস্ত্র (কথিত আছে ইন্দ্রের প্রার্থনাতে ব্রহ্মা সকল বেদের সারাংশ লইয়া নাট্যবেদ রচনা করেন; অর্থাৎ ঋগ্বেদের সুর, সামবেদের শ্লোক বা কাব্য, যজুর্বেদের হস্ত-পদাদি সঞ্চালন ও অথর্ববেদের রস লইয়া নাট্যবেদ রচিত হয়; সুতরাং নাট্যবেদ চতুর্বেদের সার। **নাট্যমন্দির, নাট্যশালা**—রঙ্গমঞ্চ, রঙ্গালয় প্রেক্ষাগৃহ, নাচঘর। **নাট্যাচার্য**—অভিনয়-শিক্ষাদাতা। **নাট্যাভিনয়**—নাটক অভিনয়।

নাড়া—ক্রি. সঞ্চালিত করা; আন্দোলিত করা; (হাত-পা নাড়া); স্থানান্তরিত করা (রামীকে নাড়া); খোঁচা (কাঠি দিয়ে নাড়া); বাজানো, নড়ানো (ঘণ্টা নাড়া, মাথা নাড়া); ঘাঁটা (কাগজ-পত্র নাড়া)। **নাড়া দেওয়া**—নাড়িয়া আঘাত দেওয়া বা দুঃখ দেওয়া (নথনাড়া দেওয়া, মুখ নাড়া দেওয়া। **ধনের নাড়া দেওয়া**—ধনের খোঁটা দেওয়া)।

নাড়া—বি. সঞ্চালন, আন্দোলন; বিচালন, ঝাঁকানি। **নাড়া খাওয়া**—ঝাঁকুনি খাওয়া; আন্দোলিত হওয়া। **নাড়াচাড়া**—স্থান পরিবর্তন, সঞ্চালন; অল্প চর্চা (শাস্ত্র নিয়ে নাড়াচাড়া); আন্দোলন; ঘাঁটাঘাঁটি (তা নিয়ে আর নাড়াচাড়া করে কাজ নেই)। **নাড়া-নাড়ি**—ক্রমাগত স্থান পরিবর্তন, ঘাঁটাঘাঁটি, আন্দোলন।

নাড়া—ধান কাটিয়া লওয়ার পরে (বিশেষতঃ বিল অঞ্চলের) যে লম্বা গোড়া মাঠে পড়িয়া থাকে; বিচালি। **নাড়া-বুনে**—নাড়াবনে কাজ করে এমন লোক, নাড়াকাটা চাষা; অজ্ঞ, মূর্খ (যত ছিল নাড়াবুনে, সব হল কীর্তনে)। **নাড়ার পালা**—নাড়ার স্তূপ বা গাদি; অন্তঃসারহীন মোটা লোক।

নাড়া—ণ. নেড়া, যাহার মস্তক মুণ্ডন করা হইয়াছে

(নাড়া মাথা—নেড়া দ্রষ্টব্য); পত্রপল্লবহীন (নাড়া বটগাছ)। **নাড়ার ফকির**—বৈষ্ণব ও বাউল প্রভাবযুক্ত মুসলমান সম্প্রদায়-বিশেষ, লালন শা-র মতাবলম্বী সম্প্রদায়।

নাড়ানো—ক্রি. দোলানো; সরানো; নড়ানো।

নাড়ি,-ড়ী—[নড় (বন্ধন করা)+ই] রক্তবহা ধমনী, দেহের শিরা-উপশিরা; বাতপিত্ত কফের অবস্থা-জ্ঞাপক মণিবন্ধস্থিত ধমনী; গর্ভনাড়ী যার সহিত সদ্যপ্রসূত শিশু সংযুক্ত থাকে (নাড়ী কাটা); এক দণ্ড কাল অর্থাৎ চব্বিশ মিনিট কাল। **নাড়ীচক্র**—তন্ত্রমতে ইড়া পিঙ্গলা সুষুম্না প্রভৃতি ষোলটি নাড়ীর নাভিমূলে মিলন-স্থান। **নাড়ীজ্ঞান**—নাড়ী টিপিয়া রোগীর অবস্থা নির্ণয়ের ক্ষমতা। **নাড়ীনক্ষত্র**—জন্মনক্ষত্র; দেহের অবস্থা ও জন্মনক্ষত্র; খুঁটিনাটি সব সংবাদ, আদ্যন্ত সমস্ত তথ্য (তার নাড়ীনক্ষত্র সবই আমার জানা)। **নাড়ীব্রণ**—নাড়ীর মত পুঁষবাহী ব্রণ, নালী ঘা। **নাড়ীমড়া**—দুর্বল নাড়ী-বিশিষ্ট; অনশন-ক্লিষ্ট ও সেইজন্য দুর্বল; হজমশক্তিতে দুর্বল। **নাড়ীশাক**—পাট শাক। **নাড়ীকাটা**—সদ্যোজাত শিশুর গর্ভনাড়ী কাটা; যে নাড়ী কাটে (দাই)। **নাড়ীছেঁড়া ধন**—পেটের সন্তান। **নাড়ী টেপা**—নাড়ী টিপিয়া রোগ নির্ণয় করা; (নাড়ী-টেপা বৈদ্য—শুধু নাড়ীই টিপিতে পারে আর কিছু জানেনা এমন বাজে চিকিৎসক)। **নাড়ী বসা**—নাড়ী একান্ত নিস্তেজ হওয়া, মৃত্যুর পূর্ব লক্ষণ।। **নাড়ীর টান**—জন্মসূত্রে অন্তরে অন্তরে সম্পর্ক; গর্ভধারণজন্য মমতা, স্নেহবন্ধন।

নাড়িকা—নাড়ী। [সং]

নাড়ীক, নাড়ীচ—পাটশাক, নালিতা। [সং.]

নাড়ু—লাড়ু, গোলাকার মিঠাই-বিশেষ। **নাড়ু-গোপাল**—লাড়ু দ্রঃ।

নাঢ়া—চৈতন্যদেবের দেওয়া অদ্বৈতাচার্যের নাম।

নাণক—প্রাচীন ভারতীয় মুদ্রাবিশেষ। [সং]

নাণ্ডামুণ্ডা—প. নেড়ামুড়া, মুণ্ডিতমস্তক। স্ত্রী. **নাণ্ডামুণ্ডী**—প্রায় কেশ নাই এমন নারী।

নাতজামাই—দৌহিত্রীর বা পৌত্রীর স্বামী। **নাতবৌ**—নাতির বৌ, দৌহিত্রের বা পৌত্রের স্ত্রী।

নাতাড়—পশুর নাকে যে নেতা অর্থাৎ দড়ি পরানো হয়।

নাতান—নাতোয়ান দ্রঃ; অক্ষম, নির্ধন, গরীব। **নাতান কাচ কাচা**—নিজেকে দরিদ্র বলিয়া পরিচিত করা, অক্ষমতার ভান করা।

নাতি—[সং. নপ্তৃ] পৌত্র; দৌহিত্র। স্ত্রী. **নাতিন, নাতিনী** (কথা ভাষায় **নাতনী**)।

নাতি—[ন+অতি] বেশি নয়, অল্প, অনধিক; (অন্য শব্দের সহিত যুক্ত হইয়া ব্যবহৃত হয়)। **নাতিখর্ব**—খুব বেঁটে নয়। **নাতিদীর্ঘ**—প. খুব ঢেঙ্গা নয়। **নাতিদূর**—প. বেশী দূর নয়। **নাতিশীতোষ্ণ**—প. বেশী ঠাণ্ডা নয় অথচ বেশী গরমও নয় এমন (নাতিশীতোষ্ণ প্রদেশ)। **নাতি-শীতোষ্ণ মণ্ডল**—উত্তর ও দক্ষিণ হিমমণ্ডল এবং গ্রীষ্মমণ্ডলের মধ্যবর্তী ভূভাগ (temperate zone)। **নাতিস্থূল**—প. তেমন বেশী মোটা নয়। **নাতিহ্রস্ব**—প. বেশী খাটো নয়।

নাতোয়ান—[ফা. না তুবান] প. অক্ষম, অসমর্থ; বৃদ্ধ; দরিদ্র; দারিদ্র্যহেতু জমিদারের খাজানা দিতে অপারগ। বি **নাতোয়ানি**—অপার-গতা; বার্ধক্য; দারিদ্র্য। **নাতোয়ানের দুনো ব্যয়**—দরিদ্র ব্যক্তি যথাসময়ে ব্যয় করিতে পারে না বলিয়া পরে তাহাকে নানাভাবে বা পাকেচক্রে অনেক বেশী ব্যয় করিতে হয়।

নাথ—[নাথ্ (প্রভু হওয়া)+অ] প্রভু, স্বামী, পালক, রক্ষক (অনাথের নাথ, দীননাথ, জগন্নাথ); উপাধি-বিশেষ। **নাথবান্**(-বৎ)—যাহার প্রভু বা রক্ষক আছে। স্ত্রী. **নাথবতী**—সধবা।

নাথ—নাকের রশি। **নাথহরি**—যে পশু নাক ফোঁড়ার যোগ্য হইয়াছে।

নাথা—ন্যাতা, নেতা, পাত্রাদি মার্জনা করিবার বস্ত্রখণ্ড, ময়লা ভিজা নেকড়া (কলুর নাথা বা নাতা)।

নাথা—[হি. লাথ] লাথি, পদাঘাত। **নাথি**—লাথি। **নাথানোথা**—পদাঘাত কীল চাপড় ইত্যাদি।

নাদ—[নদ্+ঘঞ্] শব্দ, ধ্বনি, নিনাদ, গর্জন (সিংহনাদ, তূর্যনাদ); উচ্চ-মধুর ধ্বনি (বংশী-নাদ); তান্ত্রিক মুদ্রা-বিশেষ। **নাদবিন্দু**—চন্দ্রবিন্দু; উপনিষদ্-বিশেষ।

নাদ, নাদি—গরু ঘোড়া প্রভৃতির মল (লাদ, নেদি ইত্যাদিও বলা হয়) ক্রি. নাদা [সং.]।

নাদ—[সং. নন্দা] জালা (গুড়ের নাদ)

নাদনা—ভারি মোটা লাঠি, কোঁৎকা।

নাদা -ক্রি. গবাদির পুরীষ ত্যাগ করা; হুঙ্কার দেওয়া (নাদিল কর্বুর দল—কাব্যে ব্যবহৃত);

বি. জালা। **নাদাপেটা**—ণ. যাহার পেট জালার মত, বিশ্রীভাবে পেট-মোটা। স্ত্রী. **নাদা-পেটী**। **নাদাপেটা হাঁদারাম**—যেমন তুলোদর তেমনি স্থূলবুদ্ধি।

নাদান—[ফা. নাদান] ণ. অবোধ, বিচারহীন। বি. **নাদানি**—নির্বুদ্ধিতা, অবিবেকতা।

নাদিত—ণ. ধ্বনিত, শব্দিত।

নাদী(-দিন্)—ণ. শব্দকারী, নাদযুক্ত (সিংহনাদী; গম্ভীরনাদী)। [নদ্+ণিন্]।

নাদুস-নুদুস—ণ. মোটাসোটা, গোলগাল (নাদুস-নুদুস চেহারা)।

নাদেয়—ণ. নদীজাত বা নদী-সম্পর্কিত; বি. নদীর জল; নদীজাত মৎস্য; শ্বেত সুরমা; সৈন্ধব লবণ; কাশ তৃণ। [নদী+এয়]। **নাদ্য**—ণ. নদীজাত, নদীসম্বন্ধীয়। [নদী+য]।

নান—[ফা.] আটার মোটা রুটি।

নানক—শিখধর্ম প্রবর্তক গুরু নানক। **নানক-পন্থী**—গুরু নানকের ধর্মমতাবলম্বী।

নানকর—[ফা. নানকার] ভৃত্যকে যে ভূমি নিষ্কর দেওয়া হয়।

নানবাই—রুটিওয়ালা, baker। [ফা.]

নানখাতাই—সুজির মিষ্ট বিস্কুট-বিশেষ।

নানা—[হি. নানা] মাতামহ। স্ত্রী. **নানী**—মাতামহী। **নানাশ্বশুর**—স্ত্রীর বা স্বামীর মাতামহ, দাদাশ্বশুর **নানাকেলে**—দাদা-মহাশয়ের উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত, সেজন্য যথেচ্ছ ভোগ-দখলের যোগ্য (অবজ্ঞার্থক)। **নানীয়াল**—নানার বাড়ী।

নানা—ণ. বহু, অনেক, বহুবিধ, বিভিন্ন (নানা জাতীয়,-দেশীয়,-বিধ,-মতে, -রূপ ইত্যাদি)। [সং.]। **নানার্থ**—বি. বিভিন্নার্থ; ণ. বিভিন্ন অর্থযুক্ত। **নানার্থক**—ণ. অনেকার্থযুক্ত। **নানামতে**—ক্রি. ণ. বিভিন্ন প্রকারে। **নানারূপে**—ক্রি. ণ. অনেক রকমে।

নানান—ণ বহু প্রকারের।

নানা সাহেব—সিপাই যুদ্ধের বিখ্যাত নেতা।

নান্ত—ণ. অন্তহীন (বিপরীত—সান্ত)। [ন+অন্ত]

নান্দ—[পা. নন্দা] নাদা, জালা (প্রাচীন বাংলা)।

নান্দী—[নন্দি+ই+ঈপ্, দেবতারা যাহাতে আনন্দ লাভ করেন] কাব্য,নাটকাদির সূচনায় দেবস্তুতি বা মঙ্গলাচরণ। **নান্দীকর**—নান্দী-পাঠক। **নান্দীপট**—যে বস্ত্রের দ্বারা কূপাদির মুখ আবৃত করা হয়। **নান্দীমুখ**—আভ্যু-দয়িক শ্রাদ্ধ; বিবাহ গৃহপ্রবেশ জলাশয়প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি শুভকর্মের পূর্বে যে শ্রাদ্ধ করা হয়।

নাপ—মাপ (নাপ করা—পরিমাপ করা)। [হি.]

নাপছন্দ, নাপসন্দ—[ফা. নাপসন্দ] ণ. অমনোনীত, অপ্রিয়, আপত্তিকর।

নাপাক—[ফা.] অপবিত্র, অশুচি (যত কাজ কার হিন্দু সকলি নাপাক—ভারতচন্দ্র)। বি. **নাপাকি**।

নাপারজিমানে—না পারিমানে, না পারিলে, অগত্যা। (গ্রাম্য)।

নাপান, নাফান—[সং. লম্ফন] হাবভাব, ভাবভঙ্গি, ছলাকলা। স্ত্রী. **নাপানী**। ণ. নাপানিয়া, নাপানে। **নাপান ঝাঁপান**—নাপান। (প্রাচীন বাংলায় ব্যবহৃত)।

নাপান, নাফান—ক্রি. লাফ দেওয়া; আগ্রহা-তিশয্য প্রকাশ। বি. **নাপানি** (গ্রাম্য)।

নাপিত—হিন্দু জাতি-বিশেষ, ক্ষৌরকার। স্ত্রী. **নাপিতানী, নাপিতিনী, নাপতিনী** (সংস্কৃতে **নাপিতী**)। [সং]

নাফরমান—[ফা.] ণ. অবাধ্য, আদেশ অমান্য-কারী। বি. **নাফরমানি**।

নাফরা—মিশ্রিত ব্যঞ্জন-বিশেষ, লাফরা।

নাফা—লাভ; উপকার। [আ.]

নাফানী—নাপানী; প্রচণ্ডা; যৌবন-গর্বিতা (প্রা. বাং.)। [নাবাল দ্রঃ।

নাব, নাম, নাবো, নামো—নিম্নস্থান, নিচু।

নাবড়—ণ. অবোধ; দুষ্ট, ধূর্ত, কুৎসাকারী। বি. **নাবড়ি**। (প্রাচীন বাংলা)।

নাবতাক্ষেণী—যেখানে জাহাজ নির্মিত হয়, dockyard। [সং.]

নাবনা, নামনা—বটের ঝুরি।

নাবল—নাবাল দ্রষ্টব্য।

নাবা—নামা। **নাবানো**—নামানো।

নাবাধ্যক্ষ—নৌসৈন্যের অধ্যক্ষ। [নৌ+অধ্যক্ষ]।

নাবাল, নাবল—যাহা নামিয়া আসিয়াছে, ঢালু, নিম্ন, নীচু (নাবাল জমি—নিম্নভূমি, যেখানে সহজেই জল জমে। নাবো, নামোও বলা হয়)।

নাবালক, নাবালগ—[ফা. নাবালিগ] অপ্রাপ্ত-বয়স্ক, minor (নাবালকের সম্পত্তি)। (বিপঃ—সাবালক)) স্ত্রী. **নাবালিকা**।

নাবি, নাবী—ণ. বিলম্বে বা শেষে জাত, যথা-

সময়ের পরে যাহা জাত (নাবি ছেলে—প্রৌঢ় বা বৃদ্ধ বয়সের ছেলে ; নাবি লাউ, নাবি বর্ষা, নাবি ফসল)।

নাবিক—বি. নৌকার বা জাহাজের চালক, দাঁড়ি-মাঝি, ণ. নৌ-সম্পর্কিত। [নৌ + ইক] **নাবিকবিদ্যা**—নৌচালন-বিদ্যা। **নাব্য**—ণ. যাহাতে নৌকা চলাচল করে, navigable (নাব্য নদী) ; যাহা নৌকার দ্বারা পার হওয়া যায় ; বি. নূতনত্ব। [নৌ + য]।

নাবো, নামো—নাব দ্রঃ।

নাভি—[নহ্ (বন্ধন করা) + ই—সমস্ত নাড়ীর বন্ধনস্থল] নাড়ী-কাটার চিহ্নযুক্ত স্থান, নাই ; চাকার মধ্যভাগ বা হাঁড়ি ; কেন্দ্র, প্রধান বা শীর্ষস্থানীয় জন (নৃপমণ্ডলের নাভি—বাংলায় তেমন প্রয়োগ নাই) ; গোঁড়। **নাভিকমল, নাভিপদ্ম**—পদ্মসদৃশ নাভি ; তন্ত্রমতে নাভির মধ্যস্থ তৃতীয় চক্র (মণিপুরচক্র)। **নাভিকূপ**—নাভিস্থল। **নাভিচ্ছেদ**—সদ্যোজাত শিশুর নাড়ী কাটা। **নাভিনাড়ী**—ভ্রূণের নাভিসংলগ্ন নাড়ী। **নাভিশ্বাস**—মৃত্যুকালীন দীর্ঘশ্বাস ; শেষ অবস্থা, চরম দশা। **নাভিস্নান**—মুমূর্ষু ব্যক্তির নাভি পর্যন্ত নিমগ্ন জলে স্থাপন।

নাম—[প্রাকৃ. ণাম ; সং. নামন্ ; ফা. নাম] সংজ্ঞা, আখ্যা, অভিধা (তোমার নাম কি ?). প্রশংসা, খ্যাতি, প্রসিদ্ধি (নাম হওয়া, নামডাক, সুনাম, নাম ডুবানো) ; উল্লেখ, স্মরণ (কেউ তার নাম করে না) ; প্রতিপত্তি (বাপের নামে তরে গেলে) ; যৎসামান্য, অতি অল্প, ঈষৎ (নাম মাত্র মূল্যে কেনা) ; বাহ্য পরিচয়, বাক্যমাত্র (নামেই সভ্য আসলে অসভ্য) ; পরিচয় (নামহীন গোত্রহীন) ; শপথ, দোহাই (ধর্মের নামে বলছি) ; অজুহাত (কাজের নামে) ; ভগবানের নাম ; ইষ্ট নাম (নাম জপ করা, নামামৃত) ; (ব্যাক.) বিভক্তিহীন শব্দ। **নামকরণ**—নবজাত শিশুর নাম রাখার সংস্কারবিশেষ ; নামপ্রদান। **নাম করা**—ক্রি. নাম উল্লেখ করা ; স্মরণ করা ; নামজপ করা ; খ্যাতি অর্জন করা (খেলায় নাম করেছে)। **নামকরা**—ণ. বিখ্যাত, নামজাদা। **নাম কাটা**—কাগজ-পত্র হইতে নাম অপসারিত করা ও সম্পর্কচ্যুত করা (মাইনে না দেওয়ার জন্য স্কুলে নাম কাটা গেছে)। **নামকাটা সেপাই**—নাম কাটিয়া বহিষ্কৃত করিয়া দেওয়া সেপাই ; কুখ্যাত ব্যক্তি। **নামকীর্তন, নামগান**—হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে। হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥—এই ৩২ অক্ষরের নাম কীর্তন ও গাওয়া। **নামগন্ধ**—সামান্যমাত্র অস্তিত্ব, আভাস-মাত্র (আমি এর নামগন্ধও জানি না)। **নামগ্রহ**—নাম ধরিয়া ডাকা, নামোচ্চারণ। **নাম জপ**—ইষ্ট দেবতার নামস্মরণ। **নামজাদা**—প্রসিদ্ধ, সুপরিচিত, যাহার যথেষ্ট নামডাক আছে। **নাম ডুবানো**—সুনাম অথবা মর্যাদা নষ্ট করা (বংশের নাম ডুবানো)। **নামডাক**—যশ ও প্রতিপত্তি। **নাম ডাকা**—ক্রি. নাম ধরিয়া উচ্চৈঃস্বরে ডাকা ; হাজির হইবার জন্য বলা ; উপস্থিতি জানাইতে বলা। **নামতঃ**—অব্য. নামে নামে। **নাম ধরে ডাকা**—নাম উল্লেখ করিয়া ডাকা। **নামধাতু**—(ব্যাকরণে) বিশেষ্য ও বিশেষণ হইতে গঠিত ধাতু (ফলিয়াছে ; জুতানো ; ঠেঙানো)। **নামধাম**—নাম ও বাসস্থানের পরিচয়। **নামধর, নামধারী(-রিন্)**—নাম-বিশিষ্ট ; যাহার নামমাত্র আছে, কিন্তু গুণ নাই। **নামধেয়**—নাম। **নামনিশান**—চিহ্নমাত্র, নিদর্শন। **নামপদ**—বিশেষ্য ; ক্রিয়াপদ ব্যতীত অন্য পদ। **নামমাত্র**—অল্পমাত্র, যৎসামান্য। **নামমুদ্রা**—যে মুদ্রা বা অঙ্গুরীয়ের উপর নাম খোদা আছে। **নাম রটা**—সুনাম বা দুর্নাম চতুর্দিকে ছড়ানো। **নাম লওয়া**—স্মরণ করা, শক্তি বা করুণার উপরে নির্ভর করা (ঈশ্বরের নাম লইয়া আরম্ভ করা)। **নাম লেখানো**—ভর্তি বা দলভুক্ত হওয়া। **নাম শোনানো**—ইষ্টনাম গান করিয়া শোনানো। **নাম-সংকীর্তন**—নামকীর্তন, নামগান। **নাম হওয়া**—নামগান হওয়া ; খ্যাতি বা যশ প্রচারিত হওয়া। **নামে তালপুকুর ঘটি ডোবে না।** ... **নামে গোয়ালা কাঁজি ভক্ষণ**—কাঁজি দ্রঃ। **নামে কাটা**—প্রসিদ্ধি গুণে চলিত হওয়া। **নামে নামে**—জনে জনে, প্রত্যেকের নাম করিয়া।

নামক—(সমাসে পরপদে) নামবিশিষ্ট। [সং]।

নামঞ্জুর—[ফা.] ণ. প্রত্যাখ্যাত ; অগ্রাহ্য ; বাতিল, অননুমোদিত (দাবী নামঞ্জুর হয়েছে)।

নামতা—প্রাথমিক গুণনের ধারাবাহিক তালিকা,

multiplication-table। **নামতার কোঠা**—নামতার ঘর। [সং. নামপত্র]।

নামদা—[ফা. নম্‌দা] লোম (সাধারণতঃ উটের) জমাইয়া প্রস্তুত কম্বল-বিশেষ; ঘোড়ার জিনের নীচেকার লোমের গদি।

নামা—অবতরণ করা; উপর হইতে নীচে আসা (দোতালা হতে নামা); নিজেকে লিপ্ত করা, অংশ গ্রহণ করা (কাজে নামা); প্রবেশ করা (জলে নামা); প্রবৃত্ত হওয়া (তর্কে নামা); অভ্যন্তর হইতে বাহির হওয়া (গাড়ি হইতে নামা), অধোগতি লাভ করা (লোকচক্ষে কতটা নেমে গেলে); মর্যাদায় হীন হওয়া (ও ঘরে ছেলের বিয়ে দিলে অনেক নেমে কাজ করা হবে); হ্রাস পাওয়া (জ্বর নামা; দর নামা); আবির্ভূত হওয়া; শুরু হওয়া (শীত নেমেছে; বর্ষা নেমেছে); রান্না শেষ হওয়া (ভাত নেমেছে, এইবার মাছ চড়বে); দাস্ত হওয়া (পেট নামা); অবনত হওয়া (ছাদ নেমে গেছে); সূর্য ঢলিয়া পড়া বা অদৃশ্য হওয়া (সূর্য পশ্চিমে নেমেছে)।

নামা—নামযুক্ত (অন্য শব্দের সহিত যুক্ত হইয়া ব্যবহৃত হয়। খ্যাতনামা; অজ্ঞাতনামা)।

নামা—[ফা.—নামহ্‌] বিবরণ; ইতিবৃত্ত, গ্রন্থ (শাহনামা; চিত্রনামা); লেখ্য, দলিল (রাজীনামা, ওকালতনামা, সোলেনামা)।

নামাঙ্ক—নামের অক্ষর বা উল্লেখ। ণ. **নামাঙ্কিত**—নামের অক্ষর বা চিহ্নযুক্ত, স্বাক্ষরিত।

নামাজ—নমাজ দ্রঃ।

নামানো—ক্রি. উপর হইতে লইয়া নীচে রাখা (বোঝা নামানো); হ্রাস করা (মাথায় বরফ দিয়ে জ্বর নামানো); অশ্রদ্ধাভাজন করা, নিন্দা করা (যখন যাকে খুশি মাথায় তোল, অথবা পায়ের তলে নামাও); প্রবৃত্ত করানো; পাতলা দাস্ত হওয়া (পেট নামানো), প্রবেশ করা; অভ্যন্তর হইতে বাহির করা; রন্ধন শেষ করানো; শুরু করানো; নৈতিক অধোগতি করানো; তাড়ানো। **ঘাড়ের ভূত নামানো**—ভূতের প্রভাব হইতে মুক্ত করা; বদ খেয়াল দূর করা।

নামানুশাসন—শব্দের অর্থনির্দেশক শাস্ত্র, অভিধান। (নাম+অনুশাসন)।

নামাবলি,-লী—হরিনামের ছাপযুক্ত চাদর। [নাম+আবলি,-লী]।

নামাল—নাবাল দ্রঃ।

নামী—ণ. প্রসিদ্ধ, যশস্বর (নামী লোক)। [নাম+বাং. ঈ]। **নামী (-মিন্‌)**—নামযুক্ত, নামধারী ('নাম-নামী অভেদ')। [নাম+ইন্‌]।

নামোচ্চারণ—নাম মুখে আনা। [সং]।

নামোৎসব—নাম-সংকীর্তন। [সং]।

নামোল্লেখ—নামোচ্চারণ, নাম প্রকাশ। [সং]।

নামনি—ঢালু স্থান, যে পথ দিয়া গরুর গাড়ী নীচে নামে।

নাম্ব—নিম্ন স্থান, নাবো স্থান (প্রাচীন বাংলা)।

নায়—[সং. নৌ] নৌকা।

নায়ক—[নী+ণক] ণ. বি. নেতা, চালক, অগ্রণী, প্রধান; রাজা (অনায়ক দেশ); গল্প কাব্যনাটকাদির প্রধান চরিত্র, hero (ধীরোদাত্ত, ধীরপ্রশান্ত, ধীরললিত ধীরোদ্ধত—এই চারপ্রকারের নায়ক), প্রণয়ীপুরুষ, স্বামী; সঙ্গীতে বিশেষজ্ঞ। স্ত্রী. **নায়িকা**—কাব্য-নাটকাদির প্রধান স্ত্রী-চরিত্র; নেত্রী; দুর্গার অষ্টশক্তি (উগ্রচণ্ডা, প্রচণ্ডা, চণ্ডোগ্রা, চণ্ডনায়িকা, অতিচণ্ডা, চামুণ্ডা, চণ্ডা ও চণ্ডবতী); প্রণয়িনী। **নায়কিআনা**—নায়কত্ব; সর্দারি। ণ. **নায়কীয়**—নায়ক-সম্পর্কিত।

নায়কী—বীণা প্রভৃতি যন্ত্রের প্রধান তার।

নায়র—[হি. নৈহর] বিবাহিতা নারীর পিত্রালয় বা পিতৃস্থানীয়ের গৃহ। নাইয়র দ্রঃ। **নায়রী**—নায়রে আগতা কন্যা।

নায়েক—সৈন্যবিভাগে সিপাহীদের নেতা (হাবিলদারের নিম্নপদ)। **ল্যান্স-নায়েক**—সহকারী নায়েক।

নায়েব—[আ. নায়ব] প্রতিনিধি; সহকারী; জমিদারের কাছারীর ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী।

নায়েবতন্ত্র—আমলাতন্ত্র। **নায়েব-নাজিম** উপশাসক, গভর্ণরের প্রতিনিধি স্থানীয় শাসনকর্তা। **নায়েবি**—নায়েবের কাজ বা পদ। **নায়েবে নবী**—নবীর সহকারী, ইসলাম ধর্মের বিশেষজ্ঞ ও প্রচারক।

নার—[আ.] বি অগ্নি, দোজখ।

নারক—ণ নরক-সম্বন্ধীয়। [নরক+অ]। **নারকী (-কিন্‌)**—নরকের প্রাণী, পাপাত্মা, পাষণ্ড। স্ত্রী **নারকিনী**। ণ. **নারকীয়**—পৈশাচিক, বীভৎস; নরক-সম্পর্কিত; নরকবাসী।

নারকেল, -কোল—নারিকেল। **নারকেলী, নারকুলে**—ণ. নারিকেলের মত আকারের।

নারঙ্গ, নারাঙ্গ, নারাঙ্গা, নারাঙ্গি—[সং. নাগরঙ্গ, ফা. নারন্‌জ—এই নারন্‌জ হইতে ইং orange] কমলালেবু ; ঐরূপ বর্ণ, পীত-লোহিত।

নারদ—স্বনামধন্য দেবর্ষি (যে মানুষে মানুষে কলহ-বিবাদ বাধায়)। **নারদ নারদ**—ঝগড়া বাধাইবার উদ্দেশ্যে নারদ মুনিকে স্মরণ-সূচক উক্তি-বিশেষ। **নারদের ঢেঁকি**—যে যানে নারদ স্বর্গ-মর্ত্য পরিভ্রমণ করিতেন। **নারদীয়**—উপপুরাণ-বিশেষ ; ণ. নারদ-সম্বন্ধীয়।

নারসিংহ—ণ. নরসিংহ-সম্বন্ধীয় ; উপপুরাণ-বিশেষ। [সং.]। স্ত্রী. **নারসিংহী**—অর্ধ নারী অর্ধসিংহরূপা শক্তিমূর্তি।

নারা—ক্রি. না পারা (গ্রাম্য)। **নারি**—না পারি (কাব্যে ব্যবহৃত। 'যারে দেখতে নারি, তার চলন বাঁকা')।

নারা—[আ. না'রহ্‌] ধ্বনি, আওয়াজ। **নারায়ে তকবীর**—"আল্লাহ্‌ আকবর" এই ধ্বনি। **নারা বাঁধা**—গানের শিষ্যরূপে গ্রহণ।

নারাচ—লৌহবাণ-বিশেষ। [সং]।

নারাচিকা, নারাচী—স্বর্ণকারের নিক্তি।

নারাজ—[ফা নারাদ'] ণ. অস্বীকৃত, অসম্মত, অসন্তুষ্ট। বি **নারাজি**—অসম্মতি ; অপ্রসন্নতা।

নারায়ণ—বিষ্ণু, যিনি প্রলয়-সলিলে শয়ান ছিলেন, অথবা যিনি নরনারীর বা সর্বজীবের আশ্রয়স্থল ; ভগবান্‌ ; অন্তর্যামী পুরুষ। [নার+অয়ন]। **নারায়ণক্ষেত্র**—গঙ্গাতীর। স্ত্রী. **নারায়ণী**—লক্ষ্মী, দুর্গা ; গঙ্গা। **নারায়ণী সেনা**—শ্রীকৃষ্ণের দুর্ধর্ষ সংশপ্তক সৈন্যদল।

নারিকেল—[সং.] সুপরিচিত বৃক্ষ ও তাহার ফল। ণ. **নারিকেলী**—নারকেলী (নারকেলী কুল ; -কপি)। **নারকেল কাঠি**—নারিকেলপাতার শুষ্ক মধ্যশিরা। **নারিকেল কুরি বা কোরা**—নারিকেলের শাঁস আঁচড়াইয়া পাওয়া নরম চূর্ণ। **নারিকেল তৈল**—নারিকেলের শাঁস হইতে প্রাপ্ত তৈল। **নারিকেল ভস্ম**—কবিরাজী ঔষধ-বিশেষ। **নারিকেল মালা**—নারিকেলের খোলা অর্থাৎ শস্যের কঠিন আবরণ। **নারিকেলের চোখ**—নারিকেলের মালার মাথার চিহ্ন-বিশেষ। **নারিকেলের ছাঁই**—গুড়-মিশ্রিত নারিকেল কুরি ভাজা, যাহা পিষ্টকে ব্যবহৃত হয়। **নারিকেলের ফোঁবল, -ফোঁপল, -ফোঁফল**—নারিকেলের ভিতরে জাত গোলাকার অঙ্কুর।

নারী—স্ত্রীলোক ; পত্নী। [নর+ঈপ্‌]। **নারী-জন্ম**—নারীরূপে জন্ম। **নারীবিজিত**—স্ত্রৈণ। **নারী-দেশ**—নারী-প্রধান বা নারী-শাসিত দেশ। **নারীরত্ন**—স্ত্রীরত্ন, শ্রেষ্ঠা নারী। **নারী-স্বভাব**—নারীর মত কোমল স্বভাব, পৌরুষহীন স্বভাব।

নার্গিস—ফুল বিশেষ, narcissus. [ফা.]

নাল—নলের আকৃতিবিশিষ্ট পদ্ম প্রভৃতির ডাঁটা, মৃণাল ; বন্দুকের চোঙ্গ (দোনালা)। [নল+অ]

নাল—[আ. না'ল] ঘোড়া বলদ প্রভৃতির খুরে যে অর্ধচন্দ্রাকৃতি লৌহখণ্ড লাগানো হয়, horseshoe। **নালবন্দি**—নাল লাগানোর কাজ।

নাল—[সং. লালা] লালা ; [লাল] লোহিত, রক্ত-বর্ণ (গ্রাম্য)। (নালানো—নালা ফেলা, লোভ করা)। [প্রাদে.]

নালচ—[সং. লালসা ; হি. লালচ] লোভ

নালা—[সং. নাল] অল্প-পরিসর খাত, নর্দমা ; চোঙ্গ। [অপদার্থ।

নালায়েক—[ফা.] ণ. অযোগ্য, অকেজো,

নালি—নালা, নর্দমা, জল নির্গমনের পথ ; পচা শোষযুক্ত ঘা, sinus ; লালা (নালি ভাঙ্গা—মুখে ফেনা উঠা)।

নালিক, নালীক—বন্দুক প্রভৃতির মত প্রাচীন আগ্নেয়াস্ত্র (বৃহন্নালিক—কামান জাতীয় প্রাচীন আগ্নেয়াস্ত্র। [সং.]।

নালিক—বাণ ; পদ্মসমূহ ; পদ্মের ডাঁটা। [সং.]। স্ত্রী. **নালিকা**—পদ্মের নাল ; নালিতা শাক।

নালিতা, নালতে—পাটশাক ; শুষ্ক পাট-শাক (শুকিয়ে নালতে হয়ে গেছে)।

নালিম—(ব্রজবুলি) ণ. লালিমাযুক্ত, রক্তাভ।

নালিশ—[ফা] আবেদন, অভিযোগ, ফরিয়াদ ; কাতর প্রার্থনা (খাতকের নামে নালিশ করা, কারও সম্বন্ধে কোনও নালিশ নেই ; দয়া করে যদি আমার নালিশ শোনেন)। **নালিশবন্দ**—অভিযোগকারী। **নালিশী**—নালিশ-সম্পর্কিত।

নালী—নালা দ্রঃ ; জল নির্গমনের সঙ্কীর্ণ পথ ; নর্দমা ; গভীর ক্ষত (নালী ঘা—sinus)।

নালীক—বাণ-বিশেষ ; পদ্মের ডাঁটা। [সং.]।
নালীব্রণ—নালী ঘা। [সং.]।
নাশ—[নশ্ + ঘঞ্] ধ্বংস (সর্বনাশ) ; ক্ষতি, হানি (অর্থনাশ) ; মৃত্যু, নিধন (বংশনাশ ; প্রিয়নাশ) ; বিলোপ (বুদ্ধিনাশ)। **নাশক**—নাশকারী (দুর্গতিনাশক)। **নাশন**—বিনাশের কাজ ; ণ. নাশক (বিঘ্ননাশন ; শোক-নাশন)। বি. **নাশিত**—বিনষ্ট, নিহত ; নিরাকৃত। **নাশ্য**—নাশযোগ্য।
নাশ্তা—[ফা. জলযোগ। (গ্রাম্য—নাস্তা) ।
নাশপাতি—[ফা.] পার্বত্য ফল-বিশেষ।
নাশা—ণ. নাশক (অন্য শব্দের সহিত যুক্ত হইয়া ব্যবহৃত হয়। সর্বনাশা, কুলনাশা ; কর্মনাশা ; বুদ্ধিনাশা)। স্ত্রী. **নাশী** (সর্বনাশী)।
নাশী (-শিন্)—ণ. নাশকারী, বিনাশক (দারিদ্র্য-দোষ গুণ-রাশি-নাশী)। স্ত্রী. **নাশিনী**।
নাস—[সং. ন্যাস] কেশের পারিপাট্য সাধন, চুল বাঁধা। **নাসবেশ**—চুল বাঁধা শাড়ী পরা ইত্যাদি সাজ-সজ্জা।
নাস—নস্য, snuff। [নস্য]। **জলের নাস**—নাক দিয়া জল টানা।
নাসত্য—অশ্বিনীকুমারদ্বয় ; ধ্রুব। [ডিবা।]
নাসদান,-নি—[সং নস্যধানী] নস্যাধার ;
নাসা—[নাস্ + অ + আপ্] নাক ; ঘ্রাণেন্দ্রিয় ; দরজার উপরকার কাঠ ; নাসিকার রোগ-বিশেষ (**নাসা ভাঙ্গা**—মাঝে মাঝে নাক দিয়া প্রচুর রক্তপাত হওয়া)। **নাসাজ্বর**—নাশার প্রকোপ-হেতু জ্বর। **নাসাপাক**—নাসিকার ক্ষত-বিশেষ। **নাসাপান**—নাক দিয়া জল টানিয়া পান। **নাসাবংশ**—নাকের উঁচু লম্বা মধ্যভাগ, bridge of the nose। **নাসারন্ধ্র**—নাকের ছিদ্র।
নাসিক—হিন্দুতীর্থ-বিশেষ, প্রাচীন পঞ্চবটী।
নাসিকা—নাসা, নাক।
নাসির—[আ.] ণ. শাসক, কবি।
নাস্তা—নাশ্তা, জলযোগ। [অতিশয় দুর্দশাগ্রস্ত।
নাস্তানাবুদ—[ফা. নিস্ত্ + নাবুদ] ণ. লণ্ডভণ্ড ;
নাস্তানাবুদ—[ফা নিস্ত্ নাবুদ—অস্তিত্বহীন] একান্ত লাঞ্ছিত বা বিপন্ন (নাস্তানাবুদ করা)।
নাস্তি—[সং.] ক্রি. নাই (তণ্ডুল নাস্তি) ; অবিদ্যমানতা (অস্তিনাস্তি শেষ করেছি, দার্শনিকের গভীর জ্ঞান—কান্তি ঘোষ)।

নাস্তিক—ণ. নিরীশ্বরবাদী ; বেদে ও শাস্ত্রীয় ধর্মে অবিশ্বাসী ; ঈশ্বরে ও পরকালে অবিশ্বাসী, atheist. [ন + আস্তিক]। **নাস্তিকতা, নাস্তিক্য**—নাস্তিকের ভাব অথবা মত ; অবিশ্বাস (নাস্তিক্য-বুদ্ধি)। **নাস্তিমান্** (-মৎ)—রিক্ত, সর্বহারা, have-nots.
নাহক—[ফা. + আ.—না + হ'ক্'] ণ. অন্যায় (নাহক কথা) ; অবিচার, ন্যায়সঙ্গত অধিকার হইতে বঞ্চনা (হককে নাহক করা) ; ক্রি. ণ. অকারণে, অন্যায়ভাবে, মিছামিছি (নাহক টাকাগুলো নষ্ট হলো)।
নাহয়—অব্য. অথবা ; বরং ; কিংবা ; তাহা না হইলে, অন্যথায় (সে যদি যায় ভাল, না হয় তুমিই যেয়ো ; আমি না হয় তুমি, বড় জোর না হয় ৫ টাকা লাগবে) ; নতুবা।
নাহি—ক্রি. নাই (সময় নাহি রে) ; স্নান করি বা করিয়া (কাব্যে ব্যবহৃত)।
নি—নিশ্চয় নিষেধ অতিশয় অভাব ইত্যাদি সূচক উপসর্গ-বিশেষ (নিদান, নিদারুণ, নিগ্রহ ইত্যাদি)।
নি—(ক্রিয়া) নাই, নেই (করিনি, যাইনি ; তুমি কি দেখনি। নাই দ্রঃ) ; প্রশ্নবোধক (তুমি নি কইতে পার ?—পূর্ববঙ্গে)।
নি—স্বর-সপ্তকে সপ্তম স্বর। [প্রবাহ।
নিউমোনিয়া—[ইং. pneumonia] ফুস্ফুসের
নিংড়ানো, নিঙড়ানো—ক্রি. বা বি. বা ণ. পাকাইয়া অথবা চাপ দিয়া জল বা রস বাহির করা, জলাদির শেষ বিন্দু পর্যন্ত গ্রহণ করা (সন্ন্যাসীর জটানিংড়ানো জল ; ভাণ্ডারে যা ছিল, সব নিংড়ে খাওয়া হচ্ছে) ; শোষণ করা। বি. **নিংড়ানি**।
নিঃক্ষত্র, নিষ্ক্রিয়—ণ. ক্ষত্রিয়হীন ; যোদ্ধ-বিহীন (নিঃক্ষত্রিয় করিব বিশ্ব আনিব শান্তি—নজরুল)। **নিঃশক্তি**—ণ. শক্তিহীন। **নিঃশঙ্ক**—ণ. ভয়হীন, নির্ভয়। **নিঃশঙ্কচিত্তে**—ক্রি. ণ. কিছুমাত্র ভয় না করিয়া। **নিঃশব্দ**—ণ নীরব, শব্দহীন। **নিঃশব্দপদসঞ্চারে**—[হি.] ণ. গমন কালে কিছুমাত্র পায়ের শব্দ না করিয়া। **নিঃশস্ত্র**—ণ. অস্ত্রহীন বা অস্ত্র-বলহীন (নিঃশস্ত্র প্রতিরোধ)। **নিঃশেষ**—ণ. সম্পূর্ণ, যাহার অবশিষ্ট নাই (নিঃশেষে পান করা)। ণ. **নিঃশেষিত**—যাহা শেষ করা হইয়াছে বা

ফুরাইয়া গিয়াছে (নিঃশেষিত ভাণ্ডার)। **নিঃশ্রেয়স**—বি. নিশ্চিত শ্রেয়ঃ; মুক্তি; মঙ্গল; জ্ঞান। **নিঃশ্বসন**—বি. শ্বাস গ্রহণ ও শ্বাস ত্যাগ করা। ণ. **নিঃশ্বসিত**। **নিঃশ্বাস, নিশ্বাস**—নাসিকা বা ফুসফুস হইতে বাহিরে নির্গত বায়ু (বিপঃ—প্রশ্বাস); দীর্ঘশ্বাস (বিষাদে নিঃশ্বাস ছাড়ি কহিলা রাবণ—মধু); (বাং) শ্বাসগ্রহণ ও ত্যাগ (নিঃশ্বাস টানা, লওয়া, ছাড়া, ফেলা, বন্ধ করা, বন্ধ হওয়া, বাহির করা, রোধ করা), দম, শ্বাসগ্রহণকাল (এক নিঃশ্বাসে)। **নিঃসংজ্ঞ**—সংজ্ঞাহীন, অচেতন। **নিঃসংশয়**—ণ. নিঃসন্দেহ, সংশয়শূন্য, নিশ্চিত। **নিঃসংশয়িত**—ণ. সংশয়-পরিশূন্য (নিঃসংশয়িত প্রমাণ)। **নিঃসংকোচ**—ণ সঙ্কোচহীন, দ্বিধাহীন। **নিঃসঙ্গ**—ণ. সঙ্গিহীন, একাকী; সম্পর্কহীন; নিস্পৃহ, উদাসীন। বি. **নিঃসঙ্গতা**—একাকিত্ব; নির্জনতা। **নিঃসত্ত্ব**—ণ. প্রাণিহীন (নিঃসত্ত্ব বন); অসার, তেজোহীন, বলবীর্যহীন, প্রাণহীন। **নিঃসন্তান, নিঃসন্ততি**—ণ. নির্বংশ; সন্তানহীন, আটকুঁড়া। **নিঃসন্দেহ**—ণ. সংশয়শূন্য, নিশ্চিত, সন্দেহশূন্য (নিঃসন্দেহে)। **নিঃসপত্ন**—ণ. শত্রুহীন, প্রতিদ্বন্দ্বিহীন। **নিঃসম্পর্ক, নিঃসম্বন্ধ**—ণ. সম্বন্ধহীন, সম্পর্কশূন্য, অনাত্মীয়। **নিঃসম্পাত**—গতিবিধিহীন; বি. নিশীথ। **নিঃসম্বল**—ণ. টাকাপয়সাহীন, রিক্তহস্ত, নিঃস্ব। **নিঃসরণ**—বি. ভিতর হইতে বাহির হওয়া, নির্গমন (বাক্য বা জল নিঃসরণ)। **নিঃসর্ত**—ণ. সর্তহীন, অহেতুক; অবাধ (নিঃসর্ত ক্ষমা)। **নিঃসলিল**—ণ. জলহীন। **নিঃসহ**—ণ. অসহ। **নিঃসহায়**—ণ. সহায়হীন, অসহায়। **নিঃসাড়**—ণ. শব্দহীন, নিস্তব্ধ, অসাড়। **নিঃসার**—ণ. সারহীন, অকিঞ্চিৎকর। **নিঃসারণ**—বি. বাহির করা, নিষ্কাসন। ণ. **নিঃসারিত**—নিষ্কাসিত। **নিঃসারক**—ণ. যাহা নিঃসারিত করে। **নিঃসীম**—ণ. সীমাহীন (নিঃসীম আকাশ; নিঃসীম শূন্য)। **নিঃসুপ্ত**—গভীর নিদ্রামগ্ন। **নিঃসৃত**—ণ. বহির্গত, সারিত। **নিঃস্নেহ**—ণ স্নেহহীন; তৈলহীন। **নিঃস্পৃহ**—ণ. আকাঙ্ক্ষাহীন, ইচ্ছাহীন, বাসনাহীন; উদাসীন। বি. **নিঃস্পৃহতা, নিঃস্পৃহা**। **নিঃস্পন্দ**—ণ. নিশ্চেষ্ট, স্থির। **নিঃস্রব, নিঃস্রাব**—বি. যাহা নিঃসৃত হয়, তরল দ্রব্য নিঃসরণ (গৈরিক নিঃস্রাব); ভাতের ফেন। ণ. **নিঃস্রুত**—ক্ষরিত। **নিঃস্ব**—ণ. দরিদ্র, নিঃসম্বল, নির্ধন। বি. **নিঃস্বতা**। **নিঃস্বত্ব**—ণ. অধিকারহীন। **নিঃস্বন**—বি. ধ্বনি, রব, নিনাদ; ণ. শব্দহীন; গর্জনহীন (নিঃস্বন মেঘ)। **নিঃস্বাদু**—ণ. স্বাদহীন। **নিঃস্বার্থ**—ণ. যে নিজের লাভের কথা ভাবে না (নিঃস্বার্থ লোক); যাহাতে নিজের প্রয়োজন সিদ্ধির চিন্তা নাই, স্বার্থ-শূন্য (নিঃস্বার্থ কাজ)।

নিঅড়, নিয়র—[সং. নিকট] নিকট, সমীপ।

নিঁদ—[সং. নিদ্রা] নিদ্রা, তন্দ্রা (নিঁদ নাহি আঁখি-পাতে)। **নিঁদা**—ক্রি. ঘুমানো; ঘুম পাড়ানো। (কাব্যে)।

নিকট—[নি (নিকট)—কট্ (গমন করা)+অ] বি. সামীপ্য, সান্নিধ্য (নিকটবর্তী); ণ. সন্নিহিত (নিকট মরণ); ঘনিষ্ঠ (নিকট জ্ঞাতি)। বি **নিকটতা, নৈকট্য**। **নিকটস্থ, নিকটবর্তী**—ণ. নিকটে আছে এমন, আসন্ন।

নিকড়িয়া, নিকড়ে—ণ. কপর্দকশূন্য, দরিদ্র।

নিকনো—ক্রি নিকানো।

নিকর—বি. সমূহ, রাশি (নক্ষত্রনিকর); ণ. সমষ্টি, মোট (নিকর বাকী—যত খাজানা বাকী পড়িয়াছে তাহার সমষ্টি)।

নিকরুণ—ণ. নিষ্ঠুর।

নিকষ—[নি—কষ্+অ] কষ্টিপাথর; শাণ; কষণচিহ্ন। **নিকষকৃষ্ণ**—কষ্টিপাথরের মত কাল। **নিকষকুলীন**—নৈকষ্য দ্রঃ। **নিকষণ**—কষ্টিপাথরে পরীক্ষা করা। ণ. **নিকষিত**—নিকষে পরীক্ষিত বিশুদ্ধ (রজকিনী প্রেম নিকষিত হেম)। **নিকষোপল**—কষ্টিপাথর।

নিকষা—বিশ্রবা মুনির পত্নী, রাবণ কুম্ভকর্ণ বিভীষণ সূর্পনখার জননী।

নিকা, নিকে—[আ. নিকাহ—বিবাহ] বিধবা-বিবাহ অথবা তালাক দেওয়া স্ত্রীলোকের সহিত বিবাহ (নিকা নাহি দিয়া রাঁড় করি ঘরে রাখে—ভারতচন্দ্র)। **নিকা পড়ানো**—বিধিবদ্ধ ভাবে নিকা সম্পাদন।

নিকাট—জল বাহির করিয়া দিবার জন্য জমির আল প্রভৃতি কাটা। **নিকাট করা**—এরূপ আল আদি কাটিয়া জল বাহির করিয়া দিয়া জমি শুষ্ক করা।

নিকানো—ক্রি. মাটি গোবর প্রভৃতি দিয়া ঘরের পারিপাট্য সাধন ; গৃহ মার্জনা করা।

নিকায়—সমূহ ; গৃহ ; লক্ষ্য। [নি-চি+অ]।

নিকারী, নিকিরী—মুসলমান মৎস্য-ব্যবসায়ী সম্প্রদায়।

নিকাল—[হি.] বহিষ্কৃত। **নিকাল দেও**—(অপমান করিয়া) বাহির করিয়া দাও। তেমনি **নিকাল যাও**—বেরিয়ে যাও।

নিকাশ-স—[সং. নিষ্কাস] নির্গমন (জল-নিকাশের পথ) ; হিসাবের শেষ (হিসাব-নিকাশ—দেনা-পাওনার চূড়ান্ত হিসাব) ; পরিশোধ, শেষ (নিকাশ করা) ; চূড়ান্ত ব্যবস্থা, বিনাশ, ধ্বংস (**দফা নিকাশ করা**—পুরাপুরি শেষ করা বা নষ্ট করা ; মারিয়া ফেলা)। **নিকাশী**—চূড়ান্ত হিসাব-সংক্রান্ত কাগজপত্র।

নিকি—উকুনের বাচ্চা বা ডিম। [সং নিক্ষা]।

নিকুচি—(গ্রাম্য) নিকাশ, শেষ। **নিকুচি করা** - শেষ করা, চূর্ণবিচূর্ণ করা।

নিকুঞ্জ—[সং.] লতা-মণ্ডপ, বাগানে লতাবেষ্টিত স্থান, bower। **নিকুঞ্জ-কানন**—নিকুঞ্জ-যুক্ত কানন। **নিকুঞ্জ-মন্দির**—বিলাস-ভবন।

নিকুম্ভিলা—লঙ্কার যজ্ঞস্থান ও মন্দির-বিশেষ ; দেবীবিশেষ।

নিকৃন্তন—কর্তন, ছেদন, বিনাশ ; ণ. বিনাশক (অরি-নিকৃন্তন)। [নি-কৃৎ + অনট্]। **নিকৃন্তী**—(-ন্তিন্)—বিনাশকারী। স্ত্রী. **নিকৃন্তনী**—বিনাশকারিণী (দৈত্য নিকৃন্তনী))।

নিকৃষ্ট—[নি-কৃষ্+ক্ত] ণ. অধম, মন্দ, অপছন্দ, নীচ, জঘন্য (নিকৃষ্ট বস্তু ; নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি—যে সব প্রবৃত্তির গতি আত্মশান্তি সাধন স্বৈরাচার ইত্যাদির দিকে)।

নিকেতন, নিকেত—[নি—কিত্ (নিবাসে) + অনট্] বাসস্থান, গৃহ (শান্তি-নিকেতন)।

নিকেশ—(নিকাশ-এর কথ্য রূপ) শেষ, খতম (**দফা নিকেশ**—কাজ শেষ ; চরম দুর্দশা))।

নিকোচন—সঙ্কোচন ; সঙ্কোচনযুক্ত ভঙ্গি (অক্ষি-নিকোচন—চোখ সঙ্কোচ করিয়া ইঙ্গিত করা))।

নিক্কণ,-ক্বণ,-ক্কাণ,-ক্বাণ—তীক্ষ্ণ ধ্বনি, বীণা প্রভৃতির শব্দ (বীণা-নিক্কণ ; নূপুর-নিক্কণ)। [নি-ক্বন্,কণ্+অ]।

নিক্তি—স্বর্ণকারের সূক্ষ্ম তুলাদণ্ড। **নিক্তির ওজনে**—সূক্ষ্ম হিসাবমত।

নিক্ষিপ্ত—[নি-ক্ষিপ্+ক্ত] ণ. ছুঁড়িয়া বা ছড়াইয়া ফেলা হইয়াছে এমন (নিক্ষিপ্ত আবর্জনা) ; পরিত্যক্ত, বর্জিত ; ছাড়া হইয়াছে এমন (নিক্ষিপ্ত বর্শা বা তীর) ; অর্পিত, গচ্ছিত, ন্যস্ত, বন্ধকরূপে স্থাপিত। বি. **নিক্ষেপ**—ফেলিয়া দেওয়া, ছুঁড়িয়া ফেলা ; গচ্ছিত বা বন্ধকরূপে স্থাপন ; মেরামতের জন্য শিল্পীকে দেওয়া ; ক্রি.**নিক্ষেপা**—নিক্ষেপ করা (নিক্ষেপিল)। (নামধাতু)।

নিক্ষেপণ—নিক্ষেপ ; স্থাপন। **নিক্ষেপক**—ণ. নিক্ষেপকারী। **নিক্ষেপী** (-পিন্), **নিক্ষেপ্তা** (-প্তৃ)—ণ. বন্ধকদাতা। **নিক্ষেপ্য**—ণ. নিক্ষেপের যোগ্য, যাহা বন্ধক দেওয়া হইবে।

নিখনন—মাটিতে পোঁতা। [নি-খন+অনট্]।

নিখরচা- ক্রি ণ. বিনা খরচে। **নিখরচে**—ণ. কৃপণ।

নিখর্ব—দশসহস্র কোটি সংখ্যা। [সং.]

নিখাউভিয়া, নিখাউনে, নিখেকো—ণ. যে খায় না বা খুব কম খায়। স্ত্রী **নিখাউনী**। **নিখাউনী বউ**—যে বউ প্রকাশ্যে অতি কম খায়, কিন্তু গোপনে যথেষ্ট খায় (ব্যঙ্গ বলা হয়)।

নিখাত—ণ. যাহা পোঁতা হইয়াছে, নিহিত (নিখাত শলা) ; খনিত (নিখাত ওভাগ) ;

নিখাদ—[সং নিষাদ] স্বরগ্রামের সপ্তম স্বর, নি ; [বাং] ণ. খাদহীন, বিশুদ্ধ (নিখাদ সোনা)।

নিখিল—ণ. সর্ব, সমগ্র (নিখিল-ভারত কাটুনী-সঙ্ঘ) ; বি. বিশ্বব্রহ্মাণ্ড (নিখিলনাথ)।

নিখুঁৎ,-খুঁত—[হি. নিখোট] ণ. যাহাতে কোন খুঁত নাই, নির্দোষ, ত্রুটিহীন, সর্বাঙ্গসুন্দর (নিখুঁত সুন্দরী ; নিখুঁত আয়োজন)।

নিখুঁতি—উৎকৃষ্ট মিঠাই-বিশেষ।

নিখোঁজ—ণ. নিরুদ্দিষ্ট।

নিগড়—[নি-গড্ (বন্ধন করা) + অ] লৌহ-শৃঙ্খল, পায়ের বেড়ী ; কঠিন বন্ধন। ণ. **নিগড়িত**—শৃঙ্খলিত, বদ্ধ।

নিগদ, নিগাদ—ভাষণ, কথন, উক্তি, উচ্চৈঃস্বরে উচ্চার্য বেদমন্ত্র। ণ. **নিগদিত**—কথিত, উল্লিখিত [নি-গদ্+অ]।

নিগন্থ—জৈন সন্ন্যাসী-সম্প্রদায়-বিশেষ। [নিগ্রন্থ =গ্রন্থিহীন, বন্ধনহীন]।

নিগম—বেদ (নিগম আগম=বেদ ও তন্ত্র) ; শাস্ত্রবাক্য ; ন্যায়শাস্ত্র ; বাজার, মেলা ; লোকালয় ; নির্গমন ; নির্গমন-পথ ; পৌরসভা,Corporation ;

বণিকসঙ্ঘ, guild। [নি-গম্+অ]। **নিগমন**—ন্যায়ের শেষ অবয়ব, fourth member of a syllogism; নির্গমন। [নি-গম্+অনট্]। **নিগমবদ্ধ**—সংঘবদ্ধ।

নিগরণ—ভক্ষণ, গ্রাস করণ। [সং]

নিগা, নেগা, নিগাহ্—[ফা. নিগাহ্] দৃষ্টি, মনোযোগ (গরীবের প্রতি নেগা রাখবেন—গরীবের প্রতি করুণা-দৃষ্টি রাখবেন)। **নিগাবান, নেগাবান**—তত্ত্বাবধায়ক, প্রহরী। বি. **নেগাবানি** (নেগাবানি করা—অভিভাবকের মত দেখাশুনা করা)।

নিগার—[ইং. nigger] কালা আদমী (ঘৃণাব্যঞ্জক উক্তি—ড্যাম নিগার বলে গালি দেয়)।

নিগূঢ়—[নি (সম্যক্)—গুহ্ (আচ্ছাদন করা)+ক্ত] ণ. সর্বসাধারণের দৃষ্টির অন্তরালে অবস্থিত, অপ্রকাশ্য, রহস্যময়, গোপন; অন্তরতম, ভিতরকার; জটিল, দুর্জ্ঞেয় (নিগূঢ় তত্ত্ব)। [নিয়ন্ত্রিত।

নিগৃহীত—[নি-গ্রহ্+ক্ত] ণ. পীড়িত; লাঞ্ছিত;

নিগ্রহ—সংযম, দমন, শাসন (ইন্দ্রিয়-নিগ্রহ); নিপীড়ন, দণ্ড, লাঞ্ছনা, প্রহার, অপমান (অশেষ নিগ্রহ); তর্কে পরাজয়। [নি-গ্রহ্+অ]। **নিগ্রহ পুলিশ**—যে পুলিশের ব্যয়ভাররূপ নিগ্রহ দুর্দান্ত প্রজাদিগের উপরে চাপানো হয়, পিটুনি পুলিশ (punitive police)। **নিগ্রহস্থান**—দুর্বল যুক্তি।

নিঘণ্টু—বৈদিক শব্দসংগ্রহ-বিশেষ; সূচীপত্র।

নিঙাড়িল—ক্রি. নি'ড়াইল।

নিচ—ণ. নিম্ন; বি. নিম্নস্থান।

নিচয়—[নি-চি (চয়ন করা)+অ] সমূহ, রাশি (কমল-নিচয়)। ণ. **নিচিত**—সঞ্চিত, সংগৃহীত।

নিচু—ণ. নীচু; (কথ্য) কি. লিচু।

নিচুল—বেতগাছ; গায়ের চাদর। [সং.]

নিচুলক,-চো-—বর্ম-বিশেষ। [সং]

নিচোল,-লী,-লা—উত্তরীয়; বিছানার চাদর; আবরণ-বস্ত্র। [সং.]।

নিছক—[হি. নিছক্কা:] ণ. অবিমিশ্র, খাঁটি, কেবল (সমালোচনার নামে নিছক গালাগালি)।

নিছনি, নিছুনি—[সং. নির্মঞ্ছন] আরতি, বরণ; বরণ-দ্রব্য; নৈবেদ্য; রূপলাবণ্য; একান্ত প্রিয় বস্তু; বেশবিন্যাস; বালাই; উপহার, অর্ঘ্য; উপমা।

নিছায়ে, নিছিয়া—(কাব্যে) বরণ করিয়া; মুছিয়া;

নিজ—[নি (নিয়ত)—জন্+ড] ণ. আপন, স্বীয়, স্বকীয় (নিজ গুণে ক্ষমা কর); বি. স্বয়ং। **নিজস্ব**—বি. স্বকীয় সম্পত্তি; (বাং) ণ. নিজের অধিকারভুক্ত, সম্পূর্ণ নিজের (নিজস্ব সম্পত্তি)। **নিজস্ব করা**—আপনার অধিকারভুক্ত করা। **নিজে**—ক্রি. ণ. স্বয়ং। **নিজেকে**—আপনাকে (পদ্যে: **নিজেরে**)। **নিজে নিজে**—ক্রি. ণ. একা একা।

নিজলা—[সং. নির্ঘোল] লাঙ্গলের মুঠে।

নিজাম—[আ. নিযা'ম] প্রধান শাসনকর্তা; পূর্বতন হায়দরাবাদের মুসলমান রাজার উপাধি। **নিজামত**—নিজামের পদ; ফৌজদারী শাসন-বিভাগ। **নিজামত আদালত**—ফৌজদারী আদালত।

নিঝঞ্ঝাট, নিঝ'ঞ্ঝাট—ণ. কোনো গণ্ডগোল নাই এমন, নির্বিবাদ। **নিঝ'ঞ্ঝাটে**—ক্রি. ণ. নির্বিবাদে, কোনো গণ্ডগোলে না পড়িয়া।

নিঝর—নির্ঝর। [নিঝুম রাতি)।

নিঝুম, নিঝ্ঝুম—ণ. নিস্তব্ধ, নিঃশব্দ (নিশুতি

নিট্—[ইং nett] ণ. খরচ-খরচা বাদে যাহা থাকে (নিট্ আয়); আসল, খাঁটি; ন্যায্য (নিট্ খবর)।

নিটকাত—জমির পরিমাণ-অনুসারে নির্ধারিত খাজনা। **নিটল কালি**—দৈর্ঘ্য প্রস্থ ও বেধযুক্ত দ্রব্যের কালি বা পরিমাণ।

নিটপিট—ঢিলেঢালা ভাব, দীর্ঘসূত্রতা। ণ. **নিটপিটে**—ঢিলেঢালা, দীর্ঘসূত্রী।

নিটল—[সং.] ললাট। **নিটলাক্ষ**—শিব।

নিটিনাটিনা,-নে—(টিনটিন দ্রঃ) ণ. টিনটিনে, রোগা; খর্ব; চোখে ধরার মত নয়।

নিটিস নিটিস—(টিস টিস দ্রঃ) ক্রি. ণ. আস্তে আস্তে, লঘুপদে!

নিটোল, নিটাল—[সং. নিস্তল] ণ. টোলহীন; গোলগাল; সুডৌল; হৃষ্টপুষ্ট; নিখুঁত; সুবিকশিত ও লালিত্যপূর্ণ (নিটোল যৌবন-কান্তি)।

নিঠুর—ণ. নিষ্ঠুর (কাব্যে ব্যবহৃত—এই করেছ ভাল নিঠুর, এই করেছ ভাল—রবি)। **নিঠুরাই**—নিষ্ঠুরতা (ব্রজবুলি)।

নিড়বিড়—নিটপিট, ঢিলেমি। **নিড়বিড়া, নিড়বিড়ে**—ণ. ঢিমে, দীর্ঘসূত্রী। (বিপ. চট্পটে)।

নিড়ানো—[হি. নিরানা] ক্রি. শস্যক্ষেত্র হইতে আগাছা তুলিয়া ফেলা। **নিড়ানি**—নিড়ানোর কাজ। **নিড়ানী**—নিড়াইবার উপযুক্ত বিশেষ ধরণের কাস্তে।

নিডীন—উড়ন্ত পাখীর নিম্নাভিমুখী গতি। [সং.]।
নিড়েন—নিড়ানী, নিড়াইবার অস্ত্র। [কথ্য]
নিত—অব্য. নিত্য; প্রতিদিন। (পদ্যে)।
নিতকলঙ্কে—নিষ্কলঙ্কে। [কথ্য]
নিতবর—বিবাহকালে বরের সহযাত্রী বালক-বিশেষ, কোলদাদাদ। [মিত্র-বর]।
নিতম্ব—[নি-তম্ব্ (গমনে)+অ] স্ত্রীলোকের কটির পশ্চাৎভাগ, পাছা; পর্ব্বতের পার্শ্বদেশ। **নিতম্ববতী, নিতম্বিনী**—যে নারীর নিতম্ব-দেশ স্থূল প্রশস্ত বা সুগঠিত; সুন্দরী নারী।
নিতল—বি. অতিগভীর স্থান; সপ্ত পাতালের অন্যতম। [সং.]।
নিতা—নিমন্ত্রণ (নিতা-নিমন্ত্রণ)। [প্রাদে]
নিতাই—নিত্যানন্দ, চৈতন্যদেবের সহচর।
নিতান্ত—[নি-তম্+ক্ত] ণ. অতিশয়, অতি-মাত্র (নিতান্ত অন্যায়); একান্ত (নিতান্ত আপনার জন); ক্রি ণ. নিশ্চিত, অবশ্য, নেহাত (নিতান্তই যদি যেতে চাও)। **নিতান্তপক্ষে**—খুব কম করিয়া হইলেও, অন্ততঃ।
নিতি—[সং. নিত্য] অব্য. নিত্য। **নিতি নিতি**—প্রত্যহ, রোজ রোজ। (পদ্যে)
নিতুই—অব্য. নিত্যই (নিতুই নব—নিত্য-নূতন)।
নিত্তি—(গ্রাম্য) অব্য. নিত্য, প্রতিদিন।
নিত্য—ক্রি. ণ. বা অব্য. প্রত্যহ, সর্বদা, সব সময় (নিত্যনূতন, নিত্য আসে); ণ. প্রতিদিনের, রোজকার (নিত্যকর্ম; নিত্য লাঞ্ছনা), সনাতন, অক্ষয়, শাশ্বত (তব নিত্যধর্মে কর জয়ী ক্ষুদ্র ধর্ম হতে—রবি; অনিত্য); অনন্ত, চির (নিত্য-কাল); নিশ্চিত, ধ্রুব, অবশ্যম্ভাবী। **নিত্য-কর্ম**—প্রতিদিনের ধর্মকর্ম। **নিত্যকাল**—চিরকাল; ক্রি. ণ. নিরবচ্ছিন্ন ভাবে (নিত্যকাল প্রবাহিত)। **নিত্যগতি**—বায়ু। **নিত্য-নৈমিত্তিক**—প্রতিদিন করণীয় এবং বিশেষ বিশেষ উপলক্ষ্যে অনুষ্ঠেয়; প্রতিদিনের (নিত্য-নৈমিত্তিক ব্যাপার); নিয়মিত কিন্তু নির্ধারিত সময়ে অনুষ্ঠিত ধর্মকর্ম; পর্ব-শ্রাদ্ধাদি। **নিত্য-পদার্থ**—যাহার বিনাশ নাই এমন বস্তু। **নিত্য-পূজা**—দৈনিক সেবা বা পূজা। **নিত্যপ্রলয়**—প্রতিদিনের প্রলয়, সুষুপ্তি। **নিত্যবদ্ধ**—মায়ামোহে সতত-বদ্ধ, ঈশ্বরের প্রতি সর্বদা পরাঙ্মুখ। **নিত্যবৃন্দাবন**—বৈষ্ণবের নিত্য আনন্দধাম, গোলক। **নিত্যমুক্ত**—যাহা মায়ামোহের অধীন নয়, একান্ত ভগবৎ-পরায়ণ; পরমাত্মা। **নিত্যযৌবন**—যাহাতে যৌবনের তেজ ও আনন্দ সর্বদা বিরাজমান। **নিত্য-সমাস**—যে সমাসের ব্যাসবাক্যে সমস্যমান পদগুলির একটিকে দেখানো যায় না (যথা, দেশান্তর—অন্য দেশ)। **নিত্যশঃ**—সতত। **নিত্যসঙ্গী** (-ঙ্গিন্),-**সহচর**—যে কখনও সঙ্গ হইতে বিচ্যুত হয় না (দুঃখ সুখের নিত্যসঙ্গী)। **নিত্যসেবা**—দৈনিক পূজা। **নিত্যহোম**—প্রত্যহ যে হোম করা হয়, অগ্নিহোত্র।
নিত্যানন্দ—ণ. যে সর্বদা আনন্দিত; বি. নিতাই, চৈতন্যদেবের সহচর। [রেখাহীন। [নিস্তরঙ্গ]
নিথর—ণ. নিস্পন্দ, আলোড়নহীন, স্তব্ধ; তরঙ্গ-
নি(নিঁ)দ—[সং. নিদ্রা] নিদ্রা (কাব্যে—'নিদ নাহি আঁখিপাতে')। **নিদমহলা**—নিদ্রিত পুরী।
নিদয়—ণ. নির্দয় (কাব্যে ব্যবহৃত)। স্ত্রী. নিদয়া।
নিদর্শক—ণ. নির্দেশকারী, সূচক। [নি-দৃশ্+ণক]। **নিদর্শন**—উদাহরণ, দৃষ্টান্ত (মনুষ্যত্বের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন); অভিজ্ঞান, চিহ্ন (অরাজকতার নিদর্শন); প্রমাণ উল্লেখ। **নিদর্শনা**—অর্থালঙ্কার-বিশেষ (সাদৃশ্যহেতু কাহারও উপর অবান্তর বা অসম্ভব ভাব বা কার্য আরোপ করা)। **নিদর্শনী**—সূচীপত্র।
নিদাঘ—[নি-দহ্+ঘঞ্] (যাহা নিয়ত সন্তপ্ত করে) গ্রীষ্মকাল; ঘর্ম; উত্তাপ। **নিদাঘকর**—প্রখরকিরণযুক্ত সূর্য। **নিদাঘ-সলিল**—ঘর্ম। ণ. **নৈদাঘ**। [নিদাঘ+অ]।
নিদান—[নি-দা+অনট্] মূলকারণ, উৎপত্তি-সূত্র; রোগের হেতু (রোগনিদান গ্রন্থ—Pathology); চরম বা শেষ কথা; শেষ দশা (নিদানের পুঁজি। গ্রাম্য: নিদেন); মৃত্যু-লক্ষণ, অব্য. ক্রি. ণ. নিদেন, একান্ত, নেহাত, অন্ততঃ। **নিদান কাল**—অন্তিম কাল। **নিদান পক্ষে**—অন্ততঃ, খুব কম করিয়া হইলেও। **নিদানবিদ্যা**—রোগের উৎপত্তি-বিষয়ক শাস্ত্র। **নিদানভূত**—মূল কারণস্বরূপ। (নিদেন দ্রঃ)।
নিদারুণ—ণ. অতি নিষ্ঠুর, অতি ভীষণ, দুঃসহ ('বিধি হৈল নিদারুণ')। [সং.]।
নিদালি,-টি—মন্ত্রপূত ঘুমপাড়ানিয়া ধুলামাটি।
নিদিগ্ধ—ণ. যাহা বিশেষভাবে মাখানো হইয়াছে। [নি-দিহ্+ক্ত] স্ত্রী. **নিদিগ্ধা**—এলাচি।
নিদিধ্যাস—[নি-ধ্যৈ (ধ্যান করা)+সন্+অ]

দেহাদি-জ্ঞানরহিত চিন্তা। **নিদিধ্যাসন**—ব্রহ্মের অবিচ্ছিন্ন ধ্যান।

নিচুলি,-টি—নিদালি।

নিদেন—বি. নিদান, শেষ দশা (নিদেনের খিতি—নিদান কালের সম্বল); অব্য. অন্ততঃ একান্ত। **নিদেন করা**—বার্ধক্য দশায় বা অন্তিম কালে সেবাশুশ্রূষা করা। **নিদেন পক্ষে, নিদেন**—অন্ততঃ (নিদেন দুটো টাকা তো চাই-ই)।

নিদেশ—[নি-দিশ্‌+ঘঞ্‌] নির্দেশ, আদেশ; অনুমতি, উক্তি। **নিদেশপত্র**—নির্দেশসহ লিপি **নিদেশবর্তী** (-র্তিন্‌)—আজ্ঞাবহ। **নিদিষ্ট**—নির্দেশপ্রাপ্ত, আদিষ্ট। **নিদেষ্টা** (-ষ্টৃ)—নিদেশদাতা। স্ত্রী. **নিদেষ্ট্রী**।

নিদ্রা—[নি-দ্রা+অ+আপ] ঘুম; তন্দ্রা; অচেতন বা অভিভূত অবস্থা। **নিদ্রাকর্ষণ**—ঘুমের আবেশ, ঘুম পাওয়া। **নিদ্রাজনক**—যাহাতে ঘুম আসে। • **নিদ্রাবিহীন**—সজাগ, সচেতন; নিদ্রা-সুখ-বিহীন (নিদ্রাবিহীন রাত্রি)। **নিদ্রাভঙ্গ**—ঘুম ভাঙ্গা। **নিদ্রাভিভূত**—প. ঘুমন্ত। **নিদ্রায়মান**—নিদ্রা যাইতেছে এমন। **নিদ্রালস**—ঘুম আনার জন্য জড়তাগ্রস্ত। **নিদ্রালু**—নিদ্রাশীল, নিদ্রাতুর। **নিদ্রিত**—ঘুমন্ত; অচেতন। স্ত্রী. **নিদ্রিতা**। **নিদ্রা যাওয়া**—ঘুমানো; উদাসীন থাকা। **নিদ্রোত্থিত**—প ঘুম ভাঙিয়া জাগিয়াছে এমন।

নিধন—(নি-ধা+অনট্‌, অথবা নি-ধন্‌+অ) নাশ, মৃত্যু ('স্বধর্মে নিধন শ্রেয়, পরধর্ম ভয়াবহ'); ধ্বংস (শত্রুনিধন); লগ্নের অষ্টম স্থান; প্রলয়। **নিধনপতি**—প্রলয়ের দেবতা, শিব।

নিধান—[নি-ধা+অনট্‌] আধার, ভাণ্ডার, আশ্রয় (করুণানিধান); পুঁতিয়া রাখা ধন; সংরক্ষণ।

নিধি—[নি-ধা+ই] আধার, পাত্র (গুণনিধি, জলনিধি); গচ্ছিত ধন, ন্যাস; বিশেষ উদ্দেশ্যে নিয়োজিত বা রক্ষিত ধন, fund (গান্ধী স্মারক নিধি); মাটির নীচে পাওয়া অস্বামিক ধন; কুবেরের ধন-বিশেষ; মূল্যবান্‌ সম্পদ্‌, রত্নসদৃশ বস্তু (অমূল্য নিধি; রক্ষঃকুলনিধি)। **নিধিনাথ, নিধিপতি, নিধীশ**—কুবের।

নিধুবন—[নি (অতিশয়) ধুবন (কম্পন) যাহাতে] মৈথুন, রতিক্রিয়া; বৃন্দাবনের রাধাকৃষ্ণের লীলাস্থল বিশেষ। [নি-ধা+য]।

নিধেয়—প. ন্যাসরূপে রক্ষিত হইবার যোগ্য।

নিধ্যান—বিশেষরূপে ধ্যান; দর্শন। [সং]

নিন, নেহানী—ছুতারের বাটালি, chisel।

নিনাদ, নিনদ—[নি-নদ্‌+অ] উচ্চ ধ্বনি; শব্দ; গর্জন। প. **নিনাদিত**—ধ্বনিত, ঘোষিত, বাদিত। **নিনাদিল** (পদ্যে) ধ্বনিত করিল।

নিনু—[ইং. linen] বি. বিলাতী কাপড়-বিশেষ (নিনুর চাপকান)। [বাং] প. নীচু, হেঁট।

নিন্দ—নিদ্রা (প্রাচীন কাব্যে); ক্রি. নিন্দা কর।

নিন্দক—[নিন্দ্‌+ণক] প. নিন্দাকারী, কুৎসাকারী; অবজ্ঞাকারী (বেদ-নিন্দক)। **নিন্দন**—নিন্দা করা, অপবাদ দান। **নিন্দনীয়, নিন্দ্য**—প. নিন্দার যোগ্য, গর্হিত (নিন্দনীয় আচরণ)। **নিন্দা**—অপযশ, কুৎসা, অপবাদ, বদনাম (**লোক-নিন্দা**—লোকমুখে প্রচারিত নিন্দা)। [নিন্দ্‌+অ+আপ্‌] **নিন্দা**—ক্রি. নিন্দা করা (**নিন্দে**—ক্রি. নিন্দা করে)। **নিন্দাবাদ**—কুৎসা, অপযশ কীর্তন। **নিন্দার্হ**—প. নিন্দার যোগ্য। **নিন্দাসূচক**—নিন্দা বুঝায় এরূপ। **নিন্দাস্তুতি**—নিন্দা ও প্রশংসা (তিনি এখন নিন্দাস্তুতির ঊর্ধ্বে); ব্যাজস্তুতি। **নিন্দিত**—প. আপত্তিকর, গর্হিত, দূষণীয়; যাহার নিন্দা করা হইয়াছে (অতি নিন্দিত ব্যক্তি); খর্ব করে যে, মহত্তর (চম্পক-নিন্দিত বর্ণ)। **নিন্দুক**—[সং. নিন্দক] প. নিন্দাকারী, অপযশকারী। **নিন্দ্য**—[নিন্দ্‌+য] প. নিন্দনীয়।

নিপট—প. অতিশয়, একান্ত; খাঁটি; সম্পূট।

নিপতন—পতন। [নি-পত্‌+অনট্‌]। প. **নিপতিত**—ভূপতিত, ভ্রষ্ট।

নিপাত—[নি-পত্‌+ঘঞ্‌] পতন; অধঃপতন; বিনাশ, নিধন (শত্রু নিপাত); উৎসন্ন, বিধ্বস্ত (নিপাত যাও)। **নিপাতন**—বধ; বিনাশ; (ব্যাকরণ) সূত্রের বা সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম ('নিপাতনসিদ্ধ শব্দ')। প. **নিপাতিত**—অধঃপতিত; নিহত; ব্যাকরণের সূত্রে অনুসারে যাহা অসিদ্ধ কিন্তু প্রচলিত।

নিপান—[নি-পা+অন] পশুপক্ষীর জল পানের জন্য নির্মিত জলাশয়; চৌবাচ্চা; দুগ্ধদোহন-পাত্র। প. **নিপীত**—নিঃশেষে পীত, নিঃশেষিত।

নিপীড়ন—ক্লেশ দান, উৎপীড়ন, মর্দন। **নিপীড়ক**—উৎপীড়নকারী, অত্যাচারী। প. **নিপীড়িত**—উৎপীড়িত, ক্লেশপ্রাপ্ত; মর্দিত।

নিপুণ—[নি—পুণ্ (শুভকর্ম করা)+অ] ণ. কুশল, পটু, দক্ষ, অভিজ্ঞ (নিপুণ শিল্পী)। বি. **নিপুণতা, নৈপুণ্য**। [মোচ।
নিব—[ইং. nib] কলমের ধাতু-নির্মিত মুখ,
নিব নিব—নিবু নিবু দ্রঃ।
নিবদ্ধ—[নি-বন্ধ্+ক্ত] আটকানো, আবদ্ধ; রচিত, গ্রথিত, বিন্যস্ত (ধারানিবদ্ধ); নিবিষ্ট, এক স্থানে স্থির (দূর-নিবদ্ধ দৃষ্টি)। **নিবদ্ধী-করণ**—রেজিস্ট্রি-ভুক্ত করণ, registration.
নিবন—[সং. নির্বাণ] নিভিয়া যাওয়া। **নিবন্ত**—ণ. যাহা নিভিয়া যাইতেছে।
নিবন্ধ—[নি-বন্ধ্+অ] রচনা; প্রবন্ধ, সন্দর্ভ, গ্রন্থ; উপায়; নিয়ম; গান।
নিবন্ধক—যেরেজিস্ট্রি করে, registrar. **নিবন্ধন**—হেতু, জন্য, কারণ, নিয়ম, ব্যবস্থা; প্রস্তাব (বার্ধক্য-নিবন্ধন; কার্যনিবন্ধন); বন্ধন, বাঁধা, রেজিস্ট্রী করণ। **নিবন্ধনী**—যদ্দ্বারা বন্ধন করা হয় (নিবন্ধনী রজ্জু)।
নিবর্ত—[নি-বৃত্+অ] ণ. নিবৃত্ত, ক্ষান্ত। **নিবর্তক**—যে নিবৃত্ত করে (বিপ ঃ প্রবর্তক)। **নিবর্তন**—নিবৃত্তি; প্রত্যাবর্তন; গতি পরিবর্তিত হওয়া (নিবর্তন স্থান—বিশ্রাম স্থান; নদীর মোড়)। **নিবর্তনা**—নিষেধ। **নিবর্তিত**—নিবারিত; প্রত্যাবৃত্ত; নিরাকৃত।
নিবসতি—বসতি, বসবাস; বাসস্থান। [সং]। **নিবসথ**—অবসথ, আবাস; বাসগ্রাম। **নিবসন**—বস্ত্র; গৃহ। **নিবসা**—ক্রি. বসবাস করা (কাব্যে ব্যবহৃত)
নিবস্ত্র—ণ. বস্ত্রহীন, বিবস্ত্র।
নিবহ—[নি-বহ+অ] সমূহ, রাশি।
নিবা, নিভা—ক্রি. নির্বাপিত হওয়া, নিভিয়া যাওয়া (আগুন নিবিল); অবসানপ্রাপ্ত হওয়া (উৎসাহ নিবিল)। **নিব নিব, নিবু নিবু**—ণ. নির্বাপিতপ্রায়, নির্বাণোন্মুখ (দীপ নিবু নিবু পবনে); বি. নিবিবার উপক্রম। **নিবন্ত, নিভন্ত**—নির্বাপিতপ্রায়। **নিবানো, নিভানো**—ক্রি. নির্বাপিত করা; ণ. যাহা নির্বাপিত হইয়াছে।
নিবাত—ণ. বায়ুপ্রবাহহীন, নির্বাত; বাতাস না থাকায় স্থির (নিবাত প্রদীপ)। [সং]। **নিবাত-কবচ**—দুর্ভেদ্য কবচ; মহাপরাক্রান্ত অসুরদলবিশেষ। **নিবাত-নিষ্কম্প**—বায়ুপ্রবাহের অভাব হেতু স্থির।
নিবাপ—পিতৃপুরুষের উদ্দেশ্যে পিণ্ডাদি দান (নিবাপ-অঞ্জলি—তর্পণ, পিণ্ডদান প্রভৃতি)।
নিবারক—ণ. নিবারণকারী। **নিবারণ, নিবার**—[নি-বারি+অনট্] নিষেধ; দূরীকরণ, নিরাকরণ। **নিবারণী**—ণ. অপনোদনকারিণী, নাশিনী (সুরাপান-নিবারণী সভা); ণ. **নিবারিত**—নিষিদ্ধ, প্রতিহত, নিরাকৃত। **নিবারণীয়, নিবার্য**—নিবারণযোগ্য।
নিবারা—ক্রি. নিবারণ করা (দেখিব কেমনে মোরে নিবারে নৃমণি—মাইকেল)।
নিবাস—[নি-বস্+ঘঞ্] অবস্থান, বসতি; বাসস্থান, দেশ, সাকিন (নিবাস সপ্তগ্রাম)। **নিবাসী** (-সিন্)—বাসকারী, বাসিন্দা। স্ত্রী. **নিবাসিনী**।
নিবিড়—[নি (নাই) বিল (ছিদ্র) যাহাতে] ণ. নিশ্ছিদ্র, জমাট, গাঢ় (নিবিড় অন্ধকার); দৃঢ় (নিবিড় আলিঙ্গন); ঘনসন্নিবিষ্ট, গহন, দুর্ভেদ্য (নিবিড় বন; নিবিড় মেঘ; নিবিড় রহস্য); গভীর (নিবিড় নিশীথ); সুগঠিত, স্থূল, পীবর (নিবিড় নিতম্ব, স্তন)। বি. **নিবিড়তা**।
নিবিষ্ট—[নি-বিশ্+ক্ত] ণ. সংস্থাপিত; একাগ্র, অভিনিবেশযুক্ত (নিবিষ্ট-চিত্ত; সূর্যনিবিষ্টদৃষ্টি); বিন্যস্ত (ঘন-সন্নিবিষ্ট)।
নিবীত—বি. গলায় মালার মত করিয়া পরা পইতা; চাদর, উড়ানি; ণ. আচ্ছাদিত। [নি-বী+ক্ত]
নিবৃত্ত—[নি-বৃৎ (ক্ষান্ত হওয়া)+ক্ত] ণ. ক্ষান্ত, বিরত, যে পরিহার করিয়াছে; প্রত্যাবৃত্ত। **নিবৃত্ত-প্রসবা**—যে স্ত্রীর সন্তান-প্রসব বন্ধ হইয়াছে। **নিবৃত্ত-রাগ**—সংসারে বীতস্পৃহ; **নিবৃত্তাত্মা** (-ত্মন্)—সংসারে বীতরাগ। বি. **নিবৃত্তি**—ক্ষান্তি, উপশম (ক্ষুন্নিবৃত্তি); বৈরাগ্য, অপ্রবৃত্তি (নিবৃত্তি-মার্গ); অবসান।
নিবৃন্ত—[নির্‌বৃন্ত] ণ. বৃন্তহীন।
নিবেদক - জ্ঞাপনকারী, দরখাস্তকারী। **নিবেদন**—[নি-বেদি (জানানো)+অনট্] সসম্মানে জ্ঞাপন বা কথন (রাজসমীপে নিবেদন); উৎসর্গ (আত্মনিবেদন; দেবতাকে নিবেদন); যথাবিধি জ্ঞাপন (অ-রসিকে কবিত্ব নিবেদন); বিনীত উক্তি, আবেদন, বিজ্ঞাপন। **নিবেদনমিতি, নিবেদন ইতি**—প্রেষক ব্যক্তিকে লিখিত পত্রে সমাপ্তি-সূচক কথা। **নিবেদনীয়, নিবেদ্য**—নিবেদনের যোগ্য। **নিবেদি**—

নিবেদন করি (কাব্যে)। ণ. **নিবেদিত**—বিজ্ঞাপিত ; উৎসর্গীকৃত।

নিবেশ—[নি-বিশ্‌ +অ] প্রবেশ ; স্থাপন (মনোনিবেশ) ; বাস, অবস্থান ; বিন্যাস, সন্নিবেশ ; বিবাহ ; শিবির (সেনানিবেশ)। **নিবেশক**—ণ. স্থাপক ; গ্রন্থভুক্তকারী, recorder. **নিবেশন**—প্রবেশ ; শিবির ; নগর-বিন্যাস ; নথিভুক্ত করা, recording। ণ. **নিবেশিত**—স্থাপিত, বিন্যস্ত।

নিভ—[নি—ভা (দীপ্তি পাওয়া) + অ] ণ. সদৃশ, তুল্য (অন্য শব্দের যোগে ব্যবহৃত—দুগ্ধফেননিভ)।

নিভন্ত—ণ. যাহা নিভিয়া যাইতেছে, নির্বাণোন্মুখ। (নিবা দ্রঃ)। **নিভা, নিভানো**—নিবা দ্রঃ।

নিভাঁজ—ণ ভেজালহীন (নিভাঁজ সরিষার তৈল) ; পুরাপুরি (নিভাঁজ অন্যায়)।

নিভৃত—[নি-ভৃ+ক্ত] ণ. নির্জন (নিভৃত কুঞ্জ) ; গুপ্ত, গূঢ়, একান্ত (নিভৃত আলাপ) ; অপ্রকাশিত (নিভৃত চিন্তা) ; বি. গোপন স্থান (হৃদয়ের নিভৃতে)।

নিম—[সং. নিম্ব] সুপরিচিত তিক্তফল ও তাহার গাছ। **নিম-ঘি**—ক্ষতের ঔষধ-বিশেষ। **নিম-ঝোল**—নিম-পাতার ফোড়ন দেওয়া ঝোল। **নিমতিতা, নিমনিসিন্দা**—অতিশয় তিক্ত। **নিমফল**—ছোট ছেলেমেয়ের কটিভূষণ-বিশেষ।

নিম—[ফা. নীম—অর্ধ] ণ. অর্ধ, অল্প, প্রায় অনেকটা। **নিমরাজি**—অনেকটা রাজি। **নিমখুন**—প্রায় খুন। **নিমমোল্লা**—অর্ধেক মোল্লা অর্থাৎ অর্ধশিক্ষিত মোল্লা (অবজ্ঞার্থক) **নিমহেকিম**—আনাড়ি চিকিৎসক।

নিমক, নেমক—[ফা. নমক—লবণ] লবণ ; (তাহা হইতে) গ্রাসাচ্ছাদন সাহায্য ইত্যাদি (আপনাদের নুন-নিমক খেয়ে মানুষ)। **নিমকদান,-দানী**—লবণ পরিবেশন করিবার ক্ষুদ্র পাত্র। **নিমকহারাম**—ণ. অকৃতজ্ঞ, কৃতঘ্ন, যে উপকারের প্রত্যুপকার করে না (বিপরীত—**নিমক-হালাল**—কৃতজ্ঞ)। বি. **নিমকহারামি**। **নিমকের চাকর**—বিশ্বাসী চাকর, প্রভুর ভালর দিকে যাহার বিশেষ দৃষ্টি।

নিমকি,-কী—[ফা. নমকীন] বি. ময়দার প্রস্তুত নোনতা খাবার-বিশেষ ; নোনতা খাবার ; ণ. লবণযুক্ত ; লবণ-বিষয়ক (নিমকি মহল)। **নিমকিন**—ণ. লাবণ্যযুক্ত (নিমকিন চেহারা)।

নিমগ্ন—[নি-মস্‌জ্‌ +ক্ত] ণ. জলমগ্ন ; আসক্ত ; অভিভূত (শোকনিমগ্ন) ; নিবিষ্ট, অনন্যমনা (ধ্যাননিমগ্ন)। কাব্যে : **নিমগন**। স্ত্রী. **নিমগ্না**।

নিমজ্জন—[নি-মস্‌জ্‌ + অনট্‌] ডুবিয়া যাওয়া ; অবগাহন ; আচ্ছন্ন বা নিবিষ্ট হওয়া ; [নি+মস্‌জ্‌ + ণিচ্‌ + অনট্‌] ডুবাইয়া দেওয়া। ণ. **নিমজ্জিত**—ডুবানো হইয়াছে এমন। **নিমজ্জমান**—ণ. ডুবিয়া যাইতেছে এমন। স্ত্রী. **নিমজ্জমানা**।

নিমন্ত্রণ—[নি-মন্ত্র্‌ + অনট্‌] ভোজনে আহ্বান (**নিমন্ত্রণ রক্ষা করা**—এরূপ আহ্বানে অন্ততঃ উপস্থিত হওয়া) ; উৎসবাদি দর্শনের জন্য আহ্বান, আমন্ত্রণ। (কথ্য—নেমন্তন, নেমতন্ন)। ণ. **নিমন্ত্রিত**। **নিমন্ত্রয়িতা (-তৃ)**—নিমন্ত্রণকারী (নিমন্ত্রাতা অশুদ্ধ)। স্ত্রী. **নিমন্ত্রয়িত্রী**।

নিমা—[হি. নীমা] আধা আস্তিনের খাটো জামা ; মেয়েদের জামা-বিশেষ।

নিমাই—চৈতন্যদেবের ছেলেবেলার ডাক-নাম।

নিমাস্তিন—আধা আস্তিনযুক্ত, হাতকাটা।

নিমিখ - [সং. নিমিষ] নিমেষ, পলক (আঁখির নিমিখে—পলক ফেলিতে) ; নিমেষমাত্রকাল, লহমা ('নিমিখ না অন্তর হোয়'—রবি)। (কাব্যে)।

নিমিত—বেদ ও মোহ দূর করার জন্য বৌদ্ধশাস্ত্রোক্ত পাঁচটি উপায়। [সং.]

নিমিত্ত—অব্য. হেতু, কারণ, প্রয়োজন, উদ্দেশ্য (তন্নিমিত্ত) ; বি. উপলক্ষ্য, আলম্বন (অহংবুদ্ধি-বর্জিত হও, নিমিত্তমাত্র হও) ; শুভসূচক বা অশুভসূচক লক্ষণ (দুর্নিমিত্ত) ; সাধনের অবলম্বন, Instrument (নিমিত্তকারণ—বস্ত্রের নিমিত্তকারণ তাঁত) ; (ব্যাং.) অব্য. জন্য (মৃতের নিমিত্ত দুঃখ)। **নিমিত্তকাল**—নির্দিষ্টকাল। **নিমিত্তজ্ঞ**—দৈবজ্ঞ। **নিমিত্তের ভাগী**—নিজের কাজের ফলে নয়, ঘটনাচক্রে যে কোনও ব্যাপারের জন্য দায়ী।

নিমিষ, নিমেষ—[নি-মিষ্‌ (চক্ষুর পলক ফেলা) + অল্‌, ঘঞ্‌] পলক, চোখের পাতা ফেলা (অনিমেষ ; নিমেষবিহীন ; বিপঃ উন্মেষ) ; চোখের পলক ফেলিতে যে সময় লাগে, অতি অল্পকাল (নিমেষমধ্যে, নিমেষমাত্র, নিমেষ-তরে, নিমেষে অভাবনীয় কাণ্ড ঘটল)।

নিমীলন—[নি-মীল্‌ + অনট্‌] চক্ষু মুদ্রিত করণ, বোজা (চক্ষু নিমীলন)। (বিপরীত—উন্মীলন)।

নিমীলিকা—নিমীলন; নিদ্রা; ছল। ণ. **নিমীলিত**—মুদ্রিত, বোজা (নিমীলিত নয়ন)।

নিমেষ—নিমিষ দ্রঃ।

নিম্ন—[নি-ম্না+অ] বি. অধোদেশ, তলদেশ (পর্বতের নিম্ন, নিম্নলিখিত, নিম্নে, নিম্নোক্ত); ণ. নীচু, নাবাল (নিম্নদেশ, -ভূমি); গভীর; অনুন্নত (সমাজের নিম্নশ্রেণী)। **নিম্ন-উন্নত**—উঁচুনীচু। **নিম্নগ**—নিম্নাভিমুখী, কুপথগামী। স্ত্রী. **নিম্নগা**—নদী। **নিম্নপ্রবণ**—যার গতি নীচের দিকে। **নিম্নপ্রাথমিক**—নিম্নশিক্ষার প্রাথমিক স্তর, Lower Primary. **নিম্নলিখিত**—নিম্নে বর্ণিত। **নিম্নাবয়ব**—কটি-দেশের নিম্নের অবয়ব। **নিম্নোক্ত, নিম্নোদ্ধৃত, নিম্ন-ধৃত**—ণ. নীচে লিখিত।

নিম্ব, নিম্বক—নিমগাছ। [সং.]।

নিম্বাইৎ—নিম্বার্কাচার্যের মতাবলম্বী। **নিম্বার্ক**—বৈষ্ণব-সম্প্রদায়-বিশেষের প্রবর্তক নিম্বার্কাচার্য। **নিম্বার্কী**—ণ. নিম্বার্ক-প্রতিষ্ঠিত সম্প্রদায়ভুক্ত।

নিম্বু, নিম্বুক—[নিম্ব (সেচন)+উ] কাগজী নেবুর গাছ ও ফল। **নিম্বুক-পানক**—নেবুর পানা অর্থাৎ সরবৎ।

নিয়ৎ, নিয়ত—[আ. নীয়ত] উদ্দেশ্য, অভিপ্রায় (নিয়ত ভাল নয়—অভিপ্রায় মন্দ)। **নিয়ত বাঁধা**—নামাজের সংকল্প-জ্ঞাপক বাণী উচ্চারণ করিয়া বাঁ হাতের পিছার উপরে ডান হাত ধরিয়া নামাজ পড়িতে শুরু করা।

নিয়ত—[নি-যম্+ক্ত] নিয়ন্ত্রিত, বশীভূত; ক্রি. ণ. ক্রমাগত, সর্বদাই, সতত (নিয়ত পরিবর্তন-শীল)। **নিয়তাত্মা**(-ত্মন্)—সংযত-চিত্ত; **নিয়তাশন, নিয়তাহার**—ণ. মিতাহারী, ভোজন বিষয়ে সংযমশীল; বি. নিয়মিত ভোজন। **নিয়তেন্দ্রিয়**—জিতেন্দ্রিয়।

নিয়তি—[নি-যম্+ক্তি] ভাগ্য, বিধিলিপি, অদৃষ্ট, নসীব, কিসমৎ।

নিয়ন্তা (-ন্তৃ)—[নি-যম্+তৃচ্] ণ. পরি-চালক, নিয়ন্ত্রণকারী, সারথি। স্ত্রী. **নিয়ন্ত্রী**। **নিয়ন্ত্রণ**—পরিচালন, শাসন, নিয়মন। ণ. **নিয়ন্ত্রিত**—পরিচালিত, নিয়মিত; প্রশমিত, দমিত।

নিয়ম—[নি-যম্+অ] প্রণালী, পদ্ধতি, ধারা, ক্রম (কাজের নিয়ম এ নয়); ব্যবস্থা, বিধান, নির্দেশ (শাস্ত্রের নিয়ম, নিয়ম করা); ব্রত, সংযত আচরণ বা জীবনধারা (অনিয়ম, নিয়ম পালন, নিয়ম ভঙ্গ); সূত্র, নির্ধারণ, rule (খেলার নিয়ম); অঙ্গীকার, সর্ত (নিয়মানু-সারে একজন করিয়া লোক রাক্ষসের কাছে পাঠানো হইত); অভ্যাস (বেশি রাতে খাওয়া তার নিয়ম), আইন। **নিয়ম করা**—ক্রি ব্যবস্থা করা; সর্ত করা। **নিয়ম-তন্ত্র**—নিয়মের শাসন, rule of law. **নিয়মতান্ত্রিক**—ণ. বিশেষ বিধান অনুযায়ী চালিত, constitu-tional (বিপঃ—স্বৈরতান্ত্রিক)। **নিয়মনিষ্ঠ**—ণ. শৃঙ্খলাবান্; ব্রতসংযমাদির অনুরাগী। **নিয়ম-পত্র**—চুক্তি। **নিয়ম পালন**—নিয়মানুযায়ী চলা, ব্রতসংযমাদি পালন। **নিয়মপূর্বক**—ক্রি ণ. নিয়ম বাঁধিয়া, বাঁধাধরা নিয়ম করিয়া। **নিয়ম-বিরুদ্ধ**—ণ. রীতি-বিরুদ্ধ, অশাস্ত্রীয়; আইন-বিরুদ্ধ। **নিয়ম ভঙ্গ**—ব্রতসংযমাদির অন্যথাচরণ; ব্রতসংযমাদি পালনের অবসান; সর্ত ভঙ্গ, রীতি-বিরুদ্ধতা। **নিয়ম লঙ্ঘন**—রীতির প্রতিকূলতাচরণ; ব্রতসংযমাদি যথা-যথ ভাবে রক্ষা না করা; স্বাস্থ্যের নিয়ম না মানা।

নিয়মন—নিয়ন্ত্রণ, সংযত করা, নিয়ম বাঁধিয়া দেওয়া। [নি-যম্+অনট্]। ণ. **নিয়মিত**—নিয়ন্ত্রিত, নিয়ম অনুযায়ী, নির্দিষ্ট, (বাং) ক্রি.ণ. অব্যাহত ভাবে, নির্দিষ্ট ভাবে (নিয়মিত যায়)।

নিয়মাধীন—ণ. নিয়মের বশবর্তী। [সং]। **নিয়মানুবর্তন**—নিয়মানুসরণ। ণ. **নিয়মানুবর্তী** (-র্তিন্)—নিয়ম মানিয়া চলে এমন। **নিয়মানুবর্তিতা**—বি. নির্দিষ্ট নিয়ম মানিয়া চলা, discipline.

নিয়মী(-মিন্)—ণ. নিয়মপালনকারী। [নিয়ম +ইন্]। **নিয়ম্য**—ণ. নিয়ন্ত্রণযোগ্য, সংযম্য। [নি-যম্+য]।

নিয়র, নিয়ড়—নিকট; ক্রি.ণ. নিকটে; [সং. নীহার] শিশির (নিয়রের পানি)। **নিয়র মেলানি**—সূক্ষ্মবস্ত্র-বিশেষ (নিয়রে ভিজিলে ঘাসের সঙ্গে মিলিয়া যায়, এমন)।

নিয়াই, নেই, নেয়াই, নিহাই—[হি. নিহাঈ] কামারের দোকানে যে লৌহপিণ্ডের উপরে ধাতু পিটিয়া রূপ দেওয়া হয়, anvil।

নিয়াম—[নি-যম্+ঘঞ্] সংযমন, নিয়ন্ত্রণ, নিয়ম। **নিয়ামক**—ণ. নিয়ন্তা, পরিচালক; নিরূপক; নাবিক; পথ-প্রদর্শক (জল-নিয়ামক

—পোত-চালক ; স্থল-নিয়ামক—স্থলে পথ-প্রদর্শক)। **নিয়ামন**—নিয়ন্ত্রণ, পরিচালন, দমন। [নি-যম্+ণিচ্+অনট্]। ণ. **নিয়ামিত**—নিয়ন্ত্রিত, চালিত।

নিয়ামত—'নেয়ামত' দ্রঃ।

নিযুক্ত—[নি-যুজ্+ক্ত] ণ. কর্মের ভারপ্রাপ্ত ; বহাল (চাকুরীতে নিযুক্ত) ; রত, প্রবৃত্ত (পাঠে নিযুক্ত) ; ব্যাপৃত (স্বকর্ম সাধনে নিযুক্ত)। বি. **নিযুক্তি**—নিয়োগ।

নিযুত—দশ লক্ষ। [সং.]। [স্বামী।

নিযোক্তা (-ক্তৃ)—ণ. নিয়োগকারী, প্রবর্তক ;

নিয়োগ—[নি-যুজ্+ঘঞ্] কর্মে প্রবর্তন, বহাল করা ; প্রয়োগ, ব্যবহার ; ; অক্ষম পতি কর্তৃক অপর পুরুষের দ্বারা নিজ পত্নীতে পুত্রোৎপাদনের প্রাচীন পদ্ধতি-বিশেষ। **নিয়োগ-পত্র**—কাজে বহাল করার চিঠি, appointment letter।

নিয়োগী (-গিন্)—(গ্রাম্য : নেউগী) যাহাকে নিয়োগ করা হইয়াছে ; অধিকার-প্রাপ্ত ; উপাধি-বিশেষ। [নি-যুজ্+গিন্]। **নিয়োজক**—নিযোগকারী, প্রবর্তক। **নিয়োজন**—বহাল করা ; ভারার্পণ ; অধিকার দান ; আদেশ। **নিয়োজয়িতা (-তৃ)**—নিয়োগকর্তা। ণ. **নিয়োজিত**—নিযুক্ত, প্রবর্তিত। **নিয়োজ্য**—নিয়োগযোগ্য ; বি. যাহাকে কোনও কর্মে নিযুক্ত করা যায়, ভৃত্য। [ইত্যাদি জ্ঞাপক)।

নির্—উপসর্গ-বিশেষ (অভাব, আতিশয্য, নিশ্চয়তা

নিরংশ—ণ. অংশ অর্থাৎ উত্তরাধিকার-রহিত (পতিত ক্লীব পঙ্গু উন্মত্ত অন্ধ ইত্যাদি যাহারা হিন্দু-শাস্ত্রানুসারে পিতৃধনের অধিকারী নয়) ; বি. সংক্রান্তি। [নির্+অংশ]। **নিরংশী**-নিরংশ (কুপুত্র বলে আমায় নিরংশী করবে —রামপ্রসাদ)। [+অংশু]।

নিরংশু—ণ. জ্যোতিঃহীন, ঔজ্জ্বল্যহীন। [নির্

নিরক্ষ—বিষুব-রেখা। [নির্+অক্ষ]। **নিরক্ষ-দেশ**—বিষুব-রেখার উপরে যে সব দেশের অবস্থিতি। **নিরক্ষবৃত্ত, নিরক্ষ-রেখা**—বিষুব-রেখা, equator. **নিরক্ষান্তর**—বিষুব-রেখা হইতে দূরত্ব। **নিরক্ষীয়**—নিরক্ষরেখা সম্বন্ধীয় বা নিরক্ষ অঞ্চলের, equatorial.

নিরক্ষর—অক্ষর-জ্ঞানহীন, যে লিখিতে পড়িতে জানে না ; মূর্খ। [নির্+অক্ষর]।

নিরখা—ক্রি. দেখা (পদ্যে)। **নিরখি**—দেখিয়া।

নিরগ্নি—ণ. যে বেদ-বিহিত যজ্ঞাদি পরিত্যাগ করিয়াছে। (বিপঃ সাগ্নিক)। [নির্+অগ্নি]।

নিরঙ্কুশ—ণ. যাহার জন্য কোনও বাধা নাই। স্বেচ্ছাচারী, অনিবার্য, স্বাধীন (কবিরা নিরঙ্কুশ—অর্থাৎ ব্যাকরণের সাধারণ নিয়মের বশীভূত নয়, তাহাদের কল্পনা অবাধ)। [নির্+অঙ্কুশ, বহুব্রী.]

নিরঙ্গ—ণ. অঙ্গহীন। [নির্+অঙ্গ]। **নিরঙ্গ রূপক**—অর্থালঙ্কার-বিশেষ।

নিরঙ্গুল—ণ. অঙ্গুলিহীন ; অঙ্গুলি হইতে বহির্গত (নিরঙ্গুল অঙ্গুরীয়)। [নির্+অঙ্গুলি]।

নিরজন—নির্জন (কাব্যে ব্যবহৃত)।

নিরঞ্জন—(যাহাতে কোনও অঞ্জন অর্থাৎ মল নাই) ণ. অকলঙ্ক, নির্দোষ ; বি. অবিদ্যাদোষশূন্য পরমাত্মা (নিরঞ্জন নিরাকার হৈল ভেস্ত অবতার—শূন্যপুরাণ) ; ধর্মঠাকুর। [নির্+অঞ্জন]। **নিরঞ্জনা**—পূর্ণিমা ; দুর্গা।

নিরঞ্জন—জলে ডুবানো, বিসর্জন। [নীরাজন]।

নিরত—[নি (অতিশয়)+রত] ণ. নিযুক্ত, তৎপর, ব্যাপৃত (পাঠ-নিরত)। বি. **নিরতি**—অতিশয় অনুরক্তি। [নি-রম্+ক্তি]।

নিরতিশয়—ণ. অতিশয়, প্রভূত, অতিরিক্ত। [নির্+অতিশয়]।

নিরত্যয়—অবিনাশী, নির্দোষ। [নির্+অত্যয়]

নিরন্তর—ণ নিরবচ্ছিন্ন ; নিশ্ছিদ্র ; ক্রি. ণ. অনবরত, নিত্য, সর্বদা। [নির্+অন্তর]।

নিরন্ন—ণ. অন্নহীন, খাদ্যহীন ; জীবিকাবর্জিত ; ক্ষুধাতুর (নিরন্নের হাহাকার)। [নির্+অন্ন]।

নিরপত্য—ণ. নিঃসন্তান [নির্+অপত্য, বহুব্রী.]

নিরপরাধ—ণ নির্দোষ, অপরাধশূন্য (বাংলায় অশুদ্ধ শব্দ **নিরপরাধী**ও ব্যবহৃত হয়)। স্ত্রী. **নিরপরাধা, নিরপরাধিনী**।

নিরপেক্ষ—ণ. পক্ষপাতহীন, neutral (যুদ্ধে নিরপেক্ষতা) ; স্বাধীন (দলনিরপেক্ষ) ; উদাসীন ; অভিলাষহীন, প্রত্যাশাহীন (ফল-নিরপেক্ষ); (দর্শনে) সম্বন্ধের অনধীন, categorical। [নির্+অপেক্ষা, বহুব্রী.]। বি. **নিরপেক্ষা**—উদাসীনতা। [নির্+অবকাশ]।

নিরবকাশ—ণ. নিরবচ্ছিন্ন, অবকাশহীন।

নিরবচ্ছিন্ন—ণ. ছেদহীন, নিরন্তর, ক্রমাগত ('নিরবচ্ছিন্ন সুখভোগ)। [নির্+অবচ্ছিন্ন]

নিরবদ্য—ণ. অনবদ্য, অনিন্দ্য ; নির্দোষ ; বিশুদ্ধ। বি. **নিরবদ্যতা**। [নির্+অবদ্য]
নিরবধি—ণ. অনন্ত, অন্তহীন ; ক্রি.ণ. অবিচ্ছেদে, ক্রমাগত, অনবরত। [নির্+অবধি]
নিরবয়ব—ণ. যাহার অবয়ব নাই, নিরাকার (পরম ব্রহ্ম ; বি. কামদেব ; পরমাণু ; আকাশ। [নির্+অবয়ব, বহুব্রী.]
নিরবলম্ব, নিরবলম্বন—ণ. অবলম্বনহীন, নিঃসহায়, নিরাশ্রয়, উপায়হীন। [নির্+অবলম্ব,-ন]
নিরবশেষ—ণ. অবশিষ্টহীন, নিঃশেষ।
নিরভিমান—ণ. নিরহঙ্কার, আত্মাভিমানশূন্য।
নিরভিমানী (-মিন্)—নিরভিমান। স্ত্রী. **নিরভিমানিনী**। [নির্+অভিমান,-নী]
নিরভ্র—মেঘশূন্য। [নির্+অভ্র]
নিরমল—নির্মল (পদ্যে)।
নিরমা—নির্মাণ করা (নিরমিয়া, নিরমিতে, নিরমাই ইত্যাদি) (কাব্যে ব্যবহৃত)। **নিরমাণ**—নির্মাণ ; ণ. নির্মিত (হাত মুখ চোখ কান কুন্দে যেন নিরমাণ—কবিকঙ্কণ)।
নিরম্বু—ণ. নির্জল ; জলপানহীন (নিরম্বু উপবাস)। [নির্+অম্বু, বহুব্রী.]।
নিরয়—[নির্ (নিকৃষ্ট) অয় (গতি)] নরক, মৃত্যুর পরে দণ্ডভোগের স্থান। **নিরয়গামী (-মিন্)**—নরকের যাত্রী, পাপী।
নিরর্থক—ণ. অকারণ, অনর্থক, নিষ্প্রয়োজন ; ক্রি. ণ. বৃথা। [নির্+অর্থ, বহুব্রী]।
নিরলস—ণ. শ্রমে অকাতর, অনলস। [নির্+অলস]। [+অশন]।
নিরশন—ণ. অভুক্ত, উপবাসী ; বি. অনশন [নির্
নিরসন—[নির্ (বাহিরে)+অস্ (ক্ষেপণ করা) +অন্] দূরীকরণ, নিরাকরণ, ভঞ্জন (সন্দেহ, ভ্রম নিরসন) ; খণ্ডন (পূর্বমত নিরসন করা) ; নিবারণ ; প্রত্যাখ্যান। ণ. **নিরসনীয়**—নিরসনযোগ্য।
নিরস্ত—[নির্-অস্+ক্ত] ণ. ক্ষান্ত, বিরত (কোনো রকমে তাহাকে নিরস্ত করা গেল) ; দূরীকৃত ; প্রতিহত, খণ্ডিত ; বিহীন। **নিরস্ত-পাদপ**—বৃক্ষহীন।
নিরস্ত্র—ণ অস্ত্রহীন। [নির্+অস্ত্র, বহুব্রী]। **নিরস্ত্র করা**—অস্ত্র কাড়িয়া লওয়া, অস্ত্র ব্যবহার করিতে না দেওয়া। **নিরস্ত্রীকরণ**—অস্ত্রহীন করণ, রণসম্ভার বর্জন বা হ্রাস করণ, disarmament.
নিরস্থি—ণ. যে-সব প্রাণীর শরীরে হাড় নাই। [নির্+অস্থি, বহুব্রী.]।
নিরহঙ্কার—ণ. অহঙ্কারশূন্য, বিনীত ; বি অহঙ্কারের অভাব। ণ, **নিরহঙ্কৃত**। [নির্+অহঙ্কার]। **নিরহঙ্কারী(-রিন্)**—নিরহঙ্কার। বি. **নিরহঙ্কারিতা**।
নিরাকরণ—দূরীকরণ, নিবারণ, খণ্ডন (সংশয় নিরাকরণ) ; নিবারণ ; প্রত্যাখ্যান ; (অশুদ্ধ) নির্ণয়, সমাধান। **নিরাকরিষ্ণু**—খণ্ডনকারী।
নিরাকাঙ্ক্ষ—ণ. আকাঙ্ক্ষাহীন, কামনাহীন, নিস্পৃহ, নির্লোভ। [নির্+আকাঙ্ক্ষা, বহুব্রী]। **নিরাকাঙ্ক্ষা**—আকাঙ্ক্ষারাহিত্য, নির্লোভতা, বৈরাগ্য।
নিরাকার—ণ. আকারহীন, অরূপ ; বি. আকাশ ; পরব্রহ্ম। [নির্+আকার]।
নিরাকুল—ণ. অত্যন্ত ব্যাকুল ; উদ্বেগহীন।
নিরাকৃত—ণ. খণ্ডিত, দূরীভূত। [নির্-আ-কৃ+ক্ত]। বি. **নিরাকৃতি**—নিরসন, খণ্ডন ; ণ আকারহীন।
নিরাতঙ্ক—ণ. আতঙ্কহীন, ভয়শূন্য।
নিরাতপ—ণ. রৌদ্রহীন, ছায়াময়। স্ত্রী. **নিরাতপা**—রাত্রি। **নিরাধার**—ণ. আধারহীন ; নিরালম্ব, আশ্রয়শূন্য। [নির্+আধার, বহুব্রী.]।
নিরানন্দ—ণ. আনন্দহীন, স্ফূর্তিহীন, বিষণ্ণ, অসুখী; বি, নিরানন্দ ভাব, মনের ভার। [নির্+আনন্দ]।
নিরানব্ব(ব্বু)ই—[সং. নবনবতি] ৯৯ এই সংখ্যা। **নিরানব্বুয়ের ধাক্কা**—টাকা জমানোর লোভ ; নিরানব্বই আছে আর এক হইলেই একশ হয়, চেষ্টা করিলে সহজেই সেই একশ এক হাজার হইতে পারে, এরূপ চিন্তা।
নিরাপদ্, নিরাপদ—ণ. আপৎশূন্য, নির্বিঘ্ন, বিপদ্‌হীন, উপদ্রবহীন। [নির্+আপদ্]। **নিরাপদে**—ক্রি. ণ. নির্বিঘ্নে, কুশলে। **নিরাপত্তা**—নিরাপদ্ অবস্থা, নির্বিঘ্নতা। **নিরাপৎসু, নিরাপদেষু** (অশুদ্ধ)—যাকে আপদ্ স্পর্শ করে না তাকে (পত্রে স্নেহভাজনকে সম্বোধন)। [নির্+আবরণ, বহুব্রী.]।
নিরাবরণ—ণ. আবরণহীন, খোলা, উদ্‌ঘাটিত।
নিরাভরণ—ণ. আভরণ বা অলঙ্কারহীন, কৃত্রিম সাজসজ্জা-বর্জিত (নিরাভরণ সৌন্দর্য)। [নির্+আভরণ, বহুব্রী.]।

নিরাময়—[নির (নাই) + আময় (ব্যাধি) যার] ণ. নীরোগ, সুস্থ, আধি-ব্যাধিহীন; নিরাপদ্; কুশলী; বি. (বাং) রোগ আরোগ্যকরণ বা দূরীকরণ।

নিরামিষ—ণ. আমিষ-বর্জিত, মৎস্যমাংস-ডিম্ব-বর্জিত খাদ্য (ভারতীয় মতে ডিম আমিষের অন্তর্গত, ইউরোপীয় মতে ডিম নিরামিষের অন্তর্গত)। [নির্ + আমিষ]। **নিরামিষাশী** (-শিন্), **নিরামিষভোজী(-জিন্)**—নিরামিষ খাদ্য খায় এমন; আমিষ খাদ্য খায় না এমন। **নিরামিষ্য, নিরুমিষ, নিরামি-ষ্যি, নিরিমিষ**—ণ. ভোগের উপকরণ-বর্জিত; ভোগে বঞ্চিত অথবা অনভ্যস্ত (ইয়ারের দলের ভাষা)।

নিরায়ুধ—ণ. অস্ত্রহীন। [নির্ + আয়ুধ, বহুব্রী.]

নিরালম্ব—ণ. অবলম্বনহীন, নিরাশ্রয় (নিরালম্ব শূন্য; নিরালম্ব জীবন)। [নির্ + আলম্ব, বহুব্রী]

নিরালস্য—ণ. নিরলস, কর্মতৎপর, শ্রমশীল। [নির্ + আলস্য, বহুব্রী.]।

নিরালা—ণ. নির্জন, নিভৃত; বি. নির্জন জায়গা। [নিরালয়]। **নিরালায়**—নিভৃতে, আপন মনে।

নিরাশ—ণ. আশাহীন, প্রত্যাশাহীন, হতাশ (আশায় নিরাশ করা; নিরাশ হওয়া)। [নির্ + আশা, বহুব্রী.]। বি. **নিরাশা**—আশাহীনতা, হতাশা।

নিরাশ্রয়—ণ. আশ্রয়হীন, অবলম্বনহীন, অসহায়।

নিরাশ্বাস—ণ. আশ্বাসহীন, ভরসাহীন (নিরাশ্বাস উদাস বাতাসে নিশ্বসিয়া কেঁদে ওঠে বন—রবি)।

নিরাস—[নির্—অস্ + ঘঞ্] প্রত্যাখ্যান, বর্জন, খণ্ডন; ক্ষালন। **নিরাসন**—খণ্ডন, দূরীকরণ।

নিরাসক্ত—ণ. অনাসক্ত, অনুরাগহীন, উদাসীন।

নিরাহার—ণ. উপবাসী, অনাহার, অভুক্ত; বি. উপবাস। [নির্ + আহার, বহুব্রী.]। **নিরাহারী**—ণ. উপবাসী। [নিরাহার]।

নিরিখ—[ফা. নির্খ্] দর, হার; খাজানার হার। **নিরিখবন্দী**—হার নির্ধারণ।

নিরিন্দ্রিয়—ণ. চক্ষুকর্ণাদি ইন্দ্রিয় যাহার নাই এমন। [নির্ + ইন্দ্রিয়, বহুব্রী.]।

নিরিবিলি—ণ. নিরালা, নিভৃত; বি. নিভৃতস্থান; ক্রি. ণ. নিভৃতে, নির্ঝঞ্ঝাটে (নিরিবিলি দুদণ্ড বসবার জো নেই)। [নিরাবিল]।

নিরীক্ষক—ণ. নিরীক্ষণকারী, দর্শক; বি. আয়-ব্যয় পরীক্ষক, auditor। **নিরীক্ষণ**—দর্শন, যত্নসহকারে অবলোকন। [নির্ + ঈক্ষণ]। **নিরীক্ষণ-পত্র**—বিবাহে পাকা দেখা বিষয়ক লেখ্য। **নিরীক্ষমাণ**—নিরীক্ষণ করিতেছে এমন। **নিরীক্ষা**—অবলোকন; জ্ঞান। **নিরীক্ষিত**—অবলোকিত। **নিরীক্ষ্যমাণ**—যাহা নিরীক্ষণ করা যাইতেছে, দৃশ্যমান।

নিরীশ্বর—ণ. ঈশ্বরহীন; ঈশ্বরে বিশ্বাসহীন; যে মতে ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করা হয় না; নাস্তিক। [নির্ + ঈশ্বর]। **নিরীশ্বরবাদ**—ঈশ্বর নাই এই দার্শনিক মতবাদ, নাস্তিক্যবাদ, atheism। **নিরীশ্বরবাদী** (-দিন্)—ণ. নাস্তিক।

নিরীহ—(ঈহা অর্থাৎ চেষ্টা রহিত) ণ. অহিংস্র, নিরুপদ্রব, নির্বিরোধ, শান্তশিষ্ট, গোবেচারা। [নির্ + ঈহা, বহুব্রী]।

নিরুক্ত—[নির্-বচ্ + ক্ত] ণ. কথিত, ব্যাখ্যাত; বি. যাস্কপ্রণীত বেদের দুরূহ শব্দসমূহের অভিধান বা ব্যাখ্যা-বিশেষ। **নিরুক্তি**—ব্যাখ্যান; ব্যুৎপত্তিগত অর্থ।

নিরুত্তর—ণ উত্তরহীন, জবাবশূন্য; নির্বাক্, নীরব (অন্যে বাক্য কবে তুমি রবে নিরুত্তর—রামমোহন); প্রতিবাদহীন। [নির্ + উত্তর, বহুব্রী.]।

নিরুৎসাহ—ণ. উৎসাহ-উদ্দীপনাহীন, হতাশ, ভগ্নোৎসাহ। [নির্ + উৎসাহ, বহুব্রী.]।

নিরুৎসুক—ণ. নিরতিশয় উৎসুক, অতিশয় ব্যগ্র; ঔৎসুক্যবিহীন, কৌতূহলহীন, আগ্রহহীন।

নিরুদ্দিষ্ট, নিরুদ্দেশ—ণ. যাহার খোঁজখবর নাই, যাহার সন্ধান জানা যাইতেছে না, নিখোঁজ; অজ্ঞাত; উদ্দেশহীন (নিরুদ্দেশ যাত্রা)। [নির্-উৎ-দিশ্ + ক্ত, অ]। **নিরুদ্দেশ**—অজানা বস্তু বা বিষয় (নিরুদ্দেশের পানে—অজানার পানে, অনন্তের পানে)। **নিরুদ্দেশ হওয়া**—পলাতক হওয়া।

নিরুদ্ধ—[নি-রুধ্ + ক্ত] ণ. অবরুদ্ধ (নিরুদ্ধ স্রোতোবেগ); বাধাপ্রাপ্ত (বাষ্পনিরুদ্ধকণ্ঠে)।

নিরুদ্যম—ণ. উৎসাহহীন, নিশ্চেষ্ট, মনমরা, জড়। [নির্ + উদ্যম, বহুব্রী.]।

নিরুদ্বেগ—বি. উদ্বেগহীনতা, স্বস্তি, শান্তি (দিন-গুলো নিরুদ্বেগে কেটে যাচ্ছিল); ণ. উদ্বেগ বা উৎকণ্ঠাবিহীন, স্বস্তিপূর্ণ। ণ. **নিরুদ্বিগ্ন**—উদ্বেগ-রহিত, ভয় বা দুশ্চিন্তাবিহীন, স্বস্তিপূর্ণ (পাত্রীর

মানুষের নিরুদ্বিগ্ন মুখচ্ছবি তাকে আনন্দ দিত না)।

নিরুদ্যোগ—ণ. উদ্যমহীন ; নিশ্চেষ্ট, আয়োজনহীন। [নির্+উদ্যোগ, বহুব্রী.] **নিরুদ্যোগী** (-গিন্)—নিশ্চেষ্ট, কর্মোদ্যমবিহীন।

নিরুপদ্রব—ণ. উপদ্রবহীন বা বিঘ্নহীন (নিরুপদ্রব জীবনযাত্রা) ; অত্যাচার বা বলপ্রয়োগহীন (নিরুপদ্রব অসহযোগ)। [নির্+উপদ্রব, বহুব্রী.]।

নিরুপম—ণ. উপমাহীন, অতুলনীয়। স্ত্রী. **নিরুপমা**—অতুলনীয়া, অনুপমা। [নির্+উপমা, বহুব্রী]।

নিরুপাখ্য—ণ. যাহাকে আখ্যাত করা যায় না, পরব্রহ্ম ; যাহার অস্তিত্ব নাই, আকাশ-কুসুম। [নির্+উপাখ্যা, বহুব্রী]।

নিরুপাধি, নিরুপাধিক—ণ. শুদ্ধ, উপাধিরহিত, নির্গুণ, সত্ত্ব রজঃ তমঃ এই তিন গুণশূন্য (নিরুপাধি ব্রহ্ম)।[নির্+উপাধি,বহুব্রী. ক আগম]।

নিরুপায়—ণ. উপায়হীন, অসহায়, অনন্যোপায়।

নিরূপক—[নি-রূপি+ণক] ণ নিরূপণকারী, নির্ধারক। **নিরূপণ**—নির্ধারণ, অবধারণ, নির্ণয়। ণ. **নিরূপিত**—নির্ণীত, স্থিরীকৃত।

নিরেট—[সং. নির্দট ; হি. নিরাট] ণ. যাহা ফাঁপা বা তরল নয় (solid) ; দৃঢ়-সম্বদ্ধ, কঠিন (নিরেট পাষাণ) ; (ব্যঙ্গে) মূর্খ, মস্তিষ্কশূন্য, বুদ্ধিহীন ; অতিশয়। **নিরেট মুর্খ**—অত্যন্ত বোকা। **নিরেট বাঁজা**—যে নারীর আদৌ সন্তান হয় নাই (বিপরীত : কাকবন্ধ্যা—একটি মাত্র সন্তানের জননী)। [বিপরীত—সরেস)।

নিরেস—[সং. নীরস] ণ. নিকৃষ্ট (নিরেস মাল ;

নিরোধ—আটক, অবরোধ,বন্ধন, নিগ্রহ, সংযম (ইন্দ্রিয়-নিরোধ) ; কারানিগ্রহ (সম্বৎসর নিরোধ) ; প্রতিরোধ, বাধাদান ; নিবারণ। **নিরোধক**—যে নিরোধ করে। **নিরোধন**—নিরোধ করণ ; বাধাদান, সংযমন।

নির্গত—[নির্-গম্+ক্ত] ণ. বহির্গত, নিঃসৃত।

নির্গন্ধ—ণ. গন্ধহীন। [নির্+গন্ধ, বহুব্রী.]।

নির্গম—বাহিরে গমন, নিষ্ক্রমণ (জলনির্গম) ; বহির্গমনের পথ ; রপ্তানির স্থান ; ণ.দুষ্প্রবেশ (নির্গম বন)। [নির্-গম্+অ]। **নির্গমন**—নির্গম, বহির্গমন।

নির্গলন—চোয়ানো, ক্ষরণ। [নির্-গল্+অনট্]। **নির্গলিত**—ণ. ক্ষরিত; বিগলিত। **নির্গলিতার্থ**—সারমর্ম, ছাঁকা মানে।

নির্গুণ—ণ. গুণহীন, কোন কাজের নয় (নির্গুণ সাপের কুলোপানা ফণা) ; জ্ঞাহীন (নির্গুণ ধনু) ; সত্ত্বাদি গুণত্রয়ের ঊর্ধ্বে স্থিত (নির্গুণ ব্রহ্মের সাধনা) ; বি. পরব্রহ্ম।

নির্গূঢ়—ণ. অতি গোপন ; রহস্যাবৃত। [নির্+গূঢ়]

নির্গ্রন্থ—ণ. মায়াবন্ধনহীন ; সংসারাসক্তিশূন্য, বৌদ্ধ সন্ন্যাসী-বিশেষ ; বিদ্যাহীন, মূর্খ। [নির্+গ্রন্থি, বহুব্রী ; নির্+গ্রন্থ]। **নির্গ্রন্থিক**—ক্ষপণক, উলঙ্গ বৌদ্ধ সন্ন্যাসী-বিশেষ।

নির্ঘণ্ট—বি. সূচীপত্র ; অনুক্রমণিকা। [নির্-ঘণ্ট্+অ]।

নির্ঘাত—বি. প্রবল বায়ুর আঘাতের শব্দ ; ঘূর্ণিবায়ু ; বিনামেঘে বজ্রাঘাত ; প্রবল আঘাত ; (অশনি-নির্ঘাত) ; (বাং) ণ. মর্মন্তুদ, কঠোর ; নিশ্চিতই, অব্যর্থ (নির্ঘাত মরণ) ; ক্রি. ণ. অবশ্য, নিশ্চিতভাবে। [নির্-হন্+ঘঞ্]। **নির্ঘাতন**—আঘাত করা; আয়ুর্বেদানুসারে যন্ত্রকর্ম-বিশেষ।

নির্ঘোষ—[নির্-ঘুষ্+ঘঞ্] উচ্চ ধ্বনি, গম্ভীর নিনাদ (দুন্দুভি-নির্ঘোষ, জ্যা-নির্ঘোষ, অশনি নির্ঘোষ)।

নির্জন—ণ. জনহীন, নিরালা। [নির্+জন] বি. জনশূন্য স্থান (নির্জনে)। **নির্জনতা**—জনশূন্যতা।

নির্জর—ণ. জরাবিহীন, বি. অমর দেবতা। [নির্+জরা, বহুব্রী]।

নির্জল—ণ. জলহীন, শুষ্ক, জলমিশ্রিত নয় ; জলপান-বর্জিত ; নিরম্বু (নির্জল উপবাস)। [নির্+জল]। বাং **নির্জলা**—জলমিশ্রিত নয় এমন, খাঁটি (নির্জলা দুধ) ; নিরম্বু (নির্জলা একাদশী) ; নির্ভেজ, অবিমিশ্র (নির্জলা মিথ্যা) [নির্+জল, বহুব্রী.]।

নির্জিত—ণ.বিজিত,পরাজিত ; প্রতিহত ; বশীকৃত ; জয়লব্ধ। [নির্-জি+ক্ত]। বি. **নির্জিতি**।

নির্জীব—ণ. প্রাণহীন ; প্রাণশক্তিতে দুর্বল, অত্যন্ত দুর্বল, মৃতকল্প ; বীর্যহীন। [নির্+জীব]। বি. **নির্জীবতা**।

নির্ঝঞ্ঝাট-ণ নির্বিবাদ, ঝঞ্ঝাটশূন্য, নির্বিঘ্ন। **নির্ঝঞ্ঝাটে**—ক্রি. ণ. নির্বিঘ্নে, নিরুপদ্রবে।

নির্ঝর—[নির্-ঝৄ+অ] পর্বত হইতে অবতীর্ণ জলধারা, ঝর্ণা ; উৎস, প্রবাহ (কবিতানির্ঝর)। স্ত্রী. **নির্ঝরিণী**—নদী।

নির্ণয়—[নির্-নী+অ] নির্ধারণ, সত্য নিরূপণ, সিদ্ধান্ত, ফয়সালা (সংখ্যা নির্ণয় ; কর্তব্য নির্ণয়)।

নির্ণয়পাদ—মোকদ্দমায় বাদী-প্রতিবাদীর বক্তব্য শুনিবার পর বিচারকের সিদ্ধান্ত। **নির্ণায়ক**—যিনি নির্ণয় বা নিরূপণ করেন, মীমাংসক। গুণাগুণ নির্ণয়ের আদর্শ বা মানদণ্ড (criterion)। **নির্ণায়ক-সভা**—জুরি (jury)। -**সভ্য**—জুরী-দলের সদস্য (juror)। **নির্ণীত**—অবধারিত। **নির্ণেতা**(-তৃ)—নির্ণয়কারক, বিচারক। স্ত্রী. **নির্ণেত্রী**। **নির্ণেয়**—যাহা নির্ণয় করিতে হইবে; নির্ণয়ের যোগ্য।

নির্ণিক্ত—[নির্-নিজ্ + ক্ত] ধৌত, নির্মলীকৃত।

নির্দয়—ণ. দয়াহীন, কঠোর, নিষ্ঠুর, সুকঠিন, দুঃসহ (নির্দয় পীড়ন)। [নির্ + দয়া, বহুব্রী]

নির্দাবী—ণ. যাহার অধিকার কেহ দাবী করে না।

নির্দায়—ণ. দায় বা দায়িত্ব রহিত।

নির্দিশ্যমান—ণ. যাহার নির্দেশ বা উল্লেখ করা যাইতেছে। **নির্দিষ্ট**—ণ. নির্ধারিত, নিরূপিত; প্রদর্শিত; স্থিরীকৃত, আদিষ্ট। [নির্-দিশ্ + ক্ত]। **নির্দেশ**—বি. প্রদর্শন, নিরূপণ (অঙ্গুলি নির্দেশ; কর্তব্য নির্দেশ, পথ নির্দেশ), উপদেশ, আদেশ, প্রদর্শিত কর্মপন্থা (গুরুর নির্দেশ); উল্লেখ, বর্ণনা। **নির্দেশ-পুস্তক**—বিস্তারিত ব্যাখ্যা বর্ণনা ইত্যাদি সম্বলিত পুস্তক, book of reference)। **নির্দেশক**—নির্দেশকারী, প্রদর্শক। স্ত্রী **নির্দেশিকা**। **নির্দেশন**—নির্দেশ দান, প্রদর্শন। **নির্দেশনী**—যাহার দ্বারা নির্দেশ করা হয়। **নির্দেষ্টা** (-ষ্টৃ)—নির্দেশক, পরিচালক। **নির্দেশ্য**—নির্দেশযোগ্য, কথনীয়।

নির্দোষ—ণ. দোষহীন, নিরপরাধ, আপত্তিকর-আচরণ-বর্জিত (নির্দোষ আমোদ-প্রমোদ); নিখুঁত, কলঙ্কহীন (নির্দোষ মুক্তা); ত্রুটিহীন, পূর্ণাঙ্গ (নির্দোষ আরোগ্য লাভ); (অশুদ্ধ; **নির্দোষী**)। [নির্ + দোষ, বহুব্রী.]।

নির্দ্বন্দ্ব—বি. শীতোষ্ণ রাগদ্বেষাদি দ্বন্দ্বশূন্য; দ্বন্দ্বহীন (নির্দ্বন্দ্ব নির্মম); ণ. নির্বিরোধ। [নির্ + দ্বন্দ্ব]

নির্ধন—ণ. ধনহীন, বিত্তহীন, দরিদ্র (নির্ধন করা)। **নির্ধনতা**—দারিদ্র্য।

নির্ধার—[নির্-ধারি + অচ্] নির্ধারণ; ব্যবস্থাপক সভার বা তত্তুল্য কর্তৃপক্ষের নির্দেশ। **নির্ধারণ**—নিরূপণ, স্থিরীকৃত, অবধারণ, সিদ্ধান্ত। **নির্ধারিত**—নির্ণীত, নির্দিষ্ট, স্থিরীকৃত। **নির্ধার্য**—যাহা নির্ধারণ করিতে হইবে, নির্ণেয়।

নির্ধর্ম—ণ. ধর্মহীন, পাপমতি। [নির্ + ধর্ম]।

নির্ধূত—[নির্-ধূ (কম্পিত হওয়া) + ক্ত] ণ. বিকম্পিত; তাড়িত, বর্জিত; অপনীত; বিগত ("নির্ধূত অধর-শোণিমা")। [বহুব্রী.]

নির্ধূম—ণ. ধূমহীন (নির্ধূম অগ্নি)। [নির্ + ধূম,

নির্ধৌত—ণ. বিধৌত, নির্মলীকৃত। [নির্ + ধৌত]

নির্নিমিখ—ণ. নির্নিমেষ দ্রঃ। ক্রি. ণ. পলকহীন নেত্রে (নূতন ঊষার সূর্যের পানে চাহিল নির্নিমিখ] —রবি)। (কাব্যে ব্যবহৃত)।

নির্নিমেষ—ণ. নিমেষহীন, পলকহীন (নির্নিমেষ আঁখি,-নয়ন,-লোচন); বি. অপলক দৃষ্টি; দেবতা (যাহাদের চোখের পাতা পড়ে না)। [নির্ + নিমেষ]।

নির্বংশ—ণ. বংশহীন, সন্তানহীন; অনুবর্তিবিহীন। [নির্ + বংশ]। **নির্বংশিয়া, নির্বংশে**—(কথ্য ভাষায় ও গালিতে ব্যবহৃত নির্বংশ শব্দের রূপ)।

নির্বচন—বি. ণ. ব্যাখ্যান, ব্যুৎপত্তি নিরূপণ; নিরুত্তর; নিরুক্তি; জ্যামিতির প্রতিজ্ঞা-বাক্য, enunciation। [নির্-বচ্ + অনট্]

নির্বন্ধ—[নির্-বন্ধ + অ] বিধান, ভবিতব্যতা (বিধির নির্বন্ধ); অনুরোধ, আগ্রহ, আবদার, জেদ, পীড়াপীড়ি (সনির্বন্ধ, নির্বন্ধাতিশয্য); অঙ্গীকার, প্রযত্ন, ব্যবস্থা, শৃঙ্খলা, মনোযোগ ইত্যাদি অর্থেও পূর্বে ব্যবহৃত হইত। ণ. **নির্বন্ধিত**—স্থিরীকৃত, ব্যবস্থিত।

নির্বর্ণন—নিরীক্ষণ, অবলোকন। [নির্-বর্ণি + অনট্]। ণ. **নির্বর্ণনীয়**—অবলোকনযোগ্য।

নির্বর্তক—[নির্-বর্তি + ণক] ণ. সাধনকারী। **নির্বর্তন**—সম্পাদন। ণ. **নির্বর্তিত**—সম্পাদিত। [(নির্বলের বল ধর্ম)। [নির্ + বল]

নির্বল—ণ. দুর্বল, তেজোহীন; সহায়সম্বলহীন

নির্বর্ষ—ণ. বর্ষা বা বর্ষণহীন, বৃষ্টিশূন্য।

নির্বহণ—সমাপন, সমাপ্তি। [নির্-বহ্ + অনট্]।

নির্বাক্ (-চ্)—ণ. বাক্যহীন, মৌনী; নিঃশব্দ (নির্বাক্ বিস্ময়)। [নির্ + বাচ্]।

নির্বাচক—ণ. বি. যে নির্বাচন করে; ভোটদাতা, যে প্রার্থী নির্বাচন করে, voter। **নির্বাচক-মণ্ডলী**—নির্বাচন কেন্দ্রের ভোটাধিকারী জন-সমষ্টি, electorate। **নির্বাচন**—নির্ধারণ, বাছাই করা, election (**যৌথ-নির্বাচন**—বিভিন্ন শ্রেণীর লোকের প্রার্থী মনোনয়নের জন্য একসঙ্গে ভোট দান)। [নির্-বাচি + অনট্]। **নির্বাচন-কেন্দ্র,-ক্ষেত্র**—যে এলাকা হইতে প্রতিনিধি নির্বাচিত হয়, Consti-

tuency। **নির্বাচনী**—ণ. নির্বাচন সম্বন্ধীয়, (নির্বাচনী ইস্তাহার)। **নির্বাচিত**—যাহাকে নির্বাচন করা হইয়াছে, elected। **নির্বাচ্য** নির্ধারণযোগ্য, মীমাংসার যোগ্য।

নির্বাণ—[নির্-বা (প্রবাহিত হওয়া)+ক্ত] বি. নির্বাপণ, নাশ (দীপনির্বাণ; নির্বাণহীন প্রদীপ তব—রবি); মোক্ষ; দুঃখবোধ অজ্ঞান ইত্যাদির তিরোধান (নির্বাণ লাভ); ণ নির্বাপিত; দাহ-রহিত, শান্ত, মোক্ষপ্রাপ্ত (নির্বাণ দীপ; নির্বাণ মুনি)। **নির্বাণী**—সন্ন্যাসী সম্প্রদায়-বিশেষ। **নির্বাণোন্মুখ**—ণ যাহা নিভিয়া যাইতেছে, নিবু নিবু। [নির্বাণ+উন্মুখ]।

নির্বাত—ণ. বায়ুপ্রবাহহীন (নির্বাত প্রদেশ)। [নির্+বাত]। [বাদ। [নির্+বাদ]

নির্বাদ—বি. নিন্দা, অপবাদ, অনাদর; ণ. নির্বি-

নির্বাপ—বি তর্পণাদি। [নির্-বপ্+ঘঞ্]

নির্বাপক—ণ. নির্বাপণ করে এমন। **নির্বাপন**—[নির্-বপ্+ণিচ্+অনট্] নিভাইয়া দেওয়া (অগ্নি নির্বাপন); বপন; বীজ ছড়ানো; শান্তকরণ, দূরীকরণ, প্রশমন (দুঃখ নির্বাপন)। **নির্বাপয়িতা** (-তৃ)—নির্বাপক, সন্তাপহারী হননকারী। **নির্বাপিত**—যাহা নিভাইয়া দেওয়া হইয়াছে বা নিভিয়া গিয়াছে।

নির্বারিত—ণ. বাধাহীন, অবারিত (যেথা নির্বারিত স্রোতে দেশে দেশে দিশে দিশে কর্মধারা ধায়—রবি); উন্মুক্ত। [নির্-বারি+ক্ত]।

নির্বাসক—ণ. যে নির্বাসন দেয়। **নির্বাসন**—(অপরাধের জন্য) স্বদেশ বা গৃহ হইতে বহিষ্করণ (সীতা নির্বাসন); তজ্জন্য বিদেশে বাস, exile; বধ। [নির্-বস্+ণিচ্+অনট্]। ণ. **নির্বাসিত**—স্বদেশ হইতে বহিষ্কৃত। স্ত্রী. **নির্বাসিতা**। **নির্বাসনীয়**—নির্বাসনযোগ্য।

নির্বাহ—[নির্-বহ্+ঘঞ্] সম্পাদন (কার্য নির্বাহ); কর্মের সমাপ্তি সাধন; প্রতিপালন, সংসারের খরচ চালানো (সংসার নির্বাহ, জীবিকা নির্বাহ)। **নির্বাহক**—যে নির্বাহ করে, সমাধা-কারী। স্ত্রী. **নির্বাহিকা**। **নির্বাহন**—সম্পাদন, দিন গুজরান। ণ. **নির্বাহিত**—নিষ্পন্ন।

নির্বিকল্প—[নির্ (নাই) বিকল্প (সংশয়) যাহাতে] ণ. সংশয়হীন, জ্ঞাতৃ-জ্ঞেয়ত্ব-ভেদশূন্য। **নির্বিকল্প সমাধি**—অদ্বিতীয় পরমব্রহ্মে জ্ঞাতৃ-জ্ঞেয়ত্ব-ভেদরহিত চিত্তসংস্থান।

নির্বিকার—ণ. বিকারহীন, অবিচলিত, হর্ষবিষাদাদিজনিত চিত্ত-চাঞ্চল্য-শূন্য; উদাসীন, পক্ষপাত-শূন্য; অপরিবর্তনীয়। [নির্+বিকার]

নির্বিঘ্ন—ণ. বিঘ্নহীন, নিরাপদ্। [নির্+বিঘ্ন]। **নির্বিঘ্নে**—ক্রি.ণ. নিরাপদে, অনায়াসে।

নির্বিচার—ণ. বিচারহীন, বিবেচনাহীন, বাছ-বিচারশূন্য। [নির্+বিচার]। **নির্বিচারে**—ক্রি. ণ. বিচার না করিয়া; ওজর-আপত্তি না করিয়া (নির্বিচারে মানিয়া লওয়া); বাছাই বা ইতর-বিশেষ না করিয়া (নির্বিচারে হত্যা)।

নির্বিণ্ণ—[নির্-বিদ্+ক্ত] ণ. নির্বেদযুক্ত, নিজের প্রতি যাহার ধিক্কার জন্মিয়াছে অথবা যে দুঃখে অভিভূত; সংসারে বীতস্পৃহ। ; সং]।

নির্বিন্ধ্যা—বিন্ধ্য পর্বত হইতে নির্গত নদী-বিশেষ।

নির্বিবাদ—ণ. যাহার কাহারও সহিত ঝগড়া-বিবাদ নাই; নির্বিরোধ, শান্তিপূর্ণ, নির্দ্বন্দ্ব (অশুদ্ধ-ভাষায়—**নির্বিবাদী**—যে ঝগড়া-বিবাদ এড়াইয়া চলে, নিরীহ)। **নির্বিবাদে**—ক্রি. ণ. বিবাদ-বিসম্বাদ না করিয়া; বাধা না পাইয়া। [নির্+বিবাদ]।

নির্বিবেক—ণ. বিবেকহীন, ভালমন্দ বিচারহীন (**নির্বিবেকী** অশুদ্ধ)। [নির্+বিবেক]

নির্বিরোধ—বি. নির্বিবাদ। [নির্+বিরোধ]। **নির্বিরোধী**—নির্বিবাদ, নিরীহ। (অশুদ্ধ)।

নির্বিশেষ—ণ. নির্বিভেদ, ইতর-বিশেষ-বিবেচনা-হীন (অপত্য নির্বিশেষে)। [নির্+বিশেষ]। **নির্বিশেষে**—সমদৃষ্টিতে, তুল্য দৃষ্টিতে (জাতিধর্ম-নির্বিশেষে)।

নির্বিষ—ণ. যাহার বিষ নাই (নির্বিষ সর্প); দুঃখ-ব্যথাহীন (ব্যথায় ব্যথায় নির্বিষ)। [নির্+বিষ]

নির্বিষয়—ণ. ইন্দ্রিয়ের অগোচর; বিষয়ে পরাঙ্মুখ; যাহা লক্ষ্যের বহির্ভূত; বিষয়সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত। [নির্+বিষয়, বহুব্রী.]।

নির্বীজ—ণ. বীজহীন; কারণহীন; জীবাণুমুক্ত—sterile। [নির্+বীজ]। **নির্বীজন**—জীবাণু-নাশন, sterilization, disinfection।

নির্বীর—ণ. বীরশূন্য (নির্বীরিবে লঙ্কা আজি সৌমিত্রি কেশরী—মধু)। স্ত্রী. **নির্বীরা**—অবীরা, পতিপুত্রহীনা। [নির্+বীর, বহুব্রী.]।

নির্বীর্য—ণ. তেজোহীন, দুর্বল; কাপুরুষ।

নির্বুদ্ধি—ণ. বুদ্ধিহীন, বোকা। [নির্+বুদ্ধি]।

নির্বৃত—[নির্-বৃ+ক্ত] ণ. তৃপ্তিপূর্ণ, সুখী।

বি. **নির্বৃতি**—সুখ, সন্তোষ, আনন্দ; মৃত্যু, অস্তগমন। **নির্বৃতিস্থান**—সুখের হেতু।

নির্বৃত্ত—[নির্—বৃৎ+ক্ত] ণ. সুসম্পন্ন। বি. **নির্বৃত্তি**—সম্পাদন; সমাপ্তি; প্রাপ্তি; [নির্+বৃত্তি, বহুব্রী.] ণ. জীবনোপায়-রহিত, জীবিকাহীন।

নির্বেদ—ণ. খেদ, আত্মগ্লানি, অনুতাপ; নৈরাশ্য; বৈরাগ্য।

নির্বৈর—ণ. বৈরিভাব-বর্জিত, দ্বেষশূন্য। নির্+ [বৈর, বহুব্রী.

নির্বোধ—ণ. জ্ঞানশূন্য, নির্বুদ্ধি, মূর্খ। [নির্+বোধ, বহুব্রী.]।

নির্ব্যাজ—ণ. ছলনাহীন, অকপট, সরল। [নির+ [ব্যাজ।

নির্ব্যাপার—ণ. নিরর্থক, অকারণ; কর্ম-বিরত। [নির্+ব্যাপার, বহুব্রী.]।

নির্ব্যূঢ়—[নির্-বি—বহ্+ক্ত]. ণ. নিশ্চিত; প্রতিবন্ধকতাবিহীন, যথেচ্ছ ব্যবহারের ক্ষমতাযুক্ত [নির্ব্যূঢ় স্বত্ব)।

নির্ভয়—ণ. নিঃশঙ্ক, ভয়ভাবনাহীন, অভয়। [নির্+ভয়]।

নির্ভর—বি. ভরসা, আশ্রয়, অবলম্বন; আস্থা; ণ. আকুল; তীব্র; অতিরিক্ত। [নির্-ভৃ+অ] **নির্ভরযোগ্য**—ণ. বিশ্বাসযোগ্য, আস্থা রাখা যায় এমন। **নির্ভর রাখা**—ভরসা করা; সহৃদয়তায় বিশ্বাস করা।

নির্ভীক—ণ. ভয়শূন্য, অসমসাহসিক, অকুতোভয়। [নির্+ভী, বহুব্রী. 'ক']

নির্ভুল—ণ. ভুলভ্রান্তি-হীন (নির্ভুল হিসাব); ত্রুটিহীন। [নির্+বাং. ভুল]।

নির্মক্ষিক—ণ. যেখানে মাছি পর্যন্ত নাই, অতিশয় নির্জন; [নির্+মক্ষিকা, বহুব্রী]।

নির্মঞ্ছন—[নির্—মন্‌ছ্ (আরতি করা)+অনট্] আরতি, বরণ; দীপমালা সজলপদ্ম ধৌতবস্ত্র বিল্বপত্র সাষ্টাঙ্গপ্রণাম—এই সব দ্বারা যথাবিধি আরাধনা; আরাধনার জন্য প্রযোজনীয় উপহার।

নির্মৎসর—ণ. নিরহঙ্কার; ঈর্ষাশূন্য [নির্+মৎসর, বহুব্রী.]

নির্মন্থন, নির্মথন—অতিশয় মন্থন বা ঘর্ষণ (নির্মন্থন-জাত অগ্নি); হনন। [নির্-মন্থ্+অনট্]। **নির্মন্থ্য**—অরণি।

নির্মম—ণ. মমতাশূন্য; বাসনাশূন্য; যে কাহাকেও আপন মনে করে না; নিষ্ঠুর, ক্রূর; হৃদয়-দৌর্বল্য-হীন ('নির্মম নির্ভীক')। [নির্+মম] বি. **নির্মমতা**।

নির্মল—ণ. মলহীন, অনাবিল (নির্মল চিত্ত); স্বচ্ছ (নির্মল জল); মেঘহীন (নির্মল আকাশ); অকলঙ্ক, নির্দোষ (নির্মল চরিত্র, অন্তঃকরণ)। [নির্+মল]। বি. **নির্মলতা**।

নির্মলা, নির্মলী—ফল-বিশেষ, ইহার দ্বারা জল নির্মল করা হয়।

নির্মাণ—[নির্-মা+অনট্] রচনা, সৃষ্টি, প্রস্তুত-করণ গৃহ বা প্রতিমা নির্মাণ); মূর্তি। **নির্মাতা** (-তৃ)—নির্মাণকারী। স্ত্রী. নির্মাত্রী। **নির্মিত**—রচিত, গঠিত। **নির্মিতি**—রচনা; গঠন (নির্মিতি যুগ)। **নির্মিৎসা**—নির্মাণের ইচ্ছা। **নির্মীয়মাণ**—নির্মিত হইতেছে এমন।

নির্মান—ণ. মানশূন্য। [নিঃ নাই মান যার, বহুব্রী]

নির্মাল্য—দেবতাকে নিবেদিত মালা-পুষ্পাদি, দেবতার প্রসাদ। [নির্+মাল্য]

নির্মুক্ত—[নির্-মুচ্+ক্ত] ণ. বন্ধন-দশা হইতে মুক্ত, বিযুক্ত, ছাড়া পাওয়া (জ্যা-নির্মুক্ত; পাশ-নির্মুক্ত); বি খোলস-ছাড়া সাপ। বি. **নির্মুক্তি**।

নির্মূল—ণ. যাহার মূল নাই; মূলসহ উৎপাটিত বা বিনষ্ট, ছিন্নমূল; বিধ্বস্ত (শত্রু নির্মূল করা); ভিত্তিহীন, অমূলক। [নির্+মূল]।

নির্মোক—[নির্-মুচ্+ঘঞ্] সাপের খোলস; বর্ম; চর্ম; আকাশ।

নির্মোক্ষ—নিঃশেষে মুক্তি। [নির্+মোক্ষ]

নির্মোচ্য—যাহা মোচন করা যায়।

নির্মোহ—ণ. যাহার মোহ নষ্ট হইয়াছে, অবিবেক-রহিত। [নির্+মোহ] [নির্-যাতি+অক]

নির্যাতক—ণ. যে নির্যাতন করে, উৎপীড়ক।

নির্যাতন—[নির্-যাতি+অনট্] নিগ্রহ, পীড়ন, শত্রুতা-সাধন, লাঞ্ছনা। ণ. **নির্যাতিত**—নিপীড়িত, লাঞ্ছিত, নিগৃহীত। স্ত্রী. **নির্যাতিতা**।

নির্যাস—[নির্-যাসি (নিষ্পীড়ন)+ঘঞ্] কাথ, সার, রস; আঠা; নিস্যন্দ; সিদ্ধান্ত; ণ. (বাং) ঠিক, খাঁটি (নির্যাস কথা)। বহুব্রী]।

নির্লজ্জ—ণ. লজ্জাহীন, বেহায়া। [নির্+লজ্জা,

নির্লিপ্ত—[নির্-লিপ্+ক্ত] যে কোন বিষয়ের সঙ্গে নিজেকে জড়ায় না, সংস্রবশূন্য, উদাসীন, অনাসক্ত (সংসারে নির্লিপ্ত)। বি. **নির্লেপ, নির্লিপ্ততা**। লোভ]।

নির্লোভ—ণ. লোভশূন্য, অনাসক্ত। [নির্+

নির্লোম—ণ. লোমশূন্য। [নির্+লোম]।

নিলয়—আলয়, আবাস, আশ্রয় (প্রীতিনিলয়; গুণনিলয়—গুণধাম)। [নি-লী+অ]। **নিলয়ন**

—লীন হওয়া, তিরোহিত হওয়া ; বাসস্থান, নীড়।

নিলাম, নীলাম—[পো. leilao, হি. নীলাম] সমবেত ক্রয়ার্থিগণের মধ্যে সর্বাধিক মূল্যে ক্রয়েচ্ছুর নিকট প্রকাশ্য বিক্রয়। **নিলাম ডাকা**—নিলামে দর হাঁকা বা প্রতিযোগিতা করা। **নিলামী**—নিলামে ক্রীত ; যাহা নিলাম করিয়া বিক্রয় করা হইবে (নিলামী মাল)। **নিলাম খরিদা**—যাহা নিলামে কেনা হইয়াছে। **নিলাম জারী**—নিলাম করা হইবে এই হুকুম কার্যে পরিণত করণ। **নিলাম রদ**—নিলামের হুকুম বাতিল হওয়া।

নিলীন—[নি-লী+ক্ত] ণ. বিলীন, লয়প্রাপ্ত, ডুবিয়া যাওয়া, মগ্ন (ভাবের ললিত ক্রোড়ে না রাখি নিলীন, কর্মক্ষেত্রে করি দাও সক্ষম স্বাধীন —রবি)। **নিলীয়মান**—বি নিলীন হইতেছে এমন।

নিশপিশ—অব্য. চাঞ্চল্য অস্থিরতা ইত্যাদি জ্ঞাপক (হাত নিশ্‌পিশ্‌ করছে—কিছু করার জন্য অথবা প্রহার দিবার জন্য উন্মুখ হইয়া উঠিয়াছে)।

নিশা—রাত্রি, রজনী, রাত ; (জ্যোতিষে) রাশি-বিশেষ, হরিদ্রা। [সং]। **নিশাকর,-কান্ত**—চন্দ্র। **নিশাগম**—রাত্রির আগমন। **নিশাগৃহ**—শয়নমন্দির। **নিশাচর**—রাক্ষস ভূত-পিশাচাদি চোর শৃগাল পেচক প্রভৃতি যারা রাত্রিকালে বিচরণ করে ; ণ. রাত্রিকালে বিচরণকারী। স্ত্রী. **নিশাচরী**—রাক্ষসী ; অভিসারিকা। **নিশাজল,-তুষার**—শিশির। **নিশাত্যয়**—রাত্রির অবসান, প্রভাত। **নিশানাথ,-পতি**—চন্দ্র ; কোতোয়াল। --**নিশান্ত**—রাত্রির শেষ প্রহর। **নিশান্ধ**—রাতকাণা। **নিশাপালন**—নিশিপালন দ্রঃ। **নিশাপুষ্প**—যে পুষ্প রাত্রে বিকশিত হয়, কুমুদ, রজনীগন্ধা। **নিশাভাগ**—রাত্রিকাল ; মধ্যরাত্রি। **নিশামণি**—চন্দ্র ; কর্পূর। **নিশামুখ**—সন্ধ্যাকাল। **নিশারাতি,-রাত্র,-রাত্রি**—গভীর রাত্রি। **নিশার্ধ**—মধ্যরাত্রি।

নিশাত—[নি-শো+ক্ত] ণ. সুতীক্ষ্ণ, শাণিত।

নিশাদল—[ফা. নৌশাদর] লবণজাতীয় দ্রব্য, ammonium chloride.

নিশান—[নি-শো+অনট্] বি. শান দেওয়া।

নিশান—[ফা.] পতাকা ; চিহ্ন ; বাদ্য-বিশেষ। **নিশান-বরদার**—পতাকাবাহী। **নিশানদার**—সনাক্তকারী। **নিশানদিহি**—সনাক্তকরণ। **নিশানা**—দাগ ; লক্ষ্য। **নাম-নিশানা-নাই**—চিহ্নমাত্র নাই। **নিশানি**—চিহ্ন, অভিজ্ঞান ('ঈশানকোণে ঈশানী, কয়ে দিলাম নিশানি'—রবি)।

নিশি—[সং. নিশা] রাত্রি, রজনী ; রাত্রিতে মানুষকে ডাকিয়া ফেরে এমন প্রেতযোনিবিশেষ ('নিশির ডাক')। **নিশিদিন, নিশিদিশি**—ক্রি. ণ. দিবারাত্রি, সর্বদা, সর্বক্ষণ। **নিশিদিনমান**—সারা দিন ও রাত্রি। **নিশিগন্ধা**—রজনীগন্ধা। **নিশিজল**—নিশাজল। **নিশিপালক**—প্রহরী। **নিশিপালন**—রাত্রি জাগরণ, অমাবস্যায় ও পূর্ণিমায় রাত্রিকালে ভাতের পরিবর্তে লঘু ভোজ্য গ্রহণ। **নিশিভাগ** নিশীথ। [নি-শো+ক্ত]।

নিশিত—ণ. শাণিত, ধারাল, তীক্ষ্ণ (নিশিত শর)।

নিশীথ—[নি-শী+থ] মধ্যরাত্র, গভীর রাত্রি ; রাত্রি। **নিশীথিনী**—নিশীথ, রাত্রি। **নিশীশ্বর**—কোতোয়াল।

নিশুতি—[স. নিষুপ্তি] বি গভীর নিদ্রা [নিষুপ্ত] ণ. গভীর নিদ্রামগ্ন ; [নিশীথ] গভীর রাত্রিকাল। [—ভয়াবহ সংঘর্ষ।

নিশুম্ভ—দৈত্য-বিশেষ। **শুম্ভ-নিশুম্ভের যুদ্ধ**

নিশ্চয়—[নির্‌-চি+অচ] ণ. নিঃসন্দেহ, সুস্থির, ঠিকঠাক, অনড় (নিশ্চয় বাক্য); ক্রি. ণ. অবশ্য, নিঃসন্দেহে (নিশ্চয় জানি, নিশ্চয় করিয়া কহিল) ; বি. নির্ণয়, অবধারণ, নিঃসন্দেহ জ্ঞান, সিদ্ধান্ত (নিশ্চয় করা, দৃঢ়নিশ্চয়, কৃতনিশ্চয়)। **নিশ্চয়তা**—সন্দেহাতীত ভাব, নির্ভরযোগ্যতা (কিছুই নিশ্চয়তা নাই), অর্থালঙ্কার-বিশেষ। **নিশ্চায়ক**—নির্ণয়কারক। **নিশ্চিত**—ণ. নিঃসন্দেহ, অবধারিত (নিশ্চিত মরণ) (বাং) ক্রি. ণ. অবশ্য, নিশ্চয় (নিশ্চিত আসবে)।

নিশ্চল—ণ. অচল, স্থির, অচঞ্চল, গতিহীন। [নির্‌-চল্‌+অচ্‌]। **নিশ্চলাঙ্গ**—যে আদৌ নড়াচড়া করে না ; বি. শিকাররত বক। বি. **নিশ্চলতা**।

নিশ্চিন্ত—ণ. ভয়-ভাবনা-হীন, উদ্বেগ-রহিত (নিশ্চিন্ত থাকা, হওয়া)। [নির্‌+চিন্তা (বহুব্রী)]। **নিশ্চিন্তে**—ক্রি.ণ. নিরুদ্বেগে, শান্তমনে।

নিশ্চিহ্ন—ণ. যাহার চিহ্নও নাই ; বিলুপ্ত। [সং]

নিশ্চেতন—ণ.অজ্ঞান ; বোধহীন ; চেতনাহীন।

নিশ্চেষ্ট—ণ চেষ্টাহীন, উদ্যমহীন ; গতানুগতিক ; স্বতঃস্ফূর্ত, প্রয়াসবর্জিত ; অলস। (নির্+চেষ্টা, বহুব্রী)। বি. **নিশ্চেষ্টতা**—উদ্যমহীনতা, জাড্য।

নিশ্ছিদ্র—ণ. যাহাতে ছিদ্র নাই ; ত্রুটিহীন। ণ. [নির্+ছিদ্র (বহুব্রী)]।

নিশ্বসন—[নি-শ্বস্+অনট্] শ্বাসপ্রশ্বাস গ্রহণ। **নিশ্বসিত**—নিশ্বাস-বায়ু। **নিশ্বাস**—যে বায়ু নাসিকায় গ্রহণ করা হয়; (বাং) নিশ্বাস বা প্রশ্বাস (বিষাদে নিশ্বাস ছাড়ি কহিলা রাবণ—মধু)।

নিষঙ্গ—তূণ। [নি-সন্‌জ+অ]।

নিষণ্ণ—ণ. স্থিত; উপবিষ্ট; শয়ান। [নি-সদ্+ক্ত]।

নিষাদ—[নি-সদ্+ঘঞ্] স্বরসপ্তকের সপ্তম স্বর, নিষাদ, 'নি'; প্রাচীন বন্যজাতি বিশেষ, ব্যাধ। স্ত্রী. **নিষাদী**।

নিষাদী (-দিন্)—ণ. আসীন ; বি. হাতীর সওয়ার ; মাহুত। [নি-সদ্+ণিন্]।

নিষিক্ত—[নি-সিচ্+ক্ত] ণ. বিশেষভাবে সিক্ত বা আর্দ্রীকৃত, ভিজা ; নিঃসৃত ; স্থাপিত।

নিষিঞ্চন—সম্যক্ সিঞ্চন ; নিষেক।

নিষিদ্ধ—[নি-সিধ্+ক্ত] ণ. বিধিবহির্ভূত (নিষিদ্ধ খাদ্য ; নিষিদ্ধ পন্থা) ; [বাং] অন্যায়, বে-আইনী ; নিবারিত, বাধাপ্রাপ্ত।

নিষুপ্ত—ণ. সুষুপ্ত, নিদ্রিত। বি. **নিষুপ্তি**। [নি-স্বপ্+ক্ত]।

নিষূদন—[নি-সূদি+অনট্] ণ. বিনাশকারী (কোশনিষূদন) ; বি. হত্যা, বধ।

নিষেক—[নি-সিচ্+ঘঞ্] সেচন, সিঞ্চন। ভিজাইয়া দেওয়া ; স্নান ; ক্ষরণ ; গর্ভাধান। **নিষেচন**—ভিজাইয়া দেওয়া। ণ. **নিষিক্ত**।

নিষেধ—[নি-সিধ্+ঘঞ্] বারণ, মানা, নিবারণ ; অননুমোদন ; প্রতিষেধ (বিপ. বিধি) ; ণ. (বাং) নিষিদ্ধ (প্রবেশ নিষেধ)। **নিষেধক**—নিষেধকর্তা, নিবর্তক। **নিষেধ্য**—নিষেধের যোগ্য। **নিষেধন**—নিষেধ করণ। **নিষেধবিধি**—কি নিষিদ্ধ সে সম্বন্ধে নির্দেশ।

নিষেবণ—[নি-সেব্+অনট্] পরিচর্যা, সেবা ; অর্চন, আরাধন ; আচরণ ; গমন (তীর্থ নিষেবণ) ; উপভোগ। ণ. **নিষেবিত**—সেবিত ; অধ্যুষিত, অনুষ্ঠিত ; অর্চিত। **নিষেবিতব্য**—সেবনীয় ; আচরণীয় ; উপভোগ্য। **নিষেবী** (-বিন্)—ণ. উপভোক্তা।

নিষ্ক—প্রাচীন স্বর্ণমুদ্রা-বিশেষ ; স্বর্ণের পরিমাণ বিশেষ ; স্ত্রীলোকের সুবর্ণ-কণ্ঠাভরণ-বিশেষ ; মোহর গাঁথিয়া প্রস্তুত হার (নিষ্ককণ্ঠ) ; পদক। [সং]

নিষ্কণ্টক—ণ. কণ্টকহীন ; শত্রুহীন ; বিঘ্নরহিত (নিষ্কণ্টক রাজ্য)। [নির্+কণ্টক, বহুব্রী.]

নিষ্কপট—ণ. কাপট্যহীন, সরল। [নির্+কপট]।

নিষ্কম্প—ণ. অকম্পিত, অচঞ্চল, স্থির (নিষ্কম্প পত্র)। [নির্+কম্প, বহুব্রী.]।

নিষ্কর—ণ. যাহার খাজনা দিতে হয় না এমন, লাখেরাজ (নিষ্কর জমি)। [নির্+কর, বহুব্রী.]

নিষ্করুণ—[নির্ (নাই) করুণ (করুণা) যাহার] ণ. নির্দয়, অকরুণ, অতি কঠোর, সমবেদনাহীন।

নিষ্কর্মা (-র্মন্)—ণ. কর্মহীন, বেকার (নিষ্কর্মা লোক) ; অলস, অকর্মণ্য, কোনও কাজের নয় এমন। [নির্+কর্মন্, বহুব্রী]।

নিষ্কর্ষ—[নির্-কৃষ্+ঘঞ্] নিষ্কাশন, নিঃসারণ (শাস্ত্রার্থ নিষ্কর্ষ করা) ; সার, তাৎপর্য। **নিষ্কর্ষণ**—নিষ্কাশন, নিঃশেষে সার বাহির করা ; নিরাকরণ দূরীকরণ।

নিষ্কল—ণ. অংশরহিত, সম্পূর্ণ, নিরবয়ব, অখণ্ড (নিষ্কল পরব্রহ্ম), তেজোবীর্যহীন, বৃদ্ধ (দাঁড়াইলা বলী নিষ্কল—মধু)। [নির্+কলা, বহুব্রী]। স্ত্রী. **নিষ্কলা**—নীরজস্কা।

নিষ্কলঙ্ক, নিষ্কলুষ—ণ অকলঙ্ক, নির্দোষ, পবিত্র। [নির্+কলঙ্ক, কলুষ, বহুব্রী]।

নিষ্কাম—ণ. কামনাবর্জিত, ফলাকাঙ্ক্ষাবর্জিত, ভোগেচ্ছাশূন্য। [নির্+কাম, বহুব্রী]। **নিষ্কাম ধর্ম**—সর্বকামনাদিবর্জিত শুদ্ধ ভগবৎ-প্রীতিতে নিবদ্ধ ধর্মকর্ম। **নিষ্কাম কর্ম**—ফলাসক্তি ত্যাগ করিয়া কর্ম। বহুব্রী]।

নিষ্কারণ—ণ. অকারণ ; অনাদি। [নির্+কারণ,

নিষ্কাশ,-স—[নির্-কশ্+ঘঞ্] নির্গম, বহির্গমনের পথ ; বারান্দা ; বহিষ্করণ। **নিষ্কাশন**—জল সার রস কাথ ইত্যাদি বাহির করা বহিষ্করণ, দূরীকরণ ; সারগ্রহণ। ণ **নিষ্কাশিত**—বহিষ্কৃত, নিঃসারিত।

নিষ্কিঞ্চন—ণ. যাহার কিছু নাই, দরিদ্র, যে বৈরাগ্যের উদয়-হেতু ধনাদি পরিত্যাগ করিয়াছে ; সর্ব-অভিমানবর্জিত। ("নিষ্কিঞ্চন বিনে দেখা নাহি পায় আন")। [নির্+কিম্+চন]।

নিষ্কুল—ণ. নির্বংশ, সপিণ্ডরহিত অবয়ববিহীন

অকুলীন। [নির্+কুল, বহুব্রী]। **নিষ্কুলীন**—অকুলীন, নিন্দিতবংশজাত।

নিষ্কুষিত—[নির্-কুষ্+ক্ত] ণ. খাপ-খোলা; খোসা-ছাড়ানো, চামড়া-ছাড়ানো (নিষ্কুষিত দাড়িম্ব; নিষ্কুষিত কুক্কুট)। [অব্যাহতি।

নিষ্কৃতি—[নির্—কৃ+ক্তি] মুক্তি, নিস্তার,

নিষ্কোষ—ণ. কোষ-নির্মুক্ত, খাপ-খোলা। [নির্+কোষ, বহুব্রী.]। **নিষ্কোষণ**—খাপ হইতে বাহির করা। **নিষ্কোষিতব্য**—ণ. দূরীকরণ-যোগ্য। **নিষ্কোষিত**—ণ. নিষ্কোষ, যাহা খাপ হইতে বাহির করা হইয়াছে।

নিষ্ক্রম, নিষ্ক্রমণ—[নির্-ক্রম্+অল্, অনট্] বহির্গমন, বাহিরে আসা; শিশুর জন্মের চতুর্থ মাসে সূতিকাগৃহ হইতে বহির্গমন-রূপ সংস্কার-বিশেষ।

নিষ্ক্রয়—[নির্-ক্রী+অচ্] দ্রব্যমূল্য; ক্রয় বা বিক্রয়; বেতন; ভাড়া; বিনিময়-দ্রব্য; প্রত্যুপকার।

নিষ্ক্রান্ত—ণ. বহির্গত, প্রস্থিত (গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল)। [নির্-ক্রম্+ক্ত]। **নিষ্ক্রামণ**—বাহিরে আনয়ন, নিঃসারণ (প্রাণ নিষ্ক্রামণ—প্রাণ বিসর্জন)।

নিষ্ক্রিয়—ণ. ক্রিয়াহীন, যে কাজ করে না; শক্তি-হীন, অকর্মণ্য; জড়, অলস। (বিপঃ সক্রিয়)। [নির্+ক্রিয়া, বহুব্রী]। **নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ**—নিজে নিশ্চেষ্ট থাকিয়া বাধা উৎপাদন, passive resistance।

নিষ্ঠ—[নি-স্থা+অ] ণ. নিরত, অনুরক্ত (সাধারণতঃ অন্য শব্দের সহিত যুক্ত হইয়া ব্যবহৃত হয়—কর্মনিষ্ঠ, তপোনিষ্ঠ)। **নিষ্ঠা**—দৃঢ় অনুরাগ, দৃঢ় আস্থা, লাগিয়া থাকা, শ্রদ্ধা, অভিনিবেশ, একাগ্রতা (নিষ্ঠা ব্যতিরেকে সিদ্ধি অসম্ভব; নিয়মনিষ্ঠা); ধর্ম-সম্পর্কিত আচরণে শ্রদ্ধা বা অনুরাগ (নিষ্ঠাবান্)। ণ. **নিষ্ঠাবান্** (-বৎ) —ব্রতে বা কর্মে অনুরক্ত; শ্রদ্ধাশীল। স্ত্রী. **নিষ্ঠাবতী**। **নিষ্ঠাকাষ্ঠা**—অতিশয় শ্রদ্ধা বা আস্থা। **নিষ্ঠিত**—অনুরাগে স্থিত, নিষ্ঠাবান্।

নিষ্ঠীব, নিষ্ঠীবন—[নি-ষ্ঠীব্+অ, অনট্] থুতু (নিষ্ঠীবন ত্যাগ—থুতু ফেলা)।

নিষ্ঠুর—[নি—স্থা+উর] ণ. নির্মম, কঠোর (নিষ্ঠুর বচন; নিষ্ঠুর সত্য); ক্রূর; তীব্র। বি. **নিষ্ঠুরতা**।

নিষ্পত্তি—[নির্—পদ্+ক্তি] সমাপ্তি, সিদ্ধি (কার্য নিষ্পত্তি); মীমাংসা (সমস্যার নিষ্পত্তি); ফয়সালা, মিটমাট (মোকদ্দমা নিষ্পত্তি); নির্বাহ, সম্পাদন; উৎপত্তি (বাঙ্ নিষ্পত্তি—কথা সরা)। ণ. **নিষ্পন্ন**—সম্পন্ন, সমাপ্ত; সিদ্ধ; জাত।

নিষ্পাদক—[নির্-পাদি+ণক] ণ. সম্পাদন-কারী। **নিষ্পাদন**—সম্পাদন, সমাধান। **নিষ্পাদিত**—নিষ্পন্ন। **নিষ্পাদ্য**—নিষ্পাদনীয়, সম্পাদনযোগ্য। **নিষ্পাদ্যমান**—যাহা সম্পাদিত হইতেছে।

নিষ্পাপ—ণ. পাপশূন্য; পাপস্পর্শরহিত (নিষ্পাপ শিশু)। [নির্+পাপ, বহুব্রী.]। **নিষ্পাপী**—নিষ্পাপ। [নিষ্পাপ শুদ্ধ] [খেরাজ)

নিষ্পি,-ষ্কি—[আ. নিস্ফ্] ণ. অর্ধেক (নিষ্পি

নিষ্পিষ্ট—ণ. মর্দিত, দলিত (পদতলে নিষ্পিষ্ট)। [নির্—পিষ্+ক্ত]।

নিষ্পীড়ন—অতিশয় পীড়ন; নিঙ্ড়ানো। [নির্—পীড়্+অনট্]। ণ. **নিষ্পীড়িত**।

নিষ্পেষক—ণ. নিষ্পেষণকারী। [নির্-পিষ্+ণক]। **নিষ্পেষণ, নিষ্পেষ**—চূর্ণ করা, দলিত করা, নিপীড়ন। ণ. **নিষ্পেষিত**—নিষ্পীড়িত, দলিত, চূর্ণিত।

নিষ্প্রতিভ—ণ. ঔজ্জ্বল্যহীন; প্রতিভাশূন্য। [নির্+প্রতিভা, বহুব্রী.]।

নিষ্প্রদীপ—ণ. প্রদীপ-হীন: যাহাতে আলো জ্বালা নিষিদ্ধ (নিষ্প্রদীপ রাত্রি—black-out). [নির্+প্রদীপ, বহুব্রী.]।

নিষ্প্রভ—ণ. দীপ্তিহীন, মলিন; মর্যাদাহীন। [নির্+প্রভা, বহুব্রী.]।

নিষ্প্রয়োজন—ণ. প্রয়োজনহীন, অনাবশ্যক, নিরর্থক, উদ্দেশ্যহীন। [নির্+প্রয়োজন, বহুব্রী.]।

নিষ্প্রাণ—ণ. প্রাণহীন, মৃত; হৃদয়হীন, নির্মম; উদ্যমহীন। [নির্+প্রাণ, বহুব্রী.]। বি. -তা

নিষ্ফল—ণ. নিরর্থক; অকারণ, ব্যর্থ, পণ্ড: ফলহীন, বন্ধ্যা (নিষ্ফলা গাছ); বি. **নিষ্ফলতা**। [নির্+ফল, বহুব্রী.]।

নিষ্যন্দ, নিস্যন্দ—[নি-স্যন্দ্ (ক্ষরিত হওয়া)+ঘঞ্] ক্ষরণ, চোয়ানো, ঝরা; নির্ঝর (হিমাদ্রি-নিষ্যন্দ)। ণ. **নিষ্যন্দিত**—ক্ষরিত। **নিষ্যন্দী** (-ন্দিন্)—ক্ষরণকারী (মধুনিষ্যন্দিনী বাণী)।

নিস্যূত—[নি-সিব্ (গাঁথা)+ত] ণ. সুন্দর-ভাবে গ্রথিত।

নিসর্গ—[নি-সৃজ্+ঘঞ্] স্বভাব, প্রকৃতি,

nature ; সৃষ্টি (নিসর্গের শোভা)। **নিসর্গজ**—স্বভাবজ, স্বাভাবিক। বি. **নৈসর্গিক**—প্রাকৃতিক, স্বাভাবিক। **নিসর্গবেদী**(-দিন্)—প্রকৃতিবিজ্ঞানী, naturalist.

নিসাড়—প. সাড়াশব্দহীন, নিঃশব্দ ('হেরো নিসাড় হইয়া আয় লো সজনি'—চণ্ডীদাস) ; অসাড়।

নিসাদল—নিশাদল।

নিসান—নিশান দ্রঃ। **নিসানা**—নিশানা দ্রঃ।

নিসার—[হি. নিসার] দান, উৎসর্গ। **জান নিসার করা**—জীবন উৎসর্গ করা।

নিসিন্দা—নিমের মত তিক্ত বৃক্ষ-বিশেষ (নিসিন্দা তিতা—অতিশয় তিক্ত বা বিস্বাদ)।

নিসূদক—[নি-সূদি+ণক] প. নিষূদক, হন্তা, বিনাশক। **নিসূদন**—বি. হনন, বধ ; প. বধকারী (কেশি-নিসূদন)।

নিসৃষ্ট—[নি-সৃজ্+ক্ত] প. ত্যক্ত, নিক্ষিপ্ত (নিসৃষ্ট বাণ) ; অর্পিত, ন্যস্ত ; নিযুক্ত।

নিসৃষ্টার্থ—(যাহা দ্বারা বার্তা প্রেরিত হয়) বি. উত্তম বা বিচক্ষণ দূত ; উত্তম কারপরদাজ ; তত্ত্বাবধায়ক। স্ত্রী. **নিসৃষ্টার্থা**—বুদ্ধিমতী ও কর্মকুশলা দূতী।

নিস্তনী—প. স্তনহীনা।

নিস্তন্দ্র, নিস্তন্দ্রি—প. তন্দ্রাহীন ; সজাগ ; নিরলস। [নির্+তন্দ্রা, তন্দ্রি, বহুব্রী]।

নিস্তব্ধ—প. নিশ্চল, গতিহীন ; নীরব। [নি-স্তন্ভ্+ক্ত]।

নিস্তরঙ্গ—প. তরঙ্গহীন ; প্রশান্ত, স্থির, উদ্বেগহীন। [নির্+তরঙ্গ, বহুব্রী]।

নিস্তরণ—[নির্-তৃ+অনট্] পার হওয়া, উত্তরণ ; উদ্ধরণ, পরিত্রাণ, নিষ্কৃতি, মুক্তি।

নিস্তার—[নির্-তৃ+ঘঞ্] নিস্তরণ, পার গমন ; উদ্ধার, বিপন্মুক্তি ; অব্যাহতি, নিষ্কৃতি, পরিত্রাণ, মুক্তি (এবার আর নিস্তার নাই)। **নিস্তার পাওয়া**—রক্ষা পাওয়া, অব্যাহতি পাওয়া। **নিস্তার বীজ**—তরণের অর্থাৎ মুক্তির উপায়। স্ত্রী. **নিস্তারিণী**—প. উদ্ধারকারিণী ; বি. দুর্গা। প. **নিস্তীর্ণ**—উদ্ধারপ্রাপ্ত। [তুষ, বহুব্রী]।

নিস্তুষ—প. তুষশূন্য, খোসা-ছাড়ানো। [নির্+

নিস্তেজ, নিস্তেজাঃ—[সং. নিস্তেজস্] প. যাহার তেজ নাই, দুর্বল, নিষ্প্রভ ; বীর্যহীন ; প্রভাবহীন। [নির্+তেজস্, বহুব্রী]।

নিস্ত্রিংশ—বি. ত্রিশ অঙ্গুলির অধিক দীর্ঘ খড়্গ (**নিস্ত্রিংশী**—এরূপ খড়্গধারী) ; ত্রিশের অধিক ; নির্দয়, নিষ্ঠুর, ক্রূর। [সং.]।

নিস্ত্রৈগুণ্য—প. সত্ত্ব রজঃ তমঃ—এই তিন গুণ রহিত বা তিন গুণের অতীত ; নিষ্কাম। [নির্+ত্রৈগুণ্য, বহুব্রী.]

নিস্পন্দ—[নির্-স্পন্দ্+অ.] প. স্পন্দনরহিত, অকম্পিত, স্থির (নিস্পন্দ নয়নে) ; অসাড়।

নিস্পৃহ—প. স্পৃহাহীন, উদাস। [নির্+স্পৃহা, ব্রী]।

নিস্বন, নিস্বান—[নি-স্বন্+অল্, ঘঞ্] ধ্বনি, শব্দ, গর্জন (নিঃস্বন দ্রঃ)।

নিস্যন্দ—নিষ্যন্দ দ্রঃ।

নিহত—[নি-হন্+ক্ত] প. বিনাশিত, হত, বিনষ্ট। বি. **নিহনন**—হনন, বধ। **নিহন্তা** (-তৃ)—বধকারী। **নিহন্যমান**—যাহাকে হনন করা হইতেছে। **নিহন্য,-ন্তব্য**—বধযোগ্য।

নিহাই—নেহাই দ্রঃ। **নিহার**—নেহার দ্রঃ।

নিহিত—[নি-ধা+ক্ত] প. গূঢ়ভাবে স্থাপিত (অন্তর্নিহিত ; গুহানিহিত তত্ত্ব) ; রক্ষিত ; নিগূঢ় ; দত্ত ; নিক্ষিপ্ত।

নিহিলিষ্ট—[ইং Nihilist] রাজনৈতিক বিপ্লবী [সম্প্রদায়-বিশেষ।

নিহ্নব—সত্য গোপন ; সন্দেহ। [সং.]।

নিহ্রাদ—নির্ঘোষ। [সং.]

নী—নেহাই ; বাংলা স্ত্রী-প্রত্যয় (কামারনী)।

নীক—[সং. লিক্ষা] নীকি, উকুন ; [হি. লীক] গাড়ীর চাকার দাগ ; [হি. নেক] প. সুন্দর।

নীচ—প. নিম্ন (উচ্চনীচ) ; নিকৃষ্ট (নীচকুলজাত) ; হেয়, অনুদার, প্রকৃতিতে হীন, অধম, অভদ্র, অসাধু, পাষণ্ড ; (বাং) বি. নিম্নস্থান (নীচে চল)। [ন+ঈ+চি+ড]। **নীচগামী** (-মিন্), **নীচগ**—যাহার গতি নীচের দিকে। বি. **নীচতা, নীচত্ব**। **নীচমনাঃ**(-নস্), **নীচমনা**—হীন প্রকৃতির, ক্ষুদ্রচেতা। **নীচযোনি**—বি. [কর্মধা.] নীচ জাতি ; নিম্ন শ্রেণীর জীব ; মানবেতর প্রাণিরূপে জন্ম। প. হীনকুলে বা মনুষ্যেতর প্রাণিরূপে জাত। **নীচাসক্ত**—হীন বিষয়ে আসক্ত।

নীচু—প. নিম্ন (নীচু জমি) ; অবনত, হেঁট (মাথা নীচু করা—মাথা হেঁট করা ; নতি স্বীকার করা)। **উঁচু মুখ নীচু হওয়া**—সম্মানিত ব্যক্তির সম্মানের হানিকর ব্যাপার ঘটা। **নীচুতে**—নীচের জায়গায়, নিম্নে। [বাদে যে লাভ।

নীট—নিট দ্রঃ। **নীট মুনাফা**—খরচ-খরচা

নীড়—[নি-ঈড়্+ঘঞ্] পক্ষীর বাসা, কুলায়; বসবাসের স্থান (গিরিক্রোড়ে সুখাসীন লোকনীড়-গুলি—রবি)। **নীড়জ**—নীড়োদ্ভব, পক্ষী।

নীত—[আ. নিয়ত] মৎলব (নীত বড় ভাল নয়)।

নীত—[নী+ক্ত] ণ. যাহা লইয়া যাওয়া হইয়াছে, গৃহীত, আনীত, চালিত। **নীতার্থ**—স্পষ্ট অর্থ। [বা কোলদামাদী বলেন)।

নীতবর—কোলবর (মুসলমানেরা কোল-দামাদ

নীতি—[নী+ক্তি] সদাচার, সঙ্গত আচরণ; নিয়ম; হিতাহিত বিবেচনা, হিতাহিত বিবেচনাপূর্ণ উপদেশ বা অনুশাসন (ধর্মনীতি, সমাজনীতি, নীতিকথা); শিষ্টাচার বিষয়ক সিদ্ধান্ত (নীতি-জ্ঞান); কর্মধারা, কর্মসিদ্ধির উপায়, শাস্ত্র, বিদ্যা (অর্থনীতি, রাজনীতি, শাসননীতি)। **নীতি-কথা**—সুনীতি বিষয়ক বিবৃতি, হিতোপদেশ। **নীতি-কুশল**—কর্তব্যাকর্তব্য বিষয়ে অভিজ্ঞ। **নীতিজ্ঞ**—কর্তব্যাকর্তব্য বিষয়ে জ্ঞানসম্পন্ন; নীতিশাস্ত্রে অভিজ্ঞ। **নীতিবিদ্যা**—নীতি-বিষয়ক বিদ্যা। **নীতিবিরুদ্ধ**—সুনীতির বিরোধী; সমাজহিতকর নিয়মের বিরোধী; অন্যায়। **নীতিমান্** (-মৎ)—ণ. নীতি-আচরণকারী। **নীতিবিশারদ**—নীতিবিদ্যাবিদ্; রাজনীতি অর্থনীতি প্রভৃতি বিদ্যায় অভিজ্ঞ। **নীতিমার্গ**—নীতিনির্দেশিত পন্থা। **নীতিসম্মত**—নীতি বা সমাজহিতকর বিধান অনুযায়ী; ন্যায়-সঙ্গত। **নীতিশাস্ত্র**—ন্যায় অন্যায় কর্তব্যা-কর্তব্য বিচার বিষয়ক শাস্ত্র; নীতি-বিষয়ক পুস্তক। [সং.]।

নীধ্র—চক্রের নেমি বা বেষ্টন; চালের ছাঁইচ।

নীন—সূত্রধরের বাটালি-বিশেষ।

নীপ—কদম্ববৃক্ষ ও পুষ্প। [নী+পক্]।

নীবার—[নি-বৃ+ঘঞ্] উড়িধান।

নীবি,-বী—[নি—ব্যে (আচ্ছাদন করা)+ই] কটিবন্ধন, কটিদেশে স্ত্রীলোকের বস্ত্রে যে গ্রন্থি দেওয়া হয়। **নীবিবন্ধ**—নীবির গ্রন্থি, কটিবন্ধন (নীবিবন্ধে ঝুলিছে পিচকারি—রবি; তনু দেহে রক্তাম্বর নীবিবন্ধে বাঁধা—রবি)।

নীবি—ব্যবসায়ের মূলধন; বাজি, পণ; শ্রাদ্ধে শূদ্রের ব্যবহৃত কুশ-অঙ্গুরীয়। [সং]।

নীয়মান—ণ. যে বা যাহা নীত হইতেছে। [নী+কর্মে শানচ্]। স্ত্রী. **নীয়মানা**।

নীর—[নির্ (নির্গত হয়)+র (বাড়বাগ্নি) যাহা হইতে] জল, বারি। **নীরজ**—জলজ; উদ্-বিড়াল; পদ্ম। স্ত্রী. **নীরজা**। **নীরধর**—জলধর, মেঘ। **নীরধি, নীরনিধি**—সমুদ্র। **নীরপতত্রী**—হংসাদি জলচর পক্ষী। **নীররুহ**—পদ্ম।

নীরজস্ক,নীরজাঃ(-জস্)—[নির্+রজস্, বহুব্রী, পক্ষে ক] ণ. ধূলিবিহীন (নীরজস্ক পথ); পরাগশূন্য (নীরজস্ক পুষ্প); রজোগুণের প্রভাব হইতে মুক্ত। স্ত্রী. **নীরজস্কা**—রজোহীনা নারী।

নীরদ—[নীর-দা+অ] বি. মেঘ (নীরদ-বরণ—মেঘবর্ণ); ণ জলদায়ক; [নির্+রদ,ব্রী.] দন্তহীন।

নীরন্ধ্র—[নির্ (নাই) রন্ধ্র (ছিদ্র) যাহাতে] ণ ছিদ্রহীন, নিবিড়, অবকাশহীন (নীরন্ধ্র মেঘ; নীরন্ধ্র ভাবে আবৃত)।

নীরব, নিরব—[নির্+রব, ব্রী., নি+রব] ণ. শব্দহীন, নিস্তব্ধ; মৌনী, নিরুত্তর, চুপ (শত্রুপক্ষ এখন নীরব)। বি. **নীরবতা**—মৌন, নিঃশব্দতা।

নীরস—[নির্+রস, ব্রী.] ণ. রসহীন, শুষ্ক; কর্কশ; যাতে মন আকৃষ্ট হয় না; মাধুর্যহীন (নীরস কচ্-কচি, নীরস বিষয়); রসবোধহীন, অরসিক (নীরস লোক); ম্লান, অপ্রসন্ন (নীরস দিন)। বি. **নীরসতা, নীরসত্ব**।

নীরাজন, নীরাজনা—যুদ্ধযাত্রাকালে অশ্বাদির শান্তিকর্ম-বিশেষ; দীপমালা সজল পদ্ম ও তুলসী বিল্বপত্রাদি দ্বারা যথাবিধি আরতি। [সং.]।

নীরূপ—ণ. কুরূপ; অরূপ। [নির্+রূপ]

নীরেন্দ্র—বি. সমুদ্র। [নীর+ইন্দ্র]।

নীরোগ—[নির্+রোগ, ব্রী.] ণ. রোগহীন, স্বাস্থ্যবান্। **নীরোগী**—[নীরোগ] সুস্থ।

নীল—[সং.] বি. নীল রং; নীলগাছ (ইহা হইতে নীল নামক রং হইত); রামায়ণোক্ত বানর-সেনাপতি; নীলগিরি; মণি-বিশেষ; নীলকণ্ঠ, মহাদেব (নীলের পূজা); নীলকণ্ঠ পাখী, নীলের চাষ বা নীলকর সাহেব (নীলের অত্যাচার); ণ. নীল-রঙের। স্ত্রী. **নীলা, নীলী**। **নীলকণ্ঠ**—(সমুদ্রমন্থনজাত হলাহল পান হেতু যাঁহার কণ্ঠ নীলবর্ণ) শিব; পাখী-বিশেষ। **নীলকমল**—নীলপদ্ম। **নীলকর**—নীলের আবাদকারী ইউরোপীয় বণিক্। **নীলকান্ত**—নীলমণি, নীলা। **নীলগ্রীব**—শিব। **নীলকুঠি**—নীলের গাছ হইতে নীল রং উৎপাদনের কারখানা। **নীলগঙ্গা**—হরিদ্বার অঞ্চলের গঙ্গায় ধারা

বিশেষ। **নীলগাই**—গোসদৃশ হরিণ-জাতীয় পশু (বিহারে ঘোড়ফরাস বলে)। **নীলগিরি**—দক্ষিণ ভারতের পর্বতশ্রেণী-বিশেষ। **নীল-পূজা**—চড়ক সংক্রান্তিতে শিবপূজা। **নীল-মণি**—বহুমূল্য প্রস্তর-বিশেষ; ইন্দ্রনীল; শ্রীকৃষ্ণ (সবে ধন নীলমণি—পরমধনস্বরূপ একান্ত আদরের সন্তান)। **নীলমাধব**—জগন্নাথদেব; বিষ্ণু। **নীলরাজি**—ব্যাপক নীলবর্ণ বা অন্ধকার। **নীললোহিত**—শিব (যাঁহার কণ্ঠ নীল ও কেশ লোহিত) : বেগুনে রং।

নীলক—বি. ভ্রমর; তুঁতে দিয়া প্রস্তুত কাজল; কাচ-লবণ; নীললোহ।

নীলা—বি. নীলকান্ত মণি, sapphire। **নীলাঞ্জন**—তুঁতে। **নীলাব্জ**—নীলপদ্ম। **নীলাচল**—জগন্নাথ-ক্ষেত্র; উড়িষ্যার নীলগিরি পর্বতমালা। **নীলাভ**—ঈষৎ নীলবর্ণ। **নীলা-ম্বর**—[কর্মধা.] নীলাকাশ; নীলবস্ত্র; [ব্রী.] বলরাম। **নীলাম্বরী**—বি. নীল-বর্ণের শাড়ী। [বাং নীলাম্বর+স্বার্থে ঈ]। **নীলাম্বু, নীলাম্বুধি**—বি. সমুদ্র। [নীল+অম্বু, অম্বুধি, বহুব্রী]। **নীলাম্বুজ**—নীলপদ্ম।

নীলিকা—নেত্ররোগ-বিশেষ; নীলের গাছ।

নীলিমা(-মন্)—বি. নীলবর্ণ, নীলত্ব। (পুং. শব্দ)।

নীলী (-লিন্)—ণ. নীলবর্ণ; বি. নীলগাছ। **নীলীরাগ**—গাঢ় প্রণয়যুক্ত পূর্বরাগ-বিশেষ। **নীলীরোগ**—চক্ষুরোগ-বিশেষ।

নীলোৎপল—নীলপদ্ম। **নীলোপল**—নীলা।

নীহার—বি. তুষার, হিমানী; বরফ (নিষ্কলঙ্ক নীহারের উত্তুঙ্গ নির্জনে—রবি)। [নি-হৃ+ ঘঞ্]। **নীহারস্ফোট**—পর্বতগাত্রচ্যুত বরফ-পিণ্ড, avalanche। **নীহারিকা**—অতিদূর আকাশের নীহারপুঞ্জের মত নক্ষত্রসমষ্টি অথবা প্রজ্বলিত বাষ্পকুণ্ডলী, nebula।

নুট—লুট, লুটিবার জন্য ছড়াইয়া দেওয়া বাতাসা আদি (হরির নুট)। (কথ্য)।

নুড়নুড়, নুড়ুনুড়ু—(নড়নড়) অব্য. অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র বস্তুর শিথিলভাবে দোলন। [বাং]।

নুড়া, নুড়ো—বি. শুষ্ক তৃণগুচ্ছ (নুড়োয় করে নেওয়া আগুন)। [বাং]। **মুখে (বা মুয়ে) নুড়ো জেলে দেওয়া**—(গালি বিশেষ) মৃতের সংকার করা।

নুড়ি—[সং. লোষ্ট্র] ছোট নোড়া; পাথরের টুকরা ('নুড়ির বাধায় ঝরণার উচ্ছ্বাস')।

নুণ, নুন—[সং. লবণ] বি. লবণ; ভরণপোষণ অথবা বিশেষ সাহায্য (নুন খাওয়া—ভরণপোষণ অথবা ভরণপোষণের জন্য বেতন অথবা তত্তুল্য উপকার লাভ করা)। **নুনের কাজ করা**—প্রাপ্ত উপকারের যোগ্য প্রতিদান দেওয়া। **নুন-কটা, নুনখর**—কিছু বেশী লবণস্বাদ-যুক্ত। **নুনগুঁড়ানি**—নুনের গুঁড়ার মত ক্ষুদ্র জলবিন্দুযুক্ত বৃষ্টি, ইল্‌সে-গুঁড়ুনি। **নুন-মাটি**—লবণসহ মৃতদেহ সমাধি দেওয়া (বৈরাগীদের এইরূপে নুনমাটি দেওয়া হয়)।

নুন্দি—[সং. তুন্দি] বি. ভুঁড়ি, পেটের চামড়ায় চর্বিযুক্ত ভাঁজ (নুন্দি লাগা, নুন্দি পড়া)। ণ. **নুন্দো**—ভুঁড়িওয়ালা (নুন্দোপেটা)।

নুনিয়া—[সং. লাবণিক; প্রা. লণিয়া] লবণ প্রস্তুতকারক জাতি-বিশেষ; পুরীর সমুদ্রপ্রিয় জাতি-বিশেষ।

নুনুড়ি,-ড়ী—রামছাগলের গলায় যে স্তনবৎ মাংসখণ্ড ঝুলিতে দেখা যায়। (নুড়নুড় দ্রঃ)। [বাং]

নুয়া, নোয়া—ক্রি. নত হওয়া (ডাল নুয়ে পড়েছে)। **নুয়ানো, নোয়ানো**—নত করা। **শির-নোয়ানো**—মাথা নত করা; গভীর শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করা।

নুয়া, নোয়া—লোহা, হিন্দু সধবার অবশ্য-ব্যবহার্য লোহার চুড়ি (হাতের নোয়া অক্ষয় হোক)।

নুর, নূর—[আ. নূর] জ্যোতি, আলোক; দাড়ি (গ্রাম্য)। **নুরানী, নূরী**—ণ. জ্যোতির্ময়, উজ্জ্বল (নুরানী চেহারা—সৌম্যমূর্তি, স্বর্গীয় দীপ্তি-যুক্ত মূর্তি)। 'জাহান-নূরী আলোয় ভরে দিক্‌ এবার'—সত্যেনদত্ত। **নুরে এলাহি**—দিব্য জ্যোতি, ঐশ্বরিক জ্যোতি। **নুরে চশম**—চোখের জ্যোতি।

নুরী (-রি)—বি. তোতাজাতীয় পক্ষী-বিশেষ, [lory.

নুলা, নুলো—[হি. লুলা] বি. থাবা (নুলো বাড়ানো); ণ. যাহার হাত বিকল, ঠুঁটা (কানাখোঁড়ানুলা)।

নূতন—[নব+তন] ণ. নবীন, তরুণ, সদ্যোজাত অথবা সদ্য প্রচলিত (নূতন পাতা, নূতন চলন; নূতন যৌবন); অশ্রুতপূর্ব (আজ নূতন কথা শুনাইলে); টাট্‌কা (নূতন ঘি); অখানদানী (নূতন বড়লোক)। বি. **নূতনত্ব, নূতনতা**।

নূন—বি. নুণ। [লবণ]।

নূপুর—বি. পায়ের অলঙ্কার-বিশেষ, ঘুঙুর, শিঞ্জিনী মঞ্জীর। [সং]। **নূপুর-শিঞ্জিত**—নূপুরধ্বনি।

নৃ—[নী+ঋ] বি. নর; পুরুষ; মনুষ্যজাতি (নৃতত্ত্ব)। **নৃকপাল**—মানুষের মাথার খুলি। **নৃকুল-বিদ্যা**—নরবংশ (race) সম্পর্কিত বা মানব-বিষয়ক বিদ্যা বা বিজ্ঞান, ethnology। **নৃ-কেশরী**—মানুষের মধ্যে সিংহের মত শ্রেষ্ঠ; নরসিংহ অবতার। **নৃতত্ত্ব, নৃবিদ্যা**—মানুষের জন্ম ও ক্রমবিকাশ বিষয়ক বিদ্যা, anthropology। **নৃদুর্গ**—বহুশ্রেণীর বহু সেনার দ্বারা রক্ষিত স্থান। **নৃদেব**—রাজা। **নৃধর্ম**—মানবধর্ম; মনুষ্যশোভন কর্ম। **নৃমণি**—নরশ্রেষ্ঠ. রাজা। **নৃভুক্** (-জ্) —নরখাদক। **নৃমিথুন**—মনুষ্যের স্ত্রী ও পুরুষ। **নৃমুণ্ড**—মানুষের মাথা; নরকপাল। **নৃমুণ্ড-মালিনী**—কালিকা দেবী। **নৃমেধ**—নরমেধ। **নৃযজ্ঞ**—অতিথি-সৎকার (পঞ্চমহাযজ্ঞ দ্রঃ)। **নৃলোক**—নরলোক, পৃথিবী। **নৃসিংহ, নৃহরি**—নৃকেশরী। **নৃসেনা**—পদাতিক সৈন্য।

নৃত্য—[নৃৎ+য] বি. তালমানযুক্ত অঙ্গবিক্ষেপ, নাচ, নর্তন (নাট্যবেদ দ্রঃ)। (নৃত্য সাধারণতঃ দুই প্রকারের—স্ত্রী-নৃত্যের নাম লাস্য, পুরুষের নৃত্যের নাম তাণ্ডব)। **নৃত্যগীত**—নাচ ও গান। **নৃত্যপটীয়সী**—ণ. নাচিতে পটু (নারী)। **নৃত্যপর**—ণ.নৃত্যরত, যে নাচিতেছে। স্ত্রী. **নৃত্যপরা** (নৃত্যপরা তটিনী)। **নৃত্য-পরায়ণ**—নৃত্যদক্ষ; নৃত্যশীল। **নৃত্যপ্রিয়**—যে নাচিতে ভালবাসে; মহাদেব। **নৃত্যশালা**—নাট্যশালা; নাচঘর।

নৃপ—[নৃ-পা+অ] বি. নরপালক, রাজা। **নৃপজা**—রাজকুমারী। **নৃপতি**—রাজা; নর-শ্রেষ্ঠ। **নৃপবর, নৃপমণি**—নৃপতিশ্রেষ্ঠ। **নৃপাংশ**—রাজার প্রাপ্য কর; রাজপুত্র। **নৃপাঙ্গন**—রাজসভা; বিচারালয়। **নৃপাত্মজ**—রাজকুমার। **নৃপাসন**—সিংহাসন; ভদ্রাসন।

নৃশংস—[নৃ-শন্স্ (হিংসা করা)+অ]. ণ. অতিশয় নিষ্ঠুর (নৃশংস হত্যাকাণ্ড); হিংস্র; পরদ্রোহী। বি. **নৃশংসতা**—ক্রূরতা।

নে—ক্রি. গ্রহণ কর্, ধর্ (তুচ্ছার্থে, অতি পরিচয়ে অথবা স্নেহার্থে); থাকুক, আর কাজ নেই (নে ভালবাসা রাখ্); অব্য. না (কথ্যরূপ—করিনে)।

নেই—ক্রি. নাই (কথ্যরূপ); [সং. ন্যায়] বি. বৃথা তর্ক (নেই কথা)। **নেই-আঁকড়া, নেই-আঁকড়ে**—যে তর্ক করা ছাড়িতে চায় না, নাছোড়বান্দা। স্ত্রী. **নেই-আঁকড়ী**। **নেই-মামা**—নাই এমন মামা, মামা না থাকা (নেই মামার চেয়ে কানা মামা ভাল)।

নেউগী—নিয়োগী-র কথ্য রূপ।

নেউটা—ক্রি. (পদ্যে) ফেরা। [নি-বৃৎ]

নেউল—[সং. নকুল] বি. বেজি।

নেও—[সং. নেমি] ।বি. বুনিয়াদ, foundation (নেওকাটা; নেওগাড়া); ণ. [সং. নম্র] নরম (নেও কাঁঠাল—বিপ. খাজা কাঁঠাল; বাং. ক্রি. গ্রহণ কর, নাও (কথ্যরূপ); অব্য. বন্ধ করা, থামা প্রভৃতির অনুরোধসূচক (নেও থাম ত); বিস্ময় বা অবিশ্বাসসূচক (নেও ঠেলা)।

নেওট, নেওটা—[স্নেহ > নেহ ?] ণ. স্নেহের বশীভূত, অনুগত (বাপ-নেওটা ছেলে)।

নেওয়া—[সং. লেপ] বি. পাতলা লেপ, প্রলেপ ("পানের বুকে চূণের নেওয়া")। **নেওয়া-পাতি ভাব**—যে ডাবের ভিতরে পাতলা শাঁস হইয়াছে (সাধারণতঃ নেয়াপাতি বলা হয়)।

নেওয়া—ক্রি. লওয়া, গ্রহণ করা (ভার নেওয়া; শোধ নেওয়া—প্রতিশোধ গ্রহণ করা)। **এক হাত বা এক চোট নেওয়া**—ক্ষমতা বা দক্ষতা বা বাহাদুরি দেখানো; কায়দায় পাইয়া অপ-মানাদি করা। **নেওয়ানো**—গ্রহণ করানো।

নেওয়াজ—[ফা. নবায] ণ. প্রতিপালনকারী, অনুগ্রহকারী (গরীব-নেওয়াজ, বান্দা-নেওয়াজ)।

নেওয়ার, নেয়ার—[হি.] বি. মোটা সুতার সাদা চওড়া ফিতা (নেওয়ারের খাট)।

নেং, নেঙ্—[সং. নগ্ন; ফা. লঙ্গ] ণ. খঞ্জ, পা-ভাঙ্গা; বি. পা (নেঙে জোর নেই—পা চলেনা)। **নেং মারা**—বাধা দেওয়ার বা ফেলিয়া দেওয়ার উদ্দেশ্যে পা বাড়াইয়া বাধা দেওয়া; লাফানো।

নেংচানো—ক্রি. খোঁড়াইয়া খোঁড়াইয়া চলা (পায়ে চোট লাগার ফলে নেংচাচ্ছে)।

নেংটা, নেংটো, নেঙ্টা—ণ. উলঙ্গ, নগ্ন (নেংটো গা); শূন্য, খালি (চুড়ি ভেঙ্গে গেছে, হাতটা নেংটা নেংটা দেখাচ্ছে; ঘরখানা নেংটা নেংটা দেখাচ্ছে)। [সং. নগ্ন বা নগ্নাট]।

নেংটি—[হি. লঙ্গোটি] বি. কৌপীন (নেংটি পরা —কৌপীন-পরিহিত; জীর্ণবাস-পরিহিত)। **নেংটি মারা**—কৌপীন পরা। (গ্রাম্য—লেংটি)।

নেংটি—ণ. বি.ছোট ইঁদুর। [লিঙ্গালিকা]।

নেংড়া, নেঙ্গড়া—[সং. লঙ্গ ; ফা. লঙ্গ্] ণ. খঞ্জ ; বি. সুস্বাদু আম-বিশেষ।

নেংড়ানো—ক্রি. নেংচানো, খোঁড়াইয়া চলা।

নেংলা—ণ. লম্বা ও কৃশ ; হেংলা। [প্রাদে.]

নেক—[ফা. নেক] ণ. সু, ভাল, মঙ্গল, পুণ্যবান্। **নেক-নাম**—সুনাম। **নেক-নজর**—সুনজর, কৃপাদৃষ্টি ; (ব্যঙ্গার্থে) ক্রোধ, বিরাগ। **নেক-নিয়ত**—সাধু উদ্দেশ্য ; সাধু সঙ্কল্প। **নেকি**—বি. পুণ্য ; মঙ্গল। **নেকিবদি**—ভাল-মন্দ।

নেকড়া, ন্যাকড়া—[সং. নক্তক] বি. টেনা, ছেঁড়া কাপড়। **নেকড়ার আগুন**—যে আগুন সহজে নিভিতে চায় না ; নাছোড়বান্দা।

নেকড়িয়া, নেকড়ে—[সং. বৃক ; হি. লকড়া] হিংস্র বন্যকুকুর-বিশেষ, বৃক, wolf।

নেকরা—[ফা. নখরা] বি. ছলনা, কৌতুক, নেকামি। নখরা দ্রঃ।

নেকা, ন্যাকা—[ফা. নেক] ণ. যেন কিছুই জানে না বা বোঝে না এইরূপ ভাণ করে যে (নেকা সাজা)। স্ত্রী. **নেকী**। বি. **নেকামি**।

নেকাব—স্ত্রীলোকের মুখাভরণ। [আ. নকাব]।

নেকার, ন্যাকার—[সং. ওকার] বমি। **নেকার-নেকার**—বমি-বমি (গা নেকার-নেকার করা)। **নেকার-ভাত**—প্রচুর বমি।

নেগা—[ফা. নিগাহ] বি. দৃষ্টি, লক্ষ্য (নেগা করা —লক্ষ্য করা, মনোযোগী হওয়া)। **নেগাবান** —ণ. রক্ষী ; সদয়-দৃষ্টি-সম্পন্ন। **নেগা রাখা**—লক্ষ্য রাখা ; কৃপা-দৃষ্টি রাখা।

নেঙুড়, নেঙ্গুড়—[সং. লাঙ্গুল] বি. লেজ ; লেজুড়, যাহা সঙ্গে সঙ্গে থাকে (এর সঙ্গে আবার লেঙুড় আছে)।

নেছা—[আ.] বি. নারী (নুৎফুন্নেছা)।

নেছাব—[আ.] ণ. পাঠ্য, নির্দিষ্ট।

নেজ—(কথ্য) বি. লেজ, পুচ্ছ ; লেজুড় ; উপাধি (উপহাসে)। [সং. লঙ্গ]।

নেজমা—[সং. নির্ব্বোল] বি. লাঙ্গলের মুঠ।

নেজা—[ফা. নেযহ্] বি. বর্শা।

নেজাম, নিজাম—[আ.] ণ. বন্দোবস্তকারী ; শাসক। **নেজামত**—[ফা. নিযামত্] বি. নাজিমের বা প্রধান শাসনকর্তার দফতর ; নিজামের পদ ; বন্দোবস্ত ; শাসন।

নেজুড়—(কথ্য) বি. লেজুড়, নেজ ; কৃত্রিম লেজ (ঘুড়ির নেজুড়)। [সং. লঙ্গ]।

নেট—[ইং. net] বি. জালের মত বোনা কাপড় (নেটের মশারি)।

নেটা—[হি.] ণ. যার বাঁ-হাত বেশী চলে অর্থাৎ যে ডান হাতের কাজ সাধারণতঃ বাঁ হাত দিয়া করে, left-handed।

নেটানো—ক্রি. নতানো, নেতাইয়া পড়া।

নেটুয়া, নাটুয়া, নেটো—বি. নাটক-অভিনেতা ; নর্তক ; ণ. যাহার আচরণ অভিনয়পূর্ণ অর্থাৎ ছলনাপূর্ণ। [(কথ্য)।

নেঠা—(লেঠা দ্রঃ) বি. ঝঞ্ঝাট, ফ্যাসাদ, ছুতা।

নেড়া, ন্যাড়া—[সং. নগ্নাট] ণ. যাহার কেশ মুণ্ডন করা হইয়াছে, মুণ্ডিতকেশ (নেড়া মাথা) ; আভরণহীন (নেড়া হাত), পত্রহীন (নেড়া বটগাছ) ; বি. মুণ্ডিত-মস্তক বৈষ্ণব-সম্প্রদায়-বিশেষ (নেড়ানেড়ী)। **নেড়া-নেড়া**—সাজ-সজ্জাহীন, অশোভন (নেড়া নেড়া দেখাচ্ছে)। **নেড়া-বোঁচা**—আভরণহীন। **নেড়ামুড়া**—পত্রহীন। **নেড়াসিজ**—পত্রহীন তেশিরাসিজ।

নেড়ি কুকুর—লোমশূন্য সাধারণ আপোষা কুকুর।

নেড়ীভেড়ী—বি. নগণ্য লোক, যাহারা ধর্তব্যের মধ্যে নয় (এ নেড়ীভেড়ীর কর্ম নয়)

নেড়ে—বি.ণ. মুসলমান (মুসলমানেরা অনেকে মস্তক মুণ্ডন করিত, বোধ হয় তাহা হইতে)। **পাতি নেড়ে**—নিম্ন শ্রেণীর মুসলমান।—পাতি দ্রঃ।

নেত—[সং. নেত্র] বি. সূক্ষ্ম বস্ত্র-বিশেষ, পট্টবস্ত্র (নেতধটী, নেতের পাছড়া, নেতের পতাকা)।

নেতা(-তৃ)—[নী+তৃ] বি. নায়ক, পরিচালক, সর্দার (জাতির নেতা) ; ণ. অগ্রণী, পথপ্রদর্শক। স্ত্রী. **নেত্রী**।

নেতা—[সং. নক্তক] বি. জীর্ণ বস্ত্রখণ্ড, নেকড়া, কানি ; ঘর নিকাইবার অথবা হাঁড়ির কালি মুছিবার বস্ত্রখণ্ড (হাঁড়িতে নেতা দেওয়া—রান্না হইয়া গেলে হাঁড়ির বাহিরের অংশ হইতে কালি-আদি মুছিয়া ফেলা)।

নেতা—[সং. জ্ঞাতি ; লতা] বি. জ্ঞাতি ; সম্পর্ক। **নেতা-সুত্রে**—জ্ঞাতিত্বের বা সম্পর্কের লেশমাত্র।

নেতাড়, নেতুড়—[হি. লগাতার] বি. লেজুড়, অবশেষ, জের, পরবর্তী সংশ্লিষ্ট বিষয়। **নেতুড় মারা**—জের মিটানো, নিঃশেষে চুকাইয়া দেওয়া। (গ্রাম্য—লেজুড়, লেতোড়)।

নেতানো—ক্রি. লতার মত অসহায়ভাবে মাটিতে লুটানো, নেতাইয়া পড়া ; অবসাদগ্রস্ত হওয়া।

নেতি—বি. লেতি, লাটিম ঘুরাইবার দড়ি।

নেতি—[ন+ইতি] না। **নেতি নেতি বিচার**—না, ইহা ব্রহ্ম নহে, ইহাও নহে—এইভাবে বিচার। **নেতিবাচক**—ণ. নিষেধার্থক ; অভাবব্যঞ্জক।

নেতৃত্ব—বি. পরিচালনা। **নেতৃত্বভার**—পরিচালনার দায়িত্ব। [নী+তৃচ্+ত্ব]।

নেত্র—[নী+ত্র—যদ্দ্বারা বস্তু সম্বন্ধে জ্ঞানপ্রাপ্তি হয়] বি. চক্ষু, নয়ন, অক্ষি ; তিন সংখ্যা (তিনে নেত্র)। (সংস্কৃতে নেত্র অর্থে নেতা, পথ, রথ, জটা, সূক্ষ্ম বস্ত্র ইত্যাদিও বুঝায়, কিন্তু বাংলায় এ সবের প্রয়োগ নাই)। **নেত্রগোচর**—দৃষ্টিগোচর। **নেত্রচ্ছদ**—চোখের পাতা। **নেত্রপল্লব**—চোখের পাতা। **নেত্রপাত**—দৃষ্টিপাত। **নেত্রবন্ধ**—চোখবাঁধা খেলা বা কাণামাছি খেলা। **নেত্রমল**—চোখের পিচুটি। **নেত্ররঞ্জন**—কাজল সুরমা ইত্যাদি ; নয়নের প্রীতির বিষয়। **নেত্রস্তম্ভ**—চক্ষু খুলিবার বা বুজিবার ক্ষমতা না থাকা। **নেত্রান্ত**—অপাঙ্গ। **নেত্রোৎসব**—ণ. নয়নের পরম আনন্দকর। **নেত্রৌষধ**—চক্ষুরোগের ঔষধ।

নেত্রী—বি. পরিচালিকা। [নেতৃ+ঈপ্]।

নেপটানো—ক্রি. লিপ্ত হওয়া ; লাগিয়া থাকা।

নেপথ্য—[নেপথ+য—নায়কের চিত্ত বিনোদনের পন্থা] বি. প্রসাধনের দ্বারা বর্ধিত দেহশোভা ; প্রসাধন ; অলঙ্কার ; অভিনেতা-অভিনেত্রীর বেশবিন্যাসের স্থান ; নাট্যমঞ্চের অন্তরালবর্তী স্থান। **নেপথ্যে**—রঙ্গমঞ্চের অন্তরালে ; সাধারণের অগোচরে। **নেপথ্যবিধান**—বেশবিন্যাস, অভিনয়ের পূর্বে সাজগোজ।

নেপাল—বি. হিমালয় অঞ্চলের পার্বত্য দেশবিশেষ ; [সং. নৃপাল] বাংলা নাম। **নেপালী**—ণ. বি. নেপালদেশীয় ; নেপাল-দেশবাসী ; নেপাল সম্বন্ধীয়।

নেবড়ানো—ক্রি., বি., ণ. জড়ানো, মাখানো।

নেবা—ক্রি. নিবা, নিভা (দ্রঃ)।

নেবু—[সং. নিম্বু] লেবু (দ্রঃ), সুপরিচিত অম্লফল ও তাহার গাছ। **কমলানেবু**—নারঙ্গ ফল। **কাগজী নেবু**—কাগজী দ্রঃ। **গোঁড়া নেবু**—গোঁড়যুক্ত বড় রসবহুল অত্যন্ত টক নেবু। **নারাঙ্গি নেবু**—কমলা নেবু। **পাতি নেবু**—গোলাকার ছোট নেবু। **বাতাবি নেবু**—বড় ও খোসা-পুরু অম্ল ফল-বিশেষ।

নেম—বি. নিয়ম। (কথ্য)

নেমকহারাম—নিমকহারাম।

নেমতন্ন, নেমন্তন্ন—(গ্রাম্য বা কথ্য) নিমন্ত্রণ (নেমন্তন্ন করা, নেমন্তন্ন বাড়ী ইত্যাদি)। **নেমন্তন্নে**—ণ. নিমন্ত্রিত ; নিমন্ত্রণকারী।

নেমাজ—নমাজ দ্রঃ।

নেমি, নেমী—[নী+মি+ঈপ্] বি. চাকার পরিধি (চক্রনেমি)। **নেমিবৃত্তি**—চাকার পরিধির মত ঘূর্ণিত হওয়া, একই ভাবে আবর্তন।

নেয়, নেয়ো—(নেও দ্রঃ) ণ. রসাল, নরম (**নেয়ো কাঁঠাল**—বিপরীত, খাজা কাঠাল) ; লাউয়ের মত (**নেয়ো-পেটা**—যাহার পেট লাউয়ের মত)।

নেয়া—ক্রি. লওয়া, নেওয়া, (মন দেয়া-নেয়া অনেক করেছি—রবি)। **নেয়ানো**—লওয়ানো।

নেয়াপাতি—ণ. কচি (নেওয়া দ্রঃ)।

নেয়ামৎ,-ত—[আ. নে'মত] অনুগ্রহ ; স্বর্গীয় দান ; ঐশ্বর্য ; আরাম ; সুস্বাদু খাদ্য (বাপ-মায়ের স্নেহ এক নেয়ামৎ ; আল্লার হাজার নেয়ামৎ ভোগ করছ, কিন্তু কৃতজ্ঞ নও)।

নেয়ার—বি. নেওয়ার (দ্রঃ)। [নেয়+অর্থ]

নেয়ার্থ—বি. যে অর্থ স্পষ্ট নয়, বুঝিয়া লইতে হয়।

নেয়ে—[সং. নাবিক] বি. নৌকার চালক, মাঝি।

নেলা—ণ. নিষ্পাপ, সাধু ; সংসার সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ ; পাগলা, ক্ষেপা। **নেলা-ক্ষেপা**—ণ. পাগলাটে।

নেশা,-সা—[আ. ন [illegible]] মাদকদ্রব্য সেবনজনিত মত্ততা ; মাদকদ্র[illegible] নেশায় বিভোর : নেশা-ভাঙ্গ করে) ; প্রবল আসক্তি, আকর্ষণ, ঝোঁক, টান (কাজের নেশা, রূপের নেশা , খেলার নেশা, চোখের নেশা, মদের নেশা) ; মোহ, বিহ্বলতা (নেশা ভাঙছে না)। **নেশা করা**—মাদকদ্রব্য খাওয়া। **নেশাধরা,-লাগা,-হওয়া**—মাদকদ্রব্য সেবনজনিত মত্ততা প্রকাশ পাওয়া। **নেশা ছোটা**—মাদকদ্রব্যের মত্ততা চলিয়া যাওয়া। **নেশাখোর**—মাদকদ্রব্য-সেবী। বি. **নেশাখোরি,-খুরি**। **নেশায় চুর**—নেশায় একান্ত বিহ্বল।

নেহ,-হা—[সং. স্নেহ] বি. প্রণয়, প্রীতি, স্নেহ। (ব্রজবুলি ও প্রাচীন বাংলা)।

নেহাই, নিহাই—বি. নিয়াই (দ্রঃ), anvil।

নেহাত, নেহায়েত—[ফা. নিহায়ৎ] অব্য.

অতিশয়, সম্পূর্ণ, একেবারে (বরাত নেহাত মন্দ ; নেহাত কচি ছেলে) ; নিদেনপক্ষে, নিতান্ত, একান্তই (যদি নেহাত না গেলেই নয়) ।

নেহারা (নিহারা), নেহালা—ক্রি দেখা, নিরীক্ষণ করা। **নেহারই**—(ব্রজবুলি) দেখে। **নেহারবি**—(ব্রজ) দেখিবি। **নেহারলু**—(ব্রজ) দেখিলাম (জনম অবধি হাম রূপ নেহারলু—বিদ্যাপতি)। **নেহারল**—(ব্রজ.) দেখিল। **নেহারিল**—দেখিল।

নেহাল, নেয়াল—[ফা. নিহাল] প. সুখী ; ধনী ; পরিতুষ্ট। [গদি ইত্যাদি।

নেহালি—বি. নবমল্লিকা, নিহালি, কার্পেট

নৈঃশ্রেয়স—প. নিঃশ্রেয়স সম্বন্ধীয়। [সং.]। **নৈঃশ্রেয়সিক**—যাহার (যে কর্মের) লক্ষ্য মোক্ষ।

নৈকট্য—বি. নিকটত্ব, সান্নিধ্য। [নিকট+য]।

নৈকষেয়—(নিকষার পুত্র) বি. রাবণ বা কুম্ভকর্ণ বা বিভীষণ। [নিকষা+ষ্ণেয়] [সং.]।

নৈকষ্য—প. নিকষে পরীক্ষিত, নির্দোষ, বিশুদ্ধ (নৈকষ্য কুলীন—যাহার কৌলীন্যে অর্থাৎ বংশ-গৌরবে কোনও দোষ স্পর্শ করে নাই)। [নিকষ+য]।

নৈগম—বি. নিগম শাস্ত্র ; উপনিষদ্ ; নাগরিক ; বণিক্ ; মার্গ। [সং.]। **নৈগমিক**—প. নিগম সম্বন্ধীয়, বেদ হইতে জাত।

নৈচা, নৈচে—[হি. নৈচা] বি. নইচা (দ্রঃ)।

নৈতিক [নীতি+ষ্ণিক] প. নীতি সম্বন্ধীয়, নীতি-ঘটিত (নৈতিক বল—বিবেকের বল ; নৈতিক অধঃপতন—চারিত্রিক অধঃপতন ; নৈতিক সমর্থন—কাজে সমর্থন সম্ভবপর না হইলেও অন্তরের দিক্ হইতে সমর্থন)।

নৈত্যিক—প. নিত্য ঘটিত বা করণীয়। [নিত্য+ষ্ণিক]। [(নৈদাঘ ঝটিকা)।

নৈদাঘ—প. নিদাঘ-সম্পর্কিত, গ্রীষ্মকালীন

নৈদান, নৈদানিক—প. নিদান-সম্পর্কিত ; নিদান-শাস্ত্রে অভিজ্ঞ। [সং]।

নৈপুণ্য, নৈপুণ—বি. নিপুণতা, কার্যকুশলতা, পারিপাট্য। [নিপুণ+য, অ]।

নৈব চ—এরূপ নহে, ইহা হইবার নয়। [ন+এব+চ]। [সামগ্রী (পূজার নৈবেদ্য)।

নৈবেদ্য—[নিবেদ্য+অ] বি. দেবতাকে নিবেদনীয়

নৈমিত্তিক—প. বিশেষ কারণে বা উপলক্ষ্যে অনুষ্ঠিত (বিপ. নিত্য); নিমিত্ত হইতে জাত, প্রয়োজনার্থক ; বি. দৈবজ্ঞ, শুভাশুভলক্ষণবেত্তা; আগন্তুক। [নিমিত্ত+ষ্ণিক]। **নৈমিত্তিক কর্ম**—নিমিত্ত-হেতু কর্ম (যেমন, গ্রহণ-হেতু স্নান)। **নৈমিত্তিক-লয়**—ব্রহ্মার নিদ্রাহেতু সংঘটিত প্রলয়। **নৈমিত্তিক স্নান**—বিশেষ উপলক্ষ্যে স্নান। **নিত্য-নৈমিত্তিক**—যাহা প্রতিদিন ঘটে এবং যাহা নির্ধারিত সময়ে অনুষ্ঠিত হয়।

নৈমিষ—প. নিমিষ মধ্যে সংঘটিত অথবা নিমিষ সম্বন্ধীয়। [সং.]। **নৈমিষারণ্য, নৈমিষ-কানন, নৈমিষক্ষেত্র**—বিখ্যাত তীর্থস্থান, প্রাচীন তপোবন-বিশেষ, বিষ্ণু এখানে নিমেষে দানব-বল বিনষ্ট করিয়াছিলেন (বর্তমান নিমসার)।

নৈয়মিক—প. নিয়ম সম্বন্ধীয় ; নিয়ম অনুযায়ী।

নৈয়ায়িক—প. বি. ন্যায় শাস্ত্রে ব্যুৎপন্ন, তর্ক-শাস্ত্রবিৎ [ন্যায়+ষ্ণিক]।

নৈরঞ্জনা—বুদ্ধগয়ার নিকটবর্তী নদী-বিশেষ, ফল্গু।

নৈরন্তর্য—[নিরন্তর+য] বি. নিরন্তরতা, নিরবচ্ছিন্নতা।

নৈরপেক্ষ্য—বি. নিরপেক্ষতা।[নিরপেক্ষ+য]

নৈরাশ্য—[নিরাশ+য] বি. নিরাশার ভাব, আশাহীনতা, উদ্যমহীনতা।

নৈরুক্ত—প. বি. নিরুক্ত নামক গ্রন্থ-সম্পর্কিত, নিরুক্তের অন্তর্গত ; নিরুক্ত অধ্যয়নকারী। [সং.]

নৈর্ঋত—বি. দক্ষিণ-পশ্চিম কোণ ; রাক্ষস ; প. নৈর্ঋতকোণগত। [নির্ঋত+অ]। **নৈর্ঋতী**—রাক্ষস-শক্তি।

নৈর্গুণ্য—বি. নির্গুণ ভাব ; সত্ত্ব রজঃ ও তমঃ—এই তিন গুণের রাহিত্য ; গুণহীনতা। [নির্গুণ+য]

নৈর্ব্যক্তিক—প. কোনও ব্যক্তির সহিত সম্পর্ক-শূন্য, অপৌরুষেয়, নির্বিশেষ, impersonal।

নৈলে—অব্য. না হইলে।

নৈশ—[নিশা+অ] প. রাত্রিকালীন, রাত্রি সম্পর্কিত (নৈশ অভিযান ; নৈশ আকাশ)। **নৈশিক**—রাত্রিকালব্যাপী। [নিশা+ষ্ণিক]

নৈষধ—প. নিষধ দেশ সম্পর্কিত ; বি. উক্ত দেশের অধিবাসী ; মহাকবি শ্রীহর্ষরচিত নিষধ-রাজের চরিত্রচিত্রযুক্ত সুবিখ্যাত সংস্কৃত কাব্য। [নিষধ+অ]। **নৈষধীয়**—নিষধ-রাজ নল সম্বন্ধীয়। **নৈষধ্য**—নিষধ-রাজের অপত্য। [সং.]।

নৈষাদ, নৈষাদি—বি. নিষাদপুত্র, ব্যাধতনয়।

নৈষ্কর্ম্য—বি. কর্মপ্রয়োজনরাহিত্য, কর্ম হইতে মুক্তি (নৈষ্কর্ম্য সিদ্ধি) ; জ্ঞাননিষ্ঠা ; আলস্য। [নিষ্কর্ম

+ষ্য] । [প্রাপ্ত কর্মচারী, Mint Master ।
নৈষ্কিক—[নিষ্ক+ষ্ণিক] বি. টাকশালের ভার-
নৈষ্ঠিক—ণ. নিষ্ঠাবান্, সাধনায় অবিচলিত (নৈষ্ঠিকী ভক্তি) ; মরণকালে বিহিত । [নিষ্ঠা +ষ্ণিক] ।
নৈষ্ঠুর্য—বি. নিষ্ঠুরতা, ক্রূরতা । [নিষ্ঠুর+য] ।
নৈসর্গিক—ণ. স্বাভাবিক, প্রাকৃতিক (নৈসর্গিক সৌন্দর্য) ; জন্মগত । [নিসর্গ+ষ্ণিক] । **নৈসর্গিক বিধান**—স্বভাব-নির্দেশিত ব্যবস্থা ।
নোংরা, নোঙ্‌রা—[সং. লগ্নতা—অশ্লীলতা] ণ. অপরিষ্কৃত, আবর্জনাপূর্ণ (নোংরা করা) ; ময়লা, অপরিচ্ছন্ন (নোংরা কাপড়) ; অভব্য, অশ্লীল, হীন (নোংরা কথা; নোংরা সমালোচনা) ; অশুদ্ধ, অশুচি । বি. **নোংরামি**—অপরিচ্ছন্নতা ; হীন আচরণ ।
নোকর—[ফা.] বি. নওকর, চাকর । [কতি ।
নোকসান—[আ নুক্‌স'ান] বি. লোকসান,
নোকতা—[আ. নুক্‌'তা] বি বিন্দু চিহ্ন । **নোকতা লাগানো**—দোষ ধরা, ত্রুটি ধরা । **নোকতা-চুনি**—নগণ্য বিষয়েও খুঁত ধরা, খুঁতখুঁতেপনা ।
নোঙর, নোঙ্গর—[ফা. লঙ্গর] বি. নঙ্গর । **নঙ্গর-ছেঁড়া**—যাহার নঙ্গর কাটিয়া গিয়াছে, বাঁধনহারা ; উদ্দেশ্যহীন (নোঙর-ছেঁড়া জীবন) ।
নোট—[ইং. note, currency note] বি. টিপ্পনী. অর্থপুস্তক ; চিঠি ; স্মারক লেখা (নোট পড়া, দেওয়া, লেখা, করা) ; কাগজের মুদ্রা ।
নোটন—বি. লোটানো,নৃত্য-বিশেষ ; ণ. নাচে এমন ('নোটন নোটন পায়রাগুলি ঝোটন বেঁধেছে') ।
নোটিস(শ)—[ইং. notice] বি. অবগতির জন্য বিজ্ঞাপন ; সরকারী বিজ্ঞাপন ; অন্যথায় নালিশ করা হইবে বলিয়া কোনও দাবী পালনের নির্দেশ (উকিলের নোটিস, ধর্মঘটের নোটিস) ।
নোড়—বি. আমলকীর আকৃতির অম্লফল-বিশেষ ও তাহার গাছ । [লবলী]
নোড়া—[সং. লোষ্ট্রক] পাথরের টুকরা, নুড়ি অপেক্ষা বড় ; মসলা ইত্যাদি বাটিবার পাথর, পুতা (শিল নোড়া) ।
নোতুন—ণ. নূতন ; আধুনিক ; তরুণ ; টাট্‌কা ।
নোদ—কর্দম-প্রাচুর্য । **নোদে পড়া**—পাঁকে তলাইয়া যাইবার মত অবস্থা হওয়া (হাতী যখন নোদে পড়ে, চামচিকে লাথি মারে) । (গ্রাম্য) ।

নোদন—[নুদ্+অনট্] বি. প্রেরণ ; অপসারণ । **নোদয়িতা (-তৃ)**—প্রেরক ।
নোন—লবণ (বর্তমানে নুনই ব্যবহৃত হয়) । **নোনতা, নোন্তা**—ণ. লবণ-স্বাদযুক্ত ; বি.লবণ-স্বাদযুক্ত জল-খাবার (দুটো মিষ্টি, একটা নোন্তা) । ণ. **নোনা**—লবণাক্ত (নোনা ইলিশ ; নোনা জমি) ; নোনা জলে যাহার জন্ম (নোনা চিংড়ি) । **নোনা লাগা**—ইট দেওয়াল প্রভৃতি জীর্ণ হইলে ইহাতে মাটির লবণ অংশ ফুটিয়া ওঠা । **নোনা হাওয়া**—নোনা দেশের আবহাওয়া । **নোনা জল ঢুকানো**—ইচ্ছা করিয়া অথবা নিজের দোষে সমূহ বিপদ ঘটানো ।
নোনা—[পর্তু. anona] আতাজাতীয় ফল-বিশেষ ও তাহার গাছ । [বালা । [লোহ] ।
নোয়া—বি. লোহা ; হিন্দু সধবার ধারণীয় লোহার
নোয়া—ক্রি. নত হওয়া **নোয়ানো**—নত করা ।
নোলক—[হি. লোলক] নাকের আগা ফুঁড়িয়া ঝুলানো গহনা-বিশেষ ; নথ বা মাকড়ীতে ব্যবহৃত মুক্তার দোলক ।
নোলা—[সং. লোলা] বি. জিহ্বা ; খাদ্যের জন্য লালসা (নোলার জল পড়া—অতি লোভ-হেতু জিহ্বা দিয়া জল পড়া) । **নোলানো**—লোভ করা, লালায়িত হওয়া ।
নৌ—[সং.]বি. নৌকা, জলযান । **নৌকটক**—যে সৈন্যদল জলে যুদ্ধ করে । **নৌকর্ণধার**—মাঝি ; নাবিক । **নৌকর্ম**—নৌকা চালনা ; নৌকা সম্পর্কিত কর্ম । **নৌ-জীবিক**—নাবিক । **নৌতার্য**—যাহা নৌকা দ্বারা পার হওয়া যায়, নাব্য । **নৌদণ্ড**—দাঁড় । **নৌবল**—জলযুদ্ধে প্রয়োগ-যোগ্য সৈনিক ; জলযুদ্ধের জন্য জাহাজ ও সৈন্যদলের সমষ্টি । **নৌবলাধ্যক্ষ**—নৌসেনা-নায়ক । **নৌবাটক**—রণতরীসমূহ ; নৌবল । **নৌবাহ**—নৌকা-চালক ; জাহাজচালনা, navigation । **নৌবাহী (-হিন্)**—নাব্য, নৌকা চলাচল করিতে পারে এমন (নৌবাহী নদী, খাল) । **নৌবাহিনী**—যুদ্ধজাহাজসমূহ । **নৌ-বিদ্যা**—নাবিকের বিদ্যা । **নৌব্যসন, নৌভঙ্গ**—নৌকাডুবি । **নৌযায়ী (-য়িন্)**—নৌকাযাত্রী । **নৌযুদ্ধ**—জলযুদ্ধ । **নৌসেনা, নৌসৈন্য**—নৌবল । [কথ্য] ।
নৌকতা—সামাজিক আদানপ্রদান, লৌকিকতা ।
নৌকা—[নৌ+ক+আপ্] বি. নৌ, তরণী । মান

আকৃতির ও নানা নামের ছোট বড় নৌকা দেখিতে পাওয়া যায়; যথা,—বজরা, পিনিস, পান্সী, ছিপ, ডিঙ্গি, সাম্পান, ভড়, পালোয়ার, ঘাসি, জেলে-ডিঙ্গি, জালিবোট, গাধাবোট, ডোঙ্গা, দোনা, বালাম ইত্যাদি। **নৌকাখণ্ড**—নাবিকরূপে শ্রীকৃষ্ণের লীলা-বিশেষ। **নৌকাডুবি**—নৌকা ডুবিয়া যাওয়া। **নৌকাদণ্ড**—দাঁড়। **নৌকাপথ**—যে পথ নৌকায় অতিক্রম করিতে হয়, জলপথ। **নৌকাবিলাস, নৌকাবিহার, নৌকালীলা**—শ্রীকৃষ্ণের গোপীগণসহ যমুনায় নৌকায় লীলা-বিশেষ। **নৌকাযাত্রা**—নৌকায় আরোহণ করিয়া যাত্রা। **দু নৌকায় পা দেওয়া**—অসমীচীন ভাবে দুই কূল বজায় রাখিতে চেষ্টা করা; দ্বিধান্বিত হইয়া কার্য পণ্ড করার অবস্থায় উপনীত হওয়া।

নৌতুন—(ব্রজবুলি) নূতন। **নৌবত**—নহবত।

ন্যক্কার—বি. বমি। **ন্যক্কারজনক**—ণ. যাহাতে বমনের উদ্রেক হয়, অতিশয় ঘৃণ্য।

ন্যগ্রোধ—[ন্যক্‌রোধ, যে ঝুরি প্রভৃতির দ্বারা নিম্নদেশ রোধ করে] বি. বটবৃক্ষ। **ন্যগ্রোধ-পরিমণ্ডল**—চারি হস্ত প্রমাণ লম্বা ও তদনুরূপ চওড়া সুপুরুষ। স্ত্রী. **ন্যগ্রোধপরিমণ্ডলা**—বিপুল নিতম্বা ক্ষীণমধ্যা সুগঠিতদেহা সুন্দরী।

ন্যক্কতা—বি. অশ্লীলতা। [সং.]

ন্যচ্ছ—বি. রোগ-বিশেষ, মেছেতা। [সং]

ন্যস্ত—[নি-অস্‌+ক্ত] ণ. স্থাপিত; অর্পিত; নিহিত; পতিত (ন্যস্ত অর্থ; যে ভার ন্যস্ত হইল; হস্তে কপোল ন্যস্ত করিয়া ভাবিতেছে); ত্যক্ত (ন্যস্ত-শস্ত্র—যে অস্ত্র ত্যাগ করিয়াছে)। **ন্যস্য**—ণ. ন্যাস করিবার যোগ্য।

ন্যাংবোট—[ইং. long boat] বি. জাহাজের পিছনে বাঁধা নৌকা; অকর্মণ্য সঙ্গী, মোসাহেব।

ন্যাকড়া—বি. নেকড়া; ণ. যে আঁকড়াইয়া থাকে (মেয়ে-ন্যাকড়া—যে মেয়েদের দলে থাকিতে ও মেয়েদের মত গৃহস্থালীর কাজ করিতে ভালবাসে)।

ন্যাকরা—[ফা. নখ্‌রা] ছলচাতুরী; ন্যাকামি; বাড়াবাড়ি।

ন্যাকা—নেকা দ্রঃ। স্ত্রী. নেকী। **ন্যাকা সাজা**—ভাল মানুষ সাজা, না জানার ভান করা।

ন্যাজা—ণ. নেঙ্‌, ভাঙা, খঞ্জ। [সং. নগ্ন]

ন্যাজাগাড়ী—বি. ঢেঁকির নেজ অর্থাৎ পশ্চাদ্ভাগ মাটিতে ঠেকিয়া ঠেকিয়া যে গর্ত হয় তাহা।

ন্যাবা—বি. কামলা, পাণ্ডুরোগ।

ন্যায়—[নি-ই+অ, যাহা সত্যে লইয়া যায়] বি. যুক্তি, যাথার্থ্য, ঔচিত্য, (ন্যায়-অন্যায় বোধ; ন্যায়সম্মত, ন্যায়বিরুদ্ধ, ন্যায়বিচার); বিচার (ন্যায়াধীশ); গৌতমপ্রণীত দর্শন-বিশেষ, তর্কশাস্ত্র (ন্যায়শাস্ত্র); যুক্তিমূলক সুপ্রসিদ্ধ দৃষ্টান্ত (এরূপ ন্যায় বহু, নিম্নে কয়েকটি উদ্ধৃত হইতেছে); যুক্তি-পদ্ধতি-বিশেষ, syllogism; (বাং) অব্য. তুল্য, মতন (সন্তানের ন্যায়)। **ন্যায়কর্তা(-র্তৃ)**—বিচারক। **ন্যায়তঃ**—অব্য ক্রি. ণ. সুবিচার অনুসারে। **ন্যায়নিষ্ঠ**—সুবিচারনিষ্ঠ। **ন্যায়নিষ্ঠা**—ঔচিত্য-নিষ্ঠা, অপক্ষপাত। **ন্যায়পথ**—সুবিচার-নির্দেশিত পথ। **ন্যায়পর, ন্যায়পরায়ণ, ন্যায়বান্** (-বৎ)—সুবিচার-পরায়ণ। বি **ন্যায়-পরতা, ন্যায়পরায়ণতা, ন্যায়বত্তা**। **ন্যায়বুদ্ধি**—বিচারবুদ্ধি, অপক্ষপাত। **ন্যায়-বিরুদ্ধ**—অন্যায়। **ন্যায়মার্গ**—যাহা খুব সঙ্গত সেই পথ, ধর্মপথ। **ন্যায়শাস্ত্র**—তর্ক-শাস্ত্র। **ন্যায়শৃঙ্খল**—যুক্তিপরম্পরা, sorites। **ন্যায়সঙ্গত, ন্যায়সম্মত**—ন্যায্য, উচিত। **ন্যায়াধিকরণ**—বিচারালয়; দেওয়ানী আদালত। **ন্যায়াধীশ**—বিচারপতি। **ন্যায়া-ন্যায়**—সঙ্গত ও অসঙ্গত। **ন্যায়ালঙ্কার, ন্যায়রত্ন, ন্যায়তীর্থ**—ন্যায়শাস্ত্রে অভিজ্ঞ পণ্ডিতের উপাধি। **ন্যায়ালয়**—আদালত। **ন্যায়িক**—বিচার-সংক্রান্ত, judicial। **ন্যায়ী** (-য়িন্)—ন্যায়নিষ্ঠ। **ন্যায়োপেত**—ন্যায়ধর্মে প্রতিষ্ঠিত, ন্যায়নিষ্ঠ। (১) **অন্ধহস্তিন্যায়**—অন্ধেরা হস্তীর আকৃতি প্রত্যক্ষ করিতে পারে না, কাজেই তাহার দেহের নানা অংশ স্পর্শ করিয়া নানা জনে বিভিন্ন আংশিক সত্যে উপনীত হয়, সত্য সম্বন্ধে এমন আংশিক ধারণাকে অন্ধহস্তিন্যায় বলা হয়। (২) **অন্ধপঙ্গুন্যায়**—অন্ধ দেখিতে পায় না, পঙ্গু চলিতে পারে না, কিন্তু দুজনের শক্তি সম্মিলিত হইলে, অর্থাৎ পঙ্গু যদি অন্ধের স্কন্ধারূঢ় হয় তবে দুই জনেরই পথ চলা সম্ভব হয়। (৩) **উষ্ট্রকণ্টকভক্ষণন্যায়**—উট যেমন কাঁটাগাছ খাইয়া অল্প সুখ ও প্রচুর দুঃখ ভোগ করে, সেইরূপ অল্প সুখের আশায় লোকে প্রচুর দুঃখ ভোগ করে। (৪) **কাকতালীয় ন্যায়**—গাছে পাকা তালের উপর কাক বসিতেই তালটি পড়িয়া গেল, অতিপক্কতা হেতু কাক না বসিলেও হয়ত তালটি

পড়িত। কাজেই তাল পতনের কারণ কাক না হইলেও আপাতদৃষ্টিতে কাককে কারণস্বরূপ মনে হয়; প্রকৃত কারণ ভিন্ন অন্যকে কারণ বলিয়া ভ্রম, আকস্মিক যোগাযোগ, coincidence. (৫) **গড্ডলিকা-প্রবাহন্যায়**—মেষের দল যেমন নির্বিচারে পূর্ববর্তী মেষের অনুগামী হয়, সেইরূপ নির্বিচারে অনুসরণ। (৬) **দগ্ধপত্র-ন্যায়**—দগ্ধপত্র যেমন পত্রের আকার-বিশিষ্ট হইলেও আসলে অসত্য পদার্থ, সেইরূপ আপাত-দৃষ্টিতে সত্য বলিয়া প্রতীয়মান হইলেও অনেক-কিছু আসলে অসত্য। (৭) **পঙ্কপ্রক্ষালনন্যায়**-পাঁকে পা দিয়া পরে পা ধুইয়া ফেলার চেয়ে পাঁকে পা না দেওয়াই ভাল। (৮) **শ্যেনকপোতন্যায়**—শ্যেন যেমন অকস্মাৎ কপোতকে আক্রমণ করে, সেইরূপ আকস্মিক দুঃখ-বিপত্তি। (৯) **স্ফটিকলৌহিত্যন্যায়**—স্ফটিক যেমন জবার সান্নিধ্যে লোহিত বর্ণ ধারণ করে, কিন্তু জবা অপসারণ করিলে পূর্বের মত, দেখায়, সেইরূপ। **ন্যায়ের ফাঁকি**—কূট প্রশ্ন, শুনিতে যুক্তির মত, কিন্তু আসলে কুতর্ক।

ন্যায্য—[ন্যায়+য] ণ. ন্যায়সঙ্গত, সমুচিত (ন্যায্য পাওনা)। **ন্যায্য গণ্ডা**—ন্যায্য পাওনা। **ন্যায্যমূল্যের দোকান**—fair price shop, সরকারের নির্দিষ্ট দরে খাদ্য দ্রব্যাদি বিক্রয়ের দোকান। **ন্যায্যান্যায্য**—ন্যায়ান্যায়, সঙ্গত অসঙ্গত। [অতিশয় লোভী।

ন্যালাখেপা—ণ. যাহার জিহ্বা হইতে লালা ঝরে,

ন্যালাখ্যাপা—ন্যালা দ্রঃ।

ন্যাস—[নি-অস্‌—ঘঞ্] বি. স্থাপন, বিন্যাস; অর্পণ, গচ্ছিত রাখা, trust; গচ্ছিত বস্তু; পরিত্যাগ (কর্মন্যাস)। **ন্যাসপাল, ন্যাসরক্ষক**—ন্যাসরূপে রক্ষিত ধনাদি রক্ষাকারী বা তাহার ভাণ্ডারী, trustee। **ন্যাস-সমিতি**—ন্যাস-রক্ষক সমিতি, trust board। **ন্যাসিক**—ন্যাসরক্ষাকারী। **ন্যাসী** (-সিন্‌)—ন্যাসরক্ষক; সন্ন্যাসী।

ন্যুব্জ—[নি-উব্জ+অ] ণ. কুব্জ, যাহার পিঠ বাঁকিয়া গিয়াছে, বক্র, উপুড়। স্ত্রী. **ন্যুব্জা**। **ন্যুব্জ খড়্গ**—বাঁকা তলোয়ার। **ন্যুব্জদেহ**—যাহার পিঠ ধনুকের মত বাঁকা; উট। **ন্যুব্জ-পৃষ্ঠ**—ধনুকের মত বা ডিমের মত বাঁকা পিঠ, যাহার, উত্তল, convex।

ন্যূন—[নি-উন্‌+অ] ণ. কম, নিকৃষ্ট, খাটো। বি. **ন্যূনতা**—কমতি; হীনতা। **ন্যূনপক্ষে, ন্যূনকল্পে**—ক্রি. ণ. কমপক্ষে, অন্ততঃ। **ন্যূনাতিরেক**—ন্যূনাধিক্য, অল্পতা ও আধিক্য। **ন্যূনাধিক**—ণ. কম-বেশী। **ন্যূনাধিক্য**—বি. কমবেশির ভাব; তারতম্য।

প

প—প-বর্গের প্রথম বর্ণ ও একবিংশ ব্যঞ্জনবর্ণ—অল্পপ্রাণ, ঘোষহীন।

-প—পানকারী (পাদপ, সোমপ); পালনকারী নৃপ)।

পইছা—পইঁছা দ্রঃ।

পইটা, -টে, পৈঠা—পৈঠা দ্রঃ। সিঁড়ির ধাপ।

পইতা, পৈতা—[সং. পবিত্র] বি. উপবীত, যজ্ঞসূত্র; যজ্ঞসূত্র ধারণরূপ সংস্কার (পইতা হওয়া; পৈতা দেওয়া)। **পইতাকাটা**—পৈতার জন্য সূতা কাটা। **পইতাধারী**—ব্রাহ্মণের চিহ্নমাত্রধারী গুণহীন ব্রাহ্মণ (অবজ্ঞার্থক)। **পৈতা ছিঁড়িয়া শাপ দেওয়া**—ব্রাহ্মণের গৌরব দেখাইয়া কঠোর শাপ দেওয়া। **চেনা বামুনের পৈতার দরকার নাই**—সুপরিচিতের নূতন করিয়া পরিচয় দেওয়া অনর্থক।

পইথান, পৈথান—বি. শোয়া মানুষের পায়ের দিক (পৈথানের বালিশ; পৈথানে বসা। বিপ. শিথান)। [পদস্থান]।

পইপই, পয়পয়—[সং. পদে পদে] অব্য. পুনঃ পুনঃ, বারবার (পইপই করে নিষেধ করা)।

পউখ-পাখালী—বি. পশুপক্ষী। (গ্রাম্য)।

পউটি—বি. ধানের মাপ-বিশেষ (১ পউটি=১৬ বিশে)।

পংক্তি—পঙ্‌ক্তি দ্রঃ।

পংখী—[সং. পক্ষী] বি. পাখী (ময়ূরপংখী)।

পঁইছা,-ছে,-চা, পঁইচি, পৈঁচি—[হি. পহুংচী] বি. হাতের গহনা-বিশেষ ('কঙ্কণ পঁইচি খুলে ফেল সখিনা'—নজরুল)।

পঁইত্রিশ—[পঞ্চত্রিংশৎ] বি. ৩৫ এই সংখ্যা; ণ. ৩৫ সংখ্যক। পিত্তলের গহনা-বিশেষ।

পঁইরী, পৈঁরী—ওরাওঁ মেয়েদের পায়ে পরিবার

পঁচাত্তর—[পঞ্চ-সপ্ততি] বি. ৭৫ এই সংখ্যা; ণ. ৭৫ সংখ্যক। **পঁচানব্বই**—পঞ্চ-নবতি, ৯৫ এই সংখ্যা অথবা সংখ্যক। **পঁচাশী**—পঞ্চাশীতি, ৮৫ এই সংখ্যা অথবা সংখ্যক। **পঁচিশ**—পঞ্চবিংশতি, ২৫ এই সংখ্যা অথবা সংখ্যক। **পঁচিশা,-শে**—মাসের পঁচিশ তারিখ।

পঁয়তারা—পাঁয়তারা দ্রঃ।

পঁয়তাল্লিশ—পঞ্চচত্বারিংশৎ, ৪৫ এই সংখ্যা অথবা সংখ্যক। **পঁয়ত্রিশ**—পঁইত্রিশ দ্রঃ। **পঁয়ষট্টি, পৈঁষট্টি**—পঞ্চষষ্টি, ৬৫ এই সংখ্যা অথবা সংখ্যক। [ইষ্টদেবতা। (ব্রজবুলি)।

পঁহু—[সং. প্রভু; প্রা. পহু] বি. প্রভু, স্বামী,

পঁহুছ—[হি. পঁহুচ] বি. নাগাল (পঁহুছ পাওয়া)। **পঁহুছন, পহুঁছন**—পৌছন; নাগালপাওয়া। **পঁহুছা**—পৌঁছা, উপস্থিত হওয়া।

পকপক্—অনুকার শব্দ।

পকেট—[ইং. pocket] বি. জামার জেব। **পকেটকাটা, পকেটমার**—বি. যে পকেট মারে বা কাটে অর্থাৎ পকেট হইতে টাকা-পয়সা চুরি করে, গাঁটকাটা। **পকেটস্থ করা**—পকেটে রাখা; আত্মসাৎ করা। **পকেটে হাত পড়া**—খরচের দায়ে পড়া।

পক্ব—[পচ্+ক্ত] ণ. পাকা; পরিণতিপ্রাপ্ত; অভিজ্ঞ; রান্না-করা বা সিদ্ধ-করা বা ভাজা বা পোড়া (পক্বান্ন; ঘৃতপক্ব); শাদা, শুক্লতাপ্রাপ্ত (পক্বকেশ); নিপুণ; পূর্ণ। **পক্বকৃৎ**—যাহা ব্রণাদি পাকায়। **পক্ববারি**—কাঁজি। **পক্বমধু**—আগুনে জ্বালাইয়া গাঢ় করা মধু। **পক্বাধান**—পরিপাকের স্থান, পাকাশয়। **পক্বান্ন**—রান্নাকরা ভাত; ঘৃতপক্ব মিষ্টান্ন; মোদক। **পক্বাশয়**—পাকস্থলী। **পক্বেষ্টকা**—পোড়া ইট।

পক্ষ—[পক্ষ্+অ] বি. চন্দ্রকলার হ্রাস ও বৃদ্ধির কাল; মাসার্ধ (শুক্লপক্ষ, কৃষ্ণপক্ষ); পাখা, পাখির ডানা; পালক; বাণের পুচ্ছ; দল, সংহতি, সম্প্রদায় (শত্রুপক্ষ; মিত্রপক্ষ; তৃতীয়পক্ষ); পরস্পর বিরোধী ব্যক্তি বা বিষয়ের একটি, তরফ (উত্তরপক্ষ, বাদীপক্ষ, পক্ষান্তরে); বিশেষ অবস্থা (তাহার পক্ষে ভাল, পারত পক্ষে); বিতর্কের দুই দিকের এক দিক (পূর্বপক্ষ, উত্তরপক্ষ); সহায় (পক্ষভুক্ত); সৈন্য; ভিত্তি; গৃহপার্শ্ব; বাহাদ্ধা; মত, বক্তব্য (আত্মপক্ষ সমর্থন করা); বিবাহ, স্ত্রী (দ্বিতীয় পক্ষ); দেহের অর্ধেক (পক্ষাঘাত); হস্তী। **পক্ষক**—খিড়কির দুয়ার। **পক্ষগ্রহণ**—একপক্ষে যোগদান, পক্ষপাতিত্ব করা। **পক্ষচর**—চন্দ্র। **পক্ষচ্ছেদ**—পাখাকাটা। **পক্ষজ**—চন্দ্র; মেঘ (পর্বতের পক্ষচ্ছেদ হইতে জাত)। **পক্ষতা**—পক্ষগ্রহণ। **পক্ষদ্বার**—পাশের দরজা, খিড়কির দুয়ার। **পক্ষধর**—চন্দ্র; পক্ষী; মিথিলার সুপ্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক (পক্ষধরের পক্ষ শাতন করি—সত্যেন্দ্রনাথ)। **পক্ষপাত**—একপক্ষ বেশী সমর্থন, একচোখোমি, অসমদর্শিতা; পাখীর পালক ঝরিয়াপড়া রোগ। **পক্ষপাতী**(-তিন্)—পক্ষপাতবিশিষ্ট। বি. **পক্ষপাতিত্ব, পক্ষপাতিতা**—পক্ষপাত, একচোখোমি। **পক্ষপুট**—পক্ষরূপ আবরণ, ডানার অভ্যন্তর। **পক্ষবল**—সাহায্যকারী; সহায়ের জোর। **পক্ষবাহন**—পক্ষ যাহার বাহন, পক্ষী। **পক্ষভাগ**—পার্শ্বদেশ, হাতীর পার্শ্বদেশ। **পক্ষমূল**—প্রতিপদ্ তিথি। **পক্ষ সঞ্চালন**—পাখা ঝাপ্টানো। **পক্ষ সমর্থন**—পক্ষাবলম্বন। **পক্ষাঘাত**—যে রোগে দেহের একপার্শ্ব বিকল হইয়া পড়ে, বাতব্যাধিবিশেষ, paralysis. **পক্ষান্ত**—অমাবস্যা অথবাপূর্ণিমা। **পক্ষান্তর**—অন্য পক্ষ, বিচার্য বিষয়ের অপর দিক্। **পক্ষান্তরে**—ক্রি. একপক্ষ পরে; অপর দিকে, অন্যবিবেচনায়। **পক্ষাপক্ষ**—দলাদলি। **পক্ষাবয়ব**—ন্যায়ের বা syllogism এর অঙ্গবিশেষ (minor premise)। **পক্ষাবলম্বন**—সমর্থন।

পক্ষিণী—বি. দুই দিবস ও তন্মধ্যবর্তী রাত্রি; বিহঙ্গী; পূর্ণিমা। [সং]

পক্ষী (-ক্ষিন্)—বি. যাহার ডানা আছে, পাখী, বিহগ, বিহঙ্গ, বিহঙ্গম, শকুন্ত, খগ; বাণ (মূলে পালক লাগানো থাকে বলিয়া)। স্ত্রী. **পক্ষিণী**। **পক্ষিনীড়**—পাখীর বাসা। **পক্ষিরাজ**—পাখীর রাজা, গরুড়; ডানা-ওয়ালা অতি দ্রুত-

গামী কাল্পনিক ঘোড়া (রাজপুত্রের পক্ষিরাজ ঘোড়া)। **পক্ষিশালা**—যেখানে নানাধরণের পক্ষী রাখা হয়, চিড়িয়াখানা, aviary. **পক্ষীন্দ্র**—গরুড়। [পক্ষী+ইন্দ্র] **পক্ষীমার, পক্ষীমারা**—পাখীমারা, ব্যাধ।

পক্ষীয়—ণ. পক্ষের, দলের। [পক্ষ+ঈয়]

পক্ষোদ্গম, পক্ষোদ্ভেদ—বি. ডানা বা পালক গজানো। [পক্ষ+উদ্গম, উদ্ভেদ]।

পক্ষ্ম (-ক্ষ্মন্)—বি. চোখের পাতার লোম, eyelash (পূর্ববঙ্গে: পিছি); পদ্মের কেশর; সুতার শেষ; পাখীর পালক। [পক্ষ্+মন্]।

পগার—[সং. প্রাকার; প্রা. পাগার] বি. অল্প পরিসর ও অগভীর খাত (এরূপ খাত কাটার ফলে খাতের পাশে একটি উঁচু আইলেরও সৃষ্টি হয়); পল্লীগ্রামের বাড়ী ও বাগানের চারিদিকে এমন পগার দেওয়া হয়। **পগার পার হওয়া**— পগার ডিঙ্গাইয়া ওপারে গিয়া পড়া: পলাইয়া সীমা বা নাগালের বাহিরে যাওয়া; ধরা পড়িবার সম্ভাবনা না থাকা (চোর তখন পগার পার)।

পগ্গ—বি. পাগড়ী। [কথ্য]

পঙ্ক—[পন্চ্ (বিস্তার করা)+অ] বি. পাঁক, কাদা; থকথকে বা লেপিবার যোগ্য দ্রব্য (চন্দনপঙ্ক); পঙ্খ, ঘরের মেঝে বা দেয়ালে চুণের মসৃণ লেপ (পঙ্কের কাজ); পাপ। **পঙ্কজ**—[পঙ্ক-জন্+ড] (পাঁকে যাহা জন্মে) পদ্ম। **পঙ্কজনেত্র**—পদ্মের মত নেত্র যাহার, বিষ্ণু। **পঙ্কজন্মা (-ন্মন্)**—পদ্মযোনি, ব্রহ্মা। **পঙ্কজিনী**—পদ্মলতা; পদ্মের ঝাড়; পদ্মসমূহ; যে পুকুরে পদ্ম জন্মে। **পঙ্কবাস**—কাঁকড়া। **পঙ্কমণ্ডূক**—শামুক। **পঙ্করুহ**—পদ্ম।

পঙ্কিল—[পঙ্ক+ইলচ্] ণ. পঙ্কযুক্ত, কর্দমপূর্ণ; কলুষিত (পাপ-পঙ্কিল)। **পঙ্কী (-ঙ্কিন্)**—[পঙ্ক+ইন্] ণ. পঙ্কযুক্ত; ক্লেদপূর্ণ। **পঙ্কোৎসব**—পুত্রের জন্মে কর্দমে মল্লযুদ্ধরূপ উৎসববিশেষ।

পঙ্‌ক্তি—[পন্চ্+ক্তি] সারি, পাঁতি, শ্রেণী, দল, সমূহ; লেখার লাইন। **পঙ্‌ক্তি-দূষক**—যে এক পঙ্‌ক্তিতে বসিয়া ভোজন করিলে সমস্ত পঙ্‌ক্তি অপবিত্র হয়, অপাঙ্‌ক্তেয় ব্রাহ্মণ। **পঙ্‌ক্তি-পাবন**—পঙ্‌ক্তির গৌরববর্ধক সর্ববেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ; যে-সমস্ত ব্রাহ্মণ-বংশে পুরুষানুক্রমে বেদচর্চা হইয়া আসিতেছে। **পঙ্‌ক্তি-ভোজন**—একসঙ্গে বসিয়া সামাজিক ভোজন।

পঙ্খ—বি. চুণের প্রলেপ বিশেষ। **পঙ্খের কাজ**—ঘরের মেঝে বা দেয়ালে চুণের কারুকার্য, lime-punning. (পঙ্ক দ্রঃ)

পঙ্খী—[সং. পক্ষী; হি. পঙ্খী] পক্ষী (গ্রাম্য-ভাষা)। **ময়ূরপঙ্খী**—ময়ূরের আকৃতির বজরা-জাতীয় নৌকা-বিশেষ। **পঙ্খীর দল**—রূপচাঁদ পক্ষী নামক খ্যাতনামা সঙ্গীত-রচয়িতার দল বা তাহার অনুকরণে গঠিত গানের দল (দলের প্রত্যেকে এক এক পাখীর নামে পরিচিত হইত)।

পঙ্গপাল—[সং. পতঙ্গ+পাল] বড় ফড়িঙের দল-বিশেষ (ইহারা ব্যাপক ভাবে শস্য নষ্ট করে); অবাঞ্ছিতের দল, যাহারা জাতির বা ব্যক্তি-বিশেষের সম্পদ্ নষ্ট করে; অসংখ্য লোক।

পঙ্গু—[পণ্+উ, গ আগম] ণ. বি. যাহার পা বিকল, খোঁড়া, চলচ্ছক্তিহীন।

পচ—[পচন] বি. পচা ভাব, শটন, বিকৃতি।

পচক—ণ. অগ্নিবর্ধক, হজমী ([পচ্+অক]।

পচন—পচিয়া যাওয়া, শটন (পচন-ক্রিয়া, পচন-নিবারক ঔষধ)। [বাং. পচ্+অন]

পচন—পাক, রন্ধন; পরিপাক। [সং. পচ্+অনট্]। **পচনশীল**—[বাং. পচন+সং. শীল] ণ. পচিয়া যাইতেছে বা সহজে পচিয়া যায় এমন।

পচপচ—কাদা মাড়াইয়া চলিতে যে শব্দ হয়; পিচকারী হইতে জল বাহির হইবার শব্দ; বার-বার পিক বা প্রচুর থুতু ফেলিবার শব্দ। **পচ-পচে**—যাহা পচ পচ করে; যাহা বেশী পচিয়া গিয়াছে (সমধিক ঘৃণায়—প্যাচ্ প্যাচ্, প্যাচ-পেচে)। [সার।

পচলা—পচন (পচ্‌লা ধরা); পচা গোবরের

পচা—ক্রি. বিকৃত হওয়া, শড়িয়া যাওয়া; ণ. যাহা পচিয়া গিয়াছে, বিকৃত, গলা, শড়া; ঘৃণিত, কুৎসিত; অকিঞ্চিৎকর; দূষিত (পচা ঘা); ভাপ্‌সা, গুমট (পচা গরম); একান্ত মূল্যহীন (ভিতরে পচা কাদার ভড়ভড়ানি—ঈশ্বর গুপ্ত; পচা কথা)। **পচা খেউড়**—অতি অশ্লীল খেউড়। **পচা গরম** যামে শরীর প্যাচ প্যাচ করে এমন গরম। **পচাগলা**—ণ. যাহা পচিয়া নষ্ট হইয়া গিয়াছে; একান্ত অব্যবহার্য।

পচা ভাদ্র (ভাদ্দর)—যখন বৃষ্টির ফলে রাস্তাঘাট অথবা ঘামের ফলে শরীর প্যাচ্ প্যাচ্ করে এমন ভাদ্রমাস। **পচা ঘা**—যে ক্ষতে ভিতরে ভিতরে পচন ধরিয়াছে।

পচাই, পচুই—বি. চাউল জোয়ার ইত্যাদি পচাইয়া তৈয়ারি করা মদ। **পচাইখানা**—পচাই প্রস্তুত অথবা বিক্রয় করিবার স্থান।

পচানি—বি. পচনহেতু নির্গত রস ; পচা জিনিষ ধোয়া জল ; পচন (পাট পচানি)। **পচানো** ক্রি. ণ. বিকৃত করা ; গাঁজানো।

পচাল—বি. ক্রমাগত বক্ বক্ করা। (কুৎসা বা অশ্লীল কথার অর্থে পচাল ব্যবহৃত হয় না)। **পচাল পাড়া**—ক্রমাগত বক্ বক্ করা। (পূর্ব-বঙ্গে : প্যাচাল)। **পচালে**—ণ. যে বেশী কথা বলে, যে পচাল পাড়ে।

পচ্চিম—[সং. পশ্চিম] পশ্চিম (প্রাচীন বাংলা ও গ্রাম্য)। **পচ্চিম-মুখো হয়ে বলা**—পশ্চিমে মক্কার কাবার দিকে মুখ করিয়া উক্তি করা, দিব্য করা। **পচ্চিমা**—ণ., বি. পশ্চিম-দেশীয় লোক, ভোজপুরী প্রভৃতি (সাধারণতঃ অবজ্ঞার্থক)।

পচ্চীকারী—বি. নানা রঙের কাচ বা পাথরের বসানো কারুকার্য, mosaic।

পচ্য—[পচ্+য] ণ. রান্নার যোগ্য।

পছন্দ, পসন্দ—[ফা. পসন্দ্] বি. নির্বাচন, মনোনয়ন ; রুচি অনুযায়ী হওয়া, চোখে ধরা (পছন্দ করা ; পছন্দ হওয়া) ; ণ. মনের মতন, রুচি অনুযায়ী ; নির্বাচিত। **পছন্দসই, পছন্দ-মাফিক**—মনের মত, রুচি মাফিক। **বেগম-পছন্দ**—(বেগম যাহা পছন্দ করেন) সুস্বাদু আম-বিশেষ।

পজ্ঝটিকা—বি. ষোড়শ মাত্রার মাত্রাবৃত্ত ছন্দ-বিশেষ (যথা : কা তব কান্তা কস্তে পুত্রঃ) [সং]

পজ্ঝাড়—পাজির পা-ঝাড়া, হদ্দ পাজি। (কথ্য)।

পঞ্চ—[পন্চ্ (বিস্তৃত হওয়া) + অ ; ফা. পন্জ] বি., ণ. পাঁচ, বা পাঁচ-সংখ্যক। **পঞ্চ উপাসক**—শাক্ত বৈষ্ণব শৈব সৌর ও গাণপত্য এই পাঁচ শ্রেণীর উপাসক। **পঞ্চক**—পাঁচের সমষ্টি ; পাঁচটি ; পাঁচ জনের পরামর্শ অথবা সভা; পাঁচজনের নিকট হইতে গৃহীত অর্থ-সাহায্য বা চাঁদা। **পঞ্চক-পাল**—বস্ত্র-বিশেষ। **পঞ্চকর্ম**—বমন রেচন নস্য নিরূহ অনুবাসন এই পাঁচ ধরণের শারীরিক চিকিৎসা ; অথবা উৎক্ষেপণ অবক্ষেপণ আকুঞ্চন প্রসারণ গমন এই পঞ্চকর্ম। **পঞ্চকর্মেন্দ্রিয়**—বাক্ পাণি পায়ু পাদ উপস্থ। **পঞ্চকষায়**—জম্বু শাল্মলি বাট্যাল (বেড়েলা) বকুল বদর (কুল) এই পাঁচ গাছের বাকলের রস। **পঞ্চকোষ**—দর্শনমতে আত্মার পঞ্চ আবরণ, অন্নময় প্রাণময় মনোময় বিজ্ঞানময় আনন্দময় কোষ। **পঞ্চগঙ্গা**—গঙ্গা গোমতী কৃষ্ণবেণী পিনাকিনী ও কাবেরী। **পঞ্চগব্য**—দধি দুগ্ধ ঘৃত গোময় ও গোমূত্র। **পঞ্চগব্যঘৃত**—পঞ্চগব্য দিয়া প্রস্তুত কবিরাজী ঔষধ-বিশেষ, বিষমজ্বরে ব্যবহৃত হয়। **পঞ্চগুণ**—শব্দ স্পর্শ রূপ রস ও গন্ধ এই পঞ্চ ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য গুণ। **পঞ্চগৌড়**—সরস্বতী তীরের প্রদেশ, কনৌজ, উৎকল, মিথিলা ও গৌড়। **পঞ্চচামর**—সংস্কৃত ছন্দঃ বিশেষ। **পঞ্চচূড়**—মাথায় পাঁচ ঝুঁটি বা শিখা-বিশিষ্ট (দণ্ডিত ব্যক্তি-বিশেষ)। **পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়**—নাসিকা জিহ্বা চক্ষু ত্বক্ ও কর্ণ। **পঞ্চতত্ত্ব**—ক্ষিতি অপ তেজঃ মরুৎ ব্যোম (সাংখ্যমতে) ; মৎস্য মাংস মদ্য মুদ্রা মৈথুন (তন্ত্রমতে) ; গুরুতত্ত্ব মনতত্ত্ব মন্ত্রতত্ত্ব দেবতত্ত্ব ও ধ্যানতত্ত্ব (বৈষ্ণবমতে)। **পঞ্চতন্ত্র**—বিষ্ণুশর্মা-কৃত সংস্কৃত নীতিগল্পগ্রন্থ। **পঞ্চতপাঃ** (-পস্)—চারিদিকে আগুন ও মাথার উপর সূর্যকে রাখিয়া তপস্যাকারী। **পঞ্চতিক্ত**—নিম গুলঞ্চ বাসক পলতা ও কন্টিকারী। **পঞ্চত্ব**—ক্ষিতি অপ্ তেজ মরুৎ ব্যোম এই পঞ্চভূতে মিশিয়া যাওয়া অর্থাৎ মৃত্যু। **পঞ্চত্ব-প্রাপ্ত**—ণ মৃত। **পঞ্চত্বপ্রাপ্তি**—মৃত্যু। **পঞ্চতীর্থ**—জ্ঞানবাপী নন্দিকেশ্বর তারকেশ্বর মহাকালেশ্বর ও দণ্ডপাণি—কাশীর এই পাঁচটি পুণ্য স্থান। **পঞ্চদশী**—ণ. পঞ্চদশস্থানীয়া ; ১৫ বৎসর বয়স্কা ; বি. পূর্ণিমা বা অমাবস্যা ; বিদ্যারণ্য-কৃত বেদান্তগ্রন্থ। **পঞ্চদেবতা**—গণেশ সূর্য বিষ্ণু শিব দুর্গা। **পঞ্চধা**—ক্রি. ণ. পাঁচ খণ্ডে প্রকারে বা দিকে ; পাঁচ বার। **পঞ্চনদ**—শতদ্রু বিপাশা ইরাবতী চন্দ্রভাগা ও বিতস্তা—এই পাঁচটি নদযুক্ত দেশ, পঞ্জাব। **পঞ্চনখ**—যে জন্তুর পায়ে পাঁচ নখ আছে (শশক শল্লকী গোধা গণ্ডার কূর্ম)। **পঞ্চপাণ্ডব**—পাণ্ডুর পাঁচ ছেলে, যুধিষ্ঠির ভীম অর্জুন নকুল ও সহদেব। **পঞ্চপিতা**—পিতা শ্বশুর ভয়ত্রাতা অন্নদাতা ও গুরু। **পঞ্চপ্রদীপ**—আরতির জন্য পঞ্চমুখ প্রদীপ। **পঞ্চপ্রাণ**—

প্রাণ অপান উদান ব্যান ও সমান—এই পঞ্চবিধ প্রাণবায়ু। **পঞ্চভুজ**—পাঁচটি সরল রেখা দ্বারা আবদ্ধ ক্ষেত্র, pentagon. **পঞ্চভূত**—ক্ষিতি অপ্ তেজঃ মরুৎ ও ব্যোম। **পঞ্চমকার**—মৎস্য মাংস মদ্য মুদ্রা ও মৈথুন। **পঞ্চপল্লব**—বট অশ্বত্থ আম্র ও প্লক্ষ যজ্ঞডুমুর—ইহাদের পল্লব। **পঞ্চপাত্র**—(বাং) হিন্দু পূজায় ব্যবহৃত পাত্র-বিশেষ। **পঞ্চবট**—অশ্বত্থ বিল্ব বট ধাত্রী অশোক। **পঞ্চবটী**—এই পঞ্চবটের উপবন অথবা সাধনস্থান, রামায়ণোক্ত দণ্ডকারণ্যস্থ পঞ্চবটী বন। **পঞ্চবন্ধন**—লোভ ক্রোধ মোহ মান ও ঔদ্ধত্য। **পঞ্চবাণ**—[কর্মধা] মদনের পাঁচটি বাণ (পদ্ম অশোক চূত নবমল্লিকা ও রক্তোৎপল—এই পঞ্চ পুষ্পবাণ, অথবা সম্মোহন উন্মাদন শোষণ তাপন ও স্তম্ভন), [বহুব্রী] মদন। **পঞ্চ মহাযজ্ঞ**—ব্রহ্মযজ্ঞ (বেদাধ্যয়ন) পিতৃযজ্ঞ (পিতৃপুরুষের তর্পণ) দেবযজ্ঞ (হোম) ভূতযজ্ঞ (ভূতবলি) নৃযজ্ঞ (অতিথি-সেবা)—গৃহস্থের এই নিত্য-অনুষ্ঠেয় কর্ম। **পঞ্চমুখ**—শিব, যে অনেক বেশী কথা বলে, বাচাল ('কুকথায় পঞ্চমুখ কণ্ঠভরা বিষ')। **পঞ্চরং,-রঙ্গ**—দাবা খেলায় রাজাকে মাত্ করিবার পদ্ধতি-বিশেষ, একসঙ্গে পাঁচরকম নেশা। **পঞ্চরত্ন**—নীলকান্ত হীরক পদ্মরাগ মুক্তা ও প্রবাল। **পঞ্চরাজচিহ্ন**—খড়্গ ছত্র উষ্ণীষ পাদুকা ও চামর। **পঞ্চরাত্র**—উপদেশপূর্ণ সংস্কৃত গ্রন্থ-বিশেষ। **পঞ্চলবণ**—সৈন্ধব সামুদ্র বিট উদ্ভিদ্ ও সৌবর্চল—এই পাঁচ প্রকার কবিরাজী লবণ। **পঞ্চলোহক, লৌহ**—সোনা রূপা তামা রাঙ্ ও সীসা। **পঞ্চশর**—পঞ্চবাণ (উভয় অর্থে)। **পঞ্চশস্য**—ধান মাষকলায় যব তিল বা শ্বেতসর্ষপ ও মুগ। **পঞ্চসুগন্ধিক**—কর্পূর কক্কোল লবঙ্গ সুপারি ও জাতীফল।

পঞ্চত্রিংশৎ—৩৫ এই সংখ্যা।

পঞ্চদশ—বি. ণ. ১৫ এই সংখ্যা বা সংখ্যক।

পঞ্চবিংশতি—২৫ এই সংখ্যা।

পঞ্চম—ণ. ৫ এই সংখ্যার পূরক, বি. স্বরগ্রামের পঞ্চম স্বর, পা; রাগ-বিশেষ; স্ত্রীলোকের পাদভূষণ-বিশেষ; মাদ্রাজ রাজ্যের অস্পৃশ্য জাতি।

পঞ্চমী—ণ. পঞ্চমস্থানীয়া; বি. পঞ্চমী তিথি; ব্যাকরণে পঞ্চমী বিভক্তি; দ্রৌপদী। **পঞ্চমী অবস্থা**—দশ দশার অন্যতম, বালিশ্য, বিবর্ণতা।

পঞ্চষষ্টি—৬৫ এই সংখ্যা।

পঞ্চসপ্ততি—৭৫ এই সংখ্যা। **পঞ্চসপ্ততি-তম**—পঁচাত্তর-এর পূরক।

পঞ্চাইত, পঞ্চায়ৎ, পঞ্চায়েত—[হি. পঞ্চ] বি. গ্রামের বিচার-সভা, স্বশ্রেণীর বিচার-সভা (পঞ্চায়েৎ ডাকা)। **পঞ্চায়তি**—পঞ্চায়েতের কার্য বা বিচার, পঞ্চায়েতের বিচারকের পদ বা কার্য। **পঞ্চায়তী**—ণ. পঞ্চায়ত বিষয়ক, পঞ্চায়ত দ্বারা নিষ্পন্ন (পঞ্চায়তী বিচার)।

পঞ্চাগ্নি—গার্হপত্য দক্ষিণ আহবনীয় সভ্য ও আবসথ্য এই পাঁচ অগ্নি। **পঞ্চাঙ্গ**—ণ. যাহার পাঁচটি অঙ্গ। [পঞ্চ+অঙ্গ, ব্রী]। **পঞ্চাঙ্গ-প্রণাম**—বাহু জানু মস্তক বক্ষঃস্থল ও চক্ষু এই পঞ্চ অঙ্গের দ্বারা প্রণাম। **রাজ্যের পঞ্চাঙ্গ**—সহায় সাধনোপায় দেশকালবিভাগ বিপত্তি-প্রতিকার ও সিদ্ধি। **পঞ্চাঙ্গশুদ্ধি**—হৃদয় শির শিখা বাহুমূল ও চক্ষু—এই পঞ্চ অঙ্গের শুদ্ধি। **পঞ্চাঙ্গুল**—ণ. পঞ্চ অঙ্গুলি পরিমিত। **পঞ্চাঙ্গুলি**—হাতের পাঁচ অঙ্গুলি, পাঁচ অঙ্গুলি-যুক্ত হস্ত। **পঞ্চানন**—[পঞ্চ+আনন, বহুব্রী] বি শিব, সিংহ। **পঞ্চানন্দ**—বি (বাং) শিশুর অপকারক অপদেবতা-বিশেষ, পেঁচো; হাস্য-কৌতুকাত্মক পাঁচমিশালী সাহিত্য।

পঞ্চান্ন—বি. ণ. ৫৫ এই সংখ্যা বা সংখ্যক।

পঞ্চামৃত—দধি দুগ্ধ ঘৃত মধু শর্করা—অমৃততুল্য এই পঞ্চ দ্রব্য; গর্ভিণীর পঞ্চম মাসে পঞ্চামৃত-সেবন-রূপ অনুষ্ঠান। (গ্রাম্য—পঞ্চামর্ত, পঞ্চামেত)। **পঞ্চাম্নায়**—বি. শিবের পঞ্চমুখ হইতে নির্গত আগম বা তন্ত্রশাস্ত্র। **পঞ্চাম্র**—অশ্বত্থ নিম চাঁপা বকুল নারিকেল এই পাঁচ বৃক্ষ। **পঞ্চাম্ল**—কুল ডালিম তেঁতুল (বা আমড়া) অম্লবেতস, নেবু।

পঞ্চায়ৎ, পঞ্চায়তি,-য়েত—পঞ্চাইত দ্রঃ।

পঞ্চায়ুধ—বি. তরবারি শক্তি ধনুক কুঠার বর্ম—এই পঞ্চ অস্ত্র। [পঞ্চ+আয়ুধ]।

পঞ্চাল—বি. গঙ্গাতীরবর্তী প্রাচীন রাজ্য। [সং.]

পঞ্চালিকা, পঞ্চালী—বি. কাপড় বা নেকড়া দিয়া প্রস্তুত পুতুল; পাঁচালী অর্থাৎ পাঁচালী ছড়া ও গান। [সং.]

পঞ্চাশ—[পঞ্চাশৎ]৫০ এই সংখ্যা। **পঞ্চাশৎ**—৫০। **পঞ্চাশত্তম**—৫০ সংখ্যার পূরক। **পঞ্চাশ বার**—বার বার, বহু বার। **পঞ্চা-**

শিকা—৫০টি কবিতার সমষ্টি (চৌরপঞ্চাশিকা)।
পঞ্চাশীতি—পঁচাশী। [পঞ্চ+অশীতি]
পঞ্চাস্য—ণ. যাহার পাঁচ মুখ; বি. শিব। [পঞ্চ+আস্য, বহুব্রী.] [সং.]
পঞ্চিকা—বি বাজি রাখিয়া কড়িখেলা-বিশেষ।
পঞ্চীকরণ—বি. পঞ্চভূতকে বিভক্ত করিয়া তাহার সাহায্যে সৃষ্টির প্রক্রিয়া-বিশেষ। [পঞ্চ-চ্বি—কৃ+অনট্]।
পঞ্চেন্দ্রিয়—বি. চক্ষু কর্ণ নাসিকা জিহ্বা ত্বক্—এই পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয়; বাক পাণি পাদ পায়ু ও উপস্থ—এই পাঁচটি কর্মেন্দ্রিয়। [পঞ্চ+ইন্দ্রিয়]।
পঞ্চেষু—বি. কামের পঞ্চ বাণ; মদন। [পঞ্চ +ইষু কর্মধা. বা বহুব্রী.]।
পঞ্চোপচার—বি. গন্ধ পুষ্প ধূপ দীপ নৈবেদ্য—পূজার এই পঞ্চ উপচার। [পঞ্চ+উপচার]
পঞ্জড়ি, পঞ্জুড়ি—বি. পাশা খেলার দান-বিশেষ।
পঞ্জর—[পঞ্জ্ (রোধ করা)+অর] বি. কঙ্কাল, শরীরের হাড়ের খাঁচা; পাঁজরা, ribs; পিঞ্জর।
পঞ্জা, পাঞ্জা—[ফা. পন্‌জহ্] বি. প্রসারিত করতল ও পাঁচ অঙ্গুলি; দস্তখত বা সীলমোহরের পরিবর্তে করতলের ছাপ (পাঞ্জা ফরমান—বাদশাহের পাঞ্জার ছাপযুক্ত ফরমান বা সনদ); পায়ের বা জুতার সম্মুখভাগের চওড়া অংশ (পাঞ্জা এঁটে ধরেছে); পাঁচ ফোঁটার তাস। **পাঞ্জা কষা**—পাঞ্জা লড়া। **পাঞ্জা ধরা**—বিন্তি খেলায় পর পর পাঁচ বার জয়ের চিহ্নস্বরূপ পাঁচ ফোঁটার একখানি তাস আলাদা করিয়া রাখা; পাঞ্জা লড়া ('ধরি মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা'—নজরুল)। **পাঞ্জা লড়া**—পরস্পরের পাঁচ অঙ্গুলির সাহায্যে কব্জির বল পরীক্ষা করা; প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা।
পঞ্জি, পঞ্জিকা, পঞ্জী—বি. পাঁজি, তারিখ শুভাশুভক্ষণ তিথি-নক্ষত্র ইত্যাদি নির্দেশক গ্রন্থ; পারম্পর্যপূর্ণ বিবৃতি (ঘটনাপঞ্জী)। [সং.]
পঞ্জুড়ি—পঞ্জড়ি দ্রঃ। **প্রথমে পঞ্জুড়ি পড়া**—সূচনায়ই অশুভকর বা অসুবিধাকর কিছু ঘটা।
পট—অব্য. হঠাৎ ফাটিয়া যাওয়ার শব্দ-জ্ঞাপক; তাড়াতাড়ি (পট্ করিয়া বলা)। **পটপট**—পটকা-আদি ফাটার বা বৃষ্টির ফোঁটা পড়ার বা বেত্রাঘাতের শব্দ-জ্ঞাপক। **পটপটানো**—ক্রি. পটপট শব্দ করা।
পট—বি. যে বস্ত্রের দ্বারা বেষ্টন করা হয় (পাট-পটাবৃত); পর্দা, দৃশ্যপট, থিয়েটারের সীন (পট পরিবর্তন); বস্ত্র (পটগৃহ; পট-মণ্ডপ); চিত্র অঙ্কনের বস্ত্র-বিশেষ, canvas (পটে আঁকা; আকাশ-পটে দেদীপ্যমান); ছবি; চিত্র অঙ্কনের কাঠের ফলক। [পট্+অ]। **পটকার**—চিত্রকর; তন্তুবায়। **পটক, পটকুটী, পট-বেশ্ম, পটবাস, পটাবাস**—তাবু, শিবির। **পটভূমিকা**—পশ্চাৎ-ভূমি, যে দৃশ্যপটের সম্মুখে অভিনয় হয়, background। **পটমঞ্জরী**—রাগিণী-বিশেষ। **পটমণ্ডপ**—শামিয়ানা ইত্যাদি দ্বারা সজ্জিত মণ্ডপ, তাঁবু।
পটকা—বি. পট্ পট্ করিয়া শব্দ করে এমন আতসবাজি-বিশেষ, cracker; মাছের পেটের ভিতরকার বায়ুপূর্ণ থলি; ণ. দুর্বল, জীর্ণ (রোগা-পট্‌কা চেহারা)।
পটকান—[হি. পট্‌কনা, পট্‌কানা] বি. হঠাৎ পতন, আছাড় (পট্‌কান খাওয়া)। **পটকানো**—ক্রি. ফেলা, আছাড় দেওয়া; পরাস্ত করা; রোগে পড়া। **পটকান মারা**—আছাড় দিয়া ফেলা (সাধারণতঃ কুস্তির প্যাঁচে)। **পটকানি**—আছাড় (ছেলে পটকানি—মাথাকুটা, আছাড়ি-পিছাড়ি করা)। **পটকে দেওয়া**—আছাড় দেওয়া (বিশেষতঃ কুস্তির প্যাঁচে)।
পটপটি—বি. বাড়াবাড়ি, বাচালতা, আস্ফালন (মুখেই যত পট্‌পটি); (কথ্য) পর্পটী নামক কবিরাজী ঔষধ।
পটল—[পট্+অল] বি. চাল, ছাদ; ঘরের চালের প্রান্ত, নীধ্র, ছাঁইচ; ছানি; পেটারা; সমূহ, পুঞ্জ (জলধর-পটল)। **পটলী**—চাল, ছাদ। **পটল তোলা**—বাস উঠানো; মরা। **পটলপ্রান্ত**—আচ্ছাদনের প্রান্তভাগ, চালের ছাঁইচ।
পটল, পটোল—[হি. পরবল; সং. পটোল] বি. পিত্তনাশক লতাফল-বিশেষ (আনাজ)।
পটহ—বি. ঢাক; কাণের ভিতরকার পর্দা-বিশেষ যাহার সাহায্যে শব্দজ্ঞান হয় (কর্ণপটহ বিদীর্ণকারী)।
পটা—ক্রি. খাপ খাওয়া; বনিবনাও হওয়া, ঘনিষ্ঠ হওয়া, মনের মিল হওয়া; রাজী হওয়া (ও দামে পট্‌ছেনা)। **পটানো**—রাজী করা; ভুলাইয়া বা খুশী করিয়া বশীভূত করা।
পটাং পটাং—অব্য. ক্রমাগত বেত্র মারিবার

শব্দ। **পটাৎ, পটাশ**—হঠাৎ কাটিয়া যাইবার শব্দ। **পটাপট্**—ব্যাপক পট্ পট্; তাড়াতাড়ি, ক্ষিপ্রগতিতে।

পটি, পটিকা, পটী—বি. বস্ত্রখণ্ড, কাপড়ের ফালি (মাথায় জলপটি দেওয়া); তালি; পণ্যবিশেষের দোকান-শ্রেণী বা অঞ্চল (লোহাপটী; কাপুড়ে পটী; পূর্ববঙ্গে—পট্টী); বারেন্দ্র কুলীন ব্রাহ্মণদের শ্রেণী বা মেল। [পট্টিকা; পাটক]। **পটীদার, পট্টিদার**—বি. গ্রামাংশের মালিক।

পটিমা (-মন্)—বি. পটুত্ব, নৈপুণ্য। [সং.]

পটীয়ান্ (-য়স্)—[পটু+ঈয়স্] ণ. বিশেষ পটু। স্ত্রী. **পটীয়সী** (নৃত্য-পটীয়সী)।

পটু—ণ. পারদর্শী, নিপুণ, দক্ষ; চতুর, চট্পটে (কথায় খুব পটু)। [পট্+উ]। বি. **পটুতা, পটুত্ব** (অশিক্ষিতপটুত্ব)।

পটুকা—বি. কোমরে জড়ানো কাপড়।

পটুয়া, পটো—বি. পট-নির্মাণকারী, চিত্রকর; সেকালের চিত্রকর জাতি। [সং. পট+বাং. উয়া]।

পটোল—পটল দ্র:। **পটোলী**—ঝিঙ্গা। **পটোলচেরা চোখ**—চেরা পটলের মত বড় ও সুগঠিত চোখ।

পট্ট—[পট্ (গমন করা, পাওয়া)+ক্ত] বি. রেশম বা পাট, কৌষেয় (পট্টবস্ত্র); পাটা, ফলক (শিলাপট্ট); ধোপার পাট; পাট্টা, রাজশক্তির তরফ হইতে দেওয়া সনদ; এরূপ সনদ লিখিবার প্রস্তর বা তাম্রফলক; পটী; কাপড়ের পাট, পাগড়ি; ওড়না; সিংহাসন (পট্ট-মহিষী—পাটরাণী); গ্রাম, নগর। **পট্টক**—পাট্টা; তাম্রাদির ফলক। **পট্টজ**—ণ. পট্টজাত; পাটের কাপড়।

পট্টন—বি. পত্তন, নগর। [পট্+তন]

পট্টনায়ক—বি. উপাধি-বিশেষ।

পট্টবস্ত্র—রেশমী বস্ত্র বা শাড়ী; পাটের কাপড়। **পট্টবাস**—তাবু। **পট্টশাক**—পাটশাক। **পট্টাম্বর**—পট্টবস্ত্র। [পট্ট+অম্বর]

পট্টি—[হি. পট্টি—মন্ত্রণা] বি. কুমন্ত্রণা; ধাপ্পা (পট্টি দেওয়া; পট্টি মারা—ধাপ্পাবাজি করা); পায়ে জড়াইবার গরম কাপড়ের ফালি (বুটপট্টি)।

পট্টিকা—বি. পটি, কাপড়ের টুক্রা, bandage। [সং.]। [বিশেষ। [সং]

পট্টিশ,-স—বি. দীর্ঘ ত্রিমুখ তরবারি-বিশেষ; বাজু-

পট্টী—বি. ঘোড়ার তলপেটি অর্থাৎ যে পেটি তাহার বুক পেঁচাইয়া বাঁধা হয়; ললাটভূষা।

পট্টু—বি. মোটা পশমী কাপড়-বিশেষ। [হি.]

পঠদ্দশা—[পঠৎ+দশা] বি. ছাত্রাবস্থা।

পঠন—[পঠ্+অনট্] বি পড়া অধ্যয়ন, পাঠ, আবৃত্তি। **পঠন-পাঠন**—অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা। **পঠনীয়**—ণ. পাঠ্য যাহা পড়িতে হইবে। **পঠিত**—ণ. যাহা পড়া হইয়াছে; উচ্চারিত। **পঠিতব্য**—ণ. যাহা পাঠ করিতে হইবে। **পঠ্যমান**—ণ যাহা পড়া হইতেছে। [পঠ্+কর্মে শ নচ্]

পড়তা—[হি. পড়তা] বি. পণ্যদ্রব্য উৎপাদন বা বিক্রয়ার্থ সংগ্রহের মোট খরচা (পড়তা পড় — মোট ব্যয়ের তুলনায় প্রত্যেকটির জন্য যোগ্য দাম পাওয়া); মিল; বনিবনাও (পড়তা হওয়া); সুদিন, সৌভাগ্য, পাশাদি খেলায় জয়ের দান (**পড়তা পড়া**—সুদিনের উদয় হওয়া; খেলায় মনের মত দান পড়া); হিসাব করিলে গড়ে যে সংখ্যা পাওয়া যায় (**গড়পড়তা**—ণ. গড়ে প্রত্যেকটির মাথাপিছু; বি. গড়ে যত পড়ে তাহা)।

পড়তি—বি. পতন, অবনতি; মূল্যহ্রাস, মন্দা (উঠ্তি-পড়তি); যাহা পড়িয়া যায় বা থাকে (মালের পড়তি-ঝরতি); ণ. বন্ধ হইবার বা লোপ পাইবার উপক্রম হইয়াছে এমন (পড়তি কারবার); যার অবসান হইতেছে (পড়তি বয়স পড়তি বেলা). পড়ন্ত, পতনোন্মুখ (পড়তি দশা)। **পড়তি বাজার**—চাহিদা কমিয়া দ্রব্যমূল্য হ্রাস হইতেছে এমন অবস্থা। (বিপ.—উঠ্তি বাজার)।

পড়ন্ত—ণ. যাহা পড়িয়া যাইতেছে, পড়তি (পড়ন্ত ঘর), তেজ কমিয়া যাইতেছে এমন পড়ন্ত রোদ; শেষ হইয়া আসিতেছে এমন (পড়ন্ত বেলা)।

পড়পড় (পড়্পড়্)—অব্য. কাপড় ছেঁড়ার শব্দ; ভাঙ্গিয়া পড়ার শব্দ। **পড়পড়** (পড়োপড়ো)—ণ. পতনোন্মুখ (মাথার উপরে বাড়ি পড়-পড়, তার খোঁজ রাখ কি—রবি)।

পড়শী,-সী—[প্রতিবাসী; হি. পড়োসী] বি প্রতিবেশী (পাড়াপড়শী)।

পড়া—ক্রি. পতিত হওয়া, মাটিতে পড়া (দাঁড়িয়ে ছিল হঠাৎ পড়ে গেল); আছাড় খাওয়া (পা পিছ্লে পড়া); ঝরা (কল থেকে জল পড়ছে); অনাবাদী থাকা (জমিগুলো পড়ে আছে); আদায় না হওয়া (খাতকদের কাছে অনেক টাকা পড়ে আছে); অবনতি হওয়া (অবস্থা পড়ে গেছে); কমা, মন্দীভূত হওয়া (জ্বর, রৌদ্র, ছুরির ধার, বেলা

পড়া); দাম কমা (বাজার পড়ে গেছে); বন্দী হওয়া (জালে পড়া ; মায়ায় পড়া); (মন্দ কিছু) আবির্ভূত হওয়া (বাঘ পড়া ; ডাকাত পড়া) হতাহত হওয়া (এক ফায়ারে ১০টা পাখী পড়েছে); বিপন্ন হওয়া (শক্ত পাল্লায় পড়েছে), সূচনা হওয়া (গরম পড়া; যে কাল পড়েছে); নত হওয়া, আশ্রিত হওয়া (পায়ে পড়া); উপস্থিত হওয়া (মনে পড়া ; সাড়া পড়া ; পথে এলাহাবাদ পড়বে), খরচ হওয়া (জামাটা বানাতে কত পড়ল ?); উপর হইতে পতিত হওয়া (বৃষ্টি পড়া, বাজ পড়া), বিবাহিত হওয়া (মেয়েটি ভাল ঘরেই পড়েছে) রহা, থাকা ('পড়ে থাকা পিছে, মরে থাকা মিছে', সামনে পড়া); আঘাত খাওয়া ('পড়িলে ভেড়ার শৃঙ্গে ভাঙ্গে হীরার ধার'); চলা (গায়ে পড়া); অবস্থান্তর প্রাপ্ত হওয়া (কষ্টে, বিপদে পড়া); আক্রান্ত হওয়া (জ্বরে বা অসুখে পড়া); স্রাব হওয়া (রক্ত পড়া); উৎপাটিত হওয়া (দাঁত বা চুল পড়া); শান্ত হওয়া (রাগ পড়া); প্রযুক্ত হওয়া (হাত পড়া) ; খাওয়া (পেটে ভাত পড়েছে), খালি বা বাসিন্দাশূন্য হওয়া (বাড়িটা পড়ে আছে) ; আকর্ষণের বস্তু হওয়া (চোখে পড়া); সম্মিলিত হওয়া (নদী সাগরে পড়া); ধরা, উৎপন্ন হওয়া (ময়লা পড়া ; ছাতা পড়া ; পোকা পড়া ; মরিচা পড়া); রান্নায় মসলা-আদি মিশ্রিত করা (গোলাপ কেওড়া পড়বে তবে তো সুগন্ধ হবে); ণ. পতিত, পরিত্যক্ত (পড়া বাড়ি, মাল); অকর্ষিত, অব্যবহৃত (পড়া জমি); ভূপতিত (শিলে পড়া আম); পতিত, হীন, দূষিত (পড়া ঘরে মেয়ে দেওয়া); বি. পতন (বড় শক্ত পড়া পড়েছে)। **পড়ান (নো)**—ক্রি. পাতিত করা, ধরান, লাগান, উৎপন্ন করান। বি. ণ. উক্ত সকল অর্থে। **পড়ে থাকা**—অনাদৃত হওয়া। **পড়ে পাওয়া**—কুড়াইয়া পাওয়া; সহজলভ্য। **পড়েছি মোগলের হাতে খানা খেতে হবে সাথে**—বেকায়দায় পড়িলে অনেক লাঞ্ছনা-অপমানই মুখ বুজিয়া সহ্য করিতে হয়। **আসন পড়া**—ভোজনের জন্য ঠাঁই হওয়া। **কালি পড়া**—কালো দাগ পড়া (চোখের নীচে কালি পড়েছে)। **কিল পড়া**—কিল খাওয়া। **গলে পড়া**—তরল হইয়া ক্ষরিত হওয়া, স্নেহে অথবা করুণায় বিগলিত হওয়া। **চর পড়া**—পলিমাটির দ্বারা চরের সৃষ্টি হওয়া। **চোখ পড়া**—দৃষ্টি আকৃষ্ট হওয়া; চোখে ধরা। **চোখে পড়া**—দৃষ্টিগোচর হওয়া ; প্রিয় হওয়া। **ছাই পড়া**—নষ্ট হইয়া যাওয়া। **জ্বরে পড়া**—জ্বরে আক্রান্ত হওয়া। **ঝাঁট পড়া**—আবর্জনা আদি ঝাঁটা দিয়া দূর করা। **জলে পড়া**—অপাত্রে পড়া; বরবাদ হওয়া। **টান পড়া**—কম হওয়া; আকর্ষণ বোধ করা (নাড়ীতে টান পড়েছে)। **টোল পড়া**—টোল খাওয়া (টোল দ্রঃ)। **ডাক পড়া**—আহ্বান আসা; কোন ব্যক্তির বিশেষ প্রয়োজন হওয়া। **দায়ে পড়া**—দায় দ্রঃ। **দেরী পড়া**—বিলম্বে আরম্ভ করা। **ধরা পড়া**—ধরা দ্রঃ। **ধরে পড়া**—নির্বন্ধাতিশয় প্রকাশ করা। **ধার পড়া**—ধার নষ্ট হওয়া, ভোঁতা হওয়া। **পা পড়ে যাওয়া**—বার্ধক্য-আদির জন্য হাঁটিতে না পারা। **পেট পড়া**—অনাহারে পেট নীচু হওয়া। **পেটে পড়া**—উৎকোচ স্বরূপ গ্রহণ করা; খাওয়া। **ফুল পড়া**—প্রসবের পর শিশুর গর্ভপুষ্প পতিত হওয়া। **লাল পড়া**—লালা নির্গত হওয়া, খুব লোভ হওয়া। **হাত পড়া**—হস্তক্ষেপ হওয়া। **হাতে পড়া**—কর্তৃত্বাধীন হওয়া; বশে আসা।

পড়া—ক্রি. (প্রাচীন বাংলায়, পঢ়া) পাঠ করা, অধ্যয়ন করা (বই পড়া, স্কুলে পড়া); উচ্চারণ করা, আবৃত্তি করা (মন্ত্র পড়া); বিদ্যা শিক্ষা করা (ছেলে স্কুলে পড়ে); ণ. পঠিত, অধীত (পড়া বই); মন্ত্রপূত (জলপড়া, চালপড়া); বি. পাঠ, অধ্যয়ন। **পড়া করা**—নির্দিষ্ট পাঠ প্রস্তুত করা। **পড়া দেওয়া**—পড়া করিয়াছে কিনা তাহার পরীক্ষা দেওয়া। **পড়া মুখস্থ করা**—পুনঃ পুনঃ পড়িয়া পাঠ কণ্ঠস্থ করা। **পড়া লওয়া**—পাঠ প্রস্তুত হইয়াছে কিনা জিজ্ঞাসা করিয়া তাহা জানা। **পড়াশুনা**—লেখাপড়া, পাঠাভ্যাস, অধ্যয়ন, বিদ্যা (ঢের পড়াশুনা আছে)। **পাখী-পড়া করা**—অবিকল মুখস্থ করানো (পাখী দ্রঃ)।

পড়াৎ—অব্য হঠাৎ চাবুক প্রভৃতি মারার শব্দ। **পড়াৎ পড়াৎ**—উপর্যুপরি এরূপ আঘাত।

পড়ানো—ক্রি. পাঠ অভ্যাস করানো; বিদ্যালয়-আদিতে পাঠের ব্যবস্থা করা; বুলি শিখানো বা মন্ত্রণা দেওয়া (পাখী পড়ানো; শিখানো পড়ানো)।

পড়িছা—[সং. প্রতীচ্ছক ; ওড়ি পড়িজা] বি.

তীর্থযাত্রীদিগের বাস বিগ্রহদর্শন ইত্যাদির তত্ত্বাবধায়ক পুরীর জগন্নাথ-মন্দিরের ছড়িদার।
পড়িনাতি—বি. প্রপৌত্র, পরনাতি।
পড়িয়ান, পড়েন—[সং. প্রতিবানি] বস্ত্রের আড়ের দিকের সূতা। (বিপ: তানা)।
পড়িহারী—[সং. প্রতিহারী] দ্বাররক্ষক, অন্তঃপুর-রক্ষক। (প্রাচীন বাংলা)।
পড়ুয়া, পড়ো—বি. যে পড়ে, ছাত্র ; ণ. যে বেশী পড়াশুনা করে (পড়ুয়া ছেলে ; পড়ুয়া লোক)।
পড়েন—বাটখারা (পড়্যান) ; পড়িয়ান।
পড়ো—ণ. যাহা পড়িয়া আছে ; অকর্ষিত, যেখানে মানুষের বসবাস নাই (পড়ো বাড়ী) ; বি. পড়ুয়া। **পড়োজমি**—পতিত জমি, অনাবাদী জমি।
পণ—[পণ্‌+অ] বি. ক্রয়-বিক্রয়ের দ্রব্য ; বাজি (পণ রাখিয়া নিখিল জিনিয়া নিতে চায় সে চাহে শুধু এক তিল—রবি) ; সঙ্কল্প, প্রতিজ্ঞা (পণ করা ; পণ রক্ষা, কঠিন পণ) ; শর্ত (ধনুক ভাঙ্গা পণ) ; মূল্য ; বিবাহে বরপক্ষকে অথবা কন্যাপক্ষকে দেয় অর্থ (বরপণ, কন্যাপণ) ; কুড়ি গণ্ডা কড়ি, এক আনা। **ধনুক ভাঙ্গা পণ**—ধনুক দ্রঃ। **পণক্রিয়া**—পণ-সম্পর্কিত গণনা (গ্রাম্য: পুণকে)। **পণপ্রথা**—বিবাহে নগদ টাকা লইবার প্রথা (বিশেষতঃ কন্যাপক্ষ হইতে বরপক্ষের)। **পণফাজিল, -লি**—নিলাম করিয়া দাবীর অতিরিক্ত প্রাপ্য অর্থ। **পণবদ্ধ**—প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ। **পণবন্ধ**—শর্ত, সন্ধি।
পণব—বি. বাদ্যযন্ত্র-বিশেষ, পাখোয়াজ ; সংস্কৃত ছন্দো-বিশেষ। [সং]
পণ্ড—[পণ্ড্‌+অ] ণ. ব্যর্থ, বিফল (চেষ্টা পণ্ড হওয়া) ; নষ্ট, ভণ্ডুল (কাজ পণ্ড হওয়া)। **পণ্ডশ্রম**—বৃথা শ্রম।
পণ্ডিত—[পণ্ডা (তর্ক-সাহিত্য বেদান্ত ইত্যাদি বুঝিবার মত তীক্ষ্ণ বুদ্ধি বা শাস্ত্রজ্ঞান)+ইতচ্‌] ণ. তীক্ষ্ণধী ; অভিজ্ঞ ; নিপুণ (রণ-পণ্ডিত) ; বিদ্বান ; জ্ঞানী (বিপ.—মূর্খ) ; বি. ব্রাহ্মণের উপাধি ; টোলের ও পাঠশালার শিক্ষক ; সংস্কৃতের ও বাংলার শিক্ষক (হেড পণ্ডিত)। স্ত্রী. **পণ্ডিতা**, (বাং) **পণ্ডিতানী**। **পণ্ডিতবর**—সম্মানিত বা শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত। **পণ্ডিতম্মন্য**—যে নিজেকে পণ্ডিত মনে করে। **পণ্ডিতমানী** (-নিন্‌) —পণ্ডিতম্মন্য। **পণ্ডিতমূর্খ**—যে পণ্ডিত হইয়া মূর্খের ন্যায় আচরণ করে ; যাহার পাণ্ডিত্য আছে, কিন্তু কাণ্ডজ্ঞান নাই। **পণ্ডিত-সভা**—পণ্ডিতদের বিচার-বিবেচনার সভা (সাধারণতঃ রক্ষণশীল)। **পণ্ডিতাভিমানী**(-নিন্‌)—ণ. যাহার পাণ্ডিত্যের অভিমান আছে। **পণ্ডিতি**—[পণ্ডিত+বাং, ই] বি. পণ্ডিতের কাজ (পণ্ডিতি করে) ; পাণ্ডিত্য প্রদর্শন, পাণ্ডিত্যের ভড়ং (আর পণ্ডিতি করতে হবে না)। **পণ্ডিতী**—[পণ্ডিত +বাং. ঈ] ণ. পণ্ডিতের তুল্য ; সেকেলে পণ্ডিতের অনুযায়ী (পণ্ডিতী চালচলন) ; সংস্কৃতবহুল (পণ্ডিতী ভাষা)। **পণ্ডিতী বাংলা**—সংস্কৃত শব্দবহুল বাংলা রচনা।
পণ্য—[পণ্‌+য] বি. ক্রয়-বিক্রয়ের বস্তু ; মাশুল, মূল্য ; ণ. মূল্য বিনিময়ে লভ্য, ক্রেয় (পণ্যদ্রব্য, পণ্যাঙ্গনা)। **পণ্যজীবী** (-বিন্‌)—ব্যবসায়ী, দোকানদার। **পণ্য-পত্তন**—যে নগরে পণ্যের আমদানী ও রপ্তানী বেশী হয়, port town। **পণ্যবীথিকা, -বীথি**—দোকান ; হাট-বাজার। **পণ্যশালা**—দোকান। **পণ্যাঙ্গনা**—[পণ্য+অঙ্গনা] গণিকা। **পণ্যাজীব**—[পণ্য+আজীব, স্ত্রী.] ব্যবসায়ী, সদাগর।
পতগ—[পত-গম্‌+ড, পক্ষের দ্বারা গমনকারী] বি. পক্ষী ; পতঙ্গ।
পতঙ্গ—[পত-গম+খচ্‌] বি. ফড়িঙ্‌ (পতঙ্গপাল —পঙ্গপাল) ; পক্ষযুক্ত ষট্‌পদ কীট, insect ; (সং) পক্ষী ; বাণ ; সূর্য। **পতঙ্গবৃত্তি**—পতঙ্গের মত আগুনে ঝাঁপ দেওয়া ; যাহা আপাত-মনোহর অগ্র-পশ্চাৎ বিবেচনা না করিয়া তাহাতেই ঝাঁপাইয়া পড়া। স্ত্রী. **পতঙ্গিনী**। **পতঙ্গিকা**—ক্ষুদ্র মক্ষিকা-বিশেষ।
পতঞ্জলি—বি. যোগসূত্র বা পাতঞ্জল-দর্শন প্রণেতা ও পাণিনি-ব্যাকরণের ভাষ্যকার মুনি-বিশেষ। [সং]
পতত্র—বি. পাখীর ডানা। [সং]
পতন—[পত্‌+অনট্‌] বি. পড়া; অবনতি; বিচ্যুতি, স্খলন, অধঃপতন (উত্থান-পতন ; তার মত লোকের এমন পতন) ; শত্রুকর্তৃক অধিকৃত হওয়া (দুর্গের পতন) ; ধ্বংস, নিধন, মৃত্যু (ইন্দ্রজিতের পতন ; রোম-সাম্রাজ্যের পতন)। **পতনোন্মুখ**—ণ. পড়পড়, পড়িবার উপক্রম হইয়াছে এমন (বহ্নিশিখায় পতনোন্মুখ পতঙ্গ)।
পত্‌পত্‌—অব্য. নিশান উড়ার শব্দ।
পতর—বি. ধাতুর পাত ; নাছি, রিবিট, rivet.
পতাকা—বি. নিশান, ধ্বজা, কেতন, বৈজয়ন্তী,

যাওয়া। (পতাকাদণ্ড—যাহার সাহায্যে পতাকা উড়ানো হয়); অঙ্গাভিনয়বিশেষ। [পত্‌+অক+আপ্‌]। **পতাকিক**—পতাকা-যুক্ত। **পতাকী**(-কিন্‌)—পতাকাধারী; শুভাশুভ চক্রচিহ্নবিশেষ। স্ত্রী. **পতাকিনী**—পতাকাযুক্ত সেনা; পাল তোলা নৌকা।

পতি—[পা (রক্ষাকরা)+ডতি] স্বামী, ভর্তা; রক্ষক, পালক; ঈশ্বর; রাজা; কর্তা, প্রভু; নেতা, পরিচালক (দলপতি; সভাপতি)। **পতিংবরা**—স্বয়ংবরা। **পতিকুল**—পতিগৃহ। **পতি-ঘাতিনী**—পতি-বধকারিণী। **পতিঘ্ন**—পতিহন্তা, প্রভুহন্তা; ণ. পতির মৃত্যুসূচক (পতিঘ্নী কররেখা)। **পতিদেবতা**—বি. দেবতার তুল্য পূজনীয় স্বামী। **পতিদেবতা, পতিদেবা**—(বহুব্রী.) ণ. যে স্ত্রীর কাছে পতি দেবতার ন্যায় পূজ্য, পতিব্রতা। **পতিপ্রাণা, পতিব্রতা**—ণ. পতিপরায়ণা, স্বামীর প্রতি একান্ত অনুরক্তা। স্ত্রী. **পতিবত্নী**—সধবা। **পতিবন্ধ**—পতির জ্ঞাতি ও স্বজন। **পতি-সেবা**—স্ত্রীকর্তৃক স্বামীর পরিচর্যা।

পতিঙ্গা—বি. (প্রাঃ) পতঙ্গাকার প্রদীপবিশেষ; ছোট পাখী-বিশেষ; ছোট ঘুঁড়ি-বিশেষ। [পতঙ্গ]।

পতিত—[পত্‌+ক্ত] ণ. যে বা যাহা পড়িয়া গিয়াছে (ভূপতিত); অধোগত (নরকপতিত); স্খলিত (স্বর্গপতিত); হীনতা-প্রাপ্ত; অস্পৃশ্য (পতিত জাতি); স্বধর্মভ্রষ্ট; পাপী ('পতিতোদ্ধারিণি গঙ্গে'); উপস্থিত, উদিত (নয়নপথে পতিত হইল); অনাবাদী (পতিত জমি)। **পতিত-পাবন**—ণ. পতিতের উদ্ধার-কর্তা। স্ত্রী. **পতিতপাবনী**। স্ত্রী. ণ. **পতিতা**—ভ্রষ্টা, গণিকা; কুচরিত্রা।

পত্তন—[পত্‌+তন] বি. আরম্ভ, সূচনা, স্থাপন (নগর পত্তন করা, ভিত্তি পত্তন করা); নগর; বন্দর (**পত্তনাধ্যক্ষ**—পোর্ট কমিশনার); পোতা, আড়ম্বর (বাইরে কোঁচার পত্তন ভেতরে ছুঁচোর কেত্তন)। **নাম পত্তন করা**—জমিদারি বা কালেক্টরির কাগজপত্রে নাম উঠানো।

পত্তন, পত্তনী—বি. নির্দিষ্ট খাজনায় ও মেয়াদে বন্দোবস্ত করা জমিদারির অংশ বা তালুক; ঐরূপ বন্দোবস্ত (পত্তন দেওয়া, পত্তনী দেওয়া)। **পত্তনীদার**—এরূপ তালুকের অধিকারী। **দরপত্তনী**—পত্তনীর অধীন পত্তনী। **সেপত্তনী**—(তৃতীয়পত্তনী) দরপত্তনীদারের অধীন পত্তনী।

পত্তর—[সং পত্র] বি. কাগজ; টুকরা কাগজ-সমূহ ইত্যাদি (অন্য শব্দের সঙ্গে যুক্ত হইয়া ব্যবহৃত হয়—কাগজপত্তর, চিঠিপত্তর; জিনিস-পত্তর; বায়নাপত্তর—বায়না দ্রঃ)।

পত্তি—[পদ্‌+ক্তি] বি. পদাতিক সৈন্য; বীর; সৈন্যের ছোট দল-বিশেষ; গমন।

পত্নী—বি. সহধর্মিণী; ভার্যা, জায়া, স্ত্রী। [পতি+ঈপ্‌, ন, আগম]। **পত্নীপ্রিয়**—পত্নীর অনুরাগের পাত্র স্বামী; পত্নীতে অনুরক্ত। **পত্নী-বৎসল**—পত্নীতে অত্যধিক অনুরক্ত।

পত্র, পত্ত্র—বি. পাতা, পল্লব; পুস্তকের পৃষ্ঠা; (চিঠি; লিখিত নির্দেশ (ত্যাগ-পত্র); লেখ্য; দলিল (বায়নাপত্র, চুক্তিপত্র; পত্র বা পত্তর করা—বিবাহে লেনদেন ঠিক করিয়া লেখাপড়া করা); ধাতুর পাত (স্বর্ণপত্র); ছাপা কাগজ (সংবাদপত্র); পক্ষ, ডানা; চন্দনাদি দিয়া পত্রাকৃতি রচনা; অস্ত্রাদির ফলক বা পাতা; প্রভৃতি, সমূহ, এবং অন্যান্য বস্তু (জিনিসপত্র, বিছানাপত্র)। [পত্‌+ত্র]। **পত্রদারক**—করাত। **পত্রনবীশ**—আফিসাদিতে পত্র রচনার ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তি। **পত্র-পাঠ**—ক্রি. ণ. পত্র পড়িবামাত্র, অগৌণে (পত্রপাঠ বিদায়—অগৌণে বিতাড়িত)। **পত্র-পুট**—পাতার ঠোঙা। **পত্রপুষ্প**—(পত্র পুষ্প যার) রক্ততুলসী। **পত্রবন্ধ**—পত্র-পুষ্পাদি দিয়া রচিত সাজসজ্জা। **পত্রবাহ, পত্রবাহক**—যে পত্র পৌঁছাইয়া দেয়, ডাক-হরকরা। **পত্রবেষ্ট**—বাহুর অলঙ্কার-বিশেষ। **পত্রব্যবহার, পত্রবিনিময়**—চিঠির আদান-প্রদান। **পত্রভঙ্গ**—পত্রলেখা-আদি রচনা। **পত্রমঞ্জরী**—বৃক্ষাদির অগ্রভাগ। **পত্র-রচনা**—ললাটে ও কপোলে তিলক রচনা। **পত্ররথ**—বাণ। **পত্ররেখা, পত্র-লেখা**—চন্দনাদি দিয়া কপোলাদিতে চিত্র রচনা, অলকা-তিলকা (চন্দনের পত্রলেখা বাম পয়োধরে—রবি)। **পত্রসূচী**—সূচীপত্র; কাঁটা। **পত্রহরিৎ**—পত্রের হরিৎবর্ণ উপাদান; chlorophyll। **পত্র-হারিকা**—পত্রবাহিকা দূতী। **আদেশ-পত্র**—নির্দেশপূর্ণ পত্র, হুকুমনামা। **গৌরব-পত্র**—প্রশংসা-পত্র।

চরম-পত্র—উইল। **চিঠিপত্র**—চিঠি; চিঠি ও সেই শ্রেণীর লেখা। **নিয়োগ-পত্র**—কোনও পদে নিযুক্ত করা হইল, সেই মর্মে লেখা। **মানপত্র**—উপাধি-বিষয়ক পত্র; সম্বর্ধনাজ্ঞাপক পত্র।

পত্রাঙ্ক—বইয়ের পাতার ক্রমিক সংখ্যা। **পত্রাবলী**—চিঠি-পত্রের সংগ্রহ (বিবেকানন্দের পত্রাবলী)। **পত্রালী**—পত্রাবলী।

পত্রিকা, পত্রী—বি. সংবাদপত্র, খবরের কাগজ; লেখ্য (জন্ম-পত্রিকা)। [সং]। **মাসিক পত্রিকা**—নানা রচনা-সম্বলিত প্রতিমাসে প্রকাশ্য গ্রন্থ-বিশেষ। **পত্রী**—[পত্র+ঈ] চিঠি; পত্রিকা। **পত্রী(ত্রিন্)**—বি. পক্ষী; পর্বত; বাণ; বৃক্ষ। [পত্র+ইন্]।

পত্রোদ্গম—বি. নূতন পাতা গজানো। [সং]। **পত্রোল্লাস**—(পত্রের হর্ষ যাহাতে) মুকুল।

পথ—[পথ্ (গমন করা)+অ] যদ্দারা গমনাগমন নিষ্পন্ন হয়, মার্গ, সরণি, সড়ক, রাস্তা (পথ চলা, রাজপথ, প্রবেশপথ); উপায়, ব্যবস্থা (আয়ের পথ; প্রাণরক্ষার পথ); কার্যসিদ্ধির উপায়, সদুপায়, কৌশল (এই-ই পথ, আর সব বিপথ; পথ বাতলে দেওয়া); দিক্, অভিমুখ (ধ্বংসের পথ); দ্বার, ছিদ্র, (জল-নিকাশের পথ); গোচর (নয়ন পথে); গমনের দিক্ (পথ দেখান)। **পথকর**—বি. রাস্তা তৈয়ার ও মেরামত বাবদ দেয় রাজকর, road-cess। **পথকার**—ণ. যে পথ প্রস্তুত করে। **পথখরচ**—বি. পথ অতিবাহনকালীন খরচ, পাথেয়। **পথ-চলতি**—ণ. যে পথে চলিতেছে, পথিক (পথ-চলতি লোক)। **পথচারী বিদ্যালয়**—পথিপার্শ্বে বৃক্ষতলে অস্থায়ীভাবে বিদ্যাদানের ব্যবস্থা। **পথ-প্রদর্শক**—ভ্রমণকালে চালক, guide. **পথপ্রাজ্ঞ**—ণ. যে পথঘাটের খবর জানে। **পথপ্রান্ত**—ণ. পথের ধার; পথের শেষ। **পথবিপথ**—বি. ভাল পথ ও মন্দ পথ। **পথ-ভ্রষ্ট**—ণ. সত্যপথ হইতে বিচ্যুত, বিপথগামী। **পথভ্রান্ত, পথভোলা**—ণ. যে পথ ভুলিয়া গিয়াছে, বিপথগামী। **পথরোধ**—বি. যাইতে না দেওয়া। **পথহারা**—ণ. পথভ্রান্ত। **পথ আগলানো**—ক্রি. গমনে বাধা সৃষ্টি করা। **পথ করা**—ক্রি. পথ প্রস্তুত করা; উপায় বাহির করা। **পথ-চলা**—ক্রি. পায়ে হাঁটিয়া চলা, পথ অতিবাহন। **পথ চাওয়া**—ক্রি. আগমনের প্রতীক্ষা করা; প্রত্যাশায় বসিয়া থাকা। **পথ চেনা**—ক্রি. কোন্‌টি সুপথ কোন্‌টি কুপথ তাহা জানা; গন্তব্য পথ চেনা। **পথ ছাড়া**—পথ হইতে সরিয়া যাওয়া অর্থাৎ বাধা না দেওয়া; পথ পরিত্যাগ করা। **পথ জোড়া**—ক্রি পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা। **পথ দেওয়া**—ক্রি পথ হইতে সরিয়া অপরকে যাইতে দেওয়া। **পথ দেখা**—ক্রি. উপায় চিন্তা করা বা অবলম্বন করা; বিদায় হওয়া, প্রস্থান করা। **পথ দেখানো**—ক্রি. পথ প্রদর্শন করা, উপায়ের নির্দেশ দেওয়া; দৃষ্টান্ত স্থাপন করা (তুমিই তো পথ দেখিয়েছ)। **পথ ধরা**—ক্রি. পথ অবলম্বন করা; সুপথে আসা। **পথ পাওয়া**—ক্রি. উপায় খুঁজিয়া পাওয়া। **পথপানে চাওয়া**—ক্রি. সাগ্রহে আগমন প্রতীক্ষা করা। **পথ ভুলা**—ক্রি. গন্তব্য পথ ঠিক করিতে না পারা; দিশাহারা হওয়া। **পথ মাড়ানো**—ক্রি. পদার্পণ করিয়া চরিতার্থ করা; নিকটে বা সংস্রবে যাওয়া (ও পথে আর মাড়াচ্ছিনে)। **পথ হারানো**—ক্রি. পথ ভুলা। **পথেঘাটে**—ক্রি. যেখানে-সেখানে, সর্বত্র। **পথে-পড়া**—ণ. পথে পরিত্যক্ত, সহায়-সম্বলহীন। **পথে হেগে চোখ রাঙানো**—অন্যায় করিয়া সঙ্কুচিত না হইয়া বরং শাসানো। **পথের কুকুর**—বি. একান্ত অবহেলিত আশ্রয়হীন জন। **পথে আসা**—ক্রি. প্রতিকূলতা ত্যাগ করা, ঠিক পথ অবলম্বন করা। **পথে কাঁটা পড়া**—ক্রি. সমূহ বাধার সৃষ্টি হওয়া। **পথে বসানো**—ক্রি. সর্বস্বান্ত করা, পথের ফকির করা। **পথের ভিখারী**—বি. সর্বস্বান্ত, একান্ত দীনহীন।

পথি—[সং. পথিন্] পথ (অন্য শব্দের সঙ্গে যুক্ত হইয়া ব্যবহৃত হয়—পথিপার্শ্বে, পথিমধ্যে)। **পথিকৃৎ**—ণ. পথ-প্রস্তুতকারক, পথপ্রদর্শক। **পথিকার**—ণ. পথ-প্রস্তুতকারী। **পথিবাহক**—ণ. ভারবাহক। **পথিদেয়**—ণ. পথকর। **পথিভয়**—বি. পথে দস্যুভয়। **পথিমধ্যে**—রাস্তায়।

পথিক—[পথিন্+কন্] ণ. বা বি. পথচারী, যে পথে চলিতেছে। **পথিকশালা**—পান্থশালা,

সরাই, পথিকাবাস। **পথিক-বধূ, পথিক-বনিতা**—প্রোষিতভর্তৃকা।

পথ্য—[পথিন্ + য] ণ. উপকারক, কল্যাণকর; স্বাস্থ্যকর; বি. রোগীর উপযুক্ত আহার্য। স্ত্রী. **পথ্যা**—হরিতকী। **পথ্যাপথ্য**—সুপথ্য ও কুপথ্য, আরোগ্য লাভের অনুকূল ও প্রতিকূল খাদ্য।

পদ—[পদ্ + অ] বি. পা, চরণ (পদচিহ্ন); পদক্ষেপ (কয়েক পদ অগ্রসর হইয়া দেখিলেন); স্থান; অধিকার (রাজপদ, ইন্দ্রপদ); (ব্যাকরণে) বিভক্তিযুক্ত শব্দ; কবিতার চরণ (ত্রিপদী, চতুষ্পদী; কোমলকান্ত পদাবলী); সম্মান, মর্যাদা, প্রতিপত্তি (পদে ওঠা; এখন পদ পেয়েছ কাজেই পূর্বের কথা ভুলে গেছ); চাকরি (উচ্চ পদে প্রতিষ্ঠিত; পদত্যাগ); বৈষ্ণব কবিদের রচিত গীতিকবিতা বা গান (মহাজন-পদ, পদাবলী, পদকর্তা); স্থান, বসতি (জনপদ); ভোজনোপকরণ, ব্যঞ্জন (বহু পদ রান্না হয়েছে); চতুর্থাংশ, পাদ। **পদকর্তা** (-র্তৃ)—বৈষ্ণব কবিতার লেখক। **পদকার**—বাক্য বা শ্লোক রচনাকারী। **পদক্ষেপ**—বিচরণ, পা ফেলা। **পদগৌরব**—উচ্চ মর্যাদা। **পদচারণ**—পায়চারি, চলা। **পদচ্যুত**—কর্ম বা আধিপত্য হইতে অপসারিত; বরখাস্ত। **পদচ্ছায়া, পদছায়া**—অনুগ্রহ, পদাশ্রয়। **পদচিহ্ন**—পায়ের ছাপ। **পদত্যাগ**—কর্মভার বা চাকরি ত্যাগ। **পদদলিত**—পায়ের তলায় পিষ্ট। **পদধ্বনি, পদশব্দ**—হাঁটার সময় পা ফেলার আওয়াজ। **পদন্যাস**—পদস্থাপন। **পদপল্লব**—সুকুমার চরণ। **পদবন্ধ**—ছন্দ। **পদব্রজ**—পায়ে হাঁটিয়া গমন। **পদপ্রার্থী** (-র্থিন্)—ণ. চাকরি বা কাজ বা অধিকার লাভেচ্ছু। **পদবিক্ষেপ**—পদক্ষেপ। **পদবিন্যাস**—চরণ-স্থাপন; (ব্যাক.) পদস্থাপনরীতি, syntax। **পদরজঃ, পদরেণু**—পদধূলি। **পদলেহন**—পা চাটা, অতি হীনভাবে আনুগত্য স্বীকার বা খোসামোদ। **পদস্খলন**—পা পিছলাইয়া যাওয়া; নৈতিক অধঃপতন। **পদসেবা**—পা টেপা। **পদস্থ**—ণ. পদে প্রতিষ্ঠিত; উচ্চপদস্থ।

পদক—বি. হারের মধ্যভাগের দোলক, লকেট; পুরস্কারের চিহ্নস্বরূপ নামাদি অঙ্কিত রৌপ্য বা স্বর্ণখণ্ড, তকমা, medal। [পদ + ক]।

পদবি, পদবী—উপাধি, বংশ অথবা গুণ বিদ্যা ইত্যাদির পরিচায়ক নাম। (পথ, পদ, দশা ইত্যাদি অর্থে বাংলায় সাধারণতঃ ব্যবহৃত হয় না)।

পদাংশ—বি. শব্দের অংশ, syllable। [সং.]। **পদাঘাত**—লাথি। **পদাঙ্ক**—পায়ের চিহ্ন; কোন শ্রেষ্ঠ জনের কার্য চরিত্র বা আদর্শ (লক্ষ্যার্থে)। **পদাতি, পদাতিক**—বি. যে সব সৈন্য পায়ে হাঁটিয়া যুদ্ধ করে; পাইক। [পদ-অত্ + ই, + ক]। **পদানত**—চরণে লুণ্ঠিত; সম্পূর্ণভাবে বশীভূত বা অধীন। [পদ + আনত]। **পদানুবর্তী** (-র্তিন্)—পদাঙ্ক অনুসরণকারী। **পদান্বয়**—পদপরিচয়, পদের অন্বয়। **পদান্বয়ী অব্যয়**—preposition. **পদাবনত**—পদানত।

পদাবলী—বি. পদ বা গানসমূহ; বৈষ্ণব গীতিকবিতা (বৈষ্ণব পদাবলী)। [পদ + আবলী]। **পদাবলী-সাহিত্য**—মধ্যযুগীয় রাধাকৃষ্ণলীলাত্মক বৈষ্ণব-কবিতাসকল।

পদাব্জ, পদাম্বুজ, পদাম্ভোজ, পদারবিন্দ—বি. চরণকমল; পূজনীয় চরণ। [সং]।

পদার্থ—[পদ + অর্থ] বি. বস্তু, দ্রব্য; সারবস্তু (ওতে আর পদার্থ নেই); পদের বা শব্দের অর্থ; (বৈশেষিক দর্শনে) দ্রব্যগুণ কর্ম সামান্য বিশেষ সমবায় বা গুণ ও ক্রিয়ার যোগ এবং অভাব; (তর্কবিদ্যাদিতে) জ্ঞানের বিষয়সকল যে সকল ব্যাপক বিভাগে শ্রেণীবদ্ধ করা যায়, category. **পদার্থ-বিজ্ঞান**—জড়পদার্থের সাধারণ ধর্মাদি সম্বন্ধীয় বিদ্যা, natural science, physics। **পদার্থবিৎ**—পদার্থ-বিজ্ঞানী। **পদার্থ-বিদ্যা**—পদার্থ-বিজ্ঞান।

পদার্পণ—বি. চরণ-স্থাপন; আগমন, প্রবেশ, উপস্থিত হওয়া (শুভ পদার্পণ) [সং]। **পদাশ্রয়**—অনুগ্রহপূর্ণ আশ্রয়, অনুগ্রহ। ণ. **পদাশ্রিত**—একান্ত অধীন, কৃপার উপরে নির্ভরশীল। **পদাসন**—বি. পা রাখিবার আসন, পাদপীঠ। [পদ + আসন]। **পদাহত**—পদাঘাতপ্রাপ্ত; একান্ত লাঞ্ছিত। [পদ + আহত]।

পদিনা, পুদিনা—[ফা.] তীব্র ঘ্রাণযুক্ত শাকবিশেষ, চাটনিতে ব্যবহৃত হয়।

পদুমা—অদুনার ভগিনী। অদুনাকে মাণিকচন্দ্র রাজা বিবাহ করেন, আর পদুমাকে যৌতুক স্বরূপ পান (ময়নামতীর গান)।

পদে পদে—ক্রি. ণ. প্রতি পদক্ষেপে, বার বার।
পদোদক—বি. পদস্পৃষ্ট জল, চরণামৃত। [পদ+উদক]। **পদোন্নতি**—বি. চাকরীতে উন্নতি, উচ্চতর ক্ষমতা লাভ; (বাজে—অধোগতি)। [পদ+উন্নতি]।

পদ্ধতি—[পদ্+হতি] বি. পথ; ধারা, প্রণালী, রীতি (কর্ম-পদ্ধতি); চিরাচরিত নিয়ম-শৃঙ্খলা (পরেনা শিকল পদ্ধতির—নজরুল); আচার, বিধি-নিয়ম (পূজা-পদ্ধতি); পদবী।
পদ্ম—[পদ্+ম—যেখানে লক্ষ্মী গমন করেন] বি. কমল, উৎপল, পঙ্কজ, অরবিন্দ, ইন্দীবর, শতদল, নলিন, রাজীব, কোকনদ, পুণ্ডরীক, কুবলয়, পুষ্কর, তামরস (শ্বেতপদ্ম, নীলপদ্ম, রক্তপদ্ম), তন্ত্রমতে দেহস্থ ছয়টি নাড়ীচক্র; দশলক্ষ কোটি সংখ্যা; পদতলের সৌভাগ্যসূচক চিহ্ন-বিশেষ; হাতীর শুঁড় ও মস্তকের চিহ্ন-বিশেষ; ব্যূহ-বিশেষ; অলঙ্কার-বিশেষ। **পদ্ম-আঁখি**—কমললোচন; কৃষ্ণ; রামচন্দ্র। **পদ্মক**—হাতীর গায়ের পদ্মের ন্যায় রক্তবর্ণ চিহ্ন; কুষ্ঠ। **পদ্মকন্দ**—পদ্মের গেঁড়। **পদ্মকর**—পদ্ম করে যাহার, বিষ্ণু; পদ্মে যাহার কিরণরূপ কর, সূর্য; পদ্মের মত কোমল সুদর্শন হস্ত। **পদ্ম-কর্ণিকা**—পদ্মের বীজকোষ। **পদ্মকলি**—পদ্মকোরক। **পদ্মকাঁটা**—চর্মরোগ-বিশেষ। **পদ্মকাষ্ঠ**—যাহার কাষ্ঠ পদ্মের মত সুগন্ধ। **পদ্মকেশর**—পদ্মফুলের সূক্ষ্ম পরাগযুক্ত সূত্র। **পদ্মকোষ**—পদ্মকোরক। **পদ্মগন্ধ,-ন্ধি**—বি. পদ্মের তুল্য গন্ধযুক্ত। **পদ্মগর্ভ**—পদ্মযোনি ব্রহ্মা; পদ্মের অভ্যন্তর। **পদ্মগোখুরা**—মস্তকে পদ্মের মত চিহ্ন-বিশিষ্ট গোখুরা সাপ। **পদ্মনাথ**—সূর্য। **পদ্মনাভ,-ভি**—বিষ্ণু। **পদ্মনাল**—মৃণাল। **পদ্মনেত্র**—কমললোচন, পদ্মের ন্যায় সুন্দর চক্ষুযুক্ত। **পদ্মপলাশ**—পদ্মের পাপড়ি। **পদ্মপলাশলোচন**—পদ্মের পাপড়ির মত যাহার চোখ; বিষ্ণু। **পদ্মপাণি**—বিষ্ণু; ব্রহ্মা; সূর্য; বুদ্ধদেব। **পদ্মপুরাণ**—মহাপুরাণ-বিশেষ। **পদ্মপ্রিয়া**—পদ্ম প্রিয় যাঁর, মনসা দেবী। **পদ্মবন্ধ**—চিত্রকাব্য-বিশেষ। **পদ্মবাসা**—পদ্মে যাঁহার বাস, লক্ষ্মী বা সরস্বতী। **পদ্মব্যূহ**—প্রাচীন ভারতীয় ব্যূহ রচনার পদ্ধতি-বিশেষ। **পদ্মভব,-ভূ,-সম্ভব**—ব্রহ্মা। **পদ্মমুদ্রা**—তন্ত্রোক্ত অঙ্গুলি সমাবেশ-বিশেষ। **পদ্মযোনি**—ব্রহ্মা। **পদ্মরাগ**—মাণিক্য, চুনি, ruby। **পদ্মরেখা**—করতলে সৌভাগ্যসূচক রেখা-বিশেষ। **পদ্ম-লাঞ্ছন**—(পদ্ম চিহ্ন যাঁহার) ব্রহ্মা; সূর্য; রাজা; কুবের। **পদ্মলাঞ্ছনা**—লক্ষ্মী; সরস্বতী; মনসা-দেবী। **পদ্মলোচন**—পদ্মনেত্র। **পদ্মহস্ত**—পদ্মকর। **পদ্মা**—কমলা; সরস্বতী; মনসা দেবী, পদ্মা নদী। **পদ্মাকর**—সরোবর, তড়াগ। **পদ্মাক্ষ**—কমললোচন; পদ্মবীজ। **পদ্মাক্ষী**—পদ্মনেত্রা, সুন্দরী। **পদ্মাবতী**—মনসাদেবী; মালিক মোহম্মদ জায়সীকৃত হিন্দি কাব্যের অনুসরণে আলাওল-কৃত বাংলা কাব্য; কবি জয়দেবের পত্নী। **পদ্মাপুরাণ**—মনসামঙ্গলের পুঁথিবিশেষ। **পদ্মালয়**—পদ্মযোনি, ব্রহ্মা। **পদ্মালয়া**—লক্ষ্মী। **পদ্মাসন**—যোগাসন-বিশেষ; পদ্ম-রচিত সুখাসন (বাল্মীকির রসনায় পদ্মাসনে যেন—মধু)। **পদ্মাসনা**—লক্ষ্মী। **পদ্মিনী**—পদ্মপূর্ণ সরোবর, পদ্মের ঝাড়, পদ্মসমূহ; পদ্ম; সুলক্ষণা নারী (পদ্মিনী, চিত্রিণী, শঙ্খিনী, হস্তিনী এই চারি জাতির নারীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ)। **পদ্মিনী-কান্ত, পদ্মিনীবল্লভ**—সূর্য। **পদ্মেশয়**—(পদ্মে যিনি শয়ন করেন) বিষ্ণু। **পদ্মোদ্ভব**—ব্রহ্মা। **পদ্মোদ্ভবা**—মনসা।
পদ্য—[পদ+য] বি. পদবন্ধ, ছন্দোবদ্ধ রচনা, verse (বিপ.—গদ্য, prose); ণ. পদ হইতে উদ্ভূত; বি. শূদ্র; নিম্নপদস্থ লোক।
পদ্যা—পথ; স্তুতি; যাহা পায়ে বেঁধে, কাঁকর।
পন—[ইং. pound] বি. পাউণ্ড, প্রায় অর্ধসের।
পনপন—অব্য. মশার ডাক জ্ঞাপক।
পনবাহা—[পন (পণ)+বাহা (ফা. মূল্য)] বি. বিক্রীত জমির দাম। (দলিলের ভাষা)।
পনর, পনের—[সং. পঞ্চদশ] বি. ণ. ১৫ এই সংখ্যা বা সংখ্যক। **পনরই**—মাসের পনর তারিখ।

পনস—[সং.] বি. কাঁঠাল গাছ; কাঁঠাল ফল। **পনস-কোষ**—কাঁঠালের কোষ। **পনসাস্থি**—কাঁঠালের বীচি।
পনা—বি. প্রাচীর ('চৌদিকে শহরপনা'); রক্ষক ('জাহাঁপনা')। [ফা. পনহ্]।
-পনা,-পণা—[সং পণ; হি. পন] ধরণ, আচরণ, যোগ্যতা, বাহাদুরি ইত্যাদিসূচক প্রত্যয় (গিন্নি-পনা, বীরপনা)।

পনি—[ইং. pony] ছোট ঘোড়া, টাট্টু।
পনির, পনীর—[ফা.] লবণাক্ত জমাট ছানা-বিশেষ, cheese।
পনী—[ইং. pound] প. পাউণ্ড ওজনের (বিশ-পনী কাগজ—যে কাগজের রিমের ওজন বিশ পাউণ্ড)। (পন দ্রঃ। বাজারের ভাষা)।
পন্থা—[সং. পথিন্-শব্দের ১মা ১ বচন পন্থাঃ] বি. পথ ; ধর্মমত (কবীর-পন্থা) ; মার্গ ; উপায় (কর্মপন্থা) ; সাহিত্য ও শিল্প সম্পর্কিত ধারা বা রীতি। **প্রকৃতি-পন্থা**—paganism। **শ্রেয়ঃপন্থা**—শ্রেয়ের পথ ; আদর্শবাদ। **পন্থী**—সম্প্রদায়ভুক্ত ; মতাবলম্বী (সাধারণতঃ অন্য শব্দের সহিত যুক্ত হইয়া ব্যবহৃত হয়—অঘোরপন্থী ; রবীন্দ্রপন্থী)।
পন্নগ—[পন্ন-গম্+ড, যে পতিতভাবে গমন করে] সর্প ; সীসা। স্ত্রী. **পন্নগী**—সর্পী ; মনসা দেবী। **পন্নগকেশর**—নাগকেশর ফুল। **পন্নগাশন, পন্নগারি**—গরুড়।
পপাত—[সং] ক্রি. পতিত হইল (পপাত ধরণী-তলে—মাটিতে পড়িয়া গেল, ধরাশায়ী হইল)।
পবন—[পূ+অনট্—যাহা পবিত্র করে] বি. বায়ু (উনপঞ্চাশ পবন) ; পবিত্রীকরণ, শোধন ; ধান্যাদির তুষ বাহির করিয়া ফেলা ; কুমারের পোয়ান, যেখানে হাঁড়িকুঁড়ি পোড়ান হয় ; বায়ুর দেবতা। **পবনকুমার**—ভীম ; হনুমান। **পবনগতি**—বায়ুগতি, অতি শীঘ্র। **পবনগামী** (-মিন্)—পবনের মত দ্রুতগামী। **পবনচক্র**—পবনের গতি নির্দেশক চক্রাকার যন্ত্র-বিশেষ, weather-cock। **পবননন্দন**—বায়ুর পুত্র (ভীম হনুমান ইত্যাদি)। **পবনপথ**—আকাশ। **পবনব্যাধি**—বায়ুরোগ। **পবনাল**—ধান্য-বিশেষ, জনার। **পবনাশ, -শন**—(বায়ুভুক্) সর্প। **পবনাত্মজ**—পবন-নন্দন। **পবনালম্বী** (-ম্বিন্)—বায়ুর উপরে নির্ভরশীল (পবনালম্বী মেঘ)।
পবিত্র—[পূ+ইত্র] প. পাপনাশক , পরিশুদ্ধ ; পূত ; বি. কুশ ; পৈতা ; জল ; ঘৃত ; মধু ; বেদমন্ত্র ; তাম্র। স্ত্রী. **পবিত্রা**—তুলসী ; হরিদ্রা। **পবিত্র ধান্য**—যব। **পবিত্রক**—ক্ষত্রিয়ের পৈতা (শণসূত্র) ; অশ্বত্থ ; যজ্ঞডুমুর। **পবিত্রাত্মা** (-ত্মন্)—পূতস্বভাব, শুদ্ধচিত্ত। **পবিত্রারোপণ, পবিত্রারোহণ**—শ্রাবণ শুক্লা দ্বাদশী তিথিতে বিষ্ণু প্রভৃতি দেবতার উদ্দেশে উপবীত-দানরূপ উৎসব।
পবিত্রিত—শোধিত, পরিষ্কৃত। **পবিত্রীকৃত**—প. যাহাকে পবিত্র করা হইয়াছে। **পব্য**—প. শোধনযোগ্য। [পূ+য্যৎ]
পমেটম—[ইং. pomatum] বি. কেশের পারিপাট্যসাধক স্নেহদ্রব্য-বিশেষ।
পম্প—[ইং. pump] বি. জল উপরে তুলিবার যন্ত্র-বিশেষ (**হ্যাণ্ডপম্প**—হস্তচালিত পম্প ; **ইলেক্‌ট্রিক পম্প**—বিদ্যুৎ-চালিত পম্প। **পম্প-শু**—হাল্‌কা জুতা-বিশেষ (পম্প-শু পায়ে বাবু)।
পম্পা—বি. সরোবর-বিশেষ ; ঋষ্যমূক পর্বত হইতে নির্গত নদী-বিশেষ। [সং.]
পয়—[সং. পদ] বি. সৌভাগ্য, সুলক্ষণ। **পয়মন্ত, পয়া**—প. ভাগ্যবান্ বা সৌভাগ্যবতী ; যে সৌভাগ্য লইয়া আসে (বিপ : অপয়া)।
পয়, পয়ঃ (-য়স্)—বি. জল, দুগ্ধ [পা+অস্]। **পয়ঃপ্রণালী**—জল বাহির হইয়া যাইবার পথ, নর্দমা। **পয়ঃফেন**—দুগ্ধফেন।
পয়গম্বর, পয়গাম্বর—[ফা. পয়গ'াম্বর্] বি. বার্তাবহ ; ঈশ্বরের বাণীবাহক, ঈশ্বরের তরফ হইতে জাতি-বিশেষের কাছে অথবা সব মানুষের কাছে আগত দূত, Prophet। (গ্রাম্য: **প্যাগাম্বর**। পীর প্যাগাম্বর—পীর ও পয়গম্বরের মত অতিশয় মান্য)
পয়গাম—সংবাদ, বার্তা। [ফা.]
পয়জার—[ফা. পয়য'ার] বি. চটিজুতা (পয়জার মার তার মাথায়)।
পয়ড়া, পয়রা—প. জলের মত (পয়ড়া গুড়)।
পয়দল, পায়দল—[হি.] বি. পদাতিক সৈন্য ; পদব্রজে গমনকারী ; পদব্রজ (পায়দলে এসেছে)।
পয়দা—[ফা.] বি. সৃষ্টি, তৈয়ার (আচ্ছা ছেলে পয়দা করেছ)। **পয়দায়েশ**—উৎপত্তি, জন্ম (পয়দায়েশের খবর)।
পয়নালা, পয়নালী—বি. পয়ঃপ্রণালী, নর্দমা।
পয়মাইস, পয়মায়েস, পয়মাস—[ফা. পয়মাইশ] বি. জরীপ। **পয়মাসী জমি**—জরিপকরা জমি।
পয়মাল—[ফা. পায়্‌মাল] প. নষ্ট, বিধ্বস্ত (বন্যায় মুলুককে মুলুক পয়মাল হয়ে গেছে)।
পয়রা—প. পয়ড়া (দ্রঃ)।
পয়লা—[হি. পহিলা, পহেলা] প. প্রথম, সর্ব-

প্রথম ; বি. মাসের প্রথম দিন (কাল ভাদ্রের পয়লা) ; ক্রি. বি. প্রথমে। **পয়লা নম্বর**—প্রথম সংখ্যা ; অতি উত্তম (পয়লা নম্বরের মাল)। **পয়লা পয়লা**—প্রথম প্রথম, সূচনায়।

পয়সা—[হি. পৈসা] বি. তাম্রমুদ্রা-বিশেষ, এক টাকার $\frac{1}{64}$ ভাগ (=২ নয়া পয়সা) ; এক পয়সা (পয়সায় চারটা আম পাওয়া যেত) ; বিত্ত, টাকা-কড়ি (পয়সাওয়ালা)। **পয়সাওয়ালা**—বি. ধনবান্। **পয়সা কামানো, পয়সা করা**—অর্থ উপার্জন করা ; আয় করা। **পয়সাকড়ি**—টাকা পয়সা। **পয়সা-পয়সা**—প্রত্যেক-টির দাম এক পয়সা। **পয়সার কাজ**—বেশী টাকার কাজ। **দুপয়সা করা**—কিছু টাকা-পয়সা উপার্জন করা। **নয়া পয়সা**—এক টাকার শতাংশ।

পয়স্তি, পৈয়স্তি—[ফা. পয়বস্তা] বি. নদীতে ভাঙিয়া যাওয়া জমির স্থানে আবার চর পড়া, alluvion. (বিপ.—শিকস্তি)।

পয়স্য—বি. দুগ্ধজাত। [পয়স্+য]। **পয়স্বল**—বি. জলপূর্ণ। [সং]। **পয়স্বান্ (-স্বৎ)**—বি. জল-বিশিষ্ট। **পয়স্বিনী**—বি. যে গাভীর বেশী দুধ হয় ; জলভরা ; বি. নদী।

পয়া—বি. পয়মন্ত। [পয়+বাং. আ]

পয়ার—[পদাকার] বি. ১৪ অক্ষরের বাংলা ছন্দোবিশেষ (যথা : পাখী সব করে রব রাতি পোহাইল)।

পয়োঘন—বি. করকা, শিলা। [সং]। **পয়োজ**—পদ্ম। **পয়োজন্মা (-ন্মন্)**—মেঘ। **পয়োদ**—মেঘ ; মুথা। **পয়োধর**—মেঘ ; স্ত্রীস্তন ; গোস্তন ; নারিকেল জল ; আখ। **পয়োধারা**—জলধারা, নদী। **পয়োধি, পয়োনিধি**—সমুদ্র। **পয়োমালী**—নর-দমা। **পয়োবহ, পয়োমুক্ (-চ্)**—মেঘ। **পয়োব্রত**—যে ব্রতে মাত্র দুগ্ধপান বিধি ; এরূপ ব্রত পালনকারী। **পয়োমুখ বিষকুম্ভ**—উপরে দুধ কিন্তু ভিতরে বিষ ; মুখে মধু, অন্তরে বিষ। **পয়োরাশি**—সমুদ্র।

পর—[পৃ (পূর্ণ করা)+অ] বি. পরম, প্রধান, সর্বশ্রেষ্ঠ (পরব্রহ্ম ; পরাকাষ্ঠা) ; পরমাত্মা ; মুক্তি ; ব্যাপক-সামান্য (জাত মতে) ; সম্যক্ ; অধিক (পরঃসহস্র) ; অন্য, ভিন্ন ; অপরের (পরদার) ; পরায়ণ, নিষ্ঠ (করুণাপর ; পরিচর্যাপর) ; বি. অনাত্মীয় জন (আপন-পর চেনা) ; শত্রু (পরন্তপ) ; অব্য. বা ক্রি. বি. অনন্তর, পশ্চাৎ, পরে (এর পর আর কথা কি ? তার পর কি হলো ?)। **পরের কাজ**—যাহাতে তেমন গরজ নাই এমন কাজ। **পরের ঘর** (মেয়ে-দের) শ্বশুর ঘর। **পরের ধনে পোদ্দারি, পরের পুতে বরের বাপ**—অন্যের টাকা-পয়সার সাহায্যে কর্তৃত্ব ফলানো। **পরের মাথায় কাঁঠাল ভাঙা**—পরের অসুবিধা বা অনিষ্ট করিয়া নিজের স্বার্থ সাধন। **পরের মুখে ঝাল খাওয়া**—ঝাল দ্রঃ।

পর—উপর-এর সংক্ষেপ ('তোমার আনন্দ, আমার 'পর তাই তুমি এসেছ নীচে'—রবি)।

পর—বি. পালক। [ফা.]। **পরপন**—পায়ে পালকওয়ালা (পায়রা)।

পরওয়ার, পরোয়ার—[ফা. পরবর] বি. প্রতিপালক, পৃষ্ঠপোষক। **পরওয়ারদিগার**—পরম প্রতিপালক, বিশ্বপালক। **গরীব-পরোয়ার**—গরীবের প্রতিপালক ; দীন-দয়াল। **পরওয়ারিশ**—প্রতিপালন, ভরণ-পোষণ (পরওয়ারিশ করা)।

পরঃশত—শতাধিক। [সং.] **পরঃশ্ব**—পরশ্ব। **পরঃসহস্র**—সহস্রাধিক।

পরক—বি. বিদেশী, alien. [পর-ক]

পরকলা—[ফা. পরকালাহ্] কাচখণ্ড ; দর্পণ ; পেটমোটা কাচ, lens।

পরকাল—মৃত্যুর পরবর্তী অবস্থা, পরলোক ; ভবিষ্যৎ। **পরকাল খাওয়া**—ভবিষ্যৎ উন্নতির পথ নষ্ট করা। **পরকাল-খাওয়া**—অকর্মণ্য। **পরকাল ঝরঝরে**—ভবিষ্যতের জন্য নষ্ট-সম্বল।

পরকাশ—প্রকাশ (কাব্যে ব্যবহৃত)। **পর-কাশা**—প্রকাশ করা (কাব্যে)।

পরকীকরণ—অপরকে দেওয়া, হস্তান্তরিত করা: alienation. [পর-ক+চ্বি+করণ]

পরকীয়—বি. অন্যের, অপরের। স্ত্রী. **পর-কীয়া**—বিবাহিতা নয় এমন প্রিয়া বা প্রেম-সাধনার নায়িকা। [পর+ক+ঈয়]।

পরখ—[সং. পরীক্ষা] বি. গুণাগুণ বিচার, যাচাই ('পরখ করে সবে করে না স্নেহ'—রবি)।

পরগণা, পরগনা—[ফা.] বি. অনেকগুলি মৌজার সমষ্টি। **পরগণাইত**—পরগনার অধ্যক্ষ।

পরগাছা—বি. এক গাছ আশ্রয় করিয়া যে অন্য গাছ জন্মে, parasite; অবাঞ্ছিত পোষ্য; পোষ্যপুত্র (ব্যঙ্গে)। **পরগ্রন্থি**—বি. অঙ্গুলির গ্রন্থি অর্থাৎ অস্থি-সন্ধি। [সং]। **পরগ্লানি**—বি. পরের নিন্দা-কুৎসা। [সং]। **পরঘর**—বি. স্বামীর ঘর। **পরঘরী**—যে অন্যের গৃহে বাস করে (পরভাতী হয়ো, পরঘরী হয়োনা)। **পরঘরী পান্তামারী**—যে অন্যের বাড়িতে বাস করে ও অন্যের দেওয়া পান্তাভাত খায়; যাহার চালচুলা নাই। **পরচক্র**—বি. শত্রুর সৈন্য অথবা রাষ্ট্র; শত্রুর চক্রান্ত। [সং]। **পরচর্চা**—বি. পরনিন্দা, পরের দোষত্রুটি লইয়া আলোচনা। [সং]। **পরচর্চক**—পরচর্চাকারী।

পরচা—[সং. পরিচয়] বি. জমির খাজনা পরিমাণ জমিদার ইত্যাদির পরিচয় সম্বলিত সরকারী কাগজ-বিশেষ, সেটেলমেণ্ট খতিয়ান।

পরচাল, পরচালা—বি. চালের ছাঁইচ; চালের সঙ্গে যোগ করা ছোট চাল। [বাং]

পরচুল,-লা—বি. কৃত্রিম চুলদাড়ি ইত্যাদি। [বাং]

পরচিতেন—বি. কবিগানের চিতেনের পরে গাওয়া অংশ। [বাং]

পরছাটি—(গ্রাম্য) বাড়ীর চারিদিক ঘুরাইয়া যে বেড়া দেওয়া হয়। [পরিচ্ছিত্তি]।

পরচ্ছন্দ—বি. পরের ইচ্ছা বা অভিপ্রায়; ণ. পরের পরিচালনার অধীন। [পর+ছন্দ]। **পরচ্ছন্দানুবর্তী (-র্তিন্)**—ণ. পরবশ।

পরচ্ছিদ্র—বি. পরের দোষত্রুটি। [পর+ছিদ্র]। **পরচ্ছিদ্রান্বেষণ**—পরের দোষ খোঁজা। **পরচ্ছিদ্রান্বেষী (-ষিন্)**—যে পরের দোষ খুঁজিয়া বেড়ায়, নিন্দুক। [বিশেষ।

পরজ—[সং. পরাজিকা] বি. রাত্রির রাগিণী-

পরজাতি—বি. জাতি বা শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত শ্রেণী, প্রজাতি, species। [মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া।

পরজারি—[ইং. perjury] বি. হলপ করিয়া

পরজীবী (-বিন্)—ণ. যে পরের সাহায্যে বাঁচিয়া থাকে; অন্য বৃক্ষ বা জীবের আহার্য লইয়া বাঁচে এমন, parasitic.

পরঞ্জয়—ণ. শত্রুজয়ী। [পর-জি+খচ্]

পরটা, পরাটা, পরোটা—[সং. পুরোডাশ, হি. পরাঠা] বি. ঘিয়ে ভাজা স্তর বা ভাঁজযুক্ত মোটা রুটি।

পরণ, পরন—[সং পরিধান] বি. পরিধান; বস্ত্ররূপে ব্যবহার (পরণে ছেঁড়া ধুতি; পরণের সাড়ী)। [(পরতে পরতে)।

পরত—[সং. পত্র; আ. ফর্দ্] বি. ভাঁজ, স্তর

পরতঃ (-তস্)—অব্য. অন্যের দ্বারা; অন্য হইতে (স্বতঃপরতঃ)। [সং]। [নিয়ন্ত্রিত। [সং]

পরতন্ত্র—ণ. পরের অধীন, পরের ইচ্ছা দ্বারা

পরতাল—বি. পুনর্বার ওজন করা; ণ. পুনর্বার কৃত (পরতাল জরিপ=revisional survey)।

পরত্র—অব্য. পরকালে, পরলোক। [সং]। **পরত্রভীরু**—ণ. যে পরকালের ভয় করে, ধার্মিক।

পরত্ব, পরতা—বি. পরভাব, অনাত্মীয়ত্ব; শত্রুতা; বৈশেষিক-দর্শনমতে গুণ-বিশেষ। [সং]।

পরদা, পর্দা—[ফা. পরদা] বি. আবরণ, যবনিকা, screen; ব্যবধান; গোপনতা; অন্তঃপুর (**পরদানশীন**—অন্তঃপুরবাসিনী, যে স্ত্রীলোক সাধারণের সম্মুখে বাহির হয় না); সঙ্কোচ, সম্ভ্রম (**চোখের পর্দা নেই**—চক্ষুলজ্জা নাই; নির্লজ্জ); সুরের স্তর (খাদের পর্দা)। **আবরু-পর্দা**—সম্ভ্রমশালীনতা।

পরদাজ—[ফা. পরদায'] ণ. যে সম্পন্ন বা নির্বাহ করে (সাধারণতঃ 'কার' শব্দের সহিত যুক্ত হইয়া ব্যবহৃত হয়, কারপরদাজ—কার্য-নির্বাহক, কর্ম সম্পাদনকারী)।

পরদার—পরস্ত্রী। **পরদারগমন**—অপরের পত্নীসহ সহবাস। **পরদারগামী (-মিন্)**, **পরদারিক (পারদারিক)**—ণ. পরস্ত্রীতে মৈথুনকারী। **পরদেশ**—বি. ভিন্নদেশ, বিদেশ। [সং.]। **পরদেশিয়া, পরদেশী**—ণ. ভিন্ন দেশবাসী (পরদেশী বন্ধু)' স্ত্রী. **পরদেশিনী**। **পরদ্বেষ**—বি. অপরের প্রতি দ্বেষ। [সং.]। **পরদ্বেষী (-ষিন)**—পরের দ্বেষকারী, যে পরের অহিত চিন্তা করে। **পরধন**—পরের ধনসম্পদ। **পরধন-লোভী (-ভিন্)**—যে পরের ধন আত্মসাৎ করিতে ইচ্ছুক। **পরধর্ম**—অপরের ধর্ম বা আদর্শ; নিজের স্বভাব বহির্ভূত আচরণ (পরধর্ম ভয়াবহ); ইন্দ্রিয় বা প্রবৃত্তির ধর্ম। **পরধর্মদ্বেষী (-ষিন্)**—যে অপরের ধর্মমত অশ্রদ্ধার চক্ষে দেখে, ধর্মোন্মত্ত, fanatic.

পরন—পরণ (দ্রঃ)।

পরনারী—অন্যের স্ত্রী **পরনিন্দা**—অপরের নিন্দা বা দুর্নাম। **পরনিষেক**—ভিন্ন জাতীয়

বীজের সাহায্যে নূতন ধরণের কিছু সৃষ্টির চেষ্টা, cross impregnation. **পরন্তপ**—ণ. শত্রুপীড়ক, অরিন্দম। [পর-তাপি+খচ্]। **পরন্তু**—অব্য. কিন্তু, অধিকন্তু। [পরম্+তু]।

পরপতি—বি. উপপতি; পরকীয়া সাধনার নায়ক; বিশ্বের পরম পতি। [সং.]। **পরপদ**—শ্রেষ্ঠপদ, মুক্তি।

পরপর—ক্রি. ণ. একের পর আর: উপর্যুপরি; আগুপিছু (পর-পর সাজানো; পর-পর বিপৎপাত)।

পরপিণ্ড—বি. পরের অন্ন। [সং] ।**পরপিণ্ড-ভোজী** (-জিন), **পরপিণ্ডাদ**—ণ. পরান্ন পালিত। **পরপীড়ক**—যে অন্যের উপরে উৎপীড়ন করে। **পরপীড়ন**—অন্যের উপরে অত্যাচার। **পরপুরুষ**—শ্রেষ্ঠ পুরুষ; বিষ্ণু; পতি ভিন্ন অন্য পুরুষ; ভিন্ন ব্যক্তি; উপনায়ক; (কথ্য) উত্তরপুরুষ, বংশধর। **পরপুষ্ট**—কোকিল; ণ. অন্যের দ্বারা পালিত। স্ত্রী. **পরপুষ্টা**—গণিকা। **পরপূর্বা**—অন্যপূর্বা।

পরব—[সং পর্বন্] বি. পর্ব, সম্প্রদায়গত অথবা দেশগত উৎসব।

পরবর্তী (-র্তিন্)—ণ. পশ্চাৎ-আগত, next. স্ত্রী. **পরবর্তিনী**। বি. **পরবর্তিতা**।

পরবশ—ণ. পরাধীন, পরের ইচ্ছানুযায়ী (পরবশ হলেই দুঃখ)।

পরবস্তি—[ফা. পরবরিশ্] বি. ভরণপোষণ নির্বাহ; প্রতিপালন। **পরবস্ত**—ণ. প্রতিপালিত।

পরবাদ—[সং.] নিন্দা; জবাব; (কাব্যে) প্রবাদ। **পরবাস**—প্রবাস; অপরের ঘর। **পরবাসী**—ণ. প্রবাসী (নিজ বাসভূমে পরবাসী হলে)।

পরবী—পরবের জন্য সংগৃহীত অর্থ, চাঁদা, দান।

পরব্যোম—শ্রেষ্ঠ আকাশ বা স্বর্গ, বৈকুণ্ঠ, বিষ্ণুলোক। **পরব্রহ্ম**—পরমেশ্বর। **পরভাগ**—শ্রেষ্ঠাংশ; উৎকর্ষ। **পরভাগ্য**—অন্যের অদৃষ্ট। **পরভাগ্যোপজীবী** (-বিন্)—ণ. যে নিজের ভরণপোষণের জন্য অপরের ভাগ্যের উপরে নির্ভর করে। **পরভৃৎ**—[পর-ভৃ+ক্বিপ্] যে অন্যকে অর্থাৎ কোকিলকে পোষণ করে, কাক। **পরভৃত**—ণ.পরের দ্বারা পালিত; বি.কোকিল। স্ত্রী. **পরভৃতা**। **পরভৃতক,-ভৃতিক**—অপরের বেতনভোগী ভৃত্য।

পরম—[পর (উত্তম) + মা (পরিমাণ করা) + অ] ণ. সর্বশ্রেষ্ঠ, প্রধান, মহামূল্য, অতিশয় (পরম সন্তোষ)। স্ত্রী. **পরমা** (পরমা গতি, পরমা প্রকৃতি—আদ্যাশক্তি)। **পরম গতি**—উৎকৃষ্ট গতি, মুক্তি। **পরম জ্যোতি**—মহাজ্যোতিস্বরূপ পরমপুরুষ। **পরম পদ**—শ্রেষ্ঠ স্থান, মোক্ষ। **পরম পিতা**—পিতার পিতা, সম্বন্ধের পিতা, পরমেশ্বর। **পরম পুরুষ**—পরমেশ্বর, পরব্রহ্ম, যিনি দুঃখ ক্লেশ মায়া ইত্যাদির দ্বারা অভিভূত হন। **পরম পুরুষার্থ**—মানুষের শ্রেষ্ঠ লক্ষ্য বা কাম্য। **পরম মুক্তি**—জীবন্মুক্ত ব্যক্তির শরীর ধ্বংসের পর পরব্রহ্ম প্রাপ্তি, কৈবল্য। **পরমহংস**—মহাযোগী; পরমেশ্বরে একান্ত-সমর্পিতচিত্ত, লাভালাভজ্ঞানশূন্য সন্ন্যাসী।

পরমত—পরের চিন্তাধারা বা ধর্মমত। **পরমত-অসহিষ্ণু**—যে অপরের ভিন্ন চিন্তাধারা বা ধর্মমত সহ্য করিতে পারেনা (বিপঃ **পরমত-সহিষ্ণু**)। **পরমর্ষি**—শ্রেষ্ঠ ঋষি, বেদব্যাসাদি ঋষি। [পরম-ঋষি]

পরমাণু—বি. অণুর অংশ, atom। [পরম+অণু]। **পরমাণুবাদ**—পরমাণু সমবায়ে বিশ্ব জগতের সৃষ্টি—এই মতবাদ। **পরমাণু-সংহতি**—পরমাণু-সমষ্টি। **পরমাত্মা** (-ত্মন্)—বি. পরমব্রহ্ম। **পরমাত্মীয়**—অতি আপনার জন।

পরমাদ—(কাব্যে) বি. প্রমাদ, বিপদ্ বা ভুল (সাধিতে মনের সাধ ঘটে যদি পরমাদ—মধুসূদন)।

পরমাদর—পরম প্রীতিপূর্ণ আপ্যায়ন। **পরমাদ্বৈত**—পরম অদ্বিতীয়, পরমেশ্বর, পরব্রহ্ম। **পরমানন্দ**—অতিশয় আনন্দ (পরমানন্দে কালযাপন); পরম আনন্দস্বরূপ পরমাত্মা। **পরমান্ন**—দুধ ও চিনির দ্বারা পক্ব অন্ন, পায়স (দেবতা ও পিতৃগণকে নিবেদিত হয় বলিয়া ইহার এই নাম)। [পরম+অন্ন]। **পরমা প্রকৃতি**—মূল-প্রকৃতি, আদ্যাশক্তি। **পরমায়ুঃ, পরমায়ু**—আয়ু, জীবিতকাল। [পরম+আয়ু]। **পরমার্থ**—শ্রেষ্ঠ লক্ষ্য, শ্রেয় কাম্য; ধর্ম। **পরমার্থ চিন্তা**—পরম ঈপ্সিতের চিন্তা, ধর্মচিন্তা, ঈশ্বর-চিন্তা। **পরমার্থ-তত্ত্ব**—পরম সত্য, ব্রহ্মজ্ঞান। **পরমার্থ-তত্ত্ববিদ, পরমার্থবিদ্**—ঈশ্বরতত্ত্বজ্ঞ। **পরমার্থ-বিজ্ঞ**—শ্রেষ্ঠতত্ত্বজ্ঞ; যাহার প্রচুর ধন লাভ হইয়াছে।

পরমুখ—পরের মুখ বা প্রসন্নতা। **পরমুখ চাওয়া**—পরের অনুগ্রহের প্রত্যাশা করা। **পরমুখাপেক্ষী** (-ক্ষিন্)—পরপ্রত্যাশী, অপরের

অনুগ্রহের উপরে নির্ভরশীল। স্ত্রী. **পরমুখাপেক্ষিণী**।

পরমেশ—পরমেশ্বর ; শিব ; বিষ্ণু। [পরম+ঈশ]। **পরমেশ্বর**—জগদীশ্বর ; সম্রাট্ ; শিব ; বিষ্ণু। স্ত্রী. **পরমেশ্বরী**—পার্বতী। **পরমেষ্ঠী** (-ষ্ঠিন্) —(স্বর্গের উচ্চতম স্থানে অধিষ্ঠিত) ব্রহ্মা ; বিষ্ণু ; শিব, পরমপুরুষ ; শালগ্রাম-শিলা-বিশেষ ; মন্ত্রদাতা গুরু। [পরমে-স্থা+ক+ইনি]।

পরম্পরা, পরম্পর—বি. পর-পর, অনুক্রম, ধারা (কর্মপরম্পরা ; বংশপরম্পরা ; গুরুপরম্পরা); শ্রেণী (সোপান-পরম্পরা) ; বংশ। **পরম্পরীণ**—প. পরম্পরাগত, ধারাবাহিক।

পরযুগ—বি. পরবর্তী-যুগ, উত্তর-যুগ।

পরল, পরলা, পল্লা—বি. পরত, ভাঁজ, fold (সাত পরলা অথবা পল্লা কাপড়)। [প্রাদে.]

পরলোক—বি. মৃত্যুর পরের অবস্থা ; মৃত্যু ও পুনর্জন্মের মধ্যবর্তী অবস্থা ; স্বর্গ বা নরক (পরলোক গমন ; পরলোক যাত্রা)। **পরলোক-বিধি**—মৃত্যুতে সদ্গতির জন্য শ্রাদ্ধাদি।

পরশ—[সং. স্পর্শ] বি. স্পর্শ (কাব্যে। 'মানুষের পরশেরে প্রতিদিন ঠেকাইয়া দূরে'—রবি)। **পরশ-পাথর, পরশমণি**—যাহা ছোঁয়াইলে লোহা সোনা হইয়া যায় এমন পাথর (কাল্পনিক) ; তুচ্ছকে মূল্যবান্ করিয়া তোলে এমন কিছু ('আগুনের পরশমণি ছোঁয়াও প্রাণে'—রবি)। **পরশন**—স্পর্শন, স্পর্শ।

পরশ, পারশ—পরিবেশন। [প্রাদে.]

পরশা,-সা—ক্রি. পরিবেশন করা (পরশে লহনা নারী, গায়ে দেখি ধর্মবারি—কবিকঙ্কণ)। (কাব্যে) ; **পরশা,-সা**—ক্রি. স্পর্শ করা (কাব্যে ব্যবহৃত) **পরশই**—স্পর্শ করে। **পরশিহ**—স্পর্শ করিও। (ব্রজবুলি)।

পরশু—[পর-শৃ (হিংসা করা)+উ] বি. প্রাচীন ভারতের যুদ্ধাস্ত্র-বিশেষ, কুঠার। **পরশুধর**—পরশুর সাহায্যে যুদ্ধকারী ; পরশুরাম। **পরশুরাম**—পরশুধারী পৌরাণিক ব্রাহ্মণবীর-বিশেষ (ক্ষত্রিয়ের শত্রুরূপে বিখ্যাত, বিষ্ণুর ষষ্ঠ অবতাররূপে পূজিত)।

পরশু, পর্শু—[সং. পরশ্বঃ] অব্য. আগামী কল্যের পরের দিন অথবা গতকল্যের পূর্বদিন।

পরশ্রী—বি. অপরের উন্নতি বা সৌভাগ্য। **পরশ্রীকাতর**—প. অপরের উন্নতি দেখিয়া ক্ষুণ্ণ বা ঈর্ষান্বিত। বি. **পরশ্রীকাতরতা**।

পরশ্বঃ, পরশ্ব—অব্য. পরশু। [সং.]

পরসঙ্গ—অপরের সাহচর্য ; [প্রসঙ্গ] বিষয়, কাহিনী। (ব্রজবুলি)। **পরসন্ন**—[প্রসন্ন] অনুকূল। (ব্রজবুলি)। **পরসাদ**—[প্রসাদ] অনুগ্রহ ; দেবতার প্রসাদ। (ব্রজবুলি)।

পরস্ত—[ফা. পরস্ত্] প. পূজক, পূজারী (অন্য শব্দ সহ যোগে ব্যবহৃত)। **আতশ-পরস্ত্**—অগ্নি-উপাসক। **খোদপরস্ত্**—আত্ম-পূজক, আত্মাভিমানী ; স্বার্থপর। **বুৎপরস্ত্**—মূর্তি-পূজক।

পরস্ত্রী—পরদার, পরের পত্নী। [সং.]

পরস্পর—[পরস্+পর] প. সর্ব. অন্যোন্য, একের প্রতি বা সম্পর্কে অন্য, mutual। **পরস্পর-বিধ্বংসী**(-সিন্)—প.একে অন্যের ধ্বংসকারী। **পরস্পর বিরোধ**—উভয়ের মধ্যে বিরোধ। **পরস্পর সংঘাত**—একের সঙ্গে অন্যের সংঘর্ষ। **পরস্পরাশ্রয়**—প. একে অন্যের অবলম্বন এমন (পরস্পরাশ্রয় প্রেম)।

পরস্মৈপদ—বি. সংস্কৃত ব্যাকরণে ধাতুর বিভক্তি-বিশেষ (বিপ: আত্মনেপদ)। প. **পরস্মৈপদী**—[সং.] পরস্মৈপদেই প্রযুক্ত হয় এমন ; (বাং. বিদ্রূপে) পরের খরচে বা পরিশ্রমে (পরস্মৈপদী ইয়ার্কি, কাজ)।

পরস্ব—পরধন। **পরস্বহারী**(-রিন্), **পরস্বাপহারী**(-রিন্)—যে পরের বিত্ত অপহরণ করে। **পরস্বাপহরণ**—পরধন চুরি। **পরহিংসা**—পরের প্রতি বিদ্বেষ শত্রুতা ইত্যাদি পোষণ বা আচরণ। **পরহিত**—পরের মঙ্গল। **পরহিতব্রত**—পরের মঙ্গল-সাধনরূপ ব্রত [রূপক কর্মধা.] ; প. পরের মঙ্গল যাহার ব্রত [বহুব্রী]। **পরহিতৈষণা**—অপরের কল্যাণ-কামনা। **পরহিতৈষী** (ষিন্)—অপরের কল্যাণকামী। বি. **পরহিতৈষিতা**।

পরা—প. শ্রেষ্ঠা, পরমা, প্রধানা ; পরায়ণা, রতা (নৃত্যপরা তটিনী)। **পরাবিদ্যা**—যে বিদ্যা দ্বারা ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হয়, উপনিষৎ (বিপ.—অপরা বিদ্যা)।

পরা—উপসর্গ-বিশেষ।

পরা—ক্রি. পরিধান করা, অঙ্গে ধারণ করা (কি সুন্দর মালা আজি পরিয়াছ গলে—মধু) ;

পরায়ণ—[পর+অয়ন] বি. একমাত্র গতি; (সমাসে পরপদে) ণ. একান্ত আসক্ত, তৎপর (ধর্মপরায়ণ); বি. পরমাশ্রয়।

পরার্থ—বি. অপরের কল্যাণ। [পর+অর্থ]। **পরার্থে**—পরহিতে। **পরার্থপর**—ণ. পরহিতপরায়ণ। **পরার্থপরতা, পরার্থিতা**—পরের কল্যাণ-কামনা। (বিপ. স্বার্থপরতা)। **পরার্থবাদ**—পরার্থপরতা-নীতি, altruism।

পরার্ধ—বি. শেষার্ধ; ব্রহ্মার আয়ুর দ্বিতীয়ার্ধ; সংখ্যা-বিশেষ, সহস্র কোটি। [পর+অর্ধ]

পরাশর—বি. ঋষি-বিশেষ ব্যাসদেবের পিতা, সংহিতাকার-বিশেষ।

পরাশ্রয়—বি. অপরের আশ্রয় বা গৃহ। [পর+আশ্রয়]। **পরাশ্রয়ী**(-য়িন্)—অপরকে অবলম্বন বা আশ্রয় করে এমন (পরাশ্রয়ী লতা)। **পরাশ্রিত**—ণ. অপরের আশ্রিত; পরপালিত। স্ত্রী. **পরাশ্রিতা**।

পরাস্ত—[পরা-অস্+ক্ত] ণ. পরাজিত; পরাভূত; তিরস্কৃত; নিরাকৃত; অতিক্রান্ত।

পরাহ—বি. পরদিন। (বিপ. পূর্বাহ্ন)। [পর+অহন্] [ব্যাহত।

পরাহত—বি. পরাজিত; তিরস্কৃত; আক্রান্ত;

পরাহ্ণ—বি. অপরাহ্ণ, বিকাল। (বিপ.—পূর্বাহ্ণ)।

পরি—[পৃ (পূর্ণ করা)+ইন্] উপসর্গ-বিশেষ, সম্পূর্ণরূপে, অতিশয়, চিহ্ন, আখ্যান, নিরসন, পূজা, সম্যক্, আলিঙ্গন, গাঢ় ইত্যাদি অর্থ প্রকাশ করে (পরিকীর্তন, পরিপাক, পরিতাপ ইত্যাদি)। **পরিকথা**—আখ্যায়িকা-গ্রন্থ। **পরিকম্প**—প্রবল কম্প; ভয়। **পরিকর**—পর্যঙ্ক; সহচর; পরিবার; অনুচর; হস্তী অশ্ব প্রভৃতি; উপকরণ; কটিবন্ধ (বদ্ধপরিকর); অর্থালঙ্কার-বিশেষ। **পরিকর্তা** (-র্তৃ)—জ্যেষ্ঠ অবিবাহিত থাকিতে কনিষ্ঠের বিবাহ ব্যাপারের পুরোহিত (পরিদায়ী দ্রঃ)। **পরিকর্ম**—কুঙ্কুম অলঙ্কার প্রভৃতি দ্বারা অঙ্গ-সংস্কার; চিত্তের শোভা বর্ধন। **পরিকর্মা** (-র্মন্), **পরিকর্মী** (-র্মিন্)—পরিচারক। **পরিকর্ষ**—সম্যক্ আকর্ষণ। **পরিকল্পক**—পরিকল্পনাকারী। **পরিকল্পন**—মনন, কল্পনা; রচনা। **পরিকল্পনা**—চিন্তা; সংকল্প; নক্সা; সকল দিক্ ভাবিয়া ঠিক করা কাজ বা ব্যাপার, design, plan, project (দামোদর-পরিকল্পনা)। ণ. **পরিকল্পিত**—মনে মনে স্থিরীকৃত; সজ্জিত; রচিত। **পরিকল্পনাধিকারিক, পরিকল্পয়িতা** (-তৃ)—পরিকল্পনাকারী, planning officer, designer। স্ত্রী. **পরিকল্পয়িত্রী**। **পরিকীর্ণ**—বিক্ষিপ্ত; ব্যাপ্ত। **পরিকেন্দ্র**—পরিবৃত্তের কেন্দ্র, circumcentre. **পরিকীর্তিত**—প্রশংসিত; বর্ণিত। **পরিকৃত**—ণ. পরিবেষ্টিত। **পরিকৃশ**—ণ. অতিশয় ক্ষীণ। **পরিক্রমা, পরিক্রম, পরিক্রমণ**—তীর্থাদি প্রদক্ষিণ করা; পরিভ্রমণ। **পরিক্রান্ত**—ণ. প্রদক্ষিণীকৃত। **পরিক্রয়, পরিক্রয়ণ**—বিনিময়; বিক্রীত বস্তুর পুনঃক্রয়; বেতন গ্রহণ করিয়া নির্দিষ্টকাল চাকরি করা। **পরিক্রিয়া**—পরিখা-প্রাকারাদির দ্বারা বেষ্টিত করা। **পরিক্লান্ত**—ণ. অতিশয় ক্লান্ত, পরিশ্রান্ত। **পরিক্লিষ্ট**—ণ. অতিশয় ক্লিষ্ট; উত্ত্যক্ত। **পরিক্ষত**—ণ. ক্ষয়প্রাপ্ত, ক্ষত, নষ্ট। **পরিক্ষয়**—ধ্বংস, বিনাশ; পতন; তিরোভাব। **পরিক্ষিৎ, পরিক্ষিত**—অর্জুনের পৌত্র, অভিমন্যুর পুত্র (কুলের ক্ষীণাবস্থায় জন্মিয়াছিলেন বলিয়া এই নাম দেওয়া হইয়াছিল)। **পরিক্ষিপ্ত**—ণ. বিক্ষিপ্ত; নিক্ষিপ্ত; পরিত্যক্ত; চতুর্দিকে ঘেরা। **পরিক্ষীণ**—ণ. অতিশয় ক্ষীণ, ক্ষয়প্রাপ্ত। **পরিক্ষীয়মাণ**—ণ. ক্ষয় পাইতেছে এমন। **পরিক্ষেপ**—চতুর্দিকে বেষ্টন; বিক্ষেপ; বেড়া, ঘেরাও, fencing, railing। **পরিক্ষেপক**—ণ. পরিবেষ্টনশীল। **পরিখা**—রাজধানী প্রভৃতির চতুর্দিকের খাত, গড়খাই (পরিখা সাধারণতঃ শতহস্ত প্রশস্ত ও দশহস্ত গভীর করা হইত)। **পরিখীকৃত**—ণ পরিখার দ্বারা বেষ্টিত। **পরিখেদ**—ক্লেশ, পরিশ্রম। **পরিখ্যাত**—ণ. প্রসিদ্ধ। **পরিগণন**—বিশেষ ভাবে গণনা করা। **পরিগণিত**—ণ. সংখ্যাত; বিশেষরূপে কথিত বা স্বীকৃত। **পরিগত**—ণ. জ্ঞাত; প্রাপ্ত; ব্যাপ্ত। **পরিগর্জিত**—বি. পরিকীর্তন; ণ. বিশেষরূপে কীর্তিত। **পরিগম**—পরিবেশ, পরিপার্শ্ব, environment. **পরিগহন**—ণ. অতিশয় গহন। **পরিগূঢ়**—ণ. অতি গোপন। **পরিগৃহীত**—ণ. স্বীকৃত; পরিণীত। **পরিগৃহ্য**—ণ. সর্বতোভাবে গ্রহণ-যোগ্য। **পরিগৃহ্যা**—নারী। **পরিগ্রহ**—গ্রহণ, স্বীকার (আসন পরিগ্রহ, দার পরিগ্রহ); পত্নী; পরিজন; অধীনস্থ ব্যক্তি; সরঞ্জাম; মূল; আদি কারণ; শপথ; সৈন্যের

ণ. পরিহিত, ব্যবহৃত (অন্যের পরা কাপড়)। **পরাওল**—(ব্রজবুলি) পরাইল।

পরাকরণ—[পরা-কৃ+অনট্] বি. অবহেলন, অবজ্ঞা। ণ. **পরাকৃত**—অবজ্ঞাত।

পরাকাষ্ঠা—বি. চরমোৎকর্ষ; চরম সীমা। [পরা (চরম)+কাষ্ঠা]

পরাক্রম—বি. বীর্য, শক্তি, সামর্থ্য। [সং.]। **পরাক্রমশালী** (-লিন্)—বীর্যবন্ত। **পরাক্রান্ত**—শক্তিশালী, শত্রু দমনে সমর্থ (পরাক্রান্ত রাজা)।

পরাগ—[পরা-গম্+ড] বি. পুষ্পরেণু, pollen; ধূলি; স্নানের পর ব্যবহার্য গন্ধদ্রব্য চূর্ণ; চন্দন; চূর্ণ; উপরাগ। **পরাগকেশর**—ফুলের ভিতরকার রেণু-বিশিষ্ট সূক্ষ্ম সূত্র, stamen। **পরাগকোষ, পরাগধানী**—পরাগকেশরের মুণ্ড যাহাতে পরাগ থাকে, anther. **পরাগযোগ**—ফুলের গর্ভকেশরে পরাগ পতন, pollination. **পরাগস্থালী**—পরাগধানীর ভিতরে পরাগের কোষ,, pollen-sac. **পরাগিত**—ণ. পরাগযোগ হইয়াছে এমন, pollinated.

পরাগত—[পরা+আগত] ণ. প্রত্যাগত; [পরা+গত] ব্যাপ্ত; বিকসিত।

পরাঙ্মুখ—[পরাক্ অর্থাৎ ফিরানো মুখ যার—বহুব্রী)] ণ. বিমুখ, নিবৃত্ত; পরিহারশীল (সত্য কথনে পরাঙ্মুখ)।

পরাজয়—[পরা-জি+অচ্] পরাভব, হটিয়া যাওয়া। ণ. **পরাজিত**—পরাভূত, বিজিত।

পরাণ—[সং. প্রাণ] বি. প্রাণ, জীবন; মর্মস্থল (পরাণপুতলী; পরাণ বিদরে)। (কাব্যে ও কথ্য-ভাষায় ব্যবহৃত)]। **পরাণপুতলী**—প্রাণ-স্বরূপ; প্রাণসর্বস্ব। **পরাণি, পরাণী**—প্রাণ, জীবন, মর্মস্থল (বর্তমানে অপ্রচলিত)।

পরাত—বড় থালা। [পর্তু. prato]

পরাতুষ্টি—[সং.] বি, নিরতিশয় সন্তোষ।

পরাৎপর—ণ. শ্রেষ্ঠ হইতেও শ্রেষ্ঠ; বি. পরমেশ্বর। স্ত্রী. **পরাৎপরা**—পরমেশ্বরী; দুর্গা; কালী।

পরাত্মা (-ত্মন্)—বি. পরমাত্মা। [পর+আত্মা]

পরাদান—বি. পরের উদ্দেশে আদান, দরিদ্রের যাহাতে উপকার হয় এই উদ্দেশ্যে দান। **পরাধি**—অন্যের ব্যাধি; উৎকট ব্যাধি। **পরাধিকার**—অন্যের অধিকার (পরাধিকারচর্চা—অনধিকার চর্চা)। [পর+অধিকার]। **পরাধীন**—অপরের অধীন, পরতন্ত্র। বি. **পরাধীনতা**।

পরান—পরাণ দ্রঃ।

পরানো—ক্রি. পরিধান করানো; (পোষাক পরানো); ভূষিত করানো; সংযুক্ত করানো (সুতা পরানো)।

পরান্তঃপুষ্ট—বি. যাহা অন্যের দেহের মধ্যে থাকিয়া পুষ্ট হয়; কৃমি। [পর+অন্তঃ+পুষ্ট]

পরান্তক—বি. জগৎসংসারের সংহারকর্তা, শিব। [পর (শ্রেষ্ঠ)+অন্তক]

পরান্ন—বি. অন্যের দেওয়া অন্ন, গুরু মাতুল শ্বশুর পিতা ও পুত্র ভিন্ন অপরের দেওয়া অন্ন। **পরান্নজীবী**(-বিন্), **পরান্নভোজী**(-জিন্), **পরান্নোপজীবী** (-বিন্)—(নিন্দাজনক) পরের অন্নে জীবন নির্বাহকারী।

পরাপর—[পর+অপর] বি. আপন-পর; [পরা+পর] ণ. শ্রেষ্ঠতম। **পরাপরাবিদ্যা**—পরা ও অপরা বিদ্যা, অর্থাৎ ব্রহ্মবিদ্যা ও সাংসারিক বিদ্যা।

পরাবর্ত—বি. প্রত্যাবর্তন; বিনিময়। [পরা—বৃৎ+অ]। **পরাবর্ত ব্যবহার**—পুনর্বিচারের জন্য আবেদন, আপীল। **পরাবর্তক**—যাহা আলোক প্রতিফলনে সাহায্য করে। **পরাবর্তন**—(পদার্থ-বিদ্যা) প্রতিফলন, reflection। **পরাবর্তমাপক**—যে যন্ত্রের দ্বারা প্রতিফলনের মাপ করা হয়, reflectometer. ণ. **পরাবর্তিত**—প্রত্যাবর্তিত, যাহাকে ফিরাইয়া আনা হইয়াছে। **পরাবৃত্ত**—ণ. প্রত্যাবৃত্ত; পলায়িত; বি. জ্যামিতিক বক্র রেখাবিশেষ, hyperbola. বি. **পরাবৃত্তি**।

পরাভব—বি. পরাজয়; হারিয়া যাওয়া; অতিক্রম। [পরা-ভূ+অ]। ণ. **পরাভূত**—পরাজিত, অতিক্রান্ত]

পরামর্শ—বি মন্ত্রণা, বিচার, যুক্তি (পরামর্শ করা—কয়েক জনে মিলিয়া বিশেষ মন্ত্রণা করা)। **পরামর্শসভা**—মন্ত্রণাদাতা পরিষৎ, Advisory Board।

পরামর্ষ—সহন, ক্ষমা। [পরা+মৃষ]

পরামাণিক,-মানিক—[সং. প্রামাণিক] বি. গ্রামের মোড়ল; নাপিত; উপাধি-বিশেষ।

পরায়ত্ত—ণ. পরের অধিকারভুক্ত বা অধীন [পর+আয়ত্ত]।

পশ্চাৎভাগ ; রাহুগ্রস্ত সূর্য। **পরিগ্রাহ**—যজ্ঞবেদী-বিশেষ। **পরিগ্রাহক**—ণ. পরিগ্রহীতা ; বি. পতি। **পরিঘ**—প্রাচীনকালের যুদ্ধাস্ত্রবিশেষ, ইহা মুদগররূপে ব্যবহৃত হইত ; হুড়কা ; প্রতিবন্ধ (জ্ঞানমার্গে অহঙ্কার দুরতিক্রম পরিঘ) ; জ্যোতিষে যোগ-বিশেষ ; তোরণদ্বার। **পরিঘৃষ্ট**—ণ. যাহা বিশেষ ভাবে ঘোঁটা হইয়াছে, সম্যক্ ঘর্ষিত। **পরিঘাত, পরিঘাতন**—পরিঘ, অর্গল ; ব্যাঘাত ; হনন ; আঘাত। **পরিচয়**—বিশেষ জ্ঞান ; বংশ নাম ইত্যাদির খবর ; জানাশোনা, আলাপ, ঘনিষ্ঠতা ; প্রণয়। **পরিচয়-পত্র**—কাহারও সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞাতব্য সম্বলিত পত্র, credentials, certificate। **পরিচর**—দেহরক্ষী, রক্ষিসৈন্য ; পরিচারক, অনুচর ; রাজ্যাদির তত্ত্বাবধায়ক। **পরিচর্যা**—সেবা, শুশ্রূষা ; উপাসনা ; পূজা। **পরিচলন**—সঞ্চলন ; অকঠিন পদার্থ অবলম্বনে বিদ্যুৎ বা তাপের সঞ্চলন, convection. **পরিচায়ক**—ণ. পরিচয়দানকারী, জ্ঞাপক। **পরিচারক**—সেবক, ভৃত্য। স্ত্রী. **পরিচারিকা**। **পরিচার্য**—ণ. সেব্য, শুশ্রূষণীয়। **পরিচালক**—চালক ; অধ্যক্ষ, manager ; বিদ্যুতাদি পরিচালনক্ষম বস্তু, conductor. স্ত্রী. **পরিচালিকা**। **পরিচালকতা**—তাপ ও বিদ্যুৎ-পরিচালন-ক্ষমতা, conductivity। **পরিচালন**—চালনা করা ; শাসন, administration. **পরিচিত**—ণ. পরিজ্ঞাত ; অভ্যস্ত। **পরিচিতি**—পরিচয়দান ; পরিচয়জ্ঞাপক রচনা। **পরিচিন্তক**—ণ. মননকারী ; প্রাজ্ঞ ; উপাসক। **পরিচিন্তন**—পরিকল্পনা, মনন। ণ. **পরিচিন্তিত**। **পরিচ্ছদ**—পোষাক, বসনভূষণ ; পরিজন (সপরিচ্ছদ) ; রাজার ছত্র-চামরাদি, হস্তী অশ্ব প্রভৃতি উপকরণ। **পরিচ্ছন্দ**-পোষাক, অঙ্গাবরণ। **পরিচ্ছন্ন**—ণ. পরিষ্কৃত, আবর্জনাহীন ; সুবিন্যস্ত (চিন্তার পরিচ্ছন্নতা)। **পরিচ্ছিত্তি**—অবধারণ ; ব্যবধান ; আড়াল (গ্রাম্য : **পরিছাটি, পরছাটি**—বাড়ী চতুর্দিক ঘিরিয়া যে বেড়া দেওয়া হয়)। **পরিচ্ছিন্ন**—অবধারিত ; পৃথক্‌কৃত ; সীমাবদ্ধ ; বিভক্ত। **পরিচ্ছেদ**—গ্রন্থের ভাগ, অংশ ; সীমা, অবধি (প্রাণান্ত পরিচ্ছেদ) ; হিতাহিত নির্ণয়। **পরিচ্ছেদ্য**—ণ. অবধার্য ; পরিমেয়, বিভাজ্য। **পরিচ্যুত**—ণ. ভ্রষ্ট, পতিত, ক্ষরিত। বি. **পরিচ্যুতি**। **পরিছা**—পড়িছা দ্রঃ। **পরিজন**—সম্পূর্ণরূপে নিজের লোক, পরিবারবর্গ, পোষ্যবর্গ। **পরিজ্ঞান**—স্বরূপজ্ঞান, সর্বতোভাবে জানা ; অন্তর্দৃষ্টি, insight. ণ. **পরিজ্ঞাত**। **পরিডীন, পরিডীনক**—পক্ষীর চক্রাকারে উড্ডয়ন। **পরিণত**—ণ. পরিণতি-প্রাপ্ত, পরিপক্ব ; বৃদ্ধ (পরিণত বয়স)। বি. **পরিণতি**—পূর্ণতাপ্রাপ্তি ; শেষ ফল। **পরিণদ্ধ**—[পরি-নহ্ + ক্ত] বদ্ধ ; পরিহিত ; আশ্লিষ্ট ; ব্যাপ্ত। **পরিণয়, পরিণয়ন**—বিবাহ। **পরিণাম**—পরিণতি, অবস্থান্তর প্রাপ্তি ; পরিপক্বতা ; বিকার ; শেষফল (অপব্যয়ের পরিণাম) ; ভবিষ্যৎ, আখের ; বার্ধক্য। **পরিণামদর্শী** (-র্শিন্)—ণ. ভবিষ্যৎ বিবেচনা করিয়া যে কার্য করে ; সূক্ষ্মদর্শী। **পরিণামবাদ**—দুগ্ধ যেমন বিকৃত হইয়া দধি হয়, কিন্তু দুধ ও দধি অভিন্ন, ঈশ্বর তেমনি জগৎরূপে অভিব্যক্ত হন, কিন্তু তিনি অবিকার, জগৎও মিথ্যা নহে, এই দার্শনিক মত। **পরিণাহ, পরীণাহ**—বিস্তার, বিশালতা ; সীমারেখা, contour. **পরিণীত**—ণ. বিবাহিত। স্ত্রী. **পরিণীতা**—বিবাহিতা। **পরিণেতা** (-তৃ)—পতি। **পরিণেয়**—ণ. বিবাহযোগ্য। **পরিতপ্ত**—ণ. সন্তপ্ত, উত্তপ্ত। **পরিতাপ**—মনস্তাপ, খেদ, দুঃখ। **পরিতুষ্ট, পরিতৃপ্ত**—সন্তুষ্ট। বি. **পরিতুষ্টি, পরিতৃপ্তি**। **পরিতোষ**—সন্তোষ, আনন্দ, তৃপ্তি (পরিতোষ সহকারে ভোজন)। **পরিত্যক্ত**—ণ. বর্জিত ; নিক্ষিপ্ত (পরিত্যক্ত বাণ) ; বিসৃষ্ট। **পরিত্যাগ**—বর্জন, সম্বন্ধ ছেদন। **পরিত্যাজ্য**—ণ. পরিত্যাগযোগ্য, বর্জনীয়। **পরিত্রাণ**—উদ্ধার (পাপীতাপীর পরিত্রাণ) ; সঙ্কটজনক অবস্থা হইতে মুক্তি (এবার আর পরিত্রাণ নাই) ; রক্ষা। **পরিত্রাতা** (-তৃ), **পরিত্রায়ক**—ণ. উদ্ধারকর্তা, রক্ষাকর্তা। **পরিত্রাহি**—পরিত্রাণ কর, বাঁচাও (পরিত্রাহি ডাক ছাড়া—একান্ত অসহায় হইয়া সাহায্য প্রার্থনা করা)। (ত্রাহি দ্রঃ)। **পরিদর্শক**—যে দেখে ; যে চোখে দেখিয়া তত্ত্বাবধান করে, inspector. স্ত্রী. **-দর্শিকা**। **পরিদর্শন**—উত্তমরূপে দর্শন ; তত্ত্বাবধান, inspection. **পরিদর্শী** (র্শিন্)—ণ. পরিদর্শনের ভারপ্রাপ্ত বা পরিদর্শনে রত, inspecting.

পরিদান—বিনিময়। **পরিদায়ী** (-য়িন্) —ণ. জ্যেষ্ঠ অবিবাহিত থাকিতে যে কনিষ্ঠকে কন্যাদান করে (এরূপ বিবাহে কনিষ্ঠকে বলা হয় পরিবেত্তা, কন্যা পরিবেদনীয়া, কন্যাদাতা পরিদায়ী এবং যাজককে পরিকর্তা বলা হয়; ইহারা সকলেই পতিত)। **পরিদৃশ্যমান**—ণ. যাহা দেখা যাইতেছে, সুস্পষ্ট। **পরিদেবন, পরিদেবনা**—বিলাপ, খেদোক্তি, অনুতাপ (পরিবেদনা দ্রঃ)। **পরিদেবী**(-বিন্), **পরিদেবক**—ণ. বিলাপকারী। **পরিধান**—অঙ্গে ধারণ; আচ্ছাদন; আচ্ছাদন বস্ত্র। **পরিধায়ী** (-য়িন্)—ণ. পরিধানকারী। **পরিধি**—বৃত্তের বেষ্টন-রেখা, বেড়, circumference; চতুর্দিকের সীমা, periphery; পরিবেষ্টন। **পরিধিস্থ**—ণ. চতুঃপার্শ্বস্থ; বি. যুদ্ধে রথীর রক্ষক; পরিচর, মোসাহেব। **পরিধূপিত**—সুগন্ধীকৃত, ধূপের গন্ধে চতুর্দিক্ আমোদিত। **পরিধেয়**—ণ. পরিধানযোগ্য; বি. বস্ত্র। **পরিনায়ক**—প্রধাননায়ক। **পরিনির্বাণ**—মোক্ষ; বুদ্ধের দেহত্যাগ ও বুদ্ধত্বপ্রাপ্তি। **পরিনিষ্ঠা**—পরিসমাপ্তি, পরিপূর্ণতা। ণ. **পরিনিষ্ঠিত**—নিপুণ, প্রবীণ। **পরিন্যাস**—বিন্যাস। **পরিপক্ক**—ণ. পরিণতিপ্রাপ্ত; পাকা; সুসিদ্ধ; বিচক্ষণ বহুদর্শী (পরিপক্ক লোক)। **পরিপণ**—মূলধন; প্রতিশ্রুতি। ণ. **পরিপণিত**—প্রতিশ্রুত; ন্যাসীকৃত। **পরিপত্র**—সরকারী ইস্তাহার, circular. **পরিপন্থক, পরিপন্থী** (-ন্থিন্) —ণ. প্রতিকূল, প্রতিরোধক; বি. শত্রু। স্ত্রী. **পরিপন্থিনী**—বিঘ্নস্বরূপা। **পরিপাক, পরীপাক**—পরিণতি, পক্কতা; হজম (পরিপাক ক্রিয়া; দুঃখ অপমান পরিপাক করা)। **পরিপাটি, পরিপাটী**—বি. ও ণ. অনুক্রম, সুশৃঙ্খলা, নৈপুণ্য; সুবিন্যস্ত (চুল পরিপাটি করিয়া বাঁধা); (কৌশল, মনোবৃত্তি—বর্তমানে এই অর্থে ব্যবহৃত হয় না)। **পরিপার্শ্ব**—আশপাশ, পরিবেশ। **পরিপালক**—যে পরিপালন করে; পরিচালক, administrator. **পরিপালন**—পরিপোষণ। ণ. **পরিপালিত**। **পরিপালয়িতা**(-তৃ)—ণ. পরিপালনকারী। **পরিপাল্য**—ণ. লালনযোগ্য। **পরিপীড়ন**—নিষ্পেষণ, পীড়ন। **পরিপুটন**—খোসা ছাড়ানো। **পরিপুষ্ট**—ণ. বর্ধিত, বিকাশপ্রাপ্ত, সমৃদ্ধ। **পরিপূরক**—ণ. যাহা পরিপূর্ণ করে।

পরিপূরণ—সম্যক্ পূরণ; তৃপ্তি সাধন। ণ. **পরিপূরিত**। **পরিপূর্ণ**—ণ. সম্পূর্ণ, পরিতৃপ্ত বি. **পরিপূর্ণতা**। **পরিপৃক্ত**—ণ. সংপৃক্ত, saturated. **পরিপৃচ্ছা**—জিজ্ঞাসা। **পরিপোষণ**—পরিপুষ্টিসাধন, সুবর্ধন; প্রতিপালন। ণ. **পরিপোষিত**—প্রতিপালিত। **পরিপ্রেক্ষণ**—পরিদর্শন। **পরিপ্রেক্ষিত**—বি. পটভূমিকা; অনুষঙ্গরূপে দেখা (এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে); দৃশ্যমান বস্তুর বা বস্তুসমূহের আপেক্ষিক আকৃতি দূরত্ব সংস্থান যেরূপ দেখিতে পাওয়া যায় তাহা, কিংবা চিত্রে তদ্রূপ প্রকাশ, perspective। **পরিপ্লব**—[পরি-প্লু+অ] চঞ্চলতা, অস্থির; নৌকা, ভেলা। **পরিপ্লাবন**—জলে নিমজ্জন। **পরিপ্লুত**—ণ. প্লাবিত; সিক্ত; ব্যাপ্ত; উপহত (শোকমোহ-পরিপ্লুত); বি. **পরিপ্লুতি**—চাঞ্চল্য; ব্যাপ্তি; আর্দ্রীকরণ। **পরিবন্ধ**—(প্রবন্ধ) প্রবন্ধ, কাহিনী, রচনা-কৌশল। **পরিবর্জন**—পরিহার, বিসর্জন। **পরিবর্ত**—পরিবর্তন, বিনিময়। **পরিবর্তন**—অবস্থান্তর; আবর্তন; বদল। **পরিবর্তনশীল, পরিবর্তমান**—ণ. পরিবর্তিত হয় এমন। **পরিবর্তনীয়**—ণ. পরিবর্তনযোগ্য। **পরিবর্তী** (-র্তিন্)—ণ. ক্রমান্বয়ে গতিমুখ পরিবর্তন করে এমন, alternating (current). **পরিবর্ধক**—ণ. যাহা বৃদ্ধি করে। **পরিবর্ধন**—সম্যক্ বর্ধন; বাড়ানো, enlargement. **পরিবর্ধিত**—ণ. বাড়ানো বা পুষ্ট করা হইয়াছে এমন। **পরিবর্হ**—পরিচ্ছদ, পোষাক; রাজার পরিচ্ছদ ও বসনাদি; আসবাব। **পরিবহণ**—যানবাহন দিয়া বহন, transport; কোনও কিছুর মধ্য দিয়া তাপ বা বিদ্যুতের সঞ্চলন, conduction. **পরিবাদ, পরীবাদ**—নিন্দা, অপবাদ। **পরিবাদক, পরিবাদী** (-দিন্)—ণ. অপবাদকারী। **পরিবাদিনী**—সপ্ততন্ত্রী বীণা-বিশেষ; ণ. অপবাদকারিণী। **পরিবাপ**—বপন; মুণ্ডন। **পরিবাপন**—মুণ্ডন। ণ. **পরিবাপিত**—মুণ্ডিত; রোপিত, উপ্ত। **পরিবার, পরীবার**—পরিজন, family; অনুচর; (কথ্য) স্ত্রী, ভার্যা। **পরিবাস**—নিবাস; সুবাস। **পরিবাহ, পরীবাহ**—জলোচ্ছ্বাস; জলনির্গম-পথ; প্রবাহ, ক্ষুদ্র সরিৎ। **পরিবাহিতা**—তাপ বিদ্যুৎ

আদি পরিবহণ করিবার শক্তি, conductivity. **পরিবাহী** (-হিন্)—ণ. প্রবাহযুক্ত (আনন্দ-পরিবাহী চক্ষু); পরিবহনশক্তিসম্পন্ন, conductor. **পরিবীক্ষণ**—যত্ন সহকারে দর্শন। **পরিবীত**—ণ. পরিবেষ্টিত। **পরিবৃত**—ণ. বেষ্টিত। **পরিবৃতি**—পরিধি; পরিবেশ। **পরিবৃত্ত**—সীমা বেষ্টনকারী বৃত্ত, circumcircle. **পরিবৃত্তি**—প্রত্যাবর্তন; পরিবর্তন; বিনিময়; স্বভাবের নিয়মানুযায়ী পরিবর্তন। **পরিবেত্তা** (-তৃ)—পরিদায়ী দ্রঃ। **পরিবেদন**—জ্যেষ্ঠের বিবাহের পূর্বে কনিষ্ঠের বিবাহ (পরিদায়ী দ্রঃ); ক্লেশ, যন্ত্রণা; প্রাপ্তি, জ্ঞান। **পরিবেদনা**—বিবেচনা, ব্যথা, দরদ (কা কস্য পরিবেদনা—কার কথা কে শোনে, অপরের জন্য কারো মাথা ব্যথা নেই)। **পরিবেশ,-ষ**—বেষ্টন, পরিধি; পরিপার্শ্ব, চারিদিকের অবস্থা; পরিবেষ্টন; চন্দ্রসূর্যের মণ্ডল। **পরিবেশক**—বি., ণ. পরিবেশনকারী। **পরিবেশন**—বণ্টন; ভোজনকালে অন্নব্যঞ্জনাদি প্রয়োজনমত অর্পণ। **পরিবেষ্টন**—আচ্ছাদন; ঘেরাও করা; পরিধি, আবেষ্টন, environment। **পরিবেষ্টা** (-ষ্টৃ)—পরিবেশক। **পরিবেষ্টিত**—ণ. চারিদিকে ঘেরা (শত্রুপরিবেষ্টিত)। **পরিব্যয়**—মোটখরচ। **পরিব্রজ্যা**—পরিব্রাজক-ধর্ম, চতুর্থ আশ্রম অর্থাৎ সন্ন্যাস। **পরিব্রাজ, পরিব্রাজক**—ভ্রমণকারী; চতুর্থাশ্রমী সন্ন্যাসী। স্ত্রী. **পরিব্রাজিকা**। **পরিভব**—পরাজয়। **পরিভাব, পরীভাব**—পরাজয়; অবজ্ঞা, অনাদর, তিরস্কার। **পরিভাবী** (-বিন্)—অবজ্ঞাকারী; তিরস্কারক। **পরিভাষণ**—কথোপকথন; নিন্দা-পূর্বক তিরস্কার। **পরিভাষা**—বিশেষ অর্থজ্ঞাপক শব্দ বা সংজ্ঞা (বৈজ্ঞানিক পরিভাষা)। **পরিভাষিত**—ণ. পরিভাষা দ্বারা নিরূপিত; কথিত। **পরিভুক্ত**—ণ. উপভুক্ত। **পরিভূত**—ণ. পরাজিত; অভিভূত; তিরস্কৃত। **পরিভোগ**—সম্ভোগ। **পরিভ্রম**—ভ্রম; পরিভ্রমণ। **পরিভ্রমণ**—পর্যটন। **পরিভ্রষ্ট**—ণ. পতিত; নষ্ট। **পরিমণ্ডল**—পরিধি, গোলাকার বস্তুর বেড়; গোলক। **পরিমল**—চন্দন কুঙ্কুমাদির মর্দনজনিত গন্ধ, সৌরভ। **পরিমর্শ**—সংস্পর্শ, ঘর্ষণ। **পরিমর্ষ**—ঈর্ষাদ্বেষ। **পরিমাণ**—মাপ; ওজন; সংখ্যা। **পরিমাণফল**—ক্ষেত্রফল, area। **পরিমাপ**—পরিমাণ; ওজন; পরিমাণ নিরূপণ; জরিপ, survey. **পরিমাপক**-যে মাপে; আমিন, surveyor. **পরিমিত**—ণ. যাহার পরিমাণ করা হইয়াছে; স্বল্প, সংযত (পরিমিত সুখভোগ)। **পরিমিতি**—পরিমাণ; ক্ষেত্রতত্ত্ব; mensuration। **পরিমৃষ্ট**—আলিঙ্গিত; পরিমার্জিত। **পরিমেয়**—ণ. পরিমাণযোগ্য; পরিমিত, সসীম, finite. **পরিমেল**—সংঘ, নিগম, association; -**নিয়মাবলী**—articles of association; -**বন্ধ**—memorandum of association. **পরিমোক্ষ**—পরিত্রাণ, মোক্ষ; মলত্যাগ। **পরিমোহন**—ণ. মোহকর; বি. মোহ উৎপাদন। **পরিম্লান**—ণ. অতিশয় ম্লান, বিবর্ণ, বিশুষ্ক। **পরিযান**—যানবাহনের চলাফেরা, traffic. **পরিরক্ষণ**—সর্বথা রক্ষণ। **পরিরক্ষণীয়**—ণ সর্বথা রক্ষণীয়। **পরিরক্ষিতা** (-তৃ)—পালয়িতা। **পরিরম্ভ, পরিরম্ভন**—আলিঙ্গন; রমণ। **পরিরব্ধ**—ণ. আলিঙ্গিত। **পরিরাটক, পরিরাটি**—ণ. চতুর্দিকে রটনাকারী। **পরিলিখিত**—ণ. চতুর্দিকে রেখার দ্বারা চিহ্নিত, circumscribed। **পরিলেখ**—খসড়া, আদরা, outline. **পরিলেখন**—যজ্ঞস্থলের সীমারেখা অঙ্কন। **পরিশঙ্কনীয়, পরিশঙ্ক্য**—ণ. বিশেষ শঙ্কার যোগ্য। **পরিশঙ্কিত**—ভীত। **পরিশিষ্ট**—বি. অবশেষ; গ্রন্থের শেষে যে অংশ যোজনা করা হয়। **পরিশীলন**—অনুশীলন; সংসর্গ; অবগাহন। ণ. **পরিশীলিত**। **পরিশুদ্ধ**—ণ. পবিত্রীকৃত; পরিষ্কৃত। **পরিশুষ্ক**—ণ. বিশুষ্ক; বেশী ঘি ও বারবার জলের ছিটা দিয়া রান্না করা জীরা প্রভৃতি মসলাযুক্ত কষা মাংস (দোপেঁয়াজা ?)। **পরিশেষ**—অবশেষ, উপসংহার। **পরিশোধ**—ঋণশোধ। **পরিশোষ**—শুষ্কতা। **পরিশ্রম**—আয়াস, মেহনত (পরিশ্রমসাধ্য)। **পরিশ্রমী** (-মিন্)—ণ. শ্রমপটু, খাটিয়ে। **পরিশ্রান্ত**—ণ. ক্লান্ত। **পরিশ্রুতি**—অশ্রু। **পরিশ্লেষ**—আশ্লেষ। **পরিষদ, পর্ষদ(ৎ)**—মীমাংসা ন্যায় ও বেদবেদাঙ্গ-কুশল অন্ততঃ একুশ জন পণ্ডিতের সভা; ধর্ম-বিষয়ক জনসভা; সমাজ; (ব্যবস্থাপক) সভা council।

পরিষৎপাল—ব্যবস্থাপক সভার সভাপতি, Chairman, Legislative Council. **পরিষদ**—সভাসদ্, সভা ; অনুচর। **পরিষদ্বল**—সভাসদ্। **পরিষীবন**—[পরি-সিব্ + অন] গ্রন্থীকরণ, সেলাই করা। **পরিষেবক**—বি. শুশ্রূষাকারী, male nurse. **-ষেবা**—শুশ্রূষা, nursing. **-ষেবিকা**—শুশ্রূষাকারিণী, nurse. **পরিষেক**—সিক্ত করা ; অবগাহন। **পরিষ্কার**—[সং.] বি. স্বচ্ছতা, নির্মলতা ; (বাং) ণ. নির্মল, স্বচ্ছ (পরিষ্কার জল) ; মেঘশূন্য (আকাশ পরিষ্কার হয়ে গেছে) ; মলশূন্য (পেট পরিষ্কার হয়ে যাওয়া) ; সুস্পষ্ট, জড়িমা বা কপটতা বর্জিত (পরিষ্কার কথা, পরিষ্কার মন) ; নিটানো, বাকি-বকেয়াশূন্য (হিসাব পরিষ্কার করা) ; তীক্ষ্ণবোধযুক্ত, বিচারক্ষম (পরিষ্কার মাথা) ; ময়লাশূন্য (আঙিনা পরিষ্কার করা, ঘরদোর পরিষ্কার করা) ; ফরসা (পরিষ্কার রং, সুন্দর) ; পরিচ্ছন্ন, পরিষ্কৃত। **পরিষ্কৃত**—ণ. অমলিন, স্বচ্ছ ; নির্মলীকৃত, মার্জিত। বি. **পরিষ্কৃতি**। **পরিসংখ্যা**—পরিগণনা ; বর্জন ও গ্রহণ সম্পর্কে বিশেষ নির্দেশ ; অর্থালঙ্কার-বিশেষ। ণ. **পরিসংখ্যাত**—পরিগণিত। **পরিসংখ্যান**—পরিসংখ্যাকরণ, বর্জনপূর্বক গ্রহণ ; তথ্যজ্ঞাপক হিসাব বা সংখ্যা, statistics। **পরিসংখ্যায়ক**—পরিসংখ্যা বিষয়ক তথ্য সংগ্রাহক, statistician. **পরিসভ্য**—সভাসদ্। **পরিসম্পদ্**—সম্পত্তি, assets. **পরিসর**—বিস্তার ; নদী নগর পর্বতাদির নিকটবর্তী ভূমি ; প্রদেশ। **পরিসর্প**—পরিবেষ্টন। **পরিসর্পণ**—পরিক্রমণ ; লক্ষ্যের দিকে ধাবন। **পরিসর্যা**—সর্বত্র গমন। **পরিসারক**—চতুর্দিকে গমনশীল। **পরিসীমা**—চতুঃসীমা, perimeter ; ইয়ত্তা, অবধি (এর সীমা-পরিসীমা নেই)। **পরিস্তোম, পরিস্তোম**—হাতীর পিঠের চিত্রিত বস্ত্র বা কম্বল, আস্তরণ। **পরিস্থিতি**—চারিদিকের অবস্থা, ঘটনার চাপ (জটিল পরিস্থিতি)। **পরিস্পন্দ, পরিস্পন্দন**—কম্পন, vibration। **পরিস্ফুট**—ণ. সুস্পষ্ট। **পরিস্ফুরণ**—সম্যক্ স্ফুরণ বা বিকাশ-প্রাপ্তি ; সঞ্চলন ; বুদ্বুদ উঠা, effervescence ; পরিস্পন্দন। **পরিস্যন্দ, পরিস্যন্দ**—ক্ষরণ। **পরিস্রব**—ফুল, placenta ; প্রবাহ (ধাতু পরিস্রব) ; স্খলন (গর্ভ পরিস্রব)। **পরিস্রাবণ**—বালির সাহায্যে জল নির্মল করা, filtration। **পরিস্রুত**—ণ. ফোঁটা-ফোঁটা করিয়া চোয়ানো, distilled (পরিস্রুত জল)। স্ত্রী. **পরিস্রুতা**—মদিরা। **পরিহরণ**—পরিত্যাগ, পরিবর্জন। **পরিহর্তব্য**—ণ. পরিহারযোগ্য, পরিহরণীয়। **পরিহসনীয়**—ণ. পরিহাসের পাত্র বা বিষয়। **পরিহার, পরীহার**—পরিত্যাগ, ছাড়িয়া দেওয়া ; বর্জন ; অসম্মান, অনাদর ; দোষক্ষালন ; গ্রামের চতুর্দিকে পশুচারণার্থ পতিত জমি। **পরিহার্য**—ণ. যাহা পরিহার করা যায় বা করিবার যোগ্য। **পরিহাস, পরীহাস**—ঠাট্টা, তামাসা, কৌতুক (ভাগ্যের পরিহাস)। **পরিহিত**—ণ. যাহা পরিধান করা হইয়াছে। **পরিহীন**—ণ. পরিত্যক্ত ; বঞ্চিত ; হ্রাসপ্রাপ্ত। **পরিহৃত**—পরিত্যক্ত, প্রত্যাখ্যাত।

পরিজম—[ইং. prism] কাচের কলম।

পরী—[ফা.] fairy, পাখাযুক্ত পরমা সুন্দরী কল্পিত নারী (দেখতে পরীর মত)। **পরীর দেশ**—কাল্পনিক সুন্দর স্থান, যেখানে পরীরা বাস করে। **ডানাকাটা পরী**—পরমাসুন্দরী (অনেক সময় ব্যঙ্গে)।

পরীক্ষক—[পরি-ঈক্ষ + অক] পরীক্ষাকারী। **পরীক্ষণ**—পরীক্ষা ; পরীক্ষা করণ। **পরীক্ষণীয়**—ণ. পরীক্ষার যোগ্য, বিচার্য। **পরীক্ষা**—গুণাগুণ বিচার, যাচাই ; প্রশ্নাদি দ্বারা ছাত্রের বিদ্যাবত্তা নির্ণয় (পরীক্ষায় প্রথম) ; নির্ধারণ, নির্ণয় (ভাগ্য পরীক্ষা) ; তত্ত্বনিরূপণ (বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা)। **পরীক্ষাগার**—যেখানে বৈজ্ঞানিক উপায়ে নানা ধরণের পরীক্ষা করা হয়, Laboratory। **পরীক্ষাধীন**—ণ. যাহা পরীক্ষা করিয়া দেখা হইতেছে। **পরীক্ষার্থী** (-র্থিন্)—বি., ণ. যে পরীক্ষা দিতে চায়। **পরীক্ষিত**—ণ. পরীক্ষা করিয়া যাহার ভালমন্দ যোগ্য-অযোগ্যতা বুঝিয়া লওয়া হইয়াছে ; নির্ভরযোগ্য। **পরীক্ষোত্তীর্ণ**—পরীক্ষার ফলে কৃতকার্য বলিয়া বিবেচিত। **পরীক্ষিৎ**—পরিক্ষিৎ দ্রঃ।

পরুষ—[পৃ (পূর্ণ করা) + উষ] ণ. কর্কশ ; কড়া ; নিষ্ঠুর ; উদ্ধত। বি. **পরুষতা**—পারুষ্য। **পরুষকণ্ঠ**—কর্কশকণ্ঠ। **পরুষবচন** কটুকথা। **পরুষভাষী** (-ষিন্) -কটুভাষী। **পরুষোক্তি**—কঠোর বাক্য।

পরে—ক্রি. বি. পশ্চাতে, পরবর্তী কালে (পরে জানিতে পারিবে); শেষে (আগে পরে); বি. অপরে, আত্মীয়ব্যক্তিতে (পরে কি সে কথা শোনে?); ক্রি. বি. উপরে (দুর্বলের পরে দয়া)। **পরে-পরে**—একের পর আর (পরে-পরে যত গান রচিত হয়েছে)। **যা শত্রু পরে পরে**—শত্রুর অত্যাচার-উৎপীড়ন অন্যে ভোগ করুক, আমরা বাঁচিয়া গেলেই হইল।

পরেশ—বি. পরমেশ্বর। [পর+ঈশ]।

পরেশ-পাথর—পরশ-পাথর, স্পর্শমণি।

পরেশনাথ—পার্শ্বনাথ দ্রঃ।

পরেশান—পেরেশান।

পরোক্ষ—[পরঃ (অতীত)+অক্ষ (অক্ষির)] ণ. চাক্ষুষ নয় এমন; গৌণ; অগোচর (পরোক্ষ নিন্দা); ইন্দ্রিয়াতীত। **পরোক্ষ জ্ঞান**—যে জ্ঞান চোখে দেখার ফলে অর্জিত হয় নাই, indirect knowledge। **পরোক্ষ প্রমাণ**—প্রত্যক্ষ প্রমাণ নয়, বিভিন্ন ঘটনা হইতে সংগৃহীত প্রমাণ, circumstantial evidence.

পরোথ—পরথ দ্রঃ। **পরোটা**—পরটা দ্রঃ।

পরোঢ়া—[পর+ঊঢ়া] ণ. বি. অন্যের বিবাহিতা; পরস্ত্রী।

পরোপকার—অন্যের উপকার। [পর+উপকার] ণ. **পরোপকারী** (-রিন্)। বি. **পরোপকারিতা**—অন্যের উপকার করণ বা হিতসাধন। **পরোপজীবী** (-বিন্)—জীবিকার জন্য অন্যের উপরে নির্ভরশীল, পরান্নভোজী। **পরোপজীব্য**—[বহুব্রী.] অন্যের পলগ্রহ। **পরোপদেশ**—অন্যের প্রতি উপদেশ।

পরোয়া—[ফা. পরবা] বি. চিন্তা, আশঙ্কা, সমীহ (তুফানে আমরা পরোয়া করি না; পরোয়া করে কথা বলতে হবে নাকি)। **কুচ পরোয়া নেই**—ভাবনার কোন কারণ নাই, আদৌ তোয়াক্কা করি না। **বেপরোয়া, লা-পরোয়া**—ণ. ভাবনা-চিন্তাহীন; নিঃশঙ্ক; ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে উদাসীন।

পরোয়ানা—[ফা. পর্‌বানা] বি. আদালতের বা রাজার আজ্ঞাপত্র; নির্দেশ-পত্র, হুকুম-নামা, warrant। **পরোয়ানা জারি করা**—পরোয়ানা বাহির করা; পরোয়ানা বিজ্ঞাপিত করা; পরোয়ানার নির্দেশ অনুযায়ী ধরপাকড় করা।

পর্কটি-টী—বি. পাকুড় গাছ। [সং]।

পর্জন্য—[পৃষ্ (জলসেক করা)+অন্য] বি. শব্দকারী বর্ষণশীল মেঘ; মেঘের রাজা ইন্দ্র; মেঘ। **পর্জন্যক**—আগুন নিভাইবার জল-যন্ত্র।

পর্ণ—[যাহা হরিৎবর্ণ হয়] বি. পাতা (পর্ণকুটীর); তাম্বুল, পান; পালক (সুপর্ণ); ফুলের পাপ্‌ড়ি (কে ছেঁড়ে পদ্মের পর্ণ—মধুসূদন); পলাশ বৃক্ষ; চিঠি, লেখা। [পর্ণ্+অ]। **পর্ণকার**—বারুই, পানবিক্রেতা। **পর্ণকুটী, -কুটীর**—কুঁড়েঘর (দরিদ্রের পর্ণকুটীর)। **পর্ণকৃচ্ছ্র**—পলাশাদির পাতার রস খাইয়া যে ব্রত করা হয়। **পর্ণনর**—পত্রের দ্বারা রচিত পুত্তলিকা (মৃতদেহ না পাইলে পর্ণনর গঠন করিয়া তাহা দাহ করিয়া অশৌচ-গ্রহণ শ্রাদ্ধ ইত্যাদি কর্ম নির্বাহ করা হয়)। **পর্ণবীটিকা**—পানের খিলি, পানের খিলি। **পর্ণভোজন**—(পাতা যাহার ভোজ্য) ছাগল। **পর্ণমৃগ**—বানর; কাঠবিড়াল। **পর্ণমোচী** (-চিন্)—ণ. পত্রমোচনকারী, যাহার পাতা ঝরিয়া পড়ে এমন, deciduous. **পর্ণশবরী**—দুর্গা; বৌদ্ধ দেবীবিশেষ। **পর্ণশালা**—পাতার ঘর। **পর্ণাশ**—ণ. যে ব্রত পালনের জন্য বৃক্ষ-পত্রমাত্র ভোজন করে; বি. ঋষি-বিশেষ। **পর্ণাশন**—বি. পত্রভক্ষণ; ণ. পত্রভোজী। **পর্ণিক**—যাহারা শাকসব্জী উৎপাদন করিয়া জীবিকা নির্বাহ করে, পুঁড়ো। **পর্ণী** (-র্ণিন্)—বি. বৃক্ষ; ণ. পত্রযুক্ত। **পর্ণোটজ**—পর্ণশালা।

পর্দা—পরদা দ্রঃ।

পর্পট—বি. ক্ষেত-পাপড়ার গাছ; পাঁপর। [সং]।

পর্ব (-র্বন্)—[পৄ (পূরণ করা)+বন্] বি. গ্রন্থি; বাঁশ বেত প্রভৃতির গিরা বা গাঁট, node; পর পর দুই গাঁটের মধ্যবর্তী অংশ, internode; আঙুলের গাঁট; সন্ধি; অষ্টমী চতুর্দশী পূর্ণিমা অমাবস্যা ও সংক্রান্তি (পর্বগামী); উৎসব, পরব; অধ্যায় (আদিপর্ব)। **পর্বক**—উরু-সন্ধি, হাঁটু। **পর্বদিন**—উৎসবের দিন; অষ্টমী চতুর্দশী পূর্ণিমা ও অমাবস্যা তিথি। **পর্বযোনি**—(বহুব্রী.) যাহাদের গাঁট হইতে গাছ হয় (বাঁশ আখ প্রভৃতি)। **পর্বসন্ধি**—পঞ্চদশী ও প্রতিপদের সন্ধিকাল।

পর্বত—[পর্ব্ (পূরণকরা)+অত—যাহা পৃথিবীর বহু স্থান পূর্ণ করিয়া আছে, অথবা পর্বন্+ত—

যাহার পর্বেতে বহু ভাগ আছে] বি. পাহাড় ; দশনামী সন্ন্যাসীর উপাধি-বিশেষ ; দেবর্ষি-বিশেষ ; গন্ধর্ব-বিশেষ ; শাক-বিশেষ ; পাব্দা মাছ। **পর্বত-কন্দর**—গিরিগুহা। **পর্বত-কাক**—দাঁড়কাক। **পর্বতজা**—নদী ; দুর্গা। **পর্বতপতি** -হিমালয়। **পর্বতপ্রমাণ**—ণ. পর্বতাকার। **পর্বতবাসী** (**-সিন্**)—পাহাড়িয়া। **পর্বতরাট্** (**-জ্**), **পর্বত-রাজ**—হিমালয়। **পর্বতশিখা**—পাহাড়ের চূড়া। **পর্বতাকার**—ণ. পর্বতের মত বিশাল ও বিরাট্। **পর্বতাশয়**—মেঘ। **পর্বতা-শ্রয়**—পাহাড়িয়া। **পর্বতীয়**—ণ. পার্বত্য, পাহাড়িয়া। **পর্বতের আড়ালে থাকা**—শক্তিশালী পৃষ্ঠপোষকের বা অভিভাবকের আনু-কূল্য পাওয়া। [আস্ফোট

পর্বাস্ফোট—বি. আঙুল মটকানো। [পর্ব+

পর্বাহ্—বি. পর্বদিন। [পর্ব+অহন্]

পর্যঙ্ক—বি. পালঙ্ক ; নদীর অববাহিকা, basin. **পর্যঙ্কবন্ধ**—কাড়বাঁধা, গর্ভপাতের সম্ভাবনা দেখা দিলে কাপড় দিয়া গর্ভিণীর পৃষ্ঠ ও জানুদ্বয় যে বাঁধিয়া দেওয়া হয় ; যোগীর বীরাসন।

পর্যটক, **পর্যাটক**—বি. ও ণ. ভ্রমণকারী, পরিব্রাজক। **পর্যটন**—পরিভ্রমণ।

পর্যন্ত—বি. প্রান্ত, সীমা ; (বাং.) অব্য. অবধি (নদীর ধার পর্যন্ত ; পা পর্যন্ত লম্বা ; আজ এই পর্যন্ত) ; এমন কি (দিয়াশলাই পর্যন্ত নাই)। **পর্যন্তভূ**—নদী নগর ও পর্বতাদির নিকটবর্তী ভূমি।

পর্যবসান—বি. সমাপ্তি, শেষ। ণ. **পর্যবসিত**—পরিণত (ধ্বংসস্তূপে পর্যবসিত) ; পরিসমাপ্ত, অবধারিত।

পর্যবস্থা, পর্যবস্থান—বি. অবরোধ ; বিরোধ। **পর্যবস্থাতা**(**-তৃ**)—ণ. অবরোধকারক ; বিরোধী। **পর্যবস্থিত**—ণ. বিরুদ্ধ ; বি. যিনি সর্বত্র স্থিত, বিষ্ণু।

পর্যবেক্ষক—ণ. ও বি. পর্যবেক্ষণকারী ; পরি-দর্শক। **পর্যবেক্ষণ**—ভাল করিয়া দেখা, observation ; পরিদর্শন, তত্ত্বাবধান। **পর্য-বেক্ষণিকা**—গ্রহনক্ষত্রাদি পর্যবেক্ষণের উপ-যোগী গৃহ, মানমন্দির, observatory। ণ. **পর্যবেক্ষিত**।

পর্যসন—[পরি—অস্+অনট্] বি. অপসারণ, দূরীকরণ, চতুর্দিকে ক্ষেপণ। ণ. **পর্যস্ত**—বিক্ষিপ্ত ; প্রসারিত ; পতিত ; দূরীকৃত।

পর্যাকুল—ণ. অত্যন্ত আকুল। [পরি+আকুল]।

পর্যাটক—পর্যটক দ্রঃ।

পর্যাণ—পশুপৃষ্ঠে বসিবার আসন, পালান, জিন, হাওদা। [পরি+যান]

পর্যাপ্ত—[পরি-আপ্+ক্ত] ণ. প্রচুর, যথেষ্ট ; পরিমিত (অপর্যাপ্ত)। বি. **পর্যাপ্তি**—প্রাচুর্য ; পরিতৃপ্তি ; পূর্ণতা ; পরিমিততা, সহ-ব্যাপ্তি, co-extension।

পর্যাবৃত্তি—বি. পর্যায় অনুসারে সংঘটন, periodicity। ণ. **পর্যাবৃত্ত, পর্যাবর্তক**।

পর্যায়—[পরি-ই+অল্] বি. আনুপূর্ব্য, অনু-ক্রম, পালা (পর্যায়ক্রমে) ; ক্রম (নব পর্যায়) ; কোনও ব্যাপারের নির্দিষ্ট কাল-পরিমাণ, period (ঘড়ির দোলকের দোলন-পর্যায়) ; বংশের পুরুষপরম্পরার (generation) সংখ্যা ; শ্রেণী, status ; বিবাহ-সম্পর্কে যোগ্য বংশ (সমপর্যায়ের লোক) ; অর্থালঙ্কার-বিশেষ। **পর্যায়ক্রমে**—পালাক্রমে। **পর্যায়বচন, পর্যায় শব্দ**—সমানার্থবোধক শব্দ, synonym। **পর্যায়-শয়ন**—প্রহরীগণের পালাক্রমে শয়ন ও জাগরণ। **পর্যায়সেবা**—পালা করিয়া পরিচর্যা। **পর্যায়িক**—ণ. নির্দিষ্ট কালের ব্যবধানে সংঘটিত, periodic। **পর্যায়োক্ত**—অর্থালঙ্কার-বিশেষ ; ণ. যথাক্রমে কথিত।

পর্যালোচন,-না—সম্যক্ আলোচনা ; বিতর্ক। ণ. **পর্যালোচিত**।

পর্যাস—বিক্ষেপ ; উলটপালট, বিপর্যয়। (ণ. পর্যস্ত)। [পরি-অস্+ঘঞ্]

পর্যুদস্ত—[পরি-উৎ-অস্ (নিবারণ করা)+ক্ত] ণ. পরাভূত ; হীনবল ; নিবারিত। **পর্যু-দাস**—পরাভব ; নিবারণ, নিষেধ।

পর্যুষিত—[পরি-বস্+ক্ত] ণ. পূর্ব দিবসের, বাসি (**পর্যুষিতান্ন**—বাসি ভাত)। **পর্যু-ষিত শব**—বাসি মড়া। **পর্যুষিত বাক্য**—যে কথা বা চুক্তি প্রতিজ্ঞামত রক্ষিত হয় নাই।

পর্যেষণ,-ণা—গবেষণা ; অন্বেষণ। [পরি+এষণ,-ণা]

পর্ষদ্, পর্ষৎ—[পৃষ্ (প্রীত করা)+অদ্] বি. চারিজন বেদজ্ঞ ও ধর্মজ্ঞ ব্রাহ্মণের সভা ; সমাজ, সভা, সমিতি, board। **পর্ষজ্জন**—পারিষদ।

পল—[পল্‌+অ] বি মাংস (পলান্ন); চার তোলা বা আট তোলা পরিমাণ; পল পরিমিত তরল দ্রব্য; এক দণ্ডের ষাট ভাগের একভাগ, ২৪ সেকেণ্ড; [বাং.] পোয়াল, খড়।

পল—[ফা. পহ্‌লু] বি. পার্শ্ব, ধার, facet (পল তোলা; পল কাটা; হীরার পল)।

পলক—[সং. পল] বি. পল ('পলকে জীবন বার দিন'); [ফা. পলক্‌] চোখের পাতা। **পলক ফেলিতে**—চক্ষের নিমিষে। **পলকশূন্য, -রহিত,-হীন**—নির্নিমেষ, অপলক।

পলকা—ণ. ভঙ্গুর, ঠুনকো। [বাং.]

পলট—বি. পশ্চাৎ (পলট ফেরা—পিছন ফেরা)। **পলটানো**—ক্রি. জড়ানো, লেপ্‌টানো।

পলটন—[ইং platoon] বি. সৈন্যদল।

পলটি—(ব্রজবুলি) ক্রি. পলটিয়া, পশ্চাৎ ফিরিয়া (গেলি কামিনী গজহুঁ গামিনী, বিহসি পলটি নিহারি—বিদ্যাপতি)। গ্রাম্য : 'পলটে' (পল্‌টে আমারই ছেলের মাথা খায়)।

পলতা—বি. পটোল পাতা (পলতার ঝোল)।

পলতে—পলিতার কথ্য রূপ। [পলো।

পলব—[প্লব ?] বি. মৎস্য ধরিবার যন্ত্র-বিশেষ,

পলল—বি. মাংস বা আমিষ; নদী প্রভৃতির পলি, পঙ্ক; তিলচূর্ণ ও চিনির দ্বারা প্রস্তুত মিষ্টান্ন, তিলকুটা; রাক্ষস। **পললাশী** (-শিন্‌)—মাংসাশী।

পলস্তারা—[ইং, plaster] বি. চুণ সুরকি বালি প্রভৃতির অথবা বালি ও সিমেন্টের লেপ; ঔষধ-আদির লেপ। **পলস্তারা করা**—লেপ দেওয়া; দোষ আদি ঢাকা (ব্যঙ্গে)।

পলা—বি. প্রবাল; তেল তুলিবার জন্য খাড়া-হাতল ওয়ালা বাটি; পাল্লা, scale। **পলাকাঠি**—প্রবালের কণ্ঠি বা মালা; করভূষণ-বিশেষ।

পলাগ্নি—বি. পিত্ত। [সং.]। **পলাঙ্ক**—বি. শুণ্ডক। [সং.]। **পলাণ্ডু**—বি. পেঁয়াজ। [সং.]। [conder।

পলাতক—ণ. যে পালাইয়াছে, ফেরারী, abs-

পলাদ, পোলাদ—[ফা. পোলাদ—দামেস্কের তরবারি] বি. চকমকির লোহা; শাণিত তলোয়ার।

পলানো—ক্রি. পলায়ন করা, পালানো (ব্রঃ)। **পলানিয়া, পলানে**—ণ. পলায়ন করা যাহার স্বভাব (পলানে বৌ) (গ্রাম্য)।

পলান্ন—বি. মাছ মাংস বা ডিম দিয়া রান্না করা ঘৃতমিশ্রিত অন্ন, পোলাও। [পল+অন্ন]

পলায়ন—বি. গোপনে ও বেগে প্রস্থান, সটকানো, পালানো। [পরা-ই+অনট্‌]। **পলায়মান**—যে পলায়ন করিতেছে, পলায়নপর। **পলায়িত**—ণ. যে পলায়ন করিয়াছে, নিরুদ্দিষ্ট। **পলায়নী-মনোবৃত্তি**—escapism, কোনও সমস্যার সম্মুখীন না হইয়া উহা এড়াইয়া যাইবার মনোভাব; নির্বিরোধী মনোভাব।

পলাশ—বি. পত্র; পাপ্‌ড়ি (পদ্মপলাশলোচন); কিংশুক বৃক্ষ ও পুষ্প; ণ. হরিদ্বর্ণ; শ্যামবর্ণ; মাংসাশী; রাক্ষস। **পলাশক**—পলাশবৃক্ষ, শটী।

পলাশী (-শিন্‌)—ণ. আম-মাংস ভক্ষণকারী, রাক্ষস; লাক্ষা। **পলাশী**—বিখ্যাত যুদ্ধক্ষেত্র যেখানে নবাব সিরাজউদ্দোলার পরাভব ঘটে (নদীয়া জেলায়)।

পলি—[সং. পলল] বি. নদীর স্রোতে আনীত মাটি, alluvium। **পলি পড়া**—এরূপ মাটি জমিয়া ডাঙ্গা-জমি হওয়া। **পলিমাটি**—পলি, silt (খুব উর্বর)। **পলিজ**—ণ. পলি হইতে জাত, alluvial.

পলিত—ণ. জরাহেতু শুক্ল (**পলিতকেশ**—ণ. পাকা-চুলওয়ালা; বৃদ্ধ; বি. কর্দম। [সং]

পলিতা—(ফা. পলীতা] বি. সলিতা। (কথ্য পল্‌তে—শিবরাত্রির পল্‌তে)।

পলিসি—[ইং policy] বি. কৌশল, মতলব, চক্রান্ত (পলিসি করে বা খাটিয়ে আদায় করতে চায়)। **পলিসিবাজ**—যে কৌশল করিয়া উদ্দেশ্য-সিদ্ধি করে, মৎলববাজ। **লাইফ-ইন্‌সিওরেন্স পলিসি**—জীবন-বীমা পত্র।

পলীয়—[সং. পল+ঈয়] বি. দেহের পুষ্টিসাধক খাদ্যোপাদান-বিশেষ, প্রোটীন।

পলু, পোলু—তুঁত পোকা, রেশম-কীট; কাগজের ধার সমান করিয়া কাটার যন্ত্র-বিশেষ। [বাং]

পলুই, পলো, পোলো—বি. বাঁশের শলা দিয়া তৈরী মাছ ধরার যন্ত্র-বিশেষ। [সং. পলব]

পলুটী গাই—[হিঃ পহলৌঠী] প্রথম প্রসূতা গাভী (পূর্ববঙ্গে—পৈলটী গাই)।

পল্যঙ্ক—বি. পর্যঙ্ক। [সং.]।

পল্যয়ন—বি. পর্যয়ণ, ঘোড়ার জিন। [সং.]

পল্লা—বি. শস্য রক্ষার স্থান, পালুই, ডোল, মরাই।

পল্লব—[পদ্‌+ল্‌+অপ্‌] কিশলয়, নূতন পাতা; কেঁকড়ি, twig; বিস্তার (পল্লবিত);

চোখের পাতা (নেত্রপল্লব)। **পল্লব-গ্রাহিতা**—বি. অনেক বিষয়ে ভাসা-ভাসা জ্ঞানার্জনের স্বভাব, গভীরভাবে জানার চেষ্টা না থাকা। ণ. **পল্লবগ্রাহী(-হিন্)**—ঐরূপ স্বভাব-বিশিষ্ট। **পল্লবাধার**—গাছের ডাল। **পল্লবিত**—ণ. পল্লবযুক্ত; বিস্তারিত, অতিরঞ্জিত। **পল্লবী (-বিন্)**—বৃক্ষ।

পল্লি, পল্লী—[পল্ (গমন করা)+ই—লোকের গতিবিধির স্থান] বি. ক্ষুদ্র গ্রাম; পাড়া, লোকালয় (পাড়া দ্রঃ)। **পল্লীগীতি**—সাধারণতঃ অজ্ঞাতনামা পল্লী-কবির রচিত গীত। **পল্লীগ্রাম**—ক্ষুদ্র গ্রাম। (বিপ, শহর)। **পল্লী-বাসী(-সিন্)**—ণ. গ্রামবাসী। স্ত্রী. **-বাসিনী**। **পল্লীসঙ্ঘ**—পল্লীমঙ্গলের উদ্দেশ্যে স্থাপিত পল্লীর কর্মি-সমাজ।

পল্বল—(মহিষাদির গমন-স্থান) বি. যে জলাশয়ে অল্পমাত্র জল আছে, ডোবা।

পশ্‌তু—পাঠান জাতিদের ভাষা-বিশেষ।

পশম—[ফা. পশ্‌ম্] বি. মেষ প্রভৃতি পশুর লোম; গাত্র-রোম। **পশমিনা**—[ফা.] কোমল ও সূক্ষ্ম ছাগলোম হইতে প্রস্তুত উত্তম পশমবস্ত্র। **পশমী**—ণ. পশমনির্মিত।

পশরা, পসরা—[সং. প্রসার] বি. পণ্যসম্ভার; দোকান; যে পাত্রে পণ্য সাজাইয়া বিক্রয় করা হয় (কি রয়েছে তব পসরায়?—রবি); আধার (রসের পসরা)। [(এক পশলা বৃষ্টি)।

পশলা, পসলা— বি. বর্ষণ, ধারাসার, shower

পশা—(পদ্যে) প্রবেশ করা ('কেমনে পশিল প্রাণের পর'—রবি)।

পশারী, পসারী—বি. ছোট দোকানদার; যে বেণেতী জিনিসপত্র বা মসলা বিক্রয় করে (দোকানী পশারী)। **পশারী দোকান**—বেণেতি বা মসলাদির দোকান।

পশু—[পশ্ (বন্ধন করা)+উ, অথবা দৃশ্ (দেখা)+উ—যে পার্শ্বের দ্রব্যের দ্বারা ভালমন্দ দেখে] বি. চতুষ্পদ ও লাঙ্গুল-বিশিষ্ট জন্তু, সিংহ-ব্যাঘ্রাদি, গোমহিষাদি; ছাগাদি যজ্ঞের বলি; প্রাণী; শিবের অনুচর (পশুপতি); অবিবেকী মূঢ়; সাত্ত্বিকভাবাপন্ন তান্ত্রিক সাধক-বিশেষ (পশ্বাচার)। **পশু-গায়ত্রী**—পশুর কর্ণে জপ্য মন্ত্র-বিশেষ। **পশুচর**—পশুগণের চরিবার স্থান। **পশুচর্যা**—স্বেচ্ছাচার। **পশু-ধর্ম**—অবৈধ মৈথুন, অগম্যাগমন। **পশুপতি**—মহাদেব। (ণ. পাশুপত)। **পশুপাল, -পালক**—রাখাল। **পশুপাশ**—যে রজ্জুদ্বারা যজ্ঞীয় পশু বন্ধন করা হয়। **পশুবুদ্ধি**—ণ.বিচার-বিবেচনা হীন। **পশুভাব**—পশ্বাচার (দ্রঃ)। **পশুরজ্জু**—পশুবন্ধন-রজ্জু। **পশুরাজ**—সিংহ। **পশুশালা**—চিড়িয়াখানা।

পশুরি, পশুরী—পসুরি দ্রঃ।

পশ্চাৎ—[অপর+অস্তাৎ] অব্য..পরে; পিছনে; বি. পৃষ্ঠদেশ, পিছন; পরবর্তী কাল। **পশ্চাত্তাপ**—অনুতাপ, পস্তানো। **পশ্চাৎপদ**—ণ. পিছপা, যে হটিয়া আসিয়াছে এমন। **পশ্চা-দনুসরণ**—পিছনে হঠা। [পশ্চাৎ+অনুসরণ]। **পশ্চাদপসৃত**—পিছনে-পড়া। **পশ্চাদ্-গতি**—পিছনের দিকে গতি, regression। **পশ্চাদ্‌গামী (-মিন্)**—অনুবর্তী। **পশ্চাদ্-ভাগ**—পৃষ্ঠদেশ। **পশ্চাদ্‌ভূমি**—পিছনের জায়গা; পটভূমি, back-ground; যে সব জায়গা হইতে কোনও বন্দরে মাল আসে তাহা, hinterland. **পশ্চার্ধ**—অপরার্ধ; পা হইতে নাভি পর্যন্ত দেহার্ধ; শেষার্ধ। [অপর+অর্ধ, নিপাতনে সিদ্ধ]।

পশ্চিম—[পশ্চাৎ+ইম—সূর্য উদিত হইয়া যে দিকে গমন করে, অথবা সন্ধ্যা-আহ্নিকের সময়ে যে দিক পশ্চাৎ থাকে] বি. যে দিকে সূর্য অস্তমিত হয়; প্রতীচী; ইউরোপ আমেরিকা প্রভৃতি পাশ্চাত্য দেশ ('পশ্চিমে আজি খুলিয়াছে দ্বার'—রবি); ণ. চরম, শেষ; বৃদ্ধ; পশ্চিমে অবস্থিত। **পশ্চিমা**—গরুর রোগ-বিশেষ; ণ. পশ্চিম-দেশীয় লোক। **পশ্চিমাকাশ**—পশ্চিম দিকের আকাশ। **পশ্চিমাঞ্চল**—পশ্চিম দিকের দেশ; বিহার ও উত্তর-প্রদেশ। **পশ্চিমোত্তরা**—পশ্চিম ও উত্তরের মধ্যবর্তী কোণ, বায়ুকোণ।

পশ্বাচার—বি. তান্ত্রিক আচার-বিশেষ, পশুভাব (যিনি মাদক স্পর্শ কিংবা আমিষ ভক্ষণ করেন না, তিনিই যথার্থ পশু; পশুভাবে অহিংসা পরমধর্ম)। [পশু+আচার]। **পশ্বাচারী (-রিন্)**—ণ. পশ্বাচার-পালনকারী।

পশ্বাধম—ণ., বি. পশুর চেয়ে অধম, অতি ঘৃণিত প্রকৃতির। [পশু+অধম, ভুল সন্ধি]।

পষ্ট—[সং. স্পষ্ট] ণ. স্পষ্ট; অকপট, খোলাখুলি (পষ্ট

কথা ; পষ্ট জবাব—যে কথায় বা জবাবে মনের ভাব গোপন করা হয় নাই ; পষ্ট লেখা—জড়ানো লেখা নয়)। **পষ্টাপষ্টি**—অব্য. খোলাখুলি (পষ্টাপষ্টি বলে দেওয়াই ভাল)। [পশলা।

পসন্দ—পছন্দ। **পসরা**—পশরা। **পসলা**—

পসার—[সং. প্রসার] বি. খ্যাতি-প্রতিপত্তি ; ব্যবসার বিস্তার (ডাক্তারের খুব পসার) ; পসরা, (দোকান-পসার)।

পসারি, পসারী—পশারী দ্রঃ। (স্ত্রী.-**সারিণী**।

পস্থুরি,-রী—বি. পাঁচ সের ওজন। [হি.]

পস্ত—[ফা. পস্ত্—হীন, নিম্ন] ণ. নীচু, অবনত। **পস্তকরা**—দাবাইয়া দেওয়া, হারাইয়া দেওয়া।

পস্তানো—[সং. পশ্চাত্তাপ] ক্রি. অনুশোচনা করা, নিজের দোষে যে দুঃখ বা ক্ষতি হইয়াছে তাহার জন্য আপসোস করা। বি. **পস্তানি**।

পহর—বি. প্রহর। (কথ্য ভাষায় ও কাব্যে ব্যবহৃত)।

পহরি, পহরী—বি. প্রহরী। (প্রাচীন বাংলা)।

পহিল—(ব্রজবুলি) ণ. প্রথম, নূতন। **পহিলহি**—প্রথমেই ('পহিলহি রাগ নয়নভঙ্গ ভেল'—রামানন্দ)।

পহিলা, পহেলা—[হি. পহ্লা) ণ. প্রথম ; বি. মাসের প্রথম তারিখ, পয়লা। [আসার।

পহু, পহু—(ব্রজবুলি) ; বি. প্রভু ; অব্য.

পহ্নব—বি. শ্মশ্রুধারী ম্লেচ্ছজাতি-বিশেষ।

পহ্লব—বি. পহ্নব, ম্লেচ্ছজাতি-বিশেষ ; প্রাচীন পারসিক জাতি। **পহ্লবী ভাষা**—ইরাণের প্রাচীন ভাষা।

পা—স্বরগ্রামের পঞ্চম সুরের সংক্ষিপ্ত নাম।

পা—বি. পদ, উরুসন্ধি হইতে সমস্ত নিম্নাঙ্গ, অথবা পায়ের গোড়ালি হইতে সামনের অংশ ; পদতল (পায়ের দাগ) ; পায়া ; পদক্ষেপ (এক পা দুই পা করিয়া অগ্রসর হওয়া)। **পা উঠা**—চলা, সম্মুখে অগ্রসর হওয়া (পা আর উঠতে চায় না)। পদাঘাত করিবার জন্য চরণ উত্থিত হওয়া। **পা চলা**—অগ্রসর হওয়া ; পা দিয়া আঘাত করা (হাত-পা দুই-ই খুব চলে)। **পা চালানো**—লাথি মারা ; জোরে চলা। **পা টিপিয়া চলা**—পায়ের শব্দ না করিয়া সাবধানে চলা। **পা ধুতেও না আসা**—সম্পূর্ণভাবে ও অবজ্ঞাভরে সংস্রব ত্যাগ করা। **পা না উঠা**—অগ্রসর হইতে উৎসাহ বা সাহস বোধ না করা। **পা ভারী হওয়া**—পায়ে রস নামার ফলে চলিতে কষ্ট হওয়া। **পা লাগা**—অনেকক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকার ফলে পা কিছু অসাড় বোধ করা। **পায়ে ঠেলা**—অবজ্ঞা করা, উপেক্ষা করা। **পায়ে তেল দেওয়া**—হীনভাবে খোসামোদ করা। **পায়ে ধরা, পায়ে পড়া**—পাদস্পর্শ করিয়া কাতরভাবে অনুরোধ করা ; হীনভাবে অবনতি স্বীকার করা (তার পায়ে ধরতেও দেরী হয় না, ঘাড়ে ধরতেও দেরী হয় না)। **পায়ে পায়ে**—প্রতি পদক্ষেপে। **পায়ে পায়ে ঘোরা**—সঙ্গ ত্যাগ না করা। **পায়ে পায়ে বিপদ**—প্রতি পদক্ষেপে বিপদ। **পায়ে রাখা**—কৃপা-পরবশ হইয়া আশ্রয় দেওয়া। **পায়ে হাত দেওয়া**—পাদস্পর্শ করা (প্রণতি নিবেদনের উদ্দেশ্যে)। **পায়ের উপর পা দিয়া থাকা**—বিনা পরিশ্রমে জীবিকা ও সংসার নির্বাহ করা (ভোগৈশ্বর্যের পরিচায়ক)। **পায়ের ধুলো দেওয়া**—পদার্পণ করিয়া অনুগৃহীত করা। **পায়ের সুতো ছেঁড়া**—বহুবার হাঁটাহাটি করা। **নিজের পায়ে নিজে কুড়াল মারা**—নিজেই নিজের ক্ষতি করা।

পাই—ক্রি. লাভ করি, প্রাপ্ত হই ; বি. অপ্রচলিত ক্ষুদ্র তাম্রমুদ্রা বিশেষ, এক টাকার ১৯২ ভাগের একভাগ (পাই-পয়সা পর্যন্ত চুকিয়ে দেওয়া হয়েছে) ; পয়সা, সিকি আনা (গিনি সোনার ছ' পাই খাদ)।

পাইক—[সং. পদাতি ; ফা. পাইক] বি. পদাতি-সৈন্য ; লাঠিয়াল ; বরকন্দাজ, পেয়াদা ; দাঁড়ী ; মজুর (পাইক খাটা)।

পাইকস্তা—[ফা. পয়্কাস্ত্] ণ. অন্য জমিদারের অধীনে বাস করিয়া এক জমিদারের অধীনস্থ জমি চাষ করে এমন (-প্রজা)) বিপ. খুদকস্তা, খোদ-।

পাইকা—[ইং. pica] বি. ১২ পয়েন্ট আকারের ছাপার অক্ষর-বিশেষ। (স্মল-পাইকা ১১ পয়েন্ট)।

পাইকার—[ফা.] বি. যে একসঙ্গে অনেক জিনিষ কিনিয়া খুচরা বিক্রয় করে।। **পাইকারি**—পাইকারের কাজ বা দস্তুরি বা ব্যবসা। **পাইকারী**—ণ. পাইকার সংক্রান্ত ; একসঙ্গে অনেক মালের (—কেনাবেচা। বিপঃ খুচরা)। **পাইকারী জরিমানা**—যৌথ অপরাধের জন্য একসঙ্গে অনেকের উপরে জরিমানা, collective fine। **পাইকারী দর**—একসঙ্গে বহু

জিনিস কিনিলে যে অপেক্ষাকৃত সস্তা দরে পাওয়া যায় সেই দর।

পাইখানা, পায়খানা—[ফা.] বি. মলত্যাগের ঘর; মলত্যাগ (পায়খানা করা); দাস্ত, বাহ্যে।

পাইচারি, পায়চারি—বি. পদচারণ, হাঁটা; হাওয়া খাওয়া।

পাইট, পাট—বি. পারিপাট্য, শৃঙ্খলা; ভাঁজ (শাড়ী পাট করা); ক্ষেত বপনোপযোগী করা; মজুর; কৃষাণ; দাঁড়া। **পাট ভাঙা**—ধোয়া কাপড়ের ভাঁজ ভাঙা।

পাইড়, পাড়—বি. চালের সঙ্গে বাঁধা যে কাঠ বা বাঁশ খুঁটির সঙ্গে যুক্ত থাকে; কাপড়ের ধার (লাল পাড়ের শাড়ী)।

পাইন, পান—বি. ধাতুদ্রব্য জোড়া দেওয়ার উপযোগী নিকৃষ্ট ধাতু-বিশেষ, solder (সোনার পান; রূপার পান)। **পানমরা**—গহনা গলাইলে পান হিসাবে যে অংশ বাদ পড়ে।

পাইপ—[ইং. pipe] নল; তামাক খাইবার নলযুক্ত পাত্রবিশেষ।

পাইল—বি. পাল, sail ('রেশমী পাইল উড়ছে মধুর মধুর বাতাসে'—দ্বিজেন্দ্রলাল); চাঁদোয়া। পাল দ্রঃ।

পাইলট—[ইং. pilot] বি. বিমান-চালক। নদীমুখ ও বন্দরের মধ্যবর্তী অংশে জাহাজের পথ-প্রদর্শক কর্মচারী-বিশেষ।

পাউডার—[ইং. powder] বি. মুখে ও গায়ে মাখিবার সুগন্ধি চূর্ণ-বিশেষ; চূর্ণ ঔষধ।

পাউরি, পাবড়া, পাবুড়ি—বি. পর্ব বা গাঁট-যুক্ত বাঁশের বা কাঠের মুগুর। (প্রাচীন বাংলা)।

পাউণ্ড—[ইং. pound] বি. ওজন-বিশেষ (প্রায় আধ সের); খোঁয়াড়; ইংরাজী মুদ্রাবিশেষ (প্রায় ১৩ টাকা ৩৩ নয়া পয়সা)।

পাউরুটি, পাঁউরুটি—(পর্তু. pao=রুটি) বি. তন্দুরে প্রস্তুত খামিরযুক্ত ফুলা রুটি।

পাওন—বি. পাওয়া। **পাওনা**—ণ. প্রাপ্য; বি. প্রাপ্তি; উপার্জন। **পাওনাগণ্ডা**—প্রাপ্য অর্থাদি বা ন্যায্য প্রাপ্য। **পাওনা-থোওনা**—ণ. বি. প্রাপ্য; প্রাপ্তি; প্রাপ্য অর্থাদি। **পাওনাদার**—মহাজন। **পাওনিয়া**—পাওনাদার (পূর্ববঙ্গে)।

পাওয়া—ক্রি. প্রাপ্ত হওয়া, লাভ করা, অর্জন করা (দেদার টাকা পাচ্ছে আর উড়াচ্ছে); ভোগ করা (দুঃখ পাওয়া), তদ্দারা অভিভূত হওয়া (ঘুম পাওয়া; ভূতে পাওয়া); অনুভূত হওয়া (শীত পাচ্ছে; ভয় পাচ্ছে; ক্ষুধা পাওয়া); উদ্রিক্ত হওয়া (কান্না পাওয়া; হাসি পাওয়া); করা (চেষ্টা পাওয়া); বোকা, ঠাওরানো (বোকা পেয়ে ঠকানো); সমর্থ হওয়া (শুনিতে পাওয়া); পাইবার অধিকারী হওয়া (মুদী পাঁচ টাকা পাবে); বি. প্রাপ্তি, লভ্য (ফেলে যেতে চায় এই কিনারার সব চাওয়া সব পাওয়া—রবি); ণ. প্রাপ্ত, লব্ধ (পাওয়া টাকা; 'না-পাওয়া ফুল ফোটে'—রবি); গ্রস্ত, আক্রান্ত (ভূতে-পাওয়া লোক)। **পাওয়া-থোওয়া**—প্রাপ্তি; অর্থ-লাভ। **পাওয়ানো**—বি., ক্রি. প্রাপ্তি ঘটানো। **টের পাওয়া**—জানিতে পারা, অনুভব করিতে পারা। **তেষ্টা পাওয়া**—পিপাসা বোধ করা। **পড়ে পাওয়া**—বিনাশ্রমে পাওয়া; কুড়াইয়া পাওয়া (**পড়ে-পাওয়া চোদ্দ আনা**—যাহা কুড়াইয়া পাওয়া যায় তাহার চোদ্দ আনাই লাভ)। **প্রকাশ পাওয়া**—ব্যক্ত হওয়া। **ভাবিয়া না পাওয়া**—ভাবিয়া কূলকিনারা করিতে না পারা। **ভূতে পাওয়া**—ভূতগ্রস্ত হওয়া; দুর্মতি হওয়া। **যো পাওয়া**—সুবিধা পাওয়া, কায়দায় পাওয়া।

পাংশন—ণ. যে কলঙ্কিত করে, দূষণ (কুল-পাংশন)। [পশ্ বা পন্শ্+অনট্, নিপাতনে]।

পাংশু,-স্তু—[পন্শ্+উ—যাহা শোভা নাশ করে] বি. ধূলি; ভস্ম ('অগ্নি-অংশু যেন পাংশু-জালে আচ্ছাদিত'—কাশীরাম দাস); গোবরের সার: কর্পূর-বিশেষ; পাঙা লবণ; পাপ। **পাংশুক্ষার**—পাঙা লবণ। **পাংশুচন্দন**—বিভূতিভূষণ, মহাদেব। **পাংশুজ**—পাঙা লবণ। **পাংশুবর্ণ**—ণ. ছাইরং-এর, পাণ্ডুর, ফ্যাকাসে; বি. ছাইরং বা ধূলার রং। **পাংশুল**—ণ. ধূলিপূর্ণ; পাপিষ্ঠ; বি. শিব; শিবের অস্ত্র-বিশেষ। স্ত্রী. **পাংশুলা**—বি. পৃথিবী; ণ. অসতী; রজস্বলা।

পাঁইজ, পাঁজ—[সং. পঙ্ক্তি] বি. নলের মত প্রস্তুত পেঁজা তুলা, যাহা হইতে সূতা কাটা হয়। **পাঁজ কাটা**—পাঁজ হইতে সূতা কাটা।

পাঁইজোড়,-র, পাঁয়জোর—বি. নূপুরের মত পায়ের অলঙ্কার-বিশেষ (বৃষ্টিতে তার বাজলো নূপুর পাঁয়জোরেরি শিঞ্জিনী যে—নজরুল)। [হি. পয়্ (পা)+জেবর (গহনা)]

পাঁইট—[ইং. pint] বি. তরল দ্রব্যের পরিমাণ-বিশেষ, এক গ্যালনের আটভাগের একভাগ (প্রায় দেড় পোয়া)।

পাঁইত—পাতি (দ্রঃ)। **পাঁইশ**—পাঁশ (দ্রঃ)।

পাঁউরুটি—পাউরুটি দ্রঃ।

পাঁক—[পঙ্ক] বি. কাদা। **পাঁকে পড়া**—বে-কায়দায় পড়া, যাহা হইতে উদ্ধার পাওয়া কষ্ট-সাপেক্ষ। **পাঁকই, পাঁকুই**—জলকাদা লাগিয়া অঙ্গুলির সন্ধিতে যে ক্ষত হয়। ণ. **পেঁকো**।

পাঁকাটি—পাকাটি দ্রঃ।

পাঁকাল—পাঁকের মধ্যে থাকে এমন মাছ। [বাং]

পাঁগাস, পাঙাস—বি. নিকৃষ্ট মৎস্য-বিশেষ (দেখিতে বোয়াল বা টাঁই-এর মত)।

পাঁচ—[সং পঞ্চ] বি. ৫ এই সংখ্যা; পাঁচবৎসর বয়স (চার পিয়ে পাঁচে পা দিয়েছে); ণ. পঞ্চ-সংখ্যক; অনির্দিষ্ট সংখ্যক, নানা; সাধারণ (পাড়ার পাঁচজন)। **পাঁচই, পাঁচুই**—বি. মাসের পঞ্চম দিন, পাঁচ তারিখ। **পাঁচকথা**—নানা ধরণের কথা; নিন্দার কথা। **কথা পাঁচখান করা**—অতিরঞ্জিত করা। **পাঁচচুলা করা**—মাথায় পাঁচটি চূড়া রাখিয়া চুল কাটা (সামাজিক দণ্ড-বিশেষ—পঞ্চচূড় দ্রঃ)। **পাঁচপাঁচি**—ণ. সাধারণ, পাঁচজনের মতো চলন-সই (পাঁচপাঁচি মেয়ে)। **পাঁচজন**—জনসাধারণ; গ্রামের বা অঞ্চলের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ (পাড়ার পাঁচজন ডেকে ফয়সালা করা)। **পাঁচটে, পাঁচোটে**—ণ. শিশুর জন্মের পঞ্চম দিনে কৃত জাতকর্ম। (প্রাদে.)। **পাঁচটার বাড়ী**—বৃহৎ পরিবার। **পাঁচনরী**—ণ. পাঁচ নহরযুক্ত। **পাঁচপীর**—গাজী বদর প্রভৃতি মুসলমান পঞ্চসাধু—মাঁঝি-মাল্লাদের বিশেষ শ্রদ্ধার পাত্র। **পাঁচফল**—বহেড়া হরীতকী আমলকী সুপারি ও জায়ফল। **পাঁচ-ফোড়ন**—জিরা কালোজিরা মেথী রাঁধুনী ও মৌরী—রান্নার এই পাঁচমসলা। **পাঁচমিশালি**—বি. নানা বস্তুর মিশ্রণ। **পাঁচমিশালী,-মেশালী,-ভুলী**—ণ. নানাদ্রব্য-মিশ্রিত; মিশ্র। **পাঁচরঙা**—ণ. নানা রঙের। **পাঁচসাত অথবা সাতপাঁচ**—অগ্র-পশ্চাৎ, নানাধরণের জল্পনা-কল্পনা (পাঁচসাত ভেবে আর অগ্রসর হলো না)। **আপনার কথা পাঁচকাহন**—নিজের কথাকে বা মতকে সবিশেষ প্রাধান্য দেওয়া।

পাঁচড়া, পাচড়া—[সং. পিচ্চট] বি. খোস।

পাঁচন—[সং. পাচন] বি. গাছগাছড়ার কাথ (ঔষধরূপে ব্যবহৃত)।

পাঁচনবাড়ি, পাঁচনি—বি. গরু-মহিষাদি তাড়াইবার দণ্ড, চাবুক। [প্রাজন]

পাঁচাপাঁচি—চেঁচামেচি, তর্কাতর্কি।

পাঁচালি,-লী—[সং. পঞ্চালী] বি গীত-বিশেষ; পয়ার ত্রিপদী প্রভৃতি ছন্দের গীত; গীতাভিনয়-বিশেষ (পাঁচালীগায়কেরা ছড়া কাটিতে খুব দক্ষতা দেখাইত); বর্ণনা-মূলক গান ("পথের পাঁচালী")।

পাঁচিল—বি. প্রাচীর, দেওয়াল। **পাঁচিল তোলা**—দেওয়াল দেওয়া; ব্যবধান সৃষ্টি করা।

পাঁচুই—পাঁচই (পাঁচ দ্রঃ)।

পাঁজড়,-ড়া, পাঁজর,-রা—[সং. পঞ্জর] পার্শ্বাস্থি, বুকের হাড়, rib।

পাঁজা, পাজা—[ফা. পজাবা] বি. ইট তৈয়ারির জায়গা; পোড়াইবার জন্য সাজানো বা পোড়াইয়া স্তূপীকৃত করিয়া রাখা ইট ('রোদে রাঙা ইটের পাঁজা তার ওপরে বসলো রাজা'—সুকুমার); স্তূপ, রাশি; পদবীবিশেষ।

পাঁজা—ক্রি. দুই বাহু দিয়া জড়াইয়া ধরা। **পাঁজা-কোলা**—ণ. পাঁজা করিয়া কোলে তোলা হইয়াছে এমন; বি. দুই হাতের উপরে রাখিয়া তোলা। **একপাঁজা খড়**—যতগুলি খড় একসঙ্গে পাঁজা করিয়া ধরা যায় তত খড়।

পাঁজারী, পাজারী—[প্রা.] নিকারী, মুসলমান মৎস্য-বিক্রেতা। **পাঁজারী**—যে পাঁজা পোড়া-ইয়া ইট প্রস্তুত করে।

পাঁজি, পাঁজী—[পঞ্জিকা] বি. পঞ্জিকা; ব্যাক-রণের গ্রন্থ-বিশেষ। **পাঁজিপুথি**—পঞ্জিকা ও ধর্মশাস্ত্র; পুথিপত্র। **হাতে পাঁজি মঙ্গলবার**—জানিবার উপায় আয়ত্তির মধ্যে থাকিতেও ব্যবহার না করা (মূর্খতার লক্ষণ)।

পাঁজা, পাঞ্জা, পাজা—বি. পদবী-বিশেষ।

পাঁট—পাঁইট (দ্রঃ); এক পাঁইট পদার্থ ধরে এমন বোতল; মদের বোতল (কালীমার্কা পাঁট)।

পাঁটা, পাঁঠা—বি. বয়স্ক ছাগ; ছাগলের পুং-শাবক (পাঁঠার মাংস ও লুচি); মূর্খ, নির্বোধ (গালি-বিশেষ)। স্ত্রী. **পাঁটী, পাঁঠী**। **পাঁটী-বেচা**—ণ. যে পণ লইয়া কন্যার বিবাহ দেয়। স্ত্রী. **পাঁটী-বেচুনী** (অবজ্ঞায়)।

পাঁড়—[সং. পাণ্ডু] বি. পাণ্ডুবর্ণ অর্থাৎ পাকা।

পাঁড় শসা—পাকা শসা। **পাঁড়মাতাল**—পাকা মাতাল, অতিশয় মদ্যাসক্ত।

পাঁড়ে—[সং. পণ্ডা; হি. পাণ্ডে] বি. চারি বেদে ও মহাভারতে পারদর্শী; হিন্দুস্থানী ব্রাহ্মণের উপাধি-বিশেষ।

পাঁতা, পাঁতি—(পাঁয়তারা ?) বি. লুক্কায়িত ভাব (**পাঁতা দেওয়া**—আড়ি পাতা)। **পাঁতা করা**—(শৃগাল প্রভৃতি বন্য জীব কর্তৃক) লুকাইয়া আক্রমণের আয়োজন করা।

পাঁতার, পাথার—[সং. পাথার] বি. সমুদ্র, অথৈ অথবা দুস্তর জলরাশি; (তাহা হইতে) দুস্তর বিঘ্নরাশি (পাথারে পড়ে হাবুডুবু খাওয়া)।

পাঁতি—[সং. পঙ্‌ক্তি] বি. পাঁতা (দ্রঃ), শ্রেণী, সারি; সমূহ; শ্রীছাঁদ; পদ্ধতি (ভুলায় গুরুর পাঁতি দন্তপাঁতি তার—ভারতচন্দ্র); শাস্ত্রীয় ব্যবস্থা (পাঁতি দেওয়া); পত্র, চিঠি; ফর্দ।

পাঁপড়,-র—[সং. পর্পট] বি. ক্ষারমিশ্রিত দাল ইত্যাদির রৌদ্রশুষ্ক পাতলা পাত (আলুর, সাগুর, চাউলের পাঁপড়; পাঁপড় ভাজা)। **পাঁপড়ী খয়ের**—কটুস্বাদ পাটা খয়ের-বিশেষ।

পাঁপর—[ইং. pauper] বি. মোকদ্দমা চালাইতে পারে না এমন নিঃসম্বল ব্যক্তি (**পাঁপরের মোকদ্দমা**—সম্বলহীনের মোকদ্দমা যাহাতে কোর্ট ফী দিতে হয় না)। [পাঁব]।

পাঁব, পাব—বি. গ্রন্থি, গাঁট, গিরা (আকের

পাঁয়জোর—পাইজর দ্রঃ।

পাঁয়তারা, পঁয়তারা, পাঁইতারা—[সং. পদান্তর] বি. কুস্তির আগে হাত পা খেলানো; (তাহা হইতে) কাজের আগে আস্ফালন (**পাঁয়তারা ভাজা, পাঁয়তারা কষা**)।

পাঁশ—[সং. পাংশু] বি. ছাই, ভস্ম। **ছাই-পাঁশ**—অকিঞ্চিৎকর কিছু; অর্থহীন বাক্য (ছাই-পাঁশ কি বকছ)। **পাঁশকুড়**—ছাই ফেলিবার কুণ্ড বা স্থান, পাঁদাড়। **পাঁশ পাড়া**—উনান হইতে ছাই বাহির করিয়া ফেলা। **পাঁশ পেড়ে কাটা**—(ছাই ছড়াইয়া তাহার উপর কাটিলে মাটিতে রক্তের চিহ্নও থাকে না, তাহা হইতে) নিশ্চিহ্ন ভাবে হত্যা করা (অতিশয় ক্রোধব্যঞ্জক গালি)। ণ. **পাঁশুটিয়া, পাঁশুটে**—ছাই-রঙা, ফ্যাকাসে।

পাক—[পচ্‌+ঘঞ্‌] বি. রন্ধন; পোড়ানো; পরিপাক; পরিণতি; পক্কতা; বার্ধক্যহেতু কেশের শুভ্রতা, (চুলে পাক ধরা); দৈত্য-বিশেষ (পাকশাসন)। **পাকজ**—(জ্বাল দিয়া তৈয়ারী) সামুদ্রিক লবণ। **পাক-কর্ম,-কার্য**—রন্ধন। **পাক করা**—রন্ধন করা। **পাক তৈল**—নানা উপাদান পাক করিয়া প্রস্তুত কবিরাজী তৈল। **পাক ধরা**—পাকিতে আরম্ভ হওয়া (কেশে আমার পাক ধরেছে বটে—রবি); রং ধরা। **পাক-পাত্র,-ভাণ্ড**—রন্ধন পাত্র। **পাক-পুটী**—কুমারের পোয়ান। **পাকযন্ত্র**—পাকস্থলী (পাকযন্ত্র-প্রদাহ, gastritis)। **পাকরঞ্জন**—তেজপাতা। **পাক-শালা**—রন্ধনশালা। **পাকশাসন**—পাক, দৈত্যহন্তা ইন্দ্র। **পাকশাসনি**—ইন্দ্রপুত্র, জয়ন্ত অর্জুন প্রভৃতি। **পাকস্থলী**—পাকযন্ত্র, উদরের যেখানে ভুক্তদ্রব্যের পরিপাক হয়; stomach। **পাকস্থান**—রন্ধনশালা। **পাকস্থালী**—রন্ধনপাত্র। **পাকস্পর্শ**—বিবাহের পর বধূস্পৃষ্ট অন্নব্যঞ্জন জ্ঞাতি-কুটুম্ব-সহ ভোজন, বৌভাত।

পাক—বি. নিমিত্ত; ঘটনাচক্র; দৈবদুর্বিপাক; চক্রান্ত, কৌশল; পেঁচ; আবর্ত, ঘূর্ণন (পাক খাওয়া)। **পাক খাওয়া**—ঘূর্ণিত হওয়া, জড়াইয়া যাওয়া, ঘুরপাক খাওয়া। **পাক খোলা**—রশির পাক শিথিল হওয়া, পেঁচ খোলা। **পাকচক্র**—ঘটনাচক্র, চক্রান্ত। **পাকে-চক্রে**—কৌশলে। **পাক জল**—ঘূর্ণাবর্ত। **পাকদণ্ডী**—[হি.] পাহাড়ের সর্পিল পায়ে-চলা পথ। **পাক দেওয়া**—ঘুরানো; রশি পাকানো। **পাক ধরা**—পাকিতে আরম্ভ হওয়া (ফলে, চুলে পাক ধরা); পাকানোর ফলে শক্ত হইয়া ওঠা (দড়িতে পাক ধরা)। **পাক পড়া**—পেঁচ লাগা, জড়াইয়া যাওয়া; আবর্তের সৃষ্টি হওয়া (বর্ষায় নদীতে পাক পড়েছে)। **পাক পাড়া**—বার বার আসা। **পাক মোড়া**—পাক দিয়া বাঁধা; পিছ-মোড়া। **পাক লাগা**—পেঁচাইয়া যাওয়া। **পাক-সাঁড়াশী**—যে যন্ত্রের দ্বারা স্বর্ণকার সোনার ও রূপার তারে পাক দেয়। **পাকে পড়া**—বিপদে পড়া; বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র হওয়া। **জিলিপির পাক**—জিলিপির পেঁচ; কুটিলতা।

পাক—[ফা.] ণ. পবিত্র, নির্মল। (বিপ. না-পাক)। **পাকনিয়ত**—সদ্ভিপ্রায়।

পাক-সাফ—শুচিতাপূর্ণ, শুচিশুভ্র। **পাক হওয়া**—অশুদ্ধ অবস্থা গত হওয়া। **পাকিস্তান**—পাক-স্থান, পবিত্র ভূমি; ১৯৪৭ খৃঃ অব্দে ভারতের পূর্ব ও পশ্চিম অঞ্চল লইয়া গঠিত মুসলমান-প্রধান রাজ্য।

পাকড়—[হি. পকড়] বি. দৃঢ়ভাবে ধারণ, বন্দী করা। **ধর-পাকড়**—ব্যাপক গ্রেপ্তার ও আটক। **পাকড়া, পাকড়াও**—বি. গ্রেপ্তার; নির্বন্ধাতিশয় প্রকাশ (পাকড়া করা বা পাকড়াও করা)। **পাকড়ানো**—ক্রি. ধৃত করা, দৃঢ়ভাবে ধরা (কণ্ঠ-পাকড়ি ধরিল আঁকড়ি দুইজনা দুইজনে—রবি); অবলম্বন করা। **পাকড়ো! পাকড়ো!**—ধর! ধর! (প্রাচীন বাংলায়: পাখড়! পাখড়!)।

পাকন—বি. পক্ব হওয়া; পূর্ণতা লাভ করা; সাদা হওয়া। **পাকনা**—ণ. পাকা। [প্রাদে.]

পাকলানো—ক্রি. মাড়ী দিয়া চিবানো; ঘূর্ণিত করা, পাকানো (চক্ষু পাকলিয়া)।

পাকশাসন—ইন্দ্র (পাক দ্রঃ)।

পাকশাট,-সাট—বি. পাখসাট (পাকসাট মারি কেহ খেদাইছে দূরে সমলোভী জীবে—মধু)।

পাকা—ক্রি. পক্ব বা পরিণত হওয়া; শুভ্র হওয়া (চুল পাকা); পুঁজপূর্ণ হওয়া (ফোঁড়া পাকা); ণ. নিপুণ; ধান্ধু, অভিজ্ঞ (পাকা চোর; পাকা ব্যবসায়ী); অকালপক্ব (পাকা ছেলে); ত্রুটিহীন, খাঁটি (পাকা সোনা); পুরাপুরি (পাকা দশহাত); পরিণতিপ্রাপ্ত, পক্ব (পাকা আম, পাকা বুদ্ধি); দগ্ধ, পোড়া (পাকা ইট, পাকা হাঁড়ি); ঘৃতপক্ব, লুচি কচুরিযুক্ত (পাকা ফলার); মাটির নহে, ইটপাথরে প্রস্তুত (পাকা বাড়ী); আইন মোতাবেক সম্পাদিত (পাকা দলিল); স্থায়ী (পাকা রং); অপরিবর্তনীয়, অনড় (পাকা কথা, পাকা খবর); দৃঢ়; চূড়ান্ত, চরম। [পক্ব]। **পাকা-আম দাঁড়কাকে খায়**—দাঁড়কাক দ্রঃ। **পাকা ওজন**—আশি তোলায় সেরের ওজন। **পাকা করা**—দৃঢ় করা, নির্ভরযোগ্য করা (কথা পাকা করা); ইট চুণ সুরকী প্রভৃতির দ্বারা নির্মাণ করা (বাড়ী পাকা করা)। **পাকা খাতা**—জমাখরচ সম্পর্কে চূড়ান্ত খাতা। **পাকা গাঁথুনি**—চুণ-সুরকির অথবা বালি ও সিমেন্টের গাঁথুনি (বিপঃ কাঁচা গাঁথুনি—কাদার গাঁথুনি)। **পাকা ঘর**—দালান-কোঠা। **পাকা ঘুঁটি**—ছকের সর্বোচ্চ ঘরে উঠিবার উপক্রম করিয়াছে এমন ঘুঁটি। **পাকা তাল পড়া**—তালের মত দুপ্‌দাপ করিয়া পিঠে কিল পড়া। **পাকা দলিল**—যে দলিল আদালতে গ্রাহ্য হয়। **পাকা দেখা**—বিবাহের কথা পাকাপাকি করা উপলক্ষ্যে অনুষ্ঠান-বিশেষ। **পাকা ধানে মই দেওয়া**—সুনিশ্চিত আশুলভ্য নষ্ট করিয়া দেওয়া। **পাকা-পাকা কথা**—শিশুর বয়সের মত কথা। **পাকা-পোক্ত**—পরিপক্ব, মজবুত। **পাকা ফলার**—ঘৃতপক্ব লুচি মিঠাই প্রভৃতির ফলার (বিপ. কাঁচা ফলার—চিড়া-দইয়ের ফলার)। **পাকা মাছ**—বড় ও বয়স্ক মাছ (সহজে সিদ্ধ হয় না)। **পাকা মাথায় সিঁদুর পরা**—বৃদ্ধকাল পর্যন্ত সধবা থাকা)। **পাকা মাল**—যে মাল যন্ত্রাদিতে নির্মিত হইয়া ব্যবহারোপযোগী হইয়াছে, finished product। **পাকা রান্না**—অভিজ্ঞ রাঁধুনীর রান্না; তৈল ঘি প্রভৃতির যোগে মুখরোচক করা রান্না। **পাকা রাস্তা**—বাঁধানো রাস্তা। **পাকা-লেখা**—সুন্দর গড়নের লেখা; উৎকৃষ্ট রচনা। **পাকা লোক**—বিজ্ঞ বা বহুদর্শী লোক। **পাকা লোহা**—ইস্পাত। **পাকা হাড়**—বহু অভিজ্ঞতাসম্পন্ন বৃদ্ধ। **পাকা হাত**—নিপুণ হস্ত। **এঁচোড়ে পাকা**—এঁচোড় দ্রঃ। **কাঁচা-পাকা**—আংশিক কাঁচা ও আংশিক পাকা; ঠাণ্ডা ও গরম (কাঁচা-পাকা জলে স্নান)।

পাকাটি—বি. পাট-কাঠি, পাট-গাছের ছাল-তোলা শক্ত ডাঁটা। ণ. **পাকাটে**—পাট-কাঠির মত রোগা ও সৌষ্ঠবহীন (পাকাটে গড়ন)।

পাকানো—ক্রি. পাকা করা (জাগ দিয়া ফল পাকানো); শক্ত করা (তেল দিয়া লাঠি পাকানো); পাক করা, রান্না করা (খানা পাকানো); পাক দেওয়া, মোচড়ানো (গোঁপ পাকানো); পাক দিয়া তৈরী করা (দড়ি পাকানো); গোলাকৃতি করা (মোয়া, মুঠ, বড়ি পাকানো); সৃষ্টি করা, গড়া (জট, জোট, দল পাকানো)। ণ. ও বি. উক্ত সকল অর্থে। **পাকানওয়ালী, পাকানী, পাকানেওয়ালী**—পাচিকা (পূর্ববঙ্গে)। **চুল-দাড়ি পাকানো**—দীর্ঘ অভিজ্ঞতা অর্জন করা; বৃদ্ধ হওয়া। **চোখ পাকানো**—ক্রোধে চোখ

ঘুরানো। **জট পাকিয়ে যাওয়া**—জটিল হওয়া। **লাঠি পাকানো**—তেল মাখাইয়া লাঠি মজবুত করা। **হাত পাকানো**—দক্ষতা অর্জন করা। [পাকাপাকি করা)।

পাকাপাকি—ণ. সুনিশ্চিত, স্থিরীকৃত (কথা

পাকাম,-মি—বি. বাচালতা, জ্যেঠামো, এঁচড়ে-পাকার মত ব্যবহার।

পাকাল জমি, পাখাল জমি—যে জমির শস্য বন্যায় বা বৃষ্টিতে নষ্ট হইয়া গিয়াছে। **পাকাল যাওয়া**—বন্যা বা বৃষ্টির ফলে শস্য নষ্ট হওয়া। **পাকাল ভাত**—পান্তাভাত।

পাকাশয়—বি. পাকযন্ত্র, পাকস্থলী। **পাকাশয়-প্রদাহ**—gastritis। ণ. **পাকাশয়িক** পাকাশয়-সম্পর্কিত।

পাকি,-কী—ণ. পুরাপুরি, পুরা আশি তোলার (পাকি ওজন। বিপ. কাঁচি—বাট তোলার সেরের ওজন)। **পাকি মালা**—ধূম তৈল প্রভৃতি সহযোগে পাকানো অর্থাৎ মজবুত করা মালা।

পাকিস্তান—পাক দ্রঃ।

পাকুড়, পাইকড়, পাকুড়ি—[সং. পর্কটি] বি. অশ্বত্থ-জাতীয় বৃক্ষ (বট পাকুড়ের কোলে—রবি)।

পাকে—ক্রি. ণ. নিমিত্ত; কৌশলে, পাকচক্রে। **পাকেচক্রে, পাকেপ্রকারে**—কৌশল করিয়া, দৈবক্রমে।

পাকোয়ান—[হি. পাকবান] বি. ঘৃতপক্ব খাদ্য, লুচি কচুরি ইত্যাদি; পাক দেওয়া রেশমী সুতা দিয়া যে বস্ত্র নির্মিত হয়।

পাক্কা—ণ. পাকা, পুরা বা দৃঢ় বা সুষ্ঠু। [পক্ব]

পাক্ষিক—ণ. পক্ষকাল সংক্রান্ত বা যাহা পক্ষকালে ঘটে (পাক্ষিক জ্বর, পাক্ষিক পত্র); সাম্প্রদায়িক; একপক্ষীয়; যে পক্ষী মারে, শাকুনিক। [পক্ষ+ইক, পক্ষিন্+ইক]

পাখ—বি. পালক (পাখ উঠা); ডানা (পাখসাট); পক্ষী (পাখ মারা)। [পক্ষ]। **পাখ ঝাড়া**—ডানা ঝাড়া। **পাখ-পাখালি**—নানারকম পাখী। **পাখ-সাট,-শাট**—পাখার ঝাপটা। [ডানা, fin। [বাং]

পাখনা—বি. ডানা (পাখনা মেলা); মাছের

পাখলানো—ক্রি. প্রক্ষালন করা, ধোয়া।

পাখা—[সং. পক্ষ] বি. ডানা; পালক (পাখা উঠা); ব্যজনী (টানা পাখা; হাত-পাখা; ইলেক্‌ট্রিক পাখা)। **পাখা ওঠা**—পালক উঠা; ডানা গজানো; বাড়াবাড়ি করা (পিঁপীড়ার পাখা উঠে মরিবার তরে')। **পাখা করা**—হাওয়া দেওয়া, ব্যজন করা।

পাখালা—ক্রি. (পদ্যে) প্রক্ষালন করা, ধোয়া। (পাখালি পাখালে ইত্যাদি রূপ)।

পাখি, পাখী—[সং. পক্ষী] বি. পক্ষী; চাকার নাভিসংলগ্ন আড়কাঠ, spoke; খড়খড়ির একখানি পাতলা কাঠ; মইয়ের একটি ধাপ; জমির পরিমাণ-বিশেষ (বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন মাপের পাখী প্রচলিত)। **পাখী পড়ানো**—অর্থবোধ না করাইয়া শুধু বারবার শিখাইয়া মুখস্থ করানো। **পাখী-মারা**—ব্যাধ। **পাখীর প্রাণ**—পাখীর মত ক্ষীণ প্রাণ; অল্প আঘাতেই কাতর হইয়া পড়ে বা মরিয়া যায় এমন অবস্থা। **প্রাণপাখী**—দেহরূপ পিঞ্জরস্থ প্রাণরূপ পাখী, প্রাণবায়ু।

পাখুরা—বি. সূত্রধরের বাইস-বিশেষ।

পাখোয়াজ—[ফা. পাখবজ] বি. মৃদঙ্গ; (অশিষ্ট) এঁচড়ে পাকা (পাখোয়াজ ছেলে)। **পাখোয়াজী**—পাখোয়াজ-বাদক।

পাগ, পাগড়ি,-ড়ী—[সং. প্রগ্রহ; হি. পাগড়ী] বি. উষ্ণীষ, শিরস্ত্রাণ (পাগড়ী বাঁধা; পাগড়ী আঁটা); সেলামি (বিশেষতঃ বেআইনী হইলে)। **পাগড়ীওয়ালা**—ণ. পাগড়ী-পরিহিত (অবজ্ঞা অথবা উপহাসব্যঞ্জক)। **লালপাগড়ী**—(লাল-পাগড়ীধারী) পুলিশ কনেষ্টবল।

পাগ—(গ্রাম্য) বি. পাতিল (হাঁড়ি-পাগ, পাগ-পাতিল)।

পাগদণ্ডী, পাকদণ্ডী—বি. পাহাড়ে পায়ে-হাঁটা আঁকাবাঁকা রাস্তা।

পাগল—ণ. বি. বিকৃত-মস্তিষ্ক, উন্মত্ত; কাণ্ডজ্ঞান-হীন, মত্ত (তোমরাও পাগল হলে); অবুঝ, অশান্ত (পাগল ছেলে; "নদী আপন বেগে পাগল-পারা"); আত্মহারা ('বাঁশীর ডাকে হলেম পাগল'; খেলার নামে পাগল); প্রেমবিহ্বল (পাগল ভোলা; পাগল নিমাই)। স্ত্রী. **পাগলী, পাগলিনী**। **পাগলা**—ণ. বি. পাগলের মত অবুঝ, খেয়ালী (সাধারণতঃ আদরজ্ঞাপক)। **পাগলী মেয়ে**—আদুরে বা অবুঝ বা অশান্ত মেয়ে। **পাগলাই**—বি. পাগলামি (প্রাচীন বাংলা)। **পাগলা-গারদ**—যেখানে বিকৃত-মস্তিষ্কদের আটক করিয়া রাখা হয়; পাগলদের

আড্ডা (দেশটাকে পাগলা-গারদ বানিয়ে তুললে দেখছি)। **পাগলাটে**—বি. পাগলা ধরণের (পাগলাটে ভাব)। বি. **পাগলামো, পাগলামি**—অবুঝের ভাব ; খেয়ালীপনা ; পাগলের ব্যবহার।

পাঙাশ—পাঙ্গাশ দ্রঃ।

পাঙ্‌ক্তেয়—প. একই পঙ্‌ক্তিতে স্থান পাইবার বা বসিয়া আহার করিবার যোগ্য, সমানশ্রেণীর বলিয়া গণ্য। [পূর্ববঙ্গে)।

পাঙ্খা—বি. পাখা, ব্যজনী। (প্রাচীন বাংলায় ও

পাঙ্গাশ—[পাংশু] প. ফেকাসে ; ছাইরঙের ; [পিঙ্গাশ] বি. বোয়ালতুল্য মৎস্য-বিশেষ।

পাচক—[পচ্‌+ণক] প. জীর্ণকারক, যাহা হজম করায় ; বি. রাঁধুনে। স্ত্রী. **পাচিকা**। **পাচক রস**—পাকস্থলীর পিত্তরস, gastric juice.

পাচন—প. হজমী ; বি. প্রায়শ্চিত্ত ; পাঁচন, গাছ-গাছড়ার কাথ। [পচ্‌+ণিচ্‌+অনট্‌]। **পাচনক**—স্বর্ণাদি ধাতু জীর্ণকারক, সোহাগা। **পাচনগ্রন্থি**—ক্লোম, pancreas। **পাচনযন্ত্র**—খাদ্যপরিপাক-যন্ত্র, digestive organ.

পাচন, পাচনবাড়ি, পাচনী—পাঁচনবাড়ী।

পাচনী—হরিতকী।

পাচার—বি, গোপনে সরাইয়া দেওয়া ; সাবাড়, খতম ; প. এফোঁড়-ওফোঁড় (পাচার বিঁধ)। [বাং]

পাচালি—পায়চারি ; পাঁচালী।

পাচিকা—বি. রন্ধনকারিণী(পাচক দ্রঃ)। **পাচিত**—প. রন্ধিত, অগ্নিপক। **পাচ্য**—প. পাকযোগ্য ; পরিপাকযোগ্য।

পাছ—[সং. পশ্চাৎ] বি. পশ্চাদ্ভাগ। **পাছতলা**—ঢেঁকির পা দিয়া চাপিবার অংশ। **পাছদুয়ার**—বাড়ীর পশ্চাৎ-ভাগের দরজা। **পাছ দেওয়া**—পিছন ফিরানো। **পাছ লাগা**—অনুসরণ করা, সঙ্গ ত্যাগ না করা।

পাছড়া—[সং. প্রচ্ছদ] বি. উত্তরীয়-বিশেষ ('পাটের পাছড়া')।

পাছড়ানো—ক্রি. শস্য ঝাড়া ; আছাড় মারা, কুস্তিতে চিৎ করা ; হাড়িকাঠে ফেলা। **পাছড়া-পাছড়ি**—পরস্পরকে পাছড়াইবার চেষ্টা, ধস্তাধস্তি। [প্রাদে.]

পাছা—[সং. পশ্চাৎ] বি. পশ্চাদ্ভাগ (নৌকার পাছা) ; নিতম্বদেশ ; গুহ্যদ্বার (পাছা গলা)। **পাছা-পেড়ে শাড়ী**—তিন পাড়-ওয়ালা শাড়ী যাহার মাঝখানের পাড়টি পাছার উপরে পড়িত (বর্তমানে অপ্রচলিত)।

পাছাড়—বি. আছাড়, চিৎপাত করা। **পাছাড়া**—চিৎপাত করিয়া ফেলা, আছাড় মারা। (কাব্যে ব্যবহৃত)। **পাছাড়ি, পাছুড়ি**—প. পশ্চাৎ-ভাগের (পাছাড়ি দড়ি—পিছনের পায়ে বাঁধা দড়ি)। **আগাড়ি-পাছাড়ি**—অগ্রের ও পশ্চাৎ-ভাগের ; অগ্রপশ্চাৎ।

পাছানো—ক্রি. পিছে হটা, পশ্চাদ্গামী হওয়া (বর্তমানে 'পিছানো' বলা হয় ; পূর্ববঙ্গে পাউছান)।

পাছু—বি. পশ্চাদ্ভাগ, পিছন ; ক্রি. প. পিছনে। **আগু-পাছু**—অগ্রপশ্চাৎ (বর্তমানে আগপাছ)। **পাছু টান**—পিছনের টান, পুত্রকলত্রাদির প্রতি স্নেহমমতার আকর্ষণ। **পাছু লাগা**—পিছনে লাগা, অনুসরণ করা বা অনিষ্ট চেষ্টা করা।

পাছে—[সং. পশ্চাৎ] ক্রি. প. পশ্চাতে, পিছনে (পাছে পাছে—পিছনে পিছনে) ; পরে যদি (পাছে তুমি রাগ কর, এইজন্য কিছু বলি নাই)।

পাজামা—[ফা.] বি. পায়জামা, ইজার। **আলিগড়ী পাজামা**—কতকটা প্যাণ্টালুনের আকৃতির পাজামা-বিশেষ।

পাজি,-জী—[ফা. পাজী—নীচ] প. দুষ্টবুদ্ধি, বদ ; নীচ, হীন। **পাজির পা-ঝাড়া**—অতিশয় পাজি, বজ্জ-পাজি। [পাঝানো)।

পাঝানো—(প্রাদে.) ক্রি. পচানো (পাট

পাঞ্চজন্য—বি. পঞ্চজন নামক দৈত্যের অস্থিতে নির্মিত বিষ্ণুর শঙ্খ। [পঞ্চজন+য]। **পাঞ্চজন্যধর**—বিষ্ণু।

পাঞ্চভৌতিক—প. পঞ্চভূত-বিষয়ক ; পঞ্চভূত হইতে উৎপন্ন (পাঞ্চভৌতিক দেহ)। [পঞ্চভূত+ ষ্ণিক] [ক্ষত্রিয়গণ। [পঞ্চাল+অ]

পাঞ্চাল—প. পঞ্চাল-দেশজাত ; বি. পঞ্চালবাসী

পাঞ্চালিকা—বি. বস্ত্র-নির্মিত পুতুল ; পাঁচালী। [সং.] [পাঞ্চাল+ঈপ্‌]

পাঞ্চালী—বি. দ্রৌপদী ; পুত্তলিকা ; পাঁচালী।

পাঞ্জা—পঞ্জা দ্রঃ।

পাঞ্জাব—বি. পঞ্চনদ দেশ। **পাঞ্জাবী**—প. পাঞ্জাব দেশীয় ; বি. পাঞ্জাবের লোক বা ভাষা।

পাঞ্জাবি,-বী—বি. ঢিলা জামা-বিশেষ।

পাট—[সং. পট্ট] বি. রেশম (পাটের শাড়ী) ; গাছ-বিশেষ, কোষ্টা ; কোষ্টার ছালের আঁশ (কতকটা রেশমের মত মসৃণ) ; চওড়া তক্তা

(ধোপার পাট); সিংহাসন (পাটরাণী; 'রাজা নাই পাটে, মানুষে মানুষ কাটে'); [বাং] কাজ কারবার (পাট ওঠা, তোলা); কারকিত, আবাদের জন্য প্রস্তুতি; অস্তাচল (সূর্য পাটে বসা); পীঠস্থান (শ্রীপাট নবদ্বীপ); [পাটি] পরিপাটি, বিন্যাস, ভাঁজ (কাপড় পাট করা; ঘরদোর পাট করা); পাটি, জোড়ার একটি (খড়মের পাট; দরজার পাট); [পাটক] কুমারের প্রস্তুত পোড়ানো মাটির চাকা, যাহা দিয়া কূপ তৈরী হয়। **পাটকাটি**—পাট গাছের কাঠি, পাকাটি। **পাট তোলা**—কাজ-কারবার গুটানো; ব্যবস্থা বদলানো। **পাটভাঙ্গা**—গাজনের সন্ন্যাসীদের পেরেকওয়ালা তক্তার উপর ঝাঁপ দিয়া ক্ষতবিক্ষত হওয়া; ভাঁজ করা কাপড় খোলা। **পাটরাণী**—প্রধান রাণী যিনি রাজার পাশে সিংহাসনে বসেন। **পাট শাক**—পাটগাছের পাতা। **পাট সন্ন্যাসী**—শিবের গাজনের প্রধান সন্ন্যাসী। **পাট সারা**—দিনের কাজ শেষ করা; সেই সংক্রান্ত সব কাজ চুকানো (রান্নার পাট সারা)। **পাটহাতী**—রাজার হাতী।

পার্ট—[ইং. part] বি. নাটকের ভূমিকা (রাজার পার্ট); অভিনয় (ভাল পার্ট করে)।

পাটকিলা—ণ. পাটকেলের মত রঙের, লালচে।

পাটকেল—বি. ইষ্টক-খণ্ড (ঢিলটি মারলে পাটকেলটি খেতে হয়)। [বাং]

পাটন—[সং পট্টন] বি. নগর; রাজ্য; বাণিজ্য।

পাটনা—বিহারের প্রধান নগর ও জেলা। ণ. **পাটনাই**।

পাটনি,-নী, পাটুনি, -নী—বি. যে খেয়া পার করে (সেই ঘাটে খেয়া দেয় ঈশ্বরী পাটনী—ভারতচন্দ্র)। **পাটনীঘাটা**—পারঘাটা।

পাটব—[পটু+অ] বি. পটুতা; নৈপুণ্য; আরোগ্য। ণ. **পাটবিক**—পটু; ধূর্ত।

পাটল—ণ. পাটকিলা, ফিকা লাল (মেঠো পথ দিয়া ধূলি উড়াইয়া চলিল পাটল গাই—করুণা-নিধান); বি. গোলাপী রং; পারুল; গোলাপ। **পাটলক্রম**—পুন্নাগ বৃক্ষ। **পাটলিত**—পাটলবর্ণ-বিশিষ্ট, পাটলবর্ণে রঞ্জিত।

পাটলা—বি. পারুল গাছ ও ফুল; দুর্গা। **পাটলাবতী**—দুর্গা; নদী-বিশেষ।

পাটলিপুত্র—বি. প্রাচীন মগধের রাজধানী (বর্তমান পাটনা)।

পাটা—[সং. পট্টক; হি. পাট্টা] ভূমি বন্দোবস্ত-জ্ঞাপক লেখ্য, পাট্টা; তক্তা; বস্ত্র বা বস্ত্রের ভাঁজ (দোপাটা); রাজ-মিস্ত্রীর কাষ্ঠ-ফলক যাহা দিয়া পলস্তারা ঘষিয়া সমতল করে; চওড়াই (বুকের পাটা—হিম্মত); (প্রাদে.) যাহার উপরে মসলা বাটা হয়, শিল (পাটাপুতা)। **পাটাতন**—নৌকাদিতে তক্তা বা বাখারি দিয়া প্রস্তুত মেঝে বা মঞ্চ। **পাটা-বুক**—ণ. সাহসী। **পাটাবুকী**—যে মেয়ে-লোকের খুব সাহস। **পাটা-শেয়ালা**—সরু সরু শৈবাল-বিশেষ। **পাটাসেলামি**—পাট্টা লইবার কালে জমিদারকে দেয় অর্থ।

পাটারি—বি. জমিদারের খাজনা আদায়কারী কর্মচারী; মাতব্বর (গেঁয়ে পাটারি); পাটোয়ারী।

পাটালি,-লী—বি. তক্তার আকারে জমানো গুড় (খেজুরে পাটালি)। [বাং]

পাটি,-টী—বি. [পট্টিকা] গাছ বিশেষ; তাহার ছাল বুনিয়া তৈয়ারী মসৃণ মাদুর-বিশেষ (শীতল-পাটি; খেজুর পাতার পাটি); [সং.] পঙক্তি (দুই পাটি দাঁত); শৃঙ্খলা, প্রণালী, ধারা (পরিপাটি); ক্রম; [বাং] দুইয়ের একটি (এক পাটি জুতা); এক সম্প্রদায়ের বা ব্যবসায়ের লোকের বসতি, পটি (কোঁচের পাটী); পাতা পাড়িয়া বাঁধা চুল, পেটো, পেটে (চুলের পাটি পাড়া); পাশা। **পাটিসাপটা**—(যাহা পাটির মত জড়ানো হয়) ক্ষীর নারিকেল প্রভৃতির পুর দেওয়া পিষ্টক-বিশেষ।

পাটীগণিত—যোগ বিয়োগ গুণন ভাগাদি ক্রমযুক্ত গণিত; সংখ্যা-বিষয়ক গণিত, Arithmetic.

পাটুয়া—বি. কলাগাছের খোলা, পেটো। **পাটুয়া কোদাল**—পাত-কোদাল। [বাং]

পাটেশ্বরী—বি. পাটরাণী। [বাং. পাট+ঈশ্বরী]

পাটোয়ার,-রী—ণ. নিপুণ, দক্ষ; অতিশয় হিসাবী; বি. প্রজার নিকট হইতে খাজনা আদায়-কারী কর্মচারী-বিশেষ; হার ইত্যাদি গহনা যে গাঁথে। **পাটোয়ারী বুদ্ধি**—লাভ-লোকসান সম্বন্ধে অতিশয় সজাগ বুদ্ধি।

পাট্টা—[সং. পট্টক] বি. জমিদার কর্তৃক প্রজাকে প্রদত্ত জমির অধিকারবিষয়ক দলিল, পাটা। [তুঃ কবুলিয়ত]। **পাট্টাদার**—জমিদারের পাট্টাপ্রাপ্ত প্রজা। **পাট্টাসেলামি**—পাটাসেলামি দ্রঃ।

পাঠ—[পঠ্+ঘঞ্] বি. পড়া, আবৃত্তি, অধ্যয়ন; বেদাধ্যয়ন; পঠিতব্য বিষয় বা অংশ, lesson (পাঠ মুখস্থ করা); পত্রের প্রারম্ভে সম্ভাষণসূচক বাক্য (যথা; শ্রীচরণেষু, জনাবেষু, প্রীতি-ভাজনেষু); রচনার রূপ অর্থাৎ শব্দবিন্যাস, text (মল্লিনাথ-ধৃত পাঠ; পাঠান্তর)। **পাঠক**—পাঠকারী (লেখক ও পাঠক); কীর্তনকারী (স্তুতিপাঠক); ছাত্র; পুরাণাদি পাঠকারী, কথক; ব্রাহ্মণের উপাধি-বিশেষ। স্ত্রী. পাঠিকা। **পাঠকগোষ্ঠী**—পাঠক-সমাজ; পণ্ডিত-সমাজ। **পাঠগৃহ**—পড়িবার ঘর, study। **পাঠগ্রহণ**—শিক্ষকের নিকট হইতে পড়িবার অংশ বুঝিয়া লওয়া। **পাঠচক্র**—পাঠকদের চক্র, যাহারা এক সঙ্গে কোন বিষয় পাঠ করে, study circle। **পাঠন**—অধ্যাপনা, শিক্ষাদান (পঠন পাঠন—নিজে পড়া ও অন্যকে পড়িতে শিখানো)। [পঠ্+ণিচ্+অনট্]। ণ. **পাঠিত**—যাহাকে শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে। **পাঠনিবিষ্ট**—পাঠে মনোযোগী। **পাঠরত**—যে পাঠ করিতেছে। **পাঠরতি**—পাঠে বিশেষ আনন্দ। **পাঠশালা**—প্রাথমিক বিদ্যালয়।

পাঠান—বি. পশ্চিম পাকিস্তানের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলের পশ্‌তু-ভাষী জাতি-বিশেষ।

পাঠানো—ক্রি. প্রেরণ করা। **চিঠিপাঠানো**—চিঠিতে বার্তা প্রেরণ। **ডেকে পাঠানো**—আসিবার জন্য লোকযোগে অথবা পত্রযোগে আহ্বান। **বলে পাঠানো**—লোক মারফত বার্তা প্রেরণ।

পাঠান্তর—অন্য পাঠ, একই রচনার দুই কপিতে শব্দবিন্যাসে পার্থক্য, another version. **পাঠাভ্যাস**—পাঠ-প্রস্তুতি। **পাঠার্থী**(-র্থিন্)—বিদ্যার্থী। **পাঠিকা**—বি. পাঠকারিণী নারী। **পাঠী**(-ঠিন্)—পাঠক, যে পড়িতে জানে (বঙ্গভাষা-পাঠী)। **পাঠেচ্ছু**—ণ. পাঠ করিতে ইচ্ছুক। **পাঠ্য**—ণ. পড়িবার যোগ্য (পাঠ্য-অপাঠ্য); অবশ্য-পাঠ্য পাঠ্য-পুস্তক। [পঠ্+য]। **পাঠ্যক্রম**—পড়িতে হইবে বলিয়া নির্দিষ্ট আছে এমন বিষয়ের সমষ্টি, syllabus. **পাঠ্যাবস্থা**—ছাত্রাবস্থা।

পাড়—[সং. পার; পাহাড়] বি. তট, তীর (নদীর পাড়; পুকুর-পাড়); ধুতি শাড়ী প্রভৃতির ধারি বা প্রান্তভাগ। ণ. **পাড়িয়া, পেড়ে**—পাড়যুক্ত (লালপেড়ে শাড়ী)।

পাড়—বি. সজোরে পতন (ঢেঁকির পাড়)। [পাত]। **ঢেঁকিতে পাড় দেওয়া**—কিছু কুটিবার জন্য পা দিয়া ঢেঁকি চালানো। **পাড় মারা**—(মুদ্গর বর্শা ইত্যাদির দ্বারা) জোরে আঘাত করা। **বুকে ঢেঁকির পাড় পড়া**—অতিশয় মনঃক্ষোভের কারণ ঘটা।

পাড়—[সং. পালি] বি. পাইড় (দ্রঃ)।

পাড়ন—যাহা পাড়া বা পাতা যায়; কিছু রাখিবার আগে যাহা নীচে পাতিয়া লওয়া হয় (ফলমূল পেটে যাবে পাড়ন দিতে—মধু)। **ওড়ন পাড়ন**—উপরের ও নীচের আচ্ছাদন; ঢেঁকির গড়কাঠ যাহার গর্তে ধান্যাদি রাখিয়া ভানা হয়।

পাড়া—[সং. পল্লী] বি. পল্লী, গ্রামের অংশ; মহল্লা, পট্টী (উকিল পাড়ার লোক; পাড়া ভেঙে পড়েছে; পাড়া-প্রতিবেশী)। **পাড়া-কুঁদুলী**—যে নারী পাড়ার সকলের সঙ্গে কোন্দল করে (পুং. পাড়া-কুঁদুলে)। **পাড়াগাঁ**—পল্লী-গ্রাম। ণ. **পাড়াগেঁয়ে**—ণ. বর্বর; বি. পাড়াগাঁর লোক (অবজ্ঞার্থক)। **পাড়া-ঢলানী**—ণ. যে নারীর কুকীর্তির জন্য পাড়ায় হাসাহাসি হয় এমন। **পাড়াপড়শী**—একই পাড়ার প্রতিবেশী। **পাড়াবেড়ানী**—ণ. পাড়ায় পাড়ায় বেড়ানো যে নারীর স্বভাব। **পাড়া মাথায় করা**—(চীৎকার করিয়া) পাড়া সরগরম করা।

পাড়া—ক্রি. পাতিত করা (ঢিল ছুঁড়ে ফল পাড়া); নীচে নামানো, উচ্চ স্থান হইতে আহরণ করা, (তাক্ থেকে বই পাড়া); পাতা (বিছানা পাড়া); অবতারণা করা (কথা পাড়া); প্রয়োগ করা, ক্রমাগত করিতে থাকা (ডাক পাড়া; গালি পাড়া; পচাল পাড়া); ভূতল-শায়ী করা বা জব্দ করা (পেড়ে ফেলা); প্রসব করা (ডিম পাড়া); পরিপাটি করা, পরিষ্কার করা (এঁটো পাড়া; হেঁসেল পাড়া)।

পাড়ানো—ক্রি. পাতিত করানো (ফল পাড়ানো); অবতারণা করানো (কথা পাড়ানো); পাড় মারা (পাড় দ্রঃ)। **ঘুম-পাড়ানো**—ঘুমাইতে প্রবৃত্ত করা। ণ. **পাড়ানিয়া, -পাড়ানী, পাড়ানে**—যে পাড়ায় (ঘুম-পাড়ানী মাসীপিসী)।

পাড়াপাড়ি—পাছড়া-পাছড়ি; তীব্র প্রতি-যোগিতা (গ্রাম্য)।

পাড়ি, পাড়ী—বি. পার হওয়া, উত্তরণ; তীর, তট ('দুই ধার ঢালু তার উঁচু তার পাড়ি'—রবি; পাড়ি ভেঙ্গে পড়া); নদী প্রভৃতির এপার হইতে ওপার পর্যন্ত বিস্তার; পার হইবার চেষ্টা (পাড়ি দেওয়া); যাত্রা, পাল্লা (দূরের পাড়ি)। [বাং]। **পাড়ি দেওয়া**—ওপারের দিকে যাত্রা করা। **পাড়ি জমানো**—ওপারে গিয়া পৌঁছানো।

পাণি—[পণ্ (ব্যবহার করা) + ই] বি. হস্ত (চক্র-পাণি)। **পাণিগৃহীতী**—পত্নী। **পাণি-গ্রহ, -গ্রহণ, -পীড়ন**—বিবাহ। **পাণিঘ**—যে হাত দিয়া মৃদঙ্গাদি বাজায়, ঢোল-বাদক ঢাকী ইত্যাদি। **পাণিতল**—করতল। **পাণিধর্ম, পাণিবন্ধ**—বিবাহ।

পাণিনি—বি সংস্কৃত ব্যাকরণকার বিশেষ; পাণিনিকৃত ব্যাকরণ। ণ. **পাণিনীয়**—পাণিনিকৃত; পাণিনিকৃত ব্যাকরণে অভিজ্ঞ।

পাণ্ডব, পাণ্ডবেয়—বি. ণ. পাণ্ডুর পুত্র (যুধিষ্ঠির অর্জুন প্রভৃতি পঞ্চ পাণ্ডব)। **পাণ্ডব-বর্জিত**—সুদীর্ঘ বনবাস কালের মধ্যেও পাণ্ড-বেরা যেখানে যান নাই এমন; সভ্য মানুষের বাসের অযোগ্য। **পাণ্ডব-সখা, -সারথি, -বন্ধু**—শ্রীকৃষ্ণ। ণ. **পাণ্ডবীয়**।

পাণ্ডর—ণ. পাণ্ডুবর্ণ; শ্বেতবর্ণ; বি. কুন্দপুষ্প।

পাণ্ডা—[সং. পণ্ডা—শাস্ত্রজ্ঞান] বি. তীর্থস্থানের পূজারী; পাণ্ডার অনুচর (লাগিল পাণ্ডা করিল প্রাণটা নিমেষে ওষ্ঠাগত—রবি]; সর্দার, দলের চাঁই, প্রধান উদ্যোগী (সাধারণতঃ অবজ্ঞার্থক)।

পাণ্ডাল—প্যাণ্ডেল দ্রঃ।

পাণ্ডিত্য—[পণ্ডিত + ষ্য] বি. বিদ্যাবত্ত্ব; বিচক্ষণতা (রণ-পাণ্ডিত্য)।

পাণ্ডু—ণ. শুক্ল-পীতবর্ণ; গৌরবর্ণ; ফ্যাকাসে (পাণ্ডুবর্ণ); বি. ন্যাবা, jaundice; পঞ্চ পাণ্ডবের পিতা; দেশ-বিদেশ; শ্বেতহস্তী। [সং] **পাণ্ডু-ফল**—ফুটী। **পাণ্ডুভূম**—খড়িমাটির দেশ। **পাণ্ডুমৃত্তিকা**—খড়িমাটি। **পাণ্ডুর**—ণ. পাণ্ডুবর্ণ; শুভ্রবর্ণ; বি. পাণ্ডুরোগ; ফুলের গাছ-বিশেষ। **পাণ্ডুর দ্রুম**—কুড়চিগাছ। **পাণ্ডুরঙ্গ**—শাক-বিশেষ। **পাণ্ডুরাগ**—পাণ্ডুবর্ণ, ফ্যাকাসে রং।

পাণ্ডুলিপি, পাণ্ডুলেখ, পাণ্ডুলেখ্য—বি. খসড়া, মুশাবিদা; মুদ্রণের জন্ম প্রস্তুত লেখা, manuscript।

পাণ্ড্য—বি. দক্ষিণ ভারতের প্রাচীন রাজ্য-বিশেষ (বর্তমান মাদুরা ও তিনেবেল্লী); পাণ্ড্যদেশের রাজা অথবা অধিবাসী।

পাত—[পত্ + ঘঞ্] বি. পতন, পড়া; বর্ষণ (বৃষ্টিপাত); আঘাত (কুলিশপাত); সংঘটন, আপতন (বিপৎপাত); স্খলন (গর্ভপাত; উল্কাপাত); ক্ষরণ, ক্ষয়, নাশ (জীবনপাত); স্থাপন, ক্ষেপণ (দৃষ্টিপাত, চরণপাত)। **অনর্থ-পাত**—বিপৎপাত। **রক্তপাত করা**—রক্ত ঝরানো, মারামারি করা বা হত্যাকাণ্ড ঘটানো।

পাত—[সং. পত্র] বি. পাতা (কলার পাত, আঁখির পাত); উচ্ছিষ্ট ভোজনপাত্র (আমি খাবনা তোর পাতে—রবি); খাওয়ার ঠাঁই (পাত হওয়া); পাতার মত পাতলা লোহা প্রভৃতির চাদর (লোহার পাত, তামার পাত); তবক, অতি সূক্ষ্ম পত্র (সোনার পাতে মোড়া পানের খিলি); পুস্তকের পৃষ্ঠা ('লেখা আছে পুঁথির পাতে'—সুকুমার)। **পাত উঠা**—অন্ন উঠা। **পাত করা**—ভোজনের ঠাঁই করা। **পাত-ক্ষীর**—পাতার মধ্যে বা পাতার মত চেপ্টা করিয়া জমানো ক্ষীর। **পাত-চাটা**—যে কুকুরের মত পাত চাটে, হীন পরান্নভোজী। **পাততাড়ি**—ছোট ছেলেদের লিখিবার তাল-পাতার বা কলাপাতার গোছ। **পাততাড়ি গুটানো**—পাঠশালার পড়ার শেষে লিখিবার সরঞ্জাম গুছাইয়া নিয়া প্রস্তুত হওয়া; জিনিসপত্র গুছাইয়া সরিয়া পড়া; পাট তোলা। **পাত-ভেড়ে, পাতেড়ে**—যে পাততাড়ি লেখে, মাত্র প্রথম শিক্ষার্থী। **পাত-দত**—লেখার পাতা ও দোয়াত (পাত-দত তোলা—পাততাড়ি গুটানো)। **পাত পাড়া**—খাদ্য লাভের আশায় পাতা বিছানো; হীনভাবে পরের অন্ন গ্রহণ করা।

পাতক—(যাহা ধর্ম হইতে পাতিত করে) বি. পাপ। [পত্ + ণিচ্ + অক]। **মহাপাতক**—অতি বড় পাপের কাজ, ব্রহ্মহত্যা সুরাপান ইত্যাদি। **পাতকী** (-কিন্)—পাপী ('ঠাকুর-মশাই, আমি বড় পাতকী'—শরৎচন্দ্র)। স্ত্রী. **পাতকিনী**।

পাতকুয়া, পাতকো—[বাং. পাতি + কুয়া] বি.

নিকৃষ্ট কাঁচা কুয়া (মাটির গর্ত মাত্র, বাঁধানো নয়); মাটির পাট বসানো কুয়া। (বিপ. ইন্দারা)।

পাতখোলা—বি. পাত্‌লা খোলা বা খাপরা, পোড়ামাটির পাত (গর্ভিণীর প্রিয়)।

পাতগালা—বি. পাতার মত পাত্‌লা গালা।

পাতঞ্জি—বি. পাতিবার বস্তু, সতরঞ্চি; গালিচা চাদর প্রভৃতি। [বাং]

পাতঞ্জল—ণ. পতঞ্জলি-কৃত; বি. দর্শনশাস্ত্র-বিশেষ, যোগশাস্ত্র। [পতঞ্জল+অ]

পাতড়া—বি. পাত, খাদ্যসজ্জিত কদলীপত্র। **পাতড়া মারা**—কলাপাতায় সাজানো খাবার প্রচুর খাওয়া (নিমন্ত্রণ বাড়ীতে)।

পাতন—[পাতি+অনট্] বি অধঃক্ষেপণ; পরিস্রবণ, চুয়ানো, distillation; নিক্ষেপণ; আঘাত; যাহা পাতা যায় (পাতনকাঁড়); নৌকার পাটাতন; অঙ্কপাত। (ণ. পাতিত)। **পাতন-কাঁড়**—কাঁড় দ্রঃ। **পাতন-যন্ত্র**—বকযন্ত্র, retort.

পাতনলী—বি. ঘানি-গাছের তেল বাহির হইবার ছিদ্রপথের নীচে লাগানো টিনের পাত। [বাং]

পাতরাজ—বি. পাহাড়িয়া বড় সাপ-বিশেষ।

পাতল—ণ. পাত্‌লা, হাল্‌কা। [প্রাদে.]

পাতলা, পাৎলা—ণ. হালকা, কৃশ, রোগা, (পাত্‌লা বোঝা: পাতলা গড়ন); ঘন নয় (পাতলা দুধ); বিরল; ফাঁক-ফাঁক (পাতলা চুল, পাতলা বসতি); অগভীর, লঘু, হাল্‌কা (পাতলা ঘুম); ফিকে, জমাট নয় (পাতলা অন্ধকার; পাতলা নেশা); চঞ্চলমতি, ভারিক্কি নয় (রাশপাত্‌লা; কানপাত্‌লা—কান দ্রঃ); তীক্ষ্ণ (পাত্‌লা ধার)।

পাতশা,-শাহ—[ফা. পাত্‌শাহ্, পতিশাহ] বি. বাদশাহ্, সম্রাট্। **পাতশাহী**—বি. সম্রাটের পদ, রাজগি; ণ. সম্রাট্‌সুলভ, রাজকীয়।

পাতা (-তৃ)—[পা (রক্ষা করা, পান করা)+তৃচ্] ণ. রক্ষাকর্তা; পালনকর্তা; পানকর্তা।

পাতা—[সং. পত্র] বি. গাছের পাতা; কদলী প্রভৃতির পাতা যাহাতে ভোজন করা হয়; চোখের উপরের পাতলা চামড়া; ফুলের পাপ্‌ড়ি; পুস্তকের পৃষ্ঠা; চরণ (পায়ের পাতা; পাতা কোলা—পায়ের পাতায় রস নামা); পাতার মত চওড়া পাতলা জিনিস (হালের পাতা); চাপিয়া আঁচড়ানো চুলের বিন্যাস (পাতা কাটা)। **পাতা করা**—পাত করা দ্রঃ। **পাতা কাটা**—কলাপাতা কাটিয়া ভোজনপাত্রে পরিণত করা; চাপিয়া মসৃণভাবে আঁচড়াইয়া কেশ বিন্যাস করা। **পাতাকুড়ানী**—উচ্ছিষ্ট পাতা হইতে কুড়াইয়া খায় এমন দীনহীনা। **পাতা-চাপা কপাল**—দুর্দশা সহজেই ঘুচিয়া যায় এমন ভাগ্য। (বিপ. পাথর-চাপা কপাল)। **পাতা পাড়া**—ভোজনের জন্য পাতা বিছানো; পাত-পাড়া (দ্রঃ)। **পাতা-পা**—যে পা জমির উপরে পুরোপুরি পাতা যায় কোনও অংশ উঁচু থাকে না (বিপ. খড়ম-পা)।

পাতা—ক্রি. বিছানো (চাদর পাতা); প্রতিষ্ঠিত করা, বসানো (দোকান পাতা; সংসার বা ঘর পেতে বাস করা); মেলিয়া ধরা (হাত পাতা), নোয়াইয়া কিছু লওয়া (মাথা, পিঠ পাতা), প্রস্তুত করা (দই পাতা); স্থাপন করা (হাঁটু পাতা); পাতন করা, অঙ্ক বা গণনা করা (খড়ি পাতা); সজ্জিত করা, তাহার আয়োজন করা (ফাঁদ পাতা); নিয়োগ করা (কান পাতা); বি. ও ণ. উক্ত সকল অর্থে। **আড়ি পাতা**—লুকাইয়া শুনা। **ওত পাতা**—ওত দ্রঃ। **কান-পাতা**—কান দ্রঃ। **খড়ি পাতা**—গণনার জন্য খড়ি দিয়া অঙ্ক কষা। **ঘাড় পাতা**—দায়িত্ব গ্রহণে স্বীকৃত হওয়া। **চোখ পাতা**—ভাল করিয়া তাকাইয়া দেখা। **জানু পাতা**—হাঁটু গাড়িয়া বসা (মিনতি অথবা আনুগত্য জানাইবার জন্য)। **জাল পাতা**—ফাঁদ পাতা; চক্রান্ত করা। **দই পাতা**—দই জমাইবার জন্য দুধে দম্বল দেওয়া। **পা পাতা**—পা রাখা। **পা পেতে বসা**—স্থির হইয়া বসা। **পাত বা পাতা পাড়া**—খাইবার জন্য নিজেই পাতা বিছানো (এমন কৃপণ যে, ভিক্ষুকও তার বাড়ীতে কোন দিন পাত পাততে পারে না)। **পিঠ পাতা**—প্রহার সহ্য করিবার জন্য পিঠ প্রসারিত করা। **বুক পাতা**—সাহস-সহকারে আঘাত আদি গ্রহণ করা (নিজের জন্য অথবা অপরের জন্য)। **মাথা পাতা**—দায়িত্ব গ্রহণ করা। **মাথা পেতে নেওয়া**—শিরোধার্য করা। **সংসার পাতা**—বিবাহিত হইয়া গার্হস্থ্য জীবন যাপনে উদ্যোগী হওয়া। **হাত পাতা**—গ্রহণের জন্য

হস্ত প্রসারিত করা; ভিক্ষার্থী হওয়া অথবা সাহায্য প্রার্থনা করা।

পাতান, পাতাম—বি. নৌকার তক্তা জোড়া দিবার চেপ্‌টা দুমুখো লোহার পেরেক-বিশেষ। **পাতাম-নৌকা**—যে নৌকার তক্তা পাতাম দিয়া জোড়া ও সেই জন্য তলদেশ মসৃণ (বিপ. বাড়ি নৌকা)। [প্রাদে.]

পাতানো—ক্রি. ও বি. অপরের দ্বারা পাতা; পত্তন করানো; সম্বন্ধ স্থাপন করা (সই পাতানো); ণ. অপরকে দিয়া বিছানো হইয়াছে এমন; কৃত্রিম সম্পর্কের, মুখের কথায় স্থাপিত (পাতানো সই, সম্পর্ক)।

পাতাম—পাতান দ্রঃ।

পাতামল—বি. পায়ের পাতার সঙ্গে লাগিয়া থাকা অলঙ্কার বিশেষ। [বাং.]

পাতাল—বি. পুরাণে কথিত মর্ত্যের নীচের দেশ-বিশেষ, নাগলোক; ভূগভ (পাতাল ফুঁড়ে ওঠা); নরক। [পত্‌+আল]। **পাতাল গঙ্গা**—পৌরাণিক মতে পাতালে প্রবাহিত গঙ্গা নদীর ধারা, ভোগবতী। **পাতালপুরী**—ভূগর্ভস্থিত গৃহ, ভূগর্ভ। **পাতাল-ফোঁড়**—মাটিতে জন্মে এমন ব্যাঙের ছাতা।

পাতাসি, বাতাসি—বি ছোট পাতলা মাছ-বিশেষ, বাঁশপাতা মাছ। [প্রাদে.]

পাতি-[সং. পঙ্‌ক্তি] বি. পাঁতি দ্রঃ, পঙ্‌ক্তি, ব্যবস্থা-পত্র (পাতি দেওয়া; জাতের পাতি)। **পাতি পাতি**—প্রত্যেক পঙ্‌ক্তি ধরিয়া, তন্ন তন্ন করিয়া (পাতি পাতি করে খোঁজা)।

পাতি—ণ. ছোট, নিকৃষ্ট (পাতিকাক; পাতি-হাঁস)। **পাতি এঁড়ে**—ছোট এঁড়ে। **পাতি-চোর**—পাটচ্চর, যে চোর ছোটখাট জিনিস চুরি করিয়া পলায়। (বিপ. সিঁধেল চোর)। **পাতি-নেড়ে**—নিম্নশ্রেণীর মুসলমান। **পাতিনেবু**—ক্ষুদ্রাকৃতি গোল নেবু-বিশেষ। (বিপ. কাগজি নেবু—লম্বা আকৃতির ছোট নেবু)। **পাতি মাতাল**—যে বাজে ধেনো মদ খায় বা অল্পেই মাতাল হয়। **পাতি-মৌড়**—কনের মাথায় ছোট মুকুট। **পাতিশিয়াল**—সাধারণ শিয়াল। (বিপ. বড় শিয়াল—বাঘ)। **পাতিহাঁস**—সাধারণ ছোট হাঁস। (বিপ. রাজহাঁস)।

পাতিত—ণ. যাহা নীচে ফেলা হইয়াছে, ভূমিতে নিক্ষিপ্ত। [পত্‌+ণিচ্‌+ক্ত]

পাতিব্রত্য—বি. সতীধর্ম। [পতিব্রতা+ষ্য]

পাতিল—[সং. পাতিলী] বি. ছোট্ট চেপ্টা মাটির হাঁড়ি। (পূর্ববঙ্গে বলে)। **পাতিলী**—পাতিল; ফাঁদ; নারী। [প্রাদে.]

পাতিলা—বি. বড় মালবাহী নৌকা-বিশেষ।

পাতী (-তিন্‌)—বি. পতনশীল (স্বতন্ত্র শব্দরূপে প্রয়োগ নাই। 'কে না জানে অম্বুবিম্ব অম্বুমুখে সদ্যঃপাতী'—মধু): পাতকারী; পড়ে এমন (অন্তঃপাতী); পর্ণমোচী, deciduous. [পত্‌+ণিন্‌]।

পাতুনি—বি. পাতঙ্কি, পাতিবার চাদরাদি।

পাত্তর—[সং পাত্র] বি. পাত্র, আধার; মন্ত্রী, সভাসদ্‌; বিবাহের বর (পাশ-করা পাত্তর)। (কথ্য)।

পাত্তা—[সং. বার্তা; হি. পতা] বি. সংবাদ, খবর খোঁজ (তার কোন পাত্তা নেই)। **পাত্তা পাওয়া, পাত্তা মেলা**—ঠিকানা পাওয়া; ওর পাওয়া।

পাত্তাড়ি, পাত্তেড়ে—পাততাড়ি দ্রঃ।

পাত্যমান—ণ. যাহাকে পাতিত করা হইতেছে এমন। [পত্‌+ণিচ্‌+কর্মে শানচ্‌]

পাত্র—[পা+ত্র, যাহা আধেয়কে রক্ষা করে] বি. আধার (ভোজন-পাত্র); বিবাহযোগ্য পুরুষ; বর; নাটোল্লিখিত ব্যক্তি; মন্ত্রী (পাত্রমিত্র, 'পাত্র হইল শ্রীচৈতন্য'); ব্যক্তি (সে কম পাত্র নয়); বিশিষ্ট লোক; আস্পদ, ভাজন (শ্রদ্ধার পাত্র)। **পাত্রতা**—বি. যোগ্যতা; গৌরব। **পাত্রপক্ষ**—বরপক্ষ। **পাত্র-মিত্র**—মন্ত্রিবর্গ ও সামন্তবর্গ। **পাত্রসাৎ, পাত্রস্থ**—অব্য. বরের হাতে প্রদত্ত, বিবাহিতা। **পাত্রাপাত্র**—বি. যোগ্য পাত্র অথবা অযোগ্য পাত্র (পাত্রাপাত্র বিবেচনা)। [পাত্র+অপাত্র]। **পাত্রী**—বিবাহ দেওয়া হইবে এমন কন্যা, কনে, বধূ (পাত্রী-খোঁজা, পাত্রীপক্ষ); নারী; নাটকের স্ত্রীচরিত্র। **পাত্রীয়**—ণ পাত্র-সম্বন্ধীয়। [পাত্র+ঈয়]

পাথর—[সং. প্রস্তর; প্রাকৃ. পথর] বি. পাষাণ, শিলা; মূল্যবান্‌ প্রস্তর, রত্ন (পাথর-বসানো গহনা); পাথরের থালা; বাটখারা (পাল্লাপাথর)। **পাথরকুচি**—পাথরের ক্ষুদ্র টুকরা; ছোট গাছ বিশেষ, পাতা খুব পুরু ও খাঁজকাটা)। **পাথর-চাপা কপাল**—যে মন্দ কপাল সহজে ভাল হয় না (বিপঃ পাতাচাপা কপাল)। **পাথরে**

কোপ মারা—বিফল চেষ্টা করা। **পাথরে পাঁচ কিল**—অনুকূল দৈব, সুদিন। **পাথর সুলেমানী**—খনিজ দ্রব্য-বিশেষ, অকীক, agate। **পাথরা**—পাথরের থালা অথবা মাটির থালা। **পাথরি, পাথুরি** মূত্রাশয়ের রোগ-বিশেষ, renal calculus, stone।

পাথার—বি. পাঁথার দ্রঃ; সমুদ্র (দুখের পাথার; রসের পাথার): দুস্তর বিপদ দুর্দশা ইত্যাদি। [প্রস্তার বা পাথস্]

পাথালি—[প্রা. পথারী—শয্যা] বি. পার্শ্বদেশে শায়িত অবস্থা। [প্রাদে.]। **পাথালিকোলা**—হাঁটুর নীচে ও ঘাড়ের নীচে হাত দিয়া কোলে করা বা তোলা, আড়তোলা। **আথালি-পাথালি**—আতালি-পাতালি দ্রঃ।

পাথুরিয়া, পাথুরে—ণ. প্রস্তরময়; প্রস্তরের মত (পাথুরে কয়লা)।

পাথেয়—বি. পথের সম্বল, পথখরচ; জীবন-পথে যাহা প্রয়োজনীয় (স্বরাজ-সাধনার পাথেয়; পরকালের পাথেয়)। [পথিন্+ঞেয়]

পাদ—[পদ্ (গমন করা)+ঘঞ্] বি. যদ্দ্বারা গমন করা যায়, পদ, চরণ; মূল; নিম্নভাগ (পাদ-দেশ); পৈঠা; পোয়া, সিকি (কলির প্রথম পাদে); শ্লোকের চতুর্থাংশ বা এক লাইন; বৃত্তের চতুর্থাংশ; কিরণ; ব্যবহারের অর্থাৎ মোক-দ্দমার চারিটি অবস্থার এক একটি (ভাষাপাদ—অভিযোগ; উত্তরপাদ—সওয়াল-জবাব; ক্রিয়া-পাদ—সাক্ষ্যপ্রমাণ; সাধ্যসিদ্ধি-পাদ—রায়); গৌরবসূচক শব্দ-বিশেষ (প্রভুপাদ, শ্রীপাদ)। **পাদকটক**—নূপুর, বাঁকমল। **পাদকৃচ্ছ্র**—প্রায়শ্চিত্ত-বিশেষ, একবার ভক্ষণের পর একদিন উপবাস করা। **পাদক্ষেপ**—পা ফেলা, চলা। **পাদগণ্ডির**—গোদ। **পাদগম্য**—ণ. পায়ে হাঁটিয়া যাইবার যোগ্য। **পাদগ্রন্থি**—গুল্ফ। **পাদগ্রহণ**—পদস্পর্শ করিয়া অভিবাদন। **পাদচতুর**—ণ. পাদচারণে দক্ষ। **পাদচত্বর**—বালুকাময় প্রদেশ। **পাদ-চাপল্য**—পাদা-স্ফালন, লাফানো ডিঙ্গানো ইত্যাদি। **পাদচার, -চারণ,-চারণা**—পাইচারি, পরিক্রমণ। **পাদচারী** (-রিন্)—পদাতিক; ণ. পদব্রজে গমনকারী। **পাদজ**—শূদ্র। **পাদচ্ছেদ**—পাঠকালে অল্প বিরাম-জ্ঞাপক চিহ্ন, কমা। **পাদ-টীকা**—পৃষ্ঠার নীচে লেখা মন্তব্য, ফুটনোট। **পাদত্রাণ**—পাদুকা; মোজা। **পাদদেশ**—নিম্নদেশ। **পাদপ**—[পাদ-পা+ক, মূলদ্বারা পান করে যে] বি. গাছ। **পাদপদ্ম**—চরণ-কমল। **পাদপাশ**—অশ্বাদির পাদবন্ধন-রজ্জু। **পাদপীঠ**—পা রাখিবার আসন, footstool। **পাদপূরণ**—অসম্পূর্ণ কবিতার অবশিষ্ট চরণ বলিয়া বা লিখিয়া দেওয়া; ছন্দের খাতিরে নিরর্থক অক্ষর যোগ (যথা: হ—'আপন পাঠেতে মন করহ নিবেশ')। **পাদপ্রদীপ**—রঙ্গমঞ্চে অভিনেতার পায়ের কাছে যে আলো থাকে, foot-light. **পাদপ্রহার**—পদাঘাত। **পাদবল্মীক**—গোদ, শ্লীপদ। **পাদমূল**—নিম্নদেশ; গোড়ালি। **পাদরজঃ**—চরণধূলি। **পাদরজ্জু**—হস্তী প্রভৃতির পা বাঁধার রজ্জু, ছাঁদন-দড়ি। **পাদ-লেহন**—পা চাটা; হীন তোষামোদ-বৃত্তি। **পাদশাখা**—পায়ের আঙ্গুল। **পাদশৈল**—বড় পাহাড়ের পায়ের কাছের ছোট পাহাড়। **পাদসেবন**—পাদ-পরিচর্যা। **পাদস্ফোট**—কুষ্ঠ-বিশেষ।

পাদ—[সং. পর্দ] বি. বাতকর্ম। **পাদা**—ক্রি. বাতকর্ম করা; বি. বাতকম। **পাদানো**—অতিশয় কষ্টসাধ্য কর্মে নিয়োগ করা, নাস্তানাবুদ করা। (গ্রাম্য)। ণ. **পেদো**—বাতকর্মকারী; অকর্মণ্য। (গ্রাম্য অভব্য)। **পেদো পোকা**—দুর্গন্ধযুক্ত কীট-বিশেষ (কোন কোন অঞ্চলে গাঁধি পোকা বলে)।

পাদক—পাদোদক-শব্দের গ্রাম্য রূপ (পাদকজল)।

পাদপ—পাদ দ্রঃ। [পদবী+ষ্ণিক]

পাদবিক—ণ. বি. পথিক, পথে ভ্রমণকারী।

পাদরি—[পতু. Padre] বি খৃষ্টীয় ধর্মযাজক।

পাদান,-দানি—বি. যাহাতে পা দিয়া গাড়ী ঘোড়া ইত্যাদিতে উঠিতে হয়, foot-board; পাদপীঠ।

পাদু, পাদুকা—বি. খড়ম, জুতা। [পদ্+ণিচ্+উ,+কন্+টাপ্]। **পাদুকাকার**—চর্ম-কার, জুতা-নির্মাতা।

পাদোদক—বি. পা ধোয়ার জল; পা দিয়া ছোঁয়া বা পা-ধোয়া জল, চরণামৃত। [পাদ+উদক]

পাদোন—ণ. সিকি ভাগ কম, তিনপোয়া। [পাদ+ঊন]।

পাদ্য—বি. পা ধোয়ার জল। [পাদ+য]

পাদ্রি,-দ্রী—পাদরি দ্রঃ।

পান—বি. তরল পদার্থ কিংবা ধূম গলাধঃকরণ

(মধুপান ; ধূমপান) ; যাহা পান করা হয়, পানীয় দ্রব্য (অন্নপান) ; মদ্যপান (পানদোষ)। **পানগোষ্ঠী, পানগোষ্ঠিকা**—মদ্যপায়ীদের দল ; ভৈরবীচক্র। **পানদোষ**—মদ্যাসক্তি, মদ খাওয়ার বদ অভ্যাস। **পানপাত্র**—মদ্য-পানের পাত্র। **পানবণিক্**—শৌণ্ডিক, শুঁড়ী। **পানভূমি**—সুরাপানের স্থান। **পানমণ্ডল**—পানগোষ্ঠী। **পানশালা**—মদের আড্ডা, তাড়ি-খানা। **পানশৌণ্ড**—যে প্রচুর সুরা পান করে।

পান,-ণ—[সং. পর্ণ ; প্রাকৃ. পণ্ণ] বি. তাম্বূল লতা (পানের বরজ) ; তাহার পাতা (মাছ পান) ; মসলা দিয়া সাজা ঐ পাতা (পান-তামাক)। **পান খেতে কিছু দেওয়া**—ঘুষ দেওয়া। **পান-তামাক দেওয়া**—পান ও তামাক দিয়া আপ্যায়িত করা। **পান থেকে চুন খসা**—নগণ্য ত্রুটি হওয়া (কিন্তু সেই জন্য শক্ত জবাবদিহি)। **পান দেওয়া**—অভ্যাগতকে পান দিয়া আপ্যায়িত করা ; পান দিয়া বরণ করা অথবা কর্মে নিয়োগ করা (পূর্বে এই নিয়ম প্রচলিত ছিল)। **পান পাঠানো**—পান পাঠাইয়া আমন্ত্রণ করা। **পান পাওয়া**—পান পাইয়া নিমন্ত্রিত হওয়া। **পান সাজা**—চুণ খয়ের সুপারি ও মসলা দিয়া পান খাইবার যোগ্য করা। **পানের খিলি**—সাজিয়া মুড়িয়া রাখা পান। **পানের দোনা**—দুইটি পানের খিলি রাখিবার কলাপাতার ঠোঙা। **পানের বরজ**—কাঠি দিয়া ঘেরা এবং ঢাকা পানগাছের ক্ষেত।

পান—পাইন (দ্রঃ)। **পানমরা**—(পাইন দ্রঃ)।

পানই—বি. জুতা। [উপানহ্]

পানকৌড়ি—বি. জলচর পক্ষী-বিশেষ।

পানতুয়া—বি. ক্ষীর ছানা প্রভৃতি দিয়া প্রস্তুত মিঠাই-বিশেষ।

পানস—ণ. কাঁঠালী, কাঁঠালের। [পনস+অ]

পানসি, -সী—[ইং. pinnace] বি. দীর্ঘাকৃতি সুদৃশ্য ও দ্রুতগতি সওয়ারী নৌকা-বিশেষ।

পানসে—ণ. জলো স্বাদের, ফিকা, বিস্বাদ : যাহা আগ্রহ জন্মায় না। **পানসে দাঁত**—যে দাঁতের গোড়া দিয়া সহজে রক্ত বাহির হয়।

পানা—[সং. পানক] বি. সরবৎ (মিছরির পানা) ; [সং. পর্ণ] ভাসমান ছোট শৈবাল-বিশেষ, শেওলা (**পানাপুকুর**—পানায় ভরা পুকুর) ; [বাং.] ণ. তুল্য, সদৃশ, প্রায় (চাঁদপানা ; কুলোপানা) ; বি. চওড়াই, প্রস্থ, ওসার (পানায় দুহাত)।

পানা,-পনা—[ফা. পনাহ্] বি. আশ্রয় ; ঘেরা প্রাচীর ('চৌদিকে শহরপনা'—ভারতচন্দ্র)। **পানা দেওয়া**—আশ্রয় দেওয়া। **পানা মাগা**—আশ্রয় প্রার্থনা করা, কৃপা প্রার্থনা করা (জাঁহাপানা, আলমপানা—পৃথিবীর আশ্রয়স্থল)।

পানাগার—বি. শুঁড়িখানা। [পান+আগার]। **পানাগারিক**—বি. মদ্যবিক্রেতা, শুঁড়ি। **পানাজীর্ণ**—বি. অতিরিক্ত সুরাপানজনিত অজীর্ণ রোগ। **পানাত্যয়**—মদ্যপানজনিত রোগ-বিশেষ।

পানানো—ক্রি. দুধ দোহাইবার পূর্বে বাছুরকে দুধ পান করিতে দিয়া অথবা কৃত্রিম উপায়ে দুধ নামানো ('বাছুরে না পানালে দুধ পেতে কোথা থেকে'—দীনবন্ধু) ; পাইন দেওয়া, অস্ত্রে পাইন দিবার কালে জলে ভিজানো। **হাত পানানো**—বাছুর-মরা গাভীকে হাতের কৌশলে দোহানো।

পানাসক্ত—[পান+আসক্ত] ণ. মদখোর। **পানাহার**—[পান+আহার] বি. তরল দ্রব্য ও অতরল দ্রব্য ভক্ষণ।

পানি, পানী—[সং. পানীয়] বি. জল (প্রাচীন বাংলায় যথেষ্ট ব্যবহৃত হইত, বর্তমানে বাংলার মুসলমান-সমাজে সুপ্রচলিত) ; মণির ঔজ্জ্বল্য, আব। **পানিকচু**—সোলা কচু। **পানিকাক**—পানকৌড়ি। **পানিডুবি, পানডুবি**—জলচর পক্ষী-বিশেষ। **পানিতোলা**—গামছা। (প্রাদে.)। **পানিত্রাস, পানিতরাস**—নৌকার খোলের উপরের দিকের কাষ্ঠ-বিশেষ, পানিত্রাস না ডোবে এই ভাবে নৌকা বোঝাই করা হয়। **পানিপাঁড়ে**—বি. রেলষ্টেশনে যাত্রীদের পানীয় জল দেয় এমন ব্রাহ্মণ কর্মচারী। **পানিফল, পান-**—জলজ লতাবিশেষের দুই শিংওয়ালা ফল, সিঙাড়া, শৃঙ্গাটক। **পানি-বসন্ত, পান-**—জলবসন্ত, chicken-pox। **পানিভাঙ্গ**—প্রসবের পূর্বে জলীয় স্রাব। **পানিশঙ্খ**- ছিদ্রহীন শঙ্খ-বিশেষ।

পানীয়—ণ যাহা পান করা যায় ; বি. জল সরবৎ ইত্যাদি। [পা+অনীয়]। **পানীয় নকুল**—উদ্বিড়াল, ভোঁদড়। **পানীয়-কাক**—পান-কৌড়ি। **পানীয়-শালিকা**—পথিকদিগের জন্য যেখানে জল রাখা হয়। **পানীয়ামলক**—পানী-আমলা, ক্ষুদ্র বৃক্ষ-বিশেষ।

পানে—অব্য. দিকে, প্রতি (আকাশ পানে)।
পান্তা—বি. জলে ভিজানো বাসি ভাত (পান্তা-ভাত)। **পান্তাভাতে ঘি**—অনর্থক এবং অশোভন ব্যাপার ; ভাল জিনিসের অপব্যবহার। **পান্তাভাতে টোকো দই**—দই দ্রঃ। **পান্তাভাতে নুন জোটেনা, বেগুন-পোড়ায় ঘি**—নিঃস্বের খেয়ালী চালচলন বা বড়মানুষ বলিয়া পরিচিত হইবার আকাঙ্ক্ষা সম্বন্ধে বলা হয়। **নুন আনতে পান্তা ফুরায়**—এত বেশী গরজ যে তর সয় না।
পান্তী—পান-বিক্রয়কারীর উপাধি-বিশেষ ('পান বেচে খায় কৃষ্ণপান্তী'—রামপ্রসাদ)।
পান্থ—[পথিন্ + অ] বি. পথিক, পর্যটক। **পান্থ-নিবাস,-শালা**—পথিকদের অস্থায়ী বাসস্থান, সরাই, চটি। **পান্থপাদপ**—মাদাগাস্কার দ্বীপের গাছ-বিশেষ (মাথা খোঁচাইয়া জল বাহির করিয়া পথিকরা পান করে), Travellers' Tree.
পান্না—বি. [পর্তু] সবুজবর্ণ মণি-বিশেষ, মরকত, emerald ; [পারণা] (কথ্য) ব্রত-উপবাসাদির পরে ভোজন (দ্বাদশীর পান্না ; উপোসের কেউ নয়, পান্নার গোঁসাই)।
পাপ—[পা (রক্ষা করা) + প—যাহা হইতে আত্মাকে বা নিজেকে রক্ষা করিতে হয়] বি. অধর্ম, কলুষ, কল্মষ, দুরিত (পাপহেতু নরক-ভোগ) ; অনিষ্ট, অতিশয় বিরক্তিকর ব্যক্তি, আপদ্, গেরো (এ পাপ গেলে বাঁচি) ; ণ. পাপী ; পাপজনক ; ক্রূর ; দুরভিসন্ধিপূর্ণ (পাপ-চক্ষু) ; অশুভ (পাপগ্রহ)। **পাপকৃৎ**—ণ. পাপকারী। **পাপগ্রহ**—মঙ্গল রাহু শনি প্রভৃতি অশুভ গ্রহ। **পাপঘ্ন**—ণ. পাপনাশক। **পাপদৃষ্টি**—নিন্দনীয় বা দুরভিসন্ধিপূর্ণ দৃষ্টি। **পাপধী, পাপবুদ্ধি**—ণ., বি. দুর্মতি। **পাপ-পুরুষ**—মূর্তিমান পাপ। **পাপপ্রবণ**—পাপের দিকে যাহার প্রবণতা। **পাপভাক্ (-জ্)**—পাপী। **পাপমিত্র**—কপট বন্ধু। **পাপযোগ**—যোগ দ্রঃ। **পাপযোনি**—অন্ত্যজ। **পাপরোগ**—কুষ্ঠ ; বসন্ত। **পাপ-শমন**—পাপনাশক প্রায়শ্চিত্ত-বিশেষ। **পাপ-সঙ্কল্প**—দুরভিসন্ধি। **পাপহর**—ণ. পাপ-নাশক। **পাপের ধন প্রায়শ্চিত্তে যায়**—অসৎ উপায়ে অর্জিত ধনের অপব্যয়ই হয়।

পাপড়—পাঁপর দ্রঃ।
পাপড়ি—[পর্ত] বি. পুষ্পদল (গোলাপের পাপ্‌ড়ি)। **পাপড়ি-ভাঙ্গা**—ণ. বিচ্ছিন্ন ; অঙ্গহীন, সৌষ্ঠব-হীন।
পাপর—[ই. pauper] পাঁপর দ্রঃ।
পাপাচার—বি. পাপজনক আচরণ ; ণ. দুর্বৃত্ত। **পাপাচারী (-রিন্)**—অধর্মাচরণকারী। **পাপাধম**—ণ. মহাপাপী, পাপিষ্ঠ। **পাপাত্মা (-ত্মন্), পাপাশয়**—ণ. যাহার মন পাপের দিকে। **পাপাসক্ত**—ণ. কুক্রিয়াসক্ত। **পাপাহ**—অশুভ দিন। [পাপ + অহন্]
পাপিনী—ণ. পাপবিশিষ্টা, দুর্বৃত্তা। [পাপ + ইন্ + ঈপ্]
[cuckoo.
পাপিয়া,-হা—বি. 'চোখ গেল' পাখী, hawk-
পাপিষ্ঠ—[পাপ + ইষ্ঠ] ণ. অতি পাপী ; মহা-দুর্বৃত্ত ; নিদারুণ ('পাপিষ্ঠ জ্যৈষ্ঠ মাস')।
পাপী (-পিন্)—ণ. পাপযুক্ত ; দুর্বৃত্ত। [পাপ + ইন্]। **পাপীয়ান্ (-য়স্)**—[পাপ + ঈয়স্] অতি পাপী (বাংলায় অপ্রচলিত)। **পাপীয়সী**—ণ. অতি পাপিনী, পাপিষ্ঠা। [পাপ + ঈয়স্ + ঈপ্]।
পাপোষ,-শ—[ফা. পাপোশ—জুতা] বি. পায়ের অথবা জুতার নীচের ধুলা মুছিবার জন্য বিছানো আস্তরণ। [(আখের, আঙুলের পাব)। [পর্ব.]
পাব—বি. পর্ব, গ্রন্থি ; দুই গ্রন্থির মধ্যবর্তী অংশ
পাবক—[পূ (পবিত্র করা) + অক] বি. অগ্নি ; বৈদ্যুতাগ্নি ; সদাচারী ব্যক্তি ; কুহুস্ত ; ণ. পবিত্রকারক, পাবন। **পাবকি**—অগ্নির পুত্র, কার্তিকেয়। [পাবক + ই]
পাবড়া—নারিকেল তাল প্রভৃতির পাতার শক্ত বোঁটা ; ছোট লাঠি।
পাবদা—[সং. পর্বত] বি. আঁইসহীন মাছ-বিশেষ।
পাবন—ণ. পবিত্রকারক (কুলপাবন) ; উদ্ধার-কর্তা (পতিতপাবন) ; বি. পবিত্রীকরণ ; জল ; গোময় ; রুদ্রাক্ষ ; অগ্নি ; প্রায়শ্চিত্ত ; বিষ্ণু। [পূ + ণিচ্ + অনট্]।
পাবনি—বি. পবননন্দন ; হনুমান ; ভীম। [পবন + ই]।
পাবনী—ণ. পবিত্রকারিণী ; উদ্ধারকারিণী (পতিতপাবনী) ; বি গঙ্গা ; তুলসী ; গাভী ; হরীতকী। [পাবন + ঈপ্]।
পামর—[পামন্ (খোস্‌রোগ)—রা (গ্রহণ

করা) + অ] ণ. অধম, নীচ ; দুর্বৃত্ত ; মূর্খ। স্ত্রী. **পামরী**।

পামরি,-রী—[সং. প্রাবর] বি. রেশমী বস্ত্র-বিশেষ।

পাম্প—পম্প দ্রঃ।

পায়—ক্রি. প্রাপ্ত হয়, লাভ করে; নাগাল ধরে (তাকে আর পায় কে); অনুভূত হয়, উদ্রেক হয় (কান্না পায়)।

পায়কার—পাইকার।

পায়খানা—পাইখানা।

পায়চারি, পায়চালি—পদচারণা, পাইচারি।

পায়জামা—পাজামা। **পায়দল**—ক্রি.ণ. পদব্রজে; ণ. পদাতিক। **পায় পায়, পায়ে পায়ে**—ক্রি.ণ. পদে পদে। **পায় পড়া, পায়ে পড়া**—পদাবনত। **পায়জেব, পাজেব**—পাইজোর, নূপুর। **পায়দার**—ণ. মজবুত।

পায়মাল, পয়মাল—[ফা. পাএমাল্] ণ. পদদলিত; বিনষ্ট ("ভাবছ সখা পয়মাল মোর বিচিত্র সাধ ভাবনা যত")।

পায়রা—[সং. পারাবত] বি. কবুতর, কপোত। **পায়রাখুপী**—চতুষ্কোণ সেলাই-বিশেষ। **পায়রাচাঁদা**—বৃহৎ চাঁদামাছ-বিশেষ।

পায়স—[পয়স্ + অ], বি. দুধে সিদ্ধ মিষ্টান্ন, পরমান্ন চরু (চাউলের, সুজির, আলুর, সেউএর পায়স); ণ. দুগ্ধ-সম্বন্ধীয়; দুগ্ধজাত।

পায়া—[ফা পা] খাট প্রভৃতির পা অর্থাৎ খুরা; পদগৌরব, মর্যাদা। **পায়াভারি**—বি. উচ্চ পদের গুমর। **পায়াভারী**—ণ. পদগৌরব ও মানমর্যাদা সম্পন্ন (পায়াভারী লোক); উচ্চপদহেতু গর্বিত।

পায়ী (য়িন্)—পানকারী (অন্য শব্দের সহিত যুক্ত হইয়া ব্যবহৃত হয়—দুগ্ধপায়ী, সুরাপায়ী)।

পায়ু—[পা (রক্ষা করা) + উ—নিঃসরণ দ্বারা যাহা প্রাণীদিগকে রক্ষা করে] বি. মলদ্বার।

পায়েস—পায়স-এর কথ্য রূপ।

পার—[পৃ + ঘঞ্] বি. নদীর অপর তীর; প্রান্তভাগ (দিগন্তের পারে); পরিত্রাণ; উদ্ধার, (পার কর প্রভু; পার পাওয়া); অতিক্রম, উত্তরণ; (বাং) কূল, তীর (এপারস্থ): ণ: পাত্রস্থ, বিবাহিত (মেয়ে পার করা)। **পার করা**——নদীর ওপারে নেওয়া; উদ্ধার করা (মেয়ে পার করা—কন্যাদায় হইতে উদ্ধার পাওয়া বা করা)। **পার পাওয়া**—রক্ষা পাওয়া।

পারঘাট, পারঘাটা—খেয়াঘাট। **এস্পার-ওস্পার**—হেস্তনেস্ত, চরম মীমাংসা (একটা এস্পার ওস্পার হয়ে যাক)।

পারক—ণ. পারগ, সমর্থ; উদ্ধারকর্তা। [পৃ + অক]। **পারক্য**—ণ. পরকীয়; শত্রু-সম্বন্ধীয়।

পারগ—[পার-গম্ + ড] ণ. যে অপর তীরে যাইতে পারে; নিপুণ; সমর্থ। **পারগত**—ণ. পারদর্শী, নিপুণ। [অশেষজ্ঞানসম্পন্ন।

পারঙ্গম—ণ. পারগামী, অতিক্রমকারী;

পারণ, পারণা—বি. উপবাসের পর প্রথম ভোজন। (কথ্য: পান্না)। [পার্ + অনট্]।

পারতন্ত্র্য—[পরতন্ত্র + ষ্ণ্য] বি. পরবশতা, পরাধীনতা। [পর হইলে, যথাসাধ্য।

পারতপক্ষে, পারগপক্ষে—পার্যমানে, সম্ভব-

পারত্রিক—[পরত্র + ষ্ণিক] ণ. পরলোক-সম্বন্ধীয়; পরলোকের জন্য কল্যাণকর।

পারদ—[পার (পূর্ণতা)—দা + অ] বি. ধাতু-বিশেষ, পারা; ণ. উদ্ধারকর্তা। স্ত্রী. **পারদা**। **পারদজারণ**—পারা ভস্ম করা।

পারদর্শী—[পার-দৃশ্ + ণিন্] ণ. পরিণামদর্শী; অভিজ্ঞ, নিপুণ। বি. **পারদর্শিতা**।

পারদারিক -ণ পরস্ত্রীগামী। [পরদার + ইক]। **পারদার্য**—পরস্ত্রী-গমন। + য]

পারদেশ্য—ণ. পরদেশী; বিদেশগত। [পরদেশ

পারবশ্য—বি. পরাধীনতা। [পরবশ + য]

পারমাণব,-বিক—[পরমাণু + ষ্ণ] ণ. পরমাণু বিষয়ক। **পারমাণবাকর্ষণ**—পরমাণুসমূহের পরস্পর আকর্ষণ। **পারমাণবিক-গুরুত্ব**—পরমাণুর ওজন, atomic weight.

পারমার্থিক—ণ. পরমার্থ-সম্বন্ধীয়; পারলৌকিক; পরম কল্যাণকর; যথার্থ; পরমার্থে যাহার দৃষ্টি (পারমার্থিক লোক গতানুগতিক হইয়া থাকিতে পারে না—রবি)। [পরমার্থ + ষ্ণিক]।

পারমিট—[ইং permit] বি. সরকারের অনুমতি (সিমেন্টের পারমিট)।

পারম্পরীণ—[পরম্পরা + ঈন] ণ. পরম্পরাগত। **পারম্পর্য**—পরম্পরা, অনুক্রম। [পরম্পরা + য]। **পারম্পর্যোপদেশ**—উপদেশ-পরম্পরা; ঐতিহ্য।

পারলৌকিক—[পরলোক + ষ্ণিক] ণ. পরলোক-সম্পর্কিত; পরলোকের জন্য হিতকর (পারলৌকিক ক্রিয়া)।

পারশ,-স—বি. পরিবেশন, অন্ন-ব্যঞ্জনাদির বণ্টন।
পারশনাথ—পার্শ্বনাথ (দ্রঃ)।
পারশব—ণ. পরশু সম্বন্ধীয় ; বি. লৌহ ; কুঠার ; ব্রাহ্মণ ও শূদ্রার সন্তান, নিষাদ জাতি। [পরশু+অ]।
পারশীক,-সিক,-সীক—বি. পারস্য-দেশজাত অশ্ব ; পারস্য-দেশীয় লোক অথবা রাজগণ ; ণ. পারস্য-দেশ সম্বন্ধীয়।
পারশে—বি. ছোট মাছ-বিশেষ।
পারশ্য,-স্য— বি. দেশ-বিশেষ, ইরান। [ফা.ফার্স]।
পারশ্বধ, পারশ্বধিক—বি. কুঠারধারী যোদ্ধা।
পারসী, পার্শী, পার্শ—বি., ণ. পারশীক, ফারসী ; বোম্বাই অঞ্চলের ও গুজরাটের অগ্নিপূজক পারস্যদেশাগত সম্প্রদায় বিশেষ; ণ. তাহাদের ব্যবহৃত বা তাহাদের মধ্যে প্রচলিত (পার্শী শাড়ী)।
পারা—[সং. পারদ] বি. পারদ (পারার মত চঞ্চল) ; ণ তুল্য, মত, সদৃশ (পাগলের পারা— সাধারণতঃ কাব্যে ব্যবহৃত)।
পারা—[ফা.পারা—টুক্‌রা, অংশ] বি. কোরানের ত্রিশ খণ্ডের একখণ্ড (**আমপারা**—'আম্' এই শব্দাংশের দ্বারা যে খণ্ডের আরম্ভ, কোরানের শেষ খণ্ড)।
পারা—ক্রি. সক্ষম হওয়া, ক্ষমতা রাখা (বলতে কইতে পারা) ; প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়লাভ করা, আঁটিয়া উঠা, মানানো (তার সঙ্গে পারা দায়)।
পারানি—বি.খেয়া পার হইবার মাশুল(পারানির কড়ি)। **পারানো**—ক্রি. পার করা; পার হওয়া (পেরিয়ে যাওয়া—পার হওয়া; অতিক্রম করা ; আয়ত্তের বাহিরে যাওয়া) ; পারিতে সমর্থ করা।
পারাপার—বি. নদীর উভয় তীর, এপার ও ওপার ('নাহি দেখি পারাপার') ; সমুদ্র। [পার +অপার]। **পারাপার করা**—এপার হইতে ওপারে নেওয়া বা যাওয়া। [সং.]
পারাবত—[যে বেগে পতিত হয়) বি. পায়রা।
পারাবার—[পার+অবার] বি. সমুদ্র, পাথার (দুঃখ-পারাবার)। **পারাবারীণ**— পারগামী।
পারায়ণ—বি. সমাপ্তি, সম্পূর্ণতা ; নির্দিষ্ট সময়ে সম্পূর্ণ গ্রন্থপাঠ ; বেদ পুরাণ প্রভৃতি গ্রন্থের আদি হইতে অন্ত পর্যন্ত পাঠ। [পার+অয়ন]।
পারাশর—বি., পরাশর মুনির পুত্র, বেদব্যাস ; ণ. পরাশর-প্রবর্তিত (ধর্মশাস্ত্র)। **পারাশরি**— শুকদেব ; ব্যাসদেব। **পারাশরী**—ভিক্ষু।
পারাশর্য—পরাশর মুনিকৃত ; পরাশর মুনির সন্তান।
পারিজাত,-জাতক—[পারী (সমুদ্র)+জাত] বি. সমুদ্র-মন্থনে উৎপন্ন স্বর্গীয় বৃক্ষ-বিশেষ।
পারিণাহ্য—[পরিণাহ+ষ্ণ্য] বি. শয্যা আসন হাঁড়ি-কুড়ি প্রভৃতি গৃহের আসবাব।
পারিতোষিক,-তোষ্য—বি. পরিতুষ্ট হইয়া যাহা দান করা যায়, পুরস্কার (পারিতোষিক- বিতরণী সভা)। [পরিতোষ+ষ্ণিক, য]
পারিপন্থিক—ণ., বি. বিঘ্নকারক ; বি. দস্যু, তস্কর। [কুশলতা (প্রসাধন-পারিপাট্য)।
পারিপাট্য—[পরিপাটি+ষ্ণ্য] বি. সুশৃঙ্খলা,
পারিপার্শ্বিক—(যাহারা কর্তার চারিপাশে অবস্থান করে) বি.,ণ. পারিষদ ; উপগ্রহ (পৃথিবীর পারিপার্শ্বিক চন্দ্র) ; ণ. চতুর্দিকের, আশপাশের (পারিপার্শ্বিক ঘটনাবলী)। [পরিপার্শ্ব+ষ্ণিক]।
পারিব্রজ্য—বি. পরিব্রজ্যা। [পরিব্রজ্যা+অ]।
পারিভাষিক—ণ. পরিভাষা-সম্বন্ধীয়। [পরি- ভাষা+ষ্ণিক]। [পরিশ্রম+ষ্ণিক]।
পারিশ্রমিক—বি. মজুরি, দক্ষিণা, শ্রমমূল্য।
পারিষদ—[পরিষদ্+ষ্ণ] বি. সভাসদ, পার্শ্বচর ; ণ. সভা-সম্বন্ধীয়। [তাহার পুষ্প।
পারুল—[সং. পাটল] বি. পুষ্পবৃক্ষ-বিশেষ ও
পারুষ্য—[পরুষ+য] বি. কর্কশ বাক্য, নিষ্ঠুর বচন ; শ্রুতিকঠোরতা, কার্কশ্য, কাঠিন্য।
পারে—ক্রি. সক্ষম হয় ; অনুজ্ঞায় (সে যেতে পারে ; আমার সঙ্গে দুজন আসতে পারে)।
পার্টি—[ইং. party] বি. দল ; রাজনৈতিক দল ; বিলাতী কায়দায় প্রীতিভোজ (পার্টি দেওয়া)।
পার্থ—[পৃথা+ষ্ণ] বি. কুন্তীর (পৃথার) পুত্র অর্জুন ; অর্জুনবৃক্ষ। **পার্থসারথি**—শ্রীকৃষ্ণ।
পার্থক্য—[পৃথক+ষ্ণ্য] বি. ভেদ, তফাত।
পার্থব—[পৃথু+ষ্ণ] বি. স্থূলতা ; বিশালতা।
পার্থিব—[পৃথিবী+ষ্ণ] ণ. পৃথিবী-সম্বন্ধীয়, পৃথিবীজাত (পার্থিব সুখ; পার্থিব ধনরত্ন) ; মৃন্ময় ; বি. পৃথিবীপতি, রাজা (পার্থিব-সুত—রাজপুত্র); টগর পুষ্প। স্ত্রী. **পার্থিবী**—সীতা ; লক্ষ্মী। **পার্থিব আকর্ষণ**—পৃথিবীর অভিমুখে আকর্ষণ, অভিকর্ষ।
পার্বণ—[পর্বন্+অ] ণ. অমাবস্যাদি পর্বে করণীয় (পার্বণ-শ্রাদ্ধ) ; বি. উৎসব (পূজা-

পার্বণ); পূর্ণিমার চন্দ্র। **পার্বণী**—পর্বে দেয় পারিতোষিক অথবা ধন। [পার্বণ+বাং. ঈ]।
পার্বত—[পর্বত+ষ্ণ] ণ. পর্বত-সম্বন্ধীয় অথবা পর্বতে জাত, পাহাড়ী; পর্বতময়; পর্বতবাসী; বি. ঘোড়া-নিমের গাছ। স্ত্রী. **পার্বতী**—গৌরী, দুর্গা। **পার্বতীনন্দন**—কার্তিকেয়; গণেশ। **পার্বতীয়**—ণ. পর্বতজাত (পার্বতীয় ঘোড়া); পর্বতবাসী। **পার্বত্য**—ণ. পর্বতবাসী বা পর্বতজাত; পর্বতময় (পার্বত্য ত্রিপুরা)। (কাহারও মতে পার্বতীয় ও পার্বত্য অশুদ্ধ)।
পার্যমাণে—ক্রি. ণ. পারতপক্ষে। [বাং]
পার্লামেণ্ট—[ইং. Parliament] বি. ইংলণ্ডের ও ভারতের ব্যবস্থাপক সভা।
পার্শী—পারসী দ্রঃ।
পার্শ্ব—[পর্শু (পার্শ্বাস্থি)+ষ্ণ] বি. একদেশ, কক্ষের পাশ; ধার; দিক্; সমীপ (পার্শ্বস্থিত)। **পার্শ্বক**—প্রতারক। **পার্শ্বগ, পার্শ্বচর**—অনুচর। **পার্শ্বনাথ**—জৈন ধর্মগুরু ২৩-তম জিন (কথ্য: পরেশনাথ); পাহাড়-বিশেষ। **পার্শ্বপরিবর্তন**—পাশ ফেরা, অন্যদিকে কাত হওয়া। **পার্শ্ববর্তী** (-র্তিন্)—ণ. পার্শ্বস্থিত, সমীপস্থ; অনুচর। **পার্শ্বভাগ**—পার্শ্বদেশ। **পার্শ্বশূল**—শূলরোগ-বিশেষ। **পার্শ্বাস্থি**—পাঁজরা। [সহচর।
পার্ষদ—[পর্ষদ+ষ্ণ] বি. পারিষদ, সভাসদ্;
পার্ষ্ণি—[পৃষ্+নি] বি. গুল্ফের নিম্নভাগ, গোড়ালি; সৈন্যের পশ্চাদ্ভাগ; কোপন-স্বভাবা স্ত্রী। **পার্ষ্ণিগ্রাহ**—পশ্চাদ্ধাবনকারী শত্রু-রাজা; পশ্চাদ্বর্তী শত্রুসেনা। **পার্ষ্ণিত্র**—পৃষ্ঠরক্ষী সৈন্য।
পার্সী—পারসী দ্রঃ।
পাল—[পা+ণিচ্+অ] ণ. রক্ষক, প্রতিপালক, শাসক (মহীপাল; নগরপাল; প্রদেশ-পাল); বি রাখাল (গোপাল); উপাধিবিশেষ; পিকদান; [বাং.] বাতাসের সাহায্যে চালাইবার জন্য নৌকার মাস্তুলে বাঁধা কাপড় (পাল খাটানো; 'এই বাতাসে পাল তুলে দি পুলকে'—রবি); চাঁদোয়া (পাল টাঙ্গানো; পাল কেটে চাপা দেওয়া); গরু প্রভৃতি পশুর সঙ্গম (পাল খাওয়া; পালগ্রহণ; **পালঝাড়া**—বন্ধ্যা গাভী); যূথ, দল (এক পাল বন্য মহিষ)। **পালের গোদা**—বানরের দলের নেতা; দলের চাঁই (অবজ্ঞার্থক)।
পালই, পালুই—বি. কাটা ধানের স্তূপ। [পল্ল]
পালক—[পালি+অক] ণ. পালনকারী, রক্ষক; [বাং.] বি. প্রপক্ষ, পর্ণ, পাখীর পর। **পালক-পুত্র**—(কথ্য) পুত্রের মত পালিত বালক, দত্তক পুত্র (পালক নেওয়া—দত্তক পুত্ররূপে গ্রহণ করা; সন্তানরূপে পালনের জন্য গ্রহণ করা)।
পালকি,-কী—[হি.; সং. পল্যঙ্কিকা] বি. মনুষ্য-বাহিত অপেক্ষাকৃত বৃহৎ যান বিশেষ, শিবিকা (এরূপ দুইজনে বাহিত যানকে ডুলি বলে)। **পালকি করা**—পালকি ভাড়া করা। **পালকী-গাড়ী**—পালকির মত বন্ধ ঘোড়া-গাড়ী (সাধারণ গাড়ী, ফীটন নয়)।
পালঙ, পালং, পালঙ্ক, পালম—বি. শাক-বিশেষ, spinach (চুকা পালঙ্; বীট পালং); পালঙ্ক, খাট। **পালংপোষ**—পালঙ্ক; সজ্জিত পালঙ্ক ঢাকিবার বস্ত্র।
পালঙ্ক—বি. মূল্যবান শয্যাধার, খাট। [পল্যঙ্ক]।
পালট—বি. দীপ্তি (প্রাচীন বাংলা); বিপর্যাস, বিপরীত মুখ (উলট-পালট)। **পালটা**—পাল্টা দ্রঃ। **পালটানো**—পাল্টানো। **পালটি,-টী**—কুলমর্যাদায় সমান (পালটি ঘর—বিবাহ ব্যাপারে সমান ঘর)। **পালটি**—ক্রি. পলটি দ্রঃ।
পালধি—পদবী-বিশেষ।
পালন—বি. রক্ষণ; প্রতিপালন, পোষণ, বর্ধন (লালন-পালন); উদ্‌যাপন (জন্মতিথি পালন); মানা, মান্যকরণ, তামিল করা (আদেশ পালন); সেই অনুসারে কাজ করা, পূরণ (প্রতিজ্ঞাপালন); ণ. প্রতিপালক (লোকপালন)। ণ. **পালনীয়**—পোষণীয়। **পালন-দোলা**—শিশুর পালনে যে দোলা ব্যবহৃত হয়, cradle. **পালনী বৃত্তি**—পালনশক্তি।
পালনী—পান্তাভাতের জল।
পালপার্বণ—ধর্মসংক্রান্ত উৎসবাদি।
পালয়িতা (-তৃ)—প্রতিপালক। স্ত্রী. **পাল-য়িত্রী**। [লিক শিলা)। [পলল+ফিক]
পাললিক—ণ. পলিমাটি-জাত, alluvial (পাল-
পালা—[পল্ল] বি. পালই, খড়ের গাদা (ধানের পালা); স্তূপ, গাদি (পালা দেওয়া); [পল্লব] পল্লব, ক্ষুদ্রশাখা (ডাল-পালা); [পালি] পর্যায়, অনুক্রম, বার, সময় (পালাক্রমে; পালাজ্বর); ধর্মসঙ্গীত-বিশেষ, ছন্দে রচিত ইতিবৃত্ত, যাত্রাগান (পালাকীর্তন; অভিমন্যু বধ পালা); [প্রাদের]

শিশির, তুষার (পালা-খাওয়া গরু—যে গরু শীতকালে বাহিরে থাকিতে অভ্যস্ত)। **পালা দেওয়া**—পুকুরাদিতে ডাল ফেলিয়া বা পুঁতিয়া রাখা, যাহাতে মাছের আশ্রয়স্থল জোটে ও সহজে মাছ চুরি না যায়।

পালা—ক্রি. বি. পালন করা, রক্ষা করা (কাব্যে ব্যবহৃত—পালিবারে পিতৃ আজ্ঞা); লালনপালন করা (পূর্ববঙ্গে সুপ্রচলিত—বাচ্চা পালা); ণ. পালিত (পালা ছেলে)। **পালা-পোষা**—ক্রি প্রতিপালন করা; ণ. প্রতিপালিত।

পালান—[সং. পর্যয়ণ] বি. ভারবাহী পশুর পৃষ্ঠে যে গদি দেওয়া হয়; ঘোড়ার পিঠের জীন; গো-মহিষাদির স্তন, udder (মৌপালান—প্রচুর দুগ্ধযুক্ত ছোট পালান; মাস পালান—বড় কিন্তু অপেক্ষাকৃত অল্প-দুগ্ধযুক্ত পালান); গৃহসংলগ্ন জমি (বাড়ীর পালানে তামাক লাগিয়েছে)।

পালানো—ক্রি. পলায়ন করা, ভাগিয়া যাওয়া; বি. পলায়ন (এমন পালান পালাবে); ণ. পলাতক ('আর কতকাল ঘর-পালানো মনের পিছে ধাইব গো')। **পালাই-পালাই করা**—তাড়াতাড়ি চলিয়া যাইবার জন্ম উদ্‌গ্রীব হওয়া (এখানে এসে অবধি মনটা পালাই-পালাই করছে)। **পালানিয়া, পালানে**—ণ. পলাইয়া যাওয়া যাহার স্বভাব। স্ত্রী. **পালানী**। **পালানহুড়কী**—যে হুড়কা খুলিয়া পালায়, পালানী বৌ।

পালি, পালী—[সং] বি. পঙ্‌ক্তি, শ্রেণী; রাশি; প্রান্তভাগ, প্রদেশ; খড়্গের তীক্ষ্ণ ধার; ক্রোড়; কোণ; ছাত্রবৃত্তি; উকুন; শ্মশ্রুমতী স্ত্রী; পালা, পর্যায়; ধান্যাদি মাপার বেতের পাত্র-বিশেষ; মগধের প্রাচীন ভাষা-বিশেষ, বুদ্ধদেবের উপদেশের ভাষা; (প্রা.) জল বা দুধের কাংস্য পাত্র বিশেষ।

পালিকা—অস্ত্রের তীক্ষ্ণ ধার; ণ. পালয়িত্রী।

পালি-পার্বণ—পালপার্বণ।

পালিটা মান্দার—[সং. পারিভদ্র] বি. বৃক্ষ-বিশেষ (পালটে বা পালতে মাদারও বলে)।

পালিত—ণ. পালন (সকল অর্থে) করা হইয়াছে এমন; পোষা (পালিত কুকুর); পোষ্য (পালিত পুত্র); বি. কায়স্থের পদবী-বিশেষ। [পা+ণিচ্+ক্ত]।

পালিত্য—বি. শুক্লতা, সাদা অবস্থা। [পালিত+য]

পালিনী—ণ. পালয়িত্রী, পালিকা (জগৎপালিনী)।

পালিশ,-স—[ইং. polish] বি. ঔজ্জ্বল্য, চাকচিক্য, মসৃণতা (**পালিশ করা**—ঘষিয়া অথবা প্রলেপাদি দিয়া মসৃণ করা); পালিশ করিবার প্রলেপ (পালিশ লাগানো; পিতল পালিশ); অতিরিক্ত মার্জিত ভাব (ভদ্রতার পালিশ)।

পালুই—পালই দ্রঃ।

পালুনি—বি. ব্রতাদি পালন, নিয়মপূর্বক উপবাস রাত্রি-জাগরণাদি করা (রাত-পালুনি)। (কথ্য)।

পালো—বি. চূর্ণ শ্বেতসার সাধারণতঃ শিশুর খাদ্য-রূপে ব্যবহৃত হয় (শটীর পালো)।

পালোয়ান—[ফা. পহ্‌লবান্] ণ. বলশালী; বি. কুস্তিগীর, মল্ল। **পালোয়ানি**—কুস্তিগীরের কাজ। ণ. **পালোয়ানী**। [পালে চলে]।

পালোয়ার—বি. মালবাহী বড় নৌকা (সাধারণতঃ

পাল্কী,-ল্কি—পালকি দ্রঃ।

পাল্টা—ণ. প্রতিক্রিয়াজাত বা প্রতিবাদজাত (পাল্টা আক্রমণ; পাল্টা জবাব)। **পাল্টা নালিশ**—বাদী-পক্ষের বিরুদ্ধে প্রতিপক্ষের নালিশ, counter-charge।

পাল্টানো—ক্রি. উলটানো; বদলানো (সিকিটা পাল্টে দাও; হুঁকার জল পাল্টানো)।

পাল্য—ণ. পালনীয়। [পা+ণিচ্+য]

পাল্লা—বি. তরাজু; তরাজুর একটি আধার (দাঁড়িপাল্লা); মালের সমান ওজনের বাটখারা (পাল্লা চাপানো); দরজার পাট; ব্যবধান, দূরত্ব (**পাল্লা মারা**—দূর পথ অতিক্রম করা); কবজা, কর্তৃত্ব (বহু লাঠিয়াল তার পাল্লায়); খপ্পর, কবল (পাল্লায় পড়া); গোলাগুলি যতদূর পর্যন্ত যায়, range (বন্দুকের পাল্লা); প্রতিযোগিতা (পাল্লা দেওয়া)। **পাল্লায় পড়া**—হাতে পড়িয়া ক্ষতি লাঞ্ছনা ইত্যাদি ভোগ করা (শক্ত পাল্লায় পড়েছে)। **পাল্লাভারী**—বহুপোষ্যযুক্ত (পরিবার)।

পাশ—বি. বন্ধন-রজ্জু-বিশেষ; ফাঁদ (মায়া-পাশ); ফাঁসের মত প্রাচীন যুদ্ধাস্ত্র-বিশেষ (নাগপাশ); বরুণের অস্ত্র; গুচ্ছ (কেশপাশ); অক্ষ, পাশা (পাশক্রীড়া)। **পাশবদ্ধ**—জালে বদ্ধী।

পাশ—[সং. পার্শ্ব] বি. পার্শ্বদেশ; নিকট। **পাশ কাটানো**—এড়াইয়া যাওয়া। **পাশ দেওয়া**—পথ ছাড়িয়া দেওয়া; তাস-খেলায় বদ রঙে

তাস দেওয়া। **পাশকোদাল**—ছোট হাত-কোদাল। **পাশখালি**—খালের পাশের ছোট খাল। **পাশ-বালিশ**—পাশের বালিশ, কোল-বালিশ। **পাশমোড়া**—শয়নে পাশ ফেরা ('শয়ন উথান পাশমোড়া'—খনা)।

পাশ, পাস—[ইং. pass] অনুমতি-পত্র বা অভিজ্ঞান (পাশ দেখানো), সস্তায় বা বিনা-পয়সায় কোনও সুযোগলাভের অনুমতি-পত্র (রেলের পাস, থিয়েটারের পাস); পরীক্ষায় কৃতকার্যতা বা উত্তীর্ণ হওয়া (পাশ ফেল); ণ. মঞ্জুর (বিল পাশ হয়েছে)।

পাশ—[ফা] ছিটাইবার যন্ত্র (অন্য শব্দের সহিত যুক্ত হইয়া ব্যবহৃত হয়)। **গোলাব-পাশ**—গোলাব-জল ছিটাইবার আধার-বিশেষ।

পাশক—বি. অক্ষ, পাশা। [সং.]।

পাশব—ণ. পশু-সম্পর্কিত অথবা পশুসুলভ (**পাশব বৃত্তি**—পশুসুলভ বৃত্তি, আহার নিদ্রা মৈথুন হিংসা-দ্বেষ ইত্যাদির প্রাবল্য); বি. পশু-কুল (এই অর্থে বাংলায় সাধারণতঃ ব্যবহৃত হয় না)। [পশু+অ]। **পাশব বল**—গায়ের জোর অস্ত্রের জোর ইত্যাদি যাহা নৈতিক বল নয়। **পাশবিক**—ণ. পশুর মত (**পাশবিক অত্যাচার**—ধর্ষণ, বলাৎকার)।

পাশা—বি. ক্রীড়া-বিশেষ, অক্ষ; কর্ণাভরণ-বিশেষ। [পাশক]।

পাশা—[তুর্কী; ফা. পাতশাহ্] বি. তুর্কী উচ্চ উপাধিবিশেষ (কামাল পাশা, জগলুল পাশা)।

পাশা, পাশি,-শী—বি. কোদালের গোল বলয়া-কৃতি অংশ যাহার ভিতরে হাতল ঢুকানো হয়; লাঙ্গলের ফাল আঁটার মজবুত পাত-প্রেক।

পাশাপাশি—ণ. পরস্পরের পার্শ্বস্থ, পার্শ্বে অব-স্থিত; ক্রি. ণ. কাছাকাছি ভাবে (—চলা)।

পাশিক—ণ.পাশ-অস্ত্রধারী; বি. ব্যাধ। **পাশিত**—বদ্ধ। **পাশী (-শিন্)**—বরুণ ('জলেশ পাশী'—মধু); ণ. পাশ-অস্ত্রধারী।

পাশুপত—[পশুপতি+ষ্ণ] ণ. শিব-সম্বন্ধীয়; শিব-উপাসক; বি. অর্জুনকে শিবের দেওয়া শিবের অস্ত্র বিশেষ; ব্রত-বিশেষ;; পশুপতি-প্রিয় বক-ফুল **পাশুপতাস্ত্র**—শিবের ত্রিশূল।

পাশুলি,-লী,-শ—বি. পদাঙ্গুলির ভূষণবিশেষ।

পাশ্চাত্য,-ত্ত্য—[পশ্চাৎ+য, ত্যক্] ণ. পশ্চিম দেশজাত অথবা তথা হইতে আগত (পাশ্চাত্য জাতি, আদর্শ)। (মতভেদে 'পাশ্চাত্ত্য' বানানটি অশুদ্ধ হইলেও সংস্কৃত অভিধানে স্বীকৃত)।

পাষণ্ড—পাপ-চিহ্নধারী) ণ., বি. বেদ-বিরোধী; বৌদ্ধ, জৈন প্রভৃতি; নাস্তিক; বৌদ্ধদের চক্ষে হিন্দু; পাপিষ্ঠ, দুর্বৃত্ত। **পাষণ্ডী (-ণ্ডিন্)**—পাষণ্ড। **পাষণ্ড-দলন**—বৌদ্ধ-নিপীড়ন; দুর্বৃত্তকে বশে আনা।

পাষাণ—[পিষ্ (চূর্ণ করা)+আন—যাহাতে চূর্ণ করা যায়] বি. প্রস্তর, শিলা, উপল, পাথর; (বাং) বাটখারা, তরাজুর একদিকে ঝুঁকতি বা অসমানতা দোষ (পাষাণ ভাঙ্গা); ণ. কঠোর; কঠিন-হৃদয় ('পাষাণ বাপ'—ভারতচন্দ্র)। স্ত্রী. **পাষাণী**। **পাষাণ-গর্দভ**—হনুসন্ধির (jaw-bones) রোগ-বিশেষ। **পাষাণদারক**—যাহা প্রস্তর দীর্ণ করে; টাঙি। **পাষাণ ভাঙ্গা**—তুলাদণ্ডের দুই পাল্লা সমান করা, ফের ভাঙ্গা; পাথর ভাঙ্গা। **পাষাণ-ভেদী (-দিন্)**—ণ. প্রস্তরবিদীর্ণকারী; বি. পার্বত্য উদ্ভিদ্-বিশেষ। **পাষাণ-হৃদয়**—[স্ত্রী.] ণ. নির্মম, নিষ্করুণ।

পাসরণ—বি. বিস্মরণ, ভুলিয়া যাওয়া। **পাসরা**—ক্রি. ভুলিয়া যাওয়া। (কাব্যে ব্যবহৃত)।

পাহাড়—[হি. পাহাড়] বি. পর্বত; ক্ষুদ্র পর্বত; উচ্চ-স্তূপ; নদী ও পুষ্করিণীর উচ্চ তীর, পাড়। **পাহাড়তলী**—পর্বতের পাদদেশের অঞ্চল। **পাহাড়ী**—ণ. পর্বতজাত (পাহাড়ী নদী); রাগিণী-বিশেষ। **পাহাড়িয়া, পাহাড়ে**—পার্বত; অতিশয়, ভীষণ (পাহাড়ে শয়তান)।

পাহারা—[হি. পহরা; সং. প্রহরী] বি চৌকী, প্রহরীর কাজ; প্রহরী (পাহারা বদলানো; রাস্তায় পাহারা নাই)। **পাহারাওয়ালা**—যে পাহারা দেয়; পুলিশ কনষ্টেবল। **কড়া পাহারা**—অতিশয় সতর্ক হইয়া আগলানো।

পাহুন—[সং. প্রাঘুন] ণ অতিথি; প্রবাসী (কান্ত পাহুন কাম দারুণ সঘনে খরশর হন্তিয়া—বিদ্যাপতি); পাষাণ, পাষাণ-হৃদয়।

পিউড়ি—হলদে রং-বিশেষ, lemon-chrome.

পিউপিউ—পাপিয়ার ডাক।

পিউলি, পিয়লি—বি. ফিকে-হলদে ফুল-বিশেষ

পিওন—[ইং peon] বি. যে পত্র বিলি করে আরদালি। [পড়া চোখ]।

পিঁচুটি—[সং. পিচ্চট] বি. নেত্রমল (পিচুটি

পিঁজরা—বি. [পিঞ্জর] খাঁচা। **পিঁজরা-**

পোল—[হি.] গরু প্রভৃতি পশু (বিশেষতঃ রুগ্ন পশু) আবদ্ধ করিয়া রাখিবার স্থান; গো-শালা।

পিঁজা, পেঁজা—ক্রি. জমাট তুলার আঁশ আলগা করা; ণ. পাঁজ-করা (পেঁজা তুলা)।

পিঁড়া, পিঁড়ে—[সং. পীঠ] বি. মেটে ঘরের ভিটা অথবা পোতা (পিঁড়ে বাঁধা); বারান্দা, দাওয়া; পিঁড়ি, আসন।

পিঁড়ি,-ড়ী—[সং. পিণ্ডি] বি. কাষ্ঠাসন-বিশেষ (পিঁড়ি পেতে বসা); যে বেদীর উপরে প্রতিমা নির্মিত হয়। **পিঁড়ে**—পিঁড়ি; পিঁড়া; যে গোলাকার কাষ্ঠখণ্ডের উপর রুটি বেলা হয়, চাকি।

পিঁপড়া,-ড়ে,-পিঁপীড়া—[সং. পিপীলিকা] বি. সুপরিচিত কীট। **পিঁপড়ের পাখা ওঠা** (পিঁপড়ার পাখা হইলে উহারা আকাশে উড়ে ও পাখীরা উহাদিগকে ধরিয়া খায়, তাহা হইতে) বিপজ্জনক বাড়াবাড়ি করা। **ডেঁয়ে পিঁপড়ে**—বড় কালো পিঁপড়া-বিশেষ।

পিপুল—[সং. পিপ্পলী] বি. পিপুল-লতা ও ফল। **পিঁপুল-পাতা**—কর্ণাভরণ-বিশেষ।

পিঁয়াজ, পেঁয়াজ—[ফা. পিয়াজ] পলাণ্ডু, onion। **পিঁয়াজ পয়জার**—মার ও অপমান (পিঁয়াজ পয়জার দুই-ই হলো; পেজ পয়জারও বলা হয়, 'পেজ' অর্থ আমানি)। **পিঁয়াজকলি**—পিঁয়াজের পুষ্প-মঞ্জরীদণ্ড।

পিক—বি. কোকিল। [অপি-কৈ+অ]। **পিকরব,-কণ্ঠ**—কোকিলের ধ্বনি। **পিক-বল্লভ**—আমগাছ। **পিক-বান্ধব**—বসন্ত-কাল। স্ত্রী. **পিকী**। **পিকেক্ষণ**—যাহার চক্ষু কোকিলের চক্ষুর মত রক্তবর্ণ। স্ত্রী. **পিকেক্ষণা**। [পিক+ঈক্ষণ, ব্রী.]

পিক—বি. চিবানো পানের রস (পিক ফেলা)। **পিকদান,-নী**—পিক বা থুতু ফেলিবার পাত্র, পতদ্গ্রহ।

পিকনিক [ইং picnic] বি. বনভোজন।

পিকেটিং—[ইং picketing] বি. কিছু করিতে বাধা দিবার জন্ত বা কিছু বর্জন করিতে অনুরোধ করিবার জন্ত অবস্থান (মদের দোকানে, কার-খানার দরজায় পিকেটিং)। **পিকেটার**—[ইং. picketer] যে পিকেট করে।

পিঙ্গ—ণ. পিঙ্গল; বি. হরিতাল; গোরোচনা। **পিঙ্গ-চক্ষুঃ**—কুম্ভীর। **পিঙ্গজট**—শিব। **পিঙ্গল**—ণ. নীল-পীত-মিশ্র বর্ণ, কপিশ বর্ণ (পিঙ্গল জটা ঝলিছে ললাটে—রবি); বি. বানর; অগ্নি; নেউল; ছন্দঃশাস্ত্রকার আচার্য-বিশেষ; মুনি-বিশেষ। **পিঙ্গল লৌহ**—পিত্তল। **পিঙ্গলা**—বি. (তন্ত্রমতে) মেরু-দণ্ডের ডানপাশের নাড়ী (তুঃ ইড়া, সুষুম্না)। **পিঙ্গলিকা**—বলাকা। **পিঙ্গলোত্তর রশ্মি**—Ultra-violet ray। **পিঙ্গসার**—হরিতাল। **পিঙ্গস্ফটিক**—গোমেদ মণি। **পিঙ্গাক্ষ**—ণ. যাহার নেত্র পিঙ্গলবর্ণ; ·বি. শিব, অগ্নি। **পিঙ্গাশ**—বি. পাঙ্গাশ মাছ; ণ. পিঙ্গলবর্ণযুক্ত, পাংশ।

পিচ—বি. পানের পিক।

পিচ, পীচ—[ইং. pitch] বি. আলকাতরা হইতে প্রস্তুত দ্রব্য-বিশেষ (রাস্তা নির্মাণের কার্যে ব্যবহৃত হয়। পিচ-ঢালা রাস্তা)।

পিচকারি,-রী—বি. তরলদ্রব্য নিক্ষেপ করিবার যন্ত্র-বিশেষ, syringe. **পিচকারী দিয়া রক্ত ছোটা**—পিচকারী হইতে যেমন বেগে জল নিঃসৃত হয় তেমনি বেগে রক্ত নিঃসৃত হওয়া। **পিচকারী দেওয়া**—গুহ্যদেশে পিচকারীর সাহায্যে ঔষধ ডুশ ইত্যাদি দেওয়া। **পিচকারী মারা**—পিচকারী দিয়া রঙের জল ছিটানো।

পিচটি, পিচুটি—[সং. পিচ্চট] পিঁচুটি দ্রঃ। **পিচড়ানো, পেঁচড়ানো**—পিঁচুটি পড়া।

পিচবোর্ড—[ইং. paste-board] বি. জমানো পুরু কাগজ। [সং.]।

পিচ্ছ—বি. ফেন, মাড়; পেখম, পালকের লেজ।

পিচ্ছল—ণ. পিচ্ছিল, যাহার উপরে পা পিছলায়।

পিচ্ছিল—ণ. পিছলা; লালাময়, হড়হড়ে; বি. মণ্ডযুক্ত ভাত; ঝোলযুক্ত ব্যঞ্জন; শ্লেষ্মান্তক বৃক্ষ। [পিচ্ছ+ইল]। **পিচ্ছিলা**—শিংশপা বৃক্ষ; শিমুল গাছ; অতসী; কচু।

পিছু—বি. পশ্চাৎ দেশ, পিছন, পেছু (পিছু লাগা)। **পিছুটান**—পিছন দিকের আকর্ষণ; স্ত্রী-পুত্রের স্নেহ-মমতার আকর্ষণ।

পিছন—বি. পশ্চাৎভাগ (পিছন ফেরা; বাড়ীর পিছনে)। **পিছনে বা পেছনে লাগা**—পশ্চাদনুসরণ করা; ক্ষতি করিতে সচেষ্ট হওয়া।

পিছনো, পিছানো—ক্রি., বি. পশ্চাদপসারণ করা। **পিছাইয়া যাওয়া**—পিছনে পড়া; হটিয়া যাওয়া। **পিছ-পা**—পিচপা দ্রঃ।

পিছপা, পেছপাও—ণ. পশ্চাৎপদ, পিছে-হটা।

পিছমোড়া—দুই হাত পিছনের দিকে বাঁধা অবস্থা (পিছমোড়া করিয়া বাঁধা)।

পিছল, পিছলা—[সং. পিচ্ছল] ণ. পিচ্ছিল, যাহার উপরে পা ফস্‌কাইয়া যায় ('আমার চোখের জলে পিছল পথে')। **পিছল খাওয়া**—অতর্কিতে পা হড়কাইয়া যাওয়া।

পিছলানো—ক্রি. পিছল খাওয়া, পা ফস্‌কানো ; ফস্‌কাইয়া যাওয়া (হাত থেকে পিছলে জলে পড়ে গেল); প্রতিহত হওয়া (শক্ত মাটিতে লাঙ্গল পিছলে যায়)।

পিছা—বি. মাছের লেজ ; (পূর্ববঙ্গে) ঝাড়ু।

পিছাড়ি,-ড়ী—[হি.] বি. পশ্চাদ্ভাগ ; পরবর্তী অবস্থা (আগাড়ি-পিছাড়ি—আগুপিছু ; অগ্রভাগ ও পশ্চাদ্ভাগ)। **পিছাড়ি মারা**—চাট মারা।

পিছানো—পিছনো দ্রঃ।

পিছিলা—ণ. পূর্বের, যাহা বাকী আছে (পিছিলা-বার) ; পিছনদিকের ; পিছল ; বি. যাহা বাটিয়া পিচ্ছিল করা হইয়াছে (মাংসের পিছিলা—মাংসের কীমা—প্রাচীন বাংলা)।

পিছু—ক্রি. ণ. পরে ; পিছন হইতে ('আমার যাবার বেলায় পিছু ডাকে'—রবি) ; বি. পশ্চাদ্ভাগ (**পিছু মোড়া**—পিছমোড়া); অব্য. প্রতি (জন-পিছু দশ টাকা)। **পিছু বা পেছু নেওয়া**—পশ্চাদনুসরণ করা।

পিছে—ক্রি. ণ. পশ্চাতে, পিছনে ; পরে ; প্রতি (মাথা পিছু এক টাকা)।

পিঞ্জন—[সং.] বি. তুলা ইত্যাদি পেঁজা ; তুলা ধুনিবার যন্ত্র, ধুনখারা।

পিঞ্জর—শরীরের অস্থিসমূহ ; খাঁচা। **পিঞ্জরা**—পিঁজরা, খাঁচা। [পিন্‌-জ্‌+অর]

পিঞ্জিকা—[সং.] বি. তুলার পাঁজ।

পিট—পিঠ-এর কথ্য রূপ। **পিটটান, পিট্টান**—পৃষ্ঠ প্রদর্শন, পলায়ন (পিটটান দেওয়া)।

পিটন,-নী—বি প্রহার, আঘাত (পিটন দেওয়া); দুরমুশ করা। **পিটনা,-নী**—ঘরের মেঝে ছাদ ইত্যাদি পিটাইবার ছোট মুগুর, কোপা। **পিটুনি**—প্রহার (খুব পিটুনি খেয়েছে)। **পিটুনী পুলিশ**—punitive police, ব্যাপক অপরাধের এলাকায় মোতায়েন করা পুলিশ-বাহিনী (স্থানীয় জনসাধারণের শাস্তিস্বরূপে ইহাদের খরচ তাহাদের নিকট হইতে আদায় করা হয়। ইহা হইতে : **পিটুনী ট্যাক্স**)।

পিটপিট—অব্য. পুনঃ পুনঃ পাতন (চোখ পিটপিট করা—চোখ মিটমিট করা); খিটখিট ; খুঁতখুঁত (বড় পিটপিট করে); শুচিবায়ুগ্রস্ত ভাব। **পিটপিটে**—ণ. খিটখিটে ; শুচিবায়ুগ্রস্ত ; খুঁতখুঁতে। [গোলা বা কাই।

পিটলি, পিটুলি, পিঠালি—বি. চালগুঁড়া

পিটা—ক্রি. আঘাত করা ; পেটা দ্রঃ। **পিটা-পিটি**—মারামারি। **পিটানো**—আঘাত করা ; অন্যের দ্বারা প্রহার করানো।

পিটালি, পিটুলি—বি. সাদা গাছ-বিশেষ।

পিটিসন—[ইং. petition] দরখাস্ত।

পিটুনি—পিটন দ্রঃ। **পিটুলি**—পিটালি।

পিটানো,-ট-,-পেটা—ণ. যাহা পেটা হইয়াছে; পিটাইয়া রূপ দেওয়া ; ক্রি. বি. দুরমুশ করা (ছাদ পিটোনোর অথবা পেটার গান)।

পিঠ—[সং. পৃষ্ঠ] বি. ধড়ের পিছন দিক, পৃষ্ঠদেশ (পিঠে দু' ঘা কষা) ; তল, দিক (উপর পিঠ, নীচের পিঠ) ; চারজনের একবারে-খেলা চার-খানা তাসের সমষ্টি, trick ; পিছন (একের পিঠে দুই বারো)। **পিঠ চুলকানো**—নিজের দোষে প্রহৃত হইবার সম্ভাবনা সম্বন্ধে বলা হয়। **পিঠ-ভাঁড়া,-দাঁড়া**—মেরুদণ্ড। **পিঠ-পিঠ**—পিছনে পিছনে, অব্যবহিত পরে (তুমি এলে, তোমার পিঠ-পিঠই সে এলো)।

পিঠা—বি. পিষ্টক। **পিঠাপানা**—পানা অর্থাৎ রসযুক্ত পিষ্টক, পায়স-পিঠে। **পিঠারি**—পিঠা-বিক্রেতা।

পিঠাপিঠি, পিঠো- —ক্রি. ণ. পর-পর (পিঠা-পিঠি আসা) ; ণ. যাহারা পর-পর জন্মিয়াছে (পিঠাপিঠি ভাই)।

পিঠালি—পিটালি দ্রঃ।

পিণ্ড—বি. কতকটা গোলাকার বা গোল করিয়া পাকানো অকঠিন বস্তুরাশি, ডেলা, তাল, lump; প্রেতকে দেয় খাদ্য-সামগ্রীর ডেলা (পিণ্ডদান) ; ভোজনীয় বস্তু, গ্রাস ; শরীর ; মাংস। **পিণ্ড-খর্জুর**—উৎকৃষ্ট খর্জুর-বিশেষ। **পিণ্ডজীবী** (-বিন্‌)—ণ. অপরের দেওয়া অন্নের উপরে নির্ভরশীল। **পিণ্ডতাপত্তি**—দলাদলা হওয়া, coagulation। **পিণ্ডদ**—[পিণ্ড-দা+ক] ণ. পিণ্ডদাতা ; খাদ্যদাতা ('অনাথপিণ্ডদসুতা')। **পিণ্ডদান**—প্রেতোদ্দেশে খাদ্যপিণ্ড দান। **পিণ্ডপাত**—পিণ্ডদান। **পিণ্ডপাদ**—হস্তী।

পিণ্ডপুষ্প— পদ্ম অশোক জবা বা টগর। **পিণ্ডবিচ্ছেদ**—পিণ্ডপ্রাপ্তির অভাব। **পিণ্ডভাক্** (-জ্), **পিণ্ডভাগী** (-গিন্)—প্রেত-পিণ্ড পাইতে অধিকারী (পিতা পিতামহ প্রপিতামহ)। **পিণ্ডমূল**—গাজর। **পিণ্ডরোগী** (-গিন্)—চিররোগী (কথ্য—পিণ্ডি রোগাটে)। **পিণ্ডলোপ**—পিণ্ডি না পাওয়া, নির্বংশ হওয়া।

পিণ্ডা—পিঁড়ে, দাওয়া।

পিণ্ডাকাঙ্ক্ষী (-ঙ্ক্ষিন্)—পিণ্ডপ্রার্থী, পূর্বপুরুষ। **পিণ্ডাকার**—ণ. গোলাকার; স্তূপাকার; গোলাকার ও নিরেট। **পিণ্ডালু**—চুপড়ি আলু। **পিণ্ডাশ,-শী** (-শিন্)—পরান্নভোজী; ভিক্ষুক। **পিণ্ডায়স**—সংহত-লৌহ, ইস্পাত।

পিণ্ডারি,-রী—(পিণ্ডসুরা পানকারী) বি. মহারাষ্ট্রীয় অশ্বারোহী দস্যুদল, বর্গী; লুঠেরা; পেটারা, portmanteau।

পিণ্ডি, পিণ্ডিকা, পিণ্ডী—বি. চক্রের নাভি, nave; পায়ের ডিম বা গোছ, বেদী; রোয়াক; (বাং.) পিণ্ড, প্রেতোদ্দিষ্ট খাদ্য। **পিণ্ডি গেলা**—ঘৃণার অন্ন ভোজন করা। **পিণ্ডি চটকানো**—মৃত্যুকামনা-সূচক গালি-বিশেষ। **গুষ্টির পিণ্ডি**—সবংশে মৃত্যুকামনাসূচক গালি-বিশেষ; বহুলোকের খাদ্য সম্বন্ধে অবজ্ঞা-সূচক উক্তিবিশেষ।

পিণ্ডিত—ণ. ডেলা-পাকানো। [সং.]

পিতঃ—হে পিতৃদেব, হে পিতৃতুল্য পরম পূজ্য ও পরম পালক। [পিতৃ—১মা ১ বচন]

পিতম—[সং. প্রিয়তম; হি. প্রীতম] ণ, বি. পরমপ্রিয়, প্রেমপাত্র (পরাণপিতম)। (কথ্য ও কাব্যে)। [ধাতু (তামা ও দস্তার মিশ্রণ)।

পিতল—[সং. পিত্তল] বি. হলদে রঙের মিশ্র

পিতা (-তৃ)—[পা (পালন করা)+তৃচ্] বি. বাপ, জনক; পিতৃস্থানীয় ব্যক্তি (জন্মদাতা, অন্নদাতা, ভয়ত্রাতা, শ্বশুর, উপনয়নদাতা বা দীক্ষাগুরু—এই পাঁচ)। **পিতামহ**—[পিতৃ+আমহ] পিতার পিতা; ব্রহ্মা। স্ত্রী. **পিতামহী**—পিতার মাতা। **পিতৃঋণ**—ঋণ দ্রঃ। **পিতৃক**—ণ. পিতা-সম্বন্ধীয়; পিতা হইতে প্রাপ্ত, পৈতৃক। **পিতৃকল্প**—ণ. পিতৃতুল্য; বি. পিতৃপুরুষের শ্রাদ্ধাদি বিধান। **পিতৃকানন**—শ্মশান। **পিতৃকার্য,-কৃত্য,-ক্রিয়া**—শ্রাদ্ধতর্পণাদি। **পিতৃকুল**—পিতার বংশ। **পিতৃগণ**—পূর্বপুরুষগণ; অগ্নিষ্বাত্ত ইত্যাদি সাত জন যাঁহাদের হইতে দেব-দানব যক্ষ-মানব-আদির উৎপত্তি হইয়াছে। **পিতৃগৃহ**—পিত্রালয়; শ্মশান। **পিতৃঘাতী** (-তিন্), **পিতৃঘ্ন**—পিতৃহন্তা। **পিতৃতর্পণ**—পিতৃলোকের তৃপ্তির উদ্দেশ্যে জলদান। **পিতৃতিথি**—অমাবস্যা (ঐ দিন পিতৃগণ চন্দ্রের পঞ্চদশ কলার সুধা পান করেন)। **পিতৃতীর্থ**—গয়া; দক্ষিণ হস্তের বৃদ্ধাঙ্গুলি ও তর্জনীর মধ্যস্থান। **পিতৃদান**—পিতৃপুরুষের উদ্দেশ্যে দান, শ্রাদ্ধতর্পণ-বিষয়ক দান। **পিতৃদায়**—পিতার শ্রাদ্ধাদি কর্মের দায়িত্ব ও আনুষঙ্গিক ব্যয়। **পিতৃদিন**—পিতৃতিথি, অমাবস্যা। **পিতৃদেব**—পিতৃরূপ দেবতা, পূজনীয় পিতা। **পিতৃদৈবত**—পিতৃগণ যে নক্ষত্রের দেবতা, মঘা নক্ষত্র। **পিতৃপতি**—পিতৃগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, যম। **পিতৃপক্ষ**—প্রেতপক্ষ; কৃষ্ণপক্ষ; মহালয়া পর্যন্ত ১৫ দিন (পিতৃতর্পণে প্রশস্ত)। **পিতৃপুরুষ**—পিতা পিতামহাদি পূর্বপুরুষ। **পিতৃপ্রসূ**—পিতামহী; পিতৃগণের প্রেতাত্মার ভ্রমণ করিবার সময়, সন্ধ্যাকাল। **পিতৃবন্ধু**—একশ্রেণীর উত্তরাধিকারী, সপিণ্ড নয় অথচ পিতার আত্মীয় এমন জন। **পিতৃব্য**—পিতার ভাই, জ্যেঠা বা কাকা (পিতৃব্য-পুত্র; পিতৃব্য-পত্নী)। **পিতৃব্রত**—শ্রাদ্ধাদি; ণ. পিতৃভক্ত। **পিতৃমান্**(-মৎ)—ণ. যাহার পিতা জীবিত। স্ত্রী. **পিতৃমতী**। **পিতৃমেধ**—পিতৃযজ্ঞ, শ্রাদ্ধতর্পণ। **পিতৃযান**—পিতৃগণের চন্দ্রলোক গমনের পথ। **পিতৃলোক**—চন্দ্রলোকে পিতৃগণের বাসস্থান-বিশেষ। **পিতৃশ্রাদ্ধ**—পিতার মৃত্যুর পরে শ্রাদ্ধতর্পণাদি। **পিতৃষ্বসা**(-সৃ), **পিতৃঃস্ব(ষ্ব)সা**(-সৃ)—পিতার ভগিনী। **পিতৃষ্বসেয়,-ষ্বস্রেয়, -স্বস্রেয়,-স্বসেয়,-স্বস্রীয়**—পিতার ভগিনীর পুত্র, পিসতুতো ভাই। **পিতৃসেবা**—পিতার প্রীতিসাধন, পিতার আজ্ঞানুবর্তী হওয়া। **পিতৃস্থানীয়**—ণ. পিতৃতুল্য। **পিতৃহা**(-হন্)—পিতৃহন্তা।

পিত্ত—বি. যকৃৎ হইতে নিঃসৃত তিক্ত রস বিশেষ, bile; (আয়ুর্বেদে) শরীরের ধাতু-বিশেষ (বায়ু, পিত্ত, কফ)। [সং.]। **পিত্তকোষ**—যে কোষে পিত্ত সঞ্চিত হয়, gall-bladder। **পিত্তঘ্ন**—ণ. যাহা পিত্ত-দোষ প্রশমিত করে (পটোল পিত্তঘ্ন);

বি. ঘৃত। **পিত্তঘ্নী**—গুড়ুচি। **পিত্তজ্বর**—পিত্তপ্রকোপ-হেতু জ্বর। **পিত্তনাশ**—জ্বলন্ত বিকৃতি। **পিত্তনাশক**—ণ. পিত্তঘ্ন। **পিত্ত-প্রকোপ,-বিকার**—পিত্তের বৃদ্ধিপ্রাপ্ত বা দূষিত অবস্থা। **পিত্তরক্ত**—রক্তপিত্ত রোগ। **পিত্তাতিসার**—পিত্তজনিত অতিসার রোগ। **পিত্তারি**—ণ. পিত্তনাশক; বি. ক্ষেতপাপ্‌ড়া। **পিত্তাশয়**—পিত্তকোষ। **পিত্ত জ্বলিয়া যাওয়া**—অতিশয় বিরক্তি ও ক্রোধের সঞ্চার হওয়া। (কথ্য : পিত্তি)।

পিত্তল—বি. পিত্তল; ণ. পিত্তযুক্ত। [সং.]।

পিত্তি—[সং পিত্ত] বি. পিত্ত; ঘোরতর বিরক্তি ক্রোধ অরুচি ইত্যাদি (পিত্তি নাই—ঘেন্না-পিত্তি নাই)। **পিত্তি চটা**—বিরক্ত ও ক্রুদ্ধ হওয়া। **পিত্তিচোঁয়া**—ণ যাহা বিরক্তি ও ক্রোধের উদ্রেক করে। **পিত্তি-জ্বালানে কথা**—বিষম বিরক্তি ও ক্রোধের উদ্রেক হয় এমন কথা। **পিত্তিনাশা**—ণ. যাহাতে পিত্ত প্রশমিত হয় (তেল-তামাক পিত্তিনাশা)। **পিত্তি পড়া**—সময়ে আহার না করা হেতু আমাশয়ে পিত্ত সঞ্চিত হওয়া ও ক্ষুধা নষ্ট হওয়া। **পিত্তিরক্ষা**—পিত্ত প্রকুপিত না হয় এই জন্য সময়ে যৎসামান্য খাদ্য গ্রহণ করা, নিয়ম-রক্ষামাত্র।

পিত্তোশ—বি. প্রত্যাশা। (কথ্য ভাষা)।

পিত্রালয়—বি. বাপের বাড়ী। [পিতৃ + আলয়]

পিত্র্য—ণ. পিতৃসম্বন্ধীয়, পৈতৃক। [পিতৃ + য]

পিদিপ, পিদিম—বি. প্রদীপ। (কথ্য)।

পিধান—[অপি—ধা + অনট্‌] বি. অপিধান, আচ্ছাদন, আবরণ, ঢাকনি; তরবারির কোষ খাপ। **পিধাতব্য**—ণ. আচ্ছাদনীয়, ঢাকিবার যোগ্য। **পিধায়ক**—ণ. আবরক।

পিন—[ইং. pin] বি, আলপিন; কাঠ বা বাঁশের সরু খিল (পিন মারা)। **পিনখাড়ু**—খিল-যুক্ত খাড়ু। **সেফ্‌টি-পিন**—আগা-ঢাকা পিন।

পিনদ্ধ—[অপি—নহ্‌ + ক্ত] ণ. আবৃত; বদ্ধ; পরিহিত (পিনদ্ধ অঙ্গুরীয়ক)।

পিনাক—[পা + আক—যাহা দ্বারা জগৎ রক্ষা করা হয়] শিবের ধনুক; বাদ্যযন্ত্র-বিশেষ। **পিনাক-পাণি, পিনাকী**(-কিন্‌)—শিব। **পিনাকিনী, পিনাকী**—বি. প্রাচীন তন্তযন্ত্র-বিশেষ।

পিনাল কোড—[ইং. Indian Penal Code] বি. দণ্ডবিধি।

পিনাশ,-ন্যাস,-নীস,-নেস—[ইং. pinnace] ণ. সুদৃশ্য নৌকা-বিশেষ, পানসি।

পিনাস—নাসিকারোগ-বিশেষ।

পিন্ধন—বি. পরিধান (কাব্যে। 'নৃপনন্দন পিন্ধন-বাস হরে'—ভারতচন্দ্র)। **পিন্ধা**—পিঁধা দ্রঃ।

পিন্ধাওল,-য়ল—ক্রি. পরাইল। **পিন্ধানো**—পরাইয়া দেওয়া।

পিপা, পিপে—[পর্তু. pipa] ণ. ঢোলের মত আকারের আধার-বিশেষ, cask.

পিপারমেণ্ট—[ইং. peppermint] বি. পিপারমিণ্ট গাছের ঝাঁঝালো নির্যাস।

পিপাসা—[পা + সন্‌ + অ + আপ্‌] বি. পানের ইচ্ছা, তৃষ্ণা (ধনপিপাসা)। **পিপাসার্ত, পিপাসিত, পিপাসী**(-সিন্‌)—ণ. তৃষিত, তৃষ্ণার্ত। [পিপাসা + আর্ত, ইতচ্‌]। **পিপাসু**—ণ. পানেচ্ছু; লোলুপ। [পা + সন্‌ + উ]।

পিপীড়া, পিপড়ে—পিঁপড়া দ্রঃ।

পিপীলিকা, পিপীল—বি. পিঁপড়া।

পিপ্পল—[পা + অল] বি. অশ্বত্থ বৃক্ষ ও ফল।

পিপ্পলি,-লী—পিঁপুল।

পিয়—(কাব্যে) প্রিয় ('হলা পিয় সহি')।

পিয়ন—[ইং peon] বি. যে চিঠি বিলি করে; চাপরাশী, পেয়াদা।

পিয়া—বি. প্রিয়া। অস. ক্রি. পান করিয়া।

পিয়াজ, পিঁয়াজ—পিঁয়াজ দ্রঃ। **পিয়াজ-কলি**—পিয়াজের ফুলসহ দণ্ড। **পিয়াজী**—ণ. পিয়াজের খোসার মত রং বিশিষ্ট। **পিয়াজী, -জু**—অল্প ডালবাটামাখা পিয়াজের বড়া।

পিয়াদা—[ফা. পিয়াদাহ্‌; সং. পদাতি] পদাতিক সৈন্য; দূত, সংবাদবাহক; চাপরাশী, জমিদারের কাছারির নিম্ন-কর্মচারী-বিশেষ।

পিয়ানো, পিওনো—ক্রি. পান করানো।

পিয়ানো—[ইং. piano] বি. হারমোনিয়মের মত চাবিযুক্ত তারের ইউরোপীয় বাদ্যযন্ত্র-বিশেষ।

পিয়ার, পেয়ার, প্যার—[হি.] বি. স্নেহ, আদর, সোহাগ (পেয়ার করা)। **পিয়ারা, পেয়ারা**—ণ. প্রিয়, পরম স্নেহের (বাপের পেয়ারা)। স্ত্রী. **পিয়ারী, পেয়ারী**—প্রণয়াস্পদা।

পিয়ারা, পেয়ারা—[পর্তু. pera] গাছ-বিশেষ বা তাহার ফল (স্থানভেদে নাম : গয়া, শবরী আম)। হি. অমৃত।

পিয়ারী, প্যারী—শ্রীরাধিকা; পিয়ার দ্রঃ।

পিয়াল—বি. রাজাদন বৃক্ষ বা তাহার ফল (ইহার বীজ ভক্ষ্য ; হি. চিরৌঞ্জি)।

পিয়ালা, পেয়ালা—[ফা. পিয়ালা] বি. বাটি, পানপাত্র ; মদ্যপাত্র (খাদ্য কিছু পেয়ালা হাতে ছন্দ গেঁথে দিনটা যায়—কান্তিচন্দ্র ঘোষ)। **পেয়ালা বাজি**—বি. মদ্যপান। **পিয়ালি**—ছোট পেয়ালা।

পিয়াস, পিয়াসা—[সং. পিপাসা] বি. পিপাসা, তৃষ্ণা। (কাব্যে) **পিয়াসী**—পিপাসু, আকাঙ্ক্ষী, অভিলাষী (আমি সুদূরের পিয়াসী—রবি)। **পিয়াসু**—পিয়াসী।

পিরান, পীরান, পিরহান—[ফা. পিরহান] বি. ঢিলা জামা, পাঞ্জাবী, কামিজ।

পিরামিড—[ইং. pyramid] বি. বৃহৎ চতুষ্কোণ তল ও ত্রিকোণ পৃষ্ঠ বিশিষ্ট স্মৃতিস্তূপ (মিশরের পিরামিড)।

পিরালি,-লী, পিরিলি, পীরালী—[পির + আলি] মুসলমান-সংস্পর্শ-দুষ্ট ব্রাহ্মণ-শ্রেণী-বিশেষ (যথা: রবীন্দ্রনাথের পূর্বপুরুষগণ। জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাসের অভিধান দ্রঃ)।

পিরিচ,-জ—[পর্তু. pires] বি. ছোট রেকাবি, তশ্‌তরী (চায়ের পেয়ালা-পিরিচ)।

পিরিত, পিরীত—[সং. প্রীতি] বি. (প্রাচীন বাংলায়) প্রেম, প্রীতি, বন্ধুত্ব; (বর্তমানে) মাখামাখি, দহরম-মহরম (কথ্য) ; অবৈধ প্রণয় (অশিষ্ট শব্দ)। **পিরিতি, পীরিতি**—প্রেম ('পিরীতি বলিয়া এ তিন আখর ভুবনে আনিল কে'—চণ্ডীদাস) ; স্নেহ, ভালবাসা (সাধারণতঃ কাব্যে ব্যবহৃত)।

পিল, পীল—[ফা. পীল] বি. হস্তী ; সতরঞ্চ খেলায় গজ ; [ইং. pill] বড়ি (কুইনাইনের পিল)। **পিলখানা**—যেখানে হাতী রাখা হইত। **পিলপা**—পিল্পা দ্রঃ।

পিলপিল—[সং. পিপীল] অব্য. পিঁপড়ার সারের মত সংখ্যাবাহুল্য নির্দেশক (সভার মানুষ পিলপিল করিয়া বাহির হইল) ; প্রভূত পরিমাণে নিঃসরণ (পিলপিল করে রক্ত পড়া)।

পিলপে, পিলপা—পিল্পা দ্রঃ।

পিলসুজ, পীলসুজ—[ফা. ফতীলহ্‌ + সোজ] বি. পিতলের দীপ-গাছা।

পিলা, পীলা, পিলে—বি. প্লীহা ; প্লীহারোগ। **পিলে চম্‌কানো**—ক্রি. খুব সন্ত্রস্ত করা ; ণ. হঠাৎ অত্যন্ত ত্রাসজনক। **পিলে ফাটানো**—লাথি মারিয়া পিলে ফাটাইয়া হত্যা করা (বুটের লাথিতে পিলে ফাটিত)।

পিলু—বি. বৃক্ষ-বিশেষ ; রাগিণী-বিশেষ (পিলু বারোয়াঁ)।

পিলুড়ি, পীলুড়ি—বি. দাবা খেলায় পরাজিত পক্ষের রাজাকে পিল দ্বারা লাঞ্ছনা-বিশেষ।

পিলে—[পিল্লক—শাবক, শিশু ; হি. পিল্লা—কুকুর-শাবক ; তেলুগু, পিল্লা—ছেলে] বি. শিশু (ছেলেপিলে) ; শাবক ('পিলে চিঁ চিঁ করিতেছে, ধাড়ী আহার আনিয়া দিতেছে'—টেকচাঁদ) ; প্লীহা (পিলা দ্রঃ)।

পিল্পা—[পিল + পা] বি. হাতীর পায়ের মত মোটা ছোট থাম যাহা দিয়া জমির সীমানা নির্দেশ করা হয় (পিল্পা গাঁথা)। **পিল্পা গাড়ি**—পিল্পা গাড়িয়া অর্থাৎ নির্মাণ করিয়া জমির সীমানা নির্দেশ করার অনুষ্ঠান।

পিশাচ—[পিশিত + অশ্‌ + অ—যে মাংস ভোজন করে] বি. দেবযোনি-বিশেষ ; মাংসাশী প্রেতবিশেষ (ইহারা মৃতদেহ আশ্রয় করিয়া থাকে) ; অশুচি মরুদেশবাসী ; ণ. ঘৃণ্য, দুর্বৃত্ত, পাপাত্মা (নরপিশাচ) ; অতিশয় নোংরা (গ্রাম্য ভাষায়: পিচাশ)। স্ত্রী. **পিশাচী, পিশাচিকা**। **পিশাচ-প্রকৃতি**—অতি নীচ বা ঘৃণিত প্রকৃতি। **পিশাচ বৃক্ষ**—শাওড়া গাছ। **পিশাচ ভাষা**—পৈশাচিক প্রাকৃত ভাষা-বিশেষ। **পিশাচমোচন**—কাশীর তীর্থ-বিশেষ। **পিশাচ-সভা**—প্রেতদের সভা ; হট্টগোলপূর্ণ সভা, pandemonium। **পিশাচ-সিদ্ধি**—সাধনা করিয়া কোনও পিশাচকে দাস-রূপে লাভ। ণ. **পিশাচসিদ্ধ**—পিশাচ যাহার বশীভূত।

পিশিত—বি. মাংস ; আমিষ। [পিশ্‌ + ক্ত]। **পিশিতাশন**—রাক্ষস ; পিশাচ। [পিশিত অশন যাহার]।

পিশুন—[পিশ্‌ (খণ্ড হওয়া) + উন] ণ. ক্রূর, খল ; কুৎসা রটায় যে। **পিশুন বাক্য**—কপট বচন ; কুমন্ত্রণা। [—পেষানো।

পিষণ—বি. পেষণ। **পিষা**—পেষা। **পিষানো**

পিষ্ট—[পিষ্‌ + ক্ত] ণ. বাটা হইয়াছে এমন ; চূর্ণিত, কুট্টিত ; মর্দিত, দলিত (পদতলে পিষ্ট হইল)। **পিষ্টক**—পিষ্ট গোধূম তণ্ডুল প্রভৃতি

হইতে প্রস্তুত পুপ, পিঠা, রুটি; নেত্ররোগ-বিশেষ; তিলচূর্ণ। **পিষ্টপ**—বিষ্টপ দ্রঃ। **পিষ্টপচন**—যাহাতে পিঠা প্রস্তুত হয়, পিঠার খোলা, রুটির তাওয়া। **পিষ্ট-পেষণ**—পিষ্ট-দ্রব্য পুনর্বার পেষণ; অনর্থক কাজ। **পিষ্ট-সৌরভ**—চন্দন। **পিষ্টাতক**—আবির; পিটালি। **পিষ্টিক**—পিটালি। **পিষ্টোদক**—চাউলের গুড়ার গোলা।

পিসা,-সে—বি. পিসীমার স্বামী। স্ত্রী. **পিসি, পিসী**। **পিসাত, পিসতুত, পিসতুতা**—ণ.পিসির গর্ভজাত। **পিসশ্বশুর**—[পিসা+শ্বশুর] স্ত্রীর অথবা স্বামীর পিসা। স্ত্রী. **পিস-শাশুড়ী, পিসীশাশুড়ী, পিসাস**।

পিস্তল—[পর্তু. pistola), বি. ক্ষুদ্র আগ্নেয়াস্ত্র-বিশেষ।

পিহিত—[অপি+ধা+ক্ত] ণ. পিধানে রক্ষিত, খাপে রাখা; আচ্ছাদিত। (বি. পিধান)।

পীড়া—বি. বসিবার পিঁড়ে। [পীঠিকা]।

পীচ, পিচ—[ইং. peach] বি. ফল ও তাহার গাছ-বিশেষ; [pitch] পিচ (দ্রঃ)।

পীঠ—[সং.] বি. কাষ্ঠাসন, পিঁড়ি, চৌকি (পাদ-পীঠ); বিষ্ণুচক্রে খণ্ডিত সতীদেহ শিবস্কন্ধ হইতে যে যে স্থানে পড়িয়াছিল (ভারতবর্ষে ও বাহিরে মোট এরূপ একান্নটি পীঠ আছে; অবশ্য এ সম্বন্ধে মতভেদ আছে); প্রতিষ্ঠান, পবিত্রস্থান (বিদ্যাপীঠ)। **পীঠচক্র**—গরুর গাড়ী প্রভৃতি। **পীঠস্থান**—সতীর অঙ্গ পতনের স্থান; দেবতার স্থান; সাধন-স্থান; প্রাচীন দেবালয়।

পীড়ক—ণ. যে পীড়িত করে অর্থাৎ অত্যাচার করে (প্রজাপীড়ক)] [পীড়্+অক]।

পীড়ন—বি. পেষণ; মর্দন; অত্যাচার, ক্লেশ-দান (কি মহৎ ক্ষুধার আবেশ পীড়ন করিছে তারে—রবি); সাগ্রহ গ্রহণ (পাণিপীড়ন); শস্য মাড়াই; চাপ। [পীড়্+অনট্]। **পীড়-নীয়**—ণ. পেষণের বা উৎপীড়নের যোগ্য। [পীড়্+অনীয়]। **পীড়া**—বি. ক্লেশ, কষ্ট, যন্ত্রণা; ব্যাধি, রোগ (শিরঃপীড়া]; উৎপাত; উপদ্রব (আশ্রমপীড়া)। **পীড়াদায়ক**—ক্লেশ-দায়ক। **পীড়াপীড়ি**—বারংবার অনুরোধ, অনুরোধের দ্বারা পীড়ন। [গ্রাং]। **পীড়িত**—রোগযুক্ত; ক্লেশপ্রাপ্ত (ক্ষুৎপীড়িত)। মর্দিত।

পীড্যমান—ণ. যাহাকে পীড়ন করা হইতেছে। [পীড়্+কর্মে শানচ্]

পীত—[পা+ক্ত] ণ. যাহা পান করা হইয়াছে; হরিদ্রাবর্ণ, হলদে। **পীতক**—ণ. পীতবর্ণ, হরিদ্রাভ; বি. পিত্তল; হরিতাল; কুম্‌কুম্; মধু; মাক্ষিক। **পীতকদলী**—চাঁপাকলা। **পীতকন্দ**—গাজর। **পীতকাষ্ঠ**—পীতচন্দন। **পীত-দারু**—দেবদারু; পীতবর্ণ চাঁপা ফুলের গাছ। **পীতধড়া**—হরিদ্রাবর্ণ বস্ত্রখণ্ড বা ধুতি। **পীত-বাস**—[বহুব্রী.] পীতাম্বর, শ্রীকৃষ্ণ। **পীত-রাগ**—ণ. পীতবর্ণ-বিশিষ্ট। **পীতসার**—হরি-চন্দন; গোমেদ মণি। **পীতাব্ধি**—[পীত+অব্ধি, বহুব্রী.] যিনি অব্ধি অর্থাৎ সমুদ্র পান করিয়াছিলেন, অগস্ত্য মুনি। **পীতাম্বর**—[পীত+অম্বর, বহুব্রী.] (হলদে কাপড়-পরা) শ্রীকৃষ্ণ। **পীতারুণ**—পীত ও অরুণ বর্ণ।

পীন—[প্যায়্ (বৃদ্ধি পাওয়া)+ক্ত] ণ. স্থূল, মাংসল, প্রবৃদ্ধ (পীনোন্নত পয়োধরা ঘৃতাচি—মধু-সূদন)। **পীনবক্ষাঃ(-ক্ষস্)**—ণ. ব্যূঢ়োরস্ক।

পীনস—বি. নাসিকা রোগ-বিশেষ। [সং.] **পীনসী (-সিন্)**—ণ. পীনস রোগগ্রস্ত।

পীনোধ্নী—যে গাভীর পালান বড়। [পীন +উধস্, বহুব্রী, ঈপ্]

পীবর—ণ. পীন; বলিষ্ঠ। [পৈ+বর]।

পীযূষ—[পীয়্ (তৃপ্ত করা)+উষ—যাহা দেবতা-দেরও তৃপ্ত করে] বি. অমৃত, সুধা ('আপনার পদাঘাতপুঞ্জ প্রকৃত পীযূষ'—দীনবন্ধু); নবপ্রসূতা গাভীর প্রথম সাত দিনের দুগ্ধ। **পীযূষবর্ষ, পীযূষরুচি**—যাহার কিরণ অমৃতময়, চন্দ্র।

পীর—[ফা.) বি. আধ্যাত্মিক সাধনার গুরু (পীরের মত মানি); পীরের মত মাননীয় ব্যক্তি। **পীর-পয়গম্বর**—পীর ও পয়গম্বর। **পীরের দরগা**—পীরের সমাধিস্থান; পীরের স্মরণে নির্মিত শ্রদ্ধা নিবেদনের স্থান। **পীরের শীর্ণি**, বা **শীরণি**—পীরের দরগায় যে মিষ্টান্ন বা অন্য ধরণের খাদ্যদ্রব্য নিবেদিত ও বিতরিত হয়। **পীরান, পীরোত্র, পীরোত্তর**—ণ. পীরের সেবায় দত্ত এবং লাখে-রাজ (পীরান জমি)। **পাঁচপীর**—বদর-প্রমুখ পাঁচপীর (পাঁচপীরের দরগা। ইঁহারা মুসলমান নাবিকদের বিশেষ শ্রদ্ধার পাত্র, গাজী পাঁচপীর বদরের নামে ধ্বনি করিয়া তাহারা অনেক সময় নৌকা ছাড়ে)।

পীরিতি—প্রীতি ; স্বস্তি। (কাব্যে ব্যবহৃত)।

পুং—[পুম্স্] (সমাসে পূর্বপদে) পুরুষ। **পুং-কেশর**—ফুলের পরাগবাহী কেশর, stamen. (বিপ. গর্ভকেশর)। **পুংগব, পুঙ্গব**—পুরুষ-গরু, ষাঁড় ; শ্রেষ্ঠার্থক অথবা বিদ্রূপাত্মক শব্দ (নরপুঙ্গব ; ডেপুটি-পুঙ্গব)। [পুম্স্+গো]। **পুংপ্রভব**—male progenitor, পিতামহ প্রপিতামহ মাতামহ প্রমাতামহ প্রভৃতি। **পুংরত্ন**—পুরুষরত্ন। **পুংবৎস**—পুংশাবক। **পুংলিঙ্গ**—(ব্যাকরণে) পুরুষবোধক লিঙ্গ। **পুংশ্চলী**—ব্যভিচারিণী। **পুংশ্চলীয়**—পুংশ্চলীর পুত্র। **পুংশ্চিহ্ন**—শিশ্ন। **পুং-সন্ততি**—পুত্রসন্তান। **পুংসবন**—পুরুষ সন্তান কামনা করিয়া গর্ভের তৃতীয় মাসে অনুষ্ঠিত সংস্কার-বিশেষ। **পুংস্কোকিল**—পুরুষ কোকিল। **পুংস্ত্ব**—পুরুষত্ব ; মনুষ্যত্ব ; বীর্য ; পুংলিঙ্গভাব।

পুঃ—পুনশ্চ-শব্দের সংক্ষেপ।

পুঁই—[সং পুতিকা] বি. পুঁইশাক। **পুঁই-মেটুলি**—পুঁইয়ের বীজ ; পাকা পুঁইবীজের মত বর্ণ, গাঢ় রক্তবর্ণ। **বনপুঁই**—লালবর্ণ পুঁই-বিশেষ।

পুঁইয়া, পুঁয়ে—ণ. পুঁইয়ের মত লতানিয়া কিন্তু কৃশ। **পুঁয়ে-পাওয়া**—শিশুদের শীর্ণ হওয়া রোগ-বিশেষ, rickets. **পুঁইয়ে সাপ**—বনপুঁইয়ের মত লালবর্ণ কৃশ সাপ-বিশেষ।

পুঁকি,-কী—পুকি দ্রঃ। [পুঁচকে ছোঁড়া)।

পুঁচকে, পুচকে—ণ. নিতান্ত ছোট (উপেক্ষায়:

পুঁছা—ক্রি. পোঁছা।

পুঁজ, পুজ, পুয—[সং. পূয] বি. ঘা ফোঁড়া প্রভৃতির সাদা গাঢ় রস (কানের পুঁজ)।

পুঁজি, পুঁজী—[সং. পুঞ্জ] বি. ব্যবসায়ের মূল-ধন ; সম্বল ; সঞ্চিত অর্থ (সব খরচ হইয়া যায়, পুঁজি কিছুই থাকে না)। **পুঁজিপতি,-বাদী**—ধনিক, capitalist. **পুঁজিপাটা**—সঞ্চিত ধন ; সবরকমের মূলধন।

পুঁটলি,-লী—[সং. পোটলী] বি. গাঁঠরি (**পোঁটলা-পুঁটলি**—গাঁঠরি-বোচ্‌কা)।

পুঁটি, পুঠি—[সং. প্রোষ্ঠী] বি. ছোট মাছ বিশেষ, শফরী। **চুনোপুঁটি**—নিতান্ত ছোট জাতের পুঁটি ; প্রভাব প্রতিপত্তিহীন লোক (বিপ: রুই-কাতলা)। **পুঁটিমাছের প্রাণ** বা **পুঁটির প্রাণ**—অল্প সামর্থ্য ; ণ. অতি দুর্বল ; ক্ষুদ্রচেতা। **পুঁটির পরাণ**—(গ্রাম্য) ক্ষুদ্রচেতা, সামান্য খরচেও নারাজ। **পুঁটি মাছের ফরফরানি**—সামান্য শক্তি-বিশিষ্ট লোকের বাহাদুরি দেখাইবার চেষ্টা। **সরলপুঁটি** বা **সরপুটি**—এক শ্রেণীর বড় পুঁটিমাছ। ণ. **পুঁটিয়া, পুঁটে**—ক্ষুদ্র, দেখিতে ছোট। **পুঁটী**—পুঁটীমাছ ; ছোট মেয়ের আদরের ডাক নাম। **পুঁটে**—ণ ছোটখাট ; বি. বালা প্রভৃতি অলঙ্কারের সংযোগ-স্থল ; ঘুন্টি ; ছোট ছেলের আদরের ডাকনাম।

পুঁড়—বি. স্তূপ, সাদা (পুঁড়িও বলা হয়—ছাই-পুঁড়িতে ঘি ঢালা)।

পুঁড়, পুঁড়া, পুঁড়ো—[সং পুণ্ড্র] বি. কৃষি-জীবী সম্প্রদায়-বিশেষ। **পুঁড়ি**—ইক্ষু-বিশেষ।

পুঁড়া, পুড়া—[সং.পুটিকা] বি ধান্যবীজ রাখি-বার খড়-নির্মিত গোল আধার-বিশেষ ; আধার।

পুঁতি—[হি. পোত] বি. মুক্তার অনুকরণে নির্মিত ক্ষুদ্র সচ্ছিদ্র কাচখণ্ড (পুঁতির মালা—সুতায় পুঁতি গাঁথিয়া প্রস্তুত মালা)।

পুঁথি, পুথি—[সং. পুস্তিকা] বি. পুস্তক (পুঁথি বেড়ে যাচ্ছে) ; প্রাচীন হস্তলিখিত পুস্তক (তাল-পাতার, ভূর্জপত্রের, তুলট কাগজের পুঁথি)। **পুঁথিগত বিদ্যা**—যে বিদ্যা বই পড়িয়া শেখা কিন্তু যাহার ব্যবহারিক প্রয়োগ নাই। **পুঁথি-পত্র**—বই খাতা ইত্যাদি। **পুঁথি বাড়ানো**—কাহিনী ফেনাইয়া দীর্ঘ করা।

পুকি,-কী, পুঁকি—বি অঙ্কুর, তেউড় (কলার পুঁকি) ; ক্ষুদ্র ক্রিমি।

পুকুর, পুখুর—[সং পুষ্কর; পুষ্করিণী] বি. অপেক্ষাকৃত বৃহৎ কৃত্রিম জলাশয় (বিপ. মেটেল, পূর্ববঙ্গে—মাইঠাল)। **পুকুর কাটা**—মাটি খুঁড়িয়া পুকুর তৈরী করা। **পুকুর কালি**—পুকুরের পরিমাণ নির্ণয়। **পুকুর কেটে নাওয়া**—স্নানে অত্যন্ত বিলম্ব করা সম্পর্কে ব্যঙ্গোক্তি। **পুকুর গাবানো**—(সাধারণতঃ মাছের জন্য) পুকুরের নীচের কাদাশুদ্ধ জল তোলপাড় করা। **পুকুর চুরি**—মোটা রকমের চুরি, দুঃসাহসিক চুরি। **পুকুর ঝালানো**—পুরাতন পুকুরের পঙ্কোদ্ধার করা। **পানাপুকুর**—পানায় পূর্ণ অব্যবহার্য পুকুর।

পুঙ্গি—বি. ফুঙ্গি, বৌদ্ধ সন্ন্যাসী। [ব্রহ্মদেশীয় ভাষায়

Hpoongyi]। **পুঙ্গি(ঙ্গি)র পুত**—বৌদ্ধ সন্ন্যাসীর অবৈধ পুত্র, গালি বিশেষ (পূর্ববঙ্গে)।

পুঙ্খ—বি. বাণের পালকযুক্ত স্থান, বাণমূল। [সং]।

পুঙ্খানুপুঙ্খ—(পুঙ্খের অনুপুঙ্খ যাহাতে) ণ. এক বাণের মূলে অন্য বাণ সংলগ্ন এই ভাবে, নিরন্তর; সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম, তন্নতন্ন (পুঙ্খানুপুঙ্খ হিসাব)।

পুঙ্গব—বি. পুংগব (পুং দ্রঃ)।

পুচ্ছ—[পুচ্ছ্+অ] লাঙ্গুল; পাখীর লেজ (ময়ূর-পুচ্ছ); হাতের পোঁছা। **পুচ্ছকণ্টক**—বৃশ্চিক। **পুচ্ছটি**—আঙুল মট্‌কানো। **পুচ্ছী** (-চ্ছিন্)—ণ. লাঙ্গুলবিশিষ্ট।

পুছা, পোছা—ক্রি. জিজ্ঞাসা করা ('সবাই তোমার ভাই পুছে'—রবি); সমাদর করা, আগ্রহ প্রকাশ করা, পাত্তা দেওয়া, গ্রাহ্য করা (তাকে কে পোছে)।

পুঞ্জ—বি. স্তূপ, রাশি। [পুমস্-জি+ড]। **পুঞ্জিত, পুঞ্জীভূত**—রাশীভূত, যাহা জমিয়াছে (পুঞ্জিত অপরাধ)। **পুঞ্জীকৃত**—ণ. যাহা জমানো হইয়াছে, রাশীকৃত।

পুঞ্জি—বি. পুঁজি, মূলধন।

পুট—[পুট্ (সংলগ্ন হওয়া)+অ] বি. আবরণ, কোষ, খাপ, পাত্র, আধার; আচ্ছাদন; কৌটা; ঠোঙ্গা; ঔষধ জ্বাল দিবার ঢাকনাওয়ালা পাত্র, মুচি; ঘোড়ার খুর। **পুটক**—ঠোঙ্গা; পুঁড়া। **পুটকুণ্ড**—পুটপাক করিবার কুণ্ড। **পুটপাক**—মাটি দিয়া মুখ বন্ধ করা পাত্রে ঘুঁটের আগুনে ঔষধ জ্বাল দেওয়া। **পুটপাণি**—ণ. কৃতাঞ্জলি। **পুটভেদ**—নদীর বাঁক, আবর্ত।

পুটিং—[ইং. putty] বি. আলমারি প্রভৃতিতে কাচ আঁটিবার আঠা-বিশেষ।

পুটিকা—মঞ্জুষা, ডিবা। **পুটিত**—ণ. মুখ বন্ধ পাত্রে রান্না করা; অঞ্জলিকৃত; আবৃত; গ্রথিত; মর্দিত। [দোনা। [সং]।

পুটী—বি. কৌপীন; আচ্ছাদন, ঠোঙ্গা; পানের

পুড়ন—পুড়া দ্রঃ। **পুড়নি, পুড়ুনি**—অগ্নি দগ্ধ হওয়ার ভাব, জ্বালা; অন্তর্দাহ; স্নেহের পাত্রের জন্য কাতরতা (মায়ের পুড়ুনি)।

পুড়া—পোড়া দ্রঃ। **পুড়ানো**—পোড়ানো দ্রঃ।

পুডিং—[ইং. pudding] বি. ছানা ডিম প্রভৃতি দ্বারা প্রস্তুত বিলাতী মিঠাই-বিশেষ।

পুণ্ডরীক—বি. শ্বেতপদ্ম; শ্বেতছত্র; অগ্নিকোণের দিক্‌হস্তী। **পুণ্ডরীকাক্ষ**—(শ্বেতপদ্মের মত অক্ষি যাঁর) কৃষ্ণ, বিষ্ণু। **পুণ্ডরীয়ক**—স্থলপদ্ম।

পুণ্ড্র, পুণ্ড্রক—বি. ইক্ষু-বিশেষ; পোদজাতি; দৈত্য-বিশেষ; তিলক (ত্রিপুণ্ড্রক); কৃমি; মাধবীলতা; উত্তরবঙ্গের প্রাচীন দেশ-বিশেষ ও সেই দেশের অধিবাসী।

পুণ্য—[পুণ্ (ধার্মিক হওয়া, সৎকর্ম করা)+য, অথবা পূ (শুদ্ধ করা)+য] বি. সৎকার্যের মঙ্গলদায়ক ও পরলোকে সদ্‌গতিসাধক ফল (পুণ্য অর্জন, ক্ষয়); ধর্মানুষ্ঠান; সুকৃতি (পুণ্যফলে); ণ. পবিত্র, নিষ্পাপ (পুণ্যচরিত; 'হে মোর চিত্ত পুণ্য তীর্থে জাগোরে ধীরে'—রবি); প্রশস্ত, শোভন, মনোজ্ঞ (পুণ্যশ্রী); পুণ্যবান্, ধার্মিক (পুণ্যাত্মা)। **পুণ্যক**—পুণ্যার্থ উপবাসাদি; বিষ্ণু। **পুণ্যকর্ম** (-র্মন্)—পুণ্যজনক কর্ম, ধর্মকর্ম। **পুণ্য-কর্মা** (-র্মন্)—ণ. পুণ্যকর্মকারী। **পুণ্য-কাল**—শুভকাল। **পুণ্যকীর্তন**—পবিত্র নাম-কীর্তন, পুণ্য কথন। **পুণ্যকীর্তি**—ণ. পুণ্যশ্লোক। [স্ত্রী.]। **পুণ্যকৃৎ**—ণ. পুণ্য-কর্মকারী, ধার্মিক। **পুণ্যক্ষয়**—যে পুণ্য লাভ হইয়াছে কর্মফলে তাহার নাশ। **পুণ্যক্ষেত্র**—তীর্থক্ষেত্র; আর্যাবর্ত। **পুণ্যগন্ধ**—ণ. সৌরভযুক্ত; বি. চাঁপাফুলের গাছ। **পুণ্য-গন্ধি**—ণ. সুগন্ধযুক্ত। **পুণ্যজন**—ধার্মিক; [পুণি (পবিত্রতা)+অজন (যে জন্মায় না)] রাক্ষস; যক্ষ; পাপীজন। **পুণ্যজনেশ্বর**—যক্ষরাজ কুবের। **পুণ্যতোয়া**—যে নদীর জল পবিত্র, গঙ্গা। [স্ত্রী.]। **পুণ্যদ**—পুণ্যজনক। **পুণ্যদর্শন**—ণ. যাহার দর্শনে পুণ্য হয়। [স্ত্রী.]। **পুণ্যফল**—ধর্মকর্মের সুফল। **পুণ্যবল**—ধর্মকার্যের ফলে অর্জিত শক্তি। **পুণ্যবতী**—ণ. সুকৃতিশালিনী; ধার্মিকা। **পুণ্যভাক্** (-জ্), **পুণ্যবান্** (-বৎ)—ধার্মিক, সৌভাগ্য-বান্। **পুণ্যভূমি**—পবিত্র তীর্থ; আর্যাবর্ত। **পুণ্যভোগ**—পুণ্যের ফলভোগ। **পুণ্য-যোগ**—শুভযোগ। **পুণ্যরাত্র**—ধর্ম-কর্ম অনুষ্ঠানের পক্ষে প্রশস্ত রাত্রি। **পুণ্যলব্ধ**—পুণ্যের দ্বারা লব্ধ। **পুণ্যলোক**—দেবলোক; ধার্মিক ব্যক্তি। **পুণ্যশ্লোক**—ণ. যাহার যশোগাথা পুণ্যজনক, পুণ্যকীর্তি। [স্ত্রী.]। **পুণ্যসঞ্চয়**—ধর্ম-কর্ম করিয়া পুণ্য অর্জন। **পুণ্যা**—তুলসী। **পুণ্যাত্মা** (-ত্মন্)—

প. ধার্মিক। **পুণ্যাহ**—পর্বদিন, পুণ্যদিন; জমিদারের খাজনা-আদায়-সংক্রান্ত উৎসব-বিশেষ (পুণ্যা, পুণ্যে-ও বলা হয়)।

পুণ্যি—পুণ্য। (কথ্যভাষা)। **পুণ্যিপুকুর**—কুমারীদিগের ব্রত-বিশেষ।

পুণ্যোদকা—গঙ্গা যমুনা গোদাবরী সরস্বতী নর্মদা সিন্ধু ও কাবেরী—এই সপ্ত নদী; প. পুণ্য-তোয়া। [স্ত্রী.]। **পুণ্যোদয়**—পুণ্যকর্মের ফলে সৌভাগ্যের উদয়।

পুৎ—নরক-বিশেষ (পুন্নাম দ্রঃ)।

পুত—বি. পুত্র; পুত্রস্থানীয় ব্যক্তি। **পুতখাগী**—পুত্রের জননীর প্রতি গালি (তেমনি **পুৎ-শোকী**)। **পুতভী, পুতন্তী**—পুত্রবতী। (গ্রাম্য)।

পুতলি,-লী—[সং. পুত্তলি] বি. পুতুল; মূর্তি ছবি; প্রিয়বস্তু (পরাণ-পুতলি); পুত্র; চোখের তারা (নয়ন-পুতলি। পূর্ববঙ্গে—পুত্‌লা)।

পুতা—বি. নোড়া (পাটা-পুতা—পূর্ববঙ্গে)।

পুতি—নাতির ছেলে, প্রপৌত্র (নাতিপুতি)।

পুতুপুতু—[পুত+পুত] অব্য. অতিরিক্ত যত্ন ও সাবধানতা (পুতুপুতু করিয়া রাখা)।

পুতুল—[সং. পুত্তল, পুত্রিকা] বি. (সাধারণতঃ খেলিবার জন্য) গড়া মূর্তি, পুত্তলিকা; (ব্যঙ্গে) দেবপ্রতিমা (পুতুল পূজা)। **পুতুল-খেলা**—ছেলেমেয়েদের পুতুল লইয়া খেলা; পুতুল-খেলার মত দায়িত্বহীন কর্ম (বিয়ে তো আর পুতুল-খেলা নয়)। **পুতুল-নাচ**—খেলাবিশেষ যাহাতে লুকানো দড়িতে টান মারিয়া দর্শককে পুতুলের অঙ্গভঙ্গি দেখানো হয়। **হাতের পুতুল**—ক্রীড়নক, যাহাকে দিয়া যাহা খুশি তাই করানো যায়।

পুত্তল—বি. পুতুল। [পুত্ত-লা+অ]। **পুত্তলক**—পুতুল; কুশ-পুত্তলি। **পুত্তলি,-লী**—পুতুল। **পুত্তলিকা**—পুতুল।

পুত্তিক, পুত্তিকা—বি. উইপোকা; মধুমক্ষিকা; পিপীলিকা-বিশেষ। [সং.]

পুত্তুর—বি. পুত্র (কথ্য, প্রায়ই অবজ্ঞার্থক—**নওয়াব-পুত্তুর**—নবাবপুত্রের মত বিলাসী ও খামখেয়ালী)।

পুত্র,-ত্র—[পুৎ-ত্রৈ+ক, পূ+ত্র, যে পুৎ নামক নরক হইতে ত্রাণ করে, অথবা যে পিতা-মাতাকে পবিত্র করে] বি. ছেলে, আত্মজ, সুত, নন্দন, তনয়; পুত্রস্থানীয় ব্যক্তি, স্নেহপাত্র (কথ্য ভাষায়—বেটা; পূর্ববঙ্গে পুৎ)। স্ত্রী. **পুত্রী**। **পুত্রক**—পুত্র; স্নেহপাত্র। স্ত্রী. **পুত্রিকা, পুত্রেকা**। **পুত্রকর্ম**—পুত্রের জাতকর্ম। **পুত্র-কলত্র**—পুত্র ও স্ত্রী; পুত্রবধূ। **পুত্র-কাম**—প. পুত্রাভিলাষী। **পুত্রকাম্যা**—নিজের পুত্রের জন্য বাঞ্ছা। **পুত্রকৃতক**—পুত্ররূপে গৃহীত। **পুত্রজীব**—জীয়াপুত গাছ। **পুত্রদাত্রী**—মালব দেশের বন্ধ্যাদোষনাশক লতা-বিশেষ; প. পুত্র-প্রসবিনী। **পুত্রবৎ**—প. যাহার পুত্র আছে। **পুত্রসূ**—প. পুত্রপ্রসব-কারিণী। **পুত্রাচার্য**—পুত্র যাহার আচার্য। **পুত্রিক**—প. পুত্রযুক্ত। **পুত্রিকা**—কন্যা; দত্তা-কন্যা; পুতুল। **পুত্রিকা-পুত্র**—দৌহিত্র; দত্তা কন্যার পুত্র। **পুত্রিকা-ভর্তা** (-র্তৃ)—জামাতা। **পুত্রিণী**—প. পুত্রবতী। **পুত্রী**—কন্যা। **পুত্রী** (-ত্রিন্)—প. পুত্রবান্। **পুত্রীয়**—প. পুত্র-সম্বন্ধীয়, পুত্রনিমিত্ত। **পুত্রেষ্টি, পুত্রেষ্টিকা**—পুত্রলাভ কামনায় অনুষ্ঠেয় যজ্ঞ-বিশেষ। [পুত্র+ইষ্টি,+কন্+আপ্]

পুথি—পুঁথি দ্রঃ। [চাটনিতে ব্যবহৃত হয়।

পুদিনা—[ফা. পোদিনা] বি. সুগন্ধি শাক-বিশেষ,

পুনঃ—অব্য. ফের, আবার, পুনরায়। (সাধা-রণতঃ অন্য শব্দের সহিত যুক্ত হইয়া ব্যবহৃত হয়)। **পুনঃপুনঃ**—বারবার। **পুনঃসংস্কার**—প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ দ্বিতীয় বার উপনয়ন-সংস্কার; জীর্ণ-সংস্কার। **পুনরধিকার**—আবার অধি-কার। **পুনরপি**—ক্রি. প. আবারও। [পুনঃ+অপি]। **পুনরাগত**—প. প্রত্যাগত। **পুনরাগমন**—ফিরিয়া আসা। **পুনরাধান**—শ্রৌত ও স্মার্ত অগ্নির পুনর্বার স্থাপন। **পুনরাবর্ত**—পুনরাগমন; পুনর্জন্ম। প. **পুন-রাবর্তী** (-র্তিন্)। **পুনরাবৃত্তি**—পুনরায় পাঠ বা বলা; আবার অনুষ্ঠান। প. **পুনরাবৃত্ত**—আবার আবৃত্তি করা বা অনুষ্ঠিত হইয়াছে এমন; প্রত্যাগত। **পুনরায়**—[বাং.] দ্বিতীয় বার। **পুনরুক্ত**—দ্বিতীয়বার উক্ত। বি. **পুনরুক্তি**—আবার বলা (পুনরুক্তি দোষ)। **পুনরুক্তজন্মা** (-ন্মন্)—যাহার দ্বিতীয়বার জন্ম হয় বলিয়া কথিত, ব্রাহ্মণ। **পুনরুক্ত-বদাভাস**—শব্দালঙ্কার-বিশেষ (যাহা আপাত-দৃষ্টিতে পুনরুক্তিদোষ মনে হইলেও প্রকৃতপক্ষে

তাহা নয়)। **পুনরুজ্জীবিত**—ণ. পুনর্বার জীবন বা সক্রিয়তা প্রাপ্ত। বি. **পুনরুজ্জীবন**—পুনর্বার জীবন বা সক্রিয়তা লাভ, revival। **পুনরুত্থান**—বি. আবার উঠা; পুনর্বার শক্তিলাভ (জাতির পুনরুত্থান); (খ্রীষ্ট-ধর্মে) মৃত্যুর পর কবর হইতে উত্থান, resurrection. **পুনরুৎপত্তি**—পুনর্বার উদ্ভব; পুনর্জন্ম। **পুনরুদ্দীপন**—নূতন করিয়া জ্বালানো বা উৎসাহ সঞ্চার। ণ. **পুনরুদ্দীপিত, পুনরুদ্দীপ্ত**। **পুনরুদ্ভব**—পুনর্বার জীবন লাভ, পুনর্জন্ম। ণ. **পুনরুদ্ভূত**। **পুনরুল্লিখিত**—ণ. পুনর্বার কথিত। বি. **পুনরুল্লেখ**। **পুনর্জন্ম**—মৃত্যুর পর পুনরায় জন্মগ্রহণ; পুনরুজ্জীবন। **পুনর্জীবন**—মৃত্যুর পর পুনরায় জীবন লাভ, নূতন জীবন। **পুনর্নব**—ণ. পুনরায় যাহা নব জন্ম লাভ করে; বি. নখ। **পুনর্নবা**—শাক-বিশেষ, পুন্রে শাক। **পুনর্বসতি**—একস্থান হইতে অন্য-স্থানে বাস। **পুনর্বসু**—নক্ষত্র-বিশেষ (ইহাতে জন্ম হইলে জাতক নাকি প্রতাপবান্ ও শাস্ত্রে যত্নশীল হয় ও তাহার বহু মিত্র লাভ হয়); বিষ্ণু; শিব; কাত্যায়ন মুনি; তিলক। **পুনর্বার**—ক্রি. ণ. আবার, পুনরায়, ফের। **পুনর্বাসন**—নূতন স্থানে প্রতিষ্ঠিত করণ, rehabilitation. **পুনর্বিচার**—পুনরায় নূতন করিয়া বিচার, revision, review। **পুনর্বিবাহ**—গর্ভাধান সংস্কার; বিবাহিতের বিবাহ অথবা বিধবা-বিবাহ (পদ্যে: **পুনর্বিয়া**)। **পুনর্ভব**—ণ. পুনরায় জাত; বি. যাহা পুনরায় জন্মে, নখ; পুনর্জন্ম। **পুনর্ভবী** (-বিন্)—আত্মা। **পুনর্ভূ**—অন্য-পূর্বা নারী; বিধবা হওয়ার পরে যাহার পুনর্বিবাহ হয় (পৌনর্ভব—পুনর্ভূ'র পুত্র)। **পুনর্মিলন**—বিচ্ছেদ বা বিবাহের পর মিলন। **পুনর্মূষিক-ভব**—পূর্বের হীন অবস্থায় পুনর্বায় ফিরিয়া যাও (এক মুনি এক মূষিককে ব্যাঘ্র করিয়া পরে তাহার দোষে তাহাকে এই কথা বলিয়া আবার মূষিকে পরিণত করেন)। **পুনর্যাত্রা**—প্রত্যাবর্তন, পুনর্বার গমনারম্ভ; উল্টা রথ। **পুনকি, পুনকে**—শাক-বিশেষ; ণ. পুঁচকে। (**পুনকে শত্রু**—সাধারণতঃ উপেক্ষা করা হয় এমন শত্রু, ক্ষুদ্র কিন্তু তুচ্ছ নয় এমন শত্রু)। **পুনশ্চ**—অব্য. আবারও, পুনরপি। (চিঠির শেষে আবার নূতন কিছু লিখিতে হইলে পুনশ্চ বা পুঃ দিয়া আরম্ভ করিতে হয়)।

পুনহু—অব্য. পুনঃ ('হারাণো রতন পুনহু মিলল' —চণ্ডীদাস)। (কাব্যে)।

পুন্নাগ—বি. নাগকেশর জাতীয় পুষ্পবৃক্ষ-বিশেষ; শ্রেষ্ঠ পুরুষ; শ্বেতহস্তী; শ্বেতোৎপল। [সং.]

পুন্নাম নরক—পুৎ-নামক নরক (অপুত্রক ব্যক্তি এই নরকে যায়)।

পুব, পুব—বি. পূর্ব দিক (পুবের সূর্য পশ্চিমে উঠবে); ণ. পূর্ব দিকের (পুব সাগর)। **পুব-দুয়ারী**—ণ. যে ঘরের মুখ পুবের দিকে। ণ. **পুবালী, পুবে, পু-**—পূর্বদিকের ('বসিছে পুবালী বায়'—নজরুল; 'পুবে হাওয়া গৃহহারা' —রবি)।

পুর, পুর—বি. ছাঁই, পিঠা ইত্যাদিতে ভরিবার জিনিস (ডালের, আলুর, নারিকেলের পুর)।

পুর—(যাহা দ্রব্য ও লোকাদি পূর্ণ, যেখানে হাট আছে); বি. নগর (পুর-পরিখা); গৃহ (অন্তঃপুর); অন্তঃপুর (পুরস্ত্রী); দেহ; ত্রিপুর নামক দৈত্য। [পুর্+অ]। **পুর-ঞ্জয়, পুরজিৎ**—ত্রিপুরজয়ী, শিব। **পুর-দেবতা**—নগরের অথবা গৃহের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। **পুরদ্বার**—নগরের বা গৃহের প্রবেশ-দ্বার। **পুরনারী**—গৃহধর্মপরায়ণা নারী, ঘরের বউ (বিপরীত—বারনারী বা বারাঙ্গনা)। **পুর-ন্দর**—[পুর (অসুরপুর)+দৃ (দীর্ণ করা)+অ] ইন্দ্র; ত্রিপুরারি, শিব; বিষ্ণু; সিঁধেল চোর। **পুরন্ধ্রি, পুরন্ধ্রী**—গৃহকর্ত্রী; পুরনারী। **পুরপাল**—নগরপাল। **পুরবাসী**(-সিন্)—নগরবাসী; গৃহস্থ। **পুরলক্ষ্মী**—গৃহলক্ষ্মী, পুরস্ত্রী। **পুরসংস্কার**—দুর্গসংস্কার। **পুরস্ত্রী**—পুর-নারী। **পুরহর**—বি. ত্রিপুর দৈত্যবিনাশক শিব ('মরি কিবা মুরহর পুরহর এক দেহে')।

পুরঃসর—ণ. অগ্রবর্তী; পূর্বক (সম্মানপুরঃসর নিবেদন)। [বিশেষ।

পুরকাইৎ, পুরকায়স্থ(থ)—পুররক্ষক; উপাধি-

পুরতঃ (-তস্)—অব্য. আগে, সামনে। [সং.]।

পুরন্ত—ণ. পরিপূর্ণ, ভরপুর। [পূজা-বিশেষ।

পুরশ্চরণ—বি. অভীষ্ট লাভের জন্য তান্ত্রিক

পুরস্কার—পারিতোষিক; অভ্যর্থনা; সম্মান; ণ. **পুরস্কৃত**—সম্মানিত, পুরস্কারপ্রাপ্ত। **পুর-স্ক্রিয়া**—সম্পূজন।

পুরা—অব্য. পূর্বে, সেকালে। **পুরাকথা**—সেকালের কথা; প্রাচীন কাহিনী। **পুরাকৃত**—ণ. পূর্বজন্মে কৃত; পূর্বেকার। **পুরাগত**—ণ. পূর্বকাল হইতে আগত। **পুরাতত্ত্ব,-বৃত্ত**—প্রাচীন ইতিহাস, archaeology; পুরাণ-কথা। **পুরাবিৎ**—পুরাবৃত্তবিৎ; পুরাণজ্ঞ। **পুরাদ্রব্যাগার**—জাদুঘর, museum.

পুরা, পূরা, পুরো—[পূর্ণ] ণ. পরিপূর্ণ, আস্ত, অখণ্ড (পুরা একঘণ্টা; পুরা একটা কাঁঠাল)। **পুরাদস্তর**—ণ. সম্পূর্ণরূপে, যথাযথ, একেবারে ঠিকঠিক (পুরাদস্তর সাহেব)। **পুরোপুরি**—ণ., ক্রি. ণ. সম্পূর্ণভাবে।

পুরাঙ্গনা—পুরনারী, ঘরের বউ। [পুর+অঙ্গনা]

পুরাণ—বি. কোনও দেশের বা জাতির অতি প্রাচীন কাহিনী (হিন্দু পুরাণ; ইহুদী পুরাণ; গ্রীক পুরাণ); ণ. অনাদি (পুরাণ পুরুষ)। **মহাপুরাণ**—বিষ্ণুপুরাণ, ভাগবত পুরাণ প্রভৃতি হিন্দুর অষ্টাদশ পুরাণ। **উপপুরাণ**—অপ্রধান পুরাণ গ্রন্থ)। **পুরাণকর্তা** (-র্তৃ), **-কার**—পুরাণের আদি লেখক। **পুরাণ-পুরুষ**—অনাদি পুরুষ, পরব্রহ্ম। **পুরাণ-প্রসিদ্ধি**—পুরাণে উল্লেখ; অতি প্রাচীন খ্যাতি।

পুরাতন—ণ. প্রাচীন, বহুদিনের (পুরাতন ঘৃত; পুরাতন বন্ধুত্ব); বৃদ্ধ (পুরাতন লোক); সেকেলে (পুরাতন চালচলন); অভিজ্ঞ।

পুরাধ্যক্ষ—নগরপাল। [পুর+অধ্যক্ষ]

পুরান,-নো—ণ. পুরাতন (সকল অর্থে)। **পুরানো চাল ভাতে বাড়ে**—অভিজ্ঞতার ফলে অনেক গুণ জন্মে। **পুরানো পাপী**—যে বহুকাল ধরিয়া বহু পাপ বা অপরাধ করিয়াছে।

পুরানো—ক্রি. পূর্ণ করা ('পুরাইব আশ')।

পুরি—পুরভরা খাবার (ডালপুরি); [হি.] আটার লুচি।

পুরিয়া—[সং. পুটিকা] বি. ঔষধাদিপূর্ণ কাগজের মোড়ক; সন্ধ্যাকালে গেয় রাগিণী বিশেষ।

পুরী—[সং.] বি. উড়িষ্যার তীর্থক্ষেত্র, জগন্নাথধাম, শ্রীক্ষেত্র; সন্ন্যাসীদিগের উপাধি-বিশেষ (তোতা পুরী); ভবন (ইন্দ্রপুরী); নগর (সুরপুরী); [হি.] আটার লুচি; [বাং.]। পুরি (দ্রঃ)।

পুরীষ—বি. বিষ্ঠা, মল। [পৃ+ঈষ]। **পুরীষ নিগ্রহণ**—মলস্তম্ভন। **পুরীষাধার**—দেহস্থ মলভাণ্ড। **পুরীষোৎসর্গ**—মলত্যাগ।

পুরু—[পৃ+উ] ণ. প্রচুর (পুরুভুজ); মোটা, বেধযুক্ত (পুরু তক্তা; পুরু কাপড়; পুরু বিছানা); স্তর বা ভাঁজ-বিশিষ্ট (সাতপুরু গদি)। **কলিজা পুরু**—ণ. উদার, অকৃপণ।

পুরু—ণ. পৌরাণিক চন্দ্রবংশীয় যযাতি-পুত্র নৃপতি-বিশেষ; আলেকজাণ্ডারের প্রতিদ্বন্দ্বী ভারতীয় নৃপতি, Porus; দৈত্য-বিশেষ।

পুরুখ—পুরুষ। (প্রাচীন কাব্যে)।

পুরুৎ,-ত—বি. পুরোহিত। (কথ্যভাষা)।

পুরুভুজ—বি. বহুপদ কীট-বিশেষ। [স্ত্রী.]

পুরূরবা—পুরূরবা দ্রঃ।

পুরুষ—[পৃ (পালন করা)+উষন্—যে পালন করে] বি. নর, মনুষ্য (বীরপুরুষ): সাংখ্যোক্ত জগৎকারণ বিশেষ, অব্যক্ত (পুরুষ প্রকৃতি); জীবাত্মা (প্রাণ-পুরুষ); পরমাত্মা, ব্রহ্ম, ঈশ্বর (পুরুষসূক্ত); (ব্যাকরণে) আমি তুমি সে ইত্যাদির ভেদ, person (প্রথম মধ্যম উত্তম পুরুষ); কর্মচারী (রাজপুরুষ); স্বামী, ভর্তা; বংশের পর্যায়, generation (পূর্ব পুরুষ; সপ্তম পুরুষ); ণ মদ্দা, পুংজাতীয় (পুরুষ মানুষ)। (সংস্কৃতে কচিৎ 'পূরুষ' বানানও দেখা যায়)। **পুরুষক**—ঘোড়ার সামনের দুই পা তুলিয়া মানুষের মত দাঁড়ানো। **পুরুষকার**—উদ্যম, পৌরুষ, দৈবের উপর নির্ভর না করিয়া আত্মশক্তি প্রয়োগ (বিপরীত—দৈব-নির্ভরতা)। **পুরুষকেশরী, -পুঙ্গব, -ব্যাঘ্র, -শার্দূল, -সিংহ**—পুরুষশ্রেষ্ঠ। **পুরুষত্ব**—পৌরুষ, বীর্যবত্তা; রতিশক্তি, অক্লীবত্ব, virility; (বাং.) শিশ্ন, পুংচিহ্ন (**পুরুষত্ব-হানি**—impotence)। **পুরুষ-পরম্পরা**—বংশানুক্রম। **পুরুষ-প্রকৃতি**—সাংখ্যদর্শনে উক্ত জগৎ-কারণ সত্তাদ্বয়, অব্যক্ত ও ব্যক্ত; পুরুষ ও স্ত্রী; ণ. মদ্দাস্বভাব-বিশিষ্ট। **পুরুষ-ব্যবহার**—পুরুষসঙ্গ। **পুরুষ-রতন, পুরুষর্ষভ**—শ্রেষ্ঠ পুরুষ। [পুরুষ-রত্ন; পুরুষ+ঋষভ]। **পুরুষ-সূক্ত**—পরব্রহ্মবিষয়ক বৈদিক স্তোত্র-বিশেষ। **পুরুষাঙ্গ**—শিশ্ন। **পুরুষাদ**—নরখাদক, cannibal. **পুরুষাদ্য**—আদি পুরুষ, বিষ্ণু; জৈনদিগের জিন-বিশেষ। **পুরুষানুক্রম**—বংশ-পরম্পরা। **পুরুষায়ুষ**—পুরুষের জীবিতকাল, শতবর্ষ। **পুরুষার্থ**—মানুষের কাম্যবস্তু—ধর্ম অর্থ কাম ও মোক্ষ। **পুরুষালি**—বি. (নারীর) পুরুষবৎ হাবভাব বা আচরণ। **পুরুষালী**—ণ. পুরুষের ন্যায়। [পুরুষ+বাং. আলি,-লী]। **পুরুষোত্তম**—

প. নরশ্রেষ্ঠ ; বি. বিষ্ণু ; পুরীর জগন্নাথবিগ্রহ ; জগন্নাথ-ক্ষেত্র, পুরী।

পুরুষ্টু—পুষ্ট-শব্দের কথ্য রূপ (পুরুষ্টু পাঁঠা)।

পুরূরবাঃ (-বস্)—বি. পৌরাণিক রাজা-বিশেষ (পুরূরবা ও উর্বশীর কাহিনী)।

পুরূবসু—প. বহুধনসম্পন্ন। [সং]।

পুরোগ, পুরোগম, পুরোগামী (-মিন্)—প. অগ্রগামী, প্রধান। **পুরোগত**—প. অগ্রবর্তী। **পুরোজন্মা** (-ন্মন্)—প. অগ্রজ।

পুরোডাশ, পুরোডাশ্—বি. যজ্ঞে ব্যবহৃত পিষ্টক-বিশেষ ; যবের রুটি ; যজ্ঞীয় ঘৃত ; যজ্ঞে ব্যবহৃত পশুমাংস। [সং.]।

পুরোধাঃ (-ধস্)—[পুরস্ (অগ্রে)—ধা+ অস্—যাহাকে অগ্রে স্থাপন করা হয়] বি. পুরোহিত ; সভাদির প্রধান পুরুষ। **পুরোবর্তী** (-র্তিন্)—সম্মুখবর্তী। **পুরোবাত**—অনুকূল বায়ু।

পুরোভাগ–পূর্বভাগ, সম্মুখ (পুরোভাগে অবস্থিত)। **পুরোভাগী** (-গিন্)—যে গুণ ত্যাগ করিয়া শুধু দোষ গ্রহণ করে। **পুরোভূমি**—বি. সামনের জমি ; ছবির বা দৃশ্যের বা মঞ্চের সামনের অংশ, foreground। (বিপ. পশ্চাদ্‌ভূমি)। **পুরোযায়ী** (-য়িন্)—প. অগ্রগামী ; পথিকৃৎ।

পুরোহিত—বি. ঋত্বিক্, শ্রাদ্ধযজ্ঞাদির ভারপ্রাপ্ত ব্রাহ্মণ। [পুরস্-ধা+ক্ত]।

পুল—[ফা.] বি. পোল, সাঁকো, সেতু।

পুলক—[পুল্ (উন্নত হওয়া)+অ+ক] বি. শরীরের রোম খাড়া হইয়া উঠা, রোমাঞ্চ ; (বাং.) হর্ষ, আনন্দ। **পুলক-কণ্টকিত**—রোমাঞ্চযুক্ত। **পুলক-বেদনা**—একই সঙ্গে পুলক ও বেদনা অথবা পুলকের আতিশয্যহেতু বেদনা। **পুলকোচ্ছ্বাস**—হর্ষোচ্ছ্বাস। **পুলকিত**—প. রোমাঞ্চিত ; (বাং) হৃষ্ট। [পুলক+ইতচ্]। **পুলকী** (-কিন্)—প. পুলকযুক্ত ; বি. কদম্ববৃক্ষ-বিশেষ।

পুলটিস—[ইং. poultice] বি. তিসি প্রভৃতির গরম প্রলেপ (ফোঁড়া পাকাইবার জন্য)।

পুলবন্দি—পুল নির্মাণ। **পুলসিরাত**—মুসলমান ধর্মমতানুসারে কেয়ামতের (শেষ বিচারের) দিন সমস্ত মানুষকে যে তীক্ষ্ণধার পুল পার হইতে হইবে, কেবল পুণ্যবানেরাই পার হইতে পারিবে।

পুলস্তি—বিনুনিবিহীন লম্বিত কেশ।

পুলস্তি, পুলস্ত্য—সপ্তর্ষির অন্যতম।

পুলহ—সপ্তর্ষির অন্যতম।

পুলি-পোলাও—বি. দ্বীপান্তর (পুলি-পোলাও পাঠানো)। [Pulo-penang নামক স্থানে নির্বাসন দণ্ড দানের প্রথা হইতে]।

পুলি,-লী—[সং. পুলিকা] বি. (সাধারণতঃ পুর দেওয়া) পিঠা-বিশেষ (জামাইপুলি, দুধপুলি, ক্ষীর-পুলি, চন্দ্রপুলি)। **ভাজাপুলি**—যে পুলি ভাজিয়া খাওয়া হয়। **রসপুলি**—যে পুলি দুধে ফুটাইয়া খাওয়া হয়।

পুলিন—[পুল্+ইন] বি. সৈকত, তীর, তট ; চড়া (যমুনা-পুলিনে)। **পুলিনবিহারী**(-রিন্) —(যমুনাতীরে বিহার করিতেন যিনি) শ্রীকৃষ্ণ।

পুলিন্দ—বি. ম্লেচ্ছ জাতি-বিশেষ; তাহাদের দেশ। [সং.]

পুলিন্দা—বি. মোট, গাঁঠরি, পুঁটুলি। [বাং.]

পুলিশ,-স—[ইং. police] বি. শান্তিরক্ষায় নিযুক্ত সরকারী বিভাগ-বিশেষ, আরক্ষা ; প্রহরায় নিযুক্ত পুলিশ-কর্মচারী, সিপাই, পাহারাওয়ালা, আরক্ষিক (রাস্তায় কোনও পুলিশ ছিল না)। **পুলিশ কনেষ্টবল**--পুলিশের নিম্নকর্মচারী-বিশেষ। **পুলিশ-কমিশনার**—রাজ্যের প্রধান সহরের প্রধান-পুলিশ কর্মচারী, নগরপাল, কোতোয়াল। **পুলিশ-কেস**—যে ঘটনায় পুলিশের হস্তক্ষেপ প্রয়োজনীয়। **পুলিশডায়রী**—পুলিশের রোজ-নামচা, যাহাতে অভিযোগাদি লিপিবদ্ধ হয়। **পুলিশ ষ্টেশন**—থানা।

পুলে—ছেলে-র সহচর শব্দ (পিলে দ্রঃ)। (কথ্য)।

পুলোমা (-মন্)—বি. দানব-বিশেষ, ইন্দ্রপত্নী শচীর পিতা। **পুলোমজা**—পুলোমার, কন্যা, শচী। **পুলোমারি, পুলোমজিৎ**—ইন্দ্র।

পুষ্কর—বি. আজমীরের কাছে হ্রদ ও তীর্থ-বিশেষ, সাবিত্রী তীর্থ ; পদ্ম ; জল ; আকাশ ; পর্বত-বিশেষ ; মেঘ-বিশেষ ; হাতীর শুঁড়ের অগ্রভাগ। **পুষ্কর-লোচন**—কমললোচন। [বাং.]।

পুষ্করা—বি. প্রেতযোনি বিশেষ (—পাওয়া, লাগা)।

পুষ্করিণী—বি. পুষ্কর-স্থান, পুকুর, কৃত্রিম জলাশয়-বিশেষ ; হস্তিনী ; পদ্মসমূহ। **পুষ্করী** (-রিন্)—হস্তী। **পুষ্কর্ণী**—পুকুর (পুষ্করিণীর কথ্য রূপ)।

পুষ্ট—[পুষ্+ক্ত] প. বৃদ্ধিপ্রাপ্ত ; পরিণত ; পক্ব ; প্রতিপালিত ; নধর, নিটোল (হৃষ্টপুষ্ট ; সুপুষ্ট)।

পুষ্টি—[পুষ্+ক্তি] বি. বৃদ্ধি ; পরিণতি ; পোষণ, nourishment, nutrition ; পালন ; পরিপুষ্ট-

ভাব, নশ্বরভাব ; বিকাশ (পুষ্টি সাধন)। **পুষ্টি-কর,-জনক,-সাধক**—ণ. যাহা পুষ্ট করে, পোষ্টাই। **পুষ্টিকা**—ঝিনুক। **পুষ্টিকান্ত**—গণেশ। **পুষ্টিকাম**—ণ. সমৃদ্ধিকামী।

পুষ্প—[পুষ্প্ (বিকশিত হওয়া) + অ) বি. ফুল ; স্ত্রীরজঃ ; পুষ্পক রথ ; নেত্ররোগ-বিশেষ। **পুষ্পক**—যথাক্রমে কুবের রাবণ ও রামের আকাশ-গামী রথবিশেষ। **পুষ্পকাল**—বসন্ত কাল ; স্ত্রীঋতুর কাল। **পুষ্পকাসীস**—হীরাকস। **পুষ্পকীট**—ভ্রমর ; পুষ্পের কীট। **পুষ্প-কেতন,-কেতু**—[বহুব্রী.] কন্দর্প। **পুষ্প-ঘাতক**—(পুষ্প মৃত্যুর কারণ যার) বাঁশ। **পুষ্পচন্দন**—ফুল ও চন্দন। **পুষ্পচাপ**—পুষ্পধনু (উভয় অর্থে)। **পুষ্পজ**—পুষ্প-মধু। **পুষ্পজীবী**(-বিন্)—ফুলের ব্যবসায়ী। **পুষ্পদাম**—ফুলের মালা; ছন্দো-বিশেষ। **পুষ্প-দ্রব**—পুষ্পমধু। **পুষ্পধনু**—[বহুব্রী.] কন্দর্প ; [কর্মধা] কন্দর্পের ফুলধনু। **পুষ্পধন্বা**(-বন্)—[বহুব্রী. ধনু স্থলে ধন্বন্] কন্দর্প। **পুষ্পধ্বজ**—[বহুব্রী.] কন্দর্প, পুষ্পকেতন। **পুষ্পনির্যাস,-সার**—মকরন্দ, ফুলের মধু, এসেন্স। **পুষ্প-পত্র**—ফুলের পাপ্‌ড়ি। **পুষ্পপত্রী** (-ত্রিন্)—(পুষ্প বাণ যাঁহার) কামদেব। **পুষ্পপাত্র**—(পূজার) ফুল রাখিবার থালা। **পুষ্পবতী**—ণ. ঋতুমতী। **পুষ্পবাটিকা**—ফুলের বাগান। **পুষ্পবাণ**—[বহুব্রী.] কন্দর্প ; [কর্মধা] ফুলবাণ। **পুষ্পবৃষ্টি**—উপর হইতে ফুল ফেলা। **পুষ্প-ভূষণ**—ফুলের গহনা। **পুষ্পমঞ্জরী**—ফুলভরা শিষ, বহু পুষ্পযুক্ত বৃন্ত। **পুষ্পমাস**—বসন্তকাল। **পুষ্পরজঃ**—পরাগ, ফুলরেণু। **পুষ্পরথ**—পুষ্পসজ্জিত রথ ; পুষ্পক। **পুষ্পরস**—ফুলের মধু। **পুষ্পরাগ**—পোখরাজ। **পুষ্পরেণু**—পরাগ। **পুষ্পলিহ**—মৌমাছি। **পুষ্পশায়ক**—পুষ্পবাণ। **পুষ্পহীনা**—নিবৃত্ত-রজস্কা বা বন্ধ্যা স্ত্রী। **পুষ্পাগম**—বসন্তকাল। **পুষ্পাজীব**—মালী ; পুষ্পব্যবসায়ী। **পুষ্পা-ঞ্জলি**—এক আঁজলা ফুল। **পুষ্পাভরণা**—ণ. ফুলের সাজে সজ্জিতা। **পুষ্পায়ুধ**—মদন। **পুষ্পাসব**—ফুলের মধু। **পুষ্পাস্ত্র**—কন্দর্প। **পুষ্পিকা**—বি. প্রাচীন গ্রন্থে অধ্যায়শেষে বা গ্রন্থ-শেষে সারোল্লেখ বা লেখকের পরিচয়যুক্ত শ্লোক, colophon. **পুষ্পিত**—ণ. কুসুমিত, সঞ্জাত-পুষ্প (পুষ্পিত তরু)। **পুষ্পিতা**—রজস্বলা। **পুষ্পেষু**—কামদেব। [পুষ্প ইষু (বাণ) যাহার বহুব্রী.]। **পুষ্পোৎসব**—স্ত্রীলোকের প্রথম রজোদর্শনে উৎসব-বিশেষ ; ফুল ফোটার উৎসব। **পুষ্পোদ্গম**—ফুল ফোটা। **পুষ্পোদ্যান**—ফুল-বাগান।

পুষ্য—বি. অষ্টম নক্ষত্র ; পৌষমাস। **পুষ্যরথ**—ভ্রমণ বা উৎসবাদি দর্শনার্থ রথ। **পুষ্যস্নান**—পৌষমাসের যোগ-বিশেষে স্নান ; সেই যোগে সিংহাসনে অভিষেক। **পুষ্যা**—পুষ্য নক্ষত্র।

পুষ্যি—[সং. পোষ্য] ণ., বি. পোষ্য ; পোষণীয় পরিবারবর্গ (পুষ্যি অনেক)। **পুষ্যি এঁড়ে**—পোষ্যপুত্র (বিদ্রূপে)। **পুষ্যিপুত্তুর**—পোষ্যপুত্র (অনেক সময় বিদ্রূপে ব্যবহৃত হয়)। **কুপুষ্যি**—যাহাদের ভরণপোষণ অনর্থক।

পুশিদা, পুষিদা, পো-—[ফা. পুশিদা] ণ. গোপন, অপ্রকাশ্য। **পর্দাপুশিদা**—বি. গোপনতা ; পর্দানশীনতা।

পুস্ত—[ফা. পুশ্‌ত্] বি. বংশপর্যায়, পুরুষ, generation (পুস্ত-ব-পুস্ত—বংশানুক্রমে) ; লেপন ; চিত্রাঙ্কন (পুস্তকর্ম) ; পুস্তক, পুঁথি।

পুস্তক—বি. গ্রন্থ ; খাতা বা নথি। [সং.]। **পুস্তকগত** বা **পুস্তকস্থ বিদ্যা**—পুঁথিগত বিদ্যা (দ্রঃ)। **পুস্তকাগার**—গ্রন্থাগার, লাইব্রেরী। **পুস্তকালয়**—বইয়ের দোকান।

পুস্তা—[ফা. পুশ্‌তা] বি. সহায় ; অবলম্বন, ঠেস ; পোস্তা ; পুস্তকের পিঠে আড়ভাবে যে মোটা সুতা রাখা হয় (**পুস্তানী কাগজ**—বই ও বইয়ের মলাটের মধ্যে সংযোগ-স্থাপক মোটা কাগজ)। **পুস্তান**—সাহায্যকারী।

পুস্তী, পুস্তিকা—ক্ষুদ্র পুস্তক, booklet.

পূগ—বি. সুপারি গাছ ও তাহার ফল, গুবাক, গুয়া ; পুঞ্জ, রাশি, সমূহ ; নিগম, guild. [সং]। **পূগকৃত**—স্তূপাকারে রক্ষিত। **পূগপাত্র**—পিক্‌দান। **পূগফল**—সুপারি।

পূজক—ণ.,বি. যে পূজা করে, উপাসক, আরাধক, স্তাবক। [পূজ্ + অক]। **পূজন**—পূজা করা ; সম্মান করা ; সৎকার করা। **পূজনীয়**—ণ. পূজার যোগ্য ; পরম শ্রদ্ধেয়। **পূজয়িতা** (-তৃ)—পূজক। স্ত্রী. **পূজয়িত্রী**। **পূজা**—ক্রি. পূজা করা (পূজিনু, পূজিব, পূজে)। (পদ্যে)। **পূজা**—বি. যথাবিহিত উপচারে দেবতার অর্চনা ;

সংকার (অতিথিপূজা); শ্রদ্ধা নিবেদন (জাতির অন্তরের পূজা); দুর্গা পূজা (পূজার ছুটি)। (কথ্য: **পুজো**)। **পূজা-অর্চনা**—পূজা (কথ্য: পুজো-আচ্চা)। **পূজা-আহ্নিক**—দেবতাকে পূজা নিবেদন ও মন্ত্র-জপাদি দৈনন্দিন পারমার্থিক কর্ম। **পূজাপার্বণ**—পূজা ও উৎসবাদি। **পূজার দালান**—যে দালানে প্রতিমা স্থাপন করিয়া পূজা করা হয়। **পূজার বন্ধ**—শারদীয় পূজা উপলক্ষে দীর্ঘ ছুটি। **পূজারী**—পূজক, দেবতার সেবাইত (পূজারী ব্রাহ্মণ)। (কথ্য: **পুজুরী**)। [পূজা+বাং. আরী]। **পূজার্হ**—ণ. শ্রদ্ধার্হ। **পূজিত**—ণ. যাহাকে পূজা করা হইয়াছে; সম্মানিত; সমাদৃত। **পূজিতব্য**—পূজ্য। **পূজ্যপূজাব্যতিক্রম**—পূজনীয়কে শ্রদ্ধা প্রদর্শন না করারূপ গর্হিত কর্ম। **পূজ্যমান**—ণ. যাহাকে পূজা করা হইতেছে।

পূট—বি. সোনা গালাইবার মুছি।

পূত—[পূ+ক্ত] ণ. পবিত্র, পরিষ্কৃত, বিশুদ্ধ, নিষ্কলুষ (পূত-চরিত্র)। **পূতক্রতু**—ইন্দ্র। **পূতগন্ধ**—বাবুই তুলসী। **পূতদ্রু**—পলাশ বৃক্ষ। **পূতধান্য**—তিল। **পূততৃণ**—শ্বেতকুশ। **পূত ফল**—কাঁঠাল। **পূতা**—পবিত্রা, দূর্বা। **পূতাত্মা** (-ত্মন্)—পবিত্র আত্মা; ণ. শুদ্ধচিত্ত।

পূতনা—বি. শিশু কৃষ্ণ কর্তৃক নিহত রাক্ষসী বিশেষ; শিশুরোগবিশেষ, পেঁচোয় পাওয়া। **পূতনারি, পূতনাসূদন, পূতনাহা** (-হন্)—কৃষ্ণ।

পূতি—ণ. দুর্গন্ধ, দুর্গন্ধ-বিশিষ্ট। (বিপ. সুরভি)। [পূয়্+ক্তি]। **পূতিক**—বিষ্ঠা। **পূতিকর্ণ**—কানে পুঁজ হওয়া রোগ। **পূতিকা**—পুঁইশাক। **পূতিকীট**—গান্ধি পোকা। **পূতিগন্ধ**—পচা-গন্ধ, কুৎসিত গন্ধ। **পূতিতুণ্ড,-বক্ত্র**—দুর্গন্ধ-যুক্ত মুখ। **পূতিনস্য**—নাসিকা রোগবিশেষ; ইহাতে নাকে গন্ধ হয়। **পূতিনিরসন ক্রিয়া**—মৃতদেহ পচন হইতে রক্ষার উপায়, embalming। **পূতিবাত**—অধোবায়ু; বেলগাছ। **পূতিমৃত্তিকা,-গর্ত**—নরক-বিশেষ।

পূপ—বি. রুটি, পিষ্টক। [পূ+পক্] **পূপলা**—ঘৃতপক্ব পিষ্টক-বিশেষ। **পূপাষ্টকা**—অগ্রহায়ণ মাসে পিষ্টকদ্বারা শ্রাদ্ধবিশেষ।

পূব; পূবালী; পূবে—পুব দ্রঃ।

পূয়(য)—বি. পুঁজ। [সং.]। **পূয়রক্ত**—নাক দিয়া রক্ত পড়া রোগ বিশেষ। **পূয়ারি**—নিম গাছ।

পূর—[সং.] বি. জলরাশি; প্রবাহ; জলোচ্ছ্বাস; পূরণ; খাদ্যবিশেষ, পুরিকা; [বাং.] যাহা পুরিয়া দেওয়া হয়, পুর, ছাঁই।

পূরক—[পূর্+অক] ণ. পূর্ণকারী (বাসনাপূরক); বি. গুণক, multiplier; অপরটির সহিত যোগে সমকোণ পূর্ণ করে এমন কোণ, complement (৩০ ডিগ্রী কোণের পূরক ৬০ ডিগ্রী কোণ); প্রাণায়ামের অঙ্গস্বরূপ প্রশ্বাস গ্রহণ প্রক্রিয়া (পূরক কুম্ভক রেচক)। **পূরকপিণ্ড**—মৃতাশৌচকালে দেয় দশপিণ্ড।

পূরণ—বি. পালন, রক্ষণ (প্রতিজ্ঞাপূরণ); সমাধান (সমস্যা পূরণ); সম্পূর্ণ করা (পাদপূরণ); মিটানো (ক্ষতিপূরণ); ভরা, পূর্ণ করা (উদর পূরণ); গুণন, multiplication; পড়েন, warp; সেতু, সমুদ্র।

পূরন্ত, পুরন্ত—ণ. পূর্ণ; নধর (-গড়ন)। [বাং.]

পূরব—ণ পূর্ব ('পূরব মেঘ মুখে পড়েছে রবি-রেখা'—রবি। কাব্যে); ক্রি. পূর্ণ হইবে। (ব্রজবুলি)।

পূরবী—বি. সন্ধ্যার অব্যবহিত পূর্বে গেয় রাগিণী বিশেষ ('পূরবীতে ধরি তান'—রবি)।

পূরয়িতা (-তৃ)—যে পূর্ণ করে। [সং.]

পূরয়ে—পূর্ণ করে (কাব্যে)।

পূরা—ণ পরিপূর্ণ, সম্পূর্ণ (পূরা সম্পত্তির মালিক); পূর্ণাঙ্গতা প্রাপ্ত (পূরা জোয়ান)। (কথ্য: পুরো)। **পূরাপোয়াতী**—আসন্নপ্রসবা। **পূরা-পূরি**—সম্পূর্ণরূপে।

পূরা, পোরা—ক্রি. পূর্ণ হওয়া, সফল হওয়া (কামনা পূরিল); ভিতরে প্রবেশ করানো (তাড়াতাড়ি মুখে পোরা)। **পূরানো, পুরোনো**—পূর্ণ করা, ভরানো (এত খাকতি কে পূরোবে)।

পূরি,-রী—পুরি দ্রঃ। **পূরিকা**—বি. পুরযুক্ত ঘৃতপক্ব আহারীয়, ডালপুরি বা কচুরি। [সং.]

পূরিত—ণ. গুণিত; যাহা ভরা হইয়াছে। [পূর্+ক্ত]

পূর্ণ—ণ. পরিপূর্ণ, ভরাট (পূর্ণ ধনে জনে); সমাপ্ত, শেষ (কাল পূর্ণ হওয়া); কোনও দিক দিয়া কম নয় এমন (পূর্ণ মাত্রা); সফল (কামনা পূর্ণ হইয়াছে); পরিণত (পূর্ণবয়স্ক); সমগ্র, পুরা (পূর্ণ এক বৎসর); পূর্ণতাপ্রাপ্ত, সকল (পূর্ণ চন্দ্র); অখণ্ড (পূর্ণ ব্রহ্ম, বিশ্বাস); যুক্ত (দর্পপূর্ণ উক্তি)। [পূর্+ক্ত]। **পূর্ণককুদ**—নবীন বৃষ। **পূর্ণকাম**

—ণ. যাহার অভীষ্ট সিদ্ধ হইয়াছে। **পূর্ণগর্ভা**—ণ. আসন্ন-প্রসবা। **পূর্ণচন্দ্র**—পূর্ণিমার চাঁদ। **পূর্ণচ্ছেদ**—দাঁড়ি, full stop ; পূর্ণ বিরতি। **পূর্ণতা, পূর্ণত্ব**—পরিপূর্ণতা ; সমগ্রতা ; সফলতা। **পূর্ণ পরিবর্তক**—বহুবার যাহাদের দেহের সম্যক্ পরিবর্তন ঘটে, ডাঁশ মশক মক্ষিকা প্রজাপতি ইত্যাদি। **পূর্ণপাত্র**—পরিপূর্ণ পাত্র ; জলপূর্ণ পাত্র ; ব্রহ্মদক্ষিণারূপ দেয় অধমণ পরিমিত তণ্ডুলাদি ; বহু ভোক্তার যাহাতে পরিতৃপ্তি হইতে পারে এই পরিমাণ অন্নাদি ; পুত্র-জন্মাদি উৎসব সময়ে দেয় পারিতোষিক বস্ত্রাদি। **পূর্ণবয়স্ক**—ণ. পূর্ণ যৌবন প্রাপ্ত, সোমত্ত। **পূর্ণব্রহ্ম**—পূর্ণমহিমাযুক্ত ব্রহ্ম, অখণ্ড ব্রহ্ম। **পূর্ণমা**—পূর্ণিমা তিথি। **পূর্ণমাত্রা**—পুরা পরিমাণ। **পূর্ণমাস**—পূর্ণিমা তিথি ; পূর্ণিমাতে কর্তব্য যজ্ঞবিশেষ। স্ত্রী. **পূর্ণমাসী**—পূর্ণিমা। **পূর্ণযোগ**—বাহুযুদ্ধ-বিশেষ। **পূর্ণসংখ্যা**—পূর্ণরাশি, integer। **পূর্ণহোম**—পূর্ণাহুতি।

পূর্ণা—বি. পঞ্চমী দশমী পূর্ণিমা ও অমাবস্যা তিথি ; ণ. পরিপূর্ণা, সফলা। **পূর্ণাঙ্ক**—পূর্ণরাশি, integer। **পূর্ণানন্দ**—দুঃখ অভাববিহীন আনন্দ ; বিশুদ্ধানন্দ ; পরমেশ্বর। **পূর্ণাবতার**—ভগবানের সকল শক্তিধারী অবতার (যথা—নৃসিংহ রাম ও শ্রীকৃষ্ণ)। (বিপ. অংশাবতার)। **পূর্ণাবয়ব**—[স্ত্রী.] ণ. সকল অঙ্গবিশিষ্ট ; [কর্মধা.] বি. পূর্ণতাপ্রাপ্ত অঙ্গ। **পূর্ণায়ু** (-য়ুস্)—ণ. শতবর্ষজীবী ; দীর্ঘজীবী। **পূর্ণাহুতি**—হোমান্তে হোম দ্রব্যসমূহের আহুতি ; কোনও কর্মের সমাপ্তি-সাধক ক্রিয়া।

পূর্ণিমা—বি. শুক্লপক্ষের পঞ্চদশী তিথি। (গ্রাম্য পুন্নিমা, পুন্নিমে)। [সং]

পূর্ণেন্দু—বি. পূর্ণচন্দ্র। [পূর্ণ+ইন্দু]।

পূর্ণোপমা—বি. অর্থালঙ্কার-বিশেষ (ইহাতে উপমান উপমেয় সাধারণধর্ম ও উপমা-বাচক শব্দ—ন্যায়, যথা, মত, রূপ ইত্যাদি শব্দ স্পষ্ট উল্লিখিত হয়)। [পূর্ণ+উপমা]।

পূর্ত—[পৃ (পূরণ করা)+ক্ত] বি. সাধারণের উপকারার্থ পুষ্করিণী কূপ ইত্যাদি খনন ; পালন, পূরণ ; ণ. আচ্ছাদিত। বি. **পূর্তি**—পূর্ণতা ; পূরণ, চরিতার্থতা (উদর পূর্তি)।

পূর্ব—ণ. আদি, প্রথম (পূর্ব বিবরণ) ; পুরাকালীন ; প্রাচ্য ; ঊর্ধ্ব ; জ্যেষ্ঠ ; অতীত, প্রাক্তন (পূর্বজন্ম) ; বি. সূর্য উদয়ের দিক্, প্রাচী ; অগ্র, সম্মুখ ; অতীতকাল। [পূর্ব্+অ]। **পূর্বক**—পুরঃসর (অন্য শব্দের সহিত যুক্ত হইয়া ব্যবহৃত হয়—শ্রদ্ধাপূর্বক)। **পূর্বকথিত**—পূর্বে যাহা বা যাহার বিষয় বলা হইয়াছে। **পূর্বকর্ম** (-র্মন্)—প্রথম কর্ম। **পূর্বকায়**—নাভি হইতে দেহের ঊর্ধ্বভাগ। **পূর্বকাল**—সেকাল, অতীতকাল। **পূর্বকালিক, পূর্বকালীন**—ণ. প্রাচীন কালের। **পূর্বকৃত**—ণ. আগে অথবা পূর্বজন্মে অনুষ্ঠিত। **পূর্বগামী** (-মিন্)—পূর্ববর্তী ; যাহা আগে বা অতীতকালে বা পূর্ব দিকে যায় বা গিয়াছে। স্ত্রী. **পূর্বগামিনী**। **পূর্বজ**—পূর্বপুরুষ ; জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ; স্ত্রী. **পূর্বজা**। **পূর্বজন্ম** (-ন্মন্)—এই জন্মের পূর্বে যে জন্ম হইয়াছিল। **পূর্বজন্মলব্ধ**—(হিন্দু বৌদ্ধ প্রভৃতি মত অনুসারে) পূর্বজন্মের কর্মের ফলে যাহা লব্ধ হইয়াছিল। **পূর্বজানুকরণ**—পূর্বপুরুষের অনুকরণ বা সাদৃশ্য, atavism। **পূর্বজিন**—জৈনধর্মপ্রবর্তক মুনি-বিশেষ, মঞ্জুঘোষ। **পূর্বজীবন**—পূর্বে অতিবাহিত জীবনধারা, অতীত জীবন ; পূর্বজন্ম **পূর্বজ্ঞান**—ভাবী ঘটনা সম্বন্ধে পূর্ব অবগতি বা চেতনা, anticipation ; অতীতকালে বা পূর্বজন্মে লব্ধ জ্ঞান। **পূর্বতন**—ণ. পূর্বের, আগের। **পূর্ব-দক্ষিণ**—পূর্ব ও দক্ষিণের মধ্যবর্তী কোণ, অগ্নিকোণ। **পূর্বদশা**—আগেকার অবস্থা। **পূর্বদিক্**—যে দিকে সূর্য উঠে। **পূর্বদিক্-পতি**—ইন্দ্র। **পূর্বদৃষ্ট**—ণ. পূর্বে যাহা বা যাহাকে দেখা গিয়াছিল। **পূর্বদৃষ্টি**—দূরদর্শিতা ; ভবিষ্যৎ-দৃষ্টি। **পূর্বদেব**—অসুর। **পূর্বদেশ**—পূর্বদিকের দেশ, প্রাচ্য দেশ। ণ. **পূর্বদেশীয়**। **পূর্বনিপাত**—(সমাসে) প্রথমে বসা। **পূর্বপক্ষ**—তর্কে উপস্থাপিত বিচার্য বিষয় ; প্রশ্ন বা অভিযোগ ; শুক্লপক্ষ। **পূর্বপর্বত**—উদয়াচল। **পূর্বপুরুষ**—বংশের পূর্ববর্তী পুরুষ। **পূর্বফল্গুনী**—সপ্তবিংশতি নক্ষত্রের একাদশ নক্ষত্র। **পূর্ববঙ্গ**—বঙ্গের পূর্ব ভাগ, পূর্ব পাকিস্তান। **পূর্ববৎ**—অব্য. পূর্বের মত। **পূর্ববর্তী** (-র্তিন্)—ণ. সামনেকার ; আগেকার। স্ত্রী. **পূর্ববর্তিনী**। **পূর্ববাদ**—বাদীর নালিশ। **পূর্ববাদী** (-দিন্)—ফরিয়াদী। **পূর্বভাদ্রপদ, -পদা**—পঞ্চদশ নক্ষত্র। **পূর্বভাব**—পূর্বের

ভাব বা অবস্থা। **পূর্বভাষ**—মুখবন্ধ, foreword। **পূর্বমীমাংসা**—জৈমিনি-কৃত দর্শন শাস্ত্র-বিশেষ। **পূর্বরঙ্গ**—নাটকের প্রস্তাবনা নান্দীপাঠাদি, prologue; নাট্যশালা; শ্রীকৃষ্ণের পূর্বরাগ। **পূর্বরাগ**—নায়ক-নায়িকার প্রথম অনুরাগ। **পূর্বরাত্র**—রাত্রির প্রথম ভাগ। **পূর্বরাত্রি**—যে রাত্রি গত হইয়াছে। **পূর্বরীতি**—আগেকার প্রথা বা ধরণ। **পূর্বরূপ**—পূর্বের ন্যায়; পূর্বের আকৃতি; অর্থালঙ্কার-বিশেষ। **পূর্বলক্ষণ**—প্রথম সূচনা, ভাবী ঘটনার চিহ্ন। **পূর্বসংস্কার**—আগেকার ধারণা; পূর্বজন্মের কর্মের ফলে জাত মনোভাব। **পূর্বাচল**—উদয়াচল, পূর্বাদ্রি। **পূর্বাধিকার**—পূর্বে লব্ধ অধিকার। **পূর্বানুরাগ**—পূর্বরাগ; আগেকার ভালবাসা। **পূর্বাপর**—ণ. আগের ও পরের, আনুপূর্বিক (পূর্বাপর সম্বন্ধ)। **পূর্বাপেক্ষা**—অব্য. আগেকার চেয়ে। **পূর্বাবধি**—অব্য. আগে হইতেই; প্রথম হইতে। **পূর্বাভাষ**—মুখবন্ধ, উপক্রমণিকা। **পূর্বাভাস**—পূর্ব লক্ষণ, ভাবী ঘটনার অস্পষ্ট ইঙ্গিত। **পূর্বাভ্যাস**—অভ্যস্ত রীতি (পূর্বাভ্যাস বশতঃ মুখে আসিয়া পড়িল)। **পূর্বাশা**—পূর্ব দিক্। (আশা = দিক্)। **পূর্বাশ্রম**—সন্ন্যাসীর সন্ন্যাস গ্রহণের আগেকার গৃহস্থ অবস্থা। **পূর্বাষাঢ়া**—বিংশ নক্ষত্র। **পূর্বাহ্ণ**—দিনের প্রথম দশ দণ্ড, সকাল বেলা। **পূর্বাহ্ণিক**—ণ. যাহা পূর্বাহ্ণে করণীয়; পূর্বাহ্ণবিষয়ক। **পূর্বাহ্ণে**—সকাল বেলায়; (বাং) আগে, পূর্বে (পূর্বাহ্ণে জ্ঞাত হওয়া)। **পূর্বিতা**—বি. অগ্রাধিকার, priority; পূর্ববর্তিতা। **পূর্বোক্ত**—ণ. যাহা বা যাহার বিষয়ে আগে বলা হইয়াছে (পূর্বোক্ত ঘটনা)। **পূর্বোত্তর**—পূর্ব ও উত্তরের মধ্যবর্তী কোণ। **পূর্বোদ্ধৃত**—যাহা পূর্বে উদ্ধৃত বা উল্লিখিত হইয়াছে।

পূষা (-ষন্)—[পূষ্+অন—যে পোষণ করে] বি. সূর্য। **পূষাত্মজ**—মেঘ; ইন্দ্র।

পৃক্ত—[পৃচ্ (সম্পৃক্ত হওয়া)+ক্ত] ণ. মিশ্রিত, সিক্ত; সংলগ্ন (রুধিরপৃক্ত; রেণুপৃক্ত) বি. **পৃক্তি**—সংযোগ, মিশ্রণ।

পৃচ্ছা—বি. জিজ্ঞাসা, প্রশ্ন। [প্রচ্ছ্+অ+আপ্]

পৃতনা—বি. প্রাচীন সেনাবিভাগ-বিশেষ (১২১৫ পদাতি, ৭২৯ অশ্ব, ২৪৩ হস্তী ও ২৪৩ রথে এক পৃতনা)। **পৃতনাপতি**—পৃতনার পরিচালক।

পৃথক্—[পৃথ্ (ক্ষেপণ করা)+কক্] ণ. আলাদা, ভিন্ন, অন্য, স্বতন্ত্র। **পৃথক্করণ**—স্বতন্ত্রকরণ, বিয়োজন। ণ. **পৃথক্কৃত**। **পৃথক্ক্ষেত্র**—ণ. যাহারা এক পিতার ঔরসজাত কিন্তু বিভিন্ন মাতার গর্ভজাত। **পৃথক্ত্ব**—বিভিন্নতা, ভেদ। **পৃথক্পিণ্ড**—ণ. যে বা যাহারা সপিণ্ড নহে। **পৃথক্ পৃথক্**—ক্রি. ণ. বিচ্ছিন্নভাবে, ছাড়া ছাড়া। **পৃথকীকরণ**—যাহারা মিলিত ছিল তাহাদের বিচ্ছিন্ন করণ। ণ. **পৃথকীকৃত**। **পৃথগন্ন**—এক পরিবারভুক্ত কিন্তু আহারের আলাদা বন্দোবস্ত যাহাদের। [পৃথক্+অন্ন, ব্রী.]। **পৃথগাত্মতা**—বিভিন্নতাবোধ, ইতর-বিশেষ বিবেচনা; বিরাগ। **পৃথগাত্মা (-ত্মন্)**—ণ. স্বতন্ত্র প্রকৃতির। **পৃথগ্জন**—ইতর লোক, নীচ লোক; ভিন্ন লোক। **পৃথগ্বিধ**—ণ. বিভিন্ন প্রকারের। **পৃথগ্ভাব**—স্বতন্ত্রতা, বিচ্ছিন্নতা।

পৃথা—বি. কুন্তী। [সং.]। **পৃথানন্দন, -সুত**—যুধিষ্ঠির ভীম বা অর্জুন।

পৃথিবী—[প্রথ্ (বিস্তার পাওয়া)+ইব+ঈপ্, যাহা সুবিস্তৃত] বি. অবনী, উর্বী, ক্ষিতি, ক্ষৌণী, ধরণী, ধরা, ধরিত্রী, বসুধা, বসুন্ধরা, বসুমতী, ভূ, ভূমণ্ডল, ভূতল, মহী, মেদিনী। **পৃথিবীপতি, -পাল, -পালক, -ভুক্ (-জ্)**—রাজা, রাজাধিরাজ। **পৃথিবীভৃৎ**—পর্বত। **পৃথিবীরুহ**—বৃক্ষ। **পৃথিবীযশাঃ (-শস্)**—মহাযশাঃ। **পৃথিবীশ্বর**—রাজা।

পৃথু—[প্রথ্+উ] বি. পৌরাণিক রাজা-বিশেষ; ণ. বিস্তৃত, বিশাল, স্থূল (পৃথুগ্রীব; পৃথুনিতম্বা)। **পৃথুক**—শিশু, শাবক। **পৃথুরোমা (-মন্)**—যাহার লোম বা আঁইস দীর্ঘ; মৎস্য। **পৃথুল**—ণ. বিস্তৃত, স্থূল। স্ত্রী. **পৃথুলা**। **পৃথুলাক্ষ**—আয়তনেত্র। স্ত্রী. **পৃথুলাক্ষি**। **পৃথুশ্রবাঃ (-বস্)**—বৃহৎ কর্ণযুক্ত। **পৃথুশেখর**—পর্বত। **পৃথুস্কন্ধ**—শূকর। **পৃথূদর**—ণ. স্থূলোদর; বি. মেষ। [পৃথু+উদর, ব্রী.]

পৃথ্বী—বি. পৃথিবী। [পৃথু+ঈপ্]। **পৃথ্বীজ**—মঙ্গল গ্রহ; মহীরুহ। **পৃথ্বীধর**—পর্বত। **পৃথ্বীপতি, পৃথ্বীশ**—রাজা।

পৃষৎ—বি. জল বা দ্রব বস্তুর বিন্দু; শ্বেত বিন্দুযুক্ত হরিণ (**পৃষতী**—এরূপ বিন্দুযুক্ত হরিণী)। [সং]।

পৃষতাশ্ব, পৃষদশ্ব—মৃগ যাহার বাহন, বায়ু। **পৃষোদর**—যাহার উদরে মণ্ডলাকার চিহ্ন আছে। [পৃষৎ+উদর, ব্রী.]। **পৃষোদ্যান**—ক্ষুদ্র উদ্যান। [পৃষৎ+উদ্যান]।

পৃষ্ট—[প্রচ্ছ্+ক্ত] ণ. জিজ্ঞাসিত।

পৃষ্ঠ—বি. পশ্চাৎভাগ, পিছন দিক্ (সেনাপৃষ্ঠ); বুকের বিপরীত দিক, পিঠ (পৃষ্ঠে নাহি অস্ত্রলেখা—মধু); উপরিভাগ, তল (পর্বতপৃষ্ঠ; ভূপৃষ্ঠ); ধনুকের বংশদণ্ডের উপরিভাগ; বইয়ের পৃষ্ঠা। [পৃষ্+থ]। **পৃষ্ঠগোপ,-গোপ্তা**(-প্তৃ)—পৃষ্ঠরক্ষক যোদ্ধা। **পৃষ্ঠগ্রন্থি**—কুঁজ। **পৃষ্ঠচর**—ণ. পশ্চাৎভাগে স্থিত; অনুসরণকারী। **পৃষ্ঠজ**—ণ. পশ্চাৎ জাত। **পৃষ্ঠতঃ**(-তস্)—পিছনে, পৃষ্ঠদেশে। **পৃষ্ঠদান**—পৃষ্ঠ প্রদর্শন। **পৃষ্ঠদৃষ্টি**—ভল্লুক। **পৃষ্ঠদেশ**—পিঠ; পিছন ভাগ। **পৃষ্ঠপোষক**—সমর্থক, সহায়ক, patron। **পৃষ্ঠপোষকতা, পৃষ্ঠপোষণ**—সাহায্য দান, সমর্থন। **পৃষ্ঠপ্রদর্শন**—পলায়ন। **পৃষ্ঠবংশ**—মেরুদণ্ড। **পৃষ্ঠবংশী**(-শিন্)—যাহাদের মেরুদণ্ড আছে, vertebrate। **পৃষ্ঠব্রণ, পৃষ্ঠাঘাত**—পৃষ্ঠে জাত দুষ্টব্রণ, carbuncle। **পৃষ্ঠভঙ্গ**—পলায়ন। **পৃষ্ঠমাংসাদ**—(পিঠের মাংস খায় এমন) পরোক্ষে নিন্দাকারী, চুগল-খোর, backbiter। **পৃষ্ঠরক্ষক**—সহায়; পার্শ্বরক্ষী, body-guard। **পৃষ্ঠরক্ষা**—পৃষ্ঠদেশ রক্ষা; বিশেষ সহায়তা। **পৃষ্ঠশয়**—যে চিৎ হইয়া শয়ন করিয়াছে।

পৃষ্ঠা—বি. বইয়ের পাতা; পিঁড়া। [পৃষ্ঠ+আপ্]। **পৃষ্ঠাচার্য**—যে শিক্ষাদানে আচার্যের সহায়তা করে, সর্দার পড়ুয়া। **পৃষ্ঠাস্থিক**—ণ. মেরুদণ্ডযুক্ত। **পৃষ্ঠাঙ্ক**—পৃষ্ঠার ক্রমসূচক অঙ্ক, পাতার নম্বর।

পেঁক—পাঁক দ্রঃ। **পেঁকাটি**—পাকাটি। (কথ্য)। **পেঁকো**—ণ. পাঁক সম্পর্কিত অথবা পঙ্কে জাত (পেঁকো গন্ধ)। (কথ্য)।

পেঁচ, প্যাঁচ, পেচ—[ফা. পেচ] বি. বেষ্টন (দোপেঁচ দিয়ে শাড়ী পরা); স্ক্রুপ; স্ক্রুপের মত বেড়; জটিলতা (কথার প্যাঁচ, প্যাঁচে পড়া); কূট কৌশল, চক্রান্ত (মনে মনে প্যাঁচ আঁটা); জটিল পরিস্থিতি, সঙ্কট (প্যাঁচে ফেলা); কুস্তির কৌশল (প্যাঁচ মারা); এক ঘুঁড়ির সূতা দিয়া অন্য ঘুঁড়ির সূতা কাটার জন্য পরস্পর জড়াজড়ি (প্যাঁচ লাগা, প্যাঁচ খেলা)। **কথার প্যাঁচ**—কথার গূঢ় ইঙ্গিত, বক্রোক্তি।

পেঁচা, প্যাঁচা—[সং. পেচক] বি. পাখী-বিশেষ, পেচক, উলূক; কুৎসিত, কদর্য। স্ত্রী. **পেঁচী**। **কাল পেঁচা**—কালো রঙের প্যাঁচা; অতিশয় কুরূপ বা নিন্দনীয় ব্যক্তি ('তুমি কুলীনের ঘরের কালপেঁচা'—দীনবন্ধু)। **কুটুরে পেঁচা**—কোটরে বাসকারী পেচক; স্বভাবে কুণো ও ধরণ-ধারণে অদ্ভুত লোক। **লক্ষ্মী-পেঁচা**—সাদা রঙের পেঁচা, ইহারা ধানের গোলায় বাস করে। **ভুতুম বা হুতোম পেঁচা**—গম্ভীর-শব্দকারী পেচক বিশেষ; অদ্ভুত ও অবাঞ্ছিত ব্যক্তি।

পেঁচাও—ণ. পেঁচযুক্ত, জটিল; যাহা পেঁচাইয়া থাকে (পেঁচাও নল)। **পেঁচানো**—ক্রি. জড়ানো (সূতা পেঁচানো); পাকানো; ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া আঁটা; জড়িত করা; বারবার অস্ত্র ঘষা (পেঁচিয়ে কাটা); জটিলতার সৃষ্টি করা; চক্রান্ত করা; ণ পেঁচযুক্ত, পেঁচালো। **পেঁচালো, পেঁচোয়া**—ণ. পেঁচযুক্ত; জটিল; কুটিল।

পেঁচো—[পঞ্চানন্দ>পঞ্চা] বি. উপদেবতা বিশেষ, ইহার প্রভাবে শিশুদের খেঁচুনি হয় বলিয়া সাধারণের বিশ্বাস (পেঁচোয় পাওয়া—শিশুর খেঁচুনি বা ধনুষ্টঙ্কার হওয়া); পঞ্চানন্দ পাঁচু-গোপাল ইত্যাদি নামের সংক্ষেপ। স্ত্রী. পাঁচী।

পেঁজা—ক্রি. তুলা ইত্যাদির আঁশ আলগা করা। বি. ঐ কাজ; ণ. যাহা পেঁজা হইয়াছে। [সং. পিন্জ্]।

পেঁটরা—পেটরা দ্রঃ। [বিশেষ।

পেঁড়া, প্যাঁড়া—পেটিকা; ক্ষীরের মিঠাই

পেঁদানো—ক্রি., বি. বেদম প্রহার করা। বি. **পেঁদানি**। (অশিষ্ট)।

পেঁপে—[পর্তু. papaya; হিন্দি, পপীতা] ফল বিশেষ বা তাহার গাছ।

পেঁয়াজ—পিয়াজ।

পেকাম্বর, পেগাম্বর, পেগ-—পয়গম্বর দ্রঃ।

পেখন—[সং. প্রেক্ষণ] বি. দর্শন, দেখা। **পেখলু, পেখলুঁ**—ক্রি. দেখিলাম ('পেখলুঁ পিয়ামুখচন্দা')। (ব্রজবুলি)।

পেখম—[সং. পক্ষ্ম] বি. ময়ূরের প্রসারিত পুচ্ছ (পেখম ধরা, তোলা; 'রাতের ময়ূর মনসুখে তার তারার পেখম মেলে'—আবদুল কাদির)।

পেচক—বি. রাত্রিচর পক্ষীবিশেষ, পেঁচা। [সং.]।

পেচ্ছাব—(কথ্য) বি. মূত্রত্যাগ (পেচ্ছাব করা —মূত্রত্যাগ করা; প্রবল বিরূপতা জ্ঞাপক উক্তি)। [প্রস্রাব]।

পেছন—পিছন। **পেছ্‌পা**—পিছপা।

পেছলী, পেছিলা—ণ. পুরাতন, বকেয়া (পেছিলা বাকি। বর্তমানে তেমন প্রচলিত নহে)।

পেছু—বি. পিছন; পশ্চাদ্‌ভাগ। **পেছু নেওয়া** —পশ্চাদনুসরণ করা (সাধারণতঃ অনিষ্ট সাধন আকাঙ্ক্ষায়)। **পেছু ডাকা**—পিছন হইতে ডাকা (ইহা অমঙ্গলকর জ্ঞান করা হয়)। **পেছু লাগা**—পিছনে লাগা, ক্ষতি করার বা বিরক্তি উৎপাদনের জন্য ক্রমাগত চেষ্টা করা। **পেছু হটা**—পিছনে হটা। **পেছু হাটা**—সামনে চাহিয়া পিছনের দিকে চলা। **পেছুনো**—পিছনে হটা; কম উৎসাহ বা আগ্রহ দেখানো।

পেজী—[ইং. page + বাং. ঈ] ণ. পৃষ্ঠাযুক্ত (ষোল পেজী ফর্মা—যে ফর্মার পৃষ্ঠাসংখ্যা ষোল)।

পেজোম,-মি—বি. পাজির ব্যবহার, দুর্বৃত্তের আচরণ, নষ্টামি। [বাং.]

পেট—ণ. উদর, জঠর; গর্ত; গর্ভ; পাকস্থলী; পোষ্য (পেট বাড়া); মন (পেটে কথা থাকা); অভ্যন্তর, গোপন স্থান (পেটে এত বুদ্ধি)। [বাং]। **পেট আঁটা**—দাস্ত হওয়ার পরে কোষ্ঠবদ্ধ হওয়া।। **পেট ওঠা**—খাদ্য গ্রহণের ফলে পেট স্ফীত হওয়া। **পেট করা**—(অশিষ্ট) অবৈধভাবে গর্ভোৎপাদন করা। **পেট কল কল করা**—অজীর্ণতার জন্য পেট ডাকা। **পেট কাটা**—পেটে অস্ত্রোপচার করা; মধ্য-স্থলে বিদীর্ণ করা; যে খেলোয়াড়কে দুই পক্ষেই খেলিতে দেওয়া হয় (প্রাদে.)। **পেট কামড়ানো** —পেটে তীব্র যন্ত্রণা হওয়া; বাহ্যের বেগ হওয়া; গোপনীয় কিছু প্রকাশ করিয়া দেওয়ার জন্য ব্যস্ত হওয়া। বি. **পেট কামড়ানি**—এরূপ ব্যস্ততা; ঈর্ষা-কাতরতা (প্রাদে.)। **পেট খসানো**—গোপনে গর্ভপাত করানো। (অশিষ্ট)। **পেট খারাপ করা**—উদরাময় হওয়া। **পেট গড় গড় করা**—অজীর্ণ রোগ জ্ঞাপক। **পেট চন চন করা**—তীব্র ক্ষুধা বোধ করা। **পেট চলা**—দাস্ত হওয়া; জীবিকা নির্বাহ হওয়া। **পেট ছাড়া**—উদরাময় হওয়া। **পেট জ্বলে যাওয়া**—পেটের ভিতরে দাহ বোধ করা; অতিশয় ক্ষুধা বোধ করা। **পেট টালা**—জীবিকা নির্বাহ করা। **পেট ডাকা**—পেটে অজীর্ণতা জনিত শব্দ হওয়া। **পেট ধরা**—দাস্ত বন্ধ হওয়া। **পেট গরম হওয়া**—পেটের অসুখ হওয়া। **পেট নামা**—দাস্ত হওয়া। **পেট পালা**—পরের বাড়ীতে উদরপূর্তি করা। **পেট ফাঁপা**— অজীর্ণতা হেতু পেটে বায়ু সঞ্চার হওয়া। **পেট ফেলা**—পেট খসানো (অভব্য)। **পেট ভরা** —পেট ভরিয়া আহার গ্রহণ করা। **পেট ভরানো**—খাওয়ানো; খাওয়াইয়া তৃপ্তি সাধন করা; অপরের লাভের ব্যবস্থা করা (এতে শুধু ডাক্তার বৈদ্যের পেট ভরানো হবে); ঘুষ দেওয়া (পুলিশের পেট ভরানো)। **পেট-ভাতা**—শুধু খাওয়া পাইবে এই শর্তে চাকরি। **পেটমরা**— ক্ষুধামান্দ্য হওয়া। **পেট মারা**—মারা দ্রঃ। **পেটমোটা**—ণ. ভুঁড়িবিশিষ্ট; অবৈধ লাভের ফলে ধনী। **পেটরোগা**—ণ. অজীর্ণ রোগ-গ্রস্ত। **পেটসর্বস্ব**—ণ. উদরসর্বস্ব; পেটুক। **পেট সামলে খাওয়া**—এমন ভাবে খাওয়া যাহাতে পেটের অসুখ না হয়। **পেট হওয়া**— গর্ভবতী হওয়া। (গ্রাম্য)। **পেটে অন্ন নাই** —অনশন-ক্লিষ্ট; সঙ্গতিহীন। **পেটে আসা** —গর্ভ-সঞ্চার হওয়া; ভ্রূণত্ব লাভ করা। **পেটে আসে ত মুখে আসে না**—মনে আসিলেও বুঝাইয়া বলিতে না পারা। **পেটে একখান মুখে একখান**—মনে এক মুখে আর; ফাঁকি-বাজি। **পেটে কালির আঁচড় থাকা**— অন্ততঃ কিছু লেখাপড়া জানা। **পেটে খিদে মুখে লাজ বা লজ্জা**—সঙ্কোচ করিয়া নিজের প্রবল ইচ্ছা বা প্রয়োজনের কথা ব্যক্ত না করা। **পেটে খেলে পিঠে সয়**—লাভ যদি হয় সেজন্য কষ্টভোগ বা লাঞ্ছনা স্বীকার্য। **পেটে ঢোকা**—খাওয়া। **পেটে তলানো** —বমি না হওয়া, পাকস্থলীতে থাকা। **পেটে থাকা**—বমি না হওয়া; মনে পোষণ করা (এত তোমার পেটে ছিল)। **পেটে দড়ি দিয়ে থাকা**—নীরবে দীর্ঘ অনশন সহ্য করা। **পেটে ধরা**—গর্ভে ধারণ করা। **পেটে পেটে**—ভিতরে ভিতরে (পেটে পেটে এত বুদ্ধি ছিল)। **পেটেপোরা**—খাইয়া ফেলা, আত্মসাৎ করা। **পেটে বিদ্যা থাকা**—কিছু বেশী

লেখাপড়া জানা। **পেটে বোমা মারলে ক-অক্ষর বেরোবে না**—একান্ত বিদ্যাবুদ্ধিহীন ব্যক্তি সম্পর্কে উপহাস বাক্যবিশেষ (চালের বস্তায় বোমা নামক সূক্ষ্মাগ্র যন্ত্র মারিয়া চাল বাহির করা হয়, তাহা হইতে)। **পেটে রাখা**—প্রকাশ না করা। **পেটের কথা**—অন্তরের কথা। **পেটের ছেলে**—গর্ভজাত সন্তান। **পেটের দায়ে**—উদরান্নের সংস্থানের জন্য (পেটের দায়ে চাকরি)। **পেটের ভাত**—জীবিকা। **পেটের ভাত চাল হওয়া, পেটের ভিতরে হাত পা সেঁধিয়ে যাওয়া**—অত্যন্ত ভীত হওয়া। **উপর পেট**—নাভির উপরকার পেট। (বিপ. তলপেট)। **কাঁচা পেট**—গর্ভের প্রথম অবস্থা। **খালি পেট**—পেটে খাদ্য দ্রব্য না থাকা অবস্থা। **নাদাপেটা**—ণ. নাদা বা জালার মত পেট যার। **ভরা পেট** (কথ্য: **ভোরপেট, ভরপেট**)—ভোজনের অব্যবহিত পরের অবস্থা। **মরা পেট**—ক্ষুধাহীন পাকস্থলী; শীর্ণ উদর। **রাক্ষুসে পেট**—প্রভূত ভোজ্য ভিন্ন যাহার পেট ভরে না। **হাঁদা পেট** বা **পেটা**—স্থূলোদর আর এরূপ উদরের জন্য অকর্মণ্য।

পেটক—বি. পেটরা, ঝাঁপি। [সং.]

পেটরা, পেটারা, প্যাটরা—[সং. পেটক] বি. বেত বাঁশ ইত্যাদি দিয়া নির্মিত সিন্দুক-বিশেষ; ঝাঁপি; তোরঙ্গ (বাক্স পেটরা)।

পেটা—বি. কিছু দিয়া আঘাত করা; আঘাত করিয়া বাজানো (ঢাক পেটা); প্রহার করা (ঝাঁটা পেটা); আছড়াইয়া খেলা (তাস পেটা); অসদুপায়ে অর্জন করা (খুব টাকা পিটছে); বি. পিটুনি, আঘাত (লোহা-পেটা); ণ. পিটিয়া প্রস্তুত (পেটা লোহা। বিপ. ঢালাই); যাহা পিটিয়া বাজানো হয় (পেটা ঘড়ি—ঘণ্টা); ঘাতসহ, মজবুত (পেটা শরীর)। **পেটাই**—বি. পিটিবার কাজ বা মজুরি। **পেটা ঘড়ি**—ঢং ঢং করিয়া পিটিয়া সময় জানানো হয় এমন ধতুখণ্ড, gong.

পেটাও, পেটোয়া—ণ. তালুকদারের অধীন; প্রজার অধীনস্থ অথবা কোর্ফা (পেটোয়া তালুকদার; পেটাও সরিক; পেটাও প্রজা); প্রিয়, অনুগৃহীত, বশম্বদ (নায়েবের পেটোয়া লোক)।

পেটানো—ক্রি., বি., ণ. পিটানো (দ্রঃ)।

পেটি,-টী—বি. যদ্দ্বারা পেট বাঁধা যায়, কোমরবন্ধ; মাছের পেটের অংশ (চিতলের পেটি—বিপ. দাগা বা গাদা); পেটিকা, পণ্যপূর্ণ কাষ্ঠাধার, packing case (আপনাকে নতুন পেটি খুলে গেঞ্জি দিচ্ছি)। [বাং. পেট+ই,ঈ]।

পেটী, পেটিকা—বি. ঝাঁপি, মঞ্জুষা। [সং.]

পেটুক—ণ. যে অতিরিক্ত খায়, উদরসর্বস্ব। [বাং.]

পেটে—[সং. পত্র] বি. কপালের উপর মসৃণ করিয়া চাপিয়া চুল চুল আঁচড়াইবার ভঙ্গি, পাতা (পেটে পেড়ে চুল বাঁধা)।

পেটেণ্ট—[ইং. patent] বি. আবিষ্কৃত জিনিসে একচেটিয়া অধিকার; আবিষ্কৃত বা স্বত্ব-সংরক্ষিত (পেটেণ্ট ঔষধ); ণ. একধরণের, বৈচিত্র্যহীন (পেটেণ্ট খাওয়া)।

পেটো—বি. পাট সম্পর্কিত; পাট ব্যবসায়ী (পেটো সাহেব); বি. কলাগাছের খোসা; চুলের মসৃণ বিন্যাস, পাতা, পেটে (দ্রঃ)।

পেটোয়া—পেটাও দ্রঃ।

পেট্রোল—[ইং. petrol] বি. খনিজ তৈলবিশেষ।

পেড়া—বি. পেটেরা; মিষ্টান্নবিশেষ, পেঁড়া। [হি.]

পেড়ি,-ড়ী—[সং. পেটী] বি. পেড়া, ঝাঁপি, মঞ্জুষা ('সারিকাকুন্তল পেড়ি')। [পাড়িয়া (—ফেলা)।

পেড়ে—ণ. পাড়যুক্ত (পাছাপেড়ে শাড়ী); ক্রি.

পেণ্টালুন, পেণ্টলুন—[ইং. Pantaloon] বি. মোটা কাপড়ের ইজার-বিশেষ (গ্রাম্য: পাটলুন—কোট পাটলুন পরা)।

পেণ্ডাল—[তামিল. Pandal] বি. অস্থায়ী মণ্ডপ (পূজা পেণ্ডাল)। [দোলক।

পেণ্ডুলাম—[ইং. Pendulum] বি. ঘড়ির

পেতনা, পেৎনা—[সং. প্রেত] বি. দেখিতে বিশ্রী, অবজ্ঞেয় ('পেৎনা ছেলে)। স্ত্রী. **পেতনী**।

পেতল—পিতল-এর কথ্য রূপ।

পেতলে—ক্রি. পাতলা করিয়া (পেতলে নিয়ে)।

পেতি,-তী—পাতি দ্রঃ (পেতি হাঁস)। [প্রাদে.]

পেতে, পেথে—বি. ছাল পাতা অথবা বাঁশের চটা দিয়া নির্মিত অগভীর ছোট চুপড়ি (পূর্ববঙ্গে পাতী)। [প্রাদে.]।

পেত্নী, পেতনী—বি. প্রেতিনী; অতিশয় কুরূপা। **শ্যাওড়া গাছের পেত্নী**—শ্যাওড়া গাছের পেত্নীর মত বিকটমূর্তি।

পেন—[ইং. Pen] বি. কলম। **কুইল পেন**—পালকের কলম। **স্টীল পেন**—যে কলমের নিব স্টীলের নির্মিত।

পেনসন—[ইং. pension] বি. চাকরির শেষে অবসর গ্রহণ করিলে যে বৃত্তি পাওয়া যায়। **পেনসন খাওয়া**—এরূপ বৃত্তি ভোগ করা; কিছু না করিয়া অপেক্ষাকৃত আরামে জীবন অতিবাহিত করা। **পেনসন লওয়া**—এরূপ বৃত্তি লইয়া কর্ম হইতে অবসর গ্রহণ করা; কর্ম-জীবন হইতে অবসর লওয়া।

পেনসিল—[ইং. pencil] বি. সাধারণতঃ গ্র্যাফাইটের শিষযুক্ত লেখনীবিশেষ (উড্-পেন্সিল; শ্লেটপেন্সিল—যে পেন্সিল দিয়া শ্লেটে লেখা হয়; ড্রইং-পেন্সিল—চিত্র আঁকিবার পেনসিল)।

পেনা, প্যানা—[ইং. pin] বি. বাঁশ কাঠ প্রভৃতি দিয়া প্রস্তুত সরু শলাকা (কাঠে কাঠে জোড়া দিবার জন্য। (পেনা মারা—এরূপ শলাকা দিয়া আঁটা)। [বিশেষ।

পেনিসিলিন—[ইং. penicilin] বি. ঔষধ

পেনেট—বি. শিবলিঙ্গের নীচের গৌরীপট্ট।

পেন্নাম—বি. প্রণাম (গ্রাম্য)। **পেন্নাম হই**—প্রণাম করি। **পেন্নাম করা**—ক্রি. (উপহাসে) দুর্জন জানিয়া ভয় করা বা পরিহাস করা সম্পর্কে বলা হয় (বাবা তোমাকে পেন্নাম করি)।

পেয়—প. যাহা পান করা যায় বা পান করিবার যোগ্য; বি. পানীয়। [পা+যৎ]।

পেয়াদা—পিয়াদা দ্রঃ।

পেয়ার—বি. আদর, ভালবাসা, স্নেহ; [পিয়ার দ্রঃ]; তাস খেলায় সাহেব বিবির জোড়। [pair]

পেয়ারা—[পর্তু. pera] বি. গাছবিশেষ বা তাহার ফল; প. [হি. পিয়ারা] প্রিয়।

পেয়ালা—পিয়ালা দ্রঃ। [বাং]।

পেয়ে—প. পা-যুক্ত বা পায়াযুক্ত (খড়ম-পেয়ে)।

পেয়ে—অস. ক্রি. পাইয়া, লাভ করিয়া। **পেয়ে যাওয়া**—লাভ করা, সকল মনোরথ হওয়া। **পথে পেয়ে**—পথে পাইয়া বা দেখা পাইয়া। **হাতে পেয়ে, কায়দায় পেয়ে, কাবুতে পেয়ে**—জব্দ করিবার সুযোগ পাইয়া।

পেরনো—পেরুনো দ্রঃ।

পেরু—[পর্তু. Peru] বি. কুক্কুটজাতীয় বৃহদাকার পক্ষী-বিশেষ; দক্ষিণ আমেরিকার দেশ-বিশেষ (পেরুভীয়—পেরুবাসী)।

পেরুনো, পেরোনো, পেরনো—(কথ্য) ক্রি. পার হওয়া, অতিক্রম করা (ছ মাস না পেরুতেই, রাস্তা পেরিয়ে)।

পেরেক—[পর্তু. prego] বি. লোহার কাঁটা যাহা হাতুড়ি দিয়া পিটিয়া বসানো হয়।

পেরেশান—[ফা. পরিশান] প. বিপন্ন; ব্যাকুল; নাকাল, অতিশয় পরিশ্রান্ত। **হয়রান পেরেশান**—অতিশয় পরিশ্রান্ত অথবা নাকাল। বি. **পেরেশানি**। [রত্ন-বিশেষ, turquoise.

পেরোজ,-জা—[ফা. পিরোজা] বি. নীলাভ উপ-

পেলব—প কোমল, নরম, সুকুমার, মৃদু (কুসুম-পেলব—ফুলের মত কোমল)। [পিল্+অব]

পেলা, প্যালা—বি. ঠেকনো, ঠেস (ঘরে পেলা দেওয়া—বাহির হইতে ঠেক্‌নো দেওয়া); দর্শকদের তরফ হইতে যাত্রা পাঁচালি প্রভৃতির গায়ক-গায়িকাদের প্রতি রুমালে বাঁধিয়া নিক্ষিপ্ত পুরস্কার।

পেলাস, প্লাস—[ইং. pliers] বি. সাঁড়াশি-বিশেষ (লোহার পেরেকাদি তুলিয়া ফেলিবার কাজে ও তার কাটিবার কাজে ব্যবহার করা হয়)।

পেলেগ, প্লেগ—[ইং. plague] বি. মহামারি-বিশেষ। [পাত্র; চিনা মাটির ভোজন-পাত্র।

পেলেট, প্লেট—[ইং. plate] বি. ভোজন-

পেলেন, প্লেন—[ইং. plain, plane] প. সমতল, অবন্ধুর (মাটি পেলেন করা); বি. রেঁদা।

পেল্লাদ—প্রহ্লাদ-এর কথ্য রূপ।

পেল্লায়,-ল্ল-—প. মস্ত, বিপুল। [প্রলয়]।

পেশ—[ফা.] বি. সম্মুখ। **পেশ করা**—সম্মুখে স্থাপন করা, উপস্থিত করা (আর্জি পেশ করা—অভিযোগ জানানো; নজীর পেশ করা; মোকদ্দমা পেশ করা—মোকদ্দমা দায়ের করা; নজর পেশ করা—সসম্মানে উপহার বা ভেট দেওয়া)।

পেশওয়া—[ফা. পেশবা—নেতা, পুরোধা] মহারাষ্ট্রীয় রাজ্যের প্রধান মন্ত্রী।

পেশওয়াজ, পেশোয়াজ—বি. উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলের নারীদের পরিধেয় পাজামা-বিশেষ। [ফা.]

পেশকশ—[ফা.] বি. নজর, উপহার।

পেশকার—[ফা.] বি. বিচারক জমিদার প্রভৃতির হাতে অভিযোগ-সম্পর্কিত কাগজাদি তুলিয়া দেয় যে কর্মচারী (জজের পেশকার)।

পেশগী—[ফা.] বি. দাদন, অর্থ অগ্রিম দেওয়া।

পেশমান, পেশেমান—[ফা. পেশেমান] প. লজ্জিত, অনুতপ্ত; লাঞ্ছিত। বি. **পেশেমানি**—অনুতাপ, লজ্জা।

পেশল, পেষল, পেসল—প. সুন্দর, মনোহর; সুকুমার; নিপুণ, চতুর। [পেশ (রূপ)+ল]

পেশা—[ফা.] বি. ব্যবসা, জীবিকা (পেশা চাকরি)। **পেশাকর, পেশাকার**—বেশ্যা। **পেশাদার**—ব্যবসায়ী ; ণ. যে রোজগারের জন্যই কোনও কাজ করে (পেশাদার বক্তা—অবজ্ঞার্থক)। বি. **পেশাদারি**। ণ. **পেশাদারী**।

পেশাব—[ফা.] বি. প্রস্রাব, পেচ্ছাব। **পেশাব করে দেওয়া**—ভয়ে মূত্র ত্যাগ করা ; প্রবল বিরূপতা প্রকাশক উক্তি।

পেশি, পেশী—বি. মাংসপিণ্ড, muscle ; ডিম্ব ; খাপ। [পিশ্ + ই, ঈ]। **পেশীকোষ**—অণ্ডকোষ।

পেশোয়াজ—পেশওয়াজ দ্রঃ।

পেষণ—[পিষ্ + অনট্] বি. চূর্ণ করা ; দলন ; পীড়ন (এই চিরপেষণ-যন্ত্রণা ধূলিতলে—রবি)। **পেষক**—ণ. যে বা যাহা পেষণ করে। **পেষণি, পেষণী**—পেষণ-যন্ত্র ; শিলনোড়া ; জাঁতা।

পেষা—ক্রি. পেষণ করা : বাটা (মসলা পেষা)। ণ. পিষ্ট ; বি. পেষণ। (**পিষিয়া ফেলা**—চূর্ণ করা ; খুব প্রহার দেওয়া (মেরে পিষে ফেলেছে)। **পেষাই**—বি. পিষিবার কাজ বা মজুরি। **পেষানো**—ক্রি., বি. পেষণ করানো ; ণ. পেষিত। **পেষিত**—ণ. যাহা অপরের দ্বারা পেষণ করা হইয়াছে। [পিষ্ + ণিচ্ + ক্ত]

পেস্তা—[ফা. পিস্তহ্] বি. মেওয়া বিশেষ (বীজের সবুজ শাঁস। পেস্তা বাদাম)।

পৈচা,-চে,-চি-,ছা-,-পৈঁচি—পঁইছা দ্রঃ।

পৈঠা—বি. সিঁড়ির বা ঘাটের ধাপ ('নৈহাটির ঘাটে বসে পৈঠার পাটে দুজনে খেলেছি কত' ; প্রজার নাম ও দখলী জমির বিবরণ-বিশেষ।

পৈতা—বি. উপবীত, পৈতা (দ্রঃ)। [পবিত্রা]।

পৈতামহ—ণ. পিতামহ সম্বন্ধীয় অথবা পিতামহ হইতে আগত (ধনাদি)। [পিতামহ + অ]।

পৈতৃক—ণ. পিতা হইতে প্রাপ্ত, পূর্বপুরুষ হইতে আগত (পৈতৃক ধন-সম্পত্তি) ; পিতৃপুরুষের উদ্দেশে করণীয় (শ্রাদ্ধ)। [পিতৃ + ষ্ণিক]।

পৈতৃষ্বস্রেয়, পৈতৃষ্বস্রীয়—বি. পিতৃষ্বসার পুত্র। স্ত্রী. **পৈতৃষ্বস্রীয়ী, পৈতৃষ্বস্রীয়া**।

পৈত্ত, পৈত্তিক—ণ. পিত্তজনিত।

পৈত্র, পৈত্র্য—ণ. পিতৃপিতামহ হইতে প্রাপ্ত ; বি. তর্জনী ও অঙ্গুষ্ঠের মধ্যভাগ। [পিতৃ + অ, ষ্য]। **পৈত্রিক**—ণ. পৈতৃক। (কাহারও মতে অশুদ্ধ শব্দ)।

পৈথান—বি. শয়ান ব্যক্তির পায়ের দিক।

পৈ পৈ—অব্য. পই পই (দ্রঃ)।

পৈলব—বি. মৃদুতা, পেলবতা। [পেলব + অ]

পৈশাচ—ণ. পিশাচ-সম্বন্ধীয়। [পিশাচ + অ]। **পৈশাচ বিবাহ**—ছলে বলে বিবাহ। **পৈশাচিক**—ণ. যাহা পিশাচের পক্ষেই শোভা পায় ; অতি ঘৃণিত বা নিষ্ঠুর। [পিশাচ + ষ্ণিক]। **পৈশাচিকী, পৈশাচী**—প্রাকৃত ভাষা-বিশেষ।

পৈশুন্য—বি. পিশুনের আচরণ বা ব্যবহার, খলতা, ধূর্ততা। [পিশুন + ষ্য]

পৈষ্টিক, পৈষ্ট—ণ., বি. ধেনো মদ। [সং.]।

পো—[সং. পুত্র] বি. পুত্র, সন্তান ('সাবাস মুখুজ্যের পো, খেললে ভাল চোটে'—হেমচন্দ্র)।

পো—একচতুর্থাংশ ; সিকি সের, পোয়া।

পোআ ; পোআতি ; পোআন ; পোআনো ; পোআল—'পোয়া' বানানে দ্রঃ।

পোঁ—অব্য. সানাইয়ের সুর ; অপরিবর্তনীয় টানা সুর। **পোঁ ধরা**—সুরের সঙ্গে মিলাইয়া সুর ধরা ; প্রতিধ্বনি করা, অন্ধভাবে সমর্থন বা মোসাহেবি করা। **পোঁ দৌড়**—ভোঁদৌড়, হঠাৎ দ্রুতবেগে পলায়ন।

পোঁচ—বি. হালকা লেপ, কোট (চুনের পোঁচ) ; রঙের গাঢ়তর মাত্রা, shade (আরও এক পোঁচ কালো) ; ঘর্ষণযুক্ত কর্তন (এক পোঁচে কাটা ; করাতের পোঁচ)। **পোঁচড়া,-ড়া**—পোঁচ,প্রলেপ (চুনের পোঁচড়া) ; চুনকাম ; চুনকামে ব্যবহৃত পাটের বা লোমের মোটা তুলি ;

পোঁছ, পোঁছন—বি. মুছিয়া পরিষ্কার করা, ময়লা দূর করা (ঝাড়পোঁছ)। [বাং.]

পোঁছা—বি. মাছের ল্যাজ, ন্যাজা ; কজ্জা হইতে হাতের প্রান্তভাগ ; ক্রি. জিজ্ঞাসা করা, খবর লওয়া ; সম্ভাষণ করা, আগ্রহান্বিত হওয়া (কেউ পোঁছেনা। 'পোছা'ও বলা হয়) ; মোছা, রগড়ানো (ভুজ্জিয়া কাপড়ে পোঁছে হাত—কবিকঙ্কণ) ; ণ. যাহা পোঁছা হইয়াছে। **পেট-পোঁছা**—সর্বশেষ সন্তান। (গ্রাম্য)।

পোঁটলা, পোটলা—[সং. পোট্টলিকা] বি. পুঁটলি (পোঁটলা পুঁটলি) ; কিছু বড় মোড়ক (কাগজের পোটলা)। (গ্রাম্য—টোপলা)।

পোঁটা—বি. মাছের ফুলকা বা নাড়িভুঁড়ি (পোঁটা গালা) ; কফ, শিকনি (নাকের পোঁটা)।

গুয়ের পোঁটা—ক্ষুদ্র শিশুর জীবনের অনিশ্চয়তা সূচক বাক্য-বিশেষ। [[প্রাদে.]

পোঁত—বি. ভূ-প্রোথিত অংশ (তিন হাত পোঁত)।

পোঁতা—[সং. প্রোথিত] ক্রি. প্রোথিত করা (খুঁটি পোঁতা, দেওয়ালে পেরেক পোঁতা); চারাগাছ বা বীজ লাগানো (আমের চারা বা আঁটি পোঁতা); ণ. প্রোথিত, ভূগর্ভে নিহিত (পোঁতা-ধন); বি. [পোঁত] ভিটা, plinth।

পোঁদ—[সং. পর্দ্দ] বি পশ্চাদ্ভাগ; তলদেশ; পাছা; গুহ্যদ্বার। (বর্তমান বাংলায় গ্রাম্য ও অশিষ্ট) **নেঙটাপোঁদা**—বস্ত্রহীন দরিদ্র। **পোঁদপাকা**—ণ.ডেঁপো। **পোঁদ টিপটিপ** বা **তলতল করা**—অত্যন্ত ভীত হওয়া। **পোঁদে**—পিছনে; বাবদে (গাড়ীর পোঁদে অনেক খরচ)। **পোঁদে লাগা**—পিছনে লাগা, শত্রুতা করিতে তৎপর হওয়া।

পোক—বি. পোকা। [প্রাদে.]। **পোকপড়া**—ক্ষত প্রভৃতিতে ক্রিমি কীটের সৃষ্টি হওয়া; কর্মে অতিশয় মন্থর হওয়া (যে কাজে যায় যেন পোক পড়ে)।

পোকা—[সং. পুত্তিকা] বি. কীট পতঙ্গ ক্রিমি প্রভৃতির সাধারণ নাম। **পোকা-ধরা**—ণ. যাহাতে পোকা ধরিয়াছে, পোকায় কাটা। **পোকা পড়া**—পচনের ফলে কৃমি কীটের সৃষ্টি হওয়া। **পোকা পাড়া** বা **পড়ানো**—ভাল জিনিষের নিন্দা করা (জ্যান্ত মাছে পোকা পাড়া)। **পোকা বাছা** বা **বাছুনি করা**—খুঁতখুতে প্রকৃতির পরিচয় দেওয়া। **কাঁচপোকা**—উজ্জ্বল সবুজবর্ণের কীট-বিশেষ (ইহার ডানার খোলা মেয়েদের টিপরূপে ব্যবহৃত হয়)। **কুমুরে পোকা**—মাটির বাসা বানায় এমন পতঙ্গ-বিশেষ। **গান্ধি** বা **গাঁধি পোকা**—দুর্গন্ধযুক্ত পোকা-বিশেষ। **গুবরে পোকা**—পচা গোবরে জন্মায় এমন পোকা। **ঘুষরো পোকা**—ঘুর্ঘুর। **মখমলী পোকা**—ইন্দ্রগোপ। **বইয়ের পোকা**—বই পড়াতেই যার দিন কাটে, কেতাব-কীট, bookworm। **শ্যামাপোকা**—সবুজবর্ণ ক্ষুদ্র কীটবিশেষ, ইহারা আলোর দিকে খুব আকৃষ্ট হয়।

পোক্ত, পোক্তা—[ফা. পুখ্‌তহ্‌] ণ. মজবুত, দৃঢ়; (পোক্ত বুনিয়াদ; দলিল পোক্ত করা); পরিপক্ব, পরিণতিপ্রাপ্ত (এখনও হাড় পোক্ত হয় নাই); অভিজ্ঞ, পটু, দড়, নিপুণ (পাকাপোক্ত)।

পোখরাজ—বি. পুষ্পরাগ, মণিবিশেষ, topaz।

পোগণ্ড—[অপ—গম্‌+ড, অপ>পো] ণ. বিকলাঙ্গ; বি. পাঁচ হইতে পনের বৎসর বয়সের বালক।

পোঙা—বি (অশিষ্ট) মলদ্বার।

পোট—[হি.] বি. সদ্ভাব, ভালবাসা; মিলমিশ, মতের মিল বা সঙ্গতি (পোট হওয়া—মিল হওয়া, পড়তা পড়া; পোট করা—পরস্পরের মতের বা চালচলনের সঙ্গতি সাধন করা)।

পোটলা—পোঁটলা।

পোড়—বি. দগ্ধ হওয়া, দহন, জ্বলন; ভাটায় বা পোয়ানে পক্ক হওয়া; দুঃখকষ্ট। **পোড় খাওয়া**—ক্রি. অগ্নির উত্তাপে পুড়িয়া দৃঢ়ত্ব লাভ করা; ণ. দুঃখকষ্ট পাইয়া অভিজ্ঞ (পোড় খাওয়া লোক)। **আমাপোড়**—যাহা ভাল পোড় খায় নাই। **খয়াপোড়**—যাহা কিছু বেশী পুড়িয়াছে ও সেই জন্য বেশী মজবুত হইয়াছে। **পোড়ের ভাত** (সাধারণতঃ **পোরের ভাত** বলা হয়)—ঘুঁটের আগুনে সিদ্ধ চাউল, নরম আলে সিদ্ধ-করা ফেন-না-ফেলা ভাত।

পোড়া—ক্রি., বি. দগ্ধ হওয়া; সন্তপ্ত হওয়া (জ্বরে পোড়া); ব্যথিত হওয়া (মায়ের মন পোড়ে); ণ. দগ্ধ; দুর্ভাগ্যযুক্ত, মন্দ (পোড়া অদৃষ্ট); ভস্মীভূত (পোড়া ভিটা); আগুনে-ঝলসানো (বেগুন পোড়া); দগ্ধ ও বিবর্ণ (পোড়া রং; পোড়াকাঠ); নিন্দিত; অভিশপ্ত (পোড়া চোখ; পোড়া লেখনী); কলঙ্কিত (পোড়া মুখ)। **পোড়া কপাল**—বি. দুর্ভাগ্য। ণ. **পোড়াকপালে**; স্ত্রী. **পোড়াকপালী**। **পোড়া মুখ**—কলঙ্কিত মুখ বা মূর্তি। **কপাল পোড়া**—ক্রি. ভাগ্য মন্দ হওয়া; বিধবা হওয়া।

পোড়ানিয়া, পোড়ানে—ণ. যে পোড়ায়; বা যন্ত্রণা দেয় বা ব্যতিব্যস্ত করে। স্ত্রী. **পোড়ানী**।

পোড়ানো—ক্রি. দাহ করা (মড়া পোড়ানো); ভস্মীভূত করানো (বাড়ী পোড়ানো); যন্ত্রণা দেওয়া (জ্বালিয়ে পুড়িয়ে মেরেছে); ঝলসানো বা উত্তাপ ভোগ করা (বেগুন পোড়ানো; পিঠ পোড়ানো)। বি. ও ণ. উক্ত সকল অর্থে। **মুখ পোড়ানো**—গরম বা ঝাল খাওয়ার ফলে মুখ জ্বালা করা; কলঙ্কজনক কাজ করা।

হাত **পোড়ানো**—রন্ধন করা (হাত পুড়িয়ে খেতে হয়)।

পোড়ার—প. মন্দভাগ্য (পোড়ার দেশ)। **পোড়ারমুখো**—গালি বিশেষ (আদরেও ব্যবহৃত)। স্ত্রী. **পোড়ারমুখী**।

পোড়েন—পড়িয়ান দ্রঃ।

পোড়ো—বি. পড়ো, পড়ুয়া; প. পড়ো, পতিত।

পোণ,-ন—বি. কুড়ি গণ্ডা; পণ দ্রঃ।

পোত—বি. শাবক, শিশু (পক্ষীপোত; নাগ-পোত); চারাগাছ; দশমবর্ষীয় হস্তী; গৃহনির্মাণ স্থান, পোতা, plinth; বৃহৎ জলযান, জাহাজ (অর্ণব-পোত)। [সং]। স্ত্রী. **পোতী**—মাদী বাচ্চা। **পোতজ**—হস্তি-অশ্বাদি। **পোতধারী** (-রিন্), **পোতনায়ক**—জাহাজের কাপ্তেন। **পোতবণিক্**—যে সমুদ্রপথে বাণিজ্য করে। **পোতবাহ**—মাঝিমাল্লা। **পোতভঙ্গ**—নৌকা বা জাহাজডুবি।

পোতকী—বি. পুঁইশাক; শ্যামা পক্ষী।

পোতা (-তৃ)—বি. যজ্ঞাদি কর্মে নিযুক্ত পুরোহিত বিশেষ। [সং.]। **পোতা**—[পোত] ঘরের ভিত, plinth; [হি.] কোরও; [পৌত্র] নাতি।

পোতাচ্ছাদন—বি. তাঁবু।

পোতাধান—বি. কাপড় দিয়া ছাঁকিয়া তোলা পোনা মাছের ঝাঁক।

পোতাধ্যক্ষ—বি. জাহাজের অধ্যক্ষ বা কাপ্তেন।

পোতামাঝি—জাহাজের নাবিক; (প্রাচীন বাংলা) বলবান্ কারারক্ষক বা প্রহরী।

পোতাশ্রয়—বি. জাহাজ বা নৌকাদির আশ্রয়-স্থান, harbour।

পোথা—বড় পুথি (অবজ্ঞায়)।

পোদ—বি. জল-অচল হিন্দুজাতি বিশেষ (কৃষি ও মাছ ধরা ইহাদের প্রধান ব্যবসায়)। [পুণ্ড্র, পৌণ্ড্র]। **পোদবৃত্তি**—পোদের জাতির ব্যবসায়, নীচ জাতির জীবিকা।

পোদ্দার—[ফা. ফোতহ্ + দার] বি. যে মুদ্রার কৃত্রিমতা অকৃত্রিমতা পরীক্ষা করে; যে বাটা লইয়া নোট ইত্যাদি ভাঙ্গায় বা বন্ধকী কারবার করে; মহাজন। বি. **পোদ্দারি**—পোদ্দারের কাজ, মহাজনী; কর্তাপনা। **পরের ধনে পোদ্দারি**—পরের ধন লইয়া সর্দারি করানো।

পোন, পৌনে—[সং. পাদোন] প. এক সিকি কম (পোনসের; পৌনে দুই)।

পোনর, পোনের—[সং. পঞ্চদশ] ১৫ এই সংখ্যা। **পোনরুই**—মাসের ১৫ তারিখ।

পোনা—[সং. পোতাধান] মাছের ছানা, চারা মাছ। **পোনা চরানো**—বহু সন্তান লইয়া চলাফেরা করা (ব্যঙ্গে)। **পোনামাছ**—রুই কাতলা ও মৃগেল।

পোয়া—[সং. পাদ] বি. যে কাঠের খুঁটিদ্বয়ের উপরে ঢেঁকির আকশলী থাকে; পুঁকি, তেউড়, চারা (কলার পোয়া); পাশার এক ফোঁটা; সিকি ভাগ, চতুর্থাংশ (পোয়া মাইল); সেরের চারি ভাগের এক ভাগ; (পূর্ববঙ্গে) ছেলে। **পোয়াটাক**—প. আন্দাজ এক পোয়া (—দুধ)। **পোয়াবারো**—পাশা খেলার দান বিশেষ (৬+৫+১); খুব ভাল দান; সম্পূর্ণ অনুকূল দৈব, পরম সৌভাগ্য। **চার পোয়া**—পূর্ণাঙ্গ, সম্পূর্ণ (কলি চার পোয়া পূর্ণ হলো)।

পোয়াতী,-তি—প. গর্ভিণী; বি. প্রসূতি।

পোয়ান—বি. কুমোরের উনুন। [পবন]।

পোয়ানো—ক্রি. পোহানো।

পোয়াল—[সং. পলাল] বি. খড়, বিচালি। **পোয়ালকুড়**—খড়ের পালা বা স্তূপ।

পোরা—ক্রি. পূর্ণ করা (বালিশে তুলো পোরা); পূর্ণ হওয়া (আশা না পূরিল); ভিতরে রাখা (জেলে, বাক্সে পোরা); ঢুকানো (বন্দুকে কার্তুজ পোরা); প. পূর্ণ (কানায় কানায় পোরা); ভিতরে রক্ষিত (বাক্সে পোরা টাকা)।

পোলা—বি. পুত্র, সন্তান (পূর্ববঙ্গে)। **পোলাপান**—ছেলে-পিলে; কচি ছেলে (আমারে পোলাপান পাইছ)। **পোলাতি**—পোয়াতি।

পোলাও—[ফা. পুলাব; সং. পলান্ন] বি. ঘৃত-পক্ব তণ্ডুল। **খোকা পোলাও**—খুদ দ্রঃ। **তর্ পোলাও**—অধিক ঘৃতযুক্ত পোলাও।

পোলাদ—[ফা.] বি. দামেস্কের উৎকৃষ্ট ইস্পাত (পোলাদের তলোয়ার)।

পোলো—বি. পলুই (দ্রঃ); [ইং. polo] ঘোড়ায় চড়িয়া হকির মত খেলা-বিশেষ, চৌগান, পাতি খেলা (প্রাচীন কালেও ইহা প্রচলিত ছিল)।

পোশ—[ফা.] বি. আচ্ছাদন (অন্য শব্দের যোগে ব্যবহৃত)। (খুঞ্চিপোশ, খোরপোশ, বালাপোশ)।

পোশাক, পোষাক—[ফা. পোশাক] বি. পরিচ্ছদ, জামা কাপড় ইত্যাদি; উৎকৃষ্ট পরিচ্ছদ বিশেষতঃ ইউরোপীয় পরিচ্ছদ (পোষাক পরে

কোথায় বেরুনো হচ্ছে)। **পোশাকী, পোষাকী**—বি. বিশেষ উপলক্ষ্যে পরিধেয় বা ব্যবহার্য, নৈমিত্তিক, তোলা (পোশাকী ধুতি। বিপ. আটপৌরে); পোশাকধারী (খোশ-পোশাকী)। **পোষাকী ভদ্রতা**—লোক-দেখানো ভদ্রতা।

পোষ—বি. বশ্যতা, পোষা ভাব (পোষ মানা)।

পোষ—পৌষ মাস। (কথ্য)। **পোষড়া**—পৌষপার্বণ। (কথ্য)।

পোষক—ণ. যে পোষণ করে; সমর্থক (চণ্ডনীতির পোষক)। [পুষ্‌+ণক]। স্ত্রী. **পোষিকা, পোষণী**। বি. **পোষকতা**—সমর্থন; সাহায্য। **পোষণ**—প্রতিপালন, বর্ধন (পোষণে মাতা)। **পোষণীয়**—ণ. পালনীয়; সমর্থনযোগ্য।

পোষা—ক্রি. পালন করা (পাখী পোষা); ণ. পালিত; বিশেষ অনুগত; যে পোষে (ছা-পোষা)। **ঘরে কুকুর পোষা**—হীন ধারণা সূচক।

পোষাক, পোষাকী—পোশাক দ্রঃ।

পোষানো—ক্রি. সুবিধা হওয়া (সেখানে থাকা পোষাল না); কুলানো, খরচ বা ক্ষতি পূরণ হওয়া (খরচ পোষায় না, পরের বারে পুষিয়ে দেব); বনিবনাও হওয়া, চালচলনে মিল হওয়া (তাদের সঙ্গে পোষাল না)। [+ক্ত]।

পোষিত—ণ. বর্ধিত; লালিত। [পুষ্‌+ণিচ্‌

পোষ্ট, পোস্ট—[ইং post] বি., ণ. ডাক বা ডাক বিষয়ক; খুঁটি (ল্যাম্পপোষ্ট); পদ, চাকুরি (ম্যানেজারের পোষ্ট)। **পোষ্ট করা**—ডাকে দেওয়া। **পোষ্ট মাষ্টার**—পোষ্টাফিসের বড়-বাবু। **পোষ্টাফিস**—ডাকঘর। **পোষ্টকার্ড**—পত্র লিখিবার সরকার-অনুমোদিত কাগজখণ্ড বিশেষ। **বুকপোষ্ট**—মুদ্রিত কাগজাদি অল্প মূল্যে ডাকে পাঠাইবার ব্যবস্থা বিশেষ। **বেয়ারিং পোষ্ট**—যে চিঠি বা পুলিন্দার মাশুল পত্র-প্রাপককে দিতে হয়; (ব্যঙ্গার্থে) অন্যের উপরে নির্ভরশীলতা (খাওয়া-দাওয়া তাহলে বেয়ারিং পোষ্টে চলছে)। **ভি-পি-পোষ্ট**—value payable post, যে পুলিন্দা প্রাপককে মূল্য দিয়া গ্রহণ করিতে হয়।

পোষ্ট, পোস্ট—[Lat. post—পরবর্তী] ণ. পরবর্তী, উত্তর কালীন। **পোষ্ট গ্র্যাজুয়েট**—বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম উপাধি লাভের পরের শিক্ষা-ব্যবস্থা সম্পর্কিত, স্নাতকোত্তর।

পোষ্টা (-ষ্টৃ)—[পুষ্‌+তৃচ্‌] ণ. পোষণকারী, প্রতিপালক। **পোষ্টাবর, পোষ্টৃবর**—শ্রেষ্ঠ আশ্রয়দাতা, পালনকর্তা।

পোষ্টাই—[হি.] বি. পুষ্টি; ণ. পরিপুষ্ট বল-বীর্য-বর্ধক (পোষ্টাইয়ের বা পোষ্টাই দাওয়া)।

পোষ্য—ণ. পোষণীয়, প্রতিপাল্য। **পোষ্যবর্গ**—যাহাদিগকে পালন করিতে হয়, পিতামাতা গুরু পত্নী পুত্র আশ্রিত ইত্যাদি। **পোষ্যপুত্র**—দত্তকপুত্র; (ব্যঙ্গার্থে) আদরপ্রাপ্ত ও দায়িত্বহীন ব্যক্তি। (কথ্য: পুষ্যিপুত্তুর)।

পোস্ত—বি. আফিং গাছের ফলের ভক্ষ্য বীজ। **পোস্ত চচ্চড়ি**—পোস্তবাটাসহ রাঁধা চচ্চড়ি। **পোস্তদানা**—দানার আকারের পোস্ত। [ফা.]

পোস্তা—[ফা. পুশ্‌তহ্‌] বি. দেওয়ালের গোড়ায় যে ঠেস গাঁথা হয়, buttress; এরূপ বাঁধ দেওয়া সরু রাস্তা; বিক্রয়ের স্থান, গঞ্জ, আড়ত (আম পোস্তা)। **মেরে পোস্তা ওড়ানো**—খুব প্রহার করিয়া দেহের বাঁধন ঢিলা করিয়া দেওয়া।

পোহানো—ক্রি. প্রভাত হওয়া (রাত পোহাল); অতিক্রম করা, যাপন করা (জীবন পোহানো); সহ্য, ভোগ করা (কষ্ট, ঝক্কি, হাঙ্গামা পোহানো); সেবন করা (রোদ, আগুন পোহানো)।

পৌঁছ—বি. নাগাল, অভিগম্যতা; গন্তব্যস্থান প্রাপ্তি, পৌঁছানো (পৌঁছ খবর)। **পৌঁছনো, পৌঁছা**—ক্রি. নাগাল পাওয়া (হাত পৌঁছবে না); প্রাপ্ত হওয়া, উপনীত হওয়া (দেশে পৌঁছা); আসিয়া উপস্থিত হওয়া ('খবর যে তার পৌঁছল রে'—রবি)। **পৌঁছানো**—ক্রি. পৌঁছা (উক্ত সকল অর্থে); দিয়া বা রাখিয়া আসা (ওকে পৌঁছিয়ে দিও, জিনিস পৌঁছিয়ে দাও)।

পৌগণ্ড—ণ. পোগণ্ড-কাল-সম্পর্কিত; বি.পোগণ্ড অবস্থা। [পোগণ্ড+অ]।

পৌণ্ড্র—বি. পুণ্ড্র দেশ অথবা দেশের লোক; আখবিশেষ, পুঁড়ি আখ। **পৌণ্ড্রক**—পুঁড়ো, পুণ্ড্র দেশজ।

পৌত্তলিক—বি. পুত্তলিকার পূজক, প্রতিমা-পূজক, idolator। [পুত্তল+ষ্ণিক]। বি. **পৌত্তলিকতা**—প্রতিমাপূজা, বুৎপ্রস্তি।

পৌত্র, পৌত্র—[পুত্র+অণ্‌] বি. পুত্রের পুত্র। স্ত্রী. **পৌত্রী, পৌত্রী**।

পৌনঃপুনিক—ণ. যাহা বারবার ঘটে, আবৃত্ত, recurring; বি. পৌনঃপুনিক দশমিক। [পুনঃ

পুনঃ+ইক]। বি. **পৌনঃপুনিকতা**।
পৌনঃপুন্য—পুনঃ পুনঃ সংঘটন, নিত্যত্ব।
পৌনর্ভব—ণ. বি. পুনর্ভূর পুত্র অর্থাৎ বিধবা বা স্বামী-পরিত্যক্তার পূর্বতন বিবাহ-জাত পুত্র। স্ত্রী. **পৌনর্ভবা**—বাগ্দত্তা মনোদত্তা ইত্যাদি কন্যা।
পৌনে—পোনে দ্রঃ।
পৌর—ণ. নগরবাসী, শহুরে: নগরসম্বন্ধীয় (পৌরসভা); বি. পুরজন (পৌরবর্গ) [পুর+অ]। **পৌর অধিকার**—নাগরিক অধিকার, civic rights। **পৌরকন্যা**—গৃহস্থ কন্যা, কুলস্ত্রী। **পৌরকার্য**—পুররক্ষা ও পালন সংক্রান্ত কার্য। **পৌরজন**-পুরবাসী। **পৌরপিতৃগণ**—city fathers, নাগরিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থাপকগণ। **পৌরমুখ্য**—পৌরসভার বিশেষ একশ্রেণীর সদস্য, alderman. **পৌরসংঘ**, **পৌরসভা**,-**নিগম**—পৌরপ্রতিষ্ঠান, মিউনিসিপ্যালিটী, কর্পোরেশন। **পৌরনীতি**, **পৌরবিজ্ঞান**—civics.
পৌরব—ণ. পুরুবংশোদ্ভব। [পুরু+অ]।
পৌরস্ত্য—ণ. পূর্বদেশীয়; প্রথম। [সং]।
পৌরস্ত্রী—বি. কুলকামিনী, পৌরাঙ্গনা।
পৌরাণ—ণ. পুরাণ সম্বন্ধীয়; পৌরাণিক। [পুরাণ+অ]। **পৌরাণিক**—ণ. পুরাণ সম্বন্ধীয়, পুরাণের (পৌরাণিক কাহিনী, যুগ); পুরাণের কাহিনী লইয়া রচিত (পৌরাণিক নাটক); পুরাণ শাস্ত্রে পণ্ডিত; পুরাকালীন। [পুরাণ+ফিক]।
পৌরুষ—বি. পুরুষের কর্ম বা ধর্ম; পরাক্রম; উদ্যম, সাহস, তেজ, বীর্য পুরুষত্ব। (গ্রাম্য:—পৌরষ—প্রশংসা, নামডাক, খ্যাতি)।
পৌরুষেয়—[পুরুষ+ষেয়] ণ. মনুষ্যকৃত বা রচিত; মানব সম্বন্ধীয়। (বিপ. অপৌরুষেয়)।
পৌরোহিত্য—বি. পুরোহিতের কর্ম; সভাপতিত্ব। [পুরোহিত+ষ্য]
পৌর্ণমাস—বি. পূর্ণিমা তিথিতে করণীয় যজ্ঞবিশেষ। [সং]। **পৌর্ণমাসী**—পূর্ণিমা তিথি।
পৌর্ব—ণ. পূর্বকালে; পূর্বদেশ সম্বন্ধীয়। [পূর্ব+অ]। স্ত্রী. **পৌর্বী**। **পৌর্বদেহিক**, -**দৈহিক**—ণ. পূর্ব জন্মগত; প্রাক্তন।
পৌর্বাপর্য—বি. আনুপূর্বিতা, অনুক্রম; পূর্বাপর সম্বন্ধ। [পূর্বাপর+ষ্য]।
পৌর্বাহ্ণিক—ণ. পূর্বাহ্ণ-সম্পর্কিত, প্রাতঃকালীন। [পূর্বাহ্ণ+ফিক]। ফিক]।
পৌর্বিক—ণ. পূর্বকাল-জাত; প্রাক্তন। [পূর্ব+
পৌলস্ত্য—ণ. পুলস্ত্যের সন্তান বা পৌত্রাদি—কুবের রাবণ বিভীষণ কুম্ভকর্ণ। [পুলস্ত্য+অ]।
পৌলোমী—ইন্দ্রপত্নী শচী (পুলোমার কন্যা)। [পুলোমন্+অ+ঈপ্]।
পৌষ-বি. বাংলা বৎসরের নবম মাস (পুষ্যা-নক্ষত্রযুক্ত পূর্ণিমা ইহাতে থাকে, সেইজন্যই ইহার নাম পৌষ)। [পৌষী+অ]। **পৌষ-পার্বণ**—পৌষ সংক্রান্তিতে অনুষ্ঠিত পিঠা খাওয়ার উৎসব। **পৌষা**, **পৌষে**—ণ. পৌষ সম্বন্ধীয়; পৌষ মাসের; পৌষে জাত। **পৌষালী**—ণ. পৌষমাসের; বি. পৌষ-উৎসব। **পৌষী**—পৌষমাসের পূর্ণিমা।
পৌষ্টিক—বি. পুষ্টিকর; ক্ষৌরকালে ব্যবহার্য গাত্রাচ্ছাদন বিশেষ। [পুষ্টি+ইক]। **পৌষ্টিক নালী**—মুখ হইতে পায়ু পর্যন্ত বিস্তৃত ভুক্তখাদ্যদ্রব্যের পথ, alimentary canal.
পৌষ্প—ণ. পুষ্প-নির্মিত; পুষ্প-বিষয়ক। [পুষ্প +অ]। [ডাকের মত কোমল শব্দ।
প্যাঁক, পেঁক—অব্য. হাঁসের ডাক; হাঁসের
প্যাঁকাটি—বি. পাকাটী, পাটকাটি।
প্যাঁচ; প্যাঁটরা; প্যাঁড়া—পেঁচ; পেটরা; পেঁড়া দ্রঃ।
প্যাকিং—[ইং. packing] বি. মাল বাক্সবন্দি করা বা সাজানো। **প্যাকিং চার্জ**—প্যাক করার দরুন খরচা। [ঘুরাইলে চাকা চলে।
প্যাডেল—[ইং. pedal] বি. যাহা পা দিয়া
প্যাণ্ট—পেণ্টালুন দ্রঃ। **প্যাদা**—পিয়াদা দ্রঃ।
প্যান প্যান—অব্য. অভিযোগ বা কান্নার সুরে ক্রমাগত বকিয়া যাওয়া, অনুৎকট ঘ্যান ঘ্যান। বি. **প্যানপ্যানানি**। ণ. **প্যানপ্যানে**।
প্যারাগ্রাফ—[ই. paragraph] বি. অনুচ্ছেদ; সংবাদপত্রে মন্তব্য (আমার নামে কাগজে প্যারাগ্রাফ বেরোতে শুরু হয়েছে—রবি)। (সংক্ষেপে: **প্যারা**)। [**প্যারীমোহন**—শ্রীকৃষ্ণ।
প্যারী—পিয়ারী (দ্রঃ); কৃষ্ণের প্রিয়া রাধিকা।
প্যারেড—[ইং. parade] বি. সৈন্য অথবা পুলিশের কুচকাওয়াজ প্রদর্শন। **প্যারেড গ্রাউণ্ড**—যে বিস্তৃত স্থানে প্যারেড হয়।
প্যালা—পেলা দ্রঃ।

প্যাসেঞ্জার—[ইং. passenger] বি. যাত্রী ; যাত্রিবাহী রেলগাড়ী (গেল কত মালের গাড়ী গেল প্যাসেঞ্জার—রবি। বিপ. মালগাড়ী) ; ধীর-গামী ঐরূপ গাড়ীবিশেষ (বিপ. মেল, এক্‌স্‌প্রেস)।

প্র—উৎকর্ষ আধিক্য গতি আরম্ভ সম্পূর্ণ খ্যাতি ইত্যাদি বোধক উপসর্গ (প্রকর্ষ, প্রগতি, প্রখ্যাত)।

প্রকট—[প্র+কটচ্] ণ. স্পষ্ট, ব্যক্ত, মূর্ত। **প্রকটন**—প্রকাশ করা, ব্যক্ত করা, রূপায়ন। **প্রকটলীলা**—মূর্তরূপে লীলা, কৃষ্ণের বৃন্দাবনে প্রকাশিত লীলা। ণ. **প্রকটিত**—প্রকাশিত, রূপায়িত। **প্রকটীকরণ**—যাহা স্পষ্ট ছিলনা তাহাকে স্পষ্ট করা। ণ. **প্রকটীকৃত**—বিশদী-কৃত। [প্রকট+চি্+কৃত]

প্রকম্প—বি. প্রবল কাঁপুনি, বেপথু। **প্রকম্পন**—প্রবল কম্পন। [প্র-কম্প্+অ, অনট্]। ণ. **প্রকম্পিত**—বিশেষ ভাবে কম্পিত।

প্রকর—বি. সমূহ, নিকর (পুষ্পপ্রকর) ; সাহায্য; অধিকার। [প্র-কৃ+অ]।

প্রকরণ—বি. প্রকার; আলোচ্য বিষয়, প্রসঙ্গ, প্রস্তাব ; বৃত্তান্ত, বিষয় ; অধ্যায়, কোনও এক বিষয়ের সূত্রসমূহ (কারকপ্রকরণ, সন্ধি-প্রকরণ) ; রূপক বিশেষ। [প্র-কৃ+অনট্]

প্রকর্ষ—বি. উৎকর্ষ ; বৃদ্ধি, আধিক্য। [প্র-কৃষ্ +অ]। **চিৎপ্রকর্ষ**—চিত্ত শক্তির বিকাশ, culture। **বর্ণপ্রকর্ষ**—বর্ণের উজ্জ্বলতা লাভ। **প্রকর্ষণ**—আকর্ষণ ; আধিক্য লাভ।

প্রকল্প—বি. যুক্তিতর্ক-সমর্থিত অনুমান বা সিদ্ধান্ত, hypothesis (নীহারিকা প্রকল্প—Nebular Hypothesis)। **প্রকল্পনা**—অনুভাবনা, নির্ণয়। ণ. **প্রকল্পিত**—উদ্ভাবিত, নির্ণীত।

প্রকাণ্ড—বি. গাছের গুঁড়ি ; ণ. বৃহৎ, বিশাল (ব্রহ্মাণ্ড কি প্রকাণ্ড)। [প্রকৃষ্ট কাণ্ড]।

প্রকাম—[প্র (অধিক)—কম্ (বাঞ্ছা করা)+ ঘঞ্] ণ. পর্যাপ্ত, প্রচুর, অত্যন্ত। **প্রকামভুক্** (-জ্)—যে বেশী পরিমাণে খায়।

প্রকার—বি. রকম, ধরণ (নানা প্রকারে) ; শ্রেণী, জাতি ; ধারা, form ; কৌশল (পাকে-প্রকারে)। [প্র-কৃ+ঘঞ্]। **প্রকারান্তরে**—অন্যভাবে ; পরোক্ষভাবে (এ প্রকারান্তরে নিষেধ করা)।

প্রকাশ—বি. প্রকটন, প্রদর্শন, ব্যঞ্জনা, ব্যক্ত করা বা হওয়া (আনন্দ, ঘৃণা প্রকাশ করা) ; উদয়, বিকাশ (সূর্য প্রকাশ পাওয়া) ; শোভা, দীপ্তি ; ফাঁস, ঘোষণ, জাহির (রহস্য, গুপ্তকথা প্রকাশ)। ব্যাখ্যাগ্রন্থ, দীপিকা (কাব্য-প্রকাশ) ; মুদ্রণ ও প্রচার (গ্রন্থ প্রকাশ করা) ; ণ. ব্যক্ত, বিদিত (প্রকাশ যে, প্রকাশ থাকে যে)। [প্র-কাশ্ +অ]। **প্রকাশক**—ণ. যে প্রকাশ করে, ব্যঞ্জক, সূচক ; বি. পুস্তকাদির প্রচারক, publisher। স্ত্রী. **প্রকাশিকা**। **প্রকাশন**—প্রকাশ করণ; উদ্ভাসন; ঘোষণ। **প্রকাশনীয়**—ণ. প্রকাশের যোগ্য। **প্রকাশমান**—ণ. ব্যক্ত হইতেছে বা শোভা পাইতেছে এমন ; স্পষ্ট। **প্রকাশাত্মা** (-ত্মন্)—ণ. সপ্রকাশ ; বি. ঈশ্বর ; সূর্য। **প্রকাশিত**—ণ. প্রকটিত ; প্রচারিত ; ছাপিয়া বাহির হইয়াছে এমন ; উদ্ভাসিত ; অভি-ব্যক্ত, স্পষ্টীকৃত। **প্রকাশিতব্য**—ণ. প্রকাশিত হইবে এমন। **প্রকাশ্য**—ণ. প্রকাশের যোগ্য ; যাহা প্রকাশিত হইবে (ক্রমশঃ প্রকাশ্য) ; অনা-বৃত, উন্মুক্ত (প্রকাশ্য আদালতে ; প্রকাশ্য ভাবে) ; খোলাখুলি (প্রকাশ্য নিন্দা)। **প্রকাশ্যে**—স্পষ্টভাবে, সর্বসমক্ষে।

প্রকীর্ণ—[প্র-কৃ+ক্ত] ণ. বিকীর্ণ, বিক্ষিপ্ত, ছড়ানো ; এলোমেলো, আলুলায়িত (প্রকীর্ণ কেশ) ; উচ্ছৃঙ্খল ; বিবিধ।

প্রকীর্তন—বি. ঘোষণ ; প্রশংসন ; কথন। **প্রকীর্তি**—খ্যাতি, প্রসিদ্ধি, নাম সংকীর্তন। **প্রকীর্তিত**—ঘোষিত, প্রচারিত ; অভিহিত।

প্রকুপিত—ণ. অতিশয় ক্রুদ্ধ ; বিকৃত (পিত্ত প্রকুপিত হওয়ার ফলে ব্যাধি)। (বি. প্রকোপ)।

প্রকৃত—যথার্থ, অবিকৃত, আসল (প্রকৃত সত্য ; প্রকৃত ঘটনা)। বি. **প্রকৃতত্ব,-তা**—সত্যতা, প্রকৃত অবস্থা। **প্রকৃত প্রস্তাবে**—ক্রি. ণ, আসলে, বাস্তবিক।

প্রকৃতি—বি. জগতের যাবতীয় অকৃত্রিম পদার্থের সাধারণ নাম, বাহ্যজগৎ, স্বভাব, নিসর্গ (প্রকৃতির শোভা) ; (দর্শনে) আদ্যাশক্তি, জগৎকারণ-বিশেষ—সাংখ্যের ব্যক্ত বা প্রধান (বিপ. পুরুষ দ্রঃ) ; চরিত্র, ধর্ম, স্বভাব, অভ্যস্ত আচরণ (খল প্রকৃতি) ; অবিদ্যা, মায়া ; (ব্যাকরণে) বিভক্তি-হীন ধাতু ও শব্দ ; স্বামী মন্ত্রী সহায় ধন দেশ দুর্গ ও সৈন্য এই সপ্তবিধ রাজ্যাঙ্গ ; জনসাধারণ, প্রজা (প্রকৃতিপুঞ্জ) ; নারী ('সন্ন্যাসী হইয়া করে প্রকৃতি সম্ভাষণ'—চৈতন্যচরিতামৃত) ; শক্তি ;

জননী; পঞ্চভূত; লিঙ্গ; পরমাত্মা। [প্র-কৃ+তি]। **প্রকৃতিকৃপণ**—স্বভাবদীন। **প্রকৃতিগত**—ণ. স্বভাবসিদ্ধ। **প্রকৃতিজ,-জন্য, -জাত**—ণ. স্বভাবজাত, আপনিই জন্মে এমন। **প্রকৃতিদত্ত**—ণ. স্বভাবদত্ত, যাহা চেষ্টার্জিত নহে। **প্রকৃতি-পূজা**—প্রকৃতিকে জগৎপরিচালনী শক্তি জ্ঞানে পূজা, জড়পূজা, লিঙ্গপূজা। **প্রকৃতিপুঞ্জ**—প্রজাবর্গ, প্রাণিসমূহ। **প্রকৃতিবাদ**—প্রকৃতিপূজা; শব্দের মূল অর্থ-সম্পর্কিত বিচার। **প্রকৃতি-বিজ্ঞান**—পদার্থবিজ্ঞান, physics। **প্রকৃতি-বিজ্ঞানবিৎ**—পদার্থবিজ্ঞান-বিশারদ, physicist। **প্রকৃতিমণ্ডল**—প্রজামণ্ডল; স্বামী ইত্যাদি রাজ্যাঙ্গ। **প্রকৃতিরঞ্জক**—ণ. প্রজাবর্গের পরিতোষ সাধনে যত্নশীল। **প্রকৃতিস্থ**—ণ. স্বাভাবিক অবস্থায় স্থিত, সুস্থ, ধাতস্থ; অক্ষুব্ধ।

প্রকৃষ্ট—ণ. প্রশস্ত, উৎকৃষ্ট, শ্রেষ্ঠ। (বিপ. বিপ্রকৃষ্ট)।

প্রকোপ—বি. বিবর্ধিত ক্রোধ, অতি রোষ; উৎকটতা, প্রবলতা (ব্যাধির প্রকোপ)। [প্র-কুপ্+অ]। **প্রকোপন**—ণ. প্রকোপজনক; বি. খুব রাগানো; আগুন ইত্যাদি উস্কানো। **প্রকোপিত**—ণ. অতিশয় ক্রুদ্ধ করা হইয়াছে এমন।

প্রকোষ্ঠ—[প্র-কুষ্+থ] বি. কনুয়ের নীচ হইতে মণিবন্ধ পর্যন্ত হাতের অংশ (প্রকোষ্ঠে বিচিত্র রত্নখচিত চুড়); দুয়ারের পাশের ঘর; কক্ষ, মহল।

প্রক্রম—বি. উপক্রম, আরম্ভ; অতিক্রম; ক্রম, পরম্পরা। **প্রক্রমণ**—গমন, আরম্ভ। **প্রক্রান্ত**—ণ. গত; আরব্ধ; অবসৃত।

প্রক্রিয়া—বি. কোনও কার্য সাধনের উপযুক্ত বিশেষ ক্রিয়া বা পদ্ধতি বা প্রণালী, process (যৌগিক, রাসায়নিক প্রক্রিয়া)।

প্রক্ষালন—[প্র-ক্ষালি (ধৌত করা)+অনট্] বি. ধৌতকরণ (পাদ প্রক্ষালন); পরিশোধন (দোষ প্রক্ষালন)। ণ. **প্রক্ষালিত**—ধৌত; পরিষ্কৃত; মার্জিত।

প্রক্ষিপ্ত—ণ. বিসৃষ্ট; নিক্ষিপ্ত; সন্নিবেশিত (**প্রক্ষিপ্ত শ্লোক**—যে শ্লোক রচয়িতার রচনা নহে, অন্যের দ্বারা সন্নিবেশিত); বি. যৌথ ব্যবসায়ে প্রদত্ত বিভিন্ন ব্যবসায়ীর মূলধন। [প্র-ক্ষিপ্+ক্ত]। বি. **প্রক্ষেপ**—নিক্ষেপ; বাহির হইতে ছিটাইয়া দেওয়া হইয়াছে বা সন্নিবিষ্ট হইয়াছে এমন কিছু; তন্তযন্ত্রে সঙ্গীত আলাপ করিবার পদ্ধতি-বিশেষ। **প্রক্ষেপণ**—নিক্ষেপ, projection। **প্রক্ষেপক**—প্রক্ষেপকারী। **প্রক্ষেপণীয়**—প্রক্ষেপ করিবার যোগ্য। **প্রক্ষেপিকা**—যে শক্তির দ্বারা কোনও বস্তু প্রক্ষিপ্ত হয়।

প্রক্ষোভ—বি. ভাবাবেগ, emotion. [প্রকৃষ্ট ক্ষোভ]　　[(প্রক্ষেড়নধারী—মধু)। [সং.]

প্রক্ষেড়ন—বি. অব্যক্ত শব্দকারক লৌহময় বাণ

প্রখর—ণ. তীক্ষ্ণ (প্রখর দৃষ্টি); তীব্র, কটু; কড়া মেজাজের (প্রখরা স্ত্রী)।

প্রখ্যাত—ণ. খ্যাতিমান্, প্রসিদ্ধ। **প্রখ্যাতনামা** (-মন্)—ণ. সুপ্রসিদ্ধ। **প্রখ্যাত বপ্তৃক**—সদ্বংশের সন্তান, ভদ্রলোক। **প্রখ্যাতি**—প্রসিদ্ধি, যশ। **প্রখ্যাপন**—বিঘোষণ। **প্রখ্যাপিত**—বিঘোষিত। [সং.]

প্রগণ্ড—বি. কনুই হইতে স্কন্ধ পর্যন্ত বাহুর অংশ। **প্রগণ্ডী**—দুর্গভিত্তিতে বীরগণের উপবেশন স্থান; শিবির। [সং.]

প্রগত—ণ. প্রস্থিত; মৃত; বিযুক্ত। [প্র+গত]। **প্রগতি**—বি. উন্নতি অভিমুখে গতি, progress; (গণিতে) শ্রেঢ়ী, নিয়মিতভাবে ক্রমবর্ধমান সংখ্যার শ্রেণী, progression. **প্রগতিবাদী** (-দিন্)—যাহা আছে তাহার পরিবর্তন চাই ও আরও উৎকর্ষ চাই—এই মত পোষণকারী। **প্রগমন**—বি. প্রয়াণ; কলহ।

প্রগল্ভ—[প্র (অধিক)—গল্ভ্ (অহঙ্কারী হওয়া)+অ] ণ. উদ্ধত, দাম্ভিক, নির্লজ্জ, অবিনীত; সপ্রতিভ, অকুণ্ঠ; অসঙ্কোচে কথা বলে এমন। স্ত্রী. **প্রগল্ভা**—ণ. ধৃষ্টা, অসঙ্কুচিতা; বি. গাঢ়তারুণ্যা নায়িকা। বি. **প্রগল্ভতা**—ঔদ্ধত্য; নির্লজ্জতা; বাক্‌চাতুরী।

প্রগাঢ়—ণ অধিক, গভীর (প্রগাঢ় নিদ্রা; প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য); নিবিড়, দৃঢ়, কঠিন।

প্রগাতা (-তৃ)—[প্র-গৈ+তৃচ্] বি. উত্তম গায়ক। ণ. **প্রগীত**—উচ্চকণ্ঠে গীত।

প্রগ্রহ, প্রগ্রাহ—বি. ঘোড়ার লাগাম; যে সূত্র ধরিয়া তুলাদণ্ড দিয়া মাপা হয়; রজ্জু; চাবুক; কিরণ; বন্দীকরণ; ইন্দ্রিয়নিগ্রহ; কয়েদী। [প্র-গ্রহ্+অ]।

প্রচণ্ড—ণ. প্রবল, অসহ্য, দুর্ধর্ষ (প্রচণ্ড বিক্রম); দুঃসহ; প্রখর; অত্যুগ্র; অতিক্রুদ্ধ। বি. **প্রচণ্ডতা**। **প্রচণ্ডঘোণ**—তুঙ্গনাসিক।

প্রচণ্ডমূর্তি- উগ্র মূর্তি, ভয়ঙ্কর মূর্তি।
প্রচয়—বি. চয়ন, সংগ্রহ; যষ্টি বা চৌর্যের দ্বারা সংগ্রহ (ফলপুষ্পপ্রচয়); সঞ্চয়; বৃদ্ধি; রাশি, সমূহ। **প্রচয়ন**—সংগ্রহকরণ, রাশীকরণ। [প্র—চি+অনট্]।
প্রচর—(যেখানে বিচরণ করা হয়) বি. মার্গ, পথ। **প্রচরণ**—গমন। ণ. **প্রচরিত**—প্রচলিত; প্রয়াত।
প্রচল—ণ. সঞ্চলিত; চঞ্চল; প্রচলিত; বি. প্রচলিত রীতি, convention. **প্রচলন**—ব্যবহার; প্রচার; চলন; চ্যুতি; সঞ্চলন। ণ. **প্রচলিত**—যাহা চলে, চালু (প্রচলিত রীতি); প্রবর্তিত।
প্রচার—বি. বিজ্ঞপ্তি (মত প্রচার); রটনা, প্রকাশ (কথাটা প্রচার হয় নাই); ঘোষণা; প্রচলন, কাটতি, circulation (সংবাদপত্রের প্রচার); প্রসিদ্ধি; গোচারণ স্থান। [প্র—চর্+ঘঞ্]। **প্রচারক, প্রচারয়িতা**(-তৃ)—যে প্রচার করে। **প্রচারণ**—প্রকাশ করা; চলন। ণ. **প্রচারিত**—প্রকাশিত, বিজ্ঞাপিত।
প্রচিত—ণ. যাহার ফুল চয়ন করা হইয়াছে, সঞ্চয়িত; বৃদ্ধিপ্রাপ্ত; রাশীকৃত (প্রচিত ফলপুষ্প)। [প্র—চি+ক্ত]। [চি+শানচ্]।
প্রচীয়মান—ণ. উপচীয়মান, বৃদ্ধিশীল। [প্র—
প্রচুর—[প্র—চুর্+ণিচ্+অ] ণ. অনেক; যথেষ্ট, পর্যাপ্ত। **প্রচুরীকৃত**—বহুলীকৃত।
প্রচেতাঃ (-তস্)—ণ যাহার চিত্ত প্রকৃষ্ট: জ্ঞানী; সুধী; শান্তমনা; বি. বরুণ; সমুদ্র; মুনিগণবিশেষ।
প্রচেষ্টা—বি. প্রয়াস, উদ্দেশ্য সাধনের জন্য যত্ন।
প্রচোদক—ণ. প্রেরক, প্রণোদক। [প্র—চুদ্+অক]। **প্রচোদন**—প্রেরণ, প্রণোদন; ণ. **প্রচোদিত**—প্রেরিত, নিয়োজিত, প্রণোদিত।
প্রচ্যুত—ণ. চ্যুত, পতিত, ভ্রষ্ট। [সং.]
প্রচ্ছদ—(যাহা সম্পূর্ণরূপে আচ্ছাদিত করে) বি. আচ্ছাদন; আবরণ-বস্ত্র। **প্রচ্ছদপট**—শয্যাস্তরণ; আবরণ-বস্ত্র; পুস্তকের আবরণ,মলাট। **প্রচ্ছদসজ্জা**—মলাটের বাহার।
প্রচ্ছন্ন—[প্র—ছাদি+ক্ত] ণ. লুক্কায়িত; আবৃত, আচ্ছাদিত; আড়ালে স্থিত; বি. গুপ্তদ্বার; জানালা। **প্রচ্ছাদক**—ণ. আচ্ছাদক। **প্রচ্ছাদন**—আচ্ছাদন; উত্তরীয় বস্ত্র। ণ. **প্রচ্ছাদিত**—আচ্ছাদিত, আবৃত।
প্রচ্ছায়—বি. ছায়াযুক্ত স্থান; নিবিড় ছায়া। **প্রচ্ছায়া**—গ্রহণ কালে চন্দ্র বা পৃথিবী হইতে নিক্ষিপ্ত ছায়ার ঘন অংশ, umbra.
প্রজন—বি. পশুদিগের প্রথম গর্ভ গ্রহণের কাল; সঙ্গম, পাল খাওয়ানো, breeding; প্রসবকর্ম; প্রজনয়িতা; যোনি। **প্রজনন**—জন্মদান, সন্তান উৎপাদন। **প্রজনিকা**—মাতা। **অতিপ্রজন**—জনসংখ্যার অতিবৃদ্ধি, over-population। **সুপ্রজনন-বিদ্যা**—উৎকৃষ্ট সন্ততির জন্মদান বিষয়ক বিদ্যা, eugenics।
প্রজা—[প্র-জন্+অ+আপ্] বি. সন্ততি; প্রাণিসমূহ (প্রজাসৃষ্টি); রাজার শাসনাধীন জনসাধারণ (রাজা-প্রজা); জমিদার প্রভৃতিকে যাহারা খাজনা দেয়, রাইয়ত; ভাড়াটে। **প্রজাকাম**—পুত্রকাম। **প্রজাকর**—নরনারী-স্রষ্টা, বিধাতা। **প্রজাতন্তু**—সন্তান। **প্রজাতন্ত্র**—প্রজাদের রাষ্ট্রশাসন বা শাসিত রাজ্য। **প্রজাতন্ত্রী** (-ন্ত্রিন্)—ণ. সাধারণতন্ত্রী। **প্রজান্তক**—শমন। **প্রজানাথ**—রাজা। **প্রজাপ, -পাল**—প্রজাপালক, রাজা। **প্রজাপতি**—বি. ব্রহ্মা; বিশ্বকর্মা; সূর্য; অগ্নি; পিতা; জামাতা; রাজা; মরীচি অত্রি অঙ্গিরা পুলস্ত্য পুলহ ক্রতু দক্ষ বশিষ্ঠ ভৃগু ও নারদ—ব্রহ্মার এই ১০ মানস পুত্র; (বাং) বিচিত্রবর্ণ পতঙ্গবিশেষ, butterfly। **প্রজাপতির নির্বন্ধ**—বিধাতার বিধান (বিশেষতঃ বিবাহ ব্যাপারে)। **প্রজাপীড়ক**—যে প্রজার উপর অত্যাচার করে। **প্রজায়িনী**—মাতা। **প্রজাবতী**—সন্তানবতী; জ্যেষ্ঠভ্রাতার ভার্যা। **প্রজাবিলি**—জমিতে প্রজা বা ভাড়াটে বসানো; ণ. রাইয়ত বা ভাড়াটে আছে এমন (প্রজাবিলি জমি)। **প্রজাবৃদ্ধি**—জনসংখ্যাবৃদ্ধি; বংশবৃদ্ধি। **প্রজারঞ্জক**—যে রাজা প্রজার সন্তোষবিধান প্রধান কর্তব্য জ্ঞান করেন। বি. **প্রজারঞ্জন**। **প্রজাশক্তি**—রাষ্ট্রের জনবল। **প্রজাসৃক্** (-জ্)—জনক; ব্রহ্মা। **প্রজাহিত**—বি. প্রজার উপকার; প্রজার হিতকারী; জল।
প্রজাত—ণ. উৎপন্ন, জাত। [প্র-জন্+ক্ত]
প্রজেশ, প্রজেশ্বর—রাজা।
প্রজ্ঞ—[প্র-জ্ঞা+অ] ণ. প্রাজ্ঞ, জ্ঞানী, পণ্ডিত।
প্রজ্ঞপ্তি—বি. জানানো, নিবেদন; সঙ্কেত। [প্র-জ্ঞা+ণিচ্+ক্তি]।
প্রজ্ঞা—ণ. পণ্ডিতা; বি. সরস্বতী; জ্ঞান; তীক্ষ্ণ-

বুদ্ধি; সঙ্কেত; মন্ত্রণা। [প্র-জ্ঞা+অ+আপ্]। **প্রজ্ঞাচক্ষু**—[কর্মধা] জ্ঞাননেত্র; [ব্রী.] ণ. জ্ঞাননেত্রযুক্ত; বি. অন্ধ কিন্তু জ্ঞাননেত্র-যুক্ত, ধৃতরাষ্ট্র। **প্রজ্ঞাত**—ণ. সম্যক্‌জ্ঞাত, বিখ্যাত। **প্রজ্ঞান**—জ্ঞান; বুদ্ধি; সম্যকজ্ঞান; সঙ্কেত; ণ. পণ্ডিত। **প্রজ্ঞাপক**—যে জনসাধারণকে জানায়, তথ্য-পরিবেশনকারী, publicity officer। বি. **প্রজ্ঞাপন**—বিজ্ঞপ্তি, communique। **প্রজ্ঞাপারমিতা**—বৌদ্ধমতে জ্ঞানের দেবী বিশেষ; জ্ঞানের পরাকাষ্ঠা। **প্রজ্ঞাবাদ**—পণ্ডিতের বাক্য বা মত **প্রজ্ঞাবান্** (-বৎ), **প্রজ্ঞী** (-জ্ঞিন্)—জ্ঞানী, পণ্ডিত।

প্রজ্বলন—[প্র-জ্বল্+অনট্] বি জ্বলন, দগ্ধ হওয়া, অতিশয় জ্বলন। **প্রজ্বলিত**—ণ. যাহা জ্বলিতেছে; উজ্জ্বল। **প্রজ্বালিত**—ণ. যাহা জ্বালানো হইয়াছে, প্রদীপিত।

প্রণত—ণ. কৃতপ্রণাম; অবনতশির ('মল্লিকা তব চরণে প্রণতা'—রবি); বক্র। [প্র-নম্+ক্ত]। বি. **প্রণতি**—নমস্কার, শ্রদ্ধা-নিবেদন।

প্রণব—[প্র-নু (স্তুতি করা)+অ] বি. ওঙ্কার। **প্রণবাত্মক**—ণ. যাহাতে প্রণব আছে।

প্রণমিত—ণ. অবনমিত। ণ. **প্রণম্য**—প্রণামের যোগ্য, পূজ্য, বিশেষ শ্রদ্ধার পাত্র।

প্রণয়—[প্র-নী (পাওয়া, প্রীত হওয়া)+অ] বি. প্রেম, ভালবাসা; যাচ্ঞা, প্রার্থনা; পরিচয়, অন্তরঙ্গতা; স্নেহ; সৌহার্দ্য; প্রেমাসক্তি। **প্রণয়-কলহ**—প্রেমিক-প্রেমিকার বা দম্পতির মান-অভিমান-জনিত কলহ। **প্রণয়-কোপ**—প্রণয়জনিত অভিমান বা রোষ প্রকাশ। **প্রণয়-গর্ভ**—ণ. প্রেমপূর্ণ। **প্রণয়গাথা**—প্রণয়-কাহিনী, প্রণয়গীত। **প্রণয়ঘটিত**—ণ. নর-নারীর পরস্পরের প্রতি আসক্তি যাহার মূলে। **প্রণয়পাত্র**—প্রেমপাত্র। **প্রণয়-পীড়িত**—ণ. প্রেমাসক্তির দ্বারা পীড়িত। **প্রণয়-বিমুখ**—ণ. অপ্রসন্ন। **প্রণয়ভঙ্গ**—ভালবাসা চটিয়া যাওয়া। **প্রণয়-সঞ্চার**—প্রেমাসক্তির সঞ্চার। **প্রণয়-সম্ভাষণ**—প্রেমালাপ।

প্রণয়ন—বি. গ্রন্থরচনা; নির্মাণ; অগ্নি সমিন্ধন মন্ত্রাদি। [প্র-নী+অনট্]।

প্রণয়াকর্ষণ—প্রণয়জনিত আকর্ষণ। **প্রণয়াপরাধ**—প্রণয়পাত্রের প্রতি অপরাধ বা গর্হিত আচরণ; প্রণয়ঘটিত অপরাধ। **প্রণয়াভিমান**—প্রণয় জন্য অভিমান। **প্রণয়াসক্ত**—প্রেমাসক্ত। **প্রণয়াহ্বান**—প্রণয় সম্ভাষণ।

প্রণয়ী (-য়িন্)—বি. প্রেমপ্রীতির পাত্র, প্রেমিক। স্ত্রী. **প্রণয়িনী**—প্রেমপাত্রী, প্রেমিকা।

প্রণষ্ট—ক্রি. ণ. একেবারে নষ্ট, বিধ্বস্ত। (বি. প্রণাশ)

প্রণাম—বি প্রণতি, নমস্কার, জ্যেষ্ঠ ও পূজ-নীয়কে মস্তকাদি অবনত করিয়া শ্রদ্ধা নিবেদন। (গ্রাম্য: পেন্নাম)। [প্র-নম্+ঘঞ্]। **ত্র্যঙ্গ প্রণাম**—মস্তকে অঞ্জলি স্থাপন করিয়া প্রণাম। **দণ্ডবৎপ্রণাম**—দণ্ড বা লাঠির মত সটান ভাবে ভূমিতে পতিত হইয়া প্রণাম (শুধু দণ্ডবৎও বলা হয়)। **পঞ্চাঙ্গ প্রণাম**—মস্তক বাহুদ্বয় জানুদ্বয় নেত্রদ্বয় ও বাক্য সংযোগে প্রণাম অথবা কপাল কটিদেশ কনুই জানু ও পদ এই পঞ্চ অঙ্গের দ্বারা ভূমি স্পর্শ করিয়া প্রণাম। **সাষ্টাঙ্গ প্রণাম**—মস্তক নেত্রদ্বয় করদ্বয় বক্ষঃস্থল জানুদ্বয় পদদ্বয় এবং বাক্য ও মন সহযোগে প্রণাম। **প্রণাম খাটা**—মাঝে মাঝে দণ্ডবৎ প্রণাম করিতে করিতে দেবোদ্দেশে যাওয়া। **প্রণামী**—ণ. দেবতা রাজা বা পূজ্য জনকে প্রণাম করিবার কালে দেয় (প্রণামী কাপড়); বি. ঐরূপ. দেয় অর্থ বস্ত্রাদি (গুরু প্রণামী)। [প্রণাম+বাং. ঈ]।

প্রণালী (-লি)—বি. পয়োন'লী; দুই বৃহৎ জল-ভাগের সংযোজক সঙ্কীর্ণ জলভাগ, strait; রীতি, ধারা; নিয়ম; পদ্ধতি, কার্যক্রম, procedure [প্র-নল্+অ+ঈপ্]। **প্রণালীবদ্ধ**—ণ. বিশেষ নিয়মে বাঁধা, নিয়মানুযায়ী।

প্রণাশ—বি. ধ্বংস, মৃত্যু, হানি। [প্র—নশ্+ঘঞ্]। (ণ. প্রন(ণ)ষ্ট)। **প্রণাশন**—বিনাশক, নিরাশক (কলুষ প্রণাশন); বি. হনন। **প্রণাশী** (-শিন্)—ণ. প্রনাশক।

প্রণিধান—[প্র—নি-ধা+অনট্] বি. মনঃ-সংযোগ, ধ্যান, গভীর অনুধাবন; সমাধি; কর্ম-ফল ত্যাগ; অর্পণ, স্থাপন। (ণ. প্রণিহিত)।

প্রণিধি—বি. চর, দূত; অনুচর; মনোযোগ প্রার্থনা। [প্র-নি-ধা+কি]।

প্রণিপাত—বি. প্রণাম; নমস্কার; দণ্ডবৎ প্রণাম। [প্র-নি—পত্+ঘঞ্]। ণ **প্রণিপতিত**।

প্রণিহিত—ণ. অর্পিত; স্তব্ধ; স্থিরীকৃত; সমাহিত, অভিনিবিষ্ট। [প্র-নি—ধা+ক্ত]।

প্রণীত—ণ. রচিত; গ্রথিত; যাহা রান্না করা

হইয়াছে (ব্যঞ্জনাদি); বি মন্ত্রসংস্কৃত যজ্ঞীয় অগ্নি। [প্র-নী+ক্ত]।

প্রণেতা(-তৃ)—ণ. রচয়িতা, নির্মাতা (গ্রন্থ-প্রণেতা) [প্র-নী+তৃচ্]। স্ত্রী. **প্রণেত্রী**।

প্রণোদিত—ণ. প্রেরিত, প্রচোদিত, প্রবর্তিত, পরিচালিত (সদুদ্দেশ্য-প্রণোদিত) [প্র-নুদ্+ণিচ্+ক্ত]। বি. **প্রণোদন**—নিয়োজন, প্রবর্তন।

প্রতপ্ত—ণ. অধিক তপ্ত, উত্তপ্ত। [প্র-তপ্+ক্ত]।

প্রতর্ক—বি. সংশয়, সন্দেহ; অনুমান; বিচার। [প্র-তর্ক্+অ]। **প্রতর্কন**—বিতর্ক, বাদানুবাদ; ঘটনার পূর্বে অনুমান বা আশঙ্কা। **প্রতর্কনীয়, প্রতর্ক্য**—ণ.অনুমান বা বিচার দ্বারা নিরূপণের যোগ্য।

প্রতল—বি চপেট, চাপড়; পাতাল-বিশেষ। [সং.]।

প্রতান—বি. বিস্তার, প্রসার (লতাপ্রতান—লতা যে তন্তু বিস্তার করিয়া আঁকড়াইয়া ধরে)। [প্র-তন্+ঘঞ্]। **প্রতানিনী**—দূর-বিস্তৃত লতা।

প্রতাপ—[প্র-তপ্+ঘঞ্] বি. তেজ, উষ্ণতা, সন্তাপ; প্রভাব; কোষদণ্ড ও ধন-সৈন্যাদি-জনিত তেজ; পৌরুষ, বীর্য; চিতোরের রাণা প্রতাপ; প্রতাপাদিত্য (বাংলার প্রতাপ)। **প্রতাপন**—ণ. সন্তাপক; বি. পীড়ন; কুম্ভীপাক নামক নরক। **প্রতাপবান্** (-বৎ)—ণ. প্রতাপশালী, শক্তিশালী, প্রভাবশালী। **প্রতাপাদিত্য**—আকবরের সমসাময়িক সুপ্রসিদ্ধ বাঙ্গালী রাজা, বার ভুঁইঞার অন্যতম। **প্রতাপান্বিত**—ণ. বীর্যবন্ত, পরাক্রান্ত। **প্রতাপী** (-পিন্)—প্রতাপবান্, তেজস্বী, পরাক্রান্ত। স্ত্রী. **প্রতাপিনী**।

প্রতারক—ণ বঞ্চক, ফাঁকিবাজ। [প্র-তৃ+অক]। **প্রতারণ**—বঞ্চনা; পার করা। **প্রতারণা**—বি. জুয়াচুরি, ছলনা, বঞ্চনা, শঠতা, ঠকানো। **প্রতারণামূলক**—ণ. যাহার মূলে প্রতারণা আছে, শঠতাপূর্ণ। **প্রতারিত**—ণ. প্রবঞ্চিত, যাহাকে ঠকানো হইয়াছে।

প্রতি—অব্য. দিকে (দেশের প্রতি টান); সম্বন্ধে, বিষয়ে (স্বাস্থ্যের প্রতি দৃষ্টি দাও); অভিমুখে (লক্ষ্যের প্রতি ধাবিত); ণ. প্রত্যেক (প্রতি পদক্ষেপে); উপসর্গবিশেষ যদ্দ্বারা বৈপরীত্য (প্রতিক্রিয়া), পরিবর্ত (প্রতিদান), বিরোধ (প্রতিপক্ষ), সাদৃশ্য (প্রতিমূর্তি), স্বীকার (প্রতিগ্রহ), সামীপ্য (প্রতিকণ্ঠ) ইত্যাদি সূচিত হয়। **প্রতিকণ্ঠ**—কণ্ঠের সমীপে।

প্রতিকর্তা (-র্তৃ)—যে অপকারীর অপকার করে, প্রতিবিধায়ক। **প্রতিকর্ম**—প্রসাধন; প্রতিকার; বেশভূষা। **প্রতিকর্ষ**—আকর্ষণ। **প্রতিকায়**—প্রতিরূপ, লক্ষ্য; শত্রু। **প্রতিকার, প্রতীকার**—প্রতিবিধান, প্রতিশোধ; দমন, উপশম (ব্যাধির প্রতিকার)। **প্রতিকার্য, প্রতীকার্য**—ণ. প্রতিকারের যোগ্য। **প্রতিকাশ, প্রতীকাশ**—ণ. সদৃশ, তুল্য, সঙ্কাশ (নবমেঘ-প্রতিকাশ)। **প্রতিকিতব**—পাশা-খেলায় প্রতিদ্বন্দ্বী। **প্রতিকুঞ্চিত**—ণ. যাহাকে বাঁকানো হইয়াছে। **প্রতিকূপ**—(কূপের সদৃশ) গড়খাই। **প্রতিকূল**—ণ. বিরুদ্ধ; বাম। বি. **প্রতিকূলতা**। **প্রতিকূলাচরণ**—বিরুদ্ধ আচরণ, শত্রুতা। **প্রতিকৃত**—ণ. প্রতিকার করা হইয়াছে এমন; প্রতিদত্ত। **প্রতিকৃতি**—ছবি; প্রতিমা; প্রতিকার। **প্রতিকৃষ্ট**—ণ. নিকৃষ্ট। **প্রতিক্রম**—বি. বিপরীত ক্রম, ব্যুৎক্রম। **প্রতিক্রিয়া**—বি. প্রয়োগের পর যে ক্রিয়া হয় (বিষের প্রতিক্রিয়া); উত্তেজনার পর বিপরীত অবস্থা বা অবসাদ, reaction; বিপরীত ক্রিয়া, উলটা বা বিরুদ্ধ কাজ; প্রগতিবিরুদ্ধ কাজ; প্রতিকার, প্রতিবিধান। **প্রতিক্রিয়াত্মক**—প্রতিক্রিয়া যাহার মূলে, reflex। **প্রতিক্রিয়াশীল**—ণ. প্রগতিবিরোধী, reactionary. **প্রতিক্ষণ**—প্রত্যেক মুহূর্ত, সর্বদা। **প্রতিক্ষিপ্ত**—প্রেরিত; নিন্দিত, তিরস্কৃত; নিবারিত। **প্রতিক্ষেপ**—তিরস্কার; প্রত্যাখ্যান; প্রেরণ। **প্রতিখ্যাতি** প্রসিদ্ধি। **প্রতিগত**—ণ. প্রত্যাগত; বি. পক্ষীর গতি-বিশেষ। **প্রতিগমন**—প্রত্যাবর্তন। **প্রতিগর্জন, প্রতিগর্জিত**—গর্জনের প্রত্যুত্তরে গর্জন; গর্জনের প্রতিধ্বনি। **প্রতিগিরি**—ক্ষুদ্র পর্বত। **প্রতিগৃহীত**—ণ. স্বীকৃত; অঙ্গীকৃত; পরিণীত। **প্রতিগ্রহ**—স্বীকার। দান গ্রহণ; দেয় বা দত্ত বস্তু; দেয় বস্তু গ্রহণ (দক্ষিণা প্রতিগ্রহ), পত্যভিযোগ; প্রতিকূল গ্রহ; পিকদান। **প্রতিগ্রহণ**—দান গ্রহণ; স্বীকার। **প্রতিগ্রাহ**—দান গ্রহণ; স্বীকার; পিকদান। **প্রতিগ্রাহিত**—ণ. স্বীকারিত; যাহা অন্যকে গ্রহণ করানো হইয়াছে। **প্রতিগ্রাহ্য**—ণ. প্রতিগ্রহণ যোগ্য। **প্রতিগ্রাহী**

(-হিন্)—ণ. দানগ্রহণকারী (অশূদ্র-প্রতিগ্রাহী ব্রাহ্মণ)। **প্রতিঘ**—প্রতিবন্ধক, বাধা, ব্যাঘাত; ক্রোধ; ণ. প্রতিকূল। **প্রতিঘাত, প্রতীঘাত**—আঘাতের বদলে আঘাত; ব্যাঘাত। **প্রতিঘাতন**—মারণ, হত্যা; বাধা। **প্রতিঘাতী** (-তিন্)—আঘাতের বদলে আঘাতকারী; বিঘ্নকারী; বিশেষ হানিকর (নেত্র-প্রতিঘাতিনী প্রভা)। **প্রতিচক্ষু, প্রতিচক্ষুঃ** (-স্)—চশমা। **প্রতিচন্দ্র**—চন্দ্রের প্রতিবিম্ব। **প্রতিচিকীর্ষা**—প্রতিকারের ইচ্ছা। **প্রতিচিত্র**—বি. অবিকল নকল। **প্রতিচ্ছন্দ**—প্রতিরূপ, প্রতিকৃতি; প্রতিনিধি; ণ. অভিপ্রায়ানুরূপ। **প্রতিচ্ছায়া**—প্রতিকৃতি, ছবি, প্রতিমূর্তি; সাদৃশ্য; প্রতিবিম্ব। **প্রতিচ্ছেদ**—বাধা। **প্রতিজাগর**—সতর্কতা। **প্রতিজিহ্বা**—আলজিভ্। **প্রতিজ্ঞা**—অঙ্গীকার, প্রতিশ্রুতি; সঙ্কল্প, দৃঢ়পণ, শপথ; গণিতের সম্পাদ্য, proposition; জ্যামিতির উপপাদ্য, theorem; (তর্কবিজ্ঞানে) যাহা প্রমাণ করিতে হইবে তাহার নির্দেশ। **প্রতিজ্ঞাত**—ণ অঙ্গীকৃত, কর্তব্যরূপে স্বীকৃত। **প্রতিজ্ঞাপত্র**—একরারনামা, লিখিত প্রতিজ্ঞা। **প্রতিজ্ঞাবদ্ধ**—ণ. অঙ্গীকারে আবদ্ধ। **প্রতিজ্ঞা-বিরোধ**—(ন্যায়-দর্শনে) আধার-আধেয়ের বিরোধ। **প্রতিজ্ঞাভঙ্গ**—অঙ্গীকার রক্ষা না করা। **প্রতিজ্ঞেয়** ণ. প্রতিজ্ঞার বিষয়; প্রতিজ্ঞার যোগ্য। **প্রতিজ্যোতি,-জ্যোতিঃ** (-তিস্)—প্রতিফলিত জ্যোতি। **প্রতিতন্ত্র**—বিরুদ্ধ মতের শাস্ত্র, বিরোধী মত। **প্রতিতাল**—তালা খুলিবার যন্ত্র, চাবিকাটি। **প্রতিদত্ত**—ণ. যাহা ফেরত দেওয়া হইয়াছে। **প্রতিদান**—গচ্ছিত দ্রব্যের প্রত্যর্পণ; যে কিছু করিয়াছে বা দিয়াছে তাহাকে দেওয়া বা তাহার জন্য করা; ফেরত; বদল; প্রতিফল। **প্রতিদারুণ**—সংগ্রাম। **প্রতিদিন**—প্রত্যহ, রোজ। **প্রতিদিবা**—প্রতিদিন: প্রত্যহ দীপ্তিশীল সূর্য। **প্রতিদিষ্ট**—ণ. প্রবলতর বিধি বা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রত্যাহৃত, countermanded. **প্রতিদেয়**—ণ. ফেরত দিবার যোগ্য; বি. অপছন্দ হওয়ায় সেই দিনই অক্ষত অবস্থায় ফিরাইয়া দেওয়া ক্রীত দ্রব্য। **প্রতিদেশ**—বি. প্রবলতর পক্ষ কর্তৃক বিরুদ্ধ আদেশ। **প্রতিদ্বন্দ্ব**—বিরোধ; রেষারেষি। **প্রতিদ্বন্দ্বী** (-ন্দ্বিন্)—ণ., বি. বিপক্ষ; সমকক্ষ, প্রতিস্পর্ধী। **প্রতিধান**—নিরাকরণ। **প্রতিধ্বনি**—প্রতিশব্দ, শব্দ ধাক্কা খাইয়া ফিরিলে যে শব্দ হয়, echo. ণ. **প্রতিধ্বনিত**। **প্রতিনন্দন**—অভিনন্দন; প্রশংসা; আশীর্বাদের দ্বারা সম্ভাষণ। **প্রতিনপ্তা** (-প্তৃ)—প্রপৌত্র। স্ত্রী. **প্রতিনপ্ত্রী**। **প্রতিনব**—ণ. অভিনব। **প্রতিনমস্কার**—বি. নমস্কারের উত্তরে নমস্কার। **প্রতিনাদ**—বি. প্রতিধ্বনি। ণ. **প্রতিনাদিত**। **প্রতিনায়ক**—বি. নায়কের প্রতিদ্বন্দ্বী (রাবণ দুর্যোধন প্রভৃতি)। **প্রতিনিধি**—প্রতিরূপ, প্রতিকৃতি; জামিন, প্রতিভূ; সদৃশ ব্যক্তি, অপরের হইয়া কাজ করে এমন লোক, অনুকল্প, বদলি, নায়েব, representative, agent (প্রতিনিধি-সভা—বিভিন্ন সম্প্রদায়ের বা অঞ্চলের প্রতিনিধিদের দ্বারা গঠিত সভা)। **প্রতিনিনাদ**—প্রতিধ্বনি। **প্রতিনিবর্তন**—অভীষ্ট হইতে নিবৃত্তি; প্রত্যাবর্তন; নিবারণ। ণ. **প্রতিনিবৃত্ত**—বিরত; প্রত্যাগত। **প্রতিনিবৃত্তি**—বি. বিরাম; প্রত্যাগমন। **প্রতিনিয়ত**—ক্রি. ণ. সর্বদা, অনুক্ষণ; বিশেষভাবে নিরূপিত; সম্যক্ শাসিত। **প্রতিনিয়ম**—বিপরীত নিয়ম। **প্রতিনিশ**—প্রতি রাত্রিতে। **প্রতিনির্দেশ**—পুনঃকথন; নির্দেশের প্রতিকূল নির্দেশ। **প্রতিপক্ষ**—বিপক্ষ; শত্রু; প্রতিবাদী। **প্রতিপণ**—তুল্যমূল্য (কর্ণধনঞ্জয়ের প্রতিপণ); বিনিময়, barter; বাজি। **প্রতিপত্তি**—পদ প্রাপ্তি (স্বর্গ-প্রতিপত্তি); বোধ (বাগর্থ প্রতিপত্তি); কর্তব্যজ্ঞান; সম্মান, মর্যাদা, প্রভাব (মান-প্রতিপত্তি বজায় রাখা; পসারপ্রতিপত্তি); অনুষ্ঠান (প্রতিপত্তি বিশারদ)। **প্রতিপদ,-দা** শুক্ল বা কৃষ্ণপক্ষের প্রথম তিথি। **প্রতিপদে**—পদে পদে, প্রত্যেক অবস্থায় বা ব্যাপারে **প্রতিপন্ন**—ণ. প্রতিপত্তিযুক্ত, সম্মানিত; অবধারিত; যুক্তি প্রভৃতির দ্বারা প্রমাণিত; মীমাংসিত; গৃহীত। **প্রতিপাদক**—ণ. নিষ্পাদক, নির্ণায়ক, বোধক (বিশেষ মতের প্রতিপাদক); প্রমাণকারী। স্ত্রী. **প্রতিপাদিকা**। **প্রতিপাদন**—সম্পাদন, নির্বাহ; স্থিরীকরণ, নির্ণয়, মীমাংসা করণ; বোধন। **প্রতিপাদনীয়**—ণ. প্রতিপাদন-যোগ্য। ণ. **প্রতিপাদিত**—সম্পাদিত, সাধিত; স্থিরীকৃত। **প্রতিপাদ্য**—

ণ. করণীয়; নির্ণেয়; বোধ্য; বি. নির্ণয় করিতে হইবে এমন কিছু, proposition। **প্রতিপালক**—ণ. যে প্রতিপালন করে, রক্ষক। স্ত্রী. **প্রতিপালিকা**। **প্রতিপালন**—পোষণ; রক্ষণ। ণ. **প্রতিপালিত**। **প্রতিপালনীয়, প্রতিপাল্য**—ণ. পালনীয়, পোষণীয়; রক্ষণীয়। **প্রতিপুরুষ**—প্রতিনিধি; প্রতিমূর্তি, dummy। **প্রতিপূজক**—যে পূজককে পূজা বা সম্মান করে। **প্রতিপূজন**—সম্মাননা; পূজকের পূজা। **প্রতিপোষক**-ণ. সমর্থক; আনুকূল্যকারী (মূর্খতার প্রতিপোষক)। বি. **প্রতিপোষণ**। **প্রতিপ্রণাম**—প্রতিনমস্কার। **প্রতিপ্রদান**—প্রতিদান, প্রত্যর্পণ; সম্প্রদান। **প্রতিপ্রয়াণ**—প্রত্যাবর্তন। ণ. **প্রতিপ্রয়াত**। **প্রতিপ্রসব**—যাহা নিষিদ্ধ করা হইয়াছে অন্য উপায়ে তাহার পুনর্বিধান। ণ. **প্রতিপ্রসূত**—পুন: সম্ভাবিত। **প্রতিপ্রস্থান**—বিরুদ্ধ পক্ষাবলম্বন। **প্রতিপ্রহার**—প্রতিঘাত। **প্রতিপ্রিয়**—প্রত্যুপকার। **প্রতিফল**—প্রতিশোধ, প্রত্যপকার; প্রত্যুপকার (এই অর্থ বাংলায় অপ্রচলিত)। **প্রতিফলন**-প্রতিবিম্বন, ছায়া পড়া; আলো ঠিকরিয়া আসা, reflection. ণ. **প্রতিফলিত**—প্রতিবিম্বিত। **প্রতিবক্তব্য**—উত্তরস্বরূপে কথনীয়। **প্রতিবচন**—প্রত্যুত্তর; প্রতিবাক্য, বিরুদ্ধ বাক্য। **প্রতিবনিতা**—সপত্নী; প্রতিকূলা স্ত্রী। **প্রতিবদ্ধ**—ণ. ব্যাহত; নিয়ন্ত্রিত। **প্রতিবন্ধ**—বিঘ্ন, ব্যাঘাত, বাধা; **প্রতিবন্ধক**—ণ. বাধাজনক; বি. বাধা, বিঘ্ন। **প্রতিবন্ধা** (-ন্ধ্)—ণ. প্রতিবন্ধক। স্ত্রী. প্রতিবন্ধী। **প্রতিবন্ধী** (-ন্ধিন্)—প্রতিবন্ধক। **প্রতিবল**—ণ. তুল্যবল; বি.বিপক্ষসৈন্য। **প্রতিবস্তূপমা**—অর্থালঙ্কার বিশেষ (যাহাতে সাধারণ ধর্ম এক নয় অথচ সাদৃশ্য আছে এমন উপমা)। **প্রতিবাক্**—উত্তর; প্রতিকূল বাক্য। **প্রতিবাক্য**—উত্তর; বিরুদ্ধ বাক্য; সদৃশার্থক বাক্য, synonym। **প্রতিবাত**—বি. প্রতিকূল বায়ু; ক্রি. ণ. বায়ুর প্রতিকূলে। **প্রতিবাদ, প্রতীবাদ**—বিরুদ্ধতাপূর্ণ উক্তি, প্রতিবচন; প্রত্যাখ্যান। **প্রতিবাদী** (দিন্)—বিরুদ্ধবাদী; উত্তরদাতা; বাদীর বিরোধী পক্ষ; আসামী। স্ত্রী. **প্রতিবাদিনী**।

প্রতিবাধক—ণ. পীড়ক। **প্রতিবাধন**—নিপীড়ন। **প্রতিবারণ**—নিবারণ। **প্রতিবাসর**—প্রতিদিন। **প্রতিবাসী** (-সিন্)—প্রতিবেশী, পড়শী। স্ত্রী. **প্রতিবাসিনী**। **প্রতিবিধান**—প্রতিকার। **প্রতিবিধিৎসা**—প্রতিবিধানের ইচ্ছা। [প্রতি-বি-ধা+সন্+অ+আপ্]। **প্রতিবিম্ব**—প্রতিচ্ছায়া (জলে প্রতিফলিত প্রতিবিম্ব)। **প্রতিবিম্বন**—প্রতিফলন, reflection। ণ. **প্রতিবিম্বিত**—প্রতিফলিত। **প্রতিবিহিত**—ণ যাহার প্রতিবিধান করা হইয়াছে; ব্যবস্থিত; সজ্জিত। **প্রতিবেদক**—যে রাজাকে গোপনে রাজ্যের যাবতীয় ব্যাপার বিজ্ঞাপিত করে; সভাসমিতির রিপোর্টার। **প্রতিবেদন**—জ্ঞাপন; গোপনে সংবাদ সরবরাহ করা; সভাসমিতির রিপোর্ট, বিবরণী। **প্রতিবেশ, প্রতীবেশ**—পরিপার্শ্ব, পরিবেষ্টন, environment। **প্রতিবেশী** (-শিন্)—প্রতিবাসী, পড়শী। **প্রতিবোধ**—জাগরণ; চেতনা; বিকাশ। ণ. **প্রতিবোধিত**—জাগরিত; বোধিত; বিকশিত। **প্রতিভয়**—ণ. ভয়ঙ্কর; বি. শত্রুভয়। **প্রতিভা**—[প্রতি-ভা (দীপ্তি পাওয়া)+অ+আপ্] বি. দীপ্তি, বুদ্ধি; নব-নবোন্মেষশালিনী প্রজ্ঞা; সাদৃশ্য (অনলপ্রতিভা)। ণ. **প্রতিভাত**—প্রদীপ্ত; প্রকাশিত; প্রতিফলিত। বি. **প্রতিভাতি**। **প্রতিভান**—প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব। **প্রতিভান্বিত, প্রতিভাবান্**(-বৎ), **প্রতিভামুখ**—ণ. প্রতিভাযুক্ত, অসাধারণ বুদ্ধিশক্তিশালী। **প্রতিভাস**—বি. প্রকাশ, আবির্ভাব; বিভ্রম। [প্রতি-ভাস্+অ]। ণ. **প্রতিভাসিত**—প্রদীপ্ত; শোভিত। **প্রতিভূ**—বি. প্রতিনিধি, তৎস্থলাভিষিক্ত; জামিন। [প্রতি-ভূ+কিপ্]। **প্রতিম**—ণ. তুল্য, সদৃশ (অন্য শব্দের যোগে ব্যবহৃত—সোদরপ্রতিম)। **প্রতিমা**—বি. প্রতিমূর্তি; মনুষ্যনির্মিত দেবমূর্তি; বিগ্রহ; প্রতিবিম্ব; সাদৃশ্য। [প্রতি-মা+অ+আপ্]। **প্রতিমাতত্ত্ব**—মূর্তি-বিষয়ক বিজ্ঞান, Iconology। **প্রতিমাপূজক**—যে প্রতিমা পূজা করে। **প্রতিমাপূজা**—দেবদেবীর মূর্তি কল্পনা ও গঠন করিয়া পূজা, প্রতীক পূজা, সাকার পূজা। **প্রতিমান**—পড়িমান, বাটখারা। **প্রতিমান**—হস্তীর বৃহৎ দন্তদ্বয়ের অন্তরাল-স্থান; প্রতিমূর্তি; ছবি। **প্রতিমানমা**—পূজা, সম্মান।

প্রতিমুক্ত—ণ. পরিত্যক্ত, বন্ধনমুক্ত। **প্রতিমোচন**—বিমোচন; নির্যাতন; পরিত্যাগ। **প্রতিমুখ**—অভিমুখ (প্রতিমুখাগত—সম্মুখে আগত); নাট্যের সন্ধি-বিশেষ। **প্রতিমূর্তি**—প্রতিকৃতি, প্রতিমা; ছবি। **প্রতিযত্ন**—লিপ্সা; প্রচেষ্টা; প্রতিগ্রহ। **প্রতিযাত**—ণ. প্রতিনিবৃত্ত। **প্রতিযাতনা**—তুল্যরূপ যাতনা; প্রতিকৃতি, ছবি। **প্রতিযুদ্ধ**—প্রতিকূল যুদ্ধ, যুদ্ধে প্রতি-আক্রমণ। **প্রতিযুবতী**—সপত্নী। **প্রতিযোগ**—বিরোধ, বিপক্ষতা। **প্রতিযোগিতা**—প্রতিদ্বন্দ্বিতা, বিরুদ্ধতা। **প্রতিযোগী** (-গিন্)—ণ. প্রতিদ্বন্দ্বী, বিরোধী; সমকক্ষ; প্রতিপক্ষ, বিপক্ষ। স্ত্রী. **প্রতিযোগিনী**। **প্রতিযোজয়িতব্য**—যাহা যোজিত করিতে হইবে। **প্রতিযোদ্ধা**(-দ্ধৃ),**-যোধ**—বিরুদ্ধপক্ষীয় যোদ্ধা; সমকক্ষ যোদ্ধা। **প্রতিরক্ষা**—বহিঃশত্রু হইতে রাজ্যরক্ষার ব্যবস্থা, defence. **প্রতিরথ**—প্রতিযোধ। **প্রতিরব**—প্রতিধ্বনি। **প্রতিরাজ**—শত্রুরাজা। **প্রতিরুদ্ধ**—ণ. অবরুদ্ধ, নিবারিত। **প্রতিরোদ্ধা** (-দ্ধৃ)—যে প্রতিকূলাচরণ করে; প্রতিরোধক। **প্রতিরূপ**—সাদৃশ্য; প্রতিমূর্তি; প্রতিবিম্ব; ণ. সদৃশ, তুল্যমূর্তি। **প্রতিরূপক**—প্রতিনিধি; প্রতিমূর্তি, প্রতিবিম্ব। **প্রতিরোধ**—নিরোধ, নিবারণ, বাধাদান; অবরোধ; ব্যাঘাত; চৌর্য। **প্রতিরোধক**—ণ. যাহাপ্রতিরোধ করে, প্রতিবন্ধক; বি. চোর, ডাকাত; ণ. **প্রতিরোধিত**। **প্রতিরোধী** (-ধিন্)—ণ. প্রতিরোধক; বি. চোর। **প্রতিলিপি**—লেখা বা আঁকা জিনিসের নকল, প্রতিলেখ। **প্রতিলোম**—ণ. প্রতিকূল, উল্টা। **প্রতিলোম বিবাহ**—যে বিবাহের বর নিম্নবর্ণের ও কন্যা উচ্চবর্ণের (বিপ. অনুলোম)। **প্রতিলোমজ**—ণ. প্রতিলোম বিবাহ হইতে জাত (সন্তান)। **প্রতিশব্দ**—সমানার্থক অন্যশব্দ, synonym; প্রতিধ্বনি। **প্রতিশয়, প্রতিশয়ন**—দেবতার সামনে হত্যা দেওয়া, ধরা দেওয়া। ণ. **প্রতিশয়িত**—যে হত্যা দেয়। **প্রতিশাসন**—ভৃত্যাদিগকে আহ্বান করিয়া তাহাদের কর্মে আদেশ দান বা নিয়োগ। **প্রতিশীর্ষ**—প্রতিনিধি। **প্রতিশীর্ষক**—মূল্য; বিনিময়। **প্রতিশোধ**—অপকারের পরিবর্তে অপকার; প্রতিবিধান, প্রতিকার। **প্রতিশ্যায়**—পীনস রোগ। **প্রতিশ্রব**—অঙ্গীকার, প্রতিশ্রুতি; স্বীকার। **প্রতিশ্রয়**—যজ্ঞশালা; সভা; আবাস; পাত্র। **প্রতিশ্রয়ার্থী** (-র্থিন্)—বাসার্থী। **প্রতিশ্রুৎ**—প্রতিধ্বনি। **প্রতিশ্রুত**—ণ. অঙ্গীকৃত। **প্রতিশ্রুতি**—অঙ্গীকার; প্রতিধ্বনি। **প্রতিষিদ্ধ**—ণ. নিষিদ্ধ, নিবারিত। বি. **প্রতিষেধ** নিষেধ, নিবারণ, নিবৃত্ত হওয়ার নির্দেশ। **প্রতিষেধক, প্রতিষেদ্ধা**(-দ্ধৃ)—নিবারক, প্রভাব বা বিষক্রিয়া নিবারণকারী (ম্যালেরিয়ার প্রতিষেধক ঔষধ)। **প্রতিষ্টব্ধ**—ণ. জড়ীভূত, ব্যাহত। বি. **প্রতিষ্টম্ভ**—প্রতিবন্ধ, বাধা। **প্রতিষ্ঠ**—ণ. প্রতিষ্ঠাবান্, গৌরবযুক্ত, মর্যাদাবান্। বি. **প্রতিষ্ঠা**—স্থিতি; স্থাপন; মর্যাদা, প্রতিপত্তি, গৌরব (প্রতিষ্ঠা লাভ; বিদ্যালয়প্রতিষ্ঠা)। [প্রতি-স্থা+অ+আপ্]। **প্রতিষ্ঠাতা** (-তৃ)—স্থাপয়িতা। স্ত্রী. **প্রতিষ্ঠাত্রী**। **প্রতিষ্ঠান**—সংস্থাপন; (বাং) প্রতিষ্ঠিত বিষয়, আশ্রম সঙ্ঘ সভা ইত্যাদি, institution; দাক্ষিণাত্যের প্রাচীন নগর-বিশেষ। **প্রতিষ্ঠাপন**—সংস্থাপন দেববিগ্রহাদি স্থাপন। **প্রতিষ্ঠাপয়িতা** (-তৃ)—প্রতিষ্ঠাতা। **প্রতিষ্ঠিত**—ণ. স্থাপিত; বদ্ধমূল; স্থিত; মর্যাদাবান্; বিখ্যাত। **প্রতিসংবিধান**—প্রতিবিধান। **প্রতিসংহার**—প্রত্যাকর্ষণ, নিবর্তন, সংবরণ (অস্ত্র প্রতিসংহার)। ণ. **প্রতিসংহৃত**। **প্রতিসন্ধ্যা**—প্রতিচ্ছায়া; সঞ্চার। ণ. **প্রতিসঙ্ক্রান্ত**। **প্রতিসন্ধান**—অনুসন্ধান: পুনঃসংযোজন; অনুচিন্তন। **প্রতিসন্ধি চিত্রণ**—বিভিন্ন বর্ণের প্রস্তরাদির সংযোগে গৃহতলাদি নির্মাণ (পচ্চীকারী দ্রঃ)। **প্রতিসব্য**—ণ বিপরীত, প্রতিকূল। **প্রতিসম**—ণ. বিসদৃশ। **প্রতিসমাধান**—প্রতিকার। ণ. **প্রতিসমাধেয়**। **প্রতিসর**—মালার ছড়া; সৈন্যপৃষ্ঠ; ভূষণ; মন্ত্র-বিশেষ। **প্রতিসরণ**—এক পদার্থ হইতে অন্য পদার্থে প্রবেশকালে আলোক-রেখার দিক্ পরিবর্তন, refraction. **প্রতিসর্গ**—ব্রহ্মার সৃষ্টির পরে দক্ষাদির সৃষ্টি, দ্বিতীয় পর্যায়ে সৃষ্টি; প্রলয়। **প্রতিসান্ধ্যানিক**—ণ. স্তুতি পাঠক। **প্রতিসারণ**—অপসারণ, দূরীকরণ; ণ. অপসারক। ণ. **প্রতিসারিত**—অপসারিত; ণ. সংশোধিত; প্রবর্তিত। **প্রতিসারী** (-রিন্)—ণ. বিরুদ্ধাচারী; বিপরীতগামী।

প্রতিসীরা—যবনিকা। **প্রতিসৃত**—ণ. প্রতিসরণের ফলে বক্রগামী। **প্রতিসৃষ্ট**—প্রেরিত ; দত্ত ; প্রত্যাখ্যাত। **প্রতিস্ত্রী**—পরস্ত্রী। **প্রতিস্পন্দন**—পরিস্পন্দন। **প্রতিস্পর্ধা**—প্রতিদ্বন্দ্বিতা, বিরোধিতা। **প্রতিস্পর্ধী**(-র্ধিন্)—ণ. প্রতিদ্বন্দ্বী ; বিরোধী, বিদ্বেষী। **প্রতিস্রোত**—বিপরীতমুখী স্রোত। **প্রতিস্বন, প্রতিস্বর**—প্রতিধ্বনি। **প্রতিহত**—ণ. ব্যাহত , প্রতিরুদ্ধ ; বিফলীকৃত ; ঠেকিয়া ফিরিয়া আসিয়াছে এমন। বি. **প্রতিহতি**—প্রতিঘাত, রোধ। বি. **প্রতিহনন**—হত্যাকারীকে হনন। **প্রতিহন্তা** (-হন্), **প্রতিহর্তা** (-র্তৃ)—নাশক, নিবারক। **প্রতিহস্ত, প্রতিহস্তক**—প্রতিনিধি, যে অন্যের পরিবর্তে কাজ করে, acting in somebody's place। **প্রতিহস্তী** (-স্তিন্)—প্রতিনিধি, গোমস্তা। **প্রতিহার, প্রতীহার**—দ্বার ; দ্বারপাল ; বাজিকর ; প্রত্যাঘাত ; বর্জন, পরিহার ; মায়া। **প্রতিহারক, প্রতিহারী** (-রিন্)—দ্বারপাল। **প্রতিহারিণী**—দ্বারপালিকা। **প্রতিহারণ**—প্রবেশদ্বার ; দ্বারে প্রবেশ করিবার অনুমতি। **প্রতিহার্য**—ণ. পরিহার্য। **প্রতিহাস, প্রতীহাস**—উপহাসকারের প্রতি হাস্য। **প্রতিহিংসা**—বৈর-নির্যাতন, প্রতিশোধ।

প্রতীক—[প্রতি-ই+ঈক] বি. অঙ্গ, অবয়ব ; প্রতিমূর্তি ; নিদর্শন, অভিজ্ঞান, সাংকেতিক চিহ্ন, symbol ; বিপরীত শ্লোকাদির প্রথম পদ ; ণ. প্রতিকূল। **প্রতীকতা**—সঙ্কেতে ভাবপ্রকাশের রীতি, Symbolism। **প্রতীকোপাসনা**—প্রতীকের সাহায্যে উপাসনা, কোনও মূর্তি বা নিদর্শনকে কোনও ভাবের বা শক্তির বা দেবতার প্রতিরূপ রূপে গ্রহণ করিয়া উপাসনা।

প্রতীকার ; প্রতীকাশ—প্রতি দ্রঃ।

প্রতীক্ষণ, প্রতীক্ষা—[প্রতি-ঈক্ষ্+অনট্] বি. অপেক্ষা, সবুর ; আশা ; ঘটিবার আশায় থাকা ; কৃপাবলোকন ; প্রতিপালন ; পূজা। **প্রতীক্ষমাণ**—ণ. প্রতীক্ষা করিতেছে এমন। [প্রতি-ঈক্ষ্+শানচ্]। **প্রতীক্ষা**—বি. প্রতীক্ষণ ; (কাব্যে) ক্রি. প্রতীক্ষা করা ('উৎকণ্ঠ আমার লাগি কেহ যদি প্রতীক্ষিয়া থাকে'—রবি)। **প্রতীক্ষিত**—ণ. অপেক্ষিত ; পূজিত। **প্রতীক্ষ্য**—ণ. অপেক্ষণীয় ; পূজ্য ; প্রতিপালনীয়। **প্রতীক্ষ্যমাণ**—ণ. পরিদৃষ্ট ; পরিদৃশ্যমান। [প্রতি-ঈক্ষ্+কর্মে শানচ্]।

প্রতীঘাত—প্রতি দ্রঃ।

প্রতীচী—[প্রতি (পশ্চাৎ) অন্চ্ (গমন করা) +ক্বিপ্+ঈপ্] বি. দিনের শেষে সূর্য যে দিকে গমন করে, পশ্চিম দিক্। (বিপ. প্রাচী)। **প্রতীচীন, প্রতীচ্য**—ণ. পশ্চিম দিকে জাত ; পশ্চিম দেশীয়, পাশ্চাত্ত্য।

প্রতীত—[প্রতি-ই+ক্ত] ণ. খ্যাত, প্রসিদ্ধ ; জ্ঞাত ; হৃষ্ট ; জাগরিত , সম্মানিত। (গ্রাম্য : পরতীত—প্রত্যয়, বিশ্বাস)। **প্রতীতি**—বি. বিশ্বাস, প্রত্যয় ; বোধ, জ্ঞান ; খ্যাতি সম্মান ; হর্ষ।

প্রতীপ—ণ. প্রতিকূল, বিপরীত ; বি. শান্তনু রাজার পিতা ; অর্থালঙ্কার-বিশেষ (উপমানকে উপমেয়রূপে বর্ণনা, অথবা উপমানের বৈকল্য বর্ণনা। যথা : 'সিংহগ্রীব বন্ধুজীব অধরের তুল' ; 'জ্ঞাতি যথা, তথা কেন প্রদীপ্ত অনল?')। [প্রতিকূল অপ্ যাহাতে]। **প্রতীপ কোণ**—(জ্যামিতিতে) ঠিক উলটা দিকের কোণ, vertically opposite angle। **প্রতীপগ**—প্রতিকূলগামী। **প্রতীপগতি**—উল্টাদিকে যাওয়া, retrograde movement. **প্রতীপতরণ**—স্রোতের বিপরীত মুখে গমন। **প্রতীপদর্শিনী**—আড় নয়নে তাকায় যে নারী। **প্রতীপ বচন**—প্রতিবাদ ; বক্রোক্তি।

প্রতীবাদ ; প্রতীবেশ—প্রতি দ্রঃ।

প্রতীয়মান—ণ. যাহা জানা যাইতেছে, বোধগম্য, অনুভূত। [প্রতি-ই+কর্মে শানচ্]। **প্রতীয়মানোৎপ্রেক্ষা**—অর্থালঙ্কার-বিশেষ, যে উৎপ্রেক্ষায় 'যেন', 'বুঝি' ইত্যাদির উল্লেখ থাকে না।

প্রতীহার—প্রতি দ্রঃ।

প্রতুল—বি. মঙ্গল, শুভ ; প্রাচুর্য ; ণ. প্রচুর।

প্রতোদ—বি. চাবুক। [প্র-তুদ্+ঘঞ্]।

প্রত্ন—ণ. পুরাতন, পুরানো। [প্র+ত্ন]। **প্রত্নতত্ত্ব**—প্রাচীন যুগের লিপি মুদ্রা ভগ্নাবশেষ ইত্যাদির সাহায্যে সংগৃহীত ঐতিহাসিক তথ্য, archæology ; অতি পুরাতন তথ্য। **প্রত্নতত্ত্ববিৎ,-বেত্তা** (-ত্তৃ)—প্রত্নতত্ত্বে অভিজ্ঞ। স্ত্রী. **প্রত্নতত্ত্ববেত্রী**।

প্রত্যক্—বি. পশ্চিম দিক্ ; অন্তর্নিহিত, মগ্ন। [প্রতি-অন্চ্ +ক্বিপ্]। **প্রত্যক্-চৈতন্য**—মগ্নচৈতন্য, subconscious mind।

প্রত্যক্-স্রোতা—ণ. যাহার স্রোত পশ্চিম দিকে বহিতেছে।

প্রত্যক্ষ—ণ. ইন্দ্রিয়গোচর (চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ, শ্রাবণ প্রত্যক্ষ, মানস প্রত্যক্ষ); চক্ষুগোচর, দৃশ্য, সাক্ষাৎ; ব্যক্ত, স্পষ্ট। [প্রতি + অক্ষি, প্রাদি সমাস]। **প্রত্যক্ষকারী (-রিন্)**—যে নিজে দেখে বা দেখিয়াছে। **প্রত্যক্ষ জ্ঞান**—চাক্ষুষ জ্ঞান, সাক্ষাৎ-সম্বন্ধে জ্ঞান। **প্রত্যক্ষতঃ (-তস্)**—দৃশ্যতঃ, evidently। **প্রত্যক্ষদর্শন**—সাক্ষাৎদর্শন ; ণ. সাক্ষাৎ-দর্শনকারী। **প্রত্যক্ষদর্শী (-র্শিন্)**—ণ., বি. যে নিজের চোখে দেখিয়াছে। **প্রত্যক্ষ প্রমাণ**—চাক্ষুষ অথবা ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য প্রমাণ। **প্রত্যক্ষ ফল**—হাতে হাতে পাওয়া ফল ; যে পরিণতি চোখের সামনে দেখা যাইতেছে। **প্রত্যক্ষবাদ**—যে মতে প্রত্যক্ষ প্রমাণকেই একমাত্র প্রমাণ জ্ঞান করা হয়, জড়বাদ। **প্রত্যক্ষবাদী (-দিন্)**—জড়বাদী ; বৌদ্ধ। **প্রত্যক্ষভূত**—ণ. যাহা ইন্দ্রিয়গোচর হইয়াছে। **প্রত্যক্ষভোগ**—হাতে হাতে ফলভোগ। **প্রত্যক্ষরূপ**—সাক্ষাৎস্বরূপ। **প্রত্যক্ষলাভ**—যে লাভ চোখে দেখা যাইতেছে অথবা স্পষ্টভাবে বুঝিতে পারা যাইতেছে, হাতে হাতে ফললাভ। **প্রত্যক্ষসিদ্ধ**—প্রত্যক্ষ প্রমাণের ফলে সত্য বলিয়া গৃহীত। **প্রত্যক্ষী (-ক্ষিন্)**—প্রত্যক্ষকারী। **প্রত্যক্ষীকরণ**—চোখে দেখা। ণ. **প্রত্যক্ষীকৃত**। **প্রত্যক্ষীভূত**—গোচরীভূত।

প্রত্যগাত্মা (-ত্মন্)—[প্রত্যক্ + আত্মা] বি. অন্তর্নিহিত আত্মা ; পরমাত্মা, পরমেশ্বর।

প্রত্যগ্র—[প্রতি + অগ্র] ণ. টাট্‌কা, নূতন, অম্লান ; তরুণ। **প্রত্যগ্রপ্রসবা**—ণ. নবপ্রসূতা (গবী)। **প্রত্যগ্রবয়াঃ (-য়স্)**—ণ. নবীনবয়স্ক। **প্রত্যগ্র যৌবন**—নবযৌবন।

প্রত্যঙ্গ—বি. অঙ্গের অঙ্গ, উপাঙ্গ ; উপকরণ। [প্রতি + অঙ্গ]। **প্রত্যঙ্গাভিনয়**—হস্ত অঙ্গুলি চক্ষু ইত্যাদি দ্বারা অভিনয়, tableau.

প্রত্যঙ্মুখ—ণ. পশ্চিমাভিমুখ ; পরাঙ্মুখ। [প্রত্যক্ + মুখ, ব্রী.]

প্রত্যনুমান—বি. কোনও অনুমানের বিরুদ্ধ অনুমান, প্রতিকূল অনুমান। [প্রতি + অনুমান]

প্রত্যন্ত—ণ. প্রান্তে অবস্থিত ; বি. সীমান্ত। [প্রতি + অন্ত]। **প্রত্যন্ত দেশ**—সীমান্ত অঞ্চল, frontier ; ম্লেচ্ছ দেশ। **প্রত্যন্ত পর্বত**—বৃহৎ পর্বতের শেষ সীমায় অবস্থিত ক্ষুদ্র পর্বত।

প্রত্যবভাস—বি. আবির্ভাব। [সং.] ণ[প্রাদি.]

প্রত্যবয়ব—প্রত্যঙ্গ, উপাঙ্গ। [প্রতি + অবয়ব]।

প্রত্যবসান—[প্রতি—অব + সো (শেষ করা + অনট্] বি. ভক্ষণ। ণ. **প্রত্যবসিত**।

প্রত্যবায়—[প্রতি—অব + ই + ঘঞ্] বি. বিপরীত আচরণ; পাপ (প্রত্যবায়ভাগী); অনিষ্ট, ক্ষতি।

প্রত্যবেক্ষা, প্রত্যবেক্ষণ—বি. অবধান, সতর্কতা ; পূর্বাপর আলোচনা, বিচার ; অনুসন্ধান : গবেষণা ; তত্ত্বাবধান। [প্রতি + অবেক্ষা,-ক্ষণ]। **প্রত্যবেক্ষিত**—ণ. পর্যালোচিত, পরীক্ষিত। **প্রত্যবেক্ষ্য**—ণ. অনুসন্ধেয়, বিচারণীয়।

প্রত্যভিজ্ঞা—বি. পুনর্বার প্রতীতি বা অবধান ; "ইহা সেই" এরূপ বোধ, চিনিতে পারা, recognition. ণ. **প্রত্যভিজ্ঞাত**—পুনর্বার জ্ঞাত, পরিজ্ঞাত। **প্রত্যভিজ্ঞান**—প্রত্যভিজ্ঞা ; অভিজ্ঞান। **প্রত্যভিবাদ**—বি. প্রণামের পরে পূজ্য ব্যক্তির আশীর্বাদ। **প্রত্যভিবাদন**—অভিবাদনের উত্তরে অভিবাদন, প্রতিনমস্কার।

প্রত্যভিযোগ—বি. অভিযোগের উত্তরে অভিযোগ, পাল্টা নালিশ, counter-charge, counter-case। ণ. **প্রত্যভিযুক্ত**—যাহার নামে প্রত্যভিযোগ করা হইয়াছে।

প্রত্যয়—[প্রতি—ই (গমন করা) + অ] বি. বিশ্বাস, প্রতীতি ; নিশ্চয়তা ; (ব্যাকরণে) শব্দ ও ধাতুর সহিত যোজনীয় বিশিষ্টার্থবোধক বর্ণসমষ্টি (কৃৎ ও তদ্ধিত প্রত্যয়)। **প্রত্যয়কর**—ণ. যাহা বিশ্বাস উৎপাদন করে। **প্রত্যয়কারী (-রিন্)**—ণ. যে বিশ্বাস করে। **প্রত্যয়কারিণী**—মোহর, সিল। **প্রত্যয়প্রতিভূ**—প্রত্যয়-স্বরূপ জামিন। **প্রত্যয়যোগ্য**—ণ. বিশ্বাসযোগ্য। **প্রত্যয় যাওয়া**—বিশ্বাস করা। **প্রত্যয়ন**—বিশ্বাস করা। ণ. **প্রত্যয়িত**—বিশ্বস্ত। ণ. **প্রত্যয়ী (-য়িন্)**—যে বিশ্বাস করে।

প্রত্যর্থী (-র্থিন্)—ণ., বি. বিপক্ষ, শত্রু ; প্রতিবাদী, আসামী। [প্রতি + অর্থী]।

প্রত্যর্পণ—বি. প্রতিদান, ফিরাইয়া দেওয়া। [প্রতি + অর্পণ]। ণ. **প্রত্যর্পিত**।

প্রত্যহ—ক্রি. ণ. প্রতিদিন। [প্রতি + অহন্]

প্রত্যাখ্যাত—বি. অস্বীকৃত, বর্জিত, অবজ্ঞাত, নিরাকৃত। বি. **প্রত্যাখ্যান**—ফিরাইয়া দেওয়া, নিরাকরণ, অবজ্ঞা করা। [প্রতি+আ-খ্যা+অনট্]। **প্রত্যাখ্যেয়**—ণ. প্রত্যাখ্যানের যোগ্য।

প্রত্যাগত—ণ. পুনরাগত, যে ফিরিয়া আসিয়াছে (ইংলণ্ড-প্রত্যাগত)। [প্রতি+আগত]। বি. **প্রত্যাগতি, -গম, -গমন**—প্রত্যাবর্তন, ফিরিয়া আসা। [প্রতি+আঘাত]।

প্রত্যাঘাত—বি. আঘাতের পরিবর্তে আঘাত।

প্রত্যাদিষ্ট—ণ. দেবতা প্রভৃতির দ্বারা আদিষ্ট; নূতন আদেশের দ্বারা প্রত্যাহৃত; প্রত্যাখ্যাত; নিরস্ত। [প্রতি+আ—দিশ্+ক্ত]

প্রত্যাদেশ—বি. ভক্তের প্রতি দেবতার আদেশ, দৈববাণী, ওহী, revelation; প্রত্যাখ্যান; নিরাকরণ; পূর্ব আদেশ বাতিল করিয়া আদেশ; প্রতিবন্ধ। [প্রতি-আ-দিশ্+অ]।

প্রত্যানয়ন—বি. পুনরায় আনয়ন; পুনরুদ্ধার। [প্রতি+আনয়ন]। ণ. **প্রত্যানীত**।

প্রত্যাবর্তন—বি. প্রত্যাগমন, ফিরিয়া আসা। ণ. **প্রত্যাবৃত্ত**—প্রত্যাগত।

প্রত্যালীঢ়—বি. ধনুর্ধারীর বাঁ পা ছড়াইয়া ডান পা গুটাইয়া বসা (আলীঢ় দ্রঃ); ণ. আস্বাদিত। [প্রতি-আ-লিহ্+ক্ত]।

প্রত্যাশা—বি. আকাঙ্ক্ষা (ফল প্রত্যাশা); প্রতীক্ষা; কিছু করিয়া আশা, ফলের আশা। (গ্রাম্য—পিত্তেশ)। **প্রত্যাশিত**—ণ. হইবে বলিয়া আশা করা হইয়াছিল এমন; সম্ভাবিত। ণ **প্রত্যাশী (-শিন্)**—যে প্রত্যাশা করে। (গ্রাম্য—পিত্তেশী)। **প্রত্যাশে, প্রত্যাশায়**—আশায়, ভরসায় (প্রত্যাশার সঙ্গে সাধারণতঃ ব্যর্থতা জড়িত)। [+আসন্ন]।

প্রত্যাসন্ন—ণ. সন্নিহিত, নিকটবর্তী। [প্রতি

প্রত্যাহত—ণ. ব্যাহত, প্রতিহত। [প্রতি+আহত

প্রত্যাহরণ—ণ. ফিরাইয়া লওয়া। **প্রত্যাহার**—প্রত্যাহরণ, withdrawal (উক্তি প্রত্যাহার করা); ঈশ্বরে মনোনিবেশার্থ চিত্তবৃত্তিসমূহের নিরোধ। [প্রতি-আ-হৃ+ঘঞ্]। ণ. **প্রত্যাহৃত**—প্রত্যাকৃষ্ট, ফিরাইয়া লওয়া হইয়াছে এমন।

প্রত্যুক্তি—বি. প্রতিবচন, উত্তর। [প্রতি-বচ্+ক্তি]

প্রত্যুত—অব্য. পরন্ত, বরং; উল্টিয়া। [সং.]।

প্রত্যুৎক্রম, -ক্রমণ, -ক্রান্তি—বি. যুদ্ধোদ্যোগ; প্রধান উদ্দেশ্যের প্রতিপোষক অপ্রধান কার্য। [প্রতি+উৎক্রম, -ক্রমণ, -ক্রান্তি]।

প্রত্যুত্তর—বি. উত্তরের উত্তর; বিরুদ্ধ অর্থাৎ প্রশ্নখণ্ডনকারী উত্তর। [প্রতি+উত্তর]

প্রত্যুত্থান—বি. আগত ব্যক্তির সম্মানার্থ উঠিয়া দাঁড়ানো। ণ. **প্রত্যুত্থিত**।

প্রত্যুৎপন্ন—ণ. তৎকালোচিত, উপস্থিত, সত্বর। [প্রতি+উৎপন্ন]। **প্রত্যুৎপন্নমতি**—ণ. উপস্থিত-বুদ্ধি-বিশিষ্ট। [বহুব্রী.]। **প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব**—উপস্থিত বুদ্ধি, প্রয়োজনানুসারে তৎক্ষণাৎ খেলে এমন বুদ্ধি, ready wit.

প্রত্যুদাহরণ—বি. বিরুদ্ধ দৃষ্টান্ত। [প্রতি+উদাহরণ]। ণ. **প্রত্যুদাহৃত**।

প্রত্যুদ্গত, প্রত্যুদ্যাত—ণ. যাহার সম্মানে গাত্রোত্থান করা হইয়াছে অথবা আগাইয়া যাওয়া হইয়াছে। [প্রতি+উদ্গত,-যাত]। বি. **প্রত্যুদ্গতি, প্রত্যুদ্গম, প্রত্যুদ্গমন**—মান্য ব্যক্তির আগমন কালে তাঁহার সম্মানে কিছু দূর আগাইয়া যাওয়া। ণ. **প্রত্যুদ্গমনীয়**—প্রত্যুদ্গমনের যোগ্য, পূজনীয়।

প্রত্যুদ্ধরণ, প্রত্যুদ্ধার—বি. পুনরুদ্ধার; পুনঃসংস্থাপন, পুনঃসংস্কার। ণ. **প্রত্যুদ্ধৃত**। [প্রতি+উদ্ধরণ, উদ্ধার]।

প্রত্যুপকার—বি. উপকারের পরিবর্তে উপকার, উপকারীর উপকার। [প্রতি+উপকার]। **প্রত্যুপকারী (-রিন্)**—যে উপকারীর উপকার করে। ণ. **প্রত্যুপকৃত**।

প্রত্যুপদেশ—বি. উপদেশানুরূপ শিক্ষাপ্রদান; বিদ্যার পরিবর্তে বিদ্যাদান। [প্রতি+উপদেশ]। ণ. **প্রত্যুপদিষ্ট**। [+উপহার]।

প্রত্যুপহার—বি. অনুরূপ উপহার। [প্রতি

প্রত্যুপ্ত—উপ্ত, যাহা বপন করা হইয়াছে; খচিত, গ্রথিত। [প্রতি+উপ্ত]

প্রত্যুষ, প্রত্যূষ—বি. প্রাতঃকাল, অতি ভোর-বেলা; প্রথম সূচনা (চেতনা-প্রত্যূষে—রবি)। [প্রতি+উষা, উষা] [+এক]।

প্রত্যেক—ণ. সর্ব. প্রতিটি, প্রতিজন। [প্রতি

প্রথম—ণ. আদ্য (প্রথম দেখা); আদিম (প্রথম যুগের); আরম্ভকালীন; জ্যেষ্ঠ; সম্মুখবর্তী; অগ্রবর্তী; সকলের উপরিস্থ; প্রধান, মুখ্য (প্রথম কল্প); অভিনব, নূতন (প্রথম যৌবন)। [প্রথ্+অম]। **প্রথম কবি**—বাল্মীকি।

প্রথমজ—ণ. প্রথমোৎপন্ন, অগ্রজ। **প্রথমতঃ** (-তস্)—প্রথমে। **প্রথম পুরুষ**—(ব্যাকরণে) উত্তম ও মধ্যম ভিন্ন পুরুষ (ব্রঃ), third person। **প্রথম প্রথম**—গোড়ায়, প্রারম্ভে। **প্রথম বয়সী**—নবীন বয়সের ; তরুণী। **প্রথম সাহস**—আড়াই শত পণ অর্থদণ্ড (বাংলায় তেমন ব্যবহৃত হয় না)। **প্রথম সন্ধ্যা**—সন্ধ্যার সূচনা। **প্রথমাঙ্গুলি** বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ। **প্রথমাশ্রম**—ব্রহ্মচর্যাশ্রম।

প্রথা—[প্রথ্ (খ্যাত হওয়া) + অ + আপ্] বি. রীতি, ধারা, custom (সতীদাহপ্রথা ; কুলপ্রথা) ; খ্যাতি, প্রসিদ্ধি (এই অর্থে ইহার বিশেষণ প্রথিত-ই সাধারণতঃ ব্যবহৃত হয়)।

প্রথিত—ণ. প্রখ্যাত। [প্রথ্ + ক্ত]। **প্রথিতনামা** (-মন্)—খ্যাতনামা। **প্রথিতযশাঃ** (-শস্)—যাহার যশ চতুর্দিকে রাষ্ট্র হইয়াছে।

প্রদ—প্রদানকারী, দাতা (অন্য শব্দের সহিত যুক্ত হইয়া ব্যবহৃত হয়—শান্তিপ্রদ ; অভয়প্রদ)।

প্রদক্ষিণ—বি. পূজনীয় ব্যক্তি বা বিগ্রহকে দক্ষিণ দিকে রাখিয়া চতুর্দিকে ভ্রমণ (শ্রদ্ধা-নিবেদনের পদ্ধতি-বিশেষ)। **প্রদক্ষিণা**—মন্দিরাদি প্রদক্ষিণ করা। [দা + ক্ত]।

প্রদত্ত—বি. যাহা দেওয়া হইয়াছে, সমর্পিত। [প্র-

প্রদমিত—ণ. বিশেষ ভাবে দমিত। [প্র + দমিত]

প্রদর—বি. স্ত্রীরোগ-বিশেষ, leucorrhoea।

প্রদর্শক—ণ. প্রদর্শনকারী, নির্দেশক (পথপ্রদর্শক)। **প্রদর্শন**—দেখানো, প্রকাশ করা (উপেক্ষা প্রদর্শন)। [প্র-দৃশ্ + ণিচ্ + অনট্]। **প্রদর্শনী**—যেখানে নানাস্থানের বহু জিনিস দেখানো হয়, exhibition (শিল্প-প্রদর্শনী)। **প্রদর্শশালা**—জাদুঘর, museum। **প্রদর্শিত**—ণ. যাহা দেখানো হইয়াছে, নির্দেশিত (গুরু-প্রদর্শিত পন্থা)।

প্রদান—বি. দান, দেওয়া (রাজস্ব প্রদান ; অভয় প্রদান) ; বিতরণ। [প্র-দা + অনট্]। **প্রদাত্মক**, **প্রদায়ী** (-য়িন্)—ণ. প্রদানকারী। (মুক্তিপ্রদায়িনী)। স্ত্রী. **প্রদায়িকা,-নী**।

প্রদাহ—বি. সন্তাপ ; জ্বালা, পোড়ানি (কর্ণপ্রদাহ)। [প্র + দাহ]। ণ. **প্রদাহী** (-হিন্) —প্রদাহযুক্ত।

প্রদিগ্ধ—ণ. লিপ্ত, মাখানো ; বি. রন্ধিত মাংস-বিশেষ (কোর্মার মত)। [প্র-দিহ্ + ক্ত]।

প্রদীপ—বি. আলো জ্বালিবার আধার, পিদিম (মৃৎ প্রদীপ) ; দীপবর্তিকা, বাতি (পাদপ্রদীপ) ; আলো ; যে বা যাহা উজ্জ্বল করে (কুলপ্রদীপ) ; ব্যাখ্যানগ্রন্থ (মহাভাষ্য-প্রদীপ)। [প্র-দীপ্ + অ]। **প্রদীপন**—উদ্ভাসন ; উদ্দীপন, প্রজ্বালন ; বিষ-বিশেষ। **প্রদীপিত**—ণ. প্রজ্বালিত। **প্রদীপ্ত**—ণ. উজ্জ্বল, ভাস্বর। [প্র-দীপ্ + ক্ত]

প্রদৃপ্ত—ণ. অতিশয় গর্বিত। [প্র-দৃপ্ + ক্ত]।

প্রদেয়—ণ. প্রদানযোগ্য। স্ত্রী. **প্রদেয়া**—যাহাকে পাত্রস্থ করিতে হইবে। [প্র-দা + য]।

প্রদেশ—বি. দেশের অংশ, province (উত্তর প্রদেশ) ; অঞ্চল (পার্বত্য প্রদেশ) ; স্থান ; অঙ্গ (গ্রীবা-প্রদেশ ; হৃদয়-প্রদেশ) ; [প্র-দিশ্ + অ]। **প্রদেশন**—বি. উপদেশ বা নির্দেশ দান ; উপঢৌকন, ভেট, উৎকোচ। **প্রদেশনী, প্রদেশিনী**—তর্জনী।

প্রদেহ—বি. প্রলেপ, মলম। [প্র + দিহ্ + অ]।

প্রদোষ—[প্র দোষা, স্ত্রী., যখন রাত্রি আরম্ভ হয়] বি. সায়ংকাল, সন্ধ্যারম্ভ। **প্রদোষক**—ণ. প্রদোষকালজাত।

প্রদ্যুম্ন—বি. কৃষ্ণ ও রুক্মিণীর পুত্র কন্দর্প। [সং]।

প্রদ্যোত—বি. দীপ্তি, আভা ; কিরণ, রশ্মি। [প্র-দ্যুৎ + অ]। **প্রদ্যোতন**—ণ. দ্যোতনশীল ; বি. দীপ্তি ; সূর্য। **প্রদ্যোতিত, প্রদ্যুতিত**—ণ প্রদীপ্ত, উদ্ভাসিত, প্রকাশিত।

প্রধান—ণ. অগ্রগণ্য, মুখ্য (প্রধান কাজ, প্রধান কথা) ; বি. অধ্যক্ষ ; মোড়ল ; সেনাপতি ; অমাত্য (প্রধান পুরুষ ; রাজ্যের প্রধানবর্গ) ; অগ্রগণ্য বিষয় বা বস্তু (শীতপ্রধান অঞ্চল) ; জগতের মূল কারণ, সাংখ্যের প্রকৃতি ; পরমেশ্বর ; বুদ্ধি। **প্রধান ধাতু**—শুক্র।

প্রধূমিত—ণ. জ্বলনোন্মুখ ; যাহার খুব ধোঁয়া হইতেছে (প্রধূমিত অগ্নি)। [প্রকৃষ্টরূপে ধূমিত]।

প্রধ্বংস—বি. বিনাশ। **প্রধ্বংসন**—বিনাশন। **প্রধ্বংসিত**—ণ. বিনাশিত, নিশ্চিহ্নীকৃত। **প্রধ্বংসী**(-সিন্)—ণ. যে বা যাহা বিনাশ সাধন করে। **প্রধ্বস্ত**—ণ. বিনষ্ট।

প্রনপ্তা (-প্তৃ)—বি. প্রপৌত্র।

প্রনষ্ট—ণ. সম্পূর্ণভাবে নষ্ট, বিলুপ্ত। [প্র-নশ্ + ক্ত]

প্রপক্ষ—বি. পালক, feather. [সং.]

প্রপঞ্চ—[প্র-পন্চ্ (বিস্তৃত হওয়া) + ঘঞ্] বি. সমূহ ; বিস্তার (বাক্‌প্রপঞ্চ) ; সংসার ('ত্রয়ী

শক্তি ত্রিস্বরূপে প্রপঞ্চে প্রকট'—রবি); মায়া ('একেতে করিয়া তঙ্ক সত্য জানি এ প্রপঞ্চ'—রামমোহন); ভ্রম; প্রতারণা; মিথ্যা ('এ প্রপঞ্চে কেন বঞ্চাইছ দাসে'—মধু); উল্টাপাল্টা ব্যবহার; প্রকটন, ব্যক্তীকরণ। **প্রপঞ্চন**—বিস্তৃত করা; ছলনা করা। **প্রপঞ্চময়**—ণ. মায়াময়; ছলনাময় ('এ মায়া প্রপঞ্চময় ভব-রঙ্গমঞ্চ মাঝে')। ণ. **প্রপঞ্চিত**—বিস্তৃত; ভ্রান্তিপূর্ণ। [বিনাশ।

প্রপতন—বি. ঊর্ধ্ব হইতে নিম্নে পতন; প্রবেশ;

প্রপন্ন—ণ. শরণাগত, আশ্রিত, প্রাপ্ত। [প্র-পদ্ +ক্ত]। **প্রপন্নপাল**—যিনি শরণাগতকে রক্ষা করেন। **প্রপন্নার্তিহর**—ণ. যিনি শরণাগতের দুঃখ হরণ করেন।

প্রপর্ণ—বি. বৃক্ষের স্খলিত পত্র। [সং.]

প্রপা—বি. জলছত্র; পশুগণের জলপানের স্থান। [প্র-পা+অ+আপ্]। **প্রপান**—প্রপা। [সং.]

প্রপাত—বি. পর্বতাদির অত্যুচ্চ স্থান, ভৃগু, precipice; উচ্চস্থান হইতে পতিত জলপ্রবাহ, জলপ্রপাত, waterfall; পতন, স্খলন; তীর, বেলা। [প্র-পত্+ঘঞ্]।

প্রপিতামহ—বি. পিতামহের বা ঠাকুরদার পিতা; ব্রহ্মা। স্ত্রী. **প্রপিতামহী**—ঠাকুরদার মাতা।

প্রপীড়ন—বি. নিপীড়ন। ণ. **প্রপীড়িত**।

প্রপূজিত—ণ. পূজিত, সম্মানিত।

প্রপূরণ—বি. পূর্ণ করা। ণ. **প্রপূরিত**—যাহা পূর্ণ করা হইয়াছে।

প্রপৌত্র—বি. পৌত্রের বা নাতির পুত্র। স্ত্রী. **প্রপৌত্রী**—পৌত্রের কন্যা।

প্রফুল্ল—ণ. প্রস্ফুটিত, বিকসিত (প্রফুল্ল রাজীব); প্রসন্ন, সহাস্য (প্রফুল্ল বদন)। [প্র-ফুল্ল্+অ]। বি. -**তা**। **প্রফুল্লিত**—প্রফুল্ল, হৃষ্ট, পুলকিত।

প্রফেসর,-সার—[ইং. professor] বি. কলেজের বা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক। **প্রফেসারি**—অধ্যাপকতা। ণ. **প্রফেসারী**।

প্রবংশ—বি. জাতি, race (প্রবংশ রক্ষা—race preservation)।

প্রবক্তা (-ক্তৃ)—বি. ব্যাখ্যাতা; বেদার্থের ব্যাখ্যাতা; সুবক্তা। স্ত্রী. **প্রবক্ত্রী**।

প্রবচন—বি. উত্তম বচন; প্রবাদ, বহু-প্রচলিত উক্তি, proverb; ব্যাখ্যান (সাংখ্য প্রবচন); বেদাধ্যয়ন; ধর্মগ্রন্থ। ণ. **প্রবচনীয়**—যাহা যত্নপূর্বক ব্যাখ্যা করিবার যোগ্য।

প্রবঞ্চক—ণ. প্রতারক, ঠক। **প্রবঞ্চন, প্রবঞ্চনা**—বি. প্রতারণা, ঠকানো। ণ. **প্রবঞ্চিত**—যাহাকে ঠকানো হইয়াছে।

প্রবণ—ণ. ক্রমনিম্ন, ঢালু (প্রবণ ভূমি); প্রবণতাযুক্ত, ঝোঁকবিশিষ্ট (ভাবপ্রবণ); অভিমুখ; অনুকূল; উন্মুখ; আসক্ত। [প্র-বন্+অ]। বি. **প্রবণতা**—ঝোঁক, আভিমুখ্য, tendency; গড়ানে বা ঢালুভাব, ঢাল।

প্রবন্ধ—বি. পরস্পর-সম্বদ্ধ বাক্যাবলী, সন্দর্ভ, রচনা (পাঁচালী প্রবন্ধ); আরম্ভ; পূর্বপর সঙ্গতি; উপায়; কৌশল, চাতুরী (কপট প্রবন্ধ); প্রকার, ধরণ। [প্র-বন্ধ্+অ]। **প্রবন্ধকার**—প্রবন্ধরচয়িতা।

প্রবর—ণ. মুখ্য, প্রধান, শ্রেষ্ঠ (পণ্ডিতপ্রবর); উৎকৃষ্ট; বি. গোত্র; গোত্রের প্রধান মুনিগণের নামসমষ্টি (যথা: শক্তিগোত্রে শক্তি-বশিষ্ঠ-পরাশর); পূর্বপুরুষ।

প্রবর্তক—ণ. প্রবর্তয়িতা; প্রদর্শক; প্রণেতা। [প্র-বৃৎ+ণক]। বি. **প্রবর্তন, প্রবর্তনা**—আরম্ভ করণ, প্রচলিত করণ; নিয়োজন। **প্রবর্তমান**—ণ. কোনও কাজে প্রবৃত্ত হইতেছে এমন। **প্রবর্তয়িতা** (-তৃ)—প্রবর্তনকারী, প্রচলনকর্তা, আরম্ভক (কৌলীন্যের প্রবর্তয়িতা)। **প্রবর্তিত**—ণ. চালিত; আরব্ধ; প্রযোজিত; প্রেরিত। **প্রবর্তী** (-র্তিন্)—ণ. প্রেরয়িতা, নিযোজক। [বর্ধনকারী]।

প্রবর্ধন—বিবর্ধন, বাড়ানো। **প্রবর্ধক**—ণ.

প্রবর্ষণ—বি. প্রচুর বর্ষণ। **প্রবর্ষী** (-র্ষিন্)—ণ. প্রচুরভাবে বর্ষণকারী।

প্রবল—ণ. অতিশয় বলবান্, প্রচণ্ড (প্রবল শত্রু); অত্যন্ত (প্রবল বেগ); প্রভাবপ্রতিপত্তিশালী (প্রবলের অত্যাচার)। [প্রকৃষ্ট বল যাহার]। **প্রবলপ্রতাপ**—ণ. যাহার শক্তি ও প্রভাব-প্রতিপত্তি সমধিক। বি. **প্রবলতা, প্রাবল্য**।

প্রবসন—বি. প্রবাস, বিদেশে বাস।

প্রবহ—বি. সপ্তবায়ুর অন্তর্গত বায়ু-বিশেষ; গৃহ-নগরাদি হইতে বহির্গমন; প্রবাহ; ণ. বহনকারী। [প্র-বহ্+অ]। **প্রবহণ**—বি. বহিয়া যাওয়া; যাহাতে বাহিত হয়, পাল্কী ডুলী ইত্যাদি যান। **প্রবহমান**—(সংস্কৃত ব্যাকরণ মতে অশুদ্ধ) ণ. যাহা বহিয়া যাইতেছে (প্রবহমান কাল; 'কুশাগ্রে প্রবহমান জীবাত্মা বিদ্যুৎ'—রবি)।

প্রবাত—ণ. সুখসেব্য বায়ুযুক্ত (দেশাদি); বি. সুরভি শীতল বায়ু; প্রকৃষ্ট বায়ু। **প্রবাতশয়ন**—যে শোবার ঘরে খুব হাওয়া খেলে।

প্রবাদ—বি. কিংবদন্তী, জনশ্রুতি; পরম্পরাগত বাক্য, চলতি কথা (কথাটা এখন প্রবাদের মত দাঁড়িয়ে গেছে); অপবাদ, নিন্দা। [প্র-বদ্+ঘঞ্]

প্রবাল—বি. সামুদ্রিক কীটবিশেষ; রত্নরূপে ব্যবহৃত উহার অস্থি, পলা, coral; নবপল্লব, কিসলয়; অঙ্কুর; বীণাদণ্ড। [প্র-বল্+অ]। **প্রবালদ্বীপ**—প্রবালকীটের পঞ্জর জমিয়া তৈয়ারী দ্বীপ, coral island। **প্রবালফল**—প্রবালের মত রক্তবর্ণ ফল যার, রক্তচন্দন।

প্রবাস—বি. বিদেশে বাস ('প্রবাসে দৈবের বশে জীবতারা যদি খসে'—মধু)। [প্র-বস্+ঘঞ্]। **প্রবাসন**—বিদেশে পাঠানো, নির্বাসন। [প্র-বস্+ণিচ্+অনট্]। **প্রবাসিত**—ণ. নির্বাসিত, রাজ্য হইতে নিঃসারিত। **প্রবাসী (-সিন্)**—ণ. দেশান্তরে বাসকারী, বিদেশস্থ।

প্রবাহ—বি. স্রোত, ধারা (অশ্রুপ্রবাহ); অবিচ্ছেদ গতি বা কার্য (কর্মপ্রবাহ); উত্তম অশ্ব। [প্র-বহ্+ঘঞ্]। **প্রবাহক**—ণ. উত্তম বহনকারী। **প্রবাহিকা**—গ্রহণী রোগ। **প্রবাহিত**—যাহা বহিতেছে, প্রবাহনশীল। ণ. **প্রবাহী (-হিন্)**—প্রবাহযুক্ত। স্ত্রী. **প্রবাহিণী**—ণ. স্রোতস্বিনী; বি. নদী।

প্রবিষ্ট—ণ. ভিতরে গত, যাহা প্রবেশ করিয়াছে; অভিনিবিষ্ট। [প্র-বিশ্+ক্ত]।

প্রবীণ—(বীণা বাদনে নিপুণ) ণ. বিজ্ঞ; নিপুণ; বহুদর্শী; বিষয়-বুদ্ধিসম্পন্ন; বয়োবৃদ্ধ।

প্রবীর—ণ. উত্তম যোদ্ধা, মহাবীর; প্রধান (কুরু-প্রবীর); বি. মহাভারতে নীলধ্বজের পুত্র।

প্রবুদ্ধ—বি. জাগরিত (প্রবুদ্ধ ভারত); জ্ঞানী, জাগ্রত চিত্ত; বিকশিত। (বি. প্রবোধ)। [প্র-বুধ্+ক্ত]। [হওয়া)। [প্র-বৃৎ+ক্ত]

প্রবৃত্ত—ণ. রত, নিযুক্ত, ব্যাপৃত (কর্মে প্রবৃত্ত

প্রবৃত্তি—বি. অন্তরের স্বাভাবিক প্রবণতা (বিপ. নিবৃত্তি); নিযুক্ত বা রত হওয়া, চেষ্টা; নিয়োগ; ইন্দ্রিয়চর্যা, ভোগ; ইচ্ছা; আগ্রহ; অভিরুচি (এমন কাজে প্রবৃত্তি হয় না); আরম্ভ। [প্র-বৃৎ+ক্তি]। **প্রবৃত্তিজ্ঞ**—(যে সংবাদ জানে) চর। **প্রবৃত্তিমার্গ**—ভোগসুখের পথ, সংসারের পথ (বিপ. নিবৃত্তিমার্গ—আত্মদমনের পথ)।

প্রবৃদ্ধ—ণ. অতিশয় বৃদ্ধিপ্রাপ্ত: বিশাল, উত্তুঙ্গ (প্রবৃদ্ধ-শিখর); বিবর্ধিত (প্রবৃদ্ধ তৃষ্ণা); অতি প্রাচীন। [প্র-বৃধ্+ক্ত]। **প্রবৃদ্ধ কোণ**—১৮০ ডিগ্রীর বেশী অথচ ৩৬০ ডিগ্রীর কম কোণ, reflex angle। বি. **প্রবৃদ্ধি**।

প্রবেট—[ইং. probate] বি উইলের বৈধতা সম্বন্ধে আদালতের স্বীকৃতি।

প্রবেশ—বি. ভিতরে যাওয়া, ঢোকা; আবির্ভাব, কর্মারম্ভ (নেপথ্যে রাজার প্রবেশ; কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ); ভিতরে যাইবার পথ (পুরঃ-প্রবেশ); জ্ঞান, দখল (শাস্ত্রে প্রবেশ আছে)। [প্র-বিশ্+অ]। **গৃহপ্রবেশ**—শুভদিনে নবনির্মিত গৃহে বাসের সূচনা; তৎসংক্রান্ত উৎসব। **প্রবেশক**—ণ. প্রবেশকারী; গ্রন্থের ভূমিকা। **প্রবেশন**—প্রবেশ; তোরণ। **প্রবেশ-পত্র**—প্রবেশের অনুমতি-সূচক পত্র। **প্রবেশা**—ক্রি. (পদ্যে) ঢোকা। **প্রবেশিকা**—প্রবেশার্থ দেয় অর্থ বা টিকেট; প্রবেশার্থ পরীক্ষা (প্রবেশিকা পরীক্ষা—এণ্ট্রান্স বা ম্যাট্রিকিউলেশন বা স্কুল-ফাইনাল)। **প্রবেশিত**—ণ. যাহাকে বা যাহা ঢুকানো হইয়াছে। (তুঃ প্রবিষ্ট)। [প্র-বিশ্+ণিচ্+ক্ত]। **প্রবেশ্য**—ণ. প্রবেশ-যোগ্য, যাহার ভিতরে প্রবেশ করিতে পারা যায়, permeable। **প্রবেষ্টা (-ষ্টৃ)**—প্রবেশক। [প্র-বিশ্+তৃচ্]

প্রবোধ—বি. আশ্বাস, সান্ত্বনা (মন প্রবোধ মানে না); জাগরণ; জ্ঞান; মোহের অবসানে সমুদিত জ্ঞান। [প্র-বুধ্+অ]। **প্রবোধক**—ণ. উত্তেজক, উদ্দীপক; যে বা যাহা জাগায়। **প্রবোধন**—জাগানো, উদ্দীপন; ঘুম ভাঙানো; শিক্ষাদান (বাল প্রবোধন); সান্ত্বনা দান; সুগন্ধি দ্রব্যের অনুগ্র সুগন্ধের বৃদ্ধি সাধন। ণ. **প্রবোধিত**—জাগরিত; শিক্ষিত; যাহাকে সান্ত্বনা বা আশ্বাস দেওয়া হইয়াছে। (তুঃ প্রবুদ্ধ)।

প্রব্রজন—বি. গৃহাশ্রম ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসধর্ম অবলম্বন। [প্র-ব্রজ্+অনট্]। ণ. **প্রব্রজিত** যে সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছে; প্রবাসগত; বি. শ্রমণ স্ত্রী. **প্রব্রজিতা**—সন্ন্যাসিনী; জটামাংসী। **প্রব্রজ্যা**—সন্ন্যাসধর্ম; প্রবাস। [প্র-ব্রজ্+য+আপ্]। **প্রব্রজ্যাবসিত**—সন্ন্যাসধর্ম-ভ্রষ্ট। **প্রব্রাজন**—নির্বাসন। [প্র-ব্রজ্+ণিচ্+অনট্]। ণ. **প্রব্রাজিত**।

প্রভঞ্জন—[প্র-ভন্‌জ্ + অনট্, বৃক্ষাদি ভঞ্জন-কারী] বি. ঝড়, বাত্যা (প্রভঞ্জন-বৈরী তুমি—মধু), পবনদেব ; ণ. নাশক (সর্বদর্পপ্রভঞ্জন)।

প্রভব—বি. প্রভাব, পরাক্রম ; কারণ ; উৎপত্তি-স্থান (রত্নপ্রভব বারিধি)। [প্র-ভূ + অ]। **প্রভবিতা (-তৃ)**—অধিপতি। **প্রভবিষ্ণু**—ণ. প্রভাবশালী, সমর্থ, অধিকারী। বি. **প্রভবিষ্ণুতা**।

প্রভা—[প্র—ভা + অ + আপ্] বি. দীপ্তি, তেজ, কিরণ (সূর্য-চন্দ্রের প্রভা ; রূপের প্রভা) ; প্রকাশ ; সূর্যপত্নী ; দুর্গা। **প্রভাকর**—সূর্য। **প্রভাকীট**—খদ্যোত। **প্রভাত**—[প্র—ভা + ক্ত] ণ প্রভাযুক্ত, আলোকিত ; বি. প্রত্যুষ, ভোর, সকাল, প্রাতঃকাল (প্রভাত হইতে বিলম্ব নাই)। **প্রভাতচারণ**—প্রত্যুষে যাহারা পথে পথে গান গাহিয়া লোকদের ঘুম ভাঙ্গায়। **প্রভাত-ফেরী**—প্রভাত-চারণদলের গীত বা জাতীয় উদ্বোধন-সঙ্গীত। **প্রভাতি**—প্রভাত-কালীন সঙ্গীত। **প্রভাতী**—ণ. প্রভাতকালীন (প্রভাতী আরতি)। ণ **প্রভাবান্ (-বৎ)**—প্রভাযুক্ত। স্ত্রী. **প্রভাবতী**—দীপ্তি-বিশিষ্টা ; ত্রয়োদশাক্ষর ছন্দো-বিশেষ ; গণদেবতাদিগের বীণা।

প্রভাব—[প্র—ভূ + ঘঞ্] বি. প্রভুশক্তি, প্রভুত্ব, মহিমা ; বিক্রম প্রতাপ ; তাড়স, চোট ; অলক্ষিতভাবে পরিবর্তন সাধনের ক্ষমতা (মহৎ চরিত্রের প্রভাব) ; ধন গুণপনা ইত্যাদি জনিত তেজ (কেমন প্রভাবময় মূর্তি—বিদ্যাসাগর) ; পরাভব-সামর্থ্য (মন্ত্রের প্রভাব)। **প্রভাবজ** ণ. প্রভাব হইতে সম্ভূত। **প্রভাবমণ্ডল**—যতটা ক্ষেত্র জুড়িয়া প্রভাব কার্যকরী হয়, sphere of influence. **প্রভাবান্বিত**—ণ. প্রভাব-বিশিষ্ট ; প্রভাবিত। **প্রভাবিত**—ণ প্রভাবদ্বারা অভিভূত বা চালিত।

প্রভাস—বি. পশ্চিম-ভারতের তীর্থ-বিশেষ ; জৈন-গণাধিপতি-বিশেষ ; দীপ্তি ; কান্তি। ণ **প্রভাসিত**—ভাস্বর, সমুজ্জ্বল ; প্রতিফলিত। **প্রভাস্বর**—ণ. অতি ভাস্বর, সুদীপ্ত।

প্রভিন্ন—ণ. বিভক্ত ; প্রস্ফুটিত ; প্রকাশিত ; মদস্রাবী। [প্র-ভিদ্ + ক্ত]।

প্রভু—[প্র—ভূ + উ] বি. রাজা ; স্বামী ; মনিব ; ইষ্ট দেবতা ; বৈষ্ণব গুরু। **প্রভুতা,-ত্ব**—আধিপত্য, কর্তৃত্ব (প্রভুত্ব করা ; প্রভুত্বগর্ব) ; প্রভাব, প্রাধান্য। **প্রভুত্বব্যঞ্জক**—ণ. যাহাতে আধিপত্যের ভাব প্রকাশ পায় ; যাহাতে প্রভুত্বের গর্ব প্রকাশ পায়। **প্রভুপাদ**—বি. বৈষ্ণব-গুরুর নামোল্লেখে ব্যবহৃত সম্মানসূচক শব্দ, His Holiness। **প্রভুভক্ত**—ণ. প্রভুর প্রতি একান্ত অনুরক্ত। **প্রভুভক্তি**—মনিব বা মালিকের প্রতি ভক্তি। **প্রভুশক্তি**—প্রভাব, প্রতাপ ; আধিপত্য। **প্রভুহন্তা (-ন্তৃ)**—যে রাজাকে মনিবকে অথবা স্বামীকে হত্যা করিয়াছে।

প্রভূত—ণ. প্রচুর, বহু (প্রভূত ধন, প্রভূত পরি-শ্রম) ; উৎপন্ন, জাত। [প্র-ভূ + ক্ত]।

প্রভৃতি—অব্য. ইত্যাদি, প্রমুখ। [প্র-ভৃ + ক্তি]।

প্রভেদ—বি পার্থক্য, বৈলক্ষণ্য, বিভিন্নতা (আকাশ-পাতাল প্রভেদ) ; বিকাশ। [প্র + ভেদ]। **প্রভেদনী, -দিকা**—বেধনাস্ত্র।

প্রমত্ত—[প্র—মদ্ + ক্ত] ণ প্রমাদযুক্ত ; অসতর্ক, অনবহিত ; অত্যাসক্ত ; মাতাল ; একান্ত বিভোর। বি. **প্রমত্ততা**—মত্ততা ; অত্যা-সক্তি ; ভাবে বিভোর অবস্থা (প্রমত্ততা, হে বিজয়, তোমার জীবনে শ্রেষ্ঠ লক্ষণ জানিবে—কেশবচন্দ্র)।

প্রমথ—[প্র—মথ্ + অ—যাহারা দুষ্টের শাসন করে] বি নৃত্যগীতাদিতে নিপুণ ও নানা রূপধারী শিবানুচর-বিশেষ। **প্রমথন**—পীড়ন, ক্লেশ-দান ; বিলোড়ন ; মর্দন ; বধ। ণ. **প্রমথিত**—পীড়িত ; মথিত। **প্রমথনাথ, -পতি, প্রমথেশ**—শিব (প্রমথদের প্রভু)।

প্রমদ—বি. মত্ততা ; হর্ষ, আনন্দ। [প্র-মদ্ + অ]। **প্রমদক**—যে কেবল ইহলোক স্বীকার করে, পরলোক মানে না, নাস্তিক। **প্রমদ-কানন, -বন, প্রমদা-কানন**—রাজান্তঃপুরযোগ্য উপ-বন। **প্রমদা**—ণ. রূপগর্বযুক্তা ; বি. সুন্দরী নারী ; নারী ; চতুর্দশাক্ষর ছন্দো-বিশেষ।

প্রমা—[প্র—মা + অ + আপ্] বি. সত্যজ্ঞান, নিশ্চয়বোধ। **প্রমাজ্ঞান**—যথার্থজ্ঞান।

প্রমাই—পরমায়ু-র কথ্য রূপ।

প্রমাণ—[প্র—মা + অনট্] বি. যদ্দ্বারা যথার্থ বা নিশ্চয় জ্ঞান লাভ হয় (প্রত্যক্ষ অনুমান উপমান শব্দ অর্থাৎ বিশ্বাস্য গ্রন্থ ইত্যাদি) ; বিশ্বাসের কারণ প্রদর্শন (প্রমাণ করা) ; সমর্থক বস্তু বা বিষয় (এ কথায় প্রমাণ কি ?) ; নজির, সাক্ষ্য

দৃষ্টান্ত (যেমন প্রমাণ); যদ্দ্বারা মাপা যায়, পরিমাণ (পর্বতপ্রমাণ উচ্চ); প. যাহা সংশয় ছেদন করে; (বাং.) পূর্ণ পরিমাণ, পুরা মাপের, standard (প্রমাণ ধুতি বা শাড়ী)। **প্রমাণপঞ্জী**—বক্তব্যের সমর্থক গ্রন্থাদির তালিকা, bibliography। **প্রমাণপত্র**—দলিলাদির রসিদ। **প্রমাণপুরুষ**—বিচারক; মধ্যস্থ। **প্রমাণবচন**—শাস্ত্রবচন। **প্রমাণসই**—প. সাধারণলোকের চলে এমন (প্রমাণসই ধুতি)। [বাং.]। **প্রমাণসাপেক্ষ**—প. প্রমাণের দ্বারা যাহার সত্যতা প্রমাণ করিতে হইবে। **প্রমাণসিদ্ধ**—প. কোনও বিশেষ প্রমাণের দ্বারা যাহার সত্যতা প্রতিপন্ন হইয়াছে। **প্রমাণাভাব**—যোগ্য প্রমাণের অসদ্ভাব বা অপ্রাপ্তি। **প্রমাণানুরূপ**—প. মানানসই। **প্রমাণিত**—প. সত্য বলিয়া প্রদর্শিত, নিঃসংশয়িত, proved. **প্রমাণীকরণ**—যুক্তি নিদর্শন ইত্যাদি দ্বারা সত্যতা প্রতিপাদন। প. **প্রমাণীকৃত**—প্রমাণ প্রদর্শন দ্বারা স্থিরীকৃত, proved।

প্রমাতা (-তৃ)—বি. যে বা যাহা প্রমাণ করে (সাংখ্যমতে শুদ্ধ চিত্তবৃত্তি, বেদান্তমতে প্রতিফলিত মনোবৃত্তি); রাজপুরুষ-বিশেষ (ওজনাদিতে কম দিলে ইঁহারা দণ্ড দিতেন)। [প্র-মা+তৃচ্]

প্রমাতামহ—বি. মাতামহের পিতা। স্ত্রী. **প্রমাতামহী**—মাতামহের মাতা।

প্রমাথ—বি. প্রমথন, পীড়ন; ভূমিতে নিপাতিত করিয়া মর্দন; ধ্বংস। **প্রমাথী (-থিন্)**—পীড়য়িতা, ক্লেশকর; বিক্ষোভক; নাশক; মর্দনকারী। [প্র-মথ্+ণিন্]। স্ত্রী. **প্রমাথিনী**।

প্রমাদ—[প্র-মদ্+ঘঞ্] বি. অনবধানতা. অসাবধানতা; ভ্রান্তি (ভ্রম-প্রমাদ); কি করিতে হইবে সে সম্বন্ধে বিচারের অভাব, বিমূঢ়তা; অন্তঃকরণের দৌর্বল্য; বিপদ্ (প্রমাদ গণিল); প্রমত্ততা। **প্রমাদকৃত**—প. যাহা ভুলে করা হইয়াছে। **প্রমাদবধ**—অনিচ্ছাকৃত আকস্মিক নরহত্যা। **প্রমাদবান্ (-বৎ)**—প. অসাবধান। **প্রমাদশূন্য,-হীন**—প. নির্ভুল; সাবধান। **প্রমাদী(-দিন্)**—প. প্রমাদযুক্ত, প্রমত্ত।

প্রমারা, প্রেমারা—[পর্তু. Primeiro] বি. বাজি রাখিয়া তাসখেলা-বিশেষ।

প্রমিত—প. পরিমিত; জ্ঞাত; নিশ্চিত; প্রথমাবধারিত। (বিপ. অপ্রমিত—অসংখ্য)। [প্র-মা+ক্ত]। **প্রমিতি**—প্রমাণ; নিশ্চয়জ্ঞান; পরিমাণ। [প্র-মা+ক্তি]। [+ক্ত]।

প্রমীত—প. মৃত; হত; যজ্ঞার্থে হত। [প্র-মী

প্রমীলন—বি. নিমীলন, চোখ বোজা। (বিপ. উন্মীলন)। প. **প্রমীলিত**। **প্রমীলা**—বি. তন্দ্রা; ঝিমানো; অবসাদ; নিমীলন; রাবণপুত্র মেঘনাদের পত্নী। [প্র-মীল্+অ+আপ্]।

প্রমুখ—প. প্রথম, আদি, প্রভৃতি (অন্য শব্দের সহিত যুক্ত হইয়া ব্যবহৃত হয়—কালিদাস-প্রমুখ কবি); শ্রেষ্ঠ (রাজপ্রমুখ); মান্য; বি. পুন্নাগ বৃক্ষ; সম্মুখ; আরম্ভ। [প্রমুখাৎ]।

প্রমুখাৎ—অব্য. মুখ হইতে, জবানী (দূত-

প্রমুদিত—[প্র-মুদ্ (হৃষ্ট হওয়া)+ক্ত] প. আহ্লাদিত, প্রীত; বিকসিত। **প্রমুদিতবদনা**—প. প্রফুল্লবদনা; দ্বাদশাক্ষর ছন্দোবিশেষ।

প্রমূর্ত—প. মূর্ত, রূপায়িত, সুপ্রকট। [প্র+মূর্ত]

প্রমেয়—প. পরিমেয়; অল্প (বিপ. অপ্রমেয়); অবধার্য, জ্ঞেয়। [প্র-মা+ণ্যৎ]।

প্রমেহ—বি. মূত্রদোষ-রোগ-বিশেষ, গণোরিয়া। [প্র-মিহ্+অ]। **প্রমেহী (-হিন্)**—প. প্রমেহগ্রস্ত, গণোরিয়ারোগী।

প্রমোচন—বি. মুক্ত করণ; প. যাহা মুক্ত করে (সর্বপাপপ্রমোচন); নিস্তব্ধীকরণ। [প্র-মুচ্+ণিচ্+অনট্]।

প্রমোদ—বি. [প্র-মুদ্+ঘঞ্] বি. আমোদ, আনন্দ, হর্ষ, স্ফূর্তি (আমোদ-প্রমোদে কালহরণ)। **প্রমোদকানন**—আনন্দে সময় হরণের জন্য নির্মিত উপবন, বাগানবাড়ী। **প্রমোদন**—বি. আমোদিত করা; প. প্রমোদজনক। **প্রমোদবাজার**—আনন্দমেলা, carnival। **প্রমোদভবন, প্রমোদাগার**—বিলাস-ভবন। **প্রমোদিত**—প. আমোদিত; বিকসিত। **প্রমোদী(-দিন্)**—প. আনন্দকর; ফুর্তিবাজ।

প্রমোশন—[ইং. promotion] বি. উচ্চতর পদে বা শ্রেণীতে স্থান লাভ (ছেলেটি এবার প্রমোশন পায় নাই; এ চাকরিতে প্রমোশন নাই)।

প্রমোহ—বি. সম্মোহ। [প্র-মুহ্+অ]। **প্রমোহন**—সম্মোহন; মোহকারক অস্ত্র-বিশেষ।

প্রযত—[প্র-যম্+ক্ত] প. সংযত, নিয়মানুবর্তী; পবিত্র; অপ্রমত্ত। **প্রযতাত্মা (-ত্মন্)**—সংযতচিত্ত; শুদ্ধচিত্ত।

প্রযত্ন—বি. প্রয়াস, সনির্বন্ধ চেষ্টা, অধ্যবসায়;

(ন্যায়দর্শনে) প্রবৃত্তি নিবৃত্তি ও জীবনকাল।

প্রয়াগ—বি. নদীসঙ্গম (দেবপ্রয়াগ); গঙ্গা যমুনা ও সরস্বতী—এই তিন নদীর সঙ্গমস্থল, এলাহাবাদ; প্রকৃষ্ট যজ্ঞ; ইন্দ্র। [প্র-যজ্‌+ঘঞ্‌]। **প্রয়াগ-ভয়**—প্রকৃষ্ট যজ্ঞকে যে ভয় করে, ইন্দ্র।

প্রয়াণ—[প্র-যা+অনট্‌] বি. গমন; প্রস্থান; যুদ্ধযাত্রা; মৃত্যু (প্রয়াণ-কাল—মৃত্যুকাল)। **মহাপ্রয়াণ**—(মহৎ ব্যক্তির) মৃত্যু।

প্রয়াত—ণ. প্রস্থিত, গত; পতিত মৃত। [প্র-যা+ক্ত]

প্রয়াস—বি. প্রচেষ্টা, প্রযত্ন; আয়াস, পরিশ্রম, কষ্টস্বীকার (প্রয়াস-লভ্য); ইচ্ছা। ণ. **প্রয়াসী** (-সিন্‌)—প্রযত্নশীল; অভিলাষী (আমি যে তোমার পরশ পাবার প্রয়াসী—রবি)।

প্রযুক্ত—ণ. যাহা প্রয়োগ করা হইয়াছে; নিযুক্ত; প্রবর্তিত; অনুষ্ঠিত; ব্যবস্থাপিত, produced (নাটকাদি); নিক্ষিপ্ত (প্রযুক্ত বাণ); সুদে খাটানো (প্রযুক্ত ধন); (বাং) সেই হেতু (দুর্বলতা প্রযুক্ত চলিতে অক্ষম)। বি. **প্রযুক্তি**—প্রয়োগ; প্রকৃষ্ট যুক্তি; শিল্পাদিতে প্রয়োগকৌশল, technique। **প্রযুক্তি-বিদ্যা**—শ্রমশিল্প-বিষয়ক বিদ্যা, technology. **প্রযুজ্যমান**—সং. প্রযুক্ত হইতেছে এমন। **প্রযোক্তা** (-ক্তৃ)—ণ. প্রয়োগকারী; প্রযোজক; অনুষ্ঠাতা; উত্তমর্ণ।

প্রয়োগ—বি. কাজে লাগানো, ব্যবহার (বিদ্যার প্রয়োগ; অস্ত্রের প্রয়োগ); দৃষ্টান্ত, উদাহরণ; উল্লেখ (বিরল প্রয়োগ); অভিনয় (প্রয়োগকুশল); অস্ত্রাদি নিক্ষেপ (প্রয়োগ ও সংহার—অস্ত্রাদির নিক্ষেপ ও সংবরণ); সুদে খাটানো। [প্র-যুজ্‌+অ]। **প্রয়োগ-বিজ্ঞান**—বিদ্যাদি প্রয়োগ করিবার কৌশল। **প্রয়োগতঃ**—প্রয়োগের দিক দিয়া, প্রয়োগ অনুসারে। **প্রয়োগযোগ্য**—ণ. ব্যবহারযোগ্য, উল্লেখযোগ্য। **প্রয়োগ-শালা**—পরীক্ষাগার, laboratory।

প্রযোজক—ণ. বি. প্রযোক্তা, প্রবর্তক, নিয়োগ-কর্তা; যিনি নাটকাদি অভিনয়ের ব্যবস্থা করেন, producer; যে টাকা-পয়সা সুদে খাটায়; বিধি-প্রবর্তক (ধর্মশাস্ত্র প্রযোজক)। [প্র-যুজ্‌+ণক]।

প্রয়োজন—[প্র-যুজ্‌+অনট্‌] বি. হেতু, উদ্দেশ্য (কি প্রয়োজনে আগমন?); দরকার; দরকারী কাজ (কোনও প্রয়োজন নাই; খেয়ানৌকা গজেন্দ্র গমনে যাইতেছে—পরের প্রয়োজনে—বঙ্কিমচন্দ্র); প্রয়োগ করণ। **প্রয়োজনা-তিরিক্ত**—ণ. যতটা দরকার তার চেয়ে বেশী, বাড়তি। ণ. **প্রয়োজনীয়**—ণ. আবশ্যক, দরকারী (প্রয়োজনীয় জিনিষপত্র)। **প্রয়োজ-নীয়তা**—বি. প্রয়োজন।

প্রযোজ্য—ণ. প্রয়োগযোগ্য; মূলধন; বি. ভৃত্য। [প্র-যুজ্‌+য] [রুহ্‌+ক্ত]

প্ররূঢ়—ণ জাত, উৎপন্ন; দৃঢ়মূল; প্রবৃদ্ধ। [প্র-

প্ররোচন,-না—বি. উত্তেজনা, উস্‌কানি (দশজনের প্ররোচনায় এ কাজ করেছে); প্রবর্তন; নাট্যে প্রস্তাবনার অঙ্গ-বিশেষ। [প্র-রুচ্‌+ণিচ্‌+অনট্‌,+আপ্‌]। ণ. **প্ররোচিত**।

প্ররোহ—বি. অঙ্কুর; চারাগাছ; বট প্রভৃতির ঝুরি; উৎপত্তি; আরোহণ। ণ. **প্ররোহিত**—প্ররোহযুক্ত; অঙ্কুরিত। [প্ররোহ+ইতচ্‌]

প্ররোহী (-হিন্‌)—উৎপাদনশীল, অঙ্কুরিত। [প্র-রুহ্‌+ণিন্‌]।

প্রলপন—বি. প্রলাপ করা। ণ. **প্রলপিত**—[বৃথা জল্পিত, কথিত।

প্রলব্ধ—ণ. প্রাপ্ত।

প্রলম্ব—ণ., বি. লম্বমান (প্রলম্ব বাহু); বি. শাখা; ঝুরি; উদ্ভিদের অঙ্কুর; লতার শুঁয়া; স্ত্রীস্তন; হার-বিশেষ; মেঘ। **প্রলম্বন**—বি. লম্বিত হওয়া, ঝোলা; লতাইয়া যাওয়া; লম্বা হইয়া বাহির হইয়া যাওয়া অংশ, projection. ণ. **প্রল-ম্বিত**—দোলায়মান, লম্বমান।

প্রলম্ভ—প্রাপ্তি। **প্রলম্ভন**—বঞ্চনা; পরিহাস।

প্রলয়—[প্র-লী+ঘঞ্‌] বি. ব্রহ্মাণ্ডের লয়, সৃষ্টির নাশ, ধ্বংস; বৈষ্ণবমতে অষ্টসাত্ত্বিক দশার একটি, ভাবাবেশজনিত মূর্ছা; ণ. (বাং) অতি-ভীষণ, পেল্লায়। **প্রলয়কাণ্ড**—মহাবিধ্বংসকর ব্যাপার; হৈ হৈ ব্যাপার। **প্রলয়ঙ্কর,-ংকর**—ণ. প্রলয়কারী; সর্বনেশে প্রলয়ঙ্কর ব্যাপার। [প্রলয়-কৃ+খচ্‌]। স্ত্রী. **প্রলয়ঙ্করী,-ংকরী**—(স্ত্রী বুদ্ধি প্রলয়ঙ্করী)। **পলকে প্রলয়**-মুহূর্তে সর্বনাশকর ব্যাপার ঘটা। **প্রলয়াবশেষ**—সর্বনাশের পরে অবশিষ্ট যৎকিঞ্চিৎ।

প্রলাপ—বি. অর্থহীন ভাষণ, অসংবদ্ধ কথা, পাগলের মত বকা; রোগের উপসর্গ-বিশেষ, delirium। [প্র-লপ+ঘঞ্‌]। ণ. **প্রলাপী**।

প্রলীন—ণ. প্রলয়প্রাপ্ত; নিশ্চেষ্ট; মূর্ছিত। [প্র-লী+ক্ত]। বি. **প্রলীনতা**—প্রলয়; মূর্ছা।

প্রলুব্ধ—বিশেষ লোভযুক্ত, লোলুপ। [প্র-লুভ্‌+ক্ত]

প্রলেপ—[প্র-লিপ্‌+ঘঞ্‌] বি. লেপন; পোঁচ

(হাল্কা প্রলেপ); লেপিয়া লাগানো জিনিস; লেপা যায় বা লেপিতে হয় এমন কিছু। **প্রলেপক**—ণ. যে প্রলেপ দেয়। **প্রলেপন**—প্রলেপ দান।

প্রলেহ—বি. ব্যঞ্জন-বিশেষ (কোরমা?)। [সং]

প্রলোভ—বি. অতি লোভ। **প্রলোভন**—বি. লোভ দেখানো, লুব্ধ করা; লোভের সামগ্রী (প্রলোভন হইতে দূরে থাকা)। ণ. **প্রলোভিত**—যাহাকে লোভ দেখানো হইয়াছে। ণ. **প্রলুব্ধ**।

প্রশংসক—[প্র-শন্স্+ণক] ণ. যে প্রশংসা করে, গুণকীর্তনকারী; স্তাবক। **প্রশংসন**—প্রশংসা করণ। ণ. **প্রশংসনীয়**—ণ. সুখ্যাতির যোগ্য, ধন্যবাদার্হ (প্রশংসনীয় কর্ম)। **প্রশংসা**—গুণকীর্তন, ভালবলা, সাধুবাদ, সুখ্যাতি। **প্রশংসাবাদ**—প্রশংসার কথা। **প্রশংসিত**—ণ. যাহাকে প্রশংসা করা হইয়াছে।

প্রশম—[প্র-শম্ (শান্ত হওয়া) + ঘঞ্] বি. শান্তি; উপশম; ক্রোধোপশম; নির্বাণ। **প্রশমন**—সংযত বা শান্ত করণ, নিবৃত্তি-সাধন; দমন, নিবারণ; নির্বাপণ। ণ. **প্রশমিত**—নিবারিত; দমিত; শান্ত (চিত্তদাহ প্রশমিত হইল); ক্ষার কিংবা অম্ল নয় এমন, neutral।

প্রশস্ত—[প্র-শন্স্+ক্ত] ণ. প্রশংসা করা যায় বা হইয়াছে এমন; শ্রেষ্ঠ (প্রশস্ত উপায়); শুভ; শাস্ত্রসম্মত; নিপুণ; (বাং) আয়ত, চওড়া (প্রশস্ত ললাট); উদার, অকপট (প্রশস্ত মনে অনুমোদন)। **প্রশস্তাদ্রি**—মধ্যপ্রদেশের পর্বত-বিশেষ। **প্রশস্তি**—[প্র-শন্স্+ক্তি] বি. প্রশংসা স্তব (প্রশস্তি রচনা করা); কাহারও প্রশংসার্থ রচিত কবিতা। **প্রশস্য**—[প্র-শন্স্+য] ণ. বিশেষ প্রশংসনীয়।

প্রশাখা—বি. বড় শাখা হইতে নির্গত ক্ষুদ্র শাখা (বৃক্ষের বা প্রতিষ্ঠানের শাখা-প্রশাখা)।

প্রশান্ত—[প্র-শম্+ক্ত] ণ. বিক্ষোভরহিত (প্রশান্ত সমুদ্র); সমতাপ্রাপ্ত, অবিচলিত (প্রশান্তচিত্ত); ধীরস্থির, সৌম্যদর্শন (প্রশান্তমূর্তি); নিশ্চল। **প্রশান্তকাম**—যাহার কামনা শান্ত হইয়াছে; নিষ্কাম। **প্রশান্তচেষ্ট**—নিশ্চেষ্ট, স্থির। **প্রশান্তমহাসাগর**—এশিয়া ও আমেরিকার মধ্যবর্তী মহাসমুদ্রবিশেষ, Pacific ocean। **প্রশান্তি**—বি. শান্ত অবস্থা।

প্রশিষ্য—বি. শিষ্যের শিষ্য (শিষ্য-প্রশিষ্যক্রম)।

প্রশ্ন—[প্রচ্ছ্ (জিজ্ঞাসা করা)+ন] বি. জিজ্ঞাসা, পৃচ্ছা (কুশল প্রশ্ন, প্রশ্ন করা); যাহা জিজ্ঞাসা করা হয় (অঙ্কের প্রশ্ন, প্রশ্নপত্র); নির্ণয়ের বিষয়, সমস্যা (প্রশ্ন হচ্ছে, এখন কি কর্তব্য; প্রশ্নের অঙ্ক); উপনিষদ্-বিশেষ। **প্রশ্নকর্তা** (-র্তৃ)—যে প্রশ্ন করে, পরীক্ষক। **প্রশ্নদূতী**—প্রহেলিকা, হেঁয়ালি। **প্রশ্নপত্র**—যে পত্রে পরীক্ষার্থীদের জিজ্ঞাসা করা হইবে এমন বিষয় লেখা থাকে। **প্রশ্নমালা**—জিজ্ঞাস্য বিষয়ের সমষ্টি (বিশেষত বইয়ের প্রতি অধ্যায়ের শেষে)। **প্রশ্নোত্তর**—জিজ্ঞাসা ও উত্তর; জিজ্ঞাসিত বিষয়ের উত্তর।

প্রশ্রয়—[প্র-শ্রি+অ] বি. আস্কারা, নাই (প্রশ্রয় দিয়ে মাথায় তোলা হয়েছে); বিনয়, নম্রতা। ণ. **প্রশ্রিত**—আদৃত, বিনীত; প্রশ্রয়প্রাপ্ত।

প্রশ্বাস—[প্র-শ্বস্ (নিশ্বাস প্রশ্বাস লওয়া)+ঘঞ্] বি. যে বায়ু শ্বাসরূপে গ্রহণ করা হইয়াছে (বিপ. নিঃশ্বাস)। [(-ষ্টৃ)—জিজ্ঞাসু; প্রশ্নকর্তা।

প্রষ্টব্য—[প্রচ্ছ্+তব্য] ণ. জিজ্ঞাস্য। **প্রষ্টা**

প্রসংখ্যান—[প্র-সম্+খ্যা+অনট্] বি. পরিগণন; আত্মানুসন্ধান।

প্রসক্ত—[প্র-সন্জ্+ক্ত] ণ. আসক্ত; সংলগ্ন। বি. **প্রসক্তি**—প্রবল অনুরাগ; অবৈধ অনুরাগ; অভিনিবেশ। [প্র-সন্জ্+ক্তি]।

প্রসঙ্গ—[প্র-সন্জ্+ঘঞ্] বি. প্রস্তাব, আলোচ্য বিষয়, আলোচনা; আখ্যান, সংশ্লিষ্ট পূর্বকথা, সঙ্গতি, context (প্রসঙ্গ উল্লেখপূর্বক ব্যাখ্যা কর); সম্পর্ক, সম্বন্ধ (কথাপ্রসঙ্গে, প্রসঙ্গক্রমে)। **প্রসঙ্গকোষ**—আলোচ্যমান বিষয়ের পূর্ণ বিবরণ আছে এমন গ্রন্থ, Book of Reference। **প্রসঙ্গান্তর**—অন্য বিষয় বা আলোচনা। **প্রসঙ্গন**—প্রসঙ্গকরণ, উল্লেখ করা।

প্রসত্তি—[প্র-সদ্ (হৃষ্ট হওয়া)+ক্তি] বি. প্রসন্নতা; নির্মলতা। ণ. **প্রসন্ন**—সন্তুষ্ট, অনুকূল (অদৃষ্ট প্রসন্ন); নির্মল (প্রসন্ন-সলিলা জাহ্নবী); উজ্জ্বল। বি. **প্রসন্নতা**—সন্তোষ; অনুকূল ভাব; নির্মলতা। স্ত্রী. **প্রসন্না**—ণ. অনুকূলা; বি. মদিরা। **প্রসন্নাত্মা** (-ত্মন্)—ণ. নির্মল-চিত্ত; বিষ্ণু।

প্রসব—[প্র-সূ (প্রসব করা)+অ] বি. গর্ভমোচন; জন্মদান; পুষ্প; ফল; কারণ, নিমিত্ত। **প্রসব করানো**—সন্তান প্রসবে সাহায্য করা। **প্রসব-গৃহ**—সূতিকাগার। **প্রসব-বন্ধন**—বোঁটা। **প্রসব-বেদনা**—প্রসব-

কালীন ক্লেশ। **প্রসবস্থলী**—উৎপত্তিস্থান; জননী। **প্রসবিতা (-তৃ), প্রসবী(-বিন্)** জনক, উৎপাদয়িতা। স্ত্রী. **প্রসবিত্রী, প্রসবিনী**—জননী, উৎপাদয়িত্রী।

প্রসব্য—ণ. প্রতিকূল, বিপরীত।

প্রসর—[প্র—সৃ+অ] বি. বিস্তার, ব্যাপ্তি; চলন, গমন, বেগ। **প্রসরণ**—ছাইয়া ফেলা, বিস্তৃত হওয়া; শত্রুসৈন্যের বেষ্টন।

প্রসর্পণ—বি. সঞ্চারিত হওয়া; বিস্তৃত হওয়া। [প্র-সৃপ্+অনট্]। ণ. **প্রসর্পিত**—বিস্তৃত, সঞ্চরণশীল। **প্রসর্পী (-র্পিন্)**—গমনশীল।

প্রসহ-[প্র—সহ্ (সহ্য করা)+অ] ণ., বি বলপূর্বক ভক্ষণকারী; শিকারী পাখী কাক গৃধ্র পেচক চিল ইত্যাদি।

প্রসহন—ক্ষমা, সহিষ্ণুতা; আলিঙ্গন।

প্রসাদ—[প্র—সদ্+ঘঞ্] বি. প্রসন্নতা; অনুগ্রহ (আঁখির প্রসাদ; প্রসাদপুষ্ট); নির্মলতা; রচনার গুণ-বিশেষ যাহাতে সহজে অর্থ বুঝা যায়, প্রাঞ্জলতা; সৌম্যতা; দেবতাকে নিবেদিত দ্রব্য; ব্রাহ্মণের বা গুরুজনের ভুক্তাবশেষ (গ্রাম্য—পেসাদ)। **প্রসাদ-ভোজী (-জিন্)**—ণ. পরের অনুগ্রহে যাহার জীবন নির্বাহ হয়। **প্রসাদন**—প্রসন্নতা-সম্পাদন, তোষণ। **প্রসাদাৎ**—অনুগ্রহে। **প্রসাদিত**—ণ. তোষিত, প্রসন্ন করা হইয়াছে এমন। **প্রসাদী**—দেবতাকে নিবেদিত দ্রব্য; উপযুক্ত (গুরু-প্রসাদী)।

প্রসাধক—[প্র—সাধি+ণক] ণ. প্রসাধনকারী, যে অলঙ্কৃত করে। স্ত্রী. **প্রসাধিকা**—যে স্ত্রী বেশভূষা পরাইয়া দেয়। **প্রসাধন**—উত্তমরূপে সম্পাদন; অলঙ্কৃত করণ, অঙ্গশোভা বর্ধন; অঙ্গশোভার উপকরণ, অঙ্গরাগ, প্রসাধন দ্রব্য। **প্রসাধন, প্রসাধনী**—চিরুণী; অঙ্গরাগদ্রব্য। ণ. **প্রসাধিত**—অলঙ্কৃত, সজ্জিত।

প্রসার—[প্র-সৃ+ঘঞ্] বি. বিস্তার, প্রসরণ; উদারতা (চিত্তের প্রসার); পসার, practice।

প্রসারণ—বি. বিস্তার করা, পরিবর্ধন, সম্প্রসারণ। [প্র-সৃ+ণিচ্+অনট্]। ণ. **প্রসারিত**—যাহা বিস্তৃত করা হইয়াছে (প্রসারিত বাহু)।

প্রসারী (-রিন্)—ণ. প্রসরণশীল, ব্যাপ্তি; প্রসারিত করে এমন। স্ত্রী. **প্রসারিণী**—লতা-বিশেষ, গন্ধ-ভাদালিয়া। **প্রসার্য**—ণ. প্রসারণের যোগ্য। **প্রসার্যমান**—ণ. যাহাকে বিস্তৃত করা হইতেছে।

প্রসিদ্ধ—[প্র—সিধ্ (খ্যাত হওয়া)+ক্ত] ণ. বিখ্যাত (প্রসিদ্ধ গায়ক); সুবিদিত (প্রসিদ্ধ অর্থ)। বি. **প্রসিদ্ধি**—খ্যাতি; জনশ্রুতি।

প্রসীদ—[সং] প্রসন্ন হও।

প্রসুপ্ত—ণ. সুপ্ত. নিদ্রিত। [প্র-স্বপ্+ক্ত]।

প্রসূ—[প্র-সূ+ক্বিপ্] বি. জননী ('হেন বীর-প্রসূনের প্রসূ ভাগ্যবতী—মধু); ণ. প্রসব-কারিণী, উৎপাদয়িত্রী (রত্নপ্রসূ, ফলপ্রসূ)। **প্রসূত**—ণ. জাত, উৎপন্ন (নবপ্রসূত)। স্ত্রী. **প্রসূতা**—ণ. প্রসব করা হইয়াছে এমন, ভূমিষ্ঠা; উৎপন্না; প্রসব করিয়াছে এমন। **প্রসূতি** বি. জননী, প্রসবিত্রী ('বহু বীরবালা বীরেন্দ্র-প্রসূতি'—অতুলপ্রসাদ); অল্পদিন প্রসব করিয়াছে এমন নারী (প্রসূতি পরিচর্যা); প্রসব।

প্রসূন—[প্র—সূ+ক্ত] বি. পুষ্প; মুকুল; ফল। **প্রসূন-স্তবক**—পুষ্প-স্তবক। **প্রসূনেষু**—পুষ্প ইষু (বাণ) যাহার কন্দর্প।

প্রসৃত—[প্র—সৃ+ক্ত] ণ. বিস্তৃত, ব্যাপ্ত; প্রবৃদ্ধ; নির্গত; বেগবান্। স্ত্রী. **প্রসৃতা**—জঙ্ঘা। বি. **প্রসৃতি**—বিস্তার; বেগ; হাতের কোষ।

প্রস্ত—বি. দফা; পদ; থানা; টা; সেট, প্রস্থ, একত্র ব্যবহার্য অনুরূপ দ্রব্যসমষ্টি। [বাং.]

প্রস্তর—[প্র—স্তৃ (আচ্ছাদন করা)+অ] বি. পাথর, পাষাণ, শিলা, উপল; মণি; পল্লবাদি-রচিত সজ্জা। **প্রস্তরযুগ**—মানব সভ্যতার প্রথম যুগ Stone-age (যে যুগে মানুষ পাথরের অস্ত্র ব্যবহার করিত, ধাতুর ব্যবহার শেখে নাই)। **প্রস্তরীকরণ**—প্রস্তরে পরিণত করা। [প্রস্তর+চ্বি+করণ]। **প্রস্তরীভবন**—প্রস্তরে পরিণত হওয়া। ণ. **প্রস্তরীভূত**—যাহা প্রস্তরে পরিণত হইয়াছে।

প্রস্তাব—[প্র—স্তু (স্তব করা, কথা আরম্ভ করা)+ঘঞ্] বি. প্রসঙ্গ; বিবেচনার বা আলোচনার জন্য উপস্থাপিত বিষয়, proposal (বিবাহের প্রস্তাব;) বিতর্কের বিষয়, motion (প্রস্তাব অনুমোদন করা); বিচারমূলক গ্রন্থের অধ্যায় বা অংশ, প্রকরণ। ণ. **প্রস্তাবিত**—বিবেচনার বা আলোচনার জন্য উপস্থাপিত, যাহার প্রসঙ্গ করা হইয়াছে। **প্রস্তাবনা**—

বি. নাটকের সূচনায় নাটকের বিষয় সম্পর্কে আলাপ, prologue ; গ্রন্থের ভূমিকা ; আরম্ভ ; বিচারের জন্য উপস্থাপিত বিষয়। **প্রস্তাবিকা** —কোনও উদ্যোগের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা বিষয়ে প্রারম্ভিক বিবৃতি, Prospectus.

প্রস্তুত—ণ. প্রশংসিত; প্রাসঙ্গিক, উত্থাপিত, উপস্থাপিত (অপ্রস্তুত প্রশংসা) ; উদ্যুক্ত, তৈয়ার, যাহার আয়োজন সম্পূর্ণ হইয়াছে বা যে মন স্থির করিয়াছে (যুদ্ধের জন্য, মরিতে, আত্মরক্ষার্থে প্রস্তুত) ; নির্মিত, তৈয়ারী (প্রস্তুত করা) ; **প্রস্তুতি**—বি. প্রস্তুত হওয়া, তৈয়ার হওয়া ; তৈয়ার থাকা, প্রস্তুতের ভাব ; আয়োজন, উদ্যোগ , নির্মাণ ; preparations.

প্রস্থ—[প্র—স্থা+অ] বি. পরিমাণ-বিশেষ ; পর্বতের উপরিস্থ সমভূমি, সানু (শৈলপ্রস্থ) ; সমভূমি (ইন্দ্রপ্রস্থ) ; বিস্তার ; চওড়াই (দৈর্ঘ্যে-প্রস্থে সমান) ; (বাং.) প্রস্ত, সেট ; রকমের (তিন প্রস্থ জামা) ।

প্রস্থান—বি. গমন, প্রয়াণ, যাত্রা (প্রস্থানোদ্যোগ); যুদ্ধযাত্রা ; উপদেশ বা বক্তব্যের স্তর (দ্বিতীয় প্রস্থান) । [প্র-স্থা+অনট্]। **প্রস্থাপিত** —ণ. প্রেরিত ; প্রমাণীকৃত। ণ. **প্রস্থিত**—গত।

প্রস্ফুট—[প্র—স্ফুট্+অ] ণ. বিকসিত ; সুস্পষ্ট। **প্রস্ফুটন**—বিকসিত হওয়া। **প্রস্ফুটিত** —ণ. বিকসিত।

প্রস্ফুরণ—[প্র—স্ফুর্+অনট্] বি. ঈষৎ স্পন্দন বা কম্পন। **প্রস্ফুরিত**—ণ. কম্পিত (প্রস্ফুরিত অধরপল্লব)। **প্রস্ফুরক**—Phosphorus (পারিভাষিক শব্দ) ।

প্রস্ফোটন—বি. বিকসিত করা ; বিদীর্ণ করা ; শূর্প ; কুলা। [প্র-স্ফুট্+ণিচ্+অনট্]

প্রস্যন্দ, প্রস্যন্দন—বি. ক্ষরণ। **প্রস্যন্দী** (-ন্দিন্)—ণ. যাহা হইতে ক্ষরিত হয় (ধাতু-প্রস্যন্দী পর্বত) ।

প্রস্রব—বি. ক্ষরণ, গলন। [প্র-স্রু+অ]। **প্রস্রবণ**—প্রবাহ ; ক্ষরণ ; ঝরণা, নির্ঝর ; দাক্ষিণাত্যের পর্বত-বিশেষ। **প্রস্রবী** (-বিন্) —প্রবাহযুক্ত (পয়ঃ-প্রস্রবিণী) । **প্রস্রাব**— প্রকৃষ্টরূপে ক্ষরণ ; মূত্র, পেচ্ছাব ; মূত্রত্যাগ। ণ. **প্রস্রুত**—ক্ষরিত, গলিত।

প্রস্বর—বি. স্বরবর্ণের উচ্চারণে জোর, accent।

প্রস্বাপ—বি. নিদ্রা ; যে অস্ত্রে শত্রু নিদ্রাকর্ষণ হয়। [প্র-স্বপ্+ঘঞ্]। **প্রস্বাপন**—নিদ্রাকর্ষক অস্ত্র ; গাঢ় নিদ্রা ; ণ. নিদ্রাজনক।

প্রস্বেদ—[প্র—স্বিদ্+ঘঞ্] বি. প্রচুর ঘাম। ণ. **প্রস্বিন্ন**—অতি ঘর্মাক্ত।

প্রহত—ণ. আহত, আঘাতপ্রাপ্ত (তরঙ্গ-প্রহত গিরিপাদমূল) ; বাদিত ; পরাজিত ; বিতাড়িত। [প্র-হন+ক্ত]।

প্রহর—[প্র—হৃ+অ] বি. দিবারাত্রির আট ভাগের এক ভাগ; তিন ঘণ্টা কাল। **প্রহর গণা**—প্রহরজ্ঞাপক ঘণ্টাধ্বনি গণা ; কর্মহীন অবস্থায় সময় কাটানো (প্রহর গণিতেছিল আলস্যে কৌতুকে—রবি) ।

প্রহরণ—[প্র—হৃ+অনট্] বি. প্রহার, আঘাত; অস্ত্র ('দশপ্রহরণধারিণী') ; স্ত্রীলোকদিগের বাহনার্থ আচ্ছাদিত পাল্‌কী শকট প্রভৃতি।

প্রহরা—পাহারা। **প্রহরী** (-রিন্)—যে পাহারা দেয়। স্ত্রী. **প্রহরিণী**—প্রতিহারী।

প্রহর্তা (-র্তৃ)—ণ. প্রহারকারী ; আক্রমণকারী ; যোদ্ধা। [প্র-হৃ+তৃচ্]

প্রহর্ষ—[প্র—হৃষ্+ঘঞ্] বি. সমধিক হর্ষ ; উত্তেজনা। **প্রহর্ষণ**—প্রহর্ষ সাধন ; বুধ-গ্রহ ; ণ. আহ্লাদজনক। স্ত্রী. **প্রহর্ষণী, প্রহর্ষিণী** —ত্রয়োদশাক্ষর ছন্দো-বিশেষ।

প্রহসন—বি. অতিহাস্য ; পরিহাস, ব্যঙ্গোক্তি ; হাস্যরস-প্রধান নাটক, farce ; (তাহা হইতে) নিতান্ত খেলো ব্যাপার (এমন প্রহসনে পরিণত হবে কে জানত) । [প্র-হস্+অনট্]।

প্রহার—[প্র-হৃ+ঘঞ্] বি. আঘাত ; নিগ্রহ, মার, পিটুনি (প্রহার-জর্জরিত) । **প্রহারক, প্রহারী** (-রিন্)—ণ. প্রহারকারী, নিগ্রহকারী। **প্রহারেণ ধনঞ্জয়**—(শ্যালকের প্রহারের ফলে ধনঞ্জয় নামক জামাতা শ্বশুরালয় ত্যাগ করিয়াছিল, তাহা হইতে) ক্ষেত্র-বিশেষে প্রহার দেওয়ার ফলে কার্যসিদ্ধি।

প্রহাস—[প্র—হস্+ঘঞ্] বি. উচ্চহাস্য ; প্রকাশ, ঔজ্জ্বল্য ; নট ; শিব। **প্রহাসক, প্রহাসী** (-সিন্)—বিদূষক, ভাঁড়, রঙ্গুড়ে।

প্রহৃত—ণ. প্রহারপ্রাপ্ত, নিগৃহীত। (বি. প্রহার) । [প্র-হৃ+ক্ত] ।

প্রহৃষ্ট—ণ. খুব আহ্লাদিত, প্রফুল্ল (প্রহৃষ্টচিত্ত) ।

প্রহেলিকা, প্রহেলী—বি. কূট প্রশ্ন, হেঁয়ালি, riddle। [প্র-হেড়্+অক+আপ্,+অ+ঈপ্]

প্রহ্লাদ—[প্র—হ্লাদ্+ঘঞ্] বি. আনন্দ, প্রমোদ ; সুপ্রসিদ্ধ পৌরাণিক ভক্ত, হিরণ্যকশিপু রাজার পুত্র। **হিরণ্যকশিপুর ঘরে প্রহ্লাদ**—বিদ্বেষীদের মধ্যে পরম ভক্ত; গোবরে পদ্মফুল। **প্রহ্লাদন**—বি. হর্ষজনন ; ণ. হর্ষপ্রদ। **প্রহ্লাদিনী**—ণ. প্রহৃষ্টা, প্রমোদিতা ; আনন্দদায়িনী।

প্রাইজ—[ইং. prize] বি. পুরস্কার।

প্রাইমারী—[ইং. primary] ণ. প্রাথমিক (প্রাইমারী স্কুল ; প্রাইমারী ক্লাস)।

প্রাংশু—[প্রকৃষ্ট অংশু যাহার, বহুব্রী.] ণ. উচ্চ, তুঙ্গ, দীর্ঘাকৃতি, ঢেঙ্গা। **প্রাংশুলভ্য**—ণ. শুধু ঢেঙ্গালোকেই যাহার নাগাল পায় ; প্রকৃত শক্তিমান্ অথবা গুণবানের যাহা লভ্য। **শাল-প্রাংশু**—ণ. শালের মত দীর্ঘ।

প্রাক্—অব্য. পূর্বে, প্রথমে ; পূর্বদেশ বা কাল। **প্রাক্কলন**—বি. সম্ভাব্য ব্যয়ের আনুমানিক হিসাব, estimate. **প্রাক্-রবীন্দ্র**—ণ. রবীন্দ্রনাথের পূর্ববর্তী, রবীন্দ্র-পূর্ব। (বিপ. রবীন্দ্রোত্তর)। [প্রকরণ+ষ্ণিক]।

প্রাকরণিক—ণ. প্রকরণ-বিষয়ক, প্রাসঙ্গিক।

প্রাকাম্য—[প্রকাম+ষ্ণ্য] বি. অষ্টসিদ্ধির একটি, যাহা খুশী তাহাই করিবার ক্ষমতা, স্বচ্ছন্দানুবর্তিতা।

প্রাকার—বি. দুর্গাদির চতুর্দিকে বেষ্টিত প্রাচীর (কারাপ্রাকার) ; বেষ্টন ; বেড়া। [প্র-আ-কৃ +অ]। **প্রাকারমর্দী(-র্দিন্)**—প্রাচীরভেদী।

প্রাকৃত—[প্রকৃতি+অ] বি. ভাষাবিশেষ, জনসাধারণের কথ্য ভাষা; বাংলা ভাষা ; বৈদিক সংস্কৃত ভাষা হইতে উদ্ভূত মাগধী শৌরসেনী প্রভৃতি মধ্যযুগের ভাষা (সংস্কৃত নাটকে সাধারণ লোক ও স্ত্রীলোকের ভাষা) ; ণ. লৌকিক ; প্রাকৃতিক, নৈসর্গিক ; স্বভাবসিদ্ধ, স্বাভাবিক ; প্রজা-সম্বন্ধীয় ; সাধারণ, সামান্য ; অধম, নীচ (প্রাকৃত জন)। স্ত্রী. **প্রাকৃতা**—হীনজাতীয়া স্ত্রী। **প্রাকৃত ইতিবৃত্ত**—পৃথিবী ও তাহা হইতে উৎপন্ন বস্তু ও জীব-সমূহের বিবরণ, natural history. **প্রাকৃত জন**—সাধারণ লোক। **প্রাকৃত জ্বর**—বর্ষা শরৎ প্রভৃতি ঋতুতে বাত-পিত্তাদি-জনিত জ্বর। **প্রাকৃত তন্ত্র**—প্রজাতন্ত্র, Democracy, Republic। **প্রাকৃত প্রলয়**—মহাপ্রলয়। **প্রাকৃত ভূগোল**—Physical Geography, পৃথিবীর জলস্থল বিভাগ পর্বতাদি জলবায়ু ইত্যাদি বিষয়ক ভূগোল বৃত্তান্ত। **প্রাকৃত শত্রু**—স্বরাজ্যের পরবর্তী রাজা। **প্রাকৃত মিত্র**—স্বরাজ্য হইতে তৃতীয় রাজ্যের রাজা। **প্রাকৃতিক**—ণ. প্রকৃতি-বিষয়ক, স্বাভাবিক। [প্রকৃতি+ষ্ণিক]

প্রাক্কাল—বি. পূর্বকাল, পূর্ববর্তী সময় (সন্ধ্যার প্রাক্কালে)। [প্রাক্+কাল]। **প্রাক্কালিক, প্রাক্কালীন**—ণ. পূর্বকালে উৎপন্ন ; পূর্বকাল সম্বন্ধীয়। [প্রাক্কাল+ইক, ঈন]।

প্রাক্তন—[প্রাক্+তন] ণ. পূর্বকালীন ; পূর্বজন্মোৎপন্ন (প্রাক্তন কর্মফল) ; বি. ভাগ্য, অদৃষ্ট (প্রাক্তন লিপি)। **প্রাক্তন কর্ম**—পূর্বজন্মের পাপপুণ্য। [(বুদ্ধির প্রাখর্য)।

প্রাখর্য—[প্রখর+য] বি. প্রখরতা, তীক্ষ্ণতা

প্রাগল্‌ভ্য—বি. প্রগল্‌ভতা। [প্রাগল্‌ভ+য]

প্রাগুক্ত—ণ. পূর্বোক্ত, পূর্বলিখিত। [প্রাক্+উক্ত]

প্রাগৈতিহাসিক—ণ. যে-সব কালের বিবরণ ইতিহাসে লিপিবদ্ধ আছে তাহার পূর্বকাল সম্পর্কিত, pre-historic। [প্রাক্+ঐতিহাসিক]।

প্রাগ্‌জ্যোতিষ—বি. কামরূপ; কামরূপবাসী। **প্রাগ্‌জ্যোতিষপুর**—কামরূপ ; আসাম রাজ্য।

প্রাগ্রসর—ণ. উন্নতিশীল, progressive। [প্র +অগ্রসর]। [অঙ্গন]।

প্রাঙ্গণ—বি. আঙ্গিনা, উঠান ; গৃহভূমি। [প্র+

প্রাঙ্‌মুখ—ণ. পূর্বাভিমুখ। [প্রাক্+মুখ, ব্রী.]

প্রাচী—বি. পূর্বদিক্ ; পূর্বদিকের দেশসমূহ (জাগো প্রাচীন প্রাচী—রবি)। [প্রাক্ (চ্)+ঈপ্]

প্রাচীন—ণ. পূর্বদিকস্থ ; পূর্বকালীন (বিপ. অর্বাচীন), পুরাতন ; বৃদ্ধ। স্ত্রী. **প্রাচীনা**।

প্রাচীপতি—বি. পূর্বদিক্‌পতি, ইন্দ্র।

প্রাচীর—বি. গৃহবেষ্টিত, পাকা বেড়া, প্রাকার ; দেওয়াল (গ্রাম্য ও কথ্য পাঁচিল। [প্র-আ+চি +র]। **প্রাচীর-চিত্রণ**—প্রাচীর-গাত্রে চিত্রাদি অঙ্কন, wall painting। **-পত্রিকা** দেয়ালে সাটানো সংবাদপত্র।

প্রাচুর্য—[প্রচুর+ষ্ণ্য] বি. প্রচুরতা, বাহুল্য আধিক্য, পর্যাপ্তি, (দারিদ্র্য চাই না, চাই প্রাচুর্য)।

প্রাচ্য—[প্রাচ্+য] ণ. পূর্বদেশীয় ; পূর্বদিকে স্থিত ; ইউরোপের পূর্বস্থ দেশসমূহ সম্বন্ধীয়, Oriental ; বি. ইউরোপের পূর্বে স্থিত দেশসমূহ (**নিকট প্রাচ্য**—পূর্ব ইউরোপ, গ্রীস বলকান ইত্যাদি, Near East ; **মধ্য প্রাচ্য**

—পশ্চিম এশিয়া, আরব, সীরিয়া ইত্যাদি, Middle East ; দূর প্রাচ্য —পূর্ব এশিয়া, চীন, জাপান ইত্যাদি, Far East)। প্রাচ্যবিদ্যা —প্রাচ্য দেশসমূহের অথবা জাতিসমূহের ভাষা সংস্কৃতি ইতিহাস ধর্ম ইত্যাদি বিষয়ক জ্ঞান।

প্রাজক—ণ চালক, সারথি। **প্রাজন**—চাবুক, পাঁচনি। [সং.]।

প্রাজাপত্য—[প্রজাপতি+ষ্য] বি. অষ্টবিধ হিন্দুশাস্ত্রীয় বিবাহ-পদ্ধতির মধ্যে একটি (গার্হস্থ্য ধর্মাচরণের উপদেশ দিয়া বরকে সালঙ্কারা কন্যা দান); যজ্ঞ-বিশেষ ; ণ. প্রজাপতি সম্বন্ধীয়।

প্রাজ্ঞ—[প্রজ্ঞা+ষ্ণ] ণ. বুদ্ধিমান্, পণ্ডিত, জ্ঞানী; নিপুণ। স্ত্রী. **প্রাজ্ঞা**—বুদ্ধিমতী নারী। **প্রাজ্ঞী**—পণ্ডিতের পত্নী।

প্রাঞ্জল—[প্র-অন্জ্ (গমন করা)+অল] ণ. সহজ-বোধ্য, সরল, অজটিল, lucid (প্রাঞ্জল ব্যাখ্যা, ভাষা)। ণ. **প্রাঞ্জলতা**—সরলতা, সুখবোধ্যতা।

প্রাঞ্জলি—ণ. বদ্ধাঞ্জলি। [সং.]।

প্রাড়্বিবাক—বি. (যিনি মোকদ্দমার বাদী ও প্রতিবাদীকে প্রশ্ন করিয়া সত্যের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া বিচার করেন) রাজ্যের প্রধান বিচারক। [প্রাট্+বি-বচ্+ঘঞ্]।

প্রাণ—[প্র-অন্ (বাঁচা)+ঘঞ্] বি. জীবন; পঞ্চবায়ুর একটি, শ্বাস, ফুসফুসে গৃহীত বায়ু; দম (অল্পপ্রাণ, মহাপ্রাণ বর্ণ); চিত্ত, মন (প্রাণে চায় না); আন্তরিকতা, উৎসাহ, উদ্দীপনা, বীর্য (কর্মে প্রাণ নাই; প্রাণহীন রচনা); ঔদার্য, হৃদয় (মহাপ্রাণ ব্যক্তি)। **প্রাণকর** —ণ. বলসঞ্চারী, শক্তিপ্রদ। **প্রাণকান্ত**—ণ. প্রাণপ্রিয়। **প্রাণগত**—ণ. অন্তরের। **প্রাণগতিক**—ণ. বাঁচিয়া থাকা সম্বন্ধীয়। **প্রাণঘ্ন,-ঘাতক, -ঘাতী(-তিন্)**—ণ. যে বা যাহা প্রাণ নাশ করে। **প্রাণত্যাগ**—জীবন বিসর্জন। **প্রাণ থাকা**—বাঁচিয়া থাকা। **প্রাণদ**—ণ. যাহা প্রাণশক্তি সঞ্চারিত করিতে পারে; বলবীর্যপ্রদ; বি. জল, রক্ত। স্ত্রী. **প্রাণদা**—প্রাণদায়িনী; বি. হরীতকী। **প্রাণদণ্ড**—বিচারে মৃত্যুদণ্ড। **প্রাণদাতা (-তৃ)**—ণ. যে জীবন দিয়াছে বা রক্ষা করিয়াছে। স্ত্রী. **প্রাণদাত্রী**। **প্রাণদান**—জীবন রক্ষা করা। **প্রাণধন**—জীবনের সম্পদ স্বরূপ ব্যক্তি বা বস্তু। **প্রাণধারণ**—বাঁচিয়া থাকা। **প্রাণন**—জীবিত করা (অনুপ্রাণনা)। **প্রাণনাথ**—পতি; জীবনস্বামী। **প্রাণনাশ**—বধ, হত্যা। **প্রাণ-নিগ্রহ**—শ্বাস-নিরোধ, প্রাণায়াম। **প্রাণপঙ্ক**—protoplasm (পঙ্ক দ্রঃ)। **প্রাণপণ**—বি. আবশ্যক হইলে জীবন দিয়াও কর্মসাধনের সঙ্কল্প (প্রাণপণ প্রয়াস)। **প্রাণপতি**—বি. হৃদয়েশ্বর, বল্লভ। **প্রাণপূর্ণ**—ণ. সজীব; উৎসাহী; সতেজ; উদার; স্ফূর্তিবাজ। **প্রাণপ্রতিম**—ণ. প্রাণতুল্য। **প্রাণপ্রতিষ্ঠা**—মন্ত্রপাঠ করিয়া দেবমূর্তিতে প্রাণ সঞ্চার; প্রাণবন্তকরণ। **প্রাণপ্রদ**—ণ. প্রাণদ। **প্রাণপ্রিয়**—ণ প্রাণের মত প্রিয়; পরম প্রিয়। **প্রাণবঁধু**—প্রাণতুল্য প্রিয় বন্ধু। **প্রাণবল্লভ** —প্রাণনাথ, জীবনস্বামী। **প্রাণবন্ত, প্রাণবান্ (-বৎ)**—ণ. জীবন্ত; উদ্দীপনাপূর্ণ। **প্রাণবায়ু**—প্রাণ, জীবন; প্রশ্বাস-নিঃশ্বাস; দেহস্থ পঞ্চবায়ু (দ্রঃ)। **প্রাণবিয়োগ**—মৃত্যু। **প্রাণবিসর্জন**—মৃত্যুবরণ। **প্রাণময়**—ণ. প্রাণপূর্ণ। **প্রাণময় কোষ**—(দর্শনে) পঞ্চপ্রাণ ও পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয়; আত্মার সপ্ত আবরণের অন্যতম। **প্রাণশক্তি**—অন্তর্নিহিত শক্তি। **প্রাণশূন্য**—ণ. মৃত; আন্তরিকতাহীন; উদ্দীপনাহীন। **প্রাণসংশয়**—মৃত্যুর সম্ভাবনা। **প্রাণসংহার**—প্রাণনাশ। **প্রাণসঙ্কট**—প্রাণ-সংশয়। **প্রাণসঞ্চার** —প্রাণ-প্রতিষ্ঠা। **প্রাণসদ্ম**—দেহ। **প্রাণসম**—ণ. প্রাণতুল্য। স্ত্রী. **প্রাণসমা**। **প্রাণহন্তা(-ন্তৃ), -হর, -হারক, -হারী (-রিন্)**—প্রাণনাশক। (স্ত্রী. **প্রাণহন্ত্রী, -হরা,-হারিকা,-হারিণী**)। **প্রাণহরা** —মিষ্টান্ন-বিশেষ। **প্রাণহীন**—ণ. মৃত; আন্তরিকতাশূন্য (প্রাণহীন অনুষ্ঠান)। **প্রাণ উড়িয়া যাওয়া**—অত্যন্ত ভীত হওয়া। **প্রাণ-জুড়ানো**—ণ. যাহা চিত্ত স্নিগ্ধ করে। **প্রাণ তুলারাম-খেলারাম করা**—ভয়ে মন অত্যন্ত দমিয়া যাওয়া। **প্রাণ দেওয়া**—কোন কর্মের জন্য বা কাহারও জন্য স্বেচ্ছায় মৃত্যুবরণ করা। **দেহে প্রাণ ধরা**—কোন-রূপে বাঁচিয়া থাকা। **প্রাণ পড়িয়া থাকা** —কাহারও দিকে মন একান্ত উন্মুখ হওয়া।

প্রাণ-মাতানো—ণ. যাহা মনকে মাতায়। **প্রাণ যাওয়া**—মরা। **প্রাণ লওয়া**—হত্যা করা। **প্রাণ স্পর্শ করা**—মর্মস্পর্শী হওয়া। **প্রাণ হাতে করিয়া**—প্রাণসংশয় ঘটাইয়া। **প্রাণে বাঁচা**—কোন রূপে রক্ষা পাওয়া। **অল্পপ্রাণ বর্ণ**—যাহা উচ্চারণ করিতে দম কম লাগে, ক গ চ জ ট ড ত দ প ব। বিপ. **মহাপ্রাণ বর্ণ**—খ ঘ ছ ঝ ঠ ঢ থ ধ ফ ভ।

প্রাণাঙ্কুর—প্রাণপঙ্ক। **প্রাণাত্যয়**—প্রাণনাশ। **প্রাণাধিক**—পরম স্নেহভাজন। স্ত্রী. **প্রাণাধিকা**। **প্রাণান্ত**—মৃত্যু। **প্রাণান্ত** অথবা **প্রাণান্তকর পরিশ্রম**—অতি কঠোর পরিশ্রম। **প্রাণান্ত পরিচ্ছেদ**—মৃত্যুই যাহার সীমা বা শেষ (পরিচ্ছেদ দ্রঃ); অতি কঠোর পরিশ্রম। **প্রাণান্তিক**—ণ. সাংঘাতিক, অতি কঠোর। **প্রাণায়াম**—শ্বাস-প্রশ্বাসনিয়ন্ত্রণ। **প্রাণারাম**—পরমানন্দদায়ক, প্রাণ-স্নিগ্ধকর।

প্রাণিঘাতক—যে জীব হত্যা করে; ব্যাধ; কসাই। **প্রাণিঘাতন**—প্রাণিহত্যা। **প্রাণিজগৎ**—জীব-জগৎ।

প্রাণিত—ণ. অনুপ্রাণিত, যাহাতে প্রাণ সঞ্চারিত হইয়াছে। [প্রাণ+ইত]।

প্রাণিতত্ত্ব,-প্রাণিবিদ্যা—প্রাণী-বিষয়ক বিজ্ঞান, zoology. **প্রাণিতত্ত্ববিৎ**—Zoologist। **প্রাণিদ্যূত**—বাজি রাখিয়া মেষ, মহিষ ইত্যাদির লড়াই। **প্রাণিপীড়ন**—পশুপক্ষীর প্রতি নিষ্ঠুর আচরণ; প্রাণিহত্যা।

প্রাণী (-ণিন্)—ণ. প্রাণবিশিষ্ট, বি. জীব; জীবন; জীবাত্মা (প্রাচীন বাংলা); মনুষ্য (স্বামী স্ত্রী দুটি প্রাণী)। [প্রাণ-ইন্]।

প্রাণে প্রাণে—কোনরূপে প্রাণ রক্ষা করিয়া।

প্রাণেশ, প্রাণেশ্বর—বি. জীবনস্বামী; প্রাণপতি; প্রিয়তম। স্ত্রী. **প্রাণেশ্বরী**—প্রাণপ্রিয়া। **প্রাণোৎসর্গ**—বি. প্রাণ বিসর্জন; মহৎ কার্যে আত্মদান।

প্রাতঃ (-তর্)—[সং.] বি. প্রাতঃকাল; অব্য. প্রাতঃকালে। **প্রাতঃকর্ম,-কৃত্য,-ক্রিয়া**—প্রাতঃকালীন শৌচাদি। **প্রাতঃকাল**—প্রভাত, সকাল। ণ. **প্রাতঃকালীন**—সকালবেলার, প্রভাতী। **প্রাতঃপ্রণাম**—সকালবেলা যে প্রণাম করা হয় তাহা। **প্রাতঃসন্ধ্যা**—প্রাতঃকালের জপ ও বন্দনা; রাত্রি ও দিবার সন্ধিকাল, প্রত্যুষ। **প্রাতঃসমীর**—প্রভাতকালীন মৃদুমন্দ বায়ু। **প্রাতঃসূর্য**—নবারুণ। **প্রাতঃস্নান**—প্রাতঃকালীন স্নান। ণ. **প্রাতঃস্নায়ী** (-য়িন্)—যে প্রভাতে স্নান করে। **প্রাতঃস্মরণীয়**—ণ. প্রাতঃকালে স্মরণের যোগ্য (অর্থাৎ যাঁহার নাম এত পবিত্র যে তাহা উচ্চারণ করিয়া দিন আরম্ভ করিতে হয়)। **প্রাতরাশ**—প্রভাতকালীন লঘুভোজন, breakfast। [প্রাতঃ+আশ]। **প্রাতরাশিত**—ণ. যিনি প্রাতরাশ গ্রহণ করিয়াছেন। **প্রাতরাহ্নিক**—ণ. প্রাতঃকালে যে সন্ধ্যা জপ করিতে হয়। **প্রাতরুত্থান**—ভোরে শয্যাত্যাগ। **প্রাতর্গেয়**—ণ. প্রভাতে গীত হইবার যোগ্য; স্তুতিপাঠক। **প্রাতর্দিন**—পূর্ববর্তী দিন। **প্রাতর্বাক্য**—প্রাতঃকালে উচ্চারিত শুভাকাঙ্ক্ষা-আদি যাহা সফল হয় বলিয়া ধারণা। **প্রাতর্ভোজন**—প্রাতরাশ। **প্রাতর্ভোক্তা** (-ক্তৃ)—যে খুব সকালে খায়; কাক। **প্রাতস্ত্রিবর্গা**—(যাহাতে প্রাতঃস্নান করিলে ত্রিবর্গ লাভ হয়) গঙ্গা।

প্রাতিকূলিক—ণ. যে প্রতিকূলে গিয়াছে। **প্রাতিকূল্য**—বি. প্রতিকূলাচরণ; বৈপরীত্য; প্রতিকূলতা। [প্রতিকূল+য]।

প্রাতিপদিক—(ব্যাকরণে) বি. বিভক্তিশূন্য ব্যক্তিবাচক বা বিশেষণ-বাচক শব্দ; ণ. প্রতিপদ সম্পর্কিত। [প্রতিপদ+ক]।

প্রাতিবেশ্য—ণ. প্রতিবেশ সম্পর্কিত; প্রতিবেশবাসী। [প্রতিবেশ+ষ্য]।

প্রাতিভাসিক—ণ. অবাস্তব কিন্তু বাস্তবরূপে প্রতীয়মান। [প্রতিভাস+ষ্ণিক]

প্রাতিস্বিক—ণ. ব্যক্তিগত, নিজস্ব, স্বকীয়, individual; অসামান্য। [প্রতিস্ব+ইক]

প্রাতিহার,-হারক,-রিক—ণ. মায়াবী; দ্বারী সম্বন্ধীয়; বি. জাদুকর; দ্বারীর কার্য। [সং]

প্রাত্যহিক—ণ. প্রতিদিনের (প্রাত্যহিক নিয়ম)।

প্রাথমিক—ণ. প্রথমে শিক্ষণীয় বা কর্তব্য, primary; আদি, আদ্য। [প্রথম+ষ্ণিক]। **প্রাথম্য**—বি. মুখ্যত্ব, প্রধানতা। [প্রথম+ষ্য]।

প্রাদিসমাস—প্র পরা ইত্যাদি উপসর্গযোগে নিষ্পন্ন সমাস (যথা: প্রশাখা)।

প্রাদুর্ভাব—বি. আবির্ভাব, প্রকাশ; (বাং)

বাহুল্য, ব্যাপকতা, প্রাবল্য (কলেরার প্রাদুর্ভাব)। [প্রাদুর্-ভূ+ঘঞ্]। ণ. **প্রাদুর্ভূত**।

প্রাদেশিক—ণ. প্রদেশজাত; প্রদেশবিষয়ক (প্রাদেশিক শাসন-ব্যবস্থা; আন্তঃপ্রাদেশিক বাণিজ্য); প্রদেশবিশেষে নিবদ্ধ, স্থানীয়, আঞ্চলিক (প্রাদেশিক রীতি বা বুলি)। [প্রদেশ+ষ্ণিক]। বি. **প্রাদেশিকতা**—প্রদেশের স্বার্থকে অগ্রগণ্য জ্ঞান করা, provincialism প্রাদেশিক বৈশিষ্ট্য বা উচ্চারণ বা ব্যবহার।

প্রাধান্য—বি. প্রধানতা, শ্রেষ্ঠত্ব (অধর্মের প্রাধান্য); কর্তৃত্ব, নেতৃত্ব, প্রভুত্ব (—লাভ)। [প্রধান+ষ্য]।

প্রান্ত—বি. শেষ সীমা (নগরপ্রান্ত); কিনারা, শেষভাগ (বসনপ্রান্ত; যৌবনপ্রান্তে উপনীত, নয়নপ্রান্ত)। **প্রান্তদুর্গ**—যে দুর্গে রাজা বাস করিতেন। **প্রান্তপাল**—সীমান্তরক্ষক রাজপুরুষ-বিশেষ। **প্রান্তবর্তী (-র্তিন্)**—ণ. শেষ সীমায়, কিনারায় স্থিত।

প্রান্তর—[প্রকৃষ্ট অন্তর যেখানে, বহুব্রীহি] বি. অতিদূর ও ছায়াজলাদি-শূন্য পথ; বিস্তীর্ণ মাঠ (প্রান্তর ধু ধু করছে); বন।

প্রান্তিক, প্রান্তীয়—ণ. শেষ সীমা সম্বন্ধীয়; প্রান্তবর্তী। [প্রান্ত+ষ্ণিক, ঈয়]

প্রাপক—বি. যে পায়, payee; যে পাওয়াইয়া দেয়; যে লইয়া যায় বা পৌঁছাইয়া দেয়। [প্র-আপ্+অক]। **প্রাপণ**—লাভ, প্রাপ্তি; পাওয়ানো; পৌঁছাইয়া দেওয়া। **প্রাপনীয়**—ণ. প্রাপ্য, লভ্য।

প্রাপণিক—বি. বণিক্, দোকানদার। [সং]।

প্রাপ্ত—[প্র-আপ্+ক্ত] ণ. লব্ধ, পাওয়া গিয়াছে এমন (প্রাপ্তধন); উপস্থিত। **প্রাপ্তকাল**—ণ. যাহার মৃত্যুকাল উপস্থিত হইয়াছে। [বহুব্রী]। **প্রাপ্তধন**—উত্তরাধিকারসূত্রে লব্ধ ধনসম্পত্তি। **প্রাপ্ত-পঞ্চত্ব**—ণ. পঞ্চত্বপ্রাপ্ত, মৃত। **প্রাপ্ত-বয়স্ক,-বয়াঃ(-য়স্),-ব্যবহার**—ণ. সাবালক, বয়ঃপ্রাপ্ত, যাহার আইনতঃ কাজ করিবার মত বয়স হইয়াছে। [বহুব্রী]। **প্রাপ্তব্য**—ণ. প্রাপ্য। **প্রাপ্তভার**—ভারবাহী পশু; ণ. যাহার উপরে ভার ন্যস্ত করা হইয়াছে। **প্রাপ্ত-যৌবন**—ণ. যোমত্ত, সাবালক। স্ত্রী. **প্রাপ্ত-যৌবনা**। **প্রাপ্তরূপ**—ণ. রম্য, মনোজ্ঞ; পণ্ডিত। **প্রাপ্তাপরাধ**—ণ. যাহাকে অপরাধ স্পর্শ করিয়াছে।

প্রাপ্তি—বি. পাওয়া, লাভ (পরমপদ প্রাপ্তি); উপার্জন, লভ্য (আশা করি এতে প্রাপ্তি কিছু হবে); উপস্থিতি, পৌঁছা (লক্ষ্যপ্রাপ্তি); অষ্টসিদ্ধির অন্যতম, সর্বত্র গমন-ক্ষমতা। [প্র-আপ্+ক্তি]। **প্রাপ্তিপত্র**—রসিদ। **প্রাপ্তি-স্থান**—কোন বস্তু যেখানে পাওয়া যায়।

প্রাপ্য—ণ লভ্য; প্রতিফলরূপে লভ্য (এ তিরস্কার তোমার প্রাপ্য); গন্তব্য; বি পাওনা। [প্র-আপ্+য]।

প্রাবরণ, প্রাবার—[প্র-আ-বৃ+অনট্, ঘঞ্]; বি. আবরণ-বস্ত্র, উত্তরীয়। [প্রবল+ষ]

প্রাবল্য—বি. প্রবলতা; উৎকটতা, প্রাধান্য।

প্রাবাসিক—ণ. প্রবাস-সম্পর্কিত, প্রবাসের উপযোগী। [প্রবাস+ষ্ণিক]। [জ্ঞতা; দক্ষতা।

প্রাবীণ্য—[প্রবীণ+য] বি. প্রবীণতা; অভি-

প্রাবৃট (-ষ্)—[প্র+আ-বৃষ্+ক্বিপ্] বি. বর্ষাকাল (প্রাবৃট্‌কাল)। **প্রাবৃড়ত্যয়**—শরৎকাল।

প্রাবৃত—ণ. আচ্ছাদিত; বেষ্টিত। [প্র+আবৃত]। বি. **প্রাবৃতি**—আচ্ছাদন; বেড়া।

প্রাবৃষিক—ণ. বর্ষাকালীন; বি. যাহারা বর্ষাকালে ডাকে, ভেক, ময়ূর। [প্রাবৃষ্+ষ্ণিক]। **প্রাবৃষিজ**—যাহা বর্ষাকালে জন্মে) কদম্ববৃক্ষ। **প্রাবৃষ্য**—ণ. বর্ষাকালীন; বি. বৈদূর্যমণি।

প্রাবেশন—বি. শিল্প-ভবন। [সং.]।

প্রাবেশিক—ণ. প্রবেশকালীন; প্রবেশ-সম্পর্কিত (প্রাবেশিক পরীক্ষা—Entrance Examination ইত্যাদি); প্রবেশকালে দেয়।

প্রাভাতিক—ণ. প্রভাতকালীন। [প্রভাত+ষ্ণিক]।

প্রামাণিক—[প্রমাণ+ষ্ণিক] ণ. প্রমাণসিদ্ধ, বিশ্বাস্য, প্রমাণরূপে গ্রাহ্য (ভারতীয় দর্শন সম্বন্ধে প্রামাণিক গ্রন্থ); শাস্ত্রজ্ঞ, পণ্ডিত, বিজ্ঞ; প্রধান, শ্রেষ্ঠ; বি. নাপিত, পরামাণিক; উপাধি বিশেষ সমাজপতি। বি. **তা**- বিশ্বাসযোগ্যতা।

প্রামাণ্য—বি. প্রমাণত্ব, বিশ্বাস্যতা; (বাং.) ণ. প্রামাণিক, নির্ভরযোগ্য, শাস্ত্রসম্মত অথবা বিচারসম্মত (প্রামাণ্য মত; প্রামাণ্য গ্রন্থ)।

প্রায়—[প্রায়স্] অব্য. সাধারণতঃ, ঘন ঘন, মধ্যে মধ্যে। **প্রায়ই**—সচরাচর অনেক সময়। **প্রায়শঃ,-শস্**—প্রায়ই।

প্রায়—[প্র-ই (গমন করা, মরা)+ঘঞ্] ণ. তুল্য, সদৃশ (মৃতপ্রায়); কাছাকাছি, কিছু কম (প্রায় পঞ্চাশ টাকা); বি. মৃত্যু-কামনা করিয়া

অনশন (প্রায়োপবেশন; প্রায়োপেত); পাপ (প্রায়শ্চিত্ত)। **প্রায়শ্চিত্ত**—পাপ ক্ষয় করে এমন কর্ম। **প্রায়শ্চিত্ত করা**—পাপ অন্যায় ভুল ইত্যাদির জন্য স্বেচ্ছায় দুঃখ ক্ষতি ইত্যাদি সহ্য করা। **প্রায়শ্চিত্তী (-ত্তিন্)**—যাহাকে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়। **প্রায়োপবিষ্ট**—ণ. যে মৃত্যু পর্যন্ত অনশনের সিদ্ধান্ত করিয়াছে। [প্রায়-অনশনমৃত্যু]। বি. **প্রায়োপবেশন, প্রায়োপবেশ**—অভিসন্ধিপূর্বক অনশন-মৃত্যুর জন্য উপবেশন। **প্রায়োপেত**—ণ. প্রায়োপবিষ্ট।

প্রারব্ধ—[প্র-আ-রভ্+ক্ত] ণ. আরব্ধ; যাহা দৈব বিধানে পূর্বজন্মে আরব্ধ হইয়াছে (প্রারব্ধ কর্ম—যে কর্মের ফলভোগ করিতেই হয়); বি. ফলোন্মুখ পাপপুণ্য; অদৃষ্ট।

প্রারম্ভ—বি. আরম্ভ, উপক্রম। [প্র+আরম্ভ]। ণ. **প্রারম্ভিক**—প্রাথমিক; প্রাথমিক উদ্যোগ সম্পর্কিত। [প্রারম্ভ+ফিক]

প্রার্থক—ণ. যে প্রার্থনা করে, যাচক। [প্র-অর্থি+ণক]। **প্রার্থন, প্রার্থনা**—যাচ্ঞা; অভিলাষ (কী তাহার দুরন্ত প্রার্থনা—রবি); ঈশ্বরের কাছে আবেদন (প্রার্থনা-সমাজ); (হিংসা, অভিযান, অবরোধ ইত্যাদি অর্থে বাংলায় ব্যবহৃত হয় না)। **প্রার্থনীয়**—ণ. বাঞ্ছনীয়, অভিলষণীয়, যাচনীয়। **প্রার্থয়িতব্য**—যাচিতব্য। **প্রার্থয়িতা(-তৃ)**—প্রার্থনাকারী। **প্রার্থিত**—ণ. অভিলষিত, যাচিত। **প্রার্থী (-র্থিন্)**—ণ. যে প্রার্থনা করে, যাচক (প্রীতি-প্রার্থী; কবিযশঃ-প্রার্থী); বি. ভিখারী; ফরিয়াদী। **প্রার্থ্য**—ণ. প্রার্থনীয়।

প্রাশ, প্রাশন—[প্র-অশ্+অ, অনট্] ভোজন, আহার (অমৃতপ্রাশ; অন্ন-প্রাশন—অন্নভোজন)। **প্রাশনীয়**—ণ. ভক্ষণীয়। **প্রাশিত**—ণ. ভক্ষিত; নীত। **প্রাশিতা (-তৃ)**—ভক্ষণকারী। [সমীচীনতা; বিস্তার।

প্রাশস্ত্য—বি. প্রশস্ততা, উৎকর্ষ, শ্রেষ্ঠতা;

প্রাশ্নিক—বি. প্রশ্নকারী, বাদী ও প্রতিবাদীকে প্রশ্ন করিয়া যিনি বিবাদের মীমাংসা করেন, মধ্যস্থ। [প্রশ্ন+ফিক]।

প্রাস—বি. ক্ষেপণীয় অস্ত্র-বিশেষ, বল্লম (?)। [প্র-অস্+অ]। **প্রাসিক**—প্রাস যাহার অস্ত্র।

প্রাসঙ্গিক—ণ. প্রসঙ্গক্রমে উত্থিত বা উপস্থিত; সংশিষ্ট, সম্বন্ধ, relevant. [প্রসঙ্গ+ফিক]।

প্রাসাদ—[প্র-সদ+ঘঞ্] বি. বৃহৎ অট্টালিকা, হর্ম্য; রাজ-অট্টালিকা; দেবালয়। **প্রাসাদ-কুক্কুট**—পায়রা। **প্রাসাদ-শিখর**—প্রাসাদের ছাদ। **প্রাসাদশৃঙ্গ**—সৌধচূড়া।

প্রাস্থানিক—বি. প্রস্থান-কালোচিত; বিদায়-কালীন। [প্রস্থান+ফিক]

প্রাহরিক—ণ. প্রহর-সম্বন্ধীয়; প্রহর-নিযুক্ত। [প্রহর+ফিক]

প্রাহসনিক—ণ. প্রহসন বিষয়ক; প্রহসনে অভিনেতা। [প্রহসন+ফিক]

প্রাহ্ণ—বি. পূর্বাহ্ণ; প্রাতঃকাল। [প্র+অহ্ন]

প্রিণ্টার—[ইং. Printer] বি. মুদ্রক, মুদ্রাকর।

প্রিন্সিপাল—[ইং. Principal] বি. কলেজের অধ্যক্ষ।

প্রিভিকাউন্সিল—বিচারব্যাপারে ব্রিটিশ রাজার পরামর্শদাতা সভাবিশেষ (যাহা স্বাধীনতালাভের পূর্বে ভারতের পক্ষে উচ্চতম আদালত ছিল)। [ইং. Privy Council]।

প্রিয়—[প্রী (তুষ্ট করা)+অ] ণ. প্রীতিজনক, ভাল লাগে এমন (প্রিয় কর্ম); ভালবাসা হয় এমন, প্রণয়ভাজন; বি. প্রেমপাত্র, দয়িত; স্বামী; পতি; প্রিয়জন, সুহৃদ্ (প্রিয়সঙ্গম); স্নেহের পাত্র; মৃগ-বিশেষ। **প্রিয়ংকর, প্রিয়ঙ্কর**—যে প্রিয়কার্য করে, হিতকারী। **প্রিয়ংবদ, প্রিয়ংবাদী (-দিন্)**—ণ. যে প্রিয়কথা বলে, মধুর-ভাষী। **প্রিয়ক**—উচ্চ ও মসৃণ ও ঘন লোম-বিশিষ্ট মৃগ-বিশেষ; কদম্ব বৃক্ষ; ভ্রমর; কুঙ্কুম। **প্রিয়কার,-কারক,-কারী(-রিন্)**—ণ. প্রিয়ংকর। স্ত্রী. **-কারী, -কারিকা,-কারিণী**। **প্রিয়চিকীর্ষা**—হিত সাধনের ইচ্ছা। ণ. **প্রিয়চিকীর্ষু**—প্রিয়কার্য করিতে ইচ্ছুক। **প্রিয়জন**—আত্মীয়; আপন জন; বন্ধুবান্ধব। **প্রিয়তম**—সর্বাপেক্ষা প্রিয়। স্ত্রী. **প্রিয়তমা**। **প্রিয়তর**—অধিক প্রিয়। **প্রিয়তা**—প্রেম, স্নেহ। **প্রিয়দর্শন**—ণ. যাহা দেখিতে সুন্দর; সৌম্যদর্শন; বি. শুকপক্ষী। [স্ত্রী.]। **প্রিয়দর্শী (-র্শিন্)**—ণ. সকলকে যে প্রীতির সহিত দেখে, মানবপ্রেমী। সম্রাট্ অশোকের নাম-বিশেষ। **প্রিয়পাত্র**—স্নেহের জন। **প্রিয়বচন, প্রিয়বাক্য**—মিষ্টকথা। **প্রিয়বাদী (-দিন্)**—প্রিয়ভাষী।

প্রিয়বিয়োগ—প্রিয়জনের মৃত্যু। **প্রিয়-বিরহ**—প্রিয়জনের বিচ্ছেদ অথবা মৃত্যু। **প্রিয়ভাষী** (-বিন্)—ণ. মিষ্টভাষী। স্ত্রী. **প্রিয়ভাষিণী**। **প্রিয়সখ**—প্রিয়বন্ধু (বাংলায় **প্রিয়সখা** ব্যবহৃত হয়)। স্ত্রী. **প্রিয়সখী**। **প্রিয়সমাগম**—প্রিয়জনের সহিত মিলন; প্রণয়ী ও প্রণয়িনীর মিলন। **প্রিয়সালক**—পিয়ালগাছ। স্ত্রী. **প্রিয়া**—প্রেমপাত্রী; পত্নী।

প্রিয়ঙ্গু—[সং.] লতাবিশেষ, শ্যামালতা; (বাং.) বৃক্ষবিশেষ (কাঠ লাল, পাতা পাঁচভাগ)।

প্রীণ—[প্রী (প্রীত হওয়া) + ক্ত] ণ. প্রীত; পুরাতন। **প্রীণন**—তৃপ্তিসাধন; তোষণ; ণ. তৃপ্তিকর। [প্রী + ণিচ্ + অনট্]। ণ. **প্রীণিত**—তর্পিত তোষিত।

প্রীত—[প্রী + ক্ত] ণ. সন্তুষ্ট, হৃষ্ট, তৃপ্ত, খুশী। বি. **প্রীতি**—আনন্দ, সন্তোষ (পরম প্রীতি লাভ করিলাম); ভালবাসা, প্রণয়, প্রেম, অনুরাগ (প্রীতিপাত্রী); জ্যোতিষের যোগ-বিশেষ। (কাব্যে; পিরীতি। কথ্য, পিরীত)। **প্রীতি-উপহার**—প্রীতিজ্ঞাপক উপহার; বিবাহাদিতে অভিনন্দন-মূলক রচনা। **প্রীতি-কর**—ণ. আনন্দজনক (ণ. অপ্রীতিকর)। **প্রীতিদত্ত**—ণ. প্রীতিপূর্বক দত্ত; বিবাহে শ্বশুর-শাশুড়ী বধূকে যে টাকা পয়সা বা উপহার দেন। **প্রীতিদান**—আনন্দবর্ধন; প্রীতি-জ্ঞাপক দান। **প্রীতিদায়ক**—ণ. সন্তোষ-বর্ধক। **প্রীতিনিলয়**—ণ. প্রীতিভাজন। **প্রীতিপরায়ণ**—ণ. প্রীতিময়, প্রেমপরায়ণ। **প্রীতিপাত্র**—ণ. প্রীতিভাজন। স্ত্রী. **প্রীতি-পাত্রী**—প্রেমপাত্রী; বান্ধবী। **প্রীতিপূর্ণ**—ণ. প্রসন্ন, আনন্দিত। • **প্রীতি-প্রফুল্ল**—ণ. হৃষ্ট। **প্রীতিভাজন**—ণ. স্নেহাস্পদ; প্রণয়াস্পদ। **প্রীতিভোজ**—বিবাহাদিতে আনন্দ-হেতু দত্ত ভোজ। **প্রীতিমান্** (-মৎ)—ণ. প্রীত, সন্তুষ্ট। **প্রীতিসম্ভাষণ**—প্রীতিপূর্ণ আলাপ। **প্রীতিসূচক**—ণ. ভালবাসাজ্ঞাপক।

প্রেক্ষক—[প্র—ঈক্ + ণক] দর্শক। **প্রেক্ষণ**—দর্শন; চক্ষু; দৃষ্টি ("চকিতহরিণী-প্রেক্ষণা"); নাট্যাভিনয়। ণ. **প্রেক্ষণীয়**—সম্যক্‌ভাবে দর্শনীয়; মনোহর। **প্রেক্ষা**—দর্শন; পর্যবেক্ষণ; পর্যালোচনা, বিচারণা; প্রজ্ঞা; শোভা; নৃত্যাদির স্থান নৃত্য দর্শন। **প্রেক্ষাগার, প্রেক্ষাগৃহ**—রাজাদের মন্ত্রণা-ভবন; মানমন্দির; রঙ্গস্থল, auditorium। **প্রেক্ষাবান্** (-বৎ)—ণ. প্রাজ্ঞ, বিবেচক। **প্রেক্ষিত**—ণ. দৃষ্ট। **প্রেক্ষী** (-ক্ষিন্)—দর্শক। **প্রেক্ষ্য**—ণ. দর্শনীয়।

প্রেত—[প্র—ই (গমন করা) + ক্ত] বি. যে আত্মার ঊর্ধ্বগতি লাভ হয় নাই, ভূত, পিশাচ (প্রেতের হাসি)। ঘৃণ্য ব্যক্তি (নরপ্রেত); ণ. নরকবাসী; মৃত। **প্রেতকর্ম, -কার্য, -কৃত্য, -ক্রিয়া**—অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া, মৃত ব্যক্তির দাহ শ্রাদ্ধ ইত্যাদি ক্রিয়া (যাহার ফলে তাহার আত্মার ঊর্ধ্বগতি হইতে পারে)। **প্রেত-ভবন**—শ্মশান; গোরস্থান। **প্রেত-তর্পণ**—মৃত ব্যক্তির উদ্দেশে একবৎসর পর্যন্ত জলদানের কাজ। **প্রেতদেহ**—মৃতের সূক্ষ্ম দেহ-বিশেষ (সপিণ্ডী-করণের পরে তাহা ভোগ-দেহে পরিণত হয়)। **প্রেতনদী**—বৈতরণী। **প্রেতপক্ষ**—গৌণ-চান্দ্র আশ্বিন মাসের কৃষ্ণপক্ষ (গৌণচান্দ্র দ্রষ্টব্য)। **প্রেতপটহ**—মৃত্যুকালে বাজানো বাদ্য। **প্রেতপতি, -রাজ**—যম। **প্রেতপিণ্ড**—সপিণ্ডীকরণ পর্যন্ত মৃত ব্যক্তির উদ্দেশে যে পিণ্ড প্রদান করা হয়। **প্রেতপুর, -পুরী**—যমালয়। **প্রেত-প্রসাধন**—পুষ্পাদির দ্বারা শবদেহ ভূষিত করা। **প্রেতবন, -ভূমি**—শ্মশান। **প্রেতবাহিত**—ভূতাবিষ্ট। **প্রেত-মূর্তি**—প্রেতের মূর্তি অথবা পিশাচসদৃশ মূর্তি। **প্রেতযোনি**—প্রেত, ভূত, পিশাচ। **প্রেত-লোক**—যমপুর। **প্রেতশরীর**—প্রেতদেহ। **প্রেতশিলা**—গয়ার প্রস্তর-বিশেষ (প্রেতত্ব মোচনের জন্য এখানে পিণ্ড দেওয়া হয়)। **প্রেতশ্রাদ্ধ**—মৃতের উদ্দেশে যে বিভিন্ন ধরণের শ্রাদ্ধ করা হয়। **প্রেতাত্মা** (-ত্মন্)—মৃতের আত্মা, প্রেত। **প্রেতাশৌচ**—মরণাশৌচ; মৃতদেহবহন হেতু অশৌচ।

প্রেতিনী—স্ত্রী-প্রেত, নারীর প্রেতাত্মা; যে নারীর আকৃতি অতিশয় কুৎসিৎ (গ্রাম্য—পেত্নী)।

প্রেপ্সু—[প্র-আপ্ + সন্ + উ] ণ. পাইতে ইচ্ছুক।

প্রেম (-মন্)—[প্রিয় + ইমন্] বি. (ক্লী.) অনু-রাগ; ভালবাসা, প্রীতি; স্নেহ, বাৎসল্য; ভক্তি (কৃষ্ণপ্রেম, প্রেমাশ্রু); অন্তরে অন্তরে ভাব-বন্ধন; নরনারীর পরস্পরের প্রতি আসক্তি, প্রণয় (প্রেমে পড়া)। **প্রেমবন্ধন**—ভাল-

বাসার বন্ধন। **প্রেমবান্** (-বৎ)—ণ. প্রেমযুক্ত, প্রেমময়। স্ত্রী. **প্রেমবতী**। **প্রেমভক্তি**—ঈশ্বরের প্রতি অনুরাগ ও ভক্তি; শ্রীকৃষ্ণের প্রতি প্রেমহেতু তন্ময়তা। **প্রেমা**—প্রেম। [প্রেমন্-শব্দ, পুং]। **প্রেমাবতার**—প্রেমের অবতার-স্বরূপ। **প্রেমাশ্রু**—প্রেমে উদ্গত অশ্রু। **প্রেমাসক্ত**—ণ. প্রেমহেতু আকৃষ্ট; প্রণয়াসক্ত। **প্রেমাস্পদ**—প্রণয়ী। **প্রেমিক, প্রেমী** (মিন্)—যে ভালবাসে, অনুরক্ত।

প্রেয়—[সং. প্রেয়স্] ণ. প্রিয়; মনোহর; বি. ইন্দ্রিয়-প্রীতিকর বিষয়, ঐহিক সুখসম্ভোগ।

প্রেয়ান্ (-য়স্)—[প্রিয়+ঈয়স্] ণ. অতিপ্রিয়। স্ত্রী. **প্রেয়সী**—প্রিয়তমা (বাংলায় প্রেয়ান্ সাধারণতঃ ব্যবহৃত হয় না)।

প্রেরক—ণ. বি. যে পাঠায় (সংবাদ-প্রেরক); প্রযোজক। **প্রেরণ**—বি. পাঠানো (দূত প্রেরণ); প্রবর্তন, প্রণোদন, নিয়োগ। [প্র-ঈর্+অনট্]। **প্রেরণা**—প্রবর্তনা, উদ্দীপনা, ভাবাবেগ বা উৎসাহসঞ্চার, impulse, inspiration. **প্রেরয়িতা**(-তৃ)—প্রেরক। স্ত্রী. **প্রেরয়িত্রী**।

প্রেরিত—ণ. যাহাকে বা যাহা পাঠানো হইয়াছে (প্রেরিত দ্রব্যাদি); প্রেরণাপ্রাপ্ত; নিয়োজিত। [প্র ঈর্+ক্ত]। **প্রেরিত পুরুষ**—ঈশ্বর যাঁহাকে বিশেষ বাণী প্রচারের জন্য পাঠাইয়াছেন, পয়গম্বর, prophet।

প্রেষ—চাপ, pressure। [সং.]

প্রেষক—[প্র-ইষ্ (প্রেরণ করা)+ণিচ্ +ণক] ণ. প্রেরক। **প্রেষণ**—প্রেরণ; নিয়োগ। **প্রেষণী, প্রেষিণী**—পরিচারিকা। **প্রেষণীয়**—ণ. কোন কর্মে প্রেরণযোগ্য বা নিয়োগযোগ্য। **প্রেষিত**—প্রেরিত; নিয়োজিত।

প্রেষ্ঠ—[প্রিয়+ইষ্ঠ] ণ. প্রিয়তম, অতিপ্রিয়। স্ত্রী. **প্রেষ্ঠা**।

প্রেষ্য, প্রৈষ্য—বি. ভৃত্য, দাস; দূত; ণ. প্রেরণীয়। স্ত্রী. **প্রেষ্যা**। **প্রেষ্যবধূ**—ভৃত্যের স্ত্রী।

প্রেস—[ইং. Press] বি. মুদ্রাযন্ত্র, ছাপাখানা; চাপ দিবার যন্ত্র। [চিকিৎসকের ব্যবস্থাপত্র।

প্রেসক্রিপশন—[ইং. Prescription] বি.

প্রেসিডেন্ট—[ই. President] বি. সভাপতি; রাষ্ট্রপতি (যুক্তরাজ্যের প্রেসিডেণ্ট; ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেণ্ট)। [(ব্যাসপ্রোক্ত)।

প্রোক্ত—[প্র+উক্ত] ণ. বিশেষভাবে উক্ত; কথিত

প্রোগ্রাম—বি. অনুষ্ঠানসূচী (থিয়েটারের, জলসার প্রোগ্রাম); কর্মসূচী (কাজের প্রোগ্রাম)। [ইং. programme]

প্রোত—[প্র-বে. (সেলাই করা)+ক্ত] ণ. সেলাই-করা, গ্রথিত; খচিত; ভূগর্ভে নিহিত।

প্রোৎসাহ—বি অতিশয় উৎসাহ, অধ্যবসায়; উত্তেজনা। [প্র+উৎসাহ]। ণ. **প্রোৎসাহিত**।

প্রোথিত—ণ. ভূগর্ভনিহিত, পোঁতা। [প্রোথ্+ক্ত]

প্রোদ্ভিন্ন—ণ. সম্যক্ উদ্ভিন্ন, বিকসিত। [প্র+উদ্ভিন্ন]

প্রোন্নত—ণ. বিশেষ উন্নত। [প্র+উন্নত]।

প্রোফেসর; প্রোবেট—প্র. দ্রঃ।

প্রোষিত—[প্র-বস্+ক্ত] ণ. প্রবাসে স্থিত, বিদেশগত। **প্রোষিতভর্তৃকা**—যাহার স্বামী বিদেশে গিয়াছে, পতিবিরহিণী। **প্রোষিত-ভার্য,-পত্নীক**—ণ. বিরহী, যাহার পত্নী বিদেশে আছে।

প্রৌঢ়—[প্র-বহ্ (বহন করা)+ক্ত] ণ. পরিণত, পূর্ণাঙ্গ (প্রৌঢ় যৌবন—পূর্ণযৌবন); বিকসিত; প্রগল্ভ; প্রবীণ, নিপুণ; গর্বিত; মধ্যবয়স্ক (ত্রিশ হইতে পঞ্চাশ বৎসর বয়স পর্যন্ত প্রৌঢ়কাল); যথাবিহিত। বি. **প্রৌঢ়তা**। **প্রৌঢ়ি**—বি. প্রৌঢ়তা; পরিপূর্ণতা; নিপুণতা; প্রতিভা; অধ্যবসায়; প্রগল্ভতা।

প্র্যাকটিস—[ইং. Practice] বি. অভ্যাস; চিকিৎসা ওকালতি ইত্যাদি ব্যবসায় অবলম্বন অথবা এই সব ব্যবসায়ে পসার (প্র্যাকটিস্ ভালই জমেছিল)। [সপ্তদ্বীপের অন্যতম।

প্লক্ষ—বি. পাকুড়, অশ্বত্থ; পুরাণমতে পৃথিবীর

প্লব—[প্লু (লাফাইয়া লাফাইয়া যাওয়া, জলে ভাসিয়া যাওয়া)+অ] বি. লম্ফন; জলে ভাসা; নদী পার হওয়া; সন্তরণ; ভেলা; ভেক; বানর; মেষ; হংস সারস বক প্রভৃতি জলচর পক্ষী; মাছ ধরার পলো; প্রবণ, ক্রমনিম্ন ভূমি। **প্লবক**—কূর্দনরত, নর্তক; চণ্ডাল; ভেক। **প্লবকুম্ভ**—যে কলসীর সাহায্যে সাঁতার দেওয়া হয়। **প্লবগ, প্লবঙ্গ, প্লবঙ্গম**—বানর, ভেক; হরিণ; অরুণ; ণ. লাফাইয়া চলে যে। **প্লবচর**—উভচর পক্ষী, হাঁস ইত্যাদি। **প্লবতা**—ভাসিয়া থাকার শক্তি, buoyancy. সন্তরণ; ক্রমনিম্ন ভূমি। **প্লবমান**—ণ. ভাসমান।

প্লাব—বি. প্লাবন। [প্লু+ণিচ্+ঘঞ্]। **প্লাবক**

—ণ. প্লাবিত করে এমন। স্ত্রী. **প্লাবিকা**। **প্লাবন**—বি. ডুবানো, ভাসানো ; অভিষেক ; বন্যা (প্লাবন বহে যায় ধরাতে বরণ গীতে গন্ধে রে —রবি·) ; ণ. **প্লাবিত**—নিমজ্জিত ; যাহা জলে ভাসিয়া গিয়াছে (অশ্রুপ্লাবিত)। **প্লাবী** (-বিন্)—ণ. প্লাবক (কূলপ্লাবী)।

প্লীডার—[ইং. Pleader] বি. হাইকোর্ট ভিন্ন অন্য আদালতে কার্যক্ষম উকিল (তুঃ অ্যাড-ভোকেট)। বি. **প্লীডাঁরি**।

প্লীহা (-হন্)—(যাহা ভিতরে বৃদ্ধি পায়) বি. দেহযন্ত্র বিশেষ, পিলে spleen। **প্লীহঘ্ন**—প্লীহানাশক রোহিত বৃক্ষ।

প্লুত—ণ. নিমজ্জিত ; স্নাত ; উত্তীর্ণ ; ত্রিমাত্রক স্বর, অর্থাৎ অ-বর্ণের টানা স্বর (দূরের লোককে ডাকিতে, বা গানে, বা কান্নায় যে দীর্ঘ·স্বর ব্যবহৃত হয়) ; লম্ফ ; অশ্বের গতি-বিশেষ। [প্লু+ক্ত]। বি. **প্লুতি**—লম্ফন ; অশ্বগতি-বিশেষ ; স্বরের প্লুত উচ্চারণ ; প্লাবন।

প্লেগ—[ইং. plague] বি. মহামারী-বিশেষ।

প্লেট—[ইং. plait] বি. জামার স্থানে স্থানে যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভাঁজ বা কাপড়ের পট্টি দেওয়া হয় ; [plate] চীনামাটির থালা (এক প্লেট খাবার)।

প্লেন—মসৃণ (র‍্যাঁদা দিয়া প্লেন করা) ; সাদা-সিদা। [plain]

প্ল্যাকার্ড—[ইং. placard] বি. বড় বড় অক্ষরে লেখা বিজ্ঞাপন, প্রাচীর-পত্র।

প্ল্যাটফর্ম—[ইং. platform] বি. বাঁধানো উঁচু স্থান যেখানে রেলগাড়ী প্রভৃতি হইতে নামা হয় ; বক্তৃতার মঞ্চ।

প্ল্যান—[ইং. plan] বি. নক্সা (বাড়ীর প্ল্যান) ; পরিকল্পনা (প্ল্যান অনুযায়ী কাজ হচ্ছে)।

প্ল্যান্চেট—[ইং. planchette] বি. প্রেতাত্মাকে আকর্ষণ করিবার ত্রিকোণ কাষ্ঠযন্ত্র-বিশেষ।

প্ল্যাষ্টার—[ইং. plaster] বি. পুলটিশ ; প্রলেপ ; দেওয়ালে লাগানো সিমেণ্ট-বালির অথবা চুণ-বালির লেপ, আস্তর।

ফ

ফ—প বর্গের দ্বিতীয় বর্ণ ও দ্বাবিংশ ব্যঞ্জন বর্ণ—মহাপ্রাণ ও অঘোষবান্। উচ্চারণ-স্থান ওষ্ঠ; অনুধ্বনি-জাত শব্দে সাধারণতঃ তুচ্ছার্থে ব্যবহৃত হয় (ও সব আইন-ফ'ইন রেখে দাও)।

ফইজৎ, ফৈজত—[আ. ফদীহ'ৎ] বি. অপযশ, বদনাম, কলঙ্ক: হাঙ্গামা; তিরস্কার (পূর্ববঙ্গে ব্যবহৃত)। (ফজিয়ত দ্রষ্টব্য)।

ফক্—অব্য. হঠাৎ (ফক্ করে বলে ফেলা)।

ফকৎ—[ফা. ফক্'ৎ] অব্য. শুধু মাত্র, কেবল (ফকৎ ডাল দিয়ে খাওয়া)।

ফকফক—অব্য. খুব শাদা ভাব (শাদা ফক্‌ফকে)।

ফকরে—প. (ফকিরের মত) অনাহারে শীর্ণ, (—ঘোড়া)।

ফকির, ফকীর—[আ. ফকীর] বি. নিঃস্ব যাহার কিছুই নাই (পথের ফকির); ভিক্ষুক (ফকিরের ভিক্ষা—ফকিরকে দেয় ভিক্ষা; ফকিরের ভিক্ষার মত যৎসামান্য); উদাসীন; সন্ন্যাসী, বাউল (লালন ফকির); অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন উদাসীন (ফকিরের কেরামত)। বি. **ফকিরি**—ফকিরের বৃত্তি; সন্ন্যাস; দিব্যজ্ঞান বা অলৌকিক শক্তি (ফকিরি হাসিল করা)। **ফকির-ফাকরা**—ফকীর-বোষ্টম, ভিক্ষুক-শ্রেণীর লোক। স্ত্রী. **ফকিরণী** (গ্রাম্য—ফকরেণী)। **ফকিরান**—ফকিরের সেবায় দত্ত নিষ্কর জমি। প. **ফকিরী**—ফকিরের মত।

ফক্কড়—প. ফাজিল, ফচ্‌কে; যে ধড়িবাজি করিয়া বেড়ায়; অন্তঃসারশূন্য; বি. [ফকীর] ত্যাগী সন্ন্যাসী। বি. **ফক্কড়ি, ফক্কুড়ি, ফুক্কড়ি**—ফাজলামি; ধড়িবাজি। **ফক্কুড়ে**—প. ফক্কুড়ি করা যাহার স্বভাব।

ফক্কা—[সং. ফক্কিকা] প. ফাঁকি; প. শূন্য, ভুয়া (সব ফক্কা)। **ফক্কা করা**—অন্তঃসারশূন্য করা; নষ্ট করা।

ফক্কিকা—বি. কূটপ্রশ্ন, ফাঁকি। [সং]।

ফক্কিকার,-রি—বি. ফাঁকিবাজি; ফাঁকা কথা।

ফখর—গর্ব। [আ.]।

ফঙ্গবানি,-বেনে—প. [ভঙ্গপ্রবণ] ভঙ্গুর।

ফচ্‌কে—[আ. ফিস্‌কা—লাম্পট্য] প. ফাজিল, বখাটে, লঘু রঙ্গরসপ্রিয়। বি. **ফচ্‌কেমি, ফচ্‌কেমো**।

ফছিহ—[আ.] প. বাগ্মী, বক্তা।

ফজর—[আ. ফজ্‌র্] বি. প্রত্যূষ, সূর্যোদয়ের প্রাক্কাল। **ফজরের নামাজ**—রাত্রি প্রভাতে সূর্যোদয়ের পূর্বে যে নামাজ পড়িতে হয়।

ফজল—[আ.] বি. অনুগ্রহ।

ফজলী,-লি—[আ. ফজল] মালদহ অঞ্চলের বৃহৎ আম বিশেষ।

ফজিয়ত, ফজীহৎ, ফজেৎ—[আ. ফদীহ'ৎ] বি. তিরস্কার, কড়া কথা (খুব ফজেৎ করে দেওয়া হয়েছে)। [সমৃদ্ধি, বরকত।

ফজিলত—[আ. ফদীলত] বি. গুণপনা, সম্মান;

ফজিহৎ—[আ.] বি. লাঞ্ছনা।

ফজুল—[আ.] প. অতিরিক্ত, অনাবশ্যক।

ফট্—অব্য. তান্ত্রিক মন্ত্রাংশ-বিশেষ; চটী-পায়ে হাঁটিয়া যাওয়ার শব্দ; সত্বরতা জ্ঞাপক (ফট্ করে বলে ফেলা)। **ফট্‌ফট্**—চটীজুতার শব্দ। **ফট্‌ফট্ করা**—অপ্রাসঙ্গিক ভাবে বেশী কথা বলা। **ফট্‌ফটে**—প. খুব শাদা।

ফটক—[হি., মুণ্ডারি—ফাটক] বি. বহির্দ্বার, দেউড়ি, গেট, তোরণ।

ফট্‌কা, ফাট্‌কা—[হি. ফাট] বি. শেয়ার কেনা-বেচার বাজারে জুয়া-বিশেষ (ফট্‌কার বাজার, ফট্‌কা খেলা); ঝুঁকিদার ব্যবসা বা তাতে টাকা ফেলা, speculation.

ফট্‌কি-নাট্‌কি—বি. রঙ্-তামাসা; হাল্কা কথা-কাটাকাটি। [alum। [স্ফটিকারি]

ফট্‌কিরি, ফিট্‌কিরি—বি. কষায় লবণ-বিশেষ,

ফটর ফটর—অব্য. চটীজুতার শব্দ; ফট্‌ফট্। (অপ্রাসঙ্গিক ভাবে বেশী কথা বলা অর্থেও 'ফটর ফটর' ব্যবহার হয়)। **ফটাং ফটাং**—অব্য. ফটর ফটর। **ফটাফট্**—অব্য. ফাটার শব্দ; চটীজুতা দিয়া মারার শব্দ।

ফটিক—[সং. স্ফটিক] বি. স্ফটিক; সুদর্শন ছোট ছেলের ডাকনাম। **ফটিকচাঁদ**—ফিট্‌ফাট্ গোছের তরুণ যুবক। **ফটিক জল**—চাতক ('ফটিক জল' বলিয়া ডাকে, এই প্রসিদ্ধি)।

ফটোগ্রাফ, ফোটোগ্রাফ—[ইং. Photograph] ক্যামেরা নামক যন্ত্রের সাহায্যে গৃহীত চিত্র-বিশেষ, আলোকচিত্র। **ফটোগ্রাফার**—যে ফটোগ্রাফ তোলে। **ফটোগ্রাফি**—ফটোগ্রাফ তুলিবার বিদ্যা।

ফড়নবীস—মহারাষ্ট্রীয়দের রাজস্ব-সচিবের উপাধি।

ফড়ফড়—অব্য. পালক কাগজ প্রভৃতির মধ্যে নড়ার শব্দ; বদ্ধ জায়গায় উড়িবার শব্দ। **ফড়ফড় করা, ফড়ফড়ানো**—ফাজিলের মত কথা বলা; অযাচিতভাবে বা উপর-পড়া হইয়া বেশী কথা বলা। [অগ্নি; ঠ্যাং, পা।

ফড়া—[আ. ফর্‌তা'—শাখা] বি. পাখা; উরুর

ফড়াই, ফড়ুই—[আ. ফতুহী] বি ফতুয়া।

ফড়িং, ফড়িঙ—[সং. পতঙ্গ] বি. পতঙ্গ-বিশেষ (ঘাসফড়িং—grass-hopper)। **ফড়িং-চোষা ধান**—যে ধানের শস্য পাকিবার পূর্বে ফড়িঙে চুষিয়া খাইয়া ফেলিয়াছে।

ফড়িঙ্গা—বি. ফড়িং; ঝিঁঝিঁ পোকা। [পতঙ্গ]

ফড়িয়া, ফড়ে—[হি. ফড়িয়া] বি. পাইকার; দালাল; ফেরিওয়ালা।

ফণ, ফণা—বি. সর্পের উদ্যত বিস্তৃত মস্তক (ফণাকর, ফণাধর, ফণাভৃৎ—সর্প)। [সং]। **ফণাফণ**—ফণা বিস্তার করিয়া সর্পের গর্জন।

ফণী(-ণিন্)—প. ফণাধর; বি. অহি, উরগ, ভুজঙ্গ, ভুজঙ্গম, নাগ, পন্নগ, সর্প, সাপ। স্ত্রী. **ফণিনী**। **ফণিজা**—ফণি-মনসার গাছ। **ফণিপ্রিয়**—বায়ু। **ফণিফেন**—অহিফেন। **ফণিভুক্ (-জ্)**—গরুড়। **ফণিভূষণ**—শিব। **ফণিমুখ**—চোরের সিঁদকাটি। **ফণিরাজ,-পতি**—অনন্ত। **ফণীন্দ্র, ফণীশ্বর**—অনন্তনাগ; বাসুকি। **ফণী-মনসা**—ফণার মত চেপ্টা পাতাহীন কাঁটাগাছ-বিশেষ। [ফণ্ড)। [fund]

ফণ্ড, ফাণ্ড—বি. ভাণ্ডার (রিজার্ভ ফণ্ড, শিক্ষা-

ফতুই, ফতুয়া—[আ. ফতুহী] বি. কোমর পর্যন্ত ঝুল হাতকাটা ছোট জামা।

ফতুর—[আ. ফুতুর—ত্রুটি, দুর্বলতা] প. সর্বস্বান্ত, নিঃস্ব (ফতুর করা বা হওয়া)।

ফতে—[আ. ফতহ্] বি. বিজয়; প. সিদ্ধ, হাসিল; বিজিত। **লড়াই ফতে হওয়া**—যুদ্ধে বিজয় লাভ করা। **ফতে করা**—জয় করা। **কাজ ফতে**—কাজ হাসিল।

ফতো—[আ. ফৌত—মৃত্যু, ধ্বংস] প. অন্তঃসারহীন; নির্ধন কিন্তু বাহিরে জাঁকজমকশালী (ফতো বাবু, ফতো নবাব)।

ফতোয়া—[আ. ফত্‌ৱা] বি. মুসলমান ধর্মাচারের নির্দেশ; মুসলমান ধর্মশাস্ত্র-সম্মত রায়। **ফতোয়া জারী করা**—ফতোয়া জানাইয়া দেওয়া, অবশ্যপালা হিসাবে নির্দেশ দেওয়া (ব্যঙ্গার্থক)। **ফতোয়াবাজ**—ফতোয়া জারী করিতে পটু। [ফাঁদ।

ফন্দ—[ফা. ফন্দ্] বি. প্রতারণা, ছল; চাতুরী;

ফন্দি,-ন্দী—[ফা ফন্দ্] বি. কূটকৌশল, মতলব, অভিসন্ধি, ফিকির (ফন্দি করা, আঁটা)। **ফন্দিবাজ**—প. কৌশলী, মতলববাজ, চক্রী।

ফফড়-দালাল, ফপর-, ফোপর- —বি. যে উপর-পড়া হইয়া দুই পক্ষের মধ্যে কথা বলে ব্যঙ্গাত্মক শব্দ—"ফড়ফড় দালাল' হইতে কি ?)। বি. **ফফড়দালালি, ফপর-, ফোপর-**।

ফম—[আ. ফহ্‌ম্—বুদ্ধি, বিচারশক্তি] বি. ধারণা, স্মরণ (ফম নেই—স্মরণ নেই, স্মরণ হয় না)।

ফয়তা—[আ. ফাতিহা] বি. মৃত মুসলমানের আত্মার কল্যাণার্থ ভোজ্যাদি দানসহ প্রার্থনা বিশেষ (বর্তমানে এই রীতি তেমন প্রচলিত নাই, তবে মৃতের পারলৌকিক কল্যাণের জন্য লোকজন, বিশেষতঃ দীনদুঃখীদিগকে খাওয়ানো হয়, আর প্রার্থনাও করা হয়। বর্তমানে মৃতের কল্যাণার্থ লোকজন খাওয়ানোকেই কোনো কোনো অঞ্চলের গ্রাম্য ভাষায় ফয়তা বলে (বাপের ফয়তা; 'ফয়তা দেবা ক্ষীর'—দীনবন্ধু)। ভব্য ভাষায় 'খানা করা' অথবা 'ফতেহা করা' বলা হয়।

ফয়দা, ফায়দা—[আ. ফয়দা] বি. উপকার, লাভ, ফল, সুবিধা (এতে ফয়দা কিছু হবে না, কেবল ঘুরে মরবে)। **বেফায়দা**—অকারণে। **ফায়দা উঠানো**—উপকার পাওয়া; লাভ করা।

ফয়সালা—[আ ফয়স'লাহ্] বি. নিষ্পত্তি, মিটমাট (নালিসের ফয়সালা)। **ফয়সালা করা**—নিষ্পত্তি করা; সিদ্ধান্তে পৌঁছা।

ফয়েজ—[আ.] বি. দান, অনুগ্রহ, উপকার।

ফরক—ফারক (দ্রঃ)।

ফরকানো—ক্রি. ঠিক্‌রানো; আস্ফালন করা; বেশী কথা বলা; কথা বলিবার বাহাদুরি দেখানো (বড্ড ফরকাচ্ছে দেখছি); ফরক করা, ফাঁক বা পৃথক্ করা।

ফরজ—[আ. ফর্দ্] ণ. অবশ্য-করণীয়, যাহা কোরানে আল্লার নির্দেশ (রসুলের অর্থাৎ হজরত মোহম্মদের নির্দেশকে 'সুন্নত' বলা হয়)।

ফরজন্দ—[ফা. ফর্যন্দ্] বি. সন্তান, পুত্র।

ফরদা, ফর্দা—ণ. চওড়া, ফাঁকা, খোলামেলা (ফরদা জায়গা)।

ফরদাফাঁই—ণ. ছিন্নভিন্ন। (কথ্য)।

ফরফর—অব্য. পাতলা জিনিস নড়িবার বা চলিবার শব্দ (নিশান বাতাসে ফরফর করিতেছে); লঘু ও দ্রুত ভাব প্রকাশ (ফরফর করিয়া বলা, ফরফর করিয়া চলা); ফর্‌কানো, কথা বলিয়া প্রাধান্য প্রদর্শন ; বেশী কথা বলা (অত ফরফর কর কেন ?—ফড়ফড় দ্রঃ)। ণ. **ফরফরে**।

ফরম, ফারম—[ইং. form] বি. কোনও বিষয়ে যে যে বিবরণ লেখা প্রয়োজন তাহা সম্বলিত ছাপা কাগজ (মনি-অর্ডারের ফরম, দরখাস্তের ফরম)। [ফেলা।

ফরমা—বি. ধাঁচা ; ছাঁচ (ইটের ফরমা ; ফরমায়

ফরমা, ফর্মা—[পর্তু. forme] বি মুদ্রিত কাগজের তা যাহা ভাঁজ করিলে কয়েক পৃষ্ঠা (৮, ১৬ ইত্যাদি) হয় (বারো ফর্মার বই ; আট পেজী ফর্মা) ; [ইং. format] ছাপা বইয়ের আকার (ডিমাই আট-পেজী ফরমা)।

ফরমান—[ফা.] বি হুকুম : আদেশ-পত্র (বাদশাহের ফরমান)। **ফরমা(ন)-বরদার**—যে হুকুম তামিল করে; আজ্ঞাবহ; ভৃত্য। বি. **ফরমান-বরদারি** (গ্রাম্য—ফর্মাবরদারি)।

ফরমানো—ক্রি. আদেশ করা।

ফরমায়েশ,-স, ফরমাইস, ফরমাস—[ফা. ফরমায়েশ] বি. সরবরাহ করিবার জন্য হুকুম বা ইচ্ছা জ্ঞাপন (গড়ের বাজনার ফরমাস দেওয়া হয়েছে); হুকুম, আদেশ (একজনকে বললে সে আবার অন্য জনকে ফরমাস করে)। **ফরমায়েশী,-সী,-ইসী, ফরমাসী**—ণ. ফরমাস দিয়া করানো, made to order। **ফরমাস খাটানো**—হুকুম-মাফিক কাজ করানো। **ফরমাসে খাটা**—নানা হুকুম তামিলের কাজে খাটা।

ফরসা, ফর্সা—[হি. ও মৃগারি. ফরচা] ণ. সাদা, পরিষ্কার (ফর্সা কাপড়) ; গৌর, সাদা (ফর্সা রঙ) ; মেঘশূন্য (আকাশ ফরসা হওয়া) ; প্রভাত আলোকিত (রাত ফরসা হওয়া) ; স্পষ্ট (ফর্সা করে বলা) ; বিলুপ্ত, শেষ (ভরসা ফর্সা হওয়া, ভবিষ্যৎ ফর্সা)।

ফরসি,-সী,-ফুরসী—[আ ফর্‌শী] বি. দীর্ঘ নলযুক্ত তলা-চওড়া হুঁকা-বিশেষ যাহা সেকালে সম্ভ্রান্ত সমাজে সুপ্রচলিত ছিল।

ফরাগত, ফরাকত—[আ. ফরাগ'ৎ] ণ. সুবিস্তৃত, ফলাও ; পৃথক্ (ফরাগৎ হয়ে যাওয়া)।

ফরাজ, ফরায়েজ—[আ.] বি. মুসলমানী দায়ভাগ (কথ্য—ফরাজ)। **ফরায়েজ বা ফরাজ করা**—মুসলমানী শাস্ত্রমতে সম্পত্তি বণ্টনের ব্যবস্থা দেওয়া।

ফরাশ,-স—[আ. ফর্‌শ্] সুবিস্তৃত বসিবার স্থান ; এরূপ স্থানে বিছানো কার্পেট বা চাদর (ফরাশ পাতা ঘর)। **ফরাশ,-স, ফর্‌রাশ**—যে ফরাশআদি বিছায় ; ঝাড়পোঁছ করার চাকর।

ফরাসী—ণ ফ্রান্সদেশোদ্ভব অথবা ফ্রান্স-সম্পর্কিত, (ফরাসী সাহিত্য ; ফরাসী বিপ্লব ; জাতে ফরাসী) ; বি. ফরাসী ভাষা বা লোক।

ফরি—ঢাল। **ফরিক, ফরিকান, ফরিকার, ফরিকাল**—[আ. ফরিক—সৈন্যদল] বি. সিপাহী (প্রাচীন বাংলায় ব্যবহৃত)।

ফরিয়াদ—[আ. ফর্‌ইয়াদ] বি. নালিশ, অভিযোগ। **ফরিয়াদী**—অভিযোগকারী, বাদী। **দাদ ফরিয়াদ**—প্রতিবিধান ও অভিযোগ (কর্তা যদি মেরেই থাকেন, তার তো আর দাদ ফরিয়াদ নেই)। (গ্রাম্য—দাঁদ-ফয়েদ)।

ফর্দ—[আ. ফর্‌দ্] তালিকা, ফিরিস্তি। (ফর্দ ধরা ; বিয়ের ফর্দ—বিবাহের জন্য যে সব জিনিসের প্রয়োজন হইবে, তাহার তালিকা) ; টুকরা, ফালি, খণ্ড (এক ফর্দ কাগজ) ; টা, খানা (এক ফর্দ চাদর)।

ফর্দা, ফর্ম, ফর্মা—ফর- দ্রঃ।

ফল—[ফল্ (নিষ্পন্ন হওয়া) + অ] বি. পরিণতি (পাপের ফল) ; হিত, উপকার (ওষুধে ফল পাওয়া গেছে) ; বৃক্ষাদির শস্য বা বীজাধার ; নির্ধারণ, সিদ্ধান্ত (মোকদ্দমার, পরীক্ষার, গণনার ফল) ; অঙ্কের সমাধান (গুণের ফল মিলে গেছে) ; পরকালের সুখ-দুঃখাদি (পাপের ফল বা পুণ্যের ফল ভোগ করা) ; সন্তান (ফলের লেখা নেই) ; কালি (ক্ষেত্রফল) ; ফলা, ফলক, blade। **ফলওয়ালা**—ফল-বিক্রেতা। **ফল কথা**—আসল কথা ; শেষ কথা ; ক্রি. ণ. বস্তুতঃ।

ফলকর—ফলের জন্য দেয় কর; প. ফল হয় এমন (—গাছ, -জমি); সুফলদায়ক। **ফলকাম**—প. যে কর্মের ফল কামনা করে। **ফল-গছানো**—বৈশাখমাসব্যাপী ব্রত-বিশেষ (ব্রাহ্মণকে ফল দিতে হয়)। **ফলতঃ** (-তস্) —অব্য. বাস্তবিক, প্রকৃতপক্ষে। **ফলত্র, ফলত্রিক**—ত্রিফলা। **ফলদ**—ফলপ্রদ। **ফলদর্শী** (-র্শিন্)—প. পরিমাণদর্শী। **ফল-পাকান্ত**—প. ফল পাকিলে মরিয়া যায় এমন, ওষধি। **ফলপ্রদ, ফলপ্রসূ**—প. ফল দেয় এমন; উপকারী; **ফলপ্রাপ্তি**—ফললাভ। **ফলবান্** (-বৎ)—প. ফলযুক্ত, সফল। স্ত্রী. **ফলবতী**। **ফলভাগী**(-গিন্)—প. পরিণামে সুখ বা দুঃখের অংশ যে ভোগ করে। স্ত্রী. **-ভাগিনী**। **ফলভোগ**—কৃতকর্মের পরিণতি স্বরূপ সুখ-দুঃখাদি ভোগ। **ফলশালী** (-লিন্)—প. ফলবান্। **ফলশ্রুতি**—কর্মফল-শ্রবণ; কর্মের সম্ভাব্য পরিণামের বিবরণ। **ফলশ্রেষ্ঠ**—আম; আমের গাছ। **ফলহারী** (-রিন্)—ফল আহরণকারী। **ফলহারিণী** —কালিকাদেবী-বিশেষ (জ্যৈষ্ঠ মাসের অমাবস্যা তিথিতে লক্ষ ফল দিয়া ইঁহার পূজার বিধি আছে)। **ফল দেওয়া**—উপকার পাওয়া, কার্যকর হওয়া; ফল ধরা। **ফল-দেখা**— প্রথম ঋতুমতী হওয়া। **ফল পাওয়া**— উপকার পাওয়া।

ফলই, ফলুই—[সং ফলকী] বি. চিতলজাতীয় সুপরিচিত মাছ, ফলি মাছ।

ফলক—বি. ঢাল; বাণের অগ্রভাগ, ফলা; কাষ্ঠ প্রভৃতির পাটা; পাটার মত চওড়া কিছু (প্রস্তর-ফলক; চিত্র-ফলকে মুদ্রিত); ধোপার পাট; কপালের অস্থি (ললাট-ফলক)। [ফল্ +অ+ক]। **ফলকপাণি**—ঢালী।

ফলকী (-কিন্)—বি. ঢালী; ফলুই মাছ। [ফলক+ইন্]।

ফলন—বি. ফল ধরা, শস্যোৎপত্তি (গত বৎসরের তুলনায় এবার বিঘা প্রতি ফলন অনেক কম); উৎপত্তি; ফলিয়া যাওয়া, ঘটা। [ফল্+অনট্]। **ফলনা**—ফলানা দ্রঃ।

ফলন্ত—প. ফলবান্, যাহাতে ফল ধরিয়াছে।

ফলসা—বি. ছোট বদ্ধ টক ফল-বিশেষ বা তাহার গাছ। [ফা.; সং. পরূষক]

ফলা—ক্রি., বি. সত্য হওয়া, সফল হওয়া (আমার কথা ফলবে); উৎপন্ন হওয়া (বেগুন ভাল ফলেনি); ফলবান্ হওয়া, ফল ধরা (এবার গাছটা ফলেছে); প.ফলনবিশিষ্ট (দোফলা আমগাছ)।

ফলা—বি. অস্ত্রের তীক্ষ্ণ অগ্রভাগ; তীরের অগ্র-ভাগ; যোজ্য ব্যঞ্জন বর্ণ (র-ফলা; ফলা-বানান)। [ফল+আপ্]।

ফলাও, ফালাও—[আ. ফলাহ্'—সমৃদ্ধি] প. চওড়া; বিস্তীর্ণ, ব্যাপক, ঢালাও (ফলাও জায়গা); বিস্তারিত, সবিস্তার (ফলাও বর্ণনা।)।

ফলাকাঙ্ক্ষা—বি. কাজের ফল স্বরূপে কিছুর আশা। [হয়)। [ফল+আগম]

ফলাগম—বি. ফল ধরা (ফলাগমে তরু নত

ফলানা—[আ.] বি. অমুক, অনির্দেশ্য ব্যক্তি (ফলানার পুত্র ফলানা)। (গ্রাম্য—ফলনা)।

ফলানো—ক্রি. উৎপাদন করা, জন্মানো (বিঘা প্রতি দশ মণ ধান ফলিয়েছে); পরিস্ফুট করা, ফুটাইয়া তোলা (রঙ ফলানো); জাহির করা, দেখানো (বিদ্যা ফলানো হচ্ছে); প. ফলাও (ফলানো জায়গা)।

ফলানুবন্ধ—ফলের অনুক্রম। [ফল+অনুবন্ধ]। **ফলাপেক্ষা**—ফলের প্রত্যাশা। [ফল+ অপেক্ষা]। **ফলাফল**—ভাল ফল অথবা মন্দ ফল, শুভ ফল অথবা অশুভ পরিণাম (ফলাফল তো মানুষের হাতে নয়)। [ফল+অফল]। **ফলার**—ফল চিড়া দই মিষ্টান্ন ইত্যাদি নিরামিষ খাদ্যের ভোজ (ভাত ফলারের অন্তর্গত. নয়)। [ফলাহার]। **ফলারে**—প. ফলার খাইতে পটু (ফলারে বামুন)। **ফলাসক্ত**—যে কর্মের ফল কামনা করে (তাহা ব্রহ্মে সমর্পণ করে না)। বি. **ফলাসঙ্গ, ফলাসক্তি**। **ফলাস্বাদন** —ফলভোগ। **ফলাহার**—ফলার। **ফলাহারী** (-রিন্)—প. ফলভোজী।

ফলাসব—ফলের রস হইতে প্রস্তুত সুরা।

ফলি—বি. ফলুই বা ফলই মাছ।

ফলিত—প. ফলযুক্ত, সফল; পরীক্ষাসিদ্ধ, প্রক্রিয়া-বিষয়ক, practical; ব্যবহারিক, applied। [ফল+ইতচ]। স্ত্রী. **ফলিতা**—রজঃস্বলা নারী। **ফলিত জ্যোতিষ**—astrology, যে জ্যোতিষ-শাস্ত্রের দ্বারা মানব-জীবনের উপরে গ্রহ-নক্ষত্রের ফলাফল জানা যায়। **ফলিতার্থ**—মূল কথা, সারাংশ।

ফলে—ক্রি. ণ. ফলস্বরূপ, পরিণামে; আসলে, প্রকৃতপক্ষে (ফলে পাবে না কিছুই)।

ফলোৎপত্তি, ফলোদয়—ফললাভ, ইহকালের অথবা পরকালের সুখ। [ফল+উৎপত্তি, উদয়]। **ফলোন্মুখ**—ণ. ফলদানে উন্মুখ; যাহা ফলিতে যাইতেছে। [ফল+উন্মুখ]। **ফলোপজীবী** (-বিন্)—যে ফল বিক্রয় করিয়া জীবিকা নির্বাহ করে। [ফল+উপজীবী]। **ফলোপধায়ক**—ণ. ফলজনক। [ফল+উপধায়ক]।

ফল্গু—বি. গয়া অঞ্চলের নদী-বিশেষ, নৈরঞ্জনা (ইহা অন্তঃসলিলা, অর্থাৎ ইহার ধারা বালির নীচে প্রবাহিত, বালি খুঁড়িলে জল পাওয়া যায়); অসার, তুচ্ছ অংশ; আবীর, ফাগ; বসন্তকাল। [ফল্+গুক]। **ফল্গুপ্রবাহ**—যে ধারা বাহিরে অপ্রকাশিত।

ফল্গুন—বি. অর্জুন; ফাল্গুন মাস। [সং.]। **ফল্গুনী**—পূর্ব-ফল্গুনী ও উত্তর-ফল্গুনী নক্ষত্র।

ফল্গূৎসব—বি. দোলযাত্রা (আবীর খেলার অথবা ফাল্গুন মাসের উৎসব)। [ফল্গু+উৎসব]।

ফষ্টি—বি. কথার বাড়াবাড়ি; দেমাগ, ফুটানি (মোটা চাল খাবেন না, ফষ্টি কত!); ফাজলামি, রঙ্গরস।

ফষ্টিনষ্টি, ফষ্টিনাষ্টি—ফাজলামি (যত ফষ্টিনষ্টি এইবার বেরিয়ে যাবে); পরিহাস।

ফস্—অব্য. শিথিলতা-ব্যঞ্জক শব্দ; অসতর্কভাবে ও শীঘ্র, হঠাৎ (ফস্ করে বলে ফেল্ল; ফস্ করে খুলে গেল)। **ফস্‌ফস্**—অনায়াস শিথিলতা ইত্যাদি ব্যঞ্জক (ফস্‌ফস্ করে লিখে গেল, জুতা ফস্‌ফস্ করছে)। **ফস্‌ফসে**—ণ. ঢিলা।

ফস্‌কথা—[আ. ফাহ্‌'শা] অশিষ্ট কথা বা আলাপ।

ফসকা, ফস্কা—ণ. শিথিল, ঢিলা (বজ্র আঁটনি ফস্কা গেরো)। **ফস্‌কানো**—ক্রি. পিছলানো, স্খলিত হওয়া (তেলের বোতলটা হাত থেকে ফস্কে গেল); হাতছাড়া হওয়া (শিকার ফস্কে গেল; দাঁও ফস্‌কানো)।

ফসফরাস—[ইং. phosphorus] বি. সহজদাহ্য মৌলিক পদার্থ-বিশেষ।

ফসল—[আ. ফস্'ল] বি. একবারে উৎপন্ন শস্য (এবার ফসল ভাল হয় নাই)। **ফসলী**—ণ. ফসল সম্বন্ধীয়; ফসলবিশিষ্ট, ফসল ফলে এমন (এক ফসলী—যাহা বৎসরে একবার ফসল দেয়; এক বৎসরের); বি. ১৪৭৮ শক হইতে গণিত আকবর প্রবর্তিত সন-বিশেষ। **ফসলী খাজানা**—ফসলের অংশ দ্বারা শোধ্য খাজানা।

ফসাদ—[আ.] বি. গণ্ডগোল, হাঙ্গামা; যুদ্ধ। **ঝগড়া-ফসাদ**—ঝগড়া মারামারি ইত্যাদি। (ফাসাদ দ্রঃ)।

ফস্ত—[আ. ফস্‌দ্] বি. রক্তমোক্ষণ। **ফস্ত খুলে দেওয়া**—অস্ত্রোপচার দ্বারা শিরা হইতে রক্ত বাহির করিয়া দেওয়া।

ফাইন—[ইং. fine] জরিমানা (দশ টাকা ফাইন করা হল); ণ. মিহি, সূক্ষ্ম (ফাইন ধুতি)।

ফাইফরমাশ—[ফা. ফরমায়েশ] বি. ছোটখাট হুকুম তামিল। **ফাইফরমাশ খাটা**—হুকুম-মত ছোটখাট কাজ করিয়া দেওয়া।

ফাইল—[ইং. file] বি. শিকে গাঁথিয়া-রাখা বা গুছাইয়া-রাখা চিঠিপত্র বা কাগজপত্র; আপিসের কাগজপত্রের বিভিন্ন গোছা বা তাড়া (ফাইল ঘাঁটা); উহা গাঁথিয়া বা বাঁধিয়া রাখিবার শিক বা মলাট।

ফাউ—বি. ফাও।

ফাউড়া—বি. দণ্ড, ছোট লাঠি (প্রাচীন বাংলা—লইয়া ফাউড়া ডেলা যার সঙ্গে করে খেলা, তার হয় জীবন সংশয়—কবিকঙ্কণ); লম্বা ডাণ্ডাযুক্ত দাঁড়-কোদাল।

ফাউন্টেন-পেন—[ইং. fountain pen] বি. কালিপোরা কলম, ঝরণা-কলম।

ফাউল—[ইং. fowl] বি. মুরগি (ফাউল কাটলেট); [ইং. foul] ণ. নিয়ম ভঙ্গ করিয়া কৃত, বেদাড়া (—করে খেলা)।

ফাও—[হি.] বি. প্রাপ্যের অতিরিক্ত কিছু, উপরি।

ফাঁক—[মুণ্ডারি—ফাঙ্‌ক] ণ. উন্মুক্ত (দরজা ফাঁক পেয়ে ঢুকেছে); বিভক্ত, খণ্ডিত (তক্তা ফাঁক হয়ে গেছে; দোফাঁক); বাদ (প্রত্যেক দিন খিটিমিটি হচ্ছে, একদিনও ফাঁক যায় না): শূন্য (তহবিল ফাঁক করা); ফাটা, বিদারিত, (মাথা ফাঁক করে দেওয়া); ব্যবহিত (পা ফাঁক করে দাঁড়ানো); ব্যবধান, তফাত, দূরত্ব (দুই বাড়ীর মধ্যে অনেক ফাঁক); বিচ্ছিন্নতা (মনে মনে যথেষ্ট ফাঁক); সংকীর্ণ, উন্মুক্ত স্থান, ছিদ্র, ফাটল, ফাটা (দরজার ফাঁক দিয়ে দেখা যাচ্ছিল); অবসর, অবকাশ (একটু ফাঁক পেলেই যাব); সুযোগ (ফাঁক পেয়ে কাজ হাসিল করে নিয়েছে); ফাঁকি, বঞ্চনা (ফাঁকে পড়া); ত্রুটি (ফাঁক পেলেই

চেপে ধরবে); (সঙ্গীতে) তালের বিরাম। **ফাঁক করা**—উন্মুক্ত করা, অনাবৃত করা; রাষ্ট্র করা (ভিতরকার কথা ফাঁক করে দেব); শূন্য করা, নিঃশেষ করা। **ফাঁকতাল**—বি. অনুকূল মুহূর্ত, সুযোগ (ফাঁকতালে কাজ হাসিল করা); বাদ্যের তাল-বিশেষ। **ফাঁক ফাঁক**—ণ. বিচ্ছিন্ন, দূরে দূরে অবস্থিত (ফাঁক ফাঁক ভাবে সাজানো)। **ফাঁকে পড়া**—ফাঁকিতে পড়া, বঞ্চিত হওয়া। **ফাঁকে ফাঁকে**—দূরে দূরে, সংস্রবে না আসিয়া (ফাঁকে ফাঁকে থেকে কি আর কিছু করা যাবে)। **দোফাঁক**—দুই অংশে বিভক্ত, দ্বিখণ্ডিত।

ফাঁকা—ণ. ফাঁকযুক্ত, খোলা, উন্মুক্ত (ফাঁকা জায়গা); নির্জন (ফাঁকা বাড়ী); শূন্য (মন ফাঁকা লাগে); রিক্ত, খালি (ফাঁকা হাত); আন্তরিকতাশূন্য, বাজে (ফাঁকা কথা); অন্তঃসারশূন্য (ফাঁকা আওয়াজ); অতিরিক্ত, বেশীর ভাগ (সে বছরে ফাঁকা পেনু কিছু টাকা করিয়া দালালগিরি—রবি); বি. খোলা জায়গা। **ফাঁকা আওয়াজ**—বন্দুকে গুলি না পুরিয়া শুধু বারুদের সাহায্যে আওয়াজ; অসার কথা; অসার দম্ভ বা শাসানি। **ফাঁকা কথা**—বাজে কথা, অনির্ভরযোগ্য কথা। **ফাঁকা ফাঁকা**—ণ. উদাস; খালি খালি (বাড়ীটা ফাঁকা ফাঁকা লাগছে; ইডিয়ম না জাগে ফাঁকা ফাঁকা লাগে—রজনীকান্ত)। ('ফাকা'ও ব্যবহৃত হয়)।

ফাঁকি—[সং ফক্কিকা] বি. বঞ্চনা, ছলনা, (ফাঁকি দেওয়া; ফাঁকিতে পড়া); ধোঁকা, ধাপ্পা; কূট প্রশ্ন (ন্যায়ের ফাঁকি); দুষ্টবুদ্ধি করিয়া কর্তব্যে অমনোযোগ। **ফাঁকিজুঁকি, ফাঁকি-ফুঁকি**—নানারকম প্রবঞ্চনা (ফাঁকি-ফুঁকি দিয়ে টাকাগুলি হাত করেছে)। **ফাঁকিবাজ**—প্রবঞ্চক। বি. **ফাঁকিবাজি**—প্রবঞ্চনা। **ফাঁকিতে পড়া**—না পাওয়া; প্রতারিত হওয়া। ('ফাকি'ও ব্যবহৃত হয়)।

ফাঁড়—[সং. কণ্ড] বি. পেট; পাত্রের পেট বা ফাঁকা (এ ফাঁড় আর ভরবে না; গলা তলা ফাঁড় আদি যতেক মাপিবে—শুভঙ্করী)।

ফাঁড়া—[মুগারি—কানড়া (ফাঁদ)] বি. (জ্যোতিষে) প্রায় মৃত্যুযোগ, কঠিন বিপদ, রিষ্টি (ফাঁড়া কাটা—প্রাণসংশয়কর বিপদ্ পীড়া ইত্যাদি দূর হওয়া; উদ্ধার পাওয়া।

ফাঁড়ি—বি. থানার শাখা, police outpost; (প্রাদে.) ফাঁড়, পেট (ফাঁড়ি আর ভরবে না; খাওয়ার ফাঁড়ি তো খুব)। **ফাঁড়িদার**—ফাঁড়ির অধ্যক্ষ।

ফাঁৎ—অব্য. হঠাৎ দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ সম্বন্ধে বলা হয় (ফাঁৎ করে নিঃশ্বাস ফেললো)। **ফাঁৎ ফাঁৎ**—শূন্য ভাব প্রকাশ। (প্রাদে.)।

ফাঁদ—[ফা. ফন্দ্] পশু-পক্ষী ধরিবার বিভিন্ন ধরণের যন্ত্র বা ব্যবস্থা, জাল, পাশ, বাগুরা, আনায় (দড়ির ফাঁদ, গর্ত-ফাঁদ); ফন্দী, চক্রান্ত; ভিতরের বিস্তার, ব্যাস (ফাঁদ-ওয়ালা নথ)। **ফাঁদে পড়া**—ফাঁদে ধৃত হওয়া; চক্রান্তের ফলে বিপন্ন হওয়া। **ফাঁদে পা দেওয়া**—চক্রান্তের ফলে না বুঝিয়া নিজেকে বিপন্ন করা। **ফাঁদ পাতা**—ফাঁদ বিছানো; চক্রান্ত-জাল বিস্তার করা। **ঘুঘু দেখেছ ফাঁদ দেখনি**—ঘুঘু দ্রঃ।

ফাঁদা—ক্রি., বি. লাফানো; লাফাইয়া পার হওয়া; বিস্তার করা; ফন্দি স্থির করা, আঁটা (মতলব ফাঁদা); সাড়ম্বরে আরম্ভ করা, বিস্তৃত আয়োজন করা (বাড়ী ফাঁদা; ব্যবসা ফাঁদা, গল্প ফাঁদা—দীর্ঘ ভূমিকা করিয়া গল্প আরম্ভ করা)। **ফাঁদনি, ফাঁদুনি**—উল্লম্ফন; আড়ম্বর। **ফাঁদালো**—ণ. চওড়া বড় ব্যাস বা ফাঁদযুক্ত, ফাঁকওয়ালা (ফাঁদালো মুখো জালা)। **ফাঁদি, -দী**—ণ. ফাঁদালো (ফাঁদি-নথ)।

ফাঁপ, -ফ—বি. স্ফীত হওয়ার ভাব। **ফাঁপ-ধরা**—ফাঁপিয়া উঠা। **ফাঁপর, ফাঁফর**—বি. ফুলিয়া উঠার ভাব; ফুলিয়া উঠার ফলে অস্বস্তি (মনের ফাঁপর মিটানো-মনের ভিতর যেসব অনুভূতি বা কথা জমিয়াছে, তাহা প্রকাশ করিয়া ফেলা); মুশকিল, অস্বস্তিকর অবস্থা (ফাঁপরে পড়া); ণ. দমবন্ধ হইয়া কাতর (জল খেয়ে রাবণা রে হইলি ফাঁপর—কৃত্তিবাস); হতবুদ্ধি, দিশাহারা (বাণ খেয়ে রঘুনাথ হইল ফাঁপর—কৃত্তিবাস)। **ফাঁপরে পড়া**—কিংকর্তব্যবিমূঢ় হওয়া।

ফাঁপা—ক্রি., বি. স্ফীত হওয়া, ফুলিয়া উঠা (পেট ফাঁপা—অজীর্ণতা হেতু পেটে বায়ু হওয়া); হঠাৎ বিত্তশালী হওয়া; উন্নতি হওয়া (ব্যবসাটা ফেঁপে উঠেছে; যুদ্ধের বাজারে কন্‌ট্রাক্টরী করিয়া দুদিনে ফাঁপিয়া উঠিল); ণ. স্ফীত;

বায়ুপূর্ণ; শূন্যগর্ভ। (বিপ. নিরেট)। **ফাঁপানো**—ক্রি. বি. স্ফীত করা; ফুলানো; প্রশংসা করিয়া গর্বিত করা; ণ. স্ফীত; প্রশংসার ফলে অহঙ্কৃত।

ফাঁশ,-স—[সং. পাশ] বি রজ্জু প্রভৃতির বন্ধন বা গিরা (গলায় ফাঁশ পরানো; ফাঁশ দিয়া মারা); বন্ধন (ভব-ফাঁশ); ফাঁদ।

ফাঁশ,-স—[ফা. ফাশ] ণ. প্রকাশিত, রাষ্ট্র (কথাটা ফাঁস হয়ে গেছে)। **ফাঁস করা**—গোপনীয় কথা রাষ্ট্র করা (সাধারণতঃ অসাবধানতা-বশতঃ)।

ফাঁসা—ক্রি. বিদীর্ণ হওয়া, ভারে ফাটিয়া যাওয়া। (কাপড় ফেঁসে গেছে, হাঁড়ির তলা ফাঁসা); নষ্ট হওয়া, পণ্ড হওয়া (মতলব ফেঁসে গেছে), ফাঁস বা রাষ্ট্র হওয়া।

ফাঁসা—[সং. পাশ] ক্রি. জড়িত হওয়া (দেখো, এ ব্যাপারের মধ্যে তুমি ফেঁসোনা)। **ফাঁসানো**—ক্রি. জড়িত করা (এ মোকদ্দমায় তাকেও ফাঁসানো হয়েছে); পণ্ড করা; চিরিয়া ফেলা (ভুঁড়ি ফাঁসানো)।

ফাঁসি, -সী—বি. গলায় দড়ি বাঁধিয়া ঝোলা, উদ্বন্ধন (ফাঁসির মড়া); ফাঁস বন্ধন (গলায় ফাঁসি); মৃত্যুদণ্ড বিশেষ। **ফাঁসিকাঠ**—ফাঁসির রজ্জু যে কাঠে সংলগ্ন থাকে। **ফাঁসির হুকুম**—উদ্বন্ধনের সাহায্যে মৃত্যু ঘটানো হইবে এই দণ্ডাজ্ঞা।

ফাঁসুড়িয়া, ফাঁসুড়ে—ণ., বি. পথিকদিগকে ফাঁসি দিয়া হত্যাকারী দস্যু, ঠগী।

ফাক্‌তা উড়ানো—[আ. ফাখ্‌তহ্—পায়রা, ঘুঘু] বি. পায়রা উড়ানো; কিছু দিন আনন্দে সমৃদ্ধি ভোগ করা, স্ফূর্তিতে সময় কাটানো।

ফাকা—[আ. ফাকা] বি. দারিদ্র্য; উপবাস। **ভুখা-ফাকা**—উপবাসী, উদরান্ন-বঞ্চিত। **ফাকাকাশি**—দায়ে ঠেকিয়া উপবাস-বরণ (ফাকাকাশিতে দিন যায়)।

ফাক্কা—ণ. ফাঁকা; শূন্য; শূন্যহস্ত; বঞ্চিত (আর সবারই তো হল, তুমি না হয় ফাক্কাই গেলে)।

ফাগ, ফাগু—[সং. ফল্গু] বি. আবির। **ফাগুয়া**—ফাগ খেলার উৎসব হোলি (নিত্য প্রভাতে ফাগুয়া তোমার ওগো কাঞ্চনগিরি—সত্যেন্দ্রনাথ)।

ফাগুন—বি. ফাল্গুন মাস।

ফাজলামি (-মো)—বাচালতা, জ্যাঠামি।

ফাজিল—[আ. ফাদি'ল—পণ্ডিত, বিদ্বান্] ণ. বাচাল, বখাটে (ফাজিল ছোকরা); বি. জমার অতিরিক্ত ব্যয় ('জমার চেয়ে খরচ বেশী ফাজিল বলি তায়')। **ফাজিল বাকী**—খরচের পরে যাহা অবশিষ্ট থাকে। **ফাজিল চালাক**—অতি চালাক।

ফাজেল—[আ. ফাদি'ল] ণ. শাস্ত্রে ব্যুৎপন্ন (**আলেম ফাজেল**—মুসলমানী শাস্ত্রে কৃতবিদ্য। **মুন্সী ফাজেল, মৌলভী ফাজেল**—ফারসী ও আরবীতে অভিজ্ঞদের উপাধি-বিশেষ)।

ফাট—বি. ফাটল, চিড়, crack (দেওয়ালে ফাট ধরেছে—দেওয়াল ফাটিতে আরম্ভ করিয়াছে)।

ফাটক—[হি. ফাটক—তোরণ] বি. ফটক, গেট; কারাগার; কারাদণ্ড; কারাবাস (তার ফাটক হয়ে গেছে)।

ফাটকী—বি. ফটকিরি, alum।

ফাটন—বি. ফাটিয়া যাওয়া; ফাট।

ফাটল—বি. ফাটা স্থান, যেখানে ফাটিয়া ফাঁক হইয়াছে (দেওয়ালের ফাটল)।

ফাটা—বি. বিদীর্ণ হওয়া, চেরা, বিভক্ত হওয়া, ফাটল দেখা দেওয়া (ছাদ ফেটে গেছে; বুক ফেটে যাচ্ছে; ফেটে চৌচির); খুলিয়া যাওয়া, সৌভাগ্যবান্ হওয়া (কপাল ফাটা); তঞ্চিত হওয়া (দুধ ফাটা); বি. বিদারণ; ফাটা, ফাটল; ণ. যাহা ফাটিয়া গিয়াছে (ফাটা কাঁকুড়); ছিন্ন, নষ্ট (ফাটা কাপড়; ফাটা জুতা); হঠাৎ খুলিয়া গিয়াছে এমন, যাহা হঠাৎ ভাল হইয়াছে (ফাটা কপাল); ছানা হইয়াছে এমন, তঞ্চিত (ফাটা দুধ)। **ফাটানো**—ক্রি., বি., ণ. দীর্ণ করা, চিড় খাওয়ানো (মাথা ফাটানো—মাথায় বাড়ি দিয়া রক্ত বাহির করা)। **ফাটা-পা**—(জুতাহীন পা শীতে ফাটে, তাহা হইতে) গ্রাম্য চাষীমজুর লোক। **ফাটাফাটি**—বি. যাহাতে মাথা ফাটে এমন মারামারি, বিষম প্রতিদ্বন্দ্বিতা; সঙ্কটাপন্ন অবস্থা (ওসব করতে যেয়ো না, ফাটাফাটি বেধে যাবে)। **ফাটাফুটা**—বেজায় ছেঁড়া; ভাঙ্গাচোরা।

ফাড়—বি. ফাঁড়, চওড়াই।

ফাড়া—ক্রি. বিদীর্ণ করা, বিচ্ছিন্ন করা, চিরিয়া ফেলা (কাঠ ফাড়া); ণ. ফাটা, দীর্ণ।

ফাণিত—বি. জ্বাল দেওয়া গুড়; ফেনি বাতাসা। [ফন্+ণিচ্+ক্ত]

ফাণ্ট—[সং. যাহা অনায়াসে প্রস্তুত হয়] জলে ত্রিফলাদি ভিজাইয়া প্রস্তুত কাথ ; অন্নের পাইন।

ফাৎ—অব্য. হঠাৎ জ্বলিয়া ওঠার ভাব প্রকাশ (ফাৎ করে মুখ থেকে আগুন বার করল ; ফাৎ করে দেশলাই জ্বালল) ; তাড়াতাড়ি ও অনায়াসে (ফাৎ ফাৎ করে করে ফেল্‌লো—প্রাদে.)।

ফাতনা, ফাতা—[পত্র] বি. টোপ-গাঁথা বঁড়শীর সুতায় বাঁধা ভাসমান ময়ূরপুচ্ছ পাটকাঠি কিংবা শোলার টুক্‌রা, float (পূর্ববঙ্গে : টোম)।

ফাতরা—বি. কলার শুষ্ক খোলা ; ণ. ফাজিল, চপল, ছ্যাবলা (ফাতরা লোক—পূর্ববঙ্গে প্রচলিত)। **ফাতরা-ফাতরা**—ণ. ছিন্নভিন্ন (কাপড় ছিঁড়ে ফাতরা-ফাতরা হয়ে গেছে—প্রাদে.)।

ফাতেহা—[আ.] বি. আরম্ভ, উপক্রম ; কোরান-শরীফের প্রথম ছুরা।

ফাতেহা দোয়াজদাহাম—[আ.] বি. রবিয়ল আউল চাঁদের ১২ই তারিখ ; হজরত মুহম্মদের জন্ম ও মৃত্যুদিন, ইয়োমুন্নবী; নবীদিবস।

ফানা—[আ. ফনা] বি. বিলুপ্তি, লয়। **ফানা হওয়া**—বিলুপ্ত হওয়া, আত্মবিলোপ ঘটা। **ফানা ও বাকা**—নাস্তিক ও অস্তিত্ব (সুফীতত্ত্ব সম্বন্ধে ব্যবহৃত)।

ফানুস—[ফা. ফানূস—লণ্ঠন] বি. গরম হাওয়া-ভরা কাগজের বেলুন বিশেষ যাহার মধ্যে বাতি দেওয়া থাকে (জাপানী ফানুস)। **ফানুস উড়ানো**—ফানুস আকাশে ছাড়িয়া দেওয়া, উদ্দাম কল্পনার বা খেয়ালের বশবর্তী হওয়া। ণ. **ফানুসী**—অসার, লঘু (ফানুসী খেয়াল)।

ফান্দ—[ফা. ফন্দ্‌] বি. ফাঁদ (প্রাচীন বাংলায়)।

ফাবড়া—বি. ছোট লাঠি, খেঁটে, ফাউড়া ('ফাবড়া বাড়ি দিয়ে তাঁতী ব্যাঙের ছা মারিল')।

ফায়দা—ফয়দা দ্রঃ।

ফায়ার—[ইং. fire] বি. অগ্নি ; বন্দুকের আওয়াজ (ফায়ার করা—বন্দুক প্রভৃতি হইতে গুলি ছোঁড়া)। **ফায়ার ব্রিগেড**—দমকল।

ফারক, ফারগ, ফারাক—[আ. ফর্‌ক্‌'] বি. পার্থক্য, বিভেদ (আসমান জমিন ফারাক) ; ণ. বিচ্ছিন্ন, পৃথক ; মুক্ত (ফারগ হওয়া—পৃথক হওয়া, দায়মুক্ত হওয়া)।

ফারখত,-খতি—[আ. ফারিগ্‌ খ'তী] বি. ত্যাগপত্র ; ছাড়পত্র ; তালাকনামা ; সম্বন্ধচ্ছেদ (শিষ্টাচারের সঙ্গে ফারখতি)।

ফারফোর—[ইং. perforated] ণ. ছিদ্রযুক্ত, ঝাঁঝরা (ফারফোর বালা)।

ফারম—[firm] বি. একক বা শরিকী কারবার ; [form] বি. ফরম দ্রঃ।

ফারসী—বি. ইরানের ভাষা, পার্সী। **ফারসী-দাঁ**—পার্সী ভাষায় ব্যুৎপন্ন।

ফারা-ফারা—অব্য. মগী ভাষায় ঈশ্বর-জ্ঞাপক শব্দ (ফারা-ফারা ধ্বনি করিয়া মগেরা কর্মে অগ্রসর হয়—তুঃ, আল্লা-আল্লা হরি-হরি ইত্যাদি)। [বর্মাভাষায় ফায়া=প্রভু, মন্দির]।

ফাল—[ফল্‌ (বিদীর্ণ করা)+ঘঞ্‌] বি. (যাহা দ্বারা ভূমি বিদীর্ণ করা যায়) লাঙ্গলের মুখের লৌহখণ্ড, ঈষা, সীর ; বলরাম।

ফাল—বি. লাফ, লম্ফ। (পূর্ববঙ্গে)। **ফালানো**—ক্রি. লাফানো, আস্ফালন করা, লাফা-লাফি করিয়া ফুর্তি করা।

ফালতো,-তু—[হি.] ণ. অতিরিক্ত ; বাজে, অনাবশ্যক (ফালতু কথা ; ফালতু খরচ) ; বি. জেলের সাধারণ কয়েদী।

ফালা, ফাল্লা—বি. লম্বা টুকরা ; ণ. যাহা লম্বা-লম্বি ছিন্ন হইয়াছে (নতুন কাপড়খানা ফাল্লা দিয়ে এনেছে)। (ক্ষুদ্রার্থে : ফালি)। **ফালাফালা করা**—লম্বা লম্বা টুক্‌রা করা।

ফালাও—ফলাও দ্রঃ।

ফালি—বি. ছোট ফালা বা লম্বা টুকরা (একফালি কুমড়া ; নও চাঁদের ফালি—নজরুল) ; ণ. সরু ও লম্বা (ফালি জমি)।

ফালুদা—মিষ্টান্ন বিশেষ। [ফা.]

ফাল্গুন—বি. ফাল্গুন মাস ; অর্জুন। [সং.]।

ফাল্গুনি—বি. অর্জুন। [ফল্গুন+ই]। **ফাল্গুনী**—বি. ফাল্গুন মাসের পূর্ণিমা।

ফাসফুস—বি. অনুচ্চ শব্দ, অনুচ্চ ও অসার্থক ধ্বনি ; চাপা গলায় কথাবার্তা, বিশেষতঃ পরনিন্দা। **ফাসুর ফুসুর**—চাপা গলায় পরচর্চা।

ফাসা—[ফা. ফাশ—প্রকাশিত, রাষ্ট্র] বি. ছিদ্র ; ণ. যাহার ভিতর দিয়া দেখা যায়। (গ্রাম্য)।

ফাস্ট—ণ. অগ্রগামী, দ্রুত। [fast]।

ফি, ফী—[আ. ফী] ণ. প্রত্যেক (ফি বার) ; প্রতি (ফি রোজ) ; [ইং. fee] বি. বিশেষ কর্মের জন্য প্রাপ্য (উকিলের ফি ; ডাক্তারের ফি) ; মাশুল (রেজিস্ট্রেশন ফি) ; বেতন (কলেজ ফি)।

ফিক, ফিঁক—বি. স্নায়বিক বেদনা-বিশেষ, হঠাৎ স্নায়ুর আক্ষেপ (ফিক ব্যথা)।

ফিক্—অব্য. হঠাৎ অল্প হাসি প্রকাশ (ফিক্ করে হেসে ফেলল)। **ফিক্‌ফিক্**—পুনঃ পুনঃ অল্প হাসি।

ফিকা, ফিকে—[হি. ফীকা] ণ. অনুজ্জ্বল, ফ্যাকাসে, হাল্‌কা (ফিকা রং) ; পান্‌সে, জলো (চা-টা ফিকে হয়েছে) ; অল্পস্বাদবিশিষ্ট।

ফিকির—[আ. ফিক্‌র্] বি. কার্যোদ্ধারের উপায়-চিন্তা ; উপায়, কৌশল (ফিকির বার করা বা বাৎলে দেওয়া) ; মতলব, ফন্দী (ফন্দি-ফিকির)। **ফিকিরবাজ**—যে ফিকির খাটাইতে পটু।

ফিগরু, ফিত্রু—প্রেমারা খেলার শব্দ-বিশেষ।

ফিঙা,-ঙে,-ঙ্গা,-ঙ্গে—[সং. ফিঙ্গক] বি. কৃষ্ণবর্ণ লেজ-চেরা ছোট পাখী-বিশেষ (বিভিন্ন অঞ্চলে ইহা ফেঁচকো ফেচো প্রভৃতি নামে পরিচিত) ; [সং. ভৃঙ্গ] ; বি. গুলতি, ঢিল ছুঁড়িবার যন্ত্র-বিশেষ। **ফিঙে লাগা**—(কাকের পিছনে ফিঙে লাগে, তাহা হইতে) পিছনে লাগা, ক্রমাগত উত্যক্ত করা বা হওয়া।

ফিচেল—ণ. ধূর্ত, ধড়িবাজ ; নির্ভরের অযোগ্য।

ফিট—[ইং. fit] ণ. উপযুক্ত, মানানসই, সুসঙ্গত (জামাটা গায়ে ভাল ফিট হয় নাই) ; সংযুক্ত (খাটে মশারির ফ্রেম ফিট করা) ; সৌখীন বেশ-ধারী (ফিট বাবু) ; বি. মূর্চ্ছা (ফিট হওয়া ; ফিটের ব্যামো)। **ফিটফাট**—সুসজ্জিত, পরি-পাটী (ফিটফাট থাকা বা রাখা)।

ফিট্‌কারি,-কিরি—ফটকিরি দ্রঃ।

ফিটন—[ইং. phaeton] বি. ছাদ-খোলা ঘোড়ার গাড়ী-বিশেষ (গ্রাম্য—ফিটিন, ফিটিং)।

ফিটফিটে—ণ. খুব শাদা (ফটফটে দ্রঃ)।

ফিতা, ফিতে—[পর্তু. fita] বি. মোটা সুতা দিয়া বোনা পাটি-বিশেষ, tape ; সুদৃশ্য পাড়ের মত বস্ত্রখণ্ড (চুল বাঁধার ফিতা)। **ফিতাপেড়ে**—ফিতার মত চওড়া একরঙা পাড়যুক্ত।

ফিদবি—[আ. ফিদ্‌বী] ণ. আজ্ঞাবহ, বশংবদ (গুরুজন অথবা মাননীয় ব্যক্তিকে লিখিত পত্রে নাম স্বাক্ষরের পূর্বে লেখা হয়)।

ফিনকি—[সং. স্ফুলিঙ্গ] বি. অগ্নিকণা (ফিন্‌কি ছোটা)। **ফিনকি দিয়ে রক্ত ছোটা**—ধমনী কাটিয়া যাওয়ার ফলে রক্ত বেগে বাহির হইয়া আসা।

ফিনফিনে—[ইং. fine] ণ. অতি পাতলা, মিহি (ফিন্‌ফিনে ধুতি)।

ফিনাইল—[ইং. phenyl] বি. সুপরিচিত দুর্গন্ধনাশক অথবা শোধক তরল পদার্থ।

ফিনিক—বি. ফিনকি (জোচ্ছনা ফিনিক ফুটেছে)

ফির্‌কি—বি. জানালার ছিটকিনি-বিশেষ (ইহা স্ক্রুপ দিয়া ঢিলাভাবে আঁটা থাকে, সেজন্য স্ক্রুপের চতুর্দিকে ঘুরিতে পারে)।

ফিরঙ্গ—[ইং. frank—ইউরোপীয় জাতি-বিশেষ বা দেশ-বিশেষ] ণ. ফিরিঙ্গীদিগের, ইউরোপীয়। **ফিরঙ্গ রোগ**—বি. উপদংশ রোগ, Syphilis (কলম্বসের সহযাত্রীরা নাকি এই রোগ আমেরিকার জাতি-বিশেষ হইতে ইউরোপে আমদানী করে ও ইউরোপ হইতে এই রোগ ভারতবর্ষে আসে)। **ফিরঙ্গ রুটি,-রোটি**—পাঁউরুটী।

ফিরত—ণ. ফেরত দ্রঃ। **ফিরতি**—ণ. ফেরত, যাহা ফিরিয়া আসিবে (ফিরতি ডাকে ; ফিরতি বারে)। **ফিরে-ফিরতি**—ক্রি. ণ পুনরায়, নূতন করিয়া (ফিরে-ফিরতি খেলা যাক্)। **ফিরন**—ফেরা, প্রত্যাবর্তন। **চলন-ফিরন**—চলাফেরা, চালচলন, রকম-সকম।

ফিরা, ফেরা—[হি. ফির্‌না] ক্রি. প্রত্যাবর্তন করা ; মোড় নেওয়া, ঘোরা (ডাইনে ফেরা) ; নিবৃত্ত হওয়া (পাপ পথ থেকে ফেরা) ; বিফল হওয়া ('সকল দুয়ার হইতে ফিরিয়া তোমারই দুয়ারে এসেছি') ; অভিমুখ হওয়া ('শুধু ফিরে চাও ওগো চঞ্চল'—রবি), অস্ত্রাদির মুখ বাঁকিয়া যাওয়া (লোহার কোপ লেগে দা-র মুখ ফিরে গেছে) ; পরিবর্তন ঘটা (তার মত ফিরেছে ; কপাল ফিরেছে) ; ভ্রমণ করা (জ্ঞানের মণি-প্রদীপ লয়ে ফিরিছ কে গো দুর্গমে—সত্যেন্দ্রনাথ)। **ফিরিয়া চাওয়া**—মুখ ফিরাইয়া দেখা ; অনুরাগ বা আনুকূল্য দেখানো (বুড়ো বাপ মার দিকে ফিরেও চায় না)। **কপাল ফেরা**—অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন হওয়া। **পাশ ফেরা**—শয়ান অবস্থায় এক পার্শ্ব হইতে অন্য পার্শ্বে পরিবর্তন।

ফিরা,-রে—ক্রি. ণ. পুনরায় (ফিরে এ কাজ করতে যেয়োনা ; ফিরা-ফিরতি)।

ফিরাই—ফেরাই দ্রঃ।

ফিরানি—দ্বিরাগমন। **ফিরানো**—ক্রি. প্রত্যাবৃত্ত করা ('এখন ফিরাবে তারে কিসের

ছলে'); আবর্তিত করা, ঘুরানো (মালা—); উন্নত করা (কপাল—); নিবৃত্ত করা ('এবার ফিরাও মোরে'); বদলানো (হুঁকার জল—); উলটা করিয়া আঁচড়ানো (চুল—); প্রার্থনা পূরণ না করা; বিফল করা (তলোয়ারের চোট ফিরানো)। **কথা ফিরানো**—কথা প্রত্যাহার করা, প্রতিজ্ঞা না রাখা। **কলি ফিরানো, চুন ফিরানো**—নূতন করিয়া চুণকাম করা। **চুল ফিরানো**—সিঁথি করা, চুল পরিপাটি করা। **মুখ ফিরানো**—বিরূপতা বা বিরাগ দেখানো ('ফিরালে মোরে মুখ?'—রবি)। **হুঁকার জল ফিরানো**—হুঁকার জল ফেলিয়া নূতন জল ভরা।

ফিরিঙ্গী—[পর্তু. [Francez] বি. ফিরঙ্গ জাতির বা দেশের লোক, পর্তুগীজ; ইউরোপের যে কোনও জাতি; ইউরোপীয় ও ভারতীয় নর-নারীর মিলনজাত ইউরোপীয় আচারযুক্ত সঙ্কর জাতি (প্রায়ই অবজ্ঞার্থক)। **ফিরিঙ্গি খোপা**—ফিরিঙ্গি নারীর পদ্ধতিতে বাঁধা খোঁপা-বিশেষ।

ফিরিস্তি—[ফা. ফিহ্‌রিস্‌ত্‌] বি. তালিকা, ফর্দ।

ফিরে—ফিরিয়া, আবার।

ফিরোজা—[ফা. ফীরোযহ্‌] ণ. ফিরোজা মণির মত বর্ণযুক্ত; আকাশবর্ণ।

ফির্‌দৌস—স্বর্গ; সর্বোচ্চ স্বর্গ। [আ.]। **ফিরদৌসী**—শাহ্‌নামা-রচয়িতা ফার্সী কবি বিশেষের উপাধি।

ফির্নি--[ফা. ফিরণী] বি. দুধ ও চাউলের গুঁড়া দিয়া প্রস্তুত মিষ্টান্ন-বিশেষ। (গ্রাম্য—ফিন্নি)।

ফিল—[সং. পীলু; ফা. পীল] বি. পিল, হস্তী; দাবার গজ। **ফিলখানা**--পিলখানা, হস্তিশালা। **ফিলবান**—মাহুত।

ফিলহাল—ক্রি. ণ. সম্প্রতি। [আ.]

ফিল্ডমার্শাল—[ইং. Field-Marshal] বি. সর্বোচ্চপদস্থ সেনাপতি।

ফিল্ম—[ইং. film] বি. ছায়াচিত্র, সিনেমা; কাঁচকড়ার ফিতা যাহাতে ফটো তোলা হয়।

ফিস্‌ফিস্‌--অব্য চাপা গলার আলাপ, অনুচ্চ শব্দ; হাল্কা বৃষ্টিপাতের শব্দ। ক্রি **ফিস্‌ফিসানো**। **ফিস্‌ফিসানি**—বি ফিস্‌ফিস্‌ করা, অনুচ্চ কণ্ঠে গোপনীয় বিষয়ে আলাপ করা। **ফিসির ফিসির**—ক্রমাগত ফিস্‌ফিস্‌।

ফী—ফি দ্রঃ।

ফু, ফুঁ—বি. ফুৎকার, মুখ হইতে যে বায়ু বেগে নির্গত হয় (গরম দুধে ফুঁ দিও না); মন্ত্র পড়িয়া ফুৎকার দান। **ফুঁয়ে উড়ানো**—ফুঁ দিয়া উড়ানো; অতি সহজে নষ্ট বা নাকচ করা। **ফুঁ ফুরানো**—দম ফুরানো, সামর্থ্য না থাকা, নিঃশক্তি হওয়া। **গায়ে ফুঁ দিয়ে চলা**—পরিশ্রম না করিয়া বাবুগিরিতে দিন কাটানো।

ফক, ফুঁক—বি ফুৎকার, ফুঁ।

ফুঁকা, ফোঁকা—বি. ফুঁ দেওয়া; ফুঁ দিয়া বাজানো; ধূমপান করা (সিগারেট ফুঁকা); অপব্যয় করিয়া উড়ানো (জমিদারী ফুঁকে দেওয়া)। **কানে মন্ত্র ফোঁকা**—মন্ত্র দেওয়া; কুমন্ত্রণা দেওয়া। **শাঁখ ফুঁকা**—শাঁখ বাজানো। **শিঙে ফোঁকা**—প্রাণত্যাগ করা (কথ্য ও অবজ্ঞার্থক)।

ফুঁড়া, ফোঁড়া- ক্রি. বিদ্ধ করা, ভেদ করা (মাটি ফুঁড়ে উঠেছে)। **ফোঁড়ানো**—ক্রি. অপরের দ্বারা বিদ্ধ করা, (নাক ফোঁড়ানো—নাকের পাতা বিদ্ধ করা, নাকে গহনা পরিবার জন্য অথবা দড়ি পরাইবার জন্য)।

ফুঁপানো, ফোঁপানো—ক্রি. ক্রোধ অথবা দুঃখের অনুভূতির প্রাবল্যে কতকটা রুদ্ধশ্বাস হইয়া গর্জন করা অথবা কাঁদা; ফোঁস ফোঁস করা (রাগে ফোঁপানো; সাপ ফোঁপাচ্ছে)। বি. **ফুঁপানি, ফোঁপানি**।

ফুঁপি—[সং. পুষ্প] বি. ধুতি প্রভৃতির প্রান্তে বাহির হইয়া থাকা আবোনা সূতা, দশি।

ফুঁসা, ফোঁসা—ক্রি. ফোঁসফোঁস করা।

ফুক—অব্য, ফুক্‌ দ্রঃ; ফুৎকারের মত ত্বরিত (ফুক্‌ করে উড়ে গেল)।

ফুকন— বি. ফুঁ দেওয়া; আসামী উপাধি-বিশেষ। **ফুকন নল**—স্যাকরাদের ব্যবহার্য আগুনে ফুঁ দিবার নল। **ফুকনি**—উনন প্রভৃতিতে ফুঁ দিয়া আগুন জ্বালাইবার নল।

ফুকর, ফোকর—[সং. ভুক] বি. ছিদ্র, রন্ধ্র (ফাঁকফুকর)।

ফুকরানো—[হি. পুকারনা] ক্রি. উচ্চস্বরে আহ্বান করা বা ধ্বনি করা; ফোঁপানো (ফুকরে ফুকরে কাঁদা)।

ফুকা, ফুকো—ণ. ফুঁক দিয়া প্রস্তুত (ফুকা শিশি)। **ফুকা দেওয়া**—গাভীর যোনিতে

নল বসাইয়া তাহাতে ক্রমাগত ফুঁক দিয়া বেশী দুধ দুহিবার প্রক্রিয়া-বিশেষ (ইহার ফলে গাভী প্রচুর দুধ দেয় কিন্তু বন্ধ্যা হইয়া যায়)।

ফুকার—[হি. পুকার] বি. উচ্চৈঃস্বরে আহ্বান, চীৎকার। **ফুকারা**—ক্রি. চীৎকার করা।

ফুঙ্গি,-ঙ্গী—[বর্মী. ফুঙ্গি] বি. ব্রহ্মদেশের বৌদ্ধ সন্ন্যাসী, পুঙ্গি।

ফুচ্‌কে—পুঁচকে দ্রঃ।

ফুট—[ইং. foot] বি. বার ইঞ্চি পরিমাণ।

ফুট—ণ. বিকশিত, ফুটিয়া ফাটিয়াছে এমন ; বি. উত্তপ্ত তরল পদার্থের বুদ্বুদ (সরিষা ফুট—সরিষার মত বুদ্বুদ, কোন কোন অঞ্চলে ফোট বলে) ; ছোট ফোঁটা বা ঐরকম দাগ ; ছোট ফুট বা ফাটা ; মনান্তর, মতের অমিল (বন্ধুদের মধ্যে ফুট হওয়া) **ফুট ধরা**—ফুটিতে আরম্ভ হওয়া। **ফুটকলাই**—যে কলাই ভাজিলে সম্পূর্ণ ফাটিয়া যায়। [—ণ ক্ষুদ্র বিন্দুপূর্ণ।

ফুটকি—বি. ছোট ফোঁটা। **ফুটকি, ফুটকী**

ফুটন—বি. প্রস্ফুটিত হওয়া ; বিদ্ধ হওয়া বা করা। **ফুটন্ত**—ণ. প্রস্ফুটিত (ফুটন্ত গোলাপ)। **ফুটনোন্মুখ**—ণ. যাহা প্রস্ফুটিত হইতে যাইতেছে, ফোটো-ফোটো।

ফুটপাত,-থ—[ইং footpath] বি. মানুষ চলিবার জন্য রাস্তার দুধারের বাঁধানো অংশ।

ফুটফুটে—ণ. সুপরিস্ফুট (ফুটফুটে জোছ্‌না ; ফুটফুটে ছেলে—খুব ফর্সা ও সুশ্রী ছেলে)।

ফুটবল—[ইং. football] বি. খেলিবার বায়ুপূর্ণ গোলক ; এরূপ গোলক লইয়া খেলা (ফুটবলের মরশুম)।

ফুটভাষী—ণ. স্পষ্ট বক্তা। [স্ফুটভাষী]।

ফুটল—(ব্রজবুলি) প্রস্ফুটিত হইল ; বিদ্ধ হইল।

ফুটা, ফুটো—বি. ছিদ্র ; ণ. ছিদ্রযুক্ত (ফুটা হাঁড়ি)। **ফুটাফাটা**—ণ. ভাঙ্গাচোরা, অকেজো।

ফুটা, ফোটা—ক্রি. প্রস্ফুটিত হওয়া, বিকশিত হওয়া (ফুল ফোটা) ; ফুটযুক্ত হওয়া, ছোট ফাটল হওয়া ; ফাঁপিয়া উঠিয়া ফাটিয়া যাওয়া (খই) ; (ডিম) ফাটিয়া বাচ্চা বাহির হওয়া (ডিমগুলো সব ফুটেছে) ; উন্মীলিত হওয়া, (এখনো বাচ্চাগুলোর চোখ ফোটে নি) ; উত্তাপের ফলে ফুট ধরা, বুদ্বুদ প্রকাশ পাওয়া (চায়ের জল ফুটেছে) ; সিদ্ধ হওয়া (ভাত ভাল ফোটেনি) ; প্রকাশ পাওয়া (আকাশে তারা ফুটেছে ; হাসি ফোটা ; এতক্ষণে মুখে কথা ফুটল) ; স্পষ্টভাবে উচ্চারিত হওয়া (ন' মাসেই খুকীর কথা ফুটেছে) ; ব্যক্ত হওয়া (ভাব ভাল ফোটেনি) ; বিদ্ধ হওয়া, বেঁধা (পায়ে কাঁটা ফুটেছে) ; ফুটা হওয়া (হাঁড়ি ফুটেছে) ; বি. উক্ত সকল অর্থে ; ণ. প্রস্ফুটিত (ফোটা ফুল) ; স্ফুট, ব্যক্ত (আধফোটা কথা)। **কথা ফোটা**—শিশুর মুখে প্রথম অর্থযুক্ত কথা উচ্চারিত হওয়া। **চোখ ফোটা**—পশুপক্ষীর শাবকের জন্মের কয়েকদিন পরে বন্ধ চক্ষু উন্মীলিত হওয়া ; সাংসারিক বিষয়ে অভিজ্ঞ হওয়া ; ভুল ধারণা দূর হইয়া প্রকৃত তথ্য সম্বন্ধে ওয়াকিফহাল হওয়া (এতদিনে তার চোখ ফুটলো)। **বিয়ের ফুল ফোটা**—বিবাহের সম্ভাবনা দেখা দেওয়া। **মুখ ফোটা**—বাক্যস্ফূর্তি হওয়া। **মুখে খই ফোটা**—তড়বড় করিয়া কথা উচ্চারিত হওয়া।

ফুটানি—বি. (অতিরিক্ত প্রকাশ) অশোভন গর্বিত ব্যবহার ; বড়াই, জাঁক ; (অশোভন) বাবুগিরি। **ফুটানিরাম**—অন্তঃসারহীন কিন্তু চালচলনে কথায়-বার্তায় গর্বিত।

ফুটানো, ফোটানো—বিকশিত করা, খোলা (ফুল ফুটানো ; ভাব ফুটানো ; ছাতা ফুটানো) ; বিদ্ধ করা (হুল ফুটানো) ; সিদ্ধ করা (ভাত ফুটানো)। **দাঁত ফুটানো**—দাঁত দ্রঃ।

ফুটি—[সং. স্ফুটি] বি. পাকিলে ফাটে এমন কাঁকুড়। **ফুটিফাটা**—ণ. ফুটির মত ফাটা, চৌচির (আহ্লাদে ফুটিফাটা—আহ্লাদে আটখানা)।

ফুড়ুক, ফুড়ুৎ—অব্য. ছোট পাখীর হঠাৎ পাখা মেলিয়া যাওয়া বা অতি ত্বরিত ভাবে নিক্রান্ত হওয়ার ভাব প্রকাশ (এই এলে আবার ফুড়ুৎ করে কোথায় গেলে) ; ডাবা হুঁকায় ধূমপানের শব্দ।

ফুৎকার—বি. মুখ হইতে নির্গত বায়ু, ফুঁ, ফুঁক ('শঙ্খের মতন তুলি একটি ফুৎকার হানি দাও হৃদয়ের মুখে'—রবি)। [সং.]। **ফুৎকারে**—চীৎকার করিয়া ; অক্লেশে (ফুৎকারে উড়ে যাবে)। **ফুৎকৃতি**—ফুৎকার।

ফুপা, ফুফা—[হি. ফুফা] বি. পিসেমশায়। **ফুফাত**—পিসতুত। **ফুফু, ফুপু**—পিসি।

ফুরন, ফুরান—[হি.] বি. নির্ধারণ ; মিটানো ; দরাদরি করিয়া কৃত চুক্তি (গাড়ি পিছু কত নেবে

ফুরন করে নাও) ; ফুরন কাজ—চুক্তিতে কাজ (বেতনে নয়)।

ফুরনো, ফুরানো—ক্রি. অবসান হওয়া (দিন, আশা ফুরানো); সমাপ্ত হওয়া, শেষ হওয়া ('আমার কথাটি ফুরলো'); নিঃশেষে খরচ হওয়া (টাকা, তেল ফুরানো); ফুরন করা, মোট পারিশ্রমিকের চুক্তি করা (কাজ ফুরিয়ে দেওয়া)। **দিন ফুরানো**—দিবসের কর্ম শেষ হওয়া; জীবনের কর্ম শেষ হওয়া; সন্ধ্যা হওয়া; সুদিন গত হওয়া।

ফুরফুর—অব্য. লঘুভাবে বাতাসে আন্দোলনের ভাব প্রকাশ (চুলগুলো বাতাসে ফুরফুর করে উড়ছে)। ণ. **ফুরফুরে**—লঘুগতি, মৃদু ('আয়রে হাওয়া ফুরফুরে দূর হ মশা মাছি')।

ফুরসৎ—[আ.] বি. অবকাশ, অবসর (মরবার ফুরসৎ নেই)।

ফুরসি—ফরসি।

ফুরানো—ফুরনো।

ফুর্তি—[সং. স্ফূর্তি] বি. আমোদ, হর্ষ ; ছেলেপিলের আমোদপূর্ণ হল্লা (তখন তাদের কি ফুর্তি); দায়িত্বহীন বা অশিষ্ট আমোদ-প্রমোদ (ফুর্তি করেই ত জীবনটা কাটালে); [হি. ফুরতী—সত্বরতা] ক্রি. ণ. শীঘ্র শীঘ্র, ঢিলেমি না করিয়া (ফুর্তি করে কর)। **ফুর্তির প্রাণ**—লঘু আমোদ-প্রমোদপূর্ণ জীবন।

ফুল—[সং. ফুল্ল] বি. পুষ্প, কুসুম ; দেখিতে ফুলের মত অলঙ্কারাদি বা কারুকার্য (কানের ফুল ; ফুল কাটা; ফুল তোলা ; কাগজের ফুল) ; ভ্রূণের নাভি-নাড়ীর সহিত সংযুক্ত মাংসপিণ্ড, placenta; ণ. পঞ্চম (ফুলদাদা, ফুলবৌ) ; সমধিক ঔজ্জ্বল্য যুক্ত (ফুল কাঁসা; ফুল বাবু) ; [full] পুরা, সম্পূর্ণ (ফুলহাতা—পুরা হাতা) ; কচি (ফুল ডাব)। **ফুলওয়ালী**—যে নারী ফুল বিক্রয় করে বা যোগায়। **ফুলকপি**—সুপরিচিত সব্জী। **ফুলকাটা**—ণ. ফুলের নকশা-আঁকা। **ফুল কাড়ানো**—সন্তান কামনা করিয়া দেবমূর্তির মস্তকে ফুল রাখিয়া শুভ অশুভ ইঙ্গিত লাভ করা। **ফুল-কারি**—ফুলের মত নকশার কাজ। **ফুল কোঁচা**—চুনট করা কোঁচা। **ফুলখড়ি**—চা-খড়ি। **ফুলগুণা**—উড়িষ্যায় প্রচলিত নাসিকার গহনা বিশেষ। **ফুল চড়ানো**—দেবতার মস্তকে ভক্তিভরে ফুলদান। **ফুলচন্দন**—দেবতাকে দেয় চন্দন-মাখানো ফুল (তোমার মুখে ফুল-চন্দন পড়ুক—তোমার কথা দেবতার কথার মত সত্য হউক)। **ফুলচিনি**—সুপরিষ্কৃত চিনি-বিশেষ। **ফুলছড়ি**—পুষ্পভূষিত ছড়ি; পুষ্পিত শাখার অনুকরণে নির্মিত ফুলকাটা যষ্টি। **ফুলঝুরি**—আতসবাজি বিশেষ (আগুনের ফুলকি ঝরিয়া পড়ে)। **ফুলটুকি**—পুষ্পের মধুপায়ী ক্ষুদ্র পক্ষী বিশেষ, honey-bird। **ফুলতোলা**—গাছ হইতে ফুল লওয়া; কাপড়ে সূঁচের কাজ করা; ফুলের অলঙ্কারের সূচিকার্য-বিশিষ্ট। **ফুলদানি**—পুষ্প সাজাইয়া রাখিবার পাত্র। **ফুলদার**—ণ. যাহাতে ফুলের নকসা তোলা হইয়াছে। **ফুলদোল**—বৈশাখী পূর্ণিমায় অনুষ্ঠিত শ্রীকৃষ্ণের দোলযাত্রা। **ফুলধনু**—পুষ্পধনু, কন্দর্প। **ফুল পড়া**—প্রসবের কিছুক্ষণ পর নাভিনাড়ীর সহিত সংলগ্ন মাংসপিণ্ড বাহির হইয়া আসা। **ফুলবড়ি**—ডালের ছোট হাল্কা বড়ি। **ফুলবাড়ি**—পুষ্পবাটিকা, ফুলের বাগান। **ফুলবাণ**—মদনের ফুলের বাণ। **ফুলবাতাসা**—হাল্কা সাদা বাতাসা। **ফুলবাবু**—(পুরাপুরি অথবা ফুলের মত শোভমান) অতি শৌখিন পোশাকধারী ব্যক্তি। **ফুলশয্যা**—বর-বধূর প্রথম মিলন-রজনীর পুষ্পভূষিত শয্যা। **ফুলশর**—[বহুব্রী.] মদন। **ফুলের ঘায়ে মূর্চ্ছা যাওয়া**—অতি সামান্য দুঃখ বা পরিশ্রমেই কাতর হওয়া।

ফুলকা, ফুলকো—বি. মৎস্যের শ্বাসযন্ত্র; ণ. ফুলিয়া উঠা পাতলা (—লুচি)।

ফুলকি—বি. অগ্নিস্ফুলিঙ্গ।

ফুলন্ত—ণ. কুসুমিত, ফুল ধরিয়াছে এমন।

ফুলরি, ফুলুরি—বি. ফেটানো বেসনের গোল বড়া।

ফুলস্ক্যাপ, ফুলিস্কেপ—[ইং. foolscap] বি. দৈর্ঘ্যে ১৬৷৷´ও প্রস্থে ১৩৷৷″ মাপের কাগজ।

ফুলা—ক্রি. ফুল ধরা (ধান ফুলেছে) ; স্ফীত হওয়া, ফাঁপিয়া ওঠা (ফুলিয়া ফুলিয়া ফেনিল সলিল গরজি উঠিছে দারুণ রোষে—রবি); বায়ুপূর্ণ হওয়া; ক্রোধপূর্ণ হওয়া (অমন করে বক্‌ছ, সে ফুলে ঢিনটে হয়ে আছে) ; মোটা হওয়া (দিনদিনই যে ফুলছে)। **ফুলিয়া উঠা**—স্ফীত হওয়া; ফাঁপিয়া উঠা; হঠাৎ সমৃদ্ধিশালী হওয়া।

ফুলানো—ক্রি. স্ফীত করা; তোষামোদ বাক্যে গর্বিত করা; ণ. স্ফীত (নাকের ডগাটা ফুলানো)।

গা ফুলানো—দেহের পালক অথবা লোম খাড়া করিয়া স্ফীত হওয়া। **ঘাড় ফুলানো**—ঘাড় বাঁকাইয়া দম্ভ প্রকাশ করা বা দ্বন্দ্বে আহ্বানের ইঙ্গিত দেওয়া।

ফুলুস—পয়সার তুল্য ইরাকী মুদ্রা বিশেষ। [আ.]

ফুলেল—ণ. পুষ্প-গন্ধ-যুক্ত (ফুলেল তেল)।

ফুল্ল—[ফুল্ল্ + ক্ত] বিকসিত (ফুল্ল কুসুমদাম); প্রফুল্ল, উৎফুল্ল (ফুল্লাধর ; ফুল্ল নেত্র)।

ফুস্—ণ. অসার, অর্থহীন (সব ফুস হয়ে গেছে—প্রাদে.)।

ফুস্‌কুড়ি, ফুস্কুড়ি—বি. রসপূর্ণ ছোট ব্রণ।

ফুসফুস্ -বি. শ্বাসযন্ত্র, lungs। [সং. ফুপ্‌ফুস]। **ফুসফুস প্রদাহ**—নিউমোনিয়া।

ফুসফুস—অব্য. চাপা গলায় গোপনীয় ভাষণসূচক। বি. **ফুসফুসানি**—গোপনীয় ব্যাপার সম্পর্কে অনুচ্চ স্বরে কথা বলা।

ফুসমন্তর—বি. কানে ফুঁ দিয়া দেওয়া মন্ত্র; সংক্ষেপে বলা অথবা তুচ্ছ মন্ত্র; কুমন্ত্রণা।

ফুসলানো—ক্রি. স্বপক্ষে অথবা স্ববশে আনিবার জন্য গোপনে মন্ত্রণা দান।

ফুস্থর ফুস্থর—ক্রমাগত অনুচ্চ কণ্ঠে মন্ত্রণা দান।

ফে, ফেউ—বি. ফেউ-এর ডাক।

ফেউ—বি. ফেরু, ছোট শৃগাল-বিশেষ (ইহারা বাঘের সঙ্গে থাকিয়া বাঘের শিকার ধরার বিঘ্ন ঘটায় এই প্রসিদ্ধি)। [সং.ফেরু]। **ফেউ লাগা**—ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শত্রুতাচরণ করিয়া ক্রমাগত উত্যক্ত করা।

ফেঁকড়া—বি. শাখা হইতে নির্গত ক্ষুদ্র শাখা; আনুষঙ্গিক ফ্যাসাদ, ছল (এ আবার এক ফেঁকড়া বার করা হয়েছে)। **ফেঁকড়ি**—অতি ক্ষুদ্র শাখা।

ফেঁকা—ক্রি. বেগে দূরে নিক্ষেপ করা। [হি]

ফেঁকাশে, ফ্যাকাশে,-সে—ণ. পাণ্ডুর ; রক্তহীন (ফ্যাকাশে রং ; ফ্যাকাশে চেহারা)।

ফেঁচ, ফ্যাঁচ—অব্য. হাঁচির শব্দ।

ফেঁপড়া, -পে- —বি. ফুসফুস যন্ত্র [হি.]

ফেঁশো,-সো—বি. পাক-খোলা সূতার গায়ের আলগা ছোট আঁশ। **ফেঁশো উড়া বা উঠা**—ফেঁশো দেখা দেওয়া; ফেঁশোর মত অবস্থা হওয়া (আমের আঁটি চেটে চেটে ফেঁশো উড়িয়েছে)।

ফেঁকাহ্—[আ.] বি. ইসলামী ধর্মবিধি।

ফেকো—[আ. ফক্—ভীত, বিবর্ণ; অথবা, আ. ফাক্‌হ্] বি. ক্রমাগত কথা বলিলে অথবা সময়মত নেশা করিতে না পারিলে মুখে যে শুষ্ক থুতু উঠে (ফেকো উঠা, বা পড়া)। **ফেকো পাড়া**—ক্রমাগত বকিয়া মুখে ফেকো বাহির করা। ণ. **ফেকোপাড়ানে**।

ফেচ ফেচ, ফ্যাচফ্যাচ—অব্য. ক্রমাগত বকবক করার ভাবসূচক। বি. **ফেচফেচানি**।

ফেচাং— বি. ঝঞ্ঝাট, হাঙ্গামা, লেজুড় (এ আবার এক ফেচাং হয়েছে)। [Fez]।

ফেজ—টুপিবিশেষ, ফেল্ট নির্মিত তুর্কী টুপি।

ফেটা, ফ্যাটা—[সং. ফটা] বি. পাগড়ী ; পাগড়ীর কাপড় (মাথায় ফ্যাটা বেঁধে। বিদ্রূপাত্মক)।

ফেটা, ফেটানো—ক্রি. মন্থিত করা, মথিত করিয়া ফাঁপানো (ডিম ফেটা বা ফেটানো)।

ফেটি,-টী—বি. নির্দিষ্ট মাপের সূতার বাঁধা গোছা (পূর্ববঙ্গে : লাছি); ছোট ফেটা বা পাগড়ি।

ফেণি,-ণী—[সং. ফাণিত] বি. বড় বাতাসা ('জয়নাল ফকিরি নেলে ফেণি খালে না'—দীনবন্ধু)।

ফেৎরা—বি. রোজার মাসের শেষে দাতব্য চাল গম বা পয়সা (সাধারণতঃ দুই সের পরিমাণ চাল বা গম কিংবা তাহার দাম)। [আ. ফিত্‌র্]

ফেদা—[আ.] বি. উৎসর্গ।

ফেন—[স্ফায়্ (বৃদ্ধি পাওয়া) + ন] বি. গাঁজলা, বুদ্‌বুদ্ সমষ্টি (দুগ্ধফেননিভ); মাড় (ফেন ফেলা ভাত)। **ফেন-ভাত বা ফেনাভাত**—মাড়যুক্ত গরম ভাত (যাহা আলু-সিদ্ধ আদি দিয়া খাইতে হয়)। **ফেনসাভাত**—ফেনাভাত। **ফেনক**—পিষ্টক-বিশেষ, দুধ-ফেনী। **ফেনধর্মা** —ণ. ফেনের মত নশ্বর, ক্ষণস্থায়ী। **ফেনপ**—ফেনপায়ী। **ফেনলেখা**—(তটে) ফেনচিহ্ন।

ফেনা—বি. ফেন, ণ. ফেনযুক্ত, মাড়শুদ্ধ (-ভাত)। **মুখে ফেনা উঠা**—কথা বলার বা পরিশ্রমের ফলে ঠোঁটের কোণে থুতু জমা।

ফেনাগ্র—বি. বুদ্বুদ।

ফেনানো—ক্রি মন্থনপূর্বক ফেন বৃদ্ধি করা; একই কথা বার বার বলা; অতিরঞ্জিত করা।

ফেনায়মান—ণ. যাহা ফেনানো হইতেছে অথবা যাহাতে ফেনা বৃদ্ধি পাইতেছে।

ফেনিল—ণ. ফেনযুক্ত, সফেন (সুনীল ঐ ফেনিল জল নাচিছে সারা বেলা—রবি)। [ফেন+ইল]।

ফেফাতুড়া,-রা—ণ. অসহায়তা হেতু যে ফ্যা ফ্যা করিয়া বেড়ায়, দিশাহারা (প্রাচীন বাংলা)।

ফেব্রুয়ারী—বি. ইংরাজী সনের দ্বিতীয় মাস

(মাঘের মাঝামাঝি হইতে ফাল্গুনের মাঝামাঝি পর্যন্ত)। [ইং. February]

ফের—[হি.] বি. বেষ্টন (দুইফের দিয়ে শাড়ী পরা); বিভিন্নতা (রকমফের); চক্র; পাক; বিপদ; গণ্ডগোল, ধোঁকা; দিশাহারা ভাব, সমস্যা (ফেরে পড়া; নামের ফেরে মানুষ ফেরে—আণ্টুনি ফিরিঙ্গি); তফাত, ইতরবিশেষ (পাল্লায় ফের আছে); অব্য. পুনরায় (ফের ওকথা !)। **ফেরঘোর**—জটিলতা, প্যাঁচ। **ফেরফার**—ধোঁকা; কল-কৌশল। **ফের ভাঙ্গা**—দাঁড়িপাল্লার কোনোদিকে কম বা বেশী না রাখা। **অদৃষ্টের ফের, গ্রহের ফের**—দুর্দৈব। **কথার ফের**—কথার মারপ্যাঁচ, বাক্য-কৌশল। **হেরফের**—অদল বদল; ঘোরপ্যাঁচ।

ফেরকা—[আ. ফির্কা] বি. দল, সম্প্রদায়, ধর্ম-সম্প্রদায়ের অন্তর্গত উপসম্প্রদায় (ফেরকা-বন্দী—দলে বিভক্ত হওয়া)। **ফেরকা-পরস্তি**—সাম্প্রদায়িকতাবাদী, communalist.

ফেরদৌস—[আ.] বি. বেহেশ্‌ত বিশেষ।

ফেরদৌসী—বি. স্বনামখ্যাত পারস্য কবি।

ফেরৎ,-ত—বি. প্রত্যর্পণ (ফেরত দেওয়া); ণ. যাহা ফিরিয়া আসিবে, আসিয়াছে বা আসিতেছে, প্রত্যাবৃত্ত (ফেরত ডাকে; মাল ফেরত দেওয়া; বিলাত-ফেরৎ)।

ফেরতা—ণ. প্রত্যাবৃত্ত (বিলাত-ফেরতা); যাহারা প্রত্যাবৃত্ত হইতেছে (আপিস-ফেরতা)। **তাল-ফেরতা**—যাহাতে তালের পরিবর্তন হয়। **হাত-ফেরতা**—ণ. যাহা কয়েক হাত ঘুরিয়া আসিয়াছে।

ফেরব—(ফে রব যাহার—বহুব্রী) বি. শৃগাল।

ফেরা—বি. বস্তা; মাপিবার পাত্র (ফেরা সুরকি)।

ফেরা—ক্রি. ফিরা দ্রঃ। **ফেরাই**—(তাসখেলায়) ঐ রঙের অন্য তাস কাহারও হাতে নাই এমন তাস। [free]। **ফেরানো**—ফিরানো দ্রঃ। **ফেরাফেরি, ফিরাফিরি**—অদল-বদল; বার বার প্রত্যাবর্তন বা প্রত্যাহার (কথার ফেরাফেরি)।

ফেরার—[আ. ফিরার] বি. পলায়ন; ণ. পলাতক; নিরুদ্দেশ। **ফেরার হওয়া**—পলাতক হওয়া; নিখোঁজ হওয়া। ণ. **ফেরারী**—পলাতক (ফেরারী আসামী)।

ফেরি—বি. বিক্রয়াদির উদ্দেশ্যে পরিভ্রমণ (ফেরি করা—পাড়ায় পাড়ায় ঘুরিয়া মাল বিক্রয় করা)। **ফেরিওয়ালা**—যে ফেরি করে।

ফেরু—বি. ফেউ। [সং.]

ফেরেব—[ফা. ফরেব] বি. ধোকা, প্রবঞ্চনা, শঠতা (ফেরেবে পড়া—প্রবঞ্চিত হওয়া)। **ফেরেব-বাজ**—প্রবঞ্চক, দাগাবাজ। বি. **ফেরেব-বাজি, ফেরেবি**—প্রবঞ্চনা। **ফেরেবী**—ণ. শঠ, দাগাবাজ।

ফেরেশ্‌তা—[ফা. ফরিশ্‌তহ্] বি. স্বর্গীয় দূত, ণ. দেবদূত, angel। **ফেরেশ্‌তা-খাস্‌লত**—ণ. দেবদূতের মত পবিত্র স্বভাবের।

ফেল—[ইং. fail] ণ. অকৃতকার্য (পরীক্ষায় ফেল হয়েছে বা করেছে, আমরা ফেল হয়ে গেছি—সম্পূর্ণ অপারগ হয়েছি), দেউলে (ব্যাঙ্ক ফেল পড়া); ধরিতে অসমর্থ (ট্রেন ফেল করা); বন্ধ (হার্ট ফেল, দোকান ফেল)। **ফেল মারা**—ফেল করা (অবজ্ঞার্থক)।

ফেল জামিন—[আ. ফি'এল জামিনী] বি. সচ্চরিত্রতার অঙ্গীকার স্বরূপ জামানত, Security for good conduct.

ফেলনা—বি. ফেলিয়া দিবার যোগ্য, অকেজো, তুচ্ছ (ফেলনা কথা; ফেলনা চিজ)।

ফেলফেল—ফ্যাল ফ্যাল দ্রঃ।

ফেলসানি—[আ. ফি'এল শানিয়া] বি. ব্যভিচার; ব্যভিচারজাত গর্ভপাত (ফেলসানির মোকদ্দমা)।

ফেলা—[প্রা. ফেল্ল] ক্রি. বি. ফেলিয়া দেওয়া, ত্যাগ করা (ফেলে দাও যত আবর্জনা, বাড়ীঘর ফেলে পলায়ন; নিঃশ্বাস ফেলা); ব্যবসায়-আদিতে নিয়োগ করা (বারে বারে টাকা ফেলা); অপব্যয় করা, বৃথা ব্যয় করা (টাকাটা ফেলে দেওয়া হলো), পাতিত করা, নামানো (পা ফেলা, নীচে ফেলা); কোন উদ্দেশ্যে নিক্ষেপ করা (জাল ফেলা, পাশার দান ফেলা); লক্ষ্য করিয়া নিক্ষেপ করা (ঢিল ফেলা), ঢুকানো, নিঃশেষে সম্পাদন করা (করে ফেলেছে, কি আর করা যায়; দিয়ে ফেলা); নির্দিষ্ট করা (তারিখ ফেলা); হঠাৎ কিংবা ঘটনাক্রমে করা (দেখে ফেলেছে)। ণ. যাহা ফেলিয়া দেওয়া হইয়াছে (ফেলা হাঁড়ি); প্রযুক্ত, নিযুক্ত (ব্যবসায়ে ফেলা টাকা); নিক্ষিপ্ত (ঝাঁকি দিয়ে ফেলা জাল); বাদ (ফেলা যাওয়া)।

ফেলাছড়া—ণ. অনাবশ্যক বোধে যাহা ফেলিয়া

দেওয়া হইয়াছে অথবা ছড়াইয়া ফেলা হইয়াছে; বি. অপব্যয় (ফেলাছড়া ভাঙাছেঁড়ার বোঝা বুকের মাঝে উঠছে ভরি ভরি—রবি)। **ফেলা গেল**—কোন কাজে আসিল না। **তিনিও ফেলা যান না**—নগণ্য নহেন (সাধারণত ব্যঙ্গার্থে)।

ফেসাদ—ফ্যাসাদ দ্রঃ।

ফৈজত—ফইজত দ্রঃ।

ফোঁকা—ফুঁকা দ্রঃ।

ফোঁটা, ফোটা—বি. বিন্দু (বৃষ্টির ফোঁটা; এক ফোঁটা জল; তাসের ফোঁটা); তিলক, টিপ (ফোঁটা কাটা, সিন্দুরের ফোঁটা); চিহ্ন (এই কাজই করবে, আর কিছু করবে না, এমন ফোঁটা দেওয়া আছে নাকি?); তাসের নির্দিষ্ট মূল্য, point (টেক্কায় এক ফোঁটা, ১৮ ফোঁটার খেলা রাখতে হবে), ণ. অতি ক্ষুদ্র অল্প বা নগণ্য (এক ফোঁটা মেয়ে, হাঁড়িতে এক ফোঁটা তরকারিও নেই)। **ফোঁটা ফোঁটা**—বিন্দু বিন্দু। **ফোঁটা-তিলক**—বৈষ্ণবদের তিলক-সজ্জা; ধর্মের বাহ্য আড়ম্বর (ফোঁটা-তিলকের ঘটা)।

ফোঁড়—[সং স্ফোট] বি. ভেদন; বিঁধ, ছিদ্র; সূচের সেলাই (ফোঁড় তোলা—সূচের দ্বারা সেলাই করা অথবা ফুল তোলা); ব্রণ (লোম ফোঁড়); ণ ভেদ করিয়া উত্থিত (ভুঁইফোঁড়)। **এফোঁড় ওফোঁড় করা**—বিদ্ধ করিয়া এপিঠ হইতে ওপিঠ পর্যন্ত অস্ত্র অথবা সূচাদি চালিত করা। **পাত্তাফোঁড়**—যে খাওয়ার পর ভোজন-পাত্ররূপে ব্যবহৃত পাতা ছিঁড়িয়া ফেলে, অকৃতজ্ঞ (নিমকহারাম পাত্তাফোঁড়)।

ফোঁড়া—ফুড়া দ্রঃ; ণ. যাহা ফোঁড়ানো বা বিদ্ধ করা হইয়াছে (কান ফোঁড়া নাথ); যাহা বিদ্ধ করে।

ফোঁড়া, ফোড়া—বি. স্ফোটক, পূজযুক্ত ব্রণ।

ফোঁৎ—অব্য. নাকে কফের শব্দ (ফোঁৎ ফোঁৎ—বারবার এমন কফসহ নিঃশ্বাস ফেলার শব্দ)।

ফোঁপর—বি. নারিকেলের মধ্যস্থিত অঙ্কুর; ণ. ফাঁপা; ঝাঁঝরা, ছিদ্রবহুল।

ফোঁপল—বি. নারিকেলের ফোঁপর।

ফোঁপানো—ক্রি. (সাপের) ফোঁস ফোঁস করা; ক্রোধে ফোঁস ফোঁস করা, রুদ্ধ আক্রোশে গর্জানো; চাপা কান্না কাঁদা।

ফোঁস—বি. সাপের গর্জন। **ফোঁসধরা**—সাপের গর্জন করিয়া ফণা ধরা। **ফোঁসকরা**—হঠাৎ অসন্তোষ বা ক্রোধ প্রকাশ করা। **ফোঁস ফোঁস করা**—সাপের গর্জন করা; নিদ্রাকালে ঘন ঘন অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করা। **ফোঁস মনসা**—কোপন-স্বভাব ব্যক্তি। **ফোঁসা**—ক্রি. ফোঁস ফোঁস করা ('ললাটে ফঁসিছে নাগিনী'—রবি)।

ফোঁস—(ফুসলান দ্রঃ) বি. গোপন কুমন্ত্রণা (ফোঁস দিয়ে ভাগিয়ে নিয়ে যাওয়া)। **ফোঁস-ফাঁস**-ফোঁস। **ফোঁস সামলাতে পারে না**—ফোঁস দিলে সেই অনুসারেই চলে (গ্রাম্য)।

ফোকর—ফুকর দ্রঃ।

ফোকলা, ফোগলা—ণ. যাহার দাঁত উঠে নাই অথবা পড়িয়া গিয়াছে।

ফোক্কা—ফক্কা।

ফোট-ফোট—ণ. স্ফুটনোন্মুখ।

ফোটা—ফুটা দ্রঃ। [ফোটো]

ফোটোগ্রাফ—ফটোগ্রাফ দ্রঃ। (সংক্ষেপ

ফোড়ন, ফোড়ং—বি. গরম তেলে বা ঘিয়ে মসলা দিয়া তাহাতে ব্যঞ্জন মিশানো, সম্বরা, প্রক্ষেপ; ঐ জন্য ব্যবহৃত মসলা (পাঁচফোড়ন)। **ফোড়ন দেওয়া**—সম্বরা দেওয়া; দুইজনের কথার মধ্যে তৃতীয় ব্যক্তির মাঝে মাঝে মন্তব্য করা; কথার মধ্যে মাঝে মাঝে বিদেশী ভাষার শব্দ প্রয়োগ করা, বুকনি দেওয়া।

ফোতো—ণ. অন্তঃসারশূন্য (ফোতোবাবু)।

ফোন—[ইং. telephone] বি. টেলিফোন।

ফোপর দালাল—ফফর দ্রঃ।

ফোপল, ফোফল—ফোঁপল দ্রঃ। **ফোপল দালাল**—ফফড় দালাল দ্রঃ।

ফোমেণ্ট—[ইং. foment] বি. গরম জলের সেক (ফোমেণ্ট করা—গরম জলের সেক দেওয়া)।

ফোয়ারা—[আ. ফওয়ারা] বি. ঝরণা, কৃত্রিম উৎস। **ফোয়ারা ছোটা**—বাক্যস্রোত প্রবাহিত হওয়া।

ফোরকান—[আ.] বি. কোরান।

ফোরজারী—[ইং. forgery] বি. জালিয়াতি।

ফোরম্যান—[ইং. foreman] বি. ছাপাখানা প্রভৃতি কারখানার যন্ত্রাদির প্রধান তত্ত্বাবধান-কারী; জুরীর নেতা।

ফোলা—ফুলা দ্রঃ।

ফোসকা, ফোস্কা—[সং. স্ফোটক] বি. দগ্ধ হওয়ার ফলে উৎপন্ন জলপূর্ণ স্ফোটক, blister;

বায়ুপূর্ণ পাতলা স্তর (লুচির ফোস্কা)। **ফোস্কা পড়া**—ফোস্কার সৃষ্টি হওয়া; ফোস্কা পড়ার মত ক্লেশকর অবস্থা হওয়া (ব্যঙ্গে—কিছুই না হওয়া)।

ফৌজ—[আ. ফউজ] বি. সৈন্যদল (বাদশাহী ফৌজ) · বহু লোকজনের দল। **ফৌজদার**—সৈন্যাধ্যক্ষ; আঞ্চলিক শাসনকর্তা। **ফৌজদারি**—বি ফৌজদারের পদ। **ফৌজদারী**—ণ. ফৌজদারের; অপরাধ সংক্রান্ত (ফৌজদারী আদালত, মোকদ্দমা। বিপ. দেওয়ানী)। **ফৌজদারী করা**—ফৌজদারী মোকদ্দমা করা। **ফৌজদারী সোপর্দ করা**—ফৌজদারী আদালতে বিচারের জন্য পাঠানো, ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট পাঠানো। **ফৌজী**—ণ. ফৌজ-সংক্রান্ত, সামরিক, জঙ্গী।

ফৌত—[আ. ফওত] বি. মৃত্যু; ণ. মৃত (ফৌত হওয়া—মৃত্যু হওয়া); নির্বংশ; বিধ্বস্ত; ফতুর। **ফৌত ফেরারী**—(জমিদারি পরিভাষা) মৃত কিংবা পলাতক বলিয়া যাহার খবর পাওয়া যায় না এমন (—প্রজা)। **ফৌতী**—ণ. মৃত ব্যক্তির (ফৌতী মাল)। [ফ্যাসাদ।

ফ্যাকড়া—ফেঁকড়া দ্রঃ; বি. হাঙ্গামা; ছল;

ফ্যাকাসে, ফ্যাকাসে—ফেঁকাসে দ্রঃ।

ফ্যাক্ ফ্যাক্—ফক্ ফক্ দ্রঃ; অতিশয় সাদা ও লাবণ্যহীন ভাব প্রকাশ।

ফ্যাচফ্যাচ্—নিরর্থক বেশী কথা বলা।

ফ্যাচাং—বি. গণ্ডগোল, ঝঞ্ঝাট (কেন মিছে ফ্যাচাং করা)। ফেচাং দ্রঃ।

ফ্যা-ফ্যা—অব্য. বৃথা অনুরোধ বাক্যব্যয় দুঃখ প্রকাশ একান্ত অসহায় অবস্থা ইত্যাদি সূচক (এত যে ফ্যা-ফ্যা করছি, একটি কথাও কি কানে যায়? জ্ঞাতিরা সব কেড়ে নিয়েছে, ছেলেটির হাত ধরে বিধবা এখন ফ্যা-ফ্যা করে বেড়াচ্ছে)।

ফ্যাল ফ্যাল—অব্য. বিস্ফারিত ও অসহায় অথবা বিহ্বল দৃষ্টি (ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে রইল); করুণ ও সতৃষ্ণভাবে (ভিখারীর কন্যা মিঠাই-গুলোর দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে চাইতে লাগল)।

ফ্যাল-ফ্যালানো—ক্রি. চোখের বিস্ফারিত ও বিমূঢ়ভাব প্রকাশ করা ('ফ্যালফেলিয়ে তাকিয়ে বরে থেতে পাবে না'—রজনী সেন)।

ফ্যাশান,-সান—[ইং. fashion] বি. রেওয়াজ, ধারা, চাল, চলন (এ একটা ফ্যাসান হয়ে দাঁড়িয়েছে); সৌখীন রীতি (ফ্যাসান-দুরস্ত)।

ফ্যাসাদ—[আ. ফসাদ] বি. হাঙ্গামা, গণ্ডগোল, লেঠা (বড় ফ্যাসাদে ফেললে দেখছি)। ণ. **ফ্যাসাদে**।

ফ্রক—[ইং. frock] বি. শিশুর জামা-বিশেষ।

ফ্রি, ফ্রী—[ইং. free] ণ. স্বাধীন; অবৈতনিক (ইস্কুলে ফ্রি পড়ছে)।

ফ্রেম—[ইং. frame] বি. ধাতু বা কাঠ প্রভৃতির বেষ্টনী বা আধার (ছবির ফ্রেম); কাঠামো (ফ্রেম করা হয়েছে, এখন তার উপরে টিন দিতে হবে)। [বিশেষ।

ফ্লানেল—[ইং. flannel] বি. পশমী কাপড়

ফ্ল্যাট—[ইং. flat] বি. দালানের তল (উপরের ফ্ল্যাট ভাড়া নিয়েছে); কয়েকটি কক্ষ-সমন্বিত বাসস্থান (ফ্ল্যাট ভাড়া করে থাকা); ষ্টীমারের পাটাতন; যে পাটাতনের উপরে জাহাজ হইতে মাল নামানো হয়; ণ. চিৎপাত, নিরুপায় (ফ্ল্যাট হয়ে পড়া)।

ব

দ্রষ্টব্য: অচিহ্নিত শব্দগুলি সংস্কৃত নয়। এই-গুলির আদিতে যে 'ব' তাহা বর্গীয় ব। চিহ্নিত শব্দগুলি তৎসম অর্থাৎ সংস্কৃত। তাহাদের মধ্যে:

* এই চিহ্নযুক্ত শব্দের আদিতে বর্গীয় ব।

† এই চিহ্নযুক্ত শব্দের আদিতে অন্তঃস্থ ব।

‡ এই চিহ্নযুক্ত শব্দের আদিতে বর্গীয় ব ও অন্তঃস্থ ব দুই-ই হয়।

ব—প-বর্গের তৃতীয় বর্ণ এবং ত্রয়োবিংশ ব্যঞ্জন বর্ণ—অল্পপ্রাণ, ঘোষবান্। বাংলায় অন্তঃস্থ ব বর্গীয় ব-এর মতই উচ্চারিত হয়, উচ্চারণ-স্থান ওষ্ঠ।

ব—বি. তাঁতের অঙ্গ-বিশেষ। **ব তোলা**—টানার সূতা ব-এর ভিতর দিয়া নেওয়া।

ব, বোয়া—বি. বটের ঝুরি (ব নামা)।

ব—[ফা.] অব্য. যুক্ত, দ্বারা, সহিত (বমাল বা

বামাল—বামাল চোর ধরা পড়েছে, 'বামাল শুদ্ধ' ভুল ; ব-খোদ ; ব-কায়দা) ; পরিবর্তে (বকলম—বকলমে সই করা) ; অনুক্রমে, আরও (খানা-ব-খানা ; তাজা-ব-তাজা) ।

বই—[হি. বহী ; আ. বহী—প্রত্যাদেশ, ঐশ্বরিক বাণী] বি. পুস্তক, গ্রন্থ ; খাতা (হিসাবের বই) । **বইয়ের পোকা**—কেতাব-কীট ।

বই, বৈ—[সং. ব্যতীত] অব্য. ভিন্ন, ছাড়া (তোমা বই আর জানি না) । **বই কি**—আগ্রহ ঔচিত্য নিশ্চয়তা ইত্যাদি জ্ঞাপক (যাব বই কি) ।

বইঠা—বৈঠা ।

বইন—[সং. ভগিনী] বি ভগিনী, বোন (পূর্ব-বঙ্গে প্রচলিত—বুন, ভইন ইত্যাদিও বলা হয়) ।

বইরা, বয়রা—[সং. বধির] ণ. কালা ।

বইসা—ক্রি. বাস করা । **বইসে**—বাস করে । (প্রাচীন বাংলা) ।

বউ, বৌ—[সং. বধূ ; প্রাকৃ. বহু] বি. ভার্যা ; পত্নী (বউ-এর কথায় চলে) ; পুত্রবধূ (বউমা) কুলবধূ, নববধূ (বৌ-ঝি ; বৌ মানুষ) । **বউ-কথা-কও**—বি. সুপরিচিত পক্ষী (আজকে কেবল বউ-কথা-কও ডাকে কৃষ্ণচূড়ার পুষ্প-পাগল শাখে—রবি) । **বউ কাঁটকি,-কী**—[সং. বধূ-কণ্টকী] ণ বধূর কণ্টকতুল্য (শাশুড়ী), যে (শাশুড়ী) বধূকে নির্যাতিত করে । **বউড়ী**—[সং. বধূটী] বি. বালিকা বধূ, নববধূ । **বউঠাকরুণ,-দিদি**—বড় ভাইয়ের স্ত্রী । **বউ-পরচা**—নববধূর সহিত শাশুড়ীর প্রথম পরিচয়-বিষয়ক স্ত্রী-আচার-বিশেষ । **বউভাত**—নববধূর স্পৃষ্ট অন্ন সবান্ধবে গ্রহণের উৎসব, পাকস্পর্শ । **বউমা**—বধূমাতা, পুত্রবধূ অথবা পুত্রবধূস্থানীয়াকে সম্বোধনসূচক উক্তি ।

বউনি,-নী—[সং. বর্ধনী ; হি. বোহনী] বি. দিনের প্রথম বিক্রয় (আপনার হাতেই বউনি করছি ; বউনির বেলা) ; [সং. বহন] মাল বহনের মজুরি । [(গ্রাম্য) ।

বউয়া, বৌও—ণ. বধূতে অত্যধিক আসক্ত, স্ত্রৈণ ।

বউল, বোল—[সং. মুকুল ; প্রাকৃত মউল] বি. আমের মুকুল ; মঞ্জরী ; বকুল ফুল । **বউলা, বোলো**—বি. খড়মের যে মুকুলের আকৃতির কাষ্ঠখণ্ড পায়ের আঙুলে চাপিয়া ধরিয়া চলা হয় ।

বউলি, বৌলি,-লী—বি. মুকুলের আকৃতির গহনা, কানে ও নাকে পরে (বীরবউলি) ।

বএম, বয়েম, বৈয়ম, বৈয়াম—[পর্তু. boiao] বি. কাচ চীনামাটি ইত্যাদির গোল মুখঢাকা পাত্র ।

বএল—বয়েল দ্রঃ । **বএস**—বয়েস দ্রঃ ।

বওয়া—[বহা দ্রঃ] ক্রি প্রবাহিত হওয়া (নদী বয়ে যায় ; সময় বয়ে যায়) ; বহন করা (মোট বওয়া) , সহ্য করা (দুঃখের ভার বওয়া) ; সমর্থ থাকা (শরীর আর বয় না) ; চালনা করা (লাঙ্গল বওয়া ; নৌকা বওয়া বা বাওয়া) ; অতিক্রম করা (পথ বওয়া ; বাড়ী বয়ে মারতে আসা) । **বয়ে যাওয়া**—বকাটে হওয়া, দুশ্চরিত্র হওয়া ; কিছুই না হওয়া ।

বওয়াটে, বয়াটে—[সং. বাচাট ; প্রা. বআড] ণ. যে বয়ে গেছে, নষ্টচরিত্র , ফাজিল ।

† **বংশ**—[যাহা অঙ্কুর উৎপাদন করে] বি. বেণু, কীচক, বাঁশ ; বাঁশি ; মেরুদণ্ড (পৃষ্ঠবংশ) ; নাকের উপরকার হাড় (নাসাবংশ) । [বম্+শ] । **বংশক**—দীর্ঘ ইক্ষু-বিশেষ ; বংশপত্রক, বাঁশপাতা মাছ । **বংশ-তণ্ডুল**—বাঁশবীজ । **বংশ-কর্পূর**—বংশলোচন । **বংশপোত**—বাঁশের কোঁড়া । **বংশ-রোচনা,-লোচন,-শর্করা**—বাঁশের মধ্যে জন্মে এমন সাদা শক্ত জিনিস-বিশেষ (ঔষধে লাগে) । **বংশ-শলাকা**—বাঁশের সরু শলা, বাখারি ।

† **বংশ**—বি. গোষ্ঠী, পরিবার, কুল, গোত্র ; পুরুষ-পরম্পরা ; সন্তান-সন্ততি নির্বংশ) । [বম্+শ] । **বংশক্রম**—বংশ-পরম্পরা, সন্তান-পরম্পরা । **বংশক্ষয়**—বংশের বিলোপ । **বংশগত**—ণ. বংশের সকলের আছে এমন । **বংশগতি**—বি. বংশের সকলের থাকা ; বংশানুক্রমে সংক্রমণ, heredity. **বংশগৌরব**—ণ. বংশের গৌরব স্বরূপ ; বি. বংশমর্যাদা । **বংশচরিত**—বংশের ইতিহাস । **বংশজ**—ণ. বংশোদ্ভব, সৎকুলোদ্ভব ; কুলীন-বংশজাত কিন্তু শ্রোত্রিয়কে কন্যা সম্প্রদান হেতু কুলভ্রষ্ট । **বংশধর**—বংশের সন্তান । **বংশবৃদ্ধি**—সন্তান-সন্ততির জন্মদান । **বংশ-মর্যাদা**—কুল-গৌরব ; আভিজাত্য । **বংশ-লতা**—শাখাপ্রশাখা ক্রমে বিন্যস্ত বংশের পুরুষ-পরম্পরার নামের তালিকা । **বংশস্থিতি**—বংশরক্ষা । **বংশহীন**—নির্বংশ ।

† **বংশাগ্র**—বাঁশের আগা । **বংশাঙ্কুর**—

বাঁশের কোঁড়া। **বংশানুকীর্তন**—কুলপঞ্জী। **বংশানুক্রম**—পুরুষ-পরম্পরা। **বংশানুচরিত**—পুরুষানুক্রমিক পারিবারিক ইতিহাস। **বংশাবতংস**—কুলের ভূষণস্বরূপ ব্যক্তি। **বংশাবলী**—কুলপঞ্জী। **বংশীয়**—ণ. বংশের; সদ্বংশজাত (তিনি একজন বংশীয় লোক)। **বংশ্য**—ণ. বংশোদ্ভব; সদ্বংশজাত; বংশধর। [বংশ+য]। **বংশিকা, বংশী**—বাঁশী, বেণু। **বংশীধর**—শ্রীকৃষ্ণ। **বংশীধ্বনি**—বংশীরব, বংশীরবের সংকেত। **বংশীবট**—বৃন্দাবনে বৈষ্ণব তীর্থ-বিশেষ, এখানে শ্রীকৃষ্ণ বটমূলে বাঁশী বাজাইতেন; উক্ত বটবৃক্ষ। **বংশীবদন,-বয়ান**—বংশীবাদক, শ্রীকৃষ্ণ।

বঃ—বকলমের সংক্ষিপ্ত রূপ।

বঁইচ-চি, বৈঁচি—[সং. বিকঙ্কত] বি. ছোট কাঁটাগাছ-বিশেষ ও তাহার ফল (গ্রাম্য: বোঁচ)।

বঁটি, বটি—[মুণ্ডারি বইনটি] বি. মাছ তরকারি ইত্যাদি কুটিবার চওড়া বাঁটযুক্ত অস্ত্র।

বঁড়শী, বড়শী—[সং. বড়িশ] বি ছিপের সঙ্গে বাঁধা লোহার বাঁকা ও আলযুক্ত কাঁটা। **বঁড়শি মারা**—বঁড়শি দিয়া মাছ ধরা (পূর্ববঙ্গে—'বরশি বাওয়া')। **বঁড়শে**—মৎস্যশিকারী।

বঁদে, বোঁদে, বুঁদে—[হি. বুঁদিয়া] বি. ঘি-এ ভাজা ও চিনির রসে ফেলা বেসমের ক্ষুদ্রাকৃতির গোল গোল মিঠাই-বিশেষ।

বঁধু, বঁধুয়া—[সং. বন্ধু] বি. প্রেমাস্পদ প্রিয়, প্রণয়ী (বঁধু, কি আর বলিব আমি—চণ্ডীদাস)। (কাব্যে ব্যবহৃত)।

+**বক**—[বঙ্ক্+অ] বি. বক্রগ্রীব ও দীর্ঘচঞ্চু পক্ষী-বিশেষ; রাক্ষস-বিশেষ, অসুর-বিশেষ; বক-ফুল। স্ত্রী. **বকী**। **বকচর**—বগচর দ্রঃ। **বকজিৎ**—ভীম; শ্রীকৃষ্ণ। **বকধার্মিক**—(মাছ ধরিবার সময় বক জলের ধারে শান্তভাবে বসিয়া থাকে, তাহা হইতে) ভণ্ড। **বকধ্যান**—ধ্যানের ভান। **বকবৃত্তি**—বি. শঠতা, ভণ্ডামি; ণ. ভণ্ড।

বখেড়া—বি. বিঘ্ন, ঝামেলা; কলহ। [হি.]।

বখেয়া—[ফা. বখিয়া] বি. সেলাই-বিশেষ (গ্রাম্য—বয়থা)।

বগ—[সং. বক; গ্রাম্য; পূর্ববঙ্গে বগা] বি. বক (স্ত্রী. বগী)। **বগ দেখানো**—হাত বকের গলা ও ঠোঁটের আকৃতির করিয়া অপরকে দেখাইয়া তাহাকে বিদ্রূপ বা তুচ্ছতাচ্ছিল্য করা। **বগচর, বকচর**—পুকুরের নীচের দিকের চওড়া ঘুরানো পাড়।

বগয়রহ—[আ.] গয়রহ, ইত্যাদি।

বগল—[আ. ব'গল] বি. বাহুমূল, পার্শ্ব (আমার জমির বগলে তার জমি)। **বগলদাবা**—দাবা দ্রঃ। **বগল বাজানো**—বগলে হাত পুরিয়া চাপ দিয়া শব্দ করা (উল্লাস প্রকাশক)।

বগলাস—বকলাস দ্রঃ।

+**বগলা, বগলামুখী**—দশ মহাবিদ্যার এক রূপ।

বগলী—[ফা.] ণ. পার্শ্বস্থ (বগলী তাকিয়া—কোলবালিশ); বি. থলিয়া, কুস্তির প্যাঁচ-বিশেষ।

বগা—বক-শব্দের তুচ্ছার্থক রূপ (কাগা-বগা)।

বগি, বগী—[ইং buggy] বি. চার-চাকা হাল্কা ঘোড়ার গাড়ী (বগী হাঁকানো), [ইং bogie] রেলের যাত্রীবাহী গাড়ীর এক-একটি স্বতন্ত্র অংশ (একখানি ফার্স্টক্লাস বগী লাইনচ্যুত হয়েছে)।

বগী—বি. কাঁধা-নীচু কাঁসার থালা-বিশেষ।

+**বঙ্ক**—[বঙ্ক্+অ] বি, ণ বক্র, বঙ্কিম (বঙ্ক নেহারনী—বৈষ্ণব পদ), নদীর বাঁক, টেক; বাঁকমল; ণ. কুটিল, প্রতিকূল। **বঙ্কা**—ঘোড়ার জিন, পালান; ণ. বাঁকা। **বঙ্ক-বিহারী**—কৃষ্ণবিগ্রহ-বিশেষ।

বঙ্কিম—ণ. সুন্দর ভাবে বাঁকা (বঙ্কিম ঠাট বঙ্কিম ভঙ্গি)। [সং. বঙ্ক+বাং. ইম (তুল্যার্থে)]। **বঙ্কিল**—কাঁটা। **বঙ্কু**—বঙ্কিম (সংবাদকে ও অতি-পরিচয়ে)। **বেঁটে বঙ্কু**—বেঁটে-খাটো।

+**বঙ্ক্র**—ণ. বাঁকা, টেরা। [সং.]

বঙ্কুর—ণ. বক্রদেহ, কুব্জ (বামন বঙ্কুর পতি—ভারতচন্দ্র)।

+**বঙ্গ**—[সং.] টিন, রাং। **বঙ্গভস্ম**—আয়ুর্বেদীয় ঔষধ-বিশেষ।

+**বঙ্গ**—বি. বঙ্গদেশ (পূর্বে পূর্ব ও উত্তর বঙ্গকে বঙ্গদেশ বলা হইত, পশ্চিম বঙ্গকে বলা হইত রাঢ় ও গৌড়)। [বন্গ্+অ]। **বঙ্গজ**—ণ. বঙ্গ-দেশজাত; পূর্ববঙ্গীয়; বি. কায়স্থ জাতির শ্রেণী-বিশেষ (বঙ্গজ কায়স্থ); সিন্দুর। **বঙ্গ-লিপি**—বাংলা বর্ণমালা অথবা বাংলা অক্ষর।

+**বঙ্গাল**—বাঙ্গাল দ্রঃ। **বঙ্গালী**—বাঙ্গালী দ্রঃ।

+**বচন**—[বচ্+অনট্] বি. বাক্য, কথা, উক্তি; জ্ঞানগর্ভ বাক্য, উপদেশ (বৃদ্ধের বচন; খনার বচন); (ব্যাকরণে) পদের সংখ্যাবোধকত্ব,

† **বক্তব্য**—[বচ্ + তব্য] ণ. বলার উপযোগী, কথনীয়; বি. বলিবার বিষয়, প্রস্তাব (কী তোমার বক্তব্য)। [বলেন; বাগ্মী, বাক্‌পটু।

† **বক্তা (-ক্তৃ)**—[বচ্ + তৃচ্] বি., ণ. যিনি

বক্তার—(কথ্য) ণ. বাক্‌পটু, বাচাল; বি. দেবতাদি দ্বারা আবিষ্ট হইয়া কথা বলে এমন লোক। **বক্তৃতা**—সভায় বলা কথা, ভাষণ; বাক্‌পটুতা প্রদর্শন (আর বক্তৃতা করতে হবে না)।

† **বক্ত্র**—[বচ্ + ত্র] বি. মুখ, mouth; মুখমণ্ডল, face। **বক্ত্রাসব**—মুখামৃত, থুতু, লালা।

† **বক্র**—[বন্‌ক্ (কুটিল হওয়া) + রক্] ণ. বাঁকা, কুটিল (বক্রগতি, বক্রকটাক্ষ); প্রতারক। **বক্রগ্রীব**—ণ. যাহার ঘাড় বাঁকা; বি উট। **বক্রচঞ্চু**—শুক পক্ষী। **বক্রণ**—বাঁকানো। **বক্রদংষ্ট্র**—শূকর। **বক্রদৃষ্টি**—ণ. টেরা। বি. কটাক্ষ; প্রতিকূল দৃষ্টি। **বক্রনাসিক**—পেচক। **বক্রপুচ্ছ**—কুকুর। **বক্রিম**—শঠতা। ণ. **বক্রী (-ক্রিন্)**—বক্রতাযুক্ত, বাঁকা; প্রতিকূল। ণ. **বক্রীকৃত**—যাহা বাঁকানো হইয়াছে। **বক্রোক্তি**—শ্লেষপূর্ণ উক্তি; অর্থালঙ্কারবিশেষ যাহাতে নিন্দা প্রচ্ছন্ন থাকে। **বক্রোষ্ঠিকা**—অধরপ্রান্তের ঈষৎ হাস্য।

বক্রী, বক্রি—ণ. বাকী, অবশিষ্ট (বক্রি টাকা এক মাসের মধ্যে শোধ করিতে হইবে)।

† **বক্ষঃ**—[বক্ষ্ (সংহত হওয়া) + অস্] বি. বক্ষঃস্থল, বুক; হৃদয় (বক্ষের ধন)। **বক্ষঃপীড়া**—যক্ষ্মারোগ। **বক্ষঃস্পন্দন**—বুক ধড়ফড়ানি, বুক কাঁপা। **বক্ষঃপঞ্জর**—বুকের হাড়। **বক্ষোজ, বক্ষোরুহ**—স্তন।

† **বক্ষ্যমাণ**—ণ. যাহা বলা হইবে, আলোচ্য। [বচ্ + কর্মবাচ্যে স্যমান]।

বখরা—[ফা. বখ্‌রা] বি. ভাগ, অংশ। **বখরা করা**—অংশ করা। **বখরাদার**—অংশীদার।

বখা, বখাটে—ণ. যে বয়ে গেছে, দুর্বিনীত, নষ্টচরিত্র, বওয়াটে। বি. **বখামি, বখামো**—বয়ে যাওয়া ছেলের ভাব। **বখানো**—ক্রি. বখাটে করিয়া দেওয়া, মন্দচরিত্রের করা।

বখিল, বখীল—[আ. বখীল] ণ. কৃপণ, ব্যয়কুণ্ঠ। বি. **বখিলি**—কৃপণতা।

বখেড়া—বি. বিঘ্ন, ঝামেলা; কলহ। [হি.]।

বখেয়া—[ফা. বখিয়া] বি. সেলাই-বিশেষ (গ্রাম্য—বয়খা)।

বগ—[সং. বক; গ্রাম্য; পূর্ববঙ্গে বগা] বি. বক (স্ত্রী. বগী)। **বগ দেখানো**—হাত বকের গলা ও ঠোঁটের আকৃতির করিয়া অপরকে দেখাইয়া তাহাকে বিদ্রূপ বা তুচ্ছতাচ্ছিল্য করা। **বগচর, বকচর**—পুকুরের নীচের দিকের চওড়া ঘুরানো পাড়।

বগয়রহ—[আ.] গয়রহ, ইত্যাদি।

বগল—[আ. ব'গল] বি. বাহুমূল; পার্শ্ব (আমার জমির বগলে তার জমি)। **বগলদাবা**—দাবা দ্রঃ। **বগল বাজানো**—বগলে হাত পুরিয়া চাপ দিয়া শব্দ করা (উল্লাস প্রকাশক)।

বগলাস—বকলাস দ্রঃ।

† **বগলা, বগলামুখী**—দশ মহাবিদ্যার এক রূপ।

বগলী—[ফা] ণ. পার্শ্বস্থ (বগলী তাকিয়া—কোলবালিশ); বি. থলিয়া; কুস্তির প্যাঁচবিশেষ।

বগা—বক-শব্দের তুচ্ছার্থক রূপ (কাগা-বগা)।

বগি, বগী—[ইং. buggy] বি. চার-চাকা হাল্কা ঘোড়ার গাড়ী (বগী হাঁকানো); [ইং. bogie] রেলের যাত্রীবাহী গাড়ীর এক-একটি স্বতন্ত্র অংশ (একখানি ফার্স্টক্লাস বগী লাইনচ্যুত হয়েছে)।

বগী—বি. কাঁধা-নীচু কাঁসার থালা-বিশেষ।

† **বঙ্ক**—[বঙ্ক্ + অ] বি., ণ. বক্র, বঙ্কিম (বঙ্ক নেহারণী—বৈষ্ণব পদ); নদীর বাঁক, টেক; বাঁকমল, ণ. কুটিল, প্রতিকূল। **বঙ্কা**—ঘোড়ার জিন, পালান; ণ. বাঁকা। **বঙ্কবিহারী**—কৃষ্ণবিগ্রহ-বিশেষ।

বঙ্কিম—ণ. সুন্দর ভাবে বাঁকা (বঙ্কিম ঠাট, বঙ্কিম ভঙ্গি)। [সং. বঙ্ক + বাং. ইম (তুল্যার্থে)]। **বঙ্কিল**—কাঁটা। **বঙ্কু**—বঙ্কিম (সমাদরে ও অতি-পরিচয়ে)। **বেঁটে বঙ্কু**—বেঁটে-খাটো।

† **বঙ্ক্য**—ণ. বাঁকা, টেরা। [সং.]

বঙ্খুর—ণ. বক্রদেহ, কুব্জ (বামন বঙ্খুর পতি—ভারতচন্দ্র)। [দীয় ঔষধ-বিশেষ।

† **বঙ্গ**—[সং.] টিন, রাং। **বঙ্গভস্ম**—আয়ুর্বে-

† **বঙ্গ**—বি. বঙ্গদেশ (পূর্বে পূর্ব ও উত্তর বঙ্গকে বঙ্গদেশ বলা হইত, পশ্চিম বঙ্গকে বলা হইত রাঢ় ও গৌড়)। [বন্‌গ্ + অ]। **বঙ্গজ**—ণ. বঙ্গদেশজাত; পূর্ববঙ্গীয়; বি. কায়স্থ জাতির শ্রেণী-বিশেষ (বঙ্গজ কায়স্থ); সিন্দুর। **বঙ্গলিপি**—বাংলা বর্ণমালা অথবা বাংলা অক্ষর।

† **বঙ্গাল**—বাঙ্গাল দ্রঃ। **বঙ্গালী**—বাঙ্গালী দ্রঃ।

† **বচন**—[বচ্‌+অনট্‌] বি. বাক্য, কথা, উক্তি ; জ্ঞানগর্ভ বাক্য, উপদেশ (বৃদ্ধের বচন ; খনার বচন) ; (ব্যাকরণে) পদের সংখ্যাবোধকত্ব, number ; শাস্ত্রের মূল উক্তি (শাস্ত্র-বচন উদ্ধার করা)। **বচনগ্রাহী** (-হিন্‌)—ণ. কথার বাধ্য। **বচন-দেবতা**—বাগ্‌দেবতা। **বচন-বদ্ধ**—ণ. প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। **বচনবাগীশ**—ণ. বচনসর্বস্ব, কথাই যাহার সার। **বচনীয়**—ণ. কথনীয় ; নিন্দনীয় ; বি. লোকনিন্দা। **বচনীয়তা**—নিন্দনীয়তা, অপবাদ।

বচসা—[সং. বচস্‌—বাক্যের দ্বারা কৃত বিবাদ] বি. বিতণ্ডা, কথা কাটাকাটি, ক্রুদ্ধ বাক্য-বিনিময়।

বচ্ছর, বছর—বি. বৎসর। **বচ্ছরকার দিন**—যাহা বৎসরে একবার আসে এমন শুভদিন, পর্বদিন।

বজবজ—[হি. বজবজা] অব্য. পচিয়া বুদ্‌বুদযুক্ত অবস্থা প্রকাশ (পা দিলে বজবজ করে, পচা বজ-বজে। পচা ও কৃমিকীটপূর্ণ হইলে বুজবুজ—চুলে লিক বুজবুজ করছে ; লিকে বুজবুজে চুল)।

বজরা—বি. কাঠের কামরা ও ছাদযুক্ত পদস্থদের বাসোপযোগী বৃহৎ নৌকা।

বজরা, বাজরা—বি. খাদ্যশস্য-বিশেষ। [হি.]

বজা—[ফা. বজা] ণ., ক্রি-ণ. যথাযথ, কায়দা-মাফিক ; যথাস্থানে।

বজাজ—[আ. বজ্জাজ] বি. কাপড়ের ব্যবসায়ী।

বজায়—[ফা. বজাএ] ণ. অধিষ্ঠিত ; অক্ষুণ্ণ, বলবৎ (সাবেকী চাল বজায় রাখা ; তোমারই জেদ বজায় থাকুক)।

বজেট—[ইং. budget] বি. আয়ব্যয় ; বাৎসরিক আয়-ব্যয়ের বিবরণ। **ঘাটতি বাজেট**—যে বাৎসরিক আয়-ব্যয়ের বিবরণে আয়ের তুলনায় ব্যয় বেশী দেখা যায়।

বজ্জবান—[ফা. বদ্‌যবান] বি. গালাগালি, খারাপ কথা (সে-ই তো বজ্জবান বলেছে)। (কথ্য)

বজ্জাত—[ফা. বদ্‌জাত] ণ. নীচকুলজাত ; দুষ্ট, দুর্বুদ্ধি ; বি. **বজ্জাতি**—নষ্টামি, বদমায়েসি (তা'র হাড়ে হাড়ে বজ্জাতি)।

† **বজ্র**—[বজ্‌ (গমন করা)+র] বি. সশব্দে বিদ্যুৎ প্রকাশ, বাজ, কুলিশ, অশনি ; ইন্দ্রের অস্ত্র ; অতি শক্তিশালী অস্ত্র ; হীরক (বজ্রের মত কঠোর ; বজ্রসংকীর্ণ মণি) ; গুণনের চিহ্ন (×) ; প্রাচীন আগ্নেয়াস্ত্র ; (বৌদ্ধ মতে) শূন্যতা ; অবিনাশী তত্ত্ব ; ণ. কঠোর, দারুণ (বজ্র আঁটুনি ফসকা গেরো) ; কঠিন, দৃঢ় (বজ্র লেপ)। **বজ্রক**—বজ্রক্ষার। **বজ্রকণ্টক**—কুলেখাড়া। **বজ্রকন্দ**—শকরকন্দ আলু। **বজ্রকীট**—তীক্ষ্ণদন্ত কীটবিশেষ ; ঘুণ ; আঁইস-ওয়ালা কীটভুক্‌ গোসাপাকৃতি জীব-বিশেষ, বনরুই, pangolin। **বজ্রচর্মা** (-র্মন্‌)—গণ্ডার। **বজ্রচাপড়**—বিষম চপেটাঘাত। **বজ্রজিৎ**—গরুড়। **বজ্রজ্বালা**—বিদ্যুৎ। **বজ্রদন্ত, -দশন**—শূকর ; মূষিক। **বজ্রধর**—ইন্দ্র। **বজ্রনাদ**—বজ্রধ্বনি ; বজ্রের মত গুরুগম্ভীর শব্দ। **বজ্রপাণি**—ইন্দ্র। **বজ্রপাত**—বাজ পড়া। **বজ্রপুষ্প**—তিলফুল। **বজ্রবারক**—যাঁহাদের নাম করিলে বজ্রপাত নিবারিত হয় (যথা : জৈমিনি)। **বজ্রব্যূহ**—দুর্ভেদ্য ব্যূহ-বিশেষ। **বজ্রমণি**—হীরক। **বজ্রমুষ্টি**—অতি দৃঢ়মুষ্টি। **বজ্রযান**—তান্ত্রিক বৌদ্ধমত বিশেষ। **বজ্ররথ**—ক্ষত্রিয়। **বজ্রলেপ**—দুর্ভেদ্য প্রলেপ-বিশেষ। **বজ্রশলাকা**—বজ্রপাত নিবারণের জন্য ছাদে যে লৌহ-শলাকা স্থাপন করা হয়, lightning conductor। **বজ্রসার**—ণ. অতি কঠিন, বজ্রাঙ্গ। **বজ্রসূচি,-চী**—মণি বিদ্ধ করিবার হীরকসূচি। **বজ্রাগ্নি**—বিদ্যুৎ ('মার্জনা তোমার গর্জমান বজ্রাগ্নিশিখায়'—রবি)। **বজ্রাঘাত**—বাজ পড়া ; অতি কঠিন আঘাত। **বজ্রাঙ্গ**—ণ. যাহার অঙ্গ বজ্রের মত কঠিন ; বি. সর্প। **বজ্রাভ**—ণ. হীরকের মত দীপ্তিযুক্ত ; দুগ্ধ-পাষাণ। **বজ্রাসন**—যোগের আসন-বিশেষ। **বজ্রাস্ত্র**—আগ্নেয়াস্ত্র। **বজ্রাহত**—ণ. বজ্রাঘাত প্রাপ্ত ; অপ্রত্যাশিত বিপৎপাতে অথবা শোকে দিশাহারা। **বজ্রী** (-জ্রিন্‌)—বজ্রধারী ইন্দ্র।

† **বঞ্চক**—[বন্‌চ্‌+ণিচ্‌ +ণক] ণ., বি. প্রতারক ; চোর ; শৃগাল। **বঞ্চন, বঞ্চনা**—প্রতারণা ; যাপন (কাব্যে)। ণ. **বঞ্চিত**—প্রতারিত। **বঞ্চয়িতা** (-তৃ)—বঞ্চনাকারী। **বঞ্চা**—ক্রি. (পদ্যে) যাপন করা ; বাস করা ; ঠকানো ; বিহীন করা।

† **বট**—[বট্‌ (বেষ্টন করা)+অ—অধিক ভূমি বেষ্টনকারী] বি. বটগাছ, ন্যগ্রোধ ; বড় গাছ ; কড়ি, কপর্দক (তৈলবট) ; পিষ্টক-বিশেষ, বড়া। **বটবাসী** (-সিন্‌)—যক্ষ।

বট—ক্রি. হও (একা দেখি কুলবধূ কে বট আপনি

—শরৎচন্দ্র)। বটি—হই। বটে—হয়; অব্য. বিস্ময়সূচক, তাই নাকি (বটে, এত বড় আস্পর্ধা)!

বটকেরা—পরিহাস।

+ **বটপত্রী**—পাথর-কুচির গাছ।

বটবটী—[সং. বর্বটী] বি. বরবটী।

বটব্যাল—ব্রাহ্মণের উপাধি-বিশেষ।

+ **বটিকা, বটী**—বি. বড়ি; ঘুঁটি। [বট+কন্ +আপ্]

+ **বটু, বটুক**—বি. ছোট ছেলে; ব্রাহ্মণ-কুমার। [সং.]। **বটুক**—ভৈরব-বিশেষ। **বটুকরণ**—উপনয়ন দান।

বটুয়া—[হি.] বি. বন্ধ করিবার জন্য মুখে ফিতা দেওয়া ছোট থলে।

বটে—অব্য. সত্যই, প্রকৃতপক্ষে (হাঁ, পণ্ডিত বটে); বিস্ময়-সূচক (বটে, তার এই কথা!); ক্রি. হয়। **বটে-বটে**—তাই নাকি? **বটে রে**—শাসন-বাক্য (বটে রে এতবড় আস্পর্ধা!)।

বটের—[সং. বর্তক] বি. তিতির-জাতীয় পক্ষী, লাব।

বট্‌ঠাকুর—[বড় ঠাকুর] ভাশুর।

বড়—[সং. বড্র] ণ. বৃহৎ, প্রকাণ্ড (বড়বাজার); স্ফীত, স্থূল (বড় পেট); অধিক (বয়সে বড়); উচ্চ (বড় গলা, গাছ); মহৎ (বড় মন); দীর্ঘ, লম্বা (চুল বড় রাখা); বয়স্ক, বৃদ্ধ (বড়মিঞা); সুবিস্তৃত (বড় মাঠ); ধনী (বড়লোক); মানী, সম্ভ্রান্ত (বড় ঘরের ছেলে); গর্বিত, স্পর্ধিত (বড় মুখ, বড় বড় কথা); অত্যন্ত অতিরিক্ত (বড় বাড় হয়েছে); জ্ঞান ও মর্যাদা-সম্পন্ন (বড় ডাক্তার); নিদারুণ (বড় দুঃসংবাদ); বিশেষ, অনেক সময় (তোমাকে যে বড় দেখি না?); ক্রি.ণ. খুব (বড় লেগেছে); বিশেষভাবে (বড় খারাপ)। **বড় আদালত**—দেশের প্রধান বিচারালয়। **বড় একটা**—বিশেষ, তেমন (পান বড় একটা খাই না)। **বড় কথা**—স্পর্ধাপূর্ণ উক্তি; প্রধান বিষয়; বুড়ার মত কথা (ছোট মুখে বড় কথা)। **বড় গলা**—অসঙ্কুচিত অথবা স্পর্ধাপূর্ণ কথা-বার্তা, উচ্চকণ্ঠ। **বড় চাল**—পদস্থ ধনীর মত চালচলন। **বড়-ছোট**—বয়সে বড় অথবা ছোট; ধনী-গরীব; উচ্চনীচ। **বড়জোর**—ণ. ঊর্ধ্ব-পক্ষে, বেশি করিয়া ধরিলে। **বড়দরের**—ণ. উচ্চশ্রেণীর; বড় রকমের। **বড়দিন**—যীশুখৃষ্টের জন্মদিন, ২৫শে ডিসেম্বর। **বড় বার**—শনিবার। **বড় বাপ**—পিতামহ; জ্যেষ্ঠতাত। **বড়বাবু**—অফিসের প্রধান কেরাণী, হেডক্লার্ক। **বড় মানুষ**—ধনী লোক। **বড় মানুষি**—ধনীর যোগ্য আচরণ। **বড়মানুষী**—ণ. ধনী ও পদস্থের মত। **বড় মিঞা**—পরিবারের বা গ্রামের প্রধান বা বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তি; বাঘ। **বড় মুখ**—বিশেষ আশা বা আগ্রহ (বড় মুখ করে তোমার কাছে একখানা কাপড় চাইলে আর তুমি অমন দূর দূর করে তাড়িয়ে দিলে)। **বড় রাণী**—পাটরাণী। **বড়লাট**—বৃটিশ-শাসন-কালে ভারতের প্রধান শাসক। **বড়লোক**—ধনী, উচ্চশ্রেণীর লোক। **বড় হাজরি**—ইয়োরোপীয় অথবা ইঙ্গ-ভারতীয় প্রথায় দিবসের প্রধান আহার, dinner (বিপ. ছোট হাজরি—প্রাতরাশ)। **বড় হওয়া**—ক্রি. বৃদ্ধি পাওয়া; মহৎ বা খ্যাতিমান্ হওয়া।

বড়—বি. বিচালি দিয়া প্রস্তুত মোটা দড়ি; বটগাছ। **বড় নামা**—বটগাছের ঝুরি নামা।

+ **বড়বা**—বি. সমুদ্রের ঘোটকী: অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের মাতা। [সং]। **বড়বাগ্নি, বড়বানল**—বড়বার মুখস্থিত অগ্নি; সমুদ্রে দৃষ্ট অগ্নিবিশেষ।

বড়শী—বঁড়শী দ্রঃ। **বড়শী-যন্ত্র**—বড়শীর মত আলযুক্ত বিদ্ধ করিবার যন্ত্র।

• **বড়া**—বি. চটকাইয়া বা পিষিয়া ভাজা খাদ্য (ডালের, কলার, ডিমের বড়া); আঁটি (আমের বড়া—প্রাদে.)। [বল্+অচ্+আপ্]

বড়াই—বি. অহঙ্কার, গর্ব, গৌরব (ধনের বড়াই, রূপের বড়াই, বিদ্যার বড়াই)। [বাং. বড়+আই]

বড়াই, বড়ায়ি,-য়ী—বড় আয়ী, মাতামহী; বৃন্দাবনের বৃদ্ধা নারী যিনি রাধাকৃষ্ণের মিলন ঘটাইয়াছিলেন। **বড়াইবুড়ি**—অতি-বৃদ্ধা নারী।

বড়াল—বি. পদবী-বিশেষ।

বড়ি,-ড়ী—[সং. বটিকা] বি. বটিকা, গুলি; ছোট বড়া; ফেটানো ডালের রৌদ্রশুষ্ক ফাঁপা গুলি (ফুল বড়ি; বড়ির ঝোল)।

বডি, বডিস—[ইং. bodice] বি. স্ত্রীলোকের খাটো আঁটা জামা, চোলি, কাঁচুলি।

+ **বড়িশ,-শা,-শী**—বি. বঁড়শী। [সং]

বড়ু—[সং. বটু; বড়] বি. ব্রাহ্মণ-কুমার (বড়ু চণ্ডীদাস); ব্রহ্মচারী; ণ. সম্মানিত। (কোন কোন অঞ্চলে বড় মেয়েকে বড়ু বলিয়া ডাকা হয়, ছোট মেয়েকে বলা হয় ছুটু)।

বড়ুয়া—[বড়] বি. পদস্থ ব্যক্তি (বড়ুয়ার ঝি) ; (আসামে ও চট্টগ্রামে) উপাধি-বিশেষ।

বড়ে—[সং. বটিকা] বি; শতরঞ্চ খেলার সব চাইতে ছোট ঘুঁটি (দাবা-বড়ের খেলা)। **বড়ে টেপা**—বড়ের চাল দেওয়া; কোন কাজে সতর্কতা অবলম্বন পূর্বক অগ্রসর হওয়া।

বড্ড—[সং. বড্র] ক্রি-ণ., ণ. খুব, অত্যন্ত (বড্ড গরম পড়েছে ; বড্ড মারতো)। **বড্ড বার**—বড় বার, শনিবার (ব্যঙ্গার্থে, কেননা শনিবারকে অশুভ দিন মনে করা হয়)।

বণিক (-জ্)—[পণ্ +ইজ্] বি. সাধারণ ব্যবহার্য দ্রব্য ক্রয়-বিক্রয়কারী, ব্যবসায়ী, সওদাগর, বেনে। স্ত্রী. বণিকিনী। **বণিক্পথ**—বণিকের জীবনোপায়, বাণিজ্য। **বণিগ্বহ**—উষ্ট্র। **বণিগ্‌বৃত্তি,-মার্গ**—ব্যবসায়। **বণিজ্য**—বাণিজ্য।

+ **বণ্ট**—বি. ভাগ, অংশ; দা প্রভৃতির মুষ্টিতে ধরিবার স্থান, বাঁট। [বণ্ট +অ]। **বণ্টক**—ণ. বিভাজক, বণ্টনকারী; বি. অংশে ভাগ করা, বণ্টন ('ডালকুত্তাদের মাঝে করহ বণ্টক'—রবি); ণ. বণ্টিত (সম্পত্তি বণ্টক হয়ে গেছে)। **বণ্টন**—বিভাজন, বাঁটিয়াদেওয়া, অংশে ভাগ করিয়া বিতরণ। **বণ্টিত**—ণ. যাহা বণ্টন করা হইয়াছে।

+ **বণ্ঠ**—ণ. অবিবাহিত ; খর্ব ; বি. প্রাস অস্ত্র। [সং]।

+ **বণ্ঠর**—কুকুরের লেজ; বাঁশের কোঁড়া; কাঁচুলি।

+ **বণ্ড**—ণ. লাঙ্গুলহীন, বেঁড়ে; অবিবাহিত। [সং]

+ **বৎ**—সদৃশ, তুল্য (অন্য শব্দের যোগে—পিতৃবৎ, পশুবৎ)। স্ত্রী. **বতী**। [সং.]।

বতংস—বি. অবতংস, কর্ণাভরণ, শিরোভূষণ।

বতক—বি. পাতিহাঁস। [হি.]

বতর—(ব্রত ?) বি. ফসলের সময় (ধানের বতর; চৈতালির বতর)· চাষের সময়, যো; বীজ বুনিবার সময়। [অনুসারে।

বতারিখ—[ফা. বতারীখ] ক্রি.-ণ. তারিখ

বত্রিশ—[সং. দ্বাত্রিংশৎ] ৩২ এই সংখ্যা। **বত্রিশে**—বত্রিশ-সংখ্যক।

+ **বৎস**—[বদ্+স—যে সামর্থ্য প্রকাশ করে অথবা যাহাকে স্নেহ করিয়া কিছু বলা হয়] বি. শাবক; বাছুর; সন্তানবৎ স্নেহভাজন, বাছা। স্ত্রী. **বৎসা**। **বৎসক**—শাবক; সন্তান; ইন্দ্রযব। **বৎসকাম্যা**—যে নারী সন্তান কামনা করে। **বৎসতর**—ছোট বাছুর, যাহার বয়স এক বৎসর হইতে দুই বৎসরের মধ্যে। স্ত্রী. **বৎসতরী**—বক্না বাছুর। **বৎসদন্ত**—বৎসের দন্ত-সদৃশ অস্ত্র-বিশেষ। **বৎসনাভ**—বিষ-বিশেষ। **বৎসপাল**—শ্রীকৃষ্ণ ; বলদেব।

+ **বৎসর**—[বৎ (বাসকরা)+সর—যাহাতে ঋতু সকল বাস করে] বি. বার মাস কাল, বছর, বর্ষ।

+ **বৎসল**—ণ. স্নেহযুক্ত, প্রেমবান্ (ভক্তবৎসল ; স্বদেশ-বৎসল)। স্ত্রী. **বৎসলা**। বি. বাৎসল্য, **বৎসলতা**।

বদ—[ফা.] ণ. মন্দ, খারাপ, দুষ্ট (বদ-লোক ; বদের হাড্ডি ; বদখত) ; রুক্ষ (বদমেজাজ) ; অন্যায় (বদরাগী) ; অন্য, ভিন্ন (বদ রঙের তাস)। **বদ-আখ্‌লাখ**—ণ. মন্দ চরিত্রের, অভব্য। **বদ-ইন্তিজাম**—[ফা. বদইন্তিজামি] বেবন্দোবস্ত। **বদকাম**—কুকর্ম, ব্যভিচার। **বদকার**—ণ. কুক্রিয়াশীল। বি. **বদকারি**। **বদকিসমত**—ণ. ভাগ্যহীন, যাহার বরাত মন্দ। বি. **বদকিসমতি**—দুর্দৈব। **বদখত**—ণ. যাহার হাতের লেখা খারাপ; বেয়াড়া, অদ্ভুত (এমন বদখত লোক নিয়ে পড়েছি)। **বদখাসলত**—কু-অভ্যাস; ণ. কু-অভ্যাসযুক্ত। **বদখেয়াল**—খারাপ দিকে মতি; কুচিন্তা; অসার বিষয়ে ঝোঁক। **বদখো**—ণ. মন্দ স্বভাবের (প্রাদে.—**বদখোব**)। **বদ গন্ধ**—খারাপ গন্ধ। **বদ চলন**—মন্দ চালচলন। **বদ জবান, বজ্জবান**—অশিষ্ট কথা গালাগালি। **বদচঙ্গা**—ণ. বেয়াড়া ধরণের অদ্ভুত, অপছন্দ। **বদতমীজ, বত্তমীজ**—ণ. অভব্য। **বদনসল**—ণ. নীচকুলজাত। **বদদোয়া**—অভিসম্পাত। **বদ্‌দিয়ানত**—ণ. অসাধু। **বদনসীব**—ণ. দুর্ভাগ্য, মন্দ-কপাল। **বদনাম, বদনামি**—দুর্নাম নিন্দা। **বদনিয়ত**—ণ. যাহার উদ্দেশ্য মন্দ; বি. অসদভিপ্রায়। **বদবক্ত, বদবখ্‌ত**—ণ. দুর্ভাগ্য, হতভাগা (গালি)। বি. **বদবখ্‌তি**—ভাগ্যহীনতা। **বদবু**—দুর্গন্ধ। (বিপ.—খোশবু)। **বদমজা**—বিস্বাদ। **বদমাইশ, -মায়েশ,-মাস**—[ফা. বদমা'শ] ণ. দুষ্ট, দুর্বৃত্ত; ধড়িবাজ; অসচ্চরিত্র। বি. **বদমাইশি,-মায়েশি**—দুষ্টামি; শঠতা; অসচ্চরিত্রতা। **বদমেজাজ**—ণ. যে সহজেই রাগিয়া যায়, খিটখিটে। বি. **বদমেজাজি**—ক্রোধ, রগচটা ভাব। **বদ রক্ত**—দূষিত

রক্ত। **বদরঙ্**—ণ. বিবর্ণ, যাহার রঙ্ নষ্ট হইয়া গিয়াছে; যে রঙের তাস খেলা হইতেছে তাহা ভিন্ন অন্য রঙের। **বদরাগী**—অন্যায়ভাবে বা অযথা রাগিয়া যায় এমন। **বদ্‌রাহ্**—ণ. কুপথগামী; পাপী। **বদসুরত**—ণ. কুৎসিত। **বদহজম**—অপরিপাক। **বদহজমি**—অজীর্ণতা রোগ। **বদ হাওয়া**—খারাপ হাওয়া। **বদহাল**—দুরবস্থা, আরামহীন অবস্থা (বড় বদহালে আছি)।

+ **বদন**—[বদ্+অনট্—যদ্দ্বারা কথা বলা যায়] বি. মুখমণ্ডল; মুখবিবর। **বদনচন্দ্রমা** (-মস্)—চন্দ্রের মত বদন। **বদনমদিরা, বদনামৃত, বদনাসব**—থুথু।

বদন—[আ.] বি. শরীর। (**গুলবদন**—গোলাপগাত্রী; শাড়ী-বিশেষের নাম; **নাজুকবদন**—কোমলাঙ্গ অথবা কোমলাঙ্গী)।

বদনা—[সং. বর্ধনী] বি. নলযুক্ত ঘটি (মুসলমানদের ব্যবহৃত)।

বদর—[বদ্ (স্থির থাকা)+অর—যাহা ছিন্ন হইলেও পুনঃ পল্লবিত হয়] বি. কুলগাছ; কুল; কার্পাস ফল; শেয়াকুল। **বদরী, বদরিকা**—কুলগাছ; কুল। **বদরিকাশ্রম**—হিমালয় পর্বতের বিখ্যাত তীর্থস্থান, ব্যাসাশ্রম।

বদর—বি. বদরপীর, মাঝি-মাল্লারা নৌকা ছাড়িবার সময় ইঁহাকে স্মরণ করে (গাজী পাঁচপীর বদর)। [আ. বদ্‌র্=পূর্ণচন্দ্র]

বদল—[আ.] বি. পরিবর্তন (পাহারা বদল); বিনিময়। (**মালা-বদল**—পাত্রীর মালা পাত্রের গলায় দেওয়া, আর পাত্রের মালা পাত্রীর গলায় দেওয়া। **হাওয়া বদল**—বায়ু-পরিবর্তন)।

বদলা,-লী—[আ.] বি. পরিবর্ত; প্রতিশোধ (বদলা নেওয়া—প্রতিশোধ গ্রহণ করা)। **বদলা-বদলি**—বি. অদল-বদল; একের বস্তু অন্যের নেওয়া বা দেওয়া, পরস্পর বিনিময়।

বদলানো—ক্রি., বি. পরিবর্তন করা (বাসা বদলানো); বিনিময় করা (মালা বদলানো; শাড়ী বদলে আনা); ণ. বিনিময় বা পরিবর্তন করা হইয়াছে এমন। **মুখ বদলানো**—নূতন ধরণের খাদ্য গ্রহণ।

বদলি—ক্রি.-ণ. বদলে, পরিবর্তে, স্থলে, স্থলাভিষিক্ত হইয়া (বদলি খাটা); বি. পরিবর্ত; কর্মস্থল পরিবর্তন, স্থানান্তরে নিয়োগ (বদলির চাকরী; 'বদলি-প্রসাদে হয়ে আছি মোরা এক-দম ভবঘুরে'—রজনী সেন)। ণ. **বদলী**—কর্মচারীরূপে স্থানান্তরিত (প্রমোশন পেয়ে বদলী হয়েছে)। [নিয়মানুসারে।

বদস্তুর—[ফা.] ক্রি-ণ. দস্তুর মোতাবেক,

বদান্য—[বদ্+আন্য] ণ. দানশীল; মধুরভাষী; সুবক্তা। বি. **বদান্যতা**।

বদি, বদী—[ফা. বদী] ণ. মন্দ, অহিত; বি. কুকর্ম। (বিপ. নেকি—পুণ্য)। **বদিয়তি**—অন্যায়, কুকর্ম।

বদ্দি—[সং. বৈদ্য] বি. বৈদ্য জাতি; চিকিৎসক (ডাক্তার-বদ্দি)। (কথ্য)।

বদ্ধ—[বন্ধ্+ক্ত] ণ. বাঁধা (রজ্জুবদ্ধ); রুদ্ধ, বন্ধ (বদ্ধদ্বার); বন্দী (কারাবদ্ধ); জোড় করা, যুক্ত (বদ্ধপাণি); বিন্যস্ত (শ্রেণীবদ্ধ, ধারাবদ্ধ); ন্যস্ত, অর্পিত (কোষবদ্ধ; বদ্ধদৃষ্টি); সংহত (বদ্ধকবরী); দৃঢ় (বদ্ধমূল, বদ্ধপ্রতিজ্ঞ); গতিহীন (বদ্ধ জল); বেষ্টিত (সীমাবদ্ধ); পরিহিত (বদ্ধনেপথ্য); (বাং.) পুরাপুরি (বদ্ধ পাগল,-পাজি,-বধা,-কালা)। **বদ্ধচিত্ত**—ণ. যাহার চিত্ত কোন কিছুতে আকৃষ্ট বা স্থির হইয়াছে। **বদ্ধদৃষ্টি**—বি. স্থিরদৃষ্টি; ণ. যে কোন এক দিকে বা বস্তুর প্রতি চাহিয়া আছে। **বদ্ধপরিকর**—ণ. কোমর বাঁধিয়াছে এমন, কৃতসংকল্প; দৃঢ়সংকল্প। **বদ্ধপ্রতিজ্ঞ**—ণ. দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। **বদ্ধবৈর**—ণ. চিরশত্রু। **বদ্ধভূমি**—যে ভূমির তলদেশ গৃহরচনার উপযোগী মজবুত করা হইয়াছে। **বদ্ধমুষ্টি**—পাকানো মুঠ, দৃঢ়মুষ্টি; ণ. যে মুঠা পাকাইয়াছে; কৃপণ। **বদ্ধমূল**—ণ. দৃঢ়মূল, অনড় (বদ্ধমূল ধারণা)। **বদ্ধলক্ষ্য**—ণ. লক্ষ্যের প্রতি স্থির দৃষ্টি। **বদ্ধশিখ**—ণ. যে শিখা বন্ধন করিয়াছে। **বদ্ধাঞ্জলি**—ণ. অঞ্জলিবদ্ধ, কৃতাঞ্জলি।

ব-দ্বীপ—বি. নদীর মোহানাস্থিত প্রায় ব-অক্ষরের আকারবিশিষ্ট দ্বীপ, delta।

+ **বধ**—[হন্+অ] বি. হত্যা, হনন (জ্ঞাতি বধ); বধজনিত পাপ (বধের ভাগী); বধবিষয়ক বর্ণনা (মেঘনাদবধ)। **বধক**—ণ. বধকারী; ঘাতক। **বধকাম**—ণ. বধ করিতে অভিলাষী। **বধজীবী (-বিন্)**—ব্যাধ, কসাই। **বধনিগ্রহ**—প্রাণদণ্ড। **বধস্থলী**—বধের স্থান;

খাদ্যের জন্য পশুবধের স্থান, slaughter-house। **বধার্হ**—ণ. বধের যোগ্য।

* **বধির**—[বন্ধ্‌+ইর] ণ. যে কাণে শোনে না, কালা। বি. **বধিরতা**।

+ **বধূ**—[বহ্‌+উ অথবা বন্ধ্‌+উ—যাহাকে বহন করা হয় অথবা যে যুবকের মন বাঁধে] বি. নব বিবাহিতা ভার্যা; পত্নী; পুত্রবধূ; পুত্রবধূ-স্থানীয়া নারী; স্ত্রী-পশু (মৃগবধূ)। **বধূজন**—বধূ; যুবতী; স্ত্রীলোক। ***বধূটী**—বালিকা বধূ; নববধূ, পুত্রবধূ। **বধূৎসব**—পুষ্পোৎসব। **বধূ-ধন**—স্ত্রীধন। **বধূপক্ষ**—কন্যাপক্ষ। **বধূ-প্রবেশ**—নববধূর প্রথম পতিগৃহে গমনরূপ সংস্কার। **বধূমাতা (-তৃ)**—বউমা, পুত্রবধূ। **বধূসর,-সরা**—প্রাচীন নদী-বিশেষ (ভৃগুপত্নী পুলোমার অশ্রুজাত বলিয়া প্রসিদ্ধ)।

+ **বধোদ্যত**—ণ. বধ করিতে উদ্যত। **বধো-পায়**—মারিবার উপায়।

+ **বধ্য**—[বধ+যৎ] ণ. বধযোগ্য; বি. বলি। **বধ্যঘাতক**—যাহারা চোর প্রভৃতির শিরশ্ছেদ করিত। **বধ্যপট**—বধ্যের পরিধেয় রক্তবস্ত্র। **বধ্যপটহ**—বধকালে যে বাজনা বাজিত। **বধ্যপাল**—কারারক্ষক। **বধ্যভূমি,-স্থলী**—বধের স্থান, মশান।

+ **বন**—[বন্ (বিস্তৃত হওয়া)+অ] বি. বহুবৃক্ষাদি-যুক্ত স্থান, অরণ্য, কানন, জঙ্গল; জল (বনশোভন—বাংলায় তেমন প্রচলিত নয়); দশনামী সন্ন্যাসী-সম্প্রদায়ের এক সম্প্রদায়ের উপাধি (দশনামী দ্রঃ। বন মহারাজ)। **বনকদলী**—কাঠ-কলা। **বনকন্দ**—বন্য কচু ওল প্রভৃতি। **বনকপোত**—বন্য কপোতের মত পক্ষী, ঘুঘু। **বনকর**—বনবিভাগ যে রাজস্ব আদায় করে। **বনকার্পাসী**—বন্য কার্পাস। **বনকুক্কুট**—বনমোরগ। **বন-গহন**—নিবিড় বন। **বন-গো**—গো-সদৃশ বন্য পশু, গবয়। **বনগোচর**—অরণ্যচারী ব্যাধ; বনে বাসকারী অসভ্য মানুষ। **বনচন্দন**—অগুরু; দেবদারু। **বনচন্দ্রিকা**—মল্লিকা ফুল। **বনচর, বনেচর**—বনবাসী; ব্যাধ; বন্য পশু। **বন-চাঁড়াল**—ছোট গাছ-বিশেষ (পাতা ত্রিপর্ণ, গরমে মুড়িয়া যায়), Telegraph Plant. **বনজ**—ণ. বনজাত; বি. বনজাত বৃক্ষাদি; হস্তী; পদ্ম। **বনজঙ্গল**—ঝোপঝাড়। **বনজা**—অশ্বগন্ধা; মৌরি। **বনজ্যোৎস্না**—যাহা বনে জ্যোৎস্নার মত শোভা পায়, মল্লিকা। **বনদাব**—দাবানল। **বনদীপ**—চম্পক। **বনদেবতা**—বনের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। **বনদ্বিপ**—বনহস্তী। **বনধারা**—তরুশ্রেণী। **বনপতি**—বনের রাজা; ব্যাঘ্র। **বন-পল্লব**—সজনে গাছ। **বনপাংশুল**—নীচ লোক, ব্যাধ। **বনপাল**—সরকারী বনবিভাগের প্রধান কর্মচারী, conservator of forests. **বনপ্রিয়**—কোকিল। **বনবহ্নি**—দাবানল। **বনবাদাড়**—ঝোপঝাড়। **বন-বাস**—জঙ্গলে থাকা; জঙ্গলে নির্বাসন। **বন-বাসন**—খট্টাস। **বনবাসী (-সিন্)**—যে বনে বাস করে। স্ত্রী. **বনবাসিনী**। **বনবিড়াল**—বিড়াল জাতীয় বন্য প্রাণীবিশেষ। (**এই বিড়ালই বনে গেলে বনবিড়াল হয়**—অবস্থা বদলাইলে স্বভাবও অনুরূপ ভাবে বদলায়)। **বনবিহারী (-রিন্)**—ণ. বনচর; বি. শ্রীকৃষ্ণ। **বনভোজন**—চড়ুইভাতি। **বনমক্ষিকা**—দংশ-মক্ষিকা, ডাঁশ। **বন-মল্লিকা**—সুগন্ধ লতাপুষ্প-বিশেষ, কাঠমল্লিকা। **বনমানুষ**—লেজহীন বানর, ape; ওরাং-ওটাং। **বনমালা**—আজানুলম্বিত মালা। **বনমালী (-লিন্)**—শ্রীকৃষ্ণ। **বনমুক্**—যে জল মোচন করে, মেঘ। **বনযাত্রী**—বনবিহারী, শ্রীকৃষ্ণ। **বনরাজ**—সিংহ। **বনরাজি**—জঙ্গলের সারি। **বনলক্ষ্মী**—কদলী। **বনশূরণ**—বনকচু বা ওল। **বন-শোভন**—(জলের শোভাকর। বন=জল) পদ্ম। **বনস্পতি**—অশ্বত্থাদি বৃক্ষ (যাহার ফুল দেখা যায় না, কিন্তু ফল হয়); (আধুনিক বাং.) ঘিয়ের মত জমানো উদ্ভিজ্জ তেল, 'ভেজিটেবল ঘি'। **বনহাস**—কাশ তৃণ।

বনফ্‌শা—কাশ্মীরের শাক-বিশেষ (হেকিমী ঔষধ-রূপে ব্যবহৃত হয়)। [ঔষধ-বিশেষ।

বনবন—[ইং. bonbon] বি. কৃমির সুমিষ্ট

বন্‌বন্—অব্য. দ্রুত লাঠি ঘুরাইবার শব্দ; দ্রুত গমন বা ঘূর্ণনের ভাব।

বনবিবি—সুন্দরবনের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা-বিশেষ।

বনা—ক্রি. পরিণত হওয়া; পরিগণিত হওয়া (বেকুব বনা); মতের বা চালচলনের সঙ্গতি হওয়া (এদের সঙ্গে তোমার বনবে না)। **বনাবো**

—মতের বা চালচলনের সঙ্গতি সাধন করা, খাপ খাওয়ানো (বনিয়ে চলা) ; সামঞ্জস্য করা।

বনাত—বি. মোটা পশমী বস্ত্র-বিশেষ, baize।

বনান—[হি. বনানা] ক্রি. তৈয়ার করা, নির্মাণ করা (ব্রজবুলিতে ব্যবহৃত। বর্তমানে : বানানো)। **বনাব**—প্রস্তুত করিব। **বনায়ত**—রচনাকরে, সাজায়। **বনায়ল**—রচনা করিল।

বনানী—(অরণ্যানীর অনুকরণে গঠিত অ-সংস্কৃত শব্দ) বি. বন, মহাবন। **বনান্ত**—বনের প্রান্তভাগ। **বনান্তর**—অন্য বন।

বনাবনি—বি মিলমিশ, সদ্ভাব; বনিবনাও (গুদের সঙ্গে যে বনাবনি হবে মনে হয় না)। **বনাবন্‌তি**—বনাবনি।

বনাম—[ফা.] অব্য. ওরফে, alias ; বিরুদ্ধে, প্রতিদ্বন্দ্বিভাবে, versus।

† **বনায়ু**—বি. পারস্য দেশ। [সং]। **বনায়ুজ**—পারস্য দেশের ঘোড়া।

† **বনালি,-লী**—বি. বনরাজি। [বন+আলি,-লী]

† **বনাশ্রম**—বি. বনের বাসস্থান ; বানপ্রস্থ।

† **বনাশ্রয়**—বি. বন যাহাদের আশ্রয়, দাঁড়কাক।

† **বনিত**—[বন্ (যাচ্ঞা করা) + ক্ত] ণ. যাচিত ; সেবিত। **বনিতা**—অনুরক্তা ভার্যা ; প্রিয়া ; নারী। [মনের মিল।

বনিবনাও,-নাত,-নাদ—মিলমিশ; সদ্ভাব,

বনিয়াদ,-বনেদ—[ফা. বুনিয়াদ] বি. ভিত্তি ; আদি, মূল। (বুনিয়াদ দ্রঃ)। **বনিয়াদী, বনেদী, বুনিয়াদী**—ণ. যাহার বনিয়াদ আছে ; প্রাচীন ঐতিহ্যযুক্ত, সম্ভ্রান্ত (বনিয়াদী ভদ্রলোক—পুরুষানুক্রমে ভদ্রলোক) ; বংশগত ; প্রাচীন ও সম্ভ্রান্ত বংশের, কুলগৌরব-সম্পন্ন বা অনুযায়ী (বনেদী ভদ্রলোক ; বনেদী চালচলন)। **বনিয়াদী শিক্ষা**—বিশেষ পদ্ধতির প্রাথমিক শিক্ষা ইহাতে হাতের কাজ শিক্ষার উপরে জোর দেওয়া হয়, basic education।

† **বনী** (-নিন্)—বানপ্রস্থাবলম্বী। [বন+ইন্]

† **বনীকরণ**—নূতন বন সৃষ্টি করা, afforestation. [বন+চ্বি+করণ]।

বনুই—[হি. বহিনুই] বি. ভগিনীপতি (গ্রাম্য)।

† **বনেচর**—বনচর দ্রঃ।

বনেটি, -টী—[বহ্নিযষ্টি] বি. দুই প্রান্তে মশাল জ্বালা বড় লাঠি, উৎসবাদিতে ঘুরানো হয় (মহরমের বনেটি)।

বনেদ—বি. বুনিয়াদ দ্রঃ। **বনেদ কাটা**—গৃহের ভিত্তি স্থাপন করিবার জন্য মাটি কাটা। ণ. **বনেদী**—বনিয়াদী দ্রঃ।

বনোয়ারি, বনয়ারী—শ্রীকৃষ্ণ। [বনমালী]

বন্ত—যুক্ত (জ্ঞানবন্ত ; ভাগ্যবন্ত)। [সং. বৎ]

বন্তি, বন্‌তি—বি. বনিবনাও। [বাং.]

বন্দ—[ফা. বন্দ্] বি. বাঁধ, পরিমাপ (পঁচিশের বন্দ ঘর = ১৫ হাত লম্বা ১০ হাত চওড়া ঘর) ; ফসল, ক্ষেত (পূর্ববঙ্গে বলা হয়) ; সজ, লাগালাগি অবস্থা (এক বন্দে দশ বিঘা জমি)।

† **বন্দক**—ণ., বি. বন্দনাকারী, স্তুতি-পাঠক [বন্দ+অক]। **বন্দন, বন্দনা**—স্তব, স্তুতি (বন্দনা-গান রচিলা কুমার—রবি) ; প্রণাম (চরণবন্দনা) ; উপাসনা। **বন্দনমালা**—উৎসব উপলক্ষ্যে ঝুলানো মঙ্গলসূচক মালা। **বন্দনীয়**—ণ. স্তবনীয় ; নমস্য। স্ত্রী. **বন্দনীয়া**—নমস্যা।

বন্দর—[ফা.] বি. সমুদ্র বা নদীর তীরে যেখানে বাণিজ্যার্থ জাহাজাদি আসে ; বাণিজ্যের স্থান।

† **বন্দি**—[সং.] ণ. অবরুদ্ধ, আটক, বন্দী ; [বাং.] ক্রি. বন্দনা করি ('বন্দি তোমায় ভারতজননী') ; ণ. বদ্ধ (বাক্‌সবন্দি)।

† **বন্দিত**—ণ. স্তুত, পূজিত ; পূজনীয়। [বন্দ্+ক্ত]

† **বন্দিগ্রাহ, বন্দিচৌর**—বি. সিঁদেল চোর।

বন্দিনী—ণ. বন্দনাকারিণী। [বন্দিন্ (বন্দী)+ঈপ্] ; অবরুদ্ধা, কারারুদ্ধা (বন্দিনী সীতা)। [বন্দী+বাং. ইনী]।

বন্দিপাঠ—বি. স্তব-গান ; স্তুতি-বিষয়ক গ্রন্থ।

বন্দিশ—[ফা. বন্‌দিশ] বি. যাহা বাঁধা হয় বা গড়িয়া তোলা হয়, বাঁধুনি ; ব্যবস্থা ; পাগড়ী।

বন্দিশা,-সা—বি. জমি প্রভৃতির চতুর্দিকের বেষ্টনী, enclosure।

বন্দী—[ফা.] ণ. অবরুদ্ধ, আটক ; শত্রুহস্তে পতিত (যুদ্ধে বন্দী হওয়া) ; কারারুদ্ধ ; বি. অবরুদ্ধ বা কারারুদ্ধ বা শত্রুহস্তে পতিত ব্যক্তি ('বন্দী আমার প্রাণেশ্বর'—'বঙ্কিম)। স্ত্রী. বন্দিনী। **বন্দীকৃত**—ণ. যাহাকে আটক করা হইয়াছে। **বন্দীশালা**—কারাগার।

বন্দী (-ন্দিন্)—ণ. বন্দনাকারী, স্তুতিপাঠক (সূত মাগধ বন্দী) ; বি. যে সকালে গান করিয়া রাজার ঘুম ভাঙায়। স্ত্রী. বন্দিনী। [বন্দ্+ণিন্]।

বন্দুক—[তুর্ক. বন্দুক্] বি. সুপরিচিত আগ্নেয়াস্ত্র।

বন্দুক মারা—বন্দুক দিয়া শিকার করা।

বন্দে—[সং.] ক্রি. বন্দনা করি, নমস্কার করি। **বন্দে মাতরম্**—মাতাকে অর্থাৎ দেশমাতাকে বন্দনা করি ; বঙ্কিমচন্দ্রের রচিত সুপ্রসিদ্ধ জাতীয় সঙ্গীতের প্রথম চরণ।

বন্দেগী,-গি—(বন্দার বা গোলামের কর্ম) বি. সশ্রদ্ধ অভিবাদন (বন্দেগি জাহাঁপনা) ; প্রার্থনা, পরমেশ্বরের সমীপে দাস্যভাব নিবেদন (এবাদত বন্দেগী করা—বিধিবদ্ধভাবে পরমেশ্বরের আরাধনা করা ; তাঁহার সমীপে দাস্যভাব জ্ঞাপন করা)।

বন্দেজ—[ফা. বন্দিশ] বি. বিধি-ব্যবস্থা, শৃঙ্খলা (বিলি বন্দেজ। কথ্য : **বন্দেজি**)।

বন্দোবস্ত—[ফা.] বি. ব্যবস্থা, আয়োজন (খাবার বন্দোবস্ত) ; শৃঙ্খলা, পরিপাটি (সুবন্দোবস্ত হয়েছে) ; (জমিদারী পরিভাষা) পত্তন, ভাড়া, জমা (জমি বন্দোবস্ত-নেওয়া, দেওয়া ; দশ-সালা বন্দোবস্ত)।

† **বন্দ্য**—[বন্দ্ +য] ণ. বন্দনীয়, পূজ্য। **বন্দ্যঘটি**—বাঙালী ব্রাহ্মণের গাঁই-বিশেষ। **বন্দ্য-বংশ**—পূজ্য বংশ ; বন্দ্যোপাধ্যায় বংশ। **বন্দ্যোপাধ্যায়**—ব্রাহ্মণের উপাধি-বিশেষ (ইঁহাদের আদি পুরুষের বন্দ্যঘট গ্রামে বাস-হেতু—বন্দ্যঘট গ্রামের অন্য নাম ছিল বাঁড়ুর, সেজন্য ইঁহাদের বাড়ুয্যেও বলা হয়)।

† **বন্ধ**—[বন্ধ্ +অ] বি. বন্ধনী, বাঁধন (কটিবন্ধ) ; গ্রন্থি ; বন্ধন ; রোধ, বাধা ('বন্ধ নাশিবে') ; বৃন্ত (শাখাবন্ধে ফল যথা—রবি) ; পাশ, নিগড় (বাহুবন্ধ ; কর্মবন্ধ) ; অবয়বের যথাযথ সংস্থান বা সংযোগ (পর্যঙ্কবন্ধ—যোগাসন-বিশেষ ; রতি-বন্ধ) ; নির্মাণ, রচনা, বিন্যাস (সেতুবন্ধ ; ছন্দো-বন্ধ) ; (বাং.) কর্মবিরতি (অফিসের বন্ধ) ; ছুটি, অবকাশ (পূজার বন্ধে) ; ণ. বদ্ধ ; রুদ্ধ (জানালা বন্ধ করা) ; রহিত (যাওয়া বন্ধ হওয়া) ; যাহার কাজ স্থগিত হইয়াছে (উৎসব, অফিস বন্ধ হওয়া) ; বিরত, যাহা থামিয়াছে ('বন্ধ করো না পাখা' ; পড়া বন্ধ) ; আবৃত, মুদ্রিত, নিমীলিত (বই বন্ধ করা)।

• **বন্ধক**—বি. দেনা শোধের কড়ারে কিছু গচ্ছিত রাখা ; ঐরূপে গচ্ছিত দ্রব্য (বাড়ীখানা বন্ধক দেওয়া হয়েছে)। [বন্ধ্ +অক]। **বন্ধকী**—ণ. বন্ধক-সম্বন্ধীয় (বন্ধকী তমসুক ; বন্ধকী কারবার) ; বি. যে স্ত্রী পুরুষের মন বন্ধন করে, অসতী।

• **বন্ধন**—[বন্ধ্ + অনট্] বি. বদ্ধ করণ, বাঁধা ; যাহা বাঁধে বা রোধ করে (স্ত্রী-পুত্রই তো সংসারের বন্ধন) ; বন্ধনদ্রব্য, রজ্জু, নিগড় প্রভৃতি ; বস্ত্র দিয়া ক্ষত ব্রণ প্রভৃতি বন্ধনের বিভিন্ন পদ্ধতি ; রচনা (কবরী-বন্ধন) ; বন্দীকরণ ; আটক (বন্ধনদশা) ; বৃন্ত (বন্ধনভঙ্গ)। **বন্ধন-স্তম্ভ**—হাতী বাঁধার থাম। **বন্ধনালয়, বন্ধনাগার**—কারাগার। **বন্ধনী**—পরস্পর অভিমুখ বক্র রেখাদ্বয় যাহার ভিতরে বিশেষ বক্তব্য কিছু থাকে, bracket ; বন্ধন-রজ্জু। **বন্ধনীয়**—ণ. বন্ধনের যোগ্য। **বন্ধয়িতা** (-তৃ)—ণ. বন্ধনকারী, নিয়ন্ত্রয়িতা।

• **বন্ধু**—[বন্ধ্ +উ—যে স্নেহের দ্বারা মন বন্ধন করে] বি. স্বজন, জ্ঞাতি, কুটুম্ব ; বিশ্বাসভাজন ও উপকারক, হিতৈষী (আমি তোমার শত্রু নই, বন্ধু) ; প্রীতিপাত্র, সখা, মিত্র, সুহৃৎ ('অত্যাগ-সহনো বন্ধুঃ') ; বঁধু, প্রণয়ী (শ্যামবন্ধু) ; বান্ধুলি পুষ্প। **বন্ধুকৃত্য**—জ্ঞাতির করণীয় কর্ম ; সম্পদে-বিপদে সখার করণীয় কার্য। **বন্ধুবিচ্ছেদ**—সুহৃৎ-বিয়োগ ; মিত্রের সহিত মনান্তর। **বন্ধুহীন**—যাহার আপনার বলিতে কেহ নাই। **বন্ধুতা, বন্ধুত্ব**—সখ্য, মৈত্রী, সৌহার্দ্য। **বন্ধুদত্ত**—ণ. বন্ধুর দেওয়া ; বি. স্ত্রীধনবিশেষ, বিবাহে কন্যা মাতৃকুল ও পিতৃকুলের আত্মীয়-স্বজনের নিকট হইতে যে ধন পায়।

• **বন্ধুক, বন্ধূক, বন্ধুজীব, বন্ধুজীবক**—বি. বান্ধুলি ফুলের গাছ ; রক্তবর্ণ বান্ধুলি ফুল ('সিংহ-গ্রীব বন্ধুজীব অধরের তুল'—কৃত্তিবাস)। [সং]

বন্ধুয়া—বঁধু, প্রণয়ী (কাব্যে ব্যবহৃত)।

• **বন্ধুর**—ণ. উঁচুনীচু, অসমতল, এবড়োখেবড়ো, নতোন্নত (বন্ধুর পথ) ; সুন্দর, রম্য ; বধির। বি. **বন্ধুরতা, বন্ধুরত্ব**। **বন্ধুরগাত্রী**—ণ. (যাহার গা উঁচুনীচু অর্থাৎ) স্তন উন্নত হইয়াছে এমন, যুবতী। স্ত্রী **বন্ধুরা**—কুলটা। [বন্ধ্ +উর]

* **বন্ধুল**—বি.,ণ. বন্ধুক বৃক্ষ ; অসতীর পুত্র ; বন্ধুক পুষ্প। **বন্ধুলি**—বাঁধুলি ফুলের গাছ।

• **বন্ধ্য**—[বন্ধ্ +য] ণ. ফলশূন্য, অফল ; ব্যর্থ ; অনুর্বর। স্ত্রী. **বন্ধ্যা**—যে স্ত্রীর সন্তান হয় না, বাঁঝা। **বন্ধ্যাপুত্র**—বন্ধ্যার পুত্রের মত অসম্ভব কিছু।

বন্নক—বি. রঙ, হরিদ্রা, মৃত্তিকা ইত্যাদি যাহা দ্বারা কুম্ভকার কাঁচা মাটির হাঁড়িতে লেপ দেয়। [বর্ণক]

† **বন্য**—[বন+য] ণ. বনে জাত, বুনো, বনের

(বন্য ফুল ; বন্য বরাহ) ; বনবাসী (বন্য জাতি), অসভ্য, বর্বর (বন্য স্বভাব)। স্ত্রী. **বন্যা**। **বন্য-বৃত্তি**—যে বন্য ফলমূল খাইয়া জীবন ধারণ করে।

† **বন্যা**—[বন(জল)+য+আপ্] বি. জলরাশি ; জল-প্লাবন, বান। **বন্যা-সিকস্তি**—বন্যার ফলে ভূমিক্ষয়।

† **বপন**—[বপ্+অনট্] বি. ক্ষেতে বীজ ছড়ানো ; বীজ বোনা ; গর্ভাধান ; বয়ন ; ক্ষৌরকর্ম ; ক্ষুর। স্ত্রী. **বপনী**—মাকু ; তাঁতঘর। **বপনীয়**—ণ. বপনযোগ্য (বীজ)।

† **বপু**—[সং. বপুস্—বপ্+উস্—কর্মরূপ বীজের বপন-ক্ষেত্র, অথবা যাহা দিন দিন বৃদ্ধি পায়] বি. শরীর, দেহ ; প্রশস্ত আকৃতি। **বপুপ্রকর্ষ**—দেহের বৃদ্ধি। **বপুষ্টমা**—[বপুস্+তমা] সর্বাঙ্গশোভনা নারী ; জন্মেজয়পত্নী। **বপুষ্মান্** (**-ষ্মৎ**)—সুন্দর শরীরযুক্ত ; শরীরী, মূর্ত।

† **বপ্তব্য**—[বপ্+তব্য] ণ. বপনযোগ্য (বীজ)। **বপ্তা** (**-প্তৃ**)—বপনকারী, কৃষক ; পিতা ; কবি।

† **বপ্র**—[বপ্+র] বি. পরিখা খননের ফলে যে মৃত্তিকাস্তূপ সৃষ্ট হয়, প্রাকার, rampart ; তট, তীর ; সানুদেশ ; ক্ষেত্র, ভূমি ; আলি ; ধূলি। **বপ্রক্রিয়া, -ক্রীড়া, -কেলি**—পশুগণ দন্ত অথবা শৃঙ্গের আঘাতে মৃত্তিকা উৎখাত করিয়া যে খেলা করে, উৎখাতকেলি। **বপ্রমঙ্গল**—প্রাচীন কালের রাজাদের হলকর্ষণ উৎসব। **বপ্রী**—উইয়ের ঢিপি।

ব-ফলা—ব্যঞ্জন বর্ণের সহিত ব-অক্ষরের সংযোগ।

ববম্ বম্—অব্য. গাল বাদ্যের শব্দ।

* **বভ্রু**—বি. পিঙ্গল বর্ণ ; অগ্নি। **বভ্রুবাহন**—অর্জুন ও চিত্রাঙ্গদার পুত্র।

বম্—অব্য. গালের শব্দ। **বম্-ভোলা**—ভোলানাথ ; চতুর্দিকে কি ঘটিতেছে সে সম্বন্ধে উদাসীন (বম্-ভোলা হয়ে বসে থাকা)।

† **বমন**—[বম্+অনট্] বি. উদ্গিরণ ; বমি ; নিঃসারণ ; যে ঔষধে বমন হয়। ণ. **বমিত**—উদ্গীর্ণ ; বি. উদ্গীর্ণ দ্রব্য।

বমাল, বামাল—[ফা. বামাল] ক্রি.-ণ. জিনিস অর্থাৎ চোরাই জিনিস সমেত (চোর বামাল ধরা পড়েছে—'বামাল সমেত' বলা ভুল, যদিও বঙ্কিমচন্দ্র লিখিয়াছেন)।

বমি—বমন (ভেদবমি) ; বমন-করা দ্রব্য। [বম্+ই]। **বমি-বমি**—বমি হইবে এমন বোধ।

বম্বু—[ইং. bamboo] বি. বাঁশ, বাঁশের বৃহৎ টুকরা (ইষ্টিমারের খালাসীদের ভাষা)।

বয়—[আ.] বিক্রয় (বয়নামা) ; [ফা: বু] বি. গন্ধ ; দুর্গন্ধ। **বয় করে**—দুর্গন্ধ অথবা কড়া গন্ধ বোধ হয় (পূর্ববঙ্গে প্রচলিত)। **খোশবয়**—সুগন্ধ (গ্রাম্য)।

বয়—[ইং. boy] বি. ছোকরা ভৃত্য (বিশেষতঃ হোটেল ইত্যাদিতে) ; খানসামা (বয়-বাবুর্চি—খানসামা ও বাবুর্চি অথবা বালক-ভৃত্য ও বাবুর্চি)।

†**বয়ঃ**—[বী (গতি)+অস্] বি. বয়স ; জীবন-কাল ; বাল্য কৈশোর যৌবন বার্ধক্য ইত্যাদি দশা (বয়ঃসন্ধি) ; যৌবন (বয়স্থ) ; বার্ধক্য (বয়স্ক) ; সাবালকত্ব (প্রাপ্তবয়স্ক)। **বয়ঃক্রম**—বয়স (পাঁচ বৎসর বয়ঃক্রম কালে)। **বয়ঃপ্রাপ্ত**—যৌবনে উপনীত, সাবালকত্ব প্রাপ্ত। **বয়ঃশত**—শতবর্ষ। **বয়ঃসন্ধি**—আয়ুর দুই বিভাগের সন্ধিকাল, বাল্য ও যৌবনের অথবা যৌবন ও বার্ধক্যের সন্ধিকাল ; যৌবন সঞ্চার। **বয়ঃস্থ, বয়স্থ**—যৌবনপ্রাপ্ত ; প্রৌঢ় ; বৃদ্ধ। স্ত্রী. **বয়স্থা**—যুবতী ; বয়ড়া।

বয়কট—[ইং. boycott] বি. বর্জন, পরিহার, ত্যাগ (প্রায়শঃ রাজনীতিক উদ্দেশ্যে—স্কুল, কলেজ, আদালত বয়কট) ; একঘরে করা।

বয়ড়া, বয়রা—[বিভীতক] বি. বহেড়া ; ণ. [বধির] কালা।

বয়ত্—[আ. বয়ত্] বি গৃহ, মন্দির (অন্য শব্দের সহিত যুক্ত হইয়া ব্যবহৃত হয়)। **বয়তুল্লাহ**—আল্লাহ্‌র ঘর, কাবাগৃহ। **বয়তুল্‌মাল**—রাজ্যের ভাণ্ডার-গৃহ (এরূপ গৃহে যে-সব মাল বা ধনরত্ন সঞ্চিত হইত তাহা মুসলমান জনসাধারণের মধ্যে বিতরিত হইত)। [বজা]।

বয়দা—[আ. বয়্‌দা] বি. ডিম (গ্রাম্য—বদা বা

বয়ন—বয়ান, মুখ। (কাব্যে। [বদন]

† **বয়ন**—বি. বোনা (বস্ত্র বয়ন ; বয়নশিল্প—weaving)। [বে+অনট্]

বয়নামা—[ফা. বয়্-নামা] বি. বিক্রয়-কবালা ; নীলামে বিক্রীত জমির দলিল।

বয়লার—[ইং. boiler] বি. যাহাতে বাষ্পীয় যন্ত্রের বাষ্প তৈয়ারী হয় ; সিদ্ধ করিবার পাত্র।

বয়স—[সং. বয়ঃ] বি. জন্ম হইতে আজ পর্যন্ত অতিক্রান্ত বৎসরের সংখ্যা, বয়ঃক্রম (বয়স ছিল আট—রবি); যৌবন ; পরিণত বয়স (বয়স হলো, বুদ্ধি

হলো না)। **বয়স কালে**—যৌবন কালে (বয়স কালে ভালই দেখাত)। **বয়স-দোষ**—যৌবন বয়সে যে সব দোষ সহজেই ঘটে। **বয়স-ফোঁড়া**—প্রথম যৌবনে মুখে যে সব ব্রণ দেখা দেয়। **বয়স যাওয়া**—যৌবন অপগত হওয়া। **বয়স-সন্ধি**—যৌবনের সূচনা। **বয়স হওয়া**—পরিণত বয়স লাভ করা, অনেক বয়স হওয়া, ভালমন্দ বুঝিবার বয়স হওয়া। **বয়সা ধরা**—যৌবনের সূচনায় কণ্ঠস্বর ভিন্ন রকমের হওয়া। (গ্রাম্য)। **বয়সের গাছ-পাথর নাই**—এত বৃদ্ধ যে তাহার সমবয়সী গাছ বা পাথরও (পালা-পাথর?) আর দেখিতে পাওয়া যায় না। **বয়সী**—বয়স্ক; এক বয়সের (তোমার বয়সী হবে)। **আধাবয়সী**—যাহার অর্ধেক বয়স অর্থাৎ যৌবনকাল গত হইয়াছে (বুড়া নয়, আধাবয়সী)। (গ্রাম্য ও কথ্য—বয়েস)।

+ **বয়স্ক**—ণ. বয়সযুক্ত (তরুণ-বয়স্ক); প্রবীণ; সাবালক। + **বয়স্থ**—বয়ঃস্থ (বয়ঃ দ্রঃ)। + **বয়স্য**—বি. সমান বয়সের সখা; সহচর। স্ত্রী. **বয়স্যা**। **বয়স্য ভাব**—সখ্য। [বয়স্+য] + **বয়স্বী** (-স্বিন্)—ণ. পূর্ববয়স্ক; বর্ষীয়ান্; বি. পরিণত বয়স্ক জীব, adult।

বয়া—[ইং. buoy] বি. নদী বা সমুদ্রের চড়া নির্দেশক ভাসমান বৃহৎ পিপা।

বয়াটে—ণ. বখাটে।

বয়ান—[সং. বদন] বি. মুখমণ্ডল, মুখ। (কাব্যে)

বয়ান—[আ.] বি. বর্ণনা, বিবরণ, কাহিনী; দলিলাদির বিশেষ ভাষা (কবালার বয়ান)।

বয়ার—বি. বন্য মহিষ ('যত সব পয়ারে বয়ার জুটে'—দীনবন্ধু)। [বাং]।

বয়েত—[আ.] বি. দুই চরণের কবিতা ('কোরাণেতে বয়েত আছে দুনিয়াদারি ক্যাবল মিছে'—দীনবন্ধু); বাণী; শ্লোক (সাদীর বয়েত)।

বয়েস, বয়াম, বৈয়াম—বএম দ্রঃ।

বয়েল—বি. বলদ, যে গরু গাড়ী টানে; নির্বোধ তালকানা লোক (গ্রাম্য—বৈল)। **বয়েল-গাড়ী**—গরুর গাড়ী।

+ **বয়োগুণ**—বয়োধর্ম। [বয়স্+ধর্ম]। **বয়োজ্যেষ্ঠ**—ণ. বয়সে বড়। **বয়োঽতীত**—ণ. যাহার বয়স অতীত হইয়াছে, বৃদ্ধ। **বয়োধর্ম**—বয়সের স্বাভাবিক ধর্ম বা প্রবণতা, বয়সের গুণ। **বয়োধিক**—ণ. বয়োজ্যেষ্ঠ, প্রবীণ। **বয়োবৃদ্ধ**—ণ. বয়সে বড়; বৃদ্ধ। **বয়োবৃদ্ধি**—বয়স বাড়া, বড় হওয়া।

+ **বর**—[বৃ (প্রার্থনা করা) + অ] বি. প্রার্থনীয় বস্তু বা বিষয়, দেবতা ঋষি রাজা প্রভৃতির নিকট হইতে যে অভীষ্ট লাভ হয় (বর মাগা); বরদানার্থ দেবতা বা ব্রাহ্মণের কৃত করভঙ্গী বা মুদ্রা-বিশেষ (বরাভয়); স্বামী, পতি (সইয়ের বর); বিবাহের পাত্র, কন্যা যাহাকে পতিরূপে অভিলাষ করে (বরকনে); ণ. শ্রেষ্ঠ, উত্তম, প্রধান (মুনিবর, তরুবর); সুন্দর, রমণীয়, মনোমোহন (বরবপু; বরনারী; বরনাগর)। **বরকনে**—বিবাহের পাত্র ও পাত্রী, বরবধূ। [বরকন্যা]। **বরকর্তা** (-র্তৃ)—বরের পিতা বা পিতৃস্থানীয় অভিভাবক। **বরকেতু**—ইন্দ্র। **বর কামান**—বিবাহ কর্মোপলক্ষে বরের ক্ষৌরকর্ম-বিশেষ। **বরচন্দন**—দেবদারু; অগুরু। **বরদ**;-**দা**;-**আরী**—পরে দ্রঃ। **বরপক্ষ**—বরযাত্র, বরের স্বজন। **বরপুত্র**—পরে দ্রঃ। **বরপ্রস্থান**—বরপক্ষের কন্যা-গৃহের অভিমুখে প্রস্থান। **বরবর্ণিনী**—পরে দ্রঃ। **বরভোজন**—বিবাহের পরদিন বরের সহিত বরপক্ষের ও কন্যাপক্ষের লোকজনের সামাজিক ভোজন। **বরমাল্য**, -**যাত্র**,-**যাত্রী**,-**যুবতী**, -**রামা**,-**রুচি**—পরে দ্রঃ। **বরসজ্জা**—বরের জন্য প্রয়োজনীয় সাজপোষাক শয্যাদ্রব্য ও তৈজস-পত্রাদি। **মিতবর**—কোলবর। **শাপে বর হওয়া**—যাহা শাপ বা সমূহ ক্ষতিকর জ্ঞান করা হইয়াছিল তাহারই বর অর্থাৎ বিশেষ কল্যাণকর হওয়া (চাকরিটা গিয়ে তার শাপে বর হল)। **বরের ঘরের পিসি, কনের ঘরের মাসি**—দুই পক্ষেরই সঙ্গে সমানভাবে সম্পর্কিত ব্যক্তি।

বরই—[সং. বদরী; হি. বইর] বি. কুল। (প্রাদে)

বরং—[সং. বরম্] অব্য. অপেক্ষাকৃত ভাল; তাহার পরিবর্তে, পক্ষান্তরে (সে গিয়ে আর কি করবে, বরং তুমিও যাও)।

বরকত—[আ.] বি. কল্যাণপ্রদ শক্তি (আপনার দোয়ায় বরকতে ভালই আছি); সৌভাগ্য; প্রাচুর্য, পর্যাপ্তি (ঘুষের টাকায় বরকত নাই; এত টাকা আনি, কিন্তু কিছুতেই আর বরকত হচ্ছে না)।

বরকন্দাজ—[ফা. বরক্+অন্দাষ—যে বন্দুক দিয়া গুলি করে] বি. সিপাহী, শরীর-রক্ষক; প্রহরী; চাপরাশী।

বরখন্তি, বরিখন্তি—[সং. বর্ষন্তি] ক্রি. বর্ষণ করিতেছে, বৃষ্টিপাত হইতেছে (ব্রজবুলি)।

বরখা—বর্ষা, বর্ষাকাল। (কাব্যে)।

বরখাস্ত—[ফা.] ণ. পদচ্যুত (বরখাস্ত করা; বরখাস্ত হওয়া); ভঙ্গ (কাছারি বরখাস্ত হওয়া)। **বরখাস্তী**—ণ. পরিত্যক্ত, কাজের অযোগ্য (বরখাস্তী জমি)।

বরখিলাফ,-খেলাফ,-খেলাপ—[ফা. বর-খিলাফ] বি. প্রতিশ্রুতি আদেশ ইত্যাদির অন্যথা-চরণ, প্রতিকূল আচরণ (হুকুমের বরখেলাপ কেন করলে? কথার বরখেলাপ করা ভাল নয়)।

বরগা—[পর্তু. verga] বি ছাদের নীচে কড়ি-কাঠের উপরে আড়াআড়ি ভাবে বসানো সরু লোহা বা কাঠ, rafter। **কড়ি-বরগা গণা**—ছাদের দিকে চাহিয়া শূন্যমনে সময় কাটানো।

বরগা, বর্গা—বি ভাগে ফসল উৎপাদনের বন্দোবস্ত। [বাং.]। **বর্গাদার, বর্গাইত**—যে ব্যক্তি বর্গা বন্দোবস্ত লয় অর্থাৎ ফসলের ভাগ পাইবার চুক্তিতে পরের জমি চাষ করে, ভাগচাষী। **বর্গা দেওয়া**—এরূপ চুক্তিতে ফসল উৎপাদনের ব্যবস্থা করা।

বরজ—[আ. বুর্জ] বি. ছাউনি-দেওয়া ও ঘেরা পানের ক্ষেত। [পরিবর্তে।

+ **বরঞ্চ**—[সং. বরম্+চ] অব্য. বরং, তাহার

+ **বরণ**—[বৃ+অনট্] বি. সাদর বা সশ্রদ্ধ অভ্যর্থনা বা গ্রহণ বা নিয়োগ (সভাপতির পদে বরণ; জামাতৃবরণ; বধূবরণ); দেবতাকে বা জামাতাকে অভ্যর্থনাসূচক অনুষ্ঠান-বিশেষ; পতিরূপে গ্রহণ; নির্বাচন, মনোনয়ন; প্রার্থনা; বরুণ বৃক্ষ। ণ. **বরণীয়**—বরণযোগ্য; পতি-রূপে স্বীকার্য। **বরণকুলা,-ডালা**—বরণ করিবার ধান্যদূর্বাদিপূর্ণ কুলা অথবা ডালা। **বরণমালা**—যে মালা দিয়া পতিরূপে বরণ করা হয়। **বরণাঙ্গুরী**—বিবাহকালে যে অঙ্গুরীয় দিয়া জামাতাকে বরণ করা হয়।

বরণ—[সং. বর্ণ] বি. রং (কাব্যে অথবা কথ্য ভাষায় ব্যবহৃত—সোনার বরণ কালি হয়ে গেছে)। **কালোবরণ**—শ্রীকৃষ্ণ; কৃষ্ণবর্ণ।

বরতরফ—[ফা.] বরখাস্ত (চাকরি থেকে বর-তরফ হয়ে গেছে)। বি. **বরতরফি**।

+ **বরদ**—ণ. অভীষ্টদাতা। [বর-দা+ক]। স্ত্রী. **বরদা** (হে বরদে তব বরে চোর রত্নাকর কাব্যরত্নাকর কবি—মধু); দুর্গা। **বরদা-চতুর্থী**—মাঘ মাসের শুক্লা চতুর্থী। [বিশেষ।

বরদলই, বরদলৈ—আসামের সম্ভ্রান্ত উপাধি-

বরদার—[ফা.] বি. যে বহন করে; ভৃত্য, সেবক (অন্য শব্দের সহিত যুক্ত হইয়া ব্যবহৃত হয়—ফরমা-বরদার; হোক্কা-বরদার)।

বরদাস্ত—[ফা. বরদাশ্ত্] বি. সহ্য (এমন জুলুম কে বরদাস্ত করবে? গ্রাম্য—বরদস্ত)।

+ **বরনারী**—বি. শ্রেষ্ঠা রমণী; অতি সুন্দরী নারী।

+ **বরপুত্র**—বি. বরপ্রাপ্ত পুত্রস্থানীয় বা ভক্ত; দেবতার অনুগৃহীত ব্যক্তি (সরস্বতীর বরপুত্র)।

বরফ—[ফা. বর্ফ্] বি. জমাট জল, তুষার (শীতকালে এখানে বরফ পড়ে)।

বরফট্টাই—বি. বড়াই, মিথ্যা জাঁক বা আস্ফা-লন। [সং বাহ্বাস্ফোট?]

বরফি,-ফী—জমাট চৌকা মিঠাই-বিশেষ; লম্বা ধরণের চৌকোণা গড়ন। **বরফি খোপ**—বরফির আকৃতির খোপ।

বরবটী—[সং. বর্বটী] বি. সিম-জাতীয় কলাই-বিশেষ, মহামাষ।

+ **বরবর্ণ**—(শ্রেষ্ঠ বর্ণ যার) বি. স্বর্ণ। স্ত্রী. **বরবর্ণিনী**—উত্তমা স্ত্রী, প্রসাধনের দ্বারা মার্জিতশ্রী নারী; সাধ্বী ("শীতে সুখোষ্ণসর্বাঙ্গী গ্রীষ্মে যা সুখশীতলা ভর্তৃভক্তা চ যা নারী সা ভবেদ্ বরবর্ণিনী")।

বরবাদ—[ফা.] ণ. নষ্ট, অপব্যয়িত, বিফলীকৃত, বিধ্বস্ত (বরবাদ হওয়া বা করা)। বি. **বর-বাদি**—বিনাশ, অপচয়।

+ **বরমাল্য**—বি. বরকে যে মাল্য দ্বারা বরণ করা হয়; পাকা দেখার কালে ভাবী বরকে যে মালার দ্বারা অভ্যর্থিত করা হয়।

বরযাত্র, বরযাত্রী—বি. বিবাহকালে যাহারা বরের সঙ্গে যায় (কথ্য—বরযাত্তির)।

+ **বরয়িতা (-তৃ)**—বি. যাহারা প্রতিনিধি নির্বাচিত করে; পাণিগ্রাহক, পতি। স্ত্রী. **বরয়িত্রী**—স্বয়ম্বরা; পত্নী।

+ **বরযুবতি,-তী**—সুদর্শনা যুবতী, বরবর্ণিনী।

+ **বররামা**—বরনারী।

+ **বররুচি**—ণ. সুদর্শন; পরমপ্রীতিযুক্ত; বি. বিক্রমাদিত্যের নবরত্নের অন্যতম; পাণিনির সুপ্রসিদ্ধ ভাষ্যকার কাত্যায়ন।

বরশা, বর্শা—বি. ক্ষেপণাস্ত্র-বিশেষ, ভল্ল, সড়কি।

বরষ—বর্ষ, বৎসর (কাব্যে ব্যবহৃত)।

বরষা—বর্ষা (সেদিন বরষা ঝরঝর ঝরে—রবি)।

বরা—[সং বরাহ] বি. শূকর ; বন্যবরাহ।

† **বরাঙ্গ**—বি. শ্রেষ্ঠ অঙ্গ ; মস্তক ; উপস্থ ; ণ. শ্রেষ্ঠ অঙ্গযুক্ত। **বরাঙ্গনা**—সুন্দরী নারী ; শ্রেষ্ঠা নারী। স্ত্রী. **বরাঙ্গা, বরাঙ্গী**।

† **বরাট**—[সং] বি. কপর্দক ; রজ্জু ; অধম জন ; উপাধি-বিশেষ। **বরাটক**—পদ্মবীজ-কোষ ; রজ্জু। স্ত্রী. **বরাটিকা**—কপর্দক ; যাহা একান্ত মূল্যহীন। **বরাটিয়া**—তুচ্ছ, নগণ্য।

বরাত—[আ.] বি. অপরের উপরে কাজ করিবার ভার (নিজে করতে পারলে না, বরাত দিয়ে এসেছে, কাজ যা হবে তা জানা কথা) ; কাজের ভার (একটা বরাত আছে সেটা মিটিয়ে যাব) ; ফরমাস ; চিঠি ; ভাগ্য, কপাল (বরাত মন্দ তাই দেখা হলনা) ; বরযাত্রী। **বরাতি**—বরযাত্রী ; দূত ; কর্তাভজা সম্প্রদায়ের শিষ্য (গুরু—মহাশয়)। **বরাতী**—ণ. যে বিষয়ের ভার অপরকে দেওয়া হইয়াছে ; ভার দিবার জন্য (বরাতী চিঠি) ; দরকারী ; পরিশোধের ভার অপরকে দিয়া গৃহীত (বরাতী টাকা)।

বরাদ্দ—[ফা. বর্-আওর্দ] ণ. নির্দিষ্ট, নির্ধারিত (শিক্ষার খাতে পাঁচ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে) ; বি. নির্ধারিত পরিমাণ ব্যবস্থা বা অর্থ (ডাক্তারটির বরাদ্দ)। [স্ত্রী.+আপ্]

† **বরাননা**—ণ. সুমুখী, সুদর্শনা। [বর+আনন,

† **বরানুগমন**—বি. বরযাত্রীরূপে বরের সঙ্গে গমন। ণ. **বরানুগামী**। [বর+অনুগমন]

বরাবর—[ফা.] ণ. তুল্য, সমান, সমকক্ষ (কারো চেয়ে কেউ কম নয়, দুজনেই বরাবর যায়) ; অব্য. সম্মুখে, সমীপে, নিকটে ; দিকে, প্রতি (বাড়ী বরাবর ধাওয়া ; হুজুরের বরাবর আরজ) ; সটান, সিধা (বরাবর পূব দিকে) ; চিরদিন সবসময় (বরাবর এই ভুল করে আসা হয়েছে)। বি. **বরাবরি**—প্রতিযোগিতা। **বরাবরেষু**—সমীপে, সমীপেষু।

† **বরাভয়**—বি. হাতের মুদ্রা-বিশেষ, বরদান ও অভয়দানসূচক হস্তভঙ্গি। **বরাভরণ**—বিবাহ-কালে বরকে প্রদত্ত যৌতুকাদি। [বর+অভয়, বর+আভরণ]

বরামদ—[ফা. বর্-আমদ্—বহির্গত বা বহির্গমন] বি. অতিশয় অনুনয়-বিনয় বা সাধাসাধি (বহু খোসামোদ-বরামদ করে ফিরিয়ে এনেছি)। ণ. **বরামুদে**—অতিশয় খোসামুদে।

† **বরারোহ**—ণ. বি. যাহার মধ্যদেশ সুন্দর ; হস্তী ; যে শ্রেষ্ঠ বাহন হস্তীতে আসীন। স্ত্রী. **বরারোহা**—যে নারীর আরোহ অর্থাৎ নিতম্ব পশস্ত, নিতম্বিনী। [উত্তমা, দুর্গা।

† **বরালিকা**—বি. যাহার আলি অর্থাৎ সহচরী

বরাশি—(যাহা উত্তমরূপে আবৃত করে) বি. মোটা কাপড়। (গ্রাম্য বারাশে—মোটা খাটো কাপড়)।

† **বরাসন**—বি. সম্মানিত আসন ; বিবাহকালে বরের আসন ; সিংহাসন। [বর+আসন]।

† **বরাহ**—(যে অভীষ্ট অর্থাৎ মুস্তাদি লাভের জন্য আঘাত করে, অথবা যিনি বর নামক অসুরকে আঘাত করিয়াছিলেন) বি. শূকর ; বিষ্ণুর অবতার-বিশেষ। **বরাহ-পুরাণ**—বরাহ-অবতার বিষয়ক পুরাণ। **বরাহমিহির**—প্রাচীন ভারতীয় জ্যোতির্বিদ্, বিক্রমাদিত্যের নব-রত্নের অন্যতম।

বরিষণ—বি. বর্ষণ, বৃষ্টিপাত ; বৃষ্টিধারার ন্যায় পতন (কাব্যে)। **বরিষা**—বর্ষা (কাব্যে—বরিষার কালে সখী প্লাবন পীড়নে কাতর প্রবাহ—মধু)।

† **বরিষ্ঠ**—[উরু (প্রধান)+ইষ্ঠ] ণ. শ্রেষ্ঠতম, প্রধানতম (বরিষ্ঠ আদালত—High Court) ; বি. তাম্র ; মরিচ ; তিত্তিরি পক্ষী।

বরীয়ান্ (-য়স্)—[উরু+ঈয়স্] ণ. শ্রেষ্ঠ, বলিষ্ঠ ; অতি যুবা। স্ত্রী. **বরীয়সী**।

† **বরুণ**—[বৃ+উন—যিনি পৃথিবী বেষ্টন করেন] বি. জলের দেবতা (পাশ ইহার অস্ত্র, ইনি পশ্চিম দিকের দিক্‌পাল)। **বরুণানী**—বরুণের পত্নী। **বরুণালয়**—সমুদ্র।

বরুয়া—বড়ুয়া দ্রঃ।

† **বরেণ্য**—ণ. বরণীয়, শ্রেষ্ঠ, প্রধান (দেশবরেণ্য নেতা)। [বৃ+এণ্য]

† **বরেন্দ্র**—বি. রাজা, সম্রাট্। **বরেন্দ্র-ভূমি**—বর্তমান রাজসাহী অঞ্চল। **বরেন্দ্রী**—বরেন্দ্র ভূমি। **বরেশ্বর**—শিব ; বিষ্ণু ; কৃষ্ণ।

† **বর্গ**—[বৃজ্+অ—ভিন্নজাতীয় হইতে পৃথকী-কৃত] বি. স্বজাতীয়সমূহ, দল, গণ (মনুষ্যবর্গ, নৃপতিবর্গ) ; একই স্থান হইতে উচ্চারিত বর্ণ-

সমূহ, স্পর্শ বর্ণের শ্রেণীবিভাগ (ক-বর্গ, প-বর্গ) গ্রন্থের পরিচ্ছেদ; সমান অঙ্কদ্বয়ের গুণফল, square; বর্জন; (বাং.) বনিবনাও। **বর্গক্ষেত্র**—যে ক্ষেত্রের দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ সমান, square। **বর্গমূল**—বর্গের মূল সংখ্যা, square-root (৪-এর বর্গমূল ২)।

বর্গা—বরগা দ্রঃ।

বর্গি,-গী—[ফা. বার্গীর] বি. লুণ্ঠন-প্রিয় মহারাষ্ট্রীয় সৈন্যদল, নবাব আলীবর্দী খাঁর সময়ে বাংলাদেশে ইহাদের অত্যাচার অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছিল ('ছেলে ঘুমালো পাড়া জুড়ালো বর্গী এল দেশে')। **বর্গীর হাঙ্গামা**—বর্গীদের দ্বারা বাংলায় ব্যাপক লুঠতরাজের ব্যাপার।

+ **বর্গীয়, বর্গ্য**—ণ. বর্গস্থিত, স্পর্শবর্ণের অন্তর্গত (বর্গীয় ব); বর্গ সম্বন্ধীয়, পক্ষভুক্ত।

+ **বর্চঃ (-র্চস্)**—বি. তেজ, প্রভা, কান্তি; শুক্র; মল (**বর্চঃ-কুটীর**—পায়খানা)। **বর্চস্বী (-স্বিন্)**—ণ. তেজস্বী; রূপবান্।

বর্জন—[বৃজ্ + অনট্] বি. পরিত্যাগ, পরিহার (মৎস্য-মাংস বর্জন; লক্ষণ-বর্জন)। ণ. **বর্জনীয়, বর্জ্য**—ত্যাজ্য। **বর্জয়িতা** (-তৃ) —বর্জনকারী। **বর্জিত**—ণ. পরিত্যক্ত, বাদ-দেওয়া (পাণ্ডব-বর্জিত দেশ); রহিত (পাদপ-বর্জিত প্রান্তর)। [বৃজ্ + ক্ত]।

বর্জাইস—[ইং. bourgeois] বি. ছাপার ক্ষুদ্র অক্ষর বিশেষ (এই শব্দকোষ বর্জাইসে ছাপা)।

বর্ণ—[বর্ণ্ + অ] বি যাহা দ্বারা রঞ্জিত করা যায়, রং; সৌন্দর্য; জাতি (বর্ণে ব্রাহ্মণ); (জ্যোতিষে) রাশি-অনুসারে জাতকের শ্রেণীবিভাগ (বিপ্র-বর্ণ); অক্ষর (বর্ণমালা); হস্তীর পৃষ্ঠস্থিত চিত্রিত কম্বলাদি, হাওদা; প্রশংসা, স্তব (লব্ধ-বর্ণ—প্রসিদ্ধিপ্রাপ্ত পণ্ডিত); গীতক্রম। **বর্ণক**—অঙ্গরাগ; চন্দন; বর্ণনাকারী, স্তুতিপাঠক। **বর্ণকূপিকা**—দোয়াত। **বর্ণচোরা**—ণ. বর্ণ বা বাহ্য লক্ষণ দেখিয়া যাহার প্রকৃত অবস্থা বুঝিতে পারা যায় না (**বর্ণচোরা আম**—যে আম পাকিলেও কাঁচার মত দেখায়)। **বর্ণজ্ঞানহীন**—ণ. নিরক্ষর। **বর্ণজ্যেষ্ঠ**—ব্রাহ্মণ। **বর্ণতুলি,-লিকা**—যে তুলির দ্বারা চিত্র করা হয়। **বর্ণদাত্রী**—হরিদ্রা। **বর্ণদারু**—যে কাষ্ঠে রং প্রস্তুত হয়। **বর্ণদূত**—লিপি, পত্র। **বর্ণদূষক**—জাতিনাশক। **বর্ণদ্বিজ**—ক্রিয়া-কলাপহীন ব্রাহ্মণ, নিকৃষ্ট ব্রাহ্মণ। **বর্ণধর্ম**—বিভিন্ন জাতির জন্য নির্দিষ্ট ধর্মকর্ম। **বর্ণপাত্র**—চিত্রকরের রং-এর পাত্র। **বর্ণপ্রকর্ষ**—রঙের উৎকৃষ্টতা; কৌলীন্য। **বর্ণবিপর্যয়**—শব্দে বর্ণের স্থানের পরিবর্তন। **বর্ণবৃত্ত**—বর্ণের সংখ্যার দ্বারা নিয়মিত ছন্দ। **বর্ণবিশ্লেষণ**—রং-এর বিশ্লেষণ অথবা শব্দের অন্তর্গত অক্ষর-সমূহের বিশ্লেষণ। **বর্ণমাতৃকা**—সরস্বতী। **বর্ণমাতা**—লেখনী। **বর্ণমালা**—কোন ভাষার অক্ষর-সমষ্টি, alphabet। **বর্ণবর্তিকা**—তুলি। **বর্ণবতী**—হরিদ্রা। **বর্ণলিপি**—বর্ণমালার লেখ্য রূপ। **বর্ণশ্রেষ্ঠ**—ব্রাহ্মণ। **বর্ণ-সংযোগ**—সবর্ণ স্ত্রী-পুরুষের বিবাহ। **বর্ণসঙ্কর,-সংকর**—মিশ্রজাতি, অনুলোম বা প্রতিলোমবিবাহ-জাত সন্ততি। **বর্ণহীন**—ণ. পতিত; বিবর্ণ।

+ **বর্ণন**—বি. রং লাগানো বা করা; বর্ণনা করা; বিবৃতি; ব্যাখ্যান; গুণকথন, স্তুতি। [বর্ণ্ + অনট্]। **বর্ণনা**—বিবরণ; পরিচয়। **বর্ণনা-কুশল**—ণ. বর্ণনায় দক্ষ। **বর্ণনাতীত**—ণ. যাহা বর্ণনা করিয়া প্রকাশ করা যায় না। **বর্ণনাপত্র**—মোকদ্দমায় প্রতিবাদীর লিখিত বক্তব্য, জবাব, written statement.

+ **বর্ণনীয়**—বর্ণনযোগ্য।

বর্ণা—ক্রি. বর্ণনা করা (বর্ণিতে, বর্ণিল)।

+ **বর্ণানুক্রম**—বি. অক্ষর-পারম্পর্য। [বর্ণ + অনুক্রম]। ণ. **বর্ণানুক্রমিক**—বর্ণ-পরম্পরা অনুযায়ী, alphabetical।

+ **বর্ণান্ধ**—ণ. বর্ণের পার্থক্য বুঝিতে অক্ষম। [বর্ণ + অন্ধ]। বি. **বর্ণান্ধতা**—রং চিনিতে অক্ষমতা। **বর্ণালী (-লি)**—ত্রিপার্শ্ব কাচ ইত্যাদির মধ্য দিয়া নির্গত আলোকরশ্মি নানা রঙে বিভক্ত অবস্থা, spectrum.

+ **বর্ণাশ্রম**—বি. ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় প্রভৃতি বর্ণ এবং ব্রহ্মচর্য গার্হস্থ্য প্রভৃতি আশ্রম; বর্ণ ও আশ্রমযুক্ত সমাজ-ব্যবস্থা। **বর্ণাশ্রম ধর্ম**—যে ধর্ম-ব্যবস্থায় বর্ণ ও আশ্রম সম্পর্কিত করণীয়-সমূহ পালন করিতে হয়, বেদ ও স্মৃতি-অনুমোদিত ধর্ম।

+ **বর্ণিত**—ণ. বিবৃত, ব্যাখ্যাত; স্তুত। [বর্ণ্ + ক্ত]

+ **বর্ণী (-র্ণিন্)**—ণ., বি. ব্রহ্মচারী; চিত্রকর; লেখক; ণ. রূপবান্। স্ত্রী. **বর্ণিনী**—নারী; লেখিকা; চিত্রকরী।

† **বর্ত্তন**—বি. বৃত্তি, জীবিকা; অবস্থিতি। [বৃৎ +অনট্]। **বর্ত্তনী**—তুলার পাঁজ। **বর্ত্তনার্থী (-র্থিন্)**—জীবিকাপ্রার্থী।

† **বর্ত্তমান**—[বৃৎ+শানচ্] ণ. জীবিত; বিদ্যমান, উপস্থিত (ক্ষোভের কারণ বর্ত্তমান আছে); আধুনিক, যাহা চলিতেছে (বর্ত্তমান যুগ); উপস্থিত কাল (অতীত বর্ত্তমান ভবিষ্যৎ)।

বর্ত্তা—ক্রি. রক্ষা পাওয়া; থাকা; বাঁচা; কৃতার্থ হওয়া, নিজেকে ভাগ্যবান্ মনে করা (যা বাজায় হয়েছে, তাতে লাভ থাকুক, আসল পেলেই বর্তে যাই)। **বেঁচে-বর্ত্তে থাকা**—বাঁচিয়া থাকা)। **বর্ত্তানো**—ক্রি. অর্শানো (বাপের সম্পত্তি ছেলেতে বর্তায়, এই তো সাধারণ নিয়ম)।

† **বর্ত্তি,-র্ত্তী, বর্ত্তিকা**—বি. প্রদীপের সলিতা; বাতি; শলাকা; তুলি। [বৃৎ+ই, ঈ,+ক +আপ্]।

† **বর্ত্তিত**—ণ. সম্পাদিত, নিষ্পাদিত; নির্মিত। [বৃৎ+ণিচ্+ক্ত]। **বর্ত্তিতব্য**—ণ. স্থিতিশীল। **বর্ত্তিষ্ণু**—ণ. স্থিতিশীল। **বর্ত্তিষ্যমান**—ণ. ভাবী, ভবিষ্যৎ।

† **বর্ত্তুল**—ণ. বৃত্ত-সদৃশ, গোলাকার; বি. গোলক, sphere; বাঁটুল। [বৃৎ+উল]। স্ত্রী. **বর্ত্তুলা**—টেকোর বাঁটুল।

‡ **বর্ত্ম (-ত্মন্)**—বি. পথ, রাস্তা; মার্গ; আচার; কর্মমার্গ; চোখের পাতা। [সীসা। [সং.]।

† **বর্দ্ধ**—বি. বৃদ্ধি, পূরণ; ছেদন; বামনহাটি গাছ;

† **বর্দ্ধক**—ণ. যাহা বৃদ্ধি করে (শ্লেষ্মাবর্দ্ধক; অগ্নিবর্দ্ধক); পূরক; ছেদনকারী, ছুতার। [বৃধ্ +অক]। **বর্দ্ধকি,-কী**—সূত্রধর।

† **বর্দ্ধন**—[বৃধ্+অনট্] বি. বৃদ্ধি; উপচয়; [বৃধ্+ণিচ্+অনট্] বৃদ্ধি করা; ণ. বৃদ্ধিকারক (আনন্দবর্দ্ধন); আনন্দ বা গৌরব বৃদ্ধিকারী (ইক্ষ্বাকু-কুলবর্দ্ধন); গজদাঁত; ছেদন (নাভিবর্দ্ধন—বাংলায় তেমন ব্যবহার নাই)। স্ত্রী. **বর্দ্ধনী**—যাহা আবর্জনা ছেদন করে; সম্মার্জনী, ঝাঁটা, ঝাড়ন; শব বহনের আধার; ঘটী; বদনা।

† **বর্দ্ধমান**—ণ. যাহা বাড়িতেছে (অনুদিন বর্দ্ধমান) বি. পশ্চিম বঙ্গের সুপরিচিত জেলা ও নগর; এরণ্ড; জৈন ধর্মগুরু মহাবীর; শরা। [বৃধ্+শানচ্]। **বর্দ্ধমানক**—ণ. বৃদ্ধিশীল; বি. এরণ্ড বৃক্ষ।

† **বর্দ্ধয়িতা (-তৃ)**—ণ. বর্দ্ধনকারী; পালক। [বৃধ্+ণিচ্+তৃচ্]।

† **বর্দ্ধাপন**—বি. নাড়ীচ্ছেদন সংস্কার; সম্বর্দ্ধনা, জন্মদিনে অভিনন্দনের উৎসব। [সং]।

† **বর্দ্ধিত**—[বৃধ্+ণিচ্+ক্ত] ণ. বৃদ্ধিপ্রাপ্ত; বাড়ানো হইয়াছে এমন (বর্দ্ধিত করভার); পূরিত; ছিন্ন। [শীল (বর্দ্ধিষ্ণু পরিবার)।

† **বর্দ্ধিষ্ণু**—[বৃধ্+ইষ্ণু] ণ. বর্দ্ধনশীল; অভ্যুদয়-

* **বর্ব্বর**—ণ. অসভ্য, অমার্জিত প্রকৃতির; জবরদস্তিপ্রিয়; নীচ, পাশবিক; নিষ্ঠুর; মূর্খ, নির্বোধ (গ্রাম্য—বব্বর); বি. বাবরি চুল; কালো বাবুই তুলসী। বি. **বর্ব্বরতা**। [সং.]। **বর্ব্বরী**—বাবুই তুলসী। **বর্ব্বরীক**—বাবুই তুলসী; বামনহাটি গাছ; বাবরি চুল; মহাকাল।

‡ **বর্ম্ম**—[বৃ+মন্—যাহা দেহ আবৃত করে] বি. কবচ; সাঁজোয়া। **বর্ম্মধর**—কবচধারী। **বর্ম্মিত, বর্ম্মী (-র্ম্মিন্)**—বর্ম-পরিহিত।

বর্ম্মা—ব্রহ্মদেশ, Burma; ক্ষত্রিয়ের উপাধিবিশেষ। **বর্ম্মা চুরুট**—উগ্রগন্ধ মোটা চুরুটবিশেষ। **বর্ম্মী**—ব্রহ্মদেশের অধিবাসী; ণ. ব্রহ্মদেশে প্রস্তুত বা তৎদেশ সম্বন্ধীয়।

বর্শা—বল্লম, সড়কি, spear।

† **বর্ষ**—[বৃ+ষ] ণ. প্রধান, শ্রেষ্ঠ, মুখ্য, বরেণ্য; কন্দর্প। স্ত্রী. বর্ষা—স্বয়ংবরা কন্যা।

† **বর্ষ**—[বৃষ্+অচ] বি. বর্ষণ, বৃষ্টি; বৎসর; জম্বুদ্বীপের অংশ (নয়টি: কুরু হিরণ্ময় রম্যক ইলাবৃত হরি কেতুমাল ভারত ভদ্রাশ্ব ও কিম্পুরুষ); মেঘ। **বর্ষকর**—ণ. বর্ষণকারী; বি. মেঘ। **বর্ষকরী**—ঝিঁঝিঁ পোকা। **বর্ষকাল**—এক বৎসর পরিমিত কাল। **বর্ষকেতু**—রক্ত পুনর্ণবা। **বর্ষকোষ**—দৈবজ্ঞ। **বর্ষজ**—ণ. বৃষ্টি বা মেঘ হইতে উৎপন্ন; জম্বুদ্বীপজাত। **বর্ষজীবী (-বিন্)**—ণ. মাত্র এক বৎসর বাঁচে এমন, annual (plant)। **বর্ষণ**—[বৃষ্+অনট্] বৃষ্টিপাত ('বর্ষণ-হর্ষভরা ধরণীর' —রবি); বৃষ্টি, ধারায় পতন; [বৃষ্+ণিচ্+অনট্] বৃষ্টি করণ; ছড়াইয়া অথবা ধারার আকারে নীচে ফেলা (পুষ্পবর্ষণ, লাজবর্ষণ); প্রচুর নিক্ষেপ বা দান (অগ্নি, অনুগ্রহ বর্ষণ)। **বর্ষত্র,-ত্রাণ**—ছাতা। **বর্ষধর,-বর**—নপুংসক, খোজা। **বর্ষপঞ্চক**—পর পর পাঁচ বৎসর। **বর্ষ পর্ব্বত**—জম্বুদ্বীপের সীমা-সূচক

সাতটি পর্বত (হিমবান হেমকূট নিষধ মেরু শ্বেত নীল শৃঙ্গবান্)। **বর্ষপাত**—বৃষ্টিপাত। **বর্ষ-প্রিয়**—চাতক পক্ষী। **বর্ষ-প্রতিবন্ধক**—অনাবৃষ্টি। **বর্ষ-প্রবেশ**—নববর্ষের সূচনা। **বর্ষবৃদ্ধি**—বয়োবৃদ্ধি; জন্মতিথি। **বর্ষমান**—বৃষ্টিপাত-পরিমাপক যন্ত্র। **বর্ষশত**—এক-শত বৎসর, শতাব্দী কাল। **বর্ষশতী**—ণ. শতবর্ষ বয়স্ক।

† **বর্ষা**—[বর্ষ+আপ্] বি. বৃষ্টিপাতের কাল, আষাঢ়-শ্রাবণ অথবা শ্রাবণ-ভাদ্র, এই দুই মাস। **বর্ষাকাল**—বর্ষা ঋতু।

বর্ষা—ক্রি. বর্ষণ করা ('যদি বর্ষে মাঘের শেষ'); বি. বর্শা। **বর্ষানো**—বর্ষণ করানো (যত গর্জায় তত বর্ষায় না, অথবা, যত গর্জে তত বর্ষে না)।

† **বর্ষাংশ, বর্ষাঙ্গ**—মাস ঋতু দিন ইত্যাদি। **বর্ষাকালিক,-কালীন**—ণ. বর্ষাকালের। **বর্ষাগম**—বর্ষা ঋতুর আগমন বা আরম্ভ। **বর্ষাঘোষ**—ভেক। **বর্ষাধি**—বৃষ্টিপাত। [বাং]। **বর্ষাতি**—বৃষ্টির জল হইতে রক্ষা পাইবার জন্য যে দীর্ঘ জামা ব্যবহৃত হয়, water-proof। [বাং]। **বর্ষাতী**—ণ. বর্ষাকালের; বর্ষায় উৎপন্ন। [বাং]। **বর্ষাত্যয়, বর্ষা-বসান**—শরৎ কাল। **বর্ষাবাদল**—বৃষ্টি ও বাদল। **বর্ষাভূ**—(যাহা বর্ষাকালে জন্মে) ব্যাঙ্; কেঁচো; পুনর্নবা; ইন্দ্রগোপ কীট। **বর্ষামদ**—(বৃষ্টিতে যাহার আমোদ) ময়ূর; ভেক। **বর্ষার্চিঃ**—মঙ্গল গ্রহ।

† **বর্ষিক**—[বর্ষ/বর্ষা+ষ্ণিক] ণ. বৎসর বা বর্ষা সম্বন্ধীয়। [পতিত।

† **বর্ষিত**—[বৃষ্+ক্ত] ণ. বৃষ্টিরূপে বা অজস্রভাবে

† **বর্ষিষ্ঠ**—[বৃদ্ধ+ইষ্ঠ] ণ. বৃদ্ধতম; অতিবৃদ্ধ।

† **বর্ষী** (-র্ষিন্)—[বৃষ্+ণিন্] ণ. বর্ষণশীল (বাণবর্ষী)। স্ত্রী. বর্ষিণী।

† **বর্ষীয়**—[বর্ষ+ঈয়] ণ. বয়স্ক (পঞ্চমবর্ষীয়)।

† **বর্ষীয়ান্** (-য়স্)—[বৃদ্ধ+ঈয়সু] ণ. বৃদ্ধতর; প্রবীণবয়স্ক। স্ত্রী. **বর্ষীয়সী**।

‡ **বর্হ**—বি. ময়ূরপুচ্ছ; পক্ষিপুচ্ছ; পত্র। [বর্হ্+অ]। **বর্হচন্দ্রক, বর্হনেত্র**—ময়ূরপুচ্ছের চন্দ্রাকৃতি চিহ্ন। **বর্হা**—ময়ূরপুচ্ছের পাখা। **বর্হাপীড়**—ময়ূরপাখার চূড়া। [বর্হা+ আপীড়]

‡ **বর্হি**—অগ্নি। **বর্হিঃ**—অগ্নি; চিতাগাছ। **বর্হির্মুখ, বর্হিমুখ**—(অগ্নি মুখে যার) দেবতা।

‡ **বর্হিণ, বর্হী** (-র্হিন্)—ময়ূর। **বর্হিণবাহন**—কার্ত্তিকেয়। **বর্হিধ্বজা**—চণ্ডী, দুর্গা। **বর্হিপত্র**—ময়ূরপুচ্ছ।

* **বল**—[বল্+অচ্] বি. বলরাম; দৈহিক শক্তি, গায়ের জোর (বল-প্রয়োগ); শক্তি (মনোবল), সামর্থ্য; শুক্র; রক্ত; সৈন্য; প্রভাব (তপোবল); উপায়; নির্ভরস্থল (রাজা অবলের বল); রাজা ও বড়ে ভিন্ন দাবার ঘুঁটি; উপাধি-বিশেষ। স্ত্রী. **বলা**—ক্ষুধা-তৃষ্ণা নিবারক বিদ্যা-বিশেষ যাহা বিশ্বামিত্র তাড়কা-বধকালে রামচন্দ্রকে দিয়াছিলেন। **বল-কর**—ণ. শক্তিবর্ধক। **বলক্ষোভ**—সৈন্যদের বিক্ষোভ বা বিদ্রোহ। **বলচক্র**—সৈন্যসমূহ; রাজন্যমণ্ডল। **বলজ্যেষ্ঠ**—সবচেয়ে বেশী বলবান্। **বলদ**—[বল-দা+ক] ণ. শক্তিদাতা, বলকারক।

* **বলদৃপ্ত**—শক্তি-গর্বিত। **বলদেব**—বলরাম। **বলনাশন,-নিসূদন**—ইন্দ্র। **বল-নিগ্রহ**—শক্তি অপহরণ। **বলপতি**—সেনা-পতি; ইন্দ্র। **বলপূর্বক**—জবরদস্তি করিয়া। **বলপ্রদ**—ণ. বলকর। **বলবত্তা**—শক্তিমত্তা। **বলবর্ধন**—বলবৃদ্ধিকারক। **বলবান্**(-বৎ) —বলশালী, প্রবল (স্ত্রী. **বলবতী**)। **বলবিদ্যা**—পদার্থের কর্মশক্তি বিষয়ক বিদ্যা, mechanics. **বলবিন্যাস**—সৈন্য স্থাপন। **বলবৃত্তি**—দৈহিক বলকে জীবিকালাভের উপায়রূপে প্রয়োগ; কাড়িয়া ছিনিয়া লওয়া; বলাৎকার। **বলভদ্র, বলরাম**—কৃষ্ণের দাদা। **বলশালী** (-লিন্) —ণ. বলবান্। **বলসূদন**—বল-নামক দৈত্যের নিধনকর্তা, ইন্দ্র। **বলস্থিতি**—ছাউনি। **বলহা** (-হন্)—ইন্দ্র। **বলহীন**—ণ. দুর্বল, নিঃশক্তি।

বল—[ইং. ball] বি. খেলিবার গোলক, কন্দুক (বল করা—ক্রিকেট-বল বিপক্ষের প্রতি নিক্ষেপ করা; বল মারা—ফুটবলে পা দিয়া আঘাত করা); ইউরোপীয় নৃত্য-বিশেষ (ball dance)।

বলক—[হি. বলক্না] বি. উত্তপ্ত হওয়ার ফলে ফাঁপিয়া উঠার ভাব (বলক দেওয়া; বলক উঠা; বল্কানো—বলক উঠা): **এক-বল্কা দুধ**—মাত্র একবার ফুটিয়া-ওঠা দুধ (বেশী জ্বাল দেওয়া নয়)।

বলদ—[সং. বলীবর্দ] বি. বৃষ; হাল বা গাড়ী-টানা বা ভারবাহী গরু; নির্বোধ (গালি); [সং] বলপ্রদ। **কলুর বলদ**—যে বলদ কলুর ঘানি টানে; কলুর বলদের মত একঘেয়ে কাজে নিযুক্ত

ও স্বাধীন ইচ্ছা-বর্জিত ব্যক্তি। **চিনির বলদ**—ভারবাহী কিন্তু উপভোগে অক্ষম। **বল্‌দে**—যে বলদে করিয়া মাল সরবরাহ করে।

বলন—বি. কথন; বাড়া, বৃদ্ধি। **বলন, বলনি**—বি. সুডৌল, পুষ্ট গড়ন ('কিবা মধুর চলনি মধুর বলনি মধুর মধুর হাস')।

• **বলবৎ**—ণ. কার্যকর (সে আইন এখনও বলবৎ আছে)। **বলবন্ত**—বলশালী, প্রবল।

† **বলভি (-ভী)**—বি. চিলেকোঠা, ছাদ, চাল; ছাদ বা চালের পাড়। [সং.]

• **বলয়**—[বল্‌+অয়—যাহা বেষ্টন করে] বি. করভূষণ-বিশেষ, বালা (প্রকোষ্ঠে রত্নবলয়); মণ্ডল; চাকার আকৃতির কিছু (দিগ্বলয়—horizon)। ণ. **বলয়িত**—বেষ্টিত, পরিবৃত; বলয়-বিশিষ্ট।

বলশেভিক—বোলশেভিক দ্রঃ।

বলা—ক্রি. বৃদ্ধি পাওয়া, বাড়িয়া যাওয়া, প্রসারিত হওয়া (মুখ বলে গেছে—লম্বা-চওড়া কথা বলিতে বা কথা শুনাইতে ইতস্ততঃ করে না—নিন্দার্থক)। (প্রাদে.)। বি. বলন (দ্রঃ)। **বলি, বলী**—আকৃতিতে বড় (শোলমাছটা বেশ বলী ছিল)। (গ্রাম্য)।

বলা—[হি. বোল্‌না] ক্রি., বি. কথায় প্রকাশ করা, কহা, উচ্চারণ করা (তাড়াতাড়ি বলা); প্রকাশ করা, বিবৃত করা (মুখ ফুটে বলা); জানানো (বলে দেখ, কিছু ফল হয় কিনা); অনুরোধ করা (বলছ তবে গাই); মত প্রকাশ করা, পরামর্শ দেওয়া (তুমি কি বল? আমার যা বলবার বলেছি); আদেশ করা (আপনি যদি বলেন, অবশ্যই করবো); বিবেচনা করা (টাকা বল পয়সা বল, কিছুই কিছু নয়); নিমন্ত্রণ করা (বিয়েতে অনেক লোককে বলেছে); নিন্দা বা ভর্ৎসনা করা বা গালাগালি দেওয়া (ও কেন আগে বল্‌লে?)। **বল কি**—বিস্ময়-প্রকাশ উক্তি (বল কি, সে এই কাজ করেছে!)। (**বোলোনা**—বিরক্তি ক্ষোভ ইত্যাদি-সূচক উক্তি—আর বোলোনা, এখন মলেই বাঁচি)। **বলা-কহা (কওয়া)**—কথোপকথন করা। **বলা নাই কওয়া নাই**—পূর্বে না জানাইয়া (বলা নেই, কওয়া নেই, এসে হাজির!) **বলাবলি**—অভিযোগ নিন্দা ইত্যাদি-পূর্ণ আলাপ আলোচনা (লোকে এই নিয়ে বলাবলি করছে)।

বলাই—বলরাম-শব্দের আদরের রূপ (কানাই-বলাই)।

‡ **বলাক**—বি. ক্ষুদ্র বক-বিশেষ। [সং.] **বলাকা**—বকশ্রেণী; (বাং.) উড়ন্ত পাখীর ঝাঁক (হংস-বলাকা—রবি)।

• **বলাৎ**—অব্য. বলপূর্বক। [সং.]। **বলাৎকার**—বলপ্রয়োগ, অত্যাচার; নারী-ধর্ষণ।

* **বলাধান**—বলসঞ্চার, শক্তিবর্ধন।

• **বলাধ্যক্ষ**—সৈন্যদের অধ্যক্ষ।

বলানো—ক্রি. অন্যের মুখে প্রকাশ করা, কহানো; অভিহিত করানো (নিজেকে সাধু বলানো)।

* **বলান্বিত**—ণ. বলশালী; সৈন্যবলযুক্ত। [বল+অন্বিত]। • **বলাবল**—বি. শক্তি অথবা শক্তিহীনতা; শক্তি কতটা আছে, তাহার প্রকৃত অবস্থা; উৎকর্ষ-অপকর্ষ।

‡ **বলাহক**—বি. মেঘ; পর্বত। [বারি-বহ্‌+ণক]

† **বলি**—[বল্‌+ই] বি. সুবিখ্যাত দৈত্যরাজ; পূজার সামগ্রী, পূজাযজ্ঞাদি উপলক্ষ্যে বধ বা কাটা (বলিদান; বলির পাঁটা; নরবলি; কুমড়া বলি); জীবগণকে দত্ত খাদ্য (গৃহবলিভুক্); জীবগণকে খাদ্য দান, ভূতযজ্ঞ; রাজস্ব, রাজার খাজনা; কুঁচকানো চামড়া (মুখে বলিরেখা); অর্শের গুটিকা। **বলিকা**—ঢেউ-খেলানো ভাব (কুন্তল-বলিকা)। **বলিত**—বলিরেখাযুক্ত, ঢেউ-খেলানো; কোঁকড়ানো; সংবলিত, যুক্ত; গঠনযুক্ত। **বলিদান**—দেবোদ্দেশে উৎসর্গকরণ; দেবোদ্দেশে পশুবধ। **বলিনন্দন**—বলির পুত্র বাণাসুর। **বলিন্দম**—বিষ্ণু। **বলিপুষ্ট**—(পূজার উপকরণের দ্বারা পুষ্ট) কাক। **বলিভুক্ (-জ্‌)**—কাক।

বলিয়া—অস. ক্রি. কহিয়া; অব্য. জন্য, কারণে; বলে ('তুমি অধম তাই বলিয়া আমি উত্তম হইব না কেন?'—বঙ্কিম)।

বলিয়ে—ণ. সুবক্তা (বলিয়ে-কইয়ে)।

* **বলিষ্ঠ**—ণ অতিশয় বলবান্‌; দৃঢ় (বলিষ্ঠ-চরিত্র)। [বলবৎ+ইষ্ঠ]

বলিহারি—(বলিতে হার মানি, বলিতে সাধ্য নাই) অব্য. চমৎকৃত হইয়া (—যাই); বাহবা, সাবাস (—ভাই!)। ণ. অবর্ণনীয়, চমৎকার (—বুদ্ধি)। **বলিহারি যাই**—অদ্ভুত, অপূর্ব।

• **বলী (-লিন্‌)**—ণ. শক্তিশালী; বি. বলরাম; মহিষ; বৃষ। [বল+ইন্‌]। **বলীন্দ্র**—বীরশ্রেষ্ঠ।

‡ **বলীবর্দ, বলিবর্দ**—(হৃষ্টপুষ্ট ও বলিরেখাযুক্ত) বি. বলদ, ষাঁড়। [বল-বৃধ্‌ + অ]।

* **বলীয়ান্ (-য়স্)**—ণ. বলিষ্ঠ; বলশালী (নব বলে বলীয়ান্)। [বল + ঈয়স্]।

ব'লে—বলিয়া; অব্য. অসাধারণত্ব বা বিস্ময়-প্রকাশক (সাহস ব'লে সাহস); শীঘ্র ঘটিবার সম্ভাবনাসূচক; হিসাবে, রূপে (তাকে তো ভাল বলেই জানি); অজুহাতে, অছিলায় (চলে এসেছ, এখন কি বলে যাবে?); সম্পর্ক বা সম্বন্ধ ভাবিয়া বা স্থাপন করিয়া (তোমাকে ভাই বলে ডেকেছি; 'ডাকব না আর মা মা বলে'); বলিয়া, হেতু, জন্য ('তাই বলে কি তুই রইবি থেমে'—রবি)।

বলে—লোকে বলে, কথায় বলে (বলে আপনি শুতে ঠাঁই পায় না, শঙ্করার মাকে মধ্যে ডাকে)।

বলে যাওয়া—বলন হওয়া, বিসৃত হওয়া; সাহস হওয়া (বুক বলে যাওয়া—সাহস বাড়া; মুখ বলে যাওয়া—মুখে যাহা আসে তাহাই বলা)। [প্রাদে.]

† **বল্কল**—বি. গাছের ছাল। [বল্‌ + কল]। **বল্কলী (-লিন্)**—ণ. বল্কলযুক্ত।

বল্‌গা—[বল্‌গ্‌ (লাফানো) + অ + আপ্‌] বি. লাগাম। ণ. **বল্গিত**—উল্লম্ফনযুক্ত; প্লুতগতি। **বল্‌গা-হরিণ**—উত্তরমেরুপ্রদেশের হরিণ-বিশেষ, reindeer।

† **বল্মীক**—বি. উইয়ের ঢিপি; গোদ; গলগণ্ড। [বল্‌ + মীক]। **বল্মীকূট**—উইয়ের ঢিপি।

* **বল্য**—[বল + যৎ] ণ. বলকারক; বি. শুক্র। স্ত্রী. **বল্যা**—অশ্বগন্ধা। [সং.]।

† **বল্লকী**—বি. একপ্রকার বীণা; শল্লকীবৃক্ষ।

† **বল্লব**—পাচক; গোয়ালা, গোপ; অজ্ঞাতবাস-কালে বিরাটগৃহে ভীমের নাম। **বল্লবী**—গোপী।

† **বল্লভ**—বি. প্রিয়, দয়িত; পতি; প্রভু (ত্রৈলোক্য-বল্লভ); উৎকৃষ্ট বংশের অশ্ব; রাজসভাসদ্। [বল্ল্‌ + অভচ্‌]। স্ত্রী. **বল্লভা**—দয়িতা, প্রণয়িনী। **বল্লভপাল,-ক**—অশ্বপাল।

বল্লম—[সং. ভল্ল] বি. বর্শা-বিশেষ, শূল।

† **বল্লরি,-রী**—বি. মঞ্জরী; লতা। [বল্ল্‌ + অরি]।

বল্লা—[সং. বরলা] বি. বোলতা। **বল্লার চাক**—বোলতার বাসা। **বল্লার চাকে ঢিল**—প্রবল বিরুদ্ধ-পক্ষকে ঘাঁটানো। [প্রাদে.]

বল্লালী—ণ. রাজা বল্লালসেন-প্রবর্তিত (বল্লালী সন)। **বল্লালী বালাই**—বল্লালসেন-সৃষ্ট বিপদ্ অর্থাৎ কৌলীন্য প্রথা।

† **বল্লি,-ল্লী**—বি. লতা (বিদ্যুদ্‌বল্লী); পৃথিবী।

† **বশ**—[বশ্‌ + অ] ণ. আয়ত্ত, অধীন, প্রভাবিত (টাকার বশ; কথার বশ নয়); বি. অধীনতা, প্রভাব (মানুষ হাতীকে বশে এনেছে)।

† **বশংবদ**—[বশ-বদ্‌ + খচ্‌] ণ. যে স্বেচ্ছায় বশ্যতা স্বীকার করিয়াছে, একান্ত অনুগত (বশংবদ ভৃত্য); যে বাক্যের দ্বারা বশীভূত করে, প্রিয়বাদী (এই অর্থে বাংলায় সাধারণতঃ ব্যবহৃত হয় না)। ('বশম্বদ' বানান অসাধু)। **বশকা**—বশীভূতা। **বশক্রিয়া**—বশবর্তী করা, বশীকরণ। **বশগ, বশানুগ**—ণ. বশবর্তী। **বশতঃ**—হেতু, কারণে (কার্যবশতঃ)। **বশতা**—অধীনতা। **বশতাপন্ন**—বশীভূত, বশ। **বশবর্তী(-র্তিন্)**—ণ. প্রভাবাধীন, নিয়ন্ত্রিত। স্ত্রী. **বশবর্তিনী**।

† **বশিতা,-ত্ব**—বি. সকলকে বশ করিবার ক্ষমতা, শিবের ঐশ্বর্য-বিশেষ। [বশিন্‌ + তা]

† **বশিষ্ঠ, বসিষ্ঠ**—(অতিশয় বশী বা জিতেন্দ্রিয়) সূর্যবংশের কুলগুরু মুনিবিশেষ। [বশিন্‌ + ইষ্ঠ]

† **বশী (-শিন্)**—ণ. জিতেন্দ্রিয়। **বশীকরণ**—বশে আনা; নিজ প্রভাবাধীন করিবার জন্য কৃত তান্ত্রিক অনুষ্ঠান বিশেষ (—ক্রিয়া)। [বশ + চি + করণ]। **বশীকৃত**—ণ. যাহাকে বশ করা হইয়াছে, আয়ত্তীকৃত। **বশীভূত**—ণ. যে বশে আসিয়াছে, আজ্ঞাধীন।

† **বশ্য**—ণ. বশ করিবার যোগ্য; বশবর্তী, আদেশ-বর্তী, অনুগত, অনুজীবী। বি **বশ্যতা**—অধীনতা (বশ্যতা স্বীকার করা)।

† **বষট্**—দেবোদ্দেশে আহুতি প্রদানের মন্ত্র (ইন্দ্রায় বষট্‌)। **বষট্‌কার**—বষট্‌ মন্ত্র উচ্চারণপূর্বক অগ্নিতে আহুতি প্রদান। ণ. **বষট্‌কৃত**।

বস্, বাস্, ব্যস্—[ফা. বস্] পর্যাপ্তি বা সমাপ্তি বা নিষেধ সূচক (বস্ আর নয়)। **বস্ বস্**—যথেষ্ট হইয়াছে, আর দরকার নাই।

বসত—[সং. বসতি] বি. বাস, অধিষ্ঠান (বসত করা)। **বসতবাটী**—বাস করিবার গৃহ।

† **বসতি**—[বস্‌ + অতি] বি. অবস্থান, বসবাস (সেখানে লোকের বসতি নাই); বস্তী, বহু লোকের বাসস্থান।

† **বসন**—[বস্‌ + অনট্‌] বি. পরিধানের কাপড়; বস্ত্র; আচ্ছাদন; বাস। **বসনসদ্ম**—তাবু।

বসনাঞ্চল—কাপড়ের আঁচল।

+ **বসন্ত**—[বস্ + অন্ত] বি. ঋতুবিশেষ, ফাল্গুন-চৈত্র বা চৈত্র-বৈশাখ মাসদ্বয়; গুটিকা বা মসূরিকা রোগ (সাধারণতঃ বসন্তকালে ইহার প্রাদুর্ভাব হয় বলিয়া); সঙ্গীতে রাগ-বিশেষ; বিদূষকের উপাধি; অতিসার রোগ। **বসন্তঘোষ,-ঘোষী(-ষিন্)**—কোকিল। **বসন্তদূত**—কোকিল; পঞ্চম-রাগ হিন্দোল; আম্রবৃক্ষ। **বসন্তদূতী**—কোকিলা; মাধবীলতা। **বসন্ত-পঞ্চমী**—শ্রীপঞ্চমী। **বসন্তবন্ধু**—কামদেব। **বসন্ত-লক্ষ্মী**—বসন্ত-শোভা। **বসন্তসখ**—কন্দর্প, কোকিল। **বসন্তোৎসব**—ফাল্গুনী পূর্ণিমায় যে উৎসব করা হয়, দোলযাত্রা।

বসবাস—বাস, বসতি, স্থায়ী বাস।

+ **বসা**—[বস্ + অ + আ] বি. চর্বি; মজ্জা। **বসা-গন্ধী**—চর্বির গন্ধ-যুক্ত। **বসাঢ্য**—শুশুক। **বসাস্তর**—চর্বির থাক।

বসা—ক্রি. বি. উপবেশন করা; বসতি করা (সেখানে তিন ঘর গৃহস্থ বসেছে); স্থির থাকা; নিশ্চেষ্ট থাকা (জগৎ বসে নেই); কর্মহীন হওয়া (চাকরি যাওয়ায় বসে আছি); সমভাবে ভূমিস্পর্শ করা (পায়াটা ঠিক বসেনি); যথাযথভাবে প্রবিষ্ট বা নিবিষ্ট হওয়া (পেরেকটা বসেনি; পড়ায় মন বসছে না; দুই তক্তা খাপে খাপে বসেছে); জমাট বাঁধা (দই বসেনি; সর্দি বসে গেছে; কা'ট বসে গেছে), ভিতরে ঢুকিয়া যাওয়া (চোখ বসে গেছে; দালান খানিকটা বসে গেছে; বাঁধনটা কেটে বসেছে—কাটা দ্রঃ); কাজ আরম্ভ করা (স্কুল ১০টায় বসে); উপক্রম বা সম্ভাবনা হওয়া (যেতে বসেছে); রত হওয়া, প্রবৃত্ত হওয়া (বিচার করতে বসা); প্রতিষ্ঠিত হওয়া (খেলায় বসা; হাট বসেছে; রোজ সন্ধ্যায় বাজার বসে); দমিয়া যাওয়া, ভগ্নোৎসাহ হওয়া (এত লোকসানে মহাজন একেবারে বসে গেছে বা বসে পড়েছে); বিকৃত হওয়া (ঠাণ্ডা লেগে গলা বসে গেছে); হঠাৎ করা (মেরে বসেছে, বলে বসলো); ণ. উপবিষ্ট; প্রবিষ্ট; চুপসানো, তোবড়ানো (বসা চোখ, গাল); (পূর্ববঙ্গে) বেকার (বসা মানুষ)। **বসা-কবি**—কবি দ্রঃ। **টাকা বসে যাওয়া**—ব্যবসায়ে যে টাকা ফেলা হইয়াছে তাহা ফিরিয়া না পাওয়া। **নাড়ী বসে যাওয়া**—নাড়ী একান্ত নিস্তেজ হওয়া (মৃত্যুর পূর্ব অবস্থা)। **ফোঁড়া বসে যাওয়া**—ফোঁড়া না কাটিয়া দাবিয়া যাওয়া (ইহা ক্ষতিকর)। **মন বসা**—মনে লাগা; মনোনিবেশ হওয়া। **মোড়ল হইয়া বসা**—মোড়লের মত প্রভুত্ব-ব্যঞ্জক ব্যবহার করা। **মাথায় হাত দিয়া বসা**—অত্যন্ত ক্ষতিতে খুব দমিয়া যাওয়া। **যেতে বসা**—ধ্বংস হওয়ার উপক্রম হওয়া; মরণাপন্ন দশায় উপস্থিত হওয়া।

বসানো—ক্রি. বি. উপবেশন করানো; বসবাস করানো; প্রতিষ্ঠা করা (নগর বসানো; হাট বসানো); প্রবিষ্ট করা, বিদ্ধ করা (পেরেক বসানো; দাঁত বসানো—দাঁত দ্রঃ; মাথায় তেল বসানো); জোরে মারা, কষানো (কিল বসানো, ঘুষি বসানো); একান্ত ভগ্নোৎসাহ করা, দমাইয়া দেওয়া (এত ক্ষতি ব্যাপারীকে একেবারে বসিয়ে দিয়েছে); জমানো (দৈ বসানো); উপরে স্থাপন করা (হাঁড়ির উপর হাঁড়ি বসানো); উত্তাপ লাভের অথবা প্রদানের জন্য স্থাপন করা (চুলায় হাঁড়ি বসানো; দশটা ডিম দিয়ে মুরগী বসানো হয়েছে); খচিত করা (আংটিতে পাথর বসানো); রোপণ করা (আমের কলম বসানো); ণ. খচিত (পাথর-বসানো আংটি)। **দাঁত বসানো**—কামড়ানো; বুঝিতে পারা (উপহাসে)। **পথে বসানো**—সর্বস্বান্ত করা। **প্রজা বসানো**—জমির নূতন বন্দোবস্ত করা। **ফোঁড়া বসানো**—ঔষধাদি প্রয়োগ করিয়া ফোঁড়া পাকিতে ও ফাটিতে না দেওয়া।

+ **বসু**—বি. অষ্ট গণদেবতা-বিশেষ (অষ্টবসু দ্রঃ); কুবের; দীপ্তি; ধনরত্ন; কুলীন কায়স্থের উপাধি-বিশেষ; ধনিষ্ঠা নক্ষত্র। [বস্ + উ]। **বসুকীট**—ভিক্ষুক; কৃপণ। **বসুজ**—বসুবংশীয়, বসু-উপাধিধারী। (কথ্য : **বসুজা**)। **বসুদ**—ণ. ধনদাতা; বি. কুবের। স্ত্রী. **বসুদা**—ণ. ধনদাত্রী; বি. পৃথিবী। **বসু-দেব**—শ্রীকৃষ্ণের পিতা। **বসুদেবতা**—ধনিষ্ঠা-নক্ষত্র; কুবের। **বসুধা**—(ধন রত্ন-ধারিণী) পৃথিবী ('ভিক্ষা-অন্নে বাঁচাব বসুধা' —রবি)। **বসুধাধর**—পর্বত। **বসুধারা**—আভ্যুদয়িক শ্রাদ্ধের পূর্বে গৃহের ভিত্তিতে সিন্দুরের চিহ্ন দিয়া পাঁচ বা সাতবার যে ঘৃতধারা দেওয়া হয় তাহা; ধনপ্রবাহ। **বসুন্ধর**—কুবেরের অনুচর। **বসুন্ধরা**—পৃথিবী, বসুধা। **বসুপতি**—

কুবের ; সূর্য। **বসুমান্** (-মৎ)—বিত্তশালী ; রাজা। **বসুমতী**—পৃথিবী, বসুধা।

বস্তা—[হি.] বি. পাট-নির্মিত থলে (চিনির বস্তা) ; বড় বাণ্ডিল বা গাঁট। **বস্তানি**—ছোট বস্তা। **বস্তা-পচা**—বহুদিন বস্তাবন্দী থাকার ফলে যাহা পচিয়া গিয়াছে (বস্তা-পচা মাল—পরিমাণে প্রচুর, কিন্তু অব্যবহার্য এমন বস্তু বা ব্যাপার)। **বস্তাবন্দী**—ণ. গাঁটবাঁধা ; বস্তার মধ্যে আবদ্ধ।

† **বস্তি,-স্তী**—বি. নাভির অধোভাগ, তলপেট ; মূত্রাশয় ; বাস। [বস্+তি]। **বস্তিকর্ম, -ক্রিয়া**—পিচকারী ডুস প্রভৃতি দ্বারা বস্তি শোধন ; দাস্ত করানো।

বস্তি,-স্তী—[বসতি] বি. লোকালয় ; শহরে দরিদ্রদের ঘন বসতি ; অপরিচ্ছন্ন পল্লী, slum (আইন করে বস্তি উঠিয়ে দেওয়া হচ্ছে)।

† **বস্তু**—বি. যাহা আছে, ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য পদার্থ mass, matter ; সামগ্রী, দ্রব্য, জিনিস, thing সত্তা ; সার (প্রকাণ্ড লেখা, কিন্তু তার মধ্যে বস্তু খুঁজে পাবে না) ; অনশ্বর অব্যয় ব্রহ্ম (বেদান্ত মতে)। [বস্+তু]। **বস্তুগত্যা**—প্রকৃতপক্ষে। **বস্তুজ্ঞান**—বস্তুর গুণাগুণ বা প্রকৃত তত্ত্ব সম্বন্ধে জ্ঞান। **বস্তুতঃ**—বাস্তবিক, প্রকৃতপক্ষে। **বস্তুতত্ত্ব**—বস্তুর স্বরূপ-বিষয়ক বিদ্যা, physics ; ব্রহ্মতত্ত্ব (বস্তুতত্ত্বজ্ঞ)। **বস্তুতন্ত্র**—বি. বস্তুতান্ত্রিকতা, realism ; ণ. পদার্থ-বিষয়ক ; বস্তুই মুখ্য এবং ভাব গৌণ—এই মত-বিষয়ক। বি. **বস্তুতন্ত্রতা, বস্তুতন্ত্রবাদ, বস্তুতান্ত্রিকতা**—মতবাদ বিশেষ (এই মত অনুসারে মুখ্যতঃ বস্তু, প্রাকৃতিক বিধিবিধান ইত্যাদির প্রভাবেই জগৎ ও জাগতিক জীবন নিয়ন্ত্রিত হয়—আত্মা আদর্শ ভাব ইত্যাদির প্রভাব কম শক্তিশালী), realism, naturalism। **বস্তুধর্ম**—বস্তুর স্বকীয় প্রবণতা। **বস্তুবিচার**—সত্য নির্ণয়।

বস্ত্র—[বস্ (আচ্ছাদন করা)+ত্র] বি. আচ্ছাদন ; কাপড়। **বস্ত্র-কুট্টিম, বস্ত্রগৃহ**—তাঁবু। **বস্ত্রপূত**—যাহা কাপড়ে ছাঁকিয়া লওয়া হইয়াছে। **বস্ত্রহরণ**—পরণের কাপড় কাড়িয়া লওয়া (দ্রৌপদীর—) বা চুরি করা (শ্রীকৃষ্ণকর্তৃক গোপীগণের—)। **বস্ত্রাবাস**—তাঁবু।

বহ—(সমাসের শেষে) ণ. যে বহে (বার্তাবহ) ; বহনযোগ্য (সুবহ) ; পালনকারী (আজ্ঞাবহ) ; বি. যান, বাহন ; বাতাস ; পথ ; বাহু ; নদ। [সং]

বহতা—ণ. যাহাতে প্রবাহ বিদ্যমান, স্রোতযুক্ত (বহতা নদী)।

† **বহন**—বি. স্থানান্তরে লওয়া ; স্কন্ধ পৃষ্ঠ মস্তক প্রভৃতিতে ধারণ ; সহ্য করা ('এ দুঃখ বহন কর মোর মন'—রবি) ; বহিয়া যাওয়া ; দায়িত্ব-নির্বাহ (কর্তব্য-ভার বহন) ; বাহন, যান। [বহ্+অনট্]। **বহন-ভঙ্গ**—জাহাজ-ডুবি, নৌকাডুবি। **বহনীয়**—ণ. বহনযোগ্য। **বহমান**—ণ. যাহা প্রবাহিত হইতেছে (বহমান ধারা)।

বহর—[আ. বহ্‌র্—সমুদ্র] নৌশ্রেণী, fleet (মীরবহর—নৌ-অধ্যক্ষ ; উপাধি-বিশেষ) ; চওড়াই, প্রস্থ, ওসার (এক গজ বহরের কাপড়) ; দাম্ভিকতা, বাহাদুরি (মাথায় ছোটো, বহরে বড়ো বাঙালি সন্তান—রবি) ; লম্বাই-চওড়াই, ঘটা, আতিশয্য (বিদ্যার বহর ; কোঁচার বহর)।

বহরমপুরে পাঠানো—অপ্রকৃতিস্থ অবস্থা সম্পর্কে বক্রোক্তি। (বহরমপুরে পাগলা-গারদ আছে ; তুল্য কারণে রাঁচী পাঠানোও বলা হয়)।

বহা—ক্রি.. বি. (বওয়া দ্রঃ) বহন করা ('বহিবারে দাও শকতি'—রবি) ; প্রবাহিত হওয়া ('শোকের ঝড় বহিল চৌদিকে'—মধু) ; অতিক্রান্ত হওয়া (বয়স বহিয়া গেল, বিবাহ হইল না)।

বহানো—ক্রি., বি. বওয়ানো, বহন করানো (পালকি বহানো) ; প্রবাহিত করানো (রক্তের ধারা বহানো)।

বহাল, বহল—[ফা. বহাল] ণ. নিযুক্ত (চাকরিতে বহাল হয়েছে) ; সুস্থ ; আনন্দিত ; অটুট। **বহাল-তবিয়তে**—সানন্দ চিত্তে, দেহ ও মনের সুস্থ অবস্থায়। **বহালী**—ণ. কর্মে নিয়োগ সম্বন্ধীয় (বহালী চিঠি)।

বহি—বি. বই, পুস্তক ; খাতা (হিসাবের বহি)।

বহি—ক্রি. বহন করি ; অব্য. বই, ব্যতীত। (কাব্যে)।

‡ **বহিঃ** (-স্)—অব্য. বাহির, বহির্দেশ (বহিঃপ্রকৃতি ; বহিরিন্দ্রিয়)। **বহিঃকেন্দ্র**—excentre। **বহিঃকোণ**—exterior angle। **বহিঃপ্রকোষ্ঠ**—বাড়ির বাহিরের ঘর, বৈঠকখানা। **বহিঃস্থ, বহিঃস্থিত**—ণ. বাহিরে স্থিত, বাহ্য। **বহিরঙ্গ**—ণ. বাহ্য, অনাত্মীয় (বিপ. অন্তরঙ্গ)। **বহিরাগত**—ণ. বাহিরে আগত ; বাহির হইতে আগত। **বহিরাবরণ**—বাহিরের খোসা বা ঢাকনি, খোলস। **বহি-**

রিন্দ্রিয়—দেহের বহির্ভাগের ইন্দ্রিয়, চক্ষু প্রভৃতি জ্ঞানেন্দ্রিয় ও হস্তপদাদি কর্মেন্দ্রিয়। **বহির্গত**—প. যে বাহিরে গিয়াছে বা বাহির হইয়াছে। **বহির্গমন**—বাহিরে যাওয়া। **বহির্জগৎ**—বাহিরের জগৎ (বিপ. অন্তর্জগৎ)। **বহির্দেশ**—বহির্ভাগ, বাটী বা গ্রামের বাহিরের স্থান। **বহির্দ্বার**—তোরণ, ফটক। **বহির্বাটী**—বাহির বাড়ী, বৈঠকখানা। **বহির্বাণিজ্য**—ভিন্ন দেশের সহিত বাণিজ্য, foreign trade। **বহির্বাস**—কৌপীনের উপরে যে বস্ত্র পরিহিত হয় (বিপ. অন্তর্বাস)। **বহির্ভাগ**—বাহিরের অংশ; উপরিভাগ। **বহির্ভূত**—প. বহির্গত; বাহিরে স্থিত; বিপরীত, বিরুদ্ধ (শিষ্টাচার বহির্ভূত)। **বহির্মুখ**—প. বিমুখ; বাহ্য বিষয়ে আসক্ত; বাহিরের দিকে মুখ করিয়া আছে এমন; বি. বাহিরের মুখ। **বহির্মুখী**—প. বাহিরের বিষয়ে যাহার লক্ষ্য। **বহিশ্চর**—প. বাহ্য। **বহিষ্করণ, বহিষ্কার**—বাহির করিয়া দেওয়া, দূরীকরণ। প. **বহিষ্কৃত**—প. বাহির করা বা করিয়া দেওয়া হইয়াছে এমন; বিতাড়িত, দূরীকৃত। **বহিষ্ক্রান্ত**—প. বহির্গত। **বহিস্থ, বহিস্থিত**—বাহিরের।

† **বহিত্র**—বি. বইঠা, দাঁড়। [বহ্ +ইত্র]।

• **বহু**—[বন্হ্ +উ] প. অনেক, প্রচুর; নানা; অধিক। **বহুকর**—ফরাস, যে ঝাড়-পোঁছ করে; সম্মার্জনী। **বহুকালীন, বহুকেলে**—প. অনেক দিনের, পুরাতন। **বহুক্ষম**—প. সহিষ্ণু। **বহুক্ষীরা**—প. যে গাভী প্রচুর দুধ দেয়। **বহুগন্ধ**—তেজপাতা। **বহুগ্রন্থি**—প. অনেক গাঁটযুক্ত। **বহুজ্ঞ**—প. বহুদর্শী, যে বহু বিষয় জানে। **বহুতন্ত্রী,-তন্ত্রীক**—প. বহু তারযুক্ত। **বহুতর**—প. অনেক, নানাপ্রকারের। **বহুতা**—বাহুল্য। **বহুত্র**—অব্য. বহু স্থানে। **বহুত্ব**—অনেকত্ব। **বহুত্বক্**—প. যাহার ছালের অনেক স্তর। **বহুদক্ষিণ**—প. অতিশয় উদার বা দাতা। **বহুদর্শী (-র্শিন্)**—প. অভিজ্ঞতা-সম্পন্ন। **বহুদর্শিতা**—বি. ভূয়োদর্শিতা, প্রচুর অভিজ্ঞতা। **বহুদোষ**—অনেক দোষ; প. বহুদোষযুক্ত। **বহুধা**—অব্য. বহু প্রকারে, বহু দিকে (বহুধা বিভক্ত)। **বহুধার**—প. বহু ধারা-বিশিষ্ট; খরধার; বজ্র। **বহুপত্নীক**—প. যাহার বহু স্ত্রী। **বহুপর্ণা (-র্ণিন্)**—ছাতিম গাছ। **বহুপুত্রবতী**—প. বহু পুত্রের মাতা। **বহুপুষ্প**—প. অনেক পুষ্পযুক্ত; বি. নিমগাছ। **বহুপ্রজ**—প. যাহার অনেক সন্তান হয়; বি. শূকর। **বহুপ্রসবিনী,-প্রসূ**—যে স্ত্রীলোকের অনেক সন্তান হইয়াছে। **বহুবচন**—(ব্যাকরণ) বহুত্ববাচক বচন (গৌরবে বহুবচন)। **বহুবল**—মহাবল। **বহুবল্লভ**—প. বহু নায়িকার প্রিয়; বি. শ্রীকৃষ্ণ। **বহুবার**—অনেক বার। **বহুবিৎ (-দ্)**—প. যে বহু বিষয় জানে। **বহুবিধ**—প. নানা প্রকারের। **বহুবিবাহ**—(পুরুষের) একাধিক পত্নী গ্রহণ। **বহুবিস্তীর্ণ**—বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত। **বহুবীজ**—যে ফলে বহু বীজ, আতা দাড়িম্ব ইত্যাদি। **বহুবেত্তা (-ত্তৃ)**—বহুবিৎ। **বহুব্যয়ী (-য়িন্)**—অমিতব্যয়ী, খরুচে। **বহুব্রীহি**—সমাস-বিশেষ যাহাতে সমাসবদ্ধ পদদ্বয়ের একটিও প্রধান না হইয়া অন্য কিছুকে বুঝায়। **বহুভাগ, বহুভাগ্য**—সৌভাগ্য; সৌভাগ্যশালী। স্ত্রী. **বহুভাগী**। **বহুভাষী (-ষিন্)**—প. বাচাল। স্ত্রী. **বহুভাষিণী**। বি. **বহুভাষিতা**। **বহুভুজ**—প. বহু বাহু-বিশিষ্ট; বি. চারিটির বেশী ধার আছে এমন ক্ষেত্র, polygon। **বহুভোজী (-জিন্)**—প. যে প্রচুর খায়। **বহুমঞ্জরী**—(যে গাছে বহু মুকুল হয়) তুলসী। **বহুমত**—প. সম্মানিত। বি. **বহুমতি, বহুমান**—প্রভূত সম্মান বা গৌরব। বি **বহুমানাস্পদ**—সমধিক সম্মানের পাত্র। **বহুমার্গ**—প. বহুপথযুক্ত। **বহুমুখ,-মুখী**—প. যাহার নানাদিকে মুখ বা প্রবণতা। **বহুমূত্র**—রোগবিশেষ, diabetes। **বহুমূর্তি**—প. অনেক মূর্তি-বিশিষ্ট; বি. শিব; বিষ্ণু। **বহুমূল,-মূলক**—প. বহু মূল-বিশিষ্ট; বি. ঘাস-বিশেষ; বটবৃক্ষ। স্ত্রী. **বহুমূলা**—শতমূলী। **বহুমূল্য**—প. মূল্যবান, দামী; গভীর অর্থপূর্ণ। **বহুরন্ধ্র**—বহু ছিদ্রযুক্ত। **বহুরাশিক**—প. বহু রাশিযুক্ত; বি. ত্রৈরাশিক-বিশেষ। **বহুরূপ**—নানা রূপ; শিব, বিষ্ণু; সূর্য; কৃকলাস, chameleon। **বহুরূপী**—বহুরূপ; যাহারা বহু রূপে সাজিয়া লোকের চিত্ত-বিনোদন করে (কথ্য—বউরূপী)। **বহুল**—প. অধিক, প্রচুর (বি. বাহুল্য, বহুলতা); বি. কৃষ্ণপক্ষ ('বহুলে তারার করে উজ্জ্বল ধরণী'); কৃষ্ণবর্ণ; অগ্নি; আকাশ। স্ত্রী. **বহুলা**—কৃত্তিক

নক্ষত্র। **বহুলীকৃত**—ণ. বিস্তারিত, বিপুল সংখ্যায় বর্ধিত ; মঞ্জরী হইতে সংগৃহীত ও রাশিকৃত (ধান্যাদি)। **বহুশঃ** (-স্)—বহু ভাবে। **বহুশত্রু**—ণ. বহু শত্রু-বিশিষ্ট ; বি. চড়ুই পাখী। **বহুশাখ**—ণ. বহু শাখাযুক্ত। **বহুশিখ**—ণ. বহু শিখা-বিশিষ্ট। **বহুশিরাঃ** (-রস্)—ণ. বহু শিরযুক্ত ; বি. বিষ্ণু। **বহুশ্রুত**—ণ. যিনি অনেক বার বেদাদি শ্রবণ করিয়াছেন, সুপণ্ডিত। **বহুসন্ততি**—ণ. বহু সন্তানযুক্ত ; বি. বেউড় বাঁশ। **বহুস্বামিক**—যাহার অনেক প্রভু বা মালিক।

বহু—ক্রি. (ব্রজবুলি) প্রবাহিত হউক ; (পদ্যে) বউ।

বহুড়ি,-ড়ী—বি. বউড়ী, বালিকা বধূ ; পুত্রবধূ ; বধূ (বহুড়ী-ঝিয়ারী)। [বধূটী]।

বহুত, বহুৎ—ণ. অনেক, প্রচুর, ভূরি (সাধারণতঃ কথ্য)।

বহেড়া—বি. গাছবিশেষ বা তাহার কষায়-স্বাদ ফল, বয়ড়া (আমলকী হরীতকী বহেড়া)। [হি.]।

+ **বহ্নি**—[বহ্ + নি—যিনি দেবতাদের জন্য হবি বহন করেন] বি. অগ্নি ; যজ্ঞাগ্নি ; জঠরাগ্নি। **বহ্নিকোণ**—অগ্নিকোণ। **বহ্নিগর্ভ**—বাঁশ। স্ত্রী. **বহ্নিগর্ভা**—শমীবৃক্ষ। **বহ্নিজ্বালা**—অগ্নিশিখা ; ধাতকী বৃক্ষ। **বহ্নিবিবিক্ষু**—ণ. আগুনে ঝাঁপ দিবার জন্য ব্যাকুল (পতঙ্গ)। **বহ্নিভোগ্য**—ঘৃত। **বহ্নিমন্থ**—যাহা ঘর্ষণ করিলে অগ্নি উৎপাদিত হয় ; গণিকারিকা বৃক্ষ। **বহ্নিমিত্র**—বায়ু। **বহ্নিমুখ**—অগ্নি যাঁহাদের মুখ, দেবতা ; বহ্নিবিবিক্ষু (যেন পতঙ্গ বহ্নিমুখ)। **বহ্নিরেতাঃ** (-তস্)—শিব। **বহ্নিশিখ**—কুঙ্কুম। **বহ্নিসংস্কার**—শবদাহ। **বহ্নিসখ, -সখা**—বায়ু।

• **বহ্বর্থ**—ণ. বহু অর্থযুক্ত। [বহু + অর্থ, ব্রী.]।

• **বহ্বারম্ভ**—বি. আড়ম্বরের বাহুল্য, বাহিরের ঘটা ; বহু আড়ম্বর-যুক্ত আরম্ভ ("অজাযুদ্ধে ঋষিশ্রাদ্ধে প্রভাতে মেঘাড়ম্বরে, দম্পত্যোঃ কলহে চৈব বহ্বারম্ভে লঘুক্রিয়া")। [বহু + আরম্ভ]।

• **বহ্বাশী** (-শিন্)—বহুভোজী। [বহু + অশ্ + ণিন্]। [তারা কথা। [বহু + আস্ফোট]

• **বহ্বাস্ফোট**—বি. আস্ফালন-বাহুল্য, খুব পাঁয়-

+ **বা**—অব্য. বিকল্প, অথবা (যাও বা না যাও ; তোমাকেই বা কেমন করে বলি) ; পাদপূরণে (আমি নাই বা গেলাম বিলাত—রবি) ; আরও (কত বা আদর কত বা সোহাগ) ; বিস্ময় বিরক্তি ইত্যাদি জ্ঞাপক (বা রে তামাসা !) ; বেশ, চমৎকার (বা, বা, বেশ হচ্ছে !)।

বাই—[সং. বাতিক ; বায়ু] বি. বায়ুরোগ, বাতিক (শুচিবাই) ; প্রবল সখ (শিকারের বাই) ; [বাহু ?] হাত ; এক হাতে পরিবার যোগ্য শাঁখায় এক গাছা।

বাই, বাঈ—বি. সম্ভ্রান্ত মহিলা (মহারাষ্ট্র, গুজরাট, রাজপুতনা প্রভৃতি অঞ্চলে প্রচলিত) ; উত্তর ভারতীয় পেশাদার গায়িকা ও নর্তকী (**বাই-নাচ** ; **বাইজী**)। [করা)।

বাইক—[ইং. bike] বি. বাইসিকেল (বাইক

বাইচ,-ছ—বি. প্রতিযোগিতামূলক নৌকা চালনা (বাইচ খেলা ; বাইচ দেওয়া)। (কথ্য—বা'চ)।

বাইতি—বাজনাদার হিন্দু জাতি-বিশেষ। [বাদিত্রিন্]।

বাইন—[প্রাদে.] বি চাষবাস, বীজবপন (নাবি বাইন—দেরীতে বীজ বপন)।

বাইন—[সং. বর্মি] সর্পের আকৃতির মাছ-বিশেষ, বান মাছ (বাইম, বাম-ও প্রচলিত)।

বাইন—বি. আখের অথবা খেজুরের রস জ্বাল দিবার বৃহৎ চুল্লী ; দুই তথ্‌তার জোড়ের স্থান।

বাইবেল—[ইং. Bible] বি. খৃষ্টানদিগের প্রধান ধর্মগ্রন্থ।

বাইর—বাহির, বহির্দেশ, বহির্ভাগ (প্রাদে.—বার দ্রঃ)। **বাইরে**—বাহিরে (বাইরে যাওয়া—বাহিরে যাওয়া ; বিদেশে যাওয়া ; মলমূত্র ত্যাগ করিতে যাওয়া) ; প্রকাশ্যভাবে (বাইরে কোঁচার পত্তন ; বাইরে এক, ভিতরে আর)।

বাইল—বি. তাল নারিকেল প্রভৃতির শাখা ; মঞ্জরী (ধানের বাইল)। [প্রাদে.]।

বাইশ—[সং. দ্বাবিংশ] ২২ এই সংখ্যা। **বাইশা,-শে**—২২ তারিখ। **বাইশ পঞ্চায়েত**—বাইশ জন মহল্লা-সর্দারের মিলিত বৈঠক (এরূপ বৈঠকে অনেক গুরুতর বিষয়ের বিচার হইত, কোন কোন অঞ্চলে এখনও হয়)।

বাইশ,-স—[ইং. vice] বি. আঁটিয়া ধরিবার যন্ত্র বিশেষ ; [সং. বাসি] ছুতারের অস্ত্র-বিশেষ (ছোট কোদালের মত), adze.

বাইসিকেল—[ইং. bicycle] বি. দ্বিচক্রযান।

বাউট,-টা—বি. দ্রুতগামী হরিণ-বিশেষ (প্রাচীন বাংলায় ব্যবহৃত)। [বিশেষ।

বাউটি—[সং. বাহুত্রাণ] বি. বাহুর অলঙ্কার-

বাউণ্ডুলে, বাউণ্ডেল—ণ., বি. যে পথে পথে বেড়ায়, ভবঘুরে (বাউণ্ডেলের আত্মকাহিনী—নজরুল ইসলাম) । [বাং.] । স্ত্রী. **বাউণ্ডুলী**।

বাউনি—লক্ষ্মীকে গৃহে অচলা করিবার পৌষ-পার্বণ-বিশেষ, যাহাতে ভর দিয়া লাউ-লতাদি উঠিতে পারে এমন ডালপালা বা কঞ্চি (বাউনি পাওয়া—যাহা অবলম্বন করিয়া বাড়িয়া উঠিতে পারে এমন আশ্রয় পাওয়া) । [প্রাদে.]

বাউরা, বাওরা—[হি.] ণ. পাগল, খ্যাপা।

বাউরি,-রী—বি. হিন্দুজাতি-বিশেষ।

বাউল—[সং. বাতুল] বি. ঈশ্বর-ভক্ত সম্প্রদায়-বিশেষ (ইহারা প্রচলিত হিন্দু বা মুসলমান-আচার অনুসারে চলে না। সঙ্গীত ইহাদের সাধনার এক প্রধান অঙ্গ); পাগল গানের সুর-বিশেষ। [করা।

বাউলানো—ক্রি. ঘুরপাক খাওয়া; সঞ্চারিত

বাউলি,-লী—[সং. বলয়] বি. রন্ধনকালে ব্যব-হার্য বেড়ী। (প্রাদে.)। **বাউলি দিয়ে আসা**—ঘুরিয়া আসা, ছল-ছুতা করিয়া ঘুরিয়া আসা [প্রাদে., গ্রাম্য]; বাহড় দ্রঃ।

বাউস—মৎস্য-বিশেষ।

বাও—[বায়ু] বি. বাতাস (বাও-বাতাস—বাতাস); উপ-দেবতার প্রভাব; [ইং bubo] দূষিত গ্রন্থিস্ফীতি-বিশেষ, বাগী।

বাওটা—বাউট (দ্রঃ)। [ডিম)।

বাওয়া—ণ. জ্ঞানহীন, পুংনিষেকশূন্য (বাওয়া

বাওয়া—ক্রি. ও বি. নৌকাদি চালনা করা (নাও বাওয়া; হাল বাওয়া); অতিক্রম করা; প্লাবিত করা (চিবুক বেয়ে জল পড়ছে); উপ্-চানো (তেল বেয়ে পড়ছে)। বাহা দ্রঃ।

বাওয়ান্ন—বাহান্ন, ৫২ এই সংখ্যা।

বাংলা, বাঙলা—বঙ্গদেশ (বাংলার মাটি বাংলার জল); বঙ্গভাষা (বাংলার লেখা); ণ. বঙ্গ-ভাষায় লিখিত (বাংলা বই)। **বাংলা, বাঙলা,-লো**—বাগানের মধ্যে স্থিত চওড়া বারান্দাযুক্ত একতলা বাড়ী-বিশেষ, bungalow।

বাঃ—[ফা. বাহ্] অব্য. বিস্ময় ও আনন্দ-প্রকাশক (বাঃ কী সুন্দর !)।

বা—ণ. বাম, বাম ভাগের (বাঁ চোখ)। **বাঁইয়া**—ণ. যে স্বভাবতঃ বাম হাতে কাজ করে; তবলার বাঁয়া। **বাঁয়ে**—বাঁয়ে, বাম-দিকে।

বাও—[সং. ব্যাম] বি. জলের গভীরতার মাপ-বিশেষ, চার হাত (বিশ বাঁও জল—উদ্ধার বা সম্পাদন দুঃসাধ্য)।

বাওড়—বি. বদ্ধজল-বিশিষ্ট নদীর বাঁক (বিল বাঁওড়)।

বাঁক—[সং. বঙ্ক] ণ. বক্র, যাহা বাঁকিয়া গিয়াছে (বাঁকমল); বি. নদী যেখানে বাঁকিয়া যায় (বাঁক পড়া; বাঁকে মাছ কেনা); নৌকার তলার বক্র কাষ্ঠখণ্ড; কাঁধে ভারবহনের যষ্টি, বিহঙ্গিকা (দইয়ের বাঁক কাঁধে)। **বাঁকনল**—ফুঁ দিয়া অগ্নিশিখা বাঁকাইবার জন্য ব্যবহৃত মুখবাঁকা নল, blow-pipe. **বাঁকমল**—পায়ের বক্রাকৃতি গহনা-বিশেষ।

বাঁক—[ফা. বাঙ্গ্] বি. মোরগের ডাক (মোরগের পয়লা বাঁকের সময়ই জেগে গিয়েছিল)। **গাজী সাহেবের মোরগ, পেটে গেলেও বাঁক দেয়**—যাহা আত্ম-সাৎ করিতে গিয়া বিপদে পড়িতে হয়, সেইরূপ ব্যাপার সম্পর্কে বলা হয়।

বাঁকা—ক্রি. বাঁকিয়া যাওয়া, বক্র হওয়া; ণ. বক্র, অনৃজু, সিধা নয় (বাঁকা রাস্তা); কুব্জ (বাঁকা পিঠ); হেলানো, তির্যক্, টেরচা, খাড়া নয় ('শ্যাম তুমি বাঁকা'); কুটিল, সরল নয় ('বাঁকা তোমার মন')। **বাঁকা কথা**—অসরল কথা; কটাক্ষপূর্ণ উক্তি। **বাঁকাচোরা**—ণ. ঋজু নহে, যাহা নানা ভাবে বাঁকিয়া গিয়াছে। **বাঁকানো**—ক্রি. বক্র করা; ণ. যাহা বক্র করা হইয়াছে (বাঁকানো লোহা)। **ঘাড় বাঁকানো**—প্রতিরোধের ভাব দেখানো। **মুখ বাঁকানো বা বাঁকা করা**—বিরাগ বা অবজ্ঞা দেখানো। **বাঁকা সিঁথি**—টেরচা ভাবে কাটা সিঁথি। **বেঁকে বসা**—বিরূপ হওয়া, প্রতিকূল ভাব ধারণ করা। **বেঁকে দাঁড়ানো**—প্রতিকূল হওয়া।

বাঁচন—বি. প্রাণে বাঁচা; রক্ষা পাওয়া; রেহাই পাওয়া (বড় বাঁচনটাই বেঁচেছে)। **মরণ-বাঁচন**—জীবন-মৃত্যু ('এখন মরণ-বাঁচন তোমার হাতে ভাবনা কি বা আর'—রবি)।

বাঁচা—ক্রি., বি. জীবিত থাকা, প্রাণধারণ করা (বেঁচে আছ ?); রক্ষা নিষ্কৃতি রেহাই বা পরিত্রাণ পাওয়া; স্বস্তি লাভ করা (বেরিয়ে পড়ে বেঁচেছে); উদ্বৃত্ত হওয়া (এক পয়সাও বাঁচে না); যোগ্যভাবে জীবন ধারণ করা

(বাঁচার মত বাঁচা)। **বেঁচে বর্তে থাকা**—জীবিত থাকা।
বাঁচানো—ক্রি. রক্ষা করা; বজায় রাখা (সুনামটি বাঁচিয়ে চলো); প্রাণদান করা; খরচ না করা; বিপন্মুক্ত করা (কর্তা না বাঁচালে এবার গেছি), সংস্রবে না রাখা (গা বাঁচিয়ে চলা); অক্ষুণ্ণ রাখা, ভঙ্গ না করা (আইন বাঁচিয়ে চলা)।
বাঁচোয়া—বি. ত্রাণ, রক্ষা; সঙ্কট অসুবিধা ইত্যাদি হইতে রেহাই (সে চেয়ে বসেনি, এই বাঁচোয়া)।
বাঁজা, বাঁঝা—[সং. বন্ধ্যা] ণ. যে স্ত্রীর সন্তান হয় না, barren। **বাঁঝী**—বন্ধ্যা।
বাঁট—[বৃন্ত] বি. হাতল, ধারণ-দণ্ড (ছুরির বাঁট; ছড়ির বাঁট; ছাতার বাঁট), [বাণ] স্তনের বোঁটা (গরুটার একট বাঁট কাণা—অর্থাৎ সে বাঁট দিয়া দুধ পড়ে না), [বণ্টন] বিভাগ, বিতরণ (বাঁট করে নেওয়া)।
বাঁটন—বণ্টন, বিতরণ। **বাঁটা**—ক্রি. বণ্টন করা, ভাগ করা। **বাঁটানো**—ক্রি. বণ্টন করানো। **বাঁটাবাঁটি**—পরস্পরের মধ্যে বণ্টন।
বাটখারা—বাটখারা দ্রঃ। [বতুল]।
বাঁটুল—বি. গুলি; ছোট গোলগাল মানুষ।
বাঁটোয়ারা—বণ্টন, বিভাগ (বাটোয়ারা দ্রঃ)।
বাঁড়ুরি,-রী—ভঙ্গ-বন্দ্যোপাধ্যায়। **বাঁড়ুয্যে, বাঁড়ুয্যা**—বন্দ্যোপাধ্যায়।
বাঁদর—[সং. বানর] বি. বানর, কপি, মর্কট; ণ. দুষ্ট, অশিষ্ট। **বাঁদর-মুখো**—ণ. বাঁদরের মত মুখ যার, কুশ্রী। স্ত্রী. **বাঁদরী**। বি. **বাঁদরামি, বাঁদরামো**—অশিষ্টপনা, শয়তানি।
বাঁদী—[ফা.] বি. ক্রীতদাসী; ঝি, দাসী (বাঁদীর মত খাটতে পারে)। **বাঁদীর বাচ্চা**—জন্মসূত্রে অতি হীন (গালি-বিশেষ)।
বাদি (দী)পোতা—পাতলা ডোরাকাটা কাপড়-বিশেষ (লেপের খোল হয়)।
বাঁধ—[সং. বন্ধ] বি. জলের প্রবাহ রোধ করিবার জন্য নির্মিত আলি বা প্রাচীর, ভেড়ি, dam, dyke ('বড়র পিরীতি বালির বাঁধ'; দামোদর-বাঁধ); আটক (মুখে বাঁধ নাই); নির্মাণ, গঠন, বাঁধুনি (দেহের বাঁধটা ভালই ছিল)।
বাঁধন—বি. বন্ধন; প্রতিরোধ; সৌষ্ঠব, পারিপাট্য (কথার, শরীরের বাঁধন); গান রচনা (বাঁধনদার)। **বাঁধন ছেঁড়া**—বন্ধন ছিন্ন করা, মুক্ত হওয়া। **বাঁধন-ছেঁড়া**—ণ. যাহার বন্ধন ছিন্ন হইয়াছে। **বাঁধনদার**—যে গান বাঁধে অর্থাৎ রচনা করে (বিশেষতঃ যাত্রার বা কবির দলে)। **বাঁধনহারা**—ণ. যাহার কোন বন্ধন নাই। **বাঁধনি**—বন্ধন; বাঁধুনি।
বাঁধা—ক্রি. ও বি. বন্ধন করা; গিরা দেওয়া; রচনা করা, ছন্দোবদ্ধ করা (গান বাঁধা); নির্মাণ করা (বাঁধ, বেড়া বাঁধা); বন্দী করা; রোধ করা, থামানো (ট্রাম বাঁধা; নৌকা বাঁধা); ঠিকঠাক করা (পাগড়ী বাঁধা; সেতার বাঁধা; তবলা বাঁধা); দৃঢ় করা (বুক বাঁধা, গোড়া বাঁধা); একত্র করা; সংহত হওয়া (দানা, জমাট, জোট বাঁধা); ণ. বদ্ধ (খুঁটায় বাঁধা; সংসারের ঘানিতে বাঁধা); বরাদ্দ, নির্ধারিত (বাঁধা মাইনে; বাঁধা মক্কেল); অপরিবর্তনীয় (বাঁধা নিয়ম); একঘেয়ে (বাঁধা গৎ); ইট সিমেণ্ট প্রভৃতির দ্বারা পাকা করা (বাঁধা রাস্তা; বাঁধা ঘাট); বি. বন্ধক (বাঁধা দিয়ে টাকা ধার করা)। **বাঁধাই**—বি. বাঁধার কাজ (বই বাঁধাই); বাঁধিবার পারিশ্রমিক; ণ. মজুদ। **বাঁধাই করা**—ভবিষ্যতে বিক্রয় করিবার জন্য প্রচুর মাল সংগ্রহ করা। **বাঁধাই কারবার**—বহু মাল সংগ্রহ করা ও এক সঙ্গে বহুমাল বিক্রয় করার কারবার। **বাঁধাছাঁদা**—ভাল করিয়া বাঁধা; কৌশল করিয়া সাজানো। **বাঁধাধরা**—ণ. যাহা আগে থাকিতে নির্ধারিত আছে, নূতনত্ব-বর্জিত। **বাঁধানো**—ক্রি. নির্মাণ করানো; পাকা করানো। **দাঁত বাঁধানো**—দাঁত দ্রঃ। **বাঁধাবাঁধি**—সুনির্ধারিত কিছু; কড়া নিয়ম (এক মাসের মধ্যেই করতে হবে এমন বাঁধাবাঁধি নেই)। **বাঁধা রোসনাই**—রাস্তার দুই ধারে সজ্জিত আলোকমালা। **বাঁধা শরীর**—স্বাস্থ্যপূর্ণ সবল শরীর। **বাঁধা সালসা**—যে সালসা বিশেষ নিয়মাধীন হইয়া ব্যবহার করিতে হয়। **বাঁধা হুঁকা**—রৌপ্য প্রভৃতি ধাতুর পাত দিয়া মোড়া নারিকেলী হুঁকা। **কোমর বাঁধা**—কোন কাজের জন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুত হওয়া। **খোঁপা বাঁধা**—কেশ-বিন্যাস করিয়া চুলের খোঁপা নির্মাণ করা। **গোড়া বাঁধা**—গোড়া শক্ত করা বা পাকা করা। **ঘর বাঁধা**

—গৃহ নির্মাণ করিয়া বাস করা। **চুল বাঁধা**—চুল আঁচড়াইয়া বেণীবদ্ধ করা। **জমাট বাঁধা**—সংহত হওয়া; গাঢ়বদ্ধ হওয়া, সুসবদ্ধ হওয়া। **জোট বাঁধা**—দল পাকানো। **দানা বাঁধা**—দানার সৃষ্টি হওয়া; সুস্পষ্ট রূপ গ্রহণ করা (চিন্তা এখনো দানা বাঁধেনি)। **বই বাঁধা**—সেলাই করিয়া ও মলাট লাগাইয়া বই তৈয়ার করা। **বুক বাঁধা**—সাহস অবলম্বন করা, সংকল্প করা, মন দৃঢ় করা। **মন বাঁধা**—সংকল্প করা। **হাত-পা-বাঁধা**—একান্ত অসহায়।

বাঁধিগৎ—নির্দিষ্ট সুর; একঘেয়ে এক ধরণের কথা। [(কথার বাঁধুনি) ।

বাঁধুনি,-নী—বি. বন্ধন; সুসঙ্গত, সৌষ্ঠব

বাঁয়া—বি. তবলার সঙ্গে বাঁ হাতে বাজাইবার যন্ত্র, ডুগী (বাঁয়া-তবলা)। **ঢাকের বাঁয়া**—অপ্রয়োজনীয় কিছু।

বাঁশ—[সং. বংশ] বংশ, বেণু; ধনুক (গুলাল-বাঁশ)। **বাঁশগাড়ি করা**—জমির অধিকার জানাইবার জন্য সেই জমির উপর লোকজন ও বাদ্যসহ বাঁশ পোঁতা। **বাঁশের কোঁড়া**—বাঁশের অঙ্কুরের মত দ্রুত বর্ধনশীল অল্প বয়সের ঢেঙা ছেলে-মেয়ে সম্বন্ধে বলা হয়। **পোঁদে বাঁশ দেওয়া**—(অভব্য) অপেক্ষাকৃত মান্য ব্যক্তিকে অতিশয় কষ্ট দেওয়া, লাঞ্ছনার একশেষ করা। **বুকে বাঁশ দেওয়া বা ডলা**—অতিশয় নির্যাতন করা। **বাঁশপাতা**—বাঁশের পাতার মত পাতলা মাছ-বিশেষ। **বাঁশ বনে ডোম কানা**—একই ধরণের অনেক জিনিসের মধ্যে পড়িয়া দিশাহারা ভাব। **বাঁশড়া**—বাঁশ ও তজ্জাতীয় (বাঁশ-বাঁশড়া)।

বাঁশরি,-রী—[হি বাঁসুরী] বি. বাঁশী, মুরলী।

বাঁশি,-শী—[সং. বংশী] বি. বংশী, বেণু, মুরলী। **বাঁশীর মত নাক**—দীর্ঘ অতুল ও উঁচু নাক।

বাঁহুক—বি. বাঁক, কাঁধে ভার বহিবার চেরা বাঁশ।

† **বাক্ (-চ্)**—[বচ্ + ক্বিপ্] বি. কথা, বাণী, বচন; বিদ্যা; সরস্বতী। **বাক্-কলহ**—বাক্যের দ্বারা কলহ, গালাগালি। **বাক্‌চাতুরী, বাক্‌চাতুর্য**—বাক্য প্রয়োগের কৌশল, কথার বাহাদুরি; ছলনাপূর্ণ বাক্য। **বাক্‌চাপল্য**—মুখে যা আসে তাই বলা, অনায়াসে মিথ্যা বলা নিন্দা করা ইত্যাদি। **বাকছল**—বাক্-চাতুরী; ব্যর্থক কথা। **বাক্‌পটু**—বাগ্মী; কথায় পটু। **বাক্‌পতি**—বৃহস্পতি; উত্তম বক্তা। **বাক্‌পারুষ্য**—রূঢ় বাক্য, কড়া কথা বলার দোষ; মানহানিকর উক্তি। **বাক্‌প্রণালী**—কথা বলিবার ধরণ বা রীতি। **বাক্‌প্রপঞ্চ**—কথার ধাঁধাঁ; বাগ্‌বাহুল্য। **বাক্‌রোধ**—কথা বলিবার ক্ষমতা না থাকা। (শুদ্ধ; বাগ্‌রোধ)। **বাক্‌শক্তি**—কথা কহিবার শক্তি, বাক্যের শক্তি। **বাক্‌সংযম**—বেশী কথা না বলা। **বাক্‌সিদ্ধ**—ণ. যাহার কথা ফলে। বি. **বাক্‌সিদ্ধি**। **বাক্‌সর্বস্ব**—কথাই যাহার সর্বস্ব অথচ কাজের ক্ষমতা নাই। **বাক্‌সূত্র**—কথার সূত্র; বাদ্যযন্ত্রের তাঁত। **বাক্‌স্ফূর্তি**—মুখ ফোটা; অনর্গল কথা বলার শক্তি।

বাক—[বচ্ + অ] বি. বচন; মন্ত্র; উচ্চারণ।

বাকম—বি. পায়রার ডাক।

বাকল,-লা—[সং. বল্কল] বি বৃক্ষত্বক্ (বাকল-ভূষণ); খোসা, ছিল্‌কা।

বাকস—বাসক শব্দের গ্রাম্য রূপ।

বাকসনা—বকফুল ও তাহার গাছ।

বাকি,-কী—[আ. বাক়ী] ণ. অবশিষ্ট; প্রাপ্যের অনাদায়ী; বি. উদ্বৃত্ত বা অবশিষ্ট বা অনাদায়ী অংশ। **বাকী খাজনা**—যে খাজনা এখনও পরিশোধ করা হয় নাই। **বাকী জায়**—যে-সব খাজনা আদায় হয় নাই তাহার তালিকা। **বাকীদার**—যে প্রজার নিকট খাজনা বাকী আছে। **বাকী পড়া**—অনাদায়ী থাকা। **বাকীবকেয়া**—যে-সব প্রাপ্য বাকী আছে। **বিলাত বাকী**—অনাদায়ী বাকী, যে বাকী টাকা আদায়ের সম্ভাবনা কম, bad debt।

† **বাক্য**—[বচ্ + য] বি. কথা (মোর বাক্য ধর); আজ্ঞা (গুরুবাক্য, হিতবাক্য); (ব্যাক.) বক্তব্যের পূর্ণতাজ্ঞাপক শব্দসমষ্টি, sentence। **বাক্যগর্ভিত**—বাক্যের গর্ভস্থ অপ্রধান বাক্য, parenthesis। **বাক্যদণ্ড**—কথার দ্বারা শাসন, তিরস্কার। **বাক্যদান**—কথা দেওয়া। **বাক্য-পরম্পরা**—বাক্যের পর্যায়-ক্রম, কথাপ্রসঙ্গ। **বাক্যবাগীশ, বাক্য-বিশারদ**—ণ. কথা বলিতে ওস্তাদ। **বাক্য-বাণ**—অতি নিষ্ঠুর বচন। **বাক্যব্যয়**—

কথা বলা (বাক্যব্যয় না করিয়া প্রস্থান করিলেন)। **বাক্যজ্ঞ**—ণ. যে কথা রক্ষা করে; কথায় বাধা। **বাক্যস্ফূর্তি**—মুখে কথা আসা। **বাক্যাড়ম্বর**—কথার আড়ম্বর বা ঘটা। **বাক্যালাপ**—আলাপ, কথাবার্তা (দুই জনের মধ্যে বাক্যালাপ বন্ধ)।

বাক্স—[ইং. box] বি. তালা বন্ধ করিয়া রাখা যায় এমন চতুষ্কোণ আধার। **বাক্সজাত, বাক্সবন্দী**—ণ. বাক্সের মধ্যে বন্ধ। **ক্যাশবাক্স**—নগদ টাকা-পয়সা রাখিবার বাক্স। **হাতবাক্স**—হাতে লইয়া যাওয়া যায় এমন ছোট বাক্স।

বাখর—বি. চাউল হইতে মদ প্রস্তুত করিবার খামিরা। [প্রাদে.]। **বাখরখানি**—ঢাকায় প্রস্তুত বহুস্তরযুক্ত মোটা রুটি-বিশেষ।

বাখান—[ব্যাখ্যান] বি. বিবৃতি, বিস্তৃত বর্ণনা; প্রশংসা, গুণকীর্তন। ক্রি. **বাখানা**—ব্যাখ্যা করা; বর্ণনা করা; প্রশংসা করা (বাখানি বীরপনা তোর—মধুসূদন)।

বাখারি,-রী—বি. বাঁশের চটা বা ফালি, (বাখারি দিয়ে বেড়া বাঁধা); চূণ বিশেষ, জোংড়া চূণ (শামুক ঝিনুক পোড়াইয়া প্রস্তুত)।

বাগ—[সং. বল্গা] বি. লাগাম (ঘোড়ার বাগ ধরা); কৌশল (তাগবাগ, কাজের বাগ); বশ, নিয়ন্ত্রণ (বাগ মানা); আয়ত্তি, কোট (বাগে পাওয়া); সুযোগ (বাগ পাওয়া); দিক্ (এই বাগে যাও)। **বাগ মানা**—লাগাম মানা; শাসন মানা (মন আর বাগ মানে না)। **বাগে পাওয়া**—কায়দায় পাওয়া।

বাগ—[ফা. বাগ] বি. বাগান। **বাগ-বাগিচা**—বড় ও ছোট বাগান। **বাগবান**—মালী।

বাগ—(কথ্য) বাঘ; পদবী-বিশেষ।

বাগড়া—বিঘ্ন, ব্যাঘাত (—দেওয়া)।

বাগডোর—লাগাম, বাগের দড়ি।

বাগদী—(বকদ্বীপ?) নিম্নশ্রেণীর হিন্দুজাতি-বিশেষ (বাগ্দী-বাউরী)। স্ত্রী **বাগদিনী**।

বাগবাগ—বাগেবাগ দ্রঃ। আড়ম্বর]।

† **বাগাড়ম্বর**—বি কথার আড়ম্বর। [বাক্ +

বাগাত—বি বাগান-সমূহ। **বাগাতি**—বাগানের ফলের উপরে যে খাজনা বসানো হয়।

বাগান—উদ্যান, যেখানে ফুল-ফলাদি জন্মে। **বাগান-বাড়ী**—বাগান-ঘেরা বাড়ী (সাধারণতঃ প্রমোদ গৃহরূপে ব্যবহৃত)। **বাগানবিলাস**—বোগেনভিলিয়া নামক (Bougainvillaea) রঙীন ফুলযুক্ত লতানে গাছ বিশেষ।

বাগানো—ক্রি. কৌশলে আয়ত্ত করা (কাজ বাগানো); বশীভূত করা, বাগ মানানো; ঘটা করিয়া নির্মাণ করা (টেরি বাগানো)।

বাগাল—মালী; রাখাল শব্দের সহচর শব্দ।

বাগিচা—[ফা.] বি. ছোট বাগান।

† **বাগিন্দ্রিয়**—মুখ। [বাক্ + ইন্দ্রিয়]।

বাগী, বাঘী—বি. উপদংশ-জনিত কুচ্‌কিতে উৎপন্ন স্ফোটক-বিশেষ, bubo।

† **বাগীশ**—বি. বাগ্‌বিশারদ; বৃহস্পতি; পাণ্ডিত্য-জ্ঞাপক উপাধি (আগমবাগীশ; তর্কবাগীশ)। **বাগীশ্বরী**—সরস্বতী; বাগেশ্রী রাগিণী। [বাক্ + ঈশ, ঈশ্বরী]।

বাগুড়া, বাগুড়ি, বাগুলা—বি. কলাগাছের দীর্ঘ পাতা, বাইল। জানকী কাঁপেন যেন কলার বাগুড়ি—কৃত্তিবাস)।

বাগুরা—বি. জাল; ফাঁদ। [সং.]। **বাগুরিক**—যে ফাঁদ পাতিয়া মৃগাদি ধরিয়া জীবিকা নির্বাহ করে; ব্যাধ।

বাগেবাগ, বাগবাগ—আহ্লাদিত, ডগমগ (খুশিতে—, —খুশী)। [সং]

† **বাগ্‌জাল**—কথার জাল, কথার আড়ম্বর। [বাক্ + জাল]। **বাগ্‌দণ্ড**—তিরস্কারস্বরূপ দণ্ড। **বাগ্‌দত্ত**—অভিভাবকের বাক্যের দ্বারা স্বীকৃত (পতি)। স্ত্রী. **বাগ্‌দত্তা** (বাংলায় 'বাক্‌দত্ত' চলে)। **বাগ্‌দান**—কন্যার বিবাহ দান সম্পর্কে অভিভাবকের প্রতিশ্রুতি (বাংলায় 'বাক্‌দান' চলে)। **বাগ্‌দেবী, বাগ্‌বাদিনী**—সরস্বতী। **বাগ্‌বিতণ্ডা**—তর্ক-বিতর্ক। **বাগ্‌বিদগ্ধ**—ণ. বাক্য প্রয়োগে কুশল, যিনি ভাল আলাপ করিতে পারেন। বি. **বাগ্‌বৈদগ্ধ,-ধ্য**। **বাগ্‌বিভূতি**—বাক্‌পটুতা, বক্তৃতাশক্তি। **বাগ্মী**(-গ্মিন্)—ণ. বাক্‌পটু, যে ভাল বক্তৃতা করিতে পারে। [বাচ্ + মিন্]। বি. **বাগ্মিতা**। **বাগ্‌যত**—মিতভাষী; মৌনী। **বাগ্‌যুদ্ধ**—কথা কাটাকাটি, বচসা। **বাগ্‌রোধ**—কথা বন্ধ হইয়া যাওয়া (বাংলায় বাক্‌রোধ বেশী প্রচলিত)।

বাঘ—[সং. ব্যাঘ্র] বি. ব্যাঘ্র; ব্যাঘ্রের মত প্রতাপ-বিশিষ্ট ব্যক্তি (বাংলার বাঘ)। (কথ্য;

বাগ)। স্ত্রী. **বাঘী, বাঘিনী**। **বাঘ-আঁচড়া**—শ্বেতবর্ণ ফলযুক্ত ক্ষুদ্র গাছ-বিশেষ। **বাঘছড়ি,-ছাল**—বাঘের চামড়া। **বাঘজাল**—বাঘ ধরিবার জাল। **বাঘডাশা, বাগ-** —বাঘের মত ডোরাযুক্ত বন্য জন্তু-বিশেষ। **বাঘ-থাবা**—বাঘের থাবার মত ছাপযুক্ত। **বাঘনখ**—বাঘের নখরের মত অস্ত্র-বিশেষ; বাঘের নখযুক্ত পদক; গন্ধদ্রব্য বিশেষ। **বাঘবন্দী**—শিকারী যেমন বাঘকে বন্দী করে, সেই ভাবে বন্দী ঘুঁটিখেলা বিশেষ (সাত ঘুঁটি বাঘবন্দী)। **বাঘভেরেণ্ডা**—গাবভেরেণ্ডা। **বাঘহাতা**—বাঘের থাবার মত চর্মনির্মিত হাতকড়ি-বিশেষ। **বাঘে ছুঁলে আঠার ঘা**—ঘা দ্রঃ। **বাঘের আড়ি**—প্রবল প্রতি-পক্ষের গোঁ, আক্রোশ বা শত্রুতা। **বাঘের ঘরে ঘোগের বাসা**—ঘোগ দ্রঃ। **বাঘের মাসী**—বিড়াল। **বাঘের মাসী হওয়া**—কোন ছোটখাট কাজে গিয়া অত্যন্ত বিলম্ব করা।

বাঘা—বি. বাঘ (তুচ্ছার্থে); ণ. বাঘের মত প্রচণ্ড বা ভীতিকর বা সাহসী (বাঘা কুকুর; বাঘা হেড-মাষ্টার, বাঘা তেঁতুল, বাঘা যতীন)। **বাঘাটে**—ণ. তীব্র স্বাদযুক্ত (বাঘাটে তেঁতুল **বাঘা-হামা**—করতল ও পদতলের উপর ভর দিয়া শিশুর হামা। **বাঘাড়**—বাগাড় দ্রঃ; গোভাগাড় (প্রাদে.)। **বাঘাম্বর**—বাঘ্রচর্মের পরিধান।

বাঙলা—বাংলা দ্রঃ। **বাঙলা করে বলা**—সোজা কথায় বলা।

বাঙাল, বাঙ্গাল—বি পূর্ববঙ্গবাসী ণ. গ্রাম্য, অজ্ঞ, অনভিজ্ঞ (কোথাকার বাঙাল!)। **বাঙালে, বাঙ্গালে**—ণ. বাঙ্গালের মত (বাঙালে কথা. বাঙালে চাল)।

বাঙালি,-লী, বাঙ্গালী—বঙ্গবাসী।

বাঙ্গলা, বাঙ্গালা—বাংলা দ্রঃ **বাঙ্গালী**—বাঙালি দ্রঃ; রাগিণী-বিশেষ।

বাঙ্গি,-ঙ্গী—ফুটি (পূর্ববঙ্গে)।

বাঙ্গী—[সং. বিহঙ্গিকা] বি. বাঁক, ভারযষ্টি। **বাঙ্গীদার**—যে বাঁকে করিয়া মাল বহন করে, ভারবাহক।

+ **বাঙ্‌নিষ্ঠ**—ণ. যে কথা দিয়া কথা রাখে; প্রতিজ্ঞাপালক। [বাক্+নিষ্ঠ]। বি. **বাঙ্‌-নিষ্ঠা**—প্রতিশ্রুতি রক্ষা। **বাঙ্‌নিষ্পত্তি**—মুখ দিয়া কথা বাহির হওয়া, কিছু বলা (এমন কথা শোনার পর বাঙ্‌নিষ্পত্তি না করে চলে যাওয়াই ভাল)। **বাঙ্‌মনঃ, বাঙ্‌মনস**—বাক্য ও মন (অবাঙ্‌মনস-গোচর)। **বাঙ্‌ময়**—ণ. বাক্যাত্মক, শব্দজাত; বি. অলঙ্কার শাস্ত্র। স্ত্রী. **বাঙ্‌ময়ী**—বাক্যাত্মিকা; সরস্বতী। **বাঙ্মুখ**—বক্তব্যের সূচনা, অবতরণিকা। [বাক্+মুখ]।

বাচ—প্রতিযোগিতামূলক নৌকা-চালনা, বাইচ।

+ **বাচ**—[সং] বি. বাচামাছ।

বাচ, বাছ—বি. বাছাই, পছন্দ (বাচ-বিচার)। **বাচপড়া, বাছপড়া**—ণ. বাছাইয়ের পরে যাহা পড়িয়া আছে। **বাচবিচার, বাছ-** —বি. বাছাই ও ভালমন্দ বিচার (তার খাবার পেলেই হল, বাচবিচারের বালাই নেই)।

+ **বাচক**—[বচ্+অক] ণ. বোধক, সূচক, অর্থ-প্রকাশক (সংখ্যাবাচক); পুরাণাদি-পাঠক। বি. **বাচন**—পঠন, পাঠ; কথন, উক্তি; ব্যাখ্যান (স্বস্তিবাচন)। **বাচনিক**—ণ. বচন দ্বারা নিষ্পন্ন, মৌখিক (বাচনিক বিবাদ; বাচনিক পাপ); ক্রি. ণ. মুখে, কথায় (তাহার বাচনিক সকল বিষয় অবগত হইলাম)।

+ **বাচস্পতি**—বি. বৃহস্পতি, বাগ্মী; পণ্ডিতের উপাধি। [বাচঃ+পতি]। বি. **বাচস্পত্য**—বাগ্মিতা।

+ **বাচা**—[সং. বাচ] বি. আঁশহীন মাছবিশেষ।

+ **বাচাটু, বাচাল**—ণ. যে অকারণে বেশি কথা বলে। [বাচ্+আল]।

+ **বাচিক**—ণ. বাক্যের দ্বারা নিষ্পন্ন, মৌখিক। [বাচ্+ইক]। **বাচিক পত্র**—সংবাদপত্র; লিপি। **বাচিকহারক**—যে সংবাদ বহন করে, দূত।

বাচ্চা, বাচ্ছা—[সং. বৎস] বি. শিশু (দুধের বাচ্চা); সন্তান (বাঁদীর বাচ্চা—গালি) ণ. অল্পবয়স্ক (বাচ্চা ছেলে)। **বাচ্চা কাচ্চা**—একাধিক শিশুসন্তান (বাচ্চাকাচ্চা অনেকগুলো হয়েছে)।

+ **বাচ্য**—[বচ্+য] ণ. কথনীয়, বলার যোগ্য; গণ্য, অভিধেয়; বি. (ব্যাক.) ক্রিয়ার সহিত কর্তা প্রভৃতির অন্বয়, voice. (কর্তৃ, কর্ম, করণ, সম্প্রদান, অপাদান, অধিকরণ, ভাব, কর্ম-কর্তৃ—এই আট প্রকার বাচ্য)। **বাচ্যার্থ**—বি. মুখ্য অর্থ, অভিহিতার্থ। (বিপ. লক্ষ্যার্থ, ব্যঙ্গার্থ)।

বাছ—বি. বাছাই।

বাছন—বাছিয়া লওয়া; নির্বাচিত করা। **বাছনদার**—যে বাছাই করে। **বাছনা**—বাছপড়া (বাছনা আম—প্রাদে.)।

বাছনি—নির্বাচন, বাছাই; বাছা, জাদু, বৎস (প্রাচীন বাংলায় ব্যবহৃত)।

বাছবিচার—বাচবিচার দ্রঃ।

বাছা—[সং. বৎস] বি বৎস, সন্তান, পুত্রকন্যা-স্থানীয় ব্যক্তির প্রতি সম্বোধন।

বাছা—ক্রি. বি. বাছাই করা, নির্বাচন করা, পছন্দ করা; অবাঞ্ছিত বস্তু হইতে ভাল জিনিস আলাদা করা (কাঁটা বাছা; খৈ বাছা), ইতর-বিশেষ করা (ক্ষুদকুঁড়া যে না বাছে তার ভাত সকলখানেই আছে); ণ. নির্বাচিত, পছন্দ করা, সুনির্বাচিত (বাছা-বাছা দশজন জোয়ান চাই); আবর্জনা-মুক্ত (বাছা চাউল)। **কম্বলের লোম বাছা**—লোম দিয়াই কম্বল তৈরী হয়, কাজেই লোম বাছিয়া ফেলিলে কম্বলের কিছুই থাকে না, সেইরূপ বাছাই করিতে গিয়া সবই বাদ দেওয়ার মত অবস্থা ঘটা। **বাছের বাছ**—সব চাইতে বাছা, উৎকৃষ্টতম।

বাছাই—বি. নির্বাচন; আবর্জনা মোচন। **বাছাইকরা**—ণ. নির্বাচিত; বিশিষ্ট।

বাছানো—ক্রি. নির্বাচন করানো, মনোনয়ন করানো; বাছার কাজে নিযুক্ত করা; ণ. উক্ত সকল অর্থে।

বাছুর—[সং. বৎসতর] গোবৎস; অল্পবয়স্ক গরু। **শিঙ ভেঙ্গে বাছুরের দলে মেশা**—শিং দ্রঃ। স্ত্রী—বকনা বাছুর (বাছুরী অপ্রচলিত)।

বাজ—[ফা.] বি. সুপরিচিত শিকারী পাখী, শ্যেন, hawk; [সং. বজ্র] বজ্র (বাজ পড়া—বজ্রপাত হওয়া; বজ্রাঘাত হওয়া, বজ্রাহত); [সং.] বেগ; ঘৃত, পক্ষ, পাখা।

বাজ—[ফা. বায] ণ. আসক্ত, পারদর্শী (অন্য শব্দের সহিত—ফূর্তিবাজ, মামলাবাজ)।

বাজখাঁই—ণ. অতিশয় উচ্চ ও কর্কশ (কণ্ঠস্বর), [বাজখাঁ অথবা রাজবাহাদুর হইতে]।

বাজন—বি. যাহা বাজে (বাজন নূপুর); বাজনা; বাদন। **বাজনদার**—বাদ্যকর, যে বাজায়। **বাজনা**—বাদ্যের শব্দ; বাদ্যযন্ত্র (বাজনা বাজান)। **বাজনাওয়ালা,-দার**—বাজনদার।

+**বাজপেয়**—[বাজ (ঘৃত) পেয় যাহাতে—বহুব্রী] বি. যজ্ঞ-বিশেষ। **বাজপেয়ী** (-য়িন্) —এরূপ যজ্ঞকর্তা; পদবীবিশেষ।

বাজবইরি,-হরি—বড়জাতের বাজপাখী বিশেষ।

বাজরা—বি. বোঝা বহিবার বড় চ্যাপটা ঝুড়ি; [হি] খাদ্যশস্যবিশেষ, millet.

+**বাজসনেয়**—ণ. বি. বাজসনির অপত্য বা শিষ্য, যাজ্ঞবল্ক্য। [বাজসনি+ঞেয়]। **বাজসনেয়ী** (-য়িন্)—যজুর্বেদের শাখাবিশেষের অধ্যেতা।

বাজা—বি. বাদ্য (বাজা বাজানো; বাজাওয়ালা)।

বাজা—ক্রি., বি. বাদিত হওয়া, ধ্বনিত হওয়া (বেসুর বাজে রে—রবি); তীব্রভাবে অনুভূত হওয়া (মর্মতল বিদ্ধ করি বজ্রসম বাজে—রবি;) ঘড়িতে সময় সূচিত হওয়া (তখন স'ন'টা বাজে); লাগা, আঘাত করা, ব্যথা দেওয়া (কানে বাজে; বুকে বাজে); বিরূপ মনোভাবের ও প্রতিবাদের সৃষ্টি হওয়া (সামান্য কথা বলেও এত বাজে কেন?); ণ. যাহা বাজে (বাজা ঘড়ি)। **যার কর্ম তারে সাজে, অন্য জনে লাঠি বাজে**—যোগ্য লোক কাজের ভার না লইলে লাঠালাঠি বাধিয়া যায়।

বাজান—বি. বাবাজান, শ্রদ্ধেয় পিতা। (গ্রাম্য)।

বাজানো—ক্রি., বি. বাদ্য করা; সুর সৃষ্টি করা; শব্দ সৃষ্টি করা; যথাযথভাবে সম্পাদন করা, হাসিল করা (কাজ বাজানো)। **বাজাইয়া দেখা**—ধ্বনি হইতে বুঝিতে চেষ্টা করা তাহা আসল কি মেকি; (তাহা হইতে) পরীক্ষা করা (ফাঁকি দেবার যো নেই, সংসার তোমাকে বাজিয়ে নেবে)। **ঢাক বাজানো**—চতুর্দিকে রাষ্ট্র করা। **নাম বাজানো**—নিজের সুখ্যাতি রাষ্ট্র করা। **সেলাম বাজানো**—ঘটা করিয়া সেলাম করা।

বাজার—[ফা. বাযার] বি. পণ্যের ব্যাপক বিক্রয়ের স্থান অথবা ব্যাপক বিক্রয় (বড়বাজার; পাটের বাজার); দর, দাম (বাজার উঠছে; চড়া বাজার); ক্রয়, খরিদ, কেনাকাটা (বাজার করা); নিত্য-প্রয়োজনীয় মুখ্যতঃ আহার্য-সামগ্রী ক্রয় (বাজার করে ফিরছি); বাজারে কেনা নিত্য-প্রয়োজনীয় আহার্য-সামগ্রী (বাজারটা পৌঁছে দিয়ে আসি); কোলাহলপূর্ণ স্থান (এ তো ইস্কুল নয়, বাজার)। **বাজার-খরচ**—নিত্য-প্রয়োজনীয় তরিতরকারি-আদি ক্রয়ের জন্য যে টাকা লাগে (এতে বাজার-খরচটা চলে যায়)।

বাজার গরম—পণ্যের কাটতি বৃদ্ধি ও মূল্য বৃদ্ধি (বিপ. বাজার মন্দা বা নরম)। **বাজার গরম করা**—ব্যাপকভাবে আগ্রহ উত্তেজনা ইত্যাদির সৃষ্টি করা (ওসব বাজার গরম-করা কথা রাখ, কাজের কথা বল)। **বাজার চড়া**—মূল্য বৃদ্ধি হওয়া। **বাজারদর**—প্রচলিত দর। **বাজার বসা**—দোকানপাট বসা। **বাজার-ভাও**—বাজার দর; বাজারের অবস্থা। **বাজার-সংস্করণ**—প্রচলিত বৈশিষ্ট্যহীন সংস্করণ (বাজার-সংস্করণ কবিকঙ্কণ)। **বাজারে**—ণ. বাজারে ক্রয়-বিক্রয়কারী; সাধারণ, নিকৃষ্ট, মর্যাদাহীন; বি. নিম্নশ্রেণীর বারবনিতা।

বাজি,-জী—[ফা. বাযী=খেলা] বি. ইন্দ্রজাল, ভেলকি (বাজিকর,-গর); খেলা, ক্রীড়া (বাজি ভোর হওয়া, বাজিমাত, ছায়াবাজি); খেলার দান বা দফা, game (এক বাজি তাস খেলা); পণ, bet (বাজি রাখা; বাজী জেতা); আতস-বাজী, fire-works (বাজী ফুটানো; ছুঁচো বাজী)। **বাজিকর,-গর**—ঐন্দ্রজালিক, যে নানা ধরণের ভেল্কি দেখায় (তুমি বাজীকরের মেয়ে শ্যামা, যেমনি নাচাও তেমনি নাচি—রামপ্রসাদ)। **বাজি দেওয়া**—ধোঁকা দেওয়া। **বাজি ভোর হওয়া**—খেলা শেষ হওয়া; জীবনলীলা সাঙ্গ হওয়া। **বাজিমাৎ**—বিপক্ষের সম্পূর্ণ পরাভব, কেল্লা ফতে; খেলায় জয়যুক্ত সমাপ্তি।

বাজিয়ে—ণ. যে ভাল বাজায় (গাইয়ে-বাজিয়ে)।

† **বাজিপাল**—সইস। **বাজি-মেধ**—অশ্বমেধ। **বাজিশাল**—অশ্বশালা। **বাজী (-জিন্)**—(বেগবান্ অথবা পক্ষবান্); বি. অশ্ব। [বাজ+ইন্]। স্ত্রী. বাজিনী। **বাজীকরণ**—রতিশক্তি-বর্ধক প্রক্রিয়া বা ঔষধাদি।

বাজু—[ফা. বাযূ] বি. বাহু, হাতের উপরকার অংশ; উপর হাতের গহনা বিশেষ (বাজুবন্দ); চৌকাঠের দুই পাশের লম্বা কাষ্ঠ; খাটের পাশের দিকের লম্বা কাষ্ঠখণ্ডদ্বয় (খাটের বাজু)। **বাজুবন্দ**—বাহুতে পরিবার গহনা-বিশেষ।

বাজে—[আ. বায্] অনাবশ্যক, অপ্রয়োজনীয় (বাজে কাজেই দিন গেল; বাজে কথায় কাজ কি?); কাজের অযোগ্য, অপদার্থ; অপ্রধান, অপরিচিত, সাধারণ (বাজে লোক); খেলো, নিকৃষ্ট (বাজে মাল; অতিরিক্ত, হিসাবের বহির্ভূত (বাজে খরচ); বিবিধ, miscellaneous (বাজে আদায়)। **বাজে জিনিষ**—খেলো জিনিষ। **বাজে মার্কা**—ণ. খেলো। **বাজে লোক**—অপরিচিত লোক; নগণ্য লোক; যে লোক কাজের নয়।

বাজেয়াপ্ত—[ফা. বায্ইয়াফ্ত্] ণ. সরকার বা জমিদার কর্তৃক গৃহীত বা আত্মসাৎকৃত, জব্দ, confiscated (লাখেরাজ বাজেয়াপ্ত হওয়া, জামানত বাজেয়াপ্ত হওয়া)। ণ. **বাজেয়াপ্তী** (—মহাল)।

বাঞ্চোৎ—অশ্লীল গালি-বিশেষ (শালা বাঞ্চোৎ)।

† **বাঞ্ছন, বাঞ্ছা**—বি. স্পৃহা, অভিলাষ [বান্ছ্+অনট্, অ+আপ্]। **বাঞ্ছাকল্পতরু**—অভীষ্টদানকারী স্বর্গীয় বৃক্ষ বিশেষ। বি. **বাঞ্ছনীয়**—অভিলষণীয়, কাম্য। **বাঞ্ছিত**—অভিলষিত, কাঙ্ক্ষিত (দেবতা-বাঞ্ছিত)।

† **বাট**—[বট্ (বেষ্টন করা)+ঘঞ্] বি. আবৃত স্থান, পরিখাবেষ্টিত স্থান; গৃহ, নিবাস। স্ত্রী. **বাটিকা, বাটী**—বাড়ী।

বাট—[সং. বর্ত্মন্] বি. পথ, রাস্তা (হাটে মাঠে বাটে এই মত কাটে—রবি); [দেশী] চ্যাপটা লম্বা ডেলা (সোনার, রূপার—)।

বাটকে—মাছ-বিশেষ।

বাটখারা—[হি. বটখারা] বি. ওজন করিবার জন্য নির্দিষ্ট ওজনের লোহার বা পাথরের খণ্ড, পড়িয়ান। [পেষণের মসলা (বাটনা বাটা)।

বাটন—মসলাদি পেষণ। **বাটনা**—বি.

বাটপাড়—(যে পথে পড়ে অর্থাৎ আক্রমণ করে) ণ., বি প্রতারক, ঠগ; ডাকাত (এই অর্থে ব্যবহার কম)। বি. **বাটপাড়ি**।

বাটা—মৎস্য-বিশেষ; ছোট অগভীর পাত্র-বিশেষ (পানের বাটা)। **বাটাজোড়া মুখ**—চওড়া গোল মুখমণ্ডল। [discount।

বাটা, বাট্টা—বি. টাকা ভাঙ্গাইবার দস্তুরি,

বাটা—বি. জামাতাকে সম্বর্ধনা-জ্ঞাপক বাটাপূর্ণ ফল-মিষ্টান্নাদি (ষষ্ঠীবাটা—জামাই-ষষ্ঠীতে শাশুড়ী কর্তৃক জামাতাকে দেয় কাপড়-চোপড় ফল-মিষ্টান্ন ইত্যাদি।

বাটা—ক্রি. পেষা, পেষণ করা; বি. পেষণ; পিষ্ট দ্রব্য (ডালবাটা); ণ. পিষ্ট (বাটা হলুদ)।

বাটালি,-লী—কাঠ চাঁচিবার বা ছুলিবার অস্ত্র বিশেষ, chisel. (**কোর বাটালি**—যে বাটালির দ্বারা গোল গর্ত করা যায়। **কোরে**

বাটালি—একদিকে কোণযুক্ত বাটালি)।

বাটিকা, বাটী—বি. বাড়ী, গৃহ। [সং]।

বাটী, বাটি—ছোট পাত্র; পেয়ালা (চায়ের বাটী)। **জামবাটী**—বৃহৎ আকৃতির বাটী। **বাটী চালা অথবা চালান দেওয়া**—মন্ত্র পড়িয়া বাটী চালনা করা (অপহৃত বস্তুর সন্ধান লাভের জন্য)।

বাটুল, বাঁটুল—বি. লোহা সীসা বা মাটির গুলি (বিহঙ্গ বাটুলে বিন্ধে—কবিকঙ্কণ)।

বাটোয়ার, বাটোআড়—বাটপাড়; দস্যু (প্রাচীন বাংলা)। বি. **বাটোয়ারি**।

বাটোয়ারা—[হি.] বি. বিভাগ, বণ্টন। **ভাগ-বাটোয়ারা**—বিভাগ ও বণ্টন।

বাট্টা—দস্তুরি, ধরতা, ছাড়, discount.

বাড়—বি. বেষ্টন ঘের, নৌকার পার্শ্ব (বসিল নায়ের বাড়ে নামাইয়া পদ—ভারতচন্দ্র); বাণের মূলে সংলগ্ন পক্ষ। **বাড় বাঁধা**—[ইং bar] ভাঙা হাড় জোড়া দিবার জন্য পাতলা তথ্‌তা দিয়া সেই ভাঙা জায়গা বাঁধা।

বাড়—[সং. বৃদ্ধি] বি. বৃদ্ধি, লম্বা হওয়া (গাছের বাড়। বাড় চড়া—লম্বা হওয়া); বাড়া-বাড়ি, স্পর্ধা (বড় বাড় বেড়েছে দেখছি); উন্নতি (বাড়ের সময়)। **বাড় বাড়া**—স্পর্ধা হওয়া, বাড়াবাড়ি করা। বি. **বাড়তি**—বৃদ্ধি; বর্ধিত অংশ; উন্নতি (বাড়তির সময়; এ মাসে একদিন বাড়তি হয়েছে—বিপ. ঘাটতি বা কমতি)।

বাড়ই—বি. ছুতার। [বর্ধকি]।

বাড়ন—বি. বৃদ্ধি, বাড়; বাড়ুন, ঝাঁটা।

বাড়ন্ত—ণ. যাহা বাড়িয়া উঠিতেছে, বাড়িয়া উঠা যাহার স্বভাব; ফুরাইয়াছে এমন, নাই (ঘরে চাল বাড়ন্ত। চাউল লক্ষ্মীস্বরূপা, তাহার অভাব মুখে বলিতে নাই। তুঃ শাখা বেড়েছে)।

‡**বাড়ব**—ণ. বড়বা সম্বন্ধীয়; বাড়বানল। [বড়বা +অ]। **বাড়বাগ্নি**—সমুদ্র গর্ভের অগ্নি। **বাড়বেয়**—বড়বার সন্তান, অশ্বিনীকুমার; বাড়বানল। [বড়বা+ফেয়]

বাড়া—ক্রি. বৃদ্ধি পাওয়া (জল বাড়ছে); অগ্রসর হওয়া (আগু বাড়া); অন্ন-ব্যঞ্জনাদি পাত্রে সাজানো (ভাত বাড়া); উড়ন্ত ঘুড়ির সুতা ছাড়া (বেড়ে প্যাঁচ খেলা); ভাঙিয়া যাওয়া (শাঁখা বেড়েছে। মাঙ্গলিক দ্রব্য নষ্ট হইয়াছে বলিতে নাই); পেনসিল বা কলম কাটিয়া লিখিবার মুখ প্রস্তুত করা (পেনসিলটা বেড়ে রাখো), ণ. যাহা পাত্রে সাজানো হইয়াছে (বাড়া ভাত); সমধিক, আরো বেশী, অতি-রিক্ত (মরার বাড়া গাল নেই); মহত্তর (রূপ গুণ কুল বাড়া—কবিকঙ্কণ)। **বাড়া ভাতে ছাই**—সাগ্রহে ভোগ করিতে যাইতেছে এমন সময় অনর্থপাত; অতিশয় দুর্ভাগ্য।

বাড়ানো—ক্রি. বি বড় করা, বৃদ্ধি করা (আয় বাড়ানো), অতিরঞ্জন করা (বাড়াইয়া বলা); প্রশ্রয় দেওয়া; বিস্তৃত করা, আগাইয়া দেওয়া (হাত, পা—); প্রশংসা করা; অধিক করা (কথা বাড়ানো); ণ. বিস্তারিত, প্রসা-রিত; বর্ধিত; অতিরঞ্জিত। **আগ বাড়ানো**—অগ্রসর হইয়া সম্বর্ধনা করা। **পা বাড়ানো**—অগ্রসর হওয়া। **হাত বাড়ানো**—হাত আগাইয়া দেওয়া; প্রার্থনা জ্ঞাপন করা; সাহায্য প্রার্থনা করা (আকাশ পানে হাত বাড়ালেম কাহার তরে—রবি)।

বাড়াবাড়ি—বি. নিন্দনীয় আধিক্য, মাত্রা-তিরিক্ততা।

বাড়ি—[সং. বৃদ্ধি] বি. বৃদ্ধি; সুদ (বাড়ি নেওয়া। **বাড়ি দেওয়া**—পরিশোধের সময় বেশী পাওয়া যাইবে এই শর্তে ধান্যাদি ঋণ দেওয়া। **বাড়ি করে আনা**—বেশি দেওয়া হইবে এই শর্তে ঋণ স্বরূপ গ্রহণ করা।

বাড়ি—বি. লাঠি; আঘাত, ঘা, চোট (লাঠির বাড়ি, বেতের বাড়ি);

বাড়ি,-ড়ী—[সং. বাটী] বি. বাসস্থান, গৃহ; মহল, বাটীর অংশ-বিশেষ (রান্নাবাড়ি, বারবাড়ী; গোয়ালবাড়ি); উদ্যান (পুষ্পবাড়ী)। **বাড়ীওয়ালা**—বাড়ীর মালিক। স্ত্রী. **বাড়ী-ওয়ালী** (কথ্য : বাড়ীউলী)। **বাড়ীঘর**—সমস্ত বাড়ি। **বাড়ীশুদ্ধ**—বাড়ীর সকলে। **যজ্ঞিবাড়ী**—যে বাড়ীতে যজ্ঞ হইতেছে; যে বাড়ীতে উৎসব উপলক্ষ্যে বহু ব্যক্তির ভোজের আয়োজন করা হইয়াছে। **শ্বশুরবাড়ী**—শ্বশুরের গৃহ; (বিদ্রূপে) যেখানে আদর আপ্যায়ন পাওয়া যায়; জেলখানা।

বাড়ুন, বাঢ়ুন—[সং. বর্ধনী, হি. বাঢ়নী] বি. খড় খেজুর পাতা ইত্যাদি দ্বারা নির্মিত গৃহ মার্জনা করিবার ঝাড়ু। **বাড়ুন-কপালে**

—যে বাড়ুনের আঘাত না খাইলে শায়েস্তা হয় না (গালি)।

‡**বাণ**—[বণ্ (শব্দ করা, গমন করা)+ঘঞ্] ধনুক হইতে ছুড়িবার অস্ত্র, ইষু, কলম্ব, বিশিখ, শায়ক, শর, তীর; বলি রাজার জ্যেষ্ঠ পুত্র; কাদম্বরী প্রণেতা বাণভট্ট; পাঁচ এই সংখ্যা (পঞ্চবাণ হইতে); গোস্তনের বাঁট; (বাং) তান্ত্রিক মারণ মন্ত্রবিশেষ (বাণ মারা)। **বাণকাড়া দুধ**—গরুর বাঁট হইতে সদ্য গৃহীত দুধ। **বাণতৃণ**—শরতৃণ। **বাণদণ্ড**—কাপড় বুনিবার যন্ত্র বিশেষ। **বাণধি**—তূণ। **বাণপাণি**—ণ. যাহার হস্তে বাণ। **বাণমোক্ষণ**—বাণবর্ষণ। **বাণবার**—বর্ম। **বাণলিঙ্গ**—নর্মদা নদীতে প্রাপ্ত শিবলিঙ্গ বিশেষ।

‡ **বাণাশ্রয়**—শরাসন। **বাণাসন**—ধনুক, জ্যা।

† **বাণিজ্য**—[বণিজ্+য] বি. ক্রয়-বিক্রয়, ব্যবসায়; বিদেশের সহিত কারবার, সওদাগরি। **বাণিজ্য দূত**—বিদেশে নিজদেশের ব্যবসার স্বার্থ দেখিবার জন্য নিযুক্ত রাষ্ট্রদূত। **বাণিজ্য-পোত**—সাগরগামী সওদাগরী জাহাজ। **বাণিজ্যবায়ু**—বণিকের তরণীর অনুকূল সমুদ্র বায়ু, trade wind। **বাণিজ্য-বিবরণী**—আমদানি-রপ্তানি ও আয়-ব্যয়ের হিসাব-নিকাশ, trade report.

বাণিয়া, বেনিয়া—বি. বণিক্, ব্যবসায়ী; যাহার ব্যবসায়-বুদ্ধি প্রবল এমন ব্যক্তি। স্ত্রী. **বাণিয়ানী, বেণেনী**।

† **বাণী**—বি. বাগ্দেবী, সরস্বতী; কথা, উক্তি, বাক্য, বচন (মুখে নাহি সরে বাণী); সারগর্ভ অথবা প্রেরণাপূর্ণ কথা (মহাপুরুষের বাণী; নেতার বাণী)। [বণ্+ই+ঈপ্]।

বাণ্ডিল—[ইং. bundle] বি. এক সঙ্গে বাঁধা সাধারণতঃ একজাতীয় জিনিষ, পুলিন্দা (সূতার বাণ্ডিল; কাগজের বাণ্ডিল; বেশী বড় হইলে বস্তা বা মোট বলা হয়)।

† **বাত**—[বা (প্রবাহিত হওয়া)+ক্ত] বি. বায়ু; রোগ-বিশেষ, rheumatism; (আয়ুর্বেদে) দেহগত ত্রিধাতুর একটি (বাত পিত্ত কফ)। **বাতকর্ম**—মরুৎক্রিয়া, পর্দন, পাদ দেওয়া। **বাতগুল্ম**—বায়ুরোগ। **বাতঘ্ন**—বাতরোগ নাশক। **বাতজ্বর**—বাত-হেতু জ্বর। **বাততুল**—বাতাসে যে তুলা উড়ে, বুড়ীর সূতা। **বাতধ্বজ**—মেঘ। **বাতমৃগ**—অতি দ্রুতগামী মৃগ-বিশেষ। **বাতব্যাধি**—বাতরোগ; পক্ষাঘাত। **বাতমণ্ডলী**—ঘূর্ণিবায়ু। **বাতরক্ত**—রক্ত-দুষ্টি-রোগ-বিশেষ। **বাতশূল**—বাত-হেতু তীব্র বেদনা-বিশেষ। **বাতান্দোলিত**—ণ. বায়ুর দ্বারা আন্দোলিত। **বাতাবরণ**—বায়ুর আবরণ, atmosph re (হিন্দিতে সুপ্রচলিত)। **বাতাবর্ত**—ঘূর্ণিবায়ু। **বাতান্বিত**—ণ. বায়ুপূর্ণ, aerat d **বাতাভিহত, বাতাহত**—ণ. বাতাস দ্বারা আহত। **বাতাহার**—বায়ু ভক্ষণ।

বাত- [সং. বার্তা] বি. কথা, বাক্য; খবর, সংবাদ ('ঘরে বসে পুছে বাত, তার ভাগ্যে হাভাত')। **বাতচিৎ**—কথাবার্তা। **কেয়াবাৎ, ক্যায়াবাৎ**—সাবাস, চমৎকার। **বাত কা বাত**—কথার কথা।

† **বাতল**—ণ বায়ুবর্ধক; বি. ছোলা। [সং.]

বাতলানো, বাৎলানো—[হি. বাতলানা] ক্রি. বলিয়া দেওয়া; নির্দেশ দেওয়া (পথ বাতলানো)।

বাতা—বি. বাখারি। **চালের বাতা**—চালের নীচে বাঁধা বাঁশের চটা (বাতায় গোঁজা)।

বাতানো—ক্রি. বাতলানো, বলিয়া দেওয়া।

†**বাতাপি**—রামায়ণোক্ত ইল্বল রাক্ষসের ভ্রাতা রাক্ষস-বিশেষ।

বাতাবি—বি. লেবুজাতীয় বড় ফল-বিশেষ, shaddock। [যবদ্বীপের বাটাভিয়া হইতে প্রথম আনীত বলিয়া এই নাম?]

† **বাতায়ন**—(বাতাসের পথ) বি. জানালা [বাত+অয়ন] [অশ্ব। [বাত+অশ্ব]

† **বাতাশ্ব**—বি. বায়ুর ন্যায় দ্রুতগতি অশ্ব, উৎকৃষ্ট

বাতাস—বি. বায়ু; বাত্যা (বাতাস উঠেছে); সংস্রব, সংস্রবের প্রভাব (বউয়ের বাতাস ভাল নয়); দূষিত বায়ুর বা বাতাসরূপী অপদেবতার প্রভাব (ছেলেটার বাতাস লেগেছে)। **বাতাস করা**—হাওয়া দেওয়া। **বাতাস খাওয়া**—মুক্ত বায়ু বা পাখার হাওয়া উপভোগ করা। **বাতাস দেওয়া**—বাতাস দিয়া ঠাণ্ডা করা অথবা আগুন জ্বালানো; উত্তেজনা বৃদ্ধি করা।

বাতাসা—[হি.] বি. চিনি বা গুড় দিয়া প্রস্তুত ফাঁপা মিষ্টদ্রব্য-বিশেষ। **ফুল বাতাসা**—শাদা বাতাসা। **ফেনী বাতাসা**—ফেণী দ্রঃ। **বাতাসা কাটা**—বাতাসা প্রস্তুত করা (এক-

একটি করিয়া বাতাসা প্রস্তুত করা হয়, সেই পদ্ধতি হইতে)।

বাত্তি—[সং. বর্তি] বি. সলিতার জলে এমন আলোকাধার, প্রদীপ ইত্যাদি (ঘিয়ের বাতি, মোমবাতি) ; সরু গাছের কাটা গুঁড়ি (খুঁটি হয়। মোটা : বাল্লা) ; ণ. পরিপুষ্ট (বাতি আম—পূর্ববঙ্গে বাত্তি)। **বাত্তিদান**—দীপাধার। **বংশে বাতি দেওয়া**—স্বর্গত পিতৃপুরুষের উদ্দেশে কার্তিক মাসের পিতৃপক্ষে আকাশ-প্রদীপ দেওয়া ; বংশের লোপ না হওয়া ("কেহ না রহিবে আর বংশে দিতে বাতি")। **সাঁঝবাতি দেওয়া**—সন্ধ্যার সময় গৃহে বাতি-জ্বালানো-রূপ প্রতিদিনের করণীয় কর্ম।

+ **বাত্তিক**—ণ. বায়ুঘটিত (বাত্তিক জ্বর) ; বি. (বাং) বায়ুর প্রকোপ-হেতু মানসিক উত্তেজনা, বাই ; প্রবল ঝোঁক বা শখ (দেশ-বিদেশের ডাক-টিকিট সংগ্রহ করার বাতিক)। [বাত+ইক]। **বাতিকগ্রস্ত**—ণ. বাতিকের ফলে অস্থির-চিত্ত।

বাতিল—[আ. বাতিল] ণ. না-মঞ্জুর, অগ্রাহ্য, কাজের অনুপযোগী জ্ঞানে পরিত্যক্ত (পুরাতন ধরণ-ধারণ বাতিল করা)।

+ **বাতুল, বাতুল**—ণ. বায়ুরোগগ্রস্ত ; বি পাগল বি. **বাতুলতা**—পাগলামি।

+ **বাত্যা**—[বাত+য+আপ্] বি. প্রবল বায়ু, ঝটিকা (বাত্যাবিক্ষুব্ধ সমুদ্র)। **বাত্যাচক্র**—ঘূর্ণিবায়ু।

+ **বাৎসরিক**—ণ. বার্ষিক। [বৎসর+ইক]।

+ **বাৎসল্য**—[বৎসল+ষ্ণ্য] বি. বৎসের প্রতি পিতামাতার ভাব, কারুণ্য, স্নেহ (বাৎসল্য রস ; ভ্রাতৃ-বাৎসল্য—'পতি-বাৎসল্য' 'ভার্যা-বাৎসল্য' বাংলায় সাধারণতঃ ব্যবহৃত হয় না, অবশ্য ব্যঙ্গার্থে ব্যবহৃত হইতে পারে)। | কামসূত্র গ্রন্থ।

+ **বাৎস্যায়ন**—বি. কামসূত্র গ্রন্থের প্রণেতা ;

বাথান—[বাসস্থান] বি. গোশালা ; গোচারণ ভূমি। **বাথানিয়া গাই**—উপসর্গা, যে গাভীর ডাক আসিয়াছে। (প্রাচীন বাংলা)।

বাথুয়া, বেথো—[সং. বাস্তুক] বি. শাক-বিশেষ।

+ **বাদ**—[বদ্+ঘঞ্] বি. কথন, ভাষণ (অসত্য-বাদ ; নিন্দাবাদ); তর্ক (বাদ-বিতণ্ডা) ; মোকদ্দমায় সওয়াল-জবাব ; বিবাদ, ঝগড়া (মনসার সঙ্গে বাদ) ; দার্শনিক প্রমাণাদির দ্বারা নির্ণীত সিদ্ধান্ত, মত, theory (অভিব্যক্তিবাদ)। **বাদবিৎ** (-দ্) —তর্ক-বিতর্কে কুশল। **বাদ-বিসংবাদ, বাদ-প্রতিবাদ**—ঝগড়া, বিবাদ।

বাদ—বি., ণ. ছাড়। [আ.]। **বাদবাকী**—ণ. অবশিষ্ট ; বাদ দেওয়া পরে যাহা অবশিষ্ট আছে। **বাদসাদ**—ছাড়-ছোড়, নানা অংশ বাদ।

বাদ—বি. বাধা ; শক্রতা। **বাদ সাধা**—বাধা দেওয়া ; শক্রতা করা।

+ **বাদক**—ণ., বি. যে বাজায়, বাদ্যকর। **বাদন**—বাদ্যকরণ, বাজানো। [বদ্+ণিচ্+অক]

বাদর—[বাদল দ্রঃ] বি. বর্ষাকাল, বর্ষণ।

বাদরায়ণ—বি. বেদব্যাস। [সং]। বি. **বাদরায়ণি**—শুকদেব।

বাদল—[হি. বাদর,-ল, সং. বার্দল]—বি. মেঘ-বৃষ্টি ; বর্ষাকাল ; বর্ষণ। **বাদল-মহল**—রাজ-পুতানার উচ্চপর্বত চূড়ায় নির্মিত প্রাসাদ। **বৃষ্টি-বাদল**—মেঘবৃষ্টি।

বাদলা—সোনা বা রুপার তার (সেলাইর কাজে ব্যবহৃত হয়) ; জরির সুতা (বাদলার কাজ)।

বাদলা—ণ. বর্ষাকালীন ; বাদলযুক্ত ; বি. বাদল, মেঘবৃষ্টি (বাদলা করা)। **বাদলা পোকা**—বর্ষাকালের ছোট সবুজ পোকা। **বাদলা হাওয়া**—মেঘবৃষ্টির সঙ্গে যে বাতাস দেখা দেয় ; বর্ষাকালের হাওয়া।

বাদশা,-শাহ্—[ফা. পাতিশা] বি. সম্রাট্ ; অগ্রগণ্য (কুঁড়ের বাদশা)। **মন বাদশা**—যাহার মন বা যে মন বাদশার মত খেয়ালে যাহা আসে তাহাই করে। **বাদশাহি, বাদশাই**—বাদশাহের কাজ ; জাঁকজমকময় জীবন যাপন ; সর্বময় কর্তৃত্ব বা অবাধ ভোগ-বিলাস (দু'দিনের বাদশাই করে নাও)। **বাদশাহী,-ঈ**—ণ. রাজার উপযুক্ত ; বাদশাহদিগের (—আমল)। **বাদশাজাদা**—সম্রাট্-পুত্র ; সম্রাট্-পুত্রের মত খেয়ালী। স্ত্রী. **বাদশাজাদী**।

বাদা—বি. বঙ্গের জলবহুল দক্ষিণ অঞ্চল (বাদায় ধান কাটা)। [আ. বাদিয়]

বাদাড়—বি. জঙ্গল (বন-বাদাড়)।

+ **বাদানুবাদ**—বি. তর্কবিতর্ক, কথা কাটাকাটি। [বাদ+অনুবাদ]।

বাদাম—[ফা. বাদাম] বি. বৃক্ষ-বিশেষ ও তাহার ফল, almond। **বাদামী**—বাদামের ন্যায় বর্ণযুক্ত, nut brown (বাদামী রংয়ের জুতা)।

বাদাম—[ফা. বাদবান] বি. পাল (বাদাম খাটানো ; "বাদাম তুলে দাও পাড়ি") ।

† **বাদিত**—ণ. যাহা বাজানো হইয়াছে, ধ্বনিত । [বদ্+ণিচ্+ক্ত] । [বদ্+ণিচ্+ইত্র] ।

† **বাদিত্র**—বি. বাদ্যযন্ত্র, মৃদঙ্গাদি (স্বর্গীয় বাদিত্র) ।

বাদিয়া, বেদে—বি. যাযাবর সম্প্রদায়-বিশেষ (ইহারা সাধারণতঃ সাপ খেলাইয়া ও ভেল্কি দেখাইয়া জীবিকা অর্জন করে) । **বেদের টোল** —বেদেদের ছোট তাঁবুর সারি ; অপরিষ্কৃত ও কোলাহলময় ঘিঞ্জি অস্থায়ী বসতি ।

† **বাদী** (-দিন্)—[বদ্+ণিন্] ণ. বি. বক্তা (প্রিয়বাদী ; স্পষ্টবাদী) ; বিশেষ মত পোষণকারী (দ্বৈতবাদী) ; অভিযোক্তা, বিচার-প্রার্থী, ফরিয়াদী ; (বাং) যে বাদ সাধে, বিপক্ষ, প্রতিবাদকারী (গাঁয়ের দশজন বাদী হ'ল, কাজেই ছেড়ে দিতে হ'ল) ; রাগ-রাগিণীতে বিশেষ সাহায্যকারী বা প্রধান সুর । স্ত্রী. **বাদিনী** ।

বাদুড়—[সং. বাতুলি] বি. সুপরিচিত চর্ম-পক্ষবিশিষ্ট স্তন্যপায়ী প্রাণী । **বাদুড়-চোষা**—ণ. বাদুড় যাহার সারবস্তু চুষিয়া খাইয়া ফেলিয়াছে ; বিশুষ্ক (বাদুড়-চোষা চেহারা) । [বাগ্য] ।

বাদুয়া—বি. বেদে (প্রাচীন বাংলা) । (পূর্ববঙ্গে— **বাদুলে**—ণ. বাদলা, বর্ষাকালীন (-পোকা) ।

বাদে—বি. ব্যতীত, অতিরিক্ত (সুদ বাদে আরো কিছু) ; পরে (দু'মাস বাদে) ; অবর্তমানে (তোমার বাদে কে দেখবে) ।

† **বাদ্য**—বি. যাহা বাজানো হয়, বাজনা । [বদ্+ণিচ্+য] । **বাদ্যকর**—যে বাজায়, বাজনদার । **বাদ্যভাণ্ড**—মৃদঙ্গাদি বাদ্যযন্ত্র । **বাদ্যোদ্যম** —অনেকগুলি বাদ্য এক সঙ্গে বাজানো (বাদ্যোদ্যম-কোলাহল) ।

‡ **বাধ**—[বাধ্+ঘঞ্] বি. ব্যাঘাত, প্রতিবন্ধ ; উপদ্রব ; পীড়া ; (ন্যায়ে) হেত্বাভাস-বিশেষ (বাংলায় ব্যবহার বিরল) । **বাধক**—ণ. প্রতিবন্ধক, বাধাজনক ; বি. সন্তান-জনন-রোধক স্ত্রীরোগ-বিশেষ । **বাধন**—পীড়ন ; ব্যাঘাত ; প্রতিষেধ । ণ. **বাধবাধ**—যাহা বাধিয়া যাইতেছে এমন সঙ্কোচযুক্ত (—ভাব ; বলতে বাধবাধ ঠেকছে ; বাধবাধ করছে) ।

‡ **বাধা**—[বাধ্+অ+আপ্] বি. প্রতিবন্ধ, বিঘ্ন, ব্যাঘাত ; নিষেধ ('নিয়তির বাধা না মানে' —রবি) ; দৈব নিষেধ-সঙ্কেত (বাধা পড়া ; হাঁচি-বাধা-আদি) ; প্রতিরোধ (বাধা দেওয়া ; বাঁধের বাধা না মানিয়া) । **বাধাবন্ধ**—প্রতিবন্ধক (নাহি কোনো বাধাবন্ধ, নাহি চিন্তাজ্বর—রবি) । **বাধাবিঘ্ন**—প্রতিবন্ধক ।

বাধা—ক্রি, বি. রুদ্ধ হওয়া, আটকানো (কথা বেধে যায় ; জুতোয় কাদা বেধেছে) ; বাধা বোধ করা (মুখে বাধে না) ; বন্দী বা ধৃত হওয়া (সেবার জালে কুমীর বেধেছিল) ; সংঘটিত হওয়া, লাগা (ঝগড়া বাধা ; যুদ্ধ বাধা, 'স্বার্থে স্বার্থে বেধেছে সংঘাত'—রবি) । (গ্রাম্য—বাজা, বাদা) ।

বাধা—বি. চামড়ার ফিতাযুক্ত খড়ম, চর্ম-পাদুকা ('যাদবেন্দ্রে সঙ্গে লইও বাধা পানই হাতে থুইও' —যাদবেন্দ্র ; নন্দের বাধা) (গ্রাম্য ; পদ্যে) । [সং. বধ্রী]

বাধানো—ক্রি. ঘটানো (মামলা ; যুদ্ধ বাধানো) ; আটকানো, বন্দী করা ।

‡ **বাধিত**—[বাধ্+ক্ত] ণ. বাধাযুক্ত ; পীড়িত ; (বাং) অনুগৃহীত, obliged (পদার্পণ করিয়া বাধিত করিবেন) ।

‡ **বাধ্য**—[বাধ্+য] ণ. বশীভূত, নিয়ন্ত্রিত (নিয়তির বাধ্য ; কথার বাধ্য) । বি. **বাধ্যতা** । **বাধ্যতামূলক**—ণ. আবশ্যিক । **বাধ্য-বাধকতা**—করিতেই হইবে এমন ভাব, অবশ্য-বাধ্যতা, obligation ; পারস্পরিক বশ্যতা ।

বান—বি এক তক্তা অন্য তক্তার সঙ্গে জুড়িবার জন্য যে খাঁজ কাটা হয় । **বানচাল**—নৌকার তক্তার জোড় ফাঁক হইয়া যাওয়া ; ফাঁসিয়া যাওয়া (সব অভিসন্ধি বানচাল হয়ে গেছে) । **বানের মুখ**—জোড়ের মুখ ।

বান—বি. বন্যা । [বন্যা] । **বান ডাকা**—বন্যা হওয়া । **বানভাসি**—বন্যায় ভাসিয়া আসা জিনিস । **বানের জলে ভাসিয়া আসা**—অবজ্ঞার বস্তু হওয়া, অনায়াসলব্ধ বলিয়া অবজ্ঞেয় হওয়া ।

† **বানপ্রস্থ**—বি. হিন্দুর তৃতীয়াশ্রম, প্রৌঢ় বয়সে বনে গিয়া থাকা ; ণ. বানপ্রস্থাবলম্বী ।

† **বানর**—[বান-রম্+ড, বা+নর, যে বনে স্বচ্ছন্দ বিহার করে, অথবা যে নরের মত দেখিতে] বি. কপি, মর্কট ; ণ. বানরের মত অনুকরণপ্রিয় ও চঞ্চল । (কথ্য—বাঁদর) । স্ত্রী. **বানরী** । **বানরের গলায় মুক্তার হার**—মর্যাদা বুঝিতে অক্ষম ব্যক্তিকে উৎকৃষ্ট বস্তু দান (হনুমান

সীতার দেওয়া হার ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছিলেন, তাহা হইতে)।

† **বানস্পত্য**—বি. পুষ্প হইয়া ফল হয় এমন গাছ, আম্রাদি বৃক্ষ ; বনস্পতি-সমূহ। [বনস্পতি+য]

বানা—বি. তাঁত বোনার কাজে ব্যবহৃত সক খিল ; বাঁশের পাত্‌লা সক চটা দিয়া প্রস্তুত মাছ আট্‌কাইবার বেড়া। [প্রাদে.]।

বানাওট—[হি.] ণ. কৃত্রিম, কল্পিত, মিথ্যা।

বানান—[সং. বর্ণন] শব্দের বর্ণ-বিশ্লেষণ।

বানানো—ক্রি. তৈয়ার করা, গড়া (বাড়ী বানানো); রাঁধা (রুটি বানানো); কুটা (তরকারি বানানো); প্রতিপন্ন করা (বোকা বানানো); পর্যবসিত করা, পরিণত করা (ভেড়া বানানো—ভেড়া দ্রঃ); ণ. কৃত্রিম, মিথ্যা (বানানো গল্প); গড়া, তৈয়ারী (হাতে বানানো রুটি)।

বানারসী—বি. বারাণসী ; কাশীর প্রস্তুত শাড়ী। [কথ্য]। [হি. বনাই]।

বানি,-নী—বি. অলঙ্কারাদি গড়িবার মজুরি।

† **বানেয়**—[বন+ষ্ণেয়] ণ. বনজাত ; বনবাসী।

† **বান্ত**—[বম্‌+ক্ত] ণ. যাহা বমি করা হইয়াছে, উদ্গীর্ণ। **বান্তি**—[বম্‌+ক্তি] বমন।

বান্দা—[ফা.] বি. ক্রীতদাস ; একান্ত অধীন জন (বান্দা হাজির); ব্যক্তি, লোক (ছাড়বার বান্দা নয়)। **বান্দা-নেওয়াজ,-পরওয়ার**—ণ. দাসের প্রতি করুণাপরায়ণ। **আল্লার বান্দা**—আল্লার উপরেএকান্ত নির্ভরশীল ব্যক্তি ; মানুষ। স্ত্রী. **বান্দী** বা **বাঁদী**।

* **বান্ধব**—বি. বন্ধু ; আত্মীয়-স্বজন ; জ্ঞাতি। [বন্ধু+অ]। স্ত্রী. **বান্ধবী**—স্ত্রীবন্ধু, সখী।

বান্ধা—ক্রি. বাঁধা (প্রাচীন গদ্যে ও পূর্ববঙ্গে)।

বান্ধুলি—[সং. বন্ধুলি] বি. বাঁধুলি ফুল।

† **বাপ**—[বপ্‌+ঘঞ্‌] বি. বীজ বপন ; ক্ষৌর-কর্ম করা ; বয়ন। **বাপক**—ণ. বপনকারী। [বপ্‌+ণিচ্‌+অক]। **বাপদণ্ড**—কাপড় বুনিবার তাঁত। **বাপন**—বি. রোপণ, বয়ন বা মুণ্ডন করানো। **বাপস্থান**—ক্ষেত্র।

বাপ—[সং. বপ্র ; প্রা. বপ্প] বি. পিতা, পিতৃ-স্থানীয় বা পিতৃবৎ পূজ্য ব্যক্তি (ধর্মবাপ); পরমপিতা ; বৎস (বাপধন); অব্য. বিস্ময় ভয় ইত্যাদি সূচক উক্তি (বাপ রে বাপ)। **বাপকেলে**—ণ. পৈতৃক ; পিতার আমলের, প্রাচীন। **বাপ-চৌদ্দপুরুষ তোলা**—পিতা ও পূর্বপুরুষের উল্লেখ করিয়া গালি দেওয়া। **বাপ-ঠাকুরদাদা**—পিতা ও পিতামহ। **বাপ তোলা**—বাপের উল্লেখ করিয়া গালি দেওয়া। **বাপদাদা**—পিতা ও পিতামহ; পূর্বপুরুষ। **বাপ বলা**—একান্ত নতি স্বীকার করা (দেবে না? বাপ বলে দেবে)। **বাপের জন্মে,-কালে**—কোনদিন, কখনও (এমন কাজ বাপের জন্মে দেখিনি)। **বাপের ঠাকুর**—পরমপূজনীয় (সাধারণতঃ ব্যঙ্গার্থে—আমার বাপের ঠাকুর এয়েছেন)। **বাপের বেটা**—বড়লোকের ছেলে ; পিতার যোগ্য পুত্র ; মরদ বাচ্ছা। **কার বাপের সাধ্য**—অসাধ্য, অসম্ভব। **আপনি বাঁচলে বাপের (বাপদাদার) নাম**—বিপদের কালে নিজের ভাবনাই আগে ভাবিতে হয়।

বাপা—বাপ (কথ্য ও পদ্যে)। **বাপাত, বাপাতি**—ণ. পৈতৃক, বাপকেলে (বাবা দ্রঃ)। **বাপান্ত, বাপন্ত**—(বাপের লাঞ্ছনা ভোগ) বাপ তুলিয়া গালি (উঠিতে বসিতে করি বাপান্ত—রবি)।

† **বাপি,-পী**—[বপ্‌+ই,+ঈপ্‌—যাহাতে পদ্মাদি বপন করা যায়] বি. বড় পুকুর বা দীঘি ; জলাশয়।

† **বাপিত**—ণ. মুণ্ডিত অথবা রোপিত ; বি. বাওয়া ধান। [বপ্‌+ণিচ্‌+ক্ত]।

বাপু—বি. (সম্বোধনে) পিতা ; বৎস। **বাপুজী**—মহাত্মা গান্ধী। **বাপুতি**—ণ. বাপাতি, পৈতৃক। **বাপু-বাছা করা**—সস্নেহ বাক্য প্রয়োগ করা (বাপু-বাছা করে হবে না)।

বাপ্‌পাই, বাপ্পোই, বাফোই—ভয়ে বাবা রে গেলাম রে ইত্যাদি উচ্চারণ ((কথ্য))।

বাফ্‌তা—[ফা.] বি. বস্ত্র-বিশেষ (ইহার তানা পাটের বা রেশমের, পড়িয়ান কাপাসের)।

বাব—[আ.] বি. দফা, বিভাগ. (বাবে বাবে এত টাকা নিলে প্রজার আর কি থাকে?); গ্রন্থের পরিচ্ছেদ ; দরজা।

বাবই—বাবুই।

বাবত, বাবদ—[আ. বাবত] বি. বিষয় ; কারণ ; দফা (কোন্ বাবদে কত টাকা খরচ হইল?); অব্য. জন্য, দরুণ।

† **বাবদূক**—[বদ্ (যঙ্‌লুগন্ত)+উক] ণ. যে অতিশয় কথা বলে, বাচাল।

বাবরি,-রী—[সং. বর্বরীক ; ফা. ববর—সিংহ] বি. কাঁধ পর্যন্ত লম্বা কোঁকড়ানো চুল (বাবরি কাটা ; বাবরি রাখা) ।

বার্বচি, বাবুর্চি—[তুর্কী.] বি. পাচক, মুসলমান পাচক । **বাবুর্চিখানা**—রান্নাঘর ।

বাবলা—[সং. বর্বুর] বি. সুপরিচিত বৃক্ষ (কাঁটা ও আঠার জন্য বিখ্যাত ; ইহার কাঠে লাঙ্গল তৈরী হয়) ।

বাবা—[তুর্কী. বাবা ; আ. আব্বা ; সং. বপ্র , প্রাকৃত, বপ্প] অব্য. পিতা ; পিতৃতুল্য জন (মেরো না বাবা) ; দেবতা সাধুসন্ন্যাসী প্রভৃতি সম্পর্কে সম্ভ্রমসূচক উক্তি (বাবা তারকনাথ ; বাবা নানক) ; বৎস (দড়ি ছেঁড় কেন বাবা—বঙ্কিমচন্দ্র) ; আদর অনুনয় ইত্যাদি সূচক সম্বোধন (বাবা সোনা কর) ; ইয়ারদের পরস্পরের প্রতি সম্বোধন (কেন গোলমাল কর বাবা) ; বিতৃষ্ণা-জ্ঞাপক উক্তি (বাবা, ও পথে আর নয়) ; অধিকতর শক্তিশালী বা গর্হিততর কিছু (এ মেয়ে পুরুষের বাবা ; সুদ নয়, সুদের বাবা) । **বাবা গো**—দুঃখ যন্ত্রণা ইত্যাদি-সূচক উক্তি । **বাবা(পা)-জান**—পিতা (গ্রাম্য—বাজান) ; বৎস । **বাবাতি**—ণ. পৈতৃক, বাপকেলে (ব্যঙ্গার্থে ও গালিতে—বাবাতি মাল পেয়েছ) ।

বাবাজি,-জী—বৈষ্ণব সাধুসন্ন্যাসী সম্পর্কে সম্ভ্রমপূর্ণ উক্তি বা উপাধি (কৃষ্ণদাস বাবাজী) ; পুত্রস্থানীয়ের বিশেষতঃ জামাতার প্রতি সম্ভ্রমপূর্ণ উক্তি (বাবাজী কবে বাড়ী আসছেন জানালে সুখী হব) । **বাবাজীউ**—বাবাজী । **বাবাজীবন**—(আদরে) পুত্রস্থানীয় বা জামাতাকে সম্বোধন ।

বাবু—বি. সেকালের পদস্থ বাঙ্গালী হিন্দুর নামের পূর্বে প্রযোজ্য সম্ভ্রমসূচক শব্দবিশেষ (বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুর) ; জমিদার (নড়ালের বাবুরা) ; বাঙ্গালী হিন্দু-ভদ্রলোকের নামের পরে প্রযোজ্য সম্ভ্রমসূচক শব্দ (শরৎবাবু, রমেশবাবু—বাঙ্গালী মুসলমান ভদ্রলোকের নামের পরে এরূপ ক্ষেত্রে সাধারণতঃ মিঞা ব্যবহৃত হইত, বর্তমানে শহরে সাধারণতঃ সাহেব ব্যবহৃত হয়) ; বাঙ্গালী কেরাণী (ব্যারিস্টারের বাবু, বড় বাবু, ছোট বাবু, টিকিট-বাবু । উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের নামের পেছনে বর্তমানে সাহেব ব্যবহৃত হয়—দত্ত সাহেব, রহমান সাহেব) ; স্বামী ; গৃহস্বামী, কর্তা (বাবু এখন বাড়ীতে নন—মুসলমান মহিলারা এরূপ ক্ষেত্রে সাধারণতঃ সাহেব বলেন) ; ভদ্রশ্রেণীর লোক, শ্রমিকদের উপরের স্তরের লোক (বাবুরা মজদুরদের দুঃখ বুঝবেন কেন ?) ; বেশ্যার জার ; ণ. বিলাসী, আয়েসী, দৈহিকশ্রমবিমুখ (তখন তিনি ঘোর বাবু ছিলেন, নখরী ধুতি ভিন্ন পরতেন না) । **বাবুগিরি, বাবুয়ানা**—বিলাসিতা । **বাবুজী**—অ-বাঙ্গালীদের বাঙ্গালী ভদ্রলোকের প্রতি সম্বোধন (স্ত্রী—মাইজী) । **বাবুভেয়ে,-ভায়া**—বাবু সম্প্রদায়ের লোক (বোশেখের খরায় পোড়া আর আষাঢ়ের বৃষ্টিতে ভেজা যে কি বাবুভেয়েরা তা' কি বুঝবে ?) ।

বাবুই, বাবই—বি. ছোট পাখী বিশেষ (উলটানো বোতলের আকারের বাসা) ; ঘাস বিশেষ ; তুলসী গাছের জাতি বিশেষ । **ঘর থাকিতে বাবুই ভেজে**—বুদ্ধির দোষে দুঃখ-অসুবিধা ভোগ করে (ঘর দ্রঃ) ; কপালের দোষে দুঃখ পাওয়া । **বাবুই ঘাস**—মুঞ্জজাতীয় ঘাস বিশেষ (দড়ি হয়) । **বাবুই তুলসী**—উগ্রগন্ধ তুলসী ।

বাবুর্চি—বার্বচি দ্রঃ ।

+ **বাম**—[বা (গমন করা) + ম] ণ. প্রতিকূল, বিমুখ (বিধি মোরে বাম) ; বামদিকস্থ (বাম আঁখি ; বাম হস্ত) ; বিপরীত (বামপন্থী) ; বক্র (বামশীল—বক্র স্বভাবের) ; সুন্দর (বামলোচনা, বামাক্ষী) ; ক্রূর ; বি. বাঁ দিক বা ভাগ ; শিব ('অনেকের পতি তেঁই পতি মোর বাম') । [স্ত্রী—বামা] ।

বামণ—বামন, ব্রাহ্মণ ।

+ **বামদেব**—বি. শিব ; শিবের পাঁচমুখের একটির নাম ; মুনিবিশেষ ।

বামন—[ব্রাহ্মণ] বি. দ্বিজ, বিপ্র (সে যে সে বামন নয়—শরৎচন্দ্র) । (কথ্য—বামুণ, বামুন) । **বামনা**—ব্রাহ্মণ (অবজ্ঞার্থে) । **বামনাই**—বি. ব্রাহ্মণের জাতি-অভিমান ; . আচার বিচারের বাড়াবাড়ি ; কৌলীন্য (ব্যঙ্গার্থে) । স্ত্রী.—**বামনী** (গ্রাম্য ও অবজ্ঞার্থক—ক্ষেন্তী বামনী । ভব্য—ব্রাহ্মণী) । **বামুন গেল ঘর লাঙ্গল তুলে ধর**—কর্তার অনুপস্থিতিতে তাহার অধীন লোকরা ফাঁকি দেয় । **বামন শুদ্দুর তফাৎ**—আকাশ-পাতাল তফাৎ ।

+ **বামন**—বি. বেঁটে লোক ; বিষ্ণুর পঞ্চম অবতার ; ণ. খর্ব । **বামন হয়ে চাঁদে হাত—**

অযোগ্যের দুর্লভ বস্তু লাভে লোভ। **বামনবীর** —(ব্যঙ্গে) বেঁটে লোক।

+ **বামপন্থী** (-ন্থিন্)—ণ., বি. সরকারী দলের বিরোধী ; এরূপ দল ; প্রাগ্রসর দল, le tists. (বিপ. দক্ষিণপন্থী) ; বিপরীত পথ অবলম্বনকারী।

+ **বামা**—(যাহাদের বাম অঙ্গ প্রশস্ত) বি. নারী (বামাস্বর) ; সুন্দরী নারী ; গৌরী ; লক্ষ্মী ; সরস্বতী ; ণ. প্রতিকূল, অপ্রসন্না ; অভিমানিনী। **বামাচার**—বেদ-বিরুদ্ধ তান্ত্রিক আচার। **বামাচারী** (-রিন্)—ণ. বামাচার-পরায়ণ ; স্ত্রি তদ্রূপ শাক্ত। **বামাবর্ত**—ণ. বামদিকে আবর্তযুক্ত ; বাম দিকে ফেরা।

বামাল—বমাল দ্রঃ।

বামী—বি. ঘোটকী (বড়বা নামেতে বামী বাড়-বাগ্নি শিখা—মধুসূদন)। [সং]।

বামুন—বি. (বামন দ্রঃ), বামন, ব্রাহ্মণ (বামুন-ঠাকুর—পুরোহিত ; বামুন-ঠাকুরুণ—ব্রাহ্মণী) ; পাচক (চাকর-বামুন—ঠাকুর-চাকর বেশী প্রচলিত)।

+ **বামেতর**—ণ. ডাহিন, দক্ষিণ (প্রমীলার বামেতর নয়ন নাচিল—মধুসূদন)। + **বামোরু**—(যে স্ত্রীর উরুদ্বয় সুন্দর) ; ণ. সুন্দরী। + **বাম্য**—[বাম+য] বি. বামতা, প্রতিকূলতা, বিরূপভাব ; বক্রতা।

বায়—[সং. বায়ু] বি. বায়ু, হাওয়া (কথ্য ও কাব্যে) ; [ফা. বু] গন্ধ (খোসবায়—গ্রাম্য) ; [বাং] বাজায় (প্রাচীন বাংলা) ; বাহে, চালায় (নৌকা বায়) ; [বো+অ] বপন (**বায়ক**—বপনকারী) ; [বে+অ] বয়ন (**বায়দণ্ড**—তাঁত)।

বায়ন—যে বাজায় ; পিষ্টক-বিশেষ (উৎসবাদিতে দেবতাকে নিবেদিত হয়)।

বায়না—[ফা. বহানা] বি. আব্দার, অস্থির কিন্তু প্রবল আগ্রহ (ছেলে বায়না ধরেছে, তাকে মেলায় নিয়ে যেতে হবে ; বায়নার আর অন্ত নাই)। **জানের উপর বায়না তোলা**—প্রাণ অতিষ্ঠ করা, অত্যন্ত ব্যস্ত করা। (প্রাদে.—মেয়েলী ভাষা)।

বায়না—[আ. বয়্‌আনা] বি. দাম বা মজুরির আগাম দেওয়া অংশ বা উহা দেওয়া, earnest money (দইয়ের বায়না, নাচের বায়না, বায়না করা)। **বায়নাপত্র**—বায়না দিয়া ক্রয়-বিক্রয়ের স্বীকৃতিবিশিষ্ট দলিল।

বায়নাক্কা—বি. বিস্তৃত বিবরণ ; ফর্দ ; খুঁটিনাটি ; খুঁটিনাটি সম্পর্কিত ঝঞ্ঝাট। [হি. ?]

+ **বায়ব**—[বায়ু+অ] ণ. বায়ু-সম্বন্ধীয় ; বায়ুজাত ; বায়ুজাতীয় ; বায়ুতুল্য, gaseous। **বায়বী**—বায়ুকোণ। **বায়বীয়, বায়ব্য**—[বায়ু+ঈয় য] ণ. বায়ু-সম্বন্ধীয় ; বায়ুতে বা গ্যাসে পরিণত। **বায়ব্য বায়ু**—monsoon, মৌসুমী বায়ু। **বায়ব্য মূল**—যে মূল বা শিকড় শূন্যে বিস্তৃত, বটের ঝুরি। **বায়ব্যাস্ত্র**—প্রাচীন অস্ত্র-বিশেষ (যাহা ছুঁড়িলে ঝড় বহিত)।

+ **বায়স**—বি. কাক। [বয়্+অস্+অ]। স্ত্রী. **বায়সী**। **বায়সান্তক, বায়সারি**—পেচক। [চলচ্চিত্র, সিনেমা।

বায়(য়ো)স্কোপ—[ইং. bioscope] বি.

বায়া—[আ. বায়া] যে বেচে, যাহার স্বত্ব বিক্রীত হয়। (আদালতের ভাষা)।

বায়াত্তর—বাহাত্তর দ্রঃ। **বায়াত্তুরে**—ণ. বাহাত্তরে, বার্ধক্য-বশতঃ মতিচ্ছন্ন।

বায়ান্ন, বাহান্ন—৫২ এই সংখ্যা। **যাঁহা বায়ান্ন, তাঁহা তিপ্পান্ন**—অনেকবারই যদি করা হইয়াছে, তবে আর একবারে দোষ কি।

+ **বায়ু**—[বা+উ] বি. বাতাস, হাওয়া, অনিল, পবন, সমীরণ ; দেহের পঞ্চপ্রাণ (প্রাণবায়ু) ; বাই, বাতিক ; (আয়ুর্বেদে) দেহস্থ ধাতুত্রয়ের এক, বাত (বায়ুপ্রকোপ)। **বায়ুকেতু**—ধূলি। **বায়ুকোণ**—উত্তর-পশ্চিম কোণ। **বায়ুকোষ**—ফুসফুস। **বায়ুগতি**—ণ. বায়ুর মত দ্রুত-গতি। **বায়ুগ্রস্ত**—ণ. বাতিকগ্রস্ত ; ক্ষিপ্ত। **বায়ুযন্ত্র**—বায়ু-প্রবাহের দ্বারা চালিত যন্ত্র। **বায়ুজীবী** (-বিন্)—ণ. শুধু বায়ু গ্রহণ করিয়া বাঁচে এমন, aerobic. **বায়ুতনয়,-নন্দন**—হনুমান। **বায়ুপথ**—আকাশ। **বায়ু-পরিণাম**—(যে দ্রব্য সহজে বায়ুরূপে পরিণত হয়) কর্পূর। **বায়ু পরিবর্তন**—স্বাস্থ্যলাভার্থ এক স্থান হইতে অন্য স্থানে গমন। **বায়ু-প্রবাহ**—বায়ুর বেগ বা স্রোত। **বায়ুবাহ**—বাষ্প ; ধূম। **বায়ুবাহিনী**—বায়ুসঞ্চারিণী শিরা। **বায়ুভক্ষ,-ভক্ষ্য, বায়ুভুক্** (-জ্)—সর্প। **বায়ুমণ্ডল**—পৃথিবীর চতুর্দিকের বায়ু, বাতাবরণ, atmosphere। **বায়ুমান যন্ত্র**—যে যন্ত্রে বায়ুর চাপ নিরূপিত হয়। **বায়ুরোগ**—উন্মাদরোগ। **বায়ুসখ,-সখা**—অগ্নি।

বায়ু সেবন—যেখানে নির্মল বায়ু প্রবাহিত হয় সেখানে ভ্রমণ।

বায়েন—বাদ্যকর, ঢক্কবাদক। [বায়ন]

বায়োস্কোপ—বায়স্কোপ।

বার—[বারি+অ] ণ. নিবারক (বাণবার); [বৃ+অ] ণ. নিষিদ্ধ (বারবেলা) বি. দিন; বাসর (রবি, সোম, মঙ্গল প্রভৃতি); দফা, ক্ষেপ, পালা, পর্যায় (ক্রমে বৃদ্ধ শশকের বার উপস্থিত হইল); সময় (বহুবার বলা হয়েছে; এইবার বোঝা যাবে); সমূহ; সাধারণ (বারনারী)।

বার—[ফা.] বি. সভা, আসর। **বার দিয়া বসা**—সভা করিয়া বসা, আসর জমাইয়া বসা।

বার—বি. ণ. বাহির (বারবাড়ী); বাহিরের দিক, সদর (এর আর বার-ভিতর নেই); বহির্ভূত (কাজের বার)। **বার করা**—বহিষ্কার করা (ঘাড় ধরে বার করে দেওয়া); লোকের চক্ষুগোচরে আনা; আনিয়া দেওয়া (চোখ রাঙাতেই টাকা বার করলে); প্রদর্শন করা (দাঁত বার করা)। **বারমুখো**—ণ. লম্পট, যে বাহিরেই রাত্রি কাটায়। **কথা বার করা**—ভিতরকার কথা জানিয়া লওয়া।

বার—[ইং. bar] বি. উকিল-সম্প্রদায়। **বার লাইব্রেরী**—উকিলদের বসিবার স্থান।

বার—[ফা.] বোঝা (অন্য শব্দের সহিত যুক্ত হইয়া ব্যবহৃত হয়)। **বারদার**—অন্তঃসত্বা (ফারসী-নবীশ বৃদ্ধদের ভাষা)। **বারদিগর**—(আদালতী) অন্যবার, পুনর্বার, আবার। **বারবরদার**—যে বোঝা বয়, কুলি। **বারবরদারি**—বোঝা বহনের জন্য পারিশ্রমিক; বিশেষ কাজের জন্য পারিশ্রমিক; ভাতা।

বার, বারো—১২ এই সংখ্যা; বহু (অবজ্ঞার্থক—বারভূত)। **বারদুয়ারী**—১২টি দ্বারযুক্ত। **বারমাস**—পুরা বৎসর; সব সময়। ণ. **বারমেসে**। **বার মাসে তের পার্বণ**—ধর্মানুষ্ঠান বা ধূমধামের আতিশয্য। **বারহাত কাঁকুড়ের তের হাত বীচি**—অশোভন ভাবে দীর্ঘ কিছু; অদ্ভুত ও অবিশ্বাস্য বস্তু।

বারই—বার তারিখ বা তারিখে; বারুই (গ্রাম্য)।

বারংবার, বারম্বার, বারবার—অব্য. পুনঃ পুনঃ। [সং. বারংবারম্]

†**বারক**—ণ. নিবারক (বজ্রবারক)। [বারি+অক]

বারকোশ,-ষ—[ফা. বারকশ্] বি. কাঠের বড় থালা, tray.

বারণ—বি. নিষেধ (বারণ করা; বারণ মানা); হস্তী; বর্ম; অঙ্কুশ। [বৃ+ণিচ্+অনট্]। **বারণবল্লভা**—কলাগাছ। **বারণীয়**—নিবারণযোগ্য। **বারণানন**—গণেশ। **বারণারি**—সিংহ।

বারণাবত—বি. মহাভারতোক্ত নগরী; বর্তমান প্রয়াগ (যেখানে জতুগৃহ দাহ হয়)।

বারতা—বি. বার্তা, সংবাদ (কাব্যে ব্যবহৃত)।

বারদরিয়া—বি. বাহিরের দরিয়া, উন্মুক্ত সমুদ্র।

বারদিগর—অব্য. দ্বিতীয়বার, আবার।

বারনারী, -বধূ, -বিলাসিনী, -যোষিৎ, -বনিতা—গণিকা। **বারমুখ্যা**—গণিকাশ্রেষ্ঠা।

বারফট্টাই—বি. বড়াই, বৃথা জাঁক।

বারবেলা—বিভিন্ন বারে জ্যোতিষ শাস্ত্রানুসারে বর্জনীয় সময় (পার তো জন্মো না কেউ বিষ্যুৎবারের বারবেলায়—দ্বিজেন্দ্রলাল)।

†**বারব্রত**—নিয়ম-নিষ্ঠার সহিত পালিত ব্রতাদি।

বারভুঁইয়া,-ভুঞা—দ্বাদশ ভৌমিক অথবা ভূম্যধিকারী (ষোড়শ শতাব্দীর কেদার রায়, ঈশা খাঁ, প্রতাপাদিত্য প্রভৃতি বঙ্গের বার জন বা বহু শক্তিশালী সামন্ত রাজা)।

বারভূত—(অবজ্ঞাসূচক) জনসাধারণ (ছেলেপুলে নেই, সৎকাজেও দিলে না, কাজেই তার সম্পত্তি বারভূতেই খাবে)।

বারমতি—বি. ধর্মঠাকুরের পূজা (বার দিনে বা তিথিতে ও বার রকমের উপকরণে অনুষ্ঠেয়)।

বারমাস্যা, বারমাসি,-সী—বি. বৎসরের বিভিন্ন মাসে ও ঋতুতে প্রকৃতির ও মানুষের অবস্থার বর্ণনা (কবিকঙ্কণ চণ্ডীতে ফুল্লরার বারমাস্যা)।

বারমেসে—ণ. যাহা সারা বছরই ফলে; নিত্য, সব সময়ের (বারমেসে আম)।

†**বারয়িতা** (-তৃ)—[বারি+তৃচ্] ণ. নিবারক, রোধক। স্ত্রী. **বারয়িত্রী**। **বারয়িতব্য**—নিবারণযোগ্য।

বারশিঙ্গা—বি. হরিণ-বিশেষ (প্রতি শিঙে ছয় শাখা)।

বারা—ক্রি. নিবারণ করা, রোধ করা (প্রাচীন কাব্যে ব্যবহৃত); ধানভানা (ঢেঁকি স্বর্গে গেলেও বারা বানে)।

বারাঙ্গনা—[বার+অঙ্গনা] সাধারণের ভোগ্যা নারী, বারনারী, বেশ্যা।

বারাণসী—বরুণা ও অসি নদীর মধ্যস্থিত নগরী, কাশী ; কাশীতে প্রস্তুত শাড়ী।

বারাণ্ডা—[পর্তু. varanda] বারান্দা দ্রঃ।

বারান—ক্রি. বাহির হওয়া। (প্রাদে.)।

বারানী—যে স্ত্রীলোক ধান ভানিয়া জীবিকা অর্জন করে (প্রাদে.)।

† **বারান্তর**—বি, পুনর্বার, অন্য সময়। [বার+অন্তর]

বারান্দা—[ফা. বারামদহ্] বি. গৃহের সম্মুখের খোলা অংশ, পিঁড়ে, হাতনে, ওসারা।

বারাম—বি. বৈঠক, আসর। **বারামে বসেছে**—ইয়ার-বন্ধু লইয়া গল্পগুজব করিতেছে। **বারামখানা**—আরাম করিবার ঘর, বৈঠকখানা।

† **বারাহ**—ণ. বি. বরাহ-সম্বন্ধীয় ; বরাহ-চর্ম-নির্মিত পাদুকা ; বিষ্ণুর বরাহ-অবতার। [বরাহ +অ]। স্ত্রী. **বারাহী**—যোগিনী-বিশেষ।

† **বারি**—[বারি+ই—যাহা তৃষ্ণা নিবারণ করে] বি. জল ; বৃষ্টির জল (বারিবাহ, বারিদ)। **বারিকোষ**—অঞ্জলি-পরিমিত মন্ত্রপূত জল (শপথ করিবার কালে ব্যবহৃত হইত)। **বারিগর্ভ**—মেঘ। **বারিঘরট্ট**—জল-প্রবাহের দ্বারা চালিত যন্ত্র। **বারিচর**—ণ. জলচর ; বি. মৎস্য। **বারিচামর**—শৈবাল। **বারিজ**—[বারি+জন্+ড] শঙ্খ ; শম্বুক ; পদ্ম। **বারিতস্কর**—মেঘ. সূর্য। **বারিত্রা**—ছত্র। **বারিদ,-ধর,-বহ,-বাহক,-বাহন**—মেঘ। **বারি-দুর্গ**—যে দুর্গের চারিদিকে গভীর জল। **বারিধানী**—জলাধার। **বারিধারা**—স্রোত ; বৃষ্টিপাত। **বারিধি, -নিধি**—সমুদ্র। **বারিনাথ**—বরুণ, সমুদ্র। **বারিপর্ণী**—পানা। **বারি-প্রবাহ**—জলস্রোত ; নির্ঝর। **বারি-বারণ**—জল-হস্তী। **বারিমুক্ (চ্)**—মেঘ। **বারিযন্ত্র**—কৃত্রিম ফোয়ারা ; জল নিক্ষেপ করিবার যন্ত্র। **বারিরথ**—ভেলা। **বারিরাশি**—জল-রাশি ; সমুদ্র। **বারিরুহ**—পদ্ম। **বারি-বিহঙ্গ**—জলচর পক্ষী।

বারিক—[ইং. barrack] বি. সৈন্যদের ছাউনি ; উপাধি-বিশেষ। **জামাই-বারিক**—বহু জামাতার আগমনে যে বাড়ী ছাউনির মত হইয়াছে—দীনবন্ধু মিত্রের নাটকের নাম।

বারিক, বারীক—[ফা.] ণ, সূক্ষ্ম।

† **বারিত**—[বৃ+ণিচ্+ক্ত] ণ. নিবারিত ; প্রতি-হত।

† **বারী** (-রিন্)—[বারি+ইন্] ণ. নিবারণ-কারী, প্রতিরোধকারী বি. হস্তির বন্ধনরজ্জু বা বন্ধন-স্থান। স্ত্রী. **বারিণী** (রিপুদলবারিণী—বঙ্কিমচন্দ্র)।

† **বারীন্দ্র, বারীশ**—বি. সমুদ্র। স্ত্রী. **বারী-ন্দ্রাণী**। [বারি+ইন্দ্র, +ঈশ]।

বারুই, বারুজীবী (-বিন্)—[সং. বারুজীবী] বি, পান-ব্যবসায়ী জাতি।

† **বারুণ**—ণ. বরুণ-সম্বন্ধীয় ; সমুদ্র-বারি হইতে উৎপন্ন ; বি. অবগাহন স্নান ; পশ্চিম দিক্। **বারুণ কর্ম**—জলাশয়াদি খনন।

† **বারুণী**—বি. বরুণকন্যা ; (অশুদ্ধ) বরুণানী, বরুণের স্ত্রী ; সুরা, ধেনো মদ ; শতভিষা নক্ষত্র। **বারুণীবল্লভ**—বরুণ। **বারুণী স্নান**—শত-ভিষা নক্ষত্র বিশিষ্ট কৃষ্ণা চতুর্দশীতে স্নান।

বারুদ—[তুর্কী—বারুত] বি. বিস্ফোরক মসলা বিশেষ। **বারুদখানা**—বারুদ রাখার স্থান।

বারেক—বি. একবার (কাব্যে)।

† **বারেন্দ্র**—ণ. বরেন্দ্রভূমির অধিবাসী ; বি. ব্রাহ্মণের শ্রেণী-বিশেষ। স্ত্রী. **বারেন্দ্রী**। [বরেন্দ্র+অ] [(বার দ্রঃ)]।

বারো—ণ. বি. ১২, দ্বাদশ সংখ্যক বা সংখ্যা

বারোয়া—বি. রাগিণী-বিশেষ।

বারোয়ারী,-রি,বারইয়ারি—(বারজন বন্ধুর সহযোগে যাহা নিষ্পন্ন হয়) বি. ণ. সর্বসাধারণের সহযোগে যাহা অনুষ্ঠিত হয় (বারোয়ারী পূজা)। **বারোয়ারীতলা**—বারোয়ারী পূজার স্থান। **বারোয়ারী উপন্যাস**—বারজন অথবা বহু লেখক যে উপন্যাসের বিভিন্ন পরিচ্ছেদ লিখেন। **বারোয়ারী ব্যাপার**—সর্বসাধারণের দ্বারা অনুষ্ঠিত হৃড়হাঙ্গামাপূর্ণ অথবা বৈশিষ্ট্যহীন ব্যাপার।

† **বার্ণিক**—বি. লেখক ; লিপিকর ; যে রং দিয়া লেখে বা রং লাগায় ; চিত্রকর ; আক্ষরিক।

† **বার্তা**—[বৃত+অ+আপ্]বি. বৃত্তান্ত ; সংবাদ ; [বৃত্তি+অ+আপ্] কৃষি, গোপালনাদি। **বার্তাজীবী** (-বিন্)—সাংবাদিক। **বার্তাবৃত্তি-জীবী**(-বিন্)—কৃষি গোপালনাদির দ্বারা যাহার

জীবিকা নির্বাহ হয়। **বার্তাবহ,-হর,-হারী** (-রিন্)—দূত। **বার্তাশাস্ত্র**—ধনবিজ্ঞান, Economics।

বার্তাক,-কী,-কু—বি. বেগুন। [সং]

+ **বার্তিক**—[বৃত্তি+ষ্ণিক] বি. কৃষিকর্মে পটু, বৈশ্যজাতি; গ্রন্থের টীকা-বিশেষ (কাত্যায়নের বার্তিক)।

+ **বার্দ্ধক্য,বার্ধক,বার্ধক্য**—বি. বৃদ্ধাবস্থা, জরা (অকাল-বার্ধক্য)। [বৃদ্ধ+অক,+য]।

বার্নিশ,-স—[ইং varnish] বি. চকচকে করিবার জন্য দেওয়া প্রলেপ।

+ **বার্য**—[বৃ+ণিচ্,+ণ্যৎ] ণ. নিবার্য, বারণীয়; [বারি+ষ্য] বারি-সম্বন্ধীয়। **বার্যমাণ**—ণ. যাহা বারিত করা হইতেছে। [সং]

বার্লি—[ইং. barley] বি. যবচূর্ণ (রোগীর পথ্য হিসাবে ব্যবহৃত)।

+ **বার্ষিক**—[বর্ষ+ষ্ণিক] ণ. বাৎসরিক (বার্ষিক পরীক্ষা; বার্ষিক গতি); প্রতি বৎসরে দেয় বা অনুষ্ঠেয় (বার্ষিক চাঁদা, উৎসব); [বর্ষা+ষ্ণিক] বর্ষাকালীন। **বার্ষিকী**—(বাং) এক বৎসরে বা বৎসরান্তে দেওয়া বা অনুষ্ঠিত বা প্রকাশিত হয় এমন কিছু (জন্ম-বার্ষিকী, পূজা-বার্ষিকী)।

+ **বার্ষ্ণেয়**—ণ. বৃষ্ণিবংশ-সম্ভূত; যদুবংশীয়। [বৃষ্ণি+ঢেয়]।

* **বার্হস্পত্য**—[বৃহস্পতি+ষ্য] ণ. বৃহস্পতি-সম্বন্ধীয়; বি. বৃহস্পতি-প্রণীত শাস্ত্র, নীতিশাস্ত্র; চার্বাক।

* **বাল**—[বল্+অ—যে দেহে ও বুদ্ধি প্রভৃতিতে নিত্য বৃদ্ধি পায়] ণ. অল্পবয়স্ক, অচিরজাত, তরুণ (বাল সর্প); নবোদিত (বালেন্দু); ছোট (বাল মূষিকা—নেংটি ইঁদুর); কচি, কোমল (বাল মৃণাল); বি. বালক (-সুলভ); কেশ, রোম (**বালব্যজন**—চমরী-পুচ্ছের ব্যজন, চামর; **বালভার**—কেশভার, রোমরাজি); ষোল বৎসরের অনধিক বয়স্ক; অজ্ঞান; মূর্খ। **বালকদলী**—কলার পোয়া। **বালকাণ্ড**—রামায়ণের আদি কাণ্ড, যাহাতে রামের বাল্যকালের বর্ণনা আছে। **বালকাম**—ণ. সন্তানাভিলাষী। **বালকৃমি**—উকুন। **বালকৃষ্ণ**—বালক কৃষ্ণ। **বালক্রীড়ন**—বালকের খেলা। **বালখিল্য**—বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ-পরিমাণ মহাতপা এক শ্রেণীর মুনি; (ব্যঙ্গার্থে) এঁচড়ে-পাকা লোক। **বালগজ**—হস্তি-শাবক (যাহার বয়স পাঁচ বৎসরের বেশী নয়)। **বালগর্ভিণী**—প্রথম গর্ভবতী গাভী। **বালগোপাল**—শ্রীকৃষ্ণের শিশু মূর্তি-বিশেষ। **বালঘ্ন**—ণ. বালক-হন্তা। **বালচন্দ্র**—নবোদিত চন্দ্র। **বালচর্য**—বালকের চরিত্র। **বালচর্যা**—শিশুপালন। **বালচাপল্য**—বালক-সুলভ চপলতা। **বালচূত**—আমের চারা। **বালতন্ত্র**—শিশু-চিকিৎসা। **বালতৃণ**—কচি ঘাস। **বালধন**—নাবালকের বিষয়-সম্পত্তি। **বালধি**—চামর। [বাল (=লোম)+ধা+কি]। **বালপাদপ**—চারাগাছ। **বালবাচ্চা**—ছেলে-পুলে, সন্তান-সন্ততি (বালবাচ্চার গর্দান যাবে)। **বালবিধবা**—বাল্যে পতিহীনা। **বালব্যজন**—চামর। **বালভার**—কেশরাজি। **বালভাষিত**—বালকের বা শিশুর উক্তি। **বালভোগ**—প্রভাতে জগন্নাথের অথবা বাল-গোপালের প্রথম ভোগ; (ব্যঙ্গার্থে) প্রাতরাশ। **বালমতি**—অপরিণতবুদ্ধি। **বালসন্ধ্যা**—সন্ধ্যার সূচনা। **বালসুলভ**—ণ. যাহা বালক-দিগের মধ্যেই দেখা যায় এমন; ছেলেমানুষী। **বালসূর্য**—নবারুণ; বৈদূর্যমণি। **বালহস্ত**—লোমযুক্ত লাঙ্গুল।

• **বালক**—[বাল+ক] বি. ১৬ বছরের কম বয়সের পুরুষ, ছেলেমানুষ। (গ্রাম্য—বাল্লক)। **বাল-কোচিত**—বালসুলভ।

বালতি—[পর্তু. balde] বি. হাতল দেওয়া মুখ-চওড়া ধাতু-নির্মিত জলপাত্র-বিশেষ; [বাল-পুত্রিকা] শিশুসন্তান বিশিষ্টা দুঃখিনী নারী।

বালদো—বি. বাইল, তাল নারিকেলের পাতা।

বালশা,-সা—[সং বালিশ] শিশুর রোগ, জ্বর উদরাময় প্রভৃতি। **বালশানো**—শিশু-রোগাক্রান্ত হওয়া (খোকা আমার দু'দিন ধরে বালশেছে); বালিশের মত নাদুস-নুদুস হওয়া (খাচ্ছে আর বালশাচ্ছে—প্রাদে.)।

বালা—[সং. বলয়] বি আভরণ-বিশেষ (হাতের বালা; কাণের বালা—ছোট হইলে, বালী)।

• **বালা**—বি. বালিকা, ছোট মেয়ে, কন্যা (পার্থেরে বরিতে যায় দ্রুপদের বালা—কাশীরাম); তরুণী (বালা স্ত্রী); যুবতী (ব্রজের বালা); বধূ (কুলবালা); (প্রাচীন বাংলায় বালক অর্থেও বালার ব্যবহার আছে); শিবের গাজনের সন্ন্যাসী

(বালা আঁচলা—এই সন্ন্যাসীর ব্যবহৃত ছোট কাপড়)। [বাল+আপ্]

বালাই—[আ. বলা] বি. দুর্দৈব, বিপদ, সঙ্কট (আপদ-বালাই দূর হয়ে যাক্); বিঘ্ন, প্রতিবন্ধক (ছেলেটা তোমার বালাই হয়েছে, গেলেই বাঁচ; বন্নালী বালাই—বিভূতিভূষণ; অব্য. অমঙ্গল বাক্য শুনিলে উচ্চার্য বাক্যবিশেষ (বালাই, ষাট)। **বালাই নিয়ে মরা**—মঙ্গলকামনাসূচক উক্তিবিশেষ (প্রিয়জনের বাধা বিপদ নিজে নিয়া ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াও তাহাকে নিরাপদ করা—তোমার রূপের বালাই নিয়ে মরি)। **আলাই-বালাই**—আপদ-বালাই দূর হইয়া যাক্ (আলাই-বালাই অমন কথা বলতে নেই—গ্রাম্য), আপদ-বালাই। **রোগ বালাই**—ব্যাধি অমঙ্গল ইত্যাদি।

বালাখানা—[ফা. উপরতলার ঘর] উচ্চ অট্টালিকা, প্রাসাদ (ফৌজদারী বালাখানা)। **বালাখানার তামাক**—কলিকাতার প্রাচীন আমলে যেখানে নবাবের ফৌজদারী কাছারিবাড়ী ছিল সেই এলাকায় প্রস্তুত বিখ্যাত তামাক।

বালাঞ্চি, বালামচি—বি. ঘোড়ার বা গরুর লেজের চুল।

• **বালাতপ**—বালসূর্যের কিরণ। **বালাদিত্য**—বালসূর্য। **বালাপত্য**—শিশু সন্তান। [বাল+আতপ, আদিত্য, অপত্য]।

বালাপোশ—[ফা.] বি. অল্প তুলা-ভরা হাল্কা কোমল ও সাধারণতঃ রঙ্গীন গাত্র-বস্ত্র, সম্ভ্রান্ত প্রৌঢ়দের মধ্যে প্রচলিত ছিল (মুর্শিদাবাদী বালাপোশ)।

বালাম—বি. ভারবাহী বৃহৎ ও উচ্চ নৌকা-বিশেষ; বাখরগঞ্জের সুপ্রসিদ্ধ চাউল (বালাম নৌকায় চালান হইত বলিয়া এই নাম)।

বালামচি—বালাঞ্চি।

বালা-মুসিবত—[আ.] দুর্দৈব, আপদ-বিপদ (সব বালা-মুসিবত কেটে যাক্, এই দোয়া করি)।

• **বালারুণ, বালার্ক**—নবোদিত রক্তবর্ণ সূর্য ('বালার্ক-সিন্দুর-বিন্দু')। [বাল+অরুণ, অর্ক]

• **বালি, লী** (-লিন্)—বি. রামায়ণ-বর্ণিত কিষ্কিন্ধ্যার রাজা। **বালি,-লী**—বালিকা (প্রাচীন বাংলায় ও বৈষ্ণব পদাবলীতে ব্যবহৃত)।

বালি—বি. বালুকা। **বালির বাঁধ**—অনির্ভর-যোগ্য বস্তু ('বড়র পীরিতি বালির বাঁধ')। **বালিখোলা**—যে খোলায় বা মাটির পাত্রে বালি দিয়া কলায়-আদি ভাজা হয়। (বিপ. কাঠখোলা)। **বালি-ঘট**—বালিপূর্ণ ঘট, (গলায় বাঁধিয়া ডুবিয়া মরিবার জন্য)। **বালি-ঘড়ি**—বালিপূর্ণ পাত্র-বিশেষ, সময় নিরূপণের কাজে ব্যবহৃত হয় (ঘড়ি দ্রঃ)। **বালিচর**—বালুর চর। **বালিবন্ধে সৌধ নির্মাণ**—অনির্ভরযোগ্য ভিত্তির উপরে বড় কিছু গড়া (দুরাশা বা নির্বুদ্ধিতাসূচক)। **বালিহাঁস,-হংস**—বন্য হাঁস-বিশেষ (ইহারা নদীর চরে চরে)। **গুঁড়ে বালি**—গুড় দ্রঃ। **চোখের বালি**—চক্ষে বালিকণা পড়িলে যেরূপ পীড়া বোধ হয়, যাহার দর্শন সেরূপ অসহ্য; সতীনের সম্বন্ধ।

বালিআড়ি,-য়াড়ি—বি. নদীর বা সমুদ্রের তীরে বালির আলি বা উচ্চ স্তূপ, বালুকাময় উচ্চ তীর, sand-dune.

• **বালিকা**—[সং.] বি. ছোট মেয়ে, তরুণী; ণ. অল্প বয়স্কা (তুমি এখনও বালিকা, বুঝবে না)।

বালিশ—[ফা.] বি. উপাধান (কোল-বালিশ)।

বালু—বালি। **বালুচর**—বালুকাপূর্ণ চর; মুর্শিদাবাদ জেলার গ্রাম-বিশেষ (এখানে প্রস্তুত রেশমী শাড়ীকে বালুচরে বা বালুচরী বলা হয়)।

‡ **বালুকা**—[সং.] বালি, বালু, সিকতা। **বালুকাময়**—ণ. বালুকাপূর্ণ। **বালুকা-যন্ত্র**—বালুকার উত্তাপে ঔষধ প্রস্তুত করিবার যন্ত্র-বিশেষ; বালিঘড়ি।

বালুসাই—বি. ঘৃতপক্ক মিষ্টান্ন-বিশেষ। [হি.]

• **বালেন্দু**—বি. নূতন চাঁদ; চন্দ্রকলা, crescent। [বাল+ইন্দু]।

বাল্মিক, বাল্মিকি, বাল্মীক, বাল্মীকি—বি. রামায়ণ-প্রণেতা মুনি (বল্মীক হইতে উদ্ভব হেতু)। [বল্মীক (বল্মিক)+অ, ই]

• **বাল্য**—[বাল+য] বি. শৈশব (বাল্যকাল); **বাল্য প্রণয়**—বালক কালের ভালবাসা। **বাল্যবন্ধু**—বাল্যকালে যাহার সাহত বন্ধুত্ব স্থাপিত হইয়াছে এবং এখনও সে বন্ধুত্ব আছে। **বাল্যবিবাহ**—যৌবন লাভের পূর্বে বিবাহ। **বাল্যভোগ**—বালকের প্রাতঃকালের খাবার, বালভোগ; দেবতার প্রাতঃকালীন ভোগ।

বাল্হক, বাল্হিক—(বাল্হ্) বাহ্লিক দ্রঃ।

বাশ—[সং. বাসী] বি. সূত্রধরের চাঁচিবার যন্ত্র-বিশেষ, বাইশ।

† **বাশিষ্ঠ, বাসিষ্ঠ**—ণ. বশিষ্ঠ-প্রণীত (যোগ-বাশিষ্ঠ) ; বশিষ্ঠের বংশধর । [বশিষ্ঠ+অ] ।

বাশুলি,-লী,-স্থলি,-লী—দেবী-বিশেষ, বিশালাক্ষী (কবি চণ্ডীদাস ইঁহার পূজারী ছিলেন) ; চণ্ডী ।

বাষট্টি—[সং. দ্বিষষ্টি] ৬২ এই সংখ্যা ।

‡ **বাষ্প**—বি. উত্তপ্ত তরল দ্রব্যের বায়বীয় আকার, Vapour : জলের ধোঁয়া, Steam ; অশ্রু (বাষ্পাকুললোচনা ; বাষ্প-গদ্গদ কণ্ঠে ; বাষ্প বিমোচন) ; (ব্যা:) বিন্দুবিসর্গ, নামগন্ধ (এর বাষ্পও জানি না) । [বাধ + প] । **বাষ্পপোত**—ষ্টিমার । **বাষ্পযান, -রথ, -শকট**—রেলগাড়ী । **বাষ্পযন্ত্র**—বাষ্পের শক্তিতে চালিত যন্ত্র । **বাষ্পায়ন**—তরল পদার্থের বাষ্পীভূত হওয়া । **বাষ্পাসার**—অঝোরে অশ্রুবর্ষণ । **বাষ্পীয়**—ণ বাষ্প-বিষয়ক ; বাষ্প-চালিত । [বাষ্প+ঈয়]

‡ **বাস**—[বস্+ঘঞ্] বি. বসতি, স্থিতি (বাস সপ্তগ্রামে) ; অবস্থান (নরক-বাস) ; গৃহ, আশ্রয় (বাস বাঁধা ; 'তোমার বাস কোথা যে পথিক' । **বাসগৃহ**—বাসের জন্য নির্মিত গৃহ । **বাসভূমি**—স্থায়ী বাসস্থান ('নিজ বাসভূমে পরবাসী হলে') । **বাসযষ্টি**—পাখীর দাঁড় । **বাস-সজ্জা**—বাসক-সজ্জা দ্রঃ ।

† **বাস**—[বস্+ঘঞ্] বি বস্ত্র, পরিচ্ছদ (ছিন্নবাস, 'সান্ত্বনাবাস দেহ তুলে চক্ষে') ।

† **বাস**—[বাস্+অ] বি. সুগন্ধ ; কড়া গন্ধ (বাস ছুটেছে) ; বাষ্প, আভাস (পাইয়া ধনের বাস —কবিকঙ্কণ) । **বাসযোগ**—নানা সুগন্ধ দ্রব্যের চূর্ণ ।

বাস—[ইং. bus, omnibus] বি. যাত্রীবাহী মোটর গাড়ী । **বাস-রুট**—[bus-route] বাস যে পথে চলে, কোন বাসের জন্য নির্ধারিত পথ ।

† **বাসক**—ণ. সুগন্ধ-কারক ; বি বৃক্ষ-বিশেষ (পাতা কাসরোগের ঔষধ) ; শয়নগৃহ (বাসক-শয়ন পরে—রবি) । [বাস্+অক, বাস+ক] । **বাসক-সজ্জা, -সজ্জিকা**—যে নায়িকা বাসগৃহ সাজাইয়াও নিজে সজ্জিতা হইয়া নায়কের প্রতীক্ষা করে ।

বাসন—বি. [বাস্+অনট্] সুরভীকরণ ; [বস্+ণিচ্+অনট্] বস্ত্র ; বাসস্থান ; পাত্র ; বন্ধকী দ্রব্য মোহরাঙ্কিত করিয়া রাখিবার আধার ; বসবাস করানো (পুনর্বাসন) ।

বাসন—বি. তৈজস, থালা-ঘটী-বাটী ; রন্ধন-পাত্র । **বাসন-কোসন**—তৈজসপত্র ।

† **বাসনা**—সুগন্ধীকরণ ; বিষয়-স্পৃহা (বাসনা-লোপ) ; কামনা, আকাঙ্ক্ষা, অভিলাষ (তোমাকে দেখিতে বাসনা করি) ; আকাঙ্ক্ষিত বস্তু (জগত-বাসনা) । [বস্+ণিচ+অনট্+আপ্]।

বাসনা—(উচ্চারণ : বাস্‌না) বি. কলাগাছের শুকনা বাকল ও পাতা (পোড়াইয়া ক্ষার পাওয়া যায়, কাপড় কাচিতে লাগে) , সুগন্ধ (গ্রাম্য—কেমন বাস্‌না করে) ।

† **বাসন্ত**—ণ. বসন্ত-ঋতু-সম্বন্ধীয় ; যাহা বসন্তকালে জন্মে , বি. মলয়ানিল ; কোকিল ; উষ্ট্র ; তরুণ ; তরুণ হস্তী । [বসন্ত+অ] । **বাসন্তিক**—ণ. যাহা বসন্তকালে বিকসিত হয় ; বসন্তকালে জাত (বাসন্তিক তরু) ; বি. বসন্তোৎসব ; বিদূষক ; ভাঁড় ; নট । [বসন্ত+ইক] । **বাসন্তী**—নবমল্লিকা , মাধবী লতা ; বসন্ত উৎসব । [বাসন্ত+ঈপ্] । **বাসন্তী পূজা**—চৈত্র মাসের দুর্গাপূজা । **বাসন্তী রং**—বসন্তের শুকনা পাতার রং, হলদে বা কমলা রং ।

† **বাসব**—[বসু+ষ্ণ—ধনবসু-বিশিষ্ট] বি. ইন্দ্র । স্ত্রী. **বাসবী**—ব্যাসের মাতা সত্যবতী ; শচী ।

† **বাসবদত্তা**—সুবন্ধুকৃত সংস্কৃত গদ্যকাব্য, ইহার নায়িকার নাম বাসবদত্তা ।

† **বাসবি**—বি. বাসবের পুত্র অর্জুন । [বাসব+ই] । **বাসবেয়**—সত্যবতীর পুত্র ব্যাস [বাসবী+ঢেয়] ।

বাসমতী—ণ., বি. সুগন্ধি ; সুগন্ধি চাউল বিশেষ । [হি., বাস=সুগন্ধ] ।

† **বাসর**—[বস্+ণিচ্+অর] বি দিবস, দিন ; (শ্রাদ্ধবাসর) ; বার (রবিবাসর) ; বিবাহ-রাত্রির শয়ন-গৃহ (বাসর-ঘর) ; শয়ন-গৃহ, বাস-গৃহ । **বাসর জাগা**—বাসরে বর-বধূকে লইয়া রমণীদের আমোদ-প্রমোদে রাত জাগা । **বাসর-জাগানি,-নী**—বাসর জাগার জন্য স্ত্রীলোকেরা বরপক্ষের নিকট যে অর্থ পায় । **বাসর-শয্যা**—বাসর-রজনীতে বর-কন্যার শয়নের জন্য রচিত (সাধারণতঃ পুষ্পশোভিত) শয্যা । **বাসর-সজ্জা**—বাসক-সজ্জা (দ্রঃ) ।

বাসা—[সং. বাস] বি. বাসস্থান, নীড় (পাখীর বাসা ; ইঁদুরের বাসা) ; অস্থায়ী বা অপ্রধান অথবা ভাড়াটিয়া বাসস্থান (মেসের বাসা ; এটি

তাদের বাসা বাড়ী, বাড়ী সাত মাইল দূরে); আড্ডা (বাসা বাঁধা—আড্ডা গাড়া); আশ্রয় (বাসা নেওয়া)। **বাসাড়িয়া,-ড়ে**—বি. অস্থায়ী বা ভাড়াটে বাসিন্দা।

বাসা—ক্রি. ভালবাসা (পরাণ অধিক বাসে—চণ্ডীদাস); মনে করা, বোধ করা, অনুভব করা (লাজ বাসি, ভয় বাসি—কাব্যে ব্যবহৃত)। **পর বাসা**—পর অথবা অনাত্মীয় জ্ঞান করা।

বাসি,-সী—[সং. পর্যুষিত, বাসিত] ণ. পূর্ব রাত্রিতে প্রস্তুত বা সংগৃহীত বা ব্যবহৃত, টাট্‌কা নয় (বাসি ভাত, বাসি কাপড়, বাসি ফুল, বাসি দই—বিপ., সাজো); পুরাতন, সেজন্য কতকটা অব্যবহার্য বা অপ্রয়োজনীয় (বাসি খবর; সেদিন হয়েছে বাসি—নজরুল); সুগন্ধদ্রব্য-সংযুক্ত। **বাসি কাপড়**—রাত্রিতে যে কাপড় পরিয়া শোয়া হইয়াছিল তাহা। **বাসি জল**—পূর্বদিনে যে জল তোলা হইয়াছিল (বাসি জলে স্নান)। **বাসি ঘর**—যে ঘর সকালে ঝাঁট দেওয়া হয় নাই। **বাসি পান্তা**—বাসী তরকারি পান্তাভাত ইত্যাদি (পরের বাড়ীর বাসি পান্তা খেয়ে মানুষ)। **বাসি বিবাহ**—হিন্দু বিবাহের পর দিনের স্ত্রী-আচার বিশেষ। **বাসি মড়া**—এক বা একাধিক দিন পূর্বের মৃত ব্যক্তির শব। **বাসি মুখ**—প্রভাতে অপ্রক্ষালিত মুখ অথবা অভুক্ত অবস্থা (কর্তা এখনো বাসি মুখে আছেন)। **বাসি হাত**—উচ্ছিষ্টযুক্ত হাত। **বাসি করা কাপড়**—ধৌত ও সুবাসিত বস্ত্র (বর্তমানে ধোপার ধোয়া কাপড়)।

† **বাসিত**—ণ. সুরভিত, বস্ত্রাচ্ছাদিত, পুরাতন; পর্যুষিত। [সং] [অধিবাসী।

বাসিন্দা—[ফা. বাশিনদহ্] ণ. বি. বাসকারী,

† **বাসী** (-সিন্)—ণ. বাসকারী (নগরবাসী, গ্রামবাসী। স্ত্রী. **বাসিনী**) [বস্+ণিন্]।

† **বাসুকি**—বি. সর্পরাজ। [বসুক+ই]

† **বাসুদেব**—[বসুদেবের পুত্র; যিনি সর্বত্র বাস করেন অথবা যাহাতে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড বাস করে) বি. কৃষ্ণ।

† **বাস্তব**—[বস্তু+ক] ণ. বস্তুবিষয়ক; যথার্থ, প্রকৃত; ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য (কাল্পনিক নহে, বাস্তব); বি. সত্তা; ইন্দ্রিয়গোচর জগৎ। **বাস্তবতা**—বি. যথার্থতা; ইন্দ্রিয়গোচর অবস্থা। **বাস্তববাদ**—ইন্দ্রিয়গোচর পদার্থই শুধু সত্য এইরূপ মত। **বাস্তববাদী** (-দিন্)—বাস্তববাদ মানে এমন। **বাস্তবিক**—ণ. বাস্তব; ক্রি. ণ. প্রকৃতপক্ষে।

† **বাস্তব্য**—[বস্+ণিচ্+তব্য] ণ. বাসযোগ্য; বি. (বাং) বসতি (বাস্তব্য করা)।

† **বাস্তু**—[বস্+তু] বি. বসবাসের যোগ্য স্থান; বহু কালের বসতবাটী, ভিটা (বাস্তুত্যাগী); বেথো শাক। **বাস্তুকর্ম**—গৃহ নির্মাণ। **বাস্তুকার**—গৃহনির্মাতা; ইঞ্জিনীয়ার (নির্বাহী বাস্তুকার—Executive Engineer)। **বাস্তুঘুঘু**—যে ঘুঘু কোন বাস্তুতে আশ্রয় লইয়াছে, অন্যত্র যায় না; ধূর্ত ব্যক্তি; কুণো লোক। **বাস্তুদেব,-দেবতা,-পুরুষ**—বাস্তুর অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। **বাস্তুবিদ্যা**—স্থপতি-বিদ্যা। **বাস্তুভিটা**—পুরুষানুক্রমে যে ভিটায় বাস করা হইতেছে। **বাস্তুযাগ**—গৃহের পত্তনের পূর্বে করণীয় যজ্ঞ। **বাস্তুসাপ**—যে সাপ (সাধারণতঃ গোখুরা) কোন ভিটায় থাকে কিন্তু সেই বাড়ীর লোকদের কামড়ায় না। **বাস্তুহারা**—উদ্বাস্তু, দেশত্যাগী, refugee.

† **বাস্তুক, বাস্তূক**—বি. বেথুয়া শাক। [সং]।

† **বাহ**—[বহ্+অ] ণ. বহনকারী (বারিবাহ)। বি. মুটে; অশ্ব; বৃষ; মহিষ; বায়ু; বাহন (হংসবাহ; গরুড়-বাহ); (প্রাচীন বাংলা) বাহু, হাত। [সারথি। [বহ্+ণিচ্+অক]।

† **বাহক**—ণ. বি. বহনকারী, মুটে; শিবিকাবাহী;

† **বাহন**—[বহ্+ণিচ্+অনট্] বি. যে বহন করে অথবা যদ্দ্বারা বাহিত হয়, অশ্ব হস্তী শিবিকা রথ ইত্যাদি (ঐরাবত ইন্দ্রের বাহন); যানবাহন (ভগ্নবাহন); মাধ্যম, medium (মাতৃভাষাই হইবে শিক্ষার বাহন)।

বাহবা—[ফা. বাহ্‌বাহ্] অব্য. বলিহারি, চমৎকার (সাধারণতঃ বিদ্রূপব্যঞ্জক—বাহবা, বাহবা, কি সাজাই সেজেছ!); বি. উচ্ছ্বসিত সমর্থন বা প্রশংসা (সাধারণতঃ ব্যঙ্গে—জনসাধারণের বাহবা পাওয়া)। **বাহা**—বাঃ, বেশ। **বাহাবাহা**—চমৎকার (সাধারণতঃ ব্যঙ্গার্থক)।

বাহা—ক্রি, বি. চালানো (নৌকা বাহিয়া যাইতেছে); অতিক্রম করা (পথ বাহি যত জন যায়; ইছামতী বাহিয়া পদ্মায় পড়িল); অবলম্বন

করা (গাছ বাহিয়া লতা ওঠে); প্লাবিত করা (দুকূল বাহিয়া উঠে পড়ে ঢেউ—রবি; গণ্ড বাহিয়া অশ্রু ঝরিল); উপ্‌চানো, উদ্বৃত্ত হওয়া (যাহা বাহিয়া পড়ে, তাহা দরিদ্রকে দিবে না কেন?—বঙ্কিমচন্দ্র); বাজানো (প্রাচীন বাংলা)।

বাহাত্তর—বাসপ্তিতি, ৭২ এই সংখ্যা। **বাহাত্তুরে**—ণ. বাহাত্তর বৎসর বয়স্ক; বৃদ্ধ বা মতিচ্ছন্ন। **বাহাত্তুরে ধরা**—বার্ধক্য-হেতু মতিচ্ছন্ন হওয়া।

বাহাদুর—[ফা. বহাদুর] ণ. কৃতী, কঠিন কার্য সাধনকারী ও তজ্জন্য প্রশংসার্হ (তুমি তো খুব বাহাদুর, এত বড় কাজটা করে ফেলেছ); যে কাজ হাসিল করিতে পারে বা জানে (বাহাদুর ছোকরা—ব্যঙ্গে); বি. উপাধি-বিশেষ (খান বাহাদুর; রাজা বাহাদুর)। বি. **বাহাদুরি**—পৌরুষ; কৃতিত্বের গৌরব (তুমি যা করেছ অনেকেই তা করে, এতে আর বাহাদুরি কি?); কেরদানি, ওস্তাদি (আর বাহাদুরি দেখাতে হবে না)। [বৃহৎ গুঁড়ি।

বাহাদুরী কাঠ—শাল সেগুন প্রভৃতি বড় গাছের

বাহানা—[ফা. বহানা] বি. ছল, ছুতা, ওজর; আবদার, বায়না। **টাল-বাহানা করা**—মিথ্যা ওজর-আপত্তি করা। **বাহানা-বাজ**—ওজর অছিলায় পটু।

বাহান্ন—বায়ান্ন দ্রঃ।

বাহার—[ফা. বহার—বসন্তকাল] বি. শোভার আধিক্য, জৌলুস, মনোহারিতা; রাগিণী-বিশেষ (বসন্ত বাহার)। **বাহারে**—ণ. শোভাযুক্ত, চটকদার। **পাতাবাহার**—বিচিত্রবর্ণের পত্রযুক্ত ফুল-ফলবিহীন গাছবিশেষ।

বাহাল—বহাল দ্রঃ।

বাহাস—[আ. বহ্‌ছ্‌] বি. তর্ক-বিতর্ক (বিশেষতঃ ধর্ম-সম্পর্কিত)।

†**বাহিক**—[বাহ+ইক] বি. ঢাক; গরুর গাড়ী প্রভৃতি; ভার-বাহক।

†**বাহিত**—[বহ্‌+ণিচ্‌+ক্ত] ণ. যাহাকে বা যাহা শকটাদিতে বহন করিয়া আনা হইয়াছে; প্রবাহিত; অতিক্রান্ত; নীত, চালিত।

†**বাহিনী**—[বাহ+ইন্‌+ঈপ্‌] বি. সৈন্যদল (প্রাচীনকালে ৮১ হস্তী, ৮১ শকট, ২৪৩ অশ্ব এবং ৪০৫ পদাতিক লইয়া এক বাহিনী গঠিত হইত); দল (ঝাড়ুদারবাহিনী); যাহা প্রবাহিত হয়, নদী; ণ. (স্ত্রী.) যাহা বাহিয়া যায় (কেদারবাহিনী); বহনকারিণী (পীযূষস্তন্য-বাহিনী)। **বাহিনী-নিবেশ**—সেনানিবেশ। **বাহিনীপতি**—সেনাপতি, সমুদ্র।

বাহির—[সং বহিস্‌] বি. ণ. বহির্ভাগস্থ, সদর (বাহির বাড়ী; তখন মেয়েরা সাধারণতঃ বাহিরে আসিতেন না); প্রকাশ্য দিক্‌ বা ভাব (বাহিরটা যার এত ভাল ভিতরটা তার এত খারাপ কেন?); বহির্গত (পথে বাহির হওয়া); নির্গত (অঙ্কুর বাহির হওয়া); আবিষ্কৃত; প্রকাশিত; অতিক্রান্ত, অতীত; নিঃসৃত (পদ্মা হইতে গড়াই বাহির হইয়াছে)। **বাহির করা**—বার করা দ্রঃ। **বাহিরে যাওয়া**—বাইরে দ্রঃ। **পথে বাহির করা**—উদাসীন করা; পথের ফকির করা। [ধাবিত হয়। (কাব্যে ব্যবহৃত)।

বাহিরায়—ক্রি. বাহির হয়; প্রকাশ পায়,

†**বাহী** (-হিন্‌)—ণ. যে বা যাহা বহন করে (ভারবাহী পশু; যাত্রীবাহী গাড়ী, সলিল-কণাবাহী সমীরণ); প্রবাহিত (সেখান হইতে ব্রহ্মপুত্র দক্ষিণবাহী হইয়াছে)। [বহ্‌+ণিন্‌]।

‡**বাহীক**—বি. শকট, ভারী হলবাহক; পঞ্জাব; পঞ্জাবের জাঠ জাতি। [সং]।

•**বাহু**—[বহ্‌+উ] বি. ভুজ, হস্ত (আজানুলম্বিত বাহু); কনুইয়ের উপরিভাগ (বাহুতে বাজুবন্ধ); বাজু, চৌকাঠ (দ্বারবাহু); ত্রিভুজ ইত্যাদির পার্শ্বরেখা (ত্রিভুজের বাহুদ্বয়); দৈহিক শক্তি বা অস্ত্রাদির শক্তি (বাহুবল); পশুর সম্মুখের পদদ্বয়। **বাহুকুণ্ঠ,-কুব্জ**—কোঁপা। **বাহুগর্ব**—বাহুবলের বা অস্ত্রবলের অহংকার। **বাহুজ**—ব্রহ্মার বাহু হইতে জাত, ক্ষত্রিয়। **বাহুত্রাণ**—বাহুর লৌহাবরণ-বিশেষ। **বাহুদা**—বিতস্তা নদী। **বাহুপাশ**—বাহুবেষ্টন। **বাহুবন্ধ**—বাজুবন্দ। **বাহুবন্ধন**—আলিঙ্গন। **বাহুবল**—শারীরিক অথবা অস্ত্রশস্ত্রের বল। **বাহুমূল**—বগল। **বাহুযুদ্ধ**—মল্লযুদ্ধ। **বাহুলতা**—সুকুমার হস্ত। **বাহুস্ফোট**—তাল ঠোকা।

বাহুড়িয়া—অস. ক্রি. ফিরিয়া।

বাহুল্য—[বহুল+ষ্ণ্য] বি. আধিক্য, আতিশয্য (ব্যয়-বাহুল্য; বাগ্‌-বাহুল্য; মেদবাহুল্য); অতিরিক্ত অপ্রয়োজনীয় ব্যাপার (সে কথা বলাই বাহুল্য)।

বাহে—[বাবাহে ?] উত্তর বঙ্গের সাদর সম্বোধন ; তাহা হইতে—উত্তর বঙ্গীয় লোক ।

• **বাহ্য**—[বহিস্+য] ণ. বহিঃস্থিত, বাহিরের (বাহ্য দৃশ্যে ভুলো না রে মন—হেমচন্দ্র) ; আভ্যন্তরের বিপরীত, যাহা প্রকৃত নয় এমন (প্রভু কহে, এহো বাহ্য আগে কহ আর—চৈতন্য-চরিতামৃত) ; [বহ্‌+ণ্যৎ] বহনীয় (গোবাহ্য যান) । **বাহ্যকৃত্য,-ক্রিয়া**—বাটীর বাহিরে যাইয়া যাহা করা হয়, মলত্যাগ । **বাহ্যজগৎ**—বাহিরের জড়-জগৎ । (বিপ. অন্তর্জগৎ) । **বাহ্যজ্ঞান**—বাহিরে কি ঘটিতেছে সে সম্বন্ধে চেতনা ; সাংসারিক জ্ঞান বা কাণ্ডজ্ঞান । **বাহ্য দৃষ্টি**—বাইরের দেখা, উপর-উপর দেখা (বাহ্য দৃষ্টিতে ব্যাপারটা তো খারাপই) । **বাহ্য নাম**—পত্রের বাহিরের নাম-ঠিকানা । **বাহ্যমান**—[বহ্‌+ণিচ্‌+কর্মে শানচ্‌] ণ. বাহিত হইতেছে এমন । **বাহ্যিক**—ণ. (অশুদ্ধ) বাহিরের যাহা সাধারণতঃ দেখা যায় (বাহ্যিক চালচলন) । **বাহ্যেন্দ্রিয়**—চক্ষুকর্ণ-আদি পঞ্চ ইন্দ্রিয় ।

বাহ্যে—(গ্রাম্য) বি. বাহ্যকৃত্য, মলত্যাগ (বাহ্যে যাওয়া, বাজ্জে যাওয়া, বাজ্জি যাওয়া) । **বাহ্যে করা**—মলত্যাগ করা ; অত্যন্ত নোংরা বা অগো ছালো করা ।

বাহ্লিক, বাহ্লীক—তাতারের অন্তর্গত বাল্‌খ্‌ দেশ ; বাল্‌খ্‌ দেশের অধিবাসী ; বাল্‌খ্‌ দেশ-জাত অশ্ব ; কুঙ্কুম্‌ ; হিঙ্গু । [সং.]

বি—[সং. অপি, হি. ভী, প্রা বি ?] অব্য. ও (আমি বি খামু—ঢাকার কথ্য ভাষা) ।

বি—নিশ্চয়তা বৈপরীত্য বিরুদ্ধতা বৈষম্য বিরক্তি নিন্দা অসম্মতি অভাব ইত্যাদি জ্ঞাপক উপসর্গ ।

বিউনি,-নী—[সং. বেণি,-ণী ; সং. বীজন] বি. বিনুনি, বেণী (বিউনি করা) . পাখা, ব্যজন ।

বিউলি,-লী—বি. খোসা-তোলা কাঁচা মাষকলাই (বিউলি ডাল) । [বিদলিত]

বি. এ.—[ইং. B. A.—Bachelor of Arts] বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম উপাধি-পরীক্ষা বা উপাধি ; বি. এ. পাশ করা শিক্ষিত যুবক (কত বি. এ. এম্‌. এ. দরখাস্ত করবে) । **বি. এল.**—আইনের উপাধি-পরীক্ষা বা উপাধি । [B. L.=Bachelor of Law ; আজকাল LL. B. বলে] । **বি. এস্‌-সি**—বিজ্ঞানের প্রথম উপাধি-পরীক্ষা বা উপাধি । [B. Sc.=Bachelor of Science]

† **বিংশ**—[বিংশতি+অ] ণ. বিংশতি সংখ্যার পূরক, বিংশতিতম (বিংশ পরিচ্ছেদ) । **বিংশতি**—কুড়ি । **বিংশতি-ভুজ**—রাবণ ।

বিঁড়া—বি খড়-আদি পাকাইয়া প্রস্তুত করা চক্রাকার বস্তু (বিঁড়ার উপরে রাখা কলসী) । **পানের বিঁড়া**—জড়াইয়া বাঁধা পানের গোছা ; ৩২ গণ্ডা পান দিয়া বাঁধা পানের গোছা ।

বিঁড়ি, বিড়ি—[সং. বীটি] বি. পানের খিলি (এক বিড়ি পান) ; [হি.] শাল ইত্যাদি শুক্‌না পাতার আবরণ দিয়া প্রস্তুত দেশী চুরুট ।

বিঁদ,-ধ—বি. ছিদ্র (সূচের বিঁদ ; বিঁদটা সরু হয়েছে) । **বিঁধন**—ছিদ্র করা ।

বিঁধা, বেঁধা—ক্রি. বিদ্ধ হওয়া (কাঁটা বেঁধা) ; কণ্টক বিদ্ধ হওয়ার মত তীব্র বেদনা বোধ হওয়া (গণ্ডারের চামড়া, এত যে বল্লাম কিছুতেই বেঁধে না) ; বিদ্ধ করা, ছিদ্রযুক্ত করা । **বিঁধানো, বেঁধানো**—বিদ্ধ করানো বা ছিদ্র করানো (নাক-কাণ বেঁধানো—গহনা পরিবার জন্য) ।

† **বিকচ**—[বি—কচ্‌ (বন্ধন করা)+অ] ণ. বিকসিত, প্রস্ফুটিত ; প্রফুল্ল ; উলঙ্গ ; [বিগত কচ (চুল) যাহার] কেশরহিত । **বিকচিত**—বিকাসিত ।

† **বিকচ্ছ**—ণ. কাছাখোলা ।

† **বিকট**—ণ. অদ্ভুত ও ভীতিকর (বিকট শব্দ ; বিকট চেহারা) ; করাল, ভয়ঙ্কর (বিকট দন্ত) ; বৃহৎ, বিপুল (বিকট উদর) ; দন্তুর ; বিকৃত-দেহ । [বি—কট্‌+অ] । স্ত্রী. **বিকটা**—দেবী-বিশেষ ।

† **বিকত্থন**—বি. আত্মশ্লাঘা ; মিথ্যা শ্লাঘা ; বৃথা স্তুতি ; ণ. আত্মশ্লাঘাপর । [বি-কত্থ্‌+অনট্‌]

† **বিকম্প, বিকম্পন**—বি. কম্পন, স্পন্দন [বি—কম্প্‌+অনট্‌] । **বিকম্পিত**—অতিশয় কম্পিত ; আন্দোলিত (অনিল-বিকম্পিত শ্যামল অঞ্চল—রবি) ।

† **বিকরাল**—ণ. ভয়ানক ; অতি বিশাল । [সং.]

† **বিকর্ণ**—ণ. যাহার শ্রবণেন্দ্রিয় নাই ; কাণকাটা ; বি. দুর্যোধনের ভ্রাতা । **বিকর্ণিক**—কেশরহীন পুষ্প ; সরস্বতী নদীর তীরবর্তী পঞ্জাবের অঞ্চল-বিশেষ ।

† **বিকর্ম (-র্মন্‌)**—বি. অবৈধ কর্ম, কুকর্ম ।

[সং]। **বিকর্মকৃৎ,-স্থ, বিকর্মা (-র্মন্)** —অবৈধ কর্মকারী ; দুর্বৃত্ত।

† **বিকর্ষণ**—[বি—কৃষ্ + অনট্] বি. বিপরীত দিকে আকর্ষণ ; ঠেলিয়া দেওয়া, দূরে সরানো, repulsion.

† **বিকল**—(যাহা কলাহীন হইয়াছে) ণ. অবশ, বিহ্বল ; বিমূঢ়, ব্যাকুল (বিকলচিত্ত) ; হ্রাসপ্রাপ্ত; অসমর্থ ; বিকৃতাঙ্গ ; অন্ধ বধির প্রভৃতি (পাদ-বিকল ; বিকলাঙ্গ)। **বিকলা**—ণ. কলাহীনা; (জ্যামিতি) বি. সেকেণ্ড, মিনিটের ষাট ভাগের এক ভাগ। **বিকলা,-লী**—ণ. নিবৃত্ত-রজস্কা। **বিকলেন্দ্রিয়**—ণ. বিকলাঙ্গ, কাণা-খোঁড়া প্রভৃতি।

† **বিকল্প**—বি. ভ্রম, সংশয় (বিপ. সংকল্প) শঙ্কা ; বিভিন্ন কল্পনা ; বৈষম্য ; বিভাষা, দ্বিতীয় বা অন্য রূপ, alternative (রেফাক্রান্ত বর্ণের বিকল্পে দ্বিত্ব ; বিকল্প ব্যবস্থা)। ণ. **বিকল্পিত**—বিবিধ রূপে কল্পিত ; সন্দিগ্ধ।

† **বিকশিত, বিকসিত**—ণ. প্রস্ফুটিত, সুপ্রকাশিত। [বি—কশ্, কস্ + ক্ত]।

বিকানো—ক্রি. বিক্রীত হওয়া (কথ্য—বিকোনো —চাল টাকায় দু'সের দরে বিকোচ্ছে) ; কাটতি হওয়া, চাহিদা হওয়া (এ মাল বিকোবে ; যে মেয়ে তোমার, এ আর বিকোবে না) ; নিজেকে নিঃশেষে দান করা ('বিকাইব ও রাঙ্গা পায়')। **নামে বিকানো**—নামের জোরে চলা (ম্যাট্রিক ফেল হলে কি হয়, বাপের নামে বিকোবে)। **বিনামূল্যে বিকানো**—কিছুমাত্র প্রতিদান না চাহিয়া আত্মসমর্পণ করা।

† **বিকার**—[বি—কৃ + ঘঞ্] বি. বিকৃতি; বৈগুণ্য (রুচি-বিকার ; চিত্ত-বিকার) ; অবস্থান্তর, পরিবর্তন (দুগ্ধের বিকার দধি) ; রোগ, অস্বাস্থ্য ; মন্দ হওয়া, পচ ধরা ; জ্বরের প্রকোপে প্রলাপ বা মস্তিষ্ক-বিকৃতি, delirium। **বিকারী** (-রিন)—ণ. বিকৃত বা পরিবর্তিত হয় এমন। **বিকার্য**—ণ. বিকারযোগ্য।

† **বিকাল**—বি. শুভ কর্মের জন্য বিরুদ্ধ বা নিষিদ্ধ কাল ; অপরাহ্ণ। বৈকাল দ্রঃ।

† **বিকাশ,-স**—বি. প্রকাশ ; উন্মীলন, প্রস্ফুটন ; উন্মেষ ; প্রসার, বিস্তার। [বি-কশ্, কস্ + অ]। **বিকাশন**—প্রস্ফুটন, বিস্তার লাভ। **বিকাশী, -সী** (-শিন্,-সিন্)—বিকাশশীল ; প্রসরণশীল ; প্রফুল্ল। **বিকাশোন্মুখ**—ণ. যাহা বিকশিত হইবার উপক্রম করিয়াছে (বিকাশোন্মুখ চিত্ত)।

বিকি,-কী—[সং. বিক্রয়] বি. বিক্রয় (প্রাচীন বাংলায় ব্যবহৃত)। **বিকিকিনি**—বেচাকেনা।

† **বিকির**—[বি—কৄ + অ] বি. পূজাকালে বিঘ্ন নিবারণার্থ উৎক্ষিপ্ত লাজ শ্বেত-সর্ষপাদি। **বিকিরণ**—বিক্ষেপণ, ছড়ানো (শিক্ষার বিকিরণ), radiation। (বিকীরণ অশুদ্ধ)। **বিকীর্ণ**—ণ. বিক্ষিপ্ত ; বিস্তারিত, ছড়ানো। **বিকীর্যমান**—ণ. যাহা বিক্ষেপ করা হইয়াছে বা হইতেছে।

বিকুলি—(পদ্যে) ব্যাকুলতা।

† **বিকৃত**—[বি—কৃ + ক্ত] ণ. বিকারপ্রাপ্ত, অস্বাভাবিক রূপ বা অবস্থাপ্রাপ্ত ; বিশ্রী, বীভৎস ; দোষগ্রস্ত, দুষ্ট ; রুগ্ণ ; পচা, পচিত। **বিকৃতাকৃতি**—বিকলাঙ্গ। বি. **বিকৃতি**—বিকার; রোগ।

† **বিকৃষ্ট**—[বি—কৃষ্ + ক্ত] ণ. আকৃষ্ট; বিপ্রকৃষ্ট; বলপূর্বক গৃহীত। বি. বিকর্ষণ।

† **বিকেন্দ্রীকরণ, বিকেন্দ্রণ**—বি. কেন্দ্রীয় শাসন-ব্যবস্থা হইতে প্রাদেশিক শাসন-ব্যবস্থার অধীনে আনয়ন, decentralization.

† **বিক্রম**—[বি—ক্রম্ + ঘঞ্] বি. তেজ, পরাক্রম, শৌর্য, শক্তি (অমিত বিক্রম) ; গতি ; পদক্ষেপ ; চরণ (ত্রিবিক্রম)। **বিক্রমকেশরী** (-রিন্) —বিক্রমে কেশরী-সদৃশ। **বিক্রম প্রদান**—বিপক্ষের চরম-পত্র দান, ultimatum। **বিক্রমপুর**—ঢাকা ও ফরিদপুর জেলার অংশ লইয়া গঠিত পরগণা বিশেষ। **বিক্রমাদিত্য**—প্রাচীন ভারতের সুপ্রসিদ্ধ রাজা, কালিদাস ইঁহার সভাসদ ছিলেন। **বিক্রমী** (-মিন্)—ণ. পরাক্রম অথবা প্রভাব-শালী ; বি. সিংহ।

† **বিক্রয়**—[বি—ক্রী + অ] বি. মূল্য গ্রহণান্তর স্বত্ব ত্যাগ, বেচা। **বিক্রয়-পত্র**—বিক্রয় বিষয়ক দলিল। **বিক্রয়িক, বিক্রয়ী** (-য়িন্)—বিক্রয়কারী, দোকানদার (পণ্য-বিক্রয়ী)।

† **বিক্রান্ত**—ণ. বিক্রমশালী, শূর ; বি. সিংহ। [বি—ক্রম্ + ক্ত]। বি. **বিক্রান্তি**—বিক্রম ; অশ্বের গতি-বিশেষ।

বিক্রি,-ক্রী—(গ্রাম্য—বিক্কিরি) বি. বিক্রয়, কাটতি (ভাল বিক্রি নেই) ; ণ. বিক্রীত। বিক্রি

হচ্ছে না আদৌ)। **বিক্রিসিক্রি**—বিক্রয় ও তত্‌সংক্রান্ত ব্যাপার।

+ **বিক্রিয়া**—বি. বিকার, বিকৃতি; প্রতিকূলভাব; রাসায়নিক প্রতিক্রিয়া, reaction. [বি—ক্রিয়া]

+ **বিক্রীড়িত**—বি. বিবিধ ক্রীড়া (শার্দূল-বিক্রীড়িত)। [সং]।

+ **বিক্রীত**—ণ. যাহা বিক্রয় করা হইয়াছে। [বি—ক্রী+ক্ত]। **বিক্রেতা** (-তৃ)—বিক্রয়কারী। [বি—ক্রী+তৃচ্]। **বিক্রেয়**—ণ. বিক্রয়যোগ্য, পণ্য। [বি—ক্রী+ণ্যৎ]।

+ **বিক্ষত**—ণ. বিশেষভাবে আঘাতপ্রাপ্ত, বিদারিত (ক্ষত-বিক্ষত); ক্ষয়প্রাপ্ত। [বি—ক্ষত]। ণ.

+ **বিক্ষিপ্ত**—[বি—ক্ষিপ্+ক্ত] ণ. বিকীর্ণ (ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত); ব্যাকুলিত, অস্থির (বিক্ষিপ্ত-চিত্ত); নিক্ষিপ্ত, ত্যক্ত। বি **বিক্ষেপ**—ব্যাকুলতা, অধৈর্য (চিত্ত-বিক্ষেপ); কম্পন, সঞ্চালন, আছড়ান (লাঙ্গুল-বিক্ষেপ; হস্তপদ বিক্ষেপ); নিক্ষেপ (কটাক্ষ-বিক্ষেপ)।

+ **বিক্ষুব্ধ**—[বি—ক্ষুভ্+ক্ত] ণ. আলোড়িত (বাত্যাবিক্ষুব্ধ সমুদ্র); বিশেষ দুঃখিত; অস্থির, চঞ্চল। বি. **বিক্ষোভ**—আলোড়ন, উদ্বেলিত ভাব; প্রবল অসন্তোষ (বিক্ষোভ প্রদর্শন)। ণ. **বিক্ষোভিত**—বিক্ষুব্ধ করা হইয়াছে এমন, সঞ্চালিত; উদ্বেলিত।

+ **বিখণ্ডিত**—ণ. খণ্ডিত, কর্তিত। [বি—খণ্ডিত]

বিখাউজ, বিখাজ—[সং. খর্জু] বি. কঠিন চর্মরোগ-বিশেষ।

+ **বিখ্যাত**—[বি—খ্যা+ক্ত] ণ. প্রসিদ্ধ, সুবিদিত। বি. **বিখ্যাতি**।

+ **বিখ্যাপন**—ণ. বিজ্ঞাপন, প্রশংসা-আদি কীর্তন। [বি—খ্যাপন]

বিগড়নো, বিগড়ানো—ক্রি. বিকৃত অচল অথবা প্রতিকূল করা বা হওয়া (কল বিগড়ে গেছে; মন বিগড়ানো); বিপথগামী হওয়া; নষ্ট-চরিত্র হওয়া বা করা (শহরে এসে বিগড়ে গেছে; তাকে বিগড়ানো দায়)। **মাথা বিগড়ানো**—সুবুদ্ধি না থাকা বা নষ্ট করা (মিল-বেন্থাম পড়ে মাথা গেছে বিগড়ে)। **সাক্ষী বিগড়ানো**—সাক্ষীকে প্রতিকূল করা।

+ **বিগণন,-না**—[বি—গণ্+অনট্] বি. সংখ্যা করা; ঋণাদি পরিশোধ করা; অবজ্ঞা। বিণ. **বিগণিত**।

+ **বিগত**—ণ. গত, অতীত (বিগতশ্রী; বিগতপ্রাণ) [বি—গত]। **বিগতভী**—নির্ভীক। **বিগত-স্পৃহ**—নিস্পৃহ। **বিগতার্তবা**—নিবৃত্ত-রজস্কা স্ত্রী। [বিগত+আর্তব, স্ত্রী., আপ্]।

+ **বিগম**—বি. অপগম, নিবৃত্তি, নাশ।

+ **বিগর্হণ,-ণা**—[বি—গর্হ্+অনট্,+আপ্] বি. নিন্দা; ভর্ৎসনা; কলঙ্ক। ণ. **বিগর্হিত**—নিন্দিত; নিষিদ্ধ; দূষিত; বি. নিন্দা।

+ **বিগলিত**—[বি—গল্+ক্ত] ণ. ক্ষরিত (বাষ্পবারি বিগলিত—বিদ্যাসাগর); দ্রবীভূত ('বিগলিতকাঞ্চনসন্নিভ'); স্খলিত; শিথিল, আলুলায়িত (বিগলিত কেশপাশ); নষ্ট।

+ **বিগুণ**—ণ. যাহার সদ্‌গুণ নাই, নিকৃষ্ট; গুণাতীত; বিকৃত; প্রতিকূল (বিধি বিগুণ); বি. বিরুদ্ধগুণ; অপকার (এতে কোন বিগুণ করবে না)।

+ **বিগ্ন**—[বিজ্+ক্ত] ণ. ভীত, উদ্বিগ্ন।

+ **বিগ্রহ**—[বি—গ্রহ্+অ] বি. দেহ, মূর্তি (রসবিগ্রহ); দেবমূর্তি (বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা; বিগ্রহ সেবা); বিবাদ, কলহ; যুদ্ধ (সন্ধিবিগ্রহ); সমাসবদ্ধ পদদ্বয় পৃথক্ করণ, ব্যাস (বিগ্রহবাক্য); বিভাগ; বিস্তার। **বিগ্রহী** (-হিন্)—সমর-সচিব; সৈন্যাধ্যক্ষ।

+ **বিঘটন**—[বি—ঘট্+অনট্] বি. বিশ্লেষ, অসংযোগ; বিকাশ; বিরোধ; ব্যাঘাত; বিনাশ; অনিষ্ট, দুর্ঘটনা; গোলমেলে ব্যাপার (বিঘটন কামুক পিরীত—গোবিন্দ দাস)। ণ. **বিঘটিত**—বিশ্লেষিত, বিচ্ছিন্ন; ব্যাহত; বিনষ্ট; লণ্ডভণ্ড, এলোমেলো; বিকশিত; বিশেষরূপে রচিত, বি. অনিষ্ট।

+ **বিঘট্টন**—[বি—ঘট্ট+অনট্] বি. অভিঘাত, আঘাত; বিস্রংসন, সঞ্চালন। ণ. **বিঘট্টিত**—অভিহত, মথিত; বিশ্লেষিত; বিচলিত।

বিঘত, বিঘৎ—[সং. বিতস্তি] বি. প্রসারিত করতলের বৃদ্ধাঙ্গুলির শীর্ষ হইতে কনিষ্ঠাঙ্গুলির শীর্ষ পর্যন্ত, অর্ধহস্ত। **বিঘতিয়া**—বিঘত-প্রমাণ। (গ্রাম্য—বিগত)।

+ **বিঘস**—[বি—ঘস্+অ] বি. বিপ্র গুরুজন প্রভৃতির ভোজনাবশিষ্ট। **বিঘসাশী** (-শিন্)—যাহারা প্রাতঃকালে ও সায়ংকালে পিতৃপুরুষ, দেবতা প্রভৃতিকে অন্ন নিবেদন করিয়া অবশিষ্ট ভোজন করে।

বিঘা—[সং. বিগ্রহ (=বিভাগ)] বি. ভূমির পরিমাণ বিশেষ, কুড়ি কাঠা, আশি হাত চওড়া ও আশি হাত লম্বা ক্ষেত্রফল। **বিঘা-কালি**—বিঘা-হিসাবে জমির ক্ষেত্রফল নির্ধারণ।

+ **বিঘাত**—[বি—হন্+ঘঞ্] বি. বিনাশ; নিবারণ, নিরাকরণ (বিঘ্নবিঘাত); আঘাত, প্রহার (শরবিঘাত); ব্যাঘাত, প্রতিবন্ধ (অবিঘাত গতি)। **বিঘাতক**—ণ. যে বা যাহা ব্যাঘাত সৃষ্টি করে; বিনাশক। **বিঘাতন**—বিনাশন; প্রতিবন্ধক সৃষ্টি। **বিঘাতী**(-তিন্)—ণ. নাশকারী; প্রতিকূল।

বিঘিনি—(পদ্যে) বিঘ্ন।

+ **বিঘূর্ণন**—[বি—ঘূর্ণ+অনট্] বি. বিশেষভাবে ঘূর্ণন বা সঞ্চলিত হওয়া। ণ. **বিঘূর্ণিত**—বিশেষভাবে সঞ্চলিত; সংক্ষুব্ধ (বিঘূর্ণিত পারাবার)।

বিঘোর—(কথ্য—বেঘোর) বি. অতিশয় সঙ্কটপূর্ণ বা অসহায় অবস্থা, অতি ঘোরালো অবস্থা (বেঘোরে মারা যাবে)।

+ **বিঘোষণ**—[বি—ঘুষ্+অনট্] বি. সম্যক্ বা সর্বত্র ঘোষণা, সর্বসাধারণের ভিতর প্রচার; বিজ্ঞাপন। ণ. **বিঘোষিত**—সর্বত্র প্রচারিত।

+ **বিঘ্ন**—[বি—হন্+অ] বি. কর্মসিদ্ধির পথে প্রতিবন্ধক, ব্যাঘাত, অন্তরায় (বাধাবিঘ্ন)। **বিঘ্নকর**—যাহা বিঘ্ন সৃষ্টি করে। **বিঘ্নজিৎ, -নায়ক, -নাশক,-পতি, -হারী** (-রিন্), **বিঘ্নাধিপ, বিঘ্নান্তক**—গণেশ। **বিঘ্নিত**—ণ. প্রতিহত, ব্যাহত।

বিচ, বীচ—[হি.] অব্য. মধ্যে; বি. মধ্য। (পুঁথি সাহিত্যে প্রচলিত)।

+ **বিচক্ষণ**—[বি—চক্ষ্+অনট্] ণ. যে বিচার-পূর্বক কথা বলে, জ্ঞানী, পণ্ডিত; নিপুণ, দক্ষ, (বিচক্ষণ রাজপুরুষ)। বি. **বিচক্ষণতা**।

+ **বিচয়,-চয়ন**—[বি—চি+অ, অনট্] বি. অন্বেষণ, অনুসন্ধান; পুষ্পাদি চয়ন।

+ **বিচরণ**—[বি—চর্+অনট্] বি. ইতস্ততঃ ভ্রমণ, পর্যটন, চলাফেরা করা (ধর্মপথে বিচরণ)। ণ. **বিচরিত**।

বিচরা—ক্রি. (পদ্যে) বিচরণ করা।

বিচরানো—[সং. বিচারণা?] ক্রি. খোঁজা (পূর্ব-বঙ্গে ব্যবহৃত—বিচরাইয়া আর পাইল না)]

+ **বিচর্চিকা**—চর্মরোগ, চুলকনা। [সং.]

+ **বিচল, বিচলিত**—[বি—চল্+অ, ক্ত] ণ. চঞ্চল, অস্থির (এত বিচলিত হ'লে চলবে কেন?); আন্দোলিত, কম্পিত; স্খলিত, চ্যুত।

+ **বিচার**—[বি—চর্ (গমন করা; নির্ণয় করা) +ঘঞ্] বি. যাথার্থ্য নির্ণয়; মীমাংসা; বিবেচনা (জাতি বিচার; কর্তব্য বিচার; বিচার-মূঢ়; বিচার করে কথা বল); তর্ক, আলোচনা (পণ্ডিতে পণ্ডিতে বিচার); দোষগুণ অপরাধ ইত্যাদি নির্ণয় (কাব্যবিচার; আসামীর বিচার)। **বিচারক**—বিচার-কর্তা; দণ্ডদাতা। **বিচারণ, বিচারণা**—বিচার, বিবেচনা। **বিচারণীয়**—ণ. বিচার্য, বিচারের যোগ্য। **বিচারপতি**—ধর্মাধিকরণিক, জজ। **বিচার-মল্ল**—তর্কে প্রবল। **বিচারশীল**—ণ বিবেচনা-পরায়ণ, ধীরস্থির ভাবে বিচার করা যাহার স্বভাব। **বিচার-স্থান**—যেখানে বিচার-কার্য সম্পন্ন হয়, আদালত। **বিচারাধীন**—ণ. যাহার বিষয়ে বিচার বা বিবেচনা হইতেছে, sub-judice। **বিচারিত**—প্রমাণাদির দ্বারা পরীক্ষিত; বিতর্কিত; মীমাংসিত। **বিচারী** (-রিন্)—ণ. বিচারক; কর্তব্যা-কর্তব্য নিরূপক; বিচরণকারী। **বিচার্য**—ণ. বিবেচ্য, বিচারের বিষয়।

বিচালি, বিচিলি, বিচুলি—[হি.] বি. খড়, শুষ্ক ও শস্যহীন ধানগাছ।

+ **বিচালিত**—ণ. সঞ্চালিত; অন্যত্র নীত। [সং]

বিচি—[সং. বীজ] বি. আঁঠি (কাঁঠালের বিচি); অণ্ডকোষের মধ্যস্থ পিণ্ড; গ্রন্থি, gland; ফোঁড়ার মধ্যকার মাজ (বিচি গালা)।

+ **বিচিকিৎসা**—বি. সন্দেহ, সংশয়। [বি-কিৎ+সন, আপ্]

+ **বিচিত**—ণ. অন্বিষ্ট; সংগৃহীত, সঞ্চিত। বি. বিচয়। [বি-চি+ক্ত]

+ **বিচিত্র**—ণ. নানা বর্ণযুক্ত, শবল, কর্বুর; বিস্ময়-কর; অদ্ভুত (বিচিত্র এই দেশ; বিচিত্র কথা); কৌতূহল-জনক, চিত্তাকর্ষক (বিচিত্র কাহিনী); নানা বিষয় সমন্বিত; নানাবিধ (বিচিত্রব্যাপার)। [বি-চিত্র]। **বিচিত্রদেহ**—নানা বর্ণ-যুক্ত দেহ; মেঘ। **বিচিত্রবীর্য**—চন্দ্রবংশীয় রাজা-বিশেষ, ধৃতরাষ্ট্র ও পাণ্ডু ইঁহার ক্ষেত্রজ পুত্রদ্বয়। **বিচিত্রাঙ্গ**—ময়ূর; ব্যাঘ্র। **বিচিত্রিত**—ণ. নানা বর্ণ-যুক্ত।

† **বিচিন্তন**—বি. নানা ভাবে বিবেচনা করা। [বি-চিন্তন]। **বিচিন্তিত**—নানা ভাবে চিন্তিত, সুচিন্তিত। **বিচিন্ত্য**—ণ. বিবেচ্য, বিশেষভাবে চিন্তনীয়।

† **বিচূর্ণ**—বি. গুঁড়া ; ণ বিচূর্ণিত। **বিচূর্ণন**—গুঁড়া করা, trituration. ণ. **বিচূর্ণিত**—যাহা গুঁড়া করা হইয়াছে, নিষ্পিষ্ট।

† **বিচেতন**—ণ চেতনাহীন, সংজ্ঞাহীন ; বিবেকহীন। [বিগত চেতনা যাহার]।

† **বিচেষ্ট বিচেষ্টিত**—ণ. উদ্যমহীন, নিশ্চেষ্ট, অলস। [বহুব্রী.]। **বিচেষ্টিত**—বি. বিশেষ চেষ্টা ; ণ. অন্বেষিত।

† **বিচ্ছায**—বি. ছায়ার অভাব ; [বহুব্রী] ণ. ছায়াহীন শ্রীহীন ; বিশিষ্ট কান্তিযুক্ত (মণি)। [বি-ছায়া]। **বিচ্ছায়া**—পক্ষিচ্ছায়া।

† **বিচ্ছিত্তি**—বি. বিচ্ছেদ ; নাশ ; বিচিত্রতা ; বিশিষ্টতা। [বি-ছিদ্+ক্তি]

† **বিচ্ছিন্ন**—ণ. বিযুক্ত, বিশ্লিষ্ট (দল হইতে বিচ্ছিন্ন, বিচ্ছিন্ন খণ্ডসমূহ) ; খণ্ডিত ; ছিন্নভিন্ন।

বিচ্ছিরি,-রী—ণ. বিশ্রী, কদর্য, অশোভন, অবাঞ্ছিত (বিচ্ছিরি ব্যাপার)। [বিশ্রী]

বিচ্ছু—[সং. বৃশ্চিক] বি. কাঁকড়া-বিছা ; ণ. বিচ্ছুর মত ক্ষুদ্র, কিন্তু ভয়ঙ্কর ; ক্ষুদ্র কিন্তু তীব্র আঘাত দানে সক্ষম।

† **বিচ্ছুরিত**—[বি+ছুর্ (ছেদন করা, রঞ্জিত করা) + ক্ত] ণ. অনুরঞ্জিত ; অনুলিপ্ত ; (বাং.) আলোক-ধারারূপে বিকীর্ণ (তীব্র আলোক বিচ্ছুরিত হইতেছিল ; বিচ্ছুরিত রূপরাশি)। বি. **বিচ্ছুরণ**—অনুরঞ্জন ; অনুলেপন ; বিকিরণ ; আলোক-রেখার নানা রঙে বিভক্ত হইয়া ছড়াইয়া যাওয়া, dispersion.

† **বিচ্ছেদ**—[বি—ছিদ্+অ] বি. বিভেদ, ভেদ (বিচ্ছেদ চিহ্ন) , বিরহ, ছাড়াছাড়ি (বন্ধু-বিচ্ছেদ) ; বিরাম, অবকাশ (অবিচ্ছেদে)। **বিচ্ছেদন**—কর্তন, পৃথক্ করা।

† **বিচ্যুত**—[বি+চ্যুত] ণ. পতিত, স্খলিত, ভ্রষ্ট। বি. **বিচ্যুতি**—স্খলন (ত্রুটি-বিচ্যুতি ; গর্ভ-বিচ্যুতি)।

বিছন, বেছন—ণ. ধান্যাদির বীজ। (প্রাদে.)। **বিছন পুড়া**—যে পুড়ায় বীজ রাখা হয় (পুঁড়া দ্রঃ)। **বেছন রাখা**—ভাল বীজ পাইবার জন্য পুষ্ট করা (কুমড়ার বেছন রাখা)।

বিছমিল্লা—বিসমিল্লা দ্রঃ।

বিছা—[সং. বৃশ্চিক ; হি. বিচ্ছু] বি. বহুপদ কীটজাতি (কাঁকড়া-বিছা ; তেঁতুলে বিছা ; গোবরিয়া বিছা) ; বৃশ্চিক রাশি ; কটিভূষণ-বিশেষ (বিছাহার)। **বিছার হুল**—বিছার হুলের মত তীব্র যন্ত্রণাদায়ক কিছু (কথা তো নয়, বিছার হুল)।

বিছানা—বি. শয্যা, bedding (বিছানা করা ; বিছানা পাতা)। [সং. বিচ্ছাদন]। **বিছানা নেওয়া**—শয্যাশায়ী হওয়া ; বেশী অসুস্থ হওয়া। **বিছানায় আড় হওয়া**—বিছানায় শুইয়া কিঞ্চিৎ বিশ্রাম করা। **বিছানায় পড়ে থাকা**—দীর্ঘদিন রোগ ভোগ করা ; নিশ্চেষ্ট হইয়া বিছানায় আশ্রয় নেওয়া।

বিছানো—ক্রি. বিস্তৃত করা ; ছড়াইয়া দেওয়া ; ণ. বিস্তৃত ; ছড়ানো (কার্পেট-বিছানো মেঝে)।

বিছুটি,-টী—[সং. বৃশ্চিকালী] বি. বন্য গাছবিশেষ, (গায়ে লাগিলে অতিশয় জ্বালা করে)। **জলবিছুটি লাগানো**—বিছুটি জলে ভিজাইয়া তাহা দ্বারা প্রহার করা (অত্যন্ত যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি)।

বিছুরণ—বি, বিস্মরণ (ব্রজবুলি)। **বিছুরা**—বিস্মৃত হওয়া। **বিছুরিলি**—বিস্মৃত হইলি।

† **বিজন**—ণ. জনহীন, নির্জন (বিজন বন) ; বি. জনশূন্য স্থান (বসিয়া বিজনে)।

† **বিজনন**—[বি—জন্+অনট্] বি. উদ্ভব ; প্রসব।

বিজনী—[সং. ব্যজন] বি. পাখা, যাহা দ্বারা বাতাস করা হয়।

† **বিজন্মা (-ন্মন্)**—[সং.] ণ. জারজ (গালি ; গ্রাম্য —বেজন্মা)।

বিজবিজ—অব্য. বীজের মত অসংখ্যতা জ্ঞাপক, কৃমি-কীটের ভিড় সম্পর্কে বলা হয় (পোকা বিজবিজ করছে—বুজবুজও বলা হয়)। ণ. **বিজবিজে**—কৃমি-কীটাদি-পূর্ণ।

† **বিজয়**—[বি—জি+অ] বি. সম্যক্ জয়, বিপক্ষের সম্যক্ পরাভব (বিজয় লাভ) ; প্রাধান্য (ধর্মের বিজয়) ; অর্জুনের এক নাম ; শ্রীকৃষ্ণের জন্মমুহূর্ত ; গমন, প্রস্থান ; আগমন ; মৃত্যু ; ভাঙ্ (প্রাচীন বাংলা)। **বিজয়-আবহ**—ণ. জয়সূচক। **বিজয়-কুঞ্জর**—যে হস্তী রাজার বাহনরূপে ব্যবহৃত হয়। **বিজয়-দুন্দুভি,-মর্দল**—

জয়ঢাক। **বিজয়-সপ্তমী**—রবিবারে শুক্লপক্ষের সপ্তমী তিথি। **বিজয়-লক্ষ্মী**—বিজয়ের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। **বিজয়া**—দুর্গা ; দুর্গার সখি-বিশেষ ; সিদ্ধি, ভাঙ ; দেবীর প্রস্থান ; বিজয়া-দশমী। **বিজয়া-দশমী**—আশ্বিন-শুক্ল-দশমী তিথি (পূজান্তে দেবী দুর্গার চলিয়া যাওয়ার দিন)। **বিজয়া-ধূম**—গাঁজা। **বিজয়ী(-য়িন্)**—, যাহার জয় লাভ হইয়াছে। স্ত্রী. **বিজয়িনী**। **বিজয়োৎসব**—বিজয়-লাভ-হেতু উৎসব ; বিজয়া-দশমীর উৎসব। **বিজয়োন্মত্ত**—বিজয়-লাভ হেতু আনন্দে উন্মত্তপ্রায়। [বহুব্রী]।

+ **বিজর**—ণ. জরারহিত, চিরনবীন। [বি-জরা

বিজরি,-রী, বিজুলি,-লী—[সং. বিদ্যুৎ ; বিদ্যুৎ (কাব্যে ব্যবহৃত ; কথ্য—বিজ্‌লি)।

বিজল—[সং. পিচ্ছল] ণ. বি. লালা বা শ্লেষ্মার মত পিচ্‌লা ; পিচ্ছল রসাদি।

বিজলি,-লী—বিদ্যুৎ।

+ **বিজল্প**—[বি-জল্প্+অ] বি জল্পনা, হাল্কা আলাপ-আলোচনা ; অসূয়াপূর্ণ কটাক্ষ-উক্তি। **বিজল্পিত**—ণ. কথিত, কথাপ্রসঙ্গে উক্ত (পরিহাস-বিজল্পিত)।

+ **বিজাত**—ণ. অবৈধভাবে জাত, জারজ (গালি); বি ভিন্ন জাত বা জাতি (তোদের জাত-ভগীরথ এনেছে জাত, জাত-বিজাতের জুতা-ধোয়া—নজরুল ইস্‌লাম)। [বি-জন্+ক্ত]

+ **বিজাতি**—বি. ভিন্ন জাতি, ভিন্ন দেশ বা ধর্মের লোক (বিজাতি-বিদ্বেষ)। ণ. **বিজাতীয়**—ভিন্ন জাতীয় বা ধর্মের বা প্রকারের ; (বাং) অতি উৎকট (বিজাতীয় আক্রোশ)।

+ **বিজিগীষা**—[বি-জি+সন+অ+আপ্] বি. জয়ের ইচ্ছা। ণ. **বিজিগীষু**—যে জয় করিতে ইচ্ছা করে, জয়লাভেচ্ছু।

+ **বিজিত**—[বি-জি+ক্ত] ণ যাহাকে জয় করা হইয়াছে, পরাভূত, অধিকৃত (বিজেতা ও বিজিত ; বিজিত রাজা)। **বিজিতি**—জয়।

বিজুত—[সং. বিযুক্ত] বি. অসুবিধা, অস্বাস্থ্যের ভাব (কথ্য : বেজুত—বেজুত ঠেকছে)।

বিজুরি,-লি,-রী,-লী—বি. বিজলী, বিদ্যুৎ।

+ **বিজৃম্ভণ**—[বি-জৃম্ভ্+অনট্] বি. হাই তোলা ; ইচ্ছা ; বিস্তার ; বিকাশ। ণ. **বিজৃম্ভমাণ**—যে হাই তুলিতেছে ; প্রকাশমান। **বিজৃম্ভিত**—বিকশিত ; প্রকাশিত ; ব্যাপ্ত।

+ **বিজেতা**—[বি-জি+তৃচ্] ণ. বিজয়ী ; যে জয় করিয়াছে। **বিজেয়**—[বি-জি+ণ্যৎ] ণ. জয় করিবার যোগ্য।

বিজোড়—ণ. অযুগ্ম, যাহা ২ দিয়া ভাগ করা যায় না (বিপ. জোড়)। [বাং]

+ **বিজ্ঞ**—[বি-জ্ঞা+অ] ণ. যে বিশেষভাবে জানে, প্রবীণ ; বিচক্ষণ, নিপুণ ; জ্ঞানী, বুদ্ধিমান্ (বিপ. অজ্ঞ)। [বিজ্ঞাপন।

+ **বিজ্ঞপ্তি, বিজ্ঞাপ্তি**—বি. সম্যক জ্ঞাপন,

+ **বিজ্ঞাত**—ণ. বিদিত, অবগত ; প্রসিদ্ধ।

+ **বিজ্ঞান**—বিশেষ জ্ঞান (প্রয়োগ-বিজ্ঞান) ; বিদ্যা, শাস্ত্র (ধনবিজ্ঞান) ; বুদ্ধি ; পরীক্ষালব্ধ প্রণালীবদ্ধ জ্ঞান, science ; তত্ত্বজ্ঞান, Metaphysics। **বিজ্ঞানপাদ**—বেদব্যাস। **বিজ্ঞানবিৎ**—বিজ্ঞানে অভিজ্ঞ। **বিজ্ঞান-ভিক্ষু**—একজন প্রাচীন বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত। **বিজ্ঞানময় কোষ**—পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও বুদ্ধি। **বিজ্ঞান-মাতৃক**—বুদ্ধ। **বিজ্ঞানী(-নিন্)**—জ্ঞানী ; বৈজ্ঞানিক।

+ **বিজ্ঞাপন**—[বি-জ্ঞাপি+অনট্] বি বিদিত করা ; বিজ্ঞপ্তি, ঘোষণা, ইস্তাহার, advertisement, notice। **বিজ্ঞাপনী**—কোন বিষয়ের মৌখিক অথবা লিখিত জ্ঞাপন-পত্রী, report। **বিজ্ঞাপনীয়**—ণ. জানাইতে হইবে এমন ; বিজ্ঞাপন দিতে হইবে এমন। ণ. **বিজ্ঞাপিত**—নিবেদিত, জানানো। **বিজ্ঞাপ্তি**—বিজ্ঞপ্তি।

+ **বিজ্ঞেয়**—[বি—জ্ঞা+ য] ণ. জ্ঞাতব্য, জানিবার যোগ্য, অনুমেয়।

+ **বিজ্বর**—ণ. জ্বরহীন (বিজ্বর অবস্থায় সেবা) ; দুশ্চিন্তা উত্তেজনা ইত্যাদি রহিত, নিশ্চিন্ত। [বি-জ্বর, ব্রী.]

+ **বিঞ্ছোলী**—[সং.] বি. শ্রেণী, পঙ্‌ক্তি, সারি।

+ **বিট্**—[বিষ্+ক্বিপ্] বি. মল, বিষ্ঠা ; বৈশ্য ; কন্যা ; প্রজা। **বিট্‌খদির**—গুয়ে বাবলা। **বিট্‌চর**—গ্রাম্য শূকর। **বিট্‌পতি**—নরপতি ; জামাতা ; বৈশ্যশ্রেষ্ঠ। **বিট্‌সারিকা**—গুয়ে শালিক।

+ **বিট**—[বিট্ (গালি দেওয়া, আক্রোশ করা) +অ] ণ.,বি. লম্পট ; কামশাস্ত্রে নিপুণ ; মূষিক ; ধূর্ত ; লবণ-বিশেষ (বিট নুন) ; [ইং beet] লাল কন্দ বিশেষ ; শাক-বিশেষ (বিট পালং) ; [ইং.

beat] প্রহরীর অথবা ডাক-পিয়নের নিয়মিত পর্যটন-ব্যবস্থা বা অঞ্চল।

বিটকাল,-কেল—ণ. কদর্য, কুৎসিত, উৎকট (শয়ন কুৎসিত বীরের ভোজন বিটকাল—কবিকঙ্কণ ; বিটকেল গন্ধ) ; পাজী, বদ। [বাং]

+ **বিটঙ্ক**—বি. বাঁশের মাথায় বাঁধা উঁচু মাচা (যাহার উপর পায়রা বসে) ; পাখীর দাঁড় ; পাখী-ধরা ফাঁদ ; পায়রা" খোপ। [সং]

+ **বিটপ**—বি. শাখা, ডালপালা, ফেঁকড়ি। [বিট্ + অপ]। **বিটপী(-পিন্)**—বি. বৃক্ষ ; বটগাছ।

+ **বিটমাক্ষিক**—বি. উপধাতু-বিশেষ।

বিটল, বিটলা, বিট্‌লে—[সং. বিট] ণ. দুষ্ট ; প্রতারক, ভণ্ড (মেয়েলি গালি—তবে রে বিট্‌লে)। বি. **বিট্‌লামি, -লেমি**—ফাঁকিবাজি ; ভণ্ডামি। স্ত্রী. **বিট্‌লী**। **বিটেল**—ভণ্ড ; ধড়িবাজ (ভক্তবিটেল)।

বিটি—[হি. বিটিয়া] বি. বেটী. কন্যাস্থানীয়া স্ত্রীলোক ; স্ত্রীলোক। (বীটী দ্রঃ)।

+ **বিড়ঙ্গ**—বি. কৃমিনাশক ফল-বিশেষ। [সং.]

বিড়বিড়—অব্য. ক্রমাগত উচ্চারিত অনুচ্চ উক্তি (কি বিড়বিড় করছ ? ; বিড়বিড় করে মন্ত্র পড়ছে)। **বিড়বিড়ানো**—বিড়বিড় করা (ব্যাড়ব্যাড়ানো—অবজ্ঞার্থক)।

+ **বিড়ম্বন, বিড়ম্বনা**—[বি-ডম্ব্ + অনট্] বি. প্রতারণা, পরিহাস ; বঞ্চনা (অদৃষ্টের বিড়ম্বনা) ; ক্লেশ ; নিগ্রহ (বিড়ম্বনা ভোগ) ; অনুকরণ। ণ. **বিড়ম্বিত**—ছলিত, বঞ্চিত (দৈব-বিড়ম্বিত) ; পীড়িত ; অনুকৃত।

বিড়া—[সং. বীটিকা] বি. পানের খিলি ; পানের বাণ্ডিল ; খড় ইত্যাদি দিয়া প্রস্তুত বেড় (মাল বহিবার জন্য মাথার উপরে দেওয়া হয় অথবা কলসী-আদি ইহার উপরে বসাইয়া রাখা হয়)। **বিড়া খোঁপা**—বেণী গোল করিয়া জড়াইয়া রচিত খোঁপা। **বিড়া বাঁধা**—চাদর গামছা ইত্যাদি দিয়া বিড়ার মত তৈরী করা (মাথায় বোঝা লইবার জন্য)। (বিঁড়া দ্রঃ)।

+ **বিড়াল**—[বিট্ বা বিড়্ (ইঁদুর)—অল্ (নিবারণ করা) + অ] বি. গৃহপালিত শিকারী প্রাণী, মার্জার ; নেত্রপিণ্ড। স্ত্রী. **বিড়ালী**। **বিড়ালক**—চোখের ঔষধ-বিশেষ। **বিড়াল-চোখী**—যে স্ত্রীলোকের চোখের তারা বিড়ালের চোখের মত কটা। পুং. **বিড়াল-চোখো**। **বিড়াল-তপস্বী** (-স্বিন্)—(হিতোপদেশের বিড়ালের মত) ভণ্ড। **বিড়ালের আড়াই পা**—বিড়াল আড়াই পা যাইতেই শিকার তাড়া করিতে ভুলিয়া যায়, সেইরূপ ক্ষণস্থায়ী মনোভাব। **বিড়ালের ভাগ্যে শিকা ছেঁড়া**—বিড়ালের অপ্রাপ্য খাদ্য সৌভাগ্য ক্রমে হঠাৎ শিকা ছিঁড়িয়া তাহার অধিগম্য হওয়া ; যাহা একান্ত দুরাশার ব্যাপার তাহা লাভ হওয়া।

বিড়ি,-ড়ী, বিড়ি—বি. (বিঁড়ি দ্রঃ) দেশী চুরুট-বিশেষ (শাল কেন্দু তমাল ইত্যাদির পাতায় মোড়া তামাকচূর্ণ) ; বিউলি (বিড়িকলাই)।

+ **বিৎ, বিদ্**—ণ. যে জানে, অভিজ্ঞ পণ্ডিত (অন্য শব্দের সহিত যুক্ত হইয়া ব্যবহৃত হয়—বিজ্ঞান-বিৎ, শাস্ত্রবিৎ, অশ্ববিৎ)।

বিতং—বি. 'বিস্তারিত বিবরণ'-এর হ্রস্বরূপ (বিতং করা বা দেওয়া—কোন বিষয়ে বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া। [বাং]।

+ **বিতংস, বীতংস**—(যাহার দ্বারা বন্ধন করা হয়) পশুপক্ষী প্রভৃতি ধরিবার ফাঁদ, জাল ইত্যাদি (কেশরীর রাজপদ কার সাধ্য বাঁধে বীতংসে—মধুসূদন)। [সং.]

+ **বিতণ্ডা**—বি. আত্মমত স্থাপনের চেষ্টা না করিয়া শুধু পরপক্ষ খণ্ডনের জন্য কৃত তর্ক ; যুক্তিহীন বাদানুবাদ, বৃথা তর্ক, বাক্-কলহ। [বি-তণ্ড্ + অ + আপ্]।

+ **বিতত**—[বি-তন্ + ক্ত] ণ. প্রসারিত, ব্যাপ্ত, ছড়ানো (বেশবাস বিথান বিতত—রবি)। বি. **বিততি**—বিস্তার ; সমূহ ; রাজি। [বি—তন্ + ক্তি]

+ **বিতথ**—(যাহার ভিতরে তথ্য বা সত্য নাই) ণ. অসত্য, অলীক, মিথ্যা। [বি. + তথা, ব্রী.]

বিতথা—বি. আলুথালু ভাব, পারিপাট্যের অভাব ; ণ. বে-সামাল, অপ্রতিভ (প্রাচীন বাংলা)।

বিতথ্য—ণ. অসত্য। [সং]

বিতস্তা—পঞ্জাবের প্রাচীন নদী-বিশেষ।

+ **বিতনু**—ণ. বিশীর্ণ, ক্ষীণ, রোগা ; কমনীয়। [তনু—রোগা]।

+ **বিতন্ত্রী** (-ন্ত্রিন্)—[সং] বেসুরা বীণা।

+ **বিতরণ**—[বি-তৃ + অনট্] বি. বণ্টন, বহু লোককে অল্প অল্প দান, বিলাইয়া দেওয়া (বিক্রির জন্য নয়, বিতরণের জন্য)। ণ. বিতীর্ণ,

(বাং.) বিতরিত। ক্রি. বিতরা—বিতরণ করা, দান করা (কাব্যে ব্যবহৃত—'বিতর বিতর কণা দীনে')।

† **বিতর্ক**—[বি—তর্ক্+ঘঞ্] বি. বাদানুবাদ, তর্ক, বিচার (বিতর্ক-সভা); অনুমান; সন্দেহ, সংশয়। **বিতর্কন**—বি বিতর্ক, তর্ক করা। **বিতর্কিকা**—বি. তর্ক-বিতর্কের সভা বা আসর, symposium; তর্কাতর্কি বা সংবাদপত্রে উহা প্রকাশের স্থান। **বিতর্কিত**—ণ. যাহা লইয়া তর্ক-বিতর্ক বা বাদানুবাদ করা হইয়াছে; অনুমিত; সন্দিগ্ধ।

† **বিতল**—বি. সপ্ত পাতালের দ্বিতীয়টি।

† **বিতস্তা**—পঞ্জাবের নদী-বিশেষ, ঝিলাম।

† **বিতস্তি**—[সং] বিঘৎ, বার আঙ্গুল বা আধ হাত পরিমিত মাপ।

† **বিতান**—[বি-তন্+ঘঞ্] বি. বিস্তার; সমূহ; মণ্ডপ; চাঁদোয়া (মেঘের বিতান; লতা-বিতানের তলে বিছায় না পুষ্পদলে নিভৃত শয়ান—রবি); যজ্ঞ; ছন্দোবিশেষ; অবকাশ; শূন্য; তুচ্ছ। **বিতান-মূলক**—খশ্‌খশ্। **বিতানিত**—বিস্তারিত। **বিতানীকৃত**—ণ. প্রসারিত; মণ্ডপরূপে রচিত।

বিতারিখ—[ফা. বতারীখ] বি. তারিখ; ক্রি. ণ. তারিখ অনুসারে।

বিতিকিচ্ছি—ণ. বিশ্রী, একান্ত অশোভন, নোংরা (একটা বিতিকিচ্ছি কাণ্ড)।

† **বিতীর্ণ**—[বি—তৃ+ক্ত] ণ. ব্যাপ্ত; অন্তঃপ্রবিষ্ট; উত্তীর্ণ; বিতরণকৃত, বণ্টিত।

† **বিতৃণ**—ণ. তৃণহীন। [বি-তৃণ, বহুব্রী.]

† **বিতৃষ, বিতৃষ্ণ**—ণ. বীতস্পৃহ, বীতরাগ; উদাসীন, নিষ্কাম। [বি-তৃষা, তৃষ্ণা, ব্রী.]

† **বিতৃষ্ণা**—বি. আকাঙ্ক্ষার অভাব; অরুচি; বিরাগ; প্রবল অনিচ্ছা। [বি-তৃষ্ণা]

† **বিত্ত**—[বিদ্ (লাভ করা)+ক্ত—যাহার দ্বারা সুখ লাভ হয়] বি. সম্পত্তি, ধন, সম্পদ (হেরি তার মুখ ভরে ওঠে বুক, সে যেন পরম বিত্ত—রবি); [বিদ্ (জানা)+ক্ত] ণ. বিচারিত; বিদিত; বিখ্যাত (এই সব অর্থ বাংলায় চলে না)। **বিত্তকাম**—ণ. ধনলাভেচ্ছু, ধনলোভী। **বিত্তবান্ (-বৎ)**—ণ. ধনী, সম্পৎশালী। **বিত্তশাঠ্য**—বি. কার্পণ্য। **বিত্তসমাগম**—বি. ধনলাভ, আয়। **বিত্তহীন**—ণ. দরিদ্র।

বিত্তাঢ্য—ণ. প্রভূত ধনের অধিকারী। **বিত্তেশ**—বি. কুবের; ধনী।

† **বিত্রস্ত**—[বি—ত্রস্+ক্ত] ণ. অতি ভীত, সন্ত্রস্ত (বিত্রস্তা হরিণী)। **বিত্রাস**—অত্যন্ত ভয়, মহাভয় (ত্রৈলোক্য-বিত্রাস—ত্রিলোকের মহাভীতিকর)। **বিত্রাসন**—অতিশয় ত্রাস সৃষ্টি করা।

বিথর—[সং. বিস্তর] ণ. বিস্তর, অনেক ('সকলি দিলাম তুলে থরে বিথরে'—রবি)।

বিথান—[বিতান; বি-স্থান] বি. বিস্তার; আস্তরণ; ণ. স্থানচ্যুত, এলোমেলো ('শিথানে মাথা রাখি বিথান বেশ'—রবি)।

বিথার—[সং. বিস্তার] বি. বিস্তার, বৃদ্ধি, পরিব্যাপ্তি; ণ. পূর্ণ; পরিব্যাপ্ত; এলোমেলো। (বৈষ্ণব কবিতায় ব্যবহৃত)। ক্রি. **বিথারা**—বিস্তার করা, ছড়াইয়া দেওয়া ('বৃষ্টির চুম্বন বিথারি চলে যাও'—সত্যেন্দ্র দত্ত); পরিব্যাপ্ত করা; এলাইয়া দেওয়া।

বিদ্—বিৎ দ্রঃ। **বিদ**—বি. পণ্ডিত (কোবিদ); বুধগ্রহ [বিদ্+অ]।

বিদকুটে,-কুট্টি,-ঘুটে—বিদঘুটে দ্রঃ।

† **বিদগ্ধ**—[বি—দহ্+ক্ত, বিশেষ ভাবে দগ্ধ বা পরিপক্ব] ণ. নিপুণ; পণ্ডিত; রসজ্ঞ, রসিক; কৃষ্টিমান্, cultured। স্ত্রী. **বিদগ্ধা**—চতুরা; রসিকা; পরকীয়া নায়িকা-বিশেষ। বি. **বিদগ্ধতা**—বৈদগ্ধ্য, নিপুণতা; চিত্তোৎকর্ষ, culture। **বিদগ্ধসভা**—পণ্ডিত বা রসিক-দের সভা। **বিদগ্ধাজীর্ণ**—অজীর্ণ রোগ-বিশেষ।

বিদঘুটে—ণ. বদখত, কুৎসিৎ, অশোভন, বিশ্রীভাবে জটিল (যত সব বিদঘুটে কাণ্ড)।

† **বিদর**—[বি—দৄ+অ] বি. বিদারণ; প্রস্ফুটন; অতি ভয়; ফণীমনসার গাছ। **বিদরণ**—বিদীর্ণ হওয়া; ভেদ। **বিদরা**—বিদীর্ণ করা বা হওয়া (হৃদয় বিদরে—কাব্যে ব্যবহৃত)।

বিদরি,-রী—বি. ধাতুপাত্রে ভিন্ন ধাতু দিয়া করা কারুকার্য। [হি.]।

† **বিদর্ভ**—বি. বর্তমান বেরার। **বিদর্ভজা**—নলরাজার পত্নী দময়ন্তী; রুক্মিণী; লোপামুদ্রা।

† **বিদল**—[বি—দল্ (বিদারণ করা)+অ] বি. দ্বিধাকৃত কলায় প্রভৃতি ডাল; বাঁশের চটা দিয়া

প্রস্তুত ডালা কুলা প্রভৃতি পাত্র ; ডালিমের ডাল ; ণ. দলহীন, পাপড়িশূন্য ; পাতাশূন্য ; বিকশিত। বি. **বিদলন**—বিমর্দন, পেষণ। **বিদলিত**—ণ. মর্দিত ; চূর্ণীকৃত ; প্রস্ফুটিত (বিদলিত শেফালিকা)।

+ **বিদশা**—বি. দুরবস্থা, দুর্দশা। [সং]

বিদা, বিদে—[সং. বিন্ধক] বি. ক্ষেত আঁচড়াইয়া চারাগাছের গোড়া আল্‌গা করিবার জন্য ও আগাছা তুলিয়া ফেলিবার জন্য লোহার শলাকাযুক্ত যন্ত্রবিশেষ।

বিদায়—[আ. বিদা'] বি. প্রস্থান, দূরীভবন ; প্রস্থানের অনুমতি ('একবার বিদায় দাও মা ঘুরে আসি') ; বিচ্ছেদকালীন উক্তি ('হে বন্ধু, বিদায়') ; অবসর, কর্মবিরতি, ছুটি (বিদায় ভোগ) ; ণ. প্রস্থিত। **বিদায় করা**—দূর করা (পাপ বিদায় করে দাও)। **বিদায়-কাল**—পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন হইবার সময় ; পেন্সনাদি লইবার সময়। ণ. **বিদায়কালীন**। **বিদায় দেওয়া**—যাইতে দেওয়া ; ছুটি দেওয়া ; চিরদিনের জন্য বিচ্ছিন্ন হওয়া ; ছাড়াইয়া দেওয়া। **বিদায় হওয়া**—প্রস্থান করা ; অন্তর্হিত হওয়া ; অবাঞ্ছিত ব্যক্তির চলিয়া যাওয়া।

বিদায়—[বি-দা+অ] বি. বিশেষ দান (ব্রাহ্মণ বিদায়, কাঙালী বিদায়, বিদায়-আদায়)।

বিদায়ী—ণ. অবসর লইতেছে এমন। [আ. বিদা+বাং. ঈ]।

+ **বিদার**—[বি-দৃ+ঘঞ্] বি. বিদারণ, ভেদ করা ; যুদ্ধ ; জলোচ্ছ্বাস ; ণ. যাহা বিদীর্ণ করে (তিমির-বিদার-উদার-অভ্যুদয়—রবি)। **বিদারক**—ণ. বিদীর্ণকারী (গজকুম্ভ বিদারক সিংহ) ; বি. জলের অন্তর্গত বৃক্ষ বা পর্বত ; শুষ্ক নদী প্রভৃতিতে জলের জন্য যে গর্ত খনন করা হয়। বি. **বিদারণ**—বিদীর্ণ করা ; যুদ্ধ ; হনন ; ণ. বিদারক (হৃদয়-বিদারণ বিলাপবাক্য—বিদ্যাসাগর)। ণ. **বিদারিত**—যাহা বিদীর্ণ করা হইয়াছে। ণ. **বিদারী** (-রিন্)—বিদারক ; নাশক।

+ **বিদাহ**—[বি—দহ্+ঘঞ্] বি. বিশেষ দাহ, অতিশয় জ্বালা, inflammation : পিত্তাধিক্যের জন্য গাত্রদাহ। ণ. **বিদাহী** (-হিন্)—যাহা অতিরিক্ত দাহের সৃষ্টি করে, তীক্ষ্ণ, pungent।

+ **বিদিক্** (-শ্)—বি. দুই দিকের মধ্যভাগ, ঈশান বায়ু নৈর্ঋত ও অগ্নিকোণ ; যাহা কোন স্পষ্ট দিক্ নয়। **দিগ্‌বিদিক্‌জ্ঞানশূন্য**—কাণ্ডজ্ঞানশূন্য।

+ **বিদিত**—[বিদ্+ক্ত] ণ. জ্ঞাত ; খ্যাত (সর্বলোক-বিদিত) ; বি. পণ্ডিত ; জ্ঞাতা।

+ **বিদিশা**—প্রাচীন মালবদেশস্থ নগরী বিশেষ, বর্তমান ভিলসা।

+ **বিদীর্ণ**—[বি—দৃ+ক্ত] ণ. ভিন্ন ; বিদারিত (বক্ষ আমার এমন করে বিদীর্ণ যে কর—রবি) ; ভগ্ন ; খণ্ডিত ; যাহা ফাটিয়া গিয়াছে (শতধা বিদীর্ণ)।

+ **বিদুর**—[বিদ্+উর—জানা যাহার স্বভাব] পাণ্ডব ও কৌরবদের পিতৃব্য। **বিদুরের খুদ** অথবা **খুদকুঁড়া**—শ্রীকৃষ্ণ দুর্যোধনের রাজভোগ ত্যাগ করিয়া বিদুরের দেওয়া খুদকুঁড়া গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা হইতে—গরীবের ডালভাত অথবা গরীব ভক্তের সামান্য অথচ সশ্রদ্ধ উপহার।

+ **বিদুষী**—(পুং. বিদ্বান্) ণ. সুপণ্ডিতা, সুশিক্ষিতা। [বিদ্বস্+ঈপ্]। [বিদুষ্মান্]।

বিদুষ্মতী—বিদ্বজ্জনপূর্ণা (-সভা)। (পুং

+ **বিদূর**—ণ. বহুদূরস্থিত, বহুব্যবধানযুক্ত ; নিঃসম্পর্ক ; বি. পর্বত-বিশেষ ; দেশবিশেষ ; বৈদূর্যমণি। **বিদূরগ**—ণ. অতিদূরগামী। **বিদূরজ**—বৈদূর্যমণি ; ণ. দূরদেশ-জাত। **বিদূরিত**—ণ. যাহা বা যাহাকে দূর করা হইয়াছে, বিতাড়িত।

+ **বিদূষক**—[বি—দুষি+ণক] ণ. নিন্দক ; বি. নাটকের নট-বিশেষ (রঙ্গরস জমাইয়া তোলা ইহার কাজ) ; ভাঁড়, বড়লোকের মনোরঞ্জনকারী ব্যক্তি (বিদূষক সাজা বা বিদূষকের ভূমিকা গ্রহণ করা)। **বিদূষণ**—বি. নিন্দা ; দোষ দেওয়া।

+ **বিদেশ**—বি. ভিন্নদেশ ; দূরদেশ ; অপরিচিত স্থান (বিদেশ বিভূঁই)। **বিদেশযাত্রা**—ভিন্নদেশ অভিমুখে যাত্রা। **বিদেশী** (-শিন্)—অন্যদেশবাসী। স্ত্রী. **বিদেশিনী**। **বিদেশী, বিদেশীয়**—ণ. অন্যদেশের। [বিদেশ+বাং. ঈ ; বিদেশ+ঈয়]।

+ **বিদেহ**—[বিগত দেহ যার—বহুব্রী.] ণ. দেহহীন; মূর্তিহীন ; মৃত (বিদেহ আত্মা) ; বি.

মিথিলা দেশ। **বিদেহী**—[বিদেহ] ণ. দেহহীন।

+ **বিদ্ধ**—[ব্যধ্ (বিদ্ধ করা) + ক্ত] ণ. সমুৎকীর্ণ ; ছিদ্রিত (বিদ্ধ রত্ন) ; যাহাতে শরাদি বিঁধিয়াছে, আহত (বাণবিদ্ধ ; কণ্টকবিদ্ধ চরণ) ; আহত, পীড়িত (মর্মবিদ্ধ) ; স্পৃষ্ট, সম্পৃক্ত (অপাপবিদ্ধ)।

+ **বিদ্যমান**—[বিদ্ + শানচ্, কর্মে] ণ. বর্তমান, উপস্থিত (সব কারণই বিদ্যমান) ; (বাং) বি. জীবিতাবস্থা (পিতা বিদ্যমানে তোমার কর্তৃত্ব অচল) ; অব্য. প্রত্যক্ষ, সম্মুখে (প্রাচীন বাংলায়)। বি. **বিদ্যমানতা**।

+ **বিদ্যা**—[বিদ্ (জানা) + য + আপ্—যদ্দ্বারা জানা যায়] বি. তত্ত্বজ্ঞান (ব্রহ্মবিদ্যা) ; শাস্ত্র, বিজ্ঞান (পদার্থবিদ্যা) : অধ্যয়নলব্ধ জ্ঞান, পাণ্ডিত্য (পেটে বিদ্যা আছে) ; বেদ-বেদাঙ্গাদি বিভিন্ন ধরণের শাস্ত্র বা জ্ঞানের বিষয় ; শিক্ষালব্ধ জ্ঞান (চুরিবিদ্যা ; ছুতোরের বিদ্যা) ; মন্ত্র ; ইন্দ্রজাল (কামরূপ-কামাখ্যার বিদ্যা) ; সরস্বতী ; দুর্গা ; ভগবতী (দশমহাবিদ্যা)। **বিদ্যাগম**—বিদ্যা অর্জন। **বিদ্যাগুরু**—বিদ্যাদাতা। **বিদ্যাচুঞ্চু**—বিদ্যার জন্ম খ্যাত। **বিদ্যাতীর্থ**—সব বিদ্যা বা জ্ঞানের শিক্ষাস্থল ; শিব। **বিদ্যাদাতা** (-তৃ)—শিক্ষক। স্ত্রী. **বিদ্যাদাত্রী**। **বিদ্যাদিগ্‌গজ**—পাণ্ডিত্যে দিগ্‌বিজয়ী ; (ব্যঙ্গে) মহামূর্খ। **বিদ্যাদেবী**—সরস্বতী। **বিদ্যাধন**—বিদ্যারূপ ধন। **বিদ্যাধর**—সঙ্গীতকুশল দেবযোনি-বিশেষ (স্ত্রী. **বিদ্যাধরী**)। **বিদ্যানিধি**—বিদ্যার সাগর ; পণ্ডিতের উপাধি-বিশেষ। **বিদ্যানুরাগ**—লেখাপড়ার প্রতি ভালবাসা। ণ. **বিদ্যানুরাগী** (-গিন্)। স্ত্রী. **রাগিণী**। **বিদ্যাপীঠ**—বিদ্যা অনুশীলনের কেন্দ্র, স্কুল। **বিদ্যাবতী**—ণ. বিদুষী। [বিদ্যাবৎ + ঈপ্]। **বিদ্যাবত্তা**—পাণ্ডিত্য। **বিদ্যাবল**—জ্ঞানের শক্তি। **বিদ্যাবান্** (-বৎ)—বিদ্বান্। **বিদ্যা বিক্রয়**—বেতন গ্রহণপূর্বক শিক্ষাদান। **বিদ্যা-বিশারদ**—বিশেষজ্ঞ ; পরম পণ্ডিতের উপাধি-বিশেষ। **বিদ্যা-ব্যবসায়ী** (-য়িন্)—বিদ্যাবিক্রয়ী, বেতনভুক্ শিক্ষক। **বিদ্যাভূষণ,-রত্ন,-লঙ্কার**—ব্রাহ্মণপণ্ডিতের উপাধি। **বিদ্যাভ্যাস**—বিদ্যাচর্চা ; শিক্ষালাভ। **বিদ্যা-মন্দির**—স্কুল-কলেজাদি। **বিদ্যারম্ভ**—বিদ্যাশিক্ষার আরম্ভ, হাতে খড়ি। **বিদ্যার্থী** (-র্থিন্)—ণ লেখাপড়া শিখিতে চায় এমন ; বি. ছাত্র, পড়ুয়া। [বিদ্যা + অর্থী]। স্ত্রী. **বিদ্যার্থিনী**। **বিদ্যালয়**—বিদ্যাশিক্ষাকেন্দ্র। (প্রাথমিক বিদ্যালয় ; উচ্চ-ইংরেজি বিদ্যালয় ; কারিগরী বিদ্যালয়)। **বিদ্যাসাগর**—মহাপণ্ডিত ; ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। **বিদ্যাস্নাতক**—যে ব্রহ্মচর্য পালনের পরে গৃহস্থাশ্রমে প্রবিষ্ট হইয়াছে।

+ **বিদ্যুৎ**—[বি—দ্যুৎ + ক্বিপ্—যাহার দীপ্তি ক্ষণস্থায়ী অথবা যাহা অতিশয় দীপ্তি পায়] বি. তড়িৎ, বিজলী, চপলা, চিকুর, সৌদামিনী। **বিদ্যুৎকটাক্ষ**—বিদ্যুতের মত চকিত ও তীক্ষ্ণ কটাক্ষ। **বিদ্যুৎপ্রভা**—বিদ্যুদ্দীপ্তি। **বিদ্যুৎস্পৃষ্ট**—বিদ্যুতের ঈষৎ কিন্তু তীব্র আঘাতপ্রাপ্ত। **বিদ্যুদ্‌গর্ভ**—যাহার ভিতরে বিদ্যুৎ (বিদ্যুদ্‌গর্ভ মেঘ)। **বিদ্যুদ্দাম**—বিদ্যুতের মালা, বিদ্যুল্লতা। **বিদ্যুদ্দৃষ্টি**—বিদ্যুতের মত তীক্ষ্ণ মর্মভেদী দৃষ্টি। **বিদ্যুদ্বেগ**—বিদ্যুতের মত বেগ, অতিদ্রুত গতি। **বিদ্যুল্লতা, বিদ্যুল্লেখা**—রেখাকার তড়িৎ স্ফুরণ।

+ **বিদ্যোত**—[বি—দ্যুৎ + অ] বি. দ্যুতি, দীপ্তি। ণ. **বিদ্যোতক**—প্রকাশক, উদ্ভাসক।

+ **বিদ্যোৎসাহী** (-হিন্)—বিদ্বান্‌লোকের বা বিদ্যাচর্চার উৎসাহদাতা।　　[লেখা।

+ **বিদ্যোপার্জন**—জ্ঞান আহরণ, লেখাপড়া

+ **বিদ্রব, বিদ্রাব**—[বি—দ্রু + অ] বি. পলায়ন ; ক্ষরণ ; উপহাস। **বিদ্রাবক**—ণ. যাহা দ্রব করে ; নিরাসক। **বিদ্রাবণ**—দ্রব করা, গলানো ; দূর করা, নিরসন। **বিদ্রাবিত**—ণ. বিতাড়িত ; দ্রবীকৃত।　　দ্রু + ক্ত]।

+ **বিদ্রুত**—পলায়িত ; দ্রবীভূত ; ভীত। [বি—

+ **বিদ্রুম**—বি. রক্ত-প্রবাল, পলা ; কিশলয়। [সং]। **বিদ্রুম-দ্যুতি**—প্রবালের মত দ্যুতি-বিশিষ্ট।

বিদ্রূপ—[সং বিদ্রব] বি. ব্যঙ্গ, পরিহাস, ঠাট্টা। **বিদ্রূপাত্মক**—বিদ্রূপপূর্ণ।

+ **বিদ্রোহ**—[বি—দ্রুহ্ + অ] বি. বিরুদ্ধে উত্থান, শাসন না মানা (নৌ-বিদ্রোহ) ; রাজদ্রোহ। ণ. **বিদ্রোহী** (-হিন্)—প্রচলিত শাসন বা ধরণ-ধারণের প্রবল বিরোধী।

† **বিদ্বজ্জন**—বি. বিদ্বান্ লোক। [বিদ্বস্+জন]

† **বিদ্বৎকল্প**—ণ. পণ্ডিত-সদৃশ। **বিদ্বত্তর**—অধিকতর পণ্ডিত ; প্রাজ্ঞতর।

† **বিদ্বান্** (-দ্বস্)—যে বিদ্যা অর্জন করিয়াছে ; জ্ঞানী ; পণ্ডিত ; শাস্ত্রজ্ঞ।

† **বিদ্বিষ**—বি. শত্রু ; প্রতিদ্বন্দ্বী। **বিদ্বিষ্ট**—ণ. বিদ্বেষভাজন। [বি-দ্বিষ্+ক্ত]। **বিদ্বেষ**—শত্রুতা ; ঈর্ষা (বিদ্বেষপরায়ণ ; পরধর্ম-বিদ্বেষ)। **বিদ্বেষণ**—বিদ্বেষ করা, বিরোধ, অপ্রীতি। **বিদ্বেষবুদ্ধি**—প্রবল বিরোধের মনোভাব, ঈর্ষার ভাব। **বিদ্বেষক, বিদ্বেষী** (-ষিন্)—বিদ্বেষকারী, নির্মম বিরোধী। **বিদ্বেষ্টা** (-ষ্টৃ)—বিদ্বেষকারী। (স্ত্রী. **বিদ্বেষ্ট্রী**)।

বিধন—বি. বিদ্ধ করা, বেঁধা।

† **বিধবা**—[নাই ধব যাহার, বহুব্রী] বি., ণ. পতিহীনা। **বিধবা-বেদন**—বিধবা-বিবাহ।

বিধর্মা (-র্মন্), বিধর্মী (-র্মিন্)—অন্যধর্মাবলম্বী। [সং]। [হত্তীর খাদ্য।

† **বিধা**—বি. প্রকার, ধারা ; নিয়ম ; সাদৃশ্য ;

† **বিধাতব্য**—ণ. বিধেয়, কর্তব্য। **বিধাতা** (-তৃ)—বিধানকর্তা, বিধায়ক (অনাগত-বিধাতা) ; প্রজাপতি, ব্রহ্মা। [বি-ধা+তৃচ্]। **বিধাতা-পুরুষ,-তৃ-**—ভাগ্যনির্ধারক দুর্জ্ঞেয় জগৎপ্রভু। **বিধান**—[বি—ধা+অনট্] বি. ব্যবস্থা ; ধারা ; সৃষ্টি ; নির্দেশ, অনুশাসন (আইনের বিধান ; বিধির বিধান ; নববিধান ; বিধানশাস্ত্র) ; রচনা, সম্পাদন (প্রকৃতি সুন্দরী তখন নেপথ্য বিধান করিয়াছিলেন—প্রমথ চৌধুরী ; দণ্ড বিধান) ; নিয়ম, আইন (বিধানানুযায়ী ; বিধান-সভা ; বিধানজ্ঞ) ; দেহের প্রাকৃতিক গঠন। **বিধান-তন্তু**—দেহ নির্মাণের মূলীভূত সূত্রের মত উপাদান, tissue)। **বিধানশাস্ত্র**—আইন, যে শাস্ত্রে বিধি-বিধান লিপিবদ্ধ আছে। **বিধান-সভা**—Legislative Assembly। **বিধান-পরিষদ্**—Legislative council.

বিধায়—অব্য. হেতু, জন্য, হওয়ায় (অসুস্থ বিধায় অনুপস্থিত)। [বাং]

† **বিধায়ক, বিধায়ী** (-য়িন্)—ণ. বিধানকর্তা ; কারক, সম্পাদক ; ব্যবস্থাপক ; সংঘটনকারী। স্ত্রী. **বিধায়িকা, বিধায়িনী** (বিধবা-বিবাহ-বিধায়িনী সভা)।

† **বিধি**—[বি—ধা+ই] বি. বিধাতা ; নিয়তি, দৈব (বিধির বিধান) ; ব্রহ্মা ; বিষ্ণু ; নিয়ম (ইহাই বিধি ; যথাবিধি) ; আইন ; দণ্ডবিধি ; ক্রম, পদ্ধতি (বিধিবদ্ধ ভাবে) ; যজ্ঞ। **বিধিজ্ঞ, -দর্শী** (-র্শিন্)—ণ. শাস্ত্রের বিধান সম্বন্ধে অভিজ্ঞ। **বিধিপূর্বক**—নিয়মানুসারে। **বিধি-বিড়ম্বনা**—দৈববিড়ম্বনা। **বিধিমত**—যথাযথভাবে, নিয়মানুসারে। **বিধিলিপি**—ললাট-লিখন, ভাগ্যফল। **বিধিসঙ্গত,-সম্মত**—ণ. আইনসঙ্গত ; নিয়মানুযায়ী। **বিধিহীন**—ণ. শাস্ত্রের নিয়মের বহির্ভূত, বেআইনী।

† **বিধিৎসা**—[বি—ধা+সন্+অ+আপ্] বি. সম্পাদন বা সংঘটনের ইচ্ছা, চিকীর্ষা (প্রতি-বিধিৎসা)। ণ. **বিধিৎসু**—বিধানেচ্ছু, চিকীর্ষু।

† **বিধু**—[বি—ধে (পান করা) +উ ; বাধ্+উ] বি. চন্দ্র। **বিধুক্ষয়**—অমাবস্যা। **বিধুমুখী**—চন্দ্রাননা, চন্দ্রমুখী। **বিধুন্তুদ**—চন্দ্রকে যে পীড়িত করে, রাহু।

† **বিধুত,বিধূত**—[বি—ধু, ধূ (কম্পিত হওয়া) +ক্ত] ণ. কম্পিত, আলোড়িত (মলয়-বিধুত) ; দূরীকৃত, অপসারিত (**বিধুত-পাপ**—যাহার পাপ ক্ষালন হইয়াছে, নিষ্কলুষ)। **বিধুনন, বিধূনন**—[বি- ধু, ধূ+ণিচ্+অনট্] বি. কম্পন ; বিসর্জন। ণ. **বিধুনিত, বিধূনিত**। **বিধুবন**—বি. কম্পন।

† **বিধুর**—[বি (দুঃসহ) ধুর (কার্যভার) যাহার]ণ. কাতর ; দুঃখিত, ক্লিষ্ট (বিরহ-বিধুরা) ; বিকল ; বিমূঢ় ; ভারাক্রান্ত (আজি গন্ধ-বিধুর সমীরণে—রবি)। **বিধুরা**—রসাল খাদ্য-বিশেষ।

† **বিধূত**—বিধুত দ্রঃ। **বিধূয়মান**—যাহা কম্পিত হইতেছে।

† **বিধূম**—ণ. ধূমহীন। **বিধূমিত**—প্রধূমিত, অতিশয় ধূমায়িত (বিদ্বেষ-বিধূমিত পরিমণ্ডল)।

† **বিধৃত**—[বি-ধৃ+ক্ত] ণ. ধৃত ; গৃহীত ; অবলম্বিত ; পরিহিত (বিধৃত কৃপাণ ; বরবেশ-বিধৃত)।

† **বিধেয়**—[বি-ধা+য] ণ. বিধানের যোগ্য, করণীয়, কর্তব্য (এই অবস্থায় কি বিধেয়, তাই বল ; ইহা আদৌ বিধেয় নয়) ; বশ্য, বাধ্য ; (ব্যাক.) বি. ক্রিয়াপদ ও তৎসংশ্লিষ্ট শব্দসমূহ, predicate (বিধেয়-বিশেষণ) ; (দর্শনে) অপরিজ্ঞাত বিষয় বা বস্তু (বিপ. অনুবাদ। 'অনুবাদ আগে, পাছে বিধেয় স্থাপন'—চৈতন্যচরিতামৃত)।

বিধেয়ক—খসড়া আইন, bill. **বিধেয়জ্ঞ**—যে তাহার করণীয় জানে (বিধেয়জ্ঞ ভৃত্য)। **বিধেয়তা**—ঔচিত্য। **বিধেয়-মার্গ**—যে যে পথে চলা উচিত, কর্তব্যপথ। **বিধেয়াত্মা** (-ত্মন্)—যাহার চিত্ত আপন বশে আছে।

† **বিধৌত**—ণ. প্রক্ষালিত, মার্জিত। [বি-ধাব্ +ক্ত]। **বিধৌতি**—ধৌতি, প্রক্ষালন।

† **বিধ্যমান**—[ব্যধ্+শানচ্, কর্মে] ণ. যাহাকে বিদ্ধ করা হইতেছে ; পীড্যমান।

† **বিধ্বংস**—[বি-ধ্বন্স্+অ] বি. বিনাশ, বিলোপ, ক্ষয়। **বিধ্বংসন**—বিনষ্ট করণ (শত্রু বিধ্বংসন)। **বিধ্বংসিত**—[বি-ধ্বন্স্+ণিচ্+ক্ত] বিনাশিত ; অপকারগ্রস্ত। **বিধ্বংসী** (-সিন্)—ধ্বংসশীল (ক্ষণ-বিধ্বংসী শরীর) ; যে বা যাহা নাশ করে (লোকবিধ্বংসী)। **বিধ্বস্ত**—[বি-ধ্বন্স্+ক্ত] ধ্বংসপ্রাপ্ত, বিনষ্ট (শত্রুকুল বিধ্বস্ত করিয়া)।

বিন—বিনা দ্রঃ। [গরজারী।

বিনজারী—[ফা.] ণ. জারী হয় নাই এমন,

† **বিনত**—[বি-নম্+ক্ত] ণ. নত ; প্রণত। বিনীত, নম্র। স্ত্রী. **বিনতা**—গরুড়ের মাতা। **বিনতানন্দন, -সুনু**—অরুণ ; গরুড়। **বিনতি**—নম্রতা, শিষ্টতা ; প্রণাম। [বি-নম্+ক্তি]

বিননী,-নি—বি. যাহা বিনানো হইয়াছে, বিনুনি, বেণী। **বিননিয়া**—কেশে বেণী রচনা করিয়া। **বিননো**—গ্রথিত (বিনানো দ্রঃ)।

† **বিনমন**—[বি-নম্+অনট্] বি. নম্রতা, বিনতি ; অবনমন। **বিনম্র**—বিশেষভাবে নম্র, বিনয়াবনত, অবনত (বিনম্র বদনে)।

† **বিনয়**—[বি-নী+অ] বি. বিনতি, নম্রতা, শিষ্টতা (বিনয় শিক্ষার ভূষণ) ; নিয়মানুগতা, discipline ; শিক্ষণ (বিনয়-ভবন—Teachers' Training Hall) ; দমন, শাসন। **বিনয়-গ্রাহী** (-হিন্)—যে বিধি-নিষেধ সম্পর্কে নির্দেশ গ্রহণ করে, কথার বাধ্য। **বিনয়-নম্র**—ণ. সুশিক্ষা দ্বারা অলঙ্কৃত, বিনয়হেতু কোমল। **বিনয়ন**—নিয়ন্ত্রণ ; শিক্ষণ ; অপনোদন। **বিনয়-বধির**—যে বিনয়-বাক্যে কর্ণপাত করে না। **বিনয়াধান**—সুশিক্ষা বিধান। **বিনয়াবনত**—ণ. বিনয়হেতু নত, অতিনম্র। **বিনয়ী** (-য়িন্)—ণ. বিনীত, শিষ্ট, নম্র।

† **বিনশন**—[বি-নশ্+অনট্] বি. বিনাশ, ধ্বংস ; সরস্বতী নদীর অন্তর্ধান-স্থান।

† **বিনশ্বর**—[বি-নশ্+বর] ণ. ধ্বংসশীল ; অনিত্য। (বিপ. অবিনশ্বর)। [বিনশ্যতি)।

† **বিনশ্যতি**—[সং. ক্রি] ধ্বংস হয় (সমূলে

† **বিনষ্ট**—ণ. নষ্ট, ধ্বংসপ্রাপ্ত (বিনষ্ট দৃষ্টি)। [বি-নশ্+ক্ত]। বি. **বিনষ্টি**—বিনাশ, ধ্বংস ; সর্বনাশ (মহতী বিনষ্টি)।

† **বিনা**—[সং.] অব্য. ব্যতীত, ছাড়া, বাদে ; বিহীন (বিনাশ্রম কারাদণ্ড)।

বিনাইয়া—অস.ক্রি. বিলাপ করিয়া, দীর্ঘ খেদোক্তি প্রকাশ করিয়া (বিনাইয়া বিনাইয়া কাঁদা)।

বিনানো—ক্রি. বেণী রচনা করা ; বিনাইয়া বিনাইয়া শোক করা ; ণ. বেণীবদ্ধ (-চুল)। **বিনানিয়া**—অস. ক্রি. বেণী রচনা করিয়া ; ণ. বেণী-বাঁধা (বিনানিয়া বিনোদিয়া বেণীর শোভায়—ভারতচন্দ্র)।

† **বিনামা** (-মন্)—ণ. নামহীন, বেনামা। [সং.]

বিনামা—বি. জুতা ; চটিজুতা।

† **বিনায়ক**—[বি-নী+ণক] বি. বিশিষ্ট নায়ক ; বিঘ্ননাশক ; গণেশ ; গুরু ; বুদ্ধদেব ; গরুড়। স্ত্রী. **বিনায়িকা**—গরুড়পত্নী।

† **বিনাশ**—[বি-নশ্+ঘঞ্] বি. ধ্বংস, বিলোপ, উচ্ছেদ (বিনাশ সাধন) ; মৃত্যু ; হানি (ধন-বিনাশ)। ণ. **বিনাশক**—ধ্বংসকারী। **বিনাশন**—বি. বিনাশকরণ ; ণ. বিনাশক (বিঘ্ন-)। ণ. **বিনাশিত**—নিহত। ণ. **বিনাশী** (-শিন্)—সংহারক ; নশ্বর। (বিপ. অবিনাশী)। স্ত্রী. **বিনাশিনী**। ণ. **বিনাশ-ধর্মা** (-র্মন্), **-ধর্মী** (-র্মিন্)—নশ্বর। ণ. **বিনাশোন্মুখ**—বিনষ্টপ্রায়।

† **বিনাস**—ণ. যাহার নাক নষ্ট হইয়া গিয়াছে ; বোঁচা। [বিগত নাসা যাহার বহুব্রী.]।

বিনি—[সং বিনা] অব্য. বিনা, (বিনি সুতায় মালা গাঁথা ; বিনি মাইনের চাকর)। (কথ্য)।

† **বিনিঃসরণ**—বি. নির্গমন, ভিতর হইতে বাহির হইয়া আসা। ণ. **বিনিঃসৃত**—নির্গত।

† **বিনিদ্র**—(নাই নিদ্রা যাহার, বহুব্রী) ণ. নিদ্রাহীন (বিনিদ্র নয়নে ; বিনিদ্র রজনী) ; বিকশিত প্রস্ফুটিত (বিনিদ্র মন্দার) ; উদ্গত (বিনিদ্র-রোমা)। [গৌরবলাঘবকারী।

† **বিনিন্দক, বিনিন্দন**—ণ. নিন্দাকারী ;

† **বিনিন্দিত**—ণ. নিন্দিত ; (বাং) বিনিন্দক (মরাল-বিনিন্দিত গতি)।

† **বিনিপাত**—[বি-নি-পত্‌+ঘঞ্‌] বি. পতন ; অপমান ; দুঃখ ; মৃত্যু ; বিনাশ (শত্রুর বিনিপাত) ; দৈব অথবা দস্যু-তস্করাদির উপদ্রব (বিনিপাত প্রতীকার)।

† **বিনিবর্তন**—[বি-নি-বৃৎ+অনট্‌] বি. প্রত্যাবর্তন ; ফিরাইয়া আনা, প্রত্যাহার ; বিরতি। **বিনিবর্তিত**—ণ. ফিরাইয়া আনা হইয়াছে এমন। **বিনিবৃত্ত**—ণ. ফিরিয়াছে বা নিরস্ত হইয়াছে এমন ; প্রত্যাগত ; নিবৃত্ত।

† **বিনিবেশ**—[বি-নি-বেশি+অ] বি. সংস্থাপন (চরণ-বিনিবেশ)। ণ. **বিনিবেশিত**—বিন্যস্ত।

† **বিনিময়**—[বি-নি-মি বা মী+অ] বি. পরিবর্তন, বদল, আদান-প্রদান (মাল্য-বিনিময়); এক পণ্যের পরিবর্তে অন্য পণ্য দান, barter (কয়লার বিনিময়ে পাট) ; বন্ধক। ণ. **বিনিমিত,-মীত**—বিনিময় হইয়াছে এমন।

† **বিনিয়ত**—[বি-নি-যম্‌+ক্ত] ণ. নিবারিত ; সংযত, শাসিত (বিনিয়ত চিত্ত) ; পরিমিত (বিনিয়ত আহার)। বি. **বিনিয়ম**—নিবারণ, সংযম ; বিশেষ নিয়ম বা বিধি।

† **বিনিযুক্ত**—[বি-নি-যুজ্‌+ক্ত] ণ. কর্মে নিযুক্ত ; প্রেরিত ; অর্পিত ; লগ্নীকৃত, Invested। **বিনিযুক্তক**—যে উচ্চ কর্মচারী অথবা সচিব অন্যান্য কর্মচারীকে কর্মে নিয়োগ করেন। বি. **বিনিয়োগ**—কর্মে নিয়োজিত করা ; প্রয়োগ; অর্পণ ; লগ্নী করা, investment. ণ. **বিনিয়োজিত**—বিশেষরূপে নিয়োজিত। **বিনিযোজ্য**—ণ. বিনিয়োগযোগ্য ; প্রবর্তনীয়।

† **বিনির্গত**—ণ. নিঃসৃত, বহির্গত, নিষ্ক্রান্ত। [বি-নির্‌-গম্‌+ক্ত]। বি. **বিনির্গম, বিনির্গমন**।

† **বিনির্ণয়**—বি. বিশিষ্টরূপে নির্ণয় বা অবধারণ, নিরূপণ ; সালিশের সিদ্ধান্ত, রোয়েদাদ, award. [বি-নির্‌-নী+অ]। ণ. **বিনির্ণীত**। **বিনির্ণায়ক**—সম্যক্‌রূপে নির্ধারণকারী (বিশুদ্ধি বিনির্ণায়ক নিকষ)।

† **বিনির্ধূত**—ণ. বিকম্পিত ; দুর্দশাহেতু ইতস্ততঃ চালিত, বিক্ষিপ্ত (বিনির্ধূত উদ্বাস্তু)। [বি-নির্‌-ধূ+ক্ত]।

† **বিনির্মিত**—ণ. নির্মিত, বিরচিত, কৃত।

† **বিনির্মুক্ত**—[বি-নির্‌-মুচ্‌+ক্ত] ণ. বহির্গত ; উদ্ধারপ্রাপ্ত ; অনাচ্ছন্ন ; বিহীন (সর্ববাধা-বিনির্মুক্ত) ; ত্যক্ত, নিক্ষিপ্ত (চাপ-বিনির্মুক্ত সায়ক)।

† **বিনিশ্চয়**—[বি-নির্‌-চি+অ] বি. স্থির বা সুনিশ্চিত সুমীমাংসা ; সম্যক্‌ নির্ধারণ। ণ. **বিনিশ্চিত**।

বিনীত—[বি-নী+ক্ত] ণ. নম্র, অনুদ্ধত (বিনীত নিবেদন) ; সংযত,জিতেন্দ্রিয় (বিনীতাত্মা); শান্ত ; শাসিত, সুশিক্ষিত (বিনীত অশ্ব) ; অপনীত, অপগত (বিনীতখেদ ; বিনীতনিদ্র)। **বিনীত বেশ**—অনাড়ম্বর বেশ। স্ত্রী. **বিনীতা**।

বিনু, বিনে—অব্য. বিনা। (পদ্যে বা কথ্য)। **বিনুনি,-নী**—বেণী, বিনানো চুল।

† **বিনেতা (-তৃ)**—শিক্ষাদাতা ; নিয়ন্তা ; শাস্তা ; উপদেষ্টা ; গো অশ্ব হস্তী-আদি জন্তুর শিক্ষক ; রাজা। [বি-নী+তৃচ্‌]। স্ত্রী. **বিনেত্রী**। ণ. **বিনেয়**—শিক্ষণীয় ; দণ্ডনীয় ; দূরীকরণীয়।

† **বিনোক্তি**—অর্থালঙ্কার-বিশেষ (নির্জন পুরীর কিবা শোভা)।

† **বিনোদ, বিনোদন**—[বি-নুদ্‌+অ, অনট্‌] বি. দূরীকরণ (শ্রম-বিনোদন) ; সন্তোষ সাধন, তোষণ (চিত্ত-বিনোদন) ; আমোদ-প্রমোদ, রঙ্গরস (বিনোদ-পাত্র) ; ক্রীড়া, কেলি (বিনোদ-মন্দির) ; ণ. তৃপ্তিকর, আনন্দবর্ধক, প্রিয় (রাধাবিনোদ ; বিনোদ রায়) ; মনোহর, মনোরঞ্জক (বিনোদবেণী ; বিনোদ বাঁশি ; বিনোদ বেশ ; বিনোদ মালা)। ণ. **বিনোদিত**। **বিনোদিয়া**—ণ.মনোহর। **বিনোদী(-দিন্‌)**—ণ. বিনোদনকারী। স্ত্রী. **বিনোদিনী**—ণ. সুন্দরী, মনোহরা ; বি. শ্রীরাধিকা।

বিন্তি,-ন্তী—[পর্তু. vinte=কুড়ি] বি. তাসের খেলা-বিশেষ। **চিৎ-বিন্তি খেলা**—তাসের কোঁটা পরস্পরকে দেখাইয়া খেলা ; খোলাখুলি ব্যবহার বা আদান-প্রদান।

বিন্দা—(প্রাচীন বাংলায় ও পূর্ববঙ্গে ব্যবহৃত) ক্রি. বেঁধা (বিধা দ্রঃ) ; বি. বৃন্দা (বিন্দা দূতী)।

বিন্দু—[বিন্দ্‌. (অবয়বীভূত হওয়া+উ] বি. কণা ; ক্ষুদ্র চিহ্ন, ফুটকি ; ফোঁটা ('ফুটলো হর্ষের অশ্রুবিন্দু'—সত্যেনদত্ত) ; অনুস্বার (চন্দ্রবিন্দু) ;বীর্য, শুক্র (বিন্দুধারণ) ; (জ্যামিতিতে ও জ্যোতিষে) যাহার দৈর্ঘ্য বিস্তার ও বেধ নাই কিন্তু অবস্থিতি আছে, point ; কণা, ঈষৎমাত্র

(একবিন্দু করুণা)। **বিন্দুচিত্রক**—গায়ে ফোঁটা-ফোঁটা দাগযুক্ত মৃগ-বিশেষ। **বিন্দুজাল-ক**—পদ্মক। **বিন্দুধারণ**—বীর্যপাত না করা। **বিন্দুপাত**—বীর্যপাত। **বিন্দু বিন্দু**—ফোঁটা-ফোঁটা। **বিন্দুবাসিনী**—[বিন্ধ্য-বাসিনী] দুর্গা। **বিন্দুবিসর্গ**—কিছুমাত্র (এর বিন্দুবিসর্গও জানি না)। **বিন্দুমাত্র**—লেশমাত্র (বিন্দুমাত্র স্নেহ)। **বিন্দুসর,-সরঃ**—তিব্বত দেশের বিখ্যাত সরোবর। **বিন্দুসার**—সম্রাট্ অশোকের পিতা।

বিন্ধা—ক্রি. বিদ্ধ করা; বিদ্ধ হওয়া। (প্রাচীন বাংলায়, পদ্যে)। বিঁধা দ্রঃ।

+ **বিন্ধ্য**—বি. ভারতবর্ষের মধ্যবর্তী পর্বতশ্রেণী, বিন্ধ্যাচল। **বিন্ধ্যকূট**—অগস্ত্যমুনি। **বিন্ধ্য-বাসিনী**—বি.স্ত্রী. দুর্গাদেবী। **বিন্ধ্যাটবী**—বি. বিন্ধ্যারণ্য।

বিন্না, বিন্নি, বিন্নে—[সং বীরণ] বি. দীর্ঘ ঘাস-বিশেষ, বেণা ('উড়কি ধানের মুড়কি দেব, বিন্নিধানের খই')। **বিন্নার খৈ**—বিন্না গাছের শস্য ভাজিয়া তৈরী খৈ। **বিন্নার পাখা**—বিন্নার ডাঁটা দিয়া প্রস্তুত সুদৃশ্য পাখা। **বিন্নার ফুল**—বিন্নার মাথায় যে প্রচুর সাদা ফুল ফোটে; চিত্তাকর্ষক কিন্তু অলীক কিছু (নীচে রাশি রাশি ফোটা বিন্নার ফুল দেখিয়া তাহা দৈ মনে করিয়া লোভী শিয়ালের দল আকাশ হইতে নামিয়া আসিয়াছিল,কিন্তু আসিয়া দেখিল সব ফাঁকি, সেই হইতে তাহারা 'ক্যা হুয়া ক্যা হুয়া' রব করে—এই পল্লী-উপকথা হইতে)।

+ **বিন্যস্ত**—[বি-নি-অস্ (ক্ষেপণ করা) + ক্ত] প. স্থাপিত, সজ্জিত; সন্নিবিষ্ট; রচিত (সুবি-ন্যস্ত কেশদাম)। বি. **বিন্যাস**—স্থাপন (পদ-বিন্যাস); সুষ্ঠু বা সুশৃঙ্খল রচনা (কেশবিন্যাস; বেশবিন্যাস); সাজানো; যথাক্রমে স্থাপন (বর্ণবিন্যাস); permutation।

+ **বিপক্ষ**-বি. বিরুদ্ধ পক্ষ, প্রতিপক্ষ (বিপক্ষ দল; বিপক্ষে সাক্ষী দেওয়া); প. প্রতিপক্ষ, শত্রু; যাহার ডানা নাই। বি. **বিপক্ষতা**—প্রতিকূলতা। প. **বিপক্ষীয়**।

+ **বিপণ**—[বি-পণ্+অ] বি. বিক্রয়; বাণিজ্য। **বিপণন**—বিক্রয়। **বিপণি,-ণী**—বিক্রয়-শালা, দোকান; দোকান-শ্রেণী; হাট-বাজার; হাটের চালা। **বিপণী** (-ণিন্)—ব্যবসায়ী। **বিপণি-জীবী** (-বিন্)—ব্যবসায়ী, দোকান-দার। **বিপণি-পথ**—দোকান-শ্রেণীর মধ্য-বর্তী পথ।

+ **বিপৎ** (-দ্)—সঙ্কট, বিপদ।

+ **বিপত্তি**—[বি-পদ্+ক্তি] বি. বিপদ, সঙ্কট, দুর্দৈব; বিঘ্ন। **বিপত্তিকর**—প. বিপজ্জনক। **বিপত্তিকাল**—বি. সঙ্কটের সময়। **বিপত্তি খণ্ডন**—সঙ্কট দূর করা। [মৃতদার।

+ **বিপত্নীক**—প. যাহার পত্নীর মৃত্যু হইয়াছে,

+ **বিপথ**—বি. মন্দ-পথ, কুপথ; অপথ (পথ-বিপথ—সুপথ ও নিন্দিত পথ)। **বিপথগামী** (-মিন্)—প. উন্মার্গগামী; অধার্মিক। স্ত্রী. **বিপথগামিনী**।

বিপদ—[সং. বিপদ্] বি. সঙ্কট; দুর্দশা; বিঘ্ন; দুর্দৈব; গণ্ডগোল। **বিপদ-ভঞ্জন**—(শুদ্ধ—বিপদ্-ভঞ্জন) প. যিনি বিপদ দূর করেন; বি. পরমেশ্বর। **বিপদাত্মক**—প. যাহাতে বিপদ আসে। **বিপদ-আপদ**—আপদ-বিপদ, বিঘ্নবিপত্তি। (শুদ্ধ—বিপদাপদ)। **বিপদাপন্ন**—প. বিপদ্গ্রস্ত। **বিপদউদ্ধার**—বিপদ হইতে ত্রাণ। (শুদ্ধ—**বিপদুদ্ধার**)।

+ **বিপন্ন**—[বি-পদ্+ক্ত] প. বিপদ্গ্রস্ত, দুর্দশাপন্ন; বি. (যাহার পা নাই) সর্প।

+ **বিপরিণত**—[বি-পরি-নম্+ক্ত] প. পরি-বর্তিত; বিপর্যস্ত। বি. **বিপরিণাম**—পরিবর্তন; বিকৃতি। প. **বিপরিণামী** (-মিন্)—পরিবর্তনশীল; বিনাশী; বিপরীত পরিণাম-প্রাপ্ত। [ঘুরানো।

+ **বিপরিবর্তন**—বি. বিশেষ পরিবর্তন; ফিরানো

+ **বিপরীত**—[বি-পরি-ই+ক্ত] প. বিরুদ্ধ; উল্টা (বিপরীত বিহার; বিপরীত কোণ); অসঙ্গত; প্রতিকূল; (বাং) প্রকাণ্ড; অদ্ভুত; বিষম। **বিপরীত প্রতিজ্ঞা**—converse proposition। **বিপরীত বুদ্ধি**—কুবুদ্ধি বা ভ্রান্তবুদ্ধি, দুর্মতি। স্ত্রী. **বিপরীতা**—কামুকী, অসতী।

+ **বিপর্যয়**—[বি-পরি-ই (গমন করা)+অ] বি. বৈপরীত্য; সমূহ পরিবর্তন, (রূপবিপর্যয়); অবাঞ্ছিত পরিবর্তন,উলটপালট (ভাগ্যবিপর্যয়), দুর্দৈব; ব্যতিক্রম; বিলোপ (সংজ্ঞাবিপর্যয়); (বাং) প. বৃহৎ, বিশাল, প্রচণ্ড (বিপর্যয় কাণ্ড)।

বিপর্যস্ত—[বি-পরি-অস্+ক্ত] প. যাহাতে

বিপর্যয় ঘটিয়াছে ; সম্পূর্ণ পরিবর্তিত ; ব্যতিক্রান্ত ; ছত্রভঙ্গ, এলোমেলো। **বিপর্যস্তপুত্রা**—যে স্ত্রী কেবল পুত্রের জননী।

† **বিপর্যায়**—বি. ব্যতিক্রম, উলটা-পালটা একের অন্য রূপ গ্রহণ। [বি-পরি-ই+ঘঞ্]

† **বিপর্যাস**—[বি-পরি-অস্+ঘঞ্] ণ. উলট-পালট ; বৈপরীত্য ; ব্যতিক্রম।

† **বিপল**—বি. পলের ষাট ভাগের এক ভাগ, ২/৫ সেকেণ্ড। [বি (বিভক্ত) পল যার, বহুব্রী]

† **বিপশ্চিৎ**—[বি-প্র+চি (সংগ্রহ করা)+ ক্বিপ্—যিনি বিপ্রকৃষ্টকে অর্থাৎ দূরবর্তীকে সংগ্রহ করেন] ণ. বিদ্বান্, পণ্ডিত, জ্ঞানবান্।

† **বিপাক**—[বি-পচ্+ঘঞ্] বি. রন্ধন ; পরিপক্ব ভাব ; ভুক্ত দ্রব্যের পরিপাক ; কর্মের বিসদৃশ পরিণতি ; দুর্গতি,দুর্দৈব (দৈব-দুর্বিপাক) ; metabolism. ণ. **বিপাকীয়**।

† **বিপাশ, বিপাশা**—পঞ্জাবের নদী-বিশেষ, Beas। (বশিষ্ঠ মুনি পুত্রশোকে পাশবদ্ধ হইয়া এই নদীতে নিমগ্ন হইতে চাহিয়াছিলেন,কিন্তু নদী তাঁহাকে বিপাশ অর্থাৎ পাশ-মুক্ত করিয়াছিল)।

† **বিপিতা** (-তৃ)—বি. মাতার অন্য স্বামী যে জন্মদাতা পিতা নয়।

† **বিপিন**—[বেপ্ (কম্পিত হওয়া)+ইন] বন, অরণ্য। **বিপিনবিহারী**(-রিন্)—বি. বৃন্দাবনবিহারী শ্রীকৃষ্ণ ; ণ. বনে ভ্রমণকারী।

† **বিপুল**—[বি-পুল্ (বৃহৎ হওয়া)+অ] ণ. বৃহৎ, বড় (বিপুল সমুদ্র) ; অনেক (বিপুল সংখ্যায়) ; অতি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত (বিপুল কলেবর) ; স্থূল (বিপুল-জঘনা ; বিপুলস্কন্ধ) ; প্রচুর, প্রভূত (বিপুলচ্ছায় ; বিপুল পুলক) ; গভীর, মহৎ (বিপুল মতি) ; অতিশয় (বিপুল আনন্দ) ; অতিরিক্ত (বিপুল শ্রম) ; মহান্, বিশাল (বিপুল হৃদয়)। স্ত্রী. **বিপুলা**—পৃথিবী।

† **বিপ্র**—[বি-প্রা+অ—যে ষট্ কর্ম পূরণ করে, অথবা বপ্+র—যেখানে ধর্মের বীজ বপন করা যায়] বি. ব্রাহ্মণ ; বিদ্বান্ ব্রাহ্মণ ; পুরোহিত। **বিপ্রবর**—বি. বিপ্রশ্রেষ্ঠ।

† **বিপ্রকর্ষ,-ণ**—[বি-প্র-কৃষ্+ঘঞ্, অনট্] বি. দূরত্ব ; বিপরীত দিকে আকর্ষণ, repulsion (বিপ. সন্নিকর্ষ) ; (ব্যাক.) উচ্চারণের সুবিধার জন্য সংযুক্ত ব্যঞ্জনবর্ণের মধ্যে স্বরধ্বনি আনয়ন, স্বরভক্তি ,Vowel Insertion বা Anaptyxis (যথা, রত্ন—রতন)। ণ. **বিপ্রকৃষ্ট**—বিপরীত দিকে আকৃষ্ট ; দূরস্থ। **বিপ্রকর্ষণ-শক্তি**—যে শক্তিদ্বারা পরমাণু সকল পরস্পর হইতে পৃথক্ হয়।

† **বিপ্রতিপত্তি**—[বি-প্রতি-পদ্+ক্তি] বি. বিরোধ, মতানৈক্য, বিবাদ ; ব্যাঘাত ; সংশয়। ণ. **বিপ্রতিপন্ন**—বিরুদ্ধ ; অস্বীকৃত ; সন্দেহযুক্ত।

† **বিপ্রতীপ**—ণ. সম্পূর্ণ বিপরীত ; প্রতিকূল।

† **বিপ্রযুক্ত**—ণ. বিযুক্ত, পৃথক্কৃত ; বিরহিত। বি. **বিপ্রয়োগ**—বিরহ, পৃথগ্ভাব ; বিয়োগ ; বিবাদ।

† **বিপ্রলব্ধ**—[বি-প্র-লভ্+ক্ত] ণ. বঞ্চিত, প্রতারিত। স্ত্রী. **বিপ্রলব্ধা**—নায়ক কর্তৃক প্রতারিতা ও সেইজন্য ক্ষুব্ধা (নায়িকা)। **বিপ্রলম্ভ**—[বি-প্র-লভ্+ঘঞ্] বি. বঞ্চনা, প্রতারণা ; কলহ ; বিচ্ছেদ, বিরহ। **বিপ্রলম্ভন**—বঞ্চন। **বিপ্রলম্ভী** (-ম্ভিন্)—প্রতারক।

† **বিপ্রলাপ**—বি. পূর্বাপর-বিরোধী বচন ; বিসম্বাদ ; অনর্থক বিবাদ। [বি-প্রলাপ]

† **বিপ্রসাৎ**—অব্য. ব্রাহ্মণকে দত্ত অথবা দেয়। [বিপ্র+সাৎ]

† **বিপ্রিয়**—ণ. অপ্রিয় (বিপ্রিয় ভাষণ) ; অবজ্ঞাত ; বিরক্তিকর ; অনিষ্ট। [বি-প্রিয়]

† **বিপ্রেক্ষিত**—ণ. অবলোকিত ; বি. দৃষ্টিপাত। [বি-প্রেক্ষিত]

† **বিপ্রোষিত**—ণ. বিদেশস্থ ; প্রবাসী। [বি-প্রোষিত

† **বিপ্লব**—[বি—প্লু (লাফাইয়া লাফাইয়া যাওয়া, উপদ্রব করা)+অ] বি. বিপর্যয়, ওলট-পালট, নাশ (বুদ্ধি-বিপ্লব) ; উপদ্রব ; বিদ্রোহ, অরাজকতা (রাষ্ট্রবিপ্লব) ; দ্রুত-সংঘটিত ব্যাপক এবং আমূল পরিবর্তন, revolution (ফরাসী-বিপ্লব ; চিন্তারাজ্যে বিপ্লব ; বিপ্লবাত্মক)। **বিপ্লবী** (-বিন্)—ণ. বিপ্লবকারী। (ণ. বিপ্লুত)।

† **বিপ্লাব**—[বি-প্লু+ঘঞ্] বি. অশ্বের দ্রুত গতি ; জলপ্লাবন ; লুণ্ঠন উপদ্রব ইত্যাদি দ্বারা দেশের শান্তি নাশ অথবা সমূহ ক্ষতিসাধন। **বিপ্লাবন**—জলপ্লাবন ; বিঘ্ন ; হানি ; ধ্বংস। ণ. **বিপ্লাবিত**—নিমজ্জিত ; বিপর্যস্ত, বিনষ্ট। **বিপ্লাবী** (-বিন্)—ণ. নিমজ্জনকারী। স্ত্রী. **বিপ্লাবিনী** (তটবিপ্লাবিনী নদী)। **বিপ্লুত**—নষ্ট ; বিপর্যস্ত ; উপদ্রুত ; দূষিত,

ব্যসনপীড়িত (অবিপ্লুত ব্রহ্মচর্য); বিহ্বল, ব্যাকুল (ভয়-বিপ্লুত); প্লাবিত (বাষ্পবিপ্লুত লোচন)। বি. **বিপ্লুতি**—ধ্বংস, নাশ।

+ **বিফল**—[বহুব্রী] ণ. ফলহীন, ব্যর্থ, নিরর্থক (বিফল যত্ন; জীবন বিফলে গেল অথবা বিফল হল); মুষ্করহিত। স্ত্রী. **বিফলা**—কেতকী। বি. **বিফলতা**।

+ **বিবক্ষা**—[বচ্-সন্+অ+আপ্] বি. বলিবার ইচ্ছা। ণ. **বিবক্ষিত**—যাহা বলিতে ইচ্ছা করা হইয়াছে। **বিবক্ষু**—ণ. বলিতে অভিলাষী

+ **বিবৎসা**—[বস্+সন্+অ+আপ্] বি, বাস করিবার ইচ্ছা। [বি-বৎস, বহুব্রী. আপ্] ণ. স্ত্রী. যে গরুর বাছুর মরিয়া গিয়াছে, মৃতবৎসা।

+ **বিবদমান**—[বি-বদ্+শানচ্] ণ. বিবাদরত (বিবদমান পক্ষদ্বয়)।

+ **বিবন্ধু**—ণ. নির্বান্ধব; পিতৃহীন।

+ **বিবমিষা**—বি. বমি করিবার ইচ্ছা, বমনোদ্রেক। [বম্+সন্+অ+আপ্]।

+ **বিবর**—[বি-বৃ+অ] বি. ছিদ্র, রন্ধ্র (কর্ণবিবর); গর্ত (সর্পবিবর)। **বিবর-নালিকা**—বংশী।

+ **বিবরণ**—[বি-বৃ+অনট্] বি. বিবৃতি, বর্ণন: কাহিনী; ব্যাখ্যান। **বিবরণী**—বি. বিবরণ-পত্র বা পুস্তিকা। ণ. **বিবরণীয়**—বর্ণনযোগ্য।

বিবরা—ক্রি. (পদ্যে) বর্ণনা করা। **বিবরিয়া**—অস. ক্রি. বর্ণনা করিয়া, সবিস্তারে।

+ **বিবর্জক**—ণ. বর্জনকারী। **বিবর্জন**—বি. [বি-বর্জ্+অনট্] পরিত্যাগ। ণ. **বিবর্জিত**—ত্যক্ত; রহিত (দোষ-বিবর্জিত)। **বিবর্জনীয়**—ণ. পরিত্যাজ্য।

+ **বিবর্ণ**—[বহুব্রী] ণ. মলিন; ফ্যাকাসে; যাহার রং নষ্ট হইয়া গিয়াছে; বি হীনজাতি। **বিবর্ণ-ভাব**—মালিন্য।

+ **বিবর্ত**—[বি-বৃৎ+ঘঞ্] বি. ঘূর্ণন, আবর্তন; পরিবর্তন; নৃত্য; রূপের বিভিন্নতা; এক বস্তুর অন্য বস্তুরূপে প্রতীয়মান হওয়া (যেমন রজ্জুকে সর্প বলিয়া ধারণা হওয়া)। **বিবর্তবাদ**—অবিদ্যার প্রভাবে মিথ্যা জগৎ সত্য বলিয়া মনে হয়, কিন্তু অবিদ্যানাশে বোঝা যায় একমাত্র ব্রহ্ম সত্য—এই মত, মায়াবাদ। **বিবর্তন**—বিবর্ত, পরিবর্তন; এপাশ-ওপাশ করা; রূপান্তর গ্রহণ; অভিব্যক্তি, evolution (ক্রমবিবর্তন)। ণ. **বিবর্তিত**—আবর্তিত; পরিবর্তিত; সঞ্চালিত; ঘূর্ণিত (রোষ-বিবর্তিত আঁখি)।

+ **বিবর্ধক**—ণ. যে বা যাহা বাড়ায়, সম্যক্ বৃদ্ধি কারক (বলবিবর্ধক)। **বিবর্ধন**—[বি-বৃধ্+ণিচ্+অনট্] বি. বৃদ্ধি করা, বাড়াইয়া তোলা, সম্যক্ বর্ধন (তুষ্টি বিবর্ধন)। **বিবর্ধিত**—ণ. সম্যক্ বর্ধিত; সুপরিণত। **বিবর্ধী** (-র্ধিন্)—যাহা বর্ধিত করে, বিবর্ধক। (স্ত্রী. **বিবর্ধিনী**)। [বি-বৃধ্+ণিন্]

+ **বিবশ**—[বহুব্রী] ণ. অবশ; অবাধ্য; অচেতন; নিশ্চেষ্ট; বিহ্বল (শোক-বিবশা)।

+ **বিবসন**—[বহুব্রী] ণ. নগ্ন, উলঙ্গ। স্ত্রী. -না।

+ **বিবস্ত্র**—ণ. বস্ত্রহীন, উলঙ্গ [গ্রাম্য—বেবস্তর]।

+ **বিবস্বান্** (-স্বৎ)—(বিবিধ প্রকার আবরণ অর্থাৎ তেজোরূপ আবরণযুক্ত) বি. সূর্য; দেবতা। ণ. **বৈবস্বত**—সৌর। বি. ৭ম মনু। **বিবস্বতী**—সূর্যের পুরী।

বিবাগ—বি. বিরাগ; ধিক্কার; বিদেশ। **বিবাগী**, **বিবাগি**—[আ. বাগী ?—বিদ্রোহী] ণ. বিরাগী, সংসারের অথবা স্বজনের প্রতি যাহার ধিক্কার জন্মিয়াছে (বিবাগী হয়ে বেরিয়ে যাওয়া); অবাধ্য, অশান্ত, বাগ মানে না এমন ('ভ্রমর সেথা হয় বিবাগী'—রবি; 'বাহির পথে বিবাগি হিয়া'—রবি)।

+ **বিবাদ**—[বি-বদ্+ঘঞ্) বি. বিরোধ, কলহ; তর্ক; নালিশ, মোকদ্দমা। **বিবাদপদ**, **-বস্তু**—নালিশের বিষয়। **বিবাদ-বিসংবাদ**—ঝগড়া-বিবাদ, বাদ-প্রতিবাদ। **বিবাদী** (-দিন্)—[বি-বদ্+ণিন্] ণ. বিবাদকারী; বি. মোকদ্দমায় প্রতিপক্ষ, যাহার নামে নালিশ; সঙ্গীতে বিরোধী সুর (বিপ. বাদী); [বিবাদ+বাং, ঈ] ণ. অভিযোগের বিষয়ীভূত (বিবাদী সম্পত্তি)।

+ **বিবাস**—[বি-বস্+ঘঞ্] বি. দেশান্তরে বাস, প্রবাস। **বিবাসন**—নির্বাসন। [বি-বস্+ণিচ্+অনট্]। ণ. **বিবাসিত**—নির্বাসিত।

+ **বিবাহ**—[বি-বহ্+ঘঞ্—বিশেষরূপে পাওয়া অথবা অগ্নি সাক্ষী করিয়া স্বীকার] বি. দার-পরিগ্রহ, পরিণয়। (প্রাচীন হিন্দুমতে সাধারণতঃ আট প্রকার বিবাহ-বিধি প্রচলিত ছিল—ব্রাহ্ম, আর্ষ, প্রাজাপত্য, দৈব, আসুর, গান্ধর্ব, রাক্ষস, পৈশাচ)। **বিবাহ-কৌতুক**—বিবাহ-মঙ্গল;

বিবাহ-উৎসব ; বিবাহে হাতে যে সুতা বাঁধা হয়। **বিবাহাগ্নি**—যে অগ্নিকে সাক্ষী রাখিয়া বিবাহ হয়। **বিবাহার্হ, বিবাহ্য**—ণ. বিবাহযোগ্য। **বিবাহিত**—ণ. পরিণীত (বিবাহিত ব্যক্তি ; বিবাহিত জীবন)।

বিবি—বি. মুসলমান মহিলার সাধারণ পদবী (বর্তমানে অনেক ক্ষেত্রে বেগম প্রচলিত) ; স্ত্রী. (ডাক্তার সাহেবের বিবি ; মিঞা-বিবি—স্বামী-স্ত্রী) ; কর্ত্রী (সাহেব কিছু দেখে না, বিবি খুব কড়া) ; সাজসজ্জা-প্রিয় নারী (বিবি সাজা—বিপ. বাঁদী) ; ইউরোপীয় মহিলা, মেম (কয়েকজন সাহেব-বিবি) ; নারীমূর্তিযুক্ত তাস ; ণ. আয়েসী, বিলাসী (বিবি বউ) । **বিবিয়ানা**—মেমদের ন্যায় সাজসজ্জা বা বিলাসিতা। **বিবিজী**—বিবিজান ; ননদ। **বিবিনুর**—বিবি ফাতেমা, হজরত মুহম্মদের কন্যা। **বিবিজান**—বিবির প্রতি সম্মানসূচক আহ্বান। সম্মানিতা অথবা গৌরবময়ী বিবি (বিদ্রূপেও : বিবিজান চলে যান লবেজান করে)।

† **বিবিক্ত**—[বি-বিচ্ + ক্ত] ণ. বিজন, নির্জন ; একক, অসম্পৃক্ত ; বিশুদ্ধ, দোষহীন ; পবিত্র (বিবিক্তদৃষ্টি ; বিবিক্ত-চরিত্র) ; একাগ্র ; পৃথক্‌কৃত, পরিচ্ছন্ন ; বিবেকী । **বিবিক্ত শরণ**—নিভৃত গৃহ। **বিবিক্ত-সেবী** (-বিন্)—ণ. নির্জনতায় বাসকারী। স্ত্রী. **বিবিক্তা**—দুর্ভাগা।

† **বিবিক্ষা**—[বিশ্ + সন্ + অ + আপ্] বি. প্রবেশ করিবার ইচ্ছা। **বিবিক্ষু**—প্রবেশ করিতে ইচ্ছুক (বহ্নি-বিবিক্ষু পতঙ্গ)।

† **বিবিৎসা**—[বিদ্ + সন্ + অ + আপ্] বি. জানিবার ইচ্ছা, জিজ্ঞাসা। **বিবিৎসু**—ণ. জানিতে ইচ্ছুক, জিজ্ঞাসু। **বিবিদ্বান্**—সুপণ্ডিত। স্ত্রী. **বিবিদুষী**। **বিবিদিষা**—বিবিৎসা। **বিবিদিষু**—ণ. বিবিৎসু। [বি-বিধা, বহুব্রী

† **বিবিধ**—[বহুব্রী] ণ. নানাবিধ, নানা জাতির।

† **বিবুধ**—[বি-বুধ্ + অ—বিশেষজ্ঞ] বি. পণ্ডিত ; দেবতা। **বিবুধনাথ**—দেবপতি ধর্ম। **বিবুধ-রাজ**—ইন্দ্র। **বিবুধ-সদ্ম**—স্বর্গ। **বিবুধ-বনিতা,-স্ত্রী**—অপ্সরা।

† **বিবৃত**—[বি-বৃ + ক্ত] ণ. ব্যাখ্যাত ; বর্ণিত (কাহিনী বিবৃত করা) ; উন্মুক্ত, প্রসারিত (বিবৃত মুখ) ; প্রকাশিত, প্রকটিত। (বিপ. সংবৃত)। বি. **বিবৃতি**—বিবরণ ; ব্যাখ্যা ; উন্মোচন বা প্রসারণ ; বর্ণন ও মতামত প্রকাশ, statement (সংবাদ-পত্রে বিবৃতি দান)।

† **বিবৃত্ত**—[বি-বৃৎ + ক্ত] ণ. পরাবৃত্ত, ফেরানো ; ঘূর্ণিত (বিবৃত্তাক্ষ) । বি. **বিবৃত্তি**—চক্রবৎ ঘূর্ণন।

† **বিবৃদ্ধ**—[বি-বৃধ্ + ক্ত] ণ. সম্যক্ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত ; বিস্তারপ্রাপ্ত (বনস্পতির বিবৃদ্ধ শাখা-প্রশাখা)। বি. **বিবৃদ্ধি**—সম্যক্ বৃদ্ধি, প্রাচুর্য ; বাহুল্য ; অভ্যুদয়।

† **বিবেক**—[বি-বিচ্ + ঘঞ্] বি. বিচার, বিবেচনা (কার্যাকার্যবিবেক) ; সদসদ্‌জ্ঞান, ন্যায়-অন্যায় বোধ, conscience (তোমার বিবেকে বাধ্‌লো না ; বিবেকের দংশন ; বিবেকবান্) ; বৈরাগ্য ; তত্ত্বজ্ঞান ; প্রকৃতি ও পুরুষের ভেদজ্ঞান। **বিবেকবুদ্ধি**—ন্যায়ান্যায় বিষয়ক বিচার। **বিবেক-মন্থর**—ণ. যাহার বিচারক্ষমতা শিথিল, বিচার-মূঢ়। **বিবেকিতা**—বিচার-শীলতা; সদসদ্-বিচারশীলতা। **বিবেকী** (-কিন্) —ণ. বিচারশীল ; সদসদ্-বিচার সমন্বিত।

† **বিবেচক**—ণ. বিচারক্ষম, জ্ঞানী, বিবেকী ; সহানুভূতিশীল। [বি-বিচ্ + ণক]। **বিবেচন, বিবেচনা**—বিচার, পর্যালোচনা (হিতাহিত বিবেচনা)। ণ. **বিবেচিত**—বিচারিত, বিতর্কিত। **বিবেচনীয়, বিবেচ্য**—ণ. বিচার্য।

† **বিব্রত**—ণ. ব্যাকুল, ব্যতিব্যস্ত ; বিপন্ন। [বি-ব্রত, ব্রী.]।

† **বিভক্ত**—[বি-ভজ্ + ক্ত] ণ. বিভিন্ন; পৃথক্‌কৃত (দশভাগে বিভক্ত) ; চেরা, ভাগ-করা (গরুর খুর বিভক্ত) ; পৃথগন্ন (ভায়ে ভায়ে বিভক্ত ; বিভক্ত সংসার) ; সৌষ্ঠবসম্পন্ন (সুবিভক্ত গাত্রী) ; বিভাগকৃত, বণ্টিত। **বিভক্তি**—বি. বিভাগ, বণ্টন ; (ব্যাকরণে) সংখ্যা ও কারক-বোধক প্রত্যয়। **বিভক্তিজ**—পুত্রের সহিত পিতার পৃথগন্ন হওয়ার পরে পিতার যে সন্তান জন্মে।

† **বিভঙ্গ**—[বি-ভন্‌জ্ + ঘঞ্] বি. ভঙ্গি, অবস্থান বৈশিষ্ট্য ; লীলা (ভ্রূবিভঙ্গ ; তরঙ্গ-বিভঙ্গ) ; বিন্যাস, বিন্যাস-কৌশল (বচন-বিভঙ্গ) ; বক্রতা ; ছেদ ; খণ্ড।

বিভঙ্গি—[সং. বিভঙ্গ] ভঙ্গি ; প্রকার।

† **বিভজন**—[বি-ভজ্ + অনট্] বি. ভাগ করা। ণ. **বিভজনীয়, বিভজ্য**—বিভাজ্য। **বিভজ্যমান**—ণ. যাহা ভাগ করা হইতেছে।

† **বিভঞ্জন**—ণ. দূর করিতে সক্ষম, নাশক ; বি. দূরীকরণ। [বি-ভন্‌জ্‌+অনট্‌]। **বিঘ্ন-বিভঞ্জন**—বিঘ্ননাশকারী (পরমেশ্বর)।

† **বিভব**—[বি—ভূ+অ] বি. বিভুত্ব ; প্রভুত্ব ; ক্ষমতা ; মহত্ত্ব ; ঐশ্বর্য, বিত্ত (বিভবশালী)।

† **বিভা**—[বি—ভা+ক্বিপ্‌—যাহা বিশেষরূপে দীপ্তি পায়] বি. প্রভা,দীপ্তি, আলোক ; কান্তি ; সোহাগ। **বিভাকর, বিভাবসু**—সূর্য ; অগ্নি ; অর্কবৃক্ষ।

বিভা—(প্রাচীন বাংলা) বিবাহ।

† **বিভাগ**—[বি-ভজ্‌+ঘঞ্‌] বি. ভাগ, বণ্টন (পিতৃধন বিভাগ ; দেশ-বিভাগ) ; অংশ ; খণ্ড ; অফিস দোকান ইত্যাদির বিশেষ অংশ, department (আমাদের বস্ত্র-বিভাগে ভাল শাড়ী পাবেন ; সরকারের রাজস্ব-বিভাগ) ; রাজ্য বা প্রদেশের অংশ, division (প্রেসিডেন্সী, রাজশাহী—) ; দায়ভাগ। **বিভাগ-ধর্ম**—দায়ভাগ। **বিভাগ-পত্র**—বিভাগ-বিষয়ক দলিল। **বিভাগ-রেখা**—যে রেখা দুইটি অংশকে পৃথক্‌ করে। **বিভাগীয়**—ণ. ভাগ বা বণ্টন-সম্পর্কিত ; প্রদেশের অংশ-সম্পর্কিত (—কমিশনার) ; বহু বিভাগ-বিশিষ্ট (—বিপণি = Departmental Stores).

† **বিভাজক**—[বি-ভজ্‌+ণক] ণ. যে বা যাহা ভাগ করে, divider। স্ত্রী. **বিভাজিকা** (জল-বিভাজিকা = water-shed)। **বিভাজন**—ভাগ করা। **বিভাজ্য**—ণ. বিভাগযোগ্য, divisible ; (গণিতে) নির্দিষ্ট কোন রাশিদ্বারা ভাগ করিলে মিলিয়া যায় এমন (রাশি)। বি. **বিভাজ্যতা**।

† **বিভাব**—বি.(অলঙ্কার-শাস্ত্রে) যাহা স্থায়ী ভাবের বা রসের আলম্বনস্বরূপ বা উদ্দীপক (বিভাব দুই প্রকার—উদ্দীপন-বিভাব, আলম্বন-বিভাব)। [বি-ভূ+ঘঞ্‌]। **বিভাবক**—ণ. উদ্ভাবক ; প্রকাশক। **বিভাবন**—প্রকাশন ; প্রকটন ; অবধারণ ; চিন্তন ; নির্ণয় ; বিবেচনা। **বিভাবনা**—অর্থালঙ্কার-বিশেষ। **বিভাবনীয়, বিভাব্য**—ণ. চিন্তনীয়, অবধারণীয় ; দর্শনীয়। **বিভাবিত**—বিচিন্তিত, বিবেচিত, অনুভূত ; সেই ভাবনায় বা ভাবে পূর্ণ বা আবিষ্ট; দৃষ্ট ; প্রসিদ্ধ।

† **বিভাবরী**—[বি-ভা+বনিপ্‌ + ঈপ্‌—যাহা নক্ষত্রাদির দ্বারা বিভাত হয়] বি. রাত্রি।

† **বিভাবসু**—(বিভা যাহার ধন) বি. সূর্য ; অগ্নি ; চন্দ্র ; অর্কবৃক্ষ ; চিত্রক বৃক্ষ ; হার-বিশেষ।

† **বিভাষা**—বি. যে সব ভারতীয় ভাষা সংস্কৃত ভাষা হইতে উৎপন্ন নয় ; ইচ্ছানুযায়ী কল্পনা ; বিকল্প। [বি-ভাষা]।

† **বিভাস**—বি. রাগিণী-বিশেষ ; কিরণ, দীপ্তি, ছটা। **বিভাসা**—দীপ্তি, আলোক। ণ. **বিভাসিত**—উজ্জ্বলীকৃত, প্রকাশিত (বালসূর্য-বিভাসিত পূর্ব গগন)।

† **বিভিন্ন**—[বি- ভিদ্‌+ক্ত] ণ. বিবিধ, পৃথগ্‌ভূত (বিভিন্ন জাতির বিভিন্ন বেশ) ; অন্য ধরণের (বিভিন্ন প্রসঙ্গ) ; বিভক্ত, বিশ্লিষ্ট, বিদীর্ণ (তীক্ষ্ণ কিরণে কুহেলীজাল বিভিন্ন করিয়া) ; বিকসিত ; মিশ্রিত ; অপরিচ্ছন্ন ; বিহ্বলীকৃত।

† **বিভীতক**—(যাহা হইতে রোগভয় নাই, অথবা যাহা ভূতের আশ্রয়স্থল বলিয়া ভীতিকর) বি. বহেড়া গাছ। [সং]

† **বিভীষণ**—[বি-ভীষি+অনট্‌] ণ. ভয়ঙ্কর, অতি ভীষণ ; বি. রাবণের কনিষ্ঠ ভ্রাতা (দেখিলা সম্মুখে ......খুল্লতাত বিভীষণে বিভীষণ রণে—মধুসূদন) ; গৃহশত্রু। **বিভীষণ-বাহিনী**—বহিঃশত্রুর সাহায্যকারী জনগণ, fifth column, **ঘর-ভেদী বিভীষণ**—পরিবারের ক্ষতি করিবার জন্য বিপক্ষে যোগ দেয় এমন ব্যক্তি। **বিভীষা**—বি. ভয় প্রদর্শন। **বিভীষিকা**—বি, ভয় প্রদর্শন, (বাং) অত্যন্ত ভয়ের দৃশ্য বা চিন্তা (রাজনৈতিক বিভীষিকা দেখে আঁৎকে উঠেছি)।

† **বিভু**—[বি-ভূ+উ] ণ. সর্বব্যাপী, সর্বত্র গমনশীল ; নিগ্রহসমর্থ ; বি. প্রভু ; পরমেশ্বর ; ব্রহ্মা ; বিষ্ণু ; শিব। **বিভুতা,-ত্ব**—সর্বব্যাপকতা,প্রভুত্ব।

বিভুঁই—[বিভূমি] বি. বিদেশ, অপরিচিত দেশ (বিদেশ-বিভুঁই)।

† **বিভূতি**—[বি-ভূ+ক্তি] বি. অণিমা লঘিমা ব্যাপ্তি প্রাকাম্য মহিমা ঈশিত্ব বশিত্ব কামাবসায়িত্ব—শিবের এই অষ্টবিধ ঐশ্বর্য ; সমৃদ্ধি ; সম্পত্তি ; ভস্ম (বিভূতিভূষণ) ; (বৈষ্ণব-সাহিত্যে) শক্তির আভাস (সাক্ষাৎ-শক্তি নয়)। **বিভূতি-ভূষণ**—ণ. ভস্মই যাহার সজ্জা ; বি. মহাদেব।

† **বিভূষণ**—বি. আভরণ, অলঙ্কার ; শোভা। [বি-ভূষ্‌+অনট্‌]। (**পদ্ম-বিভূষণ**—ভারত-সরকারের প্রদত্ত খেতাব বা উপাধি বিশেষ)।

ণ. **বিভূষিত**—অলঙ্কৃত; শোভিত। **বিভূষা**—ভূষণ।

† **বিভেদ**—[বি-ভিদ্+ঘঞ্] বি. বিভিন্নতা, প্রভেদ, পার্থক্য; বিদারণ; মনোমালিন্য, শত্রুতা (সামদানবিভেদ; 'বিভেদ ভুলিল জাগায়ে তুলিল একটি বিরাট হিয়া'—রবি)। **বিভেদক**—ণ. যে বিভেদ ঘটায়, বিয়োজক, পৃথক্‌কারী। **বিভেদন**—বিভেদ সৃষ্টি করা, বিয়োজন। **বিভেদ্য**—ণ. বিভেদের যোগ্য, বিদারণীয়।

বিভোর, বিভোল—[সং. বিহ্বল] ণ. আত্মহারা, দিশাহারা (গন্ধে বিভোল দক্ষিণ বায়—রবি)। **বিভোলা**—বিভোল; বার্ধক্যহেতু দিশাহারা।

† **বিভ্রংশ**—বি. স্খলন, চ্যুতি, নাশ (চিত্ত-বিভ্রংশ)। ণ. **বিভ্রংশী** (-শিন্)—স্খলিত। **বিভ্রষ্ট**—স্খলিত, চ্যুত; নষ্ট। [বি-ভ্রন্‌শ্+ক্ত]

† **বিভ্রম**—[বি-ভ্রম্+ঘঞ্] বি. ভ্রম; সংশয়; সম্মোহ (চিত্ত-বিভ্রম, অধর্মে ধর্ম-বিভ্রম); লীলা; শোভা (রত্নহার-বিভ্রম); বিনোদ; বিলাস; নায়িকার মানসিক উত্তেজনা-জ্ঞাপক আচরণ, প্রিয়ের আগমনাদিতে হর্ষহেতু ভূষণাদির বিন্যাস ভুল করা। স্ত্রী. **বিভ্রমা**—বার্ধক্যের অবস্থা।

বিভ্রাট—বি. গণ্ডগোল, হাঙ্গামা, অব্যবস্থা ('মেয়েরা করেছে চুপ এতই বিভ্রাট'—রবি)। [বাং]

† **বিভ্রান্ত**—[বি-ভ্রম্+ক্ত] ণ. ভুল পথে গত বা চালিত, ভ্রমে পতিত, বিমূঢ় (মরীচিকা-বিভ্রান্ত)। বি. **বিভ্রান্তি**—ভ্রান্তি; ত্বরা।

বিমজ্জিম—[ফা. বমুজিব] অব্য. অনুযায়ী, দৃষ্টে, as per (বিমজ্জিম ভাউচার। সংক্ষেপে বিং)।

† **বিমণ্ডিত**—[বি-মণ্ড্+ক্ত] ণ. বিভূষিত; সজ্জিত; আবৃত।

† **বিমত**—[বি-মন্+ক্ত] ণ. অবজ্ঞাত, অগ্রাহ্য, অসম্মত, অপ্রিয়। বি. **বিমতি**—অনিচ্ছা, অসম্মতি; দুর্বুদ্ধি। মৎসর, স্ত্রী.]

† **বিমৎসর**—ণ. ঈর্ষাহীন, মাৎসর্যশূন্য। [বি-

বিমন, বিমনা—[সং. বিমনাঃ] ণ. অন্যমনস্ক; উদ্বিগ্ন; বিষণ্ণ; ব্যাকুল। **বিমনস্ক**—ণ. বিমনা। **বিমনায়মান**—ণ. বিমনা; বিষণ্ণ।

† **বিমর্দ**—[বি-মৃদ্+ঘঞ্] বি. মর্দন; ঘর্ষণ; চূর্ণন; মন্থন; পরিমল (কুসুম-বিমর্দ); বিকিরণ; বিনাশ; যুদ্ধ। **বিমর্দক**—ণ. নিষ্পেষক, নিপীড়ক; নাশক। **বিমর্দন**—ণ. নিপীড়ক; বিনাশকারী (অসুর-বিমর্দন); বি. নিষ্পেষণ, চূর্ণন, বিনাশ। ণ. **বিমর্দিত**—পিষ্ট; ঘৃষ্ট; দলিত; চূর্ণিত; মথিত। **বিমর্দী** (-দিন্)—বিমর্দনকারী। **বিমর্দোত্থ**—মর্দনজাত (সুগন্ধ)।

† **বিমর্শ,-ন**—[বি-মৃশ্+ঘঞ্, অনট্] বি. বিতর্ক, বিচার; তথ্যানুসন্ধান; যুক্তির দ্বারা পরীক্ষা করা; নাট্যের বিভাগ-বিশেষ (বিমর্ষ দ্রঃ)।

† **বিমর্ষ**—[সং] বি. অসহন; অক্ষমা; অসন্তোষ, নাট্যের বিভাগ-বিশেষ, যেখানে শাপাদি-হেতু বিঘ্নসৃষ্টি হয়; বিচার; বিষণ্ণতা; (বাং) ণ. বিষণ্ণ (সংবাদ শুনিয়া বিমর্ষ হইলেন)। **বিমর্ষিত**—ণ. বিষাদিত।

† **বিমল**—[বি-মল, বহুব্রী] ণ. নির্মল; স্বচ্ছ (বিমল সলিল); অকলঙ্ক, নির্দোষ (বিমল চরিত্র); উজ্জ্বল, তীক্ষ্ণ (বিমল কিরণ; বিমল বুদ্ধি)। স্ত্রী. **বিমলা**—ণ. মলশূন্যা; বি. শ্রীক্ষেত্রের দেবীমূর্তি-বিশেষ। **বিমল দান**—দেবতার প্রীতিসম্পাদনার্থ দান। **বিমল মণি**—স্ফটিক।

বিমা, বীমা—[ফা. বীম—ভয়] বি. মৃত্যু বা দুর্ঘটনা ঘটিলে জীবন সম্পত্তি বা বাণিজ্য দ্রব্যাদির ক্ষতিপূরণ প্রাপ্তি-বিষয়ক চুক্তি। **জীবনবীমা**—কিস্তিতে কিস্তিতে অল্প টাকা দিয়া ভবিষ্যতে নির্দিষ্ট বৎসরে বা মৃত্যুর পরে অধিক টাকা পাইবার চুক্তি, Life Insurance। **অগ্নি-বীমা**—আগুন লাগিয়া সম্পত্তি নষ্ট হইলে সে-সম্বন্ধে ক্ষতিপূরণ-প্রাপ্তি-সম্পর্কিত চুক্তি। এইরূপ—দাঙ্গা-বীমা, চুরি-বীমা, দুর্ঘটনা-বীমা, মোটর-বীমা ইত্যাদি।

† **বিমাতা** (-তৃ)—বি. মায়ের সপত্নী, সৎমা। **বিমাতৃজ**—বৈমাত্রেয় ভ্রাতা। স্ত্রী. -জা।

† **বিমান**—[বিগত মান অর্থাৎ উপমা যাহার—বহুব্রী] বি. দেবরথ, ব্যোমযান, উড়োজাহাজ, aeroplane; মন্দিরের গর্ভগৃহ; রথাদি; সপ্ততল গৃহ; রাজপ্রাসাদ, মণ্ডপ; ঘোটক; অসম্মান; (বাং) আকাশ, নভঃ ('কাঁপিত দূর বিমান'—রজনীসেন)।

বিমার—[ফা. বীমার] ণ. পীড়িত। বি. **বিমারী**—পীড়া।

† **বিমিশ্র**—[বি-মিশ্র্+অ] ণ. বিশেষভাবে মিশ্রিত, সম্পৃক্ত। (বিপ. অবিমিশ্র)।

† **বিমুক্ত**—ণ. বন্ধন হইতে মুক্ত, মুক্তিপ্রাপ্ত; পরিত্যক্ত, নিক্ষিপ্ত (চাপ-বিমুক্ত শর); শিথিলিত;

বন্ধনহীন, আলুলায়িত (বিমুক্ত কেশ)। [বি-মুচ্‌+ক্ত]। বি. **বিমুক্তি**—বন্ধন হইতে মোচন ; মোক্ষ।

+ **বিমুখ**—[বিরুদ্ধ মুখ যাহার] ণ. পরাঙ্মুখ, নিবৃত্ত ; প্রতিকূল, বাম ('দেবতা বিমুখ তারে—রবি); অপ্রসন্ন ; নারাজ, অনিচ্ছুক (প্রেম-বিমুখ)। বি., **বিমুখতা**—প্রতিকূলতা ; অনিচ্ছা ; পরাঙ্মুখতা।

+ **বিমুগ্ধ**—[বি-মুহ্‌+ক্ত] ণ. অত্যন্ত মুগ্ধ ; মোহপ্রাপ্ত ; বিমূঢ়। (বি. বিমোহ)।

+ **বিমূঢ়**—[বি-মুহ্‌+ক্ত] ণ. হতবুদ্ধি ; হিতাহিত-বোধশূন্য ; মোহাচ্ছন্ন (কিংকর্তব্যবিমূঢ় ; বিমূঢ়মতি) ; নির্বোধ, জড়বুদ্ধি।

+ **বিমৃশ্য(ষ্য)কারী** (-রিন্‌)—ণ. যে বিশেষ চিন্তা করিয়া কাজ করে। [বি—মৃশ্‌+য+কারিন্‌]। **বিমৃশ্য(ষ্য)বাদী** (-দিন্‌)—ণ. যে বিবেচনা করিয়া কথা বলে। [বিবেচিত।

+ **বিমৃষ্ট**—[বি—মৃশ্‌+ক্ত] ণ. বিচারিত,

+ **বিমোক্ষ, বিমোক্ষণ**—[বি-মোক্ষ্‌+ঘঞ্‌, অনট্‌] বি. সংসার-বন্ধন মোচন ; উদ্ধার ; পরিত্যাগ ; বিসর্জন (বাষ্পবিমোক্ষ)।

+ **বিমোচন**—[বি—মুচ্‌+অনট্‌] বি. বন্ধন মোচন, শিথিলীকরণ ; ণ. বন্ধনমোচনকারী ; বিনাশক (ভবভয়-বিমোচন)।

+ **বিমোহ**—বি. চিত্তের জড়তা বা মোহাচ্ছন্নতা ; বিচারে অসামর্থ্য। [বি-মুহ্‌+অ]। **বিমোহন**—মোহ জন্মানো ; ণ. যাহা মোহের সৃষ্টি করে (ত্রিলোক-বিমোহন রূপ)। ণ. **বিমোহিত**—একান্ত মোহিত ; মূর্ছিত ; হিতাহিত-জ্ঞানশূন্য। **বিমোহিনী**—মোহিনী, মনোহরা।

+ **বিম্ব**—বি. সূর্য ও চন্দ্রের মণ্ডল ; মণ্ডলের ন্যায় গোলাকার (নিতম্ব-বিম্ব) ; মূর্তি (প্রতিবিম্ব) ; তেলাকুচা ; জলবুদ্বুদ। [বী+ব]। **বিম্বক**—বিম্ব। **বিম্বা, বিম্বী, বিম্বিকা**—জলবুদ্বুদ ; তেলাকুচার গাছ ; চন্দ্র ও সূর্য-মণ্ডল। **বিম্বাগত, বিম্বিত**—প্রতিফলিত। **বিম্বাধরা**—পাকা তেলাকুচার মত রক্তবর্ণ ওষ্ঠাধর সম্পন্না।

+ **বিম্বোষ্ঠ, বিম্বৌষ্ঠ**—বি., ণ. পাকা তেলাকুচার মত রক্তবর্ণ ওষ্ঠ, অথবা সেরূপ ওষ্ঠ-বিশিষ্ট (স্ত্রী. -**বিম্বোষ্ঠা, -বিম্বোষ্ঠী**)। [বিম্ব+ওষ্ঠ]

+ **বিয়ৎ**—[বি—যম্‌+ক্বিপ্‌—যাহা ক্ষয়প্রাপ্ত হয় না] বি. আকাশ। **বিয়ৎচর**—আকাশ-চারী। **বিয়ৎচারী** (-রিন্‌)—ণ. আকাশ-চারী ; চিল পক্ষী। **বিয়ৎগঙ্গা**—মন্দাকিনী। **বিয়ন্মণি**—সূর্য।

বিয়ন্ত—ণ. সদ্যঃ প্রসব করিয়াছে যে (-গাই)।

বিয়া, বিয়ে—বি. বিবাহ।

বিয়াই, বেয়াই—বি. বৈবাহিক, পুত্রের বা কন্যার শ্বশুর। স্ত্রী. **বি(বে)য়াইন, বেয়ান**।

বিয়াকুল, বেয়াকুল—ণ. ব্যাকুল। (কাব্যে)।

বিয়ান—বি. বিহান, প্রভাত (গ্রাম্য-কথ্যভাষায় ও কাব্যে ব্যবহৃত) ; প্রসব (এক বিয়ানের গাই) ; বেয়ান, পুত্র বা কন্যার শাশুড়ী বা শাশুড়ীস্থানীয়া।

বিয়ানো—ক্রি. প্রসব করা। (সাধারণতঃ পশু সম্পর্কে ব্যবহৃত হয় ; মানুষ সম্বন্ধে গ্রাম্য মেয়েলি ভাষায় ব্যবহৃত হয়)। **বছর-বিয়ানী**—প্রত্যেক বৎসরে যাহার বাচ্চা বা সন্তান হয় (মানুষ সম্বন্ধে অবজ্ঞার্থে ; পশু সম্বন্ধে সাধারণতঃ 'বছর-বিয়েনে' ব্যবহৃত হয়)।

বিয়াবান—[ফা.] বি. মরুভূমি, জনমানবহীন স্থান ('জনহীন এ বিয়াবানে মিছা পস্তানো আর' —নজরুল ইস্‌লাম)।

বিয়াল্লিশ—[সং. দ্বাচত্বারিংশৎ] ৪২ এই সংখ্যা। **বিয়াল্লিশ বাজনা**—ছয় রাগ ও ছত্রিশ রাগিণী ; বহু ধরণের বাজনা।

বিয়াস্তা—ণ. বিবাহিত ('বিয়েস্তো'ও বলে)। **বিয়েস্তো মেয়ে**—যে মেয়ের বিবাহ হইয়াছে ; **বিয়েস্তো সোয়ামী**—প্রথম বিবাহের স্বামী, সাঙ্গার বা নিকার নহে। (গ্রাম্য)।

+ **বিযুক্ত**—[বি—যুজ্‌+ক্ত] ণ. বিচ্ছিন্ন, সংযোগ-হীন ; বিহীন। **বিযুত**—যোগহীন, অসংলগ্ন।

বিয়ে, বে—বি. বিবাহ। **বিয়ে-পাগলা**—বিবাহ করিবার জন্য অতিশয় ব্যাকুল। **বিয়েবাড়ী**—যে বাড়ীতে বিবাহ হইতেছে ; বিবাহ-বাড়ীর মত লোক-সমাগম ও আনুষঙ্গিক ধুমধাম-যুক্ত স্থান। **বিয়েভাটি**—বিবাহকালে বরপক্ষের দেয় চাঁদা। **বিয়ের ফুল ফোটা**—বিবাহের সম্পূর্ণ সম্ভাবনা দেখা দেওয়া।

+ **বিয়োগ**—[বি—যুজ্‌+ঘঞ্‌] বি. বিচ্ছেদ ; বিরহ ; মৃত্যু (বাংলায় সাধারণতঃ মৃত্যু অর্থেই ব্যবহৃত হয়—স্বজন-বিয়োগ ; পত্নী-বিয়োগ ; বন্ধু-বিয়োগ) ; (গণিতে) রাশির ব্যবকলন,

এক রাশি হইতে অন্য রাশি বাদ দেওয়া, subtraction (বিয়োগ-ফল)। **বিয়োগান্ত**—ণ. যাহার অন্তে বিচ্ছেদ কিংবা মৃত্যু, tragic. **বিয়োগান্ত নাটক**—যে নাটকের অবসান নায়ক-নায়িকার বিচ্ছেদে অথবা মৃত্যুতে, tragedy। **বিয়োগী** (-গিন্)—ণ. বিরহী।

† **বিয়োজন**—বি. বিশ্লেষণ, বিয়োগ। [বি-যুজ্+অনট্]। ণ. **বিয়োজিত**—বিশ্লিষ্ট, পৃথক্কৃত, বিচ্ছিন্ন (প্রিয়া-বিয়োজিত যক্ষ)।

† **বিরক্ত**—[বি—রন্জ্+ক্ত] ণ. বিরাগী, উদাসীন, নিস্পৃহ (বিষয়-বিরক্ত সন্ন্যাসী); (বাং.) অপ্রসন্ন, চটা; জ্বালাতন (শুনে বিরক্ত হচ্চ বোঝা যাচ্ছে; বিরক্ত করে মারলে)। বি. **বিরক্তি**—বৈরাগ্য; অনমুরাগ; অসন্তোষ; দিকদারি; চটা ভাব (বিরক্তির উদ্রেক করা)। **বিরক্তি-কর,-জনক**—ণ. যাহাতে লোক চটিয়া যায়, অসন্তোষকর।

† **বিরচন,-না**—বি. রচনা, যত্নপূর্বক প্রস্তুত করা ('বাসরঘরের দুয়ারে করালে পূজার অর্ঘ্য বিরচন'—রবি; কবরী বিরচনা)। ণ. **বিরচিত**—যত্নসহকারে নির্মিত; প্রণীত; গ্রথিত।

† **বিরজ**—ণ. ধূলিহীন, নির্মল (বিরজ পথ); শুদ্ধ, অপাপবিদ্ধ; বি. বিষ্ণু। [বি-রজস্, ব্রী]

† **বিরজা**—বি. জগন্নাথ-ক্ষেত্র; যযাতির মাতা; দুর্গামূর্তি-বিশেষ; রাধিকার সখী বিঃ; নদী বিঃ; ণ. বিরজস্কা। **বিরজীকৃত**—যাহা ধূলিশূন্য করা হইয়াছে; রজোগুণ-বর্জিত।

† **বিরত**—[বি-রম্+ক্ত] ণ. নিবৃত্ত, ক্ষান্ত। বি. বি. **বিরতি**—নিবৃত্তি, বিরাম (কর্মবিরতি); যতি; বৈরাগ্য (বিষয়ে বিরতি)।

† **বিরল**—[বি-রা+অল] ণ. অত্যল্প, দুর্লভ (এমন লোক বিরল); ফাঁক-ফাঁক, অনিবিড় (বিরল বসতি; বিরল কেশ); বি. নির্জন স্থান ('বসিয়া বিরলে থাকয়ে একলে'—চণ্ডীদাস)। **বিরল কথন**—বিরলে বা নির্জনে আলাপ-আলোচনা।

† **বিরস**—ণ. রসহীন; শ্রুতিকঠোর; স্বাদহীন; শুষ্ক, নিরানন্দ (-বদন)। [বি-রস, বহুব্রী]।

† **বিরহ**—[বি-রহ্+অ] বি. নায়ক-নায়িকার পরস্পরের অদর্শনজনিত দুঃখ; বিচ্ছেদ (হেরি অহরহ তোমারি বিরহ ভুবনে রাজে হে—রবি)। **বিরহ-বিধুর**—ণ.বিরহকাতর। ণ.**বিরহিত**—বিহীন, বর্জিত (কাণ্ডজ্ঞান-বিরহিত)। **বিরহী** (-হিন্)—ণ. বিরহহেতু কাতর। স্ত্রী. ণ. **বিরহিণী**। **বিরহোৎকণ্ঠিতা**—ণ. প্রিয়সমাগমে বিলম্ব হেতু উৎকণ্ঠিতা।

† **বিরাগ**—[বি-রন্জ+ঘঞ্] বি. বিতৃষ্ণা, বিরক্তি, অননুরাগ (সংসারের প্রতি বিরাগ জন্মেছে)। **বিরাগী** (-গিন্)—আসক্তিহীন, উদাসীন (সংসারবিরাগী পুরুষ)।

† **বিরাজ**—[বি-রাজ্+ঘঞ্] বি. শোভমান হইয়া অবস্থান; বিরাট্ পুরুষ, পরমেশ্বর। **বিরাজ করা**—শোভা পাওয়া, সগৌরবে অবস্থান করা (সংস্কৃতের গণ্ডোপরি বিরাজ করে বিস্ফোটক—সত্যেন্দ্রনাথ)। **বিরাজমান**—ণ. শোভমান; বিদ্যমান (সশরীরে বিরাজমান)। **বিরাজিত**—ণ. শোভিত; দীপ্ত। **বিরাজা**—শোভা পাওয়া; অবস্থিতি করা (ত্রিভুবন তোমাদের প্রত্যক্ষে বিরাজে—রবি)।

† **বিরাট্**—[বি-রাজ্+ক্বিপ্, বিশেষ ভাবে দীপ্তিমান্] বি. সর্বব্যাপী পুরুষ, পরমেশ্বর; ছন্দো-বিশেষ; যে রাজার আয় বৎসরে দুই হইতে দশ কোটি রৌপ্যমুদ্রা; ক্ষত্রিয়; স্বায়ম্ভুব মনু; ণ. দিগন্তবিস্তৃত, বিশ্বব্যাপী, উদার (বিরাট্ অম্বর); অতি প্রকাণ্ড, মহান্ (বিরাট্ দেহ; বিরাট্ আত্মা; বিরাট্ শৃঙ্গ); খুব সমৃদ্ধ (বিরাট অবস্থার লোক; বিরাট্ ধনী)।

† **বিরাট**—প্রাচীন ভারতের দেশ-বিশেষ, মৎস্যদেশ; সে দেশের রাজা; মহাভারতের বিরাট-পর্ব (বিরাট-পাঠ)। [বি-রট্+ঘঞ্] **বিরাট-তনয়**—উত্তর। **বিরাটতনয়া, বিরাট-নন্দিনী**—উত্তরা।

বিরানব্বই,-নব্বুই—(সং. দ্বিনবতি) ৯২ এই সংখ্যা।

বিরান—[ফা. বীরান] ণ. জনমানবহীন, বসতিহীন (রোজ বহু লোক মরছে, মুল্লুক বিরান হয়ে গেল)। **বিরানা**—ণ. যাহা জনমানবহীন বা বসতিহীন হইয়া পড়িয়াছে, বেগানা, নিঃসম্পর্ক।

† **বিরাম**—[বি-রম্+ঘঞ্] বি. বিশ্রাম ('মহীর কোলে লভয়ে বিরাম'—মধু); নিবৃত্তি, ছেদ, অবসান (কাজের আর বিরাম নাই); (ব্যাকরণে) পরবর্ণাভাব; হসন্ত-চিহ্ন।

† **বিরাল**—[সং.] বি. বিড়াল (কথ্য—

বেরাল)। স্ত্রী. **বিরালী**। **বিরালাক্ষ**—রুদ্রাক্ষের মত জপমালায় ব্যবহৃত ফল-বিশেষ।

বিরাশি,-শী—[সং. দ্ব্যশীতি] ৮২ এই সংখ্যা। **বিরাশী সিক্কার ওজন**—৮২ রূপার টাকার অর্থাৎ ৮২ তোলার ওজন, পাকা ওজন; যাহাতে কিছুমাত্র কমতি নাই। **বিরাশীসিক্কা ওজনের চাপড়**—প্রবলতম চপেটাঘাত।

বিরি,-রী—[সং. ব্রীহি] বি. বিউলি, কালো কলাই।

বিরিঞ্চ, বিরিঞ্চি—[বি-রচ্‌+ই] ব্রহ্মা; বিষ্ণু; শিব।

+ **বিরুদ্ধ**—[বি-রুধ্‌+ক্ত] ণ. প্রতিকূল; বিপরীত, উল্টা (বিরুদ্ধ শক্তি; বিরুদ্ধ ভাব; পরস্পরবিরুদ্ধ; ন্যায়ধর্মের বিরুদ্ধ)। **বিরুদ্ধ ভোজন**—এক সঙ্গে এমন সব খাদ্য গ্রহণ যে-সব গুণে পরস্পরের বিরোধী (যথা, দুধ ও লবণ)। **বিরুদ্ধাচরণ**—প্রতিকূল ব্যবহার। **বিরুদ্ধাচারী** (-রিন্)—বিরোধী, বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান।

+ **বিরূপ**—[বি-রূপ, ব্রী.] ণ. কুরূপ, বিকট; প্রতিকূল, বিমুখ, অপ্রসন্ন (বিধি বিরূপ হল)। বি. **বিরূপতা**—প্রতিকূলতা, অসন্তোষ (ভাগ্যের বিরূপতা)। স্ত্রী. **বিরূপা**—কণ্টকবৃক্ষ-বিশেষ, আলকুশি লতা। **বিরূপাক্ষ** (বিরূপ অর্থাৎ কুৎসিত অক্ষি যাহার—বহুব্রী) বি. শিব। (বিপ. বিশালাক্ষ)। স্ত্রী. **বিরূপাক্ষী**—ত্রিনয়না দুর্গা।

+ **বিরেচক**—ণ. যাহা মল নিঃসারণ করায়; বি. জোলাপ। [বি-রিচ্‌+ণক]। **বিরেচন**—মল নিঃসারণ; জোলাপ।

+ **বিরোচন**—[বি-রুচ্‌+অনট্] ণ. উদ্ভাসক; বি. সূর্য; চন্দ্র; অগ্নি; বিষ্ণু; প্রহ্লাদের পুত্র, বলিরাজার পিতা।

+ **বিরোধ**—[বি-রুধ্‌+ঘঞ্] বি. বৈষম্য, মতভেদ (শাস্ত্রের সঙ্গে শাস্ত্রের বিরোধ); অ-বনিবনাও; কলহ; শত্রুভাব (দুই পরিবারের মধ্যে বহু কালের বিরোধ); অর্থালঙ্কার-বিশেষ ('অচক্ষু সর্বত্র চান, অকর্ণ শুনিতে পান, অপদ সর্বত্র গতাগতি'—ভারতচন্দ্র)। **বিরোধাভাস**—অর্থালঙ্কার বিশেষ। **বিরোধ করা**—কলহ করা; বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হওয়া। **বিরোধ বাধা**—শত্রুতার সৃষ্টি হওয়া; যুদ্ধ বাধা। **বিরোধিত**—যাহারপ্রতিকূলতা করাহইয়াছে। **বিরোধী**(-ধিন্)—ণ. প্রতিকূল, বিরুদ্ধ, অসঙ্গত (শাস্ত্রবিরোধী আচার;) শত্রুভাবাপন্ন, বিদ্বেষী (নব্য তন্ত্রের ঘোর বিরোধী)। **বিরোধোক্তি**—কাব্যালঙ্কার-বিশেষ, আপাততঃ বিরুদ্ধভাবাপন্ন উক্তি।

+ **বিল**—[বিল্ (ভেদ করা)+অ] বি. ছিদ্র, গর্ত; গুহা; (বাং) স্রোতোহীন বৃহৎ জলভাগ যাহা সাধারণতঃ নদীর গতির পরিবর্তনে উৎপন্ন হয়। **বিলবাসী** (-সিন্), **বিলেবাসী** (-সিন্)—গর্তবাসী (বিলেবাসী সর্প)। **বিলশয়, বিলেশয়**—সর্প; নকুল; শশক। ণ. **বিলাম, বিলে** (বিলে মাছ; বিলে জমি)।

বিল—[ইং bill] বি. বিক্রীত দ্রব্যের যে বর্ণনা ও হিসাব ক্রেতাকে দেওয়া হয় (বিল পরিশোধ করা); মঞ্জুরির জন্য বিধান-সভায় উপস্থাপিত খসড়া অবস্থার আইন।

বিলকুল—[আ.] ণ. সম্পূর্ণ, স্রেফ, একদম (বিলকুল হারাম—সম্পূর্ণ শাস্ত্র-নিষিদ্ধ)।

+ **বিলক্ষণ**—[বি-লক্ষ্‌+অনট্] ণ. অসামান্য, যথেষ্ট (বিলক্ষণ দাম); আলাদা, ভিন্ন; অব্য. বেশ ভাল, বেশ ভাল কথা (কিছু বলতে চাও? বিলক্ষণ, বল বল); বহু পরিমাণে, প্রচুরভাবে (বিলক্ষণ বেড়েছে)।

+ **বিলগ্ন**—ণ. সংলগ্ন, সংসক্ত (শিখর-বিলগ্ন মেঘ); কৃশ, ক্ষীণ (বিলগ্নমধ্যা—যে নারীর কটিদেশ ক্ষীণ); জন্ম-লগ্ন।

+ **বিলজ্জ**—ণ. বিগতলজ্জ, বেহায়া। [বি-লজ্জা, বহুব্রী]। **বিলজ্জমান**—ণ. খুবলজ্জায় পড়িয়াছে এমন।

+ **বিলপন**—[বি-লপ্‌+অনট্] বি. বিলাপ; রোদন। ণ. **বিলপমান**—যেবিলাপকরিতেছে।

বিলফেল—[আ.] অব্য. উপস্থিত মত, উপস্থিত ক্ষেত্রে।

+ **বিলম্ব**—[বি-লম্ব্‌+অ] বি. দেরী, গৌণ (পৌঁছিতে বিলম্ব হইল); লম্বমান অবস্থা। **বিলম্বন**—বি. বিলম্ব, দেরী; লম্বিতথাকা, ঝুলন। ণ. **বিলম্বিত**—যাহা ঝুলিতেছে (কণ্ঠ-বিলম্বিত হার; আগুল্ফ-বিলম্বিত কেশদাম); চিরায়িত, ধীর (বিলম্বিত লয়)। **বিলম্বী** (-ম্বিন্)—ণ. লম্বমান (আজানু-বিলম্বী ভুজ); সংসক্ত (অস্তাচল-চূড়া-বিলম্বী কিরণ-কেতন); অক্রান্ত।

+ **বিলয়**—[বি-লী+অ] বি. লয়; প্রলয়;

নাশ ; মৃত্যু ; অবসান ; অন্তর্ধান। **বিলয়ন** —বিলয় ; বিলয় সাধন ; দ্রবীভূত হওয়া।

+ **বিলসন**—[বি-লস্+অনট্] বি. বিলাস; লীলা; দীপ্তি ; স্ফুরণ ; বিহার। **বিলসিত**—ণ. স্ফুরিত ; দীপ্ত ; শোভিত; ক্রীড়িত ; বি. বিলাস।

বিলাই—[হি. বিল্লি ; সং. বিরাল] বি. বিড়াল।

বিলাত—[আ. বিলায়ত—বসতিপূর্ণ স্থান ; বসতি] বি. ইংলণ্ড ; ইয়োরোপ ও আমেরিকা (বিলাত-ফেরত) ; ভাণ্ডার ; রাজস্ব ; কারবারে যে টাকা খাটানো হয়। **বিলাত পড়া**—কারবারের টাকা আদায় না হওয়া। **বিলাত বাকী**—কারবার-সংক্রান্ত অনাদায়ী টাকা, bad debt। **বিলাতি,-তী,বিলায়তী**—ইংলণ্ডে প্রস্তুত ; বিদেশী (**বিলাতী আলু**=গোল আলু। **বিলাতী বেগুন**=টম্যাটো)। **বিলাতী কায়দা**—ইয়োরোপ ও আমেরিকার লোকদের ধরণধারণ। **বিলাতীয়ানা**—চালচলনে ইয়োরোপীয় কায়দাকানুন।

বিলানো—ক্রি.বিতরণ করা,বিনামূল্যে প্রচুরভাবে দেওয়া (ঘরে ঘরে হরিনাম বিলানো)।

+ **বিলাপ**—[বি-লপ্ (বলা, খেদ করা)+ঘঞ্] বি. খেদপূর্ণ উক্তি, পরিদেবন (বিলাপ করেন রাম লক্ষ্মণের আগে—কৃত্তিবাস) ; করুণ ক্রন্দন। **বিলপন**—খেদ প্রকাশ ; করুণ ক্রন্দন। **বিলাপী** (-পিন্)—ণ. বিলাপকারী (উচ্ছ্বাসে বিলাপী যথা—মধুসূদন)।

+ **বিলাস**—[বি-লস্+ঘঞ্] বি. ক্রীড়া ; স্ফুরণ ; আনন্দময় প্রকাশ, লীলা (আমি তো বুঝি না কী লাগি তোমার বিলাস হেন—রবি ; আলস্য-বিলাস ; রস-বিলাস ; মুরলী-বিলাস) ; লীলায়িত ভঙ্গি বা হাবভাব ; বিহার ; প্রিয়ের দর্শন-হেতু মুখচোখ গমনভঙ্গি প্রভৃতির বিশেষত্ব ; শোভা ; আবির্ভাব ; সৌখীনতা, বাবুগিরি (বিলাস-দ্রব্য)। **বিলাস-কানন**—প্রমোদবন। **বিলাস-বাসনা**—বিলাসিতা ও সুখভোগের বাসনা। **বিলাসবিভ্রম**—হাবভাবের ছটা ; আনন্দময় প্রকাশের দীপ্তি বা মোহনীয়ত্ব। **বিলাসবেশ**—নাগর বা নাগরীর বেশ। **বিলাস-ব্যসন**—অত্যধিক ভোগ-বিলাস। বি. **বিলাসিতা**—বাবুগিরি। **বিলাসী** (-সিন্) —ণ. সৌখীন ; বিহারকারী (ঊর্মিলা-বিলাসী—মধুসূদন)। স্ত্রী. **বিলাসিনী**—বিলাসযুক্তা ; বি. নাগরী (বৃন্দাবন-বিলাসিনী রাই) ; রমণী ; সুন্দরী ; বারবণিতা।

বিলি—(হি.বিলানা) বি.বিনামূল্যে দান (যা ছিল সব বিলি করা হয়েছে) ; নিয়ম অনুসারে বণ্টন (চিঠিবিলি করা) ; প্রজার সহিত বন্দোবস্ত (জমি বিলি করা)। **বিলি-বন্দোবস্ত**—নিয়ম অনুসারে বন্দোবস্ত অথবা বন্দোবস্তমূলক বিতরণ। **কাজের বিলি-ব্যবস্থা**—কাজ ভাগ করিয়া দিয়া করাইবার সুব্যবস্থা।

+ **বিলীন**—[বি-লী+ক্ত] ণ. যাহা মিশিয়া বা মিলিয়া গিয়াছে (অন্ধকারে বিলীন হইয়া গেল) ; প্রচ্ছন্ন (শাখা-বিলীন পক্ষী) ; লয়প্রাপ্ত (ব্রহ্মে বিলীন হওয়া) ; বিনষ্ট। **বিলীয়মান**—ণ. যাহা অন্তর্হিত হইতেছে।

+ **বিলুণ্ঠন**—[বি-লুণ্ঠ্+অনট্] বি. লুণ্ঠন, লুট করা ; ভূতলে লুণ্ঠন, লুটানো। ণ. **বিলুণ্ঠিত**।

+ **বিলুপ্ত**—ণ. যাহা লোপ পাইয়াছে, বিনষ্ট ; অন্তর্হিত (বিলুপ্ত গৌরব)। [বি-লুপ্+ক্ত]।

+ **বিলেখন,-নি**-বি. আঁচড়ানো ; আঁচড়। [বি-লিখ্+অনট্]।

+ **বিলেপ, বিলেপন**—[বি-লিপ্+ঘঞ্, অনট্] বি. লেপন করিবার গন্ধদ্রব্য চন্দন-কুঙ্কুমাদি। স্ত্রী. **বিলেপনী**—(বিলেপন যাহার অঙ্গ শোভন) সুবেশা স্ত্রী।

+ **বিলোকন**—[বি-লোক্+অনট্] বি. অবলোকন, দর্শন, দৃষ্টিপাত ; নয়ন। ণ. **বিলোকনীয়**—দর্শনীয় ; সুদৃশ্য। **বিলোকিত**—অবলোকিত, বীক্ষিত, দৃষ্ট।

+ **বিলোচন**—[বি-লোচ্+অনট্] বি. লোচন, চক্ষু (**বিলোচন-পথ**—নেত্রপথ, যতদূর দেখা যায় ; সর্বপ্রাণিবিলোচন সূর্য) ; দর্শন, দৃষ্টি ; বিরূপাক্ষ, শিব (যবে বিবাহে চলিলা বিলোচন—রবি)।

+ **বিলোড়ন**—[বি-লোড্ (মন্থন করা)+অনট্] বি. আলোড়ন, মন্থন। ণ. **বিলোড়িত**—আলোড়িত, মথিত ; বি. তক্র।

+ **বিলোপ**—[বি-লুপ্+ঘঞ্] বি. সম্পূর্ণ লোপ ; তিরোধান ; বিনাশ, মৃত্যু (ন্যায়-ধর্মের বিলোপ সাধন)। **বিলোপক**—ণ. বিলোপ-কারী। **বিলোপন**—বিলোপ সাধন ; তিরোভাব।

† **বিলোভন**—[বি-লুভ্+অনট্] বি. লোভ প্রদর্শন, বিমোহন ; লোভনীয় বস্তু।

† **বিলোম**—[বহুব্রী]ণ. বিপরীত, উল্টা ; বিপরীত ক্রমযুক্ত (বিলোম পাঠ—বিপরীত বা উল্টা দিক হইতে পাঠ) ; প্রতিলোম ; সুরের অবরোহণ। **বিলোমজ**—ক্ষত্রিয়ের ঔরসে ব্রাহ্মণীর গর্ভজাত অথবা বৈশ্যের ঔরসে ক্ষত্রিয়ার গর্ভজাত (সন্তান)। **বিলোমজিহ্ব**—হস্তী। **বিলোম বর্ণ**—বর্ণসঙ্কর জাতি।

বিলোল—[বি-লুল্+অ] ণ. চঞ্চল, চপল (বিলোল কটাক্ষ) ; লোলুপ ; দোলায়মান। **বিলোলিত**—দোলায়মান (উরসি বিলোলিত চাঁচর কেশ—বিদ্যাপতি)।

বিল্টি—[ইং billet] বি. যে মাল চালান দেওয়া হইয়াছে তাহার রসিদ বা ফর্দ।

বিল্লী—[হি.] বিড়াল ; বিড়ালী।

‡ **বিল্ব**—[বিল্+বন্] বি. বেলগাছ ও বেল ; পল-পরিমাণ।

বিশ—[সং. বিংশতি] কুড়ি ; ধান্যের মাপ-বিশেষ ; [বিশ্+অ] বৈশ্যজাতি ; মৃণাল। **দশবিশ**—কতিপয় (দশবিশ জন এসে জুটল)।

† **বিশদ**—[বি-শদ্ (গমন করা, নির্মল হওয়া) +অ] ণ. শুক্ল, ধবল (বিশদ-বসনা) ; নির্মল ; স্পষ্ট, পরিস্ফুট (বিশদ বিবরণ, ব্যাখ্যা) ; মেঘমুক্ত ; নিষ্কলঙ্ক (বিশদাকাশ ; বিশদ যশ)। **বিশদ-প্রজ্ঞ**—যাঁহার বুদ্ধি নির্মল ও উজ্জ্বল। [বহুব্রী]

† **বিশল্য**—ণ. শল্য-রহিত ; যাতনাশূন্য ; নিরুদ্বেগ। **বিশল্যকরণী**—রামায়ণোল্লিখিত বেদনা-নিবারক ওষধি বিশেষ। **বিশল্যা**—গুলঞ্চ ; অগ্নিশিখা বৃক্ষ ; ত্রিপুটা ; অজমোদা।

বিশাই—বিশ্বকর্মা।

† **বিশাংপতি**—বি. রাজা। [সং]

† **বিশাখ**—[বি-শাখা, ব্রী.] ণ. শাখাহীন ; বি. ধনুর্ধারীদের পদের সংস্থান-বিশেষ ; পুনর্নবা ; [বিশাখা+অ] কার্তিক।

† **বিশাখা**—বি. নক্ষত্র-বিশেষ ; রাধিকার সখী-বিশেষ। [সং]। [(অলুক্ সমাস)।

† **বিশাম্পতি**—বি. মানুষদের পতি, রাজা।

† **বিশারদ**—[বিশিষ্টা শারদা যাহার—বহুব্রী.] ণ. পণ্ডিত ; নিপুণ (কূটনীতিবিশারদ ; রণ-বিশারদ) ; প্রগল্ভ ; নিজ ক্ষমতায় বিশ্বাসবান্।

† **বিশাল**—[বি+শালচ্] ণ. বৃহৎ, বিপুল (বিশাল হৃদয় ; বিশাল প্রান্তর) ; আয়ত দীর্ঘ ও শক্তিশালী (বিশাল বাহু) ; প্রখ্যাত, মান্য বিশাল কুল) ; প্রচণ্ড, অজেয় (বিক্রমে বিশাল)। **বিশালত্বক্** (-চ্)—সপ্তপর্ণ বৃক্ষ। **বিশালা**—উজ্জয়িনী নগরী ; তীর্থ-বিশেষ। **বিশালাক্ষ**—ণ আয়ত-নেত্র ; বি. শিব ; গরুড় ; বিষ্ণু। স্ত্রী. **বিশালাক্ষী**—ণ. আয়তলোচনা ; বি. দুর্গা। **বিশালোরস্ক**—বিশালবক্ষাঃ।

† **বিশিখ**—[বিশিষ্ট শিখা (অগ্রভাগ) যাহার—বহুব্রী] বি. বাণ ; শর গাছ ; তোমর ; ণ. শিখা-হীন, উত্তাপহীন (বিশিখ অগ্নি)। স্ত্রী. **বিশিখা**—খন্তা, চরকার টেকো ; যে গৃহে রোগী থাকে, nursing home।

† **বিশিষ্ট**—[বি-শিষ্+ক্ত] ণ. বিশেষত্বযুক্ত, বিলক্ষণ, অ-সামান্য, মর্যাদা-সম্পন্ন (বিশিষ্ট নেতা ; বিশিষ্ট কুল) ; ভিন্ন, পৃথক, স্বতন্ত্র, particular. (সাহিত্যে সাধারণ ও বিশিষ্টের বোধ ; ব্রাহ্মণের বিশিষ্ট কর্ম ছিল যজন-যাজন) ; যুক্ত, সংবলিত (গুণ-বিশিষ্ট)। **বিশিষ্ট গুরুত্ব**—specific gravity। **বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ**—রামানুজ-প্রবর্তিত দার্শনিক মতবিশেষ যাহাতে অদ্বৈতবাদকে —অর্থাৎ ব্রহ্মই সত্য জগৎ মিথ্যা—এই মতকে বিশেষিত করিয়া গ্রহণ করা হয়।

† **বিশীর্ণ**—[বি-শৄ+ক্ত] ণ. বিশেষভাবে শীর্ণ (বিশীর্ণ মূর্তি ; উড়ে যাক দূরে যাক বিশীর্ণ জীর্ণ পাতা বিপুল নিশ্বাসে—রবি), জরাজীর্ণ ; নষ্ট ; বিশ্লিষ্ট, ভগ্ন। **বিশীর্ণ মাংস**—বার্ধক্যহেতু লোল মাংস।

† **বিশুদ্ধ**—[বি-শুদ্ধ] ণ. বিশেষরূপে শুদ্ধ, পবিত্র ; নির্দোষ ; ভেজালহীন ; নির্মল ; অমিশ্র (বিশুদ্ধ চরিত্র ; বিশুদ্ধ একেশ্বরবাদ ; বিশুদ্ধ ঘৃত ; বিশুদ্ধ বংশ ; বিশুদ্ধ রাগ-রাগিণী) ; পাপরহিত (বিশুদ্ধাত্মা)। বি. **বিশুদ্ধি**—পবিত্রতা, নির্মলতা, অমিশ্রতা।

† **বিশুষ্ক**—ণ. অতিশয় নীরস ; লাবণ্যহীন, ম্লান। **বিশুষ্ক-কণ্ঠ**—তৃষ্ণায় যাহার কণ্ঠ শুষ্ক হইয়াছে।

† **বিশৃঙ্খল**—[বি-শৃঙ্খলা, বহুব্রী] ণ. শৃঙ্খলাহীন, উল্টা-পাল্টা, এলোমেলো ; রীতি-নিয়ম-শূন্য (বিশৃঙ্খল সমাজ-ব্যবস্থা)। বি. **বিশৃঙ্খলা**—এলোমেলো ভাব, অব্যবস্থা।

বিশে—বি. মাসের কুড়ি তারিখ (মাঘের বিশে ; বিশে মাঘ)।

+ **বিশেষ**—[বি-শিষ্ + ঘঞ্] বি. প্রভেদ, বৈলক্ষণ্য, তারতম্য (ইতর-বিশেষ) ; প্রকার, রকম (অবস্থা-বিশেষ) ; বি. প্রকর্ষ ; উপশম (আজ কিছু বিশেষ বোধ করিতেছি) ; বৈশেষিক দর্শন মতে স্বীকৃত পদার্থ বিশেষ ; ণ. বিশিষ্ট, যাহা সাধারণ নয় (বিশেষ নিয়মের অধীন) ; প্রকৃষ্ট ; সমধিক (বিশেষ আর কি লিখিব)। **বিশেষক**—ণ. পার্থক্য বা অসাধারণত্ব সূচক, characteristic ; বি. কপালের তিলক। **বিশেষজ্ঞ**—কোন বিষয়ের বিশেষ জ্ঞান যাহার আছে, expert। **বিশেষতঃ** (-তস্)—বিশেষভাবে, প্রধানতঃ। **বিশেষত্ব**—বিশিষ্টতা, অসাধারণত্ব ; বিশেষ গুণ। **বিশেষবাদ**—বৈশেষিক মতবাদ। **বিশেষোক্তি**—কাব্যালঙ্কার-বিশেষ যাহাতে কারণসত্ত্বেও কার্যের অভাব হয়।

+ **বিশেষণ**—(ব্যাক.) যে পদ অন্য পদের গুণ অবস্থা ইত্যাদির বিশেষত্ব সূচনা করে, adjective (বিশেষণে সবিশেষ কহিবারে পারি—ভারতচন্দ্র); আলাদা করিয়া দেখানো, বিশিষ্ট করণ। ণ. **বিশেষিত**—পৃথক্কৃত ; বিশেষণের দ্বারা নির্ণীত। [বি-শিষ্ + ণিচ্ + ক্ত]

+ **বিশেষ্য**—[বি-শিষ্ + য] বি. (ব্যাক.) বস্তু ব্যক্তি বিষয় গুণ ভাব বা জাতি বোধক পদ, noun ; ণ. প্রভেদ্য, পৃথক্ করিয়া নির্দিষ্ট করা যায় এমন, specifiable.

+ **বিশোধন**—[বি-শোধি + অনট্] বি. বিশুদ্ধ করা ; সংশোধন ; ণ. সংশোধক ; পাপনাশক। **বিশোধক**—ণ. শোধনকারী। ণ. **বিশোধিত**—পবিত্রীকৃত ; পরিষ্কৃত। **বিশোধনীয়**—ণ. বিশুদ্ধ করিবার যোগ্য, শোধনীয়। **বিশোধী** (-ধিন্)—ণ. যাহা শোধন করে ; পরিমার্জক। **বিশোধ্য**—ণ. বিশোধনীয়।

বিশোয়াস—(বৈষ্ণব সাহিত্যে ব্যবহৃত) বি. বিশ্বাস, নির্ভরতা।

+ **বিশোষণ**—[বি-শুষ্ + অনট্] বি. শুষ্ক করণ, রসহীন করা ; শুষিয়া লওয়া, absorption.। ণ. **বিশোষিত**—যাহা রসহীন করা হইয়াছে, বিশুষ্কীকৃত।　[পিতা।

+ **বিশ্রবাঃ**(-বস্)—বি. মুনি-বিশেষ, রাবণের

+ **বিশ্রব্ধ**—[বি-শ্রন্ভ্ (বিশ্বাস করা) + ক্ত] ণ. বিশ্বস্ত ; নিঃশঙ্ক ; শান্ত ; ধীর ; দৃঢ়।

+ **বিশ্রম্ভ**—[বি-শ্রন্ভ্ + ঘঞ্] বি. প্রণয় ; বিশ্বাস (বিশ্রম্ভালাপ ; বিশ্রম্ভভাজন) ; কেলিকলহ। ণ. **বিশ্রম্ভী** (-ম্ভিন্)—বিশ্বাসী ; প্রণয়ী ; প্রণয়বিষয়ক।

+ **বিশ্রান্ত**—[বি-শ্রম্ + ক্ত] ণ. বিগত-শ্রম ; নিবৃত্ত, ক্ষান্ত (বিশ্রান্তবর্ষণ)। বি. **বিশ্রান্তি**—বিরাম, নিবৃত্তি ; জিরানো। **বিশ্রাম**—ক্লান্তি অপনোদন, জিরানো ; বিরাম, বিরতি ; যতি, pause।

+ **বিশ্রী**—[বি-শ্রী, বহুব্রী] ণ. শ্রীহীন, কদর্য (দেখতে বিশ্রী ; হাতের লেখা বিশ্রী) ; অশ্লীল, কুৎসিত, জঘন্য (বিশ্রী গালি ; বিশ্রী কথা)।

+ **বিশ্রুত**—ণ. বিখ্যাত, প্রসিদ্ধ (লোকবিশ্রুত) ; জ্ঞাত। **বিশ্রুতি**—খ্যাতি, প্রসিদ্ধি।

+ **বিশ্লথ**—ণ. শিথিল, যাহা ঢিলা হইয়া পড়িয়াছে।

+ **বিশ্লিষ্ট**—[বি-শ্লিষ্ + ক্ত] ণ. বিযুক্ত, পৃথক্কৃত (বিপরীত—সংশ্লিষ্ট)। বি. **বিশ্লেষ**—বিভাগ, পৃথক্করণ, অসংযোগ। (বিপ. সংশ্লেষ)। **বিশ্লেষণ**—বি. বিচ্ছিন্নকরণ,পৃথক্করণ ; কোন কিছুর অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি পৃথক্ করিয়া পর্যবেক্ষণ ও বিচার, analysis. (বাক্য-বিশ্লেষণ)।

+ **বিশ্ব**—[বিশ্ (প্রবেশ করা) + ব] ণ. সমগ্র, সমস্ত, সর্ব (বিশ্ববিদ্যালয় ; বিশ্বজগৎ) ; বি. জগৎ, ব্রহ্মাণ্ড (বিশ্বপতি) ; গণদেবতা-বিশেষ ; বিশ্বকর্মা। **বিশ্বকর্মা**(-র্মন্)—দেবশিল্পী, শিল্প-দেবতা,ত্বষ্টা। **বিশ্বকা**—গাংচিল। **বিশ্বকেতু**—অনিরুদ্ধ। **বিশ্বকোশ,-ষ**—সর্ব জ্ঞান ও শাস্ত্র বিষয়ক অভিধান, Encyclopaedia , নগেন্দ্রনাথ বসু-কৃত বাঙলা মহাকোষ বিশেষ। **বিশ্বচক্র**—ভূমণ্ডল, ঘূর্ণ্যমান জগৎ-সংসার। **বিশ্বচরাচর**—সমুদয় দৃশ্যমান জগৎ। **বিশ্বজন**—জগতের সর্বলোক ; সর্বসাধারণ। **বিশ্বজননী**—বিশ্বের পালয়িত্রী শক্তি, জগদম্বা। **বিশ্বজনীন**—ণ. সকলের হিতকর, সার্বজনীন। **বিশ্বজিৎ**—ণ. বিশ্বকে যিনি জয় করিয়াছেন ; বি. বুদ্ধদেব ; যজ্ঞ-বিশেষ (ইহাতে বিশ্বজগৎ জয় করিয়া তাহা দক্ষিণাস্বরূপ দিতে হয়)। **বিশ্বতঃ** (তস্)—অ. সর্বত্র। **বিশ্বদেব**—জগৎপতি ; গণদেবতা বিশেষ ; অগ্নি। **বিশ্বধাত্রী**—ধরিত্রী ; জগন্মাতা। **বিশ্বনাথ**—জগতের প্রভু ; কাশীস্থ বিখ্যাত শিবলিঙ্গ, বিশ্বেশ্বর। **বিশ্বনিখিল**—সমস্ত জগৎ ('তাই লিখে দিল বিশ্বনিখিল দু'বিঘার

পরিবর্তে'—রবি)। **বিশ্বনিন্দুক,-নিন্দক**—যে সকলেরই নিন্দা করে, কাহারও প্রশংসা করে না। **বিশ্বপতি, -পালক, -বিধাতা(-তৃ)**—পরমেশ্বর। **বিশ্বপাবন**—সর্বজগতের কলুষনাশকারী। **বিশ্বপ্রেম**—জগতের সকলকে ভালবাসা। ণ. **বিশ্বপ্রেমিক**। **বিশ্ববন্ধু**—জগদ্‌বন্ধু। **বিশ্ববঞ্চক**—ণ. যে সকলকেই ঠকায়। **বিশ্ববাস**—বিষ্ণু। **বিশ্ববাসী** (-সিন্)—জগদ্‌বাসী। **বিশ্ববিদ্যালয়**—উচ্চতম শিক্ষার প্রতিষ্ঠান, ইউনিভার্সিটী। **বিশ্ববোধ**—অশেষ বৈচিত্র্যময় বাহিরের জগৎ সম্বন্ধে চেতনা। **বিশ্ব-বিধাতা,-বিধায়ী** (-য়িন্)—বিশ্বস্রষ্টা; বিশ্বপালক। **বিশ্ব-বিশ্রুত**—জগদ্‌বিখ্যাত। **বিশ্ববেদাঃ** (-দস্)—সর্বজ্ঞ; মুনি। **বিশ্বব্রহ্মাণ্ড**—জগৎ সংসার। **বিশ্বব্যাপী** (-পিন্)—যাহা জগৎ ব্যাপ্ত করিয়াছে। **বিশ্বভারতী**—রবীন্দ্রনাথ-ঠাকুর প্রতিষ্ঠিত শান্তিনিকেতনস্থ বিদ্যায়তন। **বিশ্বমানব**—সর্বমানব, humanity। **বিশ্বমানবতা**—জগতের সমস্ত মানুষের সঙ্গে একাত্মতা-বোধ। **বিশ্বম্ভর**—বিশ্বের ধারক ও পালয়িতা, বিষ্ণু। [বিশ্ব-ভৃ+খচ্]। **বিশ্বরূপ**—সর্বব্যাপী বিরাট্ যাহার রূপ, নারায়ণ। **বিশ্বসাহিত্য**—সর্বদেশের সাহিত্য।

+ **বিশ্বসন**—[বি-শ্বস্+অনট্] বি. বিশ্বাস স্থাপন, প্রত্যয়। ণ. **বিশ্বসনীয়**—বিশ্বাস্য, প্রত্যয়-যোগ্য। **বিশ্বসিত**—ণ. বিশ্বস্ত, বিশ্বাসভাজন।

+ **বিশ্বস্ত**—[বি-শ্বস্+ক্ত] ণ. যাহাকে বা যাহা বিশ্বাস করা যায় (বিশ্বস্ত ভৃত্য)। **বিশ্বস্তসূত্রে**—ক্রি.ণ. বিশ্বাসযোগ্য ব্যক্তি বা কারণ হইতে।

+ **বিশ্বাত্মা (-ত্মন্)**—[বিশ্ব আত্মা যাহার—বহুব্রী] বি. বিরাট্ পুরুষ; বিষ্ণু; শিব; ব্রহ্মা।

+ **বিশ্বামিত্র**—সুপ্রসিদ্ধ ঋষি (বশিষ্ঠের সহিত ইঁহার বিরোধ নানাভাবে বর্ণিত হইয়াছে)। **বিশ্বামিত্রের সৃষ্টি**—(ব্রহ্মার সহিত প্রতি-দ্বন্দ্বিতা করিয়া বিশ্বামিত্র নূতন ধরণের সৃষ্টির চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার সৃষ্টি স্বভাবের সৃষ্টির মত সুন্দর হয় নাই) অদ্ভুত কিছু।

+ **বিশ্বাস**—[বি—শ্বস্+ঘঞ্] বি প্রত্যয়, সত্য বলিয়া মনে করা (ঈশ্বরে বিশ্বাস); আস্থা (না আঁচালে বিশ্বাস নেই); নির্ভর (বিশ্বাসহন্তা); উপাধি-বিশেষ। **বিশ্বাসঘাতক, -ঘাতী, -হন্তা**—ণ. বেইমান, কাহারও বিশ্বাসের পাত্র হইয়াও তাহার অনিষ্ট করে এমন। বি. **বিশ্বাস-ঘাতকতা**। **বিশ্বাসপাত্র,-ভূমি,-ভাজন**—যাহার উপর নির্ভর করা হয়, আস্থা-ভাজন। **বিশ্বাসী** (-সিন্)—যাহাকে বিশ্বাস করা যায় (বিশ্বাসী চাকর); যে বিশ্বাস করে (ঈশ্বরে বিশ্বাসী)। **বিশ্বাস্য**—ণ. বিশ্বাসযোগ্য; সম্ভবপর (অবিশ্বাস্য রকমের নির্বুদ্ধিতা)। [বি-শ্বস্+ণ্যৎ]। **বিশ্বাস যাওয়া**—(কথ্য) বিশ্বাস করা (বল্লে বিশ্বাস যাবে না)।

+ **বিশ্বেশ, বিশ্বেশ্বর**—বি. পরমেশ্বর; শিব; কাশীর শিবলিঙ্গ। [বিশ্ব+ঈশ, ঈশ্বর]। স্ত্রী. **বিশ্বেশ্বরী**—দুর্গা; মনসাদেবী।

বিষ—[বিষ্+অ—যাহা শরীরে ছড়াইয়া পড়ে] বি. গরল, হলাহল; প্রাণনাশক অথবা তত্তুল্য দ্রব্য (মদ খাওয়া না বিষ খাওয়া); অতিশয় অপ্রিয় কিছু (মেজোবউ শাশুড়ীর দু'চক্ষের বিষ), ণ. অতি অপ্রসন্ন (বিষনজরে দেখা)। (বেদনা, যন্ত্রণা অর্থে 'পা বিষ করছে'—পূর্ববঙ্গে প্রচলিত। জল, মৃণাল ইত্যাদি অর্থে বাংলায় সাধারণতঃ ব্যবহৃত হয় না)। **বিষকণ্ঠ**—নীলকণ্ঠ, শিব। **বিষকন্যা**—যে কন্যার স্পর্শে স্বামীর প্রাণনাশ ঘটে। **বিষকুম্ভ**—বিষপূর্ণ কলসী; যাহার অন্তরে গরল। **বিষকৃমি**—বিষ্ঠার কৃমি। **বিষক্রিয়া**—বিষের মত ক্রিয়া; বিষের প্রভাব। **বিষঘ্ন**—ণ. যাহা বিষ নাশ করে। **বিষণ**—বি. বিষপ্রয়োগ; বিষাক্তকরণ, poisoning. **বিষদ**—[বিষ—দা+ক] ণ. বিষদাতা। **বিষদন্ত,-দাঁত**—সাপের যে দাঁতের গোড়ায় বিষ থাকে, ক্ষতি করিবার বা ক্ষতির ভয় দেখাইবার শক্তি (তার বিষদাঁত ভেঙে দেওয়া হয়েছে)। **বিষদিগ্ধ**—ণ. বিষে মাখা। **বিষদুষ্ট**—ণ. বিষাক্ত। **বিষদৃষ্টি**—বিদ্বেষপূর্ণ দৃষ্টি; প্রবল বিদ্বেষ। **বিষধর**—সর্প; ণ. বিষ আছে এমন। **বিষনখ**—যে নখের আঘাতে বিষক্রিয়া করে। **বিষনাশক**—ণ. বিষঘ্ন। **বিষপাথর**—যে পাথর সর্প-ক্ষতস্থানে লাগাইলে বিষ চুষিয়া লয়। **বিষফল**—যে ফল খাইলে বিষক্রিয়া করে। **বিষ-ফোড়া**—[সং. বিস্ফোটক] বিশেষ যন্ত্রণাকর ছোট ফোড়া-বিশেষ। **বিষবৎ**—বিষের মত (বিষবৎ পরিত্যাজ্য)। **বিষবিদ্যা**—বিষ-

চিকিৎসা-বিষয়ক শাস্ত্র ; বিষ নামাইবার মন্ত্র। **বিষবৃক্ষ**—যে গাছে বিষফল হয় ; সমূহ ক্ষতির কারণ ; বঙ্কিমচন্দ্র-রচিত উপন্যাস বিশেষ। **বিষবৈদ্য**—ওঝা ; সাপুড়ে। **বিষময়**—অতিশয় কষ্টদায়ক বা ক্ষতিকর। **বিষলক্ষ্য**—যাহার অগ্রভাগে বিষ (বিষলক্ষ্যের ছুরি)। **বিষহরী**—মনসাদেবী। **বিষ খাওয়া**—আত্মহত্যার জন্য বিষাক্ত দ্রব্য গলাধঃকরণ করা ; যাহা নিজেরও কাছে অতিশয় অপ্রিয় এমন কাজ করা। **বিষ ঝাড়া**—মন্ত্র পড়িয়া শরীর হইতে বিষ বাহির করিয়া ফেলা ; (বিষ ঝাড়ার সময়ে অশ্লীল বাক্য উচ্চারণ ও তীব্র প্রহারাদি করা হয়, তাহা হইতে) কঠোর ভাবে তিরস্কার করা (তাকে বিষঝাড়া করা হয়েছে অথবা বিষঝাড়া ঝেড়ে দেওয়া হয়েছে)। **বিষ নামানো**—মন্ত্র পড়িয়া শরীর হইতে বিষ নিষ্কাশিত করা ; বিষ-ঝাড়া (দ্র:)। **বিষবিষ করা**—বিষদৃষ্টিতে দেখা।

বিষণ্ণ—[বি-সদ্‌+ক্ত] ণ. বিষাদযুক্ত ; খিন্ন, দুঃখিত ; ম্লান ; বিবর্ণ।

বিষম—[বি+সম, সুপ্‌সুপা] ণ. অযুগ্ম, বিজোড় (বিষম রাশি) ; অসমান, ছোট বড় (বিষমবাহু চতুষ্কোণ) ; অসমতল, তরঙ্গায়িত, বন্ধুর (উপলবিষম পথ) ; সাংঘাতিক, উৎকট, দারুণ, দুঃসহ (বিষম আঘাত ; বিষম সঙ্কট) ; দুরূহ (বিষম সমস্যা) ; বি. সঙ্কট (বিষমস্থ) ; (বাং.) শ্বাসনালীতে খাদ্যদ্রব্য প্রবেশের ফলে হঠাৎ কাশি (বিষম খাওয়া, বিষম লাগা—সাধারণ ধারণা এই যে দূরবর্তী প্রিয়জনের স্মরণে অথবা শত্রুর গালিতে লোকে এমন বিষম খায়)। **বিষম কর্ম**—অদ্ভুত কাজ। **বিষম কাল**—অপ্রশস্ত কাল। **বিষম কোণ**—অসম কোণ। **বিষমচ্ছদ**—ছাতিম গাছ। **বিষম জ্বর**—যে জ্বরে তাপের উঠানামা অনিয়মিত। **বিষম ত্রিভুজ**—যে ত্রিভুজের বাহুগুলি সমান নয়। **বিষম-দৃষ্টি**—ণ. টেরা। **বিষমধাতু**—যাহার ধাতুতে অর্থাৎ দৈহিক অবস্থায় অসমতা দেখা দিয়াছে। **বিষম-নয়ন, -নেত্র, -লোচন**—ত্রিনয়ন, শিব। **বিষমবাণ,-শর**—পঞ্চশর, মদন। **বিষম বিভাগ**—অসমান অংশে ভাগ। **বিষম রাশি**—অযুগ্ম রাশি অর্থাৎ ১, ৩, ৫, ৭ ইত্যাদি। **বিষম লক্ষ্মী**—অপ্রসন্ন ভাগ্য। **বিষমস্থ**—ণ. অসমতল ক্ষেত্রে অবস্থিত ; সঙ্কটাপন্ন ; অব্যবস্থিতচিত্ত। ণ. **বিষমিত**—যাহা কুটিল অথবা দুর্গম করা হইয়াছে ; বিপৎসঙ্কুল। **বিষমাক্ষ**—শিব। **বিষমায়ুধ**—পঞ্চশর, মদন।

† **বিষয়**—[বি-সি (বন্ধন করা) + অ—যাহা ইন্দ্রিয়গণকে আকৃষ্ট করে] বি. রূপ রস গন্ধ শব্দ স্পর্শ ইত্যাদি (সে অতীত গুণত্রয় ইন্দ্রিয়-বিষয় নয়—রামমোহন) ; আলোচ্য বর্ণনীয় জ্ঞেয় বা অনুভবনীয় বস্তু (বক্তৃতার বিষয়) ; ভোগ্য বস্তু (বিষয়-তৃষ্ণা) ; সম্পত্তি (বিষয়ী লোক ; বিষয়-আশয়) ; ব্যাপার, কথা, প্রস্তাব (চিন্তার বিষয়) ; দেশ, অঞ্চল, জেলা (মালব-বিষয়-বাসী ; বিষয়পতি)। **বিষয়-আশয়**—ভূসম্পত্তি। **বিষয়ক**—ণ. সম্বন্ধীয় সংক্রান্ত। **বিষয়কর্ম**—সাংসারিক বা সম্পত্তি সংক্রান্ত ব্যাপার। **বিষয়কাম**—ভোগের অভিলাষী। **বিষয়জ্ঞান**—বিষয়বুদ্ধি ; কাণ্ডজ্ঞান। **বিষয়পতি**—জেলার কর্তা। **বিষয়পরাঙ্মুখ**—ভোগে যাহার মন নাই (বিপরীত—বিষয়প্রবণ)। **বিষয়বুদ্ধি**—সাংসারিক ব্যাপারে কিসে লাভ কিসে ক্ষতি এই চেতনা ; ধন-সম্পত্তির উপার্জন ও তত্ত্বাবধান-বিষয়ক বুদ্ধি। **বিষয়বৈরাগ্য**—সুখসমৃদ্ধিতে অনাগ্রহ। **বিষয়ভেদ**—অন্য বিষয় বা ব্যাপার। **বিষয়সূচী**—বর্ণিত বা বর্ণনীয় বিষয়সমূহের তালিকা, subject-index, table of contents. **বিষয়ান্তর**—বিষয়ভেদ। **বিষয়াসক্তি**—সাংসারিক ব্যাপারে অথবা ভোগে প্রবল অনুরাগ।

† **বিষয়ী** (-য়িন্)—ণ. বিষয়াসক্ত ; সাংসারিক ; ধন-সম্পত্তিশালী ; রাজা ; কন্দর্প ; পদবী বিশেষ। **বিষয়ীভূত**—ণ. আলোচনা ইত্যাদির বিষয় হইয়াছে এমন।

† **বিষাক্ত**—ণ. বিষযুক্ত (বিষাক্ত সর্প ; ক্ষত বিষাক্ত হয়েছে) ; বিষমিশ্রিত, বিষলিপ্ত (বিষাক্ত ছুরিকা)। [বিষ+অক্ত]।

† **বিষাঙ্গনা**—বি. বিষকন্যা। [বিষ+অঙ্গনা]

† **বিষাণ**—[বিষ্‌+আন] বি. পশুর শৃঙ্গ (তাড়িয়া মহিষ ধরে উপাড়ে বিষাণ—কবিকঙ্কণ) ; শৃঙ্গ হইতে নির্মিত বাদ্য, শিঙা (তার বিষাণে ফুকারি উঠে তান—রবি) ; হস্তী শূকর প্রভৃতির বৃহৎ দন্ত ; মেষশৃঙ্গী বৃক্ষ। **বিষাণবাদক**—শিব।

বিষাণী (-ণিন্)—শৃঙ্গী ; হস্তী ; শূকর।
+ **বিষাদ**—[বি-সদ্ (অবসন্ন হওয়া)+ঘঞ্] বি. আশা-আকাঙ্ক্ষা সফল না হওয়ার জন্য দুঃখ (বিষাদে নিশ্বাস ছাড়ি কহিলা রাবণ—মধুসূদন) খেদ ; নিরানন্দভাব ; অবসাদ। ণ. **বিষাদিত**—বিষণ্ণ, দুঃখিত।

বিষানো—ক্রি. বিষক্রিয়া হওয়া, বিষাক্ত হওয়া (ঘা বিষিয়েছে) ; অতিশয় বিরূপতা ধিক্কার ইত্যাদির সৃষ্টি হওয়া (মন বিষিয়ে উঠেছে)।
+ **বিষান্তক**—ণ. বিষনাশক ; বি. শিব। [বিষ + অন্তক] [বিষ+ইতচ্]।
+ **বিষিত**—ণ. বিষাক্ত, বিষযুক্ত, poisonous.
+ **বিষুব, বিষুপ**—বি. যে সময়ে রাত্রি ও দিন সমান হয়, equinox (বিষুব দিন—যে দিন দিবাভাগ ও রাত্রিভাগ সমান)। [বিষু (=সাম্য) -বা+ক]। **বিষুবরত্ত**—বিষুব রেখার সমান্তরাল আকাশস্থ কাল্পনিক বৃত্ত বিশেষ, equinoctial। **বিষুবরেখা**—উত্তর ও দক্ষিণ মেরুর সমদূরবর্তী ভূ-বেষ্টনকারী কাল্পনিক রেখাবিশেষ যাহার উপর সূর্য আসিলে দিন ও রাত্রি সমান হয়, equator।
+ **বিষ্কম্ভক**—বি. নাটকের অপেক্ষাকৃত নীরস অংশ যাহা প্রদর্শিত না হইয়া নাটকের অপ্রধান চরিত্রের মুখে সংক্ষেপে বর্ণিত হয়। [সং]
+ **বিষ্টব্ধ**—[বি-স্তন্ভ্+ক্ত] ণ. স্তব্ধ ; প্রতিরুদ্ধ ; জড়তাপ্রাপ্ত, নিস্পন্দ। বি. **বিষ্টম্ভ**—স্তম্ভন ; রোধ, আটক ; মূত্রকৃচ্ছ্র রোগ। ণ. **বিষ্টম্ভিত**—যাহা রুদ্ধ করা হইয়াছে, প্রতিরুদ্ধ। **বিষ্টম্ভী** (-ম্ভিন্)—প্রতিবন্ধক ; যাহা মল রোধ করে।
বিষ্টি—[সং. বৃষ্টি] বি. বৃষ্টি (কথ্য ভাষা—বিষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর)।
+ **বিষ্টিভদ্রা**—বি. জ্যোতিষে অশুভ যোগ বিশেষ।
বিষ্টু—[কথ্য] বিষ্ণু ; অগ্রগণ্য, গণ্যমান্য, চাঁই (কেষ্ট বিষ্টু একটা কিছু হবেন—ব্যঙ্গার্থে)।
+ **বিষ্ঠা**—[বি-স্থা+অ+আপ্-যাহা বিবিধ প্রকারে উদর মধ্যে থাকে] বি. মল, গু ; বিষ্ঠার মত অকিঞ্চিৎকর ও ঘৃণিত (বিষ্ঠাকীট ; প্রতিষ্ঠা শূকরের বিষ্ঠা)।
+ **বিষ্ঠিত**—ণ. অধিষ্ঠিত। [বি-স্থা+ক্ত]
+ **বিষ্ণু**—[বিষ্+নু, বিশ্বব্যাপক] বি. নারায়ণ. হরি (ইঁহার সহস্র নাম) ; মুনি-বিশেষ। **বিষ্ণুক্রান্তা**—(বর্ণে যে বিষ্ণুকে অতিক্রম করিয়াছে) অপরাজিতা ফুল। **বিষ্ণুগুপ্ত**—চাণক্য। **বিষ্ণুচক্র**—সুদর্শন চক্র। **বিষ্ণুতৈল**—কবিরাজী তৈল-বিশেষ। **বিষ্ণুপদ**—বামন অবতারে বিষ্ণুর পদ যেখানে স্থাপিত হইয়াছিল ; ক্ষীরোদ সমুদ্র ; পদ্ম ; গয়াস্থিত বিষ্ণুপদচিহ্ন বা তদুপরি প্রতিষ্ঠিত মন্দির বিশেষ। স্ত্রী. **বিষ্ণুপদী**—জ্যৈষ্ঠ ভাদ্র অগ্রহায়ণ ও ফাল্গুনের সংক্রান্তি। **বিষ্ণুপুর**—গোলকধাম। **বিষ্ণুপুরাণ**—বিষ্ণুর মাহাত্ম্য বিষয়ক মহাপুরাণ বিশেষ। **বিষ্ণুপ্রিয়া**—লক্ষ্মী ; চৈতন্যদেবের পত্নী। **বিষ্ণুবল্লভা**—লক্ষ্মী ; তুলসী। **বিষ্ণুবাহন,-রথ**—গরুড়। **বিষ্ণুরাত**—(কৃষ্ণ কর্তৃক রক্ষিত) পরীক্ষিৎ। **বিষ্ণুশর্মা** (-র্মন্)—পঞ্চতন্ত্র গ্রন্থের বিখ্যাত রচয়িতা। **বিষ্ণুশিলা**—শালগ্রাম শিলা।
+ **বিস**—বি. মৃণাল। [সং]।
+ **বিসংবাদ**—[বি-সম্-বদ্+ঘঞ্] বি. বিরুদ্ধ উক্তি ; বিরোধ, মতভেদ, অবনিবনাও (বিবাদ বিসংবাদ) ; বৈলক্ষণ্য ; প্রতারণা। ণ. **বিসংবাদিত**—বিরোধিত (বিপ. অবিসংবাদিত)। ণ. **বিসংবাদী** (-দিন্)—বিরোধী।
+ **বিসংসর্পী** (-র্পিন্)—ণ. সর্বতঃপ্রসারী। [সং]
+ **বিসঙ্কট**—[সং] মহাসঙ্কট।
+ **বিসঙ্কুল**—ণ. গোলমেলে।
+ **বিসঙ্গত**—ণ. অসঙ্গত, খাপছাড়া ; বেসুরা। [সং]
+ **বিসদৃশ**—ণ. বিপরীত, বিরুদ্ধ ; দৃষ্টিকটু।
বিস্‌মিল্লা—[আ.] বি. (আল্লার নামে প্রত্যেক কর্মের পূর্বে এই বাণী উচ্চারণ করা মুসলমানদের জন্য বৈধ) সূচনা, আরম্ভ। **বিসমিল্লায় গলদ**—আরম্ভেই ত্রুটি, গোড়ায় গলদ। (**বিস্‌মোল্লা** ভুল)।
বিসম্বাদ—[সং. বিসংবাদ] বি. বিবাদ, ঝগড়া, শত্রুতা, আড়াআড়ি, তর্কাতর্কি (দুইজনে মহা বিসম্বাদ)। **বিসম্বাদী** (-দিন্)—প্রতিবাদী।
+ **বিসর**—[বি-সৃ+অ] বি. বিস্তার। **বিসরণ**—বিস্তার লাভ (বিপ. সঙ্কোচন) ; বিস্তার ; প্রবাহ।
বিসরা—ক্রি. বিস্মৃত হওয়া (ব্রজবুলি ও প্রাচীন বাংলা)। **বিসরল**—বিস্মৃত হইল। **বিসরিত**—বিস্মৃত।
+ **বিসর্গ**—[বি-সৃজ্+ঘঞ্] বি. ত্যাগ, বিসর্জন ; মলত্যাগ (পুরীষ বিসর্গ) ; দান ; সৃষ্টি ; ঃ এই বর্ণ।

† **বিসর্জন**—[বি-সৃজ্‌+অনট্‌] বি. পরিত্যাগ, মোচন (অশ্রু বিসর্জন); পূজার পরে প্রতিমা জলমগ্ন করা। **বিসর্জনীয়**—ণ. ত্যাজ্য। (ণ. বিসৃষ্ট)।

† **বিসর্প**—[বি-সৃপ্‌+ঘঞ্‌] বি. সঞ্চার; বিস্তৃত হওয়া; রোগ-বিশেষ, erysipelas। **বিসর্পণ**—বিসর্প, প্রসরণ, বিস্তৃতি। **বিসর্পী** (-র্পিন্‌)—যাহা প্রসারিত হয়, বিস্তারী (দূরবিসর্পী ব্রহ্মপুত্র); বিসর্পরোগ। স্ত্রী. **বিসর্পিণী**।

† **বিসার**—[বি-সৃ+ঘঞ্‌] বি. বিস্তার, প্রসার; প্রবাহ। **বিসারিত**—প্রসারিত। **বিসারী** (-রিন্‌)—ণ. প্রসরণশীল; বি. মৎস্য। স্ত্রী. **বিসারিণী**।

† **বিসূচিকা, বিসূচী**—বি. ওলাউঠা। [সং]

† **বিসৃত**—ণ. ব্যাপ্ত, বিস্তৃত (অগুরু-ধূপ-বিসৃত কক্ষ)।

† **বিসৃষ্ট**—[বি-সৃজ্‌+ক্ত] বি. ত্যক্ত; নিক্ষিপ্ত; প্রেরিত; দত্ত। বি. **বিসৃষ্টি**—বিসর্জন।

বিস্কুট—[ইং. biscuit] বি. ময়দা সুজি ইত্যাদি দিয়া প্রস্তুত শুষ্ক ও ক্ষুদ্রাকৃতি সুপরিচিত মুখরোচক খাদ্য।

† **বিস্তর**—[বি-স্তৃ+অ] ণ. প্রচুর, অনেক (বিস্তর লোক জমা হয়েছিল) বি. বিস্তার; সমূহ; বাক্‌প্রপঞ্চ; বিশেষ বর্ণন; শয্যা; আসন।

† **বিস্তার**—বিস্তৃতি, ব্যাপ্তি; বিশালতা; চওড়াই; প্রসারণ, বর্ধন; ছড়ানো, বিছানো। [বি-স্তৃ+ঘঞ্‌]। **বিস্তারিত**—ণ. প্রসারিত; ফলাও (বিস্তারিত বর্ণনা)। **বিস্তারী** (-রিন্‌)—যাহা বিস্তীর্ণ হয়। **বিস্তার্য**—ণ. ছড়াইতে বাড়াইতে বা পাতিতে হইবে এমন। [বি-স্তৃ+ণ্যৎ]।

† **বিস্তীর্ণ**—[বি-স্তৃ+ক্ত) ণ. বিস্তৃত, প্রসারিত।

† **বিস্তৃত**—[বি-স্তৃ+ক্ত] ণ. বিস্তারযুক্ত, চওড়া; ব্যাপ্ত; বিশাল। বি. **বিস্তৃতি**—বিস্তার।

† **বিস্ফার, বিস্ফার**—[বি-স্ফর্‌+ঘঞ্‌] বি. ধনুকের ছিলার শব্দ; কম্পন; বিস্তার। **বিস্ফারণ**—প্রসারণ। ণ. **বিস্ফারিত**—কম্পিত; বিস্তারিত।

† **বিস্ফুরণ, বিস্ফুরণ**—[বি-স্ফুর্‌+অনট্‌] বি. সঞ্চলন; কম্পন; হঠাৎ প্রকাশ; দীপ্তি পাওয়া (বিদ্যুদ্‌ বিস্ফুরণ)। ণ. **বিস্ফুরিত**—কম্পিত (ক্রোধবিস্ফুরিত নয়ন; রোষবিস্ফুরিত ওষ্ঠাধর); দীপ্ত (বিদ্যুদ্‌ বিস্ফুরিত আকাশ);

† **বিস্ফুলিঙ্গ, বিস্ফুলিঙ্গ**—বি. অগ্নিকণা; বিষ-বিশেষ।

† **বিস্ফোট, বিস্ফোটক**—[বি-স্ফুট্‌+ঘঞ্‌] বি. বিষফোড়া (সংস্কৃতের গণ্ডোপরি বিরাজ কর বিস্ফোটক—সত্যেন্দ্রনাথ)। **বিস্ফোটন**—মহাধ্বনি।

† **বিস্ফোরক**—বি. যাহা সহসা জ্বলিয়া উঠিয়া সশব্দে ফাটে, explosive। **বিস্ফোরণ**—সহসা সশব্দে বিদারণ অথবা জ্বলিয়া উঠা, explosion। [বি-স্ফুর্‌+অনট্‌]

† **বিস্ময়**—[বি-স্মি (ঈষৎ হাস্য করা)+অ] বি. আশ্চর্য, চমৎকার; যাহা দেখিয়া বিস্মিত হইতে হয় (উঠিয়াছি চিরবিস্ময় আমি—নজরুল ইস্‌লাম); রসবিশেষ। ণ. **বিস্মিত**। **বিস্ময়কর,-জনক**—ণ. যাহা বিস্ময় উৎপাদন করে, অদ্ভুত। **বিস্ময়বিহ্বল**—ণ. বিস্ময় হেতু দিশাহারা। **বিস্ময়বিহ**—ণ. বিস্ময়কর। **বিস্ময়াম্বিত, বিস্ময়াপন্ন**—ণ. বিস্মিত। **বিস্ময়াবিষ্ট**—ণ. বিস্ময়দ্বারা অভিভূত। **বিস্ময়োৎপাদক**—ণ. যাহা বিস্ময়ের উদ্রেক করে। **বিস্ময়োৎফুল্ল**—বিস্ময় হেতু হৃষ্ট।

† **বিস্মরণ**—[বি-স্মৃ+অনট্‌] বি. বিস্মৃতি, ভুলিয়া যাওয়া। **বিস্মরণীয়**—ণ. ভুলিবার যোগ্য (বিপ. অবিস্মরণীয়।

† **বিস্মাপন, বিস্মায়ন**—[বি-স্মি+ণিচ্‌+অনট্‌] বি. বিস্ময় উৎপাদন।

† **বিস্মিত**—ণ. আশ্চর্যাম্বিত, চমৎকৃত। [বি-স্মি +ক্ত]

† **বিস্মৃত**—ণ. যাহা ভুলিয়া যাওয়া হইয়াছে অথবা যে ভুলিয়া গিয়াছে। **বিস্মৃতি**—ভুল, বিস্মরণ (সহসা বিস্মৃতি টুটে—রবি)।

† **বিস্রংস, বিস্রংসন**—[বি-স্রন্‌স্‌+অ, অনট্‌] বি. ক্ষরণ; স্খলন। **বিস্রংসী** (-সিন্‌)—ণ. ক্ষরণশীল; স্খলিত হয় এমন। [(শোণিত-বিস্রব)]।

† **বিস্রব**—[বি-স্রু+অ] বি. ক্ষরণ, গলিত ধারা

† **বিস্রস্ত**—[বি-স্রন্‌স্‌+ক্ত] ণ. ক্ষরিত; স্খলিত।

† **বিস্রাবণ**—[বি-স্রাবি+অনট্‌] বি. নিঃসারণ, ক্ষারণ; জলাদি বেগে প্রবাহিত করাইয়া পরিষ্কার করা, flushing। [চ্যুত; প্রবাহিত।

† **বিস্রুত**—[বি-স্রু+ক্ত] ণ. ক্ষরিত, নিঃসৃত,

† **বিস্বাদ**—ণ. অরুচিকর, যাহাতে আনন্দ ও আগ্রহ নাই (তাকে হারিয়ে জীবন বিস্বাদ হয়ে গেছে); স্বাদুতা-বিহীন, কটু (অতিরিক্ত ভাজার ফলে বিস্বাদ হয়ে গেছে)।

† **বিহগ, বিহঙ্গ, বিহঙ্গম**—[বিহায়স্—গম্+অ] বি. যে আকাশে গমন করে, পক্ষী; বাণ; মেঘ; সূর্য; চন্দ্র। স্ত্রী. **বিহগী, বিহঙ্গী, বিহঙ্গমী**।

† **বিহঙ্গমা, বিহঙ্গমিকা, বিহঙ্গিকা**—বি. ভার বহনের বাঁক, ভার-যষ্টি। **বিহঙ্গমা, বিহঙ্গমী**—রূপকথার পক্ষী ও পক্ষিণী (কথ্য—ব্যাঙ্গমা ব্যাঙ্গমী)।

† **বিহত**—[বি-হন্+ক্ত] ণ. ব্যাহত, প্রতিহত, বিঘ্নিত; ভগ্ন; তাড়িত। বি. **বিহতি**—বিনাশ; ব্যাঘাত; তাড়না; ভঙ্গ। **বিহনন**—হত্যা; ভঙ্গ; ব্যাঘাত।

বিহনে—[বিহীন] অব্য. (কাব্যে ব্যবহৃত) বিনা, ব্যতীত, অভাবে; অপগমে (যথা তরু হিমানী বিহনে—মধুসূদন)।

† **বিহরণ**—[বি-হৃ+অনট্] ণ. ভ্রমণ, পরিক্রমণ; বিহার, কেলি। **বিহর্তা** (-তৃ)—পরিক্রমণকারী; বিহারকারী; অপহর্তা। **বিহরা**—ভ্রমণ করা ('উতলা কলাপী কেকা-কলরবে বিহরে'—রবি); বিহার করা, লীলা করা। (কাব্যে)।

† **বিহসন**—[বি-হস্+অনট্] বি. হাস্য; মুচকি হাসি। ণ. **বিহসিত**—মুচকিহাসিযুক্ত, হাস্য-প্রফুল্ল (বিহসিত বদনমণ্ডল); অল্প হাসি। **বিহসি**—অস. ক্রি. ঈষৎ হাস্য করিয়া (গেলি কামিনী গজহগামিনী বিহসি পালটি নেহারি—বিদ্যাপতি)। [**বেহান**—বেয়ান।

বিহাই—বেয়াই। স্ত্রী. **বিহান, বেহাইন,**

বিহান—[সং. বিভাত] বি. প্রভাত (কাব্যে ব্যবহৃত। কথ্য: বিয়ান)। **ভোর বিহানে** বা **ভোর বিয়ানে**—অতি প্রত্যূষে।

† **বিহায়স**—[সং] বি. আকাশ; পক্ষী।

† **বিহার**—[বি—হৃ (হরণ করা, ক্রীড়া করা) +ঘঞ্] বি. ভ্রমণ, গমন; বৌদ্ধ মঠ; ক্রীড়া, লীলা, বিলাস, কেলি; রতিক্রীড়া; প্রমোদ কানন। **বিহারভূমি**—পরিক্রমণের স্থান; ক্রীড়াভূমি। **বিহারশৈল**—ক্রীড়াশৈল; বিলাস শৈল। **বিহারী** (-রিন্)—ণ. পরিভ্রমণকারী; ক্রীড়াশীল; বিলাসশীল। (সাধারণতঃ অন্য শব্দের সহিত যুক্ত হইয়া ব্যবহৃত হয়—চিত্তগগন-বিহারী; বৃন্দাবনবিহারী; রাসবিহারী)।

বিহার, বে-—বাঙলার পশ্চিমে স্থিত রাজ্য বিশেষ। ণ. **বিহারী,বে-**—বিহার রাজ্যের।

† **বিহিত**—[বি-ধা+ক্ত] ণ. অনুষ্ঠিত, কৃত (যথাবিহিত); ব্যবস্থাপিত; কর্তব্য; সমুচিত; (বাং.) বি. ব্যবস্থা, প্রতিবিধান (এর একটা বিহিত করা চাই—উচ্চারণ বিহিৎ)। **বিহিতক**—আইন, act. বি. **বিহিতি**। [seed।

বিহিদানা—[ফা.] বি. বীজ-বিশেষ, quince

† **বিহীন**—[বি—হা+ক্ত] ণ. বিরহিত, শূন্য, বর্জিত (কলঙ্ক-বিহীন; মনুষ্যত্ব-বিহীন); অধম, নীচ (বিহীনযোনি—অন্ত্যজ)।

† **বিহ্বল**—[বি—হ্বল্ (কাঁপা) +অ] ণ. অভিভূত; বিকল (শোক-বিহ্বল); বিভোর, ভরপুর; মত্ত (প্রেম-বিহ্বল)। স্ত্রী. **বিহ্বলা**। বি. **বিহ্বলতা**—বিবশতা, আত্মহারা ভাব।

† **বীক্ষণ**—[বি-ঈক্ষ্+অনট্] বি. নিরীক্ষণ (দূরবীক্ষণ); পরীক্ষণ। বি. **বীক্ষণীয়**—দর্শনীয়। **বীক্ষমাণ**—ণ. দেখিতেছে এমন। **বীক্ষা**—দর্শন। **বীক্ষিত**—ণ. দৃষ্ট, নিরীক্ষিত। **বীক্ষিতা** (-তৃ)—দর্শনকারী, দ্রষ্টা। **বীক্ষ্য**—ণ. দর্শনীয়। **বীক্ষ্যমাণ**—ণ. দৃশ্যমান, দেখা যাইতেছে এমন।

বীচ—[সং. বীজ] বি. বীজ। (অন্য শব্দের সহিত যুক্ত হইয়া ব্যবহৃত হয়)। **বীচখোলা**—বীজধান ফেলিয়া চারা উৎপাদন করিবার স্থান। **বীচধান**—বীজধান। **বীচি**—বিচি, বীজ; অণ্ডকোষ। **বীচে, বিচে**—ণ. প্রচুর বিচিযুক্ত (বিচে কলা)।

† **বীচি, বীচী**—[বে (বুনা)+ডীচি] বি. তরঙ্গ, ঢেউ (উচ্চ বীচিরবে—মধুসূদন); কিরণ; অবকাশ। **বীচিতরঙ্গন্যায়**—তরঙ্গ যেমন ক্রমে বহু ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে সেইরূপ ব্যাপার। **বীচি-বিক্ষুব্ধ**—উচ্চ তরঙ্গপূর্ণ। **বীচি-বিক্ষোভ, বীচিভঙ্গ**—তরঙ্গভঙ্গ। **বীচি-মালী** (-লিন্)—সমুদ্র; সূর্য।

† **বীজ**—[বি—জন্+ড—যাহার জন্ম লাভ হয়] বি. কারণ, তত্ত্ব, মূল; শুক্র (বীজী ও ক্ষেত্রী); যে শস্য বপন করা হয় (বীজ ধান খেয়ে ফেলেছে); বীজাণু; আধার। **বীজক**—বীজপুর। **বীজ-**

কোষ—যে আধারে বীজ থাকে। **বীজগণিত**—অঙ্কশাস্ত্রের বিভাগ বিশেষ, algebra. **বীজগুপ্তি**—শিম। **বীজঘ্ন**—বীজাণু-নাশক; **বীজদর্শক**—যে নাটকের বীজ অর্থাৎ মূলীভূত ব্যাপার সম্বন্ধে ইঙ্গিত দেয়, সূত্রধার। **বীজনির্বপণ**—বীজ বপন। **বীজপুরুষ**—বংশের আদি পুরুষ। **বীজপূর,-পুর**—লেবু-বিশেষ। **বীজপ্রদ**—যাহার বীজ হইতে জন্মলাভ হয়। **বীজ-বাপ**—বীজ বপনকারী; কৃষক। **বীজবারক**—জীবাণুর উৎপত্তি নিবারণ করে এমন। **বীজবোকা**—পাঁঠা। **বীজমন্ত্র**—মূলমন্ত্র, ইষ্ট মন্ত্র। **বীজমাতৃকা**—পদ্মবীজ। **বীজমালা**—পদ্মবীজের মালা। **বীজরুহ**—যাহা বীজ হইতে জন্মে, শস্য। **বীজসূ**—বীজের জননী, পৃথিবী। **বীজসেক্তা (-ক্তৃ)**—বীজী। **বীজাক্ষর**—বীজমন্ত্ররূপী অক্ষর। **বীজাণু**—রোগ ইত্যাদির কারণ স্বরূপ অতি সূক্ষ্ম বস্তু, germ। **বীজাঙ্কুর**—বীজ ও অঙ্কুর, অঙ্কুর; সূত্রপাত। **বীজাঙ্কুর ন্যায়**—বীজ আগে না গাছ আগে—এইরূপ কার্যকারণ বিষয়ক অমীমাংসিত সমস্যা। **বীজী** (-জিন্)—যাহার বীজে জন্ম হয়, গর্ভাধানকারী; সূর্য। **বীজী পুরুষ**—বংশের আদি ব্যক্তি। **বীজোপ্তি**—বীজ বপন।

† **বীজন**—[বীজ্ + অনট্] বি. যাহা দিয়া বাতাস করা হয়, পাখা, চামর; বায়ু-সঞ্চালন, পাখা করা; চক্রবাক। ণ. **বীজিত**—কৃতবীজন, হাওয়া করা হইয়াছে এমন।

বীট, বীটপালং—[ইং. beet] বি. পালং শাকের মত শাকবিশেষ বা তাহার কন্দ।

বীট, বিট—[ইং. beat] বি. কনেষ্টবল ডাকপিয়ন প্রভৃতির নিয়মিত পর্যটনের ব্যবস্থা বা অঞ্চল (বিট দ্রঃ)। [ফকরেনী বীটীরা)।

বীটী—বেটী, স্ত্রীলোক (সাধারণতঃ অবজ্ঞার্থে—

বীণ—[বীণা] বি. ভারতের প্রাচীন বাদ্য-বিশেষ, বীণা। **বীণকার**—বীণাবাদক।

† **বীণা**—[বী (ক্ষেপণ করা) + ন + আপ্] বি. সপ্ততন্ত্রী-বিশিষ্ট ভারতের প্রাচীন বাদ্যযন্ত্র (ত্রিতন্ত্রী বীণা, কিন্নরী বীণা, রঞ্জনী বীণা)। **বীণানিন্দিত**—ণ. বীণাধ্বনি অপেক্ষা মধুরতর। (শুদ্ধ: বীণানিন্দী)। **বীণা-পাণি**—[বহুব্রী.] সরস্বতী। **বীণাবতী**—অপ্সরা-বিশেষ। **বীণাবাদন**—বি. বীণা বাজানো। **বীণী** (-ণিন্).—ণ. বীণাবাদক।

† **বীত**—[বি—ই + ক্ত] ণ. বিগত; পরিত্যক্ত; অপগত (বীতস্পৃহ); বি. অকর্মণ্য হস্তী অশ্ব ও সৈন্য। **বীতকাম**—ণ. কামনাশূন্য। **বীতনিদ্র**—ণ. যাহার নিদ্রা অপগত হইয়াছে, জাগ্রত। **বীতভয়,-ভী,-ভীতি**—ণ. ভয়-রহিত, নির্ভয়। **বীতমৎসর**—ণ. মাৎসর্যহীন। **বীতমল**—ণ. নিষ্কলঙ্ক; নিষ্পাপ; নির্মল। **বীতরাগ**—ণ. বীতস্পৃহ; বিষয়াসক্তিরহিত। **বীতশঙ্ক**—ণ. নিঃশঙ্ক। **বীতশোক**—ণ. শোকহীন; বি. অশোক বৃক্ষ। **বীতশ্রদ্ধ**—ণ. শ্রদ্ধাহীন, যাহার আর শ্রদ্ধা নাই। **বীতস্পৃহ**—ণ. নিস্পৃহ, যাহার আকাঙ্ক্ষা বা আকর্ষণ লোপ পাইয়াছে।

† **বীতংস**—বিতংস দ্রঃ।

† **বীতি**—[বি—ই + ক্তি] বি. নিবৃত্তি; গতি; ভোজন; দীপ্তি। **বীতিহোত্র**—হবিঃ যাহার খাদ্য, অগ্নি; সূর্য।

† **বীথি,-থী,-থিকা**—বি. শ্রেণী, সারি; যে পথের উভয় পার্শ্বে বৃক্ষশ্রেণী; পথ; একাঙ্ক নাটক-বিশেষ; অলিন্দ। [বিথ্ + ই, + ঈপ্, + ক + আপ্]।

বীন—[ইং. bean] বি. শিমজাতীয় ফলশাক-বিশেষ।

† **বীপ্সা**—[বি—আপ্ (পাওয়া) + সন্ + অ + আপ্] বি ব্যাপ্তির ইচ্ছা; ব্যাপ্তি প্রতিপাদনের ইচ্ছা; বারবার ঘটা।

বীবর—[ইং. beaver] উত্তর আমেরিকার উভচর জন্তু-বিশেষ (বাঁধনির্মাণে দক্ষ)।

বীভৎস—[বধ্ (নিন্দা করা) + সন্ + অ] ণ. অতিশয় ঘৃণ্য; অতি কদর্য; বিকৃত; রস-বিশেষ। **বীভৎসু**—বি. যিনি যুদ্ধে বীভৎস কার্য করেন না, অর্জুন।

বীম—[ইং. beam] বি. কড়িকাঠ (লোহার বীম, বরগা)।

বীমা—বিমা দ্রঃ।

† **বীর**—[বীর্ (শৌর্য প্রকাশ করা) + অ] ণ. বীর্যবান্, শক্তিমান্; বি. অভীত যোদ্ধা; শক্তি ও সাহসের সহিত কিছু করে যে (কর্মবীর; ধর্মবীর; দানবীর); তান্ত্রিক সাধক-বিশেষ; পতিপুত্র (অবীরা); কাব্যরস-বিশেষ (বীররস); পবন

দেব ; (বাং) বানরদলপতি, গোদা (-হনুমান্)। **বীরকাম**—ণ. যে পুত্র কামনা করে। **বীরকীট**—ণ. কাপুরুষ। **বীরকুঞ্জর**—বীরশ্রেষ্ঠ। **বীরকুলর্ষভ, বীরকেশরী** (-রিন্)—বীরশ্রেষ্ঠ। **বীরখণ্ডি**—তিল ও গুড় দিয়া তৈয়ারী খাদ্য বিশেষ। **বীরগতি**—স্বর্গ। **বীরজয়ন্তিকা**—যুদ্ধস্থলে বীরদিগের নৃত্য। **বীরদর্প**—বীরত্বের আস্ফালন। **বীরত্ব**—সাহসিকতা, বিক্রম। **বীরধটি,-টী,-ড়ী**—যুদ্ধের সময়ে যে ভাবে আঁটিয়া ধুতি পরা হয়, মালকোঁচা মারিয়া পরা কাপড়। **বীরনারী**—বীরাঙ্গনা, বীরের স্ত্রী। **বীরপঞ্চমী**—যে পঞ্চমী তিথিতে ব্রত করিলে বীরপুত্র লাভ হয়। **বীরপনা**—বীরত্ব। **বীরপ্রসবিনী, ,বীরপ্রসূ**—বীরের জননী। **বীরবর**—শ্রেষ্ঠ বীর। **বীরবৌলী,-বউলী**—যোদ্ধার ব্যবহৃত কর্ণাভরণ-বিশেষ। **বীরবিদ্যা**—কুস্তি, মল্লযুদ্ধ। **বীরব্রত**—কর্মে দৃঢ়সঙ্কল্প। **বীরভদ্র**—শিবের অনুচর-বিশেষ; অশ্বমেধের ঘোড়া। **বীরভোগ্যা**—ণ. (স্ত্রী.) বীরপুরুষগণই যাহা ভোগ করিতে সমর্থ। **বীরমাটি**—মাটি বিশেষ (মল্লেরা যাহা গায়ে মাখে)। **বীররজঃ** (-জস্)—বীরাচার তান্ত্রিক যে সিন্দুর ধারণ করে। **বীররস**—বীরত্ব-ব্যঞ্জক অথবা উৎসাহ-উদ্দীপনাপূর্ণ স্থায়ী ভাব। **বীরলোক**—যুদ্ধে হত বীরেরা যে স্থানে গমন করে, স্বর্গ। **বীরস্থান**—যোগীর বীরাসন ; বীরলোক।

† **বীরণ**—বেনা গাছ। **বীরণমূল**—খসখস্।

বীরবল—সম্রাট আকবরের সুবিখ্যাত সভাসদ; সাহিত্যিক প্রমথ চৌধুরীর ছদ্মনাম।

† **বীরহা** (-হন্)—[বীর-হন্+ক্বিপ্] ণ. শত্রুনাশক ; যে সাগ্নিক ব্রাহ্মণের যজ্ঞাগ্নি নষ্ট হইয়া গিয়াছে।

† **বীরা**—বি. পতিপুত্রবতী নারী ; মদিরা ; মুরা নামক গন্ধদ্রব্য ; আমলকী। [সং]

† **বীরাঙ্গনা**—বি. শৌর্যবতী নারী। [বিশেষ।

† **বীরাচার**—বি. তান্ত্রিক সাধনার পদ্ধতি

† **বীরাসন**—বি. যোগ সাধনার আসন-বিশেষ।

† **বীরুৎ (বীরুধ্)**—[বি-রুধ্+ক্বিপ্] শাখাপ্রশাখাযুক্ত দীর্ঘ লতা, কুমড়া প্রভৃতির গাছ।

† **বীরেশ্বর**—বি. বীরশ্রেষ্ঠ ; বীরভদ্র ; শিবলিঙ্গবিশেষ। [বীর+ঈশ্বর]

† **বীর্য**—[বীর+য] বি. বীরের ভাব, তেজ, শৌর্য, সামর্থ্য, পরাক্রম, পৌরুষ (অমর বীর্য সহায় তোমার—রবি) ; শক্তি, প্রভাব (উষ্ণ বীর্য ; স্নিগ্ধ বীর্য) ; শুক্র, রেতঃ, বীজ। **বীর্যবত্তা**—শক্তি, বীরত্ব। **বীর্যবান্** (-বৎ), **-বন্ত**—ণ. শক্তিশালী। **বীর্যবৃদ্ধিকর**—ণ. শক্তিবৃদ্ধিকর ; রেতঃবর্ধক। **বীর্যশুল্কা**—ণ. বীরত্বের বিনিময়ে লভ্যা। **বীর্যহীন**—ণ. শক্তিহীন, পৌরুষহীন। **বীর্যাধান**—বি. গর্ভাধান। **বীর্যাবদান**—বি. বীরত্বসম্ভূত কীর্তি।

বু, বুবু—[আ. বুবু] বি. ভগিনী ; দিদি, জ্যেষ্ঠা ভগিনী ; ভগিনীস্থানীয়া মহিলা (ওপাড়ার বড় বুবু)। **বুজান, বুবুজান**—মাননীয়া দিদি। (বুজী. বুবুজী—সাধারণতঃ গ্রাম্য)।

বু, বো—[ফা. বু] বি. গন্ধ (খোশবু, বদবু)। গ্রাম্য—বয় (বয় করে— গন্ধ করে)। [পুঁটুলি।

বুঁচকি—[বোকচা দ্রঃ] বি. ছোট বোচকা,

বুঁজা, বোঁজা—[বুঙ্গা দ্রঃ] ক্রি. মুদ্রিত বা বন্ধ করা বা বন্ধ হওয়া (চোখ বোঁজা—চক্ষু মুদ্রিত করা ; মৃত্যুমুখে পতিত হওয়া)। **বুঁজানো**—ক্রি. বন্ধ করা বা ভরাট করা (গর্ত বুঁজানো) ; ণ. বন্ধ, ভরাট (বুঁজানো কুয়া)।

বুঁদ—[সং. বিন্দু ; হি. বুঁদ] বি. বিন্দু, ফোঁটা ; ণ. বিন্দুর মত ক্ষুদ্র ; অদৃশ্যপ্রায় ; বিভোর, চুর (নেশায় বুঁদ)।

বুঁদি—[সং. বিন্দু] বি. ছোট ফোঁটা ; [প্রাদে.] প্রতিমার খড়-নির্মিত কাঠামো (বুঁদি বাঁধা) ; রাজস্থানের রাজ্য বিশেষ ('বুঁদির কেল্লা মাটির পরে থাকবে যতক্ষণ'—রবি)।

বুঁদিয়া, বুঁদে, বঁদে,বোঁদে—বি. গুলির মত ক্ষুদ্রাকৃতি মিষ্টান্ন বিশেষ।

বুক—[সং. বুক, বক্ষঃ] বি. বক্ষঃস্থল ; হৃৎপিণ্ড (বুক দুরুদুরু করছে) ; হৃদয় (বুকে বল পাইনা ; বুকভরা ধন) ; প্রাণশক্তি, হিম্মত, সাহস (বুক বাঁধা ; বুক দিয়া পড়া) ; (অভব্য) স্তন। **বুক কাঁপা**—হৃৎস্পন্দন হওয়া (ভয়সূচক)। **বুককাটা জামা**—বুক-খোলা জামা। **বুক গেল**—যন্ত্রণায় হৃৎপিণ্ড ফাটিয়া যাইবার মত অথবা ছিন্ন হইবার মত অবস্থা হইয়াছে। **বুক চচ্চড় করা**—প্রবল ঈর্ষার ফলে দারুণ অস্বস্তিবোধ করা। **বুক চাপ**—বক্ষঃস্থলে চাপ বা শ্বাসরোধক ভাব। **বুক চাপড়ানো**—প্রবল দুঃখে ক্ষতিতে বা

শোকে বক্ষে করাঘাত করা, হায় হায় করা। **বুক জল**—বুক পর্যন্ত ডোবে এমন গভীর জল। **বুক জ্বালা**—অম্লরোগে বুকের ভিতর জ্বালা অনুভব। **বুক ঠোকা**—সাহস প্রকাশ করা; মনে সাহস আনা। **বুক ঢিপ ঢিপ করা**—উৎকণ্ঠায় হৃৎস্পন্দন বাড়িয়া যাওয়া। **বুক দশ-হাত হওয়া**—বুকে খুব বল পাওয়া, খুব উৎসাহিত বোধ করা। **বুক দিয়া করা**—সর্বান্তঃকরণে সাহায্য করা। **বুক দিয়া পড়া**—সাহস ও মমত্ববোধসহকারে অপরের সাহায্যে অগ্রসর হওয়া। **বুক দুড় দুড় করা, ধড় ধড় করা** বা **ধড়াস্ ধড়াস্ করা**—উৎকণ্ঠায় প্রবল হৃৎস্পন্দন হওয়া। **বুক ধড়ফড় করা**—অজীর্ণাদির ফলে হৃৎস্পন্দন বাড়িয়া যাওয়া; অমঙ্গল আশঙ্কায় অতিরিক্ত হৃৎস্পন্দন হওয়া। **বুকপকেট**—জামার বক্ষঃস্থল-সংলগ্ন পকেট। **বুক পাতা**—আঘাতের সামনে সঙ্কুচিত না হওয়া। **বুক ফাটা**—ক্রি. বক্ষ বিদীর্ণ হওয়া; ণ. হৃদয়-বিদারক (বুক-ফাটা কান্না)। **বুক ফাটে ত মুখ ফোটে না**—মনের কথা কিংবা অনুরাগ ব্যক্ত করিতে না পারার ফলে হৃদয় বিদীর্ণ হয় কিন্তু মুখে কথা ফোটে না। **বুক ফুলিয়ে চলা**—অসঙ্কুচিত হইয়া অগ্রসর হওয়া। **বুক বলে যাওয়া**—বাধা না পাওয়ার ফলে সাহস বাড়িয়া যাওয়া। [প্রাদে.]। **বুক বাঁধা**—সাহস করা; সঙ্কল্প করা; ধৈর্য ধারণ করা। **বুক বাড়া**—সাহস বাড়া। **বুকবুক করা**—বুকের ধন জ্ঞান করা; অতিরিক্ত যত্নবান হওয়া, পুতু পুতু করা (মা-মরা ছেলেটাকে বুকবুক করে মানুষ করেছে)। **বুক ভাঙা**—আশা ও উদ্যম নষ্ট হইয়া যাওয়া; ণ. যাহার আশা ও উদ্যম নষ্ট হইয়া গিয়াছে; শোক-বিহ্বল। **বুক শুকানো**—হৃদয়ে বল বা স্ফূর্তি অনুভব না করা, একান্ত নিরুৎসাহ হওয়া। **বুকশূল**—হৃৎপিণ্ডে তীব্র বেদনাবোধ রোগ। **বুকে ঢেঁকির পাড় পড়া**—ঢেঁকি দ্রঃ। **বুকে পিঠে করে মানুষ করা**—অতিশয় আদর ও যত্নসহকারে লালন করা। **বুকে বাঁশ ডলা**—বাঁশ দ্রঃ। **বুকে বসে দাড়ি উপড়ানো**—আশ্রয়দাতারই অপকার করা। **বুকে লাগা**—মনে আঘাত লাগা। **বুকে হাত দিয়ে বলা**—হৃদয়ে স্থিত ঈশ্বরকে সাক্ষী রাখিয়া বলা; খাঁটি সত্য কথাটি বলা। **বুকের পাটা**—প্রশস্ত বক্ষঃস্থল; অতিরিক্ত সাহস, দুঃসাহস। **বুকের রক্ত দিয়ে**—আন্তরিক-ভাবে এবং বিপুল ক্ষতি স্বীকার করিয়া।

বুক—[ইং. book] বি. বই; হিসাবেরখাতা; মাশুল দিয়া কৃত বা অগ্রিম ব্যবস্থা। **বুক কীপার**—হিসাব রক্ষক। **বুকপোস্ট**—খোলা মোড়কে ছাপানো কাগজ ইত্যাদি ডাকে পাঠাইবার ব্যবস্থা। **বুক বাইন্ডিং**—বই বাঁধার কাজ। **বুকস্টল**—স্টেশন মেলা প্রভৃতি স্থানের অস্থায়ী বইয়ের দোকান। **বুক শেল্ফ**—বই সাজাইয়া রাখিবার তাক। **বুকিং**—বি. মাশুল দিয়া ব্যবস্থা করা; ণ. ভ্রমণের জন্য বা মাল পাঠাইবার জন্য যেখানে বা যাহার কাছে অগ্রিম মাশুল দিতে হয় এমন (-অফিস, -ক্লার্ক, -এজেন্ট)।

বুকড়ি—বি. আকাঁড়া মোটা চাউল বিশেষ।

বুকনি—[হি. বুকনী—চূর্ণ, খণ্ড] বি. ছোট টুকরা; টুকরা কথা, কথার ফোড়ন (মাঝে মাঝে ইংরেজির বুকনি দেওয়া)।

বুক্ক—বি. হৃৎপিণ্ড, অগ্রমাস; ছাগল। স্ত্রী **বুক্কা**—শোণিত।

বুক্কন—[হি. ভোঁক্না] বি. কুকুরের ডাক; জন্তুর রব। **বুক্কার**—কুকুরের রব।

বুক্কাস্থি—বি. বক্ষঃস্থলের অস্থি যাহার সহিত পাঁজর যুক্ত হইয়াছে।

বুজ—বুঝ দ্রঃ।

বুজবুড়ি—বি. বুড়বুড়ি, বুদ্‌বুদ।

বুজদিল—[ফা.] ণ. কাপুরুষ।

বুজন—বি. বন্ধ বা মুদ্রিত হওয়া।

বুজরুক—[ফা. বুযুর্গ—বৃদ্ধ, সম্মানিত] ণ. চালবাজ, ফন্দিবাজ। বি. **বুজরুকি,-কী**—চালিয়াতি; অলৌকিক শক্তির ভান।

বুজা—ক্রি. বুঁজা, বন্ধ করা, মুদ্রিত করা; মুদ্রিত হওয়া, বন্ধ হওয়া (চোখ বুজে গেছে; গর্ত বুজেছে) **চোখ বুজিয়া**—না দেখিয়া; সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিয়া (এ মাল চোখ বুজে নিতে পার)। **বুজানো, বুজোনো**—গর্ত বা ছিদ্র বন্ধ করা।

বুঝ—বি. প্রবোধ, সান্ত্বনা (বুঝ মানে না); বোধ, জ্ঞান, বিচার (এমন অবুঝ হলে চলবে কেন)। (গ্রাম্যঃ বুজ। বুজমান—বিবেচক)। **বুঝ (জ)-সুজ**—বিচার, বিচারের বিষয়; সন্দেহস্থল (বাঁচে কিনা বুজসুজ); বিবেচনা, অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা

(বুঝসুজ করে চলো)। **বুঝ সমঝ**—বি. বিচার-বিবেচনা। **বুঝন**—বি. বোধহওয়া। **বুঝনু**—ক্রি. (ব্রজবুলি) বুঝিলাম।

বুঝা, বোঝা—ক্রি. বোধ করা, উপলব্ধি করা (খুকি তোমার কিছু বোঝে নাকো—রবি); বিচার-পূর্বক উপলব্ধি করা (বোঝো ব্যাপারটা কোথায় গিয়ে দাঁড়িয়েছে); টের পাওয়া, অনুভব করা (বুঝতে পারছি জ্বর আসছে); প্রমাণ সহকারে জানা (বোঝা যাবে কে হারে); পরীক্ষা করিয়া জানা (তোমার মন বুঝলাম)। **বুঝানো**—ক্রি. জ্ঞাত করানো, হৃদয়ঙ্গম করানো (পড়া বুঝানো); ধারণার সৃষ্টি করা (ভুল বোঝানো হয়েছে); প্রবোধ দেওয়া (মনকে বহু রকমে বুঝাই, কিন্তু মন বুঝ মানেনা); সমঝানো (শ্রমিকদের বোঝাও স্বাধীন দেশে ধর্মঘট করার অর্থ হয় না)। **বুঝাপড়া**—পরস্পরের মনোভাব ইত্যাদি নির্ণয়, সমঝোতা। **বুঝি**—ক্রি. হৃদয়ঙ্গম করি; অবস্থা সম্বন্ধে যথাযথ ধারণা করিতে পারি, টের পাই, অনুমান করি; অব্য. বোধ হয়, হয়ত (বুঝি সময় হল এবার—রবি)। **বুঝিয়া, বুঝে**—বিবেচনা করিয়া, অগ্রপশ্চাৎ ভাবিয়া। **বুঝেছ কিনা**—মুদ্রাদোষ জ্ঞাপক উক্তি বিশেষ।

বুট—[সং. বৃত্ত; হি. বুঁট] বি. ছোলা (বুটের ডাল); [ইং. boot] বি. গোড়ালির উপরের অংশও ঢাকা পড়ে এমন জুতা (বুট পায়ে মসমস্ করে চলা)।

বুটা, বুটি, বুট্টি—বি. কাপড়ে সূচের সাহায্যে তোলা ফুল পাতা আদির নক্সা। **বুটাদার, বুটিদার**—ণ. যাহাতে বুটা তোলা হইয়াছে।

বুড়কিয়া—[কথ্যঃ বুড়কে] বি. বুড়ি সম্পর্কিত অঙ্ক (যথা—এক বুড়ি পাঁচগণ্ডা)। [ডুবানো।

বুড়ন—বি. ডুব দেওয়া। **বুড়ানো**—ক্রি.

বুড়বক, বুড়বাক—ণ. একান্ত নির্বোধ (বুড়ো ও বোকা); বোকাহাবা; গালি-বিশেষ।

বুড়বুড়ি—বি. বুদ্বুদ, ভুড়ভুড়ি (গ্রাম্য—শোল মাছ বুড়বুড়ি ছাড়ছে)।

বুড়া, বুড়ো—[বৃদ্ধ; হি. বুড্ঢা] ণ. বৃদ্ধ, প্রাচীন (বুড়া বাপ, বুড়ো বট); বয়স্ক, অধিক বয়স্ক (বুড়ো ছেলের আদর দেখ, বুড়ো বর। বিপ. কচি); বার্ধক্য হেতু অকর্মণ্য, জরাগ্রস্ত (বুড়ো গাই; সাতকেলে বুড়ো); পরিণত, যাহার বিকাশ শেষ হইয়া গিয়াছে (বুড়ো হাড় ভাঙলে জোড়া লাগে না); বি. বুড়ামানুষ। স্ত্রী. বুড়ী। **বুড়া আঙুল**—অঙ্গুষ্ঠ। **বুড়া কাপ**—রঙ্গপ্রিয় বৃদ্ধ, সংসাজা বৃদ্ধ। **বুড়া খাসি**—অধিক চর্বিদার খাসি (বিপ. কচি বা ফুল খাসি)। **বুড়ামি, বুড়ামো**—জ্যাঠামি, অল্পবয়স্কের বৃদ্ধের ন্যায় আচরণ বা কথাবার্তা। **বুড়া থুড়া**—যথেষ্ট বুড়া। **বুড়া হাবড়া**—বুড়া এবং হাবড়ের মত বিরক্তিকর; বৃদ্ধ ও একান্ত অকর্মণ্য। **বুড়োটে**—ণ. বুড়ার তুল্য, বৃদ্ধভাবাপন্ন। **বুড়োবুড়ী**—বৃদ্ধ স্বামী ও বৃদ্ধা স্ত্রী। **বুড়োময়না**—বৃদ্ধা ডাকিনী ময়নামতী; (তাহা হইতে) বুড়ী কুটনী। **বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁয়া**—বুড়ার যুবকের মত স্ফূর্তি বা নাগরবেশ। **থুথুড়ে বুড়ো**—থুড়থুড়ে দ্রঃ। (বুড়া কথ্য ভাষায় সর্বত্রই বুড়ো হয়; পূর্ববঙ্গে কিন্তু বুড়া বা বুরা প্রচলিত)।

বুড়া—(গ্রাম্য) ক্রি. ডুব দেওয়া। **বুড়ানো**—ডুবানো। (পূর্ববঙ্গে: বুরান)।

বুড়ানো—ক্রি. বুড়া হওয়া, জরার লক্ষণ দেখা দেওয়া (বয়সের তুলনায় বুড়িয়েছ বেশী)।

বুড়ি—পণের চারি ভাগের এক ভাগ, ৫গণ্ডা; তুচ্ছতাজ্ঞাপক শব্দ (দেড় বুড়ির ছেলে না তার এত বড় কথা—গ্রাম্য মেয়েলী)। **বুড়িকিয়া**—বুড়কিয়া (দ্রঃ)। **বুড়িতে চতুর কাহনে কানা**—কড়ায় কড়া কাহনে কানা (কাহন দ্রঃ)।

বুড়ী—[প্রা. বুড্ঢী; হি. বুঢ়িয়া] ণ. বি. বৃদ্ধা; অধিক বয়স্কা; ছোট মেয়ের (সাধারণতঃ প্রথম মেয়ের) আদরের নাম; লুকোচুরি খেলায় যাহা ছুঁইতে পারিলে জিত হয়। **বুড়ী ছোঁয়া**—খেলায় বুড়ীকে ছুঁইয়া জিতিয়া যাওয়া; (তাহা হইতে) কোন রকমে সিদ্ধি লাভ করিয়া নিরাপদ হওয়া। **বুড়ীগঙ্গা**—ঢাকা শহরের পাশ দিয়া প্রবাহিত নদী। **বুড়ীবালাম**—উড়িষ্যার বালেশ্বর নিকটস্থ বুরাবালাং নদী ('বাঘা' যতীনের কীর্তিপূত)। **বুড়ীবুড়ী খেলা**—ছোট ছেলে-মেয়েদের কোমর-ভাঙা বুড়ীর মত লাঠিতে ভর দিয়া খেলা। **বুড়ীর সুতা**—আকাশ হইতে সূতার মত যাহা পড়ে, বাতভুল। **পাকা বুড়ী**—যে মেয়ে শৈশবেই বুদ্ধিমতীর মত কথা বলে (আদরে ও বিদ্রূপে)।

বুঢ়া—বুড়া (প্রাচীনবাংলায়ব্যবহৃত); স্ত্রী.বুঢ়ি,-ঢী।

বুৎপরস্ত—[ফা. বুৎপরস্ত্—বুধ্‌পরস্ত্—বুদ্ধমূর্তির পূজারি]প. প্রতিমাপূজক। **-পরস্তি**—মূর্তিপূজা।

* **বুদ্ধ**—[বুধ্ + ক্ত] প. বিদিত ; জাগরিত ; যিনি সব অবগত, সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাবান্ ; বি. বৌদ্ধ ধর্মের প্রবর্তক শাক্যসিংহ (হিন্দু মতে ইনি বিষ্ণুর নবম অবতার)। **বুদ্ধগয়া**—গয়ার নিকটবর্তী বিশাল-মন্দিরময় বৌদ্ধ তীর্থস্থান, যেখানে শাক্যসিংহ বুদ্ধত্ব বা বোধি লাভ করেন।

* **বুদ্ধি**—[বুধ্ + ক্তি] বি. যাহার দ্বারা বোধ জন্মে, ধীশক্তি, জানিবার বা বুঝিবার ক্ষমতা (ঘটে কোন বুদ্ধি নেই ; প্রখর বুদ্ধি) ; অবধান, বিবেচনা (বুদ্ধি করে চলা) ; মনোবৃত্তি, মতি, মানসিক প্রবণতা (কেন এমন বুদ্ধি হলো ; দুর্বুদ্ধি) ; লাভ ক্ষতি সম্বন্ধে চেতনা (যদি এতটুকু বুদ্ধি থাকে) ; পরামর্শ, উপদেশ (এখন বুদ্ধি দাও কি করবো) ; যুক্তি, মতলব (সবাই মিলে বুদ্ধি করেছে ওরাই আগে মোকদ্দমা করবে) ; উপস্থিত বুদ্ধি (তখন বুদ্ধি হয় নাই, দাঁওটা ফস্কে গেল)। **বুদ্ধি-কৌশল**—বুদ্ধির দ্বারা উদ্ভাবিত উপায় বা ফন্দি, চতুরতা। **বুদ্ধিগম্য**—যাহা বুদ্ধি দিয়া বুঝিতে পারা যায়। **বুদ্ধিচাতুর্য**—বুদ্ধির প্রাখর্য, চতুরতা। **বুদ্ধিজীবী** (-বিন্)—শিক্ষিত ; বুদ্ধি যাহাদের জীবিকার উপায় (বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় —intelligentia)। **বুদ্ধিনাশ**—হিতাহিত বা কার্যাকার্য বিবেচনার বিলোপ, মতিচ্ছন্নতা। **বুদ্ধিবৃত্তি**—বুদ্ধি, বুদ্ধিশক্তি, intellect। **বুদ্ধিভ্রংশ**—বুদ্ধিলোপ, মতিচ্ছন্নতা। **বুদ্ধি-ভ্রম**—বুঝিবার ভুল, মতিভ্রম। **বুদ্ধিমত্তা**—বুদ্ধিশালিতা ; বুদ্ধি, ধী। **বুদ্ধিমন্ত**—বুদ্ধিমান্ (বর্তমানে কতকটা অপ্রচলিত)। **বুদ্ধিমান্** (-মৎ)—প. ধীশক্তিসম্পন্ন ; বিবেচনাশীল, তীক্ষ্ণ বুদ্ধিসম্পন্ন ; (উপহাসে) চালাক, ফন্দিবাজ। স্ত্রী. **বুদ্ধিমতী**। **বুদ্ধিলোপ**—বিবেচনা শক্তির বিলোপ। **বুদ্ধিশুদ্ধি**—বিচার বিবেচনা। **বুদ্ধিহারা**—প. হতবুদ্ধি, কিংকর্তব্যবিমূঢ়। **বুদ্ধি-হীন**—প. যাহার বুদ্ধিশুদ্ধি নাই, অবিবেচক, নির্বোধ। **বুদ্ধীন্দ্রিয়**—জ্ঞানেন্দ্রিয়।

* **বুদ্বুদ**—[সং.] বি. ভুড়ভুড়ি, জলবিম্ব, bubble (বুদ্বুদের মত মিলাইয়া গেল)। **বুদ্বুদন** —বুদ্বুদ উঠা, effervescence। প. **বুদ্বুদিত**। **বুদ্বুদী** (-দিন্)—যাহাতে বুদ্বুদ উঠে।

* **বুধ**—[বুধ্ (জানা + অ] প. যে শাস্ত্র জানে, পণ্ডিত, বিদ্বান্ ; চন্দ্রের পুত্র বুধগ্রহ, Mercury ; বুধবার। **বুধরত্ন**—মরকত মণি। **বুধাষ্টমী** —অষ্টমীতিথি-বিশেষ। প. **বুধিত**—অবগত।

বুধী—গাভীর আদরের নাম (বুধী গাই)।

বুনট, বুননি, বুনাট, বুনানি—বি. কাপড়ের জমি, texture (ঠাস বুনানি—ঠাসাভাবে বুনা) ; বয়নকার্য।

বুনন, বুনানি—বীজ বপন।

বুনন, বুনান, বুনানো, বুনোনো—ক্রি. বয়ন করা। **বুননি, বুনোনি**—বি. বয়ন করিবার মজুরি। **বুনা, বোনা, বুনানো**—যাহা বয়ন করা হইয়াছে (সামনে জরির ফিতেয় বোনা জলের ফেনা ফেনিয়ে ধায়—করুণানিধান)।

বুনা,বোনা—ক্রি. বয়ন করা; বপন করা; ইতস্তত: ছড়ানো (খুকীকে মুড়কি যা দিয়েছিলে তার খেয়েছে অর্ধেক বুনেছে অর্ধেক)।

বুনিয়াদ—[ফা.] বি. ভিত্তি ; উৎপত্তি, মূল ; বংশ (ওদের জাত-বুনিয়াদই খারাপ)। প. **বুনিয়াদী**—বুনেদি দ্রঃ। **বুনিয়াদী শিক্ষা** —বুনিয়াদ বা প্রাথমিক স্তর সুগঠিত করিবার শিক্ষা, Basic Education (এই শিক্ষা মুখ্যত: হাতের কাজের ভিতর দিয়া দেওয়া হয়, মহাত্মা গান্ধী ইহার প্রবর্তক)।

বুনো—[সং. বন্য] প. বন্য, যাহা পোষা নয় ; বনজাত (বুনো ওল) ; অসভ্য, অমার্জিত ; বি. আদিমজাতি-বিশেষ (বুনোরা শূয়র মারতে এসেছে)।

* **বুভুক্ষা**—[ভুজ্ + সন্ + অ + আপ্] বি. ভোজনেচ্ছা, ক্ষুধা ; ভোগের প্রবল বাসনা (এ বুভুক্ষা মিটবার নয়)। প. **বুভুক্ষিত, বুভুক্ষু** —ক্ষুধার্ত, ভোজনেচ্ছু।

বুরা— [হি.] প. মন্দ, খারাপ। (ঢাকার কথ্য)।

বুরুজ—[আ. বুরজ্] বি. দুর্গপ্রাকারের বহির্গত অংশ, bastion ; দুর্গ প্রাকারের উপরে অবস্থিত উচ্চ কক্ষ ; মিনারের উপরিভাগ।

বুরুল—বি. অঙ্গুষ্ঠের প্রস্থ পরিমাণ, তিন যব, প্রায় একইঞ্চি।

বুরুশ,-স—[ইং. brush] বি. পশুলোম আদি দিয়া প্রস্তুত মার্জনী বা তুলি। **বুরুশ করা**—বুরুশ দিয়া পরিষ্কার করা অথবা বুরুশ দিয়া ময়লা ঝাড়িয়া চকচকে করা (জুতা বুরুশ করা)।

বুলবুল,-লি—[ফা. বুলবুল] বি. কৃষ্ণবর্ণ সুকণ্ঠ পক্ষীবিশেষ (ফারসী ও উর্দু সাহিত্যে গোলাপের প্রেমিকরূপে বর্ণিত, যেমন সংস্কৃতে মধুকর পদ্মের প্রেমিকরূপে বর্ণিত)। [কাব্যে]।

বুলা—ক্রি. পরিভ্রমণ করা, ঘোরা। (প্রাচীন

বুলানো—ক্রি. কোমল ভাবে স্পর্শ করিয়া চালিত করা (গায়ে হাত বুলানো ; তুলি বুলানো)। **চোখ বুলানো**—ভাসাভাসা ধরণে দেখা বা পড়া। **মাথায় হাত বুলানো**—মাথায় হাত বুলাইয়া আদর দেখানো ; ঠকানো। **পিঠে হাত বুলানো**—স্বার্থ-সিদ্ধির অভিপ্রায়ে ভালবাসা দেখানো।

বুলি—[হি. বোলী] বি. অভ্যস্ত বৈচিত্র্যহীন কথা; পাখী প্রভৃতিকে যেসব কথা শিখানো হয়, বোল, প্রচলিত গৎ (শিখায়েছ বিলাতী বুলি—দ্বিজেন্দ্র লাল ; বুলি আওড়ান) ; অনুন্নত প্রাদেশিক ভাষা (পাহাড়ী বুলি)। **বুলি ধরা**—পাখীর দুই চারিটি শেখা কথা উচ্চারণ করিতে আরম্ভ করা ; কোন কথা না বুঝিয়া অথবা বহুলোক এক সঙ্গে বার বার আবৃত্তি করা (সব চাকুরেরা বুলি ধরেছে তাদের ভাতা আরো বাড়িয়ে দিতে হবে)।

বুলেট—[ইং. bullet] বন্দুকে ব্যবহৃত বড় গুলি।

বুস্তান—[ফা. বু+স্তান (স্থা)—সুগন্ধ পুষ্পের স্থান] বি. ফুলের বাগান।

+ **বৃংহণ**—[বৃংহ্‌+অনট] ণ. পুষ্টিকারক, যাহা দেহের চর্বি বৃদ্ধি করে অথবা বল বৃদ্ধি করে ; বি. হস্তীর গর্জন। **বৃংহিত**—বি. হস্তীর গর্জন ; ণ. পুষ্ট, বর্ধিত।

+ **বৃক**—[বৃক্‌ (গ্রহণ করা)+অ) বি. নেকড়ে বাঘ, শৃগাল ; কাক ; জঠরাগ্নি ; ক্ষত্রিয় ; সরল বৃক্ষের নির্যাস, তার্পিন। **বৃকদংশ**—বৃককে যাহা দংশন করে, কুকুর। **বৃকধূপ**—নানা দ্রব্য-মিশ্রিত দশাঙ্গ ধূপ। **বৃকধূর্ত**—শৃগাল। **বৃকোদর**—যাহার জঠরে তীক্ষ্ণাগ্নি, ভীম।

+ **বৃক্ক**—বি. দেহস্থ মূত্র-নিঃসারক যন্ত্র, kindney।

+ **বৃক্ষ**—[ব্রশ্চ্‌ (ছেদন করা)+সক্‌—যাহা ছেদন করিলেও জন্মে] বি. তরু, পাদপ, বিটপী, গাছ। **বৃক্ষক**—চারাগাছ। **বৃক্ষচর**—বানর। **বৃক্ষচ্ছায়**—বৃক্ষ শ্রেণীর ছায়া। **বৃক্ষচ্ছায়া**—একটি গাছের ছায়া। **বৃক্ষধূপ**—তার্পিন। **বৃক্ষনাথ**—বটগাছ। **বৃক্ষপাল**—বন রক্ষার ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী। **বৃক্ষবাটিকা**—বাগানবাড়ী, নিকুঞ্জ। **বৃক্ষভবন**—বৃক্ষের কোটর। **বৃক্ষাগ্র**—গাছের চূড়া। **বৃক্ষাদনী**—পরগাছা। **বৃক্ষাম্ল**—তেঁতুল ; আমড়া গাছ। **বৃক্ষান্তরাল**—গাছের আড়াল। **বৃক্ষায়ুর্বেদ**—উদ্ভিদ্‌বিদ্যা, botany।

বৃটন—[ইং Briton] বি. ইংরাজ। **বৃটিশ**—ইংলণ্ডীয় ; ইংলণ্ডের রাজশক্তি সম্পর্কিত (বৃটিশ শাসন ; বৃটিশের রণবাদ্য)। **বৃটেন**—[ইং. Britain] বি. ইংলণ্ড।

+ **বৃত**—[বৃ (বরণ করা ; আচ্ছাদন করা ; প্রার্থনা করা)+ক্ত] ণ. যাহাকে কোন কর্মের জন্য বরণ করা হইয়াছে (সভাপতির পদে বৃত) ; আবৃত, আচ্ছাদিত ; প্রার্থিত। বি. **বৃতি**—বরণ ; নিয়োগ ; প্রার্থনা ; আবরণ ; গোপন ; বেষ্টন ; বেষ্টনী, বেড়া ; কাঁটা প্রভৃতির বেড়া।

+ **বৃত্ত**—[বৃৎ+ক্ত] ণ. জাত, আচ্ছাদিত ; অভ্যস্ত ; বর্তুল, গোলাকার (বৃত্তোরু) ; বি. গোলাকার ক্ষেত্র, circle ; পরিধি ; কচ্ছপ ; অক্ষর ইত্যাদি দ্বারা নিয়মিত ছন্দ (মাত্রাবৃত্ত ছন্দ) ; শাস্ত্রোক্ত আচার, চরিত্র, আচরণ (দুর্বৃত্ত ; জীবনবৃত্ত ; পতঙ্গবৃত্ত ; বৃত্তসম্পন্ন ; রাজবৃত্ত) ; ণ. অতীত, মৃত। **বৃত্তকলা**—দুই ব্যাসার্ধের দ্বারা সীমাবদ্ধ বৃত্তাংশ, Sector। **বৃত্তখণ্ড**—একটি সরল রেখা দ্বারা কর্তিত বৃত্তাংশ, segment. **বৃত্তগন্ধি**—ণ. যে গদ্যের মধ্যে ছন্দও মাঝে মাঝে দেখা দেয়। **বৃত্তপুষ্প**—শিরীষ কদম্ব প্রভৃতি গোলাকার পুষ্প। **বৃত্তবান্‌** (-বৎ)—ণ. চরিত্রবান্‌, আচারবান্‌ ; গোলাকার। **বৃত্তস্থ**—ণ. সচ্চরিত্র ; বৃত্তক্ষেত্রে স্থিত। **বৃত্তাংশ**—(জ্যামিতি). বৃত্তের অংশ, Segment of a circle। **বৃত্তানুবর্তী** (-র্তিন্‌)—ণ. আচারনিষ্ঠ।

+ **বৃত্তান্ত**—[বৃত্ত+অন্ত, বহুব্রী.] বি. বিবরণ ; সংবাদ ; বিষয়, ব্যাপার ; সমগ্র বা খুটিনাটি সংবাদ (কবে এলে কি বৃত্তান্ত কিছুই ত জানি না ; আদি বৃত্তান্ত)। **সর্ববৃত্তান্তদর্শী** (-র্শিন্‌) —যিনি সকল ব্যাপার জানেন।

+ **বৃত্তাভাস**—[বৃত্ত+আভাস, বহুব্রী.] ণ. প্রায় গোলাকার ; বি. উপবৃত্ত, ডিম্বাকৃতি ক্ষেত্র, ellipse.

+ **বৃত্তি**—[বৃৎ+ক্তি] বি. ব্যবসায়, উপজীবিকা

(উঞ্ছবৃত্তি; দস্যুবৃত্তি); আচরণ, ব্যবহার, জীবনের কর্মধারা (সেকালের রাজারা বার্ধক্যে মুনিবৃত্তি অবলম্বন করিতেন); ব্যাখ্যান, ব্যাখ্যান-গ্রন্থ (পাণিনির কাশিকাবৃত্তি); প্রবৃত্তি, স্বভাব, মনের শক্তি বা প্রবণতা, faculty (চিত্তবৃত্তি; হীন মনোবৃত্তির পরিচয় দেওয়া হয়েছে); শব্দের অর্থ প্রকাশের শক্তি (যথা: অভিধা ব্যঞ্জনা লক্ষণা), অক্ষর-সংখ্যাত ছন্দ; বিদ্যানুশীলনের জন্য দত্ত অর্থ-সাহায্য, জলপানি, scholarship, stipend (ছাত্রবৃত্তি); নিয়মিত অর্থ সাহায্য (বৃত্তিভোগী গুপ্তচর)। **বৃত্তিকার**—ব্যাখ্যাতা। **বৃত্তিচ্ছেদ**—উপজীবিকা হরণ বা তাহার লোপ। **বৃত্তিদান**—জীবিকা নির্বাহের জন্য ভূমি বা অর্থ সাহায্য দান। **বৃত্তিভোগী** (-গিন্) —য নিয়মিত অর্থ সাহায্য পায়।

+ **বৃত্য**—[বৃ+য] ণ. বরণীয়।

+ **বৃত্র**—অসুর-বিশেষ, দধীচির অস্থিজাত বজ্রে ইহার নিধন হয়। **বৃত্রহা** (-হন্), **বৃত্রারি**—ইন্দ্র।

+ **বৃথা**—ক্রিণ. ণ. নিষ্ফল, নিরর্থক (বৃথা এই সাজ-সজ্জা; বৃথা আস্ফালন; বৃথা চেষ্টা); অকারণ, মিছামিছি (বৃথা দোষারোপ); যাহা দেবতাকে নিবেদিত হয় নাই (বৃথা মাংস)। [বৃ+থাচ্]। **বৃথা কথা**—অসার কথা। **বৃথা জন্ম**—যে জন্মে সুকৃতিসাধন অথবা মহৎ কিছু সম্পাদন সম্ভব হইল না। **বৃথা দান**—অপাত্রে দান। **বৃথাপক্ব**—দেবতার জন্য নহে নিজের জন্য যাহা পক্ব বা প্রস্তুত হইয়াছে। **বৃথা বৃদ্ধ**—বৃদ্ধ কিন্তু বয়সোচিত জ্ঞান ও বিবেচনাহীন (তুলনীয়—অকারণেই চুল দাড়ি পাকিয়েছ)।

+ **বৃদ্ধ**—[বৃধ্+ক্ত] ণ. বৃদ্ধিপ্রাপ্ত (সম্বৃদ্ধ, প্রবৃদ্ধ); বয়োজ্যেষ্ঠ, মুরুব্বি (গ্রামবৃদ্ধ); প্রাচীন, পূর্বতন (বৃদ্ধ প্রপিতামহ); জরাগ্রস্ত, স্থবির; পণ্ডিত; বি. যে পুরুষের বয়স সত্তরের উপরে, প্রাচীন ব্যক্তি। স্ত্রী **বৃদ্ধা**—যে নারীর বয়স পঞ্চাশের অধিক। **বৃদ্ধ কাক**—দাঁড়কাক। **বৃদ্ধগঙ্গা**—বুড়ীগঙ্গা। **বৃদ্ধত্ব**—বার্ধক্য, বৃদ্ধাবস্থা। **বৃদ্ধনাভি**—যাহার গোঁড় আছে। **বৃদ্ধ প্রপিতামহ**—প্রপিতামহের পিতা। **বৃদ্ধশ্রবাঃ** (-বস্)—ইন্দ্র। **বৃদ্ধাঙ্গুলি, বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ**—বুড়া আঙ্গুল। **বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ প্রদর্শন**—কাঁকি দেওয়া।

বৃদ্ধি—[বৃধ্+ক্তি] বি. আধিক্য, উপচয়, প্রাচুর্য (ধনবৃদ্ধি); অভ্যুদয়, উন্নতি (বৃদ্ধিকাল; ক্ষতিবৃদ্ধি); ব্যাপ্তি, বিস্তার; সুদ (বৃদ্ধিজীবী—সুদখোর); বাড়, স্পর্ধা; ওষধি-বিশেষ কবিরাজী ঔষধে ব্যবহৃত হয়; (ব্যাকরণে) অ আ স্থানে আ, ই ঈ স্থানে ঐ, উ ঊ স্থানে ঔ ইত্যাদি হওয়া (যেমন পরত্র—পারত্রিক, ইচ্ছা—ঐচ্ছিক, উদ্ধত—ঔদ্ধত্য, ওষধি—ঔষধ)। **বৃদ্ধিজীবী** (-বিন্)—সুদখোর। **বৃদ্ধিমান্** (-মৎ)—বৃদ্ধিযুক্ত। **বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ**—আভ্যুদয়িক শ্রাদ্ধ। **বৃদ্ধোক্ষ**—বুড়া ষাঁড়। [বৃদ্ধ+উক্ষন্]। **বৃদ্ধ্যাজীব**—সুদখোর, মহাজন। [বৃদ্ধি+আজীব, ত্রী.]।

+ **বৃন্ত**—[বৃন্ (ধারণ করা)+ত] বি ফল পুষ্প পত্রাদির বোঁটা; কুচাগ্র, চুচুক; জলপাত্র রাখিবার বিড়া।

+ **বৃন্তাক**—বেগুন; বেগুনগাছ। [সং.]

+ **বৃন্দ**—বি. সমূহ (জ্ঞাতিবৃন্দ); শতকোটী। [বৃন্+দ]। স্ত্রী. **বৃন্দা**—তুলসী বৃক্ষ; রাধা; রাধিকার সখী-বিশেষ ও দূতী।

+ **বৃন্দাবন**—(কেদাররাজকন্যা বৃন্দা ও শ্রীকৃষ্ণের বিহার-কানন) যমুনা তীরবর্তী সুপ্রসিদ্ধ নগর ও বৈষ্ণবদিগের পবিত্র তীর্থ; তুলসী-পীঁড়ি। **বৃন্দাবনচন্দ্র,-ধন**—শ্রীকৃষ্ণ। **বৃন্দাবন-বিলাসিনী**—রাধা। **বৃন্দারণ্য**—বৃন্দাবন।

+ **বৃশ্চিক**—বি. সুপরিচিত কীট, কাঁকড়া বিছা; (ইহার হুল ফুটিলে অতিশয় যন্ত্রণা হয়); (জ্যোতিষে) রাশিবিশেষ, Scorpio. **বৃশ্চিকালী**—বিছুটির গাছ।

+ **বৃষ**—[বৃষ্ (প্রভু হওয়া, বর্ষণ করা)+অ—অত্যধিক শুক্রযুক্ত, বলবান্] বি. ষাঁড়; (জ্যোতিষে) রাশি-বিশেষ, Taurus; পুরুষের জাতি-বিশেষ; শ্রেষ্ঠ (মুনিবৃষ); ওষধি-বিশেষ; ইন্দ্র; বিষ্ণু; শ্রীকৃষ্ণ; শিব; সূর্য, কামদেব। **বৃষকাষ্ঠ**—বৃষোৎসর্গ শ্রাদ্ধে বৃষকে বাঁধিবার কাষ্ঠস্তম্ভ। **বৃষকেতন,-কেতু,-ধ্বজ,-বাহন**—শিব। **বৃষস্কন্ধ**—ণ. বৃষের স্কন্ধের মত স্কন্ধ যাহার, অংসল।

+ **বৃষভ**—বি. বৃষ; শ্রেষ্ঠ (মুনিবৃষভ)। [বৃষ্+অভ]। **বৃষভকেতু,-ধ্বজ**—শিব। **বৃষভযান**—গোযান।

+ **বৃষভানু**—রাধিকার পালকপিতা।

+ **বৃষল**—[বৃষ+লা+অ] বি. শূদ্র (বৃষলাত্মজ);

অশ্ব ; ণ. অধার্মিক ; পাপিষ্ঠ। স্ত্রী. **বৃষলী**—শূদ্রা (বৃষলীসেবন) ; রজস্বলা অনূঢ়া কন্যা ; মৃতবৎসা নারী ; কুলটা।

+ **বৃষোৎসর্গ**—যে শ্রাদ্ধে বাছুর উৎসর্গ করা হয়।

+ **বৃষ্ট**—[বৃষ্ +ক্ত] ণ. যাহাতে বর্ষণ হয় অথবা যাহা বর্ষণ করিয়াছে। বি. **বৃষ্টি**—বর্ষণ ; মেঘ হইতে জল পড়া ; বৃষ্টির জল (বৃষ্টিপাত, বৃষ্টিবিন্দু) ; অবিরল নিক্ষেপ বা পতন (অগ্নিবৃষ্টি ; পুষ্পবৃষ্টি)। **বৃষ্টিজীবন**—বৃষ্টির উপরে যে দেশের ফল শস্য নির্ভর করে, দেবমাতৃক (বিপ. নদীমাতৃক) ; চাতক পক্ষী। **বৃষ্টিমান যন্ত্র**—যে যন্ত্রের দ্বারা বৃষ্টির পরিমাণ নিরূপিত হয়, barometer।

+ **বৃষ্ণি**—বি. যদু বংশ ; শ্রীকৃষ্ণ। [সং]। **বৃষ্ণিগর্ভ,-বরেণ্য**—শ্রীকৃষ্ণ।

+ **বৃষ্য**—[বৃষ+য] বি. যাহা শুক্র বৃদ্ধি করে, বাজীকারক শুক্রবর্ধক ঔষধাদি। স্ত্রী. **বৃষ্যা**—আমলকী · শতাবরী।

• **বৃহৎ**—[বৃহ্ (বৃদ্ধি পাওয়া)+অৎ] ণ. বিপুল, বিস্তৃত, বিশাল, প্রকাণ্ড (বৃহৎ ব্যাপার ; স্বার্থমগ্ন যেজন বিমুখ বৃহৎ জগত হতে—রবি) ; দীর্ঘ (বৃহদ্‌ভুজ) ; উচ্চ, মহৎ, উদার (বৃহৎ দায়িত্ব)। স্ত্রী. **বৃহতী**—নারদের বীণা ; বাণী (**বৃহতীপতি**—বৃহস্পতি) ; উত্তরীয় বস্ত্র ; ছোট বেগুন। **বৃহৎকথা**—গুণাঢ্যকৃত বৃহৎ উপন্যাস। **বৃহৎকীর্তি**—ণ. যাহার মহৎ কীর্তি লাভ হইয়াছে, যাহার যশ চতুর্দিকে ব্যাপ্ত। **বৃহত্তর**—ণ. বিস্তৃততর। **বৃহত্তর ভারত**—ভারত-কর্তৃক প্রভাবিত দেশসমূহ। **বৃহৎত্বক্**—সপ্তপর্ণ বৃক্ষ। **বৃহদ্‌ভানু**—অগ্নি ; সূর্য। **বৃহদারণ্যক**—উপনিষদ্-বিশেষ। **বৃহদ্রথ**—ইন্দ্র ; জরাসন্ধের পিতা। **বৃহদ্রাবী** (-বিন্)—ণ. উৎকট শব্দকারী ; বি. ক্ষুদ্র পেচক। [ছদ্মনাম।

• **বৃহন্নলা**—বিরাটরাজগৃহে বাসকালে অর্জুনের

• **বৃহস্পতি**—[বৃহতীর অর্থাৎ বাক্যের পতি] বি. দেবগুরু ; গ্রহ-বিশেষ ; মুনিবিশেষ ; বৃহস্পতিবার। **বুদ্ধিতে বৃহস্পতি**—(ব্যঙ্গার্থে) নির্বোধ। **বৃহস্পতি সংহিতা**—স্মৃতি-গ্রন্থ-বিশেষ। **বৃহস্পতিসূত্র**—বৌদ্ধদিগের ধর্মশাস্ত্র-বিশেষ।

বে—বি. বিবাহ। ('বিয়ে'র কথ্য রূপ)।

বে—[ফা.] অব্য. বিহীন ; বিনা, ব্যতীত (অন্য শব্দের পূর্বে যুক্ত হইয়া ব্যবহৃত হয়)। **বেঅকুফ**—বেকুব। **বে-আইন, বে-আইনী**—ণ. আইন-বহির্ভূত, অবৈধ (বে-আইনী কাজ)। **বেআকুব**—বেকুব। **বে-আক্কেল**—ণ. কাণ্ডজ্ঞানহীন, নির্বোধ। **বে-আড়া**—বেয়াড়া দ্রঃ। **বে-আদব**—ণ. অভব্য, অবিনীত, ধৃষ্ট, যে গুরুজনের সঙ্গে যথারীতি ব্যবহার করিতে জানেনা। বি. **বেআদবি** (বেআদবি মাফ করবেন—কিছু মনে করবেন না, অপরাধ নেবেন না)। **বে-আন্দাজ**—ণ. অপরিমিত ; অভাবনীয়, অনুমানের অতীত (বে-আন্দাজ গরম পড়েছে ; পীর সাহেবের উরসে এবার বে-আন্দাজ লোক হয়েছিল) ; বেহিসাবী, কাণ্ডজ্ঞানহীন (লোকটা বেআন্দাজ)। **বে-আন্দাজী**—ণ. আন্দাজ বা যথাযথভাবে বিচার না করিয়া (বেআন্দাজী বলে দিলেই হলো)। **বে-আবরু**—ণ. আবরণহীন, উলঙ্গ ; বেপর্দা, শালীনতাহীন (বে-আবরু চাল-চলন) ; সম্ভ্রমহীন, বেইজ্জত। **বে-আবাদ**—ণ. অকৃষ্ট, পতিত ; বসতিহীন। **বে-আরাম**—বি. ব্যাধি ; অস্বচ্ছন্দতা। **বে-ইজ্জত**—ণ. অসম্মান ; অপমান ; শ্লীলতাহানি। বি. **বেইজ্জতি**। **বে-ইনসাফ**—ণ. অবিচারক ; ন্যায় বিচার-বিহীন। বি, **বে-ইনসাফি**—অবিচার। **বে-ইমান**—ণ. ধর্মবিশ্বাসহীন ; বিশ্বাসঘাতক ; নিমকহারাম। বি. **বেইমানি**।

বেআক, বেয়াক, ব্যাক—ণ. বেবাক (পূর্ববঙ্গে কথিত)। [ব্যাকুল, অস্থির, বিহ্বল।

বেআকুল, বেয়াকুল—(কাব্যে ব্যবহৃত) ণ.

বেউড়—কাঁটাওয়ালা বাঁশবিশেষ। [প্রাদে.]

বেউলা—(গ্রাম্য) বেহুলা। **বেউলা সুন্দরী**—উপকথার বেহুলার মত সর্বকর্মে অতিশয় নিপুণা (গ্রাম্য)।

বে-এক্তিয়ার, বে-এখ্‌তিয়ার—বি. ণ. ক্ষমতাহীন, উপায়হীন ; বেসামাল ; অধিকার বহির্ভূত (কথ্য : বেএক্তার)। **বে-একরার**—বি. অস্বীকার। ণ. **বে-একরারী**।

বেওয়া—[ফা.] বিধবা।

বে-ওয়াকিফ—ণ. যে সংবাদ রাখে না, বেখবর। **বেওকুফ**—ণ. বুদ্ধি-বিবেচনাহীন, কাণ্ডজ্ঞানহীন, নির্বোধ। **বে-ওক্তো, বে-ওয়াক্ত**—বি. অসময় ; ণ. নির্দিষ্ট সময়ের বাহিরে (বে-ওয়াক্ত্ নামাজ পড়লে চলবে কেন)। **বে-ওজন**—বে-আন্দাজ। **বে-ওজর**—

বেগুনাহ্—ণ. নিষ্পাপ। [আ. গুনাহ্=পাপ] **বেগোছ**—বি. বেগতিক, অসুবিধা, অগোছালো ভাব। **বেগোড়**—ণ. মূলহীন। [ফা. বে-] **বেঘোর**—(বিঘোর দ্রঃ) বি. অতি সংকটময় বা অচেতন অবস্থা (বেঘোরে মারা যাওয়া, ঘুমান)। **বেঙ,-ঙ্গ**—ব্যাং দ্রঃ। **বেঙাচি, বেঙ্গাচি**—বি. লেজযুক্ত ব্যাঙের ছানা।

বেঙ্গমা-বেঙ্গমী—ব্যাঙ্গমা দ্রঃ। [**বেচৈনি**। **বেচয়ন, বেচৈন**—ণ. অস্থির, স্বস্তিহীন। বি. **বেচন**—বি. বিক্রয় করা। **বেচনদার**—বি. বিক্রয়কারী।

বেচা—বি. বিক্রয়; ক্রি. বিক্রয় করা (**বেচা-কেনা, কেনা-বেচা**—ক্রয়-বিক্রয়); উৎসর্গ করা; সমর্পণ করা। **কথা বেচা**—কথা বলিয়া টাকা রোজগার করা।

বেচারা—[ফা. বেচারাহ্—নিরুপায়] বি নিরীহ লোক, অসহায় ভাল মানুষ, poor fellow (বেচারা কি আর করে; ও বেচারাকে কেন এত কষ্ট দিচ্ছ)। সমাদরে অথবা অধিকতর করুণায়: **বেচারি, বেচারী**।

বে-চাল—ণ. যাহার চালচলন ভাল নয়, যাহার নৈতিক চরিত্র মন্দ; বি. মন্দ আচরণ।

বে-ছপ্পর—ণ. নিরাশ্রয়, বে-আবাদ। [ফা বে-] **বেজ, বেজা**—[সং. বৈদ্য] বি. বৈদ্য বা বৈদ্যজাতি। **বেজ-বড়ুয়া,-বরুয়া**—রাজবৈদ্য (আসামের উপাধি-বিশেষ)। [বিজাত দ্রঃ। **বেজন্মা,-জম্মা**—বিজন্মা দ্রঃ। **বেজাত**—**বে-জবাব**—ণ. নিরুত্তর; নির্বাক।

বেজায়—[ফা. বেজা] ণ. হিসাব-বহির্ভূত, বে-হিসাব; অনুচিত, অন্যায় (বিপ. জায়—জায়বেজায় করে গাল দিয়েছে); অতিশয়, অত্যন্ত, অপরিমিত (বেজায় গরম পড়েছে)।

বেজার—[ফা. বেযার] ণ. অসন্তুষ্ট, বিরক্ত, ক্রুদ্ধ (হক কথায় আহাম্মক বেজার); বিষণ্ণ, অপ্রসন্ন (বেজার মুখ)।

বেজী,-জি—বি. নেউল, নকুল।

বে-জুত—বি. অসুবিধা; ণ. বেঠিক। **বে-জোড়**—ণ. জোড়শূন্য; অযুগ্ম। [ফা. বে-]

বেঞ্চ—[ইং. bench] বি. বিচারাসন; আদালত; বিচারপতিগণ (ফুল বেঞ্চের রায়); বেঞ্চি।

বেঞ্চি—[ইং. bench] বি. বসিবার লম্বা ও উচ্চ আসন। **বেঞ্চির উপর দাঁড়ানো**—বিদ্যালয়ের শাস্তি বিশেষ। **বেঞ্চি গরম করা**—অনেকক্ষণ নিষ্কর্মাভাবে বেঞ্চিতে বসিয়া অস্বস্তি বোধ করা।

বেটন—[batten] অল্প চওড়া লম্বা কাঠের ফলক; [baton] পুলিশের রুল (বেটনের গুঁতো)।

বেটা—[সং. বটু] বি. পুত্র (**বেটাবেটী**—পুত্রকন্যা); বাছা (মৎ ঘাবড়াও বেটা); যোগ্য-পুত্র, বাহাদুর (বাপের বেটা; পূর্ববঙ্গে বেডা বা ব্যাডা—তারে কই ব্যাডা); পুরুষ (বেটাছেলে); নামগোত্রহীন অথবা অবজ্ঞেয় ব্যক্তি (কোথাকার কোন্ বেটা; ইন্দ্র বেটা; পাজি বেটা; তবে রে বেটা. পাড়ার পাঁচ বেটাবেটীর চক্রান্তে)। স্ত্রী. **বেটী** (ভাল মানুষের বেটী, দুষ্টু বেটী)। **বেটাচ্ছেলে**—বি. গালি বিশেষ। **বেটা-ছেলে**—বি. পুরুষ মানুষ (বিপ. মেয়েছেলে)।

বে-টাইম—বি. অসময়; ক্রি. ণ. অসময়ে (এমন বে-টাইম খাওয়া-দাওয়ায় কি শরীর থাকে)। **বে-ঠিক**—ণ. দিশাহারা; অনিশ্চিত; অশুদ্ধ; ভুল। [ফা. বে-]

বে-ডর—ণ. অভীত। [ফা. বে-]

বেড়—[সং. বেষ্ট] বি. বেষ্টন, ঘের (বেড় দেওয়া; দুই বেড় দিয়া কাপড় পরা); বেষ্টিত স্থান (বেড়ের মধ্যে ঢোকা); বহু দূর ব্যাপিয়া ফেলা জাল অথবা এরূপ জালের দ্বারা যেখানে মাছ ধরা হয় (এবার ওপারে বেড় পড়েছে; বেড়ে মাছ কিনতে গেছে); পরিধি (গাছের বেড়; বেড় পাওয়া; **আয়ুতে বেড় পেলে হয়**—আয়ুষ্কালের মধ্যে সম্পন্ন করা যাইবে কিনা তাহাই ভাবিবার বিষয়); বৃত্তাকার পাত্র বিশেষ।

বেড়া—ক্রি. বেষ্টন করা; অবরোধ করা; বি. যদ্দারা বেষ্টন করা যায় বা ব্যবধান সৃষ্ট করা হয় (বেড়া দেওয়া বাগান; হেনাবেড়ার কোণে—রবি; দুই বাড়ীর মধ্যে বেড়া তোলা); বংশাদি নির্মিত বেষ্টনী (কালী-নামে দেও রে বেড়া—রামপ্রসাদ); ণ. যাহা ঘিরিয়াছে, চতুর্দিকের (**বেড়া আগুন**—চতুর্দিকে বেষ্টন করা আগুন, আগুনের বেষ্টনী; **বেড়া জাল**—ঘিরিয়া ফেলিয়াছে এমন জাল বা বিপজ্জনক কিছু)।

বেড়ানো—ক্রি. ভ্রমণ করা, পাদচারণা করা(দেশে দেশে বেড়ানো; বেড়িয়ে বেড়ানো)। **বেড়ানী**—বি. যে নারী বেড়াইয়া বেড়াইতে ভালবাসে (নিন্দার্থক)। (পাড়া-বেড়ানী)।

বেড়ি,-ড়ী—বি. বেড় দিয়া বাঁধা লৌহশৃঙ্খল বা বেষ্টনী (পায়ে বেড়ি দেওয়া); বাউলি (হাত বেড়ি)। **বেড়ি পরা**—শৃঙ্খল পরা ; (ব্যঙ্গার্থে) বিবাহ-আদি দুশ্ছেদ্য বন্ধন বরণ করা। **বেড়ি ভাঙ্গা**—শৃঙ্খল ভাঙ্গা ; কঠিন বন্ধন হইতে মুক্ত হওয়া। **হাতে বেড়ি পড়া**—গ্রেপ্তার হওয়া বা কয়েদ হওয়া।

বেড়ে—[হি. বঢ়িয়া, সং. বড়] ণ. উত্তম, পছন্দসই ; খুব (বেড়ে মানিয়েছে ; বেড়ে মজা)।

বেড়েন—বি. ঠেঙ্গানি। **গো-বেড়েন**—গরুকে মারিবার মত করিয়া সজোরে মার।

বেঢৌল, বেঢঙ্গ, বেঢঙ্গা, বেঢপ—ণ. সৌষ্ঠবহীন, অসুন্দর। [ফা. বে-]

বেঢ়া—ক্রি. বেষ্টন করা ('সখিগণ নিপুণা, বেঢ়ল হঠিনা)। (প্রাচীন পদ্যে)।

বেণা (-না)—[সং. বীরণ] সুগন্ধযুক্ত ঘাস-বিশেষ, উশীর (ইহার শিকড়ই খসখস)। **বেণা বনে মুক্তা ছড়ানো**—অপব্যয় ; অযোগ্য লোকদের সামনে জ্ঞানগর্ভ বিষয়ের অবতারণা করা বা অযোগ্য পাত্রে বহুমূল্য বস্তু দান।

বেণি,-ণী—বি. বিন্যস্ত কেশপাশ, বিউনী (বেণী রচনা করা) ; জলপ্রবাহ (ত্রিবেণী) ; দুই তারযুক্ত বাদ্যযন্ত্র-বিশেষ। [বী+নি,+ঈপ্]। **বেণী-মাধব**—প্রয়াগের পাষাণময় চতুর্ভুজ মাধবমূর্তি। **বেণী-সংহার**—ভট্টনারায়ণকৃত সংস্কৃত নাটক-বিশেষ (দুঃশাসনের রক্তে দ্রৌপদীর মুক্তকেশ বন্ধন ইহার বিষয়)।

বেণি (নি) য়া—বি. বেণে, বানিয়া ; লাভ সম্বন্ধে অত্যন্ত সচেতন ব্যক্তি।

+ **বেণু**—বি. বাঁশ (বেণুবন) ; বাঁশি ('বাজে শ্যামের মোহন বেণু')। [বেণ্+উ]। **বেণুক**—গরু তাড়াইবার পাচন-বাড়ি ; ডাঙ্গশ। **বেণু-যব**—বাঁশের চাউল। **বেণুবাদক**—বংশী-বাদক। **বেণুশয্যা**—বাঁশের খাট।

বেণে—বি. বানিয়া ; স্বর্ণকার ; ব্যবসায়ী। [বণিক্]। স্ত্রী. **বেণেনী**। **বেণেতি,-তী**—বি. বণিকের পণ্য, রন্ধনের মসলাদি (**বেণেতি দোকান**—রন্ধনের মসলাদির দোকান)। **বেণেবৌ**—বি. বেণের স্ত্রী ; হলুদরঙের পক্ষী-বিশেষ।

বেত—[সং. বেত্র] বি. বেতগাছ (বেতের ঝাড়); বেত্রদণ্ড (বেত মারা) ; বেত্রদণ্ড দ্বারা প্রহার (বেত খাওয়া ; বেত লাগানো) ; বেত চাঁচিয়া প্রস্তুত সরু পাত-বিশেষ (বেতের ছাউনি)। **বেতানো**—ক্রি. বেত দিয়া প্রহার করা। **বেত আগা বা বেতের আগা**—বেতের কচি অগ্রভাগ (ইহা ব্যঞ্জনে ব্যবহৃত হয় ও স্বাদে তিক্ত)। **বেত তোলানো**—বেত হইতে সরু পাত বাহির করা। **বেতি, বেতী**—বেতের পাতের মত বাঁশের পাতলা ও অপেক্ষাকৃত সরু চটা (চুপড়ি আদি তৈরিতে ব্যবহৃত হয়)।

বে-তদ্‌বির—ণ. অযত্নবান্, অতৎপর ; বি. তদ্‌বির বা যোগাড়যন্ত্রের অভাব। [ফা. বে-]

বেতন—[বী+তন] বি. পারিশ্রমিক, মাহিয়ানা, মজুরি, নিয়মিত কর্মের পারিশ্রমিক স্বরূপ নির্দিষ্ট বৃত্তি (মাসিক বেতন দুইশ' টাকা)। **বেতনগ্রাহী** (-হিন্),-**ভুক্** (-জ্),-**ভোগী** (-গিন্)—ণ. যে নিয়মিত বেতন গ্রহণ করে, ভৃত্য। **বেতন-জীবী** (-বিন্)—ণ বাঁধা মাহিয়ানায় কাজ করিয়া জীবিকা নির্বাহ করে এমন।

বে-তরিবৎ—'বে-তরবিয়ৎ'এর কথ্যরূপ। **বেতমীজ**—ণ. বে-আদব, অভব্য, অবিনীত। বি. **বেতমীজি**। **বে-তরবিয়ৎ**—ণ. অভব্য, অশিক্ষিত, যাহার শিষ্টাচার বোধ নাই (কথ্য—**বেতরিবৎ, বেতরিয়ৎ**)। [ফা. বে-]

+ **বেতস**—বি. বেত গাছ ('বন-বেতসের বাঁশিতে পড়ুক তব নয়নের পরসাদ'—রবি)। বি. **বেতস-গৃহ**—বেতস-কুঞ্জ,বেতঝোপ। **বেতস-বৃত্তি**—প্রবলব্যক্তির সামনে নত হইয়া থাকার স্বভাব।

বেতাক, বেতাগ—ণ. যে লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়াছে। **বেতাগত,বেতাকৎ**—ণ. শক্তিহীন (গ্রাম্য—বেতাগুৎ)। [ফা. বে-]

বেতার—ণ. স্বাদহীন, বিস্বাদ ; তার (wire) নাই যাহাতে ; বি. রেডিও, wireless। **বেতাল**—ণ. যাহার তাল বোধ নাই, বে-খেয়াল (এই অর্থে '**বেতালা**'ও হয়) ; তাল বা মাত্রা বোধের অভাব। **বেতালে পা পড়ে না**—মাত্রাজ্ঞানহীন হয় না, যাহা করণীয় নহে তাহা করে না। [ফা. বে-]

বেতাল—বি. উপদেবতা-বিশেষ (**বেতাল সিদ্ধি**—বেতালকে আজ্ঞাধীন করিবার ক্ষমতা লাভ)। [সং.]। **তালবেতাল**—বি. উপকথার প্রসিদ্ধ দুই উপ-দেবতা। **বেতালভট্ট**—বিক্রমাদিত্যের নবরত্নের একরত্ন।

বেতী, বিতী—[হি. বীতনা—অতীত হওয়া ;

সংঘটিত হওয়া] (জমিদারী সেরেস্তার বা ব্যবসায়ীদের হিসাবে) অতীত দিনের (বেতি ৭ রোজ = বিগত ৭ই তারিখের জমা বা খরচ যাহা ঐ তারিখে লেখা হয় নাই আজ লেখা হইতেছে)।

বেতো—ণ. বাতরোগে ভুগিতেছে এমন (-শরীর)।

+**বেত্তা** (-তৃ)—[বিদ্+তৃচ্] ণ. যে জানে, অভিজ্ঞ (শাস্ত্রবেত্তা)।

+**বেত্র**—[বী+ত্র] বি. বেতের গাছ ও দণ্ড বা যষ্টি (বেত্রাঙ্কুর; বেত্রাঘাত)। **বেত্রধর**—ণ. বেত্রদণ্ডধারী; বি. দ্বারী। **বেত্রবতী**—বি. নদী-বিশেষ, বেতোয়া; দুর্গামূর্তি বিশেষ; বেত্রধারিণী দ্বার-পালিকা। **বেত্রাঘাত**—বি. বেতের ঘা, বেত্রপ্রহার। বি. **বেত্রাসন**—বেতের দ্বারা নির্মিত আসন, মোড়া প্রভৃতি। **বেত্রাহত**—ণ. যাহাকে বেত মারা হইয়াছে (বেত্রাহত কুক্কুর)।

বেথুয়া, বেথো—বি. শাক-বিশেষ। [বাস্তুক]

+**বেদ**—[বিদ্+ঘঞ্—যাহা হইতে জ্ঞান বা ধর্মাধর্ম শিক্ষা লাভ হয়] বি. হিন্দুর প্রাচীনতম অপৌরুষেয় শাস্ত্র (ইহার চারি ভাগ—ঋক্, যজুঃ, সাম, অথর্ব); অভ্রান্ত শাস্ত্র বা নির্দেশ (যা বলবে তাই বেদবাক্য বলে মানতে হবে নাকি); চারি সংখ্যা; বিষ্ণু। **বেদকণ্ঠ**—শিব। **বেদগর্ভ**—ব্রহ্মা; ব্রাহ্মণ। **বেদগুপ্তি**—ব্রাহ্মণাদি কর্তৃক বেদরক্ষণ। **বেদচক্ষুঃ** (-স্)—বেদ যাহার চক্ষু স্বরূপ, ব্রাহ্মণ। **বেদজননী**—গায়ত্রী। **বেদজ্ঞ**—ণ. বেদে অভিজ্ঞ, বেদবিৎ। **বেদনিন্দক**—ণ. যে বেদ মানে না, নাস্তিক; বি. বুদ্ধ; বৌদ্ধ। **বেদপাঠ**—বি. আবৃত্তিপূর্বক বেদ অধ্যয়ন। **বেদবতী**—বৃহস্পতিপুত্র কুশধ্বজের কন্যা, পুরাণমতে ইনি রাবণ কর্তৃক ধর্ষিতা হইয়া অগ্নিতে দেহত্যাগ করেন ও পরজন্মে সীতারূপে আবির্ভূতা হন। **বেদবাক্য**—বি. বেদের বচন; বেদবাক্যের মত অভ্রান্ত ও অলঙ্ঘনীয় কিছু। **বেদব্রত**—বি. বৈদিক আচার। **বেদব্যাস**—মুনিবিশেষ, কৃষ্ণদ্বৈপায়ন (ইনি বেদ বিভাগ করেন এবং মহাভারত ও ভাগবত লিখেন)। **বেদমন্ত্র**—যজ্ঞে বা গানে ব্যবহৃত বেদের শ্লোক; অভ্রান্ত বাণী বা নির্দেশ। **বেদমাতা** (-তৃ)—গায়ত্রী; দুর্গা। **বেদমার্গ**—বেদ-নির্দেশিত ধর্মপথ। **বেদ-কোরাণে নাই, বেদপুরাণে নাই**—কোন শাস্ত্রে নাই; অপ্রামাণিক, উদ্ভট।

বেদখল—বি. অন্যায়ভাবে অধিকার; ণ. স্বামিত্বহীন, অধিকারচ্যুত (বাড়ী থেকে বেদখল করেছে)। **বেদখলি**—বি. দখলহীনতা, উচ্ছেদ। [ফা. বে-] [বেয়াড়া।

বেদড়া—[ফা. বদ্‌রাহ্] ণ. বিপথগামী;

+**বেদন**—বি. বেদনা, ব্যথা; সমবেদনা; গভীর অনুভূতি (কাব্যে ব্যবহৃত); বিবাহ; দান; উপঢৌকন। **বেদনা**—[বিদ্-অনট্+আপ্] অনুভব, বোধ; গভীর অনুভূতি ও আকুতি (বেদনায় ভরে গিয়েছে পেয়ালা—রবি); ক্লেশ, যাতনা (মর্মবেদনা); গভীর সমবেদনা ও মমত্ববোধ (সন্তানের জন্য মায়ের যে বেদনা তা কে বুঝবে)। **বেদনাকর,-দায়ক**—ণ. ক্লেশকর। **বেদনীয়**—ণ. অনুভবনীয়, জ্ঞেয়।

বেদম—ণ. দম বা শ্বাস ফুরাইয়াছে এমন; বিরামহীন (বেদম প্রহার)। **বেদল**—ণ. দলভ্রষ্ট, যূথভ্রষ্ট। **বেদলীল, বেদলীলী**—ণ. প্রমাণহীন; শাস্ত্রবাক্যের দ্বারা অসমর্থিত। **বেদস্তুর**—ণ. রীতিবিরুদ্ধ, প্রথাবহির্ভূত। **বেদাঁড়া**—ণ. মেরুদণ্ডহীন; রীতি-বহির্ভূত, ধারা-বহির্ভূত; বেয়াড়া। **বেদাগ**—ণ. নিষ্কলঙ্ক; নিশ্চিহ্ন। **বেদাওয়া**—ণ. যাহার দাবীদার নাই; নির্বিবাদ; দায়মুক্ত। [ফা. বে-]

+**বেদাগম**—বি. বেদ ও আগম শাস্ত্র। **বেদাঙ্গ**—বি. বেদের বিভিন্ন অবয়ব বা অংশ (শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দ ও জ্যোতিষ এই ছয় বেদাঙ্গ)।

বেদাত—[আ. বিদা'ত—ধর্মে নূতনত্ব] বি. ধর্মে নব প্রবর্তনা (চিরাচরিত ইসলামীয় মত ও আচারের বহির্ভূত, নিন্দিত); অন্যায় আচরণ।

+**বেদাদি, বেদাদিবীজ**—ওঁকার, প্রণব। **বেদাদিদেব**—বেদের অধিষ্ঠাতা ব্রহ্মা। **বেদাধিপ**—বেদের অধিপতি গ্রহ (ঋগ্বেদের অধিপতি বৃহস্পতি, যজুর্বেদের শুক্র, সামবেদের মঙ্গল এবং অথর্ব-বেদের বুধ)। **বেদাধ্যাপন**—বেদ-শিক্ষাদান। **বেদানন**—ব্রহ্মা।

বেদানা—[ফা.] বি. বীজহীন ডালিম-জাতীয় ফল (ইহার দানা বা বীজ খুব ছোট); ণ. কাণ্ডজ্ঞানহীন, বিবেচনাহীন।

+**বেদান্ত**—বি. বেদের শেষ ভাগ বা জ্ঞানকাণ্ড; উপনিষৎ; ব্রহ্ম-প্রতিপাদক ব্যাস-প্রণীত দর্শন শাস্ত্র, ভারতীয় ষড়্দর্শনের অন্যতম। [বেদ+

অন্ত]। **বেদান্তবাদ**—বি. বেদান্ত দর্শনের মত। **বেদান্তবাগীশ**—বি. বেদান্ত দর্শনে বিশেষজ্ঞ পণ্ডিতের উপাধি। **বেদান্তবাদী** (-দিন্), **বেদান্তী** (-ন্তিন্)—ণ. বেদান্ত মতাবলম্বী, বৈদান্তিক।

বে-দাবী—বি. বে-দাওয়া। [ফা. বে-]

+ **বেদাভ্যাস**—বি. বেদ অধ্যয়ন বিচার অনুশীলন জপ ও অধ্যাপন। **বেদাশ্রয়**—বি. বেদ যাহাকে আশ্রয় করিয়াছে, বিষ্ণু।

+ **বেদি, বেদী, বেদিকা**—বি. যজ্ঞাদি অনুষ্ঠানের জন্য পরিষ্কৃত ভূমি; মঙ্গল কার্যের জন্য অঙ্গনে রচিত মৃত্তিকাস্তূপ; পীঠ, মঞ্চ, platform; পরিচয়জ্ঞাপক নামাঙ্কিত আংটি, অভিজ্ঞান। [সং]

+ **বেদিত**—[বিদ্—ণিচ্+ক্ত] ণ. জ্ঞাপিত, নিবেদিত। **বেদিতব্য**—ণ. জ্ঞাতব্য। **বেদিতা** (-তৃ)—ণ. যে জানে, জ্ঞাতা।

বেদিল—ণ. নির্দয়; নিরানন্দ। [ফা. বে-]

বে-দিশা—ণ. দিশাহারা; বেতাল। [ফা. বে-]

+ **বেদী** (-দিন্)—[বিদ্+ণিন্] ণ. বেত্তা, জ্ঞাতা, পণ্ডিত (অন্য শব্দের সহিত যোগে—অতীতবেদী; রসবেদী); পরিণেতা; বেদবিৎ।

বে-দীন—ণ. সত্যধর্মে অবিশ্বাসী; ধর্মহীন।

বেদুয়িন,-য়ীন,-ঈন—[আ. বদবী; ইং bedouin] বি. মরুবাসী আরব জাতি-বিশেষ (স্বাধীনতা-প্রিয়তা ও দুর্ধর্ষতার জন্য বিখ্যাত। 'ইহার চেয়ে হতেম যদি আরব বেদুইন'—রবি)

বেদে—বাদিয়া দ্রঃ।

বে-দেরেগ—ণ. বিনা দ্বিধায়। [ফা. বে-]

+ **বেদোক্ত**—ণ. বেদে যাহা উক্ত হইয়াছে। **বেদোক্তি**—বেদের বচন। **বেদোদয়**—(সামবেদ যাহা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে) সূর্য।

+ **বেদ্য**—[বিদ্+য] ণ. জ্ঞেয়, জ্ঞাতব্য; সাক্ষাৎকার্য; পরিণেয়।

+ **বেধ**—[বিধ্ (বিদ্ধ করা)+ঘঞ্] বি. গভীরতা, স্থূলতা, thickness; ছিদ্র, বিঁধ, বিদ্ধকরণ (মণিবেধ; কর্ণবেধ); (জ্যোতিষ) অশুভ গ্রহসংস্থানবিশেষ (যামিত্রবেধ)। **বেধক**—ণ. যে বিদ্ধ করে, মণিমুক্তাদি বিদ্ধকারক; ধনিয়া। **বেধন**—বি. বিদ্ধকরণ। **বেধনী, বেধনিকা**—বি. মণিমুক্তাদি বিদ্ধ করিবার যন্ত্র, ভোমর; হস্তীর কর্ণবেধন অস্ত্র। **বেধনীয়**—ণ. বেধ্য।

বে-ধড়ক—ণ.বেদেরেগ; অপরিমিত। [ফা. বে-]

+ **বেধাঃ** (-ধস্)—[বি—ধা+অস্] বি. যিনি বিধান করেন (ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব); সূর্য; পণ্ডিত; দক্ষ প্রভৃতি স্রষ্টা।

+ **বেধিত**—ণ. যাহাতে ছিদ্র করা হইয়াছে। [বিধ্+ণিচ্+ক্ত]। **বেধী** (-ধিন্)—ণ. যে বিদ্ধ করে; লক্ষ্যবেধকারী। **বেধ্য**—ণ. বেধনযোগ্য; বি. লক্ষ্য, target.

বে-নজীর—ণ. অনুপম, অতুল। [ফা. বে-]

বেনটা—[হি. বনাওট] বি. নেওয়ারের ফিতা বয়নকারী মুসলমান সম্প্রদায় (নেয়াজ বুনিয়া নাম বোলায় বেনটা—কবিকঙ্কণ)।

বে-নসীব—ণ. ভাগ্যহীন, অভাগা। [ফা. বে-]

বেনা—বেণা দ্রঃ।

বেনা—[ফা. বিনাঈ—দৃষ্টি] বি. কারণ, হেতু (এর বেনা খুঁজে পেলাম না; তুমি যে এমন জোর জবর করছ এর বেনা কি)। (গ্রাম্য)।

বেনাম—অন্যনাম (বেনামে লিখেছে)। **বেনামি**—বি. মালিক ভিন্ন অপর ব্যক্তির নাম ব্যবহার (বেনামিতে সম্পত্তি কেনা)। ণ. **বেনামা, বেনামী**—নাম অথবা পরিচয়বিহীন, anonymous; ছদ্ম নামে লেখা (বেনামী চিঠি)। **বেনামদার, বেনামীদার**—বি. যে প্রকৃত মালিক নয় কিন্তু মালিক বলিয়া উল্লিখিত। [ফা. বে-]

বেনারস—বারাণসী শহর, কাশী। **বেনারসী**—ণ. কাশীতে নির্মিত; বি বেনারসী শাড়ী।

বেনিমক—ণ. লবণহীন। **বে-নিয়াজ**—ণ. যাহার অভাব বা প্রার্থনা নাই, সর্বশক্তিমান্।

বেনিয়া, বেনে—বি. বণিক্,বানিয়া। বেণে দ্রঃ

বেনিয়ান—[বেনিয়া; ইং banian] বি. ইংরাজ কোম্পানীর দেশীয় দালাল, মুৎসুদ্দি; খাটো জামা-বিশেষ।

বেনো—ণ. বানের, বান সম্পর্কিত (বেনো গাঙ্; বেনো জল)। [বান+উআ>ও] **বেনোজল ঢুকাইয়া ঘোরোজল বাহির করা**—অবাঞ্ছিত কিছু বাহির হইতে আনিয়া ঘরের ভাল জিনিস নষ্ট করা। [(পড়তা দ্রঃ)।

বেপড়তা—বি. অসঙ্গতি, অমিল, বেপোট

+ **বেপথু, বেপন**—[বেপ্ (কম্পিত হওয়া)+অথু, অনট্] বি. কম্পন। **বেপথুমান্**, (-মৎ)—ণ. বেপমান, কম্পমান। স্ত্রী.

বেপথুমতী। **বেপমান**—ণ. কম্পিত, কম্পমান।

বে-পরোয়া—ণ. নির্ভয় ; ক্রি. ণ. গ্রাহ্য না করিয়া। বি. **বে-পরোয়াই**।

বে-পর্দা—ণ. আবরণহীন ; ঘোমটাহীন বা বোরখাশূন্য ; আপত্তিকরভাবে প্রকাশ্য বা আবরণহীন। **বেপর্দা গলা**—যে গলায় সুর ঠিকভাবে খেলে না, অ-সাধা বেসুর গলা।

বে-পছন্দ—ণ. অপছন্দ। [ফা. বে-]

বেপার—[সং. ব্যাপার] বি. বাণিজ্য, মাল ক্রয় বিক্রয়, এরূপ ক্রয়-বিক্রয়-জাত লাভ (এ ক্ষেপে বেপার কিছু হয়নি) ; ঘটনা। **বেপারী**—বি. ব্যবসায়ী, সওদাগর ছোট ব্যবসায়ী যাহারা আড়তদারের সাহায্যে কারবার করে (আদার বেপারীর জাহাজের খবর কেন)।

বেপোট—বি. অসঙ্গতি, অবনিবনাও, গরমিল, অসুবিধাজনক অবস্থা (চরের লোকদের সঙ্গে টাটির লোকের বেপোট ; সদর থেকে মাল নেওয়া বেপোট)।

বে-ফয়দা,-ফায়দা—ণ. অকারণ ; বৃথা ; যাহাতে লাভ নাই এমন। **বে-ফাঁস**—ণ. যাহা ফাঁস করা বা প্রকাশ করিয়া বলা উচিত নয়, বন্ধনহীন, অসংযত, অশ্লীল, অভদ্রোচিত (বেফাঁস বলা ; বেফাঁস কথা)।

বে-বন্দেজ, বে-বন্দোবস্ত—বি. বিশৃঙ্খল অবস্থা ; ণ. বিশৃঙ্খল।

বে-বন্দোবস্তী—ণ বিশৃঙ্খল (বে-বন্দোবস্তী মহাল—যে মহালের জমি বন্দোবস্ত করা হয় নাই)। [ফা. বে-]

বেবাক—ণ. বাকী না রাখিয়া, নিঃশেষ, সমস্ত।

বেবশ—[বিবশ] ণ. যে কথার বশীভূত নয় বা শাসন মানেনা ; যাহা নিয়ন্ত্রিত করিতে পারা যায় না (হাত পা সব বেবশ হয়ে গেছে)।

বেবান—[ফা. বিয়াবান] বি. জনমানবহীন স্থান।

বেবুদ্ধিয়া—ণ. বুদ্ধিহীন, বিচারহীন (প্রাদে.)।

বে-বুনিয়াদ—ণ. ভিত্তিহীন।

বেভার—(উচ্চারণ ব্যাভার) বি. ব্যবহার, আচরণ ; প্রচলিত রীতিনিয়ম ; বিবাহে কন্যাকে ও জামাতাকে যে উপঢৌকন দেওয়া হয়।

বে-ভুল—ণ. ভুলো ; বিহ্বল ('হায় নিলে না সে ফুল, ছি ছি বেভুল'—নজরুল)। [সং]।

+**বেম, বেমা (-মন)**—বি. মাকু, তাঁত।

বে-মক্কা, -মাক্কা—(ফা. বে-মোক'া) ণ. স্থান কাল পাত্রের অনুপযোগী, অসময়োচিত, অসঙ্গত, অদ্ভুত (এমন বেমাক্কা কাণ্ড করে বসবে কে জানতো?)

বে-মানান—ণ. অশোভন, বে-খাপ্পা।

বে-মালুম—ণ. যাহা বাহির হইতে টের পাওয়া যায় না (বেমালুম রিফু বা মেরামত ; বেমালুম হজম করা—অতি নিপুণভাবে আত্মসাৎ করা) ; ক্রি. ণ. অজ্ঞাতসারে।

বে-মেরামত—ণ. যাহা মেরামত করা হয় নাই (বাড়ীটি বহুদিন বে-মেরামত অবস্থায় আছে)।

বে-মিল—বি. গরমিল, অসঙ্গতি, অবনিবনাও।

বে-মুনাসিব—ণ. বে-মানান, অপছন্দ ; অসুবিধাজনক। [ভ্রষ্ট ব্যক্তি।

বে-মুসলমান—অমুসলমান ; মুসলমানী-আচার-

বেয়াই—বি. বিয়াই, বৈবাহিক। স্ত্রী. **বেয়াইন, বেয়ান, বিয়াইন**। **পয়সা থাকলে বেয়াইর বাপের শ্রাদ্ধ হয়**—বেশী টাকা পয়সা থাকিলে অনর্থক ব্যবহারও হইয়া থাকে।

বেয়াড়া—ণ. অনিয়ন্ত্রিত, দুর্বিনীত, যাহাকে বশে আনা কঠিন, অভব্য, অশিষ্ট (বেয়াড়া ছেলে ; বেয়াড়া চুল ; বেয়াড়া বুদ্ধি)। **বেয়াড়াপনা, বেয়াড়ামো**—বি. বেয়াড়া ব্যবহার। **বেয়াদব**—বে-আদব দ্রঃ। [ফা. বে-]

বেয়ারা, বেহারা—[ই. bearer] বি. ফর্মা-বরদার ; বাহক ; পাল্কীবাহক ; আপিসের চাপরাশী বা পিয়ন (বয় বেয়ারা)।

বেয়ারিং—[ইং bearing] ণ. বিনা বা অল্প মাশুলে প্রেরিত (ঘাটতি মাশুল প্রাপককে দিতে হয়—বেয়ারিং পোষ্টে এসেছে)। **বেয়ারিং পোষ্টে চালানো**—অন্যের খরচে বা বিনা খরচে কাজ চালানো।

বেয়াল্লিশ—বি., ণ. ৪২ এই সংখ্যা বা সংখ্যক। **বেয়াল্লিশ বাজনা**—বহু রকমের বাজনা ; ছয় রাগ ও ছত্রিশ রাগিণী।

বের—ণ. বাহির, প্রকাশিত (বের হওয়া)। **বের করা**—ক্রি. বাহির করা, প্রকাশিত করা (বার দ্রঃ)। **বেরোনো, বেরুনো**—বি. বাহির হওয়া, বাহিরে যাওয়া। **বেরিয়ে যাওয়া**—ক্রি. বাহিরে যাওয়া ; প্রকাশিত হওয়া ; গৃহত্যাগ করা ; কুলত্যাগ করা।

বেরঙ,-ঙ্গ—ণ. স্বাভাবিকবর্ণবিহীন, বিবর্ণ; বি. বিবর্ণতা, মালিন্য; অন্য রং; তাসখেলায় ডাকের বহির্ভূত রং। (**রঙবেরঙ**—বিচিত্র বর্ণ (রঙ্ বেরঙের শাড়ী)।

বে-রসিক—ণ. যাহার রসবোধ নাই, অরসিক।

বে-রহম—ণ. নির্দয়।

বেরাদর, বেরাদার—[ফা. বেরাদর্] বি. ভ্রাতা; জ্ঞাতিভ্রাতা; আপন জন। **ভাই বেরাদার**—বি. আপন জন, আত্মীয়স্বজন। **বেরাদারি**—বি. ভ্রাতৃত্ব, ভাই-ভাই ভাব, পরস্পরের প্রতি আন্তরিক সহায়তার মনোভাব বা আন্তরিক সাহায্য।

বেরাপত্র—বি. নির্বাধ গমন সম্পর্কে রাজপ্রদত্ত আদেশপত্র, passport।

বেরাল—বিড়াল।

বেরিজ—[ফা. বরীজ্] বি. খাজনা পরিশোধ না করার জন্য প্রজার জমি দখল।

বেরিবেরি—[ইং beri beri; সিংহলী বেরি-বেরি=অতিশয় দুর্বল] বি. শোথরোগ-বিশেষ (ইহাতে সাধারণতঃ পায়ের গোড়ালি ফুলে এবং রক্তহীনতা ও শ্বাসকষ্ট দেখা দেয়; কখনও কখনও বেরিবেরি ব্যাপক মহামারীরূপে দেখা দেয়), epidemic dropsy.

বেরিয়া, বেরেহাঁ—ণ. ছলনাহীন, অকপট।

বেরুচ—[ইং barouche] বি. চার চাকার ঘোড়ার গাড়ী-বিশেষ।

বেরেশা—ণ. আঁশশূন্য। [বেকার।

বে-রোজগার—যাহার রোজগারের উপায় নাই,

বেল—[সং. বিল্ব] বি. বেলগাছ ও ফল। **বেল পাকলে কাকের কি**—কাক দ্রঃ। **বেলপাতা**—বেলগাছের পাতা, পূজার ব্যবহার্য বেল পাতা বা ত্রিপত্র। **বেলশুঁঠ**—খণ্ড খণ্ড করিয়া শুষ্ক করা কাঁচা বেল। **বেলের মোরব্বা**—চিনির রসে পাক করা কাঁচা বেলের খণ্ড। **আর কি নেড়া বেলতলায় যায়**—ভুক্তভোগী পুনরায় বিপদে পা দিতে রাজী হয় না।

বেল—[সং. বেল্লী] বি. ফুলগাছ-বিশেষ; বেলফুল।

বেল—[ফা. বেল] কাপড়ে বা ফিতায় ফুল পাতার নক্সা, চিকণের কাজ (বেলদার ফিতা)।

বেল—[ইং. bell] বি. ঘণ্টা (বেল দেওয়া—ঘণ্টা বাজানো); [ই. bail] আসামী যথা-সময়ে হাজির হইবে এই মর্মে জামিন; [ইং. bale] কাপড় পাট প্রভৃতির গাঁট; [?] কাঁচের গোলাকার ঝাড় লণ্ঠন।

বেল—বি. (বৈষ্ণব সাহিত্যে) সময়; বেলা; দিবাভাগ। **বেল গেছে, বেল আর নেই**—দিবাভাগ শেষ হইয়াছে (গ্রাম্য)।

বেলকুল—[আ. বিল্‌কুল্] ণ., অব্য. সমস্ত, সম্পূর্ণ, একদম।

বেলচা—[হি.] বালি কয়লা ইত্যাদি তুলিবার কোদালি জাতীয় যন্ত্র, shovel.

বেলদার—[ফা. বেল+দার] বি. যাহারা কোদাল দিয়া মাটি কাটিয়া জীবিকা অর্জন করে; যে ঝাড়-লণ্ঠনাদি সাজায়; ণ. চিকণের কাজ-বিশিষ্ট (ফিতা)।

বেলন, বেলুন, বেলনা—[সং. বেল্লন] বি. রুটি লুচি ইত্যাদি বেলিবার গোলাকার ও লম্বা কাষ্ঠখণ্ড, rolling pin। **বেলন পীড়ি**—রুটি বেলিবার বেলন ও পীড়ি।

বেলমুক্তা,-মো-—[আ. বিলমকত'া'] ক্রি. ণ. সর্বসমেত, সাকুল্যে, মোটমাট (বেলমুক্তা পঞ্চাশ টাকা পাইবে—আদালতের ভাষা)।

বেলা—[বেল্ (চঞ্চল হওয়া) অ+আপ্] বি. কাল, সময় (সকাল বেলা, খাবার বেলায় বোঝা যাবে); দিনমান (বেলা গেল; বেলা দশটা); কালক্ষেপ, দেরি (বেলা করে ওঠা; যেতে বেলা হচ্ছে); পক্ষ, বিষয় (নিজের বেলায় দোষ নেই)। **অবেলা**—অসময় (কেন এলে অবেলায়); অপরাহ্ণ, অনিয়মিত কাল (অবেলায় স্নানাহার)। **এইবেলা**—এই সময়ে; এই সুযোগে। **কালবেলা, বারবেলা**—জ্যোতিষশাস্ত্র মতে অশুভ যামার্ধ-সমূহ। **বেলাবেলি**—দিন থাকিতে, সূর্যাস্তের পূর্বে। (উচ্চারণ: ব্যালা)।

বেলা—বি. সমুদ্রতীর (বেলাভূমি)। [বেল্+অ+আপ্]। **বেলানিল**—সমুদ্রতীরে যে বায়ু প্রবাহিত হয়। **বেলাতিগ**—কূলপ্লাবী।

বেলা—[হি. বেলনা) ক্রি. চাকির উপরে আটা-ময়দার লেচি রাখিয়া বেলনের সাহায্যে রুটি লুচি ইত্যাদি তৈরি করা।

বেলা—[বেল্লী] বি. বেলফুল।

বেলাওল, বেলাবলি—বি. পূর্বাহ্ণের রাগিণী বিশেষ।

বেলাল—হজরত মোহম্মদের স্বনামধন্য ভক্ত-শিষ্য ও ইসলামের প্রথম মুয়াজ্জিন ('আজান দিতেছে যুগ-বেলাল')।

বেলিফ—[ইং. bailiff] বি. আসামীকে ধৃত করা ও তাহার জরিমানা আদায় সংক্রান্ত আদালতের কর্মচারী-বিশেষ, নাজির ; ট্যাক্স আদায়কারী।

বেলুন—[ইং. balloon] বি. গ্যাসপূর্ণ ব্যোমযান বিশেষ ; গ্যাসপূর্ণথলি যাহা আকাশে উড়ানো হয় ; ফানুস ; বেলুন, বেলনা।

বেলে—[সং. বিলোটক] বি. বালির মত রং-বিশিষ্ট মাছ-বিশেষ।

বেলে—ণ. বালির অংশযুক্ত (বেলে মাটি : বেলে পাথর)।

বেলেল্লা—[সং বালীক ; বেল্লহল ; বে+ল্লিল্লা (আ.)=ঈশ্বর, ধর্ম] ণ. উচ্ছৃঙ্খল ও দুশ্চরিত্র ; নির্লজ্জ ; অশিষ্ট ; বখাটে, লম্পট ; কাণ্ডজ্ঞানহীন (বেহায়া বেলেল্লা)। বি. **বেলেল্লাগিরি, -পনা**।

বেলেস্তারা—[ই. blister] বি. যে প্রলেপ দিলে [ফোস্কা উঠে।

বে-লেহাজ—ণ. নির্লজ্জ ; অভব্য ; শ্রদ্ধাহীন।

বেলোয়ারি,-রী—[ফা. বিল্লৌরী] বি. উৎকৃষ্ট কাচে প্রস্তুত (বেলোয়ারি চুড়ি : বেলোয়ারি ঝাড়-লণ্ঠন)।

বেল্লিক—[প্রা. বেল্ল—অবিনয় ; সং. বালীক] ণ. নির্লজ্জ ; লম্পট ; দুর্বৃত্ত ; যাহার আচরণ শিষ্টাচার-বহির্ভূত। বি **বেল্লিকপনা, বেল্লিকামি, বেল্লকামি**—বেল্লিকের কর্ম।

† **বেশ**—[বিশ্+ঘঞ্—শরীর যাহাতে প্রবেশ করে] বি সজ্জা, বস্ত্র-অলঙ্কারাদি (সুবেশা)। (গৃহ, বেশ্যাগৃহ ইত্যাদি অর্থ বাংলায় অপ্রচলিত)। **বেশধারী** (-রিন্)—ণ. ছদ্মবেশধারী ; যে সাজ করিয়াছে। **বেশ-বধূ,-যোষিৎ**—বি. বার-বনিতা। **বেশবিন্যাস**—বি. সাজগোজ। **বেশভূষা**—বি. সাজ ও অলঙ্কার।

বেশ—[ফা.] ণ., ক্রি.ণ. ভাল, উত্তম, শ্লাঘ্য (যাবে না, বেশ কথা : বেশ বেশ, তাই হবে) ; খুব, যথেষ্ট (বেশ ভাল) ; লক্ষণীয়, প্রশংসাযোগ্য (বেশ দু'পয়সা হচ্ছিল ; বেশ ত ছিলে)। **বেশ করেছি**—ভালই করিয়াছি, যাহা করিয়াছি সেজন্য দুঃখিত বা লজ্জিত নই। **বেশকম, কমবেশ**—কম অথবা বেশী, অন্যথাচরণ, সামান্য ত্রুটি-বিচ্যুতি (এতটুকু বেশকম হবার যো নেই)। **বেশকিছু**—অধিকসংখ্যক, যথেষ্ট।

বেশক—ক্রি.ণ. নিশ্চয়, নিঃসন্দেহ।

বেশর,-সর—বি. নাকের গহনা-বিশেষ।

বে-শরম, বে-সরম—ণ. নির্লজ্জ।

বেশাত—[আ. বিসাত] বি. বিত্ত, মূলধন। **বিত্তিবেশাত**—বি. সম্পত্তি ও মূলধন অথবা ব্যবসায় ও মূলধন, সম্বল (তোমার বিত্তি-বেশাত কেউ কেড়ে নিচ্ছে না—গ্রাম্য)।

বেশি—বি. আধিক্য (কমবেশি)।

† **বেশী** (-শিন্)—ণ. বেশযুক্ত, বেশধারী (সাধারণতঃ অন্য শব্দের সহিত যুক্ত হইয়া ব্যবহৃত হয়—ছদ্মবেশী)। স্ত্রী. **বেশিনী**।

বেশী—[ফা. বেশী—বৃদ্ধি] ণ. অধিক, অনেক (বেশী কথা বলে) ; উদ্বৃত্ত (বেশী হয়েছে)।

বে-শুমার, বে-সুমার—ণ. অগণিত, অগণ্য।

† **বেশ্ম** (-ন্)—[বিশ্+মন্] বি. গৃহ, ভবন।

† **বেশ্য**—[বিশ্+য] বি. বেশ্যাগৃহ। **বেশ্যা**—বি. বারাঙ্গনা।

† **বেষ্ট**—বি. বেষ্টনী, বেড়া, যাহা বেষ্টন করিয়া আছে (দন্তবেষ্ট—দন্তমূল) ; নির্যাস ; টার্পিন। [বেষ্ট্+অ]। **বেষ্টক**—ণ.বি.যাহা বেষ্টন করে ; প্রাচীর ; উষ্ণীষ ; নির্যাস ; টার্পিন। **বেষ্টন**—বি. চতুর্দিক ঘেরা, পরিবৃতি (তার বেষ্টন করি জটাজাল যত ভুজঙ্গদল তরজে—রবি) ; বেড়া ; প্রাচীর ; উষ্ণীষ ; কাপড়ের পটী, bandage ; পরিধি। **বেষ্টবংশ**—বি. বেউড়বাঁশ। ণ. **বেষ্টিত**—পরিবৃত। **বেষ্টিতব্য**—ণ.বেষ্টনীয়।

বেসন, বেসম—[সং.] বি. কাঁচা ডালের গুঁড়া।

বেসরকারী—ণ. দেশের সরকার বা শাসন-শক্তির অধীন বা পরিচালিত নয় এমন।

বেসাড়—ণ. অসাড়।

বেসাত, বেসাতি—বি. ব্যবসায়, পণ্যের ক্রয়-বিক্রয়, দোকানদারি (দেওয়ানগিরির লোভে আমি করিলাম বেসাতি—মৈমনসিংহ গীতিকা)। [আ. বিসাত]।

বেসালি—[পর্তু. Vasilha] বি. দুধ দোহাইবার মাটির কেঁড়ে অথবা দুধ জ্বাল দিবার ও দই পাতিবার মাটির কড়া (বেসালিতে দুগ্ধ রেখে পীরকে ফাঁকি দিল—দীনবন্ধু)।

বে-সামাল—ণ. আত্মকর্তৃত্বহীন, সামলাইতে বা

সংবরণ করিতে অক্ষম, অসাবধান। **বেসামাল হওয়া**—বেফাঁস কথাবার্তা বা চালচলন, কিছু অপ্রকৃতিস্থ ভাব, বাহ্যের বেগ ধারণ করিতে না পারিয়া কাপড়চোপড় নষ্ট করা ইত্যাদি সম্পর্কে বলা হয়।

বে-সুর—বি. বিকৃত সুর (বেসুর বাজে—ঠিক সুর বাজিতেছে না); অসঙ্গতি। **বেসুর, বেসুরা, বেসুরো**—ণ. শ্রুতিকটু, অশোভন। [ফা. বে-]

বেসো—(বৎস ?) নিঃসম্পর্ক বয়ঃকনিষ্ঠ ব্যক্তির প্রতি সম্বোধন (ওরে বেসো কোথায় গেলি)। (মধ্য বাঙলায় 'বাসে', ও পূর্ববঙ্গে 'বাসী' বলা হয়—ট্যারডা পাইবা বাসী বাপে চক্ষু বুজলে)।

বে-হক—ণ. না-হক, অসঙ্গত, অকারণ, অযথার্থ; দাবীহীন; ক্রি.ণ. অন্যায়ভাবে।

বে-হদ্দ—ণ. যাহা সীমা লঙ্ঘন করিয়া গিয়াছে, অত্যন্ত বেশী, একশেষ, যার পর নাই। (সাধারণতঃ নিন্দার্থে ব্যবহৃত হয়—বেহদ্দ পাজী)। [ফা. বে-] [বেহান।

বেহাই—বি. বেয়াই,বৈবাহিক। স্ত্রী. **বেহাইন**,

বেহাগ—বি. রাগিণী-বিশেষ (গভীর রাত্রিতে গেয়, বিষাদ শোক ইত্যাদি ভাব প্রকাশক)।

বে-হাত—ণ. আয়ত্তের বাহিরে, অন্যের অধিকার-ভুক্ত (বিষয়-সম্পত্তি যা ছিল সব বে-হাত হয়ে গেছে)।

বেহায়া—ণ. নির্লজ্জ (বেহায়া বেল্লিক)।

বেহাল—ণ. দুর্দশাগ্রস্ত, পর্যুদস্ত। [ফা. বে-]

বেহার—বি. বিহার প্রদেশ। ণ. **বেহারী**—বিহারের অধিবাসী।

বেহারা—বি. বেয়ারা (বেয়ারা দ্রঃ)।

বেহালা—[পর্তু. viola] বি. সুপরিচিত তারযন্ত্র। **বেহালাদার**—বি. বেহালা-বাদক।

বে-হিম্মত—ণ. পৌরুষহীন, সাহসহীন।

বে-হিসাব—ণ. যাহার হিসাব বা লেখাজোখা নাই প্রচুর, অজস্র। **বে-হিসাবী**—ণ. যে হিসাব করিয়া চলেনা, অপব্যয়কারী অথবা অতিখরচে; পরিণাম-চিন্তা-বর্জিত।

বে-হুকুম—ণ. হুকুমের বিরুদ্ধ; ক্রি.ণ. বিনা অনুমতিতে।

বে-হুদা—ণ. অকারণ, নিরর্থক; অযৌক্তিক, অসঙ্গত; বেয়াড়া, উন্মার্গগামী (বেহুদা কথ কাটাকাটি; বেহুদা কথা; পাজি বেহুদা)।

বেহুলা—চাঁদসদাগরেরপতিব্রতাপুত্রবধূ (বেউলা দ্রঃ

বে-হুঁস—[ফা. বেহোশ] ণ. অচৈতন্য, অভিভূত; মত্ত; অসতর্ক; ভাবে বিভোর। **বে-হুঁসিয়ার**—ণ. অসাবধান, তেমন চালাক চতুর নয়।

বেহেড—[ফা. বে-+ইং. head] ণ. বুদ্ধিহীন, যার মাথামুণ্ডু কিছু নাই; বিকৃতমস্তিষ্ক।

বেহেশ্‌ত্‌—[ফা. বিহিশ্‌ত্‌] বি. স্বর্গ, মৃত্যুর পরে পুণ্যাত্মাদের অক্ষয় আনন্দনিকেতন। **বেহেশ্‌তী**—বেহেশ্‌ত্‌বাসী; বেহেশ্‌তের মত (বেহেশ্‌তী সুখ); ভিস্তি। **বেহেশ্‌ত্‌ নসীব হোক**—মৃত্যুর পরে যেন বেহেশ্‌ত্‌ লাভ হয় এই দোয়া বা শুভকামনা করি।

বেহেস্ত—বেহেশ্‌ত্‌ দ্রঃ। **বিস্ত, ভেস্ত**—বেহেশ্‌ত্‌ (পূর্ববঙ্গের গ্রাম্য উচ্চারণ)।

বে(ক্ম)ম্ম—(গ্রাম্য) ব্রহ্ম; ব্রাহ্ম। **বেম্মদত্যি**—বি. ব্রহ্মদৈত্য। **বেম্মজ্ঞানী**—বি. ব্রাহ্ম।

বৈ—অব্য. বই দ্রঃ; ব্যতীত, ভিন্ন, বিনা; অবশ্যই (তোমা বৈ আর জানিনা—নিধুবাবু; যাবে বৈ কি); বি. মূল, শিকড় (প্রাচীন বাংলা)।

† **বৈকর্তন**—বি. সূর্যপুত্র (কর্ণ, শনি, সুগ্রীব)। [বিকর্তন+অ]।

† **বৈকল্পিক**—ণ. যাহা বিকল্পে ঘটে, alternative; সন্দেহযোগ্য। [বিকল্প+ষ্ণিক]

† **বৈকল্য**—বি. বিকলতা, বিকৃতভাব, বিক্ষোভ (চিত্তবৈকল্য); অঙ্গহীনতা। [বিকল+ষ্ণ্য]

† **বৈকাল**—বি.বিকাল,অপরাহ্ণ। [বিকাল+অ]। **বৈকালিক, বৈকালি,-লী**—ণ অপরাহ্ণ সম্পর্কিত (বৈকালী ভোজন—tiffin; বৈকালী ফুল—বিকালে দেবতাকে যে ফুলের মালা দেওয়া হয়)। **বৈকালি**—বিগ্রহের বিকালের ভোগ। **বৈকালি খাটা**—বিকালে অতিরিক্ত কাজ করা, off-time work (প্রাদে.)।

† **বৈকুণ্ঠ**—[বিকুণ্ঠার (বিবিধ মায়ার) অপত্য] বি. বিষ্ণু; কৃষ্ণ; বিষ্ণুলোক (বৈকুণ্ঠধাম)। **বৈকুণ্ঠপতি,-নাথ**—বি. বিষ্ণু, নারায়ণ।

† **বৈক্লব,-ব্য**—বি. বিহ্বলতা, কাতরতা, চিত্ত-চাঞ্চল্য। [বিক্লব+অণ্‌, ষ্য]।

† **বৈখরী**—বি. কণ্ঠ হইতে শব্দ উৎপত্তির ধরণ-বিশেষ,সুস্পষ্ট উচ্চারণ (পরা পশ্যন্তী মধ্যমা বৈখরী এই চারি ধরণের উচ্চারণ; যোগশাস্ত্রে নাম জপ সম্বন্ধে পরিভাষা)। [সং.]

† **বৈখানস**—বি. বানপ্রস্থ; ণ. বানপ্রস্থাবলম্বী; বানপ্রস্থ-সম্বন্ধীয়। [সং.]

+ **বৈগুণ্য**—বি. বিকৃতি ; অপরাধ ; অকুশলতা ; দোষ ; প্রতিকূলতা (অবস্থাবৈগুণ্যে) । [বিগুণ+য]

+ **বৈচক্ষণ্য**—বি. বিচক্ষণতা, নৈপুণ্য, বিশিষ্ট জ্ঞান । [বিচক্ষণ+য]

+ **বৈচিত্র,-ত্র্য**—বি. বিচিত্রতা, বিভিন্নতা (রূপ-বৈচিত্র্য) ; চমৎকারিত্ব, বিস্ময়করতা । [বিচিত্র +অ,য] । **বৈচিত্রী**—বি.বিচিত্রতা, চমৎকারিত্ব ও বিভিন্নতা, চাতুর্য (নির্মাণবৈচিত্রী) ।

+ **বৈজয়ন্ত**—[বি-জি+অন্ত] বি. ইন্দ্রের পুরী বা প্রাসাদ ; ইন্দ্রের পতাকা । **বৈজয়ন্তিক**—ণ. পতাকাধারী । **বৈজয়ন্তিকা**—বি. পতাকা। **বৈজয়ন্তী**—বি পতাকা ; শ্রীকৃষ্ণের পঞ্চবর্ণ-পুষ্পময়ী আজানুলম্বিত মালা । **বিজয়-বৈজয়ন্তী**—বি. জয়পতাকা।

+ **বৈজয়িক**—ণ. বিজয়-সম্বন্ধীয়, জয়সূচক (বৈজয়িকী বিদ্যা) । [বিজয়+ফিক] ।

+ **বৈজাত্য**—বিজাতীয়তা, বৈলক্ষণ্য ; স্বভাবের পার্থক্য । [বিজাত+য] ।

বৈজিক—ণ. বীজ-সম্বন্ধীয় ; পৈত্রিকবীর্যগত (দোষ) ; আদিকারণ-সম্বন্ধীয় ; বি. সদ্যোজাত অঙ্কুর । [বীজ+ফিক] ।

+ **বৈজ্ঞানিক**—ণ. বিজ্ঞান-সম্বন্ধীয় অথবা বিজ্ঞান-সম্মত ; বি. বিজ্ঞানে কুশল, বিজ্ঞানবিৎ । [বিজ্ঞান+ফিক] । **বৈজ্ঞানিকী**—বিজ্ঞান সম্বন্ধে আলোচনা ।

বৈঠক—বি. উপবেশন ; বার বার উঠা-বসাযুক্ত ব্যায়াম (ডন বৈঠক) ; অধিবেশন, সভা, মজলিস, দশ জনের পরামর্শ বা আলোচনা সভা (গোলটেবিল বৈঠক বসবে লণ্ডনে) ; হুঁকার আধার । **বৈঠকখানা**—বি. বাড়ীর বসিবার ঘর, drawing room । **বৈঠকী**—ণ. মজলিসী, পাঁচ জনে বসিয়া শুনিবার উপযুক্ত (**বৈঠকী গান**—বিশেষ তান-মান-লয়যুক্ত গান) ।

বৈঠা—[সং. বহিত্র] বি. পাতলা ছোট দাঁড় যাহা না বাঁধিয়া বাওয়া হয় (পশ্চিমবঙ্গে—বোটে । বোটে মারা—বোটে জলে নিক্ষেপ করিয়া নৌকা চালনা করা) ; দাঁড়ের কাজও চলে এমন হাল ।

+ **বৈড়ালব্রত**—বি. ভণ্ডামি, ধর্মধ্বজিতা, অসাধু উদ্দেশ্য গোপন করিয়া বাহিরে ধার্মিকের আচার পালন । **বৈড়ালব্রতিক,-ব্রতী** (-তিন্)—ণ. বিড়ালতপস্বী ।

+ **বৈতনিক**—বি. চাকর ; ণ. বেতনভুক্ ; বেতনের দ্বারা নিষ্পন্ন (বিপ. অবৈতনিক) ।

বৈতরণি,-ণী—[বিতরণ + ফি,+ ঈপ্—যাহা দানের বা গো-দানের দ্বারা পার হওয়া যায়] বি. যমদ্বারের নদী ; উড়িষ্যার নদীবিশেষ ।

+ **বৈতান, বৈতানিক**—ণ. যজ্ঞীয় ; বি. হোম ; যজ্ঞ । [বিতান+অ,ফিক] ।

+ **বৈতাল, বৈতালিক**—বি. স্তুতিপাঠক, বন্দী (হেন চিত্তবিনোদন বৈতালিক গীতে খোলে আঁখি- মধুসূদন) । **বৈতালিকী**—বি. বৈতালিকের সঙ্গীত, রাজা প্রভৃতির নিদ্রাভঙ্গের জন্য যে গান গাওয়া হয় ।

+ **বৈদগ্ধ,-গ্ধ্য**—বি. পটুতা, চতুরতা ; রসিকতা ; পাণ্ডিত্য ; চিত্তোৎকর্ষ, culture । [বিদগ্ধ+ অ, য] । **বৈদগ্ধী**—বি. রসিকতা ; চাতুর্য । **বৈদগ্ধ-বিলাস**—বি. রসিকতার সুপ্রকাশ ।

+ **বৈদর্ভ**—ণ. বিদর্ভ-সম্বন্ধীয় ; বি. বিদর্ভ রাজ ; দময়ন্তীর পিতা ভীমসেন । [বিদর্ভ+অ] । **বৈদর্ভী**—বৈদর্ভ কন্যা দময়ন্তী ; রচনার রীতি-বিশেষ, প্রায়-সমাসহীন মধুর রচনা (বৈদর্ভী রীতি) ।

+ **বৈদান্তিক**—বি.,ণ. বেদান্ত-দর্শনে অভিজ্ঞ বা বেদান্তমতাবলম্বী ; বেদান্ত-দর্শন সংক্রান্ত । [বেদান্ত+ফিক] ।

+ **বৈদিক**—বি. ণ. বেদজ্ঞ ; বেদবিহিত (বিপ. তান্ত্রিক ; লৌকিক) ; ব্রাহ্মণের শ্রেণী-বিশেষ । [বেদ+ফিক] ।

+ **বৈদূর্য**—মণি-বিশেষ (কতকটা বিড়ালের চক্ষুর মত ইহার বর্ণ), cat's eye । [বিদুর+য] ।

+ **বৈদেশিক**—ণ. বিদেশ-বিষয়ক ; বিদেশাগত ; বিদেশের সঙ্গে সম্পর্কিত (বৈদেশিক বাণিজ্য) । [বিদেশ+ফিক] ।

+ **বৈদেহ**—বি.,ণ. বিদেহবাসী ; বিদেহের রাজা । **বৈদেহী**—বি. বিদেহের রাজার কন্যা, সীতা ।

+ **বৈদ্য**—[বিদ্যা+ফ] বি. বিদ্বান্, পণ্ডিত ; আয়ুর্বেদে কৃতবিদ্য কবিরাজ (গ্রাম্য—বদ্দি) ; হিন্দু বাঙালী জাতিবিশেষ । স্ত্রী. **বৈদ্যা**—কাকলী ; **বৈদ্যী**—বৈদ্যের স্ত্রী । **বৈদ্যক**—বি. আয়ুর্বেদ ; চিকিৎসা শাস্ত্র । **বৈদ্যনাথ**—ভৈরব-বিশেষ ; শিব, দেওঘরের শিব (গ্রাম্য : বদ্দিনাথ —বাবা বদ্দিনাথের নামে চুল-দাড়ি রাখা) । **বৈদ্য-সঙ্কট**—এক সঙ্গে বহু বৈদ্যের চিকিৎসার ফলে চিকিৎসিতের আরোগ্য-লাভের পথে বিঘ্ন,

চিকিৎসা-বিভ্রাট ; অনেক সন্ন্যাসীতেগাজন নষ্ট।
বৈদ্যোত্তর—বি. বৈদ্যকে প্রদত্ত নিষ্কর জমি।
+ **বৈদ্যুত**—ণ. বিদ্যুৎ-বিষয়ক, বিদ্যুৎপূর্ণ (বৈদ্যুত কটাক্ষ)। [বিদ্যুৎ+অ]। **বৈদ্যুতিক**—বৈদ্যুত (বৈদ্যুতিক শক্তি)। [বিদ্যুৎ+ষ্ণিক]
+ **বৈধ**—[বিধি+ষ্ণ] ণ. বিধিসম্মত, শাস্ত্রসমর্থিত, ন্যায্য।
+ **বৈধব্য**—বি. পতিহীনতা। [বিধবা+ষ্ণ্য]।
+ **বৈধর্ম্য**—বি. বিধর্মের ভাব, ভিন্নধর্মতা, নাস্তিক্য (বিপ. সাধর্ম্য)। [বিধর্ম+য]।
+ **বৈধুর্য**—[বিধুর+য] বি. বিধুরতা, বিষণ্ণতা।
+ **বৈধৃতি**—(জ্যোতিষ) যোগ-বিশেষ। [সং.]
+ **বৈধেয়**—ণ. বিধি-সম্বন্ধীয় ; বি. অজ্ঞান, মূর্খ। [বিধি+ষ্ণেয়] [বিনতা+ষ্ণেয় ।
+ **বৈনতেয়**—বি. বিনতার পুত্র গরুড়, অরুণ।
+ **বৈপরীত্য**—বি. বিপরীত ভাব ; বিপর্যয়। [বিপরীত+ষ্ণ্য]।
+ **বৈপিত্র**—[বিপিতৃ+ষ্ণ] ণ. ভিন্ন-পিতৃজাত (বৈপিত্র ভ্রাতা—যাহাদের পিতা পৃথক্ কিন্তু মাতা এক)।
বৈপ্লবিক—ণ. বিপ্লবাত্মক, দ্রুত পরিবর্তনশীল, revolutionary। [বিপ্লব+ষ্ণিক]।
বৈফল্য—বি. বিফলতা, ব্যর্থতা। [বিফল+য]
বৈবর্ণ, বৈবর্ণ্য—বিবর্ণভাব। [বিবর্ণ+অ, ষ্ণ্য]। [বিবস্বৎ+অ]।
বৈবস্বত—ণ. বিবস্বতের পুত্র : বি. সপ্তম মনু।
বৈবাহিক—ণ. বিবাহ-সম্বন্ধীয় (বৈবাহিক সম্বন্ধ) ; বি. পুত্র বা কন্যার শ্বশুর। [বিবাহ+ষ্ণিক]।
+ **বৈভব**—[বিভু+ষ্ণ] বি. বিভুতা ; সামর্থ্য ; ঐশ্বর্য ; মহিমা ; বাহুল্য। **বৈভবশালী** (-লিন্)—ণ. ঐশ্বর্যশালী। **বিষয়বৈভব**—বি. বিষয়-সম্পত্তির প্রাচুর্য।
+ **বৈভাষিক**—[বিভাষা+ষ্ণিক] ণ. বৈকল্পিক।
+ **বৈমনস্য**—বি বিমনা ভাব ; উদ্বেগ ; দুঃখ। [বিমনস্+ষ্ণ্য]
+ **বৈমাত্র, বৈমাত্রেয়**—ণ. বিমাতার সন্তান। স্ত্রী. **বৈমাত্রেয়ী**। [বিমাতৃ+অ, ষ্ণেয়]।
+ **বৈমানিক**—ণ. বিমানচারী,খেচর ; বি.বিমান-চালক, pilot।
+ **বৈমুখ্য**—বি. বিমুখতা, অপ্রসন্নতা, প্রতিকূলতা; হটিয়া আসা। [বিমুখ+য]।
+ **বৈয়াকরণ**—বি. ব্যাকরণবেত্তা বা অধ্যয়নকারী (আসে গুটি গুটি বৈয়াকরণ—রবি) ; ণ. ব্যাকরণ সম্বন্ধীয়। [ব্যাকরণ+অ]। [ব্যাঘ্র+অ]
+ **বৈয়াঘ্র**—ণ. ব্যাঘ্রসম্বন্ধীয় ; বাঘের চামড়ার।
বৈয়াম—বি. বয়েম।
+ **বৈয়াসকি**—বি. ব্যাসের পুত্র শুকদেব। [সং]
+ **বৈয়াসিক, বৈয়াসক**—ণ. ব্যাসদেব-রচিত ; ব্যাস-সম্বন্ধীয়। [ব্যাস+ষ্ণিক, ণক]
বৈয়াস(সি)কী—বি. ব্যাসরচিত সংহিতা।
+ **বৈর**—[বীর+ষ্ণ] বি. বিরোধ, বিদ্বেষ, শত্রুতা। **বৈরকর**—ণ. যাহা বিরোধ জন্মায়। **বৈর-কার**—বি. শত্রুতাকারী। **বৈরনির্যাতন**—বি. শত্রুর প্রতি শত্রুতা। **বৈরভাব**—বি. শত্রুতা, বিদ্বেষ ভাব। **বৈরশুদ্ধি**—বি. প্রতি-শত্রুতা, বৈরনির্যাতন। **বৈরসাধন**—বি. শত্রুতাসাধন।
+ **বৈরাগী** (-গিন্)—[বিরাগ+অ+ইন্] ণ. বিষয়ে বীতস্পৃহ, সন্ন্যাসী, উদাসীন (হে বৈরাগী কর শান্তিপাঠ—রবি) ; (বাং.) বৈষ্ণব (কথ্য বোরেগি ; স্ত্রী. বোষ্টমি)।
+ **বৈরাগ্য**—[বিরাগ+ষ্ণ্য] বি. বিষয়বিতৃষ্ণা বা সংসারের প্রতি অননুরাগ, নিস্পৃহতা (বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি সে আমার নয়—রবি) ; সন্ন্যাস, বৈষ্ণবধর্ম।
+ **বৈরিতা**— বি. শত্রুতা। **বৈরী** (-রিন্)—শত্রু। [বৈর+ইন্]। [বিরূপ+ষ্ণ্য]
+ **বৈরূপ্য**—বি. বিরূপতা, কদর্যতা, বিকৃতি।
বৈল—(বলীবর্দ) বয়েল দ্রঃ। ণ. নির্বোধ, উজবুক।
+ **বৈলক্ষণ্য**—[বিলক্ষণ+ষ্ণ্য]। বি. বিশেষত্ব, বিভিন্নতা, পার্থক্য।
+ **বৈশদ্য**—বি. বিশদভাব, স্পষ্টতা ; নির্মলতা ; শুক্লত্ব। [বিশদ+ষ্ণ্য]
+ **বৈশম্পায়ন**—ব্যাসশিষ্য মুনি-বিশেষ (ইনি জন্মেজয়ের নিকট মহাভারত-কথা সবিস্তারে বর্ণনা করেন)।
+ **বৈশাখ**—[বিশাখা+অ,বিশাখানক্ষত্রযুক্ত পূর্ণিমা যাহাতে] বি. বৎসরের প্রথম মাস (কথ্য : বোশেখ)। ণ. **বৈশাখী**—বৈশাখমাস-সম্বন্ধীয় অথবা বৈশাখ মাসে জাত (বৈশাখী চাঁপা ; বৈশাখী ঝড় ; বৈশাখী পূর্ণিমা)। **কাল বৈশাখী**—বৈশাখ মাসের প্রবল ঝড় ; গ্রীষ্ম-কালে অপরাহ্নে বায়ুকোণ হইতে যে প্রবল ঝড় আসে, nor'-wester।

† **বৈশালী**—প্রাচীন ভারতের বিখ্যাত নগরী (উত্তর বিহারে। আধুনিক বেসার। জৈন তীর্থংকর মহাবীর বৈশালীর রাজপুত্র ছিলেন)।

† **বৈশিষ্ট,-ষ্ট্য**—বি. বিশিষ্টতা, বৈলক্ষণ্য, অসাধারণত্ব (বৈশিষ্টাপূর্ণ রচনা)। [বিশিষ্ট+অ, য]।

† **বৈশেষিক**—বি. কণাদ মুনি-প্রণীত দর্শন-শাস্ত্র; ণ. বৈশেষিকদর্শন-বেত্তা। [বিশেষ+ষ্ণিক]

† **বৈশ্য**—[বিশ্+য] বি. ভারতীয় আর্যগণের তৃতীয় বর্ণ (কৃষি, গোপালন, বাণিজ্য ইত্যাদি ইঁহাদের বৃত্তি); বণিক্ বা ব্যবসায়ী সম্প্রদায়। **বৈশ্যধর্ম**—বৈশ্যের কর্তব্য, বৈশ্যবৃত্তি; বণিগ্-বৃত্তি। স্ত্রী. **বৈশ্যা**।

† **বৈশ্রবণ**—বি. বিশ্রবার পুত্র (কুবের, রাবণ)।

† **বৈশ্বানর**—(সমস্ত নরের কুক্ষিতে যাহা অবস্থান করে) বি. অগ্নি, জঠরানল। [বিশ্ব+নর+অ]।

† **বৈষম্য,-ম**—[বিষম+ষ্য, অ] বি. সমতা বা সাদৃশ্যের অভাব, পার্থক্য, বিরুদ্ধভাব, অনৈক্য (মতবৈষম্য)। **বৈষম্যজ্ঞান**—বি. ভেদজ্ঞান, পার্থক্যবোধ।

† **বৈষয়িক**—ণ. বিষয় বা সংসার-সম্বন্ধীয়; ভূ-সম্পত্তি-বিষয়ক (বৈষয়িক সুখ, বৈষয়িক জ্ঞান); বিষয়াসক্ত। [বিষয়+ষ্ণিক]

† **বৈষ্ণব**—[বিষ্ণু+ষ্ণ] ণ. বিষ্ণু-সম্বন্ধীয় (বৈষ্ণবাস্ত্র; বৈষ্ণবীমায়া); বি. বিষ্ণুভক্ত বা উপাসক, মহাপুরাণ-বিশেষ; হোমভস্ম। **বৈষ্ণব বিনয়**—অতিশয় বিনয়; (ব্যঙ্গার্থে) সন্দেহজনক বিনয় (এমন বৈষ্ণব বিনয়ের কারণ)। স্ত্রী. **বৈষ্ণবী**। (গ্রাম্য ও কথ্য—বোষ্টম, বোষ্টমি, বোষ্টমী)। **তাঁতী কুলও গেল বোষ্টম কুলও গেল**—দুই দিক রক্ষা করিতে গিয়া কোন দিকই রক্ষা হইল না।

† **বৈসাদৃশ্য**—[বিসদৃশ+ষ্য] বি. বিসদৃশতা, বৈষম্য, বিভেদ।

বোঁ, বোঁ-বোঁ—অব্য. বন্ বন্, দ্রুত গতিতে বাতাস ভেদ করিয়া যাইবার শব্দ (শূন্যে এরোপ্লেন বোঁ বোঁ করে ছুটেছে); ভন্ ভন্ (মশার বোঁ বোঁ শব্দ)।

বোঁচকা—বি. কাপড় দিয়া বাঁধা ছোট মোট (ছোট: বুঁচকি)। [তুর্কী. বোকচা]

বোঁচা—ণ. যাহার নাক থ্যাবড়া (থাঁদা বোঁচা নাকটি); যাহাতে ধার নাই (কানা মোল্লা বোঁচা ছুরি—যে মোল্লা মুরগী জবাই করিবে সে চোখে দেখেনা আর তাহার ছুরিখানিও ভোঁতা (কার্য সাধনের উপায়ের অকিঞ্চিৎকরতা সম্বন্ধে ব্যঙ্গোক্তি); নির্লজ্জ (ছেঁচা বোঁচা); বিকলাঙ্গ (কান বোঁচা); যাহার ডালপালা কাটিয়া ফেলা হইয়াছে (বুঁচোনো দ্রঃ)।

বোঁজা—ক্রি. বুঁজা, নিমীলিত করা।

বোঁটা, বোঁট—[সং. বৃন্ত; প্রা. বোণ্ট] বি. বৃন্ত (ফুলের বোঁটা; পানের বোঁটা); চুচুক।

বোকা—[সং. বুক্ক] বি. পাঁঠা, ছাগল (বোকা বোকা গন্ধ); ণ. নির্বোধ। **বোকা পাঁঠা**—বড় পাঁঠা; অতিশয় নির্বোধ (গালি)। **বোকামি, বোকামো**—বি. নির্বোধের মত আচরণ, স্থূলবুদ্ধিতা। **বোকারাম**—মহামূর্খ।

বোগ্‌নো—বি. উঁচু বাঁকানো-কাঁধাযুক্ত ধাতুপাত্র-বিশেষ। (পূঃ বঙ্গে—বউক্‌না)।

বোঙ্গা—কোল ও সাঁওতাল জাতির দেবতা বা আত্মা। স্ত্রী. **বুঙ্গি**। **বোঙ্গাবুঙ্গি**—কোল ও সাঁওতালদের দেবদেবী; এরূপ দেবদেবীর পূজা।

বোচ্‌কা—[আ.+ফা. বুগ+চা, তু. বুকচা] বি. বোঁচকা, গাঁটরি। **বোচকা-মারা**—বি. যে বোচকা লইয়া পলায়ন করে, সুবিধা পাইলেই যে পরের জিনিষ আত্মসাৎ করে (গালি—পূর্ববঙ্গে প্রচলিত)।

বোজা—বুঁজা ও বুজা দ্রঃ। **চোখ-বোজা লোক**—আত্মপরায়ণ, স্বার্থপর, অপরের স্বার্থের দিকে যাহার আদৌ দৃষ্টি নাই। (প্রাদে)।

বোঝা—বি. যাহা বহন করা হয়, ভার (বোঝা বওয়া); বেশী ভারী কিছু (বোঝা হয়ে চেপেছে; বোঝার উপর শাকের আঁটি); গুরুদায়িত্ব (বড় ভাই ত নেই কাজেই সংসারের বোঝা এখন তোমাকেই বইতে হবে); অবাঞ্ছিত বা দুর্বহ ভার বা দায়িত্ব (এ বোঝা ফেল্‌তে পারলে বাঁচি); দুঃখের বা বেদনার দুর্বহ অনুভূতি (বুকের বোঝা); উপলব্ধি, বিবেচনা বা বিচার। ণ. **বোঝাই**—বোঝাযুক্ত (বোঝাই নৌকা); পরিপূর্ণ (নানা বাজে জিনিসে একেবারে বোঝাই); বি. ভরতি, পূর্ণকরণ; বোঝা বা ভার (বোঝাই নেওয়া)।

বোঝা—ক্রি. বুঝা দ্রঃ। **বোঝাপড়া**—বুঝাপড়া দ্রঃ। **বোঝানো**—বুঝানো দ্রঃ।

বোট—[ইং. boat] বি. নৌকা, বজরা (কোনো এক গ্রীষ্মকালে এইখানে আমি বোট বেঁধে

কাটিয়েছি—রবি)। **গাধা বোট**—মাল বহনের নিমিত্ত প্রস্তুত কলকজাহীন বৃহৎ জলযান যাহা কোন ষ্টীমার টানিয়া লইয়া যায় (পূর্ববঙ্গে ইহাকে আন্ধাবোট বলে); (ব্যঙ্গে) বড়লোকের মোসাহেব জাতীয় কুপোষ্য। **জালি বোট**—ষ্টীমারাদির সহিত বাঁধা ছোট নৌকা, Jolly boat। **ল্যাংবোট**—জাহাজের পিছনে বাঁধা নৌকা, longboat; (ব্যঙ্গে) নিত্যসঙ্গী অনুচর। **লাইফবোট**—জীবনরক্ষী তরী।

বোটকা—(বোকাটিয়া—বোকাপাঁঠার গন্ধের মত) ণ. উৎকট গন্ধযুক্ত (বোটকা গন্ধে ভূত পালায়)।

বোটে—বৈঠা (দ্রঃ)।

বোঠান—বি. বৌ-ঠাকরুণ (কথ্য)। [বোড়া]

বোড়া—বি. সর্প-বিশেষ (জলবোড়া; চন্দ্রবোড়া)।

বোড়ে—বি. সতরঞ্চ খেলার ক্ষুদ্রতম ঘুঁটি (পুঃ বঙ্গে—বইরা)। **বোড়ে টেপা**—বোড়ের চাল দেওয়া।

বোত, বুৎ—[ফা. বুৎ < বুধ্—বুদ্ধমূর্তি] বি. প্রতিমা (বয়তুল্লাহ্‌র মধ্যে তিনশ ষাটটি বোত ছিল)। ণ. বোতপরস্ত। বি. বোতপরস্তি। বুৎ দ্রঃ

বোতল—[পর্তু. botelha, ইং. bottle] বি. বড় শিশি; মদের বোতল (বোতলও চলে—কথ্য)। **বোতল বোতল**—অনেক বোতল।

বোতাম—[পর্তু. botao, ইং button] বি. জামা আটকাইবার জন্য ঝিনুক প্রভৃতির চাকতি অথবা ঘুন্টি। [মাটি।

বোদমাটি—বি. পুষ্করিণী-আদির নীচের পচা

বোদা—ণ. স্বাদহীন; বস্তুর স্বাদের বৈশিষ্ট্য-বোধবর্জিত, সর্দি লাগিলে মুখের অবস্থা যেমন হয় তেমন (বোদাজল; সব বোদা লাগছে)।

বোদাল—বি. মাছবিশেষ, বোয়াল। [সং.]

বোদ্ধা (-দ্ধৃ)—[বুধ্+তৃচ্] ণ. জ্ঞাতা, সমঝদার (রসের বোদ্ধা)।

বোধ—[বুধ্+ঘঞ্] অবগতি, জ্ঞান, উপলব্ধি, অনুভূতি (দুঃখ-বোধ; রসবোধ); চেতনা, সাড়া, sensation (আঁচ বোধ; ডানহাতে আর বোধ নাই); প্রবোধ, সান্ত্বনা (মন আর বোধ মানে না); অনুমান (বোধ হয়)। **বোধক**—ণ. জ্ঞাপক, সূচক (হর্ষবোধক; প্রশ্নবোধক)। **বোধকর, বোধকারক**—বৈতালিক। **বোধগম্য**—ণ. যাহার অর্থ বোঝা যায়। **বোধজ্ঞ**—ণ. যে অভিপ্রায় বোঝে। **বোধন**—বি. উদ্দীপন; জ্ঞানদান; জাগানো; দুর্গাপূজার পূর্বে দেবীর জাগরণার্থ অনুষ্ঠান। **বোধনী**—বি. কার্তিক মাসের শুক্লা একাদশী। **বোধনীয়**—ণ. জ্ঞাতব্য। **বোধয়িতা(-তৃ)**—বি. যিনি বোধের উন্মেষ করেন। স্ত্রী. **বোধয়িত্রী**। **বোধশোধ**—বি. বুদ্ধিশুদ্ধি, সাধারণ বুদ্ধি (বোধশোধ আদৌ নাই)। **বোধাতীত**—ণ. জ্ঞানাতীত, ধারণাতীত।

বোধি—[বুধ্+ই] বি. পূর্ণজ্ঞান (বুদ্ধদেবের যাহা লাভ হইয়াছিল), inner illumination; সহজজ্ঞান, intuition; তত্ত্বজ্ঞান। **বোধিদ্রুম**—বি. বুদ্ধগয়ার অশ্বত্থবৃক্ষ যাহার নীচে বুদ্ধদেবের বোধিলাভ হইয়াছিল। **বোধিসত্ত্ব**—বি. বোধি যাঁহার স্বাভাবিক অবস্থা, বুদ্ধত্ব লাভের পূর্ব অবস্থায় উপনীত বৌদ্ধশাস্ত্রোক্ত মহাপুরুষ, বুদ্ধবিশেষ।

বোধিকা—ণ. (স্ত্রী.) যাহা জ্ঞান বা উপলব্ধি জন্মায়; (বাং.) মানের বই। [বোধক+আপ্]

বোধিত—[বুধ্+ণিচ+ক্ত] ণ. বিজ্ঞাপিত, জাগরিত। **বোধিতব্য**—জানাইবার যোগ্য।

বোধিদ্রুম, বোধিসত্ত্ব—বোধি দ্রঃ।

বোধোদয়—বি. জ্ঞানের উদয়। [বোধ+উদয়]

বোধ্য—ণ. যাহা বুঝিতে পারা যায়। [বুধ্+য]

বোন—বি. ভগিনী; ভগিনীস্থানীয়া, সখী। **বোনঝি, বোনপো**—কোন নারীর ভগিনীর কন্যা অথবা পুত্র (পুরুষের ভগিনীর এবং স্ত্রীলোকের ননদের পুত্রকন্যাকে ভাগিনেয় ও ভাগিনেয়ী বলা হয়)। **বোন সতীন**—প্রবল বিদ্বেষের পাত্র ('নিম তেতো নিসিন্দে তেতো তেতো মাকাল ফল তাহার অধিক তেতো কন্তে বোন সতীনের ঘর')। **বোনাই**—(গ্রাম্য) ভগিনীপতি।

বোনা—বুনা দ্রঃ।

বোবা—ণ. বাকশক্তিহীন, মূক; নির্বাক (কি জানাব চিত্ত বেদন বোবা হয়ে গেছে যে মন—রবি)। **বোবাপানি** বা **জল**—স্রোতোহীন জলরাশি (**বোবা পানিতে সবাই মাঝি**—যাহা কষ্টকর নয় সেরূপ কাজে সবাই দক্ষ)।

বোম—[ফা. বম—গভীর শব্দ] বি. আতসবাজি বিশেষ (বোম ফোটা—বোমের শব্দ হওয়া); (পূর্ববঙ্গে, কথ্য) চালিয়াৎ।

বোমা—[পোর্তু bomba ইং. bomb] বি. বিস্ফোরক-পূর্ণ মারাত্মক ধাতুগোলক-বিশেষ

(বোমা মারা—লক্ষ্য করিয়া বোমা নিক্ষেপ করা); [বাং.] বস্তা হইতে চাউলাদি বাহির করিবার মাথা-সরু ও পেট-মোটা ফাঁপা একপাশ খোলা শলাকা-বিশেষ (বোমা মেরে চাল বের করা; পেটে বোমা মারলে বিদ্যা বেরুবে না—পেটে দ্রঃ); [pump] জল উপরে তুলিবার যন্ত্র-বিশেষ।

বোম্বাই—বি. পশ্চিম ভারতের রাজ্য (বর্তমানে মহারাষ্ট্র ও গুজরাত নামক রাজ্যদ্বয়ে বিভক্ত) ও শহর বিশেষ; ণ. বোম্বাইয়ের; বোম্বাইদেশীয়; বড় (বোম্বাই মুলা); আমের শ্রেণী বিশেষ।

বোম্বেটে—[পর্তু. bombardiero, গোলন্দাজ সৈন্য-বিশেষ] বি. জলদস্যু; (তাহা হইতে) সাংঘাতিক বদলোক (বোম্বেটের পাল্লায় পড়া)। [ঝুরি, নামনা।

বোয়া—[সং. বপন] ক্রি. বপন করা, রোয়া; বি.

বোয়াল, বোয়ালি—[সং. বোদাল] বি. আঁশহীন বৃহৎ মৎস্য-বিশেষ। **রাঘব-বোয়াল**—খুব বড় বোয়াল, ইহারা ছোট মাছ খাইয়া ফেলে; (তাহা হইতে) সর্বগ্রাসী মহাজন মোড়ল প্রভৃতি।

বোর—[সং. বদর=কুল] বি. শিশুর কুলের আঁটির আকারের কটিভূষণ-বিশেষ (বোর পাটা)।

বোরকা, বোরখা—[আ. বুরক'া] বি. মুসলমান মেয়েদের আপাদমস্তক ঢাকিবার অঙ্গাবরণ।

বোরা—[হি.] বি. চট দিয়া প্রস্তুত থলে, বস্তা।

বোরো—[সং. বোরব] বি. এক প্রকার ধান (ইহা সাধারণতঃ বিল অঞ্চলে বৈশাখ মাসে হয়)।

বোর্ড—[ইং. board] বি. বিদ্যালয়ে ব্যবহৃত কৃষ্ণবর্ণ কাষ্ঠ-ফলক (শিক্ষক মশায় বোর্ডে লিখে দিলেন); পরিচালক-সভা (লোকাল বোর্ড; রেভিনিউ বোর্ড; শিক্ষা বোর্ড)।

বোল—(বউল দ্রঃ) বি. মুকুল (আমের বোল)।

বোল—বি. ক্ষারজল (কলা গাছের শুকনা ডগা ও পাতা পোড়াইয়া যে ক্ষার তৈরি হয় তাহা সিদ্ধ করিয়া পল্লীরমণীরা কাপড় কাচিবার বোল তৈরি করে)।

বোল—[প্রা. বোল্ল] বি. কথা; ধ্বনি; অস্পষ্ট কথা (শিশুর আধো আধো বোল; হরিবোল); গৎ (তবলার বোল; হারিয়ে গেছে বোল-বলা সেই বাঁশী—সত্যেন্দ্রনাথ); বিশেষ ভঙ্গির কথা (শুনিলি বিজয়া জয়া বুড়াটির বোল—ভারতচন্দ্র)। **বোলচাল**—চটুল কথা ও ভাবভঙ্গি (বোলচাল দিতে শিখেছে); কথাবার্তা (বোলচালে মন্দ নয়)।

বোলতা—[সং. বরটা] বি. সুপরিচিত হুলযুক্ত পীতবর্ণ পতঙ্গ।

বোলবোলা, বোলবোলাও—[আ. বল-বলা,-হ্—কলরব, উচ্চধ্বনি] বি. নামডাক, সমাজে প্রসিদ্ধি বা প্রতিপত্তি (চারিদিকে তাদের নতুন বোলবোলাও হয়েছে)।

বোলশেভিক—রাশিয়ার বর্তমান শাসন-পদ্ধতির পরিচালক ও সমর্থক দল, কম্যুনিষ্ট, Bolshevik.

বোলানো—(প্রাচীন বাংলা) ক্রি. বলানো, অপরের মুখে প্রকাশ করা (গোমাংস বেচিয়া নাম বোলায় কসাই—কবিকঙ্কণ); (পূর্ববঙ্গে) ডাকা, আসিবার জন্য সংবাদ দেওয়া (মিয়ারে আন্দরে বোলাইছে); ডাকিয়া আনা (বোলাও তহশিলদারকে); বুলানো।

বোল্টু—[ইং. bolt] বি. মজবুত করিয়া আঁটিবার লৌহ-শলাকা-বিশেষ।

বোস্তাঁ—[ফা. বোস্তাঁ] শেখ সাদীর বিখ্যাত গ্রন্থ (গুলেস্তাঁ বোস্তাঁ শেষ করেছিল)।

বৌ—[সং. বধূ] বউ দ্রঃ। **বৌ-অন্ত**—ণ. পুত্র-বধূগত, পুত্র-বধূর প্রতি অত্যন্ত স্নেহপরায়ণ (শাশুড়ীর বৌঅন্ত প্রাণ)।

বৌদ্ধ—[বুদ্ধ+ষ্ণ] ণ. বি. বুদ্ধ-সম্পর্কিত অথবা বুদ্ধ-প্রবর্তিত; বৌদ্ধধর্মাবলম্বী (বৌদ্ধদর্শন; বৌদ্ধগণ)।

+**ব্যক্ত**—[বি-অন্জ্ + ক্ত] ণ. স্ফুট, স্পষ্ট, ইন্দ্রিয়ের বিষয়ীভূত; প্রকট, প্রকাশিত (মনোভাব ব্যক্ত করা)। **ব্যক্তগণিত**—বি. পাটীগণিত। **ব্যক্তরাশি**—বি. যে রাশি জানা গিয়াছে, known quantity। **ব্যক্তরূপ**—বি. বিষ্ণু; যে রূপ বা লক্ষণ স্পষ্ট প্রকাশ পাইয়াছে, দৃশ্যরূপ।

+**ব্যক্তি**—[বি-অন্জ্+ক্তি] বি. প্রকাশ (কিন্তু এই অর্থে বাংলায় সাধারণতঃ অভিব্যক্তি ব্যবহৃত হয়); লোক, জন, individual; শরীরী; বিশিষ্ট লোক (তার মত ব্যক্তি)। **ব্যক্তিগত**—ণ. কোন বিশেষ লোক সম্পর্কিত, নিজের, individual, personal. **ব্যক্তিতন্ত্র**—যে ব্যবস্থায় ব্যক্তির বৈশিষ্ট্য বা স্বার্থ চিন্তার মুখ্য বিষয়, individualism। **ব্যক্তিতা, ব্যক্তিত্ব**—

বি. ব্যক্তির বৈশিষ্ট্য ; individuality, personality. **ব্যক্তীকৃত**—[ব্যক্ত+চি্+কৃত] ণ. স্পষ্টীকৃত।

+ **ব্যগ্র**—[বিগত অগ্র যাহার, বহুব্রী] ণ. ব্যাকুল, ব্যস্ত, উৎসাহী, আগ্রহী (যাইবার জন্ত ব্যগ্র)। বি. **ব্যগ্রতা**—ব্যস্ততা, আগ্রহাতিশয্য, ব্যাপৃতত্ব (কর্মব্যগ্রতা)। **ব্যগ্রতা করা**—ক্রি. ব্যাকুলতা প্রদর্শন করা, অতিশয় অনুনয় বিনয় করা। (গ্রাম্য : ব্যাগ্‌গতা, ব্যাগোত্তা)।

+ **ব্যঙ্গ**—[বি+অঙ্গ, ব্রী.] ণ. বিকৃতাঙ্গ, অপূর্ণাঙ্গ (এই অর্থে বাংলায় সাধারণতঃ ব্যবহৃত হয় না) ; (বাং) বি. বিকৃতাঙ্গের দ্বারা যাহা করা যায়, উপহাস, শ্লেষ, বিদ্রূপ (তোতলামি নিয়ে ব্যঙ্গ করা)। **ব্যঙ্গপ্রিয়**—ণ. যে ঠাট্টা-তামাসা করিতেভালবাসে। **ব্যঙ্গবাণী**—বি. বিদ্রূপবাণী। **ব্যঙ্গার্থ**—বি. ঠাট্টার যে মানে হয়, বিদ্রূপসূচক অর্থ। **ব্যঙ্গোক্তি**—বি. বিদ্রূপের কথা।

+**ব্যঙ্গ্য**—ণ.যাহা ব্যঞ্জনার দ্বারাবুঝিতে হয়,গূঢ় (বিপঃ বাচ্য)। **ব্যঙ্গ্যার্থ**—বি. বাচ্যার্থ ভিন্ন ব্যঞ্জনার দ্বারা যে অর্থ প্রকাশিত হয় (পারঘাটায় বসে আছি —ইহার সাধারণ অর্থ খেয়ার সাহায্যে ওপারে যাইবার জন্ত বসিয়া আছি, কিন্তু ব্যঙ্গ্যার্থ হইবে, জীবনের শেষে মৃত্যুর প্রতীক্ষা করিতেছি ; এক বাক্যের বা কথার বহু ব্যঙ্গ্যার্থ হইতে পারে)। **ব্যঙ্গ্যোক্তি**—বি. বক্রোক্তি, শ্লেষপূর্ণ বা দ্ব্যর্থবাচক বাক্য। [বি-অনজ্‌+য]।

+ **ব্যজন**—[বি-অজ্‌ +অনট্‌] বি. তালের পাখা ; বাতাস করা ; যাহা দিয়া বাতাস করা যায়। **ব্যজনী**—বি. বাতাস করিবার পাখা ; চমরী গরু।

+ **ব্যঞ্জক**—[বি-অন্‌জ্‌+ণক] ণ. প্রকাশক, দ্যোতক, সূচক (ভাবব্যঞ্জক) ; অন্তরের ভাবাদি প্রকাশক অভিনয়।

+**ব্যঞ্জন**—[বি. অন্‌জ্‌ +অনট্‌] বি. দ্যোতন, সূচন ; স্ত্রী-পুরুষের বৈশিষ্ট্য-বোধক লক্ষণ বা চিহ্ন (শিশ্নাদি) ; অন্ন ভোজনের উপকরণ (তরকারি, দধি, ঘৃতাদি। পঞ্চ ব্যঞ্জন ; অন্ন ব্যঞ্জন) ; (ব্যাকরণে) বর্ণবিশেষ যাহা স্বরবর্ণের যোগে ব্যঞ্জিত,অর্থাৎ স্পষ্টীকৃত হয় (যথা : ক্‌,খ্‌ ইত্যাদি)। **ব্যঞ্জনকার**—বি. পাচক। **ব্যঞ্জনসন্ধি**—বি. ব্যঞ্জনবর্ণের সহিত ব্যঞ্জনবর্ণের বা স্বরবর্ণের সংযোগ। **ব্যঞ্জনা**—[বি-অন্‌জ্‌+ অনট্‌+ আপ্‌] শব্দের যে শক্তির দ্বারা অভিধা লক্ষণা ও তাৎপর্য অর্থাৎ সাধারণ অর্থ ভিন্ন অন্য অর্থ বুঝায়, ব্যঙ্গ্যার্থপ্রকাশক গুণ ; প্রকাশনা। ণ. **ব্যঞ্জিত**—প্রকাশিত, ভাবভঙ্গি দ্বারা ব্যক্ত, স্পষ্টীকৃত।

+ **ব্যতিক্রম**—[বি-অতি-ক্রম্‌+ঘঞ্‌] বি. ক্রম-বিপর্যয়, উল্লঙ্ঘন, অন্যথাচরণ, বৈপরীত্য exception (নিয়মের ব্যতিক্রম)। ণ. **ব্যতিক্রান্ত**—উল্লঙ্ঘিত, বিগত।

+ **ব্যতিব্যস্ত**—ণ. বিব্রত, অতিশয় ব্যস্ত, ব্যাকুল (নিজেকে নিয়ে ব্যতিব্যস্ত)।

+ **ব্যতিরিক্ত**—[বি-অতি-রিচ্‌+ক্ত] ণ. অতিরিক্ত,পৃথক্‌কৃত,বিভিন্ন,অধিক। বি.**ব্যতিরেক**—প্রভেদ, বিভিন্নতা ; অভাব ; অতিক্রম ; উপমান অপেক্ষা উপমেয়ের অতিরেক সূচক অর্থালঙ্কার-বিশেষ (যথা—বিমল হেম জিনি তনু অনুপাম রে—বৃন্দাবন দাস)। **ব্যতিরেকী** (-কিন্‌)—ণ. প্রভেদক ; অভাব-বিশিষ্ট। **ব্যতিরেকী ভাবে বলা**—বিপরীত দিক হইতে বলা, প্রকারান্তরে বলা। **ব্যতিরেকে**—ক্রি.ণ. অব্য. অসদ্ভাবে, ব্যতীত, বিনা।

ব্যতিহার, ব্যতীহার—[বি-অতি—হৃ+ঘঞ্‌] বি. পরস্পর একরূপ ক্রিয়া করা (কর্ম-ব্যতিহার ; রণ-ব্যতিহার) ; বিনিময়। **ব্যতিহার বহুব্রীহি**—(ব্যাক.) একপ্রকার বহুব্রীহি সমাস যাহাতে একাধিক ব্যক্তির পরস্পর একই রূপ ক্রিয়া করা বুঝায় (যথা : মারামারি, গালাগালি)।

ব্যতীত—[বি-অতি-ই+ক্ত] ণ. অতিক্রান্ত, বিগত ; (বাং) অব্য. বিনা (শ্রম ব্যতীত কার্য-সিদ্ধি অসম্ভব)।

+ **ব্যতীপাত**—[বি-অতি-পত্‌+ঘঞ্‌] বি. ভূমিকম্প ধূমকেতুর উদয় ইত্যাদি দৈব উৎপাত ; (জ্যোতিষে) অশুভ যোগ-বিশেষ ; অশ্রদ্ধা।

+ **ব্যত্যয়**—[বি-অতি-ই+অ] বি. ব্যতিক্রম, বৈপরীত্য, অন্যথা।

+ **ব্যত্যাস**—বি. ব্যতিক্রম। [বি+অতি-অস্‌+ঘঞ্‌]। ণ. **ব্যত্যস্ত**—ব্যতিক্রান্ত ; ঢেঁরার চিহ্নের আকারে স্থাপিত।

+ **ব্যথা**—[ব্যথি+অ+আপ্‌] বি. দুঃখকর অনুভূতি, মর্মবেদনা (যে ব্যথা বাজিল বুকে) মর্মযাতনাদায়ক অভাব-বোধ, স্নেহপ্রেম বা দরদ

(আমার ব্যথা যখন আনে আমার তোমার দ্বারে —রবি ; 'সন্তানের তরে জননীর ব্যথা') ; প্রসব-বেদনা। **ব্যথা খাওয়া**—ক্রি. বার বার প্রসব বেদনা অনুভব করা। **ব্যথাখাগী**—যে রমণী বহু শোক পাইয়াছে। **ব্যথাতুর**—ণ. বেদনার্ত, দুঃখাহত, শোকাকুল। **ব্যথাভরা**—ণ. বেদনা-পূর্ণ ; সম-বেদনাপূর্ণ। ণ. **ব্যথিত**—বেদনাক্লিষ্ট ; শোক-সন্তপ্ত ; সমবেদনাপূর্ণ। **ব্যথিতবেদন** —(প্রধানতঃ কাব্যে-ব্যবহৃত) দুঃখীজনের কষ্ট ; দুঃখীর জন্য সমবেদনা। **ব্যথী** (-থিন্)—ণ. ব্যথিত ; দরদী (ব্যথার ব্যথী)।

† **ব্যধিকরণ**—[বিভিন্ন অধিকরণ যাহার—বহুব্রী] বি. যে সমাসে বিভিন্ন বিভক্তিযুক্ত পদ থাকে (যথা : দণ্ডপাণি)।

† **ব্যপদিষ্ট**—[বি-অপ-দিশ্+ক্ত] ণ. ছলিত, প্রতারিত ; অভিহিত। বি. **ব্যপদেশ**—অছিলা, ছল, ভান ; নাম ; (বাং.) উপলক্ষ্য (কর্ম-ব্যপদেশে)। **ব্যপদেষ্টা** (-ষ্টৃ)—যে ছলের আশ্রয় নেয়, কপটী ; নামোল্লেখকারী। স্ত্রী. **ব্যপদেষ্ট্রী**।

† **ব্যপনয়ন**—[বি+অপনয়ন] বি. প্রত্যাখ্যান ; অপসারণ। ণ. **ব্যপনীত**।

† **ব্যপহরণ**—বি. তহবিল তছরূপ, defalcation. [বি+অপহরণ]

† **ব্যবকলন**—[বি-অব-কল্+অনট্] বিয়োজন, বাদ দেওয়া, subtraction। ণ. **ব্যবকলিত**।

† **ব্যবচ্ছিন্ন**—[বি-অব-ছিদ্+ক্ত] ণ. বিচ্ছিন্ন, বিভক্ত, বিশেষিত। বি. **ব্যবচ্ছেদ**—বিভাগ, বিভেদ ; ছেদন ; পৃথক্করণ, dissection (শব ব্যবচ্ছেদ)। **ব্যবচ্ছেদক**—ণ. যে কাটিয়া পৃথক্ করে ; বিশেষক।

† **ব্যবধা, ব্যবধান**—বি. আড়াল ; দূরত্ব ; বিচ্ছেদ ; যবনিকা। [বি-অব-ধা+কিপ্, অনট্]। **ব্যবধায়ক**—ণ. যিনি ব্যবধান বা বিচ্ছেদ সংঘটন করেন, ছেদনকারী।

ব্যবসা, ব্যাবসা—[সং. ব্যবসায়] বি. বাণিজ্য, ক্রয়-বিক্রয় ; জীবিকার উপায়, বৃত্তি (দেখছি লোক ঠকানো তোমার ব্যবসা)। **ব্যবসাদার, ব্যা-**—যে ব্যবসা করে, কারবারী ; (নিন্দায়) নিজের লাভই যাহার প্রধান লক্ষ্য এমন (ওসব ব্যবসাদার লোকের কথায় তুমি ভুলছ ?)। **ব্য(ব্যা)বসাদার বক্তা**—বক্তৃতা করা যাহার ভরণ পোষণের উপায় (অবজ্ঞার্থক)। **ব্যবসাদারি, ব্যবসাদারী**—বি. ব্যবসাদারের ভাব কাজ বা চাল-চলন। ণ. ব্যবসাদারের যোগ্য।

† **ব্যবসায়**—[বি-অব-সো+ঘঞ্] বি কর্ম ; উদ্যম, প্রযত্ন (**ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধি**—যে বুদ্ধি প্রযত্নে ও ভবিষ্যৎ সাফল্যে আস্থাশীল, একনিষ্ঠা বুদ্ধি) ; অনুষ্ঠান ; উপজীবিকা, বৃত্তি। ণ. **ব্যবসায়ী** (-য়িন্)—উদ্যমশীল, যত্নপরায়ণ ; বি. বণিক, সওদাগর ; ব্যাপারী, ব্যবসাদার। ণ. **ব্যবসিত**—উদ্যত ; স্থিরীকৃত, নিশ্চিত।

† **ব্যবস্থা**—[বি-অব-স্থা+অ+আপ্] বি. ক্রম অনুসারেস্থিতি ; পারিপাট্য, শৃঙ্খলা ; আইন, নিয়ম ; বন্দোবস্ত (শাসন-ব্যবস্থা ; বিলি-ব্যবস্থা ; একজন খাটবে আর দশজন তার ঘাড়ের উপর বসে খাবে, চমৎকার ব্যবস্থা) ; আয়োজন (জলযোগের ব্যবস্থা : জেলে যাবার ব্যবস্থা) ; শাস্ত্রের দ্বারা নির্ধারিত কর্ম-পদ্ধতি, বিধান, পাতি (বর্ণাশ্রম ব্যবস্থা ; প্রায়শ্চিত্ত সম্বন্ধে পণ্ডিতের ব্যবস্থা ; ব্যবস্থা দেওয়া)। **ব্যবস্থান**—বি. অবস্থান, স্থিতি। **ব্যবস্থাপক**—ণ. বিধি বা নির্দেশ দানকারী, নিয়ামক, সংস্থাপক ; আইন-প্রণয়নকারী (ব্যবস্থাপক সভা)। **ব্যবস্থাপত্র**—বি. নির্দেশ পত্র, prescription। **ব্যবস্থাপদ্ধতি**—নিয়ম-প্রণালী। **ব্যবস্থাশাস্ত্র**—আইন ; স্মৃতি-শাস্ত্র ; ধর্মাচার বিধায়ক-শাস্ত্র। **ব্যবস্থাপন** —নির্ধারণ, নিরূপণ ; সংস্থাপন। ণ. **ব্যবস্থাপিত**। **ব্যবস্থিত**—ণ. ক্রম অনুসারে সজ্জিত ; নিয়মিত ; নির্ধারিত ; সম্যক্ অবস্থিত। **ব্যবস্থিতি**—বি. ব্যবস্থা, অবস্থিতি।

† **ব্যবহর্তব্য**—[বি-অব—হৃ+তব্য] ণ. ব্যবহার্য, অনুষ্ঠেয়। **ব্যবহর্তা** (-র্তৃ)—বিবাদ মোকদ্দমা আদি নিষ্পত্তিকারক, বিচারক ; প্রধান বিচারক ; বাঙালী পদবি-বিশেষ।

† **ব্যবহার**—[বি-অব—হৃ+ঘঞ্—যাহার দ্বারা নানা সন্দেহ হরণ করা হয়] বি. ঋণদান সংক্রান্ত বিবাদ ; মোকদ্দমা (ব্যবহারদর্শী) ; আইন (ব্যবহারাজীব) ; কার্য, আচরণ (আচার-ব্যবহার) ; কাজে লাগানো, প্রয়োগ (অস্ত্রের ব্যবহার) ; সামাজিক রীতিনীতি, বয়স্ক ব্যক্তির আচরণ (লোকব্যবহার ; প্রাপ্তব্যবহার) ; ব্যবসায়, ক্রয়বিক্রয় (জাতিব্যবহার ; কিন্তু এই অর্থে বাংলায় তেমন প্রয়োগ নাই) ; উপহার বিশেষতঃ

জামাতা ও কন্যাকে দত্ত উপহার (উচ্চারণ: ব্যাভার)। **ব্যবহারজীবী** (-বিন্); **ব্যবহারাজীব**—বি. আইন যাহার পেশা, ব্যারিষ্টার উকিল প্রভৃতি। **ব্যবহারজ্ঞ**—ণ. সাংসারিক, আচার-ব্যবহারে অভিজ্ঞ; আইনজ্ঞ; সাবালক। **ব্যবহার-দর্শন**—মোকদ্দমা আইন ইত্যাদি বিষয়ক জ্ঞান; বিচারকরণ। **ব্যবহারদর্শী** (-র্শিন)—বিচারক; জুরি। **ব্যবহারদেশক**—এটর্নি (দ্র:)। **ব্যবহারপাদ**—মোকদ্দমার চারি বিভাগ (প্রথম পাদ—বাদীর আবেদন; দ্বিতীয় পাদ—প্রতিবাদীর উত্তর; তৃতীয় পাদ—প্রমাণাদি উপস্থিত করা; চতুর্থ পাদ—বিচারকের নির্ণয় বা রায়)। **ব্যবহার-বিধি,-শাস্ত্র**—স্মৃতিশাস্ত্র; আইনশাস্ত্র। **ব্যবহার-বিজ্ঞাপনী**—মোকদ্দমার রিপোর্ট। **ব্যবহারমণ্ডপ**—বিচারালয়। **ব্যবহারাযোগ্য**—নাবালক। **ব্যবহারাসন**—বিচারাসন।

†**ব্যবহারিক, ব্যা-**—ণ. লোক-ব্যবহারে অভিজ্ঞ; আইনসংক্রান্ত; আইনজ্ঞ; ব্যবহারসিদ্ধ, লোক-প্রচলিত; প্রয়োগমূলক applied, practical (ব্যবহারিক বিজ্ঞান; ব্যবহারিক জ্যামিতি) [ব্যবহার+ষ্ণিক]। **ব্যবহারিক সত্তা**—তত্ত্বত: না হইলেও প্রতিদিনের জীবনে যে সত্তা স্বীকার করিতে হয়। **ব্যবহারী** (-রিন্)—বিচারক; প্রাপ্তবয়স্ক। **ব্যবহার্য**—ণ. ব্যবহারের যোগ্য, কাজের উপযোগী: ব্যবহার করিতে হইবে এমন: যাহার সহিত সামাজিক আদান-প্রদান অর্থাৎ পান-ভোজনাদি চলিতে পারে। [ব্যবহার+য]

†**ব্যবহিত**—[বি-অব-ধা+ক্ত] ণ. ব্যবধান-যুক্ত, পরস্পর অসংযুক্তভাবে অবস্থিত, দূরে স্থাপিত; আচ্ছাদিত।

†**ব্যবহৃত**—ণ. যাহা ব্যবহার করা হইয়াছে; আচরিত; উপযুক্ত। [বি-অব-হৃ+ক্ত]

†**ব্যভিচার**—[বি-অভি-চর্+ঘঞ্] বি. ব্যতিক্রম, অন্যথাচরণ (নিয়মের ব্যভিচার); স্খলন; স্ত্রী বা পুরুষের অবৈধ সংসর্গ। ণ. **ব্যভিচারী** (-রিন্)—ণ. যে বা যাহা উল্লঙ্ঘন করে, ব্যতিক্রমকারী; ব্যভিচারকারী; (অলঙ্কারে) সঞ্চারী (দ্র:); পরস্ত্রীগামী; (দর্শনে) অব্যাপ্ত। ণ. স্ত্রী. **ব্যভিচারিণী**।

†**ব্যয়**—[বি-ই+অ] বি. খরচ; অপচয়, ক্ষয়, নাশ (জীবন ব্যয়); (জ্যোতিষে) লগ্ন হইতে দ্বাদশ স্থান। **ব্যয়কুণ্ঠ**—ণ. যে ব্যয় করিতে কুণ্ঠিত, কৃপণ। **ব্যয়ন**—বি. পাওনা মিটানো, খরচ দেওয়া, disbursement। **ব্যয়বাহুল্য**—বি. বাড়াবাড়ি খরচ। **ব্যয়ব্যসন,-ভূষণ**—নানা ধরণের ব্যয় (মেয়ের বিয়েতে ব্যয়ভূষণ হয়েছে)। **ব্যয়শীল**—ণ. যে ব্যয়কুণ্ঠিত নয়; যে বেশি খরচ করে। **ব্যয়সাধ্য,-সাপেক্ষ**—ণ. বহুব্যয়ে নিষ্পাদ্য। **ব্যয়স্থান**—বি. (জ্যোতিষে) লগ্ন হইতে দ্বাদশ স্থান। **ব্যয়াধিক্য**—বি. বেশী খরচ। ণ. **ব্যয়িত**—যাহা খরচ করা হইয়াছে; অপচয়িত, ক্ষয়িত, বিনষ্ট। **ব্যয়ী** (-য়িন্)—ণ. ব্যয়শীল, খরচে (অপব্যয়ী)।

†**ব্যর্থ**—ণ. বিফল; যাহা প্রয়োজন সিদ্ধ করে না। **ব্যর্থমনোরথ, ব্যর্থকাম**—ণ. অকৃতকার্য, যাহাদের ইচ্ছা পূর্ণ হয় নাই।

†**ব্যষ্টি**—[বি-অশ্ (ব্যাপ্ত হওয়া)+ক্তি] বি. পৃথক্ অস্তিত্ব, পৃথক্ সত্তা-বিশিষ্ট ব্যক্তি, the individual (সমষ্টির বিপরীত। সমষ্টির প্রতি যেমন ব্যষ্টির কর্তব্য আছে তেমনি ব্যষ্টিরও প্রতি সমষ্টির কর্তব্য রয়েছে)।

ব্যস্—বস্ দ্র:।

†**ব্যসন**—[বি-অস্+অনট্—শ্রেয়: পথ হইতে উৎক্ষিপ্ত হওয়া] বি. বিপদ্; দুঃখ; পাপ, কামজ ও কোপজনিত দোষ (মৃগয়া দ্যূত দিবানিদ্রা নৃত্যগীত ক্রীড়া মদ্যপান বেশ্যাসক্তি পরনিন্দা বৃথাভ্রমণ—এই দশ কামজ ব্যসন; দৌরাত্ম্য খলতা ক্ষতি দ্বেষ ঈর্ষা প্রতারণা কটূক্তি নিষ্ঠুরাচরণ—এই আট কোপজ ব্যসন); শ্রেয়:পথের বিঘ্নকর অত্যাসক্তি (বই পড়ার মত ভাল জিনিসও কখনো কখনো ব্যসন হতে পারে)। ণ. **ব্যসনী** (-নিন্)—ব্যসনাসক্ত, বিপদ্‌গ্রস্ত।

†**ব্যস্ত**—[বি-অস্+ক্ত] ণ. উৎক্ষিপ্ত, বিপর্যস্ত (ব্যস্ত কেশ); ব্যাকুল, ব্যগ্র (অত ব্যস্ত হয়ো না); ব্যাপৃত, কাজে জোড়া (নতুন অতিথিকে নিয়ে ব্যস্ত; কর্মব্যস্ত); বিভক্ত, পৃথক্‌কৃত (বিপ. সমস্ত)। ব্যাপ্ত (শত্রুব্যস্ত প্রদেশ)। **ব্যস্তবাগীশ**—(বাং) ণ. অশোভনভাবে ব্যস্ত। **ব্যস্তসমস্ত**—(বাং) অত্যন্ত ব্যস্ত অস্থির।

ব্যাং, ব্যাঙ—বি. ভেক, মণ্ডূক। **ব্যাঙ**

খোঁচানো—নিরুপায় ও নিরীহ লোককে লাঞ্ছনা করা। ব্যাঙ-তড়কা—ব্যাঙের মত হঠাৎ দীর্ঘ লাফ। ব্যাঙের আধুলি—(ব্যঙ্গে) সামান্য জিনিস যাহা উহার অধিকারীর গর্বের বিষয়। ব্যাঙের ছাতা—ছত্রাক, mushroom। কুনো ব্যাঙ—যে ব্যাঙ ঘরের কোণে লুকাইয়া থাকে ; যে লোক ঘরের কোণে আবদ্ধ থাকিতেই ভালবাসে, বাহিরের লোকের সঙ্গে মেলামেশা করিতে চায় না। সোনা ব্যাঙ—লম্বা কাঁচা সোনার মত দাগ-যুক্ত ব্যাঙ।

†ব্যাকরণ—[বি-আ-কৃ+অনট্—বিস্তৃত বর্ণনা] বি. শব্দের ব্যুৎপত্তি-বিষয়ক শাস্ত্র, শব্দ-শাস্ত্র, grammar ; যে শাস্ত্রের দ্বারা কোন ভাষার বিশুদ্ধ প্রয়োগের জ্ঞান জন্মে ও উহাতে ব্যবহৃত শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থবোধ হয়।

†ব্যাকুল—[বি-আ-কুল্+অ] ণ. ইতি-কর্তব্যতা-জ্ঞানশূন্য ; উৎকণ্ঠিত ; বিহ্বল ; অস্থির। ব্যাকুলাত্মা(-ত্মন্)—বিহ্বলচিত্ত। ব্যাকুলিত, ব্যাকুলীকৃত—ণ. যাহাকে অস্থির করিয়া তোলা হইয়াছে ; যে ব্যাকুল হইয়াছে (ব্যাকুলিত-চিত্ত) ; বিহ্বল ; বিপর্যস্ত (ব্যাকুলিত কেশপাশ—আলুথালু চুল। কাব্যে)। স্ত্রী. -া.

†ব্যাখ্যা—[বি-আ-খ্যা+অ+আপ্] বি. অর্থ প্রকাশ ; বিস্তারিত বিবরণ ; এরূপ বিবরণ-যুক্ত গ্রন্থ ; টীকাটিপ্পনী, গূঢ়ার্থ প্রকাশ (এই কথার কত ব্যাখ্যা হবে) ; সুখ্যাতি (প্রাচীন বাংলা)। ব্যাখ্যাত—ণ. কথিত, বিস্তৃত-ভাবে বর্ণিত। ব্যাখ্যাতব্য—ব্যাখ্যার যোগ্য। ব্যাখ্যাতা (-তৃ)—ণ. ব্যাখ্যানকারী। স্ত্রী. ব্যাখ্যাত্রী। ব্যাখ্যান—বি. ব্যাখ্যা, বিস্তৃত বিবরণ। [খলি (রেশনের ব্যাগ)।

ব্যাগ—[ই. bag] বি. মুখ বন্ধ করা যায় এমন

†ব্যাঘাত—[বি-আ-হন+ঘঞ্—প্রতিকূল আঘাত] বি. বিঘ্ন, অন্তরায়, প্রতিবন্ধক (ভাল কাজে অনেক ব্যাঘাত) ; যোগ-বিশেষ ; অর্থালঙ্কার-বিশেষ। ব্যাঘাতক—ণ. বিঘ্নকারী। ব্যাহত—ণ. প্রতিহত।

†ব্যাঘ্র—[বি-আ-ঘ্রা+অ] বি. হিংস্র পশু বিশেষ, শার্দুল, বাঘ ; শ্রেষ্ঠতা বা বিক্রম সূচক শব্দ (অন্য শব্দের সহিত যোগে—পুরুষব্যাঘ্র)। স্ত্রী ব্যাঘ্রী। ব্যাঘ্রনখ—বি. বাঘের নখ ; ব্যাঘ্র নখের আকৃতির শিশুর কণ্ঠভূষণ বা অস্ত্র। ব্যাঘ্র-নায়ক—বি. শৃগাল। ব্যাঘ্রপাদ—বি. স্মৃতি-শাস্ত্র প্রণেতা মুনি-বিশেষ। ব্যাঘ্রাস্য—বি. বিড়াল।

ব্যাঙ—বি. ব্যাং (দ্রঃ)।

ব্যাঙ্ক—[ইং. bank] বি. অধিকোষ, টাকা লগ্নির প্রতিষ্ঠান। ব্যাঙ্ক ফেল পড়া—ব্যাঙ্কের পাওনাদারদের টাকা যথাসময়ে দিতে না পারা, ব্যাঙ্কের দেউলিয়া হওয়া।

ব্যাঙ্গমা, ব্যাঙ্গমী—বি. উপকথার পক্ষি-দম্পতি (ইহাদের শক্তি অসাধারণ জ্ঞানও অসাধারণ)। [বিহঙ্গম, বিহঙ্গমী]

ব্যাচ—[ইং. batch] বি. দল (কয়েক ব্যাচ ভলান্টিয়ার) ; তাড়া, থাক (চিঠিগুলো ব্যাচে ব্যাচে ভাগ করে রাখা হল)।

†ব্যাজ—[বি-অজ্+ঘঞ্] বি. ছল, ব্যপদেশ ; কৃত্রিম শোভা. (অব্যাজমনোহর) ; (বাং) কালবিলম্ব ; সুদ (টাকার ব্যাজ)। ব্যাজ-নিন্দা—বি. একের নিন্দার দ্বারা অন্যের নিন্দা জ্ঞাপন সূচক অর্থালঙ্কার বিশেষ। ব্যাজ-ব্যবহার—বি. ছলনাপূর্ণ ব্যবহার। ব্যাজসুপ্ত—ণ. নিদ্রার ভানকারী। ব্যাজ-স্তুতি—বি. অর্থালঙ্কারবিশেষ, নিন্দাচ্ছলে স্তুতি বা স্তুতিচ্ছলে নিন্দা (যথা—'অতি বড় বৃদ্ধ পতি সিদ্ধিতে নিপুণ'—ভারতচন্দ্র)। ব্যাজোক্তি—বি. উক্তি বা বর্ণনার দ্বারা প্রকৃত ব্যাপার গোপন করিতে চেষ্টা করা হয় এমন অর্থালঙ্কার-বিশেষ ; ছলপূর্ণ কথা।

ব্যাজ—[ই. badge] বি. দল কর্মিসঙ্ঘ ইত্যাদির নির্দেশক তকমা (ব্যাজ-পরা ভলান্টিয়ার)।

ব্যাজার—বেজার (দ্রঃ)।

ব্যাট—[ইং. bat] বি. খেলায় ব্যবহৃত হাতল-যুক্ত কাষ্ঠফলক ; ব্যাট করা—ক্রি. নিক্ষিপ্ত বল ব্যাট দিয়া ফিরাইয়া দিবার খেলা (বিপ. বল করা)। ব্যাটবল—বি. ক্রিকেট।

ব্যাটা—বেটা (দ্রঃ)

ব্যাটারি—[ই. battery] বি. বিদ্যুৎ উৎপাদনকারী যন্ত্র-বিশেষ (এ রেডিও ব্যাটারিতে চলে) ; কামান ও গোলন্দাজ সৈন্যের দল।

ব্যাণ্ড—[ই. band] বি. নানাবিধ ইংরাজী বাজনার বাদক দল। ব্যাণ্ড-মাষ্টার—বি. ব্যাণ্ড বাদ্যের প্রধান পরিচালক।

+ **ব্যাত্ত, ব্যাদত্ত**—ণ. বিবৃত, প্রসারিত। [বি-আ—দা+ক্ত]। বি. **ব্যাদান**—[বি-আ—দা+অনট্] বি. প্রসারণ, বিস্তার (মুখ ব্যাদান করা)। **ব্যাদিত**—ণ. ব্যাত্ত শব্দের অশুদ্ধ রূপ।

ব্যাদড়া—ণ. বেয়াড়া।

+ **ব্যাধ**—[ব্যধ্ (বিদ্ধ করা, পীড়ন করা)+অ) বি. যে মৃগাদি বধ করিয়া জীবিকা নির্বাহ করে; এইরূপ মৃগবধব্যবসায়ী জাতি, শবর, নিষাদ।

ব্যাধি—[বি-আ—ধা+ই] বি. রোগ, পীড়া। **ব্যাধিকর**—ণ. যাহা রোগের সৃষ্টি করে। **ব্যাধিগ্রস্ত**—ণ. ব্যাধির দ্বারা আক্রান্ত। **ব্যাধিঘ্ন**—ণ. যাহা ব্যাধি নাশ করে। **ব্যাধিত**—ণ. রোগগ্রস্ত।

+ **ব্যান**—বি. পঞ্চ প্রাণবায়ুর একটি। [সং]।

ব্যান্নন—ব্যঞ্জন-এর কথ্য রূপ।

+ **ব্যাপক**—[বি—আপ্+ণক] ণ. যাহা ব্যাপ্ত হয়, বিস্তারিত, দূরপ্রসারী (ব্যাপক বর্ষণ; ধর্মঘট ব্যাপক হইল); বাচাল। (স্ত্রী. ব্যাপিকা)। **ব্যাপক কাল**—দীর্ঘ সময়। বি. **ব্যাপকতা**—বিস্তার; বাচালতা।

ব্যাপা—ক্রি. ব্যাপ্ত করা বা হওয়া। কাব্যে।

+ **ব্যাপাদন**—[বি-আ—পদ্+অনট্] বি. বধ, হত্যা। ণ. **ব্যাপাদিত**—নিহত।

+ **ব্যাপার**—[বি-আ—পৃ+ঘঞ্] বি. অনুষ্ঠান, ক্রিয়া, কর্ম (ভোজন ব্যাপার); বিষয়, ঘটনা (গুরুতর ব্যাপার, ব্যাপারটা এতদূর গড়াবে কে জানত, ব্যাপার কি হে); ব্যবসায়, বাণিজ্য; ব্যবসায়ে লাভ (বেপার দ্রঃ)। **ব্যাপারী**—ণ., বি. বণিক, সওদাগর; ছোট ব্যবসায়ী, ফড়ে।

+ **ব্যাপিকা**—বি., ণ. মুখরা বা প্রগল্‌ভা বা চঞ্চলা নারী। [ব্যাপক+আপ্]।

ব্যাপিত—[ব্যাপ্ত] ণ. আচ্ছাদিত। (কাব্যে)।

+ **ব্যাপী** (-পিন্)—ণ. ব্যাপক, দূরপ্রসারী (অষ্টাদশ দিন ব্যাপী যুদ্ধ)। [বি-আপ্+পিন্]

+ **ব্যাপৃত**—[বি+আ—পৃ+ক্ত] ণ. নিয়োজিত, রত (যুদ্ধে ব্যাপৃত); বি. কর্মসচিব।

+ **ব্যাপ্ত**—[বি-আপ্+ক্ত] ণ. আচ্ছন্ন; বিবৃত, প্রসারিত; পূরিত (ধ্বনি, অন্ধকার, বিষ, রোগ, গন্ধ ব্যাপ্ত হইল)। বি. **ব্যাপ্তি**—[বি-আপ্+ক্তি] প্রসার; ঐশ্বর্য-বিশেষ, সর্বত্র অবস্থিতি; বস্তুর সহজ গুণ বা ধর্ম (যেমন অগ্নিতে উষ্ণতা)। **ব্যাপ্তিজ্ঞান**—বি. ব্যাপ্য ও ব্যাপকের নিয়ত সম্বন্ধের জ্ঞান (যেমন ধূম দেখিয়া অগ্নির অস্তিত্ব অনুমান)।

+ **ব্যাপ্য**—ণ. যাহাকে ব্যাপ্ত করা হয়, ব্যাপনীয়; বি. অনুমানের চিহ্ন (ধূম হইতে অগ্নির অনুমান, অতএব ধূম ব্যাপ্য এবং অগ্নি ব্যাপক)।

+ **ব্যাবর্তন**—[বি+আবর্তন] বি. প্রত্যাবর্তন, ফেরা; ফিরানো; মোচড়, torsion। **ব্যাবর্তিত**—ণ. ফিরানো বা মোচড়ানো হইয়াছে এমন।

ব্যাবসা—ব্যবসা।

+ **ব্যাবহারিক**—ণ. ব্যবহারসম্মত, লোকপ্রচলিত, ফলিত, practical, applied; লোকব্যবহার সম্বন্ধে অভিজ্ঞ; মন্ত্রী; আইনজ্ঞ; বিচারক। (ব্যবহারিক দ্রঃ)।

+ **ব্যাবৃত্ত**—[বি-আ-বৃৎ+ক্ত) ণ. নিবৃত্ত; নিষিদ্ধ; খণ্ডিত; নিরাকৃত; পৃথক্‌কৃত; বেষ্টিত। বি. **ব্যাবৃত্তি**।

ব্যাভার—বেভার দ্রঃ।

+ **ব্যাম**—বি. বাঁও, প্রসারিত বাহুদ্বয়ের একের অঙ্গুলির অগ্রভাগ হইতে অন্যের অঙ্গুলির অগ্রভাগ পর্যন্ত মাপ, চার হাত খাড়াই। [সং.]

+ **ব্যামিশ্র**—[বি-আ-মিশ্র্+ অ] ণ. মিশ্রিত; বিভিন্ন ধরণের বস্তুর বা বিষয়ের মিশ্রণজাত **ব্যামিশ্র বাক্য**—মিশ্রিত অর্থাৎ পরস্পর-বিরোধী বাক্য।

ব্যামো, ব্যামোহ—ব্যারাম, পীড়া (গ্রাম্য); কঠিন বা জটিল পীড়া।

+ **ব্যায়াম**—[বি-আ—যম্+ঘঞ্—শ্রম, যত্ন] বিশেষ অর্থাৎ পৌরুষবর্ধক অঙ্গসঞ্চালন, exercise; মল্লক্রীড়া। **ব্যায়ামী** (-মিন্) —ব্যায়ামকুশল। **ব্যায়ামবীর**—নানা ধরণের ব্যায়ামে পারদর্শী। **ব্যায়ামশালা**—বি. যেখানে ব্যায়াম করা হয়; কুস্তির আড্ডা।

ব্যারাম—বেয়ারাম দ্রঃ। **ব্যারাম-আজার**—রোগাদি।

ব্যারিস্টার—[ই. barrister] বি. বিলাতে শিক্ষাপ্রাপ্ত ব্যবহারাজীব। **ব্যারিস্টারি**—বি. ব্যারিস্টারের ব্যবসায়। ণ. **ব্যারিস্টারী**।

+ **ব্যাল**—বি. সর্প; হিংস্র জন্তু। [সং.]। **ব্যাল-গ্রাহী** (-হিন্)—ণ. বি. সাপুড়ে।

+ **ব্যালোল**—[বি+আলোল] ণ. আকুল; অতি চঞ্চল; বিলোল।

+ **ব্যাস**—[বি-আ-অস্+ঘঞ্] বি. বিস্তার ; গোলাকার বস্তুর মধ্য-রেখা, diameter ; বিভাগ (বিপ. সমাস) ; বেদব্যাস, কৃষ্ণদ্বৈপায়ন, পরাশর ও মৎস্যগন্ধার পুত্র, (মহাভারত ভাগবত ও অষ্টাদশ পুরাণের রচয়িতা) ; পুরাণপাঠক ব্রাহ্মণ। **ব্যাসকাশী**—ব্যাসের দ্বারা নির্মিত দ্বিতীয় কাশী (কথিত আছে এখানে মৃত্যু হইলে গর্দভ-জন্ম লাভ হয়)। **ব্যাসকূট**—মহাভারতের কতিপয় দুর্বোধ শ্লোক। (কথিত আছে লেখক গণেশ সহজে অর্থ বুঝিতে না পারেন এই অভিপ্রায়ে ব্যাস এই সব শ্লোক রচনা করিয়াছিলেন)। **ব্যাস-পূজা**—বি. পুরাণপাঠক ব্রাহ্মণের সম্বর্ধনা-বিশেষ। **ব্যাসপিঁড়ি**—বি. পুরাণপাঠকের বসিবার আসন। **ব্যাসবাক্য**—বি. যে সব বিভিন্ন বাক্যের যোগে সমাস নিষ্পন্ন হয়। **ব্যাসসমাস**—বি. বিস্তার ও সংক্ষেপ। **ব্যাসসূত্র**—বি. ব্রহ্মসূত্র।

+ **ব্যাসক্ত**—[বি+আসক্ত] ণ. অত্যাসক্ত ; সংলগ্ন। বি. **ব্যাসক্তি**।

+ **ব্যাসার্ধ**—বি. ব্যাসের অর্ধভাগ, radius।

+ **ব্যাহত**—[বি-আ—হন্+ক্ত] ণ. প্রতিহত, নিবারিত, বিফলীকৃত।

+ **ব্যাহরণ**—[বি-আ—হৃ+অনট্] বি. উচ্চারণ, উক্তি। **ব্যাহার**—উক্তি ; নির্দেশ ; উচ্চারণ ; পক্ষিরব। ণ. **ব্যাহৃত**—উক্ত ; কূজিত। বি. **ব্যাহৃতি**—উক্তি ; নির্দেশ ; 'ভূর্ভুবঃ স্বঃ' মন্ত্র যাহা সাবিত্রী-ধ্যানের পূর্বে উচ্চারণ করিতে হয়।

+ **ব্যুৎক্রম**—[বি+উৎ—ক্রম্+ঘঞ্] বি. ক্রম-বিপর্যয়, বিপরীত ক্রম ; ব্যতিক্রম ; অনিয়ম।

+ **ব্যুত্থান**—[বি-উৎ-স্থা+অনট্] বি. বিরুদ্ধে উত্থান, প্রতিরোধ ; স্বাধীন হইয়া কাজ করা ; (যোগশাস্ত্রে) সমাধিভঙ্গের অবসর ; নৃত্য-বিশেষ।

+ **ব্যুৎপত্তি**—[বি-উৎ-পদ্+ক্তি] বি. শব্দের প্রকৃতি-প্রত্যয়াদি বিশ্লেষণ ; জ্ঞান, অভিজ্ঞতা ; পারদর্শিতা ; পাণ্ডিত্য ; কৌশল ; তাৎপর্য। ণ. **ব্যুৎপন্ন**—শাস্ত্রে জ্ঞানবান্ ; পণ্ডিত ; প্রকৃতি প্রত্যয়ের সাহায্যে নিষ্পন্ন। **ব্যুৎপাদন**—বি. শব্দ সাধন। ণ. **ব্যুৎপাদিত**—প্রকৃতি-প্রত্যয়ের সাহায্যে উৎপাদিত। **ব্যুৎপাদ্য**—ণ. ব্যুৎপত্তির দ্বারা লভ্য।

+ **ব্যূঢ়**—[বি-বহ্+ক্ত] ণ. বিপুল ; পৃথুল (**ব্যূঢ়োরস্ক**—ণ. যাহার বক্ষস্থল বিশাল) ; সংহত, বিন্যস্ত ; ব্যূহ রচনা করিয়া অধিষ্ঠিত, সুসম্বদ্ধ ; বিবাহিত ; উত্তম। বি. **ব্যূঢ়ি**।

ব্যূহ—[বি-উহ্+ঘঞ্] বি. যুদ্ধক্ষেত্রে সৈন্যদলের সমাবেশ কৌশল, বলবিন্যাস (শক্র-ব্যূহ। নানা ধরণের ও নানা নামের ব্যূহ ছিল : বজ্র, মকর, শকট, শ্যেন, অর্ধচন্দ্র, সূচীমুখ, চক্রক ইত্যাদি) ; গণ, সমূহ ; নির্মাণ ; দেহ। **ব্যূহপার্ষ্ণি**—বি. সৈন্যসমূহের পশ্চাদ্ভাগ। ণ. **ব্যূহিত**—ব্যূহাকারে স্থাপিত।

+ **ব্যোম**—[ব্যে (আচ্ছাদন করা)+মন্] বি. আকাশ, নভোমণ্ডল ; সূর্যের উপাসনার্থ মন্দির ; (বাং) বিন্তি খেলায় ছক্কা ও পাঞ্জার সমাবেশ (ব্যোম করা)। **ব্যোমকেশ**—বি. (আকাশের গ্রহ-নক্ষত্রসমূহের তেজোরাশি যাহার কেশ স্বরূপ) মহাদেব। **ব্যোমচারী** (-রিন্)—ণ. গগনবিহারী ; বি. গ্রহনক্ষত্রাদি ; পক্ষী। **ব্যোমধূম**—বি. মেঘ। **ব্যোমযাত্রা**—বি. বিমানে আকাশ ভ্রমণ। **ব্যোমযান**—বেলুন ; বিমান ; দেবযান। **ব্যোমসরিৎ**—বি. আকাশগঙ্গা। **ব্যোমান্ত**—বি. বুদ্ধ।

ব্রঙ্কাইটিস্—[ইং. bronchitis] বি. শ্বাস-নালীর রোগ-বিশেষ।

+ **ব্রজ**—[ব্রজ্+ঘঞ্] বি. সমূহ (জীবব্রজ, পদাতিক-ব্রজ) ; গোষ্ঠ, বাথান ; মথুরার নিকটবর্তী অঞ্চল (শ্রীকৃষ্ণের লীলাস্থল) ; পথ ; গমন (পদব্রজ)। **ব্রজ-কামিনী,-বালা, -রমণী**—বি. ব্রজের গোপী (কৃষ্ণপ্রেমের জন্য বিখ্যাত)। **ব্রজকিশোর, -গোপাল, -দুলাল, -বল্লভ, -বিলাসী,-বিহারী,-মোহন,-লাল,-রমণ,-সুন্দর**—বি. শ্রীকৃষ্ণ। **ব্রজ-কিশোরী,-বিলাসিনী, -বিনোদিনী,-সুন্দরী**—বি. শ্রীরাধিকা। **ব্রজধাম**—বি. বৃন্দাবন, গোকুল। **ব্রজবুলি**—বি. [বৃজ্জি-বুলি ?] মৈথিলী ও বাংলার মিশ্রণে সৃষ্ট বৈষ্ণব পদাবলী সাহিত্যের ভাষা-বিশেষ। **ব্রজভাব**—বি. শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ব্রজরমণীর যে ভাব, মাধুর্যভাব। **ব্রজভাষা**—উত্তর ভারতের অঞ্চল-বিশেষের ভাষা (হিন্দীর শাখা-বিশেষ, সুরদাস তুলসীদাস প্রভৃতি কবির কাব্য এই ভাষায় লেখা)। **ব্রজলীলা**—বি. ব্রজধামে শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলা।

+ **ব্রজন**—বি. গমন, ভ্রমণ (পরিব্রজন ; ব্রজনশীল)। [ব্রজ্+অনট্]।

† **ব্রজাঙ্গনা**—বি. ব্রজের রমণী, গোপী। [ব্রজ + অঙ্গনা]।

† **ব্রজেন্দ্র, ব্রজেশ্বর**—বি. শ্রীকৃষ্ণ। [ব্রজ + ইন্দ্র, + ঈশ্বর]। **ব্রজেশ্বরী**—বি. শ্রীরাধিকা।

† **ব্রজ্যা**—বি. পর্যটন, দেশভ্রমণ; ভিক্ষা হেতু ভ্রমণ; বিজিগীষুর প্রস্থান। [ব্রজ্ + য + আপ্]।

† **ব্রণ**—[ব্রণ্ (ক্ষত করা) + অ] বি. স্ফোটক, ফুসকুড়ি, ফোড়া; বয়স-ফোড়া (মুখে অনেক ব্রণ দেখা দিয়েছে); ঘা, ক্ষত। **দুষ্টব্রণ**—বি. মারাত্মক ব্রণ-বিশেষ, carbuncle। **ব্রণিত**—ণ. ক্ষতযুক্ত। **ব্রণী** (-ণিন্)—ণ. যে ব্রণে ভুগিতেছে।

† **ব্রত**—[বৃ (প্রার্থনা করা) + অত] বি. ধর্মকার্য, তপস্যা; সংযম, নিয়ম; ধর্মানুষ্ঠান (চান্দ্রায়ণ ব্রত, ব্রতগ্রহণ, ব্রতপালন, ব্রত উদ্‌যাপন); পুণ্যজনক বা পাপক্ষয়কর কর্ম; অবশ্য করণীয় কর্ম (আর্তের সেবা ছিল তাঁহার জীবনের ব্রত; ব্রতচ্যুত); কর্ম (মধুব্রত)। **ব্রতচারী আন্দোলন**—৺গুরুসদয় দত্ত-প্রবর্তিত শারীর চর্চার আন্দোলন। **ব্রতচারী** (-রিন্)—ণ., বি. যে ব্রত গ্রহণ করিয়াছে। স্ত্রী. **ব্রতচারিণী**। **ব্রততিথি**—ব্রত পালনের জন্য নির্দিষ্ট তিথি। **ব্রতদাস**—বি. কোন বিশেষ দেবতার একনিষ্ঠ পূজারী। **ব্রতধারণ**—বি. ব্রত বা মহৎ সঙ্কল্প গ্রহণ। **ব্রতপারণা**—বি. ব্রত পালন সংক্রান্ত উপবাসের পর ভোজন। **ব্রতব্রাহ্মণ**—বি. কোন বিশেষ দেবতার ব্রত পালনকারী ব্রাহ্মণ বা ব্রাহ্মণেতর ভক্ত। **ব্রতভঙ্গ**—বি. নিয়ম লঙ্ঘন; কর্তব্য বা সঙ্কল্প হইতে বিচ্যুতি। **ব্রতভিক্ষা**—বি. উপনয়ন-কালীন ভিক্ষা। **ব্রতস্নাতক**—বি. যে ব্রহ্মচারী বেদাধ্যয়ন সমাপ্ত করিয়া ব্রহ্মচর্য আশ্রম সমাপন করিয়াছেন।

† **ব্রততি,-তী**—বি. লতা, বল্লী; বিস্তার। [সং.]

† **ব্রতী** (-তিন্)—ণ.,বি. যে ব্রত গ্রহণ করিয়াছে, নিয়মস্থ; তৎপর; কর্মানুরত; পূজারী। **ব্রতী-বালক**—বয়স্কাউট, সামরিক নিয়ম-শৃঙ্খলায় বদ্ধ তরুণ সেবকদল বিশেষ। **ব্রতোপবাস** বি. —ব্রতের আনুষঙ্গিক উপবাস।

• **ব্রহ্ম** (-ন্)—[বৃংহ্ + মন্—অতি মহৎ বা বৃহৎ] বি. সচ্চিদানন্দ অদ্বিতীয় বস্তু, পরম পুরুষ, পরমেশ্বর, পরম সত্য, পরম তত্ত্ব; বিধাতা; ব্রহ্মা; বেদ; ব্রাহ্মণ; বেদমন্ত্র; ব্রহ্মতেজঃ; তপস্যা। **ব্রহ্মকন্যকা**—(ব্রহ্মার মস্তক হইতে উদ্ভূতা) সরস্বতী। **ব্রহ্মকরোটি**—কপাল। **ব্রহ্মকাণ্ড**—বেদের জ্ঞান-কাণ্ড। **ব্রহ্মকুণ্ড**—দেবগণের স্নানের নিমিত্ত ব্রহ্মার দ্বারা প্রস্তুত সরোবর-বিশেষ (হরিদ্বারে)। **ব্রহ্মকূট**—পর্বত-বিশেষ। **ব্রহ্মকোশ,-ষ**—বেদ। **ব্রহ্মগীতা**—ব্রাহ্মণের প্রশংসা-বিষয়ক গাথার সমষ্টি। **ব্রহ্মগ্রন্থি**—যজ্ঞোপবীতের গ্রন্থি-বিশেষ। **ব্রহ্মঘাতক, -ঘাতী, -ঘ্ন**—ণ. ব্রাহ্মণহত্যাকারী। **ব্রহ্মঘোষ**—বেদধ্বনি। **ব্রহ্মঘ্নী**—মৃতকুমারী। **ব্রহ্মচক্র**—কার্য-কারণাত্মক সংসার চক্র। **ব্রহ্মচর্য**—ব্রহ্মচারীর ধর্ম; অষ্টবিধ মৈথুন-বর্জিত পবিত্র সংযত জীবনযাপন। **ব্রহ্মচর্যা**—উপস্থসংযম। **ব্রহ্মচর্যাশ্রম**—হিন্দু-শাস্ত্রানুমোদিত জীবন-যাপনের প্রথম অবস্থা বা আশ্রম, সংযত ছাত্রাবস্থা। **ব্রহ্মচারী** (-রিন্)—বি. উপনয়নের পর গুরুগৃহে বাসকারী বেদাধ্যায়ী ব্রাহ্মণ-সন্তান; ণ. ব্রহ্মচর্যপালনকারী। স্ত্রী. **ব্রহ্মচারিণী**। (বাং.) **ব্রহ্মচুল** (বঁমচুলি)—টিকি। **ব্রহ্মজিজ্ঞাসা**—ব্রহ্ম বা পরমতত্ত্ব সম্বন্ধে প্রশ্নাদি বা জ্ঞানলাভের ইচ্ছা। **ব্রহ্মজীবী** (-বিন্)—যে ব্রাহ্মণ মূল্য গ্রহণ করিয়া বেদের অধ্যাপনা করে; অপবিত্র ব্রাহ্মণ। **ব্রহ্মজ্ঞ**—যিনি ব্রহ্মের জ্ঞান লাভ করিয়াছেন, বেদজ্ঞ, মুনি-ঋষি প্রভৃতি। **ব্রহ্মজ্ঞান**—ব্রহ্ম বা পরমতত্ত্ব সম্বন্ধে বোধ; বেদজ্ঞান। **ব্রহ্মজ্ঞানী** (-নিন্)—ণ. বি. ব্রহ্মকে জানে এমন; (বাং.) ব্রাহ্মসমাজভুক্ত। (বাং.) **ব্রহ্মডাঙ্গা,-ঙা**—উষর উচ্চভূমি। **ব্রহ্মডিম্ব**—ব্রহ্মাণ্ড। **ব্রহ্মণ্য**—ণ. ব্রহ্ম বা ব্রাহ্মণ-সম্বন্ধীয়; বি. ব্রহ্মতেজঃ, ব্রহ্মত্ব; শনিগ্রহ; তুঁতগাছ; মুঞ্জঘাস। **ব্রহ্মণ্যদেব**—ব্রাহ্মণের হিতকারী শ্রীকৃষ্ণ। **ব্রহ্মতাল**—সঙ্গীতের তাল-বিশেষ। **ব্রহ্মতালু**—মাথার চাঁদি। **ব্রহ্মতীর্থ**—পুষ্করতীর্থ। **ব্রহ্মতেজঃ**—ব্রহ্মে নিষ্ঠাজনিত তেজ। (**ব্রহ্মতেজ**—ব্রাহ্মণের আত্মিক বা অলৌকিক শক্তি)। **ব্রহ্মত্ব**—ব্রহ্মের সাযুজ্য, ব্রহ্মপদ। **ব্রহ্মত্র**—ব্রহ্মোত্তর স্বঃ। **ব্রহ্মদণ্ড**—ব্রাহ্মণের বা বশিষ্ঠের যষ্টি; ব্রাহ্মণের অভিশাপ। **ব্রহ্মদান**—বেদের অধ্যাপনা। **ব্রহ্মদৈত্য**—প্রেত-যোনিপ্রাপ্ত ব্রাহ্মণ, বেহ্মদত্যি। **ব্রহ্মদ্বিট্** (-ষ্)—বেদনিন্দক, নাস্তিক। **ব্রহ্মধর্ম**

—বেদবিহিত ধর্ম, যাগযজ্ঞাদি। **ব্রহ্মনাভ**—বিষ্ণু। **ব্রহ্মনির্বাণ**—ব্রহ্মে লীন হওয়া। **ব্রহ্মনিষ্ঠ**—ণ. পরম পুরুষে একান্ত নির্ভরশীল (ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থ)। **ব্রহ্মপাদপ**—পলাশ গাছ। **ব্রহ্মপুত্র**—পূর্বভারতের নদ-বিশেষ (ব্রহ্মপুত্র-স্নান)। **ব্রহ্মপুত্রী**—সরস্বতী নদী। **ব্রহ্মপুরী**—ব্রহ্মলোক। **ব্রহ্মবন্ধু**—অপকৃষ্ট ব্রাহ্মণ। **ব্রহ্মবর্চস্**—ব্রহ্মতেজঃ। **ব্রহ্মবাদী** (-দিন্)—ণ. বেদাধ্যায়ী; বেদান্তমতাবলম্বী; ব্রহ্মের কথা বলে যে। স্ত্রী. **ব্রহ্মবাদিনী**। **ব্রহ্মবিদ্**—ণ. ব্রহ্মজ্ঞ। **ব্রহ্মবিদ্যা**—ব্রহ্মজ্ঞান। **ব্রহ্মবিন্দু**—বেদপাঠ কালে মুখনিঃসৃত নিষ্ঠীবন-বিন্দু। **ব্রহ্মবীজ**—প্রণব। **ব্রহ্মবৃত্তি**—ব্রাহ্মণের জীবনোপায়। **ব্রহ্মবৈবর্ত**—পুরাণ-বিশেষ। **ব্রহ্মভুবন**—ব্রহ্মলোক। **ব্রহ্মমীমাংসা**—উত্তর-মীমাংসা, বেদান্ত। **ব্রহ্মযজ্ঞ**—বেদাধ্যয়ন। **ব্রহ্মযষ্টি**—বামনহাটি। **ব্রহ্মযোনি**—পর্বত-বিশেষ; সরস্বতী-তীরের তীর্থ-বিশেষ যেখানে ব্রহ্মা ব্রাহ্মণাদি চারি বর্ণের সৃষ্টি করিয়াছিলেন। **ব্রহ্মরন্ধ্র**—মস্তকের মধ্যভাগের সন্ধিস্থান-বিশেষ, যে পথে প্রাণ নিষ্ক্রান্ত হইলে ব্রহ্মপ্রাপ্তি ঘটে (প্রাণ যাবার বেলায় এই করো মা যেন ব্রহ্মরন্ধ্র যায় গো ফেটে—রামপ্রসাদ)। **ব্রহ্মরাক্ষস**—কর্মদোষে রাক্ষসত্বপ্রাপ্ত ব্রাহ্মণ; শিবের গণ-বিশেষ। **ব্রহ্মরাত্র**—ব্রাহ্মমুহূর্ত। **ব্রহ্মরাত্রি**—দেবতাদের দুই সহস্র বর্ষ পরিমিত কাল। **ব্রহ্মর্ষি**—ব্রাহ্মণ ও ঋষি, বশিষ্ঠাদি। **ব্রহ্মর্ষি দেশ**—কুরুক্ষেত্র মৎস্য পঞ্চাল শূরসেন—এই চার দেশ। **ব্রহ্মলেখ**—ললাটলিপি। **ব্রহ্মলোক**—সত্যলোক। **ব্রহ্মশল্য**—বাবলাগাছ। **ব্রহ্মশাপ**—ব্রাহ্মণের অভিশাপ। **ব্রহ্মশিরাঃ** (-রস্)—অস্ত্র-বিশেষ। **ব্রহ্মসংহিতা**—বৈষ্ণবাচারবিষয়ক গ্রন্থ-বিশেষ। **ব্রহ্মসঙ্গীত**—পরম পুরুষে ভক্তি নিবেদন বিষয়ক সঙ্গীত সংগ্রহ (ব্রাহ্মসমাজ কর্তৃক ব্যবহৃত)। **ব্রহ্মসত্র**—ব্রহ্মযজ্ঞ, বেদাধ্যয়ন। **ব্রহ্মসমাজ**—ব্রাহ্মসমাজ। **ব্রহ্মসাবর্ণি**—দশম মনুর নাম। **ব্রহ্মসাযুজ্য**—ব্রহ্মের সহিত সংযোগ। **ব্রহ্মসূত্র**—উপবীত, পৈতা; ব্যাসদেবরচিত বেদান্ত-শাস্ত্র। **ব্রহ্মস্তেয়**—বেদ অপহরণ। **ব্রহ্মস্ব**—ব্রাহ্মণের ধন বা ভূমি। **ব্রহ্মহত্যা**—ব্রাহ্মণ-বধ। **ব্রহ্মহবিঃ**—হোমদ্রব্য। **ব্রহ্মহুত**—অতিথি-সেবা।

ব্রহ্মদেশ—বি. দেশবিশেষ, Burmah (বর্মা ব্রঃ)।

* **ব্রহ্মা** (-হ্মন্, পুং)—হিন্দু ত্রিমূর্তির অন্যতম, বিধাতা, সৃষ্টিকর্তা; বিধি-অনুসারে যজ্ঞ-পরিচালনের ভারপ্রাপ্ত ঋত্বিক্-বিশেষ। স্ত্রী. **ব্রহ্মাণী**—ব্রহ্মশক্তি; ব্রহ্মার পত্নী; দেবী-বিশেষ।

* **ব্রহ্মাক্ষর**—প্রণব। **ব্রহ্মাঞ্জলি**—বেদ অধ্যয়নের আদিতে ও অন্তে প্রণব উচ্চারণ পূর্বক গুরুর নিকটে যে অঞ্জলি করিতে হয়। **ব্রহ্মাণ্ড**—বিশ্বজগৎ। **ব্রহ্মানন্দ**—ব্রহ্মের উপলব্ধি জনিত আনন্দ; ব্রহ্মের উপলব্ধিতেই যাহার আনন্দ (—কেশবচন্দ্র সেন)। **ব্রহ্মাবর্ত**—সরস্বতী ও দৃষদ্বতীর মধ্যবর্তী ব্রাহ্মণবহুল অঞ্চল; তীর্থবিশেষ। **ব্রহ্মাভ্যাস**—বেদপাঠ। **ব্রহ্মাম্ভঃ**—গোমূত্র। **ব্রহ্মারণ্য**—বেদ পাঠের স্থান। **ব্রহ্মার্পণ**—সমস্ত বিষয় ব্রহ্মে সমর্পণ, পরম পুরুষে একান্ত নির্ভরতা। **ব্রহ্মাসন**—ধ্যানের আসন-বিশেষ। **ব্রহ্মাস্ত্র**—অমোঘ দৈবাস্ত্র-বিশেষ; ব্রহ্মশাপ; প্রতিকারের অব্যর্থ উপায় (ম্যালেরিয়ার ব্রহ্মাস্ত্র)। **ব্রহ্মিষ্ঠ**—ব্রহ্মজ্ঞানী। **ব্রহ্মোত্তর**—ব্রাহ্মণের ভোগের জন্য দত্ত নিষ্কর ভূমি। [সং]। **ব্রহ্মোদন**—যজ্ঞে ঋত্বিক্‌দিগকে প্রদত্ত অন্ন।

ব্রাণ্ডি, ব্র্যাণ্ডি—[ইং brandy] বি. তীব্র সুরা-বিশেষ।

† **ব্রাত্য**—[ব্রত+ষ্য] ণ. যে ব্রাহ্মণের যথাকালে উপনয়ন হয় নাই এবং সেই জন্য সাবিত্রী-পতিত; বি. শূদ্র পিতা ও ক্ষত্রিয়া মাতা হইতে উৎপন্ন জাতি বিশেষ। **ব্রাত্যস্তোম**—সাবিত্রী-পতিত ব্রাত্যদিগের যজ্ঞ-বিশেষ। (কাহারও কাহারও মতে অথর্ববেদ ব্রাত্যদিগের বেদ)।

* **ব্রাহ্ম**—[ব্রহ্মন্+অ] ণ. ব্রহ্ম-বিষয়ক; বেদবিহিত; বি. ব্রহ্মার পুত্র নারদ; ব্রহ্মজ্ঞানী; একেশ্বরবাদী হিন্দু সম্প্রদায়বিশেষ বা সেই সম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তি। **ব্রাহ্মধর্ম**—রাজা রামমোহন রায় ও মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর-প্রবর্তিত ধর্মমত, ঔপনিষদিক হিন্দুধর্ম। **ব্রাহ্মবিবাহ**—প্রাচীন হিন্দু বিবাহ পদ্ধতি-বিশেষ, বস্ত্রালঙ্কার-ভূষিতা কন্যাকে বিদ্বান্ ও আচারবান্ বরের হস্তে সমর্পণ। **ব্রাহ্মমন্দির**—ব্রাহ্মধর্মাবলম্বীদের উপাসনালয়। **ব্রাহ্ম-মুহূর্ত**—রাত্রির শেষ চারিদণ্ডের প্রথম দুই দণ্ড, সূর্যোদয়ের প্রাক্কাল। **ব্রাহ্মসমাজ**—রাজা রামমোহন রায় ও

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর-প্রবর্তিত একেশ্বরবাদী ধর্মসমাজ।

* **ব্রাহ্মণ**—[ব্রহ্মন্+অ] বি. (ব্রহ্মার মুখ হইতে উৎপন্ন) হিন্দু বর্ণবিশেষ ও সেই বর্ণের ব্যক্তি, বিপ্র, দ্বিজ, বামুন ; ব্রহ্মজ্ঞ ; পুরোহিত ; বেদের অংশবিশেষ (ইহাতে মন্ত্রাংশের ব্যাখ্যান থাকে)। স্ত্রী. **ব্রাহ্মণী**—ব্রাহ্মণ-জাতীয়া স্ত্রী ; ব্রাহ্মণের পত্নী। **ব্রাহ্মণ-চণ্ডাল**—শূদ্র পিতার ও ব্রাহ্মণী মাতার সন্তান। **ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত**—ব্রাহ্মণ ও শাস্ত্রজ্ঞ ; শাস্ত্রজ্ঞ পুরোহিত। **ব্রাহ্মণ-ভোজন**—ব্রাহ্মণকে ভোজ্যদান রূপ পুণ্যকর্ম। **ব্রাহ্মণ-শাসন**—ব্রহ্মোত্তর।

* **ব্রাহ্মণ্য**—বি. ব্রাহ্মণত্ব ; ব্রাহ্মণের ধর্মকর্ম ; ব্রাহ্মণসমূহ। [ব্রাহ্মণ+য]।

* **ব্রাহ্মমুহূর্ত**—ব্রাহ্ম দ্রঃ। **ব্রাহ্মাহোরাত্র**—ব্রহ্মার দিবারাত্রি দুই সহস্র দৈব যুগ।

ব্রাহ্মিকা—বি. বামনহাটির গাছ ; (বাং) ব্রাহ্মের পত্নী অথবা ব্রাহ্মসমাজের মহিলা।

* **ব্রাহ্মী**—ণ. ব্রহ্ম সম্বন্ধীয়া ; বি. প্রাচীন বর্ণমালা-বিশেষ (ব্রাহ্মীলিপি—প্রাচীন ভারতে সুপ্রচলিত বর্ণমালা-বিশেষ) ; শাক-বিশেষ ; ব্রহ্মার শক্তি, মাতৃকা-বিশেষ। **ব্রাহ্মীস্থিতি**—বি. ব্রহ্মে সমর্পিতচিত্ততা, ব্রহ্মে অবস্থান।

ব্রিজ—[ই. bridge] বি. সেতু, পুল ; তাস খেলা-বিশেষ।

ব্রিটিশ—বৃটিশ দ্রঃ।

† **ব্রীড়া**—[ব্রীড্ (লজ্জিত হওয়া)+অ+আপ্] বি. লজ্জা, লজ্জাজনিত সঙ্কোচ। ণ. **ব্রীড়িত**—লজ্জিত।

† **ব্রীহি**—বি. আউশ ধান্য ; ধান্য ; শস্য। [ব্রী+হি]। **ব্রীহিকাঞ্চন**—মসুর কলাই। **ব্রীহিপর্ণী**—শালপর্ণী। **ব্রীহিশ্রেষ্ঠ**—শালিধান্য।

ব্রুচ, ব্রোচ—[ইং. brooch] বি. আঁচল আঁটিবার কারুকার্য-খচিত পিন-বিশেষ।

ব্রুশ—বুরুশ দ্রঃ।

† **ব্রৈহেয়**—ধানী জমি। [ব্রীহি+ষ্ণেয়]

ব্র্যাকেট—[ইং. bracket] বি. দেয়াল গাত্রে সংলগ্ন কাঠের তাক ; বন্ধনী-চিহ্ন।

ব্লটিং—[ইং. blotting paper] বি. কালি শুষিয়া লইবার মোটা কাগজ।

ব্লাউজ—[ইং. blouse] বি. নারীদের ব্যবহৃত জামা-বিশেষ।

ব্লু, ব্লুলু—[ইং. blue] বি., ণ. নীলবর্ণ। **ব্লু-ব্ল্যাক**—[ইং. blue-black] নীল ও কৃষ্ণ-বর্ণের মিশ্রণ (ব্লুব্ল্যাক কালি)।

ভ

ভ—প বর্গের ঘোষবান্ চতুর্থ বর্ণ ও চতুর্বিংশ ব্যঞ্জন বর্ণ ; গাম্ভীর্য-বোধক অথবা শূন্য-গর্ভত্ব বোধক ধ্বনি ; নক্ষত্র ; গ্রহ ; রাশি ; ভ্রমর। **ভগণ**—নক্ষত্রগণ ; রাশিচক্র।

ভইষা,-সা, ভঁইসা, ভঁয়সা—[সং. মাহিষ] ণ. মহিষের দুগ্ধে প্রস্তুত (ভঁয়সা বা ভৈঁষা ঘি)।

ভওয়া—[সং. ভূ] হওয়া। ক্রি. **ভইল, ভৈল**—হইল। **ভউ**—হইল। **ভেল**—হইল। (ব্রজবুলি ও প্রাচীন বাংলা)।

ভক—অব্য. ধূম দুর্গন্ধ প্রভৃতির হঠাৎ প্রচুর নির্গম-সূচক শব্দ। **ভকভক**—বারবার এরূপ নির্গম বা নির্গমের শব্দ (ইঞ্জিন ভকভক করিয়া ধোঁয়া ছাড়িতেছে)। ণ. **ভকভকে** (ভকভকে গন্ধ)।

ভকত—ণ. ভক্ত। বি. **ভকতি**। (সাধারণতঃ কাব্যে ব্যবহৃত)।

ভক্ত—[ভজ্+ক্ত] ণ, বি. যাহার ভক্তি আছে, বিশেষ অনুরাগী, সমর্পিত-চিত্ত, পূজক (ভগবদ্ভক্ত ; কবির ভক্তমণ্ডলী ; শক্তের ভক্ত নরমের যম) ; ভাত, অন্ন ; খাদ্য (**নিরভক্ত**—যে ঔষধ কোন খাদ্যের সহিত খাওয়া নিষেধ ; বিপ. **সভক্ত** । **প্রাগ্ভক্ত**—যে ঔষধ খালি পেটে খাইতে হয়।। **ভক্তদাস**—যে শুধু পেটভাতা খাইয়া চাকুরি করে ; অন্নদাস। **ভক্তবৎসল**—ণ. ভক্তের প্রতি একান্ত স্নেহপরায়ণ (ঈশ্বর) ; (ব্যঙ্গার্থে) যাবক শ্রেণীর লোকের প্রতি অনুগ্রহকারী। **ভক্তবাঞ্ছাকল্পতরু**—ভক্তের সকল ইচ্ছা যিনি পূর্ণ করেন। **ভক্তবিটেল**—ণ প্রকৃতই বিটেল যদিও বাহিরে ভক্তের বেশ, ভণ্ডতপস্বী, ধর্মধ্বজী। **ভক্তাধীন**—ণ. ভক্তের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিতে অতিশয় ব্যগ্র, ভক্তের একান্ত অনুগত।

ভক্তি—[ভজ্ + ক্তি] বি. পূজ্যের প্রতি অনুরাগ অথবা চিত্তের একান্ত আনুগত্য (ভগবদ্‌ভক্তি ; পিতৃভক্তি। ভক্তি সাধারণতঃ স্বার্থবুদ্ধি-বর্জিত); বিভাগ ; রচনা ; উপচার ; অংশ। **ভক্তি-তত্ত্ব**—ভক্তি সম্বন্ধে চিন্তনীয় কথা, ভগবদ্-ভক্তির অন্তর্নিহিত সত্য। **ভক্তিবস্তু**—যে বস্তুকে অলৌকিক শক্তিপূর্ণ জ্ঞানে অশেষ শ্রদ্ধা করা হয়, fetish। **ভক্তিমান্**(-মৎ)—ণ. ভক্তিসমন্বিত, যাহার অন্তরে ভক্তির উদ্রেক হইয়াছে। স্ত্রী. **ভক্তিমতী**। **ভক্তিমার্গ**—প্রধানতঃ ভক্তির সাহায্যে পরমতত্ত্বে পৌঁছিবার উপায় (তুলনীয়—জ্ঞানমার্গ ; কর্মমার্গ)। **ভক্তি-মূলক**—ণ. ভক্তি হইতে উদ্ভূত ; ভক্তিবিষয়ক। **ভক্তিযোগ**—ভক্তির দ্বারা পরম পুরুষের বা পরম সত্যের সহিত সংযোগ, ভক্তিমার্গ। **ভক্তিরস**—ভক্তিরূপ আনন্দপূর্ণ ভাব।

ভক্ষ—বি. যাহা ভক্ষণ করা যায়, খাদ্য। [ভক্ষ্ + অ]। **ভক্ষক**—ণ., বি. ভোক্তা, খাদক। **ভক্ষণ**—ভোজন, খাওয়া (অন্ন ভক্ষণ, বায়ু ভক্ষণ); খাদ্য। ণ. **ভক্ষণীয়**—ভক্ষণযোগ্য, ভোজ্য। **ভক্ষয়িতা** (-তৃ)—খাদক। স্ত্রী. **ভক্ষয়িত্রী**। **ভক্ষিত**—ণ. খাদিত, ভুক্ত। **ভক্ষিতা** (-তৃ) —ভক্ষক। **ভক্ষ্য**—ণ. ভক্ষণীয় ; বি. খাদ্য। [ভক্ষ্ + য]। বি. **ভক্ষ্যকার**—মিঠাই অথবা পিষ্টক বিক্রেতা। **ভক্ষ্য-ভক্ষক**—খাদ্য ও খাদক। **ভক্ষ্যাভক্ষ্য**—ণ. যাহা ভক্ষ্য আর যাহা অভক্ষ্য, খাদ্যাখাদ্য।

ভগ—[ভজ্ + অ] বি. ঐশ্বর্য বীর্য যশ সৌভাগ্য জ্ঞান বৈরাগ্য এই ছয়টি (ভগবান্—ষড়ৈশ্বর্যযুক্ত); সৌন্দর্য ; উৎকর্ষ ; মাহাত্ম্য ; ইচ্ছা ; যত্ন ; ধর্ম ; মোক্ষ ; যোনি (ভগশাস্ত্র—কামশাস্ত্র) ; গুহ্যদেশ (ভগন্দর) ; পূর্বফল্গুনী নক্ষত্র ; দ্বাদশ আদিত্যের একজন ; রবি ; চন্দ্র।

ভগদত্ত—বি. মহাভারতোক্ত যোদ্ধা-বিশেষ, কামরূপের রাজা।

ভগদৈবত—বি. বিবাহের অধিদেবতা, পূর্বফল্গুনী নক্ষত্র। [দৃ + খচ্]।

ভগন্দর—বি. গুহ্যদ্বারের ঘা-বিশেষ। [ভগ—

ভগবৎ (-দ্)—ভগবান্ (প্রঃ), ঈশ্বর। [ভগ (ষড়ৈশ্বর্য) + মতুপ্]। স্ত্রী. **ভগবতী**। **ভগবত্তা, ভগবত্ত্ব**—[ভগবৎ + তা, ত্ব] বি. ভগবানের শক্তি ; পরমেশ্বরত্ব। **ভগবদ্গীতা** —বি. মহাভারতের অন্তর্গত সুবিখ্যাত ধর্মগ্রন্থ (ইহার বক্তা শ্রীকৃষ্ণ, শ্রোতা অর্জুন)। **ভগবদ্-দত্ত**—ণ. ঈশ্বরদত্ত, স্বাভাবিক। **ভগবদ্-ভক্ত**—ণ. পরমেশ্বরে ভক্তিমান্ ; শ্রীকৃষ্ণে ভক্তিমান্। **ভগবন্**—(সম্বোধনে) হে ভগবান্। **ভগবান্** (-বৎ)—(ভগ প্রঃ) ণ. ষড়ৈশ্বর্যযুক্ত ; পূজ্য ; মান্য, মহিমান্বিত (ভগবান্ বশিষ্ঠ ; ভগবান্ বুদ্ধ) ; বি. ঈশ্বর, পরমেশ্বর, বিষ্ণু কৃষ্ণ ; শিব (স্ত্রী. **ভগবতী**—বি. দুর্গা ; পূজ্যা)। (সম্বোধনে ভগবান্, ভগবন্)।

ভগিনী—[পিতা প্রভৃতি হইতে বস্তু গ্রহণে বস্তুবতী] বি. বোন, স্বসা ; পরস্ত্রী ; স্ত্রীমাত্র, ভগিনী-স্থানীয়া নারী। **ভগিনীপতি**—ভগিনীর স্বামী, বোনাই।

ভগীরথ—সূর্যবংশীয় নৃপতি-বিশেষ (ইনি গঙ্গা-দেবীকে ভূতলে অবতীর্ণ করান ও গঙ্গাজল স্পর্শ করাইয়া সগর-সন্তানগণের উদ্ধার সাধন করেন)।

ভগোল—বি. রাশিচক্র। [ভ = রাশি]।

ভগ্ন—[ভন্জ্ + ক্ত] ণ. খণ্ডিত, ভাঙা ; ছিন্ন ; পরাজিত ; বিফলীকৃত ; জীর্ণ ; নষ্ট, বিনষ্ট (ভগ্নোৎসাহ ; ভগ্নোদ্যম) ; হতাশ ; পরাজিত ; কুব্জ ; স্বাস্থ্যহীন। **ভগ্নক্রম**—যাহার ক্রম বা পারম্পর্য নষ্ট হইয়া গিয়াছে (রচনার দোষ-বিশেষ)। **ভগ্নদূত**—যুদ্ধে পরাজয়ের সংবাদ বহনকারী। **ভগ্নদেহ**—স্বাস্থ্যহীন দেহ। **ভগ্ননিদ্র**—ণ. যাহার ঘুম টুটিয়া গিয়াছে। **ভগ্ন পাইক**—ভগ্নদূত। **ভগ্নপৃষ্ঠ**—ণ. যাহার মেরুদণ্ড বাঁকিয়া গিয়াছে, কুব্জ। **ভগ্নপ্রায়**—ণ. প্রায় নষ্ট বা ধ্বংস হইয়াছে এমন। **ভগ্নব্রত**—ণ. কর্তব্য-পথ হইতে বিচ্যুত ; যাহার প্রতিজ্ঞা রক্ষা করা হয় নাই। **ভগ্নমনোরথ**—ণ. যাহার মনের আকাঙ্ক্ষা বিফল হইয়াছে। **ভগ্নশ্রী**—ণ. নষ্টশ্রী। **ভগ্নসন্ধি**—ণ. যাহার শরীরের সন্ধিস্থান বিশ্লিষ্ট হইয়াছে। **ভগ্নস্তূপ**—রাশী-কৃত খণ্ডিত বস্তু (সেই বৃহৎ অট্টালিকা এখন ভগ্নস্তূপে পরিণত)। **ভগ্নহৃদয়**—ণ. যাহার মন নিরুৎসাহ হইয়া গিয়াছে। **ভগ্নাংশ, ভগ্নাঙ্ক**—একের অংশ সম্বন্ধীয় অঙ্ক, fraction। **ভগ্নাত্মা** (-ত্মন্)—চন্দ্র (চন্দ্র গুরুপত্নী তারাকে হরণ করিলে শিব ত্রিশূল দ্বারা তাহাকে দ্বিখণ্ডিত করেন সেই হেতু চন্দ্রের এই নাম)। **ভগ্না-বশিষ্ট**—ণ. ভাঙিয়া গিয়া নষ্ট হইবার পরে পড়িয়া

আছে এমন। **ভগ্নাবশেষ**—কতক ভাঙিয়া গিয়া যাহা বাকী আছে। [ভগ্ন+অবশেষ]। **ভগ্নাবস্থা**—জীর্ণদশা। **ভগ্নাশ**—ণ. হতাশ। [ভগ্ন+আশা, বহুব্রী.]। **ভগ্নোৎসাহ**—ণ. যাহার উৎসাহ নষ্ট হইয়াছে। **ভগ্নোদ্যম**—ণ. যাহার চেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছে; ভগ্নোৎসাহ।

ভগ্নী—বি. বোন। [ভগিনী]।

ভঙ্গ—[ভন্জ্+ঘঞ্] বি. ভাঙা, ভগ্ন হওয়া, টুটিয়া যাওয়া; নাশ, হানি (প্রতিজ্ঞাভঙ্গ; নিদ্রাভঙ্গ; স্বাস্থ্যভঙ্গ); ভঞ্জন, ভাঙা, ভগ্নকরণ (ধনুর্ভঙ্গ); পরাজয়, পলায়ন (রণে ভঙ্গ দেওয়া); অবসান, সমাপ্তি (সভা ভঙ্গ); তরঙ্গ, ঢেউ (পর্বত প্রমাণ ভঙ্গ বাহিনু পরাণ করি হাতে—কবিকঙ্কণ); কুঞ্চন, ভাঁজ (ভ্রূভঙ্গ; ত্রিভঙ্গ মুরারি); বিভাগ, বিভক্তকরণ (বঙ্গভঙ্গ); ভঙ্গী, বিভঙ্গ (তরঙ্গভঙ্গ; চপলভঙ্গে লুটায়ে রঙ্গে পিশাচীরা পিছে উঠিল হাসি—রবি); বিকৃত হওয়া (স্বরভঙ্গ); বিফল হওয়া (প্রণয়ভঙ্গ; প্রার্থনাভঙ্গ); রচনা; খণ্ড। **ভঙ্গকুলীন**—অপ্রশস্ত বৈবাহিক সম্বন্ধহেতু যে ব্রাহ্মণের কৌলীন্য নষ্ট হইয়াছে, বংশজ। **ভঙ্গপয়ার**—চার চরণের প্রাচীন পয়ার ছন্দোবিশেষ। **ভঙ্গপ্রবণ**—ণ. যাহা সহজেই ভাঙিয়া যায়, ভঙ্গুর, পলকা, ঠুনকো। **গাত্রভঙ্গ**—গাত্র দ্রঃ।

ভঙ্গা—[সং.] ভাঙ, সিদ্ধি।

ভঙ্গি,-ঙ্গী—[ভন্জ্+ই] বি. কুঞ্চন, কুটিলতা (ভ্রূভঙ্গি; মুখভঙ্গি); রচনা; বিন্যাস; শোভা; রকম, ভাব, ধরণ (চলার ও বলার ভঙ্গি; ভাব ভঙ্গি দেখে পায় হাসি—রবি; ভঙ্গি 'অনুপাম')। ণ. **ভঙ্গিম**—ভঙ্গিযুক্ত, লীলাপূর্ণ। **ভঙ্গিমা**—ভঙ্গি, ধরণ; সৌন্দর্যময় বিন্যাস। **ভঙ্গিমান্** (-মৎ)—ণ. ভঙ্গিযুক্ত, সৌন্দর্যময়; তরঙ্গিত; কুঞ্চিত। **ভঙ্গিমান**—ণ. পরাজিত ও পলায়নপর (প্রাচীন বাংলা)।

ভঙ্গিল—ণ. ভাঁজবিশিষ্ট; পৃথিবীপৃষ্ঠ-কুঞ্চনের ফলে জাত (-পর্বত)। [ভঙ্গ+ইল]।

ভঙ্গুর—[ভন্জ্+ঘুর] ণ. যাহা সহজে ভাঙিয়া যায়, ভঙ্গপ্রবণ, নশ্বর (ক্ষণভঙ্গুর দেহ)। (বাঁকা, নত, নদীর বাঁক, এই সব অর্থে বাংলায় সাধারণতঃ ব্যবহার হয় না)।

ভচক্র—বি. রাশিচক্র। [ভ=রাশি, নক্ষত্র]।

ভজকট—বি. গোলমেলে ব্যাপার, ঝঞ্ঝাট, ফ্যাসাদ (কে যাবে তোমাদের এসব ভজকটের মধ্যে। (ভজঘট-ও বলা হয়)। [কথ্য]

ভজগোবিন্দ—নাম; অকেজো, আলাভোলা।

ভজন—[ভজ্+অনট্] বি. ঈশ্বরের বা দেবদেবীর স্তবগান বা মহিমা কীর্তন (ভজন পূজন সাধন আরাধনা সমস্ত থাক পড়ে—রবি); পূজা; ঈশ্বর বা দেবতাদির উদ্দেশে গীত সঙ্গীত-বিশেষ (মীরার ভজন)। **ভজনা**—ভজন; পরিচর্যা। **ভজনালয়**—উপাসনা-গৃহ। **ভজনীয়**—ণ. পূজনীয়, সেবনীয়। **ভজমান**—ণ. সেবমান; উপাসনাকারী।

ভজা—ক্রি. ভজনা করা, উপাসনা করা; প'তরূপে সেবা করা; ণ. যে ভজনা করে (কর্তাভজা—কর্তা দ্রঃ); (অবজ্ঞায়) যাহাকে সহজে ভজানো যায়, বোকা। **ভজানো**—ক্রি. প্রমাণিত করা; মোকাবিলা করা; বুঝাইয়া বা অনুরোধাদি করিয়া স্বমতে আনয়ন (সাহেব-সুবো ভজাতে ওস্তাদ)।

ভঞ্জক—[ভন্জ্+ণক] ণ. ভঞ্জনকারী, নিরসক। **ভঞ্জন**—বি. নিরসন, দূরীকরণ (সন্দেহ ভঞ্জন); ভাঙিয়া ফেলা (নিগড় ভঞ্জন); ণ. ভঞ্জক; নিরসনকারী (ভবভয়ভঞ্জন)। [ভন্জ্+অনট্]। **ভঞ্জনক**—মুখরোগ-বিশেষ।

ভট—অব্য. অনুকার শব্দ; হঠাৎ বিদীর্ণ হইয়া ভিতরকার বায়ু বা বাষ্প বাহির হইবার শব্দ। **ভটভট**—বারবার এরূপ ফাটিবার শব্দ। বি. **ভটভটানি**। ণ. **ভটভটে**। **ভটাভট**—বারবার ঘুষি জুতা দিয়া প্রহার ইত্যাদির শব্দ।

ভটচায্যি—ভট্টাচার্য (কথ্য—ভটচায্যি বামুন)। **কথার ভটচায্যি**—বচনবাগীশ, বাক্‌সর্বস্ব।

ভট্ট—বি. যে ব্রাহ্মণ চারি বেদের একখানি কণ্ঠস্থ করিয়াছেন এবং উহা আদ্যোপান্ত যথাযথ আবৃত্তি করিতে পারেন; দর্শনশাস্ত্রজ্ঞ; অধ্যাপক; স্তুতিপাঠক; ভাট (কুলপঞ্জিকা কীর্তনাদি ইহাদের কার্য); ব্রাহ্মণের উপাধি-বিশেষ। [সং]। **ভট্টনারায়ণ**—কান্যকুব্জ হইতে আগত আদি পঞ্চ ব্রাহ্মণের অন্যতম, শাণ্ডিল্য গোত্রের প্রবর্তক। **ভট্টপল্লী**—পণ্ডিতদের-গ্রাম; নৈহাটির নিকটবর্তী এরূপ গ্রাম বিশেষ। **ভট্টাচার্য**—যে ব্রাহ্মণ কুমারিল ভট্টের মীমাংসা ও উদয়ন আচার্যের ন্যায়-সংগ্রহ অধ্যয়ন করিয়া

পাণ্ডিত্য অর্জন করিয়াছেন তিনি ; দর্শনশাস্ত্রবিৎ; বেদাধ্যায়ী ব্রাহ্মণ ; অধ্যাপক ; পূজারী ব্রাহ্মণ ; ব্রাহ্মণের উপাধি।

ভট্টার—ণ. পূজ্য। [সং]। **ভট্টারক**—ণ. পূজ্য, হুজুর, মান্যব্যক্তি (সংস্কৃত নাটকে রাজা (পরমভট্টারক), দেবতা, মুনি, যুবরাজ প্রভৃতি মাননীয় ব্যক্তির উল্লেখ- সম্পর্কে প্রযোজ্য); মুনি ; পণ্ডিত ; রাজা ; সূর্য। **ভট্টারকবার**—রবিবার। **ভট্টারক মঠ**—দেবতার মঠ।

ভট্টি—সুপ্রসিদ্ধ সংস্কৃত কবি, ভট্টিকাব্যের রচয়িতা।

ভট্টিনী—বি. মহিষী ভিন্ন রাজার অন্য রাণী ; ব্রাহ্মণের পত্নী। [ভট্ট+ইনী]।

ভড়—বি. মালবাহী বৃহৎ নৌকা-বিশেষ ; বর্ণসঙ্কর জাতি-বিশেষ ; হিন্দুর উপাধি-বিশেষ ; জলকাদা-পূর্ণ অঞ্চল (প্রাদে। বোধ হয় কাদার ভড়ভড়ানি হইতে। বিপ. টাটি)।

ভড়ং, ভড়ক—[হি. ভড়ক] বি. বাহিরের সাজ-গোজ বা আড়ম্বর, বাহিরের ঝাঁকজমক, অন্তঃসার-শূন্য ঘটা (ধর্মের ভড়ং ; কুলীনগিরির ভড়ং)। **ভড়ংদার**—ণ. জমকালো, চটকদার।

ভড়কানো—ক্রি. চমকানো ; অশ্ব প্রভৃতির হঠাৎ ভয় পাওয়া; দিশাহারা হওয়া, ঘাবড়ানো (ভড়কা-বার পাত্র নয়)। **ভড়কালো**—ণ. ভড়কদার, জমকালো। **ভড়কি**—বি. ঘাবড়াইয়া দেয় এমন কিছু বা কাজ (—দেওয়া)। ণ. **ভড়কো**—যে সহজেই ভড়কায় (তুলনীয় ভরকো)।

ভড়ভড়—অব্য. জলভরা হুঁকা টানিলে অথবা পচা কাদায় পা দিলে যে শব্দ হয় ; নাকে প্রচুর কফ নিঃসরণের শব্দ ; প্রচুর তরল মল ও বায়ু নির্গ-মনের শব্দ। বি. **ভড়ভড়ানি**। ণ. **ভড়ভড়ে**—কর্দমপূর্ণ ; যাহার তলদেশ অকঠিন ; (গ্রাম্য ভাষায়) কুলেশীলে হীন (অবজ্ঞাপূর্ণ উক্তি)।

ভণা—ক্রি. বলা, প্রচার করা (কাব্যে ব্যবহৃত—কাশীরাম দাস ভণে ; ভণয়ে বিদ্যাপতি)।

ভণিত—ণ. কথিত। [ভণ্+ক্ত]। **ভণিতা**—কবিতার শেষে কবির নামযুক্ত পদ ('বড়ু চণ্ডীদাসের ভণিতা যুক্ত পদ') ; (ব্যঙ্গে) দীর্ঘ মুখবন্ধ। **ভণিতি**—উক্তি,কবিতা, বাক্য-কৌশল।

ভণ্ড—[ভন্ড্ (ভাঁড়ামো করা)+অ] ণ. ভাঁড় ; প্রতারক ; ভানকারী, কপট ; ধর্মধ্বজী (ভণ্ড তপস্বী)। **ভণ্ডন,-না**—প্রতারণা করা। [বাং]

বি. **ভণ্ডামো, ভণ্ডামি**—প্রতারণা ; কপটতা ; ধর্মধ্বজিতা (ভণ্ডামির মুখোস খুলিয়া পড়িয়াছে)।

ভণ্ডুল—ণ. পণ্ড, ব্যর্থ (এতদিনের যত চেষ্টা সব ভণ্ডুল করে দিলে)। [বাং]

ভদন্ত—ণ. মান্য, পূজ্য, সম্ভ্রান্ত ; বি. মহাশয় (সম্বোধনে ব্যবহৃত) ; বৌদ্ধসন্ন্যাসী-বিশেষ। [ভদ্+অন্ত]।

ভদ্র—[ভন্দ্ (শুভ হওয়া, প্রীত হওয়া) +র] বি. সৌভাগ্য ; মহাশয় ; মঙ্গল ; ণ. মঙ্গলকর ; প্রশস্ত ; সাধু ; শিষ্ট ; মার্জিতরুচি ; বিনীত (ভদ্র ব্যবহার) ; সম্ভ্রান্ত (ভদ্রসমাজ) ; উচ্চ শ্রেণীর (ভদ্রসন্তান) ; বি. সুবর্ণ ; মুস্তক-বিশেষ ; বলভদ্র ; শিব (স্ত্রী. ভদ্রানী) ; দিক্‌হস্তি-বিশেষ ; রামভদ্র ; খঞ্জন পক্ষী। **ভদ্রকালী**—দুর্গার মূর্তি-বিশেষ। **ভদ্রকুম্ভ**—মঙ্গলকলস। **ভদ্রঙ্কর**—ক্ষেমঙ্কর। **ভদ্রচূড়**—লঙ্কাসিজের গাছ। **ভদ্রজ**—ইন্দ্রযব। **ভদ্রতা**—ভদ্রলোকের ব্যবহার, সৌজন্য, শিষ্ট-সম্মত আচরণ (ভদ্রতা করে তোমাকে মুখের উপরে জবাব দেয়নি)। **ভদ্রতাবিরুদ্ধ**—শিষ্টা-চারবিরুদ্ধ, অভব্য। **ভদ্রদারু**—দেবদারু বৃক্ষ। **ভদ্রমুখ**—ণ. প্রসন্নমুখ, প্রিয়দর্শন। **ভদ্রলোক**—আচরণে শিষ্ট বা নির্বিরোধ ব্যক্তি ; উচ্চ শ্রেণীর লোক, চাষী বা শ্রমিক নয়, 'ধোপ-কাপুড়ে' (গ্রাম্য—ভদ্দর লোক)। **ভদ্রশ্রী**—চন্দন বৃক্ষ। **ভদ্রসন্তান**—ভদ্র-শ্রেণীর লোক। **ভদ্রস্বস্তা**—মঙ্গল। **ভদ্রা**—সুভদ্রা, শ্রীকৃষ্ণের মহিষী-বিশেষ ; উত্তর কুরুবর্ষে প্রবাহিত গঙ্গার শাখা-বিশেষ ; তিথি-বিশেষ (নন্দা ভদ্রা পূর্ণা রিক্তা) ; (আয়ুর্বেদে) কটফল, অনন্তা, জীবন্তী; অপরাজিতা, নীলী, বচা, হরিদ্রা, দন্তী, শ্বেতদূর্বা ; সাধ্বী, কল্যাণী (সম্বোধনে—ভদ্রে, বাংলায় তেমন প্রচলিত নয়)। **ভদ্র পড়া**—অপ্রত্যাশিত যেন কতকটা দৈবনির্দেশিত বিঘ্নের সৃষ্টি হওয়া। **ভদ্রাসন**—সিংহাসন ; যোগাসন-বিশেষ ; বসতবাটী (পৈত্রিক ভদ্রাসনটিও বাঁধা পড়েছে)। **ভদ্রীকরণ**—কামানো, মুণ্ডন। ণ. **ভদ্রীকৃত**। **ভদ্রেশ্বর**—শিবমূর্তি-বিশেষ। **ভদ্রোচিত**—ণ. শিষ্টসম্মত, ভদ্র লোকের পক্ষে যাহা শোভন।

ভনভন—অব্য. বড় মাছি মৌমাছি প্রভৃতির ডানার শব্দ। বি. **ভনভনানি**। ণ. **ভনভনে**

—বিতৃষ্ণাজনক ভনভনশব্দকারী (ভনভনে মাছিতে ভরা)। ভ্যানভ্যান দ্রঃ।

ভন্না—ভণা দ্রঃ।

ভ-পঞ্জর—বি. রাশিচক্র। [ভ = রাশি]

ভব—[ভূ + অ] ণ. উৎপন্ন, জাত (সমাসান্ত পদে —মনোভব, পুনর্ভব); বি. উৎপত্তি, সৃষ্টি ; সত্তা, স্থিতি ; প্রাপ্তি ; ইহলোক, সংসার (ভবধর, ভবযন্ত্রণা); কল্যাণ ; শিব (ভবভামিনী)। **ভবকর্ণধার**—সংসার-সমুদ্রের যিনি কর্ণধার (ঈশ্বর)। **ভবকারা**—সংসাররূপ কারাগার। **ভবঘুরে**—ণ. উদ্দেশ্যহীনভাবে যে নানাস্থানে ঘুরিয়া বেড়ায়, দায়িত্বহীন ভাবে ঘুরিয়া বেড়ানোর দিকে যাহার ঝোঁক। [বাং]। **ভবজ**—শিবপুত্র, গণেশ। **ভবতারণ**—ণ. ভববন্ধন হইতে যিনি উদ্ধার করেন। **ভবদারা**—শিবানী। **ভবধব**—সংসারের পতি। **ভবপারাবার**—সংসার-রূপ সমুদ্র। **ভববন্ধন**—সংসারে জন্মগ্রহণ-রূপ বন্ধন। **ভবভবন**—কৈলাস ; সংসার-রূপ ভবন। **ভবভয়**—দুঃখময় সাংসারিক জীবনের ভয় ; পুনর্জন্মের ভয়। **ভবলীলা সাঙ্গ করা**—সংসার জীবনের অবসান ঘটা, মৃত্যুমুখে পতিত হওয়া। **ভবলোক**—সংসার, পৃথিবী। **ভবসাগর**—সমুদ্রতুল্য দুস্তর সংসার।

ভবদীয়—[ভবৎ + ঈয়] ণ. আপনার ; (পত্রে) আপনার বন্ধুস্থানীয়।

ভবন—[ভূ + অনট্] বি. গৃহ, আলয়, বাসস্থান (পিতৃ-ভবন ; বিদ্যাভবন) ; বিত্তশালীর বাসস্থান, হর্ম্য, প্রাসাদ (ভবনশিখর) ; হওয়া (বাষ্পীভবন)। **ভবনশিখী** (-খিন্)—গৃহপালিত ময়ূর।

ভবভূতি—সুবিখ্যাত সংস্কৃত কবি (উত্তররাম-চরিত মালতীমাধব প্রভৃতি ইঁহার রচিত নাটক)।

ভবাদৃশ—[ভবৎ-দৃশ্ + অ] ণ. আপনার মতন (বেশী সংস্কৃতঘেঁষা বাংলায় ব্যবহৃত হয়)।

ভবান্ (-বৎ)—আপনি (বাংলায় ভবান্-এর পরিবর্তে 'মহাশয়' অথবা 'জনাব' ব্যবহৃত হয়)। [সং.]।

ভবানী—বি. শিবানী, দুর্গা। [ভব (শিব) + আনী]। **ভবানীগুরু**—ভবানীর পিতা, হিমালয়। **ভবানীপতি**—শিব।

ভবার্ণব—বি. ভবপারাবার। [ভব + অর্ণব]

ভবিতব্য—ণ. ভাবী ; অবশ্যভাবী। [ভূ + তব্য]। **ভবিতব্যতা**—বি. অবশ্যভাবিতা; নিয়তি দিগন্তরালে কোন্ ভবিতব্যতা স্তব্ধ তিমিরে বহে ভাষা-হীন ব্যথা—রবি)।

ভবিষ্ণু—[ভূ + ইষ্ণু] ণ. ভাবী, ভবিষ্য ; উন্নতি-শীল।

ভবিষ্য—[ভূ + স্যতৃ] ণ. যাহা পরে হইবে, অনাগত, ভাবী। **ভবিষ্য পুরাণ**—ভবিষ্যতে কি হইবে তদ্বিষয়ক পুরাণ-বিশেষ। **ভবিষ্য সূচনা**—ভবিষ্যতে কি হইবে তদ্বিষয়ক ইঙ্গিত বা প্রস্তাব (তোমার দায়িত্বহীনতায়ই রয়েছে তোমার ভবিষ্যসূচনা)। **ভবিষ্যৎ**—[ভূ + স্যতৃ] ণ. ভবিষ্য, ভাবী, অনাগত ; বি. ভাবীকাল, আখের ; সুপরিণতি (চাকরি একটা করছি বটে তবে এর ভবিষ্যৎ নেই) ; অনাগত সুফল বা কুফল (আজ যা করছ তার ভবিষ্যৎ আছে একথা ভুলো না)। **ভবিষ্যদ্বক্তা** (-বক্তৃ)—গণৎকার, কি ঘটিবে তাহা যে বলে। **ভবিষ্যদ্বাণী**—বি. কি ঘটিবে সে সম্বন্ধে উক্তি।

ভবী—বি. উপকথার জেদী গৃহস্থ-কন্যা। **ভবী ভুলবার নয়**—ভবীকে ভুলাইয়া তাহার সঙ্কল্প হইতে বিচ্যুত করা যাইবে না (অনড় জেদ গোঁ বায়না ইত্যাদি সম্পর্কে রহস্য করিয়া বলা হয়);

ভবেশ—বি. মঙ্গলের দেবতা, শিব। [ভব + ঈশ]

ভব্য—[ভূ + য] ণ. শিষ্ট, শান্ত, বিনীত (সভ্যভব্য) ; সাধু ; ভদ্র ; মার্জিতরুচি (ভব্যজন নগরের শোভা —কবিকঙ্কণ) ; শুভ, কল্যাণকর ; সমীচীন, যোগ্য ; ভাবী, যাহা হইবে। বি. **ভব্যতা**।

ভব্যিযুক্ত—ণ. (কথ্য) ভদ্র, সভ্য। [ভব্য]।

ভভম্, ভভম্ভম্—অব্য. শিঙা প্রভৃতির গম্ভীর ধ্বনি।

ভ-মণ্ডল—রাশিচক্র। [ভ = রাশি]

ভয়—[ভী + অ—নিজের উচ্ছেদের আশঙ্কা] বি. ডর, ভীতি, শঙ্কা, ত্রাস, আতঙ্ক ; সমীহ (লোক-ভয়)। **ভয়কর**—ণ. ভীতিকর, ভয়জনক। **ভয় করা**—ভীতিবোধ করা ; সমীহ করা (গিন্নিমাকে সবাই ভয় করে)। **ভয়কাতুরে**—ণ. যে সহজেই জড়সড় হয়। **ভয়ঙ্কর**—ণ. ত্রাসকর, ভীষণ, ঘোর, terrible ; (কথ্য) অত্যন্ত (ভয়ঙ্কর রাগ হয়েছে ; ভয়ঙ্কর শীত)। **ভয় খাওয়া**—ভয়ে সঙ্কুচিত হওয়া। **ভয়খেকো**—ণ. ডরকো, যে সহজেই ভয় পায়। **ভয়ডর**—শঙ্কা ও সঙ্কোচ। **ভয়ডিণ্ডিম**—শত্রু-পক্ষকে ভীত করিবার রণবাদ্য-বিশেষ। **ভয়-**

ভয়ালে—ণ. যে সহজেই ভয় পায়। **ভয়ত্রস্ত**—ণ. যে খুব ভয় পাইয়াছে। **ভয়ত্রাতা** (-তৃ)—ণ.,বি. যে ঘোর বিপদে রক্ষা করে অথবা শত্রুভয় হইতে ত্রাণকরে। **ভয়দ**—ণ. ভীতিকর, ভীষণ। **ভয়নাশন**—ভয়-নিবারণকারী। স্ত্রী. **ভয়নাশিনী**। **ভয় পাওয়া**—ভীত হওয়া। **ভয়প্রদ**—ণ. ভীতিকর। **ভয় প্রদর্শন**—ভয় দেখানো, শাসানো। **ভয় বাসা**—ভয় করা, সমীহ করা। [কথ্য, প্রাদে.]। **ভয়বিহ্বল**—ণ. ভয়ে দিশেহারা। **ভয়ভাঙ্গা**—পূর্বে যে ভয় ছিল তাহা না থাকা ; ণ. যাহার ভয় ভাঙ্গিয়া গিয়াছে,ভয়ডরহীন, বেপরোয়া ('ভয়ভাঙা এই নায়ে'—রবি)। **ভয়শূন্য**—ণ. নির্ভীক। **ভয়হারী** (-রিন্)—ণ. ভয়নাশন ; বি. ভগবান্। স্ত্রী. **ভয়হারিণী**। **ভয়ে পিঁপড়ার গর্তে লুকানো**—ভয় না করা সম্পর্কে ব্যঙ্গ ও দম্ভপূর্ণ উক্তি। **ভয়ে ভয়ে**—ক্রি. ণ. ভীতভাবে ; সঙ্কোচের সহিত (ভয়ে ভয়ে কথাটা পাড়লাম)।

ভয়ষা, ভয়ষা—ণ. মহিষ হইতে জাত (-দুধ, -দধি প্রভৃতি)। [সং. মাহিষ]।

ভয়াতুর—ণ. ভয়কাতর, ভয়বিহ্বল। [ভয়+আতুর]। **ভয়ানক**—[ভী+আনক] ণ. ভয়ং ভীতিকর ; অতিশয় (ভয়ানক চালাক) ; বি. কাব্যের রসবিশেষ ; ব্যাঘ্র ; রাহু। **ভয়াপহ**—[ভয়+অপ—হন্+অ] ণ. ভয়নাশক ; বি. রাজা ; বিষ্ণু। **ভয়াবহ**—ণ. ভয়-উৎপাদক, ভীতিকর ; ভয়জনক ; শঙ্কাকুল (পরধর্ম ভয়াবহ)। **ভয়ার্ত**—ণ. ভয়ত্রস্ত, অতিশয় ভীত। [ভয়+আর্ত]। **ভয়াল**—[ভয়+আল] ণ. ভয়ঙ্কর, ঘোর ; ভীতিকর ; বি. মূর্তিমান্ ভয়।

ভর—[ভৃ+অ] বি. ভার, চাপ (ফুলের ভর সয় না ; বীরগণের পদভরে ধরণী কম্পিত হইল) ; নির্ভর, অবলম্বন (পরের কাঁধে ভর করে আর কদিন চলবে, আল্লাভরে) ; (বাং) অধিষ্ঠান (নতুন বৌয়ের উপরে উপদেবতার ভর হয়েছে); আধিক্য ; গৌরব (মানের ভরে কথাই বলে না) ; পরিমাণ (সিকিভর ; স্পর্শ লভেছিল যার একপল ভর—রবি) ; ণ. পূর্ণ (ভর-দুপুরে ; ভর সন্ধ্যায়, ভর পেট) ; সমস্ত (ভর দুনিয়া তার সুনাম করছে—এই অর্থে ভোরও ব্যবহৃত হয়, কিন্তু কিছু ভিন্ন ধরণে, ভোর দ্রঃ) ; পদার্থমাত্রা, mass।

ভরে—ক্রি.ণ. (অন্তপদযোগে) পূর্ণ হইয়া (গর্বভরে)। **ভরই**—(ব্রজবুলি) ক্রি. পূর্ণ করে। **ভরচ্ছন**—(ভর্ৎসন—বৈষ্ণব সাহিত্যে) ভৎসনা, তিরস্কার। **ভরণ**—[ভৃ+অনট্] বি. প্রতিপালন খাদ্যাদি দান (ভরণপোষণ) ; ণ. প্রতিপালক। (স্ত্রী. **ভরণী**—ধরণীং ভরণীং মাতরম্—বঙ্কিমচন্দ্র)। **ভরণীয়**—ণ. প্রতিপাল্য, পোষ্য।

ভরণী—বি. নক্ষত্রবিশেষ (অশ্বিনী, ভরণী, রোহিণী) ; ণ. প্রতিপালিকা (ভরণ দ্রঃ)।

ভরত—[সং] দুষ্মন্ত ও শকুন্তলার পুত্র ; রাজা দশরথ ও কৈকেয়ীর পুত্র ; ঋষভদেবের পুত্র, মহাযোগী জড়ভরত ; সঙ্গীত ও নাট্যশাস্ত্র প্রণেতা মুনি-বিশেষ ; [ভরদ্বাজ] পাখী বিশেষ, ভারুই। **ভরতবাক্য**—বি. নাটক সমাপ্তিতে নটের মুখে শুভকামনা। **ভরতর্ষভ, ভরতশ্রেষ্ঠ,-সত্তম**—বি. অর্জুন।

ভরতা, ভর্তা—বি. সিদ্ধব্যঞ্জন-বিশেষ (কাঁচা লঙ্কা কাঁচা তেল ঘি প্রভৃতি যোগে প্রস্তুত ; তেল বা ঘি ফুটাইয়াও ভরতা প্রস্তুত করা হয় ; আজকাল প্রায় সব ভরতায় পেঁয়াজ দেওয়া হয়)। [হি]

ভরতি—ণ. ভর্তি দ্রঃ।

ভরদ্বাজ—[ভর-দ্বা+জ—উভয় ভ্রাতার দ্বারা উৎপন্ন এই পুত্রকে প্রতিপালন কর] বি, মুনি-বিশেষ ; দ্রোণাচার্যের পিতা ; ভারুই পাখী।

ভরন—[সং. বর্তক ; ইং. bronze] বি. নিকৃষ্ট কাঁসা-বিশেষ।

ভরমা—বি. ভর, ঠেস ; ভার। [বাং]

ভরপুর,-পূর—ণ. পরিপূর্ণ, কাণায় কাণায় পূর্ণ (স্নেহে মমতায় ভরপুর ; ভরপুর যৌবন) ; ক্রি.ণ. পূর্ণমাত্রায়। [বাং]

ভরপেট—ণ. যাহাতে পেট ভরে এমন ; ক্রি. ণ. পেট ভরিয়া।

ভরভর—ণ. প্রায় পরিপূর্ণ (চোখের জলে আঁখি ভরভর—রবি)। (সাধারণতঃ কাব্যে ব্যবহৃত, কথা ভাষায় ভুরভুর ব্যবহৃত হয়)।

ভরম—[সং. ভ্রম] বি. ভ্রম, ভ্রান্তি ; সম্ভ্রম, মর্যাদা (**সরম ভরম**—লজ্জা ও সম্ভ্রম)। **ভরম রাখা**—মানমর্যাদা রাখা।

ভরসা—[হি. ভরোসা] বি. নির্ভর, আস্থা ; আশ্রয়, অবলম্বন (কথার উপরে ভরসা ; এলাহি ভরসা ; বরষা...ভুবনভরসা—রবি) ; আশ্বাস (ভরসা

দেওয়া); সাহস (ভরসা করে এগিয়ে যাও); আশা (কূলে একা বসে আছি নাহি ভরসা—রবি); প্রত্যয়; নিশ্চয়তা (আজ বাদে কাল ভরসা কি; ভয়ও নাই ভরসাও নাই)। **ভরসা করা**—আশা করা; নির্ভর করা। **ভরসা দেওয়া**—আশার সঞ্চার করা, নিরাশ না হইতে বলা। **ভরসা না থাকা**—সফলতার সম্ভাবনার কথা মনে স্থান না দেওয়া। **ভরসা পাওয়া**—সফলতার সম্ভাবনা সম্বন্ধে কিছু আশান্বিত বা উৎসাহিত হওয়া।

ভরা—নৌকাবিশেষ, ভড়; বোঝাই নৌকা। **ভরাডুবি**—মাল বোঝাই নৌকা ডুবিয়া যাওয়া; সর্বনাশ। **ভরার মেয়ে**—চুরি করিয়া ভরা-নৌকায় লইয়া গিয়া অন্যদেশে বিক্রি-করা মেয়ে।

ভরা—ণ. পূর্ণ (ভরা গঙ্গার কূলে—রবি; ভরা সাঁঝ; ভরা যৌবন; গা-ভরা গহনা; ঘুম-ভরা আঁখি ফুটে থরে থরে—রবি)। **ভরা মন**—যে মনে শোকতাপাদির স্পর্শ লাগে নাই।

ভরা—ক্রি. পূর্ণ করা বা হওয়া; পোরা (জল ভরা; চোখে আসে জল ভরে—রবি; বন্দুকে কার্তুজ ভরা); ব্যাপ্ত করা (তিমির দিগ ভরি ঘোর যামিনী—বিদ্যাপতি); ক্ষতিপূরণ করা, ঋণ শোধ করা (জামীন হয় ভরতে গাছে চড়ে মরতে); গাভীন হওয়া (গরুটা পাঁচ মাস হলো বাচ্চা দিয়েছে, এখনো ভরেনি—গ্রাম্য)।

ভরাট—ণ. পরিপূর্ণ (গর্ত ভরাট করা; মিঠাই মণ্ডায় পেটটি ভরাট)। **ভরাটি**—ণ. গর্তাদি ভরাট করার ফলে সৃষ্ট (নদী-ভরাটি জমি)।

ভরানো—ক্রি. পূর্ণ করা; তৃপ্তি সাধন করা; ঘুষ দেওয়া (পেট ভরানো দ্রঃ)।

ভরি—বি. ওজন বিশেষ, প্রায় ১১ গ্রাম, তোলা (সিকি ভরি জাফরাণ)।

ভরিত—[ভৃ+ইত] ণ. পূরিত ('তেজ-ভরিত ভারত ভূমি'); পালিত; হরিদ্বর্ণ; ভারযুক্ত। **ভরিমা** (-মন্)—বি. ভরণ, প্রতিপালন।

ভর্গ—বি. শিব; ব্রহ্মা; সূর্যের দিব্য তেজ। [সং.]

ভর্জন—বি. ভাজা। [ভৃজ্+অনট্]। **ভর্জনপাত্র**—যে পাত্রে ভাজা হয়। **ভর্জিত**—ণ. যাহা ভাজা হইয়াছে, ভৃষ্ট।

ভর্তব্য—[ভৃ+তব্য] ণ. পোষণীয়, প্রতিপাল্য।

ভর্তা (-র্তৃ)—[ভৃ+তৃচ্] ণ. পালনকর্তা; ধারণকর্তা; বি. পতি, স্বামী; রাজা, অধিপতি; নায়ক। স্ত্রী. **ভর্ত্রী**—ণ., বি. স্বামিনী; পালনকর্ত্রী।

ভর্তি, ভরতি—ণ. ভরপুর, ভরাট, বোঝাই (মাল-ভর্তি গাড়ী); প্রবিষ্ট, নিযুক্ত (স্কুলে ভর্তি হওয়া; কাজে ভর্তি হওয়া)। [বাং.]

ভর্তৃদারক—(সংস্কৃত নাটকের ভাষা) প্রভুপুত্র; রাজপুত্র, যুবরাজ। স্ত্রী. **ভর্তৃদারিকা**। **ভর্তৃমতী**—সধবা।

ভর্তৃহরি—সুবিখ্যাত রাজা ও সংস্কৃত কবি (নীতিশতক, বৈরাগ্যশতক প্রভৃতি ইঁহার কাব্য)।

ভর্ৎসক—ণ. [ভর্ৎস্+ণক] ভর্ৎসনাকারী; নিন্দক। **ভর্ৎসন,-না**—তিরস্কার, অপ্রসন্নতা জ্ঞাপন (মৃদু ভর্ৎসনা; চোখের ভর্ৎসনা)। ণ. **ভর্ৎসিত**—তিরস্কৃত।

ভল্ল—বি. ভালুক; বর্শা-বিশেষ (ইহার ফলা মনসা পাতার মত)। [সং]

ভল্লুক ভল্লূক—বি. ভালুক, ঋক্ষ। স্ত্রী. **ভল্লুকা,-কী**। **ভল্লুক-জ্বর**—অল্পক্ষণ-স্থায়ী কম্পজ্বর (গ্রাম্য: ভালুকে বা ভালকো জ্বর)। [ভল্+উক, ঊক]

ভস্—অব্য. শিথিল মৃত্তিকা বা বালুকাস্তূপের ধ্বসিয়া পড়ার শব্দ। **ভস্‌কা**—ণ. শিথিলবন্ধ, ভসভসে (ভসকা মাটি)। **ভসভস্**—বেশী শিথিল ভাব। ণ. **ভস্‌ভসে**—বেশী শিথিল। (**ভুস্‌ভুসে**—শিথিল বন্ধ ও কোমল)।

ভস্ত্রা, ভস্ত্রকা, ভস্ত্রিকা, ভস্ত্রী—বি. জাঁতা, আগুনে হাওয়া দিবার যন্ত্র, bellows, হাপর; চর্মনির্মিত আধার, ভিস্তির মশক। [ভস্+ত্র+-]

ভস্ম (-স্মন্)—বি. ছাই (ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নি); বাজে জিনিস (ছাইভস্ম)। [ভস্+মন্]। **ভস্মক**—রোগ-বিশেষ—ইহার ফলে বায়ু ও পিত্তের আধিক্য হয় ও কফের হ্রাস হয়; স্বর্ণ; রৌপ্য। **ভস্মকীট**—ভস্মক রোগ। **ভস্মকূট**—ভস্মস্তূপ। **ভস্মপ্রিয়**—শিব। **ভস্মলোচন**—রাক্ষস-বিশেষ (ইহার দৃষ্টিপাতমাত্র শত্রু ভস্মে পরিণত হইত)। **ভস্মসাৎ**—অব্য. ভস্মে পরিণত, সম্যক্ ভস্মীভূত। **ভস্মাবশেষ**—বি. পুড়িয়া গেলে যে ছাই পড়িয়া থাকে তাহা; ণ. ভস্মে পরিণত। **ভস্মিত**—ণ. ভস্মে পরিণত। **ভস্মীকরণ**—ভস্মে পরিণত করা, বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ায় ছাই

প্রস্তুত করা। **ভস্মীকৃত**—ণ. যাহাকে পুড়াইয়া ছাই করা হইয়াছে। **ভস্মীভূত**—ণ. যাহা পুড়িয়া ছাই হইয়াছে। **ভস্মে ঘি ঢালা**—নিরর্থক প্রয়াস।

ভা—[ভা (দীপ্তি পাওয়া)+অ+আ] বি. প্রভা।

ভাই—[প্রা. ভাই; সং. ভ্রাতৃ] বি. ভ্রাতা, সহোদর; নাতি; স্বজন (ভাই বন্ধু): ভ্রাতৃস্থানীয় ব্যক্তি; বন্ধু, সখী। **ভাইজ, ভাজ**—ভ্রাতৃজায়া। **ভাইঝি**—ভাইয়ের কন্যা। **ভাইঝি জামাই**—ভাইঝির স্বামী। **ভাইপুত**—(গ্রাম্য ও মেয়েলি) ভাইপো। **ভাইপো**—ভাইয়ের ছেলে। **ভাইবউ**—ভ্রাতৃবধূ। **ভাইবেরাদর**—আপনজন, জ্ঞাতিকুটুম্ব। **ভাইফোঁটা**—ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার অনুষ্ঠানবিশেষ (ভাইয়ের কপালে বোনের মাঙ্গলিক ফোঁটা দেওয়া)।

ভাউচার—[ইং. voucher] বি. হিসাবের বা বিলের পরিপোষক সরবরাহের আদেশ-জ্ঞাপক কাগজপত্রাদি।

ভাউলে—বি. ভাওয়ালিয়া (দ্রঃ)।

ভাও—[সং. ভাব] বি. কৌশল, পদ্ধতি (কাজের ভাও জাননা কেবল গোলমাল করছ); ভাব, অবস্থা, গতিক (ভাও বুঝে কাজে নাম); [হি] দর, দাম। **আওভাও**—অবস্থা, হাবভাব।

ভাওয়ালিয়া—বি. কাঠের ছইযুক্ত ও লম্বা গলুইযুক্ত উৎসবাদিতে ব্যবহার্য বজরা জাতীয় নৌকা। [বাং] [বাং]

ভাওলী, ভাউলী—বি. ফসলে দেয় খাজনা।

ভাং, ভাঙ্, ভাঙ্গ্—[সং. ভঙ্গা] বি. সিদ্ধি (গাঁজা ভাঙ খেয়ে এসেছ নাকি)।

ভাংচি, ভাঙ্চি, ভাঙ্গচি—বি. মন ভাঙ্গিয়া দিবার জন্য প্রদত্ত সংবাদ বা পরামর্শ, ভাঙ্গানি (ভাংচি দিয়ে চাকর ভাগানো)।

ভাঁওতা—বি. চালবাজি, ধাপ্পা (ভাঁওতা দিয়ে কিছু আদায় করার মতলব; কথায় ভাঁওতা)।

ভাঁজ—বি. পাট, fold, ভঙ্গ (ভাঁজে ভাঁজে দাগ পড়েছে; ভাঁজ করা; ভাঁজ পড়া; ভাঁজ ভাঙা); চিহ্ন, সাড়া-শব্দ (ছেলেদের ত ভাঁজ পাওয়া যাচ্ছে না); ভেজাল (ভাঁজ দেওয়া; নির্ভাঁজ ঘি)।

ভাঁজা—ক্রি. পাট করা, ভাঁজে ভাঁজে রাখা (তাস ভাঁজা; কাগজগুলো ভেঁজে রাখ); কসরৎ করা (মুগুর ভাঁজা); (মতলব ফন্দি) আঁটা, মাথা খেলাইয়া ঠিক করা (মতলব ভাঁজা); সুর অভ্যাস বা আলাপ করা। **রাগিণী ভাঁজা**—ওস্তাদের মত রাগিণী আলাপ করা (সাধারণতঃ ব্যঙ্গার্থে—কুকুর রাগিণী ভাঁজা)। [ভাণ্ডীর]

ভাঁট,-টি—বি. ঘেঁটু ফুলের গাছ। [সং.

ভাঁটা—বি. খেলনা-বিশেষ, ডাণ্ডাগুলির গুলি; কাঠে. গোলা-বিশেষ।

ভাঁটা, ভাঁটি, ভাটা, ভাটি—বি. জোয়ারের বিপরীত, যে নদীতে জোয়ার-ভাঁটা খেলে তাহার স্রোতের নিম্নাভিমুখ গতি (ভাঁটা পড়া—ভাঁটা সুরু হওয়া): অবনতি বা পতনের দিকে গতি (তার আয়ে তখন ভাঁটা পড়েছে; বয়সে ভাঁটা পড়া—যৌবন অপগত হওয়া। **ভাঁটান, ভাঁটেন**—ভাটা পড়া; স্রোতের অনুকূলে গমন (বিপ. উজান)।

ভাঁটি, ভাটি—বি. ইট পোড়াইবার স্থান; চুণ পোড়াইবার স্থান; ধোপার কাপড় সিদ্ধ করিবার পাত্র ও উনুন (ভাটি দেওয়া); দেশীমদ চোলাই করিবার স্থান (ভাটিখানা)। [বাং]

ভাঁড়—[সং. ভাণ্ড] বি. ছোট মৃৎপাত্র (দইয়ের ভাঁড়); নাপিতের ক্ষুর-আদি রাখিবার ভাণ্ড। **ভাঁড়ে মা ভবানী**—ভাঁড় টাকাকড়ির দিক দিয়া সম্পূর্ণ শূন্য, কাজেই কেবল মা ভবানীর উপরে নির্ভর (তুলনীয়: ঘরে চাল বাড়ন্ত)।

ভাঁড়—[সং. ভণ্ড] বি. বিদূষক, ভাঁড়ামি যাহার ব্যবসায় (গোপালভাঁড়)। **ভাঁড়াই, ভাঁড়ামো, ভাঁড়ামি**—বি. ভাঁড়ের কাজ; অপেক্ষাকৃত স্থূল ঠাট্টা মস্করা, স্থূল রসিকতা.

ভাঁড়ানো—ক্রি. প্রতারণা করা (কিন্তু বিধি বুঝিব কেমনে তাঁর লীলা ভাঁড়াইলা সে-সুখ আমারে—মধুসূদন); সত্য গোপন করা (নাম ভাঁড়ানো)। **ভাঁড়াভাঁড়ি**—বি. প্রতারণা; ঋণ পরিশোধাদি ব্যাপারে আজ নয় কাল করিয়া সময় কাটানো, টালবাহানা।

ভাঁড়ার—[সং. ভাণ্ডার] বি. যে গৃহে খাদ্যোপকরণ সঞ্চিত থাকে, ভাণ্ডার; কোষ। **ভাঁড়ার ঘর**—চাল ডাল আদি যে গৃহে সঞ্চিত থাকে। **ভাঁড়ারী**—ভাঁড়ারের জিম্মাদার, ভাণ্ডাররক্ষক কর্মচারী। [অংশী।

ভাক্ (-জ্)—ণ. (অন্য শব্দের যোগে) ভাগী,

ভাক্ত—ণ. জ্ঞান ভক্তি প্রভৃতি ভাব যাহার ভিতরে দৃঢ় বা অকৃত্রিম নয়, দুর্বল অধিকারী (ভাক্ত জ্ঞানী ; ভাক্ত বৈষ্ণব) ; বকধার্মিক ; অপ্রধান ; গৌণ ; অন্ন সম্বন্ধীয় । [ভক্ত+ষ্ণ] ।

ভাগ—[ভজ্+ঘঞ্] বি. অংশ, খণ্ড, (পাঁচ ভাগের একভাগ ; সম্পত্তির ভাগ পেয়েছে ; বিভজন (তিন দিয়ে ভাগ কর) ; একদেশ, স্থান (নিম্ন-ভাগ ; স্থলভাগ) ; কালাংশ (দিবাভাগে) ; ভাগ্য (মহাভাগ ; 'আজু রজনী হাম ভাগে পোহায়নু' —বিদ্যাপতি) ; (গণিতে) হরণ, division । **ভাগ করা**—বিভক্ত করা, বিভিন্ন অংশ পরস্পরের মধ্যে বণ্টন করা (যা পেয়েছ ভাগ করে খাও—ভাগাভাগি দ্রঃ) । **ভাগধেয়**—বি, অংশ ; রাজস্ব ; দায়াদ ; ভাগ্য । **ভাগফল**—এক রাশিকে অন্য রাশি দিয়া ভাগ করিলে যে ফল পাওয়া যায়, quotient । **ভাগ বাটো-য়ারা**—বিভিন্ন অংশে বিভাগ করিয়া বণ্টন । **ভাগলেখ্য**—সম্পত্তি বিভাগ সম্পর্কে দলিল । **ভাগশেষ**—ভাগ করিলে যাহা অবশিষ্ট থাকে, remainder । **ভাগহর**—ণ. অংশ গ্রহণ-কারী ; প্রজার নিকট হইতে রাজার প্রাপ্য আদায়কারী ; দায়াদ । **ভাগহার**—এক রাশিকে অন্য রাশি দিয়া ভাগ করিবার প্রণালী, division । **ভাগহারী** (-রিন্)—অংশগ্রহণ-কারী । **ভাগের মা গঙ্গা পায় না**—পূর্ণ দায়িত্ব এক জনে গ্রহণ না করিলে অনেক ক্ষেত্রেই কাজ পণ্ড হয় । **বাড়ার ভাগ**—অতিরিক্ত, উপরন্তু ।

ভাগনা, নে—ভাগিনেয় দ্রঃ । স্ত্রী. **ভাগনী** ।

ভাগবত—[ভগবৎ+ষ্ণ] বি. ব্যাসপ্রণীত ভক্তি-গ্রন্থবিশেষ, শ্রীমদ্ভাগবতম্ ; ভগবৎ-সম্বন্ধীয় অথবা ভগবদ্দত্ত ; ভগবদ্ভক্ত, বৈষ্ণব (পরম ভাগবত) । স্ত্রী. ণ. **ভাগবতী**—ভগবদ্ভক্তি বিষয়িণী (ভাগবতী তৃষ্ণা ; ভাগবতী প্রেরণা) ; ভাগবত সম্বন্ধীয় (ভাগবতী কথা) । (ভাগবৎ লেখা ভুল) ।

ভাগা-বি. নানা ভাগে ভাগ করিয়া রাখা জিনিসের এক ভাগ (মাছের ভাগা) ; ক্রি. ভঙ্গ দেওয়া, পলায়ন করা (বধূজড়িমা পলকে ভাগিল —রবি) । **ভাগানো**—ক্রি. তাড়ানো (ভূত ভাগানো—ভূত দ্রঃ) ; ভাজানো, ভাঙচি দেওয়া ; ফুসলানো (পরের বাড়ীর চাকর-চাকরাণী ভাগাতে ওস্তাদ ; মেয়েভাগানো মোকদ্দমা) ।

ভাগাড়—বি. মৃত গরুমহিষ যেখানে ফেলিয়া দেওয়া হয় (গো-ভাগাড় ; ভাগাড়ের মড়া) ।

ভাগাভাগি—(সাধারণতঃ নিন্দার্থক) বি. পর-স্পরের মধ্যে বণ্টন, কয়েক জন মিলিয়া আত্মসাৎ করা (এসব ভাগাভাগির মধ্যে আমি নেই ; যা পেয়েছ ভাগাভাগি করে খাও) ।

ভাগি—বি. ভাগ্য । (ব্রজবুলি) ।

ভাগিনা, ভাগিনেয়—[ভগিনী+ঢেয়] বি. ভগিনীর অথবা ননদের পুত্র (কথ্য—ভাগ্‌নে ; পূর্ববঙ্গে **ভাগিনা, ভাগ্না**) । স্ত্রী. **ভাগি-নেয়ী** (কথ্য ভাগ্‌নী) ।

ভাগী (-গিন্)—[ভজ্+ঘিন্] ণ. অংশী, দায়াদ, উত্তরাধিকার-সূত্রে যে সম্পত্তির অংশ পায় (আমার ভাগী এসেছেন) ; যাহাতে কোন ফল বর্তে (দোষের ভাগী, নিমিত্তের ভাগী ; [ভাগ+ইন্] ভাগ্যবান্ (বহুভাগী) । **ভাগীদার**—ভাগী, অংশীদার । [ভাগী+ ফা. দার]

ভাগীরথী—ভগীরথ কর্তৃক আনীত গঙ্গা ; গঙ্গার শাখা-বিশেষ, হুগলী নদী (ভাগীরথী অঞ্চলের ভাষা) । [ভগীরথ+ষ্ণ+ঈপ্]

ভাগ্যিস, ভাগ্যিস্—অব্য. ভাগ্যক্রমে (কলি-কাতা অঞ্চলের কথা ; মধ্য বাংলায় ও পূর্ব বাংলায় ভাগ্যি ; সাধু : ভাগ্যে—ভাগ্যে খোকা ছিল মায়ের কাছে—রবি) ।

ভাগ্য—[ভজ্+য] বি. অদৃষ্ট, নিয়তি, দৈব, বরাত (ভাগ্যফল ; ভাগ্যে দেখা হল) ; সৌভাগ্য (ভাগ্যবন্তের গৃহিণী) । **ভাগ্যক্রমে,-গুণে** —ক্রি.ণ. সৌভাগ্যবশতঃ । **ভাগ্য গণনা**—জ্যোতিষের সাহায্যে অদৃষ্টের ফলাফল সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ । **ভাগ্যচক্র**—পরিবর্তনশীল অদৃষ্ট । **ভাগ্য-দোষে**—দুরদৃষ্টবশতঃ । **ভাগ্যধর** —ণ. ভাগ্যবান্ । **ভাগ্যপুরুষ**—বিধাতা পুরুষ । **ভাগ্যফল**—পূর্বজন্মের কর্মের ফলে নির্ধারিত সুখদুঃখাদি । **ভাগ্যবতী**— [ভাগ্যবৎ+ঈপ্] ণ. সৌভাগ্যবতী । **ভাগ্য-বন্ত,-বান্** (-বৎ)—ণ. সৌভাগ্যশালী, সমৃদ্ধি-শালী । **ভাগ্যবল**—অদৃষ্টের জোর । **ভাগ্য-বিধাতা** (-তৃ),-**দেবতা**—ভাগ্যের গতির নিয়ন্তা । **ভাগ্যবিপর্যয়**—ভাগ্যের অশুভ পরিণতি, হঠাৎ বিপৎপাতাদির ফলে দুর্ভাগ্যগ্রস্ত হওয়া । **ভাগ্যলিপি**—অদৃষ্টের লেখা । **ভাগ্যহীন**—ণ. দুর্ভাগ্য । **ভাগ্যে**—অব্য,

ভাগ্যিস, সৌভাগ্যক্রমে। **ভাগ্যোদয়**—সৌভাগ্যের বা সুদিনের উদয়।

ভাগ্যি—(কথ্য) বি. ভাগ্য, সৌভাগ্য, শুভ অদৃষ্ট (বাপের ভাগ্যি; ভাগ্যি ভাল)। **ভাগ্যিমান**—(কথ্য) ণ. ভাগ্যবান্ (স্ত্রী. **ভাগ্যিমানী**)।

ভাঙ—ভাং দ্রঃ।

ভাঙচুর—বি. ভাঙিয়া যাওয়া ও চূর্ণ হওয়া; সমূহ পরিবর্তন (অনেক ভাঙচুরের পর তবে ব্যাপারটা একটা স্থায়ী রূপ পেতে পারে)। [(ভাঙ্‌টাও বলা হয়)

ভাঙড়—ভাঙ্গড় দ্রঃ।

ভাঙ্‌তি—বি. বিনিময়ে প্রাপ্ত ক্ষুদ্রতর মুদ্রা

ভাঙন, ভাঙ্গন—বি. ভাঙিয়া যাওয়া; স্রোতের বেগে নদীর পাড় ধ্বসিয়া পড়া (পদ্মার ভাঙন; 'ভাঙন-ধরা কূলে'); অবনতি ক্ষতি ধ্বংস ইত্যাদির দিকে প্রবণতা (স্বাস্থ্যে ভাঙন ধরেছে; তখন চৌধুরীপরিবারে ভাঙন ধরেছে)।

ভাঙন—বি. তৈলাক্ত মাছ-বিশেষ।

ভাঙা, ভাঙ্গা—[ভনজ্‌ ধাতু] ক্রি. ভগ্ন করা, খণ্ডিত করা; (ডাল ভাঙা); পণ্ড করা বা হওয়া (বিয়ে ভাঙা); চূর্ণ করা বা হওয়া (ঢেউগুলি নিরুপায় ভাঙে দুয়ারে—রবি); ভাঙিয়া প্রস্তুত করা (ডা'ল ভাঙা; পাথর ভেঙে কাটছে যেথা পথ—রবি); কষ্টে অতিক্রম করা (জল কাদা ভাঙা; মাঠ ভাঙা; দশ মাইল ভাঙা); নষ্ট করা বা হওয়া, টুটিয়া যাওয়া (স্বাস্থ্য ভাঙা; বড়াই ভাঙা; ঘুম ভাঙা); বিধ্বস্ত করা বা হওয়া (গড়ে ভাঙা); শিথিলবদ্ধ হওয়া বা করা, ছত্রভঙ্গ হওয়া (জোট ভাঙা; সভা ভাঙিয়া যাওয়া); নিয়মিত কার্য শেষ হওয়া (কাছারি ভাঙা; হাট ভাঙা); ঘুচা, দূর হওয়া (মান ভাঙা; সন্দেহ ভাঙা; লজ্জা ভাঙা); বিকৃত বা বিকল হওয়া (গলা ভাঙা; মন ভাঙা); বন্ধন ছিন্ন করা বা অপসৃত হওয়া (বাঁধ ভাঙা; কূল ভাঙা; জেল ভাঙা); ভিতর হইতে বাহির হইয়া আসা (জল ভাঙা; পেট ভাঙা; রক্ত ভাঙা); অবাঞ্ছিত পরিণতি লাভ করা (কপাল ভাঙা; ঘর ভাঙা—পরিবারের সদ্ভাব নষ্ট করা); সঞ্চিত ধনাদি ব্যয় করা বা তছরূপ করা (টাকা ভাঙা; তহবিল ভাঙা); প্রকাশ করা, খুলিয়া বলা (কথাটা ভাঙল না; ভেঙে বল তবে ত বুঝব)। বি. উক্ত সকল অর্থে। **ভাঙিয়া পড়া বা আসা**—একসঙ্গে বহু লোকের আগমন হওয়া (নতুন বৌ দেখিতে পাড়া ভাঙিয়া পড়িল)। **ঘাড় ভাঙা**—ক্ষতি করা; খরচ করানো। **মাথায় কাঁটাল ভাঙা**—অপরের খরচে নিজের কাজ হাসিল করা।

ভাঙা, ভাঙ্গা—ণ. ভগ্ন, জীর্ণ (ভাঙা বাড়ী; ভাঙা শরীর); বক্র (কোমরের কাছে ভাঙা); ছিন্নযুক্ত (ভাঙা বদনা); ব্যাধি বা বাধ'ক্যহেতু বসা (কপালের দুই পাশে ভাঙা); দূর করে এমন (ভয়-ভাঙা এই নায়ে—রবি); অকার্যকর (ভাঙা ঢোল); উৎসাহ-উদ্দীপনাহীন, হতাশাস (ভাঙা বুক); বিকৃত (ভাঙা হিন্দি; ভাঙা গলা); যাহা ভাঙিয়া ফেলে বা নষ্ট করে (গুমট-ভাঙা হাওয়ার ঝলক; গলা-ভাঙা চীৎকার; হাড়-ভাঙা খাটুনি); যে বা যাহা ভাঙিয়া বাহির হইয়াছে অথবা ভাঙিয়া পাওয়া গিয়াছে (জেল-ভাঙা কয়েদী; চাকভাঙা মধু; হাসি ডালিম-ভাঙা—মোহিতলাল)। **ভাঙা কপাল**—মন্দ ভাগ্য। **ভাঙাচোরা**—ণ. ভগ্ন ও চূর্ণ; ভগ্ন ও বিকৃত। **ভাঙা ভাঙা**—ণ. আধো-আধো; অশুদ্ধ ও অমার্জিত (ভাঙা ভাঙা ধরণের ইংরেজী বলতে পারে)। **ভাঙা হাট**—যখন হাটের অনেক লোক চলিয়া গিয়াছে, সুতরাং তাহা তখন নষ্টগৌরব; পড়ন্ত অবস্থা।

ভাঙানো, ভাঙ্গানো—ক্রি. পরামর্শ দিয়া দলচ্যুত বা প্রতিকূল করা (সাক্ষী ভাঙানো, ঘর ভাঙান, মন ভাঙান; এহেন বঁধুরে মোর যে জন ভাঙায়—চণ্ডীদাস); ক্ষুদ্রতর বা ভিন্ন দেশের বা শ্রেণীর মুদ্রা গ্রহণ করা (টাকা ভাঙাতে চার পয়সা করে বাটা নিচ্ছে; চেক ভাঙানো; পাউণ্ড ভাঙাইয়া ডলার নেওয়া); ব্যক্ত করা; অঙ্গভঙ্গি করিয়া উপহাস করা (পূর্ববঙ্গে ভেঙ্গান); চুল প্রভৃতির গোছা বা গ্রন্থি রঞ্জন করা (বেণী ভাঙানো; শিকা ভাঙানো; দণি ভাঙানো)। **ভাঙানী**—ণ. যে বা যাহা ভাঙায় অর্থাৎ কুমন্ত্রণা দেয় বা বিচ্ছেদ জন্মায় (ঘর-ভাঙানী বউ)। **ভাঙানি**—বি. বিনিময়ে প্রাপ্ত বা প্রাপ্য ক্ষুদ্রতর বা ভিন্ন জাতীয় মুদ্রা (নোটের ভাঙানি টাকা); ভাংতি।

ভাঙ্গড়—ণ., বি. ভাঙখোর, যে সিদ্ধি খাইয়া বিভোর হইয়া থাকে; শিব; সিদ্ধিতে আসক্ত সুতরাং কাণ্ডজ্ঞানহীন (গালি)। [বাং.]

ভাঙ্গী—ণ. ভাঙে আসক্ত (গালি) ; [হি.] বি. মেথর, ঝাড়ুদার।

ভাজ—[ভ্রাতৃজায়া] ভাইয়ের স্ত্রী।

ভাজক—বি. যে রাশির দ্বারা অপর রাশিকে ভাগ করা হয়, divisor। [ভাজ্+ণক]

ভাজন—বি. আধার, পাত্র, যোগ্যপাত্র ; ণ. শ্রেষ্ঠ, মুখ্য ; যোগ্য (নিন্দা-ভাজন)।

ভাজনা—ণ., বি. যাহাতে ভাজা হয় (ভাজনা খোলা) ; পরে ব্যঞ্জনে দিবার জন্য ভাজিয়া রাখা পেঁয়াজ। (প্রাদে.)।

ভাজা—ক্রি. ফুটন্ত তৈলাদিতে বা বালির সাহায্যে অথবা কাঠ-খোলায় পাক করা (বেগুন ভাজা ; চাল ভাজা) ; ণ. যাহা ভাজা হইয়াছে (ভাজা মাছ) ; রৌদ্রদগ্ধ (রোদে ভাজা) ; সন্তপ্ত ; বি. ভাজা খাবার (বেগুন ভাজা)। **ভাজা-পোড়া**—ণ. ভর্জিতপ্রায় অথবা অর্ধদগ্ধ খাদ্য যাহা রসাল বা সুখাদ্য নয় (ভাজাপোড়া খেয়ে দিন কাটে) ; ভর্জিত ও কড়া স্বাদযুক্ত খাদ্য (ভাজাপোড়া খেতে ভালবাসে)। ণ. **ভাজা-ভাজা**—ঝোলহীন, প্রায় ভাজা (মাংসটা ভাজা-ভাজা করে নামাবে) ; অতিশয় সন্তপ্ত বা উৎপীড়িত (জুলুমে দেশের লোক ভাজাভাজা হয়েছে ; নানা ঝামেলায় হাড় ভাজাভাজা হলো)। **ভাজাভুজা**—তৈলাদিতে ভাজা ও কাঠ-খোলায় ভাজা খাদ্য (ভাজাভুজা খাইতে ভালবাসে —ভুজা দ্রঃ)। **ভাজাভুজি**—নানা জাতীয় ভাজা খাবার (ভাজাভুজি হত পাঁচটা-ছটা—রবি)। **ভাজি,-জী**—ভর্জিত ব্যঞ্জন (বেগুন ভাজী ; ভাজি করা—ভাজা)।

ভাজিত—ণ. যাহা ভাগ করা হইয়াছে, divided by ; পৃথক্‌কৃত। [ভাজ্+ক্ত]। **ভাজ্য**—বি. যে রাশিকে ভাগ করিতে হইবে, dividend ; ণ. বিভাজ্য।

ভাট—[সং. ভট্ট] বি. হিন্দুজাতি-বিশেষ ; স্তুতি-পাঠক ; যাহারা বিবাহাদি ব্যাপারে বংশচরিত কীর্তন করে ('কিবা রূপ কিবা গুণ কহিলেক ভাট'—ভারতচন্দ্র) ; ভট্ট। **ভাটপাড়া**—ভট্টপল্লী (দ্রঃ)। **ভাটপাড়ার বিধান**—ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের বিধান, প্রাচীনপন্থী পণ্ডিতদের বিধান (কিঞ্চিৎ অবজ্ঞার্থক)।

ভাটশালিক—বি. গুয়ে শালিক।

ভাটা—বি. গোলক ; ভাঁটা ; ভাঁটি।

ভাটি—ণ., বি. ভাঁটি (দ্রঃ) ; অবনতির দিকে গতি, যৌবনের পর প্রৌঢ় দশা (এখন পড়েছে ভাটি ভয় দেই লাঠি—পাগলা কানাই) ; নিস্তেজ, মৃদু (ভাটি জ্বাল—গ্রাম্য) ; বঙ্গের দক্ষিণ অঞ্চল (ভাটির বাঙ্গাল)। **ভাটিমুল্লুক**—সুন্দরবন বরিশাল প্রভৃতি অঞ্চল।

ভাটিয়ারী, ভাটিয়াল, ভাটিয়ালী—বি. বাংলার লোক-সঙ্গীতের সুর-বিশেষ ; ভাটিয়ালী সুরে গাওয়া গান।

ভাড়া—[সং. ভাটক] বি. ব্যবহারের জন্য দেওয়া অর্থ, মাশুল (নৌকা ভাড়া ; বাড়ী ভাড়া ; পোষাক ভাড়া ; রেল ভাড়া) ; ধান ভানার জন্য যে চাউল বা অর্থ দেওয়া হয় (ভাড়া ভানা —চাউল ইত্যাদি মজুরি লইয়া ধান ভানা ; 'বারা বানা' বেশী প্রচলিত) ; (তাহা হইতে) জীবনের অবলম্বন, সম্বল (হাপুতির পুত মোর বালতীর ভাড়া—কবিকঙ্কণ) ; ণ. যাহা ভাড়া করা যায় বা করা হইয়াছে (ভাড়া বাড়ী)। **ভাড়া করা, ভাড়া লওয়া**—(নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে নিয়মিতভাবে) টাকা দিবার চুক্তিতে কিছু ব্যবহারের অধিকার লওয়া ('বাস্ ভাড়া করা'—নিজের বা নিজের দলের বিশেষ কাজের জন্য সমগ্র বাস্ ভাড়া করা)। **ভাড়া খাটা**—নির্দিষ্ট ভাড়া লইয়া কাজ করা)। **ভাড়া দেওয়া**—ভাড়াটিয়াকে ব্যবহারের জন্য দেওয়া ; মাশুল দেওয়া। **ভাড়াটিয়া, ভাড়াটে**—বি. যে গৃহ বা গৃহের অংশ ভাড়া করে ; ণ. যাহা ভাড়া করা হয় (ভাড়াটে নৌকা) ; যে অর্থ গ্রহণ করিয়া দাতার নির্দেশ মত কিছু করে (ভাড়াটে বক্তা, লেখক, সাক্ষী)।

ভাড়ানী, ভাড়ুনী—বি. যে স্ত্রীলোক ধান ভানিয়া জীবিকা অর্জন করে (মধ্য ও পূর্ববাংলায় 'বারানী')।

ভাণ—[ভণ্+অ] বি. রূপক-বিশেষ, ইহাতে একটী মাত্র অঙ্ক থাকে (সেটা নাটক কি রূপক কি প্রকরণ কি ভাণ তা ঠিক বলতে পারবনা—রবি) ; বাক্য, বাণী (ভণয়ে বিদ্যাপতি ইহ রস ভাণ—বিদ্যাপতি) ; ভান, ব্যাজ, ছল, জ্ঞান, বোধ, অনুমান, ধারণা ; ক্রি. বলা।

ভাণ্ড—[ভণ্ড্+ঘঞ্] বি. পাত্র, মৃৎপাত্র ; বাদ্যযন্ত্র ; আধার (ক্ষুর ভাণ্ড) ; পুঁজি ; দেহ (যাহা নাই ভাণ্ডে তাহা নাই ব্রহ্মাণ্ডে) ; পণ্য।

ভাণ্ডপতি—বি. বণিক্। **ভাণ্ডপুট**—বি. নাপিত। **ভাণ্ডবাদন**—বি. মুরজ প্রভৃতি যন্ত্র বাজানো।

ভাণ্ডাগার—বি. যে গৃহে গৃহস্থের নিত্যব্যবহার্য দ্রব্যাদি থাকে, ভাঁড়ার; ধনাগার, কোষ। **ভাণ্ডাগারিক**-বি. ভাণ্ডাগারের অধ্যক্ষ, ভাঁড়ারের জিম্মাদার।

ভাণ্ডার—বি. ভাণ্ডাগার, ভাঁড়ার; কোষ (ধন-ভাণ্ডার; রত্নভাণ্ডার); গোলা (শস্যভাণ্ডার)। [ভাণ্ড-ঋ+ঘঞ্]। **ভাণ্ডারপাল, ভাণ্ডারিক**—বি. ভাণ্ডারের অধ্যক্ষ, ভাণ্ডারী।

ভাণ্ডারা—বি. ব্যাপক অন্নদান-উৎসব; সাধুদের সমবেত ভোজন।

ভাণ্ডারী (-রিন্)—বি. ভাণ্ডাররক্ষক, যে ভৃত্য ভাঁড়ারের তদারক করে; উপাধি-বিশেষ। [ভাণ্ডার+ইন্]।

ভাণ্ডি—বি. ছোট ভাণ্ড বা আধার (পূর্ববঙ্গে সুপ্রচলিত—দেয়াশলাইয়ের ভাণ্ডি); নাপিতের ক্ষুর রাখিবার আধার।

ভাণ্ডীর—বি. বট গাছ; ভাঁট গাছ; বৃন্দাবনের সপ্ত বটের অন্যতম। [সং]

ভাত—[ভা (দীপ্তি পাওয়া)+ক্ত] ণ. দীপ্তিমান্, আলোকিত, উজ্জ্বল; প্রভাত। বি. **ভাতি**—দীপ্তি, আলো।

ভাত—[সং. ভক্ত] বি. অন্ন, সিদ্ধ করা বা রাঁধা চাউল, খাদ্য (ভাত কাপড়ের কষ্ট ছিল না); জীবিকা (পরের ভাত মেরোনা); (কথ্য) অন্নপ্রাশন; ফোঁড়ার ভিতরকার সাদা মাজ। **ভাত ওঠা**—জীবিকার্জনের পথ বন্ধ হওয়া। **ভাত করে খাওয়া**—উপযুক্ত জীবিকা অর্জন করা। **ভাত-কাপড়**—অন্নবস্ত্র। **ভাতঘুম**—ভাত খাওয়ার পরেই যে ঘুম আসে তাহা। **ভাত দেওয়া**—ভরণপোষণ করা (বাপ মায়ের ভাত দেওয়া)। **ভাত ধরা**—অন্নপথ্য করা। **ভাত পানি**—দানা-পানি। **ভাত মারা যাওয়া**—জীবিকার পথ বন্ধ হওয়া, বেকার হওয়া (তুমি বক্তৃতা করতে দাঁড়ালে দেখছি সুরেন বাঁড়ুয্যের ভাত মারা যাবে—ব্যঙ্গে)। **ভাত মুখে দেওয়া**—অন্নপ্রাশন। **ভাত হওয়া**—জীবিকার উপায় হওয়া। **ভাতুড়ে**—ণ. পরান্নজীবী। (কথ্য)। **ভাতুয়া**—ণ. ভেতো। **ভাতে**—বি. ভাতের সহিত সিদ্ধ খাদ্য (ডাল ভাতে; ভাতে ভাত)। **ভাতে দেওয়া**—ভাতের সহিত সিদ্ধ করা (বেগুন ভাতে দেওয়া)। **ভাতে দিয়ে খাওয়া**—অর্জিত বিদ্যা ভুলিয়া যাওয়া (ইংরেজি যা শিখেছিল সব ভাতে দিয়ে খেয়েছে)। **ভাতে ভাত**—ভাত ও ভাতের সহিত সিদ্ধ খাদ্য। **ভাতে মারা**—ক্রি. অন্ন না দিয়া বা জীবিকার উপায় বন্ধ করিয়া জব্দ করা। **ভাতের কাঁড়ি**—স্তূপীকৃত অন্ন। **পুরান চাল ভাতে বাড়ে**—পুরান দ্রঃ।

ভাতা—ক্রি. প্রতিভাত হওয়া, দীপ্তি পাওয়া (শুভ্র ললাটে ইন্দু সমান ভাতিছে স্নিগ্ধ শান্তি—রবি)। (কাব্যে ব্যবহৃত)।

ভাতা—[সং. ভৃতি; হি. ভাতা] বি. কর্মচারীকে নিয়মিতভাবে বেতনের অতিরিক্ত যে অর্থ দেওয়া হয়, allowance। **ভাতাখোর, ভাতাখোর**—যে বসিয়া বসিয়া পেনসন খায়; বি. বড়লোকের বা সরকারের অনুগ্রহজীবী (অবজ্ঞার্থক)।

ভাতার—[সং. ভর্তৃ] বি. স্বামী, পতি, যে শায়েস্তা করিতে পারে (শক্ত ভাতারের পাল্লায় পড়েছ)। (প্রাচীন বাংলায় 'ভাতার' সুপ্রচলিত ছিল, কিন্তু বর্তমানে কেবল গ্রাম্যভাষায়, বিশেষতঃ গ্রাম্য মেয়েদের ভাষায় চলিত)। **ভাতারখাগী**—স্বামীকে খাইয়াছে যে, বিধবা (গ্রাম্য মেয়েলী গালি)। **ভাতারপুত**—বি. স্বামী ও পুত্র ('চরকা আমার ভাতার পুত')। **ভাতার ধরা**—নিজে পতি বরণ করা; নিকা করা (অবজ্ঞার্থক)। **ভাতারী**—ণ. যে ভাতার ধরে (অন্য শব্দের সহিত যুক্ত হইয়া গালিরূপে ব্যবহৃত হয়, ভাই-ভাতারী, বারো-ভাতারী)। **ভাতার্তি**—ণ. ভাতারওয়ালি, সধবা ('স্বামীর সোহাগ' নয়)।

ভাতি—বি. ভাতরূপে দত্ত, চাষে নিযুক্ত চাকরকে মাহিনার অতিরিক্ত যে ধান্যাদি দেওয়া হয়। [বাং]

ভাতি—[ভা+ক্তি] বি. শোভা, দীপ্তি (নিশীথে প্রদীপ-ভাতি—সদ্ভাব-শতক); প্রকার; সাদৃশ্য (পুরাণ বসন ভাতি অবলা জনের জাতি রক্ষা পায় পরম যতনে—কবিকঙ্কণ চণ্ডী)।

ভাতিজা—[হি., সং ভ্রাতৃজ] বি. ভাইপো। স্ত্রী. **ভাতিজী**।

ভাদই, ভাদুই—ণ. ভাদ্র মাসে উৎপন্ন (ফসল)। **ভাদর**—(ব্রজবুলি) ভাদ্রমাস। **ভাদামা্যা**—(পূর্ববঙ্গে প্রচলিত—নিন্দার্থক) ণ. যাহার নির্দিষ্ট বাসস্থান ও কর্ম নাই, যে খায় দায় আর ঘুরিয়া বেড়ায়, অকর্মণ্য, দায়িত্ববোধহীন (ভাদামা্যা কুত্তা ; ভাদামা্যাগিরি)। **ভাদাল**—বি. গজভাদাল, কলা গাছের ভিতরকার থোড়। (প্রাদে.)। **ভাদুরে**—ণ. ভাদ্র মাসে উৎপন্ন (পিঠে পড়ে ভাদুরে তাল ; ভাদুরে গরম) ; আউশ ধান-বিশেষ। **ভাদ্র**—বি. বাংলা বৎসরের পঞ্চম মাস (যাহাতে পূর্ণিমা ভদ্রানক্ষত্রযুক্ত)। [ভদ্রা+অ]। **ভাদ্রপদ**—ভাদ্র মাস। **ভাদ্রপদা**—পূর্ব ভাদ্রপদ ও উত্তর ভাদ্রপদনক্ষত্র। **ভাদ্রবধূ, ভাদ্দর-বৌ**—কনিষ্ঠ ভ্রাতার স্ত্রী ; (তাহা হইতে) একান্ত অস্পৃশ্য ও বর্জনীয় ব্যক্তি বা দ্রব্য। [ভ্রাতৃবধূ]

ভান—[ভা (দীপ্তি পাওয়া)+অনট্] বি. শোভা, দীপ্তি ; প্রকাশ, জ্ঞান, বিভ্রম, ছলনা, কৃত্রিম আচরণ, ছল (অসুখের ভান করা)।

ভানা—[স ভনজ্] ক্রি ধান নিস্তুষ করা, ঢেঁকি প্রভৃতি সাহায্যে চাউল প্রস্তুত করা (ধান ভানা ; ধান ভানতে শিবের গীত)। **ভানা-কুটা**—ধান ভানা চাউল কুটা ইত্যাদি (বানাকুটা বা বারাকুটা'ও বলা হয়—বারাকুটা করে দিন চলে)। **ভানানো**—ক্রি. কাহারও দ্বারা ধান ভানিয়া লওয়া। **ভানুনী, ভানানী**—ভাড়ানী, যে ধান ভানিয়া জীবিকা অর্জন করে।

ভানু—[ভা+নু] বি. সূর্য ; রশ্মি (সহস্র ভানু) ; শিব ; প্রভু ; রাজা ; গন্ধর্ব-বিশেষ, অর্কবৃক্ষ। **ভানুকন্যা**—যমুনা। **ভানুজ, ভানুতনুজ**—শনি। **ভানুদিন,-বার**—বি. রবিবার। **ভানুমতী**—দুর্যোধনের পত্নী ; ভোজরাজার কন্যা ও বিক্রমাদিত্যের পত্নী (ইনি মায়াবিদ্যায় নিপুণা ছিলেন)। **ভানুমতীর খেলা**—যাদুবিদ্যা, ইন্দ্রজাল, ভোজবাজী।

ভানুমান্ (-মৎ)—ণ দীপ্তিমান্ ; বি. সূর্য।

ভাপ—[স বাষ্প] বি. বাষ্প, steam (ভাপ উঠা গরম) ; [illegible], সেক। **ভাপ্‌রা, ভাব্‌রা**—উত্থিত বাষ্প ; বাষ্প প্রয়োগ। **ভাপ্‌রা দেওয়া**—রোগীর দেহে বাষ্প প্রয়োগ করা। **ভাব্‌রার ঘর**—বাষ্প প্রয়োগের ঘর, বাষ্পপূর্ণ ঘর। **ভাপসা**—বি. গুমট (ভাপসা ধরা) ; ণ. বাষ্পের মত বা বাষ্পের আধিক্যজাত (ভাপসা গরম ; ভাপসা গন্ধ বা ভেপ্‌সো গন্ধ—বায়ু চলাচল বন্ধ হেতু উগ্র গন্ধ)। **ভাপা**—ণ. ভাপে সিদ্ধ (ভাপা পিঠা—গ্রাম্য পিঠা-বিশেষ), ক্রি. বাষ্পে পরিণত হওয়া। **ভাপানো**—ক্রি, ণ, বি. ভাপ দেওয়া। **ভাপিনী**—বাষ্পের সাহায্যে রন্ধন করিবার যন্ত্র, cooker.

ভাব—[ভূ+ঘঞ্] বি. বিদ্যমানতা, সত্তা, অস্তিত্ব (ভাবপক্ষে, অভাব), উৎপত্তি ; হওয়া (তিরোভাব), থাকা (অদৃশ্য ভাবে) ; প্রকৃতি (অসুরভাব) ; অবস্থা, প্রবণতা (দেশের ভাবগতিক ; বাজারের ভাব ভাল নয়) ; কৌলীন্য (স্বভাব কুলীন), চিন্তা, কল্পনা ; মনের অবস্থা (ভাবান্তর, ধর্মভাব লোপ পেতে বসেছে) ; ধারণা (ভ্রাতৃভাব, পত্নীভাবে আর তুমি ভেবনা আমারে—মধুসূদন) ; চিন্তা ও অনুভূতি, idea (ভাবকল্পনা ; ভাব প্রকাশ করা ; ভাবগর্ভ) ; মনোগত আদর্শ (ভাবের ভাবুক, ভাবতান্ত্রিকতা), অনুভূতির গাঢ়তা, emotion (স্থায়িভাব, সঞ্চারিভাব) ; আবেশ, অনুভূতির প্রাবল্য (ভাবে ঢুলুঢুলু আঁখি ; ভাববিলাসিতা ; ভাবাকুল) ; বনিবনাও, সম্প্রীতি, বন্ধুত্ব (ভাব করে চলা, ওদের সঙ্গে ভাব হয়েছে) ; প্রেম-প্রীতি, প্রণয় (ভাব করা ; দুজনে খুব ভাব ; ভাবেতে মজিলে মন কিবা হাড়ি কিবা ডোম) ; পরমতত্ত্ব, ভক্তিভাব (ভাবের গান ; ভাবের মানুষ) ; রকম-সকম, ধরণ, ভঙ্গি (ভাবে বোঝা গেল তিনি আরো কিছুদিন থাকবেন ; হাবভাব) ; অভিপ্রায়, উদ্দেশ্য (ভাবখানা এই আর একটু খোসামোদ করলেই রাজী হবে ; লোকটার ভাব বোঝা যাচ্ছে না ; মনোভাব) ; তাৎপর্য, সারকথা (ভাবার্থ), (ব্যাকরণে) ধাতুর অর্থ। **ভাব করা**—আলাপ করা ; বন্ধুত্ব স্থাপন করা। **ভাবগত**—ণ. ধারণাবিষয়ক ; মনোভাববিষয়ক ; মনের প্রবণতাবিষয়ক ; নিগূঢ় অর্থ-সম্বন্ধীয়। **ভাবগতিক**—বি. রকম-সকম, প্রবণতা, অবস্থা। **ভাবগম্ভীর**—ণ. ভাবের গুরুত্বহেতু গম্ভীর। **ভাবগর্ভ**—ণ. ভাবপূর্ণ। **ভাবগ্রাহী** (-হিন্)—ণ. যিনি অন্তরের ভাব গ্রহণ করেন, মর্মজ্ঞ (ভাবগ্রাহী জনার্দন)। **ভাবঘন**—ণ. ভাবের গাঢ়ত্বযুক্ত। **ভাবচোর,-চোর**—

বি. যে লেখক অন্য লেখকের ভাব চুরি করিয়া নিজের বলিয়া চালায়। **ভাবতান্ত্রিকতা**—বি. ভাববাদ, আদর্শের দিকে প্রবণতা, idealism (বস্তুতান্ত্রিকতা বা realism এর বিপরীত)। **ভাবতরঙ্গ**—বি. ভাবের প্রবল স্রোত বা উচ্ছ্বাস। **ভাবপ্রবণ**—ণ. ভাবাবেগের দ্বারা চালিত, sentimental। **ভাববিলাসী** (-সিন্)—ণ. কল্পনাপ্রিয়, যে কল্পনারাজ্যে বিচরণ করিতে ভালবাসে। **ভাবব্যক্তি**—বি. ভাবের প্রকাশ বা অভিব্যক্তি। **ভাবভঙ্গি**—বি. অভিপ্রায় ও লক্ষণ; রকম-সকম, ধরণ-ধারণ। **ভাবমার্গ**—ভাবতান্ত্রিকতা। **ভাবমিশ্র**—ণ. পণ্ডিতশ্রেষ্ঠ; বিদ্বান ও পূজ্য। **ভাবমূর্তি**—বি. চিন্তা ও অনুভূতির পূর্ণরূপ। **ভাবশুদ্ধি**—বি. চিন্তার বিশুদ্ধতা বা অনাবিলতা, চিত্তশুদ্ধি। **ভাবসঞ্চার**—বি. চিন্তা ও অনুভূতির সঞ্চার, স্থায়িভাবের সঞ্চার। **ভাবে-ভোলা**—ণ. অনুভূতির আধিক্য-হেতু বাহ্যজ্ঞানশূন্য, আপন ভাবে বিভোর। **ভাবের ঘরে চুরি**—চুরি দ্রঃ।

ভাবক—[ভাবি+ণক] ণ. যে চিন্তা করে; ভাবুক, ভাবালু, উৎপাদক; বাউল, উদাসীন (বেদান্ত পঠন ধ্যান সন্ন্যাসীর ধর্ম, তাহা ছাড়ি কেনে কর ভাবকের কর্ম—চৈতন্য-চরিতামৃত)।

ভাবন—[ভাবি+অনট্] ণ. উৎপাদয়িতা, স্রষ্টা (ভূতভাবন, লোকভাবন); বি চিন্তা, ধ্যান, অনুধ্যান; নারীর সাজসজ্জা ও প্রসাধন করণ। (ণ. ভাবুনে)। **ভাবনা**—বি. চিন্তা, ধারণা, ধ্যান, অনুধ্যান; দুশ্চিন্তা (সেই ভাবনাটা ভারি রুক্মিণীরে করেছে বিব্রত—রবি; ভাবনা চিন্তা করে আর কি হবে); কবিরাজী ঔষধ প্রস্তুত করিবার প্রক্রিয়া-বিশেষ, দ্রবপদার্থে ঔষধ ভিজানো।

ভাবা—ক্রি. চিন্তা করা, ধ্যান করা, স্মরণ করা (ভাব সেই একে—রামমোহন রায়); মনে করা, ধারণা করা, জ্ঞান করা (তুমি আমাকে কি ভাব বলত; ভেবেছ লোকটা বোকা; আপন ভাবা, পর ভাবা); বিচার করা, বিবেচনা করা (ভাবিতে উচিত ছিল প্রতিজ্ঞা যখন; এখন কি জবাব দেবে সেই ভেবে দেখ); মতলব আঁটা (ভেবেছ চোখ রাঙিয়ে কাজ হাসিল করবে); দুশ্চিন্তা করা (ভেবে ভেবে সারা হচ্ছে)। **ভাবানো**—ক্রি. চিন্তা করানো; চিন্তাগ্রস্ত করানো (ব্যাপারটা আমাকে বেশ ভাবিয়েছে)। **ভাবাইয়া তোলা**—উদ্বিগ্ন করা।

ভাবাত্মক—ণ. ভাবপূর্ণ; অস্তিত্বমূলক, positive। **ভাবানুগ**—বি. (পদার্থের অনুগ) ছায়া। **ভাবানুষঙ্গ**—বি. এক ভাবের সহিত অন্য ভাবের সম্পর্ক বা সম্বন্ধ, association of ideas। **ভাবান্তর**—বি. মনের ভিন্ন অবস্থা, মনোভাবের পরিবর্তন। **ভাবাবেশ**—বি. ভাববিহ্বলতা। **ভাবার্থ**—বি. সারমর্ম, তাৎপর্য, মোটকথা। **ভাবালু**—ণ. ভাববিলাসী, sentimental.

ভাবিক—[ভাব+ষ্ণিক] ণ. ভাবসম্বন্ধীয় বা সম্বলিত; ভাবী; স্বাভাবিক।

ভাবিত—ণ. চিন্তিত; মিশ্রিত; আত্মীকৃত; সুরভীকৃত; প্রাপ্ত; প্রমাণীকৃত; পবিত্রীকৃত (ভাবিতবুদ্ধি); ঘটানো হইয়াছে এমন। [ভূ+ণিচ্+ক্ত]

ভাবী (-বিন্)—[ভূ+ইন্] ণ. ভবিষ্যৎ (ভাবীকাল); ভবিতব্য; [ভাব+ইন্] ভাবযুক্ত। স্ত্রী. **ভাবিনী**—স্ত্রী. নারী (ভবেশ-ভাবিনী); হাবভাবযুক্তা নারী, প্রমদা।

ভাবী—[হি.] বি. ভ্রাতৃবধূ, বড় ভাইয়ের স্ত্রী। **ভাবীজান**—সম্মানিতা বউদি (বর্তমানে ভাবীসাহেবা বেশী প্রচলিত)।

ভাবুক—[ভূ+উক] ণ. ভাবনাশীল, চিন্তাশীল, ভাবে তন্ময়, contemplative; ভাবপ্রবণ।

ভাবুনে—ণ. যে সাজগোজ করিতে খুব ভালবাসে (ঢের দেখেছি, তোর মতো এমন ভাবুনে দেখিনি—রবি); রঙ্গরস-প্রিয়; ভাবগোপন করিতে যে ভালবাসে। (ভাবন দ্রঃ)। (কথ্য)।

ভাবোদ্দীপক—ণ. ভাবের উদ্রেককারী, প্রেরণামূলক। **ভাবোন্মত্ত**—ণ. ভাবাবেগে অধীর। **ভাবোন্মাদ**—বি. ভাবাবেগে উন্মত্তপ্রায় অবস্থা, frenzy, ecstasy। **ভাবোন্মেষ**—বি. ভাবোদ্রেক, ভাবের সঞ্চার। [চিন্তনীয়।

ভাব্য—[ভূ+য] ণ. ভবিতব্য; অবশ্যভাবী;

ভাম—খট্টাশতুল্য জীববিশেষ। [বাং.]

ভামী (-মিন্)—ক্রুদ্ধ। [ভাম (=ক্রোধ)+ইন্]। স্ত্রী. **ভামিনী**—কোপনা স্ত্রী; নারী, প্রমদা।

ভায়—[ভাব] বি, রীতি, পদ্ধতি, ক্রম (প্রাচীন

বাংলায় ও পূর্ববঙ্গে ব্যবহৃত। **ভায়ে ভায়ে**—শৃঙ্খলার সহিত; অনুসারে)। **ভায়**—ক্রি. দীপ্তি বা শোভা পায়; ভাল লাগে। [সং. ভা]

ভায়রা—বি. শ্যালিকার স্বামী। **ভায়রাভাই**—ভায়রা; (ব্যঙ্গার্থে) জুড়িদার, একই শ্রেণীর লোক।

ভায়া—[সং. ভ্রাতা; হি. ভাইয়া] বি. ভ্রাতৃস্থানীয় ব্যক্তি; ইয়ার (ভায়ার কোথায় যাওয়া হচ্ছে)।

ভায়োলেট—[ইং. violet] ণ. বেগুনী রংএর; বি. ফুল-বিশেষ।

ভার—[ভৃ+ঘঞ্] বি. গুরুত্ব, ওজন, weight (ভার বাড়ে নাই); মোট, বোঝা (ভারবাহী) দায়িত্ব, দায় (কর্মভার; ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী); রাশি, সমূহ, পুঞ্জ (কুসুমভার; কেশভার); চাপ, উদ্বেগ (ঋণের ভার, বেদনার ভার); বিহঙ্গিকা, বাঁক (ভারযষ্টি); এক বাঁকে যতটা বহন করা যায় (এক ভার মাছ); ১৬ হাজার তোলা পরিমাণ; ণ. ভারী, দুর্বহ (বড্ড ভার ঠেকছে; পেট ভার; বাপ মা কি তোমার জন্য ভার হয়েছে); অপ্রসন্ন, বেজার (ছোট বউ মুখ ভার করে বসে আছে); শ্লেষ্মাযুক্ত, থমথমে, দুঃখভারাক্রান্ত (গা মাথা ভার ভার; মন ভার); দুঃসাধ্য, কঠিন (সংসার চালানো ভার; তাকে চেনা ভার)। **ভারকেন্দ্র**—বি. centre of gravity, যে কেন্দ্রের উপরে বস্তু অবস্থিতি করিলে হেলিয়া পড়ে না; সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ স্থান ব্যাপার বা বিষয় (লণ্ডন-বৈঠক সেবার হইয়াছিল বিশ্বশান্তির ভারকেন্দ্র)। **ভারজীবী** (-বিন্)—বি.,ণ. যে ভার বহন করিয়া জীবিকা অর্জন করে, মুটে। **ভারবাহ**—[ভার—বহ্+অ] বি. ভারবাহক, মুটে। **ভারবাহী** (-হিন্)—ণ. ভারবহনকারী (সাধারণতঃ অবজ্ঞার্থক—ভারবাহী পশু)। **ভারযষ্টি**—বি. বাঁক, বিহঙ্গিকা। **ভারসহ**—ণ. যাহা ভার সহ্য করিতে পারে, মজবুত। **ভারহর,-হার**—ণ., বি. ভারবাহক। **ভারহারী** (-রিন্)—ণ. দুঃখহারী। [বিশেষ, ভরতপক্ষী।

ভারুই, ভারুই—[সং. ভরদ্বাজ] বি. ছোট পক্ষী-

ভারত—বি. ভারতবর্ষ; পাকিস্তানবর্জিত ভারতবর্ষ; মহাভারত (ভারত কথা); জনমেজয়; যুধিষ্ঠির; অর্জুন; ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর; ণ. ভারতীয়; ভরত-বংশীয়; ভরত-রচিত (ভারত নাট্য)। **ভারতবর্ষ**—প্রাচীন কালের জম্বু দ্বীপের নয়টি বর্ষের একটি বর্ষ, বর্তমান ভারত। ণ. **ভারতবর্ষীয়**। **যাহা নাই ভারতে তাহা নাই ভারতে**—যাহা মহাভারতে নাই তাহা সমগ্র ভারতবর্ষেও নাই। **ভূভারতে নাই**—বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডে নাই, অদ্ভুত, অসম্ভব।

ভারতী—[সং.] বি. সরস্বতী; বাণী, কথা; দশনামী সন্ন্যাসীদিগের উপাধি-বিশেষ (কেশব ভারতী); অভিনয়বিদ্যা। **ভারতীয়**—[ভারত+ঈয়] ণ. ভারতবর্ষের; বি. ভারতবাসী।

ভারদ্বাজ—বি. ভরদ্বাজের পুত্র, দ্রোণাচার্য; অগস্ত্যমুনি; ভরতপক্ষী; ণ. ভরদ্বাজ-বংশীয়। **ভারদ্বাজী**—ভরদ্বাজ-কন্যা।

ভারবি—কিরাতার্জুনীয়-রচয়িতা কবি।

ভারা—ক্রি. তন্ত্রমন্ত্র প্রয়োগ করা (পিঠা ভারা—মন্ত্র পড়িয়া আগুনের তেজ কমাইয়া পিঠা ভাল ফুলিতে দেওয়া)। [প্রাদে.]

ভারা—বি. যাহা ভার রাখিতে পারে, উঁচু জায়গায় বসিয়া বা দাঁড়াইয়া কাজ করিবার জন্য বাঁশ প্রভৃতির মাচা, scaffolding (ভারা বাঁধা—দালানাদি নির্মাণ কালে রাজমিস্ত্রীদের ব্যবহারের জন্য এরূপ মাচা বাঁধা; নৌকায় বা গাড়ীতে একবারে যতটা ধরে (এক ভারা খড়)। **ভারা-ভারা**—বোঝাই করা একাধিক নৌকা বা গাড়ী (রাশি রাশি ভারা ভারা ধান কাটা হল সারা—রবি)।

ভারাক্রান্ত—ণ. যাহার উপরে কিছুর ভার চাপিয়া বসিয়াছে, চিন্তা বা দুঃখের ভারে অভিভূত (ভারাক্রান্ত চিত্তে)। [ভার+আক্রান্ত]

ভারানী—বি. ভাড়ানী, ভানানী, যে ধান ভানে (বারানীও বলা হয়)। [প্রাদে.]

ভারাতুর—ণ. ভারাক্রান্ত। [ভার+আতুর]।

ভারার্পণ—বি. দায়িত্ব অর্পণ। [ভার+অর্পণ]

ভারি,-রী—ণ., ক্রি,-ণ. অত্যন্ত, অতিশয় (ভারি খারাপ; ভারি মজা; ভারি ভাল লাগলো); অপ্রসন্ন, বেজার (মুখ ভারি করে ব'সে আছে) বড়, স্থূল (মুখের গড়ন পাতলা নয় ভারী; ভারী গহনা); যাহা হাল্কা নয়, বেশী ওজন বিশিষ্ট, গুরু (বোঝা আমার নয় ভারী নয়—রবি); ভার, শ্লেষ্মার জন্য অস্বস্তিপূর্ণ (সর্দিতে মুখ মাথা ভারী হয়েছে)। **ভারী কথা**—গুরুত্বপূর্ণ কথা বা আলোচনা। **ভারী জল**—কফবর্ধক জল; পরমাণু বোমার উপাদান-বিশেষ, oxide of

deuterium. **ভারি ত**—অতিশয় বিস্ময়কর; উপহাস্য; ধর্তব্যের মধ্যে নয় (ভারি ত গোলমেলে ব্যাপার, ভারি ত মুরোদ)।

ভারিক্কি—ণ. গাম্ভীর্যযুক্ত, প্রৌঢ়োচিত, মুরুব্বির তুল্য (ভারিক্কি চালচলন)।

ভারিজুরি, ভারজুর—বি. জারিজুরি, জাঁক, গর্ব; চালাকি; গোপন মতলব, ষড়্‌যন্ত্র। (প্রাচীন বাং. ও গ্রাম্য)।

ভারী—[ভার+ইন্] বি., ণ. ভারবাহক, মুটে; ভারযুক্ত, heavy (ভারী বোঝা); গুরুত্বপূর্ণ। **ভারী শিল্প**—heavy industry.

ভারুই—বি. ভরত বা ভরদ্বাজ পক্ষী।

ভার্গব—বি. ভৃগুর পুত্র বা বংশধর; পরশুরাম শুক্রাচার্য; কুম্ভকার। [ভৃগু+অ]। স্ত্রী. **ভার্গবী**—ভৃগুবংশীয়া নারী; দেবযানী; পার্বতী, লক্ষ্মী; দুর্গা।

ভার্যা—[ভৃ+ য+আপ্—পোষণযোগ্যা] বি. পরিণীতা নারী, পত্নী, জায়া, স্ত্রী। **ভার্যাজিত**—ণ. স্ত্রৈণ। **ভার্যাট**—বি. যে জীবিকার নিমিত্ত স্ত্রীকে বেশ্যাবৃত্তি করায়। **ভার্যাপতি**—বি. দম্পতি।

ভাল—[ভা (দীপ্তি পাওয়া)+ল] বি. ললাট, কপাল (ভালচন্দ্র—শিব); ভাগ্য, অদৃষ্ট (এত দুঃখ ছিল মোর ভালে); দীপ্তি, তেজ।

ভাল, ভালো—[সং. ভদ্র; প্রা. ভল্ল] বি. কল্যাণ, হিত, মঙ্গল, উপকার (আপন ভাল কে না চায়; ভাল চাও ত সরে পড়); সাধুতা, উৎকৃষ্টতা, অনিন্দনীয়তা (অত ভাল ভাল নয়); ণ. কল্যাণকর (চোখের জন্য ভাল); শুভ (ভাল খবর); উত্তম, বিশুদ্ধ, উৎকৃষ্ট, চিত্তাকর্ষক (ভাল ঘি; ভাল খাবার; ভাল গন্ধ); সৎ, সাধু (ভাল লোক; অত ভাল হয়ো না); নিরীহ, গোবেচারা (ভালমানুষ); যুক্তি-যুক্ত, সঙ্গত (ভাল কথা); প্রশংসনীয়, শোভন (কাজটা ভাল হয় নাই; ভাল দেখায় না); প্রীতিকর (ভাল চালচলন); উচ্চশ্রেণীর, কুলীন (ভাল বংশ); সুস্থ (সে এখন ভাল আছে); নিপুণ, দড়, পটু, নির্ভরযোগ্য (ভাল কারিগর, ভাল কর্মী, ভাল বাবুর্চি, অঙ্কে ভাল); কার্যসিদ্ধির অনুকূল (তোমার সঙ্গে দেখা হলো ভাল হলো, তাকে এই সংবাদটা দিও); জ্যোতিষশাস্ত্র মতে শুভ (ভাল দিন); ভালোর বিপরীত, নিন্দনীয়, অবাঞ্ছিত, বিরক্তিকর (ভাল বিপদে পড়া গেছে; যা করেছিলাম তার ভাল ফল পেলাম); কাজের (ভাল কথা মনে পড়েছে); অব্য. আচ্ছা, বেশ (ভাল তোমাকেই জিজ্ঞাসা করছি)। **ভাল আপদ, ভাল জ্বালা**—অব্য. বিরক্তি কষ্ট ইত্যাদিসূচক। **ভাল কথা**—বি. হিতকথা; ধর্মকথা; অব্য. নূতন করিয়া মনে পড়া সূচক বাক্যাংশ (ভাল কথা, বেয়াই কেমন আছেন?)। **ভাল করা**—ক্রি. উপকার করা; চিকিৎসা করিয়া রোগমুক্ত করা। **ভাল করে**—ক্রি.ণ. উত্তমরূপে, যথাযথরূপে, আচ্ছা (ভাল করে শিক্ষা দিতে হবে)। **ভালখেকো**—ণ. (গালি বিশেষ) যে প্রিয়ের মঙ্গল খায় অর্থাৎ প্রিয়ের সর্বনাশকারী। স্ত্রী. **ভালখাকী,-গী**। **ভাল দেখানো**—ক্রি. শোভন বা সুন্দর বলিয়া মনে হওয়া। **ভালভাবে নেওয়া**—ক্রি. শুভার্থীর বাক্য বলিয়া গ্রহণ করা; কদর্থ না করা। **ভাল মনে**—ক্রি. ণ. উদারভাবে, অনুকূলভাবে, প্রসন্নচিত্তে। **ভালমন্দ**—বি. কল্যাণ-অকল্যাণ; স্বাস্থ্য-অস্বাস্থ্য; ভাল না হইয়া মন্দ অর্থাৎ বড় রকমের ক্ষতি অথবা মৃত্যু (মামলায় জড়িয়ে পড়লে ভালমন্দ কি হয় কে জানে; বাপ ত ব্যারামে ভুগছে ভালমন্দ যদি হয় তখন দাঁড়াবি কোথায়); নানা রকম সুখাদ্য (নতুন ধান আর নতুন গুড়ের সময়ে ভালমন্দ খেতে কার না সাধ যায়। এরূপ ক্ষেত্রে পূর্ববঙ্গে মুসলমানগণ 'ভালা-বুরা' বলে)। **ভালমানুষ**—ণ. নিরীহ সজ্জন (চালাক, ধড়িবাজ ইত্যাদির বিপরীত); গোবেচারা; বি. সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি (ভালমানুষের বেটী)। **ভাল লাগা**—বি. পছন্দ হওয়া; সুস্বাদু বোধ হওয়া; আরাম লাগা। **ভাল হওয়া**—ক্রি. সভ্যভব্য হওয়া, সৎপথে চলা; রোগমুক্ত হওয়া; যাহা সমীচীন অথবা কল্যাণকর তাহাই হওয়া। **ভাল রে ভাল**—অব্য. অপ্রত্যাশিত অবাঞ্ছিত ও বিরক্তিকর ব্যাপার সম্পর্কে বলা হয় (ভাল রে ভাল, শেষে আমিই হলাম তোমার শত্রু)। **ভালয় ভালয়**—ক্রি.ণ. নিরাপদে। **মন্দের ভাল**—ণ. অনেক মন্দের মধ্যে কম মন্দ।

ভালচন্দ্র—[ভালে চন্দ্র যাহার] বি. শিব; গণেশ।

ভালবাসা—বি. প্রীতি; স্নেহ (সন্তানের প্রতি ভালবাসা); প্রেম, আসক্তি, প্রণয়; পছন্দ; ক্রি. প্রীতি করা, ("ভালবাসি চরাচরে"—বিহারীলাল);

আসক্ত হওয়া, অনুরক্ত হওয়া, পছন্দ করা (সন্দেশ খেতে ভালবাসে; দুষ্টুমি ভালবাসি না); আরাম বোধ করা (ভয় করতে ভালবাসি তোমায় বুকে চেপে—রবি)।

ভালা—ণ. ভাল (পূর্ববঙ্গে প্রচলিত); **ভালাই** —বি. কল্যাণ। **ভালা-বুরা**—বি. ভালমন্দ।

ভালুক, ভাল্লুক, ভাল্লুক, ভাল্লূক— বি. সুপরিচিত লোমশ হিংস্র জন্তু, ঋক্ষ। **ভালুক জ্বর**—ভল্লুক জ্বর দ্রঃ। **ভালুক নাচ**—প্রতিপালকের আদেশ মত ভালুকের নাচ; অদ্ভুত লম্ফঝম্প।

ভালো—ভাল (দ্রঃ)।

ভাশুর, ভাসুর—[সং. ভ্রাতৃশ্বশুর—স্বামি-সম্পর্কে ভ্রাতা কিন্তু শ্বশুরের মত পূজনীয়] বি. স্বামীর বড় ভাই। **ভাসুর-ঝি**—ভাসুরের মেয়ে। **ভাসুর-পো**—ভাসুর-পুত্র। **ভাশুর-ভাদ্দরবৌ সম্পর্ক**—সংস্রবের অভাব (হিন্দু সমাজে ভাদ্রবৌয়ের ভাসুরের সহিত কোন সংস্রব না রাখা বিধি, তাহা হইতে)।

ভাষ—বি. ভাষা, কথা, ধ্বনি (কাব্যে—কলকল ভাষ নীরব তাহার—রবি)। [ভাষ্ +অ]। **ভাষক**—ণ. যে বলে, কথক, বক্তা। স্ত্রী. **ভাষিকা**। **ভাষণ**—[ভাষ্ +অনট্] বি. কথন, বলা (সত্যভাষণ); বিবৃতি, বক্তব্য, বক্তৃতা (সভাপতির ভাষণ)। ণ. **ভাষিত**।

ভাষা—[ভাষ্ +অ+আপ্] বি. ভাব-প্রকাশক উক্তি বা সংকেত (হাবভাব বা ইঙ্গিত বা কণ্ঠস্বর। বোবার ভাষা, চোখের ভাষা, আকাশের ভাষা, পশুর ভাষা); বিভিন্ন জাতির বা দেশের নিজস্ব শব্দসমষ্টি ও তাহার প্রয়োগ-কৌশল (বাংলা, ইংরেজী, হিব্রু); মনোভাব শব্দে প্রকাশের রীতি (কথ্যভাষা, সাধুভাষা, পণ্ডিতীভাষা, ইতুরেভাষা); সংস্কৃত ভিন্ন অন্যান্য ভারতীয় ভাষা (প্রেমদাস লিখিল ভাষায়; ভাষা রামায়ণ—বাঙলা রামায়ণ); সরস্বতী; প্রকাশ (ভাষাহীন ব্যথা—রবি); কথা, উক্তি, বচন (ভাষা শুনে গা জ্বলে)। **ভাষাজ্ঞান** —বি, কোন ভাষার বিশিষ্ট রীতিনীতি ও ব্যাকরণের জ্ঞান। **ভাষাতত্ত্ব**—বি. ভাষার বৈশিষ্ট্য ও পরিবর্তনাদির নিয়ম। **ভাষাতীত** —ণ. অবর্ণনীয়, ভাষার অতীত। **ভাষান্তর**— বি. এক ভাষা হইতে অন্য ভাষায় রূপান্তর, অনুবাদ, তর্জমা। **ভাষান্তরিক**—বি. দোভাষী, interpreter. **ভাষান্তরিত**—ণ. অনূদিত। **ভাষাসম**—বি. শব্দালঙ্কার-বিশেষ, bilingualism, যে ভাষা একই সঙ্গে সংস্কৃত ও প্রাকৃত (জয়দেবি, জগন্ময়ি, দীনদয়াময়ী, শৈলসুতে করুণানিকরে—ভারতচন্দ্র)। **চলিত ভাষা**—বি. কথ্য ভাষা, যে ভাষা জনসাধারণের মুখে মুখে চলে। (বিপ. **সাধুভাষা**)। **দেশী ভাষা**—বি. প্রদেশের ভাষা বা আঞ্চলিক ভাষা। **মৃত ভাষা**—বি. যে ভাষায় বর্তমানে কেহ কথাবার্তা বলে না।

ভাষা—ক্রি. ভাষায় ব্যক্ত করা, প্রকাশ করা, বলা (কাব্যে ব্যবহৃত)।

ভাষিত—ণ. উক্ত, কথিত; বি. উক্তি, বচন (বালভাষিত)। [ভাষ্ +ক্ত]। **ভাষী (-ষিন্)**—ণ. যে বলে (মিষ্টভাষী, মৃদুভাষী, হিন্দীভাষী, কটুভাষী, অল্পভাষী)। স্ত্রী. **ভাষিণী**।

ভাষ্য—[ভাষ্ +য] বি. ব্যাখ্যা, সূত্রের ব্যাখ্যা (গীতার গান্ধীভাষ্য; বেদান্তের শাঙ্করভাষ্য)। ণ. কথনীয়। **ভাষ্যকার**—টীকাকার; যিনি বিশেষ মত অনুসারে ব্যাখ্যা করেন। **ভাস**— বি. দীপ্তি, শোভা; সুপ্রসিদ্ধ সংস্কৃত নাট্যকার। [ভাস্+অ]।

ভাসন্ত—ণ. ভাসিতেছে এমন, ভাসাভাসা (ভাসন্ত চোখ দু'টি)। [বাং]

ভাসমান—[ভাস্+শানচ্] (সং) দীপ্যমান, শোভমান; (বাং) ভাসিতেছে এমন (ভাসমান তৃণখণ্ড, ভাসমান মেঘ)।

ভাসা—ণ. যাহা জলের উপর ভাসিতেছে, ভাসমান। **ভাসামাছ**—নূতন বর্ষায় যে মাছ উজায়। **ভাসা-ভাসা**—ণ. ভাসন্ত, কোটরগত নয় (ভাসা-ভাসা চোখ); অগভীর, যাহা ভিতরের মর্ম অবগত নহে (ভাসা-ভাসা জ্ঞান; ভাসা-ভাসা ধরণের শিক্ষা)।

ভাসা—ক্রি. জলের উপরে প্রকাশ পাওয়া বা অবস্থিতি করা, ডুবিয়া না যাওয়া (নদীতে কুমীর ভাসতে দেখা গেছে; নতুন নৌকাখানি জলে ভাসছে; ডুব দিয়ে দূরে গিয়ে ভেসে উঠলো); বায়ুস্তরের উপরে অবস্থিতি করা (আকাশে মেঘ ভাসে); প্লাবিত হওয়া (বন্যায় দেশ ভাসিয়া গেল); প্লাবনের মত

ছড়াইয়া পড়া (সে-কথা মুলুক ভেসে গেছে—সাধারণতঃ নিন্দা সম্পর্কে বলা হয়); জলে ভাসিয়া থাকার অনুরূপ তৃপ্তি বোধ করা (আনন্দ-রসে ভাসা); ভাসিয়া থাকার মত স্পষ্টভাবে অবস্থিতি করা অথবা স্পষ্ট হওয়া (সেদিনের কথা আজো মনে ভাসে; তাহার মুখ মনে ভাসিয়া উঠিল)। **ভাসিয়া আসা**—অনাহূতভাবে আসা, অবাঞ্ছিত ও অনাহূত ভাবে আসা; সাধারণতঃ প্রতিবাদসূচক: আমরা তো আর ভেসে আসি নি)। **ভাসিয়া উঠা**—ক্রি. যাহা বিস্মৃত ছিল তাহা সুস্পষ্ট হইয়া প্রকাশ পাওয়া (অতীত দিনের যত কথা যত আলাপ সব মনে ভাসিয়া উঠিল); জলের নীচ হইতে উপরে আসা। **ভাসিয়া যাওয়া**—ক্রি. প্লাবিত হওয়া; বন্যায় ভাসিয়া যাওয়ার মত সহজেই দূরীভূত বা ব্যর্থ হওয়া (মাতার চোখের জলে তাহার সমস্ত বিরূপতা ভাসিয়া গেল, যত সুপারিশ ভেসে গেল)।

ভাসান—বি. প্রতিমা জলে বিসর্জন বা তৎ-সংক্রান্ত অনুষ্ঠান (ঠাকুর ভাসান); বেহুলা-লক্ষীন্দরের ভেলায় ভাসার কাহিনী অবলম্বনে পালা গান (মনসার ভাসান; ভাসান গান)। **ভাসান দেওয়া**—ভাসিয়া উঠা বা থাকা। **গা ভাসান দেওয়া**—স্রোতে ভাসার মত প্রয়াস-হীন হওয়া; কোন কাজে মন না দিয়া জীবন যাপন করা; আলসেমি করা। **ভাসানো**—ক্রি. প্লাবিত করা; তরল দ্রব্যের উপর রাখা; জলের উপর ছাড়িয়া দেওয়া। **নৌকা ভাসানো**—নৌকা প্রথম জলে ভাসানো; নৌকা ছাড়া।

ভাস্বর—[ভাস্+উর] ণ. দীপ্তিযুক্ত, ভাস্বর; বি. স্ফটিক; (বাং) ভাস্বর। **ভাস্বরোৎপাদন**—crystallization, স্ফটিকীকরণ।

ভাস্কর—[ভাস্+কৃ+অ] বি. সূর্য; অগ্নি; জ্যোতির্বিৎ ভাস্করাচার্য; (বাং) প্রস্তর-আদিতে যাহারা মূর্তি অক্ষর ইত্যাদি খোদিত করে, sculptor। **ভাস্করদ্যুতি**—বি. বিষ্ণু। **ভাস্করপ্রিয়**—বি. পদ্মরাগমণি, চুনি। **ভাস্কর্য**—বি. প্রস্তরাদি খোদাইয়ের কাজ অথবা তাহা দিয়া মূর্তি নির্মাণের কাজ, sculpture। **ভাস্করাচার্য**—বি. প্রাচীন ভারতের জ্যোতির্বিদ্ পণ্ডিত বিশেষ।

ভাস্বর—[ভাস্+বর] ণ. দীপ্তিশীল, উজ্জ্বল।

ভাস্বান্ (-স্বৎ)—ণ. দীপ্তিশালী; তেজস্বী; বি. সূর্য। স্ত্রী. ণ. **ভাস্বতী**।

ভাস্‌সি—[সং. ভাগ্য ?] ণ. কল্যাণ, মঙ্গল, সুদৈব (এ কাজের ভাস্‌সি নাই; তোর কোন দিন ভাস্‌সি হবে না—গ্রাম্য)।

ভিঃ পিঃ—[ই. V. P. P.—value payable parcel post] ডাকে-পাঠানো যে দ্রব্যের মূল্য গ্রাহক সেই দ্রব্য গ্রহণকালে দেয়।

ভি. আই. পি.—[V. I. P.—Very Important Person] অতি বিখ্যাত ব্যক্তি।

ভিক—বি. ভিক্ষা। **ভিকশিক**—ভিক্ষা ও তদনুরূপ কাঙালের কাজ (ভিকশিক করিয়া দিন চলে)। **ভিকিরি, ভিখিরি**—ভিক্ষুক (কথ্য)।

ভিক্ষা—[ভিক্ষ্+অ+আপ্] যাচ্ঞা, প্রার্থনা (এক ভিক্ষা আছে); দান; দানলব্ধ দ্রব্য; সন্ন্যাসী ব্রহ্মচারী প্রভৃতির গৃহস্থগৃহে ভোজন; ভিক্ষালব্ধ তণ্ডুলাদি (ভিক্ষাও জোটে না); ভিক্ষার মত যৎকিঞ্চিৎ দ্রব্য (দিয়েছে ফকিরের ভিক্ষা)। **ভিক্ষাচর্যা**—বি. ভিক্ষা করা। **ভিক্ষাজীবী**(-বিন্)—ভিক্ষার দ্বারা যে জীবিকা নির্বাহ করে। **ভিক্ষান্ন**—বি. ভিক্ষায় লব্ধ আহার্য। **ভিক্ষা নিমন্ত্রণ**—বি. গৃহস্থ কর্তৃক ভোজনার্থ সন্ন্যাসীকে নিমন্ত্রণ। **ভিক্ষাপাত্র**—বি. যে পাত্রে ভিক্ষাদ্রব্য গ্রহণ করা হয়। **ভিক্ষা-পুত্র**—বি. ভিক্ষা-মা-এর ভিক্ষা বেলয়। **ভিক্ষাবৃত্তি**—বি. ভিক্ষুকরূপে জীবিকা অর্জন; (বহুব্রী) ণ. ভিক্ষাজীবী। **ভিক্ষা-মা**—বি. ব্রাহ্মণকুমারের উপনয়নে মায়ের পরে যিনি প্রথম ভিক্ষা দেন। **ভিক্ষার্থী** (-র্থিন্)—ণ., বি. যে ভিক্ষা চায়, ভিক্ষুক। স্ত্রী. **ভিক্ষার্থিনী**। **ভিক্ষাশী** (-শিন্)—ণ. ভিক্ষাজীবী। ণ. **ভিক্ষিত**—যাচিত, প্রার্থিত। **ভিক্ষু**—বি. পরিব্রাজক, সন্ন্যাসী; বৌদ্ধ সন্ন্যাসী; ভিক্ষুক। স্ত্রী. **ভিক্ষুণী**—বৌদ্ধ-সন্ন্যাসিনী (ভিক্ষুণীর অধম সুপ্রিয়া—রবি)। **ভিক্ষুক**—ণ.,বি. ভিক্ষাজীবী; উদরান্নের জন্য যে অপরের উপরে নির্ভরশীল (ভিক্ষুকের দশা; তোমারে করিল বিধি ভিক্ষুকের প্রতিনিধি—রবি)। [ভিক্ষ্+উক]। স্ত্রী. **ভিক্ষুকী**। **পথের ভিক্ষুক**—নিরাশ্রয়

ও দীনহীন ব্যক্তি। **ভিক্ষুকাশ্রম**—বি চতুর্থাশ্রম, সন্ন্যাস।

ভিখ—ভিক্ষা। **ভেকে ভিখ**—ভেক না ধরিলে ভিক্ষা পাওয়া যায় না, বাহিরের সাজ-পোষাকে দুরস্ত না হইলে কেহ আমল দেয় না। **ভিখারী**—প., বি. ভিক্ষুক (সাধারণতঃ কাব্যে ব্যবহৃত), অনুগ্রহপ্রার্থী (ভিখারী হৃদয় হারে তোমারি করুণা মাগে—রবি; তোমার দর্শনের ভিখারী)। স্ত্রী. **ভিখারিণী**। [বাং]

ভিজা, ভেজা—ক্রি., বি. জলসিক্ত হওয়া (বৃষ্টিতে ভেজা); নরম হওয়া (অনুনয় বিনয়ে তার মন ভিজল না); প. সিক্ত, আর্দ্র (ঘামে ভেজা জামা)। **ভিজিয়া যাওয়া**—সম্পূর্ণভাবে সিক্ত বা নরম হওয়া। **ভিজানো**—ক্রি. সিক্ত করা, ডুবাইয়া রাখা; প. যাহা জলে ডুবাইয়া রাখা হইয়াছে (ছোলা ভিজানো জল)। **ভিজে**—প. সিক্ত (সৌরভে প্রাণ আকুল করে ভিজে বনের ফুল—রবি)। **ভিজে বেড়াল**—বাহিরে দেখিতে বৃষ্টিতে-ভেজা অসহায় বিড়ালের মত নিরীহ কিন্তু ভিতরে যার কুমতলব পুরোপুরি আছে, হাড়ে হাড়ে দুষ্ট।

ভিজিট—[ইং. visit] বি. ডাক্তারের রোগী দেখিতে আসার জন্য পারিশ্রমিক, দর্শনী, ফি (বাড়ীতে গেলে অর্ধেক ভিজিট)।

ভিটকিলামি, ভিটকিলিমি—(ধোকা দেওয়া) বি. ভান; ভণ্ডামি; রোগের ভান। [বাং]

ভিটা, ভিটি, ভিটে—[সং. ভিত্তি; তামিল, বিট্টি] বি. ঘরের পোতা (ভিটা বাঁধা); গৃহ (স্বামীর ভিটা)। **ভিটামাটি**—বি. বাস্তুভিটা (ভিটামাটি চাটি করা বা উৎসন্ন করা)। **ভিটায় ঘুঘু চরানো**—ঘুঘু দ্রঃ। **ভিটের সর্ষে বোনা**—কাহারও সম্পূর্ণ উচ্ছেদ সাধন বা সর্বনাশ করা।

ভিটামিন—[ইং. vitamin] বি. দেহের উপকারী পদার্থবিশেষ, খাদ্যপ্রাণ (টাটকা ভিটামিনযুক্ত খাদ্য)।

ভিড়, ভীড়—[হি. ভীড়] বি. বহুলোকের বিশৃঙ্খলভাবে একত্র সমাবেশ, জনতা (ভিড় জমেছে; ভিড়ের মধ্যে প্রবেশ করিল); এলোমেলো সমাবেশ (কাজের ভিড়; চিন্তা ভিড় করে আসে)।

ভিড়া, ভেড়া—ক্রি. (নৌকা প্রভৃতির তীরে) সংলগ্ন হওয়া (জাহাজ ঘাটে ভিড়িল); নিকটে আসা (সে কাছেই ভেড়ে না); মিলিত হওয়া, যোগ দেওয়া (কাজে ভেড়া; 'ভিড়ে যা ভোর বাতাসে ফুল-সুবাসে'—নজরুল)। **ভিড়ে (ভিঁড়ে) যাওয়া**—মেদ বাহুল্য ঘটা (ছিল রোগা-পটকা এখন একেবারে ভিঁড়ে গেছে—প্রাদেশিক)। **ভিড়ানো**—তীর সংলগ্ন করা (বারেক ভিড়াও তরী কূলেতে এসে—রবি); বেষ্টন করা (প্রাচীন বাংলা); সংলগ্ন করা (দরজার পাল্লা ভিড়ানো)। **দলে ভিড়ানো**—ক্রি. দলভুক্ত করা।

ভিত, ভীত—[সং. ভিত্তি] বি. ভিত্তি, বুনিয়াদ, দেওয়ালের যে অংশ মাটির নীচে থাকে, foundation (ভিত খোঁড়া); ভূমি হতে মেঝে পর্যন্ত গৃহের অংশ, plinth (ভিত গাঁথা); দেওয়াল (চিত্রের পুত্তলি যেন আছে গৃহভিতে—কবিকঙ্কণ); দিক, পার্শ্বস্থান (চারিভিতে—কাব্যে ব্যবহৃত)। **ভিত কাটা,-খোঁড়া**—ভিত-এর জন্য মাটি কাটা।

ভিতর—[সং. অভ্যন্তর] বি. অভ্যন্তর, মধ্যভাগ (বাড়ীর ভিতর; রাজ্যের ভিতরে; বনের ভিতর; মাথার ভিতরে গোবর পোরা); অন্তঃপুর, অন্দরমহল (কর্তা এখন ভিতরে আছেন); প. অভ্যন্তর, মধ্যে স্থিত (ভিতর মহল, ভিতর দিক্)। **ভিতর বাড়ী**—অন্দর মহল। **ভিতর বাহির এক**—মনে মুখে এক, অকপট। **ভিতরে বাহিরে**—অন্দরে ও সদরে; প্রকৃত ব্যাপার ও বাহিরে যাহা দেখা যায়; মনে ও বাহ্যিক আচরণে। **ভিতরবুদে**—(কথ্য) প. যে মনের কথা অপরের কাছে প্রকাশ করেনা, চাপা প্রকৃতির (লোক)। **ভিতরে ভিতরে**—ক্রি. প. বাহিরে রাষ্ট্র না করিয়া গোপনে গোপনে, তলে তলে, মনে মনে। **ভিতরের কথা**—অপ্রকাশিত প্রকৃত ব্যাপার।

ভিতিভিতি—চতুর্দিকে (প্রাচীন বাংলা)।

ভিত্তি—বি. বুনিয়াদ, মূল (ভিত্তি স্থাপন; ভিত্তিহীন); আধার; প্রাচীর, দেওয়াল (ভিত্তিগাত্র)। [ভিদ্+ক্তি]। **ভিত্তিকা**—দেওয়াল। **ভিত্তিগাত্র**—দেওয়ালের গা। **ভিত্তি-চোর**—বি. সিঁধেল চোর। **ভিত্তি-প্রস্তর**—বি. ভিত্তি স্থাপনের স্মারক প্রস্তর-ফলক (foundation stone)। **ভিত্তিমূল**—ভিত-এর নীচের

অংশ, আসল বুনিয়াদ। **ভিত্তিস্থাপন**—বি. বাড়ীর কাজ শুরু করা। **ভিত্তিহীন**—ণ. অমূলক, মিথ্যা (ভিত্তিহীন সংবাদ, সন্দেহ)।

ভিদভিদে—ণ. যে মনের কথা মনেই রাখে খুলিয়া বলেনা, কুটিল, ভিতরবুদে। [বাং]

ভিদ্যমান—ণ. ভেদ করা হইতেছে এমন। [সং]

ভিন—[সং. ভিন্ন] ণ. ভিন্ন, অন্য, অপর, অনাত্মীয় (ভিন গাঁয়ের লোক ; ভিন দেশ)। **ভিনদেশ** বি. বিদেশ, অন্য দেশ। **ভিনদেশী**—ণ.বিদেশী।

ভিনভিন—অব. মৌমাছি প্রভৃতির একত্র উড়া বা আক্রমণ-সূচক (ডাকাতেরা ভিনভিন করে এসে জুটলো)।

ভিন্দিপাল—বি. ক্ষেপণীয় অস্ত্র-বিশেষ। [সং]

ভিন্ন—[ভিদ্+ক্ত ণ. বিদীর্ণ, ছিন্ন, খণ্ডিত (ছিন্ন ভিন্ন ; দ্বিধাভিন্ন ব্যক্তিত্ব); আলাদা, পৃথক্, স্বতন্ত্র (ভিন্ন ভাবে); পৃথগন্ন, একান্নবর্তী নয় এমন (ভিন্ন হওয়া); অন্য, অপর (ভিন্ন লোক); (বাং) অব্য. ব্যতীত, ছাড়া (ঈশ্বর ভিন্ন সব মিথ্যা)। **ভিন্নক্রম**—ণ. বিপর্যস্ত ; বি. কাব্যদোষ বিশেষ। **ভিন্ন জাতি**—অন্য জাতি বা শ্রেণী। **ভিন্নতা**—বি. পৃথক্ত্ব, প্রভেদ ; বিযুক্তি। **ভিন্নভাত**—ণ. বি. পৃথগন্ন, বেলগ। **ভিন্নমতাবলম্বী**(-ম্বিন্)—ণ. অন্য মত পোষণকারী। **ভিন্নরুচি**—[বহুব্রী.] ণ. বিভিন্ন রুচিবিশিষ্ট। **ভিন্নার্থ**—বি. অন্য তাৎপর্য উদ্দেশ্য বা প্রয়োজন। **ভিন্নার্থক**—ণ.আলাদা মানে যাহার।

ভিমরাজ—[সং. ভৃঙ্গরাজ] বি. ফিঙা জাতীয় চূড়াযুক্ত নীলবর্ণ বৃহৎ পক্ষি-বিশেষ।

ভিয়ান, ভিঁয়ান, ভিয়ঁান—বি. নির্মাণ, রূপদান ; মিঠাই প্রস্তুত করা (সন্দেশ ভিয়ান করা ; মন যদি মোর ভিয়ান করিস—রামপ্রসাদ)। **ভিঁয়ানো**—ক্রি. পাক করা, জ্বাল দেওয়া (আমি ময়রা ভোলা ভিঁয়াই খোলা বাগবাজারে রই)।

ভিরকুটি,-টী—[সং. ভ্রূকুটি] বি. ভ্রূকুটি, ভ্রূভঙ্গি করিয়া ভয় প্রদর্শন ; মুখভঙ্গি ; বাড়াবাড়ি (গ্রাম্য —সব ভিরকুটি বেরিয়ে যাবে)।

ভির্মি—[সং. ভ্রমি] বি. মাথা ঘোরা, মূর্ছা। **ভির্মি লাগা, খাওয়া, যাওয়া**—মূর্ছিত হইয়া পড়া।

ভিষক্ (-জ্)—বি. বৈদ্য, চিকিৎসক। [ভিষ্ +অজ্]। **ভিষক্প্রিয়া**—গুড়ূচী।

ভিস্তি, ভিস্তী—[সং. ভস্ত্রী ; ফা. বিহিশ্‌তী] বি. যাহারা মশকে করিয়া জল সরবরাহ করে, ভিস্তিওয়ালা ; মশক, জল বহনের জন্য চামড়ার থলি।

ভীড়—ভিড় (দ্রঃ)।

ভীত—[ভী+ক্ত] ণ. যে ভয় পাইয়াছে, শঙ্কিত। স্ত্রী. **ভীতা**। বি. **ভীতি**—ভয়, ত্রাস (ভীতি প্রদর্শন)। **ভীতিকর,-প্রদ,-জনক**—ণ. ত্রাসজনক। **ভীতিগ্রস্ত, ভীতিবিহ্বল**—ণ. ভয়ে কাতর। [বাং] **ভীতু**—ণ. যে সহজেই ভয় পায়, ডরকো।

ভীম—[ভী+ম] ণ. ভয়ানক, প্রচণ্ড, ঘোর, ভীষণ ('তুমি ভীম ভবার্ণবে ভেলক হে'; ভীমনাদ, ভীম দর্শন, ভীমবিক্রম); বি. শিব ; রুদ্র-বিশেষ ; দ্বিতীয় পাণ্ডব ভীমসেন, বৃকোদর ; দময়ন্তীর পিতা। স্ত্রী. **ভীমা**—ণ ভয়ংকরী। **ভীম বা ভৈমী একাদশী**—ভীম কর্তৃক পালিত মাঘের শুক্লা একাদশী। **ভীমকান্ত**—ণ. একই সঙ্গে ভীষণ ও চিত্তাকর্ষক। **ভীমদর্শন**—ণ. দেখিতে ভীষণ। **ভীমপলশ্রী,-পলাশী**—বি. অপরাহ্ণের রাগিণী-বিশেষ। **ভীমবাহু**—বি. প্রচণ্ড পরাক্রমযুক্ত বাহু। **ভীমসেন**—ভীম. মধ্যম পাণ্ডব। **ভীমসেনী কর্পূর**—বৃক্ষজাত কর্পূর-বিশেষ, barus camphor.

ভীমরতি,-তী—[ভীমরথী—সাতাত্তর বৎসর সাতমাস সাত রাত্রি বয়স যে রাত্রিতে পূর্ণ হয়] বি. অতি বৃদ্ধ দশা ; বার্ধক্য-জনিত বুদ্ধিভ্রংশ (বুড়োর ভীমরতি ধরেছে)।

ভী(ভি)মরুল—[সং. ভৃঙ্গরোল] বি. বোলতাজাতীয় দংশক পতঙ্গ, hornet (ইহাদের দলবদ্ধ আক্রমণ সুবিখ্যাত)। **ভীমরুলের চাকে খোঁচা দেওয়া**—নিজের আচরণের দ্বারা প্রবল ও ব্যাপক শত্রুতা বা উত্তেজনা সৃষ্টি করা, কোন দৃঢ়মূল সংস্কারে আঘাত দিয়া জনমণ্ডলীর বিরাগ-ভাজন হওয়া।

ভীরু—[ভী+রু] ণ. ভীতস্বভাব, ভীতু, কাপুরুষ ; বি. শৃগাল। স্ত্রী. **ভীরু**—নারী। **ভীরুক**—ণ. ভীরু। **ভীরুতা**—বি. ভয়শীলতা, কাপুরুষতা। **ভীরুহৃদয়,-প্রকৃতি,-স্বভাব**—ভয়তরাসে।

[জাতি-বিশেষ।

ভীল, ভিল—বি. রাজপুতানার পার্বত্য আদিম

ভীষণ—[ভী+ণিচ্+অনট্] ণ. ভয়ঙ্কর, ভীতি-

জনক (ভীষণদর্শন); অতিশয় (ভীষণ শীত: তাকে ভীষণ ভয় করি)। **ভীষা**—বি. ভয় প্রদর্শন। ণ. **ভীষিত**—যাহাকে ভয় দেখানো হইয়াছে।

ভীষ্ম—[ভী+ম] ণ. ভীষণ, ভীতিকর (কী ভীষ্ম অদৃশ্য নৃত্যে মাতি উঠে—রবি); বি. মহাভারতোক্ত গঙ্গা ও শান্তনুর পুত্র, যুধিষ্ঠির-দুর্যোধনাদির পিতামহের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা। **ভীষ্ম-পঞ্চক**—কার্তিক মাসে অনুষ্ঠিত ব্রত-বিশেষ। **ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা**—(ভীষ্মের প্রতিজ্ঞার ন্যায়) কঠিন ও অটল সঙ্কল্প।

ভুও, ভুয়া, ভুয়ো—ণ. অন্তঃসারশূন্য; মিথ্যা (শব্দের কাঁঠাল ভুয়ো—বাহিরে যার খুব নামডাক অনেক সময় তা আসলে ফাঁকির ব্যাপার)।

ভুঁই, ভুঁই—বি. ভূমি, জমি।

ভুঁকা, ভুকা—[হি. ভুঁক্‌না] ক্রি. বিদ্ধ হওয়া (চরণে কণ্টক ভুঁকে শতেক আঁচড় বুকে - কবিকঙ্কণ; গণ্ডারের চামড়া, কিছুতেই ভোঁকে না)। **ভুঁকান, ভোঁকানো**—ক্রি. বিদ্ধ করা, তীব্র আঘাত দেওয়া।

ভুঁড়ি—বি. মোটা পেট, স্থূলোদর (আরাম, টাকা পয়সা ও কর্মহীনতার পরিচায়ক—দিব্যি ভুঁড়ি বাগিয়েছ দেখছি)। **ভুঁড়িওয়ালা**—ণ. স্থূলোদর ও অকর্মণ্য; ধনী। **ভুঁড়ে, ভুঁড়ো**—ণ. ভুঁড়িযুক্ত, স্থূলোদর (ভুঁড়ো শিয়াল—পেট মোটা শিয়াল; স্থূলোদর সৌষ্ঠবহীন ব্যক্তি)।

ভুঁদো—ণ. স্থূলকায়; স্থূলকায় ও বোকা; ছোট ছেলের নাম। স্ত্রী. **ভুঁদী**।

ভুক,-খ—[সং বুভুক্ষা] বি. ক্ষুধা (ভুক পিয়াসা); প্রবল বাসনা। **ভুকী**—ণ. আকাঙ্ক্ষী (আমি কি নামের ভুকী—গ্রাম্য)। **ভুকা, ভুখা**—ণ. ক্ষুধার্ত। **ভুখামিছিল**—ক্ষুধার্তদের অন্নাভাবের প্রতিকারপ্রার্থীদের শোভাযাত্রা, hunger march। **ভুকল, ভুখল, ভুখিল** ণ. ভুখা (প্রাচীন বাংলা ও ব্রজবুলি)। **ভুখারী**—ণ. ক্ষুধার্ত (তোমার শ্মশান-কিঙ্করদল দীর্ঘ নিশায় ভুখারী—রবি)।

ভুক্ত—[ভুজ্‌+ক্ত] ণ. যাহা ভোজন করা হইয়াছে; অন্তর্গত (রেজেস্ট্রীভুক্ত; দলভুক্ত; অধিকারভুক্ত)। **ভুক্তভোগী** (-গিন্‌)—ণ. পূর্বে ভুগিয়াছে বা কষ্ট পাইয়াছে বা যাহার (দুঃখপূর্ণ) অভিজ্ঞতা হইয়াছে এমন (ভুক্তভোগী ভিন্ন কেহ বুঝিবেনা)। **ভুক্তশেষ**—ণ., বি. খাওয়ার পরে যাহা অবশিষ্ট থাকে, উচ্ছিষ্ট; **ভুক্তাবশেষ**—বি. ভুক্তশেষ, উচ্ছিষ্ট। **ভুক্তাবশিষ্ট**—ণ. উচ্ছিষ্ট।

ভুক্তান—[হি. ভুগতান] বি. মূল্য বা দেনা চুকাইয়া দেওয়া, পূরণ, ত্রুটি পূরণ করা।

ভুক্তি—বি. ভোজন, ভোগ, উপভোগ; অধিকৃত অঞ্চল বা প্রদেশ (তীরভুক্তি = তীরহুত)। [ভুজ্‌+ক্তি]।

ভুখ; ভুখা—ভুক দ্রঃ।

ভুগা, ভোগা—ক্রি. দুর্ভোগ সহ্য করা, রোগ ভোগ করা (বাপ ত মরেই খালাস, ভুগছে ছেলেরা; ম্যালেরিয়ায় ভুগছে), ভোগ করা, উপভোগ করা (কাব্যে ব্যবহৃত)।

ভুজ—[ভুজ্‌+অ—যদ্দ্বারা ভোজন করা যায়] বি. বাহু, হস্ত, ভূর্জপত্র, (জ্যামিতিতে) ক্ষেত্রাদির সীমানির্দেশক রেখা, side, arm (ত্রিভুজ; চতুর্ভুজ; বহুভুজ)। **ভুজ-কোটর**—বি. বগল। **ভুজচ্ছায়া**—বি. বাহুবলের ছায়া বা আশ্রয়। **ভুজদণ্ড**—(পুরুষের) সুদৃঢ় বাহু। **ভুজপাশ,-বন্ধন,-বেষ্টন**—বি. আলিঙ্গন; **ভুজমূল**—বি. বগল; স্কন্ধ। **ভুজলতা**—বি. (নারীর) কমনীয় বাহু। **ভুজস্তম্ভ**—বি. হস্ত চালনা করিতে না পারা।

ভুজগ—[ভুজ—গম্‌+অ—যাহা বক্রাকৃতি হইয়া গমন করে] বি. সর্প। স্ত্রী. **ভুজগী**। **ভুজগান্তক, ভুজগাশন**—বি. গরুড়; ময়ূর। **ভুজগেন্দ্র, ভুজগপতি**—বি. শেষ নাগ। **ভুজঙ্গ, ভুজঙ্গম**—বি. সর্প। [ভুজ—গম্‌+ড, খচ্‌]। স্ত্রী. **ভুজঙ্গী, ভুজঙ্গিনী, ভুজঙ্গমী**। **ভুজঙ্গ-জননী**—বি. মনসা। **ভুজঙ্গধর,-ভূষণ**—বি. শিব। **ভুজঙ্গ-প্রয়াত**—বি. বার অক্ষরের ছন্দ-বিশেষ (ভুজঙ্গ-প্রয়াতে কহে ভারতী দে—ভারতচন্দ্র)।

ভুজা—বি. বালিতে ভাজা খাদ্য, ভৃষ্টবস্তু (ভাজা-ভুজা); মুড়ি। **ভুজাওয়ালা**—ছোলা মটর ইত্যাদি ভাজা বিক্রয়কারী।

ভুজাগ্র—ভুজের অগ্রভাগ, হস্ত। [ভুজ+অগ্র]। **ভুজান্তর, ভুজান্তরাল**—বক্ষঃস্থল।

ভুজালি, ভোজালি—বি. ছোট তরবারি-বিশেষ, গুর্খাদের কুকরি।

ভুঞা, ভুয়াঁ, ভুঞা, ভুইঞা—[সং. ভৌমিক] বি. ভূম্যধিকারী; সামন্তরাজা (বার ভুঞা);

উপাধি বিশেষ। **ভুঞি**—ভূমি (ভুঁই দ্রঃ)।
ভুঞ্জন—বি. ভোগ, উপভোগ (শুধু নীরবে ভুঞ্জন এই সন্ধ্যা কিরণের সুবর্ণ মদিরা—রবি)। **ভুঞ্জা**—[ভুজ্‌ধাতু] ক্রি. ভোগ করা ; উপভোগ করা ; ভোজন করা ; সম্ভোগ করা। **ভুঞ্জানো**—ক্রি. ভোগ করানো, খাওয়ানো।
ভুটভাট, ভুটভুট—অব্য. অজীর্ণতা-জনিত পেটের ভিতরকার শব্দ।
ভুটান—হিমালয়ের দেশ-বিশেষ।
ভুট্টা—বি. শস্য-বিশেষ, মকাই, maize। **ভুট্টার খই**—ভাজা ভুট্টাদানা।
ভুষ্টিনাশ—ভুষ্টিনাশ (দ্রঃ)।
ভুড়,-ড়া,-র,-রা—ভেলা (পূর্ববঙ্গে প্রচলিত)।
ভুড়ভুড়—[সং. বুদ্বুদ ; হি. বুলবুলা] অব্য. জলের (বিশেষতঃ পাঁকপূর্ণ জলাশয়ের) নীচ হইতে বুদ্বুদ উঠার শব্দ। **ভুড়ভুড়ি**—বি. এরূপ বুদ্বুদ ; মাছ প্রভৃতির নিঃশ্বাস ত্যাগের ফলে যে বুদ্বুদ উঠে (শোল মাছ ভুড়ভুড়ি ছাড়ছে)। **ভুড়ভুড়ি ভাঙ্গা**—ভুড়ভুড়ি উঠা, গাঁজলা উঠা।
ভুতি, ভুতুড়ি, ভুঁতি—বি. কোষ ভিন্ন কাঁঠালের ভিতরের অসার অংশ।
ভুতুড়ে—ণ. ভূত-বিষয়ক (—গল্প) ; ভূতের দ্বারা কৃত (—কাণ্ড) ; বি. ভূতপ্রেত সংক্রান্ত কোনও কাজ ক ... [বাং.]
ভুনা—[হি.] বি. ভাজা ; যাহা ভাজা হইয়াছে (ভুনা গোশ্‌ত্‌)। **ভুনিখিচুড়ি**—চাল ডাল ঘৃতে অল্প ভাজিয়া লইয়া রান্না-করা খিচুড়ি।
ভুবঃ, ভুবর্লোক—বি. সপ্তলোকের বা সপ্তস্বর্গের দ্বিতীয় লোক, পৃথিবীর অব্যবহিত উপরিস্থ লোক।
ভুবন—[ভূ+অনট্] বি. সপ্ত পাতাল ও সপ্ত স্বর্গ এই চতুর্দশ জগৎ (ভূলোক, ভুবর্লোক, স্বর্লোক, মহর্লোক, জনলোক, তপোলোক, সত্যলোক এই সপ্ত স্বর্গ এবং অতল বিতল সুতল তল তলাতল রসাতল পাতাল এই সপ্ত পাতাল) ; দৃশ্যমান জগৎ (আজি আসিয়াছ ভুবন ভরিয়া গগনে ছড়ায়ে এলোচুল—রবি) ; দেশ ; ভবন ; জল। **ভুবনত্রয়**—স্বর্গ মর্ত্য ও পাতাল। **ভুবনপাবন**—ণ. জগৎ-পবিত্রকারক। **ভুবন-বিখ্যাত,-বিদিত**—ণ. বিশ্ববিখ্যাত। **ভুবনবিজয়ী** (-য়িন্)—ণ. জগজ্জয়ী ; সমস্ত জগতের উপরে যাহার প্রভাব পড়িয়াছে। **ভুবন-ভাবন**—বি. বিশ্বের স্রষ্টা ও প্রতিপালক। **ভুবনময়**—ণ. জগন্ময়। **ভুবন-মোহন**—ণ. ত্রিলোককে যে বা যাহা মুগ্ধ করে। (স্ত্রী. **ভুবন-মোহিনী**)। **ভুবন-হিত**—বি. জগতের কল্যাণ।
ভুবনেশ্বর—বি. ত্রিভুবনের ঈশ্বর ; রাজা ; শিব ; উড়িষ্যার তীর্থ ও বর্তমান রাজধানী। স্ত্রী. **ভুবনেশ্বরী**।
ভুয়া, ভুয়ো—ণ. মিথ্যা ; অসার ; অন্তঃসারশূন্য।
ভুর, ভুর—বি. ভারিভুরি ; ছলনা, চাতুরী, জাক (ভুর ভেঙে যাওয়া ; পচা ভুর—বৃথা আড়ম্বর) ; ভ্রম, ভুল (হায় কি হলো দেশের দশা রিপন রাজার ভুরে - হেমচন্দ্র)।
ভুরভুর—অব্য. ভরভর, ভরপুর ; গন্ধের প্রাচুর্য সূচক (এসেন্সের গন্ধ ভুরভুর করছে)। ণ. **ভুরভুরে**।
ভুরা, ভূরা—বি. ঝুরঝুরে গুড় (মাত কাটিয়া ফেলার পরে যাহা পাওয়া যায়) ; মোটা চিনি (অন্য লোকে ভুরা দেয় ভাগো আমি চিনি—ভারতচন্দ্র) ; এক শ্রেণীর খাদ্যশস্য (ভুরার ভাত, ভুরার জাউ)। **ভুরাচোর, ভূরাচোর**—যাহাকে নীরবে বহু লাঞ্ছনা সহ্য করিতে হয়। (গ্রাম্য)।
ভুরু,-রূ—ভ্রূ। (**ভুরুক্ষেপ নাই**—আদৌ মনোযোগ নাই)। **ভুরুভঙ্গ**—ভ্রূকুটি, ভ্রূবিলাস। (কাব্যে ব্যবহৃত)।
ভুল—[সং. ভ্রম ; হি. ভুল] বি. ভ্রম, ভ্রান্তি (বাপের নাম বলতে ভুল হয় ; ভুলচুক) ; বিস্মরণ (এ বয়সে বড় ভুল হয়) ; অসম্বদ্ধ কথা, প্রলাপ (রুগী ভুল বকছে) ; ণ. ভ্রমযুক্ত, ভ্রান্ত ; অযথার্থ, বেঠিক (ভুল খবর ; ভুল পথ ; ভুল ধারণা, ভুল অঙ্ক)। **ভুল করা**—অযথার্থ কাজ করা ; ভ্রমের বশবর্তী হইয়া কিছু করা (অঙ্কের ভুল করা, নাম বলতে ভুল করা)। **ভুল ভাঙ্গা**—ভ্রান্তি দূর হওয়া বা করা। **ভুলভ্রান্তি**—ভুলচুক, ভ্রম, কিছু ভুল (ভুলভ্রান্তি কার না হয়)। **ভুল হওয়া**—বিস্মরণ ঘটা ; ঠিক না হওয়া (তোমাকে ক্ষমা করা ভুল হয়েছে)।
ভুলা, ভোলা—ক্রি. বিস্মৃত হওয়া (একদম ভুলে গেছি) ; বিমুগ্ধ হওয়া (রূপ দেখে ভুলে গেল) ; ভ্রমের বশবর্তী হওয়া (পথ ভোলা) ; সংকল্প-চ্যুত হওয়া, প্রতারিত হওয়া (ভবী ভুলবার নয়)।
ভুলানো, ভোলানো—ক্রি. বিস্মৃত করা

(বাবার নাম ভুলিয়ে দিচ্ছে) ; মুগ্ধ করা (ঘোমটা পরা ঐ ছায়া ভুলালো রে ভুলালো মোর প্রাণ—রবি) ; প্রতারিত করা (যমকে ভোলাবে কেমন করে)। **ছেলে-ভুলানো ছড়া**—যে ছড়া শিশুদের মন ভুলায়। **ভুলানো, ভুলুনে**—ণ. যে ভুলায় বা মোহিত করে। (স্ত্রী. **ভুলানী, ভুলুনী**)। **ভুলো**—ণ. যাহার কিছু মনে থাকে না (একটা ভুলো হাবা)।

ভুশণ্ডি, ভুশুণ্ডি, ভুশণ্ডি, ভুষণ্ডী—বি. পুরাণ-বর্ণিত ত্রিকালদর্শী কাক ; বৃদ্ধ ও বহুদর্শী ব্যক্তি (বিদ্রূপে) ; পাথর ছুঁড়িবার অস্ত্রবিশেষ। [সং.]

ভুষা, ভুসা—বি. প্রদীপের শিখায় যে কাজল প্রস্তুত হয় ; হাঁড়ির তলার কালি। **ভুষাকালি**—ভুষা দিয়া প্রস্তুত কালি। [ভস্মন্]

ভুষি, ভুসি—[বুস] বি. গম যব মটর ছোলা প্রভৃতির খোসা (আমরা ভুষি পেলেই খুসী হব, ঘুসি খেলে বাঁচব না—ঈশ্বর গুপ্ত)। **ভুষি মাল**—বি. যে শস্যে ভুসি আছে, গম যব ছোলা মটর প্রভৃতি (ভুষিমালের কারবার)।

ভুষুড়ি—বি. কাঁঠালের ভুঁতি। **ভুষুড়ি ভাঙা**—কাঁঠাল ভাঙিয়া তাহার ভুতুড়ি হইতে প্রচুর কোষ বাহির করা ; ভূরি ভোজনের আয়োজন করা। **গল্পের ভুষুড়ি ভাঙা**—গল্পের পর গল্প বলিয়া যাওয়া।

ভুষ্টিনাশ—বি. নাশ, অপব্যয়। (কথ্য)।

ভুস—অব্য. জলের নীচ হইতে হঠাৎ ভাসিয়া উঠার শব্দ ; শিথিল মৃত্তিকা বা বালুকাস্তূপের ধ্বসিয়া পড়ার শব্দ। ণ. **ভুসভুসে**—শিথিল-বদ্ধ ও কোমল (ভুসভুসে মাটি)।

ভূ—[ভূ+ক্বিপ্—উৎপত্তি স্থান] বি. পৃথিবী ; ভূমি ; স্থান, আধার ; ণ. (সমাসশেষে) জাত, উৎপন্ন, ভূত (বর্ষাভূ, পূর্বভূ)। **ভূকম্প, -কম্পন**—বি. ভূমিকম্প, earth-quake। **ভূগর্ভ**—বি. মাটির বা পৃথিবীর অভ্যন্তর। **ভূগৃহ,-গেহ**—বি. মাটির নীচেকার ঘর। **ভূগোল**—পৃথিবীপৃষ্ঠের বিবরণ ; সেই সংক্রান্ত বিদ্যা বা শাস্ত্র, Geography। **ভূচক্র**—বি. পৃথিবীর বেষ্টন রেখা, বিষুবরেখা। **ভূচর**—ণ. যাহা মাটির উপরে চড়িয়া বেড়ায়, স্থলচর (বিপ. খেচর। গ্রাম্য: ভোচার—ভোচার কুমীর=ভূচর কুমীর=মাটির উপরকার কুমীর, অর্থাৎ যে খাইয়া দাইয়া আরামে ঘুরিয়া বেড়ায়)। **ভূচিত্র**—বি. পৃথিবীর মানচিত্র, map। **ভূচ্ছায়া**—বি. গ্রহণের সময় চন্দ্রে পতিত পৃথিবীর ছায়া ; রাহু। **ভূতত্ত্ব**—বি. পৃথিবীর উৎপত্তি ও পরিণতি বিষয়ক বিদ্যা, Geology। **ভূতল**—পৃথিবী-পৃষ্ঠ। **ভূদেব**—বি. ব্রাহ্মণ। **ভূধর**—বি. পর্বত ; অনন্তদেব ; বটুক ভৈরব। **ভূপ, ভূপতি, ভূপাল**—রাজা। **ভূপতিত**—ণ. ভূমিতে পতিত, নষ্টগৌরব। **ভূ-পাতিত**—ণ যাহাকে মাটিতে ফেলা হইয়াছে। **ভূপুত্র**—বি. মঙ্গল গ্রহ। **ভূপুত্রী**—বি. সীতা। **ভূবলয়**—বি. ভূ-মণ্ডল। **ভূবৃত্ত**—বি. বিষুবরেখা। **ভূভার**—বি পৃথিবীর পাপভার (ভূভার হরণ)। **ভূ-ভারত**—বি. সমগ্র ভারতবর্ষ ; সমগ্র পৃথিবী। ভারত দ্রঃ। **ভূমণ্ডল**—বি. পৃথিবী (ভূমণ্ডলের মানচিত্র)। **ভূলতা**—বি. মহীলতা, কেঁচো। **ভূলুণ্ঠিত**—ণ. ভূপতিত ; হৃতগৌরব। **ভূশক্র**—বি. রাজা। **ভূশয্যা**—বি. ভূমিরূপ শয্যা। **ভূশুদ্ধি**—বি. ভূমি শুদ্ধ করা ; গোময়াদি দ্বারা সংস্কার সাধন। **ভূসংস্কার**—বি. যজ্ঞের নিমিত্ত ভূমি শোধন। **ভূসম্পত্তি**—বি. জমিজমা ; অস্থাবর সম্পত্তি। **ভূস্বর্গ**—বি. সুমেরু ; কাশ্মীর। **ভূস্বামী** (-মিন্)—রাজা ; জমিদার।

ভুঁই—[ভূমি] বি. মাটি ; ক্ষেত, জমি (শুধু বিঘে দুই ছিল মোর ভুঁই—রবি) ; ভূতল। **ভুঁই আমলা**—ভূমি আমলকী। **ভুঁই-কামড়ী**—লতা-বিশেষ। **ভুঁই-কুমড়া**—ভূমিকুষ্মাণ্ড। **ভুঁই-কোঁড়**—ছত্রাক। **ভুঁইচাপা**—ফুল-গাছ-বিশেষ। **ভুঁইচাল,-চালি**—ভূমিকম্প। **ভুঁই-ছাতক**—ছত্রাক। **ভুঁই-পটকা, -পটোকা**—আতসবাজি-বিশেষ। **ভুঁই-ফোঁড়,-ফাড়,-ফোঁড়া**—ণ. যাহা ভূমি ভেদ করিয়া হঠাৎ দেখা দিয়াছে ; নামগোত্রহীন, পূর্বাপর সম্বন্ধশূন্য ও অজানিত সুতরাং হেয় (ভুঁইফোঁড় সভ্যতা ; ভুঁইফোঁড় বড়লোক, upstart)। **ভুঁই-মালী**—হিন্দু অস্পৃশ্য জাতি-বিশেষ।

ভুঁইয়া, ভুঁয়া, ভুঞা—[সং. ভূমিক ; ভৌমিক] বি. সামন্ত রাজা (বারভুঁইয়া) ; ভূম্যধিকারী, জমিদার, তালুকদার, উপাধি-বিশেষ।

ভুঞিহার—[ভূমিহার] বি. বিহারের কৃষি-কর্মপরায়ণ পতিত ব্রাহ্মণ-বিশেষ।

ভূত—[ভূ+ক্ত] ণ. যাহা হইয়া গিয়াছে, অতীত (ভূত-ভবিষ্যৎ) ; যাহা হইয়াছে, পরিণত (জন্মী-

ভূত) ; বি. দেবযোনি-বিশেষ, প্রমথ (ভূতনাথ) ; প্রেত, প্রেতাত্মা (মরে ভূত হয়েছে ; ভূতে ধরা) ; কাণ্ডজ্ঞানহীন অদ্ভুত ব্যক্তি (পাড়াগেঁয়ে ভূত) ; জীব, প্রাণী (বারভূত) ; ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য পদার্থের মূল উপাদান (পঞ্চভূত) ; সত্য, তত্ত্ব (ভূতার্থ)। **ভূতকাল**—অতীত কাল। **ভূতক্রান্তি**—ভূতে ধরা। **ভূতগত**—ণ. পঞ্চভূতে বিলীন। **ভূতগ্রস্ত**—ণ. যাহাকে ভূতে ধরিয়াছে। **ভূতচতুর্দশী**—বি. কার্তিক মাসের কৃষ্ণা চতুর্দশী তিথি। **ভূত ছাড়ানো**—ক্রি. মন্ত্র পড়িয়া ও যাহাকে ভূতে ধরিয়াছে তাহাকে যথেষ্ট প্রহার দিয়া তাহার উপরে যে ভূতের আবেশ হইয়াছে তাহা দূর করা ; প্রহার অথবা তীব্র ভর্ৎসনা দ্বারা শায়েস্তা করা ; কুপ্রভাব-মুক্ত করা। **ভূতধাত্রী**-বি. পৃথিবী। **ভূতনাথ**—বি. শিব। **ভূত নাবানো**—ক্রি. ভূতের আবেশ দূর করা, ভূত ছাড়ানো। **ভূতনায়িকা**—বি. দুর্গা। **ভূতপ্রেত**—নানারূপ বিদেহী আত্মা। **ভূতনাশন**—ণ. যাহা ভূত তাড়ায় ; বি ভল্লাতক ; সর্ষে, মরিচ। **ভূতপূর্ব**—ণ. পূর্বের, পূর্ববর্তী (ভূতপূর্ব অধ্যক্ষ)। **ভূতবলি,-যজ্ঞ**—বি. জীবকে (কাক প্রভৃতিকে) অন্নদান। **ভূত ভাগানো**—ভূত ছাড়ানো দ্রঃ। **ভূতভাবন**—বি., ণ. জীবসমূহের স্রষ্টা, সৃষ্টিকর্তা। **ভূতযোনি**—বি. পিশাচজন্ম ; প্রেত। **ভূতশুদ্ধি**—বি. পূজাদির সময় মন্ত্র দ্বারা পঞ্চভূতে গঠিত দেহের শুদ্ধি সাধন। **ভূত-সংপ্লব**—বি প্রলয়। **ভূতসঞ্চার**—বি. ভূতাবেশ, ভূতে পাওয়া। **ভূতসঞ্চারী** (-রিন্)—বি. দাবানল। **ভূতে ধরা**—কাহারও উপরে প্রেতাত্মার প্রভাব হওয়া। **ভূতে পাওয়া**—ভূতাবিষ্ট হওয়া ; মতির স্থিরতা না থাকা। **ভূতের ওঝা বা রোজা**—যে মন্ত্রাদির বলে ভূত ছাড়ায়। **ভূতের বাপের শ্রাদ্ধ**—অতি বিশৃঙ্খল ও অপব্যয়কর ব্যাপার। **ভূতের বেগার খাটা**—(পঞ্চভূতের বেগার খাটা) আত্মতত্ত্ব সম্বন্ধে উদাসীন হইয়া পঞ্চভূতাত্মক দেহের প্রয়োজনে কাজ করা। **ভূতের বোঝা**—পঞ্চভূতের বোঝা, অজ্ঞানতাড়িত জীবনের বোঝা। **ঘাড়ে ভূত চাপা**—চাপা দ্রঃ

ভূতাত্মা(-ত্মন্)—বি. দেহ ; বিষ্ণু ; শিব ; জীবাত্মা। **ভূতাধীশ**—বি. শিব। **ভূতানুকম্পা**—বি. জীবের প্রতি দয়া। **ভূতার্থ**—ণ. যথার্থ, সত্য ; অকৃত্রিম। **ভূতাবাস**—বি. (পিশাচাদির আবাসস্থল) বিভীতক বৃক্ষ ; দেহ ; বিষ্ণু ; শিব। **ভূতাবিষ্ট**—ণ. প্রেতাত্মার প্রভাবাধীন। **ভূতাবেশ**—বি. ভূতে পাওয়া।

ভূতি—[ভূ+ক্তি] বি. শিবের অণিমা মহিমা লঘিমা প্রাপ্তি প্রাকাম্য ঈশিতা বশিতা কামাবশায়িতা এই অষ্টবিধ ঐশ্বর্য, বিভূতি ; শিবের অঙ্গভস্ম ; মহিমা ; সম্পত্তি ; মঙ্গল ; উৎপত্তি ; সিদ্ধি ; অভ্যুদয় ; গজবেশ, হস্তীর সজ্জা। **ভূতিকর্ম**—বি. আভ্যুদয়িক কর্ম। **ভূতিকাম**—ণ. সম্পদাদির অভিলাষী। **ভূতিভূষণ**—বি. শিব।

ভূতুড়ে—ভুতুড়ে দ্রঃ।

ভূতেশ,ভূতেশ্বর—বি. শিব। [ভূত+ঈশ]

ভূপালী—বি. রাত্রির প্রথম প্রহরের রাগিণী-বিশেষ।

ভূমা (-মন্)—[বহু+ইমন্] ণ. বহুল ; বি. বহুত্ব, বিপুলতা ; মহান্ বিরাট পুরুষ, সর্বব্যাপী পুরুষ। **ভূমানন্দ**—সর্বব্যাপী পুরুষকে জানার আনন্দ, ব্রহ্মানন্দ ; আনন্দের প্রাচুর্য।

ভূমি (-মী)—[ভূ+মি—উৎপত্তিস্থান] বি. পৃথিবী (ভূমিকম্প) ; স্থান (মিলন ভূমি) ; ক্ষেত্র (শস্যভূমি) ; জমি (নিষ্কর ভূমি) ; ভূসম্পত্তি ; আধার, পাত্র (বিশ্বাসভূমি) ; গোড়া, পত্তন, base, foundation ; যোগীর চিত্তের বা উপলব্ধির অবস্থা-বিশেষ (সুফীদের মোকাম ?) ; গৃহের তল (ত্রিভূম প্রাসাদ) ; (জ্যামিতি) ত্রিভুজের অধোরেখা, base of a triangle. **ভূমিকম্প**—ভূকম্পন, earth-quake। **ভূমিকুষ্মাণ্ড**—বি. ভুঁইকুমড়া। **ভূমিচম্পক**—বি. ভুঁইচাপা। **ভূমিজ**—ণ. মাটিতে বা ক্ষেতে উৎপন্ন ; বি. মঙ্গল গ্রহ ; নরকাসুর। **ভূমিজম্বু**—বি. বনজাম, ছোট জাম। **ভূমিজীবী** (-বিন্)—কৃষক ; বৈশ্য। **ভূমিদেব**—বি. ভূদেব। **ভূমিধর**—বি. পর্বত। **ভূমিপ, ভূমিপতি, ভূমিপাল**—বি. রাজা। **ভূমিভৃৎ**—বি. পর্বত ; রাজা। **ভূমিরুহ, ভূমীরুহ**—বি বৃক্ষ। **ভূমিলেপন**—বি. যাহা দ্বারা ভূমি লেপা হইয়া থাকে, গোবর। **ভূমিশয্যা**—বি. ভূতলে শয়ন। **ভূমিশায়ী** (-য়িন্)—ণ. ধরাশায়ী। **ভূমিষ্ঠ**—[ভূমি—স্থা+অ] ণ. মাতৃগর্ভ হইতে ভূমিতে পতিত, প্রসূত ; ভূমিতে পতিত (ভূমিষ্ঠ

হইয়া প্রণাম—সাষ্টাঙ্গ প্রণাম)। **ভূমিসাৎ**—অব্য., ণ. ভূপতিত।

ভূমীন্দ্র, ভূমীশ্বর—বি. রাজা। [ভূমি+ইন্দ্র, ঈশ্বর] **ভূম্যধিকারী**—বি. জমিদার। [ভূমি+অধিকারী]। **ভূম্যাসন**—বি. ভূতলাসন।

ভূমিকা—বি. বক্তব্য বিষয় বা গ্রন্থাদির সূচনা, মুখবন্ধ, পূর্বাভাষ, অবতরণিকা, গৌরচন্দ্রিকা (রবীন্দ্রনাথের ভূমিকা-সম্বলিত); বেশ ধারণ; অভিনেয় চরিত্র, role, part (আওরঙ্গজেবের ভূমিকায় নেমেছিলেন দানী বাবু); বেদান্তমতে চিত্তের অবস্থা-বিশেষ (ক্ষিপ্ত মূঢ় বিক্ষিপ্ত একাগ্র বিরুদ্ধ—চিত্তের এই পঞ্চ ভূমিকা)।

ভূয়ঃ (-য়স্) —অব্য.ক্রি.ণ. বহুতর, অধিক; বি. বাহুল্য, আধিক্য। স্ত্রী. ণ. **ভূয়সী**—প্রচুর (ভূয়সী প্রশংসা)। [বহু (=ভূ)+ঈয়স্]। **ভূয়ান্**—(ভূয়স্ শব্দের পুংলিঙ্গের একবচনের রূপ) প্রচুর, অতিরিক্ত (ভূয়ান্ অধর্ম)। **ভূয়িষ্ঠ**—ণ. প্রচুরতম, অত্যধিক, প্রভূত (বৌদ্ধভূয়িষ্ঠ অঞ্চল)। [বহু+ইষ্ঠ]। **ভূয়োদর্শন**—বি. বহুল পর্যবেক্ষণ, অভিজ্ঞতা। **ভূয়োবিদ্য**—ণ. পাণ্ডিত্যশালী। **ভূয়োভূয়ঃ**—ক্রি. ণ. পুনঃপুনঃ, বারংবার (পথিক দ্বারে ভূয়োভূয়ঃ বল-দর্পিত করাঘাত করিতে লাগিলেন—বঙ্কিমচন্দ্র)।

ভূরি—ণ. প্রচুর, প্রভূত, অনেক (ভূরি ভূরি প্রমাণ)। [ভূ+রি]। **ভূরিবিক্রম**—বি. প্রবলবিক্রম, মহাবল। **ভূরিভোজন**—বি. প্রচুর আহার। **ভূরিমায়**—ণ. প্রভূত মায়া বা ছলনাযুক্ত; বি. শৃগাল। **ভূরিশঃ** (-শস্)—অব্য. প্রচুর পরিমাণে; বহুবার। **ভূরিশ্রবাঃ** (-বস্)—মহাভারতোক্ত রাজা-বিশেষ।

ভূর্জ, ভূর্জপত্র—বি. বৃক্ষবিশেষ বা তাহার কোমল বৃক্ষত্বক্ (পূর্বকালে ইহাতে পুঁথি লেখা হইত)।

ভূর্লোক—বি. মর্ত্যলোক দ্রঃ। [ভূঃ+লোক]

ভূষণ—[ভূষ্+অনট্—যাহা অলঙ্কৃত করে] বি. অলঙ্কার, আভরণ (ভূষণপ্রিয়া); অলঙ্কারস্বরূপ (কুলভূষণ; ভারতভূষণ)। ণ. **ভূষিত**—অলঙ্কৃত। স্ত্রী. **ভূষিতা**।

ভূষণ্ডী—বি. ভুশণ্ডি (দ্রঃ)। [সং]

ভূষা—বি. ভূষণ (বেশভূষা); অলঙ্কৃত বা সজ্জিত করা। [ভূষ্+অ+আপ্]। ণ. **ভূষিত**।

ভৃগু—বি. মুনি-বিশেষ; বংশ-বিশেষ; শিব; শুক্রাচার্য; অত্যুচ্চ স্থান; অতি উচ্চ ও খাড়া পাহাড়ের ধার, precipice, cliff; পর্বতের ঢালু প্রদেশ; জমদগ্নি মুনি; ভৃগুমুনির কৃত জ্যোতিষ গণনা। **ভৃগুপতি**—বি. ভৃগুবংশের প্রধান, পরশুরাম। **ভৃগুপদচিহ্ন**—বি. ভৃগুমুনির লাথির ছাপ যাহা বিষ্ণুর বুকে দেখা যায়। **ভৃগুপাত**—বি. পর্বতের খাড়া ধার দিয়া নীচে পড়া। **ভৃগু-বাসর**—বি. শুক্রবাসর। **ভৃগুমান্** (-মৎ)—ণ. উচ্চসানু-বিশিষ্ট।

ভৃঙ্গ—[ভৃ+গ] বি. ভ্রমর; লম্পট; ফিঙা পাখী; বৃক্ষ-বিশেষ। **ভৃঙ্গরাজ**—বি. ভ্রমরশ্রেষ্ঠ; পক্ষি-বিশেষ; কেশবর্ধক শাক-বিশেষ (মহাভৃঙ্গরাজ তৈল)। **ভৃঙ্গরোল**—বি. ভীমরুল।

ভৃঙ্গার—বি. জলপাত্র-বিশেষ, গাড়ু; অভিষেক-পাত্র; ভৃঙ্গরাজ; স্বর্ণ। [ভৃ+আরন্]। **ভৃঙ্গারিকা**—বি. ঝিঁঝিঁপোকা।

ভৃঙ্গি,-ঙ্গী (-ঙ্গিন্)—বি. শিবের অনুচর-বিশেষ (নন্দীভৃঙ্গি)। [ভৃ+গি, ভৃঙ্গ+ইন্]।

ভৃত—[ভৃ+ক্ত] ণ. পূর্ণ; পুষ্ট, পালিত (পরভৃত); বেতনাদির দ্বারা ক্রীত বা পালিত, সেবক; যে অধ্যাপক বেতন গ্রহণ করে। **ভৃতক**—বি., ণ. বেতন; বেতনগ্রহণকারী; পোষ্য। স্ত্রী. **ভৃতিকা**।

ভৃতি—[ভৃ+ক্তি] বি. ভরণপোষণ; বেতন, মজুরি; মূলধন। **ভৃতিভুক্** (-জ্)—ণ. বেতনভোগী।

ভৃত্য—[ভৃ+য] বি. যাহাদিগকে পালন করিতে হইবে, ভরণীয় ব্যক্তি (স্ত্রীপুত্র বৃদ্ধপিতামাতা প্রভৃতি); রাজপুরুষ; পরিচারক, দাস।

ভৃষ্ট—[ভ্রস্জ্+ক্ত] ণ. ভাজা। **ভৃষ্ট তণ্ডুল**—ভাজা চাউল, চালভাজা বা খই বা মুড়ি।

ভেউ, ভেউভেউ—অব্য. কুকুরের ডাক; যে সনির্বন্ধ অনুনয়-উপরোধের দিকে কেহ কর্ণপাত করেনা (তোমাদের যা করার করছ আমি ভেউ-ভেউ করেই মরছি); অসহায়ভাবে উচ্চৈঃস্বরে আকুল ক্রন্দন (সব হারিয়ে ভেউভেউ করে কাঁদতে লাগল)।

ভেংচানো—ক্রি, বি. অঙ্গভঙ্গি করিয়া বিদ্রূপ করা (পূর্ববঙ্গে ভ্যাঙ্গান)। বি. **ভেংচানি, ভেংচি** (ভেংচি কাটা—ভেংচান)।

ভেঁপু—বি. বাঁশী-বিশেষ; আমের আঁটির শাঁস ঘসিয়া ছেলে-মেয়েরা যে বাঁশী তৈরী করে (আম আঁটির ভেঁপু)।

ভেক—[ভী+ক] বি. ব্যাঙ, মণ্ডূক (স্ত্রী. **ভেকী**)। **ভেকাসন**—যোগাসন-বিশেষ।

ভেক, ভেখ—[সং. বেষ] বি. বেশ, পরিচ্ছদ (ত্যজিয়া আপন ভেক মারল হইলা শেখ—শূন্য-পুরাণ) ; বৈষ্ণব ফকির ইত্যাদির পোষাক (**ভেক ধরা, ভেক নেওয়া**—বৈষ্ণবের বৃত্তি অবলম্বন করা। ভেকে ভিখ) ; ছদ্মবেশ ; সঙের সাজ। **ভেকধারী**—ণ. সংসারত্যাগী, বৈরাগী ; ছদ্মবেশী ; ভণ্ড। [ভেটকি মাছ।

ভেকট, ভেক্‌টি, ভেকুট—[সং. ভেকট]

ভেকা, ভেকো, ভেকুয়া—ণ. বোকা, হত-বুদ্ধি (ভেকো বনা, হওয়া—কি করিতে হইবে না জানিয়া বোকার মত হওয়া)। **ভেকাচাকা**—ভ্যাবাচ্যাকা। [বাং.]

ভেক্‌-ভেক্‌, ভ্যাক্‌ভ্যাক্‌—অব্য. বাচ্চা কুকুরের ডাক ; অবাঞ্ছিত অনুনয় অথবা বহু ভাষণ, পচাল (কেন কানের কাছে ভেকভেক করছ)।

ভেঙানো, ভেঙ্গানো—ক্রি. ভেংচানো। বি. **ভেঙামি, ভেঙ্গামি**।

ভেজা—[হি. ভেজনা—পাঠানো] ক্রি. প্রেরণ করা (খবর ভেজিল); বিধিবদ্ধভাবে নিবেদন করা (সালাম ভেজিল—পুঁথি সাহিত্যে)। **ভেজানো**—ক্রি. প্রবেশ করানো ; লাগানো (কলঙ্কের ডালি করিয়া মাথায় আনল ভেজাই ঘরে—চণ্ডিদাস); বন্ধ করা, আওসানো (দরজা ভেজানো); ণ. খিল না লাগাইয়া বন্ধ করা হইয়াছে এমন (-দরজা)।

ভেজা—ভিজা (দ্রঃ)।

ভেজাল—ণ. নিকৃষ্ট বস্তুর সহিত মিশ্রিত (ভেজাল ঘি, ভেজাল খাবার) বি. এরূপ মিশ্রণ অথবা এরূপ মিশ্রিত দ্রব্য, কৃত্রিমতা (ভেজাল দেওয়া ; ভেজালের যুগে আসল পাবে কোথায়)।

ভেজাল, ভ্যাজাল—বি. ঝঞ্ঝাট, গণ্ডগোল, ক্যাচাং। ণ. **ভেজালে**—ণ. যে সামান্য ব্যাপার লইয়া গোল করে (ভেজালে বুড়ী)। (প্রাদে.)।

ভেট—বি. উপহার, নজরানা (দরবারে ভেট পাঠানো); সাক্ষাৎকার (বালা শৈশব তারুণক ভেট—বিদ্যাপতি)। [হি.]

ভেটকি,-কী, ভেঁটকি—ভেকট দ্রঃ। **ভেটকি দেওয়া**—(পূর্ববঙ্গে) মুখ বাঁকা করা ; মুখভঙ্গি করিয়া অপ্রসন্নতা জ্ঞাপন করা। **ভেটকানো, ভ্যাটকানো**—ক্রি. দাঁত বাহির করিয়া হাসা বা কথা বলা (পূর্ববঙ্গে)।

ভেটা—বি. ডাটা, খেলনা-বিশেষ। [বাং]

ভেটা—ক্রি. ভেট দেওয়া ; সম্মানিত ব্যক্তির সহিত দেখা করা ; মিলিত হওয়া। (কাব্যে ব্যবহৃত)।

ভেটেরাখানা—বি. সরাইখানা। [বাং]

ভেটো—বি. যে ভেট দিয়া চাকরি পায়। [বাং.]

ভেড়, ভেড়া—বি. মেষ (স্ত্রী. ভেড়ী)। [ভেড়]। **ভেড়াকান্ত**—নির্বোধ (গালি)। **ভেড়া**—বি. নির্বোধ বা বুদ্ধি-বিবেচনাহীন ব্যক্তি (ভেড়া বানিয়ে রেখেছে—স্ত্রীবুদ্ধির দ্বারা নির্জিত)।

ভেড়া, ভেড়ানো—ভি- দ্রঃ।

ভেড়ি,-ড়ী—বি. লোনা জল ঠেকাইবার জন্য যে উঁচু মাটির বাঁধ দেওয়া হয় ; এরূপ বাঁধের ভিতরের জল (মাছের ভেড়ী, ভেড়ীর মাছ)। (গ্রামভেড়ী—গ্রামের শস্যক্ষেত্র রক্ষা করিবার জন্য নির্মিত বাঁধ)। [প্রাদে.]

ভেড়ুয়া—বি. বাইজীর দলের বাদক। **ভেড়ে, ভেড়ো**—বি., ণ. স্ত্রীর বুদ্ধিতে চালিত পুরুষ ; কাপুরুষ ; অপদার্থ। **ভেড়ের ভেড়ে**—গালি বিশেষ। [ভেণ্ডর)।

ভেণ্ডর—[ইং. vendor] বিক্রেতা (ষ্টাম্প-

ভেতো—ণ. ভাত যার প্রিয়, অন্নগত-প্রাণ ; ভাত খাওয়ার জন্য দুর্বলদেহ (ভেতো বাঙালী)। [বাং]

ভেত্তা (-ত্তৃ)—ণ. ভেদক, ছেদক। [ভিদ্‌+তৃচ্‌]।

ভেদ—[ভিদ্‌+ঘঞ্‌] বি. ছেদন, বিদারণ, বেধন, ভঙ্গ (উদ্ভিদ মৃত্তিকা ভেদ করিয়া উঠে ; লক্ষ্যভেদ; শত্রুব্যূহ ভেদ করা); প্রকাশন, উদ্‌ঘাটন (রহস্য ভেদ করা) ; বিচ্ছেদ, অনৈক্য (বন্ধুভেদ, জাতিভেদ) ; রাজনীতি বিশেষ, শত্রুপক্ষের বন্ধু-বিচ্ছেদ ঘটানো, বিভিন্ন দলের মধ্যে বিরোধ ঘটানো (সাম-দান-দণ্ড-ভেদ ; হিন্দু-মুসলমানে ভেদ সৃষ্টি করা); বৈলক্ষণ্য, প্রভেদ (বিষয় ভেদে ভিন্ন ব্যবস্থা ; জাতিভেদ ; দুইয়ের মধ্যে ভেদ করা কঠিন); ভিতরকার ব্যাপার, রহস্য (এর ভেদ পাওয়া কঠিন ; ভেদের কথা); উদরভঙ্গ, দাস্ত (ভেদ বমি); প্রকার, রকম (বৃক্ষভেদ)। **ভেদক**—ণ. বিদারক ; বিবেচক। **ভেদন**—বি. বিদারণ, বেধন ; উদ্‌ঘাটন। ণ. **ভেদনীয়**—ভেদ্য। **ভেদজ্ঞান**—বি. আলাদা বলিয়া জানা। **ভেদবুদ্ধি**—বি. স্বাতন্ত্র্যজ্ঞান ; স্বার্থ-বুদ্ধি। **ভেদপ্রত্যয়**—বি. জগতের সকল পদার্থকে ঈশ্বর হইতে ভিন্ন জ্ঞান করা, দ্বৈতবাদ। **ভেদবমি**—বি. দাস্ত ও বমি ; ওলাউঠা রোগ, কলেরা।

ভেদা, ভ্যাদা—বি. মৎস্য-বিশেষ ; ণ জড় প্রকৃতির। [প্রাদে.]।

ভেদাভেদ—বি. পার্থক্য, অমিল (সব ভেদাভেদ ভুলে এক হও) ; দ্বৈতাদ্বৈত। [ভেদ+অভেদ]। **ভেদাভেদ-বাদ**—দার্শনিক মতবাদ-বিশেষ ; গৌড়ীয় বৈষ্ণব দার্শনিক মতবাদ যাহা 'অচিন্ত্য ভেদাভেদবাদ' নামে খ্যাত।

ভেদী (-দিন্)—ণ. ভেদকারী, বিদারক (শব্দ-ভেদী বাণ ; মর্মভেদী বাক্য)। [ভিদ্+ণিন্]। **ভেদ্য**—ণ. ভেদনীয়, বিদার্য (অভেদ্য বর্ম ; সূচিভেদ্য অন্ধকার) ; যাহা ভেদ করা বা প্রকাশ করা যায় (অভেদ্য রহস্য) ; যাহার প্রতীকার বা চিকিৎসা সম্ভবপর (ভেদ্য ব্যাধি)। [ভিদ্+য]

ভেবড়া,-রা—ক্রি. ঘাবড়ানো, কি করিতে হইবে তাহা বুঝিয়া না পাওয়া (ভেবড়ে যাওয়া)। **ভেবড়ি ছেড়ে কাঁদা**—আকুল হইয়া হাউ হাউ করিয়া কাঁদা। [প্রাদে]।

ভেবা গঙ্গারাম—(ভেবান দ্রঃ) বি. ছাগলের মত নির্বোধ ও অকর্মণ্য। [প্রাদে.]।

ভেবাচাকা,-চেকা, ভ্যাবাচ্যাকা—বি. হতবুদ্ধিতা ; ণ. হতবুদ্ধি (ভ্যাবাচ্যাকা খাওয়া ; ভ্যাবাচ্যাকা হয়ে পড়া)। [প্রাদে.]

ভেবান—অব্য. ছাগল ভেড়া প্রভৃতির ডাক বা ডাক আসা সম্পর্কে বলা হয় ; বিরক্তিকর উচ্চ চীৎকার বা কান্না। বি. **ভেবানি**। [প্রাদে.]

ভেরণ গাছ—ভেরেণ্ডা গাছ (পূর্ববঙ্গে)।

ভেরি,-রী—বি. বড় ঢাক ; দুন্দুভি। [ভী+রি,+ঈপ্]

ভেরেণ্ডা—[সং. এরণ্ড] বি. রেড়ি গাছ বা ফল। **ভেরেণ্ডা ভাজা**—(ভেরেণ্ডা বীজ না ভাজিলেও তেল বাহির হয় সুতরাং তেল বাহির করার জন্য উহা ভাজা নিরর্থক, তাহা হইতে) নিরর্থক কাজ করা, বাজে কাজ করিয়া সময় কাটানো ; বেকার থাকা।

ভেল—ণ. ভেজাল, কৃত্রিম (ভেল জিনিষ) ; বি. ভেলকি ; যাহা বিহ্বলতার সৃষ্টি করে ; (ব্রজবুলি) ক্রি. হইল (সকলি গরল ভেল)।

ভেলক—বি. ভেলা, উড়ুপ ('তুমি ভীম ভবার্ণবে ভেলক হে')। [সং]

ভেলকি—ভেল্কি দ্রঃ।

ভেলা—বি. ভেলক, কলাগাছ কাঠ ইত্যাদি একত্র বাঁধিয়া প্রস্তুত জলযান্। **অকূলের ভেলা**—বিপৎকালের অবলম্বন। [সং. ভেলক]

ভেলা—বি. ভল্লাতক বৃক্ষ ও তাহার ফল (রস দিয়া কাপড়ে চিহ্ন দেওয়া হয়), marking nut।

ভেলি—বি. রসহীন গুড়-বিশেষ। [হি.]

ভেল্কি,-কী—বি. ভোজবাজী, ইন্দ্রজাল, ম্যাজিক। **ভেল্কিখেলা**—বি. যাদুকরের মত অদ্ভুত ও বিস্ময়কর কার্য করা। **ভেল্কি লাগা**—ক্রি. ভেল্কি দেখিয়া অবাক হওয়া।

ভেষজ—[ভেষ (রোগভয়)—জি (জয় করা)+অ] বি. ভৈষজ্য, ঔষধ (অজীর্ণে জল ভেষজ) **ভেষজদ্রব্য**—বি. যে সব গাছ-গাছড়া হইতে ঔষধ প্রস্তুত হয়। **ভেষজাগার**—বি. যেখানে ঔষধ বিক্রয় হয়। **ভেষজাঙ্গ**—বি. ঔষধের অনুপান।

ভেস্ত—[ফা. বিহিশ্‌ত] বি. বেহেশ্‌ত, মুসলমানী স্বর্গ (ভেস্ত নাজেল করিও)। (গ্রাম্য)

ভেস্তা—ণ. বিপর্যস্ত, ওলট পালট (সাত নকলে আসল ভেস্তা)। [বাং]। **ভেস্তে যাওয়া**—বিপর্যস্ত হওয়া, লণ্ডভণ্ড হওয়া ; পণ্ড হওয়া ; ফাঁসিয়া যাওয়া। **ভেস্তানো**—ক্রি. ওলট-পালট করা (তাস ভেস্তানো)।

ভেঁরো, ভঁয়রো—[সং. ভৈরব] বি. গানের রাগ বিশেষ (প্রভাতে গেয়)।

ভৈক্ষ, ভৈক্ষ্য—[ভিক্ষা+অ, য] ণ. ভিক্ষালব্ধ (দ্রব্যাদি) ; বি. ভিক্ষান্ন ; ভিক্ষাসমূহ ; ব্রহ্মচারী যতি প্রভৃতির ভিক্ষাবৃত্তি (ব্রহ্মচারী ভৈক্ষ অবলম্বন করিবে) ; সন্ন্যাস। **ভৈক্ষকাল**—বি. ভিক্ষার জন্য বাহির হইবার কাল। **ভৈক্ষচর্যা**—বি. ভিক্ষাচরণ। **ভৈক্ষজীবী** (-বিন্)—যে ভৈক্ষের দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করে।

ভৈমী—বি. ভীম রাজার কন্যা, দময়ন্তী ; ভীম একাদশী। [ভীম+অ+ঈপ্]।

ভৈরব—[ভীরু+অ, ভীরুর জন্য ভীতিকর] ণ. ভীষণ, ভয়ঙ্কর, ঘোর ; বি. মহাদেব ; মহাদেবের ভয়ঙ্কর অষ্টমূর্তি (অসিতাঙ্গ, রুরু, চণ্ড, ক্রুদ্ধ, উন্মত্ত, কুপিত, ভীষণ, সংহার) ; সঙ্গীতে রাগ-বিশেষ, ভেঁরো ; নদ-বিশেষ। স্ত্রী. **ভৈরবী**—দুর্গা, সতী ; দুর্গার মূর্তি-বিশেষ (দশ মহাবিদ্যার অন্যতম) ; প্রাতঃকালে গেয় রাগিণী-বিশেষ ('শরৎ শিশিরে ভিজে ভৈরবী নীরবে বাজে'—রবি) ; শৈব সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসিনী ; নদী-বিশেষ ; ণ. ভয়ঙ্করী। **ভৈরবীচক্র**—তান্ত্রিক সমাজের পঞ্চমকার

সাধনের পদ্ধতি বিশেষ ; সাধারণ্যে যাহা প্রচলিত নয় এমন ভীতিকর বা অদ্ভুত কর্ম-সাধনের জন্য গোপন বৈঠক।

ভৈল—ক্রি. হইল। (ব্রজবুলি)

ভৈষজ, ভৈষজ্য—বি. ঔষধ; চিকিৎসা। [ভেষজ+অ, য]।

ভো—অব্য. হে, ওহে, ওগো অর্থবাচক সম্বোধন সূচক অব্যয় ('ভো নভোমণ্ডল', ভো রাজন্) [সং]

ভোঁ—অব্য. মক্ষিকাদির পাখার শব্দ ; কারখানা রেল ইং'র বাঁশির শব্দ ; বেগে গমনের শব্দ (মাথা ভোঁ ভোঁ করছে—মাথা খুব ঘুরিতেছে) ; ণ. নেশায় বাহ্যজ্ঞান-হীন, বিভোর (নেশায় ভোঁ হয়ে আছে)। **ভোঁ দৌড়**—অতি বেগে দৌড় বা পলায়ন।

ভোঁতা—[হি. ভোংতরা] ণ. যাহাতে ধার নাই, অতীক্ষ্ণ, স্থূল (ভোঁতা ছুরি, ভোঁতা বুদ্ধি) ; কুণ্ঠিত, অপমানিত (মুখুয্যের কারচুপিতে মুখ হইল ভোঁতা—হেমচন্দ্র)।

ভোঁদড়—[সং. উদ্র] বি. উদ্বিড়াল।

ভোঁদা—[হি. ভোংদু] ণ. স্থূল ; বুদ্ধিতে স্থূল, বেকুব ; ছোট ছেলের ডাকনাম। (স্ত্রী. ভুঁদী)।

ভোঁস ভোঁস—অব্য. নিদ্রামগ্ন স্থূলকায় ব্যক্তির শ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ।

ভোক্তব্য—[ভুজ্+তব্য] ণ. ভোজনযোগ্য ; উপভোগ্য। **ভোক্তা** (-ক্তৃ)—বি, ণ. যে ভোগ করে; উপভোগকারী। স্ত্রী. **ভোক্ত্রী**।

ভোগ—[ভুজ্+ঘঞ্] বি. সুখ-দুঃখাদি অনুভব (দুঃখভোগ ; সুখভোগ ; কর্মফলভোগ) ; উপভোগ (বিষয় ভোগ, ভোগসুখ, ভোগে এলনা) ; ইন্দ্রিয়সুখ ও ধনৈশ্বর্য (ভোগবিলাস) ; ভোজন ; খাদ্য (রাজভোগ) ; দেবতাকে যে ভোজ্য নিবেদিত হয়, নৈবেদ্য (কালীমাতার ভোগ) ; ধন ; রাজস্ব ; উপভোগের জন্য দেয় অর্থ (যথা : পণ্যাঙ্গনার বেতন কিংবা হস্তী অশ্ব প্রভৃতির ব্যবহারের জন্য ভাড়া) ; সর্প ; সর্পফণা (ভোগী) ; ক্লেশাদি সহা, দুর্ভোগ, ভোগান্তি (রোগভোগ, এত ভোগও কপালে ছিল)। **ভোগ ওঠা**—অন্ন ওঠা (দ্রঃ)। **ভোগগৃহ**—বি. বাসগৃহ ; অন্তঃপুর ; শয়নগৃহ। **ভোগতৃষ্ণা,-পিপাসা**—বি. সুখ বা বিষয়ভোগের আকাঙ্ক্ষা। **ভোগদেহ**—বি. মৃত্যুর পরে যে সূক্ষ্ম দেহে কর্মফল ভোগ করিতে হয়। **ভোগপত্র**—বি. ভূমি প্রভৃতি ভোগ সম্পর্কে রাজদত্ত আদেশপত্র। **ভোগবতী**—বি. স্ত্রী. পাতালস্থ গঙ্গা। **ভোগবিলাস**—বি. পার্থিব সুখভোগ, ধনৈশ্বর্যাদি। **ভোগভূমি**—বি. স্বর্গ ; ভারতবর্ষ ভিন্ন পৃথিবীর অন্যান্য দেশ (বিপ. কর্মভূমি)। **ভোগস্থান**—বি. দেহ।

ভোগা—ক্রি. দুঃখ অসুবিধা রোগ ইত্যাদি ভোগ করা (ভুগা দ্রঃ) ; বি. লোভ দেখাইয়া ভুলানো, প্রতারণা, ফাঁকি (ভোগা দেওয়া)। **ভোগা গোয়ালা**—যে সব গোয়ালা দধি দুগ্ধের ব্যবসা না করিয়া গরু দাগে।

ভোগান—বি. দুর্ভোগ (কি ভোগানটাই ভুগিয়েছে)। **ভোগানে**—ণ. যে ভোগায়। **ভোগানো**—ক্রি. দুঃখ অসুবিধা ইত্যাদি ঘটানো, টালবাহানা করিয়া কষ্ট দেওয়া (বল্লেই ত পার এখন দিতে পারবে না, এত ভোগাও কেন)।

ভোগান্ত—বি. দুর্ভোগের অবসান ; গ্রহের প্রভাবের কালের অবসান। [সং]। **ভোগান্তি**—(কথ্য) দুর্ভোগ (ভোগান্তির একশেষ)।

ভোগাবাস—বি. ভোগগৃহ। **ভোগাভোগ**—বি. সুখ-দুঃখ ইত্যাদি ভোগ, কর্মফল ভোগ। **ভোগায়তন**—বি. সুখ-দুঃখাদি ভোগের আধার, স্থূলদেহ। **ভোগার্হ**—ণ. ভোগের যোগ্য ; বি. ধন, সম্পত্তি। **ভোগী** (-গিন্)—ণ. যে ভোগ করে; বিষয়ভোগে রত ; ফণী, সর্প ; রাজা ; গ্রামের প্রধান ; নাপিত ; অশ্লেষা নক্ষত্র। স্ত্রী. **ভোগিনী**—মহিষী ভিন্ন রাজার অন্যান্য স্ত্রী। **ভোগীন্দ্র, ভোগীশ**—বি. সর্পরাজ, বাসুকি বা অনন্ত। **ভোগৈশ্বর্য**—বি. সুখভোগ ও ধনৈশ্বর্য। **ভোগোত্তর**—বি. ভোগের জন্য দত্ত ভূমি। **ভোগ্য**—ণ. উপভোগের যোগ্য, ভোগার্হ ; বি. ভোগের বস্তু ; ধনসম্পদ। স্ত্রী. **ভোগ্যা**—ভোগযোগ্যা ; গণিকা। [ভুজ্+য]

ভোচকানি—ক্ষুধাজনিত অবসাদ (ভোচকানি লাগা)। [প্রাদে.]

ভোজ—[সং. ভোজন] বি. বহু লোকের একত্রে আহার, feast। **ভোজঘর**—বি. উৎসবে একত্র ভোজনের স্থান। **ভোজ দেওয়া**—ক্রি. ভোজের ব্যবস্থা করা।

ভোজ—বি. প্রাচীন ভারতের ইন্দ্রজালবিদ্যায় দক্ষ রাজা বিশেষ ; মধ্যভারতের রাজ্য-বিশেষ। [সং]। **ভোজকট**—ভোজপুর। **ভোজ-বিদ্যা,-বাজি**—বি. ইন্দ্রজাল, ভেল্কি, যাদুর খেলা, ম্যাজিক।

ভোজং—বি. কুমন্ত্রণা ('সেলাম টেম্পল চাচা, আচ্ছা মজা নিলে, ভোজং দিয়ে ভোটিং খুলে ম্যুনিসিপাল বিলে')। [কথ্য]

ভোজক—[ভুজ্+ণক] ণ. ভক্ষক ; [-ণিচ্+ণক] যে খাওয়ায়। **ভোজন**—[ভুজ্+অনট্, -ণিচ্+অনট্] বি. ভক্ষণ, আহার, খাদ্যগ্রহণ (অজীর্ণে ভোজন বিষ) ; খাওয়ানো (ব্রাহ্মণভোজন ; কাঙ্গালী ভোজন ; ভোজন দক্ষিণা) ; ভোজনোৎসব (বন-ভোজন) ; ভোজ্যদ্রব্য। **ভোজনাগার, -শালা**—খাবার-ঘর, হোটেল। **ভোজন পাত্র**—থালা। **ভোজনবিলাসী** (-সিন্)—ণ. ভোজন বিষয়ে সৌখীন ; পেটুক। **ভোজন-পটু**—ণ. অধিক ভোজনে সমর্থ। **ভোজনাবশেষ**—ণ., বি. ভোজনের পরে যাহা পড়িয়া থাকে, উচ্ছিষ্ট।

ভোজপুরী, -পুরিয়া, -পুরে—ণ. ভোজপুরবাসী, পশ্চিম বিহার অঞ্চলের (ভোজপুরী দারোয়ান) ; বি. ভাষা-বিশেষ। **ভোজপুরে, ভুচপুরে**—ণ. উজবুগ, নির্বোধ (গালি)।

ভোজয়িতা (-তৃ)—[ভুজ্+ণিচ্+তৃচ্] ণ. যে ভোজন করায় ; পালয়িতা। স্ত্রী. **ভোজয়িত্রী**।

ভোজালি—বি. ভুজালি (গ্রাঃ) নেপালীদের কুকরি।

ভোজী (-জিন্)—বি. যে খায় (অন্য শব্দের যোগে—পরান্নভোজী)। [ভুজ+ইন্]

ভোজ্য—[ভুজ্+য] বি. খাদ্য ; পিতৃপুরুষের তৃপ্তির জন্য দেয় অন্নাদি (কথ্য: ভুজ্জি) ; ণ. ভক্ষণীয় ; ভোজবংশীয়। স্ত্রী. **ভোজ্যা**—ভোজবংশীয়া কন্যা, ইন্দুমতী ; রুক্মিণী। **ভোজ্যান্ন**—(কর্মধা.) ভোজনযোগ্য অন্ন ; (বহুব্রী.) ণ. যাহার অন্ন শাস্ত্রানুসারে বৈধ।

ভোট—বি. ভুটান দেশ ; তিব্বত (ভোটবাগান মঠ)। **ভোটকম্বল**—বি. তিব্বতদেশীয় কম্বল। [সং]

ভোট—[ইং. vote] বি. নির্বাচনাদিতে জ্ঞাপিত মত। **ভোটার**—[ই. voter] বি. ভোটদাতা, নির্বাচক। **ভোটাভুটি**—বি. ভোটদান সংক্রান্ত নানা ব্যাপার।

ভোমর, ভোমরা—[সং. ভ্রমর] বি. অলি, ভ্রমর ; কাষ্ঠ ছিদ্র করিবার যন্ত্র-বিশেষ, তুরপুন, drill ; মুচির সেলাই করিবার যন্ত্র।

ভোম্‌।—ণ. স্থূলবুদ্ধি, নির্বোধ (প্রাদে)।

ভোম্বল, ভোম্ভল—ণ. নির্বোধ, হাবা। **ভোম্বলদাস**—হাঁদারাম, নির্বোধশ্রেষ্ঠ।

ভোর—বি. উষা, প্রত্যূষ (ভোরবেলা) ; রাত্রিশেষ (ভোর হওয়া) ; অবসান (নিশিভোরে)।

ভোর—ণ. বিভোর, বিহ্বল, মশগুল (আতরের গন্ধে ভোর ; আপন খেয়ালে ভোর) ; ব্যাপী, রাত ভোর গণ্ডগোল করেছে ; সম্পূর্ণ (এবার বাজি ভোর হলো—রামপ্রসাদ) ; তৎপরিমিত (ছটাক ভোর। এই অর্থে ভর-ও হয়)। **ভোরা, ভোরি**—ণ. ভোর, মত্ত, বিহ্বল (ব্রজবুলি)।

ভোরঅঙ্ক—বি. বাদ্যযন্ত্র-বিশেষ।

ভোরাই—ণ. সকালবেলার ; বি. প্রাতে গেয় গান ইত্যাদি। [প্রাদে.]

ভোল—বি. ছদ্মবেশ (ভোল ধরা), সঙের পোষাক, সাজ, বেশ, (ভোল ফেরানো, বদলানো) ; ভড়ং, ছলনা। [সং. ভ্রম]।

ভোল—[সং. বিহ্বল] ণ. বিহ্বল, বিভোর, আত্মবিস্মৃত (একে বুড়া তাহে ভাঙ্গী ধুতুরায় ভোল—ভারতচন্দ্র) ; বি. মোহ, বুদ্ধিভ্রংশ। (প্রাচীন বাংলা)। **ভোলা**—ণ. আত্মবিস্মৃত, আপন ভাবে বিভোর (ভোলা মহেশ্বর ; আপন ভোলা) ; সহজে ভোলে এমন (ভোলা মন) ; ক্রি. ভুলা (গ্রাঃ)। **ভোলানাথ**—বি. শিব। **ভোলী**—ণ. বিহ্বল। (প্রাচীন বাংলা)। **আলাভোলা**—ণ. হাবাগোবা ; ভুলো ; কাণ্ডজ্ঞানহীন।

ভৌত—ণ. পিশাচসম্বন্ধীয় অথবা প্রেতবৎ (ভৌতরূপ) ; বি. ভূতবলি ; পূজারী ব্রাহ্মণ। [ভূত+অ]।

ভৌতিক—[ভূত+ষ্ণিক] ণ. পঞ্চভূত-বিষয়ক অথবা পঞ্চভূতের দ্বারা নির্মিত (পাঞ্চভৌতিক দেহ ; ভৌতিক পদার্থ) ; ভূতসম্পর্কিত (ভৌতিক কাণ্ড)। **ভৌতিক নিয়ম**—ভৌতিক পদার্থের কার্যধারা, physical law)। **ভৌতিক বিদ্যা**—ইন্দ্রজাল ; মন্ত্রতন্ত্র। **ভৌতিক ব্যাপার**—পাঞ্চভৌতিক ব্যাপার ; ভুতুড়ে কাণ্ড।

ভৌম—[ভূমি+ষ্ণ] ণ. ভূমি হইতে জাত অথবা ভূমি সম্পর্কিত (ভৌম কলেবর—বিপ. দিব্য) ; বি. মঙ্গলগ্রহ ; নরকাসুর ; আকাশ ; রক্তপুনর্নবা। **ভৌমজল**—বি. মাটির ভিতরকার জল। **ভৌমবার**—বি. মঙ্গলবার।

ভৌমরত্ন—বি. প্রবাল। **ভৌমিক**—বি. ভূম্যধিকারী ; উপাধি-বিশেষ ; ণ. ভূমিস্থিত। স্ত্রী. **ভৌমী**—সীতা। [কর কান্না।

ভ্যা—অব্য. ছাগল ও ভেড়ার ডাক ; উচ্চ বিরক্তি

ভ্যান-ভ্যান, ভ্যানর-ভ্যানর—অব্য. মশামাছির বিরক্তিকর গুঞ্জন ; কোন কথা বা অভিযোগের বিরক্তিকর পুনরাবৃত্তি (কেন কানের কাছে ভ্যান-ভ্যান করছ)। বি. **ভ্যান-ভেনি** (ভ্যানভেনি আর প্যানপেনিতে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছি)।

ভ্যাবাচাকা—ভে-দ্রঃ।

ভ্যালো—[হি. ভলা] অব্য., ণ. যা হোক, বলিহারী, সাবাস (বিদ্রূপে ও ইয়ার্কিতে। ব্রজের গৃহিণী কন ভ্যালা জজিয়তি—হেমচন্দ্র ; ভ্যালা রে মোর ভাই) ; বি, ভেলা, উড়ুপ।

ভ্যাস্তা—ভেস্তা দ্রঃ।

ভ্রংশ—[ভ্রন্‌শ্‌+অল্‌] বি. পতন, স্খলন, ভঙ্গ ; অধঃপতন ; নাশ (জীর্ণ পুষ্পদল যথা ধ্বংস ভ্রংশ করি—রবি, বুদ্ধিভ্রংশ ; নীতিভ্রংশ, রাজ্যভ্রংশ)। (ণ. ভ্রষ্ট)। **ভ্রংশী** (শিন্‌)—ণ. স্খলিত (তরুভ্রংশী জীর্ণপত্র)।

ভ্রম—[ভ্রম্‌+অল্‌] বি. ভ্রান্তি, মিথ্যা জ্ঞান, ভুল (রজ্জুতে সর্পভ্রম, বুদ্ধির ভ্রম ; ভ্রম নিরসন) ; ধাঁধা ; বিস্মৃতি ; কুম্ভকারের চক্র ; জাঁতা ; ছুতোরের কুঁদ-যন্ত্র ; ভ্রমি, ঘূর্ণি, আবর্ত ; সম্ভ্রম (প্রাচীন বাংলা—ভরম দ্রঃ)। **ভ্রমজাল**—অনেক ভুল। **ভ্রমপ্রমাদ**—নানাপ্রকার ভুল। **ভ্রমবশতঃ**—অব্য. ভুলে, ভুল হেতু, ভুল করিয়া। **ভ্রমসঙ্কুল**—ণ. ভুলে ভরা।

ভ্রমণ—বি. পর্যটন, বেড়ানো (ভ্রমণকারী ; দেশভ্রমণ)। [ভ্রম্‌+অনট্‌]। **ভ্রমৎ, ভ্রমমান**—ণ যে বা যাহা ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, পর্যটনশীল। [ভ্রম্‌+শতৃ, শানচ্‌]। **ভ্রমণকারী**—ণ পর্যটক, যে বেড়ায়।

ভ্রমন্ত—[ভ্রমৎ] ণ. পর্যটনশীল ; ঘূর্ণমান।

ভ্রমর—বি. মধুকর ; কামুক। [ভ্রম্‌+অরন্‌]। **ভ্রমরকীট**—বি. কুমীরে পোকা, কুম্ভীরিকা। **ভ্রমরকৃষ্ণ**—ণ. ভ্রমরের মত মিশকালো। **ভ্রমরপ্রিয়**—বি. ধারাকদম্ব। স্ত্রী. **ভ্রমরী**।

ভ্রমা—ক্রি. ভ্রমণ করা। (পদ্যে)।

ভ্রমাত্মক—ণ. ভ্রমপূর্ণ। **ভ্রমান্ধ**—ণ. ভ্রমের ফলে একান্ত বিবেচনাহীন। [ভ্রম+আত্মক, অন্ধ]।

ভ্রমি,-মী—বি. জলের আবর্ত ; কুলালচক্র, ঘূর্ণন ; ঘূর্ণিবায়ু ; ঘূর্ণিরোগ ; মণ্ডলাকার সৈন্য রচনা ; ভ্রান্তি। [ভ্রম্‌+ই,+ঈপ্‌]

ভ্রষ্ট—[ভ্রন্‌শ্‌+ক্ত] ণ. চ্যুত, স্খলিত, অধঃপতিত (লক্ষ্যভ্রষ্ট ; যূথভ্রষ্ট ; শাপভ্রষ্ট) ; দোষযুক্ত, নষ্ট (ভ্রষ্টচরিত্র)। স্ত্রী. **ভ্রষ্টা**—ণ., বি. অসতী। **ভ্রষ্টাচরণ, ভ্রষ্টাচার**—ধর্ম-বিগর্হিত আচার।

ভ্রাতা (-তৃ)—[ভ্রাজ্‌+তৃচ্‌] বি. সহোদর বা বৈমাত্রের ভাই ; ভ্রাতৃস্থানীয় ব্যক্তি। **ভ্রাতুষ্পুত্র**—বি. ভাইপো। স্ত্রী. **ভ্রাতুষ্পুত্রী**। **ভ্রাতুষ্পৌত্র**—বি. ভ্রাতার পৌত্র। স্ত্রী. **ভ্রাতুষ্পৌত্রী**। **ভ্রাতৃক**—ণ. ভ্রাতা হইতে প্রাপ্ত বা আগত। **ভ্রাতৃগন্ধি**—নামে মাত্র ভাই, যাহার সহিত যৎসামান্য ভ্রাতৃসম্পর্ক আছে। **ভ্রাতৃজ**—বি ভ্রাতুষ্পুত্র। **ভ্রাতৃজায়া**—বি. ভ্রাতার পত্নী। **ভ্রাতৃত্ব**—বি. ভাই ভাই সম্পর্ক। **ভ্রাতৃদ্বিতীয়া**—দীপান্বিতার পরবর্তী দ্বিতীয়া তিথি ; ঐ তিথির পর্ব বিশেষ, ভাইফোঁটা। **ভ্রাতৃবধূ**—ভ্রাতৃজায়া। **ভ্রাতৃব্য**—ভ্রাতুষ্পুত্র। **ভ্রাতৃশ্বশুর**—ভাসুর ; ভাইয়ের শ্বশুর। **ভ্রাতৃস্নেহ**—ভাইয়ের প্রতি ভাইয়ের স্নেহ। **ভ্রাত্রীয়**—ণ. ভাইয়ের, ভ্রাতৃবিষয়ক।

ভ্রান্ত—ণ ভ্রমযুক্ত, ভুলপথে চালিত (ভ্রান্ত ধারণা ; ভ্রান্তপথ) ; বি মত্তগজ। [ভ্রম্‌+ক্ত]। বি. **ভ্রান্তি**—ভ্রম, ভুল, মিথ্যাজ্ঞান। [ভ্রম্‌+ক্তি]। **ভ্রান্তিজনক**—ণ. যাহা ভ্রম উৎপাদন করে। **ভ্রান্তিবিনোদ**—বারবার ভুল করা হেতু আমোদ। **ভ্রান্তিমান্‌** (-মৎ)—ণ. ভ্রমযুক্ত ; ঘূর্ণমান ; বি. অর্থালঙ্কার-বিশেষ। **ভ্রান্তিসঙ্কুল**—ণ. বহু ভুলে পূর্ণ। **ভ্রান্তিহর**—ণ. যাহা ভ্রম দূর করে।

ভ্রামর—ণ. ভ্রমরকৃত ; ভ্রমর সম্বন্ধীয় ; বি. ভ্রমরজ মধু, নৃত্য-বিশেষ ; চুম্বক পাথর ; অপস্মার। [ভ্রমর+অ]। **ভ্রামরী**—স্ত্রী. দুর্গামূর্তি-বিশেষ। **ভ্রামরী** (-রিন্‌)—ণ. অপস্মার-রোগগ্রস্ত। **ভ্রামরী মিত্র**—ভ্রমরধর্মী মিত্র, সুখের পায়রা।

ভ্রাম্যমাণ—ণ. যাহা ঘুরানো হইতেছে। (**ভ্রাম্যমাণ লাইব্রেরী**—যে পুস্তক-সংগ্রহ পাঠকদের ব্যবহারের জন্য বিভিন্ন স্থানে লইয়া যাওয়া হয়, Circulating Library) ; [বাং] পর্যটনশীল, ('ভ্রাম্যমাণের দিন-পঞ্জিকা')। [ভ্রম্‌+ণিচ্‌+কর্মে শানচ্‌]।

ভ্রু, ভ্রূ—[ভ্রম্+উ, ঊ ; ফা. অব্রু] বি. চোখের উপর পাতার ঊর্ধ্বে অবস্থিত রোমরাজি, ভুরু। **ভ্রু(ভ্রূ)কুঞ্চন**—ভুরু কুঁচকানো (চিন্তা অথবা অসন্তোষের ফলে)। **ভ্রু(ভ্রূ)কুটি,-টী**—বি. ক্রোধ ; অসন্তোষ ইত্যাদি ব্যঞ্জক ভ্রুকুঞ্চন ; তীব্র অপ্রসন্নতা (ভাগ্যের ভ্রূকুটি)। **ভ্রূক্ষেপ**—দৃষ্টি ; চেতনা, গ্রাহ্য করণ, মনোযোগ (কি ভাবে সংসার চলছে সেদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই)। **ভ্রূবিভ্রম, ভ্রূবিলাস**—বি. লীলাপূর্ণ চাহনি। **-ভঙ্গি**—বি. ভ্রুকুঞ্চন, ভ্রূবিলাস। **ভ্রূমধ্য**—বি. ভ্রূদ্বয়ের মধ্যভাগ। **ভ্রূলতা**—বি. লতার মত বক্র ও সুন্দর ভ্রূ। **ভ্রূসংকেত**—বি. ভ্রূভঙ্গির দ্বারা ইঙ্গিত।

ভ্রূণ—বি. গর্ভস্থ সন্তান। [ভ্রূণ্+অ]। **ভ্রূণঘ্ন**—ণ. ভ্রূণহত্যাকারী। **ভ্রূণপত্র**—বীজপত্র। **ভ্রূণহত্যা**—গর্ভস্থ সন্তানের প্রাণনাশ, গর্ভপাতকরণ।

ম

ম—'প' বর্গের পঞ্চম বর্ণ ও পঞ্চবিংশ ব্যঞ্জন বর্ণ—অনুনাসিক ; ব্রহ্মা ; বিষ্ণু ; শিব ; যম ; চন্দ্র ; সময় ; বিষ ; মানুষ।

মই—[সং. মদী ; হি. মই] বি. বাঁশ বা কাষ্ঠাদি নির্মিত সিঁড়ি (**গাছে তুলে দিয়ে মই কেড়ে নেওয়া বা টান দেওয়া**—উৎসাহ দিয়া কর্মে প্রবৃত্ত করিয়া অসহায় অবস্থায় সরিয়া দাঁড়ানো) ; কর্ষিত ক্ষেত্র সমতল করিবার যন্ত্র-বিশেষ, harrow (**পাকা ধানে মই দেওয়া**—লাভের ক্ষেত্রে সমূহ ক্ষতি করা)।

মইসা,-সে—[সং. মসি] বি. জামা ইত্যাদিতে যে কাল দাগ পড়ে তাহা (মইসা ধরা)।

মউড়—মোড় (দ্রঃ)।

মউত, মওত, মৌত—[আ. মওত] বি. মৃত্যু। **মউতখানা বা মউতের খানা খাওয়া**—জন্মের মত খাওয়া ; প্রচুর খাওয়া যেন জন্মের মত শেষ খাওয়া খাইতেছে। **মৌতে টানা**—যমে টানা (ভর দুপুরে বেরিয়েছে, মৌতে টেনেছে দেখছি)। [মউনি]।

মউনি,-নী—[সং. মন্থনী] বি. মন্থন দণ্ড (ঘোল-

মউমাছি—মৌমাছি দ্রঃ। **মউর**—ময়ূর দ্রঃ। **মউরলা**—মৌরলা দ্রঃ। **মউরী**—মৌরী দ্রঃ।

মউয়া—মহুয়া (দ্রঃ)।

মউল, মোল, মৌল—বি. মুকুল, বোল ; মধুক, মহুয়া ফুল।

মউসা, মৌসা—বি. মাতৃস্বসার স্বামী, মেসো। (পূর্ববঙ্গে প্রচলিত)।

মওকা—[আ. মওক্'া] বি. সুযোগ, উপযুক্ত সময় (মওকা মত—সুযোগ মত ; মওকা পাওয়া যাচ্ছে না)। (কথ্য : মোকা)।

মওড়া—[সং. মুখ ; মহড়া দ্রঃ] বি অগ্রভাগ, প্রথম অংশ (দৈ-এর মওড়া) ; বিপক্ষের সম্মুখবর্তী সেনাদল অথবা এরূপ সেনাদলের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা (ভাল একগাছি লাঠি হাতে পেলে ও একাই পঞ্চাশ জনের মহড়া নিতে পারে)।

মওয়া—ক্রি. মন্থন করা।

মওয়াজি,-জী—[আ. মবাযী] ণ., বি. মোট, সাকলা, একুন ; এওয়াজে বা পরিবর্তে যে জমি পাওয়া যায়। [(মওলা দেনেওয়ালা)।

মওলা, মৌলা—[আ.] বি প্রভু, পরমেশ্বর

মকদুর—[আ. ম'ক্দর্] বি. ক্ষমতা, শক্তি-সামর্থ্য (বেমকদুর—অসহায়, দীনদরিদ্র)।

মকদ্দমা, মোকদ্দমা—[আ. মুক্'দ্দমহ্] বি. আদালতে আনীত অভিযোগ, মামলা (মোকদ্দমা করা,-চালান,-জেতা,-বাধা,-লড়া) ; ব্যাপার, বিষয় (দুর্ঘড়ির মোকদ্দমা)।

মকবরা, মকবেরা, মাকবেরা—সমাধি-সৌধ ; সমাধি। [আ.]

মকমক—অব্য. ভেকের শব্দ ; নিরুদ্ধ ক্রোধ সম্পর্কে বলা হয় (রাগে মকমক করছে)। বি. **মকমকি**। [(ডিক্রি মকম্মল করা)।

মকম্মল—[আ. মুকম্মল] ণ. পূর্ণাঙ্গ, কার্যে পরিণত

মকর—বি. পুরাণোক্ত শুঁড়ওয়ালা হাঙ্গরের মত জলজন্তু-বিশেষ, গঙ্গাদেবীর বাহন (মকরমুখো বালা) ; (জ্যোতিষে) রাশিবিশেষ ; কন্দর্পের ধ্বজচিহ্ন ; সধীন সূচক সম্বন্ধ। [ম-কৄ+অন্] **মকরকেতন,-কেতু**—বি. কন্দর্প। **মকরক্রান্তি**—দক্ষিণায়নান্ত বৃত্ত, বিষুবরেখার ২৩'-২৭' দক্ষিণে কল্পিত ভূগোলক-বেষ্টক রেখা, tropic

of capricorn, **মকরধ্বজ**—বি. কন্দর্প; স্বনামধন্য কবিরাজী ঔষধ। **মকরবাহন**—বি. বরুণ। **মকর-বাহিনী**—বি. গঙ্গা। **মকর ব্যূহ**—বি. মকরাকারে সৈন্য-সমাবেশের পদ্ধতি-বিশেষ। **মকরসংক্রান্তি**—বি. সূর্যের মকর রাশিতে গমন; পৌষমাসের শেষদিন। **মকর-স্নান**—বি. মকর-সংক্রান্তিদিবসে গঙ্গায় (বিশেষতঃ গঙ্গাসাগর-সঙ্গমে) অবগাহন-স্নান। **মকরাকর**—বি. সমুদ্র। **মকরাঙ্ক**—বি. কন্দর্প। **মকরাশ্ব**—বি. বরুণ। **মকরাসন**—বি. যোগাসন-বিশেষ। **মকরাস্য**—বি. মকরের মুখ; ণ. মকর-মুখো।

মকরন্দ—বি. পুষ্পের মধু: কুঁদ ফুলের গাছ; পুষ্পের রেণু। [সং]। **মকরন্দবতী**—বি. পাটলা পুষ্প; ণ. মধুযুক্তা।

মকাই—বি. ভুট্টা, maize। [হি.]

মকান—[আ] বাড়ী, গৃহ। [সাধন (পঞ্চ দ্রঃ)।

মকার - ম অক্ষর। **মকার-সাধন**—পঞ্চমকার

মকুফ, মকুব—ণ. ছাড়, রেহাই-প্রাপ্ত, মাফ (খাজনা মকুফ করা)। [আ. মউকুফ]

মক্কর—[আ. মক্‌র্] বি. ছলনা, ভান (কত মক্করই জান; আওরতের মক্কর বোঝা ভার)।

মক্কা - মকাই, ভুট্টা।

মক্কা—বি আরব দেশের প্রধান নগর, মুসলমানদের প্রধান তীর্থক্ষেত্র। [আ. মক্কহ্]। **মক্কা মোয়াজ্জমা, -শরীফ**—পুণ্যক্ষেত্র মক্কা। **মক্কাবুড়ী**—বোরকা-পরিহিতা বৃদ্ধা; জুজুবুড়ী। (গ্রাম্য: মাক্কা)। **মক্কী**—মক্কানিবাসী; যাঁহার পূর্বপুরুষ মক্কার বাসিন্দা ছিলেন; মক্কায় অবতীর্ণ কোরআনের 'আয়াত' 'সুরা' বা পরিচ্ছেদ।

মক্কেল—[আ. মুবক্কল] বি. উকিলের সাহায্যার্থী ব্যক্তি, client; (কথ্য) ব্যক্তি (বিশেষতঃ লাভ-জনক ব্যক্তি)। [আ.]।

মক্তব—বি. মুসলমানী পাঠশালা (মক্তব মাদ্রাসা)।

মক্‌স—[আ. মশ্‌ক্'] বি; প্রথম শিক্ষার্থীর সযত্ন অভ্যাস; লেখার উপর লিখিয়া বা লেখা দেখিয়া লিখন শিক্ষা (মক্‌স করা)। (কথ্য: মক্‌সো)।

মক্‌সেদ—[আ. মক্'স'দ, মখ'স্'দ] বি. উদ্দেশ্য, অভিপ্রায়, অভীষ্ট (দিলের মকসেদ হাসিল হোক)।

মক্ষিকা—বি. মাছি; মৌমাছি। [মক্ষ্+ণক আপ্]। **মক্ষিকামল**—মোম। **মক্ষিকা-সন**—মৌচাক।

মখ—[সং.] বি. যজ্ঞ (মখ-ক্রিয়া, -দ্বেষী)।

মখদম, মখদুম—[আ. মখ্‌দুম] বি. গুরু, শিক্ষক (যত শিশু মুসলমান তুলিল মক্তবখান মখদম পড়ায় পাঠনা—কবিকঙ্কণ)।

মখমল, মকমল—[আ. মখ্'মল] বি. ভেলভেট, কোমল মসৃণ বস্ত্র-বিশেষ। ণ. **মখমলী** (মখমলী পাদুকা)। **মখমল(লী) পোকা**—লাল ছোট মসৃণ কীট বিশেষ, ইন্দ্রগোপ কীট।

মখলুক—[আ মখ'লুক'] বি. সৃষ্টি। **মখলু-কাত**—সৃষ্টিচরাচর। **আশরাফুল্ মখলু-কাত**—সমস্ত সৃষ্টির মধ্যে শ্রেষ্ঠ (মানুষ—কোরআনের মত অনুসারে)।

মগ—[বর্মী. মঙ, maung] বি. আরাকানের অধিবাসী (ইহাদের দস্যুতা একসময় বাংলাদেশে খুব বৃদ্ধি পাইয়াছিল); ব্রহ্মদেশবাসী। **মগের মুল্লুক**—মগদস্যুদের অধিকৃত দেশ, ব্রহ্মদেশ, আরাকান; অরাজক দেশ।

মগ—[ইং. mug] বি হাতলযুক্ত ধাতুর জলপাত্র।

মগজ—[ফা. মগ্'য্] বি. মস্তিষ্ক; বুদ্ধিশক্তি। **মগজ খেলানো**—বুদ্ধি চালনা করা।

মগজি—বি. বালাপোষ জামা প্রভৃতির শেলাই-করা কিনারা বা ধার। **মগজি শেলাই**—ধার শেলাই; কাঁচা শেলাই। [শাখা।

মগডাল—[হি. মঙ্গরা—মাথা] বি. বৃক্ষের সর্বোচ্চ

মগধ—বি. দক্ষিণ বিহারের প্রাচীন রাজ্য-বিশেষ। **মগধ-লিপি**—মগধে প্রচলিত লিপি। ণ. **মাগধী**।

মগন—[সং. মগ্ন] ণ. নিমজ্জিত; ভাবে বিভোর (কাব্যে ব্যবহৃত—চিরদিন তাহে আছে ভরপুর মগন গগনতল—রবি)।

মগর—[হি.] বি. কুম্ভীর, mugger; [মকর] মকর (প্রাচীন বাংলা)। **মগর খাড়ু, মগর**—পায়ের গহনা-বিশেষ।

মগরা—গঙ্গার মোহনা; গঙ্গার উপকূলস্থ স্থান-বিশেষ (মগরার বালি)।

মগরা—[আ. মগ্'রুর] ণ. যে নিজের গোঁ বজায় রাখে, একগুঁয়ে (ছোকরাটা বড় মগরা)। বি. **মগরামি, মগরাই**। (মগড়া-ও বলা হয়)।

মগ্ন—[মস্‌জ্+ক্ত] ণ. যে ডুবিয়া গিয়াছে, অন্তঃ-প্রবিষ্ট (জলমগ্ন); বিহ্বল, আচ্ছন্ন (বিষাদমগ্ন); তন্ময়, সমাহিত (ধ্যানমগ্ন)। **মগ্নগিরি, -শৈল**—বি. যে পর্বত সমুদ্রের জলে ডুবিয়া

থাকে ; মৈনাক । মগ্নচৈতন্য—বি. নিজের যে সক্রিয় চেতন মন সম্বন্ধে মানুষ সচেতন থাকে না, subconscious.

মঘ—[সং.] বি. পূজা ; দ্বীপ-বিশেষ ; [মগ দ্রঃ] আরাকান দেশ ; আরাকানের ভাষা ।

মঘবা (-বন্), **মঘবান্** (বৎ)—(যাহাকে পূজা করা হয়) ইন্দ্র । [সং] । স্ত্রী. **মঘোনী, মঘবতী** ।

মঘা—বি. সপ্তবিংশতি নক্ষত্রের দশম নক্ষত্র (জ্যোতিষীদের মতে ইহার প্রভাব অশুভ) ।

মঙ্গল—[মন্গ্ (গমন করা) + অল] বি., ণ. শুভ, ক্ষেম, কল্যাণ ; শুভকর, কল্যাণকর, শ্রীবৃদ্ধিকর (সয়ে পড়াই মঙ্গল ; মঙ্গল রাষ্ট্র ; মঙ্গল-কবচ) ; গৌরবযুক্ত (মঙ্গলাখ) ; (বাং.) দেবদেবীর মহিমা-বিষয়ক কাব্য বা পালাগান (চণ্ডীমঙ্গল ; মনসা-মঙ্গল) ; শুভসূচক লক্ষণ, সুনিমিত্ত ; মঙ্গলগ্রহ ; সোমবারের পরদিবস, মঙ্গলবার । স্ত্রী. **মঙ্গলা**—দুর্গা ; পতিব্রতা স্ত্রী ; দূর্বা ; হরিদ্রা । **মঙ্গল-কলস,-ঘট**—হিন্দু উৎসবে বা পূজায় যে জল-পূর্ণ কলস স্থাপন করা হয় । **মঙ্গলক্ষৌম**—উৎসবাদিতে যে ক্ষৌম-বস্ত্র পরিধান করা হয় । **মঙ্গলগীত**—দেবদেবী বিশেষের মাহাত্ম্যখ্যাপক গান । **মঙ্গলচণ্ডী,-চণ্ডিকা**—মঙ্গলময়ী দুর্গা, মঙ্গলবারে পূজিতা দেবী-বিশেষ । **মঙ্গল-চ্ছায়**—বটবৃক্ষ । **মঙ্গলধ্বনি**—শুভসূচক হুলুধ্বনি বা শঙ্খধ্বনি । **মঙ্গলপাঠক**—স্তুতি-পাঠক । **মঙ্গলপাত্র**—মঙ্গলদ্রব্য যে পাত্রে রক্ষিত থাকে । **মঙ্গলময়**—ণ. শুভকারক ; বি. ঈশ্বর । **মঙ্গল-রাষ্ট্র**—প্রজার ব্যক্তিগত মঙ্গল বিষয়ে মনোযোগী রাষ্ট্র, Welfare State. **মঙ্গল সমাচার**—কুশল সংবাদ । **মঙ্গল-সন্নিধান**—বরণ ডালায় স্বস্তিক শ্রী প্রভৃতি যে সব মাঙ্গল্য দ্রব্য দেওয়া হয় । **মঙ্গলসূত্র,-সুতা**—বিবাহের সময় হিন্দু বর কন্যার হস্তে দূর্বার সহিত যে হরিদ্রায় রঞ্জিত সুতা বাঁধা হয় । **মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী** (-ক্ষিন্)—ণ. যে ভাল চায়, হিতকামী । **মঙ্গলাচরণ**—গ্রন্থারম্ভে দেবতার প্রতি স্তবস্তুতি নিবেদন ; কর্মারম্ভে মঙ্গলসূচক অনুষ্ঠান । **মঙ্গলাচার**—কল্যাণকর আচার ; শুভানুষ্ঠান । **মঙ্গলামঙ্গল**—শুভ ও অশুভ । **মঙ্গলাষ্টক**—দধি দূর্বা প্রভৃতি আট মঙ্গল দ্রব্য, অথবা বিবাহে বরবধূর সৌভাগ্য কামনা করিয়া ব্রাহ্মণ যে অষ্টশ্লোক পাঠ করেন । **মঙ্গলেষ্টক**—গৃহ নির্মাণে প্রথম ইষ্টক স্থাপন অনুষ্ঠান । **মঙ্গলোৎসব**—বিবাহ প্রভৃতি শুভ কর্ম-সম্পর্কিত উৎসব । **মঙ্গল্য**—বি. কল্যাণ-কর ; সৌভাগ্যকর ; সুখদ ; সুন্দর ; পবিত্র ; বি. দধি ; চন্দন ; স্বর্ণ ; সিন্দুর ; অশ্বত্থ বৃক্ষ ; বিল্ব ; নারিকেল বৃক্ষ ; কপিত্থ । [মঙ্গল + য] । স্ত্রী. **মঙ্গল্যা**—দুর্গা ; দূর্বা শতপুষ্পা প্রিয়ঙ্গু জীবন্তী-লতা মাষপর্ণী গুরুবচা হরিদ্রা প্রভৃতি ।

মচ্—অব্য. মোচড়ের বা হাল্কা ভঙ্গুর বস্তু পেষণের শব্দ । **মচ্‌মচ্**—অব্য. মচ্-এর পৌনঃপুনিকতা । **মচ্‌মচে**—ণ. খাস্তা (মচ্‌মচে মুড়ি) ; অল্প চাপে ভাঙে এমন । (কোমল রূপ ঃ মুচমুচে) । **মচ-মচানো**—ক্রি. মচ্‌মচ্ করা (বি. মচমচানি) ।

মচকা—ণ যাহা সহজে মচকাইয়া বা প্রায় ভাঙ্গিয়া যাইতে পারে (ছোট ছেলের মচকা হাড়) । **মচকানো**—ক্রি. মচ শব্দে দুমড়াইয়া যাওয়া অথবা দুমড়াইয়া দেওয়া ; হাড়ের জোড়ে আঘাত লাগিয়া ভগ্নপ্রায় হওয়া ও সেজন্য বেদনা হইয়া ফুলিয়া উঠা ইত্যাদি, sprain (ভাঙ্গে নাই, মচকে গেছে) । **ভাঙে ত মচকায় না**—ধ্বংস হইতে রাজি আছে কিন্তু দমিবে না, ক্ষতির ভয়ে মাথা নত করিবে না । বি. **মচকানি** ।

মচ্চিত্ত—[সং.] ণ. আমাতে নিবেদিতচিত্ত (গীতা) ।

মচ্ছিমুল্লুক—[আ. মুসল্লম্ + মুলক্] বি. সমস্ত মুলুক, সমস্ত জায়গা । (গ্রাম্য) ।

মচ্ছ, মচ্ছি—[সং. মৎস্য] বি. মাছ ।

মচ্ছব, মোচ্ছব—[সং. মহোৎসব] বি. মহোৎসব ; বৈষ্ণবদের সম্মেলন ও ভোজন-উৎসব (খেতরীর মোচ্ছব) ।

মছনদ—মসনদ দ্রঃ ।

মছলন্দ, মসলন্দ—[আ. মুসল্লা ; মসনদ] সূক্ষ্ম চিত্রিত মাদুর-বিশেষ (সাধারণতঃ নামাজ পড়ার জন্য ব্যবহৃত হয়) ।

মছলি—[হি.] বি. মাছ ; মৎস্য (প্রাদেশিক) ।

মজকুর—[আ. মজ্‌কুর] বি. পূর্বোল্লিখিত, aforesaid ; বি. লিখিত বিবরণ । (আদালতের ভাষা) । **মজকুরী**—বি. যে পরোয়ানা জারি করে, process-server । **মজকুরী তালুক**—জমিদারের অধীন তালুক ।

মজদুর—মজুর (দ্রঃ) ।

মজবুত—[আ. মদ্‌বুত] ণ. শক্ত, দৃঢ় (মজবুত

শরীর); টেকসই (মজবুত জুতো); স্থায়ী (মজবুত সেলাই; মজবুত গাঁথনি); নিপুণ, দড় (সাধারণতঃ ব্যঙ্গে: কথায় মজবুত)। বি. **মজবুতি**। (গ্রাম্য—মজমুত)।

মজমুন—[আ. মদ্'মূন] বি. বিষয়, বক্তব্য, সার-কথা (সাধারণতঃ আদালতের ভাষা)।

মজলিস—[আ. মজ্লিস] বি. আসর; সভা, বৈঠক (বিবাহ-মজলিস, সাহিত্য-মজলিস); মোহররমের সময় ইমাম হোসেন সম্পর্কে শিয়াদের শোক-বৈঠক। ণ. **মজলিসী**—যে আসর জমাইতে পারে, লোকের সহিত ভাল আলাপ করিতে পারে, সামাজিক; মজলিসের উপযোগী বা মজলিস-সংক্রান্ত (মজলিসী গান)।

মজলুম—[আ. ময্'লূম] ণ. উৎপীড়িত, যার উপর জুলুম করা হয়।

মজহাব—[আ.] বি. ধর্ম-সম্প্রদায় (সুন্নী মজ-হাবের লোক); ধর্ম। ণ. **মজহাবী**—সাম্প্রদায়িক, দলগত (মজহাবী ঝগড়া)।

মজা—[ফা. মযহ্] বি. স্বাদ, স্বাদুতা (পেতে মজা; তেমন মজা লাগছে না); সুখ, আরাম, আনন্দ, সম্ভোগ (মজা লোটা; মজা মারা; মজা চাখা; মজাটা বোঝা); আমোদপ্রমোদ, তামাসা, রগড় (মজা করা); (বিদ্রূপে) শাস্তি (মজা টের পাওয়ানো বা দেখানো)। **মজা উড়ানো**—দায়িত্বহীন হইয়া স্ফূর্তিতে সময় কাটানো। **মজাড়ে**—ণ. রগুড়ে, কৌতুকপ্রিয়। **মজা-দার**—ণ. সুস্বাদু; কৌতূহলোদ্দীপক (মজাদার গল্প)। **মজা দেখা**—অন্যের বিপদ বা দুর্দশা উপভোগ করা; বিপদে নাকাল হওয়া। **মজা দেখানো**—দুর্দশা উপভোগ করানো; জব্দ করা। **মজা মারা**—মজা উড়ানো; সুখ-সুবিধা ভোগ করা। **মজার**—আনন্দপ্রদ, আমোদপ্রদ, কৌতূহলোদ্দীপক (মজার খবর)।

মজা—ক্রি. মগ্ন হওয়া, মুগ্ধ বা তন্ময় হওয়া (প্রেমে বা ভাবে বা রূপ দেখে মজা); বিপদে পড়া, নাশপ্রাপ্ত হওয়া (নিজ কর্মদোষে…রাজা মজিলা আপনি—মধু); জল কমিয়া বা শুকাইয়া যাওয়া, ভরিয়া যাওয়া (নদী মজে মাঠ হয়েছে); ব্যঞ্জনে সুরসাল হওয়া (এ মাছে বেগুন মজবে ভাল); অতিরিক্ত পাকিয়া যাওয়া (কলাগুলো মজে গেছে); ণ. জল শুকাইয়া আসিয়াছে এমন (মজা পুকুর, মজা খাল, হাজামজা); অতিপক্ব, প্রায় পচা (মজা ফল)। **মজানো**—ক্রি. তন্ময় করা; মোহিত করা; বিনষ্ট করা; অযথা ব্যয় করা; ফলাদি পাকানো। **কুল মজানো**—ক্রি. বংশ.কলঙ্কিত করা। ণ. কুল-মজানে; স্ত্রী. কুল-মজানী। **দয়ে বা দহে মজানো**—ক্রি. অতলে ডুবাইয়া দেওয়া, সর্বস্বান্ত বা সর্বনাশ করা। [(ঠাট্টা মজাক করা)।

মজাখ,-ক—[আ. মযাখ'] বি. ঠাট্টা, তামাসা

মজাল—[আ. মজাল] বি. সাধ্য, ক্ষমতা (কি মজাল তার বলুক দেখি আমার সামনে এসে—বাংলায় কমই ব্যবহৃত হয়)।

মজুদ, মজুত—[আ. মৌজুদ] ণ. জমা-করা, সঞ্চিত (থানায় চাল আর লাকড়ি যা লাগবে সব মজুদ করা হয়েছে; ব্যবহার যা করলে সব মজুদ রইল); বর্তমান, উপস্থিত, হাজির। **মজুদ তহবিল**—সঞ্চিত অর্থভাণ্ডার; নগদ টাকা। **মজুত (দ) দার**—যে কোনও মাল বিক্রয় না করিয়া হাতে রাখিয়া দিয়াছে, hoarder।

মজুমদার, মজুন্দার—[ফা. মজ্মূ আ'ন্দার] বি. রাজস্ব-সম্পর্কিত কর্মচারী-বিশেষ; গ্রামের মাতব্বর স্থানীয় ব্যক্তি; পদবী-বিশেষ।

মজুর—[ফা. মযদুর] বি. যে গতর খাটাইয়া জীবিকা অর্জন করে, শ্রমিক, শ্রমজীবী, কুলি, মুনিষ (কুলিমজুর; মজুর খাটা—মজুররূপে কাজ করিয়া জীবিকা অর্জন করা)। **মজুরা**—বি. মজদুরি, মজুরের বেতন; গহনা প্রভৃতি গড়ার বানি। বি. **মজুরি**—মজুরের কাজ; দৈহিক শ্রমের জন্য পারিশ্রমিক; মজুরা। **মজুরি পোষায় না**—যতটা শ্রম করা গেল সেই অনুপাতে লভ্য হয় না।

মজ্জন—বি. জলে ডুবা, অবগাহন। [মস্জ্+অনট্]। **মজ্জমান**—ণ. যে ডুবিয়া যাইতেছে (মজ্জমান জন…ধরে তৃণে—মধুসূদন)। **মজ্জা**—নিমজ্জিত হওয়া; স্নান করা (প্রাচীন বাংলা)।

মজ্জা—[মস্জ্+অ+আপ্] বি. অস্থি-র মধ্যস্থিত স্নেহপদার্থ, marrow; বৃক্ষের সার, মাজ; অন্তরতম স্থান। **মজ্জাগত**—ণ. অন্তর্নিহিত; অচ্ছেদ্যভাবে সত্তার অঙ্গীভূত; অসংশোধনীয় (মজ্জাগত সংস্কার)। **মজ্জারস**—শুক্র। **মজ্জাসার**—জাতীফল।

মঝু—সর্ব. (ব্রজ. প্রা. বাং.) আমার (আজু মঝু শুভদিন ভেল—বিদ্যাপতি)।

মঞ্চ—বি. মাচা, টঙ; শস্যক্ষেত্রে পাহারা দিবার মাচা; পুস্তক রাখিবার আধার, শেল্ফ্ (মেহগনীর মঞ্চ জুড়ি পঞ্চ হাজার গ্রন্থ—রবি); বেদী, dais, platform (দোলমঞ্চ; সভামঞ্চ); রঙ্গমঞ্চ, stage (তিনখানি নূতন চিত্র মঞ্চস্থ করা হইয়াছে)। [মন্‌চ্ + অন্]। **মঞ্চক**—পালঙ্ক।

মঞ্ছাল—[সং. মনঃশিলা] মনছাল (দ্রঃ.)।

মঞ্জন—বি. মাজন; মিশি। [মন্‌জ্ + অনট্]

মঞ্জরি,-রী—বি. মুকুল; শিস (ধানের মঞ্জরি); পুষ্পস্তবক; মালা (মণিমঞ্জরী; প্রবন্ধমঞ্জরী)। [মঞ্জু-ঋ + ই, + ঈপ্। ণ. **মঞ্জরিত**—মুকুলিত; অঙ্কুরিত। **মঞ্জরিল**—ক্রি. (কাব্যে) মঞ্জরিযুক্ত বা পুষ্পিত হইল, ফুল ফুটিল। [+ ইমনিচ্]

মঞ্জিমা (-মন্)—বি. শোভা, সৌন্দর্য। [মঞ্জু

মঞ্জিল—[আ. মন্‌যিল] বি. এক দিনের পথ; গন্তব্যস্থান; সরাইখানা; গৃহ, প্রাসাদ (আহ্‌সান মঞ্জিল); গৃহের তল বা তলা (দোমঞ্জিলা বাড়ী)।

মঞ্জিষ্ঠা—[মঞ্জু-স্থা + অ + আপ্] বি রক্তবর্ণ লতা-বিশেষ। **মঞ্জিষ্ঠা-রাগ**—মঞ্জিষ্ঠা লতার রং; পূর্বরাগ-বিশেষ।

মঞ্জীর—[মন্‌জ্ (শব্দ করা) + ঈর] বি. নূপুর।

মঞ্জু—[সং] ণ. মনোজ্ঞ; সুন্দর, মধুর (মঞ্জু মঞ্জীর)। **মঞ্জুকেশী** (-শিন্)—ণ. যাহার কেশ সুন্দর; বি. শ্রীকৃষ্ণ। **মঞ্জুগমনা**—হংসী। **মঞ্জুঘোষ**—ণ মধুর কণ্ঠধ্বনিসম্পন্ন; বি. বৌদ্ধ ও জৈন দেবতাবিশেষ। **মঞ্জুবাক্** (-চ্)—ণ. মিষ্টভাষী; বি. চার্বাক। **মঞ্জুভাষিণী**—মধুরভাষিণী; ছন্দো-বিশেষ। **মঞ্জুশ্রী**—ণ. সুশ্রী; বি. জৈন দেবতা-বিশেষ; তান্ত্রিকের উপাস্য দেবতা-বিশেষ। **মঞ্জুহাসিনী**—ণ. সুহাসিনী; ছন্দো-বিশেষ।

মঞ্জুর—[আ. মন্‌যূ্‌র] ণ. স্বীকৃত, অনুমোদিত (ছুটি মঞ্জুর হয়েছে)। বি. **মঞ্জুরি**—স্বীকৃতি, অনুমোদন। ণ. **মঞ্জুরী**—যাহা মঞ্জুর করে (মঞ্জুরী পরোয়ানা)।

মঞ্জুল—ণ. মঞ্জু, সুন্দর, মধুর; বি. নিকুঞ্জ; শৈবাল। [মন্‌জ্ + উল]

মঞ্জুষা, মঞ্জূষা—[সং. যাহাতে দ্রব্য নিমজ্জিত করিয়া রাখা যায়] বি. বেতের পেটারা, ঝাঁপি; মঞ্জিষ্ঠা।

মট—অব্য. ডাল প্রভৃতি ভাঙ্গিবার শব্দ (শব্দের আধিক্যে—**মটাস**; বৃক্ষাদি ভাঙ্গিবার শব্দ—মড়মড়)। ণ. **মটকা**—যাহা সহজে মট করিয়া ভাঙ্গিয়া যায়। (প্রাদে.)।

মটকা—[সং. মট্টক] বি. চালযুক্ত ঘরের শীর্ষ। **মটকা মারা**—এরূপ ঘরের মাথা ছাওয়া; (মটকা শেষে ছাওয়া হয়, তাহা হইতে) কোন কাজের শেষভাগ সমাপ্ত করা।

মটকা, মটক—বি মোটা রেশমের কাপড়-বিশেষ (গুটিপোকা বাহির হইয়া আসার পর গুটি হইতে সুতা কাটিয়া বানানো। আগে বানাইলে: গরদ)।

মটকা—[সং. মৃত্তিকা] বি. মাটির বৃহৎ পাত্র-বিশেষ (ছোট: **মটকি, মটকী**—গুড়ের মটকা বা মটকী)। [পাকা)।

মটকা—বি. নীরব অপেক্ষা, ঘাপটি (মটকা মেরে

মটকানো—ক্রি. মট্ শব্দ করা, আঙুল ফুটানো; (চোখ) কুঁচকাইয়া নিষেধসূচক ইঙ্গিত করা।

মটন—[ইং. mutton] বি. মেষের মাংস। **-চপ**—মাংস খণ্ড ভাজিয়া প্রস্তুত খাদ্য-বিশেষ।

মটমট—অব্য. শুষ্ক ও অপেক্ষাকৃত ঠুনকো বস্তুর ভাঙ্গিবার শব্দ (দ্রুত ও সম্পূর্ণরূপে ভাঙ্গিয়া ফেলা সম্পর্কে বলা হয় মটাৎ)। ণ. **মটমটে**—যাহা মটমট করিয়া ভাঙ্গিয়া যায়।

মটর—বি. গোলাকার কলাই-বিশেষ, pea। **মটরমালা**—মটরের মত গোলাকৃতির সোনার দানার হার। **মটরশুঁটি,-ঠি**—যে লম্বা বীজকোষে মটর ফল ধরে; কাঁচা মটরের দানা (তরকারিরূপে ব্যবহৃত)।

মটরু—বি. শিশুর বা ছাগশিশুর ডাক নাম।

মঠ—[মঠ্ (বাস করা) + অ—যেখানে ছাত্রেরা বাস করে] বি বেদশিক্ষার্থী ছাত্রদিগের বাসগৃহ; সন্ন্যাসীদিগের বাসগৃহ; আশ্রম, আখড়া; টোল; দেবালয়; [বাং.] মন্দিরাকৃতি চিনির মিঠাই; চিতার উপরে নির্মিত স্মৃতি-মন্দির (আমি মরলে তোমরা আমার চিতায় দিও মঠ—গোবিন্দ দাস)। **মঠধারী** (-রিন্)—মঠের অধ্যক্ষ। স্ত্রী. **মঠধারিণী**।

মড়ক—[সং. মরক] বি. ব্যাপক মৃত্যু, মহামারী (মড়ক লাগা—মহামারী আরম্ভ হওয়া)। **গো-মড়কে মুচির পার্বণ**—কারো সর্বনাশ কারো পৌষ মাস।

মড়মড়—অব্য. গাছ বা গাছের বড় ডাল মঞ্চ প্রভৃতি ভাঙিবার বা ভগ্নপ্রায় হইবার শব্দ (গাছটা মড়মড়

করে ভেঙে গেল ; খাট মড়মড় করছে)। ণ. **মড়মড়ে** (মড়মড়ে খাট ; মড়মড়ে ভাজা কলাই)।

মড়া—[সং. মৃত] বি. শব, লাশ, মৃতদেহ। **মড়াখেকো, -খেগো**—ণ. অস্থিচর্মসার। **মড়ার**—বিরক্তি ও অপ্রীতিজ্ঞাপক মেয়েলী গালি (মড়ার অতিথ-ফকির ; মড়ার নায়েব) ; আদরপূর্ণ মেয়েলি গালি। **মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা**—মৃতদেহের উপরে খড়্গাঘাতের মত অমানুষিক কাজ ; রুগ্ন ও দুর্গতের উপরে অত্যাচার।

মড়াই—মরাই দ্রঃ।

মড়াছিয়া, মড়াঞ্চে, মড়ুঞ্চে—[সং. মৃতা-পত্যা] ণ. মৃতবৎসা, যে স্ত্রীলোকের সন্তান হইয়া বাঁচেনা (মড়ুঞ্চে পোয়াতী)। **মড়াঞ্চে নাম**—মড়ুঞ্চে পোয়াতির সন্তানের নাম, যথাঃ এককড়ি, পচা, ফেলা, গুয়ে ইত্যাদি।

মড়ি—বি. মড়া, শব ; হিংস্র পশুকর্তৃক নিহত ও অর্ধভুক্ত পশু, kill। **মড়ি কাটা**—ক্রি. শব-ব্যবচ্ছেদ করা। **মড়িঘর**—বি. হাসপাতালাদিতে যে ঘরে মৃতদেহ রাখা হয়, morgue. **মড়িপোড়া**—বি. যে মড়া পোড়ায়, মুর্দাফরাস। স্ত্রী. **মাড়পোড়ানী**।

মণ, মন—বি. চল্লিশ সের। **মণকষা**—বি. মণের দাম হইতে সেরের দাম প্রভৃতি বাহির করিবার শুভঙ্করী নিয়ম। **মণকিয়া, মুণকে**—বি. মণ বিষয়ক গণিত। **মণী, মুণকে, মুণে**—ণ. মণ পরিমিত (অঙ্ক শব্দের সহিত যুক্ত হইয়া ব্যবহৃত হয়—দুমুণে বোঝা, আধমণী কৈলাস, মুণকে রঘু)।

মণি—[মণ্+ই] বি বহুমূল্য প্রস্তর, প্রবাল মুক্তা হীরক মরকত প্রভৃতি ; চুম্বক ; স্ফটিক ; সর্পের মস্তকস্থিত মণির মত উজ্জ্বল পদার্থ ; মণিবন্ধ ; অজাগলস্তন ; জননযন্ত্রের অগ্রভাগ ; শ্রেষ্ঠ (বীরমণি—বাংলায় এরূপক্ষেত্রে সাধারণতঃ 'শিরোমণি' ব্যবহৃত হয়) ; চোখের তারা (নয়নের মণি) ; সমাদর-সূচক (খুকুমণি, দিদিমণি, মণি-ভাই)। **মণিক,-কা**—বি. জালা ; মণি। [সং] **মণি-কর্ণিকা**—কাশীর তীর্থ-বিশেষ। **মণি-কঙ্কণ**—রত্নখচিত কঙ্কণ। **মণিকাঞ্চন-যোগ**—স্বর্ণের সহিত মণির সংযোগের ন্যায় শোভন ও সার্থক যোগ। **মণিকার**—শাণাদির সাহায্যে মণি পরিষ্কারক ; মণি সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ, জহুরী। **মণিকুট্টিম**—মূল্যবান্ বা অমূল্য পাথরে বাঁধানো মেঝে। **মণিকোঠা**—মণি-খচিত গৃহ ; জগন্নাথের মন্দিরের যে অংশে বিগ্রহ আছে তাহা ; অন্তরতম ও নিভৃত স্থান (মনের মণিকোঠা)। **মণিগ্রীব**—যাহার গলায় মণি-খচিত হার। **মণিদীপ**—দীপের মত উজ্জ্বল মণি। **মণিপুর**—কর্ণভূষণ বিশেষ ; ভারতের পূর্বপ্রান্তের রাজ্য-বিশেষ ; ণ(তন্ত্রমতে) ষট্‌চক্রমধ্যে নাভিস্থ চক্র-বিশেষ। ণ. **মণিপুরী**। **মণি-পুষ্পক**—সহদেবের শঙ্খ। **মণিবন্ধ**—প্রকোষ্ঠ, হাতের কব্জি। **মণিভদ্র**—যক্ষরাজ-বিশেষ। **মণিমঞ্জরী** - মণিমালা। **মণিমঞ্জীর**—মণি-ভূষিত নূপুর। **মণিময়, মণিমান্** (-মৎ) —ণ. মণি-ভূষিত ; বি. সূর্য। **মণিরাজ**—হীরক। **মণিরাগ**—মণির বর্ণ ; হিঙ্গুল। **মণিহার**—রত্নহার। **মণিহারা ফণী**—(প্রসিদ্ধি এই যে সাপের মাথার মণি যদি হারাইয়া যায় তবে সে অত্যন্ত অস্থির হইয়া পড়ে, তাহা হইতে) অতিপ্রিয় ও বহুমূল্য বস্তু হারাইয়া অত্যন্ত ব্যাকুল ব্যক্তি।

মণিয়া ছোট পাখী-বিশেষ, মুনিয়া।

মণিহারি,-রী—[হি মণিহার ; সং মণিকার] বি. কাচের চুড়ি প্রভৃতি প্রস্তুতকারক অথবা সেই সমস্ত দ্রব্যের ব্যবসায়ী ; রত্ন-বণিক। **মণিহারী দোকান**—প্রসাধনদ্রব্য খেলনা কলম পেন্সিল খাতা প্রভৃতি খুচরা জিনিসের দোকান।

মণ্ড—বি. ফেন, গাদ, মাড় ; সিদ্ধ করিয়া গলানো বস্তু (খইয়ের মণ্ড) ; সমস্ত রসের অগ্ররস, দধির অগ্রভাগ ; ঘৃতের উপরে যে সর থাকে। [মন্+ড]।

মণ্ডন—বি. ভূষণ, অলঙ্কার ; অলঙ্করণ ; প্রসাধন ; মীমাংসক পণ্ডিত-বিশেষ। [মণ্ড্+অনট্]। **মণ্ডনপ্রিয়**—যে বেশভূষা প্রসাধন ইত্যাদি ভালবাসে। ণ. **মণ্ডিত**—ভূষিত, সজ্জিত ; বেষ্টিত

মণ্ডপ—[মণ্ড+পা+অ] বি. অতিথি প্রভৃতির জন্য নির্মিত গৃহ, বিশ্রামস্থান ; মন্দির (চণ্ডী মণ্ডপ) ; উৎসবাদির জন্য নির্মিত অস্থায়ী গৃহ (বিবাহমণ্ডপ) ; কুঞ্জ (লতামণ্ডপ) ; যে মণ্ড পান করে।

মণ্ডল—বি. গোলাকার কিছু ; বেষ্টন, পরিধি, চক্র (মণ্ডলাকারে উপবিষ্ট) ; পরিবেষ (সূর্য-মণ্ডল ; চন্দ্রমণ্ডল) ; (জ্যোতিষে) আবর্তিত হইবার

পথ, কক্ষ ; দেশ (ব্রজমণ্ডল) ; রাজ্য ; সাম্রাজ্য (মণ্ডলেশ্বর), সামন্ত রাজাদের সম্মেলন-কেন্দ্র (নরেন্দ্র-মণ্ডল) ; গণ, সমূহ, সমাজ (সপ্তর্ষিমণ্ডল ; মন্ত্রিমণ্ডল) ; কৃত্রিম রেখাদি দ্বারা রচিত আসন-বিশেষ ; গ্রাম বা অঞ্চল (মণ্ডল কংগ্রেস) ; অঞ্চলের বা গ্রামের প্রধান, মোড়ল ; পদবী বিশেষ। [মণ্ড্+অল]। **মণ্ডলক**—বি. সূর্য ও চন্দ্রের পরিবেষ ; মণ্ডলাকার ব্যূহ ; দর্পণ ; কুষ্ঠরোগ-বিশেষ ; কুকুর। **মণ্ডল-নৃত্য**—বি. বৃত্তাকারে নৃত্য। **মণ্ডলভাগ**—বি. বৃত্তের খণ্ড, arc। **মণ্ডলবর্তী**(-র্তিন্)—চক্রবর্তী। **মণ্ডলাগ্র**—বি. (যাহার অগ্রভাগ বক্র) খড়্গ। **মণ্ডলাধিপ,-ধীশ**—বি. ৪০ যোজন বিস্তীর্ণ রাজ্যের অধিপতি, সম্রাট্ ; সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের নেতা, মণ্ডলেশ্বর।

মণ্ডলী—বি. মণ্ডল (সকল অর্থে), সমূহ (প্রজা-মণ্ডলী) ; কুণ্ডলী ; চক্র, কুণ্ডলী করিয়া বসা। **মণ্ডলীকৃত**—ণ. বক্রীকৃত, যাহা গোল করা হইয়াছে। **মণ্ডলেশ,-শ্বর**—বি. মণ্ডলাধিপ।

মণ্ডা—[সং] বি. সুরা ; (বাং) মোণ্ডা, ছানার মিষ্টান্ন-বিশেষ, সন্দেশ (মণ্ডা মিঠাই) ; ক্রি. মণ্ডিত করা।

মণ্ডি—[হি.] বি. বাজার (সব্জি মণ্ডি)।

মণ্ডিত—(মণ্ডন দ্রঃ)।

মণ্ডূক—বি. ভেক, ব্যাঙ (কূপ-মণ্ডূক—কূপ দ্রঃ)। স্ত্রী. **মণ্ডূকী**। [মন্ড্+উক]। **মণ্ডূক-গতি**—বি. ব্যাঙের মত লাফাইয়া লাফাইয়া গমন। **মণ্ডূক-প্লুতি**—বি. ব্যাঙের লাফ ; (সং. ব্যাকরণে) পূর্বসূত্রের পরসূত্রে অনুবৃত্তি। **মণ্ডূর**—মরিচা, লৌহমল। [সং]

মৎ—[হি.] নিষেধাত্মক শব্দ, না (ঘাবড়াও মৎ) ; **মৎ** [সং] সর্ব. আমার, মদীয় (মৎপ্রণীত ; মদ্ভক্ত)। [সম্মানিত (বহুমত)।

মত—[মন্+ক্ত] ণ. অভিপ্রেত, সম্মত (মনোমত) ;

মত, মতো—অব্য. জন্য (জন্মের মত বিদায়) ; অনুযায়ী (বিধিমত, পছন্দ মত জিনিষ) ; রকমে, ধরণে (সেবারকার মত এবারও) ; ণ. তুল্য, সদৃশ (তার মত লোক কটা মেলে) ; যোগ্য ; যথোপযুক্ত (মানুষের মত মানুষ) ; বি. প্রকার, রকম (কোনও মতে)। **মুখের মত জুতো**—অসঙ্গত কথার বা আচরণের যোগ্য প্রতিবাদ বা প্রতিঘাত।

মত—বি. অভিপ্রায়, অভিমত, সম্মতি (তোমার মত জানতে এলাম ; তার মত হলনা) ; ধারণা ; প্রণালী, পদ্ধতি (ব্রাহ্মমতে বিবাহ, ডাক্তারী মতে চিকিৎসা) ; সিদ্ধান্ত ('বদলে গেল মতটা' ; নানা মুনির নানা মত ; দার্শনিকের মত ; বৈষ্ণব মতে)। [মন্+ক্ত]। **মত করা**—ইচ্ছা করা ; সম্মতি দেওয়া। **মত জাহির করা**—কতকটা উগ্রভাবে অভিমত ব্যক্ত করা। **মত দেওয়া**—সম্মতি দেওয়া। **মতবাদ**—(অশুদ্ধ কিন্তু বহুলপ্রচলিত) দার্শনিক অথবা নীতি-বিষয়ক ধারণা বা সিদ্ধান্ত, theory, doctrine। **মতবিরোধ, মতভেদ**—মতের অমিল, মতানৈক্য। **মত হওয়া**—সম্মতি দেওয়া।

মতঙ্গ—বি হস্তী ; মুনি-বিশেষ ; মেঘ। [মদ+অঙ্গচ্]। **মতঙ্গজ**—হস্তী।

মতন—অব্য ,ণ. মতো, অনুযায়ী (মনের মতন) ; তুল্য, সদৃশ (ভূতের মতন চেহারা যেমন—রবি) ; জন্য (এবারকার মতন মেলা শেষ হল) ; মথোন (দ্রঃ)।

মতফরক্কা—[মুৎফরক্কা দ্রঃ) ণ. খাপছাড়া, পূর্বাপরসম্পর্কশূন্য, অদ্ভুত (মতফরক্কা গোছের একটা কিছু বল্লেই হলো আর কি)।

মত্‌লক—[আ. মত্‌লক্] ণ. সম্পূর্ণ, absolute (মত্‌লক হারাম—সম্পূর্ণ অবৈধ)।

মতলব—[আ. মত্‌লব্] বি. উদ্দেশ্য, অভিপ্রায় (কারিকরের মতলব বোঝেন নি—রবি) ; অভিসন্ধি, ফন্দি ; স্বার্থ (কোন মতলবে ফিরছে কে জানে ; মতলব হাসিল করা)। **মতলব-বাজ**—ণ. আপন অভিসন্ধি সিদ্ধ করা যাহার কাজ। **মতলবী**—ণ. স্বার্থপর ; ফন্দিবাজ।

মতান্তর—বি. ভিন্ন দার্শনিক বা ধর্ম-বিষয়ক সিদ্ধান্ত। **মতান্তরে**—ভিন্নমত অনুসারে। **মতাবলম্বী** (-ম্বিন্)—ণ. (কোন) মত বা সিদ্ধান্ত অনুসরণকারী। **মতামত**—বি. মত, অভিমত, অভিপ্রায় ; অনুকূল বা প্রতিকূল মত।

মতাহিয়া, মো- —[আ. মুতা'হ—শিয়া মতানুযায়ী সাময়িক বিবাহ] ণ. মুতা'-বিবাহ-অনুযায়ী (মোতাহিয়া বেগম—বঙ্কিমচন্দ্র)।

মতি—[মন্+ক্তি] বি. বুদ্ধি, জ্ঞান ; অন্তঃকরণ ; চিত্ত, মন ; ইচ্ছা (মতির স্থিরতা নাই ; ধর্মে মতি হোক ; মহামতি)। **মতিগতি**—বি. মনের প্রবণতা, ভাব (লোকের মতিগতি ভাল নয়)।

মতিচ্ছন্ন—ণ. যাহার বুদ্ধি নষ্ট হইয়াছে; দুর্বুদ্ধি (মতিচ্ছন্ন হয়েছে দেখছি)। **মতি-প্রকর্ষ**—বি. বুদ্ধির উৎকর্ষ বা তীক্ষ্ণতা। **মতিভ্রংশ, -ভ্রম, -বিভ্রম**—বি বুদ্ধিনাশ; স্মরণ-শক্তির অভাব। **মতিমান্** (-মৎ), **মতিমন্ত**—ণ. বুদ্ধিমান্, সুধী। **মতিশ্রেষ্ঠ**—ণ. সুধী, জ্ঞানী। **মতিস্থৈর্য**—বি. সংকল্পের দৃঢ়তা। **মতিভ্রষ্ট, মতিহীন**—ণ. বুদ্ধিহীন, মতিচ্ছন্ন।

মতি, মোতি—[সং. মৌক্তিক] বি. মুক্তা। **মতিচুর, -চূর**—মতির ন্যায় দানা বিশিষ্ট মিঠাই বিশেষ, সাদা বঁদের নাড়ু। **মতিম, মোতিম**—(ব্রজবুলি) মুক্তার (মতিহার)। **মতিয়া, মোতিয়া**—বেলফুল-বিশেষ।

মতিহারী—বিহারের জেলা-বিশেষ, তথায় উৎপন্ন তামাক-বিশেষ।

মৎকুণ—[সং.] বি ছারপোকা, উকুণ, শ্মশ্রুশূন্য পুরুষ, মাকুন্দ; গজদন্তহীন বয়স্ক হস্তী; নারিকেল।

মত্ত—[মদ্+ক্ত] ণ. উন্মত্ত; আত্মহারা (দেশের কাজে মত্ত; যামিনী জোছনামত্ত—রবি); মাতাল; বিহ্বল; বি. মহিষ; কোকিল। স্ত্রী. **মত্তা**—মদিরা; ছন্দোবিশেষ। বি. **মত্ততা**। **মত্তবারণ**—মত্ত হস্তী, কোঠার বারান্দা; ঘেরা জায়গা। **মত্ত ময়ূর**—প্রমত্ত ময়ূর; ছন্দো-বিশেষ।

মৎসর—[মদ্ (হৃষ্ট হওয়া, দ্বেষ করা)+সর] বি. পরশ্রীকাতরতা; দ্বেষ; শত্রুতা; ক্রোধ; লোক-নিন্দাজনিত আত্মধিক্কার; কৃপণ; ক্রুদ্ধ; পরশ্রী-কাতর। স্ত্রী. **মৎসরা**—মক্ষিকা। ণ. **মৎসরী** (-রিন্)—পরশ্রীকাতর; দ্বেষকারী, শত্রু; ক্রোধী; ক্রূর; দুর্জন। স্ত্রী. **মৎসরিণী**।

মৎস্য—[মদ্+স্য—যাহারা জলে আনন্দিত] বি. মাছ; বিষ্ণুর প্রথম অবতার; পুরাণ বিশেষ; দেশ বিশেষ, আধুনিক জয়পুর; রাশিচক্রের এক রাশি, মীন। স্ত্রী **মৎসী**। **মৎস্যকরণ্ডিকা, -ধানী**—মাছের খালুই। **মৎস্যকেতু**—মীনকেতন, কামদেব। **মৎস্যগন্ধা**—ব্যাসদেবের মাতা সত্যবতী। **মৎস্যজীবী** (-বিন্)—জেলে, কৈবর্ত। **মৎস্যণ্ডিকা, মৎস্যণ্ডী**—মৎস্যের অণ্ড বা ডিমের মত দানাদার গুড়; দলো চিনি; মিছরি। **মৎস্যবন্ধী**—জেলে, কৈবর্ত। **মৎস্য-বন্ধিনী**—খালুই। **মৎস্যরঙ্ক, -রঙ্গ**—মাছ-রাঙা পক্ষী। **মৎস্যরাজ**—রুইমাছ; মৎস্যদেশের রাজা। **মৎস্যবেধন, -নী**—বঁড়শী। **মৎস্যা-শন**—ণ. মৎস্যভোজী; বি. মাছরাঙ্গা পাখী। **মৎস্যাশী** (-শিন্)—ণ. মাছ খায় যে। **মৎস্যাসন**—যোগের আসন-বিশেষ। **মৎস্যসঙ্ঘ**—মাছের ঝাঁক। **মৎস্যোদরী**—মৎস্যগন্ধা, ব্যাসমাতা সত্যবতী।

মথন—[মথ্+অনট্] বি. মন্থন, বিলোড়ন (ক্ষীরোদ-মথন; দধিমথন); দলন; নাশন; ণ. পীড়নকারী, দলনকারী, বিনাশক (মদনমথন; কেশিমথন)। **মথনী**—মন্থনদণ্ড। **মথা**—ক্রি. মন্থন করা। **মথিত**—ণ. বিলোড়িত; পীড়িত, ক্লিষ্ট; নাশিত; হত; বি. নির্জল ঘোল। **মথী**—মন্থনদণ্ড। **মথ্যমান**—ণ. যাহা মথন করা হইতেছে। [মথ্+শানচ্ কর্মে]।

মথুরা—আগ্রার নিকটস্থ নগর (শ্রীকৃষ্ণের জন্ম-ভূমি)। **মথুরাধাম**—মথুরাপুরী। **মথুরা-নাথ, মথুরাধীশ, মথুরেশ**—শ্রীকৃষ্ণ।

মথোন, মতন—[আ. মতন্—মূলপাঠ] বি. না বুঝিয়া মুখস্থ (মতন করা)।

মদ—[মদ্+অ] বি. অহঙ্কার, দম্ভ (ঐশ্বর্য মদে মত্ত); আনন্দ; আনন্দহেতু সম্মোহ; মত্ততা; সুরা; মত্ততা সৃষ্টি করে এমন কিছু (যৌবনমদ; বিষয়মদ); মধু; কস্তুরী (মৃগমদ); রেতঃ, হস্তীর গণ্ডনিঃসৃত স্রাব-বিশেষ। **মদকট**—ণ. মদ হেতু উৎকট; বি. ষাঁড়; মত্তহস্তী। **মদকল**—ণ. মদস্রাবহেতু কলধ্বনিকারী (মদকল করী যথা—মধু); বি মত্তহস্তী। **মদ-খোর**—ণ. মদ্যাসক্ত, মাতাল। **মদগন্ধ**—ছাতিম গাছ। **মদগন্ধা**—সুরা। **মদগর্ব**—গর্বোন্মত্ততা, দাম্ভিকতা। **মদমত্ত**—ণ. সুরাপান হেতু উন্মত্ত। **মদমত্ত-হস্তী**—গণ্ড হইতে মদজল নিঃসৃত হইতেছে বলিয়া মত্ত যে হস্তী। **মদমুকুলিতাক্ষী**—ণ. আনন্দবিহ্বলতাহেতু যাহার চোখ বুজিয়া আসিয়াছে এমন (নারী)।

মদক—[মদ্+অক] বি. আফিমঘটিত মাদক দ্রব্য-বিশেষ (তন্দ্রাকর ঔষধ); [সং. মোদক] মোয়া; ময়রা।

মদৎ, -দ—[আ. মদদ্] বি. সাহায্য। **মদদ করা**—সহায়তা করা। **মদদগার**—ণ. সাহায্যকারী। বি. **মদদগারি**—সাহায্যদান। **মদদমা'শ, মদদ-ই-মা'শ**—ভরণপোষণের

জন্ত বাদশাহ-দত্ত নিষ্কর বা প্রায় নিষ্কর জমি।

মদন—[মদ্+ণিচ্+অনট্] বি. কামদেব, কন্দর্প; কাম, রতিস্পৃহা; বসন্তকাল; ভ্রমর; বকুল গাছ; ময়না গাছ; মাষকলাই; ধুতুরা গাছ; ণ. মত্ততা-জনক। **মদনকণ্টক**—সাত্ত্বিকভাবের আবির্ভাবজনিত রোমাঞ্চ; অনুরাগজনিত পুলক। **মদনকলহ**—প্রণয়কলহ। **মদনগোপাল**—ভক্তচিত্তবিমোহন শ্রীকৃষ্ণ। **মদনচতুর্দশী**—চৈত্রের শুক্লা চতুর্দশী। **মদনতন্ত্র**—কামশাস্ত্র। **মদন-মথন, -দলন, -দমন, -দহন**—মহাদেব। **মদনমন্দির**—যুবতীর স্তন। **মদনমোহন**—শ্রীকৃষ্ণ। **মদনলেখন, -লেখা**—প্রেমপত্র। **মদনোৎসব**—বসন্তোৎসব; হোলি।

মদনা—বি. ময়না পাখী। [সং.]

মদনা, মদনী—সুরা। [সং.]

মদাত্যয়—অতিরিক্ত মদ্যপানজনিত রোগ-বিশেষ। **মদান্ধ**—ণ. গর্বহেতু অন্ধ; মদ্যপানহেতু বিমূঢ়। **মদাবস্থা**—মত্তদশা। **মদালস**—ণ. মত্ততা বা আবেশহেতু আলস্যযুক্ত; আবেশবিহ্বল। স্ত্রী. **মদালসা**। **মদালাপী** (-পিন্)—কোকিল। স্ত্রী. **মদালাপিনী**।

মদির—[মদ্+ইর] ণ. যাহা মত্ততা উৎপাদন করে, মোহকর (মদিরনয়না); বি. ছন্দো-বিশেষ; রক্তখদির। স্ত্রী. **মদিরা**—মদ্য, সুরা। **মদিরাক্ষী, মদিরেক্ষণা**—ণ. (স্ত্রী.) যাহার চক্ষু মোহিত করে। **মদিরাগৃহ**—বি. পানশালা, মদের আড্ডা। **মদিষ্ঠা**—বি. যাহা হৃষ্ট বা মত্ত করে, সুরা।

মদীয়—ণ. আমার। [সং]। বি. **মদীয়তা**—আপন স্বার্থ সম্বন্ধে সচেতনতা, আমার-আমার ভাব (বিপ—ত্বদীয়তা)।

মদো, মোদো—ণ. মদ্যাসক্ত, মাতাল; মদের মতন (—গন্ধ)। [বাং]

মদোদ্ধত—ণ. গর্বোদ্ধত। **মদোন্মত্ত**—ণ. সুরা পানের ফলে উন্মত্ত; গর্বোদ্ধত। [মদ+—]

মদ্গুর—বি. মাগুর মাছ। [সং]

মদ্দ—[ফা. মর্দ্] বি. মর্দ, জোয়ান, বলিষ্ঠ লোক; বাহাদুর (কথ্য; উপহাসেও ব্যবহৃত হয়)। **মদ্দা**—বি. পুরুষ, নর (মদ্দা শিয়াল); স্ত্রী. **মাদী** (গ্রাম্য: মেদী)। বি. **মদ্দানি** (গ্রাম্য—মর্দানি দ্রঃ)।

মদ্বিধ—ণ. আমার মতো (মদ্বিধ ক্ষুদ্র প্রাণী)। [সং]

মদ্য—[মদ্+য] বি. মদ, সুরা। **মদ্যপ, -পায়ী** (-য়িন্)—ণ., বি. যে সুরা পান করে, মাতাল। **মদ্যপঙ্ক**—মদের অসার ভাগ, মদের নীচেকার তলানি। **মদ্যমণ্ড**—মদ্যফেন। **মদ্যবীজ**—কিণ্ব বা খামিরা যাহা দ্বারা মদ প্রস্তুত হয়। **মদ্যসন্ধান**—মদ চোয়ানো।

মদ্র—পঞ্জাবের অংশবিশেষের প্রাচীন নাম; মদ্রবাসিগণ; মদ্র দেশের রাজা; (বাং) মাদ্রাজ অঞ্চল, তদ্দেশবাসী। **মদ্রসুতা**—মাদ্রী।

মধু—ণ. মধুর; বি. পুষ্পরস; মহুয়া ফুল অথবা আঙ্গুর হইতে প্রস্তুত মদ্য; দুগ্ধ; জল; শর্করা; মধুর দ্রব্য; বসন্তকাল; চৈত্রমাস; চণ্ডীতে উক্ত দৈত্যবিশেষ। [মন্+উ]। **মধুক**—যষ্টিমধু; মহুয়া ফুল বা গাছ। **মধুকণ্ঠ**—ণ. যাহার কণ্ঠস্বর মধুর, বি কোকিল। **মধুকর**—ভ্রমর; প্রণয়ী। স্ত্রী. **মধুকরী**—ভ্রমরী। **মধুকাল**—বসন্ত। **মধুকৃৎ**—ভ্রমর। **মধুকৈটভ**—চণ্ডীতে উক্ত অসুরদ্বয়। **মধুকোদক**—জল মিশ্রিত দুধ। **মধুকোষ**—মৌচাক; (বাং) অণ্ডকোষ। **মধুক্রম, -জালক**—মৌচাক। **মধুক্ষরা**—ণ. মধু ঝরায় এমন, মধুময়ী। **মধুক্ষীর**—খর্জুর বৃক্ষ। **মধুঘোষ, -গায়ন**—কোকিল। **মধুচক্র, -ছত্র**—মৌচাক। **মধুচন্দ্র**—[ইং. honeymoon-এর অনুবাদ] নবদম্পতির একান্তে অবকাশ যাপন। **মধুচ্ছন্দাঃ** (-দস্)—পুং. ঋগ্বেদের মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষিবিশেষ। **মধুজ**—মোম। **মধুজা**—মধু দৈত্যের মেদ হইতে উৎপন্ন পৃথিবী। **মধুজালক**—মৌচাক। **মধুজিৎ, -মথন**—বিষ্ণু। **মধুজীব, -জীবী** (-বিন্)—মৌমাছি। **মধুতৃণ**—ইক্ষু। **মধুত্রয়**—ঘৃত মধু শর্করা। **মধুদ্রুম**—মহুয়া গাছ। **মধুধূলি**—খাঁড়। **মধুনির্গম**—বসন্তকাল অতিক্রান্ত হওয়া। **মধুনিশা, -নিশি, -যামিনী**—বসন্ত রজনী; আনন্দরজনী। **মধুপ**—বি. মধুকর; ণ. মধুপায়ী। **মধুপটল**—মধুচক্র। **মধুপবন**—ণ. মলয়-মারুত। **মধুপর্ক**—মিশ্রিত দধি ঘৃত মধু জল ও শর্করা (দেবতাকে নিবেদ্য)। **মধুপর্ক্য**—ণ. মধুপর্কের দ্বারা যাহার সম্বর্ধনা করা হয়। **মধুপুর, মধুপুরী**—মথুরা নগরী। **মধুপুষ্প**—মহুয়া শিরীষ অশোক ও বকুল গাছ। **মধুপুষ্পা**—দন্তী বৃক্ষ। **মধুপূর্ণিমা**—চৈত্র পূর্ণিমা। **মধুপ্রমেহ**—বহুমূত্র রোগ। **মধু-**

প্রিয়—ণ. মদ্যপ্রিয় ; বি. বলরাম। **মধুবন**—মধুঘোষ, কোকিল ; বৃন্দাবনের বন-বিশেষ। **মধুবর্ষী** (-র্ষিন্)—ণ. মধু বর্ষণ করে এমন। **মধুবল্লী**—যষ্টিমধু ; দ্রাক্ষাবিশেষ। **মধুবার**—মদ্য পানের ক্রম। **মধুব্রত**—মৌমাছি। **মধুভৃৎ**—ভ্রমর। **মধুমক্ষিকা**—মৌমাছি। **মধুমত্ত**—ণ. মদ্যপানে মত্ত ; বসন্তাগমে অতিশয় হৃষ্ট। **মধুময়**—ণ. মধুর ; মধু-ভরা। **মধুমাধব**—চৈত্র ও বৈশাখ। **মধুমাধ্বীক,-মাধ্বী**—মধু হইতে জাত মদ্য। **মধুমাস**—চৈত্রমাস। **মধুমূল**—মৌ-আলু। **মধুমেহ**—বহুমূত্র রোগ। **মধুযষ্টি,-যষ্টিকা**—যষ্টিমধু ; ইক্ষু। **মধুর**—(পরে দ্রষ্টব্য)। **মধুরস**—ইক্ষু ; তাল ; দ্রাক্ষা। **মধুরিপু**—শ্রীকৃষ্ণ। **মধুলিট্,** (-লিহ্), **-লিহ, -লেহ, -লেহী**(-হিন্)—মধুকর। **মধুশর্করা**—মধুজাত শর্করা, সিতাখণ্ড। **মধুসখ,-সহায়,-সারথি,-সুহৃদ্**—কন্দর্প ; কোকিল। **মধুসূদন,-হা** (-হন্)—বিষ্ণু। **মধুস্রব**—মহুয়া গাছ ; স্ত্রী. **মধুস্রবা**—মধুযষ্টিকা ; জীবন্তী বৃক্ষ ; মূর্বা লতা ; মোরট লতা ; হংসপদী ; মধুকরা। **মধুর**—ণ. সুমিষ্ট ; মাধুর্যযুক্ত (বিপ. পরুষ), প্রিয়দর্শন, প্রীতিজনক, মনোহর (মধুর তোমার শেষ না পাই—রবি) ; শ্রুতি-সুখকর ; সৌম্য ; শান্ত ; চিত্তাকর্ষক কিন্তু কাম-গন্ধহীন। [মধু+র]। **মধুর মধুর**—অতিশয় মধুর। **মধুর রস**—শৃঙ্গার রস ; (বৈষ্ণব মতে) কামগন্ধহীন শুদ্ধ প্রেম। **মধুরাক্ষর**—ণ. মধুর ধ্বনি-বিশিষ্ট। **মধুরাম্ল**—মধুর ও অম্ল স্বাদযুক্ত ব্যঞ্জন। **মধুরিমা** (-মন্)—বি. মধুরতা, মাধুর্য।

মধুক—মহুয়া ফুল ; মহুয়া গাছ।

মধুখ,-খিত—বি. মোম (মধুখবর্তিকা—মোমবাতি)। **মধূৎসব**—বসন্তোৎসব ; চৈত্রীপূর্ণিমা। **মধূদক**—জল মিশ্রিত মধু। [মধু+উখ, উৎসব, উদক]

মধ্য—ণ অভ্যন্তরস্থ ; কেন্দ্রস্থ ; মাঝামাঝি জায়গার ; দুই প্রান্ত হইতে সমদূরে স্থিত (মধ্যভাগ, মধ্যদিন ; মধ্যবিন্দু ; রত্নহারের মধ্যমণি) ; বি. কটিদেশ (ক্ষীণমধ্যা) ; অভ্যন্তর (দেহমধ্যে, গৃহমধ্যে) ; অন্তরাল, অবসর ; (ইতোমধ্যে) সময়, কাল (এরই মধ্যে শেষ হলো) ; অপক্ষপাত (মধ্যস্থ) ; গড়, mean (মধ্যকাল—meantime) ; তাল-বিশেষ (মধ্যলয়) ; সংখ্যা-বিশেষ, শত-কোটি কোটি (অন্ত্য মধ্য পরার্ধ)। [মন্+য]। **মধ্যকাল**—যৌবন কাল। **মধ্যজ**—মেঝো। **মধ্যদন্ত**—সম্মুখের দন্ত। **মধ্যদিন, মধ্যন্দিন**—মধ্যাহ্ন। **মধ্যদেশ**—মধ্যবর্তী স্থান, মধ্যভাগ ; কটিদেশ। **মধ্যপদলোপী** (-পিন্)—(ব্যাকরণ) মাঝখানের পদটি লোপ পায় এমন (—কর্মধারয় সমাস)। **মধ্যপ্রদেশ**—ভারতের প্রদেশ বা রাজ্য বিশেষ। **মধ্যবয়াঃ** (-য়স্), **মধ্যবয়স্ক**—নবযুবক নহে প্রৌঢ়ও নহে, middle-aged, আধবয়সী। **মধ্যবর্তী** (-র্তিন্)—ণ. মধ্যে অবস্থিত ; মধ্যস্থ, mediator। বি. **মধ্যবর্তিতা**। **মধ্যবিত্ত**—ণ. ধনীও নয় দরিদ্রও নয় এমন ; অভিজাত শ্রেণীর নহে আবার কৃষক বা মজুর-শ্রেণীর ও নহে এমন। **মধ্যম**—ণ. উৎকৃষ্টও নহে নিকৃষ্টও নহে মাঝারি (মধ্যম গোছের) ; মধ্যজ, মেঝো (মধ্যম পুত্র) ; মাঝামাঝি স্থানে স্থিত ; বি. স্বরগ্রামের চতুর্থ স্বর, মা ; কটিদেশ (সুমধ্যমা)। **মধ্যমপাণ্ডব**—ভীম ; অর্জুন। **মধ্যমনারায়ণ**—বায়ু-নাশক তৈল বিশেষ। **মধ্যমবয়স্ক**—ণ. মধ্যবয়স্ক। **মধ্যমলোক, মধ্যলোক**—পৃথিবী। **মধ্যমসাহস**—প্রাচীন ভারতে অপরাধের ও দণ্ডের শ্রেণী বিশেষ। **মধ্যমা, মধ্যা**—মধ্যস্থিত অঙ্গুলি ; নায়িকা-বিশেষ (মুগ্ধা মধ্যা প্রগল্ভা)]। **মধ্যমণি**—হারের মধ্যস্থিত শ্রেষ্ঠ রত্ন। **মধ্যমান**—তাল-বিশেষ। **মধ্যমিকা**—প্রাচীন নগর বিশেষ ; নবযৌবনা স্ত্রী। **মধ্যরাত্র**—নিশীথ। **মধ্যরেখা**—মাঝখানের দাগ ; (জ্যোতিষে) যাম্যোত্তরবৃত্ত, meridian, মাথার উপরে আকাশের উত্তর দিক হইতে দক্ষিণ দিক পর্যন্ত বিস্তৃত যে রেখা কল্পনা করা হয়। **মধ্যলোক**—মধ্যম দ্রঃ। **মধ্যস্থ**—ণ. মধ্যে অবস্থিত ; বি. পক্ষপাতহীন মীমাংসক, সালিশ। বি. **মধ্যস্থতা**—সালিশি, মধ্যস্থ হইয়া বিবাদ মিটানো। **মধ্যা**—মধ্যমা দ্রঃ। **মধ্যাঙ্গুলি**—পাঁচ অঙ্গুলির মধ্যস্থিত অঙ্গুলি। **মধ্যাহ্ন**—বি. দিবসের মধ্যকাল, দ্বিপ্রহর, midday (মধ্যাহ্ন ভোজন)। **মধ্যাহ্নকালীন**—ণ. মধ্যাহ্ন-কালের, দুপুরের। **মধ্যাহ্নতপন**—দ্বিপ্রহরের অতিশয় দীপ্ত ও প্রখর-কিরণ-বিশিষ্ট সূর্য ; ণ. **মাধ্যাহ্নিক**।

মধ্যে—ক্রি.ণ., বি. (৭মী) মাঝখানে ; ভিতরে ; অতিক্রম না করিয়া (বারোটার মধ্যে ; একশো টাকার মধ্যে) ; মধ্যবর্তীকালে (মধ্যে একদিন এসেছিল) ; অবসরে, ফাঁকে, সময়ে (ইতোমধ্যে) ; ভিতরে, লুক্কায়িত বা সাধারণের অজানিতভাবে (এর মধ্যে কথা আছে) ; সঙ্গে সংযুক্ত বা জড়িত ভাবে (যা খুসী কর আমি এর মধ্যে নেই)। **মধ্যে থেকে**—ভিতর হইতে ; সংশ্লিষ্ট থাকার ফলে (দুই জমিদারের মধ্যে আবার সম্প্রীতি হবে, মধ্যে থেকে মারা যাবে কয়েক জন আমলা ফয়লা)। **মধ্যে মধ্যে**—অন্তর অন্তর, কিছু পর পর (উঁচু দেয়াল মধ্যে মধ্যে ঝরোকা কাটা) ; কখনও কখনও (গরম পড়েছে খুব, তবে মধ্যে মধ্যে বৃষ্টি হচ্ছে তাতেই কিঞ্চিৎ রক্ষে) , কোথাও কোথাও, স্থানে স্থানে।

মধ্ব—বৈষ্ণব সম্প্রদায়বিশেষের প্রবর্তক মধ্বাচার্য।

মধ্বাসব—মধুজাত মদ্য। [সং]

মন, মণ—চল্লিশ সের (মণ দ্রঃ)।

মন—[সং. মনস্] বি. অন্তঃকরণ, অন্তরিন্দ্রিয়, mind (মনের কথা ; মনের গহনে উঁকি মারা) ; বুদ্ধি, বিচার, বিবেচনা (আমার এক মনে বলে যাই, অন্য মনে বলে থাকি ; মনে হয় না সে পারবে) ; অভিলাষ, সংকল্প (মন করা) ; প্রবৃত্তি, প্রবণতা (মন চায় না ; মন যায় না) ; স্মরণ (মনে নেই ; মনে পড়া) , চিত্ত, হৃদয় (মন মজা ; মনে ধরা ; মন ভাঙা) ; অভিনিবেশ, একাগ্রতা (লেখাপড়ায় বেশ মন আছে) ; আন্তরিকতা (মন দিয়ে কাজ করা) ; পছন্দ (মনের মত)। **মন উঠা বা ওঠা**—মনের মত হওয়ার জন্য খুসী হওয়া (বৌ দেখে শাশুড়ীর মন ওঠেনি) ; বিতৃষ্ণা হওয়া। **মন উড়ু উড়ু করা**—মন না বসা, শান্তি বোধ না করা ('পায়ে শিকলি মন উড়ু উড়ু একি দৈবের শাস্তি'—দ্বিজেন্দ্রনাথ)। **মন করা**—সংকল্প করা, ইচ্ছা করা। **মন-কলা**—বি. কল্পনায় ঈপ্সিত ভোগ্য বস্তু। **মন-কষাকষি**—পরস্পরের প্রতি মনে বিরূপতা ও বিরোধিতা। **মন কাঁদা**—স্নেহ-প্রীতির আকর্ষণে মনে দুঃখ হওয়া (বাপ-মাকে ছেড়ে এসে কোন মেয়ের মন না কাঁদে)। **মন কেড়ে নেওয়া**—মুগ্ধ করা। **মন কেমন করা**—মন ব্যথিত বা ব্যাকুল হওয়া ; মনের উপর কর্তৃত্ব না থাকা। **মন খারাপ করা বা হওয়া**—দুঃখিত হওয়া, ভগ্নোৎসাহ হওয়া (যা হয়ে গেছে তা নিয়ে আর মন খারাপ করো না)। **মন খুঁত খুঁত করা**—মনের মত না হওয়ার জন্য অসন্তুষ্ট হওয়া বা মনে মনে অভিযোগ করা, মন না উঠা। **মন খোলসা করা**—মনে কোন কপটতা বা অভিযোগ না রাখা। **মন-খোলা**—ণ অকপট, উদার-হৃদয়। **মন-গড়া**—ণ. কল্পনা-প্রসূত, মিথ্যা। **মন গলা**—মনে করুণার সৃষ্টি হওয়া, মনে বিরূপতা না থাকা (কিছুতেই তার মন গলল না)। **মন চলা**—আগ্রহ বোধ করা। **মন চাঙ্গা ত কেঠোয় গঙ্গা**—মনে যদি প্রকৃত আগ্রহ জাগে তবে দুর্লভও সুলভ হয়। **মনচোর,-রা**—ণ. মনোমোহন ; প্রণয়পাত্র। **মন ছুটা**—প্রবল আগ্রহের সৃষ্টি হওয়া। **মন জানা**—মনের কথা জানা, অন্তঃকরণের গোপন ভাব বুঝিতে পারা। **মন জানাজানি**—পরস্পরের প্রতি পরস্পরের অনুরাগের কথা জানা। **মন টলা**—সঙ্কল্প শিথিল হওয়া ; চিত্তবিকার ঘটা ('দেখে মুনির মন টলে')। **মন টানা**—চিত্ত আকৃষ্ট হওয়া (এখন আর বাড়ীর দিকে মন টানে না। **মন ঢালা**—একান্ত ভাবে মন দেওয়া বা ভালবাসা। **মন-ঢালা**—ণ. সম্পূর্ণ আন্তরিক। **মন থাকা**—মনে টান থাকা (যদি থাকে বন্ধুর মন গাঙ পার হতে কতক্ষণ)। **মন থেকে**—ক্রি. ণ. আন্তরিকভাবে (মন থেকে আশীর্বাদ করছি)। **মন থেকে উঠে যাওয়া**—অপ্রিয় হওয়া (বৌয়ের এ ব্যবহারের ফলে বড় ছেলে বাপের মন থেকে উঠে গেছে)। **মন দমা**—নিরুৎসাহ হওয়া। **মন দেওয়া**—মনোযোগ করা ; ভালবাসা দেওয়া। **মন দেওয়া নেওয়া**—পরস্পর ভালবাসা, হৃদয়-বিনিময়। **মন নরম হওয়া**—বিরূপতা দূর হওয়া। **মন না থাকা**—মনোযোগ না থাকা ; আকর্ষণ না থাকা। **মন না মতি**—মন কখন কি চায় তাহার স্থিরতা নাই। **মন না মতিভ্রম**—মনের সত্যকার প্রবণতা না খেয়াল বা বিচারের ত্রুটি। **মন পড়া**—মনের আকর্ষণ হওয়া। **মনপবন**—বৃক্ষ-বিশেষ ; কল্পিত বৃক্ষ-বিশেষ ; পবনরূপ দ্রুতগামী বা স্বেচ্ছাবিহারী মন ; প্রাণ ও প্রাণবায়ু

(মনপবনের নাও বা মন-পবনের বৈঠা)। **মন পাওয়া**—প্রীতি লাভ করা (এত করেও মন পেলাম না); কিসে সন্তোষ হয় তাহা বুঝা (ওসব বড় লোকের মন পাওয়া ভার)। **মন পোড়া**—স্নেহের পাত্রের জন্য ব্যথিত হওয়া (ছেলের জন্য মায়ের মন যেমন পোড়ে; দেশের জন্য মন পোড়া—পুড়্‌নি দ্রঃ)। **মন বসা**—মন নিবিষ্ট হওয়া বা লাগা (পড়ায় মন বসছে না); স্বচ্ছন্দতা বোধ করা (নতুন জায়গায় মন বসছে না)। **মন বসানো**—নিবিষ্ট হওয়া। **মন বাঁধা**—মন স্থির করা, স্ববশে আনা। **মন বুঝা**—কাহারও মন অনুকূল না প্রতিকূল তাহা জানা ('বেড়া নেড়ে গৃহস্থের যেন মন বুঝা'—ভারতচন্দ্র)। **মন বুঝে না**—মন প্রবোধ মানে না (মন বোঝে না তাই মাঝে মাঝে দেখতে আসি)। **মন ভরা**—পর্যাপ্ত সন্তোষ লাভ করা। **মন ভাঙা**—ভগ্নোৎসাহ হওয়া, মুষড়িয়া পড়া (দেশের লোকের এই ব্যবহারে তাঁর মন ভেঙে গেছে)। **মন ভার করা**—অপ্রসন্ন হইয়া গম্ভীর হওয়া। **মন ভুলানো**—মুগ্ধ করা, মুগ্ধ করিয়া প্রতারিত করা (ভুলা দ্রঃ)। **মনভোলা**—প. ভুলো, যাহার কিছু মনে থাকে না, বে-খেয়াল। **মন মজা**—আসক্ত হওয়া, বিভোর হওয়া। **মনমরা**—প. উৎসাহহীন, বিমর্ষ। **মন মাতা**—মন মত্ত হওয়া, মশগুল হওয়া। **মন মাতানো**—মন আনন্দে অভিভূত করা অথবা উদ্বুদ্ধ করা। **মন-মাতাল**—ভাবে বা ভক্তিতে বিভোর মন। **মন মানে না**—মন বুঝে না। **মন যাওয়া**—মন আকৃষ্ট হওয়া। **মন জোগানো**—পছন্দমত কাজ করিয়া তুষ্ট করা (একালে শাশুড়ীকেই বৌয়ের মন জুগিয়ে চলতে হয়)। **মন রাখা, রক্ষা**—তোষামোদ করিয়া খুশী রাখা। **মন-রাখা**—প তোষামুদে (মন-রাখা গোছের কথা)। **মন লাগা**—আগ্রহ অনুরাগ বা উৎসাহ বোধ করা (পড়ায় মন লাগে না, কাজে মন লাগে না)। **মন লাগানো**—অভিনিবিষ্ট হওয়া। **মন সরা**—মন চলা; ভাল লাগা ('মন সরে না কাজে'—নজরুল)। **মন হওয়া**—ইচ্ছা হওয়া, খেয়াল হওয়া। **মন হরা**—মন চুরি করা, মন মোহিত করা (কাব্যে ব্যবহৃত)। (**মনহরা, মনোহরা**—মিষ্টান্ন-বিশেষ)। **মন হারানো**—মন স্ববশে না থাকা; প্রেমে পড়া। **মনে আনা**—মনে স্থান দেওয়া (ও কথা মনে আনতে নাই)। **মনে আসা**—মনে পড়া, স্মরণ হওয়া। **মনে ওঠা**—স্মরণ হওয়া (সে-দিনের কত কথা মনে উঠছে আজ)। **মনে করা**—কল্পনা করা, ভাবা; মনে আনা, স্মরণ করা (মনে কর শেষের সে দিন ভয়ঙ্কর—রামমোহন)। **মনে করে**—স্মরণ করিয়া; চিন্তা করিয়া; উদ্দেশ্য লইয়া (কি মনে করে' হঠাৎ সে এসেছিল তা সেই জানে)। **মনে জানা**—অনুভব করা, মর্মে জানা। **মনে থাকা**—স্মরণে থাকা। **মনে দাগ কাটা**—দাগ কাটা দ্রঃ। **মনে দাগ থাকা**—অন্তরে জাগরূক থাকা, স্মৃতি অবিস্মরণীয় হওয়া। **মনে ধরা**—পছন্দ হওয়া (বৌ মনে ধরেনি; কথাটা মনে ধরল)। **মনে নেওয়া বা লওয়া**—ইচ্ছা হওয়া; প্রবণতা জাগা; মনের সঙ্গে খাপ খাওয়া, সঙ্গত বিবেচিত হওয়া (যাই বল তোমার ওসব যুক্তি মনে নেয় না)। **মনে পড়া**—স্মরণ হওয়া (মনে পড়ে সেই জ্যৈষ্ঠের ঝড়ে আম কুড়াবার ধুম—রবি)। **মনে পুষে রাখা**—অপমানাদির কথা বিশেষ করিয়া মনে রাখা। **মনেপ্রাণে**—সর্বান্তঃকরণে। **মনে মনে**—মনের গোপনে, বাহিরে প্রকাশ না করিয়া। **মনে রাখা**—ভুলিয়া না যাওয়া। **মনে লাগা**—পছন্দ হওয়া, মনে ধরা; মনে ব্যথা লাগা (অমন করে বলো না, ওর কেউ নেই ওর মনে লাগ্‌বে)। **মনে হওয়া**—ধারণা হওয়া; স্মরণ হওয়া। **মনে হয়**—অনুমান করি, বোধ করি, বোধ হয়, সম্ভবতঃ (মনে হয় সে আসবে)। **মনের আগুন**—মনের তীব্র ও অস্বস্তিকর অনুভূতি, অন্তর্দাহ। **মনের কালি বা কালো**—কুভাব বা কুচিন্তা। **মনের কোণে**—অপ্রকাশিতভাবে। **মনের গোল**—মনের ভিতরকার গোলমেলে অবস্থা, ভুল ধারণা সংশয় বিরূপতা ঈর্ষা প্রভৃতি। **মনের জোর**—দৃঢ়চিত্ততা। **মনের জ্বালা**—ভুল অপমান ক্ষতি ব্যর্থতা ইত্যাদি জনিত মনোক্ষোভ অথবা ঈর্ষা ও প্রতিহিংসা জনিত অন্তর্দাহ। **মনের ঝাল**—মনের সঞ্চিত বিরূপতা ও ক্রোধ। **মনের মতো,-মতন**

—ণ. পছন্দ-মাফিক। **মনের বিষ**—বিষের মত জ্বালাকর স্মৃতি অথবা প্রতিশোধ-স্পৃহা। **মনের মলা,-ময়লা**—মনের কালি। **মনের মানুষ**—পছন্দসই লোক; প্রিয়জন; কল্পনায় মানুষকে যতটা ভাল ভাবা যায় তেমন মানুষ। **মনের মিল**—পরস্পরের মনের চিন্তা ও প্রবণতার মিল, সম্প্রীতি।

মনঃ (-নস্)—বি. মন। **মনঃকল্পিত**—ণ. মনগড়া, কাল্পনিক, বাস্তবসত্তা-বিহীন। **মনঃকষ্ট**—মানসিক কষ্ট বা অস্বস্তি। **মনঃক্ষুণ্ণ**—ণ. মনোক্ষোভযুক্ত, দুঃখিত। **মনঃপীড়া**—মনের যন্ত্রণা, মনঃকষ্ট। **মনঃপূত**—ণ. মনোমত, সন্তোষজনক। **মনঃপ্রাণ**—সমস্ত মন। **মনঃশিল,-লা**—মনছাল। **মনঃসংযোগ**—মনোযোগ। **মনঃসমীক্ষণ**—মনের প্রকৃতি বা প্রবণতা বিশ্লেষণ; ডাঃ ফ্রয়েড-আবিষ্কৃত অবচেতন মানসের মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণ ও বিচার-পদ্ধতি; psycho-analysis.

মনকির-নকীর—দুই ফেরেশ্‌তা (স্বর্গীয় দূত) যাহারা মৃত ব্যক্তিকে তাহার ধর্মবিশ্বাস সম্বন্ধে কবরে জিজ্ঞাসা করিবে।

মনক্কা, মনাক্কা—[ফা. মুনক্কা] বি. শুষ্ক আঙুরবিশেষ (কিসমিসের চেয়ে বড়)।

মনছাল—[সং মনঃশিলা] বি. গন্ধক ও সেঁকোবিষের মিশ্রণজাত রক্তবর্ণ উপধাতু বিশেষ, realgar.

মনন—[মন্+অনট্] বি. মীমাংসায় উপনীত হইবার জন্য পুনঃ পুনঃ চিন্তা করা; একাগ্রতার সহিত চিন্তা করা; ইচ্ছা, অভিলাষ, সংকল্প। **মননশীল**—ণ. চিন্তাশীল, ভাবুক। ণ. **মননীয়**—ভাবিবার যোগ্য।

মনশ্চক্ষু—মনরূপ চক্ষু, অন্তর্দৃষ্টি। **মনশ্চাঞ্চল্য**—চিত্তচাঞ্চল্য, মন স্ববশে না থাকা; মনের বিক্ষোভ। [মনঃ+চক্ষু, চাঞ্চল্য]

মনসব—[আ.] বি. উচ্চ রাজপদ। **মনসবদার**—মোগল শাসনকালে সুবাদারের অধীন সেনাপতি অথবা ম্যাজিস্ট্রেটদের উপাধি বিশেষ (পাঁচ হাজারী মনসবদার—পাঁচ হাজার সৈন্যের অধিনায়ক রাজ-কর্মচারী)। বি. **মনসবদারি**।

মনসা—বি. সর্পের অধিষ্ঠাত্রী দেবী, নাগমাতা, বিষহরী, পুরাণোক্তা জরৎকারু; (বাং.) সিজ গাছ। **মনসামঙ্গল**—মনসার মাহাত্ম্যবিষয়ক কাব্য (বিজয়গুপ্তের—)। **মনসার কোপ**—শক্রতার অনড় সঙ্কল্প (চাঁদ সদাগরের প্রতি মনসার মনোভাব হইতে)। **মনসার বিবাদ**—চাঁদ সদাগরের সহিত মনসার যেরূপ বিবাদ হইয়াছিল সেইরূপ আপোষহীন শক্রতা। **একে মনসা তায় ধুনোর গন্ধ**—স্বভাবতঃ রাগী লোকের ক্রোধ বৃদ্ধির কারণ ঘটিয়াছে।

মনসিজ—[মনসি-জন্+ড] বি. মনোজ, কন্দর্প। ('দেখ' দ্বিজ মনসিজ জিনিয়া মুরতি'—কাশীরাম)।

মনসুবা—[আ. মনসুবহ্] বি. অভিপ্রায়, মতলব, সঙ্কল্প।

মনস্কাম, মনস্কামনা—বি. আকাঙ্ক্ষা, অভিলাষ, উদ্দেশ্য (এতদিনে মনস্কামনা পূর্ণ হইল)। **মনস্তাপ**—মনঃপীড়া, অনুতাপ। **মনস্তুষ্টি**—মনের সন্তোষ (মনস্তুষ্টি সম্পাদন—প্রীতিকর কার্য সম্পাদন; মন রক্ষা করিবার জন্য কাজ করা)। **মনস্থ**—[বাং] বি. সঙ্কল্প।

মনস্বী (-স্বিন্)—ণ. প্রশস্ত-অন্তঃকরণ-বিশিষ্ট, উদারচিত্ত; স্থিরচিত্ত; মনন-শক্তি-সম্পন্ন, মনীষী। বি. **মনস্বিতা**। স্ত্রী. **মনস্বিনী**।

মনাকষা—[আ. মুনাক'শা] বি. বিবাদী বা অনাদায়ী জমি।

মনাছিব, মুনাছিব—মনাসিব দ্রঃ।

মনাদি—[আ. মনাদী] বি. ঢোল সহরত (**মনাদি করা**—ঢোল সহরত দিয়া জানানো)।

মনান্তর—বি. মনোমালিন্য (মতান্তর মনান্তরে পর্যবসিত হল)। [বাং. মন+অন্তর]।

মনায়ী, মনাবী—বি. মনুর পত্নী। [সং]

মনাসিব—[আ. মুনাসিব] ণ. সুসঙ্গত, মানানসই, যোগ্য, মনের মতো (মনাসিব কাজ, মনাসিব জবাব)।

মনি অর্ডার—[ইং. money order] পোষ্ট অফিসে মাশুল সহ জমা দিয়া টাকা পাঠানো।

মনিত—ণ. চিন্তিত; জ্ঞাত। [সং.]

মনিব—[আ. মুনিব] বি. প্রভু, যিনি কর্মে নিয়োগ করেন (মনিবের হুকুম)। বি. **মনিবগিরি, মনিবানা** (সাধারণতঃ ব্যঙ্গার্থে ব্যবহৃত হয়—মনিবগিরি ফলানো)।

মনিব্যাগ—[ইং money bag] বি. পকেটে টাকা-পয়সা রাখিবার ছোট থলি।

মনিষ, মুনিষ—বি. মজুর, জন, day-labou-

rer, যাহারা দৈনিক মজুরি লইয়া গৃহস্থের বাড়ীতে কাজ করে। **মনিষ খাটা**—মনিষরূপে কাজ করিয়া জীবিকা অর্জন করা।

মনিহারী—মণিহারী দ্রঃ

মনীষা—[মনঃ+ঈষা—মনের গমন] বি. প্রজ্ঞা; প্রতিভা; তীক্ষ্ণ বুদ্ধি। ণ. **মনীষিত**—অভীষ্ট. বাঞ্ছিত। ণ. **মনীষী** (-ষিন্)—জ্ঞানী, পণ্ডিত, ধীর। স্ত্রী. **মনীষিণী**। বি. **মনীষিতা**।

মনু—বি. মনুষ্য জাতির আদি পুরুষ, ব্রহ্মার মানস পুত্রবিশেষ (মানব—মনুর সন্তান); পুরাণে বর্ণিত সৃষ্টির চতুর্দশ পালনকর্তা (স্বায়ম্ভুব স্বারোচিষ উত্তম তামস ইত্যাদি) ; সূর্যপুত্র বৈবস্বত; ধর্মশাস্ত্র-প্রণেতা মুনি-বিশেষ। **মনুসংহিতা**—মনু-ব্যাখ্যাত ধর্মশাস্ত্র বা আইনগ্রন্থ। [সং]

মনুজ—[মনু-জন্+ড] বি. মানুষ। **মনুজলোক**—মনুষ্যলোক, পৃথিবী। **মনুজেন্দ্র**—রাজা।

মনুষ্য—[মনু+য] বি. মানুষ; মানবজাতি। স্ত্রী. **মনুষী**। বি. **মনুষ্যত্ব**—মনুষ্যশোভন গুণাবলী, মনুষ্যধর্ম, দয়া সুবিচার প্রভৃতি (বিপরীত—পশুত্ব)। **মনুষ্যদেব**—ব্রাহ্মণ; রাজা। **মনুষ্যধর্ম**—মানবোচিত গুণাবলী বা আচরণ। **মনুষ্যযজ্ঞ**—অতিথি পূজন। **মনুষ্যযান**—মনুষ্য-বাহিত যান (শিবিকা রিক্স প্রভৃতি)। **মনুষ্যযোনি**—মানবরূপে জন্ম। **মনুষ্য-লোক**—পৃথিবী, মর্ত্য। **মনুষ্যোচিত**—ণ. মানুষের জন্য যাহা কর্তব্য অথবা শোভন, মনুষ্যত্বপূর্ণ।

মনে, মেনে—[সং. মন্যে] অব্য. বাক্যালংকার বা কথার মাত্রাস্বরূপ ব্যবহৃত অব্যয় (সে যাক মেনে=সে কথা থাকুক; না মনে, ও লোকের গুজব); মতন (আজকার মনে—সাধারণতঃ পূর্ববঙ্গে ব্যবহৃত হয়)। (গ্রাম্য)।

মনোগত—ণ. যাহা মনে রহিয়াছে, হৃদয়স্থিত। **মনোগতভাব**—মনের ভাব, অভিলাষ। ণ. **মনোগ্রাহী** (-হিন্)—চিত্তাকর্ষক। **মনোজ**, **মনোজন্মা** (-ন্মন্), **মনোভব**—মনসিজ, কন্দর্প। **মনোজগৎ**—মনের ব্যাপক ক্ষেত্র (বাহ্য জগতের বিপরীত), চিন্তাজগৎ, ভাবরাজ্য, অন্তর্জগৎ, (মনোজগতে নূতন আলোড়ন দেখা দিয়াছে)। **মনোজব**—(মনের মত বেগবান্) ণ. অতিশয় বেগবান্ (মনোজব তুরঙ্গ) ; বি. বিষ্ণু। **মনোজ্ঞ**—ণ. মনোহর, চিত্তাকর্ষক। স্ত্রী. **মনোজ্ঞা**—ণ. মনোহারিণী; মনঃশিলা; বি. রাজপুত্রী; মদিরা। **মনোদুঃখ**—মনের দুঃখ; খেদ, শোক। **মনোনয়ন**—পছন্দ করিয়া গ্রহণ, নির্বাচন, nomination ণ. **মনোনীত**। **মনোনিবেশ**—মন নিবিষ্ট করা, মনঃসংযোগ। **মনোনীত**—ণ. নির্বাচিত, যাহা পছন্দ করা হইয়াছে (স্ত্রী. -তা)। **মনোনুগ**—ণ. পছন্দসই, মনের মত। **মনোনেত্র**—মনরূপ চক্ষু, অন্তশ্চক্ষু। **মনোবাঞ্ছা**—মনের অভিলাষ, আন্তরিক কামনা। **মনোবিকার**—মনের আবেগাদির অস্বাভাবিক পরিণতি, মনের ব্যাধি; চিত্তচাঞ্চল্য। **মনোবিচ্ছেদ**—মনান্তর। **মনোবিজ্ঞান, মনোবিদ্যা**—মনের প্রকৃতি ক্রিয়াকলাপ ইত্যাদি সম্পর্কিত বিজ্ঞান, psychology। **মনোবিবাদ**—অবনিবনাও, মনোমালিন্য। **মনোবৃত্তি**—মনের কার্য (স্মরণ মনন প্রভৃতি); মনের প্রবণতা (হীন মনোবৃত্তির পরিচয় দিয়েছে)। **মনোবেদনা,-ব্যথা**—হৃদয়বেদনা, মর্মপীড়া। **মনোব্যাধি**—মনের বিকৃত অবস্থা। **মনোভঙ্গ**—মন ভাঙাভাঙি, মনোমালিন্য; অবসাদ; নৈরাশ্য। **মনোভব**—মনোজ, মদন। **মনোভাব**—মনের অবস্থা; উদ্দেশ্য, অভিপ্রায়। **মনোভার**—মনের ভার, হৃদয়বেদনা। **মনোভিরাম**—ণ. মনোমত, যাহা পাইলে মন খুশী হয়। **মনোভীষ্ট**—বি. মনোবাঞ্ছা; ণ. মনোমত। **মনোমত**—ণ. মন যাহাতে খুশী হয়, মনের মত। **মনোমথন**—(যে মনকে পীড়িত করে) বি. কন্দর্প। **মনোময়**—ণ. মনের দ্বারা সৃষ্ট, মানস (মনোময় প্রতিমা)। **মনোমালিন্য**—মনের অপ্রসন্ন ভাব; মনান্তর। **মনোমুগ্ধকর** (অসাধু), **মনোমোহকর**—ণ. মনোহর। **মনোমোহন**—ণ. মনোহারী, মনোজ্ঞ, সুন্দর (স্ত্রী. **মনোমোহিনী**)। **মনোযায়ী** (-য়িন্)—মনোজব, বেগবান্। **মনোযোগ**—মন দেওয়া, মনোনিবেশ, অবহিতচিত্ততা। বি. **মনোযোগী** (-গিন্)—ণ. যে মন দেয় বা দিয়াছে, অভিনিবিষ্ট। **মনোরঞ্জক**—ণ. যে বা যাহা মনোরঞ্জন করে। **মনোরঞ্জন**—বি. চিত্তের সন্তোষ বিধান; ণ. মনের আনন্দবিধায়ক। স্ত্রী. **মনোরঞ্জিনী**। **মনোরথ**—[সং. মনোঽর্থ ; মনঃ+রথ] ইচ্ছা, অভীষ্ট (মনোরথ সিদ্ধি)। **মনোরম**—

ণ. মনোজ্ঞ, সুন্দর, রমণীয়। স্ত্রী. **মনোরমা**—ণ. মনোজ্ঞা; বি. বৌদ্ধ দেবতা-বিশেষ; ছন্দো-বিশেষ; গোরোচনা। **মনোরাজ্য**—মনোজগৎ, অন্তর্জগৎ। **মনোলোভা**—ণ. মনের পক্ষে লোভনীয়; মনোহারী (কাব্যে ব্যবহৃত)। **মনোহত**—ণ. প্রতিহত; ভগ্নমনোরথ, disappointed। **মনোহর**—ণ. চিত্তা-কর্ষক, সুন্দর। স্ত্রী. **মনোহরা**—ণ. মনোজ্ঞা; বি. জাতী; স্বর্ণ; যূথী; ভিতরে ক্ষীরের গুলি ভরা গোল সন্দেশ। **মনোহরশাহী,-সাহী**—মনোহর শাহের দ্বারা প্রবর্তিত কীর্তনের সুর-বিশেষ। **মনোহারী** (-রিন্)—ণ. মনোহর, সুন্দর। স্ত্রী. **মনোহারিণী**।

মন্ত—[সং. মৎ, প্রা. মংত; ফা. মন্দ্] ণ. যুক্ত, সমন্বিত, ওয়ালা (অন্য শব্দের যোগে ব্যবহৃত—বুদ্ধিমন্ত; শ্রীমন্ত; লক্ষ্মীমন্ত)।

মন্তব্য—[মন্+তব্য] বি. অভিমত, টিপ্পনী, remark (মন্তব্য করা; সম্পাদকীয় মন্তব্য); ণ. চিন্তনীয়, বিচার্য।

মন্তর—বি. মন্ত্র (কথ্য ভাষায় ও কাব্যে ব্যবহৃত)। **মন্তর করা**—অভিচারাদির প্রয়োগ। **মন্তর পড়া,-ঝাড়া**—মন্ত্র আবৃত্তি করা; অভি-চারাত্মক বাণী উচ্চারণ করা। **মন্তরের চোট**—মন্ত্রের প্রভাব।

মন্তা (-ন্তৃ)—[মন্+তৃচ্] ণ. প্রাজ্ঞ; বি. পরামর্শদাতা, মন্ত্রী; মননকারী।

মন্ত্র—[মন্ত্র্+অ] বি. বেদের অংশ-বিশেষ; শাস্ত্রনির্দিষ্ট পবিত্র বা শক্তিশালী শব্দের বা বাক্যের সমষ্টি যাহার উচ্চারণ দ্বারা অভীষ্ট লাভ হয় (পূজার, বিবাহের, বশীকরণের মন্ত্র); গুরুদত্ত বাণী যাহা শিষ্য জপ করে (গুরুমন্ত্র); রহস্য; মন্ত্রণা (মন্ত্রগৃহ); সন্ধিবিগ্রহাদি বিষয়ক সিদ্ধান্ত (মন্ত্রভেদ); সঙ্কল্প, ব্রত (অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত)। **মন্ত্রকার**—বি. মন্ত্রকৃৎ, মন্ত্রস্রষ্টা। **মন্ত্রকুশল**—ণ. মন্ত্রণা দানে দক্ষ, রাজনীতিজ্ঞ। **মন্ত্রগুপ্তি**—মন্ত্রণা গোপন রাখা, সিদ্ধান্ত রাষ্ট্র না করা (মন্ত্র-গুপ্তি ব্যতিরেকে কার্য সাধন অসম্ভব)। **মন্ত্র-গূঢ়**—গুপ্তচর। **মন্ত্রগৃহ,-ভবন**—যে গৃহে মন্ত্রণা করা হয়। **মন্ত্রজল**—মন্ত্রপূত জল, মন্ত্রো-দক। **মন্ত্রজিহ্ব**—অগ্নি। **মন্ত্রজ্ঞ**—মন্ত্রদাতা গুরু; মন্ত্রী; গুপ্তচর। **মন্ত্রণ, মন্ত্রণা**—গোপনে পরামর্শ, যুক্তি, উপদেশ। **মন্ত্রণাকুশল**—মন্ত্রণা-পটু। **মন্ত্রণাদাতা** (-তৃ)—ণ. পরামর্শদাতা। **মন্ত্রণীয়**—ণ. মন্ত্রণা করিবার যোগ্য। **মন্ত্রতন্ত্র**—অভিচারাদি। **মন্ত্রদাতা** (-তৃ)—ণ. পরামর্শ দাতা; বি. দীক্ষাগুরু। স্ত্রী. **মন্ত্রদাত্রী**। **মন্ত্র-দেবতা**—মন্ত্রের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। **মন্ত্রদ্রষ্টা** (-ষ্টৃ)—বেদমন্ত্র-স্রষ্টা; সত্যদ্রষ্টা, ঋষি। **মন্ত্র-পূত**—ণ. মন্ত্রের দ্বারা শোধিত অর্থাৎ মন্ত্রের দ্বারা যাহার শক্তি বর্ধিত হইয়াছে। **মন্ত্রপ্রয়োগ**—মন্ত্রের ব্যবহার। **মন্ত্রবিৎ**—বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ; মন্ত্রণাকুশল; চর। **মন্ত্রবিদ্যা**—মন্ত্রতন্ত্র; মায়াবিদ্যা। **মন্ত্রভেদ**—গোপন পরামর্শের কথা প্রকাশ। **মন্ত্রমুগ্ধ**—মন্ত্রের দ্বারা অভিভূত, spell-bound। **মন্ত্রশক্তি**—মন্ত্রের ক্ষমতা। **মন্ত্রসিদ্ধ**—ণ. মন্ত্রের প্রভাবে যাহা অব্যর্থ ফলপ্রদ হইয়াছে; মন্ত্রজপ করিয়া সিদ্ধিপ্রাপ্ত। **মন্ত্রের সাধন**—সঙ্কল্প সিদ্ধ করা। ণ. **মন্ত্রিত**—পরামর্শ পূর্বক স্থিরীকৃত; মন্ত্রের দ্বারা সংস্কৃত, মন্ত্রপূত।

মন্ত্রী (-ন্ত্রিন্)—ণ., বি. মন্ত্রণায় কুশল; রাজার শাসন-বিভাগ-বিশেষের ভারপ্রাপ্ত অমাত্য (বাণিজ্য মন্ত্রী); দাবা খেলার বল-বিশেষ, দাবা। বি. **মন্ত্রিত্ব**—মন্ত্রীর পদ বা কাজ। স্ত্রী. **মন্ত্রিণী**।

মন্থ—[মন্থ্+অ] বি. মন্থন, বিলোড়ন (দধি মন্থ ধ্বনি—রবি); মন্থনদণ্ড; ঘি-এ মাখা কিছু ঘন ছাতুর সরবৎ বিশেষ; ক্লেশ; বিনাশ; নেত্র-মল; নেত্ররোগ-বিশেষ। **মন্থগিরি,-পর্বত,-শৈল**—সমুদ্রমন্থনে ব্যবহৃত মন্দর পর্বত। **মন্থগুণ**—মন্থনরজ্জু। **মন্থজ**—ণ. মন্থনে উৎপন্ন; বি. নবনীত। **মন্থদণ্ড**—যে দণ্ডের সাহায্যে মন্থন করা হয়, মউনি। **মন্থন**—বি. বিলোড়ন, মাখন তুলিবার জন্য দুগ্ধ ও দধি মথন (সমুদ্র-মন্থন; মন্থনে অমৃত ও বিষ দুইই উঠেছে); মন্থনদণ্ড; অরণি ঘর্ষণ (অগ্নিমন্থন); বিনাশ; পীড়ন। **মন্থনী**—মন্থনপাত্র, যাহাতে ঘোল প্রস্তুত করা হয়।

মন্থর—[মন্থ্+অর] ণ. মন্দগামী, অশীঘ্র (গতি মন্থর হয়ে এসেছে); অলস, দীর্ঘসূত্রী, জড় (মন্থরবিবেক); ভারী; স্থূল; বি. মন্থনদণ্ড। স্ত্রী. **মন্থরা**—রামায়ণে কৈকেয়ীর দাসী।

মন্থান—মন্থনদণ্ড। ণ. **মন্থিত**—মথিত, আলোড়িত (আদিম বসন্ত প্রাতে উঠেছিলে মন্থিত

সাগরে—রবি)। **মন্থিনী**—দধিমন্থন পাত্র। **মন্থী** (-ন্থিন্)—ণ. মন্থনকারী।

মন্দ—[মন্দ্ + অ] ণ. জড়, অলস ; মন্থর, ধীর (মন্দগতি ; মন্দপবন) ; অপকৃষ্ট, খারাপ, (মন্দভাগ্য) ; অতীক্ষ্ণ, অপটু, ঈষৎ (মন্দরশ্মি ; মন্দমতি ; মন্দহাস্য ; মন্দাগ্নি ; মন্দবীর্য), দুষ্ট (মন্দলোক) ; অসুস্থ (শরীরগতিক মন্দ) ; বি. অকল্যাণ (ভালমন্দ) ; অখ্যাতি (দশজনে মন্দ বলবে) । **মন্দকর্ণ**—ণ. যে কাণে কম শুনে। **মন্দকারী** (-রিন্)—ণ. অহিতকারী। **মন্দগতি**—বি. ধীর গতি, ণ. মন্দগামী। **মন্দগামী** (-মিন্)—ণ. আস্তে চলে এমন। স্ত্রী. -**গামিনী**। **মন্দগ্রহ**—শনি। **মন্দধী**—ণ. মন্দবুদ্ধি। **মন্দ নয়**—ভাল ; (ব্যঙ্গে) খারাপ। **মন্দবুদ্ধি**—ণ. দুষ্টবুদ্ধি-সম্পন্ন ; অল্পবুদ্ধিযুক্ত। **মন্দবিভব**—ণ. যাহার ধনসম্পত্তি নষ্ট হইয়া গিয়াছে। **মন্দের ভাল**—তেমন ভাল না হইলেও কিছু ভাল। **মন্দভাগ্য**—ণ., বি. দুর্ভাগ্য। **মন্দমন্দ**—ক্রি. ণ. ধীরে ধীরে। **মন্দ-ছন্দ, মন্দসন্দ**—গালমন্দ, কটূক্তি, নিন্দা (মন্দসন্দ যা বলেছি কিছু মনে রেখোনা) । বি. **মন্দতা, মান্দ্য**। **মন্দন**—বি. বেগের ক্রমিক হ্রাসপ্রাপ্তি, retardation.

মন্দর—বি. পর্বত-বিশেষ, যাহা সমুদ্র মন্থনে ব্যবহৃত হইয়াছিল ; মন্দার বৃক্ষ। [সং]

মন্দা—[সং. মন্দ , মান্দ্য] ণ. বি. বাজারের ক্রয় বিক্রয়ের নিস্তেজ ভাব বা হ্রাস, depression (মন্দা বাজার ; মন্দার সময়) ; হ্রাসপ্রাপ্ত, মন্দ (প্রাচীন বাংলায়)। **মন্দি**—বাজার দরের নামা (বিপঃ তেজি) । তেজিমন্দি দ্রঃ।

মন্দাকিনী—বি. স্বর্গগঙ্গা ; নর্মদানদী ; হিমালয়ের নদীবিশেষ ; ছন্দো-বিশেষ। [সং]।

মন্দাক্রান্তা—বি. সপ্তদশ অক্ষর বিশিষ্ট ছন্দো-বিশেষ, ইহার প্রথম চার বর্ণ এবং ১০ম, ১১শ, ১৩শ, ১৪শ, ১৬শ ও ১৭শ বর্ণ গুরু, অবশিষ্ট লঘু (যথাঃ কশ্চিৎ কান্তাবিরহগুরুণা স্বাধিকারপ্রমত্তঃ —মেঘদূত) ।

মন্দাগ্নি—বি. হজম শক্তির অল্পতা ; ণ. অজীর্ণ রোগী। [মন্দ + অগ্নি]।

মন্দার—বি. স্বর্গের পুষ্পবৃক্ষ-বিশেষ ; পালিতা মাদার গাছ ; আকন্দ গাছ।

মন্দাস্য—বি. লজ্জা ; সঙ্কুচিত মুখ। [মন্দ + আস্য]

মন্দির—[মন্দ্ + ইর, যেখানে নিদ্রিত হওয়া যায়] বি. গৃহ, ভবন (শয়নমন্দির ; পিতৃমন্দির) ; দেউল, দেবগৃহ।

মন্দিরা—বি. কাঁসার বাটির করতাল-বিশেষ, cymbal। [সং মঞ্জীর ?]।

মন্দীভূত—ণ. তেজ কম হইয়া গিয়াছে এমন, হ্রাসপ্রাপ্ত (উৎসাহ মন্দীভূত হইল) ।

মন্দুরা—বি. অশ্বের নিদ্রার স্থান, আস্তাবল ; মাদুর। [সং]।

মন্দোৎসাহ—ণ. যাহার তেমন উৎসাহ নাই। [মন্দ + উৎসাহ, বহুব্রী]।

মন্দোদরী—ণ. ক্ষীণোদরী ; বি. রাবণের মহিষী।

মন্দোষ্ণ—ণ. কবোষ্ণ, অল্প গরম। [মন্দ + উষ্ণ]। **মন্দোষ্ণ মণ্ডল**—নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডল, temperate zone।

মন্দ্র—[মন্দ্ + র] ণ. গম্ভীর (মন্দ্র মন্থর বচন কও —সত্যেন্দ্রনাথ) ; বি. গম্ভীর ধ্বনি (জীমূতমন্দ্র ; মধুর মন্দ্র) ; নিম্নতম স্বরগ্রাম, উদারা (মন্দ্র মধ্য তার—উদারা মুদারা তারা) ; মৃদঙ্গ। **মন্দ্রা**—ক্রি. মন্দ্রধ্বনি করা (সে বাণী মন্দ্রিল সুখতন্দ্রারত ভবনে—রবি)। ণ. **মন্দ্রিত**—গম্ভীররবে ধ্বনিত (দেশ দেশ নন্দিত করি মন্দ্রিত তব ভেরী —রবি) ।

মন্মথ—[মনস্-মথ্ + অ] বি. কন্দর্প ; কাম-চিন্তা। **মন্মথবন্ধু**—চন্দ্র। **মন্মথমোহিনী**—রতি। **মন্মথসুহৃদ্**—বসন্ত।

মন্মন—বি. অস্পষ্ট ধ্বনি, দম্পতির পরস্পরকে প্রেম-গদ্গদ সম্ভাষ। [সং.] [চিত্ত। [সং]

মন্মনাঃ (-নস্)—ণ. মচ্চিত্ত, আমাতে সমর্পিত-

মন্যি—(কথ্য) বি. মন্যু (দ্রঃ) ; অভিশাপ (শাপমন্যি দিও না) । **মন্যিশাপ**—বি. মর্মবেদনা হইতে উত্থিত অভিশাপ (গ্রাম্য) ।

মন্যু—[মন্ + যু] ক্রোধ, কোপ (গ্রাম্য : মন্যি—অভিশাপ) ; শোক ; দৈন্য ; যজ্ঞ ; অহঙ্কার। **মন্যুময়**—ণ. ক্রোধ দ্বেষ ঈর্ষা ইত্যাদি পূর্ণ। **মন্যুমান্** (-মৎ)—ণ. ক্রোধযুক্ত ; অগ্নি।

মন্বন্তর—বি. (পৌরাণিক) প্রত্যেক মনুর শাসন কাল (মনু সংখ্যায় চৌদ্দ জন ; বর্তমানে সপ্তম মন্বন্তর চলিতেছে ; চৌদ্দ মন্বন্তরে ব্রহ্মার একদিন) ; (বাং) ব্যাপক দুর্ভিক্ষ বা আকাল (ছিয়াত্তরের মন্বন্তর—বাংলা ১১৭৬ সনের ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ)। [মনু + অন্তর]

মফঃসল, মফস্বল—[আ. মুফস্‌স'ল] বি. রাজধানী বা শহরের বাহিরের অঞ্চল (বিপ. সদর; মফঃসল টাউন); গ্রামাঞ্চল (মফঃসলে জিনিষ-পত্র সস্তা); কাপড়ের পাড়ের অথবা নক্সার ভিতরের পিঠ। **সদর মফঃস্বল**—বাহিরের দিক ও ভিতরের দিক; বাহিরে এক রকম ভিতরে অন্য রকম। [বিভিন্ন রূপ।

মফলা—ব্যঞ্জন বর্ণের সহিত 'ম' কারের সংযোগের

মবলগ—[আ. মুব্‌লগ'] বি. নগদ টাকা; মোট, থোক, একত্র (মবলগ পঞ্চাশ টাকা পাইলাম)। **মবলগবন্দী**—অক্ষরে সমষ্টির উল্লেখ।

মম—সর্ব. আমার (কাব্যে ব্যবহৃত)। **মমতা**—বি. স্নেহের সম্পর্ক, দরদ, মায়া (কারো জন্য মায়া মমতা নেই)। **মমত্ব**—বি. মমতা, আত্মীয়তার ভাব; আপন আপন ভাব। **মমত্ববোধ**—বি. নিজের স্বার্থ সম্বন্ধে সজাগ ভাব, অহংবোধ।

মমি—[ইং. Mummy] বি. ঔষধাদির দ্বারা রক্ষিত প্রাচীন মিশরীয় মৃতদেহ।

ময়—বি. মহাভারত-বর্ণিত ইন্দ্রপ্রস্থের নির্মাতা দানব শিল্পী-বিশেষ।

ময়—[সং. ময়ট্‌] বিকার ব্যাপ্তি ইত্যাদি বোধক তদ্ধিত প্রত্যয়-বিশেষ (জগন্ময়, দারুময়, তারকা-ময়)। স্ত্রী. **ময়ী** (বাঙ্ময়ী; দয়াময়ী)।

ময়দা—[ফা. ময়্‌দহ] বি. সূক্ষ্ম গোধূমচূর্ণ (মোটা চূর্ণকে আটা বলে); ময়দার মত চূর্ণ খাদ্য (চালের ময়দা)। [লড়াই-এর ময়দান)।

ময়দান—[ফা.] বি বিস্তীর্ণ মাঠ (গড়ের ময়দান;

ময়না—[সং. মদনিকা] বি. কথা শেখে এমন শালিকজাতীয় পক্ষী-বিশেষ; কাঁটা গাছ-বিশেষ; ছোট মেয়ের ডাকনাম (ময়নার মত যে নানা-ধরণের কথা বলে); খলস্বভাবা নারী, কুটনী, ডাকিনী (মানিকচন্দ্র রাজার স্ত্রী ময়নামতী কুহক-বিদ্যায় পারদর্শিনী ছিলেন, তাহা হইতে)।

ময়না—[আ. মুআ'য়্‌নহ্‌] ণ. চাক্ষুষ, প্রত্যক্ষ। **ময়না তদন্ত**—অপঘাতাদিতে মৃত্যুর পর শব-ব্যবচ্ছেদ দ্বারা প্রকৃত কারণ নির্ণয়ের চেষ্টা, post-mortem।

ময়রা—[সং. মোদককার] বি. সন্দেশাদি মিঠাই প্রস্তুত-কারক। স্ত্রী. **ময়রানী**। **ময়রা সন্দেশ খায় না**—ব্যবসায়ীর বেচাকেনা বা লাভের দিকেই মন, সে নিজে তার পণ্য উপভোগ করেনা।

ময়লা—[সং. মলিন] ণ. অপরিষ্কৃত, নোংরা (ময়লা কাপড়; ময়লা করা; ময়লা থাকা); ফর্সা নয়, কালো (ময়লা রং); বি. আবর্জনা; বিষ্ঠা, মল (ময়লার গাড়ী)। **ময়লাটে**—ণ. কিছু মলিন। **মনের ময়লা**—মনের কালি দ্রঃ।

ময়ান—বি. যে ঘৃত দিয়া ময়দা ঠাসা হয় (ভাল ময়ান না হলে লুচি খাস্তা হবে কেন)।

ময়াল—[সং. মহাকাল] বি. বৃহৎ সর্প-বিশেষ, python; [আ. মহাল] দেশ, স্থান।

ময়াল—বি. মহাল।

ময়ুখ—বি. কিরণ, দীপ্তি, জ্বালা; শোভা। [মা, ময়্‌+উখ]। **ময়ুখমালা**—কিরণসমূহ। **ময়ুখমালী** (-লিন্‌)- সূর্য। **ময়ুখী** (-খিন্‌) —ণ. প্রভান্বিত, বি. প্রাচীন ভারতের যুদ্ধ-যষ্টি-বিশেষ।

ময়ুর—[মি+উর, সর্পহিংসক] বি. সুপরিচিত পক্ষী, শিখী। স্ত্রী. **ময়ুরী**। **ময়ুরকণ্ঠী**—ণ. ময়ূরের কণ্ঠের মত বর্ণযুক্ত (ময়ূরকণ্ঠী পরেছি কাঁচলখানি—রবি)। **ময়ুরচূড়া**—ময়ূরের শিখা। **ময়ুরগ্রীব**—তুঁতে। **ময়ুরপঙ্খী** —প্রাচীনকালের কারুকার্যখচিত ময়ূরাকৃতি নৌকা-বিশেষ (পক্ষীর মত দ্রুতগতি)। **ময়ুর-পুচ্ছ**—ময়ূরের সুদৃশ্য লেজ। **ময়ুরপুচ্ছ-ধারী দাঁড়কাক**—(কথামালার গল্পে দাঁড়কাক ময়ূরের পালক ধারণ করিয়া নিজেকে ময়ূর ভাবিয়া গর্বিত হইয়াছিল ও সেই জন্য পরে বহু লাঞ্ছনা ভোগ করে, তাহা হইতে) যাহা নিজস্ব নয় তাহা লইয়া হাস্যকরভাবে গর্বপ্রকাশকারী। **ময়ুরপেখম**—ময়ূরের পেখমের মত খোঁপা-বিশেষ। **ময়ুরবাহন, ময়ুররথ**—কার্তিকেয়। **ময়ুরশিখা**—ময়ূরচূড়া।

মর—[মৃ+অ] ণ. মরণশীল (মরদেহ; মরজগৎ); মানব, মর্ত্য (অমর-মর; মরদুঃখ)। **মরভূমি**—পৃথিবী।

মর—ক্রি. বিরক্তি ক্রোধ অভিসম্পাত ইত্যাদিসূচক শব্দ (মর; মরগে; মরুক; মরুকগে; মরুকগে ছাই)। মরা দ্রঃ।

মরক—[মৃ+অক] বি. মড়ক, মারী।

মরকত—[মরক-তৃ+ড] বি. সবুজ মণি-বিশেষ, পান্না, emerald।

মরকুমা—[আ মরকুমহ্‌] ণ. পাশে বা উপরে লিখিত বা চিহ্নিত, aforesaid।

মরগেজ—[ইং. mortgage] বি. বন্ধক, রেহান, গিরবি।

মরণ—[মৃ+অনট্] বি. মৃত্যু: বিনাশ (মরণশীল); অব্য. (বাং) ক্রোধ বিরক্তি অভিশাপ ইত্যাদি সূচক শব্দ (মরণ আর কি! আ মরণ!)। **মরণকাঠি**—রূপকথার রূপার কাঠি যাহার স্পর্শে রাজকন্যা মৃতের মত অচেতন হইয়া পড়ে (বিপ. জীয়নকাঠি)। **মরণকামড়**—বি. মৃত্যু নিকটবর্তী জানিয়া শেষ বারের মত কামড় বা দংশন; (তাহা হইতে) সাংঘাতিক চরমপ্রয়াস বা শত্রুতা সাধন (জানি প্রতিপক্ষ এবার মরণকামড় দেবে; মরণকামড় দিয়ে ধরা)। **মরণদশা**—বি. মরণকাল (মরণদশা ঘনিয়েছে দেখছি); মরণাপন্ন অবস্থা। **মরণধর্মা** (-র্মন্), **ধর্মী** (-র্মিন্), **-শীল**—ণ. যাহার মৃত্যু বা নাশ হইবেই, নশ্বর। **মরণপাখা উঠা**—(পিঁপড়ার পাখা উঠিলে উহা বাসা ছাড়িয়া আকাশে উড়ে ও মৃত্যুমুখে পতিত হয়, তাহা হইতে) এমন বাড়াবাড়ি করা যাহার ফলে সর্বনাশ হইতে পারে। **মরণবাঁচন কবুল করা**—প্রাণ পণ করা। **মরণবাড় বাড়া**—মরণপাখা উঠা; মৃত্যুর পূর্বে বেশী হৃষ্টপুষ্ট হওয়া; ধ্বংসের কারণ হয় এমন অহঙ্কারের বাড়াবাড়ি হওয়া।

মরণান্ত, মরণান্তক—ণ. মৃত্যুতে যাহার অবসান এমন (মরণান্তক ব্যাধি)। **মরণাপন্ন**—ণ. মুমূর্ষু; (বাং.) মরণাপন্ন দশাসূচক (মরণাপন্ন অসুখ)। **মরণাশৌচ**—বি. জ্ঞাতির বা নিকট আত্মীয়ের মৃত্যুহেতু অশৌচ। **মরণোন্মুখ**—ণ. যাহার মরমর অবস্থা হইয়াছে।

মরত—বি. মর্ত্য (কাব্যে ব্যবহৃত)।

মরতা—বি. ঘাটতি, হ্রাস (পান মরতা)।

মরদ—[ফা. মর্দ্] বি. পুরুষ; ণ. পুরুষোচিত গুণাবলীতে ভূষিত, শক্তিশালী, বীর; বি. স্বামী (গ্রাম্য)। **মরদ বাচ্চা**—বীর সন্তান; বীরের পুত্র। **মরদানা,-নি**—মর্দ দ্রঃ। **মরদকা বাত**—বীরপুরুষের কথা যাহা খেলাপ হয় না।

মরদুম—[ফা] বি. মানুষ। **মরদুম আজারি**—মানুষের উপরে অত্যাচার-উৎপীড়ন। **মরদুম শুমারি**—আদম শুমারি। বি. **মরদুমি**—বীরত্ব, মনুষ্যত্ব।

মরম—[মর্ম] বি. মর্মস্থান; অন্তঃকরণ, হৃদয় (মরম যাতনা; কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো—চণ্ডীদাস); আসল ব্যাপার, তত্ত্ব ('মরম না জানে ধরম বাখানে'—চণ্ডীদাস)। (কাব্যে ব্যবহৃত)।

মরমর—ণ. মৃতপ্রায়; বি. (কাব্যে) মর্মরধ্বনি ('জাগায় মৃদু মর মর'—রবি); অব্য. হালকা বস্তু চূর্ণ হইবার শব্দ (আরো লঘু হইলে—মুরমুর)। [বাং]

মরমী, মরমিয়া—ণ. মর্মের সহিত যাহার যোগ অথবা যে মর্ম অবগত, দরদী; mystic, পরম সত্যের সহিত যাহার মর্মের যোগ ঘটিয়াছে, অতীন্দ্রিয় তত্ত্বের অনুভূতিসম্পন্ন (মরমী কবি; মধ্যযুগের মরমিয়া সাধকগণ)।

মরসিয়া—মর্সিয়া দ্রঃ।

মরশুম, মরসুম—[ফা. মউসিম্] বি. মৌসুম, কাল, ঋতু; ব্যাপক প্রচলন বা বৃদ্ধির সময়, প্রশস্ত কাল, সুযোগ সুবিধা (ফুটবলের মরসুম; গরমের মরসুম; কেনাবেচার মরসুম)। **মরশুমী, মরসুমী**—ণ. নির্দিষ্ট ঋতুতে জন্মায় ও বাঁচিয়া থাকে এমন (মরশুমী ফুল)।

মরহুম—[আ. মর্‌হ্'ম] ণ. মৃত, স্বর্গত। স্ত্রী. **মরহুমা** (ওয়ালেদা মরহুমার কবর জেয়ারত—স্বর্গতা জননীর কবর জেয়ারত)।

মরা—ক্রি. আয়ুষ্কালের অবসান হওয়া, প্রাণত্যাগ বা দেহত্যাগ করা; অসার্থক ভাবে কঠোর পরিশ্রম করা (ঘুরে মরা, ভেবে মরা; খেটে মরা); অতিশয় বিপদাপন্ন হওয়া, সর্বস্বান্ত হওয়া (এযাত্রা রক্ষা কর নইলে মরেছি; ধনেপ্রাণে মরা); রসের ভাগ কমিয়া যাওয়া (ঝোলটা আরও মরবে); নিস্তেজ হওয়া (ঝাল মরে গেছে); শুকাইয়া যাওয়া (ডাঁটা এখনো মরেনি; নদী মরে গেছে); হাডুডু প্রভৃতি খেলায় খেলোয়াড় বিশেষের পরাজিত হওয়া; ('মোর হওয়া' অধিক প্রচলিত); নির্জীব হওয়া; কমিয়া যাওয়া (ক্ষুধা মরা, রস মরা); লোপ পাওয়া; অতিশয় সঙ্কুচিত হওয়া (লজ্জায় মরে যাই); মজা, প্রেমে আত্মবিস্মৃত হওয়া, কলঙ্কিনী হওয়া (ও রমা দিদি, তাই বুঝি তুমি মরেছ—শরৎচন্দ্র); বিরক্তি ক্রোধ অভিসম্পাত ইত্যাদি জ্ঞাপনে (আ মলো; মরণকে সংসার; আবার মরতে এসেছ; মর আবাগী); সস্নেহ ভৎর্সনায় (মর ছুঁড়ী কথা শুনিসনে কেন)। **ক্ষুধা মরা**—সময়ে খাদ্যের অভাবে ক্ষুধার তীব্রতা না থাকা। **ধুলো মরা**—জল ছিটাইবার ফলে ধুলা উড়া বন্ধ হওয়া। **মরমে মরা**—

লজ্জা অপমান ইত্যাদির জন্য মর্মান্তিক যাতনা ভোগ করা।

মরা—বি. মৃত্যু (মরাবাঁচা); খাদ, মরতা (সোনার পানমরা বাদ); ণ. মৃত; মৃতের মত নিস্তেজ, অক্ষম (দেশে তাজা মানুষ ত দেখছি না, সব ত মরা); শুষ্ক, স্রোতোহীন (মরা নদীর সোঁতা); অতীব্র, অতীক্ষ্ণ (মরা ধার); খাদযুক্ত (মরা সোনা); গালিসূচক (এমন বুড়োর হাতে মেয়ে দিয়েছে মরা বাপ-মা কি চোখে দেখেনি—এরূপ ক্ষেত্রে সাধারণতঃ 'মরার' বেশী ব্যবহৃত হয়, 'মরার নায়েব'; 'মরার হাকিম')। **মরা কটাল**—কটাল দ্রঃ। **মরা কান্না**—মৃতের জন্য কান্না; প্রবল শোকসূচক ক্রন্দন (প্রায়ই বিদ্রূপে)। **মরা গাঙে জোয়ার আসা**—জোয়ার দ্রঃ। **মরা টাকা**—যে টাকার সুদ আসে না। **মরা পেট**—দীর্ঘকাল খাদ্যাভাবে সঙ্কুচিত পাকস্থলী; শীর্ণ উদর। **মরামরা**—ণ. মরমর, মৃতপ্রায়। **মরামাটি**—যে মাটি তেমন দলা বাঁধে না ও অনুর্বর। **মরামাস**—মরা চামড়া, খুসকি। **মরা-সোনা**—অধিক খাদযুক্ত সোনা। **মরা-হাজা**—অনাবৃষ্টি হেতু শস্যনাশ। **মরানো**—ক্রি. রস শুকাইয়া ফেলা (দুধ মরিয়ে ফেলা)।

মরাই—বি. ধানের গোলা ('গাভীর মত মরাইয়ে মুখ দিতাম')। [সং. মরার]। **মিথ্যার মরাই**—ঘোর মিথ্যাবাদী; মিথ্যার আধার।

মরাঠা, মারাঠা—বি. [মহারাষ্ট্রীয়] মহারাষ্ট্র দেশের যোদ্ধৃজাতি বিশেষ; মহারাষ্ট্রের অধিবাসী (পঞ্জাব সিন্ধু গুজরাট মরাঠা—রবি) : ণ. মহারাষ্ট্রীয় (মারাঠাদস্যু আসিছে রে ঐ—রবি)। **মরাঠী, মারাঠী**—মহারাষ্ট্রের ভাষা।

মরামর—বি. মনুষ্য এবং দেবতা। [মর+অমর]

মরাল—[সং.] বি. রাজহংস (ইহার চঞ্চু ও চরণ রক্তবর্ণ)। স্ত্রী. **মরালী**। **মরালক**—কলহংস। **মরালগামিনী**—ণ. (স্ত্রী.) রাজহাঁসের মত সুন্দর গতিবিশিষ্টা।

মরি—অব্য. আনন্দ বিস্ময় বিদ্রূপ ইত্যাদি প্রকাশক (মরি কি সুন্দর পাখী)। **মরি মরি**—অব্য. গভীরতর অনুভূতিসূচক (মরি মরি কি চমৎকার চিত্র করিয়াছে—সীতার বনবাস)।

মরিচ, মরীচ—[সং.] বি. গোলমরিচ; লঙ্কা (কাঁচা মরিচ, শুকনা মরিচ)। **জিরামরিচ**—জিরা ও গোল মরিচ। **মরিচ লাড়ু**—মরিচচূর্ণযুক্ত লাড়ু।

মরিচা—[আ. মোরচহ্] বি. লৌহমল (মরিচা ধরা, মরিচা পড়া)। **মরিচা-ধরা**—ণ. যাহাতে মরিচা পড়িয়াছে; পুরাতন, সেকেলে; ভোঁতা; অকেজো।

মরিয়া, মরীয়া—ণ. মরিতে প্রস্তুত; বিপদ্ সম্বন্ধে বেপরোয়া, desperate (পরীক্ষা-পাসের জন্য একেবারে মরিয়া হয়ে উঠেছ দেখছি)।

মরীচি—[সং.] বি. কিরণ, রশ্মি; ব্রহ্মার মানসপুত্র সৃষ্টিকর্তা মুনিবিশেষ। **মরীচিনন্দন**—বি. মহর্ষি কশ্যপ। **মরীচিমালী** (লিন্)—বি. সূর্য। **মরীচিকা**—বি. প্রখর সূর্য-কিরণে জলভ্রম, মৃগ-তৃষ্ণিকা। **মরীচী** (-চিন্)—ণ. কিরণযুক্ত (সূর্য, চন্দ্র প্রভৃতি)।

মরু—বি. জল ও তৃণাদি শূন্য প্রদেশ (মরুভূমি, মরুস্থলী)। [মৃ+উ]। **মরুদ্বিপ**—বি. উষ্ট্র। **মরুময়**—ণ. মরুভূমির মত রসহীন। **মরুসম্ভব**—ণ. মরুদেশ-জাত।

মরুৎ, মরুত—বি. বায়ু; পবনদেব; দেবতা। **মরুৎকর্ম,-ক্রিয়া**—বি. বাতকর্ম। **মরুৎকোণ**—বায়ুকোণ। **মরুৎপট**—বি. পাল। **মরুৎপতি**—বি. দেবরাজ ইন্দ্র; নারায়ণ। **মরুৎপথ**—আকাশ, ব্যোমপথ। **মরুৎপাল**—ইন্দ্র। **মরুৎপুত্র,-সুত**—ভীম; হনুমান্। **মরুৎপ্লব**—সিংহ। **মরুৎফল**—করকা, শিল। **মরুৎসখা**—অগ্নি। **মরুদ্গণ**—দেবগণ। **মরুদ্রথ**—অশ্ব; বিমান। **মরুদ্বর্ত্ম** (-র্ত্মন্)—আকাশ, অন্তরীক্ষ।

মরুবক—বি. কণ্টকযুক্ত বৃক্ষ-বিশেষ, ময়না গাছ; পিণ্ড-খর্জুর; ব্যাঘ্র; রাহু।

মরূদ্যান—বি. মরুভূমিস্থ জল ও বৃক্ষাদিপূর্ণ স্থান যেখানে পথিকেরা আশ্রয় নেয়। [মরু+উদ্যান]

মর্কট—[সং.] বি. বানর; মাকড়সা; হাড়গিলা পক্ষী; বিষ-বিশেষ। স্ত্রী. **মর্কটী**। **মর্কটপ্রিয়**—ক্ষীরবৃক্ষ। **মর্কটবাস**—মাকড়সার জাল। **মর্কট-বৈরাগ্য**—বাহিরে বৈরাগীর বেশ অথচ গোপনে বিষয়াসক্তের আচরণ।

মর্চা, মর্চে—[আ. মর্‌সিয়হ্] বি. শোকগাথা, মহরমের শোকগাথা। (গ্রাম্য) (মর্সিয়া দ্রঃ)।

মর্চে, মরচে—বি. মরিচা শব্দের কথ্যরূপ।

মর্জি—[আ. মর্‌যী] বি. ইচ্ছা; খেয়াল (যখন যা

মর্জি, তাই করে; আল্লার মর্জি, সবাই ভাল আছে)। **মর্জিমাফিক**—ক্রি.ণ. ইচ্ছা-অনুযায়ী, খেয়াল মতো (মর্জিমাফিক চলে)। **মর্জিমোবারক**—মোবারক দ্রঃ।

মর্টগেজ—মরগেজ (দ্রঃ)।

মর্ত, মর্ত্য—[মৃ+ত,+য] বি. পৃথিবী, (মর্তধাম,-লোক); ণ. মরণশীল (যখন রব না আমি মর্ত্যকায়ায়—রবি) **মর্ত্যধর্ম**—মরণশীলতা।

মর্তবা—[আ. মরতবহ্] বি. সম্মান, পদগৌরব, মর্যাদা; কল্যাণকর প্রভাব (দোয়া-দরুদের মর্তবা); বার দফা (এই আয়াত পঞ্চাশ মর্তবা পড়বে)।

মর্তবান—[আ.] আচারাদি রাখার কাজে ব্যবহৃত উৎকৃষ্ট চিনামাটির পাত্র-বিশেষ।

মর্তমান—বি. উৎকৃষ্ট কদলী-বিশেষ, (পূর্ববঙ্গে) সবরী কলা। [মার্তাবান দ্বীপে প্রথমে জাত বলিয়া?]।

মর্তুকাম—ণ. মরণেচ্ছু। [সং]

মর্দ—[ফা. মরদ্] বি. পুরুষ; স্বামী (মেয়ে মর্দে খাটে); বীর, বলবান্। **মর্দা**—ণ. মদ্দা, পুরুষ-জাতীয় (মর্দা হাতী)। **মর্দানা**—বি. পুরুষ; ণ. পুরুষোচিত (মর্দানা কসলৎ—টেকচাঁদ); পুরুষের। (বিপ. জানানা)। বি. **মর্দানি**—বীরত্ব। **মর্দানী**—বীরাঙ্গনা (ব্যঙ্গার্থক)।

মর্দ-[মৃদ্+অ] ণ. যে মর্দন করে, পীড়ক (অরিমর্দ)। ণ. **মর্দক**—মর্দনকারী (অঙ্গ-মর্দক—যে গা টিপিয়া দেয়)। **মর্দন**—বি. পীড়ন; চূর্ণ করণ; নিষ্পেষণ (অঙ্গ মর্দন); ণ. পীড়নকারী (দনুজ-মর্দন)। ণ. **মর্দিত**—ণ. দলিত; পিষ্ট; চূর্ণিত। [মৃদ্+ক্ত]। **মর্দিতব্য**—ণ.মর্দনযোগ্য। **মর্দী** (-র্দিন্)—ণ. মর্দনকারী। স্ত্রী. **মর্দিনী**—(মহিষমর্দিনী)।

মর্ম (-র্মন্)—[মৃ+মন্] বি. প্রাণস্থান; সন্ধিস্থান; হৃদয়; অন্তর; রহস্য, গূঢ়কথা; তত্ত্ব; তাৎপর্য, সারকথা (দলিলের মর্ম অবগত হইয়া স্বাক্ষর করিলাম)। **মর্মকথা**—মনের কথা; সারকথা; গোপন কথা, রহস্য। **মর্মগ্রহণ**—তাৎপর্য গ্রহণ, অভিপ্রায় উপলব্ধি। ণ. **মর্মগ্রাহী** (-হিন্)—ণ. মর্মজ্ঞ,সমঝদার। **মর্মাঘাত**—মর্মস্থানে আঘাত, মর্মপীড়ন। ণ. **মর্মঘাতী** (-তিন্)—মর্মপীড়ক, সাংঘাতিক। **মর্মত্র**—বর্ম। **মর্মচ্ছিৎ,** (-দ্) **-চ্ছেদী** (-দিন্)—ণ. যাহা মর্মচ্ছেদন করে, হৃদয়বিদারক। **মর্মজ্ঞ, মর্মবিদ্, মর্মবেদী** (-দিন্)—ণ. তাৎপর্য-গ্রাহক; পণ্ডিত; রহস্যজ্ঞ। **মর্মন্তুদ**—ণ. মর্মান্তিক, অতি করুণ। [মর্ম-তুদ্+খচ্]। **মর্মপীড়ক**—ণ. যাহা অন্তর পীড়িত করে। বি. **মর্মপীড়া**—অন্তরের বেদনা। **মর্মবিদ্ধ**—ণ. মর্মস্পৃষ্ট। **মর্ম-বিদারক**—ণ. হৃদয়বিদারক। **মর্ম-বেদনা,-ব্যথা**—হৃদয়বেদনা, অন্তরের দুঃখ। **মর্মভেদ**—রহস্যোদ্‌ঘাটন। ণ. **মর্মভেদী** (-দিন্)—মর্মস্থানভেদী; হৃদয়ভেদী)। **মর্মস্থল,-স্থান**—প্রাণস্থান; দেহের সন্ধিস্থান। **মর্মস্পর্শী** (-র্শিন্) **,-স্পৃক্** (-শ্)—ণ. হৃদয়স্পর্শী, অতি করুণ।

মর্মর—[মৃ+অর] বি. বৃক্ষপত্রের শ্রুতিসুখকর ধ্বনি (বন-মর্মর); বস্ত্রধ্বনি (এই অর্থে বাংলায় সাধারণতঃ ব্যবহার হয় না); [ফা.] মার্বেল পাথর (মর্মর-প্রাসাদ)। ণ. **মর্মরিত**—মর্মর-ধ্বনিযুক্ত (মর্মর কূজনে গুঞ্জনে—রবি)। **মর্মরিছে**—মর্মরধ্বনি করিতেছে (কাব্যে)।

মর্মাঘাত—মর্মস্থলে আঘাত; মর্মপীড়ন। **মর্মাতিগ**—ণ.মর্মঘাতী (মর্মাতিগ বাক্য-বাণ)। **মর্মান্তিক**—ণ.মর্মচ্ছেদী,হৃদয়-বিদারক (মর্মান্তিক বাক্যবাণ; মর্মান্তিক দৃশ্য)। **মর্মাবরণ**—বর্ম। **মর্মার্থ**—মর্ম, অভিপ্রায়, সার কথা। **মর্মাহত**—ণ. মর্মাঘাতপ্রাপ্ত, মর্মান্তিক দুঃখে অভিভূত। **মর্মিক**—[মর্মন্+ইক] ণ. মর্মজ্ঞ, তাৎপর্যগ্রাহী, তত্ত্বজ্ঞ। **মর্মী** (-র্মিন্)—ণ. মরমী, মরমিয়া, mystic (তেমন প্রচলিত নহে)। **মর্মো-দ্‌ঘাটন, মর্মোদ্ভেদ**—রহস্যোদ্‌ঘাটন; প্রকৃত ব্যাপার সম্বন্ধে অবগতি।

মর্যাদা—[পরি-অ—দা+অ+আপ্] বি. সীমা; তীর; ক্ষেত্রসীমা; নিয়ম, সদাচার; সম্ভ্রম; সম্মান-জ্ঞাপক আবোয়াব, নজর, দক্ষিণা (জমিদারের মর্যাদা; নায়েবের মর্যাদা; কুলীনের মর্যাদা); মানসম্ভ্রম, প্রতিপত্তি, প্রতিষ্ঠা, গৌরব (মান মর্যাদা; বংশমর্যাদা)। **মর্যাদাগিরি**—যে পর্বত কোন দেশের বা অঞ্চলের সীমা নির্দেশ করে)। **মর্যাদাতিক্রম**—সম্মান প্রদর্শন না করা; সীমা লঙ্ঘন। **মর্যাদাবান্** (-বৎ)—ণ. সম্মানিত, গৌরবান্বিত; প্রতিষ্ঠাবান্ (মর্যাদাবান্ সাহিত্য)। **মর্যাদা লঙ্ঘন**—সুবিহিত ব্যবস্থা লঙ্ঘন; সম্ভ্রম রক্ষা না করা। **মর্যাদা হানি**—সম্মান নাশ; সম্ভ্রম লঙ্ঘন।

মর্ষ, মর্ষণ—[মৃষ্ (ক্ষমা করা)+অ, অনট্] ক্ষমা, সহ্য করা; নাশন। **মর্ষণীয়**—ণ. সহনীয়।

মর্ষিত—ণ. ক্ষান্ত ; নাশিত ; বি. ক্ষমা। **মর্ষিতবান্** (-বৎ), **মর্ষী** (-র্ষিন্)—ণ. সহনশীল।

মর্সিয়া—[আ মর্‌থিয়হ্] বি. শোকগীতি ; মহরমের শোকগীতি। **মর্সিয়া খান**—মর্সিয়া-পাঠক।

মর্‌সুম—মরসুম দ্রঃ।

মল—[মল্ (ধারণ করা)+অ] বি. ময়লা, যাহা মলিন করে ; শরীরের ময়লা (বিষ্ঠা মূত্র শ্লেষ্মা রক্ত পুঁজ স্বেদ প্রভৃতি) ; গাদ, শিটা, কাইট ; মরিচা ; ক্লেদ ; বাত পিত্ত কফ ; পাপ, কলঙ্ক। **মলঘ্ন**—ণ. মলনাশক। **মলজ**—ণ. মল হইতে জাত ; বি. পুঁজ। **মলত্যাগ**—পুরীষোৎসর্গ, বাহ্যে করা। **মলদ্বার**—গুহ্যদ্বার। **মলদ্রাবী** (-বিন্) —ণ. বিরেচক ; বি. জয়পাল। **মলনালী**—বিষ্ঠা নিঃসরণের পথ, rectum। **মলপট্ট, মলপৃষ্ঠ**—পুস্তকের মলাট। **মলভাণ্ড**—দেহের যে যন্ত্রে বিষ্ঠা থাকে, বৃহদন্ত্র। **মলভুক্** (-জ্)—কাক।

মল—বি. বলয়ের আকৃতির পাদভূষণ-বিশেষ। [বাং]

মলন—বি. মর্দন, ডলা (দলন-মলন—দলাই-মলাই ; অশ্বের দেহ মর্দন) ; মাড়ান। [মল্+অনট্]। **মলন, মলা**—কাটা ধান বিছাইয়া তাহা গরু দিয়া মাড়াই করা।

মলনা—বি. মওলানা শব্দের অপভ্রংশ (দ্রঃ) (পুরন্দর হইল মলনা—কবিকঙ্কণ)। (গ্রাম্য)।

মলম—[আ. মর্‌হম] বি. তৈলাদিঘটিত ঘন প্রলেপ।

মলমল—[সং. মর্মর ?] বি. সূক্ষ্ম বস্ত্র-বিশেষ, মস্‌লিন (ঢাকাই মলমল ; মলমলের থান)।

মলমাস—বি. অধিমাস, যাহাতে রবি-সংক্রান্তি নাই ও দুইটি অমাবস্যা আছে এমন চান্দ্রমাস (ইহাতে হিন্দুর ধর্মকর্ম নিষিদ্ধ)। সৌর বৎসরের সহিত চান্দ্র বৎসরের ঐক্যবিধানার্থ কয়েক বৎসর পর পর এই মলমাসটিকে বঙ্গীয় পঞ্জিকায় গণনার বহির্ভূত ধরা হয়।

মলম্বা—[আ. মলম্মা] ণ. গিল্‌টী, তামার উপর সোনার পাত দিয়া মোড়া (মলম্বা অম্বরে তাম্র এত শোভা যদি ধরে—মধুসূদন)।

মলয়—[মল্ (ধারণ করা)+অয় ; তামিল মলৈ=পর্বত] বি. মালাবার উপকূলের পশ্চিম-ঘাট পর্বত ; মলয় পর্বত হইতে আগত বায়ু, দক্ষিণা বাতাস ; মালাবার দেশ ; নন্দন-কানন। **মলয়জ**—ণ. মলয়-পর্বতজাত ; চন্দন বৃক্ষ। **মলয়-পবন, -মারুত, -সমীর**—দক্ষিণসমীর। **মলয়াচল**—মলয় পর্বত।

মলা—বি, ময়লা, মলিনতা ; গায়ের ময়লা ; পাপ ; ঈর্ষা (কথ্য ভাষা)।

মলা—ক্রি., বি. মর্দন করা। **নাকমলা কানমলা**—নাক কান মলিয়া ত্রুটি স্বীকার করা ও পুনরায় না করার অঙ্গীকার করা। **মলাই** - বি. মর্দন (দলাই-মলাই)। **মলানো**—ক্রি. মর্দন করানো (কান-মলানো)।

মলাট—[সং. মলপট্ট] বি. পুস্তকের বহিরাবরণ।

মলাম, মলুম, মলেম—ক্রি. মরিলাম ; মরণাপন্ন হইলাম ; অতিশয় কষ্ট পাইলাম (মলাম ভূতের বেগার খেটে—রামপ্রসাদ)।

মলাশয়—বি. মলভাণ্ড, বৃহদন্ত্র। [মল+আশয়]

মলিদা—[ফা. মলীদহ্] বি. কোমল পশমী বস্ত্র-বিশেষ।

মলিন—[মল্+ইন] ণ. মলযুক্ত, ময়লা (মলিন বস্ত্র) ; কৃষ্ণবর্ণ, আবিল (ধূলিমলিন) ; কলঙ্কযুক্ত ; বিষণ্ণ (মলিন বদন) ; পাপযুক্ত, কলুষিত। স্ত্রী. **মলিনা, মলিনী**—রজস্বলা। বি. **মলিনতা**। **মলিনাম্বু**—কালি। **মলিনিমা** (-মন্)—বি. মলিনতা। **মলিনীকরণ**—বি. অপরিষ্কার করা। ণ. **মলিনীকৃত**।

মলোৎসর্গ—বি. মলত্যাগ। **মলোপহত**—ণ. যাহা হইতে ময়লা দূর করা হইয়াছে, পরিষ্কৃত (মলোপহত দর্পণ)। [মল+উৎসর্গ, উপহত]

মল্ল—[সং.] বি. বাহুযোদ্ধা ; বলবান্ ব্যক্তি ; কুস্তিগীর (মল্লযুদ্ধ) ; হিন্দুজাতি-বিশেষ, মাল ; দেশ-বিশেষ ; পায়ের গহনা-বিশেষ, মল ; তদ্বিষয়ে পণ্ডিত (বিচারমল্ল)। স্ত্রী. **মল্লা**—নারী ; মল্লিকা। **মল্লক্রীড়া**—বি. কুস্তি। **মল্লগুরু**—বি. কুস্তি-শিক্ষাদাতা ওস্তাদ। **মল্লজ**—গোলমরিচ (মল্লদেশজাত)। **মল্লবিদ্যা**—বি. কুস্তি শিক্ষাপদ্ধতি। **মল্লবেশ**—বি. কুস্তিগীরের বেশ, বীরধটী। **মল্লভূমি**—বি. যেখানে মল্লযুদ্ধ হয় ; মল্লজাতির দেশ। **মল্লযুদ্ধ**—বি. বাহুযুদ্ধ, কুস্তি। **মল্লশালা**—বি. কুস্তির আখড়া।

মল্লার—বি. বর্ষার রাগিণী-বিশেষ (মেঘ-মল্লার)।

মল্লিক—[সং.] বি. হংস-বিশেষ (ইহার বর্ণ ঈষৎ ধূসর এবং ঠোঁট ও পা অল্প লাল) ; [আ. মালিক] উপাধি-বিশেষ।

মল্লিকা—[মল্লি+ক+আপ্] বি. বেল ফুল। **কাঠমল্লিকা**—গন্ধহীন মল্লিকা-বিশেষ।

মল্লিনাথ—সুপ্রসিদ্ধ সংস্কৃত টীকাকার ; (তাহা হইতে) টীকা বা টীকাকার (ব্যঙ্গে)।

মশ্—অব্য. চলিবার সময় জুতার শব্দ। **মশ্ মশ্ করিয়া চলা**—এরূপ শব্দের সহিত কিঞ্চিৎ গর্বিতভাবে চলা।

মশক—[সং.] বি. পতঙ্গ বিশেষ, মশা ; আঁচিল। **মশকহরী** (-রিন্)—মশারি।

মশগুল—[আ. মশ্‌গুল] ণ. বিভোর, আবিষ্ট, তন্ময়, মগ্ন (গানবাজনায় মশগুল)।

মশলা, মশল্লা, মসলা, মসল্লা—[আ. মস'লহ'] বি. উপকরণ (মালমশলা, ফুলেল তেলের মসলা, বোমা তৈরির মসলা); হলুদ মরিচ জিরা প্রভৃতি রান্নার উপকরণ (মশলা বাটা)। **গরম মসলা**—দারুচিনি এলাচি ও লবঙ্গ। **পানের মসলা**—চূণ সুপারী খয়ের ইত্যাদি।

মশহুর, মশুর—[আ. মশ্‌হুর] ণ প্রসিদ্ধ, যাহার নাম-ডাক আছে (নাম মশুর হওয়া—খ্যাতি ছড়াইয়া পড়া ; মশুর লোক)।

মশা—বি. মশক। **মশা মারতে কামান দাগা**—সামান্য উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিতে বিরাট আয়োজন করা। [সং. মশক]

মশাই, মশায়—বি. মহাশয়, জনাব, হুজুর (মশায়ের নিবাস) ; গুরুমশাই। (গ্রাম্য—মোশাই)। **মশায়-মশায় করা**—হুজুর-হুজুর করা ; অতিরিক্ত সম্মান দেখানো ; তোষামোদ করা।

মশান, মসান—[সং শ্মশান ; প্রা. মসাণ] বি. শ্মশান ; বধ্যভূমি। **উল্টে চোর মশান গায়**—(প্রাচীনকালে চোরকে বধ্যভূমিতে লইয়া যাইবার সময় তাহার দোষকীর্তন করা হইত, তাহা হইতে) দোষী যে সে-ই উল্টিয়া নির্দোষের উপরে দোষ চাপায়।

মশারি,-রী—[সং. মশহরী] বি. মশার আক্রমণ হইতে রক্ষা পাইবার জন্য ব্যবহৃত বস্ত্রাবরণ (মশারি খাটানো বা টাঙানো)।

মশাল, মসাল—[আ. মশয়'ল] বি. কাঠিতে তেলমাখা নেকড়া জড়াইয়া প্রস্তুত মোটা বাতি-বিশেষ। **মশালচী**—মশালধারী।

মশ্‌ত্, মস্‌ত্—[ফা. মুশ্‌ত] বি. মুষ্টি, মুঠা (এক মশ্‌ত্ খাক্—এক মুঠা মাটি, অতি অকিঞ্চিৎকর। **একমস্তে**—এক সঙ্গে, এক খোকে।

মসজিদ, মসজেদ—[আ. মস্‌জিদ] বি. মুসলমানদিগের উপাসনা-গৃহ (গ্রাম্যঃ—মজিদ)। **জুম্মা মসজিদ**—যে মসজিদে শুক্রবারের মণ্ডলীগত প্রার্থনা অনুষ্ঠিত হয়। **জম্মা (জামা বা জামি) মসজিদ**—দিল্লীর বিখ্যাত মসজিদ বিশেষ। **মোল্লার দৌড় মসজিদ বা মজিদ পর্যন্ত**—ক্ষমতার অল্পতা সম্বন্ধে ব্যঙ্গোক্তি।

মসনদ- -[আ. মস্‌নদ্] বি. পুরু গদী ; সিংহাসন ; রাজশক্তি (দিল্লীর মসনদ টলিল)।

মস্‌মস্—মশ্ দ্রঃ। **মসম্বৎ**—মুসম্মৎ দ্রঃ।

মসলন্দ—বি. মছলন্দ ; মসনদ, সূক্ষ্ম মাদুর।

মসলিন—বি. সূক্ষ্ম বস্ত্র বিশেষ (ঢাকাই মসলিন)।

মসল্লা, মসলা—মশলা দ্রঃ।

মসি,-সী—[সং] বি. কালি ; ঝুল ; কলঙ্ক, দোষ। **মসিকূপী**—দোয়াত। **মসিকৃষ্ণ**—ণ. কালির মত কাল। **মসিজীবী** (-বিন্)—লেখক ; লিপিকর ; কেরাণী। **মসিধান, -ধানী**—মস্যাধার, দোয়াত। **মসিনিন্দিত**—ণ. অতিশয় কৃষ্ণবর্ণ (ব্যঙ্গে)। **মসিপাত্র**—বি. দোয়াত। **মসিমাখা, মসিলিপ্ত**—ণ. কালি-মাখানো।

মসিনা—[সং. মসৃণ ; কথ্য—মস্‌নে] বি. তিসি, linseed।

মসিল, মসীল, মহসিল—[আ, মুহস্‌সি'ল] বি. তহসিলদার ; পেয়াদা ; উৎপীড়ন (মসিল করিবে রাজা দিয়া হাতে দড়ি—কবিকঙ্কণ)। **মসিল দেওয়া**—উৎপীড়ন করা ; পেয়াদা প্রভৃতি দিয়া পীড়ন করা।

মসীনা—[সং] বি. তিসি ; অতসী।

মসুর,-সূর—[মস্+উর উর] বি. কলায় বিশেষ, মুসুরি (মসুরের ডাল)।

মসূরিকা, মসূরী—বি. বসন্ত রোগ। [সং]

মসৃণ—[মস্+ঋণ] ণ. তেলা, চিক্কণ, অকর্কশ ; কোমল, নরম ; চকচকে। **স্ত্রী. মসৃণা**—মসিনা। ণ. **মসৃণিত**—যাহা মসৃণ বা চিক্কণ করা হইয়াছে।

মস্করা, মস্কারা—[আ. মস্‌খরহ্] বি. ঠাট্টা তামাসা, পরিহাস ; পরিহাসরসিক ; ভাঁড়। **হাসি-মস্করা**—ঠাট্টাতামাসা।

মস্ত—[মস্ (পরিমাণ করা)+ক্ত] বি. মস্তক (ছিন্নমস্তা) ; অগ্রভাগ ; (ফা.) বিশাল, প্রকাণ্ড ;

উচ্চ; বেজায়, খুব; মহৎ; বিশিষ্ট (মস্ত লোক মস্তকথা, মস্ত বাড়ী)।

মস্ত্—[ফা. মস্‌ত] ণ. মাতাল; মত্ত; মোহান্ধ (মস্ত কর গজল গেয়ে—নজরুল ইস্‌লাম)।

মস্ত্—মশ্‌ত দ্রঃ।

মস্তক—[মস্ত+ক] বি. শিরঃ, মুণ্ড, মাথা; অগ্রভাগ; চূড়া, ডগা, উপরিভাগ। **মস্তকচ্ছেদ**—শিরশ্ছেদ। **মস্তকশূল**--মাথার বেদনা, শিরঃপীড়া। **মস্তকস্নেহ**—মস্তিষ্ক। **মস্তকে ধারণ করা**—মাথায় রাখা, অতিশয় সম্মান দেওয়া।

মস্তান, মস্তানা—[ফা.] ণ. অতিশয় মত্ত; ভাবে বিভোর, দেওয়ানা, প্রেমে পাগল। স্ত্রী. **মস্তানী**—বি. পুংশ্চলা (গালিরূপে ব্যবহৃত); বড়াই, দম্ভ (কুটিনী গণ্ডানী বড় যে মস্তানী উভে উভে দিব শূলে—ভারতচন্দ্র)।

মস্তিষ্ক—[সং.] বি. মাথার মগজ, ঘিলু; ধীশক্তি (মস্তিষ্কবান্ ব্যক্তি; বাঙ্গালীর মস্তিষ্কের অপব্যবহার—প্রফুল্লচন্দ্র)।

মস্তু—[সং.] বি. দইয়ের জলীয় অংশ, মাত; দ্বিগুণ জল-মিশ্রিত দধি, whey।

মস্যাধার—বি. দোয়াত। [মসী+আধার]

মহকুমা—[আ. মহ্‌কমা] বি. জেলার অংশ-বিশেষ, subdivision.

মহকুফ—মোকুফ দ্রঃ।

মহড়া, মোহড়া—(মওড়া দ্রঃ) বি. মওড়া, মুখপাত (দইয়ের মহড়া); বিপক্ষের অগ্রবর্তী সেনাদল অথবা এরূপ সেনাদলের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা (মহড়া নেওয়া, মহড়া ফিরানো); কবিগানের প্রথম ভাগ; মহলা, অভিনয়াদি সম্পর্কে প্রস্তুতি বা অভ্যাস, rehearsal ('সাজাহান'-এর মহড়া চলছে)।

মহৎ-[মহ্ পূজা করা)+অৎ] ণ. বৃহৎ; বিস্তৃত; প্রবল; প্রচণ্ড, ঘোর; অধিক, অতিশয়; পর্যাপ্ত; প্রধান, শ্রেষ্ঠ; উত্তম; উদার। (কর্মধারয় ও বহুব্রীহি সমাসের পূর্বপদে মহৎ 'মহা' হয়। শঙ্খ, তৈল, মাংস, বৈদ্য, জ্যোতিষিক, দ্বিজ, যাত্রাপথ ও নিদ্রা শব্দের পূর্বে মহৎ শব্দের প্রয়োগ হইলে উৎকর্ষ না বুঝাইয়া অপকর্ষ বুঝায়)। পুং. মহান্; স্ত্রী. **মহতী**। শ্রুতিমাধুর্যের জন্য বা শ্রেষ্ঠ অর্থে বা জোর দিবার জন্য মহৎ-ই ব্যবহৃত হয় (তোমার সেবার মহৎ প্রয়াস—রবি; মহৎ ব্যক্তি; মহতের মান রক্ষা; মহৎ দোষ; মহৎ যুক্তি), অধিকতর জোর দিতে হইলে—'মহান্'।

মহতাব—[ফা. মহ্‌তা'ব] বি. চন্দ্র; আতস-বাজী বিশেষ।

মহত্তত্ত্ব—[সং.] বি. সাংখ্যমতে সৃষ্টির উপাদান বা স্তর-বিশেষ।

মহত্তর—ণ. অধিকতর; বৃহত্তর; পূজ্যতর। **মহত্তম**—ণ. অধিকতম; বৃহত্তম; পূজ্যতম। [মহৎ+তর, তম]।

মহত্তরান—মহাত্রাণ দ্রঃ।

মহত্ত্ব—বি. ঔদার্য; মহিমা; মহৎ গুণ; শ্রেষ্ঠত্ব; প্রকর্ষ; আধিক্য; উচ্চতা।

মহৎসেবা—বি. সজ্জনের পরিচর্যা।

মহদতিক্রম—[সং] যিনি শ্রদ্ধেয় তাঁহাকে শ্রদ্ধা না দেখানো, পূজ্যপূজা ব্যতিক্রম। **মহদনুগ্রহ**—মহৎ ব্যক্তির অথবা প্রভাব-প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তির অনুগ্রহ। **মহদাশয়**—ণ. সদাশয়, সাধু-উদ্দেশ্যযুক্ত; উচ্চাভিলাষী; উচ্চলক্ষ্যযুক্ত। (অসাধু, কিন্তু বহুল প্রচলিত)। **মহদাশ্রয়**—মহৎ ব্যক্তির আশ্রয়। [শ্রদ্ধেয়।

মহনীয়—[মহ্+অনীয়] ণ. পূজনীয়, মহৎ।

মহন্ত—মোহন্ত। [সং]

মহফিল—[আ. মহ্‌ফিল] বি. সভা, বৈঠক, আসর (গানের মহ্‌ফিল; 'গাইছি খুশির মহফিলে গান'—নজরুল)। (গ্রাম্য—মাইফেল)।

মহব্বত—[আ. মুহ্‌ব্বত] বি. প্রেম; প্রীতি, বন্ধুত্ব। **মহব্বত করা**—ভাল বাসা, স্নেহ করা।

মহম্মদ, মোহম্মদ, মুহম্মদ, মোহাম্মদ—[আ. মুহ্‌ম্মদ] বি. মুসলমানধর্মের প্রবর্তক হজরত মুহম্মদ। ণ. **মহম্মদীয়**—মহম্মদ-প্রবর্তিত, ইসলামী।

মহর—[আ. মহ্‌র] বি. দেনমহর, মুসলমান স্বামী বিবাহের সময় স্ত্রীকে যে স্ত্রীধন দিতে অঙ্গীকার-বদ্ধ হয়।

মহরত, মো-—বি. আরম্ভ, পত্তন (হালখাতার মহরত, নূতন ফিল্মের মহরত)। [আ মহূলত]।

মহরম, মোহর্‌রম—[আ. মুহ্‌র্‌রম] বি. আরবীয় চান্দ্র বৎসরের প্রথম মাস (মহরমের চাঁদ); মহরম মাসে অনুষ্ঠিত শোক-স্মৃতি (এই মাসের দশ তারিখে হজরত মোহম্মদের দৌহিত্র ইমাম হোসেন কারবালায় নিহত হন; তাঁহার শোক-স্মৃতি মুসলমানেরা, বিশেষতঃ শিয় সম্প্র-

দায়ের মুসলমানেরা, এই মাসে পালন করেন)। **মহরমের মিছিল**—ইমাম হোসেনের শোক-স্মৃতি-স্বরূপ নানা স্থানে যে মিছিল বাহির হয়।

মহর্লোক—সপ্তলোকের ৪র্থ লোক। [মহঃ+লোক]

মহর্ষি—বি. যিনি মহৎকে অর্থাৎ ঈশ্বরকে লাভ করিয়াছেন; শ্রেষ্ঠ ঋষি; মরীচি প্রভৃতি ব্রহ্মার মানস-পুত্র। [মহা+ঋষি]

মহল—[আ. মহ্‌ল] বি. প্রাসাদ; হর্ম্য; বাড়ীর অংশ (অন্দর-মহল); সমাজ, দল (মেয়ে-মহল, অফিসার-মহলে)। ণ. **মহলা** (অন্য শব্দের সহিত যুক্ত হইয়া ব্যবহৃত হয়—দো-মহলা বাড়ী)।

মহল, মহাল—[আ. মহ'াল] বি. জমিদারী, তালুক (খাস মহল, ছিট মহল, দিয়াড়া মহল)।

মহলত—[আ. মোহলত] বি. বিলম্ব, অবসর, সুযোগ (মহলৎ পাওয়া—অবসর পাওয়া, সুযোগ পাওয়া।

মহলা—বি. মহড়া, অভিনয়াদি সম্পর্কে অথবা সৈন্য-সমাবেশ সম্পর্কে অভ্যাস অথবা প্রস্তুতি, rehearsal।

মহলানবিশ—বি. মহল্লানবিশ, মোগল-আমলে রাজস্ব-বিভাগের কর্মচারি-বিশেষ; জোতদার; উপাধি-বিশেষ। [পুর-রক্ষী খোজা।

মহল্লক, মহল্লিক—[আ. মহ্‌'লী] বি. অন্তঃ-

মহল্লা—[আ. মহ'ল্লা] বি. শহরের অঞ্চল, পাড়া (বাগমারী মহল্লা; সৈয়দ মহল্লা)। **মহল্লাদার**—মহল্লার বা অঞ্চলের ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী।

মহশীল—[আ. মুহ'স্‌সিল—খাজনা আদায়কারী] বি. খাজনা আদায়। **মহশীলদার**—আদালতের অর্থদণ্ড আদায়কারী কর্মচারী-বিশেষ (মসিল দ্রঃ)।

মহা—ণ. মহৎ, অত্যন্ত, অতিরিক্ত; (মহারাণী, মহা বখাটে; মহা স্ফূর্তি; মহা হাঙ্গামা)। (মহৎ দ্রঃ)। **মহাকচ্ছ**—সমুদ্র; বরুণ; পর্বত। **মহাকন্দ**—রসুন; মূলা। **মহাকর্মা** (-র্মন্)—ণ. অসাধারণ কীর্তিমান্। **মহাকবি**—মহাকাব্যের রচয়িতা; শ্রেষ্ঠ কবি। **মহাকরণ**—সেক্রেটারিয়েট। **মহাকর্ষ**—গ্রহ-উপগ্রহের পরস্পরের প্রতি আকর্ষণ, force of gravitation। **মহাকাব্য**—অলঙ্কারশাস্ত্র-সম্মত বৃহৎ কাব্য; যে কাব্যে জীবন ও জগৎ ব্যাপকভাবে চিত্রিত হইয়াছে। **মহাকায়**—ণ. বিরাট আকারের, বিশালদেহী। **মহাকাল**—রুদ্র; শিব; ভৈরব-বিশেষ (মহাকালের মন্দির)। অনন্ত কাল। স্ত্রী. **মহাকালী**—আদ্যাশক্তির রুদ্রাণী রূপ। **মহাকীর্তি**—ণ. অতুল-কীর্তি, মহাকর্মা। **মহাকুল**—দশপুরুষাবধি বেদাধ্যায়ী বংশ; প্রসিদ্ধ বংশ, উচ্চ বংশ। **মহাকোশল**—দক্ষিণ ভারতীয় প্রাচীন রাজ্য-বিশেষ। **মহাগমন**—ইহলোক হইতে প্রস্থান। **মহাগুরু**—পুরুষের পিতামাতা এবং আচার্য, স্ত্রীলোকের পতি, অবিবাহিত কন্যার পিতা ও মাতা। **মহাগ্রন্থ**—বিভিন্ন জাতির অতিশয় সম্মানিত গ্রন্থ; মহামূল্য গ্রন্থ। **মহাগ্রহ**—রাহু। **মহাগ্রীব**—উষ্ট্র, জিরাফ। **মহাঘোষ**—অতি উচ্চ শব্দ; হাট-বাজার প্রভৃতি (যেখানে অতি-রিক্ত কোলাহল হয়)। **মহাঘৃত**—একশ এগার বৎসরের পুরাতন ঘৃত। **মহাচ্ছায়**—বটবৃক্ষ। **মহাজন**—সাধু; ধার্মিক; মহাত্মা; মনস্বী; (বাং) যে সুদে টাকা ধার দেয়। বি. **মহাজনি**—টাকা ধার দিবার কাজ। **মহাজ্ঞানী** (-নিন্)—ণ., বি. পরম পণ্ডিত; পরম তত্ত্বজ্ঞ। **মহাজ্যোতিষিক**—অপকৃষ্ট দৈবজ্ঞ। **মহাতপাঃ** (-পস্)—ণ. যিনি কঠোর তপস্যা করিয়াছেন। **মহাতাল**—ভুবন দ্রঃ। **মহাতিক্ত**—নিমগাছ। **মহাতীর্থ**—শ্মশান-ঘাট। **মহাতেজাঃ** (-জস্)—ণ. অতিশয় তেজ দীপ্তি বা পৌরুষ সম্পন্ন, মহাতপাঃ; বি. অগ্নি; পারদ। **মহাতৈল**—মানুষের চর্বি। **মহাত্মা** (-ত্মন্)—ণ. মহামনাঃ, মহানুভব, উদার-চরিত, অক্ষুদ্রচিত্ত; বি. পরমেশ্বর। **মহাত্রাণ**—(মহত্তরান শব্দের শোধিত রূপ) শূদ্রকে অথবা দাসকে যে নিষ্কর ভূমি দেওয়া হয়। **মহাদান**—তুলাপুরুষাদি ষোড়শ দান; খেয়ার পারানি; বিপুল দানসত্রাদি প্রতিষ্ঠা। **মহাদারু**—দেবদারু। **মহাদেব**—শিব। স্ত্রী. **মহাদেবী**—ভবানী; রাজার প্রধানা মহিষী। **মহাদেশ**—পৃথিবীর পাঁচটি বৃহৎ বিভাগের প্রতিটি। **মহাদ্রুম**—অশ্বত্থ বৃক্ষ; বড় গাছ। **মহাদ্বিজ**—পক্ষি-শ্রেষ্ঠ; নিকৃষ্ট ব্রাহ্মণ। **মহাদ্রাবক**—গন্ধকাম্ল, sulphuric acid. **মহাধন**—ণ. ধনাঢ্য; বি. শ্রেষ্ঠ ধন (বিদ্যা মহাধন); ণ. বহুমূল্য; বি. সুবর্ণ; কৃষিকর্ম। **মহাধাতু**—স্বর্ণ। **মহাধর্মাধ্যক্ষ**—প্রধান বিচারপতি। **মহানগর,-রী**—বড় সহর;

রাজধানী। **মহান্** (-হৎ)—বি. উচ্চ; বিশিষ্ট; শ্রেষ্ঠ (গাম্ভীর্য প্রকাশের জন্য অনেক ক্ষেত্রে মহান্ ব্যবহৃত হয়—আত্মবিদারণকারী মর্মান্তিক মহান্ নিঃশ্বাস—রবি)। **মহানদী**—বড় নদী, গঙ্গা প্রভৃতি; উড়িষ্যার নদী-বিশেষ। **মহানন্দ**—অতিশয় আনন্দ; মোক্ষ; বি. অতিশয় আনন্দ-যুক্ত। **মহানন্দা**—নদী-বিশেষ; সুরা; মাঘ মাসের শুক্লা নবমী। **মহানবমী**—আশ্বিনের শুক্লা নবমী। **মহানরক**—অতিশয় ক্লেশদায়ক নরক বা স্থান। **মহানস**—রান্না ঘর। **মহানাড়ী**—কণ্ডরা, a large artery। **মহানাদ**—অতি উচ্চ ধ্বনি; বর্ষণকারী মেঘ; সিংহ; উষ্ট্র; হস্তী; শঙ্খ। **মহানায়ক**—উচ্চ মর্যাদাযুক্ত সামন্ত রাজা; প্রধান নায়ক। **মহানিদ্রা**—মৃত্যু। **মহানিম**—ঘোড়া নিম। **মহানির্বাণ**—ব্রহ্মসাযুজ্য। **মহানিশা**—নিশীথ। **মহানীল**—বি. নীলকান্ত মণি; বি. গাঢ় নীলবর্ণ। **মহানীলী**—নীল অপরাজিতা। **মহানুভব,-ভাব**—বি. উদার স্বভাব; মহাশয়, মহাপ্রাণ; প্রতাপবান্। বি. **মহানুভবতা**। **মহাপক্ষ**—গরুড়; রাজহংস-বিশেষ। স্ত্রী. **মহাপক্ষী**—পেঁচা। **মহাপঙ্ক**—গভীর কর্দম; গভীর কর্দমের মত দুর্দশাকর পাপ কুপ্রবৃত্তি প্রভৃতি। **মহাপথ**—রাজপথ; মৃত্যু; মহাপ্রস্থানের পথ। **মহাপদ্ম**—নাগ-বিশেষ; লক্ষকোটি সংখ্যা; কুবেরের নিধি-বিশেষ; শুক্লপদ্ম। **মহাপাতক**—অতিশয় গুরু পাপ (শাস্ত্রে পাঁচটি, যথা: ব্রহ্মহত্যা ব্রহ্মস্বহরণ সুরাপান গুরুপত্নীগমন এবং এই সব পাপে পাপীর সংসর্গ)। **মহাপাত্র**—প্রধান মন্ত্রী; উপাধি-বিশেষ। **মহাপীঠ**—সতীর অঙ্গের ৫২ খণ্ড যে সব স্থানে পড়িয়াছিল। **মহাপুরাণ**—ব্যাসকৃত বৃহৎ অষ্টাদশ পুরাণ (ব্রহ্ম পদ্ম বিষ্ণু শিব ভাগবত নারদ মার্কণ্ডেয় অগ্নি ভবিষ্য ব্রহ্মবৈবর্ত লিঙ্গ বরাহ স্কন্দ বামন কূর্ম মৎস্য গরুড় ব্রহ্মাণ্ড)। **মহাপুরুষ**—শ্রেষ্ঠপুরুষ; সাধু ব্যক্তি; দৈবশক্তিসম্পন্ন পুরুষ; পুরুষোত্তম, নারায়ণ; (ব্যঙ্গে) অসাধারণ চক্রান্ত-কারী বা জোগাড়ে। **মহাপ্রতি (তী) হার**—পুররক্ষিগণের অধ্যক্ষ, নগরপাল। **মহাপ্রভু**—পরমেশ্বর; শিব; ইন্দ্র; শ্রীচৈতন্য। **মহাপ্রয়াণ, মহাপ্রস্থান**—মৃত্যু; মৃত্যুকামনা করিয়া হিমালয় গমন। **মহাপ্রলয়**—সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের ও ব্রহ্মার বিনাশ; মহা ওলট-পালট। **মহাপ্রসাদ**—দেবোদ্দেশে নিবেদিত দ্রব্য; জগন্নাথদেবের প্রসাদ; দেবীকে নিবেদিত ছাগের মাংস; অতি প্রসন্নতা বা অনুগ্রহ। **মহাপ্রাণ**—বি. উদার-চরিত, মহাত্মা; দীর্ঘজীবী; উচ্চারণে প্রাণ বা বায়ুর প্রাধান্য থাকায় বর্গের দ্বিতীয় ও চতুর্থ বর্ণ এবং শ, ষ, স, হ; দাঁড়কাক। **মহাপ্রাণী** (-ণিন্)—জীবাত্মা। **মহাফল**—বি. সুমহৎ পরিণামযুক্ত (নিবৃত্তি মহাফলা); বি. সুমহৎ পরিণাম; বিল্বফল। **মহাফলা**—ইন্দ্র-বারুণী। **মহাবরাহ**—বিষ্ণুর অবতার-বিশেষ। **মহাবল**—বি. অতিশয় বলবান্; বি. বায়ু; বুদ্ধ; সীসা। **মহাবাক্য**—মহাপুরুষের বাক্য; জ্ঞানগর্ভ বাক্য; যে বাক্যে পরমতত্ত্বের নির্দেশ পাওয়া যায়; মহাসঙ্কল্পজ্ঞাপক বাক্য। **মহাবাহু**—বি. মহাবল; দীর্ঘ ভুজ-বিশিষ্ট। **মহাবিদ্যা**—শক্তির দশ রূপ, কালী তারা ষোড়শী ভুবনেশ্বরী ছিন্নমস্তা ভৈরবী ধূমাবতী বগলা মাতঙ্গী ও কমলা, শ্রেষ্ঠ বিদ্যা। **মহাবিষ**—দুমুখো সাপ। **মহাবিষুব**—বসন্তকালীন বিষুব (তুঃ জলবিষুব), সূর্যের মেষরাশিতে সংক্রমণ (দিন রাত্রি সমান হয়), vernal equinox। **মহাবীর**—বি. অতিবিক্রম-শালী; বি. বিষ্ণু; গরুড়; হনুমান্; সিংহ; সুবিখ্যাত জৈনধর্ম-প্রচারক। **মহাবৃহতী**—বড় বেগুণ। **মহাবৈদ্য**—হাতুড়ে। **মহাবোধি**—বি. মহাবোধ-সম্পন্ন; বি. বুদ্ধদেব। **মহাব্যাধি**—কুষ্ঠ ইত্যাদি দুরারোগ্য ব্যাধি। **মহাব্যাহৃতি**—ভূ ভুর্বঃ স্বঃ—গায়ত্রীর এই মন্ত্রত্রয়। **মহাব্যোম**—নভোমণ্ডল। **মহাব্রণ**—দুষ্ট ব্রণ। **মহাব্রত**—বি. দ্বাদশ-বর্ষ-সাধ্য ব্রত-বিশেষ; বি. মহৎ লক্ষ্যে নিষ্ঠাবান্। **মহাব্রাহ্মণ**—নিন্দিত ব্রাহ্মণ, অগ্রদানী ব্রাহ্মণ। **মহাভয়ঙ্কর**—বি. মহাভীতিকর, ঘোর। **মহাভাগ**—বি. সৌভাগ্যবান্, পুণ্যাত্মা। **মহাভাগবত**—বি. পরম বৈষ্ণব, মহাভক্ত। **মহাভাব**—ভক্তি ও প্রেমোন্মত্ততার চরম দশা (মহাভাবস্বরূপিণী রাধা)। **মহাভারত**—বেদ-ব্যাস-রচিত মহাকাব্য; (ব্যঙ্গে) অতি বিস্তৃত কাহিনী (তোমার এ মহাভারত শুনবার সময় আমার নেই)। **মহাভারত অশুদ্ধ হওয়া**—বিশেষ অপরাধ-জনক কিছু হওয়া। **মহা-**

ভিক্ষু—বুদ্ধদেব। **মহাভূত**—ক্ষিতি অপ্ তেজঃ প্রভৃতি পঞ্চভূত ; শিব। **মহাভৈরব**—মহাদেবের মূর্তি-বিশেষ। **মহামণ্ডল**—মহাসভা (স্ত্রী-মহামণ্ডল) ; সম্মিলিত রাজন্য-বর্গের প্রধান ; বড় মোড়ল ; রাষ্ট্রের অধ্যক্ষ। **মহামতি,-মনাঃ** (-মনস্)—গ. অসামান্য ধীশক্তিসম্পন্ন, উদারহৃদয়, মহাত্মা (মহামতি আকবর)। **মহা মহা**—গ. বড় বড়, নামজাদা (মহা মহা ভট্টাচার্য)। **মহামহিম, মহামহিমান্বিত**—[মহৎ+মহিমা] গ. মহাসম্মানিত, অতি মহান্ ; প্রতাপবান্ (মহামহিম শ্রীযুক্ত কালেক্টার বাহাদুর)। **মহামহোপাধ্যায়**—সম্মানিত মহাপণ্ডিত ; পণ্ডিতের উপাধি-বিশেষ। **মহামাংস**—নরমাংস ; গো-মহিষাদির মাংস। **মহামাত্য**—প্রধান মন্ত্রী। **মহামাত্র**—প্রধান মন্ত্রী ; পদস্থ ব্যক্তি ; উচ্চপদস্থ রাজপুরুষ ; মাহুতদিগের অধ্যক্ষ। স্ত্রী. **মহামাত্রী**—মহামাত্রের পত্নী ; আচার্য-পত্নী। **মহামানব**—মহাপুরুষ ; বিশ্বের মানবজাতি, humanity। **মহামানী, মহামান্য**—গ. পরম সম্মানিত, মহামহিম। **মহামায়া**—অবিদ্যা ; ভগবতী, দুর্গা। **মহামার**—মহা গণ্ডগোল, বিশৃঙ্খলা, অরাজকতা। (কথ্যঃ **মহামারি**—সে এক মহামারি কাণ্ড)। **মহামারী**—মড়ক, সংক্রামক রোগ-হেতু ব্যাপক মৃত্যু। **মহামাষ**—বরবটি কলায়। **মহামুদ্রা**—তন্ত্রোক্ত মন্ত্র সাধনের উপযোগী যন্ত্র। **মহামুনি**—মুনিশ্রেষ্ঠ (বিশ্বামিত্র, ব্যাস, অগস্ত্য, শ্রীনারায়ণ) ; বুদ্ধ। **মহামূল্য**—গ. অতিশয় মূল্যবান্ ; অতি উচ্চ শ্রেণীর, যাহা সচরাচর পাওয়া যায় না। **মহামূষিক**—বড় ইঁদুর ; গেছো ইঁদুর। **মহামৃগ**—হস্তী ; শরভ। **মহামেঘ**—ভীতিকর মেঘ ; শিব। **মহামোহ**—ঘোর বিষয়াসক্তি, স্থূলসুখভোগেচ্ছা। **মহাম্ল**—তেঁতুল। **মহাযজ্ঞ**—[মহৎ+যজ্ঞ] বেদাধ্যয়ন হোম অতিথিপূজা তর্পণ ও জীবগণকে খাদ্য দান—এই পাঁচ প্রকার যজ্ঞ ; যে যজ্ঞে প্রভূত দক্ষিণা দেওয়া হয়। **মহাযশাঃ** (-শস্)—গ. যাহার যশঃ মনুষ্যসমাজে সুবিস্তৃত, পুণ্যশ্লোক। **মহাযাত্রা**—কাশীযাত্রা ; মহাপ্রস্থান। **মহাযান**—বি. নাগার্জুন-প্রচারিত বৌদ্ধ দর্শন ও সম্প্রদায়। **মহাযুদ্ধ**—বি. ভীষণ ও ব্যাপক যুদ্ধ। **মহাযোগী** (-গিন্)—যাহার চিত্ত বাহ্য জগতের প্রভাব হইতে মুক্ত ও ব্রহ্মের সহিত একান্তভাবে যুক্ত ; শ্রেষ্ঠ সত্যান্বেষী। [মহান্+যোগী]। **মহারজত**—সুবর্ণ ; ধুতুরা। **মহারণ্য**—নিবিড় ও বিস্তৃত অরণ্য। **মহারত্ন**—শ্রেষ্ঠরত্ন ; হীরা চুনি নীলা পান্না ও মুক্তা। **মহারথ**—দশ সহস্র ধনুর্ধারীর সহিত যিনি যুদ্ধ করিতে সক্ষম অথবা যিনি নিজেকে সারথিকে ও অশ্বসমূহকে অক্ষত রাখিয়া যুদ্ধ করিতে পারেন ; শ্রেষ্ঠ যোদ্ধা। (বাংলায়) **মহারথী**—অসাধারণ যুদ্ধকুশল বীর। **মহারস**—খেজুর কেশুর ইক্ষু পারদ কাঁজি। **মহারাজ**—সম্রাট্, শ্রেষ্ঠ রাজা (বাংলায় **মহারাজাও** সুপ্রচলিত) ; মঠাধ্যক্ষ সন্ন্যাসী, দীক্ষাগুরু, ব্রাহ্মণ প্রভৃতি পূজনীয় ব্যক্তির আখ্যা। স্ত্রী. **মহারাজ্ঞী**—মহিষী)। **মহারাজা**—[মহারাজ] সামন্ত রাজা (ত্রিপুরার মহারাজা) ; ভূস্বামীর উপাধি-বিশেষ (মহারাজা ঠাকুর)। **মহারাজাধিরাজ**—সম্রাট্, রাজচক্রবর্তী ; বর্ধমান-রাজের উপাধি। **মহারাণা**—উদয়পুরাধিপতির উপাধি। **মহারাণী**—সম্রাজ্ঞী। **মহারাত্রি**—মহাপ্রলয়ের রাত্রি ; অর্ধরাত্রের পর মুহূর্তদ্বয়। **মহারাষ্ট্র**—ভারতের রাজ্য বা প্রদেশ বিশেষ, মারাঠাদের দেশ। **মহারাষ্ট্রীয়**—গ. মহারাষ্ট্র-বাসী, মারাঠী, মহারাষ্ট্র সম্বন্ধীয় ; মহারাষ্ট্রে জাত। **মহারাষ্ট্রী**—বি. মহারাষ্ট্রের ভাষা, প্রাকৃত ভাষা বিশেষ। **মহারুদ্র**—মহাদেবের সংহার-মূর্তি-বিশেষ। **মহারোগ**—বাত কুষ্ঠ অর্শ রাজযক্ষ্মা প্রভৃতি কঠিন রোগ। **মহারৌরব**—অতি কষ্টকর নরকবিশেষ। **মহার্ঘ, মহার্ঘ্য**—গ. মহামূল্য, দামী। **মহার্ণব**—মহাসাগর। **মহার্বুদ**—শতকোটি সংখ্যা। **মহার্হ**—গ. মহামূল্য ; শ্বেতচন্দন। **মহালোহ**—চুম্বকলৌহ। **মহাশকুল,-শোল**—মৎস্য-বিশেষ, mahseer (দেখিতে অনেকটা রোহিত মৎস্যের মত)। **মহাশক্তি**—গ. অতিশয় পরাক্রমশালী ; বি. কার্তিকেয় ; অতিশয় পরাক্রম ; প্রকাণ্ড শক্তি বা শূল অস্ত্র। **মহাশঙ্খ**—ভীমের শঙ্খ ; মানুষের হাড় ; তান্ত্রিক সাধনায় ব্যবহৃত নরকপাল ; দশলক্ষকোটি সংখ্যা। **মহাশয্যা**—বৃহৎ শয্যা, রাজাসন। **মহাশয়**—ভদ্রতাসূচক বা সম্ভ্রমার্থে সম্বোধন, মশায়, মশাই (মহাশয়ের নিবাস, ভট্টাচার্য মশায়, মেসোমশায়) ; গ. মহামনা, সম্ভ্রান্ত, অমায়িক (তিনি অতি মহাশয় ব্যক্তি) [মহান্

+আশয়]। স্ত্রী. **মহাশয়া**। **মহাশল্ক**—চিংড়ীমাছ। **মহাশুক্তি**—যে শুক্তিতে মুক্তা হয়। **মহাশুভ্র**—অতি শুভ্র বর্ণ; রৌপ্য। **মহাশূদ্র**—গোপ। স্ত্রী. **মহাশূদ্রী**। **মহাশ্বেতা**—সরস্বতী; দুর্গা; কৃষ্ণ ভূমিকুষ্মাণ্ড; শ্বেত অপরাজিতা। **মহাশ্মশান**—লোকে সেখানে মরিতে গমন করে; কাশী; বৃহৎ শ্মশান-ভূমি। **মহাষ্টমী**—শারদীয়া দুর্গাপূজার অষ্টমী তিথি। **মহাসত্ত্ব**—ণ. মহাশয়; মহাবল। **মহাসভা**—বিরাট সভা। **মহাসমুদ্র, মহাসিন্ধু, মহাসাগর**—বৃহৎ সাগর; পৃথিবীর জলভাগের পাঁচ ভাগের প্রতিটি। **মহাসাধক**—শ্রেষ্ঠ সাধক; মহাকর্মী। **মহাসান্ধিবিগ্রহিক**—পররাষ্ট্র-সচিব, foreign minister। **মহাসিংহ**—শরভ। **মহাস্থবির**—বৌদ্ধ সন্ন্যাসীর উচ্চ উপাধি-বিশেষ। **মহাস্নান**—অগুরু প্রভৃতি দ্বারা সুবাসিত শতভার গঙ্গাজলে বা শতঘট তীর্থজলে প্রতিমার স্নান। **মহাহব**—মহাযুদ্ধ।

মহান্ত—মোহান্ত দ্রঃ।

মহাস্তি—বি. উপাধি-বিশেষ (মাহাস্তি দ্রঃ)।

মহাপায়া—[আ. মুহ়াফা] বি. বৃহৎ শিবিকা-বিশেষ। (গ্রাম্য—মাফা)।

মহাফেজ—[আ. মুহাফিয'] বি. সরকারী কাগজ-পত্রাদির রক্ষক কর্মচারী, record-keeper। **মহাফেজখানা**—যেখানে সরকারী কাগজ-পত্রাদি রক্ষিত হয়।

মহাল—[আ.] বি. জমিদারী (মহল দ্রঃ)।

মহালয়া—বি, পিতৃপুরুষগণের তর্পণের জন্ত নির্দিষ্ট শারদীয়া দুর্গা-পূজার পূর্ববর্তী অমাবস্যা।

মহাষ্টমী—বি. আশ্বিন মাসের শুক্লাষ্টমী।

মহি—[মহ্ (পূজা করা) + ই] বি. পৃথিবী; মহিম। ণ. **মহিত**—পূজিত; সম্মানিত। **মহিতল**—ভূতল। **মহিপুত্র**—মঙ্গলগ্রহ।

মহিম—[আ. মুহিম] বি. যুদ্ধ (পুঁথি-সাহিত্যে যথেষ্ট ব্যবহৃত)।

মহিমা (-মন্)—[মহৎ+ইমন্] বি. যোগের বিভূতি-বিশেষ (শরীরকে স্থূল করিবার ক্ষমতা); শক্তি; মাহাত্ম্য; গৌরব; ঐশ্বর্য; উৎকর্ষ; মহত্ত্ব। ণ. '**মহিমময়**। (মহিমময় সাধু, কিন্তু বাংলা কাব্যে মহিমাময় সুপ্রচলিত)। **মহিমান্বিত**—ণ. মহিমাযুক্ত। **মহিমার্ণব**—মহত্ত্বে যিনি সাগরতুল্য।

মহিম্নঃ স্তোত্র—শিব মহিমাবিষয়ক স্তব বিশেষ।

মহিলা—[মহ্ (পূজা করা, পূজিত হওয়া) + ইল +আপ্] বি. নারী (মহিলাদিগের বসিবার স্থান); সম্ভ্রান্ত নারী।

মহিষ—[মহ্ + ইষ] বি. পশু; যমের বাহন; অসুর-বিশেষ (মহিষমর্দিনী)। **মহিষী**—পাট-রাণী; স্ত্রী. মহিষ; ব্যভিচারিণী স্ত্রী। **মহিষ-মর্দিনী**—বি. স্ত্রী. মহিষাসুরবধকারিণী দুর্গা। **মহিষাসুর**—বি. মহিষরূপধারী পৌরাণিক অসুর। **মহিষবাহন,-ধ্বজ**—যম। ণ. **মহিষা, ভঁয়সা** (ভঁয়সা ঘি; মহিষা ঢাল)।

মহিষ্ঠ—[মহৎ+ইষ্ঠ] ণ. অতিমহৎ।

মহী—বি. মহি, পৃথিবী; ভূমি। [মহি+ঈপ্]। **মহীক্ষিৎ**—রাজা। **মহীজ**—ণ. পার্থিব; বি. মঙ্গলগ্রহ; নরকাসুর; আর্দ্রক। স্ত্রী. **মহীজা**—সীতা। **মহীদুর্গ**—পাষাণ বা ইষ্টকে নির্মিত বার হাত চওড়া ও চব্বিশ হাত উঁচু পরিখা-যুক্ত দুর্গ-বিশেষ। **মহীধর, মহীধ্র**—পর্বত। **মহীনাথ,-ন্দ্র,-প,-পতি, -পাল**—রাজা। **মহীধর, মহীভৃৎ**—ভূধর, পর্বত। **মহীমণ্ডল**—ভূমণ্ডল। **মহীরুহ**—বৃক্ষ। **মহীলতা**—কেঁচো। **মহীসুত**—মঙ্গলগ্রহ; নরকাসুর। **মহীসুতা**—সীতা।

মহীয়ান(-য়স্)—[মহৎ+ঈয়স্] ণ. অতি মহৎ; মহত্তর; মহিমান্বিত (মৃত্যুর বিশ্রাম যেন বরে মহীয়ান্—রবি)। স্ত্রী. **মহীয়সী**।

মহু—বি. মধু (বৈষ্ণব-কবিতা)। **মহুয়া**—বি. মিষ্টস্বাদ ফুল-বিশেষ ও তাহার গাছ, মৌল। [মধুক]। **মহুল**—বি. মহুয়া (প্রাচীন বাংলা)।

মহেন্দ্র—বি. ইন্দ্র; বিষ্ণু; পর্বত-বিশেষ। [মহা+ইন্দ্র]। **মহেন্দ্রকেতু,-ধ্বজ**—ইন্দ্রধ্বজ। **মহেন্দ্রগুরু**—বৃহস্পতি। **মহেন্দ্রজিৎ**—গরুড়। **মহেন্দ্রনগরী**—অমরাবতী। স্ত্রী. **মহেন্দ্রাণী**—ইন্দ্রপত্নী শচীদেবী।

মহেশ, মহেশান—[মহা+ঈশ, ঈশান] বি. মহাদেব, শিব। স্ত্রী. **মহেশী, মহেশানী**।

মহেশ্বর—বি. পরমেশ্বর, (আত্মার মহত্ত্বে মম তোমারি মহিমা মহেশ্বর—রবি); শিব (ভোলা মহেশ্বর)। স্ত্রী. **মহেশ্বরী**—শিবানী।

মহেষু—[মহা+ইষু] বি. মহাশক্তিশালী বাণ, অমোঘ বাণ। **মহেষ্বাস**—(মহেষু নিক্ষেপকারী) ণ. মহাধনুর্দ্ধর; বি. বৃহৎ ধনুক। [সং]

মহোক্ষ—বি. বৃহৎ বৃষ। [মহা+উক্ষন্]
মহোৎপল—বি. বৃহৎ পদ্ম। **মহোৎসব**—বি. মহা আনন্দজনক অনুষ্ঠান; বৈষ্ণবদিগের সংকীর্তন ও ভোজন-উৎসব (কথ্য—মহোচ্ছব, মচ্ছব)। **মহোৎসাহ**—অতিশয় উৎসাহ, মহৎ চেষ্টা; অতিশয় উদ্যমযুক্ত; রাজাজ্ঞাপ্রাপ্ত রাজপুরুষ। **মহোদধি**—মহাসমুদ্র। **মহোদয়**—ণ. মহাশয়, মহানুভব; মহৎসমৃদ্ধি-যুক্ত, অত্যুন্নত; বি. অভ্যুদয়, কর্তৃত্ব; মোক্ষ; কান্যকুব্জ দেশ। স্ত্রী. **মহোদয়া**—মহাশয়া। **মহোদর**—ণ. বৃহৎ উদর-বিশিষ্ট, লম্বোদর; বি. বৃহৎ উদর; উদরী রোগ। স্ত্রী. **মহোদরী**—(সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড যাহার উদরের মধ্যে) চণ্ডী। **মহোদ্যম** বি. প্রবল উদ্যম; ণ. অতিশয় উদ্যোগী। **মহোন্নতি**—প্রকৃষ্ট উন্নতি। ণ. **মহোন্নত**। **মহোন্মদ**—ণ. অতিশয় উন্মত্ত; বি. ফলুই মাছ। **মহোপকারী**(-রিন্)—ণ. অতিশয় উপকারী (সাধারণতঃ সন্ধির দিকে বাংলার প্রবণতা কম, সেজন্য 'মহোপকার'-এর পরিবর্তে, মহা উপকার' বেশী প্রচলিত)। **মহোরগ**—বৃহৎ সর্প; বিষাক্ত তগরমূল। **মহোরস্ক**—ণ.ব্যূঢ়োরস্ক, প্রশস্ত বক্ষঃশালী। **মহোল্কা**—বৃহৎ উল্কা; বৃহৎ জ্বলন্ত কাষ্ঠ। **মহৌষধ**—উত্তম ঔষধ; রসুন; শুঁঠ; পিপুল। **মহৌষধি,-ধী**—(যে ওষধির ভেষজ-গুণ অমোঘ) দূর্বা; রাত্রিকালে দীপ্তিশীল তৃণ-লতাদি; মহাস্নানে ব্যবহার্য অষ্ট ওষধি। (মহৌষধ-অর্থে প্রয়োগ অশুদ্ধ)।
মা—[মা+ক্বিপ্] বি. লক্ষ্মী (মাধব, মাপতি—বিষ্ণু)। **মা**—মাতা; মায়ের মত স্নেহবতী, মাতৃস্থানীয়া নারী (মা জানকী; মা গঙ্গা; খুড়ি-মা; ফুফু-মা); কন্যা, কন্যাস্থানীয়া নারী, পুত্রবধূ; দেবী বা পরস্ত্রীর প্রতি শ্রদ্ধাপূর্ণ সম্বোধন-বিশেষ; প্রভুপত্নী, কর্ত্রী; গুরুপত্নী; ব্রাহ্মণী (মা ঠাকরুণ, কর্তা-মা); অব্য. বিস্ময় ধিক্কার যন্ত্রণা ইত্যাদি প্রকাশক (সাধারণতঃ মেয়েলী ভাষায়—ওমা, কি হবে গো; ও মা মা মা, মাগো!)। **মাঞ**—মা (পূর্ববঙ্গে)। **মা-মরা**—ণ. মাতৃহীন।
মা—স্বরগ্রামের 'মধ্যম' অর্থাৎ চতুর্থ স্বর।
মা—[সং.] নিষেধার্থক অব্যয় (মা ভৈঃ বাণী)।
মাই—মাতা (প্রাচীন বাংলায় ব্যবহৃত); স্তন; স্তন্য (মাই খাওয়ান,-দেওয়া,-ছাড়ানো—কথ্য ও মেয়েলী)।
মাইক—ধ্বনিবর্ধক যন্ত্র। [ইং microphone]।
মাইকেল—[ইং. Michael] বাইবেলে উক্ত দেবদূতের নাম; কবি মধুসূদন দত্তের খৃষ্টানী নাম। **মাইকেলী ছন্দ**—মধুসূদন-প্রবর্তিত বাঙলা অমিত্রাক্ষর ছন্দ।
মাইজ—[মধ্য] বি. মাজ, কলাগাছের মধ্যেকার জড়ানো-পাতা; মধ্য (পূর্ববঙ্গে প্রচলিত—মাইজ দরিয়া; মাইজখান দিয়া)। (ভাতের মাইজ—মাজ দ্রঃ)। (মাজলা বা **মাইজা** ভাই—মধ্যম ভ্রাতা)।
মাইঞা, মাইয়া, মায়্যা—বি. মেয়ে; মেয়েলোক (পত্নী অর্থে মাইয়া সাধারণতঃ ব্যবহৃত হয় না, তবে কোন কোন অনুন্নত সমাজে পত্নী অর্থে মাইয়া ব্যবহৃত হয়)। (পূর্ববঙ্গে প্রচলিত)।
মাইতি,-তী—বি. উপাধি-বিশেষ (মেদিনীপুরে ও উড়িষ্যায় সুপ্রচলিত)।
মাইনদার—[হি. মাহিনাদার] বি যে মাসিক বেতন লইয়া কাজ করে; ভৃত্য; কৃষিকর্মে নিযুক্ত ভৃত্য।
মাইনর—[ইং. minor] বি., ণ. মাধ্যমিক শিক্ষার স্তর-বিশেষ (মইনরে বৃত্তি পেয়েছিল; মাইনর স্কুল); নাবালক।
মাইনা, মাইনে—বি. মাসিক বেতন। **মাইনের চাকর**—যে চাকরকে মাসে মাসে মাহিনা দেওয়া হয়, সুতরাং তাহার দায়িত্বশীল ও প্রভুর স্বার্থরক্ষায় মনোযোগী হওয়া চাই-ই।
মাইপোশ—বি. নীচে বাক্সওয়ালা তক্তাপোশ।
মাইপোষ—চুষি-লাগানো বোতল।
মাইফরাস—মাহীফরাস দ্রঃ।
মাইফেল—নাচ গান বাজনার আসর। [আ. মহ্ফিল]
মাইরি—[পো. Maria; ইং Mary—মেরী মাতার নামে শপথ করিতেছি; পর্তুগীজদের দ্বারা প্রবর্তিত; অথবা, প্রাচীন ইং, Marry] দিব্য বা শপথ জ্ঞাপক শব্দ।
মাইল—[ইং. mile] বি. অর্ধক্রোশ বা ১৭৬০ গজ দীর্ঘ পথ। **মাইলটাক**—প্রায় এক মাইল (গ্রাম্য)।
মাউই, মাওই—বি. ভ্রাতার বা ভগিনীর শাশুড়ী।
মাউগ—বি. স্ত্রী (পূর্ববঙ্গে প্রচলিত—পশ্চিমবঙ্গে 'মাগ')। **মাউগপোলা**—স্ত্রীপুত্র
মাউগা—ণ. স্ত্রৈণ।

মাউসা, মৌসা—বি. মাসীর স্বামী (পূর্ববঙ্গে প্রচলিত—পশ্চিমবঙ্গে 'মেসো')।

মাওড়া,-রা—ণ. মাতৃহীন। [মা-হারা, মাতৃহারা]।

মাংস—[মাম্ (আমাকে)+সঃ (সে), সে-ও আমাকে খাইবে] বি. প্রাণীর দেহের উপাদান বিশেষ, পিশিত, ক্রব্য (ছাগ-মাংস); শাঁস (দেশী খেজুরে কেবল আঁটি, মাংস প্রায় নাই; মাছের মাংস)। **মাংসপেশী,-পেশি**—মাংসপিণ্ড-বিশেষ, muscle। **মাংসফলা**—বেগুন। ণ. **মাংসল**—মাংসবহুল, মোটা। **মাংস-ভোজী, মাংসাদ, মাংসাশী** (-শিন্)—ণ. মাংসভোজী। **মাংসাষ্টকা**—গৌণচান্দ্র মাসের কৃষ্ণাষ্টমী (এই তিথিতে মাংস দ্বারা পিতৃগণের শ্রাদ্ধ বিধেয়)। **মাংসিক**—মাংস-বিক্রয়ী, কসাই।

মাকড়, মাকড়সা—[সং. মর্কট] বি. অষ্টপদী কীট-বিশেষ, লূতা, ঊর্ণনাভ। **মাকড় মারিলে ধোকড় হয়**—বিধানদাতা পণ্ডিতের নিজের ছেলে যদি মাকড় মারে তবে সেই পণ্ডিতের বিধানে প্রায়শ্চিত্তের পরিবর্তে তাহার (ছেলের) নূতন কাপড় লাভ হয় (ধোকড় দ্রঃ)।

মাকড়ি (ড়ী)—বি. কর্ণভূষণ-বিশেষ।

মাকনা—[সং. মৎকুণ] ণ. যে হাতীর দাঁত উঠে নাই অথবা দাঁত তখনও খুব ছোট।

মাকন্দ—[সং.] বি. আম্রবৃক্ষ; আম্র; চন্দন-বৃক্ষ। স্ত্রী. **মাকন্দী**—আমলকী; পীতচন্দন; গঙ্গাতীরের নগরী-বিশেষ।

মাকাঠি,-টি—বি. কার্পাসের বীজ (এক মাকাঠিও না—অতিরিক্ত এতটুকুও না)। (কোন কোন অঞ্চলে মাকটি বলা হয়)।

মাকাল, মাখাল—[মহাকাল] বি. দেখিতে সুন্দর কিন্তু অন্তঃসারশূন্য ফল-বিশেষ; (তাহা হইতে) চটকদার কিন্তু অন্তঃসারশূন্য ব্যক্তি বা ব্যাপার।

মাকু—[ফা.] বি. তাঁতের কাপড়ে পড়েনের সূতা বুনিবার আলগা যন্ত্র বিশেষ, তুরি, shuttle।

মাকুন্দ,-ন্দে—ণ. মৎকুণ, যে বয়স্ক পুরুষের গোঁফ-দাড়ি উঠে নাই ('যদি দেখ মাকুন্দে চোপা, এক পাও না বাড়াও বাপা'—খনার বচন)।

মাক্ষিক,-ক্ষীক—ণ. মক্ষিকা সম্বন্ধীয়। বি. মধু; উপধাতু-বিশেষ, pyrites। [মক্ষিকা+অণ্]। **মাক্ষিকজ**—মোম। **মাক্ষিক শর্করা**—মধু হইতে প্রাপ্ত শর্করা। **মাক্ষিকাশ্রয়**—মৌচাক। [মাখম]।

মাখন—[সং. ম্রক্ষণ] বি. ননী, butter (কথ্য:

মাখনা—[সং. মখান্ন] বি. জলজ উদ্ভিদ্-বিশেষের ফল।

মাখা—[সং. ম্রক্ষ্] ক্রি, বি. লেপন করা (তেল মাখা; ছাই মাখা); মিশ্রিত করা; মর্দন করা (তরকারি দিয়ে ভাত মাখা; ময়দা মাখা); ণ লিপ্ত, মর্দিত, মিশ্রিত (মাখা ভাত; সাবান-মাখা কাপড়)। **গায়ে মাখা**—নিজেকে কাহারও অপ্রিয় মন্তব্যের লক্ষ্যস্থল জ্ঞান করা (কথাটা সে গায়ে মাখলো না তাই রক্ষে)। **মাখানো**—ক্রি, বি. লেপন করা বা করানো, মর্দন করান। (**তেল মাখানো**—অপরের দেহে তেল লেপন করা; অতি হীনভাবে মন যোগানো বা খোসামোদ করা)। **মাখামাখি**—বি. পরস্পর লেপন; মিশামিশি, দহরম-মহরম (সাধারণতঃ ব্যঙ্গার্থক—অত মাখা-মাখি ভাল নয়; ক'দিন যে খুব মাখামাখি দেখলাম)।

মাগ—ভার্যা (গ্রাম্য—মাগছেলে; মাগভাতার)।

মাগধ—[মগধ+ষ্ণ] ণ. মগধ-দেশজাত; বি. সঙ্করজাতি-বিশেষ, ভাট; স্তুতিপাঠক। স্ত্রী. **মাগধী**—বি. মগধ-রাজকন্যা; মগধে প্রচলিত প্রাকৃত ভাষাবিশেষ; যুঁইফুল; গুজরাটি এলাচ; ণ. মগধদেশীয়া।

মাগন—বি. প্রার্থনা, যাচ্ঞা, ভিক্ষা, ('যদি বর্ষে আঘনে, রাজা নামেন মাগনে'—খনা); জমিদার প্রভৃতিকে দেয় চাঁদা। ণ. **মাগনা**—বিনামূল্যে পাওয়া; মূল্যহীন; তুচ্ছতাচ্ছিল্য করিবার মত।

মাগফেরাত—[আ. মগ'ফিরাত] বি. ক্ষমা; নিষ্কৃতি; মৃতের জন্য ঐশ্বরিক ক্ষমা (তাঁর জন্য মাগফেরাত কামনা করি)।

মাগা—ক্রি. প্রার্থনা করা, ভিক্ষা করা ('সব ধন মন মম মাগিল রে'—রবি)।

মাগী—বি. (অশিষ্ট ও অবজ্ঞাসূচক) বয়স্কা স্ত্রী-লোক; স্ত্রী (মাগী-মিন্‌সে); বেশ্যা, উপপত্নী (মাগী রাখা, মাগীবাড়ী)। **মাগু**—মাগ, স্ত্রী। (প্রাদে.)।

মাগুর—[সং. মদগুর] বি. আঁইশশূন্য মাছবিশেষ।

মা-গোসাঁই—গোসাঁই দ্রঃ।

মাগ্‌গি, মাগ্‌গ্যি—ণ. দুর্মূল্য; বি. দুর্মূল্যতা (জিনিষপত্র সব মাগ্‌গি হয়ে গেছে; মাগ্‌গির

বাজার)। **মাগ্‌গি গণ্ডা**—আক্রার বাজার; জিনিষপত্রের দুর্মূল্যতা। **মাগ্‌গি ভাতা**—দুর্মূল্যতা হেতু প্রদত্ত বেতনাতিরিক্ত অর্থ, dearness allowance.

মাঘ—বি. বাংলা বৎসরের দশম মাস; সংস্কৃত কবি-বিশেষ। [মঘা+অ]। ণ. **মাঘী**—মাঘ মাসে জাত অথবা মাঘ মাস সম্পর্কিত (মাঘী পূর্ণিমা; মাঘী মটর)।

মাঙন—[সং. মার্গণ] বি. চাওয়া, প্রার্থনা করা; জমিদার প্রভৃতিকে দেয় চাঁদা (মাঙন মাথট)।

মাঙ্গলিক, মাঙ্গল্য—ণ. শুভফলপ্রদ; আভ্যুদয়িক; বি. মঙ্গল-দ্রব্য। [মঙ্গল+ইক, য]। **মাঙ্গলিক গান**—বৈতালিকের গান; আভ্যুদয়িক সঙ্গীত।

মাঙ্গা, মাঙা—ক্রি. মাগা, প্রার্থনা করা, ভিক্ষা করা। (কাব্যে সাধারণতঃ মাগা, কিন্তু কথোপকথনে অনেক সময় মাঙা ব্যবহৃত হয়—মাঙ্‌তে দানা পাবিনে; ভিখ্‌ মেঙে খায়); ণ. দুর্মূল্য।

মাচা—[সং. মঞ্চ] বি. বাঁশ কাঠ ইত্যাদির দ্বারা তৈরী উচ্চ স্থান (লাউ-কুমড়ার মাচা); গৃহস্থের ধান কলাই ইত্যাদি রাখিবার ঘরের মধ্যকার মঞ্চ (মাচা নাই তার বুধবার); বাঁশ দিয়া তৈরী শয়নের স্থান; মড়া শ্মশানে লইয়া যাইবার খাট (বাঁশের মাচা)। **মাচান**—মাচা; মঞ্চ বা বসিবার উচ্চ বেদী (মাচানের উপর হাকিম বিরাজ করিতেছেন—বঙ্কিমচন্দ্র)। **মাচিয়া**—উচু আসন; বেতের বা বাঁশের চেয়ার; চেয়ার।

মাছ—[সং. মৎস্য; প্রা. মচ্ছ] বি. মৎস্য, মীন; মাছের মত ভূষণ-বিশেষ। **মাছরাঙা**—[মৎস্যরঙ্গ] বি. মৎস্যশিকারী পাখী-বিশেষ, kingfisher। **মাছুয়া, মেছো**—বি. জেলে; ণ. মাছ-সম্পর্কিত (**মেছোহাটা**—মাছের হাট; মাছের হাটের মত কোলাহলময় স্থান); মাছখেকো (মেছো কুমীর=ঘড়িয়াল)।

মাছি—[সং. মক্ষিকা] বি. পতঙ্গবিশেষ; নিশানা করিবার জন্য বন্দুকের নলের উপরকার মাছির মত ক্ষুদ্র চিহ্ন, sight. **মাছি-টেপা**—ণ. গুড়ের উপরে বসা মাছি টিপিয়া তাহার পেট হইতে গুড় বাহির করিয়া লয় এমন, অতি কৃপণ। **কুকুরে মাছি**—কুকুরের গায়ে যে মাছি বসে। **ডাঁশ মাছি**—দংশ-মক্ষিকা, একপ্রকার বড় মাছি, (ইহা গরুকে খুব উত্যক্ত করে)। **কানামাছি**—ছেলেমেয়েদের চোখ-বাঁধা খেলা-বিশেষ। **গুয়ে মাছি**—বড় মাছি-বিশেষ, (ইহারা বিষ্ঠা পচা দ্রব্য ইত্যাদির উপরে বেশী বসে)। **মাছি-মারা কেরানী**—(একজন কেরানীকে একটি লেখা নকল করিতে দেওয়া হইলে সেই লেখায় যে একটি মরা মাছি লাগিয়াছিল, কেরানী নকলেও যথাস্থানে একটি মাছি মারিয়া লাগাইয়া দিয়াছিল) বুদ্ধিবিচারহীন অনুকরণকারী।

মাছিতা, মাছেতা—মেছেতা দ্রঃ।

মাজ—বি., ণ. মাইজ; মাজ (দ্রঃ); ভাতের অল্প অসিদ্ধ অংশ (ভাতে মাজ আছে)। **মাজমরা**—ণ. দৈহিক বীর্যহীন (প্রাদে.)।

মাজন—[মঞ্জন] বি. মাজিবার জিনিস (দাঁতের মাজন); দাঁত পরিষ্কার করিবার চূর্ণ-বিশেষ; [মার্জন] ঘষিয়া পরিষ্কার করা।

মাজরা—[আ.] বি. ঘটনা, আসল ব্যাপার।

মাজা—ক্রি., বি. মার্জনা করা, ঘষিয়া পরিষ্কার বা মসৃণ করা (বাসন মাজা; সুতা মাজা—মাঞ্জা দ্রঃ; গা মাজা), ণ. মার্জিত; যাহা মার্জিত করিয়া মসৃণ সুঠাম বা উৎকর্ষযুক্ত করা হইয়াছে (মাজা সুতা; মাজা বুদ্ধি; মাজা-ঘষা রূপ)। **চুল মাজা**—কেশ মার্জনা করা (সাধারণতঃ কাব্যে ব্যবহৃত)। **মাজা-ঘষা**—ক্রি., বি. ঘষিয়া উজ্জ্বল করা; কিছু অদল-বদল করিয়া উৎকর্ষ বৃদ্ধি করা (লেখাটা যে ভাবে আছে, তাতে চলবে না, মাজা-ঘষা করতে হবে ঢের); প্রসাধনের সাহায্যে সৌন্দর্য বৃদ্ধি করা (সাধারণতঃ ব্যঙ্গে ব্যবহৃত হয়—লোকে বলে, মেজে-ঘষে রূপ হয় না, কিন্তু কিছু হয় নিশ্চয়ই)।

মাজা—[সং. মধ্য; প্রাকৃ. মজ্‌ঝ] বি. কোমর, কটিদেশ। **মাজা-ভাঙ্গা**—ণ. যাহার মধ্যদেশ ভগ্ন অথবা বক্র; অবস্থা-গতিকে শক্তিহীন (মাজা-ভাঙ্গা সাপ)। (মাঝ ও মাঝা দ্রঃ)।

মাজার—[আ. মাযার] বি. সম্মানিত ব্যক্তির সমাধি-ক্ষেত্র (পীরের মাজার; মাজারে সিন্নি দেওয়া)। **মাজার শরীফ**—পবিত্র সমাধি-ক্ষেত্র।

মাজুফল—[ফা. মাজু; হি. মাজুফল] বি. কীটবিশেষের বৃক্ষগাত্রস্থিত ফলাকৃতি বাসা-বিশেষ, gall-nut (ঔষধরূপে ও রং করিবার কাজে ব্যবহৃত হয়)। [অকেজো।

মাজুর—[আ. মা'জুর] ণ. অক্ষম, অসহায়;

মাজুষ—[সং. মঞ্জুষা] বি. সিন্দুকের মত ছিদ্রশূন্য ঘর ; মান্দাস, ভেলা (কলার মাজুষ)।

মাজুন—[আ. মা'জুন] বি. ভাঙ্‌মিশ্রিত বাজীকরণ ঔষধ-বিশেষ।

মাঝ—[প্রা. মজ্‌ঝ] ণ. বি. মধ্য ; মধ্যবর্তী ; ভিতর (মাঝ দরিয়া ; মাঝ পথ ; হিয়ার মাঝে, বুকের মাঝে—কাব্যে)। **মাঝখানে**—মধ্যভাগে (মাঝখানে তুমি দাঁড়ায়ে জননী—রবি ; মাঝখানে পড়ে মার খাচ্ছি—মার খাওয়া দ্রঃ) ; ইতিমধ্যে (মাঝখানে সে এসেছিল, দুদিন থেকে গেছে)। **মাঝে**—কিছুকাল পূর্বে। **মাঝে মাঝে**—ক্রি. ণ. মধ্যে মধ্যে (দ্রঃ) ; কিছুকাল বা কিছুদূর অন্তর অন্তর।

মাঝা—বি. মাজা, কোমর (প্রাচীন বাংলা)।

মাঝামাঝি—ণ. মধ্যবর্তী, মধ্যম ভালও নয় মন্দও নয় (মাঝামাঝি পথ ধরা, মাঝামাঝি রফা ; মাঝামাঝি গোছের) ; অব্য. প্রায় মধ্যভাগে (নদীর মাঝামাঝি)।

মাঝার—বি. অন্তর দেশ, মধ্যভাগ (হিয়ার মাঝারে)। (পদ্যে)। **মাঝারি**—ণ., বি. উৎকৃষ্ট ও অধমের মধ্যবর্তী (মাঝারির সতর্কতা—রবি) ; কটিদেশ (প্রাচীন বাংলা)।

মাঝি,-ঝী—বি. যে হাল ধরে, কর্ণধার (মন-মাঝি তোর বৈঠা নে রে—গান) ; নাবিক ; জেলে (সম্ভ্রমসূচক। মাঝি, মাছ আছে নাকি ? মাঝি মশায়) ; সাওতাল পুরুষ (স্ত্রী. **মাঝিয়ান, মেঝেন**)। **মাঝিমাল্লা**—কর্ণধার ও সাধারণ নাবিক। **ঘাটমাঝি**—যে খেয়া-নৌকা পারাপার করে অথবা খেয়া-ঘাটের অধ্যক্ষ। **দাঁড়ীমাঝি**—দাঁড় টানিবার ও হাল বাইবার লোক।

মাঞ্জা—বি সূতা ধারালো করিবার কাচচূর্ণ-মিশ্রিত লেই (মাঞ্জা দেওয়া বা করা)।

মাট—মাঠ ; মাটি। **মাটকলাই**—চীনাবাদাম। **মাটকোঠা**—মৃত্তিকানির্মিত দোতলা বাড়ী (ইহাতে ইট ব্যবহার করা হয় না)।

মাটাপালাম—বি. মোটা সূতী কাপড়-বিশেষ।

মাটাম, মাঠাম—বি. ছুতারের যন্ত্র-বিশেষ, square। **মাটামসহি**—ণ. ভূমিতে সমকোণ সৃষ্টি করিয়া খাড়া।

মাটি,-টী—[সং. মৃত্তিকা] বি. মৃত্তিকা ; ভূমিতল (মাটিতে শোওয়া) ; জমি, ভূসম্পত্তি (যার লাঠি, তার মাটি) ; ণ. মাটির মত মূল্যহীন ; নষ্ট, পণ্ড (সব মাটি হল)। **মাটি করা**—পণ্ড করা, অসার্থক করা। **মাটি-কাটা**—ণ., বি. যে মাটি কাটিয়া জীবিকা নির্বাহ করে। **মাটি কামড় দিয়ে থাকা**—প্রবল বিরুদ্ধতার মধ্যেও অবিচলিত থাকা। **মাটি খাওয়া**—অতি নির্বুদ্ধির মত কাজ করা। **মাটি তোলা**—মাটি উপরে উঠাইয়া স্তূপ করা (ইঁদুরে মাটি তুলেছে)। **মাটি দেওয়া**—গোর দেওয়া। **মাটি নেওয়া**—কুস্তি খেলায় মাটিতে উপুড় হইয়া পড়িয়া মাটি আঁকড়াইয়া থাকা। **মাটি ফেলা**—মাটি ফেলিয়া নীচু জমি উঁচু করা বা গর্তাদি ভরাট করা। **মাটি ভাপানো**—বসিয়া বসিয়া মাটি গরম করা, অলস ভাবে বৃথা সময় নষ্ট করা। **মাটি মাখা**—মাটিতে জল ঢালিয়া কাদা প্রস্তুত করা ; গায়ে মাটি মাখানো ; ণ. মৃত্তিকালিপ্ত। **মাটি মাটি করা**—(শরীর) ম্যাজ ম্যাজ করা। **মাটি মাড়ানো**—পদার্পণ করা, আসা। **মাটি হওয়া**—পণ্ড হওয়া। **মাটি হয়ে থাকা**—উৎপীড়নাদি নীরবে সহ্য করিয়া যাওয়া। **মাটিতে পা না পড়া**—অতি দ্রুত চলা ; (অহঙ্কার হেতু) সাধারণ লোকের সংস্পর্শ এড়াইয়া চলা ; (আনন্দ হেতু) মনোরাজ্যে বিচরণ করা। **মাটির দর**—অতি অল্প মূল্য। **মাটির মানুষ**—নির্বিরোধ ব্যক্তি ; অতি ঠাণ্ডা মেজাজের মানুষ। **হাড় মাটি করা**—হাড় দ্রঃ। **হাতে (হাত) মাটি করা**—জলশৌচ করার পর হাতে মাটি মাখাইয়া ধুইয়া ফেলা।

মাটিয়া—মেটে (দ্রঃ)।

মাটো, মাঠো—[সং. মন্দ, মৃদু ?] ণ. মন্দ, অপ্রখর, নিস্তেজ (মাটো আঁচ ; মাটো ধার) ; ঔজ্জ্বল্যহীন, শাদা-মাটা, নিরেশ (মাটো রং ; "এর তুলনায় 'ওগো' আমার খাসা, যদিও, মানি, একটু ঈষৎ মাঠো"—সত্যেন দত্ত)।

মাঠ—বি, বিস্তীর্ণ খোলা জায়গা (খেলার মাঠ) ; প্রান্তর (মাঠের পরে মাঠ) ; চাষের ভূমি (মাঠের ফসল ; মাঠ বন্দোবস্ত করা) ; পশুচারণ ক্ষেত্র। **মাঠ করা**—ময়দানে পরিণত করা। ণ. **মাঠান**। **মাঠ-ময়দান, মাঠঘাট**—বাহিরের সকল উন্মুক্ত স্থান। **মাঠে যাওয়া**—পল্লীগ্রামের লোকের মাঠে

বাস্তে করিতে যাওয়া। **মাঠে মাঠে ঘোরা**—অসার্থকভাবে সন্ধান করিয়া ফেরা। **মাঠে মারা যাওয়া**—একান্ত ব্যর্থ বা বিফল হওয়া (এত প্ল্যান করেছিল, সব মাঠে মারা গেল)।

মাঠা—[সং. মন্থ] বি. দইয়ের উপরকার ননী (মাঠা-তোলা দই); নির্জল ঘোল।

মাঠান—[সং. মস্থণ ?] ণ. যাহা মাঠে অর্থাৎ শস্য-উৎপাদন-উপযোগী ক্ষেত্রে পরিণত করা হইয়াছে (মাঠান জমি); [মাতাঠাকুরাণী] মা-ঠাকরুণ শব্দের সংক্ষেপ।

মাঠিয়ান, মাঠে'ন—বি., ণ. মাঠ অর্থাৎ যেখানে ধান মাড়াই হয় সেই স্থান হইতে ধূলামাটির সহিত মিশ্রিত অবস্থায় প্রাপ্ত (ধান); মাঠের গানের সুর।

মাড়—[সং. মণ্ড] বি. মণ্ড; ভাতের ফেন; সুতায় দেওয়ার জন্য যে কাই তৈরি করা হয়; উপাধি-বিশেষ (জানবাজারের মাড়েরা)।

মাড়ওয়ার—বি. রাজস্থানের রাজ্য বিশেষ। **মাড়ওয়ারী, মাড়োয়ারী**—মাড়ওয়ারের অধিবাসী (বিশেষতঃ তাহার ব্যবসায়ী-সম্প্রদায়); তাহাদের ভাষা।

মাড়া—[সং. মদন] বি. মর্দন করা; মর্দন করিয়া রস বাহির করা (আখ মাড়া); পিষ্ট করা (ঔষধ মাড়া)। বি. **মাড়াই, মাড়ানি** (আখ মাড়াই; ধান মাড়াই)। **মাড়ানো**—ক্রি., বি., ণ. পদদলিত করা (পা-টা মাড়িয়ে দিয়েছে); পদক্ষেপ করা (ও-পথ আর মাড়াচ্ছিনে)। **ছায়া মাড়ানো**—সম্পর্ক রাখা (শ্বশুর-বাড়ীর ছায়াও মাড়ায় না)।

মাড়ি—বি. মণ্ডবৎ ঘন ফলের রস (তালের, কাঁঠালের মাড়ি)। [মণ্ড]

মাড়ি,-ড়ী—[সং. মাঢ়ী]. মাঢ়ী দ্রঃ।

মাড়ুয়া—বি. বজরা-জাতীয় শস্য-বিশেষ (ইহার রুটি হয়)। **মাড়ুয়াবাদী, মেড়ো**—মাড়োয়ার-বাসী (যাহারা মাড়ুয়া খায় অথবা মাড়োয়ারের ভাষায় কথা বলে); পশ্চিমা লোক (অবজ্ঞার্থক)।

মাড়োয়ার; মাড়োয়ারী—মাড়ওয়ার দ্রঃ।

মাঢ়ী—[সং.] বি. দন্তবেষ্ট, দন্তমূলস্থ মাংস (কথ্যঃ মাড়ি)। **মাঢ়ীক্ষত**—মাড়ির যন্ত্রণাদায়ক পীড়া-বিশেষ।

মাণ—[সং. মানক] বি. মানকচু ও তাহার গাছ।

মাণমণ্ড—মানচূর্ণ ও পুরাতন চাউল দিয়া প্রস্তুতকরা রোগীর পথ্য-বিশেষ।

মাণব, মাণবক—[মনু+অ, অক] বি. মনুষ্য; মূঢ় ও কুৎসিত মনুষ্য অর্থাৎ যাহারা বেদজ্ঞানহীন এবং সদনুষ্ঠান-পরায়ণ নয়; ব্রাহ্মণ-কুমার; বিশনরী হার; বামন। স্ত্রী. **মাণবিকা**—বালিকা। **মাণব্য**—শৈশবকাল; মানব-সমূহ।

মাণিক—মানিক দ্রঃ। [ruby।

মাণিক্য—বি. রক্তবর্ণ মণি-বিশেষ পদ্মরাগ, চুণি,

মাণ্ডবী—রামায়ণের ভরতের পত্নী।

মাৎ, মাত—[আ. মাত্] বি., ণ. পরাজয়, দাবা খেলায় হার; [মত্ত] বিহ্বল, বিবশ, বিমোহিত (গন্ধে মাত করা; বক্তৃতায় সভা মাত করা)। **বাজি মাৎ করা**—বিপক্ষকে সম্পূর্ণ হারাইয়া দেওয়া।

মাত, মাথ—[সং. মস্তু] বি. (গুড়ের) জলীয় ভাগ (বিপ. সার। 'গুড়ের কলসে ডুবিয়ে হাত, বুঝতে নারি সার কি মাত'); দইয়ের জল। **মাতকাটা**—গুড়ের জলীয় অংশ বাহির হওয়া। **মাতগুড়**—গুড়ের নিকৃষ্ট জলীয় অংশ।

মাতঃ, মাত—(মাতৃ শব্দের সম্বোধনে) হে জননি। (হে মাতঃ বঙ্গ)

মাতঙ্গ—[মতঙ্গ+ষ্ণ] বি. হস্তী; চণ্ডাল; কিরাতজাতি-বিশেষ। স্ত্রী. **মাতঙ্গী**—হস্তিনী; দশ মহাবিদ্যার নবম মহাবিদ্যা; চণ্ডাল-স্ত্রী.। **মাতঙ্গ-কুমারী**—বি. চণ্ডাল-কন্যা। **মাতঙ্গিনী**—[সং. মাতঙ্গী] হস্তিনী; স্ত্রীলোকের নাম।

মাতন—বি. আনন্দে মত্ততা, উন্মাদনা (শালের বনে ফুলের মাতন হলো শুরু—রবি); উৎসাহিত হওয়া; গাঁজিয়া ওঠা।

মাতবর, মাতব্বর—[আ. মু'অ'তবর্] বি., ণ. বিশ্বস্ত, মুরুব্বী, গণ্যমান্য, প্রধান, মোড়ল; গ্রামের লোকের আস্থাভাজন ব্যক্তি; বি. **মাতবরি, মাতব্বরি**—মাতব্বরের কাজ, মোড়লি (আর মাতব্বরি করতে হবে না)। **মাতব্বরী**—ণ. মাতব্বরের; মাতব্বরের মত (—চাল)।

মাতম—[আ.] বি. শোকোন্মাদনা, মহরমের সময় বুক চাপড়াইয়া যে শোক করা হয়। **দুপুরে-মাতম**—দ্বিপ্রহরের মাতম অর্থাৎ শোকোন্মাদনা; উচ্চ ব্যাপক হাহাকার।

মাতরিশ্বা (-শ্বন্)—[মাতরি (আকাশে)+শ্বি (বৃদ্ধি পাওয়া)+অন্] বি. বায়ু।

মাতলাম, মাতলামি,-মো—বি. মাতালের ব্যবহার; মত্ততা। [বাং]
মাতলি, মাতুলি—বি. ইন্দ্রের সারথি। [সং]
মাতা (-তৃ)—[মা+তৃচ] বি. জননী, মা; জননীর মত মান্যা; বিমাতা গুরুপত্নী পিসী মাসী মাতৃস্থানীয়া বা কন্যাস্থানীয়া নারী প্রভৃতি। **মাতাপিতা**—বি. জনক-জননী। **মাতামহ**—মাতার পিতা। স্ত্রী. **মাতামহী**।
মাতা—ক্রি., বি. মত্ত হওয়া (নেশায় মাতা); বিভোর হওয়া, নিবিষ্ট হওয়া (গানে মাতা, রসে মাতা, খেলায় মাতা); গাঁজিয়া উঠা, ফাঁপিয়া উঠা (খেজুরের রস মাতা)। **মাতিয়া উঠা**—প্রবল উৎসাহ বোধ করা; গাঁজিয়া উঠা; লতা-গাছের অতিরিক্ত বাড় হওয়া। **মাতামাতি**—বি.মত্তের মত ক্রমাগত দায়িত্বহীন ব্যবহার (ফুর্তিতে অথবা উন্মাদনায়—হোলির মাতামাতি; মিস্ মেয়োর মন্তব্য নিয়ে মাতামাতি)। **মাতানো**—ক্রি. মত্ত করা; মোহিত করা (মিছে আমার মনকে মাতায়—রবি); উন্মাদনার বা আসক্তির সৃষ্টি করা (দেশের কাজে মাতানো); গাঁজাইয়া তোলা।
মাতাল—[হি. মতবারা] ণ., বি. অতিরিক্ত মদ্যাসক্ত; মদ্যপানহেতু দিগ্‌বিদিগ্-জ্ঞানশূন্য; মত্ত (মাতাল হয়ে পাতাল পানে ধাওয়া); আনন্দোন্মত্ত (বসন্তের মাতাল বাতাস—রবি)। বি. **মাতলামি, মাতলামো**।
মাতুঃস্বসা,-স্বসা—[সং.] বি. মাসী, মাতৃষ্বসা।
মাতুল—[সং.] বি. মাতার ভ্রাতা, মামা। (স্ত্রী. **মাতুলা, মাতুলানী, মাতুলী**।
মাতৃ—[সং.] বি. মাতা, মা। **মাতৃক**—ণ. মাতা হইতে আগত; মাতৃ-সম্বন্ধীয়; বি. মাতুল-গৃহ। **মাতৃকা**—বি. মাতা; ধাত্রী; মাতামহী; অ আ ক খ প্রভৃতি বর্ণ (**মাতৃকান্যাস**—বর্ণ-মালার বিন্যাস); গৌরী পদ্মা শচী মেধা সাবিত্রী বিজয়া জয়া দেবসেনা স্বধা স্বাহা শান্তি পুষ্টি ধৃতি তুষ্টি আত্মদেবতা ও কুলদেবতা—এই ষোড়শ দেবী; মূল কারণ। **মাতৃগণ**—ব্রাহ্মী মাহেশ্বরী বারাহী চামুণ্ডা ঐন্দ্রী বৈষ্ণবী কৌমারী ও চর্চিকা—এই অষ্টশক্তি। **মাতৃঘাতক,-ঘাতী** (-তিন্)—ণ. মাতৃহন্তা। **মাতৃদায়**—বি. মাতার পরলোক গমনে শ্রাদ্ধাদির দায়িত্ব। **মাতৃনন্দন**—বি. কার্তিকেয়। **মাতৃপক্ষ**—বি. মাতৃকুলজাত আত্মীয়। **মাতৃপূজা,-সেবা**—বি. মাতার পরিচর্যা। **মাতৃবন্ধু**—বি. মাতার আত্মীয়বর্গ (মাতার মামাতো পিসতুতো ও মাসতুতো ভাই)। **মাতৃবৎ**—অব্য. মায়ের মতন। **মাতৃবিয়োগ**—বি. মায়ের মৃত্যু। **মাতৃভক্ত**—ণ. মাতার প্রতি একান্ত শ্রদ্ধাবান্। **মাতৃভক্তি**—বি. মায়ের প্রতি ভক্তি। **মাতৃভাষা**—বি. যে ভাষা মায়ের মুখ হইতে শেখা হয়, স্বজাতির ভাষা, mother-tongue। **মাতৃমণ্ডল**—বি. নেত্রদ্বয়ের মধ্যভাগ (মরণকালে লোকে নাকি ইহা দেখিতে পায় না)। **মাতৃভূমি**—বি. জন্মভূমি। **মাতৃশাসিত**—ণ. যে মায়ের কথায় চলে (নিন্দার্থক—নির্বোধ, মূর্খ); মাতৃজাতির দ্বারা শাসিত (মাতৃশাসিত সমাজ—matriarchal society)। **মাতৃসমা**—ণ.মাতার সমান (স্ত্রী.)। **মাতৃষ্বসা** (-সৃ)—বি. মাসী। **মাতৃষ্বসেয়, -ষ্বস্রেয়,-ষ্বস্রীয়**—ণ. মাসতুতো; বি. মাসতুতো ভাই। স্ত্রী. **মাতৃষ্বসেয়ী,-ষ্বস্রেয়ী,-ষ্বস্রীয়া**—মাসতুত বোন। **মাতৃস্তন্য**—মাতার স্তনদুগ্ধ। **মাতৃরিষ্টি**—বি.(জ্যোতিষে) মাতার পক্ষে অশুভসূচক যোগ। **মাতৃশ্রাদ্ধ**—বি. মৃতমাতার শ্রাদ্ধকার্য। **মাতৃস্তব, মাতৃস্তোত্র**—বি. মাতার বন্দনার মন্ত্র বা শ্লোক। **মাতৃহা** (-হন্)—ণ. মাতৃঘাতী। **মাতৃহীন**—ণ. মা নাই যাহার, মা-হারা। স্ত্রী. **মাতৃহীনা**।
মাতোয়ারা—ণ. বিহ্বল, বিভোর; প্রবল উৎসাহযুক্ত (সাধারণতঃ সদর্থে ব্যবহৃত হয়)। [হি. মাতোয়ালা] [বিহ্বল, বিভোর। [হি.]
মাতোয়াল, মাতোয়ালা—ণ. মত্ত, মাতাল;
মাত্তা—[আ. মতা'] বি. দ্রব্যসম্ভার (বাংলায় সাধারণতঃ 'মালমাত্তা'র ব্যবহার দেখা যায়)।
মাত্র—বি. সাকল্য, সমুদায় পরিমাণ (জীবমাত্র, মনুষ্যমাত্র; দশ টাকা মাত্র; নামমাত্র মূল্যে, মুহূর্তমাত্র); (বাং.) ক্রি.-ণ. কেবল, শুধু (কথামাত্র সম্বল; মাত্র সেই জানে); অব্য. অব্যবহিত পরেই (পাইবামাত্র, পৌঁছিবামাত্র)। [মা+ত্র]। **একমাত্র**—ণ. শুধু একজন, শুধু একটি। **কিছুমাত্র**—আদৌ, সামান্য একটুকু।
মাত্রা—[মা+ত্র+আপ্] বি. অল্প পরিমাণ, dose; পরিমাণ (তিন মাত্রা ঔষধ দেওয়া গেল; গণ্ডগোলের মাত্রা বাড়ছে); সীমা (মাত্রা ছাড়াইয়া

গেলেই মুশ্‌কিল) ; বর্ণের উচ্চারণকাল (মাত্রা-বৃত্ত ছন্দ) ; সঙ্গীতের তালের ক্ষুদ্র অংশ-বিশেষ (চার মাত্রার তাল) ; বাংলা সংস্কৃত প্রভৃতি অক্ষরের উপরে যে রেখা টানা হয় ; (গণিতে) আয়তন, দৈর্ঘ্য প্রস্থ বেধ ইত্যাদি, dimension. **মাত্রাচ্ছন্দঃ**—মাত্রা অনুসারে যে সব ছন্দ রচিত হয়,মাত্রাবৃত্ত ছন্দ। **মাত্রাতত্ত্ব**—ঔষধের মাত্রা-সম্বন্ধে বিচার। **মাত্রাবৃত্ত**—কবিতার চরণস্থ বর্ণসমূহের লঘু-গুরু উচ্চারণই যাহার ভিত্তি এমন ছন্দ। ণ. **মাত্রিক**—মাত্রা-বিষয়ক, মাত্রাযুক্ত (ধ্বনিমাত্রিক)। **মাত্রিকা**—মাত্রা ; পরিমাপ ; পরিমাপক উপকরণ।

মাৎসর্য—[মৎসর+য] বি. অপরের ভাল সহ্য করিতে না পারা, পরশ্রীকাতরতা।

মাৎস্য—ণ. মৎস্য-সম্বন্ধীয় ; বি. পুরাণ-বিশেষ। [মৎস্য + অ]। **মাৎস্যন্যায়**—বৃহৎ মৎস্য যেমন ক্ষুদ্র মৎস্যকে গ্রাস করে সেই নীতি, 'জোর যার মুল্লুক তার' নীতি, অরাজকতা। **মাৎসিক**—মৎস্যজীবী, জেলে।

মাথ—[সং.] বি. মন্থন ; বধ ; বিলোড়ন (বাংলায় প্রচলন নাই, তবে 'মাত' করার 'মাত'-এর এই 'মাথ'-এর সহিত যোগ আছে ভাবা যাইতে পারে)।

মাথট—[হি. মাথৌট] বি. মাথা-পিছু আদায় করা কর বা চাঁদা (মাথট তোলা)।

মাথা—[সং. মস্তক ; প্রা. মত্থঅ] বি. মস্তক, শির ; আগা, ডগা, শীর্ষ ; শীর্ষস্থানীয় বা প্রধান ব্যক্তি (গাছের মাথা ; গ্রামের মাথা) ; অগ্রভাগ (নৌকার মাথা ; কলমের মাথা ; ছইয়ের মাথা) ; চূড়া (পাহাড়ের মাথা) ; প্রান্ত, আরম্ভ স্থল (রাস্তার মাথা) ; ঝোঁক (রাগের মাথায় কি বলেছি ; খেয়ালের মাথায় করে ফেলা হয়েছে) ; মস্তিষ্ক (মাথা খারাপ) ; বুদ্ধি, ধীশক্তি (মাথা খাটানো ; অঙ্কে ভাল মাথা আছে) ; অব্য. বিরক্তিজ্ঞাপক উক্তি (মাথামুণ্ড কি বকছ ? তোমার বাপের মাথা) ; 'কিছু নয়' এই অর্থজ্ঞাপক (মাথা হবে)। **মাথা আঁচড়ানো**—চুল আঁচড়ানো। **মাথা উঁচু করা**—প্রাধান্য লাভ করা ; আত্মগৌরব প্রকাশ করা। **মাথা উড়ানো**—মস্তক চূর্ণ করা ; অস্তিত্ব ধুলিসাৎ করা। **মাথাওয়ালা**—ণ. বুদ্ধিমান্‌। **মাথা করা**—কিছুই ক্ষতি করিতে না পারা। **মাথা কাটা যাওয়া**—অতিশয় লজ্জার কারণ ঘটা, মাথা হেঁট হওয়া। **মাথা কাড়া দেওয়া**—বাড়িয়া উঠা ; উঁচু হওয়া। **মাথা কুটা, -কুড়া,-খোঁড়া**—অসহ্য দুঃখে ভূমিতে বারবার মাথা ঠোকা ; দেবতার স্থানে ভূমিতে বরাবর মাথা লুটাইয়া আকুল প্রার্থনা জানানো। **মাথা কেনা**—সর্বময় কর্তৃত্বের অধিকার পাওয়া (ব্যঙ্গে —আমার বাপকে এক সময়ে কিছু সাহায্য করেছিলেন বলে তো আর মাথা কিনে নেননি)। **মাথা খাও**—(আমাকে মারিয়া ফেল) শপথ বিশেষ। **মাথা খাওয়া**—মাথা অর্থাৎ বুদ্ধি বিগড়াইয়া দেওয়া ; অসৎপথে লওয়া ; সমূহ ক্ষতি ঘটানো। **মাথা খালি করা**—মস্তিষ্কের শক্তি নষ্ট করা। **মাথা-খারাপ**—ণ. বিকৃত-মস্তিষ্ক ; যাহার কাজের বুদ্ধি কম ; গোঁয়ার-গোবিন্দ গোছের। **মাথা খারাপ করা**—মাথা ঘোলাইয়া দেওয়া। **মাথা খেলানো**—বুদ্ধি-বৃত্তি চালিত করিয়া উপায় উদ্ভাবন করা। **মাথা গরম করা**—রাগিয়া যাওয়া। **মাথা গরম হওয়া**—প্রকৃতিস্থ না থাকা। **মাথা-গরম**—ণ. রগচটা। **মাথা গুঁজিয়া থাকা**—অতি অসুবিধাজনক অবস্থায় বসবাস করা। **মাথা গুঁড়া করা**—অত্যন্ত প্রহার করা। **মাথা-গুনতি**—অব্য. লোক গণনা করিয়া। **মাথা ঘষা**—মাথার চুল ঘষিয়া পরিষ্কার করা ; ঘষিয়া পরিষ্কার করিয়া শুচি হওয়া ; বি. চুলে ঘষিবার বা মাথার তেলে ব্যবহার করিবার সুগন্ধি মসলা। **মাথা ঘামানো**—মস্তিষ্ক চালনা করা। **মাথা-ঘোরা,-ঘুরুনি**—ক্রি. বি. মাথা ঘুরিতেছে, এমন বোধ হওয়া (দুর্বলতা-হেতু)। **মাথা ঘুলিয়ে দেওয়া**—হতবুদ্ধি করা। **মাথা চাড়া দেওয়া**—মাথা তোলা। **মাথা চালা**—গাজনের সন্ন্যাসীদের শিবকে প্রদক্ষিণ করিয়া মাথা ঠোকা। **মাথা চুলকানো**—মস্তকের পশ্চাদ্ভাগে আস্তে আস্তে অঙ্গুলি চালনা করা (যোগ্য উত্তর দিতে অপারগ হওয়ার লক্ষণ। মাথা চুলকালে হবে না, কথায় জবাব দিয়ে যাও)। **মাথা ছাড়া**—মাথার বেদনা দূর হওয়া। **মাথা ঠাণ্ডা করা**—প্রকৃতিস্থ হওয়া, শান্ত হওয়া, ধীরস্থির হইয়া বুঝিতে চেষ্টা করা। **মাথা ঠিক রাখা**—উত্তেজিত বা বিচলিত না হওয়া। **পায়ে মাথা ঠেকানো**—ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করা ;

শ্রদ্ধায় অবনত হওয়া। **মাথা তোলা**—একটু বড় হওয়া; উন্নতি করা; মাথা উঁচু করা; বিরুদ্ধে দাঁড়ানো (সুযোগ পেয়ে শত্রুরা মাথা তুললো)। **মাথা দেওয়া**—দায়িত্ব গ্রহণ করা; মনোযোগ দেওয়া। **মাথা ধরা**—ক্রি. শিরঃপীড়া হওয়া। **মাথা-ধরা**—বি. শিরঃপীড়া; ণ. সংসারের দায়িত্ব গ্রহণের যোগ্য (—হওয়া)। **মাথা নীচু করা**—হার স্বীকার করা; কুণ্ঠিত হওয়া। **মাথা নাই তার মাথা ব্যথা**—যাহার অস্তিত্ব নাই বা যাহা সন্দেহের বিষয় তাহা লইয়া অনর্থক ব্যস্ত হওয়া, অকারণ দুশ্চিন্তা। **মাথা নোয়ানো**—নতি স্বীকার করা। **মাথা-পাগলা**—ণ. বিকৃতমস্তিষ্ক। **মাথা পাতিয়া লওয়া**—(ভর্ৎসনা কিংবা আদেশ) মানিয়া লওয়া, শিরোধার্য করা। **মাথাপিছু**—অব্য. জনপ্রতি। **মাথাবকানো**—বৃথাবাক্যব্যয় করানো। **মাথা বাঁধা**—শিরঃপীড়া নিবারণের জন্য ফিতা প্রভৃতি দিয়া মাথা শক্ত করিয়া বাঁধা; চুল আঁচড়াইয়া বেণী বাঁধা। **মাথা বাঁধা দেওয়া, মাথা বিকানো, মাথা বেচা**—নিজের কর্তৃত্বের বিলোপ করা, সম্পূর্ণভাবে আত্মসমর্পণ করা। **মাথা-ব্যথা**—বি. শিরঃপীড়া; চিন্তা, উদ্বেগ, দায়, গরজ। **মাথা-ভাঙ্গা**—ণ. দুঃসাহসিক, গোঁয়ার, জেদী (এমন মাথা-ভাঙ্গা লোককে নিয়ে পারবার জো নেই)। **মাথা ভারী হওয়া**—সর্দির উপক্রম হওয়া। **মাথা মারা**—মটকা মারা অর্থাৎ ছাওয়া। **মাথা মাটি করা**—বুঝাইতে বৃথা চেষ্টা করা। **মাথা-মোটা**—ণ. স্থূলবুদ্ধি। **মাথা মুড়ানো**—মুড়ানো দ্রঃ। **মাথা রাখা**—মাথা গোঁজা; শিথান দেওয়া। **মাথা লওয়া**—বধ করা। **মাথা হেঁট করা**—লজ্জায় মুখ নীচু করা; নতি স্বীকার করা। **মাথা হেঁট হওয়া**—লজ্জার কারণ ঘটা; সম্ভ্রম বা প্রতিপত্তিহীন হওয়া। **মাথায়**—সূচনার মুহূর্তে (তার দিনের মাথায়; রাগের মাথায়)। **মাথায় আসা**—মাথায় ঢোকা, বোধগম্য হওয়া। **মাথায় ওঠা বা চড়া**—স্পর্ধার বাড়াবাড়ি হওয়া। **মাথায় করা**—অতিরিক্ত সমাদর করা বা শ্রদ্ধাভক্তি দেখানো। **মাথায় করে নাচা**—উল্লাস সহকারে খুব সম্মান দেখানো। **মাথায় কাপড় দেওয়া**—ঘোমটা দেওয়া (সম্ভ্রম দেখাইবার জন্য অথবা শালীনতার জন্য)। **মাথায় ঢোকা**—মাথায় আসা (দ্রঃ)। **মাথায় তোলা**—অতিরিক্ত প্রশ্রয় দেওয়া। **মাথায় থাকুক**—সশ্রদ্ধ প্রতিবাদ সম্পর্কে বলা হয় (ধর্ম মাথায় থাকুক, কিন্তু তার নামে কি হচ্ছে এসব?)। **মাথায় পা দিয়া ডুবানো**—বিপদের সময়ে আরো উৎপীড়ন করিয়া সর্বনাশ করা (বামন যেমন বলিরাজাকে পাতালে প্রেরণ করিয়াছিলেন—এ যে দেখছি মাথায় পা দিয়ে ডোবানো)। **মাথায় বুদ্ধি গজানো**—বুদ্ধির উন্মেষ হওয়া, ফন্দি বাহির করা। **মাথায় মাথায়**—সীমা পর্যন্ত, টায়ে টায়ে। **মাথায় হাত দিয়া বসা**—দুর্ভাবনায় বিমূঢ় হইয়া পড়া (এবারকার ফসলের অবস্থা দেখে বড় বড় গৃহস্থরা মাথায় হাত দিয়ে বসেছে)। **মাথায় হাত বুলানো**—সমাদর বা শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করিয়া মতলব হাসিল করা। **মাথার উপর কেহ না থাকা**—অভিভাবকহীন হওয়া। **মাথার কিরা বা কিরে বা দিব্য দেওয়া**—'আমার মাথা খাও' বলিয়া কিছু করিতে বলা। **মাথার ঠাকুর**—অতিশয় সম্মানিত ব্যক্তি।

মাথাল—বি. কৃষকদের ব্যবহার্য পাতা ও বাঁশের চটা দিয়া প্রস্তুত মস্তকাবরণ-বিশেষ।

মাথালো—ণ. মাথাওয়ালা বুদ্ধিমান্; শীর্ষস্থানীয়, গণ্যমান্য।

মাথি,-থী—বি. তাল খেজুর প্রভৃতি গাছের মাথার কোমল ও ভক্ষ্য অংশ-বিশেষ।

মাথুর—বি. শ্রীকৃষ্ণে বৃন্দাবন ত্যাগ করিয়া মথুরা গমনে ব্রজবাসীদের বিরহ বিচ্ছেদ অবলম্বনে রচিত গীতিকাব্য, কৃষ্ণের মথুরালীলা। [মথুরা+অ]

মাদক—ণ., বি. যাহাতে নেশা হয় (মাদক দ্রব্য; মাদক সেবন)। [মদ্+ণিচ্+অক]। বি. **মাদকতা**—মত্ত করিবার ক্ষমতা। **মাদন**—ণ. মত্ততা সৃষ্টিকারক, হর্ষোৎপাদক (গন্ধমাদন); বি. মদনের বাণ-বিশেষ; লবঙ্গ। [মদ্+ণিচ্+অনট্]। **মাদনীয়**—ণ. মত্ততাজনক।

মাদল—[সং. মর্দল] বি. সাঁওতালদিগের ঢোলের মত বাদ্য; মৃদঙ্গ-বিশেষ।

মাদা—[ফা. মাদা] বি. স্ত্রীজাতি (বিশেষতঃ পশুর—বিপ. মর্দা বা মাদ্দা); ণ. তেজোবীর্যহীন (এসব মাদা লোক দিয়ে কি হবে? পূর্ববঙ্গে—ম্যান্দা)।

মাদানী—[আ.] ণ. মদিনাবাসী ; যাহার পূর্বপুরুষ মদিনাবাসী ছিলেন ; মদিনায় অবতীর্ণ কোরাণের 'আয়াত' বা 'সুরা' অর্থাৎ পরিচ্ছেদ।

মাদার—[সং. মন্দার] বি. শিমুল গাছ।

মাদার—পীর বিশেষ (কাহারও কাহারও মতে চারশত বৎসর পর্যন্ত ইনি জীবিত ছিলেন ; ইঁহার ভক্তগণ 'দম-মাদার' বলিয়া ইঁহাকে স্মরণ করে ; দম-মাদার শূন্যপুরাণে 'দম্বাদার' লেখা হইয়াছে)।

মাদী—ণ. স্ত্রী-জাতীয় (জন্তু)। [ফা. মাদহ]

মাদীয়ান, মাদোয়ান—[ফা. মাদীয়ান] বি. মাদী ঘোড়া (চৌধুরীদের একটা মাদোয়ান ছিল)।

মাদুর [সং. মন্দুরা] বি. এক প্রকার তৃণ-নির্মিত পাটী।

মাদুলি,-লী - বি. মন্ত্রপূত বা বিশেষ গাছগাছড়া-পূর্ণ মাদল-এর আকৃতির কবচ ; মাদলের আকৃতি বিশিষ্ট সোনার গহনা-বিশেষ।

মাদৃশ, মাদৃক্—[অস্মদ্—দৃশ্+ক্বিপ্] ণ. মৎসদৃশ, আমার মত (মাদৃক্ সাধারণতঃ বাংলায় ব্যবহৃত হয় না)।

মাদ্রাজ—দক্ষিণ ভারতের রাজ্য বিশেষ ; উহার প্রধান নগর। **মাদ্রাজী**—ণ. মাদ্রাজ সম্বন্ধীয় বা তদ্দেশজাত ; বি. তাহার অধিবাসী।

মাদ্রাসা—[আ. মাদ্রাসা] বি. বিদ্যাশিক্ষা-কেন্দ্র ; মুসলমান-ধর্ম ও সংস্কৃতি সংক্রান্ত শিক্ষা-কেন্দ্র।

মাদ্রী—বি. মদ্রদেশের রাজার কন্যা, নকুল ও সহদেবের জননী। [মদ্র+অ+ঈপ্]। **মাদ্রেয়**—বি. মাদ্রীনন্দন নকুল ও সহদেব।

মাধব—[মা। লক্ষ্মী, বুদ্ধি)+ধব (পতি)] বি. বিষ্ণু ; শ্রীকৃষ্ণ ; [মধু+ষ্ণ] বসন্তকাল ; বৈশাখ-মাস (মধু-মাধব)। স্ত্রী. **মাধবী**—ণ. বাসন্তী ; বি. মধুশর্করা ; মদিরা ; মাধবের পত্নী ; তুলসী ; লতা-বিশেষ ও তাহার ফুল, গেট ফুল (মাধবী-মণ্ডপ)। **মাধবিকা**—মাধবীলতা।

মাধাই—মাধব (আদরের ডাক নাম। অবজ্ঞার্থে অথবা অতি-পরিচয়ে —মেধো)।

মাধুকরী—[মধুকর+ষ্ণ+ঈপ্] বি. (মধুকর যেমন নানা পুষ্প হইতে মধু সংগ্রহ করে, সেইরূপ) বহু স্থান হইতে অল্প অল্প ভিক্ষা সংগ্রহ ; ভিক্ষালব্ধ অন্ন। **মাধুকরী বৃত্তি**—বি. মুষ্টি ভিক্ষার দ্বারা আহার্য সংগ্রহ করিয়া জীবন যাপন (বৈষ্ণব সাধুর পক্ষে প্রশস্ত)।

মাধুর—[মধুর+ষ্ণ] ণ. মধুররসজাত ; মধুর ; প্রীতিকর ; বি. চাটুকার ; মল্লিকা পুষ্প। স্ত্রী. **মাধুরী**—বি. মধুরতা, লাবণ্য ; মনোহারিতা, শোভা (আপন মনের মাধুরী মিশায়ে তোমারে করেছি রচনা—রবি)।

মাধুর্য—[মধুর+য] বি. মিষ্টতা ; মাধুরী, মনোহারিতা, রমণীয়তা (চারিত্র-মাধুর্য) ; কাব্যে গুণ-বিশেষ, পাঠকের চিত্ত সহজে আকর্ষণ করিবার ক্ষমতা।

মাধ্যন্দিন—[মধ্যন্দিন+ষ্ণ] ণ. মধ্যাহ্ন-বিষয়ক ; বি. শুক্ল যজুর্বেদীয় শাখা-বিশেষ (ণ. মাধ্যন্দিনীয়)।

মাধ্যম—[মধ্যম+ষ্ণ] ণ. মধ্যবর্তী ; (বাং.) বি. কোন কর্ম-সম্পাদনের উপায় বা অবলম্বন, medium (মাতৃভাষার মাধ্যমে উচ্চ শিক্ষাও দিতে হইবে)। **মাধ্যমিক**—ণ. দুই শ্রেণীর মধ্যবর্তী, intermediate। **মাধ্যমিক শিক্ষা**—কলেজের বা ডিগ্রীলাভের অব্যবহিত পূর্ববর্তী শিক্ষা ; স্কুলের উচ্চতম শিক্ষা, Secondary education. **মাধ্যমিক বিদ্যালয়**—স্কুলের উচ্চতম শিক্ষালয়। (উচ্চ মাধ্যমিক—Higher Secondary).

মাধ্যস্থ্য—[মধ্যস্থ+য] বি. মধ্যস্থতা, শালিসী ; অপক্ষপাত।

মাধ্যাকর্ষণ—বি. Gravitation, অভিকর্ষ, মহাকর্ষ, পৃথিবীর কেন্দ্রের অভিমুখে বস্তুর আকর্ষণ ; সকল বস্তুর পরস্পরের প্রতি আকর্ষণ। [মাধ্য+আকর্ষণ]

মাধ্যাহ্নিক—ণ. মধ্যাহ্ন-সম্বন্ধীয় বা মধ্যাহ্ন-কালীন (মাধ্যাহ্নিক বিশ্রাম)। [প্রবর্তিত।

মাধ্ব—[মধ্ব+ষ্ণ] ণ. মধ্বাচার্য সম্বন্ধীয় বা

মাধ্বী—[মধু+ষ্ণ—ঈপ্] ণ. মাধুর্যযুক্তা ; মধ্বাচার্য সম্বন্ধীয় ; বি. মধুজাত মদ্য ; দ্রাক্ষা ; মৎস্য-বিশেষ ; মধ্বাচার্য প্রবর্তিত বৈষ্ণব সম্প্রদায়। **মাধ্বীক**—মাধ্বী, মধুজাত মদ্য। **মাধ্বীক ফল**—মধু-নারিকেলের বৃক্ষ।

মান—[মা+অনট্] বি. পরিমাণ, মাত্রা ; যাহা দিয়া মাপা যায়, measure, standard (মানদণ্ড) ; পরিমাণ করার আধার (তিন মান চাউল—প্রাচীন বাংলা) ; সঙ্গীতে যাহা সময় নির্দেশ করে, মাত্রা (তাল-মান-লয়) ; মাপকাঠি ; জীবন-যাত্রার উৎকর্ষ বা অপকর্ষ-সূচক লক্ষণ বা চিহ্নাদি, standard (সর্বসাধারণের জীবন-যাত্রার মান বাড়াতে হবে) ; (গণিতে) প্রকৃত মূল্য,

value. **মানচিত্র**—দেশের আয়তনাদি জ্ঞাপক চিত্র। **মানদণ্ড**—পরিমাণ-নির্দেশক দণ্ড; মাপকাঠি; তুলাদণ্ড। **মান-মন্দির**—গ্রহ-নক্ষত্রাদির স্বরূপ ও গতি পর্যবেক্ষণ-গৃহ, observatory। **ঘনমান**—(গণিতে) ঘন-পরিমাণ, আয়তন, volume।

মান—[মন্ (গর্বিত হওয়া)+ঘঞ্] বি. গর্ব, দম্ভ, আত্মাভিমান (অতি মান ভাল নয়); অভিমান, প্রণয়কোপ (মানভঞ্জন; মান-অভিমানের পালা)। **মান করা**—অভিমান করা। **মানকলহ, -কলি**—প্রণয়কলহ। **মান-ভঞ্জন**—অভিমান দূর করিবার সাধ্যসাধনা; শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক রাধিকার মানভঞ্জন-বিষয়ক পালা।

মান—[মান্ (পূজা করা)+অল্] বি. সম্মান, সমাদর, সম্ভ্রম (মানীর মান রক্ষা; মান-অপমান); কৌলীন্য-হেতু অর্থদান, নজর। **মানখোয়ানো**—সম্মানহানি হইতে দেওয়া। **মান দেওয়া**—সম্মানসূচক অর্থাদি দেওয়া; সম্মানিত করা। **মানপত্র**—অভিনন্দনপত্র; শ্রদ্ধাজ্ঞাপক লেখ্য। **মানভঙ্গ**—সম্মানহানি। **মান-ভিখারী**—ণ. সম্মানলোভী। **মান রাখা**—সম্মান রক্ষা করা, প্রতিপত্তি নষ্ট হইতে না দেওয়া। **মান-মর্যাদা**—সম্মান-প্রতিপত্তি, মানসম্ভ্রম। **মান-হানি**—বি. সম্মানের বা মর্যাদার লাঘব, অপমান, defamation (মানহানির মোকদ্দমা)।

মান, মানকচু—বি. কচুবিশেষ, মাণককন্দ।

মানকা—বি. জপমালার ছিদ্রযুক্ত গুলি; সেতারে সুর সামান্য বাড়াইবার বা কমাইবার জন্য মূল তারে যে গুলি পরানো থাকে।

মানত, মানৎ—[মনঃস্থ] বি. অভীষ্ট সিদ্ধির জন্য দেবতা পীর প্রভৃতির কাছে যাহা দান করিবার বা সাধন করিবার সঙ্কল্প করা যায়, মানসিক, vow (করহ মানত রক্ষা, করিয়ো না খেলা ক্রুদ্ধ দেবতার সনে—রবি; দরগায় খাসি মানত)।

মানদ—ণ. যে বা যাহা সম্মান দান করে। [মান—দা+ড]।

মাননা, মানন—বি. পূজা করা, সম্মান করা, আদর করা (বহু মাননা; সম্মাননা); মানসিক (প্রাচীন বাংলা)। [মান্+অনট্+আপ্]। **মাননীয়**—ণ. মান্য, পূজ্য, শ্রদ্ধেয়, honourable (মাননীয় প্রধান মন্ত্রী মহাশয়)। **মাননীয়াসু**—শ্রদ্ধেয়া মহিলার নিকট পত্রলেখন কালে সম্বোধন বিশেষ। পুং. **মাননীয়েষু**।

মানব—[মনু+ষ্ণ] বি. মনুষ্য, মানুষ, নর (মানব-সমাজ); পুরুষ; ণ. মনুষ্য-সম্বন্ধীয়, মানবিক; মনু-প্রণীত (মানব ধর্মশাস্ত্র)। **মান(ণ)বক**—বি. ছোট ছেলে; বামন। **মানবজাতি**—বি. মনুষ্যশ্রেণী, জগতের সমুদয় মনুষ্য। **মানবত্তা,-ত্ব**—বি. মানুষের প্রকৃতি, মানুষের স্বাভাবিক গুণাবলী। **মানব-ধর্মশাস্ত্র**—মনুসংহিতা। **মানব-লীলা**—মনুষ্যরূপে পৃথিবীতে কার্যকলাপ। **মানব-লীলা সংবরণ**—পরলোক গমন। **মানবসমাজ**—বি. পৃথিবীর মনুষ্যগণ। **মানবিক**—ণ. মানুষের পক্ষে যাহা স্বাভাবিক, মনুষ্যসুলভ। **মানবী**—নারী। **মানবীয়**—ণ. মনুষ্যসুলভ; মনুপ্রোক্ত (মানবীয় সংহিতা)। **মানবোচিত**—ণ. মানুষের যোগ্য, মানুষের যাহা থাকা দরকার।

মানয়িতা (-তৃ)—ণ. সম্মান-জ্ঞাপনকারী। [সং]

মানস—[মনস্+ষ্ণ] বি. মন, হৃদয়, চিত্তক্ষেত্র (কবিমানস; জাতীয় মানস গঠন); ইচ্ছা, অভিপ্রায় (মানস করেছি; মানস সিদ্ধি); মানস সরোবর, কৈলাস পর্বতের নিকটবর্তী তিব্বতের সরোবর বিশেষ (মানসে মা যথা ফলে—মধুসূদন); ণ. মানসিক, চিত্ত-সম্বন্ধীয়; কল্পিত (মানস-জগৎ, মানস-মূর্তি)। **মানস-চারী** (-রিন্)—ণ মানস সরোবরে যাহারা বিচরণ করে; মনোজগতে যাহারা বিচরণ করে; বি. রাজহংস। **মানসজন্মা** (-ন্মন্)—কন্দর্প। **মানস জপ**—মনে মনে জপ। **মানসতা**—মনের ভাব বা প্রবণতা, মনের প্রকৃতি, mentality (**মানসিকতা** বেশী প্রচলিত)। **মানস-তীর্থ**—ক্রোধ-বিদ্বেষাদি-বর্জিত বিশুদ্ধ চিত্ত। **মানসনেত্র,-লোচন**—মনরূপ চক্ষু, অন্তর্দৃষ্টি। **মানসপুত্র**—মনঃ-সঙ্কল্পজাত পুত্র (ঔরসপুত্র নহে। ব্রহ্মার মানসপুত্র)। **মানসপূজা**—মনঃ-কল্পিত উপচারে পূজা (তান্ত্রিক আরাধনা-বিশেষ); মনে মনে পূজা। **মানস প্রতিমা**—মনে যে মূর্তি কল্পনা করা হইয়াছে। **মানস ব্রত**—অহিংসা অলোভ সত্য ব্রহ্মচর্য ইত্যাদি সাধন। **মানস ভ্রমণ**—কল্পনায় দেশ-দেশান্তরের দৃশ্য দর্শন। **মানস সন্তাপ**—মনঃপীড়া, মনের জ্বালা। [মানস+অঙ্ক]

মানসাঙ্ক—বি. মনে মনে কষিতে হয় এমন অঙ্ক।

মানসিক—[মনস্+ষ্ণিক] ণ. চিত্ত বা অন্তর্লোক-সম্পর্কিত (শারীরিক-এর বিপরীত) ; বি. (বাং) মানত। **মানসী**—ণ. মনঃকল্পিতা (মানসী প্রতিমা) ; বি. ধ্যানে আনন্দদায়িনী মূর্তি (কবির মানসী)। [বি. দুর্দান্ত, খুনে।

মানসুরে,-সুড়ে—[আ. মনসূ'র—বিজয়ী] ণ.,

মানা—[আ. মনাহী—নিষেধ, নিষিদ্ধ বিষয়] বি. নিষেধ (সে যে মানে না মানা ; মানা করা)।

মানা—ক্রি. মান্য করা ; গণ্য করা ; স্বীকার করা (গুরু বলে মানা ; মানলাম তোমার কথাই সত্যি ; ঘাট মানা ; মধ্যস্থ মানা ; সাক্ষী মানা) ; গ্রাহ্য করা (নব-অনুরাগিণী রাধা কছু নাহি মানয়ে বাধা—বিদ্যাপতি) ; বশে থাকা (মন মানে না তাই দেখতে আসি) ; বিশ্বাস করা, অলৌকিক শক্তির অধিকারী জ্ঞান করা (ভূত মানা ; হাঁচি-টিক্‌টিকি মানা) ; পালন করা, অনুবর্তন করা (নিয়ম মানা)।

মানান—বি. সুসঙ্গতি, সৌষ্ঠব ; ণ. সুসঙ্গত, উপযুক্ত (বেমানান)। **মানান দেওয়া**—সুসঙ্গত হওয়া (গ্রাম্য)। **মানান-সই,-সহি**—ণ. শোভন ; সুসঙ্গত ; উপযুক্ত, যোগ্য ; মাপ-মত।

মানানো—ক্রি. সুসঙ্গত হওয়া, শোভা পাওয়া, খাপ খাওয়া (ছুটিতে মানাবে ভাল)।

মানিক ; মানিকজোড়—মাণিক দ্রঃ।

মানিত—[মান্+ক্ত] বি. সম্মানিত, পূজিত।

মানী (-নিন্)—[মান+ইন্] ণ. সম্মানিত, সম্ভ্রান্ত (মানীর অপমান বজ্রতুল্য) ; অভিমানী ; যে নিজেকে সেইরকম মনে করে (পণ্ডিতমানী)। স্ত্রী. **মানিনী**—অভিমানিনী।

মানুষ—[মনু+ষ্ণ] বি. মনুষ্য, লোক, জন ; মনুষ্য-জাতি (মানুষ ধরা ; শুনহ মানুষ ভাই, সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই—চণ্ডীদাস) ; স্বামী (গ্রাম্য) ; ণ. মানবীয়, মনুষ্য-সম্পর্কিত (মানুষী শক্তি) ; মনুষ্যত্ব-সমন্বিত বা পৌরুষ-সমন্বিত ('আবার তোরা মানুষ হ' ; দেশে মানুষ নেই) ; পালিত ও বর্ধিত (পরের খেয়ে-পরে মানুষ)। **মানুষ করা**—লালন-পালন করা (কাচ্চাবাচ্চা মানুষ করা) ; মনুষ্যত্বযুক্ত করা (ছেলেগুলো মানুষ করা গেল না)। **মানুষিক**—ণ. মানবীয়, মানুষ সম্বন্ধীয়। স্ত্রী. **মানুষী**—ণ. মানুষের, মানবিকী ; বি. নারী (বাংলায় সাধারণতঃ ব্যবহৃত হয় না)। বি. **মানুষ্য**—মনুষ্যত্ব ; মানবদেহ। **মানুষের মত মানুষ**—আদর্শ পুরুষ।

মানে—[আ. মা'নী,-না] বি. অর্থ, তাৎপর্য (কথার মানে) ; শব্দার্থ (মানের বই) ; অব্য. অর্থাৎ (মানে, তুমি যাচ্ছ না)।

মানোয়ার—[ইং man-of-war] বি. যুদ্ধ-জাহাজ। **মানোয়ারী**—ণ. যুদ্ধজাহাজে কর্মরত ; বি. নৌসৈন্য। **মানোয়ারী গোরা**—বিলাত হইতে জাহাজে আগত গোরা সৈনিক ; অবুঝ গোঁয়ার-গোবিন্দ ব্যক্তি।

মান্দা, মাঁদা—ণ মন্দ, নিস্তেজ (তেজীয়ান বা তুখোড়ের বিপরীত)। (গ্রাম্য. ম্যাদা—ম্যাদা মেরে যাওয়া)।

মান্দার—বি. মাদার গাছ (পূর্ববঙ্গে প্রচলিত)।

মান্দাস—বি. ভেলা (কলার মান্দাস)।

মান্দ্য—[মন্দ+ষ্য] বি. মন্দতা ; অল্পতা ; আলস্য, জড়তা ; হানি (অগ্নিমান্দ্য ; বুদ্ধিমান্দ্য)।

মান্ধাতা (-তৃ)—বি. প্রাচীন কালের সূর্যবংশীয় রাজা-বিশেষ। [সং]। **মান্ধাতার আমলের**—অতি প্রাচীন কালের, সেকেলে।

মান্য—[মান্+য] ণ. মাননীয়, পূজ্য ; স্বীকার করিবার যোগ্য (এ উক্তি সর্বথা মান্য)। স্ত্রী. **মান্যা**। **মান্যগণ্য**—ণ. সম্মানার্হ, সম্ভ্রান্ত। **মান্যবর**—ণ. অতিশয় মাননীয়, honourable. **মান্যবরেষু**—সম্মানিত ব্যক্তির নিকট পত্রের পাঠ। স্ত্রী. **মান্যবরাসু**। **মান্যমান**—[মান্+কর্মে শানচ্] ণ. পূজ্যমান ; মান্য।

মাপ—বি. পরিমাপ ; আয়তন ; ওজন (কাঠার মাপে একমণ ; মাপে ঠিক দশহাত ; চুড়ির মাপ নেওয়া হয়েছে)। [মা+ণিচ্+অ]। **মাপ-কাঠি**—পরিমাণ করিবার দণ্ড, মানদণ্ড, standard (সভ্যতার মাপকাঠি ; মনুষ্যত্বের মাপকাঠি)। **মাপজোখ**—মাপ, পরিমাণ। **মাপদার**—যে জিনিষপত্র মাপিয়া দেয়, কয়াল। **মাপসই,-সহি**—ণ. মাপ অনুযায়ী, ঠিক-ঠিক (ছোটও নয়, বড়ও নয়)।

মাপ—মাফ (দ্রঃ)।

মাপক—[মা+ণিচ্+ণক] ণ. পরিমাণ বা ওজন করে এমন। **মাপন**—বি. পরিমাপ, ওজন, measurement। **মাপনী**—বি. মানদণ্ড, পরিমাপক।

মাপা—ক্রি. পরিমাণ নির্ধারণ করা (ধান মাপা, জমি মাপা ; কাপড় মাপা) ; ণ. যাহা মাপা হইয়াছে ; পরিমিত। **মাপানো**—ক্রি., বি. পরিমাণ করানো ; ভাগ্যফলরূপে নির্দিষ্ট করানো (উপরওয়ালা আপনার ঘরে আমার দানাপানি মাপাননি, কেমন করে পাব ?) ।

মাফ, মাপ—[আ মু'আ'ফী] বি. মার্জনা, ক্ষমা (দোষ-ত্রুটি মাফ করা) ; অব্যাহতি, রেহাই (খাজনা মাফ করা ; ভিক্ষুককে মাফ করিতে বলা) ; বিনীত প্রতিবাদে (মাফ করবেন, আপনি একথা পূর্বে বলেননি) ।

মাফিক—[আ. মুওআফিক] ণ. অনুযায়ী, মতন ; উপযোগী (খেয়াল-মাফিক ; পছন্দ-মাফিক ; মর্জিমাফিক ; রুচিমাফিক) ।

মা-বাপ—বি. পিতামাতা ; (পিতামাতার মত) প্রতিপালনকারী, স্নেহশীল ও ক্ষমাশীল (গরীবের মা-বাপ ; হুজুর মা-বাপ, গরীবের প্রতি মেহের-বানি করুন) ।

মাভৈঃ—[সং] ভয় করিও না।

মামড়ি—ঘায়ের শুকনা খোসা। (পূর্বঙ্গে চুন্টি) ।

মামদো—[মহম্মদীয়] বি. মুসলমান ভূত (তুলনীয়, বেহ্মদত্যি বা ব্রহ্মদৈত্য) । (গ্রাম্য) ।

মামলৎ—[মামলা দ্রঃ ; আ. মুআ'মলাত্] বি. ব্যাপার ; উদ্দেশ্য, মতলব (মামলৎ হাসিল করা হয়েছে) । (গ্রাম্য) ।

মামলা—[আ. মুআ'মলা] বি. রাজদ্বারে অভিযোগ, মোকদ্দমা (মামলা-মোকদ্দমা) ; ব্যাপার, বিষয় (সঙ্গীন মামলা, দুই ঘড়ির মামলা) । **মামলাবাজ**—ণ. মামলা-মোকদ্দমায় আসক্ত, যে মামলা-মোকদ্দমার ফন্দি ভাল জানে ও সেইজন্য মোকদ্দমাপ্রিয়। (কথ্য. মামেলা) ।

মামা—[সং. মাম, মামক] বি. মাতুল। **মামাত**—ণ. মামা হইতে জাত (মামাত বোন ; মামাত ভাই) । **মামাশ্বশুর**—স্বামীর বা স্ত্রীর মাতুল। **মামার জয়**—জয় প্রতিপত্তি ইত্যাদি সবই নিজের দলের লোকেরই হোক—এই মনোভাব। স্ত্রী. **মামী**—মামার স্ত্রী, মাতুলানী। **মামী-শাশুড়ী**—স্বামীর বা স্ত্রীর মামী।

মামু—[হি. মামু] বি. মামা (মুসলমানদের মধ্যে অধিক প্রচলিত) । স্ত্রী. **মামী, মামানী**।

মামুর—[আ. মঅ'মুর] ণ. ভরপুর ; বস্তুতে বা লোকজনে পরিপূর্ণ।

মামুলী—[আ. মঅ'মূলী] ণ. প্রথা-অনুযায়ী, নিয়মমত ; সাধারণ প্রচলিত ; গতানুগতিক। **মামুলী আদায়**—প্রথা-অনুযায়ী আদায়, অর্থাৎ প্রথা-অনুযায়ী প্রজাদের নিকট হইতে খাজানার অতিরিক্ত যাহা আদায় করা হয়। **মামুলী ধরনের**—অতি সাধারণ, বৈশিষ্ট্য-হীন।

মায়—[আ. ম'এ] অব্য. সমেত, সহিত, পর্যন্ত (বাসস্থান মায় খোরপোষের ব্যবস্থা ; মনিব-ঠাকরুণ তো বটেই, মায় বাড়ীর বিড়ালটি পর্যন্ত) ।

মায়—(৭মী বিভক্ত্যন্ত) মাতা, মা (পূর্ববঙ্গে— মায় কান্দে. বাপে কান্দে) । [ময়না দ্রঃ ।

মায়না, মোয়ায়না—[আ. মুআ'য়্না]

মায়া—[মা + য + আপ্] বি. ইন্দ্রজাল, কুহক ; ছদ্মবেশ ; চাতুরী (মায়ার মায়া কে বুঝে জগতে—মধুসূদন) ; ব্রহ্মের অঘটনঘটনপটীয়সী শক্তি, সগুণ প্রকৃতি ; মোহ, অবিদ্যা (মায়াময় সংসার) ; মমতা, স্নেহ, স্নেহের আকর্ষণ (তবু মায়া তার ত্যাগ করা ভার, বড় পুরাতন ভৃত্য—রবি ; সংসারের মায়া কাটানো) ; দুর্গা ; লক্ষ্মী ; বুদ্ধের জননী ; ণ. কপট, মিথ্যা (মায়াকান্না) । **মায়া-কানন**—ইন্দ্রজালের প্রভাবে সৃষ্ট কানন। **মায়াকান্না**—অপরের করুণা উদ্রেক করিবার জন্য মিথ্যা করিয়া নিজের দুর্দশার কথা বলা ; কপট ক্রন্দন। **মায়াকার**—যাদুকর। **মায়া-গণ্ডী**—মন্ত্রপূত গণ্ডী। **মায়াজাল**—কুহকের জাল বা রাশি। **মায়াডোর**—স্নেহপাশ। **মায়াদণ্ড**—যাদুকরের দণ্ড, magic wand। **মায়াদ্যূত**—কপট পাশাখেলা। **মায়াপতি**—লক্ষ্মীপতি, বিষ্ণু। **মায়াপাশ**—মোহবন্ধন ; স্নেহের বন্ধন। **মায়াবচন**—কপট বচন। **মায়াবদ্ধ**—ণ. সংসারের মায়ায় আবদ্ধ, মোহান্ধ। **মায়াবাদ**—জগৎ মিথ্যা কেবল ব্রহ্ম সত্য—এই মত। **মায়াবাদী** (-দিন্) ণ. মায়াবাদে বিশ্বাসকারী। **মায়াবিদ্যা**—ভোজ-বাজী। **মায়াবী** (-বিন্)—বি. ঐন্দ্রজালিক, কুহকী ; ণ. শঠ, কপটাচারী ; মায়াবিশিষ্ট। **মায়াময়**—ণ ছলনাপূর্ণ ; মোহময়। **মায়া-মৃগ**—মৃগরূপধারী মারীচ রাক্ষস ; ছলনায় ভুলায় এমন কিছু। **মায়ামুক্ত**—ণ. মোহমুক্ত। **মায়ামোহ**—মায়া ও মোহ, অজ্ঞানান্ধকার। **মায়ারথ**—ইন্দ্রজাল দ্বারা সৃষ্ট বা চালিত রথ।

মায়াসীতা—মায়ার দ্বারা সৃষ্ট সীতার প্রতিমূর্তি। ণ. **মায়িক**—ঐন্দ্রজালিক, কপটাচারী; অলীক। **মায়ী** (-য়িন্)—ণ. মায়াবী, ঐন্দ্রজালিক।

মায়ূর—[ময়ূর+ষ্ণ] ণ. ময়ূর-সম্বন্ধীয় (মায়ূর মাংস); ময়ূরের আকৃতিযুক্ত; ময়ূরপুচ্ছের দ্বারা রচিত। **মায়ূরক**—সখের ময়ূর টিয়া প্রভৃতি সংগ্রহকারী; ময়ূরপুচ্ছের দ্বারা ব্যজনকারী। **মায়ূরিক**—ময়ূরশিকারী। **মায়ূরী**—অজলোম।

মার—[মৃ+অ] বি. মারণ, বধ (এই অর্থে বাংলায় সাধারণতঃ 'মারি,-রী' ব্যবহৃত হয়); কন্দর্প; বৌদ্ধশাস্ত্রোক্ত অসৎ-প্রবৃত্তিসমূহের প্রতিমূর্তি, শয়তান। **মারজিৎ**—মহাদেব; বুদ্ধদেব।

মার—বি. প্রহার, আঘাত, আক্রমণ (বেদম মার দিয়েছে; মারের মুখ); ক্ষতি, লোকসান (বহু টাকা মার গেছে); পরাভব; শাস্তি; বিনাশ (বিধাতার মার; সাবধানের মার নেই, মারেরও সাবধান নেই)। **মারকাট**—মারামারি ও কাটাকটি। **মারকাট, মেরে-কেটে**—ক্রি. ণ. মারিলে বা কাটিলেও ইহার বেশি হইবে না, ঊর্ধ্বপক্ষে (এর দাম মারকাট দশ টাকা হবে)। **মারকুটে**—ণ. প্রহার করা যাহার স্বভাব (কোন কোন অঞ্চলে মারখুতো বা মারখুঁতো বলা হয়)। **মার খাওয়া**—প্রহৃত হওয়া; লোকসান হওয়া (এ চালানে বেশ কিছু টাকা মার খেতে হবে—'মার যাবে'ও বলা হয়)। **মারখেকো**—ণ. মার খাওয়া যাহার অভ্যাস। **মার-খেঁচড়া**—ণ. মার খেয়ে যে শোধরায় না। **মারধর**—বি. নানাভাবে প্রহার। **মারপিট**—বি. পরস্পরকে প্রহার; মারামারি; দাঙ্গা। **মারপেঁচ**—বি. জটিলতা, ঘোরপ্যাঁচ (কথার মারপেঁচ)। **মারমার-কাটকাট**—মারামারি ও কাটাকাটি; অত্যন্ত কঠোর ব্যবহার, শাসানি ধমকানি প্রভৃতি (এত মারমার-কাটকাট করলে ছেলেদের মনের কি উন্নতি হতে পারে?)। **মারমুখো, মারমুখী**—ণ. প্রহার করিতে উদ্যত; প্রহার করিবে এমন ভাব বিশিষ্ট; অতিশয় অসহিষ্ণু (হঠাৎ এমন মারমুখো হয়ে উঠলে কেন?)। **মারমূর্তি**—বি. সংহারের দেবতার মূর্তি; ণ. মারমুখো। [বাজপাখী।

মারক—[সং.] ণ. বিনাশক; বি. মড়ক;

মারকত—[মরকত+ষ্ণ] ণ. মরকত-সম্বন্ধীয়; মরকততুল্য (মারকত দ্যুতি)।

মারকুরি—[ইং. mercury] পারদ; পারদ-ঘটিত ঔষধ। (গ্রাম্য)।

মারজিৎ—বি. বুদ্ধদেব; শিব। [মার-জি+ক্বিপ্]

মারণ—[মৃ+ণিচ্+অনট্] বি. হনন, বিনাশ; অভিচার-বিশেষ (মারণ-উচাটন)]

মারতুল, মারতোল—[হি. মারতৌল] বি. যাহা'র দ্বারা স্ক্রু আঁটা হয়, screw-driver।

মারফৎ—[আ. মঅ রফৎ] অব্য. গুজরৎ, হাত দিয়া, দ্বারা, সহায়তায় through, per (লোক-মারফৎ সংবাদ পাঠানো)। (সংক্ষেপে মাং)। **মারফৎ খোদ**—নিজের দ্বারা। **মারফৎ-দার**—যাহার হাত দিয়া কিছু দেওয়া বা পাঠানো হয়, প্রতিনিধি, agent. (মারেফাত দ্রঃ)।

মারবেল, মার্বেল, মার্বল—[ইং. marble] বি. মর্মর প্রস্তর (মার্বেল-খচিত প্রাসাদ; মার্বেল পাথরের টেবিল); ছোট ছেলেদের খেলিবার গুলি-বিশেষ (মার্বেল খেলা)।

মারসিয়া, মার্সিয়া—মর্সিয়া দ্রঃ।

মারহাট্টা—ণ.,বি. মহারাষ্ট্রের অধিবাসী; মারাঠা (মারহাট্টা সর্দার)।

মারা—ক্রি, বি. হত্যা করা; শিকার করা; ভোজনোৎসবে পশু বধ করা (বাঘ মারা; খাসি মারা); আঘাত করা, প্রহার করা (থাপ্পড় মারা, ঘুসি মারা, লাথি মারা; বাড়ি মারা); নিক্ষেপ করা, চালনা করা সবলে অথবা মজবুত করিয়া প্রয়োগ করা (পাথর মারা; পাখশাট মারা; হুইসেল মারা; কোদাল মারা; টিকিট মারা; বন্দুক মারা; দাঁড় মারা; হাত মারা; কামড় মারা; ধমক মারা); আঁটা, ঢুকানো, বসানো (পেরেক মারা); বুজানো (ফাঁক মারা); প্রদর্শন করা (ফুটানি মারা; চাল মারা); অবলম্বন করা, হওয়া (চুপ মারা); উপভোগ করা, ফূর্তি করা (মজা মারা; ইয়ারকি মারা); খুব খাওয়া (লুচিমাংস মারা); নষ্ট করা (হাঁড়ি মারা; বিষ মারা; জাত মারা; ভাত মারা); অবরুদ্ধ করা, রোধ করা, (পথ মারা); দেওয়া (তালি মারা; উঁকি মারা; হামাগুড়ি মারা; মুখ-ঝামটা মারা); অপহরণ করা, ঠকানো (পকেট মারা; দুশো টাকা মেরে দিয়েছে); ক্ষতিগ্রস্ত করানো (গরীবকে মেরে আর কি হবে?);

অন্যায়ভাবে লাভ করা বা আত্মসাৎ করা (এ বাজারে কে না মেরেছে ?) ; পোড়ানো, জরানো, নিস্তেজ করা (পারা মারা ; গাছের তেজ মারা ; ধুলা মারা) ; অতিক্রম করা, (এই সকাল বেলায় দুক্রোশ মেরে এলাম) ; জয় করা (সাত মুলুক মারা) ; পরিণত হওয়া (চল মারা ; চনা মারা ; দরকচা মারা) ; শুষ্ক করা (খোল মারা) ; মেরামত করা, সুব্যবস্থিত করা (মটকা মারা ; কাজের মুড়ো মারা) ; ণ. যাহাকে মারা গিয়াছে, নিহত (মারা মাছ ; মারা পড়া) ; যে মারে, আঘাতকারী বা হন্তা (লাঠি-মারা, মাছি-মারা কেরাণী) ; শিকারী (পাখীমারা ; শিয়ালমারা) ; আঁটা, লাগানো (তালামারা বাক্স) ; চিহ্নিত, সংযুক্ত (সিলমারা প্যাকেট ; মার্কামারা লোক) ; পরাভবকারী (গুরুমারা বিদ্যে, চেলা)। **মারাধরা**—প্রহারাদি করা। **মারা পড়া**—মৃত্যুমুখে পতিত হওয়া ; নষ্ট হওয়া ; অতিশয় বিপন্ন বা ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া (মাঝখান থেকে গরীব বেচারা মারা পড়বে)। **মারামারি**—বি. পরস্পরকে প্রহার, মারপিট ; বিষম প্রতিযোগিতা। **মারা যাওয়া**—মারা পড়া। **মাঠে মারা যাওয়া**—মাঠ দ্রঃ। **পেট মারা**—খাদ্যের ব্যাপারে কার্পণ্য করা (পেট মেরে বাণিজ্য)। **পেটেমারা, ভাতে মারা**—কম খাইতে দেওয়া অথবা খাইতে না দেওয়া ; জীবিকা নষ্ট করা (হাতে মেরে না ভাতে মারা)। **মার্কা মারা**—মার্কা দ্রঃ। **মুখ মারা**—মুখ দ্রঃ। **হাত মারা**—হাত দিয়া ভাল করিয়া ধরা বা পরিপাটি করা। **হুঁকা মারা**—হুঁকা দ্রঃ।

মারাঠা—মারাঠা দ্রঃ। **মারাঠী**—মহারাষ্ট্রের ভাষা বা লোক। [কর ; প্রাণনাশক।

মারাত্মক—[বহুব্রী.] ণ. সাংঘাতিক ; সমূহ ক্ষতি-

মারি—বি. মার, প্রহার ; আঘাত ; ক্ষতি। (প্রাচীন বাং)।

মারি,-রী—[মৃ+ণিচ্+ই,+ঈপ্] বি. মড়ক, প্লেগ কলেরা বসন্ত প্রভৃতি লোকক্ষয়কর উৎপাত (মারী নিয়ে ঘর করি—সত্যেন্দ্রনাথ)। **মারী-গুটিকা**—বসন্তের গুটি। [কৃত (মারিত স্বর্ণ)।

মারিত—[মৃ+ণিচ্+ক্ত] ণ. বিনাশিত ; ভস্মী-

মারী (-রিন্)—[সং] ণ. বিনাশক (শতমারী হলে তবে সে বৈদ্য)। স্ত্রী. **মারিণী** (মহিষাসুর-মারিণী)।

মারীচ—[মরীচি+অ] বি. মরীচির সন্তান ; রামায়ণ-বর্ণিত রাক্ষস-বিশেষ ; রাজহস্তী।

মারুত—[মরুৎ+ক] বি. বায়ু, পবন (মুখ-মারুত)। **মারুতব্রত**—মারুতের মত সর্বত্র যাঁহার গতি, চরের সাহায্যে সব জায়গার খবর যিনি রাখেন (রাজা)। **মারুতাত্মজ**—হনুমান্ ; ভীম। **মারুতায়ন**—জানালা। **মারুতাশন**—বায়ুভক্ষক সর্প। **মারুতি**—পবননন্দন হনুমান্।

মারেফাত, মারফত—[আ, মঅ'রফৎ] বি. তত্ত্বজ্ঞান, মরমী সাধনা। **মারফতী গান**—পরমতত্ত্ব-বিষয়ক গান, মরমী গান ; বাউল প্রভৃতির গান।

মারোয়া—বি. রাগিণী-বিশেষ।

মারোয়াড়ী—মাড়োয়ারী (দ্রঃ)।

মার্কণ্ড, মার্কণ্ডেয়—[মৃকণ্ড+অ, ঢেয়] বি. কল্পান্তজীবী মুনিবিশেষ (মার্কণ্ডেয় পুরাণ)। **মার্কণ্ডেয় চণ্ডী**—মার্কণ্ডেয়-পুরাণান্তর্গত দেবী-মাহাত্ম্যসূচক বিখ্যাত গ্রন্থাংশ (সংক্ষেপে : চণ্ডী)। **মার্কণ্ডেয়প্রমাই**—(মার্কণ্ডেয় মুনির ন্যায়) দীর্ঘজীবন (ব্যঙ্গার্থে)।

মার্কা—[পো. marca] বি. বিশেষ চিহ্ন বা ছাপ। **মার্কামারা**—ণ. বিশেষভাবে চিহ্নিত (এটা যে তোমার, তা কি মার্কামারা আছে ?) ; কুখ্যাত, দাগী (মার্কামারা ছেলে, চোর)।

মার্কিন—[ই. American] বি. ণ. আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র (মার্কিন মুলুক ; মার্কিন সভ্যতা) ; আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের অধিবাসী ; মোটা সুতার কাপড়বিশেষ।

মার্কেট—[ইং. market] বি. বাজার, পণ্য বিক্রয়ের স্থান (নিউ মার্কেট)।

মার্গ—[মার্গ্ (গমন করা)+অ ; মৃগ+অ] বি. পথ ; রাস্তা ; উপায় ; সাধনের পথ বা পদ্ধতি (যোগমার্গ) ; কস্তুরী ; গুহ্যদ্বার ; ণ. মৃগ-সম্বন্ধীয় (মার্গমাংস)। **মার্গক**—অগ্রহায়ণ মাস। **মার্গণ**—বি. অন্বেষণ ; প্রণয় ; প্রার্থনা ; বাণ। **মার্গবিদ্যা**—গীতবাদ্যাদির প্রাচীন পদ্ধতি। **মার্গসঙ্গীত**—শাস্ত্রীয় পদ্ধতির সঙ্গীত, classical music. **মার্গশির, মার্গশীর্ষ**—[মৃগশিরঃ+অ, মৃগশীর্ষ+অ] অগ্রহায়ণ মাস। **মার্গসঙ্গীত**—প্রাচীন শাস্ত্রসম্মত সঙ্গীত। **মার্গিক**—হরিণশিকারী, ব্যাধ ; পথিক। ণ.

মার্গিত—ণ. অন্বিষ্ট ; গবেষিত। **মার্গী** (-র্গিন্) —ণ. পথনির্দেশকারী ; বি. নায়ক। **মার্গ্য**— [মার্গ্ +য] ণ. অন্বেষণীয়, গবেষণীয় ; [মৃজ্— পরিষ্কার করা+য] মার্জনীয়, মাজিবার যোগ্য।

মার্চ—[ই. March] ইংরেজী বৎসরের তৃতীয় মাস ; সৈন্য প্রভৃতির শৃঙ্খলার সহিত অগ্রগমন (ভলান্টিয়ার দলের মার্চ সুরু হবে)।

মার্জক—[মার্জি+ণক] ণ. মাজিত করে অথবা সুসংস্কৃত করে এমন (গাত্রমার্জক, কেশমার্জক)। **মার্জন**—বি. পরিষ্করণ, শোধন, ঘষিয়া পরিষ্কার করা, পোঁছা (গৃহ মার্জন ; দেহ মার্জন ; অশ্রু মার্জন)। **মার্জনা**—মার্জন, মাজা, মলা ; ক্ষমা (মার্জনা তোমার গর্জমান বজ্রাগ্নিশিখায়— রবি)। **মার্জনী**—যাহা মার্জন করে, সম্মার্জনী, ঝাড়ু (কেশ-মার্জনী—ব্রুশ ; গৃহমার্জনী—ঝাঁটা)। **মার্জনীয়**—ণ. শোধনীয় ; ক্ষন্তব্য।

মার্জার—(যে চাটিয়া গা পরিষ্কার করে) বি. বিড়াল ; রাংচিতা। [সং]। **মার্জারকণ্ঠ**— ময়ূর। স্ত্রী. **মার্জারী**।

মার্জিত—[মৃজ্ (পরিষ্কার করা)+ণিচ্+ক্ত] ণ. প্রক্ষালিত, পরিষ্কৃত ; সংস্কারকৃত, দোষমুক্ত ; সভ্য ; উৎকর্ষপ্রাপ্ত। **মার্জিত-বুদ্ধি**— ণ. সুশিক্ষিত, তীক্ষ্ণবুদ্ধি। **মার্জিত-রুচি**—ণ. পরিচ্ছন্ন বা সভ্য রুচি যাহার। স্ত্রী. **মার্জিতা** —শর্করা ঘৃতাদিমিশ্রিত ও কর্পূরাদি-বাসিত সুখাদ্য-বিশেষ।

মার্তণ্ড—[মৃতণ্ড+অ] বি. সূর্য (পৌরাণিক উপাখ্যানমতে মৃত অণ্ড হইতে জাত) ; শূকর ; আকন্দ গাছ।

মার্দব—[মৃদু+ষ্ণ] বি. মৃদুতা ; কোমলতা ; পরদুঃখকারতা ; বর্ণসঙ্কর জাতি-বিশেষ।

মার্বল—মারবেল দ্রঃ।

মাল—[সং] উঁচু স্থান (মালভূমি) ; মেদিনীপুর অঞ্চলের মালভূমি ; [মল+অ] অসভ্য জাতি-বিশেষ (ইহারা সাপ ধরিতে পটু) ; [মল্ল] কুস্তিগীর, বাহুযোদ্ধা (মালের মত তাল ঠুকে দাঁড়ালো)। **মালবৈদ্য**—সাপের ওঝা। **মালভূমি**—উচ্চ সমতল ভূমি, plateau.

মাল—[আ. মাল]বি. বস্তু, দ্রব্য goods জিনিসপত্র (মালগাড়ী) ; ধন-সম্পত্তি (মালদার) ; উপকরণ (মালমশলা) ; পণ্যদ্রব্য (আমদানী ও রপ্তানীর মাল ; কাঁচা মাল) ; খাজনা (মালগুজারি) ; যে জমির খাজনা কালেক্টারিতে দিতে হয় ; (অশিষ্ট) নারী ; মদ্য (পাকি মাল ; খুব মাল টেনেছে) ; **মালআদালত**—রাজস্ব-সংক্রান্ত আদালত। **মাল আমাওয়াল**—মৃত ব্যক্তির সম্পত্তি। **মালামাল**—সম্পত্তি, স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি। **মাল কাটা**—পণ্য বিক্রয় হওয়া। **মাল-খাজানা**—মাল-জমির খাজনা। **মালখানা**—যেখানে খাজনা জমা করা হয়, খাজনাখানা, ট্রেজারি। **মালগাড়ী**—মালবাহী রেলগাড়ী, goods train. **মালগুজার**—যে কালেক্টারিতে জমির খাজনা দেয়, জমিদার। **মালগুজারি**—খাজনা, রাজস্ব। **মাল-গুদাম**—যেখানে মাল মজুত বা গুদামজাত করা হয়। **মালজমি**—যে জমির খাজনা কালেক্টারিতে জমা দিতে হয় (বিপ. লাখেরাজ, ব্রহ্মোত্তর)। **মাল-জামিন**—মাল বা টাকা-পয়সার সুরক্ষণ সম্বন্ধে জামিন (ব্যক্তি বা সম্পত্তি)। **মালদার**—ণ. সম্পত্তিশালী, ধনী, বিত্তবান্। **মালমশলা**—উপকরণ। **মালমাত্তা**—ধনসম্পত্তি।

মালকোঁচা—[মল্লকচ্ছ] ধুতি পরার পদ্ধতি-বিশেষ, ইহাতে সম্মুখের কোঁচা দুই পায়ের ফাঁক দিয়া লইয়া পিছনে গোঁজা হয়।

মালকোশ, মালকোষ, -ষ—বি. রাগ-বিশেষ।

মালঝাঁপ—বি. ত্রিপদী ছন্দোবিশেষ (যথা : গুণহীন চিরদিন পরাধীন রয়)।

মালঞ্চ—[সং. মালামঞ্চ] বি. পুষ্পোদ্যান (আমি তব মালঞ্চের হব মালাকর—রবি)।

মালতী—[সং.] জাতী পুষ্প, চামেলী (বাংলায় অন্য একটি ফুলকেও মালতী বলে) ; ছন্দোবিশেষ ; জ্যোৎস্না। **মালতী-পত্রিকা**—জৈত্রী।

মালপুয়া,-পোয়া—বি. পিষ্টক বিশেষ, মালপো।

মালব—বি. মধ্য-ভারতের দেশ-বিশেষ ; রাগ-বিশেষ। [table-land। [সং]

মালভূমি—বি. উচ্চ সমতল ভূমি, plateau,

মালয়—[মলয়+ষ্ণ] ণ. মলয়-পর্বত-সম্বন্ধীয় বা তাহা হইতে উৎপন্ন ; বি. চন্দন-তরু ; দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার দেশ বিঃ।

মালশাট,-সাট—বি. মালকোঁচা ; কুস্তিতে মল্লের তাল ঠোকা বা হুঙ্কার। [মল্ল]

মালশ্রী—বি. রাগিণী-বিশেষ।

মালসা—বি. মাটির বড় সরা। **মালসা-ভোগ**—বৈষ্ণবদের মহোৎসবে চিড়া দিয়া প্রস্তুত ভোগবিশেষ (মালসায় প্রস্তুত করা হয়)।

মালসী—বি. পুষ্প-বিশেষ ; শ্যামাসঙ্গীত-বিশেষ ; আইন-সভার সদস্য, M.L.C. (বিদ্রূপে)।

মালা—[মা+লা+অ+আপ্] বি. মাল্য (ফুল-মালা); শ্রেণী, সমূহ (মেঘমালা); হার (মুক্তামালা); জপমালা (রুদ্রাক্ষের মালা)। **মালাকর,-কার**—মাল্য-নির্মাতা ও বিক্রেতা ; জাতি-বিশেষ। **মালা-চন্দন**—অভ্যর্থনায় ব্যবহৃত মাল্য ও চন্দন। **মালা জপা**—জপের মালার দানা গণিয়া গণিয়া নাম জপ করা (বিদ্রূপে—**মালা ঠক্ ঠক্ করা**)। **মালাবদল করা**—বরকন্যার পরস্পরের গলায় নিজের মালা পরানো ; মালা-বদলের সাহায্যে গান্ধর্ব-বিবাহ সম্পাদন। **গলার মালা**—(গলার মালার মত) পরম প্রিয় কিছু।

মালা—[সং. মালক] বি. নারিকেলের খোলের অর্ধভাগ ; [সং. মাল] জাতি-বিশেষ ।

মালাই—[ফা. বালাই] বি. দুধের সর। **মালাইবরফ**—বরফে জমানো দুধ।

মালাই-চাকি—[মাল-চক্রক] বি. হাঁটুর উপরকার গোলাকার অস্থিখণ্ড, knee-pan।

মালাবার—বি. দক্ষিণ ভারতের দেশ-বিশেষ।

মালামত—[আ.] বি. তিরস্কার (তাকে আচ্ছা করে মালামত করা হয়েছে)।

মালিক, মালেক—[আ. মালিক] বি. প্রভু, কর্তা, জমিদার (মালিকের খাজনা) ; অধিকারী, owner ; সর্বময় প্রভু, ঈশ্বর (দিন-দুনিয়ার মালিক)। **মালিকানা**—ণ. মালিকের প্রাপ্য বা ভোগ্য (মালিকানা স্বত্ব) ; বি. সরকারকর্তৃক দখল করা জমির মালিক যে ক্ষতিপূরণ পায়। **মালিকী স্বত্ব**—পূর্ণাঙ্গ অধিস্বামিত্ব, নির্ব্যূঢ় স্বত্ব, absolute right। **মালেকুল-মউত** যে ফেরেশ্‌তা জীবের প্রাণ হরণ করে, যম, আজরাইল।

মালিক—[মালা+ফিক] বি. মাল্য-নির্মাতা ; মালাকার জাতি। **মালিকা**—[মালা+ক+আপ্] মালা ; হার ; মল্লিকা ফুল ; সুরা। **মালিনী**—মালীর স্ত্রী ; মাল্যবিক্রেত্রী ; দুর্গা ; মন্দাকিনী ; নদীবিশেষ ; ছন্দো-বিশেষ ; ণ. মালাশোভিতা (নৃমুণ্ডমালিনী)।

মালিন্য—[মলিন+য] বি. মলিনতা, কালিমা ; বিবর্ণতা ; অপ্রসন্নতা।

মালিম—[আ. মুঅ'ল্লিম—শিক্ষক] বি. জাহাজের পরিচালক, pilot।

মালিয়াৎ—বি. মাল-সমূহ ; মালমাত্তা, ধন-সম্পদ।

মালিশ,-স—[ফা. মালিশ] বি. মর্দন, massage ; মালিশ করার ঔষধ (ডাক্তার মিকশ্চার আর মালিশ দিয়েছে)।

মালী (-লিন্)—বি. মালাকার, পুষ্পমালোর ব্যবসায়ী ; মালারূপে ধারণকারী, মাল্যধারী (সমুদ্রমালিনী পৃথ্বী ; বনমালী ; অংশুমালী) ; (বাং) বি. বাগানের কাজে নিযুক্ত ভৃত্য, উদ্যানপাল। [মাল+ইন্]। স্ত্রী. **মালিনী**।

মালুম—[আ. মালু'ম—জ্ঞাত] ; অনুভব, বোধ ; টের ; অবধারণ। **মালুম করা**—অনুভব করা, বুঝিতে পারা ; **মালুম হওয়া**—অনুভূত হওয়া, বোধগম্য হওয়া। **মালুম কাঠ,-কাষ্ঠ**—নৌকার বা জাহাজের মাস্তুল (যাহা বহুদূর হইতে দৃষ্টিগোচর হয়)।

মালেকুল্ মউত—মালিক দ্রঃ।

মালো—[সং. মাল] বি. জেলে।

মালোপমা—বি. কাব্যালঙ্কার-বিশেষ, এক উপমেয়ের বহু উপমান প্রয়োগ। [মাল+উপমা]

মাল্য—[মালা+য] বি. ফুলের মালা (মস্তকে বা কণ্ঠে ধারণীয়)।

মাল্যবান্ (-বৎ)—[সং.] বি. রামায়ণে উক্ত পর্বত-বিশেষ ; রাক্ষস-বিশেষ ; ণ. মাল্যশোভিত। স্ত্রী. **মাল্যবতী**।

মাল্লা—[আ. মল্লাহ্] বি. নাবিক ; মাঝি ভিন্ন অন্যান্য নাবিক ('কাণ্ডারী এ তরীর পাকা মাঝিমাল্লা—নজরুল)

মাশুক—[আ. মাশু'ক'] বি. প্রেমপাত্রী, প্রেমাস্পদা (আশেক-মাশুক—প্রেমিক ও প্রেমাস্পদ)।

মাশুল—[আ মহ্'সূ'ল] বি. শুল্ক ; ভাড়া (রেলের মাশুল) ; জিনিষপত্র পাঠাইতে যে খরচ দিতে হয় (ডাক-মাশুল)।

মাশুল—[আ. মশ্‌হুর] ণ. নামজাদা (নিন্দার্থক —মাশুল-চোর ; মাশুলদাগী)। (গ্রাম্য)।

মাষ—[সং.] বি. মাষকলাই। **মাষক**—পাঁচ রতি। **মাষভক্ত বলি**—মাষকলাই দধি ও তণ্ডুল-মিশ্রিত পূজার ভোগ। **মাষবর্ধক**—স্বর্ণকার। **মাষসূপ**—মাষকলাইয়ের যুষ।

মাষা,-সা—বি. পরিমাণ-বিশেষ, আট রতি পরিমাণ (দশ রতিতেও মাষা ধরা হয়)।

মাষ্টার, মাস্টার—[ইং. master] বি. বিদ্যালয়ের শিক্ষক ; (বিশেষতঃ ইংরেজী-জানা শিক্ষক) ; (অন্য শব্দের যোগে) অধ্যক্ষ (পোষ্ট-মাষ্টার ; ষ্টেশন-মাষ্টার ; মোশন-মাষ্টার)। বি. **মাষ্টারি, -স্টা-** —শিক্ষকতা। **মাষ্টারগিরি**—শিক্ষকতা ; নির্দেশকের কাজ (কিঞ্চিৎ অবজ্ঞার্থক)। ণ. **মাষ্টারী,-স্টা-**।

মাস—[মাস্ (চন্দ্র) + অ ; মস্ (পরিমাণ করা) + অ—যাহার দ্বারা কালের পরিমাণ করা হয়] বি. বৎসরের ১২ ভাগের এক ভাগ (চান্দ্র, সাবন, সৌর নাক্ষত্র—এই চারি প্রকারের মাস)। **মাস-ওয়ারী**—ণ. মাস অনুসারে, মাসিক। **মাসকাবার**—মাসের শেষ দিন। **মাসকাবারী**—ণ. মাসের শেষে যাহা করা হয় (মাসকাবারী হিসাব)। **মাসদেয়**—ণ. এক মাসে যাহা পরিশোধ করিতে হইবে (ঋণ)। **মাস বৃদ্ধি**—মলমাস। **মাসমাহিনা**—একমাসের বেতন। [(মাসশাশুড়ী)।

মাস—মাংস (হাড়-মাস—কথ্য) ; মাসী-র সংক্ষেপ

মাসকিয়া, মাসকে—ণ. মাসিক, প্রত্যেক মাসে করণীয় বা দেয়। **মাসড়া,-রা, মাসহরা, -হরা**—[আ. মুশাহরা] বি. মাসিক বৃত্তি ; মাসিক মাহিনা।

মাসতুত,-তুতা,-তুতো—ণ. মাসী হইতে জাত (মাসতুত ভাই)। **মাসশাশুড়ী**—বি. শাশুড়ীর ভগিনী। পুং. **মাসশ্বশুর**।

মাসান্ত—বি. অমাবস্যা ; সংক্রান্তি। [মাস+অন্ত]

মাসিক—বি. প্রতি মাসে কর্তব্য বা দেয় (মাসিক বৃত্তি, মাসিক শ্রাদ্ধ) ; প্রতি মাসে যাহা ঘটে ; বি. স্ত্রী-ঋতু। [মাস+ইক]। **মাসিক পত্রিকা**—প্রতি মাসে যে পত্রিকা বাহির হয়।

মাসী, মাসি—[সং. মাতৃষসা] বি. মাতার ভগিনী। পুং. মেসো।

মাসোহারা,-স- —মাসড়া দ্রঃ।

মাস্টার—মাষ্টার দ্রঃ।

মাস্তল—[ই. mast] নৌকা প্রভৃতিতে পাল খাটাইবার খাড়া বাঁশ বা কাঠ।

মাস্তা—ণ. মাস-সম্পর্কিত (বারমাস্তা)।

মাহ—[ব্রজবুলি] বি. মাস (মাহ ভাদর) ; [সং. মধ্য] অব্য. মাঝে, মধ্যে। **মাহওয়ারী মাহা-**—ণ. মাস অনুসারে, মাসিক।

মাহা—[ফা. মাহ্] বি. মাস।

মাহাজনিক—[মহাজন+ফিক] ণ. মহাজন সম্বন্ধীয়।

মাহাতাব—[ফা. মহ্‌তাব] বি. চন্দ্র (আফতাব-মাহাতাব—সূর্য-চন্দ্র) ; আতসবাজি-বিশেষ (মাহাতাবের রোশনাই)।

মাহাত্ম্য—[মহাত্মন্+ষ্ণ্য] বি. মহত্ব, মহিমা ; গৌরব (মাহাত্ম্য-কথা) ; অলৌকিক শক্তি (তীর্থ-মাহাত্ম্য) ; প্রভাব (কাল-মাহাত্ম্য)।

মাহাতি, -ন্তি—উপাধি-বিশেষ (শিখী মাহাতি)।

মাহিনা. মাহিয়ানা—[ফা.] বি. মাইনে, মাসিক বেতন।

মাহিষ—ণ. মহিষের, ভঁয়সা। [মহিষ+অ]। **মাহিষিক**—মহিষ-পালক ; ব্যভিচারিণী স্ত্রীর ধনে পালিত স্বামী। **মাহিষেয়**—মহিষীর অর্থাৎ পাটরাণীর পুত্র। **মাহিষ্য**—হিন্দু জাতি-বিশেষ—পশু-পালন (বর্তমানে কৃষি) ইহাদের বৃত্তি ; মহিষ-সম্বন্ধীয়। **মাহিষ্য দ্রব্য**—মহিষ-দুগ্ধ-জাত খাদ্যদ্রব্য। [বিশেষ।

মাহিষ্মতী—বি. নর্মদা-তীরের প্রাচীন নগরী-

মাহুত—[সং. মহামাত্র] বি. হস্তী-চালক। **মাহুতী**—গজারোহী সৈন্য।

মাহেন্দ্র—ণ. ইন্দ্র-সম্বন্ধীয় (মাহেন্দ্র ধনু)। [মহেন্দ্র+অ]। **মাহেন্দ্রক্ষণ**—(জ্যোতিষে) শুভক্ষণ বিশেষ। স্ত্রী. **মাহেন্দ্রী**—ইন্দ্রাণী ; গবী ; পূর্বদিক্।

মাহেশ—ণ.শৈব ; বি. শৈব ; মহেশকৃত ব্যাকরণ। [মহেশ+অ]। স্ত্রী. **মাহেশী**—দুর্গা।

মাহেশ্বর—ণ. শিবোপাসক। [মহেশ্বর+অ]। স্ত্রী. **মাহেশ্বরী**—দুর্গা ; মাতৃকা-বিশেষ।

মিউজিয়ম—[ইং. Museum] বি. জাদুঘর।

মিউনিসিপালিটি—[ইং. Municipality] বি. স্বায়ত্তশাসনযুক্ত পৌর-শাসন-প্রতিষ্ঠান।

মিউমিউ—অব্য. বিড়ালের ডাক।

মিঃ—মিষ্টার-এর সংক্ষেপ, মহাশয়।

মিকাডো—বি. জাপানের সম্রাটের উপাধি।

মিছরি, মিসরি—[সং. মৎস্তণ্ডী] বি. স্ফটিকাকার চিনি (মিছরির সরবৎ)। **মিছরির ছুরি**—মিছরির মত মিঠা কিন্তু ছুরির মত প্রাণঘাতী মন্তব্যাদি ; মুখে মিষ্ট কিন্তু অন্তরে বিষ।

মিছা, মিছে—ণ. মিথ্যা, অসত্য (মিছে কথা) ; অসার, বৃথা (মিছা এ সংসার) ; বি. মিথ্যাকথা। —ক্রি. ণ. অকারণ, অনর্থক, অসার্থকভাবে। **মিছামিছি**—ক্রি. ণ. অনর্থক, বিনাকারণে ; বৃথা।

মিছিল, মিসিল—[আ. মিথ'ল্] বি, ণ. মোকদ্দমার কাগজপত্র ; ক্রমবদ্ধ (সব ব্যাপার বে-মিছিল হয়ে রয়েছে) ; শোভাযাত্রা, procession (জন্মাষ্টমীর মিছিল ; মহরমের মিছিল)। **মিসিল তোলা**—বইর ফর্মা ক্রমবদ্ধ ভাবে গুছানো।

মিজরাব, মিজরাপ—[আ. মিদ্'রাব] বি. সেতার বাজাইবার সময় অঙ্গুলির অগ্রভাগে যে তারের বেষ্টনী পরা হয়।

মিজান—[আ. মীযান] বি. মানদণ্ড, মাপ ; যোগফল, একুন, sum-total (মিজান দেওয়া বা করা—একুন করা)।

মিঞা, মিয়ঁা, মিয়া—[ফা. মিয়ঁা—মনিব] বি. মহাশয়, বাবু Mr. প্রভৃতির প্রতিশব্দ (মুসলমান ভদ্রলোকের নামের পূর্বে বা পরে ব্যবহৃত—মিঞা তানসেন, ফজলু মিঞা) ; স্বামী (মিঞা বিবি) ; মনিব ; মোড়ল, সম্মানিত ব্যক্তি (আপন টোপর লৈয়া বসিল গাঁয়ের মিয়া—কবিকঙ্কণ ; বড় মিঞা ; মেজ মিঞা) ; পূর্ববঙ্গে মুসলমানের সাধারণ সম্বোধন (কই যাইছ মিয়া ? ; মিয়া না মশয়—মুসলমান না হিন্দু) ; মিঞা তানসেন (মিঞা-কী-তোড়ী, মিঞা-কী-মল্লার—তানসেন রচিত দুইটি নূতন রাগিণী। **মিঞাজী**—গুরুমহাশয়।

মিট—বি বিবাদের নিষ্পত্তি, মীমাংসা, আপোষ (মিট করা)। **মিটমাট**—বি বিবাদের পূর্ণ মীমাংসা, নিষ্পত্তি ; আপোষ, রফা।

মিটমিট—অব্য. মুদিতপ্রায় ভাব, অল্প উন্মীলন বা প্রকাশ (চোখ দুটি মিটমিট করছে ; প্রদীপ মিটমিট করছে)। **মিটিমিটি**—(আদরে, বিদ্রূপে ও কাব্যে ব্যবহৃত)। ণ.**মিটমিটে**—চঞ্চল ও অনুজ্জ্বল (মিটমিটে প্রদীপ)। **মিটমিটে ডাইন বা শয়তান**—যাহার শয়তানী বা কু-মতলব বাহিরে স্পষ্ট হইয়া প্রকাশ পায় না, ভিজে বেরাল। **মিটমিটানো**—ক্রি. মিটমিট করা। **মিটির মিটির**—মিটমিট (অবজ্ঞায় ও বিদ্রূপে)।

মিটা, মেটা—ক্রি. নিষ্পত্তি হওয়া, শেষ হওয়া, চুকিয়া যাওয়া (বিবাদ মেটা ; হিসাব মেটা) ; ঘুচা, অন্তর্হিত হওয়া, অবসান হওয়া ('মিটিল সন্দেহ') ; তৃপ্ত হওয়া, প্রশমিত হওয়া ('সাধ না মিটিল, আশা না পুরিল' ; দুধের সাধ ঘোলে মেটা ; রাগ মেটা) ; মুছিয়া যাওয়া, নিশ্চিহ্ন হওয়া (দাগ মিটে গেছে ; মরে মিটে গেছে)। **মিটন**—মিটিয়া যাওয়া, নিষ্পত্তি।

মিটানো, মেটানো—ক্রি. নিষ্পত্তি করা ; তৃপ্ত করা ; চুকাইয়া দেওয়া, মুছিয়া ফেলা (বিবাদ মিটানো ; সংগ্রাম-সাধ অবশ্য মিটাব—মধুসূদন)।

মিঠ—ণ. মিষ্ট, মধুর (ব্রজবুলি)।

মিঠা, মিঠে—ণ. মিষ্ট, মধুর, প্রিয় (মুকতি চেয়ে বাঁধন মিঠা মায়ের মায়া-ফাঁদে—রবি), শ্রুতি-সুখকর (মিঠা আওয়াজ) ; লোনা নহে, স্বাদু (মিঠা পানি ; মিঠা কোরমা) ; মৃদু, নিস্তেজ (মিঠা জ্বাল ; মিঠে নেশা, মিঠা বিষ), চিনি-মিশ্রিত (মিঠা পোলাও)। **মিঠা-কড়া বা মিঠে কড়া**—ণ. একই সঙ্গে মধুর অথচ ঝাঁঝালো (তামাক) ; ভব্য অথচ কঠোর (মন্তব্য)। **মিঠাকুমড়া**—সাধারণ বড় কুমড়া। **মিঠা নেবু**—কম অম্ল নেবু-বিশেষ। **মিঠা পান**—কিছু মিষ্টস্বাদযুক্ত পান-বিশেষ।

মিঠাই, মেঠাই—বি. মিষ্টান্ন, মিষ্টদ্রব্য ; নাড়ু-বিশেষ। **মিঠাইওয়ালা,-কর**—মিঠাই প্রস্তুত-কারক ও বিক্রেতা।

মিঠানি—বি মিষ্টস্বাদ, মিষ্টত্ব ; মিঠা কথা, ছলাকলা (প্রাচীন বাংলা)। **মিঠি**—মিষ্ট (ব্রজবুলি)।

মিডিয়াম—[ইং. medium] বি. প্রেতাত্মার আবির্ভাব যাহার উপর হয় এমন ব্যক্তি (মিডি-য়মের মুখে প্রেতাত্মার উক্তি)।

মিড়—মীড় দ্রঃ।

মিত—[মা (পরিমাণ করা) + ক্ত] পরিমিত, অল্প। **মিতব্যয়**—অল্প খরচ। **মিতব্যয়ী** (-য়িন্)—ণ যে বেশী খরচ করে না। **মিতবাক্, মিতভাষী** (-ষিন্)—ণ. অল্পকথা বলে যে, সংযতভাষী। স্ত্রী. **মিতভাষিণী**। **মিতভুক্** (-জ্),**-ভোজী** (-জিন্), **মিতাহারী** (-রিন্) —যে অল্প খায়। **মিতহাসিনী**—স্ত্রী. মৃদুহাসিনী।

মিত—[সং. মিত্র] বি. মিত্র, বন্ধু (সুত-মিত-রমণীসমাজে—বিদ্যাপতি)। (পদ্যে)। **মিতবর**

—নিতবর। **মিতকন্যা**—বিবাহিতা কন্যার শ্বশুর-গৃহে গমন-কালে যে সখী সঙ্গে যায় বা যাইত। **মিতা,-তে**—মিত্র, সখা, বন্ধু ; ইয়ার। স্ত্রী. **মিতিন,-নী**।

মিতাক্ষরা—বিজ্ঞানেশ্বর রচিত হিন্দু উত্তরাধিকার সম্বন্ধীয় স্মৃতি শাস্ত্র বিশেষ (বাঙালী ভিন্ন অন্য হিন্দুরা মানে। দায়ভাগ দ্রঃ)।

মিতাচার—বি. সংযম। ণ. **মিতাচারী** (-রিন্) —সংযমী। স্ত্রী. **মিতাচারিণী**। [সং.]

মিতার্থ—বি. অল্পভাষী কার্য-নির্বাহক দূত। [সং]

মিতা'লি,-লী—বি বন্ধুতা, দহরম-মহরম। [বাং মিতা + আলি]।

মিতাশন—[মিত + অশন] বি অল্প খাওয়া ; ণ. অল্পভোজী। **মিতাশী** (-শিন্)—ণ. অল্পভোজী। **মিতাহার**—বি. পরিমিত ভোজন ; ণ স্বল্প-ভোজী।

মিতি—[মা + ক্তি] বি. পরিমাণ ; জ্ঞান।

মিত্র, মিত্তর—[মিদ্ (স্নেহ করা) + ত্র অথবা মী (গমন করা, জানা) + ইত্র—যে সকল জানে, অথবা মি (ক্ষেপণ করা) + ত্র] বি. মিতা, বন্ধু, সখা, সুহৃদ্ ; সপক্ষ, সাহায্যকারী (মিত্ররাজ্য ; মিত্রশক্তি) ; তপন, রবি, সূর্য ; বাঙালী কুলীন কায়স্থের পদবী বিশেষ, মিত্তির। বি. **মিত্রতা, মৈত্র, মৈত্রী** বন্ধুত্ব, সৌহার্দ্য। স্ত্রী. **মিত্রা**—মিতিন ; সুমিত্রা (লক্ষ্মণ-জননী)। **মিত্রকরণ**—বন্ধুত্ব করা। **মিত্রঘাতী** (-তিন্), **মিত্রঘ্ন, মিত্রহা** (-হন্)—ণ. বন্ধুর হত্যাকারী। **মিত্রদ্রোহ**—বি. বন্ধুকে পরিত্যাগ ও তাহার বিপক্ষতা করা ; বন্ধুর অহিত সাধন। ণ. **মিত্রদ্রোহী** (-হিন্)। **মিত্রনন্দন**—ণ. যে বন্ধুর প্রীতিসাধন করে। **মিত্রপূজা**—সূর্যপূজা, ইতুপূজা ; মিত্রের সম্বর্ধনা। **মিত্রবৎসল**—ণ. মিত্রের প্রতি প্রীতিমান্ ; সপক্ষের লোকদের প্রতি অনুকূল। বি. **মিত্রবাৎসল্য**। **মিত্রভেদ**—মিত্রদের মধ্যে মনোমালিন্য অথবা বিচ্ছেদ সৃষ্টি। **মিত্রমুখ**—বি. কপট মিত্র। **মিত্রলাভ**—বন্ধুলাভ। (বিপ. মিত্রভেদ)। **মিত্রষড়্বষ্টক**—বিবাহের যোগ-বিশেষ। **মিত্রসপ্তমী**—অগ্রহায়ণের শুক্লা-সপ্তমী।

মিত্রজ,-জা—বি. মিত্র-বংশের লোক। [বাং]

মিত্রাক্ষর—[বহুব্রী] বি. সমিল ছন্দ। [মিত্র + অক্ষর]

মিত্রাবরুণ—বি. সূর্য ও বরুণ—এই বৈদিক যুগ্ম দেবতা। [সং]

মিত্রামিত্র—বি. শত্রু এবং মিত্র। [মিত্র + অমিত্র]

মিথি—নিমিরাজার পুত্র। **মিথিলা**—মিথি-রাজার নির্মিত নগরী, বিদেহ রাজ্যের রাজধানী।

মিথুন—[মিথ্ (বধ করা) + উন] বি. স্ত্রী-পুরুষের যুগল, জোড় (হংস-মিথুন) ; যমজ ; জ্যোতিষে দ্বাদশ রাশির তৃতীয় রাশি, Gemini ; মিলন, সংযোগ ; স্ত্রী-সংসর্গ। **মিথুনেচর**—(যাহারা জোড়ায় জোড়ায় বিচরণ করে) চক্রবাক।

মিথ্যা—[মিথ্ (বধ করা) + য + আপ্] বি. অসত্য (দুর্বল আত্মায় তোমারে ধরিতে নারে……পুঞ্জ পুঞ্জ মিথ্যা আসি গ্রাস করে তারে—রবি) ; ণ. অসত্য, অনৃত ; অলীক ; কপট (মিথ্যা বিনয় ; মিথ্যা স্তুতি ; মিথ্যা কোপ) ; বৃথা, নিষ্ফল, অনর্থক (মিথ্যাগ্রহ ; মিথ্যা যত ধনজন)। **মিথ্যাচরণ, মিথ্যাচার**—কপটাচরণ (ধর্মে মিথ্যাচার, পারিবারিক জীবনে মিথ্যাচার)। ণ. **মিথ্যাচারী** (-রিন্)। **মিথ্যাদর্শন, -দৃষ্টি**—ভ্রান্ত দর্শন বা বিচার ; নাস্তিকতা। **মিথ্যা নিরসন**—শপথ, হলপ ; মিথ্যা বিষয়ের খণ্ডন। **মিথ্যাপবাদ**—মিথ্যা নিন্দা। **মিথ্যাপুরুষ**—মানুষের প্রতিমূর্তি। **মিথ্যাপ্রতিজ্ঞ**—ণ. যে প্রতিজ্ঞা রক্ষা করে না। **মিথ্যাপ্রত্যয়**—মিথ্যাকে সত্য বলিয়া বিশ্বাস, ভ্রমজ্ঞান। **মিথ্যাবাদ**—মিথ্যা কথা বলা ; মিথ্যা অপবাদ। **মিথ্যাবাদী** (-দিন্)—ণ. মিথ্যা কথা বলে যে ; মিথ্যা কথা বলা যাহার স্বভাব। স্ত্রী. **মিথ্যাবাদিনী**। **মিথ্যা-বার্তা**—অমূলক কথা, অমূলক কিংবদন্তী। **মিথ্যাভাষণ**—মিথ্যাকথা বলা। **মিথ্যা-ভাষী**(-ষিন্)—ণ. মিথ্যাবাদী। স্ত্রী. **-ভাষিণী**। **মিথ্যাভিশংসন**—মিথ্যা দোষ আরোপ। **মিথ্যামতি**—ণ. মিথ্যা জ্ঞান, ভ্রান্তি। **মিথ্যা-মিথ্যা**—ক্রি.ণ. মিছামিছি, অকারণে। **মিথ্যা সাক্ষী** (-ক্ষিন্)—যে সাক্ষী মিথ্যা কথা বলে (বি. মিথ্যা সাক্ষ্য)। **মিথ্যার জাহাজ, -মরাই**—যাহার সব কথা এবং আচরণই মিথ্যা।

মিথ্যুক—ণ. মিথ্যাবাদী। [বাং]।

মিথ্যে—ণ. 'মিথ্যা'র কথ্যরূপ।

মিহুর—[সং. মৃদুল] ণ. মৃদুল, কোমল (মিহুর মধুর হাসি—জ্ঞানদাস)।

মিনতি—[সং. বিনতি, বিজ্ঞপ্তি ; প্রা. বিন্নতি ; আ. মিন্নত্—অনুনয়-বিনয়] বি. বিনীত প্রার্থনা, অনুনয়-বিনয় ('রাখ'এ মিনতি') ।

মিনমিন—অব্য. ক্ষীণ নিস্তেজ ভাব প্রকাশ (মিনমিন করে জল পড়ছে ; মিনমিন করে কি বল্লে, বোঝা গেল না) । ণ. **মিনমিনে**—তেজো-বীর্যহীন ; যে নাকী সুরে বা অস্পষ্ট সুরে কথা বলে ; বি. মিনমিনে, হাম ।

মিনসে—মিন্‌ষে দ্রঃ ।

মিনহাই—[আ. মিন্‌হাঈ] বি. হ্রাস, কমতি ; কম খাজনায় জায়গীরাদি দান ।

মিনা, মিনে, মীনা—[ফা. মীনা] বি. ধাতুর উপরে কাচের মত চকচকে কলাই, enamel ; সোনা-রূপার গহনার উপরে রংদার কারুকার্য ; নীল পাথর-বিশেষ । **মিনাকার**—যে মিনার কাজ করে । বি. **মিনাকারি**—মিনা করা । **মিনা করা**—ধাতুর উপরে মীনার কাজ করা ; ণ. যাহার উপরে মীনা করা হইয়াছে ।

মিনার, মীনার—[আ. মীনার] বি. মস্‌জিদাদির উচ্চ স্তম্ভ যেখান হইতে আজান দেওয়া হয় ; চূড়াযুক্ত উচ্চ স্তম্ভ (কুতুবমিনার) ।

মিনাহ্—বি. কমতি, হ্রাস, (মিনহাই দ্রঃ) ।

মিনি—ণ. বিনা (মিনি সুতোয় মালা গাঁথা) ; বি. বিড়ালীর আদরের নাম । (কথ্য)

মিনিট—[ইং. minute] বি. এক ঘণ্টার ষাট ভাগের একভাগ, আড়াই পল ; অতি অল্প সময় (দু মিনিটের কাজ) ।

মিন্‌ষে, মিন্‌সে, মিন্সে—[সং মনুষ্য] বি. বয়স্ক মানুষ ; লোকটা (মিন্‌সের কেমন আক্কেল ?) ; স্বামী (মাগী-মিন্‌সে) । (গ্রাম্য, মেয়েলী, অবজ্ঞার্থক) ।

মিম্বর—[আ.] মসজিদে ইমামের বেদী ।

মিম্রা—মিশ্রা দ্রঃ ।

মিয়াদ, মেয়াদ—[আ. মাআ'দ] বি. নির্দিষ্ট কাল, term (বন্ধকের মেয়াদ ; পাট্টার মেয়াদ) ; কারাদণ্ড, জেল (গ্রাম্য : ম্যাদ—ম্যাদখাটা ; ম্যাদ হওয়া ; তিন বৎসরের ম্যাদ) । ণ. **মিয়াদী, মেয়াদী**—নির্দিষ্ট কালের জন্য (মিয়াদী পাট্টা । বিপ. মৌরসী পাট্টা । [(মিয়ানির মাপ) ।

মিয়ানি—বি. পায়জামার দুই পায়ের মধ্যভাগ

মিয়ানো—ক্রি. নরম হইয়া যাওয়া, কড়া বা কড়কড়ে না থাকা (মুড়ি মিইয়ে গেছে) ; মন্দীভূত হওয়া, উৎসাহ-উদ্দীপনা না থাকা ; সঙ্কল্পের দৃঢ়তা হারানো (আগে তো বক্তৃতা বেশ দিতে, এখন এমন মিইয়ে গেলে কেন ?) ।

মিরজাই, মেরজাই—মির্জাই দ্রঃ ।

মিরগেল, মৃগাল, মৃগেল—বি. রুই-জাতীয় মাছ বিশেষ ।

মিরাস,-শ—[আ. মীরাস] বি. বংশানুক্রমে ভোগ করা হয় এমন বিষয়-সম্পত্তি ; পূর্বপুরুষের সম্পত্তি (বাপদাদার মিরাস) । **মিরাসদার**—বংশানু-ক্রমে ভোগের অধিকারী ব্যক্তি । ণ. **মিরাসী** ।

মিরাসী—[আ. মীরাসী] ণ. গায়ক । স্ত্রী. **মিরাসীন**—গায়িকা (বিবাহ-আদিতে ইহারা ছোট ঢোলক বাজাইয়া গান করে) ।

মির্জা, মীর্জা—[তুর্কী] বি. মোগল-রাজকুমার , সম্ভ্রান্ত মুসলমানের উপাধি-বিশেষ ।

মির্জাই, মের্জাই—বি. কোমর পর্যন্ত লম্বা (সাধারণতঃ তুলা-ভরা) জামা-বিশেষ , মিঞাগিরি, আভিজাত্যের গর্ব ।

মির্ধা—[ফা. মীরদেহ্—গ্রামের মোড়ল, গ্রামের সরকারী কর্মচারী] বি. কাছারির পাইকদের সর্দার ; মুসলমানের উপাধি-বিশেষ । (মৃধা দ্রঃ)

মিল—[ইং. mill] বি. কারখানা (মিল-মালিক ; মিল-মজদুর) ; কল (কাপড়ের মিল) ।

মিল—[সং. মেল] বি ঐক্য, সুসঙ্গতি, সামঞ্জস্য (মিল হওয়া ; কথার সঙ্গে কাজের মিল) ; সদ্‌ভাব, সম্প্রীতি (মনের মিল) ; সাদৃশ্য (গড়নের মিল) ; খাপ খাওয়া অবস্থা (জোড়ের মুখে মিল) ; মিলন, যোগ ; কবিতার দুই চরণের শেষ অংশের ধ্বনি বা অক্ষরের অভিন্নতা । **মিল করা**—সুসঙ্গত করা ; সমান করা ; বন্ধুতা করা । **মিল খাওয়া**—সুসঙ্গত হওয়া, জোড় খাওয়া , বনা; মিশ্রিত হওয়া (তেলে আর জলে মিল খায় না ; গ্রামের লোকের সঙ্গে শহরের লোকের মিল খেতে চায় না) । **মিল খাওয়ানো**—সম্মিলিত করা, জোড় খাওয়ানো, মিশানো । **মিলজুল, মিলমিশ**—সংযোগ ; সদ্ভাব, বনিবনাও (মিলজুল করে থাকা) । **মিল হওয়া**—বন্ধুত্ব হওয়া ; বনা ।

মিলন—[মিল্ + অনট্] বি. সংযোগ ; ঐক্য ; মিল ; সম্মেলন, একত্র হওয়া (মিলন মন্দির ; তোমায় আমায় মিলন হবে বলে আলোয় আকাশ ভরা—রবি) ; সাক্ষাৎকার । **মিলনান্ত**—[মিলন + অন্ত, বহুব্রী] ণ. নায়ক-নায়িকার মিলন

মিলা যাহা শেষ হয় এমন (—নাটক। বিপ: বিয়োগান্ত)। **মিলনী**—বি. বন্ধু-সম্মেলন, মিলনোৎসব।

মিলমিলে—বি. হাম, measles. [প্রাদে.]

মিলব—(ব্রজবুলি) মিলিবে।

মিলা, মেলা—ক্রি. সম্মিলিত হওয়া, ঐক্যবদ্ধ হওয়া (আমরা মিলেছি আজ মায়ের ডাকে—রবি); সুসঙ্গত হওয়া (তোমার মতের সঙ্গে আমার মত মেলে; দুজনেরই সমান বয়স, মিলেছে ভাল; চেহারায় মেলে; কথায় কাজে মিলছে না; বাজে—দুই মিথ্যাকে মিলেছে ভাল); সদৃশ হওয়া, এক হওয়া, ঠিক হওয়া (চেহারায় মেলা; অঙ্কের ফল মেলা; যা বলেছিলে, ঠিক ঠিক মিলে যাচ্ছে); কাছে যাওয়া ('শ্যামবঁধুসনে মিলিল রাধা'); সংযুক্ত হওয়া (যেখানে পদ্মার সঙ্গে যমুনা মিলেছে); মন্দ অভিপ্রায়ে একজোট হওয়া (দুই শয়তান মিলে দেশটাকে ছারেখারে দেবে); লাভ হওয়া, পাওয়া যাওয়া (মাছ ভাল মেলে না; অনেক কষ্টে একটি চাকরি মিলল; দেখা মেলা ভার); কবিতার দুই চরণের শেষের অংশে ধ্বনি বা অক্ষরের ঐক্য হওয়া। **মিলামিশা, মেলামেশা**—বি. সঙ্গীরূপে মিলন (ওর খুশির সাথে কোন খুশির আজ মেলামেশা—রবি; দুই দলেই মেলামেশা ছিল)।

মিলানো, মেলানো—ক্রি. ঐক্যবদ্ধ করা, সংযোজিত করা (চকমিলানো বাড়ী); সুসঙ্গত করা; মিলন ঘটানো, মিশ্রিত করা; কবিতার এক চরণের সঙ্গে অন্য চরণের মিল দেওয়া; অদৃশ্য হওয়া, লীন হওয়া (মেঘের মধ্যে মিলিয়ে গেল; মুখের হাসি মিলিয়ে গেল); গলিয়া যাওয়া (এমন সন্দেশ যে, মুখে দিলে মিলিয়ে যায়); সংস্থান করা, জোটানো (দুধ মিলানো ভার); ণ. সকল অর্থে।

মিলিত—[মিল্+ক্ত] ণ. একত্রীভূত (মিলিত-কণ্ঠ); সংযুক্ত; মিশ্রিত; কৃতসাক্ষাৎকার (বহু দিন পরে দুই বন্ধু মিলিত হইল); ঐক্যবদ্ধ, অবিচ্ছিন্ন (দুই দেশের মিলিত শক্তি; মিলিত সংসার)।

মিলিন্দ—[ইং. Menander] ভারতবর্ষে গ্রীক রাজা-বিশেষ—বৌদ্ধশাস্ত্রে ইঁহার উল্লেখ আছে।

মিলিন্দ-পঞ্হ, -পঞ্‌হো—বৌদ্ধধর্ম সম্বন্ধে মিলিন্দের প্রশ্নাবলী-বিষয়ক পালি গ্রন্থবিশেষ।

মিশ—[সং. মিশ্র] বি. মিশ্রণ; সুসঙ্গতি। **মিশ খাওয়া**—সুসঙ্গত হওয়া, মিল হওয়া (বড়র সঙ্গে ছোট মিশ খায় না); মিশ্রিত হওয়া (তেলে জলে মিশ খায় না)। **মিশ খাওয়ানো**—মিলানো।

মিশকালো—মিসকালো দ্রঃ। [হওয়া।

মিশন—[সং. মিশ্রণ] বি. সংমিশ্রণ; একত্র

মিশন—[ইং. mission] বি. ধর্ম ও সমাজ-সেবাবিষয়ক প্রতিষ্ঠান (রামকৃষ্ণ মিশন; ব্যাপ্টিস্ট মিশন)। **মিশনারী**—খৃষ্টীয় ধর্ম-প্রচারক।

মিশমী—বি. উত্তর আসামের পার্বত্য জাতি-বিশেষ

মিশর—[আ. মিস্‌র] বি. আফ্রিকার দেশবিশেষ, ঈজিপ্ট (মিশরকুমারী)। ণ. **মিশরীয়**।

মিশা, মেশা—ক্রি., বি. মিশ্রিত হওয়া, মিশ খাওয়া, মিলিত হওয়া, যুক্ত হওয়া, এক হওয়া (রাত্রি এসে যেথায় মেশে দিনের পারাবারে—রবি; ঝোলে তেল ভাল মেশেনি), সঙ্গী হওয়া, সংসর্গ করা (দলে মিশো না; ভদ্র-সমাজে মিশবার যোগ্য নয়); বিলীন হওয়া (পঞ্চভূতে মিশে যাওয়া); ণ. মিশ্রিত (কালোয় আলো মেশা এমন মধু নিশা)। **মিশানো, মেশানো**—ক্রি., বি. মিশ্রিত করা (দুধে জল মেশানো); মিলিত করা, সঙ্গতি সাধন করা (গলা মেশানো); ণ. মিশ্রিত (চর্বিমেশানো ঘি)। **মিশামিশি, মেশামিশি**—বি. অন্তরঙ্গের মত আলাপ-পরিচয়, ঘনিষ্ঠ সংযোগ (ওদের সঙ্গে খুব মেশামিশি হয়েছিল)। **মিশাল**—ণ. মিশ্রিত (অতএব কহি ভাষা যাবনী মিশাল—ভারতচন্দ্র); বি. মিশ্রণ, ভেজাল (মিশাল দেওয়া); (প্রাচীন বাংলা) সঙ্গ। **মিশালী**—ণ. মিশ্রিত (পাঁচমিশালী)।

মিশি, মিসি—[হি. মিস্‌সি] বি. কৃষ্ণবর্ণ দন্তমঞ্জন-বিশেষ (ইহাতে দন্তমূল দৃঢ় হয় ও দাঁত কালো হয়। মণির দন্তে মিশি, পায়ে চার গাছি গো—গান)।

মিশুক—ণ. মিশিতে ভালবাসে বা পটু, সামাজিক, sociable (ছেলেটি খুব মিশুক)। [বাং]

মিশ্র—[মিশ্র্ (মিশ্রিত করা)+অ] ণ. সংযুক্ত, মিলিত (জ্ঞানমিশ্রা ভক্তি); বিভিন্ন উপাদানের মিশ্রণ-ঘটিত (মিশ্রজাতি); মিশ্র রাশি-ঘটিত (মিশ্র যোগ-বিয়োগ পরের শ্রেণীতে হবে); বি. আর্য, পূজ্য, শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত (ভাব মিশ্র); হস্তীর শ্রেণী-

বিশেষ ; ব্রাহ্মণের উপাধি-বিশেষ ; মিশ্রিত দ্রব্য, mixture। **মিশ্র পদার্থ**—বিভিন্ন দ্রব্যের মিশ্রণে গঠিত পদার্থ, mixture (বিপ. যৌগিক পদার্থ, compound)। **মিশ্রক**—ণ. যে মিশাল বা ভেজাল দেয়, মিশ্রণকারী ; বি. দেবোদ্যান ; ইন্দ্রের উদ্যান ; লবণ-বিশেষ। **মিশ্রণ**—বি. একত্রকরণ ; মিলন ; সংযোগ, মেলামেশা (অবাধ মিশ্রণ) ; ভেজাল। **মিশ্রবর্ণ**—ণ. নানা রঙের ; বি. একত্র নানা রং। **মিশ্ররাশি**—(গণিতে) ওজন মুদ্রা দূরত্ব সময় ইত্যাদি ঘটিত রাশি। ণ. **মিশ্রিত**—ণ. মিশানো, মিশাল, মিলিত ; নানা, বিভিন্ন ; সংযুক্ত, বিশিষ্ট।

মিষ্ট—[মিষ্ (জলসেক করা)+ক্ত] ণ. মধুর স্বাদযুক্ত (মিষ্ট ফল) ; শ্রুতিসুখকর (মিষ্ট স্বর) ; প্রীতিপ্রদ, কার্কশ্যবর্জিত, কোমল (মিষ্ট ব্যবহার ; মিষ্ট মুখ ; মিষ্ট গন্ধ) ; বি. মিষ্টান্ন (এই অর্থে 'মিষ্টি' বেশী প্রচলিত)। **মিষ্টমুখ**—অভ্যাগতকে মিষ্টান্ন দিয়া আপ্যায়ন (মিষ্টিমুখ বেশী প্রচলিত)। **মিষ্টান্ন**—সুমিষ্ট খাদ্য, মিঠাই ; পায়েস। **মিষ্টি**—ণ., মিঠা ; শ্রুতিমধুর ; প্রীতিপ্রদ ; অপরুষ, কোমল (সাধারণতঃ কথ্য ভাষায় বেশী ব্যবহৃত) ; বি. চিনি (মিষ্টি দেওয়া ব্যঞ্জন) ; মিষ্টান্ন (মিষ্টি খেতে খুব ভালবাসে)। **মিষ্টি মিষ্টি**—সন্দেহজনকভাবে মিষ্ট ; বাহ্যতঃ কোমল, কিন্তু আসলে কঠোর (মিষ্টি মিষ্টি বেশ দু'কথা শুনিয়ে দিলে)। **মিষ্টিমুখ**—অল্প মিষ্টান্ন ভক্ষণ (একটু মিষ্টিমুখ না করলে হবে না) ; মিষ্ট কথা ('মিষ্টি মুখ না পেলে কি চাকর থাকে ?')।

মিস্—[ইং. miss] অবিবাহিতার পদবীর আগে ব্যবহৃত সম্ভ্রমসূচক শব্দ (মিস্ সেন)।

মিস্কাল—[আ. মিথ্'কা'ল] বি. চারি মাষা ও সাড়ে তিন রতি পরিমাণ ওজন ; প্রাচীন স্বর্ণমুদ্রা-বিশেষ। [মসীকৃষ্ণ।

মিসকালো, মিশ্-—ণ. মিশির মতো কাল,

মিস্মার, মেস্মার—[আ. মিস্মার] ণ. চূর্ণ-বিচূর্ণ, বিধ্বস্ত (সব মিস্মার হয়ে গেল)।

মিসমিস, মিশমিশ—অব্য. ঘোর কৃষ্ণবর্ণ ভাব প্রকাশ (মিসমিস করছে)। ণ. **মিশমিশে মিসমিসে** (মিসমিসে কাল)।

মিসর—মিশর (দ্রঃ)। **মিসি**—মিশি দ্রঃ।

মিসিবাবা—[Miss+বাবা] মনিবের কুমারী কন্যা (খানসামাদের ভাষা)।

মিসেস—বিবাহিতার পদবীর আগে ব্যবহৃত সম্ভ্রমসূচক শব্দবিশেষ। [Mrs.=mistress]

মিস্টার—ভদ্রলোকের পদবীর আগে ব্যবহৃত সম্ভ্রমসূচক শব্দবিশেষ। [Mr.=Mister]

মিস্ত্রী—[পর্তু. mestre] বি. হাতের কাজে দক্ষ কারিগর (ছুতার-মিস্ত্রী ; রাজমিস্ত্রী) ; যে যন্ত্র মেরামত করে ; যে কাপড় ইস্ত্রি করে।

মিহি [ফা. মহীন—মহাক্ষীণ ?] ণ. সূক্ষ্ম, সরু, fine (মিহি কাপড় ; মিহি চাউল)। **মিহি গলা, মিহি সুর**—ক্ষীণ ও মিষ্ট কণ্ঠস্বর (বিপ. মোটা গলা)। **মিহিদানা**—মতিচুর-জাতীয় মিঠাই বিশেষ (খুব ছোট দানা হয়)।

মিহির—[মিহ্+কিরচ্, যে কিরণ বর্ষণ করে অথবা জল সেচন করে] বি. সূর্য ; কিংবদন্তীর খনার স্বামী, মীন-বিশেষ। (সংস্কৃতে মেঘ, বায়ু, চন্দ্র, আকন্দ গাছ ইত্যাদি অর্থেও ব্যবহৃত হয়)। **মিহিরমণ্ডল**—সূর্যমণ্ডল।

মীড়, মিড়—সঙ্গীতের সুরের অলঙ্কার-বিশেষ।

মীন—[সং.] মাছ (মীনগণ হীন হয়ে ছিল সরোবরে—রবি) ; রাশিচক্রের একটি রাশি, Pisces। **মীন-কেতন, -কেতু, -ধ্বজ, -লাঞ্ছন**—(যাঁহার ধ্বজায় মাছ আঁকা) কামদেব। **মীনরঙ্ক**—মাছরাঙ্গা পাখী। **মীনাক্ষী**—ণ. মাছের মত চোখ যে নারীর ; বি. মাদুরার বিখ্যাত মন্দিরের দেবীমূর্তি। **মীনাণ্ডী**—চিনি। **মীনালয়**—সমুদ্র।

মীমাংসক—ণ. মীমাংসাকারী ; মীমাংসা-দর্শনে অভিজ্ঞ। **মীমাংসা**—নিষ্পত্তি, মিটমাট (বিবাদ মীমাংসা করে ফেলা) ; সিদ্ধান্ত, সমাধান (সমস্যার মীমাংসা) ; জৈমিনীকৃত দর্শন-শাস্ত্র, পূর্বমীমাংসা (উত্তর মীমাংসা=বেদান্ত)। [মান্+সন্+অ+আপ্)। ণ. **মীমাংসিত**।

মীর—[ফা] বি., ণ. প্রধান, নেতা ; সৈয়দদের উপাধি-বিশেষ ; অধ্যক্ষ (মীরবহর)। **মীর আতস**—গোলন্দাজ সৈন্যদের নেতা। **মীর আদল**—প্রধান বিচারপতি। **মীরদেহ্**—গ্রামের মোড়ল, মিরধা (দ্রঃ)। **মীর বখ্শী**—সৈন্যদের প্রধান বেতনদাতা। **মীরবহর**—যুদ্ধ-জাহাজের অথবা নৌবিভাগের অধ্যক্ষ। **মীর মুন্সী**—সেরেস্তার প্রধান সম্পাদক অথবা বড়বাবু। **মীর শিকারী**—প্রধান শিকারী ; মুসলমানের শ্রেণী-বিশেষ।

মীলন—[মীল্ (চক্ষু মুদ্রিত করা) + অট্] বি. চক্ষু মুদ্রিত করা, নিমীল। ণ. **মীলিত**—মুদিত, সঙ্কুচিত, অবিকশিত।

মুই, মুঞি—আমি। [প্রা. বাং.]

মুকতি—মুক্তি (কাব্যে ব্যবহৃত)।

মুকদ্দম—[আ. মুক'দ্দম্] বি. গ্রামের প্রধান; অগ্রবর্তী রক্ষিদল।

মুকররী; মুকাবিলা—মো- দ্রঃ

মুকির—[আ. মু'কি'র] বি. যে স্বীকার করিয়াছে, কবুল-কারী (মুকির হওয়া—স্বীকার করা)। (আদালতের ভাষা)।

মুকুট—[মন্ক্ (ভূষিত করা) + উট] বি. রাজার শিরোভূষণ (মুকুটবিহীন রাজা]; বরের ও কন্যার টোপর। **মুকুটমণি**—মুকুটের মণি; মুকুটের মণিস্বরূপ, শ্রেষ্ঠ বা বরেণ্য ব্যক্তি। **মুকুটী** (-টিন্) – ণ. মুকুটধারী।

মুকুতা—মুক্তা (কাব্যে)। **মুকুতি**—মুকতি দ্রঃ।

মুকুন্দ—[মুকুম্ (মুক্তি) + দা + ড] ণ, বি. মুক্তিদাতা; বিষ্ণু, শ্রীকৃষ্ণ; যাহা রোগ হইতে মুক্তি দেয়।

মুকুর—[মন্ক্ + উর] বি. আর্শি, দর্পণ; মুকুল; বকুল বৃক্ষ; কুমারের চাক ঘুরাইবার দণ্ড; মল্লিকা ফুলের গাছ।

মুকুল—[মুচ্ (মোহন করা) + উল] বি. ঈষৎ-বিকশিত কলিকা, কুঁড়ি; স্ফুটনোন্মুখ অবস্থা অথবা বস্তু (মনের মুকুল; দন্তমুকুল) মুকুল-ভাব —অভিনয়-প্রক্রিয়া-বিশেষ। **মুকুলিকা**—বি. ছোট কুঁড়ি ('মুকুলিকা বালিকা-বয়সী'—রবি); বি. কর্ণভূষণ-বিশেষ। ণ. **মুকুলিত**—কুঁড়ি ধরিয়াছে এমন, মুকুলযুক্ত (মুকুলিত সহকার তরু); অর্ধমুদ্রিত (মুকুলিতাক্ষ); ঈষৎ বিকশিত। **মুকুলী** (-লিন্) - ণ. মুকুলযুক্ত। **মুকুলীকৃত**—বি. অভিনয়ে অঙ্গুলির ভঙ্গি-বিশেষ। **মুকুলোদ্গম**—কুঁড়ি ধরা।

মুকেদ—[আ. মুক'দ্দম] বি.. প্রহরীদের অগ্রনায়ক; গ্রামের প্রধান, মোড়ল। (প্রাচীন বাংলায় ব্যবহৃত)।

মুকেরি—বি. বলদে মালবাহী মুসলমান সম্প্রদায়-বিশেষ (বলদ বাহিয়া কেহ বলায় মুকেরি—কবিকঙ্কণ—বর্তমানে কোন কোন স্থানে মুসলমান কলু-সম্প্রদায় ঘোড়ায় এরূপ মাল বহন করে, তাদের বলদে বলা হয়)।

মুক্ত—[মুচ্ + ক্ত] ণ. মোক্ষপ্রাপ্ত (মুক্ত পুরুষ ; নিষ্কৃতিপ্রাপ্ত (কারামুক্ত, বিপন্মুক্ত); বিরহিত, পরিশূন্য (ঋণমুক্ত, দায়মুক্ত, ভয়মুক্ত); অনিবারিত, বিসৃষ্ট, ত্যক্ত, (জ্যামুক্ত); অবারিত, উন্মুক্ত (মুক্ত গগনতল; মুক্ত দ্বার); ·আবদ্ধ, খোলা ('মুক্তকেশী ঘোর-নয়না'); অকৃপণ (মুক্তহস্তে দান করা); অপগত (মুক্ত-সংশয়; কাঠিন্য-মুক্ত), (বাং) পরিষ্কৃত, আবর্জনাশূন্য (হেঁশেল মুক্ত করা; সকড়ি মুক্ত করা)। **মুক্তক**—বল্লম প্রভৃতি ক্ষেপণীয় অস্ত্র। **মুক্তকচ্ছ**—ণ. কাছা-খোলা (মুক্তকচ্ছ হইয়া দৌড়); লুঙ্গিপরা; বি. বৌদ্ধ। **মুক্তকঞ্চুক**—ণ. খোলস-ছাড়া (সাপ)। **মুক্তকণ্ঠে**—জোর গলায়, গলা ছাড়িয়া; দ্বিধাহীন ভাবে। **মুক্তকর, -হস্ত**—ণ. দানে অকাতর, বদান্য। **মুক্তকেশ**—আলুলায়িত কেশ। স্ত্রী. **মুক্তকেশী**—ণ. আলু-লায়িত-কুন্তলা; বি. কালী। **মুক্ত-চক্ষুঃ**—ণ. উন্মীলিত-নয়ন; বি. সিংহ। **মুক্তনির্মোক**—ণ. খোলস-ছাড়া (সাপ)। **মুক্তপুরুষ**—যিনি মায়ার অতীত সত্য উপলব্ধি করিয়াছেন। **মুক্তবন্ধন**—ণ. বন্ধন হইতে মুক্ত; যাহার সংসার-বন্ধন ঘুচিয়াছে। **মুক্ত-বসন**—ণ. দিগম্বর। **মুক্তবেণী**—খোলা চুল; শাখানদীর নির্গমস্থল (তুঃ যুক্তবেণী—উপনদীর সঙ্গমস্থল)। **মুক্তশৈশব**—ণ. যে শৈশবদশা অতিক্রম করিয়াছে। **মুক্ত-সংশয়**—ণ. দ্বিধাহীন, নিঃসন্দেহ। **মুক্ত-সঙ্গ**—ণ. বিষয়াসক্তিরহিত; পরিব্রাজক। **মুক্তহস্ত**—ণ. মুক্তকর দ্রঃ।

মুক্তা—[মুচ্ + ক্ত + আপ্, শুক্তি কর্তৃক বিসৃষ্ট] বি. মোতি, মৌক্তিক; গণিকা। **মুক্তা-কলাপ**—মুক্তার হার। **মুক্তাঝুরি**—ছোট গাছ-বিশেষ (বর্ষায় জন্মে)। **মুক্তাপ্রসূ**—ণ. যে শুক্তিতে মুক্তা জন্মে। **মুক্তাফল**—মুক্তা। **মুক্তালতা,-বলী**—মুক্তার হার। **মুক্তাসার**—উৎকৃষ্ট মুক্তা।

মুক্তি—[মুচ্ + ক্তি] বি. নাশ, মোচন; অপবর্গ, মোক্ষ; পরিত্রাণ (কারামুক্তি); স্বাধীনতা (ভারতের মুক্তি-সংগ্রাম); অবসান (শাপমুক্তি, ঋণমুক্তি); আরোগ্যলাভ (রোগমুক্তি)। **মুক্তি-নামা**—passport, ছাড়পত্র। **মুক্তিপত্র**—মুক্তির নির্দেশযুক্ত লেখ্য। **মুক্তিপদ**—মুক্তি লাভের স্থান। **মুক্তিফৌজ, -বাহিনী**—

শত্রুর অধিকার হইতে দেশোদ্ধারকারী সেনাদল, army of liberation; খৃষ্টান ধর্ম-সম্প্রদায়-বিশেষ, Salvation Army. **মুক্তিমণ্ডপ**—কাশীর বিশ্বেশ্বর ও পুরীর জগন্নাথের মন্দিরের দক্ষিণ পার্শ্বস্থ মণ্ডপ; নেশাখোরের আড্ডা। **মুক্তিমার্গ**—মোক্ষ-লাভের পথ। **মুক্তিস্নান**—গ্রহণের পর অবগাহন; নব পবিত্রতা লাভ।

মুক্তিকা—[সং.] বি. মুক্তা।

মুখ—[খন্ (খনন করা) + অ] বি. বদনমণ্ডল, আনন, আস্য (সুন্দর মুখের জয় সর্বত্র—বঙ্কিম); বদনবিবর (মুখে কথা নেই; মুখে পোরা); ভিতরে যাইবার ও বাহির হইয়া আসিবার পথ, রন্ধ্র (গুহামুখ; গলির মুখ; কোঁড়ার মুখ); সম্মুখভাগ, প্রারম্ভ; (মুখপাত; রাত্রিমুখে; যাবার মুখে; বানের মুখে ভাসিয়া চলিল; মুখবন্ধ; তোপের মুখে পড়া); বলিবার ক্ষমতা, বাগ্মিতা (উকীলবাবুর মুখ নাই); আক্রমণ, কবল, প্রতিকূলতা (বাঘের মুখে, বিপদের মুখে, স্রোতের মুখ); অগ্রভাগ (কাঁটার মুখ চোখা করতে হয় না); উপরিভাগ (হাঁড়ির মুখে চাকা দেওয়া; কলসীর মুখ, বইয়ের মুখ); অস্ত্রের ধার (দায়ের মুখ পড়ে গেছে); প্রান্ত (বালার মুখ); মোহানা (নদীর মুখ; খাঁড়ির মুখ); দিক্, অভিমুখ (পুবমুখে; ঘরমুখো; সর্বতোমুখী; বহির্মুখ); কথা, বচন, আলাপ, প্রসঙ্গ (লোকের মুখে মুখে; মুখ বড় খারাপ; দশের মুখে জয়); কর্কশ বাক্য, গালি (মুখ করা—কড়া কথা বলা, ভর্ৎসনা করা; মুখের ভয়); প্রগল্‌ভতা, চোপা (বড় মুখ হয়েছে দেখছি); উৎসাহ, আগ্রহ, আশা (বড় মুখ করে এসেছিল); সম্মান, মর্যাদা, প্রতিপত্তি, চারিত্রিক গৌরব (মুখ রাখা; উঁচু মুখ নীচু করা; বলার মুখ নেই), মুখোপাধ্যায় (মুখবংশজাত); ণ. মুখ্য, প্রধান (মুখপাত্র)। **মুখকমল**—কমলের মত সুন্দর আনন্দকর অথবা প্রফুল্ল মুখ। **মুখকোষ**—মুখোস। **মুখখিস্তি**—অশ্লীল কথা। **মুখচন্দ্র**—চন্দ্রের মত সুন্দর অথবা আনন্দকর মুখ। **মুখচন্দ্রিকা**—হিন্দু বিবাহের সময় বরকন্যার পরস্পরের মুখ আনুষ্ঠানিকভাবে দেখা, শুভদৃষ্টি, রোসমৎ। **মুখচাপল্য**—যা খুশী বলা অথবা বেশী কথা বলা। **মুখচপেটিকা**—মুখে চড়। **মুখচোরা**—ণ. লাজুক; অল্পভাষী। **মুখচ্ছবি**—চেহারা, মুখের ভাব; মুখশ্রী। **মুখ-জোর**—বলিবার ক্ষমতা। **মুখঝামটা**—মুখভঙ্গি করিয়া তিরস্কার। **মুখদোষ**—কটুকথা বলার অভ্যাস। **মুখস্রাব**—লালা। **মুখধাবন**—মুখ প্রক্ষালন। **মুখনাড়া**—মুখ-ঝাম্‌টা। **মুখপাত**—কাপড়ের প্রথমাংশ; ভূমিকা (মুখপাত দুরন্ত)। **মুখপাত্র**—প্রতিনিধি; অগ্রণী। **মুখপোড়া**—বি. ণ. হনুমান্; গালি-বিশেষ; আদরসূচক গালি। **মুখ-ফটকা**-ণ. যে মুখে বেশী কট্‌ফট্ করে অর্থাৎ যা খুশী তাই বলে, বাচাল। **মুখফোঁড়**—যে অপ্রিয় কথা বলিয়া ফেলে, স্পষ্টবক্তা। **মুখবন্ধ**.—প্রস্তাবনা, ভূমিকা। **মুখবন্ধন**—চাক্‌নি। **মুখবাদ্য**—ফুঁ দিয়া যাহা বাজানো হয়; গাল-বাদ্য। **মুখ-বাসন**—বি. মুখের সুগন্ধিকারক দ্রব্য, কর্পূরাদি। **মুখ ব্যাদান**—হাঁ করা। **মুখভঙ্গ**—রোগের জন্য মুখের বিকৃতি ঘটা। **মুখভঙ্গি**—বিদ্রূপ বিরূপতা ইত্যাদি প্রকাশক মুখ বাঁকানো। **মুখভূষণ**—পান; রুজ লিপ্‌ষ্টিক প্রভৃতি। **মুখমণ্ডন**—মুখভূষণ। **মুখমণ্ডল**—মস্তকের সম্মুখভাগ, আনন। **মুখমদ**—নারীর মুখামৃত। **মুখমধু**—বি. মুখমদ; মিষ্টকথা; ণ. মিষ্টভাষী। **মুখ-মারুত**—ফুৎকার। **মুখ-মিষ্টি**—বি. মিষ্টকথা; ণ. মিষ্টভাষী। **মুখরক্ষা**—বি. মর্যাদা অক্ষুণ্ণ থাকা। **মুখরজ্জু**—লাগাম। **মুখরুচি**—মুখশ্রী। **মুখরোচক**—ণ. সুস্বাদু। **মুখশুদ্ধি**—মুখ প্রক্ষালন; ভোজনের পর পান এলাচদানা হরীতকী ইত্যাদি চর্বণ। **মুখশোষ**—মুখের বিশুষ্কতা, মুখের ভিতরে শুষ্কতা বোধ। **মুখশ্রী**—মুখচ্ছবি, মুখের সৌন্দর্য। **মুখ-সর্বস্ব**—ণ মুখের কথাই যাহার সর্বস্ব, মুখে দড়, কাজে কিছু নয়। **মুখ-সাপট, -সাট**—কথায় সব কিছু উড়াইয়া দিবার বা হার না মানার ভাব, মুখের বড়াই; মুখ-ঝাম্‌টা (মুখ-সাট আছে খুব)। **মুখ আনা**—শরীরের ভিতরকার বিষ ঘায়ের মুখ দিয়া বাহির করা। **মুখ আল্‌গা করা**—অবাচ্য-কুবাচ্য বলা। **মুখ উঁচু করা, মুখ উজ্জ্বল করা**—সম্মান বা গৌরব বৃদ্ধি করা (বংশের মুখ উঁচু করেছে)। **মুখ করা**—ভর্ৎসনা করা। **মুখ কালো করা**—অপ্রসন্নতা প্রকাশ করা। **মুখ কালা করা**—গৌরব হানি করা, কলঙ্কিত করা, অপযশ ঘটানো। **মুখ খাওয়া**—ভর্ৎসিত

হওয়া। **মুখ খারাপ করা**—অশ্লীল কথা বলা; অপ্রিয় কথা বলা; গালাগালি দেওয়া; অযথা কথা বলা (তোমাকে কিছু বলা মুখ খারাপ করা মাত্র)। **মুখ খিঁচানো**—মুখ ভেংচানো; দাঁত খিচানো। **মুখ খিস্তি করা**—অশ্লীল কথা বলা। **মুখ খোলা**—চুপ থাকিবার পর বলিতে আরম্ভ করা। **মুখ গোঁজ করা**—অপ্রসন্নতা হেতু নীরবে মুখ কিছু নত করিয়া থাকা। **মুখ চলা**—খাদ্যে অরুচি না থাকা (রুগীর মুখ চলছে, আশা করি শীগ্‌গিরই সেরে উঠবে); বাক্‌-পটুতা থাকা; মুখ ছুটানো। **মুখ চাওয়া**—কাহারও প্রসন্নতা অর্জনের জন্য চেষ্টিত থাকা, খাতির করা (তোমাদের মুখ চেয়েই সব সয়ে গেছি)। **মুখ চাওয়া-চাওয়ি করা**—কি করিতে হইবে ভাবিয়া না পাইয়া পরস্পরের মুখের দিকে তাকানো। **মুখ চুন করা**—অপ্রস্তুত হওয়ার ফলে মুখ বিবর্ণ করা। **মুখ চুলকানো**—ওল প্রভৃতি খাওয়ার ফলে মুখের ভিতরে অস্বস্তি বোধ করা; অপ্রিয় কিছু বলিবার জন্য ব্যস্ত হওয়া। **মুখ চোখানো**—অন্ন খাদ্যের জন্য লোলুপতা প্রকাশ করা; কিছু বলিবার জন্য আগ্রহান্বিত হওয়া। **মুখ ছুটানো**—অসঙ্কোচে অপ্রিয় কথা বলিয়া যাওয়া; গালাগালি করা। **মুখ ছোট হওয়া**—সম্মানের লাঘব হওয়া। **মুখ টিপে হাসা**—নীরবে বিদ্রূপের হাসি হাসা। **মুখ ঢাকা**—মুখ আবৃত করা, মুখ লুকানো। **মুখ তুলিতে না পারা**—লজ্জায় মুখ হেঁট করা। **মুখ তুলে চাওয়া**—কৃপা করা (ভগবান্ যদি মুখ তুলে চান)। **মুখ থাকা**—সম্মান থাকা, প্রতিপত্তি নষ্ট না হওয়া। **মুখ দেখা**—বর-কন্যাকে অথবা নবপ্রসূত শিশুকে দেখিয়া আশীর্বাদ-স্বরূপ অর্থদান করা। **মুখ দেখানো**—লোকের সম্মুখে যাইতে কুণ্ঠাবোধ না করা; নববধূর ঘোমটা তুলিয়া আত্মীয়-কুটুম্ব ও পাড়া-প্রতিবেশীকে দেখানো। **মুখ পাওয়া**—প্রশ্রয় পাওয়া। **মুখ ফসকানো**—হঠাৎ অসতর্কভাবে বলিয়া ফেলা। **মুখ ফিরানো**—অপ্রসন্নতা জ্ঞাপন করা; ঘাড় ফিরাইয়া দেখা। **মুখফুটা**—মনোভাব ব্যক্ত করা। **মুখ ফুটে বলা**—স্পষ্টভাবে বলা বা জানানো। **মুখ ফুলানো**—মুখ ভার করা। **মুখ বদলানো**—খাদ্য পরিবর্তন করা; উপভোগে বা কাজে নূতনত্ব বিধান করা। **মুখ বন্ধ করা**—চুপ করা; বলপ্রয়োগে অথবা ঘুষ দিয়া চুপ করানো। **মুখ বন্ধ করা**—গৌরচন্দ্রিকা করা। **মুখ বাঁকানো**—বিতৃষ্ণাজ্ঞাপক মুখভঙ্গি করা। **মুখ বাড়া**—বেশী কথা বলিবার স্পর্ধা হওয়া। **মুখ বাড়ানো**—বলিবার বা কথা শুনাইবার স্পর্ধা বৃদ্ধি করা; জানালা প্রভৃতির মধ্য দিয়া মুখমণ্ডল বহির্গত করা। **মুখ বিগড়ানো**—মুখের স্বাদ নষ্ট করা বা হওয়া; বাক্‌সংযম নষ্ট করা বা হওয়া। **মুখ বোজা**—নিরুত্তর হওয়া; প. যে মনের ভাব সাধারণতঃ চাপিয়া রাখে, মুখে প্রকাশ করে না। **মুখ বুজিয়া**—নীরবে (মুখ বুজে সহ্য করা)। **মুখ ভার বা ভারী করা**—ক্রোধ অভিমান দুঃখ অসন্তোষ হেতু গম্ভীর ভাব ধারণ করা। **মুখ ভেঙ্‌চানো**—বিদ্রূপ ক্রোধ ইত্যাদি জ্ঞাপক মুখভঙ্গী করা। **মুখ মারা**—মুখের দিক বন্ধ করা বা মজবুত করা; অতিরিক্ত ঘি তেল মিষ্টি খাওয়ার ফলে অরুচি হওয়া (পোলাও-এ যে ঘি দেওয়া হয়েছে, মুখ মেরে আসে; অত মিষ্টি কি খাওয়া যায়, মুখ মেরে আসে)। **মুখ মোড়া**—বিরূপতা প্রকাশ করা; অস্বীকৃত হওয়া। **মুখ রক্ষা করা বা রাখা**—সম্মান-প্রতিপত্তি নষ্ট হইতে না দেওয়া, মান রক্ষা করা। **মুখ লাল হওয়া**—লজ্জা বা ক্রোধের লক্ষণ দেখা দেওয়া। **মুখ শুকানো**—ভয়ে অথবা পরাজয়ের আশঙ্কায় বা রোগে মুখের ভাবের স্বাভাবিক সরসতা নষ্ট হওয়া। **মুখ সামলানো**—বাক্য বা ভোজন সম্পর্কে সংযম রক্ষা করা (মুখ সাম্‌লে কথা বলো; মুখ না সাম্‌লালে ব্যারাম সারবে না বলে দিচ্ছি)। **মুখ সিট্‌কানো**—প্রবল ঘৃণা বিরক্তি ইত্যাদি জ্ঞাপক মুখভঙ্গি করা। **মুখ সেলাই করা**—কিছুতেই কথা না বলিবার সঙ্কল্প গ্রহণ করা; কথা বলিতে না দেওয়া। **মুখ হওয়া**—ফোড়ার ভিতরকার পুঁজ বাহির হইয়া আসিবার পথ হওয়া (ফোড়াটার এখনও মুখ হয় নাই); মুখরতা বা বলিবার স্পর্ধা বৃদ্ধি পাওয়া। **মুখে**—মাত্র কথায় (মুখে বলা সহজ)। **মুখে আগুন**—মুখাগ্নি করি অর্থাৎ মরুক এই গালি (অমন বাপের মুখে আগুন—সাধারণতঃ মেয়েলী গালিতে)। **মুখে**

আনা—উচ্চারণ করা। **মুখে আসা**—বলিবার প্রবৃত্তি হওয়া (যা মুখে আসে তাই বলা); ভাষায় প্রকাশের শক্তি হওয়া (মনে আসে তো মুখে আসে না)। **মুখে খই ফোটা**—অতিরিক্ত মুখর হওয়া, অনর্গল বলিয়া যাওয়া। **মুখে চূণকালি দেওয়া**—অসম্মানকর কাজ করা, কলঙ্ক লেপন করা। **মুখে ছাই**—অপ্রতিষ্ঠা বা ব্যর্থতা-কামনা-সূচক উক্তি (শত্রুর মুখে ছাই দিয়ে আজো বেঁচে আছি)। **মুখে জল আসা**—লোভ হওয়া (সেই খাওয়ার কথা মনে করতে এখনো মুখে জল আসে)। **মুখে জল বা পানি দেওয়া**—অন্তিম সময়ে মুখে জল দেওয়া; মুখ প্রক্ষালন করা; পিপাসা নিবৃত্তি করা; অল্প জলযোগ করা। **মুখে দড়**—ণ. বচনপটু, কথায় যে হার মানে না। **মুখে দেওয়া**—সামান্য খাওয়া (এত যত্ন করে রান্না করা হয়েছে, একটু মুখে দিন; দু গ্রাস ভাত মুখে দিয়েই উঠে গেল); আহার্যরূপে পরিবেশন করা (বিয়েবাড়ীতে এনেছ দু'সের মিঠাই, কার মুখে দেবে?)। **মুখে ধুলো ওড়া**—দুশ্চিন্তা-আদিতে মুখ বিবর্ণ হওয়া। **মুখে ফুল-চন্দন পড়ুক**—ফুল দ্রঃ। **মুখে ফেলা**—শুষ্ক অথবা অল্প খাদ্য মুখে পোরা; তাড়াতাড়ি ভোজন শেষ করা। **মুখে মুখে**—ক্রি. ণ. কাগজে-কলমে হিসাব না করিয়া মৌখিকভাবে (মুখে মুখে উত্তর দেওয়া)· লোক-সমাজে প্রচারিত (সে কথা এখন লোকের মুখে মুখে); লোকপরম্পরায় (গুজব মুখে মুখে রটে, ছড়াগুলি মুখে মুখে প্রচলিত); একটির প্রান্তের সহিত অন্যটির প্রান্ত হুবহু বা অবিকলভাবে তক্তা মুখে মুখে জোড়া; চাক্‌নিটা মুখে মুখে লেগেছে)। **মুখে রোচা**—রোচা দ্রঃ। **মুখে শক্ত**—মুখে দড়। **মুখের উপর**—সামনা-সামনি, অসাক্ষাতে নয়, তৎক্ষণাৎ (মুখের উপর কথা বলা; মুখের উপর দরজা বন্ধ করে দেওয়া)। **মুখের কথা**—বচনমাত্র; সহজ ব্যাপার (মা হওয়া কি মুখের কথা—রামপ্রসাদ)। **মুখের কথা খসানো**—সামান্য কিছু বলা (আমার এত বড় অন্যায় তোমার সামনে হল, তুমি মুখের কথাটিও খসালে না)। **মুখের জোর**—বক্তৃতা বা গলাবাজির শক্তি। **মুখের দিকে তাকানো**—দুর্দিনে সহানুভূতি ও সাহায্য করা; মুখের পানে সহজভাবে চাওয়া। **মুখের মতো**—ণ. যথোপযুক্ত (কড়া জবাব সম্পর্কে বলা হয়—মুখের মতো জবাব বা জুতো)। **মুখের সামনে**—মুখের উপর। **খোঁতা মুখ ভোঁতা হওয়া**—খোতা দ্রঃ। **পেটে এক মুখে আর (এক)**—কুটিল-স্বভাব; ভণ্ডামি। **যত বড় মুখ নয় তত বড় কথা, ছোট মুখে বড় কথা**—অসঙ্গত আস্পর্ধা।

মুখটি, মুখুটি, -টী—বি. মুখোপাধ্যায় বংশ (ফুলের মুখুটি=ফুলিয়া মেলের মুখোপাধ্যায় বংশ)।

মুখর—[মুখ (মুখ নির্গত বাক্য) + র] ণ. যে বেশী কথা বলে, বাচাল, দুর্মুখ (মুখর এমনি, না জানি আরো কী রটাবে কথা—রবি); অগ্রবর্তী, যে আগে কথা বলে; শব্দায়মান (ঊর্মিমুখর সাগরের পাড়—রবি; মুখর মঞ্জীর); বি. শঙ্খ; কাক। ণ. **মুখরিত**· শব্দায়মান, ধ্বনিত। স্ত্রী. **মুখরা**।

মুখর—মগধ অঞ্চলের রাজবংশ-বিশেষ। ণ. **মৌখরি**—মুখর-বংশ-জাত।

মুখস, মুখোস—[সং. মুখকোষ] বি, মনুষ্যের বা কোন জীবজন্তুর মুখাকৃতির মুখাবরণ (মুখোস পরা =এরূপ আবরণ পরিয়া চেহারা গোপন করা; ছদ্মবেশ অবলম্বন করা); গরু-বাছুর প্রভৃতির মুখে যে দড়ির কঞ্চির বা বাঁশের চটার জাল দেওয়া হয়; লাগাম ('চিবাইয়া রোষে মুখস'—মধু)। **মুখোস খুলে যাওয়া**—কপটতা ধরা পড়া; স্বরূপ প্রকাশ পাওয়া।

মুখস্থ—[সং. কণ্ঠস্থ] ণ. কণ্ঠস্থ, অভ্যস্ত, স্মৃতি হইতে আবৃত্তি করা যায় এমন (পড়া মুখস্থ বলা)। **মুখস্থ বুলি**—অন্যের নিকট হইতে শেখা কথা যাহা খুব অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছে।

মুখাগ্নি—বি. দাহ করিবার পূর্বে শবের মুখে স্পর্শ করানো অগ্নি; (যাহার মুখে অগ্নি) ব্রাহ্মণ। [মুখ+অগ্নি]

মুখানো—ক্রি. অতিশয় আগ্রহান্বিত হওয়া (খেলার জন্য ছেলেরা মুখিয়ে আছে)।

মুখাপেক্ষা—বি. অন্যের অনুগ্রহের বা সাহায্যের অপেক্ষা। [মুখ+অপেক্ষা]। ণ. **মুখাপেক্ষী** (-ক্ষিন্)—অন্যের সাহায্যের উপরে নির্ভরশীল, অন্যের প্রসন্নতার প্রত্যাশী। স্ত্রী. **মুখাপেক্ষিণী**। [আকৃতি। [মুখ+অবয়ব]

মুখাবয়ব—বি. মুখমণ্ডলের বিভিন্ন অবয়ব; মুখের

মুখোমুখি,মুখো- —ক্রি.-ণ., ণ., বি. পরস্পরের দিকে মুখ করিয়া, সামনা-সামনি ; বাক্যুদ্ধ (মুখা-মুখি ছেড়ে হাতাহাতি); পরস্পরকে সন্দর্শন, শুভদৃষ্টি (বরকন্যার মুখোমুখি করা); মুখ পর্যন্ত (ভাত হাঁড়ির মুখোমুখি হয়েছে) ; মৌখিক-ভাবে (মুখোমুখি উত্তর দাও) ।

মুখামৃত—বি. থুতু; মহাপুরুষের বাক্য। [মুখ + অমৃত]

মুখি,-খী—বি. কচু ওল প্রভৃতির ফেঁকড়া বা অঙ্কুর। (গ্রাম্য ঃ মুকী) । **মুখি কচু**—যে কচু হইতে মুখি বাহির হয় ।

মুখী—বি. মুকটি, ঘুষি (মুখা মারা); ণ. স্ত্রী. মুখযুক্তা (অন্য শব্দের যোগে ব্যবহৃত—কালামুখী ; সোনামুখী ; পোড়ামুখী ; চন্দ্রমুখী) ।

মুখুজ্জে,-য্যে—মুখোপাধ্যায় ।

মুখো—ণ. অভিমুখ (পশ্চিমমুখো হয়ে বল তো ; ঘরমুখো বাঙালী আর রণমুখো সেপাই ; ওমুখো যে আর হচ্ছই না); মুখযুক্ত (দু'মুখো সাপ—দুমুখো দ্রঃ) । স্ত্রী. **মুখী** ।

মুখোড়—ণ. যাহা মুখে আসিয়া লাগে, প্রতিকূল (—বাতাস) । [(মুখটী গ্রামে বাসহেতু) ।

মুখোপাধ্যায়—রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণের পদবী-বিশেষ

মুখোষ,-স—মুখস দ্রঃ । **মুখখু**—মুক্খু দ্রঃ ।

মুখ্য—[মুখ + য] ণ. প্রধান, অগ্রগণ্য (মুখ্য উদ্দেশ্য ; মুখ্যমন্ত্রী) ; আদি (মুখ্যকুলীন—কায়স্থ জাতির কুলীন-বিশেষ । কথ্য ঃ মুখ্যি) । **মুখ্যতঃ, -ত**—প্রধানতঃ । **মুখ্যার্থ**—প্রধান অর্থ, বাচ্যার্থ (বিপ. গৌণার্থ—ব্যঙ্গার্থ) ।

মুগ—[সং. মুদ্গ] বি. কলাই বিশেষ (মুগের যুষ) । **মুগের লাড়ু**—চূর্ণমুগ দিয়া প্রস্তুত মিঠাই-বিশেষ ।

মুগধ—[সং. মুগ্ধ] ণ. যাহা মুগ্ধ করে, মনোহর ; মোহিত; বিমূঢ় । (বৈষ্ণব-সাহিত্যে) । স্ত্রী. **মুগধী** ।

মুগা—[অ.] মুগা কীট হইতে প্রাপ্ত রেশম-বিশেষ ; ঐ রেশমে প্রস্তুত বস্ত্র ।

মুগুর—[সং. মুদ্গর] বি. ব্যায়াম করিবার গদা- (মুগুর ভাঁজা); কাঠের বড় হাতুড়ি ; ঢেঁকির মোনা । **যেমন কুকুর, তেমনি মুগুর**—কুকুর দ্রঃ ।

মুগ্ধ—[মুহ্ + ক্ত] ণ. মোহিত, বিহ্বল, আত্মহারা (মুগ্ধ দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলেন ; গুণমুগ্ধ) ; মোহাচ্ছন্ন (রূপমুগ্ধ); মূঢ়, মূর্খ (মুগ্ধবোধ ; মুগ্ধমতি); সরল ; সুন্দর, মনোহর । স্ত্রী. **মুগ্ধা**—সরল-স্বভাবা ; নবোঢ়া ; অনভিজ্ঞা নায়িকা-বিশেষ । বি. **মুগ্ধতা**—বিমোহিত ভাব ; সরলতা ; মূঢ়তা । **মুগ্ধবোধ**—বোপদেবকৃত সংস্কৃত ব্যাকরণ ।

মুঘল—মোগল দ্রঃ ।

মুচকি—ণ. ঈষৎ, অল্প ও অস্ফুট (মুচকি হাসি—যে হাসি শুধু চোখে ও বদ্ধ ঠোঁটে খেলে) । **মুচকিয়া, মুচকে**—মৃদুভাবে (মুচকে হেসে বিনোদ বেশে বাজিয়ে যাব মল—বঙ্কিমচন্দ্র) ।

মুচকুন্দ – বি. চাঁপা ফুলবিশেষ, মুচুকুন্দ (দ্রঃ) ।

মুচড়ানো, মুচড়নো, মোচড়ানো—ক্রি. পাক দেওয়া, to wring (দাড়ি মোচড়ানো ; লেজ মোচড়ানো ; ঘাড় মোচড়ানো । তম্বুরার কান মোচড়ানো—তানপুরার তার-বাঁধা খুঁটি মোচড়াইয়া সুর বাঁধা) ।

মুচ্‌মুচ্‌—মচ্‌ দ্রঃ; মচ্‌মচ্‌-এর তুলনায় লঘুতর শব্দ । ণ. **মুচ্‌মুচে**—খুব খাস্তা, crisp (মুচ্‌মুচে বিস্কুট ; বা মুড়ি) ।

মুচলেকা, মুচলকা—[তুর্কী. মুচল্‌কা] বি. আইন বা হুকুম মোতাবিক চলিবার প্রতিজ্ঞা-পত্র, bond (পুলিশ মুচলেকা নিয়ে ছেড়ে দিয়েছে) ।

মুচি—[প্রাচীন ইরাণীয় ; হি. মোচী] বি. যাহারা মৃত পশুর চর্ম ছাড়াইয়া লয় ; চর্মকার ; যাহারা জুতা মেরামত করে ; (ব্যঙ্গে) অতি হীন বা নির্মম বা কৃপণ ব্যক্তি (মুচি না কসাই) । স্ত্রী. **মুচিনী** । **মুচি**—মুছি দ্রঃ ।

মুচুকুন্দ, মুচকুন্দ—বি. মান্ধাতার পুত্র ; দৈত্য-বিশেষ ; পুষ্প ও তাহার বৃক্ষ-বিশেষ ।

মুচ্ছুদ্দী, মুৎসুদ্দী, মুৎসুদ্দি, -দ্দী—[আ. মুত্‌স'দ্দী] বি. হিসাব-রক্ষক কেরাণী ; ম্যানেজার, ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী (ম্যাক্‌মোরান কোম্পানীর মুৎসুদ্দি ; চৌধুরীদের বাড়ীর মুচ্ছুদ্দী) ; প্রতিনিধি ।

মুছলমান—মুসলমান দ্রঃ ।

মুছলুম—[আ. মুসল্লম] ণ. সমস্ত, সমগ্র (মুছলুম মুলুক) । **মুছলুমে**—আদৌ, একেবারেই ।

মুছা, মোছা—ক্রি. নিশ্চিহ্ন করা বা হওয়া (নাম-নিশানা মুছে গেছে ; মন থেকে মুছে ফেল) ; অপসারণ করা (দাগ মোছা); বস্ত্রাদির দ্বারা পরিষ্কার করা বা জল শুষ্ক করা (টেবিল মোছা ; বাসন মোছা ; গা মোছা) ; ণ. যাহা মোছা হইয়াছে । **পেট-মোছা**—সর্বশেষ সন্তান (গ্রাম্য) ।

মুছি—[সং. মূষী] বি. ছোট সরা ; সোনা গলাইবার ছোট মৃৎপাত্র-বিশেষ, crucible ; পিঠা তৈরী করিবার ঢাক্‌নি-বিশেষ ; কাঁঠাল নারিকেল ইত্যাদির নবজাত ফল।

মুজ্‌দা—[ফা. মুয্‌'হ্‌দহ্‌] বি. আনন্দ-সংবাদ, খোশখবর (কোন্ মুজ্‌দা সে উচ্চারে হেরা আজ —নজরুল)।

মুজরা—[আ. মুজ্‌রা] বি. যাহা বাদ দেওয়া হয়, ছাড় (মুজরা করা—সুদ বা দেনা কিছু বাদ দেওয়া) ; সম্মান প্রদর্শন ; পারিশ্রমিক লইয়া নৃত্যগীত প্রভৃতি প্রদর্শন (মুজরা দেওয়া, মুজরা করা) ; মজুরী (কথ্য)। **মুজরাই**—গায়ক-গায়িকাকে দত্ত নিষ্কর ; মুজরার অর্থাৎ বৈঠকী নাচগানের জন্য পারিশ্রমিক।

মুজ্‌রিম—[আ. মুজ্‌রিম] বি. অপরাধী, পাপী ; দণ্ডযোগ্য ব্যক্তি। (আদালতের ভাষা)।

মুজাইম, মুজাহেম, মোজাহেম—[আ. মুযাহিম্] বি. বাধা, প্রতিবন্ধক ; স্বত্বের দাবিদার (মেয়াদের অন্তে দখল ছাড়িয়া দিব, কোন রকমে মোজাহেম হইব না)। (আদালতের ভাষা)।

মুঞি—মুই, আমি। (প্রাচীন বাংলা ও প্রাদে.)।

মুঞ্জ—[সং.] বি. মুঞ্জ নামক ঘাস (ইহার দ্বারা রজ্জু উপবীত মেখলা ইত্যাদি প্রস্তুত করা হয়) ; বাণ। **মুঞ্জকেশ, মুঞ্জকেশী** (-শিন্)—বিষ্ণু (মুঞ্জের মত কেশ যাহার)।

মুঞ্জরণ—বি. কুঁড়ি ধরা, পুষ্পিত হওয়া ; নূতন পাতা গজানো। **মুঞ্জরা**—ক্রি. মুঞ্জরিত বা মুকুলিত হওয়া, ফুল ধরা (অঙ্কুরিছে মুকুলিছে মুঞ্জরিছে প্রাণ—রবি)। (কাব্যে ব্যবহৃত)। ণ. **মুঞ্জরিত**—মুকুলিত, পুষ্পিত। **মুঞ্জরী** —তুলসী পুষ্প ; পদ্ম-কেশর ; শীর্ষ।

মুট্—অব্য. শুষ্ক ও হালকা বস্তুর ভাঙ্গিবার শব্দ, মট্-এর চেয়ে লঘুতর (মুট্ করে ভেঙ্গে যাওয়া)। **মুটমুট**—ক্রমাগত মুট-শব্দ। ণ. **মুট্‌মুটে**।

মুট,-ঠ—বি. মুষ্টি ; ণ. মুষ্টি-পরিমিত (এক মুঠ চাউল) ; ধরিবার হাতল বা বাঁট। **এক মুঠ বা এক মুঠো ভাত**—সামান্য আহার্য। **মুঠ-কলম**—মুঠ পাকাইয়া ধরা কলম (সেকালে এই ভাবে কলম ধরিয়া পাঠশালায় লেখা হইত)।

মুটকি—বি. মুকটি, ঘুষি।

মুটা, মুঠা, মুঠো—ণ. মুষ্টি-পরিমিত ; বি. মুষ্টি (সোনা-মুঠা)। **মুঠার মধ্যে বা মুঠোর মধ্যে**—সম্পূর্ণ বশে বা কর্তৃত্বে (কারো মুঠোর মধ্যে থাকা আমার পোষাবে না)।

মুটি,-ঠি—বি. মুষ্টি ; ণ. মুষ্টি-পরিমিত (মুঠি মুঠি তুলি রতন-কণিকা—রবি)। (কাব্যে ব্যবহৃত)।

মুটিয়া, মুটে—[হি. মোটিয়া] বি. যে মোট বহন করিয়া জীবিকা অর্জন করে (ঝাঁকা-মুটে—ঝাঁকায় মোট বহন করে)। **মুটে-মজুর**—সাধারণ শ্রমজীবী।

মুটে,-ঠে—বি. লাঙ্গলের উপরের যে অংশ জমি চষিবার সময় মুঠায় ধরা হয়। [মুটে দ্রঃ।

মুঠ ; মুঠা ; মুঠি ; মুঠে—মুট, মুটা, মুটি,

মুড়কি,-কী—বি. গুড় বা চিনির রসে পাক-করা খৈ (মুড়ি-মুড়কির সমান দর—গুণের আদর নাই)।

মুড়নো—ক্রি. মুণ্ডিত করা ; গাছের ডালপালা ছাঁটিয়া ফেলা। **মাথা মুড়নো (মুড়ানো)** —মস্তক কেশবিহীন করা (দীক্ষা-হেতু অথবা অপরাধের জন্য)। **এক ক্ষুরে মাথা মুড়ানো**—এক সঙ্গে দীক্ষা গ্রহণ করা একই রকমের ভাগ্য (সাধারণতঃ মন্দভাগ্য) পাওয়া।

মুড়্‌মুড়্—অব্য. শুষ্ক ও অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র বস্তু ভাঙ্গিবার শব্দ। ণ. **মুড়্‌মুড়ে** (মুড়্‌মুড়ে ভাজা চিঁড়ে)।

মুড়া, মুড়ি, মুড়ো—[সং. মুণ্ড] বি. মস্তক, মুণ্ড ; অগ্রভাগ ; মাছের মাথা (মুড়িঘণ্ট ; ল্যাজ-মুড়া বাদ দিয়ে)। **মুড়িঘণ্ট**—বি. মাছের মুড়ো দিয়ে তৈরী ব্যঞ্জন। [মুড়া পর্যন্ত- মুড়ামুড়ি)।

মুড়া, মুড়ো—বি. প্রান্ত, সীমা (এ মুড়া হইতে ও

মুড়া, মুড়ো—ণ., বি. মুণ্ডিত, যাহার অগ্রভাগ বা ডালপালা নষ্ট হইয়া গিয়াছে (মুড়া ঝাঁটা, মুড়ো বটগাছ) ; মুড়া ঝাঁটা (মুড়ো মেরে তাড়ানো) ; নির্জল, খাঁটি (মুড়া মাখন)।

মুড়া—ক্রি. মোড়া দ্রঃ ; মুণ্ডিত করা, ডাল ছাঁটিয়া ফেলা। **মুড়ানো**—মুড়নো দ্রঃ।

মুড়ি—[মুণ্ড] বি. মাথা ; মাছের মাথা (মুড়িঘণ্ট) ; মুড়া, প্রান্ত (মুড়ামুড়ি ; মুড়ি সেলাই করা) ; চেক রসিদ প্রভৃতির যে অংশ দাতার কাছে থাকে, counterfoil (চেকমুড়ি) ; আপাদমস্তক আবৃত করা (লেপ-মুড়ি দেওয়া)।

মুড়ি—(যাহা মুড়্‌মুড়্ করে) বি. তপ্ত বালিতে ভাজা চাউল। **মুড়ি-নারকেল**—নারিকেল-কুরি দিয়া মাখানো মুড়ি। **মুড়ি-মুড়কির বা মুড়ি-মিছরির সমান দর**—মুড়কি দ্রঃ।

মুণ্ড—[মুণ্ড্ (ছেদন করা) + অ] বি. মস্তক, শির ; রাহু ; দৈত্য-বিশেষ ; বিরক্তি-জ্ঞাপক উক্তি (মাথামুণ্ড ; মাথা না মুণ্ড)। **মুণ্ডচ্ছেদ, -চ্ছেদন**—মাথা কাটিয়া ফেলা ; ধ্বংস করা। **মুণ্ডপাত করা**—মাথা কাটিয়া ফেলা ; সর্বনাশ করা ; অতিশয় নিন্দা বা অকরুণ মন্তব্য করা (পাড়া-প্রতিবেশীর মুণ্ডপাত করা—ব্যঙ্গে)। **মুণ্ডফল**—নারিকেল গাছ। **মুণ্ডমালা**—নরমুণ্ডের মালা। **মুণ্ডমালার দাঁত-খামুটি**—(মহাকালীর কণ্ঠের মুণ্ডসমূহের আপাতভীতিকর দাঁত-খামুটির মত) বৃথা ভীতিপ্রদর্শন। **মুণ্ডমালী** (-লিন্)—ণ. যাহার গলায় মুণ্ডমালা আছে। স্ত্রী. **মুণ্ডমালিনী**। **মুণ্ডশালি**—বোরো ধান। **মাথামুণ্ডু**—বাজে কথা ; আসল ব্যাপার (বিরক্তি-জ্ঞাপক উক্তিতে ব্যবহৃত হয়। মাথামুণ্ডু কি বকছ? মাথামুণ্ড কিছুই বুঝতে পারছি না)।

মুণ্ডক—বি. উপনিষদ্-বিশেষ ; মস্তক ; নাপিত।

মুণ্ডন—বি. কেশশূন্য করা, মুড়ানো (শ্মশ্রুমুণ্ডন) ; ণ **মুণ্ডিত**—কামানো, মুড়ানো। **মুণ্ডিত-মস্তক**—ণ. যাহার মস্তক মুণ্ডন করা হইয়াছে।

মুণ্ডি—বি. ছোট মোণ্ডা (রসমুণ্ডি), ক্ষুদ্র মুণ্ডবৎ গোলাকার বস্তু। **মুণ্ডু**—মুণ্ড-শব্দের কথ্য রূপ।

মুত—মূত্র (গু-মুত—বিষ্ঠা ও মূত্র)। (গ্রাম্য ও কথ্য)। **পুতের মুতে কড়ি**—পুত্রসন্তানের শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে উক্তি। (গ্রাম্য)।

মুতওল্লী—[আ. মুতবল্লী] বি. ওয়াক্ফ্ সম্পত্তির পরিচালক (কথ্য : মাতোয়ালী)।

মুত্ফরক্কা, মোৎফরক্কা—[আ. মুতফররিক] ণ. যাহা শৃঙ্খলাবদ্ধ নহে, ছড়ানো ; পাঁচ-মিশালি, miscellaneous ; ছোটখাটো (মোকদ্দমা)।

মুৎসুদ্দি—মুচ্ছুদি দ্রঃ।

মুতা, মোতা—ক্রি. প্রস্রাব করা (গ্রাম্য)। **মুতানো, মোতানো**—ক্রি. প্রস্রাব করানো।

মুতা—[আ. মুতা'হ্] সহজেই ছিন্ন করা যায় এমন বিবাহ-বিশেষ (শিয়া সমাজে প্রচলিত)। ণ. **মোতাহিয়া** (মোতাহিয়া বেগম—মুতা-বিবাহের দ্বারা লব্ধ বেগম)।

মু(মো)তালিক—[আ. মুতা'ল্লিক] ণ. সম্বন্ধীয়, সম্পর্কযুক্ত। (আদালতের ভাষা)।

মুথা—[সং. মুস্ত] বি. সুগন্ধ শিকড়যুক্ত তৃণ-বিশেষ (নাগর মুথা—মুথার শ্রেণী-বিশেষ)।

মুদা—ক্রি. নিমীলিত করা, বোজা, মুদ্রিত করা (নয়ন মুদিল) ; ঢাকা, আবৃত করা।

মুদাফত—[ফা.] বি. জমাজমির পূর্ব অধিকারী। ণ. **মুদাফতী**—পূর্বে অধিকৃত, দরুণ (হেম আচার্যের মুদাফতী জমি)।

মুদামী—[আ.] বি চিরস্থায়ী, পরম্পরাগত (মুদামী বন্দোবস্ত—চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত)।

মুদারা—বি. সঙ্গীতের দ্বিতীয় স্বর-সপ্তক (উদারা, মুদারা, তারা)।

মুদি,-দী—[হি. মোদী] বি. চাউল ডাইল তৈল মসলা প্রভৃতি নিত্য-প্রয়োজনীয় দ্রব্যের বিক্রেতা। **মুদিখানা**—বি. মুদি-দোকান।

মুদিত—ণ. [সং. মুদ্রিত] মুদ্রিত, নিমীলিত (মুদিত নয়ন), ফুল্ল, আহ্লাদিত, প্রীত। [মুদ্ + ক্ত]।

মুদিতা—বি. প্রফুল্লতা, অপরের সুখ দেখিয়া আনন্দিত হওয়ার ভাব, বৌদ্ধ সাধনা-বিশেষ (তুঃ মৈত্রী)। [সং]।

মুদ্গ—বি. মুগকলাই ; পানকৌড়ী। [সং.]। **মুদ্গাঙ্কুর**—মুগের অঙ্কুর।

মুদ্গর—[সং.] বি. গদা, মুগুর, প্রাচীন ভারতের ভারী যুদ্ধাস্ত্র-বিশেষ। [বিশেষ। [সং.]

মুদ্গল—বি. গোত্রপ্রবর্তক মুনি-বিশেষ ; উপনিষৎ-

মুদ্দই, মুদ্দাই—[আ. মুদ্দঈ] বি. ফরিয়াদী ; বিপক্ষ, শত্রু (মুদ্দই দুশমন ; মধ্যস্থ মুদ্দাই হয়ে—ভারতচন্দ্র)। **পেটে ধরেছি মুদ্দই**—পেটের সন্তান শত্রুর মত অশেষ কষ্টের কারণ হইয়াছে (সন্তান-সম্বন্ধে মাতার ক্ষোভপূর্ণ উক্তি)।

মুদ্দত—[আ. মুদ্দৎ] বি. দীর্ঘকাল ; নির্দিষ্ট কাল, মেয়াদ। ণ. **মুদ্দতী**—যাহা নির্দিষ্ট কালের জন্য বলবৎ (**মুদ্দতী হুণ্ডি**—নির্দিষ্ট সময়ে টাকা দিবার অঙ্গীকৃত নির্দেশলিপি)।

মুদ্দাই—মুদ্দই দ্রঃ।

মুদ্দোফরাস—মুরদাফরাস দ্রঃ।

মুদ্রণ—[মুদ্রি + অনট্] বি. মুদ্রিত করা, মোহরাঙ্কিত করা, stamping ; চাপ দিয়া নির্দিষ্ট আকার দান ; ছাপ, printing ; বোজা, নিমীলন। **মুদ্রণ-ব্যয়**—ছাপার খরচ।

মুদ্রা—[মুদ্ + র + অ + আপ্, যাহা হৃষ্ট করে ; মুদ্রি + অ + আপ্] বি. অর্থরূপে ব্যবহৃত ও মূল্যাঙ্কিত ধাতুখণ্ড, মোহর টাকা পয়সা প্রভৃতি (স্বর্ণমুদ্রা, রৌপ্যমুদ্রা) ; মোহর, seal ; যে আংটি দিয়া ছাপ দেওয়া হয় ; ছাপ, চিহ্ন (মুদ্রাঙ্কিত) ;

ছাপার অক্ষর; গীত-বাদ্যাদি-কালে অঙ্গবিন্যাস; বিশেষ মুখভঙ্গি বা বাচন-ভঙ্গি (মুদ্রাদোষ); দেব-আরাধনাকালে অথবা নৃত্যে হস্তাঙ্গুলির বিভিন্ন ধরণের বিন্যাস (কূর্মমুদ্রা; মৎস্যমুদ্রা; পদ্মমুদ্রা; বরমুদ্রা; অভয়মুদ্রা); (জ্যোতিষে) করতলে বা পদতলে মোহর সদৃশ চিহ্ন; (পঞ্চ-মকার সাধনায়) মদের চাট। **মুদ্রাকর, মুদ্রাপক**—বি.যে ছাপার। **মুদ্রাকর-প্রমাদ**—ছাপার ভুল। **মুদ্রাকার**—যে অক্ষর খুদিয়া সীল তৈরি করে। **মুদ্রাঙ্কন, মুদ্রাঙ্ক**—সীল প্রভৃতির ছাপ। **মুদ্রাঙ্কিত**—ণ. মোহরযুক্ত, ছাপযুক্ত। **মুদ্রাতত্ত্ব, -বিজ্ঞান**—মুদ্রা-সম্বন্ধীয় তত্ত্ব ও তথ্য, numismatics। **মুদ্রাদোষ**—স্বভাব-সিদ্ধ বিকৃত ভাবভঙ্গি বা নিন্দনীয় কথার ভঙ্গি। **মুদ্রাযন্ত্র**—যে যন্ত্রে ছাপা হয়, ছাপার কল, printing press। **মুদ্রারক্ষক**—সীলমোহর যাহার জিম্মায় থাকে। **মুদ্রালিপি**—ছাপার অক্ষর। **মুদ্রাশঙ্খ**—[সং. মৃদ্দারশৃঙ্গ] খনিজ সীসাভস্ম-বিশেষ, litharge। **মুদ্রাস্ফীতি**—দেশের পণ্যের চেয়ে অর্থের বৃদ্ধি, currency inflation.

মুদ্রিত—ণ. ছাপযুক্ত, চিহ্নিত; মোহরযুক্ত; যাহা ছাপা হইয়াছে; নিমীলিত (মুদ্রিত নয়ন); অবিকশিত; সঙ্কুচিত। [মুদ্রি+ক্ত, মুদ্রা+ইত]

মুনকির—ণ. যে অস্বীকার করে; ঈশ্বরে অবিশ্বাসী; অবিশ্বাসী। (আদালতের ভাষা)। **মুনকির-নকির**—যে দুই ফেরেস্তা কবরে মৃত ব্যক্তির ধর্মবিশ্বাসের পরীক্ষা নেয় (মুনকির নকিরের কাছে কি জবাব দেবে?)।

মুনফা—মুনাফা। **মুনসিব**—মুনসিফ দ্র:।

মুনসেরিম—[আ. মুনসরিম] বি. জজ-আদালতের প্রধান কেরাণী; জমি বন্দোবস্ত-বিভাগের কর্ম-চারী-বিশেষ।

মুনাজাত,-মো—প্রার্থনা। [ফা.]

মুনাদি—[আ. মনাদী] বি. ঢোল-শোহরত, ঢ্যাঁড়রা পিটাইয়া ঘোষণা করা।

মুনাফা—[আ. মুনাফা'] বি. (ব্যবসায়-আদিতে), উদ্বৃত্ত, profit, লাভ; (তালুকাদিতে) আয় হইতে সরকারকে দেয় খাজানার টাকা বাদ দিয়া যাহা থাকে। **মুনাফা-খোর**—লাভ করার দিকে যাহার অতিরিক্ত নজর, profiteer।

মুনাফিক—ভণ্ড। [আ.]

মুনাসিব, মোনাসিব—[আ. মুনাসিব্] ণ. উচিত, যোগ্য, সঙ্গত; মনের মত, পছন্দমাফিক (কাজটা হুজুরের শানের মোনাসিব হয় নাই)।

মুনি—[মন্+ই—যিনি ধর্মাদি জানেন, অথবা যিনি মৌনী] বি. বীতরাগ ও স্থিতধী ব্যক্তি (মুনিরও মতিভ্রম হয়); ঋষি; জিন; বুদ্ধ; জ্ঞানী; স্ত্রী. **মুনি,-নী**। **মুনিত্রয়**—পাণিনি কাত্যায়ন ও পতঞ্জলি। **মুনিদ্রুম**—বকফুলের গাছ। **মুনিপিত্তল**—তামা। **মুনিপুঙ্গব**—বি. শ্রেষ্ঠ মুনি। **মুনিবৃত্তি**—ণ. যিনি বানপ্রস্থ অবলম্বন করিয়াছেন; বি. মুনির কর্ম; বিষয়-ভোগে বিরতি এবং জ্ঞানচর্চা ও পরহিতে আত্মনিয়োগ। **মুনিভেষজ**—মুনির ঔষধ, হরীতকী; লঙ্ঘন-উপবাস। **মুনিস্থান**—তপোবন।

মুনিব—মনিব (দ্র:)।

মুনিয়া—বি. ক্ষুদ্র পক্ষী-বিশেষ।

মুনীম—[আ. মুন্‌ইম্] ণ. উদার-হৃদয়; দাতা; উপকারী; মনিব; মহাজনের হিসাবরক্ষক।

মুন্‌শী,-সি,-সী—[আ. মুন্‌শী] বি. পত্রাদি রচনার ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী; সেক্রেটারি; কেরানী, মুহুরী; শিক্ষক; ণ. বিদ্বান্, ফারসী ভাষায় অভিজ্ঞ (মৌলবী দ্র:); রচনাকুশল। **মুন্‌শী-গিরি**—কেরাণীগিরি। **মুন্সিয়ানা**—রচনা-নৈপুণ্য; পাণ্ডিত্য; কুশলতা, দক্ষতা। **মীরমুন্‌শী**—প্রধান মুন্‌শী, চীফ সেক্রেটারী। **খাস মুন্‌সী**—প্রাইভেট সেক্রেটারী।

মুন্‌সিফ, মুন্‌সেফ—[আ. মুন্‌সিফ্] বি. দেওয়ানী আদালতের নিম্নতম বিচারক, munsif। **মুন্‌সেফি**—বি. মুনসেফের কাজ বা পদ; **মুন্‌সেফী**—ণ. মুনসেফের পরিচালনাধীন (মুনসেফী আদালত)।

মুফ্‌ত, মোফ্‌ত—[আ. মুফ্‌ত্] অব্য. ণ. বিনামূল্যে বা অমনি যাহা পাওয়া যায়, মাগনা। **মোফ্‌তের মাল**—বিনামূল্যে বা বিনা পরিশ্রমে যাহা পাওয়া গিয়াছে, পড়ে-পাওয়া চোদ্দ আনা। [কর্তা (কাজী-মুফ্‌তী)]

মুফ্‌তী—[আ.] বি. মুসলমানী আইনের ব্যাখ্যা-

মুফ্‌লিস—[আ.] ণ. দরিদ্র, নিঃসম্বল, দেউলিয়া; অবিবাহিত (সাহেবটা ছিল মুফ্‌লিস্—খানসামা-দের ভাষা)।

মুমুক্ষা—[মুচ্+সন্+অ+আপ্] বি. মুক্তি বা

পরিত্রাণ লাভের ইচ্ছা, মোক্ষ-কামনা। **মুমুক্ষু**—[মুচ্ +সন্+উ] ণ. মোক্ষলাভেচ্ছু; বি. যতি; ভিক্ষু।

মুমূর্ষু—[মৃ+সন্+উ] ণ. মরিতে ইচ্ছুক; যাহার মৃত্যুকাল আসন্ন, মর-মর। **মুমূর্ষা**—মরণেচ্ছা; মরণাপন্ন দশা।

মুষ্‌দা-[ফা.] বি. সুসংবাদ।

মুয়াজ্জিম, মুয়েজ্জিন, মোয়াজ্জিন—[আ. মু'আজ্‌'জ়ি'ন] বি. যে আজান দেয়, নামাজের সময়-ঘোষণাকারী (মৃত্যু-আঁধার মিনার হতে মুয়াজ্জিনের সাড়া পাই—কান্তিচন্দ্র ঘোষ)।

মুয়াল্লিম—[আ. মুআ'ল্লিম'] বি. শিক্ষক; নির্দেশক, যিনি হজের সময়ে যাত্রীদের করণীয় সম্বন্ধে নির্দেশ দেন।

মুর—[সং.] বি. দৈত্য-বিশেষ। **মুর-মর্দন, মুর-মথন, মুরারি**—শ্রীকৃষ্ণ)।

মুরগা—মোরগা দ্রঃ। **মুরগি, মুর্গি**—কুক্কুট। স্ত্রী. **মুরগী**—কুক্কুটী। **চীনা মুরগী**—guinea fowl। [বিশেষ, Jews' harp।

মুরচঙ্গ, মোরচঙ্গ, মোরচাং—বাদ্যযন্ত্র

মুরচা, মুরুচা, মুরুজা, মোর্চা,—[আ. মুর্‌চা] দুর্গের পরিখা। **মুরচা-বন্দি করা**—দুর্গপ্রাকার রক্ষার নিমিত্ত সেনানিবেশ করা বা যুদ্ধার্থ সৈন্য-সমাবেশ করা।

মুরছা—(কাব্যে) ক্রি. মূর্ছিত হওয়া; বি. মূর্ছা। **মুরছিল**—মূর্ছিত হইল।

মুরজ—[সং.] বি. মৃদঙ্গ, খোল। **মুরজা**—মৃদঙ্গ; কুবের-পত্নী। **মুরজফল**—(মুরজের আকৃতির ফল যাহার) কাঁঠাল গাছ।

মুরত, মুরদ, মুরত—[মূর্তি] বি. আকৃতি; প্রতিমূর্তি (কত রকম মুরদ আঁকা—বঙ্কিমচন্দ্র)।

মুরদ, মুরোদ—[আ. মুরাদ] বি. শক্তি, ক্ষমতা, পৌরুষ (দেখা যাবে মুরোদ কত)।

মুরব্বি, মুরুব্বি,-ব্বী—[আ. মুরব্বী] বি. অভিভাবক, পৃষ্ঠপোষক (মুরব্বির জোর); গুরুজন (মুরুব্বির দোয়া)। **মুরুব্বিয়ানা,-গিরি**—(নিন্দার্থে) কর্তৃত্ব, মাতব্বরি, উপর-পড়া ভাব (আর মুরুব্বিগিরি ফলাতে হবে না)।

মুরলা—বি. কেরল দেশের নদী-বিশেষ।

মুরলী—[সং.] বংশী। **মুরলীধর**—কৃষ্ণ।

মুরশিদ, মুরশেদ, মোরশেদ—[আ. মুর্‌শিদ্] বি. গুহ্য সাধনায় শিক্ষাদাতা, পীর (মুরশেদভক্তি—গুরুভক্তি)।

মুরহর, মুরহা (-হন্)—বি. মুরারি, বিষ্ণু (মরি কিবা মুরহর পুরহর এক দেহে)।

মুরা—[সং.] বি. গন্ধদ্রব্য-বিশেষ (মুরামাংসী); সম্রাট্‌ চন্দ্রগুপ্তের জননী।

মুরাদ—[আ. মুরাদ] বি. মনোবাসনা, কামনা। **মুরাদ পুরা করা**—মনোবাসনা পূর্ণ করা। **মুরাদ হাসিল হওয়া**—মনোবাসনা পূর্ণ হওয়া। **দেলের বা দিলের মুরাদ**—অন্তরের বাসনা। [মুর+অরি]।

মুরারি—বি. মুরনামক দৈত্যের শত্রু, বিষ্ণু।

মুরি—বি. নালী, নরদামা।

মুরীদ—[আ. মুরীদ] বি. শিষ্য, দীক্ষিত, পীরের শিষ্য (পীরী-মুরীদী—পীর হইয়া বহু লোককে মুরীদ করিয়া জীবিকা অর্জন, 'গোসাঁইগিরি')।

মুরুক্ষু,-খ্যু—মূর্খ। (গ্রাম্য)।

মুরুগা, মুর্গা—[সং. মূর্বা] বি. মূর্বালতা (ইহা দিয়া ধনুকের ছিলা হইত)।

মুরুব্বি—মুরব্বি দ্রঃ।

মুর্দা—[ফা. মুর্‌দাহ্] বি. মৃতদেহ, শব, মড়া (দেশে তো মরদ নেই, সব মুর্দা)। **মুর্দাফরাশ,-স**—ডোম, শবদাহকারী হীনজাতি-বিশেষ। **দিল-মুর্দা**—ণ. অন্তরে মৃত, প্রেরণাহীন (বিপ. দিলজিন্দা—অন্তরে সচেতন, জাগ্রত-চিত্ত)।

মুর্মুর—[সং.] বি. তুষের আগুন (মুর্মুর-দাহ); কামদেব; সূর্যাশ্ব।

মুলতবী, মুলতুবী—[আ. মুলতবী] ণ. যাহার মীমাংসা অন্য সময়ের জন্য রাখিয়া দেওয়া হইয়াছে, স্থগিত (মোকদ্দমা মুলতবী রাখা)।

মুলতান—বি. পাঃ পাঞ্জাবের অঞ্চল-বিশেষ। **মুলতানী**—ণ. মুলতানে জাত (-গরু); বি. রাগিণী-বিশেষ।

মুলা,-লো—মূলা দ্রঃ।

মুলাকাত, মোলাকাত—[আ. মুলাকা'ত্] বি. সাক্ষাৎকার, ভেট (বহুদিন পরে দুই বন্ধুর মুলাকাত হইল)। **মুলাকাতী**—যিনি দেখা করিতে আসিয়াছেন।

মুলানো—ক্রি. দূর করা, দর-দস্তুর করা।

মুলিবাঁশ—বি. ফাঁপা সরু বাঁশ-বিশেষ (ইহার দ্বারা বেড়া তৈরী হয়, ঘরও ছাওয়া হয়)।

মুলুক, মুল্লুক—[আ. মুল্‌ক্] বি. দেশ, রাজ্য (মগের মুল্লুক; মুল্লুকের লোক—দেশশুদ্ধ লোক, অনেক লোক)। **মুলুকজাদা**—

প. দেশপ্রসিদ্ধ। **মুল্লুকজোড়া**—প. দেশব্যাপী, বহুদূর-ব্যাপী। **মুল্লুকের**—রাজ্যের; অনেক, ঢের (মুল্লুকের বাজে খবর)।

মুশা,-মুসা—[ই. Moses] বি. বাইবেলোক্ত ইহুদী জাতির ধর্মনেতা।

মুশা(সা)য়রা—[ফা.] বি. কবি-সম্মেলন (উর্দু সাহিত্য-রসিক সমাজে সুপ্রচলিত; কবিগণ ইহাতে বিশেষ মিল ও ছন্দের স্বরচিত কবিতা আবৃত্তি করেন)।

মুশ্‌কিল,মুস্কিল—[আ. মুশ্‌কিল] বি. বিপদ, গণ্ডগোল, ফ্যাসাদ (বড় মুস্কিলে পড়া গেছে)। **মুস্কিল আসান**—বিপদ কাটিয়া যাওয়া। **মুস্কিল-কুশা**—সঙ্কট-তারণ।

মুষড়ানো, মুসড়ানো—ক্রি. শুষ্ক হওয়া; ভগ্নোৎসাহ হওয়া, মনমরা হওয়া।

মুষল, মুশল, মুসল—[সং.] বি ঢেঁকির মোনা, প্রাচীনকালের অস্ত্র-বিশেষ; মুদ্গর। **মুষল-ধারে বৃষ্টি**—বড় বড় ফোঁটায় বৃষ্টিপাত, অজস্র ধারে বৃষ্টি। **মুষলী** (-লিন্)—মুষল যাঁহার অস্ত্র, বলরাম; টিক্‌টিকি। **মুষল্য**—প. মুষল-প্রহারে বধ্য।

মুষা,-ষী—[সং.] বি. স্বর্ণাদি গলাইবার ছোট পাত্র, মুচি, crucible; মূষিক।

মুষ্ক—[সং.] বি. অণ্ডকোষ; তস্কর; প. মাংসল। **মুষ্কশূন্য** প. নপুংসক, খোজা। [সং]

মুষ্টামুষ্টি—বি. পরস্পর মুষ্ট্যাঘাত, কিলাকিলি।

মুষ্টি—[মুষ্‌+ক্তি; ফা. মুশ্‌ত্] বি. মুট, মুঠা; মুঠিতে ধরা যায় এতটা (তণ্ডুল-মুষ্টি); খড়্গাদির বাঁট, চাবি তোলা; ঘুষি (মুষ্টিযুদ্ধ); কিল (মুষ্টি প্রহার)। **মুষ্টিক**—[সং.] বি মুচি, স্বর্ণাদি গালাইবার পাত্র, স্বর্ণকার, কংসানুচর মল্লবিশেষ (কৃষ্ণ কর্তৃক নিহত)। **মুষ্টিদ্যূত**—পরমুট্ খেলা, জোড়বিজোড় খেলা (?)। **মুষ্টিন্ধয়**—শিশু (যে হাতের মুঠা চোষে)। **মুষ্টিবদ্ধ**—প মুঠ-বাঁধা। **মুষ্টিভিক্ষা**—এক মুষ্টি-পরিমিত চাউল ভিক্ষারূপে দান বা গ্রহণ। **মুষ্টিমেয়**—প. এক মুষ্টি-পরিমিত; সামান্যসংখ্যক। **মুষ্টি-যোগ**—বি. টোট্‌কা ঔষধ। **মুষ্ট্যাঘাত**—বি. কিল বা ঘুষি মারা। [মুষ্টি+আঘাত]।

মুসব্বর—[আ. মুসব্‌র] বি. ঘৃতকুমারীর শুকানো রস (গন্ধদ্রব্যবিশেষ)। **মুশক্-মুসব্বর**—কস্তূরী ও মুসব্বর।

মুসমা—[আ. মুসামহ্'] বি. খাতির, রেহাই, বাদ, ছাড় (সুদে কিছু মুসমা দেওয়া)। (জমিদারী পরিভাষা)।

মুসম্মত, মোসাম্মাত—[আ. মুসম্মাত] শ্রীমতী, শ্রীযুক্তা (মুসলমান মহিলাদের নামের পূর্বে ব্যবহৃত)।

মুসলমান, মোছলমান—[ফা. মুসলমান] বি. ইস্‌লাম-ধর্মে বিশ্বাসী, হজরত মোহম্মদ-প্রতিষ্ঠিত ধর্ম-সমাজের অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তি। **মুসল-মানি**—বি. মুসলমানের ধর্ম অথবা ধর্মাচার; খৎনা, সুন্নত, ত্বকচ্ছেদ (তোর মুসলমানি হয় নাই, তুই মুসলমান কিসের?)। **মুসলমানী**—প. মুসলমান-সম্বন্ধীয় অথবা মুসলমান-সমাজের রীতিসম্মত (মুসলমানী আদব-কায়দা, মুসলমানী আইন); বি মুসলমান স্ত্রীলোক।

মুস্‌লিম, মোস্‌লেম—[আ. মুস্‌লিম] বি. মুসলমান। স্ত্রী. **মুস্‌লিমা, মোস্‌লেমা**।

মুসা—মুশা দ্রঃ।

মুসাক্কাস—[আ. মুশাখ্‌খস] প. নির্ধারিত, নিরূপিত, assessed। (আদালতের ভাষা)।

মুসাপা, মুসাফা—[আ মুসা'ফহ্'] বি. মুসলমানী প্রথায় করমর্দন, প্রীতি-সম্বর্ধনা-স্বরূপ হাতে হাতে মিলানো (মুসাপা করা)।

মুসাফির—[আ.] বি. পর্যটক, ভ্রমণকারী; আগন্তুক। **মুসাফিরখানা**—ধর্মশালা, সরাই। **মুসাফিরি**—ভ্রমণ; প্রবাস; যাত্রীর জীবন।

মুসাবিদা—[আ. মসব্‌দা] বি, রীতি অনুসারে রচনা (দলিল মুসাবিদা করা); খসড়া, draft (মুসাবিদাটা দেখাও)।

মুস্তাকিম—[আ.] প মজবুত, স্থায়ী, দৃঢ়।

মুস্তাফি,-ফী—[আ. মুস্তৌফী] বি. প্রধান কেরাণী, হিসাব-পরীক্ষক; উপাধি-বিশেষ।

মুহ—মুখ ('মুহ পঙ্কজ সোঙরি সোঙরি')। (প্রাচীন পদ্যে ও গ্রাম্য ভাষায়)।

মুহম্মদ, মোহ-, মোহা-—[আ.] বি. ইস্‌লাম-ধর্মের প্রবর্তক (কোরাণের মতে ইনি ইস্‌লামের পূর্ণাঙ্গতা-সম্পাদক, কেননা ইস্‌লাম সনাতন ধর্ম, মানুষের স্বাভাবিক ধর্ম)।

মুহরি—বি. মুহুরী; মুরী (দ্রঃ)।

মুহির—[মুহ্‌+ইর] বি. কামদেব; প. মূর্খ।

মুহুঃ—[সং.] অব্য. পুনঃপুনঃ, বারংবার। **মুহু-র্মুহুঃ**—অব্য. পুনঃপুনঃ, দ্রুতপরম্পরায়।

মুহুরি,-রী—[আ. মুহ'রির] বি হিসাবের খাতা লেখক, কেরাণী, মুন্সী (উকিলের মুহুরি)। **মুহুরিগিরি**—বি. মুহুরির কর্ম।

মুহুরি, মুরী, মোহরী—[হি. মোরী] বি. নর্দমা, ড্রেন; লোহার ঝাঁঝরি; বল্টুর মুখে আঁটিবার ধাতুখণ্ড, nut; ধাতুর চাদরে বিঁধ করিতে বা টোপ তুলিতে উহার নীচে স্থাপিত সচ্ছিদ্র লোহখণ্ড; পায়জামার পায়ের বা জামার আস্তিনের মুখের ঘের।

মুহূর্ত—[মুর্ছ্ (বক্র হওয়া)+ক্ত] বি. দিবা-রাত্রির ত্রিশ ভাগের এক ভাগ, ৪৮ মিনিট কাল; অত্যল্প কাল, নিমেষ; ক্ষণ, সময়, কাল (শুভ মুহূর্ত; ব্রাহ্মমুহূর্ত)। **মুহূর্তেক**—ণ., ক্রি. ণ. এক মুহূর্ত, অল্পক্ষণ।

মুহ্যমান—ণ. যাহার চিত্ত দুঃখে বা শোকে বিকল হইয়াছে, যে মুষড়াইয়া পড়িয়াছে, অভিভূত, মোহগ্রস্ত। [মুহ্+আন (য, ম আগম)]।

মূক—[মূ (বন্ধন করা)+ক] ণ. বাক্শক্তি-রহিত, বোবা (মূককে বাচাল করে); হতবাক্, অবাক্ (বিস্ময়ে মূক); মৎস্য। বি. **মূকতা**।

মূঢ়—[মুহ্+ক্ত] ণ. মোহাচ্ছন্ন; জড়; নির্বোধ; অবিবেকী; ভ্রান্ত; অসভ্য; মূর্খ (বিচারমূঢ়)। **মূঢ়মতি**—ণ. যাহার বুঝিবার ক্ষমতা নাই বা অবিকশিত। **মূঢ়যোনি**—বি. পশুজন্ম। **মূঢ়তা**—বি. নির্বুদ্ধিতা, বোকামি।

মূত্র—বি. প্রস্রাব। [মূত্র্+অ]। **মূত্রকর**—ণ. যাহা প্রস্রাব বৃদ্ধি করে। **মূত্রকৃচ্ছ্র**,—বি. কষ্টে মূত্রত্যাগ; মূত্ররোধ রোগ। **মূত্রকোষ**—বি. মূত্রাশয়, bladder। **মূত্রদোষ**—বি. মেহরোগ। **মূত্রপথ,-মার্গ**—মূত্র-নির্গমন পথ, urethra। **মূত্রাতিসার**—বি. বহুমূত্র রোগ, diabetes। **মূত্রল**—ণ. মূত্রবর্ধক। **মূত্রো-ঘাত**—বি. যে রোগে কষ্টে মূত্রত্যাগ হয়। **মূত্রাশয়**—বি. উদরমধ্যে যে থলিতে মূত্র থাকে, বস্তি, bladder.

মুরছা—মূর্ছা (কাব্যে)।

মুরতি—বি. মূর্তি। (কাব্যে)।

মূর্খ—[মুহ্+খ] ণ. অশিক্ষিত, যে লেখাপড়া জানে না; অজ্ঞ; গায়ত্রী-রহিত; নির্বোধ, বোকা, অবোধ; লোকাচারে অনভিজ্ঞ। বি. **মূর্খতা**—মূঢ়তা, নির্বুদ্ধিতা। স্ত্রী. **মূর্খা**। **মূর্খ-পণ্ডিত**—শাস্ত্রে পণ্ডিত কিন্তু লোকাচার বিষয়ে অনভিজ্ঞ; পণ্ডিত কিন্তু কাণ্ডজ্ঞানহীন। **মূর্খ-মণ্ডল**—মূর্খের দল।

মূর্ছন—[মূর্ছি+অনট্] বি. মূর্ছিত হওয়া; ণ. যাহা মূর্ছিত করে (অস্ত্র-বিশেষ)। **মূর্ছনা**—সুরের অলঙ্কার-বিশেষ, সুরের আরোহণ ও অবরোহণ; প্রতিফলন; আয়ুর্বেদীয় ভেষজ সংস্কারের প্রক্রিয়াবিশেষ।

মূর্ছা—বি. মোহ, চেতনালোপ; প্রতিফলন; ব্যাপ্তি; রোগ-বিশেষ, হিস্টিরিয়া। [মূর্ছি+অ+আপ্]। **মূর্ছাভঙ্গ**—বি. মোহ বা অচৈতন্য অবস্থা হইতে পুনরায় চেতনাপ্রাপ্তি। **মূর্ছা যাওয়া**—মূর্ছিত হওয়া। ণ. **মূর্ছিত**—মূর্ছাগত, হতচেতন; মূর্ছনাযুক্ত; বর্ধিত; ব্যাপ্ত; প্রতিফলিত (মধ্যাহ্নের জ্যোতি মূর্ছিত বনের কোলে—রবি)। স্ত্রী. **মূর্ছিতা**। **মূর্ছে**—ক্রি. মূর্ছিত হয়, প্রতিফলিত হয়।

মূর্ত—[মূর্ছ্ (মূর্ছিত হওয়া)+ক্ত] ণ. সাকার, মূর্তিমান্, concrete (দয়ার মূর্ত বিগ্রহ); স্পষ্ট, প্রত্যক্ষ; বি. (ন্যায়শাস্ত্র মতে) পৃথিবী জল তেজ বায়ু এবং মন।

মূর্তি—[মূর্ছ্+তি—যাহা বাড়ে] বি. আকৃতি, চেহারা, কায়া, শরীর; বিগ্রহ, প্রতিমা; স্বরূপ (করুণার মূর্তি; মূর্তিপরিগ্রহ করিয়া অবতীর্ণ হইলেন); কাঠিন্য; পঞ্চভূত। **মূর্তিপরিগ্রহ**—বি. (অশরীরীর) শরীর ধারণ। **মূর্তিপূজা**—প্রতিমা-পূজা, দেবতাকে সাকার করিয়া পূজা। ণ. **মূর্তিমান্** (-মৎ), (বাং) **মূর্তিমন্ত**—মূর্ত, সাকার, শরীরী; প্রত্যক্ষ, সাক্ষাৎ। স্ত্রী. **মূর্তিমতী**।

মূর্ধজ—[মূর্ধন্+জন্+ড] বি. কেশ।

মূর্ধন্য—ণ. মস্তক হইতে অর্থাৎ জিহ্বাগ্র তালুতে স্পৃষ্ট করিয়া উচ্চার্য। (ঋ ৠ ট ঠ ড ঢ ণ র ষ); শ্রেষ্ঠ, মোড়ল। [মূর্ধন্+য]

মূর্ধা (-র্ধন্)—[মূর্ধ্+অন্—যাহাতে আঘাত লাগিলে চেতনা লোপ পায় অথবা মৃত্যু ঘটে] বি. শির, মস্তক; শীর্ষ, শৃঙ্গ; অগ্রভাগ; (জ্যামিতিতে) ক্ষেত্রের ভূমি, base। **মূর্ধবেষ্টন**—বি. উষ্ণীষ। **মূর্ধান্ত**—বি. চূড়া, শিখা। **মূর্ধাভিষিক্ত**—বি. রাজা; ক্ষত্রিয়; মন্ত্রী; ব্রাহ্মণের ঔরসে ক্ষত্রিয়ার গর্ভে জাত জাতি। **মূর্ধাভিষেক**—বি. রাজপদে আরোহণকালে মস্তকে তীর্থ-জলাভিষেক।

মূর্বা, মুর্বী—[সং.] বি. গুল্ম-বিশেষ (ইহার আঁশে ধনুকের গুণ তৈরী হইত), bow-string hemp. [(কাব্যে)।

মূল—বি. দাম, মূল্য ('শুধালেন কত মূল'—রবি)।

মূল—[মূল্ (স্থিতি করা)+অ] বি. গাছের গোড়া; শিকড়; মূলা আলু পেঁয়াজ প্রভৃতি; পাদদেশ (তরুমূল; গিরিমূলে); ভিত্তি; উৎপত্তিস্থান, আদি কারণ, নিদান (মূলে ভুল, দুঃখের মূল, অশান্তির মূল); পুঁজি, আসল (মূল ও সুদ; মূলধন); মূল গ্রন্থ (যাহার উপরে টীকা লেখা হয়—মূল ও টীকা); সন্ধিস্থান (বাহুমূল; কর্ণমূল); বর্গমূল, root; বন, নিকুঞ্জ; ণ. আদ্য, প্রথম; (মূল কারণ; মূল ব্যাপার); প্রধান (মূল নীতি)। **মূলক**—ণ. তাহা হইতে উৎপন্ন মূল বা হেতুবিশিষ্ট; যুক্ত (ভ্রান্তি-মূলক; ছলনামূলক); বি. মূলা। **মূলকর্ম**—অভিচারের জন্য মন্ত্রতন্ত্রাদি করা, মন্ত্রৌষধির দ্বারা বশীকরণ, জাদু করা। **মূলকার**—মূল গ্রন্থ রচয়িতা। **মূলকারণ**—আদি কারণ, আসল কারণ। **মূলকারিকা**—মূল গ্রন্থের অর্থ-প্রকাশক কবিতা; মূলধনের বৃদ্ধি। **মূলকৃচ্ছ্র**—শুধু গাছের শিকড় খাইয়া সাধন করিতে হয় এমন ব্রত। **মূলগত**—ণ. মৌলিক, গোড়াকার, fundamental; ভিত্তিস্বরূপ। **মূলগায়েন**—যাত্রার দলের প্রথম গায়ক, গায়ক-দলের নেতা। **মূলচ্ছেদ**—গোড়া কাটিয়া ফেলা, সম্পূর্ণ ধ্বংস সাধন। **মূলজ**—ণ. যাহা মূল হইতে উৎপন্ন হয়, আদা কচু প্রভৃতি। **মূলতঃ**—অব্য., ক্রি. ণ. আসলে, মূলে, প্রকৃতপক্ষে। **মূলতত্ত্ব**—গোড়ার কথা, আসল বিষয়, fundamental principle। **মূলধন**—ব্যবসায়ে বিনিয়োজিত অর্থ ইত্যাদি, আসল টাকা, পুঁজি, capital; সম্বল। **মূল-নগর**—আদি-নগর (বিপ. শাখা-নগর)। **মূল নীতি**—মূলীভূত নীতি, প্রধান নিয়ম। **মূল পদার্থ**—অমিশ্র বস্তু, অ-যৌগিক পদার্থ, element। **মূল পুরুষ**—বংশের আদিপুরুষ। **মূল প্রকৃতি**—বিশ্বের আদি কারণ, আদ্যাশক্তি। **মূলভিত্তি**—গোড়া পত্তন, foundation. **মূলমন্ত্র**—বীজমন্ত্র; প্রধানতম সংকল্প (জীবনের মূলমন্ত্র)। **মূল রাশি**—১ ২ ৩ ৪ ইত্যাদি সংখ্যা, the cardinals। **মূল সন্ন্যাসী**—গাজনের প্রধান সন্ন্যাসী। **মূলসূত্র**—প্রধান কারণ, প্রথম সূচনা (বিবাদের মূলসূত্র); প্রধান তত্ত্ব। **মূলহরণ**—ণ. যাহা মূল নষ্ট করে বা সর্বনাশ করে; যে পূর্বপুরুষের সম্পত্তি নষ্ট করিয়া ফেলে।

মূলা—[সং.] বি. নক্ষত্র-বিশেষ; [মূলক] কন্দ বিশেষ, মুলো।

মূলাকর্ষণ—বি. শিকড় ধরিয়া টান দেওয়া।

মূলাধার—প্রধান আধার বা আশ্রয়স্থান, আদি কারণ; (তন্ত্রমতে) ষট্‌চক্রের আদ্যচক্র, গুহ্য ও লিঙ্গের মধ্যে দুই অঙ্গুলি স্থান (ইহাকে কুণ্ডলিনী শক্তির প্রধান আধার বলা হয়)। [মূল+-]

মূলানো—বি. দর করা, দরদস্তুর করা। (পূর্ববঙ্গে)।

মূলী (-লিন্)—ণ. শিকড়যুক্ত; বি. গাছ।

মূলীকরণ—বি. বর্গমূল বাহির করা। **মূলীভূত**—ণ. মূলরূপে পরিগণিত, নিদানস্বরূপ (অশান্তির মূলীভূত কারণ)। [মূল+চি+]

মূলে—ক্রি. ণ. আদিতে; আসলে।

মূলেয়—[সং.] বি. বৃক্ষের ঝুরি।

মূলোৎখাত—ণ. সমূলে উৎপাটিত বা বিনষ্ট; (মূলোৎখাত করা)। **মূলোচ্ছেদ, মূলোৎপাটন**—বি. শিকড়-সমেত তুলিয়া ফেলা, সমূলে ধ্বংস। [মূল+উৎখাত, উচ্ছেদ, উৎপাটন]

মূল্য—[মূল+য—মূল বস্তুর সহিত যাহা অতিরিক্ত পাওয়া যায়। যখন মুদ্রার সুপ্রচলন ছিল না, তখন ব্যবসায়ীরা কারুদিগকে কাঁচামাল সরবরাহ করিত, কারুরা সেই কাঁচামাল দিয়া পাকামাল প্রস্তুত করিয়া দিলে নিজেদের লভ্যাংশরূপে কিছু কাঁচা-মাল পাইত, ইহাই ছিল তাহাদের পরিশ্রমের মূল্য। বর্তমানে মূল্য বলিতে সমগ্রভাবে বস্তুর বিক্রয়-মূল্য বুঝায়] বি. দাম, পণ; ভাড়া; যাহার বিনিময়ে কিছু পাওয়া যায় (তোর পাপ-মূল্যে কেনা......এ জীবন করিলি ধিক্কৃত—রবি); মর্যাদা, গুরুত্ব (তুল্য মূল্য; এর মূল্য বুঝবার মত ক্ষমতা তোমাদের নেই)। **মূল্যবান্** (-বৎ)—ণ. দামী; মহৎকর্মক্ষম (মূল্যবান্ জীবন, সময়)। **মূল্যহীন**—ণ. অকিঞ্চিৎকর, হেয়। **মূল্য ধরিয়া দেওয়া**—যে বস্তু ফিরাইয়া দেওয়া সম্ভবপর নয় তাহার মূল্যস্বরূপ অর্থ দেওয়া। **মূল্যাবধারণ, মূল্যায়ন**—বি. দাম স্থিরী-করণ।

মূষ—[সং.] বি. (যে চুরি করে বা লুণ্ঠন করে) ইন্দুর। **মূষা**—বি. ইন্দুর; সোনা গালাইবার মূছি; গবাক্ষ। **মূষক, মূষিক, মূষীক**—বি. ইন্দুর; চোর। **মূষিকপর্ণী**—ইন্দুর-কানী পানা। **মূষী**—বি. ইন্দুরী; মূছি। **মূষীকরণ**—বি. মূছিতে সোনা বা ধাতু গলানো।

মৃগ—[মৃগ্‌+অ—ব্যাধ যাহার অন্বেষণ করে] বি. হরিণ; পশু (মৃগরাজ, মৃগাজীব); কপোলদেশে শ্বেতচিহ্নযুক্ত গজ-বিশেষ; বৈষ্ণবের তিলক-বিশেষ; মৃগনাভি; নক্ষত্র-বিশেষ (মৃগশিরা); শিকার; অগ্রহায়ণ মাস; যজ্ঞ-বিশেষ; পুরুষের জাতি-বিশেষ; ধ্যানের মুদ্রা-বিশেষ। স্ত্রী. **মৃগী**। **মৃগ-কানন**—শিকারের উপযুক্ত বন। **মৃগচর্যা**—মৃগের মত বনের ফলমূল খাইয়া জীবন ধারণ। **মৃগচর্ম** (-মন্)—হরিণের চামড়া, অজিন; পশুর চর্ম। **মৃগজালিকা**—হরিণ ধরিবার ফাঁদ। **মৃগজীবন,-জীবী** (-বিন্)—ব্যাধ। **মৃগজ্ঞ** ণ. শিকারের পশুর স্বভাব ও বাসস্থান সম্বন্ধে অভিজ্ঞ। **মৃগতৃষা,-তৃষ্ণা,-তৃষ্ণিকা**—বি. মরীচিকা, সূর্যকিরণে জলভ্রম। **মৃগদংশক**—বি. কুকুর। **মৃগধূর্ত**—বি. শৃগাল। **মৃগনয়না, -নেত্রা,-লোচনা**—ণ. হরিণের মত সুন্দর নয়ন বিশিষ্টা। **মৃগনাভি**—বি. কস্তুরী। **মৃগপতি, -রাজ**—বি. সিংহ। **মৃগপোত**—বি. হরিণ-শাবক। **মৃগ-বন্ধনী**—বি. মৃগজালিকা। **মৃগ-বাহন**—বি. পবন। **মৃগমদ**—বি. (মৃগের গর্ব যাহাতে) কস্তুরী। **মৃগয়া**—[মৃগ+য+আপ্‌] বি. শিকার। **মৃগয়ারণ্য**—শিকারের যোগ্য বন। **মৃগরাজ**—পশুরাজ, সিংহ। **মৃগলাঞ্ছন**—বি. চন্দ্র। **মৃগলেখা**—বি. মৃগাকৃতি চিহ্ন। **মৃগশিরা,-শীর্ষ**—কাল-পুরুষ নক্ষত্রমণ্ডলীর অন্তর্ভুক্ত নক্ষত্র-বিশেষ। **মৃগহা** (-হন্)—ব্যাধ।

মৃগাঙ্ক—বি. মৃগচিহ্ন; শশাঙ্ক, চন্দ্র। **মৃগাঙ্ক-মৌলি, মৃগাঙ্কশেখর**—বি. চন্দ্রচূড়, শিব। **মৃগাজিন**—বি. হরিণের চামড়া। **মৃগাজীব**—বি. ব্যাধ, পশু-শিকার যাহাদের ব্যবসায়। **মৃগাদ, মৃগাদন**—বি. তরক্ষু, নেকড়ে বাঘ। **মৃগান্তক**—বি. চিতাবাঘ। **মৃগারি**—বি. সিংহ; ব্যাঘ্র; কুকুর।

মৃগাল, মৃগেল—বি. মাছ বিশেষ। (গ্রাম্য—মিরগেল, মিরকা, মিরকে)। [বাং]

মৃগী—বি. হরিণী; রোগ-বিশেষ, অপস্মার; নারীর জাতি-বিশেষ।

মৃগেন্দ্র—সিংহ (মৃগেন্দ্রবাহিনী)। [মৃগ+ইন্দ্র]। **মৃগেন্দ্রাসন**—সিংহাসন। **মৃগোত্তম**—মৃগশ্রেষ্ঠ; মৃগশিরা নক্ষত্র।

মৃচ্ছকটিক—শূদ্রক-কৃত সংস্কৃত নাটক।

মৃড়—[সং] শিব, মহাদেব।

মৃণাল—[মৃণ্‌ (হিংসা করা)+আল—যাহা ভক্ষণার্থ হিংসিত হয়] বি. পদ্মগাছের সাদা নরম কন্দ, পদ্মফুলের কাঁটাযুক্ত বোঁটা। **মৃণাল-কোমল**—ণ. পদ্মকন্দের মত কোমল। **মৃণাল-বলয়**—বি. মৃণাল দিয়া প্রস্তুত বালা। **মৃণাল-ভুজ**—বি. পদ্মকন্দের মত নরম সাদা হাত। **মৃণালিকা, মৃণালী**—বি. মৃণাল। **মৃণা-লিনী**—বি. পদ্মিনী, পদ্মের ঝাড়; (বাং) পদ্ম।

মৃৎ—[মৃদ্‌+কিপ্‌] বি. মৃত্তিকা, মাটি (অন্য শব্দের সহিত যুক্ত হইয়া ব্যবহৃত হয়)। **মৃৎকর**—বি. কুম্ভকার। **মৃৎকর্ম**—বি. মাটি দিয়া পাত্রাদি নির্মাণ। **মৃৎপাত্র**—বি. মাটির পাত্র। **মৃৎ-পিণ্ড**—বি. মাটির তাল অথবা তাল-পাকানো মাটি। **মৃৎপিণ্ড-বুদ্ধি**—অতি স্থূল-বুদ্ধি। **মৃৎভাণ্ড, মৃদ্ভাণ্ড**—মাটির ভাঁড়।

মৃত—[মৃ (মরা)+ক্ত] ণ. গতাসু, নিষ্প্রাণ, মরা, যাহাতে অথবা যাহার দেহে প্রাণ নাই; উৎসাহ-উদ্দীপনাহীন (দেশ কি বেঁচে আছে? দেশ তো মৃত); বি. শব (মৃত-সৎকার)। **মৃতক**—বি. শব; মরণাশৌচ। **মৃতকল্প**—ণ. মৃতপ্রায়। **মৃতদার**—ণ. বিপত্নীক। **মৃতপ্রায়**—ণ. মুমূর্ষু, মরমর। **মৃতবৎসা**—ণ. যে স্ত্রীর সন্তান জীবিত থাকে না, মড়ুঞ্চে পোয়াতি। **মৃতসঞ্জী-বনী**—ণ. যাহা মৃতকে পুনর্বার জীবিত করে। **মৃতস্নান**—অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার পর স্নান। **মৃতা-পত্যা**—ণ. মৃতবৎসা। **মৃতাশৌচ**—মৃত্যুহেতু অশৌচ। **মৃতি**—মৃত্যু, বিনাশ।

মৃত্তিকা—[মৃদ্‌+তিক+আপ্‌] বি. মাটি; গঙ্গামাটি।

মৃত্যু—[মৃ+ত্যু] বি. মরণ; ধ্বংস (সত্যের মৃত্যু নাই); যম। **মৃত্যুকাল**—মৃত্যুর সময়। **মৃত্যু চিন্তা**—'মরিব' এই ভাবনা। **মৃত্যুঞ্জয়**—[মৃত্যু+জি+খচ্‌] ণ. মৃত্যুজয়ী; বি. শিব। **মৃত্যুবাণ**—যে বাণের আঘাতে মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী; বিনাশের সুনিশ্চিত উপায়।

মৃত্যুমুখে পতিত হওয়া—মরা, প্রাণত্যাগ করা। **মৃত্যুশয্যা**—বি. অন্তিম শয্যা।

মৃদঙ্গ—[মৃৎ+অঙ্গ, যাহার অবয়ব মৃত্তিকা-নির্মিত] বি. খোল নামক বাদ্যযন্ত্র, মুরজ, পাখোয়াজ। **মৃদঙ্গী**—ণ. মৃদঙ্গ-বাদক।

মৃদঙ্গার—বি. মাটির নীচেকার অঙ্গার, পাথুরিয়া কয়লা। [মৃৎ+অঙ্গার]

মৃদু—[মৃদ্+উ] ণ. কোমল, নরম (মৃদু স্পর্শ); লঘু; অতীব্র; মন্থর (মৃদুগতি); অতীক্ষ্ণ; অল্প, ক্ষীণ, অনুজ্জ্বল (মৃদু আলো); শান্ত (মৃদু-স্বভাব); ধীর (মৃদু সমীরণ)। **মৃদুগণ**—(জ্যোতিষে) চিত্রা অনুরাধা মৃগশিরা ও রেবতী নক্ষত্র। **মৃদুগমনা,-গামিনী**—ণ. (স্ত্রী) ধীরে চলে এমন। **মৃদু জল**—soft water, লবণক্ষার ইত্যাদি বর্জিত জল। বি. **মৃদুতা**। **মৃদু প্রযত্ন**—অপ্রবল প্রয়াস বা অল্প প্রয়াস। **মৃদুবাত**—ধীর বায়ু। **মৃদুমন্দ**—ণ. লঘু ও ধীর। **মৃদুল**—ণ. কোমল, সুকুমার; অতীব্র, অনুগ্র (মৃদুল কলেবর ; মৃদুল গান গাহিয়া—রবি ; মৃদুলগামী); বি. অগুরু-বিশেষ। স্ত্রী. **মৃদুলা**। **মৃদুস্পর্শ**—কোমল স্পর্শ ; লঘুস্পর্শ। **মৃদুহাস্য**—স্মিতহাস্য। **মৃদূৎপল**—নীলপদ্ম। **মৃদ্বঙ্গী, মৃদ্বী**—ণ., বি. কোমলাঙ্গী। **মৃদ্বী, মৃদ্বীকা**—কিসমিস ; দ্রাক্ষা।

মৃদ্ভাজন, মৃদ্ভাণ্ড—বি. মাটির পাত্র। [মৃৎ+ভাজন, ভাণ্ড]

মৃধা—[সং. মৃধ্—বধ করা ; ফা. মীরদেহ্] বি. লাঠিয়াল, জমিদারের বরকন্দাজ।

মৃন্ময়—[মৃদ্+ময়] ণ. মৃত্তিকা-নির্মিত, মাটির (মৃন্ময়ী মূর্তি ; মৃন্ময় পৃথিবী)। ('মৃণ্ময়' ভুল)।

মে—[ইং. May] বি. ইংরেজী বৎসরের পঞ্চম মাস (বৈশাখের শেষার্ধ ও জ্যৈষ্ঠের প্রথমার্ধ)।

মেই—বি. স্ফীত মাংসপিণ্ড, আব, tumour (কপালের উপর একটা মেই বেরিয়েছে)। [প্রাদে.]।

মেইদি, মেদি, মেহেদী—[সং. মেন্ধী ; হি. মেহ্দী] ছোট গাছ-বিশেষ, হেনা (বাগানের বেড়ারূপে ব্যবহৃত হয়, ইহার পাতা বাটিয়া মেয়েরা হাতে রং করেন)।

মেও, মেওমেও, ম্যাও, ম্যাওম্যাও—অব্য. বিড়ালের ডাক ; তানপুরার শব্দ। **ম্যাও ধরা**—(বিড়ালের গলায় ইঁদুরদের ঘণ্টা বাঁধিবার পরামর্শ-বিষয়ক গল্প হইতে) দায়িত্ব গ্রহণ করা; বিপজ্জনক কাজের ঝুঁকি লওয়া।

মেওয়া—[ফা. মেবহ্] বি. ফল (মেওয়ার বাগান—ফলের বাগান); পেস্তা বাদাম আখরোট ইত্যাদি শুকনা ফল বা ফলের ভক্ষ্য শাঁস (কাবুলী মেওয়া)। **মেওয়া-জাত**—নানা রকমের ফল। **সবুরে মেওয়া ফলে**—সবুর দ্রঃ।

মেক—[ফা. মেখ্] বি. গোঁজ ; পেরেক। **মেক বা ম্যাক দেওয়া**—বাঁশ দেওয়া (অভব্য)।

মেকদার—[আ. মিকদার] বি. পরিমাণ, পরিমাপ ; মর্যাদা, মূল্য (বোঝা গেল সে কি মেকদারের লোক)। [কর্য়া।

মেকরানো—[আ. মক্‌র্] ক্রি. মক্কর করা, ভান

মেকি,-কী—[আ মক্‌র্, ইং. making ?] ণ. কৃত্রিম, জাল (মেকি টাকা) ; বি. কৃত্রিম বস্তু ; কপটতা (আসলের চেয়ে মেকির আদর)।

মেকুড়, মেকুর—বি. বিড়াস ; ণ. সাহসহীন, যে পলাইয়া ফেরে (কুকুরের ভয়ে বিড়াল পলাইয়া ফেরে, তাহা হইতে)। [প্রাদে.]

মেখলা—[সং.] বি. কটিসূত্র ; কটিবন্ধ ; স্ত্রী-লোকের কটিভূষণ, চন্দ্রহার গোট প্রভৃতি (লুটায় মেখলাখানি ত্যজি কটিদেশ—রবি) ; উপনয়ন-কালে ব্যবহৃত শরপত্রাদি-নির্মিত উপবীত (মৌঞ্জ মেখলা) ; পর্বতের নিতম্বদেশ ; খড়্গাদির বাঁটে যে চর্ম প্রভৃতি নির্মিত রজ্জু-বেষ্টনী ব্যবহৃত হয় ; ঘোড়ার চামড়ার পেটি ; যজ্ঞকুণ্ডের উপরে যে মাটির বেড় দেওয়া হয়। **মেখলিক, মেখলী** (-লিন্)—ণ., বি. মেখলাধারী ; ব্রহ্মচারী। স্ত্রী. **মেখলিকা, মেখলিনী**।

মেঘ—[মিহ্ (জলসিক্ত করা)+অ] বি. আকাশস্থ ঈষৎ ঘনীভূত জলবাষ্প, জলদ, জলধর, বারিবাহ, ঘন ; রাগ-বিশেষ। (মেঘ সাধারণতঃ চারি শ্রেণীর হয়—আবর্ত, দ্রোণ, পুষ্কর, সংবর্ত)। **মেঘকফ**—করকা। **মেঘকালো**—ণ. মেঘের মত কৃষ্ণবর্ণ। **মেঘজীবন**—চাতকপক্ষী। **মেঘজ্যোতিঃ**—বজ্রাগ্নি। **মেঘডম্বর**—মেঘাড়ম্বর, মেঘগর্জন ('অজাযুদ্ধে ঋষিশ্রাদ্ধে প্রভাতে মেঘডম্বরে দম্পত্যোঃ কলহে চৈব বহ্বারম্ভে লঘুক্রিয়া')। **মেঘডম্বর বা মেঘডুম্বুর শাড়ী**—নীলাম্বরী। **মেঘ-তিমির**—ঘনঘোর ; দুর্দিন। **মেঘদীপ**—বিদ্যুৎ। **মেঘদূত**—কালিদাস-রচিত সুপ্রসিদ্ধ

কাব্য। **মেঘনা**—(বাং) পূর্ববঙ্গের এক বৃহৎ নদী। **মেঘনাদ**—মেঘধ্বনি; ইন্দ্রজিৎ; পলাশ-বৃক্ষ। **মেঘপুষ্প**—জল; করকা; ইন্দ্রের অশ্ব। **মেঘবর্ণ**—ণ. মেঘকৃষ্ণ, ঘনশ্যাম। **মেঘবহ্নি**—বজ্রাগ্নি। **মেঘবাহন**—ইন্দ্র। **মেঘমন্দ্র**—মেঘের গম্ভীর গর্জন। **মেঘমল্লার**—সঙ্গীতের রাগবিশেষ। **মেঘমেদুর**—ণ. মেঘের দ্বারা স্নিগ্ধ (মেঘমেদুর অম্বর)। **মেঘরস**—বৃষ্টি, জল। **মেঘরুচি বসন**—মেঘের মত সুশ্যাম-বর্ণ বস্ত্র। **মেঘলা**—ণ মেঘের দ্বারা আচ্ছন্ন। **মেঘ করা**—ক্রি. মেঘাচ্ছন্ন হওয়া। **মেঘ কাটা**—ক্রি. মেঘাচ্ছন্ন আকাশ পরিষ্কার হইয়া যাওয়া; বিপদ কাটা। **মেঘ-মেঘ করা**—মেঘলা ভাব হওয়া। **কাবা মেঘ**—জলহীন মেঘ। **কোদালে-কুড়ুলে মেঘ**—যেন কোদাল ও কুড়ুল দিয়া কোপানো হইয়াছে এমন মেঘস্তর। **জলো মেঘ**—যে মেঘ অচিরে বৃষ্টি হইয়া গলিয়া পড়িবে। **ঝড়ো মেঘ**—যে মেঘের সঙ্গে সঙ্গে ঝড় বহে। **সিঁদুরে মেঘ, রাঙা মেঘ**—সিঁদুরের মত লালবর্ণ মেঘ (ঘর-পোড়া গরু সিঁদুরে মেঘ দেখে ডরায়)। **হাঁড়িয়া বা হেঁড়ে মেঘ**—ঘোর কৃষ্ণবর্ণ মেঘ (এই মেঘে সাধারণতঃ ঝড়-বৃষ্টি হয়)। **হিঙুলে মেঘ**—হিঙ্গুলবর্ণ মেঘ।

মেঘাগম—বর্ষাকাল। **মেঘাচ্ছন্ন**—ণ. মেঘে ঢাকা, মেঘলা। **মেঘাত্যয়**—মেঘাভাব, শরৎকাল। **মেঘাস্থি**—করকা। **মেঘাস্পদ**—আকাশ। **মেঘোদক**—বৃষ্টি। **মেঘোদয়**—মেঘের আবির্ভাব।

মেঙ্গানিজ—[ইং. manganese] বি. ধাতু-বিশেষ। [কৃষ্ণবর্ণ।

মেচক—[সং.] বি. ময়ূরপুচ্ছের চন্দ্রক; নীলাঞ্জন;

মেচেতা, মেছেতা—বি. মুখমণ্ডলের ক্ষুদ্র কালো কালো চিহ্ন-বিশেষ (ব্রণ-মেছেতা)। [বাং.]

মেছ্‌মার—মিস্‌মার দ্রঃ।

মেছুয়া, মেছো—বি. মৎস্য-বিক্রেতা, জেলে; ণ. মৎস্য সম্বন্ধীয়; মৎস্য বিক্রয় হয় এমন (মেছোহাটা, মেছুয়া বাজার)। স্ত্রী. **মেছুনী, মেছোনী**। **মেছোহাটা**—হাটে যেখানে মাছ বিক্রয় হয়; অত্যন্ত বিশৃঙ্খল ও কলরবপূর্ণ স্থান বা পরিমণ্ডল (সাহিত্য-আলোচনার সভা মেছোহাটায় পরিণত হতে চললো)।

মেজ—[ফা. মেয্] বি. টেবিল। **মেজ লাগানো**—খাবার টেবিল সাজানো।

মেজ—ণ. মেজো (মেজ-দা, মেজ-দিদি)।

মেজবান—[ফা. মেয্‌বান] বি. নিমন্ত্রয়িতা, আপ্যায়নকারী গৃহস্থ। (বিপ. মেহ্‌মান—নিমন্ত্রিত)।

মেজমান—(গ্রাম্য) বি. মেহ্‌মান, নিমন্ত্রিত, বড় সামাজিক ভোজে যাহারা অংশ গ্রহণ করে। বি. **মেজমানি**—বৃহৎ ভোজ বা খানা-পিনা।

মেজর—[ইং Major] বি. উচ্চ সামরিক কর্মচারী-বিশেষ (ক্যাপ্টেনের উপরে, লেফটেনাণ্ট-কর্নেলের নীচে)।

মেজরাব—মিজরাব দ্রঃ।

মেজাজ—[আ. মিযাজ] বি. প্রকৃতি, ধাত (সাহিত্যের ধ্রুপদী মেজাজ); মনের অবস্থা, temperament, mood (আজ মেজাজ ভাল নেই); শারীরিক অবস্থা; কড়া মেজাজ, ক্রুদ্ধ ভাব (অত মেজাজ দেখাও কেন?)। **মেজাজ করা**—রাগারাগি করা। **মেজাজ দেখানো**—প্রভুত্বব্যঞ্জক ক্রোধ প্রকাশ করা; রাগ করা। **মেজাজ শরীফ**—শরীফ দ্রঃ। **নেক-মেজাজ**—সৎস্বভাব, মধুর-স্বভাব। **বদ-মেজাজ**—ণ. যে সহজেই রাগিয়া যায়; বি. খিটখিটে মেজাজ। **মেজাজী**—ণ. খেয়ালী; অহঙ্কারী, দাম্ভিক। [floor।

মেজে, মেজিয়া, মেঝে—বি. গৃহতল,

মেজেণ্টা—[ইং. magenta] বি. গাঢ় লাল রং-বিশেষ (ইটালীর Magenta প্রদেশে প্রথম প্রচলিত)।

মেজেষ্টর—ম্যাজিষ্ট্রেট শব্দের গ্রাম্য রূপ।

মেজো, মেঝো—ণ. মধ্যম, বয়সে বা সম্ভ্রমে বড় ও ছোটর মধ্যবর্তী (মেজ ছেলে; মেজ ভাই; মেজ কর্তা; সঙ্গে তাদের অনেক সেজো-মেজো—রবি)।

মেট—[ইং. mate] বি. মিস্ত্রি বাবুর্চি প্রভৃতির সহকারী; মজুরদের সর্দার; জাহাজের খালাসী-দের সর্দার-স্থানীয় কর্মচারী বা সর্দার কয়েদী। **মেটগিরি**—মেটের কাজ।

মেটা—ক্রি. চুকিয়া যাওয়া; দূর হওয়া; শেষ হওয়া; মীমাংসিত হওয়া (মামলা মেটা)।

মেটানো—ক্রি. মিটানো।

মেটিয়া, মেটে—ণ. মৃত্তিকা-নির্মিত (মেটে

কলসী ; মেটে ঘর—মাটির দেওয়ালযুক্ত ঘর ; মেটে রাস্তা—কাঁচা রাস্তা) ; ভূগর্ভজাত (**মেটে তেল**—অপরিশোধিত মেটে রঙের খনিজ তেল বিশেষ ; কেরোসিন ; পেট্রোলিয়াম) ; মাটির মত মূল্যহীন (মেটে জাঁক) ; মাটির প্রলেপযুক্ত (প্রতিমা দোমেটে করা হয়েছে) ; মাটির রঙের (মেটে চিল ; মেটে রঙ্‌) । **মেটে সাপ**—বিষহীন সর্প-বিশেষ । **মেটে সিঁদুর**—সীসা দিয়া প্রস্তুত সিন্দুর-বিশেষ । [(পাঁঠার মেটুলি) ।

মেটুলি—বি. পুঁইশাকের বীজ ; পশুর যকৃৎ

মেটে—ণ. মেটিয়া (দ্রঃ) ; বি. যকৃৎ (মেটেয় দাগ ধরেছে ; ডাক্তার মেটে খেতে বলেছে) ।

মেঠাই—মিঠাই ।

মেঠো—ণ. মাঠের (মেঠো ইঁদুর, মেঠো পথ) ; মাঠের চাষীর (মেঠো গান; মেঠো সুর) । **মেঠো ইংরেজি**—ইংরেজ চাষী বা তজ্জাতীয় লোকের অমার্জিত ইংরেজি ।

মেড়া—[সং. মেঢ্র] বি. মেষ, যে ভেড়া লড়াই করে (মেড়ার লড়াই) ; মেষের মত নির্বোধ ব্যক্তি ; পরের বুদ্ধিতে বিশেষতঃ স্ত্রীর বুদ্ধিতে চালিত পুরুষ ; তাঁতযন্ত্রের অংশ-বিশেষ । স্ত্রী. **মেড়ী** । **মেড়াপোড়া**—নেড়াপোড়া, চাঁচর উৎসব । **খুঁটার জোরে মেড়া লড়ে বা কোঁদে**—শক্তিশালী পৃষ্ঠপোষক হইলে কাজে জোর পাওয়া যায় ।

মেডাল, মেডেল—[ইং. medal] বি. স্বর্ণ বা রৌপ্য পদক যাহা কৃতিত্বের জন্য দেওয়া হয় । **মেডেল ঝুলানো**—পোষাকের উপরে মেডেল ব্যবহার করা (ব্যঙ্গে) ।

মেডিকেল, -ক্যাল—[ইং. medical] ণ. ডাক্তারী চিকিৎসা-সম্বন্ধীয় (মেডিকেল কলেজ) ।

মেড়ুয়া, মেড়ুয়াবাদী—মাড়ুয়া দ্রঃ ।

মেড়ো—ণ. ম্যাড়মেড়ে, ম্যাটমেটে, মলিন, নিষ্প্রভ (মেড়ো পড়া—নিষ্প্রভ হওয়া) ; বি. লৌহকারের ছোট হাতুড়ি-বিশেষ ; (অবজ্ঞায়) মাড়োয়ারী ; হিন্দুস্থানী, খোট্টা ।

মেঢ্র—[মিহ্‌ (সেচন করা)+ষ্ট্রন্‌] বি. শিশ্ন ; মেষ ।

মেথর, মেতর—[ফা. মেহ্‌তর—মোড়ল ; ঝাড়ুদার] বি. মল-পরিষ্কারক ও ঝাড়ুদার জাতি-বিশেষ । স্ত্রী. **মেথরাণী** ।

মেথিকা—[সং.] বি. শাক-বিশেষ, fenugreek. **মেথী, মেথি**—উক্ত শাকের বীজ (ফোড়নের মসলা-বিশেষ) ; তালের বা খেজুরের মাথার কোমল ভক্ষ্য অংশ, মাথি (দ্রঃ) ।

মেদ, মেদঃ—[মিদ্‌ (স্নিগ্ধ হওয়া)+অ] বি. বসা, চর্বি ; অস্থির মজ্জা । **মেদপুচ্ছ**—দুম্বা । **মেদজ**—অস্থি । **মেদদোষ**—অতিরিক্ত মোটা হওয়া ।

মেদা—[ফা. মাদাহ্‌—মেদী] ণ. নিস্তেজ, নিরীহ । **মেদামারা**—তেজ না থাকা ; ণ. পৌরুষহীন ।

মেদি,-দী—বি. মেহেদি ।

মেদিনী—[মেদ+ইন্‌+ঈপ্‌, 'মধুকৈটভের মেদে পরিপ্লুত'] বি. পৃথিবী, ভূতল ; মেদিনীকোষ-নামক সংস্কৃত অভিধানের লেখক ।

মেদী—ণ. মাদী (মেদী হাঁস) । (প্রাদে.)

মেদুর—[মিদ্‌ (স্নিগ্ধ হওয়া)+উর] ণ স্নিগ্ধ, কোমল (মেঘমেদুর অম্বর) ।

মেধ—(যাহাতে পশু হত হয়) বি. যজ্ঞ । [সং.]

মেধা—[সং.] বুঝিবার শক্তি, বুদ্ধি ; স্মৃতি-শক্তি । (নঞ্‌, সু, দুর্‌, অল্প, মন্দ—ইহাদের পরবর্তী 'মেধা' মেধাঃ হয়—অল্পমেধাঃ, সুমেধাঃ) । **মেধাজিৎ**—কাত্যায়ন মুনি । **মেধাতিথি**—মুনি-বিশেষ ; মনুসংহিতার টীকাকার-বিশেষ । **মেধাবান্‌** (-বৎ)—ণ. মেধাবিশিষ্ট, বুদ্ধিমান্‌, জ্ঞানী । স্ত্রী. **মেধাবতী** । **মেধাবী** (-বিন্‌)—ণ. মেধাবান্‌ ; শুকপক্ষী । স্ত্রী. **মেধাবিনী** ।

মেধ্য—[মেধ্‌+য] ণ. যজ্ঞীয়, যজ্ঞে ব্যবহারযোগ্য ; পবিত্র, নির্মল । স্ত্রী. **মেধ্যা** ।

মেনকা—বি. হিমালয়ের পত্নী (মেনকাত্মজা—উমা) ; অপ্সরা-বিশেষ, শকুন্তলার মাতা ।

মেনা—মেনকা, শকুন্তলার জননী ।

মেনি,-নী—বি. বিড়ালীর আদরের নাম । **মেনীমুখো**—ণ. মুখচোরা, পুরুষের স্বাভাবিক তেজ ও সাহস যার মধ্যে নাই (অবজ্ঞার্থক) ।

মেনে—অব্য. বক্তব্য জোরালো করিবার জন্য কথার মাত্রা বিশেষ, মনে (দ্রঃ) । (কথ্য) ।

মেন্তা—মেনিমুখো । (প্রাদে.—গ্রাম্য) ।

মেন্তাই—[আ. মন্‌তাহী—পণ্ডিত, নিপুণ] ণ. পণ্ডিত ; শোভন (মেন্তাই পাগড়ি—ব্যঙ্গে) ।

মেন্ধী—[সং.] বি. মেহেদী গাছ (পূর্ববঙ্গে : মেন্দী) ।

মেম—[ইং. Madam, ma'am] বি. ইয়োরোপীয় মহিলা । **মেম-সাহেব**—মেম-সম্পর্কে সম্ভ্রমপূর্ণ উক্তি ; ইঙ্গবঙ্গ-পরিবারের গৃহকর্ত্রী ; উচ্চ মহিলা-কর্মচারী ।

মেমান—[ফা. মেহ্‌মান] বি. অতিথি, অভ্যাগত (পূর্ববঙ্গে প্রচলিত)। **মেমান-দারি**—অতিথি-অভ্যাগতকে আপ্যায়ন, অতিথি-সৎকার। (গ্রাম্য)

মেম্বর, মেম্বার—[ইং. member] বি. সভা-সমিতি, ব্যবস্থাপক-সভা ইত্যাদির সভ্য।

মেয়—[মা+য] ণ. পরিমাপযোগ্য, মাপা যায় এমন (মুষ্টিমেয়); জ্ঞেয়, অনুমেয়।

মেয়া, মেয়্যা, মেইয়া—কন্যা। (প্রাদে.)

মেয়াদ—মিয়াদ দ্রঃ।

মেয়ে—[সং. মাতৃকা; প্রা. মাইয়া] বি. কন্যা (**মেয়ে-ছেলে**—কন্যাসন্তান); বিবাহের কন্যা (মেয়ে দেখা); স্ত্রীলোক (মেয়ে-পুরুষ; মেয়ে-মর্দ)। **মেয়ে-বুদ্ধি**—স্ত্রীলোকের দুর্বল বিচার-শক্তি (পুরুষের আপন শ্রেষ্ঠত্ব-বিষয়ক উক্তি)। **মেয়ে-মানুষ**—স্ত্রীলোক; কাপুরুষ (তোরা কি মরদ ? তোরা তো সব মেয়ে-মানুষ); রক্ষিতা, উপপত্নী (ইয়ারদের ভাবা)। **মেয়েমুখো**—ণ. লাজুক, মেনীমুখো; কাপুরুষ। **মেয়েলী**—ণ. নারীসুলভ; নারী-সমাজে প্রচলিত (

মেরজাই—মির্জাই দ্রঃ।

মেরা—আমার (বৈষ্ণব-সাহিত্যে ও পুঁথি-সাহিত্যে ব্যবহৃত)। স্ত্রী. **মেরী**।

মেরাপ,-ব—বি. মেহ্‌রাব দ্রঃ। অস্থায়ী মণ্ডপ।

মেরামত—[আ. মরম্মত্‌] বি. জীর্ণ-সংস্কার, repair (মেরামত করা)। বি. **মেরামতি**—মেরামতের কাজ। ণ. **মেরামতী**।

মেরিনো, মেরুনো—[পর্ত্. Merino] বি. স্পেন দেশের মেরিনো মেষের লোমে প্রস্তুত সূক্ষ্ম বস্ত্র-বিশেষ।

মেরু—[মি (ক্ষেপণ করা)+রু] বি. পৌরাণিক পর্বত-বিশেষ, হিমাদ্রি; পৃথিবীর উত্তর ও দক্ষিণ প্রান্ত, pole (উত্তর মেরু, দক্ষিণ মেরু); জপ-মালার উপরিস্থ প্রধান গুটি, গ্রন্থিবীজ; হারের মধ্যমণি। **মেরুদণ্ড**—শিরদাঁড়া; চারিত্রিক দৃঢ়তা, বলবীর্য, হিম্মত (লোকগুলোর মেরুদণ্ড নাই; মেরুদণ্ড ভাঙিয়া যাওয়া—শক্তির মূল অবলম্বন নষ্ট হওয়া, একান্ত শক্তিহীন হওয়া)। **মেরুদণ্ডী**(-ণ্ডিন্)—শিরদাঁড়াযুক্ত, vertebrate. **মেরুরেখা**—যে কাল্পনিক সরল রেখা পৃথিবীর উত্তর মেরু ও দক্ষিণ মেরুকে ভেদ করিতেছে (ইহার উপরে পৃথিবী আবর্তিত হয়), axis।

মেল—[ইং. mail] বি. ডাকগাড়ী (চলে যেন মেল; চলন্ত মেলে চুরি); ডাক (এই অর্থে বাংলায় কম ব্যবহৃত হয়)। **মেল-ট্রেন**—ডাকগাড়ী। **আপ মেল**—প্রধান ষ্টেশন হইতে যে মেলগাড়ী যাত্রা করিয়াছে। **ডাউন মেল**—প্রধান ষ্টেশনের দিকে যে মেল যাত্রা করিয়াছে।

মেল—[মিল্+অ] বি. মিলন, ঐক্য; সঙ্গ, দল, গোষ্ঠী (বদের মেলে গিয়ে জুটেছে; এক মেলে থাকা); রাঢ়ীয় কুলীন-সমাজের বিশেষ বিশেষ শাখা যাহাদের মধ্যে বিবাহ সুপ্রচলিত। **ফুলিয়া বা ফুলে মেল**—ফুলিয়া বা ফুলে গ্রামের কুলীন-গোষ্ঠী। **মেল বন্ধন**—কোন গোষ্ঠীর সহিত কোন গোষ্ঠীর বিবাহ প্রশস্ত তাহা নির্দেশ করণ (দেবীবর ঘটক ইহা করিয়াছিলেন)। **মেল ভাঙা**–নির্ধারিত মেল ভিন্ন অন্য মেলে কন্যা দান করা।

মেলক—[মেল+ক] বি. মেল, একত্র সমাবেশ (মেলক করা); [মিল্+অক] ণ. যে ঐক্য ঘটায়। **মেলন**—বি. মিলন, সম্মেলন।

মেলা—ক্রি., বি., ণ. মিলা (দ্রঃ); মেশা (দুয়ে মিলে এক হও); প্রসারিত করা (ডানা মেলা); উন্মোচিত করা (চোখ মেলা; কচি পাতা মেলা)। **মেলে দেওয়া**—স্তূপীকৃত না করিয়া ছড়াইয়া বা বিছাইয়া রাখা (উঠানে ধান মেলা; রোদে কাপড় মেলে দেওয়া)।

মেলা—[মেল+আপ্‌] বি. মেল, সঙ্গ, সমাবেশ (নদীর চরে চখাচখির মেলা—রবি); উৎসব উপলক্ষ্যে প্রভূত জনসমাগম, প্রদর্শনী, fair (পৌষ-সংক্রান্তির মেলা; খেতুরির মেলা; ঈদের মেলা)।

মেলা, মেলাই—[বাং] ণ. ঢের। (কথ্য)।

মেলা—বি. যাত্রা, গমন (মেলা করা; মেলা দেওয়া)। [প্রাদে.]

মেলানি,-নী—বি. বিদায় (—মাগা); মিলন, সাক্ষাৎকার; সাক্ষাৎকার হইলে অথবা বিদায়-কালীন প্রীতি-সম্ভাষণ; এরূপ প্রীতি-সম্ভাষণে দেয় উপহার-সামগ্রী। (প্রাচীন বাংলা)

মেলানো—ক্রি. মিলানো (দ্রঃ); প্রসারিত করা (হাত-পা মেলানো)।

মেলামেশা—বি. সংসর্গ; দেখাসাক্ষাৎ।

মেলি—বি. মিলন, ভেট (মেলি করি—মিলিত হইয়া)। (প্রাচীন বাংলা)

মেলেচ্ছ—ম্লেচ্ছ। (গ্রাম্য ও মেয়েলি)

মেশা—মিশা দ্রঃ। **মেশানো**—মিশানো দ্রঃ।

মেষ—[মিষ্ (স্পর্ধা করা)+অ] বি. ভেড়া; মেষ-রাশি, Aries; ভেড়ার মত নির্বোধ (মানুষ আমরা নহি তো মেষ—দ্বিজেন্দ্রলাল)। স্ত্রী. **মেষী, মেষিকা।**

মেস—[ইং. mess] বি. অনাত্মীয় লোকেদের একসঙ্গে বসবাসের বাসাবাড়ী (মেসের বাসা)।

মেসিন, মেশিন—[ইং. machine] বি. যন্ত্র, কল। **মেসিনম্যান**—কল চালাইবার ভার যাহার উপরে।

মেসো—বি. মাসীর স্বামী।

মেহ—বি. মূত্রাধিক্য রোগ-বিশেষ। [মিহ্+অ]। **মধুমেহ**—শর্করাযুক্ত মূত্রাধিক্য রোগ। **মূত্রমেহ**—শর্করাহীন মূত্রাধিক্য।

মেহগনি, মেহগেনি, মেহাগিনী—[ইং. mahogany] বি. বৃহৎ বৃক্ষবিশেষ বা তাহা হইতে প্রাপ্ত আসবাবের উপযোগী উৎকৃষ্ট কাষ্ঠ। [শিশ্ন।

মেহন—[মিহ্+অনট্] বি. মূত্রত্যাগ; প্রস্রাব;

মেহনত—[আ. মেহ্‌নত] বি. পরিশ্রম; অধ্যবসায় (মেহনত করা; মেহনতের কড়ি—কঠোর পরিশ্রমলব্ধ অর্থ)। ('মেহানত', 'মেহন্নত'-ও প্রচলিত)। **মেহনত-আনা, মেহনতি**—পারিশ্রমিক। **মেহনতী**—ণ. যে খাটে (মেহনতী জনতা=শ্রমিকসাধারণ); শ্রমসাধ্য (মেহনতী কাজ)।

মেহমান, মেহেমান—[ফা. মেহ্‌মান] বি. অতিথি। **মেহ্‌মানদারি**—অতিথি-সৎকার।

মেহ্‌রাব, মেহেরাব—[আ. মেহ্‌'রাব] বি খিলান, arch; উৎসবাদির জন্য নির্মিত অস্থায়ী আচ্ছাদন বা মণ্ডপ, মেরাপ; মসজিদের যে কোণ-যুক্ত স্থানে দাঁড়াইয়া ইমাম নামাজে নেতৃত্ব করেন।

মেহেদি—[সং. মেন্ধী] মেইদি দ্রঃ।

মেহের—বি. দয়া, কৃপা। [ফা.]। **মেহের-উন্‌নিসা, মেহেরুন্নিসা**—সম্রাজ্ঞী নূরজাহানের কুমারী নাম। **মেহেরবান**—[ফা. মেহেরবান] ণ. দয়ালু, করুণা-ময়, দরদী। বি. **মেহেরবানি**—দয়া, অনুগ্রহ (মেহেরবানি করে আসবেন)।

মৈঁ—[হি.] আমি (মৈঁ ভুখা হুঁ)।

মৈত্র—[মিত্র+অ] ণ. মিত্রসম্বন্ধীয়; বি. মিত্রতা, সৌহার্দ্য; বারেন্দ্র ব্রাহ্মণের উপাধি-বিশেষ; অনুরাধা নক্ষত্র। **মৈত্রী**—বি. মিত্রতা, সখ্য (মৈত্রীবন্ধন); বৌদ্ধ-সাধনা-বিশেষ, সর্বজীবের প্রতি প্রেমপূর্ণ দৃষ্টি। **মৈত্রেয়**—ণ. মিত্রসম্বন্ধীয়; বি. মুনি-বিশেষ; বুদ্ধদেব; বারেন্দ্র ব্রাহ্মণের উপাধি-বিশেষ। স্ত্রী. **মৈত্রেয়ী**—যাজ্ঞবল্ক্যের এক পত্নী। **মৈত্র্য**—[মিত্র+য] বি. মৈত্রী; মিত্রের কর্ম।

মৈথিল—ণ. মিথিলা-সম্বন্ধীয়; মিথিলাজাত; বি. মিথিলার রাজা। স্ত্রী. **মৈথিলী**—সীতা।

মৈথুন—[মিথুন (স্ত্রী-পুরুষ)+ষ্ণ] বি. মিথুনকর্ম, সুরত। **অষ্টাঙ্গ মৈথুন**—স্মরণ কীর্তন কেলি প্রেক্ষণ গুহ্যভাষণ সঙ্কল্প অধ্যবসায় ক্রিয়া-নিষ্পত্তি—এই অষ্টাঙ্গযুক্ত ব্যাপার।

মৈনাক—[মেনকা+ষ্ণ] বি. হিমালয় ও মেনকার পুত্র পুরাণোক্ত পর্বত-বিশেষ।

মৈস্মর—Mesmer-কর্তৃক উদ্ভাবিত সম্মোহন-বিদ্যা বা কৌশল, Mesmerism.

মো, মোঁ—[সং. অহম্] আমি। **মোক**—আমাকে। **মো-সবার**—আমাদের। **মোদের**—আমাদের। (কাব্যে)।

মোওয়া—মোয়া।

মোওয়াজী, মোয়াজী—[আ. মবাজী] অব্য. সাকুল্যে, মোট; এওয়াজে যাহা পাওয়া যায়।

মোং—'মোকাম' শব্দের সংক্ষিপ্ত রূপ।

মোকদ্দমা—মকদ্দমা দ্রঃ।

মোকর(র্‌)রী,-র,—[আ. মুক'র্‌রর] ণ. নির্ধারিত; নিযুক্ত (মোকর'র করা); স্থায়ী ভোগ-স্বত্বের ও নির্দিষ্ট হারের খাজনা বিশিষ্ট (মৌরসী মোকররী স্বত্ব)।

মোকান—মকান দ্রঃ। [আধার-বিশেষ।

মোকাবা—[আ. মুক'াবা] বি. প্রসাধন-সামগ্রীর

মোকাবিলা, মোকাবেলা—[আ. মুকাবলা] বি. সম্মুখবর্তিতা; মুখামুখি বোঝাপড়া; অব্য. সামনা-সামনি, সম্মুখে, উপস্থিতিতে (তোমার মোকাবেলা একথা বলেছে?)। **মোকাবেলা করা**—পরস্পরের সম্মুখে আসা; পরস্পরের সম্মুখীন হইয়া বুঝাপড়া করা; প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা, প্রতিস্পর্ধী হওয়া।

মোকাম—[আ. মুক'াম] বি. স্থান, আবাস; ব্যবসায়ের স্থান বা আড়ত (মাল এখনো মোকামে ওঠেনি); আড্ডা, আস্তানা (পীরের মোকাম)।

মোকুফ, মোকুব—[আ.মৌকু'ফ] ণ. রহিত; স্থগিত; অব্যাহতিপ্রাপ্ত (খাজনা মোকুব কর)। বি. **মোকুফি**—রেহাই, অব্যাহতি; বরখাস্ত।

মোক্তসর—[আ. মুখ্‌তস'র্‌] ণ. সংক্ষিপ্ত, বাহুল্য-বর্জিত (মোক্তসর বয়ান—সংক্ষিপ্ত বর্ণনা)।

মোক্তা—[আ. মুক'াত্তা'] ণ. কাটা-ছাঁটা, মোটামুটি (মোক্তা হিসাব—মোটামুটি হিসাব। **বেল মোক্তা**—মোটামুটি, মোটের উপর। **ঠিকা মোক্তা**—ঠিকা-চুক্তি হিসাবে।

মোক্তার—[আ. মুখ্‌তার] বি. প্রতিনিধি, agent ; একশ্রেণীর ব্যবহারাজীব (আসামী-পক্ষের মোক্তার)। **মোক্তারনামা**—মোকদ্দমা পরিচালনার জন্য মোক্তার নিয়োগ করার দলিল। **খোদ মোক্তার**—খোদ দ্রঃ। বি. **মোক্তারি**—মোক্তারের কাজ। ণ. **মোক্তারী**।

মোক্ষ—[মোক্ষ্‌+অ] বি. মুক্তি, পরিত্রাণ ; নিত্য-সুখ প্রাপ্তি, নির্বাণ। **মোক্ষণ**—মোচন ; উদ্ধার করণ ; ক্ষেপণ (শস্ত্র মোক্ষণ) ; নিঃসারণ (রক্তমোক্ষণ)। ণ. **মোক্ষণীয়**। **মোক্ষদ**—ণ মুক্তিদাতা, পরিত্রাণ-কর্তা। স্ত্রী. **মোক্ষদা**। **মোক্ষপদ**—মুক্ত অবস্থা। **মোক্ষমার্গ**—মুক্তির পথ। **মোক্ষশাস্ত্র**—যে ধর্মগ্রন্থ মোক্ষ-লাভের সহায়। ণ. **মোক্ষিত**—মুক্তি-প্রাপ্ত।

মোক্ষম, মোখ্‌খম—[আ মহ্‌কম] প্রবল, মজবুত, খুব জোরালো (মোখ্‌খম এক কিল)। **মোখ্‌খম-সোখ্‌খম**—জোরালো গোছের।

মোখালিফ, মোখালেফ—[আ. মুখালিফ] বি. শত্রু, বিপক্ষ। বি. **মোখালেফি**—শত্রুতা, প্রতিকূলতা (মোখালেফি করা)।

মোগল—[আ. মুগ'ল] বি. তুর্কীস্থানের জাতি-বিশেষ, মুঘল ; ভারতীয় মুসলমানের শ্রেণী-বিশেষ (সৈয়দ, শেখ, মোগল, পাঠান)। ণ. **মোগলাই** (মোগলাই পরোটা, খানা, পাগড়ী, চাল-চলন)। স্ত্রী. **মোগলানী** (কিন্তু ভব্য ভাষায় মোগল-মহিলা বা মোগল-নারী ব্যবহার্য)।

মোঘ—[সং.] ণ. বিফল, ব্যর্থ (অমোঘ=অব্যর্থ)। **মোঘপুষ্পা**—বন্ধ্যা। [মোচ=নিব্‌)।

মোচ, মোছ—বি. গোঁপ ; অগ্রভাগ (কলমের

মোচড়—বি. পাক, বক্রতা, twist (বাঁকে বাঁকে রোষে মোচড় খেয়েছে—নজরুল) ; কৌশলে পীড়ন। **মোচড়ানো**—মুচড়ানো দ্রঃ। **কানে মোচড় দিয়ে আদায় করা**—কান মলিয়া আদায় করা, দিতে বাধ্য করা। **মোচড়া-মুচড়ি ছাড়া**—অঙ্গ মোটন।

মোচন—[মুচ্‌+ণিচ্‌+অনট্‌] বি. মুক্ত করা (বন্ধন মোচন ; শাপ মোচন) ; ত্যাগ, ক্ষেপণ (বাণ মোচন) ; উদ্ঘাটন, খুলিয়া ফেলা (অর্গল, অবগুণ্ঠন, দ্বার মোচন)। ণ. **মোচনীয়, মোচ্য**—ণ. মোচনযোগ্য। **মোচয়িতা (-তৃ)**—ণ. বন্ধন হইতে মুক্তিদাতা। **মোচিত**—ণ. যাহাকে মুক্ত করা হইয়াছে।

মোচরস—[সং] শিমুলের আঠা।

মোচা—[সং.] বি. কদলী-বৃক্ষ ; (বাং) মঞ্জরী-পত্র-আচ্ছাদিত কদলীপুষ্পমঞ্জরী (মোচাঘণ্ট)। **মোচা চিংড়ি**—ছোট চিংড়ি-বিশেষ।

মোছলমান—মুসলমান দ্রঃ

মোছা—মুছা দ্রঃ। **মোছানো**—ক্রি. মোছা (গামছা দিয়া গা মোছাইয়া দেওয়া) ; পরিষ্কার করানো, নিশ্চিহ্ন করানো (টেবিল মোছানো ; কালি মোছানো)।

মোজা—[ফা. মোযা] বি. সুতার বা পশমের সুপরিচিত পাদাবরণ (ফুল মোজা ; হাফ মোজা) ; বুটজুতা (তুর্কীরা হাঁটু পর্যন্ত চামড়ার আবরণযুক্ত জুতাকেই মোজা বলিত)। **মোজাজুতা**—মোজা ও জুতা ; মোজাসহ পরিধেয় জুতা, shoe।

মোজাহেম—মুজাহিম দ্রঃ। **মোজাহেমদার**—আপত্তিকারক, স্বত্বের অধিকার দাবি করিয়া বাধাদানকারী। (অশুদ্ধ কিন্তু প্রচলিত, যেমন : 'অংশীদার')।

মোজেয়িক, মোজায়িক—[ইং. mosaic] বি. নানারঙের পাথরকুচি বসানো কাজ (মেঝে সিঁড়ি সব মোজেয়িক করা)।

মোট—[হি. মোট ; সং. মূত ; তামিল, মোট্টই] বি. বোঝা, বড় গাঁঠরি, বস্তা (ভু'মণি মোট মাথায়) ; কূপ হইতে জল তুলিবার চামড়ার আধার-বিশেষ ; ণ. আসল, মূল, সার (মোট কথা) ; অব্য. একুনে, সাকল্যে (মোট পঞ্চাশ টাকা)। **মোটকথা**—সার কথা, সারমর্ম। **মোটঘাট**—লটবহর, নানারকমের বোঝা। **মোটমাট**—মোটের উপর, সবসুদ্ধ। **মোটের উপর**—সর্বসমেত ; সবদিক বিচার করিয়া।

মোটক—[মুট্‌ (চূর্ণ করা)+ঘঞ্‌+স্বার্থে ক] বি. শ্রাদ্ধাদি-কালে প্রয়োজনীয় কুশপত্রনির্মিত অঙ্গুরীয়। **মোটকী**—রাগিণী-বিশেষ।

মোটন—বি. মোচড়ানো, মটকানো (অঙ্গুলি মোটন)। [সং.]

মোটর—[ইং. motor] বি. পরিচালক যন্ত্র

(পাম্পের মোটরটা খারাপ হয়েছে); যন্ত্রচালিত গাড়ী-বিশেষ (মোটর-চালক)। **মোটর-টায়ার**—মোটর-গাড়ীর চাকার রবার-নির্মিত বেষ্টনী। **মোটর হাঁকানো**—সগৌরবে মোটরে যাতায়াত (অবস্থাপন্ন হওয়া সম্পর্কে ঈর্ষা ও বিদ্রূপপূর্ণ উক্তিতে)।

মোটা—ণ. স্থূল; মাংসল; পুরু; অনেক, প্রচুর (মোটা মাইনে; মোটা টাকা); ভোঁতা, তীক্ষ্ণ নয় (মোটা বুদ্ধি); গম্ভীর, ভারী (মোটা গলা); সাধারণ, মোটামুটি ধরণের (মোটা কথা); অনিপুণ (মোটা কাজ)। **মোটাকথা**—স্থূলকথা, প্যাঁচঘোর-বর্জিত সাধারণ কথা (এই মোটা কথাটা বুঝতে পার না?)। **মোটা কাজ**—মিহি নয় এমন কাজ। **মোটা গলা**—ভারী ও উচ্চ কণ্ঠ (পুরুষের মোটা গলা)। **মোটা ভাত মোটা কাপড়**—বিলাসিতা-বর্জিত সাধারণ খাওয়া-পরা (তোমাদের দশজনের আশীর্বাদে মোটা ভাত মোটা কাপড়ের অভাব হবে না)। **মোটা ধার**—যাহা দিয়া সহজে কাটা যায় না এমন ধার। **মোটা বুদ্ধি**—স্থূল বুদ্ধি, বুদ্ধিহীনতা। **মোটামাথা**—ণ. বোকা। **মোটা মাহিনা**—উচ্চহারের বেতন। **মোটাসোটা**—ণ. হৃষ্টপুষ্ট। **মোটা হওয়া**—মেদ বৃদ্ধি হওয়া। বি. **মোটাই**—স্থূলত্ব, মেদ-বাহুল্য; বিত্তশালিতা; টাকা-পয়সার অহঙ্কার। **মোটানো**—ক্রি. মোটা হওয়া (দিন-দিনই যে মোটাচ্ছ—কথ্য)। **মোটামো, মোটামি**—বি. গর্ব, দেমাক।

মোটামুটি—অব্য. মোটের উপর (—ভাল); খুব ভালভাবে নয়, চলনসই ভাবে (—জানা); সূক্ষ্মহিসাব বাদ দিয়া, roughly (—দশ টাকা)।

মোটে—অব্য. আদৌ (মোটে পাওয়া যাচ্ছে না); সর্বসমেত, মাত্র (মোটে দশ টাকা)। **মোটেই**—আদৌ; মাত্রই।

মোড়—[সং. মুণ্ড] বি. মুড়, মুণ্ড (মাথামোড় বা মাথামুড় খোড়া); বিবাহে স্ত্রীলোকের মুকুট; বাঁক, প্যাঁচ; পথের বাঁক বা সঙ্গমস্থল (মোড় ঘুরলেই সাত নম্বর বাড়ী পাবে; এই খানেতে দু'টি পথের মোড়ে—রবি); খেলায় হারিয়া অবরুদ্ধ ব্যক্তি (মোড় হওয়া); গাভীর মুকুটের আকৃতির দুধভরা পালান (মোড় নামা—প্রসবের পূর্বে গাভীর পালানে দুধ ভর করা)।

মোড়ক—বি. কাগজ ইত্যাদি মুড়িয়া প্রস্তুত আধার, পুরিয়া।

মোড়ন—বি. মণ্ডিত করা, কাগজ প্রভৃতি দিয়া পূর্ণভাবে আবৃত করা; মুণ্ডিত করা।

মোড়ল—[সং. মণ্ডল] বি. গ্রামের প্রধান, মাতব্বর (গাঁয়ে মানে না, আপনি মোড়ল); দলের চাঁই (মোড়ল হয়ে বসা)। বি. **মোড়লি**—মোড়লের কাজ, সর্দারি; বাড়াবাড়িপূর্ণ সর্দারি (যাও যাও, মোড়লি করতে হবে না)। (কথ্য: মুড়্লি)

মোড়া—ক্রি. মণ্ডিত করা, পূর্ণভাবে আবৃত করা; মোচড়ানো; ভাঁজ করা (পাতা মুড়িবেন না; হাঁটু মুড়ে বসা); ণ. মণ্ডিত, আবৃত (কার্পেটে মোড়া মেঝে; সোনালি পাতে মোড়া পানের খিলি); মোচড়-দেওয়া; ভাঁজ-করা (পিছ মোড়া; মোড়া সুতা); বি. পাক, মোচড় (গা মোড়া দেওয়া); মোড়ক; বাঁশের শলা মোচড় দিয়া প্রস্তুত আসনবিশেষ (শ্রীনিকেতনের দামী মোড়া); শ্রাদ্ধে ব্যবহৃত মোটক; ধান্যাদি রাখিবার পাত্র। **মোড়ামুড়ি**—অঙ্গমোটন; উদাসীনতাসূচক অঙ্গভঙ্গি (মোড়ামুড়ি ছাড়লে চলবে না, টাকা আজ দিতেই হবে)। (প্রাদে.)। বি. **মোড়াই**—মণ্ডিত করিবার খরচ।

মোড়াসা—[আ. মুরাস্সা'] বি. স্বর্ণ ও মণি-মণ্ডিত কারুকার্য (সামলার সুকার্ণিশ মোড়াসার ফের—হেমচন্দ্র)।

মোণ্ডা—মণ্ডা (দ্র:)।

মোতা—ক্রি. প্রস্রাব করা।

মোতাওয়াজ্জা—[আ. মতাবজ্জহ্] ণ. মনোযোগী, অবহিত, উন্মুখ (মোতাওয়াজ্জা হওয়া—অবহিত হওয়া, মনমুখ রুজু করা)।

মোতাবেক—[আ. মুত'াবিক্'] ক্রি. ণ. অনুযায়ী, অনুসারে (আইন-মোতাবেক); অর্থাৎ (২৫শে বৈশাখ, মোতাবেক ৯ই মে)।

মোতায়েন—[আ. মুতা'ঈন] ণ. নিযুক্ত (সাধারণতঃ প্রহরীরূপে—পুলিশ মোতায়েন করা)।

মোতাল্লিক, মোতালক—[আ. মুতা'ল্লিক] ণ. সম্বন্ধীয়, সম্পর্কিত; অধীন (পরগণে মহেশ্বরদি, মোতালক জেলা ঢাকা)।

মোতাহিয়া—মুতা দ্রঃ।

মোতি—[সং. মৌক্তিক] বি. মুক্তা।

মোতিয়া—বি. পুষ্প-বিশেষ ও তাহার গাছ (বেলাজাতীয়)।

মোতোয়ালি—মুতওল্লী দ্র:। [(প্রাদে.)।

মোথা—বি. মূল (বাঁশের মোথা ; কচুর মোথা)।

মোদক—[মুদ্+ণিচ্+অক, যাহা আনন্দিত করে] বি. মোয়া, লাড়ু; শর্করা-পক্ব ঔষধ-বিশেষ ; হিন্দুজাতি বিশেষ, ময়রা ; ণ. আহ্লাদ-জনক। **মোদন**—বি. হর্ষ; প্রীণন। **মোদিত**—ণ. হর্ষিত, আনন্দিত (কুলিশ কতশত পাত-মোদিত ময়ূর নাচত মাতিয়া—বিদ্যাপতি)। **মোদী** (-দিন্)—ণ. হৃষ্ট, হর্ষযুক্ত। স্ত্রী. **মোদিনী**।

মোদের—আমাদের। (কাব্যে)

মোদ্দা—[আ. মুদ্দআ'] অব্য. মোটের উপর ; ণ. আসল, সারাংশ (তাহলে মোদ্দা কথা দাঁড়াচ্ছে এই)। [(প্রাদে.)।

মোনা—বি. ঢেঁকির মুষল। **মোনাই**—মোনা।

মোনাজাত—[ফা. মুনাজাত] প্রার্থনা (জোড় হাত করে মোনাজাত করো—জসীম)।

মোনাফেক—[আ. মুনাফিক] ণ. ভণ্ড, যে মুসলমান-মণ্ডলীভুক্ত কিন্তু অন্তরে ইস্লামদ্বেষী। বি. **মোনাফেকি**।

মোনাসিব—মুনা দ্র:। [বিশেষ।

মোপলা—দক্ষিণ ভারতের মুসলমান-সম্প্রদায়-

মোবারক—[আ. মুবারক] ণ. আনন্দময় ; কল্যাণময়, শুভ ; স্বাগত (ঈদ মোবারক—শুভ ঈদ)। **মোবারকবাদ**—অভিনন্দন, শুভ কামনা। **মোবারকবাদি**—অভিনন্দন ; অভিনন্দন-সূচক কবিতা।

মোম—[ফা. মোম] বি. মৌচাকের উপাদান, সিক্থ, মধুথ, wax। **মোমজামা, মোম-ঢাল,-ঢালা**—মোমের প্রলেপ দেওয়া কাপড়। **মোমবাতি**—মোম দিয়া প্রস্তুত বর্তিকা-বিশেষ (বর্তমানে মোমবাতি চর্বি প্যারাফিন ইত্যাদি দিয়া প্রস্তুত হয়)।

মোমিন—[আ. মু'মিন] ণ. বি. মনেপ্রাণে আল্লাহ্‌তে বিশ্বাসী ও তাঁহার উপরে নির্ভরশীল, নিষ্ঠাবান্ মুসলমান ; মুসলমান তন্তুবায়-সম্প্রদায় (মোমিনদের নেতা)। [মো-মো করছে)।

মো-মো—সৌরভের প্রাচুর্য প্রকাশ (গন্ধে

মোয়—আমাকে। (প্রা. বাং)।

মোয়া—[সং. মোদক] বি. মোদক, লাড়ু (খৈয়ের মোয়া ; ছুঁলেই তোমার জাত যাবে, জাত ছেলের হাতের নয়ত মোয়া—নজরুল)।

মোয়াড়া, মোহড়া—বি. সূচনা, প্রথম অংশ (দইয়ের মোয়াড়া; পথের মোহড়া; কথার মোয়াড়াতেই) ; মহড়া (মোয়াড়া ফিরানো)।

মোর—আমার (কাব্যে ব্যবহৃত ; কোন কোন অঞ্চলে কথ্য ভাষায়ও ব্যবহৃত)। **মোরা**—আমরা। **মোরি**—আমার (ব্রজবুলি)। **মোরে**—আমাকে।

মোরগ—[ফা. মুর্গ্] বি. পুং কুক্কুট (মোরগের লড়াই)। **মোরগ-পোলাও**—মোরগের বা মুর্গীর মাংসমিশ্রিত পোলাও। **মোরগ ফুল**—মোরগের ঝুঁটির আকার ও বর্ণবিশিষ্ট পুষ্প-বিশেষ, cock's comb. স্ত্রী. **মুর্গী**। **মোরগের লড়াই**—বিশেষ আক্রোশপূর্ণ মারামারি।

মোরচঙ্গ—বি. শারঙ্গ বাদ্য বিশেষ।

মোরচ(ছ)ল—বি. ময়ূর-পেখমের পাখা।

মোরব্বা—[আ. মুরব্বা'—চতুষ্কোণ] বি. চিনির রসে পাক করা ফল মূল ইত্যাদি।

মোলাম—বি. পদ্মকন্দ, মৃণাল ; ণ. মোলায়েম।

মোলাকাত—মুলাকাত দ্র:।

মোলায়েম –[আ. মোলাইম] ণ. মসৃণ ও কোমল, অকঠোর (গোশ্‌ত্ বেশ মোলায়েম হয়েছে ; মোলায়েম কথা)। **মোলায়েম হওয়া**—নরম হওয়া, কঠোর মনোভাব বর্জন করা।

মোলাহেজা—[আ. মুলাহ্‌যা] বি. বিচার, বিবেচনা, পর্যবেক্ষণ (আরজি মোলাহেজা করা)।

মোল্লা—[আ. মুল্লা] বি. মুসলমান-ধর্মশাস্ত্রে সুবিজ্ঞ মুসলমান ধর্মযাজক (মোল্লা পড়ায় নিকা, দান পায় সিকা, সিকা দোয়া করে কলমা পড়িয়া—কবিকঙ্কণ) ; শাস্ত্রে কম অভিজ্ঞ কিন্তু প্রবল নিষ্ঠাযুক্ত মুসলমান ধর্মযাজক। বি. **মোল্লাকি, মোল্লাগিরি**—মোল্লার কর্ম (কিঞ্চিৎ অবজ্ঞার্থক)। **মোল্লার দৌড় মজিদ বা মসজিদ পর্যন্ত**—মোল্লার ক্ষমতা মসজিদে যতটা অন্যত্র ততটা নয় (ক্ষমতার সীমা সম্পর্কে ব্যঙ্গোক্তি)। **কাট-মোল্লা**—কাট দ্র:।

মোশন—[ইং. motion] বি. নিম্ন আদালতের রায়ের বিরুদ্ধে উচ্চতর আদালতে আবেদন ; অভিনয়ে দেহভঙ্গির কৌশল (**মোশন-মাষ্টার**—যিনি এরূপ কৌশল শিক্ষা দেন)।

মোষ—[সং. মহিষ] বি. মহিষ। (কথ্য)।

মোসম্মৎ, মোসম্মাৎ—মুসম্মত দ্রঃ।

মোসলেম—মুসলিম দ্রঃ।

মোসাহারা—[আ. মুশাহরা] বি. মাহিনা, বেতন; মাসিক বরাদ্দ অর্থ, মাসোহারা।

মোসাহেব—[আ. মুসা'হি'ব—সঙ্গী] বি. ধনীর পার্শ্বচর; তোষামোদকারী, বিদূষক, ভাঁড়। বি. **মোসাহেবি**—তোষামোদকারী পার্শ্বচর-রূপে জীবিকা অর্জন, তোষামোদ-বৃত্তি।

মোস্তাজির, মুস্তাজের—[আ. মুস্তাজির] বি. পত্তনীদার, ঠিকাদার; সাঁওতালদের গ্রামের জমি বিলি-বন্দোবস্তের ক্ষমতাযুক্ত মোড়ল।

মোস্তায়েদ—[আ. মুস্তা'ইদ] ণ. সাহায্যকারী, সাহায্য করিবার জন্য উদ্যত।

মোহ—[মুহ্ + অ] বি. মুগ্ধতা (রূপের মোহ); বিচার-বুদ্ধির নিষ্ক্রিয়তা, যাহা সত্য বা সার্থক নয় তাহাতে আসক্তি বা আগ্রহ; অবিবেক, মূঢ়তা, অজ্ঞান; চিত্তের বিকলতা; মূর্ছা; যাহা তত্ত্বতঃ মিথ্যা তাহাকে সত্য বলিয়া জানা, অবিদ্যা (মোহান্ধ জীব); মায়া, মমতা; সৌন্দর্যে অথবা প্রাত্যহিক জীবনে আনন্দ, ভাবাবেশ (মোহ মোর মুক্তিরূপে উঠিবে জ্বলিয়া—রবি; স্বপনে দোঁহে ছিনু কী মোহে—রবি)। **মোহকর**—ণ. যাহা মুগ্ধ করে, মোহ সৃষ্টিকারী ('মানস-মোহকর নবদ্রুমরাজি')। **মোহঘোর**—মূঢ়তার আবেশ। **মোহনিদ্রা**—মোহের বশে চিত্তের অচেতন বা বিকল অবস্থা। **মোহ-নিরসন**—অজ্ঞান বা ভ্রান্তি অপসারণ। **মোহপাশ**—মোহের বন্ধন। **মোহমন্ত্র**—যে মন্ত্র বা বাণী বা বিষয় মোহাচ্ছন্ন করিয়া রাখে। **মোহমুদ্গর**—(মোহের নিরসন ব্যাপারে মুদ্গর-স্বরূপ) শঙ্করাচার্যের বিখ্যাত উপদেশমালা (১৬টি শ্লোক)।

মোহড়া—মোয়াড়া দ্রঃ।

মোহন—[মুহ্ + ণিচ্ + অনট্] ণ. মোহকর, যাহা চিত্তকে বশীভূত করে (তোমার মোহন রূপে কে রয় ভুলে—রবি); যাহা মূর্ছা আনয়ন করে (ত্রৈলোক্য-মোহন); চিত্তাকর্ষক, মনোহর (মোহনবাঁশী); যদ্দ্বারা বশীকরণ করা যায় (মোহন কাজল); বি. কামের সম্মোহন বাণ। **মোহন চূড়া**—শ্রীকৃষ্ণের সুদর্শন চূড়া। **মোহন-ভোগ**—সুজি ঘৃত দুধ চিনি দিয়া প্রস্তুত মিষ্টান্ন বিশেষ (দুধ না দিলে: 'হালুয়া')। **মোহন-মন্দির**—নায়ক-নায়িকার মিলন-মন্দির। **মোহনমালা**—সোনার দানার হার-বিশেষ।

মোহনীয়—ণ. মোহকর, বিভ্রান্তিকর। [মুহ্ + ণিচ্ + অনীয়]। **মোহনীয়া**—ণ. মোহকর, যাহা চিত্তকে বশীভূত করে। (কাব্যে ব্যবহৃত)।

মোহনা—মোহানা।

মোহন্ত, মোহান্ত—(যাহার মোহের অন্ত হইয়াছে, মোক্ষপ্রাপ্ত) বি. মঠ বা মন্দিরের অধিকর্তা।

মোহর—[ফা. মোহ্র] বি. সিল, seal, ছাপ (মোহর মারা বা করা; মোহর ভাঙা); স্বর্ণ-মুদ্রা-বিশেষ (আকবরী মোহর)। **মোহর-বরদার**—সিল-রক্ষক কর্মচারী।

মোহাজের—[আ.] বি. দেশত্যাগী, উদ্বাস্তু; আশ্রয়প্রার্থী। বহুবচন—মোহাজেরীন। হিজরত দ্রঃ।

মোহানা, মোহনা—[হি. মুহানা] বি. নদীর সমুদ্র-সঙ্গমস্থল; জলাশয়ের মুখ; পুকুরের জল নির্গমনের পথ।

মোহাফিজ,-ফেজ—[আ. মুহ'ফীয'] বি. সরকারী দলিল-পত্রাদি রক্ষার ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী, record-keeper। **মোহাফেজখানা**—যে গৃহে বা অফিসে এরূপ কাগজ-পত্রাদি রক্ষিত হয়, record-room।

মোহিত—[মুহ্ + ণিচ্ + ক্ত] ণ. যাহাকে মুগ্ধ করা হইয়াছে; [মোহ + ইতচ্] যাহার মোহ জন্মিয়াছে, মোহপ্রাপ্ত, অভিভূত, মুগ্ধ (কাম-মোহিত; ঋষির কুমার মোহিত চকিত মৃগশিশু সম পাতিল কান—রবি)।

মোহিনী—ণ. মোহয়িত্রী, মুগ্ধকারিণী; বি. নারী, স্ত্রী (শিবমোহিনী); সমুদ্র-মন্থন-কালে অসুর-দিগকে মোহিত করিবার জন্য আবির্ভূত নারায়ণের স্ত্রীরূপ; অপ্সরা-বিশেষ; যাদুবিদ্যা (কি মোহিনী জান বন্ধু—চণ্ডীদাস)। **মোহী** (-হিন্)—ণ. মুগ্ধকারী; মোহপ্রাপ্ত।

মৌ—[সং. মধু, প্রাকৃ. মহু] বি. মধু, পুষ্পরস। **মৌআলু**—[সং. মধ্বালুক] মিষ্টি আলু। **মৌকলস**—এক শ্রেণীর ধান্যের নাম। **মৌ-চাক**—মৌমাছি-নির্মিত মধু-ভাণ্ডার, মধুচক্র। **মৌপালানে**—যে গাভীর পালান ছোট কিন্তু

প্রচুর দুগ্ধপূর্ণ। **মৌমাছি**—মধু-মক্ষিকা।

মৌকুফ, মকুফ—[আ. মৌকু'ফ] ণ. রেহাই, রহিত, স্থগিত (খাজনা মকুফ করা)। ণ. **মৌকুফী**—যাহা রেহাই দেওয়া হইয়াছে (মৌকুফী খাজানা)।

মৌক্তিক—[মুক্তা+ষ্ণিক] বি. মুক্তা, মতি ('গজে গজে মৌক্তিক হয় না')। **মৌক্তিকদাম**—মুক্তার হার।

মৌখিক—[মুখ+ষ্ণিক] ণ. বাচনিক, oral (মৌখিক পরীক্ষা); মুখেই উচ্চারিত কিন্তু আন্তরিক নহে (মৌখিক সহানুভূতি)।

মৌজ—[আ. মবজ] বি. ঢেউ; স্ফূর্তি, আমোদ-প্রমোদ; রস-তন্ময়তা, রসাবেশ (মৌজ করা; খুব মৌজে আছে। [—গ্রামের মালিক বা অধ্যক্ষ।

মৌজা—[আ. মবজা'] বি. গ্রাম। **মৌজাদার**

মৌজুদ—মজুদ দ্রঃ।

মৌটুস্‌কি—(যাহা হইতে মধু টুস্‌টুস্ করিয়া পড়ে) মধুপূর্ণ ফুল (মৌটুস্কির মৌ খেয়ে ভোর হয়েছে ভোমরা—নজরুল); যে নারীর মুখের কথা মধুর মত, যে কথায় সকলকেই তুষ্ট রাখে।

মৌড়—বি. মুকুট, টোপর, উষ্ণীষ (সিঁথিমৌড়)।

মৌত—মউত দ্রঃ।

মৌতাত—[আ. মৌতাদ—মাত্রা, পরিমাণ] বি. নেশা; নেশা উপভোগ (মৌতাতের সময়; মৌতাত চড়ানো—নির্দিষ্ট সময়ে মাদক-দ্রব্য উপভোগ; মৌতাত বৃদ্ধি—নেশার মাত্রা বৃদ্ধি); যে-কোন প্রকারের মত্ততা উপভোগ। ণ. **মৌতাতী**—মৌতাতে যাহার আনন্দ (মৌতাতী বুড়ো)। [অপত্য; গোত্র-বিশেষ।

মৌদ্গল্য—[মুদ্গল+য] বি. মুদ্গল-ঋষির

মৌন—[মুনি+ষ্ণ] বি তুষ্ণীম্ভাব, নীরবতা; (বাং) ণ. নীরব (স্তব্ধ তারার মৌন-মন্ত্র-ভাষণে—রবি)। **মৌনতুণ্ড**—ণ. নির্বাক্। **মৌনভঙ্গ**—নীরবতা ভঙ্গ করা। **মৌনব্রত**—বি. কথা না বলার নিয়ম বা সঙ্কল্প; ণ. যে ঐরূপ সংকল্প করিয়াছে। **মৌন সম্মতি**—মৌনের দ্বারা বিজ্ঞাপিত সম্মতি। **মৌনী** (-নিন্)—ণ. নির্বাক্ (মৌনী বাবা)।

মৌরলা—বি. সুস্বাদু ক্ষুদ্র মৎস্য বিশেষ (মৌরলা মাছের ঝোল)।

মৌরসী, মৌরুসী—[আ. মৌরিস—যাহার নিকট হইতে উত্তরাধিকার লাভ হয়] ণ. উত্তরাধিকার-সূত্রে প্রাপ্ত; যাহা পুরুষানুক্রমে ভোগ দখল করা হয় (মৌরসী স্বত্ব)। **মৌরসীপাট্টা**—যে পাট্টার বলে মৌরসী স্বত্ব লাভ হয়। **মৌরসী মোকররি**—অপরিবর্তনীয় খাজানা-যুক্ত ও পুরুষানুক্রমিক ভোগ দখলের স্বত্ব-বিশিষ্ট।

মৌরী—[সং. মধুরিকা] বি. সুগন্ধি মসলা বিশেষ বা তাহার গাছ (মৌরী ফুলের গন্ধ)।

মৌর্বী—[মূর্বা+ষ্ণ+ঈপ্] বি. মূর্বার দ্বারা নির্মিত ধনুকের ছিলা; উপনয়ন-কালে ব্যবহৃত ক্ষত্রিয়ের মূর্বা-নির্মিত মেখলা।

মৌর্য—[মুরা+ষ্ণ্য] বি. মুরার গর্ভজাত সন্তান, চন্দ্রগুপ্ত। **মৌর্য বংশ**—মগধের রাজবংশ বিশেষ যাহার প্রতিষ্ঠাতা চন্দ্রগুপ্ত।

মৌল—[মূল+ষ্ণ] ণ. মূল হইতে আগত, আদিম, প্রাচীন (মৌল আচার); বি. মূলের অনুরূপ, ছাঁচ, মডেল; গ্রামের মূল বাসিন্দা; প্রাচীন বংশোদ্ভব, কুলীন; গ্রামের মোড়ল; পুরুষানুক্রমে বংশের সচিব; আপ্ত, আপন জন; (বিজ্ঞানে) একজাতীয় অণুসমবায়ে গঠিত পদার্থ, মৌলিক পদার্থ, element. মৌলিক দ্রঃ।

মৌল—বি মউল, মুকুল।

মৌলবী—[আ.] বি. ণ. বিদ্বান্, মুসলমান-ধর্মশাস্ত্র সম্বন্ধে অভিজ্ঞ; আরবী ভাষায় পণ্ডিত। (ফারসীতে পণ্ডিত: মুন্সী। আরবী ও ফারসীতে পণ্ডিত: মৌলানা)।

মৌলা—মওলা দ্রঃ।

মৌলানা, মওলানা—[আ.] মুসলমান ধর্ম-শাস্ত্রজ্ঞের সম্মানিত উপাধি (মৌলবীর চেয়ে উচ্চতর মর্যাদা-বিশিষ্ট। মৌলবী দ্রঃ)।

মৌলি—[মূল+ই] বি. শীর্ষ, মস্তক, চূড়া; কিরীট; খোঁপা; বেণী; অশোক বৃক্ষ; পৃথিবী। **মৌলিমণি**—যে মণি উষ্ণীষে শোভা পায়; যে মণি বেণীবন্ধে শোভা পায়।

মৌলিক—[মূল+ষ্ণিক] ণ. মূলীভূত বা মূল হইতে আগত, ব্যুৎপত্তি-গত (মৌলিক অর্থ); আদিম; অমিশ্রিত; অনন্ত; ব্রাহ্মণের শ্রেণীবিশেষ, কৌলীন্যহীন, বংশজ; পদবী-বিশেষ। বি. **মৌলিকতা**—originality, চিন্তায় ও রচনায় নূতনত্ব। **মৌলিক বা মৌল পদার্থ**—যে সমস্ত পদার্থের দ্বারা জগৎ সৃষ্ট তাহাদের আদিম অমিশ্রিত রূপ। **মৌলিক প্রতিভা**—যে প্রতিভার দ্বারা সম্পূর্ণ নূতন সৃষ্টি

সম্ভবপর হইয়াছে। **মৌলিক রচনা**—যে রচনার উপরে অন্যের চিন্তার প্রভাব পড়ে নাই (

মৌলী (-লিন্)—ণ. মুকুট-ভূষিত। [মৌলি+ইন্]। **মৌলীন্দু**- মহাদেবের মস্তকের চন্দ্রকলা।

মৌষল—ণ. মুষল-বিষয়ক (**মৌষল পর্ব**—মহাভারতের ষোড়শ পর্ব); মুষলের মত নিশ্চেষ্ট (গঙ্গায় মৌষল স্নান)।

মৌসুফ—[আ. মৌসুফ] বি. যে শ্রদ্ধেয় ব্যক্তির নাম পূর্বে উল্লেখ করা হইয়াছে, শ্রীযুক্ত। স্ত্রী. **মৌসুফা**। **বিবি মৌসুফা**—পূর্বোল্লিখিতা শ্রদ্ধেয়া মহিলা, শ্রীমতী (বিবি মৌসুফাকে শাদীগমী উপলক্ষে তাঁহার পিত্রালয়ে যাইতে বাধা দিব না—মুসলমানী কাবীনের ভাষা)।

মৌসুম—মরসুম (দ্রঃ)। **মৌসুমী বায়ু**—বর্ষাকালের দক্ষিণ-পশ্চিম দিক হইতে প্রবাহিত বাতাস, monsoon।

ম্যাগাজিন—[ইং. magazine] বি. অস্ত্রাগার; বারুদাগার; মাসিক পত্রিকাদি।

ম্যাচ—[ইং. match] বি. প্রতিদ্বন্দ্বিতা-মূলক খেলা (ফুটবল ম্যাচ); দিয়াশলাই (ম্যাচবাক্স, কথ্য: মাচিস্)।

ম্যাজ ম্যাজ—অব্য. দেহের শিথিল ও স্ফূর্তিহীন ভাব (শরীরটা ম্যাজ ম্যাজ করছে)। ণ. **ম্যাজ-মেজে**।

ম্যাজিস্ট্রেট—[ইং. magistrate] বি. জেলার [শাসনকর্তা।

ম্যাজেণ্টা—[ইং. magenta] লালচে বেগনী রং। (মেজেণ্টা দ্রঃ)

ম্যাটম্যাট, ম্যাড়ম্যাড়—অব্য. মাটির মত ঔজ্জ্বল্যহীন রূপ প্রকাশ। ণ. **ম্যাটমেটে, ম্যাড়মেড়ে**।

ম্যানেজার—[ইং. manager] বি. পরিচালক, কার্যনির্বাহক, অধ্যক্ষ। বি. **ম্যানেজারি**। ণ. **ম্যানেজারী**।

ম্যাপ—[ইং. map] বি. মানচিত্র (হিমালয় অঞ্চলের ম্যাপ)।

ম্যালেরিয়া—[ইং. malaria] বি. জ্বরবিশেষ।

ম্রক্ষণ—[ম্রক্ষ্ (মাখা)+অনট্] বি. মিশ্রণ, মিশানো; মাখানো, লেপন; তৈল। ণ. **ম্রক্ষিত**—মিশ্রিত; লেপিত; সিক্ত।

ম্রিয়মাণ—[মৃ+শানচ্] ণ. মৃতপ্রায় (বাংলায় এই অর্থে সাধারণতঃ ব্যবহৃত হয় না); (বাং) বিষণ্ণ, বিরসবদন।

ম্লান—[ম্লৈ+ক্ত] ণ. মলিন, (ম্লান কান্তি); বিবর্ণ, (ম্লান পুষ্প); শ্রীহীন, আনন্দহীন, বিষণ্ণ (ম্লান মুখ); বিশীর্ণ (রোগে ম্লান); ক্ষীণ, নিষ্প্রভ (ম্লান দীপালোক); ক্লান্ত, শ্রান্ত, দুর্বল, রুগ্ন (ম্লান দেহ); হ্রাসপ্রাপ্ত (গৌরব ম্লান হওয়া)। বি. **ম্লানি, ম্লানিমা, ম্লানত্ব, ম্লানতা**—ম্লানভাব; মলিনতা। **ম্লায়মান**—ণ. ম্লান হইতেছে এমন।

ম্লেচ্ছ—[ম্লেচ্ছ্ (সংস্কৃত ভিন্ন অন্য ভাষায় কথা বলা)+অ] ণ., বি. অসভ্য জাতি-বিশেষ, যাহারা গো-মাংস খায়, বিরুদ্ধভাষী ও সদাচারবিহীন; শক যবন পারদ প্রভৃতি জাতি; বেদাচারহীন; পাপিষ্ঠ; হিন্দুভিন্ন অন্যজাতি। **ম্লেচ্ছকন্দ**—বি. রসুন। **ম্লেচ্ছদেশ**—বি. যে দেশের লোকেরা সংস্কৃত বলে না ও বর্ণাশ্রম-ধর্মহীন। **ম্লেচ্ছাচার**—বি. অহিন্দু আচার। **ম্লেচ্ছিত**—বি. ম্লেচ্ছভাষা।

য

য—ষড়্‌বিংশ ব্যঞ্জন বর্ণ ও প্রথম অন্তঃস্থবর্ণ; বাংলায় উচ্চারণ জ-এর মতন, তবে শব্দের মধ্য-স্থিত ও অন্তঃস্থিত য 'ইঅ'-র মত উচ্চারিত এবং নীচে বিন্দু দিয়া লিখিত হয়, যেমন—আয়ত্ত, সময়।

য'—দ্র. যব (এক-য পরিমাণ); যত (য'দিন য'টি; য'বার। কাব্যে ও মৌখিক ভাষায় ব্যবহৃত)।

যক, যখ—বি. যক্ষ (যকের ধন—যক্ষের ধন, অতি কৃপণ ব্যক্তির ধন)। **যক দেওয়া**—

ভূগর্ভস্থ কুঠুরিতে সঞ্চিত ধনসহ কোন বালককে বন্ধ করিয়া রাখিয়া দেওয়া, যেন বালক মরিয়া গিয়া যক্ষ হইয়া সেই ধন পাহারা দিতে পারে ও উপযুক্ত সময়ে ধন-স্বামীর উত্তরাধিকারীকে সেই ধন সমর্পণ করিয়া যক্ষদশা হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারে (রবীন্দ্রনাথের 'সম্পত্তি-সমর্পণ' গল্পে এই ভাবে যক দেওয়ার কথা আছে)। **যকের ধন**—যক-কর্তৃক সুরক্ষিত অর্থ; অতিশয় সতর্কভাবে রক্ষিত সঞ্চয়।

যকার—বি. য এই বর্ণ।

যকৃৎ—[য (কুক্ষির দক্ষিণ ভাগ)-কৃ+ক্বিপ্—যাহা কুক্ষির দক্ষিণ ভাগে অবস্থিতি করে] বি. পিত্ত-নিঃসারক দেহযন্ত্রবিশেষ, liver, পিত্তাশয়; যকৃৎ-বর্ধক রোগ-বিশেষ।

যক্ষ—[সং.] বি. দেবযোনি-বিশেষ, কুবেরের অনুচর; কুবের; কুবেরের ধন; ধনরক্ষক; যক্ষের মত ধনের প্রহরী, অতিশয় কৃপণ। স্ত্রী. **যক্ষী, যক্ষিণী**—যক্ষপত্নী; কুবের-পত্নী; যক্ষজাতীয়া স্ত্রী। **যক্ষ কর্দম**—কুমকুম অগুরু কস্তুরী কর্পূর মিশাইয়া প্রস্তুত অঙ্গলেপ। **যক্ষতরু**—যক্ষের প্রিয় বৃক্ষ, বটগাছ। **যক্ষধূপ**—ধুনা; টারপিন তৈল। **যক্ষপতি,-রাজ**—কুবের। **যক্ষরস**—পুষ্পমধু। **যক্ষরাত্রি**—কার্তিকী পূর্ণিমার রাত্রি। **যক্ষ-সাধন**—যক্ষের আনুকূল্য লাভের জন্য তাহার উপাসনা।

যক্ষ্মা (-শ্মন্)—[যক্ষ্+মনিন্] বি. কাসরোগ-বিশেষ, ক্ষয়রোগ, consumption। **রাজ-যক্ষ্মা**—মারাত্মক ক্ষয়রোগ-বিশেষ, phthisis। **যক্ষ্মী** (-ক্ষ্মিন্)—যক্ষ্মাগ্রস্ত। স্ত্রী. **যক্ষ্মিণী**।

যখন—[সং. যৎক্ষণে; প্রা. জক্খন] অব্য. যে সময়ে, যে কালে (যখন পড়বে না মোর পায়ের চিহ্ন এই বাটে—রবি); যে ক্ষেত্রে, যেহেতু (তিনি যখন অস্বীকার করছেন, তখন আর কথা কি?)। **যখনই, যখনি**—যে মুহূর্তে। **যক্ষনি, যক্ষুনি**—যখনই (কথ্য)। **যখনকার**—যে সময়ের। **যখনকার যা তখনকার তা**—প্রত্যেক কাজই একটা সুনির্দিষ্ট সময়ে করা উচিত। **যখন যেমন তখন তেমন**—অবস্থা বুঝিয়া চলিতে হয়। **যখন-তখন**—প্রায়ই, সর্বদা, সময়ে ও অসময়ে (চাদরেতে যখন তখন গন্ধ মাখার ঘটা—রবি)।

যঙন্ত—প. অতিশয় বা পুনঃ পুনঃ অর্থে যঙ্-প্রত্যয় যোগে নিষ্পন্ন (যঙন্ত ধাতু—frequentative verb, যেমন 'রোরুদ্যমান' শব্দে)।

যজু—যাহার (ব্রজবুলি)।

যজন—[যজ্ (পূজা করা)+অনট্] বি. যজ্ঞ করা; দেব-পূজা করা (যজন যাজন অধ্যয়ন অধ্যাপনা এই সব ব্রাহ্মণের কর্ম)।

যজমান—[যজ্+শানচ্] প. বি. যজ্ঞকারী, যে ব্যক্তি দক্ষিণা দিয়া যজ্ঞকর্মাদি করায়; মহাদেবের অষ্টমূর্তির প্রধান মূর্তি, পশুপতি-মূর্তি। প. **যজমানে, যজমেনে**—যে যজমানের বাড়ীতে পূজাদি করিয়া জীবিকা নির্বাহ করে (কিঞ্চিৎ অবজ্ঞার্থক। তুলনীয়: মোল্লাকি)। **যজমেনে বামুনের হাজা-শুকা নেই**—যাহার উদরান্নের জন্য বাঁধা ব্যবস্থা আছে, অনাবৃষ্টি ও দুর্ভিক্ষের জন্য তাহাকে চিন্তিত হইতে হয় না। **যজমানি**—বি. যজমানের বাড়ীতে পূজাদি করিয়া জীবিকা নির্বাহ করা।

যজা—ক্রি. পূজা করা; প্রভুত্বব্যঞ্জক তাড়না করা। (প্রাচীন বাংলা)। **যজানে**—প. যজমানি করে এমন, দেবল। **যজানো**—ক্রি. যজ্ঞ পূজা ইত্যাদি ধর্মকর্ম করানো (বর্তমানে অবজ্ঞার্থক—পাশের গ্রামেই দু'চার ঘর জেলে ও কৈবর্ত আছে, তাই যজিয়ে খায়; ভব্য ভাষায় বলা হয়, 'যজমানি করে')।

যজুঃ (-জুস্), **যজুর্বেদ**—[যজ্+উস্] দ্বিতীয় বেদ (কৃষ্ণযজুঃ ও শুক্লযজুঃ—এই দুই প্রধান ভাগে বিভক্ত)। **যজুর্বেদী** (-দিন্)—যজুর্বেদ অনুসারে কর্মকারী। **যজুর্বেদীয়**—প. যজুর্বেদ-সম্বন্ধীয়।

যজ্ঞ—[যজ্+ন] বি. যাগ, ক্রতু, অধ্বর; হোম; পরমেশ্বর; যজ্ঞের দেবতা; পুণ্যকর্মের অনুষ্ঠান। **যজ্ঞকর্তা** (-র্তৃ)—যে যজ্ঞ করে, যাজক; যজমান। **যজ্ঞকর্ম**—যজ্ঞ। **যজ্ঞকুণ্ড**—যে কুণ্ডে যজ্ঞাগ্নি প্রজ্বলিত করা হয়। **যজ্ঞকৃৎ**—যজ্ঞকর্তা। **যজ্ঞঘ্ন**—রাক্ষস। **যজ্ঞডুমুর**—ডুমুর-বিশেষ, জগডুমুর। **যজ্ঞ-দক্ষিণা**—যজ্ঞের পুরোহিতকে যে দক্ষিণা দেওয়া হয়। **যজ্ঞদ্বেষী** (-ষিন্)—যজ্ঞের বিরোধী, রাক্ষস। **যজ্ঞপতি**—বিষ্ণু; সোম; যজমান। **যজ্ঞ-পশু**—যজ্ঞে বলি দিবার পশু। **যজ্ঞপাত্র**—যজ্ঞের চমস স্রুব প্রভৃতি। **যজ্ঞ-পুরুষ**—বিষ্ণু। **যজ্ঞবল্লী**—সোমলতা। **যজ্ঞবাট**—যজ্ঞভূমি। **যজ্ঞ-**

বাহন—যিনি যজ্ঞ নির্বাহ করেন, ব্রাহ্মণ। **যজ্ঞবিৎ** (-দ্)—যজ্ঞের প্রক্রিয়া সম্বন্ধে অভিজ্ঞ, যজ্ঞকর্মে কুশল। **যজ্ঞবেদি,-দী**—যজ্ঞের জন্য নির্মিত ও সংস্কৃত উচ্চস্থান। **যজ্ঞভাগ, -ভুক্** (-জ্)—দেবতা। **যজ্ঞভাগহর**—রাক্ষস। **যজ্ঞভুক্** (-জ)—দেবতা; বিষ্ণু। **যজ্ঞমণ্ডল**—যজ্ঞক্ষেত্র। **যজ্ঞমুখ**—(যিনি যজ্ঞের মুখস্বরূপ) অগ্নি। **যজ্ঞমূর্তি**—বিষ্ণু। **যজ্ঞরস**—সোমরস। **যজ্ঞসূত্র**—যজ্ঞোপবীত, পৈতা। **যজ্ঞসেন**—দ্রুপদ রাজা। **যজ্ঞাংশভুক্** (-জ্)—দেবতা। **যজ্ঞাগ্নি**—হোমের আগুন। **যজ্ঞাঙ্গ**—যজ্ঞসাধন সোমলতাদি; যজ্ঞ-ডুমুরের গাছ, খয়ের গাছ; বামনহাটি গাছ। **যজ্ঞাত্মা** (-ত্মন্)—বিষ্ণু। **যজ্ঞায়ুধ**—যজ্ঞের জন্য প্রয়োজনীয় স্রুব চমস প্রভৃতি। **যজ্ঞারি**—শিব; রাক্ষস। **যজ্ঞি, যগ্যি**—(যজ্ঞ শব্দের কথ্যরূপ) শাস্ত্রনির্দিষ্ট কোনও অনুষ্ঠান, বিবাহ শ্রাদ্ধাদি (যজ্ঞিবাড়ী)। **যজ্ঞিয়**—ণ. যজ্ঞ-কর্মের যোগ্য; বি. দ্বাপর যুগ। **যজ্ঞীয়**—ণ. যজ্ঞ-সম্বন্ধীয়। **যজ্ঞেশ্বর**—বিষ্ণু। **যজ্ঞোডুম্বর**—যজ্ঞডুমুর। **যজ্ঞোপবীত**—যজ্ঞের দ্বারা সংস্কৃত উপবীত, পৈতা। **যজ্যু**—যজমান; যজুর্বেদ-বেত্তা ব্রাহ্মণ। **যজ্বা** (-জ্বন্)—বেদবিধি অনুসারে যাগকর্তা। **যজ্য**—ণ. পূজার্হ।

যৎ—[সং যদ্] যে (যৎকালে); যাহা (যৎকিঞ্চিৎ); যার (যৎপরোনাস্তি)। **যৎকিঞ্চিৎ**—যাহা কিছু; সামান্য কিছু। **যৎপরোনাস্তি**—যার পর নাই, অশেষ ('সুখী', 'আনন্দিত' ইত্যাদি শব্দের সহিত যৎপরোনাস্তি ব্যবহৃত হয় না, কিন্তু 'যার পর নাই' হয়)। **যৎসামান্য**—সামান্য, অল্প।

যৎ—বি. গানের তাল-বিশেষ।

যত—[যম্+ক্ত] ণ. সংযত, নিয়ন্ত্রিত (যতচিত্ত); অনুষ্ঠিত। **যতবাক্** (-চ্)—ণ. সংযতবাক্; মৌন। **যতব্রত**—ণ. যথানিয়মে ব্রতাদি পালনকারী; দৃঢ়ব্রত।

যত—ণ. যে পরিমাণ, যে সংখ্যক (যত দিন, যত টাকা, যত কথা; যত হাসি, তত কান্না); সব, সকল (যত দোষ নন্দ ঘোষ); অপরিমিত, নানা ধরণের (সাধারণতঃ বিদ্রূপ অবজ্ঞা ইত্যাদি প্রকাশক—যত বাজে লোক এসে জুটেছে; যত নষ্টের মূল)। **যতই**—যে পরিমাণেই। **যত কিছু**—সব রকম; সবটা। **যতক্ষণ**—যে পর্যন্ত, যাবৎ। **যতখানি**—যে পরিমাণ। **যতগুলি**—যে-সংখ্যক। **যতদিন**—যতক্ষণ। **যত দোষ নন্দ ঘোষ**—সব অন্যায়ের জন্য একজনকেই অকারণে দায়ী করা। **যত নষ্টের গোড়া**—সকল ক্ষতি বা অন্যায়ের মূল। **যত বড় মুখ নয়, তত বড় কথা**—মুখ দ্রঃ। **যত সব**—নিতান্তই (যত সব চ্যাংড়ার কাণ্ড)।

যতন—বি. যত্ন, চেষ্টা বা আদর (কাব্যে – যতন করঃ লাভ হইবে রতন—কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার)। **যতনে রতন মেলে**—উপযুক্ত পরিমাণে চেষ্টা করিলে দুষ্প্রাপ্য বস্তুও লাভ করা যায়।

যতমান—[যৎ+শানচ্] ণ. চেষ্টা করিতেছে এমন। [আত্মবশে আছে।

যতাত্মা (-ত্মন্)—ণ. যতচিত্ত, যাহার মনোবৃত্তি

যতি—[যত্ + ই—যে ধর্মানিয়মাদি বিষয়ে যত্ন করে] বি তপস্বী; সন্ন্যাসী; মুনি; পরিব্রাজক।

যতি—[যম্+ক্তি] বি. নিবৃত্তি, সংযম, বিরাম; শ্লোকাদিতে জিহ্বার নিবৃত্তি-স্থান বা বিরাম-স্থান। **যতিচিহ্ন**—বিরাম-নির্দেশক চিহ্ন (কমা, সেমিকোলন, দাঁড়ি প্রভৃতি)। **যতিপাত, -ভঙ্গ**—ছন্দের ত্রুটি-বিশেষ।

যতী (-তিন্)—[যত + ইন্] ণ., বি জিতেন্দ্রিয়, সন্ন্যাসী। স্ত্রী. **যতিনী**—বিধবা; সন্ন্যাসিনী। **যতীন্দ্র**—[যতি + ইন্দ্র] তাপস-শ্রেষ্ঠ।

যতেক—ণ যত, যে সংখ্যক, যত সব (কাব্যে ব্যবহৃত)। [**যৎকিঞ্চিৎ**—যৎ দ্রঃ।

যতেন্দ্রিয়—[যত+ইন্দ্রিয়] ণ. জিতেন্দ্রিয়।

যত্ন—[যত্ +ন] বি. পরিশ্রম; উদ্যম, অধ্যবসায়; শুশ্রূষা, সেবা (অতিথির যত্ন করা, রোগীর যত্ন করা); আদর, খাতির; নিষ্ঠা, মনোযোগ (যত্নে গাঁথা মালা)। **যত্নপূর্বক**—অধ্যবসায় সহকারে; অবধানপূর্বক। **যত্নবান্** (-বৎ)—সচেষ্ট, প্রয়াসশীল। ণ. **যত্নবতী**।

যত্র—[যদ্+ত্র] অব্য. যেখানে, যথায়; যে বিষয়ে; যে পরিমাণে। **যত্রতত্র**—যেখানে-সেখানে। **যত্র আয়, তত্র ব্যয়**—যেই আয় অমনি ব্যয়, যেই পরিমাণ আয় সেই পরিমাণ ব্যয়, সঞ্চয় না হওয়া।

যথা—[যদ্+থাচ্] অব্য. যেমন, যে রকম (যথা ভীম ভীমসেন কৌরব-সমরে—মধু); নির্দেশ বা দৃষ্টান্তসূচক (মহাকবি, যথা কালিদাস);

সেই অনুসারে (যথা কর্তব্য); যেরূপ-সেরূপ, যতটা-ততটা (যথা-ইচ্ছা, যথা-শক্তি); যেমন-তদনুসারে (যথাশাস্ত্র, যথাবিহিত) ; উপযুক্ত, নির্দিষ্ট (যথাকালে, যথাস্থানে); যে স্থানে বা বিষয়ে (যথা ধর্ম তথা জয়) ; বি. যে স্থান (যথায়)। **যথা-কথঞ্চিৎ**—ক্রি. ণ. কোনও মতে ; কায়ক্লেশে। **যথা-কর্তব্য**—কর্তব্য অনুসারে। **যথা-কালে**—ক্রি. ণ. ঠিক সময়ে। **যথাক্রমে**—ক্রিণ ক্রমানুসারে। **যথাজাত**—ণ. অসংস্কৃত ; মূর্খ, নীচ; অসভ্য। **যথাজ্ঞান**—ক্রি.ণ.জ্ঞানানুযায়ী। **যথাতথ**—ণ. যথার্থ, ঠিক, যথাযথ। **যথাতথা**—ক্রিণ. যেখানে-সেখানে। **যথাদিষ্ট**—ণ যেমন আদেশ হইয়াছে সেই অনুসারে। **যথানাম**—বি. যে নাম তাহা, অমুক (অজ্ঞাতনামা ব্যক্তির উল্লেখকালে ব্যবহৃত—যথানাম দেবশর্মা)। **যথানিয়ম**—ক্রি ণ. নিয়ম বা বিধান অনুসারে। **যথানুপূর্ব**—ণ.ক্রিণ যথাক্রম। **যথান্যায়**—ন্যায় অনুসারে। **যথাপূর্ব**—পূর্বের ন্যায়। **যথা পূর্বং তথা পরম্**—পূর্বেও যেমন পরেও তেমনি, পরিবর্তন-বিহীন। **যথাবৎ**—ক্রিণ. ণ. পূর্ববৎ, যেমন ছিল তেমনভাবে। **যথাবিধি,-বিহিত**—ক্রিণ. ণ বিধান অনুযায়ী, নিয়ম অনুযায়ী। **যথায়**—ক্রিণ. যেখানে (কাব্যে ব্যবহৃত)। **যথাযথ**—ণ. ঠিক-ঠিক, যথার্থ (যথার্থ বর্ণনা)। **যথাযোগ্য**—ক্রিণ. ণ যেখানে যাহা যোগ্য বা সঙ্গত। **যথারণ্যং তথা গৃহম্**—যাহার কাছে অরণ্যে আর গৃহে কোন পার্থক্য নাই, সর্বত্রই তুল্যরূপে দুর্ভাগ্য। **যথারীতি**—ক্রিণ. ণ. প্রচলিত আচার বা প্রথা অনুযায়ী। **যথারুচি**—রুচি অনুযায়ী, ইচ্ছা অনুযায়ী। **যথার্থ**—ণ. প্রকৃত, সত্য (যথার্থ কথা; যথার্থ বন্ধু; যথার্থবাদী)। **যথার্থতঃ**—ক্রিণ. যথার্থভাবে, ঠিকমত। **যথার্হ**—ণ. ক্রিণ. যথাযোগ্য, যথোচিত। **যথালাভ**—যাহা পাওয়া গেল, তাহাই লাভ (আশা তো ছেড়েই দিয়েছিলাম, তবু পাঁচ টাকা পাওয়া গেল,—যথালাভ)। **যথালব্ধ**—ণ. সহজলব্ধ। **যথাশক্তি**—ক্রিণ. ণ. যতদূর ক্ষমতা ততদূর। **যথাশাস্ত্র**—ক্রিণ. শাস্ত্রে যেমন আছে তেমনভাবে, শাস্ত্রানুসারে। **যথাসময়ে**—ক্রিণ. সময়মত, ঠিক সময়ে। **যথাসম্ভব**—যতদূর সম্ভব। **যথাসর্বস্ব**—বি যাহা আছে তাহার সবই, সব-কিছু। **যথাসাধ্য**—সামর্থ্যানুযায়ী। **যথাস্থান**—বি. নির্দিষ্ট স্থান ; উপযুক্ত স্থান। **যথাস্থিত**—ক্রিণ ণ. প্রকৃত ; যথার্থরূপে।

যথেচ্ছ, যথেচ্ছা—ণ., ক্রি.-ণ. ইচ্ছানুযায়ী, যেমন খুশী। [যথা+ইচ্ছা]। **যথেচ্ছাচার**—স্বেচ্ছাচার। ণ. **যথেচ্ছাচারী**।

যথেপ্সিত—যেমন ইচ্ছা করা হইয়াছে সেইরূপ, ইচ্ছানুরূপ। [যথা+ইপ্সিত]।

যথেষ্ট—[যথা (যেমন)+ইষ্ট (বাঞ্ছিত)] ক্রি. ণ. ইচ্ছানুরূপ ; (বাং.) ণ. প্রচুর, খুব (মিষ্ট ব্যবহার পেলাম, এই তো যথেষ্ট ; যথেষ্ট হয়েছে, আর কেন ? যথেষ্ট ধান পাওয়া গেছে)।

যথোক্ত—ণ. যেমন পূর্বে বলা হইয়াছে সেইরূপ। [যথা+উক্ত]।

যথোচিত—ণ. যথাযোগ্য, সমুচিত। [যথা+উচিত]।

যথোপযুক্ত—ণ. উপযুক্ত, যথোচিত। [যথা+উপযুক্ত]।

যদবধি—ক্রি. ণ. যখন হইতে ; যে পর্যন্ত। [যৎ+অবধি]।

যদর্থে—ক্রি. ণ. যে প্রয়োজনে, যে উদ্দেশ্যে। [যৎ+অর্থে]।

যদি—অব্য. সম্ভাবনা আকাঙ্ক্ষা সংশয় ইত্যাদি জ্ঞাপক অব্যয় (যদি গতিক মন্দ দেখ, পালাবে ; আহা যদি একবার সে আসত ; যদি হেরে যায় ; যদি দয়া করে এসেছ, কথাটা শোনো ; যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে—রবি)। **যদিই**—অব্য. একান্তই যদি, সম্ভাবনা না থাকা সত্ত্বেও যদি। **যদিও, যদিচ**—অব্য. তৎসত্ত্বেও (যদিও সন্ধ্যা আসিছে মন্দ মন্থরে—রবি)। **যদি বা**—অব্য. সম্ভাবনা ছিল না, তবু যদি (যদি বা এলে বল্লে না তো কিছুই)। **যদিস্যাৎ**—অব্য. যদিই (বর্তমানে তেমন ব্যবহৃত হয় না)।

যদু—যদুবংশের স্থাপয়িতা পৌরাণিক রাজাবিশেষ ; যদুবংশ। (**যদুনন্দন, যদুরায়**—শ্রীকৃষ্ণ ; **যদুবীর**—যদুবংশীয়বীর। **যদুকুল**—যদুবংশ। **যদু-মধু**—বৈশিষ্ট্যহীন সাধারণ লোক।

যদৃচ্ছা—বি. যেমন খুশি তেমন ; স্বেচ্ছা (যদৃচ্ছা গমন) ; অনায়াস (যদৃচ্ছালব্ধ ফলমূল ; যদৃচ্ছালাভ-সন্তুষ্ট) ; দৈবাৎ, আকস্মিক। [যৎ+ঋচ্ছ্+অ+আ]। **যদৃচ্ছাক্রমে**—ক্রি. ণ. ইচ্ছামত। **যদৃচ্ছালব্ধ**—ণ. অনায়াসলব্ধ ; দৈবাৎ লব্ধ।

যদ্দিন—বি. যতদিন পর্যন্ত, যে কাল পর্যন্ত (চাপরাস যদ্দিন, মনে তদ্দিন—দীনবন্ধু)। (কথ্য)

যদ্ভবিষ্য—[সং] যাহা হইবে তাহা হইবেই এরূপ মতবাদী, অদৃষ্টবাদী। [অপি]।

যদ্যপি—যদি; একান্তই যদি, যদিই। [যদি+

যনি, যনু—অব্য. যেন, বোধ হয়। (বৈষ্ণব সাহিত্যে)।

যন্তর- যন্ত্র-র কথ্য রূপ।

যন্ত্র—[যন্ত্র্ (সঙ্কুচিত করা, নিয়ন্ত্রিত করা)+অল্] বি. কল, machine, apparatus, যাহার সাহায্যে কর্ম সম্পাদন করা হয় (মুদ্রাযন্ত্র; ঘটিকা-যন্ত্র; অগ্নিযন্ত্র—কামান বন্দুক প্রভৃতি; জলযন্ত্র; আমি কিগো বীণাযন্ত্র তোমার—রবি; আমি তো যন্ত্র নই, মানুষ); হাতিয়ার, সাধিত্র (ছুতারের যন্ত্র—তুরপুন, বাটালি, রঁাদা প্রভৃতি; ঘানিযন্ত্র); দেহের ক্রিয়াসাধক অঙ্গ (দেহযন্ত্র—হস্ত পদ চক্ষু যকৃৎ প্রভৃতি); সরঞ্জাম (তাপমান যন্ত্র, বাদ্যযন্ত্র); যাঁতা; (তন্ত্রে) দেবাদির অধিষ্ঠান-চক্র; অভিচার প্রয়োগের কৌশল; (জ্যোতিষে) গ্রহনক্ষত্রাদির অবস্থাননির্দেশক চিত্র। **যন্ত্রক**—নিয়ামক; যন্ত্র-প্রস্তুতকারক মিস্ত্রী; কুঁদ; যাঁতা। **যন্ত্রকোবিদ**—দক্ষ কারু; যন্ত্র-তত্ত্বে অভিজ্ঞ। **যন্ত্রগৃহ**—যেখানে যন্ত্রাদি রক্ষিত অথবা পরিচালিত হয়; ঘানিঘর। **যন্ত্র-তন্ত্র**—নানা ধরণের যন্ত্র বা অস্ত্রাদি, যন্ত্রপাতি। **যন্ত্রপুষ্প**—শ্যামাপূজায় প্রয়োজনীয় বিশিষ্ট পুষ্পরাজি। **যন্ত্রপেষণী**—যাঁতা। **যন্ত্র-বিজ্ঞান,-বিদ্যা**—যন্ত্র নির্মাণ ও যন্ত্র পরিচালন বিষয়ক বিদ্যা, mechanics. **যন্ত্রশালা**—যেখানে কলে কাজ হয়, কারখানা। **যন্ত্রশিল্পী** (-ল্পিন্)—যন্ত্র নিয়া কাজ করে যে; যন্ত্রনির্মাতা।

যন্ত্রণ—[যন্ত্র্+অনট্] বি. নিয়ন্ত্রণ; দমন; শাসন; ক্লেশদান; সঙ্কোচন। **যন্ত্রণা**—বি.কষ্ট; ব্যথা; উৎপীড়ন।

যন্ত্রিকা—বি, যাঁতি; পত্নীর কনিষ্ঠা ভগিনী।

যন্ত্রিত—ণ. নিয়মিত, নিয়ন্ত্রিত, শাসিত।

যন্ত্রী (-ন্ত্রিন্)—ণ. যন্ত্রযুক্ত; বি. শিল্পকার; নিয়ন্তা; যন্ত্রসঙ্গীতের বাদক; ষড়্‌যন্ত্রকারী; ধূর্ত।

যব—বি. খাদ্য শস্য বিশেষ, barley (যবের ছাতু); পরিমাণ-বিশেষ (চারি ধানে এক যব); অঙ্গুলির যবাকার রেখা-বিশেষ (যবরেখা)। [যু+অ]। **যবক্ষার**—তীব্র ক্ষার-বিশেষ, carbonate of potash, সোরা। **যবক্ষারজান**—nitrogen। **যবশর্করা**—যব হইতে প্রস্তুত চিনি। **যবশূক**—যবের মাথার সূক্ষ্ম শুঁয়া; যবক্ষার।

যব—(ব্রজবুলি) ক্রিণ. যখন। **যবহু**—ক্রিণ. যখনই।

যবদ্বীপ—[সং.] Java, ইন্দোনেশিয়ার দ্বীপ-বিশেষ।

যবন—[অনেক পণ্ডিতের মতে Ionia হইতে যবন শব্দের উৎপত্তি; ব্যুৎপত্তিগত অর্থে (যু—মিশ্রিত করা, বেগে চলা) ইহার অর্থ যাহারা বর্ণাশ্রম ধর্ম পালন করে না অথবা বেগবান্] বি., ণ. গ্রীস আফগানিস্তান ইরাণ তাতার তুরস্ক আরব প্রভৃতি দেশের অধিবাসী; মুসলমান (পতি এর স্বধর্মী যবন—রবি); ইউরোপীয়, খৃষ্টান (যবন পণ্ডিতদের গুরুমারা চেলা—রবি); ম্লেচ্ছ। **যবনদেশ**—যবনদের বাসস্থান। **যবনানী**—যবনলিপি, আরবী ফারসী প্রভৃতি। **যবন-প্রিয়**—মরিচ। স্ত্রী. **যবনী**—গ্রীক-রমণী (সংস্কৃত নাটকে দেখা যায় যে যবনীরা রাজাদের পার্শ্বরক্ষিণীর কাজ করিত); মুসলমান নারী। ('কাফের' ও 'যবন' বিদ্বেষব্যঞ্জক বলিয়া বর্তমানে সাধারণতঃ ব্যবহৃত হয় না)।

যবনিকা—বি. পর্দা; যবননারী। [যবনী+ক+আপ্]। **যবনিকা পতন**—অভিনয়ের বিরামসূচক পটক্ষেপ; কোন নাটকীয় ধরণের অবসান (শান্তি-সম্মেলনাদির উপরে তখনকার মত যবনিকা-পতন হল)।

যবথব, যবুথবু—[সং. যুবাস্থবির] ণ. যে কি করিতে হইবে তাহা ভাবিয়া পায় না, দিশাহারা, ভ্যাবাচ্যাকা। জবুথবু দ্রঃ।

যবাগূ—বি. যবের মণ্ড, জাউ, gruel। [সং.]

যবানিকা, যবানী—[সং.] বি. যোয়ান।

যবান্ন—বি. যবের ভাত, পাঁচগুণ জলে সিদ্ধ যব। [যব+অন্ন] [কনিষ্ঠ। [যুবা+ইষ্ঠ, ঈয়স্]।

যবিষ্ঠ, যবীয়ান্ (-য়স্)—[সং] ণ. অতি তরুণ,

যবে—অব্য. যখন (কাব্যে ব্যবহৃত)।

যবোদর—[যব+উদর] বি. যব-শস্যের মাঝখানের মাপ, ⅛ ইঞ্চি।

যম—[যম্+অ] বি. সংযম; অন্তঃকরণকে বিক্ষিপ্ত হইতে না দিয়া কেবল ঈশ্বরে নিয়োগ; অহিংসা সত্যবচন ব্রহ্মচর্য অকল্কতা অস্তেয়; যমজ, যুগল। **যম সাধন**—অহিংসাদি সাধন, সংযম সাধন।

যম—[যম্+ণিচ্+অ] বি. যিনি জীবের প্রাণ হরণ করেন, কৃতান্ত, ধর্মরাজ; মৃত্যু (যম-যন্ত্রণা; যমে

টেনেছে); শনি; কাক; ধ্বংসকারী, বিনাশক, নাস্তানাবুদকারী (ডালরুটির যম; শক্তের ভক্ত, নরমের যম; জ্বরের যম)।

যমক—[সং.] শব্দালঙ্কার-বিশেষ (একই শব্দের নানা অর্থে প্রয়োগ। যথা: আমি চিনি চিনি); যমজ।

যমকীট—ঘুঘরা পোকা। **যমগৃহ, যমঘর**—যমালয়, যমের বাড়ী। **যমঘণ্ট**—অশুভ যোগ-বিশেষ। **যমজ**—ণ.,বি. একগর্ভে জাত সন্তানদ্বয়; তুল্য। **যমজয়ী** (-য়িন্)—ণ. অমর। **যম-জাঙ্গাল**—ছায়াপথ, milky way। **যমজিৎ**—শিব। **যমতর্পণ**—যমের তৃপ্তির জন্য যজ্ঞ। **যমদংষ্ট্রা**—যমের মুখ; তীব্র বিষ-বিশেষ; আশ্বিনের শেষ ও কার্তিক মাস। **যমদণ্ড**—যমের শাস্তিদানের দণ্ড; ললাটের স্থূলরেখা-বিশেষ। **যমদিক্**—যম যে দিকের অধিপতি, দক্ষিণ দিক্। **যমদূত**—যমের আজ্ঞা পালন-কারী দূত; অতি ভীষণ (যমদূতাকৃতি মেঘ—মধু)। **যমদূতক**—কাক। **যমদূতিকা**—তেঁতুল। **যমদ্বার**—নরকের দরজা। **যম-দ্বিতীয়া**—ভ্রাতৃদ্বিতীয়া। **যমধার**—তীক্ষ্ণাস্ত্র-বিশেষ (যাহার দুইদিকে ধার)। **যম-পাশ**—যম যে ফাঁস দিয়া বাঁধিয়া মানুষের প্রাণ লইয়া যান। **যমপুকুর**—কার্তিক মাসের কুমারীব্রত-বিশেষ। **যমপুরী**—যমের স্থান, নরক, যেখানে মানুষ কৃতকর্মের শাস্তি-আদি ভোগ করে। **যমপুরুষ**—যমদূত। **যমফোস্কা**—রোগে দীর্ঘদিন শয্যাগত থাকিলে গায়ে যে ঘা হয়। **যমবাড়**—মৃত্যুর পূর্বে শরীর মোটাসোটা হওয়া, মরণ-বাড়। **যমব্রত**—যমনিয়মাদি; যমের মত পক্ষপাতহীন হইয়া রাজধর্ম পালন। **যমবরা**—যমকে যে পতিত্বে বরণ করিয়াছে, চিরকুমারী। **যমবাহন**—মহিষ। **যম-ভগিনী**—যমুনা নদী। **যমমাস**—কার্তিক মাস। **যমযাতনা**—মৃত্যুর পরে যমের স্থানে শাস্তিভোগ; মৃত্যুযন্ত্রণা। **যমরাজ**—যম, শমন। **যমে ধরা**—মৃত্যু হইবে এমন পীড়ায় আক্রান্ত হওয়া; যমের মত নির্মম শত্রুর কবলে পতিত হওয়া। **যমের অরুচি**—যমও যাহাকে গ্রহণ করে না এমন অধ ম(ব্যঙ্গে)। **যমের জাঙ্গাল**—ছায়া-পথ। **যমের দক্ষিণ দুয়ারে যাওয়া**—যমের বাড়ী যাওয়া, মরা। **যমের মা**—খুনখুনে বুড়ী। **যমের মুখে পাঠানো**—মৃত্যু কামনা করা (গালি)। **যমের অরুচী করা**—যমের মুখে দেওয়া বা পাঠানো।

যমল—ণ. যুগ্ম, জোড়া। [সং.]। **যমলার্জুন**—বৃন্দাবনের পৌরাণিক যুগল অর্জুন বৃক্ষ। **যমলীগান**—দুজনের এক সঙ্গে গান, duet।

যমানিকা, যমানী—[সং.] বি. যোয়ান।

যমান্তক—বি. মহাদেব।

যমালয়—বি. যমের বাড়ী।

যমিত—[যম্+ণিচ্+ক্ত] ণ. সংযমিত; নিগৃহীত যাহার বৃদ্ধি সংযত করা হইয়াছে।

যমী (-মিন্)—সংযমী, জিতেন্দ্রিয়। [যম+ইন্]

যমুনা—বি. উত্তর ভারতের নদী বিশেষ, কালিন্দী (রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলার সহিত চিরযুক্ত); বাংলা-দেশের যমুনা নদী; যমের ভগিনী। **যমুনা-ভ্রাতা**—যম। **যমুনোত্তরী, যমুনোত্রি, -ত্রী**—হিমালয়ে যমুনার উৎপত্তিস্থল।

যযাতি—বি. চন্দ্রবংশীয় রাজাবিশেষ; জন্মপত্রিকা (প্রাচীন বাংলা)।

যশ, যশঃ (-শস্)—[অশ্ (ব্যাপ্ত হওয়া) + অস্] বি. সুখ্যাতি, কীর্তি; জীবিতের খ্যাতি (মৃতের খ্যাতি: কীর্তি)। **যশ করা,-হওয়া**—সুনাম পাওয়া। **যশঃকীর্তন**—প্রশংসা করা। **যশঃক্ষয়**—যশের হানি, অপযশ হওয়া। **যশঃপটহ**—ঢাক। **যশঃস্তম্ভ**—কীর্তিস্তম্ভ।

যশদ—বি. দস্তা। [সং.]

যশব—বি. সুলেমানী পাথর, agate।

যশম—বি. নারীর বাহুর অলঙ্কার-বিশেষ।

যশস্কর—[যশস্—কৃ+অ] ণ. যাহাতে যশ হয়, কীর্তিজনক। **যশস্কাম**—ণ. যে যশ কামনা করে। **যশস্য**—ণ. যশস্কর। **যশস্বান্** (-স্বৎ)—ণ. কীর্তিমান্। স্ত্রী. **যশস্বিনী**—খ্যাতিমতী। **যশস্বী** (-স্বিন্)—ণ. খ্যাতিমান্।

যশুরে—ণ. যশোহরবাসী; যশোহরে জাত। **যশুরে কৈ**—বড়-মাথা ও শীর্ণ-দেহ কৈ (দীর্ঘ কাল জীয়াইয়া রাখার ফলে)। (অপভ্রংশে—কশুরে বৈ)।

যশোগাথা—গৌরব-গাথা, যশের কাহিনী। **যশোগান,-গীতি**—গৌরব-গান। **যশোঘ্ন**—ণ. কীর্তিনাশকর, খ্যাতিনাশক। **যশোদ**—ণ. যশস্কর; বি. পারদ। **যশোদা**—শ্রীকৃষ্ণের পালক-মাতা। **যশোধন**—(যশ যাহার উৎকৃষ্ট

ধন—বহুব্রী) ণ. খ্যাতিমান্ ; সুনাম-সম্ভ্রমযুক্ত। **যশোধর**—ণ. সুপ্রসিদ্ধ। স্ত্রী. **যশোধরা**—বুদ্ধদেবের পত্নী। **যশোভাক্** (-জ্)—ণ. খ্যাতি পাইবার অধিকারী। **যশোভাগ্য, যশভাগ্য**—যশলাভের অনুকূল দৈব (লোকটা করেছে ঢের, কিন্তু যশভাগ্য নেই)। **যশোমতী**—যশোদা। **যশোরাশি**—প্রচুর যশ। **যশোলিপ্সা**—খ্যাতির জন্য লোভ। **যশোহর**—ণ. খ্যাতি-নাশক ; বি. পূর্ববঙ্গের জেলা-বিশেষ ; সুন্দরবনে প্রতাপাদিত্যের রাজধানী (বর্তমানে ঈশ্বরীপুর)।

যষ্টি—[যক্ষ্ + তি] বি. লাঠি, দণ্ড, ছড়ি ; খাঁচার ধার ; ডাঁটা ; হারের লহর। **যষ্টিকা**—লাঠি ; এক-নরী হার বা এক-নরী মুক্তার হার ; যষ্টিমধু। **যষ্টিগ্রহ**—ণ. যষ্টিধারী, লগুড়ধারী। **যষ্টিপ্রাণ**—যষ্টি যাহার প্রাণের মত, বৃদ্ধ। **যষ্টিমধু, -মধুক**—মিষ্টমূল-বিশেষ, liquorice.

যস্য—[সং.] যার (কচিৎ ব্যবহৃত হয়)।

যা—[সং. যাতৃ] বি. জা, স্বামীর ভাইয়ের স্ত্রী।

যা—সর্ব. যে-সমস্ত, যত-কিছু (যা চাও দেব) ; আনর্দ্দিষ্ট কিছু (যা হয় হোক ; যা করে রেখেছ)। **যা খুশি**—যা ইচ্ছা। **যা-তা**—অনির্দ্দিষ্ট কিছু ; অবর্ণনীয় কিছু ; বাজে কিছু (ভাষা নিয়ে তো আর যা-তা করা যায় না ; যা-তা বকছে ; যা-তা খেয়ে অসুখ করো না)। **যাতে-তাতে**—যাতে খুশী, তাতে, বাছ-বিচার না করিয়া। **যা নয় তাই**—যা উচিত নয় বা সম্ভব নয় তাই (যা নয় তাই চাইলেই হল আর কি)। **যা হবার হোক**—ভবিষ্যতের জন্য পরোয়া না করিয়া। **যা হোক তা হোক**—ঝুঁকি মাথায় লইয়া কষ্টে-সৃষ্টে (যা হোক তা হোক করে কাজটা নামানো গেছে)। **ঐ যা**—অতর্কিত ও অবাঞ্ছিত ভুলভ্রান্তি ক্ষয়-ক্ষতি ইত্যাদি সম্পর্কে বলা হয় (ঐ যা, গামছা ফেলে এসেছি ; ঐ যা, কাকে মাছ নিয়ে গেল)।

যাই—ক্রি. গমন করি (**যাই-যাই করা**—যাইবার জন্য উন্মুখ হওয়া, চলিয়া যাইবার কথা বারবার বলা—অমন যাই-যাই করছ কেন ?) ; অব্য. যেহেতু (আমরা যাই গুণবতী—বঙ্কিমচন্দ্র) ; যেমনি, যেই (যাই বলা, অমনি দৌড়)।

যাউ—[সং. যবাগূ] বি. জাউ।

যাও—ক্রি. গমন কর ; চলিয়া যাও ; সাধারণতঃ নারী-ভাষায় মৃদু প্রতিবাদে (যাও, ওসব কথা আর বলো না)। **যাও যাও**—প্রবল প্রতিবাদে বলা হয় (যাও যাও, ওসব যত গাঁজাখুরী গল্প)।

যাওন—বি. যাওয়া, গমন (পূর্ববঙ্গে সুপ্রচলিত)।

যাওয়া (√যা) – ক্রি., বি. গমন করা, চলা (তবে যাই ; আসাযাওয়ার পথে) ; চুরি যাওয়া (যা গেছে, তা আর আসবে না)。; নষ্ট হওয়া (দেশ তো যেতে বসেছিল) ; অতীত বা অতিবাহিত হওয়া (সে সব দিন গেছে ; বেলা যায়) ; টিকসই হওয়া (জামাটা গেল ঢের দিন) ; প্রবৃত্ত হওয়া (করতে গেলে বুঝবে) ; করিতে থাকা (বলে যাও যত পার ; খেয়ে যাও যদ্দিন আছে) ; অধিগত হওয়া, পাওয়া (মূর্চ্ছা যাওয়া ; বিশ্বাস যাওয়া) ; মরিবার পথে যাওয়া, মরণসঙ্কটে পড়া (বাবারে, গেলাম রে) ; ণ. গত (বানে ভেসে-যাওয়া মানুষ-গরু)। **যাওয়া-আসা**—বি. যাতায়াত (তারা সবাই পাড়াপ্রতিবেশী, কাজেই যাওয়া-আসা বেশ আছে) ; মরিয়া যাওয়া ও পুনর্জন্ম লাভ করা। **যায়-যায়**—ণ. মুমূর্ষু।

যাঁকে, যাঁহাকে—যে ব্যক্তিকে। (সম্ভ্রমার্থে)। **যাঁর**—যে ব্যক্তির। (সম্ভ্রমার্থে)।

যাঁচ—বি. যাচাই, পরীক্ষা, তুলনা-মূলক পরীক্ষা (যাঁচ করা—যাঁচাই করা)। **যাঁচা**—ক্রি. যাঁচ করা।

যাঁতা, জাঁতা—[সং. যন্ত্র] বি. পেষণ করিবার যন্ত্র (গম-ভাঙ্গা যাঁতা) ; জন্তা (কামারের যাঁতা)। **যাঁতা ভাঙ্গা**—ক্রি. যাঁতা চালাইয়া জীবিকা অর্জন করা ; ণ. যাঁতায় পেষণ করিয়া প্রস্তুত (যাঁতা-ভাঙ্গা আটা)।

যাঁতা—ক্রি. পেষণ করা; চাপা, টেপা (শরীর যেঁতে দেওয়া)। (পূর্ববঙ্গে প্রচলিত)। **যেঁতে ধরা**—দুই বাহু ও দেহ দিয়া সবলে পেষণ করা।

যাঁতি—জাঁতি দ্রঃ।

যাঁহা—বি. যে সম্মানিত ব্যক্তি ; অব্য. যেখানে (ব্রজবুলি যাঁহা যাঁহা ঝলকত অঙ্গ—বিদ্যাপতি)।

যাক্—যউক, যাইতে দাও, গ্রাহ্য করিও না (যাক্ প্রাণ—থাক্ মান) ; উল্লেখ করিয়া কাজ নেই। **যাক্‌গে**—বিরক্তি অবজ্ঞা উপেক্ষা ইত্যাদি বোধক (যাক্‌গে, ও কথা আর ভেবো না)।

যাক—(ব্রজবুলি) যাহার। **যাকর**—সর্ব. যাহার।

যাকে—সর্ব. যাহাকে, যে ব্যক্তিকে। **যাকে-তাকে**—অতি সাধারণ লোককে ; নির্বিচারে

সবাইকে (যাকে-তাকে তো আর মেয়ে দেওয়া যায় না; যাকে-তাকে বলে বেড়াচ্ছে)।

যাগ—[যজ্ (পূজাকরা)+ঘঞ্] বি. যজ্ঞ, হোম। **যাগকণ্টক**—বেদের মন্ত্রাদি বিষয়ে অজ্ঞ এমন যাগকর্তা। **যাগকর্ম**—যজ্ঞের কাজ।

যাচক—ণ., বি. যে যাচ্ঞা করে, ভিক্ষুক (স্ত্রী. **যাচকী**)। [যাচি+ণক]। **যাচন**—বি. প্রার্থনা করা, ভিক্ষা করা। **যাচনা**—বি. প্রার্থনা। **যাচনীয়**—ণ. প্রার্থনীয়।

যাচন, যাঁচন—বি. পরীক্ষা করা, যাচাই করা। **যাচনদার**—যে যাচিয়া অর্থাৎ ভাল রকমে পরীক্ষা করিয়া লয়। [করা।

যাচা, যাঁচা—ক্রি. পরীক্ষা করা, মূল্য বিচার

যাচা—ক্রি. প্রার্থনা করা, ভিক্ষা করা (যাচে তৃষিত অমিয়বিন্দু—রবি); উপযাচক হওয়া (যেচে মেয়ে দিয়েছিল; **যেচে মান, কেঁদে সোহাগ**—অনুরোধ-উপরোধ করিয়া প্রকৃত সম্মান ও প্রেম লাভ করা যায় না, সেরূপ মান বা সোহাগ মূল্যহীন)। **যাচাই**—বি. পরীক্ষা করা, দোষগুণ বিচার করা; মূল্যাদি সম্পর্কে তুলনা-মূলক বিচার-বিবেচনা করা (বাজারে যাচাই করে দেখুন)। **যাচানো**—ক্রি. পরীক্ষা করানো, তুলনা-মূলক বিচার করানো; উপযাচক হইয়া দান করা (কুলবতী কুলনাশে আপনার যৌবন যাচায় —চণ্ডীদাস)।

যাচিত—[যাচ্+ক্ত] ণ. প্রার্থিত। **যাচিতা** (-তৃ)—প্রার্থনাকারী। স্ত্রী. **যাচিত্রী**।

যাচ্ছেতাই—ণ. অতিশয় সাধারণ বা খেলো; অকথ্য, অশ্রাব্য। [বাং. যা-ইচ্ছে+তাই]।

যাচ্ঞা—[যাচ্+ন+আপ্] বি. ভিক্ষা,প্রার্থনা। **যাচ্য**—ণ. প্রার্থনীয়, যাচিতব্য। [যাচ্+য]। **যাচ্যমান**—ণ. যাহার কাছে বা যাহা প্রার্থনা করা হইতেছে এমন।

যাজক—[যজ্+অক]বি. পুরোহিত, যজ্ঞকর্তা; মন্ত্র হবী। **যাজক-তন্ত্র**—যাজকদের দ্বারা পরিচালিত রাষ্ট্র-ব্যবস্থা, Theocracy। **যাজন**—যজ্ঞ করানো, পৌরোহিত্য। **যাজয়িতা** (-তৃ)—যিনি যজ্ঞ করান। **যাজি,-জী** (-জিন্)—যাগকর্তা; যাজক। [যজ্+ই, ণিন্]। **যাজিকা**—নারী-পুরোহিত। [যাজক +আপ্]।

যাজ্ঞবল্ক্য—সুপ্রসিদ্ধ বৈদিক ঋষি; সংহিতাকার-বিশেষ। **যাজ্ঞসেনী**—দ্রৌপদী। [যজ্ঞসেন (দ্রুপদ)+অ+ঈপ্]। **যাজ্ঞসেনি**—শিখণ্ডী। **যাজ্ঞিক**—ণ. যজ্ঞ-সম্বন্ধীয়, অথবা যজ্ঞের হিতকর; বি. যজ্ঞে প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি (কুশ, তৃণ, রক্তখদির, অশ্বত্থ, পলাশ); পুরোহিত। [যজ্ঞ+ষ্ণিক]। **যাজ্ঞিকাল্ল**—যজ্ঞের চরু।

যাজ্য—[যজ্+ঘ্যণ্] ণ. যাজনযোগ্য; যাহার জন্য যাগ করা হয়, যজমান। স্ত্রী. **যাজ্যা**—যজ্ঞের পূর্বে হোতা যে যাগমন্ত্র উচ্চারণ করেন; যজ্ঞভূমি; প্রতিমা।

যাঠা—বি. জাঠা; লগুড়; লৌহযষ্টি; ঘানিগাছের অঙ্গ-বিশেষ, জাঠ। [যষ্টি]।

যাত—[যা+ক্ত] ণ. গত; অতীত; লব্ধ; জ্ঞাত; বি. গমন (যাতায়াত)।

যাতনা—[যাতি+অনট্+আপ্] বি. যন্ত্রণা, কষ্ট, তীব্র বেদনা (কি যাতনা বিষে বুঝিবে সে কিসে—কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার)।

যাতব্য—ণ. গন্তব্য। [যা+তব্য]

যা-তা—যা তা।

যাতা (-তৃ)—[যা+তৃচ্] বি. জা, পতির ভ্রাতৃ-পত্নী; গন্তা; সারথি; পথিক।

যাতায়াত—বি. গমনাগমন; যাওয়া-আসা। [যাত+আয়াত]।

যাত্রা—[যা+ত্র+আপ্] বি. গমন, প্রস্থান; প্রস্থানের শুভ সময় বা যোগ (যাত্রা নাস্তি; ওর নাম করলে অযাত্রা); যুদ্ধ বাণিজ্য তীর্থদর্শন প্রভৃতির জন্য শুভ সময়ে প্রস্থান (যাত্রা করে থাকা); যাপন, নির্বাহ, ব্যবহার (জীবনযাত্রা; সংসারযাত্রা; লোকযাত্রা); দেবতার উৎসব (দোলযাত্রা; রথযাত্রা); বহুলোকের শ্রেণীবদ্ধ ভাবে গমন, মিছিল (শোভাযাত্রা); (বাং) দৃশ্যপটহীন নাটক-অভিনয় (যাত্রার দল; যাত্রা শোনা বা দেখা; যাত্রা দেওয়া); বার, ক্ষেত্র (এ যাত্রা রক্ষা পেল)। **যাত্রাকলস, যাত্রা-ঘট**—শুভ-যাত্রাসূচক জলপূর্ণ কলস। **যাত্রা-ভঙ্গ**—শুভ-যাত্রা না হওয়া, যাত্রাকালে অশুভ দর্শন (নিজের নাক কেটে পরের যাত্রাভঙ্গ)। **যাত্রার অধিকারী**—যাত্রার দলের মালিক ও পরিচালক।

যাত্রিক—[যাত্র+ষ্ণিক] ণ. যাত্রা-সম্বন্ধীয়; যাত্রার উপযুক্ত; বি. যাত্রাকালের মঙ্গলসূচক দ্রব্য; পথখরচ; পথিক; তীর্থযাত্রী; উৎসব।

যাত্রী (-ত্রিন্)—বি. তীর্থযাত্রী (যাত্রীর দল); যাত্রাকারী, ভ্রমণকারী (যাত্রীর সংখ্যা বেড়েই চলেছে)। [যাত্রা+ইন্]

যাথাতথ্য—[যথাতথা+ষ্য] বি. যথার্থতা, সত্যতা।

যাথার্থিক—[যথার্থ+ষ্ণিক] ণ. প্রকৃত, বাস্তবিক। বি. **যাথার্থ্য**—যথার্থতা, প্রকৃত ব্যাপার, স্বরূপ।

যাদঃ (-দস্)—[সং.] জলজন্তু। **যাদঃপতি**—বি. সমুদ্র। **যাদঃপতিরোধঃ** (-ধস্)—সমুদ্রের উপকূল (যাদঃপতিরোধঃ যথা চলোর্মি আঘাতে—মধুসূদন)।

যাদব—[যদু+ষ্ণ] বি. যদুবংশীয় লোক; শ্রীকৃষ্ণ। স্ত্রী. **যাদবী**—যদুবংশীয়া স্ত্রী; বাসন্তী দেবী; দুর্গা; মদিরা; কুট্টনী; গো-ধন। **যাদবেন্দ্র**—শ্রীকৃষ্ণ।

যাদু—[ফা. জাদু] বি. তন্ত্রমন্ত্র, অভিচার, কুহক, তুক মায়া, আকর্ষণ (কি যাদু বাঙলা গানে—অতুলপ্রসাদ)। **যাদুকর**—বি. ঐন্দ্রজালিক, মায়াবী, যে ভোজ-বাজী দেখায় (অধম তালুকে শৃঙ্খলিয়া যাদুকর খেলে তারে লয়ে—মধুসূদন)। **যাদুগীর**—[ফা. জাদুগর্] বি. যাদুকর। **যাদু করা**—ক্রি. তন্ত্র-মন্ত্র প্রয়োগ করা, কুহকের দ্বারা বশীভূত করা, তুক করা। **যাদুঘর**—বি. museum, যেখানে প্রাচীন কালের বিবিধ দ্রব্য সংগৃহীত হইয়া রক্ষিত হয়। **যাদুবিদ্যা**—বি. তন্ত্র-মন্ত্র, ভোজবাজী।

যাদু—[ফা. জা'দা—সন্তান] বি. বৎস; আদরের খোকা (শিশুকে স্নেহ-সম্বোধন—সোনার যাদু; যাদুমণি; যাদুধন); (বিদ্রূপে) আদুরে খোকা, বাছাধন (এইবার টের পাবে যাদু)।

যাদৃশ—[সং. যাদৃক্] ণ. যেমন, যেরূপ। স্ত্রী. **যাদৃশী** (যাদৃশী ভাবনা)। (বর্তমানে বিরল ব্যবহার)।

যাদৃচ্ছিক—[যদৃচ্ছা+ষ্ণিক] ণ. ইচ্ছানুযায়ী, যেমন খুশী (যাদৃচ্ছিক মিলন—promiscuity)।

যান—[যা+অনট্] বি. যাহা চড়িয়া যাওয়া যায়, বাহন, হস্তী অশ্ব শকট নৌকা এরোপ্লেন ইত্যাদি (অর্ণবযান, আকাশযান, বাষ্পযান)। **যান-পাত্র,-পাত্রক**—বি. সেকালের জাহাজ। **যানবাহক**—বি. পাল্কী-আদি বাহক। **যানভঙ্গ**—বি. জাহাজাদি ভাঙিয়া যাওয়া বা ডুবিয়া যাওয়া, ship-wreck। **যানাস্তরণ**—বি. গাড়ী প্রভৃতির উপরে যে চাদর বিছানো থাকে। **ব্যোমযান**—ব্যোম দ্রঃ।

যান্ত্রিক—ণ. যন্ত্রবিষয়ক, যন্ত্রের (যান্ত্রিক গোলযোগ); বি. যন্ত্রবিশেষজ্ঞ। [যন্ত্র+ষ্ণিক]।

যাপক—ণ. যাপনকারী। [যাপি+ণক]। **যাপন**—[যাপি+অনট্] বি কর্তন, সময়ক্ষেপ (কালযাপন, রাত্রিযাপন); জাগিয়া কাটানো (নিশি যাপন)। ণ. **যাপিত**—অতিবাহিত। **যাপ্য**—ণ. যাপনীয়, ক্ষেপণীয়; অধম (**যাপ্যযান**—শিবিকা, মহাপায়া, ডুলি); গোপনীয়, যাহা নিঃশেষে আরোগ্য হয় না (যাপ্য রোগ)।

যাবক, যাব—[সং.] বি. অলক্তক, আলতা (চরণে যাবক দিয়ে আঁকা—শশাঙ্কমোহন)। **যাবক**—বি. যবাগূ; বোরোধান।

যাবচ্চন্দ্র-দিবাকর—[যাবৎ+চন্দ্র+দিবাকর] ক্রি. ণ. যতদিন চন্দ্র-সূর্য আছে, চিরকাল।

যাবজ্জীবন—ক্রি. ণ. যতদিন জীবন আছে ততদিন, আমরণ (যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর)।

যাবৎ—[সং.] অব্য. যতক্ষণ, যে পর্যন্ত (যাবৎ শ্বাস, তাবৎ আশ; যাবৎ না আসিব, তাবৎ অপেক্ষা করিবে); পর্যন্ত, অবধি (সেই যাবৎ তাহার অপেক্ষা করিতেছি); ণ. সমস্ত, সব (বিবি মোস্তফার যাবৎ ব্যয় নির্বাহ করিব; যাবৎ বৃত্তান্ত অবগত করাইলেন)। **যাবৎ পর্যন্ত**—যে পর্যন্ত। (অসাধু)। **যাবতীয়**—ণ. সমস্ত, সমুদয় (যাবতীয় খরচ; যাবতীয় লোকজন)।

যাবন, যাবনিক—[যবন+ষ্ণ] ণ. যবন-সম্বন্ধীয় বা যবন-দেশজাত; বি. গন্ধদ্রব্য-বিশেষ। স্ত্রী. **যাবনী**—যবন ভাষা ('অতএব কহি ভাষা যাবনী-মিশাল'—ভারতচন্দ্র)।

যাম—[যম্+ঘঞ্] বি. অহোরাত্রের আট ভাগের এক ভাগ, এক প্রহর, তিন ঘণ্টা। **যামঘোষ**—(যে বা যাহা প্রহর ঘোষণা করে) কুক্কুট; ঘটীযন্ত্র; শৃগাল। **যামবতী**—ত্রিযামা, রাত্রি।

যামল—[যমল+ষ্ণ] ণ. যুগ্ম, যোড়া; বি. তন্ত্রবিশেষ (রুদ্রযামল তন্ত্র)।

যামি,-মী, জামী,-মী—বি. ভগিনী; দুহিতা; কুলবধূ; রাত্রি (দিবস-যামী); দক্ষিণ দিক্। [যা+মি]।

যামিত্র—বি. জ্যোতিষে লগ্ন হইতে সপ্তম স্থান। [সং.]। **যামিত্রবেধ**—লগ্নসপ্তম স্থানে প্রতিকূল গ্রহস্থিতি।

যামিনী—[যাম+ইন্+ঈপ্] বি. রাত্রি; হরিদ্রা। **যামিনীনাথ,-পতি**—চন্দ্র।

যাম্য—[যামী+য] ণ. দক্ষিণ দিকের। **যাম্যোত্তরবৃত্ত**—মধ্য রেখা, meridian।

যাযাবর—[যাযা (বারবার যাওয়া—যঙ্‌লুগন্ত) +বর] ণ.,বি. যে তপস্বীদিগের নিয়মিত বাসস্থান নাই, নানা স্থানে পরিভ্রমণ করেন; সদাভ্রমণকারী (যাযাবর জাতি—nomad tribes); পরিব্রাজক; জরৎকারু মুনি (যাযাবর বংশে জন্ম বলিয়া); অশ্বমেধের অশ্ব।

যার—সর্ব. যাহার (স্ত্রীর বা পুরুষের)। **যার-তার**—নির্বিচারে যে-কোন লোকের, একজন সাধারণ লোকের (যার-তার হাতে কি মেয়ে দেওয়া যায়? এ যার-তার কাজ নয়)। **যার পর নাই**—অতিশয় (যৎপরোনাস্তি দ্রষ্টব্য)।

যাস্ক—নিরুক্তনামক বৈদিক ব্যাখ্যাগ্রন্থকার।

যাহা—সর্ব. যে বস্তু বা ব্যাপার।

যাহোক—তৎসত্ত্বেও; প্রশংসার ব্যাপার (পাশ করেছে যাহোক)।

যিনি—যে ব্যক্তি। (সম্ভ্রমার্থে)।

যিশু,যীশু—[পোর্ত্. Jesu] খ্রীষ্টধর্মের স্থাপয়িতা।

যুঁই—[সং. যূথিকা] বি. জুঁই, jasmin।

যুক্ত—[যুজ্+ক্ত] ণ. মিলিত, সংযুক্ত (যুক্ত-করে); অন্বিত, বিশিষ্ট (শ্রীযুক্ত); যোগে নিরত; যোগকৃত, added; ন্যায্য, উপযুক্ত (যুক্ত দণ্ড); পরিমিত (যুক্তাহার, যুক্তচেষ্ট)। **যুক্তবেণী**—প্রয়াগে গঙ্গা যমুনা ও সরস্বতীর মিলিত ধারা; বেণীবদ্ধ কেশের খোঁপা। **যুক্তরাজ্য**—The United Kingdom। **যুক্তরাষ্ট্র**—The United States of America। **যুক্তাক্ষর**—দুই বা তার বেশী অক্ষরের সম্মিলিত রূপ। **যুক্তাত্মা** (-ত্মন্)—যাহার অন্তরাত্মা ঈশ্বরের সহিত যোগযুক্ত; অবহিত-চিত্ত। **যুক্তার্থ**—সংগত অর্থ।

যুক্তি—[যুজ্+ক্তি] বি. কারণ, ন্যায়, হেতু (যুক্তি প্রদর্শন); মন্ত্রণা, পরামর্শ (যুক্তি করা; যুক্তি দেওয়া; কু-যুক্তি); ব্যবস্থা, উপায়, সিদ্ধান্ত (প্রলয়ে সৃজনে না জানি এ কার যুক্তি, ভাব হতে রূপে অবিরাম যাওয়া-আসা—রবি; তাহলে যুক্তি দাঁড়াচ্ছে এই); মিলন, সংযোগ, যোজনা; নাট্যালঙ্কার-বিশেষ। **যুক্তিতর্ক**—কারণ দেখাইয়া তর্ক। **যুক্তিদাতা** (-তৃ)—পরামর্শদাতা, উপায়-নির্দেশকর্তা। **যুক্তিযুক্ত,-সঙ্গত**—ণ. বিচারসম্মত, ন্যায্য। **যুক্তিহীন**—ণ. অযৌক্তিক।

যুগ—[যু (মিলন করা)+গক্] বি. জোয়াল, yoke (যুগযুক্তি—জোয়ালে জোতা; যুগন্ধর); যুগল, জোড়া (করযুগ); সত্য ত্রেতা দ্বাপর কলি —এই পুরাণোক্ত কাল-বিভাগ; দীর্ঘকাল (যুগ যুগ ধরিয়া); বিশিষ্ট লক্ষণাক্রান্ত কালপরিমাণ, সময়, age (যুগধর্ম, যুগোপযোগী); জন্ম, generation (আমাদের যুগে); বার বৎসর কাল (এক যুগ বার বৎসর তোমার সঙ্গে দেখা নেই); চার হাত পরিমাণ (যুগপ্রমাণ—তেমন ব্যবহার নাই)। **যুগকীলক**—জোয়ালের খিল। **যুগক্ষয়**—এক যুগের অবসান, যুগান্ত, খণ্ডপ্রলয়। **যুগধর্ম**—সময় বিশেষের লক্ষণ বা প্রবণতা। **যুগন্ধর**—(জোয়ালকে যাহা ধারণ করে) লাঙ্গলের ঈষ্ বা গাড়ীর বোম, pole; পর্বত-বিশেষ। **যুগপৎ**—ক্রি.-ণ. একসঙ্গে, এককালে। [যুগ-পদ্ +ক্বিপ্]। **যুগপত্তা**—বি. যৌগপদ্য, সমকালীনতা। **যুগপত্র,-পত্রক**—ণ. জোড়া-পাতাওয়ালা। **যুগ-পরিবর্তন**—সময়ের ধরণের বা মানুষের জীবন-ধারার পরিবর্তন। **যুগপাণি**—বি.,ণ. যুক্তকর। **যুগ-পার্শ্বগ**—শিক্ষাদানের জন্য জোয়ালের পার্শ্বে যে গরু জোড়া হয়। **যুগব্যায়ত বাহু**—(যাহার বাহুদ্বয় চারি হস্ত পরিমিত) দীর্ঘবাহু। **যুগল**—[যুগ+ল] ণ.,-বি. যুগ্ম, জোড়া (যুগলমূর্তি; নয়নযুগল)। **যুগলমন্ত্র**—লক্ষ্মীনারায়ণ মন্ত্র অথবা রাধাকৃষ্ণ মন্ত্র। **যুগযুগান্তর**—পর-পর বহু যুগ, অপরিমিত কাল। **যুগসন্ধি**—এক যুগের অবসান ও অন্য যুগের আরম্ভ—এই দুইয়ের সন্ধিকাল। **যুগাংশক** যুগে বিভাজক, বৎসর। **যুগাদ্যা**—যুগের আরম্ভক তিথি। **যুগান্ত**—যুগের অবসান, কল্পান্ত, প্রলয়-কাল। **যুগান্তকর**—ণ. যাহা এক যুগের অবসান ঘটায়, প্রলয়কারী। **যুগান্তর**—অন্যযুগ। **যুগাবতার**—বিভিন্ন যুগের বিভিন্ন অবতার (মৎস্য-কূর্মবরাহাদি); যুগের শ্রেষ্ঠ ধর্মনেতা। **যুগোপযোগী** (-গিন্)—ণ. যুগের পক্ষে মানানসই, সময়োপযোগী।

যুগী—[সং. যোগী] বি. যোগী (প্রাচীন বাংলা); হিন্দুজাতি-বিশেষ; ভিক্ষাজীবী সম্প্রদায়-বিশেষ (পেঁয়ো যুগী ভিখ পায় না)।

যুগ্ম—[যুজ্ +মক্] ণ., বি. যুগল, যোড়া, দ্বয়। **যুগ্মচারী** (-রিন্)—ণ. যোড়ায় যোড়ায় বিচরণকারী। **যুগ্মজ**—ণ. যমজ। **যুগ্মপত্র,-পর্ণ**—ণ.,বি. যুগপত্র। **যুগ্মপাণি**—ণ.,বি. জোড়হাত। **যুগ্মভুরু,-ভ্রূ**—জোড়া-ভুরু। **যুগ্মরাশি**—২ দিয়া ভাগ করিলে মিলিয়া যায় এমন রাশি (যথা: ২, ৪, ৬, ৮ ইত্যাদি)। **যুগ্ম সম্পাদক**—তুল্য ক্ষমতাযুক্ত অপর সম্পাদক, joint secretary।

যুগ্যি—ণ. যোগ্য। (কথ্য)।

যুজ—[আ. জুয] বি. পুস্তকের অংশ, ফর্মা। **যুজ-বন্দী,-বাঁধা**—ভিন্ন ভিন্ন ফর্মা আলাদা সেলাই করিয়া বাঁধা।

যুঝা, যোঝা—ক্রি. যুদ্ধ করা; প্রতিস্পর্ধী হওয়া; বিবাদ করা (সাবাস মেয়ে, যুঝতে জানে বটে!)। **যুঝার, যুঝারিয়া**—জুঝার (প্রাচীন বাংলা)।

যুত—[যু+ক্ত] ণ. যুক্ত, মিলিত, মিশ্রিত, সম্পন্ন (শ্রীযুত; সর্বগুণযুত); চারিহস্তপরিমাণ। **যুতক**—যৌতুক; স্ত্রীলোকের বস্ত্রাঞ্চল; শূর্পাগ্র; মৈত্রীকরণ। বি. **যুতি**—যোগ, মিলন, সংযোগ (গ্রহযুতি); যোতদড়ি।

যুত—বি. জুত (দ্রঃ): সুবিধা, সুসঙ্গতি, আরাম, মনোমত অবস্থা বা ব্যবস্থা, সুসার (কিছুতেই আর যুত হল না)। **যুত করা**—স্বার্থের অনুকূল ব্যবস্থা করা। (ঈষৎ ব্যঙ্গার্থক)। **যুতসই**—ণ. সুবিধামত, মনোমত, আরামদায়ক।

যুদ্ধ—[যুধ্ +ক্ত] বি. রণ, সমর, সংগ্রাম, লড়াই, ধ্বস্তাধ্বস্তি (হাতাহাতি যুদ্ধ; রোগের সঙ্গে যুদ্ধ)। **যুদ্ধনীতি,-রীতি**—যুদ্ধ চালাইবার নিয়ম বা কৌশল। **যুদ্ধবিগ্রহ**—যুদ্ধ-ব্যাপার। **যুদ্ধ-বিদ্যা**—যুদ্ধ-বিষয়ক তত্ত্ব তথ্য ও কৌশল। **যুদ্ধবীর**—যুদ্ধে উৎসাহী। **যুদ্ধযাত্রা**—যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইয়া যাত্রা। **যুদ্ধরঙ্গ**—(যুদ্ধে যাহার আনন্দ, বহুব্রী) কার্তিকেয়। **যুদ্ধসচিব**—যুদ্ধ পরিচালনার ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী। **যুদ্ধসার**—ঘোটক। **যুদ্ধাজীব**—যোদ্ধা-সৈনিক। **যুদ্ধার্থী** (-র্থিন্)—ণ. যে যুদ্ধ করিতে চায়। **যুদ্ধোন্মাদ**—রণোন্মত্ততা।

যুধিষ্ঠির—[যুধি স্থির, অলুক্ সমাস] ণ. যুদ্ধে অবিচলিত; বি. পাণ্ডু ও কুন্তীর জ্যেষ্ঠপুত্র।

যুধ্যমান—ণ. যুযুধান, যুদ্ধে রত (যুধ্যমান শক্তিবর্গ)। [যুধ্ +শানচ্]।

য়ুনান, য়ুনান—[আ. য়ুনান; গ্রীক. Ionia] বি. গ্রীসদেশ। **য়ুনানী**—ণ. গ্রীসদেশীয়, গ্রীসে জাত; বি. প্রাচীন গ্রাসের চিকিৎসা-পদ্ধতি; হেকিমী চিকিৎসা-পদ্ধতি; গ্রীসের লোক।

যুব—সমাসে পূর্বপদে যুবন্-শব্দের রূপ।

যুবক—[যুবন্ +কন্] ণ. বি. যুবা। **যুবকাল**—যৌবনকাল। [যুবন্ +কাল]। **যুবগণ্ড**—বয়স-ফোঁড়া। **যুবজন**—যুবক। **যুবজানি** (যুবতী জায়া যাহার—বহুব্রী.) যুবতীর স্বামী (পাঁচ পুত্র নৃপতির সবে যুবজানি—ভারতচন্দ্র)। স্ত্রী. **যুবতি,-তী, যুবী**—ষোল হইতে ত্রিশ বৎসর বয়স্কা নারী, তরুণী; নারী। বি. **যুবত্ব**—যৌবন। **যুবসঙ্ঘ,-সম্মেলন**—যুবক বা যুবতীগণের সম্মেলন। [পিতা।

যুবনাশ্ব—বি. সূর্যবংশীয় রাজা-বিশেষ, মান্ধাতার

যুবরাজ—বি. রাজপুত্রদের মধ্যে যিনি ভবিষ্যতে রাজা হইবেন, heir-apparent।

যুবা (-বন্)—[যু (যোগ করা)+কনিন্, যে আপনাকে পত্নীর সহিত যুক্ত করে] ণ., বি. যৌবন-প্রাপ্ত, তরুণ, যাহার বয়স ষোল হইতে ত্রিশ বৎসর পর্যন্ত। **যুবান**—[সং.] জোয়ান, তেজো বীর্যসম্পন্ন পুরুষ। **যুবীভূত**—যুবকত্বপ্রাপ্ত।

যুয়ায়, যোয়ায়—(জো বা যো হইতে?); ক্রি. প্রস্তুত হইয়া আসা, কুলানো (কথা তেমন যোয়াচ্ছে না); যোগ্য হওয়া (এসব সিদ্ধান্ত গূঢ় কহিতে যুয়ায়—চৈতন্য-চরিতামৃত)।

যুযুৎসা—[যুধ্ +সন্ +অ +আপ্] বি. যুদ্ধ করিবার ইচ্ছা।

যুযুৎসু—[যুধ্ +সন্ +উ] ণ. সংগ্রামেচ্ছু; বি. [জাপানী: jiu-jitsu] সুপ্রসিদ্ধ মল্লক্রীড়া, জুজুৎসু।

যুযুধান—[যুধ্ +কানচ্] ণ. যুদ্ধরত; বি. ক্ষত্রিয়।

যূঁই—[সং. যূথী] জুঁই।

যূথ—[যু (যুক্ত হওয়া)+থক্] বি. দল, পাল, পশু-পক্ষীর সজাতীয় দল (মৃগযূথ)। **যূথনাথ, -পতি**—বন্য হাতীর পালের প্রধান। **যূথভ্রষ্ট**—ণ. দলছাড়া।

যূথি, যূথিকা, যূথীকা—যূঁই।

যূনী—[সং.] যুবতী।

যূপ—[সং.] বি. যজ্ঞের পশু-বন্ধনের কাষ্ঠ-বিশেষ, হাড়িকাঠ। **যূপকণ্টক**—যূপের মস্তকস্থিত ডমরুর আকৃতির কাষ্ঠখণ্ড। **যূপদ্রুম**—যে বৃক্ষের কাষ্ঠে যূপ নির্মিত হইত।

যূষ—[সং.] বি. মুগ মসুর প্রভৃতির কাথ বা ঝোল (মসুরের যূষ ; মুগীর যূষ)।

যে—[সং. যদ্] সর্ব.,ণ.,অব্য. কোন নির্দিষ্ট ব্যক্তি বস্তু বা বিষয় (যে আসতে চেয়েছিল, সে এসেছে; যে চালের ভাত আমি খাই; যে কথা বলতে চেয়েছিলে); যে ব্যক্তি (যে সয় সে রয়); অবধারণে, that (তোমাকে যে বলেছি, সে অনেক দুঃখে; সে যে বড় বাপের ছেলে সেকথা ভোল কেন?); হেতু, কারণ (কেন এলে?—তুমি যে বল্লে); অসন্তোষ নির্ভাবনা আধিক্য বিস্ময় ইত্যাদি জ্ঞাপনে (আবার যে গিয়েছিলে?; এই যে তুমি এসে পড়েছ; যে ভয়ানক শীত সেখানে; এদিকে রুগী যে যায়)। **যে আজ্ঞা**—যাহা আজ্ঞা করেন সেই অনুসারেই হইবে। **যেই**—যে (যেই কালে); যখনই (যেই শোনা, অমনি দৌড়)। **যে কথা, সেই কাজ**—কথা ও কাজের মধ্যে পূর্ণ সঙ্গতি। **যে-কেউ**—বি. যে-কোন লোক। **যে-কোন**—ণ. বাছাবাছি না করিয়াই ঠিক করা যায় এমন (যে-কোন দোকানে এটা পাবে)। **যে-সে**—ণ. বাজে, সাধারণ (যে-সে লোক নয়); বি. যে-কোন লোক, সবাই (যে-সেই একাজ করতে পারে)। **যে-কে-সেই**—পূর্ববৎ, আগেও যা ছিল পরেও তাই। **যেখানকার**—যে স্থানের। **যেখানে**—যে স্থানে। **যেখানে-সেখানে**—বাচবিচার না করিয়া সবখানে।

যেথা, যেথায়—যেখানে (কাব্যে ব্যবহৃত)।

যেন—অব্য. যেমন, যেরূপ প্রায় তদ্বিধ, as if (ঘুমায় যেন চিত্রপটে আঁকা—রবি; যেন দাতাকর্ণ; চলছে যেন ঝড়); প্রতিবাদসূচক (যেন সব দোষ আমারই; যেন পেয়েই গেলাম, তারপর?); শুভকামনা অভিসম্পাত ইত্যাদি সূচক (যেন সে সুখী হয়; তিন রাত্রিও যেন না যায়); সতর্কীকরণে (দেখো যেন পড়ে যেয়ো না; আবার দাবা নিয়ে বসো না যেন)। **যেন-তেন প্রকারেণ**—যে উপায়েই হোক।

যেমতি—ক্রি.ণ. যেমন। (কাব্যে)।

যেমন—ণ. যেরূপ, যে প্রকার, যে ধরণের (যেমন বাপ, তেমনি বেটা); অব্য. যখনই, যেইমাত্র (যেমন বলা, অমনি দৌড়)। **যেমনই**—যে ধরণেরই। **যেমন-তেমন**—ণ. সাধারণ গোছের, বৈশিষ্ট্যহীন (যেমন তেমন একটা হলেই হয়; যেমন তেমন দুই ভাই, যেমন-তেমন দুই গাই)। **যেমনি**—যেমন, যে প্রকারের ; যখনই।

যেরূপ—যেমন।

যেহেতু—অব্য. যে জন্য ; কেন না।

যেহো,-হোঁ—যিনি (প্রাচীন বাংলা)। **যেহ্ন**—যেন (প্রাচীন বাংলা)। [প্রকার।

যৈছন, যৈছে, যৈসে—(ব্রজবুলি) যেমন, যে

যৈবন—যৌবন (গ্রাম্য গানে ব্যবহৃত)।

যো, যোই—(ব্রজবুলি) যে ব্যক্তি বা বস্তু (যো হুকুম)। **যো-হুকুমের দল**—স্তাবকের দল।

যো—[সং. যোত্র ; যোগ] জো (দ্রঃ), উপায়, সুযোগ অনুকূল অবস্থা (যো-কাল, যো পাওয়া)। **যো-সো করে**—যেমন তেমন করিয়া, কোন রকমে, যে উপায়েই হউক (যো-সো করে বিয়েটা আগে হয়ে যাক)।

যোক্তা (-ক্তৃ)—[যুজ্+তৃণ্] ণ. যোজয়িতা; নিয়োগ-কর্তা; সারথি।

যোক্ত্র—[সং.] জোতদড়ি।

যোখ—বি. জোখ, পরিমাণ (মাপ-যোখ)।

যোখা, যোকা—(জুখ দ্রঃ) ক্রিঃ. পরিমাপ করা; ওজন করা; পরিমাণ (লেখাযোখা নাই—অপরিমেয়)।

যোগ—[যুজ্+ঘঞ্] বি. সংযোগ (বিয়োগের বিপরীত); সংস্রব, সম্বন্ধ; গোপন সম্বন্ধ, সহযোগিতা (যোগ ঘটা; তলে তলে যোগ আছে); মিলন; উপায়, অবলম্বন (ডাকযোগে প্রেরণ); সুযোগ; প্রয়োগ (মনোযোগ); সাধনপন্থা (ভক্তিযোগ); চিত্তবৃত্তিনিরোধ; জীবাত্মা ও পরমাত্মার সংযোগ (যোগযুক্ত চিত্ত); এরূপ সংযোগ সাধনের পদ্ধতি (যোগ করা; যোগাসন); ধ্যান; ক্ষণ, কাল (রাত্রিযোগে); বিশেষ তিথি-নক্ষত্রের মিলনক্ষণ (অর্ধোদয় যোগ; মৃত্যুযোগ); ধনলাভাদি ব্যাপারে দৈবানুকূল্য; (গণিতে) সঙ্কলন, addition; বর্মধারণ; কুহক; ঔষধের মিশ্রণ (যোগবাহী; মুষ্টিযোগ)। **যোগকন্যা**—যোগমায়া। **যোগক্ষেম**—যাহা লাভ হয় নাই তাহা উপার্জন ও যাহা লাভ হইয়াছে তাহা রক্ষা করা রূপ মঙ্গল-কর্ম, রক্ষণাবেক্ষণ। **যোগজ**—ণ. যোগ-সাধন হইতে উৎপন্ন। **যোগদণ্ড**—ঐন্দ্রজালিকের দণ্ড। **যোগদান**—সহযোগিতা; সমবেত হওয়া (সভায় যোগদান)। **যোগনিদ্রা**—ব্রহ্মে মনঃসংযোগের ফলে দেহের নিদ্রিত অবস্থা,

প্রলয়কালে সর্বধ্বংসের পূর্বে পরম পুরুষের যোগরূপ নিদ্রা; দুর্গা; (ব্যঙ্গে) ঝিমানো। **যোগপট্ট**—যোগসাধনকালে ব্যবহৃত উত্তরীয়-বিশেষ, যোগসাধনার বিশেষ আসনের উপযোগী বস্ত্র-বন্ধন। **যোগপাটা**—যোগপট্ট। **যোগফল**—যোগের ফল, sum। **যোগবল**—যোগসাধনা দ্বারা লব্ধ অলৌকিক শক্তি (যোগবলে জানিতে পারিলেন); যোগের ফলে চিত্তের স্থৈর্য-লাভরূপ শক্তি। **যোগবাশিষ্ঠ**—রামচন্দ্রের প্রতি বশিষ্ঠের উপদেশ-সম্পর্কিত সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থ। **যোগবাহী** (-হিন্)—যাহা দ্বারা সংযোগ ঘটে, medium, মধু পারদ প্রভৃতি। **যোগবিৎ** (-দ্)—যোগী; ঐন্দ্রজালিক; যে উপায় জানে; ঔষধের মিশ্রণ; তত্ত্বজ্ঞ। **যোগভ্রষ্ট**—ণ. যোগসাধনা হইতে বিচ্যুত। **যোগমায়া**—ঈশ্বরের জগৎ-সৃষ্টির শক্তি; মহামায়া। **যোগমার্গ**—যোগ-সাধনার পথ, যোগের পদ্ধতি। **যোগযুক্ত**—ণ. অন্তরে পরমাত্মার সহিত নিবিড় যোগে যুক্ত। **যোগরূঢ়**—ণ. বিভিন্ন শব্দের যোগের দ্বারা গঠিত, কিন্তু এক বিশিষ্ট অর্থজ্ঞাপক (যেমন 'পঙ্কজ' অর্থে 'পঙ্কে জাত' কিন্তু ইহার বিশিষ্ট অর্থ 'পদ্ম')। **যোগশাস্ত্র**—পতঞ্জলি প্রভৃতি মুনি-প্রণীত যোগ বিষয়ক গ্রন্থ। **যোগসাজোস,-সাজিশ**—[যোগ+ফা. সাযিশ] ষড়্‌যন্ত্র, গোপন যুক্তি বা সংযোগ (পাড়ার কয়েক জনের যোগসাজোসে এটি হয়েছে)। **যোগ সাধন**—যোগের আসনাদি অনুসারে ধ্যান-ধারণা। **যোগসিদ্ধি**—যোগে অভীষ্ট লাভ। **যোগে**—মারফত (পত্রযোগে, ডাকযোগে)। **যোগেযাগে**—সুযোগমত, দাঁওমত; কোনক্রমে। **যোগাকর্ষণ**—এক জাতীয় পরমাণুর পরস্পরের সহিত সংযুক্ত হইয়া থাকিবার আকর্ষণ, cohesion।

যোগাড়—বি. সংগ্রহ, আয়োজন, উদ্যোগ (যোগাড় করা, যোগাড় দেখা); ব্যবস্থা (ডাল-ভাতের যোগাড় আছে)। **যোগাড়যন্ত্র**—আয়োজন, কর্ম সম্পাদনের জন্য উপকরণ সংগ্রহ (যোগাড়-যন্ত্র করতেই তিন দিন কাটবে; যোগাড়যন্ত্র সব ঠিক)। **যোগাড়ে**—ণ. উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য উপকরণ সংগ্রহে বা আনুষঙ্গিক কর্মে পটু (ঈষৎ নিন্দার্থক); বি. মিস্ত্রীর সহকারী কর্মী, মজুর (কোন কোন অঞ্চলে 'যোগালে' বলে)।

যোগানো—জোগানো দ্রঃ।

যোগান—জোগান দ্রঃ।

যোগাযোগ—বি. সংযোগ, সম্পর্ক, গোপন সংযোগ। [যোগ+অযোগ]।

যোগারূঢ়—ণ. যোগে নিবিষ্টচিত্ত। [যোগ+আরূঢ়]। **যোগাসন**—বি. যোগ-সাধনার্থ উপবেশনের পদ্ধতি-বিশেষ (ইন্দ্রিয়ের দ্বার রুদ্ধ করি যোগাসন সে নহে আমার—রবি); যে আসনে বা যে স্থানে বসিয়া যোগ করা হয়। [যোগ+আসন]।

যোগিনী—বি. দুর্গার সখী (সংখ্যায় চৌষট্টি জন); মায়াবিদ্যায় নিপুণা নারী; যোগীর স্ত্রী, তপস্বিনী; (জ্যোতিষে) দশা-বিশেষ। **যোগিনী-চক্র**—(জ্যোতিষে) যোগিনী যে দিকে অবস্থিতি করে; (তন্ত্রে) যে চক্রে বসিয়া যোগিনী-সাধন করা হয়।

যোগিয়া—বি. রাগিণী-বিশেষ; ণ. যোগি-সুলভ (যোগিয়া গন্ধ—যোগীর গায়ের উৎকট গন্ধ। 'গায়ের যোগিয়া গন্ধে যম দিল ভঙ্গ'—প্রাচীন বাংলা)।

যোগী (-গিন্)—[যুজ্+ঘিন্] ণ., বি. যিনি যোগ করেন, ধ্যানী, পরমেশ্বরের সহিত যোগযুক্ত; সংসার-বিরাগী; জাতি-বিশেষ, যুগী। স্ত্রী. **যোগিনী**। **যোগীন্দ্র**—শ্রেষ্ঠ যোগী, মহাদেব। **যোগীশ্বর, যোগেশ, যোগেশ্বর**—মহাদেব; যাজ্ঞবল্ক্য মুনি।

যোগেষ্ট—(বিভিন্ন ধাতুর সংযোগ-সাধনে সহায়ক) বি. সীসক। [সং]।

যোগ্য—[যুজ্+ঘ্যণ্] ণ. উপযুক্ত (যোগ্য কর্ম; যোগ্য উত্তর; ব্যবহারযোগ্য; উল্লেখযোগ্য); সমর্থ, কার্যক্ষম, উপযুক্ত (যোগ্য ব্যক্তি; অযোগ্য হস্তে রাজ্য চালনা)। স্ত্রী. **যোগ্যা**। বি. **যোগ্যতা**—উপযুক্ততা; সুসঙ্গতি; সামর্থ্য।

যোজক—[যোজি+ণক] বি. যে বা যাহা সংযোগ সাধন করে, দুই বৃহৎ ভূমণ্ডলের সংযোগ সাধনকারী সঙ্কীর্ণ ভূখণ্ড, Isthmus। **যোজন**—একত্রীকরণ, সংযোজন; নিয়োজন; চারি ক্রোশ পরিমাণ; সুবিস্তৃত অঞ্চল (যোজনব্যাপী)। **যোজনগন্ধা** (বহুব্রী.) কস্তূরী; সীতা; ব্যাস-জননী সত্যবতী। **যোজনা**—সংযোজন, সংঘটন (শব্দ যোজনা); পরিকল্পনা, plan project. **যোজয়িতা** (-তৃ)—ণ. সংযোগ-সাধনকারী। **যোজিত**—ণ. যাহা সংযুক্ত করা হইয়াছে; নিয়োজিত; গ্রথিত।

যোটক—[যু+ট+কন্] বি. যোটন, মেলন ; রাশি গ্রহ গণ ইত্যাদি দিক্ দিয়া বর ও কনের পরস্পরের জন্ত উপযুক্ততা (রাজযোটক—শ্রেষ্ঠ যোটক-বিশেষ)। **যোটন**—বি. একত্র হওয়া ; বলদাদি জোয়ালে জোতা।

যোত্র—[যু (যোগ করা)+ত্র] বি. জোতদড়ি, জোয়ালের সহিত বৃষাদি বাঁধিবার রজ্জু ; জোয়াল ; জো, উপায়, সঙ্গতি ; জমিজমা, জোত। **যোত্র-হীন**—ণ. সঙ্গতিহীন, দরিদ্র।

যোদ্ধা (-দ্ধৃ)—[যুধ্+তৃণ্] বি., ণ. যে যুদ্ধ করে, সংগ্রামশীল (আজন্ম যোদ্ধা)। **যোদ্ধৃ-জাতি**—যোদ্ধার জাতি, যুদ্ধ যে জাতির প্রধান ব্যবসায়, যুদ্ধপটু জাতি। **যোদ্ধৃপুরুষ**—যোদ্ধা। **যোদ্ধৃ-বেশ**—যোদ্ধার বেশ, যুদ্ধসজ্জা।

যোধ—[যুধ্+অ] যুদ্ধ ; যোদ্ধা।

যোধন—[যুধ্+অনট্] অস্ত্র-শস্ত্র ; যুদ্ধ করণ ; যোদ্ধা (দুর্যোধন)।

যোনি—[যু (যোগ করা)+নি] বি. উৎপত্তিস্থান (বীরযোনি বর্ণলঙ্কা—মধু ; অজযোনি) ; জন্ম, জাতি (সহস্র যোনি ভ্রমণ ; **যোনিমুক্ত**—যাহার আর জন্ম হইবে না, মোক্ষপ্রাপ্ত ; পশুযোনি) ; স্ত্রী-চিহ্ন (যোনিরোগ)।

যোয়াল ; **যোশ**—জোয়াল ; জোশ দ্রঃ।

যোষা, যোষিৎ—নারী। [সং]

যো-সো—যো দ্রঃ।

যৌক্তিক—[যুক্তি+ষ্ণিক] ণ. যুক্তিযুক্ত, প্রামাণিক। (বিপ. অযৌক্তিক)। বি. **যৌক্তিকতা**।

যৌগিক—[যোগ+ষ্ণিক] ণ. যোগ-বিষয়ক (যৌগিক ব্যায়াম) ; সংযোগের ফলে জাত, মিশ্র, compound ; (ব্যাক.) প্রকৃতি ও প্রত্যয় যোগে গঠিত এবং তদনুসারী অর্থবিশিষ্ট। (তুঃ যোগরূঢ়)। **যৌগিক রূঢ়**—যাহা কখনও যৌগিক ও কখনও রূঢ়।

যৌতক, যৌতুক—[যুতক+ষ্ণ অথবা যু+তুন্+ক] বি. বিবাহকালে শ্বশুরাদি হইতে দম্পতীর যে ধন লাভ হয়, বিবাহকালীন উপহার। (গ্রাম্য—যতুক)।

যৌথ—[যূথ+ষ্ণ] ণ. যুক্ত, সম্মিলিত (যৌথ পরিবার)। **যৌথ কারবার**—বহু অংশীদারের কারবার, joint-stock business.

যৌন—ণ. যোনি-সম্বন্ধীয় ; মৈথুন-বিষয়ক (যৌন-সম্পর্ক ; যৌন-সম্বন্ধ—বিবাহ, বৈবাহিক-সম্বন্ধ)। **যৌনব্যাধি**—venereal disease। **যৌন-বিজ্ঞান**—sexual science।

যৌবন—[যুবন্+ষ্ণ] বি. তারুণ্য, ষোল হইতে ত্রিশ বৎসর বয়ঃক্রম পর্যন্ত বয়স। **যৌবন-কণ্টক**—বয়স-ফোড়া। **যৌবনভার**—পূর্ণ-বিকশিত যৌবনের গৌরব।

যৌবনাশ্ব—বি. যুবনাশ্বের পুত্র মান্ধাতা। [সং]।

যৌবরাজ্য—[যুবরাজ+ষ্য] বি. যুবরাজের পদ (যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হইলেন)।

র

র—সপ্তবিংশ ব্যঞ্জন বর্ণ ও দ্বিতীয় অন্তঃস্থ বর্ণ (উচ্চারণ স্থান মূর্ধা) ; সম্বন্ধ পদের বিভক্তি (হরির, তোমার, মানুষের) ; অবিরামতাজ্ঞাপক প্রত্যয়-বিশেষ (ঘ্যানর-ঘ্যানর, হটর-হটর)।

র—ক্রি. থাম্ ; চুপ কর (আরে র, অত অস্থির হলে কি চলে ?)।

র-কার—র এই বর্ণ।

রই—ক্রি. থাকি (কান পেতে রই)।

রইকাঠ—বি. পুষ্করিণীর মধ্যস্থলে পোঁতা বেলকাঠ (পুষ্করিণী উৎসর্গ করার সময়ে এই কাঠ পোঁতা হয়, ইহার দ্বারা পুষ্করিণীর জল মাপা হয়)।

রই-রই—রৈ রৈ দ্রঃ।

রও—ক্রি. থাক, থাম, অপেক্ষা কর।

রওআব, রওব—[আ. রুআ'ব—ভয়] বি. ভয়, ভয় ও সম্ভ্রম। **রওআবদার**—যাহা ভয় ও সম্ভ্রমের উদ্রেক করে, awe-inspiring।

রওগন, রোগন—[ফা. রওগ'ন্] বি. তেল, চর্বি ; বার্ণিশের তেল।

রওনা, রওয়ানা—[ফা. রবানা] বি. গমন, যাত্রা (রওনা দেওয়া) ; প্রেরণ (মাল রওয়ানা করা) ; ণ. যাত্রা শুরু করিয়াছে এমন (আমরা রওয়ানা হলাম)। **রওয়ানা-বেহারা**—

যে ভৃত্য অন্তঃপুরিকাদের কোন স্থানে গমনকালে সঙ্গে যায়।

রওয়া—ক্রি. (রহা দ্রঃ) থাকা, অবস্থিতি করা (গোপনে প্রেম রয় না ঘরে—রবি); সবুর করা, ধৈর্য ধরা (আরে রওনা বাপু); স্থায়ী হওয়া (র'বার নয়, তাই থাকল না)। (সাধারণতঃ কাব্যে ও কথ্য ভাষায় ব্যবহৃত)। **রয়েসয়ে**—ব্যস্ত না হইয়া, ধৈর্য ধরিয়া, ধীরেসুস্থে (রয় দ্রঃ)।

রওশন—[ফা. রওশন্, রোশন] ণ. উজ্জ্বল (রওশন করা—বাংলায় সাধারণতঃ 'রোশনাই' ব্যবহৃত হয়)। **রওশন-চৌকি**—রোশন-চৌকি দ্রঃ।

রং, রঙ—[সং. রঙ্গ; ফা. রংগ্] বি. বর্ণ (রংদার; মেঘের রং; রঙের খেলা); রঞ্জন-দ্রব্য (রঙের বাক্স); গায়ের রং (রংটা ময়লা); তাস খেলায় রুইতন হরতন ইত্যাদির মধ্যে যেটির প্রাধান্য হয়, trump (রঙের দশ); কৌতুক, রঙ্গ (রং-তামাসা); খেয়াল, ধরণ (কত রঙের কথা; কে কি রঙে থাকে, কে জানে; রঙওয়ারি জমা); আতিশয্য, বাহাদুরি (রং চড়িয়ে বলা)। **রং উঠা**—রং নষ্ট হইয়া যাওয়া অথবা মুছিয়া যাওয়া (এ পাকা রং উঠবে না)। **রং করা**—রঞ্জিত করা, রং লাগানো, to dye, to paint। **রং-কাণা**—ণ. রঙের বোধ সম্বন্ধে কাণা, রঙের (বিশেষতঃ লাল রঙের) তফাত বুঝিতে পারে না এমন। **রং খোলা**—রঙের ঔজ্জ্বল্য প্রকাশ পাওয়া। **রং গোলা**—প্রয়োগের জন্য রং মিশ্রিত করা। **রংচঙে**—ণ. বিচিত্র উজ্জ্বল বর্ণযুক্ত (ঈষৎ ব্যঙ্গার্থক)। **রং-তামাশা**—রঙ্গ-তামাশা দ্রঃ। **রং চটা**—রং নষ্ট হইয়া যাওয়া। **রং-চটা**—ণ. যাহার রং নষ্ট হইয়া গিয়াছে। **রং চড়ানো**—রং দেওয়া, রঙের ঔজ্জ্বল্য বৃদ্ধি করা; অতি-রঞ্জিত করা। **রং তোলা**—রং উঠাইয়া ফেলা। **রংদার**—ণ. রংযুক্ত, বিচিত্র বর্ণ; অতিরঞ্জিত, রং-চড়ানো; কৌতূহলবর্ধক। **রং দেওয়া**—রং লাগানো; দোল উৎসবের সময় রং মিশ্রিত জল গায়ে ছিটাইয়া দেওয়া। **রং-ধরা**—রঞ্জনের কাজ ভাল হওয়া, রং খোলা; ফল পাকিতে আরম্ভ করা (জীবনে রং ধরা—জীবনে যেন বসন্ত-প্রকৃতির আবির্ভাব হওয়া, জীবনে আনন্দ ও উদ্দীপনা জাগা)। **রং ধরানো**—রং লাগানো, রং স্থায়ী করা। **রং ফলানো**—উজ্জ্বল রঙে রঞ্জিত করা; অতিরঞ্জিত করা। **রং ফেরা**—মলিন রং উজ্জ্বল হওয়া; রূপ বা ধরণধারণ বদলাইয়া যাওয়া। **রং ফেরানো**—রং মাখানো; চুনকাম করা। **রং বাজানো**—গৎ-এর সঙ্গে শ্রুতিমধুর বোল বাজানো। **রং-বেরঙ**—বিচিত্র বর্ণ; বিচিত্র ধরন (রং-বেরঙের জনতা)। **রংমহল**—আনন্দ-নিকেতন, প্রমোদ-গৃহ; বাদশাহ্‌দের শয়ন-গৃহ বা অন্তঃপুর, বাদশাহ্‌দের বাসগৃহ। **রং-মশাল**—যে মশালের আলো রংযুক্ত। **রংরেজ**—রঞ্জক, যে বস্ত্রাদিতে রং করে। **কাঁচা রং**—কাঁচা দ্রঃ (বিপ. পাকা রং)। **বদ রং**—বদ দ্রঃ।

রংরুট—[ইং. recruit] বি. পুলিশ বা সামরিক বিভাগে শিক্ষানবীশরূপে ভর্তি-করা লোক (তেমন সুপ্রচলিত নয়)।

রক—বি. আরব্যোপন্যাসে বর্ণিত সুবিশাল পক্ষি-বিশেষ। [ফা. রুখ্]।

রক, রোয়াক—[আ. রিবাক'] বি. গৃহ-সংলগ্ন পাকা বাঁধানো স্থান, পাকা বারান্দা (রোয়াকে আড্ডা দিয়ে বেড়ানো)।

রকদস্তি—[আদালতের পরিভাষা] জমির চতুঃ-সীমার বিবরণ।

রকবা—[আ. রক্'বা] বি. জমির পরিমাণ, area. **রকবাবন্দী**—ভূমির পরিমাণ সম্বন্ধে বিবৃতি, জরিপের বিবরণ।

রকম—[আ রক'ম্—চিহ্ন, লিখন, প্রকার] বি. ধরণ; দফা; প্রকার; গড়ন; শ্রেণী (কত রকমের লোক; লোকটা সেই এক রকমের; রকম রকমের জিনিষ); অব্য. প্রায়, কতকটা (রকম বারো আনা অংশ)। **রকমওয়ারি, রক-মারি**—ক্রি. ণ. দফায় দফায়; ণ. নানা রকমের, বিচিত্র। **রকম রকম**—নানা রকমের, হরেক রকম। **রকমফের**—একই বস্তুর ভিন্ন রূপ (পরাধীনতার রকমফের)। **রকম-সকম**—ভাবভঙ্গি, ধরণধারণ (নায়েবের রকম-সকম ভাল নয়)।

র-কার—র এই বর্ণ।

রক্ত—[রন্জ্+ক্ত] বি. লোহিত বর্ণ; রুধির, শোণিত; ণ. শোণিত-বর্ণ, লাল (নবরক্ত বসনে সাজায়ে—রবি); অনুরক্ত, আসক্ত (বিপ. বিরক্ত)। **রক্ত-আঁখি**—রক্তবর্ণ আঁখি, রোষ-কষায়িত নেত্র; ক্রোধ। **রক্তক**—লাল কাপড়। **রক্তকমল**—রক্তবর্ণ পদ্ম (তেমনি—রক্তকরবী

রক্তকাঞ্চন, রক্তকুমুদ, রক্তখদির)। **রক্তক্ষয়ী** (-য়িন্)—ণ. বহু ব্যক্তি হতাহত হয় এমন। **রক্তগঙ্গা**—রক্তের স্রোত, প্রচুর রক্তপাত (রক্তগঙ্গা বহানো—প্রচুর রক্তপাত ঘটানো; অনেককে হত্যা করা)। **রক্ত গরম হওয়া**—অতিশয় উত্তেজিত হওয়া। **রক্তঘ্ন**—রোহিতক বৃক্ষ, রয়না গাছ। **রক্তঘ্নী**—দূর্বা। **রক্ত চড়া**—মস্তিষ্কে রক্তের চাপ বৃদ্ধি পাওয়া (প্রবল জ্বরে অনেক সময় এরূপ ঘটে)। **রক্তচন্দন**—রক্তবর্ণ কাষ্ঠবিশেষ (চন্দনের মত)। **রক্তচিত্রক**—লাল চিতা। **রক্তচূর্ণ**—লালবর্ণ গুঁড়া, সিন্দুর। **রক্তচোষা**—ণ. যে বা যাহা রক্ত চুষিয়া খায়। **রক্ত ছোটা**—রক্তধারা বেগে নির্গত হওয়া। **রক্তজিহ্ব**—(বহুব্রী) ণ. রক্তবর্ণ জিহ্বা যাহার; বি. সিংহ। **রক্ততুণ্ড**—শুক। **রক্তদন্তিকা,-দন্তী**—(যাহার দাঁত রক্তমাখা বলিয়া লাল) দেবীর সংহারমূর্তি বিশেষ। **রক্ত দর্শন করা**—অস্ত্রাঘাতে হত্যা করা। **রক্তদুষ্টি**—রক্ত দূষিত বা বিকৃত হওয়া। **রক্তধাতু**—গিরিমাটি; তামা; রক্তবর্ণ ধাতু; দেহজাত রক্তবর্ণ ধাতু। **রক্তনেত্র**—রক্ত-আঁখি। **রক্তপ**—[রক্ত-পা+ক] রাক্ষস। স্ত্রী. **রক্তপা**—রাক্ষসী; জোঁক। **রক্ত পড়া**—রক্ত ঝরা। **রক্ত পত্রিকা**—রক্তপুনর্নবা। **রক্তপল্লব**—অশোক বৃক্ষ। **রক্তপাত**—রক্তপড়া; আঘাত করিয়া রক্ত ঝরানো। **রক্তপাদ**—রক্তবর্ণ চরণ যাহার, শুকপক্ষী হাঁস প্রভৃতি। **রক্তপায়ী** (-য়িন্)—যে সব কীট রক্তপান করে, উকুন ছারপোকা প্রভৃতি। স্ত্রী. **রক্তপায়িনী**—জোঁক। **রক্তপিত্ত**—রক্তবমন-রোগ-বিশেষ; রক্ত দূষিত হওয়ার জন্য শরীরে যে এক প্রকার 'লালবর্ণ' চিহ্ন দেখা দেয় (কুষ্ঠের পূর্বলক্ষণ)। **রক্তপিপাসা**—রক্তপানের প্রবল ইচ্ছা; হত্যা করিবার প্রবল বাসনা। **রক্তপিপাসু**—ণ. রক্তপান করিতে ইচ্ছুক; খুন করিতে চায় এমন। **রক্তপুষ্প**—রক্তবর্ণ পুষ্প যাহার, রয়না রক্তকাঞ্চন দাড়িম্ব বক পলাশ ইত্যাদি বৃক্ষ। **রক্তপুষ্পা**—শাল্মলী। **রক্তপুষ্পিকা**—রক্ত-পুনর্নবা। **রক্তপুষ্পী**—রক্তজবা, পাটলী। **রক্তপ্রদর**—রক্তস্রাব হয় এমন স্ত্রীরোগ-বিশেষ। **রক্তফল**—বটবৃক্ষ। **রক্তফলা**—তেলাকুচার গাছ। **রক্তবমন**—রক্তবমি। **রক্তবাহী** (-হিন্)—রক্তবহনকারী। **রক্তবীজ**—অসুর-বিশেষ (যাহার রক্তবিন্দু মাটিতে পড়িলেই নূতন অসুরের সৃষ্টি হইত; (তাহা হইতে—) যাহা নির্মূল করা দুঃসাধ্য (রক্তবীজের বংশ বা ঝাড়)। **রক্ত ভাঙ্গা**—জরায়ু হইতে অতিরিক্ত রক্তস্রাব হওয়া। **রক্তমাংসের শরীর**—প্রস্তরমূর্তি অথবা যন্ত্র নয়—বিকার, উত্তেজনা ইত্যাদি যাহাতে স্বাভাবিক এরূপ মানবদেহ (রক্তমাংসের শরীরে এ কি সহ্য হয়?)। **রক্ত-মোক্ষণ**—রক্তনিঃসারণ, শিরা কাটিয়া রক্ত বাহির করা, ফস্ত খোলা। **রক্তরেণু**—রক্তবর্ণ চূর্ণ; সিন্দুর; (রক্তবর্ণ রেণু যাহার) পলাশ পুষ্প। **রক্তলোচন**—রক্ত-আঁখি; পায়রা। **রক্তশোষণ**—রক্ত শুষিয়া লওয়া; সর্বস্ব আত্মসাৎ করা (মহাজনকর্তৃক খাতকের রক্তশোষণ)। **রক্তস্রাব**—শরীর হইতে প্রচুর রক্তপাত। **রক্তস্বল্পতা**—রক্তে লাল কণিকার ভাগ কমিয়া যাওয়া, anaemia। **রক্ত হওয়া**—রক্ত বৃদ্ধি হওয়া, রক্তহীনতা দূর হওয়া। **রক্ত দিয়া বা রক্তের অক্ষরে লেখা**—কালির পরিবর্তে রক্ত দিয়া লেখা (আগ্রহ বা সঙ্কল্পের প্রবলতা বুঝাইবার জন্য)। **রক্তা**—কুঁচ, গুঞ্জা; লাক্ষা। **রক্তাক্ত**—ণ. রক্তরঞ্জিত, রক্তমাখা। **রক্তাক্ষ**—রক্তনেত্র; ক্রূর ব্যক্তি। **রক্তাতিসার**—রক্তস্রাবযুক্ত অতিসার, dysentery। **রক্তাধিক্য**—মস্তিষ্কে রক্তের চাপবৃদ্ধি; দেহে রক্তের আধিক্য। **রক্তাভ**—ণ. লাল-আভাযুক্ত। **রক্তাম্বর**—রক্তবর্ণ বস্ত্র। **রক্তারক্তি**—পরস্পরের দেহে অস্ত্রাঘাত, খুনাখুনি (একটা রক্তারক্তি কাণ্ড না ঘটে)। **রক্তাশয়**—রক্তের আধার-যন্ত্র, হৃৎপিণ্ড; যকৃৎ; প্লীহা। **রক্তি**—[রন্জ্+ক্তি] বি. অনুরাগ। **রক্তিকা**—রতি ($\frac{1}{96}$ তোলা); গুঞ্জাফল; রাই। **রক্তিমা** (-মন্)—[রক্ত+ইমন্] বি (পুং) শোণিত-বর্ণ, লৌহিত্য। **রক্তিম**—ণ লোহিত; লোহিতাভ। **রক্তোৎপল**—কোকনদ, রক্তবর্ণ পদ্ম; রক্তবর্ণ কুমুদ; (রক্তবর্ণ পুষ্প যাহার) শিমূল গাছ। **রক্তোপল**—গিরিমাটি। [রাক্ষস (যক্ষরক্ষ)।

রক্ষ—ক্রি. রক্ষা কর (কাব্যে ব্যবহৃত); বি.

রক্ষঃ (-ক্ষস্)—(যাহা হইতে যজ্ঞীয় হবি রক্ষিত হয়) বি. রাক্ষস। [রক্ষ্+অস্]

রক্ষক—[রক্ষ্+ণক] ণ. রক্ষাকর্তা, পালয়িতা,

ত্রাণকর্তা ; রক্ষী, প্রহরী, তত্ত্বাবধায়ক ; যে বজায় রাখে (বংশরক্ষক)। **রক্ষণ**—বি. রক্ষা করা ; ণ. রক্ষক (রাক্ষসকুল-রক্ষণ—মধু)। **রক্ষণা**—রক্ষার কাজ। **রক্ষণাবেক্ষণ**—তত্ত্বাবধান, দেখাশুনা। **রক্ষণী**—লাগাম। **রক্ষণীয়**—ণ. রক্ষার যোগ্য ; পালনীয়।

রক্ষা—[রক্ষ্ + অ + আপ্] বি. রাখা, স্থাপন ; নষ্ট হইতে না দেওয়া, বজায় রাখা ; তত্ত্বাবধান ; পালন (স্বাস্থ্য রক্ষা ; বংশরক্ষা ; রাজ্য রক্ষা ; প্রতিজ্ঞা রক্ষা ; নিয়ম রক্ষা) ; উদ্ধার, ত্রাণ (রক্ষা কর এ বিপত্তি হতে) ; বাঁচোয়া, অব্যাহতি, নিস্তার (একা রামে রক্ষা নাই, সুগ্রীব দোসর ; রক্ষা কর, আর মেরে হয়ে কাজ নেই ; সময়ে টাকাটা পেলাম, তাই রক্ষা—এই অর্থে কথ্য ভাষায় সাধারণতঃ 'রক্ষে' ব্যবহৃত হয়) ; অবাঞ্ছিত ঘটনা নিবারণের ব্যবস্থা, পাহারা, guard (দ্বাররক্ষা) ; রাখী (রক্ষাসূত্র) ; ক্রি. রক্ষা করা, উদ্ধার করা (কাব্যে ব্যবহৃত—কে রক্ষিবে কুলমান ?)। **রক্ষাকবচ**—বিপৎনিবারণের জন্য ব্যবহৃত মন্ত্রপূত মাদুলি বা তজ্জাতীয় কিছু। **রক্ষা-কালী**—মড়কাদি নিবারণের জন্য পূজিত কালীমূর্তি। **রক্ষাগৃহ**—সূতিকা-গৃহ। **রক্ষা-পত্র**—ভূর্জবৃক্ষের ত্বক্ বা পত্র। **রক্ষাপুরুষ**—পশু বা ক্ষেত্র প্রভৃতির প্রহরী ; কোতোয়াল। **রক্ষা-মন্ত্র**—যে মন্ত্রবলে অপদেবতা অমঙ্গল ইত্যাদি হইতে রক্ষা পাওয়া যায় (এই অর্থে রক্ষামণি,-রত্ন,-ভূষণ,-মঙ্গল)। **রক্ষাসূত্র**—বিবাহে অমঙ্গল নিবারণের জন্য হাতে যে সূতা বাঁধা হয় ; রাখী। **রক্ষিক**—রক্ষী ; নগরপাল। **রক্ষিকা**—ণ পালয়িত্রী ; রাখী। **রক্ষিণী**—ণ. রক্ষাকর্ত্রী, পালিকা। **রক্ষিত**—ণ. পরিত্রাত ; পালিত ; সুগুপ্ত, যাহা নষ্ট হইতে দেওয়া হয় নাই (রক্ষিত ধন, সযত্নে রক্ষিত) ; বি. উপাধি-বিশেষ। **রক্ষিতা**—ণ. পালিতা ; উপপত্নী। **রক্ষিতা** (-তৃ)—[রক্ষ্ + তৃন] রক্ষাকর্তা, ত্রাণকর্তা। **রক্ষিতব্য**—ণ রক্ষণীয়, পালনীয়। **রক্ষিবর্গ, -সৈন্য**—রাজা প্রভৃতির দেহরক্ষার বা প্রহরার নিযুক্ত সৈন্য। **রক্ষী** (-ক্ষিন্)—প্রহরী ; রক্ষাকর্তা।

রক্ষোঘ্ন—[রক্ষঃ—হন্ + টক্] বি. রাক্ষসহন্তা ; রাক্ষসঘাতক মন্ত্র বা বস্তু। **রক্ষোজননী**—[রক্ষস্ + জননী] বি রাক্ষসমাতা ; রাত্রি।

রক্ষোনাথ—[রক্ষস্ + নাথ] বি. রাক্ষসদের রাজা, রাবণ।

রক্ষ্য—[রক্ষ্ + য] ণ. রক্ষা করিবার যোগ্য, রক্ষার্হ (আত্মসম্মান অবশ্য রক্ষ্য)।

রগ—[ফা. রগ্] বি. শিরা, কপালের দুই পার্শ্বের শিরা (রগ টন্‌টন্ করছে) ; (প্রাদে.) স্বভাব, বংশগত প্রকৃতি (রগের দোষ ; রগের টানে)। **রগচটা**—ণ. যে সহজেই রাগিয়া যায়, স্বভাবতঃ কোপন (রগচটা লোক)।

রগড়—বি. তামাসা, কৌতুক (রগড় করা ; রগড় দেখা) ; ঘর্ষণ (এই অর্থে রগড়া ব্যবহৃত হয়)। ণ. **রগুড়ে**—রঙ্গপ্রিয়, কৌতুক করিতে পটু।

রগড়ানো—ক্রি., বি., ণ. ঘর্ষণ করা, মর্দন করা (ঘি-টা রগড়ে দেখুন, মাখনের গন্ধ আসবে ; বেশী রগড়ালে তেতো হয়)।

রগ্‌রগে—[ফা. রওগ'ন্—তেল, চর্বি] ণ. তৈলাক্ত, তৈল মর্দনের ফলে চক্‌চকে (রগ্‌রগে করে তেল মাখা]।

রঘু—সূর্যবংশের সুবিখ্যাত রাজা, শ্রীরামচন্দ্রের প্রপিতামহ। **রঘুকার**—রঘুবংশ-নামক কাব্য-প্রণেতা কালিদাস। **রঘুকুলতিলক, রঘু-নন্দন,-পতি,-বর,-মণি,-শ্রেষ্ঠ**—রামচন্দ্র।

রঙ—রং দ্রঃ। **রঙানো**—ক্রি. রঞ্জিত করা, to dye। ণ. **রঙীন**—রঙযুক্ত ; কল্পনার রঙে উজ্জ্বল (রঙীন খেয়াল)।

রঙ্কিনী—বি. কালীমূর্তি-বিশেষ।

রঙ্কু—বি. হরিণ-বিশেষ। [সং.]

রঙ্গ—[রন্জ্ + ঘঞ্ ; ফা. রংগ্] বি. রং, রঞ্জক দ্রব্য ; সোহাগা ; রাং ধাতু ; খদির-সার ; নাট্য নৃত্যগীত অভিনয়াদি (রঙ্গালয়) ; নাট্যশালা ; প্রতিযোগিতা, দ্বন্দ্ব, যুদ্ধ (রঙ্গভূমি ; মল্লরঙ্গ) ; আমোদ-প্রমোদ, কৌতুক, তামাসা, রসিকতা (কত রঙ্গই জানো) ; লীলা ; ভঙ্গি ; ধরন ; রং (দ্রঃ)। **রঙ্গক**—বি. অদ্রবণীয় রং, pigment. **রঙ্গকার,-কারক**—রঞ্জক, রংরেজ ; চিত্রকর। **রঙ্গজ**—সিন্দুর। **রঙ্গজীবক**—নট ; চিত্রকর। **রঙ্গ-তামাসা**—কৌতুক, স্ফূর্তি, ঠাট্টা-বিদ্রূপ, রগড়। **রঙ্গদার**—রঙদার দ্রঃ। **রঙ্গপীঠ**—নৃত্যস্থান, নাচের আসর। **রঙ্গভঙ্গ**—রং-তামাসা, রগড়। **রঙ্গপ্রিয়**—ণ. কৌতুক-প্রিয়। **রঙ্গবিদ্যা**—অভিনয়-বিদ্যা। **রঙ্গভূমি**

—নাট্যশালা; যুদ্ধক্ষেত্র (জীবনের রঙ্গভূমি)। **রঙ্গমঞ্চ**—অভিনয়ের মঞ্চ বা বেদী, stage। **রঙ্গমল্লী**—বাদ্যযন্ত্র-বিশেষ, বীণা। **রঙ্গমহাল**—রংমহল দ্রঃ। **রঙ্গমাতা**—লাক্ষা; কুট্টনী। **রঙ্গরস**—কৌতুক, রসিকতা, রগড়, আমোদ-প্রমোদ। **রঙ্গরেজ**—রংরেজ দ্রঃ। **রঙ্গশালা**—নাট্যশালা, থিয়েটার। **রঙ্গস্থল,-লী**—রঙ্গভূমি। **রঙ্গন**—পুষ্প-বিশেষ।

রঙ্গাজীব—নট; চিত্রকর; রংরেজ। [বহুব্রী.]।

রঙ্গানো—ক্রি. রঙানো, রঞ্জিত করা, to dye।

রঙ্গাবতরণ—অভিনয়াদি করা। **রঙ্গাবতারক, রঙ্গাবতারী** (-রিন্)—নট। স্ত্রী. **রঙ্গাবতারিকা,-রিণী**। **রঙ্গালয়**—নাট্যশালা।

রঙ্গিত—ণ. রঞ্জিত; ভূষিত। **রঙ্গিন, রঙ্গীন**—রঙীন দ্রঃ। **রঙ্গিণী**—রঙ্গরসিকা; মনোহর বা প্রভাব-ব্যঞ্জক বেশধারিণী (রণরঙ্গিনী)। **রঙ্গিমা**—বি. রঙ্গ, ফুর্তি, আনন্দ, শোভা। **রঙ্গিয়া**—ণ. রসিক; কৌতুকপ্রিয়। **রঙ্গিল**—ণ. রঙীন। **রঙ্গিলা**—[হি. রঙ্গীলা] ণ. রঙ্গপ্রিয়; রং-ঢং-কারী, ফুর্তিবাজ, joyful। **রঙ্গী** (-ঙ্গিন্)—ণ. আমোদপ্রিয়, রগুড়ে, ফুর্তিবাজ।

রচক—[রচ্ (সৃষ্টি করা)+ণক] ণ. রচয়িতা, নির্মাণকারী। **রচন, রচনা**—[রচি+অনট্+আপ্] নির্মাণ, সৃষ্টি ('এ বিশ্বভুবন তোমারি রচনা'); বিন্যাস, সাজানো (কবরী রচনা); গ্রন্থন, গুম্ফন (মাল্য রচনা); প্রণয়ন (গ্রন্থ রচনা); যাহা লিখিত হইয়াছে, গ্রন্থ, নিবন্ধ (রবীন্দ্র-রচনাবলী)। **রচনা-শৈলী**—লিখিবার কায়দা, style। **রচয়িতা** (-তৃ)—[রচি+তৃচ্] ণ. নির্মাতা; লেখক। স্ত্রী. **রচয়িত্রী**।

রচা—ক্রি. নির্মাণ করা, সৃষ্টি করা, সুবিন্যস্ত ভাবে সৃষ্টি করা ('যে রচিল এ সংসার'); কাব্যাদি প্রণয়ন করা। (কাব্যে ব্যবহৃত); ণ. রচিত; কল্পনাপ্রসূত (রচা কথা)। **রচিত**—[রচি+ক্ত] কৃত; নির্মিত, গঠিত; বিন্যস্ত; শোভিত; মনঃকল্পিত।

রজ, রজঃ—[রন্জ্+অস্, অস্] বি. পুষ্পরেণু; ধূলি (পদরজ); স্ত্রীলোকের ঋতু; কর্মে উৎসাহ-সূচক গুণ-বিশেষ (সত্ত্ব রজঃ তমঃ)। **রজঃপটল**—ধূলিজাল।

রজক—[রন্জ্+ণক—বস্ত্ররঞ্জনকারী] বি. ধোপা। স্ত্রী. **রজকী, রজকিনী**।

রজত—[রন্জ্=রং করা] বি. রৌপ্য (রজতমুদ্রা); শুভ্র (রজতগিরি—শুভ্র পর্বত; কৈলাস); হস্তিদন্ত। **রজত-জয়ন্তী**—২৫ বৎসর পূর্ণ হওয়া; তৎসংক্রান্ত অনুষ্ঠান।

রজন—[ইং. resin] বি. সরল গাছের শুষ্ক আঠা।

রজনী—[রন্জ্+অনি+ঈপ্] বি. রাত্রি; হরিদ্রা। **রজনীকর,-কান্ত,-নাথ,-পতি** চন্দ্র। **রজনীগন্ধা**—শ্বেত পুষ্প বিশেষ (সন্ধ্যায় গন্ধ বাহির হয়)। **রজনীচর**—রাক্ষস; তস্কর; প্রহরী; পেচক। **রজনী-জল**—শিশির। **রজনীমুখ**—সন্ধ্যাকাল, সূর্যাস্ত হইতে চারি দণ্ডকাল। **রজনীহাস**—শেফালিকা। **রজনীযোগে**—রাত্রিকালে, রাত্রির সুযোগ লইয়া।

রজপুত—[সং. রাজপুত্র] বি. রাজপুতনার ক্ষত্রিয় জাতি; রাজপুত-জাতীয় পুরুষ। স্ত্রী. **রজপুতানী**।

রজস্বল—[রজস্+বল] ণ. কামক্রোধাদিযুক্ত; ধূলি-ধূসরিত, কর্দমময়। স্ত্রী. **রজস্বলা**—[রজস্বল+আপ্] ঋতুমতী।

রজিল—[আ. রযীল] ণ. হীনকুলোদ্ভব, নীচ। (বিপ: শরীফ)।

রজোগুণ—বি. কামক্রোধলোভাদির প্রাবল্য, যাহার ফলে মানব-প্রকৃতি উদ্দীপনাময় হয়, কিন্তু প্রশান্তি লাভ করিতে পারে না। [রজঃ+গুণ]।

রজোদর্শন—প্রথম ঋতুমতী হওয়া। **রজোহর,-হার**—ধোপা। [রজঃ+—]

রজ্জু—[সৃজ্ (সৃষ্টি করা)+উ—নিপাতনে] দড়ি, গুণ; ছেঁড়া চুল দিয়া প্রস্তুত চুল বাঁধিবার গুণ। **রজ্জুধর**—যে ঘোড়ার লাগাম ধরিয়া আছে, সারথি। **রজ্জুবদ্ধ**—ণ. দড়ি-বাঁধা; পরাধীন ও নিয়ন্ত্রিত।

রঞ্জক—[রঞ্জি+ণক] ণ. যে বস্ত্র রঙায়, রংরেজ; আনন্দবর্ধক (প্রজারঞ্জক; নয়ন-রঞ্জিকা); বি. চিত্রকর; ধোপা।

রঞ্জক, রঞ্জুক—বারুদ। **রঞ্জকগৃহ**—বারুদের ঘর। **রঞ্জকছিদ্র**—বন্দুক বা কামানের যে ছিদ্র দিয়া বারুদে আগুন দেওয়া হয়।

রঞ্জন—[রঞ্জি+অনট্] ণ. যে অনুরাগ বা শোভা বর্ধন করে (চিত্তরঞ্জন, কুমুদরঞ্জন); রঞ্জক (রঞ্জন-

দ্রব্য); বি. রক্তচন্দন ; আনন্দ-বিধান, তোষণ (প্রজারঞ্জন) ; রং করা। **রঞ্জনী**—হরিদ্রা ; মঞ্জিষ্ঠা ; নীলা ; কুঙ্কুম ; শেফালিকা।

রঞ্জা—ক্রি. রঞ্জিত করা।

রঞ্জিকা—ণ. আনন্দদায়িনী। [রঞ্জক+আপ্] **রঞ্জিত**—ণ. যাহা রং করা হইয়াছে ; লোহিতাভ (ক্রোধরঞ্জিত নয়ন) ; যাহার উদ্দীপনা বা অনুরাগ বা সন্তোষ বর্ধন করা হইয়াছে। (অতিরঞ্জিত করা —বেশী রং চড়ানো, বাড়াইয়া বলা)। **রঞ্জিনী** —ণ. তোষিণী ; বি. মঞ্জিষ্ঠা।

রঞ্জনরশ্মি—একস্-রে নামক অদৃশ্য আলোক। [Rontgen Rays]।

রটনা—[রট্=বলা] বি. ঘোষণা, প্রচার ; নিন্দা প্রচার ; বিবরণ। বিণ. **রটিত**।

রটন্তী—মাঘ মাসের কৃষ্ণাচতুর্দশী।

রটা—ক্রি. প্রচারিত হওয়া, রাষ্ট্র হওয়া, জানাজানি হওয়া (যা রটে, তা কতক বটে ; নিন্দা রটিয়ে বেড়াচ্ছে)। (সাধারণতঃ নিন্দার্থে ব্যবহৃত হয়)। **নাম রটানো**—বিশেষ চেষ্টা করিয়া সুনাম রাষ্ট্র করা।

রড়—বি. দৌড়, পলায়ন (প্রাচীন বাংলা। গ্রাম্য ভাষায় লড়, লোড়)। **রড় দেওয়া**—দৌড় দেওয়া। **রড়ারড়ি**—দৌড়াদৌড়ি। (গ্রাম্য ভাষায়—লোড়ালুড়ি)।

রণ—[রণ্ (শব্দ করা) + অল্] বি. যুদ্ধ, সংগ্রাম, লড়াই ; শব্দ, আওয়াজ। **রণকৌশল**—যুদ্ধ-কৌশল। **রণতরী**—যুদ্ধ-জাহাজ। **রণতূর্য**—রণভেরী। **রণধীর**—ণ. রণে অচঞ্চলচিত্ত। **রণপণ্ডিত**—ণ. রণবিশারদ। **রণপা**—দীর্ঘ যষ্টিবিশেষ যাহার উপর উঠিয়া দ্রুত গমন করা যায় (পূর্বে ডাকাতরা ব্যবহার করিত)। **রণবেশ**—যুদ্ধসজ্জা। **রণভূমি**—যুদ্ধক্ষেত্র। **রণমুখো**—ণ. যুদ্ধে যাইবার জন্য ব্যগ্র। **রণরঙ্গ**—যুদ্ধের উদ্দীপনা। **রণরঙ্গিণী**—ণ. স্ত্রী. যুদ্ধে মাতিয়াছে এমন। **রণশৃঙ্গ**—যুদ্ধের শিঙ্গা। **রণসজ্জা**—যুদ্ধের উপযোগী পোষাক। **রণস্থল, -স্থলী**—যুদ্ধক্ষেত্র।

রণৎ—[রণ্+শতৃ] ণ. শব্দায়মান।

রণন—[রণ+অনট্] বি. শব্দকরণ।

রণরণি—বি. নূপুর প্রভৃতির ধ্বনি, ঝঙ্কার, দীর্ঘ রণন (হৃদয়-তন্ত্রে একের মন্ত্রে উঠেছিল রণরণি—রবি)]

রণা—ক্রি. শব্দিত হওয়া (অত্যাচারীর খড়গকৃপাণ ভীম রণভূমে রণিবে না—নজরুল)।

রণিত—ণ. শব্দিত (রণিত মঞ্জির)। [রণ্+ক্ত]

রণ্ড—[রণ্+ড] ণ. ধূর্ত ; বিকৃতাঙ্গ ; আশ্রয়হীন ; ধর্মহীন ; অফলা ; নিঃসন্তান। স্ত্রী. **রণ্ডা**—বিধবা ; রাঁড়, বেশ্যা। **রণ্ডাশ্রমী** (-মিন্)—বিফলাশ্রমী, আটচল্লিশ বৎসর বয়সের পরে যে পুরুষের স্ত্রী বিয়োগ হয়।

রত—[রম্+ক্ত] ণ. নিযুক্ত, তৎপর (কর্মরত) ; আসক্ত, অনুরক্ত ; বি. রতি (রতবন্ধ)।

রতন—[সং. রত্ন], মণি-মাণিক্য ; বহুমূল্য দ্রব্য ; শ্রেষ্ঠ (পুরুষরতন ; রমণীরতন—কাব্যে ব্যবহৃত)। **রতনচূড়**—হাতের পাতার পিঠের অলঙ্কার-বিশেষ, হাতপদ্ম। **রতনমণি**—শ্রেষ্ঠরত্ন। **রতনে রতন চেনে**—প্রত্যেকেই সহজে সমধর্মী মানুষকে চিনিতে পারে।

রতি—[রম্ (ক্রীড়া করা) +ক্তি] বি. কামপত্নী ; অনুরাগ, আসক্তি (ধর্মরতি) ; প্রীতি, প্রেমাত্র ভাব ; রমণ, মৈথুন (রতিশক্তি)। **রতিকান্ত, -পতি**—কন্দর্প। **রতিগৃহ**—রংমহল, শয়ন-গৃহ। **রতিবন্ধ**—মৈথুনের প্রণালী বা ভঙ্গি। **রতিশাস্ত্র**—মৈথুন সম্বন্ধে শিক্ষার বই।

রতি—[সং. রক্তিকা] বি. গুঞ্জাফল ; চার ধান পরিমাণ ; অত্যল্প পরিমাণ, অতি ক্ষুদ্র (একরতি বা এক রত্তি)। [রত্তি মেয়ে)।

রত্তি—বি. রতি-পরিমাণ, অতি ছোট (কথ্য—এক

রত্ন—[রম্+ন] বি. মণিমাণিক্য, মূল্যবান্ প্রস্তর, হীরা চুনি পান্না প্রভৃতি ; সজাতীয়দের মধ্যে যাহা উৎকৃষ্ট ; অশেষ গুণবান্ ব্যক্তি (নবরত্ন) ; শ্রেষ্ঠত্ব-সূচক (পুত্ররত্ন ; কন্যারত্ন ; রমণী-রত্ন) ; (ব্যঙ্গে) অকর্মণ্য বা নানা দোষের আকর ব্যক্তি (এ রত্নটি কোথা থেকে জুটিয়েছ ?)। **রত্নকোষ**—রত্নের ভাণ্ডার ; রত্নখচিত কোষ। **রত্নখচিত**—ণ. রত্নশোভিত। **রত্নগজ**—যে হস্তীর মস্তকে রত্ন জন্মে। **রত্নগর্ভ**—(বহুব্রী) ণ. যে বা যাহা রত্নে পূর্ণ ; বি সমুদ্র ; কুবের। **রত্নগর্ভা**—পৃথিবী ; গুণবান্ সন্তানের জননী। **রত্নগিরি**—সুমের পর্বত। **রত্নচ্ছায়া**—রত্নের শোভা। **রত্ন-জীবী** (-বিন্)—রত্ন-ব্যবসায়ী। **রত্ন-ত্রিতয়** —ত্রিরত্ন (বৌদ্ধশাস্ত্রে : ধর্ম সঙ্ঘ ও বুদ্ধ ; সদ্দৃষ্টি, জ্ঞান ও চরিত্র)। **রত্নদীপ**—দীপস্বরূপ রত্ন। **রত্নদ্বীপ**—প্রবাল-দ্বীপ। **রত্নপ্রভু**

—ণ. রত্নগর্ভা। **রত্নবণিক্** (-জ্)—হীরাজহরতের কারবারী। **রত্নময়**—ণ. মণি-নির্মিত। **রত্নমুখ্য**—হীরক। **রত্ন-সিংহাসন**—রত্নখচিত সিংহাসন। **রত্নাকর**—সমুদ্র; বাল্মীকির পূর্বনাম। **রত্নাচল**—সুমের পর্বত; দানার্থ রত্নের স্তূপ। **রত্নাভরণ**—জড়োয়া গহনা। [নাটিকা-বিশেষ।

রত্নাবলী—রত্নসমূহ; রত্নহার; শ্রীহর্ষরচিত সংস্কৃত

রত্নি—বি. মুষ্টিবদ্ধ হস্তের দৈর্ঘ্য। [ঋ+অত্নি]।

রথ—[রম্+থ] বি. প্রাচীন কালের চক্রযুক্ত যুদ্ধযান-বিশেষ; শকট, গাড়ী; জগন্নাথের রথ; রথযাত্রা উৎসবে দেব-মূর্তির বাহন (রথ দেখাও হলো, কলা বেচাও হলো); (গ্রাম্য) শরীর (রথ আর চলছেনা)। **রথকেতু**—রথের নিশান। **রথগুপ্তি**—আত্মরক্ষার্থ রথের লৌহাবৃত স্থান। **রথ দেখা ও কলা বেচা**—একই সঙ্গে সাধারণ উদ্দেশ্য সিদ্ধি ও বিশেষ উদ্দেশ্য সিদ্ধি, এক সঙ্গে দুই কাজ। **রথবর্ত্ম** (-র্ত্মন্)—রাজপথ। **রথযাত্রা**—জগন্নাথদেবের রথে ভ্রমণ উৎসব।

রথাঙ্গ—বি. রথের অঙ্গ, (চক্র, ধ্বজ, দণ্ড প্রভৃতি); চক্রবাক। **রথারূঢ়**—ণ. রথে উপবিষ্ট। **রথী** (-থিন্)—ণ., বি. যিনি রথে আরোহণ করিয়া যুদ্ধ করেন।

রথো—[আ. রদ্দী] ণ. একান্ত বাজে, অকর্মণ্য, অব্যবহার্য (রথো মাল; লোকটা একেবারে রথো)।

রথ্য—[রথ্+য] ণ. রথ সম্বন্ধীয়; বি. রথের অংশ; চক্রযুগ; অশ্ব প্রভৃতি। **রথ্যা**—রাস্তা। [রথ্+য+আপ্]

রদ—[আ. রদ্দ্] ণ. রহিত, বাতিল; খারিজ, খণ্ডন। **রদ করা**—বাতিল করা। **রদবদল**—রহিত করণ ও পরিবর্তন (রদবদলের ক্ষমতা)। **রদ হওয়া**—রহিত হওয়া, অকার্যকর হওয়া (যে হুকুম দেওয়া হয়েছে, তা রদ হবে না)।

রদ, রদন—[রদ্+অ, অনট্] বি. দন্ত (বদনে রদন নড়ে ওজনে বঞ্চিত—ভারতচন্দ্র); ছেদন। **রদনী** (-নিন্), **রদী** (-দিন্)—দন্তী, হস্তী।

রদী, রদ্দী—[আ. রদ্দী] ণ. যাহা বাতিল করা হইয়াছে, অতি বাজে, অচল (রদ্দী মাল)।

রদ্দা—[হি.]—বি. হাতের ধার দিয়া ঘাড়ে প্রহার (রদ্দা মারা); সারি (তিন রদ্দা গাঁথনি)।

রদ্দিজবাব—বি. জবাবের খণ্ডন, উত্তরের প্রত্যুত্তর, rejoinder। (আদালতী ভাষা)।

রন্ধন—[রধ্ (পাক করা)+অনট্] বি. পাক, রান্না (রন্ধনে দ্রৌপদী)। **রন্ধন-গৃহ, -শালা**—রান্নাঘর। **রন্ধনের চাউল চর্বণে যায়**—মনিবের অর্থ আত্মসাৎ বা অপব্যয় করা ইত্যাদি সম্পর্কে বলা হয়। **রন্ধনী**—রন্ধনের মসলাবিশেষ, রাঁধুনি; পাচিকা। **রন্ধিত**—ণ. যাহা রান্না করা হইয়াছে।

রন্ধ্র—বি. ছিদ্র, গর্ত, ফাঁক, কোটর ('কোন রন্ধ্রে বাজে বাঁশী'; বৃক্ষের রন্ধ্র; নাভিরন্ধ্র; নাসারন্ধ্র); দোষ, ত্রুটী, ছল (রন্ধ্র অন্বেষণ); (জ্যোতিষে) লগ্ন হইতে অষ্টম স্থান (রন্ধ্রগত শনি—মৃত্যুযোগ নিকটবর্তী)। [রম্+কিপ্-ধৃ+ক]।

রপ্ত—[ফা. রফ্তার—গমন, গতি] বি. অভ্যাস, চল; ণ. অভ্যস্ত। **রপ্ত করা**—অভ্যাস করা। **রপ্ত হওয়া**—অভ্যস্ত হওয়া, হাত আসা।

রপ্তানি,-নী—[ফা. রফ্তন—গমন করা] বি. দেশের বাহিরে মাল প্রেরণ, export. (বিপ. আমদানী)।

রপ্তে রপ্তে, রপ্তা রপ্তা—[ফা. রফ্তা রফ্তা] ক্রি. ণ. ক্রমে ক্রমে, অভ্যাস করিতে করিতে কালক্রমে।

র-ফলা—বর্ণের নীচে র-যোগ, ্র—এই চিহ্ন।

রফা—[আ. রফা'] বি. নিষ্পত্তি, বন্দোবস্ত (আধাআধি রফা; দুইজনে যা হয় একটা রফা করে ফেলো); শেষ মীমাংসা; আপস, মিটমাট। **দফা রফা হওয়া**—চরম ব্যাপার ঘটা, বিনষ্ট হওয়া বা পণ্ড হওয়া (কাজের দফা রফা; চাকরির দফা রফা)। **রফানামা**—মীমাংসা বা নিষ্পত্তিবিষয়ক দলিল।

রব—[রু (শব্দ করা)+অল্] বি. ধ্বনি (বংশীরব; কলরব); উচ্চ শব্দ (শঙ্খরব); গুজব (জনরব; রব উঠা)।

রবরবা, রবরবা—দবরবা, বোলবোলাও, প্রভাবপ্রতিপত্তি (তখন চৌধুরীদের খুব রবরবা হয়েছে)।

রবাব—[ফা.] বেহালা-জাতীয় বাদ্যযন্ত্র-বিশেষ। **রবাবী**—রবাব-বাদক।

রবার—[ইং rubber] বি. বৃক্ষ-বিশেষের নির্যাস হইতে প্রস্তুত স্থিতিস্থাপক বস্তু বিশেষ।

রবাহুত—ণ. রবের দ্বারা আহুত, অন্তের মুখে অনুষ্ঠানের সমারোহাদির কথা শুনিয়া আগত, অনিমন্ত্রিত; বি. কাঙালী। [রব+আহুত]

রবি—[রু+ই] বি. সূর্য; আকন্দ বৃক্ষ; শ্রেষ্ঠ

(কবিকুল-রবি)। **রবিকর**—সূর্যরশ্মি। **রবিকান্ত**—সূর্যকান্ত মণি। **রবিগ্রহণ**—সূর্যগ্রহণ। **রবিচক্র**—(জ্যোতিষে) সৌর গ্রহের ফল গণনার্থ মানুষের আকৃতির সৌরচক্র-বিশেষ। **রবিচ্ছবি**—সূর্যের দীপ্তি বা শোভা ('রাত্রি প্রভাতিল উদিল রবিচ্ছবি'—রবি)। **রবিজ, -তনয়, -পুত্র, -সুত**—শনি যম বৈবস্বতমনু, কর্ণ প্রভৃতি সূর্যের পুত্রগণ। **রবিতনয়া,-সুতা**—যমুনা। **রবিনাথ**—(বহুব্রী) পদ্ম; বাঁধুলি ফুল। **রবিপথ**—বি. ক্রান্তিবৃত্ত, অয়নমণ্ডল। **রবিপ্রিয়**—রক্তকমল; তাম্র; করবী। **রবি-বাসর**—রবিবার। **রবিমণ্ডল**—সূর্যের পরিধি বা পরিবেশ। **রবিমার্গ**—সূর্যের পরিভ্রমণের পথ, ক্রান্তিবৃত্ত।

রবি—[আ. রবী] ণ. বসন্তকালীন, চৈতালী। **রবিখন্দ, রবিশস্য**—বসন্তকালের ফসল। **রবি-উল-আউঅল**—বি. হিজরী সনের তৃতীয় মাস।

রবে—রহিবে।

রভস—[রভ্ (উৎসুক হওয়া) + অসচ্] বি. বেগ, তীব্রতা, প্রাবল্য; হর্ষ; শোক; বিলাস; আনন্দময় অনুভূতি; কেলি, কৌতুক (বৈষ্ণব-সাহিত্যে। কত মধু-যামিনী রভসে গোঁয়ায়নু—বিদ্যাপতি)।

রম—[রম্ + ণিচ্ + অ] বি. স্বামী; কন্দর্প; ণ. আনন্দদায়ক; রমণীয়।

রমজান—[আ. রমদা'ন] বি. মুসলমানী বৎসরের নবম মাস (এই মাসে সূর্যোদয়ের পূর্বক্ষণ হইতে সূর্যাস্ত পর্যন্ত সক্ষম ব্যক্তিদিগের রোজা বা উপবাস করা বিধি। রমজানের রোজা; রমজানের চাঁদ)।

রমণ—[রম্ + অনট্] বি. ক্রীড়া; রতি, সুরত; নিতম্ব; [রমি + অনট্] কন্দর্প; পতি, বল্লভ (রাধারমণ)। স্ত্রী. **রমণী**—সুন্দরী স্ত্রী, প্রিয়া পত্নী; নারী (রমণীজাতি)।

রমণীয়—ণ. সুন্দর, মনোরম, বিমোহন। [রম্ + অনীয়]।

রমল—[আ.] বি. ভবিষ্যৎ-গণনার পদ্ধতি-বিশেষ।

রমা—[রমি + অন্ + আপ্] বি. লক্ষ্মী; প্রিয়া। **রমাকান্ত, -ধব, -নাথ, -পতি,-প্রিয়**—বিষ্ণু। **রমাপ্রিয়**—পদ্ম।

রমা—ক্রি. ক্রীড়া করা; আনন্দিত করা; বিহার করা। (কাব্যে ব্যবহৃত)।

রমিত—[রম্ + ণিচ্ + ক্ত] ণ. শোভান্বিত; ক্রীড়িত; যে রমণ করিয়াছে। স্ত্রী. **রমিতা**।

রমেশ,-শ্বর—বি. রমাপতি, বিষ্ণু। [রমা + ঈশ, ঈশ্বর]

রম্ভা—বি অপ্সরা-বিশেষ; গৌরী; কদলী। [রনভ্ + অ + আপ্]। **রম্ভোরু**—[বহুব্রী, যাহার উরুদ্বয় রম্ভার ন্যায়] ণ., বি. সুন্দরী নারী।

রম্য—[রম্ + য] ণ. সুন্দর, মনোরম (রম্যকানন); বলকর; চম্পক বৃক্ষ; বকফুলের গাছ। স্ত্রী. **রম্যা**—রাত্রি; স্থল-পদ্মিনী। বি. **রম্যতা**। **রম্য রচনা**—লঘু বিষয় অবলম্বনে প্রবন্ধ, belles-lettres.

রম্যক—প্রাচীন জম্বুদ্বীপের বর্ষ-বিশেষ। [সং]

রয়—[রয় (গমন করা) + অল্] বি. গতি, বেগ; নদীপ্রবাহ। **রয়িষ্ঠ**—ণ. অতিদ্রুতগামী।

রয়—ক্রি. রহে, থাকে; টিকিয়া থাকে (যে সয় সে-ই রয়)। **রয়ে রয়ে**—রহিয়া রহিয়া, থাকিয়া থাকিয়া। **রয়ে সয়ে, রয়ে বসে**—ধীরেসুস্থে, ব্যস্ত না হইয়া।

রয়না,রয়নি—রজনী, রাত্রি। (বৈষ্ণব-সাহিত্য)।

রয়ানী—বি. মনসার পাঁচালী গান।

র-র—থাম্ থাম্, থামিবার জন্য ব্যগ্রতাপূর্ণ নির্দেশ অথবা অনুরোধ।

রলা—বি. নলা, নলের মত লম্বা ও সরু (রলাকাঠ)। [বাং.]। **রলা রলা**—লম্বা লম্বা ও সরু সরু।

রশনা, রসনা—[সং.] বি. স্ত্রীলোকের কটিভূষণ চন্দ্রহার প্রভৃতি (ললিত নৃত্যে বাজুক স্বর্ণরসনা—রবি)। [**রশি**—দড়াদড়ি।

রশা—[হি. রস্সা] বি. মোটা দড়ি বা দড়া। **রশা-রশি, রশি**—[সং. রশ্মি] বি. রজ্জু, দড়ি (আয় রে ছুটে, টানতে হবে রশি—রবি); আশি হাত পরিমাণ (এক রশি দূরে)।

রশ্মি—[অশ্ (ব্যাপ্ত করা) + মি] বি. কিরণ (সহস্র-রশ্মি—সূর্য); লাগাম; রজ্জু; পক্ষ্ম। **রশ্মি-পাত**—কিরণ-সম্পাত।

রস—[রস্ (আস্বাদন করা) + অল্] বি. যাহা আস্বাদ করা যায়, কটু তিক্ত কষায় লবণ অম্ল মধুর—এই সব গুণ বা স্বাদ; জল; আর্দ্রতা; যাহা গলিয়া পড়ে (নাই রস নাই, দারুণ দহন বেলা—রবি; ঘন শ্রাবণ-মেঘের মতো রসের ভারে নম্র নত—রবি); গলিয়া যাহা হয় (চিনির রস); চিনির রস (রসগোল্লা, রসবড়া, রসে ফেলা);

ফল প্রভৃতির জলীয় অংশ (কমলার রস ; তালের রস ; দ্রাক্ষারস) ; ঝোল, যূষ ; নির্যাস, নিঃস্রাব ; তরল বস্তু (ঘৃতরস) ; পুঁজ (রস ঝরা ; রসরক্ত) ; মদিরা (রসপানে বিভোর) ; আনন্দময় অনুভূতি, প্রীতি, সহৃদয়তা, অনুরাগ, প্রেম (তিনি রসস্বরূপ ; রসে ডগমগ ; কথায় রসকষ নেই) ; কৌতুক উপভোগের সুখ ; আদিরস ; রসের কথা ; ('ও রসে বঞ্চিত দাস গোবিন্দ') ; (বৈষ্ণবশাস্ত্রে) শান্ত দাস্য সখ্য বাৎসল্য উজ্জ্বল বা মধুর—এই পাঁচ সাধন-পন্থা ; (কাব্যে) অনুভূতির আনন্দময়তা অথবা গভীরতা (রসোত্তীর্ণ রচনা) ; স্থায়িভাব, অলঙ্কার-শাস্ত্র-বর্ণিত আদি হাস্য করুণ অদ্ভুত বীভৎস শান্ত রৌদ্র বীর ভয়ানক এই নয়টি ভাব ; বিষ ; সুবর্ণ ; পারদ (রসকর্পূর) ; দেহের ধাতু-বিশেষ, শ্লেষ্মা (শরীর রসস্থ হওয়া) ; (বাং) গর্ব (বড় রস হয়েছে) ; সচ্ছলতা (রস মরে এসেছে) । **রসকরা**—নারকেলকোরা দিয়া প্রস্তুত সন্দেশ-বিশেষ । **রসকর্পূর**—শোধিত পারদ দিয়া প্রস্তুত ঔষধ-বিশেষ, mercury perchloride । **রসকলি**—বৈষ্ণবীর নাকের আগায় আঁকা ফুলের কুঁড়ির আকারের তিলক । **রসকষ**—কিছুমাত্র রস, কিঞ্চিৎ প্রীতি ; সহৃদয়তা ; চিত্তগ্রাহিতা । **রসকেশর**—কর্পূর । **রসগর্ভ**—ণ. রসপূর্ণ, সরস । **রসগোল্লা**—চিনির রসে পাক করা ছানার গোলা । **রসঘন**—ণ. প্রগাঢ় রসযুক্ত । **রসঘ্ন**—যাহা রসদোষ নাশ করে, সোহাগা । **রসজ্ঞ**—ণ. কাব্যের বিবিধ রস সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ, বিভিন্ন শিল্পের বা কারুকলার দোষগুণ-বিচারে পারদর্শী ; রসিক ; সহৃদয় ; সমঝদার । বি. **রসজ্ঞতা** । স্ত্রী. **রসজ্ঞা** । **রসতড়কা**—শিশুর তড়কা-রোগ-বিশেষ । **রসধাতু**—পারদ । **রসনায়ক**—শিব । **রসপূর্ণ**—ণ. সরস । **রসবড়া**—চিনির রসে ভিজানো দালের বড়া । **রসবড়ি**—পারদ-যোগে প্রস্তুত কবিরাজী ঔষধ-বিশেষ, বিষবড়ি । **রসবতী**—ণ. রসিকা ; রূপলাবণ্যবতী ; বি. রন্ধন-গৃহ । **রসবাত**—দেহের ধাতু-বিকৃতিজনিত রোগবিশেষ । **রসবিলাস**—রসের বিচিত্র অনুভূতি, রসের খেলা । **রসবৃদ্ধি**—শ্লেষ্মাধিক্য । **রসবেত্তা** (-ত্তৃ)—ণ. রসজ্ঞ । **রসবোধ**—রসের উৎকর্ষ-অপকর্ষ সম্বন্ধে যথোচিত জ্ঞান, রসের অনুভূতি, চমৎকারত্ব বা রঙ্গ-সম্বন্ধে বোধ । **রসভঙ্গ**—রসের সম্যক্ স্ফূর্তিতে ত্রুটি (রসভঙ্গ হওয়া) ; রস বা রঙ্গ উপলব্ধিতে বিঘ্ন (মূর্তিমান্ রসভঙ্গ) । **রসভস্ম**—পারদ-ভস্ম । **রসময়**—ণ. আনন্দ-অনুভূতিপূর্ণ ; রসিক, রঙ্গপটু । স্ত্রী. **রসময়ী** । **রস মরা**—বিশুষ্ক হওয়া, জলীয় অংশ হ্রাস পাওয়া ; ফূর্তি টাকা বা অহঙ্কার কমিয়া যাওয়া । **রসরঙ্গ**—রঙ্গরস, আমোদ-প্রমোদ ; রসবিলাস । **রসরচনা**—রঙ্গরসপূর্ণ সুরুচি-সম্মত রচনা । **রসরাজ**—বি. পারদ ; শ্রীকৃষ্ণ ; ণ. রসিকশ্রেষ্ঠ, হাস্যরসকুশলী । **রস-শালা**—রাসায়নিক পরীক্ষাগার, chemical laboratory । **রসশোধন**—পারদ শোধন । **রসসিদ্ধ**—ণ. রসায়ন-বিদ্যায় পণ্ডিত ; রসোত্তীর্ণ রচনায় সিদ্ধ । **রসসিন্দুর**—পারদ ও গন্ধক-যোগে প্রস্তুত সুপ্রসিদ্ধ ঔষধ, হিঙ্গুল । **রসস্থ**—ণ. শ্লেষ্মাপীড়িত ।

রসদ—[ফা.] বি. (সৈন্যদের জন্য প্রয়োজনীয়) খাদ্যাদি, ration (রসদ যোগানো—সৈন্যদের খাদ্যসামগ্রী সরবরাহ করা) ; উপযুক্ত ভরণপোষণ ; প্রয়োজনীয় উপকরণ ; খাজানা আদায়ে অপারগ অথবা হিসাব দানে অক্ষম কর্মচারীর নিকট হইতে জমিদার যে জরিমানা আদায় করেন । **রসদদার**—যে খাদ্য বা প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি জোগায় ।

রসন—[রস্ (আস্বাদন করা, শব্দ করা) + অনট্] বি. আস্বাদন ; ধ্বনি । স্ত্রী. **রসনা**—(যাহার দ্বারা আস্বাদন করা হয়) জিহ্বা ; (যাহা শব্দ করে) কাঞ্চী, মেখলা ; রজ্জু । **রসনা-কণ্ডূয়ন**—জিহ্বার চুলকানি, কিছু বলিবার জন্য ব্যগ্রতা (ব্যঙ্গার্থে) । **রসনা-তৃপ্তিকর, -রোচন**—ণ. খাইতে সুস্বাদু ; স্বাদুতা যাহার প্রধান বা একমাত্র গুণ । **রসনা-শোধনী**—জিভছোলা । **রসনেন্দ্রিয়**—স্বাদ-গ্রহণের ইন্দ্রিয়, জিহ্বা ।

রসম—[আ. রসম্] বি. রীতি, নিয়ম, আচার, ধারা । **রসম ও রেওয়াজ**—প্রচলিত রীতি বা আচার-ব্যবহার ।

রসা—(যাহাতে রস আছে) বি. পৃথিবী (রসাতল) রসনা ; দ্রাক্ষা ; শল্লকী । [সং.]

রসা—ক্রি. রসযুক্ত হওয়া ; আর্দ্র হওয়া ; পচিয়া যাওয়া (গরমে রসে গেছে) ; ণ. প্রচুর রস যাহাতে, রসাল (রসা কাঁটাল) ; অল্প পচা (রো-রসা মাছ) ; অল্প ঝোলযুক্ত (রসা-রসা) ; বি. অল্প ঝোলযুক্ত ব্যঞ্জন (ডিমের রসা) ; নিঃসৃত রস, রসানি ; রশা, কাছি । [বাং.]

রসাঞ্জন—[সং.] বি সুর্মা; খনিজ পদার্থ বিশেষ, stibnite. **রসাতল**—বি. পৃথিবীর অধোভাগ, পাতাল; চরম ধ্বংস, বিনষ্টি (রসাতল করা; রসাতলে যাওয়া)। **রসাত্মক**—ণ. রসপূর্ণ, রস-সমৃদ্ধ (রসাত্মক বাক্যই কাব্য)। **রসাধার**—জলাধার; তরল দ্রব্যের আধার; সূর্য। **রসাধিক্য**—বি. শরীরে রসের অর্থাৎ কফের ভাবের বৃদ্ধি।

রসান—[সং. রসায়ন] বি. স্বর্ণাদি মার্জন; অলঙ্কারে রং করিবার গন্ধকাদি-মিশ্রিত জল-বিশেষ, অলঙ্কার পালিশ করিবার শাণ (রসানে মার্জিত; রসান দেওয়া); রসাত্মক বক্রোক্তি (রসান দেওয়া—ফোড়ন দেওয়া)।

রসানো—ক্রি. রসযুক্ত করা, রঙ্গরসযুক্ত করা (রসিয়ে বলা—রসপ্রাচুর্যে হৃদয়গ্রাহী করিয়া বলা, বাক্যে রঙ্গরস যোজনা করা); মুগ্ধ করা, মজানো।

রসাবেশ—বি. রসের সঞ্চার; রসতন্ময়তা। **রসালাপ**—বি. রসপূর্ণ বাক্য-বিনিময়; বিশ্রম্ভালাপ। **রসাভাস**—বি. প্রকৃত রস নয় কিন্তু রসের আভাস-মাত্র, অনুচিত বিষয়ে রসবর্ণন, নীচ রস, রসসৃষ্টির অসার্থক প্রয়াস। **রসায়ন**—বি. জরা ও ব্যাধি-নাশক আয়ু-বর্ধক ঔষধ; কিমিতি-বিদ্যা, chemistry। **রসায়নজ্ঞ, রসায়নী**—ণ. রসায়ন-বিদ্যায় অভিজ্ঞ, রাসায়নিক। **রসাল**—[সং.] বি. আম্রবৃক্ষ ('রসাল কহিল উচ্চে স্বর্ণ-লতিকারে'—মধু। ইক্ষু, পনস, গোধূম ইত্যাদি অর্থে সাধারণতঃ ব্যবহৃত হয় না); ণ. রসযুক্ত, সরস; রসপ্রাচুর্য-হেতু চিত্তগ্রাহী। **রসালা**—জিহ্বা; দূর্বা; দ্রাক্ষা; দধি গুড় ঘৃত মধু ইত্যাদি দিয়া প্রস্তুত উৎকৃষ্ট খাদ্য-বিশেষ। **রসালাপ**—বি. রসযুক্ত কথোপকথন; বিশ্রম্ভালাপ। **রসাস্বাদ, রসাস্বাদন**—বি. রস উপভোগ; কাব্যের রস উপভোগ। **রসিক**—ণ. রস সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ, বিদগ্ধ; রঙ্গ করিতে বা সরস কথা বলিতে পটু; মর্মগ্রাহী; স্বাদগ্রাহী। স্ত্রী. **রসিকা**। বি. **রসিকতা**—রঙ্গ-রস, তামাসা (রসিকতা করা)। **রসিকেশ্বর**—শ্রীকৃষ্ণ। **রসিত**—[রস্+ক্ত] ণ. আস্বাদিত।

রসিদ—[ফা. রসীদ] বি. প্রাপ্তির স্বীকার-পত্র, receipt।

রসিয়া—(বৈষ্ণব সাহিত্যে ব্যবহৃত) ণ., বি. রসিক, নাগর (অজনে আওব বর রসিয়া—বিদ্যাপতি)।

রসুই—[সং. রসবতী] বি. রন্ধন (রসুই করা; রসুই-ঘর)।

রসুন, রসুন—বি. উগ্রবীর্য কন্দ-বিশেষ, [garlic]

রসুন—ক্রি. থামুন, অপেক্ষা করুন।

রসুম—[আ. রসম] কোর্ট-ফী।

রসুল—[আ রসূল] বি. ঈশ্বরের দূত, পয়গম্বর; হজরত মুহম্মদ। **রসুলে-খোদা,-করিম**—হজরত মুহম্মদ।

রসেন্দ্র, রসেশ্বর—বি. পারদ। [রস+ইন্দ্র, ঈশ্বর]

[দাও।

রসো—ক্রি, থাম, অপেক্ষা করো; বুঝিয়া দেখিতে

রসোত্তম—বি. পারদ; দুগ্ধ; মুদ্গ। [রস+উত্তম]। **রসোত্তীর্ণ**—ণ. রসের বিচারে যাহা বেশ উৎরাইয়াছে, বাস্তবিক সরস (রসোত্তীর্ণ রচনা)। [রস+উত্তীর্ণ]। **রসোদ্গার**—বি. অতৃপ্ত মিলনাকাঙ্ক্ষা লইয়া পূর্ব মিলনের কথা স্মরণ ও বর্ণন। [রস+উদ্গার]।

রহ—ক্রি. অপেক্ষা কর (কাব্যে ব্যবহৃত)।

রহমত, রহমৎ—[আ. রহ্'মৎ] বি. ঐশ্বরিক করুণা (বহুবচন—খোদার রহমৎ। একবচনে রহম—দেলে রহম নাই)।

রহমান—[আ. রহ্'মান] ণ. করুণাময়, করুণাময় ঈশ্বর, না চাহিতেই যিনি জীবের জীবন-ধারণের জন্য প্রয়োজনীয় সব-কিছু দান করিয়াছেন। (রহিম দ্রঃ)।

রহস—[সং. রহস্য] বি. হাস্য-পরিহাস, রঙ্গরস (প্রাচীন বাংলা)। **রহসি, রহসে**—নির্জনে (ব্রজবুলি)।

রহস্য—[রহস্+য] ণ. গোপনে কৃত; গোপনীয়; বি. ভিতরকার কথা, গূঢ় তত্ত্ব; পরিহাস, কৌতুক (রহস্য করে বলা)। **রহস্যচ্ছলে**—ক্রি. ণ. ঠাট্টা করিয়া। **রহস্য-ভেদ**—ভিতরকার তত্ত্ব উদ্ঘাটন। **রহস্যময়**—ণ. দুর্জ্ঞেয়। **রহস্যাবৃত**—ণ. গোপনতায় ঢাকা। **রহস্যালাপ**—গোপনে প্রেমালাপ। **রহস্যোপন্যাস**—গোপন তথ্য উদ্ঘাটিত করে এমন উপন্যাস।

রহা—ক্রি. থাকা, অবস্থিতি করা, স্থির থাকা।

রহিত—[রহ্+ক্ত] ণ. বর্জিত, বিহীন (কাণ্ডজ্ঞান-রহিত); বাতিল, রদ (নীলাম রহিত হওয়া); বন্ধ, স্থগিত (বাক্যালাপ রহিত করা); নিবৃত্ত, প্রতিহত।

রহিম—[আ. রহীম] ণ. করুণাময়; বি. করুণাময়

ঈশ্বর, যিনি মানুষের অথবা সৃষ্টির অন্তর্নিহিত সম্ভাবনা সার্থক করিয়া তুলিতে সাহায্য করেন। **রহিয়া বসিয়া**—রয়ে বসে, ধীরে সুস্থে। **রাহিয়া রহিয়া**—থাকিয়া থাকিয়া, মাঝে মাঝে।

রা—[রব] বি. কথা ; সাড়া ('পায়ে ধরে সাধা, রা নাহি দেয় রাধা')। **রা করা, রা কাড়া**—কথা বলা, উত্তর দেওয়া। **রা সরা**—বাকাস্ফূর্তি হওয়া, মুখে কথা ফোটা।

রা—জীব-বাচক বিশেষ্যের বহুবচন-জ্ঞাপক প্রত্যয়।

রাই—[রাধিকা] বি. রাধিকা। **রাইকিশোরী**—নবযুবতী রাধিকা।

রাই—[সং. রাজি] বি. রাই-সরিষা। **রাই কুড়িয়ে বেল করা**—কণা কণা সংগ্রহ করিয়া বৃহৎ কিছু সৃষ্ট করা। **রাই-খাড়া**—রাইগাছের ডাঁটা।

রাইন, রাইঙ, রা'ঙ—বড় হাঁড়ি। (প্রাদে.)।

রাইফেল—[ইং. rifle] বি. দূর পাল্লার বন্দুক-বিশেষ।

রাইয়ত, রাইঅত রায়ত—[আ. রা'ইয়ত] বি. প্রজা। **রাইয়তওয়ারী বন্দোবস্ত**—সরাসরি রায়তদের সহিত রাজস্বের বন্দোবস্তমূলক ভূমি-ব্যবস্থা। **রাইয়তি**—বি. প্রজাস্বত্ব ; প্রজাগিরি।

রাউত—বি. রাজপুত, ক্ষত্রিয়, অশ্বারোহী সৈন্য ; উপাধি-বিশেষ। [বাহাদুর)

রাও—বি. রায়, রাজা ; উপাধি-বিশেষ (রাও

রাও—বি রব, শব্দ, রা। **রাও করে না**—কথা বলে না, নিরুত্তর। (পূর্ববঙ্গে সুপ্রচলিত)।

রাওয়ারাই—[ফা. রবারবী] বি. সত্বর গমন, ছুটাছুটি। (প্রাচীন বাংলায় ব্যবহৃত)।

রাওল—বি. রাজতুল্য সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি।

রাং—রান (দ্রঃ), উরু, দাবনা।

রাং, রাঙ, রাঙ্গ—[সং. রঙ্গ] বি. ধাতু-বিশেষ, টিন। **রাং-ঝালা**—ক্রি. রাং ও সীসার মিশ্রণ দিয়া ধাতুদ্রব্য জোড়া দেওয়া। **রাংতা, রাঙ্গতা**—রাং-নির্মিত হাল্‌কা সরু পাত যাহা প্রতিমার অলঙ্কার-রূপে ব্যবহৃত হয়।

রাংচিতা—[সং. রক্তচিত্রক] বি. গাছ-বিশেষ।

রাঁড়—[স. রণ্ডা] বি. বিধবা (গ্রাম্য) ; বেশ্যা। **রাঁড়বাজ, রাঁড়খোড়**—ণ. বেশ্যাসক্ত। **রাঁড় হয়ে ষাঁড় হওয়া**—বিধবা হওয়ার পরে সন্তান না হওয়ার জন্ম ধর্মের ষাঁড়ের মতন মোটাসোটা ও সঙ্কোচহীন হওয়া। **রাঁড়া**—ণ. কলশূন্য ; সন্তানহীনা। **রাঁড়ি,-ড়ী**—বি. বিধবা। **কড়ে রাঁড়ী**—বাল-বিধবা।

রাঁধন—বি. রন্ধন, রান্না। **রাঁধা**—ক্রি. রন্ধন করা ; ণ. রন্ধিত, পক্ক (রাঁধা ভাত)। **রাঁধানো**—ক্রি., বি., ণ. রান্না করানো। **রাঁধাবাড়া**—রন্ধন ও পরিবেশন ; রন্ধনের যাবতীয় কার্য।

রাঁধুনী—বি. পাচক বা পাচিকা ; ণ. রন্ধনে অভিজ্ঞ (যার হাতে খাই নাই, সে বড় রাঁধুনী)। **রাঁধুনে**—ণ. যে রান্না করে (রাঁধুনে ব্রাহ্মণের হাতে খেতে করেন ঘৃণা—রবি)

রাঁধনি, রাঁধুনি, -নী—বি. রান্নার মসলা-বিশেষ। [সং. রন্ধনিকা]।

রাকা—[রা (পরম শোভা দান করা)+ক+আপ্] প্রতিপদযুক্ত পূর্ণিমা তিথি (রাকা চন্দ্র ; রাকা নিশা) ; নব-ঋতুমতী স্ত্রী। **রাকাপতি, রাকেশ**—চন্দ্র।

রাক্ষস—[রক্ষস্+অ, রক্ষ+অস্—যাহাদিগের আক্রমণ হইতে রক্ষা করিতে হয়] বি. নিশাচর ; প্রাচীন অনার্য জাতি ; নরখাদক জাতি ; (জ্যোতিষে) গণ-বিশেষ, দেবারি গণ ; পেটুক ব্যক্তি (মাছ খাওয়ার রাক্ষস)। **রাক্ষস বিবাহ**—প্রাচীনকালের বিবাহ-প্রথা বা ব্যাপার বিশেষ, কন্যাকে বলপূর্বক হরণ করিয়া বিবাহ। **রাক্ষসী**—ণ. (স্ত্রী.) রাক্ষসদের ন্যায় ; রাক্ষস বিষয়ক ; বি. রাক্ষস জাতীয়া বা রাক্ষসের মত নিষ্ঠুর প্রকৃতির স্ত্রী। **রাক্ষসী বেলা**—দিবা ভাগের শেষ তিন মুহূর্তকাল। **রাক্ষসেন্দ্র**—রাক্ষসদের রাজা, রাবণ। স্ত্রী. **রাক্ষসেন্দ্রাণী**।

রাক্ষুসে—ণ. রাক্ষসের ন্যায় বা যোগ্য (—ক্ষিদে) ; প্রকাণ্ড (—মুলো) [বাং]

রাখন—বি. রক্ষা করা (রাখন যায় না—পূর্ববঙ্গে ব্যবহৃত)। **রাখনি,-নী**—বি. রাখিবার বেতন ; রাখালের বেতন ; রক্ষাকার্য।

রাখা—ক্রি., বি. ণ., রক্ষা করা, নষ্ট হইতে না দেওয়া ; বিপদ হইতে ত্রাণ করা ; আশ্রয় দেওয়া (রাখা না রাখা তোমার হাত ; 'কে রাখিবে কুলমান' ; মুখ রাখা ; কথা রাখা ; প্রতিজ্ঞা রাখা ; রাখ ও চরণে) ; ধারণ করা (টিকি রাখা ; দাড়ি রাখা) ; পালন করা, পোষণ করা, রক্ষণাবেক্ষণ করা (ঘোড়া রাখা ; একপাল মুরগী রেখেছে ; রাখাল

গরু রাখা; মেয়ে আর ঘরে রাখা যায় না, সামনের বছরে বিয়ে দিতেই হবে; শত্রুতা রাখা; ভয় রাখা; মনে রাখা); সঞ্চয় বা মজুদ করা (চাল আর রাখা যাবে না, নষ্ট হয়ে যাবে; বহু টাকা রেখে গেছে); স্থাপন করা, থোওয়া (যথাস্থানে রাখা; মাথায় রাখা); রোধ করা, প্রকাশিত হইতে বা বাহিরে যাইতে না দেওয়া (বাঁধ দিয়ে জল রাখা; ধরে রাখা; পেটে রাখা); সেবায় নিযুক্ত করা বা সেবার জন্য পালন করা (চাকর রাখা; মোটর রাখা); পূর্বে বা যথাসময়ে সম্পাদন করা (করে রাখা; জেনে রাখা); ব্যবহার না করা, কাজে না লাগানো, পরিত্যাগ করা (তর্ক রাখ, রেখে দাও তোমাদের সেকেলে ধরণ-ধারণ); মান্য করা (বাপ-মায়ের কথা রাখা); দেওয়া (ছেলের নাম রাখা); বন্ধক রাখা; অবশিষ্ট রাখা (মেয়ে আর কিছু রাখবে না; ঋণের শেষ রাখতে নেই); (অশিষ্ট) উপপত্নী করা (মাগী-রাখা); গচ্ছিত করা; বন্দোবস্ত লওয়া (জমি-রাখা)। **ফেলিয়া রাখা**—ব্যবহার না করা বা কাজে না লাগানো; অবহেলা করা। **কথা রাখা**—অনুরোধ পালন করা; প্রতিজ্ঞা পালন করা। **চোখ রাখা, নজর রাখা**—সতর্ক থাকা, খেয়াল করা। **নাম রাখা**—নাম দেওয়া; মর্যাদা বজায় রাখা (এ ছেলে বাপের নাম রাখবে)। **পায়ে রাখা**—আশ্রয় দেওয়া; নেকনজর দেওয়া। **বলিয়া রাখা**—সময় হওয়ার আগেই জানানো বা অনুরোধ করা। **মন রাখা**—তুষ্টি-বিধান করা। **মনে রাখা**—ভুলিয়া না যাওয়া। **মাথায় রাখা**—শিরোধার্য করা; সম্মান বা আদর করা; মনে রাখা। **শ্যাম রাখি কি কুল রাখি**—কুল দ্রঃ।

রাখানো—ক্রি. তত্ত্বাবধান করানো; রক্ষা করানো; স্থাপন করানো।

রাখাল—[হি. রাখবাল] বি. যে গরু মহিষ প্রভৃতি গৃহপালিত পশু মাঠে চরায়। **রাখালরাজ**—রাখালদের রাজা, শ্রীকৃষ্ণ। **রাখালিয়া**—ণ. রাখালের, রাখাল-সম্পর্কিত। **রাখালি**—বি. রাখালের কাজ; রাখালের বেতন।

রাখি,-খী—বি. শ্রাবণী পূর্ণিমাতে দক্ষিণ হস্তের মণিবন্ধে বাঁধা রঞ্জিত মঙ্গলসূত্র; প্রীতিবন্ধনের স্মারক-সূত্র [রক্ষা সূত্র]। **রাখী-পূর্ণিমা**—শ্রাবণী পূর্ণিমা (যেদিন রাখিবন্ধন উৎসব পালন করা হয় (কাহারে পরাব রাখী যৌবনের রাখী পূর্ণিমার—রবি)। **রাখি-বন্ধন ভাই**—রাখি-বন্ধনের ফলে যাহাকে ভ্রাতৃতুল্য জ্ঞান করা হয়।

রাখোয়াল—বি. রাখাল।

রাগ—[ইং rug] বি. পশমের মোটা কম্বল।

রাগ [রন্‌জ্ (রং করা) + ঘঞ্] বি. রক্তবর্ণ; রঞ্জক দ্রব্য, রঞ্জন (অলক্তক-রাগ-রঞ্জিত; অরুণ-রাগ); অনুরাগ, প্রেম, প্রণয়, মমতা (পূর্বরাগ; রাগদ্বেষশূন্য); বিষয়াসক্তি, বিষয়-ভোগেচ্ছা (বীত-রাগ); উৎসাহ; দ্বেষ; (সঙ্গীতে) সুরের বিন্যাস পদ্ধতি-বিশেষ (ছয় রাগ, ছত্রিশ রাগিণী); ক্রোধ (রাগ করা; বড় রাগ হয়েছে); (প্রাদে.) তেজ (চূণের রাগ নষ্ট হয়ে গেছে)। **রাগচূর্ণ**—বি. ফাগ। **রাগমালা**—বি. পর্যায়-ক্রমে বিভিন্ন রাগ তালযোগে গান করা। **রাগ-সূত্র**—তুলাদণ্ডের সূত্র। **রাগ পড়া**—ক্রি. ক্রোধ প্রশমিত হওয়া বা না থাকা। **রাগ-রাগ মুখ**—ক্রুদ্ধ ভাব। **রাগে গরগর করা**—ক্রোধ সঞ্চারের ফলে মনে মনে অতিশয় ক্ষুব্ধ হওয়া। **রাগের মাথায় বলা**—ক্রোধের উত্তেজনায় বলিয়া ফেলা। **রাগ সামলানো**—ক্রি. ক্রোধ দমন করা। **রাগত**—ণ. ক্রুদ্ধ। **রাগ-তামুক**—গাঁজা। (প্রাদে.)

রাগা—ক্রি. ক্রুদ্ধ হওয়া (রেগে আগুন)। **রেগে মেগে**—অস. ক্রি. ক্রুদ্ধ ও অধৈর্য হইয়া। **রাগানো**—ক্রি.,বি. ক্রুদ্ধ করা, চটানো।

রাগান্বিত—ণ. ক্রুদ্ধ। [বাং. রাগ + সং. অন্বিত]।

রাগারুণ—ণ. রক্তবর্ণে রঞ্জিত, রক্তিম।

রাগিণী—(সঙ্গীতে) বি. সুরবিন্যাস-পদ্ধতি (ভৈরবী রাগিণী); সঙ্গীত, সুর (রাগিণী ধরেছে; তোমারি রাগিণী জীবনকুঞ্জে বাজে যেন সদা—রবি)।

রাগী—ণ. ক্রোধন, চটা-মেজাজের। [বাং]

রাঘব—[রঘু + ষ্ণ] বি. রামচন্দ্র। **রাঘব-বাঞ্ছা**—সীতা ('কাঁদেন রাঘব-বাঞ্ছা আঁধার কুটিরে'—মধু)। **রাঘব বোয়াল**—বৃহৎ বোয়াল-মৎস্য-বিশেষ; পরস্বাপহারী প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তি; অতিশয় ঔদরিক। **রাঘবারি**—রাবণ।

রাঙ, রাঙতা—রাং দ্রঃ।

রাঙা, রাঙ্গা—ণ. রক্তবর্ণ; অলক্তক-রঞ্জিত (রাঙা পা); ফরসা রঙের, গৌরবর্ণ (রাঙা বৌ: রাঙা মুখ)। **রাঙা আলু**—মিষ্টকন্দবিশেষ, শকরকন্দ। **রাঙানো**—ক্রি. রক্তবর্ণে রঞ্জিত

করা বা ছোপানো (তোমার কটিতটের ধটি কে দিল রাঙিয়া—রবি); অনুরাগ প্রেম ইত্যাদির রঙে রঞ্জিত করা। **চোখ রাঙানো**—ক্রোধে চোখ রক্তবর্ণ করা, চোখের ভঙ্গিতে ক্রোধ প্রকাশ করা। **রাঙা মুলো**—(কথ্য) নির্গুণ সুপুরুষ। **রাঙা শুক্কুরবার**—নাই এমন কিছু।

রাজ—বি. রাজমিস্ত্রী; (সমাসে) রাজা, প্রভু, অধিপতি (নিশাদরাজ; কাশীরাজ); শ্রেষ্ঠ (পক্ষিরাজ; পণ্ডিতরাজ)। **রাজ-আজ্ঞা**—বি রাজার বা রাজশক্তির নির্দেশ। **রাজক**—বি রাজসমূহ; শাসনকর্তা; ণ. দীপ্তিশালী। **রাজকন্যা**—রাজার মেয়ে। **রাজকবি**—রাজসভার কবি, poet-laureate। **রাজকর**—বি. রাজস্ব। **রাজকর্ম** (-র্মন্), **-কার্য**—বি. সরকারী চাকরী। **রাজকীয়**—ণ. রাজ-সম্বন্ধীয় (রাজকীয় পোষাক, রাজকীয় ক্ষমতা); সরকারী। **রাজকুমার**—বি. রাজপুত্র। **রাজকুল**—বি. রাজার বংশ; বিচারালয় (রাজকুলে নিবেদন করা); রাজগণ। **রাজকোষ**—বি. রাজার বা রাজ্যের অর্থভাণ্ডার। **রাজগদী**—বি. রাজতক্ত, রাজপদ। **রাজগাঁড়**—বি. উদরের অভ্যন্তরের স্ফোটক-বিশেষ। **রাজগামী**(-মিন্)—ণ. উত্তরাধিকারী না থাকায় যাহা রাজাতে বর্তে। **রাজগি, -গী**—বি. রাজপদ; রাজত্ব। **রাজগুরু**—বি. রাজার ধর্মগুরু। **রাজগৃহ**—রাজবাড়ি; পাটনা জেলার ইতিহাসপ্রসিদ্ধ তীর্থস্থান-বিশেষ, রাজগির (উষ্ণ কুণ্ডের জন্য প্রসিদ্ধ)। **রাজগ্রীব**—বি. ফলুই মাছ। **রাজচক্রবর্তী** (-র্তিন্)—বি. সম্রাট্। **রাজচিহ্নক**—বি. উপস্থ। **রাজচ্ছত্র, রাজছত্র**—বি. রাজার মস্তকে যে ছত্র ধারণ করা হয়; রাজশক্তি। **রাজজঙ্গল**—বি. জঙ্গলপূর্ণ সরকারী পতিত জমি। **রাজজম্বু**—বি. গোলাপজাম। **রাজটীকা, -তিলক**—বি. রাজ্যাভিষেক-কালে রাজার ললাটে দত্ত তিলক; রাজচিহ্ন (তাঁহার ললাটে যেন একটি অদৃশ্য রাজতিলক পরানো ছিল —রবি)। **রাজড়া**—বি. ছোট রাজা; সামন্ত রাজা। **রাজতক্ত**—বি. সিংহাসন। **রাজতন্ত্র**—বি. রাজ্য শাসন; রাজার অধীন শাসন-ব্যবস্থা, monarchy। **রাজত্ব**—বি. রাজ্য-শাসন; রাজ্য; রাজপদ; সর্বময় কর্তৃত্ব (রাজত্ব পেয়ে গেছ আর কি)। **রাজদণ্ড**—বি. রাজশক্তির তরফ হইতে দত্ত শাস্তি; রাজার করধৃত দণ্ড; রাজশক্তি; ললাটের ঊর্ধ্বরেখা-বিশেষ। **রাজদত্ত**—ণ. রাজা যাহা দান করেন (উপাধি-আদি)। **রাজদন্ত**—বি. সম্মুখের চার দাঁত। **রাজদম্পতি**—বি. রাজা ও রাণী। **রাজদরবার**—বি. সচিবাদি-সমেত রাজার সভা; আদালত। **রাজদূত**—বি. রাজার বাণী-বাহক দূত; বৈদেশিক রাজ্যে রাজপ্রতিনিধি, ambassador। **রাজদুলালী**—রাজপুত্রী। **রাজদ্রোহ**—বি. রাজার বা রাজ্যের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ। **রাজদ্বার**—বি. বিচারালয়; রাজার দরবার। **রাজধর্ম**—বি. রাজার প্রজাপালন-বিষয়ক কর্তব্য। **রাজধানী, -ধানিকা**—বি. রাজ্যের প্রধান নগরী যেখানে রাজা বা রাষ্ট্রপতি বাস করেন। **রাজনয়**—বি. রাজ্য পরিচালন-নীতি। **রাজনামা**—বি. রাজাদের পরিচয়-লিপি; কোন দেশের বা বংশের রাজাদের নামের তালিকা। **রাজনীতি**—বি. রাজ্যশাসনের জন্য প্রয়োজনীয় নীতিসমূহ, সাম দান ভেদ দণ্ড ইত্যাদি। **রাজনীতিক**—ণ. রাজনীতি-সংক্রান্ত; বি. রাজনীতিবিদ্ ব্যক্তি। **রাজনীতিজ্ঞ**—ণ. রাষ্ট্র-পরিচালনা বিষয়ে অভিজ্ঞ। **রাজনৈতিক**—[সং. রাজনীতিক] ণ. রাজ্য-শাসন-বিষয়ক। **রাজন্য**—বি. সামন্ত রাজা (রাজন্যবর্গ); ক্ষত্রিয়; রাজপুত্র। **রাজপট্ট**—বি. রাজসিংহাসন; রাজার দেওয়া সনদ। **রাজপত্র**—বি. ছাড়পত্র। **রাজপথ**—বি. যানবাহন চলাচলের উপযোগী প্রশস্ত পথ (চল্লিশ হাত চওড়া)। **রাজপাট**—বি. সিংহাসন। **রাজপুত**—বি ভারতের বর্তমান ক্ষত্রিয়জাতি (স্ত্রী. রাজপুতানী)। **রাজপুতানা**—ভারতের রাজ্য-বিশেষ, রাজস্থান। **রাজপুত্র**—বি. রাজকুমার; রাজপুত। স্ত্রী. **রাজপুত্রী**। **রাজপুরী**—বি. রাজার বাড়ী। **রাজপুরুষ**—বি. সরকারী কর্মচারী; পুলিস। **রাজপুষ্প**—বি. নাগকেশর ফুলের গাছ। **রাজপ্রমুখ**—দেশীয় রাজ্যমণ্ডলীর প্রধানরূপে নিয়োজিত প্রাক্তন রাজা (রাজ্যপালের তুল্য)। **রাজপ্রসাদ**—বি. রাজার অনুগ্রহ। **রাজপ্রাসাদ**—বি. রাজার ও রাজ-পরিবারের বাসগৃহ। **রাজফল**—বি. পটোল। **রাজবংশী**—বি. হিন্দুজাতি-বিশেষ, জেলে জাতির শ্রেণী-বিশেষ। **রাজবংশীয়**—ণ. রাজকুলোদ্ভব।

রাজবর্ত্ম (-র্ত্মন্), **-মার্গ**—বি. রাজপথ। **রাজবলা**—বি. গন্ধভাদালে। **রাজবল্লভ**—পুং. বি. রাজার প্রিয়পাত্র। **রাজবল্লী**—বি. উচ্ছে। **রাজবাটী,-বাড়ী**—বি. রাজার বাড়ী। **রাজবাহ**—বি. অশ্ব; রাজহস্তী। **রাজবাহ্য**—বি. হস্তী; পুং. রাজার বহনযোগ্য। **রাজবিদ্যা**—বি. অধ্যাত্মবিদ্যা। **রাজবিদ্রোহী** (-হিন্)—পুং.,বি. রাজদ্রোহী, রাজার বা রাষ্ট্রের বিরুদ্ধাচারী। **রাজবিধি**—বি. আইন। **রাজবিপ্লব**—রাজ-শাসন-প্রণালীর আমূল পরিবর্ত্তন, revolution। **রাজবৃত্ত**—বি. রাজার চরিত্র; রাজার কর্ত্তব্যাদি; ন্যায়পথে অর্থের উপার্জন বৃদ্ধি ও রক্ষা এবং সৎপাত্রে দান। **রাজবেশ**—বি. রাজোচিত বেশ; জমকালো বেশ। **রাজভক্ত**—পুং., বি. রাজার অনুগত; সরকারের খয়ের খাঁ। **রাজভক্তি**—বি. রাজার প্রতি আনুগত্য। **রাজভবন**—রাজবাড়ী; রাজ্যপালের সরকারী বাসস্থান। **রাজভয়**—বি. রাজরোষের ভয়; পুলিশের ধরপাকড়ের ভয়। **রাজভাগ**—বি. রাজার বা ভূস্বামীর প্রাপ্য শস্যের অংশ। **রাজভাষা**—বি. সরকারী কাজে ব্যবহৃত ভাষা। **রাজভৃত্য**—বি. রাজকর্মচারী। **রাজভোগ**—বি. রাজার যোগ্য খাদ্য-পানীয়; রাজার মত সুখসমৃদ্ধি; মিষ্টান্ন-বিশেষ, পেস্তা ও ক্ষীরের পুর দেওয়া বড় রসগোল্লা। **রাজমজুর**—বি. রাজমিস্ত্রি ও মজুর। **রাজমণ্ডল**—বি. দ্বাদশবিধ রাজা (অরি, মিত্র, অরির মিত্র, মিত্রের মিত্র, অরিমিত্রের মিত্র, পার্ষ্ণিগ্রাহ, আক্রন্দ, পার্ষ্ণিগ্রাহাসার, আক্রন্দাসার, বিজিগীষু, মধ্যম ও উদাসীন)। **রাজমন্ত্রী** (-ন্ত্রিন্)—বি. রাজ্যশাসনে রাজার মন্ত্রণাদাতা। **রাজমহল**—বি. রাজপ্রাসাদ, রাজান্তঃপুর; সাঁওতাল-পরগণার স্থান-বিশেষ। **রাজমহিষী** বি. পাটরাণী, রাজার স্ত্রী। **রাজমান্য**—বি. রাজাকে অথবা ভূস্বামীকে দেওয়া নজর। **রাজমার্গ**—বি. রাজপথ। **রাজমিস্ত্রি**—বি. রাজ, যে পাকাবাড়ী তৈয়ার করে, mason। **রাজমুকুট**—বি. রাজার মুকুট, crown। **রাজযান**—শিবিকা। **রাজযক্ষ্মা**—বি. ক্ষয়রোগ-বিশেষ, galloping phthisis। **রাজযোগ**—বি. যোগপদ্ধতি-বিশেষ; গ্রহ-নক্ষত্রাদির শুভ অবস্থান-বিশেষ (ইহাতে জন্মিলে জাতক রাজা বা রাজার মত প্রভাবশালী হয়)। **রাজযোটক**—বি. বর ও কন্যার রাশি প্রভৃতি বিষয়ে শ্রেষ্ঠ সুসঙ্গতি-বিশেষ। **রাজরাজ**—বি. সম্রাট্; কুবের। **রাজরাজড়া, রাজারাজড়া**—বি. রাজা ও সামন্তরাজবর্গ; রাজা ও তত্তুল্য লোক; বড়লোকের দল। **রাজরাজেশ্বর**—বি. সম্রাট্। **রাজরাজেশ্বরী**—বি. সম্রাজ্ঞী; অতুল ঐশ্বর্যশালীর গৃহিণী; দশ মহাবিদ্যার মূর্ত্তি-বিশেষ। **রাজরাণী**—বি. রাজার রাণী; ঐশ্বর্যশালীর গৃহিণী। **রাজর্ষি**—রাজা হইয়াও ঋষিতুল্য ব্যক্তি (যথা: জনক)। **রাজলক্ষণ**—বি. রাজশক্তির চিহ্নাদি (যথা: দণ্ড, মুকুট); ভবিষ্যতে রাজা হইবে সেইরূপ শরীরের চিহ্নাদি। **রাজলক্ষ্মী**—বি. রাজার সৌভাগ্য-দেবতা। **রাজলেখ্য**—বি. রাজার স্বাক্ষরিত আদেশপত্র বা সরকারী নির্দেশপত্র। **রাজশক্তি**—বি. রাষ্ট্রের শক্তি; রাজ্য-পরিচালন-ক্ষমতা। **রাজশফর**—বি. ইলিশ মাছ। **রাজশাসন**—বি. রাজার নির্দেশ। **রাজশেখর**—বি. রাজচক্রবর্ত্তী; সুপ্রসিদ্ধ সংস্কৃত কবি ও নাট্যকার। **রাজশ্রী**—রাজলক্ষ্মী। **রাজষষ্ঠ**—বি. উৎপন্ন শস্যের রাজার প্রাপ্য ষষ্ঠাংশ। **রাজসদন**—বি. রাজার বাড়ী; রাজসমীপ; রাজদরবার। **রাজসভা**—রাজদরবার। **রাজসম্পদ**—বি. রাজার ঐশ্বর্য; অতুল ঐশ্বর্য। **রাজসর্প**—রাজসাপ। **রাজসর্ষপ**—বি. রাই-সরিষা। **রাজসাক্ষিক**—যে লেখ্য রাজার লিপিকরের দ্বারা লিখিত ও বিচারালয়ের অধ্যক্ষের হস্ত ইত্যাদি দ্বারা চিহ্নিত; বাদশার পাঞ্জাযুক্ত দলিল; রেজেষ্ট্রিকৃত দলিল; **রাজসাপ**—বিষধর সর্প-বিশেষ, শঙ্খচূড়। **রাজসারস**—বি. ময়ূর। **রাজসূয়**—বি. সম্রাটের দ্বারা সম্পাদ্য প্রাচীন যজ্ঞ-বিশেষ। **রাজসেবা**—বি. সরকারী চাকুরি। **রাজস্থান**, রাজপুতনা প্রদেশের বর্ত্তমান নাম। **রাজস্ব**—বি. রাজার প্রাপ্য ধন, রাজকর। **রাজস্বসচিব**—বি. রাজার আয়-ব্যয়ের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী। **রাজহংস,রাজহাঁস**—বি. ঠোঁট ও পা লাল ও রং সাদা একজাতের বড় হাঁস। স্ত্রী. **রাজহংসী**। **রাজহন্তা** (-ন্তৃ)—বি. রাজার হত্যাকারী। **রাজহস্তী** (-স্তিন্)—বি. রাজা যে হস্তীতে আরোহণ করেন।

রাজত—[রজত+অ] ণ. রূপার, রৌপ্যনির্মিত।
রাজস, রাজসিক—ণ. রজোগুণ-প্রধান অথবা রজোগুণ হইতে উদ্ভূত; গৌরব দম্ভ অভিমান ইত্যাদির চরিতার্থতার জন্য কৃত (রাজস আহার)। [রজস্+অ, ইক] [ব্যবহৃত)।
রাজা—ক্রি. শোভা পাওয়া, দীপ্তি পাওয়া (কাব্যে
রাজা (-জন্)—[রাজ্ (দীপ্তি পাওয়া)+অন্, রঞ্জক, দীপ্তিশীল] বি. নরপতি, নৃপতি; ক্ষত্রিয়; প্রভু (বনের রাজা); জমিদার; ণ. বিত্তশালী (তারা রাজা লোক, তাদের কথা আলাদা), শ্রেষ্ঠ (আমের রাজা ল্যাংড়া)। **রাজা-উজীর মারা**—নিজের ক্ষমতা-আদি সম্বন্ধে ··রিপূর্ণ গল্প করা। **রাজা করা**—ক্রি. অভিষিক্ত করা; মহিমান্বিত করা :তঃ ব্যঙ্গে—আমার কথা শুনে ও রাজা করে দিয়েছে আর কি)। **·া-রাজড়া**—বি. রাজরাজড়া দ্রঃ। **·জার হাল**—অতিশয় সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য। **·জাই**—বি রাজাগিরি, রাজত্ব। **রাজাজ্ঞা, ·াজাদেশ**—রাজার হুকুম। **রাজাধিরাজ**—বি সম্রাট্, সার্বভৌম রাজা। **রাজানুকম্পা**··রাজার দয়া বা অনুগ্রহ। **রাজান্তঃপুর**—রাজার অন্তঃপুরিকাদের মহল। **রাজাবলি, -লী**—বি. রাজবংশের পরিচয়। **রাজাসন** – সিংহাসন।
রাজি,-জী—বি. শ্রেণী; সমূহ (তরুরাজি, মুক্তা-রাজি); রেখা (রোমরাজি, ভস্মরাজি)।
রাজিকা—বি. রাইসরিষা। [সং]। **রাজিত**—[রাজ্+ক্ত] ণ. বিরাজিত, শোভিত, দীপ্ত।
রাজী—[আ. রাদী] ণ. সম্মত, ইচ্ছুক, স্বীকৃত (রাজী করা; রাজী থাকা)। **রাজীনামা** - বি. মোকদ্দমার আপোষ-নিষ্পত্তি সম্বন্ধে বাদী-প্রতিবাদী উভয় পক্ষের আদালতের কাছে স্বীকৃতি-সূচক দরখাস্ত। **রাজী রগবত**—ণ. স্বেচ্ছা-প্রণোদিত সম্মতি। **নিমরাজী**—ণ. অর্ধসম্মত, অনেকটা সম্মত। **গররাজী**—ণ. অসম্মত।
রাজীব [রাজী+ব] বি. পদ্ম। **রাজীব-লোচন**—বি. পদ্মের মত চক্ষু যাহার এমন ব্যক্তি। [ব্যবহৃত)।
রাজে—ক্রি. বিরাজ করে, শোভা পায় (কাব্যে
রাজেন্দ্র—বি. রাজার রাজা, সম্রাট্। স্ত্রী. **রাজেন্দ্রাণী**। [রাজন্+ইন্দ্র]।
রাজোপজীবী (-বিন্)—ণ. জীবিকার জন্য রাজার উপরে নির্ভরশীল, রাজার অন্নে পালিত। [রাজন্+উপজীবিন্]।
রাজ্ঞী—[রাজন্+ঈপ্] বি. রাজমহিষী, রাণী।
রাজ্য—বি. [রাজন্+ষ্য] রাজার শাসনভুক্ত এলাকা, রাজ্য, দেশ; প্রদেশ, অঙ্গরাজ্য। **চ্যুত**—ণ. রাজপদ হইতে বিতাড়িত। **রাজ্য-তন্ত্র**—বি. রাষ্ট্রের শাসন-প্রণালী। **রাজ্য-পাল**—প্রাদেশিক শাসনকর্তা, গভর্ণর। **রাজ্য-ভার**—বি. রাজ্য পরিচালনার দায়িত্ব। **রাজ্য-শ্রী**—রাজ্যের লক্ষ্মী। **রাজ্যাঙ্গ**—বি. রাজ্যের আবশ্যক অঙ্গ, component parts of the state (স্বামী, মন্ত্রী, সুহৃৎ, ধন, দেশ, দুর্গ, সৈন্য, প্রকৃতি, তপস্বী বা পুরোহিত—রাজ্যের এই নয় অঙ্গ)। **রাজ্যাধিকার**—বি. রাজ্যের অধিকার বা স্বামিত্ব। ণ. **রাজ্যাধিকারী** (-রিন্)। **রাজ্যাভিষেক**—বি. বিধিবদ্ধভাবে রাজপদে প্রতিষ্ঠাপন। [অনেক (কথ্য) ।
রাজ্যির, রাজ্যের—ণ. রাজ্য-শুদ্ধ, প্রচুর,
রাজ্যেশ্বর—বি. রাজা। স্ত্রী. **রাজ্যেশ্বরী**। **রাজ্যোপকরণ**—বি. রাজত্ব করার উপকরণ, ছত্রদণ্ডাদি। [রাজ্য+ঈশ্বর, উপকরণ]
রাঠোর—বি. রাজপুত ক্ষত্রিয়বংশবিশেষ।
রাঢ়—বি. বঙ্গদেশে গঙ্গার পশ্চিম তীরস্থ অংশ। **রাঢ়ী, রাঢ়ীয়**—ণ. রাঢ়দেশীয়; বি. বাঙ্গালী ব্রাহ্মণের শ্রেণী বিশেষ (রাঢ়ী, বারেন্দ্র, বৈদিক)।
রাণা—[সং. রাজা] বি. মিবারের (বা উদয়পুরের) রাজাদিগের উপাধি। নেপালের পূর্বতন শাসকদের উপাধি।
রাণা,-না—[ফা. রান] বি. পুষ্করিণীর বাঁধাঘাটের দুই পার্শ্বে উঁচু দাঁড়া বা আল; চাতাল, গৃহসংলগ্ন বাঁধানো খোলা জায়গা।
রাণী,-নী—বি রাজ্ঞী, মহিষী, রাজার স্ত্রী; রাজ্ঞীর মত মহীয়সী; বালিকার আদরের ডাক নাম। **রাণু**—রাণী (আদরে। বালিকার ডাক নাম)।
রাণ্ডী— বি. রাঁড়ী, বিধবা। (অবজ্ঞার্থক)।
রাত—বি. রাত্রি। **রাত করা**—ক্রি. সন্ধ্যার পর অনেক দেরী করা (রাত করে আসা, রাত করে খাওয়া)। **রাতকাটানো**—ক্রি. রাত্রিশেষ পর্যন্ত থাকা, রাত্রিবাস করা। **রাতকানা**—বি. ণ. রাত্রে যে চোখে দেখে না। **রাতচরা**—ণ. নিশাচর; বি. বাদুড় পেচক

প্রভৃতি। **রাত জাগা**—অনেক রাত্রি পর্যন্ত না ঘুমানো। **রাত-জাগা**—ণ. বিনিদ্র ('রাত-জাগা এক পাখী')। **রাত-দিন**—সব সময়। **রাত-বেরাত, -বিরেত**—রাত্রির অসুবিধাজনক সময়, গভীর রাত্রি (রাত-বেরাতে দরকার হলে পাব কোথায়?)। **রাতভোর**—[হি. রাতভর] সারারাত, সমস্ত রাত্রি। **রাত হওয়া**—অধিক রাত্রি হওয়া (আসতে রাত হবে)।

রাতা—[সং. রক্ত] ণ. রক্তবর্ণ (চক্ষু কৈলি রাতা—কবিকঙ্কণ; 'রাতা উৎপল'); মোরগ (পূর্ববঙ্গে—মাথার লালফুলের জন্য?)।

রাতাবি—বি. কড়াপাকের সন্দেশ বিশেষ।

রাতারাতি—অব্য. রাত্রির মধ্যে; লোক-জানাজানি হইবার পূর্বেই; অল্প সময়ে (এ সব কাজ রাতারাতি হবার মত নয়)।

রাতি—রাত্রি। (কাব্যে)।

রাতিব—[আ. রাতিব—দৈনিক বরাদ্দ, ভাতা] বি. নিয়মিত সরবরাহের বন্দোবস্ত (দুধ রাতিব দেওয়া বা করা—পূর্ববঙ্গে সুপ্রচলিত)।

রাতুল—[রক্তুতুলা] ণ. রক্তবর্ণ, রক্তোৎপলবর্ণ (রাতুল চরণে; অধর রাতুল—কাশীরাম)।

রাত্তির—বি. রাত্রি-শব্দের কথ্যরূপ ('যাত্রীরা রাত্তিরে হতে এলো খেয়াপার'—নজরুল)।

রাত্র—সমাসান্তে 'রাত্রি' শব্দের রূপ (ত্রিরাত্র, দিবারাত্র)। (কথ্য ভাষায় পূর্ববঙ্গে) রাত্রি।

রাত্রি—[রা (বিশ্রাম দান করা)+ত্রিপ্] বি. সূর্যাস্ত হইতে সূর্যোদয় পর্যন্ত কাল, রজনী, নিশা। **রাত্রিকর**—বি. চন্দ্র। **রাত্রিকাল**—বি. রাত্রি, রাতের বেলা। **রাত্রিচর, রাত্রিচারী**—ণ. নিশাচর; বি. চোর; রাক্ষস, নিশাচর পশুপক্ষী। **রাত্রিজল**—বি. শিশির। **রাত্রি-জাগরণ**—বি. রাত্রিকালে জাগিয়া থাকা। **রাত্রিন্দিব**—অব্য. রাতদিন, সর্বদা। **রাত্রি-পর্যুষিত**—ণ. রাতবাসী, বাসী। **রাত্রিবাস**—বি. রাত্রি যাপন; ণ. রাত্রিতে (যে কাপড়) পরা হইয়াছিল অথবা পরা হয়। [সং. রাত্রি বাসঃ]। **রাত্রিভোর**—ক্রি.-ণ. সারারাত। **রাত্রি-মণি**—বি. চন্দ্র। **রাত্রিবেদী** (-দিন্)—যে রাত্রির অবসান জানায়, কুক্কুট। **রাত্রিহাস**—বি.শ্বেতোৎপল। **রাত্র্যন্ধ**—ণ. রাতকাণা।

রাদ্ধ—[রাধ্+ক্ত] ণ. সিদ্ধ, সম্পন্ন, পক্ব। **রাদ্ধান্ত**—সিদ্ধান্ত, মীমাংসা।

রাধন—সাধন; সন্তোষণ; ভাবণ; পূজা। স্ত্রী. **রাধনা**।

রাধা—বি. বৃষভানু-সুতা কৃষ্ণ-প্রেয়সী গোপী, রাধিকা; বিশাখা নক্ষত্র; কর্ণের পালিকা মাতা। **রাধাকৃষ্ণ**—বি. রাধা ও কৃষ্ণ; অপরাধ বা পাপ খণ্ডনের জন্য বৈষ্ণবের সদা-স্মরণীয় যুগল নাম (রাধাকৃষ্ণ বল)। **রাধা-কান্ত,-নাথ, -বল্লভ,-রমণ**—বি. শ্রীকৃষ্ণ। **রাধাচক্র**—বি. সুদর্শন চক্র। **রাধাপদ্ম**—বি. সূর্যমুখী ফুল। **রাধা-তনয়,-সুত**—বি. কর্ণ। **রাধা-বল্লভী(লুচি)**—বি. পুর দেওয়া বড় আকারের লুচি বিশেষ। **রাধামাধব**—রাধাকৃষ্ণ। **রাধা-ষ্টমী**—ভাদ্র শুক্লাষ্টমী (শ্রীরাধার জন্মতিথি)।

রাধিকা—শ্রীরাধা। **রাধিকা-রঞ্জন,-রমণ**—শ্রীকৃষ্ণ। [কর্ণ।

রাধেয়—[রাধা+ফেয়] বি. রাধার পালিত পুত্র

রান—[ফা. রান] বি. উরু (খাসীর রান; মুর্গীর রান চিবোনো)। **রান-ফাড়া করা**—দুই রান শরীর হইতে বিচ্ছিন্ন করা (গ্রাম্য শাসানি)।

রানা—রাণা দ্রঃ। **রানী**—রাণী দ্রঃ।

রান্ধন—বি. রন্ধন (পূর্ববঙ্গে সুপ্রচলিত)। **রান্ধা**—ক্রি. রন্ধন করা।

রান্না—বি. রন্ধন; ণ. রন্ধিত (রান্নাভাত)।

রান্নাঘর—বি.পাকশালা, হেঁশেল। **রান্নাবাড়া**—রন্ধন ও পরিবেশন। **রান্নাবাড়ী**—বি. বাড়ীর যে অংশে রন্ধন করা হয়; রান্নাঘর। **রান্নাবান্না**—বি. রান্না ও বাটনা, উপকরণ সংগ্রহ করিয়া রন্ধন।

রাব—[রু (শব্দ করা)+ঘঞ্] বি. শব্দ, রব, কোলাহল (মহারাব; মধুপ-রাব)।

রাব—বি. মাতগুড় (তামাক মাখায় ব্যবহৃত হয়)।

রাবড়ি,-ড়ী—মিষ্ট ও সর-ভরা ঘন-করা দুধ।

রাবণ—[রু+ণিচ্+অনট্] বি. লঙ্কাধিপতি দশানন। **রাবণের চিতা**—মনের যে শোক অথবা দুঃখ কখনও নির্বাপিত হয় না। **রাবণ গঙ্গা**—বি. সিংহলের নদী-বিশেষ। **রাবণচ্ছত্র**—বি. সামুদ্রিক মৎস্য-বিশেষ, medusa। **রাবণপুরী**—বি. (রাবণের এক লক্ষ পুত্র ও সওয়া লক্ষ নাতি ছিল, তাহা হইতে) আত্মীয়-স্বজনপূর্ণ বিরাট পরিবার (কিঞ্চিৎ অবজ্ঞার্থক)। **রাবণমুখো**—ণ. উগ্রমূর্তি। স্ত্রী. **রাবণমুখী**। **রাবণারি**—বি. রামচন্দ্র। **রাবণি**—[রাবণ

+ফি] বি. রাবণ-পুত্র, মেঘনাদ। **রাবণের চিতা**—বি. (রামের বরে রাবণের চিতা চিরকাল জ্বলিবে, তাহা হইতে) চিরস্থায়ী কঠোর যন্ত্রণা।

রাবিশ—[ইং. rubbish] বি. পাকাবাড়ী তৈয়ার করার বা ভাঙার সময়কার আবর্জনা (রাবিশ মাল—অসার ও অব্যবহার্য বস্তু)।

রাবী—[আ. রাবী] ণ. বর্ণনাকারী ; হজরত মোহম্মদের কর্মের অথবা উক্তির প্রবক্তা।

রাম—[রম্ (ক্রীড়া করা)+ঘঞ্] বি. রামায়ণ-বর্ণিত রামচন্দ্র, বিষ্ণুর অবতার-বিশেষ ; পরশুরাম ; বলরাম (রামকৃষ্ণ) ; ভক্তের প্রিয় আরাধ্য দেবতা ; কলুষনাশন উক্তি-বিশেষ (রাম কহ) ; (বাং.) ণ. বৃহৎ (রামছাগল ; রামদা ; রামশিঙ্গা) ; শ্রেষ্ঠ (বোকারাম ; হাঁদারাম)। **রামকড়ি**—বি. বড় কড়ি-বিশেষ যাহা কিরাত-জাতীয় লোকেরা কাণে পরিত। **রামকেরী,-লী,-কিরী,-কীরী,-কেলী**—বি.রাগিণী-বিশেষ। **রামকর্পূর**—বি. সুগন্ধ তৃণ-বিশেষ। **রামকলা,-কদলী**—বি. লালবর্ণ কলা-বিশেষ। **রামকান্ত**—বি. উত্তম-মধ্যম দিবার লাঠি বা জুতা (রামকান্ত-পেটা করা)। **রামকুঁড়ে**—বি. পাতার ক্ষুদ্র কুটীর। **রামখড়ি**—বি. শাদা খড়িমাটি-বিশেষ যাহা পূর্বে হাত-খড়ির সময় শিশুরা ব্যবহার করিত। **রামখিলিকা**—বি. সাধু-সন্ন্যাসীর আলখাল্লা। **রামগিরি**—বি. চিত্রকূট পর্বত। **রামগীতা**—বি. অধ্যাত্ম-রামায়ণে লক্ষ্মণের প্রতি রামের আধ্যাত্মিক উপদেশ-বিশেষ। **রামঘুঘু**—বি. বড় ঘুঘু-বিশেষ। **রামচন্দ্র**—(চন্দ্রের মত আনন্দদায়ক) রাম। **রামচাকী**—বি. রামনামের ছাপ-দেওয়া সন্দেশ-বিশেষ ; নাগরদোলা ; বড় করতাল-বাদ্য। **রামছাগল**—বি. বড় ছাগল-বিশেষ ; মহামূর্খ। **রামঝিঙ্গা**—ধুঁদুল। **রামদা**—বি. পাঁঠা কাটার বড় অস্ত্র-বিশেষ। **রামধনু,-ধনুক**—বি. ইন্দ্রধনু। **রামনবমী**—বি. চৈত্র মাসের শুক্লানবমী, রামের জন্মতিথি (ভারতের বহুস্থানে এই তিথিতে বড় রকমের উৎসব হয়। কথ্য : রামনউমী, রাম-নৌমী)। **রাম না হতে রামায়ণ**—(রামের জন্মের পূর্বেই রামায়ণ লেখা হয়—এই প্রবাদ হইতে) কারণের আগেই কার্য সম্পাদন। **রাম-পাখী**—বি. (লোভনীয় পাখী) কুক্কুট, মুরগি। **রামবল্লভ**—বি. ভূর্জপত্র। **রামমাটি**—বি. তিলক করিবার হরিদ্রা-বর্ণের মাটি-বিশেষ। **রামযাত্রা**—বি. রাম-চরিত-বিষয়ক যাত্রা-অভিনয়। **রামরহিম**—বি. হিন্দুর উপাস্য ও মুসলমানের উপাস্য (রামরহিম না জুদা করো ভাই)। **রামরাজ্য**—বি. রামরাজ্যের মত সুবিচারপূর্ণ ও শৃঙ্খলাযুক্ত রাজ্য, ধর্মরাজ্য, আদর্শ রাজ্য। **রাম কহ, রাম বল, রাম রাম**—ঘৃণা অনুতাপ ইত্যাদি সূচক উক্তি। **রামলীলা**—বি. রামচরিত-বিষয়ক অভিনয়-বিশেষ। **রামশিঙ্গা**—বি. বড় শিঙ্গা-বিশেষ। **রাম-সালিক,-শালিক**—বি. দীর্ঘচঞ্চুযুক্ত বৃহৎ বকজাতীয় পক্ষী-বিশেষ। **না রাম না গঙ্গা**—যাহা উচিত তাহার কোনও কিছুই নয় ; কিছু না (সে কিছুই বললো না, না রাম না গঙ্গা)। **সে রামও নাই সে অযোধ্যাও নাই**—অতীতের তুলনায় বর্তমানকাল খারাপ ; কালক্রমে সব কিছুই বদলাইয়া গিয়াছে।

রামাইত,রামায়ৎ,রামায়েৎ—বি. রামানন্দ-প্রবর্তিত বৈষ্ণব-সম্প্রদায়-বিশেষ। **রামানন্দ**—বি. সুপ্রসিদ্ধ ধর্মপ্রচারক, কবীরের গুরু। **রামানন্দী**—বি. রামানন্দ-প্রবর্তিত বৈষ্ণব-সম্প্রদায়, রামাইত। **রামানুজ**—বি. লক্ষ্মণ ; দক্ষিণ ভারতের সুপ্রসিদ্ধ দার্শনিক ও ধর্মপ্রবর্তক, ১০১৭ খৃষ্টাব্দে জন্ম। **রামানুজী**—রামানুজ-প্রবর্তিত সম্প্রদায়। **রামায়ণ**—বি. বাল্মীকি-প্রণীত সংস্কৃত মহাকাব্য ও ধর্মগ্রন্থ।

রামা—বি. নারী ; সুন্দরী নারী। [সং.]।

রামা-শ্যামা—বি. (তুচ্ছার্থে) রাম-শ্যামের মত সাধারণ লোক (এ রামা-শামার কাজ নয়। তুলনীয়—Tom, Dick and Harry)।

রায়—[সং. রাজন্ ; প্রা. রায়] বি. রাজা ; রাজার মত সম্ভ্রান্ত ও প্রভাবশালী ; শ্রেষ্ঠ (তথি উপনীত সমুখে বহুরায়) ; উপাধি-বিশেষ।

রায়—[আ. রায়] বি. মত ; সিদ্ধান্ত ; বিচার-পতির সিদ্ধান্ত ও আদেশ (জজের রায়)।

রায়জাদা—বি. প্রভাবশালী রায়ের পুত্র ; রাজ-পুত্র। [লুটভরাজ ; শান্তিভঙ্গ।

রায়ট—[ইং. riot] বি. দলবদ্ধ ভাবে খুন-জখমি,

রায়ত—রাইয়ত দ্রঃ।

রায়বাঁশ—বি. দীর্ঘ বাঁশের লাঠি-বিশেষ। **রায়-বাঁশিয়া, রায়বেঁশে**—বি. রায়-বাঁশধারী লাঠিয়াল-বিশেষ।

রায়বাঘিনী—বি. ভুরিশ্রেষ্ঠের বীররাণী ভবশঙ্করীকে মোগলদের দেওয়া নাম; (তাহা হইতে) উগ্র-স্বভাবা নারী, দজ্জাল মেয়েলোক (ননদিনী রায়বাঘিনী); বীর্যবতী অস্ত্রধারণক্ষমা নারী। **রায়বার**—বি. রাজার বার্তা; রাজার কাছে দূতের নিবেদন (অঙ্গদ-রায়বার)। (প্রাচীন বাংলা)। **রায় বাহাদুর**—বি. ইংরেজ আমলে পদস্থ হিন্দুর উপাধি-বিশেষ (তুলনীয়: খান বাহাদুর)। **রায়ভাট**—বি. রাজার স্তুতি-পাঠক (রেয়োভাট দ্রঃ)। **রায়ভাটা,-টী**—বি. নদীর অল্প স্রোতযুক্ত কোল বা আওড়। **রায়রাইয়াঁ, রায়রায়াঁ, -রায়ান**—বি. মুসলমান-আমলে হিন্দুর সর্বোচ্চ উপাধি-বিশেষ। **রায়সাহেব**—রায়-বাহাদুর-এর চেয়ে ছোট খেতাব-বিশেষ (তুলনীয়: খানসাহেব)।

রাশ—বি. রাশি, স্তূপ, গাদা (একরাশ তরিতরকারী · একরাশ ময়দা মাখতে হবে—কিঞ্চিৎ অবজ্ঞাব্যঞ্জক); ণ. সাধারণ, নিকৃষ্ট (রাশ দই; রাশ সন্দেশ; রাশ ধান—ভালমন্দে মিশানো ধান)।

রাশ—[সং. রাশি] বি. রাশি। **রাশনাম**—জন্মরাশি-অনুযায়ী অপ্রচলিত নাম।

রাশ,-স—[সং. রশ্মি; আ. রাস্] বি. অশ্ব-বল্গা; নিয়ন্ত্রণ, বাগ। **রাশ টানিয়া ধরা**—লাগাম টানিয়া ঘোড়াকে বেগে যাইতে না দেওয়া; প্রবৃত্তি খেয়াল ইত্যাদি নিয়ন্ত্রণ করা। **রাশ টানিয়া রাখা**—কড়া শাসনে রাখা। **রাশ-ভারী**—ণ. গম্ভীর প্রকৃতির, যাহার প্রকৃতি এমন যে লোকে তাহাকে সমীহ করিয়া চলে (বিপ. রাশ-পাতলা)! **রাশ মানে না**—রাশ টানিয়া ধরা সত্ত্বেও বেগে ছোটে, শাসন বা নিয়ন্ত্রণ মানে না।

রাশি—[অশ্ (ব্যাপা)+ইন্] বি. পুঞ্জ, স্তূপ, গাদা; (গণিতে) সংখ্যা, number, quantity; সূর্যের পরিক্রমণপথে দৃষ্ট নক্ষত্রপুঞ্জ, sign of the zodiac (১২টি: মেষ বৃষ মিথুন কর্কট সিংহ কন্যা তুলা বৃশ্চিক ধনু মকর কুম্ভ মীন)। **রাশিচক্র**—চক্রাকারে অবস্থিত মেষাদি দ্বাদশ রাশি, zodiac। **রাশিত্রয়**—বি. ত্রৈরাশিক, rule of three. **রাশিনাম**—বি. রাশনাম। **রাশিভোগ**—বি. সূর্যাদি গ্রহের রাশিচক্র-পথে ভ্রমণকালে মেষবৃষাদি রাশির উপরে প্রভাব বিস্তার। **রাশি রাশি**—ণ. প্রভূত। **রাশিস্থ**—ণ. মেষাদি রাশিতে অবস্থিত (—গ্রহ)। **রাশীকরণ**—বি. পুঞ্জীভূত করা। **রাশীকৃত**—ণ. পুঞ্জীভূত, জমা-করা।

রাষ্ট্র—[রাজ্ (দীপ্তি পাওয়া)+ষ্ট্রন্] বি. রাজ্য; দেশ, এক-শাসনাধীন দেশ, State; (বাং) বি. ব্যাপক প্রচার (সাধারণতঃ গোপনীয় বিষয়ের—সব রাষ্ট্র করে দিয়েছে); ণ. ঘোষিত, বিদিত (সে যে আর বেঁচে নেই, এই কথাই সর্বত্র রাষ্ট্র)। ণ. **রাষ্ট্রিক, রাষ্ট্রীয়**—রাষ্ট্র বা রাজ্য সম্বন্ধীয় (রাষ্ট্রিক অধিকার)। **রাষ্ট্রগুরু**—দেশের গুরু-স্থানীয় ব্যক্তি; দেশনেতা সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়-এর আখ্যা। **রাষ্ট্রদূত**—বিদেশে রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ প্রতিনিধি, ambassador। **রাষ্ট্রপতি**—বি. রাজা; সম্রাট্; গণতন্ত্রের নির্বাচিত অধ্যক্ষ, President। **রাষ্ট্রবিপ্লব,-ভঙ্গ**—বি. রাজ্যের শাসন-ব্যবস্থার আকস্মিক পরিবর্তন বিপর্যয়, অরাজকতা, revolution)।

রাস—[রস্ (শব্দ করা)+ঘঞ্] বি. কো গোলমাল; কার্তিকী পূর্ণিমায় গোপীদের শ্রীকৃষ্ণের নৃত্যলীলা। **রাসপঞ্চাধ্যায়**—বি (রাসলীলার বর্ণনা যাহাতে আছে) শ্রীমদ্‌ভাগবতের দশমস্কন্ধের ২৯-৩৩ অধ্যায়। **রাসপর্ব**—বি. রাস-উৎসব। **রাসবিহারী** (-রিন্)—বি. শ্রীকৃষ্ণ। **রাসমণ্ডল**—বি. রাসলীলার জন্য চক্রাকারে অবস্থিত গোপীগণ। **রাসযাত্রা**—বি. কার্তিকী পূর্ণিমায় রাসলীলা-বিষয়ক উৎসব বিশেষ। **রাসলীলা**—বি. রাসপূর্ণিমায় গোপীগণের সহিত শ্রীকৃষ্ণের নৃত্যোৎসব।

রাসন—ণ. রসনা-সম্বন্ধীয়, রসনার দ্বারা জ্ঞেয়, gustatory (রাসন প্রত্যক্ষ)। [রসনা+অ]

রাসভ—[রাস্ (শব্দ করা)+অভচ্] বি. গর্দভ।

রাসায়নিক—ণ. রসায়ন-বিদ্যা-সম্বন্ধীয়; বি. রসায়ন-শাস্ত্র-বিশারদ। [রসায়ন+ষ্ণিক]

রাসেশ্বর—বি. রাসোৎসবের নায়ক, শ্রীকৃষ্ণ। স্ত্রী. **রাসেশ্বরী**—রাধিকা)। [পাজী।

রাস্‌কেল—[ইং. rascal] ণ. ধড়িবাজ, দুর্বৃত্ত,

রাস্তা—[ফা. সং. রথ্যা] বি. পথ, মার্গ; উপায়। **রাস্তাখরচ**—বি. রাস্তায় গাড়ী প্রভৃতির ভাড়া ও খাবার খরচ। **রাস্তাঘাট**—বি. পথ ইত্যাদি (রাস্তাঘাট চেনা নেই, যেতে দেরী হবে)। **রাস্তা দেখ**—এখানে কিছু হইবে না, অন্য যেখানে যাইবার যাও। **রাস্তা**

ধরা—পথ ধরা, চলিতে আরম্ভ করা। **রাস্তা বন্ধ**—পথ বন্ধ; উপায় নাই। **রাস্তা দেখানো**—পথ দেখানো, উপায় নির্দেশ করা। **রাস্তার লোক**—পথ-চলতি লোক; অপরিচিত বা নিঃসম্পর্ক লোক।

রাস্না—[সং.] বি. পরগাছা বিশেষ, vanda Roxburghli (সুন্দর ফুল ও বাতের ঔষধ)।

রাহা—[ফা. রাহ্] বি. রাস্তা, পথ, উপায় (সুরাহা); পদবী-বিশেষ। **রাহা-খরচ**—পথ-খরচ। **রাহাগীর**—[ফা. রাহ্‌গীর] বি., ণ. পথিক, পথচারী। **রাহাজানি**—বি. প্রকাশ্য রাস্তায় ডাকাতি। **রাহাদারি**—বি. পথকর আদায়ের কাজ।

রাহিন, রাহেন—[আ. রাহিন] বি. যে ব্যক্তি সম্পত্তি রেহান বা বন্ধক রাখে, mortgagor।

রাহী—[ফা.] বি., ণ. পথচারী (**হামরাহী**—একই পথের পথিক)।

রাহিত্য—[রহিত + ষ্য] বি. বিহীনতা, অভাব।

রাহু—[রহ্ (ত্যাগ করা) + উন্, যে সূর্য-চন্দ্রকে গ্রাস করিয়া ত্যাগ করে] বি. (প্রাচীন ভারতীয় মতে) অষ্টম গ্রহ; বিষ্ণু-কর্তৃক দ্বিখণ্ডিত দানব বিশেষ; (তাহা হইতে) সমূহ ক্ষতিকারক ব্যক্তি, যাহার শত্রুতার বিরাম নাই (সে তো আমার এক রাহু জুটেছে)। **রাহুগত,-গ্রস্ত**—ণ. রাহুর দ্বারা কবলিত; দুর্বিপাক, প্রবল শত্রুতা ইত্যাদির ফলে দুর্দশাগ্রস্ত। **রাহুগ্রাস, -সংস্পর্শ**—বি. গ্রহণ। **রাহুর দশা**—জ্যোতিষশাস্ত্র-মতে জীবনে অতিশয় অশুভ যোগ-বিশেষ; ঘোর বিপদ-আপদের কাল। **রাহুমণি**—বি. যে মণি ধারণ করিলে রাহুর প্রভাব নষ্ট হয়, গোমেদ।

রাহুত—[রাউত = ক্ষত্রিয়] বি. অশ্বারোহী সৈন্য; পদবী-বিশেষ। (প্রাচীন বাংলায় ব্যবহৃত)।

রি—স্বর-সপ্তকের দ্বিতীয় স্বর (সা রি গা মা পা)।

রিং, রিঙ—[ইং. ring] বি. চাবি গাঁথিয়া রাখিবার ধাতু-বলয়; আংটি; টেলিফোনের ঘণ্টাধ্বনি। [পাদান, stirrup।

রিকাব, রেকাব—[আ. রিকাব] বি. জিনের

রিকাব, রিকাবি, রেকাব, রেকাবি—[ফা. রকাবি] বি. ছোট থালা, plate।

রিক্ত—[রিচ্ (বিযুক্ত হওয়া) + ক্ত] ণ. শূন্য, খালি; সম্বলহীন (রিক্তভাণ্ড)। **রিক্ততা**—বি. ফাঁকা ভাব বা অবস্থা; নিঃসম্বল অবস্থা। **রিক্তহস্ত**—ণ. যাহার হাতে টাকা-পয়সা নাই, নিঃসম্বল। স্ত্রী. **রিক্তা**—চতুর্থী নবমী ও চতুর্দশী তিথি (বিপ. পূর্ণা)।

রিক্থ—[রিচ্ (সম্পৃক্ত হওয়া) + থক্] বি. ধন, বিষয়-আশয়; মৃত ব্যক্তির সম্পত্তি, দায়। **রিক্থভাগী (-গিন্), -ভাক্ (-জ্), -হর, হারী** (রিন্)—ণ., বি. দায়াদ, উত্তরাধিকারী। **রিক্থী** (-থিন্)—ধনী; উত্তরাধিকারী।

রিকস, রিকশা—বি দুই চাকার মানুষ-টানা গাড়ী। [জাপানী. জিনরিকিশা]। **রিকশা-ওয়ালা**—রিকশাবাহক।

রিঝ—বি. হৃদয়। (প্রাচীন কাব্যে)।

রিটার্ন—[ইং. return] ণ. ফেরতা (রিটার্ন-টিকিট); বি. পাওয়া জিনিস বা টাকা সম্বন্ধে দাখিল-করা হিসাব ইত্যাদি।

রিঠা, রীঠা—[সং. অরিষ্ট; হি. রীঠা] বি. আঠাযুক্ত ফল-বিশেষ, soap-nut (রেশমী ও পশমী কাপড় ধোয়ার কাজে ব্যবহৃত হয়)।

রিণি-ঝিনি, রিনিকি-ঝিনি, রিণিকি-ঝিনিক—অব্য. নূপুরাদির মধুর ধ্বনি। **রিণি-ঠিনি**—শিকল নাড়ার মৃদু ধ্বনি। **রিণি-রিণি**—মধুর ভূষণ-ধ্বনি বা তত্তুল্য শব্দ (শুনতে যেন পাবে কেহ রক্তে যে তার বাজে রিণিরিণি—রবি)।

রিপিট—[ইং. rivet] বি. লোহা প্রভৃতির খিল, যাহার দুই মুখ হাতুড়ি মারিয়া চেপ্টা করিয়া দেওয়া হয় (ধাতুর পাত-আদি যোড়া দিবার কাজে ব্যবহৃত হয়। রিপিট করা)।

রিপু—[রপ্ (বলা) + উ] বি. শত্রু, বৈরী; অনিষ্টকর ছয়টি প্রবৃত্তি (ষড়্‌রিপু—কাম ক্রোধ লোভ মোহ মদ মাৎসর্য)। **রিপুঞ্জয়**—[রিপু—জি + খশ্] ণ. শত্রুজয়ী, অরিন্দম। **রিপু-দমন**—ণ. শত্রুদমনকারী; বি. কাম-ক্রোধ দমন। **রিপুপরতন্ত্র**—ণ. কাম-ক্রোধাদির বশীভূত।

রিপু,-ফু—[আ. রফু] বি. কাপড়ের ছেঁড়া জায়গা ছুঁচসূতা দিয়া বুনিয়া আগেকার মত করা। **রিপুকর্ম**—এরূপ উত্তম সেলাই; (তাহা হইতে) ত্রুটি ঢাকিবার সবিশেষ চেষ্টা। **রিপু-গার**—যে রিপুকর্ম করে। বি. **রিপুগারি**।

রিপোর্ট—[ইং. report] বি. প্রতিবেদন,

বিবরণী (রিপোর্ট দাখিল করা)। (কথ্য—রিপোর্ট)। [শোধিত করা।

রিফাইন করা—[ইং. refine] নির্মল করা,

রিবেট—[ইং. rabbet] বি. তক্তার লম্বা খাঁজ যাহার ভিতরে অন্য খাঁজ-কাটা তক্তা বসানো হয়; [ইং. rebate] দেয় অর্থের কিঞ্চিৎ কমতি, ছাড়, মুসম্মা (যথাসময়ে পরিশোধের জন্য)।

রিভলভার,-বার—[ইং. revolver] বি. একসঙ্গে কয়েকবার গুলি করিতে পারা যায় এমন ছোট বন্দুক বিশেষ (কার্তুজের খাপ ঘুরিয়া যায়)।

রিম, রীম—[ইং. ream] বি. কুড়ি দিস্তা (৪৮০ বা ৫০০ তা) কাগজ।

রিমঝিম, রিমিঝিমি—অব্য. বৃষ্টিপাতের শ্রুতি-সুখকর শব্দ।

রিরংসা—[রম্ + সন্ + অ + আপ্] বি. রমণেচ্ছা; কামপ্রাবল্য। ণ. **রিরংসু**।

রি-রি—অব্য. তীব্র অনুভূতিজ্ঞাপক শব্দ (রাগে সমস্ত শরীর রি-রি করছে)।

রিল, রীল—[ইং. reel] বি. কাটিম, সূতা জড়াইয়া রাখিবার চাকা।

রিশবৎ—[আ. রিশবৎ] বি. ঘুস (—খাওয়া)।

রিষ—[ঈর্ষা] বি. দ্বেষ, আক্রোশ।

রিষ্ট—[রিষ্ (বধ করা, হিংসা করা) + ক্ত] বি. অশুভ, পাপ, অমঙ্গল; কল্যাণ, শুভ; রিঠা গাছ; খড়্গ। **রিষ্টি**—[রিষ্ + ক্তি] বি. অকল্যাণ, অশুভ (রিষ্টি নাশ); শুভ; খড়্গ।

রিসালা, রিসালদার—রে দ্রঃ।

রিসিবর, রিসীভর—[ইং. receiver] বি. বিচারাধীন সম্পত্তি রক্ষার জন্য আদালত কর্তৃক নিযুক্ত কর্মচারী।

রিস্ট-ওয়াচ—বি. হাতের কব্জীতে বাঁধা ঘড়ি। [ইং. wrist-watch]।

রিহার্সেল—[ইং. rehearsal] বি. অভিনয়ের পূর্বে তালিম, মহলা (শাজাহান-নাটকের রিহার্সেল)।

রীতি—[রী (গমন করা) + ক্তি] বি. ধরণ; আচরণ; প্রথা, প্রণালী, পদ্ধতি; প্রকৃতি, স্বভাব (রীতি ভাল নয়); রচনা-শৈলী, style (সংস্কৃতে বৈদর্ভী, গৌড়ী, পাঞ্চালী, লাটিকা রীতি প্রসিদ্ধ)। (কথ্য : রীত)। **রীতিনীতি**—স্বভাব-চরিত্র, ধরণধারণ, চাল-চলন। **রীতিমত**—ণ. নিয়ম অনুযায়ী; পুরাদস্তুর, সম্পূর্ণ। **রীতি-বিরুদ্ধ**—ণ. নিয়ম বা প্রথাবিরুদ্ধ; (সাহিত্যে) বাগ্‌ধারার বিরুদ্ধ, un-idiomatic (রীতিবিরুদ্ধ প্রয়োগ)।

রীতি—[সং.] বি. পিত্তল; লোহার মরিচা; স্বর্ণের শ্যামিকা। **রীতিপুষ্প**—পিতলের মল।

রীম—রিম (দ্রঃ)। **রীল**—রিল (দ্রঃ)।

রুই—[সং. রোহিত] বি. রোহিত মৎস্য। **রুই-কাতলা**—রোহিত ও কাতলা মৎস্য; বড় ও দামী মাছ; (কথ্য, নিন্দার্থক) সমাজের পদস্থ ও বিত্তশালী লোক (বিপ. চুনোপুঁটি)।

রুই-[হি.] তুলা ('চক্ষে বাক্ষ ফেটা বাপা কর্ণে দাও রুই'); [বাং. উই] উই।

রুইতন—[ওলন্দাজ. ruiten] বি. লাল ফোঁটার বরফির আকারের তাস-বিশেষ।

রুইদাস, রুহিদাস—[রবিদাস, রয়দাস] বি. মধ্য-যুগের স্বনামধন্য চর্মকার জাতীয় সাধু (রামানন্দ স্বামীর শিষ্য)।

রুইদাসী—(<রইসী <ঋষি) চামার, মুচি।

রুক্মিণী—বিদর্ভরাজ ভীষ্মকের কন্যা, শ্রীকৃষ্ণের প্রধানা মহিষী।

রুক্ষ, রূক্ষ—[সং.] ণ. কর্কশ, অচিক্কণ; তৈল-বিহীন (রুক্ষকেশ); পরুষ, লালিত্যহীন (রুক্ষভাষী); নিষ্ঠুর, উগ্র, তীব্র (ঘরের কর্ত্রী রুক্ষমূর্তি—রবি)। **রুক্ষতা**—বি. কর্কশতা; তেলের অভাব; উগ্রতা, পারুষ্য। **রুক্ষবাদী (-দিন্),-ভাষী (-ষিন্)**—ণ. পরুষভাষী। **রুক্ষস্নান**—তেল না মাখিয়া স্নান। **রুক্ষান্ন**—শুষ্ক ঘৃতাদিবিহীন অন্ন, রুখাভাত। **রুক্ষী**—ণ. কর্কশ-স্বভাব; রাগী; তৈলস্পর্শহীন। **রুক্ষু**—ণ. রুক্ষ, তৈলস্পর্শহীন, কর্কশ (রুক্ষু নাওয়া)। (কথ্য)।

রুখা, রোখা—ক্রি. রোধ করা (একাই দশজনকে রুখতে পারে); রোষ প্রকাশ করা; সক্রোধে আক্রমণ করা, তেড়ে আসা (রুখে দাঁড়ালো; রুখে মারতে গিয়েছিল; রুখে এলো)।

রুখা—[রুক্ষ] ণ. শুষ্ক; ঘৃততৈলাদি-বর্জিত (রুখা রুটি); খোরাক-ছাড়া, শুখা (—মাইনে); ব্যঞ্জনহীন। **রুখাভাত**—ব্যঞ্জনহীন ভাতমাত্র ('রুখাভাত গলা দিয়া নামে না', —পূর্ববঙ্গের গ্রাম্য 'রুখ্‌খা')।

রুখু—ণ. রুখা, রুক্ষ (চুল)।

রুগী—বি., ণ. রোগী (কথ্য ভাষায় ব্যবহৃত—চিররুগী; রুগীপত্র—রুগীসমূহ, রুগী ইত্যাদি)। **রুগী ঘাঁটা**—নানা ধরণের রোগীর সংস্পর্শে যাওয়া (যাহা আপনার জনের পক্ষে আপত্তিকর)।

রুগ্‌ণ—[রুজ্ + ক্ত] ণ. রোগগ্রস্ত, পীড়িত (রুগ্‌ণ শিশু); রোগহেতু নির্বীর্য (রুগ্‌ণ শাখা); নিপীড়িত, কাহিল (শোক-রুগ্‌ণ; অরুগ্‌ণ বলিষ্ঠ হিংস্র নগ্ন বর্বরতা—রবি)।

রুচক—[সং.] ণ. রুচিকর; বি. বলকারক ঔষধ, tonic; সাজিমাটি।

রুচা, রোচা—বি. রুচিকর হওয়া, সুস্বাদু বোধ (ঝির রান্না মুখে রোচে না)।

রুচি—[রুচ্ (রোচক হওয়া, দীপ্তি পাওয়া) + ই] বি. দীপ্তি, শোভা (দন্তরুচি কৌমুদী; মুখরুচি কত শুচি করিয়াছে শোভা—কাশীদাস); পছন্দ; স্পৃহা, অনুরাগ; ভোজনের আগ্রহ (স্ত্রীর রান্না বিনা অন্নপানে হ'ত না তাঁর রুচি—রবি; উৎকৃষ্ট রুচির পরিচায়ক; রুচির পার্থক্য; পরচর্চায় রুচি নেই); সুরুচি; গোরোচনা; **রুচিকর**—ণ. স্পৃহাজনক, অভিলষণীয়, সুস্বাদু (রুচিকর প্রসঙ্গ, রুচিকর খাদ্য)। **রুচিফল**—নাসপাতি। **রুচিবাগীশ**—ণ. সুরুচির লঙ্ঘন-সম্বন্ধে যে অতিরিক্ত সচেতন (ব্যঙ্গে)। **রুচি-ভেদ**—লোকের মতের বা পছন্দের বিভিন্নতা। **রুচির**—[রুচ্ + কিরচ্] ণ. মনোজ্ঞ, সুন্দর; মধুর, উজ্জ্বল। স্ত্রী. **রুচিরা**। **রুচিরাক্ষী**—ণ. সুনয়না। **রুচির-ভাষণ**—ণ. মধুরভাষী। **রুচিষ্য**—ণ. রুচিকর, মধুর; অভিপ্রেত।

রুজ, রূজ—[ইং. rouge] বি ওষ্ঠ ও গণ্ডদেশ রঞ্জিত করিবার প্রসাধন-দ্রব্য-বিশেষ।

রুজি—[ফা. রোযী] বি. জীবিকা, দৈনন্দিন খাদ্য-সংস্থান। **রুজি মারা**—জীবিকার উপায় নষ্ট করা। **রুজি-রোজগার**—জীবিকা উপার্জন।

রুজু—[সং. ঋজু] ণ. পরস্পরের সম্মুখবর্তী (ঘরের জানালাগুলো রুজু-রুজু হওয়া চাই)। **রুজু দেওয়া**—মূলের সহিত মিলানো। [কথ্য]।

রুজু—[আ.] ণ. দায়ের, দাখিল (মোকদ্দমা রুজু

রুটি—[তামিল ও হিন্দি—রোটি] বি. ময়দা-আটা দিয়া প্রস্তুত খাদ্যবিশেষ, চাপাতি পাউরুটি ইত্যাদি (রুটি-মাখন); রুজি, জীবিকা (রুটির বন্দোবস্ত; রুটি মারা)। [কথ্য]।

রুঠা, রুঠো—[রূঢ়] ণ. রুক্ষ, কর্কশ (রুঠো

রুণুঝুণু, রুণুরুণু, রুনুঝুনু, রুনুরুনু—অব্য. নূপুর ঘুঙুর ইত্যাদির শ্রুতিমধুর শব্দ।

রুদ্ধ—[রুধ্ + ক্ত] ণ. প্রতিহত, নিবারিত; আটকানো, বন্ধ, অর্গলিত (রুদ্ধদ্বার; শ্বাসরুদ্ধ হইয়া মৃত্যু); স্তম্ভিত। **রুদ্ধবীর্য**—ণ. যাহাকে শক্তিহীন করা হইয়াছে। **রুদ্ধশ্বাসে,-নিশ্বাসে**—উৎকণ্ঠা-আদির জন্য শ্বাস গ্রহণ বা ত্যাগ না করিয়া, অতিশয় উৎকণ্ঠিত হইয়া।

রুদ্র—[রুদ্ + ণিচ্ + রক্] বি. গণদেবতা-বিশেষ (সংখ্যায় একাদশ); শিবের সংহার-মূর্তি (মহা-রুদ্ররূপে মহাদেব সাজে—ভারতচন্দ্র); ণ. ভয়ঙ্কর, প্রচণ্ড, উগ্র (হে রুদ্র বৈশাখ—রবি; 'ঝটিকা উড়ায়ে রুদ্র পাখা গাহিছে গর্জন-গান')। **রুদ্রজ**—বি. শিবের পুত্র; পারদ। **রুদ্রজটা**—বি. শিবের জটা; লতা-বিশেষ। **রুদ্রতাল**—বি. তাণ্ডবের তাল। **রুদ্রদর্শন**—ণ. ভীষণ-দর্শন। **রুদ্রপত্নী,-প্রিয়া**—দুর্গা। **রুদ্রপ্রয়াগ**—গাড়োয়ালের ক্ষুদ্র শহর বিশেষ। **রুদ্রবীণা**—বি. বীণা-বিশেষ (দণ্ডের দৈর্ঘ্য একাদশ মুষ্টি); রুদ্রের বীণা অর্থাৎ ধ্বংস আনে এমন বীণা (হে রুদ্রবীণা, বাজো বাজো বাজো—রবি)। **রুদ্র-মূর্তি, রুদ্ররূপ**—বি., ণ. ভয়ঙ্কর মূর্তি, সংহার-মূর্তি। **রুদ্রাক্রীড়**—বি. রুদ্রের ক্রীড়াস্থল, শ্মশান। **রুদ্রাক্ষ**—বি. বৃক্ষ-বিশেষ যাহার বীজে জপমালা প্রস্তুত হয়। স্ত্রী. **রুদ্রাণী**—রুদ্রপত্নী।

রুধা, রোধা—ক্রি. রোধ করা; বন্ধ করা, আটকানো কাব্যে। কার সাধ্য রোধে তার গতি—মধুসূদন; সেথায় দুয়ার রুধিনু এবার—রবি।

রুধির—[রুধ্ (আবরণ করা) + কির] বি. রক্ত, শোণিত; দেবতাকে নিবেদিত বলির রক্ত; (তাহা হইতে) ভেট, ঘুস।

রুপা; রুপেয়া—দ্র- দ্রঃ।

রুধিরদিগ্ধ, রুধিরাক্ত, রুধিরাপ্লুত—ণ. রক্ত-মাখা।

রুবাই—[আ. রুবাঈ'] বি. চতুষ্পদী কবিতা বিশেষ যাহার প্রথম তিন চরণে মিল এবং চতুর্থ চরণ অন্যরূপ। বহুব্রী. **রুবাইয়াত**। (রুবাইয়াত-ই-ওমর খৈয়াম—ওমর খৈয়ামের চতুষ্পদীসমূহ)।

রুম—[ইং. room] বি. কক্ষ, কামরা।

রুম, রূম—বি. রোম-রাজ্যের পূর্বাংশ, তুরস্ক। ণ. **রুমী**। **রুমের বাদশা**—তুরস্কের সুলতান।

মৌলানা রুম—তুরস্কের মৌলানা ; পারস্যের কবি জালালুদ্দিন রুমী। [ধ্বনি।
রুমঝুম—অব্য. বাদ্যযন্ত্রের অথবা নূপুরাদির মধুর
রুমা—[রু + ম + আপ্] বি. সুগ্রীবের পত্নী।
রুমাল, রোমাল—[ফা. রূমাল] বি. মুখ-হাত মুছিবার বস্ত্রখণ্ড, handkerchief ; ছোট শাল-বিশেষ। **রুমালী ঠগ**—ঠগী সম্প্রদায়-বিশেষ —ইহারা পথিকের গলায় রুমাল জড়াইয়া হত্যা করিত ও সর্বস্ব লুঠ করিত।
রুমী মস্তকী—বি. বার্ণিশের উপাদান-বিশেষ, mastic [রুমী + mastic]।
রুয়া, রোয়া—ক্রি. রোপণ করা (রুয়ে কলা না কাট পাত—খনা)।
রুয়া, রুয়ো—বি. ঘরের চালে যে লম্বা লম্বা মসৃণ-করা বাঁশের টুকরা বাঁধা হয়। [প্রাদে.]
রুরু—বি. হরিণ-বিশেষ। [সং.]
রুল—[ইং rule] বি. নিয়ম (রুল মোতাবেক) ; উচ্চতর আদালতের আদেশ (রুল জারী করা) ; মুদ্রণে যে সরু দীর্ঘ কষি ব্যবহার করা হয় ; [ইং. ruler] কষি টানিবার কাজে ব্যবহৃত গোলাকার কাষ্ঠখণ্ডবিশেষ (রুল টানা,-করা) ; কনেষ্টবলের ছোট কাষ্ঠদণ্ড (রুলের গুঁতো)। **রুলিং**—[ruling] উচ্চ আদালতের নির্দেশ।
রুলি,-লী—বি. গালার সরু বালা-বিশেষ (হিন্দু সধবার চিহ্ন। বর্তমানে সোনায় মোড়া হয়) ; তিলক করার চূর্ণ-বিশেষ, রোলি।
রুষা—ক্রি. রোষ প্রকাশ করা বা ক্রুদ্ধ হইয়া আক্রমণ করা, রুখা। (কাব্যে ব্যবহৃত)।
রুষিত, রুষ্ট—[রুষ্ + ক্ত] ণ. কুপিত, ক্রুদ্ধ ; অসন্তুষ্ট, অপ্রসন্ন। বি. **রুষ্টি**।
রুসুম—[রসমের বহুবচন] বি. আচার বা প্রথা-সমূহ, কায়দা-কানুন ; আদালতের মাশুল, কোর্টফী। **রুসুমাত**—মাশুলসমূহ।
রুহ, রুহু—[আ. রূহ্] বি. আত্মা, অন্তরাত্মা, অন্তর। **রুহটা সাফ নয়**—অন্তর নির্মল নয়। **রুহ বুঝে ফেরেশ্‌তা**—যাহার যেমন অন্তর-প্রকৃতি তাহার প্রহরী ফেরেশ্‌তাও তদ্রূপ, দেবতা বুঝে বাহন।
রুহিতন—রুইতন।
রুহিদাস—রুইদাস।
রূঢ়—[রুহ্ + ক্ত] ণ. উৎপন্ন, জাত ; প্রকাশিত ; প্রসিদ্ধ ; বৃদ্ধিপ্রাপ্ত ; (ব্যাকরণে) ব্যুৎপত্তিগত নহে এমন অর্থ প্রকাশ করে যাহা (রূঢ় শব্দ, যথা—আখণ্ডল, গো, বৃক্ষ প্রভৃতি। বিপ. যৌগিক) ; স্ফুট (বিপ. গূঢ়) ; মৌলিক, elementary (রূঢ় পদার্থ) ; অশিষ্ট, দুর্বিনীত ; কঠোর, রুক্ষ (রূঢ় বাক্য ; রূঢ় দীপের আলোক লাগিল ক্ষমা-সুন্দর চক্ষে—রবি)। **রূঢ়পদার্থ**—বি. মৌলিক পদার্থ, element। (স্বর্ণ রৌপ্য গন্ধক প্রভৃতি)। **রূঢ়মন্যু**—বি. যে ক্রোধ প্রকাশ পাইয়াছে (বিপ. গূঢ় মন্যু)। **রূঢ়মূল**—ণ. দৃঢ়মূল। **রূঢ়যৌবন**—ণ. যাহার যৌবন-লক্ষণ সুস্পষ্ট। **রূঢ়স্কন্ধ**—ণ. প্রবৃদ্ধ-স্কন্ধযুক্ত (বৃক্ষ)। **যোগরূঢ়**—যোগ দ্রঃ। বি. **রূঢ়ি**—প্রসিদ্ধি ; উৎপত্তি ; প্রকৃতি-প্রত্যয়গত অর্থের অপেক্ষা না করিয়া শব্দের অর্থবোধক শক্তি।
রূপ—[রূপ্ (রূপযুক্ত করা) + অল্] বি. আকৃতি, চেহারা ; মূর্তি, দেহ (নররূপী দেবতা ; নব নব রূপে এসো প্রাণে—রবি) ; স্বরূপ, স্বভাব ; স্বাভাবিক সৌন্দর্য (রূপে লক্ষ্মী, গুণে সরস্বতী) ; (ব্যাক.) শব্দ বা ধাতুর সহিত বিভক্তিযোগ (শব্দরূপ, ধাতুরূপ) ; প্রকার, ধরণ, রকম (সেইরূপ ; এরূপ) ; বর্ণ, রং। **রূপক**—উদ্দেশ্যপূর্ণ কল্পিত কাহিনী ; অর্থালঙ্কার-বিশেষ, metaphor। **রূপকথা**—বি. উপকথা। **রূপকার**—শিল্পী ; যাত্রা-থিয়েটারের পেণ্টার। **রূপগুণ**—স্বাভাবিক অঙ্গসৌষ্ঠব ও গুণপনা। **রূপচাঁদ**—(কথ্য) রৌপ্যমুদ্রা, টাকা-পয়সা (যার আকর্ষণ মানুষের পক্ষে প্রবল—ব্যঙ্গে)। **রূপজ**—ণ. সৌন্দর্যের আকর্ষণ হইতে জাত (রূপজ মোহ)। **রূপতৃষ্ণা**—বি. নারীর সৌন্দর্য উপভোগ করিবার বাসনা। **রূপদক্ষ**—বি. রূপ সৃষ্টিতে বা রূপ ধারণে নিপুণ ব্যক্তি, শিল্পী বা অভিনেতা। **রূপধারী** (-রিন্)—বি., ণ. যে বিভিন্ন বেশ ও আকৃতি ধারণ করে, নট। **রূপবতী**—ণ. সৌন্দর্যবতী। **রূপবান্** (-বৎ)—বি. সৌন্দর্যশালী ; সাকার। **রূপ-লাবণ্য**—বি. দেহসৌষ্ঠব ও কমনীয়তা। **রূপস**—ণ. রূপবান্, সুন্দর (বাংলায় তেমন প্রচলিত নয়)। **রূপসী**—ণ. সুন্দরী, রূপ-লাবণ্যবতী (কাব্যে ও নারী-ভাষায় সমধিক প্রচলিত)। **রূপের বালাই নিয়ে মরি**—সৌন্দর্য অটুট থাকুক (আশীর্বাদসূচক)। **রূপের ডালি বা ধুচুনি**—(ব্যঙ্গে) কুশ্রী। **রূপ-**

দস্তা—বি. রঙ্গ ও দস্তার মিশ্রণে উৎপন্ন রূপার মত শুভ্র ধাতু-বিশেষ।

রূপা, রুপা—[সং. রূপ্য, রৌপ্য] বি. সাদা ধাতু-বিশেষ, রৌপ্য, রুপো। **রূপার চাকতি**—রূপচাঁদ, টাকা-পয়সা (ব্যঙ্গে)।

রূপাজীবা—বি. গণিকা। **রূপান্তর**—বি. পরিবর্তন, ভিন্ন আকৃতি লাভ। ণ. **রূপান্তরিত**—পরিবর্তিত, দশান্তরপ্রাপ্ত। **রূপায়ণ**—বি. রূপ দেওয়া, মূর্ত করিয়া তোলা; রচনা; অভিনয়ে ভূমিকা গ্রহণ। **রূপায়িত**—ণ. যাহাকে নবরূপ দান করা হইয়াছে, মূর্ত।

রূপালী, রুপালী—ণ রূপার মত দেখিতে; রূপার পাতের দ্বারা মণ্ডিত।

রূপী (-পিন্)—রূপধারী, আকৃতিবান্, মূর্ত (নররূপী রাক্ষস)। **রূপী বানর**—ছোট লাল-মুখ বানর-বিশেষ; দেখিতে সুন্দর কিন্তু বানরের প্রকৃতি বিশিষ্ট (বিদ্রূপাত্মক, সাধারণতঃ ছেলেপিলে সম্পর্কে ব্যবহৃত হয়)। স্ত্রী. **রূপিণী**—ণ. রূপধারিণী, মূর্ত। ণ. **রূপিত**—রূপে বা আকৃতিতে ব্যক্ত, মূর্ত।

রূপেয়া—[হি. রূপৈয়া] রূপচাঁদ, টাকা (ঈষৎ ব্যঙ্গার্থক—বুঝলে ভায়া, চাই রূপেয়া)।

রূপোন্মাদ—বি. রূপ দেখিয়া পাগল অবস্থা।

রূপোপজীবিনী—বি. রূপাজীবা, বেশ্যা।

রূপোশ—[ফা. রু-পোশ—যে নিজের মুখ লুকাইয়াছে] ণ. পলাতক, ফেরারী (আদালতের ভাষা)। বি. **রূপোশি**—ফেরারী অবস্থা।

রূপ্য—বি. রূপা। [সং]

রূবকার—[ফা. রুবকার] বি. আদালতের আদেশ, হুকুম। **রূবকারী**—শুনানী (রুবকারী হওয়া); মোকদ্দমার রিপোর্ট, judicial proceedings of a case।

রে—অব্য. সম্বোধনে (অসম্ভ্রম-সূচক অথবা কনিষ্ঠদের প্রতি অথবা সমাদরে। রে পাষণ্ড; মন রে আমার; রে মৃত ভারত—রবি; ভাই রে); কর্মপদের বিভক্তিবিশেষ, -কে (সাধারণতঃ কাব্যে। জানকীরে…আনিনু এ হৈম গৃহে—মধুসূদন); কথার মাত্রা-হিসাবে অথবা দুঃখে (কাঁদে রে কলঙ্কী চাঁদ—ভারতচন্দ্র; তবে কেন আর আমি থাকি রে এখানে—মধুসূদন)।

রেউচিনি—[ফা. রেবন্দ্-ই-চীনী] বি. চীনদেশীয় বৃক্ষ-বিশেষের মূল (রেচক ঔষধরূপে ব্যবহৃত)।

রেওয়া—[ফা. রেবা—সঙ্গত; বৈধ, সঙ্গত বা নির্ভুল বলিয়া স্বীকৃত] বি. কারবারের বাৎসরিক নিকাশী কাগজপত্র বা জমাখরচের হিসাব, সালতামামি।

রেওয়াজ—[আ. রিবাজ] বি. রীতি, পদ্ধতি; ধরণ, আচার, চলন (তখন মেয়েদের জন্য কড়া পর্দাই ছিল সম্ভ্রান্ত সমাজের রেওয়াজ); গান অভ্যাস (রেওয়াজ করা)। ণ. **রেওয়াজী**।

রেঁদা, র‍্যাঁদা—[ফা. রন্দা] বি. ছুতারের যন্ত্র যাহার দ্বারা কাঠ মসৃণ করা হয়, বড় ঘিসকাপ, carpenter's plane (রেঁদা করা,-মারা—রেঁদা দিয়া কাঠ মসৃণ করা)। **রেঁদানো**—ক্রি. রেঁদা করা।

রেক—বি. শস্যাদির মাপবিশেষ, ৪ কুনিকা [পরিমাণ।

রেকাব—রিকাব দ্রঃ। **রেকাবি**—ছোট থালা (এক রেকাবি ভাত)।

রেখা—বি. দীর্ঘ সরু টান বা কষি, line (সরল রেখা, বক্র রেখা); সোজা দাগ (পূরব মেঘমুখে পড়েছে রবি-রেখা—রবি); চিহ্ন, ক্ষীণচিহ্ন (কলঙ্ক-রেখা; গোঁফের রেখা দিয়েছে; পথের রেখা ধরে চলা; রেখামাত্র)। (বিণ. রৈখিক)। **রেখাগণিত**—জ্যামিতি। **রেখাঙ্কন**—বি. দাগটানা; ছবি আঁকা। **রেখাচিত্র**—বি. শুধু রেখা দ্বারা আঁকা ছবি; ছবির আদরা।

রেখাপাত—বি. রেখাঙ্কন; দাগ বা চিহ্ন ফেলা; ফলপ্রসূ হওয়া বা প্রভাব বিস্তার করা (মনুষ্যত্বের এত বড় লাঞ্ছনা আমাদের মনের উপরে কোন রেখাপাত করিতে পারিয়াছে কি ?)।

রেচক—[রিচ্ + ণিচ্ + ণক] ণ. ভেদকারক, বিরেচক, দাস্ত করায় এমন; বি. জোলাপ; প্রাণায়াম-কালে নিঃশ্বাসত্যাগ (পূরক, কুম্ভক, রেচক)। **রেচন**—বি. নিঃসারণ; ভেদ, দাস্ত। ণ. **রেচিত**—ত্যক্ত; শূন্যীকৃত।

রেজকি, রেজগি,-গী—[ফা. রেয্‌গী] বি. ক্ষুদ্র মুদ্রা, আধুলি সিকি দুয়ানি ইত্যাদি।

রেজা—[ফা. রেযা] বি. টুকরা, খণ্ড, ক্ষুদ্র অংশ (রেজা রেজা করা—চূর্ণ-বিচূর্ণ করা); রাজ-মিস্ত্রির সহকারিণী নারী মজুর (বিশেষতঃ যাহারা ছাদ পিটায়)।

রেজাই—[ফা. রাদাই] বি. পাতলা লেপ।

রেজামন্দী—[ফা. রদামন্দী] বি. সম্মতি, সন্তোষ, অনুমতি।

রেজিষ্টার—[ইং. register] বি. যে বইতে প্রমাণস্বরূপে একশ্রেণীর বিষয় বা ব্যাপার লিখিয়া রাখা হয়; ছাত্রদের হাজিরার বই; তালিকা-বহি। **রেজিষ্টারি, রেজিষ্ট্রী**—[ইং registration] বি. নিবন্ধন, সরকারি বইতে বা খাতায় নামাদি লিখন অথবা দলিলাদির নকল রক্ষণ ও তৎসমুদয় সরকারি মোহরাঙ্কিত করা। **রেজিষ্ট্রী**—[ইং. registered] ণ. নিবন্ধীকৃত, যাহা এরূপ সরকারি তালিকার অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে (রেজিষ্ট্রী খাম)। **রেজিষ্ট্রার**—[ইং registrar] বি. নিবন্ধক, রেজিষ্টারির ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী। [দেওয়া); সরু কটিভূষণ-বিশেষ।

রেট—[ইং. rate] বি. দর হার (রেট বেঁধে

রেড়ি,-ড়ী—[সং. এরণ্ড] বি. ভেরাণ্ডার গাছ ও ফল। **রেড়ির তেল**—এই ফলের বীজ হইতে প্রস্তুত তেল।

রেডিও—[ইং. radio] বি. ধ্বনি চতুর্দিকে প্রেরণ করিবার বৈদ্যুতিক ব্যবস্থা-বিশেষ; এরূপ ধ্বনি শুনিবার যন্ত্র।

রেণু—[রি (বধ করা)+নু] বি. ধূলি, পাংশু; গুঁড়া, পরাগ (পদরেণু; পুষ্পরেণু)।

রেণুকা—বি. পরশুরামের মাতা; মরিচের আকৃতির গন্ধদ্রব্য-বিশেষ। [সং]।

রেত—বি. স্রোত (রেত ঠেলে জাহাজ যেতে পারে না—শরৎ); রেতি; উখা।

রেতঃ (-তস্)—[রী (ক্ষরিত হওয়া)+অস্] বি. শুক্র, বীর্য, semen; পারদ।

রেতি,-তী—[হি. রেতী] বি. উখা, file (রেতি করা—রেতি দিয়া ঘষিয়া লোহা ক্ষয় করা)।

রেনেসাঁস—[ফরাসী. renaissance] বি. প্রাচীন গ্রীক-শিল্পের প্রভাবে ইয়োরোপে চতুর্দশ পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতাব্দীতে শিল্প-চর্চার পুনরুজ্জীবন ব্যাপার; কোন জাতির বা দেশের ব্যাপক নবজাগরণ।

রেফ—(যাহা কাপড় ফাড়ার শব্দের মত উচ্চারিত হয়) বি. ব্যঞ্জনবর্ণের মস্তকের র্-চিহ্ন (যথা, র্গ)। [সং]। **রেফাক্রান্ত**—ণ. রেফযুক্ত (রেফাক্রান্ত শব্দে বিকল্পে দ্বিত্ব হয়)। (দ্বিরেফ দ্রঃ)। [রেফ+আক্রান্ত]

রেফারী—[ইং. referee] বি. খেলায় যিনি খেলার পরিচালনা ও দুই পক্ষের খেলোয়াড়দের মধ্যস্থতা করেন।

রেবতী—[সং.] বি. সপ্তবিংশ নক্ষত্র; বলরামের পত্নী। **রেবতীরমণ**—বলরাম; চন্দ্র।

রেবা—[সং] নর্মদা নদী।

রেয়াত—[আ. রিআ'য়ত্] বি. খাতির, অনুগ্রহ; অব্যাহতি, রেহাই। **রেয়াত করা**—খাতির বা সম্মান করিয়া ছাড়িয়া দেওয়া (সুদের অর্ধেক রেয়াত করে দিয়েছেন; অন্যায় দেখলে সে কাউকে রেয়াত করে না)।

রেয়ো, রেও, রেউয়া—[সং রবাহূত] রবাহূত, যাহারা শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়া-কর্মে অনিমন্ত্রিত ভাবে উপস্থিত হয়। **রেয়ো ভাট**—ক্রিয়াবাড়ীতে আগত অনিমন্ত্রিত ভাট যাহারা অর্থলাভের জন্য কর্মকর্তার প্রশংসাদি করে, বিরক্তিকর নাছোড়বান্দা ভিখারী।

রে-রে-রে-রে—দস্যুদের ত্রাসকর ধ্বনি (চেঁচিয়ে উঠল হারে-রে-রে-রে বলে—রবি)।

রেল—[ইং. rail] বি. লোহার লম্বা মজবুত পাটি যাহার উপর দিয়া রেলগাড়ী বা ট্রাম চলে (রেলরাস্তা); রেলগাড়ী (রেলে চড়া); রেল কোম্পানী (রেলের বাবু)। **রেলওয়ে**—রেলপথ; রেল-কোম্পানী বা আপিস (রেলওয়েতে চাকরি পেয়েছে)। **রেলগাড়ী**—লাইনের উপর দিয়া চলে এমন বাষ্পীয় শকট। **রেলপথ**—রেলগাড়ীর রাস্তা। **রেলযোগে**—রেলগাড়ীতে করিয়া, রেলপথে।

রেলিং—[ইং. railing] বি. কাঠের বা লোহার গরাদের বেড়া (বারান্দার রেলিং)।

রেশ—বি. গান-বাজনা শেষ হইবার পরেও মনে তাহার যে অনুরণন চলে তাহা (সুরের রেশ); অনুরণন, জের; ক্ষীয়মাণ আনন্দানুভূতি (সুখানুভূতির রেশ); আভাস, আমেজ (গন্ধনে গাছে লাগল ফুলের রেশ—রবি)।

রেশন—[ইং. Ration] বি. খাদ্যদ্রব্যাদির নির্দিষ্ট বরাদ্দ (গবর্নমেন্ট-কর্তৃক)। **রেশন-এলাকা**—যেখানে খাদ্যশস্যাদি নিয়ন্ত্রিত এমন এলাকা। **রেশনকার্ড**—বরাদ্দ খাদ্য বা দ্রব্যাদির সাপ্তাহিক বা মাসিক পরিমাণ-লিখিত কার্ড।

রেশম—[ফা.] বি. গুটিপোকা হইতে যে সূতা পাওয়া যায় (রেশম-কীট)। **রেশম-শিল্প**—রেশমের চাষ-সম্পর্কিত শিল্প। ণ. **রেশমী**—রেশমের তৈরী (-রুমাল); রেশমের মত কোমল বা মসৃণ (-চুল)।

রেশা—[ফা. রেশা] বি. আঁশ। **বেরেশা আম**—যে আমে আঁশ নাই।

রেশালা, রেসালা, রি-—[আ. রিসালা] বি. অশ্বারোহী সৈন্যদল; বিবাহের শোভাযাত্রায় যোগদানকারী দল। **রেসালাদার, রিসালদার**—বি. অশ্বারোহী সৈন্যদলের অধ্যক্ষ।

রেষ—বি. রিষ, হিংসা, দ্বেষ। **রেষারেষি**—পরস্পরের প্রতি হিংসা-বিদ্বেষ, ঈর্ষা-বিদ্বেষ।

রেস—[ইং. race] বি. দৌড়-প্রতিযোগিতা (রেস দেওয়া); ঘোড়দৌড়ের বাজি (রেসের ঘোড়া; রেস খেলা)। **রেসাড়ু, রেসুড়ে**—(কথ্য) ঘোড়দৌড়ের বাজির উপর জুয়া খেলে এমন লোক।

রেস্ত—[পর্তু. resto—খরচের পরে যাহা বাঁচিয়া থাকে] বি. সম্বল (রেস্তহীন—সম্বলহীন)। **রেস্তদার**—ণ. ধনী, সঙ্গতিপন্ন।

রেহাই—[ফা. রিহাই] বি. অব্যাহতি, মাফ, নিষ্কৃতি (এবার আর রেহাই নাই; রেহাই পাবে না; রেহাই দেওয়া—অব্যাহতি দেওয়া)।

রেহান, রেহেন—[আ. রেহ্‌ন্] বি. বন্ধক (রেহেন রাখা)। **রেহেনদার**—যে রেহেন রাখিয়া টাকা দেয়, mortgagee (বিপ. রাহেন)। ণ. **রেহেনী**—যাহা রেহেন রাখা হইয়াছে, বন্ধকী (রেহেনী সম্পত্তি)।

রৈখিক—[রেখা+ষ্ণিক] ণ. রেখা-সম্বন্ধীয়, linear।

রৈবত—বিন্ধ্যপর্বতের পশ্চিম-দিকস্থ পর্বত-বিশেষ। **রৈবতক**—গুজরাতস্থ পর্বত-বিশেষ; কবি নবীন সেনের একখানি কাব্যের নাম।

রৈ-রৈ—বি. উচ্চধ্বনি, কোলাহল। **রৈ-রৈ কাণ্ড**—বহুলোকের একসঙ্গে কোলাহলের ব্যাপার, ব্যস্ততা ও সোরগোলের ব্যাপার।

রোএদাদ, রোয়েদাদ—[ফা. রুএদাদ] বিবরণ, জ্ঞাপন; সালিশের নির্ধারণ, award (সাম্প্রদায়িক রোএদাদ—communal award)।

রোঁ, রোঁআ, রোঁয়া—[সং. রোম] বি. লোম, রোম (বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ। বর্তমানে রোঁয়া-ই ব্যবহৃত হয়—ঘন রাঙা রোঁয়ায় ঢাকা একটি কুকুরছানা—রবি); আঁশ; পক্ষ্ম (চোখের রোঁয়া)।

রোঁদ—[ইং. round] বি. পুলিসের পাহারার টহল (সেদিন বড়সাহেব রোঁদে বেরিয়েছিলেন)।

রোক—[রুচ্‌+ঘঞ্] বি. ক্রয়-বিশেষ, নগদ টাকায় ক্রয়; ণ. নগদ, ক্যাশ (রোক পাঁচশত টাকা)। **রোক-থোক**—নগদ এক থোকে। **রোক-শোধ**—নগদ টাকায় ঋণ শোধ; [আ. রুখ্‌সৎ] চাকুরির শেষ, কর্মজীবনের অবসান।

রোক, রোখ—[ফা. রুখ] বি. সম্মুখ ভাগ; নজরে পড়ার মত জায়গা (রোখের জমি); শাল প্রভৃতির সম্মুখ ভাগ (দোরোখা—ণ. দুই পিঠেই কারুকার্যযুক্ত)।

রোকড়—[সং. রোক] বি. জমাখরচের পাকা খাতা (রোকড়-বহি); নগদ (রোকড় বিক্রি); সোনা-রূপার গহনা-পত্র (রোকড়ের দোকান)।

রোক্‌সৎ—[আ. রুখ্‌স'ৎ] বি. বিদায়, কর্মাবসান। **রোক্‌সৎ হওয়া**—বিদায় হওয়া; কর্মের ঝঞ্ঝাট চুকিয়া যাওয়া, কন্নাগৎ হওয়া।

রোকা—[আ রোকা] বি. ক্ষুদ্র পত্র, চিঠা, নির্দেশসূচক খামহীন পত্র। **রোকাহুণ্ডি**—যে হুণ্ডির সহিত নগদ টাকা দিয়া দিবার নির্দেশ দেওয়া হয়।

রোখ—[সং. রোষ] বি. জেদ, ঝোঁক (রোখ চাপা); সম্মুখ, মুখপাত, রোক (দ্রঃ)। **রোখের মাথায়**—আগ্রহাতিশয্যে বা জেদের ফলে। ণ. **রোখা, রোখাল**।

রোখা—বি. রুখা (দ্রঃ); ণ. রোখ বা সম্মুখযুক্ত (দোরোখা শাল); জেদী, গোঁয়ার (একরোখা)।

রোখা—ক্রি. থামান, বাধা দেওয়া, রুখা দ্রঃ।

রোগ—[রুজ্‌+ঘঞ্] বি. ব্যাধি, পীড়া। **রোগ করা**—রোগ হওয়া, অনিয়মাদির ফলে রোগগ্রস্ত হওয়া। **রোগক্লিষ্ট**—ণ. রোগার্ত, রোগে কষ্ট পাইতেছে এমন। **রোগজীর্ণ**—ণ. রোগের ফলে নষ্টস্বাস্থ্য। **রোগজ্ঞ**—ণ. যিনি রোগের প্রকৃতি সম্বন্ধে জানেন, বৈদ্য। **রোগ ধরা**—প্রকৃত ব্যাধি কি তাহা বুঝিতে পারা। **রোগে ধরা**—ব্যাধিগ্রস্ত হওয়া। **রোগনিদান**—রোগের প্রকৃত কারণ। **রোগ-প্রতিষেধক**—ণ. রোগ-নিবারক, পূর্ব হইতে বা ব্যবহার করিলে রোগ না হওয়ার সম্ভাবনা। **রোগভোগ**—বি. অসুখে ভোগা। **রোগমুক্ত**—ণ. যাহার অসুখ সারিয়াছে এমন। **রোগযন্ত্রণা**—অসুখের কষ্ট। **রোগশয্যা**—রোগীর বিছানা। **রোগশান্তি**—রোগের প্রশমন, আরোগ্য লাভ

রোগা—[রোগ+বাং. আ] ণ. রোগগ্রস্ত (পেট

রোগা) ; কৃশ, শীর্ণ (রোগা চেহারা)। **রোগাটে**—ণ. যাহার বারবার অসুখ করে ; রোগ-হেতু অথবা রোগীর মত কৃশ (রোগাটে চেহারা)। **রোগা-পটকা**—ণ. শীর্ণ ও দুর্বল (রোগা-পটকা চেহারা)।

রোগী (-গিন্)—বি.,ণ. রোগগ্রস্ত, পীড়িত ; রোগে শয্যাশায়ী (ছমাসের রোগী)। স্ত্রী. **রোগিণী**। (কথ্য : রুগী)।

রোচক—[রুচ্ + ণিচ্ + অক] ণ. রুচিকর, ভোজনের আগ্রহবর্ধক (মুখরোচক) ; বি. চাটনি। **রোচন**—ণ. দীপ্তিপ্রদ ; বলকারক। **রোচনা**—গোরোচনা ; রক্ত-কহ্লার ; উত্তমা স্ত্রী।

রোচা—ক্রি. রুচিকর হওয়া (গরমে রুটি রোচে না); ভাল লাগা (টাকা বল, পয়সা বল, একজনের অভাবে কিছুই রুচবেনা)।

রোচিষ্ণু—[রুচ্ + ইষ্ণু] ণ. অলঙ্কারাদির দ্বারা দীপ্তিশীল ; শোভিত ; মার্জিত রুচির পরিচায়ক, elegant। [+ষ]।

রোচ্য—ণ. রুচিকর, প্রীতিকর। [রুচ্ + ণিচ্

রোজ—[ফা. রোয] বি. দিন ; দৈনিক মজুরি বা ভাতা (ধোবি-বাজার রোজ ; পেয়াদার রোজ) ; দৈনিক বরাদ্দ (দুধ রোজ দেওয়া) ; ক্রি.-ণ. প্রতিদিন (রোজ আসে)। **রোজ-কেয়ামত**—শেষ বিচারের দিন ; অতি কষ্টকর অবস্থা (জানের উপর রোজ-কেয়ামত তুলে দিয়েছে)। **রোজ গণা**—দিন গণা। **রোজগার**—উপার্জন (গ্রাম্য—রোচকার)। ণ. **রোজগেরে**—উপার্জনশীল। **রোজ-নামচা**—দৈনিক হিসাবের বহি ; ডায়রী, দিনলিপি, কড়চা, প্রতিদিনের ঘটনার বিবৃতি যাহাতে থাকে। **রোজ রোজ**—নিত্য, প্রত্যহ।

রোজা—[ফা.] বি. মুসলমান-ধর্ম-বিহিত উপবাস, সূর্যোদয় হইতে সূর্যাস্ত পর্যন্ত পান-ভোজন হইতে সম্পূর্ণ বিরতি (প্রধানতঃ রমজান মাসে)। **রোজাদার**—যে রোজা পালন করে। **রোজা রাখা**—বিধিবদ্ধ ভাবে রোজা পালন করা। **রোজা খোলা**—সমস্ত দিন রোজা রাখার পরে সন্ধ্যায় ইফ্‌তার করা অর্থাৎ আহার্য গ্রহণ করা (ইফ্‌তার দ্রঃ)।

রোজা, রোঝা—বি. ওঝা, যাহারা সাপের বিষ অথবা ভূত নামাইবার মন্ত্র জানে। [কথ্য]

রোজানা—[ফা. রোযানা] বি. দৈনিক বরাদ্দ বা মাহিনা ; দৈনিক যোগান (দুধ রোজানা করা —কথ্য ভাষায় : রোজানে)। **রোজিনা**—দৈনিক মাহিনা বা বৃত্তি (রোজিনাদার)।

রোটিকা—রুটি। [সং.]।

রোড—[ইং. road] বি. রাস্তা, রাজপথ। **রোডসেস্**—[ইং. road-cess] পথকর।

রোড়া—বি. নোড়া, ভাঙ্গা ইটের বড় টুকরা।

রোত্তো, রোথো—(কথ্য) ণ. খেলো, বাজে, ওঁচা, রদ্দী।

রোদ—[সং. রৌদ্র] বি. সূর্য-কিরণ (রোদ উঠা)। **রোদ পড়া বা পড়ে যাওয়া**—রোদের তেজ কমিয়া আসা (বিশেষতঃ বিকালে)। **রোদ পোয়ানো**—(শীতে) রৌদ্র উপভোগ করা। **রোদপোড়া, রোদেপোড়া**—ণ. রৌদ্রে ঝলসিত হওয়ার জন্য ঈষৎ রক্তবর্ণ। **রোদ লাগানো**—রোদ পোয়ানো, রৌদ্র-কিরণের স্পর্শ সহ্যে লওয়া ; রৌদ্র-কিরণে বেশি ক্ষণ ভ্রমণ করা (রোদ লাগানোর ফলে জ্বর হয়েছে)। **রোদে দেওয়া**—রোদে মেলিয়া দেওয়া (রৌদ্র-কিরণের স্পর্শ লাভের জন্য অথবা শুষ্ক হইবার জন্য)।

রোদন—[রুদ্ + অনট্] ক্রন্দন (অরণ্যে রোদন)।

রোদসী—[রোদস্ + ঈপ্] বি. পৃথিবী ও স্বর্গ উভয়। (এই রোদসী শব্দের অনুকরণে ক্রন্দসী শব্দের সৃষ্টি ?)।

রোদ্দুর—রৌদ্র (সাধারণতঃ কথ্য – শুকিয়ে মরি রোদ্দুরে আর উপবাসে – রবি)।

রোদ্ধা (-দ্ধৃ)—ণ. রোধকারী। [সং]

রোধ–[রুধ্ + ঘঞ্] বি. বাধা (রোধ করা—বাধা দেওয়া, গতি বন্ধ করা) ; বন্ধ, আটক (দ্বার রোধ) ; স্তম্ভন (কণ্ঠরোধ) ; রোধঃ, তীর, তট। **রোধক**—ণ. রোধকারী। (ণ. রুদ্ধ)।

রোধঃ—[সং.] তীর, বেলা, তট (বাদঃপতিরোধঃ যথা চলোর্মি আঘাতে—মধু)।

রোধন—বি. বাধাদান, অবরোধন। [রুধ্ + অনট্]। [তার গতি'—মধু)।

রোধা—ক্রি. রোধ করা. রোধা ('কার সাধ্য রোধে

রোধী (-ধিন্)—ণ. রোধকারী। [রুধ্ + ণিন্]। **রোধ্য**—ণ. রোধ করিবার যোগ্য।

রোধ্র—লোধ্র বৃক্ষ।

রোপণ—বি. গাছ লাগানো, পোঁতা (ধান্য রোপণ, বৃক্ষ রোপণ) ; স্থাপন। [রুহ্ + ণিচ্ + অনট্]

ণ. রোপণীয়। রোপয়িতা (-তৃ)—ণ. রোপণকারী। রোপা—ক্রি. রোপণ করা, রোয়া (চারা রোপা); ণ. যাহার চারা রোপণ করিয়া আবাদ করা হয় (রোপা ধান)। ণ. রোপিত—কৃতরোপণ, পোঁতা; আরোপিত, বিদ্ধ।

রোবাইয়াৎ—রুবাইসমূহ (রুবাই দ্রঃ)।

রোম (-মন্)—[সং.] বি. লোম, রোঁয়া, শুঁয়া। রোমকণ্টক—রোমাঞ্চ। রোমকূপ—রোমমূলের রন্ধ্র, রোমবিবর। রোমগুচ্ছ—চামর। রোমজ—ণ. পশমী (বস্ত্র)। রোম-পুলক, -বিকার, -বিক্রিয়া, -হর্ষ, -হর্ষণ—রোমাঞ্চ। রোমরাজি, -লতা—রোমাবলী। রোমশ—ণ. রোমযুক্ত।

রোম—[ইং. Rome] বি রোমরাজ্য। রোমক—[সং.] রোম নগর (রোমক পত্তন—রোম-রাজ্য); রোমবাসী; পাংশুল বর্ণ; অয়স্কান্ত মণি-বিশেষ; ণ. রোমের, রোমীয় (রোমক সভ্যতা)।

রোমন্থ, রোমন্থন—[রোম- -মন্থ্ (বধ করা) + অন্, অনট্] বি. চর্বিত-চর্বণ, জাবর কাটা, rumination; পুনঃ পুনঃ স্মরণ বা বিবৃতি (অতীত স্মৃতির রোমন্থন চলিতেছিল)। রোমন্থক—ণ. রোমন্থন করে এমন, ruminant (গো, মহিষ, হরিণ, জিরাফ ইত্যাদি পশু)।

রোমাঞ্চ—[রোমন্—অন্চ্ (গমন করা) + অল্] বি. অনুভূতির আধিক্যে গায়ের-লোম খাড়া হওয়া, গায়ে কাঁটা দেওয়া, পুলক। ণ. রোমাঞ্চিত—পুলকিত।

রোমান—[Roman] ণ. রোমক। রোমান ক্যাথলিক—খৃষ্টীয় ধর্মসম্প্রদায়-বিশেষ।

রোমাবলি, -লী, রোমালি, -লী—বি. নাভির ঊর্ধ্বভাগ পর্যন্ত উদরের রোমশ্রেণী। [সং.]

রোমীয়—ণ: রোম-এর, Roman। [Rome + ঈয়]। রোমোদ্গম, রোমোদ্ভেদ—বি. লোম গজানো; রোমাঞ্চ। [রোমন্ + উদ্গম, উদ্ভেদ]।

রোয়া—ক্রি. রোপণ করা, পোঁত (ধান রোয়া); স্থাপন করা; ণ. যাহার চারা লাগাইয়া আবাদ করা হয় (রোয়া ধান); ণ. (কমলার, কাঁঠালের)। কোষ বা কোয়া। (প্রাদে.)

রোয়াক—রওয়াক দ্রঃ।

রোরুদ্যমান—[রুদ্ (যঙ্‌লুগন্ত) + শানচ্] ণ. যে অতিশয় কাঁদিতেছে, রোদনশীল। স্ত্রী. -না

রোল—[রোড়্ + অচ্] বি. রব, ধ্বনি ('কিঙ্কিণীর রোল'); উচ্চ শব্দ ('যবে উৎপীড়িতের ক্রন্দন রোল আকাশে বাতাসে ধ্বনিবে না'—নজরুল); কলরোল; [ইং. roll] নামের তালিকা (রোল নম্বর]।

রোলার—[ইং. roller] বি. যন্ত্রের গোলাকার দণ্ডতুল্য অংশ-বিশেষ; গম ভাঙার কল-বিশেষ (রোলার-ময়দা)।

রোশন—রওশন দ্রঃ। রোশনগীর—[ফা. রোশনগর] ণ. আলোকসজ্জাকারক, যে প্রাসাদা-দিতে বাতি দেয়; মশালচি। রোশন-চৌকি—শানাই ঢোল ও কাঁসি—এই তিনের ঐকতান বাদ্য অথবা এই ঐকতান-বাদনকারীর দল।

রোশনাই, রোশনি—[ফা. রোশনী] বি. আলোক; আলোকিত ভাব। রোশনাই করা, রোশনি করা—আলোকে উজ্জ্বল করা। রোশনাই খরচ—আলোকসজ্জার খরচ। বাঁধা রোশনাই—সারবন্দী আলোক মালার ব্যবস্থা। সাদা রোশনাই—কাগজ ও আলোর খরচ।

রোষ—[রুষ্ + অল্] বি. ক্রোধ, কোপ (রাজ-রোষ)। রোষকষায়িত—ণ. ক্রোধে রক্তবর্ণ (রোষকষায়িত নেত্র)। রোষণ—ণ. ক্রোধশীল, রাগী; বি. পারদ; কষ্টিপাথর; ঊষর ভূমি। রোষাগ্নি, রোষানল—বি. রাগের আগুন অর্থাৎ প্রচণ্ড রাগ। রোষাবেশ—বি. রাগের ঝোঁক।

রোষিত—[রুষ্ + ণিচ্ + ক্ত] ণ. কোপিত, যাহাকে রাগানো হইয়াছে। রোষী (-ষিন্)—ণ. ক্রোধ প্রকাশকারী। স্ত্রী. রোষিণী।

রোস্ট, রোস্ট্—[ইং. roast] বি. ভাজা মাংস-বিশেষ (মুর্গীর রোস্ট—আস্ত মুর্গী-ভাজা)।

রোস—ক্রি. অপেক্ষা কর, সবুর কর (রোস না দু'দিন, পরেই মজাটা টের পাবে)। সম্ভ্রমার্থে: রোসুন; তুচ্ছার্থে: রোস (আল্লা বলে রোস্—আল্লা অলক্ষ্যে বলেন, দুদিনেই মজা টের পাবি)।

রোসমৎ—[রসমীরাত] মুসলমানী বিবাহে বর ও কন্যার শুভদৃষ্টি।

রোহ, রোহণ—[রুহ্ + অ, অনট্] বি. আরোহণ চড়া। ণ. রোহী (-হিন্)—যাহা চড়ে, আরোহণ-কারী। স্ত্রী. রোহিণী—বি. চড়ে বা বাহিয়া ওঠে এমন লতা, climber; নক্ষত্র-বিশেষ;

চন্দ্রপত্নী ; নয়বর্ষ-বয়স্ক কন্যা ; গাভী (বিশেষতঃ লাল রঙের ; বিদ্যুৎ ; বলরামের মাতা। [সং]। **রোহিণী-কান্ত,-পতি, বল্লভ**—চন্দ্র ; বাসুদেব।

রোহিত, রোহিতক—[সং.] বি. রুইমাছ ; হরিণ-বিশেষ ; লালরং ; পদ্মরাগ মণি ; কুঙ্কুম ; বৃক্ষ-বিশেষ, রয়না গাছ।

রোহিতাশ্ব—বি. হরিশ্চন্দ্র রাজার পুত্র ; অগ্নি। [রোহিত (লাল) অশ্ব যাহার]।

রোহেলা, রোহিলা—বি. রোহিলখণ্ডের অধিবাসী (রোহিলা পাঠান)।

রৌদ্র—ণ. রুদ্র-সম্বন্ধীয় ; উগ্র, প্রচণ্ড, ভয়ানক ; বি. অলঙ্কারশাস্ত্র-বর্ণিত রস-বিশেষ ; ক্রোধ ; রোদ, সূর্যকিরণ ; হেমন্ত ঋতু। [রুদ্র+অ]। স্ত্রী. **রৌদ্রী**—চণ্ডী। **রৌদ্রকর্মা** (-র্মন্)—ণ. ভীষণ-কর্মা, যে অতি নিষ্ঠুরের মত কাজ করে। **রৌদ্রদগ্ধ**—ণ. রৌদ্রক্লিষ্ট। **রৌদ্র-পক্ক**—ণ. যাহা সূর্যের কিরণে পাকিয়াছে, গাছ-পাকা। **রৌদ্রসেবন**—বি. রোদ পোহানো। **রৌদ্র-স্নান**—সর্বাঙ্গে রৌদ্রতাপ গ্রহণের পদ্ধতি-বিশেষ, sunbath। **রৌদ্রোজ্জ্বল**—ণ. উজ্জ্বল সূর্যকিরণময়।

রৌপ্য—বি. রূপা। [সং]

রৌরব—ণ. রুরু মৃগ-সম্বন্ধীয় অথবা রুরু মৃগের চর্মে প্রস্তুত ; বি. নরক-বিশেষ, ঘোর পাপীদের স্থান। [সং.]

রৌশন—[ফা. রওশন্] বি. রওশন, আলোক ; [ণ. আলোকিত।

র‍্যাপার—[ইং. wrapper] বি. গরম শীতবস্ত্র-বিশেষ, আলোয়ান ;

ল

ল—অষ্টাবিংশ ব্যঞ্জন বর্ণ এবং তৃতীয় অন্তঃস্থ বর্ণ।

ল—[ইং law] বি. আইন (ল-পয়েন্ট) ; আইন-গত পরীক্ষা, আইনের উপাধি-পরীক্ষা (ল দিয়েছে ; ল পাশ করেছে)।

লওয়া, নেওয়া [√ল, নি]—ক্রি গ্রহণ করা (ধার লওয়া ; দাম লওয়া ; বুদ্ধি লওয়া ; দাবা লওয়া ; মন্ত্র লওয়া) ; ধারণ করা (মাথায় লওয়া ; লাঠি লওয়া) ; সঙ্গে লওয়া (এস তোমার পাঠান-সৈন্য নিয়া—রবি ; বোঝা নিয়ে পথ চলা যায় না) ; সঙ্গী করা (দশজনকে নিয়ে চলতে হবে) ; মূল্য দিয়া গ্রহণ করা (নিন, সস্তা দিচ্ছি) ; ঔষধ-রূপে গ্রহণ করা (টীকা লওয়া ; জোলাপ লওয়া) ; হরণ করা (সীতারে লইয়া রাবণ পলায় দিব্যরথে —কৃত্তিবাস ; প্রাণ লওয়া) ; আশ্রিতরূপে গ্রহণ করা (তুমি এবার আমায় লহ হে নাথ—রবি) ; ভক্তিভাবে জপ করা, স্মরণ করা (ঈশ্বরের নাম লওয়া) ; অবলম্বন করা (ব্রত লওয়া ; বাঁকা পথ ছাড়িয়া সোজা পথ লওয়া ; কি নিয়ে থাকবো ?) ; যুক্তিযুক্ত বিবেচিত হওয়া, পছন্দ হওয়া (হেন মনে লয় যোগিনী হইয়া অনল ভেজাই ঘরে—চণ্ডীদাস) ; জিজ্ঞাসু হওয়া, সচেষ্ট হওয়া (আত্মীয় স্বজনের সংবাদ নেয় না ; শরীরের যত্ন লওয়া)। **লইয়া**—বিষয়ে, সম্পর্কে, (জমি লইয়া বিবাদ ; নিজেকে লইয়া বিব্রত)। **মনে লওয়া**—মনে হওয়া ; পছন্দ হওয়া। **মাথায় করিয়া লওয়া**—শিরোধার্য করা, একান্ত গ্রহণযোগ্য বিবেচনা করা। **হাতে লওয়া**—সম্পাদনের দায়িত্ব গ্রহণ করা, আয়ত্ত করা। **লওয়ান, -নো**—√ল ণিজন্ত।

লওয়াজিমা, লওয়াজিম—[আ. লবাযমা, লবাযিম] বি. সঙ্গের জিনিসপত্র ; মালমাত্তা ; প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র ; আনুষঙ্গিক কিছু।

লংক্লথ—[ইং. longcloth) বি. সাদা কিছু মোটা সুতীবস্ত্র-বিশেষ (লংক্লথের পায়জামা)।

লক—[আ. নথ্'] বি. মাঞ্জা-দেওয়া রেশমী সুতা (ঘুঁড়ির লক)। বিশেষ, loquat. [চীনা শব্দ]।

লকট, লকেট—বি. কমলারঙের ছোট ফল

লকব—[আ. লক'ব্] বি. সম্মানসূচক উপাধি।

লকলক—অব্য. লোল বা লুলিত ভাবসূচক (সাপের ফণা লতার ডগা বা জিহ্বা লকলক করা)। ণ. **লকলকে** (লকলকে জিহ্বা, পুঁইয়ের ডগা, পাতা)। (সূক্ষ্মতর, কিন্তু শক্তিশালী অর্থে **লিকলিকে**—লিক্‌লিকে বেত)।

লকার—ল-বর্ণ।

লকার—[ইং. locker] স্টীল আলমারীতে অথবা বা অর্থ নিরাপদ রাখার চাবিওলা বাক্স।

লকুচ—[সং.] বি. মাদার ফল বা গাছ।
লকেট—[ইং. locket] বি. হারের সঙ্গে ঝোলানো কারুকার্য-খচিত পদক, ধুকধুকি, তক্তি; [loquat] লকট ফল।
লক্কড়—[হি. লক্কড়] বি. কাঠের কুঁদা; লৌহখণ্ডের তুল্য বস্তু (লোহা-লক্কড়); ণ. (অশিষ্ট) বাজে।
লক্কা—[আ. লাক্কা'] বি. পেখমওয়ালা সাদা পায়রা-বিশেষ। **লক্কা পায়রা**—ফুলবাবু, শৌখিন লোক।
লক্ষ—[লক্ষ্ (দর্শন করা, চিহ্ন করা) + অল্] বি. নজর, দৃষ্টি, খেয়াল (লক্ষ রাখা, লক্ষ করা); নিশানা; একশত হাজার সংখ্যা, লাখ (লক্ষ কথা; লক্ষপতি—লাখ টাকার মালিক, মহাধনী); প্রবঞ্চনা। **লক্ষক**—ণ. লক্ষণা দ্বারা অর্থবোধক। **লক্ষণ**—বি. চিহ্ন (চোরের লক্ষণ; সধবার লক্ষণ; রোগের লক্ষণ ভাল নয়); নিদর্শন, পরিচয় (মহত্ত্বের লক্ষণ); আভাস, ঈষৎ সূচনা (ঝড়ের পূর্বলক্ষণ); জাতিগত বিশেষত্ব, characteristic। **লক্ষণা**—বি. শব্দের আভিধানিক অর্থের অতিরিক্ত তাৎপর্য-বিশেষ, শব্দের ব্যঞ্জনা-শক্তি (যথা: জগতের কল্যাণ—জগৎবাসীর কল্যাণ)। **লক্ষণীয়**—ণ. অনুভবনীয়, দর্শনীয়, লক্ষ করিবার যোগ্য। **লক্ষিত**—ণ. দৃষ্ট; জ্ঞাত; উদ্দিষ্ট; লক্ষীকৃত; লক্ষণাদ্বারা বুঝাইতেছে এমন; অনুমিত। **লক্ষিত-লক্ষণা**—লক্ষণা-বিশেষ, (যথা, দ্বিরেফ)। স্ত্রী. **লক্ষিতা**—পরকীয়া শ্রেণীর নায়িকা-বিশেষ।
লক্ষ্মণ—রামায়ণ-বর্ণিত রামের ভ্রাতা; সারস পক্ষী। স্ত্রী. **লক্ষ্মণা**—দুর্যোধনের কন্যা ও কর্ণের পুত্রবধূ।
লক্ষ্মী—[লক্ষ্ + ঈ] বি. ঐশ্বর্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবী, বিষ্ণুর পত্নী কমলা, শ্রী; সম্পদ, সৌভাগ্য (ধনে জনে লক্ষ্মীলাভ হোক); চন্দ্রের একাদশী কলা; মোক্ষপ্রাপ্তি; (বাং) সুচরিত্রা ও গৃহকর্ম-নিপুণা বধূ (ঘরের লক্ষ্মী); ধান চাউল ইত্যাদি (মা লক্ষ্মী মাথায় থাকুক—গ্রাম্য); ণ. শান্ত, সুবোধ (—ছেলেমেয়ে)। **লক্ষ্মীকান্ত,-পতি**—বি. নারায়ণ; রাজা। **লক্ষ্মীগৃহ**—বি. রক্তপদ্ম; টাকশাল। **লক্ষ্মীছাড়া**—ণ. শ্রীসম্পদহীন, দুর্ভাগ্য; অবস্থার উন্নতি সাধনে অমনোযোগী; বি. গালি-বিশেষ। **লক্ষ্মী-নারায়ণ**—বি. শালগ্রাম-শিলা-বিশেষ। **লক্ষ্মী পাতা**—বি. লক্ষ্মীপূজার জন্য ধান কড়ি সিঁদুরের কৌটা রৌপ্যমুদ্রা স্বর্ণমুদ্রা বা স্বর্ণখণ্ড শঙ্খ আলপনা ইত্যাদির দ্বারা সজ্জিত কাষ্ঠাসন স্থাপন। **লক্ষ্মীপুষ্প**—বি. পদ্মরাগ মণি। **লক্ষ্মীপূর্ণিমা**—বি. কোজাগরী পূর্ণিমা, দুর্গাপূজার অব্যবহিত পরের পূর্ণিমা। **লক্ষ্মীফল**—বেল। **লক্ষ্মী-বান্** (-বৎ),**-মন্ত**—সৌভাগ্যবান্, টাকা-পয়সার লোক। **লক্ষ্মীবার**—বি. বৃহস্পতি বার। **লক্ষ্মীবিলাস**—বি. কবিরাজী ঔষধ-বিশেষ; তৈল-বিশেষ; বস্ত্র-বিশেষ। **লক্ষ্মীব্রত**—বিশেষ বিশেষ মাসে বৃহস্পতিবারে অনুষ্ঠেয় ব্রত বিশেষ। **লক্ষ্মীমণি**—বি. ছোটছেলের প্রতি আদর জ্ঞাপক উক্তি। **লক্ষ্মীর দ্রব্য**—ধান্যজাত চাউল চিড়া ইত্যাদি। **লক্ষ্মীর দৃষ্টি**—সৌভাগ্য-দেবীর কৃপাদৃষ্টি (গৃহস্থালীর সমৃদ্ধিসূচক)। **লক্ষ্মীর বরযাত্রী**—সুসময়ের সুহৃদ্, সুখের পায়রা। **লক্ষ্মীর ভাণ্ডার**—অফুরন্ত ভাণ্ডার। **লক্ষ্মীশ্রী**—বি. গৃহস্থালীর শ্রীসম্পদ্। **লক্ষ্মী ও উর্বশী**—নারীর কল্যাণীরূপ ও মোহিনীরূপ (রবীন্দ্রনাথ—দুইনারী)।
লক্ষ্য—[লক্ষ্ + য] ণ. লক্ষণীয়, দ্রষ্টব্য; অনুমেয়; জ্ঞেয়; লক্ষণাদ্বারা বুঝিতে হইবে এমন (লক্ষ্যার্থ); উদ্দিষ্ট, intended, meant; বি. উদ্দেশ্য, aim, purpose; বেধ্য পদার্থ, শরব্য, target; তাক, নিশানা, টিপ (অব্যর্থ লক্ষ্য)। **লক্ষ্যচ্যুত**—ণ. লক্ষ্যভ্রষ্ট; উদ্দেশ্য সম্বন্ধে অমনোযোগী। **লক্ষ্যতঃ**—ক্রি.-ণ. দশজনের সামনে। **লক্ষ্য-বেধ,-ভেদ**—বি. লক্ষ্য বিদ্ধ করা। **লক্ষ্য-স্থল**—যাহা লাভ করা উদ্দেশ্য, goal। **লক্ষ্য-হীন**—ণ. উদ্দেশ্যহীন।
লখ—লক্ষ দ্রঃ। **লখা**—ক্রি. লক্ষ করা, তাক করা; চিনিতে বা বুঝিতে পারা (পদ্যে। 'লখইতে না পারই জেঠকনেঠ')।
লখাই, লখিন্দর—[সং. লক্ষ্মীন্দ্র] বি. চাঁদ সদাগরের পুত্র (বেহুলা-লখিন্দর)।
লখিমী—লক্ষ্মী (ব্রজবুলি)।
লগ—লাগ, সঙ্গ, সংস্পর্শ (লগ ছাড়ে না)। **লগে**—সঙ্গে (পূর্ববঙ্গে সুপ্রচলিত—বাপের লগে; লগে লগে—সঙ্গে সঙ্গে)।
লগন—[লগ্ন] ণ. সংসক্ত (কাব্যে ব্যবহৃত—গগন-লগন প্রাসাদে—রবি); বি. শুভক্ষণ, বিবাহাদির লগ্ন। **লগনসা**—[লগন-সময়] বি. বিবাহাদির

লগ্ন আছে এমন দিন বা মাস (বিয়ের• লগনসা; লগনসায় মাছের বাজারে আগুন)। (প্রাদে.)
লগবগ—অব্য. বাঁকা দুর্বল ও অস্থির ভাব প্রকাশ (-করা)। ণ. **লগবগে**—দুর্বল ও অদৃঢ়। **লগা** বি. আকর্ষী বা আঁকশি (লগা বাড়ানো); অপেক্ষাকৃত সরু ও দীর্ঘ বংশদণ্ড। **লগি,-গী**—মজবুত সরু লম্বা বাঁশ যাহা দিয়া অগভীর জলে নৌকা ঠেলিয়া চালানো হয়। **লগি-ঠেলা করা**—কষ্টেসৃষ্টে আগাইয়া লইয়া যাওয়া (লগি-ঠেলা করে কতদিন আর সংসার চলে—গ্রাম্য)। **লগি পুঁতে বসে থাকা**—নিশ্চেষ্টভাবে থাকা।
লগুড়—[সং] বি. প্রাচীন ভারতের পদাতিক সৈন্যদের দুই হাত লম্বা লোহার লাঠি; মোটা লাঠি, কোঁৎকা (লগুড়াঘাত)।
লগেজ, লাগেজ—[ইং. luggage] বি. যাত্রীর সঙ্গের জিনিসপত্র। **লগেজ করা**—সঙ্গের জিনিষপত্রের জন্য প্রয়োজনীয় মাশুল দেওয়া।
লগ্ন—[লগ্ (লাগিয়া থাকা) + ক্ত] বি. সংসক্ত, সংযুক্ত (তটলগ্ন; দৃঢ়লগ্ন। **লগ্নজ্যা**—বি. tangent); [লস্জ + ক্ত] বি. জ্যোতিষ-শাস্ত্রমতে শুভমুহূর্ত (বিবাহের লগ্ন)। **লগ্নদণ্ড**—বি. সঙ্গীতে সুর-প্রবাহ সৃষ্টির কৌশল-বিশেষ (হি. লাগডাঁট)। **লগ্নপত্র**—বি. বিবাহের নির্ধারিত লগ্নের বিবরণ-লিখিত কাগজ। **লগ্নভ্রষ্ট**—ণ. শুভক্ষণে বা উপযুক্ত সময়ে কাজটি করিতে পারে নাই এমন। **লগ্নমণ্ডল**—বি. রাশিচক্র, the zodiac.।
লঘিমা (-মন্)—[লঘু + ইমন্] বি. লঘুত্ব, ভারহীনতা; অগৌরব, হীনতা; শরীরকে লঘু করিবার যোগবল-বিশেষ, অষ্টসিদ্ধির একটি। **লঘিষ্ঠ**—ণ. অতিশয় লঘু, অতিক্ষুদ্র; সর্বনিম্ন। **লঘিষ্ঠ সাধারণ গুণিতক**—যে ক্ষুদ্রতম সংখ্যাকে একাধিক সংখ্যাদ্বারা পৃথক্ পৃথক ভাগ করিলে মিলিয়া যায় (সংক্ষেপে ল. সা. গু.) L. C. M. (বিপ. G. C. M.)। **লঘীয়ান্** (-য়স্) —ণ. লঘুতর।
লঘু—[লঙ্ঘ্ (উপবাস করা, শুষ্ক হওয়া) + উ] ণ. যাহার ভার কম, হাকা; সংক্ষিপ্ত (লঘুকৌমুদী); ছোট, কনিষ্ঠ (গুরু-লঘু জ্ঞান); অসার, তুচ্ছ; সামান্য, অল্প (লঘু পাপ); হীন, নীচ (লঘুচেতাঃ); ক্ষিপ্র, দ্রুত (লঘুগতি); সহজ-পাচ্য (লঘু পথ্য); হ্রস্ব, ক্ষুদ্র (লঘুকায়); অগভীর, ছ্যাবলা (লঘু প্রকৃতি); সূক্ষ্ম; তরল; অপমানিত; (ব্যাক.) হ্রস্ব মাত্রাযুক্ত (লঘু স্বর, বর্ণ)। স্ত্রী. লঘু, লঘ্বী। (বিপ. গুরু)। **লঘুকায়**—বি. ণ. হাল্কাশরীর, ক্ষুদ্রাকৃতি। **লঘুক্রিয়া**—বি. সামান্য কর্ম; দ্রুত সম্পাদিত কর্ম। **লঘুগণ** —বি. অশ্বিনী পুষ্যা হস্তা নক্ষত্র। **লঘুগতি**—ণ., বি. দ্রুতগতি। **লঘুগামী** (-মিন্)—ণ. দ্রুতগামী। **লঘু-চতুষ্পদী**—চতুষ্পদী-বিশেষ (ইহার প্রথম ও তৃতীয় চরণে ষোল অক্ষর, দ্বিতীয় ও চতুর্থ চরণে তের অক্ষর)। **লঘুচিত্ত**—ণ. হীনচেতা; বি. অব্যবস্থিত চিত্ত। **লঘু জ্ঞান করা**—নগণ্য মনে করা, অবজ্ঞা করা। **লঘুতা, লঘুত্ব**—বি. গুরুত্বের অভাব; হাল্কা ভাব; চপলতা; কাজলামি; অব্যবস্থিতচিত্ততা; দ্রুততা; হেয়ত্ব, নীচতা। **লঘুত্রিপদী**—ত্রিপদী ছন্দ-বিশেষ (প্রথম ও দ্বিতীয় পদ ছয় অক্ষরের, তৃতীয় পদ আট অক্ষরের)। **লঘুনালিক**—বি. ছোট বন্দুক-বিশেষ। **লঘুপাক**—ণ. যাহা সহজে পরিপাক হয়। **লঘুপাপ**—অল্প পাপ বা অপরাধ (লঘু পাপে গুরু দণ্ড—অল্প অপরাধে কঠোর শাস্তি)। **লঘুভার**—বি., ণ. হাল্কা (বিপ. গুরুভার)। **লঘুহস্ত**—বি. ণ. ক্ষিপ্রহস্ত।
লঘূকরণ—[লঘু + চি্ব + করণ] বি. অঙ্ক বিশেষ, রাশির সরলতা সম্পাদন, মিশ্র রাশিকে অমিশ্র শ্রেণীর রাশিতে ও অমিশ্র শ্রেণীর রাশিকে মিশ্র শ্রেণীর রাশিতে পরিবর্তন, reduction।
লঘ্‌ঘী, লঘ্বী, লগ্‌গি—প্রস্রাব (লঘ্‌ঘী করা) [গ্রাম্য]
লঘ্বী—[লঘু + ঈপ্] ণ. লঘু-শব্দের স্ত্রীলিঙ্গরূপ।
লঙ্কা—[সং.] বি. রামায়ণ-বর্ণিত রাবণের পুরী; দূর দেশ (**লঙ্কা পার হওয়া**—দূরে আয়ত্তের বাহিরে চলিয়া যাওয়া)। **লঙ্কাকাণ্ড** হনুমানের লঙ্কা দগ্ধ করার ব্যাপার; ব্যাপক অগ্নিকাণ্ড; তুমুল ঝগড়া বা মারামারির ব্যাপার। **লঙ্কাপোড়া**—বি. হনুমান; যে তাহার নষ্টামির ফলে ব্যাপক অনর্থ ঘটায়। **লঙ্কা-কেবল**—হনুমান, বাঁদর (বিদ্রূপাত্মক)। **লঙ্কায় সোনা সস্তা**—যেখানে যে বস্তুর উৎপত্তি বা প্রাচুর্য সেখানে তাহা স্বভাবতঃই সস্তা।
লঙ্কা—[বাং] বি. লঙ্কা মরিচ, গাছ মরিচ। **ধানী লঙ্কা**—ছোট অতিশয় ঝাল লঙ্কা-বিশেষ।
লঙ্ঘ—[লঙ্ঘ্ (লাগিয়া যাওয়া) + অল্] খঞ্জতা;

সঙ্গ ; মিলন ; উপপতি, নাং ; [লবঙ্গ] ; লবঙ্গ শব্দের কথ্য বা পদ্যে রূপ (চুর্ণভ চন্দন চুয়া লঙ্গ জায়ফল—ভারতচন্দ্র) ।

লঙ্গর— [ফা. লঙ্গর্] বি. নঙ্গর, নোঙর । **লঙ্গর-খানা**—অন্নসত্র, যেখানে বিনামূল্যে অন্ন বিতরণ করা হয় ।

লঙ্ঘন—[লন্ঘ্ (উপবাস করা, গমন করা) + অনট্] বি. উপবাস (লঙ্ঘন দেওয়া । গ্রাম্য : লঙ্ ঘন দেওয়া) ; অতিক্রম, ডিঙ্গানো (সমুদ্র লঙ্ঘন) ; না মানা (গুরুবাক্য লঙ্ঘন ; নিয়ম লঙ্ঘন) ; অশ্বের প্লুত গতি ; দংশন (অপ্রচলিত) । স্ত্রী. **লঙ্ঘনা** বি. অবজ্ঞা, অনাদর, অবমাননা । **লঙ্ঘনীয়**—ণ. যাহা অমান্য বা অতিক্রম করিবার যোগ্য । **লঙ্ঘা**—ক্রি. লঙ্ঘন করা, অতিক্রম করা, ডিঙ্গানো ('সাগর লঙ্ঘিতে পারি') ; অবজ্ঞা করা, অমান্য করা । (কাব্যে ব্যবহৃত) । **লঙ্ঘানো**—অতিক্রম করানো । **লঙ্ঘিত**—ণ. উল্লঙ্ঘিত, অতিক্রান্ত ; অবজ্ঞাত । **লঙ্ঘ্য**—ণ. লঙ্ঘনীয় ।

লছমী, লছিমী—লক্ষ্মী (ব্রজবুলি) । **লছিমা**—বিদ্যাপতির পৃষ্ঠপোষক রাজা শিবসিংহের পত্নী (বিদ্যাপতির কাব্যে ইঁহার প্রশংসা আছে) ।

লজঞ্জুস, লজেঞ্জুস—[ইং. lozenge] বি. বিচিত্র বর্ণের চিনির মিঠাই-বিশেষ ।

লজ্জত—বি. মর্যাদা (চরকায় উজ্জ্বল লক্ষ্মীর লজ্জত—সত্যেন্দ্রনাথ) ।

লজ্জমান—[লজ্জ্ (লজ্জিত হওয়া) + শানচ্] ণ. লজ্জাশীল । **লজ্জা**—ব্রীড়া, হ্রী, শরম (লজ্জার মাথা খেয়ে বলতে পারলি ?) ; অনুচিত কর্মাদি জানাজানি হওয়ার সম্ভাবনায় ভয় বা সঙ্কোচ বা কুণ্ঠা (লোকলজ্জা) ; কুণ্ঠা, সঙ্কোচ, লাজুকতা (জামাই তো নও, যে চেয়ে নিতে লজ্জা করবে ; মেয়ের পার্ট আমার দ্বারা হবে না লজ্জা করে) । **লজ্জাকর, লজ্জাজনক**—ণ. যাহাতে লজ্জিত হইতে হয় এমন (গর্হিত বা অশোভন ব্যাপার সম্পর্কে বলা হয়) । **লজ্জানম্র**—ণ. (নারীর) স্বাভাবিক সঙ্কোচ-হেতু নম্র বা অবনত (লজ্জানম্র নয়ন) । **লজ্জাবতী** ণ লজ্জাশীলা ; বি. ছুঁইলেই পাতা মুড়িয়া যায় এমন লতাবিশেষ, mimosa. **লজ্জাবনত**—ণ. লজ্জায় নীচু । **লজ্জাবান্** (-বৎ) **লজ্জালু, লজ্জাশীল**—ণ. লাজুক । **লজ্জাশূন্য, লজ্জাহীন**—ণ. যাহার লজ্জা নাই ; শালীনতাবোধ-বর্জিত ; গর্হিত আচরণ সত্ত্বেও সঙ্কোচশূন্য । **লজ্জা দেওয়া**—গর্হিত আচরণের কথা অথবা ত্রুটির কথা স্মরণ করাইয়া সঙ্কোচযুক্ত করা (বিনীত অসম্মতি সম্পর্কেও বলা হয়—ধার চেয়ে লজ্জা দেবেন না) । **লজ্জা-পাওয়া**—গর্হিত বা অশোভন আচরণের জন্য অথবা ত্রুটির জন্য অপ্রস্তুত হওয়া ; লজ্জাকর ব্যাপার দেখিয়া সঙ্কোচ বোধ করা (তোমার লজ্জা নাই কিন্তু আমরা লজ্জা পাই) । **লজ্জার কথা**—লজ্জাকর কথা, যাহাতে স্বভাবতঃ সঙ্কোচ হয়, এমন কথা । **লজ্জিত**—ণ. লজ্জাযুক্ত, লজ্জাপ্রাপ্ত ('লজ্জিত' ও 'সলজ্জ' সাধারণতঃ তুল্যার্থবোধক, কিন্তু সব ক্ষেত্রে নয়, যেমন, 'সলজ্জ হাসি', 'লজ্জিত পিতৃকুল') । স্ত্রী. **লজ্জিতা** ।

লজ্জাস্কর—ণ. লজ্জাকর (অসাধু, কথ্য) ।

লজ্ঝড়—ণ. বাজে, খেলো ।

লট্কানো—ণ. ঝুলানো, টাঙানো, লম্বিত ; বি., ক্রি. ফাঁসি দেওয়া (অবজ্ঞার্থক—লট্‌কে দেওয়া হয়েছে) ।

লটকান, লটকন—বি. নটকান্, গাছ-বিশেষ ও তাহার লাল ফল (লটকন-রঙের শাড়ী) । [বাং]

লটপট, লটাপট—অব্য. শিথিলভাবে লম্বিত ভাব ('লটাপট জটাজুট' ; তার লটপট করে বাঘ-ছাল—রবি) । বি. **লটপটি**—অবলুণ্ঠন, গড়া-গড়ি (লটপটি খাওয়া) । **লটপটি কথা**—নড়চড় হয় এমন কথা ।

লটবহর—বি. সঙ্গের নানা ধরণের জিনিসপত্র (লোক তো দুই জন, কিন্তু লটবহর অনেক) ।

লটারি—[ইং. lottery] বস্তু বা অর্থের বণ্টন-সম্পর্কে ভাগ্যপরীক্ষা ; ভাগ্যপরীক্ষার খেলা (লটারির টিকিট কেনা) ।

লড়, লোড়—বি. রড়, দৌড় । **লড়ালোড়ি**—দৌড়াদৌড়ি । (গ্রাম্য) ।

লড়চড়—নড়চড় । **লড়ন-চড়ন**—নড়ন-চড়ন ।

লড়বড়—নড়বড় ।

লড়বড়ে—নড়বড়ে ।

লড়া—ণ. ক্রি. বি. নড়া (বদনে বদন লড়ে ওদনে বঞ্চিত—ভারতচন্দ্র) ; যাহা নড়ে, নড়বড়ে (লড়া দাঁত) ।

লড়া—ক্রি. যুদ্ধ করা, প্রতিস্পর্ধী হওয়া, প্রবল ভাবে বিরুদ্ধাচরণ করা (মোকদ্দমা লড়া ; ভোট-যুদ্ধে লড়া) । **লড়াই**—বি. যুদ্ধ ; প্রতিদ্বন্দ্বিতা (কবির

লড়াই); ঝগড়া, শত্রুতা (ঝগড়া-লড়াই বেধেই আছে ; দুই সতীনের লড়াই)। **লড়াক**—বি. যোদ্ধা ; পালোয়ান। **লড়ায়ে, লড়িয়ে, লড়ুয়ে**—ণ. যুদ্ধপটু (সাধারণতঃ ব্যঙ্গার্থক —লড়ুয়ে মরদ)। **লড়ানো**—যুদ্ধ করানো, দুই পক্ষের মধ্যে বিবাদ বাধানো (মেড়ায় মেড়ায় লড়ানো)। **লড়ালড়ি**—পরস্পর যুদ্ধ।

লড্ডু, লড্ডুক—[সং.] বি. লাড়ু, নাড়ু, (লাড্ডু দ্রঃ)।

লণ্ঠন—[ইং. lantern] বি. কাচের আবরণযুক্ত দীপ, বিশেষতঃ যাহা হাতে করিয়া লইয়া যাওয়া হয়। **ঝাড়লণ্ঠন**—বেলোয়ারির ঝাড়বাতি ও নানা ধরণের লণ্ঠন। **হারিকেন লণ্ঠন**—ঝড়ে নিবিয়া যায় না এমন লণ্ঠন।

লণ্ডভণ্ড—ণ. বিশৃঙ্খল, ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত (কাগজগুলো অমন লণ্ডভণ্ড করার কি দরকার ছিল ?); বিষম বিপর্যস্ত, ছিন্নভিন্ন, তছনছ, বিনষ্ট (সব লণ্ডভণ্ড করে ফেলেছে)।

লতা—[লত্ (বেষ্টন করা)+অন্+আপ্,—যাহা বৃক্ষ বেষ্টন করে] বি. বিনা অবলম্বনে দাঁড়াইতে অক্ষম উদ্ভিদ্, বল্লরী, ব্রততী, বল্লী (বনলতা, উদ্যানলতা); লতার মত সরু নরম লম্বা কিছু (বিদ্যুল্লতা ; দেহলতা ; বাহুলতা); লতার মত চিত্র (কাঁথায় লতা কাটা); ক্রমিক বর্ণনা (বংশলতা); নারী, তন্বঙ্গী ; (মেয়েলী কথ্য) সাপ। **লতানো**—ক্রি. লতার মত বিস্তৃত হওয়া বা বেষ্টন করা। ণ. **লতানে**—লতার তুল্য ; যাহা লতাইয়া যায় ; লতায় জন্মিয়াছে এমন (লতানে আম)। **লতাগৃহ, -বিতান,-মণ্ডপ**—বি. লতায় ঢাকা জায়গা, নিকুঞ্জ। **লতাতরু**—বি শাল ; তাল, কমলালেবুর গাছ। **লতাফল**—বি. পটল। **লতাফণী**—বি. ফণীমনসা গাছ। **লতাকটকী**—জ্যোতিষ্মতী লতা। **লতায়িত**—ণ. লতার মত প্রসারিত। **লতাসাধন**—বি. তান্ত্রিক সাধনা-বিশেষ, নায়িকা-সাধন। **লতাইয়া যাওয়া**—ক্রি. লতার মত মাটির উপর দিয়া বিস্তৃত হওয়া ; লতার মত জড়ানো। **লতাইয়া পড়া, লতিয়ে পড়া**—ক্রি. লতার মত ভূলুণ্ঠিত হওয়া, অবসন্ন হইয়া পড়া ('নেতিয়ে পড়া'-ই বেশি প্রচলিত)।

লতি—বি. কানের কোমল নিম্নাংশ। **লতিকা**—[লতা+কন্+আপ্] বি. লতা।

লপসি—বি. জাউ-ভাত ; ময়দার মণ্ড। [সং. লপ্‌সিকা]

লপেট—[হি.] বি. বেষ্টন, জড়ানো। **লপেটা**—সৌখীন জুতা-বিশেষ (অগ্রভাগ উপরের দিকে গুটানো)। [লপ্‌টে রাখো)।

লপ্‌টানো—বি. জড়ানো, ভাঁজ করা। (বিছানাটা

লপ্ত—[সং. লিপ্ত] বি. লাগাও, সঙ্গ, ছেদরাহিত্য (একলপ্তে সাত বিঘা জমি)।

লব—[সং.] বি. বিন্দু, কণা (গঙ্গাজল-লব-কণিকা); ভগ্নাংশের উপরের রাশি, numerator (বিপ. হর); রামচন্দ্রের দ্বিতীয় পুত্র।

লবঙ্গ—বি. সুপরিচিত সুগন্ধ মশলা, মলকা-দ্বীপজাত বৃক্ষ-বিশেষের সুগন্ধ পুষ্প, লঙ্গ। [লূ+অঙ্গ]। **লবঙ্গ-ফুল**—লবঙ্গ-ফুলের আকৃতির নাসিকার গহনা। **লবঙ্গলতা**—সাদা সুগন্ধ ফুল বিশিষ্ট লতা বিশেষ ; তরুলতা। **লবঙ্গ-লতিকা**—ঘি-এ ভাজা ময়দার মিঠাই-বিশেষ (ইহার মুখ লবঙ্গ দিয়া আটিয়া দেওয়া হয়)।

লবজ—[ফা. লফ্‌য্] বি. শব্দ, বাক্য, কথা (লবজ নয় তো যেন তোপ)। (গ্রাম্য. লব্‌জো—কড়া কথা, জবাব। লব্‌জো যখন ছাড়বো তখন বুঝবে)। **কথায় লব্‌জ**—কথার ফাঁকে ফাঁকে ব্যবহৃত অর্থহীন শব্দ (মুদ্রাদোষ-সূচক। যথা : ইয়ে, মানে, বুঝেছ কিনা)।

লবডঙ্কা—অব্য. কিচ্ছু না, ঘোড়ার ডিম।

লবণ—[লূ (ছেদন বা বিশ্লেষণ করা)+অনট্] নুন, salt ; সমুদ্র-বিশেষ ; দৈত্য-বিশেষ। **লবণত্রয়**—সৈন্ধব বিট্ ও রুচক লবণ। **লবণাক্ত**—ণ. লোণা।

লবনি,-নী—বি. ননী, নবনীত।

লবেজান—[ফা. লব-ই-জান—ওষ্ঠাগত প্রাণ] ণ. যাহার প্রাণ ওষ্ঠাগত, মরমর, পর্যুদস্ত, হয়রান পেরেশান ('বিবিজান চলে জান লবেজান করে'; খুঁজে খুঁজে লবেজান হয়েছি)। [পোষাক-বিশেষ।

লবেদা, লবাদা—[ফা. লবাদা] বি. লম্বা ঢিলা

লব্ধ—[লভ্ + ক্ত] ণ. যাহা লাভ হইয়াছে, প্রাপ্ত ; উপার্জিত ; গৃহীত। স্ত্রী. **লব্ধা**—নায়িকা বিশেষ। **লব্ধকাম**—ণ. যাহার মনোবাসনা পূর্ণ হইয়াছে। **লব্ধকীর্তি**—ণ. কীর্তিমান্, যশস্বী। **লব্ধপ্রতিষ্ঠ**—ণ. যাহার প্রতিষ্ঠা

লাভ হইয়াছে, খ্যাতনামা। **লব্ধপ্রবেশ**—ণ. যে ভিতরে প্রবেশ করিতে পারিয়াছে; যাহার উৎকর্ষ লাভ হইয়াছে।

লভা—ক্রি. লাভ করা (এই লভিনু সঙ্গ তব—রবি)। (কাব্যে)।

লভ্য—ণ. পাওয়া যায় বা যাইবে এমন (প্রাংশুলভ্য ফল); বি. লাভ, প্রাপ্তি (তোমারও দু-পয়সা লভ্য হবে)। **লভ্যের অঙ্ক**—আয়ের পরিমাণ।

লম্পট—[রম্ (অনুরক্ত হওয়া) + অট্] ণ, বি. কামুক, পরস্ত্রী-লোলুপ। **লম্পটতা**—বি. লাম্পট্য, দুশ্চরিত্রতা।

লম্ফ—[lamp] আলোর কুপি, টেমি; [L. M. F.] স্কুলের পাস করা নিম্নশ্রেণীর ডাক্তার।

লম্ফ—[রন্‌ফ্ (লাফ দেওয়া) + অল্] বি. উল্লম্ফন, লাফানো (লম্ফ প্রদান)। **লম্ফঝম্প**—লাফ-ঝাঁপ, লাফালাফি; প্রবল কিন্তু নিরর্থক উত্তেজনা প্রকাশ (বিদ্রূপাত্মক—লম্ফঝম্পই সার)। **লম্ফন**—বি. লাফ দেওয়া; ডিঙ্গাইয়া যাওয়া।

লম্ব—ণ. দোলায়মান, ঝোলানো; লম্বা, প্রসারিত (লম্বহার; লম্বকর্ণ); বি. সরল রেখার উপরে ঠিক খাড়া হইয়া যে সরল রেখা থাকে, perpendicular। **লম্বকর্ণ**—(দীর্ঘ বা দোলায়মান কর্ণ যাহার) ছাগল; হস্তী, গর্দভ (সাধারণতঃ গর্দভ অর্থেই ব্যবহৃত হয়—বিদ্রূপাত্মক)। **লম্বকেশ**—দীর্ঘ অগ্রযুক্ত কুশ-নির্মিত আসন। **লম্বন**—বি. অবলম্বন, দোলন; নাভি-লম্বিত হার। **লম্বমান**—ণ. দোলায়মান, যাহা ঝুলিতেছে, লম্বিত (বাক্সে বীর গোধিকারে ধনুকেতে লম্বমান রাখে—কবি-কঙ্কণ; লম্বমান জটা)। **লম্বপটাবৃত**—ণ. লম্বা পোষাকে সজ্জিত, চোগা-চাপকানপরা আলখাল্লা-পরা।

লম্বরদার—[হি.] বি. প্রজাদের মুখপাত্র যে প্রজাদের খাজনা সংগ্রহ করিয়া সরকারে দাখিল করে, মোড়ল।

লম্বা—[সং. লম্ব] ণ. দীর্ঘ, ঢেঙা (দেখিতে লম্বা; লম্বা চুল; লম্বা বাঁশ); বিস্তৃত (লম্বা ফর্দ); নিরবচ্ছিন্ন, একটানা (লম্বা ছুটি; লম্বা ঘুম); চালিয়াতী বা দম্ভপূর্ণ (বিদ্রূপাত্মক—লম্বা কথা; লম্বা চালচলন; লম্বা হুকুম); সটান অবস্থায় শয়ান (খাটে লম্বা হওয়া); বি. দৈর্ঘ্য (লম্বায় ছোট); (কথা) পিটটান, চম্পট (লম্বা দেওয়া—ব্যঙ্গার্থক)। **লম্বা-চওড়া**—ণ. লম্বা ও চওড়া; বড় বড়; গর্বপূর্ণ (লম্বা-চওড়া কথা)। **লম্বা করা**—প্রহার দিয়া ধরাশায়ী করা। **লম্বা হওয়া**—হাত-পা ছড়াইয়া শোয়া। বি. **লম্বাই-চওড়াই**—দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ; আত্মশ্লাঘাপূর্ণ উক্তি। **লম্বাটে**—ণ. লম্বা ধরনের, tallish। **লম্বালম্বি**—ক্রি.-ণ. দৈর্ঘ্যের দিকে; সোজাসুজি (লম্বালম্বি মাঠ পাড়ি দেওয়া)।

লম্বিত—ণ. যাহা ঝুলিতেছে; প্রসারিত (আজানু-লম্বিত); পতনোন্মুখ। **লম্বোদর**—ণ ভুঁড়ি-ওয়ালা; পেটুক; বি. গণেশ। **লম্বোষ্ঠ, লম্বৌষ্ঠ**—উষ্ট্র।

লয়—[লী (সংশ্লিষ্ট হওয়া) + অল্] বি. লীন হওয়া, মিশিয়া যাওয়া; সুরের মাত্রা, ছন্দঃ ও তালের সহিত সুসঙ্গতি (দ্রুত, মধ্য ও বিলম্বিত লয়); বিনাশ, প্রলয়। **লয় করা**—নাশ করা, নিশ্চিহ্ন করা। **লয় দেওয়া**—সঙ্গীত বা নৃত্যের সহিত যথাযথ ভাবে তাল রাখা; সায় দেওয়া। **লয়নৃত্য**—প্রলয় নৃত্য; ভাঙচুর, তছনছ। **লয়হীন**—ণ. তালহীন; খাপছাড়া; অবিনশ্বর।

ললৎ—[লড় (উৎকণ্ঠিত হওয়া) + অৎ (শতৃ)] ণ. কম্পমান; দোলায়মান; লেহনকারী (ললজ্জিহ্ব)।

ললনা—[লল্ + অনট্ + আপ্] বি. নারী; কান্তা; পত্নী; জিহ্বা। **ললনাপ্রিয়**—ণ. নারীদের প্রিয়; বি. কদম্ব। [সং.]

ললন্তিকা—বি. নাভি-লম্বিত হার; গিরগিটি।

ললাট—[সং.] বি. কপাল, ভাল (ললাটদেশ); ভাগ্যলিপি। **ললাটক**—প্রশস্ত ললাট। **ললাটন্তপ**—বি. সূর্য; ণ. যাহা কপাল পোড়ায়। **ললাট-ফলক**—বি. কপাল; পাটার মত কপাল। **ললাট-লিখন,-লিপি**—অদৃষ্টের লেখা। **ললাট-রেখা**—কপালের বলিরেখা, wrinkle; তিলক। **ললাটিকা**—ললাটের ভূষণ-বিশেষ, তিলক; ণ. তিলকস্বরূপা, ভূষণ স্বরূপা ('কন্যা ললাটিকা')।

ললাম—[সং.] বি. ললাটের ভূষণ; তিলক; শ্রেষ্ঠত্ব বা প্রধানত্ব বাচক (আশ্রম-ললাম-ভূতা শকুন্তলা); শৃঙ্গ; পুচ্ছ; ধ্বজা; অশ্বের বা বৃষের কপালের রঞ্জিত চিহ্ন।

ললিত—[লল্ (ইচ্ছা করা, বিলাস করা) + ক্ত] বি. নায়িকার যৌবন-সুলভ হস্তপদাদি বিন্যাসের

স্বাভাবিক শ্রী; স্ত্রী-নৃত্য; ণ. কোমল; সুন্দর; মনোজ্ঞ প্রিয়; চঞ্চল; ঈপ্সিত (ভাবের ললিত ক্রোড়—রবি; ললিত নৃত্য; শান্তির ললিত বাণী); রাগিণী-বিশেষ। **ললিতপদ-বন্ধন**—কবিতার মনোজ্ঞ চরণ, চিত্তাকর্ষক রচনা। **ললিতপ্রহার**—লঘু আঘাত। স্ত্রী. **ললিতা**—শ্রীরাধার সখী গোপী-বিশেষ; নদী-বিশেষ; কস্তূরী; নারী; দুর্গা। **ললিতাসপ্তমী**—ভাদ্রের শুক্লা সপ্তমী।

লশুন, লশূন—[সং] রসুন।

লস্কর—[ফা. লশ্‌কর] বি. সৈন্য, ফৌজ; জাহাজের ভারতবর্ষীয় নাবিক। **লোক-লস্কর**—প্রভৃত লোকজন। **গদাই-লস্করী চাল**—অতি মন্থর চাল-চলন।

লহ—ক্রি. লও, গ্রহণ কর। (পদ্যে)

লহনা—বি. প্রাপ্য, পাওনা, লভ্য খাজনা ভিন্ন অন্যান্য বাকি-পাওনা; চণ্ডীমঙ্গলের ধনপতির প্রথমা পত্নীর নাম (লহনা খুল্লনা)।

লহমা—[আ. লম্‌হ্‌] বি. মুহূর্ত (এক লহমা সময় আছে সর্বনাশের মধ্যে তোর—ওমর খৈয়াম: কান্তিচন্দ্র)। [তোলা]; হারের নর।

লহর—[সং. লহরী] বি. তরঙ্গ (হাসির লহর

লহরি,-রী—[সং.] বি. তরঙ্গ, ঢেউ (লহরীর পর লহরী তুলিয়া আঘাতের পর আঘাত কর—রবি; স্বর লহরী)।

লহু—লঘু। (ব্রজবুলি)।

লহু—[সং. লোহিত] বি. শোণিত, রক্ত ('দজলা এনেছে লহুর দরিয়া'—নজরুল)। (গ্রাম্য ভাষায় লৌ—পূর্ববঙ্গে সুপ্রচলিত)। [বিশেষ, লাহা।

লা—[সং. লাক্ষা] বি. লাক্ষা; গালা; উপাধি-

লা—স্ত্রী-সম্বোধন, সাধারণতঃ বয়ঃকনিষ্ঠার প্রতি (তুই কেন বলবি লা?)।

লা—[আ.] নঞর্থক অব্যয়। **লা-আওলাদ**—সন্ততিহীন।

লাই—[হি. লিয়ে; বাং. লাগি] অব্য. জন্য (পূর্ববঙ্গে সুপ্রচলিত: কিয়ের লাই—কেন); [স্নেহ] বি. নাই, প্রশ্রয়। (পূর্ববঙ্গে)।

লাইন—[ইং. line] বি. রেখা (লাইন টানা); পঙ্‌ক্তি (লাইন করিয়া বসা); ছত্র (এক লাইন লিখতে পারে না); রেল টেলিগ্রাফ ইত্যাদির পথ; বিদ্যা বা চাকুরির ক্ষেত্র (ইঞ্জিনিয়ারিং লাইন; ওকালতি লাইন)।

লাইনিং—[ইং. lining] বি. জামা ইত্যাদির ভিতরের পিঠে যে কাপড় দেওয়া হয়, আস্তর।

লাইফ—[ইং. life] বি. প্রাণ; শক্তি, উৎসাহ, উদ্দীপনা (লাইফ নাই—মরা); জীবন-চরিত (নেল্‌সনের লাইফ—কথ্য)। **লাইফ ইন্সিওরেন্স**—জীবন-বীমা। **লাইফ-বেল্ট**—জলমগ্ন যাত্রীদিগকে জলের উপরে ভাসাইয়া রাখিবার অবলম্বন-বিশেষ। **লাইফ-বোট**—জাহাজ-সংলগ্ন যে ছোট নৌকা জাহাজডুবি ইত্যাদি হইলে ব্যবহৃত হয়। **লাইফ-সাইজ**—ণ. মানুষ যত বড় সেই মাপের (প্রতিকৃতি)।

লাইবেল—[ইং. libel] বি. লিখিতভাবে অমূলক নিন্দা বা কুৎসা রটনা (লাইবেলের কেস্)। (তু: ডিফামেশন—মৌখিকভাবে মানহানি করা)।

লাইব্রেরী—[ইং. library] বি. গ্রন্থাগার; বই-এর দোকান; গ্রন্থাগার ও পাঠাগার (খোদা-বক্‌শ্ লাইব্রেরী; ন্যাশন্যাল লাইব্রেরী)।

লা-ইলাজ—ণ. দুশ্চিকিৎস্য। (লা দ্রঃ)।

লাইসেন্স—[ইং. licence] বি. (ব্যবসায়-আদি করিবার অথবা অস্ত্রাদি রাখিবার জন্য) টাকা দিয়া পাওয়া সরকারী অনুমতি।

লাউ—[সং. অলাবু] বি. শাক-ফল বিশেষ, কদু; লাউয়ের শুষ্ক খোল (বাদ্যযন্ত্রে ব্যবহৃত হয়)। **লাউচিংড়ি**—চিংড়িমাছ ও লাউয়ের ব্যঞ্জন। **লাউডগা**—লাউয়ের ডগার মত সবুজবর্ণ সাপ। **লাউমাচা**—লাউয়ের লতা উঠিবার জন্য তৈয়ারী মাচা। **ঝোলের লাউ, অম্বলের কদু**—যে লোক দুই পক্ষেই থাকে, সুবিধাবাদী।

লাওয়ারিস,-শ—ণ. বেওয়ারিস, উত্তরাধিকারী-হীন (লাওয়ারিস অবস্থায় মারা গেছে); মালিক-হীন (লাওয়ারিশ মাল)।

লাকড়ি, লকড়ি—[হি.] বি. জ্বালানী কাঠ (তেল, নুন, লাকড়ি); লাঠি (লাকড়ি খেলা)।

লাক্ষণিক—[লক্ষণা + ঠিক] ণ. লক্ষণার দ্বারা অর্থ প্রতিপাদক, গৌণ; [লক্ষণ + ঠিক] বিনি দেহের লক্ষণ দেখিয়া তাহার ফল বলিতে পারেন, দৈবজ্ঞ।

লাক্ষা—[সং.] লা, জতু, গালা (পলাশ প্রভৃতি বৃক্ষের শাখায় পুঞ্জীভূত কীট-বিশেষের দেহজ রস হইতে ইহার উৎপত্তি)। **লাক্ষাতরু**—পলাশ-বৃক্ষ। **লাক্ষারস**—আলতা।

লাখ—[লক্ষ] ১০০০০০—এই সংখ্যা, শতসহস্র;

বহু, অগণিত ('লাখ পাখীর শিটকিরি'); ক্রি.ণ. বহুবার, বহু রকমে (লাখ করলেও তার মন পাবে না; সোই কোকিল অব লাখ ডাকউ— বিদ্যাপতি)। **লাখ কথার এক কথা**—বহু রকমের কথার মধ্যে একটি মূল্যবান্ কথা, সার কথা। **ছেঁড়া কাঁথায় শুয়ে লাখ টাকার স্বপ্ন দেখা**—দরিদ্রের লাখপতি হওয়ার স্বপ্ন দেখা। **লাখো**—[হি লাখোঁ] বহু লক্ষ, অগণিত। **লাখে লাখে**—অগণিত।

লাখেরাজ, লাখরাজ—[আ. লা-খি'রাজ] বি.,ণ. নিষ্কর। **লাখেরাজদার**—নিষ্কর ভোগী। ণ. **লাখেরাজী**।

লাগ—[সং. লগ্ন] বি. সঙ্গ, নৈকট্য (লাগ ধরা); নাগাল (তার লাগ পেলাম না)।

লাগসই—ণ. লাগে অর্থাৎ কাজ হয় এমন, effective (লাগসই ঢিল, লাগসই জবাব)।

লাগা—ক্রি. সংলগ্ন হওয়া, সংস্পর্শ হওয়া (দাগ লাগা; তেল লাগা); সংযুক্ত হওয়া, দৃঢ়মূল হওয়া, বসা (লেগে থাকা; চারাগুলো লেগেছে; মন লাগছে না); লগ্ন হওয়া, ভিড়া (ঘাটে জাহাজ লাগা); বেদনা বোধ হওয়া (হাত ছাড়ো, লাগছে; মনে বড্ড লেগেছে); উপযোগী হওয়া (পুরোনো জামাগুলো আর গায়ে লাগে না; কোন্ কাজে লাগবে? তালায় চাবি লাগছে না; গরীবের কথা বাসি হলে লাগে); রত হওয়া, প্রযুক্ত হওয়া (কাজে লাগা; চাকরিতে লেগেছে; উঠে পড়ে লাগা; লাগ, ভেল্কি লাগ); শত্রুতায় রত হওয়া (আমার সঙ্গে লেগো না); বোধ হওয়া; অনুভূত হওয়া (শীত লাগা; কাঁপর লাগা; হেন মনে লাগে; কাণে লাগে তালা; মন্দ লাগছে না); তুল্য বিবেচিত হওয়া (সন্দেশ এর কাছে লাগে না); প্রয়োজন হওয়া (পাঁচ শ টাকা লাগবে; লোক লাগবে দশজন; লাগে টাকা দেবে গৌরী সেন; 'মন্দ হতে কতক্ষণ লাগে?'); বাধা, ঘটা, আরম্ভ হওয়া (মোকদ্দমা লাগা; গ্রহণ লাগা; যুদ্ধ লাগা); মনোমত হওয়া (বেশ লাগলো; মনে লাগলো); অপ্রিয় বোধ হওয়া (মাছ খেতে গেলে কাঁটা লাগে; কাণে লাগে; চোখে লাগে); নেশা হওয়া (সুপারি লাগা); অসাড় হওয়া (পা লাগা; কোমর লাগা); অর্শানো, বর্তানো (পোষণার্থে পাপভাগ না লাগে আমায়ে— কৃত্তিবাস; ও অভিশাপ লাগবে না)। **আগুন লাগা**—অগ্নিকাণ্ড ঘটা; সমূহ বিপদ বা দুর্বুদ্ধি বা অসুবিধা ইত্যাদি ঘটা (তার কপালে আগুন লাগলো)। **উঠে পড়ে লাগা**—দৃঢ় সঙ্কল্পের সহিত কোন কার্যসাধনে অথবা শত্রুতায় রত হওয়া। **এঁড়ে লাগা**—এঁড়ে দ্রঃ। **কপালে আগুন লাগা**—সমূহ দুর্দৈব বা বিপৎপাত ইত্যাদি ঘটা অথবা দুর্বুদ্ধি হওয়া। **গলায় লাগা**—গলায় ক্লেশকর বোধ হওয়া। **গা লাগা**—আগ্রহ বোধ করা। **গায়ে লাগা**—গায়ে স্পর্শ করা বা আঘাত করা; অনুভূত হওয়া, লক্ষ্য করিবার মত হওয়া (যত বকবক, কিছুই তার গায়ে লাগে না; এ ক্ষতি তোমার গায়ে লাগবে না)। **গায়ে মাংস লাগা**—হৃষ্টপুষ্ট হওয়া; মোটা হওয়া। **ঘুর লাগা**—যেন চারিদিক ঘুরিতেছে, এমন বোধ হওয়া। **ঘুম লাগা**—ঘুম পাওয়া, ঘুমের আবেশ হওয়া। **চমক লাগা**—বিস্ময়ের সঞ্চার হওয়া, হঠাৎ আশ্চর্যকর কিছু প্রত্যক্ষ করা। **চোখ লাগা**—নজর লাগা দ্রঃ। **চোখে লাগা**—চোখ পীড়িত করা, অপছন্দ হওয়া; নজরে ধরা (দু'টাকার মাছ আজকাল চোখে লাগে না)। **জোড় লাগা**—সংযুক্ত হওয়া, জোড়া লাগা; পায়রা প্রভৃতির জোড় খাওয়া। **তাক লাগা**—চমক লাগা, বিস্ময় বোধ হওয়া। **তার লাগা**—স্বাদু বিবেচিত হওয়া। (**কানে**) **তালা লাগা**—তালা দ্রঃ। **দম লাগা**—হাঁপ ধরা। **দাঁত লাগা**—দাঁত দ্রঃ। **দাঁতে দাঁত লাগা**—শীতের ফলে অনিচ্ছাক্রমে দাঁতে দাঁতে সংঘর্ষ হওয়া; অজ্ঞানাবস্থায় দুই পাটি দাঁত আটকাইয়া যাওয়া। **দাগ লাগা**—কোন রং-এর বা বস্তুর ছাপ লাগা; ফলে পচন ধরা; কলঙ্কের ছাপ লাগা। **দিন লাগা**—নির্দিষ্ট সময় উপস্থিত হওয়া, মৃত্যুক্ষণ উপস্থিত হওয়া। **নজর লাগা**—ডাইনী হিংসুক অকল্যাণকামী প্রভৃতি ব্যক্তির ক্ষতিকর দৃষ্টি পড়া। **নোনা লাগা**—নোনা দ্রঃ। **পা লাগা**—বহুক্ষণ হাঁটা বা দাঁড়াইয়া থাকার ফলে পা কিছুক্ষণের জন্য অসাড় বোধ করা। **পাক লাগা**—ঘুর লাগা; জড়াইয়া যাওয়া। **প্যাঁচ লাগা**—জড়াইয়া যাওয়া, জটিলতার সৃষ্টি হওয়া। **পিছু বা পেছু লাগা**—শত্রুতাচরণ করা, ক্রমাগত উত্যক্ত বা দোষাদি ধরা (অমন করে পেছু লাগলে ও বেচারা বাঁচবে কেমন

করে ?)। **ক্ষিণ্ডে লাগা, ফেউ লাগা**—অনবরত বিরক্ত করা। **বিষম লাগা**—বিষম দ্রঃ। **ভাব লাগা**—ভাবাবেশ হওয়া। **ভেল্কি লাগা**—যাদুর প্রভাবাধীন হওয়া, বিস্ময়ে একান্ত হতবুদ্ধি হওয়া। **মন লাগা**—আগ্রহ হওয়া; মনঃসংযোগ হওয়া। **মনে লাগা**—পছন্দ হওয়া। **মুখ লাগা**—মুখের মধ্যে কুটকুট করা। **হাত লাগা**—হাত অসাড় বোধ করা; অল্প অল্প করিয়া চুরি যাওয়া (লোকের হাত লেগেছে, নইলে এত জিনিষ যাবে কোথায় ?); সম্পাদনে অংশ গ্রহণ করা (আমাদের মাষ্টার মশায়ের হাত যখন এতে লেগেছে, তখন এটি সুসম্পন্ন হবেই)। **লাগিয়া থাকা**-না ছাড়া; অধ্যবসায় প্রকাশ করা।

লাগাও, লাগোয়া—[হি.] ণ. সংলগ্ন, পাশাপাশি (আমাদের জমির লাগাও জমি)।

লাগাড়—[হি. লগাতার] বি. অবিচ্ছেদ, ধারাবাহিকতা (একলাগাড়ে)।

লাগাৎ, লাগায়েৎ—[আ. লগায়েত্] অব্য. সেই পর্যন্ত, নাগাদ (সন্ধ্যা লাগাৎ আসবে)। **ইস্তক লাগাৎ**—বরাবর। [মন ভাঙানো।

লাগানি-ভাঙানি—বি. গোপনে নিন্দা করিয়া

লাগানো—ক্রি. সংলগ্ন করা (আঠা লাগানো, নৌকা লাগানো); রোপণ করা (গাছ লাগানো); প্রযুক্ত করা, প্রয়োগ করা (চাবি লাগানো, তালা লাগানো; চৌকাঠ লাগানো; রং লাগানো; মন লাগানো; পা লাগানো; চাবুক লাগানো; ভেল্কি লাগানো; আগুন লাগানো; কলকেয় দম লাগানো, হাত লাগানো; ধমক লাগানো); স্পর্শ লাভ করা (হাওয়া লাগানো; রোদ লাগানো; ঠাণ্ডা লাগানো); প্রভাবাধীন হওয়া (ঘুম লাগানো); ভিড়ানো (নৌকা লাগানো); ব্যয় করা, অতিবাহিত করা (সময় লাগানো); বোধ করানো (তাক লাগানো, ধাঁধা লাগানো; বন্ধ করা, ভেজাইয়া দেওয়া (কপাট লাগানো; খিল লাগানো); নিযুক্ত করা (কাজে লাগানো); কাহারও বিরুদ্ধে গোপনে অভিযোগ করা (আমার নামে কর্তার কাছে খুব লাগিয়েছে); বাধানো, সূচনা করানো (ঝগড়া লাগানো); লগ্নি করা, সুদে টাকা ধার দেওয়া (টাকা লাগানো)।

লাগাম—[হি. লাগাম] বি. অশ্বের বল্গা, রাশ; সংযম, আঁট (মুখে লাগাম নেই—যা খুশী তাই বলে, জিহ্বা অসংযত)।

লাগায়েৎ—লাগাৎ দ্রঃ।

লাগাল—বি. নাগাল (দ্রঃ)।

লাগি, লাগিয়া—জন্য (কাব্যে ব্যবহৃত)।

লাঘব—[লঘু + অ] বি. লঘুত্ব, হাল্কাভাব; অল্পতা (আহার লাঘব); চপলতা (বুদ্ধি লাঘব); অগৌরব, অপমান (লাঘবের নাহি অন্ত—কবিকঙ্কণ); ক্ষিপ্রতা (হস্ত-লাঘব; গতি-লাঘব)। (বিপ. গৌরব)।

লাঙল—লাঙ্গল-এর কথ্য রূপ। **লাঙ্গল**—বি. [লন্গ্ + অল] ভূমি কর্ষণ-যন্ত্র, হল। **লাঙ্গল-দণ্ড**—লাঙ্গলের ঈষ। **লাঙ্গল দেওয়া**—লাঙল দিয়া জমি চাষ করা। **লাঙ্গল-পদ্ধতি**—লাঙলের রেখা, সীতা-রেখা। **লাঙল ফাল**—লাঙলের মুখের লৌহ-ফলক।

লাঙ্গা—ণ. নাঙ্গা দ্রঃ।

লাঙ্গুল, লাঙ্গূল—[সং.] বি. পুচ্ছ, লেজ, বালধি। **লাঙ্গুলহীন**—ণ. লেজহীন; লেজকাটা। **লাঙ্গুলী** (-লিন্)—ণ পুচ্ছবিশিষ্ট; বি. বানর।

লাচাড়ী,-ড়ি, রি, রী—প্রাচীন দীর্ঘ-ত্রিপদী ছন্দো-বিশেষ (ইহা গীত হইত)।

লাচার—[লা + চারাহ্] ণ. নিরুপায়, নাচার; অক্ষম। বি. **লাচারি**—উপায়হীনতা; দারিদ্র্য, টানাটানি (বড় লাচারিতে পড়েছি, যদি দুটো টাকা দিয়ে সাহায্য করেন)।

লাজ, লাজা—[সং.] বি. ভৃষ্ট ধান্য, খৈ; ভিজা চাউল; বেণার মূল। **লাজা-বন্ধন ন্যায়**—খয়ে বন্ধন দ্রঃ। **লাজবর্ষণ**—বি. খই ছড়ানো (সম্বর্ধনা-সূচক বা পবিত্রতা-সাধক কার্য)। **লাজমণ্ড**—খৈয়ের মণ্ড। **লাজমুষ্টি**—একমুঠা খৈ।

লাজ—[সং. লজ্জা] বি. লজ্জা, স্ত্রীস্বভাব-সুলভ সঙ্কোচ ('কহিতে নারিনু লাজে'; নারী কহে জিহ্বা কাটি, শুনে লাজে মরি—রবি)। **লাজ বাসা**—লজ্জা অনুভব করা (কথ্য ভাষায় ও কাব্যে ব্যবহৃত)।

লা-জওয়াব—ণ. নিরুত্তর। লা দ্রঃ।

লাজাঞ্জলি—বি. অঞ্জলি পরিমিত খৈ; মুঠি মুঠি খৈ ছড়ানো।

লাজুক—ণ. লজ্জাশীল; যে অপরের সামনে মুখ তুলিতে পারে না; মুখচোরা, shy।

লাঞ্ছন—[লাছ্ (চিহ্ন করা) + অনট্] বি. চিহ্ন (শশলাঞ্ছন—চন্দ্র); ধ্বজ (মীনলাঞ্ছন); নাম, উপাধি; অঙ্কন; লাঞ্ছনা। **লাঞ্ছন-মুদ্রা**—চিহ্নিত করিবার ছাপ, শীল-মোহর। **লাঞ্ছনা**—বি. অপমান, বেইজ্জতি, অপমানজনক দুরবস্থা (লাঞ্ছনার একশেষ; খিন্ন শীর্ণ জীবনের শতলক্ষ ধিক্কার লাঞ্ছনা উৎসর্জন করি—রবি)। **লাঞ্ছিত**—ণ. চিহ্নিত, অঙ্কিত (অর্ধচন্দ্র লাঞ্ছিত পতাকা); অপমানিত ও দুর্দশাগ্রস্ত (তিনি নিরুত্তর রইলেন, কেন না লাঞ্ছিত হবার ভয় ছিল); নামযুক্ত; নিশানাবিশিষ্ট; উৎপীড়িত।

লাট—[লাট + অ] বি. গুণী বা রসিক লোক; ণ জীর্ণ, মলিন, ব্যবহৃত। **লাট**—[সং] বি. দেশ-বিশেষ; গুজরাটের (মতান্তরে দক্ষিণ ভারতের) অঞ্চল-বিশেষ। **লাটানুপ্রাস**—লাটদেশে প্রচলিত শব্দালঙ্কার-বিশেষ। **লাটী (-টিকা) রীতি**—লাটদেশ-প্রচলিত সংস্কৃত কাব্যরচনা-রীতি (ইহাতে সুকুমার গুণব্যঞ্জক শব্দ থাকে)।

লাট—[সং. নষ্ট] ণ. ভাঁজ-ভাঙা ও এলোমেলো, মলিন (নতুন কাপড় লাট করলে ফেরত নেবে না)। **লাট খাওয়া**—লাট হওয়া, কাপড়ের পরিপাটী ভাব নষ্ট হওয়া; ঘুঁড়ি সুতা ছাড়িবার সময় ঘুরিতে থাকা।

লাট—স্তম্ভ (অশোক-লাট)। [হি. লাঠ]।

লাট—[ইং. Lord] বি. সর্বোচ্চপদে আরূঢ় ইংরাজ রাজপুরুষ (বড়লাট; ছোটলাট; জঙ্গী-লাট)। **লাট-বেলাট**—অতি উচ্চ রাজকর্ম-চারিগণ। **লাটসাহেব**—বড়লাট অথবা ছোট-লাট; (বিদ্রূপে) মস্ত লোক।

লাট—[ইং. lot] বি. সমষ্টি নিলামে যে-সব দ্রব্য বিক্রীত হয় তাহার পৃথক্ পৃথক্ সমষ্টি বা গুচ্ছ; নিলামে বিক্রেয় মহাল-সমূহের বা ভূমিখণ্ড-সমূহের তালিকা; জমিদারির মহাল বিশেষ (বিশেষতঃ সুন্দরবন অঞ্চলে)। **লাটদার**—ঐরূপ মহাল যে বন্দোবস্ত নিয়াছে। **লাটবন্দী**—যে সব মহালের খাজনা দেওয়া হয় নাই তাহাদের নিলা-মের জন্য প্রস্তুত তালিকা। **লাটের কিস্তি**—মহালের সরকারী খাজনার কিস্তি। **লাটে ওঠা**—লটারী হইয়া নিলামে উঠা। **লাটের খাজনা**—নির্ধারিত সময়ে পরিশোধ্য সরকারী খাজনা; যাহা নির্ধারিত সময়ে অবশ্য দেয় বা করণীয়।

লাটাই—বি. নাটাই, যাহাতে সুতা জড়ানো হয়।

লাটিম—বি. ছেলেদের খেলনা বিশেষ যাহা লেত্তির সাহায্যে ঘুরানো হয়, top।

লাট্টু, লাটু—বি. লাটিম (পূর্ববঙ্গে সুপ্রচলিত)।

লাঠানো—ক্রি., বি. লাঠি দিয়া মারা। **লাঠা-লাঠি**—লাঠি লইয়া মারামারি; আপোসহীন ঝগড়া, বিষম ঝগড়া (কথা না বললে লাঠালাঠি বেধে যাবে)। **লাঠি-খেলা**—লাঠিযুদ্ধ-সম্পর্কিত কৌশল প্রদর্শন। **লাঠি মারা**—লাঠি দিয়া কঠিন আঘাত করা। **লাঠি-মারা কথা**—লাঠির আঘাতের মত রূঢ় বাক্য। **লাঠিসোঁটা**—নানা ধরণের লাঠি। **লাঠিবাজ**—লাঠি-চালনায় পারদর্শী; লাঠি চালাইয়া যাহারা লুঠ-তরাজ করে। **লাঠিয়াল**—লাঠি-চালনায় পটু, লাঠি চালনা যাদের জীবিকা (পঞ্চাশ জন লাঠিয়াল জমায়েত করা হইয়াছে)। (কথ্য: লেঠেল)। **লাঠ্যৌষধি** লাঠি অর্থাৎ প্রহার ঔষধ-স্বরূপ, লাঠি খাইলে তবে বুঝিতে পারে (মূর্খস্য লাঠ্যৌষধি)।

লাড়া—নাড়া দ্রঃ; ক্রি. আন্দোলিত করা, কম্পিত করা, শুকাইবার জন্য এপিঠ-ওপিঠ করা (ধান লাড়া; লাড়াচাড়া; লাড়ালাড়ি; ঠাঁই লাড়া)। (প্রাচীন বাংলায় ও গ্রাম্য ভাষায় ব্যবহৃত)।

লাড়ু—[সং. লড্ডুক; হি. লাড্ডু] বি. ছোট ছোট জিনিস একত্র গোল করিয়া পাকাইয়া বানানো মিষ্টদ্রব্য অথবা খাদ্যদ্রব্য, নাড়ু (নারকেলের লাড়ু, তিলের লাড়ু; মুগের লাড়ু; ঘিয়ের লাড়ু; ঝালের লাড়ু—মিষ্ট ও ঝাল খাদের চাল-ভাজার গুঁড়া নারকেলকোরা তিল ইত্যাদি দিয়া প্রস্তুত লাড়ু-বিশেষ); লাড়ুর মত পিণ্ডাকৃতি কিছু (লাড়ু পাকানো)। **লাড়ুগোপাল**—লাড়ু খাইতেছেন শ্রীকৃষ্ণের এমন শৈশব-মূর্তি; সেকালের পাঠশালার শাস্তি-বিশেষ (বালককে হাঁটু গাড়িয়া হাতে ভারী ইট লইয়া বসিয়া থাকিতে হইত)। **ছেলের হাতের লাড়ু**—মো দ্রঃ।

লাড্ডু—বি. লাড়ু; মতিচুর লাড্ডু। **দিল্লীকা লাড্ডু**—দিল্লী দ্রঃ।

লাথ, লাথি—[হি. লাত; ফা. লকদ] বি. পদাঘাত; লাঞ্ছনা (লাথি-ঝাঁটা)। **লাথিখেকো**—ণ. লাঞ্ছনা-ভোগে অভ্যস্ত (লাথি খাইয়াও যাহার লজ্জা হয় না)। (গালি)। **লাথির ঢেঁকী চড়ে ওঠে না**—ঢেঁকি দ্রঃ। **লাথালাথি**—পরস্পরকে পদাঘাত।

লাদ—বি. অশ্ব প্রভৃতির বিষ্ঠা, নাদী।
লাদা—ক্রি. মলত্যাগ করা; [হি. লাদনা] বোঝাই করা (বিশেষতঃ পশুর পৃষ্ঠে)। বি. **লাদাই**—বোঝাই করার কাজ।
লাদাবী—[লা+দাবী] ণ. যাহার জন্ত কোন দাবীদাওয়া করা হয় না, unclaimed; বি. দাবি নাই বলিয়া স্বীকার-সূচক দলিল।
লাফ—[সং. লম্ফ] বি. লম্ফ; ডিঙ্গানো; আস্ফালন (লাফালাফি)। **লাফঝাঁপ**—লম্ফঝম্প, অশোভন আস্ফালন।
লাফড়া,-রা, লাবড়া—বি. নানা তরকারীর মিশ্র ব্যঞ্জন। [বেগুন)।
লাফা—বি. বড় কাঁপা বেগুন-বিশেষ (লাফা
লাফানো—ক্রি., বি. লাফ দেওয়া; ডিঙ্গানো; আস্ফালন করা। বি. **লাফানি**—লাফানো, লম্ফঝম্প উল্লম্ফন, কুর্দন (তার লাফানি দেখে কে!)। **লাফালাফি**—লম্ফঝম্প, বারবার লাফ দেওয়া; ফূর্তির আতিশয্যে কুর্দন; আস্ফালন (ব্যঙ্গার্থক)।
লাব, লাবক—[সং.] বি. পক্ষি-বিশেষ, লাওয়া, বটের পক্ষী।
লাবড়া—লাফড়া দ্রঃ।
লাবণ—[লবণ+অ] ণ. লবণযুক্ত, লবণ-সম্বন্ধীয়। **লাবণক**—লবণ-সমুদ্রের দ্বীপ, লঙ্কা দ্বীপ। **লাবণিক**—ণ., বি. লবণ-বিক্রেতা; ণ. লবণ-মিশ্রিত বা লোণা।
লাবণি, -ণী,-নি,-নী—[সং. লাবণ্য] বি. লাবণ্য, লালিত্য, মাধুর্য, কান্তি ('চল চল কাঁচা অঙ্গের লাবণি')। (কাব্যে ব্যবহৃত)।
লাবণ্য—[লবণ+ষ্য] বি. কান্তি, চাকচিক্য, আভা, মাধুর্য (রূপলাবণ্য; লাবণ্যবতী)। **লাবণ্যার্জিত**—বিবাহ-কালে নববধূকে দেখিয়া শ্বশুর-শাশুড়ী খুশী হইয়া যে টাকা-পয়সা দেন (গ্রাম্য ভাষায় 'বউয়ের মুখ-দেখা টাকা' বলা হয়)।
লাভ—[লভ্+ঘঞ্] বি. প্রাপ্তি, পাওয়া; অর্জন, উপার্জন (ধন লাভ; বিদ্যা লাভ; স্ত্রী লাভ); উপলব্ধি (অভিজ্ঞতা লাভ); উপবৃদ্ধ, লভ্য; বৃদ্ধি, মুনাফা, খরচবাদে উদ্বৃত্ত (বহু টাকা লাভ হয়েছে; লাভে-মূলে গেল); উপকার, স্বার্থ, কায়দা (লাভে লোহা বয়; কেন করতে যাবো, লাভ কি?)। **লাভজনক**—ণ. যাহাতে লাভ অর্থাৎ মুনাফা বা উপকার হয়। **লাভ-লোকসান**—লাভ ও ক্ষতি। **লাভে-মূলে খোয়ানো**—যাহা মূলধন ছিল ও যাহা লাভ হইয়াছিল সব নষ্ট হওয়া; সর্বস্ব নষ্ট হওয়া। **লাভের গাঁতি**—লাভের কৃষিকর্ম বা ব্যাপার (খাটে খাটায় লাভের গাঁতি—খনা)। **লাভে লোহা বয়**—লাভের সম্ভাবনা থাকিলে লোহা বহনের মত কষ্টকর কাজও মানুষ করে।
লামা- [তিব্বতী. লামা] বি. তিব্বত দেশের বৌদ্ধ সন্ন্যাসী (দালাই লামা—তিব্বতের প্রধান ধর্মগুরু ও শাসক); [llama] পেরু দেশের উট।
লামা—ক্রি. নামা, অবতীর্ণ হওয়া, নীচে আসা; ণ. নীচু (লামা জায়গা)। (পূর্ববঙ্গে সুপ্রচলিত)।
লাম্পট্য—[লম্পট+ষ্য] বি. লম্পটের আচরণ, কামুকতা, দুশ্চরিত্রতা।
লায়েক—[আ. লায়ক্] ণ. যোগ্য, সমর্থ; সাবালক; উপার্জনক্ষম (লায়েক ছেলে; কাজের লায়েক); উর্বর (লায়েক জমি); কৃতবিদ্য, সুপণ্ডিত (আরবী-ফার্সীতে লায়েক); (ব্যঙ্গার্থে) ডেঁপো। (বিপ. **নালায়েক**—অক্ষম, অযোগ্য, মূর্খ; **গরলায়েক**—চাষ-আবাদের অযোগ্য)।
লাল—[ফা. লা'ল—পদ্মরাগ, চুনি; হি. লাল—প্রিয় বালক, প্রিয় পুত্র; রক্তবর্ণ] বি. প্রিয় বালক, প্রিয় পুত্র (লাল-গোপাল; নন্দলাল; লাল মিঞা; লালচাঁদ); ণ. রক্তবর্ণ (লাল পদ্ম; লাল চিতা); লায়েক, উর্বর (লাল জমি—বিপ. খিল জমি), অতিশয় সমৃদ্ধি-সম্পন্ন (পাটের কারবারে দু'বৎসরেই লাল হয়ে উঠেছে)। **চোখ লাল করা**—ক্রুদ্ধ দৃষ্টি নিক্ষেপ করা। **লাল-পাগড়ি**—লাল পাগড়িধারী পুলিস। **লাল গুরু**—মেথরদের ধর্মগুরু। **লালমুখ**—ণ. রক্তবদন; বি. সাহেব, গোরা; বানরজাতি বিশেষ। **লালমোহন**—মিষ্টান্ন-বিশেষ, বড় লেডিকেনি। **লাল লাল**—সর্বাঙ্গ রক্তবর্ণ, শুধু রক্তবর্ণ।
লাল—[সং. লালা] বি. থুতু, নাল। **লালপড়া**—লালাস্রাব হওয়া; অতিশয় লোভ হওয়া।
লালক—লালন দ্রঃ।
লালচ—[হি.] বি. লালসা, লোভ (ধনের লালচ)। ণ. **লালচী**—লোভাতুর।
লালচা, লালচে—ণ. ঈষৎ রক্তবর্ণ।
লালন—[লাড়ি (যত্নে পালন করা)+অনট্] বি. সস্নেহ বা সযত্ন পালন বা বর্ধন (পাঁচ বৎসর

বয়স পর্যন্ত শিশুকে লালন করিবে; প্রতিশোধ-স্পৃহা অন্তরে লালন করিতেছিল); পল্লীকবি লালনশা ফকির ('অধীন লালন বলে')। ণ. **লালনীয়**—যত্নে বর্ধনীয় অথবা পালনীয়। **লালয়িতা (-তৃ), লালক**—ণ. লালনকারী। **লালন-পালন**—লালন। **লালা-পালা**—ক্রি., বি. লালন-পালন করা।

লালসা—[লস্ (যঙ্লুগন্ত)+অ+আপ্] বি. লিপ্সা, লোভ, বাসনা (ধনের লালসা; যশের লালসা); স্পৃহা, ঔৎসুক্য (অসীম লালসা মোর শুনিতে কাহিনী—মধু); গর্ভিণী-দোহদ।

লালা—[লল্+ণিচ্ (লালি)+অন্+আপ্—যাহা খাদ্য পাইতে ইচ্ছা করে] বি. মুখ হইতে যে জল ঝরে, লাল, নাল। **লালাক্লিন্ন**—ণ. লালাসিক্ত (লালাক্লিন্ন মুখ)। **লালাবিষ, লালাস্রাব**—বি. যাহাদের লালায় বিষ, মাকড়সা প্রভৃতি। **লালাস্রাব**—বি. লালা নিঃসরণ।

লালা—[হি.] বি বাবু, মহাশয়; পশ্চিমা কায়স্থের উপাধি (লালাজী); ফুল বিশেষ, tulip (নার্গিস লালা)। **লালাবাবু**—বিখ্যাত বৈষ্ণব কৃষ্ণচন্দ্র সিংহের নাম।

লালাটিক—[ললাট+ফিক] ণ. ললাট-সম্বন্ধীয়; ভাগ্যাপেক্ষী; ভাগ্যলব্ধ; ললাটভূষণ।

লালায়িত—ণ. লালাস্রাবযুক্ত, লোলুপ (পদমর্যাদার জন্য লালায়িত)। [লালায়্ (নামধাতু)+ক্ত]

লালিকা—বি. সোপহাস উত্তর; ছন্দ ও রচনা-রীতির বিদ্রূপাত্মক অনুকরণ, parody।

লালিত—ণ. যত্নে পালিত অথবা বর্ধিত।

লালিত্য—[ললিত+ষ্য] বি. মাধুর্য; মনোহারিতা; সরসতা; কোমলতা; সৌন্দর্য (পদলালিত্য)।

লালিমা—[বাং. লাল+সং. ইমন্, রক্তিমন্-শব্দের অনুকরণে গঠিত] বি. লাল আভা (ওষ্ঠাধরের লালিমা) ণ. **লালিম**—লাল আভাযুক্ত।

লালী—বি. লোহিতত্ব, redness (গোলাপ ফুলের লালী)। [বাং. লাল+ঈ]

লাশ,-স—[তুর্ক. লাশ] বি. মৃতদেহ, শব (পড়ে আছে যেন এক লাশ; লাশ নিয়ে গোরস্থানে যাওয়া)।

লা-শরীক—[আ.] ণ. অংশী নাই যার, একক, অদ্বিতীয় (দাঁড়ীমুখে সারি গান লা-শরীক আল্লা—নজরুল)।

লাস—[লস্+ঘঞ্] বি. নৃত্য, স্ত্রীলোকের নৃত্য; [লাশ] শব।

লাস্য—[লস্+ঘ্যণ্] বি. নৃত্য, নাচ; স্ত্রীলোকের নৃত্য; ভাব ও তাল-লয়াদিযুক্ত নৃত্য (বিপ. তাণ্ডব)। ণ. (স্ত্রী.) **লাস্যময়ী**—নাচের ভাব-ভঙ্গি-বিশিষ্টা। স্ত্রী. **লাস্যা**—নর্তকী।

লাহা—বি. লাক্ষা, গালা; স্বর্ণ-বণিকের পদবী-বিশেষ (রাজা হৃষিকেশ লাহা)।

লাহিড়ী—বারেন্দ্র শ্রেণীর কুলীন ব্রাহ্মণের পদবী।

লাহওল—[আ. লা-হ'বল লা-কুয়তইল্লা বিল্লাহে —আল্লাহ্‌তে ভিন্ন আর কাউতে মাহাত্ম্য নাই, শক্তিও নাই] বি. কুকথা কুচিন্তা ইত্যাদির প্রতি বিরূপতা-জ্ঞাপক উক্তি (আরে ভাই, লাহওল পড় —তুলনীয়, রাম বল)।

লাহোরী—ণ লাহোর নগরে জাত; লাহোর-সম্বন্ধীয়; লাহোরের অধিবাসী।

লি—চীনা পদ্ধতিতে গণিত দূরত্বের পরিমাণ-বিশেষ (সাধারণতঃ বার লি-তে একমাইল ধরা হয়)

লিক, লিখ—[বাং.] বি. নিক, উকুনের ডিম বা বাচ্চা; [সং. লেখ, রেখা] মাটির উপরে চলন্ত গাড়ীর চাকার যে দাগ পড়ে (লিক ধরে চলা—চাকার দাগের উপর দিয়া গাড়ী চালনা করা)।

লিকলিক্—অব্য. সরু ও মজবুত বস্তুর আন্দোলন ভঙ্গি সম্পর্কে বলা হয় (লক্‌লক্ দ্রঃ)। ণ. **লিক্‌লিকে** (লিক্‌লিকে বেত)।

লিখন—[লিখ্+অনট্] বি. লেখা, অক্ষর-বিন্যাস করা; চিত্র করা বা দাগ কাটা; পত্র, লেখন, লেখা; ভাগ্যলিপি (ললাট-লিখন)। **লিখন-পঠন**—লেখা ও পড়া।

লিখা—ক্রি., বি. অক্ষরে প্রকাশ করা, লিপিবদ্ধ করা; চিত্রিত করা; রচনা করা; বর্ণনা করা; পত্র লেখা (তাকে লিখেছি); ণ. লিখিত (আছে সে ভাগ্যে লিখা—রবি), বর্ণিত, চিত্রিত। **লিখে দেওয়া**—লেখায় প্রকাশ করা, আইন-সঙ্গত ভাবে লিপিবদ্ধ করিয়া দান করা (সব সম্পত্তি লিখে দিয়েছে); লেখায় আপন দৃঢ় মত ব্যক্ত করা (পার্বে না, তা লিখে দিতে পারি)। **লিখে রাখা**—মনে রাখিবার জন্য লিখিয়া রাখা। **এক কলম লিখে দেওয়া**—আপন মত-বিশ্বাস লেখায় ব্যক্ত করা।

লিখিত—[লিখ্+ক্ত] ণ. লিপিবদ্ধ; চিত্রিত; অঙ্কিত। **লিখিতং**—লেখায় স্বীকৃত (দলিলের

ভাষা)। **লিখিতব্য**—[লিখ্ + তব্য] ণ. লিখিবার যোগ্য, যাহা লিখিতে হইবে।

লিখিয়ে—ণ. যে লিখিতে পারে (লিখিয়ে-পড়িয়ে লোক); বি. লেখক (গল্প-লিখিয়ে)। [বাং.]

লিগ্যাল রিমেম্ব্র্যান্সর—[ইং. Legal Remembrancer] সরকারকে মামলা-মোকদ্দমা বিষয়ক পরামর্শদাতা উচ্চ রাজকর্মচারী।

লিঙ্গ—[লিন্গ্ (গমন করা)+অন্] বি. চিহ্ন; বিশেষ চিহ্ন; ভেখ; পুং-জননেন্দ্রিয়, শিশ্ন, মেঢ্র; স্ত্রী-চিহ্ন; শিবমূর্তি-বিশেষ (লিঙ্গপূজা); (ব্যাক.) শব্দের পুংত্ব স্ত্রীত্ব অথবা ক্লীবত্ব; (সাংখ্য-দর্শনে) প্রকৃতি; (বেদান্তে) সূক্ষ্মশরীর (লিঙ্গশরীর)। **লিঙ্গদেহ**—ভৌতিক দেহের অভ্যন্তরে কল্পিত সূক্ষ্ম দেহ-বিশেষ। **লিঙ্গধর**—ণ.,বি. ভেকধারী। **লিঙ্গনাশ**—সূক্ষ্মদেহের নাশ। **লিঙ্গ-পুরাণ**—ব্যাস-প্রণীত শিবলিঙ্গ-মাহাত্ম্য-বিষয়ক পুরাণ। **লিঙ্গপ্রতিষ্ঠা**—শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা। ণ. **লিঙ্গবৃত্তি**—জীবিকার জন্য সন্ন্যাসী প্রভৃতির বেশধারী, ধর্মধ্বজী। **লিঙ্গমূর্তি**—শিবের লিঙ্গরূপ প্রতীক। **লিঙ্গশরীর**—লিঙ্গদেহ (দ্রঃ)।

লিঙ্গায়ৎ,-ত—ণ.,বি শিবলিঙ্গোপাসক সম্প্রদায়-বিশেষ। [ফল।

লিচু—[চীনা. লিচি] বি. গাছ বিশেষ বা তাহার

লিজ্‌জে—[প্রাকৃত—লইজ্জই] ক্রি. ধরিবে, গ্রহণ করিবে (কুড়োবা কুড়োবা কুড়োবা লিজ্‌জে, কাঠায় কুড়োবা কাঠায় লিজ্‌জে—শুভঙ্করের ফাঁকি)।

লিথো, লিথোগ্রাফী—[ইং. Lithography] পাষাণ-ফলকে লিখিয়া তাহা হইতে ছাপ গ্রহণ রূপ শিল্প-বিশেষ।

লিপি—বি. পত্র, চিঠি; লেখা, লিখন (ভাগ্য-লিপি; পাণ্ডুলিপি; হস্তলিপি); লেখার নকল (লিপিকর); বর্ণমালা (রোমক লিপি; ব্রাহ্ম লিপি)। **লিপিকর্ম** (-র্মন্)—লেখার কাজ। **লিপিকার,-কর**—যে লেখন প্রস্তুত করে; যে পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করে; যে নকল প্রস্তুত করে, copyist। **লিপিকর-প্রমাদ**—নকল প্রস্তুত-কারকের ভুল। **লিপিকলা**—সুন্দর অক্ষরে লিখিবার কৌশল বা বিদ্যা, calligraphy। **লিপিকা**—ছোট চিঠি; ক্ষুদ্র রচনা। **লিপিচাতুর্য**—রচনা-চাতুর্য। **লিপিজ্ঞান**—বর্ণমালা সম্বন্ধে জ্ঞান। **লিপিবদ্ধ**—ণ. লিখিত। **লিপি-বিদ্যা**—বর্ণমালা-বিষয়ক বিদ্যা, অক্ষর-বিজ্ঞান।

লিপ্ত—[লিপ্ (লেপন করা)+ক্ত] ণ. যাহাতে লেপন করা হইয়াছে, রঞ্জিত (সিন্দূর-চন্দন-লিপ্ত ললাট; মসীলিপ্ত; **লিপ্তবাসিত**—পূর্বে চন্দনলিপ্ত, পরে ধূপের দ্বারা বাসিত); বিষাক্ত (**লিপ্তক**—বিষাক্ত বাণ); জোড়া-লাগানো। **লিপ্তপাদ,-পাদ**—ণ. হংস প্রভৃতি যাহাদের পদাঙ্গুলি চর্মের দ্বারা যুক্ত, web-footed; **লিপ্তহস্ত**—যাহাদের করাঙ্গুলি চর্মের দ্বারা যুক্ত।

লিপ্যন্তর—বি. এক ভাষার শব্দ অন্য ভাষার অক্ষরে লেখা, প্রতিবর্ণীকরণ, transliteration। [লিপি+অন্তর]

লিপ্সা—[লভ্+সন্+অ+আপ্] বি. লাভেচ্ছা লোভ (ফললিপ্সা; 'ভোগলিপ্সা); কামনা, স্পৃহা (যশোলিপ্সা)। ণ. **লিপ্সু**—লাভেচ্ছু, লোভী, গৃধ্নু।

লিভার, লিবার—[ইং. liver] বি. যকৃৎ। **লিভার হওয়া**—যকৃৎ বড় হওয়া।

লিষ্ট, লিস্ট্—[ইং. list] বি. ফর্দ, তালিকা, (কাজের লিষ্ট)।

লীঢ়—[লিহ্+ক্ত] ণ. যাহা লেহন করা হইয়াছে, আস্বাদিত; স্পৃষ্ট (আলীঢ় দ্রঃ)।

লীন—[লী (লীন হওয়া)+ক্ত] ণ. লয়প্রাপ্ত, মিলিত, অদৃশ্য (ব্রহ্মে লীন হওয়া); সংসক্ত; শয়ান; স্থিত (অন্তর্লীন)।

লীলা—[লী (আলিঙ্গন)+লা (গ্রহণ করা)+ড+আপ্] বি. ক্রীড়া; বিলাস; প্রমোদ; ভঙ্গি; শোভা; কেলি; শৃঙ্গার-ভাবজাত চেষ্টা; হাবভাব অঙ্গবেশ অলঙ্কার প্রীতি বাক্য ইত্যাদির দ্বারা প্রিয়তমের অনুকরণ; কার্যকলাপ (ভবলীলা সাঙ্গ হইল); দেবতার খেলা, অবতারের ক্রিয়াকলাপ। **লীলাকমল**—শোভার জন্য নারীর হস্তে ধৃত পদ্ম। **লীলা-কানন**—প্রমোদ-কানন। **লীলাক্ষেত্র**—দেবতা অবতার প্রভৃতির কর্মক্ষেত্র। **লীলা-খেলা**—লীলা, কার্যকলাপ (সাধারণ বুদ্ধিতে যে কার্য-কলাপের অর্থ বোঝা কঠিন); (ব্যঙ্গে) জীবন (লীলাখেলা শেষ হওয়া)। **লীলাগতি**—সুন্দর ভঙ্গিযুক্ত গতি। **লীলাচঞ্চল**—ণ. প্রমোদচঞ্চল; চপল হাবভাবযুক্ত। **লীলাতনু**—অবতারাদি কর্মের জন্য

যে দেহধারণ করেন। **লীলানৃত্য**—মোহন-ভঙ্গিযুক্ত নৃত্য। **লীলাবতী**—ণ. বিলাসবতী, হাবভাবযুক্তা; বি. ভাস্করাচার্যের গণিত-বিষয়ক সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থ (ভাস্করাচার্যের কন্যারও নাম নাকি ছিল লীলাবতী)। **লীলাভূমি**—লীলাক্ষেত্র। **লীলাময়**—ণ. যাঁহার ক্রিয়াকলাপ সাধারণ মানব-বুদ্ধির অগম্য; আনন্দ-বিলাসময়। **লীলায়িত**—ণ. মোহনভঙ্গিযুক্ত (ফুল ছুঁড়ে ছুঁড়ে মারিল কুমারে লীলায়িত করি হস্ত দু'টি—রবি)। **লীলাশুক**—সখ করিয়া পালিত টিয়া; নবদ্বীপের প্রসিদ্ধ কৃষ্ণভক্ত শুকপক্ষী-বিশেষ। **মর্ত্যলীলা**—পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ ও নানা ধরণের কর্মে অংশ গ্রহণ।

লু, লু—[হি. লু] বি. গ্রীষ্মকালের অতি উত্তপ্ত বায়ুপ্রবাহ-বিশেষ। [সিদ্ধাচার্য লুইপাদ।

লুই—বি. সুল ও কোমল পশমী বস্ত্র-বিশেষ; প্রসিদ্ধ

লুকানো, লুকনো, লুকোনো—বি., ক্রি. লুক্কায়িত হওয়া, আড়ালে থাকা; গোপন করা, আড়ালে রাখা; ণ. লুক্কায়িত, গুপ্ত (মনের কোণে লুকোনো দুঃখ)।

লুকোচুরি, লুকাচুরি—বি. গোপনতা; সত্য গোপনের চেষ্টা; শিশুদের খেলা-বিশেষ, লুকানো চোরকে খুঁজিয়া বাহির করা খেলা, hide and seek (এত লুকোচুরি কেন?)। **লুকোছাপি, লুকাছাপি, লুকাছাপা, লুকোচুপা**—লুকোচুরি, লুকোনো, গোপন করা, ঢাকাঢাকি (এর মধ্যে লুকোছাপি কিছুই নাই)।

লুক্কায়িত—ণ. গোপন, অন্তর্হিত, প্রচ্ছন্ন। [সং]

লুঙ্গি,-ঙ্গী—[বর্মী, ফা. লুঙ্গী] বি. দুইমুখ-জোড়া ছোট ধুতি (ব্রহ্মদেশে ও মুসলমানদের মধ্যে সুপ্রচলিত)।

লুচি—[সং. লোচিকা] বি. ঘিয়েভাজা পাতলা রুটি।

লুচ্চা—[আ. লুচ্চা—গর্বিত, আড়ম্বরপ্রিয়] ণ. লম্পট।

লুট, লুঠ—[লুণ্ঠ্—বলপূর্বক ধনাদি হরণ] বি. লুণ্ঠন (লুট করা); লুণ্ঠিত দ্রব্য (লুটের ভাগ); যথেচ্ছ ব্যবহার (মালের লুট চলেছে); বিতরণের জন্য মাটিতে বিক্ষেপ (**হরির লুট**—হরিনাম করিয়া প্রসাদী বাতাসা ইত্যাদি মাটিতে ছড়াইয়া দেওয়া)। **লুটতরাজ**—দস্যুবৃত্তি; ব্যাপক লুণ্ঠন। **লুটপাট**—লুণ্ঠন। **দুহাতে লুট**—যেমন খুশী আত্মসাৎ করা। **লুটের মাল**—লুট করিয়া আনা দ্রব্য। **লুটের মহাল**—যাহার ইচ্ছা সে-ই লুণ্ঠন করিতেছে এমন বিশৃঙ্খল সম্পত্তি।

লুটা, লোটা—ক্রি.,বি. লুণ্ঠন করা (ডাকাতে লুটে নেবে); আত্মসাৎ করা (বার ভূতে লুটছে); মাটিতে লুটানো অর্থাৎ অত্যন্ত প্রাচুর্য হওয়া (ভাণ্ডার-দ্বার খুলেছে জননী অন্ন যেতেছে লুটিয়া —রবি)।

লুটা, লোটা, লুটানো, লোটানো—ক্রি, বি.বিলুণ্ঠিত হওয়া, গড়াগড়ি যাওয়া (পদতলে লুটিতেছে; লম্বা কোঁচা মাটিতে লুটিতেছে বা লুটাইতেছে)। **লুটাপুটি, লুটোপুটি**—বি. বিলুণ্ঠন, গড়াগড়ি (লুটোপুটি খাওয়া)।

লুটেরা, লুঠেরা—বি. লুণ্ঠনকারী। **লুটেল, লুঠেল**—লুটেরা (অপ্রচলিত)।

লুটোনো, লোটানো—ক্রি. লুটা দ্রঃ; লুণ্ঠিত করানো, উড়ানো, অপব্যয়িত হইতে দেওয়া (টাকা-পয়সা যা আছে বারো ভূত দিয়ে লোটাও যত পার)।

লুণ্ঠক—[লুন্ঠ্ (লুটিয়া লওয়া) + ণক] ণ. লুণ্ঠনকারী, লুঠেরা; যে গড়াগড়ি দেয়। **লুণ্ঠন**—লুট করা, অপহরণ; লুটানো, অবলুণ্ঠন; গড়াগড়ি। ণ. **লুণ্ঠিত**— অপহৃত, লুট-করা (লুণ্ঠিত দ্রব্য); লুটাইতেছে এমন (ভূলুণ্ঠিত)। **লুণ্ঠ্যমান**—ণ. যাহা অপহৃত অথবা অবলুণ্ঠিত হইতেছে।

লুপ্ত—[লুপ্ + ক্ত] ণ. লোপপ্রাপ্ত, বিনষ্ট (লুপ্ত-গৌরব; নাম লুপ্ত হওয়া); অদৃশ্য (লুপ্তপ্রায়)। **লুপ্তরত্নোদ্ধার**—যে উৎকৃষ্ট দ্রব্য নষ্ট হইয়া যাইতেছিল তাহার পুনরুদ্ধার। **লুপ্তোপমা**—উপমা বিশেষ। (পদ্মপত্র যুগ্মনেত্র পরশয়ে শ্রুতি)।

লুফা, লোফা—[সং. লম্ফ] ক্রি., বি. লাফ দিয়া ধরা, শূন্য হইতে ভূপতিত হইবার পূর্বে ধরিয়া ফেলা (বল লোফা; বল্লম লোফা—নিক্ষিপ্ত বল্লম ধরিয়া ফেলা); আগ্রহের সহিত তৎক্ষণাৎ গ্রহণ করা (তোমাকে পেলে তারা লুফে নেবে; মুখের কথা লুফে নেওয়া)।

লুব্ধ—[লুভ্ + ক্ত] ণ. লোভী, গৃধ্নু, লোলুপ (লুব্ধদৃষ্টি); বি. লুব্ধক, নক্ষত্র-বিশেষ। **লুব্ধক**—ব্যাধ; লম্পট; নক্ষত্রবিশেষ, Sirius। **লুব্ধমতি**—ণ. যাহার মনে লোভ জন্মিয়াছে।

লুম্বিনী—কপিলাবস্তুর ঐতিহাসিক উদ্যান যেখানে বুদ্ধদেব ভূমিষ্ঠ হইয়াছিলেন, (বর্তমান, 'রুমিনদেই')।

লুলো—ক্রি.,বি. লুলিত হওয়া; আন্দোলিত বা সঞ্চালিত হওয়া। ণ. **লুলিত**—যাহা আন্দোলিত অথবা অবলুণ্ঠিত হইতেছে (লজ্জাবতী লুলিত লতায়—নজরুল); বিকীর্ণ (লুলিত কেশভার; লুলিত পল্লব)।

লূতা, লূতিকা—[সং.] মাকড়সা, ঊর্ণনাভ; পিপীলিকা। **লূতাতন্তু**—মাকড়সার জাল।

লে—বি. নে, স্নেহ, প্রণয় (প্রাচীন বাংলা); ক্রি. নে, গ্রহণ কর, বুকে ভাখ্ (বিদ্রূপে—লে ঠ্যালা)।

লেই, লেহাই—[সং. অবলেহ] বি. ময়দার কাই, paste।

লেংচা—ণ. ল্যাংচা, খঞ্জ; বি. বড় পান্তুয়া।

লেংড়া, ল্যাংড়া—ণ. খোঁড়া, নেংড়া; বি. সুপ্রসিদ্ধ আম।

লেকচার—[ইং. lecture] বি. বক্তৃতা; বাগাড়ম্বর, ফাঁকা উপদেশ (আর লেকচার দিতে হবে না; লেকচার ঝাড়া)।

লেকিন—[আ.] কিন্তু (কোন কোন অঞ্চলে মুসলমানদের মধ্যে প্রচলিত)।

লেখ—[লিখ্+অল্] বি. যাহা লেখা হয়, লিপি (শিলা-লেখ); পত্র (অনঙ্গ-লেখ); দলিল; অঙ্কন, graph। **লেখহার,-হারক, লেখহারী**(-রিন্)—ণ., বি, পত্রবাহক।

লেখক—ণ.,বি. যে লেখে (পত্র-লেখক, হিসাব-লেখক); লিপিকর; চিত্রকর; গ্রন্থপ্রবন্ধ ইত্যাদির রচয়িতা (নামজাদা লেখক)। স্ত্রী. **লেখিকা**। **লেখন**—বি. অক্ষর-বিন্যাস. লিখন, চিত্রকরণ; পত্র; যাহার উপরে লেখা হয়।

লেখনী—যদ্দ্বারা লেখা যায়, কলম, তুলি।

লেখনীয়—ণ. লিখিতব্য, লিখনযোগ্য।

লেখা—ক্রি.,বি. লিখা দ্রঃ; ণ. লিখিত (অনেক দিন আগেকার লেখা চিঠি; বি. রচনা, যাহা লিখিত হয় (ভাল লেখার সংখ্যা কম; কপালের লেখা); গণনা, হিসাব (লেখাজোখা); লিখিবার ভঙ্গি, হস্তলিপি (লেখা ভাল নয়); অঙ্কন, চিত্র, রেখা, চিহ্ন (চিত্র-লেখা; চন্দন-লেখা; ধূম-লেখা; পৃষ্ঠে নাহি অস্ত্র-লেখা—মধু); চাঁদের কলা (ইন্দুলেখা)।

লেখাই—লিখাইবার কাজ বা পারিশ্রমিক।

লেখা করা—হাতের লেখা তৈরী করা।

লেখা করে দেওয়া—বিধিবদ্ধভাবে লিখিয়া দেওয়া, দলিলাদি সম্পাদন। **লেখাজোখা**—বি. হিসাব ও মাপ; ইয়ত্তা। **লেখানো**—অপরকে দিয়া লিখন-কার্য করানো। **লেখা-পড়া**—বিদ্যাশিক্ষা (লেখাপড়া করে নাই আদৌ); বিদ্যা (লেখাপড়া জানে); দলিলাদি সম্পাদন (কথা হয়েছে, লেখাপড়া এখনও হয়নি)। **লেখালেখি**—পরস্পরকে লেখা (এ দিয়ে তার সঙ্গে লেখালেখি হয়েছে); কাগজে-কলমে বাদ-প্রতিবাদ। **কপালের লেখা**—অদৃষ্টলিপি।

লেখিত—[লিখ+ণিচ্+ক্ত] ণ চিত্রিত; যাহা লেখানো হইয়াছে। **লেখ্য**—ণ. লিখিবার যোগ্য; যাহা লেখা হয়, শুধু লিখিবার সময় ব্যবহৃত (লেখ্য ভাষা—বিপ. কথ্য ভাষা); ণ. লিখিত পত্রাদি বা চিত্রাদি; দলিল-দস্তাবেজ। **লেখ্যগত**—ণ. চিত্রিত। **লেখ্যপত্র**—লিখিত পত্রাদি, দলিল-দস্তাবেজ; তালপাতা। **লেখ্যস্থান**—আফিস, দপ্তর। **লেখ্যোপকরণ**—লিখিবার নানাবিধ উপকরণ, কাগজ-কালি কলম ইত্যাদি।

লেঙ্গট, ল্যাঙ্গট, লেঙট—[সং. লিঙ্গপট্ট] বি. কৌপীন, ব্যায়াম কুস্তি ইত্যাদির জন্য যে বিশেষ ধরণের কৌপীন ব্যবহৃত হয় (লেঙট কষা); ণ. কৌপীনধারী (প্রাচীন বাংলা)। **লেঙ্গটা**—ল্যাংটা দ্রঃ। **লেঙ্গটি**—নেংটি দ্রঃ।

লেঙ্গি,-ঙ্গী—বি. নেং, পা। **লেঙ্গি মারা**—নেং মারা; কৌশলে বশ করা।

লেঙুড়, লেঙুড়—বি. লাঙ্গুল, লেজুড়।

লেচি, -চী—বি. লুচি রুটি কচুরি ইত্যাদি তৈরির জন্য ময়দার বা আটার ছোট গুলি (লেচি কাটা)।

লেজ, ল্যাজ—[সং. লগ্ন] বি. পুচ্ছ, লাঙ্গুল; (বিদ্রূপে) সরকারী খেতাব। **লেজ কাটার পরামর্শ দেওয়া**—কথামালার শৃগালের মত সবাইকে নিজের মত ক্ষতিগ্রস্ত হইবার কুপরামর্শ দেওয়া। **লেজ গুটানো**—(পরাজিত কুকুরের মত) হার স্বীকার করা। **লেজ তুলে দেখা**—আসল ব্যাপার বুঝিতে চেষ্টা করা, বৃথা তর্ক ছাড়িয়া প্রমাণের উপর নির্ভর করা। **লেজ ধরে চলা**—প্রভাব-প্রতিপত্তিশালীদের নির্বিচারে অনুসরণ করা। **লেজ মোটা হওয়া**—অহঙ্কার বৃদ্ধি পাওয়া, গুমর বাড়া। **লেজে খেলানো**—বার বার আশ্বাস দেওয়া অথচ কিছু না করা। • **লেজেগোবরে হওয়া**—অত্যন্ত অকর্মণ্যতার পরিচয় দিয়া নাকাল হওয়া।

লেজা—বি. মাছের লেজের দিক। **লেজা-মুড়া**—লেজ ও মস্তক; প্রথম ভাগ ও শেষ ভাগ।

লেজা-মুড়া বাদ দিয়ে—মাঝখান থেকে, সমগ্র ব্যাপারের পরিবর্তে খানিকটা অংশমাত্র লইয়া।

লেজা—বি. বর্শা, বল্লম। (প্রাদে.)

লেজার—[ইং. ledger] বি. কোম্পানীর বড় হিসাবের খাতা যাহাতে উত্তমর্ণ ও অধমর্ণদের প্রত্যেকের হিসাবের বিস্তৃত বিবরণ থাকে।

লেজুড়—বি. লেজ; যাহা দেখিতে লেজের মত (ঘুঁড়ির লেজুড়); উপাধি (ব্যঙ্গে); বাড়তি অংশ, শেষ। **লেজুড় মারা**—কোন কাজ সম্পর্কে কিছু অসম্পূর্ণ না রাখা, নিঃশেষে সমাধা করা।

লেট—[ইং. late] ণ. যাহার দেরী হইয়াছে; বি. দেরী, বিলম্ব। **লেট-ফাইন**—চিঠি বিলম্বে ডাকে দিবার জন্ত অতিরিক্ত মাশুল।

লেটা—[হি লেট্না] ক্রি. দেহ এলাইয়া বসিয়া শুইয়া পড়া (সাধারণতঃ হাতীর বসিয়া পড়া সম্বন্ধে বলা হয়)।

লেটা, লেঠা—বি. বিবাদ; মারামারি; হাঙ্গামা; ঝঞ্ঝাট, ঝামেলা, বখেড়া, দায় (বিষম লেঠা; লেঠা চুকানো); মাছবিশেষ।

লেঠিয়াল, লেঠেল—বি. লাঠিয়াল।

লেড্—[ইং. lead] বি. সীসা; ছাপানোর সময় ব্যবহৃত সীসার পাত (লেড ভরা—দুই লাইনের মধ্যে সীসার পাত ভরা, যেন দুই লাইনের মধ্যকার ফাঁক আরও বাড়ে)। **লেড্-পেন্সিল**—বি. কাঠ-পেন্সিল (ইহার শিষ সীসার—এই ভুল অনুমানে ইহার এই নাম)।

লেডিকেনি—[ইং. Lady Canning] বি. ক্ষীরের পুর দেওয়া গোল পানতুয়া—বড়লাট লর্ড ক্যানিং-এর লোকান্তরিতা পত্নীর নাম স্মরণীয় করিবার জন্ত এই নামকরণ হয়।

লেডী—[ইং. Lady] বি. সম্ভ্রান্ত মহিলা; লর্ড অথবা স্তর উপাধিধারীর পত্নী।

লেত্তি, লেত্তি—লাট্টু ঘুরাইবার দড়ি।

লেদাড়ু, ল্যা-,-ড়ে—ণ. নিষ্কর্মা, অলস।

লেন—[ইং. lane] গলি, শহরের সরু রাস্তা।

লেনদেন, লেনাদেনা—বি. কর্জ নেওয়া ও কর্জ শোধ দেওয়া; নেওয়া ও দেওয়া; কারবার, ব্যবসা-বাণিজ্য, transaction।

লেন্স্—[ইং. lens] বি পেটমোটা কাচখণ্ড যাহা দিয়া বড় দেখায় (চশমার—)।

লেপ—[আ. লিহাফ] বি. রেজাই, শীতে গায়ে দিয়া শুইবার তুলাভরা গাত্রাবরণ।

লেপ—[লিপ্+ঘঞ্] বি. প্রলেপ (বজ্রলেপ); লেপন (লেপ দেওয়া)। **লেপক**—ণ. যে লেপন-কর্ম করে; বি. রাজমিস্ত্রী। **লেপন**—লেপা, ম্রক্ষণ, মাখানো (তৈল লেপন, গোময় লেপন)। **লেপনীয়**—ণ. লেপনযোগ্য, লেপ্য।

লেপ্চা—দার্জিলিং অঞ্চলের পাহাড়ী জাতিবিশেষ।

লেপ্টানো—ক্রি. জড়াইয়া ধরা; জড়াইয়া বা মাখিয়া যাওয়া (লেপ্টে ধরা; কাঁঠালের আঠা লেপ্টানো)।

লেপা—ক্রি. লেপন করা, গোময় অথবা শুধু মাটির গোলা দিয়া নিকানো (ঘর লেপা); প্রলেপ দেওয়া (দেওয়ালে চুণ লেপা)। **লেপানো**—ক্রি. গোময়াদির দ্বারা লেপন করানো। **লেপা-পোঁছা**—ণ. সুন্দরভাবে নিকানো; লেপনের ফলে যাহার ত্রুটি নিশ্চিহ্ন হইয়াছে; সমতল, অবন্ধুর (লেপাপোঁছা মুখ—চ্যাপ্টানাকযুক্ত মুখ)।

লেপী (-পিন্)—ণ. লেপনকারী; বি. রাজমিস্ত্রী। **লেপ্য**—ণ. লেপনযোগ্য; যাহা মৃত্তিকাদির লেপ দিয়া নির্মাণ করিতে হয়। **লেপ্যকর**—লেপক; রাজমিস্ত্রী। **লেপ্যময়ী**—(যাহা কাষ্ঠাদির দ্বারা নির্মিত হইয়া লেপিত হয়) কাঠের বা মাটির খেলনা।

লেফটেনেণ্ট—[ইং. Lieutenant] বি. সহকারী (সাধারণতঃ সামরিক বিভাগের। লেফ্টেনেণ্ট কর্ণেল; লেফ্টেনেণ্ট গভর্ণর)।

লেফাফা—[আ. লিফাফা] বি. পত্র প্রভৃতির আবরণ, খাম (সরকারী লেফাফা)। **লেফাফা-দুরস্ত**—বাহিরের সজ্জায় আচরণে বা আদব-কায়দায় নিখুঁত।

লেবাস—[আ. লিবাস] বি. এলেবাস, পোশাক। **শাহী লেবাস**—সরকারী পরিচ্ছদ।

লেবু—(নেবু দ্রঃ) পাতি-নেবু বা কাগজী-নেবু; কমলা-নেবু। লেবুজাতীয় অন্যান্য ফল শুধু লেবু বা নেবু নামে অভিহিত হয় না—বাতাবি-লেবু, সরবতী-লেবু।

লেবেল—[ইং. label] বি. মালের গায়ে লাগানো মালের পরিচয়পত্র; সুস্পষ্ট চিহ্ন বা পরিচয় (লেবেল-মারা হয়ে গেছে দেখছি)।

লেভেণ্ডার—[ইং. Lavender] বি. ফুলবিশেষ ও তাহা হইতে প্রস্তুত সুরভি।

লেভেল—[ইং. level] ণ. চৌরস, সমতল (লেভেল করা)। **লেভেল ক্রসিং**—বি. যেখানে গাড়ির রাস্তা রেলের রাস্তা পার হয়। [ইং. level crossing]।

লেম(মো)নেড—বি. লেবুর গন্ধবিশিষ্ট মিষ্ট-জল। [ইং lemonade]।

লেলানো—ক্রি. কুকুর প্রভৃতিকে শিকার দেখাইয়া দেওয়া; বিরুদ্ধে প্ররোচিত করা, উস্কানো (পাড়ার ছোকরাদের লেলিয়ে দিয়েছিল।

লেলিহান, লেলিহ—ণ. পুনঃ পুনঃ লেহনকারী; লোলজিহ্বার মত প্রসারিত (অগ্নির লেলিহান শিখা; লেলিহ রসনা)। [লিহ্ + যঙ্লুক্ + কান]

লেশ—[লিশ্ (অল্প হওয়া) + অচ্] বি. সামান্য অংশমাত্র, কিঞ্চিৎ (চিন্তালেশ-বর্জ্জিত; সংগ্রাম করে লয়ে এক লেশ বৃহতের সাথে—রবি)। **লেশমাত্র**—সামান্য মাত্র।

লেস—[ইং. lace] বি. বোনা নকশাবিশিষ্ট ফিতা, (লেস বসানো; লেস বোনা)।

লেহ,-হা—বি. স্নেহ। (বৈষ্ণব কাব্যে)।

লেহ—[লিহ্ + অল্] বি. লেহ্য খাদ্য; লেহন। **লেহন**—জিহ্বার দ্বারা আস্বাদ গ্রহণ; চাটা (পদ লেহন)। **লেহনীয়**—ণ. লেহ্য। **লেহী** (-হিন্)—ণ. লেহনকারী। **লেহ্য**—ণ. লেহন করিবার যোগ্য; বি. চাটিয়া খাওয়ার জিনিস, electuary (চর্ব্য, চোষ্য, লেহ্য, পেয়)।

লৈখিক—[লেখ + ষ্ণিক] ণ. লেখা-সম্বন্ধীয়, লেখ্য (লৈখিক ভাষা—বিপ. কথ্য ভাষা)।

লৈঙ্গ, লৈঙ্গিক—[লিঙ্গ + অ, ষ্ণিক] ণ. লিঙ্গ-সম্বন্ধীয়; বি. লিঙ্গপুরাণ।

লো—[হলা—সংস্কৃত নাটকে ব্যবহৃত] অব্য. সাধারণতঃ স্ত্রীলোকের প্রতি স্ত্রীলোকের সম্বোধন (বয়োজ্যেষ্ঠার কনিষ্ঠার প্রতি অথবা সমবয়স্কাদের পরস্পরের প্রতি)। (বর্ত্তমানে গ্রাম্য ভাষায় ব্যবহৃত)।

লোক—[লোক্ (দেখা) + অল্] বি. ভুবন, জগৎ (ত্রিলোক; সপ্তলোক; চতুর্দশ লোক; বৈকুণ্ঠ-লোক); ব্যক্তি (দুষ্ট লোক); মনুষ্য-সমাজ (লোকে বলে; লোকাপবাদ); জনসাধারণ, প্রজা (লোকতন্ত্র; লোকরঞ্জন; লোকপাল); সঙ্গের মানুষ, অনুচর (সঙ্গে লোক দিচ্ছি); ভৃত্য, মজুর (লোক খাটানো); জাতি (তোমরা কি লোক? সাহেব-লোক)। **লোক-কণ্টক**—ণ. লোক-পীড়ক, দুর্বৃত্ত। **লোককথা**—লোকদের সুপরিচিত কথা। **লোককান্ত**—ণ সর্বসাধারণে প্রিয়। **লোকক্ষয়**—মানব-ধ্বংস; মানুষজাতির বিনাশ। **লোকগাথা**—জনসাধারণের মধ্যে প্রচলিত গাথা। **লোকচক্ষুঃ**—সূর্য; জন-সাধারণের অবগতি (লোকচক্ষুর অন্তরালে)। **লোকচরিত্র**—মানুষের সাধারণ প্রকৃতি। **লোকজন**—বহু ব্যক্তি; বহু অনুচর। **লোকজিৎ**—ণ. ভুবনজয়ী; বি. বুদ্ধদেব। **লোকতঃ**—অব্য. সর্বসাধারণের দৃষ্টিতে বা বিচারে, লৌকিকভাবে (লোকতঃ ধর্মতঃ)। **লোকতন্ত্র**—প্রজাপালন; জনসাধারণের দ্বারা শাসিত রাষ্ট্র ব্যবস্থা, democracy। **লোকত্রয়**—স্বর্গ মর্ত্য পাতাল। **লোকদ্বয়**—ইহকাল ও পর-কাল। **লোকধারিণী**—পৃথিবী। **লোকনাথ**—জগতের প্রভু; ব্রহ্মা; বিষ্ণু; শিব; বুদ্ধ; রাজা। **লোকনিন্দা**—জনসাধারণের মধ্যে অথবা জনসাধারণের দ্বারা প্রচারিত অপযশ। **লোকনীতি**—লোকের নীতি, লোকাচার। **লোকপথ**—মানুষের সাধারণ কর্মপদ্ধতি। **লোকপরম্পরা**—বি. পরপর বহু ব্যক্তি, পুরুষানুক্রম (লোকপরম্পরাগত প্রবাদ)। **লোকপাবন**—ণ. ত্রিজগতের পাপনাশক। **লোকপাল**—ইন্দ্রাদি দিক্পাল; রাজা। **লোকপালক**—রাজা। **লোকপিতামহ**—ব্রহ্মা। **লোকপ্রবাদ, লোকপ্রসিদ্ধি**—জনশ্রুতি। **লোকবন্ধু**—মনুষ্য-জাতির হিতৈষী। **লোকবল**—জনবল, বহু সহায়ক বা অনুচর। **লোকবহির্ভূত**—ণ. মনুষ্য-সমাজের বা জগতের বাহিরের। **লোকবাদ**—জনশ্রুতি; লোকনিন্দা। **লোকবাহ্য**—ণ. লোকবহির্ভূত। **লোক-ব্যবহার**—বি. লোকাচার। **লোকমত**—জনমত। **লোকমাতা** (-তৃ)—বি. লক্ষ্মী; ণ. জনসাধারণের মাতৃস্বরূপা, লোকপালিকা। **লোকযাত্রা**—সংসারযাত্রা। **লোকরঞ্জন**—জনসাধারণের সন্তোষ সাধন; ণ. প্রজারঞ্জক। **লোকলজ্জা**—লোকনিন্দার ভয়জনিত সঙ্কোচ। **লোকলস্কর**—সঙ্গের বহু লোকজন। **লোক-লীলা**—ভবলীলা, মানবজীবন। **লোক-লোচন**—সূর্য; জনসাধারণের অবগতি। **লোকলোকান্তর**—বিভিন্ন লোক বা জগৎ, ইহলোক ও পরলোক। **লোকলোকতা**—

সামাজিক আদান-প্রদান (বিশেষতঃ আত্মীয়-কুটুম্বের মধ্যে)। (কথ্য)। **লোকশিক্ষক**—যাহার আচরণ ও বাণী হইতে জনসাধারণ শিক্ষা লাভ করিতে পারে। **লোকশিক্ষা**—জনসাধারণের শিক্ষা। **লোকস্থিতি**—জনসমাজ; জনসাধারণের সুষ্ঠু জীবনযাত্রা। **লোকহিত**—মানুষের কল্যাণ। **লোকহিতৈষণা**—মানব-সমাজের মঙ্গল সাধনের ইচ্ছা। **লোকহিতৈষী** (-ষিন্)—ণ. মানব-সমাজের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী। স্ত্রী. **লোকহিতৈষিণী**। **লোক খেপানো**—জন-সাধারণকে উত্তেজিত করা। **লোক-দেখানো**—ণ. বাহ্যিক, আন্তরিকতা-বর্জিত (লোক-দেখানো ভদ্রতা)। **লোক হাসানো**—এমন কিছু করা যাহাতে লোকের বিদ্রূপ ভাজন হইতে হয়। **লোকে বলে**—সাধারণ্যে প্রচলিত আছে।

লোকসান—[আ. নুক্‌সান] বি. ক্ষতি, অপকার (লাভের বিপরীত)। **লোকসান করা**—হানি করা। **লোকসান-জমা**—প্রজা মরিয়া গেলে অথবা পলাতক হইলে তাহার জমিজমা অথবা নূতন বন্দোবস্ত না হওয়া পর্যন্ত তাহা হইতে প্রাপ্ত আয়। **লোকসান-জরীপ**—লোকসান-জমার জরীপ। **লোকসান খাওয়া বা দেওয়া**—ব্যবসাদিতে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া। **লোকসানী**—ণ. ক্ষতিগ্রস্ত; ক্ষতিকর, লাভশূন্য। **লোকসানী মহাল**—যে মহালের খাজনা আদায় হয় না। **লাভ-লোকসান**—ব্যবসায়ে লাভ ও ক্ষতি; ভাল ও মন্দ।

লোকাকীর্ণ—[লোক+আকীর্ণ] ণ. জনাকীর্ণ, লোকে ভর্তি। **লোকাচার**—লোকের সাধারণ আচরণ বা রীতি-নীতি। **লোকাতিগ, লোকাতীত**—ণ. সাধারণতঃ যাহা ঘটে না, অলোকসামান্য। **লোকান্তর**—পরলোক। **লোকান্তরিত**—ণ. পরলোকগত। **লোকাপবাদ**—লোকনিন্দা। **লোকাভাব**—লোকের অভাব, সাহায্যকারীর অভাব। **লোকায়ত**—(সর্বসাধারণের মধ্যে ব্যাপ্ত) বেদবিরোধী চার্বাকের মত, নাস্তিকা; ণ. নাস্তিক। **লোকায়ত রাষ্ট্র**—ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র, জাতি-ধর্মনির্বিশেষে সকলে এক বলিয়া যেখানে গণ্য হয় এমন রাজ্য, secular state। **লোকায়তিক**—ণ. বেদ-বিরোধী চার্বাক-মতাবলম্বী, জড়বাদী; বি. চার্বাক। **লোকায়ত্ত**—ণ. জনসাধারণের অধীন (লোকায়ত্ত শাসন—democracy)। **লোকারণ্য**—বহুলোকের ভিড় (লোকে লোকারণ্য)।

লোকাল—[ইং. Local] ণ. স্থানীয় (—টাইম); [local train] বি. যে রেলগাড়ীর গতি কোন প্রধান শহরের নিকটবর্তী অঞ্চলে সীমাবদ্ধ (কাঁচড়াপাড়া লোকাল)। **লোকাল বোর্ড**—[ইং. Local Board] স্থানীয় বিধি-ব্যবস্থা-সম্পর্কিত শাসন-সমিতি।

লোকালয়—[লোক+আলয়] লোকের বসতিস্থল। **লোকালোক**—পুরাণোক্ত পৃথিবী-বেষ্টনকারী পর্বত—যাহার অন্তর্ভাগ সূর্যের দ্বারা আলোকিত, বহির্ভাগ অন্ধকার। **লোকেশ**—ব্রহ্মা; ইন্দ্রাদি লোকপাল; রাজা; বুদ্ধ-বিশেষ। **লোকোত্তর**—ণ. লোকাতীত, লোকদুর্লভ, অসামান্য (লোকোত্তর প্রতিভা)।

লোচন—বি. [লোচ্+অনট্] নয়ন (আয়ত-লোচনা; লোচন-গোচর)। **লোচন পথ**—দৃষ্টিপথ। **লোচন-লোভন**—ণ. যাহা দেখিবার আকাঙ্ক্ষা বৃদ্ধি করে। **লোচনানন্দ**—ণ. নয়নমোহন।

লোচ্চা—লুচ্চা (দ্রঃ)।

লোটন—বি. বিলুণ্ঠিত হওয়া; পায়রা-বিশেষ; পৃষ্ঠে লম্বিত বেণী (**লোটন খোঁপা**—লম্ব বেণীবন্ধ-বিশেষ)। [তম সঙ্গতি।

লোটা—[হি.] ঘটি। **লোটাকম্বল**—সামান্য-

লোটা—ক্রি., বি. লুট করা, (খুব টাকা লুটছে); গড়াগড়ি খাওয়া (মাটির পরে কুটিল রেখা লুটিল চারি পাশ—রবি); ণ. দোলায়মান (লোটাকান—প্রাচীন বাংলা)। **লোটানো**—ক্রি. বি. লুট করানো; অর্থের প্রচুর অপব্যয় হইতে দেওয়া; ভূমিতে অবলুণ্ঠিত হওয়া বা করানো।

লোণা, লোনা—ণ. নোনতা, নোনা; বি. জল বা মাটির লবণাক্ত উপাদান বিশেষ। **লোনা-লাগা**—শিশুর অজীর্ণাদির ফলে খাদ্য ভাঙা; লবণাক্ত মাটির ইটের ক্ষয় হইতে আরম্ভ হওয়া।

লোধ, লোধ্র—বি. বৃক্ষ-বিশেষ। **লোধ্ররেণু**—বি. লোধ্র গাছের ছালের গুঁড়া (প্রাচীন ভারতীয় ললনারা মুখে মাখিতেন)।

লোপ—[লুপ্‌+ঘঞ্‌] বি. নাশ; ছেদন; ভ্রংশ; অভাব; অন্তর্ধান (বংশলোপ; স্মৃতিলোপ; ধর্মলোপ; শ্বাসলোপ; ব্যাকরণে বর্ণলোপ); অনুষ্ঠানের অভাব (ক্রিয়ালোপ)। **লোপ করা**—বিনষ্ট করা, নিশ্চিহ্ন করা। **লোপ পাওয়া**—বিলুপ্ত হওয়া (ধর্মজ্ঞান লোপ পেয়েছে)। **লোপক**—প. লোপকারী, নাশক।

লোপা—ক্রি. লুকা (গ্রঃ)।

লোপাট—[সং. লোপ্‌ত্র] প. লুট, নিঃশেষে আত্মসাৎ (মনিবের যা কিছু ছিল, সব লোপাট করেছে); নিশ্চিহ্ন (কারার ঐ লৌহ-কপাট ভেঙে ফেল কর রে লোপাট – নজরুল)।

লোপামুদ্রা—(যে নারীদিগের রূপাভিমান লোপ করে এবং পতিসেবার লোপে অমুদ্রা, নিরানন্দা) অগস্ত্য-পত্নী।

লোকা—লুকা গ্রঃ।

লোবান—[আ. লুবান] বি. ধুনাজাতীয় বৃক্ষ-নির্যাস-বিশেষ, benzoin (মুসলমানদের উৎসবে যথেষ্ট ব্যবহৃত হয়)। **লোবানদানী**—লোবান পোড়াইবার পাত্র।

লোভ—[লুভ্‌+ঘঞ্‌] বি. পরদ্রব্য গ্রহণে অভিলাষ; লালসা, আকাঙ্ক্ষা, লিপ্সা, লোলুপতা (ধনলোভ; রাজ্যলোভ; 'পরিমল লোভে অলি আসিয়া জুটিল')। **লোভন**—বি. লোভ-উৎপাদন, প্রলুব্ধ করণ; প. লোভজনক (নয়ন-লোভন)। **লোভনীয়**—প. লোভজনক, স্পৃহণীয় চিত্তাকর্ষক, covetable। **লোভা**—প. যাহা লুব্ধ করে (অন্য শব্দের সহিত যুক্ত হইয়া কাব্যে ব্যবহৃত হয়—মনোলোভা)। **লোভাণ্ডি**—বি. অতিশয় লোভ। (কথ্য)। **লোভাতুর**—প. লোলুপ। (কথ্য)। **লোভানো**—ক্রি. প্রলুব্ধ করা (শুনেছি আকাশ তারে নামিয়া মাঠের পারে লোভায় রঙিন ধনু হাতে—রবি)। বি. **লোভানি**—লোভের বস্তু, টোপ, bait (লোভানি দেওয়া)। (কথ্য)। **লোভিত**—প. যাহাকে লোভ দেখানো হইয়াছে; লোলুপ, লোভাকৃষ্ট। **লোভী** (-ভিন্)—প. যে লোভ করে, লোলুপ (ধনলোভী, রাজ্যলোভী—লোভী সাধারণতঃ কদর্থে ব্যবহৃত হয়)। **লোভ্য**—প. লোভনীয়।

লোম—[সং.] বি. রোম। **লোমকূপ**—চামড়ার যে কূপ হইতে লোম গজায় তাহা। **লোমজ**—প. লোমজাত, পশমী। **লোম-ফোঁড়া**—লোম ছিঁড়িয়া যাওয়ার ফলে যে ফোঁড়া হয়। **লোমবিষ**—যাহার লোমে বিষ, ব্যাঘ্রাদি। **লোমরাজি,-লতা**—বৃক্ষ হইতে নাভি পর্যন্ত লম্বিত রোমাবলি। **লোমশ**—প. প্রচুর লোম-বিশিষ্ট; বি. মেষ। **লোমহর্ষ**—রোমাঞ্চ। **লোমহর্ষণ**—প. রোমাঞ্চ, রোমাঞ্চকর।

লোর—[লোত্র] বি. অশ্রু, অশ্রুধারা (কাব্যে ব্যবহৃত)।

লোল—[সং.] প. শ্লথ, শিথিল (লোল চর্ম; ভরিয়া লয়েছে লোল অঞ্চল—রবি); দোলায়মান, চঞ্চল; লেলিহান, লোলুপ (লোলজিহ্বা)। **লোলক**—নোলক, স্ত্রীলোকের নাকে দোলে এমন গহনা-বিশেষ। **লোলদৃষ্টি**—প. সতৃষ্ণ-নয়ন। **লোলা**—বি. জিহ্বা; প. চঞ্চলা। **লোলায়মান**—প. দোলায়মান। **লোলার্ক**—সূর্য। **লোলিত**—প. চঞ্চল, কম্পমান; শ্লথ, শিথিল।

লোলুপ, লোলুভ—[লুপ্‌, লুভ্‌ (যঙ্‌লুগন্ত) +অচ্‌] প. অতি লোভী, গৃধ্নু, অভিলাষী (পরধন-লোলুপ; যখন নবনী দেই লোলুপ করে—রবি)। [নিক্ষেপ; লোষ্ট্র জ্ঞান করা।

লোষ্ট্র, লোষ্ট—[সং.] বি. ঢিল, মৃৎখণ্ড (লোষ্ট্র

লোহ—[লূ (ছেদন করা)+হ] বি. লৌহ; রক্ত; চোখের জল (বাং)।

লোহা—বি. লৌহ; সধবার লোহার বালা, নোয়া। **লোহা-কাঠ**—অতিশয় মজবুত কাঠ। **লোহা-লক্কড়**—লোহা কাঠ ইত্যাদি, লোহার বড় ও ভারী উপকরণসমূহ (ব্রিজের জন্য লোহা লক্কড় বা লেগেছিল)। **কড়া লোহা**—ইস্পাত। **কান্ত লোহা**—চুম্বকের গুণবিশিষ্ট লোহা। **লোহার সিন্দুক**—লোহার পাত দিয়া তৈরী মজবুত বাক্স (লোহার সিন্দুকে রাখা—অতিশয় নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা)।

লোহার—[সং. লৌহকার] বি. কামার; জাতি-বিশেষ। [হি.]

লোহি—[হি.] সাধারণ পশমী চাদরবিশেষ, লুই।

লোহিত—[রুহ্‌ (উৎপন্ন হওয়া)+ইতন্‌] প. রক্তবর্ণ; শোণিত; বি. রুইমাছ। **লোহিত চন্দন**—রক্তচন্দন; কুঙ্কুম। **লোহিতাক্ষ**—বিষ্ণু; কোকিল। **লোহিতাঙ্গ**—মঙ্গলগ্রহ। **লোহিতায়স**—তামা।

লোহু—বি. রক্ত।
লৌকতা—লৌকিকতা শব্দের কথ্যরূপ।
লৌকায়তিক—[লোকায়ত+ষ্ণিক] ণ. চার্বাক-মতাবলম্বী, জড়বাদী।
লৌকিক—[লোক+ষ্ণিক] ণ. লোক-সম্বন্ধীয়, পার্থিব, সাংসারিক ; লোক-প্রচলিত (লৌকিক ভাষা)। **লৌকিকতা**—সামাজিক আদান-প্রদান বা শিষ্টাচার ; (বাং) সামাজিক ক্রিয়াকর্মে প্রদত্ত উপহার, ব্যাভার। **লৌকিকাগ্নি**—অসংস্কৃত অগ্নি, যাহাতে লৌকিক অন্নপাকাদি নিষ্পন্ন হয় (বিপ. শ্রৌতাগ্নি)।
লৌল্য—[লোল+ষ্ণ্য] বি. চাঞ্চল্য ; চাপল্য ; লোলুপতা (ইন্দ্রিয়-লৌল্য)।
লৌহ—বি. লোহা ; লৌহ-ঘটিত ঔষধ ; ণ. লৌহ-নির্মিত, আয়স। [লোহ+অ]। **লৌহকার**—বি. লোহার (দ্রঃ)। **লৌহকিট্ট**—মরিচা। **লৌহবর্ত্ম** (-ন্)—রেলপথ। **লৌহভাণ্ড**—লৌহ-নির্মিত ভাণ্ড, হামাম-দিস্তা। **লৌহমল**—মরিচা।
লৌহিত্য—[লোহিত+ষ্ণ্য] বি. রক্তবর্ণ, লোহিতত্ব ; ব্রহ্মপুত্র নদ।
ল্যাং, ল্যাংচা, ল্যাংচানো, ল্যাংড়া—লে- দ্রঃ।
ল্যাংটা—ণ. নেংটা, উলঙ্গ ; বস্ত্রহীন, অনাবৃত (ল্যাংটার আবার বাটপাড়ের ভয় কি ?)।
ল্যাংবোট—[ইং. Long-boat] বি. সমুদ্রগামী জাহাজের পশ্চাতে বাঁধা নৌকা ; যে অন্যের পিছনে পিছনে ফেরে (ব্যঙ্গোক্তি)।
ল্যাজ ; ল্যাঠা—লে- দ্রঃ।

ৱ

ৱ—ব্যঞ্জন বর্ণমালার ঊনত্রিংশ বর্ণ ও শেষ অন্তঃস্থ বর্ণ। বাংলায় ইহার স্বতন্ত্র উচ্চারণ নাই। বর্গীয় ব দ্রঃ।

শ

শ—ব্যঞ্জন বর্ণমালার ত্রিংশ বর্ণ।
শ—শত (একশ)। **শয় শয়**—শতে শতে, একশ একশ করিয়া ; একসঙ্গে বহু। **শ হিসাবে**—একশটি জিনিষের মূল্য যাহা সেই হিসাবে।
শওয়াল—[আ.] বি. মুসলমানী বৎসরের দশম মাস (এই মাসের প্রথম দিনে ঈদুলফিৎর্ হয়)।
শওহর, শৌহর—[আ. শহ্‌র] বি. স্বামী।
শংকর—শঙ্কর দ্রঃ।
শংসন, শংসা—[শন্‌স্ (বলা)+অনট্, অ+আপ্] বি. প্রশংসা ; কথন। **শংসাপত্র**—বি. সার্টিফিকেট। ণ. **শংসিত**—প্রশংসিত, কথিত ; সূচিত, অভিলষিত ; হিংসিত। **শংস্য**—ণ. প্রশংসনীয় ; কথনযোগ্য ; অভিলষণীয়।
শক—মধ্য এশিয়ার প্রাচীন জাতি-বিশেষ ; শকরাজ শালিবাহন (ইঁহার মৃত্যুদিন হইতে শকাব্দ গণনা করা হয়। শকাব্দ খৃষ্টাব্দের ৭৮ বৎসর পূর্ব হইতে প্রচলিত) ; শকদেশবাসী।
শকট—[শক্—পারক হওয়া] বি গাড়ি ; কৃষ্ণকর্তৃক নিহত অসুরবিশেষ। **শকট-চালক**—গাড়োয়ান। **শকট-ব্যূহ**—শকটের মত অগ্রে সূচ্যাকৃতি ও পশ্চাদ্ভাগে স্থূল প্রাচীন ব্যূহ-বিশেষ। **শকটহা** (-হন্)—শকটারি, কৃষ্ণ। **শকটাক্ষ**—গাড়ির ধুরা, axle। **শকটারি**—শকটদৈত্যহন্তা কৃষ্ণ। **শকটিকা**—ছোট গাড়ি ; শিশুর খেলিবার গাড়ি।
শকতি—শক্তি (পদ্যে)।
শকর, শক্কর—[ফা. শক্‌র্, শকর্ ; সং. শর্করা] বি. চিনি। (গ্রাম্য)। **শকরকন্দ**—মিষ্ট আলু-বিশেষ, মৌ-আলু।
শকল—[যাহা ঘাত সহনে সমর্থ] বি. ত্বক্ ; আঁইষ ; খণ্ড, খাপরা। **শকলী** (-লিন্)—মৎস্য।
শকাদিত্য—শালিবাহন।
শকাব্দ,-ব্দা—শক দ্রঃ।
শকার—বি. রাজার হীন বর্ণের রক্ষিতা স্ত্রীর মূর্খ ও দাম্ভিক ভ্রাতা। [সং.]।

শকার-বকার—শালা বাঞ্চৎ প্রভৃতি অশ্লীল গালাগালি (শকার-বকার করা)।
শকারি—বি. রাজা বিক্রমাদিত্য। [শক+অরি]।
শকুন—[শক্+উন,] বি. দূর গমনে সমর্থ বৃহৎ মাংসাশী পক্ষিবিশেষ, শকুনি; পাখী; শুভাশুভ-সূচক চিহ্ন, নিমিত্ত (যথা: নেত্র বাহু ইত্যাদির স্পন্দন, কাক শৃগাল ইত্যাদি দর্শন)। **শকুনজ্ঞ**—প. নিমিত্তজ্ঞ, লাক্ষণিক। **শকুনি**—শকুন; পক্ষী; চিল; দুর্যোধনের মাতুল (শকুনি মামা—শকুনির মত কুপরামর্শদাতা মাতুল বা আত্মীয়)। স্ত্রী. **শকুনী**। **শকুনীশ্বর**—গরুড়।
শকুন্ত—(যাহারা গগনে বিচরণ করিতে পারে) পক্ষী; ভাসপক্ষী; কীট বিশেষ। **শকুন্তলা**—[শকুন্তল (শকুন্ত-কর্তৃক গৃহীত)+আপ্] বিশ্বামিত্র ও মেনকার কন্যা; কালিদাসের সুপ্রসিদ্ধ অভিজ্ঞান-শকুন্তলম্ নাটকের নায়িকা; উক্ত নাটক।
শক্ত—[ফা. সখ্‌ত্] প. দৃঢ়, কঠিন, মজবুত (লোহার মত শক্ত); কঠোর, নির্মম (শক্ত ধাতের লোক); অবিচলিত, স্থির (বিপদে শক্ত থাকা); দুর্বোধ্য, জটিল (বিষয়টা শক্ত); দুরূহ, কঠিন (শক্ত প্রশ্ন); দুঃসাধ্য (উত্তর দেওয়া শক্ত); কৃপণ, কঞ্জুস; কর্কশ, রূঢ় (শক্ত কথা); অকরুণ, অনমনীয় (বড় শক্ত মন; ছেলে সম্বন্ধে বাপ কি এত শক্ত হতে পারে?); জটিল উপসর্গযুক্ত, দুরারোগ্য (শক্ত ব্যাধি)। **শক্ত ঘানি**—যে বা যাহা ঘানির মত নিষ্ঠুরভাবে পেষণ করে, যাহা হইতে সহজে পরিত্রাণ পাইবার উপায় নাই (এবার শক্ত ঘানিতে যুতেছে)। **শক্তের ভক্ত নরমের যম**—প্রবলের নিকট নত অথচ দুর্বলের উপর অত্যাচারকারী। **শক্তাশক্তি**—বি. কড়াকড়ি, জবরদস্তি।
শক্ত—[শক্+ক্ত] প. সমর্থ, সক্ষম (অশক্ত); সামর্থ্যশালী, ক্ষমতাবান্; বিচক্ষণ, কুশল। বি. **শক্তি**—[শক্+ক্তি] বল, ক্ষমতা, সামর্থ্য (উত্থানশক্তিরহিত; শক্তিশালী লেখক; স্মৃতিশক্তি); পরাক্রম (শক্তিমান্ রাজা); রাজশক্তি (ত্রিশক্তির মধ্যে চুক্তি); কার্যসাধন-ক্ষমতা, energy, power (পাঁচ অশ্বশক্তি); ঔষধের ক্ষমতার বৃদ্ধি বা ক্রম, potency; প্রকৃতি; দেবী, স্ত্রী-দেবতা (কালী ইত্যাদি); দেবতার স্ত্রী (মহাদেবের শক্তি দুর্গা); প্রাচীন ভারতের শক্তিশালী ক্ষেপণাস্ত্র-বিশেষ, শাবল বর্শা প্রভৃতি (শক্তিশেল)। **শক্তিধর**—প. শক্তিশালী; বি. শক্তি-অস্ত্রধারী কার্তিকেয়। **শক্তিপূজা**—দুর্গা প্রভৃতি স্ত্রী-দেবতার পূজা; কালীপূজা। **শক্তিপ্রয়োগ**—বলপ্রয়োগ; সামর্থ্যের বিনিয়োগ। **শক্তিমত্তা**—বি বলশালিতা। **শক্তিমন্ত্র**—বীর্যই উপাস্য—এই মন্ত্র; দেবী পূজার মন্ত্র। **শক্তিমান্** (-মৎ)—প. সামর্থ্যবান্; ক্ষমতাবান্। প. **শক্তিশালী** (-লিন্)—প্রবল, বলবান্। স্ত্রী. **শক্তিশালিনী**। **শক্তিশেল**—রামায়ণে উল্লিখিত অতি শক্তিশালী অস্ত্র-বিশেষ (লক্ষ্মণের—); মর্মান্তিক আঘাত বা যাহা মর্মান্তিক আঘাত প্রদান করে (শক্তিশেল হানা)। **শক্তিহীন**—প. দুর্বল, অক্ষম। বি. **শক্তিহীনতা**—অক্ষমতা; দুর্বলতা। স্ত্রী. **শক্তিহীনা**।
শক্তু—[সং.] বি. যবাদি-চূর্ণ, ছাতু।
শক্য—[শক্+য] প. যাহা করিতে পারা যায়, সাধ্য (অশক্য); অভিধাবৃত্তির দ্বারা বোধ্য (শক্যার্থ। বিপ. ব্যঙ্গার্থ, লক্ষ্যার্থ)।
শক্র—[শক্+র] বি. ইন্দ্র; কুটজ বৃক্ষ; অর্জুন বৃক্ষ। **শক্রজিৎ**—ইন্দ্রজিৎ। **শক্রধনু, -চাপ**—ইন্দ্রধনু। **শক্রবাহন**—মেঘ। **শক্রোৎসব**—শ্রাবণ ভাদ্র বা আশ্বিনের শুক্লাষ্টমীতে প্রাচীন কালের রাজাদের ইন্দ্রধ্বজ পূজার উৎসব।
শঙ্কনীয়—[শঙ্ক্+অনীয়] প. আশঙ্কার যোগ্য, সন্দেহের স্থল।
শঙ্কর, শংকর—[শম্ (কল্যাণ)—কৃ+ট] বি. শিব; শঙ্করাচার্য; সরু-কাঁটাওয়ালা-লেজযুক্ত সামুদ্রিক জীববিশেষ, ray; প. কল্যাণকর, শুভকারক। স্ত্রী. **শঙ্করী**। **শঙ্কর-জটা**—ক্ষুদ্র গাছ-বিশেষ। **শঙ্কর মাছ**—চেপ্টা ও গোলাকার সামুদ্রিক মৎস্য-বিশেষ—ইহার লেজ দিয়া চাবুক তৈয়ার করা হয়। **শঙ্করাবাস**—কৈলাস। **শঙ্করাভরণ**—রাগিণী-বিশেষ। **শঙ্করী**—বি., প. শিবানী; প. শুভদায়িনী।
শঙ্কা—[শঙ্ক্+অ+আপ্] বি. ত্রাস, ভয়, আশঙ্কা; সংশয়। **শঙ্কাহরণ**—প. ভয়নাশন। **শঙ্কাহীন**—প. নির্ভীক, নিঃসন্দেহ। প. **শঙ্কিত**—ভীত; সন্দিগ্ধ (শঙ্কিতচিত্ত)। **শঙ্কিতবর্ণ**—চোর। **শঙ্কী** (-ঙ্কিন্)—প. যে

সন্দেহ করে বা ভয় করে (পাপ-শঙ্কী—যে অমঙ্গল আশঙ্কা করে)।

শঙ্কু—[সং.] বি. কীলক, গোঁজ ; রৌদ্রে ছায়া মাপিয়া সময় নির্ণয় করিবার দ্বাদশাঙ্গুল কাঠি ; বর্শা ; ঘড়ির কাঁটা ; বিক্রমাদিত্যের নব-রত্নের এক রত্ন ; শঙ্করমাছ। **শঙ্কুকর্ণ**—গর্দভ। **শঙ্কুতরু**—শালগাছ। **শঙ্কুপত্তি**—সূর্যঘড়ি। **শঙ্কুচি, শঙ্কোচ**—শঙ্কর মাছ বা শাকোচ মাছ।

শঙ্খ—[শম্ (শান্ত হওয়া) + খ—যাহা শান্ত করে] বি. সমুদ্রজাত প্রাণী-বিশেষ বা তাহার খোলা, শাঁখ, কম্বু (ফুঁ দিলে বাজে। হিন্দুর বহুলরূপে ব্যবহৃত) ; রণবাদ্যযন্ত্র-বিশেষ (শ্রীকৃষ্ণের পাঞ্চজন্য) ; শঙ্খ-নির্মিত বলয় (হিন্দু সধবামাত্রের ধারণীয়) ; ললাটের অস্থি ; নাগ-বিশেষ ; সংখ্যা-বিশেষ, লক্ষ কোটি। **শঙ্খকার**—শাঁখারী। **শঙ্খচক্র-গদাপদ্মধারী** (-রিন্)—প. পাঞ্চজন্য শঙ্খ সুদর্শন চক্র কৌমোদকী গদা এবং পদ্মধারণকারী ; বি. বিষ্ণুর, নারায়ণের চতুর্ভুজ মূর্তি। **শঙ্খচিল**—চিল-বিশেষ (সাদাবুকওয়ালা এবং শুভসূচক)। **শঙ্খচূড়**—বিষধর সর্প-বিশেষ, king cobra ; অসুরবিশেষ। **শঙ্খচূর্ণী**—('শাঁখচুন্নী'র সাধুরূপ, শঙ্খচূড়'-নী) সধবা নারীর প্রেতাত্মা। **শঙ্খধ্বনি,-নাদ**—শাঁখ বাজাইবার শব্দ। **শঙ্খবণিক্**—শাঁখারী। **শঙ্খবলয়**—হাতে পরিবার শাঁখা। **শঙ্খবিষ**—সেঁকোবিষ। **শঙ্খমুখ**—কুমীর। জাতি-বিশেষ ; **শঙ্খিনী**—স্ত্রীলোকের শাঁখিনী, শাঁখচুন্নী। **শঙ্খী (-ঙ্খিন্)**—প. যাহার শঙ্খ আছে ; বি. বিষ্ণু ; সমুদ্র ; শঙ্খবাদক।

শচি,-চী—[সং.] বি. ইন্দ্রপত্নী ; চৈতন্যদেবের মাতা ('আজি শচীমাতা কেন চমকিলে')। **শচীপতি, শচীশ**—ইন্দ্র।

শজনা,-নে, শজিনা—[সং. শোভাঞ্জন] বি. শাকফল বিশেষ ও তাহার গাছ। **শজনে-খাড়া**—শজনের লম্বা ফল (তরকারি হয়)।

শজারু, সজারু—[সং. শল্লকী] বি. গায়ে বড় বড় কাঁটাযুক্ত পশুবিশেষ। [লম্বা নল।

শটকা—বি. লম্বা নলযুক্ত হুকা-বিশেষ ; উক্ত হুকার

শটকানো—ক্রি., বি. সরিয়া পড়া, অলক্ষিতভাবে পলায়ন করা। [ও তাহার গণনা।

শটকে—শতকিয়া, এক হইতে একশ পর্যন্ত সংখ্যা

শটন, সড়ন—বি. পচিয়া যাওয়া। প. **শটিত**, সড়া।

শটি,-টী—বি. উদ্ভিদ্-বিশেষ যাহার কন্দ হইতে 'শটীর পালো' হয়।

শঠ—[শঠ্ (বঞ্চনা করা) + অচ্] প. ধূর্ত, খল, বঞ্চক ; প্রতারণাকারী স্বামী বা নায়ক। বি. **শঠতা**। [রাজপথ।

শড়ক—[হি. সড়ক ; সং. সরক] বি. দীর্ঘ ও প্রশস্ত

শড়কি—[সং. শল্যক] বি. বর্শা (ঢাল-শড়কি)।

শড়শড়, সড়সড়—অব্য. শুক্‌না পাতার উপর দিয়া হাল্‌কাভাবে দ্রুত চলিয়া যাইবার শব্দ। বি. **শড়শড়ি**। **শড়শড়ে পিঁপড়ে**—ছোট কাল পিঁপড়া (অতি দ্রুত যাতায়াত করে)।

শড়শড়ি, সড়সড়ি—বি. যে ব্যঞ্জনের রস শুকাইয়া ফেলা হয় (চড়চড়ি, শড়শড়ি—বিপ. লাবড়া)।

শড়া, সড়া—ক্রি. পচিয়া যাওয়া ; প. যাহা পচিয়া গিয়াছে। **শড়ানো, সড়ানো**—ক্রি.,বি. পচানো।

শণ—[সং.] বি. গাছবিশেষ ; তাহার ছালের আঁশ (সুতা হয়)। **শণতন্তু**—শণের সুতা। **শণ-নুড়ি, শণনুড়ি, শণের নুড়ি**—শণের আঁশের এলোমেলো গোছা (চুল পেকে শণনুড়ি হয়েছে)। **শণসূত্র**—শণের সুতা।

শত—[সং.] বি. ১০০—এই সংখ্যা ; প. ১০০-সংখ্যক (শত পুত্র) ; বহু, অনন্ত (শত অপমানেও চৈতন্য নাই)। **শতক**—প. শত সংখ্যা-বিশিষ্ট ; বি. শতসংখ্যক কিছু (সদ্ভাব-শতক) ; শত সংখ্যা ; শতাব্দী (খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতকের)। **শতকরা**—প্রতি একশতটিতে, একশতটির পিছু (শতকরা ৫৲ সুদ ; নিমন্ত্রণে শতকরা ১৫ সের মাংস লাগে)। **শতকিয়া**—শটকে, একশত পর্যন্ত গণনা বা এক হইতে শত পর্যন্ত সংখ্যা। **শতকীর্তি**—প. যিনি বহু কীর্তির অনুষ্ঠাতা, সৎকর্মাবলীর জন্য বহু খ্যাত ; বি. অর্হৎ-বিশেষ। **শতকোটি**—একশত কোটি, অন্তহীন। **শতক্রতু**—(যিনি শত অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়াছেন) ইন্দ্র। **শতঘ্নী**—প. শত শত্রুঘাতক ; বি. প্রাচীন আগ্নেয়াস্ত্র-বিশেষ। **শতচেষ্টা**—বহু চেষ্টা (শত চেষ্টায়ও হবার নয়)। **শতচ্ছদ**—বি. শতদল, পদ্ম ; কাঠঠোকরা। **শতচ্ছিন্ন**—প. খুব বেশী ছেঁড়া। **শতজীবী** (-বিন্)—প. শতায়ু। **শততম**—প. শত সংখ্যার পূরক। **শততন্ত্রীক**—প. শত তার-বিশিষ্ট। **শতদল**—(বহুদলযুক্ত) পদ্ম (হৃদয়-

শতদল)। **শতদলবাসিনী**—লক্ষ্মী। **শতদ্রু, -দ্রু**—পাঞ্জাবের নদী-বিশেষ, Sutlej (পৌরাণিক উপাখ্যান এই যে, বশিষ্ঠ মুনি পুত্রশোকে অধীর হইয়া কণ্ঠে শিলা বাঁধিয়া এই নদীতে প্রবেশ করিয়াছিলেন ; ইহাতে নদী ভীত হইয়া শতধা ধাবিত হইয়াছিল, তাহা হইতে ইহার শতদ্রু নাম হয়)। **শতধা**—অব্য. শতদিকে, শত প্রকারে (শতধা-বিদীর্ণ)। **শতধার**—ণ. বহু স্রোতোধারা-যুক্ত ; বি. যাঁহার প্রান্তভাগ বহু, বজ্র। **শতধৌত**—ণ. শতবার বা বহুবার ধৌত। **শতনরী**—ণ. শত নর বা নহরযুক্ত (হার)। **শতনালিক**—যে বন্দুকজাতীয় অস্ত্র হইতে শত বা বহু গুলি বাহির হয়, ছররা বন্দুক। **শতপত্র**—ণ. বহু পত্র বা পালক বা দলযুক্ত ; বি. পদ্ম ; ময়ূর ; কাঠঠোকরা ; সারস ; শুকপক্ষী। **শতপত্রী**—সেঁউতী ফুল। **শতপথ**—(বহু পথ বা অধ্যায় যাহাতে) যজুর্বেদের ব্রাহ্মণ-বিশেষ। **শতপথিক**—ণ. যিনি শতপথ ব্রাহ্মণ অধ্যয়ন করিয়াছেন ; নানা মতাবলম্বী। **শতপদী** (-দিন্)—বি. অনেকগুলি পা আছে এমন জীব, centipede (কেন্নো বৃশ্চিক প্রভৃতি)। **শতপর্বা** (-র্বন্)—ণ. বহুপর্ব বা গ্রন্থিযুক্ত ; বি. বাঁশ ; ইক্ষু-বিশেষ ; দূর্বা। **শতভিষা**—নক্ষত্র-বিশেষ। **শতমারী** (-রিন্)—ণ. যে বৈদ্য শতবার পারদ শোধন করিয়াছেন, ঔষধ প্রস্তুত করার কাজে নিপুণ ; (ব্যঙ্গে) যে চিকিৎসক বহু রোগী মারিয়াছে। **শতমুখ**—ণ. শত মুখ বা দ্বার বা প্রবাহ-যুক্ত, বাচাল। **শতমুখী**—ঝাঁটা। **শতমূলা**—(বহু মূল-বিশিষ্ট) দূর্বা ; বচা। **শতমূলী**—বি. লতা-বিশেষ, asparagus ; তাহার ভক্ষ্য মূল (শতমূলীর মোরব্বা)। **শতশঃ** (-শস্)—অব্য. একশো একশো করিয়া। **শতশৃঙ্গ**—পর্বত-বিশেষ। **শতসহস্র**—ণ. বহু, অনন্ত।

শতরঞ্চ—[আ. শত্‌'রন্‌জ্‌ ; সং. চতুরঙ্গ] দাবাখেলা, chess। **শতরঞ্চবাজ**—ণ. দাবাখেলায় আসক্ত বা দক্ষ।

শতরঞ্চি—[আ. শত্‌'রন্‌জী] মোটাসুতার বিচিত্র বর্ণের আসন। [ভাগ।

শতাংশ—একশত ভাগ ; (বাং) ১০০ ভাগের ১

শতাবধি—ণ. শতের কাছাকাছি, প্রায় একশত (শতাবধি টাকা পাওয়া যাবে—গ্রাম্য : শতাবিধি)।

শতাব্দ, শতাব্দী—শতবর্ষ কাল, century।

শতায়ুঃ—ণ. শতবর্ষজীবী ; দীর্ঘায়ু।

শতেক—ণ. একশত ; বহু, নানা ধরণের (শতেক খেয়াল)। **শতেকখাকী,-খাগী**—(মেয়েলী গালি) ণ., বি. যে শত প্রিয়জনের মৃত্যু দেখিয়াছে। **শতেক খোয়ারী**—(মেয়েলী গালি-বিশেষ) যাহার বহু লাঞ্ছনা হইয়াছে বা হইবে।

শত্তুর—শত্রু-র কথ্যরূপ।

শত্রু—[শদ্ (গমন করা)+রু] ণ., বি. অহিত সাধন যাহার উদ্দেশ্য, বৈরী, অরি, বিপক্ষ, দ্বেষক ; (জ্যোতিষে) লগ্ন হইতে ষষ্ঠ স্থান। (কথ্য : শত্তুর)। **শত্রুঘ্ন**—ণ. শত্রুহননকারী ; বি. রামচন্দ্রের কনিষ্ঠভ্রাতা। **শত্রুজিৎ,শত্রুঞ্জয়**—ণ. শত্রুজয়ী, অরিন্দম। **শত্রুতা**—বি. বৈরিতা, বিদ্বেষ বিপক্ষতা। **শত্রুনাশ**—শত্রুর বিলোপ সাধন। **শত্রুন্তপ**—যে শত্রুকে ক্লেশ দেয়। **শত্রুপক্ষ**—শত্রুর দল। **শত্রুমর্দন**—বি. শত্রু নিপীড়ন। ণ. শত্রুর পীড়নকারী। **শত্রুমিত্র**—বিপক্ষ ও সপক্ষ। **শত্রুর মুখে ছাই দিয়ে**—শত্রুর মন্দ অভিপ্রায় সত্ত্বেও।

শনশন,'শন্‌শন্—অব্য. দ্রুতবেগের শব্দ।

শনাক্ত—[ফা. শিনা'খৎ] বি. কোনো ব্যক্তি বা বস্তুকে পরিচিত বলিয়া নির্দেশ করা, identification (মাল শনাক্ত করা ; লাশ শনাক্ত করা —কোনটি কার মৃতদেহ অথবা মৃতদেহটি কার, তাহা দেখিয়া বলিয়া দেওয়া)।

শনি—[সং.] বি. সপ্তম গ্রহ, ছায়া ও সূর্যের পুত্র ; শনিবার ; অনিষ্টের কারণ (এই বিয়েই হল তার শনি)। **শনি ধরা,-লাগা**—শনির দৃষ্টি হওয়া, সমূহ ক্ষতির কারণ হওয়া ; মতিচ্ছন্নতা ঘটা। **শনিপ্রতিকার**—শনির দোষ কাটানোর ব্যবস্থা। **শনিপ্রিয়**—নীলকান্তমণি, নীলা। **শনিবার**—সপ্তাহের বার-বিশেষ। **শনির দশা**—শনিগ্রহের ভোগকাল ; দুঃসময়। **শনির দান**—শনিগ্রহের প্রীতি-সম্পাদন-হেতু ব্রাহ্মণকে কালো গরু ও উৎকৃষ্ট লোহাদি দান। **শনির দৃষ্টি**—শনিগ্রহের ক্ষতিকর প্রভাব ; নানাভাবে শ্রী-সম্পদ হারাইবার সময়। **রন্ধ্রগত শনি**—রন্ধ্র দ্রঃ। [সং.]

শনৈঃ, শনৈঃশনৈঃ—অব্য. ক্রমে ক্রমে, ধীরে।

শনৈশ্চর—বি. শনিগ্রহ। [সং]

শপ, শপা—বি. বড় মাদুর, matting.

শপতি—বি. শপথ। (গ্রা. বাং)।

শপথ—[শপ্ (দিব্য করা) + অথন্] বি. কিরা, দিব্য, প্রতিজ্ঞা, কসম, oath। **শপথপত্র**—শপথপূর্বক সত্য বলিয়া স্বীকৃত লেখা, affidavit।

শপ্ত—ণ. অভিশপ্ত। [শপ্ + ক্ত]।

শফর, শফরী—বি. পুঁটিমাছ; সফরী। **শফরাধিপ**—ইলিশ মাছ। [সং.] [যে বাজায়।

শফরদা—[হি. সফরদাই] বি. নাচওয়ালীর সঙ্গে

শব—[শব্ (গমন করা) + অচ্] বি. মৃতদেহ, লাশ। **শবকর্ম,-দাহ**—মড়া পোড়ানো। **শববাহক**—যাহারা শবদেহ বহন করিয়া শ্মশানে অথবা গোরস্থানে লইয়া যায়। **শবব্যবচ্ছেদ**—শবদেহ কাটিয়া দেখা। **শবযাত্রা**—মৃতদেহ লইয়া সংকারের জন্য যাওয়া। **শবযান**—শব বহন করিবার গাড়ী অথবা খাটলি। **শবসংকার**—মৃতদেহ দাহ বা সমাধি দেওয়া, অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া। **শবসাধনা**—শ্মশানে শবের উপরে বসিয়া তান্ত্রিকের কালী-সাধন-বিশেষ।

শবনম—[ফা.] বি. অতি সূক্ষ্ম মস্‌লিন-বিশেষ—ঘাসের উপরে বিছাইয়া দিলে ভ্রম হইত যেন শিশির পড়িয়াছে ; শিশির।

শবর-[শব—রা + ক, যাহারা মৃত পশুপক্ষী আহারার্থ গ্রহণ করে] বি. কিরাত প্রভৃতি জাতি। **স্ত্রী. শবরী**—ব্যাধজাতীয়া নারী ; রামের আগমন প্রতীক্ষায় বহুবর্ষ অপেক্ষা করিয়াছিল এমন এক ব্যাধনারী (শবরীর প্রতীক্ষা—একনিষ্ঠ দীর্ঘ প্রতীক্ষা)।

শবল—ণ. নানা বর্ণযুক্ত, কর্বুরবর্ণ। **স্ত্রী. শবলা, -লী**—কর্বুরবর্ণা গাভী ; বশিষ্ঠের কামধেনু। **শবলীকৃত**—ণ. নানা বর্ণে চিত্রিত।

শবাধার—যে আধারে মৃতদেহ রক্ষিত হয়, coffin। **শবানুগমন**—শবযাত্রার সঙ্গে যাওয়া। **শবানুগামী** (-মিন্), **শবানুযাত্রী** (ত্রিন্)—যাহারা শবের সহিত শ্মশানে অথবা গোরস্থানে যায়। **শবাসন**—আসনস্বরূপ শব ; মড়ার উপর বসা। **শবাসনা**—শবাসনে আরূঢ়া কালিকা।

শবেকদর—[ফা. আ. শব্-ই-ক'দর, মহিমান্বিত রজনী আ. লায়লাতুল্ ক'দর] বি. রমজান মাসের ২১, ২৩, ২৫, ২৭ অথবা ২৯ তারিখের রাত্রি, যে রাত্রিতে কোরআন প্রথম অবতীর্ণ হইয়াছিল—এইজন্য রমজান মাসের শেষ দশ দিন নিবিড়তর প্রার্থনায় যাপন বিধেয়। ইহাকে 'এতেকাফ' বলা হয়।

শবেবরাত—[ফা. আ. শব্-ই-বরাত, সৌভাগ্য-রজনী] বি. চান্দ্র শাবান মাসের চতুর্দশ দিন—(এই দিনে মুসলমানেরা রুটি-হালুয়া প্রভৃতি বিতরণ করেন ও ভাল খাবার খান)। (কথ্য—শবেরাত ; গ্রাম্য—শোবরাত)।

শবেমে'রাজ—[আ. শব্-ই-মিরাজ] বি. যে রাত্রিতে (বা মতান্তরে, একাধিক রাত্রিতে) হজরত মুহম্মদ সশরীরে (মতান্তরে, সূক্ষ্মদেহে) স্বর্গীয় বাহন 'বোরাক'-এ চড়িয়া মক্কা হইতে জেরুজালেম পর্যন্ত ভ্রমণ করিয়াছিলেন এবং বেহেশ্‌ৎ-দোজখ আদি প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন।

শব্দ—[শব্দ্ (শব্দ করা) + অল্] বি. ধ্বনি, রব ; আওয়াজ, sound ; কথা, উচ্চ-বাচ্য (মুখে যে রা শব্দ নেই) ; প্রশংসা (শব্দের কাঁঠাল ভুয়ো) ; অর্থবোধক ধ্বনি বা অক্ষর অথবা অক্ষর-সমষ্টি, word (হুম্ ; ছেলে ; র) ; বৈদিক বা আপ্ত বাক্য (শাব্দিক প্রমাণ)। **টুঁ-শব্দ, চুঁ-শব্দ**—অতি সামান্য শব্দ বা প্রতিবাদ। **শব্দকোষ**—অভিধান। **শব্দগত**—ণ. শব্দের, শাব্দিক (শব্দগত অর্থ)। **শব্দগ্রহ**—শব্দের অর্থের বোধ ; যাহা শব্দ গ্রহণ করে, কর্ণ। **শব্দচাতুর্য**—শব্দ প্রয়োগের চমৎকারিত্ব। **শব্দচোর**—যে অন্যের শব্দাবলী (অর্থাৎ রচনা) নিজের বলিয়া চালায়, plagiarist। **শব্দতরঙ্গ**—শব্দের দ্বারা উৎপন্ন বায়ু-হিল্লোল, sound-wave। **শব্দনিষ্পত্তি**—শব্দের সুস্পষ্ট উচ্চারণ। **শব্দপ্রবৃত্তি**—বৈখরী মধ্যমা পশ্যন্তী ও সূক্ষ্মা—মন্ত্রজপ করিবার এই চতুর্বিধ পদ্ধতি। **শব্দবহ**—বায়ু। **শব্দবিদ্যা**—ব্যাকরণ। **শব্দবৃত্তি**—শব্দের শক্তি, অভিধা ব্যঞ্জনা প্রভৃতি। **শব্দবেধী (-ধিন্),-ভেদী (-দিন্)**—ণ. শব্দ লক্ষ্য করিয়া যাহা লক্ষ্য বিদ্ধ করে (শব্দভেদী বাণ)। **শব্দব্রহ্ম**—শব্দস্বরূপ ব্রহ্ম ; বেদ। **শব্দযোনি**—শব্দের উৎপত্তিস্থান ; ধাতু-প্রভৃতি। **শব্দশক্তি**—শব্দের অর্থ প্রকাশ করিবার শক্তি। **শব্দশাস্ত্র**—ব্যাকরণ শাস্ত্র। **শব্দহীন**—ণ. নিঃশব্দ, নির্বাক্। **শব্দাক্ষর**—যাহা একই সঙ্গে শব্দ ও অক্ষর, প্রণব। **শব্দাতীত**—ণ. শব্দদ্বারা প্রকাশ করা যায় না এমন, বাক্যের অতীত (ব্রহ্ম শব্দাতীত)। **শব্দানুশাসন**—শব্দের প্রয়োগ-বিষয়ক শাস্ত্র, ব্যাকরণ।

শব্দায়মান—[শব্দ + ক্যঙ্ + শানচ্] ণ. যে

বা যাহা শব্দ করিতেছে। **শব্দার্থ**—শব্দের অর্থ; শব্দ ও অর্থ। **শব্দালঙ্কার**—বি. যে অলঙ্কার দ্বারা অক্ষরের ধ্বনিগত সৌন্দর্য সৃষ্ট হয় (যথা: অনুপ্রাস যমক ইত্যাদি)। **শব্দিত**—ণ. ধ্বনিত (বিপ. অর্থালঙ্কার)।

শম—[শম্ (শান্ত হওয়া)+অল্] বি. শান্তি, উপশম, নিবৃত্তি; অন্তঃকরণের স্থিরতা; নিরুপদ্রব; মনঃসংযম; স্থায়ী শান্তভাব।

শমন—[শমি+অনট্] বি. কৃতান্ত, যম; প্রশমন, শান্ত করণ; শান্তি; দমন; যজ্ঞে পশুবধ।

শময়িতা (-তৃ)—ণ. প্রশমন-কারক; দমন-কারক; বিনাশক; নিবারক।

শমশের—[ফা. শম্‌শীর] বি. তরবারি ('তুমি এসো বীর হাতে নিয়ে শমশের'—নজরুল)।

শমি,-মী—বি. বাব্‌লা-জাতীয় গাছ-বিশেষ, সাঁই-বাবলা—যজ্ঞাগ্নিতে ইন্ধন-স্বরূপ ব্যবহৃত হইত।

শমিত—ণ. প্রশমিত, দমিত, বিনাশিত। [শম্+ক্ত]

শমী (-মিন্)—ণ. শান্ত, সংযমী। [শম+ইন্]

শম্পা—(যে সুখ নষ্ট করে) বি. বিদ্যুৎ। [সং]

শম্ব—বি. মুষলের মুখের লোহার বেড়; ঐরূপ বেড়-যুক্ত মুষল; বজ্র। [সং.]

শম্বর—বি. অসুর-বিশেষ; মৃগ-বিশেষ; পর্বত-বিশেষ, মৎস্য-বিশেষ; বৌদ্ধ-বিশেষ; অর্জুন বৃক্ষ; জল; ধন। **শম্বরসূদন, শম্বরারি**—কন্দর্প, কাম।

শম্বু,-ম্বূ, শম্বুক,-ম্বূক—[সং.] বি. শামুক; শঙ্খ, ক্ষুদ্র শঙ্খ; গজকুম্ভের অগ্রভাগ; দৈত্য-বিশেষ। **শম্বূক**—রামায়ণে বর্ণিত শূদ্র তপস্বী যাহাকে রামচন্দ্র বধ করিয়াছিলেন। **শম্বু (ম্বূ) কগতি**—বি. অতি ধীর গতি; ণ. ধীরগামী; দীর্ঘসূত্রী।

শম্ভু—[শম্—সু+ভূ—যাহা হইতে মঙ্গল হয়] বি. মহাদেব। **শম্ভুকান্তা**—দুর্গা। **শম্ভু-বল্লভ**—শ্বেতপদ্ম।

শয়—শত। **শয় শয়**—শত শত (গ্রাম্য)।

শয়তান—[আ.] ইহুদি, খৃষ্টান ও মুসলমান-শাস্ত্রোক্ত পাপ অধর্ম প্রভৃতির প্রেরণা-দাতা, Satan; ণ. মহাপাপিষ্ঠ, মহাদুর্বৃত্ত, দুষ্ট। বি. **শয়তানি**—দুর্বৃত্তের কার্য, নষ্টামি (কত শয়-তানি জান তুমি?); দুরন্তপনা, দুষ্টুমি (খোকা বড় দুষ্টু হয়েছে, সমস্ত দিন শয়তানি করে বেড়ায়)।

শয়তানী—স্ত্রী. দুর্বৃত্তা, পিশাচী; ণ. শয়তানের উপযুক্ত, শয়তানের (—কাণ্ড)।

শয়ন—[শী+অনট্] বি. শয্যাগ্রহণ; শয্যা (ভুজগ-শয়ন); নিদ্রা ('শয়নে স্বপনে')। **শয়নকক্ষ**—শুইবার ঘর। **শয়নভঙ্গ**—নিদ্রাভঙ্গ। **শয়ন ভঞ্জন**—ঘুম ভাঙানো। **শয়নমন্দির**—ঘুমাইবার ঘর। **শয়ন রচনা**—বিছানা করা (চৌষট্টি কলার একটি)। **শয়নাগার**—শুইবার ঘর।

শয়ান—[শী+শানচ্] ণ যে শুইয়া আছে, শয়িত; নিদ্রিত। **শয়ালু**—ণ. নিদ্রালু; বি. অজগর, সর্প; কুকুর; শৃগাল। **শয়িত**—[শী+ক্ত] ণ যে শয়ন করিয়াছে (সুখশয়িত); নিদ্রিত। (শায়িত অশু:)। **শয়িতা (-তৃ)**—ণ শয়নকারী।

শয্যা—[শী+ক্যপ্+আপ্] বি. বিছানা; খট্বা। **শয্যাকণ্টক,-কণ্টকী**—বি. বিছানায় কাঁটা আছে মনে হয় এমন রোগবিশেষ। **শয্যাগত**—ণ. পীড়ায় উত্থানশক্তিরহিত। **শয্যাগৃহ**—শয়ন-গৃহ। **শয্যাতোলনি**—বিবাহ-রাত্রির পরে বর ও বধূর শয্যা তুলিয়া অর্থগ্রহণরূপ স্ত্রী-আচার। **শয্যারচনা**—সুদৃশ্য ও আরামদায়ক করিয়া বিছানা করা; বিছানা পাতা। **শয্যা-শায়ী (-য়িন্)**—ণ. শুইয়া আছে বা শুইয়া থাকিতে হয় এমন। স্ত্রী. **শায়িনী**। **শয্যা-সঙ্গিনী**—যে নারী একই বিছানায় শোয় (স্ত্রী তো শয্যা-সঙ্গিনী মাত্র নয়)। **শয্যাচ্ছাদন**—বিছানার চাদর।

শর—[শৃ (ভেদ করা, হিংসা করা)+অল্] বি. খাগ্‌ড়া গাছ; বাণ; দধি-দুগ্ধের অগ্রভাগ, সর। **শরক্ষেপ**—তীর ছোঁড়া। **শরজ**—টাটকা সরতোলা ঘি; কার্তিকেয়। **শরজন্মা (-জন্)**—(খাগ্‌ড়া গাছ হইতে যাহার জন্ম) কার্তিকেয়। **শরজাল**—শরসমূহ। **শর-ত্যাগ**—তীর ছোঁড়া। **শর বর্ষণ**—ক্রমাগত শর নিক্ষেপ। **শরশয্যা**—দেহে বিদ্ধ বাণগুলিই যেন শয্যা এরূপ অবস্থা (ভীষ্মের শরশয্যা)। **শর সন্ধান**—বাণ দিয়া লক্ষ (-করা)। **শরস্তম্ব**—কাশ-তৃণের গুচ্ছ।

শরচ্চন্দ্র—বি. শরৎকালের চাঁদ [শরৎ+চন্দ্র]।

শরণ—[শৃ (হিংসা করা)+অনট্] বি. গৃহ; রক্ষক, আশ্রয় (দীনশরণ; 'শরণ লইনু ও চরণে'); (সং.) বধ, বিনাশ। **শরণাগত**,

শরণাপন্ন—ণ. আশ্রিত, রক্ষার্থী। **শরণার্থী** (-র্থিন্)—আশ্রয়-প্রার্থী, refugee।
শরণি,-ণী—[সং.] বি. সরণি, বর্ত্ম, পথ; অবলীবৃক্ষ; প্রসারিণী, গন্ধভাদালিয়া।
শরণ্য—[শরণ+য] ণ. রক্ষাকর্তা; রক্ষণ-সমর্থ; বি. আশ্রয়। স্ত্রী. **শরণ্যা**—দুর্গা।
শরৎ (-দ্)—[শৃ+অদ্] বি. শরৎ-ঋতু, ভাদ্র ও আশ্বিন মাস; বৎসর। **শরৎচন্দ্র, শরচ্চন্দ্র**—শরৎ-কালের চন্দ্র। **শরৎসরোজিনী -পদ্ম**—শ্বেতপদ্ম। **শরদিজ**—ণ. শরৎকালীন, শরৎকালে উৎপন্ন। **শরদিন্দু**—[শরৎ+ইন্দু] শরৎকালের চন্দ্র।
শরধি—[শর—ধা+কি] বি. তূণ।
শরপুঁটী—বি. বড় পুঁটী মাছ-বিশেষ।
শরবৎ—[আ.] চিনি মিশ্রি ফলের রস ইত্যাদির পানা। **শরবতী-লেবু**—প্রচুর রসযুক্ত কম-টক লেবু-বিশেষ, মুসম্বি। **শরবতী**—[আ.] শরবতের মত ফিকা-হলুদ রঙের মসলিন-বিশেষ। [target.
শরব্য—[সং.] বি. বাণের লক্ষ্য, চাঁদমারি,
শরভ—[সং.] বি. সিংহ অপেক্ষা বলবান্ প্রাচীন কালের জন্তু-বিশেষ; হস্তিশাবক; উষ্ট্র; বানর-বিশেষ।
শরম—[ফা. শর্ম্] বি. হ্রী, লজ্জা, ব্রীড়া; সঙ্কোচ। **লজ্জাশরম**—লজ্জা ও সঙ্কোচ।
শরা, সরা—[সং. শরাব] বি. খোলা অগভীর মাটির পাত্র-বিশেষ (হাঁড়ির ঢাকনারূপেও ব্যবহৃত)। **ধরাকে সরা জ্ঞান করা**—যাহা বৃহৎ তাহাকেও নগণ্য জ্ঞান করা, অত্যন্ত গর্বিত হওয়া। **হাঁড়ির মুখের মত শরা হওয়া**—ভাল খাপ খাওয়া; যোগ্যা কন্যার যোগ্য বর হওয়া (সাধারণতঃ বিদ্রূপার্থক)।
শরা—[আ. শরা'] বি. মার্গ, হজরত মুহম্মদের নির্দেশিত পন্থা, মুসলমানী আইন বা বিধিবিধান (শরা মোতাবেক চলা)। **শরা শরীয়ত**—মুসলমানী বিধি-বিধান, ইস্লাম-নির্দেশিত ধর্মাচার। **শরার কাজী**—মুসলমান বিচারক যিনি মুসলমান ধর্মবিধান অনুযায়ী বিচার করেন ও যাহাতে ধর্মবিধান বজায় থাকে সেদিকে দৃষ্টি রাখেন।
শরাকৎ, শিরকৎ—(শিরকৎ দ্রঃ) বি. শরীকানা, অংশীদারী; যোগ, সম্পর্ক (ওসবের সঙ্গে কোন শরাকত রাখি না)।
শরাঘাত—[শর+আঘাত] বি. বাণ দিয়া মারা। ণ. **শরাহত**।
শরাফৎ—[আ. শরাফত] বি. মহত্ত্ব, ভদ্রতা; উচ্চ মর্যাদা, কৌলীন্য (শরাফতের দাবি করা—উচ্চ কুলমর্যাদার দাবি করা)।
শরাব—[সং.] বি মাটির শরা, ঢাক্নি।
শরাব—[আ. শরাব] বি. মদ্য ('দাও গো সাকী দাও শরাব'—নজরুল)। **শরাবখোর, শরাবী**—মদ্যপ। **শরাবন তহুরা**—বেহেশ্তে যে মদিরা পান করিতে দেওয়া হইবে, অমৃত। (গ্রাম্য—শরাপ)।
শরারত, শরারতী—[আ. শরারত] ণ. নষ্টামি, পেজোমি।
শরাসন—বি. ধনুক। [শর+আসন]
শরিক, শরীক—[আ. শরীক] বি. অংশীদার ('দাঁড়ীমুখে সারিগান লা-শরীক আল্লা'—নজরুল); সঙ্গী; দায়াদ (শরীকদের সঙ্গে মোকদ্দমা)। **শরীকান**—শরীক-সমূহ। **শরিকানা**—ণ. শরিকের প্রাপ্য; শরীক-সম্বন্ধীয়; এজমালী।
শরীফ—[আ. শরীফ] ণ. সম্ভ্রান্ত, উচ্চ কুলমর্যাদা-সম্পন্ন, অভিজাত; শ্রেষ্ঠ; মাননীয়; মহানুভব; মক্কার শাসনকর্তার উপাধি। (**শরীফ ঘর**—সম্ভ্রান্ত বংশ; **কোরাণ শরীফ**—মহামান্য বা পবিত্র কোরাণ; **মেজাজ শরীফ**—মহাশয়ের কুশল তো? **মক্কাশরীফ**—মক্কাধাম)। (শরীফের বহু-বচন আশরাফ, কোরআনে মানুষকে বলা হইয়াছে 'আশরাফুল মখলুকাত্'—সৃষ্টির সেরা)।
শরীফা—[আ.] আতা ফল।
শরীয়ত—[আ.] বি. হজরত মুহম্মদ প্রবর্তিত সামাজিক ও ধর্মবিষয়ক বিধান; মুসলমানী ধর্মাচার ও সামাজিক আচার। (সুফীরা মুসলমানের ধর্মজীবনের সাধারণতঃ চারিটি স্তর নির্দেশ করিয়াছিলেন—শরীয়ত, তরীকত, হকীকত, মারেফাৎ; ইহার প্রথমটিতে হইতেছে নামাজ রোজা প্রভৃতি কোরআন-হাদিস-নির্দেশিত ধর্মাচার যথাযথভাবে পালন, অবশিষ্ট গুলিতে মোটের উপর আত্মিক উৎকর্ষ ও উপলব্ধির উপরে বেশি জোর দেওয়া হইত; কিন্তু বর্তমানে মুসলমান-দের মতে শরীয়তের মধ্যেই সব পন্থা নিহিত

রহিয়াছে, শরীয়তের বিরোধী কোন ক্রিয়াকর্ম বৈধ হইতে পারে না।

শরীর—[শৄ (বধ করা বা নষ্ট হওয়া) + ঈরন্—যাহা রোগাদির ফলে শীর্ণ হয়] বি. দেহ, বিগ্রহ, কলেবর, কায় (শরীর ধারণ ; যশঃ-শরীর) ; শারীরিক অবস্থা, স্বাস্থ্য (শরীর ভাল যাচ্ছে না ; শরীরের যত্ন)। **শরীরগত**—ণ. দেহ-বিষয়ক ; দেহমধ্যস্থ। **শরীরগতিক**—দেহের অবস্থা। **শরীরজ**—ণ. দেহজাত ; বি. পুত্র ; কন্দর্প ; রোগ। **শরীরপাত**—স্বাস্থ্য নাশ ; দেহক্ষয়। **শরীর-বৃত্তি**—শরীর ধারণের জন্য প্রয়োজনীয় কর্ম বা চেষ্টা। **শরীর-বৈকল্য**—স্বাস্থ্যভঙ্গ। **শরীরযাত্রা**—শরীরের অবস্থা (শরীরযাত্রা ভাল যাচ্ছে না)। **শরীররক্ষী (-ক্ষিন্)**—যে রক্ষিদল সঙ্গে থাকে। **শরীর সংস্কার**—শরীরের পরিচ্ছন্নতা অথবা সৌন্দর্য সাধন। **শরীরী (-রিন্)**—ণ. শরীর-বিশিষ্ট, মূর্তিমান্ ; বি. প্রাণী, জীব ; মনুষ্য। স্ত্রী. **শরীরিণী**। [বিশেষ।

শরোদ—[ফা. সরোদ—সঙ্গীত, সুর] বাদ্যযন্ত্র-

শর্করা, শর্কর—[সং. ; ফা. শকর্, শক্কর] বি. চিনি ; শিলাখণ্ড, কাঁকর ; খাপরা ; খণ্ড, টুকরা ; দানা ; রোগ-বিশেষ, পাথুরী। **শর্করাচল**—দানের জন্য নির্মিত চিনির পাহাড় (তেমনি, শর্করা-ধেনু)। **শর্করাবৎ**—দানা-দানা, granular। **শর্করিক, শর্করিল**—ণ. কাঁকরযুক্ত।

শর্ত—[আ. শর্‌ত্] বি. নিয়ম ; নির্দেশ ; কড়ার, condition (কি কি শর্তে রাজী হয়েছে, শোনো)। [স্ত্রী. **শর্বাণী**—দুর্গা।

শর্ব—[শর্ব্ (বধ করা) + অন্] বি. মহাদেব।

শর্বর—(যে হিংসা করে) বি. কামদেব ; অন্ধকার। স্ত্রী. **শর্বরী**—রাত্রি ('শর্বরী যবে হবে সারা' —রবি) ; নারী ; হরিদ্রা।

শর্ম (-র্মন্)—[সং.] বি. সুখ ; শুভ। **শর্মদ**—ণ.সুখদায়ক। **শর্মবান্(বৎ)**—ণ. সুখী। **শর্মা (-র্মন্)**—ব্রাহ্মণের নামের পরে ব্যবহৃত উপাধি (ঈশ্বরচন্দ্র শর্মা) ; ব্যক্তি; লোক (আত্মগৌরব-সূচক—এ শর্মা কাউকে ছেড়ে কথা কয় না)।

শর্মিষ্ঠা—[শর্মন্ + ইষ্ঠ + আপ্, পরমশুভবতী] বি. যযাতি রাজার দ্বিতীয়া মহিষী, দেবযানীর সপত্নী।

শর্ শর্—অব্য. শুষ্ক পত্রের উপর দিয়া লঘুপদে দ্রুত যাওয়ার শব্দ।

শর্ষে—[সং. সর্ষপ] বি. সরিষা, সর্ষে।

শলভ—[সং.] বি. পতঙ্গ ; ফড়িং ; শস্যের ক্ষতি-কারক পঙ্গপাল।

শলা—[সং শলাকা] বি. শলাকা, শিক (ছাতার শলা ; শলায় বিদ্ধ হতেছে সিদ্ধ মর্মনিবিদ্ধ পক্ষী—রবি) ; সরু ও দীর্ঘ কাঠি (খাঁচার কয়েক শলা ভেঙে গেছে)। **শলা করা**—শলাকা দিয়া হুঁকার নল পরিষ্কার করা। **শলা তোলা**—বাঁশের টুকরা চিরিয়া ও চাঁচিয়া শলাকা প্রস্তুত করা।

শলাকা—[শল্ (গমন করা) + আক + আপ্] বি. শলা, অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ কাঠি ; শল্য ; বাণ ; কণ্টক ; শিক ; খাঁচার কাঠি ; সরু নল ; তুলি (অঞ্জনাঞ্জন-শলাকা) ; দাঁতন কাঠি ; দাঁতের খড়কে ; ডাক্তারের যন্ত্র-বিশেষ, probe ; হাত ও পায়ের লম্বা হাড় ; অঙ্কুর ; শজারু ; পাশা (শলাকাধূর্ত)। **শলাকা পরীক্ষা**—সেকালের টোলের কঠিন পরীক্ষা-বিশেষ।

শলি, লী—[সং. শুল্ব] বি. ধানের মাপবিশেষ।

শল্ক, শল্কল—[সং.] বি. আঁইশ ; বল্কল, খণ্ড। **শল্কদেহ**—ণ. যাহার দেহে আঁইশ আছে। **শল্কলী (-লিন্) শল্কী (-ল্কিন্)**—ণ. আঁইশযুক্ত ; বি. মৎস্য।

শল্‌পা, শুল্‌পা—[সং. শতপুষ্পা] বি. সুগন্ধ-যুক্ত শাক-বিশেষ—কাঁচা কুলের আচারে ব্যবহৃত হয়।

শল্য—[শল্ + য] বি. শলাকা ; শঙ্কু ; শেল ; বাণ (শোকশল্য) ; অস্ত্রবিশেষ, লৌহশাবল ; দুর্বাক্য ; অস্থি ; মহাভারত-বর্ণিত মদ্ররাজ, নকুল-সহদেবের মাতুল। **শল্যক**—সজারু ; কণ্টক-বৃক্ষ। **শল্য-কণ্ঠ**—শজারু। **শল্য-কর্তা (-র্তৃ)**—যিনি শল্য চিকিৎসা অর্থাৎ অস্ত্রোপচার করেন, Surgeon। **শল্য-চিকিৎসা, শল্যতন্ত্র**—অস্ত্রচিকিৎসা ; উক্ত বিদ্যা-সম্বন্ধে প্রাচীন ভারতীয় গ্রন্থ। **শল্য-পর্ব (-র্বন্)**—মহাভারতের পর্ব বিশেষ। **শল্যলোম**—শজারুর কাঁটা। **শল্যহর্তা (-র্তৃ)**—যিনি শল্যোদ্ধার করেন। **শল্যোদ্ধার**—বাণভিটা হইতে মনুষ্যাদির অস্থি উঠাইয়া ফেলা ; দেহে বিদ্ধ বাণাদি উন্মূলিত করা।

শল্ক—[সং.] ব্যাঙ্‌ ; ত্বক্‌ ; আঁইশ। **শল্কক**—ত্বক্‌ ; শল্ক, আঁইশ ; শণগাছ। **শল্কী** (-কিন্‌)—শজারু ; বাবলা গাছ।

শশ—[শশ্‌ (লাফাইয়া লাফাইয়া যাওয়া) + অচ্‌] বি. খরগোশ ; চন্দ্রের কলঙ্ক (শশাঙ্ক) ; চারি-জাতীয় পুরুষের একতম। **শশক**—খরগোশ। **শশঘ্ন**—বাজপাখী। **শশধর**—চন্দ্র। **শশ-বিন্দু**—মৃগ-বিশেষ ; চন্দ্র ; বিষ্ণু। **শশ-বিষাণ, -শৃঙ্গ**—খরগোসের শিঙের মত অলীক ব্যাপার। **শশব্যস্ত**—ণ শশকের মত চঞ্চল, অতিশয় ব্যস্ত বা উদ্বিগ্ন। **শশভৃৎ**—চন্দ্র। **শশলাঞ্ছন**—বি. চন্দ্র।

শশা—বি. শশক ; (বাং) শসা।

শশাঙ্ক—বি. চন্দ্র। [শশ + অঙ্ক (চিহ্ন)]

শশারু—বি. খরগোশ (শশারু তাড়িয়া ধরে—কবিকঙ্কণ।

শশিকলা—চন্দ্রের আলোকিত অংশ ; পনেরো অক্ষরের সংস্কৃত ছন্দো-বিশেষ। **শশিকান্ত**—ক্রি. কুমুদ ; চন্দ্রকান্ত মণি। **শশি-জীবন**—[শশী যাহার জীবন] কুমুদ ; ওষধি। **শশিতনয়**—বুধ। **শশি-ধর,-চূড়,-ভাল,-ভূষণ, -ভৃৎ, -শেখর**—শিব। **শশিপ্রভা**—(শশীর মত প্রভা যাহার) মুক্তা ; কুমুদ ; শশীর প্রভা—চন্দ্রকিরণ। **শশিবদনা**—ণ. চন্দ্রবদনা, চাঁদবদনী ; বি. ছন্দো-বিশেষ। **শশি-ভাগিনী,-ভাগী**—দুর্গা ; কালী। **শশি-রেখা,-লেখা**—চন্দ্রকলা।

শশী (-শিন্‌)—বি. যাহার অঙ্কে শশ, শশধর, চন্দ্র [শশ + ইন্‌]।

শশ্বৎ—[শশ্‌ (লাফাইয়া লাফাইয়া যাওয়া) + বৎ] অব্য. বারংবার, সর্বদা, নিত্য। ণ. **শাশ্বত**।

শসন—[শস্‌ + অনট্‌] বি. বধ ; যজ্ঞে বলিদান।

শষ্প—[শষ্‌—নাশ করা—যদ্দ্বারা পশুরা ক্ষুধা-নাশ করে] বি. বালতৃণ, কচি ঘাস (শষ্প-শয্যা ; শষ্পাবৃত)।

শসা—সুপরিচিত ফল।

শস্ত্র—[শস্‌ (বধ করা) + ত্রন্‌] বি. যাহা হস্তে ধারণ করিয়া প্রহার করা যায় (যাহা নিক্ষেপ করা হয় তাহাকে সাধারণতঃ অস্ত্র বলে, কিন্তু এই বিভেদ প্রায়ই মানা হয় না) ; লৌহ ; চিকিৎ-সকের অস্ত্র (শস্ত্র চিকিৎসা)। **শস্ত্রক**—লৌহ (শস্ত্রিকা—ছুরিকা)। **শস্ত্রজীবী** (-বিন্‌)—যোদ্ধা, সৈনিক। **শস্ত্রধর, -ধারী (-রিন্‌) -পাণি, -ভৃৎ**—ণ. যাহার হাতে অস্ত্র আছে। **শস্ত্রবিদ্যা**—যুদ্ধবিদ্যা। **শস্ত্রাজীব**—ণ. শস্ত্রজীবী। **শস্ত্রী** (-স্ত্রিন্‌)—ণ. শস্ত্রধারী।

শস্প—[শস্‌ – প] শষ্প (দ্রঃ)

শস্য—[শস্‌ (হিংসা করা) + য – যাহাকে হিংসা করিয়া প্রাণী বাঁচে] বি. কৃষিকর্মের দ্বারা উৎপন্ন ফসল, ফলের সারাংশ, শাঁস (নারিকেলের শস্য) ; [শন্‌স্‌—স্তুতি করা + য] ণ. প্রশংসনীয়। **শস্যক্ষেত্র**—ফসলের ক্ষেত। **শস্যপাল**—যে ফসল পাহারা দেয়। **শস্যমঞ্জরী**—ধান গম প্রভৃতি শস্যের শিষ। **শস্যমল্ল**—শাসমল, বড় গৃহস্থের উপাধি। **শস্যশ্যামল**—ণ. প্রচুর শস্য হেতু ঘন সবুজ রং বিশিষ্ট। স্ত্রী.-**শ্যামলা**। **শস্য-সংস্থান**—শস্যের সঞ্চয়, শস্য গোলাজাত করা। **শস্যাগার**—ধান গম সর্ষে কলাই প্রভৃতির গোলা।

শহর—[ফা. শহ্‌র্‌] বি. নগর। **শহর কোত-য়াল**—নগরের প্রধান পুলিশ-কর্মচারী। **শহর-তলী**—শহরের পার্শ্ববর্তী অঞ্চল বা ছোট শহর, suburb। **শহরপনা**—[শহ্‌রপনাহ্‌] বি. শহরবেষ্টনকারী প্রাচীর ('চৌদিকে শহরপনা' —ভারতচন্দ্র)। ণ. শহুরে (গ্রাম্য শউরে, সউরে)।

শহরৎ, শোহরৎ, সোহরৎ—[আ. শুহরৎ] বি, খ্যাতি ; প্রসিদ্ধি ; ঘটনা ; জনশ্রুতি। **শোহরৎ দেওয়া, করা**—রাষ্ট্র করা (শোহরত দাও নওরাতি আজ—নজরুল)। **ঢোল-শহরৎ**—ঢোল-সহযোগে ঘোষণা।

শহীদ—[আ.] ধর্মযুদ্ধে নিহত মুসলমান ; ভাল কাজে প্রাণ দিয়াছেন এমন লোক (শহীদ ক্ষুদিরাম, শহীদ-বেদী)।

শহুরে—ণ. শহরবাসী ; শহরজাত। (অনেক ক্ষেত্রে বিদ্রূপাত্মক। তুলনীয় : 'গেঁয়ো')। [বাং]

শা—[ফা. শাহ্‌—রাজা, প্রধান] বি. বড়। (অন্য শব্দের সহিত যুক্ত হইয়া ব্যবহৃত হয়)। **শা-খরচে**—ণ. যে যথেষ্ট খরচ করে, অকৃপণ। **শা-জোয়ান**—পূর্ণ যুবক। **শা-দরজা**—সদর দরজা, সিংহদ্বার। **শা-জীরা**—[ফা. সিয়াহ্‌ – কৃষ্ণ] কালজিরা।

শাইল—শালিধান্য (গ্রাম্য)।

শাইলক—[ইং. Shylock] শেক্স্পীয়র-বর্ণিত বিখ্যাত ইহুদী-চরিত্র ; অতি কৃপণ, অর্থ-পিশাচ। **শাইলকি**—অর্থগৃধ্নুতা।

শাঁ—অব্য. দ্রুতগতির শব্দ।

শাঁই—অব্য. দ্রুতগতিসূচক শব্দ ; [শমী] বি. শমীবৃক্ষ।

শাইচান—বি. শয়চান, শ্যেনপক্ষী।

শাঁই শাঁই, সাঁই সাঁই—অব্য. ঝড়ের শব্দসূচক।

শাঁকোচ—বি. শঙ্কর বা শঙ্কুচি মৎস্য।

শাঁখ,-ক—[সং. শঙ্খ] বি. শঙ্খ (শাঁক বাজানো)। **শাঁখের করাত**—শাঁখের করাতের দাঁতগুলি এমন যে টানিলে দুই দিকেই কাটে, তাহা হইতে—যাহাতে দুই দিকেই বিপদ। **শাঁক (খ) আলু**—শ্বেতবর্ণ ও কতকটা শঙ্খের আকৃতির মিষ্ট মূলবিশেষ। **শাঁখচুন্নী,-চূর্ণী**—শঙ্খচূর্ণী, সধবা নারীর প্রেতাত্মা।

শাঁখা—বি. শঙ্খ-নির্মিত বলয় (শাঁখা-সিন্দুর)।

শাঁখারী—বি. শাঁখা প্রস্তুতকারক ও শাঁখা-ব্যবসায়ী জাতি। [বিশেষ।

শাঁখিনী—বি. শাঁখচুন্নী ; শঙ্খিনী, দুর্গার অনুচরী-

শাঁড়া—[শণ্ড] ণ. ফলহীন, বন্ধ্যা।

শাঁপি—শাপা, শাপি (গ্রা:)।

শাঁস—[সং. শস্য] বি. সারাংশ ; মধ্যেকার নরম অংশ (তালশাঁস)। **শাঁসালো**—ণ. শাঁসযুক্ত ; সারবান্ ; ধনী, বিত্তশালী (শাঁসালো লোক)।

শাক—[শক্ (পারক হওয়া) + ঘঞ্—যদ্দ্বারা ভোজন করিতে সমর্থ হয়] বি. পত্র-শাক (লাউয়ের শাক, নটে শাক ; পাট শাক) ; কাঁচা তরকারী ; নিরামিষ ব্যঞ্জন (শাকান্ন) ; শেগুন গাছ ; শকজাতি ; শকাব্দ। **শাকতরু**—শেগুন গাছ। **শাক দিয়ে মাছ ঢাকা**—যাহা গোপন করা দুঃসাধ্য তাহা গোপন করিবার আগ্রহ কিন্তু বৃথা চেষ্টা। **শাকপাত**—শাকাদি নগণ্য আহার্য (শাকপাত খেয়ে বেঁচে আছে)। **শাকপাতা**—শাকসব্জি। **শাকবর্ণ**—ণ. বিপ্রভ, ফ্যাকাসে। **শাকবিল**—বেগুন। **শাকবাটিকা**—সব্জির বাগান। **শাকভাজা**—ভাজিয়া রাঁধা পাতা। **শাকভাত**—বি. শাকান্ন। **শাকমূর্তি**—ণ. বিবর্ণ, ফ্যাকাসে। **শাকশ্রেষ্ঠ**—বাস্তব বা বেথো শাক ; বেগুন। **শাকসব্জি**—শাক ও ফলমূলাদি, নিরামিষ আহার্য।

শাকট—[শকট + ক] ণ. শকট-সম্বন্ধীয় ; বি. গাড়ী-টানা বলদ। **শাকটিক**—গাড়োয়ান ; শকটের যাত্রী।

শাকদ্বীপ—বি. প্রাচীন পারস্য অথবা ইরান।

শাকদ্বীপী (-পিন্)—শাকদ্বীপবাসী (ব্রাহ্মণ)।

শাকম্ভরী—বি দুর্গা; তীর্থ-বিশেষ। **শাকম্ভরীয়**—সম্বর হ্রদের লবণ।

শাকান্ন—বি. নিরামিষ আহার্য; অতি সাধারণ ভোজ্য। [শাক + অন্ন]।

শাকুন—বি. পশুপাখীর শব্দ শুনিয়া অনিষ্ট নির্ণয়ের বিদ্যা; ণ. যে ঐ বিদ্যা জানে; পক্ষি-বিষয়ক। [শকুন + ক]। **শাকুনিক**—পাখী-মারা ব্যাধ; শকুনজ্ঞ।

শাক্ত—[শক্তি + ক] বি. শক্তির উপাসক; তান্ত্রিক, শিব-শক্তি-উপাসক সম্প্রদায় (পশ্বাচারী ও বীরাচারী, ইহাদের এই দুই প্রধান সম্প্রদায়)।

শাক্য—বি. শাকবংশে যাহার জন্ম, বুদ্ধদেব। [শাক + য]। **শাক্যমুনি,-সিংহ**—বুদ্ধদেব।

শাখা—[শাখ্ (ব্যাপ্ত হওয়া) + অচ্ + আ ; ফা. শাখ্] বি. গাছের ডাল; নির্গত অংশ; বাহু · অঙ্গ, অবয়ব; সম্প্রদায়; বিভাগ (বৃক্ষের শাখা; বেদের শাখা; পূর্ববঙ্গের শাখা; নদীর শাখা; শাক্তসম্প্রদায়ের শাখা)। **শাখাগ্র**—ডালের অগ্রভাগ; হাতের অগ্রভাগ, অঙ্গুলি। **শাখা নগর**—বৃহৎ নগরের প্রান্তবর্তী ক্ষুদ্র নগর। **শাখানদী**—প্রধান নদী হইতে বহির্গত ছোট নদী। **শাখান্তরাল**—বি. গাছের ডালের আড়াল। **শাখাবাত**—অঙ্গের বাতব্যাধি। **শাখামৃগ**—বানর।

শাখী (-খিন্)—বি. বৃক্ষ; বেদ; যিনি বেদের শাখা-বিশেষ অধ্যয়ন করেন; তুরস্ক দেশের লোক।

শাগরেদ—[ফা. শাগির্দ্] বি. শিষ্য; ছাত্র, চেলা (গুরুর শাগরেদ; চোরের শাগরেদ গাঁট-কাটা)। **শাগরেদি**—শিষ্যত্ব, শিক্ষানবীশি।

শাঙন—শ্রাবণ। (পদ্যে)।

শাঙ্কর—ণ. শিব-সম্বন্ধীয়; শঙ্করাচার্য-সম্বন্ধীয় বা কৃত (বেদান্তের শাঙ্কর ভাষ্য)। [শঙ্কর + ক]

শাজাদা—বি. শাহ্জাদা, বাদশার পুত্র; বাদশাহের পুত্রের মত জাঁকজমকপ্রিয় ও ভোগ-বিলাসী। **শাজাহান**—শাহ্জাহান, বিখ্যাত সম্রাট। [বস্ত্র, দ্যুতি]

শাট—[শট্ (গমন করা) + ঘঞ্] বি. শাটির

শাঠ, শাঠ্য—বি. শঠতা (শাঠে শাঠ্য) ; সংকেত,

ইঙ্গিত, ঠার (শাটে বলে দিয়েছে); ষড়যন্ত্র; যোগসাজস (বিপক্ষদলের সঙ্গে শাট করে এই করেছে)। **শাটেসোটে**—আভাসে ইঙ্গিতে, ঠারে ঠোরে।

শাটিকা, শাটী—[সং.] মেয়েদের বস্ত্র, শাড়ী।

শাঠ্য—[শঠ+ষ্য] বি. শঠতা; কপটতা।

শাড়ি,-ড়ী—[শাটী] বি. নারীর পরিধেয় বস্ত্র (বেনারসী শাড়ি; আটপৌরে শাড়ি)।

শাণ—[শো+ণ] বি. যাহাতে ঘষিয়া অস্ত্রে ধার দেওয়া হয় (শাণ পাথর); তীক্ষ্ণতা সম্পাদনার্থে ঘর্ষণ (শাণ দেওয়া)। **শাণকার**—যে অস্ত্রাদিতে অথবা ছুরি কাঁচি প্রভৃতিতে শাণ দিয়া জীবিকা নির্বাহ করে, শাণাজীব। **শাণানো**—ক্রি. শাণ দেওয়া, তীক্ষ্ণ করা (বুদ্ধি শাণানো হচ্ছে)। ণ. **শাণিত**—ধারাল, তীক্ষ্ণাগ্র (শাণিত অস্ত্র; শাণিত বুদ্ধি)।

শাণ্ডিল্য—বি. গোত্র বিশেষ; গোত্রপ্রবর্তক [মুনি-বিশেষ।

শাতন—[শদ্+ণিচ্+অনট্] বি. ছেদন ('পক্ষধরের পক্ষ শাতন করি'—সত্যেন দত্ত)।

শাদী—[ফা. শাদী] বিবাহ (বিয়া-শাদী; শাদী করা); আনন্দ-উৎসব (বিপ. গমী—দুঃখ, শোক)। **শাদী-গমী**—আনন্দ ও শোক। **শাদীয়ানা**—আনন্দোৎসব।

শাদ্বল—[শাদ+বল] বি. কচি ঘাসে ঢাকা জমি।

শান—[আ.] বি. মহিমা, আড়ম্বর, গৌরব। **শানদার**—ণ. গৌরবোজ্জ্বল, মহিমান্বিত, জাঁকজমকপূর্ণ। **শান-শওকত**—গৌরব, মহিমা, আড়ম্বর, দবদবা। **শানে নজুল**—কোরানের আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার মহিমান্বিত ঘটনা।

শান—[শো+অন] বি. শাণ (দ্রঃ); [পাষাণ] পাথর বা ঐরূপ কিছু (শান-বাঁধানো মেঝে)।

শানক, শানুক—[আ. সহ্নক] বি চীনা-মাটির অথবা মাটির থালা (মেটে শানুক)। **শানকি, -কী**—মাটির থালা (এক শানকি ভাত)।

শানা—[ফা. শানা—চিরুণী] বি. তাঁতের চিরুণীর মত অংশ-বিশেষ (ইহার মধ্য দিয়া টানার সূতা যায়); [শানী] বর্ম, সাঁজোয়া। **শানাকর**—যে শানা প্রস্তুত করে।

শানাই—[ফা. শহ্নাঈ] বি. বড় বাঁশি-বিশেষ—উৎসবাদিতে বাজানো হয়। **শানাইদার**—যে শানাই বাজায়। (কাব্যে: শানাইয়া)।

শানানো—ক্রি. শাণানো, ধার দেওয়া; তৃপ্তি হওয়া (তেমন খাইয়ে আর কোথায়, যাদের এক হাঁড়ি রসগোল্লায়ও শানাতো না)। **শানিত**—ণ. শাণিত, যাহাতে ধার দেওয়া হইয়াছে, সুতীক্ষ্ণ।

শান্ত—[শম্+ক্ত] ণ. স্থির, বিক্ষোভহীন, নিবৃত্ত, ধীর; সৌম্য, শিষ্ট, অনুদ্ধত; জিতেন্দ্রিয়; দমিত (শান্ত সমুদ্র, হৃদয়, চিত্ত; শান্ত ছেলে; শান্ত স্বভাব; শান্ত বাসনা); বি. রস-বিশেষ, সুখ দুঃখ রাগ দ্বেষ ইত্যাদি চিত্তবিকার বর্জিত ভাব (শান্তরসাস্পদ তপোবন)। **শান্তমূর্তি**—সৌম্যমূর্তি। **শান্তরশ্মি**—স্নিগ্ধকিরণ। স্ত্রী. **শান্তা**।

শান্তি—[শম্+ক্তি] বি. চিত্তের স্থিরতা (মনের শান্তি); উপদ্রবহীনতা (শান্তিরক্ষা); নিবৃত্তি, উপশম (রোগশান্তি; ক্রোধশান্তি); বিঘ্ননাশ, দুর্দৈব নিরাকরণ (শান্তিহোম; শান্তিজল); যুদ্ধহীন অবস্থা, যুদ্ধাবসান (শান্তিবৈঠক; বিশ্বশান্তি; শান্তিদূত)। **শান্তিজল**—বি. অমঙ্গল দূর করিবার জন্য পূজার শেষে যে জল ছিটানো হয় তাহা। **শান্তি-পর্ব**—মহাভারতের পর্ব বিশেষ, যাহাতে কুরুক্ষেত্রযুদ্ধবিরতির পরের কথা আছে। **শান্তিপাঠ**—শান্তির নিমিত্ত মন্ত্রপাঠ। **শান্তিপ্রিয়**—ণ. যে গণ্ডগোল ভালবাসে না, নিরীহ। **শান্তিবচন**—বি 'ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ' ইত্যাদি মন্ত্র বা বাক্য। **শান্তিভঙ্গ**—বিক্ষুব্ধ অবস্থার সূচনা; গণ্ডগোল, মারামারি ইত্যাদি হওয়া। **শান্তিরক্ষক**—ণ. যে গণ্ডগোল অথবা মারামারি হইতে দেয় না; বি. পুলিশ-কর্মচারী। **শান্তিস্থাপন**—বি. যুদ্ধাদি অবসান করিয়া সন্ধি স্থাপন। **শান্তিস্বস্ত্যয়ন**—গ্রহাদির অমঙ্গলকর প্রভাব দূরীকরণার্থ হোম দেবার্চনা ইত্যাদি। **শান্ত্যুদকুম্ভ**—শান্তিজলের কলসী।

শান্তিপুরী, শান্তিপুরে—ণ. শান্তিপুরে প্রস্তুত (শান্তিপুরে শাড়ি); শান্তিপুরে প্রচলিত (শান্তিপুরে লৌকিকতা—আন্তরিকতাহীন বাহ্যিক শিষ্টাচার); শান্তিপুরের (শান্তিপুরী লোক); বি. শান্তিপুরবাসী ব্যক্তি।

শাপ—[শপ্ (দিব্য করা, শাপ দেওয়া)+ঘঞ্] বি. অভিসম্পাত। **শাপগ্রস্ত**—ণ. অভিশপ্ত। **শাপনিবৃত্তি**—পাপ হইতে মুক্তি। **শাপভ্রষ্ট**—ণ. অভিশাপহেতু উচ্চাবস্থা হইতে বিচ্যুত (শাপভ্রষ্ট দেবতা)। স্ত্রী. **ভ্রষ্টা**। **শাপমুক্তি, শাপমোচন**—শাপনিবৃত্তি।

শাপান্ত—বি. শাপের অবসান, শাপমুক্তি ; (বাং) অভিসম্পাত করিয়া গালাগালি শেষ (—করা)। **শাপিত**—ণ. অভিশপ্ত, তিরস্কৃত। **শাপোদ্ধার**—বি. শাপ হইতে উদ্ধার লাভ, শাপমুক্তি।

শাবক, শাব—[শব্ (গমন করা)+ঘঞ্] বি. শিশু, ছানা (পক্ষিশাবক ; সিংহশাবক)।

শাবর—ণ. [শবর+ষ্ণ] শবর-বিষয়ক বা সম্পর্কিত ; অমার্জিত, অভব্য ; মৃগ-বিশেষ।

শাবল—[সং. শর্বলা] বি. মাটি খোঁড়া দেওয়াল ভাঙা ইত্যাদি কার্যে ব্যবহৃত চ্যাপটা-মাথাযুক্ত লম্বা ভারী লোহার ডাণ্ডা (দুই বাহু লোহার শাবল—কবিকঙ্কণ)। [falcon।

শাবাজ—বি বড় জাতের বাজপক্ষী, royal

শাবান—[আ. শা'বান] বি. মুসলমানী চান্দ্র বৎসরের অষ্টম মাস ; চওড়া-মুখ মাটির পাত্র বিশেষ।

শাবাশ—[ফা.] অব্য. বলিহারি, ধন্য (সাধারণতঃ সাবাস লেখা হয়)। বি. **শাবাশি দেওয়া**—ধন্য করা, বাহবা দেওয়া, উৎসাহ বর্ধন করা)।

শাব্দ—[শব্দ+ষ্ণ] ণ. শব্দ-সম্বন্ধীয়, ধ্বনি-সম্বন্ধীয় (বিপ : আর্থ)। **শাব্দবোধ**—শব্দার্থ জ্ঞান।

শাব্দিক—বি. শব্দশাস্ত্রবেত্তা পণ্ডিত, বৈয়াকরণ ; শব্দঝঙ্কারের দিকে যাহার সমধিক দৃষ্টি, বাগাড়ম্বরপ্রিয় (শাব্দিক কবি) ; ণ. শাব্দ।

শাম—[ফা]. সন্ধ্যা ; শামদেশ, সিরিয়া।

শামপান—বি. [চীনা সাংপাং ইং sampan] চাটগাঁ ব্রহ্ম চীন প্রভৃতি দেশের নদী ও তীরবর্তী সমুদ্রগামী ছোট নৌকা-বিশেষ।

শামর—ণ. শ্যামল। (কাব্যে) স্ত্রী. **শামরী**।

শামলা—ণ. শ্যামলবর্ণ, কৃষ্ণবর্ণ। **শামলী**—কৃষ্ণবর্ণা গাভী।

শামলা—[আ. শম্‌'লা—পাগড়ির ভাঁজ-করা কিনারা] বি. উকিল-মোক্তারের ব্যবহৃত বেড় দেওয়া টুপীবিশেষ (এখন চল নাই)।

শামা, শামি, শাঁপি—[শম] বি. মুগুর মুষল ইত্যাদির মুখে লাগানো লোহার বেড়।

শামা—[আ.] বি. প্রদীপ ; মোমবাতি। **শামাদান**—বাতিদান, দীপাধার। **শামাপোকা**—আলোর কাছে ঘোরে এমন ছোট সবুজ পোকা বিশেষ। (শামাপোকার মা পোড়ে পাখ, দাগা না পায় বুলবুলে—সত্যেন দত্ত)।

শামিয়ানা, শামীয়ানা—[ফা.] বি. চন্দ্রাতপ, চাঁদোয়া (শামিয়ানা খাটানো)।

শামিল—[আ. শামিল্] ণ. মতন, তুল্য (এমন লোক বেঁচে থাকলেও মরার শামিল) ; অন্তর্ভুক্ত (শামিল করা ; শামিল হওয়া)।

শামুক—[শম্বুক] বি. খোলাবিশিষ্ট কোমলাঙ্গ জীব বিশেষ (গেঁড়িগুগলি শামুক) ; শামুকের খোলা (পচা শামুকে পা কাটা—ব্যঙ্গার্থেও ব্যবহৃত হয়)।

শামুক-খোল,-ভাঙ্গা—শামুক-খাওয়া পাখী বিশেষ (সাধারণতঃ শামখোল বলা হয়)।

শায়ক—[শো (তীক্ষ্ণ করা)+ণক] বি. বাণ।

শায়ক—[শী (শয়ন করা)+ণিচ্+অক] ণ. যে শোয়ায়। **শায়িত**—[শী+ণিচ্+ক্ত] ণ. যাহাকে শোয়ানো হইয়াছে, পাতিত। (শয়িত দ্র:)। **শায়ী** (-য়িন্)—ণ. শয়নকারী (ভূতলশায়ী ; দুগ্ধফেনশয়নশায়ী—মধু)। স্ত্রী. **শায়িনী**।

শায়ের—[আ. শাএ'র] বি. কবি, যে মুখে মুখে ছড়া বা কবিতা রচনা করিতে পারে। বি. **শায়েরি**—কবিতা রচনা। [গ্রাম্য অর্থ : 'কবিতা', 'ছড়া', 'কুৎসা' (শায়ের গাওয়া—ছড়া কাটা, অশ্লীল কুৎসা করা, শারি গাওয়া)]।

শায়েস্তা—[ফা. শায়িস্‌তা—ভব্য, সুবিনীত] ণ. সমুচিত শিক্ষাপ্রাপ্ত, দমিত শাসিত ; জব্দ, ঢিট (তার হাতে পড়লে দু'দিনেই শায়েস্তা হবে)। **শায়েস্তা-মেজাজ**—বদ-মেজাজের বিপরীত, ঠাণ্ডা মেজাজ (কিন্তু বাংলায় শায়েস্তা সাধারণতঃ কদর্থেই ব্যবহৃত হয়)।

শারঙ্গ, শারঙ্গী, শারিঙ্গী—[সং. শারঙ্গী] বি. বেহালার আকৃতির বাদ্যযন্ত্র বিশেষ।

শারদ—[শরদ্+ষ্ণ] ণ. শরৎকালীন (কে বলে শারদ শশী সে মুখের তুলা—ভারতচন্দ্র) ; বি. বৎসর ; (শত শারদ)। **শারদা**—সারদা, দুর্গা ; সরস্বতী ; বীণা-বিশেষ।

শারদীয়—ণ. শরৎকালীন। স্ত্রী. **শারদীয়া**। **শারদীয়া পূজা**—শরৎকালে অনুষ্ঠিত দেবীপূজা। (তু: বাসন্তী পূজা)।

শারি, সারি—বি. শায়েরি (দ্র:), গ্রাম্য কবির রচিত গান (দাঁড়ীমুখে শারিগান লা-শরীক আল্লা—নজরুল)।

শারি,-রী,-রিকা—বি. পাশার গুটি ; স্ত্রী-শুক ; বীণা বাজাইবার কাঠি। **শারিফল,-ফলক**—পাশার ছক।

শারীর—[শরীর+ক] ণ. শরীর-সম্বন্ধীয়, দৈহিক (বিপ. মানস); বি. জীবাত্মা। **শারীরক**—শঙ্করাচার্যকৃত বেদান্ত-মীমাংসা-ভাষ্য। **শারীর-তত্ত্ব,-বৃত্ত,-বৃত্তি**—শরীরের বিবিধ যন্ত্রের ক্রিয়া সম্বন্ধীয় বিদ্যা, Physiology। **শারীরস্থান**—শরীরের কোথায় কি আছে তৎসম্বন্ধীয় বিদ্যা, anatomy। **শারীরিক**—ণ. দৈহিক, কায়িক (শারীরিক কুশলে আছি)।

শার্ঙ্গ—[শৃঙ্গ+ক—শৃঙ্গ-নির্মিত] ণ. শিং দিয়া তৈরী; বি. বিষ্ণুর ধনুক; ধনুক। **শার্ঙ্গী (-ঙ্গিন্), শার্ঙ্গপাণি,-ধর**—বিষ্ণু; ধনুর্ধর।

শার্ট—[ইং. shirt] বি. জামা-বিশেষ।

শার্দূল—[শৃ (হিংসা করা)+দূলচ্] বি. ব্যাঘ্র; পক্ষি-বিশেষ; রাক্ষস-বিশেষ; শ্রেষ্ঠ (অন্য শব্দের সহিত যুক্ত হইয়া—মুনিশার্দূল, নরশার্দূল)। **শার্দূল-ঝম্পন**—বাঘের শিকারের উপর লাফাইয়া পড়ার মত ঝাঁপ দিবার ভঙ্গি ('শার্দূল ঝম্পনে সবে আগুলিল পাত')। **শার্দূল-বিক্রীড়িত ছন্দঃ**—উনিশ অক্ষরের ছন্দো-বিশেষ।

শার্সী—[ইং. sash] বি. শাশি, জানালার কাচের [পাল্লা।

শাল—[সং.] বি. শালগাছ (**শালপ্রাংশু**—ণ. শালগাছের মত উন্নত দেহ বিশিষ্ট); [বাং] গজার মাছ; [শল্য] শূল (শালে চড়ানো); [সং. শালা] আবাস, স্থান (কামারশাল; পাঠশালে পড়তে যায়; গো-শাল); [ফা. শাল] বহুমূল্য শীতবস্ত্র-বিশেষ (শাল-দোশালা গায়ে; শালের জোড়া; দোরোকা শাল)।

শালগম—[ফা.] বি. কন্দ-বিশেষ, turnip।

শালগ্রাম—[সং.] বি. গণ্ডকী-নদী-গর্ভের শাল-গ্রাম নামক অঞ্চলের কীটের দ্বারা ছিদ্রিত চক্র-চিহ্নযুক্ত প্রস্তরবিশেষ যাহা বিষ্ণুর প্রতীকরূপে পূজিত হয় (আকার, বর্ণ ও চক্রের পার্থক্যহেতু শালগ্রামশিলা সাধারণতঃ ষোলটি বিভিন্ন নামে প্রসিদ্ধ—বাসুদেবচক্র, নারায়ণ, কেশব, জনার্দন প্রভৃতি)। **শালগ্রামের শোয়া বসা বোঝা ভার**—যে নির্বিকার অথবা মনের কথা মুখ ফুটিয়া বলে না তাহাকে বোঝা দুঃসাধ্য।

শালতি, সালতি—বি. শালগাছের কাণ্ড খুদিয়া নির্মিত লম্বা ডিঙি-বিশেষ।

শালা—[শল্ (গমন করা)+অ+আপ্] বি. গৃহ (পাকশালা; পাঠশালা; গো-শালা)।

শালা—[শ্যালক] বি. স্ত্রীর ভ্রাতা; গালি-বিশেষ; শপথ গ্রহণে অথবা প্রবল অনিচ্ছা জ্ঞাপনে (কোন্ শালা আর ওমুখো হয়—অভব্য)। স্ত্রী. **শালী**।

শালাজ—[শ্যালজায়া] বি. শ্যালকের স্ত্রী।

শালি—বি. শালিধান্য, সরু হৈমন্তিক ধান্য।

শালিক, সালিক—বি. পক্ষি-বিশেষ। **গাঙ-শালিক**—ইহারা নদীর উঁচু পাড়ে বাসা তৈরি করে। **গুয়ে শালিক**—বিষ্ঠা খায় এমন শালিক (মতান্তরে; 'গুহ-সারিকা'-শব্দের অপভ্রংশ। [সং. শারিকা, সারিকা]।

শালিনী—[শালিন্+ঈপ্] বি. ছন্দো-বিশেষ; ণ. (অন্য শব্দের যোগে) যুক্তা, সমৃদ্ধা (রূপ-যৌবনশালিনী)। (শালী দ্রঃ)।

শালিবাহন—শকাব্দের প্রবর্তক সুপ্রসিদ্ধ রাজা।

শালী—বি. শ্যালী, স্ত্রীর ভগিনী (শালীপতি; শালী-পো); গালি-বিশেষ (বর্তমানে অভব্য)।

শালী(-লিন্)—[শাল্+ণিন্] ণ. বিশিষ্ট (বলশালী)। স্ত্রী. **শালিনী**।

শালীন—[শালা+ঈন] ণ. সভ্য, ভদ্র; লজ্জা-শীল। **শালীনতা**—বি. ভব্যতা, শোভনতা (শালীনতার সীমা অতিক্রম না করা)।

শালুক,-লূক—[সং] বি. পদ্মাদির মূল; (বাং) কুমুদ। **শালুক চিনেছেন গোপাল ঠাকুর**—(ব্যঙ্গে) বুঝিতে ভুল হইয়াছে।

শাল্মল,-লি,-লী—বি. শিমুল গাছ; পৌরাণিক সপ্তদ্বীপের তৃতীয় দ্বীপ।

শাল্ব—মহাভারতের রাজা-বিশেষ, শিশুপালের মিত্র।

শাশি,-শী,-র্সী,-সি—[ইং. sash] বি. জানালার কাচের পাল্লা।

শাশুড়ি,-ড়ী—বি. শ্বশ্রূ, স্ত্রীর অথবা স্বামীর মাতা (খুড়-শাশুড়ি; মাস্-শাশুড়ি)। (গ্রাম্য—শাউড়ী)

শাশ্বত, শাশ্বতিক—[শশ্বৎ+ক, ফিক] ণ. নিত্য, অবিনশ্বর, চিরন্তন; বি. বেদব্যাস।

শাসক—[শাস্+ণক] ণ., বি. শাসনকারী, নিয়ন্ত্রণকারী (আত্ম-শাসক; শাসক-সম্প্রদায়)। **শাসন**—বি. শৃঙ্খলার সহিত পালন; সংযমন, নিয়ন্ত্রণ; দমন (শাসন-ব্যবস্থা; শাসনাধীন; প্রবৃত্তি শাসন; কড়া শাসন); নির্দেশ, আজ্ঞা, আদেশ; আজ্ঞা-পত্র, সনন্দ (তাম্র-শাসন); শান্তিদান; রাজদত্ত ভূমি; ণ. শাসক, দময়িতা, (পাকশাসন)। **শাসনকর্তা (-র্তৃ)**—রাজ্য বা প্রদেশের শাসক, Governor। **শাসনতন্ত্র**

—রাজ্য-শাসন-বিধি, সংবিধান। **শাসনপত্র**—নির্দেশপত্র, পরোয়ানা। **শাসন-হর, -হারক,-হারী** (-রিন্)—আজ্ঞাবাহক, দূত, পেয়াদা। **শাসনাধীন**—ণ. নিয়ন্ত্রণাধীন; অধিকৃত। **শাসনীয়**—ণ. শাসনের যোগ্য, শিক্ষণীয়। **শাসানো**—ক্রি. ভয় দেখানো, হুমকি দেওয়া। বি. **শাসানি**—হুমকি।

শাসি—শাশি দ্রঃ। [+স্তু]।

শাসিত—ণ. নিয়ন্ত্রিত, দমিত, শিক্ষিত। [শাস্

শাসিতা (-তৃ)—ণ. শাসনকর্তা; নির্দেশক, উপদেশক, শিক্ষক। স্ত্রী. **শাসিত্রী**। [শাস্+তৃচ]।

শাস্তা (-স্তৃ)—[শাস্+তৃচ্] ণ. শাসন-কর্তা; শিক্ষয়িতা; উপদেষ্টা; বি. রাজা; পিতা; বুদ্ধদেব।

শাস্তি—[শাস্+ক্তি] বি. শাসন; দণ্ড, সাজা (শাস্তি বিধান); কষ্টভোগ, দুর্ভোগ (এই খোঁড়া পা নিয়ে আমার হয়েছে এক শাস্তি)।

শাস্ত্র—[শাস্+ষ্ট্রন্] বি. নির্দেশপূর্ণ বা তত্ত্বপূর্ণ গ্রন্থ (ব্যাকরণ-শাস্ত্র; দর্শন শাস্ত্র; নীতি-শাস্ত্র; চৌর্য-শাস্ত্র); জ্ঞান, বিদ্যা (নানা শাস্ত্রে সুপণ্ডিত)! ঈশ্বর দেবতা পরকাল ধর্মাচারের নির্দেশ ইত্যাদি বিষয়ক প্রধান ধর্ম বা নীতির গ্রন্থ, বেদ বাইবেল কোরান হাদিস পুরাণ প্রভৃতি (শাস্ত্রে লেখা আছে; শাস্ত্রে আছে, সুতরাং না মেনে উপায় কি?; যা শাস্ত্র, তাই বিশ্বাস্য নয়, যা বিশ্বাস্য, তাই শাস্ত্র—রবি)। (কথ্য: **শাস্তর**)। **শাস্ত্রকার**—ধর্মগ্রন্থ বা নীতিগ্রন্থের লেখক (যথা: মনু)। **শাস্ত্রচর্চা**—শাস্ত্রগ্রন্থের আলোচনা। **শাস্ত্রজ্ঞ, -জ্ঞানী (-নিন্),-বিদ্,-বিশারদ**—ণ. ধর্মশাস্ত্র জানে যে; সুপণ্ডিত। **শাস্ত্রজ্ঞান**—শাস্ত্র জানা, শাস্ত্রে পাণ্ডিত্য। **শাস্ত্রদর্শী** (-দর্শিন্),-**দ্রষ্টা** (-ষ্টৃ)—ণ. শাস্ত্রজ্ঞ। **শাস্ত্রবিধি**—শাস্ত্রের নির্দেশ। **শাস্ত্রবিহিত**—ণ. শাস্ত্রে নির্দিষ্ট, শাস্ত্রের অনুযায়ী। **শাস্ত্রসঙ্গত, -সম্মত**—ণ. ধর্মশাস্ত্রানুমোদিত, বিজ্ঞান-সম্মত।

শাস্ত্রী (-স্ত্রিন্)—শাস্ত্রজ্ঞ; সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতের উপাধি-বিশেষ (পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী)।

শাস্ত্রীয়—ণ. শাস্ত্রের; শাস্ত্রে নির্দিষ্ট।

শাহ্—[ফা. শাহ্] বি. বাদশা, অধিপতি (ইরানের শাহ্); শ্রেষ্ঠত্ব সূচক শব্দ (বাংলায় শা লেখা হয়—শা-দরজা, শা-নজর, শা-বাজ); দরবেশ, সিদ্ধ পুরুষ (শাহ্ সাহেব বা শা-সাহেব; শাহ্-জালাল। তুঃ—হিন্দুস্থানীতে 'মহারাজ')। **শাহ্-জাদা**—রাজপুত্র। স্ত্রী. **শাহ্জাদী**—রাজকন্যা। **শাহ্জাহান**—পৃথিবীপতি; স্বনামধন্য মোগল-সম্রাট্। **শাহ্নামা**—ফের-দৌসীকৃত পারস্য ভাষার মহাকাব্য, পারস্যের প্রাচীন রাজাদের কাহিনী।

শাহাদত—[আ. শহাদৎ] বি. সাক্ষ্য; শহীদত্ব, martyrdom (ইমাম হোসেনের শাহাদত)।

শাহানশাহ্—[ফা.] রাজাধিরাজ, সম্রাট্।

শাহানা—ণ. শাহী (শাহানাবেশ); বি. বরের পোষাক-বিশেষ।

শাহী—[ফা.] ণ. রাজকীয় (শাহী দরবার, শাহী রাস্তা); সমারোহপূর্ণ, বড়মানুষী (শাহী চালচলন; শাহী মেজাজ)।

শাহেদ—[ফা.] বি. সাক্ষী।

শিউরনো—ক্রি. শিহরিত হওয়া; ভয়ে বা শীতে দেহ কণ্টকিত হওয়া (গা শিউরচ্ছে; শিউরে ওঠে আকাশ যেন কোন্ প্রেমিকের রঙিন চিঠি-পাওয়া—রবি)।

শিউলি—বি. শেফালিকা গাছ ও ফুল।

শিং, শিঙ্—[সং. শৃঙ্গ] বি. শৃঙ্গ, বিষাণ, horn (শিং উঠা—শিং বাহির হওয়া; সবল হওয়া, দুরন্ত হওয়া, বেয়াড়া হওয়া)। **শিং বাঁকানো**—ঘাড় বাঁকাইয়া শৃঙ্গাঘাত করিতে উদ্যত হওয়া। **শিং ভেঙে বাছুরের দলে মেশা**—বেশি বয়সে ছেলেদের দলে মিশিয়া ছেলেমানুষি করা।

শিংশপা—[সং.] বি. শিশুগাছ।

শিক—[ফা. সীখ্] বি. ধাতব শলাকা (জানালার শিক; বন্দুকের শিক; ছাতার শিক; হুঁকার শিক)। **শিককাবাব**—শিকপোড়া, শিকে বিদ্ধ করিয়া দগ্ধ করা মাংস, শূল্যপক্ব (ইহাতে অল্প মশলা দেওয়া হয়)।

শিকঞ্জা—[ফা.] বি. পুস্তক বাঁধাইয়ের চাপ-যন্ত্র।

শিকড়—[সং. শিখা—পাদাগ্র] বি. গাছের মূল, root। **শিকড় গাড়া**—শিকড় মাটির নীচে প্রবিষ্ট করানো; দৃঢ়মূল হওয়া (দেখো বদ অভ্যাসগুলো যেন শিকড় গেড়ে না বসে)।

শিকদার—যাহারা শিকের সাহায্যে বারুদ-পোরা বন্দুক চালাইত; মুসলমান-আমলের শান্তি-রক্ষার ভারপ্রাপ্ত রাজস্ব-সংগ্রাহক কর্মচারী-বিশেষ; উপাধি-বিশেষ।

শিকনি—[সং. শিঙ্ঘান] বি. নাকের কফ, পোঁটা।

(গলার কফ : গয়ার)। (প্রাদে—শিন্, শিঙ্গামি; পূর্ববঙ্গে—হিঙ্গাইল)।

শিকম—[ফা.] বি. পেট ; পেটের মাপ (দর্জির ভাষা)। **শিকমী**—[ফা. শিক্‌মী] বি. নিজস্ব, ব্যক্তিগত। **শিকমী জমি**—সরকারের নিজস্ব জমি, যে জমি সরকারে বাজেয়াপ্ত হইয়াছে। **শিকমী তালুক**—যে তালুক বা ভূসম্পত্তির খাজনা একজন জমিদারকে দিতে হয়, অধীন তালুক। **শিকমীদার**—জমিদারের অধীন তালুকদার। [বিশেষ, শিকরে বাজ।

শিকরা,-রে—[ফা. শিক্‌রা] বি. ছোট বাজপাখী

শিকল, শিকলি—[সং. শৃঙ্খল] বি শৃঙ্খল, জিঞ্জির ; যাহা বন্দী করিয়া রাখে (এইবার বিয়ে হলো, পায়ে শিকল পড়লো)। **শিকল-কাটা টিয়ে**—টিয়ার মত যে স্নেহ-মমতার বন্ধন কাটাইয়া চলিয়া যায়।

শিকস্তা, সিকস্তা, শিকস্ত—[ফা. শিকস্‌ত্‌ —ভঙ্গ, বিনাশ] ণ. ভগ্ন ; বিনষ্ট ; পরাভূত ; বিধ্বস্ত। **শিকস্তা হাল**—বিপন্ন, অবস্থা, দুর্দশা। **শিকস্তি**—বি. নদীর পাড় ভাঙিয়া যাওয়া, diluvion। (বিপ. পয়বস্তি, পয়স্তি)। **শিকস্তী**—নদীর পাড় ভাঙ্গার ফলে বিনষ্ট (নদী-শিকস্তী বা শিকস্তী জমি)।

শিকা, শিকে—[সং. শিক্য] বি. দড়ি দিয়া বা পাট বিনুনি করিয়া প্রস্তুত সুপরিচিত আধার (শিকের উপরে রাখা ভাজা মাছ)। **শিকেয় তুলে রাখা**—স্থগিত রাখা (ওসব মত এখন শিকেয় তুলে রাখো)। **বিড়ালের (বেড়ালের) ভাগ্যে শিকা ছেঁড়া**—বিড়াল দ্রঃ।

শিকায়েত, শেকায়েত—[আ. শিকায়েৎ] বি. অভিযোগ, নালিশ ; বিলাপ ; নিন্দা ; দোষারোপ (শেকায়েত করা) ; ব্যাধি (পেটের শেকায়েত)।

শিকার—[ফা.] বি. মৃগয়া, পশু-পক্ষিবধ ; নিহত বা শিকারযোগ্য পশুপক্ষী (চরে আজকাল ভাল শিকার পাওয়া যায়) ; একান্ত লোভের বস্তু (এমন শিকার হাতছাড়া হয়ে গেল)। **শিকারী**—বি. যে ব্যক্তি শিকার করে ; ণ. শিকারে পটু (শিকারী কুকুর)।

শিকি, শিকে, সিকা—বি. টাকার চারি ভাগের একভাগ, ক্ষুদ্র মুদ্রা-বিশেষ, ২৫ নঃ পঃ। সিকি দ্রঃ।

শিক্ষক—[শিক্ষ্‌+ণিচ্‌+ণক] ণ., বি. শিক্ষাদাতা ; গুরু, অধ্যাপক, মাষ্টার ; উপদেষ্টা ; শিক্ষাগুরু (লোক-শিক্ষক ; নৃত্য-শিক্ষক)। স্ত্রী. **শিক্ষিকা**। **শিক্ষণ**—ণ. বিদ্যাগ্রহণ ; শিক্ষাদান। **শিক্ষণ-শিক্ষা**—শিক্ষাদান শিক্ষা, teachers' training। **শিক্ষণীয়**—ণ. [শিক্ষ্‌+অনীয়] শিক্ষা করিবার যোগ্য ; [শিক্ষ্‌ +ণিচ্‌+অনীয়] শিক্ষাদানের যোগ্য (কন্যাও পুত্রের মত শিক্ষণীয়া)। **শিক্ষয়িতা (-তৃ)**—[শিক্ষি+তৃচ্‌] ণ., বি. শিক্ষক। স্ত্রী. **শিক্ষয়িত্রী**। **শিক্ষা**—[শিক্ষ্‌+অ+আপ্] বি. চর্চা দ্বারা অধিগত করণ, শেখা (বিদ্যা শিক্ষা ; শিক্ষার বাহন) ; জ্ঞান, বিদ্যা (শিক্ষাদান) ; উপদেশ, instruction (গুরুর শিক্ষা এই) ; শিখাইবার ব্যবস্থা (—বিভাগ) ; শিখানো বিষয় (কলেজী—) ; বিদ্যাদান, শিখানো, শিখাইবার কাজ (—ব্রতী) ; বেদের উচ্চারণ-শিক্ষাবিষয়ক গ্রন্থ ; কষ্টকর অভিজ্ঞতা, আক্কেল (খুব শিক্ষা হলো) ; শাস্তি, দণ্ড (সমুচিত শিক্ষা হয়েছে, আর ওপথ মাড়াবে না)। **শিক্ষাগুরু**—শিক্ষক, আচার্য ; চিন্তানেতা (জাতির শিক্ষাগুরু)। **শিক্ষা-দীক্ষা**—বিদ্যা লাভ ও নির্দেশ লাভ। **শিক্ষাধীন**—ণ. কাজ শিখিতেছে এমন। **শিক্ষানবীশ**—বি. শিক্ষাধীন ব্যক্তি, অ্যাপ্রেন্টিস। **শিক্ষানবীশি**—বি. শিক্ষানবীশের অবস্থা বা কাজ, apprenticeship। **শিক্ষাপ্রদ**—ণ. জ্ঞান দেয় এমন, যাহা হইতে কিছু শেখা যায়। **শিক্ষা-বিভাগ**—দেশের শিক্ষা-ব্যবস্থার ভারপ্রাপ্ত শাসন-বিভাগ, Education Department (শিক্ষা-অধিকার —শিক্ষা পরিচালনের ভারপ্রাপ্ত কর্মচারীদল, Education Directorate)। **শিক্ষিত**—ণ. শিক্ষাপ্রাপ্ত ; নিপুণ, disciplined (শিক্ষিত হস্ত ; শিক্ষিত অশ্ব) ; শেখা হইয়াছে এমন, অভ্যস্ত (—বিদ্যা) ; বিদ্বান্, যে লেখাপড়া শিখিয়াছে (শিক্ষিত-সম্প্রদায়)। **শিক্ষিতব্য**—ণ. শিক্ষণীয়।

শিখ—[সং. শিষ্য] বি. গুরু নানক-প্রবর্তিত ধর্ম-সম্প্রদায় (মোগলে ও শিখে উড়াল আজিকে দিল্লি-পথের ধুলি—রবি)। **শিখগুরু**—শিখদের প্রথম দশ জন ধর্মনেতা।

শিখণ্ড, শিখণ্ডক—[সং.] বি. ময়ূর-পুচ্ছ ; শিখা, চূড়া। **শিখণ্ডিক**—কুক্কুট। **শিখ-**

ণ্ডিকা—চূড়া। **শিখণ্ডিনী**—ময়ূরী। **শিখণ্ডী** (-ণ্ডিন্)—ণ. শিখাবিশিষ্ট, চূড়াযুক্ত; বি. ময়ূর; কুক্কুট; ময়ূর-পুচ্ছ; বাণ; দ্রুপদ রাজার পুত্র; (অর্জুন শিখণ্ডীকে সম্মুখে রাখিয়া শরচালনা করিয়া ভীষ্মকে শরশয্যায় পাতিত করেন, তাহা হইতে) যাহাকে সামনে খাড়া রাখিয়া অন্য লোকে আড়াল হইতে কাজ করে এমন লোক।

শিখর—[শিখা (চূড়া)+র] বি. পর্বতশৃঙ্গ; চূড়া, মাথা, অগ্রভাগ (তরুশিখর; প্রাসাদশিখর); খড়্গের অগ্রভাগ; দাড়িম্ব-বীজের বর্ণের মত রত্ন-বিশেষ। **শিখরবাসিনী**—বি. স্ত্রী. পার্বতী, দুর্গা।

শিখরিণী—[শিখরিন্+ঈপ্] বি. উত্তমা স্ত্রী; শর্করাযুক্ত দধির পানীয়-বিশেষ, রসালা; রোমাবলী; সতের অক্ষরের পদযুক্ত ছন্দো-বিশেষ; পর্বতসমূহ, পাহাড়-শ্রেণী ('শিখরিণী দেছে তার শিখরতরঙ্গ')। **শিখরিদশনা**—ণ. (স্ত্রী) যাহার দাঁত ডালিমের বিচির মত (তন্বী শ্যামা শিখরিদশনা)। **শিখরী** (-রিন্)—ণ. শৃঙ্গ-বিশিষ্ট, শিখরবিশিষ্ট; বি. দাড়িম্ববীজ; পর্বত; গিরিদুর্গ; বৃক্ষ।

শিখা—[শী (শয়ন করা)+খক্+আপ্] বি. চূড়া, কিরীট; টিকি; অগ্রভাগ; জ্বালা, আগুনের শিষ (তড়িৎশিখা; অনল-শিখা; দীপশিখা)। **শিখাধর,-ধার,-বল**—ময়ূর। **শিখাবান্** (-বৎ)—ণ. চূড়াযুক্ত; জ্বালাযুক্ত; বি. অগ্নি; দীপ; কেতুগ্রহ। **শিখাবৃক্ষ**—বি. পিলসুজ। **শিখাবৃদ্ধি**—বি. মূলধন নষ্ট না করিয়া প্রত্যহ লাভ বা সুদ লওয়া। **শিখাভরণ**—বি. মুকুট। **শিখা-সূত্র**—বি. টিকি ও পইতা।

শিখা—শেখা দ্রঃ।

শিখি—সমাসে পূর্বপদে শিখী (-খিন্) শব্দের রূপ। **শিখিধ্বজ**—[শিখী ধ্বজা যাহার—বহুব্রী.) বি. কার্তিকেয়; ধূম। **শিখিপুচ্ছ**—বি. ময়ূর-পুচ্ছ। **শিখিবাহন**—বি. কার্তিকেয়। **শিখী** (-খিন্) -[শিখা+ইন্] বি. ময়ূর; অগ্নি; পর্বত; বাণ; ষাঁড়; কুক্কুট; কেতুগ্রহ; ব্রাহ্মণ; বৃক্ষ। স্ত্রী. **শিখিনী**। **শিখীশ্বর**—বি. কার্তিকেয়। [(কথ্য)।

শিগ্‌গির, শীগ্‌গির—অব্য. শীঘ্র, তাড়াতাড়ি।

শিঙরানো—ক্রি. শৃঙ্গার বেশ ধারণ করানো (মেয়ে শিঙরানো—বিয়ের কনেকে সাজানো। (গ্রাম্য)।

শিঙা,-ঙে, শিঙ্গা—বি. শৃঙ্গ-নির্মিত বাদ্যযন্ত্র-বিশেষ, বিষাণ, horn, trumpet। **শিঙে ফোঁকা**—মরিয়া যাওয়া (ব্যঙ্গে)।

শিঙাড়া, শিঙ্গাড়া—[সং. শৃঙ্গাটক] বি. জলজ লতাবিশেষের ত্রিকোণাকৃতি ফল, পানিফল; পানিফলের আকৃতির আলু ইত্যাদির পুর-দেওয়া ময়দার ঘৃতপক্ক খাদ্য-বিশেষ (হি. সমোসা)।

শিঙার, শিঙ্গার, সিঙ্গার—[সং. শৃঙ্গার] প্রিয়-মিলনের অনুকূল বেশবিন্যাস।

শিঙ্গী—[শৃঙ্গী] বি. আঁইসহীন মৎস্য-বিশেষ (শিঙ্ও বলা হয়—কৈ, মাগুর, শিঙ্)।

শিঞ্জন—[শিন্জ্+অনট্] বি. মধুর ধ্বনিবিশেষ, ঝুনঝুন শব্দ। **শিঞ্জিত**—বি. ভূষণধ্বনি (নূপুর-শিঞ্জিত); ণ. ধ্বনিত; মুখর। **শিঞ্জী** (-ঞ্জিন্) —ণ. অব্যক্ত ধ্বনি-কারক। **শিঞ্জিনী**—নূপুর; ধনুকের ছিলা।

শিটা,-ঠা, শিটে—ণ. যাহাতে রস নাই, ছিবড়ার মত ('মাছ ধুলে মিঠে, মাংস ধুলে শিটে'); রক্তহীন (হাত পা শিটে মেরে গেছে); বি. গাদ, কাইট। [(স্টীমার শিটি দিয়েছে)।

শিটি—[হি. সীটী] বি. বংশীধ্বনি, whistle

শিতান, শিথান—বি. শয়ান ব্যক্তির মাথার দিক, শিয়র; বালিশ ('শিথানে মাথা রাখি বিথান বেশ'—রবি)। **শিতান দেওয়া**—শিয়রে দেওয়া, বালিশ রূপে ব্যবহার করা (হাত শিতান দিয়া শোওয়া)।

শিতি—[সং.] বি. কৃষ্ণবর্ণ; শুক্লবর্ণ। **শিতিকণ্ঠ**—ণ. নীলকণ্ঠ; মহাদেব; ময়ূর; ডাহক। **শিতি-পক্ষ**—ণ. শ্বেতপক্ষ; হংস। **শিতিরত্ন**—নীলা।

শিথান—শিতান (দ্রঃ)।

শিথিল—[শ্লথ্+কিল] ণ. শ্লথ, ঢিলা, অনিবিড় (শিথিল বন্ধ; শিথিল পরিরম্ভ; শিথিল শাসন); লোল (শিথিল কবরী; শিথিল চর্ম); ক্লান্ত, অবসন্ন; অলস, জড় (শিথিল প্রকৃতির; শিথিল-প্রযত্ন)। **শিথিলিত**—ণ. যাহা শিথিল বা ঢিলা করা হইয়াছে। বি. **শিথিলতা**, শৈথিল্য। **শিথিলীকৃত**—ণ. ঢিলা করা হইয়াছে এমন।

শিন্নী, সিন্নি—[ফা. শীরনী] বি. দুধ চাউল আটা চিনি কলা ইত্যাদি একত্র চটকাইয়া প্রস্তুত খাদ্য-বিশেষ যাহা মানত করিয়া পীরের স্থানে বা স্মরণে

অথবা মস্‌জিদে বিতরণ করা হয়। **শিন্নী মানা** —সিন্নি মানত করা (অভীষ্ট-সিদ্ধির জন্য অথবা বিপদ হইতে উদ্ধার পাইবার জন্য)। (গ্রাম্য —ছিন্নি)।

শিপ্রা—বি. উজ্জয়িনীর পাশ দিয়া প্রবাহিত প্রাচীন ভারতের নদী-বিশেষ। [ক্ষিপ্রা ?]

শিব—[শিব্ (কল্যাণ)+অ] ণ. কল্যাণকর (সত্য-শিব-সুন্দর); [শো+ইব] বি. কল্যাণ, মঙ্গল ('আপনার শিবকে আপনি পদতলে দলিতেছেন, হায় মা!'—বঙ্কিম); মহাদেব, হিন্দুর ত্রিমূর্তির ধ্বংসের দেবতা (ঈশান, ত্রিলোচন, ত্র্যম্বক, ধূর্জটি, বিরূপাক্ষ, ব্যোমকেশ, শম্ভু, সর্ব, হর ইত্যাদি শিবের বহু নাম); শিবলিঙ্গ; মোক্ষ; বেদ। **শিবক**—গোয়ালে পোঁতা গোঁজ যাহাতে গরুরা গা ঘষে। **শিবকর**—ণ. মঙ্গলকর। **শিব গড়তে বাঁদর**—ভাল কাজের মন্দ ফল। **শিবচতুর্দশী**—শিবরাত্রিব্রতের তিথি, ফাল্গুন মাসের কৃষ্ণা-চতুর্দশী। **শিবজ্ঞান**—শুভাশুভ কাল-বোধক শাস্ত্র। **শিবত্ব**—মহাদেবের পদ। **শিবত্বপ্রাপ্তি**—মৃত্যু। **শিবদারু**—দেবদারু। **শিবদ্রুম**—বেলগাছ। **শিবধাতু**—পারদ। **শিবনেত্র**—ঊর্ধ্বনেত্র, কপালে-ওঠা উলটানো চোখ। **শিবপদ**—শিবত্ব; মোক্ষ। **শিবপুর,-পুরী**—কৈলাস; বারাণসী। **শিবপ্রিয়া**—দুর্গা। **শিববাহন**—বৃষ। **শিবরাত্রি**—শিবচতুর্দশীর রাত্রি; ঐ রাত্রিতে পালনীয় ব্রতবিশেষ। **শিবরাত্রির সলতে**—জনক-জননীর বা বংশের একমাত্র সন্তান। **শিবলিঙ্গ**—শিবের লিঙ্গমূর্তি। **শিবসাযুজ্য**-শিবত্ব, শিবের সহিত একত্ব।

শিবা—[শিব+আপ্] বি. শৃগালী; দুর্গা। **শিবানী**—[শিব+ঈপ্, আনুক্ আগম] বি. শিবপত্নী, দুর্গা ('আলোক-ছায়া শিব-শিবানী সাগরজলে দোলে'—রবি)। **শিবারাতি**-শৃগালের অরাতি বা শত্রু, কুকুর। **শিবালয়** শিবমন্দির; শ্মশান। [স্থাপয়িতা।

শিবাজী—বি. মারাঠা-রাজশক্তির খ্যাতনামা

শিবি—বি. মহাভারত-বর্ণিত নৃপতি (দাতা ও সত্যবাদীরূপে খ্যাত)। [ভুলি।

শিবিকা—[সং.] বি. সুখদায়ক যান-বিশেষ, পাল্কী,

শিবির—[শী+কির] বি. সৈন্যদের তাঁবু (শত্রু-শিবির); তাঁবু; সেনানিবেশ, ছাউনি, camp।

শিম, সিম—[সং. শিম্ব] বি. লতাবিশেষ বা তাহার শুঁটি।

শিমুল,-মূল—বি. কাঁটাওয়ালা বড় গাছ বিশেষ, শাল্মলী; তাহার লাল ফুল ('শিমুলের ফুল যেন বিহীন-সৌরভ')। **শিমুল-তুলা**—শিমুলফলের তুলা। **শিমুল ফুল**—সুন্দর কিন্তু নির্গুণ লোক।

শিম্বিকা, শিম্বী—বি. শিম। [সং]।

শিয়র—[সং. শিখর] বি. শয়ান ব্যক্তির মাথার দিক; বালিশ; মাথার নিকট, সন্নিকট (শিয়রে যম)।

শিয়া—[আ. শিয়া'] বি. মুসলমান সম্প্রদায়বিশেষ (চতুর্থ খলিফা আলীর অনুবর্তী। শিয়া ও সুন্নী —মুসলমানদের এই দুই প্রধান সম্প্রদায়)।

শিয়াকুল, শেয়াকুল—[সং. শৃগাল-কোলি] কাঁটালতা-বিশেষ।

শিয়ান,-না—শেয়ানা দ্রঃ।

শিয়াল, শেয়াল, শ্যাল—বি. শৃগাল। স্ত্রী. **শিয়ালী**। **শিয়ালকাঁটা**—বন্য ছোট কাঁটাগাছ-বিশেষ। **শিয়ালফাঁকি**—(মরার ভান করিয়া শিয়াল আত্মরক্ষা করে, তাহা হইতে) ধাপ্পা দিয়া আত্মরক্ষা। **শিয়ালের মুক্তি**—কাজের চেষ্টা না করিয়া কেবলই মন্ত্রণা। **সব শিয়ালের এক রা**—এক দলের লোক সাধারণতঃ দলের টানই টানে।

শির—[শিরা] বি. রস বা রক্তবাহী নল, শিরা, vein; উঁচু দাগ, পল (ঝিঙের শির; শিরদাঁড়)।

শির—[শৃ+অ] মাথা (ওরে মূঢ় উচ্চে তোল শির —রবি); আগা (বৃক্ষশির)। **শির কাটা যাওয়া**—মাথা কাটা যাওয়া, অতিশয় অপমানকর ব্যাপার ঘটা। **শিরজ**—কেশ। **শির ঝুঁকানো**—মাথা নত করা, হীনতা স্বীকার করা। **শিরতাজ**—মাথার মুকুট; বরেণ্যতম ব্যক্তি। **শির তোলা**—মাথা তোলা; বিদ্রোহী হওয়া, বিপক্ষে দাঁড়ানো। **শিরদাঁড়া**—মেরুদণ্ড; চরিত্রবল, প্রবল সঙ্কল্প (শিরদাঁড়া-শক্ত লোক)। **শির দেওয়া**—প্রাণ দেওয়া; সর্বস্ব পণ করা। **শির নেওয়া**—বিপক্ষের প্রাণবধ করা। **শিরনাম,-নামা, শিরোনাম**—[ফা. সর্‌নামহ্] পত্রের উপরকার নাম ও ঠিকানা। **শিরপা, শিরোপা** [ফা.]

—পুরস্কারস্বরূপ দত্ত পাগড়ি (শিরোপা এ গরবের রাজার দেওয়া—সত্যেন দত্ত)। **শিরপেচ**—[ফা. সর্‌পেচ] পাগড়ির শোভাবর্ধক অলঙ্কার-বিশেষ। **শিরে সংক্রান্তি**—সংক্রান্তি অর্থাৎ অশুভ কাল অতি নিকটে সুতরাং আর দেরী করা যাইবে না—এমন ভাব, বিপদ নিকট-বর্তী এমন অবস্থা (শিরে সংক্রান্তি করে আসা)।

শিরঃ (-রস্) –[শ্রি (সেবা করা, মান্য করা) +অ, অস্ ; ফা. সর্] বি. মস্তক ; অগ্রভাগ ; সৈন্যের অগ্রবর্তী দল। **শিরঃকপালী** (-লিন্) —নরকপালধারী সন্ন্যাসী। **শিরঃচড়ামণি** —(অশুদ্ধ) শিরোমণি। **শিরঃপীড়া**—মাথার বেদনা। **শিরঃশূল**—মাথার তীব্র বেদনা-বিশেষ। **শিরঃস্নান**—মাথায় তেল মাখাইয়া মাথা ধোওয়া।

শিরকৎ—[আ. শির্‌কৎ] বি. যৌথভাব ; বহু দেবতার পূজা, ঈশ্বরের একত্বকে ধর্মবিশ্বাসরূপে গ্রহণ না করা। শেরেক দ্রঃ।

শিরকত্তা—[ফা. সর্‌কাশ্‌ৎ] বি. যে প্রজা তাহার জমি নিজেই চাষবাস করে, খোদকত্তা। (বিপ. পাইকত্তা)।

শিরণি,-ন্নি—শিন্নী দ্রঃ।

শিরজ, শিরদাঁড়া, শিরনাম, শিরপা, শিরপেচ—শির দ্রঃ।

শিরশির—অব্য. শরীরের ভিতরকার অস্বস্তিকর অবস্থা-বিশেষ, যেন শিরা বাহিয়া কিছু আসিতেছে এমন বোধ (দাঁতের গোড়ায় শির শির করে রক্ত আসছে ; গায়ের ভিতরে শির শির করে জ্বর আসছে)। সিড়সিড় দ্রঃ।

শিরশ্ছেদ,-দন—বি. মস্তকচ্ছেদন। [ছেদ, ছেদন। [শিরঃ+

শিরসিজ—(অলুক্ সমাস) বি. মাথার চুল। [সং]

শিরস্ক—[সং.] বি. পাগড়ি।

শিরস্ত্র, শিরস্ত্রাণ—[ত্রৈ—রক্ষা করা] বি. যাহা শিরকে রক্ষা করে, উষ্ণীষ।

শিরা—[সং.] বি. দেহস্থ সূক্ষ্ম নল যাহার ভিতর দিয়া দেহের রক্ত অথবা অনুভূতি চলাচল করে, veins and nerves. **শিরাজাল**—নাড়ীসমূহ। **শিরামূল**—নাভি (বর্তমান মতে বোধ হয় হৃৎপিণ্ড ও মস্তিষ্ক)। **শিরাল**—ণ. শিরাযুক্ত, শিরাবহুল ; বি. কামরাঙা ফল।

শিরিন,—শীরীন দ্রঃ।

শিরিশ—[ফা. সরিশ] বি. পশুর ক্ষুর-আদি গলাইয়া যে আঠা প্রস্তুত করা হয়। **শিরিশ-কাগজ**—শিরিশের আঠা দিয়া কাচের গুঁড়া লাগানো কাগজ (কাঠ বা লোহা মসৃণ করার কাজে ব্যবহৃত হয়—শিরিশ-কাগজ মারা)।

শিরীষ—[শৄ+ঈষ] বি. বৃক্ষ-বিশেষ ও তাহার অতি কোমল ফুল (শিরীষ-সুকুমার তনু)।

শিরোগদ—[শিরস্+গদ (=পীড়া)] শিরঃপীড়া। **শিরোগৃহ**—চিলাকোঠা, বলভি। **শিরো-ঘ্রাণ**—মস্তক আঘ্রাণ, শিরশ্চুম্বন। **শিরোদেশ** —শীর্ষদেশ। **শিরোধর,-রা, শিরোধি**—গ্রীবা। **শিরোধার্য**—ণ অবশ্যমান্য, অতিমান্য। **শিরোনামা**—শির দ্রঃ। **শিরোপা**—শির দ্রঃ। **শিরোমণি,-রত্ন**—শ্রেষ্ঠ (দার্শনিক-শিরোমণি ; চতুর-শিরোমণি) ; পণ্ডিতের উপাধি। **শিরোরুহ**—কেশ ; শিখর। **শিরোস্থি** —করোটি।

শির্ণি—শিন্নী দ্রঃ।

শিল—[সং] বি. ধান্যাদি শস্য কাটিয়া লইয়া গেলে সামান্য কিছু যাহা অবশিষ্ট থাকে তাহা সংগ্রহ (**শিলবৃত্তি**— এরূপ শস্য সংগ্রহের দ্বারা জীবন ধারণ। যে শস্য ক্ষেতে পড়িয়া থাকে, তাহা খুঁটিয়া লওয়ার নাম উঞ্ছবৃত্তি) ; [শিলা] মশলা বাটিবার পাটা (শিল-নোড়া ; শিলকুটা) ; শিলা, জমাট বৃষ্টি, করকা (শিল-পড়া আম ; 'চিল নয় চিল নয় শিল শিল শিল'—সত্যেনদত্ত)। **যার শিল যার নোড়া, তারই ভাঙি দাঁতের গোড়া**—যাহার আশ্রয় বা টাকা-পয়সার দ্বারা উপকার লাভ হইয়াছে, তাহারই ক্ষতি করা (অকৃতজ্ঞতা সম্বন্ধে বলা হয়)।

শিলং, শিলন্—আঁইষহীন মৎস্য-বিশেষ, সিলিন্দা মাছ ; শিলং আসামের পার্বত্য শহর।

শিলা—[সং.] বি. পাষাণ, প্রস্তর ; করকা (শিলা-বৃষ্টি) ; গোবরাট, দরজার চৌকাটের নীচের কাঠ ; শান-পাথর ; দুই থামের উপরকার দীর্ঘ কাষ্ঠ বা পাড় ; মনঃশিলা ; কর্পূর। **শিলাজতু**—পার্বত্য উপধাতু-বিশেষ, bitumen। **শিলা-পট্ট**—পাথরের পাটা ; চেপটা পাথর। **শিলা-পুত্র**—নোড়া। **শিলাবৃষ্টি**— বৃষ্টির জল বরফ-পিণ্ডে পরিণত হইয়া পতন। **শিলাময়**—ণ. পাথরের, পাথর দিয়া তৈরী। **শিলারস**—[সং· শিহ্লরস] সুগন্ধি বৃক্ষনির্যাস বিশেষ, শৈলেয়, storax। **শিলালিপি**—পাষাণে খোদিত

সেকালের রাজা প্রভৃতির নির্দেশ। **শিলাস্বেদ**—(গ্রীষ্মকালে পাহাড় ঘামার ফলে যাহা উৎপন্ন হয়) শিলাজতু।

শিলীন্ধ্র—বি. ব্যাঙের ছাতা; কলা গাছ: তাহার মোচা; মাছ বিশেষ। [সং]। **শিলীন্ধ্রী**—মাটি; কেঁচো।

শিলীভূত—ণ. যাহা পাথর হইয়া গিয়াছে। [সং]। **শিলীমুখ**—ভ্রমর; বাণ। [সং]।

শিল্প—[শিল্ (নিপুণ হওয়া, একান্ত রত হওয়া) + পক্] বি. চিন্তা ও অনুভূতির রূপ দান, নির্মাণ-কর্ম (বাস্তু-নির্মাণ, অলঙ্কারাদি নির্মাণ, যন্ত্রাদি নির্মাণ, চিত্রকর্ম ইত্যাদি); নৃত্যগীতাদি, বেণু-বীণাদি বাদ্য, চারুকলা, arts; কারুকর্ম, crafts (বাস্তু-শিল্প; সূক্ষ্ম শিল্প); নির্মাণ বা রচনা-কৌশল (জীবন-শিল্প—জীবনকে সুন্দরভাবে রচনা করিবার কৌশল); পণ্য-উৎপাদনের ব্যবস্থা বা ব্যবসা (শিল্পে অনগ্রসর দেশ)। **শিল্পকর্ম**—কৌশলময় নির্মাণ, কারুকার্য। **শিল্পকৌশল**—নির্মাণ-কৌশল, শিল্পকর্মে নিপুণতা। **শিল্পজীবী** (-বিন্)—যে শিল্পকর্মের দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করে, কারিগর। **শিল্পবিদ্যা**—গৃহাদি নির্মাণ চিত্রাদি অঙ্কন ইত্যাদি বিষয়ক বিজ্ঞান। **শিল্পযন্ত্র**—কল, machine। **শিল্পশালা**—চিত্রাদি অঙ্কনের গৃহ; চিত্র ভাস্কর্য ইত্যাদির নিদর্শন যে গৃহে রক্ষিত থাকে, museum; কারখানা।

শিল্পিক—বি শিল্পী। **শিল্পী** (-ল্পিন্)—বি. কারু, কারিগর; রসস্রষ্টা, অভিনেতা নর্তক গায়ক চিত্রকর ইত্যাদি। (জীবন-শিল্পী—নিজের জীবনকে যিনি সুন্দরভাবে রচনা করেন; মানবজীবনকে যিনি নিপুণভাবে চিত্রিত করেন)।

শিল্পোন্নতি—বি. কারুশিল্প-বিষয়ক উৎকর্ষ, industrial development।

শিশ—বি. বংশীধ্বনির মত সুপরিচিত মিষ্ট চিক্কণ ধ্বনি (দোয়েলের শিশ; শিশ দিয়ে গান গাওয়া)।

শিশমহল—[ফা. শীশা—কাঁচ] বি. কাচ বা আয়না-বসানো কামরা (উষসীর শিশমহলে আসতে যদি চাস্ নিরবধি'—নজরুল); মোগলদিগের বিলাস-কক্ষবিশেষ।

শিশি—[ফা. শীশী] বি. কাঁচের ছোট বোতল।

শিশির—[সং.] বি. শীতকাল, হিমঋতু (শিশির মাস); শীতল; বাতাসের জলীভূত বাষ্প-বিন্দু, নীহার, হিম, dew (কাঁদে শিশির-বিন্দু জগতের তৃষা হরিতে—রবি); তুষার, frost। **শিশিরাংশু**—শীতাংশু, চন্দ্র। **শিশিরাগম**—শীতঋতুর আবির্ভাব। **শিশিরাত্যয়**—শীতের অবসান, বসন্তকাল।

শিশু—[শিশ্ (গমন করা) + উ] ণ. অল্পবয়স্ক, নবজাত, নবোদিত (শিশুপুত্র; শিশুরবি); বুদ্ধি-বিবেচনায় অবিকশিত (বুদ্ধিতে শিশু); শিশুর মত অকপট ও সদানন্দ (শিশু স্বভাব); বি. অতি অল্পবয়স্ক বালক; শাবক, ছানা, বাচ্চা। **শিশুকাল**—শৈশব, অল্পবয়স। **শিশুত্ব**—শিশুর অবস্থা। **শিশুপাঠ**—বাচ্চাদের পড়ার বই। **শিশুপাঠ্য**—ণ. শিশু পড়িয়া বুঝিতে পারে বা আনন্দ পায় এমন। **শিশুভাব**—শিশুর মত মনোভাব, শিশুসুলভ ঋজুতা ও অকুটিলতা। **শিশুসুলভ**—ণ. শিশুর আচরণে যাহা সচরাচর দৃষ্ট হয়।

শিশু—[সং. শিংশপা] বি. বৃক্ষবিশেষ (ইহার কাষ্ঠ মজবুত); শুশুক (প্রাদে.)

শিশুনাগ—বি. বালসর্প; মগধের রাজা-বিশেষ, (শিশুনাগ বংশ) [বিশেষ।

শিশুপাল—মহাভারতবর্ণিত কৃষ্ণদ্বেষী রাজা-

শিশুমার—[সং.] বি. জলজন্তু-বিশেষ, শুশুক।

শিশ্ন—[শিশ্ (গমন করা) + ন] বি. লিঙ্গ, উপস্থ। **শিশ্নোদর-পরায়ণ**—ণ. কামুক ও পেটুক, মাত্র স্থূলভোগে আসক্ত; গালি-বিশেষ।

শিষ, শীষ—[সং. শীর্ষ] বি. মঞ্জরী (ধানের শিষ); শিখা (প্রদীপের শিষ); পেন্সিলের ডগা যাহা দিয়া লেখা হয়।

শিষ্ট—[শাস্ + ক্ত] ণ. শান্ত, সুশীল, সাধু (দুষ্টের দমন, শিষ্টের পালন); নীতিজ্ঞ, শাস্ত্র ও সদাচারের অনুবর্তী; শিক্ষিত, পণ্ডিত। **শিষ্টপ্রয়োগ**—পণ্ডিতগণ শব্দের যেরূপ প্রয়োগ করেন। বি. **শিষ্টতা**। **শিষ্টাচার**—সজ্জন ও বিদ্বান্‌দের আচরণ, ভদ্রতা।

শিষ্য—[শাস্ + ক্যপ্] বি. যে উপদেশ-নির্দেশাদি সশ্রদ্ধভাবে গ্রহণ করে (আমরা গান্ধীমহারাজের শিষ্য—রবি); ছাত্র; দীক্ষিত ব্যক্তি। (গ্রাম্য: শিষ্যি—শিষ্যিবাড়ী)। **শিষ্যত্ব**—বি. শিক্ষার্থীর অবস্থা। **গুরুশিষ্য-পরম্পরা**—গুরু হইতে শিষ্যে সংক্রমণ এই অনুক্রম। **মন্ত্রশিষ্য**—ইষ্টমন্ত্রে দীক্ষা দিয়া যাহাকে শিষ্য করা হইয়াছে;

কোন জ্ঞানী হইতে বিশেষ প্রেরণাপ্রাপ্ত (গান্ধীজির মন্ত্রশিষ্য)।

শিস—বি. শিশ, whistle।

শিহর—বি. শিহরণ, রোমাঞ্চ; বেপথু, কম্পন (কাব্যে ব্যবহৃত—শিহর লাগে)। **শিহরণ**—রোমাঞ্চ, শরীর কণ্টকিত হওয়া (ভয়ে, শীতে অথবা আনন্দের আতিশয্যে)। **শিহরা**—ক্রি. কাঁপিয়া ওঠা ('গুরুগর্জনে নীল অরণ্য শিহরে'—রবি)। **শিহরিল**—রোমাঞ্চিত হইল (কাব্যে ব্যবহৃত)। **শিহরনো, শিহরানো**—শিহরিয়া ওঠা (সাধারণতঃ কথ্য-ভাষায় শিউরনো ব্যবহৃত হয়)।

শীকর—[শীক্ (জলাদি সেচন করা) + অরন্] বি. বায়ু-প্রেরিত জলকণা (নির্ঝর-শীকর; 'চিকুর সিন্ধু-শীকর-লিপ্ত'—দ্বিজেন্দ্রলাল)।

শীগগির—অব্য. [শীঘ্র] দ্রুত, তাড়াতাড়ি (-এসো); অদূর ভবিষ্যতে (শীগগির দেখা হবে)।

শীঘ্র—[সং.] ণ. দ্রুত, ত্বরিত, ক্ষিপ্র (শীঘ্রগতি); ক্রি-ণ. তাড়াতাড়ি (শীঘ্র যাও)। **শীঘ্রগামী** (-মিন্)—ণ. দ্রুতগামী। **শীঘ্রকারী** (-রিন্)—ণ. যে তাড়াতাড়ি কাজ করিতে পারে; যাহা শীঘ্র কার্যকর হয়। **শীঘ্রচেতন**—ণ. যে সহজেই সচেতন হয় বা জাগিয়া উঠে; বি. কুকুর। **শীঘ্রবুদ্ধি**—ণ., বি. উপস্থিত-বুদ্ধি, প্রত্যুৎপন্ন-মতি। **শীঘ্রবেধী** (-ধিন্)—বি., ণ লঘুহস্ত ধানুকী।

শীত—[শ্যৈ (গমন করা) + ক্ত] ণ. শীতকালের (শীতবস্ত্র); শীতল (শীত-চন্দন পঙ্কে—রবি); বি. শৈত্যবোধ (শীত করা); শৈত্য, ঠাণ্ডা (শীত-প্রধান, শীত লাগা, শীত পড়া); শীতঋতু (শীতের পর বসন্ত; আসছে বছরে শীতের সময়)। **শীতক**—ণ.কুঁড়ে, দীর্ঘসূত্রী, নিশ্চেষ্ট। **শীতকর, -কিরণ, -কিরণ, -গু, -ভানু, -ময়ূখ, -রশ্মি**—চন্দ্র। **শীতকাতুরে**—ণ. শীতে যে বেশী কাতর হইয়া পড়ে, যাহার বেশী শীত লাগে। **শীত-প্রধান**—ণ. শীতই যেখানে প্রধান বা দীর্ঘস্থায়ী এমন (—দেশ)। **শীতবীর্য**—ণ. শৈত্যগুণযুক্ত। (বিপ. উষ্ণবীর্য)। **শীত কাটা** বা **যাওয়া**—আর শীত না করা; শীতকাল চলিয়া যাওয়া। **শীত-শীত করা**—কিছু শীত বোধ হওয়া। **শীতল**—ণ. শৈত্যগুণযুক্ত, ঠাণ্ডা, স্নিগ্ধ (শীতল জল; শীতলপাটি; শীতলস্পর্শ); ক্রোধ বা উত্তেজনা ইত্যাদি রহিত (শীতল হওয়া; শীতলচিত্ত); সন্তাপহর (শীতল চরণ); (বাং) বি. দেবতার সায়ংকালীন লঘুভোগ (শীতলী, সেতলও বলা হয়)। **শীতলপাটি**—বেতজাতীয় ক্ষুপের ত্বকে নির্মিত মসৃণ পাটি-বিশেষ। **শীতলভোগ**—জলযোগ। **শীতলা**—বসন্ত-বিস্ফোটকাদির অধিষ্ঠাত্রী দেবী। **মা শীতলার দয়া হয়েছে**—বসন্ত রোগ হয়েছে। (গ্রাম্য ভাষা)। **শীতলাতলা**—গ্রাম্য বারোয়ারী শীতলাপূজার স্থান। **শীতাংশু**—চন্দ্র; কর্পূর। **শীতাগম**—শীত-ঋতুর আগমন। **শীতাতপ**—শৈত্য ও উত্তাপ; শীতকাল ও গ্রীষ্মকাল। **শীতাতপ-নিয়ন্ত্রিত**—ণ. ইচ্ছামত যাহার তাপাঙ্ক বাড়ানো বা কমানো যায়, air-conditioned. **শীতার্ত**—ণ. শীতের দ্বারা পীড়িত, যাহার শীত লাগিয়াছে। **শীতালু**—ণ. শীতে কাতর, শীতার্ত। **শীতোষ্ণ**—বি. শৈত্য ও উত্তাপ; ণ. শীতল ও উষ্ণ (নাতিশীতোষ্ণ)।

শীৎকার, -কৃতি—[সং.] সানুরাগ অব্যক্ত ধ্বনি-বিশেষ (তনু রোমাঞ্চিত, শীৎকার মুখে)।

শীধু, সীধু—[শী + ধুক্—যাহা শয়ন করায়] বি. পক্ক ইক্ষুরসজাত মদ্য-বিশেষ; মধু; সুধামৃত। **শীধুগন্ধ**—মদ্যের গন্ধ।

শীরীন—[ফা.] ণ. সুমিষ্ট, হৃদ্য (লাল শীরীন ঠোঁট প্রিয়ার—নজরুল)। **শীরীন-জবান**—ণ. মিষ্টভাষী।

শীর্ণ—[শৄ + ক্ত] ণ. কৃশ, ক্ষীণ; শুষ্ক (শীর্ণকায়—যাহার শরীর শুকাইয়া গিয়াছে; রোগশীর্ণ মূর্তি)।

শীর্ষ—[শিরস্ স্থানে শীর্ষ] বি. মাথা, মস্তক (শীর্ষে শুভ্র তুষার কিরীট—দ্বিজেন্দ্রলাল); চূড়া (বৃক্ষশীর্ষ, পর্বতশীর্ষ); আগা; সর্বোচ্চ স্থান; প্রধান স্থান; শীষ, মঞ্জরী। **শীর্ষক**—বি. টোপর, পাগড়ি; মাথার খুলি; মস্তক; জয়-পরাজয়-নির্দর্শন-পত্র; (সমাসে পরপদে) ণ. শিরোনামাযুক্ত। **শীর্ষচ্ছেদ্য**—ণ. শিরশ্ছেদনযোগ্য, বধ্য। **শীর্ষণ্য**—শিরস্ত্রাণ, পাগড়ি; বিশদ কেশ **শীর্ষবর্তন**—(৭মী তৎ) যদি অভিযুক্ত ব্যক্তি অপরাধী বলিয়া প্রতিপন্ন না হয়, তবে আমি দণ্ডগ্রহণ করিব—এইরূপ স্বীকারোক্তি। **শীর্ষস্থানীয়**—ণ. সর্বোচ্চ; সর্বশ্রেষ্ঠ।

শীল—[শীল্ (একান্ত প্রবৃত্ত হওয়া) + অল্] বি. স্বভাব, চরিত্র (অজ্ঞাতকুলশীল); সদাচার, চরিত্রশক্তি (শীলবান্; শীলই বিদ্বানের ভূষণ);

অজগর; পদবী-বিশেষ; ণ. যুক্ত, বিশিষ্ট (ক্রোধশীল; স্থিতিশীল)। **শীলজ্ঞ**—ণ. সদাচার-সম্বন্ধে জ্ঞাত। **শীলতা**—সদাচার, সচ্চরিত্রতা, ভব্যতা। **শীলবর্জিত**—ণ. সদাচারবর্জিত, চরিত্রহীন।

শীলন—[শীল্ + অনট্] বি. অভ্যাস; প্রবর্তন (পুণ্যশীলন)। **শীলিত**—ণ. অনুশীলিত, অভ্যস্ত।

শীশাগর—বি. কাচ-নির্মাণকারী [শীশ = কাচ (ফারসী)]।

শুঁকা—ক্রি. শোঁকা, ঘ্রাণ লওয়া।

শুঁট,-শুঁঠ—[সং. শুণ্ঠ] বি. শুষ্ক আদা। **কাল আদা, আজ শুঁট**—হঠাৎ পরিবর্তন সম্পর্কে ব্যঙ্গোক্তি।

শুঁটকা, শুঁটকো—ণ. শুষ্ক, চোপসানো; শীর্ণদেহ। **শুঁটকো মাগী**—শীর্ণদেহা নারী (অবজ্ঞার্থক)। **শুঁটকি,-কী**—বি. শুষ্ক মৎস্য; শীর্ণদেহা নারী (অবজ্ঞায়)

শুঁটি,-টী, শুটি—[সং. শিম্বী] বি. কলাই প্রভৃতির লম্বাকৃতি বীজকোষ (কড়াই শুঁটি; মটর শুঁটি)।

শুঁঠ—শুঁট দ্রঃ।

শুঁড়—[সং. শুণ্ড] বি. লম্বা গোল নাক কিংবা মুণ্ড কিংবা শুঁয়া (হাতীর শুঁড়, কাছিমের শুঁড়, মাছির শুঁড়); লতার আঁকড়ি। **শুঁড় বার করা**—আগ্রহ করা, লোলুপ হওয়া। **শুঁড় টান দেওয়া**—পাইবার সম্ভাবনা নাই দেখিয়া বিরত হওয়া (বিদ্রূপপূর্ণ উক্তি)।

শুঁড়ি, শুঁড়ি—ণ. সঙ্কীর্ণ (-পথ)।

শুঁড়ি,-ড়ী—[সং. শৌণ্ডিক] বি. মদ্য প্রস্তুতকারক ও বিক্রেতা জাতি-বিশেষ (বর্তমানে অবজ্ঞার্থক)। **শুঁড়ির সাক্ষী মাতাল**—হীন ব্যক্তির সমর্থক অপর হীন ব্যক্তি, চোরে চোরে মাসতুতো ভাই।

শুঁয়া—[সং. শূক; শুঙ্গ] বি. লোম বা ঐরূপ অঙ্গবিশেষ (যবের শুঁয়া, প্রজাপতির শুঁয়া)। **শুঁয়া পোকা**—শুয়া দ্রঃ।

শুক—[শুভ্ (দীপ্তি পাওয়া) + ক, ভ লোপ] বি. টিয়াপাখী; ব্যাসের পুত্র, শুকদেব। স্ত্রী. **শুকী**।

শুকতারা—বি. শুক্রগ্রহ, প্রভাতের প্রথম তারা, morning star (সুন্দরী তুমি শুকতারা—রবি); **শুকতুনি**—বি. শুক্তো।

শুকনা,-নো, শুখনা—ণ. শুষ্ক, রসহীন (শুকনা ডাল, শুকনো মুখ); জলহীন (শুকনো ডাঙা); শুধু (শুকনা দশ টাকা পাবে); বি. জলহীন স্থান (শুকনার উপর দিয়ে নাও চালানো)। **শুকনা-শাকনা**—বি. তেল ঘি-বর্জিত অথবা ঝোলহীন খাদ্য (শুকনা-শাকনা খাওয়া)।

শুকনাস—ণ. শুকের ন্যায় নাসিকা যাহার; বি. কাদম্বরীবর্ণিত তারাপীড়ের মন্ত্রী।

শুকা—শুখা দ্রঃ।

শুকানো—ক্রি. ণ. বি. শুষ্ক হওয়া বা করা (গলা শুকানো; 'আমার সাজানো বাগান শুকিয়ে গেল' —গিরিশ ঘোষ; ধান শুকানো; সিন্ধু নিকটে যদি কণ্ঠ শুকায়ব—বিদ্যাপতি); শীর্ণ হওয়া (শরীর শুকিয়ে যাচ্ছে); লাবণ্যহীন বা বিবর্ণ হওয়া (ভয়ে মুখ শুকিয়ে গেল; এত পথ হেঁটে মুখখানি শুকিয়ে গেছে); উপবাসক্লিষ্ট হওয়া (শুকিয়ে মরা)। **শুকোনো**—ক্রি.,বি. শুষ্ক হওয়া, রসহীন, জলহীন বা মেঘহীন হওয়া (ঝোলটা আরো শুকোবে; শরীরটা আরো অনেক শুকোনো চাই)। **শুকাইয়া পড়া**—সঙ্গতিহীনতার অজুহাত দেখানো (তুমি তো সত্যই তেমন গরীব নও, তবে অত শুকিয়ে পড়ছ কেন?)। **শুকাইয়া মরা**—অনাহারে কষ্ট পাওয়া।

শুকুতা, শুকুতা—বি. শুক্তা, শুকতুনি।

শুকুর—শোকর দ্রঃ।

শুকুল—বি. পদবী-বিশেষ।

শুক্ত—[সং.] ণ. পর্যুসিত ও অম্লযুক্ত; বি. কাঁজি; সিরকা।

শুক্তা, শুক্তো, শুক্তানি—বি. লঙ্কা-বর্জিত ঝোলযুক্ত ব্যঞ্জন-বিশেষ (সাধারণতঃ তিক্তস্বাদ)।

শুক্তি, শুক্তিকা—[সং.] বি. ঝিনুক; শঙ্খ। **শুক্তিজ,-বীজ**—মুক্তা।

শুক্র—[শুচ্ (শুচি হওয়া) + রক্] বি. দৈত্যগুরু; শুক্রগ্রহ, শুকতারা; তেজঃ, বীর্য, রেতঃ; চক্ষুপীড়া-বিশেষ। **শুক্রকর,-শুক্রবর্ধক**—ণ. যাহা রেতঃ বৃদ্ধি করে। **শুক্রদোষ**—ক্লীবতা। **শুক্রবার**—শুক্রগ্রহের ভোগ্য দিন, সপ্তাহের পঞ্চম দিন, জুম্মাবার। **শুক্রাচার্য**—দৈত্যগুরু।

শুক্ল—[শুচ্ + লক্] ণ. শুভ্রবর্ণ, শ্বেত, শুদ্ধ, পবিত্র, অকলঙ্ক (শুক্লাচার; শুক্ল অর্থ—ন্যায্য ভাবে উপার্জিত অর্থ) বি. রজত; নবনীত; চক্ষুপীড়া-বিশেষ। স্ত্রী. শুক্লা। **শুক্লকর্মা(-র্মন্)**—ণ. সৎকর্মের

অনুষ্ঠাতা (বিপ. কৃষ্ণকর্মা)। **শুক্লপক্ষ**—বি. অমাবস্যার পর হইতে পূর্ণিমা পর্যন্ত ১৫ দিন। **শুক্লবস্ত্র**—বি. শাদা বা ফরসা কাপড় ; পাড়হীন কাপড়। **শুক্লমণ্ডল**—বি. চোখের শাদা অংশ। **শুক্লা**—বি. সরস্বতী ; শর্করা। **শুক্লিমা** (-মন্)—বি. শুক্লত্ব।

শুখতা, শুখতি—বি. শুকাইয়া গিয়া ওজন যতটা কমে। [বাং]

শুখা—বি. শুষ্কতা, অনাবৃষ্টি ; অনাবৃষ্টি-হেতু ফসল না হওয়া (শুখা হাজা) ; চূণ-মাথানো শুকনা তামাক-পাতা, খইনি ; ণ. খোরাকি ও পোষাক-বর্জিত (বেতন বা পারিশ্রমিক। শুখা দশ টাকা পাই)।

শুঙ্গ—[সং.] বি. সরু শুঁড়, antenna ; শুঁয়া।

শুঙ্ঘা—ক্রি. ঘ্রাণ লওয়া, শোঁকা। (.পূর্ববঙ্গে)।

শুচি—[শুচ্ (নির্মল হওয়া)+ইন্] ণ. শুদ্ধ. পবিত্র, নির্মল (এস ব্রাহ্মণ শুচি করি মন ধরো হাত সবাকার—রবি) ; শুভ্র ; উজ্জ্বল ; বি. অগ্নি। বি. **শুচিতা**—পবিত্রতা, নির্মলতা, পাপ-সংস্রব-রাহিত্য। **শুচিদ্রুম**—বি. অশ্বথ বৃক্ষ। **শুচি-বাই,-বায়ু**—বি. শুচিতার ব্যাপারে বাতিক বা বাড়াবাড়ি ; কোন নীতি বা আচরণ সম্বন্ধে বাড়াবাড়ি (সত্য-কথন সম্পর্কে শুচিবায়ুগ্রস্ত)। **শুচিস্মিতা**—ণ (স্ত্রী.) যে নারীর হাস্য সুন্দর ও অকুটিল)।

শুজনি, শুজানি,-নী—বিছানা ঢাকিবার মোটা ও নকশাযুক্ত চাদর।

শুঝা,-জা, শোঝা—ক্রি. পরিশোধ করা (ধার শোঝা)। (গ্রাম্য)।

শুড়শুড়, সুড়সুড়—অব্য. কতকটা দায়ে পড়িয়া আপত্তি না করিয়া নীরবে গমন সম্পর্কে বলা হয় (শুড়শুড় করে মনিবের বাড়ী গিয়ে হাজির)।

শুণ্ঠি,-ণ্ঠী—বি শুকনা আদা, শুঁঠ। [সং]

শুণ্ড—[শুণ্ড্ (গমন করা)+ড] বি. হাতীর শুঁড়। **শুণ্ডধর**—হস্তী। **শুণ্ডক**—রণশিঙ্গা। **শুণ্ডা**—বি. মদ্য ; হাতীর শুঁড় ; কুট্টনী ; মদ্যপান-গৃহ ; বেশ্যা। **শুণ্ডাপান**—বি মদ্যপান-গৃহ। **শুণ্ডাল**—বি. হস্তী। **শুণ্ডিকা**—বি. আলজিভ। **শুণ্ডী** (-ণ্ডিন্)—বি. হস্তী ; শুঁড়ী।

শুদ্ধ—[শুধ্ +ক্ত] ণ. নির্মল ; নির্দোষ ; পবিত্র ; সাধু ; (শুদ্ধ হওয়া ; শুদ্ধ চরিত্র) ; অমিশ্রিত, খাঁটি, বিশুদ্ধ (শুদ্ধ ইমন ; শুদ্ধ অদ্বৈতবাদ) ; প্রাদেশিকতাবর্জিত (শুদ্ধ ভাষায় লেখা) ; নির্ভুল, ঠিকঠিক (শুদ্ধ উচ্চারণ) ; কেবল (শুদ্ধ জল খেয়ে আছে—সুদ্ধ দ্রঃ) ; উজ্জ্বল ; শাণিত ; শুভ্র (শুদ্ধ বেশ) ; সমেত, যুক্ত, সহিত (খোসাশুদ্ধ খাও)। **শুদ্ধচারী** (-রিন্)—ণ. সদাচারযুক্ত, সাধু-চরিত্র। স্ত্রী. **শুদ্ধচারিণী**। **শুদ্ধচৈতন্য**—বি. সত্যের অবিকৃত বোধ, ব্রহ্মজ্ঞান। **শুদ্ধদন্ত** -ণ. শুভ্রদন্তযুক্ত। **শুদ্ধধী**—ণ. সাধুবুদ্ধি-সম্পন্ন, শুদ্ধমতি। **শুদ্ধপক্ষ**—বি. শুক্লপক্ষ। **শুদ্ধপার্ষ্ণি**—ণ. যাহার পৃষ্ঠদেশ শত্রু-শূন্য হইয়াছে। **শুদ্ধবংশ্য**—ণ. সৎকুলজাত। **শুদ্ধবসন**—বি. শুভ্র বসন। **শুদ্ধমাধুর্য**—বি. ব্রজগোপিকার কামগন্ধহীন প্রেম। **শুদ্ধশীল, -স্বভাব**—ণ. নির্দোষ-স্বভাব, সাধু-চরিত্র। **শুদ্ধ-স্নান**—বি. তৈলহীন স্নান। **শুদ্ধ-হৃদয়**—বি. কলুষবর্জিত চিত্ত, অকপট হৃদয়। **শুদ্ধাত্মা** (-ত্মন্)—পূতাত্মা। **শুদ্ধান্ত**—বি. অন্তঃপুর ; পুরনারী। **শুদ্ধাশয়**—ণ. পবিত্র-চিত্ত, সদাশয়।

শুদ্ধি—[শুধ্+ক্তি] বি. শোধন, নির্মলতা সাধন, দোষমুক্তি, মার্জনা (গৃহশুদ্ধি ; আত্মশুদ্ধি) ; প্রায়শ্চিত্ত, নবদীক্ষা লাভ (শুদ্ধি-আন্দোলন) ; পবিত্রতা (চিত্তশুদ্ধি) ; ভ্রম-সংশোধন (শুদ্ধি-পত্র)। **শুদ্ধাশুদ্ধি**—শুদ্ধি ও অশুদ্ধি।

শুদ্ধোদন—বি. বুদ্ধদেবের পিতা।

শুধরানো, শুধরনো, শোধরানো—ক্রি., বি., ণ. সংশোধিত করা অথবা হওয়া (ছেলেবেলাকার দোষ বড় হলে শোধরানো দায় ; ভুলচুক যা হয়েছে, শুধরে নিলেই হবে)।

শুধা, শোধা—পরিশোধ করা (ধার শোধা ; মা-বাপের ঋণ কেউ কি শুধতে পারে ?)।

শুধা—ণ. শুধু, খালি (শুধা হাত—হাতে লাঠি বা অস্ত্র কোন বস্তু নাই) ; ব্যঞ্জনহীন (শুধাভাত)। (পূর্ববাংলার উচ্চারণ—হুদা, হদা)।

শুধা, শুধানো, সুধানো, সুধোনো—ক্রি. জিজ্ঞাসা করা, প্রশ্ন করা ; আত্মীয়ের মত কুশল-বার্তা জিজ্ঞাসা করা, খোঁজখবর নেওয়া ('রাধা বলি কেহ সুধাইতে নাই, দাঁড়াব কাহার কাছে')।

শুধু—[সং. শুদ্ধ] ণ. কেবল, আর কিছু নয় (সম্বলের মধ্যে শুধু দম্ভ ; শুধু বিঘে দুই) ; প্রয়োজনীয় উপকরণহীন (শুধু হাতে ; শুধু ভাত ; শুধু কথায় চিঁড়ে ভেজে না) ; ক্রি. ণ. কেবল (শুধু দেখতে এসেছে)। **শুধু শুধু**—ক্রি., ণ.

অকারণে, মিছামিছি (শুধু শুধু ছেলেটাকে বকলে)।

শুন, শুনক, শুনি—বি. কুকুর। [সং]।

শুনা, শোনা—ক্রি. শ্রবণ করা; মান্য করা, তাহা অনুযায়ী চলা (বাপ-মায়ের কথা শোনা); প. শ্রুত (শোনা কথা)।

শুনানি—বি. বিচারকের বাদী-প্রতিবাদী উভয় পক্ষের বক্তব্য শ্রবণ, hearing.

শুনানো, শোনানো—ক্রি. বি. শ্রবণ করানো (পড়ে শোনানো); কড়া কথা বলা, ভর্ৎসনা করা (বেয়াইকে খুব করে শুনিয়ে দিয়েছেন)।

শুনী—বি. কুকুরী। [সং]।

শু(সু)বচনী—[সং. শুভচণ্ডী, শুভসূচনী] বি. স্ত্রী-পূজ্য দেবতা-বিশেষ। (গ্রাম্য—শুবুচুনী)।

শুবা, শোবা, শোবে—[আ. শুবা] বি. সন্দেহ, সংশয়; অপরাধী বলিয়া ধারণা (মনে কোন শোবা করবেন না, চুরি সম্বন্ধে কাউকে কি তুমি শোবা কর?)।

শুভ-[শুভ্ (দীপ্তি পাওয়া)+অ] বি. কল্যাণ; সৌভাগ্য (শুভার্থী); প. কল্যাণকর; প্রশস্ত; নির্বিঘ্ন (শুভকর্ম; শুভবিবাহ, যাত্রা শুভ হোক); সুন্দর, মনোহর (শুভদর্শন)। **শুভকর**—প. কল্যাণকর। **শুভকাম**—প. মঙ্গলেচ্ছু। **শুভক্ষণ**—বি. অনুকূল মুহূর্ত, সুযোগ। **শুভগ্রহ**—বি. শুভদায়ক বা সুসময়-সূচক গ্রহ। **শুভঙ্কর**—প. শুভকর, শুভকারী; বি. খনামধন্য অঙ্কশাস্ত্রবিদ্ (শুভঙ্করের ফাঁকি)। **শুভঙ্করী**—দুর্গাদেবী; শুভঙ্করের উদ্ভাবিত হিসাবের প্রণালী। **শুভচনী, -চুনী**—শুবচনী। **শুভদ**—প. কল্যাণপ্রদ। স্ত্রী. **শুভদা**—বি. মঙ্গলদায়িনী। **শুভদৃষ্টি**—বি. বিবাহে বর ও কন্যার প্রথম আনুষ্ঠানিক ভাবে পরস্পরের মুখদর্শন। **শুভফল**—বি. শুভ পরিণতি। **শুভব্রত**—প. কল্যাণকর্ম-পরায়ণ। **শুভযোগ**—বি. জ্যোতিষশাস্ত্রমতে অনুষ্ঠানে সুফলপ্রদ ত্রয়োবিংশ যোগ। **শুভলক্ষণ**—বি. সিদ্ধির অনুকূল চিহ্ন (তোমাকে সময় মত পাওয়া গেল, এ শুভ লক্ষণ), শুভসূচক নিমিত্ত। **শুভসূচনী**—যে দেবী শুভসূচনা করেন, সুবচনী, স্ত্রীলোকের পূজ্যা দেবী বিশেষ। স্ত্রী. **শুভা**—প. কল্যাণী। **শুভাকাঙ্ক্ষী(-ঙ্ক্ষিন্)**—প. হিতাকাঙ্ক্ষী। স্ত্রী. **শুভাকাঙ্ক্ষিণী**। **শুভাঙ্গ**—প. সুদর্শন। স্ত্রী. **শুভাঙ্গী**। **শুভাননা**—প. সুদর্শনা, সুন্দরী। **শুভানুষ্ঠান**—বি. মাঙ্গলিক কর্ম। **শুভানুধ্যায়ী (-য়িন্)**—প. হিতাকাঙ্ক্ষী। স্ত্রী. **-য়িনী**। **শুভার্থী (-র্থিন্)**—মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী। স্ত্রী **শুভার্থিনী**। **শুভাশীর্বাদ, শুভাশিষ**—বি. গুরুজনের কল্যাণকামনা। **শুভাশুভ**—বি. মঙ্গল ও অমঙ্গল; মঙ্গল অথবা অমঙ্গল। **শুভাশৌচ**—বি. সন্তানাদির জন্ম-হেতু অশৌচ। **শুভেতর**—প. অকল্যাণকর, অশুভ।

শুভ্র—[শুভ্+রক্] প. শ্বেত, সাদা (শুভ্রকেশ, শুভ্রবেশ); অমল (শুভ্রযশ); নিষ্কলুষ, পবিত্র (আজ ওই শুভ্র কোলের তরে ব্যাকুল হৃদয় কেঁদে মরে—রবি)। স্ত্রী. **শুভ্রা**। **শুভ্রকেশ**—প. সাদাচুলওয়ালা, পক্ককেশ। **শুভ্ররশ্মি, শুভ্রাংশু**—চন্দ্র।

শুমার—[ফা.] বি. গণনা, ইয়ত্তা (শুমার করা; বেশুমার)। **শুমার-নবীশ**—বি. হিসাব-রক্ষক কর্মচারী। বি. **শুমারি**—বি. গণনার কাজ (আদম-শুমারি)।

শুম্ভ—বি. অসুর-বিশেষ, প্রহ্লাদের পৌত্র (শুম্ভঘাতিনী,-মর্দিনী—দুর্গা)। **শুম্ভ-নিশুম্ভের যুদ্ধ**—মোহিনীকে লইয়া শুম্ভ ও নিশুম্ভ এই দুই ভাইয়ের প্রবল দ্বন্দ্ব।

শুয়ার, শুয়োর—[আ. সুয়ার; সং. শূকর] বি. শূকর, বরাহ (শুয়োরে কাটা আক); কড়া গালি-বিশেষ। **শুয়োরে গোঁ**—অতিশয় জিদ বা গোঁয়ার্তুমি (নিন্দার্থক)। **শুয়োরে বিয়ান**—প্রতি বৎসর সন্তান প্রসব (অবজ্ঞার্থক—গ্রাম্য)। **বুনো শুয়োর**—বন্য শূকর; গোঁয়াতুর্মির জন্য গালি।

শুরু—[আ. শুরূ'] বি. সূচনা, আরম্ভ, মুখপাত (তোমার হলো শুরু আমার হলো সারা—রবি); প. আরব্ধ (শুরু হওয়া)।

শুরুয়া—[ফা. শূর্বা] বি. ঝোল, রসা, কাথ (একটু শুরুয়া রেখে নামাবে)।

শুল্ক—[সং.] বি. পণ (কন্যা-শুল্ক); মাশুল, duty, tax (বাণিজ্য-শুল্ক)। **শুল্ক-গ্রাহক**—যে শুল্ক আদায় করে। **শুল্কশালা, শুল্কালয়**—যেখানে শুল্ক আদায় হয়, custom house,

শুল্‌পী—বর্শার মত অস্ত্র-বিশেষ।

শুল্‌ফা, -ফো, -পো—সুগন্ধি শাকবিশেষ। [সং. শতপুষ্প]।

শুশুক—বি. জলজন্তু-বিশেষ, শিশুক, শিশুমার। **শুশ্রূষণ**—[শ্রু+সন্+অনট্] বি. শ্রবণেচ্ছা; সেবা। **শুশ্রূষক**—সেবক; শিষ্য; ভৃত্য। **শুশ্রূষা**—[শ্রু+সন্+অ+আপ্] বি. শ্রবণেচ্ছা; পরিচর্যা, রোগীর সেবা। **শুশ্রূষু**—ণ. শ্রবণেচ্ছু; সেবক। **শুশ্রূষ্য**—ণ. শুশ্রূষার যোগ্য; সেব্য।

শুষির—[সং.] বি. ফুঁ দিয়া বাজাইবার যন্ত্র (যথা: বাঁশি); ণ. ছিদ্রযুক্ত।

শুষ', শোষা—ক্রি. শোষণ করা; শুকাইয়া যাওয়া; নিঃশেষে আত্মসাৎ করা (জল শোষা; রোগে শুষ্ছে; মহাজন শুষ্ছে)।

শুষ্ক—[শুষ্+ক্ত] ণ. রসহীন, নীরস, শুক্না (শুষ্ক কাষ্ঠ; শুষ্কতোয়া); লাবণ্যহীন; ম্লান, বিরস, হৃদ্যতাহীন (শুষ্ক মুখ; শুষ্ক হাসি, শুষ্ক বাক্য); অকারণ (শুষ্ক কলহ); কৃত্রিম (শুষ্ক রোদন)। **শুষ্কজ্ঞান**—বি. হীন জ্ঞান। **শুষ্কতর্ক**—বি. অনর্থক তর্ক। **শুষ্কার্দ্র**—শুঁঠ।

শূক—[শো (তীক্ষ্ণ করা)+উক] বি. শস্যাদির সূক্ষ্ম তীক্ষ্ণ অগ্রভাগ, শুঁয়া; শুঁয়াপোকা। **শূককীট**—বি. শুঁয়া পোকা। **শূকধান্য**—ধান যব প্রভৃতি যাহাদের মাথায় শূক আছে।

শূকর, সূকর—[সং.] বি. বরাহ; শূকরের মত হীন; গালি-বিশেষ ('আমি শূকর, রত্ন চিনিব কেমনে?')। স্ত্রী. **শূকরী**।

শূদ্র—[শুচ্+রক্] বি. হিন্দু-সমাজের চতুর্থ বর্ণ, অনুন্নত শ্রেণীর লোক (ব্রাহ্মণ-শূদ্রের পার্থক্য)। স্ত্রী. **শূদ্রা**—শূদ্রজাতীয়া স্ত্রী; **শূদ্রী, শূদ্রাণী**—শূদ্রপত্নী। (গ্রাম্য শূদ্দুর—যেমন-তেমন বামুন শুদ্দুরের চুলো)। **শূদ্রধর্ম**—শূদ্রজাতির শাস্ত্রবিহিত কর্ম, ব্রাহ্মণাদির সেবা।

শূদ্রক—রামায়ণোক্ত শূদ্র তপস্বী যাহাকে রামচন্দ্র বধ করিয়াছিলেন।

শূন্য—[শু (অতিশয়)+উন+য] বি. আকাশ (শূন্যদেশ; কতক্ষণ রহে শিলা শূন্যেতে মারিলে—কাশীরাম); (গণিতে) রিক্ততা সূচক চিহ্ন, O; রিক্ততা, কিছু নাই এই ভাব (শূন্যবাদ); রিক্ত; বিহীন, খালি, ফাঁকা (তৃণশূন্য; জলশূন্য; বুদ্ধিশূন্য)। **শূন্যকুম্ভ**—খালি কলসী। **শূন্যগর্ভ**—যাহার ভিতরে কিছু নাই এমন, ফাঁপা। **শূন্যদৃষ্টি**—বি. অর্থ বা উদ্দেশ্যহীন দৃষ্টি, vacant look। **শূন্যদেশ,-পথ** বি. আকাশ। **শূন্যমনাঃ,-হৃদয়**—ণ. অবধানহীন, মনোযোগশূন্য। **শূন্যবাদ**—বি. নাস্তিকতা; বৌদ্ধমত। **শূন্যবাদী (-দিন্)**—বৌদ্ধ, নাস্তিক।

শূপকার—[সং.] পাচক; শূদ্রের পাচক।

শূয়র, শূয়ার—শুয়ার দ্রঃ।

শূর—[শূর্ (সাহসী হওয়া)+অচ্] বীর, সাহসী; সূর্য; কৃষ্ণের পিতামহ; শ্রেষ্ঠ, শক্তিশালী (ক্ষমাশূর); সিংহ। **শূরম্মন্য**—ণ. যে নিজেকে বীর মনে করে। **শূরসেন**—যদুবংশীয় রাজা-বিশেষ; মথুরা অঞ্চল। **শৌরসেনী**—শূরসেন-অঞ্চলের ভাষা (প্রাকৃত)।

শূর্প, সূর্প—[শৄ+প] বি. কুলা। **শূর্পকর্ণ**—(বহুব্রী) বি. হস্তী; গণেশ। **শূর্পণখা**—রাবণের ভগিনী।

শূল-[সং.] বি. তীক্ষ্ণাগ্র অস্ত্র বিশেষ; মাটিতে পোঁতা সরুমুখ লোহার ডাণ্ডা (শূলে চড়ানো—রাজাদেশে শূলবিদ্ধ করিয়া বধ করা), ত্রিশূল (শূলপাণি); শিক (শূল্য দ্রঃ); তীব্র বেদনা (শিরঃশূল, অম্লশূল)। **শূলপাণি**—মহাদেব।

শূলানো—ক্রি. (দাঁত প্রভৃতিতে) তীব্র বেদনা হওয়া। বি **শূলনি, শুলুনি**—তীব্র ব্যথা।

শূলী (-লিন্) [শূল+ইন্] বি. মহাদেব; শূলরোগী। স্ত্রী. **শূলিনী**—দুর্গা।

শূল্য—[শূল+য] ণ. শূলে পক্ব। **শূল্য মাংস**—শিক কাবাব।

শৃগাল, সৃগাল—[সৃজ্ (চাতুরী করা)+আল; অসৃজ্+আ—লা+ক] বি. শিয়াল, শিবা, জম্বুক, গোমায়ু; ধূর্ত, খল। **শৃগালকণ্টক**—বি. শিয়ালকাঁটা। **শৃগালকোলি**—বি. শেয়াকুল কাঁটা। **শৃগালধূর্ত**—ণ. শৃগালের মত ধূর্ত। **শৃগালিকা, শৃগালী**—স্ত্রী-শৃগাল, খেঁকশিয়ালী; ভয়ে পলায়ন।

শৃঙ্খল—[সং.] বি. শিকল, নিগড়। স্ত্রী. **শৃঙ্খলা**—বন্ধন; নিয়ম, রীতি (উচ্ছৃঙ্খল; শৃঙ্খলাহীন); বন্দোবস্ত, সুব্যবস্থা (বিশৃঙ্খল); বন্ধনী, ব্রাকেট-চিহ্ন। **শৃঙ্খলিত**—ণ. শিকলে বাঁধা; সুবিন্যস্ত, সুব্যবস্থাকৃত।

শৃঙ্গ—[শৄ (হিংসা করা)+গক্] বি. শিং, বিষাণ; শিখর (পর্বতশৃঙ্গ); পিচকারি; বাদ্যবিশেষ, শিঙা (শৃঙ্গনাদ); শৃঙ্গাকৃতি,

তীক্ষাগ্র; প্রাধান্য, উৎকর্ষ; কামোদ্রেক (শৃঙ্গার দ্রঃ); কৃত্রিম ফোয়ারা। **শৃঙ্গবাদ্য**—শিঙা। **শৃঙ্গবান্ (-বৎ)**—ণ. শৃঙ্গবিশিষ্ট; বি. পর্বত। [পুরী।

শৃঙ্গবের—[সং.] বিঃ আদা; গুহক চণ্ডালের

শৃঙ্গাট,-ক, শৃঙ্গাটিকা—বি. চৌরাস্তা; পানিফল। **শৃঙ্গাটক**—আলু বা মাংসের পুর-দেওয়া সিঙ্গাড়া। [সং.]

শৃঙ্গার—[শৃঙ্গ (মন্মথ)—ঋ + অ—মন্মথের আগমন যাহাতে] বি. আদিরস (ইহা দ্বিবিধ—বিপ্রলম্ভ ও সম্ভোগ); সুরত; হস্তী রাজা দেবতা প্রভৃতির মস্তকে সিন্দুরাদিকৃত সজ্জা (কথ্য ভাষায়—শিঙার); সিন্দুর; আদা। **শৃঙ্গার-ভূষণ**—বি সিন্দুর। **শৃঙ্গারী (-রিন্)** ণ., বি. শোভন বেশধারী; কামুক; সিন্দুরাদি শোভিত; উত্তম বেশ; সুপারি গাছ; মাণিক্য; তাম্বুল। স্ত্রী. **শৃঙ্গারিণী**।

শৃঙ্গি,-ঙ্গী—শিঙ্গী মাছ; বিষ-বিশেষ। [সং.]

শৃঙ্গিণ—[শৃঙ্গ + ইনচ্] বি. ভেড়া।

শৃঙ্গিণী—বি. গাভী; মল্লিকা-বৃক্ষ। **শৃঙ্গী (-ঙ্গিন্)**—ণ. শৃঙ্গ-বিশিষ্ট, শৃঙ্গযুক্ত (মহিষ, বৃষভ প্রভৃতি); বি. পর্বত।

শেওড়া—[সং শাখোটক] বি. জংলা গাছ বিশেষ—ভূতের বাসস্থান বলিয়া প্রসিদ্ধ। **শেওড়া গাছের পেত্নী**—অতিশয় কুরূপা নারী (ব্যঙ্গে)।

শেওলা—বি. অতি সূক্ষ্ম উদ্ভিদ্‌বিশেষ, শৈবাল। **শেওলা-পড়া**—ণ. যেখানে শেওলা জমিয়াছে, পুরাতন ও অব্যবহৃত বা অনাদৃত।

শেঁউতী—বি. শ্বেত পুষ্প-বিশেষ (বহুদল ও সুগন্ধ)।

শেঁকো,-খো—[সং. শঙ্খবিষ] বি. বিষ-বিশেষ, white arsenic।

শেকহ্যাণ্ড—হ্যাণ্ডশেক দ্রঃ।

শেখ—[আ. শয়্‌খ্'] বি. সম্মানিত বৃদ্ধ; প্রধান, মোড়ল; ধর্মগুরু (শেখ সাদী); মুসলমান (মুসলমান-সমাজের সাধারণতঃ চারিটি বিভাগ ভাবা হইত—সৈয়দ, শেখ, মোগল, পাঠান; (বাংলায় সেখ, সেক-এরও ব্যবহার আছে)। **শেখ-সাহেব, শেখজী**—মুসলমানকে সম্মান-সূচক সম্বোধন।

শেখর—[শিখ্ (গমন করা) + অরন্] বি. কিরীটস্থ পুষ্প; শিখাস্থিত মাল্য; চূড়া; শিরো-ভূষণ (মৃগাঙ্ক-শেখর); শিখর; শ্রেষ্ঠ (কবিশেখর)।

শেখা—ক্রি., বি. শিক্ষা করা অভ্যাস করা; অনুকরণ করা (লেখাপড়া শেখা; ছবি আঁকতে শেখা; কথা বলতে শেখা; চালচলন শেখা); অভিজ্ঞতা হওয়া (দেখে শেখা আর ঠেকে শেখা); ণ. যাহা শেখা হইয়াছে (শেখা বুলি)। **শেখানো**—ক্রি., বি. শিক্ষা দেওয়া, কৌশল বাত্‌লানো (সাঁতার শেখানো; তুমি কি আমাকে সভ্যতা শেখাবে?); জব্দ করা, শাসন করা, শাস্তি দেওয়া (হাতে পেলে শিখিয়ে দিতাম ফাজলেমির মজা)।

শেজ—[সং. শয্যা] বি. শয্যা ('ফুলশেজ রচনা')। **শেজ তোলা**—শয্যা গুটাইয়া রাখা; বাসর-শয্যা তোলা। **শেজতুলুনী**—যে বাসর-শয্যা তোলে। **শেজ-তোলানি**—বাসর-শয্যা তুলিবার জন্য অর্থ-উপহার। **শেজে মোতা**—বিছানায় প্রস্রাব করা (অল্পবয়স্ক ছেলেপিলেদের রোগ-বিশেষ)। [দীপ-বিশেষ।

শেজ—[ইং. shade] বি. কাচের আবরণযুক্ত

শেঠ,-ট—[সং. শ্রেষ্ঠী] বি. বণিক, সওদাগর; ধনী ব্যবসায়ী (জগৎশেঠ; ফিরে যায় রাজা ফিরে যায় শেঠ), উপাধি-বিশেষ।

শেফালি,-লিকা,-লী—[শী—শয়ন করা—ভ্রমর যাহাতে শয়ন করিয়া মধু পান করে] বি. শিউলি ফুল ও গাছ।

শেমিজ—[ফরাসী. chemise] বি. স্ত্রীলোকের পরিধেয় দীর্ঘ অন্তর্বাস-বিশেষ।

শেয়াকুল—[শৃগালকোলি] বি. কাঁটাগাছ বিশেষ।

শেয়ার—[ইং. share] বি. ব্যবসায়ের মূলধনের অংশ। (**শেয়ার-মার্কেট**—যেখানে বিভিন্ন শেয়ার বিক্রয় হয়), ফাট্‌কা বাজার।

শেয়াল—বি. শৃগাল, শিয়াল।

শেয়ালা—বি. শেওলা।

শের—[ফা. শের] বি. ব্যাঘ্র (শের-নর আব্বাস—নজরুল)। **শেরে-বাবর**—সিংহ। **শেরে-বাংলা**—বাংলার ব্যাঘ্র।

শেরওয়ানী—বি. হাঁটু পর্যন্ত লম্বা চোগার চেয়ে আঁটা জামা-বিশেষ—বর্তমানে ভারতবর্ষে দরবারী পোষাক।

শেরা—[সং. শির; শীর্ষ] ণ. প্রধান, শ্রেষ্ঠ, অগ্রগণ্য (বাড়ীর শেরা মেয়ে; শেরা জমি; বাংলা

ভাষা সকল ভাষার শেরা—সত্যেন দত্ত)। ('সেরা' বানানও হয়)।

শেরিফ—[ইং, Sheriff] বি. নগর-শাসক; হাইকোর্টের নীলাম ইত্যাদির ভারপ্রাপ্ত উচ্চ কর্মচারী-বিশেষ (কলিকাতার শেরিফ)।

শেরিফ—[আ. শরীফ] বি. মক্কার শাসনকর্তা।

শেরেক—[আ, শিরক্] বি. বহুদেববাদিতা, বিশ্ব-বিধাতাকে এক না জানিয়া বহু জানা, পৌত্তলিকতা, polytheism, paganism. **শেরেক-বেদাত**—বহুদেবতার পূজা ও ধর্মে নবমত ও আচার অবলম্বন (ইস্‌লামে নিন্দিত)। (বেদাত দ্রঃ)।

শেল—[সং. শূল, শল্য] বি. বৃহৎ শল্য, যুদ্ধাস্ত্র-বিশেষ; **বুকে শেল বেঁধা**—অতিশয় মর্মপীড়া ভোগ করা। **শক্তিশেল**—শক্তি দ্রঃ।

শেল—[ইং shell] বি. কামানের গোলা-বিশেষ।

শেষ—[শিষ্ (বধ করা)+ঘঞ্] বি. সর্পরাজ, অনন্ত নাগ; অন্ত, অবধি ('মধুর তোমার শেষ না পাই'); অবসান, সমাপ্তি, পরিণাম (দিনের শেষে; 'শেষের সে দিন ভয়ঙ্কর'; সব ভাল যার শেষ ভাল); অবশিষ্ট অংশ (ঋণের শেষ); ণ. চরম, অন্তিম (শেষ অনুরোধ; শেষকৃত্য; শেষ নিঃশ্বাস)। **শেষ করা**—ক্রি. সমাপ্ত করা; চূড়ান্ত করা; বিনাশ করা। **শেষ হওয়া**—ক্রি. নিঃশেষিত হওয়া, নিঃসম্বল অথবা নিঃশক্তি হওয়া। **শেষাবস্থা**—বি. বৃদ্ধকাল। **শেষাশেষি**—ক্রি.ণ. শেষের দিকে। **শেষোক্ত**—ণ. সর্বশেষে উক্ত, সকলের পরে যাহার কথা বলা হইয়াছে।

শেহালা—বি. শেওলা। (প্রা. বাং.)।

শৈত্য—[শীত+ষ্য] বি. শীতলত্ব, ঠাণ্ডাভাব, উষ্ণতার অভাব।

শৈথিল্য—[শিথিল+ষ্য] বি. শিথিলতা, অদৃঢ় সংযোগ; গাফিলি; উদ্যমহীনতা, ঢিলেমি; অনবধানতা।

শৈব—[শিব+ষ্ণ] বি. শিবের উপাসক; ণ. শিব-সম্বন্ধীয় (শৈব-পুরাণ)।

শৈবল, শৈবাল—[শী+বল, বাল] বি. শেওলা। **শৈবলিত**—ণ. শৈবালপূর্ণ। **শৈবলিনী**—নদী।

শৈব্যা—বি. রাজা হরিশ্চন্দ্রের পত্নী।

শৈল—[শিলা+ষ্ণ] ণ. পাষাণময়; পর্বতীয়; বি. পর্বত; শিলাজতু। **শৈলজ**—ণ. পর্বতজাত; বি. শিলাজতু। **শৈলজা**—বি. পার্বতী। **শৈলপ্রস্থ**—বি. পর্বতের সানুদেশ। **শৈলরন্ধ্র**—বি. গিরিগুহা। **শৈলরাজ**—বি. হিমালয়।

শৈলী—[শীল+ষ্ণ+ঈপ্] বি. কৌশল; সংক্ষিপ্ত প্রণালী; আচরণ; ধারা; রচনা-রীতি, style (রচনা-শৈলী)।

শৈলূষ, শৈলূষিক—[সং.] বি. নট, নৃত্য-ব্যবসায়ী।

শৈলেন্দ্র—[শৈল+ইন্দ্র] ণ., বি. পর্বতশ্রেষ্ঠ; হিমালয়।

শৈলেয়—[শিলা+ষ্ণ্য] বি. শিলাজতু; সৈন্ধব লবণ; সিংহ; ভ্রমর; ণ. পর্বতজাত; শৈল-সম্বন্ধীয়। **শৈলেয়ী**—বি. পার্বতী। **শৈলেশ**—বি. হিমালয়।

শৈল্য—[শিলা+ষ্য] ণ. শিলা-সম্বন্ধীয়।

শৈশব—[শিশু+ষ্ণ] বি. শিশুকাল, বাল্যাবস্থা (শৈশবকাল; শৈশব-স্মৃতি); সূচনা, প্রথম অবস্থা (সভ্যতার শৈশব)।

শোওয়া, শোয়া—বি., ক্রি. শয়ন করা, দেহ এলাইয়া দেওয়া; ণ. শয়িত, শয়ান। **শুয়ে পড়া**—ক্রি. ধরাশায়ী হওয়া; নিরুদ্যম হওয়া। **শোয়া-বসা**—বি. শয়ন ও উপবেশন। **শোওয়ানো**—শোয়ান দ্রঃ।

শোঁ—অব্য. তীর প্রভৃতির দ্রুত বায়ুভেদ করিয়া যাওয়ার শব্দ; বি. শুঁয়া-শব্দের কথ্য-রূপ। **শোঁ পোকা**—শুঁয়াপোকা, caterpillar। (কথ্য)

শোঁকা,-খা—ণ., ক্রি., বি. ঘ্রাণ লওয়া (ফুল শোঁকা)। **শুঁকে বেড়ানো**—দোষ-ত্রুটির সন্ধানে ফেরা (গ্রাম্য)। **শুঁকে শুঁকে খাওয়া**—খাদ্য-বিষয়ে খুঁত-খুঁতে ভাব প্রকাশ করা ও খুব অল্প খাওয়া (গ্রাম্য)। **শোঁকানো**—আঘ্রাণ করানো। **শোঁকাশুঁকি**—বি. পরস্পরের ঘ্রাণ গ্রহণ করা (**গা-শোঁকাশুঁকি**—কুলোকের গোপন দুষ্টতা)।

শোঁটা, সোটা, সোঁটা—[সং. শুণ্ড] বি. লাঠি (আশাসোঁটা)।

শোক—[শুচ্+ঘঞ্] বি. প্রিয়জনের মৃত্যু-জনিত অথবা অতিশয় ক্ষতি-হেতু দুঃখ (শোকের ঝড় বহিল চৌদিকে—মধু: টাকার শোক; গহনার শোক;)। **শোককর**—ণ. শোকাবহ, শোক-জনক। **শোকগাথা,-গীত**—বি. শোক-

সূচক কবিতা, যাহা আবৃত্তি করা অথবা গান করা হয়। **শোকগ্রস্ত**—ণ. যে শোক পাইয়াছে। **শোকজীর্ণ**—ণ. শোকবিকল। **শোকসন্তপ্ত**—ণ. শোকপীড়িত। **শোক-সাগর**—বি. শোক-রূপ সাগর, অপার শোক। **শোকাতুর, শোকাকুল**—ণ. শোকে অধীর। স্ত্রী. -রা। **শোকানল, -গ্নি**—বি. যন্ত্রণাদায়ক শোক। **শোকাপহ**—[শোক-অপ—হন্‌+ড] ণ. যাহা শোক নাশ করে। **শোকাবেগ**—বি. শোকপ্রাবল্য। **শোকার্ত**—ণ. শোকাতুর। **শোকোচ্ছ্বাস**—বি. শোকহেতু উচ্ছ্বসিত বিলাপাদি। **শোকোদ্দীপ্ত**—ণ. শোকের দ্বারা বিবর্ধিত।

শোকর, শুকুর—[আ. শুক্‌র্] বি. ধন্যবাদ, কৃতজ্ঞতা (আল্লার দরগায় হাজার শোকর যে, তুমি সহিসালামতে দেশে পৌঁছেচ)। **শোকর করা**—বি. কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা, ভাগ্যের আনুকূল্য বলিয়া মানিয়া লওয়া। **শোকর গুজারি**—কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন। **শোকরানা (রে) নামাজ**—অভীষ্ট-সিদ্ধির জন্য আল্লার কাছে কৃতজ্ঞতা-জ্ঞাপনার্থ নামাজ।

শোখ্‌তা—[ফা. সোখ্‌তা] বি. বালি প্রভৃতির পুঁটলি যাহা কালি শোষণ করার কাজে ব্যবহৃত হয় ; চোষ-কাগজ, blotter।

শোচন, শোচনা—[শুচ্‌+অনট্‌, +আপ্] বি. শোক, অনুতাপ (গতস্য শোচনা নাস্তি)। **শোচনীয়, শোচ্য**—ণ. শোক বা দুঃখ প্রকাশ করিবার যোগ্য, অনুকম্পা। **শোচিত**—ণ. যাহার জন্য শোক করা হইয়াছে এমন।

শোণ—[সং.] ণ. রক্তবর্ণ ; বি. শোণ নদ ; অগ্নি ; মঙ্গল গ্রহ ; কাজলা আখ ; সিন্দুর ; রক্ত। **শোণপত্র**—বি. রক্তপুনর্নবা। **শোণরত্ন**—বি. পদ্মরাগ মণি। **শোণিত**—[শোণ+ইতচ্] ণ. লোহিত ; বি. রক্ত ; কুম্‌কুম্। **শোণিত-মোক্ষণ**—বি. রক্তস্রাব ; রক্তপাত করিয়া চিকিৎসা, ফস্ত খোলা। **শোণিত-শোষক**—ণ. যাহা রক্ত শোষণ করে। **শোণিত-সম্পর্ক**—বি. রক্ত-সম্পর্ক, একই পূর্বপুরুষের বংশধররূপে সম্পর্ক। **শোণিতোৎপল**—বি. রক্তপদ্ম। **শোণিতোপল**—বি. পদ্মরাগ মণি। **শোণিমা (-মন্)**—বি. রক্তিমা, রক্তবর্ণ (অধর-শোণিমা ; ত্রিলোকের হৃদিরক্তে আঁকা তব চরণ-শোণিমা—রবি)।

শোথ, শোথক—[শু+থ] বি. স্ফীতি রোগ, dropsy ; শোদ।

শোধ—[শুধ্‌+অ] বি. ঋণাদি পরিশোধ (বাপের ঋণ শোধ দেওয়া) ; অপরাধ-হেতু প্রতিফল, প্রতিশোধ (যা করে রেখেছ, তা তো শোধ যাওয়া চাই ; শরীরের উপর অত্যাচার করলে শরীর তার শোধ নেয় ; শোধ তোলা)। **শোধবোধ**—ঋণ দোষ-ঘাট ইত্যাদি চুকিয়া যাওয়া, মিটমাট। **জন্মের শোধ**—জন্মের মত ; শেষবার।

শোধক—[শুধ্‌+ণক] ণ. যাহা শোধন করে, পাবন ; (গণিতে) কোন রাশি হইতে যে রাশি বিয়োগ করা হয়, subtrahend। **শোধন**—বি. নির্দোষ-করণ, শুদ্ধি-সম্পাদন (জল শোধন ; চরিত্র শোধন ; মুখ শোধন—আহারের পর তাম্বুলাদি চর্বণ) ; ঋণ পরিশোধ ; প্রায়শ্চিত্ত ; সংশোধন ; ক্ষতাদি পরিষ্কার করা (ব্রণ শোধন) ; (গণিতে) বিয়োগ করা ; বিরেচন ; বিষ্ঠা। **শোধনী**—বি. সম্মার্জনী। **শোধনীয়**—ণ. শোধনযোগ্য ; যাহা জলাদির দ্বারা শোধন করা যায়। **শোধরানো, শুধরানো**—ক্রি., বি. সংশোধন করা ; সংশোধিত হওয়া (স্বভাব শুধরে গেছে)।

শোধা, শুধা—ক্রি., বি. শোধ করা।

শোধিত—[শুধ্‌+ণিচ্‌+ক্ত] ণ. মার্জিত ; পরিষ্কৃত ; পরিশোধিত ; অপনীত ; সংস্কৃত ; মন্ত্রপূত। **শোধ্য**—ণ. শোধনীয় ; বি. অভিযুক্ত ব্যক্তি যাহার নির্দোষতা প্রমাণ-সাপেক্ষ।

শোনা—শুনা দ্রঃ।

শোভন—[শুভ্‌+অনট্] ণ. দীপ্ত, সুন্দর, মনোজ্ঞ ; সুসজ্জিত, মানানসই (সর্বাঙ্গ-শোভন ; আচরণ শোভন হয় নাই ; যেখানে দর্দুরেরা বক্তা সেখানে মৌনই শোভন) ; [শোভি+অনট্] শোভাকারক (বন-শোভন) স্ত্রী. **শোভনা**—ণ. সুন্দরী ; বি. গোরোচনা ; হরিদ্রা। **শোভনীয়**—ণ. শোভন, সুন্দর ; সজ্জিত, মানানসই। **শোভমান**—ণ. শোভা পাইতেছে এমন, বিরাজমান।

শোভা—[শুভ্‌+অ+আপ্] বি. কান্তি, দীপ্তি, সৌন্দর্য, সৌষ্ঠব, বাহার (শোভা বর্ধন)। **শোভা পাওয়া**—শোভিত হওয়া, বিরাজ করা ; মানানসই হওয়া (এখন অস্বীকার করা

তোমার পক্ষে শোভা পায় না)। **শোভান্বিত, শোভাময়**—ণ. সুন্দর, বাহারী। স্ত্রী. **-ময়ী**। **শোভাযাত্রা**—বি. মিছিল, procession। **শোভাযাত্রী (-ত্রিন্)**—বি. মিছিলের সঙ্গে যায় যে ব্যক্তি। **শোভানুভাবকতা**—বি. সৌন্দর্য-বোধ।

শোভিত—[শোভি+ক্ত] ণ. ভূষিত, অলঙ্কৃত, সজ্জিত। **শোভী** (-ভিন্)—ণ. শোভাবর্ধক, শোভন (বার্ধক্য-শোভী শুভ্র কেশ)। স্ত্রী. **শোভিনী** (বনশোভিনী লতা)।

শোয়া—বি., ক্রি. শয়ন করা; নিদ্রা যাওয়া; ণ. শয়ান (শোয়া অবস্থা)। **শোয়ানো**—ক্রি., বি. শায়িত করা; ণ. শায়িত।

শোর—[ফা. শোর] বি. কোলাহল, চীৎকার, চেঁচামেচি (শোর ওঠে জোরে—নজরুল; শোর-গোল)। **শোর-শরাবত**—বি. চেঁচামেচি।

শোরা—সোরা দ্রঃ।

শোল—[সং. শকুল] বি. শোল মাছ। **শোল-পোনা**—বি. শোল মাছের বাচ্চা। **শোল পোড়া হওয়া**—কাঠাদি অর্ধদগ্ধ হওয়া।

শোলা—বি. জলজ গাছ বিশেষ; তাহার হালকা নরম কাঠ (শোলার টোপর)।

শোলোক—বি. শ্লোক, কবিতা, ছড়া, কাহিনী ('মাগো আমার শোলোক-বলা কাজলা দিদি কই?'; শোলোক-শাস্তর)। [কথ্য]

শোষ—[শ্বাস] বি. শ্বাসের শব্দ। **শোষ-টান**—হাঁপানির টান; জোরে দম দিয়া শুষিয়া লওয়া।

শোষ—[শুষ্+ঘঞ্] বি. শুষ্কতা, নীরসতা (মুখ শোষ); পিপাসা (ভুখ শোষ—প্রাচীন বাংলা); যক্ষ্মারোগ; (বাং.) নালী ঘা। **শোষক**—ণ. যে শোষণ করে; অন্যায়-ভাবে বিত্ত-আত্মসাৎকারী (প্রজা-শোষক রাজা; শোষক-শ্রেণী)। **শোষণ**—বি. শুষ্ক করা; চুষিয়া লওয়া (অগস্ত্যের সমুদ্র শোষণ); ণ শোষক (হৃদয়রক্তশোষণ চিন্তাজ্বর); বি. দেশের বিত্ত অন্যায় ভাবে আত্মসাৎ করণ (সাম্রাজ্যবাদের শোষণনীতি); মদনের বাণ-বিশেষ।

শোষা—ক্রি. রসাদি টানিয়া লওয়া, শুষ্ক করা।

শোষানি, শোষাণি—[শোঁ শোঁ হইতে?] বি. মুখ দিয়া জোরে শ্বাস-প্রশ্বাস চলার শব্দ (মুখে ঝাল লাগিলে এরূপ করা হয়); নদী সমুদ্র প্রভৃতির উচ্চ শোঁ শোঁ শব্দ (বর্ষার পদ্মার শোষাণি); সাপের গর্জন (সাপের শোষাণি)। (প্রাদে.)।

শোষিত—[শুষ্+ণিচ্+ক্ত] ণ. যাহা শোষা হইয়াছে। **শোষী** (-ষিন্)—[শুষ্+ণিন্] ণ. শোষণকারী, শোষয়িতা।

শোহরত—[আ. শুহ্‌রত্] বি. ঘোষণা, সাধারণ্যে বিজ্ঞপ্তি; প্রসিদ্ধিলাভ। **ঢোল-শোহরত**—বি. ঢোল পিটাইয়া ঘোষণা। **শোহরত দেওয়া**—বি. ঘোষণা করা। **শোহরত হওয়া**—ক্রি. চারিদিকে জানাজানি হওয়া।

শোহা—ক্রি. শোভা পাওয়া। (প্রাচীন পদ্যে)।

শোহিনী—বি. সোহিনী রাগিণী। [শোভিনী]

শৌকৎ—শওকত দ্রঃ।

শৌকর—[শূকর+অন্] ণ. শূকর সম্বন্ধীয়। **শৌকর্য**—বি. শূকরত্ব।

শৌক্ল্য—[শুক্ল+য] বি. ধবলতা, সাদা ভাব।

শৌখীন—সৌখীন দ্রঃ।

শৌচ—[শুচি+অ] বি. শুচিতা, নির্মলতা, পবিত্রতা (অর্থশৌচ); শুদ্ধি; মলত্যাগের পর জলদ্বারা শুদ্ধি সম্পাদন (জলশৌচ, শৌচ করা); মলত্যাগ (শৌচকূপ—পাইখানা); অশৌচের পরে শুদ্ধি। **আন্তর-শৌচ**—বি. রাগবিদ্বেষাদি চিত্তের মল অপসারণ ও অন্তরে সদ্ভাব পোষণ। **বাহ্য-শৌচ**—বি. জল মৃত্তিকা প্রভৃতির দ্বারা দেহের শুদ্ধি সম্পাদন।

শৌণ্ড—[শুণ্ডা (মদ্য)+অ] ণ. মাতাল; অত্যাসক্ত; নিপুণ; বিখ্যাত (অক্ষশৌণ্ড; রণ-শৌণ্ড; দানশৌণ্ড)। **শৌণ্ডিক**—বি. শুঁড়ি। **শৌণ্ডিকালয়**—মদের দোকান।

শৌদ্ধোদনি—[সং.] বি. শুদ্ধোদনের পুত্র বুদ্ধদেব। [বিশেষ।

শৌনক—[শুনক+অ] বি. পুরাণবক্তা মুনি-

শৌনিক—[সং.] বি. ব্যাধ; কসাই।

শৌভিক—[সং.] বি. ঐন্দ্রজালিক।

শৌরসেন—ণ. শূরসেন (দ্রঃ) দেশ-সম্বন্ধীয়। **শৌরসেনী**—শূরসেন দেশের ভাষা, প্রাকৃত-বিশেষ (শূরসেন দ্রঃ। কথা কইত শৌরসেনী—রবি)।

শৌরি—[শূর+ই] বি. শূর বংশের অপত্য, কৃষ্ণ; শনিগ্রহ।

শৌর্য—[শূর+য] বি. বীরত্ব; সাহস। **-শালী, -বান্**—ণ. বীর, সাহসী, শক্তিশালী।

শৌহর—[ফা.] বি. পতি, স্বামী।
শ্মশান—[শ্মন্ (শব)+শান (শয়ন)—শবের শয়নস্থান অথবা দাহস্থান] বি. শবদাহ-স্থান; চিতা; মশান, বধ্যভূমি। **শ্মশানকালিকা, -কালী**—শ্মশানের কালিকা-বিশেষ। **শ্মশান-কুসুম**—শ্মশানে যে ফুল ফোটে (শ্মশানকুসুম বর্জনীয়)। **শ্মশানচারী** (-রিন্)—ণ. শ্মশানে বেড়ায় যে। স্ত্রী. **-চারিণী**। **শ্মশান জাগানো**—অমাবস্যায় শ্মশানে শব-সাধনা। **শ্মশানপাল**—বি. শ্মশানের অধ্যক্ষ, চণ্ডাল। **শ্মশানপুরী**—বি. শ্মশান, জনশূন্য হওয়ায় শ্মশানতুল্য স্থান। **শ্মশানবন্ধু**—বি. যাহারা শবের সঙ্গে শ্মশানে যায় ও শবদাহে সাহায্য করে। **শ্মশানবাসী** (-সিন্)—বি. শিব। **শ্মশান-বাসিনী**—বি. কালী। **শ্মশান-বৈরাগ্য**—বি. শ্মশানে জীবনের নশ্বরতা প্রত্যক্ষ করার ফলে মনে উদ্ভূত বৈরাগ্য, ক্ষণস্থায়ী বৈরাগ্য।
শ্মশ্রু—[সং.] বি. মুখের দীর্ঘ রোম, গোঁফ-দাড়ি। **শ্মশ্রুধর**—ণ. গোঁফ-দাড়ি-বিশেষ। **শ্মশ্রু-বর্ধক**—বি. যে গোঁফ-দাড়ি ছেদন করে, নাপিত। **শ্মশ্রুমুখী**—ণ. গোঁফ-দাড়িযুক্তা নারী। **শ্মশ্রুল**—ণ. যাহার গোঁফ-দাড়ি আছে।
শ্যাম—[শ্যৈ (গমন করা)+মক্] বি. কৃষ্ণবর্ণ-বিশিষ্ট, কৃষ্ণবর্ণ (ঘনশ্যাম); সবুজ (দূর্বাদল-শ্যাম; শ্যামা বঙ্গভূমি); বি. মেঘ; কোকিল; প্রয়াগস্থ বটবৃক্ষ-বিশেষ; সামুদ্র লবণ; শ্রীকৃষ্ণ। **শ্যামকণ্ঠ**—ণ. কৃষ্ণবর্ণ বা নীলবর্ণ কণ্ঠ যাহার; বি. ময়ূর; শিব। **শ্যামচাঁদ**—বি. শ্রীকৃষ্ণ। **শ্যাম রাখি, কি কুল রাখি**—শ্যামের প্রতি প্রেমকেই প্রাধান্য দান করিব, না কুলের শাসন শিরোধার্য করিব—এইরূপ উভয়-সঙ্কট। **শ্যামরায়,শ্যাম-সুন্দর**—বি. শ্রীকৃষ্ণ।
শ্যামক—[সং.] বি. ধান্যবিশেষ, শ্যামা ধান।
শ্যামর—(প্রা. বাং) ণ. শ্যামল।
শ্যামল—ণ. কৃষ্ণবর্ণ; সবুজ (দূর্বা-শ্যামল আঁচল বক্ষে টানি—রবি)। স্ত্রী. **শ্যামলা**—পার্বতী; অশ্বগন্ধা; কস্তুরী। **শ্যামলিকা**—বি. নীলী, নীলগাছ। **শ্যামলিমা** (-মন্)—বি. কৃষ্ণবর্ণত্ব বা হরিদ্বর্ণত্ব। **শ্যামলতা**—বি. কৃষ্ণত্ব। **শ্যামলী**—কৃষ্ণ-লোহিতবর্ণ গাভী (শ্যামলী ধবলী)।
শ্যামা—বি. কালিকা (শ্যামা পূজা); ছোট পাখী বিশেষ; ধান-বিশেষ, শ্যামাক; কৃষ্ণবর্ণা গাভী; যুবতী যাহার সন্তান হয় নাই; শীতে যাহার সর্বাঙ্গ সুখোষ্ণ ও গ্রীষ্মে যে সুশীতলা, এরূপ তপ্তকাঞ্চনবর্ণা নারী (তন্বী শ্যামা); যমুনা নদী; কোকিল; নীলগাছ; কস্তুরী; হরিদ্রা; ণ. হরিদ্বর্ণা, শস্যশ্যামলা (শ্যামা জননী—মধু)। **শ্যামাক**—শ্যামক। **শ্যামাঙ্গ**—ণ. শ্যামবর্ণ, কৃষ্ণকায়। স্ত্রী. **শ্যামাঙ্গা, শ্যামাঙ্গী,** (বাং) **শ্যামা-ঙ্গিনী**। **শ্যামায়মান**—ণ. যাহা শ্যামলতা লাভ করিতেছে। স্ত্রী. **-মানা**।
শ্যাল, শ্যালক—[সং.] বি. পত্নীর ভ্রাতা, শালা। **শ্যালজায়া**—বি. শালাজ, শ্যালকের স্ত্রী। **শ্যালকী,-লিকা,-লী**—বি. পত্নীর ভগিনী, শালী। **শ্যালা**—শালা। **শ্যালীপতি**—বি. ভায়রা-ভাই।
শ্যেন—[সং.] ণ. শ্বেতবর্ণ; পাণ্ডুরবর্ণ; বি. বাজ-পাখী; বজ্র-বিশেষ। স্ত্রী. **শ্যেনী**—স্ত্রীজাতীয় শ্যেন। **শ্যেনদৃষ্টি**—শ্যেনের মত তীক্ষ্ণদৃষ্টি অথবা ক্রূরদৃষ্টি।
শ্রদ্দধান—[শ্রৎ (ভক্তি)—ধা+শানচ্] বি. শ্রদ্ধাযুক্ত, ভক্তিমান্।
শ্রদ্ধা—[শ্রৎ—ধা+অ+আপ্] বি. বিশ্বাস, আস্থা (শাস্ত্রবাক্যে শ্রদ্ধা; জাতির শ্রদ্ধাভাজন; তাঁর কথায় ও কাজে আমার শ্রদ্ধা আছে); সম্মান, সমাদর (ভক্তি-শ্রদ্ধার পাত্র); রুচি, স্পৃহা, আগ্রহ (অশ্রদ্ধার সঙ্গে খেতে নেই)। **শ্রদ্ধাবান্** (-বৎ)—ণ. আস্থাশীল; ভক্তিমান্। **শ্রদ্ধা-ভাজন**—ণ. মাননীয়; নির্ভরযোগ্য, আস্থার পাত্র। **শ্রদ্ধালু**—ণ. শ্রদ্ধাবান্। **শ্রদ্ধাস্পদ**—ণ. শ্রদ্ধাভাজন। **শ্রদ্ধাভাজনেষু, শ্রদ্ধাস্পদেষু**—শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিকে লিখিত পত্রের আরম্ভে পাঠ। **শ্রদ্ধেয়**—ণ. সম্মানার্হ; যাহার উপর আস্থা স্থাপন করা যায়, সমাদরযোগ্য (শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি; শ্রদ্ধেয় মত)।
শ্রব, শ্রবঃ—[সং.] বি. শ্রবণেন্দ্রিয়, কর্ণ। **শ্রবণ**—বি. শোনা; কর্ণ। **শ্রবণপথ,-বিবর**—কর্ণকুহর। **শ্রবণবেধ**—বি. কান ফোঁড়ানো। **শ্রবণ-সুখকর**—ণ. যাহা শুনিতে মধুর। **শ্রবণা**—বি. নক্ষত্র-বিশেষ (শ্রাবণ দ্রঃ)। **শ্রবণা লাগা**—অশুভ নক্ষত্রের দৃষ্টিতে পড়া, বাধা বিঘ্ন একটানা ভাবে হইতে থাকা। **শ্রবণা-তীত**—ণ. যাহা শোনা যায় না, অতিশয় মৃদু।

শ্রবণীয়—ণ. শ্রবণযোগ্য। **শ্রবণেন্দ্রিয়**—বি. কর্ণ।
শ্রবিষ্ঠা—বি. ধনিষ্ঠা নক্ষত্র। **শ্রবিষ্ঠাজ**—বি. শ্রবিষ্ঠা নক্ষত্রে যাহার জন্ম (জ্যোতিষশাস্ত্রমতে এরূপ জাতক ধনী হয়)।
শ্রব্য—ণ. যাহা শুনিবার যোগ্য। **শ্রব্য কাব্য**—যে কাব্যের আবৃত্তি শ্রবণ-সুখকর; (বিপ দৃশ্য কাব্য—নাটক)।
শ্রম—[শ্রম্ (পরিশ্রম করা, ক্লান্ত হওয়া)+অল্] বি. পরিশ্রম, দৈহিক খাটুনি (শ্রমজীবী)। **শ্রম-কাতর**—ণ. পরিশ্রমে বা প্রয়াসে যে কষ্ট বোধ করে, অলস। **শ্রমজলবারি**—বি. ঘর্ম। **শ্রমজাত**—ণ. পরিশ্রমের ফলে উৎপন্ন। **শ্রমজীবী** (-বিন্)—যে গতর খাটাইয়া খায়, শ্রমিক, মজুর। **শ্রমবিভাগ**—বি. division of labour, একটি কর্ম সম্পাদনে বিভিন্ন ব্যক্তির বিভিন্ন ভাগে পরিশ্রম করা। **শ্রমলব্ধ**—ণ. পরিশ্রমের দ্বারা যাহা লাভ হইয়াছে। **শ্রমশিল্প**—বি. শ্রমিকদের সাহায্যে যে শিল্পকর্ম সমাধা হয়, industry (বিপ. চারুশিল্প)। **শ্রমসাধ্য**—ণ. পরিশ্রমসাধ্য, কষ্টসাধ্য। **অনুৎপাদক শ্রম**—unproductive labour, যে শ্রমের দ্বারা জাতীয় সমৃদ্ধি লাভ হয় না (বিপ. উৎপাদক শ্রম—productive labour)। [ভিন্ন। স্ত্রী. শ্রমণা।
শ্রমণ—[শ্রম্+অণ] বি. তপস্বী, সন্ন্যাসী; বৌদ্ধ
শ্রমাপনয়ন,-নোদন— [শ্রম+অপনয়ন, অপনোদন] বি. শ্রমজনিত ক্লেশ দূর করা, বিশ্রাম লাভ। **শ্রমিক**—বি. শ্রমজীবী। **শ্রমী** (-মিন্)—ণ., বি. পরিশ্রমী; শ্রমজীবী। **শ্রমোপজীবী** (-বিন্)—বি. শ্রমজীবী।
শ্রাদ্ধ—[শ্রদ্ধা+ক—মৃতের উদ্দেশে শ্রদ্ধাপূর্বক অন্নাদি দান] বি. শাস্ত্রের নির্দেশ অনুসারে কৃত পিতৃকৃত্য (নিত্য, নৈমিত্তিক, কাম্য ইত্যাদি দ্বাদশবিধ শ্রাদ্ধ; শ্রাদ্ধকর্তা, শ্রাদ্ধকর্ম, শ্রাদ্ধকাল, শ্রাদ্ধদিন, শ্রাদ্ধ-ভোজন); (বাং) অপরিমিত ব্যয়, অপব্যয় (টাকার শ্রাদ্ধ হচ্ছে)। **শ্রাদ্ধদেব**—বি. যম; পিতৃলোক; বৈবস্বত মনু। **শ্রাদ্ধ-শান্তি**—বি. যথাবিহিত শ্রাদ্ধ দ্বারা মৃতের আত্মার সদ্গতি। **শ্রাদ্ধ করা**—যথাবিধি পিতৃকর্ম সম্পাদন করা; প্রভূত অনাবশ্যক ব্যয় করা; অকাজ করা, নষ্ট করা, উড়ানো (বড় লোকের ছেলে, কেবল দুধ-ঘির শ্রাদ্ধ করতে জানে); পরচর্চা করা, মুণ্ডপাত করা (রোজ প্রতিবেশীদের শ্রাদ্ধ না করে সে জল খায় না)। **শ্রাদ্ধ গড়ানো**—বিসদৃশ ব্যাপার ঘটা, পরিণতি ঘটা (শ্রাদ্ধ যে এতদূর গড়াবে, তা কে জানত? এখনও জানা যায়নি শ্রাদ্ধ কত দূর গড়িয়েছে)। **ভূতের বাপের শ্রাদ্ধ**—ভূত দ্রঃ। **শ্রাদ্ধের চাল চড়ানো**—সমূহ ক্ষতি বা সর্বনাশ কামনা করা। **কার শ্রাদ্ধ কেবা করে, খোলা কেটে বামন মরে**—বৃহৎ অথচ অসার্থক ব্যাপার সম্পর্কে ব্যঙ্গোক্তি।
শ্রাদ্ধিক—[শ্রাদ্ধ+ষ্ণিক] ণ. শ্রাদ্ধ-বিষয়ক; শ্রাদ্ধভোজী। **শ্রাদ্ধী** (-দ্ধিন্)—বি. যে শ্রাদ্ধ করে। **শ্রাদ্ধীয়**—ণ. শ্রাদ্ধ-সম্বন্ধীয়।
শ্রান্ত—[শ্রম্+ক্ত] ণ. ক্লান্ত, পরিশ্রম-হেতু অবসাদগ্রস্ত ('আজকে আমি শ্রান্ত বড়, ঘুমাতে চাই, ঘুমাতে চাই')। বি. **শ্রান্তি**—পরিশ্রম-হেতু ক্লেশ, খেদ (শ্রান্তি অপনোদন)। **শ্রান্তিহর**—ণ. যেবা যাহা শ্রান্তি দূর করে। **শ্রান্তিহীন**—ণ. পরিশ্রমে যে শ্রান্ত হয় না, অক্লান্ত।
শ্রাবক—[শ্রু+ণক] বি. এই নামীয় বুদ্ধশিষ্য; শ্রোতা।
শ্রাবণ—বি. শ্রবণা-নক্ষত্রযুক্ত মাস, বাংলা সনের চতুর্থ মাস। [শ্রবণা+ক]। **শ্রাবণী**—বি. ণ. শ্রাবণ-পূর্ণিমা।
শ্রাবণ—[শ্রবণ+ক] ণ. শ্রবণেন্দ্রিয় জন্য বা গ্রাহ্য (শ্রাবণ-প্রত্যক্ষ; শ্রাবণ জ্ঞান)।
শ্রাবস্তী—বি. প্রাচীন নগর-বিশেষ, বর্তমান সহেট-মহেট ('দুর্ভিক্ষ শ্রাবস্তীপুরে যবে'—রবি)।
শ্রাবিত—[শ্রু+ণিচ্+ক্ত] ণ. যাহা শোনানো হইয়াছে।
শ্রাব্য—[শ্রু+ঘ্যণ্] ণ. শ্রবণযোগ্য; [শ্রু+ণিচ্+ঘ্যণ্] শুনাইবার যোগ্য (শ্রাব্য কাব্য)।
শ্রিত—ণ. অবলম্বিত, আশ্রিত। [শ্রি+ক্ত]।
শ্রী—[শ্রি+ক্বিপ্—যিনি হরিকে আশ্রয় করেন, যাঁহাকে সকলে সেবা করে] বি. লক্ষ্মী; সরস্বতী (শ্রীকণ্ঠ); সৌন্দর্য, লাবণ্য, শোভা; বেশবিন্যাস (শ্রীছাঁদ); সম্পদ্, সম্পত্তি; ত্রিবর্গ—ধর্ম অর্থ কাম; ধারা, ধরণ (কথার শ্রী—কথ্যভাষায় 'ছিরি'); শ্রদ্ধাসূচক শব্দবিশেষ (শ্রীরাম; শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীচৈতন্য, শ্রীমা, শ্রীঅরবিন্দ, শ্রীভাগবত, শ্রীবৃন্দাবন, শ্রীচরণ, শ্রীমুখ, শ্রীঅঙ্গ); জীবিত ব্যক্তির নামের

পূর্বে ব্যবহৃত শব্দবিশেষ (পিতা শ্রী অমুক); (বাং) সর্বাপেক্ষা সুগঠিত দেহধারী ব্যক্তি (ভারত-শ্রী, বর্ধমানশ্রী)। **শ্রীকণ্ঠ**—বি. যাঁহার কণ্ঠে কালকূটের শ্রী, শিব; যাঁহার কণ্ঠে সরস্বতী, কবি ভবভূতি। **শ্রীকর**—বি. (যিনি সৌভাগ্য বিধান করেন) বিষ্ণু; (শোভাকারক) রক্তোৎপল। **শ্রীকরণ**—বি. লেখনী, কলম। **শ্রীকান্ত,-নাথ,-পতি**—বি. বিষ্ণু। **শ্রীকৃষ্ণ**—বি. মহাভারত-বর্ণিত স্বনামধন্য পুরুষ, (সাক্ষাৎ ভগবান্ জ্ঞানে হিন্দু কর্তৃক পূজিত)। **শ্রীক্ষেত্র**—বি. পুরীধাম। **শ্রীখণ্ড**—বি. চন্দন-কাষ্ঠ। **শ্রীখণ্ডী**—বি. তাঁতবস্ত্র-বিশেষ (গর্ভিণীর পঞ্চামৃত ভক্ষণকালে ব্যবহৃত হয়); বিবাহে বরণের পিঁড়ি-বিশেষ। **শ্রীগর্ভ**—বি. (সৌভাগ্যের উৎপত্তি-ক্ষেত্র) বিষ্ণু; খড়্গ। **শ্রীগ্রহ**—বি. পক্ষীর পানীয়শালা। **শ্রীঘন**—বি. (যোগ-বিভূতিপূর্ণ) বুদ্ধদেব। **শ্রীঘর**—বি. (বিদ্রূপে) কারাগার। **শ্রীচরণেষু, শ্রীচরণকমলেষু**—ভক্তিভাজন ব্যক্তিকে লিখিত পত্রের পাঠ। **শ্রীছাঁদ**—বি. সৌন্দর্যযুক্ত ধরণধারণ, বাহিরের সৌষ্ঠব। **শ্রী-তাল**—তালগাছ-বিশেষ (ইহার পত্রে পুঁথি লেখা হইত)। **শ্রীদাম**—বি. ব্রজধামে শ্রীকৃষ্ণের সখা-বিশেষ। **শ্রীধর**—বি. বিষ্ণু; গীতা ভাগবতাদির স্বনামধন্য টীকাকার শ্রীধরস্বামী; শালগ্রাম শিলা-বিশেষ। **শ্রীনিবাস**—বি. বিষ্ণু। **শ্রীপঞ্চমী**—বি. সরস্বতী-পূজার তিথি। **শ্রীপতি**—বিষ্ণু। **শ্রীপথ**—বি. রাজপথ। **শ্রীপর্ণ**—পদ্ম। **শ্রীপাট**—বি. বৈষ্ণব সাধুর পবিত্র অধিষ্ঠানক্ষেত্র। **শ্রীপাদ** বি. বৈষ্ণব সাধুর নামের পূর্বে শ্রদ্ধাব্যঞ্জক উপাধি। **শ্রীপাদ-পদ্ম**—বি. বিষ্ণুর বা লক্ষ্মীর চরণ। **শ্রীপুষ্প**—লবঙ্গ। **শ্রীফল**—বি. বেলফল বেলগাছ। **শ্রীবৎস**—বি. (লক্ষ্মীর প্রিয়) বিষ্ণু; বিষ্ণুর বক্ষঃস্থলস্থ দক্ষিণাবর্ত রোমাবলী (**শ্রীবৎসলাঞ্ছন**—বিষ্ণু); পৌরাণিক রাজা বিশেষ (ইঁহার পত্নীর নাম চিন্তা)। **শ্রীবাস**—বি. বিষ্ণু, শিব; পদ্ম; সরল বৃক্ষের নির্যাস। **শ্রীবিষ্ণু**—বি. বিষ্ণুনাম; (ত্রুটি পাপ ইত্যাদি স্খালনার্থ উচ্চারিত হয়। যেমন: ও হরি, রাম বল, লাহওল্ পড়)। **শ্রীভ্রষ্ট**—ণ. হতশ্রী; লক্ষ্মীছাড়া। **শ্রীবৃক্ষ**—বি. শ্রীপ্রিয় বৃক্ষ অথবা মঙ্গলদায়ক বৃক্ষ; অশ্বত্থ; বেলগাছ। **শ্রীবৃদ্ধি**—বি. উন্নতি; বাড়। **শ্রীমৎ**—ণ. পূজনীয় (সাধু-সন্ন্যাসীর নামের পূর্বে ব্যবহৃত হয়)। **শ্রীমতী**—ণ. সুন্দরী; কুমারী ও সধবার নামের পূর্বে ব্যবহার্য শব্দবিশেষ; বি. রাধিকা। (বিধবার নামের পূর্বে শ্রীমত্যা লেখা হইত)। **শ্রীমন্ত**—ণ. ভাগ্যবন্ত, ঐশ্বর্যশালী; বি কবিকঙ্কণ-চণ্ডীতে বর্ণিত ধনপতি সওদাগরের পুত্র। **শ্রী-ময়ী**—ণ. সুন্দরী, লাবণ্যসম্পন্না। **শ্রীমান্ (-মৎ)**—ণ. সৌন্দর্য শোভা কান্তি অথবা সম্পদ্-ভূষিত; বাংলায় পুত্রাদির নামের পূর্বে ব্যবহৃত (শ্রীমান্ ও শ্রীমতীরা ভাল আছে)। **শ্রীমুখ-পঙ্কজ**—সুন্দর পদ্মের মত মুখ। **শ্রীযুক্ত, শ্রীযুত**—ণ. লক্ষ্মীমন্ত, সম্পদ্শালী; বি. শ্রদ্ধেয় অথবা গণ্যমান্য ব্যক্তির নামের পূর্বে ব্যবহৃত শব্দবিশেষ। **শ্রীরাগ**—বি. রাগ-বিশেষ। **শ্রীরাম**—বি. রামায়ণ-বর্ণিত অবতাররূপে পূজিত রামচন্দ্র। **শ্রীল**—ণ. সৌভাগ্যবান্, শোভান্বিত (শ্রীল শ্রীযুক্ত—প্রতাপান্বিত ব্যক্তির নামের পূর্বে লেখা হয়)। **শ্রীশ**—[শ্রী+ঈশ] বি. বিষ্ণু। **শ্রীশ্রী**—দেবতা সিদ্ধপুরুষ ইত্যাদি মহাপূজনীয়দের নামের পূর্বে ব্যবহৃত হয়। **শ্রীহস্ত**—বি. পূজনীয়ের অথবা প্রিয়ার হস্ত (শ্রীহস্তের রন্ধন—শ্লেষেও ব্যবহৃত হয়। **শ্রীহীন**—ণ. শোভা-সম্পদহীন, মলিন; হতভাগ্য।

শ্রীহট্টিয়া—ণ. শ্রীহট্ট জেলার লোক (সাধারণতঃ ব্যঙ্গে ব্যবহৃত হয়)।

শ্রীহর্ষ—বি. সংস্কৃত কবি বিশেষ।

শ্রুত—[শ্রু+ক্ত] ণ. যাহা শ্রবণ করা গিয়াছে, আকর্ণিত; খ্যাত, প্রসিদ্ধ (এই অর্থে বাংলায় সাধারণতঃ 'বিশ্রুত' লেখা হয়); বি. (যাহা গুরু হইতে শুনা যায়) বেদ, শাস্ত্র; শাস্ত্রজ্ঞান, পাণ্ডিত্য (বহুশ্রুত)। **শ্রুতকীর্তি**—ণ. সুবিখ্যাত; বি. রামভ্রাতা শত্রুঘ্নের পত্নী। **শ্রুতদেবী**—সরস্বতী। **শ্রুতধর**—শ্রুতিধর। **শ্রুতবান্ (-বৎ)**—ণ. শাস্ত্রজ্ঞ, পণ্ডিত। **শ্রুতাম্বিত**—ণ. বেদাদি শাস্ত্রে অভিজ্ঞ। **শ্রুতি**—[শ্রু+ক্তি] বি. শ্রবণ, শোনা; কান, কর্ণ (শ্রুতিগোচর, শ্রুতিপথ; পরপদ্ম যুগ্মমেত্র পরশয়ে শ্রুতি—কাশীরাম দাস); শোনা কথা, গুজব (জনশ্রুতি); (যাহা গুরুমুখে শুনা যায়) বেদ; সঙ্গীতে দুই স্বরের মধ্যবর্তী সূক্ষ্ম স্বরাংশসমূহ (এক 'সা' হইতে পরবর্তী 'সা' পর্যন্ত এরূপ শ্রুতির সংখ্যা ২২)।

শ্রুতিকটু,-কঠোর—ণ. যাহা শুনিতে খারাপ লাগে (সুতরাং বর্জনীয়) ; লালিত্যহীন (রচনা) । **শ্রুতিগোচর**—ণ. কর্ণগোচর, শ্রুত। **শ্রুতি-দ্বৈধ**—বি. বেদবাক্যের পরস্পর বিরুদ্ধতা। **শ্রুতিধর**—ণ. যে একবার শুনিয়াই মনে ধরিয়া রাখিতে পারে। **শ্রুতিপথ**—বি. শ্রবণ করিবার পথ, কর্ণকুহর। **শ্রুতিবেধ**—বি. কান-বিঁধানো-সংস্কার। **শ্রুতিমধুর**—ণ. যাহা শুনিতে মধুর, শ্রুতিসুখকর। **শ্রুতিমূল**—কানের গোড়া; (বেদের মূল) মন্ত্র। **শ্রুতিমূলক**—ণ. বেদ-বাক্য যাহার মূলে। **শ্রুতিস্মৃতি**—বি. বেদ ও স্মৃতিশাস্ত্র ; শোনা ও মনে-রাখা বিষয়।

শ্রূয়মাণ—[সং.] ণ. যাহা শোনা হইতেছে বা যাইতেছে।

শ্রেঢ়ী—[সং.] বি. পরপর সমান্তর বা সমগুণ সংখ্যাসমূহের বিন্যাস, progression।

শ্রেণি,-ণী—[শ্রি+নি] বি. সারি, পঙ্ক্তি (পিপীলিকা-শ্রেণী) ; দল ; গণ, (পক্ষি-শ্রেণী) ; জাতি-বা ব্যবসায়গত বিভাগ (বারেন্দ্র-শ্রেণী ; ধনিক-শ্রেণী) ; স্কুলের ক্লাস। **শ্রেণীকরণ**—শ্রেণীতে বিভাগ করা, grading। **শ্রেণীবদ্ধ**—ণ. সার-বাঁধা, কাতার-বাঁধা। **শ্রেণীভুক্ত**—ণ. দলের বা সঙ্ঘের অন্তর্গত। বি. **শ্রেণীভুক্তি**।

শ্রেয়ঃ (-য়স্)—[প্রশস্ত+ঈয়স্] বি. কল্যাণ, হিত, শুভ (লোকশ্রেয়ঃ—মানবহিত, জনসাধারণের হিত) ; ধর্ম ; মুক্তি। **শ্রেয়ঃকল্প**—ণ. শুভকর-রূপে পরিগণিত। **শ্রেয়সী**—ণ. শুভযুক্তা, শুভদা ; বি. হরীতকী। **শ্রেয়স্কর**—ণ. শুভকর, মঙ্গলজনক। **শ্রেয়স্কাম**—ণ. যে শুভকামনা করে, হিতৈষী। **শ্রেয়োলাভ**—বি কল্যাণ-লাভ, অভীষ্টলাভ।

শ্রেষ্ঠ—[প্রশস্ত+ইষ্ঠ] ণ. অতি উৎকৃষ্ট, সর্বোত্তম, সর্বপ্রধান (জ্ঞানি-শ্রেষ্ঠ ; পর্বত-শ্রেষ্ঠ হিমালয়) ; রাজা ; ব্রাহ্মণ ; বিষ্ণু ; শিব ; কুবের। **শ্রেষ্ঠতর**—ণ. উত্তমতর। **শ্রেষ্ঠতম**—ণ. উত্তমতম ; প্রধানতম। **শ্রেষ্ঠতা, শ্রেষ্ঠত্ব**—বি. প্রাধান্য ; উৎকর্ষ। **শ্রেষ্ঠাশ্রম**—গৃহস্থাশ্রম।

শ্রেষ্ঠী (-ষ্ঠিন্)—বি. বিত্তশালী ব্যবসায়ী, সওদাগর, শেঠ। [শ্রেষ্ঠ+ইন্]।

শ্রোণি,-ণী—[সং.] বি. কটিদেশ (সুশ্রোণি—সুমধ্যমা) ; নিতম্ব (শ্রোণিভার)। **শ্রোণি-সূত্র**—বি. ঘুন্সী।

শ্রোতব্য—[শ্রু+তব্য] ণ. শ্রবণযোগ্য। **শ্রোতা**—বি. যে শ্রবণ করে, যে পাঠাদি বা বক্তৃতা শ্রবণ করে। **শ্রোতৃগণ,-মণ্ডলী**—যাহারা বক্তৃতাদি শ্রবণ করে, audience)।

শ্রোত্র—[শ্রু+ত্রন্] বি. শ্রবণেন্দ্রিয়, কর্ণ ; বেদ।

শ্রোত্রিয়—বি. বেদজ্ঞ সচ্চরিত্র ব্রাহ্মণ ; যাহার ব্রাহ্মণ-বংশে জন্ম এবং উপনয়ন-সংস্কার ও বিদ্যা-লাভ হইয়াছে ; অকুলীন ব্রাহ্মণ (কুলীন ও শ্রোত্রিয়)।

শ্রৌত—[শ্রুতি+ষ্ণ] ণ. শ্রুতি-সম্বন্ধীয়, বেদ-বিহিত ; কর্ণ সম্বন্ধীয়। **শ্রৌতকর্ম**—বি বেদ-বিহিত অগ্নিহোত্রাদি। **শ্রৌতাগ্নিত্রয়**—বি. গার্হপত্য আহবনীয় ও দক্ষিণাগ্নি।

শ্লথ—[শ্লথ্ (ঢিলা হওয়া)+অচ্] ণ. শিথিল, অদৃঢ়, ঢিলা। **শ্লথবন্ধন**—ণ. যাহার বন্ধন শিথিল।

শ্লাঘা—[শ্লাঘ্ (প্রশংসা করা)+অ+আপ্]বি. প্রশংসা ; গৌরব ; আত্মগরিমা (শ্লাঘার বিষয় নয়)। ণ. **শ্লাঘনীয়**—প্রশংসনীয়, গৌরব করিবার যোগ্য। **শ্লাঘী** (-ঘিন্)—ণ. শ্লাঘাকারী, আত্মগৌরবকারী। **শ্লাঘ্য**—ণ. শ্লাঘনীয়।

শ্লিষ্ট—[শ্লিষ্ (আলিঙ্গন করা)+ক্ত] ণ. আলিঙ্গিত, সংসৃষ্ট ; শ্লেষযুক্ত, অনেকার্থবাচক। বি. **শ্লিষ্টি**। **শ্লিষ্টোক্তি**—বি. দ্ব্যর্থক উক্তি।

শ্লীপদ—[শ্রী (কীর্তি যুক্ত)+পদ] বি. পায়ের শোথরোগ, গোদ, পাদবল্মীক, elephantiasis।

শ্লীল—[শ্রীল] শ্রীযুক্ত (এই অর্থে বাংলায় সাধারণতঃ ব্যবহৃত হয় না) ; শোভন, ভব্যতাসম্মত ; অনিন্দিত। বি. **শ্লীলতা**— বি. ভব্যতা ; সম্ভ্রম। **শ্লীলতাহানি**—বি. নারীর সম্ভ্রমহানি। (অশ্লীল দ্রঃ)।

শ্লেষ—[শ্লিষ্ (আলিঙ্গন করা) +ঘঞ্] বি সংযোগ (এই অর্থে বাংলায় 'সংশ্লিষ্ট', 'সংশ্লেষণ' বেশী ব্যবহৃত হয়) ; আশ্লেষ, আলিঙ্গন ; শব্দালঙ্কার-বিশেষ, pun (এক শব্দের একাধিক অর্থ। যথা, —অতি বড় বৃদ্ধ পতি সিদ্ধিতে নিপুণ, কোন গুণ নাই তার কপালে আগুন—ভারতচন্দ্র) ; বক্রোক্তি, ব্যাজোক্তি (তীব্র শ্লেষবাক্যে জর্জরিত করিল)।

শ্লেষ্মা (-ষ্মন্)—[সং.] বি. কফ, phlegm (শ্লেষ্মার ধাত) ; যে কফ বা গয়ার নির্গত হয় (শ্লেষ্মা উঠা)। **শ্লেষ্মাজ্বর, শ্লেষ্মজ্বর**—কফ হেতু জ্বর। **শ্লেষ্মান্তক**—ণ. শ্লেষ্মানাশক।

প. **শ্লৈষ্মিক**—শ্লেষ্মা-সম্বন্ধীয়। **শ্লৈষ্মিক ঝিল্লী**—শরীরের সূক্ষ্ম আবরণ-বিশেষ, mucous membrane (ইহা হইতে এক প্রকার রস নির্গত হয়)।

শ্লোক—(বাল্মীকির শোক হইতে প্রথম উত্থিত) বি. ছন্দোবদ্ধ বাক্য, পদ্য, কবিতা (complete stanza); প্রসিদ্ধি, কীর্তি (পুণ্যশ্লোক)। [সং.]

শ্বঃ—অব্য. আগামী দিনে। পরশ্ব শ্বঃ।

শ্ব—সমাসে পূর্বপদে শ্বা (শ্বন্)-এর রূপ। **শ্বগণ**—[শ্বন্+গণ] বি. কুকুরসমূহ। **শ্বগণিক**—বি. যে কুকুরের সাহায্যে শিকার করে। **শ্বজীবী (-বিন্)**—কুকুর যাহাদের জীবিকার উপায়স্বরূপ, ব্যাধ। **শ্বদন্ত**—বি. যে দন্ত কুকুরের দন্তের ন্যায় সূচল, canine tooth। **শ্বপচ, শ্বপাক**—বি. (যে কুকুরকে যত্নে রক্ষা করে) ব্যাধ, চণ্ডাল। **শ্ববৃত্তি**—বি. কুকুরের ন্যায় বৃত্তি, চাকরি; পরনির্ভরতা; পরপদ লেহন; তোষামোদ। **শ্বব্যাঘ্র**—বি. চিতাবাঘ। **শ্বভীরু**—বি. (পঞ্চমী তৎপুরুষ) শৃগাল।

শ্বশুর—[শু (আশু)+অশ্ (ব্যাপ্ত হওয়া)+উর] বি. স্বামী বা স্ত্রীর পিতা (শ্বশুর বাড়ী); শ্বশুরের ভ্রাতা বা ভ্রাতৃস্থানীয় ব্যক্তি (গ্রাম্য সম্পর্কে খুড়শ্বশুর বা চাচাশ্বশুর। (হিন্দু-সমাজে ভাসুরও শ্বশুরস্থানীয়)। **শ্বশুর-ঘর করা**—বধুর (বিশেষতঃ নব বধুর) শ্বশুরবাড়ীতে যোগ্য ভাবে সংসারের কাজে সাহায্য করা। **শ্বশ্রূ**—বি. শাশুড়ী (শ্বশ্রূঠাকুরাণী—পূজনীয়া শাশুড়ী)।

শ্বসন—[শ্বস্+অনট্] বি. শ্বাস গ্রহণ ও ত্যাগ, প্রাণধারণ; নিঃশ্বাস; জীবন। প. **শ্বসিত**।

শ্বা (-শ্বন্)—[সং.] বি. কুকুর। স্ত্রী. শুনী। **শ্বান**—[শ্বন্+ষ্ণ] প. কুকুরের। **শ্বান-নিদ্রা**—বি. কুকুরের মত পাতলা ঘুম। **শ্বাপদ**—[কুকুরের মত পা যাহাদের] বিড়াল কুকুর শৃগাল ব্যাঘ্র ভল্লুক প্রভৃতি শিকারী জন্তু, হিংস্র জন্তু। **শ্বাপদ-সঙ্কুল**—প হিংস্র জন্তুপূর্ণ (-অরণ্য)। **শ্বাপুচ্ছ**—বি. কুকুরের লেজ।

শ্বাস—[শ্বস্+ঘঞ্] বি. নিঃশ্বাস; নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস (শ্বাস চলছে না); হাঁপানি (শ্বাসরোগ); মৃত্যুর পূর্বের শ্বাসকষ্ট (শ্বাস ওঠা, নাভিশ্বাস)। **শ্বাসকষ্ট**—বি. নিঃশ্বাস-গ্রহণ ও শ্বাসত্যাগে কষ্ট। **শ্বাস-কাস**—বি. শ্বাসের সহিত কাসরোগ। **শ্বাস-প্রশ্বাস ধারণ**—প্রাণায়াম। **শ্বাসরোধ**—বি. শ্বাস-প্রশ্বাস বন্ধ হওয়া (শ্বাসরোধ-ঘটিত মৃত্যু); শ্বাসধারণ। **শ্বাসারি**—বি. শ্বাসকষ্ট নিবারক ঔষধ-বিশেষ, পুষ্করমূল।

শ্বিত্র—[শ্বিৎ (শুক্লবর্ণ হওয়া)+রক্] বি. শ্বেতকুষ্ঠ, ধবল রোগ।

শ্বেত—[শ্বিৎ+অ] প. শুক্লবর্ণ, শুভ্র; বি. দ্বীপ-বিশেষ; ধবল-গিরি; শাদা মেঘ; কড়ি; শঙ্খ; রৌপ্য; চোখের শাদা অংশ (কথ্য ভাষায় শ্বেতী বলে—চোখের শ্বেতী); মিছরি। **শ্বেতক**—বি. কড়ি; রূপা। **শ্বেতকাক**—বি. অসম্ভব বা অস্বাভাবিক ব্যাপার; বক। **শ্বেতকুষ্ঠ**—চর্মরোগবিশেষ, ধবল, শ্বেতী, leucoderma। **শ্বেতকেতু**—বি. ঋষি-বিশেষ, উদ্দালক মুনির পুত্র (বিবাহ-প্রথার প্রবর্তক বলিয়া খ্যাত)। **শ্বেত-খদির**—বি. পাপড়ি-খয়ের। **শ্বেতগঙ্গা**—শ্রীক্ষেত্রের হ্রদ-বিশেষ (ইহা একটি তীর্থ)। **শ্বেত-চন্দন**—বি. শাদা রঙের চন্দন, আসল চন্দন (তুঃ রক্তচন্দন)। **শ্বেতচর্ম**—বি. শাদা রঙের চামড়া; শুভ্রকায় জাতি, ইয়োরোপীয় (ব্যঙ্গে)। **শ্বেতদ্বীপ**—বি. বিষ্ণুধাম; (ব্যঙ্গে) বৃটেন, বিলাত। **শ্বেতধাতু**—বি. খড়ি। **শ্বেতনীল**—বি. শ্বেতবর্ণ ও নীলবর্ণের মিশ্রণ; মেঘ। **শ্বেত-পত্র**—বি. শ্বেত পক্ষ যাহার, হংস। **শ্বেতপত্র-বাহন**—ব্রহ্মা। **শ্বেতপুস্তিকা, -পত্র**—বিশেষ বিষয়ের সরকারী বিবরণী, white paper। **শ্বেতপুষ্প**—বি. শাদা ফুল; সিন্ধুবার বৃক্ষ। **শ্বেতপ্রদর**—বি. স্ত্রীব্যাধি-বিশেষ, leucorrhoea। **শ্বেতবাজী (-জিন্)**—বি. শাদা ঘোড়া; (শ্বেত অশ্ব যাহার) অর্জুন; চন্দ্র। **শ্বেতবাসাঃ (-সস্), -ভিক্ষু**—বি. শ্বেতাম্বর জৈন। **শ্বেত-বাহ**—বি. অর্জুন; ইন্দ্র। **শ্বেতবাহন**—বি. অর্জুন; ইন্দ্র; চন্দ্র; মকর। **শ্বেতরক্ত**—প. পাটলবর্ণ, গোলাপী। **শ্বেতশূরণ**—বি. বুনো ওল। **শ্বেতশ্মশ্রু**—বি. শাদা দাড়ি (বয়স ও সম্মানের প্রতীক)। **শ্বেতসর্ষপ**—বি. শাদা সরিষা, রাই-সরিষা। **শ্বেতসার**—বি. খদির বৃক্ষ; চাউল গোধূম আলু প্রভৃতির শ্বেত অংশ, starch। **শ্বেতহস্তী (-স্তিন্)**—বি. শাদা হাতী, white elephant; (ব্যঙ্গে) যাহার পোষণে অপরিমিত ব্যয় হয় (সুতরাং পরি-ত্যাজ্য)। **শ্বেতা**—প. শুভ্রা, ধবলা। **শ্বেতাংশু**—বি. চন্দ্র। **শ্বেতাদ্রি**—বি. ধবল পর্বত,

কৈলাস। **শ্বেতাক্ত**—ণ. প্রায় শ্বেতবর্ণ। **শ্বেতাম্বর**—ণ. শ্বেতবস্ত্র-পরিহিত ; বি. জৈন-সম্প্রদায়-বিশেষ। **শ্বেতার্ক**—বি. শাদা আকন্দ। **শ্বেতাশ্ব**—বি. অর্জুন ; শাদা ঘোড়া। **শ্বেতি,-তী**—বি. ধবল রোগ। **শ্বৈত্য**—[শ্বেত+ষ্য] বি. শুক্লতা, শুভ্রতা, নির্মলতা।

ষ

ষ—একত্রিংশ ব্যঞ্জন বর্ণ; উচ্চারণ স্থান মূর্ধা (শ দ্রঃ)।

ষট্ (ষষ্)—[সং.] ছয়। **ষট্ক**—বি. ছয় সংখ্যা ; ছয়টি ; কবিরাজী ছয়টি দ্রব্য (শুঁঠ, পিঁপুল, মরিচ প্রভৃতি)। **ষট্‌কর্ণ**—বি. (ছয় কর্ণ যাহাতে —বহুব্রী) যাহা তৃতীয় ব্যক্তির কর্ণগোচর হইয়াছে (ষট্‌কর্ণমন্ত্রণা গোপন থাকে না)। **ষট্‌কর্ম** (-র্মন্)—বি. ব্রাহ্মণের শাস্ত্র-নির্দেশিত ছয় কর্ম (যজন, যাজন, অধ্যয়ন, অধ্যাপনা, দান, প্রতিগ্রহ) ; তন্ত্রোক্ত ছয় আভিচারিক কর্ম (বশীকরণ স্তম্ভন উচ্চাটন ইত্যাদি) ; দৃঢ়তা ধৈর্য স্থৈর্য ধৌতি ইত্যাদি যোগশাস্ত্র-নির্দেশিত ছয় সাধন ; সন্ধ্যা স্নান জপ হোম ইত্যাদি ব্রাহ্মণের ছয় নিত্যকর্ম। **ষট্‌কর্মা** (-র্মন্)—বি. এরূপ ছয় কর্মের অনুষ্ঠাতা। **ষট্‌কোণ**—ণ. ছয়কোণযুক্ত ; বি. লগ্ন হইতে ষষ্ঠ স্থান (জ্যোতিষে) ; হীরক। **ষট্‌চক্র**—বি. তন্ত্রমতে দেহের ছয়টি বিভিন্ন চক্র বা স্থান (মূলাধার, স্বাধিষ্ঠান, মণিপুর, অনাহত, বিশুদ্ধ, আজ্ঞা—এই ছয় চক্রের নাম)। **ষট্‌চক্রভেদ**—বি. মূলাধারস্থ কুণ্ডলিনী-শক্তির দেহের বিভিন্ন চক্র ভেদ করিয়া মস্তকস্থিত সহস্রার শতদলে উত্থান (যোগীর ইহা পরমকাঙ্ক্ষিত)। **ষট্‌চত্বারিংশ,-শত্তম**—ণ. ৪৬ সংখ্যার পূরক। **ষট্‌চত্বারিংশৎ**—বি. ৪৬ এই সংখ্যা। **ষট্‌ত্রিংশ,-শত্তম**—ণ. ৩৬ সংখ্যার পূরক। **ষট্‌ত্রিংশৎ**—বি. ৩৬ এই সংখ্যা। **ষট্‌পঞ্চাশ, ষট্‌পঞ্চাশত্তম**—ণ. ৫৬ সংখ্যার পূরক। **ষট্‌পঞ্চাশৎ**—৫৬ এই সংখ্যা। **ষট্‌পদ**—ছয় পা যাহার, ভ্রমর ; উকুন। **ষট্‌পদী**—বি. ভ্রমরী ; ছয়টিচরণযুক্ত ছন্দ। **ষট্‌প্রজ্ঞ**—ণ. ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ লোকাচার ও তত্ত্বজ্ঞান—এই ছয় বিষয়ে অভিজ্ঞ ; বি. বৌদ্ধ ; কামুক। **ষট্‌শাস্ত্র**—ষড়্দর্শন। **ষট্‌ষষ্ঠ,-ষষ্টিতম**—ণ. ৬৬ সংখ্যার পূরক। **ষট্‌ষষ্টি**—৬৬ এই সংখ্যা। **ষট্‌সপ্ততি**—৭৬ বি. এই সংখ্যা। **ষট্‌সপ্ততিতম**—ণ. ৭৬ সংখ্যার পূরক।

ষড়ংশ—বি. ছয় ভাগের এক ভাগ। [ষট্+অংশ]। **ষড়ঙ্গ**—(দ্বিগু সমাস) বি. ছয় অঙ্গের সমাহার ; বাহুদ্বয় জানুদ্বয় কটি ও মস্তক—দেহের এই ছয় অঙ্গ ; শিক্ষা কল্প ব্যাকরণ নিরুক্ত ছন্দঃ জ্যোতিষ বেদের এই ছয় অঙ্গ ; গোমূত্র গোময় ক্ষীর ঘৃত দধি ও গোরোচনা—এই ছয় গব্য ; মৌলভৃত্য আটবিক প্রভৃতি সেনা-দলের ছয় বিভাগ ; পাদ্য-অর্ঘ্যাদি পূজার ছয় উপচার। [ষট্+অঙ্গ]। **ষড়ঙ্গধূপ**—বি. ছয় উপাদানে (চিনি, গব্যঘৃত, মধু, গুগ্‌গুল, অগুরু ও শ্বেতচন্দন) প্রস্তুত ধূপ।

ষড়যন্ত্র—ষড়্‌যন্ত্র (দ্রঃ)-র অশুদ্ধ কিন্তু প্রচলিত বানান।

ষড়শীতি—[ষট্+অশীতি] ণ., বি. ছিয়াশী। **ষড়শীতিতম**—ণ. পঁচাশীটির পরবর্তী।

ষড়াননন—(ছয় মুখ যাহার) বি. কার্তিকেয়। [ষট্+আনন]। **ষড়াম্নায়**—বি. ছয় প্রকার তন্ত্রশাস্ত্র (শিব ছয় দিকে মুখ করিয়া দেবীকে বলিয়াছিলেন)। [ষট্+আম্নায়]। **ষড়্‌ঋতু**—[ষট্+ঋতু] বি. গ্রীষ্মাদি ছয় ঋতু। **ষড়ৈশ্বর্য**—বি. ঐশ্বর্য দ্রঃ। [ষট্+ঐশ্বর্য]।

ষড়্‌গুণ—বি., ণ. রাজাদিগের ছয়টি গুণ (সন্ধি, বিগ্রহ, যান, আসন, দ্বৈধ ও আশ্রয়) ; ছয় সংখ্যার দ্বারা গুণিত, sixfold ; ঐশ্বর্য জ্ঞান যশঃ শ্রী বৈরাগ্য ধর্ম—এই ষড়্‌গুণধারিণী শিবানী। **ষড়্‌জ, ষড়্‌জ**—বি. নাসা কণ্ঠ বক্ষঃস্থল তালু জিহ্বা দন্ত—এই ছয় স্থান হইতে উৎপন্ন স্বর-বিশেষ, 'সা' এই সুর। **ষড়্‌দর্শন**—বি. পূর্বমীমাংসা বেদান্ত সাংখ্য পাতঞ্জল ন্যায় বৈশেষিক—ভারতের এই ছয়টি দর্শন শাস্ত্র। **ষড়্‌-দুর্গ**—বি. ছয় ধরণের দুর্গ (মহীদুর্গ, অপ্‌দুর্গ, বৃক্ষদুর্গ, নৃদুর্গ ধম্বদুর্গ ও গিরিদুর্গ)। **ষড়্‌ধা**—অব্য. ছয় রকমে ; ছয়বার। **ষড়্‌বর্গ**—ছয় রিপু। **ষড়্‌বিধ**

—ণ. ছয় প্রকারের। **ষড়্‌বিন্দু**—শিরোরোগের কবিরাজী তৈল-বিশেষ (ইহার ছয় ফোঁটা নাকে দিতে হয়)। **ষড়্‌ভুজ**—ণ. ছয় হাত যার ; চৈতন্যদেব। স্ত্রী. **ষড়্‌ভুজা**—যাহার ছয়টি রেখা, খরমুদ্রা। **ষড়্‌যন্ত্র**—সমূহ ক্ষতি করিবার ছয় প্রকারের আভিচারিক উপায় ; (তাহা হইতে) কাহারও বিরুদ্ধে গোপন চক্রান্ত। (বাংলায় 'ষড়যন্ত্র' বানানও চলে, কিন্তু অশুদ্ধ)। **ষড়্‌রস**—বি. মধুর কটু কষায় লবণ অম্ল তিক্ত—খাদ্যের এই ছয় ধরণের রস বা স্বাদ। **ষড়্‌রিপু**—বি. কাম ক্রোধ লোভ মোহ মদ মাৎসর্য। **ষড়্‌লবণ**—বি. সৈন্ধব সামুদ্র বিট সৌবর্চল উদ্ভিদ্‌জাত মৃত্তিকাজাত—এই ছয়প্রকারের লবণ।

ষণ্ড—[সন্‌+ড] বি. বৃষ, ষাঁড় ; নপুংসক।

ষণ্ডা—ণ. বৃষের মত বলবান্‌ ও গোঁয়ার ; বলবান্‌ ; গুণ্ডা। [বাং]। **ষণ্ডামর্ক**—শণ্ডামার্ক দ্রঃ। **ষণ্ডামার্কা**—ণ. ষণ্ডার মত দেখিতে। **ষণ্ডামি**—বি গুণ্ডামি ; গোঁয়ার্তুমি।

ষণ্ণবতি—[ষট্‌+নবতি] বি., ণ ছিয়ানব্বই। **ষণ্ণবতিতম**—ণ. ৯৬ এই সংখ্যার পূরক। **ষণ্মাস**—বি. ছয় মাস। **ষণ্মাস্য**—ণ যাহা ছয় মাসে নিষ্পন্ন হয়। **ষণ্মুখ**—বি. (ছয় মুখ যাহার) কার্তিকেয়।

ষত্ব—(ব্যাকরণে) দন্ত্য-স-র স্থানে ষ হওয়া (ষত্ব-বিধান)। **ষত্বণত্ব**—কোথায় ষ হয় ও কোথায় ণ হয় তাহা অর্থাৎ ব্যাকরণের বা বর্ণের অশুদ্ধি সম্বন্ধে সাধারণ জ্ঞান (ষত্বণত্ব জ্ঞান নেই)।

ষষ্টি—[ষষ্‌+দশতি] ৬০, এই সংখ্যা। **ষষ্টিক**—ধান্য-বিশেষ (ইহা ষাট দিনে পাকে)। **ষষ্টিতম**—ণ. ষাট সংখ্যার পূরক।

ষষ্ঠ—[ষষ্‌+থ] ণ. ছয়ের পূরক, পাঁচের পরবর্তী। স্ত্রী. **ষষ্ঠী**। **ষষ্ঠাংশ**—বি. ছয় ভাগের এক ভাগ।

ষষ্ঠী—বি. ষষ্ঠীদেবী, সন্তান-দানকারিণী ও শিশুদের পালন-কর্ত্রী দেবতা (মা ষষ্ঠীর কৃপায় এবার একটি ছেলে হয়েছে) ; (ব্যাক.) সম্বন্ধসূচক বিভক্তি (সম্বন্ধে ষষ্ঠী ; ষষ্ঠী তৎপুরুষ)। [সং]। **ষষ্ঠীতলা**—বি. ষষ্ঠীদেবীর পূজার স্থান (সাধারণতঃ বটগাছের তলদেশ)। **ষষ্ঠীপূজা**—বি. শিশুর জন্মের পরে যে ষষ্ঠীদেবীর পূজা করা হয়। **ষষ্ঠীবাটা**—বাটা দ্রঃ। **ষষ্ঠীবুড়ি**—বি. ষষ্ঠীদেবী। **ষষ্ঠীর** কৃপা—সন্তান-লাভ ; (ব্যঙ্গ) বহু সন্তান লাভ।

ষষ্মাহী—[ফা.] ণ. ষাণ্মাষিক (হিসাব বা রাজকর)।

ষাইট—ষাট, ৬০।

ষাঁড়—[সং. ষণ্ড] বি. বৃষ (ধর্মের ষাঁড়) ; ষাঁড়ের মত বলিষ্ঠ ও স্বচ্ছন্দবিহারী। **ষাঁড়ে ষাঁড়ে লড়াই**—দুই প্রবল প্রভাবান্বিত ব্যক্তি বা দলের মধ্যে লড়াই। **ষাঁড়ের গোবর**—(ষাঁড়ের গোবর লেপা-পোঁছার কাজে ব্যবহৃত হয় না, তাহা হইতে—ব্যঙ্গে) অকেজো লোক । **গোকুলের ষাঁড়**—স্বেচ্ছাবিহারী দায়িত্বহীন ব্যক্তি। **ধর্মের ষাঁড়**—ধর্মঠাকুরের নামে উৎসর্গ করিয়া ছাড়িয়া দেওয়া ষাঁড় ; স্বচ্ছন্দবিহারী দায়িত্বহীন ব্যক্তি (সাধারণতঃ বিদ্রূপে ব্যবহৃত হয়—খেয়ে দেয়ে ধর্মের ষাঁড় হচ্ছে)।

ষাড়া—[ষণ্ড] ণ. ফল ধরে না এমন, বন্ধ্যা।

ষাট,-টি—[ষষ্টি] ষাইট, ৬০ এই সংখ্যা।

ষাট,-ঠ [ষষ্ঠী] অব্য. ষষ্ঠীদেবী ; ষষ্ঠীদেবীর স্মরণার্থক শব্দ (ষাট ষাট, বেঁচে থাকুক ; ষাট বালাই, ও কথা বলতে নেই)।

ষাড়্‌গুণ্য—বি. সন্ধি-বিগ্রহ-আদি রাজার ছয়গুণ ; ছয়গুণের ভাব। [ষড়্‌গুণ+ষ্য]

ষাণ্মাসিক—ণ. যাহা ছয়মাসে অথবা ছয়মাস অন্তর নিষ্পন্ন হয়, half-yearly ; বি. ষাণ্মাষিক শ্রাদ্ধাদি ; প্রতি ছয় মাসে প্রকাশিত হয় এমন পত্রিকা।

ষেট—বি. ষষ্ঠীদেবী। **ষেটের কোলে**—(ষষ্ঠীদেবীর কোলে) ষষ্ঠীদেবীর প্রসন্নতায় ষেটের কোলে পাঁচটি সন্তানের মা)।

ষেটেরা—বি. শিশুর জন্মের ষষ্ঠ রাত্রিতে যেসব অনুষ্ঠান করা হয় (ষেটেরা পূজা)।

ষোড়শ (-শন্‌)—বি. ষোল, ১৬ ; শ্রাদ্ধে যে ষোড়শ-সংখ্যক দান করা হয়। **ষোড়শ**—ণ. ১৬ এই সংখ্যার পূরক (ষোড়শ বর্ষে পদার্পণ করিয়াছে)। **ষোড়শক, ষোড়শ দান**—শ্রাদ্ধে যে ষোল রকমের দান করা হয় (ভূমি, আসন, জল, বস্ত্র, ছত্র, পাদুকা, ধেনু, কাঞ্চন ইত্যাদি)। **ষোড়শ মাতৃকা**—গৌরী, পদ্মা, শচী, সাবিত্রী, মেধা, জয়া, বিজয়া, দেবসেনা, স্বধা, স্বাহা, শান্তি, পুষ্টি, ধৃতি, তুষ্টি, কুলদেবতা ও আত্মদেবতা—এই ষোল জন মাতৃকা। **ষোড়শাঙ্গ**—ষোলটি সুগন্ধি দ্রব্যে প্রস্তুত ধূপ-বিশেষ। **ষোড়শার্চিঃ, ষোড়-**

শাংশু—শুক্রগ্রহ। **ষোড়শাবর্ত**—শঙ্খ-বিশেষ। **ষোড়শী**—প.(স্ত্রী.) ষোল বৎসর-বয়স্কা; বি. পূর্ণযুবতী; দশ মহাবিদ্যার এক মহাবিদ্যা। **ষোড়শোপচার**—(মহাসমারোহপূর্ণ) পূজার জন্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য (আসন, স্বাগত, পাদ্য, অর্ঘ্য, আচমনীয়, মধুপর্ক, পুনরাচমনীয়, স্নান, বসন, আভরণ, গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য, চন্দন; শক্তিপূজায় উপচারের পার্থক্য আছে)।

ষোল—[সং. ষোড়শন্] ১৬ এই সংখ্যা। **ষোল আনা**—এক টাকা; প. পূর্ণাঙ্গ; সমস্ত (ফসল কি আর ষোল আনা পাওয়া যায়; ষোল-আনা দোষ তোমার)। **ষোলই**—বি. মাসের ষোল তারিখ। **ষোলকলা**—প. পূর্ণাবয়ব; বি. চন্দ্রের ষোল অংশ; সম্পূর্ণভাব (মনের সাধ ষোলকলায় পূর্ণ হলো)। [হয়]।

ষ্ট, স্ট—(ইংরেজী St. আজকাল 'স্ট' দিয়া লেখা

ষ্টকিং—[ইং. stocking] বি. মোজা।

ষ্টীম—[ইং. steam] বি. বাষ্প। **ষ্টীমার**—[ইং. steamer] ইষ্টিমার, বাষ্প-চালিত ছোট পোত।

ষ্টীম-রোলার—[ইং. steam-roller] বাষ্প-চালিত রোলার বা সমতল করিবার গোলাকার ভারী যন্ত্র। [ষ্টীল ট্রাঙ্ক]।

ষ্টীল—[ইং. steel] বি. ইস্পাত, পাকা লোহা

ষ্টেট—[ইং. state] বি. রাজ্য; [estate] জমিদারী বিষয়-সম্পত্তি (অনেক টাকার ষ্টেট রেখে গেছে)।

ষ্টেশন—[ইং. station] বি. রেলগাড়ী বা ষ্টীমার থামিবার স্থান। (গ্রাম্য—ইষ্টিসন)।

ষ্ট্যাম্প—[ইং. stamp] বি. ডাক-টিকিট; দলিল সম্পাদন করিবার সরকারী মোহরযুক্ত (গ্রাম্য—ইষ্টাম্প)।

ষ্ট্যাণ্ডার্ড—[ইং. standard] বি. আদর্শ; নির্ধারিত মান; প. মাপ সময় ইত্যাদি সম্পর্কে যাহা সরকার-কর্তৃক নির্ধারিত (ষ্ট্যাণ্ডার্ড টাইম—বিপ. লোকাল টাইম)।

ষ্ট্রীট—[ইং. street] বি. শহরের চওড়া রাস্তা।

ষ্ঠীবন—[ষ্ঠীব্+অনট্] বি. থুতু ফেলা, নিষ্ঠীবন।

স

স—দ্বাত্রিংশ ব্যঞ্জন বর্ণ; উচ্চারণ স্থান দন্তমূল, কিন্তু স-উচ্চারণ 'স্তব্ধ' 'ইতস্ততঃ' 'স্থির' প্রভৃতি শব্দের যুক্তবর্ণেই লক্ষ্য করা যায়, অন্যান্য ক্ষেত্রে স-এর উচ্চারণ শ-এর অনুরূপ; বিদেশী শব্দের s-ধ্বনি সাধারণতঃ স দিয়া ব্যক্ত করা হয়।

স-—সহিত, যুক্ত (সজল; সবিস্ময়ে; সস্ত্রীক); সমান, অভিন্ন (সোদর; সতীর্থ)।

সই—বি. সখী। **সই-সাঙাতি**—সখীদল।

সই—[আ. স'হীহ্'] (সহি দ্রঃ); বি. স্বাক্ষর, দস্তখত (নাম সই করা); প. খাঁটি, যথার্থ, পরিমাণ, ঠিক-ঠিক (মাপসই; পছন্দসই; কাঁটা-সই); [সাং] অব্য. পর্যন্ত, সমান (বুকসই জল)। **জলসই করা**—জল-সমান করা, জলে ডুবানো; প. ভাল, গ্রহণযোগ্য, স্বীকৃত (পঁচিশ টাকা দিতে পারবে না, তিনশ টাকা দেবে, বেশ, তাই সই—কথ্য ভাষায় ব্যবহৃত); ক্রি. সহ্য করি, সহিয়া থাকি।

সইস—[আ. সঈস] বি. অশ্বপালক ভৃত্য।

সওগাত,-দ—[ফা. সওগা'ত্] বি. উপহার। প. **সওগাতী**—উপহার বিষয়ক।

সওদা—[ফা. সওদা] বি. ব্যবসায়, transaction; ক্রয়; পণ্য; ক্রীত দ্রব্যসম্ভার। **সওদা করা**—প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র ক্রয় করা। **সওদাগর, সদাগর**—বি. ব্যবসায়ী, বণিক্। **সওদাগরি**—বি. ব্যবসা-বাণিজ্য। **সওদাগরী**—প. ব্যবসায়-সংক্রান্ত (সওদাগরী জাহাজ)। **সওদাপত্র**—বি. খরিদ-করা জিনিসপত্র।

সওয়া, সহা—ক্রি. সহ্য করা; ক্ষমা করা (এত দুঃখ সওয়া যায় না, ধর্মে সইবে না)। **সওয়ানো**—ক্রি. সহ্য করানো (ঠাণ্ডা জল সওয়ানো)।

সওয়া—প. এক ও একচতুর্থাংশ (এক লক্ষ পুত্র আর সওয়া লক্ষ নাতি)। **সওয়াইয়া**—বি. সোয়াইয়া, সওয়া গুণ-বিষয়ক-নামতা।

সওয়াব—[আ. স'বাব] বি. পুণ্যকর্ম (যাহার জন্য পরকালে পুরস্কার লাভ হইবে—এতিমের তত্ত্ব-

তালাফি করা বহত সওয়াবের কাজ)। (বিপ. গোনাহ্—পাপ)।

সওয়ার, শওয়ার—[ফা.]। বি. অশ্বারোহী ; ণ. আরূঢ় (উটের পিঠে সওয়ার হওয়া)। **ঘোড়-সওয়ার**—অশ্বারোহী। (সোয়ার দ্রঃ)। **সওয়ারি**—বি. বাহন, যান (সওয়ারির বন্দোবস্ত করা) ; তানপুরা সেতার প্রভৃতি যন্ত্রের তার যে অস্থি বা কাষ্ঠ-খণ্ডের উপরে চড়াইয়া টানিয়া কানে বাঁধা হয়। **জিন-সওয়ারি**—জিন দ্রঃ।

সওয়াল—[আ. সবাল] বি. প্রশ্ন, জিজ্ঞাসা; প্রার্থনা ('ভিক্ষুক সওয়াল করলে, যদি থাকে কিছু দাও)। (কথ্য—সোয়াল)। **সওয়াল-জবাব**—বি. প্রশ্ন ও উত্তর ; বিচারকের নিকট উকিলের বাদ-প্রতিবাদমূলক বক্তৃতা, argument.

সং, সঙ্, সঙ্গ—[সং. স্বাঙ্গ] বি. কৌতুককর কৃত্রিমবেশ-ধারী ব্যক্তি (সং সাজা, সং দেওয়া) ; রঙদার পোশাকপরা মানুষের মিছিল (জেলে-পাড়ার সং ; সং বেরিয়েছে)। **সং সাজানো**—সং-এর বেশ পরানো ; উপহাসাস্পদ করা।

সংকট, সঙ্কট—[সম্—কট্ (আবরণ করা) +অল্] ণ. সংকীর্ণ ; বি. কম চওড়া পথ (গিরি-সংকট) ; দুঃখ, ক্লেশ, বিপদ ; প্রাণ-সংশয়কর অবস্থা (উভয়-সঙ্কট) ; জনতা, ভিড়। (বাংলায় সংকট সাধারণতঃ বিশেষ্যরূপেই ব্যবহৃত হয়)। **সংকটত্রাণ**—বি. সংকটাপন্ন অবস্থায় (দুর্ভিক্ষ, বন্যা ইত্যাদিতে) যে বা যাহা ত্রাণ করে (সংকট-ত্রাণ-সমিতি)। **সংকটস্থল**—বি. বিপজ্জনক পরিস্থিতি ; সংকীর্ণ স্থলভাগ, যোজক।

সংকর, সঙ্কর—[সম্—কৃ+অল্] বি. মিশ্রণ ; বিরুদ্ধ পদার্থের সংমিশ্রণ ; বিভিন্ন জাতির মিশ্রণে জাত প্রাণী বা উদ্ভিদ্ hybrid ; বিভিন্ন জাতির স্ত্রী-পুরুষের মিলনে জাত ব্যক্তি বা জাতি ; (বর্ণসংকর) ; ধূলি, আবর্জনা। **সংকরধাতু**—মিশ্রধাতু, alloy। **সংকরাশ্ব**—খচ্চর। স্ত্রী. **সংকরী**—নবদূষিত (প্রথমদুষ্টরজস্কা) কন্যা। **সংকরীকরণ**—বি. একত্রীকরণ ; জাতি-ভ্রংশকরণ।

সংকর্ষণ, সঙ্কর্ষণ—[সম্—কৃষ্+অনট্] বি. কর্ষণ ; অনুশীলন ; আকর্ষণ ; বলরাম। ণ. **-র্ষিত**।

সংকলন, সঙ্কলন—[সম্—কল্ (সংগ্রহ করা) +অনট্] বি. সংগ্রহ ; একত্রকরণ ; সুসম্বদ্ধ সংগ্রহ, compilation (বেদ সংকলন ; অভি-ধান সংকলন) ; যোগ, ঠিক দেওয়া (বিপ. ব্যবকলন)। **সংকলক, সংকলয়িতা** (-তৃ)—ণ., বি. সংকলনকারী। ণ. **সংকলিত**।

সংকল্প, সঙ্কল্প—[সম্—কৢপ্+ঘঞ্] বি. মানস কর্ম, আমি ইহা করিব—এইরূপ মনন ; দৃঢ় ইচ্ছা, নিয়ৎ (সংকল্প করেছ যাহা সাধন করহ তাহা—হেমচন্দ্র। বিপ. বিকল্প) ; ধর্মানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হওয়ার পূর্বে কৃত অঙ্গীকার ; সভা ইত্যা-দিতে গৃহীত প্রস্তাব, resolution। **সঙ্কল্পিত**—ণ. অভীপ্সিত, পরিকল্পিত। **সঙ্কল্পজ, সংকল্পজন্মা (-ন্মন্), -যোনি**—বি. কন্দর্প। **সংকল্পবিকল্প**—যুগপৎ অভিলাস ও সংশয়, দোলায়িতচিত্ততা, দ্বিধা। **সংকল্প-সিদ্ধি**—মনোরথ পূরণ।

সংকাশ, সঙ্কাশ—[সম্—কাশ্+অ] ণ. সদৃশ, তুল্য (জবাকুসুমসংকাশ)।

সংকীর্ণ, সঙ্কীর্ণ—[সম্—কৄ+ক্ত] ণ. বিরুদ্ধ মিশ্রণের ফলে উৎপন্ন, দো-আঁশলা (সংকীর্ণ জাতি) ; মিশ্রিত (রাগ-রাগিণী) : অপ্রশস্ত, সঙ্কুচিত (গিরিমধ্যপথে সংকীর্ণ নদীটি—রবি) ; অনুদার (সংকীর্ণ-চিত্ত ; সংকীর্ণ-দৃষ্টি ; সংকীর্ণ সম্ভোগ) ; মদমত্ত (সংকীর্ণ হস্তী)। **সংকী-র্ণতা**—বি. অপ্রশস্ততা ; অনুদারতা ; মিশ্রিত ভাব। **সংকীর্ণাত্মা (-ত্মন্)**—ণ. সংকীর্ণ-চিত্ত, হীন, নীচ। **সংকীর্ণাবস্থা**—বি. অসচ্ছল অবস্থা। **সংকীর্ণীকরণ**—বি. সংকরীকরণ।

সংকীর্তন, সঙ্কীর্তন—[সম্+কীর্তন] বি. সম্যক্‌রূপে গুণাদি কথন ; গানের দ্বারা দেবতার গুণাদি বর্ণন ; বৈষ্ণবদের হরিনাম গান। ণ. **সংকীর্তিত**।

সংকুচিত, সঙ্কুচিত—[সম্—কুচ্ (কোঁকড়ানো) +ক্ত] ণ. কোঁচকানো ; গুটানো ; ছোট হইয়া গিয়াছে এমন ; জড়সড়, আড়ষ্ট ; নিমীলিত ; কুণ্ঠিত (অসঙ্কুচিত ভাবে ; বলিতে সঙ্কুচিত)।

সংকুল, সঙ্কুল—[সম্ (একসঙ্গে)—কুল্ (রাশি করা)+অ] ণ. সমাকীর্ণ, ব্যাপ্ত (শ্বাপদসংকুল ; তরঙ্গসংকুল) ; মিশ্রিত (ছয় ঋতু দেখিল সংকুল —কবিকঙ্কণ)। ণ. **সংকুলিত**।

সংকুলন, সংকুলান—বি. কুলাইয়া যাওয়া, পর্যাপ্তি (এই আয়ে, সংকুলান হয় না)। [বাং.]

সংকেত, সঙ্কেত—[সম্—কিৎ+অল্] বি.

ইঙ্গিত, ইশারা, অভিপ্রায়-জ্ঞাপক চিহ্ন (বংশী-সংকেত); প্রিয়-মিলনের গুপ্ত স্থান; শব্দের অর্থবোধক শক্তি, অভিধা; লক্ষণ; সন্ধান; নিয়ম (সাংকেতিক দ্রঃ); (ব্যাক.) সংক্ষিপ্ত সূত্র। **সংকেতক**—সংকেত-স্থান। **সংকেত-বাক্য**—ইঙ্গিতপূর্ণ বাক্য, watch-word। ণ. **সংকেতিত**—সংকেতযুক্ত; শব্দের সহজ ও মুখ্য অর্থ অনুযায়ী।

সংকোচ, সঙ্কোচ—[সম্—কুচ্+অল্] বি. জড়ভাব; কোঁচকানো বা গুটানো ভাব; সংক্ষিপ্তকরণ, অল্পীকরণ, contraction, মুদ্রণ (শৈত্য-হেতু সংকোচ); হ্রাস (ব্যয়সংকোচ); কুণ্ঠা, লজ্জা (গুরুজনের সামনে সংকোচ)। **সংকোচক**—ণ. যাহা সংকোচ ঘটায়। **সংকোচন**—বি. হ্রস্বীকরণ, compression; মুদ্রণ। **সংকোচ্যতা**—বি. সঙ্কুচিত হইবার গুণ, compressibility। **সংকোচহীন**—ণ. কুণ্ঠাহীন, প্রগল্‌ভ।

সংক্রম, সংক্রমণ, সংক্রাম—[সম্—ক্রম্ (গমন করা)+অল্, অনট্, ঘঞ্] বি. গমন, সঞ্চার; রোগাদির বিস্তার, infection; গ্রহগণের এক রাশি হইতে অন্য রাশিতে গমন; সেতু; উপায়; সিঁড়ি; পার্বত্য পথ। **সংক্রমিত, সংক্রামিত**—ণ. গমিত, প্রবিষ্ট, অন্যত্র সঞ্চারিত (পিতা হইতে পুত্রে সংক্রামিত)। [সম্—ক্রম্+ণিচ্+ক্ত]। **সংক্রান্ত**—ণ. গত, সঞ্চারিত; সম্বন্ধীয়, বিষয়ক (বিবাহ-সংক্রান্ত ব্যয়)। [সম্—ক্রম্+ক্ত]। বি. **সংক্রান্তি**—গ্রহগণের এক রাশি হইতে অন্য রাশিতে গমন; সঞ্চার; ব্যাপ্তি; প্রতিফলন; মাসের শেষ দিন (চৈত্র-সংক্রান্তি)। **সংক্রামক, সংক্রামী (-মিন্)**—ণ. যাহা সংক্রামিত হয়, infectious; সঞ্চারশীল (মন্দের মত ভালও সংক্রামক; সংক্রামক ব্যাধি)।

সংক্ষিপ্ত—[সম্—ক্ষিপ্+ক্ত] ণ. হ্রস্ব, ছোট (সংক্ষিপ্তসার); বি. **সংক্ষেপ, সংক্ষিপ্তি**—ছোট করা, কমানো; বাহুল্য-বর্জিত রূপ, চুম্বক (একটু যদি সংক্ষেপেতে সারো, অধিক ক্ষতি হবে না তার কারো—রবি)। **সংক্ষেপণ** বি. সংক্ষিপ্ত করা, কমানো। **সংক্ষেপতঃ**—অব্য. অল্পকথায় বলিতে গেলে। **সংক্ষেপিত**—ণ. কমানো বা ছোট করা হইয়াছে এমন।

সংক্ষুব্ধ—[সম্—ক্ষুভ্ (বিচলিত হওয়া)+ক্ত] আলোড়িত, অশান্ত (সংক্ষুব্ধ সমুদ্র; সংক্ষুব্ধ জনতা)। বি. **সংক্ষোভ**—ধৈর্যের অভাব, আলোড়ন, উত্তেজনা।

সংখ্য—[সং.] বি. সংগ্রাম, যুদ্ধ; গণয়িতা। **সংখ্যক**—ণ. (সমাসে উত্তরপদে) সেই সংখ্যা-যুক্ত (বহুসংখ্যক লোক)। **সংখ্যা**—বি. গণনা (সংখ্যা করা); রাশি (একক, দশক, শতক, সহস্র ইত্যাদি); বিচার (সাংখ্য দ্রঃ; সাংখ্যেতে কি হবে সংখ্যা আত্ম-নিরূপণ—ভারতচন্দ্র)। [সম্—খ্যা+অ+আপ্]। **সংখ্যাগরিষ্ঠ,-গুরু**—ণ. সংখ্যায় অধিক, majority। **সংখ্যাত**—ণ. গণনাকৃত; বিচারিত; বিখ্যাত। **সংখ্যাতিগ**—ণ. অসংখ্য। **সংখ্যাতীত**—ণ. যাহার সংখ্যা নাই, অগণিত। **সংখ্যান**—বি. গণনা করা। **সংখ্যাপন**—বি. নির্ধারণ, নিরূপণ। ণ. **সংখ্যাপিত**। **সংখ্যালঘিষ্ঠ,-লঘু, সংখ্যাল্প**—ণ. সংখ্যায় অল্প, minority। **সংখ্যেয়**—ণ. গণনীয়।

সংগঠন—[সং সংঘটন] বি. সম্যক্ গঠন, সুন্দর-ভাবে গড়িয়া তোলা, নির্মাণ; বিভিন্ন অঙ্গের সুসঙ্গতি সাধন (পল্লী সংগঠন—পল্লী-জীবনের সর্বাঙ্গীণ উৎকর্ষ সাধন)।

সংগত, সঙ্গত—[সম্—গম্+ক্ত] ণ. মিলিত (সংগম দ্রঃ); যুক্তিযুক্ত, ন্যায্য (সংগত কথাই বলেছে; যুক্তিসঙ্গত); (বাং.) বি. মেলন, বৈঠক (সাহিত্যিক সংগত); সংগীতের সঙ্গে বাজনায় অথবা বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্রের সুরের সংগতি (সেতারে বেহালায় আর বাঁশীতে চমৎকার সংগত হয়েছিল) শিখদের ধর্মস্থান। বি. **সংগতি, সঙ্গতি**—মিলন, সাহচর্য (সজ্জন-সংগতি); সম্বন্ধ, সামঞ্জস্য (কথার সঙ্গে কাজের সংগতি); সঙ্গ (প্রাচীন বাংলা); সংস্থান, সামর্থ্য, টাকা-পয়সা (সংগতি-হীন; সংগতিপন্ন)। **সংগম, সঙ্গম**—[সম্—গম্+অল্] একাধিক নদীর অথবা নদী ও সাগরের মিলন অথবা মিলনস্থান (ত্রিবেণী-সংগম; সাগর-সংগম; তীর্থযাত্রা করিয়াছে অমর-সংগমে—রবি); সহবাস, রমণ (স্ত্রী-সঙ্গম)।

সংগীত, সঙ্গীত—[সম্—গৈ+ক্ত] বি. গীত বাদ্য ও নৃত্য; গীত বা বাদ্য (রবীন্দ্রসঙ্গীত; যন্ত্র-সঙ্গীত)। **সংগীত-শাস্ত্র**—বি. গীতবাদ্য ও

নৃত্য-বিষয়ক সুসবদ্ধ গ্রন্থ (সাধারণতঃ সঙ্গীতশাস্ত্র বলিতে গীত ও বাদ্য-বিষয়ক বুঝায়)। **সংগীতি, সঙ্গীতি**—বি. আলাপ, কথোপকথন; বৌদ্ধ-ধর্মসভা।

সংগৃহীত—[সম্—গ্রহ্+ক্ত] ণ. সংকলিত, আহৃত, যাহা সংগ্রহ করা হইয়াছে (সংগৃহীত অন্নসম্ভার)।

সংগোপন—বি. গোপন, অগোচরে রাখা (সংগোপনে—গোপনে, অপরের অজ্ঞাতভাবে)। ণ. **সংগোপনীয়, সংগোপিত**—যাহা সযত্নে গোপন করা হইয়াছে, লুক্কায়িত।

সংগ্রহ—[সম্—গ্রহ্+অল্] বি. নানাস্থানে বিক্ষিপ্ত বস্তু একত্র করা, আহরণ, যোগাড়, সঞ্চয় (উপকরণ সংগ্রহ করা; অর্থসংগ্রহ); সংকলন, যে গ্রন্থে নানা রচনা একত্র করা হইয়াছে (কাব্য-সংগ্রহ; রচনা-সংগ্রহ)। **সংগ্রহণ**—বি. একত্রকরণ, আহরণ, সঞ্চয়, procurement। **সংগ্রহণী**—বি. গ্রহণীরোগ; সংগ্রহণ। **সংগ্রহীতা (-তৃ), সংগ্রাহক**—বি. সংগ্রহকারী। স্ত্রী. **সংগ্রহীত্রী**।

সংগ্রাম—[সং—গ্রাম্ (যুদ্ধ করা)+অল্—অথবা, সম্মিলিত গ্রামবাসী যাহাতে] বি. যুদ্ধ, সমর; দীর্ঘকালব্যাপী ধ্বস্তাধ্বস্তি বা যুদ্ধ (অন্যায়ের সঙ্গে ন্যায়ের সংগ্রাম; দেবাসুরে সংগ্রাম)। **সংগ্রাম-কেশরী (-রিন্)**—বি. সংগ্রামে সিংহ-সদৃশ। **সংগ্রাম-পটহ**—বি. রণবাদ্য, যুদ্ধের ঢাক।

সংঘ, সঙ্ঘ—[সম্—হন্+ঘঞ্] বি. সম্মেলন, দল, সমিতি, organization (নিখিলভারত কাটুনী-সঙ্ঘ; ছাত্রসঙ্ঘ; শিল্পীসঙ্ঘ); সমূহ (জনসঙ্ঘ); বৌদ্ধ-ভিক্ষু-সমাজ (সঙ্ঘং শরণং গচ্ছামি)। **সঙ্ঘচারী (-রিন্)**—বি. যাহারা দল বা ঝাঁক বাঁধিয়া থাকে; সংঙ্ঘ। **সঙ্ঘজীবী (-বিন্)**—বি. যে দৈহিক শ্রমের দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করে, মুটে, মজুর। **সঙ্ঘস্থবির**—বি. মঠের অধ্যক্ষ।

সংঘটন, সঙ্ঘটন—[সম্—ঘট্,ঘটি+অনট্] বি. ঘটন, হওয়া; মেলন, ঘটানো, যোজন। **সংঘটনা**—বি. ঘটনা; যোজনা। ণ. **সংঘটিত**।

সংঘট্ট, সঙ্ঘট্ট—[সম্—ঘট্ট্+অ] বি. সংঘর্ষ, ঘর্ষণ, সংঘাত; সমাবেশ, ভিড়। **সংঘট্টন**—বি. সংঘট্ট; মল্লদ্বয়ের পরস্পরকে আঘাত বা প্যাঁচ-কষাকষি; নির্মাণ। **সংঘট্টনা**—বি. নির্মিত, যোজনা। ণ. **সংঘট্টিত**—ঘৃষ্ট; পিষ্ট; নিপীড়িত; সংযোজিত, নির্মিত।

সংঘর্ষ, সঙ্ঘর্ষ, সংঘর্ষণ, সঙ্ঘর্ষণ—[সম্—ঘৃষ্+অল্ অনট্] বি. পরস্পরকে ঘর্ষণ বা আঘাত, ঠোকাঠুকি, conflict, collision, clash (দুই বিরুদ্ধ শক্তির সংঘর্ষ)।

সংঘাত, সঙ্ঘাত—[সম্—হন্+ঘঞ্] বি. তীব্র দ্বন্দ্ব, পরস্পরকে আঘাত ('স্বার্থে স্বার্থে বেধেছে সংঘাত'); সমূহ, সমষ্টি (তুষার-সংঘাত); সংহতি, নিবিড় সংযোগ (সংঘাত-কঠিন পর্বত)। **সংঘাতচারী** (-রিন্)—ণ. সংঘচারী, দল-বদ্ধভাবে বিচরণকারী। **সংঘাতবল**—বি. একাধিক বলের সংযোগে সৃষ্ট বল, resultant force। ণ. **সাংঘাতিক**। [+আরাম।

সংঘারাম, সঙ্ঘারাম—বি. বৌদ্ধমঠ। [সংঘ

সংছিন্ন—ণ. সম্যক্‌রূপে ছিন্ন (জ্ঞান-সংছিন্ন সংশয়)। বি. **সংছেদ**। [সম্—ছিদ্+ক্ত]।

সংজনন—বি. উৎপাদন। **সংজননা**—বি. উৎপাদনকর্ম; উৎপাদনের শক্তি। [সম্-জনি +অনট্]

সংজ্ঞক—ণ. নামযুক্ত(সমাসে উত্তরপদে)।

সংজ্ঞপন, সংজ্ঞপ্তি—বি. [সম্-জ্ঞা+ণিচ্+অনট্, ক্তি] বিজ্ঞাপন; বধ। ণ. **সংজ্ঞপিত**—বিজ্ঞাপিত; নিহত। বি.।

সংজ্ঞা—[সম্—জ্ঞা+অ+আপ্—যাহার দ্বারা সকল বস্তু জানা যায়] বি. নাম; চেতনা, জ্ঞান (সংজ্ঞাহীন); সংকেত; সূর্যপত্নী। **সংজ্ঞান**—বি. সম্যক্‌জ্ঞান চেতনা, awareness consciousness; সংকেত। **সংজ্ঞাপন**—বি. বিজ্ঞাপন, জানানো। **সংজ্ঞাবান্** (-বৎ)—ণ. চেতনাবান্; নামযুক্ত। **সংজ্ঞার্থ**—পারিভাষিক অর্থ, definition। **সংজ্ঞিত**—ণ. তন্নামযুক্ত, আখ্যাত।

সংনমন—[সম্—নম্+অনট্] বি. সম্যক্ নমন বা নত হওয়া; সঙ্কোচন, compression।

সংবৎ—[সম্—বস্+ক্বিপ্] বি. বৎসর গণনার রীতি-বিশেষ (প্রচলিত সংবৎ বিক্রমাদিত্যের দ্বারা প্রবর্তিত, এইরূপ প্রসিদ্ধি। খৃষ্টাব্দের সহিত ৫৭ যোগ করিলে সংবৎ অব্দ পাওয়া যায়)।

সংবৎসর—[সম্+বৎসর]। বি. সম্পূর্ণ বৎসর,

সারা বৎসর (সংবৎসর ক্ষেতের ফসলে চলে)। ণ. **সাংবৎসরিক**।

সংবরণ—[সম্—বৃ+অনট্] বি. বরণ; পতিত্বে বরণ; সংগোপন, নিরোধ, আচ্ছাদন; সংযত করণ, নিরোধ (ক্রোধ সংবরণ)। ণ. **সংবরণীয়, সংবৃত**। ক্রি. **সংবরা**।

সংবর্ত—[সম্—বৃৎ+ঘঞ্] বি. প্রভূত বর্ষণকারী মেঘ-বিশেষ, প্রলয়মেঘ; প্রলয়। **সংবর্তক**—বি. বাড়বানল; বলরামের লাঙ্গল; বলরাম। **সংবর্তম -বর্তক**—প্রলয়কালীন মেঘ।

সংবর্ধক—[সম্—বৃধ্+ণক] ণ. বৃদ্ধিকারক; সম্মান-জ্ঞাপনকারী। **সংবর্ধন, সংবর্ধনা**—বি. পোষণ, বৃদ্ধি, লালন (ধর্ম সংবর্ধন); সম্মাননা। ণ. **সংবর্ধিত**—যাহাকে বড় করা হইয়াছে, লালিত; সম্মানিত।

সংবলিত, সম্বলিত—[সম্—বল্ (বেষ্টন করা) +ক্ত] ণ. যুক্ত, সহিত, মিশ্রিত (টীকা সংবলিত মূল পাঠ)।

সংবহ—[সম্—বহ্+অ] বি. যে বায়ু আকাশে মেঘ বহন করে; শরীরস্থ পঞ্চ বায়ুর অন্যতম। **সংবহন**—নিরন্তর প্রবাহিত হইয়া ফিরিয়া আসা, পরিচলন, circulation (রক্তের—)।

সংবাদ—[সম্—বদ্+ঘঞ্] বি. সমাচার, খবর, বৃত্তান্ত, বার্তা; পরস্পর কথাবার্তা (সখী-সংবাদ)। **সংবাদপত্র**—খবরের কাগজ। ণ. **সংবাদী** (দিন্)—ণ. সাদৃশ্যযুক্ত, তুল্য। **সংবাদী স্বর**—কোন রাগ বা রাগিণীর প্রধান সুরের পরিপোষক সুর। (বিপ. বিবাদী, বিসংবাদী)।

সংবাহন, সংবাহ—[সম্—বহ্+ণিচ্+অনট্ ঘঞ্] বি. ভারাদি বহন; অঙ্গমর্দন। **সংবাহক**—বি. অঙ্গমর্দক; ভারবাহক। স্ত্রী. **সংবাহিকা**। ণ. **সংবাহিত**।

সংবিগ্ন—[সম্—বিজ্+ক্ত] ণ. উদ্বিগ্ন।

সংবিৎ (-দ্)—[সম্—বিদ্+ক্বিপ্] বি. জ্ঞান, চেতনা, বুদ্ধি, consciousness (সংবিৎ হারানো—বাংলায় সম্বিৎ বেশী ব্যবহৃত হয়); সংকেত; সিদ্ধি, ভাঙ; প্রতিজ্ঞা। **সংবিত্তি**—বি. চেতনা, জ্ঞান; বোধ; পূর্বস্মৃতি। **সংবিৎপত্র**—বি. প্রজাগণ রাজাকে যে প্রতিজ্ঞাপত্র দিত, অথবা প্রজাগণ রাজার সঙ্গে বিরোধে নিজেদের মধ্যে যে প্রতিজ্ঞাপত্র সম্পাদন করিত। **সংবিৎশক্তি**—চেতনাশক্তি, চৈতন্যরূপিণী শক্তি। **সংবিদ্-ব্যতিক্রম**—বি. প্রতিজ্ঞাভঙ্গ, breach of contract. **সংবিদা**—বি. সংবিৎ, চুক্তি, contract; ভাঙ। ণ. **সংবিদিত**—পরিজ্ঞাত; প্রতিজ্ঞাত; অঙ্গীকৃত।

সংবিধা—[সম্+বি—ধা+অ+আপ্] বি. রচনা; সজ্জা; উপচার। **সংবিধান**—রচনা; সম্পাদন; বিহিত ব্যবস্থা; সেবাসামগ্রী; দেশের শাসন-সংক্রান্ত বিধানাবলী, constitution। **সংবিধাতা** (-তৃ)—ঈশ্বর; সম্পাদয়িতা; বিহিত ব্যবস্থাকারী। ণ. **সংবিহিত, সংবিধেয়**।

সংবিভক্ত—[সং+বি—ভজ্+ক্ত] ণ. সম্যক্‌রূপে বিভক্ত, অংশিত। বি. **সংবিভাগ**—পৃথক্করণ, ভাগাভাগি।

সংবিষ্ট—[সম্—বিশ্+ক্ত] ণ. শয়িত, নিদ্রিত; নিবিষ্ট; সম্মোহিত, hypnotised। বি. সংবেশ।

সংবীক্ষণ—[সম্—বীক্ষ্+অনট্] বি. উত্তমরূপে দর্শন। ণ **সংবীক্ষিত**।

সংবৃত—[সম্—বৃ (আচ্ছাদন করা)+ক্ত] ণ. আচ্ছাদিত, আবৃত, গোপিত (সংবৃত মন্ত্র, সংবৃত স্বর); সংকুচিত; পরিবেষ্টিত। বি. **সংবৃতি, সংবরণ**।

সংবৃত্ত—[সম্—বৃৎ+ক্ত] ণ. নিষ্পন্ন; জাত; যাহা ঘটিয়াছে। বি. **সংবৃত্তি**—নিষ্পত্তি, সিদ্ধি; সংঘটন; ব্যাপার।

সংবৃদ্ধ—[সম্—বৃধ্+ক্ত] ণ. সুপরিণত, বর্ধিত। বি. **সংবৃদ্ধি**।

সংবেগ—[সম্—বিজ্+ঘঞ্] বি. ভয়; ভয়জনিত ত্বরা; মহাবেগ (বাত্যা-সংবেগ)। ণ. **সংবিগ্ন**।

সংবেদ—[সম্—বিদ্+ঘঞ্] বি. অনুভব, জ্ঞান, বোধ, sensation; অভিজ্ঞতা। **সংবেদন**—বি. অনুভব; নিবেদন, জ্ঞাপন। **সংবেদনশীল**—ণ. অনুভূতিপরায়ণ, sensitive। ণ. **সংবেদ্য**—জ্ঞেয়, অনুভবযোগ্য; জ্ঞাপনীয়।

সংবেশ, সংবেশন—[সম্—বিশ্+ঘঞ্, অনট্] বি. নিদ্রা; শয়ন; আসন; সুরত; সম্মোহন, hypnotism। **সংবেশক**—ণ. সম্মোহনকারী, hypnotist।

সংবেষ্ট—(যাহা দ্বারা বেষ্টন করা যায়) বি. বস্ত্র, আচ্ছাদন। [সম্—বেষ্ট্+অ]। **সংবেষ্টন**—বি. বেষ্টিত করা, পরিবেষ্টন।

সংমিশ্রণ, সম্মিশ্রণ—[সম্+মিশ্রণ] বি. সম্পূর্ণরূপে মিশ্রণ। ণ. **সংমিশ্রিত, সম্মিশ্রিত**।

সংমূঢ়, সম্মূঢ়—[সম্—মুহ্+ক্ত] ণ. সম্পূর্ণ মূঢ়, দিশাহারা, বিহ্বল।

সংযত—[সম্—যম্ (নিবৃত্ত করা)+ক্ত] ণ. নিয়মিত, নিয়ন্ত্রিত, শাসিত (সংযতেন্দ্রিয়); শান্ত, নিবৃত্ত; পরিমিত, কৃতসংযম, বাহুল্য বা আড়ম্বরবর্জিত (সংযত বেশভূষা)। **সংযতবাক্**—ণ. স্বল্পভাষী; মৌনী। **সংযতচিত্ত**—ণ. মন যাহার বশীভূত। **সংযতাত্মা** (-ত্মন্)—ণ. আত্মসংযম-সম্পন্ন।

সংযম—[সম্—যম্+অল্] বি. ইন্দ্রিয় শাসন বা নিয়ন্ত্রণ (আত্মসংযম; বাক্‌সংযম); নিরোধ, দমন; ব্রত, নিয়ম; ব্রতাদির পূর্বদিনে পালনীয় আচার-বিশেষ। **সংযমন**—বি. নিয়ন্ত্রণ, শাসন, বন্ধন (দুর্বৃত্ত সংযমন; কেশ সংযমন)। স্ত্রী. **সংযমনী**—যমপুরী। ণ. **সংযমিত**—নিয়মিত, দমিত, নিরুদ্ধ। ণ. **সংযমী** (-মিন্)—জিতেন্দ্রিয়, যোগী; সংযমে অভ্যস্ত, নিয়মবান্। স্ত্রী. **সংযমিনী**—বি. যমপুরী; যোগিনী; ণ. সংযতচরিত্রা।

সংযাত—[সম্—যা+ক্ত] ণ. মিলিতভাবে গত; সহযাত্রী। **সংযাত্রা**—সমুদ্রযাত্রা। **সংযান**—বি. ছাঁচ, mould; সহযাত্রা; শব শ্মশানে বা গোরস্থানে লইয়া যাওয়া।

সংযুক্ত—[সম্—যুজ্+ক্ত] ণ. যুক্ত, সংলগ্ন, মিলিত। **সংযুত**—[সম্—যু+ক্ত] ণ. সংযুক্ত, সমন্বিত, মিশ্রিত।

সংযোগ—[সম্—যুজ্+ঘঞ্] বি. সম্যক্ যোগ; সম্মিলন, মিলন; মিশ্রণ; সম্পর্ক (শুভ সংযোগ; গৃহে অগ্নি-সংযোগ; গ্রহের সংযোগ)। ণ. **সংযোগিত**—সংযোগ-বিশিষ্ট, সংযুক্ত। **সংযোগ-বিয়োগ**—বি. মিলন ও বিচ্ছেদ; জমাখরচ। **সংযোগী** (-গিন্)—ণ. সংযোগবিশিষ্ট; প্রিয়ার সহিত মিলিত (বিপ. বিরহী)।

সংযোজক—[সম্—যুজ্+ণক] ণ., বি. যে বা যাহা সংযোগ ঘটায়, সংশ্লেষক। **সংযোজন**—বি. মিলন ঘটানো, মিশ্রণ, synthesis (বিপ. বিয়োজন)। **সংযোজনা**—বি. সংযোজন, জোগাড়। ণ. **সংযোজিত**। **সংযোজিক**—ণ., বি. যাহা সংযোজন ঘটায়, synthetic।

সংরক্ষক—[সম্—রক্ষ্+ণক] ণ. সংরক্ষণকারী, পালক। **সংরক্ষণ, সংরক্ষা**—বি. সযত্নে রক্ষণ, preservation; পালন; আলাদা করিয়া রাখা, reservation (সংখ্যালঘুদের জন্য আসন-সংরক্ষণ)। **সংরক্ষণনীতি**—বি. বৈদেশিক প্রতিযোগিতা হইতে দেশের শিল্পাদি রক্ষা করিবার শাসননীতি, protection। **ধর্মসংরক্ষণ**—বি. ধর্মাচার অবিকৃত রাখা, ধর্মপালন। ণ **সংরক্ষণীয়, সংরক্ষিত**। **সংরক্ষিত অরণ্য, -আসন**—বিশেষ উদ্দেশ্যে রক্ষিত বা পৃথক্কৃত বন বা আইনসভার সভ্যপদ, reserved forest, seat. **সংরক্ষী** (-ক্ষিন্)—রক্ষক, পালক।

সংরচন—[সম্—রচ্+অনট্] বি. প্রকৃষ্ট রচনা।

সংরব্ধ—[সম্—রভ্ (শব্দ করা)+ক্ত] ণ. ক্রুদ্ধ; উত্তেজিত; উৎসাহিত; ক্ষুব্ধ, আলোড়িত। বি. **সংরম্ভ**—ক্রোধ; গর্ব, জাঁক; বেগ; উৎসাহ; আড়ম্বর। ণ. **সংরম্ভী** (-ম্ভিন্)—ক্রোধী; ক্ষুব্ধ; গর্বিত; উৎসাহী।

সংরুদ্ধ—[সম্—রুধ্+ক্ত] ণ. সম্যক্‌রূপে রুদ্ধ। বি. **সংরোধ**।

সংলক্ষিত—[সম্—লক্ষ্+ক্ত] ণ. বিশেষভাবে [দৃষ্ট।

সংলগ্ন—[সম্—লগ্ (লাগিয়া থাকা)+ক্ত] ণ. সংযুক্ত, সংসক্ত; লাগাও (বাস্তুসংলগ্ন শস্যক্ষেত্র)।

সংলাপ—[সম্—লপ্ (বলা)+ঘঞ্] বি. কথাবার্তা, পরস্পরের সঙ্গে আলাপ; নাটকের পাত্রপাত্রীদের কথোপকথন, dialogue।

সংলিপ্ত—[সম্—লিপ্+ক্ত] ণ. সংলগ্ন, জড়িত।

সংশপ্তক—[সম্যক্ বা সত্য শপথ যাহাদের—বহুব্রী] বি. মহাভারতে বর্ণিত অমিতবিক্রম সেনাদল-বিশেষ—'আমরা এই স্থানেই থাকিয়া যুদ্ধ করিব', ইহাই ছিল ইহাদের প্রতিজ্ঞা; নারায়ণী-সেনাবিশেষ।

সংশয়—[সম্—শী (সন্দেহ করা)+অচ্] বি. সন্দেহ, দ্বিধা, অনিশ্চয়, uncertainty (**জীবন সংশয়**—বি. বাঁচিবে কিনা, সেই সম্বন্ধে অনিশ্চয়তা)। **সংশয়চ্ছেদ**—বি. সন্দেহ দূর করা। **সংশয়াকুল**—ণ. সন্দেহহেতু অস্বস্তিপূর্ণ। **সংশয়াত্মক**—ণ. অনিশ্চিত। **সংশয়াত্মা** (-ত্মন্), **সংশয়ান, সংশয়ালু, সংশয়িতা** (-তৃ)—ণ. সন্দিগ্ধচিত্ত। **সংশয়িত**—ণ. সন্দেহযুক্ত (**সংশয়িত-জীবিত**—ণ. যাহার জীবন-সংশয় উপস্থিত)। **সংশয়ী** (-য়িন্)—ণ. অনিশ্চিত মন যাহার, দ্বিধাগ্রস্ত।

সংশিত—[সম্—শো (নাশ করা, নির্দয় করা) + ক্ত] ণ. 'সম্যক্ শাণিত', সম্যক্‌রূপে সম্পাদিত ; স্থিরীকৃত ; নির্ধারিত, সুনিশ্চিত। **সংশিতব্রত**—ণ. ব্রতনিয়মাদি যথানিয়মে পালনকারী। **সংশিতাত্মা** (-ত্মন্)—ণ. সুনিশ্চিত-চিত্ত।

সংশুদ্ধ—[সম্—শুধ্ + ক্ত] ণ. পরিশুদ্ধ, পরিমার্জিত, পবিত্রীকৃত, নির্মল। **সংশুদ্ধি, সংশোধন**—বি. সম্যক্‌শোধন ; পরিষ্করণ ; দেহমার্জন ; পবিত্রীকরণ ; ভ্রম ত্রুটি অন্যায় ইত্যাদি নিরসন (চরিত্রসংশোধন ; জল সংশুদ্ধি) ; ঋণ শোধন। **সংশোধক**—ণ. যে সংশোধন করে। **সংশোধিত**—ণ. পরিশোধিত ; যাহার ভুলগুলি ঠিক করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

সংশ্রয়—[সম্—শ্রি + অচ্] বি. আশ্রয় ; শত্রু-নিপীড়িত রাজার অন্য প্রবলতর রাজার আশ্রয় গ্রহণ। **সংশ্রয়ণ**—বি. আলম্বন। **সংশ্রয়িতব্য**—ণ. আশ্রয়যোগ্য। **সংশ্রয়ী** (-য়িন্)—ণ. আশ্রয়কারী, অবলম্বী। **সংশ্রিত**—ণ. আশ্রিত ; অন্বিত, বিষয়ক।

সংশ্লিষ্ট—[সম্—শ্লিষ্ (আলিঙ্গন করা) + ক্ত] ণ. আলিঙ্গিত ; মিলিত, সংযুক্ত (বিপ. বিশ্লিষ্ট) ; সম্পর্কিত, সম্বন্ধীয়। বি. **সংশ্লেষ**—আলিঙ্গন ; সংযোগ, সম্পর্ক। **সংশ্লেষণ**—বি. সংযোগ সাধন, synthesis। (বিপ. বিশ্লেষণ)।

সংসক্ত—[সম্—সন্‌জ্ (আসক্ত হওয়া) + ক্ত] ণ. সংলগ্ন, সম্পৃক্ত, মিলিত, আসক্ত (ভোগসংসক্ত)। বি. **সংসক্তি**—দৃঢ় সংযোগ, cohesion ; আসক্তি।

সংসৎ (-সদ্)—[সম্—সদ্ + ক্বিপ্] বি. সভা, পরিষৎ, সমাজ (সাহিত্য-সংসদ্ ; ছাত্র-সংসদ্) ; ভারতের কেন্দ্রীয় বিধান-সভা (Parliament)।

সংসর্গ—[সম্—সৃজ্ + অল্] বি. সম্পর্ক, সঙ্গ ; সহবাস, সঙ্গম (স্ত্রী-সংসর্গ)। **সংসর্গজ**—ণ. সংসর্গ হইতে জাত। **সংসর্গ-দোষ**—বি. সঙ্গদোষ। **সংসর্গী** (-র্গিন্)—সংসর্গকারী ; সংসর্গ রক্ষাকারী। বি. **সংসৃষ্টি**।

সংসর্প—[সম্—সৃপ্ (গমন করা) + অল্] বি. সম্যক্ প্রকারে গমন ; সর্পাদির ন্যায় গতি ; বিস্তার লাভ। **সংসর্পী** (-র্পিন্)—ণ. বিসৃত, প্রসারিত।

সংসার—[সম্—সৃ + ঘঞ্] বি. মর্ত্যলোক, জগৎ ; দৃশ্যমান জগৎ ; জাগতিক জীবন ('সংসারে মন দিয়েছিনু') মায়াময় জীবন ; স্ত্রীপুত্রাদি পরিজন (সংসার বন্ধন) ; পারিবারিক অবস্থা (অভাবের সংসার) ; গার্হস্থ্য-জীবন ; (বাং) পত্নী ; বিবাহ (তিন সংসার)। **সংসার-গুরু**—বি. জগতের গুরু, পরমেশ্বর। **সংসার-চক্র**—বি. পার্থিব জীবনের ঘটনা-চক্র, সংসারে জন্ম ও মৃত্যুর চক্র। **সংসার-জ্ঞান**—বি জটিল ও কুটিল জাগতিক ব্যাপার সম্পর্কে অভিজ্ঞতা। **সংসার ত্যাগ**—বি. সাংসারিক জীবনের সহিত সম্বন্ধ ত্যাগ, সন্ন্যাস গ্রহণ। **সংসার-ধর্ম**—গার্হস্থ্য-জীবন, স্ত্রীপুত্রাদি লইয়া বসবাস। **সংসার পাতা**—বিবাহ করা। **সংসার-বন্ধন**—বি. মায়াময় জীবনের বন্ধন, স্ত্রী পুত্রাদির বন্ধন। **সংসার-মরু,-কান্তার**—বি. দুঃখময় সংসার-জীবন। **সংসার-মার্গ**—বি. সংসারের পথ ; (সংসারে আগমনের পথ) যোনি। **সংসার-যাত্রা**—জীবনযাত্রা। **সংসার-লীলা**—মনুষ্যজন্ম ; দুনিয়ার খেলা। **সংসার-সাগর**—বি. মায়ামোহময় দুস্তর ভবজীবন। **সংসার-স্রোত**—বি. সংসার-জীবনের অভ্যস্ত ধারা। **সংসারাশ্রম**—গৃহী অবস্থা, বিবাহিত জীবন। **সংসারাসক্ত**—ণ. বিষয়-বাসনায় মগ্ন পারমার্থিক চেতনাহীন। **সংসারী** (-রিন্)—বি. গৃহস্থ ; ণ. সাংসারিক ব্যাপারে অভিজ্ঞ। **ঘোর সংসারী**—পারিবারিক স্বার্থ ও শ্রীবৃদ্ধি যাহার চিন্তার মুখ্য বিষয়, অতিশয় বিষয়াসক্ত।

সংসিদ্ধ—[সম্—সিধ্ + ক্ত] ণ. সম্যক্ সিদ্ধ, সুনিষ্পন্ন ; স্বভাবসিদ্ধ, কুশল ; উত্তমরূপে সিদ্ধ, boiled। বি. **সংসিদ্ধি**।

সংসূচন—[সম্—সূচ্ + অনট্] বি. ব্যক্ত করা, প্রকট করা। ণ. **সংসূচিত**।

সংসৃতি—[সম্—সৃ + ক্তি] বি. সংসার ; সংসারে নানারূপে প্রবেশ অর্থাৎ জন্মগ্রহণ (সংসৃতিচক্র) ; প্রবাহ, স্রোত।

সংসৃষ্ট—[সম্-সৃজ্ + ক্ত] ণ. সংসর্গযুক্ত, সম্বন্ধবিশিষ্ট ; সংমিশ্রিত ; সংযোজিত (বিষ-সংসৃষ্ট পানীয় ; পাপ-সংসৃষ্ট কর্ম ; দুর্জন-সংসৃষ্ট ব্যাপার); সংসর্গরক্ষাকারী, যে পুত্র পৃথক্ হইয়াও পিতার সহিত মিলিয়া মিশিয়া সংসার করে, সংসর্গী। বি. **সংসৃষ্টি**—সংসর্গ, একত্র অবস্থিতি, সংযোগ, সম্বন্ধ, সহবাস ; কাব্যালঙ্কারবিশেষ (বিভিন্ন অলঙ্কারের সমাবেশ)।

সংস্করণ—[সম্—কৃ+অনট্] বি. সংস্কার বা সংশোধনের কাজ, মার্জনা, উৎকর্ষ সাধন (ধর্ম সংস্করণ); শবদাহ; পুস্তকের মুদ্রণ (প্রথম সংস্করণ গীতাঞ্জলি); সংশোধিত বা বিশেষ প্রয়োজন-সাধক মুদ্রণ (সুলভ সংস্করণ; রাজ-সংস্করণ; পঞ্চম সংস্করণের পাঠ)। **সংস্কর্তা** (-র্তৃ)—ণ. যে সংস্কার করে (সংস্কার দ্রঃ); বি. পাচক। **সংস্কার**—[সম্—কৃ+ঘঞ্] বি. মার্জন; দোষ দূর করা, শোধন; ব্যাকরণ-সংক্রান্ত শুদ্ধি; মেরামত (জীর্ণ-সংস্কার; দুর্গ সংস্কার); উৎকর্ষ সাধন (সমাজ সংস্কার); মন্ত্রাদির দ্বারা শোধন; পারিপাট্য সাধন, প্রসাধন (কেশ সংস্কার; অঙ্গ সংস্কার); ব্যাকরণাদি-বিষয়ক জ্ঞান (সংস্কার-সম্পন্ন); পচন, রন্ধন (সংস্কর্তা); অস্ত্রাদি শাণিতকরণ; শাস্ত্রীয় অনুষ্ঠান (গর্ভাধান পুংসবন সীমন্তোন্নয়ন জাতকর্ম নামকরণ নিষ্ক্রামণ অন্নপ্রাশন চূড়াকরণ উপনয়ন বিবাহ—এই দশটি); পূর্বজন্মের প্রভাব-জনিত মনোবৃত্তি, intuition, instinct; ধারণা, বিশ্বাস (বদ্ধমূল সংস্কার; কুসংস্কার) প্রবৃত্তি, ঝোঁক (সংস্কারবশে)। **সংস্কারক**—ণ. শোধনকারী, উৎকর্ষ-সাধক, reformer; পাচক। **সংস্কারজ**—ণ. সংস্কার হইতে জাত, বদ্ধমূল ধারণা-প্রসূত। **সংস্কার-বর্জিত,-রহিত,-হীন**—ণ. যাহার উপনয়নাদি সংস্কার হয় নাই, ব্রাত্য; (বাং.) বদ্ধমূল ধারণা বা কুসংস্কার ইত্যাদি-বর্জিত (সংস্কার-বর্জিত মন নিয়ে বিচার কর)। **সংস্কৃত**—ণ. মার্জিত, সংশোধিত, পবিত্রীকৃত; উৎকর্ষ-সাধিত; অলঙ্কৃত; বি. প্রাকৃতের সংস্রবমুক্ত বিশুদ্ধ ভাষা-বিশেষ, দেবভাষা। বি. **সংস্কৃতি**—সংস্কার, বিশুদ্ধীকরণ; চর্চা করিয়া বা সভ্যতার ফলে লব্ধ উৎকর্ষ, কৃষ্টি, চিত্তপ্রকর্ষ, culture। **সংস্ক্রিয়া**—[সম্—কৃ+অ+আপ্] বি. সংস্কার-কর্ম, মার্জন, পরিষ্করণ; শবদাহ।

সংস্তব্ধ—[সম্—স্তন্ভ্+ক্ত] ণ. সম্যক্‌রূপে স্তব্ধ বা স্তম্ভিত, জড়ীভূত। বি. **সংস্তম্ভ**—জড়ভাব, নিষ্ক্রিয় ভাব; নিরোধ। **সংস্তম্ভন**—বি. সংস্তম্ভিত বা জড়ীভূত করা; স্তম্ভন, নিবারণ, নিরোধ, থামানো। **সংস্তম্ভয়িতা** (-তৃ) —ণ. স্তম্ভনকারক, নিবারয়িতা। ণ. **সংস্তম্ভিত**—যাহা থামাইয়া দেওয়া হইয়াছে, নিবারিত।

সংস্তীর্ণ—[সম্—স্তৃ+ক্ত] ণ. বিছানো, আচ্ছাদিত (পুষ্পসংস্তীর্ণ তরুতল)।

সংস্থ—[সম্—স্থা+অ] ণ. অবস্থিত (দূরসংস্থ); একত্রস্থিত। **সংস্থা**—বি. স্থিতি; স্থারপথে স্থিতি; সন্নিবেশ; ব্যবস্থা; আয়; সমাপ্তি; সমাজ, সমিতি; প্রতিষ্ঠান, institution, organization. **সংস্থান**—বি. বিন্যাস, সম্যক্ সন্নিবেশ (অবয়ব সংস্থান); আকৃতি, গঠন-বৈশিষ্ট্য; সঞ্চয় (বেশ দুপয়সার সংস্থান আছে); যোগাড়, ব্যবস্থা (অন্নের সংস্থান)। ণ. **সংস্থিত**।

সংস্থাপক—[সম্—স্থাপি+ণক] ণ. ব্যবস্থাপক, প্রতিষ্ঠাতা (ধর্ম-সংস্থাপক)। **সংস্থাপন**—বি. স্থিরীকরণ; প্রতিষ্ঠাপন। ণ. **সংস্থাপিত**। **সংস্থাপয়িতা** (-তৃ)—ণ. সংস্থাপক। স্ত্রী. **সংস্থাপয়িত্রী**।

সংস্থিত—[সম্—স্থা + ক্ত] ণ. সম্যক্ স্থিত, অবস্থিত; সন্নিবিষ্ট। বি. **সংস্থিতি**—সম্যক্ স্থিতি; একত্র অবস্থান; সংস্থান।

সংস্পর্শ—[সম্—স্পৃশ্+অল্] বি. সম্যক্ স্পর্শ; সঙ্গ, সম্পর্ক, সংস্রব (ইয়োরোপীয়দের সংস্পর্শে আসিয়া তাহার ভাবান্তর ঘটে)। ণ **সংস্পৃষ্ট**—সম্যক্ স্পৃষ্ট; প্রভাবিত (উৎকণ্ঠা-সংস্পৃষ্ট হৃদয়)।

সংস্মরণ—[সম্—স্মৃ+অনট্] বি. সম্যক্ স্মরণ; পূর্ব-সংস্কার-হেতু মনে পড়া। **সংস্মৃতি**—বি. সংস্মরণ, স্মৃতি।

সংস্রব—[সম্—স্রু (মিলিত হওয়া)+অল্] বি. সম্পর্ক, সম্বন্ধ, যোগ, সংস্পর্শ (সে বিষয়ের সঙ্গে এর কোন সংস্রব নাই; নেতাদের সংস্রবে থেকে দেশের অবস্থা কিছু বুঝেছি)।

সংহত—[সম্—হন্+ক্ত] ণ. দৃঢ়; সংঘবদ্ধ; মিলিত, একত্রীভূত; ঘনীভূত, জমাট (গ্যেটে যেন বিরাট রেনেসাঁসের সংহত ব্যক্তিরূপ)। বি. **সংহতি**—মিলন, সংযোগ; সংঘ; দৃঢ় সংযোগ (সংহতি সাধন; স্বামীর জীবনে জীয়ে মরণে সংহতি—কৃত্তিবাস)। **সংহতিবাদ**—বি. সঙ্ঘবদ্ধ কর্মসাধন-মতবাদ, collectivism।

সংহনন—[সম্—হন্+অনট্] বি. সম্যক্ আঘাত; জমাট হইয়া শক্ত হওয়া। ণ. **সংহত**।

সংহরণ—[সম্—হৃ+অনট্] বি. সংহার, বধ; সংগ্রহ, সংক্ষেপ (শর-সংহরণ—বাণ ফিরাইয়া লওয়া)। **সংহর্তা** (-র্তৃ)—ণ. সংহার-কর্তা। **সংহার**—[সম্—হৃ+ঘঞ্] বি. বিনাশ, ধ্বংস,

প্রলয় (সৃষ্টিসংহার) ; সংক্ষেপ, সঙ্কোচন, গুটানো (বেণী-সংহার—বেণীবন্ধন) ; সংগ্রহ, সঞ্চয়, একত্র করা (ধন-সংহার—ধন-সঞ্চয়) । **সংহারক**—ণ. সংহার-কারী ; সংগ্রাহক । ক্রি. **সংহারা** ।

সংহর্ষ—[সম্—হৃষ্ + অপ্] বি. আমোদ-প্রমোদ ; রোমাঞ্চ । **সংহর্ষণ**—ণ. আনন্দ-জনক ; রোমাঞ্চকর ; বি. খুব আনন্দ দান ।

সংহিত—[সম্—ধা + ক্ত] ণ. সংগৃহীত ; একত্রী-কৃত ; একত্রীভূত । **সংহিতা**—(যাহাতে বিষয়-সমূহ একত্র করা হইয়াছে) ধর্মশাস্ত্র, স্মৃতি-গ্রন্থ, code (মনুসংহিতা, যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতা) ; কর্মকাণ্ড-প্রতিপাদক বেদের শাখা-বিশেষ (ঋগ্বেদ-সংহিতা) ।

সংহৃত—[সম্—হৃ + ক্ত] ণ. সংগৃহীত, সঞ্চিত ; প্রত্যাহৃত ; সঙ্কুচিত, সংক্ষিপ্ত ; বিনাশিত । বি. **সংহৃতি** ।

সংহৃষ্ট—[সম্—হৃষ্ + ক্ত] ণ. অতিশয় পুলকিত ।

সঁপা—ক্রি. সমর্পণ করা, নিঃস্বত্ব হইয়া দিয়া দেওয়া (নমস্কার করি কবি শুধাইলা সঁপিয়া আসন—রবি ; ডাইনীর হাতে ছেলে সঁপা) ।

সকড়ি—[সং সংস্কার, সঙ্কর—মিশ্রণ, আবর্জনা] বি. জল দিয়া রাঁধা খাদ্য বা তাহার ছোঁয়া-লাগা জিনিস (সকড়ি বাঁচিয়ে চলা) ; ণ. ঐরূপে প্রস্তুত বা তৎস্পৃষ্ট(সকড়ি হওয়া) । **সকড়ি হাত**—এইরূপ অন্নাদির স্পর্শফলে এঁটো হাত (ঠাকুরের প্রসাদ সকড়ি হয় না) । [সঙ্কুল । [সং]

সকণ্টক—ণ. কণ্টকযুক্ত ; রোমাঞ্চিত ; বিঘ্ন-

সকম্প—ণ. কম্পিত, কম্পান্বিত । [সং.]

সকরুণ—ণ. করুণাপূর্ণ, সদয় (সকরুণ দৃষ্টি) ; (বাং) অতি করুণ (সকরুণ বেণু বাজায়ে কে যায়—রবি) । [সং.]

সকর্দম—[বহুব্রী.] ণ. কর্দমপূর্ণ, কাদামাখা ।

সকর্মক—[বহুব্রী.] ণ. কর্মকারক-বিশিষ্ট (সকর্মক ক্রিয়া) ; কামাকর্ম-যুক্ত ।

সকল—[কলার সহিত বর্তমান—বহুব্রী] ণ. কলাসমূহ-বিশিষ্ট, পূর্ণাঙ্গ ; সমুদয়, সমস্ত, সমগ্র (সকল গর্ব দূর করি দিব তোমার গর্ব ছাড়িব না—রবি ; সকল শরীর ; সকল দিক্ দিয়াই ভাল) ; গণ, সমূহ (বৃত্তিসকলের অনুশীলন) । **সকলে**—সবলোকই, সবাই । বি. **সাকল্য** ।

সকাণ্ড—[বহুব্রী.] ণ. কাণ্ডের সহিত ।

সকাতর—অতি কাতর ('সকাতরচিত্তে হস্ত হইতে হুকা নামাইয়া'—বঙ্কিম) । [বাং]

সকাম—[কামের সহিত বর্তমান, বহুব্রী] ণ. কামনাযুক্ত ; ভোগাকাঙ্ক্ষাযুক্ত, ফলাকাঙ্ক্ষাযুক্ত (সকাম কর্ম—বিপ. নিষ্কাম কর্ম) ; যাহার কামনা চরিতার্থ হইয়াছে ।

সকারী (-রিন্)—ণ. যাহা ক্রিয়াশীল, active (বিপ. অকারী—passive) ।

সকাল—বি. প্রাতঃকাল, দিবসের প্রথম ভাগ (সকাল সন্ধ্যা) ; ত্বরা । **সকাল-সকাল**—বিলম্ব না করিয়া, যথাসময়ের পূর্বে (সকাল-সকাল নেয়ে খেয়ে প্রস্তুত হও) । **সকালে**—(পূর্ব-বঙ্গে) তাড়াতাড়ি । **সক্কাল বেলা**—সকাল-বেলা । (বক্তব্য জোরালো করিবার ক্ষেত্রে কথ্য ভাষায় ব্যবহৃত হয়) ।

সকাশ—বি. সমীপ, সন্নিধান, গোচর (পিতৃসকাশে নিবেদন করিল) । [সং.] [দান) ।

সকুণ্ডল—ণ. কুণ্ডলসমেত (কর্ণের সকুণ্ডল কবচ

সকুল্য—ণ. এক বংশীয় ; বি. সপিণ্ড অপেক্ষা দূরবর্তী শ্রেণীর আত্মীয় বিশেষ । [সকুল + য] ।

সকৃৎ—[সং.] একবার (বাংলায় কচিৎ ব্যবহৃত হয়) । **সকৃৎফলা**—কদলী ; ধান্য, গোধুম প্রভৃতি শস্যের গাছ । [দৃষ্টি) ।

সকৌতুক—(বহুব্রী) ণ. কৌতূহলপূর্ণ (সকৌতুক

সক্কা—[আ. সক্কা] বি. ভিস্তি (প্রাচীন বাংলায় ব্যবহৃত) । **বাচ্চা-ই-সক্কা**—বিখ্যাত আফগান দলপতি, ইহার পরাক্রমে আমীর আমানুল্লা দেশ-ত্যাগ করেন ।

সক্ত—ণ. আসক্ত ; লগ্ন [সন্জ্ + ক্ত] ।

সক্তু—[সচ্ + তু] বি. যবাদিচূর্ণ, ছাতু (চৈত্র-বায়ুতাড়িত সক্তু—কালীপ্রসন্ন ঘোষ) ।

সক্থি—[সং.] বি. অস্থি, ঊরু ; শকটের অঙ্গ-বিশেষ, যুগন্ধর, pole ।

সক্রিয়—ণ. ক্রিয়াশীল, যাহা কাজ করিতেছে, active ; উৎসাহবিশিষ্ট । [সহ + ক্রিয়া, বহুব্রী.]

সক্ষত—ণ. ক্ষতযুক্ত ; দোষযুক্ত (সক্ষত মণি) ।

সক্ষম—[সং. ক্ষম] ণ. সমর্থ (ভার বহনে সক্ষম) ; পারগ, শক্তিশালী, দায়িত্ব গ্রহণ করিবার যোগ্য (তুমি সক্ষম, আমি অক্ষম) ।

সখ, শখ—[আ. শওক'] বি. সাধ, অভিলাষ, হাউস (বিয়ে করার সখ) ; ঝোঁক, বাতিক, প্রবৃত্তি (শিকারের সখ) ; আনন্দলাভের চেষ্টা বা মনোভাব (সখ করা) ; সৌখিন ব্যাপারে

অনুরাগ (বাবুর সখটি আছে ষোল আনা)। (সখ বলিতে আগ্রহের সঙ্গে স্ফূর্তি ও খেয়ালিপনার সংযোগ বুঝায়)। **সখ করিয়া**—স্বেচ্ছায়, অযাচিতভাবে; আমোদ উপভোগের জন্য; খেয়ালের বশে। **সখের**—ণ. সখ আছে এমন, সৌখিনতাপ্রিয় (সখের প্রাণ গড়ের মাঠ—সৌখিন লোকের মন দরাজ হয়); টাকা না নিয়া শুধু আমোদের জন্য কিছু করে এমন, amateur (সখের দল); শুধু আমোদের জন্য কৃত (সখের থিয়েটার)। ণ. সৌখীন।

সখা—[সং. সখি] বি. যাহারা সমপ্রাণ, মিত্র, বয়স্য, সহচর, সুহৃৎ। স্ত্রী. **সখী**। বি. **সখ্য**। (**সখিতা** বাংলায় সাধারণতঃ ব্যবহৃত হয় না)।

সখাওত—[আ. সখাবৎ] বি বদান্যতা, অকৃপণতা। [(স=ভ)।

সখী—[আ.] ণ. দাতা, দানশীল (বিপ. বখীল)।

সখী—বি. বয়স্যা, সহচরী, নারীর নারী-বন্ধু। বি. **সখীত্ব**—দুই সখীর বন্ধুত্ব। **সখীভাব**—বৈষ্ণব-সাধনার প্রকার-বিশেষ (সাধক নিজেকে কৃষ্ণের সখী কল্পনা করিয়া সেই ভাবের সাধনা করেন)। **সখী-সংবাদ**—মথুরাবাসী কৃষ্ণের সমীপে রাধিকার সখী বৃন্দা রাধিকার যে বিরহবার্তা লইয়া গিয়াছিলেন তদ্‌বিষয়ক গান।

সখ্য—[সখি+ষ্য] বি. মিত্রতা, বন্ধুত্ব। **সখ্য-রস**—বৃন্দাবনে কৃষ্ণ ও তাঁহার সখাদের মধ্যে যে মনোহর প্রীতির ভাব ছিল—তদনুরূপ রস; সমপ্রাণতার মাধুর্য।

সগর—বি. পৌরাণিক সূর্যবংশীয় রাজা-বিশেষ (ইঁহার বংশধর ভগীরথ মর্তে গঙ্গা আনয়ন করেন বলিয়া প্রসিদ্ধি)।

সগর্ভ—[বহুব্রী] ণ. যাহার ভিতরে মাজপাতা আছে (সগর্ভ দর্ভ); সহোদর। স্ত্রী. **সগর্ভা**—ণ. গর্ভবতী।

সগুণ—[বহুব্রী] ণ. গুণবান্; ছিলা চড়ানো হইয়াছে এমন, অধিজ্য; সত্ত্ব, রজঃ তমঃ—এই তিন গুণযুক্ত, কর্তৃত্বযুক্ত (সগুণ ব্রহ্ম); ওজঃ মাধুর্য প্রসাদ ইত্যাদি গুণ-বিশিষ্ট (সগুণ রচনা)। **সগুণ ব্রহ্ম**—বিশ্বজগতের সৃষ্টি স্থিতি ও প্রলয়ের জন্য প্রয়োজনীয় গুণাদিযুক্ত ব্রহ্ম বা স্রষ্টা ঈশ্বর (বিপ. নির্গুণ ব্রহ্ম—অদ্বিতীয় এক-মাত্র-সত্য সৃষ্টি-প্রয়োজনের অতীত ব্রহ্ম)।

সগোত্র—[বহুব্রী] ণ. এক গোত্রের, এক বংশজাত; একমনোধর্ম-বিশিষ্ট (ম্যাকিয়াভেলির সগোত্র বিসমার্ক)।

সঘন—[বহুব্রী] ণ. মেঘযুক্ত (সঘন গগন); (বাং) ঘনঘন, বারবার। **সঘনে**—ঘনঘন (কাব্যে ব্যবহৃত)।

সঘর—বি. সমান ঘর, তুল্য কুলমর্যাদাসম্পন্ন বংশ (সঘরে কন্যা দান)।

সঘৃত—ণ. ঘৃতযুক্ত, ঘি-মাখানো, ঘিয়ের ছিটা-দেওয়া (নৈবেদ্য সঘৃত করা)।

সঙ, সং—বি. মজাদার সাজগোজ-করা লোক অথবা ঐরকম লোকের মিছিল বা ঐরকম লোকের কৃত কৌতুক (সঙ সাজা; জেলেপাড়ার সঙ বেরিয়েছে; সঙ দেখতে যাবি ?)।

সঙিন, সঙীন, সঙ্গীন—[ফা. সঙ্গীন—পাষাণ-ভূত, জমাটবদ্ধ, ভারী] ণ. সঙ্কটপূর্ণ, ঘোরালো, সাংঘাতিক (ব্যাপার সঙিন; সঙীন মোকদ্দমা); কিরিচ, bayonet (একটুখানি সরে গিয়ে করো সঙের মতো সঙিন ঝমঝমর—রবি)।

সঙ্কট, সঙ্কথন, সঙ্কর, সঙ্কর্ষণ, সঙ্কলন, সঙ্কল্প, সঙ্কাশ, সঙ্কীর্ণ, সঙ্কীর্তন, সঙ্কুচিত, সঙ্কুল, সঙ্কেত, সঙ্কোচ—যথা-ক্রমে সংকট, সংকথন, সংকর ইত্যাদি দ্রঃ।

সঙ্ক্রম, -মণ; -মিত. সঙ্ক্রান্ত; -ন্তি; -ম; -মক; -মিত; -মী (-মিন্); সঙ্-ক্ষিপ্ত; -ক্ষুব্ধ; -ক্ষেপ; -ক্ষেপণ; -ক্ষেপিত; -ক্ষোভ; সঙ্খ্যক; -খ্যা; -খ্যান; -খ্যাপন; -খ্যেয়—সং- দ্রঃ।

সঙ্গ—[সন্‌জ্ (আসক্ত হওয়া)+ঘঞ্] বি. সংসর্গ, সংস্রব, সাথ, company (অসৎ সঙ্গে সর্বনাশ; দশজন ভদ্রলোকের সঙ্গে চলে ফেরে)। ('সংগ' লেখা ভুল)। **সঙ্গে**—সহিত (তাদের সঙ্গে কোন সম্পর্ক নাই); সম্পর্কে, আনুষঙ্গিক-ভাবে (সেই সঙ্গে এও বলে রাখছি, যাবার চেষ্টা করো না); কাছে (সঙ্গে টাকা নেই); সহিত আগত, সাহায্যকারীরূপে আগত (সঙ্গে মুলুকের জিনিসপত্র; সঙ্গে দশ হাজার সৈন্য)। **সঙ্গে সঙ্গে**—তৎক্ষণাৎ (সঙ্গে সঙ্গে উত্তর); সঙ্গীরূপে, অনুচররূপে (সঙ্গে সঙ্গে ফেরে)।

সঙ্গ্—[ফা.] বি. প্রস্তর। **সঙ্গ্‌তরাশ**—যে পাথর কাটে; যে পাথর খুদিয়া মূর্তি গড়ে, ভাস্কর, sculptor। বি. **সঙ্গ্-তরাশি**—ভাস্কর্য। **সঙ্গ্‌দিল, -দেল**—পাষাণ হৃদয়।

বি. **সঙ্গদিলি**—পাষাণচিত্ততা। **সঙ্গসার, সঙ্গেসার**—পাথর মারিয়া মারিয়া ফেলা। **সঙ্গে (সঙ্গ্-ই) মর্মর**—মার্বেল পাথর, মর্মর।

সঙ্গত, সঙ্গতি, সঙ্গম—সংগত-আদি দ্রঃ।

সঙ্গিন, সঙ্গীন—সঙিন দ্রঃ।

সঙ্গী (-ঙ্গিন্)—বি. সহচর, যে বা যাহা সঙ্গে থাকে, সাথী, দোসর (ধর্ম ইহকাল পরকালের সঙ্গী)। স্ত্রী. **সঙ্গিনী**।

সঙ্গীত, সঙ্গুপ্ত, সঙ্গূঢ়, সঙ্গৃহীত, সঙ্গোপন, সঙ্গ্রহ, সঙ্ঘ, সঙ্ঘটন, সঙ্ঘট্ট, সঙ্ঘর্ষ, সঙ্ঘাত, সঙ্ঘারাম, সঙ্ঘর্ষিত, সঙ্ঘৃষ্ট—যথাক্রমে সংগীত, সংগুপ্ত, সংগূঢ় ইত্যাদি দ্রঃ।

সচকিত—[সং. চকিত] ণ. ভীত, ত্রস্ত ; চমকিত। **সচকিয়া**—চমকিত করিয়া (কাব্যে ব্যবহৃত)।

সচন্দন—ণ. চন্দনলিপ্ত (সচন্দন পুষ্প)। [বহুব্রী.]

সচরাচর—ণ. স্থাবর ও জঙ্গমের সহিত (সচরাচর জগৎ); (বাং) ক্রি.-ণ. সাধারণতঃ প্রায়ই (সচরাচর দেখা যায় না)।

সচল—ণ. চলৎশক্তিযুক্ত, চলন্ত, গতিশীল (সচল রথ); চালু, কাজ চলে এমন (সচল কারবার, সচল টাকা); সচ্ছল (সচল সংসার)। (বিপ. অচল)।

সচি,-চী—শচী, ইন্দ্রাণী।

সচিত্র—[বহুব্রী.] ণ. চিত্রযুক্ত (সচিত্র রামায়ণ)।

সচিব—[সচ্+ইব] বি. সহায়, সঙ্গী; কাজে সাহায্য করে এমন কর্মচারী, secretary; অমাত্য, মন্ত্রী।

সচেতন—[বহুব্রী] ণ. চেতনাযুক্ত; জীবন্ত; সজাগ; জ্ঞানসম্পন্ন; বিচারশীল (পুত্রের দোষগুণ সম্বন্ধে সচেতন; সমাজ-সচেতন; সচেতন দৃষ্টি)।

সচেষ্ট—[বহুব্রী.] ণ. যত্নবান, উদ্যোগী।

সচ্চরিত—[বহুব্রী] ণ. সাধু চরিত্রের, যাহার আচরণ সাধু; [কর্মধা] সৎকর্ম, সদাচরণ। **সচ্চরিত্র**—[বহুব্রী] ণ. সাধু-চরিত্র, সদাচারপরায়ণ; [কর্মধা] বি. ভাল স্বভাব। **সচ্চরিত্রতা**—বি. আচরণে সাধুতা; চরিত্রদোষের অভাব।

সচ্চিদানন্দ—[সৎ ও চিৎ যে আনন্দ (আনন্দের কারণ)—কর্মধা; অথবা নিত্যজ্ঞান ও আনন্দ যাহার—বহুব্রী] ণ., বি. নিত্যজ্ঞানময় ও আনন্দস্বরূপ ব্রহ্ম।

সচ্চিন্তা—বি. ভাল বিষয়ের চিন্তা; যাহাতে কল্যাণ হয় সেরূপ বিষয়ের চিন্তা। (বর্তমানে সৎচিন্তা লেখাই রীতি)। [সৎ+চিন্তা]

সচ্ছল—[সং. সচ্ছীল—সৎশীল] ণ. বেশ চলিয়া যায়, এমন, সঙ্গতিসম্পন্ন (সচ্ছল সংসার—যে সংসারে টানাটানি নাই এবং যাহা প্রয়োজনীয় তাহার অসদ্ভাব হয় না)।

সচ্ছায়—[স+ছায়া, বহুব্রী] ণ. ছায়াযুক্ত (সচ্ছায় বনস্পতি; কান্তিযুক্ত, উজ্জ্বল (সচ্ছায় মণি)।

সচ্ছিদ্র—[বহুব্রী] ণ. ছিদ্রযুক্ত; ত্রুটিযুক্ত, দোষী। [স+ছিদ্র]। [নবশাখজাতি।

সচ্ছূদ্র—[সৎ+শূদ্র] বি. গোপ নাপিত প্রভৃতি

সজন—[বহুব্রী] ণ. জনপূর্ণ; বি. জনপূর্ণ স্থান। (বিপ. বিজন)।

সজন—[সং. স্বজন, সজ্জন; হি. সজন—পতি, প্রণয়ী] বি. আপনার লোক, জ্ঞাতিকুটুম্ব (আত্মীয়-সজন); প্রণয়ী; পতি। স্ত্রী. **সজনী**—প্রণয়িনী; সখী (সতিমির রজনী সচকিত সজনী শূন্য নিকুঞ্জ অরণ্য—রবি)।

সজল—(বহুব্রী) ণ. জলপূর্ণ (সজল মেঘ); অশ্রুপূর্ণ (সজল আঁখি); জলসিক্ত (সজল গাত্র; সজল পদ্ম)।

সজাগ—[সং. সজাগর] ণ. নিদ্রাহীন, অতন্দ্রিত, অবধানযুক্ত, সচেতন ('সজাগ প্রহরী জেগে আছে'; নিজের দোষ-গুণ সম্বন্ধে সজাগ)। **সজাগ ঘুম**—যে ঘুম সহজে ভাঙিয়া যায়। **চোরেরে বলে চুরি করতে গেরস্তেরে বলে সজাগ থাকতে**—যে দুই পক্ষকেই হাতে রাখিতে চায়, কপটাচারী।

সজাতি—[বহুব্রী] বি. এক জাতীয় বা এক শ্রেণীর লোক, এক জাতীয় স্ত্রী-পুরুষের সন্তান, same caste or species (বিপ. বিজাতি)। ণ. **সজাতীয়**—সমশ্রেণীর, এক ধরণের বি. **সাজাত্য**।

সজারু—শজারু দ্রঃ। (কোন কোন অঞ্চলে সেজা বলা হয়)।

সজিনা—বি. গাছ বিশেষ, সজনে। [সং. শোভাঞ্জন]

সজীব—[বহুব্রী] ণ. জীবিত, প্রাণবন্ত; সতেজ, উদ্যমশীল। বি. **সজীবতা**—সতেজ ভাব, জীবিত অবস্থা (অন্তরের সজীবতা)।

সজোর, সজোরে—ক্রি. ণ. জোরের সহিত, বল প্রয়োগ করিয়া (সজোরে ধাক্কা)।

সজ্জন—বি. সাধু ব্যক্তি, ভাল লোক; ণ. সুসভ্য,

সংকুলজাত, সম্ভ্রান্ত (সাধু-সজ্জন, ব্রাহ্মণ-সজ্জন)। [সৎ+জন]।

সজ্জা—[সস্জ্+অ+আপ্] বি. বেশভূষা (নগ্ন-শির, সজ্জা নাই ধড়ে—রবি); সাজ, সাজাইবার উপকরণ (বরসজ্জা ; মঙ্গলসজ্জা ; গৃহসজ্জা) ; যুদ্ধের উপকরণ ; আয়োজন (রণসজ্জা)। **সজ্জাগৃহ**—যাত্রা থিয়েটার প্রভৃতি সাজঘর বা গ্রীনরুম।

সজ্জাতি—বি. সংশূদ্র, নবশাখ। [সৎ+জাতি]

সজ্জিত—[সস্জ্+ক্ত] ণ. ভূষিত ; সাজানো ; কর্ম সম্পাদনের জন্য প্রস্তুত ; রণসজ্জা-পরিহিত। **সজ্জীকৃত**—ণ. সজ্জিত, প্রস্তুত।

সজ্ঞান—[বহুব্রী] ণ. অবহিত, যাহার হুঁস আছে। **সজ্ঞানে**—হুঁস থাকা অবস্থায়, জানিয়া শুনিয়া।

সঙ্গে—সঙ্গে। (প্রা. বাং)

সঞ্চয়—[সম্-চি (একত্র করা)+অল্] বি. সংগ্রহ, আহরণ (পুণ্য সঞ্চয় ; মধু সঞ্চয়); একত্রকরণ, জমানো (সঞ্চয় করার দিকেই মন ; শক্তি সঞ্চয় করা) ; সমূহ, রাশি ; জমানো হইয়াছে এমন কিছু, পুঁজি (এক বৎসরের সঞ্চয় নষ্ট হইয়া গেল ; হোক ক্ষয় পুরাতন বৎসরের যত নিষ্ফল সঞ্চয়)। **সঞ্চয়ন**—বি. সমাহরণ, সংগ্রহ (কাব্য-সঞ্চয়ন)। **সঞ্চয়ী** (-য়িন্)—ণ. সঞ্চয়কারী, সঞ্চয়ে পটু, খরচে নয়। **সঞ্চিত**—ণ. সঞ্চয় করা হইয়াছে এমন, রাশীকৃত। **সঞ্চীয়মান**—ণ. সঞ্চয় করা হইতেছে এমন। **সঞ্চেয়**—ণ. সঞ্চয়যোগ্য।

সঞ্চর, সঞ্চরণ,—[সম্-চর্+অ, অনট্] বি. সংক্রমণ, গমন ('তেজোময় সঞ্চরণ'); সাঁকো, পথ। ণ. **সঞ্চরমাণ**—সংক্রমণশীল, গতিশীল (আকাশপথে সতত সঞ্চরমাণ জলধরপটল—বিদ্যাসাগর)। **সঞ্চরিত**—ণ. প্রচলিত, পরিব্যাপ্ত।

সঞ্চলন—[সম্—চল্+অনট্] বি. কম্পন ; দোলন ; নড়াচড়া, চলন। ণ. **সঞ্চলিত**—স্পন্দিত (মম চিত্তবনে বাণী-মঞ্জরী সঞ্চলিতা—রবি)।

সঞ্চার—[সম্—চর্+ঘঞ্] বি. সংক্রমণ, গ্রহাদির ভিন্ন রাশিতে গমন বা অধিষ্ঠান ; গমন, গতি ; কষ্টে গমন ('সূত্র সঞ্চারের পথ') ; বিস্তার, ব্যাপ্তি, ছাইয়া যাওয়া ; আবির্ভাব (আকাশে মেঘের সঞ্চার ; যৌবন সঞ্চার ; তব সঞ্চার শুনেছি আমার মর্মের মাঝখানে—রবি) ; উত্তেজন, উদ্রেক ; চালন (রচনায় প্রাণ-সঞ্চার করা, শক্তি-সঞ্চার করা)। **সঞ্চারক**—ণ. সঞ্চারকারী, চালক। **সঞ্চারণ**—বি. সঞ্চার করণ। **সঞ্চারিকা**—বি. যে এক স্থানের কথা অন্য স্থানে নেয়, দূতী ; কুট্‌নী ; নাসিকা। ণ. **সঞ্চারিত**—ব্যাপ্ত ; উদ্রিক্ত ; আবির্ভূত। **সঞ্চারিল**—ক্রি. সঞ্চার করিল (কাব্যে)। **সঞ্চারী** (-রিন্)—বি. সঞ্চরণশীল, বিচরণকারী (অগাধ-জলসঞ্চারী রোহিত); যাহা পুরুষানুক্রমে সঞ্চারিত হয়, ছোঁয়াচে (সঞ্চারী ব্যাধি) ; যাহা সঞ্চার করে বা উদ্রিক্ত করে (প্রাণ-সঞ্চারী বাণী) ; বায়ু ; ধূপ ; সঙ্গীতের তৃতীয় কলি (আস্থায়ী, অন্তরা, সঞ্চারী, আভোগ) ; (অলঙ্কারে) ব্যভিচারী ভাব, যে ভাব অন্য কোনও ভাবের বা অবস্থার সঙ্গে আসে যায়। স্ত্রী. **সঞ্চারিণী**—বিচরণকারিণী (গহন-স্বপন-সঞ্চারিণী)।

সঞ্চালক—[সম্—চালি+ণক] ণ. সঞ্চালনকারী, চালক, সঞ্চারকারক। **সঞ্চালন**—বি. আন্দোলন ; সঞ্চারণ ; প্রবর্তন। ণ. **সঞ্চালিত**—আন্দোলিত, চালিত ; সঞ্চারিত।

সঞ্চিত—[সম্-চি+ক্ত] ণ. সংগৃহীত, জমানো, সংরক্ষিত (বহু তপস্যায় সঞ্চিত পুণ্য ; সঞ্চিত অর্থ)। বি. **সঞ্চিতি**। **সঞ্চীয়মান**—ণ. যাহা সঞ্চিত হইতেছে। **সঞ্চেয়**—ণ. সঞ্চয়যোগ্য।

সঞ্জনন,-না—বি. উৎপাদন। [সম্+জনন+আপ্]।

সঞ্জয়—বি. মহাভারত-বর্ণিত বিদুরের পুত্র যিনি ধৃতরাষ্ট্রকে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের কথা শুনাইয়াছিলেন ; বাংলা মহাভারতের অন্যতম লেখক।

সঞ্জাত—[সম্—জন্+ক্ত] বি. জাত, উৎপন্ন।

সঞ্জাব—[ফা. সন্‌জাফ্] বি. কাপড়ে বা জামায় বা মশারিতে লাগানো পাড় (সঞ্জাব লাগানো বা দেওয়া)।

সঞ্জীবন—[সম্—জীবি + অনট্] ণ. যাহা সঞ্জীবিত করে (সঞ্জীবন ঔষধ) ; বি. জীবন-সঞ্চার ; [সম্-জীব্+অনট্] বেঁচে থাকা, প্রাণধারণ। স্ত্রী. **সঞ্জীবনী**—ণ. যাহা বাঁচাইয়া তোলে, পুনর্জীবনদায়িনী (মৃতসঞ্জীবনী সুধা)। **সঞ্জীবনী পুরী**—যমপুরী, সংযমনী (প্রাচীন বাংলা)। **সঞ্জীবক**—ণ. সঞ্জীবনকারী। ণ. **সঞ্জীবিত**—যাহাকে জীবিত করা হইয়াছে ; প্রাণশক্তিতে উদ্দীপ্ত।

সট্—ক্ষিপ্রতাজ্ঞাপক। অব্য. (সট্ করে ভেগে পড়া)। তুলনীয়—চট্, ঝট্)। **সট্‌সট্**—অনেক

লোকের পরপর দ্রুত পলায়ন বা অন্তর্ধান সম্পর্কে বলা হয়।

সটকা—[সং. সট,-টা ; হি. সটক] বি. আলবোলায় লম্বা নল ; আলবোলা (কৃষ্ণকান্ত সট্‌কায় তামাক টানিতেছেন—বঙ্কিমচন্দ্র)।

সটকান—বি. পিট্‌টান, পলায়ন। **সটকানো** —ক্রি. সট্ করিয়া পলানো ('মানটা নিয়ে প্রাণটা নিয়ে সট্‌কেছি কেমন')। (সট্‌কান দেওয়া-ও বলা হয়)।

সটাং—অব্য. সটান, সোজা, লম্বা ; একটানা ; আদৌ বিলম্ব না করিয়া।

সটান—অব্য. সোজা ; লম্বাভাবে ; একটানা (সটান শুয়ে পড়া ; সটান পাড়ি দেওয়া)।

সটীক—[বহুব্রী] ণ. টীকা বা ব্যাখ্যাযুক্ত, annotated (কুমারসম্ভবের সটীক বঙ্গানুবাদ)।

সঠিক—ণ. ঠিক, যথার্থ, যথাযথ (সঠিক সংবাদ)।

সডাক—ণ. ডাকমাশুল-সহ (সডাক বার্ষিক মূল্য ছয় টাকা)। [বাং.]

সড়—বি. ষড়, ষড়যন্ত্র, যোগসাজস, কাহারও বিরুদ্ধে গোপন সলা-পরামর্শ বা চক্রান্ত (সড় করা)।

সড়ক—[সং. সরক] বি. দূরগামী বড় রাস্তা।

সড়কা—[শর গাছের মত অথবা শড়কির মত) ণ. লম্বা, ঢেঙা। (প্রাদে.)।

সড়কি—বি. শড়কি, বল্লম (ঢাল-সড়কি)।

সড়গড়—[স্বরগত অথবা স্মৃতিগত] ণ. অভ্যস্ত, আয়ত্ত, রপ্ত।

সড়সড়—শড়শড় দ্রঃ। **সড়সড়ি**—শড়শড়ি দ্রঃ।

সড়া—বি. ছোট মজবুত রজ্জু-বিশেষ—সাধারণতঃ বন্ধনীরূপে ব্যবহৃত হয়।

সড়াক, সড়াৎ—অব্য. দ্রুত সরিয়া যাওয়া বা পিছলাইয়া যাওয়া সম্পর্কে বলা হয় (সড়াৎ করে পা পিছলে গেল)। লঘুতর অর্থে : সুড়্ক, সুড়্ৎ।

সড়াঙ্গা, সড়িঙ্গ, সড়িঙ্গে, সড়্ঙ্গে, সড়িঙে—ণ. ঢেঙা, দীর্ঘাকার কিন্তু শীর্ণ (বেঢপ সড়িঙে চেহারা ; সড়িঙে আমগাছ—যে আমগাছ খুব উঁচু আর যার ডালপালা খুব কম)।

সড়াসড়, সরাসর—অব্য. অব্যাহত গতি সূচক (সড়াসড় বাড়ীর ভিতরে ঢুকলো ; সড়াসড় বাঁশ বেয়ে উঠে গেল)।

সৎ—[অস্ (হওয়া)+শতৃ] ণ. বিদ্যমান, বর্তমান, নিত্য, চিরস্থায়ী (সদ্বস্তু ; সৎ-চিৎ-আনন্দ) ; সত্য (সদসদ্-বিবেচনা) ; সাধু (সংলোক ; সংসমাগম) ; শোভন, প্রশস্ত, উত্তম, ভাল (সদাচার, সংকর্ম ; সদ্বুদ্ধি ; সংপথ) ; মর্যাদাসম্পন্ন, উচ্চকুল-জাত (সদ্ব্রাহ্মণ) ; বিদ্বান্, জ্ঞানী (সজ্জন)। **সৎকর্ম,-কাজ,-কার্য**— বি. ভাল কাজ, প্রশংসনীয় কার্য। **সৎকলা**— বি. সঙ্গীত, চিত্রাদি বিদ্যা, fine arts। **সৎকার** —বি. সমাদর, সম্মান, সেবা (অতিথি-সৎকার), শবের দাহ-কর্ম (মৃতের সৎকার)। **সৎকৃত**—ণ. সৎকার করা হইয়াছে এমন, আপ্যায়িত বা চিতায় যথাবিধি ভস্মীভূত। **সৎক্রিতি,-ক্রিয়া**—বি. সৎকর্ম ; শবদাহ, শাস্ত্রবিহিত ক্রিয়াকর্ম।

সৎ- —ণ. সতীন-সম্পর্কিত (অন্য শব্দের সহিত যুক্ত হইয়া ব্যবহৃত হয়)। **সৎছেলে,-বেটা, -মেয়ে**—সতীনের ছেলে বা মেয়ে। **সৎবাপ** —বিপিতা, মায়ের অন্য স্বামী। **সৎমা**—মায়ের সতীন, বিমাতা। **সৎশাশুড়ী**—শাশুড়ীর সতীন, স্বামীর বা স্ত্রীর সৎমা।

সতত—[সম্—তন্ (বিস্তার করা)+ক্ত] অব্য. সর্বদা, নিরন্তর, অনবরত। **সতত জ্বর**—যে জ্বরের বিরাম হয় না।

সততা—[সং. সত্তা] বি. সাধুতা, ন্যায়পরতা।

সতর, সতের—বি., ণ. সপ্তদশ, ১৭ এই সংখ্যা বা সংখ্যক।

সতর্ক—[স (সহিত)+তর্ক (বিবেচনা, অবধান) —বহুব্রী] ণ. সাবধান, হুশিয়ার (তোমাকে সতর্ক করে দিচ্ছি)। বি. **সতর্কতা**—সাবধানতা, হুঁশিয়ারি। **সতর্কীকরণ**—হুশিয়ার করা।

সতা—বি. সতীন (গঙ্গা নামে সতা তার তরঙ্গ এমনি—ভারতচন্দ্র)। **সতাই**—বিমাতা। (বর্তমানে অপ্রচলিত, পূর্ববঙ্গে সতাই ও হতাই প্রচলিত)। **সতাত**—ণ. সপত্নী-সম্পর্কিত, বৈমাত্রেয়। **সতাত বাপ**—বিপিতা। (কোন কোন অঞ্চলে সতাল-ও বলা হয়)।

সতিন, সতীন—বি. সপত্নী। **সতীনকাঁটা** —কণ্টকের মত ক্লেশের কারণ যে সতীন। **সতীনপো,-ঝি,-জামাই**—সতীনের পুত্র, কন্যা অথবা জামাই। **সতিনী**—সতীন (প্রাচীন বাংলায় ব্যবহৃত)।

সতী—[সৎ+ঈ] ণ. সাধ্বী, পতিব্রতা, একনিষ্ঠা; বি. দক্ষকন্যা, শিবানী ; (বাং.) পতির মৃত্যুতে অনুমৃতা নারী (সতীদাহ)। **সতীচ্ছদ**— কুমারী ঝিল্লি, hymen (যোনিমুখের পাতলা

পরদা)। **সতীত্ব**—বি. স্ত্রীরূপে একনিষ্ঠতা, পাতিব্রত্য, নারীর যৌন পবিত্রতা (সতীত্ব রক্ষা)। **সতীত্বনাশ**—বি. পরপুরুষ কর্তৃক ধর্ষণ। **সতী-দাহ**—বি. মৃতপতির সহিত তাহার বিধবাকে দাহ করিবার প্রাচীন প্রথা। **সতীধর্ম**—বি. নারীর একনিষ্ঠতা অথবা যৌন পবিত্রতা রক্ষা। **সতীপতি**—বি. শিব। **সতীপনা**—বি. সতীত্বের গর্ব (বিদ্রূপে ব্যবহৃত হয়)। **সতী-লক্ষ্মী**—ণ. সতী ও গৃহের লক্ষ্মীস্বরূপা। **সতী-সাধ্বী**—ণ. সতী ও সাধ্বী। **সতীসাবিত্রী**—সাবিত্রীর মত সতী, পরম নির্মল-চরিত্রা।

সতীন—সতিন দ্রঃ।

সতীনাথ, সতীন্দ্র—[সতী+ইন্দ্র] শিব।

সতীর্থ, সতীর্থ্য—[স (সমান) তীর্থ (গুরু) যাহার—বহুব্রী] ণ., বি. একই সময়ে এক গুরুর শিষ্য, সহপাঠী।

সতীশ—বি. সতীপতি, শিব। [সতী+ঈশ]

সতুষ—[বহুব্রী.] ণ. তুষশুদ্ধ, খোসা-সমেত (সতুষ তণ্ডুল)।

সতৃষ্ণ—[বহুব্রী] ণ. তৃষ্ণাযুক্ত, পিপাসিত ; লালায়িত, লালসাপূর্ণ (সতৃষ্ণ নয়নে চাহিয়া রহিল)।

সতেজ—ণ. তেজযুক্ত ; জোরালো, বলবান ; প্রাণ-পূর্ণ, প্রাণ উৎসাহ ইত্যাদি ব্যঞ্জক (সতেজ চারা গাছ, সতেজ চাহনি)। [সং. সতেজাঃ—তেজস্বী, বলবান্]।

সতের, সতেরো—সতর দ্রঃ।

সৎকর্ম,-কার,-কৃত,-কৃতি,-ক্রিয়া—সৎ দ্রঃ।

সত্তম—[সৎ+তম] ণ. অতি উত্তম, অতি শোভন, অতিশয় মান্য ; শ্রেষ্ঠ (মুনিসত্তম)।

সত্তর—[সং. সপ্ততি] বি., ণ. ৭০—এই সংখ্যা বা সংখ্যক। **সত্তরি**—সত্তর (বর্তমানে অপ্রচলিত)।

সত্তা—[সৎ+তা] বি. বিদ্যমানতা, অস্তিত্ব ; মূর্তরূপ (mass) ; নিজস্বতা (আপন সত্তা হারাইয়া ফেলা) ; সাধুতা ; উৎকর্ষ ; অধিকার, স্বামিত্ব (প্রাচীন বাংলা)।

সত্র, সত্র—[সং.] বি. যজ্ঞ ; সদাদান, সদাব্রত, যেখানে অন্নজলাদি বিতরণ করা হয় (অন্নসত্র ; জলসত্র)। **সত্রশালা**—অন্নাদি দানের গৃহ, ছত্র। **সত্রী** (-ত্রিন্)—যজ্ঞানুষ্ঠানকারী ; যিনি অন্নসত্র খোলেন।

সত্ত্ব—[সৎ+ত্ব] বি. বিদ্যমানতা, অস্তিত্ব (নিষেধ সত্ত্বেও কেন গেলে ?) ; যাহার সত্তা আছে, বস্তু, প্রাণী (সত্ত্বলোক) ; প্রাণ, আত্মা ; পরাক্রম, বীর্য (শুদ্ধসত্ত্ব ; মহাসত্ত্ব) ; স্বভাব, প্রকৃতি, মন (বোধিসত্ত্ব) ; গুণত্রয়ের মধ্যে একটি (সত্ত্ব রজঃ তমঃ) ; উৎসাহ (সত্ত্বহীন) ; গুণ (অন্তঃসত্ত্বা) ; ধন, বিত্ত ; (বাং) সার, রস, নির্যাস (আমসত্ত্ব ; ধুতুরার সত্ত্ব)। **সত্ত্বপ্রধান প্রকৃতি**—যে প্রকৃতিতে স্বভাবতঃ মহৎ প্রবণতা থাকে। **সত্ত্ববান্** (-বৎ)—ণ. সত্ত্বগুণ-বিশিষ্ট ; বীর্যবান্ ; মহত্ত্বযুক্ত, উদারস্বভাব, স্বামিত্বযুক্ত। **সত্ত্ব-লোক**—বি. প্রাণীদের জগৎ। **সত্ত্ব-সংশুদ্ধি**—বি. স্বভাবের উৎকর্ষসাধন ; চিত্তের শুদ্ধিসাধন।

সত্য—[সৎ+য] বি. অমিথ্যা, যাথার্থ্য (প্রকৃত সত্য কি, তাহাই দেখিতে হইবে ; সত্যভাষণ) ; নিত্যত্ব (সত্যস্বরূপ পরমেশ্বর) ; ('তিনি সত্যে ও সত্য তাঁহাতে প্রতিষ্ঠিত আছে, এই নিমিত্ত') বিষ্ণু ; শপথ, প্রতিজ্ঞা (তিন সত্য করে বলেছিলে) ; চারিযুগের প্রথমটি, কৃত (সত্যযুগ) ; সপ্তলোকের উচ্চতম লোক (সত্যলোক) ; যথার্থ জ্ঞান, তথ্য (বৈজ্ঞানিক সত্য ; পারমার্থিক সত্য) ; সতীত্ব (সত্যনাশ ; সত্যবতী) ; ণ. প্রকৃত, যথার্থ, অভ্রান্ত (সত্যকথা ; সত্য খবর ; বৈজ্ঞানিক বিচারে সত্য নয়) ; নিত্য, স্থায়ী, সৎ (সত্য শিব সুন্দর)। **সত্য কথা**—মিথ্যা বা অতিরঞ্জিত-নয় এমন কথা ; আসল ব্যাপার। **সত্য করা**—শপথ করা। **সত্যকাম**—ণ. সত্য যাহার প্রিয়, যে মিথ্যা বর্জন করিয়া চলে। **সত্যঘ্ন**—ণ. মিথ্যাবাদী। **সত্যঙ্কার, সত্যংকার**—সত্য করা ; কথা দেওয়া ; বায়না করা ; বায়না ; জামিনস্বরূপ ন্যস্ত বস্তু বা ব্যক্তি। **সত্যতা**—বি. যাথার্থ্য ; সত্যপরায়ণতা (ধর্মের মূল সত্যতা)। **সত্যদর্শী** (-র্শিন্)—ণ. ভবিষ্যৎ সত্যের অথবা সত্যের দ্রষ্টা। **সত্যধন**—ণ. সত্যই যাহার সম্পদ্, সত্যনিষ্ঠ। **সত্যনারায়ণ**—বি. নারায়ণের মূর্তি-বিশেষ, সত্যপীর। **সত্য-নিষ্ঠ,-পরায়ণ**—ণ. সত্যের প্রতি অনুরক্ত, সত্যধন। **সত্যপীর**—বি. মুসলমান-পীরবেশী সত্যনারায়ণ (সত্যপীরের শীরণি)। **সত্যপুর**—বি. বিষ্ণুলোক, বৈকুণ্ঠ। **সত্যপ্রতিজ্ঞ**—ণ. যে প্রতিশ্রুতি পালনে দৃঢ়সঙ্কল্প, সত্যসন্ধ। **সত্য-প্রিয়**—ণ. সত্য যাহার প্রিয়, সত্যবাদী। **সত্যবতী**—বি. ব্যাস-জননী। **সত্যবাদী**

(-দিন্)—ণ. সত্য কথা বলে যে। **সত্যবান্ (-বৎ)**—ণ. সত্যসন্ধ; বি. সাবিত্রীর স্বামী। **সত্যব্রত**—ণ. সত্যপরায়ণ; বি. ভীষ্ম। **সত্য ভঙ্গ**—প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ। **সত্যভামা**—কৃষ্ণের এক মহিষী। **সত্যমিথ্যা**—ণ. কি সত্য আর কি মিথ্যা, সত্য অথবা মিথ্যা (সত্যমিথ্যা ভগবান জানেন)। **সত্যযৌবন**—ণ. যাহাদের যৌবন অটুট থাকে; বি. বিদ্যাধর। **সত্যরক্ষা**—প্রতিজ্ঞা পালন। **সত্যসন্ধ**—[যাহার সন্ধা অর্থাৎ প্রতিজ্ঞা সত্য—বহুব্রী] ণ. সত্যপ্রতিজ্ঞ, সত্যপরায়ণ। **সত্যাগ্রহ**—[বহুব্রী] ণ. সত্য-আগ্রহযুক্ত; [ষষ্ঠীতৎ] বি. সত্যের (সত্যের ও ন্যায়ের) প্রতিষ্ঠার জন্য আগ্রহ; ন্যায্য অধিকারের প্রতিষ্ঠার জন্য মহাত্মা গান্ধী-প্রবর্তিত অহিংস সংগ্রাম-পদ্ধতি। **সত্যানুসন্ধান**—প্রকৃত তথ্য জানিবার জন্য চেষ্টা। **সত্যানৃত**—বি (যাহাতে সত্য ও মিথ্যা মিশ্রিত) বাণিজ্য; সত্য ও মিথ্যা। **সত্যাপন,-না**—বি শপথ করণ। **সত্যাসত্য**—বি. সত্য অথবা মিথ্যা; সত্য ও অসত্য।

সত্যি—সত্য'-শব্দের কথ্যরূপ (সত্যি কথা; তিন সত্যি)।

সত্র—সত্র দ্রঃ।

সত্বর—[বহুব্রী] ণ., ক্রি.-ণ. ত্বরান্বিত, শীঘ্র (সত্বর গমন; সত্বর যাও); সতর্ক (প্রাচীন বাংলা)।

সদন—[সদ্ (গমন করা)+অনট্] বি. গৃহ, বাড়ী; স্থান; সমীপ (পিতৃ-সদনে নিবেদন করিল; কৈলাস-সদন)। [মতলব।

সদভিপ্রায়—[সৎ+অভিপ্রায়] বি. ভাল

সদম্ভ—ণ. দম্ভযুক্ত (সদম্ভ উক্তি); দাম্ভিক, ধর্মধ্বজী।

সদয়—[বহুব্রী] ণ. কৃপাযুক্ত, অনুগ্রহযুক্ত; অনুকূল, প্রসন্ন (সদয় দৃষ্টি; সদয় ব্যবহার)।

সদর—[আ. স'দর্] বি রাজধানী; জেলার শহর (সদর-মফঃস্বল); বহির্বাটী (সদর অন্দর); শাল প্রভৃতির বাহিরের পিঠ; সভাপতি (সদর-ই-রিয়াসৎ। এই অর্থে বাংলায় সাধারণতঃ ব্যবহৃত হয় না, তবে গ্রাম্য ভাষায় **'সদরতি'** শব্দের ব্যবহার আছে, অর্থ, মোড়লি, উপর-পড়া ভাব—তোমাকে সদরতি করার জন্য কে ডেকেছে ?); ণ. প্রকাশ্য (সদর রাস্তা); প্রধান (সদর দরজা)। **সদর-অন্দর**—বহির্বাটী ও অন্তঃপুর। **সদর-আমিন**—সেকালের রাজস্ব-বিভাগের নিম্ন-শ্রেণীর বিচারক-বিশেষ। **সদর-আদালত**—সেকালের প্রধান বিচারালয় (হাইকোর্ট প্রতিষ্ঠার আগে কলিকাতায় যে উচ্চতম বিচারালয় ছিল তাহার নাম: সদর দেওয়ানী আদালত, সদর নিজামত আদালত)। **সদর-আলা**—সবজজ-শ্রেণীর বিচারকের সেকালের নাম। **সদর-কাছারি**—জমিদারের প্রধান কর্মস্থান। **সদর-খাজনা,-জমা**—জমিদারকে অথবা সরকারকে দেয় রাজস্ব। **সদর-নায়েব**—সদর-কাছারির নায়েব। **সদর-মোকাম**—ব্যবসায় বিচার রাজস্ব ইত্যাদি সংক্রান্ত প্রধান স্থান। **সদর-মফঃস্বল**—দেশের প্রধান শহর ও তাহার বাহিরের স্থান; শহর ও গ্রাম; ভিতরের পিঠ ও বাহিরের পিঠ; ভিতর ও বাহির।

সদর্থ—বি. সদুদ্দেশ্য-প্রণোদিত ব্যাখ্যা (বিপ. কদর্থ)।

সদর্থক—ণ. অস্তিত্বজ্ঞাপক, ধনাত্মক, positive (বিপ. নঞর্থক, negative)। [সং+অর্থ+ক]

সদর্প—[বহুব্রী] ণ. দর্পযুক্ত, গর্বিত (সদর্প উত্তর)।

সদসৎ—ণ, বি যাহা আছে ও যাহা নাই; যাহা সাধু ও যাহা অসাধু (সদসদ্ বিবেচনা); যাহা সত্য ও যাহা মিথ্যা। [সৎ+অসৎ]

সদস্য—[সদস্ (সভা)+য] বি. যজ্ঞানুষ্ঠান যথাবিধি হইতেছে কিনা তাহা দর্শন ও সংশোধন করিবার নিমিত্ত নিযুক্ত ঋত্বিক্; সভাসদ্; সভা ও সমিতি ইত্যাদির সভ্য, member.

সদা—[স (সর্ব)+দা (দাচ্)] অব্য. সর্বদা, নিয়ত, সব সময়ে (সদাই ধায় নদীর ঢেউ। কাব্যে অথবা অন্য শব্দের সহিত যুক্ত হইয়া ব্যবহৃত হয়)। **সদাগতি**—(যাহা সর্বদা গতিশীল বা প্রবাহিত) বি. সূর্য। **সদাতন**—ণ. সর্বকালের (প্রাচীন বাংলায় ব্যবহৃত)। **সদাদান**—বি. সদাব্রত, সত্র; (সর্বদা যাহার দান, অর্থাৎ মদবারি ক্ষরিত হইতেছে) ঐরাবত; মত্তহস্তী। **সদানন্দ**—ণ. যে সর্বদা আনন্দিত; বি শিব। **সদানর্ত**—খঞ্জন পাখী। **সদানীরা**—করতোয়া নদী (হিন্দুশাস্ত্রমতে শ্রাবণ মাসে সকল নদীই রজস্বলা হয়, কেবল করতোয়া পবিত্রনীরা থাকে)। **সদাপুষ্প**—নারিকেল গাছ। **সদাফল**—নারিকেল; বেল। **সদাব্রত**—সত্র। **সদাযোগী (-গিন্)**—শিব; বিষ্ণু। **সদাশিব**—বি. (সর্বদা মঙ্গলময়) শিব; ণ. উদার আনন্দময় ও ক্রোধবর্জিত লোক। **সদাসর্বদা**—অব্য. সর্বদা, সারাক্ষণ।

সদাগর—বি. সওদাগর। ণ. **সদাগরী**—(সদাগরী জাহাজ)। বি. **সদাগরি**—বাণিজ্য।

সদাচরণ—বি. সৎকর্মের অনুষ্ঠান; সদ্ব্যবহার। **সদাচার**—[কর্মধা] বি. সাধু আচরণ; ব্রহ্মাবর্ত দেশের ব্রাহ্মণাদির আচার; সজ্জনের আচরণ; সদ্ব্যবহার ;.[বহুব্রী] ণ. সাধু-আচরণবিশিষ্ট; ধর্মপরায়ণ। ণ. **সদাচারী** (-রিন্)—সদাচার-পরায়ণ; বেদাচার-পরায়ণ; ধার্মিক। **সদাত্মা** (-ত্মন্)—ণ. সদাশয়, উচ্চমনা। **সদালাপ**—সদ্বিষয়ে আলাপ-আলোচনা; প্রীতিপূর্ণ আলাপ। ণ. **সদালাপী**। **সদাশয়** [সৎ আশয় যাহার, বহুব্রী] ণ. যাহার অভিপ্রায় বা অন্তঃকরণ মহৎ। বি **সদাশয়তা**।

সদিচ্ছা—সাধু ইচ্ছা, শুভকামনা। [সৎ+ইচ্ছা]

সদীয়াল—[আ. স'দ্—শত] ণ., বি একশত সৈন্যের নায়ক।

সদুত্তর—[সৎ+উত্তর] বি. প্রশ্নের প্রকৃত বাসন্তোষজনক উত্তর। **সদুদ্দেশ্য**—[সৎ+উদ্দেশ্য] বি. সদভিপ্রায়, ভাল মতলব। **সদুপায়**—বি. সাধু উপায়, প্রশস্ত উপায় বা পথ। [সৎ+উপায়]

সদৃশ—[স—দৃশ্+অ] ণ অনুরূপ, সমান, তুল্য, সমজাতীয়, মতন (তাঁহার সদৃশ গুণী কে ?)। (বি. সাদৃশ্য)। **সদৃশবিধান**—রোগ-উৎপাদক বস্তু দিয়াই রোগের চিকিৎসার পদ্ধতি, Homeopathy।

সদোষ—[বহুব্রী.] ণ দোষযুক্ত, ত্রুটিপূর্ণ।

সদ্গতি—[সৎ+গতি] বি. উত্তম গতি, পারলৌকিক মঙ্গল, স্বর্গে গমন, মোক্ষলাভ (লভিয়াছে বীরের সদ্গতি; আত্মার সদ্গতি); সুব্যবস্থা, সুরাহা (যাহোক, বিধবার মেয়ের একটা সদ্গতি হলো; ব্যঙ্গে-ও ব্যবহৃত হয় : বুড়ো না খেয়ে দেয়ে বহু টাকা জমিয়ে গেছে, এইবার ছেলেরা তার সদ্গতি করছে)। **সদ্গুরু**—শিষ্যকে ঠিক শিক্ষা দিতে পারেন এমন ভাল শিক্ষক বা দীক্ষাদাতা; সিদ্ধগুরু। **সদ্গোপ**—হিন্দু নবশাখ জাতিবিশেষ। **সদ্ধর্ম**—শ্রেষ্ঠ ধর্মপথ; বৌদ্ধধর্ম। ণ. **সদ্ধর্মী** (-র্মিন্)—বৌদ্ধ। **সদ্ধেতু**—(ন্যায়ে) বি. যে তর্কে বা বিচারে হেত্বাভাস (fallacy) নাই। **সদ্বিবেচনা**—উত্তম বিবেচনা বা বিচার। **সদ্বিবেচক**—ণ. উত্তম বিবেচনাকারী; সুবিচারক; পক্ষপাতহীন। **সদ্বৃত্ত**—[কর্মধা] বি. সাধু আচরণ, সদ্ব্যবহার; [বহুব্রী] ণ. সদাচারসম্পন্ন, সচ্চরিত্র। বি. **সদ্বৃত্তি**—সদাচার; সাধুজীবনোপায়। **সদ্ব্যবহার**—সাধু বা শোভন আচরণ; সার্থক ব্যবহার বা প্রয়োগ (সময়ের বা ধনের সদ্ব্যবহার)। **সদ্বৈদ্য**—উত্তম চিকিৎসক, হাতুড়ে নয়। **সদ্ভাব**—বি. অস্তিত্ব, বিদ্যমানতা (বিপ. অসদ্ভাব); সম্প্রীতি, বন্ধুভাব (ভাইয়ে ভাইয়ে সদ্ভাব নেই); সৎচিন্তা, কল্যাণপ্রসূ চিন্তা (সদ্ভাবশতক); [সৎ+ভাব]

সদ্ম (-দ্মন্)—[সং.] বি. আবাস, নিকেতন, অধিষ্ঠান।

সদ্য, সদ্যঃ—[সং. সদ্যস্—সমান দিন, তৎকাল, তখনই] অব্য. বর্তমান সময়ে, এখনি (সদ্যোজাত; সদ্যঃস্নাত); টাটকা, বেশীদিনের নয় বা বাসী নয় (সদ্য তরিতরকারি; সদ্যবিধবা; সদ্য-বিলেত-ফেরৎ; সদ্য গলানো ঘি)। **সদ্যসদ্য**—অব্য. টাট্কা-টাট্কা, হাতে-হাতে (সদ্যসদ্য ফল পাবে)। **সদ্যঃপাতী** (-তিন্)—ণ. এখনই পড়িয়া যাইবে এমন (অম্বুবিম্ব অম্বুমুখে সদ্যঃপাতী —মধু); অতিশয় নশ্বর। **সদ্যঃশৌচ**—ণ. যাহাদের অশৌচকাল গত হইতে বিলম্ব হয় না (কারুকর, বৈদ্য, দাস, দাসী, নাপিত, শ্রোত্রিয়, রাজা প্রভৃতি)। **সদ্যঃস্নাত, সদ্যস্নাত**—ণ. যে এইমাত্র স্নান করিয়াছে। **সদ্যসাক্ষর**—ণ. যে (বয়স্ক) ব্যক্তির অল্পদিন হয় অক্ষর পরিচয় হইয়াছে, neo-literate। **সদ্যোজাত**—ণ. এইমাত্র জন্মিয়াছে এমন। স্ত্রী· **সদ্যোজাতা**। **সদ্যোমাংস**—টাট্কা মাংস। **সদ্যোমৃত**—ণ. এইমাত্র মারা গিয়াছে এমন। স্ত্রী **সদ্যোমৃতা**।

সধবা—[বহুব্রী] ণ., বি. যাহার স্বামী বর্তমান, এয়ো (বিপ. বিধবা)। (ধব=স্বামী)।

সধর্ম—বি. একরূপ ধর্ম বা আচরণ (**সধর্মচারিণী**—সহধর্মিণী)। **সধর্মা** (-র্মন্), **সধর্মী** (-র্মিন্)—ণ. এক ধর্মের, এক ধর্মাবলম্বী; সমলক্ষণাক্রান্ত; সদৃশ। **সধর্মিণী**—সহধর্মিণী।

সন—[আ. সন; সং. সমা] বি. বৎসর (তিন সন ক্রমাগত অজন্মা) বিশেষ পদ্ধতি অনুসারে নির্ণীত বৎসর, অব্দ, সাল (হিজরী সন)। **ইংরেজী সন**—খৃষ্টীয় সন। **বাংলা সন**—হিজরী সন হইতে গণিত সম্রাট্ আকবর-প্রবর্তিত সন বিশেষ। **হিজরী সন**—হজরত মুহম্মদের মক্কা হইতে মদিনায় গমনের সময় হইতে গণিত চান্দ্র বৎসর। **সন-তারিখ**—ঘটনার বৎসর ও তারিখ।

ণ. **সনা, সনী** (পাঁচসনা বন্দোবস্ত; তে-সনী চা'ল—তিন বৎসরের পুরাতন চাউল)।

সনৎ—[সং.] ব্রহ্মা। **সনৎকুমার**—ব্রহ্মার মানসপুত্র সুপ্রসিদ্ধ মুনি।

সনদ—[আ. সনদ্] বি. দলিল; সরকারদত্ত অনুমতিপত্র বা হুকুমনামা, ফরমান; উপাধিপত্র (বিশ্ববিদ্যালয়ের সনদ; লাখেরাজের সনদ)।

সনন্দ—[সং.] বি. ব্রহ্মার পুত্র-বিশেষ, (বাং) সনদ (বাদশাহী সনন্দ)।

সনাক্ত—শনাক্ত দ্রঃ।

সনাতন—[সনা (নিত্য) + তন] ণ. সদাতন, চিরস্থায়ী, অনাদিকাল হইতে প্রচলিত, পরম্পরাগত (সনাতন ধর্ম; সনাতন আচার); বি. বিষ্ণু; শিব; ব্রহ্মা; ব্রহ্মার মানসপুত্র-বিশেষ; স্বনামধন্য বৈষ্ণব ভক্ত বিশেষ (রূপ ও সনাতন গোস্বামী)। স্ত্রী. **সনাতনী**—দুর্গা, সরস্বতী; লক্ষ্মী, ণ. চিরকালের, নিত্যরূপিণী (বন্দো মাতা সুরধুনী পুরাণে মহিমা শুনি পতিতপাবনী সনাতনী); পুরাতনপন্থী (—হিন্দু)। **সনাতন ধর্ম**—যে ধর্ম সর্বযুগে সত্য ও সার্থক, বেদ-প্রবর্তিত ধর্ম, অসংস্কৃত হিন্দু ধর্ম। **সনাতনী-হিন্দু**—প্রতিমাপূজা জাতিভেদ ইত্যাদি সুপ্রাচীন হিন্দুধর্মাচারে আস্থাবান্ হিন্দু, ব্রাহ্মসমাজভুক্ত বা আর্যসমাজ-ভুক্ত নহে এমন হিন্দু।

সনাথ—[বহুব্রী] ণ. নাথযুক্ত, যাহার প্রভু বা রক্ষক আছে (বিপ. অনাথ); যুক্ত, সমন্বিত (দীপিকা-সনাথা রজনী)।

সনির্বন্ধ—[বহুব্রী] ণ. অতিশয় আগ্রহ বা অনুনয়-বিনয়-যুক্ত (সনির্বন্ধ অনুরোধ)।

সনির্বেদ-[বহুব্রী] ণ. সখেদ, আত্মধিক্কার-যুক্ত।

সনে—অব্য. সহিত, সঙ্গে। (কাব্যে ব্যবহৃত)।

সনেট—[ইং. sonnet] বি. চতুর্দশপদী কবিতা-বিশেষ (ইহার চরণ-বিন্যাসের ও মিলের বিশেষ রীতি আছে)।

সন্ত—[সং. সন্তঃ (সৎ-শব্দের বহুবচন), ইং. Saint] বি. সাধু, ভক্ত (সাধুসন্ত—সাধুসন্ন্যাসী, সন্ন্যাসী ও ভক্ত); কবীর দাদু প্রভৃতি মধ্যযুগের ভক্ত।

সন্তত—[সম্—তন্ (বিস্তার করা) + ক্ত] ণ. অবিচ্ছিন্ন; সতত; ব্যাপ্ত, বিস্তৃত; অব্য. নিরন্তর। **সন্ততজ্বর**—অবিরাম জ্বর।

সন্ততি—[সম্—তন্ + ক্তি] বি. সন্তান; বংশ; গোত্র; পঙ্‌ক্তি, শ্রেণী (দীপসন্ততি); পারম্পর্য, অবিচ্ছেদ, ধারা (চিন্তাসন্ততি); ক্রি. ণ. অবিচ্ছেদে (প্রা. বাং.। ঝাম্পি ঘন গরজন্তি সন্ততি ভুবন ভরি বরিখন্তিয়া—বিদ্যাপতি)।

সন্তপ্ত—[সম্—তপ্ + ক্ত] ণ. সন্তাপযুক্ত, জ্বরিত, ক্লিষ্ট, নিপীড়িত (শোক-সন্তপ্ত, বিরহ-সন্তপ্ত; আতপ-সন্তপ্ত)।

সন্তরণ—[সম্—তৄ + অনট্] বি. সাঁতার; ওপারে গমন, উল্লঙ্ঘন (ভবসিন্ধু সন্তরণ)। **সন্তরিক**—বি. যে সব জীব সাঁতার দেয়; সাঁতারু।

সন্তর্পণ—[সম্—তর্পি + অনট্] বি. প্রীতিজনন, তোষণ; সেবা (প্রাচীন বাংলায় ব্যবহৃত)। ণ. **সন্তর্পিত**। **সন্তর্পণে**—ক্রি., ণ. কোনরূপ বিঘ্ন সৃষ্টি না করিয়া, সাবধানে, সযত্নে, আলগোছে।

সন্তলন—বি. সাঁতলানো, সন্তোলন। [বাং]

সন্তাড়িত—ণ. সঞ্চালিত, বিক্ষোভিত (বাত্যা-সন্তাড়িত)।

সন্তান—[সম্—তন্ + ঘঞ্] বি. অপত্য, বংশধর; বংশ, গোত্র; অবিচ্ছেদ, পরম্পরা, ধারা। **সন্তানক**—কল্পবৃক্ষ। **সন্তান-বাৎসল্য**—বি. সন্তানের প্রতি ভালবাসা। **সন্তানসন্ধি**—বি. কন্যাদান করিয়া সন্ধি করা। **সন্তান-সন্ততি**—বি পুত্রকন্যাদি; পুত্রপৌত্রাদি। **সন্তান-সম্ভাবনা**—বি. অন্তঃসত্ত্বা অবস্থা। **সন্তানোচিত**—ণ. সন্তানের পক্ষে যাহা উপযোগী বা শোভন, যাহা সন্তানের করণীয়। **সন্তানোৎপাদন**—বি. সন্তানের জন্মদান।

সন্তাপ—[সম—তপ্ + ঘঞ্] বি. দাহ, জ্বালা; অন্তর্দাহ; ক্লেশ; ব্যথা; অনুতাপ। ণ. **সন্তাপন**—দাহকর, পীড়ক (লোক-সন্তাপন—যাহা লোকের ক্লেশের কারণ); বি. সন্তপ্ত করণ, মদনের পঞ্চবাণের একটি। ণ. **সন্তাপিত**—যাহাকে অপরে সন্তপ্ত করিয়াছে, ক্লিষ্ট, নিপীড়িত। ণ. **সন্তাপী** (-পিন্)—সন্তাপযুক্ত, সন্তপ্ত।

সন্তুষ্ট—[সম্—তুষ্ + ক্ত] ণ. সম্যক্‌তুষ্ট, সন্তোষ-যুক্ত, তৃপ্ত, প্রীত, খুশী। বি. **সন্তুষ্টি**—পরিতোষ;

সন্তোলন—বি. সাঁতলানো। [বাং]।

সন্তোলা—ক্রি. সাঁতলানো।

সন্তোষ—[সম্ + তোষ] বি. পর্যাপ্তিবোধ-জাত আনন্দ (সন্তোষ পরম ধন); পরিতোষ, তৃপ্তি। **সন্তোষণ**—সন্তুষ্টিসাধন, প্রীণন। ণ. **সন্তোষিত**—যাহার সন্তোষসাধন করা হইয়াছে।

সন্ত্রস্ত—[সম্—ত্রস্ + ক্ত] ণ. অতিশয় ভীত।

সন্ত্রা—[পর্তু. Cintra] বি. কমলালেবু (বিশেষতঃ নাগপুরের কমলালেবু)।

সন্ত্রাস—[সম্+ত্রাস] বি. অতিভীতি, মহাশঙ্কা। **সন্ত্রাসবাদ**—Terrorism, গুপ্তহত্যা ও ধ্বংসাত্মক কার্যের দ্বারা শাসক সম্প্রদায়কে ভয় দেখাইয়া কার্যোদ্ধার করিবার নীতি বা মত (স্বদেশীর যুগের বিপ্লবীরা সন্ত্রাসবাদে বিশ্বাস করিতেন)। ণ. **সন্ত্রাসবাদী** (-দিন্)। ণ. **সন্ত্রাসিত**—যাহাকে অতিশয় ভীত করা হইয়াছে, যে অতিশয় ভীত হইয়াছে।

সন্দংশ, সন্দংশিকা, সন্দংশী—(যাহা কামড়াইয়া ধরে। বি. সাঁড়াশি ; চিমটা ; সোন্না ; কাটারি, জাঁতি। [সং.]

সন্দর্ভ—[সম্—দৃভ্ (গ্রন্থন করা)+অল্] বি. গ্রন্থন ; রচনা, প্রবন্ধ, চিন্তাপূর্ণ রচনা। **সন্দর্ভ-শুদ্ধি**—কথার নির্দোষ বাঁধুনি।

সন্দর্শন—[সম্—দৃশ্+অনট্] বি. সম্যক্ দর্শন, অবলোকন, নিরীক্ষণ ; পরীক্ষা ; আকৃতি, চেহারা ; সাক্ষাৎকার (মহাজন সন্দর্শন)।

সন্দিগ্ধ—[সম্—দিহ্ (সংশয় করা)+ক্ত] ণ. সন্দেহযুক্ত, সন্দেহপ্রবণ (সন্দিগ্ধচিত্ত) ; সংশয়িত, অনিশ্চিত। বি. **সন্দিগ্ধতা**—সন্দেহের ভাব, সংশয়।

সন্দিহান—[সম্—দিহ্+শানচ্] ণ. সন্দেহযুক্ত, সন্দেহকারী (বন্ধুর সততায় সন্দিহান হইলেন)।

সন্দীপক—[সম্—দীপি+ণক] ণ. যে বা যাহা প্রভূত উত্তেজনার সঞ্চার করে, উদ্দীপক ; বি. কন্দর্পের বাণ-বিশেষ। **সন্দীপন**—বি. উত্তেজন ; প্রজ্বালন। **সন্দীপিত**—ণ. উত্তেজিত ; প্রজ্বালিত। **সন্দীপ্ত**—ণ. প্রজ্বলিত ; উদ্দীপ্ত।

সন্দেশ—[সম্—দিশ্+ঘঞ্] বি. বার্তা, সংবাদ (সন্দেশবহ—বার্তাবাহক, দূত) ; (বাং) সাধারণতঃ ছানার সঙ্গে চিনি বা গুড় দিয়া পাক করিয়া প্রস্তুত মিঠাই বিশেষ (ক্ষীরের, নারিকেলের—। আমরা খাই ঠোঙায়, কিন্তু খাই সন্দেশ)। **সন্দেশবহ,-হর,-হার**—বার্তাবাহক, দূত।

সন্দেহ—[সম্—দিহ্+অল্] বি. 'ইহা ঠিক কিনা' মনে এইরূপ প্রশ্ন, সংশয় (সততায় সন্দেহ ; সন্দেহ ক্রমে ; সন্দেহের অতীত) ; অর্থালঙ্কার-বিশেষ। **সন্দেহজনক**—ণ. যাহা সন্দেহের উদ্রেক করে। **সন্দেহ-ভঞ্জন**—সন্দেহ নিরসন।

সন্ধা—[সম্—ধা+ঙ] বি. প্রতিজ্ঞা, পণ (সত্যসন্ধ) ; সন্ধি ; মিলন, স্থিতি। **সন্ধাতব্য**—ণ. যাহার সহিত সন্ধি করা উচিত। **সন্ধান**—বি. অন্বেষণ, খোঁজ ; খোঁজখবর (সন্ধানে ফেরা ; পথের সন্ধান জানে) ; তত্ত্ব, রহস্য (বুঝ সাধু যে জান সন্ধান) ; সংযোজন (শর সন্ধান) ; মদ চোয়ানো, গাঁজানো (মদ্য সন্ধান) ; কাঁজি ; চাট, অবদংশ ; আচার (pickle)। **সন্ধাতা (-তৃ)**—ণ., বি. যে সন্ধান করে বা জানে, সন্ধায়ী। **সন্ধান-পুস্তক**—যে পুস্তক শব্দাদির বা বিষয়াদির সন্ধান দেয়, book of reference। **সন্ধানী (-নিন্)**—বি., ণ. যে খোঁজখবর রাখে বা করে ; যে অনুসন্ধান করিতে আগ্রহবান্ (সন্ধানী মন, সন্ধানী দৃষ্টি)। **ঘর-সন্ধানী বিভীষণ**—যে আপনার জন ঘরের খবর লইয়া শত্রুপক্ষে যোগ দিয়া সর্বনাশ ঘটায়। **সন্ধাভাষা**—সন্ধ্যাভাষা (সন্ধ্যা দ্রঃ)। **সন্ধায়ক, সন্ধায়ী (-য়িন্)**—বি., ণ. সন্ধাতা। ণ. **সন্ধিত**—যাহা গাঁজানো হইয়াছে বা মদ্যে পরিণত হইয়াছে, fermented।

সন্ধি—[সম্—ধা+ই] বি. মিলন ; দুই যুদ্ধরত পক্ষের কোন মীমাংসায় পৌঁছিয়া যুদ্ধত্যাগ, আপোস (সন্ধির প্রস্তাব ; সন্ধির শর্ত) ; সংযোগ, জোড়, মিলনস্থান (জানুসন্ধি) ; মধ্যবর্তী কাল, মিলনক্ষণ (সন্ধিপূজা ; বয়ঃসন্ধি ; যুগসন্ধি) ; (ব্যাক.) বর্ণদ্বয়ের সংযোগ ও রূপান্তর (স্বরসন্ধি ; ব্যঞ্জনসন্ধি) ; সন্ধান (অভিসন্ধি ; নারীর মায়ার সন্ধি পুরুষে কি পায়—কৃত্তিবাস) ; রহস্য, কৌশল ('কহিয়া দিব যত আছে সন্ধি') ; সিঁধ, সুড়ঙ্গ (সন্ধিপথ)। **সন্ধিক্ষণ**—সংযোগের মুহূর্ত। **সন্ধি-চৌর**—সিঁধেল চোর। **সন্ধিজীবক**—ণ. যে ফাঁকিবাজির দ্বারা জীবিকা-নির্বাহ করে। **সন্ধিত**—ণ. মিলিত, সংযোজিত ; গাঁজানো। **সন্ধি-পূজা**—দুই তিথির মধ্যবর্তীকালে অনুষ্ঠিত পূজা; শুক্লাষ্টমীর শেষ দণ্ড হইতে নবমীর প্রথম দণ্ড মধ্যে অনুষ্ঠিত দুর্গাপূজা। **সন্ধিবদ্ধ**—ণ. মিলিত, সন্ধির শর্তাদির দ্বারা আবদ্ধ। **সন্ধিবন্ধন**—গাঁইট বন্ধন ; শিরা। **সন্ধিবাত**—হাঁটু গোড়ালি কব্জি কোমর প্রভৃতির বেদনাযুক্ত বাত, rheumatism। **সন্ধিবিগ্রহ**—রাজায় রাজায় বা রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে সম্প্রীতি ও বিরোধাদি, কোন রাষ্ট্রের সহিত সন্ধিস্থাপন ও কাহারও বিরুদ্ধে যুদ্ধ-ঘোষণার

নীতি (**সান্ধিবিগ্রহিক**—সন্ধি ও বিগ্রহের ভারপ্রাপ্ত সচিব)। **সন্ধিভঙ্গ**—সন্ধির শর্তাদি ভঙ্গ; সন্ধি বাতিল করা। **সন্ধিবেলা**—সন্ধ্যাকাল। **সন্ধিমুক্ত**—ণ. সন্ধি বা সংযোগ-স্থল হইতে বিযুক্ত, dislocated।

সন্ধিৎসু—[সম্—ধা+সন্+উ] ণ. সন্ধান করিতে ইচ্ছুক। বি. **সন্ধিৎসা**। (বাংলায় সাধারণতঃ 'অনুসন্ধিৎসু', 'অনুসন্ধিৎসা' ব্যবহৃত হয়)।

সন্ধুক্ষণ—[সম্+ধুক্ষ্ (দীপ্ত হওয়া)+অনট্] বি. উত্তেজন, উদ্দীপন (বৈরসন্ধুক্ষণ)। ণ. **সন্ধুক্ষিত**।

সন্ধ্যা—[সন্ধি+য (অথবা সম্—ধ্যৈ+য)+আপ্] বি. দিবা ও রাত্রির সংযোগ-কাল বা পূর্বাহ্ণ ও অপরাহ্ণের মিলনক্ষণ; বেলা, বার (চাল যা আছে তাতে দুই সন্ধ্যা চলবে); সন্ধিকালে অনুষ্ঠিত মন্ত্রজপ (প্রাতঃসন্ধ্যা, সায়ংসন্ধ্যা, ত্রিসন্ধ্যা, সন্ধ্যা-আহ্নিক); দিবাবসানকাল (সন্ধ্যাতারা); যুগসন্ধি, চারিযুগের এক যুগের শেষ হইতে আর এক যুগের আরম্ভ পর্যন্ত সময় (এই তো সবে কলির সন্ধ্যা); শেষ সময় (রাজপুত-জীবন-সন্ধ্যা)। **সন্ধ্যাংশ**—সত্য ত্রেতা প্রভৃতি যুগের সন্ধিকাল। **সন্ধ্যা করা, সন্ধ্যাবন্দনা**—প্রাতঃকালে মধ্যাহ্নে ও সায়াহ্নে উপাসনা করা। **সন্ধ্যাত্রয়, ত্রিসন্ধ্যা**—প্রাতঃকাল মধ্যাহ্নকাল ও সায়ংকাল; ঐ তিন সময়ে অনুষ্ঠেয় মন্ত্রজপাদি। **সন্ধ্যাদীপ**—সায়ংকালে যে দীপ গৃহে গৃহে তুলসীমঞ্চে ও গৃহদেবতার সম্মুখে জ্বালানো হয়। **সন্ধ্যাভাষা, সন্ধাভাষা**—সাধারণের দুর্বোধ্য সংকেতপূর্ণ ভাষা। **সন্ধ্যামণি, -মালতী**—ফুল বিশেষ, four-o'clock plant (ইহা সন্ধ্যায় ফোটে। পূর্ববঙ্গে: নন্দদুলাল)। **সন্ধ্যারাগ**—বি. অস্তগামী সূর্যের আলোর রঙ।

সন্নত—[সম্—নম্+ক্ত] ণ. অবনত, সম্যক্ নত, (ফলভারে সন্নত; সন্নত নয়ন)। বি. **সন্নতি**—অবনমন, নম্রতা, প্রণাম।

সন্নদ্ধ- [সম্—নহ্ (বন্ধন করা)+ক্ত] ণ. সবদ্ধ, সজ্জিত (পল্লবসন্নদ্ধ লতা); বর্মিত, সাঁজোয়া-পরা; ব্যূহবিন্যাসযুক্ত, শ্রেণীবদ্ধ; বধোদ্যত; মন্ত্রাদিযুক্ত। [(প্রাদে: সোন)।

সন্না—[সং. সন্দংশ] বি. ছোট চিম্টা, pincers.

সন্নাহ—[সম্—নহ্+ঘঞ্] বি. বর্ম, সাঁজোয়া। **সন্নাহ্য**—ণ. সাঁজোয়া-পরিহিত; বি. যুদ্ধোপযুক্ত হস্তী।

সন্নিকট—বি. সন্নিধান, সমীপ, নিকট। **সন্নিকটে**—ক্রি. ণ. নিকটে, কাছাকাছি।

সন্নিকর্ষ—[সম্—নি+কৃষ্+অল্] বি. সান্নিধ্য, নৈকট্য, পাশাপাশি অবস্থান। **সন্নিকর্ষণ**—সন্নিধান, পরস্পরের নিকটে অবস্থিতি। ণ. **সন্নিকৃষ্ট**—পরস্পর নিকটে আগত, সমীপস্থ (বিপ. বিপ্রকৃষ্ট)।

সন্নিধাতা (-তৃ)—[সম্—নি+ধা+তৃচ্] ণ., বি. যে গচ্ছিত রাখে; যে চোরাই মাল গচ্ছিত রাখে, চোরের থলিয়াতি বা থালুত। **সন্নিধান**—বি. সান্নিধ্য, নৈকট্য; গচ্ছিত রাখা; আধার। **সন্নিধাপিত**—ণ. উপস্থাপিত। **সন্নিধি**—বি. সামীপ্য, সান্নিধ্য। (ণ. সন্নিহিত)।

সন্নিপতিত—[সম্+নি—পৎ+ক্ত] ণ. একত্র মিলিত, সমবেত; অবতীর্ণ; আগত। **সন্নিপাত**—বি. সমূহ (গুণ-সন্নিপাত); একত্র মিলন; উপস্থিতি; বাত-পিত্ত-কফের মিলন (সান্নিপাতিক জ্বঃ); সম্যক্‌প্রকারে পতন বা নাশ। **সন্নিপাতন**—বি. সম্মেলন; অবতরণ। ণ. **সন্নিপাতিত**—যাহাদের একত্র সমাবেশ ঘটানো হইয়াছে।

সন্নিবদ্ধ—[সম্+নি—বন্ধ্+ক্ত] ণ. দৃঢ়বদ্ধ; গ্রথিত। **সন্নিবন্ধ, সন্নিবন্ধন**—বি. দৃঢ়বন্ধন; গ্রন্থন; সম্যক্‌রূপে একত্র সংকলন।

সন্নিবর্তন—[সম্+নি—বৃৎ+অনট্] বি. প্রত্যাবর্তন; নিবর্তন। ণ. **সন্নিবৃত্ত**। বি. **সন্নিবৃত্তি**—নিবৃত্তি; পুনরাবৃত্তি।

সন্নিবিষ্ট—[সম্+নি—বিশ্+ক্ত] ণ. উপবিষ্ট (আসন-সন্নিবিষ্ট); সংস্থিত (ঘন-সন্নিবিষ্ট পাদপ-রাজি; হৃদয়ে সন্নিবিষ্ট)। বি. **সন্নিবেশ**—সংস্থিতি, বিন্যাস; সংস্থাপন (যুদ্ধক্ষেত্রে সৈন্য-সন্নিবেশ; সমাজ-সন্নিবেশ); বাসস্থান; নগরের বহিঃস্থিত ভ্রমণার্থ মুক্তস্থান। ণ. **সন্নিবেশিত**—সংস্থাপিত।

সন্নিভ—[সম্+নি—ভা+অ] ণ. (সমাসে পরপদে) তুল্য, সদৃশ (বিগলিত-কাঞ্চন-সন্নিভ শশধর)।

সন্নিহিত—ণ. নিকটবর্তী; পার্শ্বে স্থিত, adjacent (সন্নিহিত কোণ)। [সম্-নি—ধা+ক্ত]।

সন্ন্যস্ত—[সম্—নি—অস্ (ক্ষেপণ করা)+ক্ত] ণ. পরিত্যক্ত; সমর্পিত; ন্যাসরূপে রক্ষিত।

সন্ন্যাস—বি. সম্যক্ ন্যাস, সর্বকর্ম ও কর্মফল ভগবানে অর্পণ; কাম্য-কর্ম পরিত্যাগ; সংসার ত্যাগ, প্রব্রজ্যা; রোগবিশেষ যাহাতে মস্তিষ্কে রক্তস্ফুরণ হইয়া মূর্ছা ও মৃত্যু হইতে পারে, apoplexy। **সন্ন্যাসী** (-সিন্)—বি. যে সন্ন্যাস অবলম্বন করিয়াছে, চতুর্থাশ্রমী; গাজনের অনুষ্ঠানে যোগদানকারী শিবভক্ত (তারকনাথের মূলসন্ন্যাসী)। (কথ্য: সন্নিসী)। স্ত্রী. **সন্ন্যাসিনী**। **অনেক সন্ন্যাসীতে গাজন নষ্ট**—এক কাজের ভার অনেকে লইলে তাহা সাধারণতঃ সুসম্পাদিত হয় না।

সন্মতি—[সং+মতি] বি. সাধু বুদ্ধি, সুমতি।

সন্মার্গ—(কর্মধা) বি. সৎপথ, সাধুদের পথ। [সৎ+মার্গ]

সপ—[আ. সফ্] বি. পাত্‌লা মাদুর-বিশেষ।

সপক্ষ—[বহুব্রী] ণ. পাখাওয়ালা, ডানাবিশিষ্ট; একই দলভুক্ত, সমর্থক। (বিপ. বিপক্ষ)। **সপক্ষীয়**—ণ. নিজের পক্ষের।

সপত্ন—[সপত্নী+অ] বি. শত্রু, প্রতিপক্ষ (সপত্নভয়; অসপত্ন রাজ্য)। [সতীন।

সপত্নী—[সমান পতি যাহার—বহুব্রী] বি.

সপত্নীক—[পত্নীসহ বর্তমান, বহুব্রী] ণ. সস্ত্রীক।

সপরিকর,-পরিজন—[বহুব্রী] ণ. অনুচরসহ। **সপরিবার**—ণ. পরিজন সহ; স্ত্রীপুত্রাদিসহ; সস্ত্রীক (একা না সপরিবারে)।

সপর্যা—[সং] বি. পূজা, অর্চনা, আরাধনা।

সপসপ—অব্য. ঝোলযুক্ত খাদ্য আহারের শব্দ (ডাল-ভাত সপসপ করে খাচ্ছে); অতিরিক্ত সিক্ততাসূচক (ভিজে সপ্‌সপ্ করছে)। ণ. **সপসপে** (আরও ডাল ঢেলে সপসপে কর)। **সপাসপ**—ঝোলযুক্ত খাদ্য তাড়াতাড়ি খাওয়ার শব্দ (ডাল ঢেলে আধ সের চালের ভাত সপাসপ্ মেরে দিলে); বারবার বেত মারার শব্দ, সপাং সপাং।

সপাং, সপাৎ—অব্য. চাবুক মারার শব্দ। **সপাং-সপাং**—দ্রুত চাবুক মারার শব্দ (সপাং সপাং দশ ঘা কষে দিলে)। [সওয়া।

সপাদ—[এক পাদ বা চতুর্থাংশ সমেত] ণ.

সপিণ্ড—[বহুব্রী] ণ., বি. একই পূর্বপুরুষকে পিণ্ড দানের অধিকারী এমন আত্মীয়। **সপিণ্ডীকরণ**—মৃত্যুর এক বৎসর পরে যে শ্রাদ্ধ করা হয় তৎসংক্রান্ত অনুষ্ঠানবিশেষ, পিতৃপিণ্ডের সহিত পিণ্ডের একীকরণ (কেহ মরিলে একবৎসর পর্যন্ত তাহাকে আলাদা ভাবে পিণ্ড দেওয়া হয়, তাহার পর সপিণ্ডীকরণ হইলে তাহার আত্মা পিতৃপুরুষের উদ্দেশে প্রদত্ত পিণ্ডের ভাগ পায়)।

সপিনা, সফিনা—[ইং. subpoena, আ. সফীনা] বি. সমন, বিচারালয়ে হাজির হইবার আদেশ-পত্র। **সপিনা ধরানো**—আদালতে উপস্থিত হইবার জন্য হুকুমজারি করা।

সপেটা—[পোর্তু. Zapota, ইং. Sapota] বি. সুস্বাদু ফল বিশেষ, চিকু।

সপ্ত—[সং.] বি., ণ. সাত সংখ্যা অথবা সংখ্যক। **সপ্তক**—বি. একত্রে সাতটি (রুবাই-সপ্তক; 'সুরসপ্তকে বাঁধিয়া বীণা'—রজনী সেন; সঙ্গীতের সপ্তক—সা রি গা মা পা ধা নি এই সাত স্বর)। স্ত্রী. **সপ্তকী**—বি. সাত-নর-বিশিষ্ট চন্দ্রহার। **সপ্তগ্রাম**—সাতগাঁ (কলিকাতার অদূরে ভাগীরথী-সরস্বতী সঙ্গমে অধুনালুপ্ত সমৃদ্ধ বন্দর বিশেষ)। **সপ্তচত্বারিংশৎ**—বি. সাতচল্লিশ। **সপ্তচত্বারিংশত্তম**—ণ. ৪৭ সংখ্যার পূরক। **সপ্তচ্ছদ,-পর্ণ**—ছাতিম গাছ। **সপ্তজিহ্ব,-জ্বাল**—বি. অগ্নি (অগ্নির সাত জিহ্বা বা শিখা, এই প্রসিদ্ধি)। **সপ্ততন্তু**—(অগ্নির সাত জিহ্বা যাহার দিকে বিস্তৃত হয়, অথবা যাহার সাত বিভাগ) যজ্ঞ। **সপ্ততন্ত্রী** (-ন্ত্রিন্)—বি. ণ. সাততার-বিশিষ্ট বাদ্যযন্ত্র-বিশেষ। **সপ্ততল**—ণ. সাততলা। **সপ্ততাল**—ণ. উচ্চতায় বা গভীরতায় সাততাল-পরিমিত (তাল দ্রঃ)। **সপ্ততি**—সত্তর। **সপ্ততিতম**—ণ. ৭০ সংখ্যার পূরক। **সপ্তত্রিংশ,-শত্তম**—ণ. ৩৭ সংখ্যার পূরক। **সপ্তত্রিংশৎ**—বি.,ণ. ৩৭ এই সংখ্যা অথবা এই সংখ্যক। **সপ্তদশ**—বি., ণ. ১৭ সংখ্যা; ১৭সংখ্যক; ১৭সংখ্যার পূরক। স্ত্রী.**সপ্তদশী**—ণ. ১৭ বৎসর বয়স্কা; বি. ঐরূপ কন্যা। **সপ্তদীধিতি**—সপ্তার্চিঃ, অগ্নি। **সপ্তদ্বীপ**—জম্বু কুশ প্লক্ষ শাল্মলী ক্রৌঞ্চ শাক ও পুষ্কর—পুরাণমতে সসাগরা পৃথিবীর এই সাত বিভাগ বা অঞ্চল। **সপ্তদ্বীপা**—ণ. সপ্তদ্বীপযুক্তা (পৃথিবী)। **সপ্তধা**—অব্য. সাতদিকে; সাত প্রকারে। **সপ্তধাতু**—রস রক্ত মাংস মেদ অস্থি মজ্জা শুক্র—শরীরের এই সাত ধাতু। **সপ্তনবতি**—বি.,ণ. ৯৭। **সপ্তপর্ণ,-পত্র**—ছাতিম গাছ। **সপ্তপদী**—বি. বিবাহে বর ও বধূর একসঙ্গে

সপ্তপদ গমনরূপ সংস্কার। **সপ্ত পাতাল**—ভুবন দ্রঃ। **সপ্তবিংশ, সপ্তবিংশতিতম**—ণ. ২৭-এর পূরক। **সপ্তবিংশতি**—বি., ণ. ২৭ সংখ্যা; ২৭-সংখ্যক। **সপ্তভূমিক**—ণ. সাত-তলা (—গৃহ)। **সপ্তম**—ণ. ৭ সংখ্যার পূরক। **সপ্তমে চড়া**—ক্রোধ চীৎকার ইত্যাদির অতিশয় বাড়াবাড়ি। **সপ্তমী**—বি. শুক্লপক্ষের বা কৃষ্ণপক্ষের সপ্তমী তিথি; সপ্তমী বিভক্তি (ভাবে সপ্তমী); ণ. সপ্তম-শব্দের স্ত্রীলিঙ্গে রূপ। **সপ্ত মাতা**—জননী গুরুপত্নী ব্রাহ্মণী রাজপত্নী ধাত্রী গাভী পৃথিবী এই সাত মাতা। **সপ্ত রক্ত**—করতল পদতল অপাঙ্গ জিহ্বা তালু ওষ্ঠ নখ—শরীরের এই সাতটি রক্তবর্ণ স্থান। **সপ্তরথী** (-থিন্)—দ্রোণ কর্ণ কৃপ অশ্বত্থামা শকুনি জয়দ্রথ দুঃশাসন এই সাত রথী—যাঁহারা একযোগে অভিমন্যুকে আক্রমণ করিয়া বধ করিয়াছিলেন; একসঙ্গে বহুজনের প্রবল বিপক্ষতা অথবা বহু বিরুদ্ধ ঘটনার একত্র সমাবেশ। **সপ্তর্ষি**—মরীচি অত্রি অঙ্গিরা পুলহ পুলস্ত্য ক্রতু বশিষ্ঠ এই সাতজন ঋষি; সপ্ত-তারকাবিশিষ্ট নক্ষত্র বিশেষ, the Great Bear। **সপ্তলোক**—ভুবন দ্রঃ। **সপ্তশতী**—ণ. সপ্তশত-শ্লোকযুক্ত: বি. চণ্ডীস্তব। **সপ্তসপ্ততি**—বি., ণ. ৭৭ সংখ্যা বা সংখ্যক। **সপ্তসপ্ততিতম**—ণ. ৭৭ এই সংখ্যার পূরক। **সপ্তসাগর,-সমুদ্র,-সিন্ধু**—পুরাণ-বর্ণিত লবণ ইক্ষু সুরা সর্পিঃ দধি দুগ্ধ জল এই সাত বস্তুর সাত সমুদ্র; মহাদান-বিশেষ। **সপ্তস্বর,-স্বর**—ষড়্জ ঋষভ গান্ধার মধ্যম পঞ্চম ধৈবত ও নিষাদ—সঙ্গীতের এই সাত স্বর। **সপ্তস্বরা**—সাতটি জলপূর্ণ বাটির দ্বারা গঠিত বাদ্যযন্ত্র, জলতরঙ্গ বাদ্য।

সপ্তা—[সপ্তাহ] হপ্তা।

সপ্তাঙ্গ—রাজ্যের সাতটি অঙ্গ (স্বামী, অমাত্য, সুহৃৎ, কোষ, রাষ্ট্র, দুর্গ ও বল)। **সপ্তার্চিঃ**—সপ্তজিহ্ব, অগ্নি। **সপ্তাশীতি**—৮৭। **সপ্তাশ্ব**—(সপ্ত অশ্ব যাহার) সূর্য। **সপ্তাহ**—সাত দিনের সমাহার, হপ্তা।

সপ্রতিভ—[বহুব্রী] ণ. অসঙ্কুচিত, যে ঘাবড়ায় না; বুদ্ধিমান্। [('সপ্রমাণিত' অসাধু)।

সপ্রমাণ—[বহুব্রী] ণ. প্রমাণযুক্ত, প্রমাণিত।

সফর—[আ. সফর] বি. ভ্রমণ, দেশ পর্যটন (সফর করা; সফরে যাওয়া); [আ. সফর] মুসলমানী চান্দ্র বৎসরের দ্বিতীয় মাস। **সফরনামা**—ভ্রমণ-বিবরণ। ণ. **সফরিয়া**—ভ্রমণসংক্রান্ত (সফরিয়া দ্রঃ); ভ্রমণকারী (প্রাচীন বাংলা)। **সফরী**—ণ. বিদেশাগত। **সফরী আম**—পেয়ারা। **সফরী বা সবরী কলা**—মর্তমান কলা।

সফরী,সফর, শ- —[সং.] বি. পুঁটি মাছ ('গণ্ডূষ-জলমাত্রেণ সফরী ফরফরায়তে')। **সফরী-নৃত্য**—সফরীর মত লঘু চঞ্চল গতিভঙ্গি (সাধারণতঃ ব্যঙ্গে ব্যবহৃত হয়)।

সফল—[বহুব্রী.] ণ. ফলবান্, সুপরিণতিযুক্ত, সিদ্ধ, সার্থক (উদ্দেশ্য সফল; সফল-মনোরথ; আজি প্রাতে সূর্য ওঠা সফল হল কার—রবি)। স্ত্রী. **সফলা**। বি. **সফলতা**—সিদ্ধি, সার্থকতা।

সফেদ—[আ. সফেদ] ণ. সাদা, শ্বেত (সফেদ রং)। **সফেদা**—চাউলের গুঁড়া; লক্ষ্ণৌয়ের প্রসিদ্ধ খরমুজা-বিশেষ; উৎকৃষ্ট আম-বিশেষ, সীসা-বিশেষ, white lead। বি. **সফেদি**—শুভ্রতা; চূণকাম (সফেদি করা)।

সফেন—[বহুব্রী] ণ. ফেনযুক্ত, ফেনিল।

সব—[সং. সর্ব] ণ. সকল, সমস্ত (সব কাজ; সব জানা আছে; সব বুঝি, কিন্তু কি করব?); বহু (দেশের সব লোক তার বিপক্ষে); বি. সর্বস্ব (সব দিবি কে সব দিবি পায়—রবি; এক ছেলেই তার সব); সর্ব, সকলে, সবাই (প্রজারা সব এসেছে)। **সবচিন**—ণ. যে সকলকে চেনে ও সবাই যাহাকে চেনে; যে সব পথঘাট চেনে। **সবচুল**—ণ. যাহার চুল আস্ত আছে কাটা হয় নাই। **সবজান,-জান্তা**—ণ. যে সব জানে (বিদ্রূপপূর্ণ উক্তি)। **সবটা**—ণ., বি. সবখানি, পুরাপুরি, কিছু বাদ না দিয়া (সবটা দুধ খেতে পারবো না; সবটা তার)। **সবটুকু**—ণ.,বি. সমাদরে ও অল্পার্থে (সবটুকু দুধ খেতে হবে)। **সবরঙা**—ণ. যাহার সর্বদেহ রঞ্জিত। **সবরাঙা**—ণ. যাহার সর্বদেহ লালবর্ণ; শ্বেতাঙ্গ (ইয়োরোপীয়দের প্রতি বক্রোক্তি)। **সবলুট,-লোট**—ণ. যে সব-কিছু আত্মসাৎ করিতে চায় (হরিভদ্দর খুড়ো সবলোট গোছের ভদ্দরলোক—হুতোম)। **সবশুদ্ধ, - সুদ্ধ**—সর্বসমেত, মোট (সবশুদ্ধ কুড়িটি ছেলে)।

সব্, সাব্—[ইং. sub] ণ. অবর, অধস্তন,

নিম্নতর পদের (সব্-ইন্‌স্‌পেক্‌টর ; সব্-এসিস্‌টান্ট ; সব্-জজ, সব্-ডেপুটি, সব্-রেজিস্ট্রার ; সাব-পোষ্টঅফিস) ।

সবংশে—ক্রি. ণ. বংশের সকলের সহিত ('সবংশে মজিল রাজা লঙ্কা-অধিপতি') ।

সবক—[আ. সবক্] বি. পাঠ, শিক্ষা, lesson । **সবক ইয়াদ করা**—পড়া মুখস্থ করা। **সবক নেওয়া**—পাঠ গ্রহণ করা ; বিশেষ শিক্ষা বা মন্ত্রণা গ্রহণ করা (যে ফাঁকিবাজ লোকের সংস্রবে ছেলেকে রেখেছে, তাতে তার খুব ভাল সবক নেওয়া হচ্ছে) ।

সবজা—[ফা. সব্‌যা] বি. সবুজ তৃণ, সবুজ গাছপালা (গোবি-সাহারায় সবজার লাগে দাগ—নজরুল) । **সবজি,-জী**—[ফা. সব্‌যী] বি. সবুজ তরকারী, vegetables (শাকসবজি) ।

সবৎস—[বহুব্রী] ণ. বৎস-সহিত, বাচ্চা-সমেত (সবৎসা গাভী দান) ।

সবন—[সু (প্রসব করা) + অনট্] বি. সোমরস প্রস্তুত করা ; যজ্ঞে স্নান ; প্রসব (পুংসবন) ; যজ্ঞ । ণ. **সবনীয়**—যজ্ঞীয় ।

সবন্ধক—ণ. বন্ধকযুক্ত, যে ঋণে কোন বস্তু বন্ধক রাখা হয় (**সবন্ধক প্রয়োগ**—কোন বস্তু রাখিয়া ঋণ দান) । [সং] [সমবয়সী ।

সবয়স্ক, সবয়াঃ—[বহুব্রী] ণ. এক বয়সের,

সবরী—সফরী দ্রঃ । [এক রঙের ; সদৃশ ।

সবর্ণ—[বহুব্রী] ণ. একজাতি ; একস্থানে উচ্চারিত ;

সবল—[বহুব্রী] ণ. বলবান্, শক্তিশালী ; সসৈন্য, সৈন্যসহ । **সবলে**—জোর করিয়া ; বিক্রমের সহিত (তেমনি সবলে তুমি হয়েছ প্রকাশ—রবি) ; সৈন্যসামন্ত সঙ্গে লইয়া, সসৈন্যে ।

সবাই—সকলে, কাহাকেও বাদ না দিয়া (আমরা সবাই রাজা—রবি) । (জোর বুঝাইতে ; **সব্বাই**) । **সবাকার**—সবার, সকলের (কাব্যে ব্যবহৃত) ।

সবান্ধব—[বহুব্রী] ণ. জ্ঞাতিসহিত, পরিজন-সহ (সবান্ধবে পদার্পণ করিয়া বাধিত করিবেন) ।

সবিকল্প, সবিকল্পক—বি., ণ. সমাধি-বিশেষ (নির্বিকল্পের বিপরীত ; ইহাতে জ্ঞাতা, জ্ঞান, জ্ঞেয়—এই তিনের বোধ বিলুপ্ত হয় না) ।

সবিকার—[বহুব্রী] ণ. বিকারপ্রাপ্ত ; রূপান্তরিত ; পর্যুষিত । [সূচক ; যুদ্ধব্যাপৃত।

সবিগ্রহ—[বহুব্রী] ণ. শরীরবিশিষ্ট ; তাৎপর্য-

সবিতা (-তৃ)—[সু (প্রসব করা) + তৃচ্] বি. (পুং.) জগৎ-প্রসবিতা, সূর্য ; অর্ক বৃক্ষ । **সবিতৃমণ্ডল**—সূর্যমণ্ডল । **সবিতৃতনয়**—শনি । স্ত্রী. **সবিত্রী**—জনয়িত্রী ; গাভী । ণ. সাবিত্র ।

সবিনয়—ণ. বিনয়যুক্ত, বিনীত (সবিনয় নিবেদন) । ('সবিনয়পূর্বক' অসাধু) ।

সবিরাম—ণ. বিরাম বা ছেদযুক্ত (বিপ. অবিরাম) । **সবিরাম জ্বর**—যে জ্বর ছাড়িয়া ছাড়িয়া আসে, intermittent fever ।

সবিশেষ—ক্রি. ণ. বিশেষভাবে, বিস্তৃতভাবে (বিশেষণে সবিশেষ কহিবারে পারি—ভারতচন্দ্র) ; ণ. বিশিষ্ট, অসাধারণ ।

সবিষ—ণ.বিষযুক্ত (সবিষ সর্প ; সবিষ শল্য) ।

সবিস্তর—ণ. বিশদ ; সমধিক । **সবিস্তার**—ণ. বিস্তৃত, ব্যাপ্ত । **সবিস্তারে**—ক্রি. ণ. বিস্তৃতভাবে, ফলাও ভাবে ।

সবিস্ময়—ণ. বিস্ময়যুক্ত । **সবিস্ময়ে**—ক্রি. ণ. বিস্মিত হইয়া (সবিস্ময়ে হেরিলা অদূরে ভীষণ-দর্শন মূর্তি—মধু) ।

সবুজ—[ফা. সব্‌য্] ণ. সবুজ বর্ণ-বিশিষ্ট ; বি. সবুজ রঙ (সবুজের আমেজ) ; তরুণ (ওরে সবুজ, ওরে আমার কাঁচা—রবি) ; (ব্যঙ্গে) চ্যাংড়া, খেয়ালী তরুণ ।

সবুর—[আ. স'ব্‌র্] বি. ধৈর্য, সহগুণ (**সবুরে মেওয়া ফলে**—ধৈর্যে সুফল লাভ হয়) । দেরী, বিলম্ব (**সবুর করা**—দেরী করা, ধৈর্য ধরা ; **সবুর সয় না**—বিলম্ব সহ্য হয় না) ।

সবে—[সং. সর্ব] সর্ব. সকলে, সবাই (সাধারণতঃ কাব্যে ব্যবহৃত—সবে মিলে করি কাজ) ; অব্য. মাত্র, কেবল শুদ্ধ (সবে দুদিন হোলো এসেছি) ; সব মিলিয়া, মোট (সবে একশ লোক) ; এই-মাত্র, এখনই (সবে আটটা বেজেছে) । **সবে-ধন নীলমণি**—সর্বস্বধন, যাহার অতিরিক্ত আর কিছুই নাই । **সবেমাত্র**—কেবলমাত্র । **এ সবে**—এসব বস্তুতে বা ব্যাপারে ।

সবে(ফে)দা—বি. চাউলের গুঁড়া ।

সব্য—[সং] ণ. বাম (সব্য হস্ত ; সব্য ভাগে—বাম ভাগে) ; বাম ও দক্ষিণ উভয় । **সব্য-সাচী(-চিন্)**—ণ. উভয় হস্তে শর নিক্ষেপে সমর্থ ; এক সঙ্গে একাধিক কর্মসম্পাদনে সক্ষম ; বি. অর্জুন । বি. **সব্যসাচিতা** । **সব্যেষ্ঠ**—রথের বামভাগে উপবিষ্ট বীর, সারথি ।

সভয়—[বহুব্রী] ণ. ভয়যুক্ত, শঙ্কিত (সভয় হইল হইল আজি ভয়শূন্য হিয়া—মধু)।

সভর্তৃকা—[বহুব্রী] ণ. সধবা।

সভা—[স (সহিত)—ভা (দীপ্তি পাওয়া)+ ক্বিপ্ + আপ্] বি. কোন বিশেষ উদ্দেশ্যে যেখানে সকলে একত্র হইয়া শোভা পায়, পরিষদ্, পঞ্চায়েৎ (সভা ডেকে এর মীমাংসা কর); সম্মেলন (সাহিত্য-সভা); বৈঠক, আসর (সভায় মুখ পায় না, ঘরের মাগ কিলিয়ে মারে); সমিতি (কার্য-নির্বাহক সভা); দরবার (রাজ-সভা); দল, সমাজ, সংহতি (শৃগাল-সভা; যুবতী-সভা)। **সভা আহ্বান করা**—সভায় সম্মিলিত হইয়া আলোচনাদির জন্য সভ্য-গণকে অথবা দশজনকে আসিতে বলা। **সভাকক্ষ,-গৃহ**—বি. যে ঘরে সভা বসে। **সভাজন**—সভায় সমবেত লোকজন; [সভাজ্ (প্রীতি করা, সেবা করা)+অনট্] আগমন ও প্রত্যাবর্তনের কালে সুহৃদাদিকে আলিঙ্গন ও কুশল-প্রশ্নাদি করা, প্রীতি জ্ঞাপন। ণ. **সভা-জিত**। **সভাতল**—বি. সভা। **সভা-নেত্রী**—বি. সভার কার্যপরিচালিকা নারী। **সভাপতি,-নায়ক**—যিনি সভার কাজ পরিচালনা করেন। **সভাভঙ্গ**—সভার লোকদের সভাক্ষেত্র ত্যাগ (কার্যান্তে অথবা মনোমালিন্যের জন্য)। **সভামণ্ডপ**—অস্থায়ী বা চারিদিক খোলা সভার জায়গা। **সভারম্ভ**—সভার কাজ আরম্ভ। **সভাসদ্**—(যে সভায় গমন করে বা উপবেশন করে) বি. সভ্য, সদস্য; সামাজিক; পারিষদ, দরবারের লোক। **সভাসমিতি**—বৃহৎ সভা ও কার্য-নির্বাহক ক্ষুদ্র সভা; নানারকমের বা বহু সভা। **সভা-সীন**—ণ. সভায় উপবিষ্ট। **সভাস্থ**—ণ. সভায় উপস্থিত (সভাস্থ ব্যক্তিবর্গ; পাত্র সভাস্থ করা)।

সভারিন,-রেন—[ইং. sovereign] বি. স্বর্ণমুদ্রা-বিশেষ (চলতি কথায় যাহাকে ভুলে 'গিনি' বলে)।

সভে—সকলে। (প্রাচীন কাব্যে)।

সভ্য—[সভা+য] বি. সভায় সাধু, সভাসদ; সামাজিক; সজ্জন; যাহারা কোন সভা বা সমিতি গঠন করে, member (সভ্য-নির্বাচন); ণ. চালচলনে উন্নত, civilized (সভ্য সমাজ, সভ্য দেশ); মার্জিত-রুচি, শিষ্ট, ভদ্র (ছেলে-গুলোকে একটু সভ্য-শান্ত কর; অসভ্য কোথাকার!)। **সভ্যতা**—বি. রুচি ও ব্যবহারের মার্জিতত্ব, জীবনযাত্রার উন্নত ধারা, civilization; সভ্যজাতির জীবনযাত্রা নির্বাহের পদ্ধতি (প্রাচীন সভ্যতা; দ্রাবিড় সভ্যতা)। **সভ্যতা ও সংস্কৃতি**—তাহ্‌যীব ও তমদ্দুন, জীবন-যাপনের সভ্যজনোচিত ধারা ও তদানু-ষঙ্গিক মানসিক উৎকর্ষ, civilization and culture। **সভ্যভব্য**—ণ. চালচলনে সুসংযত, শিষ্ট।

সম্—সম্যক্ প্রকার, প্রকর্ষ, সংযোগ, আভিমুখ্য, ঔচিত্য, আতিশয্য ইত্যাদি জ্ঞাপক উপসর্গ।

সম—ণ. তুল্য, সদৃশ সমান (সমজ্ঞান করা; বজ্রসম; সমকোণ); অভিন্ন (সমকেন্দ্রিক); একধর্মা (সমপ্রাণ); ঋজু; অবন্ধুর (সমতল ক্ষেত্র), যুগ্ম (সমরাশি); বি. (সঙ্গীতে) তালের বিশ্রামস্থল; অর্থালঙ্কার-বিশেষ।

সমকক্ষ—[সম+কক্ষা, বহুব্রী] ণ. তুল্য প্রতিযোগী, তুল্য শক্তিশালী। **সমকক্ষতা**—বি. তুল্য-বলশালিতা।

সমকাল—বি. একই সময়। **সমকালবর্তী** (-র্তিন্)—ণ. সমসাময়িক। **সমকালিক, সমকালীন**—ণ. এক সময়ের, যুগপৎ, simultaneous, contemporary।

সমকেন্দ্রিক—ণ. যাহাদের একই কেন্দ্র, concentric।

সমকোণ—এক সরল রেখার উপরে অন্য একটি সরলরেখা সোজা ভাবে দাঁড়াইয়া যে সমান সন্নিহিত কোণ সৃষ্টি করে (সমকোণের পরিমাণ ৯০°)।

সমক্ষ—[সম্+অক্ষি] ণ. চোখের গোচর; বি. সম্মুখ, পুরোভাগ। **সমক্ষে**—সম্মুখে, চোখের সামনে।

সমগুণ শ্রেঢ়ী—সমভাবে গুণিত শ্রেঢ়ী, geometrical progression (শ্রেঢ়ী দ্রঃ)।

সমগ্র—[সম—গ্রহ্ + অ] ণ. সমস্ত, সমুদয়, অখণ্ড (সমগ্র মনোযোগ; সমগ্র ভারতবর্ষ)। বি. **সমগ্রতা**।

সমঘন—ণ. সমধর্মবিশিষ্ট, একজাতীয়, homogeneous।

সমচতুর্ভুজ,-চতুরস্র—ণ. যে চতুষ্কোণ ক্ষেত্রের চারিটি বাহু ও চারিটি কোণ সমান।

সমজ, সমঝ—[হি. সমঝ] বি. বোধ, জ্ঞান। **সমজদার**—ণ. যে বুঝিবার যোগ্যতা রাখে, যে কদর জানে, রসিক, connoisseur। **সমঝা,**

-ঝা—ক্রি. বুঝা, বিচার-বিবেচনা করা, উপলব্ধি করা (সমঝে চল; মনকে সমঝাইল—মনকে বুঝাইল)। **সমঝোতা**—বি. বোঝাপড়া, under-standing, agreement (আমেরিকা আর রাশিয়ার মধ্যে একটা সমঝোতা হওয়া দরকার)।

সমজাতি,-জাতিক,-জাতীয়—ণ. একশ্রেণীর, একজাতীয়, homogeneous। বি. **সমজাতিতা,-জাতিকতা,-জাতীয়তা**।

সমজোট,-যোট—ণ. তুল্যবল, সমকক্ষ (গ্রাম্য: সমজুটী—সমকক্ষ; এক বয়সের)। [সম+(বাং) জোট]।

সমঞ্জস—[সং.] ণ. উচিত, যোগ্য, সদৃশ; সংগতিযুক্ত; সমীচীন। **সমঞ্জসীভূত**—ণ. যাহা সমঞ্জস বা সংগতিযুক্ত করা হইয়াছে, মিলিত।

সমতট—বি. পূর্ববঙ্গের কুমিল্লা প্রভৃতি অঞ্চল।

সমতল—ণ., বি. যাহা উঁচুনীচু নহে।

সমতা—বি. তুল্যতা, সমভাব; একরূপতা; বিচলিত না হওয়ার ভাব (চিত্তের সমতা); অপক্ষপাত।

সমতীত—ণ. অতীত, বিগত। [সম্+অতীত]

সমত্ত, সোমত্ত—[সং. সমর্থ] ণ. সংসারধর্ম পালনে সমর্থ, যৌবনপ্রাপ্ত, বিবাহযোগ্য (সোমত্ত মেয়ে)।

সমতুল—ণ. সমান ওজনের; তুল্য, সমকক্ষ (কাব্যে ও কথ্য ভাষায় ব্যবহৃত)। **সমতুল্য**—ণ. তুল্য, সমান সমান। বি. **সমতুল্যতা**। স্ত্রী. **সমতুল্যা**।

সমদর্শন—বি. সমদৃষ্টি, অপক্ষপাত। **সমদর্শী** (-র্শিন্)—ণ. যিনি সকলের প্রতি সমদৃষ্টি, পক্ষপাতবিহীন। বি. **সমদর্শিতা**। স্ত্রী. **সমদর্শিনী**। **সমদুঃখ**—বি. সমবেদনা। **সমদুঃখ-সুখ**—ণ. যাহার কাছে দুঃখসুখ সমান। **সম-দৃষ্টি**—ণ. সমদর্শী।

সমধর্মা (-র্মন্)—[বহুব্রী.] ণ. সমান বা একই গুণ বা প্রবণতা-বিশিষ্ট; এক ধর্মাবলম্বী।

সমধিক—[সম্+অধিক] ণ. অত্যধিক, প্রচুর (কিন্তু যে গো মূঢ়মতি সন্তানের মাঝে, জননীর স্নেহ তার প্রতি সমধিক—মধু)।

সমন—[ইং. summons] বি. আদালতে হাজির হইবার জন্য আসামী সাক্ষী প্রভৃতির প্রতি সরকারের হুকুমনামা।

সমন্ত্র, সমন্ত্রক—[বহুব্রী] ণ. মন্ত্রযুক্ত, মন্ত্রপূত (সমন্ত্রক কুহক অস্ত্র—সীতার বনবাস)।

সমন্বয়—[সম্+অন্বয়] বি. সংযোগ, মিলন কিছু বিরুদ্ধ বা বিভিন্ন ভাবাপন্ন বস্তু বা ব্যাপার-সমূহের মধ্যে সঙ্গতি (সর্বধর্মসমন্বয়; বাঙালীর ছেলে ব্যাঘ্রে বৃষভে ঘটাবে সমন্বয়—সত্যেন দত্ত)। ণ. **সমন্বিত**—যুক্ত, সম্পন্ন (তালমানসমন্বিত); সংহতিযুক্ত; অবিরুদ্ধ। [মর্যাদাসম্পন্ন।

সমপদস্থ—ণ. তুল্য পদের অধিকারী, তুল্য

সমপৃষ্ঠ—ণ. অবন্ধুর, উঁচুনীচু নয়।

সমপ্রাণ—ণ. একমন একপ্রাণ, অভিন্ন হৃদয়।

সমবয়সী, সমবয়স্ক—ণ. এক বয়সের (তুই প্রভাতের আলোর সমবয়সী—রবি)।

সমবর্তী (-র্তিন্)—ণ. একইভাবে অবস্থিত। স্ত্রী. **সমবর্তিনী**। বি. **সমবর্তিতা**।

সমবায়—[সম্+অব—ই (গমন করা, যুক্ত হওয়া) +ঘঞ্] বি. সম্মেলন, সংহতি, নিবিড় সংযোগ, union (বহু শক্তির সমবায়ে সংঘটিত); নিত্য-সম্বন্ধ; সম্মিলিত বা যৌথ কর্মচেষ্টা, co-operation। **সমবায়-সমিতি**—co-operative society। **সমবায়ী কারণ**—নিত্যযুক্ত (inseparable) কারণ, যেমন কপালাদির (অর্থাৎ খাপরার) সমবায়ী কারণ—ঘট।

সমবেত—ণ. সম্মিলিত, যৌথ (এই সঙ্কটে বিভিন্ন দলের সমবেত চেষ্টার প্রয়োজন); সমাগত, একত্রীভূত (কুরুক্ষেত্রে সমবেত যুযুৎসুবৃন্দ; সভাপতি মহাশয় ও সমবেত ভদ্রমণ্ডলী)।

সমবেদনা, সমব্যথা—বি. সহানুভূতি, তুল্য দুঃখবোধ, sympathy। ণ. **সমব্যথী** (-থিন্)—তুল্য দুঃখানুভূতিযুক্ত, ব্যথায় ব্যথিত, ব্যথার ব্যথী। [হীনতা।

সমভাব—বি. একরূপ ভাব, সমতা; পক্ষপাত-

সমভিব্যাহার—[সম্+অভি+বি+আ—হৃ +ঘঞ্] বি. সঙ্গ, সাহচর্য। **সমভিব্যাহারে**—সঙ্গে, সঙ্গে লইয়া। বি., ণ. **সমভিব্যাহারী** (-রিন্)—সঙ্গী, সহচর; আনুষঙ্গিক। স্ত্রী. **সমভিব্যাহারিণী**।

সমভূমি—বি. সমতল ভূমি, অবন্ধুর দেশ। **সমভূম বা সমভূমি করা**—মাটির সহিত সমান করা, ভূমিসাৎ করা।

সমমণ্ডল—বি. নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডল, Temperate Zone।

সমমাত্র—প. তুল্যমাত্রা-বিশিষ্ট, homogenous।
সমমূল—প. মূলতঃ সমান, equivalent।
সমমূল্য—প. তুল্য মূল্য (সমমূল্যে—at par)।
সময়—[সম্—ই+অচ্—যাহা গমন করে বা চলিয়া যায়] বি. কাল, time (সময় বহিয়া যায় ; তিনটার সময় ; মন্দুর সময় ; শীতের সময়) ; আমল, যুগ (কোম্পানীর রাজত্বের সময়ে) ; ভাগ্য গ্রহ ইত্যাদির দ্বারা প্রভাবিত কাল (ভাল সময় পড়েছে ; সময়টা খারাপ যাচ্ছে) ; নির্দিষ্ট কাল, উপযুক্ত কাল, সুযোগ (গাড়ী আসবার সময় হয়েছে ; যৌবন-কালই তো সাধনার সময়) ; অন্তিমকাল, মৃত্যুসময় (সময় হয়েছে আর ধরে রাখা যাবে না) ; রীতি, প্রথা (কবিসময়প্রসিদ্ধি) ; অবকাশ, অবসর (সময় নাই) ; নিয়ম, কড়ার (সময়-বন্ধ) । **সময় ক্রিয়া**—বি. নিয়ম করা। **সময় চ্যুতি**—বি. নির্ধারিত কাল গত হইয়া যাওয়া। **সময়জ্ঞ**—প. শুভ ও অশুভ কাল অথবা সুযোগ দুর্যোগ সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ। **সময়নিষ্ঠ**—প. ঠিক সময়ে সব করে এমন। **সময়নিষ্ঠা**—বি. ঠিকসময়ে সব কিছু করার স্বভাব। **সময়সেবী (-বিন্)**—প. অবস্থা বুঝে মত বদলায় এমন, time-server। **সময় সময়**—মধ্যে মধ্যে। **একতিল সময় নাই**—আদৌ সময় নাই, আদৌ অবসর নাই। **ভাল সময়**—সুদিন, সৌভাগ্যের সময় ; সস্তা বা প্রাচুর্যের সময়। **সময়-অসময় নাই**—সময়টা উপযুক্ত কিনা সে বিচার না করিয়া। **মরবার সময় নেই**—অতিশয় কর্মব্যস্ত।
সময়ানুবর্তী (-র্তিন্)—প. নিয়মানুবর্তী, punctual। **সময়ান্তর**—বি. অন্য সময়, সুযোগ-মত। **সময়োচিত**—প কালোচিত, timely, opportune। **সময়োচিত নিবেদন**—শ্রাদ্ধে নিমন্ত্রণ-পত্রের পাঠ। **সময়োপযোগী (-গিন্)**—প. সময়োচিত।
সমর—[সম্—ঋ (গমন করা)+অল্] বি. সংগ্রাম, যুদ্ধ, রণ (সমর-সচিব)। **সমরভূমি**—বি. যুদ্ধক্ষেত্র। **সমরপোত**—বি. রণতরী, যুদ্ধ-জাহাজ। **সমরশায়ী (-য়িন্)**—প. যুদ্ধক্ষেত্রে নিহত। **সমরসচিব**—বি. যুদ্ধমন্ত্রী, সান্ধি-বিগ্রহিক। **সমরাঙ্গন**—বি. যুদ্ধভূমি। **সমরানল**—বি. অগ্নির ন্যায় ধ্বংসকারী যুদ্ধ (—প্রজ্বলিত হওয়া)। **সমরোত্থ**—প. সমরক্ষেত্রে উত্থিত (সমরোত্থ ধূলিপটল)। প. **সামরিক**।
সমরাশি—বি. যুগ্মরাশি, যে রাশি দুই সমান অখণ্ড অংশে ভাগ করা যায় (২, ৪, ৬ ইত্যাদি)।
সমর্থ—[সম্—অর্থ্ (যাচ্ঞা করা, শক্ত হওয়া) +অচ্] প. শক্তিবিশিষ্ট, বলবান্ ; পারগ, উপযুক্ত, কুশল (ভার বহনে সমর্থ) ; (ব্যাকরণে) যে-সমস্ত পদের যোগে সমাস হয় ; তুল্যার্থযুক্ত। স্ত্রী. **সমর্থা**—প্রাপ্তযৌবনা, সোমত্ত।
সমর্থক—[সম্—অর্থি+অক] প., বি. যে সমর্থন করে, যে কোন উক্তির বা দাবীর সপক্ষে কথা বলে বা দাঁড়ায়, supporter। বি. **সমর্থন**—দৃঢ়ীকরণ, পোষকতা করণ (উক্তি সমর্থন করা ; অন্যায়ের সমর্থন আমার দ্বারা হইবে না)। **সমর্থনীয়**—প. সমর্থনের যোগ্য। **সমর্থিত**—প. সমর্থন করা হইয়াছে এমন (প্রস্তাবটি সমর্থিত হইল)।
সমর্পণ—[সম্—অর্পি (ঋ+ণিচ্)+অনট্] বি. সম্যক্ অর্পণ, ন্যস্তকরণ, স্বত্বত্যাগ করিয়া দান, সঁপিয়া দেওয়া (বধূর হস্তে গৃহস্থালির ভার সমর্পণ ; কন্যা সমর্পণ ; আত্মসমর্পণ)। **সমর্পক, সমর্পয়িতা (-তৃ)**—প. সমর্পণকারী। **সমর্পণীয়**—প. দেওয়া উচিত বা দিতে হইবে এমন (কন্যা যথাকালে সৎপাত্রে সমর্পণীয়া)। **সমর্পিত**—প. প্রদত্ত, ন্যস্ত (এই উপহার তাহার করকমলে সমর্পিত হইল)।
সমল—[বহুব্রী.] প. মলযুক্ত, আবিল।
সমলঙ্কৃত—প. সম্যক্ ভূষিত, সুশোভিত। [সম্ +অলঙ্কৃত]
সমশ্রেণী—প., বি. তুল্য শ্রেণী বা জাতি ; সম-মর্যাদাযুক্ত (সমশ্রেণীভুক্ত)। [সং.]
সমষ্টি—[সম্—অশ্ (ব্যাপ্ত করা)+ক্তি] বি. সমস্ততা, সামগ্র্য, সাকল্য, total ; শ্রেণীর বা দলের সকলে (সমষ্টির কল্যাণ—বিপ. ব্যষ্টি)।
সমসংস্থান—বি. তুল্যভাবে সংস্থিতি, correspondence ; উভয়দিকে ভারের সমতা, equilibrium. প. **সমসংস্থিত**। [সং.]
সমসা, সমোসা—[ফা. সমসা] পিষ্ট মাংসের পুর-দেওয়া ত্রিকোণ পিষ্টক-বিশেষ, মাংসের শিঙাড়া।
সমসাময়িক—প. এক সময়ের, সমকালের, contemporary। [সামসময়িক]।
সমস্ত—[সম্—অস্ (ক্ষেপণ করা)+ক্ত] প.

সমুদয়, সকল, অখণ্ড (সমস্ত মন জুড়ে রয়েছে); একত্রীকৃত, সমাসবদ্ধ (সমস্ত পদ)। (বিপ : ব্যস্ত)

সমস্থলী—বি. গঙ্গা-যমুনার মধ্যবর্তী স্থল, দোয়াব।

সমস্যমান—ণ. যাহার সমাস করা হইতেছে এমন ('বিগতযৌবন' এই সমাসবদ্ধ বা 'সমস্ত' পদে 'বিগত' ও 'যৌবন' সমস্যমান পদ)।

সমস্যা—[সম্—অস্+য+আপ্] বি. শ্লোকের পাদ-পূরণার্থ প্রশ্ন (সমস্যা পূরণ); দুরূহ প্রশ্ন, জটিল পরিস্থিতি বা ব্যাপার, যাহার মীমাংসা প্রয়োজনীয় হইয়াছে অথচ মীমাংসা করা কঠিন problem (সমস্যার মীমাংসা করা ; এক সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে ; তাকে নিয়ে সমস্যায় পড়া গেছে)।

সমস্বামিত্ব—বি. তুল্য স্বামিত্ব বা অধিকার, তুল্য স্বত্ব। [সং]

সমাংশ—(কর্মধা) বি. সমান অংশ বা ভাগ; (বহুব্রী) ণ. সমান অংশভাগী। **সমাংশিক, সমাংশী** (-শিন্)—ণ. তুল্য অংশী।

সমাকীর্ণ—[সম্+আ—কৃ + ক্ত] ণ. ব্যাপ্ত, ছড়ানো ; সঙ্কুল (কণ্টক-সমাকীর্ণ)।

সমাকুল—[সম্+আকুল] ণ. অতিশয় আকুল, ব্যাকুল (শোক-সমাকুল); সন্দিগ্ধ ; হতবুদ্ধি ; পরিব্যাপ্ত, পরিপূরিত (তরঙ্গ-সমাকুল কীর্তিনাশা)।

সমাক্রান্ত—[সম্-আ—ক্রম্+ক্ত] ণ. আক্রান্ত, গৃহীত, পাল্লায় পড়া (বলবানের দ্বারা সমাক্রান্ত হইলে বৈতসী বৃত্তি অবলম্বন করিবে)।

সমাক্ষ—ণ. একই অক্ষে স্থিত, co-axial। **সমাক্ষরেখা**—বি. নিরক্ষরেখার সমান্তরাল কাল্পনিক রেখা (parallels of latitude)।

সমাগত—ণ. আগত উপস্থিত, সমবেত। [সম্-আ—গম্+ক্ত]। বি. **সমাগতি, সমাগম** আগমন; উপস্থিতি (জন-সমাগম); মিলন, সম্মেলন, সঙ্গ (সাধু-সমাগম)।

সমাঘ্রাত—ণ. উত্তমরূপে ঘ্রাণ লওয়া হইয়াছে এমন। [সম্+আঘ্রাত]

সমাচার—[সম্+আচার] বি. আচরণ, অনুষ্ঠান; (বাং) সংবাদ, বার্তা (সমাচার-দর্পণ ; কুশল-সমাচার দানে সুখী করিবেন)।

সমাচ্ছন্ন—[সম্+আচ্ছন্ন] ণ. সম্যক্‌রূপে আচ্ছন্ন, আবৃত (মেঘে মেঘে আকাশ সমাচ্ছন্ন ; মোহ-সমাচ্ছন্ন বুদ্ধি)।

সমাজ—[সম্—অজ্ (গমন করা)+ঘঞ্] বি. সমূহ, দল (মনুষ্য-সমাজ ; নারী-সমাজ ; দেবের সমাজ) ; শ্রেণী, সঙ্ঘ (বিদ্বৎ-সমাজ) ; ভাবনায় ও জীবনযাত্রায় ঐক্যবদ্ধ সম্প্রদায়, community (ব্রাহ্মণ-সমাজ ; সমাজে ঠাঁই পায় না ; আর্য-সমাজ ; মুসলমান-সমাজ) ; (বাং) সমাধি (বৃন্দাবনে চৌষট্টি মহান্তের সমাজ ; কুল-সমাজ)।

সমাজচ্যুত—ণ. সমাজ হইতে বিতাড়িত, সকলের সঙ্গে মেলামেশা হইতে বঞ্চিত, একঘরে।

সমাজতত্ত্ব, -বিজ্ঞান—মনুষ্য-সমাজের উৎপত্তি গঠন উৎকর্ষ ইত্যাদি বিষয়ক শাস্ত্র, sociology। ণ. **-তাত্ত্বিক,-বিজ্ঞানী**।

সমাজতন্ত্র—ব্যক্তির স্বার্থ নহে, সমাজের স্বার্থই অগ্রগণ্য—এই মতবাদ, Socialism। **সমাজ-তন্ত্রী** (-ন্ত্রিন্)—এরূপ চিন্তায় ও ব্যবস্থায় বিশ্বাসী। **সমাজপতি**—শ্রেণীর নায়ক।

সমাজবদ্ধ—ণ. পরস্পরের সহযোগিতা করিয়া বসবাসকারী। **সমাজবিরোধী** (-ধিন্)—ণ. সমাজের স্বার্থ বা কল্যাণের বিরোধী, anti-social। **সমাজ-সংস্কার**—বি. সমাজ হইতে মন্দ প্রথা দূর করা। **সমাজসেবক**—বি., ণ. যে সমাজের উপকার করে। **সমাজহিতৈষী** (-ষিন্)—ণ., বি. যে সমাজের উপকার চায়।

সমাজে ঠেলা—সমাজে ঠাঁই না দেওয়া, একঘরে করা।

সমাদর—বি. সম্যক্ আদর, গৌরব দান, সম্মাননা সংবর্ধনা (গুণীর সমাদর ; ও বাড়ীতে আত্মীয়-কুটুম্বের সমাদর নেই)। ণ. **সমাদৃত**।

সমাদেশ—[সম্-আ—দিশ্ + ঘঞ্] বি. আদেশ, আজ্ঞা। ণ. **সমাদিষ্ট** (পিতৃ-সমাদিষ্ট পুত্র)।

সমাধা—[সম্-আ—ধা+অঙ্+আপ্] বি. নিষ্পত্তি, সম্পাদনা, সমাপন (কার্য সমাধা করা)।

সমাধান—বি. নিষ্পত্তি, মীমাংসা, উপায় (সমস্যার সমাধান); সম্যক্ আধান ; চিত্তের একাগ্রতা।

সমাধি—[সম্-আ—ধা+ই] বি. পূর্ণভাবে সমাহিত হওয়ার ভাব; একনিষ্ঠতা ['ইন্দ্রিয়াদির নিরোধ দ্বারা কোন এক বিষয়ে মনোনিবেশ করিলে তাহাকে একাগ্রতা বলে, একাগ্রতা মনোমধ্যে বদ্ধমূল হইলে তাহাকে ধারণা, এবং ধারণা বদ্ধমূল হইলে তাহাকে ধ্যান, এবং এই ধ্যান বদ্ধমূল হইলে তাহাকে সমাধি বলে'। "সমাধি দ্বিবিধ—সবিকল্প, নির্বিকল্প। সবিকল্পে জ্ঞাতা,

জ্ঞান, জ্ঞেয় এই তিনের জ্ঞান লয়প্রাপ্ত হয় না এবং ঐ তিন বিকল্প সত্ত্বেও ব্রহ্মাকারা চিত্তবৃত্তি বিরাজ করে। নির্বিকল্পে ঐ বিকল্পত্রয়ের জ্ঞান অদ্বিতীয় ব্রহ্মবস্তুতে লীন হইয়া যায়"]; সন্ন্যাসীর শব প্রোথিত করিবার স্থান; কবর, গোর (সমাধিক্ষেত্র); কাব্যের গুণ-বিশেষ। **সমাধিক্ষেত্র**—বি. সমাধি দেওয়ার জায়গায়, গোরস্থান। **সমাধি-প্রস্তর,-ফলক**—বি. কবরের উপর মৃতের নামলেখা পাথর। **সমাধিভঙ্গ**—তপোভঙ্গ। **সমাধি-মন্দির**—কবরের উপরে ইষ্টক-প্রস্তরাদি নির্মিত স্মৃতি-মন্দির। **সমাধি-স্তম্ভ**—কবরের উপরে নির্মিত স্মৃতি-স্তম্ভ। **সমাধিস্থ**—ণ. গভীর ধ্যানে মগ্ন, ধ্যানযোগে ব্রহ্মে নিমগ্ন।

সমাধ্যায়ী (-য়িন্)—ণ., বি. সহপাঠী, সতীর্থ। [সম+অধ্যায়ী]

সমান—[সদৃশ মান যাহার—বহুব্রী] ণ. সম-পরিমাণ, তুল্য, সদৃশ (গুণে দুজনেই সমান); তুল্য দোষ বা গুণযুক্ত (সমান-ধর্মা; দুইজনই সমান আহাম্মক; সমান ঘর; কেউ কম নয়, দুইজনেই সমান); বি. নাভিস্থিত বায়ু-বিশেষ। **সমানকালীন**—ণ. এক সময়ের, সমসাময়িক, contemporary। **সমানাধিকরণ**—ণ. যাহাদের সাধারণ গুণ বা অবস্থান তুল্য বা এক শ্রেণীর; (ব্যাক.) বিশেষণ-বিশেষ্য-সম্বন্ধযুক্ত; বি. যাহা একজাতীয় সকলের মধ্যেই আছে এমন গুণ বা ধর্ম। **সমানাধিকারবাদ**—সাম্যবাদ। **সমানানুপাত**—দুই রাশির অনুপাতের সঙ্গে অন্য দুই রাশির অনুপাতের তুল্যতা (যেমন ৩:৫ আর ৯:১৫)। **সমানোদক**—[(তর্পণে) এক উদক যাহার—বহুব্রী] বি. চতুর্দশ পুরুষ পর্যন্ত জ্ঞাতি, যাহাদের একই সঙ্গে জল দিয়া তর্পণ করিতে হয়। **সমানে**—ক্রি. ণ. একভাবে; অবিচ্ছিন্ন-ভাবে (সকাল থেকে সমানে বকে চলেছে)। **সমানে সমানে**—দুই তুল্য শক্তিশালীর মধ্যে (সমানে সমানে বোঝা-পড়া)।

সমানুপাত—[সম+অনুপাত] বি. সমানানুপাত, proportion।

সমান্তর—বি. সমান ব্যবধান; ণ. সমান ব্যবধান-যুক্ত, equidistant। [সম+অন্তর]। **সমান্তরশ্রেঢ়ী**—বি. পরের সংখ্যা হইতে আগের সংখ্যাটির বিয়োগফল সব ক্ষেত্রে সমান এমন কতকগুলি সংখ্যা (যথা: ১, ৫, ৯, ১৩, অথবা ৭, ৮, ৯, ১০), Arithmetical progression। **সমান্তর, সমান্তরাল**—ণ. যাহাদের মধ্যে দূরত্ব সর্বত্র এক রকমের, parallel।

সমাপক—[সম্—আপি+ণক] ণ. সমাপনকারী, সমাধাকারী। **সমাপন**—বি. সমাধা করা, সমাপ্তিসাধন। **সমাপিকা ক্রিয়া**—যে ক্রিয়া বাক্যার্থ সম্পূর্ণ করে। **সমাপিত**—ণ. সম্পাদিত, নিষ্পাদিত।

সমাপতন—বি. একসঙ্গে সংঘটন, coincidence। [সম্-আ-পত্+অনট্]

সমাপত্তি—[সম্-আ—পদ্+ক্তি] বি. স্বাচ্ছন্দ্য-মিলন; সমাপ্তি। ণ. **সমাপন্ন**—সমাপ্ত; সাধিত, নির্বাহিত; লব্ধ; আপদ্গ্রস্ত।

সমাপ্ত—[সম্—আপ্+ক্ত] ণ. যাহা শেষ করা হইয়াছে (ব্রত সমাপ্ত হইয়াছে); সম্পূর্ণ; বিগত। বি. **সমাপ্তি**—সমাপন, শেষ, অবসান (গ্রন্থ-সমাপ্তি; ক্রিয়া-সমাপ্তি; স্বার্থের সমাপ্তি অপঘাতে—রবি)।

সমাবর্ত—[সম্-আ—বৃৎ+ঘঞ্] বি. প্রত্যাবর্তন। **সমাবর্তন**—বি. প্রত্যাবর্তন; (বৈদিক) ব্রহ্মচর্যের ও বিদ্যাশিক্ষার পরে গৃহধর্মে প্রবেশ করিবার জন্য গৃহে প্রত্যাবর্তন; (আধুনিক) বিশ্ব-বিদ্যালয়ের উপাধি-দান অনুষ্ঠান, convocation.

সমাবিষ্ট—[সম্-আ-বিশ্+ক্ত] ণ. অভিনিবিষ্ট একাগ্রচিত্ত (বিপ. অনাবিষ্ট); প্রবিষ্ট; আক্রান্ত (ক্রোধ-সমাবিষ্ট); সমবেত।

সমাবৃত—[সম্-আ-বৃ+ক্ত] সম্যক্ আবৃত, বেষ্টিত; সমাচ্ছন্ন।

সমাবৃত্ত—[সম্-আ—বৃৎ+ক্ত] ণ. বেদাধ্যায়নের পরে গৃহধর্মে প্রবিষ্ট, প্রত্যাবৃত্ত; যাহার সমাবর্তন হইয়াছে; প্রত্যাবৃত্ত, ফিরিয়াছে এমন।

সমাবেশ—[সম্+আবেশ] বি. একত্র অবস্থান, সম্মেলন (বহু ঘটনার একত্র সমাবেশ); সংস্থিতি একত্র স্থাপন (সীমান্তে সৈন্য-সমাবেশ; বিপুল জন-সমাবেশ)। ণ. **সমাবেশিত**—প্রবেশিত, স্থাপিত; অভিনিবেশিত।

সমারম্ভ—[সম্-আ—রভ্+ঘঞ্] বি. উপক্রম, আরম্ভ; জাঁকজমকপূর্ণ আয়োজন (যুদ্ধের সমারম্ভ)।

সমারূঢ়—[সম্+আরূঢ়] ণ. সম্যক্রূপে আরূঢ় বা অবস্থিত; আশ্রিত। স্ত্রী. **সমারূঢ়া**। বি. **সমারোহণ**।

সমারোহ—[সম্‌-আ—রুহ্‌ + ঘঞ্‌] প. অত্যুন্নতি; জাঁকজমক, আড়ম্বর, ঘটা (তার সমারোহ-ভার কিছু নেই—রবি)।

সমার্থ, সমার্থক—[সম+অর্থ,+ক,বহুব্রী.] প. তুল্য অর্থযুক্ত, synonymous।

সমালোচক—[সম্‌-আ—লোচি+ণক] প., বি. যে দোষগুণ বিচার করে (সাহিত্য-সমালোচক); যে ত্রুটি প্রদর্শন করে (সরকারের কড়া সমালোচক)। স্ত্রী. **সমালোচিকা**। **সমালোচন,-চনা**—বি. দোষগুণের আলোচনা; ত্রুটি প্রদর্শন (আমার হয়ত করতে হবে আমার সমালোচনা—রবি)। প. **সমালোচিত**—প. সম্যক্‌ আলোচিত। **সমালোচ্য**—প. সমালোচনার যোগ্য; সমালোচনার বিষয়ীভূত।

সমাস—[সম্‌-অস্‌ (ক্ষেপণ করা, সংক্ষেপ করা) +ঘঞ্‌] বি. (ব্যাকরণে) একাধিক পদের একপদীকরণ, compound word; সংক্ষেপ; সমাহার; মিলন। (বিপ. ব্যাস)। প. সমস্ত, সমস্যমান।

সমাসক্ত—[সম্‌+আসক্ত] প. সংলগ্ন, যুক্ত; অত্যাসক্ত। **সমাসক্তি, সমাসঙ্গ**—বি. সংযোগ; অত্যাসক্তি।

সমাসত্তি—[সম্‌-আ—সদ্‌+ক্তি] বি. নিকটবর্তিতা, সন্নিকর্ষ। প. **সমাসন্ন**—সন্নিহিত (বেলা-সমাসন্ন শৈল)।

সমাসীন—[সম্‌—অস্‌ (উপবেশন করা)+শানচ্‌] প. উপবিষ্ট (নেতার আসনে সমাসীন)।

সমাহরণ—[সম্‌+আহরণ] বি. সংগ্রহ করা; সংখ্যা করা। **সমাহর্তা** (-র্তৃ)—সমাহরণকারী, রাজস্ব সংগ্রহকারী; জেলার রাজস্ববিভাগের কর্তা, collector।

সমাহার—[সম্‌-আ—হৃ+ঘঞ্‌] বি. মিলন; সংগ্রহ; সংক্ষেপ; সমাস-বিশেষ, যাহাতে সমষ্টির ভাবই মুখ্য (যথা: ত্রিভুবন)।

সমাহিত—[সম্‌-আ—ধা+ক্ত] প. সমাধিমগ্ন; একাগ্রচিত্ত, অভিনিবেশিত (সমাহিতচিত্ত দ্রষ্টা); অবহিত; সমাধা হইয়াছে এমন, নিষ্পন্ন; স্থাপিত; সমাধিক্ষেত্রে নিহিত, buried। বি. সমাধি।

সমাহৃত—[সম্‌-আ-হৃ+ক্ত] প. সংগৃহীত, একত্রীকৃত; আনীত। বি. **সমাহৃতি**—সংগ্রহ, আয়োজন। বি. সমাহরণ।

সমিতি—[সম্‌ (সহিত)—ই (গমন করা)+ক্তি] বি. সংহতি, সঙ্গ; যুদ্ধ; সংসদ্‌; কার্যনির্বাহক সভা; কোনও বিশেষ উদ্দেশ্যে গঠিত দল (মহিলা —)।

সমিধ্‌,-ৎ—[সম্‌—ইন্ধ্‌ + ক্বিপ্‌ — যাহা অগ্নি প্রজ্বালিত করে] বি. ইন্ধন; যাহা যজ্ঞাগ্নি প্রজ্বালিত করে (সমিদাহরণ; মস্তকে সমিধ্‌-ভার—রবি)।

সমিন্ধন—[সম্‌—ইন্ধ্‌ + অনট্‌] বি. ইন্ধন; উদ্দীপন। প. **সমিদ্ধ**—প্রজ্বালিত।

সমীকরণ—বি. সদৃশীকরণ; পরিপাক করণ, assimilation; অনুরূপ করা; অঙ্ক-বিশেষ, কোন জ্ঞাত রাশি অবলম্বন করিয়া তত্তুল্য কোন অজ্ঞাত রাশির পরিমাণ নির্ণয় করা। প. **সমীকৃত**।

সমীক্ষ—[সম্‌—ঈক্ষ্‌+ঘঞ্‌] বি. পর্যালোচনা; সম্যক্‌ দৃষ্টি; অন্বেষণ; যত্ন; সম্যক্‌ জ্ঞান; সাংখ্য দর্শন। **সমীক্ষণ**—বি. সম্যক্‌ দর্শন, পর্যবেক্ষণ, observation, অনুসন্ধান। **সমীক্ষা**—বি. সমীক্ষণ বুদ্ধি, মনীষা; বিবেচনা; যত্ন; জরিপ, survey; বুদ্ধি প্রভৃতি; সাংখ্যের চতুর্বিংশতিতত্ত্ব মীমাংসা দর্শন। প. **সমীক্ষিত**—সম্যগ্‌দৃষ্ট, পর্যালোচিত। **সমীক্ষ্য**—প. সমীক্ষণযোগ্য; বি. সাংখ্য দর্শন। **সমীক্ষ্যকারী** (-রিন্‌)—প. যে পূর্বাপর বিবেচনা করিয়া কার্য করে। বি. **সমীক্ষ্যকারিতা**। **সমীক্ষ্যবাদী** (-দিন্‌)—প. যে পূর্বাপর বিবেচনা করিয়া কথা বলে।

সমীচীন—[সম্‌—অন্‌চ্‌ (গমন করা)+নীন] প. সঙ্গত, যোগ্য, উপযুক্ত, উত্তম, যথার্থ।

সমীপ—[সং] বি. নিকট, সন্নিধান (পিতৃসমীপে)। **সমীপবর্তী** (-র্তিন্‌), **সমীপস্থ**—প. নিকটস্থ।

সমীর—[সম্‌—ঈর্‌ (গমন করা)+অচ্‌—সর্বত্রগামী] বি. বায়ু; শমীবৃক্ষ। **সমীরণ**—বায়ু। প. **সমীরিত**—প্রেরিত; বিকম্পিত (মারুত-সমীরিত শাখী); উচ্চারিত, ধ্বনিত (সমীরিত বাণী)।

সমীহ—[সং. সমীহা] বি. সম্ভ্রম প্রদর্শন; সংকোচ; খাতির; অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা; চক্ষুলজ্জা (কৈ, গুরুজন বলে তো একটুও সমীহ করলে না)।

সমীহা—[সম্‌—ঈহ্‌+অ+আপ্‌] বি. উদ্যোগ, চেষ্টা; অভিলাষ, ইচ্ছা; সন্ধান।

সমুখ—[সং. সম্মুখ] বি. সম্মুখ (কাব্যে ব্যবহৃত —আমার দ্বারের সমুখ দিয়ে সে জন করে আসা-যাওয়া—রবি)। (কথ্য: সুমুখ)।

সমুচ্চয়—[সং. সমুচ্চয়] বি. সমুদয়, সব।
সমুচা—[হি., সং. সমুচ্চয়] ণ. আস্ত, অখণ্ড, সমগ্র (সমুচা মুর্গীর রোস্ট)। [(সমুচিত শাস্তি)।
সমুচিত—[সম্+উচিত] ণ. উপযুক্ত, যোগ্য
সমুচ্চয়—[সম্—উদ্—চি (চয়ন করা)+অল্] বি. সমাহার, মিলন; সমূহ, রাশি (শিলা সমুচ্চয়; শোভাসমুচ্চয়); সংখ্যা, ইয়ত্তা (প্রাচীন বাংলায় ব্যবহৃত); অলঙ্কার-বিশেষ। ণ. **সমুচ্চিত**—রাশীকৃত; সংগৃহীত।
সমুচ্চারণ—বি. মিলিত উচ্চারণ। [সম্+উচ্চারণ]
সমুচ্ছল—ণ. অতিশয় উচ্ছলিত, উচ্ছ্বসিত (কে বুঝিতে পারে তাহার অগাধ শক্তি…তার সমুচ্ছল কল কথা—রবি)। [সম্+উচ্ছল]
সমুচ্ছেদ—[সম্-উৎ—ছিদ্+ঘঞ্] বি. উন্মূলন, ধ্বংস, বিনাশ। **সমুচ্ছেদন**—বি. উন্মূলন। ণ. **সমুচ্ছিন্ন**।
সমুচ্ছ্রয়, সমুচ্ছ্রায়—[সম্ + উচ্ছ্রয়, উচ্ছ্রায়] বি. অত্যুন্নতি; অতিবৃদ্ধি; অতি-স্ফীতি।
সমুচ্ছ্বাস—[সম্+উৎ-শ্বস্+ঘঞ্] বি. দীর্ঘশ্বাস; প্রবল শ্বাস; প্রশ্বাস; স্ফীতি, স্ফূর্তি।
সমুজ্জ্বল—[সম্-উদ্—জ্বল্+অচ্] ণ. অতিশয় উজ্জ্বল, প্রদীপ্ত (কীর্তি সমুজ্জ্বল)।
সমুড্ডীন—ণ. ঊর্ধ্বগগনে উড্ডীয়মান (পক্ষী)। [সম্+উড্ডীন]।
সমুৎকর্ষ—[সম্+উৎকর্ষ] বি. সম্যক্ উৎকর্ষ।
সমুত্থ—[সম্-উৎ—স্থা+ড] ণ. উদ্গত, জাত; উত্থিত (অগ্নি-সমুত্থ শিখা)। **সমুত্থান**—বি. উত্থান; উদয়; উত্তোলন (ধ্বজ সমুত্থান); কার্যারম্ভ (সম্ভূয় সমুত্থান=যৌথ প্রচেষ্টা, যৌথ ব্যবসায়); রোগশান্তি। ণ. **সমুত্থিত**—উত্থিত; বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান; উদ্গত; উত্তোলিত।
সমুৎপত্তি—[সম্+উৎপত্তি] বি. উৎপত্তি, উদ্ভব। ণ. **সমুৎপন্ন**।
সমুৎপাটন—বি. উন্মূলন। [সম্+উৎপাটন]। ণ. **সমুৎপাটিত**।
সমুৎসুক—[সম্+উৎসুক] ণ. অতিশয় উৎসুক; উৎকণ্ঠিত; ইষ্ট লাভের জন্য আগ্রহযুক্ত।
সমুদয়—[সম্-উৎ—ই+অল্] বি. সম্যক্ উদয়, উত্থান; সমবায়; লগ্ন; যুদ্ধ। ণ. **সমুদিত**।
সমুদয়, সমুদায়—বি. সমবায়, সমূহ; ণ. সকল। [সম্-উৎ—ই+ঘঞ্]।
সমুদিত—[সম্+উদিত] ণ. সম্যক্ উত্থিত; সমুৎপন্ন; জাত।
সমুদ্গত—[সম্-উৎ—গম্+ক্ত] ণ. সম্যক্ উদ্গত, উৎপন্ন; নিঃসৃত। বি. **সমুদ্গম**—নিঃসরণ।
সমুদ্গীত—[সম্+উদ্গীত] ণ. উচ্চৈঃস্বরে গীত।
সমুদ্গীর্ণ—[সম্-উৎ—গৄ+ক্ত] ণ. বমিত; উচ্চারিত।
সমুদ্ধরণ, সমুদ্ধার—বি. উত্তোলন; উন্মূলন; বমন; উদ্ধার করা, উদ্ধৃতি, quotation।
সমুদ্ধর্তা (-র্ত্রী)—সম্যক্‌রূপে উদ্ধারকর্তা; উন্মূলয়িতা। ণ. **সমুদ্ধৃত**।
সমুদ্ভব—[সম্-উৎ—ভূ+অল্] বি. উৎপত্তি, জন্ম। ণ. **সমুদ্ভূত**।
সমুদ্ভাবিত—[সম্+উদ্ভাবিত] ণ. সম্যক্‌রূপে উদ্ভাবিত অর্থাৎ পরিকল্পিত। বি.-**বন**,-**বনা**।
সমুদ্ভাসিত—[সম্+উদ্ভাসিত] ণ. সম্যক্‌রূপে উদ্ভাসিত বা আলোকিত। বি. **সমুদ্ভাসন**।
সমুদ্যত—ণ. সম্যক্ রূপে উদ্যত বা উন্মুখ; উত্তোলিত। [সম্+উদ্যত]। **সমুদ্যম**—বি. উদ্যোগ, আরম্ভ।
সমুদ্র—[সম্ (সম্যক্)—উন্দ্ (ক্লিন্ন হওয়া)+র—যাহা চন্দ্রোদয়ে ক্লিন্ন হয়; সমুদ্র শব্দের অন্য ব্যুৎপত্তি-ও আছে, যেমন, যাহা হইতে বহ্নি উদ্গত হয়, যাহা রত্ন ও জল দান করে, ইত্যাদি] বি. সাগর, সিন্ধু, পারাবার, অম্বুধি, অর্ণব; সমুদ্রের মত দুস্তর বা বিশাল (দুঃখসমুদ্র; জনসমুদ্র); সংখ্যা-বিশেষ। **সমুদ্রকফ**—সমুদ্র-ফেনা। **সমুদ্রকান্তা**—নদী। **সমুদ্রগ**—ণ. সমুদ্র-গামী (নাবিকাদি)। **সমুদ্রগর্ভ**—সমুদ্রের জলের অভ্যন্তর ভাগ। **সমুদ্রগা**—ণ. সমুদ্র-গামিনী (নদী)। **সমুদ্রগৃহ**—প্রাচীনকালের ধনীদের গৃহ-বিশেষ, ইহার উপরে জল থাকিত এবং ছাদের ছিদ্র দিয়া বর্ষণের ন্যায় বিন্দু বিন্দু জল গায়ে পড়িত; চাবিতালা দেওয়া ঘর। **সমুদ্র-চুলুক**—[সমুদ্র যাহার চুলুক অর্থাৎ গণ্ডূষ হইয়াছিল—বহুব্রী] অগস্ত্য মুনি। **সমুদ্রচৌর্য**—সমুদ্রে দস্যুবৃত্তি, piracy। **সমুদ্রদারু**—কুমীর; তিমিমাছ; সেতুবন্ধ। **সমুদ্র-নবনীত**—অমৃত; চন্দ্র। **সমুদ্রনেমি,-মেখলা,-রসনা,-বসনা**—পৃথিবী। **সমুদ্রপত্নী**—নদী; গঙ্গা; যমুনা। **সমুদ্রফেন,-না**—একপ্রকার সামুদ্রিক জীবের হাড়, cuttlefish

bone। **সমুদ্রবহ্নি**—বাড়বানল। **সমুদ্র-ব্যবহারী (-রিন্)**—ণ. সমুদ্রপথে বাণিজ্য-কারী। **সমুদ্রমন্থন**—পুরাণ-বর্ণিত দেবতা ও অসুরদের দ্বারা সাগর মন্থন যাহার ফলে লক্ষ্মী চন্দ্র পারিজাত ঐরাবত উচ্চৈঃশ্রবা ধন্বন্তরি অমৃত ও হলাহল উত্থিত হইয়াছিল; জটিল-পরিণতিযুক্ত বৃহৎ ব্যাপার। **সমুদ্রযাত্রা**—সমুদ্রপথে বিদেশ গমন। **সমুদ্রযান**—জাহাজ। ণ. **সমুদ্রীয়, সামুদ্রিক**।

সমুদ্র—[স+মুদ্রা, বহুব্রী] ণ. মুদ্রাযুক্ত, মোহর-করা; চাবি-দেওয়া ('সমুদ্রগৃহ')।

সমুন্নত—[সম্+উন্নত] ণ. সম্যক্ উন্নত, সুউচ্চ, উন্নতিবিশিষ্ট; বৃদ্ধিযুক্ত; উদার, মহৎ; ঊর্ধ্বে উত্থিত। বি. **সমুন্নতি**—উন্নতি; গৌরব; বৃদ্ধি। **সমুন্নয়, সমুন্নয়ন**—উন্নতিসাধন; উত্তোলন।

সমুপস্থিত—[সম্+উপস্থিত] ণ. নিকটে উপস্থিত; সমাগত। বি. **সমুপস্থিতি**।

সমুল্লসিত—[সম্+উল্লসিত] ণ. উল্লাসযুক্ত, উৎফুল্ল; সম্যক্ বিকশিত; ক্রীড়াশীল। বি. **সমুল্লাস**।

সমূল—ণ. মূলের সহিত (সমূলচ্ছেদ; সমূলে বিনাশ)। **সমূলক**—ণ. কারণযুক্ত, সহেতুক (বিপ. অমূলক)।

সমূহ—[সম্—বহ্ (বহন করা)+ঘঞ্] বি. সমুদয়, রাশি (দেশসমূহ); ণ. প্রচুর, বহু, পুরা-পুরি (সমূহ দোষ; সমূহ ক্ষতির সম্ভাবনা); বি. প্রাচীন ভারতের পঞ্চায়েত অথবা অঞ্চল-শাসন-সমিতি। **সমূহতন্ত্র**—পঞ্চায়েতী শাসন; সর্বসাধারণের কল্যাণ-বৃদ্ধিমূলক শাসনতন্ত্র। **সমূহন**—রাশীকরণ। **সমূহনী**—সম্মার্জনী।

সমৃদ্ধ—[সম্—ঋধ্ (বৃদ্ধি পাওয়া)+ক্ত] ণ. প্রাচুর্যযুক্ত, বহুল (পুষ্পভারসমৃদ্ধ তরু; জ্ঞান-সমৃদ্ধ); সম্পত্তিশালী, ঐশ্বর্যযুক্ত (সমৃদ্ধ নগরী)। বি. **সমৃদ্ধি**—প্রচুর ঐশ্বর্য; প্রাচুর্য; বৃদ্ধি; উৎকর্ষ, উন্নতি, অভ্যুদয় (জাতীয় সমৃদ্ধি; মনের সমৃদ্ধি; সমৃদ্ধি কামনা করি)। ণ. **সমৃদ্ধিমান্ (-মৎ), সমৃদ্ধিশালী (-লিন্)**—সমৃদ্ধ।

সমেত—[সম্-আ—ই+ক্ত] ণ. সমাগত; মিলিত; উপস্থিত; সহিত, including (বাড়ী সমেত জমি)।

সম্পত্তি—[সম্—পদ্+ক্তি] বি. বিষয়-আশয়, ভূসম্পত্তি, যাহা হইতে আয় হয়। **সম্পৎ, সম্পদ্, সম্পদ**—বি. ধন, বিত্ত; সম্পত্তি (সম্পৎশালী); ঐশ্বর্য, বিভব, সমৃদ্ধি; গুণোৎকর্ষ, যাহা জীবনকে সমৃদ্ধ করে (ভাবসম্পদ; তোমার বন্ধুত্বই আমার জীবনের সম্পদ; কিন্তু সে আমার সাধনার ধন ছিল···সে আমার সম্পত্তি নয় সে আমার সম্পদ —রবি)। ণ. **সম্পন্ন**—বিশিষ্ট, যুক্ত (সর্বগুণ-সম্পন্ন); নিষ্পন্ন, সম্পূর্ণ (কাজটি সুসম্পন্ন হইয়াছে); সম্পত্তিশালী, টাকাপয়সা-ওয়ালা (সম্পন্ন গৃহস্থ)।

সম্পর্ক—[সম্—পৃচ্ (যুক্ত হওয়া)+ঘঞ্] বি. সম্বন্ধ, সংযোগ (এ ব্যাপারের সঙ্গে ও ব্যাপারের কোন সম্পর্ক নাই; দেশের সঙ্গে কোন সম্পর্ক রাখেন না); সংসর্গ (মূর্খের সম্পর্ক যত্নে পরিহার করিবে); আত্মীয়তা (সম্পর্কে খুড়া হন)। **সম্পর্কিত**—ণ. সম্পর্কযুক্ত, সংশ্লিষ্ট। **সম্পর্কী (-র্কিন্)**—ণ. সম্পর্কিত। **সম্পর্কীয়**—ণ. সংক্রান্ত, বিষয়ক; সম্পর্কিত।

সম্পাত—[সম্—পত্+ঘঞ্] বি. পতন; মিলিত হওয়া; প্রবেশ (কিরণ-সম্পাত)।

সম্পাদক—[সম্—পাদি+ণক] ণ. সম্পাদন-কারী; কার্যনির্বাহক, secretary; সঙ্কলয়িতা; বি. গ্রন্থাদি রচনার বা সাময়িক পত্রিকার রচনা ইত্যাদি সঙ্কলনের অধ্যক্ষ, editor. (স্ত্রী. **সম্পাদিকা**)। **সম্পাদকতা**—বি. সম্পাদকের কাজ। **সম্পাদকীয়**—ণ. সম্পাদক-সম্বন্ধীয়; সম্পাদক কর্তৃক লিখিত; বি. সম্পাদকের মন্তব্য বা প্রবন্ধ, editorial। বি. **সম্পাদকতা**। **সম্পাদন, -না**—বি. নিষ্পাদন (কর্ম সম্পাদন); সঙ্কলন; সম্পাদকের কাজ, editing। ণ. **সম্পাদিত**—নিষ্পন্ন, অনুষ্ঠিত; সঙ্কলিত; সংশোধন বা মন্তব্যাদি সহ প্রকাশিত, edited। **সম্পাদ্য**—ণ. যাহা সম্পাদন করিতে হইবে; বি. (জ্যামিতিতে) যে প্রতিজ্ঞা সমাধান করিতে হইবে, problem।

সম্পুট,-ক—বি. কৌটা, ডিবা; খুঙ্গি, পেটরা; ঠোঙা। [সম্—পুট+অ]। **সম্পুটিকা**—ক্ষুদ্র সম্পুট।

সম্পূজন—[সম্+পূজন] বি: সম্যক্পূজন, সম্মাননা। ণ. **সম্পূজিত**।

সম্পূরক—[সম্—পূরি+ণক] ণ. যাহা পূর্ণ করে; (জ্যামিতি) যাহা অন্য কোণের সহিত মিলিত হইয়া দুই সমকোণ পূর্ণ করে, supplementary.

সম্পূরণ—বি. পূর্ণতা দান। ণ. **সম্পূরিত**—যাহা পূর্ণ করা হইয়াছে।

সম্পূর্ণ—[সম্—পূর্+ক্ত] ণ. পরিপূর্ণ, সমাপ্ত, পূর্ণাঙ্গ (ব্রত সম্পূর্ণ হলো); সমস্ত (সম্পূর্ণ দোষ তোমার); সাতটি স্বরই ব্যবহৃত হয় এমন (সম্পূর্ণ রাগ বা রাগিণী)। (তুঃ ঔড়ব, খাড়ব)। স্ত্রী. **সম্পূর্ণা**—একাদশী-বিশেষ। বি. **সম্পূর্তি**—পূর্তি, পূর্ণ হওয়া (অশীতি-সম্পূর্তি)।

সম্পোষ্য—[সম্+পোষ্য] ণ. পোষণীয়; (বাং) যাহাতে পোষায় এমন, যথেষ্ট।

সম্পৃক্ত—[সম্—পৃচ্ (মিলিত হওয়া)+ক্ত] ণ. মিলিত, মিশ্রিত (শীকরসম্পৃক্ত সমীরণ); সংযুক্ত, জড়িত (পরস্পর-সম্পৃক্ত)।

সম্প্রকাশিত—[সম্+প্রকাশিত] ণ. সম্যকরূপে প্রকাশিত, প্রকটিত।

সম্প্রচার—বি. চতুর্দিকে প্রচার বা ঘোষণা। [সম্+প্রচার]। ণ. **সম্প্রচারিত**—ব্যাপকভাবে প্রচারিত, broadcast।

সম্প্রতি—অব্য. ইদানীং, অধুনা; অল্পদিন আগে (সম্প্রতি দেশে ফিরেছে)। ণ. **সাম্প্রতিক**।

সম্প্রতিপত্তি—[সম্+প্রতিপত্তি] বি. বাদীর অভিযোগ শ্রবণ করিয়া প্রতিবাদীর তাহা স্বীকার করা; সহায়তা; আপোষ। ণ. **সম্প্রতিপন্ন**।

সম্প্রদাতা (-তৃ)—[সম্-প্র—দা+তৃচ্] ণ., বি. সম্প্রদানকারী; কন্যা-সম্প্রদানকারী। বি. **সম্প্রদান**—সম্যক্‌রূপে দান, স্বত্ব ত্যাগ করিয়া দান (কন্যা সম্প্রদান)।

সম্প্রদায়—[সম্-প্র—দা+ঘঞ্] বি. এক গুরুর উপদেশ বা ধর্মাচার অনুসরণকারী দল, মজ্‌হাব, sect, community (বৈষ্ণব সম্প্রদায়, সুন্নী সম্প্রদায়); দল, এক মতের লোক (ইঙ্গবঙ্গ সম্প্রদায়)। ণ. সাম্প্রদায়িক।

সম্প্রধারণ, সম্প্রধারণা—[সম্+প্র+ধারণ, -ণা] বি. অবধারণা, উচিত-অনুচিত-বিবেচনা।

সম্প্রবৃত্ত—[সম+প্রবৃত্ত] ণ. সমুদ্ভূত, প্রবৃত্ত।

সম্প্রয়াণ—[সম্+প্রয়াণ] বি. পরলোক গমন।

সম্প্রয়াস—[সম্+প্রয়াস] বি. প্রয়াস, প্রযত্ন।

সম্প্রসারণ—বি. বিস্তারণ (বিপ. সঙ্কোচন); (ব্যাকরণে) ই, উ, ঋ, ঌ স্থানে য, ব, র, ল হওয়া। [সম্+প্রসারণ]। ণ. **সম্প্রসারিত**।

সম্প্রাপ্ত—[সম্+প্রাপ্ত] ণ. সম্যক্‌প্রাপ্ত, অধিগত; লব্ধ; আগত।

সম্প্রীতি—বি. পরস্পরের মধ্যে প্রীতি, সদ্ভাব, সখ্য, amity (সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি)।

সম্বৎ—সংবৎ দ্রঃ।

সম্বৎসর—(অসাধু কিন্তু বহুল প্রচলিত)—সারা বছর (সম্বৎসরের খোরাক)।

সম্বদ্ধ—[সম্—বন্ধ্+ক্ত] ণ. সম্বন্ধযুক্ত, সংযুক্ত, connected, related বি. **সম্বন্ধ**—সংযোগ, সম্পর্ক (দুইয়ের মধ্যে কোন সম্বন্ধ নাই); আত্মীয়তা, কুটুম্বিতা, বৈবাহিক সম্পর্ক (সম্বন্ধ স্থাপন করা); বিবাহের প্রস্তাব (মেয়ের সম্বন্ধ এসেছে; (ব্যাকরণে) জন্যজনকতাদি ভাব, পদবিশেষ যাহাতে ষষ্ঠী বিভক্তি হয়, possessive case (সম্বন্ধে ষষ্ঠী)। (গ্রাম্য—সম্মোন্দো, সমন্দ)। **সম্বন্ধী (-ন্ধিন্)**—ণ. সম্বন্ধযুক্ত, সম্পর্কিত; বৈবাহিক সম্বন্ধযুক্ত (জামাতা, শ্বশুর, শ্যালক প্রভৃতি); বি. স্ত্রীর বড় ভাই। (গ্রাম্য—সম্বন্দী, সুমুন্দী, সুমুন্দী; পূর্ববঙ্গে হমুন্দী, হমুন্দী; গালিরূপেও ব্যবহৃত হয়)। **সম্বন্ধীয়**—ণ. সম্পর্কিত, বিষয়ক, সম্পর্কীয়।

সম্বরা—ক্রি. সংবরণ করা, গোপন করা, আবৃত করা, সংযত করা (বস্ত্র সম্বরিয়া; 'সম্বর ক্রোধ'); বি. ব্যঞ্জনে দেওয়া ফোড়ন (মুণ্ডমালা কেড়ে নিয়ে অম্বলে সম্বরা দিব—রামপ্রসাদ')। ফোড়ন দ্রঃ।

সম্বরণ; সম্বর্ধনা—সং-দ্রঃ।

সম্বল—[সম্—বল্+অ] বি. পাথেয়, পুঁজি (পাথেয় সম্বল; বড় বড় গৃহস্থের টুটিল সম্বল—কবিকঙ্কণ); জীবনোপায়, অবলম্বন (লোটা-কম্বল সম্বল করে)। **সম্বলিত**—সংবলিত দ্রঃ।

সম্বাধ—[সম্+বাধ্+অ] বি. বাধা; ভিড় (জনসম্বাধ); সংঘর্ষ, সংঘাত; সঙ্কট; যোনি, vagina.

সম্বুদ্ধ—[সম্—বুধ্+ক্ত] ণ. সম্যক্ জাগরিত; চৈতন্য-বিশিষ্ট; বি. বুদ্ধাবতার। বি. **সম্বুদ্ধি**—সম্যক্ চেতনা; সম্বোধন। **সম্বোধ**—বি. প্রবোধ; প্রকৃষ্ট জ্ঞান। **সম্বোধন**—বি. আহ্বান, ডাকা; আমন্ত্রণ; অভিমুখীকরণ। ণ. **সম্বোধিত**।

সম্বোধি—বি. সম্যক্ বোধি বা জ্ঞান। [সম্+বোধি]

সম্ভব—[সম্—ভূ+অল্] বি. জন্ম, উৎপত্তি (কুমার-সম্ভব কাব্য; 'রতন-সম্ভব' বিত্ত); (বাং) ণ. সম্ভাবনাযুক্ত, যাহা ঘটিতে পারে, বিশ্বাস্য (এও কি সম্ভব); বি. সম্ভাব্যতা (সম্ভব

অসম্ভবের তর্ক রাখো); ক্রি. ণ. সম্ভবতঃ (সম্ভব কাল আসবে)। (গ্রাম্যঃ সম্ভাব)। **সম্ভবপর**—ণ. যাহার সম্ভাব্যতা আছে, ঘটিতে পারে এমন, সম্ভব। **সম্ভবা**—ক্রি. ঘটিতে পারা ('হেন রূপ অপ্সরার কন্যাতেই সম্ভবে'); (সমাসে পরপদে) ণ. উৎপন্না, জাতা (অযোনিসম্ভবা)।

সম্ভাবন—বি. সম্বল, টাকা পয়সা (প্রাচীন বাংলা)। **সম্ভাবনা**—বি. ভবিষ্যতে ঘটিতে পারে এমন অবস্থা, probability, possibility, potentiality (ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা); সঙ্গতি (প্রাচীন বাংলা)। **সম্ভাবনীয়, সম্ভাব্য, সম্ভব্য**—ণ. সম্ভবপর ('সম্ভাব্য সকল ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইবে)। **সম্ভাবিত**—ণ. যাহা সম্ভবপর হইবে আশা করা যায়, expected; পূজিত, সম্মানিত।

সম্ভার—[সম্—ভৃ+ঘঞ্] ণ. সংগ্রহ; রাশি, সমূহ (দ্রব্য সম্ভার); সংগৃহীত বস্তু; উপকরণ (পূজার সম্ভার)। [প্রাদে.]।

সম্ভার—বি. সম্বরা, ফোড়ন (সম্ভার দেওয়া)।

সম্ভাষ, সম্ভাষণ, সম্ভাষা—[সম্+ভাষ, ভাষণ, ভাষা] বি. পরস্পর কথোপকথন, আলাপ; কুশল প্রশ্নাদি; অভ্যর্থনা (লক্ষ্মীছাড়া পুরুষ কুটুম্ব বাড়ী যায় জল পীড়ির দায় থাকুক সম্ভাষ না পায়—কবিকঙ্কণ); বাক্য (সাদর সম্ভাষণ জ্ঞাপন করিলেন)।

সম্ভাষা—ক্রি. সম্ভাষণ করা (কাব্যে ব্যবহৃত। কবে হে বীরকেশরী সম্ভাষে শৃগালে মিত্রভাবে —মধু)। [(প্রযত্ন-সম্ভূত প্রতিষ্ঠা)]।

সম্ভূত—[সম্—ভূ+ক্ত] ণ. উৎপন্ন, উদ্ভূত, জাত

সম্ভূয়কারী (-রিন্)—ণ যাহারা মিলিতভাবে কারবার করে। **সম্ভূয়বণিক্ (-জ্)**—মিলিতভাবে ব্যবসায়কারী বণিক্ দল। **সম্ভূয়-সঞ্চার** —পরস্পর মিলিত হইয়া সন্ধিকরণ। **সম্ভূয়-সমুত্থান**—বি. যৌথ ব্যবসা, অংশীদিগের মিলিত কারবার, Joint-stock Company।

সম্ভোগ—[সম্—ভুজ্+ঘঞ্] বি. সম্যক্ ভোগ, সুখাস্বাদন (বিচিত্র সম্ভোগে দিন যাপন); সুরত। **সম্ভোগী (-গিন্)**—ণ. সম্ভোগকারী। **সম্ভোগ্য**—ণ. সম্ভোগের যোগ্য। [ভোজন।

সম্ভোজন—[সম্+ভোজন] বি. অনেকের একত্র

সম্ভ্রম—[সম্—ভ্রম্ (ভ্রমণ করা, ম্লান হওয়া)+অল্] বি. ভয়াদিজনিত ত্বরা; ভয়মিশ্রিত শ্রদ্ধা; সমাদর (সম্ভ্রম করা); মর্যাদা, মান্যতা (মান সম্ভ্রম বজায় রাখা দায় হইয়াছে)। ণ. **সম্ভ্রান্ত** —মান্য, মর্যাদাযুক্ত (সম্ভ্রান্ত বংশ; সম্ভ্রান্ত সমাজ); (সং) ভীত, ত্বরাযুক্ত। **সম্ভ্রান্ততন্ত্র**—দেশের উচ্চবংশীয়দের দ্বারা রাজ্য শাসন, Aristocracy.

সম্মত—[সম্—মন্+ক্ত] ণ. অনুমত, অনুমোদিত, অভিপ্রেত (শাস্ত্রসম্মত; বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে); স্বীকৃত, ইচ্ছুক, রাজী (তিনি সম্মত হইয়াছেন)। বি. **সম্মতি**—স্বীকৃতি, অনুমতি (সম্মতি দিয়াছেন; সর্বসম্মতিক্রমে)। **সম্মতিপত্র**—প্রজা অধমর্ণ ইত্যাদিকে রাজা উত্তমর্ণ প্রভৃতি যে দলিল দিতেন তাহা।

সম্মান—[সম্—মন্+ঘঞ্] বি. সম্ভ্রম, মর্যাদা, পূজা, সমাদর, খাতির (সম্মান প্রদর্শন; সম্মান রক্ষা—মান রক্ষা, খাতির করা)। **সম্মাননা** —বি. সমাদর প্রদর্শন, সম্বর্ধনা। ণ. **সম্মাননীয়** ('সম্মানীয়' লেখা ভুল), **সম্মানিত**—ণ. শ্রদ্ধেয়, পূজিত, সমাদৃত (সম্মানিত অতিথি)।

সম্মার্জক—[সম্+মার্জক] ণ. যাহা বা যে পরিষ্কৃত করে। **সম্মার্জন**—বি. পরিষ্করণ, ঝাঁট দেওয়া। **সম্মার্জনী**—ঝাঁটা (সম্মার্জনী-প্রহার)।

সম্মিত—[সম্+মিত] ণ. তুল্য পরিমাণ; সদৃশ, তুল্য (অমৃত-সম্মিত); অনুযায়ী, অনুমত।

সম্মিলন, সম্মেলন—বি. একত্র হওয়া, সংযোগ; সভা (সাহিত্য-সম্মেলন অষ্টবঙ্গ-সম্মিলন)। **সম্মিলনী**—বি. সম্মিলন, সভা বা সমিতি। ণ. **সম্মিলিত**—একত্রিত, মিলিত।

সম্মীলন—[সম্—মীল্+অনট্] বি. সঙ্কোচন; মুদ্রণ। (বিপ. উন্মীলন)। ণ. **সম্মীলিত**।

সম্মুখ—[সম্+মুখ] ণ. অভিমুখ, পরস্পরের দিকে মুখ করিয়াছে এমন (সম্মুখ সমর); বি. সমক্ষ, সামনের দিক্ (সম্মুখে এক পশ্চাতে আর)। **সম্মুখবর্তী (-র্তিন্)**—ণ. সম্মুখস্থ। স্ত্রী. **-বর্তিনী**। **সম্মুখ-সমর, -যুদ্ধ**—বি. সামনা-সামনি লড়াই। **সম্মুখস্থ**—ণ. সামনের, সামনে আছে এমন। **সম্মুখীন**—ণ. অভিমুখ, সম্মুখবর্তী (বিপদের সম্মুখীন হওয়া)।

সম্মুগ্ধ—[সম্—মুহ্+ক্ত] ণ. অতিশয় মুগ্ধ; পরম প্রীতিপূর্ণ (সম্মুগ্ধ বিলোচন)।

সম্মূঢ়, সংমূঢ়—[সম্—মুহ্+ক্ত] ণ. অতিশয়

মোহপ্রাপ্ত, বিহ্বল, সম্মোহিত। (বাংলায় মুগ্ধ ও মূঢ়-এর পার্থক্য লক্ষণীয়)। বি. সম্মোহ ।।

সম্মেলন—[সম্—মিল্+অনট্] বি. মিলিত করণ; সঙ্ঘ, সভা (বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন); মিলন; সমাগম ((বন্ধু সম্মেলন)। সম্মিলন দ্রঃ।

সম্মোহ—[সম্—মুহ্+ঘঞ্] বি.অতিশয় মোহ, চিত্তবৈকল্য, অবিবেক (ক্রোধ হইতে সম্মোহের উৎপত্তি—গীতা)। ণ. সমুগ্ধ, সমূঢ়। **সম্মোহন**—[সম্—মুহ্+ণিচ্+অনট্] ণ. যাহা মোহিত করে; বি. মদনের শর-বিশেষ; মোহিত করণ। স্ত্রী. **সম্মোহনী** (সম্মোহনী মায়া)। **সম্মোহিত**—ণ. বিমূঢ়, যাহার বিচার বিবেচনা লোপ পাইয়াছে; সম্মোহন বিদ্যার প্রভাবে বশীভূত, bewitched, hypnotized।

সম্যক্ (-চ্)—[সম্—অন্চ্+ক্বিপ্] ণ. সম্পূর্ণ, পুরাপুরি (সম্যক্ চেষ্টা); উপযুক্ত, যোগ্য; সত্য; ক্রি. ণ. সর্বপ্রকারে, পূর্ণরূপে, উত্তমরূপে (সম্যক্ অবধারণ)। **সম্যক্ আজীব**—সদুপায়ে জীবিকার্জন। **সম্যক্ দর্শন**—সত্য দর্শন; সত্যস্বরূপ ব্রহ্মে অভিনিবেশ। **সম্যক্ দৃষ্টি**—পূর্ণদৃষ্টি; দুঃখাদির মূলের প্রতি দৃষ্টি। **সম্যক্ প্রয়োগ**—পূর্ণভাবে প্রয়োগ, অভ্রান্ত প্রয়োগ। **সম্যক্ বাক্**—অযথা ও অন্যায় বাক্য হইতে নিবৃত্তি। **সম্যক্ সঙ্কল্প**—পূর্ণ সঙ্কল্প; একমাত্র সত্য ও কল্যাণের পথে চলিবার সঙ্কল্প, অবিদ্বেষ, অহিংসা ও নিষ্কামতা এই তিন অবলম্বনের সঙ্কল্প।

সম্রাট্ (-জ্)—[সম্—রাজ্+ক্বিপ্] বি. রাজসূয়যজ্ঞকারী রাজা, রাজচক্রবর্তী; শ্রেষ্ঠতাসূচক (কবি-সম্রাট্)। স্ত্রী. **সম্রাজ্ঞী**—সাম্রাজ্যের অধীশ্বরী; (বাং) সম্রাট্পত্নী। (সংস্কৃতে **সম্রাজ্ঞী**-ও শুদ্ধ)। [কবিরিয়া, সাবধানে।

সযতনে—সযত্নে (পদ্যে)। **সযত্নে**—ক্রি. ণ. যত্ন

সয়া—বি. সই-এর বর। (প্রাদে.)।

সর—[সৃ+অ] বি. শর, দধি দুগ্ধ প্রভৃতির অগ্রভাগ; জল প্রভৃতি তরল পদার্থের উপরে ভাসমান পাতলা গাদ (সরপড়া গুড়); ণ. গমনকারী, যায়ী (সমাসে উত্তরপদরূপে—অগ্রসর, পুরঃসর); সরোবর (পদ্যে। বাইতে মানস-সরে কার না মানস সরে)।

সরঃ—[সৃ+অস্—যেখানে জলের জল যায়] বি. পুষ্করিণী। **সরঃকাক**—হংস।

সরক—[সং.] বি. প্রধান পথ, সড়ক; মদ্যপাত্র; ইক্ষুমদ্য; মদ্যপান; গগন; সরোবর।

সরকার—[ফা.] বি. রাজশক্তি, জমিদারি (সরকারে জমা হবে); গভর্ণমেণ্ট, শাসকবর্গ (ভারত সরকার); মোগল আমলে রাজস্ব আদায়ের বিভাগ-বিশেষ; রাজা; প্রভু; মালিক; ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী, কেরানী (বাজার সরকার, বিল সরকার); উপাধি-বিশেষ; পাঠশালার গুরু মহাশয়। **সরকারি**—বি. সরকারের পদ বা কাজ। **সরকারী**—ণ. সরকারের, গভর্ণমেণ্টের; জমিদারি-সংক্রান্ত; মনিবসংক্রান্ত; সাধারণ, সকলের, যৌথ (সরকারী মামা)।

সরখত—[ফা সর্খ'ত্] বি. নিয়োগপত্র; সম্মতিপত্র।

সরখেল—[ফা. সরখ'লী] বি. সেনাপতির পদ; অধ্যক্ষ; উপাধি-বিশেষ।

সরগরম—[ফা.] ণ. উদ্দীপনাপূর্ণ, গুলজার, চমকপূর্ণ (যুদ্ধের গুজবে বাজার সরগরম)।

সরগুজা, -গোঁজা, -গোজা, সোর- —বি. তৈল বীজ-বিশেষ, niger seed (সরিষার সহিত ভেজাল দেওয়া হয়)।

সরজমিন—সরেজমিন দ্রঃ।

সরঞ্জাম—[ফা. সর্-আন্জাম] বি. উপকরণ, আনুষঙ্গিক জিনিসপত্র; আয়োজন (প্রসাধনের সরঞ্জাম, কারখানার সরঞ্জাম; সরঞ্জাম করা—আয়োজন করা)।

সরট—বি. কাকলাস; টিকটিকি। [সৃ+অট]।

সরণ—[সৃ+অনট্] বি. গমন, চলন; প্রবাহ; পথ (যাব আজীবনকাল পাষাণকঠিন সরণে—রবি)। **সরণা**—বি. গন্ধভাদালি; পথ। **সরণি,-ণী**—বি. পথ; পঙ্ক্তি; রীতি।

সরতা—[হি. সরোতা] বি. সুপারি ইত্যাদি কাটিবার জাঁতি।

সরদার, সর্দার—[ফা.] ণ. প্রধান (সরদার পোড়ো); বি. দলপতি, মোড়ল (তুমি আমাদের সরদার; কুঁড়ের সরদার)। বি. **সরদারি**—সরদারের কাজ; মোড়লি, অনাবশ্যক কর্তৃত্ব (ব্যঙ্গে। আর সরদারি করতে হবে না)। গ্রাম্য—সদ্দার, সদ্দারি)।

সরদেওয়াল,-দেয়াল—[ফা. সর্—প্রধান] বি. বাড়ীর চারিদিকে ঘুরাইয়া যে দেওয়াল দেওয়া হয়। [পূর্ববঙ্গে কথ্য: ছার-দেওয়াল)।

সরপুরিয়া—দুই পিঠে সর বসানো ক্ষীরের সন্দেশ-বিশেষ।

সরপেচ—[ফা. সর্‌পেচ্] বি. পাগড়ীর চারিদিকে জড়াইবার রেশমী ফিতা-বিশেষ। **সরপেঁচ**—কবরী জড়াইবার পুষ্পমালা। [ফা.]

সরপোষ—বি. বাটিগেলাসের গেলাপ বা ঢাকনা।

সরফরাজ—[ফা. সফরয়ায] ণ. বহু সম্মানিত, কৃতার্থ (দাওয়াত কবুল করিয়া সরফরাজ করিবেন। ব্যঙ্গেও ব্যবহৃত হয়—মহম্মদ রেজা খাঁ মনে করিল, আমি এই সময়ে সরফরাজ হইব—বঙ্কিমচন্দ্র)। বি. **সরফরাজি**—(সাধারণতঃ ব্যঙ্গে ব্যবহৃত) বাহাদুরি, মোড়লি ; গর্ব।

সরবৎ—শরবৎ (দ্রঃ)।

সরবন্দ—[ফা.] বি. শিরস্ত্রাণ, পাগড়ি।

সরবরাহ—[ফা. সর্‌বরহ্] বি. যোগান, আনিয়া দেওয়া, supply (মাল সরবরাহ করা)। **সরবরাহকার**—যে যোগান দেয় ; এজেন্ট।

সরভাজা—দুধের সর ঘৃতে ভাজিয়া রসে ভিজানো মিঠাই-বিশেষ।

সরম—শরম (দ্রঃ), লজ্জা।

সরমা—রামায়ণ বর্ণিত বিভীষণের পত্নী ; কুক্কুরী।

সরযূ—অযোধ্যার নদী-বিশেষ।

সরল—[সৃ (গমন করা) + অল] বি. পাইন বা দেবদারু বৃক্ষ ; শালগাছ ; ণ. কাপট্যবর্জিত, ঋজুস্বভাব, সাধু ; অবক্র (সরলভাবে সব কথা বলেছিলাম)। **সরলতা**—বি. সরল স্বভাব, ঘোরপ্যাঁচশূন্য আচরণ। **সরলা**—ণ. (স্ত্রী) অকুটিলা, সাধাসিধে মন যার। **সরল দ্রব**—সরল বৃক্ষের রস, টারপিন। **সরল পুঁঠী**—বৃহৎ পুঁঠী মাছ-বিশেষ। **সরল সংঘাত**—সোজাসুজি সংঘাত, direct impact। **সরলান্ত্র**—মলাশয়, large intestine। **সরলীকরণ**—(গণিতে) নানাজাতীয় রাশিকে এক রাশিতে পরিণত করণ, simplification। **সরলোন্নত**—অবক্র ও উঁচু।

সরস—[বহুব্রী] ণ. রসযুক্ত, রসালো ; মধুর, চটুল, মজাদার (সরস গল্প গুজব) ; চিত্তাকর্ষক, কবিত্বময় ; প্রেমপ্রীতিপূর্ণ ; উজ্জ্বল, সরেস ; [সরঃ] সরোবর ('মানস সরসে')।

সরসিজ—(অলুক্ সমাস) বি. সরোবরে জাত পদ্ম। [পদ্ম।

সরসী—[সরস্ + ঈপ্] সরোবর। **সরসীজ**—

সরস্বতী—[সরস্ + বৎ + ঈপ্] বি. বাগ্‌দেবী ; ব্রাহ্মণী ; বাণী ; নদী-বিশেষ ; জৈনদিগের দেবী-বিশেষ ; পাণ্ডিত্যের জন্য উচ্চ উপাধি-বিশেষ (মধুসূদন সরস্বতী)।

সরহদ্দ, সরহদ্—[আ. সর্‌হ'দ্] বি. সীমানা, সীমান্ত। **সরহদ্-বন্দি**—সীমা নির্দিষ্ট করণ।

সরা—[সং. সরাব] বি. মৃৎপাত্রের ঢাকনি-বিশেষ (হাঁড়ির মুখের সরা)।

সরা—ক্রি., বি. সরিয়া যাওয়া, একস্থান হইতে অন্যস্থানে যাওয়া (সরে বসা ; পা সরে যাওয়া) ; প্রকাশ পাওয়া, নিঃসৃত হওয়া (নাক দিয়ে ভাপ সরে ; মুখে নাহি সরে বাণী) ; চলা, জায়গা ছাড়িয়া অন্যত্র যাওয়া (পা সরছে না ; কলম সরছে না) ; পলায়ন করা (সরে পড়) ; আগ্রহ হওয়া (মন সরে না)।

সরাই, সরাইখানা—[ফা. সরা] বি. পান্থশালা (জীর্ণভাঙা সরাইখানা রাত্রি দিবা দুইটি দ্বার—কান্তি ঘোষ)]

সরাক—[সং. শ্রাবক ; হি. সরাবগ] বি. জৈন (সরাক বসে গুজরাটে জীব-জন্তু নাহি কাটে সর্ব কাল করে নিরামিষ—কবিকঙ্কণ)।

সরাগ—[বহুব্রী] ণ. অনুরাগযুক্ত, সপ্রণয় (বিরাগী মুনির মনও সরাগ হয়) ; রঞ্জিত, অলক্তক-রঞ্জিত (সরাগ চরণ)।

সরানো—ক্রি., বি. অন্য জায়গায় নেওয়া (খাট সরানো) ; গাপ করা, আত্মসাৎ করা (টাকা সরানো) ; ণ. স্থানান্তরিত।

সরাপ, সরাব—বি. মদ।

সরাসর—[ফা.] অব্য. এ মুড়া হইতে অন্য মুড়া পর্যন্ত ; সোজাসুজি (সরাসর কলিকাতায় চলে গেলেন ; সরাসর বাড়ীর ভিতরে ঢুকলো)। **সরাসরি**—অব্য. সোজাসুজি, direct, directly ; মোট, সমগ্র ভাবে ; জটিলতা পরিহার করিয়া। **সরাসরি বন্দোবস্ত**—কোন মধ্যবর্তীর সহিত সম্পর্ক নাই এমন বন্দোবস্ত, মোটামুটি বন্দোবস্ত ; যে বন্দোবস্তের সঙ্গে আইন কানুনের জটিল সম্বন্ধ নাই। **সরাসরি বিচার**—বিস্তারিত জেরা জবানবন্দী না করিয়া সোজাসুজি বিচার, summary trial।

সরিক—শরিক (দ্রঃ)।

সরিৎ—[সৃ (গমন করা) + ইৎ] বি. নদী, প্রবাহিণী ; সূত্র ; দুর্গা। **সরিৎপতি**—সমুদ্র।

সরিৎসুত—ভীষ্ম। **সরিদ্বরা**—নদী সকলের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, গঙ্গা। [(স্ত্রঃ) ।

সরিষা—[সং. সর্ষপ] বি. তৈলবীজ বিশেষ, সর্ষে

সরীসৃপ—[সৃপ্+যঙ্‌লুগন্ত+অ] বি. যাহারা বুকে হাঁটিয়া যায়, reptile, সর্প বৃশ্চিক গোধিকা ইত্যাদি ; মীন ও কর্কট রাশি।

সরু—[সৃ (গমন করা) + উ] ণ. সূক্ষ্ম ; সংকীর্ণ ; ক্ষীণ ; মিহি ; পাতলা (সরু সুতো ; 'বুদ্ধি বড় সরু' ; সরু মাজা ; সরু চাল ; সরু গলি) । (বিপ. মোটা, স্থূল) । (প্রাচীন বাংলায় : 'সরুঅ' 'সরুয়া') । **সরুচাকলি**—চাউলের গুঁড়ি ও কলাই-বাটা দিয়া তৈরী ভাজা পিঠা-বিশেষ।

সরূপ—[বহুব্রী] ণ. একরূপ, সদৃশ। (বিপ. বিরূপ) । বি. **সরূপতা**—সাদৃশ্য।

সরেওয়ার—[আ শরহ্‌। (ব্যাখ্যা ; মাওলাদির হার) + ফা. ওয়ার (মতন, ধরণের, যুক্ত)—ক্রি., ণ. ব্যাখ্যা করিয়া, দফায় দফায় (যে ব্যক্তি সরেওয়ার কিছুই বলিতে পারিল না—আলালের ঘরের দুলাল) ।

সরেজমিন, সরজমিন—[ফা. সর্‌যমিন] বি. চৌহদ্দিযুক্ত জমি ; ঘটনাস্থল (সরেজমিনে তদন্ত—ঘটনাস্থলে তদন্ত) । **সরেজমীন তহ-কীক**—সরেজমিন তদন্ত।

সরেস—[সং. সরস] ণ. উত্তম, উৎকৃষ্ট, উপাদেয় (সরেস দই ; সরেস রান্না) । **সরেস মানুষ**—অমায়িক লোক, উচ্চ অন্তঃকরণের লোক। (বিপ. নিরেস) । **এককাটি সরেস**—(ব্যঙ্গে) আরও মন্দ।

সরোকার—[ফা. সরোকার] বি. সম্বন্ধ, সংস্রব, লেনদেন (সরোকার রাখা) ।

সরোজ—[সরস্—জন্+ড] বি. পদ্ম। **সরোজন্ম** (-ন্)—সরোজ। **সরোজিনী**—বি. কমলিনী ; পদ্মের ঝাড় ; পদ্মবহুল পুষ্করিণী। **সরোজী** (-জিন্)—(সরোজ যাহার জন্মস্থান) ব্রহ্মা।

সরোদ—তারের বাজনা বিশেষ। **সরোদী, সরোদিয়া**—যে ভাল সরোদ বাজাইতে পারে।

সরোবর—[সরস্+বর] বি. শ্রেষ্ঠ জলাশয়, পদ্মাদিযুক্ত পুষ্করিণী, তড়াগ।

সরোরুহ—[সরস্—রুহ্+কিপ্] বি. পদ্ম।

সরোষ—[বহুব্রী] বি. রোষযুক্ত (সরোষ দৃষ্টি) ।

সর্গ—[সৃজ্+ঘঞ্] বি. সৃষ্টি; নির্মাণ, উৎপত্তি ; সৃষ্ট পদার্থ (ভূতসর্গ) ; নিসর্গ, প্রকৃতি ; গ্রন্থের অধ্যায় (মহাকাব্য বীরচরিত্র অষ্টসর্গ—রবি) ; উৎসর্গ, মলত্যাগ। **সর্গকর্তা** (-র্তৃ)—বি. সৃষ্টিকর্তা। **সর্গবন্ধ**—বি. অধ্যায়ে বিভক্ত রচনা, মহাকাব্য।

সর্জ—[সং.] বি. শালগাছ। **সর্জরস**—বি ধুনা।

সর্জন—[সৃজ্+অনট্] বি. সৃষ্টি ; ত্যাগ ; সৈন্য দলের পশ্চাৎভাগ।

সর্জি, সর্জী, সর্জিকা—[সং.] বি. সাজিমাটি।

সর্ত ; সর্দার—শর্ত ; সরদার দ্রঃ।

সর্দি—[ফা. সর্‌দী—শৈত্য] বি. কফরোগ-বিশেষ (সর্দি লাগা) । **সর্দিগরমি**—বি. অতিশয় উত্তাপ-ভোগ হেতু পীড়া-বিশেষ, sun-stroke।

সর্প—[সৃপ্ (গমন করা) + অল্] বি. সাপ, অহি, ভুজঙ্গ। স্ত্রী. **সর্পিণী**। **সর্পদষ্ট**—ণ. যাহাকে সাপে কামড়াইয়াছে। **সর্পদংষ্ট্রা**—বিছুটির গাছ। **সর্পভুক্** (-জ্)—ণ. সাপ-খেকো ; বি. ময়ূর ; রাজসর্প। **সর্পরাজ**—বাসুকি ; অনন্তদেব। **সর্পসত্র**—সর্পকুল ধ্বংস করিবার নিমিত্ত জনমেজয়-কর্তৃক অনুষ্ঠিত যজ্ঞ। **সর্পহা** (-হন্)—নকুল। **সর্পাবাস**—সর্পের বাসস্থান ; চন্দন। **সর্পাশন**—(সর্প যাহার খাদ্য) বি. ময়ূর ; গরুড় ; নকুল।

সর্পিঃ—[সং.] বি. ঘৃত, হবিঃ।

সর্পিণী (-র্পিন্)—বি. স্ত্রীসর্প ; ণ. বিসর্পণশীলা (সর্পিন্ দ্রঃ) । [spiral, zigzag।

সর্পিল—ণ. সাপের ন্যায় আঁকাবাঁকা গতিবিশিষ্ট,

সর্পী— বি. স্ত্রী-সর্প। [সর্প+ঈপ্]

সর্পী (-র্পিন্)—[সৃপ্+ণিন্] ণ. বিসর্পণশীল, নীচু হইয়া চলিয়া যাইতেছে এমন। স্ত্রী. **সর্পিণী**।

সর্ব—[সৃ+বন্] ণ. সব, সকল, সমস্ত, সমুদয়, বিশ্ব ; বি. শিব (সর্বাণী) ; বিষ্ণু। **সর্বংসহ**—ণ. যে সব কিছু সহ্য করে। স্ত্রী. **সর্বংসহা**—পৃথিবী। **সর্বকর্তা** (-র্তৃ)—বিধাতা। **সর্বকর্ম** (-র্মন্)—সকল কার্য ; গৃহস্থের অনুষ্ঠেয় অগ্নি-হোত্রাদি। **সর্বকারী** (-রিন্)—ণ. সর্বকর্মে পারদর্শী। **সর্বকর্মীণ**—ণ. সকল-কার্যক্ষম। **সর্বকাল**—চিরকাল। **সর্বগ,-গামী** (-মিন্) —ণ. সবজায়গায় যায় এমন। স্ত্রী. **-গা, -গামিনী**। **সর্বগত**—ণ. সর্বব্যাপী। **সর্ব-গ্রাস**—[বহুব্রী] ণ. যে সব কিছু গ্রাস করে ; বি. গ্রহণে পূর্ণগ্রাস। **সর্বজন**—সব লোক,

সবাই। **সর্বজনীন**—ণ. সর্বলোকহিতকর ; (বাং) সকলে অর্থাৎ অনেকে মিলিয়া কৃত, বারোয়ারী (—পূজা)। **সর্বজান**—[বাং] বি. সব জানে এমন। **সর্বজ্ঞ**—ণ. যিনি সব জানেন, যাঁহার অগোচর কিছুই নাই ; বি. পদবী-বিশেষ। **সর্বতঃ** (-তস্)—অব্য. সকল দিক হইতে ; সকল দিকে, সকল বিষয়ে (সর্বতোগামী)। **সর্বতন্ত্র**—বি. সাধারণতন্ত্র, republic ; স্বতঃসিদ্ধ। **সর্বতোভদ্র**—ণ. সর্ববিষয়ে কল্যাণকর বা সুখকর ; বি. চতুর্দিকে দ্বারযুক্ত ধনীদিগের গৃহ-বিশেষ ; উৎসর্গ বা প্রতিষ্ঠাদি কর্মে দশদিকে দ্বার-যুক্ত চতুষ্কোণ মণ্ডল-বিশেষ ; ব্যূহ-বিশেষ ; নবদুর্গা ও শিবমূর্তি আছে এমন নগর ; চিত্রকাব্য-বিশেষ ; (জ্যোতিষে) শুভাশুভজ্ঞানার্থ মণ্ডলবিশেষ। **সর্বতোভাবে**—ক্রি.,ণ. সকলভাবে, একে-বারে। **সর্বতোমুখ**—ণ. যাহার সব দিকে মুখ বা গতি। স্ত্রী. **সর্বতোমুখী** (—প্রতিভা)। **সর্বত্র**—অব্য. সকল স্থানে, সকল দিকে, সকল বিষয়ে, সকল কালে (সর্বত্রগামী)। **সর্বথা**—অব্য. সর্বপ্রকারে (সর্বথা পরিত্যাজ্য)। **সর্বদর্শী** (-র্শিন্)—ণ. যিনি সমুদায় দর্শন করেন ; বিচক্ষণ ; বি. পরমেশ্বর। **সর্বদা**—অব্য. সকল সময়ে, সতত। **সর্বদেবমুখ**—(সর্বদেবতার মুখ যাহাতে —বহুব্রী) অগ্নি। **সর্বধুরীণ**—ণ. সকল ভার-বাহক। **সর্বনাম**—(ব্যাকরণে) বিশেষ্যের পরিবর্তে যাহা ব্যবহৃত হয়, pronoun। **সর্ব-নাশ**—সর্বধ্বংস ; মহাক্ষতি ; অতিশয় ভয় বিস্ময় বা লজ্জার বিষয় (সর্বনাশ, অমন কাজ করিস্ নে (ব্যঙ্গেও ব্যবহৃত হয়)। **সর্বনাশা, সর্বনেশে**—ণ. সর্বনাশকারী, মহাঅনর্থকারী। স্ত্রী. **সর্বনাশী**। **সর্বনাশী** (-শিন্)—ণ. সর্বনাশকারী, সর্বনেশে। স্ত্রী.-**নাশিনী**। **সর্বনিয়ন্তা** (-ন্তৃ)—ণ. যিনি সব কিছু চালান ; বি. ভগবান্। স্ত্রী. -**নিয়ন্ত্রী**। **সর্বপ্রযত্নে**—ক্রি. ণ. যথাসাধ্য প্রয়াস করিয়া। **সর্বপ্রধান**—ণ. সকলের শ্রেষ্ঠ। **সর্ববল্লভা**—গণিকা। **সর্ববাতসহা**—প্রাচীন বঙ্গের সমুদ্রগামী পোত বিশেষ। **সর্ববাদিসম্মত**—ণ. সকল মতের লোকদের দ্বারা স্বীকৃত। **সর্ববাদিসম্মতি-ক্রমে**—ক্রি.ণ. সকলে রাজী হইয়াছে এমনভাবে, সকলের মত নিয়া। **সর্ববিৎ**—ণ. সর্বজ্ঞ। **সর্ববেদ**—ণ. যে ব্রাহ্মণ সর্ববেদ অধ্যয়ন করিয়াছেন ; সর্বজ্ঞ। **সর্ববেদাঃ**—ণ. সর্বস্ব নিবেদনকারী, যিনি যজ্ঞে সর্বস্ব দক্ষিণাস্বরূপ দান করিয়াছেন। **সর্ববেদী** (-দিন্)—ণ. সর্বজ্ঞ ; বি. পরমেশ্বর। **সর্ববেশী** (-শিন্)—ণ. যে সকল-প্রকার বেশ ধারণ করে, বহুরূপী। **সর্বব্যাপী** (-পিন্)—ণ. সর্বত্র বিস্তৃত, all-pervading। স্ত্রী. **সর্বব্যাপিনী**। **সর্বভক্ষ, সর্বভক্ষ্য**—বি. যে সব কিছু ভক্ষণ করে, অগ্নি ; ণ. যে সব কিছু আত্মসাৎ করে। স্ত্রী. **সর্বভক্ষা**—ছাগী। **সর্বভুক্** (-জ্)—ণ. যে সব কিছু খায় ; বি. অগ্নি। **সর্বভূত**—বি. বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের সব কিছু ; সকল প্রাণী। **সর্বমঙ্গল**—ণ. সকলের জন্য মঙ্গলকর। স্ত্রী. **সর্বমঙ্গলা**—দুর্গা। **সর্বমঙ্গল্য**—ণ. সকলের হিতকারী। স্ত্রী. **সর্বমঙ্গল্যা**। **সর্বময়**—ণ. সর্বব্যাপী ; যাহার প্রভাব সর্বত্র বিস্তৃত (রাজ্যের সর্বময় কর্তা)। **সর্বরক্ষা**—বি. সর্বপ্রকারে সৌভাগ্যের বিষয়। (বিপ. সর্বনাশ)। **সর্বরস**—[সর্ব রস যাহাতে—বহুব্রী] বি. লবণ রস ; বিদ্বান্। **সর্বলিঙ্গী** (-ঙ্গিন্)—ণ. বেদবিরুদ্ধা-চারী ; ধূর্ত। **সর্বলোক**—বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ; সকল মানুষ। **সর্বলোকপিতামহ**—আদি পিতা স্বায়ম্ভুব মনুর পিতা, ব্রহ্মা। **সর্বশঃ** (-শস্)—অব্য. সবরকমে, সব দিক্ দিয়া। **সর্বশক্তি-মান্** (-মৎ)—ণ. যিনি সর্বশক্তির অধিকারী, omnipotent। **সর্বশুচি**—অগ্নি। **সর্ব-শুদ্ধ**—ক্রি. ণ. সব মিলিয়া। **সর্বশ্রেষ্ঠ**—ণ. সকলের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। **সর্বসমতা**—সকলের প্রতি সমান ব্যবহার, সকলকে তুল্য জ্ঞান করা। **সর্বসম্মত**—ণ. সকলের দ্বারা স্বীকৃত। **সর্ব-সম্মতি**—বি. ঐকমত্য, সকলের অনুমোদন। **সর্বসম্মতিক্রমে**—ক্রি.-ণ. সকলে একমত হওয়ায়। **সর্ব-সাধারণ**—বি. দেশের উচ্চ-নীচ সকলে। **সর্বসিদ্ধি**—বি. সকল প্রকার সফলতা। **সর্বস্ব**—বি. সমুদয় ধন, সব কিছু (বাক্-সর্বস্ব)। **সর্বস্ব-দক্ষিণ**—ণ. যে যজ্ঞে সর্বস্ব দক্ষিণা দেওয়া হয়। **সর্বস্বান্ত**—ণ. যাহার আর কিছুই নাই, কপর্দকহীন (রোগে সর্বস্বান্ত হতে হয়েছে)। **সর্বহর**—ণ. যে সব কিছু হরণ করে ; বি. যম ; মৃত্যু।

সর্বরী—[শৃ—গমন করা] বি. রাত্রি। **সর্বরী-কর**—চন্দ্র।

সর্বাঙ্গ—বি. সর্ব শরীর, সকল অবয়ব (সর্বাঙ্গ-সুন্দরী)। **সর্বাঙ্গসুন্দর**—ণ. নিখুঁত ; বি. আয়ুর্বেদীয় ঔষধ-বিশেষ। **সর্বাঙ্গীণ**—ণ. সর্ব অঙ্গ সম্বন্ধীয় (সর্বাঙ্গীণ সৌষ্ঠব); পূর্ণাঙ্গ, সম্পূর্ণ (রাজ্যের সর্বাঙ্গীণ কল্যাণ)। **সর্বাণী**—বি. সর্বের (শিবের) পত্নী, ভবানী। **সর্বাত্মক**—ণ. সব কিছুর, সমস্ত ব্যাপারের, কিছু বাদ দেওয়া হয় নাই এমন (সর্বাত্মক চেষ্টা)। **সর্বাধিকারী (-রিন্)**—বি. যাহার সকল বিষয়ে অধিকার আছে, মন্ত্রী প্রভৃতি ; উপাধি-বিশেষ। **সর্বাধ্যক্ষ**—বি. প্রধান ভারপ্রাপ্ত, সর্বনায়ক। **সর্বার্থ**—বি. সর্ব অভীষ্ট, সর্ববিষয়। **সর্বার্থসাধক**—যাহা বা যাহাকে দিয়া সব অভীষ্ট পূর্ণ হয় ; multipurpose। **সর্বার্থসাধিকা**—ণ. সর্ব-অভীষ্ট-দাত্রী ; বি. দুর্গা। **সর্বার্থ-সিদ্ধ**—ণ. যাহার সকল কামনা পূর্ণ হইয়াছে ; (যাঁহার জন্মে পিতার সমুদয় অভিলাষ সিদ্ধ হইয়াছিল) বি. বুদ্ধদেব। **সর্বার্থসিদ্ধি**—বি. সকল অভীষ্ট পূরণ। **সর্বাশী** (-শিন্)—ণ. সর্বভুক্।

সর্বেশ্বর—ণ. সকলের প্রভু, সার্বভৌম ; শিব। **সর্বেসর্বা**—(যিনি পুরুষদের মধ্যে ও নারীদের মধ্যে প্রধান) বি. সর্বপ্রধান, সর্বময় কর্তা। **সর্বোত্তম**—ণ. সকলের চেয়ে ভাল। **সর্বোত্তর**—ণ. সর্বপ্রধান। **সর্বোপরি**—ক্রি.-ণ. সকলের উপর, অন্য সমস্ত বিবেচনা ত্যাগ করিয়া ; অধিকন্তু।

সর্ষপ—[সৃ—গমন করা] বি. একপ্রকার তৈল-বীজ, সরিষা ও রাই।

সর্ষে—[সর্ষপ] বি. সরিষা। **চোখে সর্ষে ফুল দেখা**—বিষম সঙ্কটে পড়িয়া দিশাহারা হওয়া। **সর্ষে ভূতে পাওয়া, সর্ষের মধ্যে ভূত**—যে সর্ষে মন্ত্রপূত করিয়া ওঝা ভূত ছাড়ায় তাহারই উপর ভূতের ভর হওয়া ; (তাহা হইতে) যাহার দ্বারা কার্যোদ্ধার হইবে তাহাই বিগড়াইয়া যাওয়া।

সলজ্জ—[বহুব্রী] ণ. লজ্জাযুক্ত, ব্রীড়াপূর্ণ (সলজ্জ হাসি)।

সলতে—সলিতা (দ্রঃ)। **সলমা**—সল্মা দ্রঃ।

সলা—[আ. স'লাহ্'—পরামর্শ] বি. কুপরামর্শ, কুমন্ত্রণা। **সলাপরামর্শ করা**—কয়েক জনে মিলিয়া পরামর্শ করা। **সলা দেওয়া**—কুমন্ত্রণা দেওয়া। (গ্রাম্য : সল্লা)।

সলাজ—ণ. সলজ্জ। (কাব্যে ব্যবহৃত)।

সলামত—সালামত দ্রঃ।

সলি—[শলাকা] শলি, কাঠি।

সলিকা—[আ. সলী'কা] বি. প্রতিভা ; ভব্যতা ; কাজ করিবার যোগ্যতা, কর্মে নিপুণতা, হুনর (কাজের কোন সলিকা নাই ; যোগ্যতা-সলিকা বেশ আছে)।

সলিতা, সলতে—বি. দড়ির ন্যায় পাকানো ক্ষুদ্র বস্ত্র খণ্ড (রেড়ি প্রভৃতির তেলে ফেলিয়া বাতি জ্বালানো হয়), পলিতা। **শিবরাত্রির সলতে**—শিবরাত্রির টিমটিমে দীপের সলতে ; (তাহা হইতে) বংশের একমাত্র সন্তান যে সব আত্মীয় স্বজন হারাইয়া কোন রকমে বাঁচিয়া আছে।

সলিল—[সল্ (গমন করা) + ইলচ্] বি. জল, অম্বু, বারি। **সলিলক্রিয়া**—তর্পণাদি। **সলিলনিধি**—সমুদ্র। **সলিলজ**—ণ. জলজ; বি. পদ্ম। **সলিল-সমাধি**—মৃতদেহ জলে নিক্ষেপ (সাধু-সন্ন্যাসীর) ; জলে ডুবিয়া মৃত্যু।

সলীল—[বহুব্রী] ণ. লীলাযুক্ত, সুন্দর ভঙ্গিযুক্ত, অক্লিষ্ট।

সল্মা—বি. সোনা বা রূপার পাকানো তার। **সল্মা চুমকির কাজ**—শাড়ী টুপি ইত্যাদির উপরে অথবা প্রতিমা সাজাইবার জন্য ঐরূপ তার ও চাকতি বসাইয়া করা কারুকার্য।

সল্লকী—[সং.] বি. সজারু ; বাবলা গাছ।

সশঙ্ক—[বহুব্রী] ণ. শঙ্কাযুক্ত, চকিত, ত্রস্ত। **সশঙ্কিত**—[সশঙ্ক] ভীত।

সশব্দ, সশব্দে—ক্রি. ণ. শব্দের সহিত ; উচ্চ শব্দের সহিত (দরজা সশব্দে বন্ধ করিয়া দিল)।

সশরীরে—ক্রি. ণ. শরীরের সহিত, মৃত্যু বরণ না করিয়া (সশরীরে স্বর্গ লাভ); নিজে, খোদ (সশরীরে হাজির)।

সশল্ক—ণ. আঁইষযুক্ত (সশল্ক মৎস্য)।

সশল্য—ণ. শেলবিদ্ধ, কণ্টকবিদ্ধ ; পীড়াদায়ক।

সশস্ত্র—[বহুব্রী] ণ. অস্ত্রের সহিত, অস্ত্রধারণপূর্বক (সশস্ত্র প্রতিরোধ) ; হাতিয়ারবন্দ (সশস্ত্র প্রহরী)।

সশিষ্য—ণ. শিষ্য সমভিব্যাহারে।

সশ্রীক—[বহুব্রী] ণ. শোভাযুক্ত।

সসজ্জ—ণ. সজ্জিত। **সসজ্জিত**—[সসজ্জ] ণ. যে পোষাক পরিয়াছে। [ণ. গর্ভবতী।

সসত্ত্ব—[বহুব্রী] ণ. প্রাণবান্, সজীব। **সসত্ত্বা**—

সসন্তান—[বহুব্রী] ণ. পুত্রপৌত্রাদি ক্রমে (সসন্তান ভোগ দখল)।

সসম্ভ্রম—[বহুব্রী] বি. সম্ভ্রমযুক্ত, সসম্মান। **সসম্ভ্রমে**—সম্মানের সহিত, ব্যস্তসমস্ত হইয়া।

সসম্মান, সসম্মানে—বি., ক্রি.বি. সম্মান প্রদর্শন করিয়া।

সসাগরা—বি. (স্ত্রী). সাগরের সহিত বর্তমান, সমুদ্রযুক্ত (সসাগরা ধরণীর অধীশ্বর)।

সসীম—[বহুব্রী] বি. সীমাবিশিষ্ট, পরিমিত, finite। (বিপ. অসীম)।

সসেমিরা—(বত্রিশসিংহাসন বইয়ের একটি গল্পে আছে যে এক রাজপুত্র ভালুকের চড় খাইয়া কেবল 'সসেমিরা' এই কথাটি বলিত ; তাহা হইতে) প্রায় প্রতিকারহীন-অবস্থাযুক্ত, বাহ্যজ্ঞান-শূন্য (সসেমিরা হয়ে থাকা)।

সসৈন্য, সসৈন্যে—ক্রি.-বি. সৈন্য সঙ্গে লইয়া।

সসৌষ্ঠব—বি. সৌষ্ঠবযুক্ত, অতি সুন্দর।

সস্তা—[ফা. শস্ত] বি. কম-দামী, সুলভ। **সস্তার তিন অবস্থা**—যা সস্তা প্রায়ই তা খেলো জিনিস হয়। [খৃষ্টান—বিপ অস্ত্রীক)।

সস্ত্রীক—[বহুব্রী] বি. স্ত্রীর সহিত (সস্ত্রীক ধর্মা-

সস্নেহ—[বহুব্রী] বি. স্নেহের সহিত, স্নেহপূর্ণ (সস্নেহ সম্ভাষণ) ; তৈল বা বসা-যুক্ত।

সস্‌পেণ্ড—[ইং. suspended] বি. সাময়িক ভাবে পদচ্যুত। [লোলুপ।

সস্পৃহ—[বহুব্রী] বি. ইচ্ছাযুক্ত, আকাঙ্ক্ষাভরা ;

সস্মিত—বি. ঈষৎহাস্যযুক্ত, সহাস্য।

সস্য—[সং.] শস্য।

সস্বর—বি. সশব্দ ; উচ্চৈঃস্বরে।

সস্বেদ—বি. স্বেদযুক্ত, ঘর্মাক্ত। স্ত্রী. **সস্বেদা**—দূষিতা কুমারী।

সহ—[সহ্‌ (সহ্য করা) + অল্‌] বি. সমর্থ, ক্ষম (অন্য শব্দের সহিত যুক্ত হইয়া ব্যবহৃত হয়—ঘাতসহ ; ভারসহ) ; অব্য. সহিত, সঙ্গে (স্ত্রী-পুত্র সহ গমন) ; সহকারী, সাহায্যকারী (সহকর্মী, সহপাঠী)।

সহকর্মা (-র্মন্‌)—সাহায্যকারী। **সহকর্মী** (-র্মিন্‌)—বি. যাহারা এক সঙ্গে কাজ করে, colleague। **সহকার**—বি. সৌরভযুক্ত আম্র-বৃক্ষ ; আম্রবৃক্ষ। **সহকারিণী**—বি., বি. (স্ত্রী) সঙ্গে কাজ করে বা কাজে সাহায্য করে এমন। **সহকারী** (-রিন্‌)—বি. সাহায্যকারী ; অব্যব-হিত নিম্নপদে অবস্থিত (কর্মচারী), assistant (সহকারী-অধ্যক্ষ ; সহকারী কোতোয়াল)।

সহকারে—ক্রি.-বি. সঙ্গে, যোগে, পূর্বক (ভঙ্গি সহকারে কথা)। **সহগ**—[সহ-গম্‌+ড] বি. সহগামী। **সহগমন**—বি. সঙ্গে গমন ; সহ-মরণ। **সহগামী** (-মিন্‌)—বি., বি. যে সঙ্গে যায়। স্ত্রী. **-গামিনী**। **সহচর**—বি., বি. সঙ্গী, অনুচর, সখা। স্ত্রী. **সহচরী**—সঙ্গিনী ; সখী ; পত্নী। **সহচারী** (-রিন্‌)—সহচর। স্ত্রী. **-চারিণী**।

সহজ—[সহ—জন্‌+ড] বি. এক সঙ্গে জাত, সহজাত ; সহোদর ; স্বাভাবিক (সহজ পটুত্ব) ; (বাং.) যাহা অনায়াসে বুঝিতে পারা যায় (সহজ অঙ্ক ; সহজ কথা) ; অনায়াসসাধ্য (এ সহজ কর্ম নয়) ; সরল, অজটিল ; সাধারণ, যে প্যাঁচকের বর্জন করিয়া চলে (সহজ লোকের পাল্লায় পড়নি) ; পরকীয়া-সাধন-বিষয়ক (সহজ সাধন)। **সহজ প্রবৃত্তি**—সহজাত প্রবৃত্তি বা প্রবণতা, instinct। **সহজবিশ্বাস**—যুক্তিতর্ক ব্যতি-রিক্ত প্রত্যয়, সরল বিশ্বাস। **সহজমিত্র**—ভাগিনেয় মাসতুত ভাই পিসতুত ভাই ইত্যাদি। **সহজশত্রু**—বৈমাত্রেয় ভ্রাতা, পিতৃব্য, পিতৃব্য-পুত্র প্রভৃতি। **সহজযান,-ধর্ম**—সহজিয়া দ্রঃ। **সহজাত**—বি. এক সঙ্গে অথবা একগর্ভে জাত ; স্বভাবজ, স্বাভাবিক, জন্মগত, innate (সহজাত গুণাবলী) ; সহোদর ; যমজ। **সহজার্থ**—শব্দের মুখ্য অর্থ। (বিপ. গৌণার্থ)। **সহজিয়া, সহজী**—শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাধার রাস-লীলার অনুকারী সম্প্রদায়-বিশেষ। **সহজে**—ক্রি. বি. স্বাভাবিক ভাবে ; জন্মসূত্রে ('সহজে দুর্বল তুমি সোহাগায় গল') ; সামান্য কারণে (সেত সহজে রাগে না) ; বিশেষ চেষ্টা না করিয়া, অনায়াসে, অক্লেশে (সহজে ভেঙে ফেলা গেল ; সহজে পাবার নয়) ; একটুতে, অল্পে (সহজে মিটিবার নয় ; সহজে ছাড়া হবে না)।

সহদেব—বি. মাদ্রীপুত্র পঞ্চম পাণ্ডব।

সহধর্মচারিণী—বি. সহধর্মিণী, পত্নী ; বি. একই ধর্মের অনুষ্ঠাত্রী (অনসূয়ে, তোমাদের সহধর্ম-চারিণী শকুন্তলা চলিয়া গিয়াছে—শকুন্তলা)। **সহধর্মা** (-র্মিন্‌)—বি. এক ধর্মবিশিষ্ট. সমান ধর্মা। স্ত্রী. **সহ-ধর্মিণী**—পত্নী।

সহন—[সহ্‌—সহ্য করা] বি. সহ্য করা (সহন না যায়) ; ধৈর্য ধরা ; বি. সহিষ্ণু (সদ্‌গুণ-অসহন পাপাত্মা)। **সহনশীল**—বিণ. যে

সহ্য করিতে পারে এমন ; ধৈর্যশীল। **সহ্যাতীত**—ণ. সহ্য করা যায় না এমন (সহ্যাতীত যন্ত্রণা)। **সহনীয়**—ণ. সহিতে হইবে এমন। [স্ত্রী. -পাঠিনী।

সহপাঠী (-ঠিন্) বি., ণ. সহাধ্যায়ী, সতীর্থ।

সহবৎ, সোহবত—[আ. সোহ্‌বৎ] বি. সঙ্গ, সংসর্গ (সহবতের গুণে শিক্ষা); সংসর্গের ফলে প্রাপ্ত শিক্ষা। **সহবতি,-তী**—সঙ্গী, সহকারী। (বর্তমানে অপ্রচলিত)।

সহবাস—বি. সঙ্গে বাস; সঙ্গ, সহবত (হেন সহবাসে কেন না শিখিবে বর্বরতা—মধু); মৈথুন, রমণ (স্ত্রী-সহবাস)।

সহমরণ—বি. অনুমরণ, মৃতপতির সহিত পত্নীর চিতারোহণ। ণ. **সহমৃতা**।

সহযাত্রা—বি. এক সঙ্গে গমন। ণ. **সহযাত্রী** (-ত্রিন্)—যে সঙ্গে যাইতেছে। স্ত্রী. -**যাত্রিণী**।

সহযায়ী (-য়িন্)—ণ. সহযাত্রী, সহগামী। স্ত্রী. -**যায়িনী**।

সহযোগ—বি. সংযোগ, সম্পর্ক, সহায়তা, co-operation (বিপ. অসহযোগ—non-co-operation, মহাত্মা গান্ধী-প্রবর্তিত সুবিখ্যাত রাজনৈতিক আন্দোলন ও কর্মধারা)। **সহযোগী** (-গিন্)—ণ. সহায়তাকারী। বি **সহযোগিতা**।

সহর—শহর দ্রঃ। **সহরৎ**—শহরৎ দ্রঃ।

সহর্ষ—[সং] ণ. সানন্দ, আহ্লাদিত।

সহল—[আ. সহ্‌ল্] ণ. অক্লিষ্ট; ধীর; বলপ্রয়োগ ভিন্ন; বি. শৈথিল্য, ঢিলেমি (সহল দিলে সব মাটি)। (বর্তমানে গ্রাম্য ভাষায় ব্যবহৃত)। **সহলে সহলে**—ক্রি. ণ. ধীরেসুস্থে, জবরদস্তি না করিয়া।

সহসা—[সং.] অব্য. হঠাৎ, অকস্মাৎ, অতর্কিতভাবে (সহসা ডালপালা তোর উতলা যে—রবি); বিচার বিবেচনা না করিয়া (সহসা যে এমন কাজ করে বসবে তা মনে হয় না)।

সহস্র—[সং.] দশ শত, হাজার; বহু (সহস্র চেষ্টায়ও হইবার নয়)। **সহস্রক**—বি. সহস্র বৎসর কাল। **সহস্রকর,-কিরণ,**—সূর্য। **সহস্র গুণ**—হাজার গুণ, বহুগুণ। **সহস্রচক্ষু,-নেত্র**—ইন্দ্র। **সহস্রদল**—ণ. হাজার পাঁপড়ি-বিশিষ্ট (সহস্রদল পদ্ম)। **সহস্রধা**—অব্য. (ক্রি. ণ.) বহুধা (সহস্রধা বিদীর্ণ)। **সহস্রধার**—ণ. সহস্রধারা-বিশিষ্ট, বহু ধারায় প্রবাহিত (—জলপ্রপাত)। **সহস্রপত্র**—ণ. সহস্রদল। **সহস্রবদন**—বিষ্ণু। **সহস্রবাহু,-ভুজ**—কার্তবীর্যার্জুন। **সহস্রমূর্ধা** (-র্ধন্), -**লোচন**—বিষ্ণু। **সহস্ররশ্মি**—সূর্য ('সংগ্রহি সহস্ররশ্মি ধরা হতে জল করেন সহস্র গুণ পুন বরিষণ')। **সহস্রশঃ**—অব্য. (ক্রি. ণ.) সহস্ররূপে, হাজারে হাজারে।

সহস্রাংশু—সূর্য। **সহস্রাক্ষ**—ইন্দ্র। **সহস্রাধিপতি**—সহস্র গ্রামের অধিপতি। **সহস্রার**—[সহস্র+আর (কোণ) যাহার] বি. তন্ত্রমতে মস্তকে স্থিত নিম্নমুখ সহস্রদল পদ্ম (ষট্‌চক্রভেদ দ্রঃ)। **সহস্রাস্য**—বিষ্ণু।

সহা, সওয়া—ক্রি. সহ্য করা (কষ্ট সহা); সহ্য হওয়া (সহে না সহে না আর); ক্ষমা করা (মহাপ্রাণ সহিয়াছে পলে পলে সংসারের ক্ষুদ্র উৎপীড়ন—রবি)। **গা-সহা**—ণ. যাহা গায়ে অসহ্যবোধ হয় না, অভ্যস্ত (মুখঝামটা-টা গা-সহা হয়ে গিয়েছিল)।

সহাধ্যয়ন—বি. একসঙ্গে পড়া। **সহাধ্যায়ী** (-য়িন্)—ণ.,বি. সহপাঠী। স্ত্রী. **সহাধ্যায়িনী**।

সহানুভূতি—বি. অন্যের দুঃখে সমবেদনা, হামদরদ, sympathy। [সহ+অনুভূতি]।

সহানো—ক্রি. সহ্য করানো।

সহায়, সহায়ক—[সহ—অয়্ (গমন করা)+অচ্, অক] বি., ণ. সাহায্যকারী, আনুকূল্যকারী (ধর্ম তোমার সহায়, তোমার সহায় বিশ্ববাণী—রবি; সহায় সম্বল কিছুই নাই); সহচর; অবলম্বন (ধর্ম পরকালের সহায়)। বি. **সহায়তা**—সাহায্য (সহায়তাকারী)। **সহায়ী** (-য়িন্)—ণ. সহগামী। স্ত্রী. **সহায়িনী**।

সহাস, সহাস্য—ণ. হাস্যযুক্ত, সস্মিত (আলস্যে অরুণ সহাস্যলোচন—রবি)। **সহাস্যে**—ক্রি. ণ হাসিমুখে।

সহি—[আ. স'হী'হ্'] বি. স্বাক্ষর, দস্তখত, সই (নাম সহি করা); [বাং] ক্রি. সহ্য করি। **সহিমোহরের**—ভারপ্রাপ্ত কর্মচারীর সহি ও মোহরযুক্ত (সহিমোহরের পরোয়ানা; সহিমোহরের নকল—certified copy)।

সহিত—[সহ্+ইত] ণ. সমন্বিত, সমভিব্যাহৃত (ভক্তি-সহিত জ্ঞান); (বাং) অব্য. সঙ্গে (বন্ধুর সহিত যাওয়া)। বি. **সাহিত্য**।

সহিষ্ণু—[সহ্ + ইষ্ণু] ণ. সহনশীল, ক্ষমাবান্ (কষ্ট-সহিষ্ণু ; তরুর মত সহিষ্ণু)। বি. **সহিষ্ণুতা**—সহিবার শক্তি, সহগুণ ; ক্ষমাশীলতা।

সহিস—[আ. সঈস] বি. সইস, ঘোড়ার পরিচারক।

সহিসালামত—বি. নিরাপত্তা, নিরুদ্বেগ (সহিসালামতে আছে)। **সহি-সুপারিশ**—সুপারিশ, প্রশংসাপত্রাদি, প্রশংসাপত্র ও অনুরোধ (কোন সহি-সুপারিশ ছিল না কিন্তু চাকরিটি পেয়ে যায়)।

সহুরে—ণ. শহুরে, শহরের ; শহরবাসী (—লোক)।

সহৃদয়—[বহুব্রী] ণ. হৃদয়বান্ ; আন্তরিক ; সহানুভূতিশীল, দয়ালু ; রসজ্ঞ, সমঝদার। বি. **সহৃদয়তা**।

সহোক্তি—[সহ + উক্তি] বি. অর্থালঙ্কার-বিশেষ।

সহোত্থায়ী (-য়িন্)—ণ. এক সঙ্গে উত্থানকারী বা উত্তোগকারী (লেনিন ও তাঁর সহোত্থায়ী রুশ জনসাধারণ)।

সহোদর—[বহুব্রী] ণ. এক মাতার গর্ভজাত, সোদর ; তুল্য (ভ্রূযুগল চাপ-সহোদর—কবিকঙ্কণ) ; বি. মায়ের পেটের ভাই। স্ত্রী. **সহোদরা**।

সহ্য—[সহ্ + য] ণ. সহনযোগ্য, সহনীয় (এরূপ লোকের সঙ্গ অসহ্য) ; (বাং) বি. সহন, বরদাস্ত (অনেক সহ্য করেছি, আর নয়) ; পশ্চিমঘাট পর্বতের উত্তরাংশ (সহ্যাদ্রি)।

সা—সঙ্গীতে প্রথম স্বর, ষড়্জ শব্দের সংক্ষেপ ; 'সাহা' পদবীর সংক্ষেপ।

সাইকেল—[ই. cycle] বি. বাইসাইকেল-এর সংক্ষেপ। **সাইকেল করা**—বাইসাইকেল চালানো।

সাইঙ্গ, সাইঙ্, সাং, সাঙ্—বি. সাঙা ; ভারবহনের দণ্ড ; ণ., সাঙার মত স্কন্ধবাহিত (রাস্তায় পড়ে ছিল, সাইঙ্ করে নিয়ে এসেছি) ; সাঙার মত ভারী।

সাইজ—[ইং. size] বি. আকার, আয়তন।

সাইৎ, সায়াৎ,-ত,—[আ. সা'ত—সময়, মুহূর্ত] বি. ভালমন্দ সূচনাকারী লক্ষণ, নিমিত্ত (বাড়ী থেকে বেরিয়েই ডাইনে পড়ল শিয়াল কাজেই সাইত ভাল নয়) ; শুভারম্ভ, বউনি (বকটা মেরে সায়াত করা যাক ; আপনার কাছে বেচেই সাইত করব)।

সাউ—[সং. সাধু] বি. সাহা, বণিক্ জাতি-বিশেষ (সাউ শুঁড়ী—অবজ্ঞার্থক)।

সাউকার—বি. সাহুকার, মহাজন, ধনী ; সম্ভ্রান্ত, সাধু (এই অর্থে **সাউকার** বা **সাউখোড়**, ব্যঙ্গে ব্যবহৃত হয়)। বি. **সাউকারি, সাউকুরি,-খুরি,-গুরি,-গাড়ি**—মহাজনি ; সাধুগিরি ; মুরুব্বিগিরি (আর সাউকারি করতে হবে না)।

সাওন, সাঙন—বি. শ্রাবণ মাস। (ব্রজবুলি)।

সাং—সাকিন (সংক্ষেপে। সাং বলরামপুর)।

সাংকর্য, সাঙ্কর্য—বি. সংকরত্ব, সংমিশ্রণ। [সংকর + য]।

সাংকেতিক, সাঙ্কেতিক—ণ., সংকেতমূলক (সাংকেতিক চিহ্ন) ; বি. সাঙ্কেতিক অঙ্ক, practice। [সংকেত + ষ্ণিক]।

সাংখ্যিক—[সংখ্যা + ষ্ণিক] ণ. সংখ্যাগত, সংখ্যা সম্বন্ধীয়।

সাংগ্রামিক—[সংগ্রাম + ষ্ণিক] ণ. যুদ্ধবিষয়ক ; যুদ্ধে লাগে এমন ; যুদ্ধে নিপুণ।

সাংঘাতিক, সাঙ্ঘাতিক—[সংঘাত + ষ্ণিক] ণ. মারাত্মক (সাংঘাতিক কিছু নয়) ; মর্মান্তিক ; ভয়ানক ; খুব বেশী ; অতিশয় ক্ষতিকর ; গুরুতর ; বি. জন্ম হইতে ষোড়শ নক্ষত্র।

সাংড়া, সাঙ্গাড়া—বি. জোড়া নৌকা ; গঙ্গা হইতে সমুদ্রগামী বাণিজ্যপোত-বিশেষ ; বিপুল দলবল, বহু সাঙ্গোপাঙ্গ (সাংড়া নিয়ে চলেছে ; সঙ্গে সাংড়ার পাল। অবজ্ঞার্থক)। (প্রাদে.)

সাংবৎসর—ণ. সংবৎসরব্যাপী ; বার্ষিক ; দৈবজ্ঞ। **সাংবৎসরিক**—ণ. বাৎসরিক ; বর্ষব্যাপী। [সংবৎসর + অ ; ষ্ণিক]।

সাংবাদিক—ণ., বি. সংবাদদাতা ; সংবাদ সম্বন্ধীয় ; সংবাদ পরিবেশন অথবা সংবাদপত্রাদি সম্পাদন যাহার কাজ, journalist। [সংবাদ + ষ্ণিক]। বি. **সাংবাদিকতা**—journalism, সাংবাদিকের ব্রত।

সাংযাত্রিক—[সংযাত্রা + ষ্ণিক] বি সমুদ্রপথে বাণিজ্যকারী সওদাগর। [বিষয়ীভূত।

সাংশয়িক—[সংশয় + ষ্ণিক] ণ. সন্দেহের

সাংসর্গিক—[সংসর্গ + ষ্ণিক] ণ. সংসর্গজাত ; সম্পর্কিত।

সাংসারিক—ণ. সংসার সম্বন্ধীয়, ইহকালীন (বিপ. পারলৌকিক) ; সংসারের কার্য নির্বাহের উপযোগী (সাংসারিক বুদ্ধি কিছুই নেই) ; সংসারে আসক্ত বা অনুরাগী (তিনি এখন ঘোর

সাংসারিক) ; পারিবারিক (সাংসারিক অবস্থা ভালই)। [সংসার+ষ্ণিক]।

সাংস্কারিক—[সংস্কার+ষ্ণিক] ণ. সংস্কার অর্থাৎ অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্বন্ধীয় (সাংস্কারিক দ্রব্য)।

সাঁই—[সং স্বামী] বি. প্রভু ; পরমপ্রভু, পরমেশ্বর, খোদা ; দরবেশ ; সন্ন্যাসী ; ধর্মসম্প্রদায়-বিশেষ (ইহারা হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়েরই কিছু কিছু আচার পালন করে)।

সাঁইত্রিশ—বি. ৩৭ এই সংখ্যা ; ণ. ৩৭ সংখ্যক।

সাঁই-সাঁই—অব্য. শন্‌শন্, 'শাঁই-শাঁই।

সাঁওতাল—বি. পূর্বভারতের আদিবাসী জাতি বিশেষ। স্ত্রী. **সাঁওতালনী**।

সাঁকালি—[পর্তু. sacala] বি. মোটা কাপড়ের দুই মুখযুক্ত সরু ও লম্বা টাকা রাখিবার থলে। **দুমুখো সাঁকালি**—কপট ও স্বার্থপর ব্যক্তি।

সাঁকো—[সং. সংক্রম] বি সেতু, পুল।

সাঁগা, সাগা—বি. সাঙ্গা, নিম্ন শ্রেণীর হিন্দু নারীর একাধিকবার বিবাহ, নিকা।

সাঁচ—[সং. সত্য ; প্রাকৃ. সচ্চ] ণ. সত্য, অকৃত্রিম। ছুঁচা। **সাঁচা**—ণ. সত্য, নিষ্কলুষ ('লাগবে লড়াই মিথ্যা এবং সাঁচায়—রবি)। **সাঁচা মেয়ে**—সতী মেয়ে। **সাঁচী**—উৎকৃষ্ট পান-বিশেষ, ছাঁচি পান ; মধ্যপ্রদেশের বৌদ্ধ কীর্তিযুক্ত গ্রাম (সাঁচীর স্তূপ)। **সাঁচ্চা, সাচ্চা**—ণ. সত্য, অকৃত্রিম, খাঁটি (সাঁচ্চা জরি) ; অকপট (সাচ্চা মানুষ)।

সাঁজ, সাঁঝ—বি. সন্ধ্যা (সাঁঝ সকালে) ; সন্ধ্যা প্রদীপ (সাঁঝ দেওয়া) ; বেলা (এ চা'লে তিন সাঁঝ চলবে)। **সাঁঝবাতি**—বি. সন্ধ্যা প্রদীপ ; সন্ধ্যা-প্রদীপ জ্বলিবার পর লোকচলাচল সম্বন্ধে নিষেধাজ্ঞা, curfew। **সেঁজ-সঁজুতি**—অগ্রহায়ণ মাসে সন্ধ্যাকালে অনুষ্ঠেয় ব্রত বিশেষ।

সাঁজা-ঝা—বি. সন্ধ্যাদীপ ; সন্ধ্যাকাল ; সন্ধ্যা-রতি (সাঁঝা দেওয়া)।

সাঁজা—[সং. সন্ধান] বি. দম্বল (দইয়ের সাঁজা —সাজা-ও বলা হয়)।

সাঁজাল,-লি—[সাঁজ+জ্বাল] বি. মশা তাড়াইবার জন্য সন্ধ্যাবেলা গোয়ালে দেওয়া ধোঁয়া (সাঁজাল দেওয়া)।

সাঁজো, সাজো—ণ. সদ্য, টাটকা (সাজো দই)। **সাজো কাপড়**—সদ্য পরিষ্কৃত কাপড় যা ব্যবহার করা হয় নাই। **সাজো ধোপা**—সদ্যসদ্য কাপড় ধুইয়া আনে এমন ধোপা।

সাঁজোয়া, সাজোয়া—[সং. সজ্জা] বি. বর্ম, armour। **সাঁজোয়া গাড়ী**—বি. বন্দুকের গুলি যাহা ভেদ করিতে পারে না এমন লোহার পাত দিয়া মোড়া গাড়ী, armoured car।

সাঁট—বি. সংক্ষেপ (সাঁটে কাজ সারা) ; ইশারা সাঁটে জানানো) ; যোগসাজস (সাঁট আছে)।

সাঁটা—ণ. সংলগ্ন, দৃঢ়বদ্ধ (দেওয়ালের সঙ্গে সাঁটা)। ক্রি., বি. আঁটিয়া দেওয়া ; টানিয়া আঁটিয়া ধরা (বুকে পিঠে সেঁটে ধরছে) ; (কথ্য) অতিরিক্ত খাওয়া। **সেঁটে খাওয়া**—পেট ঠেসে খাওয়া)।

সাঁড়া—[শণ্ড] ণ. নপুংসক (যে গাছে ফল হয় না)।

সাঁড়াশি,-সি—[সং. সন্দংশী] বি. লোহার মজবুত চিমটা যাহার দ্বারা চাপিয়া ধরা যায়।

সাঁতরা—বি. উপাধি-বিশেষ।

সাঁতরানো—ক্রি., বি. সাঁতার দেওয়া।

সাঁতলানো—ক্রি., বি., ণ. তপ্ত তৈলাদিতে ভাজা বা কষা ; সম্বরা দেওয়া।

সাঁতার—[সং. সন্তার] বি. সন্তরণ ; ণ. অথৈ, যেখানে সাঁতার দিয়া পার হইতে হয় (সাঁতার জল, সাঁতার পানি)। **সাঁতারে পড়া**—অথৈ জলে পড়া, অতিশয় অসহায় বোধ করা (বয়স্থা মেয়ে নিয়ে সাঁতারে পড়েছে)।

সাঁতারু—[হি.] বি., ণ. সন্তরণপটু ; ঐরূপ ব্যক্তি।

সাঁপি—বি. হাড়িকাঠের অংশবিশেষ।

সাঁপুড়া—[সম্পুট] বি. কৌটা।

সাকরেদ—[ফা. শাগির্দ্] বি. শিষ্য।

সাকল্য—[সকল+য] বি. সমুদয়, সমগ্রতা (সর্বসাকল্যে পাঁচজন)।

সাকাঙ্ক্ষ—[বহুব্রী] ণ আকাঙ্ক্ষাযুক্ত, সস্পৃহ।

সাকার—[বহুব্রী] ণ. আকৃতি-বিশিষ্ট, মূর্তিমান্ (বিপ. নিরাকার)। **সাকার পূজা**—ঈশ্বরের মূর্তি কল্পনা করিয়া ঐ মূর্তিকে পূজা। **সাকারবাদ**—সাকার পূজা-বিষয়ক মতবাদ ; সগুণ ব্রহ্মবাদ। **সাকারবাদী (-দিন্)**—ণ, বি. সাকার পূজায় বিশ্বাসী। **সাকারোপাসনা**—সাকার পূজা।

সাকিন,-ম—[আ. সাকিন—বাসিন্দা] বি. বাসস্থান, ঠিকানা (সাকিম কলিকাতা। সংক্ষেপে : সাং)। **সাকিমশূন্য লোক**—যার ঠাঁয়-ঠিকানা নাই, ভবঘুরে)।

সাকী—[আ. সাকা—মদ্যপাত্র-বাহক] বি. মদ্য-পাত্র পরিবেশক তরুণ বা তরুণী ('দাও গো সাকী

দাও শরাব'—নজরুল); (তাহা হইতে) প্রেরণা-দাতা বা দাত্রী (সাকী মোদের শ্যাম ধরণী তাহার হাতে ক্ষোভ কি রবে)। (সুফীরা সাকী অর্থে দীক্ষা-গুরুও বুঝিয়া থাকেন)।

সাকুফ, সাকুব—[স+ওকুফ—বহুব্রী] ণ. বুদ্ধিমান্, আক্কেলমন্দ (সবাই বেকুব আর উনি বড় সাকুব)।

সাক্ষর—[স+অক্ষর] ণ. অক্ষরযুক্ত; বিদ্বান্; শিক্ষাপ্রাপ্ত, literate (সদ্যসাক্ষর)। (বিপ. নিরক্ষর)। **সাক্ষরতা**—বি অক্ষর-জ্ঞান, অক্ষর-পরিচয়, literacy।

সাক্ষাৎ—[স+অক্ষ—অৎ (গমন করা)+ক্বিপ্] ণ. প্রত্যক্ষ, প্রত্যক্ষীভূত, মূর্তিমান্; স্বয়ং (সাক্ষাৎ যম); বি. সম্মুখ (সাক্ষাতে বললেই ত হয়); সাক্ষাৎকার, দেখা, দর্শন; মোলাকাত (হয়েছে সাক্ষাৎ দোঁহে সমর-অঙ্গনে–রবি; সাক্ষাতে সব নিবেদন করিব); আপন, ঘনিষ্ঠ (সাক্ষাৎ মামাত ভাই)। **সাক্ষাৎ করা**—দেখা করা। **সাক্ষাৎকর্তা (-তৃ),-কারী (-রিন্)**—যে স্বচক্ষে দেখিয়াছে। **সাক্ষাৎ-কার**—পরস্পর সন্দর্শন, মিলন। **সাক্ষাৎ-লাভ**—দর্শন লাভ। **সাক্ষাৎ সম্বন্ধে**—ক্রি. ণ. সোজাসুজি, প্রত্যক্ষভাবে, directly। **দেখাসাক্ষাৎ**—বি. পরস্পর সন্দর্শন; মিলন।

সাক্ষী–[সাক্ষাৎ+ইন্] ণ., বি. প্রত্যক্ষদর্শী, যে নিজে দেখিয়াছে বা শুনিয়াছে; সাক্ষ্য (মিথ্যা সাক্ষী দেওয়া); প্রমাণ (তুমি যে অন্যায় করিয়াছ তোমার চোখ-মুখই তার সাক্ষী)। **সাক্ষী-গোপাল**—পুরীর নিকটস্থ গোপাল-বিগ্রহ; অন্তর্যামী ভগবান্ যিনি সব দেখেন ও বোঝেন কিন্তু বলেন না কিছু; শক্তিহীন নিষ্ক্রিয় দর্শকমাত্র (কর্তা সাক্ষিগোপাল যা করবার করেন ছোট ঠাকরুণ)। **সাক্ষ্য**—[সাক্ষিন্+য] বি. সাক্ষীর কর্ম, যাহা দেখিয়াছে বা জানে তাহা বলা (সাক্ষ্য দেওয়া)। **সাক্ষ্য-মঞ্চ**—সাক্ষীর কাঠগড়া।

সাগর—[সগর+ষ্ণ—সগর-সন্তানগণ কর্তৃক খাত] বি. সমুদ্র, সিন্ধু; গঙ্গাসাগর-শব্দের সংক্ষেপ (সাগর-স্নান); সাগর তুল্য দুস্তর বা বিশাল (শোক-সাগর; বিদ্যাসাগর)। ণ. **সাগরগ, -গামী (-মিন্),-জন্ম**—সাগরে গমনকারী (নদ-নদী; পোত)। **সাগর তরণী**—সাগর-তরণ-সমর্থ বৃহৎ নৌকা, অর্ণবপোত। **সাগরনেমী, -মেখলা, সাগরাম্বরা**—সমুদ্রবেষ্টিত পৃথিবী। **সাগরশাখা**—স্থল ভাগে প্রবিষ্ট সংকীর্ণ সাগরাংশ, খাঁড়ি। **সাগর-সঙ্গম**—সাগরের সহিত নদীর মিলন স্থান। **সাগরান্ত**—ণ. সমুদ্র পর্যন্ত বিস্তৃত (সাগরান্তা পৃথিবী)।

সাগু, সাবু—[ইং. Sago; পর্তু. Sagu] বি. সুপারীজাতীয় কিন্তু অনেক মোটা ও নরম এক-রকম গাছ, Sago palm; ঐ গাছের মজ্জা হইতে প্রস্তুত ভক্ষ্য সাদা দানা (জ্বরে দুধসাগু পথ্য)।

সাগ্নিক—[স+অগ্নি, ক আগম] ণ. যিনি সতত যাগশীল, অগ্নিহোত্রী দ্বিজ (আমি সাগ্নিক জমদগ্নি—নজরুল; সাগ্নিকের নিষ্ঠা)।

সাগ্রহ—[বহুব্রী] ণ. আগ্রহযুক্ত, সাকাঙ্ক্ষ (আমার সাগ্রহ প্রত্যাশা ক্ষুণ্ণ হয় নি–রবি)।

সাঙা, সাঙ্গা—বি. বিধবার বিবাহ, নিকা (পূর্ববঙ্গে হাঙ্গা); বেড়ার সঙ্গে আঁটা মাথার উপরে ঝুলানো মাচান, আড়া (কোন কোন অঞ্চলে চাং বলে)। **সাঙ্গা বসা**—বিধবার বিবাহ বসা। **সাঙ্গাইতা**—ণ. যে সাঙ্গা বসিয়াছে (সাঙ্গাইতা স্ত্রীর যেন চুলে ধরা স্বামী)। **ভূতের সাঙ্গা**—ভূতের সাঙ্গার মত নামমাত্র ব্যাপার (জপে তপে তোমায় পাওয়া ভূতের সাঙ্গা—কমলাকান্ত)।

সাঙাত, সাঙ্গাত, স্যা-—[সং. সঙ্গত] বি. সঙ্গী, সহচর (কি বল ভাই সাঙাত—নজরুল)। স্ত্রী. **সাঙাতী, সাঙ্গাতিনি, সাঙাৎনী**—সখা, বন্ধুপত্নী (গ্রাম্য—**স্যাঙাৎনী**)। **সাঙাতি**—বি. সখ্য, মিত্রতা।

সাঙ্কর্ষ; সাঙ্কেতিক—সাং- দ্রঃ।

সাঙ্খ্য, সাংখ্য—বি. মহর্ষি কপিল-প্রবর্তিত প্রাচীন দার্শনিক মত-বিশেষ, ভারতীয় ষড়্দর্শনের অন্যতম (প্রকৃতি বুদ্ধিতত্ত্ব অহঙ্কার একাদশ ইন্দ্রিয় পঞ্চভূত ইত্যাদি পঞ্চবিংশতিতত্ত্ব এই দর্শনের বিষয়)।

সাঙ্গ—[স+অঙ্গ, বহুব্রী] অঙ্গযুক্ত, অঙ্গসমেত (সাঙ্গ বেদাধ্যয়ন); যাহার কোন অঙ্গই বিকল নয়; সম্পূর্ণ, সমাপ্ত ('সাঙ্গ হইল রণ')।

সাঙ্গা–সাঙা দ্রঃ।

সাঙ্গীকরণ—বি. অঙ্গীভূত করা, নিজের করা, assimilation।

সাঙ্গোপাঙ্গ—[স+অঙ্গ+উপাঙ্গ, বহুব্রী] ণ. অঙ্গ উপাঙ্গের সহিত (সাঙ্গোপাঙ্গ বেদ—চারি বেদ এবং শিক্ষা কল্প ব্যাকরণ ইত্যাদি বেদের উপাঙ্গ);

প্রধান ও অপ্রধান পারিষদের সহিত; (বাং) বি. সঙ্গের দলবল (সাঙ্গোপাঙ্গ লইয়া উপস্থিত)।

সাঙ্গা—[সং. সঙ্ঘ] বি. নৌবহর, নৌকার দল ('সাত সাঙ্গা ডিঙ্গা……এক এক সাঙ্গায় সাতখানি করিয়া ডিঙ্গা'—হরপ্রসাদ শাস্ত্রী)।

সাঙ্খ্যাত্তিক—সাং- দ্রঃ।

সাচা, সাচ্চা—ণ. সত্য, খাঁটি, অকপট, অকৃত্রিম (সাচ্চা জরি; সাচা-মিছা; সাচ্চা দিল—অকপট চিত্ত)।

সাচান—[সং. সঞ্চান] বি. শ্যেন পক্ষী।

সাচি—[সং.] বক্র; নত; তির্যক্, আড়। **সাচিবর্ত্তন**—বি. অপবর্তন। **সাচিবিলোকিত**—বি. আড়চোখে দেখা। **সাচিস্মিত**—বি. মুখ ফিরাইয়া মুচকি হাসা। **সাচীকৃত** ণ. বক্রী-কৃত; নোয়ানো।

সাচ্চা—সা- দ্রঃ।

সাজ—[সং. সজ্জা; ফা. সায] বি. সজ্জা, পোষাক, পরিচ্ছদ (সাজ-পোষাকের দিকে মন; ডাকের সাজ); কাঠামো, frame (ঘরের সাজ তৈরি করা হয়েছে); উপকরণ (পূজার সাজ। পূর্ববঙ্গে কথ্য: পূজার সাজু); যুদ্ধের উপকরণ ('বীরসাজে সাজিল নৃমণি')। **সাজ-গোজ,-গোছ**—বি. সাজসজ্জা, পরিপাটি বেশ ধারণ। **সাজঘর**—বি. নেপথ্য, অভিনেতাদের অভিনয়ের জন্য সাজ-পোষাক পরিবার ঘর, green room.

সাজন—বি. সজ্জা গ্রহণ, সমর সজ্জাগ্রহণ (কবিল সাজন—কাব্যে ব্যবহৃত)। **সাজনগাজন**—পরিপাটি, বেশ-বিন্যাস, বিস্তৃত আয়োজন (সাজনগাজন করতেই দিন গেল—অবজ্ঞায়)। **সাজনা, সাজনি**—সাজন (কাব্যে ব্যবহৃত); সাজ। **সাজন্ত**—ণ. যাহা সাজে, শোভন, মানানসই।

সাজ-সরঞ্জাম—সজ্জিত করিবার বা গড়িয়া তুলিবার উপকরণ। **সাজ সাজ রব**—'প্রস্তুত হও' এই কথা; প্রস্তুতির ব্যগ্রতা।

সাজশ—[ফা. সাযিশ] বি. ষড়যন্ত্র, কুকর্মে গোপন সহযোগ (**যোগ-সাজশ**—ষড়যন্ত্র (গাঁয়ের মোড়ল জাতীয় কয়েকজন যোগসাজশে এই কাজ করেছে)।

সাজা—বি. দখল, যাহা দিয়া দই পাতা হয়। (সাঁজা দ্রঃ)।

সাজা—[ফা. সযা] বি. শাস্তি, প্রতিফল (ঘাট, করেছিলাম সাজা পেয়েছি); কারাদণ্ড (আসামীর সাজা হয়ে গেছে)।

সাজা—ক্রি., বি. সাজপোষাক পরা, সজ্জিত হওয়া যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হওয়া; কোন কর্ম সম্পাদনের জন্য প্রস্তুত হওয়া (পাঁচভাই সেজে খাড়া হয়েছে); মানানসই হওয়া (তোমার মুখে ও কথা সাজে না); কপট বেশ ধারণ করা (সাধু সাজা); ভান করা (বোকা সাজা); নাটকাদিতে ভূমিকা গ্রহণ করা (যাত্রায় ভীম সাজতো); রচনা করা, সেবনযোগ্য করা (পান সাজা, তামাক সাজা); ণ. সাজা হইয়াছে এমন, তৈয়ারী করা (সাজা পান)। [(সাজাত্যবোধ)।

সাজাত্য—[সজাতি+ষ্য] বি. একজাতীয়তা

সাজানো—বি., ক্রি., ণ. সজ্জিত করা, শোভিত করা, শৃঙ্খলা বিধান করা (ঘরদোর সাজানো); পোশাক পরানো; মিথ্যাকে সত্যের মত দাঁড় করানো (মোকদ্দমা সাজানো তা বোঝা গেছে); সুন্দররূপে সজ্জিত, গুছানো, পরিপাটি (আমার সাজানো বাগান শুকিয়ে গেল—গিরিশ ঘোষ)।

সাজি,-জী—বি. ফুল রাখিবার জন্য হাতলযুক্ত ছোট ডালা।

সাজিমাটি—বি. কাপড় পরিষ্কার করিবার ক্ষার-বিশেষ। [সং. সর্জিকা]

সাজোয়াল—[তুর্কী. সাযাবল্] বি. ভূমিরাজস্ব আদায়কারী কর্মচারি-বিশেষ, তহশীলদার (সাজোয়াল হইল সুজন ভক্ত—ভারতচন্দ্র)।

সাট—বি শাট (দ্রঃ), আঘাত বা আঘাতের শব্দ (পাখ সাট মারা; নাকসাট—নিদ্রিত ব্যক্তির নাকের শব্দ); শ্রেণী, sort (এক সাটের টাইপ); গোপন পরামর্শ বা যোগাযোগ। **সাটন**—আঘাত (পাখার সাটন)।

সাটিন—[ইং. satin] বি. কোমল রেশমী বস্ত্র-বিশেষ (ছেলেদের সাটিনের জামা)।

সাড়, সান—বি. চৈতন্য, অনুভূতি, বাহ্যজ্ঞান (অসাড়ে মূত্রত্যাগ)।

সাড়ম্বর—[স+আড়ম্বর, বহুব্রী] ণ. আড়ম্বরযুক্ত, জমকালো (সাড়ম্বর পূজা, সাড়ম্বরে সমাধা হইল)।

সাড়া—বি. সংজ্ঞা, চেতনা; চেতনাসূচক প্রতি-ক্রিয়া, response (শব্দ করা নড়াচড়া ইত্যাদি। সাড়া কারো নাইরে সবাই ঘুমায় অকাতরে—রবি); আহ্বানের উত্তর, রা (ডেকে সাড়া পাওয়া); চাঞ্চল্য, শোরগোল (সাড়া পড়ে

যাওয়া)। **সাড়া দেওয়া**—সচেতনতার পরিচয় দেওয়া; রা দেওয়া। **সাড়াশব্দ**—সচেতনতার লক্ষণ ও শব্দ; কোন প্রকারের উত্তর (একবার একটা শব্দ হইল, তারপর বহু ক্ষণ কোন সাড়া শব্দ নাই)।

সাড়ে—[সং. সার্ধ] ণ. অর্ধের সহিত (সাড়ে তিন—তিন ও অর্ধ)। (কিন্তু সাড়ে এক বলা হয় না, বলা হয় দেড়; সাড়ে দুই বলা হয় না, বলা হয় আড়াই)। **সাড়ে চুয়াত্তর (৭৪৷৷০)**—পত্রের উপরে লিখিত সঙ্কেত বিশেষ (প্রসিদ্ধি এই যে, আকবরের সঙ্গে যুদ্ধে রাজপুতানায় যত ক্ষত্রিয় মরে তাহাদের উপবীতের ওজন অথবা সংখ্যা হইয়াছিল সাড়ে চুয়াত্তর মণ অথবা হাজার; এই সঙ্কেতের অর্থ, চিঠি অন্য কেহ খুলিলে রাজপুতানায় সেই সব ক্ষত্রিয় বধের মত পাপ তাহার হইবে)।

সাত—[সং. সপ্ত] ৭ এই সংখ্যা; অনেক (সাত সতীনের ঘর)। **সাতই**—মাসের সপ্তম দিন। **সাতকড়ি**—সাতটি কড়ি লইয়া যাহাকে বিক্রয় করা হয় (এইরূপে 'এককড়ি' 'তিনকড়ি' 'পাঁচকড়ি'—সাধারণতঃ মৃত-বৎসার সন্তানের নাম এরূপ রাখা হয়)। **সাত কথা শুনানো** বহু কটু কথা বা অপ্রিয় কথা শুনানো। **সাতকাণ্ড রামায়ণ পড়ে সীতা কার বাপ**—অনেক জানিবার পর সামান্য বিষয়ে অজ্ঞতা। **সাতখানা করে লাগানো**—কাহারও বিরুদ্ধে অতিরঞ্জিত করিয়া বা সত্য বিকৃত করিয়া লাগানো। **সাতখুন মাপ**—অতিরিক্ত বা অসঙ্গত প্রশ্রয় বা খাতির (বড়লোক কাজেই সাতখুন মাপ; কবিদের সাতখুন মাপ)। **সাতগেঁয়ের কাছে মামদোবাজি**—মামদো দ্রঃ। **সাত ঘাটের জল খাওয়ানো**—বালী যেমন রাবণকে লেজে বাঁধিয়া সাত সমুদ্রের জল খাওয়াইয়াছিল সেইরূপ নাকাল করা। **সাত চড়েও কথা বেরোয়না**—অতিশয় নিরীহ। **সাত নকলে আসল খাস্তা**—নকল দ্রঃ। **সাতনর, নরী**—সপ্ত লহরযুক্ত হার। **সাতনলা**—পাখী-মারা নল-বিশেষ (কয়েকটি নল একটির সহিত অন্যটি জুড়িয়া খোঁচা দিয়া পাখী মারা হয়)। **সাত পাঁচ ভাবিয়া**—ছোট বড় নানা কথা বা নানা দিক ভাবিয়া, অন্যথায় অমঙ্গল হইতে পারে এরূপ চিন্তা মনে স্থান দিয়া। **সাত পাকের সোয়ামী**—বিবাহে যাহাকে সাতবার প্রদক্ষিণ করা হয়েছিল এরূপ স্বামী (অর্থাৎ সাঙাইতা স্বামী নয়—গ্রাম্য)। **সাত পুরুষ**—পিতা পিতামহ প্রভৃতি বহু পুরুষ। **সাত পুরুষের ভিটা**—যে ভিটায় পুরুষানুক্রমে বহুকাল ধরিয়া বসবাস করা হইতেছে। **সাতষট্টি**—৬৭ এই সংখ্যা। **সাত সতর**—বি. প্যাঁচকের (সাত সতর বুঝি না, যা করবার করলাম)। **সাত সতীনের ঘর**—হিংসা দ্বেষ করিবার জন্য যেখানে বহুলোক আছে, ঈর্ষাদ্বেষের মধ্যে বসতি (মেয়েলি ভাষা)। **সাতেও নাই পাঁচেও নাই**—নির্লিপ্ত, সংস্রবশূন্য।

সাতত্য—বি. অবিরাম অবস্থা, একটানা ভাব। [সতত+ষ্য]।

সাতবাহন—সাত নামক গন্ধর্ব যাহার বাহন, শালিবাহন রাজা।

সাতভাই—সপ্তর্ষি নক্ষত্র মণ্ডল, the Great Bear। **সাতভেয়ে,-ভাইয়া**—বি. ছাতারে পাখী—ইহারা দলবদ্ধ হইয়া থাকে।

সাতা—বি. সাত কোঁটার তাস। **সাতাইশ**—২৭ এই সংখ্যা। **সাতাত্তর**—৭৭ এই সংখ্যা। **সাতান্ন**—৫৭ এই সংখ্যা। **সাতাশ**—সাতাইশ। **সাতাশী**—৮৭ এই সংখ্যা।

সাতিশয়—[স+অতিশয়, বহুব্রী] ণ. অতিশয়িত, সমধিক (সাতিশয় প্রীতি লাভ করিলাম)।

সাত্ত্বিক—[সত্ত্ব+ষ্ণিক] ণ. সত্ত্বগুণ হইতে জাত, সত্ত্বগুণ সম্বন্ধীয় (সাত্ত্বিক ভাব; সাত্ত্বিক লক্ষণ); সাত্ত্বিক গুণ-যুক্ত বা বর্ধক (সাত্ত্বিক দান; সাত্ত্বিক আহার); কোন ফলাকাঙ্ক্ষা না করিয়া যে কাজ করা হয় (সাত্ত্বিক পূজা); সত্য, যথার্থ, সাধু; বি. ব্রহ্মা। **সাত্ত্বিক পুরাণ**—বিষ্ণু নারদ ভাগবত গরুড় পদ্ম ও বরাহ পুরাণ। **সাত্ত্বিক ভাব**—স্তম্ভ স্বেদ রোমাঞ্চ স্বরভঙ্গ কম্প বৈবর্ণ্য অশ্রু মূর্ছা—এই অষ্টবিধ ভাব। **সাত্ত্বিক-আহার**—যে আহার সাত্ত্বিকগুণ বৃদ্ধি করে, নিরামিষ আহার। [সারথি.।

সাত্যকি—বি. যদুবংশীয় বীর-বিশেষ, শ্রীকৃষ্ণের

সাথ—বি. সঙ্গ (সাথ ধরা, সাথ নেওয়া, সাথে চলা)। **সাথী, সাথুয়া**—বি. সঙ্গী, সহচর।

সাদ—[সদ্+ঘঞ্] বি. অবসন্নতা, আলস্য, ক্ষীণতা (অঙ্গসাদ); বিনাশ; হিংসা (এত বড়

সাদ তোমার সনে করে বাদ—ভারতচন্দ্র)। **সাদন**—নাশন ; ক্লান্তকরণ ; দূরীকরণ।

সাদ—বি. সাধ, ইচ্ছা, আকাঙ্ক্ষা, অভিলাষ ; দোহদ (সাদ দেওয়া)। [কথ্য]

সাদর—[স+আদর, বহুব্রী] ণ. সমাদরপূর্ণ, সসম্মান (সাদর সম্ভাষণ)।

সাদা—[সং. শ্বেত, সিত ; ফা. সফেদ] ণ. শ্বেত, শুভ্র ; বি. সাদাচামড়া, °সাহেব (সাদায় কালায় মিশ খাওয়া কঠিন), সাদা রং ; [ফা. সাদাহ্] ণ. অকুটিল, সরল, অনাড়ম্বর ; অমলিন ; অরঞ্জিত। **সাদা কথা**—সরল প্যাঁচকেরহীন কথা, যাহাতে কথার মারপেঁচ নাই। **সাদা কাগজ**—যে কাগজে লেখা হয় নাই। **সাদা কাগজে সই দেওয়া**—দলিল লেখার আগেই কাগজে সই করা (যে সই লইতেছে তাহার উপর সম্পূর্ণ নির্ভরতা-জ্ঞাপক)। **সাদা কাপড়**—অরঞ্জিত বস্ত্র ; থান কাপড় (যাহা বিধবারা পরিধান করে)। **সাদা চোখ**—সহজ দৃষ্টি, নেশায় বা ভাবে বিভোর নহে এমন দৃষ্টি (সাদা চোখে জগৎ দেখা)। **সাদাটে, -টিয়া**—ণ. প্রায় সাদা, শ্বেতাভ। **সাদা দিল**—অকপট চিত্ত। **সাদা ভাত**—সাধারণ ভাত (পোলাও নহে)। **সাদা ভোগ**—অন্ন ব্যঞ্জন ও পায়স-আদির ভোগ (খিচুড়ী বা লুচি নহে)। **সাদা মন**—অকপট মন। **সাদামাঠা**—কারুকার্যহীন, আড়ম্বর বা সৌখীনতাবিহীন (সাদামাঠা চালচলন)। **সাদা মাথা**—পাকাচুলভরা মাথা। **সাদা রঙ**—শ্বেত বর্ণ। **সাদা রোশনাই**—রোশনাই দ্রঃ। **সাদাসিধা, -সিদা**—ণ. সরল, যে প্যাঁচকের বোঝে না (সোদা-সিদা লোক)। (কথ্য. সাদাসিধে)। **সাদা হাত**—বিধবার হাত যাহাতে কোন গহনা নাই। **সাদাকে কালো এবং কালোকে সাদা করা**—যাহা সত্য তাহাকে মিথ্যা এবং যাহা মিথ্যা তাহাকে সত্যরূপে দাঁড় করানো।

সাদারতি—[ফা. সদর] বি. মোড়লি, সদরতি (সদর দ্রঃ)। [শেখ সাদী।

সাদী—বি. শাদী, বিবাহ ; পারসীক কবি-বিশেষ,

সাদি, -দী (-দিন্)—[সদ্ (গমন করা)+ই, ইন্] বি., ণ. অশ্বারোহী গজারোহী বা রথারোহী যোদ্ধা।

সাদৃশ্য—[সদৃশ+ষ্য] বি. তুল্যতা, সমতা, resemblance (নাম সাদৃশ্য ; আকার সাদৃশ্য) ; আলেখ্য।

সাধ—[সং. শ্রদ্ধা] বি. আকাঙ্ক্ষা, বাসনা, অভিলাষ, স্পৃহা (যত সাধ ছিল সাধ্য ছিল না—রবি) ; স্বেচ্ছা (সাধ করে কেউ পায়ের কাদা গায়ে মেখো না ; 'সাধ করে কে পরবে শিকল') ; অভিলষিত বিষয় (সাধিতে মনের সাধ ঘটে যদি পরমাদ—মধু) ; আদর (সাধের ছেলেমেয়ে ; সাধের বিয়ে) ; শখ (এত সাধের বাগান) ; দোহদ (সাধভক্ষণ, সাধ দেওয়া)। **সাধ মেটানো**—মনের আকাঙ্ক্ষা সম্পূর্ণ করা। **সাধে**—স্বেচ্ছায়, শখ করিয়া (সাধে কি বাবা বলি, গুঁতোর চোটে বাবা বলায়—দ্বিজেন্দ্রলাল)। **সাধের**—আদরের, অতিশয় স্পৃহণীয়, সখের।

সাধক—[সাধ্+ণিচ্+ণক] ণ., বি. সম্পাদনকারী (হিতসাধক) ; অনুশীলনকারী ; পূজক, আরাধক (সাধকবিহীন একক দেবতা ঘুমাতে ছিলেন সাগরকূলে—রবি) ; যোগী, কোন মন্ত্রাদিতে যিনি সিদ্ধি লাভ করিতে চেষ্টা করেন অথবা সিদ্ধি লাভ করেন (কালী-সাধক, শব-সাধক)। স্ত্রী. **সাধিকা, সাধকা** (সর্বার্থসাধিকা—দুর্গা)। **সাধন**—[সাধ্+অনট্] বি. নিষ্পাদন, সিদ্ধি (স্বকর্ম সাধন ; অসাধ্য সাধন ; হবে না তোর স্বর্গ-সাধন—রবি) ; সিদ্ধিলাভের প্রক্রিয়া, মন্ত্রাদি জপ (ভজন পূজন সাধন আরাধনা সমস্ত থাক পড়ে—রবি ; সাধন মার্গ) ; মন্ত্র জপাদির দ্বারা বশীকরণ (তাল বেতাল সাধন) ; পারদাদি শোধন (পারদ সাধন) ; বিনাশন, হত্যা ; হেতু ; উপায়, সহায়, সাধিত্র ; উপকরণ (শরীরমাদ্যং খলু ধর্ম-সাধনম্ ; বিত্তসাধন ; সৌন্দর্যসাধন—রূপ পমেটম) ; যুদ্ধোপকরণ ; বাহন ; মেঢ্র, শিশ্ন ; করণ-কারক। **সাধনক্রিয়া**—সমাপিকা ক্রিয়া। **সাধনক্ষম**—ণ. নিষ্পাদন-সমর্থ। **সাধননিষ্ঠা**—সাধনায় একাগ্রতা। **সাধনপত্র**—লেখ্য, দলিল, সম্মতিপত্র ইত্যাদি।

সাধনা—বি. সিদ্ধি লাভের জন্য বিশেষ চেষ্টা বা অভ্যাস (শুধু চাইলেই হইবে না, যা চাও তার জন্য সাধনা করতে হবে ; সঙ্গীত সাধনা) ; মন্ত্রাদি জপ ; সাধন পদ্ধতি (শব সাধন ; তান্ত্রিক সাধনা ; সুফী সাধনা) ; সাধনার বিষয় (তুমি সন্ধ্যার মেঘ

শান্ত সুদূর আমার সাধের সাধনা—রবি) ; শ্রেয় পন্থা, ব্রত, আদর্শ (জাতীয় সাধনা) ; (বাং) সাধাসাধি (সাধ্যসাধনা) । ণ. **সাধনীয়**—সাধনযোগ্য, করণীয় ; আরাধ্য ।

সাধর্ম্য—[সধর্ম+য] বি. সাদৃশ্য, সমগুণবত্তা, সমানধর্মতা ।

সাধা—বি., ক্রি. জপ করা (ইষ্টমন্ত্র সাধা) ; দক্ষতা অর্জনের জন্য অভ্যাস করা (গলা সাধা ; হাত সাধা) ; (ব্যাকরণে) শব্দাদি সিদ্ধ করা, deriving (পদ সাধা) ; বিশেষ অনুনয় করা (পায়ে ধরে সাধা ; পাঁচ টাকা সাধছে) ; উপযাচক হইয়া বা অযাচিতভাবে করা (সেধে কথা বলা, সেধে গলায় ফাঁস পরা) ; সম্পন্ন করা, নিষ্পাদন করা (কাব্যে—সাধিতে মনের সাধ ঘটে যদি পরমাদ—মধু) ; ঘটানো, প্রয়োগ করা (বাদ সাধা ; ঔষধ সাধিয়া মোর স্বামী কর বশ—কবিকঙ্কণ) ; ণ. অভ্যাসের ফলে নিপুণ, অভ্যস্ত (সাধা গলা, সাধা হাত) ; যাহা নিয়া অভ্যাস করা হইয়াছে (আমার রাধা-নামে সাধা বাঁশী) ; অযাচিতভাবে প্রাপ্ত (সাধা লক্ষ্মী পায়ে ঠেলো না ; সাধা ভাত) । **সাধাসাধি করা**—গ্রহণের জন্য অনুনয় বিনয় করা ।

সাধারণ—[সহ+ধারণা+অ—বহুব্রী] ণ. যাহা একজাতীয় সকলের মধ্যে বিদ্যমান, সামান্য (সাধারণ লক্ষণ ; অপত্যস্নেহ পশুতে ও মানুষে সাধারণ) ; বৈশিষ্ট্যহীন, সচরাচর দৃষ্ট (সাধারণ ঘটনা ; সাধারণ বুদ্ধি ; একজন সাধারণ ইংরেজ) ; নির্বিশেষ, সকল, সমুদয় (জনসাধারণ, সর্বসাধারণ) ; যাহা সকলের জন্য, আম (সাধারণ পাঠাগার ; সাধারণ সভায় গৃহীত প্রস্তাব) ; বি. সকল নরনারী, আমজনতা (সর্বসাধারণের জন্য) । স্ত্রী. **সাধারণী**—ণ. সকলের উপভোগ্যা (-স্ত্রী) ; সামান্যা । **সাধারণতঃ**—অব্য. সচরাচর, প্রায়শঃ । **সাধারণতন্ত্র**—দেশের সর্বসাধারণের মত অনুসারে পরিচালিত রাজ্য-শাসন-ব্যবস্থা, Republic, Democracy । **সাধারণ ধর্ম**—সকল লোকের আচরণীয় ধর্ম (অহিংসা সত্য অস্তেয় শৌচ ইন্দ্রিয়-সংযম ক্ষমা আর্জব দান ইত্যাদি) ; সাধারণ লক্ষণ ; যাহা তুল্য রূপে আচরণীয় । **সাধারণী স্ত্রী**—বারাঙ্গনা ।

সাধারণ্য—[সাধারণ+য] বি. সাধারণের ধর্ম, যাহা সকলের আছে ; সর্বসাধারণের সমষ্টি, লোক-সমাজ (ব্যাপারটি সাধারণ্যে এখনও অপ্রকাশিত) ।

সাধিকা—বি., ণ. (স্ত্রী) সাধনকারিণী ।

সাধিত—ণ. সম্পাদিত, নিষ্পাদিত ; পরিশোধিত ; প্রমাণসিদ্ধ । [সাধ্+ক্ত] ।

সাধিত্র—[সাধ্+ণিচ্+ত্র] বি. কর্মসম্পাদনের সহায়স্বরূপ যন্ত্র, instrument, tool ।

সাধিষ্ঠ—[সাধু+ইষ্ঠ] ণ. সাধুতম ; অতি ন্যায্য । **সাধীয়ান্** (-য়স্)—[সাধু+ঈয়স্] ণ. সাধুতর ; ন্যায্যতর । (স্ত্রী. **সাধীয়সী**) ।

সাধিষ্ঠান—বি দেহস্থিত ষট্‌চক্রের অন্যতম, স্বাধিষ্ঠান । (ষট্‌চক্র দ্রঃ) ।

সাধু—[সাধ্ (সিদ্ধ করা) + উ] ণ. সৎ ; শোভন, উত্তম, প্রশংসনীয় ; ভদ্র ; মহৎ, ধার্মিক (সাধু ব্যক্তি ; সাধু ব্যবহার ; সাধু প্রচেষ্টা ; সাধুবাদ) ; যোগ্য, নির্দোষ, শিষ্টসম্মত (সাধু প্রয়োগ, সাধু ভাষা) নিপুণ ; সুদখোর ; সৎকুলজাত ; বি. সজ্জন ; বণিক্, সওদাগর ; বুদ্ধ । **সাধুকারী** (-রিন্)—ণ. যে যোগ্যভাবে কাজ করে, নিপুণ । **সাধুখাঁ**—তৈলিকের উপাধি-বিশেষ । **সাধুগিরি**—বি. সাধুতার আড়ম্বর বা ভান । **সাধুতা**—বি. সদাচরণ, ধার্মিকতা, ন্যায়নিষ্ঠা । **সাধুনিগ্রহ**—বি. যে পাত্রের হাতল ধরিবার পক্ষে ভাল ; যাহারা মহৎ ও ধার্মিক তাহাদের উপরে অত্যাচার । **সাধুবাহ**—বি. উত্তম অশ্ব বা যান । **সাধুবাদ**—বি. সাধু সাধু এই ধ্বনি, প্রশংসা । **সাধুবৃত্ত**—বি. সৎকর্ম, সদাচরণ । **সাধুবৃত্তি**—বি. নির্দোষ জীবিকা, সদাচরণ । **সাধুভাষা**—শিষ্টসম্মত ভাষা, সংস্কৃত-শব্দ-বহুল বাংলা ভাষা (বিপ. কথ্য ভাষা বা চলতি ভাষা) । **সাধুশীল**—বি. সচ্চরিত্র । **সাধুসংসর্গ,-সঙ্গ**—বি. সজ্জনের সংসর্গ । **সাধুসম্মত**—ণ. সজ্জনদিগের অনুমোদিত, সমাজের জ্ঞানী ও বিদ্বানদের অনুমোদিত । **সাধু সাবধান**—চারিদিকে অসাধুতার জাল বিস্তৃত হইয়াছে অতএব সাধু যেন সাবধানে থাকে এই সতর্ক বাণী ।

সাধ্য—[সাধ্+য] ণ. সাধনযোগ্য, নিষ্পাদ্য (মাসত্রয়সাধ্য কর্ম) ; শক্য, যাহা করিতে পারা যায় (অন্যের পক্ষে যাহা সাধ্য তুমি তাহা পারিবে না কেন) ; যাহার প্রতিকার সম্ভবপর (শিবের অসাধ্য ব্যাধি) ; প্রতিপাদ্য, অবধার্য ('কৃষ্ণের স্বয়ং ভগবত্ত্ব ইহা হইল সাধ্য'—চৈতন্যচরিতামৃত) ;

বি. (বাং.) সামর্থ্য, যোগ্যতা, ক্ষমতা (সাধ্য কার তার সামনে মুখ তুলে কথা কয়) ; গণদেবতা-বিশেষ। **সাধ্যপক্ষে**—ক্ষমতা থাকা পর্যন্ত (সাধ্যপক্ষে ত্রুটি করিব না)। **সাধ্যমত**—ক্রি.-ণ. যথাসাধ্য, ক্ষমতা অনুসারে। **সাধ্য-সাধনতত্ত্ব**—সাধনার বস্তু কী এবং তাহা লাভের উপায় কি—এই তত্ত্ব। **সাধ্য-সাধনা**—বি. সাধাসাধি, অনুনয়। (সাধনা দ্রঃ)। **সাধ্যাতিরিক্ত, সাধ্যাতীত**—ণ. ক্ষমতায় কুলায় না এমন। **সাধ্যাসাধ্য**—ণ. যাহা সাধ্য এবং যাহা অসাধ্য, সম্ভব-অসম্ভব। **সাধ্যি**—বি. সাধ্য, সম্পাদনের ক্ষমতা। (কথ্য)।

সাধ্বস—[সং.] বি সম্ভ্রম ; ভয়।

সাধ্বী—[সাধু+ঈপ্] ণ , বি. সচ্চরিত্রা, সতী, পতিব্রতা।

সান—বি. শাণ, শান ; সাড়, অনুভবশক্তি।

সানক—শানক দ্রঃ। **সানকি**—শা- দ্রঃ।

সানন্দ—[সহ+আনন্দ, বহুব্রী] ণ. আনন্দযুক্ত, হৃষ্ট (সানন্দ চিত্তে; সানন্দ অভিনন্দন)। (**সানন্দিত** অসাধু)। **সানন্দে**—ক্রি.-ণ আনন্দ সহকারে।

সানা—[সং. সন্নাহ—বর্ম ; শানা—ফা. চিরুণী)] বি. বর্ম ; শানা, তাঁতে বুনিবার চিরুনির মত যন্ত্র-বিশেষ।

সানা—বি ,ক্রি. ছাঁকা ; [হি. সাননা] ময়দা প্রভৃতি জল দিয়া মাখা ও ঠাসা (আটা সানা—বর্তমানে সাধারণতঃ 'আটা ছানা' বলা হয়)।

সানাই—[ফা. শহ্‌নাঈ] শানাই (দ্রঃ)।

সানাকার—বি. যাহারা তাঁতে কাপড় বুনিবার শানা তৈরী করে।

সানি,-নী—[আ. থা'নী] ণ. দ্বিতীয় ; বি. দ্বিতীয়বার কৃত বিচার; পুনর্বিচার, revision। (কথ্য : ছানী)। **সানী করা**—পুনর্বিচারের জন্য প্রার্থনা করা। **সানী বিচার**—পুনর্বিচার। **সানী খোৎবা**—ইমাম একটু বিশ্রাম লইয়া দ্বিতীয়বার যে খোৎবা পাঠ করেন।

সানু—[সন্ (সুখদান করা)+উ] বি. পর্বতের উপরিস্থ সমতল স্থান, গিরিতট। **সানুদেশ**—অধিত্যকা, tableland। **সানুমান্ (-মৎ)**—বি. পর্বত।

সানুকম্প—ণ. অনুকম্পার সহিত, সদয়।

সানুজ—[স+অনুজ] ণ. অনুজের সহিত ; [সানু-জন্+ড] সানুদেশে জাত।

সানুনয়—[বহুব্রী] ণ. সনির্বন্ধ, সবিনয়।

সানুনাসিক—[বহুব্রী] ণ. নাসিকা হইতে উচ্চারিত (বর্ণ) ; নাকীসুর-বিশিষ্ট।

সানুবন্ধ—[সহ+অনুবন্ধ, বহুব্রী] ণ. সানুনয়।

সানুরাগ—[বহুব্রী] ণ. অনুরাগের সহিত, প্রীতি-পূর্ণ। **সানুশয়**—ণ. অনুতাপযুক্ত।

সান্ত—[বহুব্রী] ণ. অন্ত বা শেষ আছে এমন, সসীম (বিপ. অনন্ত); সবর্ণ যাহার অন্তে। [স+অন্ত]।

সান্তর—[বহুব্রী] ণ. অন্তর বা ব্যবধান-বিশিষ্ট; সচ্ছিদ্র। বি. **সান্তরতা**—সচ্ছিদ্রতা, একেবারে গায়ে গায়ে মিলিয়া না যাওয়া, porosity।

সান্তারা—বি. কমলালেবু। [পর্তু. cintra]।

সান্ত্রী—[ইং. sentry] বি. প্রহরারত সৈনিক, সশস্ত্র প্রহরী (তিমির রাত্রি মাতৃমন্ত্রী সান্ত্রীরা সাবধান—নজরুল)। **সিপাহী-সান্ত্রী**—সৈনিক ও প্রহরী অথবা সৈনিক প্রহরী।

সান্ত্বন,সান্ত্বনা—বি. সমাশ্বাসন, প্রিয় বাক্যের দ্বারা মনকে বুঝানো, প্রবোধ, consolation ('সান্ত্বন-বাস দেহ তুলে চক্ষে' ; 'দুঃখতাপে ব্যথিত চিতে নাই বা দিলে সান্ত্বনা'—রবি)। [সান্ত্ব্+অনট্+আপ্]।

সান্দীপনি—শ্রীকৃষ্ণের শিক্ষক মুনি-বিশেষ।

সান্দ্র—[সং] ণ. ঘন, নিবিড়, প্রবৃদ্ধ, প্রগাঢ় (সান্দ্র কুতূহল, সান্দ্র তুষার) ; তরল অথচ গাঢ়, viscous ; মনোজ্ঞ ; বি. বন, অরণ্য। **সান্দ্রীকৃত**—ণ. যাহা নিবিড় করা হইয়াছে।

সান্ধান—ক্রি., বি. সাঁধানো। (পূর্ববঙ্গে গ্রাম্য)। **সান্ধি**—সাঁধি, ফাঁক।

সান্ধিক—[সন্ধা (চোয়ানো)+ইক] বি. শৌণ্ডিক শুঁড়ি ; [সন্ধি+ইক] ণ. যে সন্ধি করে।

সান্ধিবিগ্রহিক—[সন্ধি-বিগ্রহ + ষ্ণিক] বি. সন্ধিবিগ্রহের ভারপ্রাপ্ত সচিব, মহাসান্ধিবিগ্রহিকের সহকারী।

সান্ধ্য—[সন্ধ্যা+ষ্ণ] ণ. সন্ধ্যাকালীন, সন্ধ্যাকাল সম্বন্ধীয় (সান্ধ্য ভ্রমণ ; সান্ধ্য কুসুম ; সান্ধ্যদীপ)।

সান্নিধ্য—[সন্নিধি+ষ্ণ্য] বি. সামীপ্য, নিকটে অবস্থিতি (অধ্যক্ষের সান্নিধ্য)।

সান্নিপাতিক—[সন্নিপাত+ষ্ণিক] ণ. যাহাতে

বাত পিত্ত ও কফের মিলন ঘটিয়াছে ; সাংঘাতিক ; সন্নিবেশের ফলে উদ্ভূত।

সান্বয়—[সব+অন্বয়, বহুব্রী] ণ. অন্বয়সমেত, সকল পদের অন্বয় দেখানো হইয়াছে এমন (সান্বয় টীকা) ; সম্পর্কিত।

সাপ— বি. সর্প, নাগ, ফণী, অহি। **সাপ-খোপ**—সাপ ও তজ্জাতীয় অবাঞ্ছিত জীব। **সাপও মরে লাঠিও না ভাঙ্গে**—যাহাতে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় অথচ বেশি বিপদের ঝুঁকি মাথায় নিতে না হয় তেমন ব্যবস্থা, দুই দিকই বজায় রাখা। **সাপে-কাটা**—ণ. সর্পদষ্ট। **সাপে ছুঁচো গেলা**—নিজেরই ভুলের ফলে বাধ্য হইয়া অনভিপ্রেত কাজ করা ; কিংবা উভয় সঙ্কটে পড়া (সাপ ভুল করিয়া ছুঁচো ধরিলে উহার দুর্গন্ধে মুখ হইতে বাহির করিয়া ফেলিতে চায় কিন্তু সাপের দাঁত ভিতরের দিকে বাঁকানো বলিয়া বাহির করিতে পারে না, সুতরাং বাধ্য হইয়া গিলিতে হয়)। **সাপে-নেউলে**—অহিনকুল-সম্বন্ধ, স্বাভাবিক উৎকট শত্রুতা। **সাপের পাঁচ পা দেখা**—সাপের পা দেখিলে নাকি অসম্ভব ধন-সম্পদ লাভ হয়, (তাহা হইতে) অতিশয় অহঙ্কারী হওয়া বা বাড়াবাড়ি করা। **সাপের হাঁচি বেদে চেনে**—প্রকৃত লক্ষণ অভিজ্ঞ লোকেই বোঝে। **সাপের হাঁড়ি খোলা**—হাঁড়ি দ্রঃ।

সাপট, সাপোট—[আস্ফোট] বি. আস্ফালন, বড়াই (মুখের সাপটে দড় বিপদে অজ্ঞান—হেমচন্দ্র) ; ঝাপটা, তাড়ন (লেজের সাপটে উড়ে পাদপ পাথর—কৃত্তিবাস)। **মুখ সাপট**—মুখজোর।

সাপটা, সাপ্টা—ণ. সবসুদ্ধ, সবকিছু একসঙ্গে, থাউকা (সাপটা রান্না ; সাপটাদরে কেনা—বিভিন্ন জিনিসের আলাদা দাম না ধরিয়া মোটের উপর একটা দাম ধরিয়া দিয়া কেনা ; সাপটা দরে সাৎ করিলে খেতাব সি. এস, আই—হেমচন্দ্র)। **সাপটা রান্না**—সকলের জন্য একধরণের রান্না। **পাটিসাপটা**—যাহা পাটির মত সাপটানো হয়, পিষ্টক-বিশেষ।

সাপটানো—ক্রি., বি. জড়াইয়া রাখা (মাদুরটা সাপটে রাখো) ; জড়াইয়া ধরা, জাপটাইয়া ধরা, দৃঢ়মুষ্টিতে ধরা (সাপটিলা কোপে ফলক—মধু)।

সাপত্ন, সাপত্ন্য—[সপত্ন (শত্রু)+ক, ষ্য অথবা সপত্নী+ক, ষ্য] বি. শত্রু ; শত্রুতা ; সপত্নীতনয়।

সাপরাধ—[বহুব্রী] ণ. অপরাধী, দোষী।

সাপলা—বি. কুমুদ, নালফুল। (প্রাদেঃ)

সাপিণ্ড,-ণ্ড্য—বি. সপিণ্ডতা, দায় অশৌচ ইত্যাদি গ্রহণের উপযোগী জ্ঞাতিত্ব। [সপিণ্ড+ক, ষ্য]

সাপুড়া—বি. সাঁপুড়া (দ্রঃ)।

সাপুড়িয়া, সাপুড়ে—বি. যে সাপের সাঁপুড়া রাখে অথবা সাপ ধরে ও সাপ লইয়া খেলে।

সাপেক্ষ—(বহুব্রী) ণ. অপেক্ষাযুক্ত, সম্বন্ধ-বিশিষ্ট ; নির্ভরশীল, dependent (পরস্পর সাপেক্ষ ; আপনার সম্মতিসাপেক্ষ ; প্রমাণসাপেক্ষ)।

সাফ—[আ. সা'ফ] ণ. পরিষ্কার, পরিচ্ছন্ন, (বাড়ীঘর সাফ রাখা ; নজর বড় সাফ) ; সুস্পষ্ট, অজটিল (সাফ বলে দিয়েছে এসো না ; সাফ জবাব, সাফ লেখা, সাফ দুশমণি) ; নির্বাধ, নিষ্কণ্টক (প্রমোশনের পথ সাফ রাখা ; নরকের পথ সাফ করা) ; অকপট (সাফ দিল ; ভিতরটা ভারি সাফ) ; শর্তহীন, unconditional, absolute (সাফ কোবালা) ; ক্রি.-ণ সম্পূর্ণভাবে, একেবারে ; অন্যের অজ্ঞাতসারে, বেমালুম (সাফ সরে পড়া)। **সাফ বিক্রয়**—সম্পূর্ণ বিক্রয়, শর্তহীন বিক্রয়। **সাফসুৎরা**—ণ. পরিষ্কৃত, পরিচ্ছন্ন (বাড়ীঘর সাফসুৎরা রাখে)।

সাফল্য—[সফল+ষ্য] বি. সফলতা, সার্থকতা (সাফল্য নির্ভর করছে সঙ্কল্পের উপরে)।

সাফা—ণ. সাফ, পরিষ্কৃত (সাফা করা—পূর্ববঙ্গে ব্যবহৃত)। [আ. সাফ]। বি. **সাফাই**—পরিষ্কার করা, পরিচ্ছন্নতা। **সাফাই গাওয়া** বা **সাক্ষী**—অভিযুক্তের নির্দোষতা প্রমাণের সাক্ষী। (গাওয়া—সাক্ষী)। **হাত-সাফাই**—বি. অন্যে ধরিতে বা বুঝিতে পারে না এমন হস্তকৌশল ; কোন কিছু বেমালুম লুকাইয়া ফেলা (খুব হাত সাফাই দেখিয়েছে যা হোক)।

সাবকাশ—[স+অবকাশ, বহুব্রী] ণ. যাহার অবকাশ আছে, অবসরপ্রাপ্ত।

সাবড়ানো—ক্রি., বি. ধ্বংস করা, সাবাড় করা।

সাবধান—[স+অবধান, বহুব্রী] অবহিত, সতর্ক, অপ্রমত্ত, হুঁশিয়ার (সাবধান হওয়া) ; (বাং.) বি. সাবধানতা, হুঁশিয়ারি (সাবধানের মার নেই) ; সতর্কীকরণ সম্বন্ধে উক্তি (সাবধান, আর এক-পাও এগোবে না)। [স+অবধান]। বি. **সাবধানতা**। (বাং) **সাবধানী**—ণ.

অতিরিক্ত সাবধান, calculating (সাধারণতঃ নিন্দার্থে ব্যবহৃত—ওরে সাবধানী পথিক, বারেক পথ ভোলো—রবি)।

সাবন—বি. ত্রিশ অহোরাত্রযুক্ত মাস; দুই সূর্যোদয়ের মধ্যবর্তী অহোরাত্র। [সু+অন]

সাবয়ব—ণ. অবয়ব-বিশিষ্ট। [স+অবয়ব]

সাবরণ—[স+আবরণ] ণ. আবরণযুক্ত; প্রচ্ছন্ন; রুদ্ধ; পর্দানশীন। (বিপ. নিরাবরণ)

সাবর্ণ—বি., ণ. সূর্যপত্নী সবর্ণার গর্ভজাত অষ্টম মনু; রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণের গোত্র-বিশেষ। [সবর্ণা+ষ্ণ]। **সাবর্ণি**—মনু বিশেষ (দক্ষ-, ইন্দ্র-, রুদ্র-)।

সাবলীল—ণ. লীলা বা ক্রীড়াযুক্ত; অনায়াস, স্বচ্ছন্দ, সহজ (রচনার সাবলীল ভঙ্গি)।

সাবহিত—(অসাধু) ণ. সাবধান, অবহিত।

সাবাড়—ণ. নিঃশেষিত, খতম, বিনাশিত (সাবাড় করা; সাবড়ে দেওয়া—অবজ্ঞার্থক)।

সাবান—[আ. সা'বুন, সা'বান; পর্তু. Sabao; ফরাসী. Savon] বি. তেল সোডা প্রভৃতি দিয়া প্রস্তুত একরকম মলশোধক দ্রব্য (সাবান মাখা; সাবান দেওয়া)।

সাবালক—[আ. বালিগ্'] ণ. বয়ঃপ্রাপ্ত, প্রাপ্তব্যবহার। (বিপ. নাবালক)।

সাবাস—শাবাশ দ্রঃ।

সাবিত্রী—[সবিতৃ+ষ্ণ+ঈপ্] বি. সূর্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবী; গায়ত্রী মন্ত্র; ব্রহ্মার পত্নী; মহাভারতের সত্যবান্ রাজার পত্নী (সতীশিরোমণিরূপে পরিকীর্তিতা); যমুনা; সরস্বতী; উমা। **সাবিত্রী-পতিত**—ণ. যথাকালে যে ব্রাহ্মণের উপনয়ন হয় নাই। **সাবিত্রীব্রত**—জ্যৈষ্ঠ মাসের কৃষ্ণা চতুর্দশীতে অনুষ্ঠেয় স্ত্রীলোকদিগের ব্রত-বিশেষ। **সাবিত্রী সূত্র**—গায়ত্রীতে দীক্ষার্থ সূত্র, যজ্ঞোপবীত।

সাবু, সাবুদানা—সাগু (দ্রঃ)।

সাবুদ, সাবুত—[আ. থ'বুত] বি. প্রমাণ; দৃঢ়তা। (বাংলায় সাক্ষী শব্দের সহিত যুক্ত হইয়া ব্যবহৃত হয়—সাক্ষী-সাবুদ যা আছে হাজির কর)।

সাবেক—[আ. সাবিক্'] ণ. পূর্বতন, পূর্বের (সাবেক বাকী; সাবেক কালের লোক)। **সাবেকী**—ণ. সাবেক কালের, আগেকার যুগের (সাবেকী চাল)।

সাবেত, সাবিত—[আ. থা'বিত] ণ. দৃঢ়, সুনিশ্চিত, প্রমাণীকৃত। **সাবেত করা, সাবেত হওয়া**—দৃঢ়ীকৃত হওয়া, প্রমাণিত হওয়া।

সাব্যস্ত—[আ. থা'বিত; সং. স-ব্যবস্থ] ণ. নির্ধারিত, নিরূপিত, স্থিরীকৃত; প্রমাণিত, সুনিশ্চিত (দরদস্তুর সাব্যস্ত করা; সাব্যস্ত হইল সে-ই অপরাধী।

সাভিনিবেশ—[স+অভিনিবেশ] ণ. অভিনিবেশযুক্ত, সমনোযোগ (সাভিনিবেশ পর্যবেক্ষণ)।

সাভিলাষ—[স+অভিলাষ] ণ. অভিলাষী, ইচ্ছুক; অনুরক্ত।

সাম (-মন্)—[সো (পাপ ও বিরোধ নাশ করা) +মন্] তৃতীয় বেদের নাম; সামগান; প্রিয়বচন (যাহার দ্বারা পতি মানিনী স্ত্রীর মান ভঙ্গ করে); শত্রুর সহিত মৈত্রীমূলক সন্ধি (সাম-দান-ভেদ-দণ্ড)। **সামগ**—ণ. যে ব্রাহ্মণ সামগান করে। (স্ত্রী. **সামগী**)। **সামগর্ভ**—বি. নারায়ণ।

সামগ্রিক—[সমগ্র+ষ্ণিক, অশুদ্ধ] ণ. সমগ্র, total.

সামগ্রী—[সমগ্র+ষ্ণ+ঈপ্] বি. (সং) সাকল্য; বস্তুসমূহ; (বাং) বস্তু, দ্রব্য (খাদ্যসামগ্রী; আদরের সামগ্রী)। গ্রাম্য—সামিগ্গীর, সামিগ্গীরি—উপাদেয় বস্তু, মিষ্টান্ন (কি এমন সামিগ্গীর নিয়ে এসেছ; মিঠাই-সামিগ্গীরি)।

সামগ্র্য—[সমগ্র+ষ্ণ্য] বি. সমগ্রতা, সাকল্য; কারণসমূহ; দলবল; ভাণ্ডার। **সামগ্র্যমতি**—সমগ্রতাবোধ।

সামঞ্জস্য—[সমঞ্জস+ষ্ণ্য] বি. ঔচিত্য, সমীচীনতা; সঙ্গতি, মিল।

সামনা—[হি.] বি. সম্মুখ, সম্মুখের দিক (**সামনা করা**—সম্মুখবর্তী হওয়া, প্রতিস্পর্ধী হওয়া, মোকাবেলা করা)। **সামনাসামনি**—ক্রি.-ণ. মুখোমুখি, সম্মুখবর্তী হইয়া (সামনা-সামনি জবাব দেওয়া)। **সামনে**—সম্মুখে (সামনে পড়া; সামনে দেখা)।

সামন্ত—[সমন্ত+ষ্ণ] বি. সমীপস্থ রাজা; সীমান্ত দেশ অথবা সীমান্তবাসী, প্রতিবেশী; প্রধান প্রজা, মণ্ডল; অধীন বা করদ রাজা; নায়ক; উপাধি-বিশেষ। **সামন্তচক্র**—সামন্ত রাজারা। **সামন্তেশ্বর**—সম্রাট্।

সামবায়িক—[সমবায়+ষ্ণিক] ণ. সমবায় সম্বন্ধীয়; সমবায়-বিশিষ্ট; বি. দলপতি; মন্ত্রী।

সামবেদ—বি. দ্বিতীয় বেদ। (সাম দ্রঃ)।

সাময়িক—[সময়+ষ্ণিক] ণ. নির্দিষ্ট সময়ে প্রকাশিত হয় এমন (সাময়িকপত্র); সময়-বিষয়ক, কালীন; কালোচিত, সময়োপযোগী (সাময়িক ব্যবস্থা); অল্পকালস্থায়ী। (বিপ. চিরন্তন)। **সাময়িকী**—বি. কালোপযোগী বিষয়, বর্তমানে যাহা ঘটিয়াছে সেই প্রসঙ্গ।

সামরিক—[সমর+ষ্ণিক] ণ. সমর সম্বন্ধীয়; সমরে ব্যবহার্য (সামরিক আইন,—পোত,—বিচারালয়; সামরিক কৌশল); যুদ্ধপটু (সামরিক জাতি)।

সামর্থ্য—[সমর্থ+ষ্য] বি. শক্তি, ক্ষমতা, যোগ্যতা (সামর্থ্যে কুলাইল না); শব্দের প্রতিপাদ্য।

সামলানো—[হি. সম্‌হাল্‌না] ক্রি., বি. সংবরণ করা, রোধ করা (রাগ, চোখের জল—); সংযত করা, বাগ মানানো (ছেলে, মুখ—); ঠিক অবস্থায় রাখা, নষ্ট হইতে বা হারাইয়া যাইতে বা বিশৃঙ্খল হইতে না দেওয়া (ঘর, টাকা, কোঁচা—); কাটাইয়া ওঠা, পার হওয়া (ধাক্কা, টাল—)। **কাপড় সামলানো**—কাপড় খুলিয়া পড়িতে না পারে সেই জন্য তাহা চাপিয়া ধরা; আলুথালু বেশ সংযত করিতে চেষ্টা করা।

সামসময়িক—ণ. সমসাময়িক-এর শুদ্ধ রূপ।

সামাজিক—[সমাজ+ষ্ণিক] ণ. সমাজ সম্বন্ধীয়, সমাজের জন্য কল্যাণকর (অসামাজিক কার্যকলাপ); সমাজে অর্থাৎ সঙ্ঘবদ্ধভাবে বাস করে এমন (সামাজিক জীব); সমাজে প্রচলিত (সামাজিক প্রথা); মিশুক; সহৃদয়, রসজ্ঞ; বি. সমাজের সভ্য। বি. **সামাজিকতা**—লোকজনের সহিত হৃদ্যতাপূর্ণ ব্যবহার; লৌকিকতা, ব্যাভার। **সামাজিক মৃত্যু**—জীবিত থাকা সত্ত্বেও সামাজিক ক্ষেত্রে আদান-প্রদানের বিলোপ (কারাবাসের জন্য অথবা দেশ হইতে বহিষ্করণের জন্য)।

সামান্তরিক—[সমান্তর+ষ্ণিক] বি. বিপরীত ধারগুলি সমান্তর এমন চতুষ্কোণ ক্ষেত্র, parallelogram।

সামান্য—[সমান+ষ্য] ণ. সাধারণ, বৈশিষ্ট্যহীন; যাহা সকলেরই আছে এমন (বিপ. বিশেষ। অলোকসামান্য রূপরাশি); নগণ্য, অকিঞ্চিৎকর (সামান্য আয়, সামান্য লোক; সামান্য একটু লেগেছে); বি. সাধর্ম্য, সাধারণ লক্ষণ সমূহ; অর্থালঙ্কার-বিশেষ। স্ত্রী. **সামান্যা**—সাধারণী; বি. বারবনিতা। **সামান্যতঃ**—সাধারণতঃ। **সামান্যীকরণ**—সাধারণ নামে অভিহিত করা; সাধারণ লক্ষণকে প্রাধান্য দেওয়া, generalization।

সামাল—বি. সামলানো, ঠেক (—দেওয়া,—করা); [হি. সাম্‌হালো] ক্রি. সাবধান হও ('সামাল সামাল রব উঠেছে')। ক্রি. **সামলানো**। **সামাল দেওয়া**—সামলানো (এত বড়-ঘরের মেয়ে এনে সামাল দিতে পারবে ত)।

সামি—[সং.; তুলনীয় Lat. semi] অর্ধ, কিয়দংশ। **সামিকৃত**—ণ. যাহার অর্ধেক বা কিয়দংশ সম্পাদিত হইয়াছে)।

সামিয়ানা, সামিল—শা- দ্রঃ।

সামীপ্য—[সমীপ+ষ্য] বি. নৈকট্য, সান্নিধ্য।

সামুদ্র—[সমুদ্র+ষ্ণ] ণ. সমুদ্রজাত, সমুদ্র সম্বন্ধীয়; বি. সমুদ্র লবণ; সমুদ্র-ফেন; দেহস্থ চিহ্নের সাহায্যে যে শাস্ত্র শুভাশুভ নির্ণয় করিতে চেষ্টা করে; সমুদ্রযাত্রী। **সামুদ্রক**—বি. হস্তাদির রেখার সাহায্যে শুভাশুভ নিরূপক গ্রন্থ। **সামুদ্রিক**—বি. সমুদ্রশাস্ত্রবেত্তা, দৈবজ্ঞ; সামুদ্র বিদ্যা, palmistry; ণ. সমুদ্র-সম্বন্ধীয় (সামুদ্রিক দস্যু; সামুদ্রিক মৎস্য)।

সামূহিক—[সমূহ+ষ্ণিক] ণ. সমষ্টিগত, collective।

সাম্পান—শাম্পান দ্রঃ।

সাম্প্রতিক—[সম্প্রতি+ষ্ণিক] ণ. অধুনাতন, উপস্থিত সময়ের, ইদানীন্তন।

সাম্প্রদায়িক—[সম্প্রদায়+ষ্ণিক] ণ. সম্প্রদায়গত, দলগত, সম্প্রদায়ের স্বার্থের দিকে বেশি মনোযোগী (সাম্প্রদায়িক স্বার্থবুদ্ধি)। বি. **সাম্প্রদায়িকতা**।

সাম্য—[সম+ষ্য] বি. সমতা, তুল্যতা; সমদর্শিতা, চিত্তের রাগদ্বেষাদিরহিত ভাব। **সাম্যবাদ**—সম্পত্তি ও সুযোগ সুবিধার ব্যাপারে সকলের সমান অধিকার এই মতবাদ (সাম্যবাদের কবি)। **সাম্যবাদী** (-দিন্)—ণ. সাম্যবাদে বিশ্বাসী, socialist, communist। **সাম্যাবস্থা**—চিত্তের অবিচলিত ভাব।

সাম্রাজ্য—[সম্রাজ্‌+ষ্য] বি. সম্রাটের শাসনাধীন রাজ্য; সার্বভৌমত্ব। **সাম্রাজ্যবাদ**—অধীন রাজ্যসমূহের অপেক্ষা সাম্রাজ্যের স্বার্থ অগ্রগণ্য এই মতবাদ, imperialism.

সায়—[সো (নাশ করা)+ঘঞ্] বি. অবসান, শেষ, সাঙ্গ (পালা হল সায়)।

সায়—বি. সমর্থন, স্বীকৃতি, সম্মতি (তখন সবাই সায় দিয়েছিলো; মন সায় দেয় না)। [বাং]

সায়ংকাল—বি. সন্ধ্যাকাল। [সং]। ণ. **সায়ংকালীন**—সন্ধ্যাকালীন। **সায়ংকৃত্য**—বি. সন্ধ্যাকালের করণীয় সন্ধ্যাবন্দনাদি। **সায়ংসন্ধ্যা**—সন্ধ্যাকালের উপাসনা।

সায়ক—[সো+অক] বি বাণ, শর (কুসুম সায়ক); খড়্গ। [শতাব্দীর লোক)।

সায়ণ,-ন—বেদের বিখ্যাত টীকাকার (চতুর্দশ

সায়ন—[স+অয়ন] ণ. (জ্যোতিষে) গ্রহাদির গতি হিসাবে ধরিয়া কৃত (—গণনা বিপ. নিরয়ণ); বি. গ্রহাদির বিষুবলম্ব, declination।

সায়ন্তন—[সায়ম্+তন] ণ. সায়ংকালীন।

সায়বানা—বি. শামিয়ানা। [ফা.]

সায়ম্—[সং.; ফা শাম] বি. সায়ংকাল।

সায়র—[সাগর] বি. সরোবর, জলাশয়। (সাধারণতঃ কাব্যে ব্যবহৃত)। [ঘাগরা-বিশেষ।

সায়া—[পো. Saia] বি. শাড়ীর নীচে পরা

সায়াহ্ন—[সায়+অহ্ন] বি. দিনের পাঁচ ভাগের শেষ ভাগ, সন্ধ্যা। **সায়াহ্নকৃত্য**—সন্ধ্যাহ্নিক।

সাযুজ্য—[সযুজ্+ষ্য] বি সহযোগ; অভেদ (ব্রহ্মসাযুজ্য—ব্রহ্মের সহিত অভেদ ভাব, পঞ্চবিধ মুক্তির একতম (সার্ষ্টি দ্রঃ)।

সায়ুধ—[স+আয়ুধ] ণ. সশস্ত্র।

সায়েব—সাহেব-এর কথ্য রূপ।

সায়েস্তা—শায়েস্তা দ্রঃ।

সার—[সৃ (গমন করা)+ঘঞ্] বি. সর্বোত্তম অংশ (দুধের সার সর); সংক্ষেপ, নির্ষ (সংক্ষিপ্তসার); বৃক্ষাদির মজ্জা, শাঁস; দৃঢ় অংশ; নির্যাস (সর্জসার); দুধের সর; তেজ, বীর্য; জমির উর্বরতা বাড়ায় এমন জিনিস, পচা গোবর ইত্যাদি; শ্রেষ্ঠ বলিয়া বোধ (অভয় চরণ সার করেছি); একমাত্র অবলম্বন (বাক্য মাত্র সার); সব গিয়া যাহা আছে তাহা (কঙ্কালসার); ণ. শ্রেষ্ঠ, উৎকৃষ্ট (সারবস্তু); সংক্ষিপ্ত (সার কথা); আসল, প্রকৃত, মূল (সার তত্ত্ব); ঠিক, সঠিক (সার উত্তর); বৃথাই করা হইল এমন (দৌড়াদৌড়িই সার হইল, কাজ হইল না)। **সারকুড়**—যেখানে গোবর জমাইয়া সার করা হয়। **সারকচু**—মানকচু। **সার খদির**—বিট্‌খদির। **সারগন্ধ**—(উৎকৃষ্ট গন্ধ যাহার) চন্দন। **সারগর্ভ**—ণ. যাহার ভিতরে সার আছে, মূল্যবান্। **সারগুড়**—যে গুড়ে মাত নাই। **সারগ্রাহী** (-হিন্)—ণ. মর্মগ্রাহী, তত্ত্বজ্ঞ,রসজ্ঞ।

সার—বি. সারি, পঙ্‌ক্তি (সার দেওয়া, সার করে বসা)। (কথ্য)।

সারক—[সৃ+ণিচ্+ণক] ণ. রেচক, ভেদক।

সারগম—সারিগামা ইত্যাদি সপ্ত স্বর (সারগম সাধা)।

সারঙ্গ—[সৃ+অঙ্গচ্] ণ.,বি. বিচিত্র বর্ণ; চিত্রমৃগ; মুনি; হস্তী; ময়ূর; চাতক; সিংহ; পদ্ম; চন্দন; ভ্রমর; মেঘ; পৃথিবী; বাদ্য যন্ত্র-বিশেষ; রাগিণী-বিশেষ। **সারঙ্গাক্ষ**—ণ. হরিণলোচন। **সারঙ্গধর**—বি. বিষ্ণু।

সারঙ্গ, সারং—সারেং দ্রঃ।

সারঙ্গী—প্রাচীন বাদ্যযন্ত্র বিশেষ, সারিন্দা (সুর বেঁধে বীণ সারেঙ্গীতে খুবসে শীরীণ শরাব পিও —নজরুল)।

সারণ—[সৃ+ণিচ্+অনট্] ণ. মল নিঃসারক; বি. অতিসার; অপসারণ, চালন। **সারণি,-ণী**—ক্ষুদ্র নদী; তালিকা, table। **সারণিক**—পথিক।

সারথি—[সহ+রথ+ই] বি. রথচালক; নেতা (সাহিত্যসারথি)। বি. **সারথ্য**—রথাদি চালন, নেতৃত্ব, সাহায্য। [দুর্গা।

সারদা—(যিনি সার দান করেন) বি. সরস্বতী;

সারদ্রুম—বি. খদির বৃক্ষ। [সং.]

সারবত্তা—[সারবৎ+তা] বি. সার আছে এমন অবস্থা; উৎকর্ষ। [দাঁড়িয়েছে)।

সারবন্দি,-ন্দী—ণ. শ্রেণীবদ্ধ (সারবন্দি হয়ে

সারবান্(-বৎ)—ণ. যাহার ভিতরে সারবস্তু আছে, সারগর্ভ, মূল্যবান্। **সারভূত**—ণ. সার বা শ্রেষ্ঠ অংশরূপে পরিগণিত। **সারমাটি**—গোবর প্রভৃতি যাহা সারে পরিণত হইয়া মাটির মত দেখায়। [কুকুর। স্ত্রী. **সারমেয়ী**।

সারমেয়—[সরমার (কুকুরীর) অপত্য] বি.

সারলোহ—বি. ইস্পাত। [সং]

সারল্য—[সরল+ষ্য] বি. সরলতা, অকপটতা।

সারস—[সরস্+অ] বি. জলচর পক্ষী-বিশেষ, হংস; চন্দ্র; পদ্ম; ণ. সরোবর-সম্বন্ধীয়। স্ত্রী. **সারসী**। [সমূহের চয়ন।

সার-সংগ্রহ—বি. শ্রেষ্ঠ অংশসমূহের বা শ্রেষ্ঠ বস্তু

সারসন—বি. স্ত্রীলোকের কটিভূষণ, চন্দ্রহারাদি ; পুরুষের কটি বন্ধন। [সং.]

সারস্বত—[সরস্বতী+অ] ণ. সরস্বতী সম্বন্ধীয় ; বিদ্বান্ (সারস্বত সমাজ) ; বি. সরস্বতী নদীর তীরস্থ দেশ, দিল্লীর উত্তর-পশ্চিম অঞ্চল-বিশেষ ; সেই অঞ্চলের ব্রাহ্মণ ; সরস্বতী নদী হইতে উৎপন্ন মুনি-বিশেষ ; সংস্কৃত ব্যাকরণ-বিশেষ ; বেলগাছ হইতে প্রস্তুত যষ্টি ; কল্প-বিশেষ। স্ত্রী. **সারস্বতী**। **সারস্বতী বৃত্তি**—বিদ্যানুশীলনের জীবন ; বিদ্যা আলোচনার জন্য বৃত্তি।

সারহীন—ণ. অসার, বাজে, অন্তঃসারশূন্য।

সারা—ক্রি. মেরামত করা (ঘর সারা) ; সংশোধন করা (ভুল সারা) ; আলুথালু ভাব সংশোধন করা, সামলানো (কাপড় সারা ; সেরে কথা বলতে জানে না) ; সমাপ্ত করা (কাজ সারা) ; পণ্ড করা (এই রে সেরেছে ; দফা সারা) ; সর্বস্বান্ত করা (ঘোড়-দৌড়ের নেশাই তাকে সেরেছে) ; অক্ষত থাকা, নিস্তার পাওয়া (বাপ মা বড় সারা সেরেছে, তাদের মৃত্যুর দুবৎসরের মধ্যেই পর পর দুটি ছেলে মারা গেল) ; রোগমুক্ত হওয়া (অনেক দিন ভুগে তবে সেরেছে) ; সরাইয়া ফেলা, লুকানো (মাল কি আর পাওয়া যাবে সব এতক্ষণে সেরে ফেলেছে) ; ণ. শেষ (কাজ হয়ে গেছে সারা—রবি) ; পরিশ্রান্ত, প্রাণান্ত (ভেবে ভেবে সারা ; নবীন ধান্য দুলে দুলে সারা—রবি) ; নষ্ট, পণ্ড (তার দফা সারা)।

সারা—[হি. সারা ; সং. সর্ব] ণ. সর্ব, সমগ্র, তামাম (সারা দুনিয়া ; সারাদিন ; 'সারা প্রাণ ঢালি দিয়া' ; সারাক্ষণ—সমস্ত সময়)। **সারা কালি**—সমগ্র জমির কালি বা পরিমাণ।

সারাণী ভাঁটা—ভাঁটার শেষ অবস্থা।

সারানো—ক্রি., বি. মেরামত করানো ; রোগমুক্ত করানো বা করা (রোগ সারানো) ; দুরস্ত করা (সব বাঁদরামি দুদিনেই সারাতে পারি)।

সারাৎসার—ণ., বি. সারেরও সার, শ্রেষ্ঠতম, পরমতত্ত্ব (তুমি সারাৎসার)।

সারাল,-লো—ণ. সারবান্, মূল্যবান্ ; সারী (সারালো কাঠ)।

সারি—বি. সার, পঙ্ক্তি, শ্রেণী ; শারিগান।

সারি—[সৃ+ণিচ্ (গমন করানো)+ই] বি. পাশা। **সারিফলক**—বি. পাশার ছক।

সারিক—বি. শালিক। [সং.]। স্ত্রী. **সারিকা**।

সারিগামা—সারেগামা ইত্যাদি স্বর (সারিগামা সাধা)। [সারিন্দে]।

সারিন্দা—বি. বাদ্য-বিশেষ, সারেঙ্গী (গ্রাম্য—

সারী—ণ. সারযুক্ত (সারীকাঠ)। [সার+(বাং)ঈ]।

সারী—[সারি+ঈপ্] বি. স্ত্রী-শালিক ; শুকী।

সারূপ্য—বি. তুল্যত্ব, সাদৃশ্য ; পঞ্চবিধ মুক্তির অন্যতম (আরাধ্য দেবতার সহিত আরাধকের সমান-রূপত্ব। সাষ্টি দ্রঃ)। [সরূপ+ষ্য]।

সারেং, রেঙ্—[ফা. সরহঙ্গ] বি. স্টীমারের বা জাহাজের পরিচালক, জাহাজের মাঝি।

সারোদ্ধার—[সার+উদ্ধার] বি. সংক্ষিপ্ত সারকথা, আসল কথা (বর্তমানে অপ্রচলিত)।

সার্কাস—[ইং. circus] বি. মানুষের ও পশুর নানা ধরণের চমকপ্রদ খেলা দেখাইবার ব্যবস্থা বা স্থান।

সার্জ—[ইং. serge] বি. পশমী বস্ত্র-বিশেষ।

সার্জন—[ইং. surgeon] বি. অস্ত্র-চিকিৎসক। **সিভিল সার্জন**—জেলার সর্বপ্রধান সরকারী চিকিৎসক)।

সার্জেণ্ট—[ইং. sergeant] বি. উচ্চশ্রেণীর পুলিশ প্রহরী-বিশেষ। (এই অর্থে 'সারজন' বা 'সার্জন' লেখা ঠিক নয়)।

সার্ট, শার্ট—[ইং. shirt] বি. একরকম জামা (হাফসার্ট)।

সার্টিফিকেট—[ইং. certificate] বি. শিক্ষালাভ সম্পর্কে প্রমাণপত্র ; প্রশংসাপত্র।

সার্থ—[সৃ+ণিচ্+থন্] সমূহ, দল ; বণিক্‌সমূহ ; জন্তুসমূহ ; [সহ+অর্থ] ণ. অর্থবিশিষ্ট। **সার্থপতি**—বি. বণিক্‌দের অধ্যক্ষ। **সার্থবাহ**—বি. বণিক্ ; বণিকের দল ; বণিক্‌দের অধ্যক্ষ ; পথপ্রদর্শক। **সার্থহা (-হন্)**—বি. বণিক্-হন্তা, দস্যু।

সার্থক—[সহ+অর্থ+ক] ণ. সফল, কৃতার্থ (জীবন সার্থক হলো) ; অন্বর্থ, প্রকৃত-অর্থ-যুক্ত (বাপ-মা সার্থক নাম রেখেছিলেন মধু)। **সার্থকনামা (-মন্)**—ণ. নামের সহিত যাহার আচরণের সঙ্গতি রহিয়াছে।

সার্ধ—[সহ+অর্ধ] ণ. অর্ধযুক্ত, সাড়ে (সার্ধ পঞ্চবিংশতি)।

সার্ব—[সর্ব+অ] ণ. সর্বসম্বন্ধীয় ; সর্বহিতকর ; বি. বুদ্ধ। **সার্বকালিক**—[সর্বকাল+ষ্ণিক] ণ. যাহা সকলকালে জন্মে, নিত্য ; সর্বকাল-

সম্বন্ধীয়। **সার্বজনীন**—ণ. সর্বজনের প্রয়োজনীয় বা উপযুক্ত; সর্বসাধারণের জন্য অনুষ্ঠিত; সর্বলোকবিদিত। **সার্বজাতিক**—ণ. সর্বজাতি-ঘটিত, International। **সার্বত্রিক**—ণ. সর্বত্রব্যাপী; সকল স্থানের উপযুক্ত। **সার্বধাতুক**—ণ. সর্বধাতুসম্বন্ধীয়। **সার্ববিভক্তিক**—ণ. সর্ব বিভক্তিসম্বন্ধীয়, সর্ব বিভক্তিজাত। **সার্ববিদ্য**—ণ. সমুদয় বেদ-বেত্তা (ব্রাহ্মণ)। **সার্বভৌম**—ণ. সমুদয় ভূমির অধীশ্বর; সর্বদেশব্যাপী (সার্বভৌম কর্তৃত্ব); বি. উত্তর দিকের দিগ্‌গজ; কুবেরের হস্তী; ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের উপাধি। **সার্বলৌকিক**—ণ. সর্বত্র প্রসিদ্ধ; সর্বলোক-সম্বন্ধীয়।

সার্ভে—[ইং. survey] বি. জরীপ (সার্ভে করা; সার্ভে পার্টি)। **সার্ভেয়ার**—[ইং. surveyor] বি. জরীপকারী কর্মচারি-বিশেষ, আমিন।

সার্ষপ—[সর্ষপ+ষ্ণ] ণ. সরিষার (সার্ষপ তৈল)।

সার্ষ্টি—[স+ঋষ্টি] বি. ঈশ্বরের মতন ঐশ্বর্য লাভ, পঞ্চবিধ মুক্তির অন্যতম (সার্ষ্টি সালোক্য সারূপ্য সাযুজ্য নির্বাণ; 'শাক্তের সার্ষ্টি', যোগীর নির্বাণ)।

সার্সী—শার্সি। **সাল**—শাল দ্রঃ।

সাল—[ফা.] বি. বৎসর; বজাব্দ (সম্রাট্‌ আকবর কর্তৃক প্রবর্তিত)। **সালগুজশ্‌তা**—বি. গত বৎসর। **সালতামামি**—বৎসরের শেষে প্রস্তুত হিসাব-নিকাশ বা বিবরণ। **সালতামামী কবচ**—বাৎসরিক খাজনার দাখিলা।

সালঙ্কার—[সহ+অলঙ্কার] ণ. গহণা-পরা (স্ত্রী. সালঙ্কারা। সালঙ্কারা কন্যা); উপমাদি-বিশিষ্ট (সালঙ্কার বর্ণনা)। [দ্রঃ।

সালতামামি—সাল দ্রঃ। **সালতি**—শালতি

সালন—[হি. সালন; সং. স-লবণ] বি. রন্ধিত ব্যঞ্জন, ছালন। (গ্রাম্য. সালুন)। **সালুন-চাখা**—ণ. (যে বিভিন্ন বাড়ীতে সালন চাখিয়া বেড়ায়) কোনখানেই নিষ্ঠার সহিত লাগিয়া থাকে না এমন। (অবজ্ঞার্থক)।

সালবোট—[স্পেন, salva; ইং. salver] বি. ধাতুনির্মিত-বারকোশ।

সালবমিছরী—[ফা. সা'লব্‌-ই-মিস্‌'রী] বি. ঈষৎ মিষ্ট মূল-বিশেষ।

সালসা—[পর্তু. salsa] বি. রক্তশোধক ও বলবর্ধক ঔষধ-বিশেষ।

সালাদ—[ইং. salad] বি. সালাদ পাতা (বিদেশী শাক-বিশেষ); সালাদপাতা টমেটো শসা প্রভৃতি একসঙ্গে কুচাইয়া তৈয়ারী কাঁচা খাদ্য বিশেষ।

সালাম—[আ সালাম=শান্তি] বি. মুসলমানী শিষ্টাচারমূলক 'আস্‌সালামো আলায়কুম্‌' এই বাণী উচ্চারণ; মুসলমানী নমস্কার, আদাব; শ্রদ্ধা-জ্ঞাপনার্থ গুরুজনের পদচুম্বন বা পাদস্পর্শ (তোমার আম্মাকে সালাম করে এসেছ তো); সেলাম দ্রঃ।

সালামত—[আ.] বি. নিরাপত্তা; মঙ্গল। **জান সালামতে থাকা**—স্বাস্থ্য ও নির্বিঘ্নতা ভোগ করা। (গ্রাম্য)। **সহি সালামতে থাকা**—নিরাপত্তা ভোগ করা। **সালামতি**—বি. সালামত, নিরাপত্তা, শান্তি।

সালামি—বি. শ্রদ্ধাজ্ঞাপক উপহার, নজর, সেলামি।

সালিক—শালিক। [বার্ষিক বৃত্তি।

সালিয়ানা—[ফা. সালীয়ানা] ণ. বার্ষিক; বি.

সালিস—[আ. ধা'লিথ্‌'] বি. মধ্যস্থ (সালিশ মানা)। ণ. **সালিসী**—সালিসের দ্বারা মীমাংসিত। **সালিসি**—বি. মধ্যস্থতা। **সালিসনামা**—বি. মধ্যস্থতা-বিষয়ক দলিল, মধ্যস্থের রায়। **সালিসী ফয়সালা**—বি. মধ্যস্থের দ্বারা নিষ্পত্তি। [জন্য)।

সালু—বি. লাল সূতী কাপড়বিশেষ (প্রায়ই লেপের

সালোক্য—[সলোক+ষ্য] বি. ঈশ্বরের বা ইষ্টদেবতার সহিত একলোকে বাস, পঞ্চবিধ মুক্তির অন্যতম (সার্ষ্টি দ্রঃ)।

সাশ্রয়—বি. ব্যয়লাঘব, খরচ কম পড়া। [বাং]

সাশ্রু—[সহ+অশ্রু] ণ. অশ্রুপূর্ণ (সাশ্রুনয়না; সাশ্রুনয়নে)।

সাষ্টাঙ্গ—[সহ+অষ্টাঙ্গ] ণ. অষ্ট অঙ্গের সহিত কৃত। **সাষ্টাঙ্গ প্রণাম**—জানু পদ হস্ত বক্ষ বুদ্ধি শির বাক্য এবং চক্ষু, অথবা দুই হস্ত হৃদয় কপাল দুই জানু এবং দুই চরণ এই সব অঙ্গের সাহায্যে নিষ্পন্ন প্রণিপাত।

সাস, সাসু—[হি.] শাশুড়ী। (কোন কোন অঞ্চলে নারীভাষায় ব্যবহৃত)।

সাস্না—[সং.] বি. গরু ইত্যাদির গলকম্বল।

সাহঙ্কার—[স+অহঙ্কার] ণ. অহঙ্কৃত, গর্বিত।

সাহচর্য—[সহচর+ষ্য] বি. সঙ্গ, সংসর্গ, সহচরত্ব।

সাহজিক—[সহজ+ষ্ণিক] ণ. স্বাভাবিক, অকৃত্রিম ('সাহজিক প্রীতি')।

সাহস—[সহস্ (বল)+অ] বি. (বাং) অন্তঃকরণের বিক্রম, নির্ভীকতা; উৎসাহ; স্পর্ধা, ধৃষ্টতা (বাপের মুখের ওপর কথা বলবার সাহস); (সং) সহসাকৃত কর্ম; অনৌচিত্য; বলপূর্বক কৃত দুষ্কর্ম (নরহত্যা, চৌর্য, পরদারাভিমর্ষণ, পারুষ্য এবং অনৃত); দণ্ড, শাস্তি, জরিমানা (সার্ধদ্বিশত পণ প্রথম সাহস; পঞ্চশত পণ মধ্যম সাহস; সহস্র পণ উত্তম সাহস; মতান্তরে ১০৮০ পণ উত্তম সাহস, তদর্ধ মধ্যম, তদর্ধ অধম)। **সাহসভাঙ্গা,-ভা**—ণ. যাহার সাহস বা উৎসাহ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। **সাহসিক, সাহসী** (-সিন্) —ণ. হঠকারী, অবিমৃশ্যকারী; নির্ভীক; বলপূর্বক দুষ্কৃতকারী (দস্যু পারদারিক প্রভৃতি)।

সাহা—বি. ব্যবসায়ী জাত-বিশেষ ও তাহার পদবী (কথ্য: সা, সাউ)।

সাহাবা—[আ. আস্'হা'ব শব্দের বহুবচন] বি. সঙ্গিগণ; সভাসদ্‌গণ; হজরত মোহাম্মদের সঙ্গিগণ। **সাহাবী**—সাহাবা।

সাহায্য—[সহায়+ষ্য] বি. সহায়তা, আনুকূল্য।

সাহারা—[আ. সাহ্'রা—মরুভূমি] বি. আফ্রিকার প্রসিদ্ধ মরুভূমি ('চেরাপুঞ্জির থেকে একখানা মেঘ ধার দিতে পারো গোবি সাহারার বুকে?') মরুভূমি।

সাহিত্য—[সহিত+ষ্য] বি. সংসর্গ, মিলন (সাহিত্য ও পার্থক্য); (যাহা অলঙ্কার ব্যাকরণ ও ছন্দের সহিত গঠিত হয়) মানুষের চিন্তার লিখিত রূপ, কবিতা উপন্যাস নাটক সন্দর্ভ প্রভৃতি; এক শ্রেণীর বইয়ের বা রচনার সমষ্টি, তাবৎ গ্রন্থ (অনুবাদ সাহিত্য, বৈজ্ঞানিক সাহিত্য; দার্শনিক সাহিত্য; ধর্ম সাহিত্য)। **সাহিত্যচর্চা**—কাব্য উপন্যাস নিবন্ধাদি পাঠ ও রচনা। **সাহিত্য-জগৎ**—সাহিত্যে বর্ণিত ভাব-কল্পনা; সাহিত্যিকদের সমাজ। **সাহিত্যরথী** (-থিন্) —বি. বড় লেখক। **সাহিত্য সেবা**—গ্রন্থরচনা ইত্যাদি দ্বারা সাহিত্যের পুষ্টি সাধন। **সাহিত্যসেবী** (-বিন্)—সাহিত্যের রচয়িতা। **সাহিত্যিক**—ণ. সাহিত্যবিষয়ক; বি. সাহিত্যসেবী, লেখক।

সাহু—[সং. সাধু] ণ. ব্যবসায়ী, মহাজন। **সাহুকার**—মহাজন; সম্পদশালী ব্যক্তি। বি. **সাহুকারি**—মহাজনি; সুদের কারবার। সাউকার দ্রঃ।

সাহেব—[আ. সা'হি'ব] বি. প্রভু, কর্তা (সাহেব বিবি—কর্তাগিন্নি); সম্মানিত ব্যক্তি, মহাশয় (শাহ্ সাহেব; হেড্ মাষ্টার সাহেব; রাজাসাহেব); বাবু বা মিষ্টার (রহমান সাহেব; ঘোষ সাহেব); ইউরোপীয় ভদ্রলোক বা বিলাতের চালচলনের অনুকরণকারী ব্যক্তি; অফিসের কর্তস্থানীয় ব্যক্তি (বড় সাহেব, ছোট সাহেব); ণ. বিলাতী ভাবাপন্ন, সাহেবী চালে চলে এমন (তিনি তখন ঘোর সাহেব)। (বাবু দ্রঃ)। (স্ত্রী. **সাহেবা**; বিবি; মেম)। **সাহেবসুবো**—পদস্থ ইংরেজ কর্মচারী (সাহেবসুবোদের বাগাতে জানে)। **সাহেবান**—(সাহেব শব্দের বহুবচন) মহাশয়গণ। **সাহেবি**—বি. ইউরোপীয় চালচলন; ইউরোপীয় ধরণের বিলাসিতা। **সাহেবিয়ানা** —বি. ইউরোপীয় ধরনের শৌখীনতা; সাহেবী চাল-চলন। **সাহেবী**—ণ. ইয়োরোপীয় ধরণের (সাহেবী কেতা)। **সাহেবী বাংলা**—ইউরোপীয়দের বিকৃত উচ্চারণ-যুক্ত বাংলা।

সিউলি—বি. শিউলি; (প্রাদেশিক) যাহারা খেজুরের গাছ কাটিয়া গুড় তৈরি করে ('সিওলী' বা 'সিয়লী'-ও বলা হয়)।

সিং—বি. সিংহ-শব্দের কথ্যরূপ, প্রাধান্যসূচক শব্দ বা পদবী (রামসিং; সিংদরজা; তিনি এলেন এক সিং হয়ে—গ্রাম্য)।

সিংগার—সিঙার।

সিংগি, সিঙ্গি—সিংহ-শব্দের কথ্য রূপ (সিঙ্গির মামা ভোম্বলদাস; সিঙ্গির বাগান)।

সিংদরজা—সিংহদ্বার।

সিংহ—[হিন্স্ (হিংসা করা)+অচ্] বি. সুপ্রসিদ্ধ হিংস্র পশু, কেশরী, পশুরাজ; (অন্য শব্দের পরে বসিলে) শ্রেষ্ঠ (পুরুষসিংহ; বীরসিংহ); উপাধি-বিশেষ (ক্ষত্রিয়ের ও কায়স্থের); রাশি-বিশেষ, Leo। স্ত্রী. **সিংহী**। **সিংহগ্রীব**—ণ. সিংহের গ্রীবার মত যাহার গ্রীবা (দৈহিক বলের পরিচায়ক। সিংহগ্রীব বন্ধুজীব অধর রাতুল—কাশীরাম)। **সিংহতল**—যোড়হাত। **সিংহদ্বার**—প্রধান প্রবেশদ্বার যে দ্বারের উপরে সিংহের মূর্তি থাকে (সিন্ধুপারের সিংহদ্বারে ধমক হেনে ভাঙল আগল —নজরুল)। **সিংহধ্বনি** —সিংহনাদ। **সিংহবাহিনী**—(সিংহ যে দেবীর বাহন) দুর্গা; ণ. সিংহারূঢ়া; (ব্যঙ্গে) খুব দাপট দেখাইতেছে এমন। **সিংহবিক্রম**—বি.

সিংহের মত বিক্রম ; ণ. সিংহের মত বিক্রম যাহার। ণ. **সিংহবিক্রান্ত**—সিংহের মত বিক্রমশালী। **সিংহভাগ**—বি. শ্রেষ্ঠ অংশ, বড় ভাগ, Lion's share. **সিংহমুখ**—ণ. হস্তীর ভূষণ-বিশেষ ; সিংহের মুখ। **সিংহবাহনা**—ণ. সিংহবাহিনী। **সিংহ-শয্যা**—বি. দক্ষিণ পার্শ্বে ভর দিয়া অর্ধ-শয়িত হওয়ার ভঙ্গি। **সিংহশিশু**—সিংহের শাবক ; বীরের সন্তান ; যে ভবিষ্যতে বীর হইবে (বীরসিংহের সিংহ-শিশু—সত্যেন দত্ত)। **সিংহাবলোকন**—বি. সিংহের মত বারবার ঘাড় ফিরাইয়া পিছনে দেখা ; অগ্রগতির কালে গত বিষয়ের বার বার পর্যালোচনা।

সিংহাসন—বি. সিংহযুক্ত আসন ; রাজার আসন ; শ্রেষ্ঠ আসন (হৃদয়-সিংহাসন)।

সিংহিনী—সিংহী (কথ্য)।

সিংহিকা—রাহুর মাতা (সিংহিকাসুনু—রাহু)।

সিংহল—বি. ভারতের দক্ষিণে অবস্থিত সুপ্রসিদ্ধ দ্বীপ, Ceylon। **সিংহলী**—ণ. সিংহলের ; বি. সিংহলের মানুষ বা ভাষা।

সিঁচগাড়ি—বি. জল সেঁচিয়া ফেলিবার জন্য বাঁধের কোলে কৃত ছোট গর্ত।

সিঁড়ি,-ড়ী—[সং. শ্রেণী] বি. সোপান, অধিরোহণী, উপরে উঠিবার ধাপের সমষ্টি ; মই, ladder. **সিঁড়ি ভাঙা**—সিঁড়ি বাহিয়া কষ্টে উপরে উঠা।

সিঁতা,-তি,-থা,-থি—[সং. সীমন্ত] বি. সীমন্ত, মাথার চুল আঁচড়াইয়া ভাগ করিলে যে মধ্যরেখা হয় (সিঁতা কাটা ; সিঁথির সিঁদুর অক্ষয় হোক)। **সিঁতাপাটি, সিঁথিপাটি**—সিঁথার গহনা-বিশেষ।

সিঁথিমৌড়—সিঁথির গহনা বিশেষ।

সিঁদ,-সিঁধ—[সং. সন্ধি] বি. চোরের বানানো সুড়ঙ্গ যাহা দিয়া সে বাহির হইতে গৃহস্থের ঘরে ঢোকে (সিঁদ কাটা, সিঁদ দেওয়া)। **সিঁদকাটি, সিঁদকাঠি**—সিঁদ কাটিবার যন্ত্র। **সিঁদের মুখে বা মোহনায় চোর ধরা**—যখন অপরাধ করিতেছে তখনই ধরা, to catch red-handed। **সিঁদেল, সিঁধেল**—ণ. যে সিঁদ দেয়। **সিঁদেল চোর**—বড় দরের চোর বিপ. ছিঁচকে চোর।

সিঁদুর—[সং. সিন্দূর] বি. হিন্দু নারীর এয়োতির চিহ্ন রূপে ব্যবহার্য লোহিত চূর্ণ (সিঁদুর পরা সিঁদুর দেওয়া)। ণ. **সিঁদুরিয়া, সিঁদুরে**—সিঁদুরের মত, লাল (কথ্য, **সিঁদুরে**—সিঁদরে আম)। **ঘরপোড়া গরু সিঁদুরে মেঘ দেখে ডরায়**—যে বিপদ ভোগ করিয়াছে সে অনুরূপ বিপদের সম্ভাবনা দেখিলে আতঙ্কিত হয়।

সিক—শিক (দ্র:)।

সিকতা—[সং.] বি. বালুকা, বালি ; বালুকাময় স্থান (সিন্ধুসিকতা)। ণ. **সিকতাময়,-বান্** (-বৎ), **সিকতিল**—ণ. বালুকাময়, বেলে।

সিকা, সিকি—বি. এক-চতুর্থ টাকা, ২৫ নয়া পয়সার বা চারি আনার মুদ্রা (পাঁচ সিকা, চোদ্দ সিকে)। **সিকি-পয়সা**—একটুকুও না (সিকি-পয়সা বিশ্বাস করিনে)।

সিকা,-সিকে—শিকা (দ্র:)।

সিকে—সিকি-টাকার মুদ্রা, সিকি, সিকা। (কথ্য)

সিক্কা—[আ. সিকাহ্] বি. মুদ্রার উপরে প্রদত্ত রাজকীয় ছাপ ; প্রচলিত মুদ্রা, বাদশাহী আমলের অথবা কোম্পানীর প্রথম আমলের ভারতীয় টাকা (এখন অপ্রচলিত। নগদ সিক্কা, সিক্কা টাকা)। **বিরাশি সিক্কা ওজনের**—মাত্রাতিরিক্ত, খুব ভারী (বিরাশি সিক্কা ওজনের এক কিল পিঠে পড়িল। ৮০ টাকার ওজন ৮০ ভরি বা পাকী এক সের, সুতরাং বিরাশী সিক্কার এই অর্থ)।

সিক্ত—[সিচ্+ক্ত] ণ. আর্দ্রীকৃত, ভিজা (সদ্যস্নাতা সিক্তবসনা—দ্বিজেন্দ্রলাল)।

সিক্থ—[সিচ্+থক্] বি. মোম ; অন্নের গ্রাস (সিক্থদ্বয়—দুই গ্রাস অন্ন)।

সিক্নি—শিঙ্ঘান, নাকের কফ। (কথ্য)

সিগন্যাল—[ইং. signal] বি. সংকেত-চিহ্ন বা যন্ত্র। **সিগন্যাল ডাউন-হওয়া**—রেল-লাইনের সাংকেতিক যন্ত্রের পাখা ঝুলিয়া পড়া—ইহাই রেলগাড়ী আসার সংকেত।

সিগারেট—[ইং. cigarette] বি. চুরুটিকা, কাগজে মোড়া ছোট চুরুট। **সিগারেট ফোঁকা**—ফূর্তি করিয়া সিগারেট খাওয়া, (বিশেষতঃ অল্প বয়সে। ব্যঙ্গে ব্যবহৃত হয়)।

সিঙাড়া—শিঙাড়া (দ্র:)।

সিজ, সীজ—[সং. সিগ্রুকা] বি. মনসা গাছ, স্নুহী বৃক্ষ (ঘোড়া সিজ ; তেকাটা সিজ)।

সিজা—বি., ক্রি. সিদ্ধ হওয়া (ভাল সেজে যাই ;

ক্ষার সিজানো—ক্ষার-জলে কাপড় দিয়া সিদ্ধ করা) ; ণ. সিদ্ধ (সিজা ধান)।

সিজিল—[হি. সজিলা—সুন্দর, সুগঠিত] ণ. শৃঙ্খলাবদ্ধ, পরিপাটি (জিনিষপত্র সিজিল করে রাখা) ; বি. শৃঙ্খলা, সুবিন্যাস (কাজে কোন সিজিল নাই)। **সিজিল-মিছিল**—বি. সাজানো-গুছানো ভাব। [(কাপড় সিঞানো) ।

সিঞানো—[সং. সীবন] ক্রি. সেলাই করা

সিঞ্চন—বি. সেচন (অসাধু, কিন্তু সুপ্রচলিত)। **সিঞ্চা, সিঁচা, সেঁচা**—ক্রি. সেচন করা। ণ. **সিঞ্চিত**—[সং. সিক্ত],যাহাতে জল সেচন করা হইয়াছে (জলসিঞ্চিতক্ষিতিসৌরভরভসে —রবি)। [সিটে বসেছিলাম) ।

সিট—[ইং. seat] বি. বসিবার স্থান (সামনের

সিটকানো—[সং. সঙ্কোচন] ক্রি., বি., ণ. কুঞ্চিত করা, অবজ্ঞা ক্রোধ ইত্যাদির জন্য নাসিকাদি কুঞ্চিত করা (নাক সিট্‌কানো ; দাঁত সিট্‌কানো)। **দাঁত সিট্‌কানো**—ক্রোধে দাঁত খিঁচানো। বি. **সিট্‌কানি**। (গ্রাম্য—সিকটানি)।

সিটা, সিটে—শিটা (দ্রঃ)।

সিটি—শিটি (দ্রঃ)।

সিণ্ডিকেট—[ইং. Syndicate] বি. বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মনির্বাহক-সভা (যুদ্ধ হতো সেনেট-সিণ্ডিকেটে—রবি। (সিনেট দ্রঃ)।

সিত—[সো+ক্ত] ণ. শ্বেত, শুক্ল ('সিতাসিত দুই পক্ষ' ; সিত-চন্দন-পঙ্কে) ; রৌপ্য। **সিতকণ্ঠ**—ডাহুক। **সিতকর**—চন্দ্র। **সিতকুঞ্জর**—শ্বেতহস্তী। **সিতগুঞ্জা**—সাদা কুঁচ। **সিতচ্ছত্র**—শ্বেতবর্ণের ছত্র ; রাজচ্ছত্র। **সিতচ্ছদ**—রাজহাঁস। **সিতচ্ছদা**—শ্বেত দূর্বা। **সিতপক্ষ**—(কর্মধা) বি. শুক্লপক্ষ ; (বহুব্রী) হংস। **সিতপুষ্প**—কাশ। **সিত-পুষ্পা**—মল্লিকা। **সিতপুষ্পী**—শ্বেত অপরাজিতা। **সিতমণি**—চন্দ্রকান্তমণি। **সিতরঞ্জন**—পীতবর্ণ। **সিতরশ্মি,-রুচি**—চন্দ্র। **সিতশর্করা**—খুব সাদা চিনি, পদ্ম চিনি। **সিত-শূক**—যব। **সিতসিন্ধু**—(শ্বেতনদী) গঙ্গা। **সিতা**—[সং.] শর্করা ; মিছরি ; শ্বেতদূর্বা ; সুন্দরী ; মল্লিকা ; জ্যোৎস্না ; সুরা। **সিতাংশু**—[সিত অংশু যাহার] চন্দ্র। **সিতাখণ্ড**—মধুজাত শর্করা ; মিষ্টান্ন-বিশেষ ; মিছরি। **সিতাভোগ**—বর্ধমানের সুপ্রসিদ্ধ মিষ্টান্ন (সরু সাদা ঝুরির মত দেখিতে)। **সিতাদি**—শর্করার আদি, গুড়। **সিতানন**—ণ. যাহার মুখ শাদা ; বি. গরুড়।

সিতাব—[ফা. শিতাব] ণ. সত্বর, শীঘ্র। বি. **সিতাবি**—সত্বরতা। (পুঁথি সাহিত্যে যথেষ্ট ব্যবহৃত, যথা—সিতাবি চলিয়া গেল দরিয়া উপরে)। (কথ্য : সেতাব, সেতাবি)।

সিতি—[সং.] শুক্লবর্ণ ; কৃষ্ণবর্ণ। (শিতি দ্রঃ)। **সিতিকণ্ঠ**—শিতিকণ্ঠ দ্রঃ। [(কথ্য)।

সিদে—বি. ব্রাহ্মণাদিকে দত্ত কাঁচা ভোজ্য, সিধা।

সিদ্ধ—[সিধ্ (নিষ্পন্ন হওয়া) + ক্ত] ণ. নিষ্পন্ন, সফল (উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইল) ; প্রমাণীকৃত, প্রতিপাদিত (সিদ্ধ পক্ষ ; যুক্তিসিদ্ধ) ; গরমজলে ফুটানো বা রান্না করা হইয়াছে এমন (কাপড় সিদ্ধ করা ; আলু সিদ্ধ করা) ; নিপুণ, কৃতবিদ্য (সিদ্ধহস্ত) ; তপস্যার দ্বারা যিনি পরম তত্ত্ব জানিয়াছেন, অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন (সিদ্ধ পুরুষ ; মন্ত্রসিদ্ধ ; সিদ্ধ কবচ) ; মন্ত্রাদির দ্বারা যিনি পিশাচাদি বশীভূত করিয়াছেন (পিশাচ-সিদ্ধ) ; বি. দেবযোনিবিশেষ ; (জ্যোতিষে) যোগ-বিশেষ। **সিদ্ধকাম**—ণ. যাহার কামনা চরিতার্থ হইয়াছে। **সিদ্ধজল**—আগুনে ফুটানো জল। **সিদ্ধপক্ষ**—যে পক্ষের বক্তব্য প্রমাণীকৃত হইয়াছে। **সিদ্ধপীঠ**—যে স্থানে লক্ষ বলি এবং কোটি সংখ্যক হোম এবং তৎপরিমিত মহাবিদ্যা জপ হইয়াছে। **সিদ্ধবিদ্যা**—কালী তারা প্রভৃতি দশ মহাবিদ্যা। **সিদ্ধভূমি**—সিদ্ধদেশ বা স্থান। **সিদ্ধমন্ত্র**—সিদ্ধপুরুষের প্রদত্ত মন্ত্র। **সিদ্ধযোগী** (-গিন্)—মহাদেব। **সিদ্ধরস**—পারদ। [বি. অষ্টসিদ্ধি।

সিদ্ধাই, সিদ্ধা—ণ. সিদ্ধ, অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন ;

সিদ্ধান্ত—[সিদ্ধ+অন্ত] বি. পূর্বপক্ষ নিরসনপূর্বক সিদ্ধপক্ষ স্থাপন, মীমাংসা ; জ্যোতিষ-শাস্ত্র-বিশেষ (সূর্যসিদ্ধান্ত) ; পণ্ডিতের উপাধি। ণ. **সিদ্ধান্তিত**। **সিদ্ধার্থ**—ণ. যাহার অভীষ্ট সিদ্ধ হইয়াছে, সফলকাম ; প্রসিদ্ধার্থ ; বি. বুদ্ধদেব। **সিদ্ধাশ্রম**—বিষ্ণুর তপোবন ; বিশ্বামিত্রের আশ্রম। **সিদ্ধাসন**—বি. যোগীর সিদ্ধিলাভের অনুকূল আসনবিশেষ।

সিদ্ধি—[সিধ্ + ক্তি] নিষ্পত্তি, সম্পাদন (উদ্যোগে কার্যসিদ্ধি) ; সফলতা (উদ্দেশ্যসিদ্ধির অনুকূল) ; জয়লাভ ; রাজাদিগের ত্রিবিধ সাধন (প্রভাবসিদ্ধি

মন্ত্রসিদ্ধি, উৎসাহসিদ্ধি); যোগ-বিশেষ; মোক্ষ প্রাপ্তি; সাধনালব্ধ অলৌকিক শক্তি (অষ্টসিদ্ধি); (বাং) মাদক পাতা বিশেষ, ভাঙ (অতি বড় বৃদ্ধ পতি সিদ্ধিতে নিপুণ—ভারতচন্দ্র); অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন পাদুকা। **সিদ্ধিখোর**—ভাঙখোর। **সিদ্ধিদাতা** (-তৃ)—ণ. যিনি সাফল্য দান করেন; বি. গণেশ। স্ত্রী. **সিদ্ধিদাত্রী**—দুর্গা। **সিদ্ধিযোগ**—জ্যোতিষশাস্ত্রানুযায়ী যোগ-বিশেষ।

সিদ্ধেশ্বরী—দেবী-বিশেষ।

সিধা, সিধে—[হি. সীধা] ণ. অবক্র, বাঁকা নয়, সোজা; সহজ, সরল (হোক রে সিধা কুটিল দ্বিধা যত—রবি); শায়েস্তা (ধাক্কায় পড়ে দুদিনেই সিধা হয়ে যাবে); ক্রি-ণ. সোজাসুজি, বরাবর (সিধা চলে যাও); বি. চাউল ডাল ঘৃত লবণ কাঁচা তরিতরকারি প্রভৃতি যাহা রান্না করিয়া খাইবার জন্য দেওয়া হয় (ব্রাহ্মণকে সিধা দেওয়া)। **সিধাসিধি**—সোজাসুজি।

সিনকোনা—[ইং. cinchona] বি. বৃক্ষবিশেষ—ইহার ছাল হইতে কুইনাইন তৈরী হয়।

সিনা—[ফা. সীনা] বি. বক্ষ। **সিনা চাক হওয়া**—হৃদয় বিদীর্ণ হওয়া। **সিনাজুরি**—বি. গা-জুরি, জবরদস্তি।

সিনান—[সং. স্নান] বি. স্নান (বৈষ্ণব-কবিতায় ব্যবহৃত—অমিয়া সাগরে সিনান করিতে সকলই গরল ভেল—চণ্ডীদাস)।

সিনেট, সেনেট—[ইং. senate] বি. মন্ত্রণা-সভা; বিশ্ববিদ্যালয়াদির মন্ত্রণা-সভা (সিনেট হাউজ)। (সিণ্ডিকেট দ্রঃ)

সিনেমা—[ইং. cinema] বি. চলচ্চিত্র। **সিনেমা-স্টার**—সিনেমার লব্ধপ্রতিষ্ঠ অভিনেতা বা অভিনেত্রী।

সিন্দুক, সিন্ধুক—[আ. স'নদুক'] বি. বড় ও মজবুত কাঠের বাক্স। **লোহার সিন্দুক**—লোহার পাত দিয়া তৈরি অতিশয় মজবুত বাক্স-বিশেষ (লোহার সিন্দুকে রাখ—লোহা দ্রঃ)।

সিন্দুর—[সং.] বি. সিঁদুর (চীনা সিন্দুর=vermilion; মেটে সিন্দুর=red lead) (দ্রঃ)। **সিন্দুর-তিলকা**—সধবা নারী।

সিন্ধিয়া—গোয়ালিয়রের মহারাজার উপাধি।

সিন্ধী—বি. সিন্ধুপ্রদেশের মানুষ বা ভাষা।

সিন্ধু—[স্যন্দ্ (ক্ষরিত হওয়া)+উ] বি. সমুদ্র (জীবন-প্রবাহ কালসিন্ধু পানে ধায়—মধু); পশ্চিম পাকিস্তানের নদ বিশেষ; পশ্চিম পাকিস্তানের প্রদেশ বিশেষ; রাগিণী বিশেষ; গজমদ। **সিন্ধুঘোটক**—বি. মেরুসাগরের একপ্রকার বৃহদাকার গজদন্তবিশিষ্ট উভচর প্রাণী, walrus. **সিন্ধুড়া**—রাগিণী-বিশেষ। **সিন্ধুবার**—নিসিন্দা গাছ; সিন্ধুদেশীয় বা পারস্যদেশীয় উত্তম অশ্ব। **সিন্ধুশয়ন**—(বহুব্রী) বিষ্ণু।

সিন্নি—শিরণী দ্রঃ।

সিপ—বি. ছিপ নৌকা।

সিপাই, সিপাহী, সিফাই—[ফা. সিপাহ্] বি. সৈনিক; অস্ত্রধারী শান্তিরক্ষক। **সিপাহী-শান্ত্রী**—সৈনিক ও প্রহরী। **সিপাহী-বিদ্রোহ**—১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে অনুষ্ঠিত ভারতীয় সৈনিকদের বিখ্যাত বিপ্লব। (সেপাই দ্রঃ)।

সিপাহ্সালার—বি. সেনাপতি।

সিপ্রা; সিব্য—শিপ্রা; সীবন দ্রঃ।

সিভিল কোর্ট—[ইং. Civil Court] বি. দেওয়ানী আদালত। **সিভিল প্রসিডিওর কোড**—[ইং. Civil Procedure Code] বি. দেওয়ানী কার্যবিধি। **সিভিল সার্জন**—সার্জন দ্রঃ। [বলা হয়)।

সিম—[সং. শিম্ব] বি. শিম। (বহু অঞ্চলে ছিম

সিমেণ্ট—[ইং. cement] বি. গৃহনির্মাণের উপাদান বিশেষ, বিলাতী মাটি।

সিয়া—[ফা. সিয়াহ্] ণ. কৃষ্ণবর্ণ (নীল সিয়া আশমান, লালে লাল দুনিয়া—নজরুল)। **সিয়াই, সিয়াহী**—[ফা.] কালি।

সিরকা—[ফা. সির্কা] বি. আঙ্গুর গুড় প্রভৃতির গাঁজানো অম্লরস-বিশেষ, vinegar।

সিরক্কো—[ইতালিয়ান শব্দ Sirocco; আ. শরক'—পূর্ব] আফ্রিকা হইতে ইতালীর দিকে প্রবাহিত উষ্ণ জলীয় বায়ু; মরুভূমির বালুকাপূর্ণ প্রবল ঝটিকা।

সিরিশ,-স,-ষ, শি-—বি. শিরিশ দ্রঃ।

সিলাই, সেলাই—বি. সীবন, সূচীকর্ম।

সিল্ক—[ইং. silk] বি. রেশম; গরদ; ক্ষৌম বস্ত্র (মুর্শিদাবাদের সিল্ক)।

সিসৃক্ষা—[সৃজ্+সন্+অ+আপ্] বি. সৃষ্টি করিবার ইচ্ছা। ণ. **সিসৃক্ষু**—নির্মাণেচ্ছু।

সীঁতা, সীঁতি—বি. সীমন্ত (সীঁতার সিঁদুর)।

সীঁথি—সীমান্তের গহনা-বিশেষ।

সীট—সিট দ্রঃ।

সীতা—[সি (ভূমি খনন করা)+ক্ত+আপ্] বি. লাঙ্গল-চিহ্নিত রেখা, furrow ; রামচন্দ্রের পত্নী, জনকরাজার পালিতা কন্যা (লাঙ্গলের মুখে ইঁহাকে পাওয়া যায় বলিয়া এই নাম) ; লক্ষ্মী ; স্বর্গ-গঙ্গার শাখা-বিশেষ ; দুর্গা ; মদ্য। **সীতাকান্ত, -পতি, -নাথ**—রামচন্দ্র। **সীতাকুণ্ড**—চট্টগ্রামের বিখ্যাত উষ্ণপ্রস্রবণ-বিশেষ ও পাহাড় ; মুঙ্গেরের উষ্ণপ্রস্রবণের নাম। **সীতাভোগ**—সিতাভোগ দ্রঃ।

সীধু—শীধু দ্রঃ।

সীন—[ইং. scene] বি. রঙ্গমঞ্চের দৃশ্যপট; অভিনয়ে অঙ্ক বা গর্ভাঙ্ক ; দৃশ্য।

সীপ—[সং.] জলপাত্র-বিশেষ, কোশা ; ছোট নৌকা-বিশেষ।

সীবন, সিবন—[সিব্ (সেলাই করা)+অনট্] সূচীকর্ম, সেলাই করা ; লিঙ্গাগ্র হইতে গুহ্য পর্যন্ত সূত্রাকার নাড়ী। **সীবনী**—ছুঁচ। **সিব্য**—ণ. সেলাই করিবার যোগ্য। **সিব্যক্রিয়া**—শরীরের ক্ষত বা অস্ত্রকরা চর্ম সেলাই করা। স্যূত দ্রঃ।

সীমন্ত—[সীমন্+অন্ত—নিপাতনে] বি. কেশ-বীথি, সিঁথি ; সীমন্তোন্নয়ন সংস্কার। **সীমন্তক**—সিন্দূর। **সীমন্তিকা**—সিঁতাপাটি। ণ. **সীমন্তিত**। **সীমন্তিনী**—সধবা নারী। **সীমন্তোদ্ধরণ**—বি. সিঁথির সিন্দুর তুলিয়া ফেলা, বৈধব্য ঘটা। **সীমন্তোন্নয়ন**—[বহুব্রী] গর্ভিণীর প্রথম গর্ভের চতুর্থ ষষ্ঠ বা অষ্টম মাসে অনুষ্ঠিত সংস্কার-বিশেষ।

সীমা (-মন্)—[সি (বন্ধন করা)+মন্] বি. প্রান্ত, অবধি (দুঃখের আর সীমা নাই ; আপনি ভব্যতার সীমা অতিক্রম করছেন) ; সীমানা ; জমির আল বা চৌহদ্দি ; বেলা, তীর। **সীমা-গিরি**—সীমা-নির্দেশক পর্বত। **সীমানা**—সীমা, প্রান্ত ; আল ; চৌহদ্দি, গণ্ডী (জীবন-মরণের সীমানা ছাড়ায়ে—রবি)। **সীমান্ত**—দেশের শেষ সীমা, প্রান্তে অবস্থিত অঞ্চল, frontier। **সীমা-পরিসীমা**—(প্রান্ত ও গণ্ডী) ইয়ত্তা (লাঞ্ছনার সীমা-পরিসীমা থাকবেনা)। **সীমা-বদ্ধ**—ণ. সীমার দ্বারা পরিমিত, সসীম ; সংকীর্ণ (সীমাবদ্ধ অভিজ্ঞতা)। **সীমাশূন্য, -হীন**—ণ. অসীম। (বাং) **সীমিত**—ণ. সীমাবদ্ধ।

সীল—[ইং. seal] মোহর, stamp (ডাকঘরের সীল ; সীল করা চিঠি ; আদালতের তরফ হইতে সম্পত্তি-আদি সীল করা—ক্রোক করা)। **সীল-মোহর**—গালার উপর মারা বিশেষ ছাপ ; ছাপ লাগাইবার সুপরিচিত যন্ত্র। **সীল মারা**—মোহর দিয়া বন্ধ করা (মালিক ভিন্ন আর কেহ যেন না খোলে, এরূপ নির্দেশজ্ঞাপক)।

সীস, সীসক, সীসা—[সং.] বি. নরম ভারী ধাতুবিশেষ, lead।

সু—শুভ, মঙ্গল, উত্তম, অনায়াস, আতিশয্য ইত্যাদি জ্ঞাপক উপসর্গ (সুসংবাদ ; সুকেশী ; সুমধ্যমা ; সুকর ; সুকঠিন)। (প্রাচীন বাংলায় 'সুপাপিষ্ঠ জ্যৈষ্ঠ মাস', 'সুদুষ্কর' আছে ; পাদ-পূরণেও ব্যবহৃত হয়, যথা : সুচন্দ্রানন—মধু)।

সুই, সুঁই—[সূচী] বি. ছুঁচ।

সুইচ—[ইং. switch] বি. বৈদ্যুতিক প্রবাহ নিয়ন্ত্রিত করিবার চাবি (সুইচ অফ্ করা—চাবি টিপিয়া বৈদ্যুতিক প্রবাহ বন্ধ করা)।

সুঁদরবুনে—ণ. সুন্দরবনের (বাঘ)।

সুঁদরি—বৃক্ষ-বিশেষ। [নাল।

সুঁদি—[সং. সৌগন্ধিক] বি. শ্বেত কুমুদ, সাপলা,

সুকঠিন—ণ. অতিশয় কঠিন, দুঃসাধ্য।

সুকণ্ঠ—(বহুব্রী) ণ. যাহার কণ্ঠস্বর সুন্দর (স্ত্রী. **সুকণ্ঠা, সুকণ্ঠী**) ; (প্রাদি.) মিষ্ট স্বর।

সুকতলা, সুখতলা—বি. জুতার ভিতরে পায়ের তলার নরম চামড়া। [শ্রেণীর কবি।

সুকবি—বি. যিনি ভাল কবিতা লেখেন ; উচ্চ

সুকর—[সু—কৃ+খল্] ণ. অনায়াসসাধ্য, সুখসাধ্য (বিপ. দুষ্কর) ; [সু+কর] ণ. বরেণ্য হস্ত (সুকরকমলে)।

সুকর্ম (-র্মন্)—বি. সৎকর্ম। **সুকর্মা** (-র্মন্)—(বহুব্রী) ণ. কর্মকুশল, সৎকর্মশীল ; বি. বিশ্ব-কর্মা ; জ্যোতিষে যোগ-বিশেষ।

সুকানী, সুখানী—[আ. সুকান—হাল] জাহাজের কর্ণধার।

সুকান্তি—বি. সুন্দর কান্তি ; (বহুব্রী) সুদর্শন।

সুকীর্তি—(প্রাদি সমাস) সুখ্যাতি ; (বহুব্রী) কীর্তিমান্।

সুকুমার—ণ. অতি কোমল (সুকুমার-মতি বালক-বালিকা ; সুকুমার দেহগন্ধ—রবি ; কুসুম-সুকুমার) ; বি. সুন্দর বালক ; (অলঙ্কারে) গুণ-বিশেষ। (বি. সৌকুমার্য)। **সুকুমারী**—

উত্তমা কন্যা। **সুকুমার বিদ্যা**—কাব্য ললিত-কলা ইত্যাদি চিত্তরঞ্জনী বিদ্যা।

সুকৃৎ—[সু—কৃ+কিপ্] ণ. সুকৃতকারী, পুণ্যবান্; কর্মকুশল।

সুকৃত—ণ. যাহা উত্তমরূপে অনুষ্ঠিত হইয়াছে; সুনির্মিত; পুণ্যকর্মা; বি. পুণ্যকর্ম (সুকৃত দুষ্কৃত); ধর্ম; ভাগ্য। **সুকৃতাত্মা** (-ত্মন্)—পুণ্যাত্মা। **সুকৃতি**—বি. সৎকর্ম, পুণ্য; ধর্ম; সৌভাগ্য; (বহুব্রী) ণ. পুণ্যকর্মা, ধার্মিক। **সুকৃতী** (-তিন্)—[সু—কৃতি+ইন্] ণ. ধার্মিক; পুণ্যবান্; সৌভাগ্যশালী। **সুকৃত্য**—সৎকার্য।

সুকেশ—(বহুব্রী) উত্তম কেশযুক্ত। স্ত্রী. **সুকেশা, সুকেশী**; (বাং.) **সুকেশিনী**।

সুকৌশল—বি. উত্তম কৌশল। **সুকৌশলে**—নিপুণতার সহিত, চতুরতার সহিত।

সুক্তা, সুক্তো—[সং. সুতিক্ত] বি. তিক্তস্বাদ ঝোল-বিশেষ (সুক্তুনি-ও বলা হয়)।

সুখ—[সুখ্ (হৃষ্ট হওয়া) + অল্] বি. আরাম, স্বস্তি, স্বাচ্ছন্দ্য, স্ফূর্তি, আনন্দ; ণ. আরামদায়ক, তৃপ্তিকর (সুখশয্যা; সুখতলা); অনায়াসসাধ্য (সুখভেদ্য)। **সুখকর**—ণ. সুখদায়ক; সুসাধ্য। **সুখগম্য**—ণ. সুগম। **সুখচর**—ণ. সুখে বিচরণকারী, সুখে সঞ্চরণশীল। **সুখচ্ছায়**—ণ. যাহার ছায়া আরামদায়ক। **সুখজনক, সুখদ**—ণ. আনন্দদায়ক, আরামদায়ক; যিনি সুখদান করেন, বিষ্ণু। স্ত্রী. **সুখদা**—স্বর্বেশ্যা। **সুখধাম**—বি. সুখের স্থান। **সুখপাঠ্য**—ণ. যাহা সহজে পড়া যায়; যাহা পড়িতে ভাল লাগে। **সুখবাদী (-দিন্)**—ণ. সুখভোগই জীবনের শ্রেষ্ঠ কাম্য,—এই মতবাদ যাহাদের। **সুখবাস**—বি. সুখকর বসতি; শহরে ভদ্র বাসিন্দা। **সুখময়**—ণ. সুখে পূর্ণ (—জীবন)। **সুখরবি**—বি. সুখ-সৌভাগ্যরূপ সূর্য। **সুখরাত্রি**—বি. দীপান্বিতা অমাবস্যার রাত্রি। **সুখলেশ**—বি. সামান্য সুখ। **সুখশয়ন**—বি. সুখনিদ্রা, সুখশয্যা। **সুখশান্তি**—বি. আরাম-আয়েস ও শান্তি। **সুখসংবাদ**—বি. আনন্দের খবর। **সুখ-সম্পদ**—বি. আরাম ও ঐশ্বর্য। **সুখসাধ্য**—ণ. সুকর, সহজসাধ্য। **সুখসুপ্ত**—ণ. আরামে নিদ্রিত। **সুখ-সৌভাগ্য**—বি. আরাম-আয়েস ও ঐশ্বর্য। **সুখস্পর্শ**—ণ. যাহার স্পর্শ আরামদায়ক। **সুখস্মৃতি**—বি. আনন্দপূর্ণ স্মৃতি। **সুখস্বাচ্ছন্দ্য**—বি. আরাম ও স্বাধীনতা। **সুখস্বপ্ন**—বি. সুখদায়ক কল্পনা। **সুখে থাকতে ভূতে কিলায়**—নিজের স্বভাবদোষে যাহারা বিপদে বা গোলমালে পড়ে, তাহাদের প্রতি ব্যঙ্গোক্তি। **সুখের মুখ দেখা**—জীবনে কিছু সুখস্বাচ্ছন্দ্য ভোগ করা (সুখের মুখ তো কোন দিন দেখিনি)।

সুখবর—বি. শুভ সংবাদ।

সুখা—বি. শুষ্ক তামাকপাতা-চূর্ণ, সুর্তি, খৈনি।

সুখাগার—বি. সুখের স্থান; সুখশান্তিপূর্ণ গৃহ।

সুখাদ্য—বি. উত্তম খাদ্য; তৃপ্তিকর খাদ্য।

সুখাধার—বি. সুখস্থান; স্বর্গ। **সুখানুভব, সুখানুভূতি**—বি. সুখের বোধ। **সুখান্বেষণ**—বি. সুখ খোঁজা। **সুখাবহ**—ণ. সুখজনক, প্রীতিকর। **সুখারাধ্য**—ণ. যাহার আরাধনা বা পূজা কৃচ্ছ্রসাধ্য নয় (বিপ. দুরারাধ্য)। **সুখারোহ,-ণ**—(বহুব্রী.) ণ. যাহা আরোহণ করিতে বিশেষ বেগ পাইতে হয় না (বিপ. দুরারোহ)। **সুখার্থ**—সুখের জন্য। **সুখার্থী (-র্থিন্)**—ণ. সুখকামী। **সুখাসন**—বি. বসিবার আরামদায়ক স্থান বা অবস্থিতি; যোগের আসন-বিশেষ, পদ্মাসন। **সুখাসীন**—ণ. আরামে উপবিষ্ট, সুখে অধিষ্ঠিত (ঐশ্বর্যের ক্রোড়ে সুখাসীন ক্রোরপতি)। **সুখাস্বাদ**—বি. সুখের আস্বাদ বা উপভোগ; (কর্মধা) তৃপ্তি ও আনন্দদায়ক আস্বাদ।

সুখিত—[সুখ+ইতচ্] সুখী (বিপ. দুঃখিত)। **সুখী (-খিন্)**—ণ. সুখযুক্ত, সন্তুষ্ট (তুমি ক্রোরপতি হইতে পার, কিন্তু তুমি কি সুখী?); প্রীতিমান্, খুশী (শিখীসহ শিখিনী সুখিনী নাচিত দুয়ারে মোর—মধু)। স্ত্রী. **সুখিনী**।

সুখৈশ্বর্য—বি. সুখ ও ধনসম্পদ। **সুখোৎপত্তি**—বি. সুখের উদ্ভব, সুখলাভ। **সুখোৎসব**—বি. সুখময় উৎসব; [সুখ উৎসব যাহার,—বহুব্রী] স্বামী, পতি। **সুখোদক**—বি. গরমজল। **সুখোদয়**—বি. সুখের আবির্ভাব, সুখ উপলব্ধি। **সুখোষ্ণ**—ণ. যাহার উষ্ণতা সুখকর।

সুখ্যাতি—বি. সুযশ, সুনাম। ণ. **সুখ্যাত**।

সুগঠন—(বহুব্রী) ণ. যাহার গঠন সুন্দর; (প্রাদি) বি. সুন্দর গঠন বা আকৃতি। **সুগঠিত**—ণ. সুন্দর গঠনযুক্ত।

সুগত—(বহুব্রী) বি. বুদ্ধদেব ; ণ. সুন্দর গতি-বিশিষ্ট। (ণ. সৌগত)। **সুগতি**—বি. সদ্গতি ; (বহুব্রী.) ণ. সুন্দর গতি-বিশিষ্ট।

সুগন্ধ—ণ. যাহার গন্ধ সুন্দর কিন্তু স্বাভাবিক নয় (সুগন্ধ পবন) ; বি. ভাল গন্ধ ; চন্দন-বৃক্ষ ; গন্ধক ; নীলোৎপল ; জিরা। **সুগন্ধা**—তুলসী মাধবীলতা শ্যামালতা মল্লিকা প্রভৃতি। **সুগন্ধি**—ণ. স্বাভাবিক গন্ধযুক্ত (সুগন্ধি পুষ্প) ; সুন্দর গন্ধযুক্ত, সুরভিত (সুগন্ধি বায়ু ; সুগন্ধি সলিল) ; বি. গন্ধদ্রব্য ; চন্দন ; গন্ধতৃণ ; ধনিয়া।

সুগভীর—ণ. অতিশয় গভীর (সুগভীর অরণ্য)।

সুগম—[সু—গম্+অল্] ণ. অনায়াসলভ্য ; সহজে জ্ঞেয় (বিপ. দুর্গম)। **সুগম্য**—[সু+গম্য] ণ. সুগম ; সহজবোধ্য।

সুগহন—ণ. সুগভীর, অতি গহন।

সুগম্ভীর—ণ. অতি গম্ভীর।

সুগুপ্ত—ণ. গোপনে রক্ষিত ; সুরক্ষিত।

সুগৃহ—বি. সুন্দর গৃহ ; শান্তিশৃঙ্খলাপূর্ণ গৃহ ; (বহুব্রী) বাবুই পাখী।

সুগৃহীত—ণ. দৃঢ়ভাবে ধৃত ; যাহার উচ্চারণ মঙ্গল-জনক। **সুগৃহীতনামা (-মন্)**—ণ. যাহার নামগ্রহণ শুভকর, প্রাতঃস্মরণীয়।

সুগোল—ণ. সুন্দরভাবে গোলাকার, নিটোল (সুগোল ললাট ; সুগোল বাহু)।

সুগ্রীব—(বহুব্রী) ণ. উত্তম গ্রীবাযুক্ত ; বি. শিব ; ইন্দ্র ; রাজহাঁস ; বীর ; কৃষ্ণের অশ্ব-বিশেষ ; কিষ্কিন্ধ্যাধিপতি বালী-ভ্রাতা বানর বিশেষ।

সুচ, সুঁচ—বি. সূচি, ছুঁচ (সুচের সুগুণ দেখ নয়ন ভরিয়া—পদ্মপাঠ)।

সুচরিত—বি. উত্তম চরিত্র বা আচরণ ; ণ. উত্তম চরিত্রযুক্ত, সচ্চরিত্র। **সুচরিতেষু**—প্রীতি ও বিশ্বাসভাজন কনিষ্ঠের নিকট লিখিত পত্রের পাঠ (জ্যেষ্ঠকে সাধারণতঃ 'শ্রদ্ধাস্পদেষু' 'মান্যবরেষু')। **সুচরিত্র**—(বহুব্রী) ণ. যাহার চরিত্র সুন্দর, সচ্চরিত্র। স্ত্রী. **সুচরিত্রা**—সৎস্বভাবা, সাধ্বী।

সুচারু—ণ. সুমনোহর, কমনীয় ; অতি পরিপাটি। **সুচারুরূপে**—সুন্দর রূপে।

সুচিক্কণ—ণ. সুমসৃণ, চক্‌চকে।

সুচিত্র—(বহুব্রী) ণ. সুন্দর চিত্রযুক্ত ; নানাবর্ণযুক্ত। **সুচিত্রক**—মাছরাঙা পাখী ; চিত্রসর্প। **সুচিত্রা**—ফুট, কাঁকুড়। **সুচিত্রিত**—ণ. নিপুণভাবে চিত্রিত।

সুচিন্তা—বি. সুন্দর ভাব-কল্পনা ; কল্যাণ-চিন্তা (বিপ. দুশ্চিন্তা)। **সুচিন্তিত**—ণ. ভাল করিয়া ভাবিয়া দেখা হইয়াছে এমন, সুবিবেচিত ; সুপরিকল্পিত (সুচিন্তিত উপায় ; সুচিন্তিত প্রবন্ধ ; সুচিন্তিত ঔষধ)।

সুচির—ণ. সুদীর্ঘ (সুচির কাল)। (বিপ. অচির)।

সুচেতাঃ (তস্),-তা—ণ. উদারচিত্ত, মহৎ-চিত্ত ; সতর্ক।

সুছন্দ—বি. সুন্দর শ্রীছাঁদ, সুগঠন (বয়ান সুছন্দ —বিদ্যাপতি)। **সুছাঁদ**—বি. সুছন্দ, সুগঠন।

সুজন—বি. সজ্জন, যাহার উপর বিশ্বাস করা যায় এমন লোক, সাধু। (বিপ. দুর্জন)। **সুজনতা**—বি. সৌজন্য, ভদ্রতা।

সুজনী—[ফা. সোয্‌নী] বি. মোটা সুতার তৈরী বিচিত্রবর্ণ শয্যাস্তরণ-বিশেষ।

সুজন্মা—(বহুব্রী.) ণ. বিবাহিত পিতামাতার সন্তান (বিপ. বিজন্মা—গ্রাম্য. বেজন্মা) ; সদ্বংশে-জাত ; বি. প্রচুর ফসল ফলন (সুজন্মার বৎসর—বিপ. অজন্মা)। [ভড়াগবহুলা।

সুজলা—ণ. প্রসন্নসলিলা ; প্রচুর জলশালিনী, নদী-

সুজাত—ণ. সদ্বংশজাত, কুলীন ; সুন্দর ; সুবর্ধিত (সুজাতাঙ্গী) ; অযোনিসম্ভূত (সুজাতা বৈদেহী)। স্ত্রী. **সুজাতা**—যুবতী।

সুজি—[হি.] বি. গোধূমচূর্ণ-বিশেষ (সুজির রুটি) ; সুজির হালুয়া।

সুট—[ইং. suit] বি. ইউরোপীয় পুরুষের পোষাক কোট-প্যাণ্ট-আদি (র‍্যাঙ্কেনের বাড়ীর সুট) ; [ইং. set] প্রস্থ, সেট (একসুট বোতাম)। **সুটকেশ**—হাতল ধরিয়া ঝুলাইয়া লওয়া যায় এমন হালকা বাক্স-বিশেষ (কেম্বিসের, টিনের, চামড়ার—)। **সুট করা**—[ইং. suit] মানানো ; [ইং. shoot] গুলি করা।

সুঠাম—ণ. সুন্দর গঠনযুক্ত, অঙ্গসৌষ্ঠবযুক্ত (সুঠাম শরীর)।

সুড়ঙ্গ—[সং. সুরঙ্গ ; গ্রীক. surinx ?] বি. মাটির ভিতরকার সরু পথ ; সিঁধ ; সরু গভীর গর্ত। (কথ্য : সোড়ঙ্গ বা সোড়ং)।

সুড়সুড়—অব্য. মৃদু কিন্তু অস্বস্তিকর শিহরণের অনুভূতি, যেন গায়ের চামড়ার উপর দিয়া পিঁপড়া আদি চলিয়া যাইতেছে এরূপ অনুভূতি ; নিঃশব্দে সরিয়া যাওয়ার ভাব (সুড় সুড় করে পালিয়ে গেল। কথ্য—সুলসুড়)। **সুড় সুড় করা**—কণ্ডূয়নের

অনুভূতি হওয়া। **গলা সুড় সুড় করা**—অপ্রিয় কিছু বলিবার জন্য অথবা কলহের জন্য ব্যগ্র হওয়া। **পিঠ সুড়সুড় করা**—পিঠে কিলঘুষি খাওয়ার মত ব্যবহার করা। বি. **সুড়-সুড়ানি, সুড়সুড়্নি, সুড়সুড়ি। সুড়সুড়ি দেওয়া**—মৃদু কাতুকুতু দেওয়া।

সুডৌল—ণ সুঠাম, সুগঠিত।

সুত—[সু (প্রসব করা)+ক্ত] বি. পুত্র; যুবরাজ। **সুতক**—জননাশৌচ। (বিপ. মৃতক)।

সুতনু—(বহুব্রী.) ণ. যাহার দেহ সুন্দর, সুঠাম; (সুপ্‌সুপা) অতিশয় কৃশ। স্ত্রী. **সুতনু,-নূ**—শোভনাঙ্গী, সুন্দরী।

সুতপাঃ (-পস্)—ণ. উগ্রতপাঃ বা মহাতপাঃ; বি. সূর্য; উত্তম তপস্যা।

সুতরাং—অব্য. অতএব, এই হেতু, অগত্যা (ব্যাপারটি দুরূহ, সুতরাং আপাততঃ পরিত্যাজ্য); (সং) অধিকতরভাবে, a fortiori.

সুতলি—বি. সরু রশি; গলায়-পরা সুতা (গলার সুতলি)।

সুতহিবুক—বি বিবাহের শুভ যোগ-বিশেষ।

সুতা—বি. কন্যা। [সং]।

সুতা, সুতো, সুতা—[সং. সূত্র] বি. সূত্র; ⅛ ইঞ্চি অথবা ⅛ গজ'। **সুতা কাটা**—চরকা-আদির সাহায্যে তুলা হইতে সুতা প্রস্তুত করা।

সুতার—ণ. সুস্বাদু; বি. ছুতার।

সুতী—ণ. কার্পাস সূত্র-নির্মিত (সুতী কাপড়)।

সুতীক্ষ্ণ—(সুপ্‌সুপা) ণ. অতিশয় ধারালো; অতিশয় তীব্র (সুতীক্ষ্ণ বাক্য)। **সুতীব্র**—ণ. অতিশয় কড়া, অতিশয় উগ্র (সুতীব্র গন্ধ)।

সুতুঙ্গ—ণ. অতি উচ্চ; গ্রহগণের উচ্চাংশ-বিশেষ।

সুতো—সূত্র, সুতা (কথ্য)।

সুদ—[ফা.] কুসীদ, বৃদ্ধি, ঋণগ্রহণ করিয়া লাভ হিসাবে দেওয়া অর্থ। **সুদকষা**—সুদের হিসাব করা; সুদের হিসাবের শুভঙ্করীয় নিয়ম। **সুদখোর**—ণ., বি. যে টাকা ধার দিয়া চড়া সুদ গ্রহণ করে (অবজ্ঞার্থক)। **সুদে আসলে**—আসল টাকা ও সুদের টাকা উভয়ই; কিছু বাকী না থাকিয়া, আনুষঙ্গিক সব কিছু সমেত (যে ব্যবহার করছ, তা সুদে আসলে শোধ যাবে)। (ণ. সুদী)।

সুদক্ষ—ণ. অতি নিপুণ (সুদক্ষ কারিগর)।

সুদক্ষিণ—ণ. অতি উদার; অতি নিপুণ। স্ত্রী. **সুদক্ষিণা**—বি. দিলীপ রাজার পত্নী; ণ উদারস্বভাবা।

সুদতী—ণ. সুন্দরদন্তবিশিষ্টা। [সং]

সুদন্ত—(বহুব্রী) ণ. যাহার দাঁত সুন্দর। স্ত্রী. **সুদন্তা, সুদতী**। **সুদন্তী**—বি. (স্ত্রী) দিক্‌করিণীবিশেষ।

সুদর্শন, সুদর্শ—(বহুব্রী) ণ. সুরূপ, দেখিতে সুন্দর; বি. বিষ্ণুর চক্র; তীক্ষ্ণদৃষ্টি। স্ত্রী. **সুদর্শনা**—সুন্দরী। **সুদর্শনী**—অমরাবতী।

সুদাম—বি. সুদামা (কথ্য)।

সুদামত—[আ. স'দ্‌মা]। দুঃখ, বিঘ্ন, বিপত্তি। **সুদামত পাঠ**—বিপৎসূচক নির্দেশ, 'অন্যথা হইলে বিপদ্ হইবে' এরূপ লেখা।

সুদামা (-মন্)—বি. শ্রীকৃষ্ণের বৃন্দাবনের গোপ-সখা-বিশেষ; শ্রীকৃষ্ণের ভক্ত ব্রাহ্মণ-বিশেষ; মেঘ; উত্তম দাতা।

সুদারুণ—ণ. অতি দারুণ, নিদারুণ।

সুদিন—বি. শুভদিন; সৌভাগ্যের দিন (সুদিনের বন্ধু); রৌদ্রোজ্জ্বল দিন। (বিপ. দুর্দিন)।

সুদী—ণ. সুদ-সংক্রান্ত, সুদের (সুদী টাকা, সুদী কারবার)।

সুদীন—ণ. অতি দরিদ্র।

সুদীর্ঘ—ণ. অতিদীর্ঘ।

সুদুঃসহ—ণ. অতিশয় অসহনীয়। **সুদুঃস্পর্শ**—ণ. অতি তীব্র। **সুদুর্বহ**—ণ. যাহা বহন করা বা সহ্য করা অতিশয় কঠিন। **সুদুর্লভ**—ণ অতি দুষ্প্রাপ্য। **সুদুষ্কর, সুদুষ্কর**—ণ. অতিশয় ক্লেশে সম্পাদনীয়। **সুদুস্তর**—ণ. যাহা অতিক্রম করা অতিশয় কঠিন।

সুদূর—ণ. অতি দূরবর্তী; বি. দূরবর্তী স্থান বা বস্তু (সুদূরের পিয়াসী)। **সুদূরপরাহত**—ণ. অতিদূরে ব্যাহত; যাহার সম্ভাবনা প্রায় নাই (জয়ের আশা সুদূর পরাহত)।

সুদৃঢ়—ণ. অতিশয় দৃঢ় বা কঠিন, দুশ্চ্ছেদ্য।

সুদৃশ্য—ণ. যাহা দেখিতে সুন্দর, সুদর্শন। **সুদৃষ্ট**—ণ. যাহা ভালভাবে দেখা গিয়াছে।

সুদ্ধ—[হি. সুদ্ধা] ণ. সমেত, সহিত, সকলকে লইয়া বা সবটা মিলাইয়া (চাকিসুদ্ধ বিসর্জন, সর্বসুদ্ধ পাঁচশত হইবে; রাজাসুদ্ধ লোকে বলছে)। (কথ্য: সুদ্ধু, সুদ্দু)।

সুধন্বা (-ন্বন্)—(বহুব্রী) ণ যাহার ধনুক উত্তম;

শক্তিশালী ধনুর্ধারী; বি. বিষ্ণু; বিশ্বকর্মা; পৌরাণিক এক রাজা।

সুধর্ম (-র্মন্) –শোভন ধর্ম বা ধর্মাচার (সুধর্মসঙ্গত) **সুধর্মসভা**—[সুধর্মন্+সভা] বি. সুধর্মা, দেব-সভা। **সুধর্মা** (-র্মন্)—(বহুব্রী) ণ. ধর্মপরায়ণ; বি. দেবসভা; গৃহস্থ।

সুধা—[সু (সুখে]—ধে (পান করা)+অ+ আপ্] বি. অমৃত, পীযূষ; চুন ('সুধা-ধবলিত গৃহে'); মধু, পুষ্পরস; জ্যোৎস্না। **সুধাংশু**—(বহুব্রী.) বি. চন্দ্র। **সুধাকণ্ঠ**—বি মধুর কণ্ঠ; বি. কোকিল। **সুধাকর**—বি. চন্দ্র। **সুধাকার** —বি. যে চুনকাম করে। **সুধাজীবী** (-বিন্) —বি চুনকামকারী, রাজমিস্ত্রি। **সুধাদ্রব্য** বি. চুনগোলা জল। **সুধাধবলিত**—ণ. চুন দিয়া সাদা করা হইয়াছে এমন, চুনকাম-করা। **সুধানিধি**—চন্দ্র। **সুধাপঙ্ক**—বি. চুনের লেপ। **সুধাপাণি**—বি. ধন্বন্তরি। **সুধাপান**—বি. অমৃত পান; (ব্যঙ্গে) মদ্যপান। **সুধাবর্ষী** (-র্ষিন্)—ণ অমৃতবর্ষী, অতি স্নিগ্ধ-কর। **সুধাময়**—ণ. সুধাপূর্ণ, সুমিষ্ট। **সুধাবাস,-ময়ূখ,-রশ্মি**—বি. চন্দ্র। **সুধামুখী**—ণ. মধুরভাষিণী। **সুধারস**— বি. অমৃততুল্য রস, অমৃতময় অনুভূতি (চায় সে আমার কাছে আমার মাঝে গভীর গোপন যে সুধারস আছে—রবি)। **সুধারুচি**—ণ. সুধার মত স্বাদযুক্ত। **সুধাশর্কর।**—বি. চুনের ভিতরকার আধপোড়া পাথর। **সুধাশুভ্র**—ণ. চুনের মত সাদা। **সুধাসার**—[সুধা+আসার] বি. অমৃতবর্ষণ। **সুধাসিন্ধু**—বি. অমৃতের সাগর। **সুধাস্পর্ধী** (-র্ধিন্)—ণ. যাহা সুধাকেও পরাভূত করে (সুধাস্পর্ধিনী বাণী)। **সুধাস্যন্দী** (-ন্দিন্)— ণ. যাহা হইতে অমৃত ক্ষরিত হইতেছে। **সুধাহর** —গরুড়।

সুধার—(বহুব্রী) ণ. তীক্ষ্ণধার, ধারাল। **সুধারা** —বি. আনন্দময় প্রবাহ ('গীত সুধারা')।

সুধী—[শোভন ধী যার, বহুব্রী] ণ. পণ্ডিত, বিদ্বান্; জ্ঞানী; বি. সদবুদ্ধি।

সুধীর—ণ. অতি ধীর, শান্ত; বিবেচক। বি. **সুধীরতা**। **সুধীরে**—ক্রি.-ণ. অতিধীরে।

সুনজর—বি. প্রসন্নদৃষ্টি, প্রীতিপূর্ণ দৃষ্টি (সুনজরে দেখা; সুনজরে পড়া)।

সুনন্দ—ণ. বিশেষ প্রীতিদায়ক; বি. শ্রীকৃষ্ণের পার্শ্বচর; বলরামের মুষল; রাজগৃহবিশেষ। **সুনন্দা**—পার্বতী; পার্বতীর সখীবিশেষ; নারী; গোরোচনা।

সুনয়ন—(বহুব্রী.) ণ. যাহার চোখ সুন্দর; বি. হরিণ। **সুনয়না**—ণ. যে নারীর চোখ সুন্দর; বি. নারী।

সুনাব্য—ণ. যাহাতে নৌকায় গমনাগমন অনায়াস-সাধ্য অথবা কোন সময়ে বাধাপ্রাপ্ত হয় না।

সুনাম—বি যশ, খ্যাতি, প্রতিপত্তি (সুনাম বজায় থাকা)। (বিপ. দুর্নাম)।

সুনাসীর—(যাঁহার অগ্রবর্তী সৈন্য অথবা জয়-শব্দাদি শোভন) বি. ইন্দ্র। (আ. নাসি'র— সাহায্যকারী)।

সুনিদ্র—ণ. যাহার নিদ্রা গাঢ়। **সুনিদ্রা**—বি গাঢ় নিদ্রা, স্বস্তিতে নিদ্রা উপভোগ (সুনিদ্রার ব্যাঘাত হবে না)। **সুনিপুণ**—ণ. সুদক্ষ। **সুনিভৃত**—ণ. জনসমাগমশূন্য; সুগুপ্ত। **সু-নিয়ত**—ণ. সুনিয়ন্ত্রিত। **সুনিয়ন্ত্রণ**—বি. দক্ষতার সহিত পরিচালন; সুব্যবস্থা। **সুনিয়ম**—বি. সুন্দর বিধি-ব্যবস্থা। **সু-নির্ণীত**—ণ. সুনিরূপিত। **সুনির্দিষ্ট**—ণ. স্পষ্ট নির্দেশযুক্ত (সুনির্দিষ্ট সীমা)। **সুনির্ধা-রিত**—ণ. সুনির্দিষ্ট। **সুনির্মিত**—ণ. উত্তমরূপে রচিত। **সুনির্মাণ**—(সুপ্,সুপা) বি. উৎকৃষ্ট গঠন; (বহুব্রী.) ণ. সুনির্মিত। **সুনিশ্চয়**-বি. উত্তমরূপে নির্ধারণ সন্দেহ-হীনতা। ণ. **সুনিশ্চিত**—ণ. সম্যক্, অবধারিত, সন্দেহ-শূন্য। **সুনিষ্ঠুর**—ণ. অতি নিষ্ঠুর।

সুনীতি—বি. উৎকৃষ্ট নীতি, শিষ্ট সমাজের নীতি। (বিপ. দুর্নীতি)। **সুনীল**—ণ. গাঢ় নীলবর্ণ (সুনীল আকাশ; সুদূর ঐ সুনীল জল—রবি)।

সুন্দ—অসুর-বিশেষ। সুন্দ-উপসুন্দের যুদ্ধ— উপসুন্দ দ্রঃ।

সুন্দর—[সু—দৃ (আদর করা)+অ] ণ., বি. সুরূপ, রম্য, রুচির, মনোহর (সুন্দর তুমি এসেছিলে আজ প্রাতে—রবি); সুসজ্জ, সৌষ্ঠব-পূর্ণ, অভিমত (সুন্দর ব্যবস্থা; সর্বাঙ্গসুন্দর; সুন্দর কথাই বলেছে)। **সুন্দরম্মন্য**—ণ. যে নিজেকে সুন্দর মনে করে। স্ত্রী. **সুন্দরী, সুন্দরা**—সুন্দরী স্ত্রী; ভার্যা; নারী। **সুন্দরী-ভবন**—অন্তঃপুর।

সুন্দরবন—বি. দক্ষিণ বঙ্গের বৃহৎ বন বিশেষ (গ্রাম্য. সোঁদরবন)। [সুঁদরি গাছের বন]।

সুন্দি,-ন্ধি—বি. সুঁদি, শালুক, হেলা।

সুন্নত,-ৎ—[আ.] ণ. যাহা ফরজ নহে (ফরজ দ্র:) কিন্তু হজরত মুহম্মদের নির্দেশ বলিয়া করণীয় (বিয়ে করা ফরজ নয়, সুন্নত); (ইহুদী ও মুসলমান জাতির মধ্যে প্রচলিত) লিঙ্গমুখের ত্বকচ্ছেদ সংস্কার, মোছলমানি, circumcision (সুন্নত করিয়া নাম বোলাল হাজাম—কবিকঙ্কণ; সুন্নত দেওয়া)।

সুন্নী—বি. মুসলমানের সম্প্রদায়-বিশেষ (ইহারা প্রথম চার খলিফাকেই—অর্থাৎ আবুবকর ওসমান ওমর ও আলীকেই—হজরত মুহম্মদের বৈধ উত্তরাধিকারী জ্ঞান করে। যাহারা কেবল মাত্র চতুর্থ খলিফা হজরত আলীকে বৈধ উত্তরাধিকারী জ্ঞান করে, তাহাদের শিয়া বলা হয়)।

সুপ্—[soup] বি. শুরুয়া, ঝোল।

সুপ্—বি. (ব্যাক.) শব্দ-রূপ সাধন করিতে কারক ও বচন ভেদে যোজনীয় সু ঔ জস্ প্রভৃতি ২১টি বিভক্তি। (ধাতুর উত্তর—তিঙ্)।

সুপক্ব—ণ. উত্তমরূপে পক্ব, খুব পাকা কিংবা সুসিদ্ধ। **সুপচ**—[সু—পচ্+খল্] লঘুপাক। **সুপঠ**—ণ. সুখপাঠ্য, legible। **সুপত্র**—ণ. শোভন পত্র-বিশিষ্ট (বৃক্ষ); সুন্দর পক্ষযুক্ত; সুন্দর বাহনযুক্ত। **সুপত্রা**—রুদ্রজটা; শতাবরী; শালপর্ণী। **সুপথ, সুপন্থা**—বি. সৎপথ, সদুপায়। **সুপথ্য**—বি. উত্তম পথ্য। **সুপরীক্ষিত**—ণ. যাহা উত্তমরূপে পরীক্ষা করা হইয়াছে (সুপরীক্ষিত অমাত্য)।

সুপর্ণ—ণ. সুন্দর পক্ষ-বিশিষ্ট; ণ. গরুড়; স্বর্ণচূড় পক্ষী; কুক্কুট। **সুপর্ণা, সুপর্ণী**—পক্ষিণী; গরুড়মাতা।

সুপাচ্য—ণ. যাহা শীঘ্র পরিপাক করা যায়, লঘুপাক। **সুপাত্র**—বি. যোগ্য ব্যক্তি; বিবাহের যোগ্য পাত্র। স্ত্রী. **সুপাত্রী**।

সুপারি,-রী—বি. গাছ-বিশেষ ও তাহার ফল (পান খাইবার সুপরিচিত উপকরণ), গুয়া। (কথ্য সুপুরি)। **সুপুরি লাগা**—পান খাওয়ার সময় বুকে সুপারি আটকাইয়া যাওয়া ও মাথা ঘোরা।

সুপারিন্টেন্ডেন্ট—[ইং. Superintendent] বি. অধ্যক্ষ, প্রধান পরিচালক।

সুপারিশ—[ফা. সিফারিশ] কাহারও অনুকূলে কিছু বলা, recommendation (সুপারিশ-পত্র; সুপারিশের জোরে চাকুরি)। ণ. **সুপারিশী**—অনুরোধযুক্ত।

সুপুত্র—বি. গুণবান্ পুত্র; (বহুব্রী) ণ. যাহার পুত্র গুণবান্। **সুপুরুষ**—বি. সুদর্শন পুরুষ, অঙ্গসৌষ্ঠবসম্পন্ন পুরুষ। **সুপুষ্প**—বি. পালিতা মাদার গাছ; শিরীষ বৃক্ষ; লবঙ্গ; হরিদ্রা।

সুপ্ত—[স্বপ্ (নিদ্রিত হওয়া)+ক্ত] ণ. নিদ্রিত; অচেতন, যাহা সক্রিয় নহে (সুপ্ত প্রবৃত্তি)। **সুপ্তজ্ঞান**—স্বপ্ন। বি. **সুপ্তি**—নিদ্রা। **সুপ্তোত্থিত**—ণ. যে পূর্বে সুপ্ত ছিল কিন্তু এখন জাগিয়া উঠিয়াছে।

সুপ্রকাশ—ণ. প্রকটিত, সুন্দর বা পর্যাপ্ত প্রকাশ বিশিষ্ট। **সুপ্রজ্ঞ**—(বহুব্রী) ণ. বুদ্ধিমান্, জ্ঞানী।

সুপ্রতিভা—উজ্জ্বল বুদ্ধি।

সুপ্রতিষ্ঠ, সুপ্রতিষ্ঠিত—উত্তমরূপে প্রতিষ্ঠিত, stable, well-established (সুপ্রতিষ্ঠিত শাসনব্যবস্থা); প্রতিষ্ঠাবান্, খ্যাতি-প্রতিপত্তি সমন্বিত (সুপ্রতিষ্ঠিত সাহিত্যিক)। **সুপ্রতিষ্ঠা**—বি. খ্যাতি-প্রতিপত্তি; ণ. খ্যাতি-প্রতিপত্তিযুক্তা

সুপ্রতীক—[যাহার অবয়ব সুন্দর—বহুব্রী] ণ. শোভনাঙ্গ; বি. কামদেব; ঈশান কোণের দিগ্‌গজ। [রূপে প্রমাণিত হইয়াছে।

সুপ্রতীত—ণ. উত্তমরূপে জ্ঞাত; যাহা সুস্পষ্ট-

সুপ্রতুল—বি. সুপ্রাচুর্য, পর্যাপ্ত কল্যাণ, বরকত।

সুপ্রভা—বি. উত্তম দীপ্তি; ণ. (স্ত্রী.) উত্তম দীপ্তিশালিনী। **সুপ্রভাত**—বি. সুন্দর বা শুভ প্রাতঃকাল; good morning-এর বাংলা রূপ।

সুপ্রয়োগ—বি. উপযুক্ত বা সার্থক প্রয়োগ। ণ. **সুপ্রযুক্ত**। **সুপ্রশস্ত**—ণ. উৎকৃষ্ট; যথেষ্ট চওড়া। **সুপ্রসন্ন**—ণ. অতিশয় প্রসন্ন, সদয় (ভাগ্য সুপ্রসন্ন হইল); অনাবিল, নির্মল। **সুপ্রসাদ**—অতিশয় প্রসন্নতা বা অনুকূলতা। **সুপ্রসিদ্ধ**—ণ. খ্যাতিসম্পন্ন; সুবিদিত। বি. **সুপ্রসিদ্ধি**।

সুপ্রাতঃ—সুপ্রভাত।

সুপ্রাপ্য—ণ. সহজে লভ্য।

সুপ্রিয়—ণ. আদরণীয়। স্ত্রী. **সুপ্রিয়া**।

সুফল—বি. সুপরিণতি; তীর্থদর্শনের ফল লাভার্থ পাণ্ডার আশীর্বাদ; দাড়িম্ব; বিল্ব; বদর; কপিত্থ; ণ. উত্তম ফলযুক্ত বা প্রচুর ফলোৎপাদক (সুজলা সুফলা)। **সুফলা**—বি. দ্রাক্ষা-বিশেষ; কুমড়াগাছ; কদলী।

সুফী—বি. মুসলমান মরমী সাধক। (সুফীরা নানা সম্প্রদায়ে বিভক্ত; ইঁহারা সাধারণতঃ গুরুর নির্দেশকে শাস্ত্রের উপরে স্থান দেন অথবা গুরুকে শাস্ত্রের প্রকৃত ব্যাখ্যাতা জ্ঞান করেন। এক সময় সুফীদের প্রভাব-প্রতিপত্তি খুব বেশি ছিল, কিন্তু বর্তমানে শরীয়তের অনুবর্তিতাই মুসলমানেরা কাম্য মনে করেন)। **সুফী সাহিত্য**—হাফিজ রুমী প্রভৃতি সুফী কবিদের রচনা।

সুফেন—বি. সমুদ্রের ফেনা।

সুবঙ্কিম—ণ. সুন্দরভাবে বাঁকা। **সুবচন**—বি. উত্তম বা শুভবাক্য। **সুবচনী**—শুবচনী দ্রঃ।

সুবদন—(বহুব্রী) ণ. সুন্দর মুখ-বিশিষ্ট। স্ত্রী. **সুবদনা, -নী**—সুমুখী।

সুবন্ত—ণ. সুপ্ বিভক্তিযুক্ত পদ। [সুপ্+অন্ত]।

সুবন্দোবস্ত—ণ. ভাল ব্যবস্থা, সুশৃঙ্খলা।

সুবর্চল—দেশ-বিশেষ।

সুবর্ণ—[সুন্দর বর্ণ যার—বহুব্রী] বি. স্বর্ণ; কাঞ্চন; মোহর; ষোল মাষা পরিমিত সোনা; হরি-চন্দন; ণ. স্বর্ণবর্ণ (শুধু নীরবে ভুঞ্জন এই সন্ধ্যাকিরণের সুবর্ণ মদিরা—রবি; বিশেষ মর্যাদাযুক্ত, উত্তম (সুবর্ণ সুযোগ)। **সুবর্ণ কদলী**—বি. চাঁপা-কলা। **সুবর্ণকার**—বি. স্বর্ণকার, সেকরা। **সুবর্ণ কেতকী**—বি. সোনালী কেয়াফুল বিশেষ। **সুবর্ণগর্ভা**—ণ. রত্নগর্ভা, যে নারীর সন্তান বিশেষ গুণবান্। **সুবর্ণ গৈরিক**—বি. পীত-বর্ণ গিরি-মাটি। **সুবর্ণ-গ্রন্থি**—বি. স্বর্ণমুদ্রার থলি। **সুবর্ণ চম্পক**—বি. স্বর্ণবর্ণ চম্পক-বিশেষ। **সুবর্ণ ধেনু**—বি. দানার্থ স্বর্ণনির্মিত ধেনু। **সুবর্ণপৃষ্ঠ**—ণ. গিল্টিকরা। **সুবর্ণ-বণিক্**—জাতিবিশেষ, সোনার বেনে। **সুবর্ণ-বর্ণ**—স্বর্ণবর্ণ, পীতবর্ণ (সুবর্ণবর্ণা—হরিদ্রা)। **সুবর্ণ-মাক্ষিক**—খনিজ পদার্থ-বিশেষ, golden pyrites। **সুবর্ণ সুযোগ**—মহা বা উত্তম সুযোগ, golden opportunity।

সুবলন—ণ. সুগঠিত, অঙ্গসৌষ্ঠবসম্পন্ন।

সুবলিত—সুগঠিত (সুবলিত বাহু)।

সুবহ—[সু—বহ্+অ] ণ. যাহা অনায়াসে বহন করা যায়, portable।

সুবা, সুবে—[আ. সু'বা] বি. প্রদেশ (সুবে বাংলার নবাবী)। **সুবাদার, সুবেদার**—প্রদেশপাল; নিম্নপদস্থ সামরিক কর্মচারী-বিশেষ। (বি. সুবাদারি)। **সাহেব-সুবা**—সাহেব দ্রঃ।

সুবাদ—বি. সম্পর্ক, আত্মীয়ের মত সম্বন্ধ (গ্রাম-সুবাদ—রক্ত-সম্পর্ক নয়, গ্রাম-সম্পর্ক)।

সুবাস—বি. সুগন্ধ, সৌরভ; উত্তম বাসস্থান। **সুবাসিত**—ণ. যাহা সুগন্ধযুক্ত করা হইয়াছে। **সুবাসিনী**—বি পিত্রালয়বাসিনী স্ত্রী.; ণ. সৌরভযুক্তা। [বলযুক্ত।

সুবাহু—ণ. যাহার বাহু দেখিতে সুন্দর; বাহু-

সুবিকট—ণ. অতি বিকট। **সুবিক্রম**—(বহুব্রী) ণ. বিক্রমশালী। **সুবিক্রান্ত**—ণ. পরাক্রান্ত। **সুবিগ্রহ**—ণ. সুন্দর দেহধারী। **সুবিচক্ষণ**—ণ. অতিশয় বিচক্ষণ। **সুবিচার**—বি. পক্ষপাতহীন বিচার, ন্যায়বিচার। **সুবি-চারক**—ণ. সুবিচারকারী। **সুবিজ্ঞাত**—ণ. যাহা ভাল করিয়া জানা গিয়াছে। **সুবিজ্ঞেয়**—ণ. যাহা সহজে জানা যাইতে পারে। **সুবিদিত**—ণ. সুবিজ্ঞাত, সুপ্রসিদ্ধ। **সুবিজ্ঞ**—ণ. বিদ্বান্।

সুবিধা—[সু+বিধা (প্রকার)] বি. জুৎ, সুযোগ, কার্যসিদ্ধির উপায় (সুযোগ-সুবিধা নেই; তেমন সুবিধা করে উঠ্‌তে পারছে না; সুবিধা হলো না বুঝি ?); ণ. সস্তা (সুবিধা দরে পাওয়া গেছে)।

সুবিধান—বি. উত্তম বিধান বা ব্যবস্থা।

সুবিধি—বি. সুনিয়ম; সুরাহা।

সুবিনয়—বি. খুব নম্রভাব। **সুবিনীত**—ণ. বিনয়নম্র; সুশিক্ষিত স্ত্রী. **সুবিনীতা**—সুশীলা গাভী।

সুবিন্দু—বি. Zenith, খমধ্য। [সং]

সুবিন্যস্ত—ণ. সুন্দরভাবে স্থাপিত বা সাজানো, সুশৃঙ্খল। বি. **সুবিন্যাস**।

সুবিমল—ণ. সুনির্মল। **সুবিশাল**—ণ. অতি বৃহৎ বা ব্যাপক (সুবিশাল পর্বতমালা)।

সুবিস্তীর্ণ, সুবিস্তৃত—ণ. ব্যাপক, সুপ্রসারিত।

সুবিহিত—ণ. সম্যক্‌ভাবে স্থাপিত বা নিষ্পন্ন; সুব্যবস্থিত; সুশৃঙ্খল।

সুবুদ্ধি—বি. সাধুবুদ্ধি, সুমতি; ণ. সাধুবুদ্ধিযুক্ত; সুধী। [অনুকূল বৃষ্টি।

সুবৃষ্টি—বি. যথাসময়ে প্রচুর বৃষ্টি, শস্য উৎপাদনের

সুবৃহৎ—ণ. সুবিশাল, খুব বড়।

সুবেরাত—বি. শবেরাত (দ্রঃ)।

সুবেশ—(বহুব্রী) ণ. উত্তম-পরিচ্ছদধারী; বি. উত্তম পোশাক। **সুবেশী** (-শিন্)—ণ. উত্তম বেশধারী, খোশপোশাকী।

সুবোধ—ণ. বুদ্ধিমান্, যাহাকে সহজে বুঝানো

যায় ; সুবিনীত, শান্তশিষ্ট (ব্যঙ্গে—গোবেচারা, বিপ. দুরন্ত) ; সহজবোধ্য। **সুবোধন**—চৌকিদারাদি কর্তৃক লোকদের সতর্কীকরণ। ণ. **সুবোধিত**। **সুবোধ্য**—ণ. সহজে বোধগম্য।

সুব্যক্ত—ণ. সুপরিস্ফুট।

সুব্যবস্থা—বি. উত্তম ব্যবস্থা বা বিধান, সুনিয়ম, সুশৃঙ্খলভাব (বিপ. অব্যবস্থা)। ণ. **সুব্যবস্থিত**।

সুব্রত—ণ. ব্রতাদি যথানিয়মে অনুষ্ঠানকারী, ধর্ম-কর্ম-পরায়ণ ; ব্রহ্মচারী ; আদর্শনিষ্ঠ। স্ত্রী. **সুব্রতা**—পতিব্রতা ; সহজে দোহন করা যায় এমন গাভী।

সুব্রহ্মণ্য—ণ পূর্ণ ব্রহ্মতেজযুক্ত ; বি যজ্ঞে উদ্গাতা-বিশেষ ; উচ্চবেদধ্বনি ; ব্রহ্মবাদ ; দাক্ষিণাত্যের জনপদ-বিশেষ ; কার্তিকেয়। **সুব্রহ্মণ্য-ক্ষেত্র**—দক্ষিণ কানাড়ার প্রাচীন তীর্থস্থান-বিশেষ। **সুব্রাহ্মণ**—বি. উৎকৃষ্ট ব্রাহ্মণ, আচার-বিনয়-বিদ্যা-আদি বিশিষ্ট ব্রাহ্মণ।

সুভগ—[উত্তম শ্রীভাগ্যযুক্ত—বহুব্রী] ণ. সুন্দর, লোচনানন্দ-দায়ক ; যাহাকে স্ত্রীগণ কামনা করে ; ভাগ্যবান্ ; বি. সোহাগা ; অশোকবৃক্ষ ; চম্পক। **সুভগমানী (-নিন্), সুভগম্মন্য**—ণ. যে নিজেকে আদৃত মনে করে। স্ত্রী. **সুভগমানিনী**—কৈকেয়ী। স্ত্রী. **সুভগা**—ণ. ভাগ্যবতী ; পতি-সোহাগিনী, সুয়ো ; বি. পতিসোহাগিনী সম্ভ্রান্তা গৃহিণী (বিপ. দুর্ভাগা) ; কস্তুরী ; তুলসী ; হরিদ্রা ; নীলদূর্বা ; সুবর্ণকদলী। **সুভগাসুত**—স্বামীর আদরিণীর পুত্র, সুয়োরাণীর ছেলে।

সুভদ্র—ণ. পরম কল্যাণকর, উত্তম ; সুমঙ্গল। **সুভদ্রক**—বি, বিল্ব ; ব্যোমযান। স্ত্রী **সুভদ্রা**—অর্জুনপত্নী, শ্রীকৃষ্ণ-ভগিনী ; পীঠস্থানস্থ দেবী-বিশেষ ; শ্যামালতা।

সুভব্য—ণ. সভ্যশান্ত, শিষ্ট।

সুভাগিনী—ণ সৌভাগ্যবতী।

সুভালাভালি—ক্রি., ণ. নিরাপদে, সহি-সালামতে (এখন সুভালাভালি বাড়ী আসে তবেই হয়)। (কথ্য)।

সুভাষ—(বহুব্রী) ণ. যাহার বাক্য উত্তম।

সুভাষিত—ণ. উত্তমরূপে কথিত ; বি. উত্তম বাক্য, হিতকথা, maxim ; (বহুব্রী) যাহার বাণী সুন্দর ও হিতকর ; বুদ্ধদেব ; বাগ্মী। *সুভাষিতাবলী*-*লি*—*ভাল ভাল কথা, মহাপুরুষের* বাণীসমূহ। **সুভাষী** (-ষিন্)—ণ. মধুরভাষী। স্ত্রী. **সুভাষিণী**—ণ. মিষ্টভাষিণী।

সুভাস—ণ. উত্তম দীপ্তিযুক্ত।

সুভিক্ষ—[সু+ভিক্ষা, বহুব্রী] ণ. যেখানে সহজে ভিক্ষা মেলে (—দেশ) ; বি. জিনিসপত্র বেশ পাওয়া যায় এমন অবস্থা (বিপ. দুর্ভিক্ষ)।

সুমঙ্গল—ণ. প্রচুর কল্যাণযুক্ত (ঝরণার সুমঙ্গল ধারা—রবি) ; শুভসূচক দ্রব্যাদি।

সুমতি—বি. সুবুদ্ধি, সৎবুদ্ধি (বিপ. কুমতি) ; জৈন মুনি-বিশেষ ; ণ. যাহার বুদ্ধি উত্তম ; সুধী।

সুমধুর—ণ অতিশয় মধুর বা শ্রবণসুখকর (সুমধুর গীতধ্বনি) ; অতিশয় মিষ্ট বা চিত্তাকর্ষক।

সুমধ্যমা—(বহুব্রী) ণ. (স্ত্রী.) সুন্দর কটি-বিশিষ্টা।

সুমন—[সুমনস্] বি. ফুল।

সুমনাঃ, সুমনা—[উত্তম মনঃ যাহার—বহুব্রী] ণ মনস্বী; বিদ্বান্, পণ্ডিত ; সদাশয়, উদারমতি ; বি. (যাহা মনকে আনন্দিত করে) পুষ্প (শ্মশান-সুমনা) ; দেবতা।

সুমনোহর—ণ. অতিশয় চিত্তাকর্ষক, যাহা বিশেষভাবে মনোরঞ্জন করে।

সুমন্ত্র—বি. রাজা দশরথের মন্ত্রী ও সারথি ; আয়-সংক্রান্ত সচিব। **সুমন্ত্রণ**—বি. সম্যক্ মন্ত্রণা অথবা পরামর্শ দান। ণ. **সুমন্ত্রিত**।

সুমন্দ—ণ. ধীরগতি (সুমন্দ পবন) ; অতি মৃদু (সুমন্দ হাসি)। **সুমন্দ-বুদ্ধি**—ণ., বি. অতি স্থূলবুদ্ধি ; অতিশয় দুর্বুদ্ধি।

সুমহৎ—ণ. অতি মহৎ ; অতি বৃহৎ ; অতিশয় গৌরবপূর্ণ। পুং. **সুমহান্**। স্ত্রী. **সুমহতী**। (শ্রুতিমাধুর্যের জন্য 'সুমহৎ' ব্যবহৃত হয়—মহৎ দ্রঃ)।

সুমার—শুমার দ্রঃ।

সুমিত্রা—বি. রামায়ণ-বর্ণিত লক্ষ্মণের জননী। **সুমিত্রা-নন্দন**—লক্ষ্মণ।

সুমিষ্ট—ণ. শ্রুতিসুখকর ; সুস্বাদু ; অনুগ্র ; হৃদয়-গ্রাহী (সুমিষ্ট গন্ধ ; সুমিষ্ট হাসি)।

সুমুখ—বি. সম্মুখ (তোমার সুমুখ দিয়ে গেল, দেখতে পেলে না)। [সং. সম্মুখ]।

সুমুখ—(বহুব্রী) ণ. সুন্দর মুখ-বিশিষ্ট ; সুন্দর, মনোজ্ঞ ; (যাহার উচ্চারণ শুদ্ধ) বিদ্বান্ ; বি. গণেশ ; গরুড়-পুত্র। স্ত্রী. **সুমুখী**—ণ. সুন্দরী ; বি. দর্পণ ; একাদশাক্ষরপাদ ছন্দো-বিশেষ।

সুমেধাঃ *(-ধস্)—(বহুব্রী) ণ. উত্তম বুদ্ধিসম্পন্ন, জ্ঞানী।*

সুমেরু—বি. পৃথিবীর উত্তর প্রান্ত, North Pole (বিপ. কুমেরু) ; জপমালার মধ্য-গুটিকা ; পুরাণে উক্ত পর্বতবিশেষ। **সুমেরুবৃত্ত**—Arctic Circle, উত্তর মেরু হইতে প্রায় ২৩½ ডিগ্রি দূরে কল্পিত বৃত্তাকার অক্ষরেখা। **সুমেরু সমুদ্র**—পৃথিবীর উত্তর মেরুর চারিদিকের সমুদ্র, Arctic Ocean।

সুযশ—বি. খ্যাতি, সুকীর্তি। **সুযশাঃ** (-শস্)—(বহুব্রী.) ণ. যশস্বী, খ্যাতনামা।

সুয়া—[সুভগা] ণ. সোহাগী ; বি. আদরের স্ত্রী (বিপ. দুয়া—কথ্য, **সুয়ো-দুয়ো**) ; শুক-পাখী ; সুঁয়োপোকা।

সুযাত্রা—বি. শুভযাত্রা।

সুযুক্তি—বি. উত্তম যুক্তি বা হেতু, সুপরামর্শ (বিপ. কুযুক্তি)।

সুযুদ্ধ—বি. ন্যায়যুদ্ধ, ধর্মযুদ্ধ।

সুয়েম, সুয়ম—[ফা. সুয়ম্] ণ. তৃতীয়। **জামাতে সুয়ম**—তৃতীয় শ্রেণী। **সুয়েম জমি**—তৃতীয় শ্রেণীর নিকৃষ্ট জমি।

সুযোগ—বি সুসময়, সুবিধা ; কার্যসিদ্ধির অনুকূল সময়, দাঁও (এই সুযোগে কাজ হাসিল করিল ; সুযোগ কাজে লাগাতে পারে ক'জন ?)।

সুযোগ্য—ণ. সর্বপ্রকারে যোগ্য, উপযুক্ত (পিতার সুযোগ্য পুত্র)।

সুযোধন—বি. যুধিষ্ঠির কর্তৃক দেওয়া দুর্যোধনের নাম—কেননা তিনি অপ্রীতিকর শব্দ বলিতেন না।

সুয়োরাণী—বি. রাজার প্রিয়রাণী (বিপ. দুয়োরাণী)। [সুয়া দ্রঃ]।

সুর—[সু (আধিপত্য করা) + রক্] বি. দেবতা, অমর ; সূর্য ; পণ্ডিত। **সুরকন্যা**—দেবকন্যা। **সুরকামিনী**—অপ্সরা। **সুরকারু**—বিশ্বকর্মা। **সুরকার্মুক**—ইন্দ্রধনু। **সুরগায়ক, -গায়ন**—গন্ধর্ব। **সুরগিরি**—সুমেরু পর্বত। **সুরগুরু**—বৃহস্পতি। **সুরজ্যেষ্ঠ**—ব্রহ্মা। **সুরতরু**—কল্পবৃক্ষ। **সুরদারু**—দেবদারু। **সুরদীর্ঘিকা**—মন্দাকিনী। **সুরধুনী**—গঙ্গা। **সুরপতি**—ইন্দ্র। **সুরপথ**—আকাশ। **সুরপাদপ**—কল্পবৃক্ষ ; মন্দার ; পারিজাত। **সুরপুর, -পুরী**—অমরাবতী। **সুরবালা**—দেবকন্যা। **সুরবীথি**—নক্ষত্রমার্গ ; ছায়াপথ। **সুরলোক**—স্বর্গ। **সুর-শৈবলিনী, -সরিৎ**—গঙ্গা। **সুরসদন**—দেবলোক ; অমরাবতী। **সুরসুন্দরী**—অপ্সরা।

সুর—বি. স্বর, সঙ্গীতের তান (কণ্ঠে খেলিতেছে সাতটি সুর—রবি) ; ধ্বনি, ধুয়া ; বক্তব্য, মত ; পদবী-বিশেষ। **সুর তোলা**—ধুয়া তোলা ; মিলিতভাবে অভিযোগাদি জানানো। **সুরে সুর মিলানো**—এক ধরণের কথা বলা, পোঁ ধরা। **সুর বদলানো**—অন্য ভাবের কথা বলা (স্বার্থের খাতিরে অথবা দায়ে পড়িয়া)।

সুরকি—[ফা সুর্খ্] বি. ইটের গুঁড়া—বাড়ীর গাঁথনির মসলা-বিশেষ।

সুরক্ষিত—ণ. যত্নে রক্ষিত ; যত্নে সঞ্চিত (সুরক্ষিত ধন) ; যত্নে পালিত (সুরক্ষিত পিতৃ-আদেশ)।

সুরঙ্গ—ণ. উজ্জ্বল রক্তবর্ণ (অধর সুরঙ্গ) ; বি. হিঙ্গুল ; সুড়ঙ্গ ; সিঁধ।

সুরঞ্জিত—ণ. উজ্জ্বল বর্ণে রঞ্জিত ; বিশেষভাবে রঞ্জিত বা বাড়াইয়া-বলা, অতিরঞ্জিত।

সুরট, সুরাটী—বি. সৌরাষ্ট্রে প্রচলিত রাগিণী-বিশেষ (সুরট মল্লার—সুরট রাগিণী ও মল্লার রাগিণীর মিশ্রণ)।

সুরৎ, সুরত, সু-—[আ. সূ'রত্] বি. আকৃতি, চেহারা, মূর্তি (রোদে-রোদে বেড়িয়ে সুরৎখানা যা হয়েছে) ; মুখশ্রী (খোবসুরত) ; ধরণ, রকম, উপায় (কি সুরতে করা যাবে ভেবে পাচ্ছি না—বর্তমানে গ্রাম্য)। **সুরত বদলানো**—চেহারা বদলানো, ভোল পাল্টানো। **সুরত-হারাম**—ণ. শুধু দর্শনধারী, বাহিরে সুন্দর ভিতরে কুৎসিত। **সুরতহাল**—যাহা প্রকৃতই ঘটিয়াছে, তাহার স্বরূপ (সুরতহাল তদন্ত ; সুরতহাল করা। কথ্য—'সুরখাল')।

সুরত—[সু-রম্ (ক্রীড়া করা, রতি করা) + ক্ত] বি. রমণ, নিধুবন ; ণ. অতিশয় অনুরক্ত। **সুরতা**—ণ. অতিশয় অনুরক্তা। **সুরতি**—[সং সুরত] বি. রতি, কামকেলি।

সুরতি - সুর্তি দ্রঃ।

সুরথ—বি. মার্কণ্ডেয় চণ্ডীতে উল্লিখিত রাজা-বিশেষ। **সুরথ-উদ্ধার**—সুরথ রাজার কাহিনী-সম্বলিত যাত্রার পালা।

সুরবল্লী—বি. ছোট গাছ বিশেষ (কবিরাজী ঔষধ হয়। সুরবল্লী কষায়)।

সুরবাহার—বি. সেতার-জাতীয় বাদ্যযন্ত্র-বিশেষ।

সুরবোধ—বি গানের সুরের যথাযথ জ্ঞান।

সুরভি, সুরভী—বি. স্বর্গের কামধেনু।

সুরভি—[সু—রভ্ (রুষ্ট হওয়া) + ই] বি. সুগন্ধ,

সৌরভ, গন্ধামোদ ; মনোজ্ঞতা (ফুলের সুরভি ; সাহিত্য জ্ঞানের সুরভি) ; চৈত্রমাস ; বসন্তকাল (সুরভি মাস ; সুরভি সময়) ; গাভী (সুরভি-তনয় —বৃষ) ; ণ. সুগন্ধি ; সুরভিত (কেতকী-কেশরে কেশপাশ করো সুরভি—রবি) ; মনোজ্ঞ (বৈরাগ্য-সুরভি ঐশ্বর্য) । **সুরভিগন্ধ**—ণ. সুরভিযুক্ত ; বি. তেজপত্র ; সৌরভ । **সুরভিগন্ধা**—বনমল্লিকা । **সুরভি-গন্ধি,-ন্ধী**—ণ. সুগন্ধযুক্ত । ণ. **সুরভিত**—সৌরভযুক্ত । **সুরভিদারু**—সরল গাছ । [ও শ্রীহট্টের নদী-বিশেষ ।

সুরমা—ণ. অতি রমণীয়া ; বি. সুর্মা (দ্রঃ) ; কাছার

সুরম্য—ণ. মনোহর, রুচিকর (সুরম্য অট্টালিকা) ।

সুরস—ণ. মিষ্টরসযুক্ত ; সরস ।

সুরসাল—ণ. অতিশয় রসাল বা সুস্বাদু ; চিত্তহারী, অতিশয় উপভোগ্য (সুরসাল গল্পগুজব) । **সুরসিক**—ণ. অতি রসিক, রসবেত্তা ; বিশেষ অনুরাগী । স্ত্রী. **সুরসিকা** ।

সুরসুন্দরী—বি. সুরাঙ্গনা, অপ্সরা ; বিদ্যুৎ (সুর-সুন্দরীর রূপে শোভিল চৌদিকে বামাকুল —মধু) ।

সুরা—[সুর্+ক+আপ্] বি. মদিরা (গৌড়ী, পৈষ্টী, মাধ্বী—এই ত্রিবিধ সুরা) ; পানপাত্র ।

সুরাখ—[ফা. সূরাখ] বি. গর্ত, রন্ধ্র, সুরঙ্গ । **সুরাখ করা**—ছিদ্র করা ; গভীর ভাবে বিদ্ধ করা (দিল সুরাখ করা) ।

সুরাঙ্গনা—বি. অপ্সরা । **সুরাচার্য**—বি. দেব-গুরু বৃহস্পতি । [শুঁড়ি ।

সুরাজীব,-জীবী (-বিন্)—বি. মদ্যবিক্রেতা,

সুরাট—বি. পশ্চিম ভারতের নগর-বিশেষ ; রাগিণী-বিশেষ, সুরট ।

সুরাপান—(সুরা যাহাদের পেয়—বহুব্রী) ণ. প্রাচ্যদেশীয় লোক ; (ষষ্ঠীতৎ) ; বি. মদ্যপান ; সুরার চাট । **সুরাপায়ী** (-য়িন্)—মদখোর । **সুরাবীজ**—মদের খামির, কিণ্ব, yeast ।

সুরারি—[সুর+অরি] বি. দৈত্য ।

সুরালয়—[সুর+আলয়] বি. স্বর্গ ; সুমের পর্বত ; [সুরা+আলয়] মদের দোকান ।

সুরাষ্ট্র—বি. সুরাটদেশ, সৌরাষ্ট্র ।

সুরা-সন্ধান—বি. মদ চোয়ানো ।

সুরাসার—বি. গাঁজানো দ্রাক্ষারসের সার-বিশেষ, alcohol ; স্পিরিট ।

সুরাসুর—[সুর+অসুর] বি. দেবতা ও অসুর ; সু ও কু । **সুরাসুরের দ্বন্দ্ব**—দেবতা ও অসুরদের ভিতরকার সংগ্রাম ; ভাল ও মন্দের লড়াই ।

সুরাহা—[সু+ফা. রাহা] বি. সদুপায়, ভাল ব্যবস্থা বা বন্দোবস্ত (ব্যাপারটার একটা সুরাহা করতে হবে তো) । [সরুমুখ কলস ।

সুরাহি, সুরাই—[আ. সুরাহী] বি. কুঁজো,

সুরী—বি. দেবী ; মদিরা ।

সুরু—শুরু দ্রঃ । **সুরুক**—সুলুক দ্রঃ ।

সুরুচি—বি. উৎকৃষ্ট রুচি বা পছন্দ, চিত্তের উন্নত প্রবণতা (গৃহের আসবাবপত্র গৃহকর্তার সুরুচির পরিচায়ক ; চালচলনে সুরুচির অত্যন্ত অভাব) ; ধ্রুবের বিমাতা ; ণ. মার্জিত রুচি-বিশিষ্ট । ণ. **সুরুচিবান্** (-বৎ) ।

সুরুয়া—শু- দ্রঃ ।

সুরূপ—(বহুব্রী) ণ. উত্তম রূপ-বিশিষ্ট, সুদর্শন, সুগঠন ; বি. উত্তম রূপ বা আকৃতি । স্ত্রী. **সুরূপা**—সুন্দরী । **সুরূপিণী**—ণ. অতিশয় রূপবতী ; সৌভাগ্যনির্দেশক হস্তরেখা ।

সুরেণু—বি. সূক্ষ্ম রেণু ।

সুরেন্দ্র—[সুর+ইন্দ্র] বি. ইন্দ্র ।

সুরেলা—ণ. সুন্দর সুরবিশিষ্ট, সুস্বর (—গলা) ।

সুরেশ—[সুর+ঈশ] বি. ইন্দ্র ; বিষ্ণু ; শিব । (স্ত্রী. **সুরেশী**) । **সুরেশ্বর**—বি. ইন্দ্র ; ব্রহ্মা ; শিব । স্ত্রী. **সুরেশ্বরী**—দুর্গা । **সুরোত্তম**—ণ., বি. সুরশ্রেষ্ঠ ; ইন্দ্র ; বিষ্ণু ; সূর্য । **সুরোৎসব**—[সুরা+উৎসব] বি. প্রাচীন ভারতের নর-নারীর ব্যাপকভাবে সুরাপানের উৎসব-বিশেষ ।

সুর্কি—সুরকি (দ্রঃ) ।

সুর্তি—[পর্তু. Sorte] বি. ভাগ্যপরীক্ষার খেলা-বিশেষ, lottery ।

সুর্তি,-র্তী—বি. সুগন্ধি তামাক চূর্ণ-বিশেষ, (পানের সঙ্গে খাওয়া হয় । বোধ হয় প্রথম সুরাটে প্রস্তুত হয়, এই হেতু এই নাম) ।

সুর্মা, সুরমা—[ফা. সুর্মা] বি. চোখে দিবার সুপরিচিত চূর্ণ, অঞ্জন, Kohl (সুর্মা আঁকি দিল আঁখির পাতে—রবি ; সুর্মা দেওয়া,-পরা) । **সুর্মাদানী**—সুর্মা রাখিবার ছোট পাত্র ।

সুর্মা, সুর্মি, সুর্মো—[সং. সুষির—ছিদ্রযুক্ত, শূন্যগর্ভ] বি. চৌকাঠের সঙ্গে আঁটা লৌহখণ্ড যাহাতে শিকল আটকানো হয় ।

সুলক্ষণ—বি. শুভসূচক লক্ষণ, সৌভাগ্যের চিহ্ন ; কার্যসিদ্ধির অনুকূল ভাব ; (বহুব্রী) ণ. সুলক্ষণ-

যুক্ত। স্ত্রী. **সুলক্ষণা**। **সুলক্ষিত**—ণ. যাহা ভালরূপে লক্ষ্য করা হইয়াছে।

সুলতান—[তু. সুল্‌ত়ান] বি. মুসলমান রাজা, বাদ্‌শা; সেকালের তুরস্কের অধিপতি। স্ত্রী. **সুলতানা** (চাঁদ সুলতানা)। **সুলতানি, সুলতানৎ**—বি. বাদশাহি, রাজত্ব। **সুলতানী**—ণ. সুলতান-সম্বন্ধীয়।

সুলভ—[সু—লভ্‌+খল্‌] ণ. অনায়াসলভ্য, সস্তা (সুলভ সমাচার); যাহা সচরাচর দেখা যায়, স্বাভাবিক (শিশুসুলভ সরলতা)। (বিপ. দুর্লভ)।

সুললিত—ণ. অতিশয় কোমল ও মধুর; অতিশয় মনোজ্ঞ (সুললিত কণ্ঠ; সুললিত নৃত্য)।

সুলিখিত—ণ. সুন্দরভাবে লিখিত বা অঙ্কিত।

সুলুক—[ফা. সুরাখ্‌ ?] বি. ছিদ্র, ত্রুটি। **সুলুক সন্ধান**—ত্রুটির খোঁজখবর। **হুকা সুলুক করা**—হুকার নলচের ভিতরে শিক দিয়া উহা সাফ করা। [সমুদ্রগামী পোত-বিশেষ।

সুলুপ—[ইং. sloop] বি. ছোট পালে-চলা

সুলুস—[ইং. sluice] বি. জলের বাঁধের গায়ের কপাট যাহা দিয়া জলের প্রবাহ নিয়ন্ত্রিত হয়।

সুলেখ—(বহুব্রী.) ণ. সুন্দর রেখা-অঙ্কনযুক্ত। **সুলেখক**—ণ.,বি. উত্তম লেখক। স্ত্রী. **-খিকা**।

সুলোচন—(বহুব্রী.) বি, হরিণ; ণ. উত্তম নয়ন যার। স্ত্রী. **সুলোচনা**—সুনয়না; হরিণী।

সুলোহিত—ণ. অতিশয় রক্তবর্ণ। (স্ত্রী. **সুলোহিতা**—অগ্নির জিহ্বা-বিশেষ)।

সুশান্ত- বি. অতিশয় শান্ত বা অক্ষুব্ধ।

সুশাসক—বি., ণ. উত্তম শাসক। **সুশাসন**—[সু—শাস্‌+অনট্‌] বি. ন্যায়সঙ্গত উপায়ে শাসন, শৃঙ্খলাপূর্ণ দেশশাসন। **সুশাসিত**—ণ. শৃঙ্খলার সহিত শাসিত; সুনিয়ন্ত্রিত।

সুশিক্ষা—বি. ভাল শিক্ষা; উচ্চ শিক্ষা। **সুশিক্ষিত**—ণ. বিদ্বান্‌; যাহাকে উত্তমরূপে শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে (সুশিক্ষিত অশ্ব)।

সুশীতল—ণ. অতিশয় শীতল বা স্নিগ্ধ; বি. শ্বেত চন্দন। **সুশীল**—(বহুব্রী.) ণ. মনোহর চরিত্র বা আচরণ-বিশিষ্ট, সুবোধ; (ব্যঙ্গে) গোবেচারা। স্ত্রী. **সুশীলা**।

সুশৃঙ্খল—ণ. শৃঙ্খলাপূর্ণ, সুব্যবস্থিত। বি. **সুশৃঙ্খলা**—বি. সুবন্দোবস্ত, সুনিয়ন্ত্রণ (সুশৃঙ্খলার সহিত পরিচালিত)।

সুশোভন—ণ. সুসজ্জিত, মানানসই (সুশোভন আচরণ)। **সুশোভিত**—ণ. ভূষিত, সজ্জিত। **সুশোভী** (-ভিন্‌)—শোভাবর্ধনকারী। স্ত্রী. **সুশোভিনী** ('বন-সুশোভিনী লতা')।

সুশ্রব—[সু—শ্রু+খল্‌] ণ. শ্রবণসুখকর। **সুশ্রাব্য**—[সু+শ্রাব্য] ণ. সুশ্রব, সুমধুর।

সুশ্রী, সুশ্রীক—(বহুব্রী.) ণ. সৌন্দর্যযুক্ত, সুদর্শন (মেয়েটি বেশ সুশ্রী); অতি সুন্দর।

সুশ্রুত—ণ. বেদে কৃতবিদ্য; যাহা উত্তমরূপে শ্রুত হইয়াছে; বি. আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসাশাস্ত্র-প্রণেতা বিশেষ; সুশ্রুত-প্রণীত চিকিৎসাগ্রন্থ।

সুষবি—বি. শুষনি দ্রঃ।

সুষম—[যাহাতে সব শোভন ভাবে সমান] ণ. সুসঙ্গতিযুক্ত; শোভন; সদৃশ; সমতল। (বিপ. বিষম)। **সুষম খাদ্য**—দেহের পক্ষে প্রয়োজনীয় সব দ্রব্য যথাযথ পরিমাণে যাহাতে আছে এমন খাদ্য, balanced diet. **সুষমা**—বি. সৌন্দর্য; সৌষ্ঠব; পরম শোভা। **সুষমিত**—ণ. সুষমাসম্পন্ন।

সুষুণী—[সুনিষণ্ণক] জলজ শাক-বিশেষ।

সুষুপ্ত—[সু—স্বপ্‌+ক্ত] ণ. গভীর ভাবে নিদ্রিত; আত্মবোধ-শূন্য। **সুষুপ্তি**—বি. গভীর নিদ্রা; চেতনার একান্ত অভাব। **সুষুপ্সা**—বি. ঘুমের ইচ্ছা। ণ. **সুষুপ্সু**।

সুষুম্না—বি. তন্ত্র-বর্ণিত সূক্ষ্মনাড়ী-বিশেষ (ইড়া ও পিঙ্গলার মধ্যবর্তী); সূর্যরশ্মি। **সুষুম্নাকাণ্ড**—বি. মেরুদণ্ডস্থ নার্ভ-গুচ্ছ, spinal cnord.

সুষেণ—বি. বিষ্ণু; চিকিৎসা-বিদ্যায় দক্ষ রামায়ণ-বর্ণিত বানর-বিশেষ। [সু সেনা যাহার, বহুব্রী.]

সুষ্ঠু—[সু—স্থা+উ] ণ. অতিশয় সুন্দর, অনবদ্য, উৎকৃষ্ট, ত্রুটিশূন্য (সুষ্ঠু ভাবে নিষ্পন্ন; সুষ্ঠু প্রয়োগ; সুষ্ঠু শরীর ও মন); সত্য। (বি. সৌষ্ঠব)।

সুসংবাদ—বি. শুভ সংবাদ, আনন্দ-সংবাদ; (ব্যঙ্গে) অবাঞ্ছিত সংবাদ (বিপ. দুঃসংবাদ)।

সুসংযত—ণ. সুনিয়ন্ত্রিত; সংযত ও শোভন (সুসংযত আচরণ)।

সুসংস্কৃত—ণ. যাহার বিশুদ্ধি বা উৎকর্ষ সম্পাদন করা হইয়াছে; ঘৃতাদিযোগে সুপক্ব; বিলক্ষণ ব্যুৎপন্ন। [কেন্দ্রীভূত।

সুসংহত—ণ. দৃঢ়সম্বদ্ধ; অতিশয় জমাট-বাঁধা;

সুসঙ্গত—ণ. ভাল মিশ খাইয়াছে এমন, সামঞ্জস্যযুক্ত (তাহার আচরণ তাঁহার মতবাদের সহিত সুসঙ্গত বলা যায় না)। (বি. সুসঙ্গতি)।

সুসজ্জ, সুসজ্জিত—ণ. উত্তমরূপে সজ্জিত বা সাজানো (সুসজ্জিত বরবেশ; সুসজ্জিত গৃহ); যুদ্ধসম্ভারে সজ্জিত (সুসজ্জিত রণতরী; সুসজ্জিত বাহিনী। বি. **সুসজ্জা**। [সন্তান।

সুসন্তান—বি. মাতাপিতার প্রতি কর্তব্যপরায়ণ

সুসভ্য—ণ. সভ্যতায় ও সংস্কৃতিতে উন্নত; সবিশেষ মার্জিত-রুচি।

সুসময়—বি. সুখের বা সৌভাগ্যের দিন; কার্য-সিদ্ধির উপযুক্ত সময়।

সুসমাপ্ত—ণ. সুসম্পন্ন, নির্বিঘ্নে সমাপ্ত।

সুসমাহিত—ণ. গাঢ়-অভিনিবেশযুক্ত, অনন্যমনা; উত্তমরূপে সমাধিমগ্ন।

সুসমৃদ্ধ—ণ. অতিশয় সমৃদ্ধ বা ঐশ্বর্যশালী, অতিশয় প্রাচুর্য বা বৃদ্ধিযুক্ত (সুসমৃদ্ধ জ্ঞান-ভাণ্ডার; সুসমৃদ্ধ আধুনিক নগরী)।

সুসম্পন্ন—ণ. সুনির্বাহিত, উত্তমরূপে সমাপ্ত; বিপুল ধন-সম্পদের অধিকারী।

সুসম্বদ্ধ—ণ. দৃঢ়সম্বদ্ধ, সঙ্গতিযুক্ত, এলোমেলো নয় এমন (সুসম্বদ্ধ চিন্তাধারা)।

সুসহ—ণ. সহজে সহ্য করা যায় এমন।

সুসাধ্য—ণ. অনায়াসসাধ্য, নিষ্পন্ন করিবার যোগ্য (বিপ. দুঃসাধ্য)।

সুসার—ণ. সর্বোৎকৃষ্ট; সারবান্; (বাং.) বি. প্রাচুর্য; সুবিধা; সচ্ছলতা।

সুসিদ্ধ—ণ. উত্তমরূপে সিদ্ধ।

সুসেব্য—ণ. সুখসেব্য, যাহার উপভোগ আনন্দপ্রদ।

সুস্ত্—[ফা. সুস্ত্] ণ. অলস, ঢিলে। বি. **সুস্তি**—অলসতা, ঢিলেমি, উদ্যমহীনতা।

সুস্থ—[সু—স্থা+অ] ণ. নীরোগ, স্বাস্থ্যযুক্ত; অস্বাভাবিকতাবর্জিত, সুস্থির, স্বস্থ (সুস্থ মানসিকতার পরিচায়ক নয়; ধীরেসুস্থে)। **সুস্থ-চিত্ত**—ণ. যাহার মন স্বাভাবিক অবস্থায় আছে, যাহার ভিতরে কোনরূপ খেপামি নাই, অক্ষুব্ধ-চিত্ত। বি. **সুস্থতা, স্বাস্থ্য**।

সুস্থির—ণ. অচঞ্চল; দৃঢ়; সুনির্দিষ্ট; স্থিরীকৃত।

সুস্নিগ্ধ—ণ. অতিশয় মসৃণ চিক্কণ বা কোমল; অতিশয় নেত্রসুখকর; সুশীতল।

সুস্পর্শ—বি., ণ. সুখস্পর্শ। **সুস্পষ্ট**—ণ. অতিশয় স্পষ্ট বা ব্যক্ত।

সুস্মিত—(বহুব্রী) ণ. যাহার মুখের মৃদু হাসি সুন্দর। স্ত্রী. **সুস্মিতা**—মৃদুহাসিনী।

সুস্বন—বি. মধুর ধ্বনি; ণ. মধুর ধ্বনি-বিশিষ্ট।

সুস্বপ্ন—বি. সুখদায়ক স্বপ্ন বা কল্পনা; শুভস্বপ্ন। (বিপ. দুঃস্বপ্ন)। [(প্রাদি) মধুর স্বর।

সুস্বর—(বহুব্রী.) বি. মধুর স্বরযুক্ত, কলকণ্ঠ;

সুস্বাগত—বি. সাদর কুশল-প্রশ্ন বা সম্ভাষণ।

সুস্বাদ—(বহুব্রী.) ণ মধুর স্বাদযুক্ত; বি. মধুর স্বাদ। **সুস্বাদু**—ণ. সুমধুর, সুরস, খাইতে খুব ভাল লাগে এমন।

সুহাস—(বহুব্রী.) ণ. যাহার হাসি সুন্দর; বি. সুন্দর। স্ত্রী. **সুহাসা, সুহাসিনী**।

সুহৃৎ, সুহৃদ্—[উত্তম হৃদয় যাহার—বহুব্রী] বি. সখা, মিত্র, বন্ধু; যে প্রত্যুপকারের অপেক্ষা না করিয়া উপকার করে; যে সর্বদা একমত হয়। (বিপ. দুর্হৃদ্)। **সুহৃত্তম**—শ্রেষ্ঠ সুহৃদ্।

সুহৃদয়—(বহুব্রী) ণ. প্রশস্তমনা, সদন্তঃকরণ-বিশিষ্ট (বিপ. দুর্হৃদয়); (প্রাদি.) শোভনহৃদয়; শুদ্ধচিত্ত।

সুহৃদ্বর—বি. শ্রেষ্ঠ বন্ধু।

সুহৃদ্বল—বি. মিত্রসৈন্য।

সুহ্ম—বি. দেশ-বিশেষ, প্রাচীন রাঢ়। [রত্নপ্রসূ)।

সূ—[সূ (প্রসব করা)+কিপ্] প্রসূ (রত্নসূ—

সূই, সূঁই—বি. সূচী, ছুঁচ।

সূক্ত—[সু—বচ্+ক্ত] বি. সমীচীন বাক্য, উত্তম কথা; কয়েকটি শ্লোক-বিশিষ্ট বেদের স্তোত্র (পুরুষসূক্ত)। স্ত্রী. **সূক্তা**—শারিকা। **সূক্তি**—[সু+উক্তি] বি. উত্তম বাক্য, সরস বাক্য (কবিসূক্তি); বেদমন্ত্র।

সূক্ষ্ম—[সূচ্ (জ্ঞাপন করা)+মন্] ণ. ক্ষুদ্র; ক্ষীণ; অণু (সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম); পুঙ্খানুপুঙ্খ (—বিচার); সরু, fine (সূক্ষ্মসূত্র, সূক্ষ্মবস্ত্র); তীক্ষ্ণ, ধারাল (সূক্ষ্মবুদ্ধি); দুর্বোধ্য (সূক্ষ্ম বিষয়); বহিরিন্দ্রিয়ের অগোচর, অতীন্দ্রিয় (সূক্ষ্মদেহ)। **সূক্ষ্মকোণ**—সমকোণ হইতে ক্ষুদ্রতর কোণ। **সূক্ষ্মদর্শন যন্ত্র**—অণুবীক্ষণ। **সূক্ষ্মদর্শী** (-র্শিন্)—ণ. যিনি ভিতরকার ব্যাপার তলাইয়া বোঝেন, অতিশয় বুদ্ধিমান্। **সূক্ষ্মদৃষ্টি**—বি., ণ. তীক্ষ্ণদৃষ্টি; অন্তর্দৃষ্টি। **সূক্ষ্মদেহ,-শরীর**—পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয় পঞ্চবায়ু এবং বুদ্ধি ও মন; ভোগদেহ। **সূক্ষ্মদেহী** (-হিন্)—বি. অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্য ভিন্ন দেখা যায় না এমন জীব, infusoria। **সূক্ষ্ম বিচার**—ন্যায়-অন্যায়ের সম্যক্ বিচার (ভগবানের সূক্ষ্ম বিচার)।

সূক্ষ্মবুদ্ধি—বি. তীক্ষ্ণবুদ্ধি, জটিল বিষয়ের

মীমাংসা করিতে পারে এমন বুদ্ধি। **সূক্ষ্ম শরীর**—সূক্ষ্মদেহ দ্রঃ।

সুচ—বি. সূচী, ছুঁচ। **সুচ (ছুঁচ) হয়ে ঢুকবে, আর ফাল হয়ে বেরুবে**—সূচনায় সামান্য বোধ হইলেও ভবিষ্যতে ভীষণাকার হইবে, কৌশলে ঢুকিয়া সর্বনাশ করিবে।

সুচক—[সূচ্‌+ণক] ণ. জ্ঞাপক, প্রকাশক (শুভসূচক ; সম্মতিসূচক) ; বি. ছুঁচ ; সূচীকর্মকারী, দর্জি ; সূত্রধর ; কথক ; খল ; গোয়েন্দা ; কুকুর ; বিড়াল ; কাক। **সুচন**—বি. জ্ঞাপন ; কথন ; সংকেত বা চিহ্নাদির দ্বারা জানানো ; ইশারা। **সুচনা**—বি. সূচন ; উপক্রম, সূত্রপাত, প্রারম্ভ (এই তো কেবল সূচনা, আরো কত কি দেখবে) ; প্রস্তাবনা, মুখবন্ধ, উপক্রমণিকা। **সুচনী**—বি. সূচি, index। **সুচনীয়, সুচ্য**—[সূচ্‌+অনীয়, য] ণ. জ্ঞাপনীয়।

সুচি,-চী—[সিব্‌+চ+ই,+ঈপ্‌] বি. সীবনী, ছুঁচ ; [সূচ্‌+ই+ঈপ্‌] জ্ঞাপনী ; নির্ঘণ্ট, তালিকা ; যাহা গ্রন্থের বিষয় সূচিত করে, index (সূচিপত্র) ; কুশাদির সূক্ষ্ম অগ্রভাগ ; হুল। **সুচিকর্ম**—সেলাইয়ের কাজ। **সুচিকা**—সূচ ; হাতীর শুঁড়। **সুচিজীবী** (-বিন্‌)—দরজী। **সুচিপত্র**—গ্রন্থের বিষয়-তালিকা-সংবলিত পৃষ্ঠা। **সুচিকাভরণ**—সূচাগ্র-মাত্র সেব্য সর্পবিষঘটিত আয়ুর্বেদীয় ঔষধ বিশেষ। **সুচিত**—[সূচ্‌ + ক্ত] ণ. জ্ঞাপিত, বোধিত, indicated (জ্বরে কম্প অনেক ক্ষেত্রেই ম্যালেরিয়া সূচিত করে)। **সুচিপুষ্প**—কেতকী বৃক্ষ। **সুচিমুখ**—ণ. সূচির মত তীক্ষ্ণাগ্র ; বি. ছুঁচের আগা ; সরু মুখ ; ব্যূহ-বিশেষ ; তীক্ষ্ণচঞ্চু পক্ষী ; হীরক ; বাণ-বিশেষ। **সুচিভেদ্য**—ণ. যেন ছুঁচ দিয়া বেঁধা যায় এমন ঘন, অতি নিবিড় (সূচিভেদ্য অন্ধকার)। **সুচিরোমা** (-মন্‌)—(সূচির মত যাহার রোম) শূকর।

সুচ্যগ্র—(বহুব্রী) সূচির মত অগ্র যাহার, অতি তীক্ষ্ণ (সূচ্যগ্র বুদ্ধি) ; সূচের আগা যতটুকু ততটুকু, অত্যল্প ('বিনা যুদ্ধে নাহি দিব সূচ্যগ্র মেদিনী')।

সুত,-তা—[সং. সূত্র] বি. সুতা, সূত্র। **সুতলি**—শণসূত্রনির্মিত রশি ; বঁড়শীযুক্ত লম্বা রশি (নদীতে সুতলি ফেলে মাছ ধরে)।

সুত—[সূ (প্রসব করা)+ক্ত] বি. সারথি (সুতপুত্র—সারথির পুত্র ; কর্ণ) ; সূত্রধর, স্তুতিপাঠক ; ণ. প্রসূত, উৎপাদিত। **সুতক**—বি. জন্ম ; জননাশৌচ (সূতকাশৌচ) ; পারদ। **সুতা**—ণ. নবপ্রসূতা। **সুতি**—[সূ+ক্তি] বি. প্রসব ; উৎপত্তি, জন্ম ; সন্তান ; [সিব্‌+ক্তি] সীবন। **সুতিগৃহ**—আঁতুড়-ঘর। **সুতিকা**—নবপ্রসূতা নারী ; নব-প্রসূতা গাভী ; (বাং) প্রসূতির উদরাময় রোগ-বিশেষ। **সুতিকাগার,-গৃহ, -ভবন, -সদন**—প্রসব-গৃহ, আঁতুড়ঘর। **সুতিকাষষ্ঠী**—ষষ্ঠীদেবী, প্রসবের ষষ্ঠ দিনে যাহার পূজা করা হয়। **সুত্যশৌচ**—জননাশৌচ।

সুত্র—[সূত্র্‌+অচ্‌ অথবা সিব্‌+ত্র] বি. যদ্দ্বারা সেলাই করা হয়, সুতা ; তন্তু ; যজ্ঞোপবীত ; তার ; (ব্যাকরণ দর্শন ধর্মশাস্ত্র প্রভৃতির) মূল-নীতি-নির্দেশক সংক্ষিপ্ত বাক্য (পাণিনি-সূত্র ; বেদান্ত-সূত্র) ; নিয়ম, formula (বীজগণিতের সূত্র) ; সূচনা, প্রস্তাবনা (সূত্রপাত ; সূত্রধার) ; ধারা, ক্রম, সম্পর্ক (চিন্তা-সূত্রের খেই হারিয়ে গেছে ; সেই সূত্রে আলাপ)। **সুত্রকণ্ঠ**—ব্রাহ্মণ ; কপোত ; খঞ্জন পক্ষী। **সুত্রকর্তা** (-র্তৃ)—মূলসূত্রকার, গ্রন্থপ্রণেতা। **সুত্রগণ্ডিকা**—সূতার নলী। **সুত্রধর**—ছুতার। **সুত্রধার**—সূত্রধর জাতি ; প্রাচীন সংস্কৃত নাট্যের প্রস্তাবক প্রধান নট। **সুত্রপাত**—প্রারম্ভ, সূচনা।

সুদন—[সূদ্‌+অনট্‌] ণ. ঘাতক, বিনাশক (মধুসূদন ; রিপুসূদন) ; বি. হনন। ণ. **সুদিত**।

সুনা—[সং.] বি. বধ্যভূমি ; কসাইখানা ; উনুন শিল-নোড়া ঝাঁটা উদূখল-মূষল কলসীপিঁড়ি—গৃহস্থের জীবাদি হিংসার এই পাঁচটি স্থান (পঞ্চ-সূনা)। **সুনাদোষ**—এই পঞ্চ স্থানে যে জীব-হিংসা হয় তজ্জনিত দোষ।

সুনু—[সূ+নু] বি. পুত্র ; অনুজ।

সুনৃত—[সু+ঋত] বি. সত্য অথচ প্রিয়বাক্য ; সত্য এবং প্রিয় বাক্য যিনি বলেন ; মঙ্গল ; শুভ ; সত্য। (বিপ. অনৃত)।

সুপ—[সূ+পক্‌ অথবা সু+প—যাহা আরামে পান করা যায়] বি. ডাল ; ঝোল (ইং. soup)। **সুপকার,-কারী** (-রিন্‌)—পাচক। **সুপরস**—ব্যঞ্জনের স্বাদ। [জ্ঞানী।

সুর—[সূ+রক্‌] বি. সূর্য ; [সুর+অ] সূরি,

সুরি—[সূ+রি] বি. সূর্য ; [সুর্‌+ই] কবি,

পণ্ডিত (পূর্বসূরি); বৃহস্পতি; যাদব; জৈন গুরুগণের উপাধি।

সুরী—[সুর+ঈপ্] বি. সূর্যের মানবী স্ত্রী; কুন্তী; রাজসর্ষপ। **সুরী** (সুরিন্)—ণ. পণ্ডিত, জ্ঞানী। [সুর+ইন্]।

সুর্প—শূর্প দ্রঃ।

সূর্য—[সৃ বা সূ (আকাশে গমন করা)+ক্যপ্] বি. দিবাকর, আদিত্য, রবি, ভানু, মিহির, অর্ক। স্ত্রী. সূর্যা। **সূর্যকমল**—বি. সূর্যমুখী ফুল। **সূর্যকর**—বি. সূর্যের রশ্মি, রৌদ্র। **সূর্যকরোজ্জ্বল**—ণ. রৌদ্রদীপ্ত। **সূর্যকান্ত**—বি. আতস কাচ। **সূর্যকাল**—বি. দিবস। **সূর্যগ্রহ**—বি. সূর্য; সূর্যগ্রহণ; রাহু; কেতু। **সূর্যগ্রহণ**—গ্রহণ দ্রঃ। **সূর্যঘড়ি**—ঘড়ি দ্রঃ। **সূর্যতনয়**—বি. যম; শনিগ্রহ; মনু-বিশেষ; সুগ্রীব; বালি; কর্ণ। **সূর্যতনয়া**—বি. যমুনা নদী; বিদ্যুৎ। **সূর্যপক্ক**—ণ. রোদে পোড়া। **সূর্যবংশ**—রামায়ণ-বর্ণিত অযোধ্যার রাজবংশ। **সূর্যভক্ত**—ণ. সূর্যের উপাসক; বি. বন্ধুক পুষ্পবৃক্ষ; **সূর্যমণি**—বি. সূর্যকান্ত মণি; পুষ্প-বৃক্ষ-বিশেষ (গ্রাম্য—সুজ্জিমণি) ছোট কিন্তু ঝাল লঙ্কা-বিশেষ। **সূর্যমণ্ডল**—বি. সূর্যের পরিবেশ। **সূর্যমুখী**—বি. সূর্যের দিকে মুখ করিয়া ফোটে এমন একরকম হলদে ফুল। **সূর্যসারথি**—বি. অরুণ। **সূর্যসিদ্ধান্ত**—বি. জ্যোতিষ-শাস্ত্রের সুবিখ্যাত ভারতীয় গ্রন্থ। **সূর্যস্তোত্র**—বি. সূর্যের মহিমাখ্যাপক কবিতা। **সূর্যস্নান**—সমস্তদেহে সূর্যতাপ গ্রহণের পদ্ধতি-বিশেষ, sunbath। **সূর্যা**—বি. সূর্যপত্নী (দেবতা; মানবী হইলে: সুরী); নবোঢ়া স্ত্রী। **সূর্যাবর্ত**—বি. সূর্যমুখী ফুলের গাছ; শিরঃ-পীড়া-বিশেষ সূর্যোদয়ে যাহার আরম্ভ হয় ও সূর্যাস্তে উপশম। **সূর্যার্ঘ্য**—বি. সূর্যপূজায় দত্ত চন্দন দূর্বা পুষ্প প্রভৃতি। **সূর্যাশ্ম** (-শ্মন্)—বি. সূর্যকান্ত মণি। **সূর্যেন্দু-সঙ্গম**—(সূর্য ও চন্দ্রের সঙ্গম যাহাতে—বহুব্রী) বি. অমাবস্যা। **সূর্যোঢ়**—বি. সূর্যাস্তের পর আগত অতিথি; অস্তমিত সূর্য। **সূর্যোত্থান, সূর্যোদয়**—বি. সূর্যের প্রকাশ। **সূর্যোপাসনা**—বি. সূর্যের পূজা।

সৃক্—[সৃজ্+ক্বিপ্] ণ. স্রষ্টা, উৎপাদনকারী (সমাসে উত্তরপদরূপে ব্যবহৃত—বিশ্বসৃক্)।

সৃক্ক, সৃক, সৃক্কণী, সৃক্কিণী—[সং.] ঠোঁটের কোণ, কষ।

সৃজন—বি. সৃষ্টি, নির্মাণ। [সং. সর্জন]। **সৃজক**—ণ. স্রষ্টা, নির্মাতা। **সৃজ্যম**—বি. সৃষ্টি। **সৃজনী শক্তি**—নূতন কিছু গড়িবার শক্তি। **সৃজা**—ক্রি. সৃষ্টি করা (পদ্যে। সৃজিল)।

সৃজ্যমান—ণ. যে বা যাহা সৃষ্ট হইতেছে।

সৃতি—[সৃ+ক্তি] বি. সরণ, গমন; গতি; পথ।

সৃষ্ট—[সৃজ্+ক্ত] ণ. রচিত, নির্মিত (বিশ্বামিত্রের সৃষ্ট জগৎ)। বি. **সৃষ্টি**—[সৃজ্+ক্তি] নির্মাণ, রচনা, রূপদান (বিশ্বসৃষ্টি; কাব্যসৃষ্টি; অনাসৃষ্টি); সৃষ্ট বিশ্বজগৎ (সৃষ্টিনাশ, সৃষ্টিরক্ষা। গ্রাম্য ভাষায়—সিষ্টি, ছিষ্টি)। **সৃষ্টিকর্তা** (-র্তৃ)—ণ., বি. বিশ্ব-সৃষ্টিকারক, পরমেশ্বর। **সৃষ্টিকৌশল,-চাতুর্য**—বি. নির্মাণের নৈপুণ্য। **সৃষ্টিছাড়া**—ণ. অস্বাভাবিক, অদ্ভুত। **সৃষ্টিতত্ত্ব**—বি. কিরূপে বিশ্ব-সৃষ্টি হইল সেই তত্ত্ব। **সৃষ্টিধর**—বি. যিনি সৃষ্টি রক্ষা করিতেছেন; ব্রহ্মা; শ্রীকৃষ্ণ। **সৃষ্টিনাশা**—ণ. যাহা জগৎকে নাশ করে, সর্বনাশা। **সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়**—বি. বিশ্বজগতের নির্মাণ রক্ষণ ও ধ্বংস।

সে—সর্ব. উল্লিখিত ব্যক্তি (সে আসে নাই); ণ. সেই, পূর্বোক্ত ('সে পথ আমার যোচে যদি—রবি); বহু দিন পূর্বের (সে রামও নাই, সে অযোধ্যাও নাই; সেকাল); সর্ব. তাহা (সে হবে না); তখন (সে অবধি)। **সেটা**—সেই লোকটা (অবজ্ঞায়)। **সেটি**—সেই ব্যাপারটি বা কাজটি (সেটি হবার যো নেই)।

সে—[ফা. সেহ্] তিন (সেপত্তনি; সেপায়া; সেতার; সেসালা; সেমঞ্জিলা—ত্রিতল)।

সে—'আসিয়া'র বা 'এসে'র সংক্ষিপ্ত রূপ (দেখসে)।

সেই—ণ. পূর্ব হইতে নির্দিষ্ট বা জ্ঞাত (সেই লোকটা; সেই দিন থেকে; সেই ক'টা টাকা; সেই যাওয়াই গেলি); সর্ব. পূর্বোক্ত ব্যক্তি, আর কেহ নয় (সে-ই একাজ করেছে; সে-ই তো আমাকে বলেছিল); অব্য. তৎক্ষণাৎ (যেই শুনা, সেই দৌড়); সর্ব. তাহাই (ভালভাবে যদি ডাল-ভাতের যোগাড় করতে পারি, সেই আমার সোনা)। **সেই যে**—পূর্বে কোন এক সময়ে (সেই যে গেল, আর এল না)।

সেউ—বি. সেমাই।

সেও—বি. আপেল। [ফা.]

সেওয়ায়, সি-—অব্য. ব্যতীত। [আ. সিবা]
সেঁউতি—বি. নৌকার জল সেঁচিয়া ফেলিবার পাত্র বিশেষ—পূর্বে সাধারণতঃ কাঠ দিয়া তৈরী হইত ('সেঁউতির উপরে রাখ ও রাঙ্গা চরণ'); সেবন্তী, সাদা গোলাপের মত ফুল বিশেষ।
সেঁক, সেক—বি. উত্তাপ প্রয়োগ (গরম জলের সেঁক দেওয়া; শুক্‌না সেঁক দেওয়া)। **সেঁকা**—ক্রি., বি. উত্তাপ প্রয়োগ করা (রোদে হাতপা সেঁকা); অগ্নির তাপে সিদ্ধ ও শুষ্ক করা (রুটি সেঁকা); ণ. ঐরূপে প্রস্তুত।
সেঁকো—বি. বিষ বিশেষ, arsenic। [শঙ্খবিষ]।
সেঁচা—ক্রি., বি., ণ. সিঞ্চন করা; জল তুলিয়া ফেলা (পুকুর সেঁচা। **সমুদ্র সেঁচা**—সমুদ্র সেঁচার মত অসাধ্য সাধনের চেষ্টা করা)।
সেঁজতি, সেঁজুতি—[বাং. সাঁঝবাতি] বি. সন্ধ্যাপ্রদীপ; অগ্রহায়ণ মাসে সন্ধ্যাকালে কুমারীরা দীপ জ্বালাইয়া পালন করে এমন ব্রত।
সেঁটকানো—সিটকানো দ্রঃ।
সেঁতসেঁত,সেঁতসেঁতে—স্যাঁ- দ্রঃ।
সেঁতানো—ক্রি. বি. ভিজিয়া ওঠা।
সেঁধনো, সেঁধোনো—ক্রি., বি. প্রবিষ্ট হওয়া, ঢোকা (মাথায় কিছু সেঁধোচ্ছে না); গভীরভাবে প্রবিষ্ট হওয়া—পায়ে কাঁটা সেঁধোনো; রোগ ভাল করে সেঁধিয়েছে)। (ঈষৎ ব্যঙ্গপূর্ণ)।
সেক—[সিচ্+ঘঞ্] বি. সেচন, ভিজানো (জলসেক); সেঁক, উত্তাপ প্রদান (সেক দেওয়া)। **সেকপাত্র**—সেঁউতি, সেচনপাত্র।
সেকরা—বি. স্বর্ণকার। স্ত্রী. **সেকরানী**।
সেকা—ক্রি. সেঁকা দ্রঃ।
সেকাল—বি. দূর অতীতকাল, প্রাচীনযুগ (সেকালের অতিকায় হস্তী)। ণ. সেকেলে।
সেকেণ্ড—[ইং. second] বি. এক মিনিটের ষাট ভাগের এক ভাগ; অত্যল্পকাল, মুহূর্ত।
সেকেন্দর, সেকন্দর—[ফা. সিকান্দার; ইং. Alexander] বি. স্বনামধন্য গ্রীক দিগ্‌বিজয়ী, পারস্য-সাহিত্যে বিজয়ী বীররূপে খ্যাত। **সেকেন্দরী গজ**—বড় মাপের গজ (বাংলার সুলতান সেকন্দর চৌহাতা-র হাতের মাপের গজ, ৩৮ বা ৪১ ইঞ্চি)। **সেকেন্দরী চাল**—জাঁকজমকপূর্ণ চিমা চাল।
সেকেলে—ণ. সেকালের, অতীত কালের; পুরাতন এবং বর্তমানে অচল (সেকেলে চালচলন)।

সেক্তা (-ক্তৃ)—ণ., বি. সেচক; নিষেককর্তা।
সেক্রেটারী—[ইং. secretary] বি. ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী-বিশেষ, সম্পাদক।
সেখ—শেখ শব্দের প্রাচীন বানান।
সেখান—বি. সেই স্থান। **সেখানকার**—ণ. সেই স্থানের; পরকালের। (বিপ. এখানকার)।
সেগা—[আ. সি'গ'া] বি. ছাঁচ; বিভাগ। **সেগা-ই-দেওয়ানী**— দেওয়ানী-বিভাগ। **সেগা-ই-মাল**—রাজস্ব-বিভাগ।
সেগুন—বি. বৃক্ষবিশেষ, শাকতরু; তাহার কাঠ, teak wood (বর্মা সেগুন, সি. পি. সেগুন)।
সেঙাৎ—সাঙ্গাৎ দ্রঃ।
সেচ—বি. সেচন; শস্যক্ষেত্রে জল দেওয়া, irrigation (সেচ-পরিকল্পনা)। **সেচক**—ণ. সেচনকারী; বর্ষণকারী, মেঘ। **সেচন**—বি. আর্দ্রীকরণ; পুষ্করিণী প্রভৃতি হইতে জল তুলিয়া ফেলা। **সেচনী**—বি. সেচনপাত্র, সেঁউতী।
সেচা—সেঁচা দ্রঃ।
সেজ—বি. শেজ, শয্যা; কাচের দীপাধার, shade.
সেজ, সেজো—[ফা. সে (তৃতীয়)+জ (জাত)] ণ. তৃতীয়, দুইজনের ছোট (সেজ ভাই; সেজদি; সেজবৌ; সেজমামা; সেজনানা; সেজকর্তা)।
সেজা—বি. পাঁচড়ার পুঁযযুক্ত স্ফোটক; শজারু।
সেজ্‌দা—[আ. সজ্‌দা] বি. হাঁটু গাড়িয়া মাটিতে কপাল ঠেকাইয়া নতি নিবেদন (সেজ্‌দা করা, সেজ্‌দায় যাওয়া। মুসলমানদের মতে আল্লাহ্ ভিন্ন আর কাহাকেও সেজ্‌দা করা যায় না)।
সেট—[ইং. set] বি. প্রস্থ, প্রয়োজনীয় সমষ্টি, একরকমের বা একসঙ্গে ব্যবহার্য দ্রব্যের সমূহ (এক সেট হীরে-বসানো চুড়ি; এক সেট বোতাম; ডিনার-সেট; এক সেট বেহারা)।
সেতখানা—[আ. সি'হ'ৎ+ফা. খানা] বি. পাইখানা; অপরিষ্কার স্থান (বাড়ীটা যেন সেতখানা করে রেখেছে)।
সেতাব—[ফা. সিতাব] ণ. শীঘ্র, অবিলম্বে। বি. **সেতাবি**—ত্বরা। (পুঁথি-সাহিত্যে ব্যবহৃত)।
সেতার—একপ্রকার তারের বাদ্যযন্ত্র—প্রাচীন নাম ত্রিতন্ত্রী, বর্তমানে ইহাতে সাধারণতঃ পাঁচটি বা সাতটি তার থাকে। **সেতারী**—[ফা. সেতারিয়া] সেতার-বাদক।
সেতু—[সি (বন্ধন করা)+তুন্] বি. সাঁকো, পুল; জলবন্ধ, ভেড়ি, বাঁধ; জাঙ্গাল; কেদারাদির

আদি। **সেতুবন্ধ**—সেতু নির্মাণ; সেতু; দক্ষিণ ভারতের রামেশ্বরের নিকটবর্তী দ্বীপশ্রেণী-বিশেষ (রামকর্তৃক নির্মিত সেতুর অংশ বলিয়া প্রবাদ)। **সেতুবন্ধন**—সেতু নির্মাণ; সেতু বন্ধনের দ্বারা যোগ স্থাপন; সাঁকো; সংযোগ-সাধন (প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মধ্যে সেতু বন্ধন)।

সেথা, সেথায়—সেখানে। **সেথাকার**—সেখানকার। (কাব্যে ব্যবহৃত। বিপ. এথা, হেথা)। (গ্রাম্য—সেতো)।

সেথো—বি. সাথী, সঙ্গী; তীর্থযাত্রীদের নেতা।

সেন—বি. উপাধি-বিশেষ; বীর (ভীমসেন)।

সেনা—[সি+ন+আপ্—শত্রুবন্ধনকারক] বি. সৈন্য-বাহিনী। **সেনাগ্র**—সৈন্যদলের সম্মুখ ভাগ। **সেনাঙ্গ**—সৈন্যদলের বিভিন্ন অবয়ব, অশ্ব রথ পদাতি গোলন্দাজ বৈমানিক ইত্যাদি। **সেনানিবাস**—বি. সৈন্যদল থাকার জায়গা, Cantonment। **সেনানিবেশ,-শিবির**—ছাউনি। **সেনানী**—সৈন্যাধ্যক্ষ; কার্তিকেয়; (বাং) মত্ত সৈন্যদল (যুঝেছে হেথায় তুর্ক-সেনানী —নজরুল)। **সেনানায়ক,-পতি**—সৈন্যাধ্যক্ষ। **সেনাপৃষ্ঠ**—সৈন্যের পশ্চাৎভাগ বা পার্শ্ব। **সেনাব্যূহ**—যুদ্ধের জন্য বিন্যস্ত সৈন্যদল। **সেনামুখ**—সৈন্যের সম্মুখভাগ; ৩ হস্তী, ৩ রথ, ৯ অশ্ব ও ১৫ পদাতি লইয়া গঠিত সৈন্যদল।

সেনী, ছেনী—[ফা. সেনী] বি. ডেগচির ঢাক্‌না; বারকোশ।

সেন্সার—[ইং. censor] বি. অবাঞ্ছিত পুঁথি-পত্র সংবাদ সিনেমা অথবা অভিনয়ের নিয়ন্ত্রণের ভারপ্রাপ্ত কর্মচারি-বিশেষ।

সেপত্তনী—বি. তৃতীয় স্তরের পত্তনী, দরপত্তনীর অধীনস্থ পত্তনীস্বত্ব (পত্তনীদার, দরপত্তনীদার, সেপত্তনীদার)। [ফা. সেহ্—তিন]।

সেপাই—[ফা. সিপাহ্] বি. সৈন্য, পদাতিক। **নামকাটা সেপাই**—যে সিপাহীকে নাম কাটিয়া দল হইতে বাহির করিয়া দেওয়া হইয়াছে, মার্কা-মারা লোক (নিন্দায় ও বিদ্রূপে ব্যবহৃত হয়)। **তালপাতার সেপাই**—তাল দ্রঃ।

সেপায়া, ছেপায়া, তেপায়া—বি. তিন পায়াযুক্ত অপেক্ষাকৃত ছোট টেবিল teapoy, [ফা. সেহ্—তিন]।

সেপ্টেম্বর—[ইং. September] বি. ইংরেজী বৎসরের নবম মাস (ভাদ্রের মধ্য হইতে আশ্বিনের মধ্য পর্যন্ত)।

সেব—[ফা. সে'ব] আপেল।

সেবক—[সেব্ (সেবা করা)+ণক] ণ, বি. যে সেবা বা শুশ্রূষা করে; পরিচারক, ভৃত্য। স্ত্রী. **সেবকা, সেবিকা**। **সেবকাধম**—অতি নগণ্য অযোগ্য বিনীত সেবক (পত্রে ব্যবহৃত হয়)।

সেবতী—[সং] বি. সেউতি বা সেঁউতি ফুল (তাহা দ্রঃ)। [নিধি।

সেবধি—[সং] বি. রত্ন শঙ্খ পদ্ম প্রভৃতি কুবেরের

সেবন—[সেব্+অনট্] বি. উপভোগ (বায়ু সেবন, মৎস্য-মাংস সেবন); সেবা। **সেবনীয়**—ণ. সেবনযোগ্য। **সেবমান**—ণ. সেবায় রত।

সেবা—[সেব্+অ+আপ্] বি. পরিচর্যা (পদ-সেবা; রোগীর সেবা; পতিসেবা); উপাসনা (ভগবৎ সেবা); উপভোগ (সুখসেবা; ইন্দ্রিয়-সেবা); সাধুলোকের ভোজন (গোঁসাইজীর সেবা হয়েছে তো?); পরিচর্যা, চাকুরি (রাজসেবা); রচনা (তিলক সেবা); (প্রাদেঃ) নমস্কার, প্রণাম (সেবা দেওয়া—গ্রাম্য ভাষায়, সাবা করা বা দেওয়া); ক্রি. সেবা করা; পরিচর্যা করা, আজ্ঞানুবর্তী হওয়া; উপাসনা করা (সেবিনু শিবেরে আমি বহু যত্ন করি—মধু); উপভোগ করা। (কাব্যে ব্যবহৃত)। **সেবাকর্ম**—চাকরের কাজ। **সেবাদাস**—যে ক্রীতদাসের মত সেবা করে, সর্বপ্রকারে আজ্ঞাবহ হইতে প্রস্তুত। **সেবাদাসী**—একান্ত আজ্ঞাবহা দাসী; বৈষ্ণবের সেবিকা বৈষ্ণবী; দক্ষিণ ভারতের মন্দিরের নর্তকী। **সেবাধর্ম**—লোক সেবার কাজ, সেবাব্রত; ভৃত্যের কর্ম, চাকুরি। **সেবাবৃত্তি**—বি. চাকুরি; ণ. চাকুরে। **সেবা-ব্রত**—ণ. সেবা যাহার জীবনের ব্রত (বহুব্রী), বি. সেবারূপ ধর্মকর্ম। **উদর-সেবা**—ঔদরি-কতা, ভোজন-বিলাস। **পদসেবা**—পা-টেপা; হীন আজ্ঞানুবর্তিতা।

সেবাইত, সেবায়ত—দেবমন্দিরের বিগ্রহের সেবক বা পূজারী; দেবোত্তর সম্পত্তির উপস্বত্ব-ভোগী ব্যক্তি। **সেবাতি**—সেবাইত (প্রাচীন বাংলায় ব্যবহৃত)।

সেবিকা—বি. সেবাকারিণী; পত্রে কনিষ্ঠাদের নাম স্বাক্ষরের পূর্বের পাঠ।

সেবিত—ণ. উপাসিত, আরাধিত (ভক্তজন-সেবিত

বিগ্রহ); উপভুক্ত; আশ্রিত; অধ্যুষিত (গন্ধর্ব-সেবিত পার্বত্য-ভূমি); অনুষ্ঠিত, আচরিত, ব্যবহৃত (মহাজন-সেবিত মার্গ)। **সেবিতব্য**—ণ. সেবার বা সেবনের যোগ্য। **সেবী** (-বিন্)—সেবক (পদসেবী); উপভোগকারী, নিয়মিত ভাবে খায় এমন (অহিফেনসেবী)। **সেব্য**—ণ. সেবনীয়, আরাধ্য, উপভোগ্য; বি. প্রভু (সেব্য-সেবক সম্বন্ধ)। **সেব্যমান**—ণ. আরাধ্যমান; যাহা উপভোগ করা যাইতেছে।

সেমই, সেমাই, সেমুই—[হি. সিমাই] বি. ময়দার সুতার মত খাদ্য-বিশেষ (চালের গুঁড়া দিয়া টুক্‌রা টুক্‌রা সেমাই তৈরী হয় এবং ঘৃত চিনি দুগ্ধ নারিকেল-কোরা ইত্যাদি সহযোগে রান্না করা হয়, ঈদের সময়ে মুসলমানেরা প্রচুর পরিমাণে ব্যবহার করেন)।

সেমসেম—ণ. বেমালুম জোড় খায় এমন (সেমসেম হয়েছে, সেমসেম মিলে গেছে)। (মিস্ত্রীদের পরিভাষা)।

সেমিকোলন—[ইং. semicolon] বি. যতি-চিহ্নবিশেষ, ';' এই চিহ্ন।

সেমিজ—[ইং. chemise] বি. স্ত্রীলোকদিগের শাড়ির নীচে পরিবার শরীর-ও-নিম্নাঙ্গ-ঢাকা জামা-বিশেষ। (তুঃ সায়া)।

সেয়াই—বি. কালি। [ফা. সিআহী]।

সেয়ান, সেয়ানা—[সং. সজ্ঞান] ণ বুদ্ধিমান্; চতুর; বয়স্ক, সোমত্ত (সেয়ানা মেয়ে ঘরে)। (কথ্য. সেয়না)। **সেয়ান(না) পাগল**—পাগলের মত ব্যবহার করে কিন্তু আসলে চতুর। **সেয়ানী**—ণ. প্রাপ্তবয়স্কা, যুবতী। **সেয়ানে সেয়ানে কোলাকুলি**—চতুরের সঙ্গে চতুরের বোঝাপড়া।

সের—বি. ১৬ ছটাক বা আশী তোলা ওজন (বর্তমানে প্রচলিত ৯৩০' গ্র্যামের প্রায় সমান)। **সের-করা, সেরকে**—প্রতি সেরে (সেরকে আধপোয়া কম দেয়)। **সেরকিয়া**—বি. সেরের হিসাব-তালিকা। **সেরা**—(সমাসে পরপদে) ণ. সের-পরিমিত; বি. সের-ওজনের বাটখারা (পাঁচসেরা কাঠা; কাঁচি পাঁচসেরা ওজন)।

সেরকশ—[ফা. সরকশ্] ণ. একগুঁয়ে বেয়াড়া, ঘাড়তেড়া (সাক্ষী বড় সেরকশ—বঙ্কিমচন্দ্র)।

সেরা—ণ. (সের দ্রঃ); শ্রেষ্ঠ। [ফা. সর্]।

সেরেফ, স্রেফ—[আ. সি'রফ্] ণ. মাত্র, শুধু, একদম, নিছক (স্রেফ পাগলামি; সেরেফ আমল দেবে না)।

সেরেস্তা—[ফা. সরিশ্‌তা] বি. আফিসাদির দপ্তর, বিভাগ; আফিস (জজের সেরেস্তা; জমিদারী সেরেস্তা)। **সেরেস্তাদার**—বিভাগের বা অফিসের অধ্যক্ষ-বিশেষ। বি. **সেরেস্তাদারি**।

সেলাই—বি. সীবন, ছুঁচ-সুতার সাহায্যে জোড়া দেওয়া। **জুতো সেলাই থেকে চণ্ডীপাঠ**—ইত্যক দ্রঃ।

সেলাখানা—সেলেখানা (দ্রঃ)। **সেলাবরদার**—[আ. সিলাহ্‌ + ফা. বরদার] যে অস্ত্র বহন করে বা জোগাইয়া দেয়।

সেলাম—বি. 'সালামে'র কথ্যরূপ ('আস্‌সালামো আলায়কম', 'আদাব', 'নমস্কার' সব অর্থেই ব্যবহৃত হয়—সেলাম বাবুজি, সেলাম হুজুর, সেলাম কর বাদশাজাদে—রবি)। **সেলাম-আলেক(কু)ম**—['আস্‌সালামো আলায়কুম'-বাক্যের কথিত রূপ] মুসলমানী অভিবাদন-বাক্য, 'আপনার শান্তি হউক' (প্রত্যভিবাদন-বাক্য: আলেকুম-সেলাম)। **সেলাম করা**—শিষ্টাচার নিবেদন করা; নতি জানানো (অনেক সময়ে ব্যঙ্গে)। **সেলাম ঠোকা**—মাথা ঝুঁকাইয়া শিষ্টাচার প্রদর্শন করা (ব্যঙ্গেই বেশি ব্যবহৃত হয়); যথাবিহিত শিষ্টাচার প্রদর্শন করা (সাধারণতঃ উদ্দেশ্য-সিদ্ধির জন্য—তখন তো দুবেলা সেলাম ঠুকতে)। **সেলাম বাজানো**—সেলাম ঠোকা। **দূর থেকে সেলাম করা**—দুর্জন গোঁয়ার প্রভৃতিকে ভব্যভাবে পরিহার করিয়া চলা সম্পর্কে বলা হয়। (সালাম দ্রঃ)। **সেলামত**—সালামত। **সেলামান্তি**—সেলাম নিবেদন (গ্রাম্য; ব্যঙ্গেও ব্যবহৃত হয়)। **সেলামি**—নজর; স্থাবর সম্পত্তি বন্দোবস্ত লওয়ার কালে অথবা নাম-খারিজ ও নাম-পত্তনের সময়ে মালিক মনিব প্রভৃতিকে যে অর্থ দেওয়া হয়, premium (বাড়ীওয়ালা সেলামি না নিয়ে বাড়ী ভাড়া দিচ্ছে না)। **আক্কেল-সেলামি**—আক্কেল দ্রঃ।

সেলুলয়েড—[ইং. celluloid] বি. রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় প্রস্তুত কাচের মত অথচ ঈষৎ নমনীয় দ্রব্য-বিশেষ (সেলুলয়েডের পুতুল)।

সেলেখানা—[আ. ও ফা. সিলা'খানা] বি. অস্ত্রাগার, armoury (দুর্গানামের দুর্গ গেঁথে রেখেছি মা সেলেখানা—রামপ্রসাদ)।

সেলেট, স্লেট—[ইং. slate] বি. নরম কালো পাথরের পাটা যাহার উপর লিখিয়া মুছিয়া ফেলা যায়। **স্লেট-পেন্সিল**—স্লেটে লিখিবার নরম পাথরের পেন্সিল।

সেসন—[ইং. session] বি. ফৌজদারী মোকদ্দমার বিচারের জন্য জজ ও জুরির বৈঠক, দায়রা; বিচারার্থ একাধিক বিচারপতির বৈঠক; আইনসভার অধিবেশন; শিক্ষালয়ের পাঠকাল। **সেসনে সোপর্দ করা**—বিচারার্থ সেসনজজের কাছে পাঠানো।

সেহরী—[আ. সহ'র—প্রভাত] বি. রোজার সময়ে সূর্যোদয়ের পূর্বে গৃহীত আহার্য (সেহ্‌রী খাওয়া—'সর্গাই খাওয়া', 'সহ্‌রগা'—প্রভাত হইতে)।

সেহা—[ফা. সিয়াহা] বি. দৈনিক খাজনা আদায়ের বা আয়ব্যয়ের হিসাব অথবা সেই হিসাবের বহি। **সেহা করা**—আয়ব্যয় বহিতে লেখা। **সেহা-নবীশ**—দৈনিক আয়ব্যয়ের হিসাব-রক্ষক কেরাণী।

সেহাই—[ফা. সিয়াহী] বি. কৃষ্ণত্ব; কালি।

সৈংহ—[সিংহ+ষ্ণ] ণ. সিংহসম্বন্ধীয়; সিংহতুল্য; সিংহের চিহ্নযুক্ত (সৈংহধ্বজা)।

সৈংহল—ণ. সিংহল-সম্বন্ধীয়।

সৈংহিক, সৈংহিকেয়—ণ. সিংহিকার পুত্র, রাহুগ্রহ। [(সিন্ধু-সৈকত)।

সৈকত—[সিকতা+ষ্ণ] বি. বালুকাময় তট

সৈনাপত্য—বি. [সেনাপতি+ষ্ণ্য]। সেনাপতিত্ব, সেনাপতির পদ বা কাজ।

সৈনিক—[সেনা+ষ্ণিক] বি. সৈন্য; প্রহরী; যোদ্ধা (সত্যের সৈনিক); ণ. সামরিক।

সৈন্ধব—[সিন্ধু+ষ্ণ] ণ. সমুদ্রজাত; বি. সমুদ্রজাত লবণ; ণ. সিন্ধুদেশীয় (সৈন্ধব অশ্ব)। **সৈন্ধবক**—সিন্ধুদেশীয় মনুষ্য। **সৈন্ধব লবণ**—খনিজ লবণ (পঃ পাকিস্তানের)। **সৈন্ধবী**—রাগিণী-বিশেষ।

সৈন্য—[সেনা+ষ্ণ্য] বি. শ্রেণীবদ্ধ যোদ্ধা; সৈনিক। **সৈন্য সমাবেশ**—সৈন্যদলের সমাবেশ বা ব্যূহ রচনা। **সৈন্য-সামন্ত**—বি. সৈন্যদল ও অধীন রাজগণ; সৈন্যের দল ও তাহাদের পরিচালকবর্গ (সৈন্যসামন্ত লইয়া হাজির)।

সৈন্যাধিনায়ক, -ধ্যক্ষ—বি. সেনাপতি।

সৈমন্তিক—[সীমন্ত+ষ্ণিক] বি. সিন্দুর।

সৈয়দ—[আ. সেইইদ] বি. হজরত মুহম্মদের কন্যা হজরত ফাতেমার বা তাঁহার পুত্র ইমাম হোসেনের বংশধর; সম্ভ্রান্ত মুসলমানের নামের পূর্বে ব্যবহৃত উপাধি (যথা—সৈয়দ আমীর আলী)। **সৈয়দ কওলানো**—নিজেদের সৈয়দ বলিয়া পরিচয় দেওয়া, কৌলীন্য জাহির করা।

সৈরন্ধ্র—[সং] বি. কৃষক; শিল্পকর্মে নিপুণ ভৃত্য। স্ত্রী. **সৈরিন্ধ্রী, সৈরন্ধ্রী**—পরগৃহবাসিনী কিন্তু স্ববশা এবং কেশ-রচনাদি কর্মে নিপুণা পরিচারিকা; বিরাট-রাজগৃহে সৈরিন্ধ্রীর কর্মে রতা দ্রৌপদীর ছদ্মনাম।

সো—সে। (ব্রজবুলি)।

সোআমি, সোয়ামী—বি. স্বামী, পতি, (গ্রাম্য)। [বিদ্যাপতি)।

সোই—সেই (সোই কোকিল অব লাখ ডাকউ—

সোঁ—অব্য. তীরের মত বেগে চলিয়া যাওয়ার শব্দ। **সোঁ সোঁ**—ক্রমাগত সোঁ (সোঁ সোঁ করে ছুটে আসছে।

সোঁটা, সোটা—বি. মোটা লাঠি। **সোঁটা ঘুরানো**—ছড়ি ঘুরানো, অন্যের উপরে সর্দারি করা (গ্রাম্য—ছোটা ঘুরানো)।

সোঁত—বি. স্রোত (বর্ষায় বড় সোঁত পড়েছে; চুলচেঁড়া সোঁত)। **সোঁতের শেওলা**—একান্ত সহায়-সম্বলহীন ব্যক্তি। **সোঁতা**—বি. অগভীর ও অতি ধীরে প্রবহমান ধারা (ঐ দেখা যায় মরা নদীর সোঁতা—রবি)।

সোঁদা—ণ. ভিজামাটির ন্যায় সুগন্ধ বিশিষ্ট (গ্রীষ্মকালে প্রথম বৃষ্টি হইলে ও মাটির নূতন কলসীর জলে এমন গন্ধ পাওয়া যায়)। **সোঁদা নারকেল**—ভিতরের জল শুকাইয়া গিয়াছে এমন ঝুনা নারকেল।

সোঁদাল—বি. সোনালু গাছ, বানর-লড়ি, কর্ণিকার (থোকা থোকা হলুদ রঙের ফুল হয়, লম্বা লাঠির মত ফল)।

সোঙরা, সোঙরা—ক্রি. স্মরণ করা। **সোঙরণ, সোঙরণ**—বি. স্মরণ। (প্রা. বাং. পদ্যে)।

সোজা—[হি. সূধ; সং. শুদ্ধ] ণ. অবক্র, সরল, সাদাসিধা (সোজা কথা; সোজা লোক পেয়ে ঠকিয়েছে; কথায় সোজা মানে); ঋজু (সোজা পথ; সোজা দক্ষিণ দিকে যাও); সহজসাধ্য

(সোজা কাজ নয়); সহজবোধ্য (সোজা বিষয়); সায়েস্তা, দুরস্ত (ধাক্কায় পড়লে দুদিনেই সোজা হয়ে যাবে; বাঁকাকে কেমন করে সোজা করতে হয়, তা জানি); ক্রি.-ণ. সহজভাবে, প্যাঁচফের না রাখিয়া (সোজা বলে দিলেই তো পার); সামনের দিকে, বরাবর (সোজা চলে যাও)। **সোজাসুজি**—ক্রি. ণ. ঋজুভাবে; খোলাখুলি ভাবে, সরাসরি (সোজাসুজি বড়বাবুর কাছে যাও; সোজাসুজি বল্লেই তো পার); ভিতরে না তলাইয়া (রাগ করলে, তাই সোজা-সুজি বুঝে নিয়েছে, তোমার মত নেই); ণ. সোজা, সহজ, সরল (তোমার আকাশ তোমার বাতাস এই তো সবই সোজাসুজি—রবি)।

সোঝা—[হি. সুঝনা] ক্রি. সমঝিয়া দেখা (বুঝে-সুঝে,-জে, চল); ঠাহর করা বা হওয়া (চোখে সোঝে না)। (সুঝা দ্রঃ)।

সোডা—[ইং. soda] বি. পরিষ্কৃত ক্ষার-বিশেষ (দুই রকম আছে। তন্মধ্যে sodium carbonate খাইবার যোগ্য নয়, sodium bicarbonate খাওয়া চলে)। **সোডা-ওয়াটার**—কার্বনিক এসিড গ্যাসে মিশ্রিত বোতলে বদ্ধ জল (ইহাতে সোডা থাকে না)। **খাই সোডা**—যে সোডা খাওয়া যায়, sodium bicarbonate (গ্রাম্য)।

সোৎকণ্ঠ—(বহুব্রী.) ণ. উৎকণ্ঠা-যুক্ত, ব্যাকুল।

সোৎসাহ—(বহুব্রী) ণ. উৎসাহযুক্ত, উদ্দীপনার সহিত (সোৎসাহ সমর্থন)। **সোৎসাহে**—ক্রি.ণ. উৎসাহের সহিত।

সোৎসুক—(বহুব্রী.) ণ. ঔৎসুক্য বা কৌতূহলযুক্ত (সোৎসুক নিরীক্ষণ); সোৎকণ্ঠ। **সোৎসুকে**—ক্রি.ণ. ঔৎসুক্যের সহিত।

সোদর—(বহুব্রী) বি., ণ. সহোদর। স্ত্রী. **সোদরা**। **সোদরীয়, সোদর্য**—ণ. সহোদর। স্ত্রী. **সোদর্যা, সোদরীয়া** (—ভগিনী)।

সোদ্বেগ—(বহুব্রী) ণ. উৎকণ্ঠাযুক্ত, ব্যাকুল। **সোদ্বেগে**—ক্রি.ণ. ব্যাকুল হইয়া।

সোনা—[সং. স্বর্ণ; প্রাকৃ. সন্ন] বি. হরিদ্রাবর্ণ মূল্যবান্ ভারী ধাতু বিশেষ, সুবর্ণ, কাঞ্চন; সোনার গহনা (ওরা পায়ে সোনা পরে না); পরম আদরের কিছু (সোনাভাই আমার); উৎকৃষ্ট বা মহামূল্য বস্তু (সোনার ছেলে; এই বিপদের দিনে একটি টাকা যে দিলে, সেই আমার সোনা); ণ. সোনালী রঙের (সোনাব্যাঙ)। **সোনা কষা**—কষ্টিপাথরে সোনা ঘষিয়া তাহার মূল্য নিরূপণ করা। **সোনা-খড়কে**—ণ. গায়ে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ডোরাযুক্ত ক্ষুদ্র মৎস্য-বিশেষ। **সোনাদানা**—বি. নানা ধরণের সোনার অলঙ্কার। **সোনা ফলা**—জমিতে প্রচুর ফসল হওয়া; খুব বেশী লাভ হওয়া (যাতে হাত দেয়, তাতেই সোনা ফলে)। **সোনা ফেলে আঁচলে গিরে**—আসল ব্যাপার ভুলিয়া বাহিরের জাঁকজমক লইয়া সন্তুষ্ট থাকা; যোগ্যকে বাদ দিয়া অযোগ্যের আদর করা। **সোনা-ব্যাঙ**—সোনালি রঙের বড় ব্যাঙ-বিশেষ। **সোনাভস্ম**—সোনা পোড়াইয়া যে ভস্ম করা হয় (ঔষধে ব্যবহৃত হয়)। **সোনামুখ**—পরম আদরের ব্যক্তি; তৃপ্ত বা বিকারশূন্য মুখভাব (ছাইভস্ম যা পাচ্ছ তাই সোনামুখ করে খেয়ে নাও)। **সোনামুখী**—ছোট গাছ-বিশেষ (পাতা বিরেচক)। **সোনামুগ**—উৎকৃষ্ট স্বর্ণবর্ণ মুগডাল (তুঃ ঘোড়ামুগ)। **সোনায় সোহাগা**—মণিকাঞ্চন যোগ। **সোনার**—ণ. স্বর্ণনির্মিত; অতি উত্তম; পরম আদরের (সোনার ছেলে)। **সোনার অঙ্গ**—অতি সুন্দর দেহ, বরাঙ্গ। **সোনার কাঠি, রূপার কাঠি**—উপকথায় যে দুইটি সোনার কাঠি ও রূপার কাঠি দ্বারা রাজকন্যাকে যথাক্রমে জীয়াইয়া তোলা এবং অচেতন করা যাইত; (তাহা হইতে) উন্নতি ও অবনতির হেতু। **সোনার চাঁদ**—পরম আদরের; অতি উত্তম (সোনার চাঁদ ছেলে); (ব্যঙ্গে) অপদার্থ। **সোনার জল**—স্বর্ণবর্ণ কালি-বিশেষ (সোনায় জলে দাগ পড়ে না, খোলে না কেউ পাতা—রবি); গিলটি (রূপার ওপর সোনার জল করা)। **সোনার যাদু**—অতিশয় প্রিয় সন্তান (ব্যঙ্গেও ব্যবহৃত হয়)। **সোনার পাত**—সোনার অতি সূক্ষ্ম পাত, সোনার তবক। **সোনার পাথর-বাটি**—অদ্ভুত ও অসম্ভব কিছু, কাঁঠালের আমসত্ত্ব। **সোনার বরণ,-বর্ণ**—সোনার মত বর্ণ, উজ্জ্বল পীতবর্ণ। **সোনার বেনে,-ণে**—হিন্দুজাতি-বিশেষ, সুবর্ণবণিক্। **সোনার বাংলা**—স্বর্ণশস্যশালিনী বঙ্গভূমি, ধনধান্যে ভরা বাংলা। **সোনার লঙ্কা**—স্বর্ণময় লঙ্কা, অতুল ঐশ্বর্য-

শালিনী লক্ষ্মী। **সোনার সংসার**—সুখ-সমৃদ্ধিপূর্ণ সংসার। [**সোনারূপী**।

সোনার—বি. স্বর্ণকার, সেকরা। স্ত্রী. **সোনারী**—ণ. স্বর্ণমণ্ডিত; স্বর্ণনির্মিত; স্বর্ণবর্ণ। **সোনালী স্বপন**—রঙীন কল্পনা।

সোনালু—বি. সোঁদাল গাছ।

সোপকরণ—[সং+উপকরণ, বহুব্রী] ণ. উপকরণের সহিত।

সোপচার—[সহ+উপচার, বহুব্রী] ণ. উপচারের সহিত (সোপচার পূজা)।

সোপরদ্দ, সোপর্দ—[ফা. সুপুর্দ্] বি. ভারার্পণ; ন্যস্ত করা; বিচারের জন্য অর্পণ (ফৌজদারী মামলা দায়রায় সোপরদ্দ করা)। **মেয়ে সোপর্দ করা**—কন্যা বরকে সম্প্রদান করা, বরের হাতে মেয়ের হাত রাখিয়া সঁপিয়া দেওয়ার দেওয়ার অনুষ্ঠান।

সোপাধিক—[সহ+উপাধি, বহুব্রী. সমাসে ক] ণ. উপাধিযুক্ত; বিশেষণ-সমন্বিত।

সোপান—[স+উপান (ঊর্ধ্বগমন)] ণ. সিঁড়ি, উপরে উঠিবার বা নীচে নামিবার ধাপসমূহ; উপায় (উন্নতির সোপান)। **সোপান-পঙ্‌ক্তি,-পরম্পরা**—পৈঠাসমূহ। **সোপানাবলী**—পর-পর সাজানো পৈঠা।

সোবেরাত—শবেরাত দ্রঃ (আমার ঈদ-সোবেরাত করা সার্থক—আলালের ঘরের দুলাল)।

সোম—[সু (প্রসব করা)+ম, মন্] বি. অমৃত-প্রসবকারী) চন্দ্র; যজ্ঞে প্রস্তুত রস-বিশেষ; [সহ+উমা] মহাদেব; সোমবার; বাঙালী কায়স্থের পদবী-বিশেষ; ণ. সৌম্য, মনোহর (সোমদর্শন)। **সোমক্ষয়**—বি. অমাবস্যা। **সোমতীর্থ**—বি. প্রভাসতীর্থ। **সোমধারা**—বি. আকাশ। **সোমনন্দন**—বি. চন্দ্রপুত্র, বুধ। **সোমনাথ**—মহাদেব (সোম বা চন্দ্রকর্তৃক পূজিত); প্রভাসতীর্থস্থ ভারতের দ্বাদশ শিবলিঙ্গের অন্যতম (সুলতান মামুদ কর্তৃক বিধ্বস্ত, বর্তমানে পুনঃস্থাপিত)। **সোমপ,-পা**—ণ. যজ্ঞে সোমরসপায়ী। **সোমবংশ**—চন্দ্রবংশ। **সোমবার**—বি. রবিবারের পরের দিন। **সোমবিক্রয়ী** (-য়িন্)—সোমলতা-বিক্রেতা। **সোমযাগ**—বি. বর্ষত্রয়সাধ্য বৈদিক যজ্ঞ-বিশেষ—ইহাতে প্রথম বর্ষে সোমপান করিতে হইত। **সোমরস**—বৈদিকযুগে ব্যবহৃত মাদক রস-বিশেষ। **সোমলতা**—সোমরস প্রস্তুতির উপকরণ লতা বিশেষ (এখন সঠিক জানা যায় না)। **সোমসিদ্ধান্ত**—বি. জ্যোতিষ-সম্বন্ধীয় গ্রন্থ-বিশেষ। **সোমেশ্বর**—সোমনাথ, মহাদেব।

সোমন্ত—[সং. সমর্থ] সমত্ত দ্রঃ।

সোমাংশু—বি. চন্দ্রকিরণ।

সোমোদ্ভবা—নর্মদা নদী।

সোয়া—ণ. সওয়া (সোয়া লক্ষ নাতি)।

সোয়াদ—বি. স্বাদ, মাধুর্য (সোয়াদ দ্রঃ)।

সোয়ামি—বি. স্বামী (গ্রাম্য)।

সোয়ার—ণ. সওয়ার, আরূঢ় (সোয়ার হওয়া); বি. আরোহী। **সোয়ারি,-রী**—পাল্কী ডুলি প্রভৃতি (সোয়ারিতে আনা হয়েছে); আরোহণ (সোয়ারির ঘোড়া)। সওয়ারি দ্রঃ।

সোয়াস্তি—বি. স্বস্তি, শান্তি, আরাম (ছেলে-গুলোর যন্ত্রণায় একটুও সোয়াস্তি পাই না; সুখের চেয়ে সোয়াস্তি ভাল)। ('সোয়াস্ত' শব্দের ব্যবহার আছে)।

সোয়েম—[ফা.] সুয়েম দ্রঃ।

সোর—শোর দ্রঃ। **সোরগোল**—বি. চেঁচামেচি; গণ্ডগোল। **সোরৎ**—শরহৎ দ্রঃ।

সোরা—[ফা. শোরা; সং. সর্জিকাক্ষার] বি. ক্ষার-বিশেষ, nitre।

সোরাই—বি. সুরাহি, জলের কুঁজা।

সোলা—বি. নরম ও হাল্কা কাঠ-বিশেষ (সোলার টোপর)। **সোলাকচু**—লঘু কচু-বিশেষ। **সোলার টুপি**—সোলা দিয়া নির্মিত টুপি, pith hat।

সোলে—[আ. সু'লাহ্—শান্তি, সন্ধি] বি. সন্ধি, আপোষ, মিটমাট (দুইপক্ষে এমন সোলে হয়ে গেছে)। **সোলেনামা**—বি. আপোষের শর্তাদিযুক্ত দলিল।

সোল্লাস—(বহুব্রী.) ণ. উল্লাস-সমন্বিত, সানন্দ (সোল্লাস অভিনন্দন—ovation।

সোসর—ণ সদৃশ, তুল্য। (প্রাদে)

সোঽহম্, সোহম্—সে-ও আমি এক, আমি ব্রহ্ম, উপাস্যের সহিত উপাসকের একাত্মতা-ভাব (তু: 'আ'নাল্ হক্')। **সোঽহমতত্ত্ব**—বি. ব্রহ্ম ও আত্মা অভিন্ন এই মত।

সোহরত—শহরৎ (দ্রঃ)।

সোহাগ—[স. সৌভাগ্য; প্রাকৃ. সোহাগ্‌গ] বি. অতিশয় আদর ('মার সোহাগে বাপের আদর');

স্বামীর বা প্রণয়ীর আদর (সোহাগ-তরঙ্গরাশি অঙ্গখানি দিবে গ্রাসি—রবি)। ণ. **সোহাগী**—যে সোহাগ লাভ করিয়াছে, আদরিণী (ঈষৎ বিদ্রূপাত্মক)। (**সোহাগিনী**-ও ব্যবহৃত হয়)। **সোহাগ কলস**—বি. বিবাহের পূর্বরাত্রির শেষে জল-ভরিয়া-আনা কলস। **সোহাগ-কাজল**—স্বামীর সোহাগ বাড়াইবার জন্য যে অভিচারপূত কাজল পরা হয়। **সোহাগ-প্রদীপ**—বি. বিবাহের বরণ-ডালার প্রদীপ। **সোহাগে**—সোহাগী (কথ্য)।

সোহাগা—বি. ক্ষার-বিশেষ, টঙ্কণ, Borax (সোহাগার খৈ)। **সোনায় সোহাগা**—সোনা দ্রঃ।

সোহি—(ব্রজবুলি) সেই।

সোহিনী—বি. রাগিণী-বিশেষ।

সৌকর্য—[সুকর+ষ্ণ্য] বি. সুসাধ্যতা, অনায়াস (আকাশ-ভ্রমণের সৌকর্য)।

সৌকুমার্য—[সুকুমার+ষ্ণ্য] বি. সুকুমারতা, লালিত্য, কমনীয়তা, কোমলতা (গঠন-সৌকুমার্য; ভারতীয় নৃত্যের সৌকুমার্য)।

সৌক্ষ্ম্য—[সূক্ষ্ম+ষ্ণ্য] বি. সূক্ষ্মতা; জটিল বিষয়ে প্রবেশের শক্তি (বুদ্ধি-সৌক্ষ্ম্য)।

সৌখিন,-খীন, শৌখীন—[ফা. শৌকীন—আগ্রহী, কামনাকারী] ণ. যাহার সখ আছে, বিলাসী (সাজ-পোষাকে সৌখীন); অতিরিক্ত সুকুমার; ভাববিলাসী (সৌখীন রুচির পরিচায়ক; এটি তার এক সৌখীন খেয়াল)। বি. **সৌখীনতা**।

সৌখ্য—[সুখ+ষ্ণ্য] বি. সুখ; সুখধারা।

সৌগত—[সুগত (বুদ্ধ)+ষ্ণ্য] ণ. বৌদ্ধ, নিরীশ্বরবাদমূলক (সৌগত মত)। **সৌগতিক**—বি. বৌদ্ধ সন্ন্যাসী; নাস্তিক। **পরমসৌগত**—(ভারতের বৌদ্ধ সম্রাট্‌দিগের নামের পূর্বে ব্যবহৃত উপাধি) একান্তভাবে বুদ্ধভক্ত।

সৌগন্ধ,-ন্ধ্য—[সুগন্ধ+ষ্ণ, ষ্ণ্য] বি. সৌরভ ('আজি আম্র-মুকুল-সৌগন্ধে')। **সৌগন্ধ-পুটিকা**—বি. আতরদান বা এসেন্সের বাক্স। **সৌগন্ধিক**—বি. গন্ধদ্রব্য-ব্যবসায়ী, গন্ধ-বণিক্; নীলোৎপল; পদ্মরাগ; কহ্লার, সুঁদি; গন্ধক।

সৌচিক—[সূচি+ইক] বি. সূচিজীবী, দর্জী।

সৌজন্য—[সুজন+ষ্ণ্য] বি. সুজনতা, ভদ্র-ব্যবহার, অমায়িকতা ও মার্জিতভাব (তাঁহার সৌজন্যে একান্ত মুগ্ধ হইয়াছি)।

সৌজাত্য—[সুজাত+ষ্ণ্য] বি. সুপ্রজনন, সুসন্তান লাভ; জন্মের উৎকর্ষ, কৌলীন্য। **সৌজাত্য-বিদ্যা**—উৎকৃষ্ট-সন্তান-জনন-বিদ্যা, Eugenics.

সৌত্য—[সূত+ষ্ণ্য] বি. সারথির কর্ম।

সৌত্র, সৌত্রিক—[সূত্র+ষ্ণ, ষ্ণিক] ণ. সূত্র-সম্বন্ধীয়; সূত্রের দ্বারা নির্দিষ্ট (ধাতু); সূত্র-নির্মিত; বি. ব্রাহ্মণ।

সৌদামনী, সৌদামিনী, সৌদাম্নী—[সুদামন্+ষ্ণ+ঈপ্] বি. বিদ্যুৎ; অপ্সরা-বিশেষ।

সৌধ—[সুধা (চূণ)+ষ্ণ—যাহা চূণকাম করে] বি. প্রাসাদ; ইষ্টকাদি-নির্মিত গৃহ। **সৌধকিরীটিনী**—ণ. স্ত্রী. বহু অট্টালিকাময়ী। **সৌধ-শিখর**—বি. প্রাসাদের উপরিভাগ। **সৌধ-শ্রেণী**—বি. ইষ্টকনির্মিত গৃহের শ্রেণী। **সৌধাঙ্গন**—বি. সৌধের আঙিনা।

সৌন্দর্য—[সুন্দর+ষ্ণ্য] বি. সুন্দরভাব, রূপ (দৈহিক সৌন্দর্য); শোভা (প্রাকৃতিক সৌন্দর্য); মনোহারিতা (চারিত্রিক সৌন্দর্য)।

সৌপর্ণ—[সুপর্ণ+ষ্ণ্য] ণ. গরুড়-সম্বন্ধীয়; বি. মরকত। **সৌপর্ণেয়**—বি. সুপর্ণীর (বিনতার) নন্দন, গরুড়; মরকত মণি; গায়ত্র্যাদি ছন্দ।

সৌপ্তিক—[সুপ্তি+ষ্ণিক] বি. নিশা-রণ; মহাভারতের পর্ব-বিশেষ; ণ. সুপ্তি-সম্বন্ধীয়।

সৌবর্চল—[সুবর্চল+ষ্ণ] বি. সুবর্চল দেশজাত কৃষ্ণ লবণ; সাজিমাটি।

সৌবর্ণ—[সুবর্ণ+ষ্ণ] বি. স্বর্ণ-নির্মিত।

সৌবস্তিক—[স্বস্তি+ষ্ণিক] ণ. মঙ্গলজনক; স্বস্তি-বাচক পুরোহিত।

সৌবীর—বি. সিন্ধু নদের নিকটবর্তী প্রাচীন-কালের দেশ-বিশেষ; সৌবীরবাসিগণ; সৌবীরের রাজা জয়দ্রথ; বদর ফল; কাঁজি। **সৌবীরাঞ্জন**—সৌবীর দেশের অঞ্জন, শাদা সুর্মা।

সৌভদ্র, সৌভদ্রেয়—[সুভদ্রা+ষ্ণ, ঢেয়] বি. সুভদ্রাতনয়, অভিমন্যু।

সৌভাগিনেয়—[সুভগা+ঢেয়] বি. সৌভাগ্য-বতীর পুত্র, সুয়োরাণীর সন্তান। (বিপ. দৌর্ভাগিনেয়)। স্ত্রী. **সৌভাগিনেয়ী**।

সৌভাগিন্য—[সুভগিনী+ষ্ণ্য] বি. ভগিনীদের মধ্যে সদ্ভাব (তুলনীয়—সৌভ্রাত্র)।

সৌভাগ্য—[সুভগ+ষ্ণ্য] শুভাদৃষ্ট, ভাল বরাত;

সুদিন, অভ্যুদয়; পতির সমাদর (সৌভাগ্য-গর্ব); অবৈধব্য (সৌভাগ্যবতী); জ্যোতিষে যোগ-বিশেষ। **সৌভাগ্যক্রমে**—ক্রি.ণ. অনুকূল ভাগ্যের গুণে। **সৌভাগ্যচিহ্ন**—সিঁদুর শঙ্খ প্রভৃতি সধবার চিহ্ন। **সৌভাগ্যবতী**—ণ. সৌভাগ্য-যুক্তা; সধবা।

সৌভিক—[সৌভ+ফিক] বি. জাদুকর।

সৌভ্রাত্র—[সুভ্রাতৃ+ষ্ণ] বি. ভাইয়েদের মধ্যে সদ্ভাব; ভ্রাতৃস্থানীয়দের পরস্পরের মধ্যে ভ্রাতৃভাব (ভারত ও চীনের প্রাচীন সৌভ্রাত্র)।

সৌমনস্য—[সুমনস্+ষ্ণ্য] বি. প্রীতি; প্রসন্নতা (বিপ. দৌর্মনস্য)।

সৌমিত্র, সৌমিত্রি—[সুমিত্রা+ষ্ণ, ফি] সুমিত্রার পুত্র; লক্ষ্মণ; শত্রুঘ্ন।

সৌম্য—[সোম+ষ্ণ্য] ণ. প্রিয়দর্শন, প্রশান্ত (সৌম্য মূর্তি); শুভকর, অনুকূল; সোমলতা-সম্বন্ধীয়; বি. (সোমপায়ী) বিপ্র; চন্দ্রের অপত্য। **সৌম্যধাতু**—শ্লেষ্মা। স্ত্রী. **সৌম্যা**। বি. **সৌম্যতা**।

সৌর—[সুর+ষ্ণ] ণ. সূর্য-সম্বন্ধীয় (সৌর-জগৎ; সৌর মাস); সূর্যোপাসক (শাক্ত শৈব সৌর গাণপত্য)। **সৌরচিকিৎসা**—সূর্যোত্তাপের সাহায্যে চিকিৎসা, আতপ-স্নান। **সৌর-জগৎ**—সূর্য ও তাহার গ্রহ-উপগ্রহাদি, solar system. **সৌর দিবস**—ষাটদণ্ডযুক্ত দিবস। **সৌরমাস**—সূর্য এক রাশিতে যত দিন অবস্থিতি করে সেই কাল।

সৌরভ—[সুরভি+ষ্ণ] বি. সুগন্ধ; কুঙ্কুম্। (গ্রাম্য—সৈরব)। [অপত্য, বৃষ।

সৌরভেয়—[সুরভি+ষ্ণেয়] বি. সুরভির

সৌরভ্য—[সুরভি+ষ্ণ্য] বি. সৌগন্ধ।

সৌরসেন—[সুরসেনা+ষ্ণ] বি. সুর-সেনা-পতি, কার্তিকেয়। [+ষ্ণ্য]।

সৌরাজ্য—বি. সুরাজত্ব, সুশাসন। [সুরাজন্

সৌরাষ্ট্র—বি. গুজরাট রাজ্যের অন্তর্গত অঞ্চল-বিশেষ; সৌরাষ্ট্রের লোক; কাংস্য। **সৌরাষ্ট্রিক**—ণ. সৌরাষ্ট্র-দেশজাত। **সৌরাষ্ট্রী**—বি. সৌরাষ্ট্র-দেশীয় সুগন্ধি মৃত্তিকা। [কর্ণ।

সৌরি—[সূর+ফি] বি. সূর্যপুত্র; শনি; যম;

সৌরিক—[সুরা+ফিক] বি. মদ্য-বিক্রেতা; ণ. সুরাসম্বন্ধীয়; [সুর+ফিক] ণ. দেব-সম্বন্ধীয়; বি. স্বর্গ।

সৌর্য্য—ণ. সূর্য-সম্বন্ধীয়। [সূর্য+ষ্ণ]। **সৌর্য্য-চান্দ্রমাস**—ণ. সূর্য-চন্দ্র-বিষয়ক।

সৌষ্ঠব—[সুষ্ঠু+ষ্ণ] বি. উৎকর্ষ; সামঞ্জস্য; পারিপাট্য; সৌন্দর্য (সর্বাঙ্গের সৌষ্ঠব)।

সৌসাদৃশ্য—[সুসদৃশ+ষ্ণ্য] বি. বিলক্ষণ সাদৃশ্য, অনেকটা মিল (দুইয়ের মধ্যে সৌসাদৃশ্য)।

সৌহার্দ,-র্দ্য, সৌহৃদ,-দ্য—[সুহৃদ্+ষ্ণ, ষ্ণ্য] বি. সখ্য, প্রণয়, বন্ধুত্ব; সৌজন্য।

স্কন্দ—[স্কন্দ্ (গমন করা)+অল্] বি. লাফাইয়া লাফাইয়া গমন; কার্তিকেয়; শিশুর রোগবিশেষ (তড়কা, মাতৃস্তন্যে অরুচি, মুখে ফেনা ওঠা প্রভৃতি লক্ষণ। স্কন্দ গ্রহ)।

স্কন্ধ—[ক (মস্ত)—ধা (ধারণ করা)+অ, স্ আগম] বি. যাহা মস্তক ধারণ করে, কাঁধ; দেহ; ষাঁড়ের ককুদ; বৃক্ষের কাণ্ড হইতে প্রথম বা নিম্নতম শাখা নির্গমের স্থান; গ্রন্থের পরিচ্ছেদ বা বিভাগ (ভাগবতের দশম স্কন্ধ); গৃহের কক্ষ; ব্যূহ ('চতুস্কন্ধ চমূ'); সেনাবিভাগ; যুদ্ধ; বৌদ্ধমতে জ্ঞানের পঞ্চ বিভাগ (রূপ-স্কন্ধ, বেদনা-স্কন্ধ, বিজ্ঞান-স্কন্ধ ইত্যাদি); মার্গ; অভিষেকের সামগ্রী। **স্কন্ধচাপ**—বি. ভার বহনের যষ্টি, বাঁক। **স্কন্ধজ**—ণ. যাহা অন্য গাছের গুঁড়ির উপরে জন্মে (আলোকলতা, পরগাছা প্রভৃতি)। **স্কন্ধতরু**—বি. নারিকেল গাছ। **স্কন্ধদেশ**—বি. কাঁধ; হস্তিস্কন্ধ যেখানে মাহুত বসে। **স্কন্ধ-বদ্ধ**—ণ. গাছের গুঁড়িতে বাঁধা। **স্কন্ধশাখা**—বি. স্কন্ধ হইতে নির্গত শাখা, বৃক্ষের প্রধান শাখা। **স্কন্ধাবার**—(যাহা রাজা বা সৈন্যদলের জন্য আবরণের কাজ করে) বি. রাজার শরীর-রক্ষক সেনা; সেনানিবেশ, শিবির; রাজধানী।

স্কলারশিপ—[ইং scholarship] বি. কৃতী ছাত্রকে দত্ত বৃত্তি, জলপানি।

স্কুল—[ইং. school] বি. বিদ্যালয়, মাধ্যমিক বিদ্যালয়। **স্কুল-মাস্টার**—বিদ্যালয়ের শিক্ষক; মত-বিশ্বাসে পরিবর্তন-বিরোধী, প্রচলিত পদ্ধতির অনুবর্তী (অবজ্ঞায়)। বি. **স্কুলমাস্টারি**।

স্ক্রু—ইস্ক্রুপ দ্রঃ।

স্খলৎ—[স্খল্+শতৃ] ণ. যাহা স্খলিত হইতেছে।

স্খলন—বি. পতন, খসিয়া যাওয়া বা পড়া, ভ্রংশ (বস্ত্র স্খলন, বীর্য স্খলন); ন্যায়পথ হইতে চ্যুতি ('স্খলন, পতন, ত্রুটি'); ভ্রম হওয়া; হোঁচট খাওয়া, পিছলাইয়া যাওয়া (পদস্খলন)। ণ.

স্খলিত—বিচ্যুত; পতিত; অর্দ্ধোচ্চারিত, অস্পষ্ট (স্খলিত বচন); প্রতিহত (স্খলিত-বীর্য—যাহার শক্তি প্রতিহত হইয়াছে)।

স্খালন—[স্খল্+ণিচ্+অনট্] বি. ক্ষালন, অপসারণ (দোষস্খালন)। ণ. **স্খালিত**।

স্ট—[ইংরাজী st] ষ্ট দ্রঃ।

স্তন—[স্তন্ (শব্দ করা)+অচ্—যাহা তারুণ্যের উদয় ঘোষিত করে] বি. পয়োধর, কুচ, মাই; পালান (গো-স্তন); স্তনের মত মাংসপিণ্ড (অজা-গলস্তন)। **স্তনত্যাগ**—বি. শিশুর স্তন্যপান ত্যাগ। **স্তনদাত্রী**—ণ. যিনি স্তন্য-পান করান। **স্তনন**—বি. ধ্বনি; মেঘধ্বনি; কুন্থন (যাহা গর্ভিণীধর্ম)। **স্তনন্ধয়**—ণ. স্তন্য-পায়ী। স্ত্রী. **স্তনন্ধয়ী**। **স্তনপ,-পা**—ণ. স্তন্যপায়ী। **স্তনবৃন্ত,-মুখ, স্তনাগ্র**—চুচুক। **স্তনাংশুক**—স্তনের আচ্ছাদন-বস্ত্র, নিচোল, কাঁচুলি।

স্তনিত—[স্তন্+ক্ত] ণ. ধ্বনিত, শব্দিত; বি. মেঘধ্বনি। **সমুদ্র-স্তনিত পৃথ্বী**—সমুদ্র-গর্জন-মুখরিত পৃথিবী (কিন্তু সমুদ্র যাহার স্তন, সেই পৃথিবী, এই অর্থই বেশী সঙ্গত মনে হয়; সমুদ্র-স্তনিত পৃথ্বী হে বিরাট্, তোমারে ভরিতে নাহি পারে—রবি)।

স্তন্য—[স্তন+ষ্য] বি. স্তনদুগ্ধ। [স্তন+য]। **স্তন্যজীবী (-বিন্)**—যাহারা শৈশবে মাতৃস্তন্য পান করিয়া বর্ধিত হয়, mammalia, মনুষ্য গরু মহিষ ইত্যাদি। **স্তন্য ত্যাগ**—স্তন্যপান ত্যাগ। **স্তন্যদান**—স্তন্যদুগ্ধ পান করানো, মাই দেওয়া। **স্তন্যপান**—বি. বুকের দুধ খাওয়া। **স্তন্য-পায়ী (-য়িন্)**—ণ. বুকের দুধ খায় এমন (—জীব, শিশু)।

স্তব—[স্তু+অল্] বি. স্তুতি, প্রশংসা, মহিমা-কীর্তন (দেবতার স্তবস্তুতি)। **স্তবন**—বি. স্তব করণ, স্তুতি কথন। **স্তবস্তুতি**—বি. মহিমা-কীর্তন; অনুনয়-বিনয়; খোসামোদ (বহু স্তব-স্তুতি করে তবে রেহাই পেয়েছে)। **স্তবনীয়**—ণ. স্তবের যোগ্য।

স্তবক—[স্তু+অক] বি. গুচ্ছ, থোবা (পুষ্পস্তবক); গ্রন্থের পরিচ্ছেদ; কবিতার কয়েকটি চরণের সমষ্টি, stanza। **স্তবকিত**—ণ. স্তবকে গঠিত বা সজ্জিত; যাহা তোড়া করা হইয়াছে।

স্তব্ধ—[স্তম্ভ্+ক্ত] ণ. স্তম্ভিত, জড়ীভূত, নিস্পন্দ (গতি স্তব্ধ হইল; বৃক্ষের মত স্তব্ধ); বাক্যহীন, নির্বাক্ (বিস্ময়ে স্তব্ধ হইয়া রহিল); পলকহীন (স্তব্ধনয়ন)। **স্তব্ধতা**—বি. নীরবতা; স্তব্ধ-ভাব। **স্তব্ধমতি**—ণ. যাহার বুদ্ধি খেলেনা, জড়বুদ্ধি। **স্তব্ধরোমা (-মন্)**—ণ. যাহার রোম শক্ত; বি বরাহ। **স্তব্ধীকৃত**—ণ. যাহাকে স্তব্ধ বা নিষ্ক্রিয় করা হইয়াছে। **স্তব্ধীভূত**—ণ. যাহা নিষ্ক্রিয় বা নিশ্চল হইয়াছে।

স্তব্য—[স্তব+য] ণ. স্তবনীয়, স্তুত্য।

স্তম্ব—[স্থা+অম্বচ্] বি. ধান্যাদির ডাঁটা (হেম-কদম্বে তৃণস্তম্বে ফুটল হর্ষের অশ্রুবিন্দু—সত্যেনদত্ত); কাণ্ডহীন গাছ, ঝাড় (আব্রহ্মস্তম্ব)।

স্তম্ভ—[স্তম্ভ্+অ, ঘঞ্] বি. থাম (স্ফটিকস্তম্ভ); পত্রিকার কলাম, column (সম্পাদকীয় স্তম্ভ); অচল অবস্থা, জাড্য (উরুস্তম্ভ; বাহুস্তম্ভ); রোগাদিহেতু অজ্ঞান অবস্থা; নিরোধ, সংযম (বীর্যস্তম্ভ); মন্ত্রাদির দ্বারা শক্তির নিরোধ (বহ্নিস্তম্ভ)। **স্তম্ভক**—ণ. যাহা স্তম্ভিত করে।

স্তম্ভন—বি. স্তব্ধকরণ, জড়ীকরণ; মন্ত্রাদির দ্বারা নিষ্ক্রিয় জড় বা শক্তিহীন করণ (মারণ উচ্চাটন স্তম্ভন); যাহা স্তম্ভিত বা রুদ্ধগতি করে; কন্দর্পের পঞ্চবাণের অন্যতম। **স্তম্ভনীয়**—ণ. স্তম্ভিত বা নিরুদ্ধ করিবার যোগ্য। **স্তম্ভলিপি**—সমাধিস্তম্ভ-আদিতে উৎকীর্ণ-লিপি, epitaph। **স্তম্ভিত**—ণ. নিবারিত, অবরুদ্ধ, নিশ্চল (স্তম্ভিত তমিস্রপুঞ্জ কম্পিত করিয়া অকস্মাৎ—রবি); বিস্ময়াদিহেতু জড়ীভূত বা হতবাক্ (তোমার এমন আচরণে স্তম্ভিত হয়েছি)।

স্তর—[স্তৃ+অল্] বি. থাক, তবক (সমাজের প্রতি স্তরে পচন ধরেছে; স্তরে স্তরে সজ্জিত); ভূমি প্রভৃতির কালে কালে সংঘটিত বিভাগ, layer, stratum; পলি; সমাজের বিভিন্ন শ্রেণী। **স্তরমেঘ**—বিস্তৃত অবিচ্ছিন্ন মেঘ, stratus cloud।

স্তাবক—[স্তু+ণক] ণ., বি. স্তুতিকারক, flatterer, খোসামুদে (যতসব স্তাবক জুটেছে)।

স্তিমিত—[স্তিম্ (ক্লিন্ন হওয়া)+ক্ত] ণ. নিশ্চল, স্থির, নিস্পন্দ (স্তিমিত নেত্র—নির্নিমেষ চক্ষু; স্তিমিত প্রবাহ—স্রোতহীন); ভিজা, আর্দ্র; (বাং) ক্ষীণ, মৃদু (স্তিমিত প্রদীপ)।

স্তুত—[স্তু+ক্ত] ণ. যাহার স্তুতি বা প্রশংসা করা হইয়াছে। **স্তুতি**—বি. স্তব, প্রশংসা।

স্তুতিপাঠক—বি. যে স্তবগান করে, বন্দী। **স্তুতিবাদ**—বি. প্রশংসা-কীর্তন; স্তাবকতা, flattery। **স্তুত্য**—ণ. স্তবনীয়।

স্তূপ—[স্তূপ্ (রাশি করা)+অ] বি. রাশি, সমূহ, কাঁড়ি; ঢিপি, heap; ঢিপির আকারের বৌদ্ধ সমাধি-স্তম্ভ। **স্তূপাকার, স্তূপাকৃতি**—ণ. যাহা জমিয়া স্তূপের মত হইয়াছে, প্রভৃত। **স্তূপীকৃত**—ণ. রাশীকৃত।

স্তূয়মান—ণ. যাহার স্তব করা হইতেছে।

স্তেন—[স্তেন্ (চুরি করা)+অ] বি. চোর; চুরি, চৌর্য (স্তেন নিগ্রহ)। **স্তেয়**—[স্তেন্+য] বি. চৌর্য। **স্তেয়ী** (-য়িন্)—বি. চোর; সেকরা। **স্তৈন, স্তৈন্য**—[স্তেন+অ, ণ্য] বি. চৌর্য। (**অস্তেয়**—অচৌর্য, চুরি না করা)।

স্তোক—[স্তুচ্ (প্রসন্ন হওয়া)+ঘঞ্] ণ. অল্প, ঈষৎ (স্তোকনম্র); (বাং) বি. মিথ্যা প্রবোধ বা আশ্বাস (স্তোকবাক্যে ভুলিবার নয়)।

স্তোতব্য—[স্তু+তব্য] ণ. স্তবনীয়। **স্তোতা** (-তৃ)—[স্তু+তৃচ্] বি. স্তবকারক, বন্দী। **স্তোত্র**—বি. স্তব, দেবতার উদ্দেশে রচিত আরাধনা-বাক্য।

স্তোভ—[সং.] বি. অর্থহীন শব্দ; অগৌরব, অসম্মান। **স্তোভবাক্য**—বি. স্তোকবাক্য।

স্ত্রী—[স্ত্যৈ (শব্দ করা)+ড্রট্+ঈপ্] বি. যোষিৎ, নারী (স্ত্রী-জাতি); ভার্যা; ণ. স্ত্রী-জাতীয়, মাদী (স্ত্রী-পশু)। **স্ত্রী-আচার**—বি. বিবাহ-কালে সধবা নারীদিগের বর-কন্যাকে লইয়া কৃত নানা লোকপ্রচলিত অনুষ্ঠান। **স্ত্রীকাম**—ণ. পত্নী-কামী; কামুক। **স্ত্রীকুসুম**—বি. আর্তব। **স্ত্রীগমন**—বি. স্ত্রী-সম্ভোগ। **স্ত্রী-গুরু**—বি. দীক্ষাদাত্রী। **স্ত্রী-চরিত্র**—বি. নারীজাতির প্রকৃতি (যাহা সাধারণতঃ দুর্জ্ঞেয় ভাবা হয়)। **স্ত্রীচিহ্ন**—বি. যোনি। **স্ত্রী-চৌর**—ণ. নারী-অপহারক; লম্পট। **স্ত্রী-জননী**—ণ. যে কেবল কন্যা প্রসব করে। **স্ত্রীজিত**—ণ. স্ত্রৈণ। **স্ত্রীজীবী** (-বিন্)-স্ত্রীকে বেশ্যাবৃত্তি করাইয়া যে জীবিকা অর্জন করে। **স্ত্রীত্ব**—বি. নারীত্ব; স্ত্রীলিঙ্গ। **স্ত্রীদ্বেষী**—ণ. যে নারীর প্রতি বিরূপ। **স্ত্রীধন**—বি. যে সম্পত্তিতে স্ত্রীলোকের সম্পূর্ণ অধিকার। **স্ত্রীধর্ম**—বি. স্ত্রীলোকের করণীয় কর্ম; রজঃ, ঋতু। **স্ত্রীধর্মিণী**—রজস্বলা। **স্ত্রী-পর্ব**—মহাভারতের একাদশ পর্ব যাহাতে পুত্রহারা ও বিধবা রমণীদের বিলাপ বর্ণিত হইয়াছে। **স্ত্রী-পুরুষ**—বি. নরনারী; স্বামী ও স্ত্রী। **স্ত্রী-প্রত্যয়**—(ব্যাকরণে) যে প্রত্যয় যোগে পুংলিঙ্গ শব্দ স্ত্রীলিঙ্গ হয়। **স্ত্রীবশ**—ণ. স্ত্রৈণ। **স্ত্রী-বিয়োগ**—বি. পত্নীর মৃত্যু। **স্ত্রীবুদ্ধি**—বি. নারীর বুদ্ধি (পুরুষের চোখে যাহা অনির্ভরযোগ্য)। **স্ত্রীভাগ্য**—বি. ভার্যার ভাগ্য (স্ত্রীভাগ্যে ধন)। **স্ত্রীমন্ত্র**—বি. যে মন্ত্রের শেষে 'স্বাহা' যুক্ত। **স্ত্রীরত্ন**—বি. শ্রেষ্ঠা নারী। **স্ত্রীরোগ**—বি. যে সমস্ত রোগ বিশেষভাবে স্ত্রীলোকের হয়। **স্ত্রীলক্ষণ**—বি. স্ত্রীচিহ্ন। **স্ত্রীলিঙ্গ**—(ব্যাকরণে) শব্দের স্ত্রীবাচকত্ব; স্ত্রীচিহ্ন। **স্ত্রীলোক**—বি. নারী, মেয়েলোক। **স্ত্রী-শিক্ষা**—নারীজাতির শিক্ষা। **স্ত্রী-সংসর্গ, -সঙ্গম, -সহবাস, -সেবা**—বি. রমণ, মৈথুন। **স্ত্রীসভা**—বি. স্ত্রীলোকের সভা। **স্ত্রীসুলভ**—ণ. নারীতে যাহা স্বাভাবিক, মেয়েলী। **স্ত্রী-স্বভাব**—বি. নারীজাতির স্বভাব; ণ. যাহার স্বভাব স্ত্রীর মত। **স্ত্রী-স্বাধীনতা**—বি. পুরুষের কর্তৃত্ব হইতে নারীসমাজের মুক্তি, নারীগণের নিজ মতানুসারে চলিবার ক্ষমতা। **স্ত্রীহরণ**—বি. অসৎ উদ্দেশ্যে নারী অপহরণ।

স্ত্রৈণ—[স্ত্রী+নঞ্] ণ. স্ত্রীস্বভাব; স্ত্রীর বশীভূত বা বাধ্য, স্ত্রীজিত। বি. **স্ত্রৈণতা**। **স্ত্র্যাজীব**—[স্ত্রী আজীব যাহার, বহুব্রী.] স্ত্রীজীবী।

স্থ—[স্থা+ক] ণ. (অন্য শব্দের পরে) স্থিত; মধ্যবর্তী; বর্তমান; আসীন, আরূঢ়। (গর্ভস্থ সন্তান; ধ্যানস্থ; পাত্রস্থা; সিংহাসনস্থ)।

স্থগ—[স্থগ্ (আচ্ছাদন করা)+অ] ণ. ধূর্ত, ঠগ। **স্থগন**—বি. সংবরণ, আচ্ছাদন। **স্থগিত**—ণ. নিবৃত্ত, ক্ষান্ত; বন্ধ, মুলতুবী (কাজ-কর্ম স্থগিত রাখা); প্রতিহত; তিরোহিত; আবৃত।

স্থণ্ডিল—[সং.] বি. যজ্ঞার্থ প্রস্তুত পরিষ্কৃত ভূমি। **স্থণ্ডিলশায়ী** (-য়িন্), **স্থণ্ডিলেশয়**—বি. যজ্ঞভূমিতে শয়নকারী ব্রতী।

স্থপতি—[স্থ (স্থিত)+পতি] বি. গৃহাদি কি নকশায় হইবে তাহা স্থির করিয়া দিবার বিশেষ ব্যক্তি, architect (শুনা যায় যে তাজমহলের স্থপতি ছিলেন ওস্তাদ ঈশা); (সং.) অন্তঃপুর-রক্ষক, কঞ্চুকী; বার্হস্পত্য-যজ্ঞকর্তা; অধিপতি; মন্ত্রী; বৃহস্পতি; যমামি; রাজমিস্ত্রী; শিল্পী; সূত্রধর; সারথি; কুবের; প্রধান। **স্থপতি-**

বিজ্ঞান, -বিদ্যা—গৃহাদি নির্মাণ-বিষয়ক বিদ্যা। **স্থপতি-শালা**—শিল্পশালা; সূত্রধরের কর্মশালা।

স্থবির—[স্থা+কিরচ্] ণ. প্রাচীন, বৃদ্ধ, জরা-গ্রস্ত; জ্ঞানবৃদ্ধ; বর্ষীয়ান্ বৌদ্ধ ভিক্ষু (অন্ততঃ দশ বছর সন্ন্যাসের পর); ব্রহ্মা। স্ত্রী. **স্থবিরা**। **স্থবিরতা**—বার্ধক্য।

স্থল—[স্থল্+অ] বি. ডাঙ্গা, জমি, ভূমি (পৃথিবীর স্থলভাগ); স্থান, জায়গা (বনস্থল, বক্ষস্থল); বিষয়, অবস্থা, ক্ষেত্র (এ স্থলে চালাকি খাটে না); অধিকার, পদ (স্থলাভিষিক্ত); বদল, পরিবর্ত (ক স্থলে খ লেখা); পাত্র, ভাজন (নির্ভরস্থল)। **স্থলকন্দ**—বি. বন-ওল। **স্থল-কমল,-পদ্ম**—সুপরিচিত পুষ্প-বিশেষ। **স্থল-কমলিনী, -পদ্মিনী**—বি. স্থল-পদ্মের গাছ। **স্থল-কুমুদ**—বি. করবীর বৃক্ষ। **স্থলকূল**—বি. অবলম্বন, আশ্রয়। **স্থলচর**—ণ. স্থলে চরে এমন (বিপ. জলচর)। **স্থলপথ**—বি. ডাঙ্গা পথ (বিপ. জলপথ)। **স্থল-বাণিজ্য**—বি. স্থলপথে পণ্য প্রেরণ ও বিক্রয়ের ব্যবসা। **স্থলশুদ্ধি**—বি. স্থলের সংস্কার বা মার্জন। **স্থল-সংকট**—বি. যোজক, isthmus। **স্থলাভিষিক্ত**—ণ. স্থলে নবনিযুক্ত বা স্থাপিত। **স্থলী**—বি. (স্ত্রী) স্থল (বনস্থলী)। **স্থলীয়**—ণ. স্থল-সম্বন্ধীয়, স্থানীয়।

স্থাণু—[সং.] ণ. নিশ্চল, স্থির; বি. শিব (স্থাপিলা বিধুরে বিধি স্থাণুর ললাটে—মধু); খোঁটা, গোঁজ; স্তম্ভ; সড়কি; উইয়ের ঢিবি; শাখাহীন বৃক্ষ। **স্থাণ্বীশ্বর**—মহাদেব; থানেশ্বর নামক স্থান। (স্থানেশ্বর দ্রঃ)। [+অ]।

স্থাণ্ডিল—ণ., বি. স্থণ্ডিলশায়ী; ভিক্ষু। [স্থণ্ডিল

স্থাতব্য—[স্থা+তব্য] ণ. থাকিবার যোগ্য, স্থিতি-যোগ্য। **স্থাতা** (-তৃ)—ণ. স্থিতিকারী।

স্থান—[স্থা+অনট্] বি. জায়গা, ঠাঁই (বাসস্থান, এ স্থানে বাঘের ভয়); তীর্থ, পীঠ, ক্ষেত্র (বাবার স্থান, কঠিন স্থান); আশ্রয় (সংসারে তার স্থান নাই); স্থল, পাত্র, ভাজন (ভরসাস্থান); পদ (রামের স্থানে হরি); পরিবর্ত (দুইয়ের স্থানে তিন হইবে); সমীপ (পিতৃস্থানে নিবেদন করিল)। **স্থানচ্যুত**—ণ. স্বস্থান হইতে অপসারিত; পদচ্যুত। **স্থান-পরিবর্তন**—বি. এক স্থান হইতে অন্য স্থানে গমন। **স্থানবিৎ**—ণ. কোন বিশেষ স্থান বা দেশ সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল। **স্থান-মাহাত্ম্য**—বি. স্থানের বিশেষ গুণ বা অলৌকিক শক্তি। **স্থান-সন্নিবেশ**—বি. স্থান নির্ণয় ও তার সীমাদি নিরূপণ। **স্থানান্তর**—বি. অন্য স্থান (স্থানান্তরে গমন করিলেন)। **স্থানান্তরিত**—ণ. অন্যত্র নীত; বদলী হইয়াছে এমন, transferred। **স্থানাভাব**—বি. জায়গার অভাব (ট্রামে স্থানাভাব)। **স্থানিক**—ণ. স্থানীয়; কোন স্থানের অধ্যক্ষ। **স্থানী** (-নিন্)—ণ. স্থিতিশীল; স্থান-বিশিষ্ট। **স্থানীয়**—ণ. বিশেষ কোন স্থানের; (সমাসে পরপদে) শ্রেণীভুক্ত, তৎতুল্য (পিতৃস্থানীয় ব্যক্তি)।

স্থানেশ্বর—থানেশ্বর, প্রাচীনকালের কুরুক্ষেত্র।

স্থাপক—[স্থাপি+ণক] ণ., বি. স্থাপনকারী, প্রতিষ্ঠাতা; যে গচ্ছিত রাখে; নাট্যে নট-বিশেষ। **স্থাপন**—বি. রাখিয়া দেওয়া (ভূতলে স্থাপন); অর্পণ; বিন্যাস; গচ্ছিত রাখা; নির্মাণ (মঠ-স্থাপন); প্রতিষ্ঠিত করা (ধর্মস্থাপন; মতবাদ স্থাপন)। **স্থাপনা**—বি. স্থাপন, নিবেশন। **স্থাপনী**—বি. আবাহনী মুদ্রা-বিশেষ। **স্থাপনীয়, স্থাপ্য**—ণ. স্থাপন করিবার যোগ্য। **স্থাপয়িতা** (-তৃ)—ণ. স্থাপনকারী (স্ত্রী. **স্থাপয়িত্রী**)। **স্থাপিত**—ক্রি. প্রতি-ষ্ঠিত; নিবেশিত; ন্যস্ত, গচ্ছিত।

স্থাপত্য—বি. কঞ্চুকী; স্থপতির কর্ম, architecture। [স্থপতি+ষ্ণ্য]।

স্থাপা - ক্রি. স্থাপন করা। (পদ্যে)।

স্থাবর—[স্থা+বর] ণ. স্থিতিশীল, অচল, বৃক্ষ পর্বতাদি (স্থাবর জঙ্গম)। **স্থাবর সম্পত্তি**—গৃহ ভূসম্পত্তি ইত্যাদি immovable property। বি. **স্থাবরতা**—অনড়ভাব, জড়তা।

স্থায়িতা,-ত্ব—[স্থায়িন্+তা, ত্ব] বি. অনশ্বরতা, স্থিতিশীলতা।

স্থায়িভাব—[স্থায়িন্+ভাব] বি শৃঙ্গার রৌদ্র বীভৎস প্রভৃতি রস; মনের স্থায়ী অনুভূতি। **স্থায়ি-ভাবে**—চিরদিনের জন্য বা দীর্ঘকাল ধরিয়া।

স্থায়ী (-য়িন্)—ণ. যাহা থাকে বা থাকিবে, অচল, স্থির, টেঁকসই, মজবুত, প্রতিষ্ঠিত; পাকা-পোক্ত; বদ্ধমূল; অবিনশ্বর (স্থায়ী রং; স্থায়ী বাসিন্দা, স্থায়ী চাকরি, ধারণা স্থায়ী নয়, জীবন স্থায়ী নয়)। [স্থা+ণিন্]।

স্থালী—বি. পাকপাত্র, হাঁড়ি; থালা। [সং]

স্থিত—[স্থা+ক্ত] ণ. বর্তমান, বিদ্যমান ; রহিয়াছে এমন, অবস্থিত ; অবিচলিত, স্থির (স্থিতপ্রজ্ঞ)। **স্থিতধী**—ণ. যিনি সুখে-দুঃখে অবিচলিত ও ব্রহ্মে সমর্পিত-চিত্ত, যিনি চাঞ্চল্যবিহীন ও বিচারে ধীর-স্থির। **স্থিতপ্রজ্ঞ**—ণ. স্থিতধী। **স্থিতাবস্থা**—বি. যাহা যেমন আছে ঠিক তেমনই থাকিবে এই ভাব, status quo. (স্থিতাবস্থা(=সাময়িক) চুক্তি)। **স্থিতি**—[স্থা+ক্তি] বি. থাকা, অবস্থান ; অবধারণ ; স্থিরতা, অবিচলিত ভাব (ব্রাহ্মীস্থিতি) ; সমতা, equilibrium ; মর্যাদা, সীমা (স্থিতিজ্ঞ— এই অর্থে বাংলায় সাধারণতঃ ব্যবহৃত হয় না ; সঞ্চয়, জমা (এই অর্থে গ্রাম্য ভাষায় 'থিতি' ব্যবহৃত হয়)। **স্থিতিবান্** (-বৎ)—ণ. স্থায়ী ভাবে বসবাসকারী (—রাইয়ত)। **স্থিতি-বিরোধ**—বি. একত্র অবস্থান-বিষয়ে বিরোধ ; এক সময়ে একত্র দ্রব্যদ্বয়ের অবস্থান। **স্থিতি-শীল**—ণ. স্থায়ী, থাকে এমন। **স্থিতিস্থাপক**—ণ. অভিঘাত আকুঞ্চন প্রসারণ ইত্যাদির পর যাহা পুনর্বার পূর্বাবস্থা প্রাপ্ত হয়, elastic।

স্থির—[স্থা+কিরচ্] ণ. অচঞ্চল, নিশ্চল (এক দণ্ডও স্থির থাকে না) ; দৃঢ়, অবিচলিত, দ্বিধারহিত (স্থির সংকল্প ; স্থির বিশ্বাস) ; দীর্ঘস্থায়ী, চিরস্থায়ী (স্থিরযৌবনা ; স্থিরজঙ্গ) ; নিশ্চিত, নির্ধারিত, ধার্য (কার্যপ্রণালী স্থির করা) ; ধীর, শান্ত (স্থির মনে)। **স্থিরকর্মা** (-র্মন্)—ণ. সিদ্ধিলাভ না হওয়া পর্যন্ত কর্মে লাগিয়া থাকে এমন। **স্থিরচ্ছদ**—বি. যাহার ছদ্ দীর্ঘস্থায়ী, ভূর্জপত্রের গাছ। **স্থিরচ্ছায়**—(বহুব্রী) বি. বারমাস যাহা ছায়া দেয়, ছায়াতরু, বৃক্ষ। **স্থিরধী**—ণ. স্থিরপ্রজ্ঞ। **স্থিরতা,-ত্ব**—বি. নিশ্চয়তা ; নিশ্চলতা ; দৃঢ়তা, ধৈর্য। **স্থিরদৃষ্টি**—বি. অপলক দৃষ্টি ; ণ. যে চোখের পলক ফেলিতেছে না। **স্থিরনিশ্চয়**—ণ. দৃঢ়সংকল্প। **স্থিরপত্র**—বি. হিন্তাল। **স্থির-প্রতিজ্ঞ**—ণ স্থিরসংকল্প ; সত্যসন্ধ। **স্থির-মতি**—ণ. স্থিতধী, ধীরস্থির। **স্থির-যৌবন**—ণ. যাহার যৌবন নষ্ট হয় না, ever-youthful ; বিদ্যাধর। স্ত্রী. **স্থির-যৌবনা**। **স্থির-লোচন**—বি., ণ. স্থিরদৃষ্টি। **স্থিরায়ুঃ**—ণ. চিরজীবী, দীর্ঘজীবী।

স্থিরীকরণ—বি. দ্বিধান্বিত না থাকা, নির্ধারণ। ণ. **স্থিরীকৃত**—দৃঢ়ীকৃত, নির্ণীত।

স্থূল—[স্থূল্ (মোটা হওয়া)+অ] ণ. অসূক্ষ্ম, মোটা (স্থূলবুদ্ধি, স্থূলাঙ্গ) ; ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য (স্থূলদেহ —বিপ. সূক্ষ্মদেহ) ; বৃহৎ (স্থূলান্ত্র)। **স্থূলকোণ**—সমকোণ অপেক্ষা বৃহত্তর কোণ, obtuse angle। **স্থূলচর্মা** (-র্মিন্)—ণ. মোটা চমড়া যাহার ; বি. হস্তী গণ্ডার শূকর প্রভৃতি। **স্থূলদর্শী** (-র্শিন্)—ণ. যে তলাইয়া দেখে না, মোটাবুদ্ধি। **স্থূলদৃষ্টি**—বি. সাধারণ দৃষ্টি, উপর-উপর দেখা, যে দৃষ্টিতে সূক্ষ্ম বিচার নাই। **স্থূলদেহ**—বি. পাঞ্চভৌতিক দেহ, যে দেহ লইয়া সংসার-যাত্রা নির্বাহ করা হইতেছে। **স্থূলপ্রপঞ্চ**—বি. দৃশ্যমান জগৎ। **স্থূল-বুদ্ধি**—ণ. মন্দধী, মোটা বুদ্ধির লোক। **স্থূলভূত**—বি. ক্ষিতি অপ্ তেজ মরুৎ ব্যোম —এই পঞ্চভূত। **স্থূলমধ্য**—ণ. যাহার কোমর মোটা। **স্থূলমান**—বি. মোটামুটি হিসাব। **স্থূলাঙ্গ**—বি. স্থূলদেহ ; ণ. স্থূলদেহ-বিশিষ্ট। **স্থূলান্ত্র**—বি. বৃহদন্ত্র, large intestine। **স্থূলোদর**—ণ. ভুঁড়িওয়ালা ; বি. নাদাপেট।

স্থেয়—[স্থা+য] ণ. স্থাপনীয় ; স্থিরতর ; বি. মধ্যস্থ, jury ; পুরোহিত।

স্থৈর্য—[স্থির+ষ্য] বি. স্থিরতা ; দৃঢ়তা।

স্থৌল্য—[স্থূল+ষ্য] বি. স্থূলতা ; জাড্য। (বিপ. সৌক্ষ্ম্য)।

স্নাত—[স্না+ক্ত] ণ. যে স্নান করিয়াছে ; অভিষিক্ত ; ক্ষালিত (অশ্রুস্নাত)। স্ত্রী. **স্নাতা**।

স্নাতক—বি. ব্রহ্মচর্য সমাধান পূর্বক গৃহস্থাশ্রমে প্রবিষ্ট দ্বিজ ; স্নানার্থী ব্যক্তি ; (আধুনিক বাং) বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রাজুয়েট। **স্নাতকব্রত**—বি. স্নাতকের কর্তব্য। **স্নাতকোত্তর**—ণ. (আধুনিক বাং) গ্র্যাজুয়েট হওয়ার পরের, post-graduate (—বৃত্তি, শিক্ষা)। **স্নাতানু-লিপ্ত**—ণ. স্নানের পরে যে অঙ্গে চন্দনাদি লেপন করিয়াছে।

স্নান—[স্না+অনট্] বি. সর্বাঙ্গ ক্ষালন ; অবগাহন (স্নান পঞ্চবিধ—আগ্নেয়, বারুণ, বায়ব্য, ব্রাহ্ম, দিব্য) ; তীর্থে অবগাহন ; দেবতার অভিষেক। **স্নানকক্ষ,-গৃহ,-শালা**—বি. যে কক্ষে স্নান করা হয়। **স্নানদান**—বি. স্নান ও তৎপরে ধন বিতরণ। **স্নানযাত্রা**—বি. জ্যৈষ্ঠ-পূর্ণিমায় জগন্নাথ দেবের স্নানোৎসব। **স্নানীয়**—বি. স্নানের উপকরণ। **স্নানোদক**—বি. স্নানের

জল। **আতপস্নান, সূর্যস্নান**—রৌদ্রস্নান, সর্বাঙ্গে সূর্যকিরণ গ্রহণ করিবার পদ্ধতি-বিশেষ। **বাষ্পস্নান**—বাষ্পে সর্বাঙ্গ সিক্ত করা। **মুক্তি-স্নান, মোক্ষস্নান**—সূর্য বা চন্দ্রগ্রহণের পরে পবিত্রতা-বিধায়ক স্নান।

স্নাপক—[স্না+ণিচ্+ণক] ণ. যে স্নান করায় (বিশেষতঃ উক্ত জলে)। স্ত্রী. **স্নাপিকা**। **স্নাপন**—বি. স্নান করানো। **স্নাপিত**—ণ. যাহাকে স্নান করানো হইয়াছে।

স্নায়ী (-স্নিন্)—[স্না+ণিন্] ণ. স্নানকারী (নিত্যস্নায়ী)।

স্নায়ু—[স্না+উন্—যাহা দ্বারা দেহ স্নাত হয়] বি. সর্বদেহব্যাপী সূত্রবৎ সূক্ষ্ম শিরা-বিশেষ, nerve; শরীরের অস্থিবন্ধনীর নাড়ী-বিশেষ, sinew (স্নায়ুনির্মিত ধনুর্গুণ)। **স্নায়বিক, স্নায়-বীয়**—ণ. স্নায়ু-সম্বন্ধীয়। **স্নায়ুজাল**—জালের মত শরীর বেষ্টনকারী স্নায়ুসমূহ। **স্নায়ু-দৌর্বল্য**—বি. স্নায়ুর দুর্বলতা বা অবসাদ, nervous debility। **স্নায়ুশূল**—বি. স্নায়ুর বিকার হেতু শরীরের নানাস্থানে যে ছুঁচ ফুটানোর মত বেদনা আদি অনুভূত হয়, neuralgia।

স্নিগ্ধ—[স্নিহ্ (স্নিগ্ধ হওয়া)+ক্ত] ণ. শীতল, যাহা ঠাণ্ডা করে, যাহা জুড়াইয়া দেয় (—বায়ু); স্নেহ-পূর্ণ, সস্নেহ (—বাক্য); চিক্কণ, মসৃণ; কোমল, মেদুর; তৃপ্তিদায়ক, সুখস্পর্শ; তৈল-ঘৃতাদিযুক্ত, স্নেহপদার্থযুক্ত (—আহার); বি. মোম; ভাতের মণ্ড। স্ত্রী. **স্নিগ্ধা**—মজ্জা। বি. **স্নিগ্ধতা, স্নৈগ্ধ্য**। **স্নিগ্ধকর**—ণ. সুশীতল; তৃপ্তি-দায়ক। **স্নিগ্ধ কান্তি**—বি. কোমল চিত্তাকর্ষক সৌন্দর্য। **স্নিগ্ধতা**—বি. স্নিগ্ধভাব। **স্নিগ্ধদৃষ্টি**—সানুরাগ চাহনি। **স্নিগ্ধ শ্যামল**—ণ. নয়নের তৃপ্তিকর শ্যামল। **স্নিগ্ধোজ্জ্বল**—ণ. চোখের তৃপ্তি সাধন করে এমন ঔজ্জ্বল্যমণ্ডিত।

স্নুষা—[(স্নু—ক্ষরিত হওয়া)—যাহাতে স্নেহ ক্ষরিত হয়] বি. পুত্রবধূ; পুত্রবধূ স্থানীয়া ভ্রাতুষ্পুত্রবধূ কনিষ্ঠভ্রাতৃবধূ প্রভৃতি; স্নুহীবৃক্ষ।

স্নেহ—[স্নিহ্+ঘঞ্] ণ. অন্তরের দ্রবীভূত ভাব, সন্তানের প্রতি পিতামাতার ভাব, বাৎসল্য, প্রীতি, মমতা (সাধারণতঃ বয়ঃকনিষ্ঠের প্রতি প্রীতির ভাবকে স্নেহ বলা হয়—পুত্রস্নেহ, ভ্রাতৃস্নেহ); সখ্য, প্রণয় (এই অর্থে বাংলায় সাধারণত স্নেহ ব্যবহৃত হয় না, প্রীতি ও 'প্রেম' ব্যবহৃত হয়; বাৎসল্য দ্রঃ); তৈল ঘৃত চর্বি ইত্যাদি দ্রব্য (খাদ্যে উপযুক্ত পরিমাণে স্নেহ পদার্থ চাই)। **স্নেহ পদার্থ**—তৈলাদি পদার্থ, fatty substance। **স্নেহপুত্তলি**—বি. অতিশয় স্নেহের শিশু। **স্নেহবান্ (-বৎ), স্নেহময়**—ণ. স্নেহ করে এমন (—পিতা); স্নেহপূর্ণ (স্নেহময় বচন)। **স্নেহালিঙ্গন**—বি স্নেহভরে আলিঙ্গন। **স্নেহপাত্র,-ভাজন, স্নেহাস্পদ**—ণ. ভাল বাসার পাত্র। **স্নেহাস্পদেষু**—স্নেহের জনকে লিখিত চিঠির পাঠ। **স্নেহাশীর্বাদ**—স্নেহ ও আশীর্বাদ, স্নেহপূর্ণ আশীর্বাদ।

স্পঞ্জ—[ইং. sponge] বি. স্থিতিস্থাপক বস্তু-বিশেষ—ইহা এক শ্রেণীর জলচর প্রাণীর সূক্ষ্ম অস্থিপঞ্জরের সমষ্টি।

স্পন্দ, স্পন্দন—[স্পন্দ্ (কম্পিত হওয়া)+অল্, অনট্] বি. ঈষৎ কম্পন বা আন্দোলন, স্ফুরণ; একবার নড়া একবার থামা (রাজার দক্ষিণ বাহু স্পন্দিত হইল; হৃৎস্পন্দন)। **স্পন্দ(ন)হীন**—ণ. কম্পনহীন স্থির। ণ. **স্পন্দিত**—কম্পিত।

স্পর্ধন—[স্পর্ধ্+অনট্] বি. স্পর্ধা করা, স্পর্ধা। ণ. **স্পর্ধনীয়**—প্রতিস্পর্ধিতা করিবার যোগ্য, challengeable। **স্পর্ধা**—বি. অপরকে পরাভূত করিবার বা দুঃসাধ্য কাজ করিবার ইচ্ছা, আত্মশক্তিতে বিশ্বাসহেতু বাড়াবাড়ি (স্পর্ধা ত কম নয়); আস্পর্ধা, দম্ভ; প্রতিদ্বন্দ্ব, আড়াআড়ি। ণ. **স্পর্ধিত**—স্পর্ধাযুক্ত, গর্বিত; দ্বন্দ্বে আহূত। **স্পর্ধী (-র্ধিন্)**—ণ. স্পর্ধাকারী, দ্বন্দ্বে আহ্বান-কারী (গৌরবস্পর্ধী—গৌরব হরণ করিতে ইচ্ছুক); প্রতিযোগী।

স্পর্শ—[স্পৃশ্+অল্] বি. ছোঁয়া; সংসর্গ, প্রভাব (অল্প বয়সে মিশনারীদের স্পর্শে আসিয়াছিলেন)। **স্পর্শক**—ণ. স্পর্শকারক, ছোঁয় এমন, স্পর্শী; বি. স্পর্শজ্যা (দ্রঃ)। **স্পর্শক্রামক,-ক্রামী**—ণ. ছোঁয়াচে, contagious। **স্পর্শজ্যা**—বি. যে রেখা বৃত্তকে স্পর্শ করে কিন্তু বর্ধিত করিলে ছেদন করে না, tangent। **স্পর্শ দোষ**—অবাঞ্ছিত ব্যক্তির স্পর্শ হেতু দোষ বা ত্রুটি, ছোঁয়াচ। **স্পর্শন**—বি. ছোঁয়া। **স্পর্শবর্ণ**—ক হইতে ম পর্যন্ত পঁচিশটি ব্যঞ্জন বর্ণ। **স্পর্শমণি**—পরশ পাথর। **স্পর্শলজ্জা**—লজ্জাবতী লতা। **স্পর্শাজ্ঞা**—অজয়া।

স্পর্শাসহ—গ. যে স্পর্শ সহ্য করিতে পারে না, স্পর্শদ্বেষী। **স্পর্শী (-র্শিন্)**—স্পর্শকারী। **স্পর্শনেন্দ্রিয়, স্পর্শেন্দ্রিয়**—যে ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে স্পর্শ লাভ করা যায়, ত্বক্।

স্পষ্ট—[স্পশ্ (পরিষ্কার করা) + ক্ত] গ. স্ফুট, ব্যক্ত, বিশদ (স্পষ্ট কথা); প্রকাশিত, সহজ-বোধ্য (এর স্পষ্ট অর্থ এই); খোলাখুলি, যাহাতে কিছু গোপন নাই এমন, অকপট (স্পষ্ট কথা); (বাং) ক্রি. গ. খোলাখুলি ভাবে, বিশদ ভাবে (—বলে দেওয়া, দেখতে পাওয়া)। **স্পষ্টবক্তা (-ক্তৃ), -বাদী (-দিন্), -ভাষী (-ষিন্)**—গ. খোলাখুলি কথা বলে এমন, উচিতবক্তা। **স্পষ্টাক্ষর**—স্পষ্টবাক্য (স্পষ্টাক্ষরে বলে দিয়েছে)। **স্পষ্টাপষ্টি**—গ., ক্রি. গ. অতি স্পষ্ট; অতি স্পষ্টভাবে। **স্পষ্টীকরণ**—বি. পরিস্ফুট করা। গ **স্পষ্টীকৃত**।

স্পিরিট—[ইং. spirit] বি. সুরা; বীর্য; আরক (স্পিরিটে রাখা); তেজ (লোকটার আদৌ স্পিরিট নাই—কথ্য)। [(বিপ. অস্পৃশ্য)।

স্পৃশ্য—[স্পৃশ্ + য]। গ. স্পর্শযোগ্য; আচরণীয়

স্পৃষ্ট—[স্পৃশ্ + ক্ত] গ. যাহা স্পর্শ করা হইয়াছে (বিজাতীয়ের স্পৃষ্ট অন্ন); সংলগ্ন, ব্যাপ্ত (কপোল-স্পৃষ্ট অলকগুচ্ছ)। **স্পৃষ্টাস্পৃষ্ট, স্পৃষ্টা-স্পৃষ্টি**—বি. ছোঁয়াছুঁয়ি (তীর্থে বিবাহে সংগ্রামে দেশবিপ্লবে স্পৃষ্টাস্পৃষ্টি দূষণীয় নয়)।

স্পৃহণ—[স্পৃহ্ + ণিচ্ + অনট্] বি. আকাঙ্ক্ষা করা; লোভ করা। **স্পৃহণীয়**—গ. বাঞ্ছনীয়, শ্লাঘ্য; লোভনীয়। **স্পৃহা**—বি. আকাঙ্ক্ষা, কামনা; লোভ (ধনস্পৃহা নিবৃত্ত হইয়াছে)।

স্প্রিং—ইস্প্রিং (দ্রঃ)।

স্ফটিক, স্ফটীক—বি. অতি স্বচ্ছ শুভ্রবর্ণ প্রস্তর-বিশেষ, সূর্যকান্তমণি, rockcrystal। **স্ফটিক-স্তম্ভ**—স্ফটিকনির্মিত থাম। **স্ফটিকারি**—ফটকিরি। **স্ফাটিক, স্ফাটীক**—গ. স্ফটিক-নির্মিত (স্ফাটিক দীপ); বি. স্ফটিক।

স্ফার—[স্ফর্ (স্ফূর্তি পাওয়া) + ঘঞ্] বি. বৃদ্ধি, স্ফীতি, ব্যাপকতা (বাংলায় সাধারণত বিস্ফার ব্যবহৃত হয়)। **স্ফারণ**—বি. স্ফূর্তি; বিকাশ; কম্পন; আস্ফালন। **স্ফারিত**—গ. বিস্ফা-রিত (বিস্ময়স্ফারিত লোচনে)।

স্ফীত—[স্ফায়্ + ক্ত] গ. প্রবৃদ্ধ, বর্ধিত; ফুলা, শোথযুক্ত; ফাঁপা; সমৃদ্ধ (অহংকারে স্ফীত হইয়া; নগরগুলি স্ফীত হইতেছে, পল্লীগ্রামগুলি শীর্ণ হইতেছে; স্ফীতস্ফূর্ত ক্ষত্রিয়গরিমা—রবি)। বি. **স্ফীতি**—ফুলিয়া ওঠা; ফাঁপিয়া ওঠা, ফাঁপ; বৃদ্ধি; প্রবলতা। **মুদ্রাস্ফীতি**—মুদ্রা দ্রঃ)।

স্ফুট—[স্ফুট্ (বিকশিত হওয়া, ব্যক্ত হওয়া) + অ] গ. স্পষ্ট, ব্যক্ত (স্ফুটার্থ); বিকসিত, প্রফুল্ল (স্ফুট কোরক); বিশদ, নির্মল; বিদীর্ণ, ফুটা। **স্ফুটগতি**—বি. আপাতদৃষ্ট গতি, apparent motion (সূর্যের—)। **স্ফুটবক্তা (-ক্তৃ)**—গ. যে মনের কথা বলিয়া ফেলে, মুখফোঁড়। **স্ফুট-বাক্**—গ. যাহার কথা ফুটিয়াছে। **স্ফুটন**—বিকসিত হওয়া; বিদীর্ণ হওয়া; গরমে তরলপদার্থ ফুটিতে থাকা। **স্ফুটনবিন্দু**—উত্তাপের মাত্রা-বিশেষ (যে উত্তাপে তরল পদার্থ ফুটিতে থাকে) boiling point। **স্ফুটনোন্মুখ**—গ. যাহা প্রস্ফুটিত হইতে যাইতেছে; উত্তাপের ফলে যাহা ফুটিতে উদ্যত। **স্ফুটিত**—গ. বিকসিত; স্পষ্টীকৃত; বিদীর্ণ; ছিদ্রিত।

স্ফুৎকার—বি. ফুৎকার, ফুঁ দেওয়া। [সং]

স্ফুরণ—[স্ফুর্ + অনট্] বি. কম্পন, স্পন্দন; প্রকাশ; হঠাৎ প্রকাশিত দীপ্তি (বিদ্যুৎ স্ফুরণ; বুদ্ধিস্ফুরণ। **স্ফুরৎ**—গ. যাহা স্ফুরিত হইতেছে, কম্পমান বা দীপ্যমান বা প্রকাশমান। গ. **স্ফুরিত**—গ. কম্পিত (স্ফুরিত ওষ্ঠাধর); দীপ্ত; বি. কম্পন, স্পন্দন; প্রকাশ। **স্ফুরা**—ক্রি. স্ফুরিত হওয়া (কাব্যে ব্যবহৃত)।

স্ফুলিঙ্গ—[স্ফুৎ + লিঙ্গ—যাহা ফুৎকারের ফলে গমন করে] বি. আগুনের ফুলকি (স্ফুলিঙ্গ তার পাখায় পেল ক্ষণকালের ছন্দ—রবি)। **স্ফুলিঙ্গিনী**—অগ্নির সপ্ত জিহ্বার অন্যতম।

স্ফূর্ত—[স্ফুর্ + ক্ত] গ. স্ফুরিত, প্রকাশিত (স্বতঃ-স্ফূর্ত)। **স্ফূর্তি**—[স্ফুর্ + ক্তি] বি. স্ফুরণ; স্পন্দন; প্রকাশ (বাক্যস্ফূর্তি); হর্ষ, ফুর্তি, উৎসাহ। **স্ফূর্তিমান্ (-মৎ)**—বিকাশবান্; স্ফূর্তি-বিশিষ্ট; প্রতিভাযুক্ত; শৈব-বিশেষ।

স্ফোট—[স্ফুট্ + ণিচ্ + অল্] বি. ফাটার শব্দ; ফোড়া, আব; পরপর উচ্চারিত বর্ণের দ্বারা অভি-ব্যক্ত শব্দ। **স্ফোটক**—বি. ফোড়া। **স্ফোটন**—বি. ফোটা, বিদীর্ণ হওয়া (অণ্ড স্ফোটন); ফুটানো, মটকানো (অঙ্গুলিস্ফোটন)। **স্ফোটনী**—বি. বেধনী, ছিদ্র করিবার যন্ত্র।

স্মর—[স্মৃ (স্মরণ করা) + অল্] বি. কন্দর্প;

স্মরণ; (সমাসে পরপদে) ণ. যে স্মরণ করে (জাতিস্মর)। **স্মরগরলখণ্ডন**—ণ. যাহা কামের বা কন্দর্পের বিষ খণ্ডন করে। **স্মর-শত্রু,-হর, স্মরারি, স্মরশাসন**—শিব। **স্মরাসব**—অধরমদিরা।

স্মরণ—[স্মৃ+অনট্] মনে করা; আগেকার কথা মনে আনার ক্ষমতা, স্মৃতি; ধ্যান, অনুধ্যান (স্মরণ করা,-হওয়া; স্মরণ নাই—মনে নাই)। **স্মরণচিহ্ন**—বি. যাহা মনে করাইয়া দেয়। **স্মরণপথে পতিত হওয়া**—মনে পড়া। **স্মরণশক্তি**—বি. মনে রাখিবার শক্তি, memory। **স্মরণাতীত**—ণ. মনে পড়ে না এত দূর অতীত, অতি প্রাচীন। **স্মরণার্থ**—ক্রি.-ণ. মনে করাইয়া দিবার জন্য (—লিখিতেছি)। **স্মরণার্হ, স্মরণীয়, স্মর্তব্য**—ণ. স্মরণ করিবার যোগ্য। **স্মরণিক**—বি. যাহা কোন কিছুর স্মৃতি রক্ষা করে, memorial.

স্মারক—[স্মৃ+ণিচ্+ক] ণ. যাহা স্মরণ করায়; উদ্বোধক। **স্মারকলিপি**—বি. যে লেখা স্মরণ করাইয়া দেয়, memorandum, reminder। **স্মারকস্তম্ভ**—প্রাচীন ঘটনা বা কোন মৃত ব্যক্তির স্তম্ভ স্মরণার্থ স্থাপিত। **স্মারণ**—বি. মনে করানো। ণ. **স্মারিত**।

স্মার্ত—[স্মৃতি+ষ্ণ] ণ. স্মৃতিশাস্ত্র অনুযায়ী (বিপ. শ্রৌত); স্মৃতিশাস্ত্র সম্বন্ধীয়; বি. স্মৃতিশাস্ত্রে পণ্ডিত। **স্মার্ত ভট্টাচার্য**—স্মৃতিবিশারদ রঘুনন্দন (ষোড়শ শতাব্দীর লোক)। **স্মার্তিক**—ণ. স্মৃতিশাস্ত্রবিহিত (স্মার্তিক প্রেতকর্ম)।

স্মিত—[স্মি (ঈষৎ হাস্য করা)+ক্ত] বি. ঈষৎ হাস্য (স্মিতমুখী); ণ. ঈষৎহাস্যযুক্ত (স্মিতানন; শুচিস্মিতা); বিকসিত, প্রফুল্ল (স্মিত চন্দ্র কর; স্মিতোজ্জ্বল নয়নদ্বয়)।

স্মৃত—[স্মৃ (স্মরণ করা)+ক্ত] ণ. মনে পড়িয়াছে বা মনে করা হইয়াছে এমন।

স্মৃতি—[স্মৃ+ক্তি] বি. স্মরণ, পূর্বানুভূত বিষয়ের জ্ঞান; স্মরণ-শক্তি, memory (স্মৃতিভ্রংশ); মনু যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতি ঋষিপ্রণীত ধর্মশাস্ত্র (স্মৃতির বিধান)। **স্মৃতিকথা**—বি. অতীত স্মৃতি-বিষয়ক বিবরণ বা কাহিনী, reminiscences। **স্মৃতি-কর্তা (-র্তৃ),-কার**—বি. স্মৃতিশাস্ত্র-প্রণেতা মুনি। **স্মৃতি-কারী (-রিন্)**—ণ. যাহা স্মরণ করায়। **স্মৃতিচিহ্ন**—যে চিহ্ন দেখার ফলে কাহারও বা কোন বিষয়ের কথা মনে পড়ে (তেমনি—**স্মৃতিফলক, স্মৃতিমন্দির, স্মৃতিস্তম্ভ** ইত্যাদি)। **স্মৃতিপট**—স্মৃতিরূপ চিত্রপট, ছবির পরদার মত মন। **স্মৃতিপথ**—স্মরণরূপ পথ (স্মৃতিপথে পতিত হইল)। **স্মৃতি-ফলক**—বি. কাহারও বা কোনও কিছুর কথা মনে করাইয়া দিবার জন্য স্থাপিত ফলক, memorial tablet। **স্মৃতি-বর্ধিনী**—যাহা স্মৃতিশক্তি বৃদ্ধি করে, ব্রাহ্মী শাক। **স্মৃতি-বার্ষিকী**—স্মরণার্থ কৃত বার্ষিক অনুষ্ঠান। **স্মৃতিবিভ্রম**—স্মরণ না থাকা। **স্মৃতিবিরুদ্ধ**—ণ. স্মৃতিশাস্ত্র-বিরুদ্ধ। **স্মৃতি-ভাণ্ডার**—স্মৃতিরক্ষার্থে চাঁদা-সংগ্রহ বা ফণ্ড; স্মরণীয় বিষয়-সমূহ। **স্মৃতিভ্রংশ**—বি. মনে করিবার ক্ষমতার লোপ, মনের ভুল। **স্মৃতি-মন্দির**—বি. স্মরণার্থ নির্মিত ভবন। **স্মৃতি-রক্ষা**—স্মৃতিচিহ্ন স্থাপন; স্মৃতি অনুষ্ঠান পালন। **স্মৃতিরত্ন**—স্মার্ত পণ্ডিতের উপাধি। **স্মৃতি-লোপ**—বি. স্মৃতিভ্রংশ, স্মরণ না থাকা। **স্মৃতিশক্তি**—বি. মনে রাখার ক্ষমতা। **স্মৃতিশাস্ত্র**—বি. হিন্দুধর্মের মনু ইত্যাদি কর্তৃক রচিত সংহিতা। **স্মৃতিসঙ্গত**—ণ. স্মৃতিশাস্ত্র-সঙ্গত। **স্মৃতিস্তম্ভ**—বি. স্মারক-স্তম্ভ; মৃতের সমাধির উপরে নির্মিত স্তম্ভ। **স্মৃতি-স্থাপন**—স্মৃতিচিহ্ন স্থাপন।

স্মের—[স্মি+র] ণ. ঈষৎ হাস্যযুক্ত (স্মের মুখ); বিকসিত, প্রফুল্ল (প্রমোদস্মের-নয়না)।

স্যন্দ—[স্যন্দ্ (গমন করা, ঝরা)+ঘঞ্] বি. ক্ষরণ (সুধাস্যন্দ); গমন; বেগ; চক্ষুরোগ-বিশেষ; চন্দ্র। *স্যন্দন*—বি. ক্ষরণ, filtration; গতি; চক্রযুক্ত যুদ্ধরথ বা যান। **স্যন্দনারূঢ়, স্যন্দনারোহ**—বি. রথারূঢ় যোদ্ধা। **স্যন্দনিকা**—ক্ষুদ্র নদী বা নালা; ক্ষুদ্র নাড়ী। **স্যন্দিত**—ণ. ক্ষরিত; গতিশীল। **স্যন্দী** (-ন্দিন্)—ক্ষরণশীল (সুধা-স্যন্দিনী বাণী)।

স্যমন্তক—বি. পুরাণোক্ত মণি-বিশেষ (সত্রাজিতের, মতান্তরে পরে শ্রীকৃষ্ণের)।

স্যমন্তপঞ্চক—কুরুক্ষেত্রের নিকটবর্তী তীর্থ-স্থান-বিশেষ (কথিত আছে, পরশুরাম এই স্থানে ক্ষত্রিয়-শোণিতে পাঁচটি হ্রদ পূর্ণ করিয়া সেই রুধির-জলে পিতৃগণের তর্পণ করেন)।

স্যর, স্যার—[ইং. Sir] বি. সম্ভ্রমসূচক

সম্বোধন, মহাশয় ; উচ্চ উপাধি-বিশেষ ; শিক্ষক মহাশয় (স্যারকে বলে দেব) ; কর্তা-মশাই।

স্যাঁৎ-স্যাঁৎ—অব্য. যাহা অস্বস্তিকরভাবে ভিজা-ভিজা (জায়গাটা স্যাঁৎ-স্যাঁৎ করছে)। ণ. **স্যাঁৎসেঁতে**—ভিজা-ভিজা (স্যাঁৎসেতে কামরা)।

স্যাঙাত,-ৎ—বি. সেঙাত।

স্যাণ্টোনাইন—[ইং. Santonine] বি. কৃমির ঔষধ বিশেষ।

স্যূত—[সিব্ (সেলাইকরা)+ক্ত] ণ. সেলাই-করা ; রিপু-করা ; গ্রথিত (অনুস্যূত) ; বঁড়শি-বিদ্ধ (স্যূতাস্য মৎস্য) ; বি. থলিয়া, ছালা। বি. **স্যূতি**—সীবন, বয়ন ; থলিয়া ; সন্ততি বা বংশ।

স্রংসন—[স্রন্স্ (পতিত হওয়া)+অনট্] বি. স্খলন, বিচ্যুতি ; বিশ্লেষ।

স্রক্—[স্রজ্, সৃজ্ (সৃষ্ট করা)+ক্বিপ্] বি. মালা ; হার (হিরণ্যস্রক্ ; স্রক্‌চন্দনবনিতা—মাল্যচন্দন বনিতা প্রভৃতি ভোগের উপকরণ)।

স্রগ্ধর—[স্রক্+ধর] ণ. মাল্যধারী। **স্রগ্ধরা**—সংস্কৃত ছন্দোবিশেষ।

স্রব, স্রবণ—[স্রু+অ, অনট্] বি. ক্ষরণ ; উৎস, প্রবাহ (রুধিরস্রব, স্রবণ) ;

স্রষ্টা (-ষ্টৃ)—[সৃজ্+তৃচ্] ণ. সৃষ্টিকর্তা (বিশ্বস্রষ্টা) ; রচয়িতা (কাব্যস্রষ্টা) ; বি. ব্রহ্মা ; শিব ; বিষ্ণু। **স্রষ্টৃত্ব**—স্রষ্টার ধর্ম বা কাজ।

স্রস্ত—[স্রন্স্ (পতিত হওয়া)+ক্ত] ণ. স্খলিত, ভ্রষ্ট, চ্যুত (স্রস্ত কেশভার পৃষ্ঠে পড়ি গেল খসি—রবি) ; শিথিল (বিষাদস্রস্ত-দেহ)।

স্রাব—[স্রু+ঘঞ্] বি. ক্ষরণ ; পতন, ভ্রংশ (রক্তস্রাব, গর্ভস্রাব)। **স্রাবক**—ণ. ক্ষরণশীল ; বি. মরিচা। **স্রাবী** (-বিন্)—ণ. স্রাবয়িতা, ক্ষরণশীল (মদস্রাবী গজ)।

স্রুক্ (-জ্)—[সং.] বি. যজ্ঞাগ্নিতে ঘৃত প্রক্ষেপণার্থ খদিরাদি কাষ্ঠনির্মিত দর্বি-বিশেষ।

স্রুত—[স্রু+ক্ত] ণ. ক্ষরিত ; গলিত ; পাতিত। **স্রুতি**—বি. ক্ষরণ, নিস্যন্দ ; পতন (অশ্রুস্রুতি)।

স্রেফ—ণ. নিছক, সেরেফ (স্রেফ ধাপ্পা)।

স্রোত,-তঃ—বি. জলপ্রবাহ ; প্রবাহ (ঘটনাস্রোত ; বাক্যস্রোত)। [স্রোতস্]। **স্রোতস্বতী, স্রোতস্বিনী**—বি. নদী। **স্রোতোঞ্জন**—সৌবীর দেশে যমুনাস্রোতে উৎপন্ন অঞ্জন। **স্রোতোবহ, স্রোতোবহা**—বি. প্রবাহিণী। **স্রোতোরন্ধ্র**—বি. নাসিকার ছিদ্র। **স্রোতোহীন**—ণ. যাহার স্রোত নাই।

স্লাইস—[ইং. slice] বি. টুকরা কর্তিত ক্ষুদ্র অংশ (এক স্লাইস রুটি)।

স্লিপার, সিলিপার—[ইং. sleeper] বি. যাহার উপরে রেললাইন পাতা হয় সেই কাঠ। (সিলপট-ও বলা হয়)।

স্লেট—বি কাল পাথর বিশেষ, সেলেট। [ইং. slate]

স্লো—[ইং. slow] ণ. মন্থর, যথানির্দিষ্ট গতির তুলনায় মন্দতর (ঘড়িটা ২ মিনিট স্লো যাচ্ছে)। (বিপ. ফাস্ট)।

স্ব—[সং] ণ. নিজ, স্বকীয়, আপন (স্বজন ; স্বাধিকার ; স্বহস্তে) ; সর্ব. আত্মা, স্বয়ং (স্বখাত ; স্বতন্ত্র) ; বি. জ্ঞাতি (স্বজন, পরজন) ; ধন (রাজস্ব, সর্বস্ব) ; (বীজগণিতে) ধনাত্মক চিহ্ন, plus। **স্বক**—ণ. স্বকীয়, নিজের। **স্বকপোলকল্পিত**—ণ. নিজের মনগড়া। **স্বকর্ম** (-র্মন্), **স্বকার্য**—বি. আপন কর্ম ; আপন উদ্দেশ্য। **স্বকাল**—বি. যথোপযুক্ত কাল, নির্দিষ্ট কাল। **স্বকীয়**—ণ. আপন, আপনার। স্ত্রী **স্বকীয়া**—বি. পরিণীতা পত্নী (বিপ. পরকীয়া)। **স্বকীয়তা**—বি. নিজস্বতা। **স্বকুল**—বি. আপন কুল। ণ. **স্বকুল্য**—নিজ বংশের বা গোত্রের। **স্বকৃত**—ণ. নিজের দ্বারা আচরিত বা সম্পাদিত (**স্বকৃতভঙ্গ**—যে প্রথম নিজ কৌলীন্য ভঙ্গ করিয়া নিম্নকুলে কন্যা দান করে, প্রথম বংশজ)। **স্বখাত**—ণ. নিজেই খুঁড়িয়াছে এমন ('স্বখাত সলিলে ডুবে মরি')। **স্বগত**—ণ. আত্মগত ; মনোগত ; অভিনয়কালে নট আপনমনে বলে এমন (স্বগতোক্তি)। **স্বগৃহ**—নিজের বাড়ী। **স্বগ্রাম**—নিজের গ্রাম। **স্বঘর**—বি. নিজের ঘর ; করণীয় ঘর। **স্বচক্ষে**—নিজের চোখে (এ আমার স্বচক্ষে দেখা)। **স্ব স্ব**—নিজ নিজ। **স্ব স্ব প্রধান**—ণ. প্রত্যেকেই স্বতন্ত্র ও অপরাধীন।

স্বঃ (স্বর)—বি. স্বর্গ। [সং.]

স্বচ্ছ—[সু+অচ্ছ] ণ. যাহার ভিতর দিয়া আলো যায় বা দেখা চলে। বি. **স্বচ্ছতা**।

স্বচ্ছন্দ—[আপন ছন্দ যাহার বা যাহাতে—বহুব্রী.] ণ. স্বাধীন, স্বেচ্ছানুবর্তী, অবাধ (স্বচ্ছন্দ গতি) ; স্বাভাবিক, বিনাচেষ্টায়, আপনা হইতে (স্বচ্ছন্দ-বর্ধিত ; স্বচ্ছন্দ বনজাত ফলমূল)। **স্বচ্ছন্দচারী**

(-রিন্)—ণ. স্বাধীনভাবে ঘোরে ফেরে এমন। **স্বচ্ছন্দচিত্ত**—ণ. যাহার মনে কোন ভয় বা দুশ্চিন্তা নাই, স্বস্থ। **স্বচ্ছন্দানুবর্তী** (-র্তিন্) —ণ. যে নিজের ইচ্ছামত চলাফেরা বা কাজকর্ম করে। **স্বচ্ছন্দমরণ**—স্বেচ্ছামৃত্যু।

স্বজ—বি. আত্মজ, পুত্র (স্ত্রী. **স্বজা**); ঘর্ম; রক্ত; ণ. শরীরজাত; স্বভাবজাত।

স্বজন—বি. নিজের লোক, জ্ঞাতি কুটুম্বাদি (স্বজনপ্রিয়তা; স্বজনবিচ্ছেদ। বিপ. পরজন)। **স্বজনদোষ**—সপিণ্ড বা সগোত্রসহ বিবাহ-হেতু দোষ। [সজনী দ্র:)।

স্বজনী—বি. সখী; আত্মীয়া। (সম্বোধনে স্বজনি।

স্বজাতি—বি. নিজ শ্রেণী; এক গোষ্ঠীর লোক (ইচ্ছা করে মনে মনে স্বজাতি হইয়া থাকি সর্বলোক সনে—রবি)। **স্বজাতিদ্রোহী** (-হিন্), **স্বজাতিদ্বেষী** (-ষিন্)—নিজ জাতির বা বংশের লোকের অহিতাচরণকারী। **স্বজাতি-সুলভ**—ণ. বিশেষ কোন শ্রেণীর বা জাতির মধ্যে যাহা সাধারণ (ধর্ম বা লক্ষণ)। (কথ্য—স্বজাত)। ণ. **স্বজাতীয়**—নিজের জাতের।

স্বতঃ—[স্ব+তস্] অব্য. আপনা হইতে, স্বয়ং। **স্বতঃ পরতঃ**—নিজের দ্বারা বা পরের দ্বারা ('স্বতপরতঃ'-ও ব্যবহৃত হয়)। **স্বতঃপ্রবৃত্ত** —ণ নিজ হইতে বা নিজে ইচ্ছা করিয়া নিরত। **স্বতঃপ্রমাণ**—ণ. যাহা অন্য প্রমাণের অপেক্ষা রাখে না। (স্বতঃপ্রমাণ অপৌরুষেয় বাণী)। বি. **স্বতঃপ্রামাণ্য**। **স্বতঃ-সিদ্ধ**—ণ. স্বতঃপ্রমাণ, স্বভাবসিদ্ধ, Self-evident, axiomatic। **স্বতঃস্ফূর্ত**—ণ. আপনা হইতে প্রকাশিত, যাহা অনুশীলন বা প্রয়াস-সাপেক্ষ নহে।

স্বতন্ত্র—[স্ব তন্ত্র (ইচ্ছা) যাহার, বহুব্রী]ণ. স্বাধীন, আত্মবশ, অন্যনিরপেক্ষ; আলাদা, পৃথক্ (তার কথা স্বতন্ত্র; স্বতন্ত্রভাবে থাকা)। স্ত্রী. **স্বতন্ত্রা**। বি. **স্বতন্ত্রতা, স্বাতন্ত্র্য**।

স্বত্ব—[স্ব+ত্ব] বি. স্বামিত্ব, মালিকানা, right, ownership (স্বত্বাধিকার; স্বত্বত্যাগ; স্বত্ববান্; স্বত্বের মোকদ্দমা)। **স্বত্বাধিকার**—বি. স্বত্ব ও অধিকার, ownership and possession। **স্বত্বাধিকারী** (-রিন্)—মালিক। স্ত্রী. **স্বত্বাধিকারিণী**। [নিজদলের অন্তর্ভুক্ত।

স্বদল—বি. নিজের দল বা পক্ষ। ণ. **স্বদলীয়**—

স্বদার—বি. বিবাহিতা পত্নী। (বিপ. পরদার)।

স্বদেশ—বি. নিজের দেশ, জন্মভূমি (স্বদেশজাত; স্বদেশভক্ত, -বৎসল)। **স্বদেশদ্রোহী** (-হিন্) —ণ. স্বদেশের স্বার্থের বিরুদ্ধাচারী। **স্বদেশী**—[স্বদেশ+বাং. ঈ] ণ. স্বদেশীয়; স্বদেশবাসী; স্বদেশজাত। **স্বদেশী-আন্দোলন**—স্বাধীনতা লাভের উদ্দেশ্যে ইংরেজশাসনকালে ভারতীয়গণ কর্তৃক স্বদেশজাত দ্রব্যের ব্যবহার ও ব্রিটিশ পণ্য বর্জনের আন্দোলন।

স্বধর্ম—বি. নিজের বা নিজের জাতির ধর্মনীতি বা আচরণ বা প্রবণতা (স্বধর্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্মো ভয়াবহঃ—গীতা; খলের স্বধর্ম); নিজের শাস্ত্র-নির্দিষ্ট কর্তব্য। **স্বধর্মনিরত,-নিষ্ঠ,-পরায়ণ** —ণ. যে স্বধর্ম অনুসারে চলিতে যত্নবান্। **স্বধর্ম-স্খলিত, স্বধর্মভ্রষ্ট**—ণ. স্বধর্ম হইতে বিচ্যুত।

স্বধা—বি. দেবোদ্দেশে হবিঃ প্রদান; পিতৃলোকের উদ্দেশে পিণ্ডাদি দান; এরূপ দানের মন্ত্র; অগ্নি-পত্নী (স্বধাপ্রিয়, স্বধাধিপ—অগ্নি); মাতৃকা-বিশেষ। **স্বধাভুক্**—পিতৃগণ; দেবতা।

স্বন—[স্বন্ (শব্দ করা)+অ] বি. ধ্বনি, স্বর। **স্বনন**—ধ্বনি, শব্দ। **স্বনিত**—ণ. ধ্বনিত, নিনাদিত; বি. বজ্রধ্বনি, মেঘধ্বনি।

স্বনাম—বি. নিজের নাম। **স্বনামখ্যাত, -ধন্য,-প্রসিদ্ধ**—ণ. যাহা বা যে নিজের নামেই সুপরিচিত (স্বনামধন্য লেখক—ব্যঙ্গেও ব্যবহৃত)।

স্বনুরক্ত—[সু+অনুরক্ত] ণ. অতিশয় অনুরক্ত।

স্বনুষ্ঠিত—[সু+অনুষ্ঠিত] ণ. উত্তমরূপে সম্পাদিত।

স্বপক্ষ—বি. নিজের দল বা স্বার্থ (স্বপক্ষে টেনে কথা বলা)। ণ. **স্বপক্ষীয়**—নিজ দলের।

স্বপদ—বি. নিজের অধিকার।

স্বপন—বি. স্বপ্ন (কথ্য ভাষায় ও কাব্যে)।

স্বপাক—বি. নিজের হাতে রান্না (স্বপাক খান)।

স্বপ্ন—[স্বপ্ (নিদ্রিত হওয়া)+ন] বি. নিদ্রা (স্বপ্ন-জড়িমা; স্বপ্নাবিষ্ট); নিদ্রাকালে অনুভূত বা দৃষ্ট ব্যাপার বা বিষয়; অলীক অথচ মধুর কল্পনা (সুখস্বপ্ন)। **স্বপ্নঘোর**—বি. স্বপ্ন দেখার পর অর্ধজাগ্রৎ আবিষ্ট অবস্থা। **স্বপ্নচারিতা** —নিদ্রিত অবস্থায় ভ্রমণ, somnambulism। **স্বপ্নতত্ত্ব**—স্বপ্নের হেতু অর্থ ইত্যাদি নিরূপণ বিষয়ক বিদ্যা। **স্বপ্নদর্শন**—বি. স্বপ্ন দেখা, নিদ্রিতাবস্থায় দর্শন বা অনুভব। **স্বপ্ন দেখা**—ঘুমন্ত অবস্থায় অনুভব করা; বৃথা. কল্পনায়

মত্ত হওয়া (লাখ টাকার স্বপ্ন দেখছে)। **স্বপ্নদোষ**—বি. রোগ-বিশেষ যাহাতে নিদ্রিত অবস্থায় বীর্যপাত হয়। **স্বপ্নবৎ**—ণ. স্বপ্নের মত (অলীক অথবা ক্ষণ-স্থায়ী)। **স্বপ্ন-বৃত্তান্ত**—বি. স্বপ্নে দৃষ্ট ব্যাপারের বিবরণ। **স্বপ্নময়**—ণ. স্বপ্নযুক্ত (—নিদ্রা); মধুর ও অস্থায়ী অলীক (—জীবনযাত্রা)। স্ত্রী. **স্বপ্ন-ময়ী**। **স্বপ্নরাজ্য**—বি. কল্পনার রাজ্য, কল্পনা। **স্বপ্নলব্ধ**—ণ. স্বপ্নে যাহা লাভ করা হইয়াছে (স্বপ্নলব্ধ মাদুলী)। **স্বপ্নলোক**—স্বপ্নরাজ্য। **স্বপ্নাদেশ**—বি. ঘুমের মধ্যে শোনা বা পাওয়া দেবতা প্রভৃতির আদেশ। **স্বপ্নের অগোচর** কল্পনার অগোচর (তেমনি 'স্বপ্নেও না ভাবা')। **স্বপ্নাদ্য**—ণ. স্বপ্নমূলক; স্বপ্নলব্ধ। **স্বপ্নাবস্থা**—বি. নিদ্রিত অবস্থা, অচেতন মোহগ্রস্ত অবস্থা। **স্বপ্নাবিষ্ট**—ণ. স্বপ্ন দেখায় আবিষ্ট; মধুর কল্পনার আবেশযুক্ত। **স্বপ্নাবেশ**—বি. ঘুম-ঘোর; স্বপ্নঘোর; মধুর কল্পনার আবেশ। **স্বপ্নোত্থিত**—বি. নিদ্রা হইতে উত্থিত; স্বপ্ন দেখার অবস্থা হইতে জাগরিত। **স্বপ্নোপম**—ণ. স্বপ্নের মত (অলীক বা অভাবনীয়)।

স্বপ্রচার—বি. নিজেকে বা নিজের মত প্রচার, propaganda।

স্ববশ—ণ. নিজের বশীভূত, স্বাধীন; বি. আত্মবশ, নিজের নিয়ন্ত্রণ (রিপুগণকে স্ববশে আনয়ন)।

স্বভাব—বি. নিজভাব, জন্মগত মানসিক বৈশিষ্ট্য, চরিত্র, প্রকৃতি, প্রবণতা (স্বভাব যায় না ম'লে; স্বভাব মন্দ); নিসর্গ, Nature (স্বভাবের শোভা); আপন ভাব বা ধর্ম; ণ. যাহার কুলপ্রথা যথাযথভাবে আচরিত হইয়া আসিয়াছে (স্বভাব-কুলীন। বিপ. ভঙ্গ)। **স্বভাব-কবি**—বি. কবিতা রচনায় জন্মগত শক্তি আছে এমন কবি; নিসর্গ-বর্ণনায় পটু কবি। **স্বভাব-কুলীন**—ণ., বি. কৌলীন্যরীতি কখনও ভঙ্গ করে নাই এমন কুলীন। **স্বভাব-কৃপণ**—ণ. কৃপণতা বা অনুদারতা যাহার স্বভাব। **স্বভাব-গত**—ণ. সহজাত, স্বাভাবিক। **স্বভাবগুণে**—স্বভাবের ফলে (স্বভাবগুণে গালমন্দ শোনো)। **স্বভাব-চরিত্র**—বি. মনের সহজাত ভাব ও বাহিরের আচরণ; প্রবণতা (স্বভাব চরিত্র ভাল না হলে কে আদর করবে?)। **স্বভাবজ**—ণ. নিসর্গজ, অকৃত্রিম। **স্বভাবতঃ**—ক্রি-ণ. স্বাভাবিকভাবে, naturally (এমন কথা শুনলে স্বভাবতঃই রাগ হয়)। **স্বভাব-প্রকৃতি**—বি. স্বভাব-চরিত্র, রীতিনীতি, ধরণধারণ। **স্বভাববাদ**—বি. বিশ্ব কাহারও দ্বারা সৃষ্ট বা পরিচালিত নহে, স্বভাবতঃ ক্রিয়াশীল ও বিকাশশীল—এই মতবাদ। **স্বভাববিরুদ্ধ**—ণ. প্রকৃতিবিরুদ্ধ, অস্বাভা-বিক। **স্বভাবশোভা**—প্রকৃতির শোভা। **স্বভাবসিদ্ধ, -সুলভ**—ণ. প্রকৃতিগত, সহ-জাত, স্বাভাবিক (স্বভাবসিদ্ধ নম্রতা)। **স্বভাব-সুন্দর**—ণ. স্বভাবতঃ সুন্দর। **স্বভাবী** (-বিন্) —ণ. স্বাভাবিক, যেমনটি হওয়ার কথা তেমন, normal। **স্বভাবোক্তি**—বি. নিসর্গের যথাযথ বর্ণনা, অর্থালঙ্কার-বিশেষ।

স্বমত—বি. নিজের মত (স্বমতপ্রাধান্য)। **স্বমত-বিঘাতক**—ণ. যাহা নিজের মতই খণ্ডন করে, self-contradictory।

স্বয়ং (-য়ম্)—অব্য. নিজে, আপনি (স্বয়ং উপস্থিত); সাক্ষাৎ ('স্বয়ং ভগবান্')। **স্বয়ং-কৃত**—ণ. নিজের দ্বারা অনুষ্ঠিত বা রচিত; যে পিতৃমাতৃহীন বালক নিজে অপরের পুত্রত্ব স্বীকার করে। **স্বয়ংগুপ্ত**—ণ. যে নিজেকে নিজে রক্ষা করে। **স্বয়ংদত্ত**—বি. (একপ্রকার দত্তকপুত্র) যে পিতৃমাতৃহীন বা তাঁহাদের দ্বারা পরিত্যক্ত হইয়া নিজেই অন্যের পুত্রত্ব স্বীকার করে। **স্বয়ং-দৌত্য**—বি. নায়কের নিজেই নিজের দূতের কাজ করা। **স্বয়ং-প্রকাশ, স্বয়ম্প্রকাশ**—ণ. স্বতঃপ্রকট, আপনার শক্তিতে বা জ্যোতিতে আপনি প্রকাশিত। **স্বয়ংপ্রধান, স্বয়-ম্প্রধান**—ণ. যে নিজেই নিজেকে শ্রেষ্ঠ বলে বা মনে করে এমন। **স্বয়ংপ্রভ, স্বয়ম্প্রভ**—ণ. স্বতঃপ্রকট। **স্বয়ংপ্রভু**—বি. কেহ না মানিলেও নিজেই কর্তা হইয়া বসিয়াছে এমন লোক, আপনি মোড়ল। **স্বয়ংবর**—বি. স্বেচ্ছায় স্বামী বরণ; স্বয়ংবর সভা। ('স্বয়ম্বর' অশুদ্ধ)। **স্বয়ংবরা**—ণ. যে স্বেচ্ছায় স্বামী বরণ করে। **স্বয়ংবরবধূ**—বি. স্বেচ্ছায় বরণ করিয়া যে বধূ হইয়াছে। **স্বয়ংসিদ্ধ**—ণ. নিজ ক্ষমতায় যে সিদ্ধি লাভ করিয়াছে; স্বতঃসিদ্ধ। **স্বয়মর্জিত** —ণ. নিজের উপার্জিত।

স্বয়ম্প্রকাশ,-প্রধান,-প্রভ—স্বয়ং-দ্র।

স্বয়ম্ভর—[স্বয়ম্-ভৃ+অ] যে নিজেকেই ভরণ-পোষণ করে। **স্বয়ম্ভু**—[স্বয়ম্-ভূ+উ] বি. ব্রহ্মা,

বিষ্ণু, শিব ; ণ. আপনা হইতে জাত। **স্বয়ম্ভুব**—ব্রহ্মা। ণ. স্বায়ম্ভুব।

স্বর—[স্বৃ (শব্দ করা)+অল্] বি. উদাত্ত অনুদাত্ত স্বরিত এই ত্রিবিধ কণ্ঠধ্বনি ; ধ্বনি (বীণাস্বর ; সুস্বরলহরী) ; গানের সাতসুর (সপ্তস্বরা) ; (ব্যাক.) অ আ প্রভৃতি স্বরবর্ণ ; গলার আওয়াজ (স্বরভঙ্গ)। **স্বরকম্প**—বি. সুরের কম্পন। **স্বরক্ষয়**—বি. কণ্ঠস্বরের নাশ। **স্বরগ্রাম**—বি. সঙ্গীতের সাত সুর অর্থাৎ ষড়্‌জ ঋষভ গান্ধার মধ্যম পঞ্চম ধৈবত ও নিষাদ (স্বরগ্রাম সাধা)। **স্বরবর্ণ**—(ব্যাক.) বি. অ হইতে ঔ পর্যন্ত বর্ণ। **স্বরবিকার**—বি. কণ্ঠস্বরের বিকৃতি। **স্বরভঙ্গ**—বি. গলা ভাঙ্গিয়া যাওয়া বা গলা হইতে স্বর বাহির না হওয়া। **স্বরলহরী**—বি. সুরের ঢেউ। **স্বরলিপি**—বি. সঙ্গীতের সুর তাল লয় ইত্যাদির সংকেতযুক্ত লিপি বা চিহ্নাদি। **স্বরলোপ**—বি. গলা হইতে স্বর বাহির না হওয়া। **স্বরসঙ্গতি**—বি. বহু সুরের শ্রুতিসুখকর সম্মেলন, harmony ; (ব্যাক.) শব্দের মধ্যে এক স্বরের সঙ্গে মিলাইয়া আর এক স্বরের পরিবর্তন (বিলাতি, বিলেতি বিলিতি)। **স্বরসন্ধি**—(ব্যাক.) স্বরবর্ণের সহিত স্বরবর্ণের যোগ (অক্ষ+ঊহিণী= অক্ষৌহিণী)। **স্বরসংযোগ**—বি. সঙ্গীতের আলাপ ; স্বরবর্ণের সংযোগ। [রচিত পদ্য)।

স্বরচিত—ণ. নিজের রচিত, নিজের লেখা (স্ব-

স্বরাজ—বি. দেশের লোকের নিজেদের পরিচালিত শাসনব্যবস্থা, রাজনৈতিক স্বাধীনতা, self-government ; (ব্যঙ্গে) স্বেচ্ছাচারিতা। **স্বরাজ্য**—স্বরাজ, স্বায়ত্ত-শাসন ; নিজের রাজ্য।

স্বরাট্—[স্ব—রাজ্ (দীপ্তি পাওয়া)+ক্বিপ্] ণ. স্বয়ং দীপ্ত ; আত্মকর্তৃত্বযুক্ত (ধর্ম তখন স্বরাট্ ছিল) ; বি. বিরাট-পুরুষ, ঈশ্বর। [ব্যঞ্জনান্ত)।

স্বরান্ত—(বহুব্রী) ণ. যাহার অন্তে স্বরবর্ণ। (বিপ.

স্বরাষ্ট্র—বি. স্বরাজ্য। **স্বরাষ্ট্র-মন্ত্রী,-সচিব**—দেশের আভ্যন্তরীণ আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষার ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী বা সচিব, home minister, home secretary.

স্বরিত—[স্বর+ইত] ণ. উচ্চারিত, নাদিত ; বি. তিন প্রকার স্বরের একটি, উদাত্ত ও অনুদাত্ত মিলিত মধ্যস্বর। [ইন্দ্র। স্ত্রী. **স্বরীশ্বরী**।

স্বরীশ্বর—[স্বর্+ঈশ্বর] বি. স্বর্গের ঈশ্বর বা প্রভু,

স্বরুচি—বি. নিজের রুচি বা অভিলাষ ; (বহুব্রী) ণ. স্বতন্ত্র, স্বেচ্ছাব্রতী।

স্বরূপ—বি. আপন প্রকৃতি বা স্বভাব ; প্রকৃত অবস্থা ('ভো নভোমণ্ডল, বল স্বরূপ') ; নিজমূর্তি, স্বাভাবিক অবস্থা (স্বরূপ নির্ণয়) ; ণ. সদৃশ, তুল্য (আনন্দস্বরূপ ; জীবন-স্বরূপা) ; যথাযথ, সত্য (স্বরূপ বচন ; স্বরূপ বৃত্তান্ত)। বি. **স্বরূপতা,-ত্ব**। **স্বরূপতঃ,-ত**—অব্য. আসলে, প্রকৃতপক্ষে, যথার্থতঃ। [উপঘাত।

স্বরোপঘাত—বি. কণ্ঠস্বরের নাশ। [স্বর+

স্বর্গ—[সু (সুখ)—ঋজ্ (পাওয়া)+ঘঞ্] বি. দেবতাদের বাসস্থান, অমরাবতী ; পরলোক (স্বর্গপ্রাপ্তি) ; নিরবচ্ছিন্ন সুখ বা সুখস্থান (স্বর্গ হাতে পাওয়া)। **স্বর্গকাম,-কামী**(-মিন্)—ণ. যে স্বর্গ কামনা করে। **স্বর্গগঙ্গা, স্বর্গঙ্গা**—মন্দাকিনী। **স্বর্গগত, স্বর্গত**—পরলোকগত, মৃত। **স্বর্গতরু**—পারিজাত। **স্বর্গধেনু**—কামধেনু ; সুরভি। **স্বর্গবধূ**—অপ্সরা। **স্বর্গ-বৈদ্য**—অশ্বিনীকুমারদ্বয়। **স্বর্গভোগ**—স্বর্গের সুখ-ভোগ ; অতিশয় সুখভোগ। **স্বর্গলাভ**—পরলোকগমন। **স্বর্গসুখ**—স্বর্গে বাসজনিত সুখ ; অতি গভীর সুখ। **স্বর্গস্থ**—ণ. স্বর্গে স্থিত ; পরলোকগত। **স্বর্গে গেলাম**—কৃতার্থ হইলাম (ব্যঙ্গে)। **স্বর্গে তোলা**—(ব্যঙ্গে) অযথা উচ্চ প্রশংসা করা। **স্বর্গ হাতে পাওয়া**—অভাবিত সুখসৌভাগ্য লাভ করা।

স্বর্গঙ্গা—বি. স্বর্গের গঙ্গা, মন্দাকিনী। [স্বঃ+ গঙ্গা]।

স্বর্গত—ণ. পরলোকগত। [স্বঃ+গত]। (স্বর্গতঃ লেখা ভুল)। বি. **স্বর্গতি**—স্বর্গে গমন।

স্বর্গাচল—বি. সুমেরু পর্বত। [স্বর্গ+অচল]।

স্বর্গারোহণ—বি. পরলোকগমন। [স্বর্গ+ আরোহণ]।

স্বর্গীয়—ণ. স্বর্গসম্বন্ধীয় ; পরলোকগত ; স্বর্গে যাহা লাভ করা যায় তদ্রূপ, পবিত্র (স্বর্গীয় আনন্দ)। **স্বর্গ্য**—[স্বর্গ+য] ণ. স্বর্গীয় ; স্বর্গসুখজনক ; পবিত্র।

স্বর্ণ—[সু—বর্ণ্+অ] বি. (যাহার বর্ণ সুন্দর) কাঞ্চন, সোনা ; স্বর্ণমুদ্রা (স্বর্ণমূল্যে ক্রীত)। **স্বর্ণকমল**—রক্তপদ্ম। **স্বর্ণকায়**—ণ স্বর্ণবর্ণ দেহবিশিষ্ট ; বি. গরুড়। **স্বর্ণকার**—বি. সেকরা। **স্বর্ণচূড়**—ণ. যাহার চূড়া স্বর্ণবর্ণ ; বি.

কুক্কুট। **স্বর্ণপক্ষ**—গরুড়। **স্বর্ণপুষ্প**—চম্পকবৃক্ষ; সোনালু গাছ; বাবলা-গাছ। **স্বর্ণপ্রসূ**—ণ. (যাহা স্বর্ণ প্রসব করে) অতিশয় উর্বরা। **স্বর্ণপ্রসূন**—বি. স্বর্ণবর্ণ পুষ্প। **স্বর্ণবজ্র**—ইস্পাত-বিশেষ। **স্বর্ণ-বণিক্ (-জ্)**—সোনার বেনে। **স্বর্ণবর্ণ**—ণ., বি. পীতবর্ণ। স্ত্রী. **স্বর্ণবর্ণা**—হরিদ্রা। **স্বর্ণমাক্ষিক**—বি. স্বর্ণবর্ণ উপধাতু-বিশেষ, golden pyrites। **স্বর্ণমৃগ**—রামায়ণবর্ণিত সোনার হরিণরূপী মারীচ রাক্ষস; মনোহর কিন্তু সর্বনাশা ও মিথ্যা প্রলোভন (স্বর্ণমৃগের পশ্চাদ্ধাবন)। **স্বর্ণরম্ভা**—চাঁপাকলা। **স্বর্ণলতা**—জ্যোতিষ্মতী লতা। **স্বর্ণসিন্দূর**—পারদ-ঘটিত বিখ্যাত আয়ুর্বেদীয় ঔষধ। **স্বর্ণসুযোগ**—সুবর্ণ সুযোগ, অতি উৎকৃষ্ট সুযোগ (golden opportunity-র বাংলা)।

স্বর্ণদী, স্বর্নদী, স্বর্ধুনী—বি. স্বর্গের নদী, মন্দাকিনী। [স্বঃ+নদী, ধুনী]।

স্বর্ণাক্ষর—বি. সোনার অক্ষর; অতি উজ্জ্বল অক্ষর। **স্বর্ণাক্ষরে লিখিত** থাকিবে—অতি উজ্জ্বল ও স্থায়ী হইবে। **স্বর্ণারি**—বি. গন্ধক। **স্বর্ণালঙ্কার**—বি. সোনার গহনা।

স্বর্ণগরী—অমরাবতী। [স্বঃ+নগরী]।

স্বর্বধূ, স্বর্বেশ্যা, স্বর্গণিকা—বি. অপ্সরা। [স্বঃ+বধূ, বেশ্যা, গণিকা]। **স্বর্বাপী**—সুরনদী, গঙ্গা। **স্বর্বৈদ্য**—[স্বঃ+বৈদ্য] বি. অশ্বিনী-কুমারদ্বয়। **স্বর্ভানু**—রাহুগ্রহ। **স্বর্ভ্রষ্ট**—ণ. স্বর্গচ্যুত। **স্বর্লোক**—স্বর্গলোক।

স্বলঙ্কৃত—[সু+অলঙ্কৃত] ণ. সুন্দরভাবে অলঙ্কৃত; সুসজ্জিত (স্বলঙ্কৃত রাজপথ)।

স্বল্প—[সু+অল্প] ণ. অতি অল্প, একটুখানি; ক্ষুদ্র। [সু+অল্প]। **স্বল্পতোয়**—ণ. যাহাতে অল্প-জল আছে। **স্বল্পদৃক্,-দৃষ্টি,-দর্শী (-র্শিন্)**—ণ. অদূরদর্শী। **স্বল্পবল**—ণ. অল্পশক্তি; **স্বল্পভাষী (-ষিন্)**—ণ. মিতভাষী। স্ত্রী. **স্বল্পভাষিণী**। **স্বল্পশরীর**—ণ. ক্ষুদ্রকায়, বামন। **স্বল্পাঙ্গুলি**—বি. কনিষ্ঠাঙ্গুলি। **স্বল্পায়ু**—(বহুব্রী)ণ. যাহার আয়ুষ্কাল দীর্ঘ নয়, ephemeral। **স্বল্পাহার, স্বল্পাহারী (-রিন্)**—ণ. যে অল্পখাদ্য গ্রহণ করে।

স্বশাসন—বি. দেশের লোকদের দ্বারাই দেশের শাসন, স্বরাজ, self-government.

স্বসা (-সৃ)—[সু-অস্+ঋ, যে বিবাহের পরে পিতার কুল ও গোত্র ত্যাগ করে] বি. ভগিনী (পিতৃস্বসা)।

স্বস্তি—[সু—অস্+তি] বি. মঙ্গল, শুভ; 'মঙ্গল হউক' এই আশীর্বাক্য (স্বস্তিবচন); শান্তি, আরাম, সোয়াস্তি, নিরুদ্বেগ অবস্থা (সুখের চেয়ে স্বস্তি ভাল; ছেলে একদণ্ড স্বস্তি দেয় না)। **স্বস্তিবচন**—'স্বস্তি' এই বচন, আশীর্বাণী। **স্বস্তিবাচন**—মঙ্গলকর্মের আরম্ভে শুভসূচক প্রার্থনাদি উচ্চারণ। **স্বস্তিমুখ**—[বহুব্রী.] বি. স্তুতিপাঠক; ব্রাহ্মণ। **স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলা**—অতিশয় অস্থিরতা ব্যস্ততা ইত্যাদির পরে কিঞ্চিৎ আরাম বা অবসরের সুযোগ পাওয়া। **সুখের চেয়ে স্বস্তি ভাল**—দেহের সুখের চেয়ে মনের নিরুদ্বেগ অবস্থা বেশী কাম্য।

স্বস্তিক—বি. পিটুলির দ্বারা প্রস্তুত মাঙ্গলিক দ্রব্য-বিশেষ; দধি দূর্বাদি মাঙ্গলিক দ্রব্য; মাঙ্গলিক চিহ্ন-বিশেষ (卐); সর্পফণা; চৌরাস্তা; যোগের আসন-বিশেষ; সম্মুখে বারান্দাযুক্ত প্রাসাদ; রসুন। **স্বস্তিকমণ্ডলী**—বিষ্ণুপূজার জন্য প্রয়োজনীয় স্বস্তিকাকার মণ্ডল রচনা-বিশেষ। **স্বস্তিকাসন**—যোগাসন-বিশেষ।

স্বস্ত্যয়ন—[স্বস্তি+অয়ন] বি. আপৎ বা কুগ্রহ-শান্তির নিমিত্ত শাস্ত্রবিহিত মঙ্গল কর্মানুষ্ঠান; দানগ্রহীতা ব্রাহ্মণগণের আশীর্বাদ (কথ্য ভাষায়—স্বস্তেন)।

স্বস্থ—[স্ব—স্থা+ক, স্বরূপে অবস্থিত] ণ. অব্যা-কুল, নিরুদ্বিগ্ন, সুখে ও শান্তিতে অবস্থিত; সমাহিত চিত্ত; নীরোগ। বি. **স্বস্থতা**।

স্বস্থান—বি আপন স্বভাবনির্দিষ্ট-স্থান; স্বদেশ; রাজদত্ত পদ।

স্বস্রীয়—ণ. ভগিনীর পুত্র, ভাগ্‌নে। [স্বসৃ+ঈয়]। স্ত্রী. **স্বস্রীয়া**—ভাগিনেয়ী। (স্বস্রেয় অসাধু)।

স্ব-স্ব—ণ. প্রত্যেকের নিজের। **স্বস্বপ্রধান**—ণ. অপর কাহাকেও না মানিয়া শুধু নিজেদেরই বড় মনে করে এমন।

স্বহন্তা (-ন্তৃ)—ণ. আত্মঘাতী।

স্ব-হিত—বি.নিজের মঙ্গল।

স্বাক্ষর—বি. নিজের হাতের অক্ষর, সহি, দস্তখৎ (নাম স্বাক্ষর করতে জানে); বিশিষ্ট চিহ্ন বা ছাপ (কালের স্বাক্ষর)। ণ. **স্বাক্ষরিত**।

স্বাগত—[সু+আগত] ণ. সুখে বা ভালরূপে

আগত বা অর্জিত (স্বাগতধন) ; বি. শুভাগমন; আগমন শুভ হউক (স্বাগত সম্ভাষণ)। **স্বাগতপ্রশ্ন**—কুশলপ্রশ্ন। **স্বাগতিক**—যে কুশলপ্রশ্ন করে, যে স্বাগত সম্ভাষণ জ্ঞাপন করে।

স্বাচ্ছন্দ্য—[স্বচ্ছন্দ+ষ্য] বি. বিঘ্ন বা প্রতিবন্ধকতার অভাব, স্বচ্ছন্দভাব ; সুস্থতা।

স্বাজাতিক—ণ. নিজের জাতি বা শ্রেণী সম্বন্ধীয়। [স্বজাতি+ক]। বি. **স্বাজাতিকতা**—স্বজাতিপ্রীতি, স্বজাতির সঙ্গে একাত্মতাবোধ। **স্বাজাত্য**—বি. স্বাজাতিকতা।

স্বাতন্ত্র্য—[স্বতন্ত্র+ষ্য] বি. স্বতন্ত্রতা, স্বাধীনতা; স্বেচ্ছাচারিতা ; অনন্যত্ব, স্বকীয়তা।

স্বাতি,-তী—বি. নক্ষত্রবিশেষ, Arcturus (প্রবাদ এই যে, এই নক্ষত্রে শুক্তিতে বৃষ্টির জল প্রবিষ্ট হইলে মুক্তার জন্ম হয়) ; সূর্যপত্নী।

স্বাত্মারাম—[স্ব+আত্মারাম] ণ. নিজের আত্মা যাঁহার আনন্দ হেতু, নিজের আত্মায় যিনি ব্রহ্মানন্দ অনুভব করেন।

স্বাদ—[স্বদ্+ঘঞ্] বি. জিহ্বাদ্বারা আস্বাদিত রস; আস্বাদ, স্বাদুতা, taste (বাঘ রক্তের স্বাদ পেয়েছে, সেকি ছাড়ে ; এখানকার তরিতরকারিতে কোন স্বাদ পাই না; জীবন স্বাদহীন হয়ে পড়েছে)। **স্বাদগ্রাহী (-হিন্), স্বাদী (-দিন্)**—ণ. আস্বাদগ্রাহী। **স্বাদন**—বি. আস্বাদ গ্রহণ, রসগ্রহণ ('স্বাদিতে নিজ মাধুরী')। ণ. **স্বাদিত**—আস্বাদিত, ভক্ষিত। **স্বাদিষ্ঠ**—[স্বাদু+ইষ্ঠ] ণ. অতিশয় সুস্বাদু। **স্বাদীয়ান্ (-য়স্)**—ণ. মধুরতর। **স্বাদু**—[স্বদ্+উণ্] ণ. মিষ্ট, মধুর, সুস্বাদযুক্ত (তখন বুঝিতে পারি স্বাদু কেন নদী-বারি—রবি) ; মনোজ্ঞ। **স্বাদুকণ্টক**—বি. বৈঁচিগাছ। **স্বাদুকাম**—ণ. সুস্বাদু অন্নব্যঞ্জন যাহার প্রিয়, ভোজনরসিক। **স্বাদুখণ্ড**—বি. গুড়। **স্বাদুগন্ধা**—বি. ভূমিকুষ্মাণ্ড। **স্বাদুতা**—বি. ভাল সোয়াদ, মুখরোচকতা। **স্বাদুফল**—বি. বদরীফল। **স্বাদুরসা**—বি. দ্রাক্ষা; আমড়া; দ্রাক্ষাজাত সুরা।

স্বাদেশিক—[স্বদেশ+ষ্ণিক] ণ. স্বদেশ সম্বন্ধীয়; স্বদেশে জাত; নিজদেশবাসী; স্বদেশের প্রতি প্রীতিমান্। বি. **স্বাদেশিকতা**—স্বদেশানুরাগ, স্বদেশপ্রীতি, patriotism।

স্বাধিকার—নিজের অধিকার বা প্রভুত্ব ; নিজের কর্তব্য। **স্বাধিকারপ্রমত্ত**—ণ. কর্তব্যভ্রষ্ট।

স্বাধিষ্ঠান—[স্ব+অধিষ্ঠান] বি. তন্ত্রোক্ত ষট্‌চক্রের দ্বিতীয় চক্র। [সং]

স্বাধীন—[স্ব+অধীন] বি. যে পরাধীন নয়, আত্মবশ, স্বতন্ত্র (স্বাধীন দেশ ; স্বাধীন জীবিকা)। অবাধ, স্বচ্ছন্দ (স্বাধীনগতি)। বি. **স্বাধীনতা**—বি. পরের অধীনে না থাকার অবস্থা, স্বাতন্ত্র্য (রাজনৈতিক স্বাধীনতা ; মতপ্রকাশের স্বাধীনতা)। **স্বাধীন-পতিকা, স্বাধীনভর্তৃকা**—যে নায়িকার নায়ক তাহার অনুরক্ত ও সম্পূর্ণ বশীভূত।

স্বাধ্যায়—[স্ব+অধ্যায়] বি. আবৃত্তিপূর্বক বেদাধ্যয়ন; শাস্ত্রাধ্যয়ন। **স্বাধ্যায়বান্ (-বৎ), স্বাধ্যায়ী (-য়িন্)**—বেদাধ্যয়নকারী ; শাস্ত্রাধ্যায়ী।

স্বানুভূতি—বি. নিজের অনুভূতি ; নিজের স্বরূপ জ্ঞান। **স্বানুষ্ঠিত**—ণ. নিজের দ্বারা কৃত।

স্বাবলম্বন—বি. আত্মনির্ভর। ণ. **স্বাবলম্ব, স্বাবলম্বী (-ম্বিন্)**—ণ. আত্মনির্ভরশীল। ণ. স্ত্রী. **স্বাবলম্বিনী**। বি. **স্বাবলম্বিতা**।

স্বাভাবিক—[স্বভাব+ষ্ণিক] ণ. স্বভাবসিদ্ধ, অকৃত্রিম ; নৈসর্গিক, প্রাকৃতিক ; সাধারণ, অন্ত পাঁচজনের মত (স্বাভাবিক কথাবার্তা,—মানুষ) ; সচরাচর ঘটে বা আশা করা যায় এমন (ছেলেরা দুষ্টামি করে এটাই স্বাভাবিক)।

স্বামিগুণ—রাজোচিত গুণ। **স্বামিঘ্ন**—ণ. প্রভুহন্তা ; রাজহন্তা। **স্বামিতা,-ত্ব,-ভাব**—বি. প্রভুত্ব, অধিকার। **স্বামিসেবা**—পতিসেবা; প্রভুর পরিচর্যা, প্রভুর সেবা বা সন্তোষার্থ কর্ম। **স্বামী**—[স্ব (ঐশ্বর্য)+মিন্] বি. প্রভু, অধিপতি, রাজা (গৃহস্বামী ; জগৎস্বামী ; স্বামিগুণোপেত) ; পতি, শওহর (গ্রাম্য ভাষায় : সোয়ামী) ; গুরু দীক্ষাদাতা সন্ন্যাসী প্রভৃতির উপাধি (শ্রীধর-স্বামী ; স্বামী বিবেকানন্দ)। স্ত্রী. **স্বামিনী**। (সমাসে পূর্বপদে রূপ : **স্বামি**)।

স্বায়ত্ত—[স্ব+আয়ত্ত] ণ. নিজের অধীন, যাহার উপর নিজের কর্তৃত্ব রহিয়াছে। **স্বায়ত্তশাসন**—নিজেদের দ্বারা শাসনকার্য পরিচালন, autonomy। **স্বায়ত্তীকরণ**—বি. নিজের অধীন করা বা অধিকারে আনা।

স্বায়ম্ভুব—[স্বয়ম্ভু+ষ্ণ] বি. স্বয়ম্ভুর পুত্র, প্রথম মনু ; ণ. স্বয়ম্ভু-সম্বন্ধীয়।

স্বারাজ্য—[স্বরাজ্+ষ্য] বি. ঈশ্বরত্ব ; ইন্দ্রত্ব ; স্বর্গরাজ্য ; ব্রহ্মানন্দ ; মোক্ষ। [নাম।

স্বারোচিষ—[স্বরোচিস্+ক] বি. দ্বিতীয় মনুর

স্বার্থ—[স্ব+অর্থ] বি. নিজ প্রয়োজন বা লাভ, self-interest (স্বার্থে স্বার্থে বেধেছে সংঘাত—রবি) ; নিজের ধন বা বস্তু ; (ব্যাক.) একই অর্থ বা মানে (বহুব্রীহি সমাসে কোনও কোনও ক্ষেত্রে স্বার্থে 'ক' আদেশ হয়)। **স্বার্থ-চিন্তা**—বি. নিজের লাভ কিসে হইবে সেই চিন্তা। **স্বার্থত্যাগ**—নিজের লাভের কথা না ভাবা। **স্বার্থত্যাগী (-গিন্)**—প. যে স্বার্থত্যাগ করে। **স্বার্থপর,-পরায়ণ**—প. নিজের প্রয়োজন সিদ্ধি করিতে ব্যগ্র। বি. **স্বার্থপরতা,-পরায়ণতা**। **স্বার্থসাধন, স্বার্থসিদ্ধি**—নিজের প্রয়োজন সিদ্ধি। **স্বার্থান্ধ**—প. যাহার শুধু নিজের লাভের দিকেই দৃষ্টি, অন্যের ভালমন্দের দিকে আদৌ দৃষ্টি নাই। **স্বার্থান্বেষী (-ষিন্)**—প. স্বার্থসাধন যাহার প্রধান অভীষ্ট। **স্বার্থিক**—প. স্বার্থে বিহিত (ব্যাকরণের প্রত্যয়) ; স্বার্থপর। **স্বার্থোন্মত্ত**—প. কেবল স্বার্থসাধনে একান্ত তৎপর।

স্বাস্থ্য—[সুস্থ+ষ্য] বি. সুস্থতা, নীরোগতা, অনাময়, স্বচ্ছন্দতা, স্বাভাবিক ভাব (স্বাস্থ্য টিকছে না ; স্বাস্থ্যকর স্থান ; মনের স্বাস্থ্য)। **স্বাস্থ্য-কর,-প্রদ**—প. শরীরকে ভাল করে এমন। **স্বাস্থ্যনাশ**—বি. শরীর খারাপ হইয়া যাওয়া। **স্বাস্থ্যবান্ (-বৎ)**—প. যাহার শরীর ভাল এমন। **স্বাস্থ্যবিভাগ**—দেশের লোকের স্বাস্থ্যের তত্ত্বাবধানের ভারপ্রাপ্ত কর্মচারি-বৃন্দ। **স্বাস্থ্যভঙ্গ**—বি. স্বাস্থ্যনাশ। **স্বাস্থ্যরক্ষা** সুস্থতা বজায় রাখা। **স্বাস্থ্যহানি**—বি. স্বাস্থ্যনাশ। **স্বাস্থ্যহীন**—প. যাহার শরীর খারাপ এমন, রুগ্ন, অসুস্থ।

স্বাহা—[স্ব+আ—হ্বে+আপ্] অব্য., বি. দেবোদ্দেশে অগ্নিতে ঘৃতাহুতি ; এরূপ ঘৃতাহুতি প্রদানের মন্ত্র ; অগ্নির এক ভার্যা। **স্বাহাভুক্ (-ভুজ্)**— দেবতা।

স্বীকরণ—বি. যাহা নিজের নয় তাহা নিজের করা, নিজস্ব করণ (প্রতিভার ধর্ম স্বীকরণ, অনুকরণ নয়) ; পত্নীরূপে গ্রহণ ; স্বীকৃতি।

স্বীকার—[স্ব+অভূততদ্ভাবার্থে চি্ব (ঈ)—কৃ+ঘঞ্] বি. গ্রহণ (আতিথ্য স্বীকার) ; মানিয়া লওয়া (দোষ স্বীকার) ; সহ্য করা (ক্লেশ স্বীকার) ; অঙ্গীকার, সম্মতি (স্বীকার পত্র)। **স্বীকার্য**—প. গ্রহণ করিবার যোগ্য, অনুমোদন করিবার যোগ্য ; যাহা মানিয়া লইতে হইবে বা যাহাতে সম্মতি দিতে হইবে এমন (অবশ্য স্বীকার্য)। **স্বীকৃত**—প. গৃহীত ; অঙ্গীকৃত ; সম্মত (পত্নী-রূপে স্বীকৃতা ; খাইতে স্বীকৃত হইয়াছেন)। বি. **স্বীকৃতি**—গ্রহণ ; সম্মতি।

স্বীয়—[স্ব+ঈয়] প. স্বকীয়, নিজের। স্ত্রী. **স্বীয়া**—প. একান্ত অনুরক্তা, পতিব্রতা।

স্বেচ্ছা—[স্ব+ইচ্ছা] বি. নিজের ইচ্ছা, যদৃচ্ছা, আপন খুশি (স্বেচ্ছাবিহার ; স্বেচ্ছাভোজন)। **স্বেচ্ছাকৃত**—প. নিজের ইচ্ছায় কৃত। **স্বেচ্ছাক্রমে**—ক্রি.-প. নিজের ইচ্ছায়। **স্বেচ্ছাচার**—বি. নিজের খুশিমত আচরণ। **স্বেচ্ছাচারী (-রিন্)**—প. খেয়ালী, যথেচ্ছাচারী। **স্বেচ্ছাধীন**—প. স্বাধীন। **স্বেচ্ছা-নুবর্তী (-র্তিন্)**—প. স্বেচ্ছাচারী। বি. **স্বেচ্ছানুবর্তিতা**। স্ত্রী.**-বর্তিনী**। **স্বেচ্ছা-প্রণোদিত**—প. নিজের ইচ্ছাদ্বারা চালিত, অননুরুদ্ধ। **স্বেচ্ছামরণ, স্বেচ্ছামৃত্যু**—আপন ইচ্ছা অনুসারে মৃত্যু ; ভীষ্ম। **স্বেচ্ছা-সেবক**—নিজের ইচ্ছায় সেবকবৃত্তি গ্রহণ করিয়াছে এমন লোক, volunteer। স্ত্রী. **-সেবিকা**।

স্বেদ—[স্বিদ্+অল্] বি ঘর্ম (স্বেদজল,-বারি ; স্বেদোদ্গম) ; তাপ ; বাষ্প ; সেঁক, ভাপরা। **স্বেদজ**—প. তাপ হেতু ক্লেদাদি হইতে যাহার জন্ম ; বি. কৃমি মশক মৎকুণ ইত্যাদি। **স্বেদ-জল,-বারি**—বি. ঘাম। **স্বেদন**—বি. ঘর্মক্ষরণ ; ভাবরা দেওয়া, সেঁক দেওয়া ; প. যাহা ঘর্ম উৎপাদন করে। **স্বেদাক্ত**—প. ঘর্মাক্ত।

স্বৈর—[স্ব (আপনি)—ঈর্ (গমন করা, প্রেরণ করা)+অচ্] প. আত্মবশ, স্বাধীন, স্বচ্ছন্দ, স্বতন্ত্র ; স্বেচ্ছা, স্বাধীনতা, যথেচ্ছাচার। **স্বৈর-গতি**—(বহুব্রী) প. যে নিজের ইচ্ছামত গমনাগমন করে ; বি. নিজের ইচ্ছামত গমনাগমন। **স্বৈরচারী (-রিন্)**—স্বেচ্ছাচারী, অবাধ্য, স্বতন্ত্র। স্ত্রী. **স্বৈরচারিণী**—স্বেচ্ছাচারিণী, কুলটা। **স্বৈরবর্তী (-র্তিন্)**—প. স্বচ্ছন্দানুবর্তী, স্বেচ্ছাধীন। **স্বৈরবৃত্তি**—বি. স্বাধীন আচরণ ; স্বেচ্ছাচার ; প. স্বেচ্ছাচারী। **স্বৈরা-**

চার—বি. স্বেচ্ছাচার, যথেচ্ছাচার। **স্বৈরা-চারী (-রিন্)**—ণ. স্বৈরচারী, autocratic. **স্বৈরিণী**—স্বৈরী দ্রঃ। **স্বৈরিতা, স্বৈরতা**—বি. স্বচ্ছন্দানুবর্তিতা; স্বেচ্ছাচারিতা। **স্বৈরী (-রিন্)**—স্বেচ্ছাচারী, অবাধ্য; স্বতন্ত্র। স্ত্রী. **স্বৈরিণী**—স্বেচ্ছাচারিণী; যে পতিকে ত্যাগ করিয়া স্বেচ্ছায় অন্য সবর্ণ পুরুষে অনুরক্তা হয়, কুলটা। [উদর পূরণ; স্বার্থান্বেষণ।

স্বোদরপূরণ—[স্ব+উদরপূরণ] বি. নিজের

স্বোপার্জিত—[স্ব+উপার্জিত] ণ. নিজের চেষ্টার দ্বারা অর্জিত, উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত নহে এমন (স্বোপার্জিত সম্পত্তি)।

হ

হ—ব্যঞ্জন বর্ণমালার ত্রয়স্ত্রিংশ বর্ণ ও চতুর্থ উষ্ম বর্ণ, (উচ্চারণ স্থান কণ্ঠ। মহাপ্রাণ; বক্তব্য দৃঢ়ীকরণের জন্য প্রাচীন বাংলায় ব্যবহৃত হইয়াছে—সেহ রাম =সেই রাম; কাব্যে অনুজ্ঞায় ব্যবহৃত হয় —করহ, চলহ, বাঁধহ)।

হইহই, হইচই—বি. মহাকোলাহল।

হইতে, হতে, হৈতে—অব্য. অপাদান কারকে পঞ্চমী বিভক্তি, থেকে, অবধি (মেঘ হইতে বৃষ্টি; মাথা হইতে পা পর্যন্ত); হেতু (ধন হইতে গর্ব); অপেক্ষা, তুলনায় (অপমান হইতে মৃত্যু ভাল); দ্বারা ('আমা হতে এ কর্ম হবে না সাধন')। কথ্য ভাষায় 'হতে'-র পরিবর্তে 'থেকে' ব্যবহৃত হয়, কাব্যে 'হতে' ব্যবহৃত হয়। 'হৈতে' বর্তমানে ব্যবহৃত হয় না। **হইতে না হইতে**—ঘটিতে না ঘটিতে, ঘটিবামাত্র, যেন ঘটিবার পূর্বেই।

হইয়া, হয়ে, হোয়ে—অস. ক্রি. ঘটিয়া; মধ্য বা প্রান্ত দিয়া বা তথায় কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিয়া, via (পাটনা হয়ে দিল্লী যাবে); পক্ষাবলম্বন করিয়া, প্রতিনিধিরূপে, সুপারিশস্বরূপ (আমার হোয়ে দুটো কথা বলো)। **হইলে**—ঘটিলে। **হইলে হয়**—যদি ঘটে তবেই ভাল।

হউক, হোক—অনুজ্ঞা-জ্ঞাপক; হইতে দাও, তাহাতে কিছু আসিয়া যায় না (হোক না বড় লোক তার জন্য থোড়াই কেয়ার করি)।

হওন—বি. হওয়া, সংঘটন (পূর্ববঙ্গে ব্যবহৃত)।

হওয়া—ক্রি. বর্তমান থাকা, বিদ্যমান থাকা, উদ্ভূত হওয়া, জন্মানো (ছেলে হয়েছে; ভাল ফসল হয়নি); ঘটা, পরিণত হওয়া (মনান্তর হয়েছে; এমনই হয়; বিয়ে হয়েছে; বৃষ্টি হয়েছে; ভুল হয়েছে; এই দশা হয়েছে; মূর্খ হয়ে বেঁচে লাভ কি; বিবেচিত হওয়া ('হেন মনে হয়'); অতিবাহিত হওয়া (তিন মাস হলো মরেছে; দুঘণ্টা হয়েছে, বাজারে গেছে); উপযুক্ত বা পর্যাপ্ত বিবেচিত হওয়া, সমাধা হওয়া (একসের চালে হবে; এ ছেলে দিয়ে কিছু হবে না; হয়েছে, আর বলতে হবে না); কাল পূর্ণ হওয়া (পাকবার সময় হয়েছে; খাবার সময় হয়েছে); অতিক্রান্ত হওয়া (বয়স হয়েছে; বেলা হয়েছে); লাভ হওয়া, সফল হওয়া (চাকরি হয়েছে; চেষ্টা করতে পার কিন্তু হবে না; এ একদিনে হবার নয়); সংস্থান হওয়া, যোগাড় হওয়া (সমস্ত দিন খেটে পেটের ভাত হয় না); ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ থাকা, আপনার জন হওয়া (ও আমার ভাই হয়; ছেলে ভাই কেউই আমার হলো না; তুমি আমার হও তবেত আমি তোমার হব); ব্যঙ্গে (তবেই হয়েছে); ণ. যাহা নিষ্পন্ন বা পূর্ণাঙ্গ হইয়াছে বলিলেই চলে (হওয়া ভাত পুড়ে গেল; হওয়া বিয়ে ভেঙ্গে গেল)। **হওয়া ভাতে কাঠি দেওয়া**—অনাবশ্যক কর্তৃত্ব ফলানো!

হংস—বি. লিপ্তপদ জলচর পক্ষী বিশেষ; সূর্য; বিষ্ণু; ব্রহ্মা; শিব; পরমাত্মা; মন্ত্রবিশেষ; নির্লোভ বা সম্পূর্ণ সংসারত্যাগী যোগী। স্ত্রী. **হংসী**। **হংসগামিনী**—ণ মরালগামিনী। **হংসপাঁতি**—হংসশ্রেণী। **হংসবাহন, -রথ**—ব্রহ্মা। **হংসবাহিনী**—সরস্বতী। **হংসাণ্ড**—হাঁসের ডিম। **হংসারূঢ়**—ব্রহ্মা। **হংসোদক**—সূর্য কিরণে উত্তপ্ত ও চন্দ্রকিরণে স্থাপিত সুবাসিত নদীজল-বিশেষ।

হক—[আ. হ'ক'] ণ. ন্যায্য, সঙ্গত, যথার্থ (হক কথা বলতে কসুর করবে কেন); বি. স্বত্ব, অধিকার (এতিমের হক নষ্ট করছ কেন)। **হক-দার**—ণ. স্বত্ববান্, ন্যায্য অধিকারী। **হক-**

নাহক—সঙ্গত ও অসঙ্গত ; ক্রি-ণ. কারণেও অকারণে (হক-নাহক তুমিই বা মারতে গেলে কেন)। **হকশফা**—[হক্-ই-শুফা] কোন সম্পত্তি ক্রয় করিবার অগ্রগণ্য অধিকার, right of pre-emption (হকশফার মোকদ্দমা)। **হক-হকুক**—বি. সবরকম স্বত্ব।

হকচকানো—ক্রি. দিশেহারা হইয়া পড়া, ভ্যাবাচ্যাকা হওয়া (তোমাদের রকমসকম দেখে গাঁয়ের লোক হকচকিয়ে না গেলে হয়)।

হ-কার—হ এই বর্ণ।

হকার—[ইং. hawker] বি. ফেরিওয়ালা।

হকি—[ইং. hockey] বি. বাঁকা-মাথা লাঠি দিয়া বল মারিয়া একরকম খেলা। **হকিস্টিক**—হকি খেলিবার বাঁকা-মাথা লাঠি।

হকিকত—[আ. হ'কীক'ত্] বি. সত্য, আসল ঘটনা, যথাযথ বর্ণনা (হকিকত বয়ান করা; 'কহ হকিকত')। **হাল হকিকত**—প্রকৃত ঘটনা ও অবস্থা।

হকিম, হেকিম—[আ. হ'কিম] বি. ইউনানী মতের চিকিৎসক। **নিম হাকিম**—হাতুড়ে।

হকিয়ৎ—[আ. হ'কি'য়ত্] বি. অধিকার; সম্পত্তি ; দাবি। **হকিয়তী মোকদ্দমা**—স্বত্ববিষয়ক মোকদ্দমা।

হকুক- [আ. হ'কু'ক'] বি. স্বত্বসমূহ; কর্তব্য-[সমূহ।

হক্ক—বি. হক (দ্র:)। **হক্কের ধন**—যে ধনে যথার্থ অধিকার আছে।

হক্কে হবে—ঢিমে চালচলন সম্বন্ধে বলা হয়, [দীর্ঘসূত্রতা।

হজ—[আ. হ'জ্জ্] বি. বিশেষ তিথিতে মক্কাতীর্থ দর্শন। **হজ করা**—বিশেষ তিথিতে মক্কায় গমন করিয়া আরাফাতের ময়দানে গমন, কাবাগৃহ প্রদক্ষিণ করা, ইত্যাদি ; (ব্যঙ্গে) সংসারের কাজে উদাসীন হওয়া, বসিয়া বসিয়া সময় কাটানো (উনি তো হজ করে বসেছেন—গ্রাম্য)।

হজম—[আ. হদ্'ম্] বি. পরিপাক ; ণ. জীর্ণ (হজম হওয়া) ; আত্মসাৎ, গাপ। **হজম করা**—পরিপাক করা ; আত্মসাৎ করা, বেমালুম গাপ করা (নিয়েছে বটে কিন্তু হজম করতে পারবে না)। **হজম হওয়া**—পরিপাক হওয়া (খাবার হজম হয় না) ; ভাল বনিবনাও হওয়া (ও ঘরের মেয়ে কোথাও হজম হবার নয়)। ণ. **হজমী** (হজমী গুলি—হজমের সহায়তা করে এমন গুলি বা বটিকা)।

হজরত—[আ. হ'দ্'র'ত্] বি. সম্মানিত ব্যক্তি, প্রভুপাদ (হজরত মোহাম্মদ ; হজরত বড় পীর সাহেব) ; উপস্থিতি, হাজির থাকা। স্ত্রী. **হজরত** (হজরত ফাতেমা)।

হজুর—হুজুর দ্র:। **হজ্জত**—হুজ্জত দ্র:।

হঞ্জে—সংস্কৃত নাটকে পরিচারিকার প্রতি স্ত্রীলোকের সম্বোধন। [সহিত।

হট্—অব্য. ঝট্ ; তৎপরভাবে ; হঠকারিতার

হটরহটর—অব্য. খালি অথবা কম বোঝাই গরুর গাড়ী নৌকা প্রভৃতির কিছু দ্রুত গমনের শব্দ।

হটা, হঠা—ক্রি., বি. হারিয়া যাওয়া ; পশ্চাৎপদ হওয়া ; পরাভব স্বীকার করা (মোকদ্দমায় হটে গেছে ; হটবার লোক নয়)। **হটানো**—বি. পরাভূত করা ; পশ্চাৎপদ করা, পিছনের দিকে সরাইয়া দেওয়া।

হট্ট—[হট্+ট] বি. হাট, ব্যাপক ক্রয়বিক্রয়ের স্থান। **হট্টগোল** - (হাটের গোলমাল) চেঁচামেচি সহ বিশৃঙ্খলা। **হট্টবিলাসিনী**—গন্ধদ্রব্য-বিশেষ ; বারাঙ্গনা। **হট্টমন্দির**—হাটের ঘর বা চালা।

হঠ—[হঠ্ (বল প্রয়োগ করা) + অল্] বি. বলাৎকার, লুণ্ঠন ; অবিবেচনা, গোঁয়ারতুমি ; নির্বন্ধাতিশয় ; ঝগড়া ; শত্রুতা ; পশ্চাদপসরণ ; পরাজয়। **হঠকারী** (- রিন্)—ণ. যে জবরদস্তি করে ; গোঁয়ার, অবিবেচক ; অভদ্র। বি. **হঠকারিতা**—অবিমৃষ্যকারিতা ; জবরদস্তি ; **হঠযোগ**—কৃচ্ছ্রসাধ্য যোগ-বিশেষ। **হঠযোগী** (-গিন্)—এরূপ কৃচ্ছ্রসাধ্য যোগ অভ্যাসকারী।

হঠাৎ—ক্রি.-ণ. সহসা, দৈবাৎ, অতর্কিতভাবে (হঠাৎ আক্রমণ)। **হঠাৎকার**—হঠাৎ ; জবরদস্তি। **হঠাৎনবাব,-বাবু**—যে রাতারাতি ধনীমানী হইয়া উঠিয়াছে।

হঠাশ্লেষ—বলপূর্বক আলিঙ্গন।

হড়কা—ণ পিচ্ছিল, ঢিলা (যাহা হড়হড় করে) ; বলাৎকারযুক্ত (হড়কা টান)। **হড়কানো**—ক্রি. হঠাৎ পিছলাইয়া যাওয়া (পা হড়কানো)।

হড়গড়ানে—ণ. যেখানে কোন বস্তু হড়হড় করিয়া গড়াইয়া পড়ে, অতিশয় ঢালু।

হড়বড়—অব্য. দ্রুত অস্পষ্ট উচ্চারণসূচক (হড়বড় করে কি সব বলে গেল)। **হড়বড়ানো**—ক্রি. হড়বড় করিয়া বলা। বি. **হড়বড়ি**।

হড়মড়—অব্য. শুষ্ক চর্ম টিনের পাত ইত্যাদি

নাড়াচাড়ার শব্দ ; মেঘের বা বজ্রের শব্দ। বি. **হড়মড়ি**।

হড়হড়—অব্য. কঠিন বস্তু দ্রুত সঞ্চালিত হওয়ার শব্দ (হড়হড় করে লোহার দরজা টেনে দিল); পিছল বা ঢিলা ভাব সূচক (হড়হড় করে বমি হয়ে গেল; বড্ড রোগা হয়ে গেছি, হাতে চুড়িগুলো হড়হড় করছে)। ণ. **হড়হড়ে**। **হড়হড়ানো**—ক্রি. হড়হড় করা, ঢিলা বা পিচ্ছিল হওয়া। **হড়হড়ে**—ণ. পিচ্ছিল ; শিথিল।

হড়াৎ, হুড়াস্—অব্য. হঠাৎ খোলা বা হঠাৎ ঢালার শব্দ।

হড়িয়াল—হরিয়াল পাখী।

হড্ডক, হড্ডিক, হড্ডিপ—বি. হাড়ি, অস্পৃশ্য জাতি বিশেষ। স্ত্রী. **হড্ডিকা**, (বাং) **হড্ডিনী**।

হণ্ডে—দাসীকে সম্বোধন করিবার শব্দ (সংস্কৃত নাটকে ব্যবহৃত)।

হণ্ডিকা, হণ্ডা, হণ্ডী—বি. হাঁড়ী। [সং]

হত—[হন্ (বধ করা)+ক্ত] ণ. নিহত, বিনষ্ট, বিনাশিত ; ব্যাহত, প্রতিহত (হতবীর্য ফণী); নষ্ট, বিগত, বিহীন (হতচেতন ; হতোদ্যম ; হতবুদ্ধি ; হতভাগ্য) ; গুণিত, multiplied। **হতগৌরব**—ণ. গৌরবহীন। **হতচেতন**—ণ. অচেতন, মূর্ছিত। **হতচ্ছাড়া**—ণ. লক্ষ্মীছাড়া (গালি)। স্ত্রী. **হতচ্ছাড়ী**। **হতজীবিত**—ণ. গতাসু। **হতজ্ঞান**—ণ. মূর্ছিত ; বিমূঢ়। **হতত্রপ**—ণ. নির্লজ্জ। **হতদৈব**—ণ. মন্দভাগ্য। **হতধী**—ণ. নির্বুদ্ধি। **হতপুত্র**—ণ. যাহার পুত্র মারা গিয়াছে। **হতপ্রভ**—ণ. দীপ্তিহীন। **হতপ্রভাব**—ণ. প্রভাবহীন। **হতপ্রায়**—ণ. বিনষ্টপ্রায়। **হতবল**—ণ. বলহীন; যাহার সৈন্যবল বিনষ্ট হইয়াছে। **হতবিক্রম**—ণ. যাহার বিক্রম প্রতিহত হইয়াছে। **হতবিধি**—বি. মন্দ বিধাতা। **হতবুদ্ধি, হতভম্ব, হতভোম্বা**—ণ. স্তম্ভিত, ভ্যাবাচ্যাকা। **হতভাগ্য**—ণ. দুর্ভাগা। **হতভাগা**—ণ. পোড়াকপালে। স্ত্রী. **হতভাগী, হতভাগিনী**। **হতমান**—ণ. অপমানিত, লাঞ্ছিত। **হতমূর্খ**—ণ. মহামূর্খ। **হতশ্রদ্ধ**—ণ. শ্রদ্ধাহীন। **হতশ্রদ্ধা**—বি. (বাং) অশ্রদ্ধা, অবজ্ঞা (কথ্য:—হতচ্ছেদ্দা)। **হতশ্রী**—ণ. সম্পদ্‌হারা ; সৌন্দর্যহীন। **হতস্মর**—(যাঁহার দ্বারা মদন ভস্মীভূত হইয়াছিল) বি. মহাদেব।

হতাদর—ণ. অনাদৃত; বি. অমর্যাদা, অসম্মান।

হতাশ—ণ. আশাহীন, নিরাশ, মনমরা। **হতাশা**—বি. নিরাশা, আশাভঙ্গ। **হতাশ্বাস**—ণ. আশ্বাস বা সান্ত্বনাহীন।

হতে—হইতে দ্রঃ। **হতেকর্তে**—কার্যগতিকে। **হতে হতে**—সমাধা হইবার প্রাক্কালে।

হতোঽস্মি—[সং] আমি হত হইলাম, আমার ভাগ্য একান্ত মন্দ (সাধারণতঃ 'হা হতোঽস্মি' রূপে ব্যবহৃত হয়)।

হতোৎসাহ, হতোদ্যম—ণ. ভগ্নোৎসাহ।

হত্যা—[হন্+ক্যপ্+আপ্] বি. বধ, হনন, হিংসা (নরহত্যা ; প্রাণিহত্যা) ; (বাং) বিফল মনোরথ হইলে প্রাণ ত্যাগ করিব এই সংকল্প, ধন্না (হত্যা দেওয়া বা হত্যে দেওয়া)। **হত্যাকাণ্ড** হত্যার ব্যাপার, খুন।

হদ—[আ. হ'দ্দ্] বি. সীমা। **হদ করা**—চূড়ান্ত করা। হদ্দ দ্রঃ। **হদ হওয়া**—চূড়ান্ত সীমায় গিয়া পৌঁছা (বলে বলে হদ হলাম)।

হদহদ—অব্য. একবার জোরে একবার আস্তে জল বাহির হইয়া বহিয়া যাওয়া সূচক।

হদিস,-শ—[আ. হ'দীথ্] হাদিস (দ্রঃ); সন্ধান, খোঁজখবর; উপায়, পথ (হদিস্ পাওয়া)।

হদ্দ—[আ. হ'দ্দ্] বি. সীমা, শেষ ; ণ. চূড়ান্ত, চরম ; অনধিক, বড় জোর (হদ্দ দেড় হাত)। **হদ্দ করা**—চূড়ান্ত করা, যতদূর করা সম্ভব তাহা করা (খোসামোদের হদ্দ করেছি)। **হদ্দ পাজী**—পাজীর একশেষ। **হদ্দমজা**—আমোদের একশেষ। **হদ্দমুদ্দ**—বি. শেষসীমা, যাহা করা যায় সব (ব্যাপারটার হদ্দমুদ্দ দেখে তবে ক্ষান্ত হব) ; ক্রি.-ণ. খুব বেশী হইলে, বড় বেশী হয় তো (হদ্দমুদ্দ তিন টাকা)।

হনন—[হন্+অনট্] বি. বধ, হত্যা ; গুণন। ণ. **হননীয়**।

হনহন—অব্য. ত্বরিত গমন সূচক (হন হন করে যাচ্ছিল)। **হনহনিয়ে**—হনহন করিয়া, ত্বরিত গমনে। ণ. **হনহনে**—চঞ্চল (গ্রাম্য—অবজ্ঞার্থক)। [প্রথম মাস, মধুচন্দ্রিকা।

হনিমুন—[ইং. honey-moon] বি. বিবাহের

হনু,-নূ—[হন্+উ] বি. চোয়াল ; [হনুমান্-শব্দ সংক্ষেপে] হনুমান্। **হনুগ্রহ,-স্তম্ভ**—চোয়াল লাগিয়া যাওয়া রোগ-বিশেষ, lock-jaw। **হনুমান্** (-মৎ), **হনূমান্** (-মৎ)—বি.

রামায়ণ-বর্ণিত রামভক্ত সুপ্রসিদ্ধ বানর, মহাবীর পবননন্দন; বানরজাতি-বিশেষ, ইহাদের মুখ কালো; হনুমানের মত লম্ফ-ঝম্পপ্রিয় ব্যক্তি (অবজ্ঞার্থক—একটি আস্ত হনুমান)। **হনুমন্ত**—হনুমান (সম্ভ্রমসূচক—প্রাচীন কাব্যে ব্যবহৃত)।

হন্ত—খেদসূচক অব্যয়, বাংলায় কচিৎ ব্যবহৃত হয় (কোথা হা হন্ত চিরবসন্ত আমি বসন্তে মরি—রবি)। **হন্তদন্ত**—গ. অতিশয় ব্যস্ত ও উত্তেজিত (অমন হন্তদন্ত হয়ে কোথায় ছুট্‌ছ)।

হন্তব্য—[হন্‌+তব্য] গ. হননীয়, বধযোগ্য; গুপ্য। **হন্তা** (-ন্তৃ)—[হন্‌+তৃচ্‌] গ. হননকারী, ঘাতক। স্ত্রী. **হন্ত্রী** (প্রিয়প্রাণহন্ত্রী)। **হন্তারক**—গ. বিনাশকারী।

হন্দর—[ইং. hundred-weight] বি. ওজন-বিশেষ, প্রায় ৫৫ সের; [hundred] তাস খেলায় একশত কৌটার দান বিশেষ।

হন্নে—গ. ক্ষিপ্ত, উন্মত্ত (যাহা হত হইবার যোগ্য—হন্নে কুকুর)। **হন্নে হয়ে ওঠা**—মারমুখো হওয়া, মরিয়া হওয়া।

হন্য—[হন্‌+য] গ. হন্তব্য। **হন্যমান**—[হন্‌+কর্মে শানচ্‌] গ. যে বা যাহা হত বা বিনষ্ট হইতেছে (হন্যমান শরীর)।

হপ্তকলমে—[ফা. হফ্‌ত্‌ ক'লম্‌] গ. যে সাত রকমের অক্ষরে লিখিতে পারে, জালিয়াত।

হপ্তা—বি. সপ্তাহ। [ফা. হফ্‌তহ্‌]। **হপ্তায় হপ্তায়**—প্রতি সপ্তাহে।

হবচন্দ্র—হবুচন্দ্র দ্রঃ। [হব হয়েছে]।

হব হব—গ. এখনই হইবে এরূপ অবস্থা (ভাত হব

হবন, হব—বি. হোম; যজ্ঞ। [হু+অনট্‌, অল্‌]। **হবনী**—হোমকুণ্ড। গ **হবনীয়**—হোম যোগ্য; বি. হোমের সামগ্রী।

হবা—[আ. হ'বা] বি. ইহুদী খৃষ্টান ও মুসলমান পুরাণ মতে আদিমানব আদমের পত্নী (শুন্ত পুরাণে হায়া বিবি), Eve.

হবি, হবিঃ (-বিস্‌)—[হু+ইস্‌] বি. ঘৃত; হবনীয় দ্রব্য। **হবিত্রী**—বি. হোমকুণ্ড। **হবিরশন**—(বহুব্রী) বি. অগ্নি; ঘৃতভোজন। **হবির্গন্ধা**—বি. শমী। **হবির্গেহ**—বি. যে গৃহে হোমদ্রব্যাদি রক্ষিত হয়। **হবির্দান**—বি. ঘৃতাহুতি দান। **হবির্ধান**—বি. হোম দ্রব্যের আধার; যজ্ঞের স্থান। **হবির্ভুক্‌** (-জ্‌)—বি. অগ্নি;

হবিষ্য—[হবিস্‌+য] বি. ঘৃতান্ন; পক্ব নবনীত। **হবিষ্যান্ন**—বি. আমিষ-বর্জিত ঘৃত-যুক্ত আতপান্ন। (কথ্য: **হবিষ্যি**)। **হবিষ্যাশী** (-শিন্‌)—যে হবিষ্যান্ন ভোজন করে।

হবু—গ. যে বা যাহা হইবে, ভাবী (হবু শাশুড়ী)।

হবুচন্দ্র—বি. প্রাচীন কিংবদন্তীর এক নির্বোধ রাজার নাম (আসল নাম বোধ হয় ভবচন্দ্র); গ. হাবাচন্দ্র বা হাবা রাম, অতিশয় নির্বোধ। **হবুচন্দ্র রাজার গবুচন্দ্র মন্ত্রী**—যেমনি নির্বোধ রাজা তার তেমনি মন্ত্রী। **হবুথবু, হবুচবু**—গ. হতভম্ব, কিংকর্তব্যবিমূঢ়।

হবেলি—হাবেলী দ্রঃ।

হব্য—[হু+য] বি. হোমের ঘৃত; হবনীয় দ্রব্য; দেবতার উদ্দেশে দত্ত অন্ন; গ. হবনীয়। **হব্যকব্য**—হোমের ঘৃত ও পিতৃশ্রাদ্ধের অন্নাদি। **হব্যবাহ,-বাহন**—অগ্নি। **হব্যভুক্‌** (-জ্‌)—(হোমের ঘি খায় যে) অগ্নি; দেবতা।

হম্‌—অপ্রসন্নতা রোষ ইত্যাদি জ্ঞাপক শব্দ।

হম, হমি—আমি (বৈষ্ণব কবিতায় ব্যবহৃত হয়)। **হমার, হমারি**—আমার। **হমে**—আমাকে (সমরে চলিনু হম, হমে না ফিরাও রে)।

হ-য-ব-র-ল—বি. উল্টাপাল্টা ব্যাপার, গোঁজামিল (একটা হ-য-ব-র-ল করে' যাহোক বুঝিয়ে দিয়েছে); গ. বিপর্যস্ত, বিশৃঙ্খল; হতবুদ্ধি।

হয়—[হয়্‌ (গমন করা)+অ] বি. অশ্ব, ঘোটক। স্ত্রী. **হয়ী**। **হয়গ্রীব**—গ. যাহার গ্রীবা অশ্বের গ্রীবার মত; বি. বিষ্ণুর অবতার-বিশেষ; অসুর-বিশেষ। স্ত্রী. **হয়গ্রীবা**—দুর্গা।

হয়—ক্রি. ঘটে; জন্মে; দেখা দেয় (আজকাল পাঁচটায় ভোর হয়; কিসে প্রভুর সন্তোষ হয় ইহাই দাসের লক্ষ্য); অব্য. বিকল্পসূচক, এইটি অথবা অন্যটি (হয় আজ নয় কাল); বি. ঘটনা, সত্য ('হয়কে যে নয় করতে পারে সেই তো জাদুকর')। **হয়কে নয় করা**—সত্যকে মিথ্যা করা, যাহা ঘটে না তাহা ঘটে বলিয়া প্রমাণ করা। **হয় হয়**—গ. একান্ত আসন্ন। **হয়ত, হয়তো**—অব্য. সম্ভবতঃ।

হয়রান—[আ.] গ. পরিশ্রান্ত, ক্লান্ত (খুঁজে খুঁজে হয়রান); নাকাল; জ্বালাতন, বিব্রত (ভেবে হয়রান)। বি. **হয়রানি**—পরিশ্রম, ক্লান্তি; বিব্রত অবস্থা (এত হয়রানি আর সহ্য হয় না)।

হয়রান পেরেশান—ণ. অতিশয় পরিশ্রান্ত; অতিশয় বিব্রত।

হর—[হৃ+অচ্] ণ. যাহা হরণ করে; ণ. যাহা অপনোদন করে (ক্লান্তিহর; দুঃখহরা); নাশক (প্রাণহর; সর্বহর কাল); যে অপহরণ করে (পরস্বহর; অশ্বহর); যে গ্রহণ করে (ভাগহর); বি. শিব (হরিহরাত্মা; হর-কোপানল); (গণিতে) ভাজক সংখ্যা, denominator (বিপ. লব); অগ্নি; গর্দভ। স্ত্রী. হরা (দুঃখহরা)। **হরগৌরী**—শিব এবং পার্বতী; শিব ও পার্বতীর মূর্তি বিশেষ, অর্ধনারীশ্বর। **হরচূড়ামণি**—চন্দ্র। **হরতেজঃ,-বীজ**—শিববীর্য, পারদ। **হরনেত্র**—শিবচক্ষু; সংখ্যা-ত্রয়। **হরশেখরা**—গঙ্গা। **হর হর বম্ বম্**—শিবভক্তদের উচ্চারিত বাক্য বিশেষ; রাজপুতদিগের যুদ্ধ-ধ্বনি।

হর—[ফা. হর্] ণ. প্রত্যেক, প্রতি; নানা, বিভিন্ন। **হরওয়াক্ত**—ক্রি.-ণ. সব সময়, সর্বদা। **হর-কসম, হরকিসম**—ণ. নানাধরণের (গ্রাম্য. হরকেসেম)। **হরঘড়ি**—ক্রি.-ণ. সর্বদা। **হর-তরফ**—বি. নানাদিক, সবদিক। **হরদম**—ক্রি -ণ. সর্বদা, নিরন্তর। **হররঙা**—ণ. বিচিত্র-বর্ণ। **হররোজ**—ক্রি.-ণ. প্রত্যহ।

হরকত—[আ. হ'র্কত] বি. বিঘ্ন, ব্যাঘাত; আপত্তিকর আচরণ (হরকত করা)।

হরকরা—[ফা.] বি. সংবাদবাহক; ডাকবাহক (ডাক হরকরা)।

হরগিজ, হরগেজ—[ফা. হর্গিজ্] অব্য. কিছুতেই, কখনও, আদৌ (কত করে বল্লাম, হরগেজ কথা কানে করলে না)।

হরজ, হরজা—বি. ক্ষতি। [ফা. হর্জ্]।

হরণ—[হৃ+অনট্] ণ. যে হরণ করে, নাশক (চিন্তাহরণ; শঙ্কাহরণ); আকর্ষক, মোহন (এই তো তোমার প্রেম ওগো হৃদয়হরণ—রবি); বি. দূরীকরণ (ভূভারহরণ); অপহরণ, বলে কাড়িয়া লওয়া (সীতাহরণ); নাশন, বধ করা (প্রাণ হরণ); যাপন, কাটানো (কালহরণ); (গণিতে) ভাগ করা। **হরণ-পূরণ**—ভাগ করা ও গুণ করা, হ্রাস-বৃদ্ধি।

হরতন—[ওলন্দাজ, Harten] বি. তাসের রং বিশেষ (লালরঙের পানের মত চিহ্নযুক্ত)।

হরতাল—(=প্রতিদরজায় তালা) বি. ব্যাপকভাবে দোকানপাট বন্ধ করা, ধর্মঘট। [গুজরাতী শব্দ]।

হরপ, হরফ—[আ. হ'র্ফ] বি. অক্ষর, বর্ণ; হাতের লেখা। **হরফ চেনা**—অক্ষর চেনা।

হরবোলা—ণ.,বি. যে নানা বোল বলিতে পারে; যে নানা রকমের পশুপক্ষীর ডাক নকল করিতে পারে;

হররা—বি. অফুরন্ত হাস্যধ্বনি (হাসির হররা)।

হরষ—হর্ষ (কাব্যে ব্যবহৃত)। ণ. **হরষিত**।

হরা—ক্রি.,বি. চুরি করা; বলপূর্বক হরণ করা; মোহিত করা; দূর করা; যাপন করা; ভাগ করা (কাব্যে ব্যবহৃত)।

হরি—[হৃ+ই—যিনি সকল মানুষের হৃদয় হরণ করেন, যিনি রুদ্ররূপে সংহার করেন] বি. বিষ্ণু, শ্রীকৃষ্ণ (হরিসংকীর্তন; হরিভক্তি); ইন্দ্র (হরিচাপ=ইন্দ্রধনু); অশ্ব (হরিমেধ); ণ. সবুজ বা পিঙ্গল (হর্যক্ষ)। (সিংহ, সর্প, ভেক, শিব, ব্রহ্মা, যম, বায়ু, অগ্নি, চন্দ্র, কিরণ ইত্যাদি অর্থ সংস্কৃত আছে, কিন্তু বাংলায় এইরূপ ব্যবহার বিরল)। **হরি ঘোষের গোয়াল**—(হরি ঘোষ নামে এক বদান্য ব্যক্তি বহু লোককে আশ্রয় দিতেন ও তাহাদের ভরণপোষণ করিতেন,—মতান্তরে হরি ঘোষ তাঁহার গোশালায় রঘুনাথ শিরোমণির জন্য একটি বৃহৎ চতুষ্পাঠীর ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছিলেন, তাহা হইতে) বহু লোকের কোলাহলপূর্ণ গৃহ। **হরিচন্দন**—দেবতরু-বিশেষ; কপিলবর্ণ চন্দন। **হরিজন**—অস্পৃশ্য সম্প্রদায় (মহাত্মা গান্ধীর দেওয়া নাম)। **হরিদ্বার**—(বৈকুণ্ঠে যাইবার দ্বারস্বরূপ) হিমালয়ের সুপ্রসিদ্ধ তীর্থক্ষেত্র, পর্বত হইতে সমতল ভূমিতে গঙ্গার অবতরণের স্থান। **হরিনামের ঝুলি**—বৈষ্ণবদের ঝুলি-বিশেষ যাহার ভিতর হরিনাম জপিবার মালা থাকে। **হরিপ্রিয়**—কদম্ববৃক্ষ; কৃষ্ণচন্দন। স্ত্রী. **হরিপ্রিয়া**-লক্ষ্মী; তুলসী; পৃথিবী। **হরিবংশ**—পুরাণবিশেষ, মহাভারতের পরিশিষ্ট। **হরিবাসর**—দ্বাদশীর প্রথমপাদযুক্ত একাদশীর দিন; (ব্যঞ্জে) উপবাস। **হরিবোল**—হরিধ্বনি, হরির নাম জোরে বলা। **গোলে হরিবোল দেওয়া**—আর দশ জনের সহিত দায়সোধ দেওয়া গোছের কাজ করা।

হরিভক্তি উবিয়া যাওয়া—অশ্রদ্ধা হওয়া। **হরিভুক্**—সাপ। **হরিমটর**—(ব্যঙ্গে) উপবাস। **হরিলোচন,-নেত্র**—**হরিশয়ন**—আষাঢ় মাসের শুক্লা দ্বাদশী হইতে কার্তিক মাসের শুক্লা দ্বাদশী পর্যন্ত চারি মাস কাল। **হরিসভা**—ধর্মালোচনা বিশেষতঃ হরিনাম-কীর্তনাদির জন্য সভা সমিতি বা মন্দির। **হরিহর**—বিষ্ণু ও শিব; বিষ্ণু ও শিবের সংযুক্ত মূর্তি। **হরিহরাত্মা** (-ত্মন্)—ণ. একাত্ম, অতিশয় অন্তরঙ্গ। **হরিহরাত্মক**—গরুড়; শিবের বৃষ। **হরিহরি**—হরিনাম উচ্চারণ; বিস্ময় বা খেদ সূচক উক্তি। **হরির খুড়ো**—নিঃসম্পর্ক ব্যক্তি (অবজ্ঞায়)। **হরি(র)লুঠ**—হরিসংকীর্তনের পর প্রসাদী বাতাসা ছড়াইয়া দেওয়া ও লোকদের তাহা হরিধ্বনি করিয়া কুড়াইয়া লওয়া; (তাহা হইতে) যথেচ্ছ ভোগ করিবার মত টাকা পয়সা বা জিনিসপত্র (একি হরির লুঠ পেয়েছো। গ্রাম্য: হরিলুট)।

হরিণ—[হৃ+ইন—যাহা সকলের মনোহরণ করে] বি. সুপরিচিত সুদর্শন তৃণভোজী পশু, মৃগ, কুরঙ্গ। স্ত্রী. **হরিণী**—মৃগী; চিত্রিণী নারী; তরুণী; বরস্ত্রী; অপ্সরা-বিশেষ; ছন্দো-বিশেষ। **হরিণ-নয়না,-নেত্রা, -লোচনা, -হরিণাক্ষী**—ণ. হরিণের মত সুন্দর নয়ন-বিশিষ্টা। **হরিণ-লাঞ্ছন**—[বহুব্রী] বি. চন্দ্র। **হরিণ-হৃদয়**—ণ. ভীরু। **হরিণাঙ্ক**—[বহুব্রী] বি. মৃগাঙ্ক, চন্দ্র।

হরিণবাড়ী—জেলখানা, প্রাচীন কলিকাতার জেলখানা-বিশেষ, House of correction.

হরিৎ—[হৃ+ইৎ] বি. নীল-পীত-মিশ্রিত বর্ণ; সবুজবর্ণ, পাতার রং; সূর্যের অশ্ব; ণ. সবুজ। **হরিৎধান্য**—কাঁচা ধান। **হরিত**—ণ. সবুজ-বর্ণ-বিশিষ্ট। **হরিতক**—হরিদ্বর্ণ তৃণ; শাক। **হরিতা**—দূর্বা; কপিলদ্রাক্ষা। **হরিতাশ্ম** (-শ্মন্)—বি. মরকত, পান্না। **হরিদশ্ব**—বি. (সবুজ ঘোড়া যাহার) সূর্য।

হরিতাল—বি. হরিদ্বর্ণ পায়রা জাতীয় পক্ষী-বিশেষ, হরিয়াল; পীতবর্ণ ধাতু-বিশেষ, হল্ডেল। **হরিতালিকা,-লী**—বি. ছায়াপথ; নষ্টচন্দ্র তিথি। [সং]।

হরিদ্রা—বি. হলুদ। [সং]। **হরিদ্রাভ**—হরিতাল পাখী। **হরিদ্রাভ**—ণ. প্রায় হলদে।

হরিয়াল—বি. হরিতাল পাখী, হরেল। [হরিতাল]

হরিশ্চন্দ্র—বি. সূর্যবংশীয় রাজা-বিশেষ (বিশ্বামিত্র ও হরিশ্চন্দ্রের কাহিনী সুবিখ্যাত।

হরিষ—বি. হর্ষ (কাব্যে ব্যবহৃত)। **হরিষে-বিষাদ**—সুখের মধ্যে দুঃখ।

হরীতকী—বি. কষায় ফল-বিশেষ ও তাহার বৃক্ষ (বহু রোগ হরণ করে এই জন্য এই নাম। গ্রাম্য ও কথ্য ভাষায়: হর্তুকী, হত্তুকী)। [সং]

হরেক—[ফা. হর্+এক্] ণ. বিবিধ (হরেক রকমের; হরেক খেয়াল; হরেক চিজ)।

হরেদরে—ক্রি.-ণ. মোটের উপর, গড়ে (দুইই হরেদরে সমান)।

হর্তব্য—[হৃ+তব্য] ণ. হরণযোগ্য। **হর্তা** (-র্তৃ) —ণ. হরণকর্তা, অপহারক; সংহারক; বহনকারী। **হর্তাকর্তা** (-র্তৃ)—সংহারকর্তা ও নির্মাণকর্তা। **হর্তাকর্তা বিধাতা**—সর্বময় কর্তা; যাহা খুশি করিবার অধিকারযুক্ত ব্যক্তি।

হর্ম্য—[হৃ+য, ম আগম] বি. ধনীর বাসভবন, ইষ্টকনির্মিত গৃহ, প্রাসাদ। **হর্ম্যতল**—দালানের মেঝে। **হর্ম্যচূড়া, -শিখর, -শেখর**—প্রাসাদের সর্বোচ্চ অংশ।

হর্যক্ষ—[হরি অর্থাৎ হরিৎবর্ণ চক্ষু যাহার—বহুব্রী] বি. সিংহ (বনের মাঝারে যথা হর্যক্ষ সরোষে কড়মড়ি ভীমদন্ত লম্ফ দিয়া পড়ে বৃষস্কন্ধে—মধু)। **হর্যশ্ব**—(হরিৎ-বর্ণ অশ্ব যাহার) ইন্দ্র।

হর্ষ—[হৃষ্ (হৃষ্ট হওয়া)+অল্] বি. অভীষ্ট লাভ বা দর্শন হেতু আনন্দ বা সুখ, উল্লসিত ভাব (হর্ষোৎফুল্ল; হর্ষধ্বনি); শিহরণ (রোমহর্ষ; দন্ত-হর্ষ—দাঁত শির-শির করা)। **হর্ষণ**—ণ. যাহা হৃষ্ট করে, রোমাঞ্চকর (লোমহর্ষণ); বি. আনন্দ দান, প্রীণন (হর্ষণকর)। **হর্ষনাদ**—বি. হর্ষ-সূচক ধ্বনি, cheers, hurrah। **হর্ষবর্ধন** —ণ. যাহা হর্ষ বৃদ্ধি করে; বি. রাজা-বিশেষ। **হর্ষাতিশয়**—আনন্দের আধিক্য। **হর্ষোচ্ছ্বাস**—অতিশয় উৎফুল্লতা। **হর্ষোদয়**—আনন্দের উদ্ভব।

হল—[হল্ (কর্ষণ করা)+অল্) বি. ব্যঞ্জনবর্ণ। **হলকর্ষণ**—বি. লাঙ্গল দিয়া চাষ। **হলচালনা** —বি. হাল চালানো। **হলদণ্ড**—লাঙ্গলের ঈষ। **হলধর, হলভৃৎ**—হলচালক; বলরাম। **হলভূতি,-ভূতি**—কৃষিকর্ম। **হলাগ্র**—লাঙ্গলের ফাল। **হল্য**—ণ. হলসম্বন্ধীয়; কর্ষণযোগ্য।

হল—[ইং. hall] বি. বৃহৎ কক্ষ যেখানে দশজনে

বসে অং সভা করে (হলঘর; টাউনহল)।

হল—[আ. হ'ল্] বি. দ্রব, বিগলিত বস্তু (হল দেওয়া; হল করা); সোনার জলের লেপ, গিলটি, কলাই (হল করা)।

হলকা—[আ. হ'ল্‌ক্'া] বি. চক্র, দল, পাল (হলকায় জিকির করা—দলবদ্ধ করিয়া বিশেষ নাম জপ করা; ষোড়শ হলকা হাতী—ভারতচন্দ্র; ঘোড়ার গলায় পরাইবার চামড়ার বেড়; গরম ঝাপটা, ঝলক (আগুনের হলকা)।

হলকুম—[আ. হ'ল্‌ক'] বি. কণ্ঠনালী (হলকুমে হানে তেগ ও কে বসে ছাতিতে—নজরুল)।

হলদি,-দী—[সং. হরিদ্রা] বি. হলুদ; হলুদ চূর্ণ বা বাটা। ণ. **হলদে**—পীত (হলদে পাখী)।

হলধর—হল দ্রঃ।

হলন্ত—বি. ব্যঞ্জনবর্ণ। [সং]।

হলপ,-ফ—[আ. হ'লফ] বি. শপথ, দিব্য (হলপ করে বলতে পারি। **হলফ পড়া**—আদালতের নির্ধারিত শপথ-বাণী পাঠ করা। **হলফনামা**—শপথ-লিখিত পত্র, এফিডেভিট।

হলহল—অব্য. চলচলে বা শিথিল ভাব। ণ. **হলহলে**—ঢিলা, ঢলঢলে। (হিলহিল দ্রঃ)।

হলা—স্ত্রীলোককে স্ত্রীলোকের সম্বোধন বিশেষ, ওলো।

হলাগ্র—বি. লাঙ্গলের ফাল। [হল+অগ্র]। **হলায়ুধ**—(বহুব্রী) বি. বলরাম; রাজা লক্ষ্মণসেনের অমাত্য ও সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থকার।

হলাহল—বি. বিষ-বিশেষ; হলহলা, কোলাহল।

হলাহলি গলাগলি—বি. অতিশয় সম্প্রীতির ভাব, হলায়-গলায় (ব্যঙ্গপূর্ণ উক্তি)।

হলী (-লিন্)—কৃষক; বলরাম। [হল+ইন্]।

হলুদ—বি. হরিদ্রা, হলুদ গাছ ও কন্দ। ণ. হলদে।

হল্কা, হল্‌কা—বি. হলকা (দ্রঃ)।

হল্য—[হল+য] ণ. হল-সম্বন্ধীয়, হেলে; কর্ষণযোগ্য; হলকৃষ্ট।

হল্লা—[হলহলা] বি. কয়েকজনের মিলিত চেঁচামেচি, ছেলেদের চেঁচামেচি; অসংযত কলরব (পাড়ায় বড় হল্লা হয়)।

হসন—[হস্+অনট্] বি. হাস্য; হাস্যকরণ।

হসনী, হসন্তী, হসন্তিকা—বি. অঙ্গারধানী, অগ্নিপাত্র; মল্লিকা-বিশেষ।

হসন্ত—ণ. হাস্যযুক্ত, যে হাসিতেছে (প্রাচীন বাংলায়); ব্যঞ্জনান্ত, যাহার অন্তে স্বরবর্ণ নাই (্) এই চিহ্ন আছে (ধক্ ধক্); বি. ব্যঞ্জনবর্ণ; ব্যঞ্জনবর্ণের অন্তে যে চিহ্ন থাকে, (্) চিহ্ন।

হসিত—[হস্+ক্ত] ণ. হাস্যযুক্ত (জ্যোৎস্না-হসিত বসন্তনিশীথে); বিকসিত; উপহসিত; বি. হাস্য; মৃদুমন্দ হাস্য। **হসিতা (-তৃ)**—ণ. হাস্যকারী; উপহাসকারী। স্ত্রী. **হসিত্রী**।

হস্ত—[হস্+তন্—যাহা প্রাধান্যহেতু অন্যান্য অবয়বকে উপহাস করে] বি. হাত, কর, মণিবন্ধ হইতে অঙ্গুলির অগ্রভাগ পর্যন্ত; কনুই হইতে অঙ্গুলির অগ্রভাগ পর্যন্ত; বাহু (হস্ত প্রসারিত করিলেন); ২৪ অঙ্গুলি বা ১৮ ইঞ্চি পরিমাণ দৈর্ঘ্যের মাপবিশেষ; অধিকার, কর্তৃত্ব (দস্যুহস্তে নিগৃহীত; বরহস্তে কন্যা সমর্পণ); হস্তিশুণ্ড। **হস্তকণ্ডূয়ন**—বি. হাতচুলকানি, কিছু করিবার জন্য হাতের নিস্‌পিস্ ভাব। **হস্ত-কৌশল**—বি. হাতের কৌশল, হাত সাফাই। **হস্তগত**—ণ. অধিকারগত, করায়ত্ত। **হস্তক্ষেপ**—বি. হাত দেওয়া; হস্তে করা; নিয়ন্ত্রিত করা বা বাধা দেওয়া (অসঙ্গত হস্তক্ষেপ)। **হস্তচ্ছেদন**—বি. হাত কাটিয়া ফেলা (প্রাচীন কালের শাস্তি-বিশেষ)। **হস্তচ্যুত**—ণ. যাহা হাত হইতে পড়িয়া গিয়াছে; হাতছাড়া, যাহা অধিকারের বাইরে চলিয়া গিয়াছে (হস্তচ্যুত পাশা)। **হস্ত-তল**—বি. করতল; হস্তিশুণ্ডের অগ্রভাগ। **হস্তত্র**—বি. হস্তরক্ষক আবরণ-বিশেষ; দস্তানা, gloves। **হস্তপক্ষ**—(যাহাদের হস্ত পক্ষের কাজ করে) বাদুড় প্রভৃতি। **হস্তপুচ্ছ**—হাতের পোঁছা। **হস্তরেখা**—করতলের ভাগ্য-নির্দেশক রেখা। **হস্তলাঘব**—বি. হস্ত কৌশল। **হস্তলিখিত**—ণ. হাতে-লেখা। **হস্তলিপি, হস্তলেখ**—হাতের লেখা; পাণ্ডু-লিপি। **হস্তসিদ্ধি**—বেতন। **হস্তসূত্র**—মণিবন্ধে বাঁধা সুতা, রাখী।

হস্তবুদ—[ফা. হস্‌ত্ (বর্তমান) ও বুদ (অতীতের ব্যাপার)] বি. বর্তমানের ও অতীতের হিসাব; মহালের বা জমিদারির মোট আয়ের হিসাবের কাগজপত্র।

হস্তা—বি. নক্ষত্রবিশেষ, ২৭ তারার ত্রয়োদশ [নক্ষত্র।

হস্তাক্ষর—হাতের লেখা। **হস্তাগ্র**—হস্তীর শুঁড়ের অগ্রভাগ; হাতের অঙ্গুলি। **হস্তান্তর**—অন্যের অধিকারে বা দখলে যাওয়া, transfer (হস্তান্তরের অযোগ্য)। ণ. **হস্তান্তরিত**—

যাহা অন্যের অধিকারে দেওয়া হইয়াছে, transferred. **হস্তাবর্তন**—বি. হাত দিয়া নাড়া। ণ. **হস্তাবর্তিত**। **হস্তাবলেপ**—হাত বা শুঁড় দিয়া লেপিয়া দেওয়া বা অপরিচ্ছন্ন করা (দিঙ্‌নাগদেব স্থূল হস্তাবলেপ)। **হস্তাভরণ**—হাতের শোভাবর্ধক বলয়াদি। **হস্তামর্শন**—বি. হাত বুলানো। **হস্তামলক**—হস্তস্থিত আমলকীর মত অধিকারগত বা দর্শনীয় বস্তু। **হস্তার্পণ**—হাত দেওয়া, হস্তক্ষেপ করা।

হস্তিকর্ণ—বি. এরণ্ড বৃক্ষ; উপদেবতা-বিশেষ। **হস্তিদন্ত**—হাতীর দাঁত, ivory। **হস্তিনখ**—দুর্গদ্বারের ঢালু মৃত্তিকাস্তূপ। **হস্তিনী**—বি. মাদী হাতী; স্ত্রীজাতির শ্রেণী-বিশেষ। [হস্তিন্ +ঈপ্]। **হস্তিপ, হস্তিপক**—বি. যে হস্তী পালন করে, মাহুত। **হস্তিপর্ণী**—লতা-বিশেষ। **হস্তিমদ**—বন্য বা মত্ত হস্তীর শুণ্ডের দুই ছিদ্র গণ্ডদ্বয় শিশ্ন ও চক্ষুর্দ্বয় এই সপ্ত স্থান হইতে ক্ষরিত উৎকট গন্ধযুক্ত জল। **হস্তিমল্ল**—ঐরাবত; গণেশ; ভস্মস্তূপ; ধূলিবর্ষণ; হিমানী। **হস্তিবাহ**—অঙ্কুশ, ডাঙ্গশ। **হস্তিমূর্খ**—মহামূর্খ। **হস্তিশালা**—যেখানে হাতী রাখা হয়, পিলখানা। **হস্তিশুণ্ডা**—হাতীশুঁড়ার গাছ; হাতীর শুঁড়। **হস্তিস্নান**—গজস্নান দ্রঃ। **হস্তী (-স্তিন্)**—[হস্ত+ইন্] বৃহদাকার পশু-বিশেষ, করী, গজ, বারণ। **হস্ত্যধ্যক্ষ**—হস্তীর রক্ষণাবেক্ষণের ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী। **হস্ত্যাজীব**—(বহুব্রী) হস্তিপালন যাহার বৃত্তি, হস্তিব্যবসায়ী; মাহুত। **হস্ত্যায়ুর্বেদ**—পালকাপ্য নামক ঋষি-প্রণীত হস্তীর চিকিৎসা-শাস্ত্র। **হস্ত্যারোহ,-রোহী (-হিন্)**—ণ. হাতীতে চড়িয়াছে এমন।

হস্তিনাপুর, হস্তিনপুর—বি. যুধিষ্ঠিরের রাজধানী—ইহা বর্তমান মীরাটের অদূরবর্তী ছিল।

হা—শোক খেদ ইত্যাদিসূচক অব্যয়, হায়, আহা (হা পুত্র, চিররণজয়ী রণে—মধু; হা নাথ!) **হা কপাল**—হায় দুর্ভাগ্য। (কথ্যভাষায় অনেক সময় হা স্থলে আ বলা হয়)। **হা ধিক্**—অতিশয় ধিক্কার জ্ঞাপন ও দুঃখপ্রকাশ। **হাভাত**—অন্নের জন্য হাহাকার, দুর্ভিক্ষ। **হাহুতাশ**—অতিশয় নৈরাশ্য ও দুঃখ জ্ঞাপন (হুতাশ দ্রঃ)।

হা—গানের সময়ে হা-শব্দ। **হা দেওয়া**—হা-ধ্বনি করিয়া মুখের বাষ্প দেওয়া (কাচের উপরে অথবা চুনে গাল পুড়িয়া গেলে এরূপ হা হা করিয়া যন্ত্রণা লাঘব করা হয়)।

হাই—[সং. হাফিকা] বি. জৃম্ভন, ঘুম কিংবা আলস্যজনিত মুখ-ব্যাদান, yawn (হাই তোলা; হাই উঠা)।

হাই-আমলা, হাইআমলাতি—বি. আমলকী মেথি প্রভৃতি কয়েকটি পিষ্টদ্রব্য (ইহা পানে মাথাইয়া বরের গায়ে ছোঁয়াইলে বর কন্যার বশীভূত হয়, এরূপ সংস্কার আছে। স্বামী-সোহাগিনী রমণীকে দিয়া এই আমলকী বাটানো হয়)।

হাইকোর্ট—[ইং. High Court] বি. উচ্চ-বিচারালয়, বর্তমানে রাজ্যের উচ্চতম বিচারালয়। **বাঙালকে হাইকোর্ট দেখানো**—অজ্ঞকে যা তা বুঝ দিয়া ঠকানো।

হাইড্রোজেন—[ইং hydrogen] বি. জলজান (অক্সিজেন ও হাইড্রোজেন মিলিয়া জল হয়)।

হাইফেন—[ইং. hyphen] বি. সমাস-সূচক সংযোজক চিহ্ন (-), (আপিস-ফেরৎ)।

হাইর—বি. হার, পরাজয় (পূর্ববঙ্গের উচ্চারণ)।

হাইল—বি. হাল, কর্ণ।

হাইস্কুল—যে বিদ্যালয়ে ম্যাট্রিকুলেসন বা স্কুল-ফাইনাল পর্যন্ত পড়ানো হয়। [ইং. High School]।

হাউই—[আ. হবাঈ] বি. আকাশগামী আতসবাজি বিশেষ।

হাউজ, হৌজ—[আ. হ'ওদ্] বি. চৌবাচ্চা (গোসল করতে এক হাউজ পানি লাগে)।

হাউড়ে—(প্রাদেশিক) ণ. খাইবার জন্য অতিশয় লোলুপ, দেখিলেই মুখে পুরিতে চায় এমন ভাব।

হাউমাউ—অব্য. ব্যাকুল ও উচ্চ ক্রন্দন সম্পর্কে বলা হয় (হাউমাউ করে কেঁদে অস্থির)। **হাউমাউখাউ**—অব্য. রূপকথার রাক্ষসের বুলি।

হাউস—[আ. হবস্] বি. শখ, আকাঙ্ক্ষা, ইচ্ছা (দাঁত পড়া বুড়োর বিয়ে করার হাউস; হাউস খানা ত খুব)। (প্রাদেশিক)।

হাউস—হৌস দ্রঃ।

হাউহাউ—অব্য. উচ্চ চীৎকার কান্না ক্ষোভ প্রতিবাদ ইত্যাদি সূচক (হাউ হাউ করে কাঁদতে লাগলো); কথা বল্লেই হাউহাউ করে ওঠে)।

হাউদা, হাওদা—[আ. হবদা] বি. হাতীর পিঠে বসিবার জন্য যে আসন পাতা হয়, বরন্তক।

হাওয়া—[আ. হবা] বি. বায়ু; বাতাস (ভাল হাওয়া খেলে এমন ঘর); গতিক, রকমসকম, প্রবণতা (দেশের হাওয়া ফিরে গেছে); খেয়াল; সান্নিধ্যজনিত প্রভাব (শহরের হাওয়া গাঁয়েও লেগেছে; বৌয়ের হাওয়া ভাল নয়, ছেলে আমার দিন দিন শুকিয়ে যাচ্ছে); জলবায়ু (হাওয়া বদল করা); মানবের আদি মাতা, হবা, Eve (আদম-হাওয়া)। **হাওয়া করা**—পাখা আদি দিয়া বাতাস করা। **হাওয়া খাওয়া**—মুক্ত বায়ু সেবন করা; কিছুই না খাওয়া (তোমাকে কেউ কিছু দেয় না তুমি হাওয়া খেয়ে থাক)। **হাওয়া চলা**—বায়ু প্রবাহিত হওয়া। **হাওয়াদার**—ণ. যেখানে বায়ু খেলে (হাওয়াদার কামরা)। **হাওয়া বদলানো**—স্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য যেখানে জলবায়ু ভাল সেখানে যাওয়া; লোক-জনের ভাবগতিকের পরিবর্তন হওয়া (দেশের হাওয়া বদলেছে)। ণ. **হাওয়াই। হাওয়াই জাহাজ**—বিমান। **হাওয়াই খেয়াল**—অবাস্তব খেয়াল বা চিন্তা-ভাবনা। **হাওয়াই শাড়ী**—সূক্ষ্ম রেশমী শাড়ী। **হাওয়াই সার্ট**—[Hawaii Shirt] পুরুষদের আঁটসাট জামা বিশেষ। **হাওয়া-গাড়ী**—মোটর গাড়ী (বর্তমানে তেমন ব্যবহৃত হয়না)।

হাওয়ালা, হাওলা—[আ. হাবালৎ] বি. জিম্মা, ভার, তত্ত্বাবধান, রক্ষণাবেক্ষণ (হাঙ্গামা-কারীদের পুলিশের হাওলা করে দেওয়া হয়েছে); উল্লেখ, আকররূপে নির্দেশ, reference. **হাওয়ালা দেওয়া**—উল্লেখ করা (ফুটনোটে অনেক নামকরা বইয়ের হাওয়ালা দেওয়া হয়েছে)। **হাওয়ালাদার**—ণ. ভারপ্রাপ্ত, উপাধি বিশেষ। [(ময়মনসিংহে প্রচলিত)]।

হাওর—বি. সায়র, সুবিস্তীর্ণ জলখণ্ড, বড় বিল

হাওলা—বি. বাখরগঞ্জ অঞ্চলের ভূমিস্বত্ব বিশেষ (নিম হাওলা, ওসত হাওলা)।

হাওলাত—[আ. হ'বালাত—যে-সব বস্তুর জিম্মালাভ হইয়াছে] বি. ঋণ, কর্জ (কারো কাছে এক পয়সা হাওলাত পাবার জো নেই; হাওলাত-বরাত করিয়া মাসখানেক চালাইলাম); ধার, আমানত। ণ. **হাওলাতী**—যাহা ঋণ করিয়া পাওয়া গিয়াছে।

হাওলি—হাবেলি দ্রঃ। [বিদ্রূপ-সূচক]।

হাঃ, হাঃ—অব্য. উচ্চহাসির শব্দ (বিশেষতঃ

হাঁ—বি. মুখ-ব্যাদান [প্রকাণ্ড হাঁ; হাঁ করে কি দেখছিস?); স্বীকৃতি, সম্মতি (হাঁ-না কিছুই বলে না; হাঁ, ছেলে বটে)। **হাঁ-করা**—ণ. হাবলা, নির্বোধ (একটা হাঁ-করা, কোথাকার)। **হাঁ-গা**—পরিচিত ব্যক্তির প্রতি সম্বোধনে—সাধারণতঃ মেয়েদের দ্বারা অথবা মেয়েদের প্রতি ব্যবহৃত হয়। **হাঁ-গো**—পরিচিত ব্যক্তির প্রতি সম্বোধনে, সাধারণত: বিরক্তি অথবা অভিযোগের সহিত। **হাঁ-হাঁ**—অব্য. ব্যস্তভাবে নিষেধ করা সূচক (হাঁ-হাঁ, কর কি।); সন্দেহ প্রকাশক (হাঁ-হাঁ, সব বোঝা গেছে)।

হাঁই-ফাঁই—অব্য. শ্বাসকষ্ট অথবা অসহায়-ভাব জ্ঞাপক (এখন আর হাঁই-ফাঁই করলে কি হবে?)। **হাঁই-হাঁই**—প্রবল ক্ষুধা অতিশয় লোভ ইত্যাদি জ্ঞাপক (হাঁই-হাঁই আর মেটে না)।

হাঁউ—আমি (প্রাচীন বাংলা)। **হাঁউ-মাঁউ-খাঁউ**—(আমি-মানুষ-খাব) রূপকথার রাক্ষসের মানুষ খাওয়ার লোভ-জ্ঞাপক চিৎকার।

হাঁক—(সং. হুঙ্কার?) বি. উচ্চ ধ্বনি (ফকির দরজায় হাঁক দিয়েছে); উচ্চৈঃস্বরে ঘোষণা বা আহ্বান (হায়দরী হাঁক—মহাবীর হজরত আলীর রণনাদ)। **হাঁক-ডাক**—উচ্চকণ্ঠে ডাকা-ডাকি; সোরগোল; প্রভুত্ব ও ক্ষমতার খ্যাতি, দবরবা (তখন চৌধুরীদের খুব হাঁক-ডাক)। **হাঁক পাড়া**—জোরে চেঁচাইয়া ডাকা।

হাঁকড়ানো—ক্রি., বি. হাঁকানো; সমারোহে দাঁড় করানো বা চালানো (গাড়ী হাঁকড়ানো; বাড়ী হাঁকড়ানো)।

হাঁকা—ক্রি., বি. উচ্চৈঃস্বরে বা স্পর্ধার সঙ্গে ডাকা বা ঘোষণা করা (হাঁকে বীর শির দেগা নাহি দেগা আমামা—নজরুল; দাম হাঁকছে দশ টাকা)। **হাঁকানো**—ক্রি, বি. বেগে বা সদর্পে চালানো (গাড়ী হাঁকানো; মোটর হাঁকাচ্ছে; কলম হাঁকানো); চেঁচামেচি করিয়া তাড়ানো (এমন বড় মানুষ যে, ভিখিরিকে হাঁকিয়ে দেয়)।

হাঁকাহাঁকি—বি. ডাকাডাকি; বচসা।

হাঁকুপাঁকু—ধাকুপাকু।

হাঁচা—[সং.] ক্রি. হাঁচি দেওয়া; চেতনা প্রকাশ করা, সাড়া দেওয়া। **হাঁচানো**—ক্রি., বি. হাঁচিতে বাধ্য করা। বি. **হাঁচি**—[সং.

হচ্ছি] বি. ক্ষুত, সর্দি ইত্যাদির ফলে নাকমুখ দিয়া বেগে নির্গত বায়ু ও শব্দ। **হাঁচি পড়া**—যাত্রা-আদির সময়ে কাহারও হাঁচি দেওয়া। **হাঁচি মানা**—হাঁচি পড়ার ফলে যাত্রা-আদি স্থগিত করা; হাঁচি দৈবের ইঙ্গিত এরূপ সংস্কার পোষণ করা।

হাঁটকানো—ক্রি., বি. কিছু খোঁজার জন্য উলটপালট করা।

হাঁটা—[সং. অট্] ক্রি., বি., ণ. পদব্রজে যাওয়া; হাঁটিয়া যাওয়ার উপযোগী (হাঁটাপথ); পাওনাদারের তাগাদার জন্য আসা (চার আনা পয়সার জন্য তিন দিন ধরে হাঁটছি)। **হাঁটানো**—ক্রি., বি., ণ. পদব্রজে গমন করানো (**হাঁটানো ছেলে**—পুনর্বিবাহিতা স্ত্রীর পূর্ব-পক্ষের ছেলে); তাগাদার জন্য বার বার আসিতে বাধ্য করা (দশ দিন ধরে হাঁটাচ্ছে); সুতা-আদি চালানো (ছুঁচে সুতা হাঁটানো)। **হাঁটাহাঁটি**—বি. বার বার হাঁটা, তাগাদার জন্য বার বার যাওয়া। **হাঁটুনি, হাঁটন**—বি. হাঁটা, পদব্রজে গমন।

হাঁটু—বি. জানু। **হাঁটু গাড়া,-পাতা**—ক্রি. হাঁটু ভূমিতে পাতিত করিয়া বসা। **হাঁটুজল,-পানী**—বি. হাঁটু পর্যন্ত গভীর জল, অল্প জল। **হাঁটুভাঙা,-ভাঙ্গা**—ণ. মনমরা; উৎসাহহীন।

হাঁড়ি,-ড়ী—বি. বড় ও মুখ-চওড়া রন্ধনপাত্র (ভাতের হাঁড়ি, হাঁড়ির মত মুখ করা); সাপ রাখিবার পাত্র (**সাপের হাঁড়ি খোলা**—অবাঞ্ছিত অনেক ব্যাপার রাষ্ট্র করা)। **হাঁড়িকুঁড়ি**—ছোট-বড় হাঁড়ি কলসী সরা ইত্যাদি। **হাঁড়ি খাওয়া**—হাঁড়ি হইতে খাদ্য চুরি করিয়া খাওয়া (কার বাড়ীতে হাঁড়ি খেয়েছিস, কে ভেঙেছে ঠ্যাং?) **হাঁড়িখাগী**—ণ. যে স্ত্রীলোক লোভে সামলাইতে না পারিয়া রাঁধিতে রাঁধিতে হাঁড়ি হইতে তুলিয়া খায়। **হাটে হাঁড়ি ভাঙ্গা**—হাট দ্রঃ।

হাঁড়িচাঁচা—বি. কাকের মত পক্ষী-বিশেষ।

হাঁড়িয়া—বি. চাউল হইতে প্রস্তুত করা মদ্য-বিশেষ, পচাই (সাঁওতালদের প্রিয়)।

হাঁড়িশাল—বি. রান্নাঘর।

হাঁদা—ণ. নির্বোধ, অতিশয় বোকা (**হাঁদা-রাম**—অতি স্থূলবুদ্ধি); মোটা (**হাঁদাপেটা**—ভুঁড়িওয়ালা)।

হাঁপ, হাঁফ—বি. পরিশ্রমজনিত দ্রুত শ্বাসগ্রহণ ও প্রশ্বাস ত্যাগ; রুদ্ধ নিঃশ্বাস, দম (হাঁপ ছাড়া); কাসরোগ-বিশেষ (হাঁপকাস)। **হাঁপ (-ফ) ছাড়া**—পরিশ্রমহেতু হাঁপানোর পর কিঞ্চিৎ স্বস্তিলাভ-সূচক নিঃশ্বাস ত্যাগ। **হাঁপ (-ফ) ধরা**—দুর্বলতার ফলে কিছু পরিশ্রমের পর হাঁপানো (এখন আর তেতলায় উঠলে হাঁফ ধরে না)। **হাঁপ (ফ) ছাড়ার সময় নাই**—ক্রমাগত পরিশ্রম করিতে হইতেছে, একটুও অবসর নাই। বি. **হাঁপানি, হাঁফানি**—হাঁপকাস, asthma (প্রাদেশিক: **হাঁপি**)। **হাঁপানো, হাঁফানো**—পরিশ্রমাদির ফলে দ্রুত শ্বাস ত্যাগ ও গ্রহণ।

হাঁফাল—বি. লম্ফ, লাফঝাঁপ (হাঁফাল মারে; হাঁফালে—কাব্যে। প্রাচীন বাংলা)। **হাঁফালো-ফোঁপালো**—বয়সের তুলনায় বেশী বাড়ন্ত (ছেলে বা মেয়ে) (প্রাদেশিক)।

হাঁরে—অব্য. রোষ বা অতি-পরিচয় অথবা অবজ্ঞা-সূচক সম্বোধন (কথ্য ও গ্রাম্য হ্যাঁরে)। **হাঁরেরে-রেরেরে**—ডাকাতদের ধ্বনি।

হাঁস—[সং. হংস] বি. জলচর পক্ষী বিশেষ, হংস। (হাঁস বহু প্রকারের—পাতিহাঁস, বালি-হাঁস, রাজহাঁস ইত্যাদি)। পুং. **হাঁসা**; স্ত্রী. **হাঁসী**।

হাঁসকল—দরজার পাল্লায় লাগানো বক্র লৌহখণ্ড যাহা চৌকাঠে লাগানো ডুমনিতে ঢুকাইয়া পাল্লাটি ঝুলানো যায়।

হাঁসপাতাল—[ইং. hospital] বি. রোগী-দিগের বাসের ও চিকিৎসার প্রতিষ্ঠান।

হাঁসফাঁস—অব্য. ঘন ঘন শ্বাস গ্রহণ ও প্রশ্বাস ত্যাগের অবস্থা, হাঁপানো। **হাঁসফাঁস করা**—হাঁপানো; অতিশয় ব্যস্ত হওয়া।

হাঁসলি, হাঁসুলি,-লী—বি. মেয়েদের গলার অলঙ্কার-বিশেষ (বর্তমানে ভদ্র-সমাজে অচল)।

হাঁসা—ণ. হাঁসের মত সাদা রঙের (হাঁসা ঘোড়া)।

হাঁসা—ক্রি., বি. হাস্য করা, হাসা (দ্রঃ)। **হাঁসানো**—ক্রি. হাসানো; হাঁসিয়া বা ঐ জাতীয় ধারালো অস্ত্র দিয়া কাটা, ফাঁসানো (তরমুজ হাঁসানো)।

হাঁসিয়া, হাশিয়া—[আ. হাশিয়া] বি. পাড়, ধার, margin (শালের হাসিয়া; বইয়ের হাশিয়ায় লেখা মন্তব্য)।

হাঁসিয়া, হাসুয়া, হেসে, হেঁসো—বি. কাস্তের মত (অর্থাৎ হাঁসের গলার মত) বাঁকা কাটারি-জাতীয় অস্ত্র-বিশেষ।

হাক-থু, থাক-থু—অব্য. ঘৃণা-ব্যঞ্জক নিষ্ঠীবন ত্যাগের শব্দ (আহা-মরিও বলবেনা, হাকথু-ও করবেনা)।

হাকিম—[আ.] বি. বিচারক; শাসনকর্তা; জজ ম্যাজিস্ট্রেট মুন্সেফ প্রভৃতি। বি. **হাকিমি**—হাকিমের কাজ। প. **হাকিমী**। **হাকিম নড়ে তো হুকুম নড়ে না**—বিচারক চলিয়া গেলেও তিনি যে হুকুম দিয়া যান তাহা পালিত হয়।

হাকিম, হেকিম—[আ. হ'কীম] প., বি. জ্ঞানী; ইউনানী চিকিৎসক, হকিম। বি. **হাকিমি**—ইউনানী চিকিৎসকের কাজ। প. **হাকিমী, হকিমী**—ইউনানী (—চিকিৎসা, দাওয়াই)। **নিম হাকিম**—হাতুড়ে বৈদ্য।

হাগা—[সং. হদ্—মলত্যাগ করা] ক্রি., বি. মলত্যাগ করা (গ্রাম্য ও কথ্য। হাগা পাওয়া; হাগতে যাওয়া; (হাগা মাবেনা বাবা); অত্যন্ত অপরিষ্কার করা (জায়গাটায় হেগে রেখেছ)। (অপকার করা, অপমান করা, সম্পূর্ণ হারাইয়া দেওয়া ইত্যাদি অর্থেও অশিষ্ট ব্যবহার আছে—যে পাতে খায়, সেই পাতে হাগে; ঘাড়ে হাগা; টাকা দেবে না, হেগে দেবে)। প. **হেগো** (হেগো রুগী)। **হেগো কুড়,-ডাঙ্গা**—যেখানে সাধারণতঃ লোকে মলত্যাগ করে। **হেগো রুগী মুখ সাপটে দড়,-মুখে দড়, হেগো রুগীর কথার টনক**—কিছুমাত্র যোগ্যতা নাই, কিন্তু কথায় কম নয়। **কাছায় হাগা**—অত্যন্ত ভীরুতার পরিচয় দেওয়া (প. কাছায়-হেগো)। **হাগানো**—ক্রি. মলত্যাগ করানো; অতিশয় লাঞ্ছিত করা (আমরক্ত হাগানো—পর্যুদস্ত করা)।

হা-ঘরে—বি., প. গৃহহীন, যাহার চালচুলা নাই; ভবঘুরে, যাযাবর, বেদে (হা-ঘরেদের ছেলে)।

হাঙর, হাঙর—বি. হিংস্র জলজন্তু-বিশেষ, shark।

হাঙ্গাম, হে-, হ্যা-,-মা—[ফা. হাঙ্গামা] বি. অশান্তিকর ব্যাপার, গণ্ডগোল, ফ্যাসাদ (এত হাঙ্গামা পোষাবে না বাবা); দাঙ্গা (সেখানে এক হাঙ্গামা বেধে উঠেছে) **হাঙ্গামা-হুজ্জৎ**—গণ্ডগোল বচসা ইত্যাদি।

হাজত—[আ. হা'জত—প্রয়োজন] বি. বিচারের পূর্বে পুলিশের জিম্মাদারি; এরূপ জিম্মায় রাখিবার স্থান, lock-up (হাজত-বাস; হাজতে পোরা হয়েছে; হাজতে পচছে); প্রয়োজন, আবশ্যক (পায়খানার হাজত হয়েছে)।

হাজরা—বি. হাজার সৈন্যের বা লোকের অধিনায়ক, মোড়ল; ভূতদের মোড়ল (হাজরা ঠাকুরের মানত; হাজরা গাছ); উপাধি-বিশেষ।

হাজরি—[আ. হা'দ্'রি—উপস্থিতি] বি. উপস্থিতি, attendance; পরিবেশিত খাদ্য; ইয়োরোপীয়দের খাবার (**ছোট হাজরি**—প্রাতরাশ, breakfast, লঘু খাদ্য; বিপ. **বড় হাজরি**—dinner। হাজির দ্রঃ)। **হাজরি খাতা**—attendance register।

হাজা—[আ. হাদি.মা—হজমের শক্তি] ক্রি. জলকাদায় পচিয়া যাওয়া; প্লাবনে শস্য নষ্ট হওয়া; অনবরত জল লাগিয়া ঘা হওয়া (হাতপায়ের চামড়া হেজে গেছে); বি. অতিবৃষ্টি বা বন্যাহেতু শস্যনাশ (হাজা শুখা); অনবরত জল লাগার ফলে উৎপন্ন ঘা (পায়ের আঙুলে হাজা); প. যাহা হাজিয়া গিয়াছে। **হাজা শুখা**—প্লাবনে ও অনাবৃষ্টিতে নষ্ট বা নাশ। **হাজানো**—জলে ডুবাইয়া পচানো বা নষ্ট করা।

হাজাম—[আ. হজ্জাম] বি. নাপিত; যে সুন্নৎ দেয় অর্থাৎ খাৎনা করে (গ্রামে সাধারণতঃ এই অর্থেই ব্যবহৃত হয়)। বি. **হাজামত**—ক্ষৌরকর্ম; লিঙ্গত্বক্‌চ্ছেদন, circumcision।

হাজার—[ফা. হযার] প. সহস্র; বহু, অনেক (হাজার বার বলেছি); প. **হাজারী**—হাজার সৈন্যের অধিনায়ক (পাঁচহাজারী মনসবদার)। **হাজারে হাজারে**—প্রভূত সংখ্যায়। **হাজারো**—বহু বহু, অনেক (হাজারো বার বলেছি)। **হাজারিকা**—অসমীয়া উপাধি।

হাজি, হাজী—প., বি. যিনি হজ করিয়া আসিয়াছেন (হজ দ্রঃ)।

হাজির—[আ. হা'দি'র] প. আনীত, উপস্থিত, (বান্দা হাজির; হুজুরে হাজির আছি; আসামীকে হাজির করা হইয়াছে; খানা হাজির)। **হাজির-জবাব**—প. প্রত্যুৎপন্নমতি। **হাজির-জামিন**—বি. কোন ব্যক্তি নির্দিষ্ট কালে আদালতে উপস্থিত হইবে এই অঙ্গীকারে যে জামিন থাকে। বি. **হাজিরি, হাজিরা** (হাজিরা দেওয়া;

হাজিরা বহি—যে বইতে উপস্থিতি লেখা হয়)। **গর-হাজিরা**—গর দ্রঃ।

হাট—[সং. হট্ট] বি. ব্যাপক ক্রয়-বিক্রয়ের স্থান; শুধু নির্দিষ্ট কয়েকটা দিনে বসে এমন বাজার; বহু লোকের সম্মিলন-স্থান (চাঁদের হাট, রূপের হাট); জনতা, ভিড়, গোপনীয়তা রক্ষা করিবার অযোগ্য স্থান ('হাটের মাঝে সে কহে')। **হাট করা**—হাটে প্রয়োজনীয় বস্তু ক্রয় করা অথবা ক্রয়-বিক্রয় করা; সম্পূর্ণরূপে উন্মুক্ত করা (দরজা হাট করে খুলে দেওয়া); প্রকাশ করা; গোলমাল করা, বিশৃঙ্খল করা। **হাটচালা**—হাটে দোকান করিবার জন্য চালা। **হাট বসা**—পণ্যদ্রব্য লইয়া নির্দিষ্ট দিনে বিক্রেতাদের হাটে আসা; বহু লোকের ভিড় হওয়া। **হাট বসানো**—প্রয়োজনীয় গৃহাদি নির্মাণ করাইয়া প্রকাণ্ড বিকিকিনির ব্যবস্থা করা; বহু জন মিলিয়া হট্টগোল করা। **হাটবার**—হাট বসিবার নির্দিষ্ট দিন। **হাটা**—(সমাসে পরপদে) হাটের জায়গা (মেছোহাটা, দরমাহাটা)। **হাটে বিকানো**—দশ জনের দ্বারা সমাদৃত হওয়া। (কোন্ হাটে তুই বিকাতে চাস ওরে আমার মন—রবি)। **হাটে হাঁড়ি ভাঙা**—গোপনীয় ব্যাপার সকলের সামনে ফাঁস করিয়া দেওয়া। **হাটের দুয়ারে কপাট**—অসম্ভব ব্যাপার। **হাটহদ্দ**—শেষ সীমা; চূড়ান্ত ব্যাপার। **ভাঙা হাট**—দিনশেষে বেচাকেনা শেষ হইয়াছে এমন হাট; পড়ন্ত অবস্থা।

হাটুয়া, হেটো—ণ. যাহা হাটে-বাজারে বিক্রয় হয়, অতি সাধারণ (হেটো কাপড়)।

হাটুরিয়া, হাটুরে, হাটুয়া—বি. যে হাটে ক্রয়-বিক্রয় করে; যে হাট হইতে প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র কিনিয়া আনে; ণ. হাটের পণ্য-সম্পর্কিত (হাটুরিয়া নৌকা)।

হাড়—[সং. হড্ড] বি. অস্থি, দেহের কাঠামোর কঠিন উপাদান (হাড় গোনা যায়); অন্তঃপ্রদেশ, মর্মস্থল (হাড়ে হাড়ে বজ্জাতি; হাড়ে হাড়ে বুঝেছি); ধাত (হাড়ে টক); কুলগৌরব (সোনপুরের মিঞারা ভাতে মরা, কিন্তু হাড় আছে; তা থাকুক, শুকনো হাড় কুকুরেও চাটে না)। **হাড়কাঠ, হাড়িকাঠ**—বলির পশুকে যে কাঠে আটকাইয়া লওয়া হয়, যূপকাষ্ঠ। **হাড়কাঠে ফেলা**—বলির জন্য পশুকে পাতিত করা; দুষ্টকে শাস্তি দিবার জন্য কায়দায় পাওয়া। **হাড়কাঠে গলা দেওয়া**—জানিয়া শুনিয়া বিপদ বরণ করা। **হাড় কালি হওয়া**—অত্যন্ত জ্বালাতন হওয়া, অত্যন্ত দুঃখ পাওয়া। **হাড় কাটে তো মাস কাটে না**—অত্যন্ত ভোঁতা অস্ত্র সম্বন্ধে বলা হয়। **হাড় গুঁড়া করা**—খুব মার দেওয়া; কঠোর পরিশ্রমে স্বাস্থ্য নষ্ট করা। **হাড়গোড়**—হাড় ইত্যাদি। **হাড়গোড়-ভাঙা দ**—দ-এর মত বাঁকা ও পিণ্ডাকৃতি। **হাড় জুড়ানো**—প্রকৃত শান্তি বা আরাম লাভ করা, সকল যন্ত্রণার অবসান হওয়া। **হাড় জ্বালানো**—ণ. যে বা যাহা অত্যন্ত উত্যক্ত করে। **হাড়-জোড়া**—লতা-বিশেষ (ইহার ব্যবহারে ভাঙা হাড় জোড়া লাগে। 'হাড়-ভাঙার গাছ'ও বলা হয়)। **হাড়পেকে**—ণ. যাহাকে প্রচুর দুঃখদৈন্য সহ্য করিতে হইয়াছে; দেখিতে কৃশ, কিন্তু বয়স হইয়াছে; ধাতু; পাজী। **হাড়-পেকের বোঝা**—কষ্টদায়ক বোঝা। **হাড়-ভাঙা খাটুনি**—অতিশয় পরিশ্রম যাহার ফলে শরীর নষ্ট হইয়া যায়। **হাড় ভাজা-ভাজা হওয়া**—অতিশয় জ্বালাতন হওয়া। **হাড়হদ্দ**—হদ্দমুদ্দ; একেবারে ভিতর পর্যন্ত সব কিছু, নাড়ী-নক্ষত্র। **হাড়-হাভাতে**—লক্ষ্মী-ছাড়া-পনা যাহার মজ্জাগত, গালি-বিশেষ (হাড়-হাভাতে লক্ষ্মী-ছাড়ার দল)। **হাড়ে দূর্বা গজানো**—দীর্ঘ বা বিফল প্রতীক্ষা সম্বন্ধে বলা হয় (সরকারের সাহায্য পেতে পেতে স্কুলের হাড়ে দূর্বা গজাবে)। **পাকা হাড়**—অভিজ্ঞ বহুদর্শী ব্যক্তি।

হাড়গিলা—বি. মাংসাশী পক্ষী-বিশেষ, [adjutant bird।

হাড়ি,-ড়ী—[সং. হড্ডি] বি. অস্পৃশ্য জাতি-বিশেষ। **হাড়ির হাল, হাড়ির খোয়ার**—অতিশয় দুর্দশা। স্ত্রী. **হাড়িনী**।

হাড়িকাঠ—হাড়-কাঠ দ্রঃ।

হাড়িপা,-কা—বি. তন্ত্রমতে সিদ্ধ শূদ্র-জাতীয় সুপ্রসিদ্ধ যোগী বিশেষ।

হাডুডু—বি. খেলাবিশেষ, কপাটি।

হাড্ডি—[সং. হড্ডি] বি. অস্থি, হাড়। **হাড্ডিসার**—ণ. যাহার অস্থি মাত্র আছে, অতিশয় শীর্ণ। **হারামের হাড্ডি**—গালি-বিশেষ, অতিশয় পাজি।

হাণ্ডি,-ণ্ডী—[সং. হণ্ডী] বি. হাঁড়ি (বৃহৎ হইলে

হাণ্ডা—হাঁড়া)। হাণ্ডিয়া—ণ. হেঁড়ে, হাড়ির মত বড়; বি. মদ্য-বিশেষ, হাঁড়িয়া।

হাত—[সং হস্ত; প্রাকৃ হত্থ] বি. বাহুমূল হইতে বা কনুই হইতে অঙ্গুলির অগ্রভাগ পর্যন্ত অঙ্গ; মণিবন্ধ হইতে অঙ্গুলির অগ্রভাগ পর্যন্ত, করতল (হাত দেখা); বাহু বা মণিবন্ধ যেখানে গহনা পরা হয় (হাতের শাঁখা; হাতের অনন্ত); আঠারো ইঞ্চি দৈর্ঘ্য (লম্বায় চার হাত); এখতিয়ার (এতে আমার হাত নেই); পাল্লা, খপ্পর (হাতে পড়া); দক্ষতা, হস্তকৌশল (শিকারে ভাল হাত); দফা, বার (এক হাত নেওয়া; এক হাত তাস খেলা); কর্তৃত্ব; প্রভাব; কররেখা দ্বারা নির্ণীত ভাগ্য (হাত গোনা); তহবিল (হাত খালি); দানশীলতা, ব্যয়শীলতা (দরাজ হাত); দক্ষতা (হাত খোলা)। **হাত-আলস্য**—হস্ত প্রসারণ আলস্য, গড়িমসি ভাব (গ্রাম্য—**হাত-আল্সি**—হাত-আল্সি করে কাজটা পড়ে রয়েছে)। **হাত আসা**—আয়ত্ত হওয়া; দানের অভ্যাস হওয়া (হাত আসুক)। **হাত উঠানো**—হাত তোলা; হাত দিয়া মারা। **হাত এড়ানো**—অধিকার হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া; অনুনয়-বিনয়ে বশীভূত না হওয়া। **হাত-কড়া, -কড়ি**—বি. কয়েদীর হাতের শৃঙ্খলযুক্ত লৌহ-বলয়। **হাতে হাতকড়া পড়া**—অপরাধের দায়ে ধৃত হওয়া। **হাত করা**—অধিকারে আনা; বশীভূত করা; পক্ষভুক্ত করা (সাক্ষীকে হাত করা)। **হাতকর্জা**—বি. খত না দিয়া কৃত ঋণ। **হাত-করাত**—বি. এক হাতে চালানো যায় এমন ছোট করাত। **হাতকষা**—ণ. কৃপণ। **হাতকাটা**—ণ. ছিন্নহস্ত; ছোট হাতা ওয়ালা (-জামা)। **হাত কামড়ানো**—প্রতি-কারের উপায় না পাইয়া ক্ষোভে অধীর হওয়া। **হাতখরচ,-খরচা**—খরচ দ্রঃ। **হাত খালি**—টাকাপয়সা নাই এমন অবস্থা; হাতে গহনার অভাব। **হাত খোলা**—বাজনা-আদিতে দক্ষতা হওয়া। **হাত-খোলা**—ণ. ব্যয়শীল; দানশীল। **হাত গুটানো**—কারবার-আদি বন্ধ করা; নিজেকে লিপ্ত না রাখা; খরচ কমানো; নিরস্ত হওয়া। **হাত গোনা,-গনা**—কররেখা দেখিয়া ভূত-ভবিষ্যৎ বলা। **হাত চলা**—ক্ষিপ্রকারিতা প্রকাশ পাওয়া; সহজেই মারিয়া বসা। **হাত চালা**—চোর ধরিবার জন্য মন্ত্র পড়িয়া হাত চালানো। **হাত চালানো**—তাড়াতাড়ি কাজ করা। **হাত চুলকানো**—হস্তকণ্ডূয়ন করি-বার জন্য ব্যস্ত হওয়া। **হাতচিঠা**—চিঠা দ্রঃ। **হাতছাড়া**—ণ. আয়ত্তের বহির্ভূত। **হাত-ছানি**—বি. হাত তুলিয়া ইঙ্গিত। হাতছানি দিয়া ডাকা। **হাতছেঁচড়া**—বি. ছিঁচকে চোর। **হাতজোড় করা**—প্রণাম বা মিনতি বা অক্ষমতা জানানো। **হাতজোড়া থাকা**—কর্মব্যাপৃত থাকা। **হাত ঝাড়লে বা ঝাড়া দিলে পর্বত**—(এত ধনী যে) তাহার পক্ষে যাহা সামান্য অন্যের পক্ষে তাহাই প্রচুর ঐশ্বর্য। **হাতটান**—বি. হাতকষা; চুরি-ছেঁচড়ামির অভ্যাস। **হাত ঠারা**—হাতের দ্বারা ইঙ্গিত করা। **হাততালি**—বি. করতালি, বাহবা (দশের হাততালি)। **হাত তোলা**—মারা (পরের ছেলের গায়ে হাত তুলতে গেলে কেন?)। **হাত-তোলা**—ণ. যাহা হাতে তুলিয়া দেওয়া হয়; অপ্রচুর; দয়া করিয়া প্রদত্ত; বি. দয়ার দান (অন্যের হাত-তোলায় বেঁচে থাকা)। **হাত থাকা**—প্রভাব থাকা; কর্তৃত্ব থাকা (এতে তার হাত আছে)। **হাত দিয়া হাতী ঠেলা**—সামান্য উপায়ে দুঃসাধ্য কর্ম সাধন বা চেষ্টা করা। **হাত দিয়া জল না গলা**—অতিশয় কৃপণ হওয়া। **হাত দেওয়া**—কর্মে প্রবৃত্ত হওয়া; স্পর্শ করা; সাহায্য করা; হস্তক্ষেপ করা; সংস্রবে আসা। **হাত দেখা**—নাড়ীর গতি পরীক্ষা করা; (ভাগ্য গণনার জন্য) করতলের রেখা পরীক্ষা করা। **হাত ধরা**—একান্ত নির্ভরশীল লোকের সব ভার লওয়া। **হাত-ধরা**—ণ. করায়ত্ত, বশীভূত (হাত-ধরা লোক)। **হাত ধোয়া**—হস্ত ধৌত করা; সংস্রবশূন্য হওয়া (ও ব্যাপার থেকে আমি হাত ধুয়ে বসেছি)। **হাত-ধোয়া মৌলবী**—মৌলবীর মত যে সংসারে কোন কাজে হাত দেয় না (ব্যঙ্গ করিয়া বলা হয়)। **হাত নিশ্‌পিশ্ করা**—কিছু করিবার জন্য বা প্রহার দিবার জন্য ব্যগ্র হওয়া। **হাত পড়া**—হস্তক্ষেপ বা সংস্পর্শ ঘটা। **হাত পড়িয়া যাওয়া**—পক্ষাঘাতে হাত অবশ হওয়া। **হাত পাকানো**—অভ্যস্ত বা অভিজ্ঞ হওয়া। **হাত পাতা**—হীনভাবে প্রার্থী হওয়া; ঘুষ চাওয়া। **হাত-পা-বাঁধা**—ণ. স্বাধীন-ইচ্ছা-

বর্জিত, নিরুপায়। **হাত-পা বাঁধিয়া জলে ফেলা**—অপাত্রে দেওয়া। **হাত-পা বাহির করা**—অতিরঞ্জিত করা, অতিশয় বিস্তারিত করা (কথার হাত-পা বাহির করা)। **হাত ফসকানো**—হাত হইতে ফসকানো। **হাত ফেরা**—এক জনের হাত হইতে অন্য জনের হাতে যাওয়া। **হাত বদল**—বি. হস্তান্তর, অধিকার বা স্বত্ব পরিবর্তন। **হাত বদল করা**—এক হাত হইতে অন্য হাতে লওয়া; চালাকি করিয়া ভাল জিনিসের পরিবর্তে মন্দ জিনিস দেওয়া। **হাত বাক্স**—ছোট বাক্স যাহাতে খরচের টাকা থাকে। **হাত বাড়ানো**—সাহায্য করিবার জন্য অথবা কিছু পাইবার জন্য প্রসারিত করা (হাত বাড়াইয়া আকাশ পাওয়া—আশার অতিরিক্ত কিছু লাভ করা)। **হাত ভারী**—ভারী বস্তু বহনের জন্য হাত অবশ হওয়া। **হাতভারী**—প. টাকা দিতে বা খরচ করিতে যাহার হাত উঠে না, কৃপণ। **হাত মাটি করা**—শৌচান্তে হাতে মাটি মাখাইয়া ধৌত করা। **হাত-মোজা**—বি. দস্তানা। **হাতযশ**—বি. কাজে হাত দিলে তাহা ভাল উতরায় এই খ্যাতি। **হাত-রাঁড় করা**—বিধবার মত হাত খালি করা। **হাত লাগা**—হাত ভারা, হস্তস্পর্শ ঘটা। **হাত লাগানো**—কাজে প্রবৃত্ত হওয়া। **হাতশাথি,-সাথি**—হাতছানি। **হাত শুধু করা**—হাতে সধবার চিহ্ন চুড়ি-আদি না পরা। **হাত সাধা**—অভ্যস্ত হওয়া, দক্ষতা অর্জন করা। **হাত-সাফাই**—বি. হস্তকৌশল। **হাত সুড়সুড় করা**—কিছু করিবার জন্য বা মারিবার জন্য ব্যগ্র হওয়া। **হাতে আকাশ পাওয়া**—আকাশ দ্রঃ। **হাতে-কলমে করা**—বিদ্যা বা শিক্ষা কার্যে রূপান্তরিত করা; নিজে করা (শুধু শিখিয়া রাখা নয়)। **হাতে-খড়ি**—পাঁচ বৎসর বয়সে হাতে চা-খড়ি দিয়া শিশুকে প্রথম লিখিতে শেখানোর অনুষ্ঠান বিশেষ; শিক্ষারম্ভ (রাজনৈতিক হাতে-খড়ি)। **হাতে খোলা দেওয়া**—সর্বস্বান্ত করা। **হাতে-গড়া**—প. কাহারো দ্বারা বিশেষভাবে শিক্ষিত বা প্রভাবান্বিত। **হাতে চাঁদ দেওয়া**—দুরাশায় উদ্বুদ্ধ করা। **হাতে থাকা**—অধিকারে থাকা; প্রভাবাধীন থাকা; অঙ্কে পূর্ণ সংখ্যা বা অঙ্ক অবশিষ্ট থাকা (চৌদ্দর চার নামলে, হাতে থাকে এক)। **হাতে ধরা**—অনুনয়-বিনয় করা। **হাতে-নাতে,-নোতে,-লোতে ধরা**—চোরাই মাল সমেত ধরা অথবা অপরাধের প্রমাণ সমেত ধরা। **হাতে পড়া**—কর্তৃত্বাধীন হওয়া (বিষয় হাতে পড়া; বাটপাড়ের হাতে পড়া)। **হাতে পাওয়া**—অধিকারে পাওয়া, কর্তৃত্ব দেখাইবার সুযোগ পাওয়া। **হাতে পাঁজি মঙ্গলবার**—মীমাংসার নির্ভরযোগ্য উপায় থাকিতে তর্কবিতর্ক বৃথা। **হাতে মাথা কাটা**—অসম্ভব সম্ভব করা (অতিশয় প্রতাপশালিতার সম্বন্ধে বলা হয়। সংক্ষেপে—হা-মা-কা)। **হাতে মারা নয়, ভাতে মারা**—সোজাসুজি প্রহার বা শাস্তি না দিয়া কৌশলে আয়ের পথ বন্ধ করিয়া কাবু করা। **হাতে রাখা**—বাধ্য রাখা; সঞ্চয় করিয়া রাখা, আপাততঃ হাঁ-না না বলিয়া ভবিষ্যতের জন্য স্থগিত রাখা। **হাতে স্বর্গ পাওয়া**—স্বর্গ দ্রঃ। **হাতে-হাতে**—সঙ্গে-সঙ্গে, অবিলম্বে (হাতে-হাতে ফল পাওয়া)। **হাতের পাঁচ**—বি. যাহার উপর নিজের বিশেষ অধিকার আছে, শেষ সম্বল; বিন্তি খেলায় যে শেষ পিঠ পায় তাহার প্রাপ্য পাঁচ কোঁটা (টুয়েন্টিনাইনে এক কোঁটা)। **হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেলা**—যে সুযোগ-সুবিধা লাভ হইয়াছে তাহার সদ্ব্যবহার না করা। **ভাত হাতের ব্যাপার**—ভোজন; জীবিকা, রুজি। **বুকে হাত দিয়ে বলা**—যাহা প্রকৃত সত্য অথবা অন্তরের কথা তাহা বলা। **মাথায় হাত দেওয়া**—বিপদে অবসন্ন বা হতাশ হওয়া। **মাথায় হাত বুলানো**—ঠকানো, ফাঁকি দেওয়া। [অনুভব করা বা খোঁজা।

হাতড়ানো—ক্রি., বি. অন্ধের মত হাত দিয়া

হাতব্য—[হা (ত্যাগ করা) + তব্য] প. ত্যক্তব্য, বর্জন করিবার যোগ্য।

হাতল—[হি. হথলী] বি. হাত দিয়া ধরিবার সুবিধার জন্য যে অংশ থাকে তাহা।

হাতা, হাথা—(যাহা হাতের মত দেখিতে) বি. দর্বি (এক হাতা মাংস); বাঘ প্রভৃতির নখযুক্ত সম্মুখের পদ, থাবা; জামার আস্তিন; এলাকা, গৃহসংলগ্ন স্থান বা গৃহের পার্শ্ববর্তী স্থান, compound (বাড়ীর হাতা); অধিকার।

হাতামাথা—হাত বা মাথা, যাহা ধরা যায়, বুঝিবার উপায় (হাতামাথা কিছু পাওয়া যাচ্ছে না)।

হাতানো—ক্রি., বি. হাত দিয়া নাড়িয়া-চাড়িয়া দেখা (তবু আজ সে দুই চার টাকা হাতায়); হস্তগত করা, আত্মসাৎ করা।

হাতাল—বি. হাতলের মত যন্ত্র-বিশেষ যাহা তাতাইয়া রাঙ্ঝাল দেওয়া হয়।

হাতাহাতি—বি. খালি হাতে মারামারি (প্রথম কথা-কাটাকাটি, পাছে হাতাহাতি); খালি হাতে কৃত (হাতাহাতি যুদ্ধ)।

হাতি—হাতী দ্রঃ।

হাতিনা, হাতনে—বি. ঘরের বারান্দা, [ওসারা। (প্রাদে.)

হাতিয়া—ণ. হস্ত-পরিমিত (পাঁচ হাতিয়া ধুতি)।

হাতিয়ার—[হি. হথিয়ার] বি. যুদ্ধের অস্ত্র, তরোয়াল বন্দুক প্রভৃতি; কর্মসাধনের অস্ত্র, বা যন্ত্র, সাধিত্র। **হাতিয়ারবন্দ**—ণ. সশস্ত্র।

হাতী, হাতি—[সং. হস্তী; প্রাকৃ. হত্থী] বি. হস্তী, করী, গজ, বারণ। **হাতী পোষা**—ব্যয়সাধ্য ব্যাপারের দায়িত্ব গ্রহণ করা (বৌ পোষা না হাতী পোষা)। **হাতীশাল**—বি. হস্তিশালা। **হাতীশুঁড়,-শুঁড়া**—ছোট গাছ-বিশেষ (ফুলের মঞ্জরী হাতীর শুঁড়ের মত); জলস্তম্ভ (হাতীশুঁড়া নেমেছে)। **হাতীর খোরাক**—প্রভূত খাদ্য। **হাতীর গলায় ঘণ্টা**—ঘণ্টা দ্রঃ; অধিক বয়স্ক বরের অল্পবয়স্কা বধূ। **হাতীর পাঁচ পা দেখা**—সৌভাগ্যগর্বে অতিশয় বাড়াবাড়ি করা। **হাতীর মুখে দুব্বো ঘাস**—অতি অপ্রচুর আয়োজন। **দুয়ারে বাঁধা হাতী**—অতি সচ্ছল অবস্থা সূচক।

হাতী—ণ. হস্ত-পরিমিত (দশহাতী ধুতি)।

হাতুড়,-ড়ী—বি. ছোট লোহার মুগুর।

হাতুড়িয়া, হাতুড়ে—(হাতড়ানো?) বি. অশিক্ষিত বা আনাড়ী, quack; অনভিজ্ঞ কিন্তু দায়িত্বপ্রাপ্ত।

হাথড়ানো—হাতড়ানো দ্রঃ। **হাথা**—হাতা দ্রঃ। **হাথানো**—হাতানো দ্রঃ।

হাদিস,-স্থ—[আ. হ'দীথ'] বি. মুহম্মদের বাণী। **সহী হাদিস**—নির্ভুল হাদিস (কোরআনের নীচেই সহী হাদিসের স্থান)। **জয়ীফ হাদিস**—দুর্বল হাদিস, প্রামাণিকতায় সন্দেহ আছে এমন হাদিস (সাধারণতঃ বোখারী ও মোস্‌লেমের হাদিস প্রামাণিকতায় অগ্রগণ্য)।

হানা—ক্রি., বি. অস্ত্র নিক্ষেপ করা; অস্ত্রাঘাত করা; প্রবল আঘাত করা (বীণাতন্ত্রে হানো হানো খরতর ঝঙ্কার ঝঞ্ঝনা—রবি)। (কাব্যে ব্যবহৃত)। **হানাহানি**—বি. পরস্পরের প্রতি প্রবল আঘাত।

হানা—বি. আক্রমণ; জলস্রোতে নদীতীরের ভাঙন; হঠাৎ অনুসন্ধানার্থে পুলিশের আগমন (পুলিশের হানা)। **হানাদার**—ণ. আক্রমণকারী, aggressor (—সৈন্য)। **হানাবাড়ী**—যে বাড়ীতে ভূত থাকে বলিয়া প্রসিদ্ধি।

হানা—বি. গলদেশ, কণ্ঠ (রত্নভরা থুপীপুঁথি ঘোড়ার হানায়—ভারতচন্দ্র)।

হানি—[হা (ত্যাগ করা)+ক্তি] বি. ক্ষতি, নাশ, অপচয় (ধনহানি, শস্য-হানি; প্রাণহানি। **হানিকর**—ক্ষতিকর, নাশক।

হাপ—হাফ দ্রঃ।

হাফ—[ইং. half] অর্ধ-পরিমিত; অর্ধেক (হাফসার্ট, হাফ-টিকিট)। **হাফ-আখড়াই**—কবিগানের ধরণের গান-বিশেষ। **হাফ ইস্কুল**—যেদিন দুপুরেই স্কুল ছুটি হইয়া যায় (শনিবার আমাদের হাফ-ইস্কুল)। **হাফগেরস্ত**—এক-শ্রেণীর বেশ্যা। **হাফ-টিকিট**—ছোটদের জন্য অর্ধেক ভাড়ার টিকিট (রেলে প্রচলিত)। **হাফ-মোজা**—পায়ের গোছের নীচ পর্যন্ত ওঠে এমন ছোট মোজা।

হাপর—বি. কামারের অগ্নিকুণ্ড—যেখানে ধাতু গলান হয়, furnace; জেলেদের মাছ জিয়াইয়া রাখিবার বৃহৎ আধার; যেখানে বীজ অঙ্কুরিত করা হয়, মাদা।

হাপসানো, হাবসানো—ক্রি., বি. দমবন্ধ হইয়া মৃতপ্রায় হওয়া (সাধারণতঃ সদ্যোজাত শিশু সম্বন্ধে বলা হয়)।

হা-পিত্যেশ—বি. হায় কবে পাইব—সেই প্রত্যাশা, দীর্ঘ প্রতীক্ষা (তোমার দানের জন্য হা-পিত্যেশ করে বসে নাই)।

হাপুস নয়নে—অঝোর নয়নে। **হাপুস-হুপুস**—অব্য. ডাল-ভাত বা দুধ-ভাত ইত্যাদি খাওয়ার শব্দ (হাপুসহুপুস শব্দ চারিদিক নিস্তব্ধ, কাঁদিয়া পিঁপিড়া যায় পাতে—রবি)।

হাফটোন—[ইং. halftone] বি. সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম বিন্দু বা রেখার সমাবেশে ছবির ব্লক করিবার পদ্ধতি বিশেষ (বিপ. লাইন ব্লক)।

হাফিজ, হাফেজ—[আ. হা'ফিয'] ণ. রক্ষাকারী (খোদা হাফেজ—খোদা রক্ষা করুন—

বিদায়কালীন সম্ভাষণ); সমগ্র কোরআন যাঁর কণ্ঠস্থ ; বি. স্বনামধন্য ইরানী কবি।

হাব—[হ্বে+ঘঞ্—আহ্বান] বি. যুবতীর অনুরাগজাত বিলাস (বাংলায় 'হাবভাব' প্রচলিত)। **হাবভাব**—বি. নারীর অনুরাগসূচক ভাবভঙ্গি; ধরণ-ধারণ, রকম-সকম, আকার-ইঙ্গিত (হাবভাবে বা হাবেভাবে বোঝা গেল, তিনিও এই চান)।

হাবজা-গোবজা—বি. হাবিজাবি, শাকপাতা প্রভৃতি অসার খাদ্য (হাবজা-গোবজা দিয়ে পেট ভরানো)।

হাবড়, হাবোড়—বি. প্রচুর কর্দম (পায়ে হাবড় লেগেছে ; হাবড় ভাঙ্গা ; এক হাঁটু হাবড়)। (তুঃ হাওড়, হাওর)। **হাবড়জোবড়,-জাবড়**—শাকপাতা প্রভৃতি অসার খাদ্য (হাবড়-জোবড়ে পেট ভরানো)। **হাবড়হাটি**—হাবড়ের প্রাচুর্য, প্রচুর অসার বস্তু (তবে কেন আমি এত হাবড়হাটি লিখিয়া মরি ?—বঙ্কিমচন্দ্র)।

হাবড়া—ণ. হাবড়ের মত অসার ; কাদাভরা ; বি. কাদাজমি, পাঁক ভরা জায়গা। **বুড়ো হাবড়া**—অতিশয় বৃদ্ধ এবং একান্ত অকর্মণ্য।

হাবলা—[আ. আব্লাহ্] বি. নির্বোধ, হাবাগোবা, বুদ্ধি-বিবেচনাহীন। স্ত্রী. **হাবলী**।

হাবলি—হাবেলি দ্রঃ।

হাবশী,-সী—[আ হব্শী] বি. আবিসিনিয়ার অধিবাসী (হাবসী খোজা); হাবশীর মত অতিশয় কৃষ্ণবর্ণ।

হাবা—[সং. অবাক্ ; আ. আব্লাহ] ণ. নির্বোধ, বিচার-বিবেচনাহীন, অতিশয় বোকা (একটা হাবা কোথাকার)। **হাবাকালা**—ণ. বুদ্ধিবিবেচনাহীন আবার কানেও শোনে না ; মূক-বধির। **হাবাগঙ্গারাম**—মহা হাবা। **হাবাগোবা**—ণ. অতিশয় নির্বোধ ; গোবেচারা।

হাবাত-কুড়ে—ণ. হাভাতে ও কুড়ে। ণ. **হাবাতে**—হাভাতে।

হাবিলদার—হাওলাদার (হাওয়ালা দ্রঃ) ; নিম্নপদস্থ সৈনিক কর্মচারি-বিশেষ (হাবিলদার নজরুল ইছলাম)। বি. **হাবিলদারি**।

হাবিস করা, হাবিজ করা—[ইং. half-ease ?] খালাসীদের ভাষা, যন্ত্রের সাহায্যে ভারী জিনিস উঠানো, নামানো, নজর করা, কাছি টানা ইত্যাদি সম্বন্ধে বলা হয়।

হাবুজখানা, হাবুসখানা—[আ. হব্স্+ফা. খানা] বি. জেলখানা (সে এখন হাবুস্‌খানায় আছে—বঙ্কিমচন্দ্র)।

হাবুডুবু—বি. বারবার ডুবিয়া যাওয়ার জন্য শ্বাসকষ্ট। **হাবুডুবু খাওয়া**—জলে ডুবিয়া হাঁসফাঁস করা ; একান্ত বিহ্বল হওয়া (সুখের দরিয়ায় হাবুডুবু খাচ্ছে)। [অট্টালিকা, গৃহ।

হাবেলী—[আ. হ'বেলী] বি. পাকাবাড়ী,

হাভাত—বি. অন্নাভাব ; অন্নাভাবের দুঃখ ('ঘরে বসে পুছে বাত, তার কপালে হাভাত')। ণ. **হাভাতে**—অত্যন্ত গরীব, ভাত জুটেনা যার এমন। স্ত্রী. **হাভাতী**।

হাম—বি. সংক্রামক রোগবিশেষ যাহা সাধারণতঃ অল্পবয়স্কদের বেশী হয়, মিলমিলে, measles (হাম উঠা, হাম জ্বর), চুম্বন (—খাওয়া)।

হাম—[সং. অহম্ ; ব্রজবুলি] সর্ব. আমি। **হামার, হামারী**—আমার। **হামক**—আমাকে। **হামে**—আমাকে।

হাম—[ফা. ; সং. সম] ণ. পরস্পর-সম্পর্কিত। **হামওতন**—ণ. একদেশবাসী। **হামকওম**—ণ. এক গোত্রের বা জাতির বা সমাজের। **হামকদম**—ণ. সঙ্গী, সহচর। **হামকার**—ণ. সমবৃত্তি। **হামছায়,-সায়া**—ণ. প্রতিবেশী। **হামজবান**—ণ. একভাষাভাষী। **হাম-জুলফ**—শ্যালীপতি, ভায়রা। **হামজাত**—ণ. স্বজাত। **হামদর্দি**—বি. সমবেদনা। **হামদম**—বন্ধু। **হামদিল**—ণ. অভিন্নহৃদয়, সখা। **হামপেয়া**- ণ. সমবৃত্তি। **হাম-মজহাব**—ণ. একই ধর্মের লোক। **হামরাই**—হামরাহী, সহযাত্রী, সহচর। **হামরাহী**—ণ. সহযাত্রী। **হামরঙ্গ**—ণ. একই রঙের। **হামশেকেল**—ণ. একই চেহারার। **হামশহরী**—ণ. একই শহরের অধিবাসী। **হামসবক**—ণ. সহপাঠী।

হামবড়া—আমি বড়—এই ভাব, অহমিকা, আত্মম্ভরিতা। **হামবড়াভাব**—অহমিকা।

হামলা—[আ. হ'ম্লাহ্] বি. আক্রমণ, অতর্কিত আক্রমণ (বাঘের হামলা)।

হামলানো—ক্রি.,বি. বাছুরের জন্য গাভীর হাম্বা-হাম্বা করা ; (বিদ্রূপে) প্রিয়জনের জন্য বিশেষতঃ সন্তানের অদর্শনে অতিরিক্ত ব্যস্ত হওয়া।

হামা, হামাগুড়ি—বি. শিশুর দুই হাত ও দুই

জানুর উপর ভর দিয়া চলিবার চেষ্টা (হামা দেওয়া, হামাগুড়ি দেওয়া)।

হামামদিস্তা, হামানদিস্তা—[ফা. হাবন্-দস্তাহ্] বি. দ্রব্যাদি ঠুকিয়া বা পিটিয়া গুঁড়া করিবার লোহার পাত্র ও ডাঁটি।

হামাম, হাম্মাম—[আ. হ'ম্মাম] বি. স্নানাগার, গোছলখানা; সাধারণের ব্যবহার্য গরমজলের গোছলখানা।

হামাল, হমল—[আ. হ'মল্] বি. গর্ভ, পেটের শিশু; বোঝা। **হামলা, হামিলা, হামেলা, হামেল**—ণ. গর্ভবতী।

হামি—[আ. হামী] ণ. রক্ষণাবেক্ষণকারী, অভিভাবক। (প্রাচীন বাংলায় ব্যবহৃত)।

হামি—বি. চুম্বন (হামি খাওয়া)।

হামেল—বি. হেমায়েল (দ্রঃ); পুষ্পহার; হাতীর গলার সাজ-বিশেষ; ণ. গর্ভবতী (হামাল দ্রঃ)।

হামেশা—[ফা. হামেশাহ্] অব্য. সর্বদা, সর্বসময়। **হামেহাল**—[ফা. হামাহ্+হাল] অব্য. সর্বদা, নিরন্তর।

হাম্বা—[সং. হম্বা] বি. গাভীর ডাক—বিশেষতঃ বাছুরের জন্য (হাম্বারব)। **হাম্বা-হাম্বা করা**—গামলানো। [রাগ-বিশেষ।

হাম্বীর—বি রাত্রির রাগিণী-বিশেষ; মেবারের

হায়—[সং. হা] অব্য. শোক দুঃখ নৈরাশ্য ইত্যাদি ব্যঞ্জক। **হায় হায় করা**—[আ. হায়হাত] গভীর খেদ প্রকাশ করা। **হায় আফসোস**—অনুতাপ, না পাওয়ার জন্য ক্ষোভ (হায়-আফসোস আর মিটবার নয়)।

হায়দর—[আ.] বি. সিংহ; হজরত আলীর উপাধি (আলী হায়দর)। **হায়দরী হাঁক**—মহাবীর হজরত আলীর হুঙ্কারের মত রণহুঙ্কার।

হায়ওয়ান—[আ. হা'য়বান] বি. পশু (মানুষ না, হায়ওয়ান)।

হায়ন—[সং.] বৎসর (অগ্রহায়ণ; ত্রিহায়ণী বালা, পঞ্চ-হায়ন বালক)।

হায়সিয়ত—[আ. হ'য়থি'য়ত্] বি. সামাজিক পদ অনুযায়ী ছেলেমেয়ের বিয়ে দেওয়া।

হায়া—[আ.] বি. লজ্জা, শালীনতাবোধ (হায়াপর্দা কিছু নাই)। **বেহায়া**—বি. নির্লজ্জ।

হায়াত—[আ.] বি. আয়ু, জীবন (হায়াতে কুলোলে হয়; হায়াত দরাজ হোক—দীর্ঘজীবী হোক)।

হাবাবিবি—বি. মানবের আদিমাতা হাওয়া, হবা, Eve. (মুসল-পুরাণে ব্যবহৃত)।

হার—[হৃ+ঘঞ্] বি., ণ. বহনকারী (ভারহার); (যাহা মনোহরণে সাহায্য করে) বি. মুক্তা প্রভৃতির মালা ('বক্ষে দুলিছে মুক্তার হার'); (গণিতে) ভাজক। **হারগুটিকা,-গুলিকা**—হারের মুক্তা মণি প্রভৃতি।

হার—[ফা. হর্] বি. দর, অনুপাত, নিরিখ, rate (বার্ষিক তিন টাকা হারে সুদ; টাকায় পাঁচটা হারে)। [মানা; হার হওয়া)।

হার—[সং. হারি] বি. পরাভব (হার-জিৎ; হার

হারক—ণ. হরণকারী, চোর; ধূর্ত; নাশকারী (প্রাণ-হারক); ভাজক, divisor। [হৃ+ণক]।

হারমদ, হারমাদ, হরমাদ, হারামদ—[পর্তু. armada] বি. পর্তুগীজ জলদস্যু বা তাহাদের নৌবহর (রাত্রিতে বহিয়া যায় হারামদের ডরে—কবিকঙ্কণ)। [সুপরিচিত বাদ্যযন্ত্র।

হারমোনিয়ম—[ইং. harmonium] বি.

হারা—ক্রি.,বি. পরাজিত হওয়া (হারা জেতা); বাজি রাখিয়া পরাজিত হওয়া (যদি পার, পাঁচ টাকা হারব); ণ. যে হারাইয়াছে এমন, বিহীন, বঞ্চিত (মা-হারা ছেলে; আত্মহারা; সর্বহারা); যাহা হারাইয়া গিয়াছিল (হারা-মণি; হারাধন; হারা ছেলে)। **হারাই-হারাই**—কখন হারাইয়া-যায়, এই ভয়যুক্ত। **হারাধন**—বি. হারাইয়া গিয়াছিল (কিন্তু এখন পাওয়া গিয়াছে) এমন অর্থ বা আদরের কিছু (হারাধন পেলে সে যে হৃদয়-ভরা—রবি)। **হারান**—হারা (হারানচন্দ্র—যে চন্দ্র অর্থাৎ সন্তানরূপ দুর্লভ ধন পুনরায় পাওয়া গিয়াছে)।

হারানো—ক্রি.,বি. পরাস্ত করা (যুদ্ধে হারানো); খোয়ানো (টাকা হারানো); খুঁজিয়া না পাওয়া (পথ হারানো); ঘুলাইয়া ফেলা (বুদ্ধি হারানো); তাহা না থাকা, তাহা হইতে ভ্রষ্ট হওয়া (জ্ঞান হারানো); অবস্থান বুঝিতে না পারা (হাঁরিয়ে গেছি আমি—রবি); নষ্ট হইতে দেওয়া (সুযোগ হারানো); ণ. যাহা হারাইয়া গিয়াছে (হারানো ধন, হারানো দিনের স্মৃতি)।

হারাম—[আ. হ'রাম] ণ. মুসলমান ধর্মানুসারে নিষিদ্ধ, অবৈধ। (বিপ. হালাল)। **হারামকারি**—বি. ধর্মবিগর্হিত আচরণ, ব্যভিচার। **হারাম খাওয়া**—অবৈধ অর্জনে জীবন নির্বাহ

করা; অবৈধ ধন বা খাদ্য গ্রহণ করা। ণ. **হারামখোর**; বি. **হারামখুরি**। **হারামজাদা**—ণ. জারজ; কড়া গালি-বিশেষ (স্ত্রী. **হারামজাদী**)। **হারাম হওয়া** সংস্পর্শাদি ত্যাগের কঠিন সঙ্কল্পাদি সম্বন্ধে বলা হয় (ওদের বাড়ীর পথ মাড়ানো আমার হারাম হয়েছে)। **শূয়োর হারাম**—অর্থাৎ শূকর ও হারামের মত পরিত্যাজ্য, অথবা যাহার প্রাপ্তির বা ব্যবহারের প্রসঙ্গ উঠিতেই পারে না। **হিন্দুর গরু মুসলমানের হারাম**—সকলের পক্ষে সর্বথা পরিত্যাজ্য। **হারামী**—ণ. বেজন্মা; অতিশয় দুর্জন (গালিতে ব্যবহৃত হয়)।

হারামদ—হারমদ দ্রঃ।

হারাহারি—ণ. আনুপাতিক; ক্রি. ণ. বি. অনুপাত-অনুসারে; (পূর্ববঙ্গে) বি. হারজিত; পণ, বাজি; অংশ অনুযায়ী বিভাগ।

হারি—[হৃ+ই] বি. পরাভব; ণ. মনোহর, রুচির (**হারিকণ্ঠ**—কোকিল)।

হারিকেন—[ইং. hurricane-lantern] বি. ঝড়ে নেভে না এমনভাবে কাচ দিয়া ঘেরা এবং হাতে ঝুলাইয়া লওয়া যায় এমন তেলের বাতি।

হারিণ—[সং.] ণ. হরিণ-সম্বন্ধীয়; হরিণের মাংস। **হারিণিক**—হরিণঘাতক, ব্যাধ।

হারিত—[হৃ—ণিচ্+ক্ত] ণ. অপহারিত; পণে যাহা হারা হইয়াছে; [হরিৎ+অ] ণ হরিৎ বর্ণযুক্ত; বি. শুক পক্ষী। **হারিতপ্রাপ্ত**—যাহা পূর্বে হারাইয়া গিয়াছিল কিন্তু পরে পাওয়া গিয়াছে। **হারিতক**—শাক।

হারিদ্র—[হরিদ্রা+অ] ণ. হরিদ্রা বর্ণ, হলদে।

হারিস—হালিশ (দ্রঃ)।

হারী (-রিন্)—[হৃ+ণিন্] ণ. যে হরণ করে (চিত্তহারী); বাহক (জলহারী); অপহারক (বিত্তহারী, স্বর্ণহারী); অপনোদনকারক (তাপহারী, শোকহারী); নাশক (প্রাণহারী); গ্রহণকারী (রিক্থহারী; ভাগহারী);। স্ত্রী. **হারিণী**।

হারীত—বি. স্মৃতিশাস্ত্র প্রণেতা মুনি-বিশেষ; হরিয়াল পক্ষী; শুক পক্ষী। [সং.]

হারেম—[আ. হ'রম; ইং. harem] বি. অন্তঃপুরিকাদের মহল, শুদ্ধান্ত। **হারেম-শরীফ**—কাবাগৃহ-সংলগ্ন পবিত্র স্থান যেখানে যুদ্ধ করা নিষিদ্ধ।

হার্দ—বি. হৃদ্যতা, ভালবাসা। [হৃদ্+অ]।

হার্দিক—ণ. আন্তরিক; অন্তরের, হৃদয়ের। **হার্দী (-র্দিন্)**—ণ. স্নেহময়। **হার্দ্য**—হার্দ। [হৃদ্+য]।

হার্য—ণ. হরণীয়; বিভাজ্য। [হৃ+য]।

হাল—[হল+অ] বি. হল, লাঙ্গল; বলরাম; (বাং) গাড়ীর চাকায় যে লোহার বেড় লাগানো হয় (হাল লাগানো)।

হাল—[আ.] বি. অবস্থা, দশা (সুহালে আছে; রাজার হালে আছে); দুরবস্থা, দুর্গতি (কি হালে আছি দেখে যাও); ণ. নাকাল (বুড়ো মানুষ পেয়ে ছেলেগুলো বড় হাল করে—প্রাদেশিক); বর্তমান, চলতি, আধুনিক (হাল সাকিন; হালে এসেছে)। **হালখাতা**—নূতন বৎসরের হিসাবের খাতা; ব্যবসায়ীর নূতন খাতা আরম্ভ করা সংক্রান্ত অনুষ্ঠান (১লা বৈশাখ হালখাতার নিমন্ত্রণ)। **হালচাল**—বি. চলতি অবস্থা; ধরণ-ধারণ, চালচলন। **হাল বকেয়া**—ণ. বর্তমানের ও বিগত বৎসরের বা বৎসরসমূহের (খাজনা)। **হাল-হকিকত**—প্রকৃত অবস্থা।

হাল, হালি, হাইল—বি. নৌকা ইত্যাদির যে অংশ ঘুরাইয়া ফিরাইয়া ইহার গতিপথ নিয়ন্ত্রণ করা হয়, নৌকাদণ্ড, কর্ণ, বহিত্র। **হালমাচা**—যে মাচার উপর দাঁড়াইয়া বা বসিয়া মাঝি হাল ধরে। **হাল ধরা**—হাল ধারণ করিয়া নৌকা পরিচালনা করা; সঙ্কল্প ও যোগ্যতার সহিত পরিচালনা করা; দায়িত্ব গ্রহণ করা। **হাল ছাড়া**—কর্মে বা সংকল্পে শিথিলতা দেখানো; হতাশ হওয়া। **হালে পানি না পাওয়া**—কর্মসাধনের পন্থা কার্যকরী না হওয়া; সঙ্কুলান করিতে না পারা।

হালকা—হাল্কা দ্রঃ।

হালট—বি. গ্রামাঞ্চলের চওড়া রাস্তা; গলি। **গো-হালট**—গরু চলিবার পথ।

হালৎ—[আ. হা'লৎ] বি. হাল, অবস্থা, দশা; দুর্দশা।

হালদার—বি. হাওলদার; পদবী-বিশেষ।

হালফিল—[আ. ফিলহা'ল] বর্তমানে, এখন।

হালা—বি. এক মুষ্টিতে যতটা ধান প্রভৃতির গাছ ধরে (কয়েক হালা ধান)। (প্রাদে.)।

হালাক—[আ. হলাক্] বি. ধ্বংস, বিনাশ, হত্যা; ণ. হয়রান, জেরবার। (কথ্য: **হাল্লাক**)। **হালাক**

করা—হত্যা করা; জবাই করা; জেরবার করা; অতিশয় পরিশ্রান্ত করা। **হালাক হওয়া**—বিনষ্ট হওয়া, বিধ্বস্ত হওয়া; জেরবার হওয়া; অতিশয় পরিশ্রান্ত হওয়া। **হালাকু**—ণ. মারাত্মক; খুনী (হালাকু খাঁ—বাগদাদধ্বংসকারী সুবিখ্যাত তাতার-সম্রাট্, Hulagu Khan)।

হালাকালা—ণ. কালা ও হাবা, অথর্ব। **হালা-গোছা**—বি. শৃঙ্খলা, গোছালো-ভাব, পারিপাট্য।

হালাল—[আ. হ'লাল] ণ. বৈধ। (বিপ. হারাম)। **হালাল করা**—মুসলমানী প্রথায় জবাই করা। (বিপ. ঝট্‌কা)।

হালাহল—বি. হলাহল। [হলাহল+ক]।

হালি—ণ. নূতন বৎসরের (হালি-কোটা চাউল; হালি গন্ধ—কাঁচা-কাঁচা গন্ধ); চারটি (দুই হালি আম। কোন কোন অঞ্চলে পাঁচটাতেও হালি হয়); বি. হাল, কর্ণ; উর্দু কবি-বিশেষ।

হালিক—বি. যে হাল চালনা করে, কৃষক। [হল+ফিক]। **হালিয়া, হালী**—ণ. হেলে; বি. কৃষক। **হালী**—বি. যে নৌকার হাল ধরে। [বাং. হাল+ঈ]।

হালিশ—বি. অর্শের বলি (হালিশ বেরোনো। **হারিশ** বা **হাড়িশও** বলা হয়)।

হালুইকর—[আ. হ'লবাই] বি. ময়রা, মিঠাই-প্রস্তুতকারী।

হালুম—অব্য. বাঘের ডাক।

হালুয়া—[আ. হ'লবা] বি. মিষ্ট খাদ্যবিশেষ, ঘিয়ে ভাজিয়া মিষ্ট সহযোগে সিদ্ধ করা সুজি বা ঐরূপ কিছু (মোহনভোগ দ্রঃ)।

হালুয়া, হালিয়া—বি. হালিক, চাষী। (প্রাদে.)

হালে—ক্রি. ণ. সম্প্রতি, অল্পদিন যাবৎ।

হালো—মেয়েদের প্রতি মেয়েদের সম্ভাষণ (সখীর প্রতি অথবা বয়স্থার তরুণীর প্রতি)।

হালোত—হালৎ। **হালোয়াই**—হালুইকর।

হাল্‌কা, হল্‌কা—[আ. হ'ল্‌ক'া] বি. হলকা, চক্র, দল, সমাজ (দরবেশের হল্কা=দরবেশদের একসঙ্গে বসিয়া নাম-জপাদি করিবার চক্র; চক্র দ্রঃ); কতকগুলি গ্রামের সমষ্টি। **হাল্‌কা-বন্দী**—বি. এরূপ গ্রাম-সমষ্টিতে অঞ্চল-বিশেষকে বিভক্ত করণ।

হাল্কা, হাল্‌কা—[সং. লঘুক] ণ. যাহা ভারী নয়, অল্প ওজনের, লঘু, পাতলা (বোঝা হাল্কা করা); ফিকা, অগাঢ় (হাল্কা সবুজ); গুরুত্ব বা গাম্ভীর্যহীন, ফচ্‌কে (হাল্‌কা লোক; হাল্‌কা কথা); মেদ বা রসবাহুল্য-বর্জিত (শরীরটা হাল্‌কা বোধ করছি); ভারমুক্ত, দায়মুক্ত (হাত হাল্কা হওয়া); দুর্ভাবনাহীন, জীবনানন্দপূর্ণ, চপল (হাল্‌কা হাসি হাসছে কেবল—সত্যেন দত্ত); লঘু ও সুন্দর (হাল্‌কা গতি)। **হাল্কা-পনা**—বি. ছ্যাবলামি, দায়িত্বহীনতা। **পেট হাল্কা করা**—বলা হয় নাই বলিয়া অস্বস্তি হইতেছে এমন কোন কথা বলিয়া ফেলা।

হাল্লাক—ণ. হালাক (দ্রঃ), অতিশয় পরিশ্রান্ত, হয়রান (ডেকে ডেকে হাল্লাক হলাম, কারো জবাব নেই)।

হাশিয়া—হাঁ· দ্রঃ

হাস—[হস্+ঘঞ্] বি. হাস্য ('মধুর মধুর হাস'; হাস দেওয়া—পূর্ববঙ্গে ব্যবহৃত); উপহাস; প্রকাশ, দীপ্তি (পূর্ণ-শশী সুহাস আকাশে পূর্ণিমার—মধু)। **হাসকুটে**—ণ. হাসিয়া কুটি-কুটি হয়, সহজেই যার হাসি পায়। (গ্রাম্য)।

হাসনুহানা, হাস্নোহানা—বি. সুগন্ধ ফুল-বিশেষ (রাত্রে ফোটে), lady of the night (হাসনুহানা আজ নিরালায় ফুটলি কেন আপন মনে—নজরুল)। [জাপানী ভাষায় হাসনোহানা=পদ্মফুল]। **হাসপাতাল**—হাঁসপাতাল দ্রঃ।

হাসা—ক্রি., বি. হাস্য করা, হাসির মত উজ্জ্বল দেখানো (বাড়ীঘর যেন হাসছে; শূন্য নগরী নিরখি নীরবে হাসিছে পূর্ণচন্দ্র—রবি); উপহাস করা (শুনে লোকে হাসবে)। **হাসিয়া উড়ানো**—অতিশয় অকিঞ্চিৎকর জ্ঞান করিয়া উপহাস করা। **হাসিয়া কুটিপাটি বা কুটিকুটি হওয়া**—হাসিতে হাসিতে আত্মহারা হওয়া। **প্রদীপ হাসা**—নিভিবার পূর্বে প্রদীপের উজ্জ্বলতর হইয়া উঠা। **হাসানো**—ক্রি. হাস্য করানো (ঠাট্টা বিদ্রূপ করাইয়া বা রং-তামাসা দেখাইয়া); উপহাস করে এমন কাজ করা (লোক হাসানো)। **হাসাহাসি**—বি. উপহাস, ঠাট্টা-বিদ্রূপ; পরস্পরের মধ্যে তাচ্ছিল্য-ব্যঞ্জক হাসি।

হাসি—বি. হাস্য (আনন্দ-ব্যঞ্জক অথবা উপহাস-ব্যঞ্জক। মুচ্‌কি হাসি, দিলখোলা হাসি)। **হাসিখুশি**—বি. হাসি ও আনন্দ। **হাসি-খুশী**—ণ. সহাস্য এবং আনন্দময়। **হাসি-ঠাট্টা**—বি. সহাস্য উপহাস। **হাসিমুখ**—

বি. সহাস্য মুখ। **হাসিহাসি**—ণ. অল্প হাসিবার ভাব আছে এমন। **হাসির কথা**—অতি অকিঞ্চিৎকর কথা, যাহা হাসির উদ্রেক করে মাত্র। **দেখন-হাসি**—দেখিলেই যে (সখী) প্রীতিপূর্ণ হাস্য করে। **হাসিকা**—ণ. হাসিনী; উপহাসকারিণী; যে হাসায় (দাসী প্রভৃতি)। [সং.]। **হাসিনী**—হাস্যকারিণী (সুহাসিনী, মধুরহাসিনী) [হাসিন্+ঈপ্]।

হাসিয়া, হাসিয়াদার—হাঁশিয়া দ্রঃ।

হাসিল—[আ. হাসিল] ণ. সম্পাদিত, সিদ্ধ (সাধারণতঃ নিন্দিত অর্থে—কাজ হাসিল করা, মতলব হাসিল করা; ভাল অর্থেও কখনও কখনও ব্যবহৃত হয়—ফকিরি হাসিল করা=সিদ্ধ ফকির হওয়া; মকসেদ হাসিল করা=অভীষ্ট সিদ্ধ করা)। **হাসিল জমি**—যে জমি চাষ করা হইয়াছে। **হাসিল-পতিত**—ণ. চাষ করিবার পর ফেলিয়া রাখা (জমি)।

হাস্য—[হস্+ণ্যৎ] বি. হাসি (হাস্য-পরিহাস); কাব্যের রস-বিশেষ (হাস্য-রস); ণ. উপহসনীয়। **হাস্যকর,-জনক**—ণ. যাহা হাসির উদ্রেক করে; যাহা উপহাসের বিষয় হয় (—প্রস্তাব)। **হাস্যময়**—ণ. সহাস্য, হাসি-ভরা (—বদন)। স্ত্রী. **হাস্যময়ী**। **হাস্যরস**—বি. কাব্যের একটি রস বা গুণ যাহা লোককে হাসায়। **হাস্যরসাত্মক**—ণ. যাহা হাস্যরসের উদ্রেক করে। **হাস্যরসিক**—ণ. হাসাইতে পারে এমন, হাস্যরস সৃষ্টিতে নিপুণ। **হাস্যালাপ**—বি. হাস্যপূর্ণ আলাপ। **হাস্যাস্পদ**—ণ. উপহাসের যোগ্য। **হাস্যোদ্দীপক**—ণ. যাহাতে হাসি পায়।

হাহা—অব্য. গভীর দুঃখ শোক ইত্যাদি-সূচক শব্দ, আহা, হায়-হায়; উচ্চ হাসির শব্দ। **হাহাকার**—বি. অতিশয় শোক অথবা ক্ষতি-ব্যঞ্জক ধ্বনি (পাকা ধান সব তলাইয়া গেল, চাষীরা সব হাহাকার করিতেছে; শোকার্তা মাতার হাহাকার)। **হাহারব**—বি. হাহাকার (দুর্ভিক্ষ শ্রাবস্তীপুরে যবে জাগিয়া উঠিল হাহারবে—রবি)।

হাহা-হুহু—বি. পুরাণে উক্ত গন্ধর্বদ্বয়।

হাহুতাশ—বি. খেদসূচক বিলাপ (হাহুতাশ করে আর কি হবে?)

হি—অব্য. হেতু নিশ্চয় অবধারণ অনুজ্ঞা বা তৃতীয়া পঞ্চমী সপ্তমী প্রভৃতি বিভক্তি ইত্যাদি জ্ঞাপন করিতে প্রাচীন বাংলায় ও ব্রজবুলিতে ব্যবহৃত হইয়াছে (তবহি; যবহি; শুনহি; 'একে ধনি পদুমিনি সহজহি ছোটি'; 'উপরহি চকমকি সার')।

হিং, হিঙ্, হিঙ্গু—[সং. হিঙ্গু] বি. কটুগন্ধ উদ্ভিজ্জ নির্যাস-বিশেষ, asafoetida (ঔষধে ও ব্যঞ্জনে ব্যবহৃত হয়। হিংএর কচুরি)।

হিংচা, হিঞ্চা—[সং. হিলমোচিকা] বি. হেলেঞ্চা শাক।

হিং টিং ছট্—বি. সংস্কৃত মন্ত্রের মত গাম্ভীর্যপূর্ণ কিন্তু প্রকৃতপক্ষে অর্থহীন শব্দসমষ্টি (রবীন্দ্রনাথের সুবিখ্যাত 'হিং টিং ছট্' ব্যঙ্গ কবিতা দ্রঃ—'হিং টিং ছট'-এর জবরদস্ত আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা)।

হিংলী, হিঙ্গলী—বি. তামাক গাছ-বিশেষ।

হিংসক—[হিন্স্ (বধ করা)+ণক] ণ. হিংস্র জন্তু (অহিংসক জীব যত—মধু); দ্বেষ্টা; শত্রু; ঘাতক; অথর্ব-বেদবেত্তা ব্রাহ্মণ; ঈর্ষাপরায়ণ, 'হিংসুক'। **হিংসন**—বি. বধ; দ্বেষ। ণ. **হিংসনীয়**। **হিংসা**—বি. বধ (প্রাণি-হিংসা); পরপীড়ন, Violence (অহিংসা পরম ধর্ম); (বাং) ঈর্ষা (তার সৌভাগ্য দেখিয়া প্রতিবেশীরা হিংসায় জ্বলে পুড়ে মরে; তোমার স্বাস্থ্য দেখিয়া হিংসা হয়)। **হিংসাত্মক**—ণ. হিংসাপূর্ণ। **হিংসাযন্ত্র**—ঘানি। **হিংসালু**—ণ. হিংসাশীল, হিংস্র; অপকারক। **হিংসারু**—ব্যাঘ্র। **হিংসাশীল**—ণ. মারিয়া ফেলা বা কষ্ট দেওয়া যাহার স্বভাব, হিংস্র। **হিংসিত**—ণ. যাহাকে হিংসা করা হয়; নাশিত। **হিংসিতব্য, হিংস্য**—ণ. হিংসার যোগ্য, বধযোগ্য।

হিংসুক—[হিংসক] ণ. ঈর্ষাপরায়ণ, পরশ্রীকাতর ('হিংসুক পুড়িয়া মরে হিংসার আগুনে')। **হিংসুটে**—ণ. হিংসুক, ঈর্ষা করা যার স্বভাব।

হিংস্র, হিংস্রক—[হিন্স্+রক্,+ক] ণ. হিংসাশীল, পরপীড়া যাহার প্রকৃতিগত (হিংস্র-প্রকৃতি)। **হিংস্রিকা**—(প্রাচীন নৌ-পরিভাষা) দস্যুদের জলযান।

হিঁচড়ানো, হিঁচড়নো, হেঁচড়ানো—ক্রি, বি. মাটিতে ফেলিয়া সবলে টানিয়া লওয়া, হেঁচড়াইয়া লইয়া যাওয়া (পূর্ববঙ্গে: হ্যাচরান)। **হিঁচড়া-হিঁচড়ি**—পরস্পরকে হিঁচড়ানো বা ঘষ্টাইয়া টানা; ক্লেশদায়ক টানাটানি।

হিঁজিপিঁজি—ণ. সাধারণ, বাজে (লোক)। (**হেঁজিপেঁজিও** বলা হয়)।

হিঁদু—বি. হিন্দু (কথ্য-ভাষায় ব্যবহৃত)। **হিঁদুআনি,-য়ানি**—হিন্দুর বিশিষ্ট আচার অথবা সেই আচার বিষয়ে গোঁড়ামি।

হিঁসকুটে—ণ. হিংসুটে, ঈর্ষাপরায়ণ। (কথ্য)

হিকমত, হেকমত—[আ. হি'কমত্] বি. দক্ষতা, কর্মকুশলতা (হিকমতে চীন, হুজ্জতে বাঙাল); জ্ঞানবত্তা। ণ. **হিকমতী**—কর্মকুশল, চতুর।

হিক্কা—বি. রোগের উপসর্গ, হেচ্‌কি (হিক্কা উঠা)। [সং]। **হিক্কী** (-ক্কিন্)—ণ. হিক্কারোগগ্রস্ত।

হিঙ্—হিং। **হিঙুল**—হিঙ্গুল। **হিঙুলে**—হিঙ্গুলের মত রক্তবর্ণ।

হিঙ্গু—বি. হিং। [সং]

হিঙ্গুল, হিঙ্গুলী—[সং.] বি. গাঢ় লোহিতবর্ণ খনিজ পদার্থ-বিশেষ, cinnabar.

হিচ্‌কা—বি. হিক্কা। (প্রাদেশিক)।

হিজড়া,-ড়ে—[ফা. হীয] বি., ণ. নপুংসক (কোনও বাড়ীতে ছেলে হইলে স্ত্রী-বেশধারী হিজড়ারা আসিয়া মঙ্গলকামনা করিয়া টাকা আদায় করে)।

হিজরা, হিজরি—[আ. হিজ্‌রী] ণ. হিজরত্ বা মুহম্মদের জন্মভূমি ত্যাগ-সম্বন্ধীয়; বি. হজরত মুহম্মদের মক্কা ত্যাগ করিয়া মদিনায় গমন হইতে গণিত অব্দ বিশেষ। **হিজরত**—দেশত্যাগ; হজরত মোহম্মদের মক্কা ত্যাগ করিয়া মদিনায় গমন (হিজরত করা)। [পাতা বড় ও পুরু।

হিজল—[সং. হিজ্জল] বি. সুপরিচিত বৃক্ষ—**হিজলীবাদাম**—মেদিনীপুরে হিজলী অঞ্চলে জাত একজাতীয় কাজু বাদাম।

হিজিবিজি—ণ. বাঁকাচোরা রেখাযুক্ত ও অস্পষ্ট (হিজিবিজি লেখা); বি. যে লেখায় অর্থসঙ্গতি খুঁজিয়া পাওয়া দুঃসাধ্য।

হিজ্জল—[সং.] হিজলগাছ।

হিঞ্চা, হিঞ্চে—[সং. হিলমোচিকা] বি. হেলঞ্চা শাক (হিঞ্চে পালং পুঁই—সুকুমার রায়)।

হিঞ্জীর—বি. হাতীর পায়ের শৃঙ্খল। [সং]।

হিটা-ভিটা—বি. বসতভিটা ও তার আশেপাশের স্থান। **হিটায়ও মন পোড়ে ভিটায়ও মন পোড়ে**—ভিটা অথবা তাহার আশপাশের স্থান কিছুই ছাড়িতে চায় না, নিজের সবটুকুই রক্ষা করিতে চাওয়ার মনোভাব-সূচক বাক্য (গ্রাম্য)।

হিড়হিড়—অব্য. বলপূর্বক দ্রুত টানিয়া লওয়ার ভাব বা শব্দ সূচক (ইহাতে হেঁচড়ানোর মত ঘষ্টানি না-ও থাকিতে পারে)।

হিড়িক—বি. সর্বসাধারণের ঝোঁক, হুজুক; চাপ, ঠেলা (কাজের হিড়িকে সব ভুলে গেছি)। **হিড়িক পড়া**—ক্রি. সর্বসাধারণের বিশেষ কোন দিকে ঝোঁক হওয়া (তখন লেখক হওয়ার হিড়িক পড়ে গিয়েছিল)।

হিড়িম্ব—বি. মহাভারত-বর্ণিত রাক্ষস-বিশেষ। স্ত্রী. **হিড়িম্বা**—হিড়িম্বের ভগ্নী, ভীমসেনের স্ত্রী ও ঘটোৎকচের মাতা। [রাগিণী।

হিণ্ডোল—[সং.] বি. হিন্দোল, দোলনা; হিন্দোল

হিত—[ধা (পোষণ-করা)+ক্ত] বি. কল্যাণ, মঙ্গল (দেশের হিত; দশের হিত); ণ. স্থাপিত, রক্ষিত (গুহাহিত); পথ্য, উপকারক (হিত বচন)। **হিতকথা**—বি. মঙ্গল হয় এমন কথা। **হিতকর**—ণ. মঙ্গলকর। স্ত্রী. **হিতকরী**। **হিতকাম, হিতকামী** (-মিন্)—ণ. কল্যাণকামী। **হিতকারী** (-রিন্)—বি. উপকারী। স্ত্রী. **হিতকারিণী**। **হিতবাদী** (-দিন্)—যে সৎ পরামর্শ দেয়; অধুনালুপ্ত বিখ্যাত পত্রিকা বিশেষ। **হিতবুদ্ধি**—ণ. কল্যাণবুদ্ধিযুক্ত; বি. কল্যাণবুদ্ধি। **হিতাকাঙ্ক্ষা**—বি. মঙ্গলকামনা। **হিতাকাঙ্ক্ষী** (-ক্ষিন্)—ণ. মঙ্গল চায় এমন। স্ত্রী. **হিতাকাঙ্ক্ষিণী**। **হিতার্থী** (-র্থিন্)—ণ. হিতকামী। স্ত্রী. **হিতার্থিনী**। **হিতাহিত**—কোনটি হিতকর ও কোনটি অহিতকর তাহা, শুভাশুভ, মঙ্গলামঙ্গল। **হিতৈষণা, হিতৈষা**—বি. মঙ্গল-কামনা। [হিত+এষণা]। **হিতৈষী** (-ষিন্)—ণ. মঙ্গলেচ্ছু, শুভার্থী। স্ত্রী. **হিতৈষিণী**। **হিতে বিপরীত**—উদ্দেশ্য হিত-সাধন কিন্তু ফল হইল উল্টা।

হিতোপদেশ—বি. কল্যাণকর; উপদেশবিখ্যাত নীতিগ্রন্থ। ণ. **হিতোপদেষ্টা**। [সং]।

হিন্তাল, হীন্তাল—বি. বৃক্ষ-বিশেষ, হেঁতাল।

হিন্দি,-হিন্দী—বি. উত্তর ভারতের প্রচলিতভাষা (হিন্দি ও উর্দু ভাষা মূলতঃ এক হইলেও হিন্দি সাধারণতঃ সংস্কৃত-শব্দ-বহুল ও দেবনাগরী লিপিতে

লিখিত, উর্দু আরবী ও ফারসী-শব্দ-বহুল ও আরবী লিপিতে লিখিত)।

হিন্দু—[অর্বাচীন সংস্কৃতে গৃহীত প্রাচীন পারসীক শব্দ ; 'হীনং দূষয়তি ইতি হিন্দু' এরূপ ব্যুৎপত্তিও দেখা যায় ; অথবা 'সিন্ধু'-শব্দ হইতে 'হিন্দু'] বি. ভারতবর্ষের প্রধান জাতি বা ধর্মীয় সম্প্রদায় (কথ্য—হিঁদু ; গ্রাম্য—হেঁদু, হাঁদু)। **হিন্দুত্ব**—বি. হিন্দুয়ানি, হিন্দুর ভাব আচার-নিয়মাদি। বি. **হিন্দুয়ানি, -য়ানা**—হিন্দু-আচার পালন। **হিন্দুধর্ম**—শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণ-বিহিত ধর্ম (প্রাচীনকালে বৈদিক আচার হিন্দুর বা আর্যের পক্ষে অবশ্য পালনীয় ছিল ; বর্তমানে হিন্দু-ধর্ম বলিতে মুখ্যতঃ স্মৃতি ও পুরাণের অনুবর্তিতা বুঝায়)। **হিন্দু-সমাজ**—বি. হিন্দুধর্মাবলম্বী সম্প্রদায়। **হিন্দুস্থান**—ভারতবর্ষ ; উত্তর-ভারত। **হিন্দুস্থানী**—ণ. হিন্দুস্থানের অধিবাসী (হিন্দুস্থানী মওলানা ; হিন্দুস্থানী মেয়ে) ; বি. হিন্দুস্থানের ভাষা—হিন্দী বা উর্দু। **হিন্দুর গরু মুসলমানের হারাম**—হারাম দ্রঃ।

হিন্দোল—[সং হিন্দোল] বি. দোলনা ; দোলন (পারুলের হিল্লোল শিরীষের হিন্দোল—রবি) ; ঝুলন পর্ব (হিন্দোল যাত্রা) ; ভারতীয় সঙ্গীতের রাগ-বিশেষ। স্ত্রী. **হিন্দোলা, হিন্দোলী**—ডুলী ; দোলনা, দোলা।

হিপ্-হিপ্-হুর্‌রে—[ই. Hip-hip hurrah] অব্য. জয়ধ্বনি (বিশেষত: খেলায়)।

হিবা—বি. হেবা দ্রঃ। [(মৃতহিবুক)।

হিবুক—(জ্যোতিষে) বি. লগ্নের চতুর্থ স্থান

হিব্রু—[ইং Hebrew] বি. য়িহুদী জাতি ; তাহাদের প্রাচীন ভাষা।

হিম—[হন্ (বধ করা) + ম] বি., ণ. তুষার, নীহার ; শিশির (হিম পড়া) ; শীত ঋতু ; তুষারের মত শীতল (হিম হয়ে গেছে) ; চন্দন বা চন্দন-দ্রব ; শৈত্য ; হিমালয় পর্বত ; কর্পূর (হিমতৈল) ; হেমন্তকাল (হিমঋতু) ; চন্দ্র। **হিমকটিবন্ধ**—হিমমণ্ডল (দ্রঃ)। **হিমকর, -কিরণ**—চন্দ্র। **হিমকাল**—শীতকাল। **হিমকূট**—তুষারাবৃত শিখর। **হিমক্লিষ্ট**—ণ. তুষারপাতের ফলে যাহার সৌন্দর্য বা বিকাশ ব্যাহত হইয়াছে, frost-bitten। **হিমগিরি**—হিমালয় পর্বত। **হিমধামা**—চন্দ্র (হরিণীহীন হিমধামা—বিদ্যাপতি)। **হিমবাহ**—glacier, তুষার নদী। **হিমমণ্ডল**—(ভূগোল) দুই মেরুর সন্নিহিত ভূভাগ বিশেষ, frigid zone। **হিমবান্**-(বৎ)—হিমালয় পর্বত। **হিমরেখা**—পাহাড়ের যে উচ্চতার উপরে চিরকাল বরফ থাকে, চিরতুষার রেখা, snowline। **হিম-শিলা**—বরফ, মেরুসাগরে ভাসমান বরফের স্তূপ, iceberg. **হিমশীতল**—ণ. বরফের মত ঠাণ্ডা। **হিমসাগর**—বি. তুষারসমুদ্র ; বাংলাদেশের একরকম আম ; কবিরাজী তেল বিশেষ।

হিমসিম—বি., ণ. ভীত বা সঙ্কুচিত হইবার ভাব ; নাস্তানাবুদ। **হিমসিম খাওয়া**—ভয়ে সংকুচিত হওয়া ; হয়রান-পেরেশান হওয়া।

হিমাংশু—(বহুব্রী.) বি. চন্দ্র।

হিমাকত, হেমাকত—[আ. হি'মাকৎ] বি. নির্বুদ্ধিতা, গোঁয়ার্তুমি (কী তার হেমাকত!)।

হিমায়েত—[আ. হি'মায়ৎ] বি. আশ্রয় উৎসাহ দান (আঞ্জুমান-ই-হিমায়েত-ই-ইসলাম)।

হিমাগম—(বহুব্রী.) বি. শীতকাল, হেমন্ত ঋতু। **হিমাঙ্গ**—ণ. যাহার শরীর হিম হইয়া গিয়াছে ; বি. শীতল অঙ্গ। **হিমাত্যয়**—শীতের অবসানকাল, গ্রীষ্ম। **হিমাদ্রি, হিমাচল** বি. হিমালয় পর্বত। **হিমাদ্রিজা**—পার্বতী। **হিমানী**—[সং.] বি. হিম-সংহতি, তুষার, বরফ ; (অসাধু) শীত ('বাঘের বিক্রমসম মাঘের হিমানী')। **হিমানী-সম্প্রপাত**—বি. পাহাড়ের গায়ের বরফের ধস, avalanche. **হিমালয়**—সুবিখ্যাত পর্বতমালা (হিমালয়-সুতা—পার্বতী)। **হিমিকা**—বি. শিশির ; কুজ্ঝটিকা।

হিম্মত, -ৎ—[আ. হমৎ] বি. সাহস, তেজ, ভয়-হীনতা (লোকটার খুব হিম্মত আছে, যাহোক)। **হিম্মত করা**—সাহস করা। **হিম্মতী**—সাহসী ; দুঃসাহসী।

হিয়া—[সং. হৃদয়] বি. হৃদয়, অন্তঃকরণ ; বক্ষ-স্থল (হিয়ার মাঝে লুকিয়ে ছিলে—রবি)। (কাব্যে)।

হিরণ—[হৃ + অনট্] বি. সোনা, স্বর্ণ ; সোনালী রং (মধুর মহিমা হরিতে হিরণে—রবি)। **হিরণ্ময়**—ণ. স্বর্ণময়। **হিরণ্য**—[হিরণ + য] সুবর্ণ। **হিরণ্যকশিপু**—দৈত্যরাজ-বিশেষ, প্রহ্লাদের পিতা। **হিরণ্যগর্ভ**—

(যাহার গর্ভে হিরণ্যরূপ ব্রহ্মাণ্ড) ব্রহ্মা, স্বয়ম্ভু। **হিরণ্যদ**—সমুদ্র। **হিরণ্যদা**—পৃথিবী। **হিরণ্যনাভ**—মৈনাক পর্বত। **হিরণ্যবাহু**—শোণ নদ। **হিরণ্যরেতাঃ** (-তস্)—বি. শিব; অগ্নি; সূর্য। **হিরণ্যাক্ষ**—হিরণ্যকশিপুর দাদা।

হিরাকশ (-স)—[ফা.] বি. কাসীস, উপরস-বিশেষ, sulphate of iron, green vitriol.

হি(হী)রামন—বি. তোতাপক্ষী-বিশেষ।

হিল, হীল—[ইং. heel] বি. গোড়ালি; জুতার উঁচু গোড়ালি (হিলওয়ালা জুতো)।

হিলহিল—অব্য. ডগা প্রভৃতির সহজে আন্দোলিত হওয়ার ভাব। ণ. **হিলহিলে** (হলহলে—বেশী ঢোলা)।

হিলাল—হেলাল দ্রঃ।

হিল্লা, হিল্লে, হেল্লা—[আ. হীলাহ্] বি. ফন্দি, ছুতা; আশ্রয়, অবলম্বন (কার হেল্লায় দাঁড়াবে); গতি, সুব্যবস্থা, আসান (নিকে হওয়াতে তবু বা হোক একটা হিল্লে হলো)।

হিল্লোল—[হিল্লোল্—আন্দোলিত হওয়া] বি. তরঙ্গ, ঢেউ; দোলন (তরঙ্গ-হিল্লোল)। ণ. **হিল্লোলিত**—তরঙ্গিত, ঢেউ-খেলানো।

হিষ্টি (স্টি) রিয়া—[ইং. hysteria] বি. মূর্ছারোগ-বিশেষ (বিশেষতঃ নারীর)।

হিস্ট্রি—[ইং. history] বি. ইতিহাস; আনুপূর্বিক বিবরণ (রোগের হিস্ট্রি)।

হিসাব, হিসেব—[আ.] বি. গণনা; আয় ও ব্যয়ের গণনা (কত হয় হিসাব করে বল; হিসাব খাড়া করা); দর, অনুপাত (মাথা পিছু তিন টাকা হিসেবে); পাওনা (হিসাব মিটানো); আয় বা ব্যয় লিখিত খাতা বা ফর্দ (হিসাবে দেখা যায়, বাজারের হিসাব); বিবেচনা (হিসাব করে কথা বলা; হিসাব করে চলা; এক হিসাবে বা সে-হিসাবে এটাই ভাল); কৈফিয়ৎ। **হিসাব-কিতাব**—বিস্তারিত হিসাব, খুঁটিনাটি হিসাব; বিচার-বিবেচনা। **হিসাব চুকানো,-মেটানো**—প্রাপ্য পরিশোধ করিয়া দেওয়া। **হিসাবদিহি**—জবাবদিহি। **হিসাবনবীস**—বি. জমাখরচ-লেখক। **হিসাব-নিকাশ**—আয়ের ও খরচের বিস্তারিত ও নির্ভুল বিবরণ। **হিসাব-পরীক্ষক**—auditor. **হিসাবপরীক্ষা**—জমাখরচের খাতা ঠিক মত লেখা হইয়াছে কিনা পরীক্ষা, audit. **হিসাব লওয়া**—আয়ব্যয়ের যথাযথ বিবরণ বা বিবৃতি দাবি করা; জবাবদিহি করা। **গরহিসাব**—হিসাবের বাহিরে বা অতিরিক্ত ব্যয়। **হিসাবী**—ণ. হিসাব-বিষয়ক; যে হিসাব বা বিবেচনা করিয়া চলে, বিবেচক। **হিসেব**—হিসাব (কথ্য)।

হিস্সা, হিস্যা, হিস্যে—[আ. হি'স্স'াহ্] বি. অংশ, ভাগ (হিস্যা করা; তোমার হিস্যায় পড়েছে); তরফ, শরীক (বড়—, ছোট—)। **হিস্যাদার**—অংশী। বি. **হিস্যাদারি**।

হিহি—অব্য. উচ্চ হাসির শব্দ (বিদ্রূপাত্মক অথবা নির্বুদ্ধিতা-ব্যঞ্জক); অতিরিক্ত শীতবোধ-জনিত শব্দ (হিহি করে কাঁপছে)।

হীন—[হা (ত্যাগ করা)+ক্ত] ণ. বিহীন, রহিত, শূন্য, ঊন (বাসনাহীন; কামনাহীন; শ্রীহীন); নিন্দনীয়, অধম, নীচ (হীনমনা; হীনকুল); শূন্য (কাণ্ডজ্ঞানহীন); দরিদ্র (হীন অবস্থার লোক; দীনহীন)। **হীনজাতি**—নীচ জাতি। **হীনতা**—নীচতা, নীচাশয়তা; ন্যূনতা; রাহিত্য, অভাব (জানে সে হীনতা আপনার মনে মনে—রবি; এত যে হীনতা, এত লাজ, তবু ছাড়ি নাই আশা—রবি)। **হীন পক্ষ**—মোকদ্দমায় যে পক্ষের প্রমাণাদি দুর্বল। **হীনপ্রাণ**—ণ. ক্ষুদ্রচেতা; যাহার জীবনীশক্তি দুর্বল হইয়া পড়িয়াছে। **হীনবর্ণ**—নীচ জাতি। **হীনবল**—ণ. শক্তিহীন; সৈন্যসামন্তহীন। **হীনবীর্য**—ণ. দুর্বল। **হীনবুদ্ধি**—ণ. মূঢ়মতি। **হীনবৃত্তি**—বি. নীচ কাজ; ণ. যাহার কাজকর্ম নিন্দনীয়। **হীনবেশ**—গরীবের মত পোশাক। **হীনমতি**—ণ. মূঢ়মতি; বি. দুর্বুদ্ধি। **হীন-যোনি**—বি. হীন জন্ম; হীনজাতি। **হীনাবস্থ**—ণ. দরিদ্র; দুর্দশাপন্ন।

হীন্তাল—বি. হেঁতাল গাছ। [সং.]

হীয়মান—[হা+কর্মে শানচ্] ণ. যাহা ক্ষয়প্রাপ্ত হইতেছে।

হীরক—[সং.] বি. বজ্রমণি, হীরা, diamond। **হীরকখচিত**—ণ. হীরা-বসানো। **হীরক-জয়ন্তী**—৬০ বৎসর পূর্তির উৎসব, diamond jubilee। **হীরক-হার**—হীরক-খচিত হার। **হীরা**—বি. বহুমূল্য কঠিন ও উজ্জ্বল রত্ন বা পাথর বিশেষ, হীরক (কথ্য: হীরে)। **হীরের**

টুক্‌রো ছেলে—অতিশয় সৎ স্বভাব বা প্রতিভাবান্ ছেলে। **হীরার ধার**—হীরার মত তীক্ষ্ণ ধার (**পড়িলে ভেড়ার শৃঙ্গে ভাঙ্গে হীরার ধার**—অযোগ্য অথবা অতিশয় প্রতিকূল ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠ সাধনাও ব্যর্থ হয়); মর্মচ্ছেদী (কথা না, হীরার ধার)।

হীরামন—বি. হিরামন দ্রঃ।

হুই—বি. উপাধি-বিশেষ।

হুইল—[ইং. wheel] বি. বঁড়শির ডোর জড়াইয়া রাখিবার চক্র-বিশেষ যাহা ছিপের গোড়ায় বাঁধা থাকে; এরূপ চক্রযুক্ত ছিপ (হুইল ফেলে মাছ ধরা, অথবা হুইলে মাছ ধরা)।

হুঁ—অব্য. সম্মতি স্বীকার অনিশ্চয় ইত্যাদি জ্ঞাপক। **হুঁ হুঁ করা**—কোন ওজর-আপত্তি না করিয়া সম্মতি জানানো।

হুঁকা, হুঁকো—[আ. হু'ক্'া] বি. তামাক খাওয়ার একরকম যন্ত্র। **হুঁকো নাপিত বন্ধ করা**—সমাজে এক-ঘরে করা। **হুঁকা ফিরানো**—হুঁকার পুরাতন কটু জল ফেলিয়া দিয়া নূতন জল পোরা।

হুঁচোট, হুঁচট—বি. উচট দ্রঃ। **হুঁচোট খাওয়া**—চলিবার সময় পায়ের আগা কিছুতে বাধিয়া গিয়া পতনোন্মুখ হওয়া।

হুঁপো, হোঁপা—বি. চিচিঙ্গা।

হুঁশ, হুশ—[ফা. হোশ] বি চৈতন্য, সচেতনতা, খেয়াল। **হুঁশ করা**—হুঁশিয়ার হওয়া (হুঁশ করে কাজ কর—গ্রাম্য)। **হুঁশ না থাকা**—চেতনা না থাকা, জ্ঞান হারানো; খেয়াল না থাকা, মনে না থাকা। (বিপ. হুঁশ হওয়া)। **হুঁশিয়ার, হুশিয়ার**—ণ. সচেতন, সাবধান, চালাক। বি. **হুঁশিয়ারি**—হুসিয়ারি।

হুক—[ইং. hook] বি. বাঁকা-মুখওয়ালা পেরেক; বঁড়শি; টিপিয়া আটকাইবার বোতাম খিল ইত্যাদি।

হুকুম—[আ. হু'ক্‌ম্] বি. আজ্ঞা, আদেশ; আদালত-আদির নির্দেশ (হুকুম দেওয়া; হুকুম জারি করা); অনুমতি (কার হুকুমে এনেছ?)। **হুকুমত,-ৎ**—শাসন-ব্যবস্থা (গভর্নমেন্ট); রাজ্য, অধিকার। **হুকুমত করা**—শাসন পরিচালনা করা। **হুকুম তামিল করা**—আদেশ অনুযায়ী কার্য করা। **হুকুমনামা**—বি. আদেশযুক্ত লেখা। **হুকুম-বরদার**—বি. যে হুকুম তামিল করিবার জন্য সর্বদা প্রস্তুত, আজ্ঞাবহ। **হুকুম নড়া**—আদেশ-অনুযায়ী কার্য না হওয়া। **হুকুম বাজানো**—প্রভুর হুকুম-অনুযায়ী কাজ হাসিল করা। **হুকুম রদ করা**—আদেশ বাতিল করা। **হুকুম-হাকাম**—আদেশ-নির্দেশাদি। **জো-হুকুম**—প্রভু যাহা আদেশ করেন তাহাই হইবে; তাবক (জো-হুকুমের দল)। **হাকিম নড়ে তো হুকুম নড়ে না**—বিধানদাতার অপেক্ষা বিধানের মর্যাদা বেশী (হাকিম দ্রঃ)।

হুক্কাহুয়া—শিয়ালের ডাক।

হুঙ্কার, হুঙ্কৃত, হুঙ্কৃতি, হুং—বি. গর্জন; প্রভুত্বব্যঞ্জক গর্জন; উচ্চ শব্দে আহ্বান (কর্তা হুঙ্কার দিয়া উঠিলেন, ওরে হরে)। **হুঙ্কারা, হুং-**—ক্রি. গর্জন করা (পদ্যে)।

হুজরা—[আ.] বি. ছোট কামরা, কুঠরি; মসজিদাদির সংলগ্ন ছোট কামরা (ইমাম সাহেব এখন হুজরায়)।

হুজুক, হুজুগ—[আ. হুজুম] বি. জনসাধারণের সাময়িক উৎসাহের বিষয়; ফ্যাসান, চল। **হুজুক-প্রিয়**—হুজুকে মাতা যার স্বভাব। ণ. **হুজুকে,-গে**—হুজুকপ্রিয়।

হুজুর—[আ. হু'দূ'র] বি. প্রভু; অতি মাননীয় ব্যক্তি; মহামান্য ব্যক্তিকে সম্বোধন-বিশেষ বা তাঁহার উল্লেখ করিতে বা তাঁহার আহ্বানের উত্তরে ব্যবহৃত শব্দ-বিশেষ (হুজুর যা বলেন; হুজুরের দরবারে পেশ করিব; যাই হুজুর!); মহামান্য ব্যক্তির সমীপ (হুজুরে হাজির আছি ভুজপাশে বাঁধি কর দণ্ড—ভারত) **হুজু-রালী**—মহামান্য হুজুর। ণ. **হুজুরী**—মহামান্য, প্রভু-সম্বন্ধীয়। **হুজুরী তালুক**—যে তালুকের খাজনা সোজাসুজি রাজশক্তিকে দিতে হয়। **হুজুরী খানা**—হুজুরের জন্য ভোজ্য, রাজভোগ (সাধারণতঃ ব্যঙ্গে ব্যবহৃত হয়—কে এত হুজুরী খানা জোগাবে)।

হুজ্জৎ, হুজ্জুৎ—[আ. হুজ্জৎ] বি. তর্ক, বাদানুবাদ, বৃথা তর্ক (হুজ্জতে বাঙালী, হেকমতে চীন); কলহ; গোলমাল। **হুজ্জত করা**—অতিশয় তর্ক করা, বৃথা তর্ক করা (এতও হুজ্জত করতে পার)। ণ. **হুজ্জতী**—তার্কিক, যে তর্কে কিছুতেই হারিবে না।

হুট—অব্য. হঠাৎ, না ভাবিয়াই (হুট করে কিছু

করো না)। **হুটপাট**—বি. ব্যস্ততা, বিবেচনাহীন ত্বরা (হুটপাট করে কি ভাল কাজ হয়)। **হুটোপাটি**—বি. হুটপাট, তাড়াতাড়ি, হুড়াহুড়ি।

হুড়—বি. শৃঙ্খলাহীন জনতা; জনতার ঠেলাঠেলি (এই হুড় ঠেলে কে যাবে? হুড় লাগা)। ণ. **হুড়ে**—যাহারা হুড় করে; গণ্ডগোলপ্রিয়, ঝগড়াটে। **হুড়ভিড়**—বি. হুড়। **হুড়মুড়**—অব্য. অনেকটা একসঙ্গে ভাঙ্গিয়া পড়ার শব্দ (হুড়মুড় করে পড়া) **হুড়হুড়**—অব্য. উচ্চ শব্দে দ্রুত গমনের অথবা আন্দোলিত হওয়ার শব্দ, প্রবল স্রোতের শব্দ; পেট ডাকার শব্দ।

হুড়কা, হুড়কো—[সং. হুড়ুক্ক] বি. কপাট বন্ধ করিবার ঠেঙ্গা, খিল, অর্গল; [বাং] ণ. সুযোগ পাইলেই শ্বশুরবাড়ী হইতে পলাইয়া বাপের বাড়ী যায় এমন (হুড়কো বৌ)। [মুড়কি)।

হুড়কি ধান—বি. উড়ী ধান (হুড়কি ধানের

হুড়হুড়া,-ড়ে—বি. ওষধি-বিশেষ।

হুড়া, হুড়ো—বি. গুঁতা, লাঠির বা লগুড়ের গুঁতা (প্রাচীন বাংলা); অব্যবহার্য শুষ্ক খড় আগাছা প্রভৃতির রাশি (চুলগুলো হুড়ো করে রেখেছে); মাছ ধরার জন্য নদী প্রভৃতিতে ফেলা ডালপালা (হুড়াবাড়া); তাড়া, চাপ, ঠেলা, ধাক্কা (কাজের হুড়া; 'তাড়াহুড়া' 'হুড়াহুড়ি')। **হুড়ানো**—বি. তাড়না করা, খেদাইয়া লইয়া যাওয়া। **হুড়াহুড়ি**—বি. ধাক্কাধাক্কি, ঠেলাঠেলি, ভিড়ের ভিতরে আগে যাইবার জন্য প্রতিযোগিতা (হুড়াহুড়ি করা, হুড়াহুড়ি পড়ে যাওয়া)।

হুড়ুক—অব্য. উচ্চ শব্দ, বজ্রের হুড়-হুড় শব্দ।

হুড়ুকা—হুড়কা।

হুড়ুক্ক, হুড়ুক্ক—[সং] হুড়কা; ডাক-পাখী।

হুড়ুৎ—অব্য. হঠাৎ সশব্দে কর্ম নিষ্পাদন।

হুড়ুম—[সং. হুড়ুৎ—ভাজিবার সময় খোলায় হুড়মুড় করে, তাহা হইতে] বি. মুড়ি চিড়া খই।

হুড়ুম-হুড়ুম, হুড়ুম-ধাড়ুম—অব্য. উচ্চ শব্দ-যুক্ত ও বিশৃঙ্খলাপূর্ণ কাজ (হুড়ুম হুড়ুম করে সব ফেলছে)।

হুড়ো—হুড়া দ্রঃ।

হুণ্ডি, হুণ্ডী—[ফা.] বি. ব্যবসায়ীর এক মোকাম হইতে অন্য মোকামে টাকা দিবার নির্দেশ-পত্র, bill of exchange; অপরের প্রাপ্য অর্থ শোধ করিবার প্রতিশ্রুতি-পত্র। **হুণ্ডি-ওয়ালা**—এরূপ হুণ্ডির কারবারী। **হুণ্ডি কাটা**—এরূপ নির্দেশ-পত্র দেওয়া। **হুণ্ডি ভাঙ্গানো**—হুণ্ডি মহাজনের গদিতে জমা দিয়া টাকা লওয়া। **খাড়া হুণ্ডি বা দর্শনী হুণ্ডি**—মহাজনের গদিতে জমা দেওয়া-মাত্র টাকা পাওয়া যাইবে এমন হুণ্ডি (payable at sight)। **মুদ্দতী হুণ্ডি**—নির্দিষ্ট তারিখে টাকা পাওয়া যাইবে এমন হুণ্ডি।

হুত—[হু (হোম করা)+ক্ত] ণ. দেবোদ্দেশে মন্ত্র উচ্চারণ-পূর্বক অগ্নিতে নিক্ষিপ্ত (ঘৃতাদি); বি. হোম; হবনের দ্রব্য (হুতাশন)। **হুতভুক্, হুতবহ**—অগ্নি।

হুতাশ—[সং.] বি. অগ্নি; [বাং] নৈরাশ্য দুর্ভাবনা ইত্যাদির আধিক্য, আতঙ্ক (হা-হুতাশ করা; হুতাশে মরা)।

হুতাশন—বি. অগ্নি। (হুত দ্রঃ)।

হুতি—বি. হবন, হোম। [হু+ক্তি]

হুতুম, হুতোম, হুতুম-পেঁচা—[ধ্বন্যাত্মক; ফা. বুম্] বি. গম্ভীররবকারী পেচক-বিশেষ।

হুদ্‌হুদ্—[আ. হুদ্ হুদ্] বি. পক্ষী-বিশেষ, hoopoe। [(বাড়ীর হুদ্দা)।

হুদ্দা—[আ. হ'দ্] বি. অধিকার; এলাকা; হাতা

হুন—হুণ দ্রঃ।

হুনর, হুনোর—[ফা হুনর্] বি. নৈপুণ্য, দক্ষতা (হুনরে চীন, হুজ্জতে বাংলা); কার্যসিদ্ধির উপায় (হুনর বাতাইয়া দেওয়া)। **হুনরমন্দ, হুনুরী, হুনরী**—ণ. দক্ষ, নিপুণ, কলাকুশল।

হুনা—ক্রি. মন্ত্র পড়িয়া অগ্নিতে আহুতি দেওয়া (প্রাচীন বাংলায় ব্যবহৃত)।

হুপ—[আ. হু'ব্—প্রেম, প্রীতি] বি. আগ্রহ, গরজ, উদ্যম (হুপ না থাকলে কি কাজ হয়?)। (সাধারণতঃ গ্রাম্য ভাষায় ব্যবহৃত)।

হুপ—অব্য. অতর্কিতে সশব্দ আগমন-সূচক (হুপ করে এসে পড়া); বি. হনুমানের ডাক। **হুপ-হাপ**—হনুমানের লম্ফঝম্প।

হুপো—বি. হুদ্‌হুদ্ পক্ষী। [ইং. hoopoe]

হুবহু—[আ. হু-ব-হু] অব্য. ঠিকঠিক, একেবারে, অবিকল, সম্পূর্ণ (হুবহু মিলে গেছে; হুবহু তার মত দেখতে)। [হুঁ দ্রঃ।

হুম—অব্য. অসন্তোষ ক্রোধ ক্ষোভ ইত্যাদি-বাচক;

হুমকি, হুবকি—বি. ভয় প্রদর্শন (হুমকি ছাড়া;

হুমকি দেওয়া, হুমকি দেখানো ; শুধু হুমকিতে আর চলবে না)।

হুমড়ানো—ক্রি., বি. হোঁচট খাইয়া উপুড় হইয়া বা ঘাড়মুড় ভাঙ্গিয়া পড়া (হুমড়ে পড়া)। **হুমড়ি**—বি. ঝুঁকিয়া বা উপুড় লইয়া পড়া অবস্থা (হুমড়ি খেয়ে পড়া)।

হুমরো-চুমরো—হোমরা-চোমরা দ্রঃ।

হুমহাম—বি. ভীতিজনক বা হুঙ্কারের মত শব্দ।

হুমো—ণ. হুম-শব্দকারী, যে হুঙ্কার দেয় ('হুমো বাঘ ঢে গ্রছে খাঁচা।

হুর—[আ. হু'র] বি. মুসলমানী স্বর্গের আয়ত-লোচনা দিব্যাঙ্গনা (পুণ্যবান্‌দের ভোগ্য—অনেকে হুরের রূপক ব্যাখ্যা দেন); অতিশয় সুন্দরী (হুরপরী)।

হুরমৎ—[আ. হু'রমৎ] বি. সম্ভ্রম, সম্মান, ইজ্জত (আব্রু-হুরমৎ)। **হুরমতের দাবীতে নালিশ**—শ্লীলতা-হানি করা হইয়াছে, অথবা মানহানি করা হইয়াছে—এই অভিযোগ।

হুরী—[ইং. houri অথবা আ. হু'রেঈ'ন; মুসলমান-সমাজে সাধারণতঃ 'হুর' বলে] বি. হুর, পরী ('জান্নাত হতে ফেলে হুরী রাশ-রাশ ফুল' —নজরুল)।

হুরু—অব্য. গরু তাড়ানোর শব্দ (হুরু, ডান-ডান —গাড়ীর গরু ছুটি ডান দিকে থাক, চালকের এই নির্দেশ); 'ধেৎ; বিরক্ত করো না' (এই অর্থে আজকাল সাধারণতঃ ব্যবহৃত হয় না)।

হুল, হুল—[সং. শল] বি. বোলতা বৃশ্চিক প্রভৃতির কীটপতঙ্গের পশ্চাদ্দেশের অঙ্গবিশেষ যাহা বেঁধে, sting (হুল ফুটানো); ধনুকের প্রান্তভাগ; হুলের মত যাতনাদায়ক কিছু (কথার হুল)।

হুল(লু)স্থুল(লু)—বি. তুমুলকাণ্ড; মহা তোলপাড় (হুলস্থুল পড়িয়া যাওয়া); ণ. মহা ব্যস্ততাপূর্ণ (হুলুস্থুল ব্যাপার)। [সম্মিলিত হুলুধ্বনি।

হুলহুলী, হুলাহুলি—বি. কোলাহল, স্ত্রীগণের

হুলানো—ক্রি., বি. লাঠি আদি খোঁচা দিয়া তাড়াইয়া লইয়া যাওয়া; স্থির থাকিতে না দেওয়া বা অতিষ্ঠ করিয়া তোলা (হুলাইয়া বাহির করা)।

হুলিয়া—[আ.] বি. চেহারা; অপরাধীদের চেহারার বিস্তৃত বর্ণনা বা বিবরণ, proclamation। **হুলিয়া করা, হুলিয়া বাহির করা**—পলাতক অপরাধীর চেহারার বিবরণ বাহির করা যাহাতে যে কেহ তাহাকে চিনিতে ও ধরিতে পারে। **হুলিয়া বিগড়ানো**—প্রহারাদি দিয়া দেহের চেহারা বদলাইয়া দেওয়া।

হুলু—বি, উলু, মুখঘণ্টা। **হুলুই**—হুলু।

হুলুস্থুল, হুলুস্থুলু—হুলস্থুল দ্রঃ।

হুলাহুলি—হুলহুলী দ্রঃ। কোলাহল।

হুলো—(হোল বা অণ্ডকোষযুক্ত) ণ., বি. মর্দা বিড়াল। (বিপ. মেনী)।

হুল্লোড়—বি. কোলাহলপূর্ণ ফুর্তি বা মাতামাতি; অনিয়ন্ত্রিত ভিড়ের আচরণ (হুল্লোড় করা; হৈ-হুল্লোড়)।

হুশ্‌,-স্—অব্য. পাখীকে উড়াইয়া দিবার অথবা পাখী উড়িবার শব্দ (হুশ্‌ করে উড়ে গেল); বাষ্প বাহির হইবার শব্দ (হুশহুশ্ করে ইঞ্জিন ছুটছে)।

হুশিয়ার—হুঁশ দ্রঃ। বি. **হুশিয়ারি**।

হুহ,-হু, হূহ,-হু—বি. গন্ধর্ব-বিশেষ। (হাহা দ্রঃ)।

হুহু—অব্য. প্রবল গতিবেগের শব্দ (হুহু করে জল যাচ্ছে বা ঝড় বইছে); আগুনের শিখার শব্দ (আগুন হুহু করে জ্বলে উঠলো); শোক কষ্ট ইত্যাদির তীব্রতাসূচক (মন হুহু করে)।

হুহুঙ্কার, হুহুঙ্কৃতি—বি. পুনঃপুনঃ হুঙ্কার।

হুঁ—তন্ত্রের মন্ত্র-বিশেষ। **হুঙ্কার**—'হুম্‌' এই অবজ্ঞাসূচক শব্দ; 'হুম্‌' এই মন্ত্র উচ্চারণ।

হূণ, হুণ,হুন—বি. মধ্য এশিয়ার দুর্দ্ধর্ষ জাতি-বিশেষ ('শক হুনদল পাঠান মোগল'—রবি); ভারতবর্ষের উত্তরস্থ দেশ-বিশেষ।

হূত—[হ্বে+ক্ত] ণ. আহূত। বি. **হূতি**—আহ্বান, যুদ্ধে আহ্বান। **হূয়মান**—ণ. যাহাকে আহ্বান করা যাইতেছে।

হূন— হূণ দ্রঃ। **হূমহাম**—হুমহাম দ্রঃ]

হৃচ্ছয়—[হৃদ্—শী (শয়ন করা)+অ] বি. যে হৃদয়ে শয়ান) মদন, কাম।

হৃৎ—[হৃ (হরণ করা)+ক্বিপ্‌] ণ. হরণকারী (পরস্বহৃৎ—পরধন-হরণকারী; শোকহৃৎ—শোকহারী)।

হৃৎ—[হৃ+ক্বিপ্‌] বি. হৃদয়, চিত্ত; বক্ষস্থল। **হৃৎকমল**—বি. হৃদয়রূপ পদ্ম। **হৃৎকম্প**—বি. বুকের কাঁপন, অতিশয় ভীতভাব। **হৃত্তাপ**—বি. হৃদয়ের দুঃখ। **হৃৎপতি**—বি. যিনি হৃদয়ের অধিবাসী, অন্তর্যামী। **হৃৎপিণ্ড**—বি. হৃদয়, কলিজা, heart। **হৃৎপীড়া**—বি. হৃদয়-যন্ত্রের পীড়া। **হৃৎশূল**—বি. হৃৎপিণ্ডের তীব্র বেদনা-বিশেষ। **হৃৎস্তম্ভ**—বি. হৃৎপিণ্ড নিস্পন্দ

হইয়া যাওয়া। **হৃৎস্পন্দন**—বি. হৃৎপিণ্ডের স্বাভাবিক অথবা অস্বাভাবিক স্পন্দন।

হৃত—[হৃ+ক্ত] ণ. অপহৃত, বলপূর্বক গৃহীত; ভ্রষ্ট, নষ্ট; আকৃষ্ট। **হৃতগৌরব**—ণ. নষ্ট-গৌরব। **হৃতমানস**—ণ. যাহার মন অন্যে আকর্ষণ করিয়াছে। **হৃতরাজ্য**—বি. অপরে নিয়াছে এমন রাজ্য; ণ. যাহার রাজ্য অপরে নিয়াছে, রাজ্যভ্রষ্ট। **হৃতসর্বস্ব**—ণ. যাহার সর্বস্ব অপরে কাড়িয়া নিয়াছে। **হৃতাধিকার**—ণ. যাহার অধিকার হরণ করা হইয়াছে। **হৃতি**—বি. অপহরণ; নাশ।

হৃদয়—[হৃ+কয়ন্, 'দ' আগম] বি. চিত্ত, মন (হৃদয়-কমল); প্রাণ, মর্মস্থল; দয়া প্রেম প্রীতি প্রভৃতি অনুভূতির কেন্দ্র (হৃদয়-বল্লভ, হৃদয়-বিদারক, হৃদয়স্পর্শী; হৃদয়রক্ত নিঃশেষিত করি); বক্ষঃস্থল (বাণভিন্নহৃদয়); হৃৎপিণ্ড, কলিজা। **হৃদয়গগন**—চিত্তের বা হৃদয়ের সুবিস্তৃত পট। **হৃদয়গ্রাহী** (-হিন্)—যাহা হৃদয়কে আকর্ষণ করে, মনোহর। **হৃদয়ংগম, হৃদয়ঙ্গম**—ণ. উপলব্ধ, অনুভূত; মনোহর, হৃদ্য। **হৃদয়জ**—ণ. আন্তরিক অনুভূতি হইতে জাত; আত্মজ; বি. বক্ষোজ, স্তন। **হৃদয়জ্ঞ**—ণ. মর্মজ্ঞ (শাস্ত্র-হৃদয়জ্ঞ)। **হৃদয়বল্লভ**—ণ., বি. প্রাণপ্রিয়; প্রণয়ী; স্বামী। **হৃদয়বান্**(-বৎ)—ণ. প্রেম-প্রীতি-সম্পন্ন, সহানুভূতি-সম্পন্ন, সহৃদয়। **হৃদয়-বিদারক, হৃদয়ভেদী** (-দিন্)—ণ. মর্ম-ভেদী। **হৃদয়রত্ন**—ণ. অতি প্রিয়, পরমা-কাঙ্ক্ষিত। **হৃদয়হীন**—ণ. দয়া-প্রেম-প্রীতি ইত্যাদি-বর্জিত। **হৃদয়ালু, হৃদয়িক**—ণ. প্রশস্ত-হৃদয়, হৃদয়বান্।

হৃদি—[হৃৎ-শব্দের ৭মীর ১ বচন] বি. মন, চিত্ত; বক্ষ-স্থল (সাধারণতঃ কাব্যে ব্যবহৃত—'তুমি হৃদি, তুমি মর্ম'; ত্রিলোকের হৃদিরক্তে আঁকা তব চরণ-শোণিমা—রবি); হৃদয়ে, বক্ষস্থলে। (কাব্যে ব্যবহৃত)। **হৃদিশয়, হৃদিস্থ**—ণ. হৃদয়স্থিত। **হৃদিস্পৃক্** (-শ্)—ণ. মর্মস্পর্শী।

হৃদ্গত—ণ. অন্তরের; আন্তরিক; অন্তরতম। **হৃদ্দাহ**—বি. চিত্তদাহ, গভীর দুঃখ বা ক্ষোভ। **হৃদ্বিলাসী** (-সিন্)—ণ. হৃদয়ে বিহারকারী; হৃদয়ের প্রেম-প্রীতি যাহার উদ্দেশে নিবেদিত হয়। **হৃদ্বোধ**—অন্তরে অনুভব। [হৃৎ+ —]

হৃদ্য—[হৃদ্+য] ণ. মনোজ্ঞ, হৃদয়হারী। **হৃদ্য-গন্ধ**—যাহার গন্ধ প্রীতিদায়ক। **হৃদ্যতা**—বি. হৃদয়ে হৃদয়ে যোগ, প্রেম, প্রীতি, বন্ধুত্ব, মিলমিশ (ওদের সঙ্গে তেমন হৃদ্যতা কোন দিনই হয় নি)।

হৃদ্রোগ—[হৃৎ+রোগ] বি. হৃৎপিণ্ডের পীড়া, heart-disease। **হৃদ্রোগ-বৈরী**—অর্জুন বৃক্ষ। [আপ্] বি. হিক্কা, হেঁচ্‌কি।

হৃল্লাস, হৃল্লাসিকা—[হৃৎ+লাস, +অক+

হৃল্লেখ—[হৃৎ+লেখ, যাহা হৃদয়ের কর্ষণ করে] বি. জ্ঞান; তর্ক। স্ত্রী. **হৃল্লেখা**—ঔৎসুক্য।

হৃষিত—[হৃষ্ + ক্ত] ণ. আহ্লাদিত, হৃষ্ট পুলকিত; তরতাজা (হৃষিত নির্মাল্য); সজ্জিত, বর্মপরিহিত।

হৃষীক—[হৃষ্+ঈক—যাহা হর্ষের উদ্রেক করে] বি. ইন্দ্রিয়; জ্ঞানেন্দ্রিয়। **হৃষীকেশ**—[হৃষীক +ঈশ] বি. যিনি ইন্দ্রিয়গণের প্রভু, বিষ্ণু, নারায়ণ, পরমাত্মা; হরিদ্বার-সন্নিহিত তীর্থ-বিশেষ।

হৃষ্ট—[হৃষ্+ক্ত] ণ. আনন্দিত, আহ্লাদিত, প্রীত, প্রফুল্ল (হৃষ্টচিত্ত); রোমাঞ্চিত (হৃষ্টরোমা)। **হৃষ্টপুষ্ট**—ণ. আনন্দিত ও মোটাসোটা। **হৃষ্ট-রূপ**—বি. হাসিখুশী চেহারা। বি. **হৃষ্টি**—হর্ষ; আনন্দ, গর্ব।

হে—অব্য. সম্বোধনসূচক (কথ্য ভাষায় সাধারণতঃ বয়ঃকনিষ্ঠের প্রতি অথবা অবজ্ঞায় ব্যবহৃত হয়) ওহে শুনে যাও! তুমি কে হে?)।

হেই—অব্য. হে শব্দের গ্রাম্য রূপ (হেই দাদা!)।

হেউ—অব্য. উদ্গারের শব্দ। **হেউ-ঢেউ**—এউ-ঢেউ দ্রঃ।

হেংলা, হেঙ্গ্লা, হ্যাংলা—ণ. অতিশয় লোভী, লালচী, কাঙাল (হ্যাংলাপনা, হ্যাংলামো); (শিকারী কুকুরের মত) অপেক্ষাকৃত দীর্ঘকায় ও রোগা (হ্যাংলা গড়ন); শীর্ণকায়। **হেঁংলাটে**—রোগাটে। [আবার!)।

হেঃ—অব্য. সাধারণতঃ অবজ্ঞাসূচক (হেঃ, পারবে

হেঁ, হ্যাঁ—অব্য. হাঁ, স্বীকার করিতেছি; সম্বোধনেও ব্যবহৃত হয় (হ্যাঁ গা; হেঁ বাছা; হ্যাঁ হে; হেঁ-মা—কন্যা অথবা কন্যাস্থানীয়দের প্রতি ব্যবহৃত হয়; হ্যাঁ-রে—ক্রোধ-প্রকাশে ব্যবহৃত হয়)।

হেঁই—অব্য. ভারী জিনিস তোলার শব্দ (হেঁই করে মারলে এক লাঠি); গ্রাম্যভাষায় অতি-পরিচিতের প্রতি অথবা অতিশয় কাঙালের মত সম্বোধনে (হেঁই মা, দে এক মুঠো ভাত!)।

হেঁইও, হাঁইও,-য়ো—অব্য. খুব ভারী জিনিস

তোলার শব্দ (মারো ঠেলা, হেঁইও)। **হেঁইও হেঁইও**—খুব ভারী জিনিস বহিয়া লইয়া যাওয়ার সময়ে মুখের শব্দ (চার জনে লোহার সিন্দুক হেঁইও হেঁইও করে বয়ে নিয়ে চলল)।

হেঁকোচ্-হেঁাকোচ, -কোঁকোচ—অব্য. গাড়ীর চাকার শব্দ ও ঝাঁকুনির শব্দ (গাড়ীর হেঁকোচ-হোঁকোচ)। **হেঁকোট-পেঁকোট**—অব্য. প্রবল বমির ভাব ('হাঁকোট-পাঁকোট' ও ব্যবহৃত হয়)।

হেঁচ্কা, হ্যাঁচ্কা—ণ. হঠাৎ প্রবলভাবে প্রযুক্ত (হেঁচ্কা টান); বি. ঝড়ো হাওয়ার ঝলক (গ্রাম্য)। **হেঁচ্কাইয়া হাঁটা**—এক পা বিকল হইবার ফলে ধাক্কা খাইয়া খাইয়া হাঁটা।

হেঁচকি,-কী—[হি. হিচ্কী] বি. হিক্কা (হেঁচ্কি ওঠা)।

হেঁচ্ছো—হাঁচির শব্দ।

হেঁচ্ড়ানো—হিঁচ্ড়ানো দ্রঃ।

হেঁজ, হেঁজ—[ফা. হেচ্] বি. নগণ্য, অধম ('দিশী হাকিম কেরাণীরও হেঁজ')। **হেঁজি পেঁজি**—ণ. আজেবাজে, তুচ্ছ।

হেঁট, হেট—[প্রাকৃ. হেট্‌ঠ] ণ. অবনত (মাথা কৈল হেঁট; দশের সামনে মাথা হেঁট হল; হেঁটমুখে বসিয়া রহিল)। **হেঁট, হেঁটো**—বি. দেহের নিম্ন অংশ ('পেটে ভাত, হেঁটে বস্ত্র'); তলদেশ হেঁটে কাঁটা, উপরে কাঁটা, অথবা হেঁটোয় কাঁটা, উপরে কাঁটা)। **হেঁটা (টে)-টেঙরা**—(হেঁটা—নীচু জায়গা; টেঁঙরা—টেঙ্গর, ডাঙ্গা জায়গা, উচ্চভূমি); উঁচু-নীচু, অসমতল ('উঠানেরে কয় হেঁটা টেঙ্‌রা')।

হেঁটো—বি হাঁটু; নিম্নাঙ্গ, হেঁট।

হেঁড়াল—বি. ঘড়িয়াল কুমীর।

হেঁড়ে—ণ. হাঁড়ির মত বড় (হেঁড়ে মাথা, হেঁড়ে তাল); ভারী ও কর্কশ (হেঁড়ে গলা)।

হেঁড়েল, হেঁড়ো—নেকড়ে বাঘ। (প্রাদে.)।

হেঁতাল—হেতাল, হিন্তাল।

হেঁয়ালি, হিঁয়ালি—[সং হেমালিকা বা প্রহেলিকা] বি. কূট অর্থযুক্ত কথা বা কবিতা, ধাঁধা, riddle, দুর্বোধ্য কিছু (হেঁয়ালি রাখো; তুমি তো এক হেঁয়ালি হয়ে উঠ্‌লে)।

হেঁসে—বি. হেঁসো (দ্রঃ)।

হেঁসেল, -হেঁশেল—বি. হাঁড়িশাল, রান্নাঘর। **হেঁসেল মুক্ত করা**—রান্না খাওয়া ইত্যাদির পরে রান্নাঘর সম্পূর্ণ পরিষ্কার করা।

হেঁসো, হেঁসে—(যাহা হাঁসের গলার মত?) বি. বড় কাস্তে-বিশেষ; হাঁসুলি (হেঁসো-হার)।

হেকমত—হিকমত দ্রঃ।

হেগো—হাগা দ্রঃ।

হেঙ্গল, হেঙল, হ্যাঙোল—বি. কুকুর। (প্রাদে.)। ণ. হেংলা (হেংলা দ্রঃ)। **হেংলা-দোলানী**—বি. কুকুরের মত যাহার জিহ্বা (লোভ হেতু) বাহির হইয়াই থাকে, অতিশয় লোলুপা নারী)।

হেঙ্গাম—হাঙ্গাম (দ্রঃ)।

হেজ—হেঁজ (দ্রঃ)।

হেট,-ঠে—হেঁট দ্রঃ।

হেটা, হ্যাটা—হটা, পশ্চাৎপদ হওয়া (কিছুতেই হ্যাটে না--গ্রাম্য)।

হেড—[ইং. head] ণ. প্রধান, ভারপ্রাপ্ত (হেড-মাষ্টার, হেডবাবু, হেড-মৌলবী); বি. মস্তিষ্কশক্তি, বুদ্ধি-বিবেচনা (**বেহেড**—যাহার মাথার ঠিক নাই, বিকৃত-মস্তিষ্ক, বদমেজাজী); ফুটবলে মস্তক দিয়া আঘাত (ভাল হেড করতে পারে)।

হেতা—হেথা (দ্রঃ)। [(গ্রাম্য)

হেতার, হেতের, হেতিয়ার—হাতিয়ার।

হেতাল—বি. হিন্তাল বৃক্ষ বা কাষ্ঠ। **হেতালের বাড়ি**—হেতাল গাছের লাঠি; ঐ লাঠি দিয়া আঘাত। **হেতাল-ব্যথা, -বেদনা**—বি. প্রসবের পরে জরায়ুর সঙ্কোচজনিত বেদনা (ভাদ্রালে ব্যথা বা কামড়-ও বলে)।

হেতু—[হি (গমন করা)+তুন্] বি. কারণ, মূল (রোগের হেতু); প্রয়োজন (সেই-হেতু আগমন); যুক্তি, প্রমাণ (হেতু প্রদর্শন)। **হেতুক**—ণ. হেতু বা কারণযুক্ত। **হেতুবাদ**—যুক্তিবাদ। ণ. **হেতুবাদী** (-দিন্)—যুক্তিবাদী, তার্কিক।

হেতুড়ে—হাতুড়ে (গ্রাম্য)।

হেতের, হেতিয়ার—হাতিয়ার (গ্রাম্য)।

হাতে-হেতেরে—শুধু তত্ত্বের দিক দিয়ে নয়, হাতে-কলমে, ব্যবহারিক ভাবে।

হেতো—ণ. হাতুয়া দ্রঃ; যে বাছুর-মরা গাভীর দুধ হাতের কৌশলে নামানো ও দোহানো হয়। পানানো দ্রঃ।

হেত্বাভাস—[হেতু+আভাস] বি. দেখিতে বা শুনিতে হেতুর মত, কিন্তু আসলে হেতু নয়, কুতর্ক, fallacy।

হেথা, হেথায়—অব্য. এখানে, এই স্থানে। (সাধারণতঃ কাব্যে ব্যবহৃত)।

হেদানো—ক্রি. মাতার অদর্শনে শিশুর অতিশয় ব্যাকুল হওয়া; প্রিয়জনের বিরহে ছটফট্ করা (ব্যঙ্গে)।

হেদে, হ্যাদে—[হেঁই ছাখ্-এর সংক্ষেপ] অব্য. সম্বোধনে, ওগো, ওহে ('হ্যাদে গো নন্দরাণী, মোদের শ্যামকে এনে দেও')। (বর্তমানে গ্রাম্য)

হেদো, হেদুয়া—[সং. হ্রদ] হ্রদ, পুষ্করিণী (কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটের হেদোর ধারে)।

হেন—ণ. এমন (সাধারণতঃ কাব্যে ব্যবহৃত—হেন-মতে; হেন গর্ব-কথা—রবি); তুল্য, মতন (তোমা-হেন লোক যেখানে হেরে গেল)।

হেনস্তা—[হীনাবস্থা] বি. হীন অবস্থা; অপমান অবজ্ঞা ইত্যাদি ভোগ। (মেয়েলী ভাষা)।

হেনা-[আ. হি'না] বি. মেহেদি গাছ (হেনা-বেড়ার কোণে—রবি)। **হেনা-আতর**—হেনাফুল হইতে প্রস্তুত আতর।

হেপা, হেঁপা, হ্যাঁপা—বি. হুজুক, হিড়িক, উত্তেজনা ('কারবারের হেপায় আণ্ডিল হইয়া গেল'—টেকচাঁদ); ধাক্কা, ঠেলা, দায়, ঝক্কি (হ্যাঁপা সামলানো)। **হেপায় পড়া**—হুজুকের বশবর্তী হওয়া। **হেপা সামলানো**—ধাক্কা বা ঝঞ্ঝাট সামলানো।

হেফাজত, হেপাজত—[আ. হি'ফায'ত্] বি. নিরাপত্তা, রক্ষণাবেক্ষণ, জিম্মাদারি, custody (হিফাজত করা, হিফাজতে রাখা, মালের হেফাজত করা)।

হেবা—[আ. হিবহ্, হিবা] বি. মুসলমান-শাস্ত্রসম্মত দান-বিশেষ (বাড়ীটা স্ত্রীর নামে হেবা করেছিলাম)। **হেবানামা**—দানপত্র।

হেম (হেমন্)—[সং.] বি. সুবর্ণ, সোনা ('রজকিনী-প্রেম নিকষিত হেম'—চণ্ডীদাস); ণ. সোনার; স্বর্ণবর্ণ ('হেম-কদম্বে ভৃণস্তবে ফুটলো হর্ষের অশ্রুবিন্দু'—সত্যেন্দ্রনাথ)। **হেমকদলী**—বি. স্বর্ণকদলী। **হেমকান্তি**—ণ., বি. স্বর্ণকান্তি। **হেমকার**—বি. স্বর্ণকার, সেক্‌রা। **হেমকূট**—বি. হিমালয়ের উত্তরস্থিত পর্বত-বিশেষ। **হেমকেশ**—বি. মহাদেব। **হেমচন্দ্র**—বি. সোনার চাঁদ। **হেমচূর্ণ, হেমচুর**—বি. স্বর্ণরেণু। **হেমজ্বাল**—বি. অগ্নি। **হেমপর্বত**—বি. সুমেরু। **হেমপুষ্প**—বি. অশোকপুষ্প; চম্পক-বৃক্ষ। **হেমবল্লী**—বি. স্বর্ণলতা। **হেমমালী** (-লিন্)—(স্বর্ণবর্ণ মাল্য-শোভিত) বি. সূর্য; আকন্দগাছ। **হেম-মুকুলিকা**—বি. মুকুলের আকৃতির সোনার কাণের গহনা। **হেমল**—বি. স্বর্ণকার; কষ্টিপাথর; কৃকলাস। **হেমলতা**—বি. স্বর্ণলতা। **হেমসার**—বি. তুঁতে। **হেমন্ত**—[হন্+ মন্ত] বি. (সং) অগ্রহায়ণ ও পৌষ মাস; (বাং) কার্তিক-অগ্রহায়ণ; হিমালয় পর্বত (হেমন্ত-দুহিতা—পার্বতী)। [বুধগ্রহ।

হেমা—[সং.] বি. অপ্সরা বিশেষ; সুন্দরী নারী;

হেমাকৎ—হি. দ্রঃ।

হেমাঙ্গ—ণ. হেম, অর্থাৎ স্বর্ণবর্ণ, অঙ্গ যাহার; বি. ব্রহ্মা; বিষ্ণু; গরুড়; সিংহ; সুমেরু; চম্পক-বৃক্ষ। স্ত্রী. **হেমাঙ্গী**, (বাং) **হেমাঙ্গিনী**—সুন্দরী নারী। **হেমাদ্রি**—বি. সুমেরু পর্বত। **হেমাভ**—ণ. স্বর্ণবর্ণ, সোনালী।

হেমায়ত,-য়েত—হি. দ্রঃ।

হেমায়েল—[আ. হ'মায়েল—পুষ্পমাল্য] বি. ছোট কোরাণ শরীফ যাহা অনেক সময় কণ্ঠে ঝুলাইয়া রাখা হয় (হেমায়েল শরীফ)।

হেয়-[হা (ত্যাগ করা)+য] ণ. তুচ্ছ, নীচ, ঘৃণিত (নিজেকে হেয় করা); ত্যাজ্য। বি. **হেয়তা, হেয়ত্ব**।

হেরফের—বি. উল্‌টা-পাল্‌টা ব্যবস্থা, অসঙ্গতি (হেরফের ভাঙা; শিক্ষার হেরফের); পরিবর্তন (হেরফের করা)।

হেরম্ব—[হে (শিব সমীপে)+রম্ব (অবস্থিত) —অলুক্ সমাস] বি. গণেশ (হেরম্ব-জননী—দুর্গা); বৃক্ষ-বিশেষ।

হেরা—ক্রি., বি. দেখা, তাকানো; অবধান করা (কাব্যে ব্যবহৃত)। (ব্রজবুলি) **হেরণ**—বি. দেখা। **হেরই**—ক্রি. দেখে। **হেরব**—ক্রি. দেখিবে। **হেরহ**—ক্রি. দেখ। **হেরলু**—ক্রি. দেখিলাম।

হেরিক—[সং.] বি. চর, দূত।

হেরুক—[সং.] বি. বুদ্ধ-বিশেষ; শিবলিঙ্গ-বিশেষ; মহাকালগণ; গণেশ; ক্রি. (বাংলা কাব্যে) দেখুক।

হেলঞ্চা, হেলাঞ্চা, হেলেঞ্চা, হেলঞ্চী—[সং. হিলমোচিকা] বি. জলজ শাক বিশেষ, হিঞ্চা।

হেলন—[হেড়্ (ঘৃণা করা) + অনট্] বি. অবজ্ঞা, উপেক্ষা, অসম্মান (বন্ধুবাক্য হেলন; 'না কর হেলন'); [বাং.] সঞ্চালন (অঙ্গুলি-হেলনে চালিত); একদিকে কাত হওয়া বা ঝোঁকা (হেলানো দ্রঃ); দেহের ললিত আন্দোলন-ভঙ্গি (হেলন-দোলন)। **হেলনি**—বি. আন্দোলন, দেহের ললিত আন্দোলন-ভঙ্গি (প্রাচীন কাব্যে ব্যবহৃত)।

হেলনীয়—ণ. অনাদরণীয়, অবজ্ঞার যোগ্য।

হেলা—[হেড়্ + অ + আপ্] বি. অবহেলা, অবজ্ঞা (হেলা করা); অনায়াস, অবলীলা ('হেলায় লঙ্কা করিল জয়')। **হেলাফেলা**—বি. অবজ্ঞা, অনাদর, তাচ্ছিল্য (হেলাফেলা করা; একি হেলাফেলা করার জিনিস?) **হেলায়**—অনায়াসে; অবহেলা করিয়া (স্বাস্থ্য-রূপ অমূল্য রত্ন হেলায় হারাইও না)।

হেলা—[হিল্—কটাক্ষাদি নিক্ষেপ] হাবভাবাদির আধিক্য (বাংলা-সাহিত্যে সাধারণতঃ বর্ণনা করা হয় না)। [ফুল।

হেলা—[সং. হল্লক] বি. শালুক; কুমুদ

হেলা—ণ. হেলানো, একদিকে কাত (গাছটা পূব দিকে হেলা); ক্রি., বি. কাত হওয়া (সূর্য তখন পশ্চিম দিকে হেলেছে); সুন্দরভাবে আন্দোলিত হওয়া (হেলে-দুলে যাওয়া); বিচলিত হওয়া, টলা, সঙ্কল্প ত্যাগ করা, ('হেলবার-দোলবার পাত্র নয়')। **হেলা করা**—অবজ্ঞা দেখানো। **হেলান**—বি. কাত-ভাবে অবস্থান, ঠেসান (তাকিয়ায় হেলান দিয়া বসা)। **হেলানো**—ণ. কাত, inclined (একপাশে হেলানো); ক্রি., বি. আন্দোলিত করা (পাখা হেলানো; পূর্ববঙ্গে প্রচলিত)।

হেলাল, হি-—[আ. হিলাল] বি. নূতন চাঁদ; অর্ধচন্দ্র (ঈদের হেলাল—কাব্যে ব্যবহৃত)।

হেলাহেলি—বি. পরস্পরের অঙ্গে হেলান দেওয়া (প্রাচীন কাব্যে ব্যবহৃত)। [যোগ্য।

হেলিতব্য—[সং.] ণ অবহেলা করিবার

হেলে—হেলায় (কাব্যে ব্যবহৃত)।

হেলে—ণ., বি. হালিক, চাষী (হেলে কৈবর্ত আর জেলে কৈবর্ত); হাল টানে এমন (হেলে গরু); নির্বিষ সর্প-বিশেষ। **হেলে ধরতে পারে না, কেউটে ধরতে যায়**—সহজ কাজ পারিয়া উঠে না অথচ হাত দিতে যায় কঠিন কাজে। **হেলে-গিরগিটি নয়, মা মনসা**—হেলে-র মত নির্বিষ সাপ বা গিরগিটি পাও নাই যে, যাহা খুশি তাহাই করিবে, এ সাপেদের দেবী স্বয়ং মনসার সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে যাইতেছ।

হেলেঞ্চা—হিঞ্চা দ্রঃ।

হেষা—ক্রি. হ্রেষা-ধ্বনি করা (কাব্যে ব্যবহৃত)।

হেষানি—বি. হ্রেষাধ্বনি (কাব্যে ব্যবহৃত)।

হেস্ত-নেস্ত—[ফা. হস্ত্-নিস্ত্—থাকা-না-থাকা, বাঁচন-মরণ] বি. চরম বোঝাপড়া, এস্পার-ওস্পার, শেষ নিষ্পত্তি (আজ একটা হেস্তনেস্ত হয়ে যাক)।

হৈ—অব্য. উচ্চ শব্দ-বিশেষ ('দারোয়ান গায় গান রামা হৈ'); রাত্রে গ্রামবাসীদের সতর্ক করার জন্য চৌকিদারের হাঁক। **হৈ চৈ**—বি. গণ্ডগোল, চেঁচামেচি; উচ্চকণ্ঠে সম্মিলিত প্রতিবাদ (এ নিয়ে মহা হৈ চৈ হবে)। **হৈ হৈ-রৈ রৈ**—জন-কোলাহল জ্ঞাপক শব্দ (প্রসন্ন কোলাহল ও অপ্রসন্ন কোলাহল, দুই ক্ষেত্রেই ব্যবহৃত হয়—হৈ হৈ, রৈ রৈ কাণ্ড; হৈ হৈ, রৈ রৈ পড়ে গেছে)।

হৈঙ্গুল—[হিঙ্গুল + ফ] ণ. হিঙ্গুল-সম্বন্ধীয়, অথবা হিঙ্গুলের দ্বারা রঞ্জিত।

হৈড়িম্ব, হৈড়িম্বি—[হিড়িম্বা + ফ, ফি] বি. হিড়িম্বার পুত্র, ঘটোৎকচ।

হৈতুক—ণ হেতু-সম্বন্ধীয়, কারণ-যুক্ত (বাংলায় সাধারণতঃ 'অহৈতুক' শব্দের ব্যবহার হয়); বি. যে যুক্তি প্রদর্শন করিয়া বেদাদি শাস্ত্রের ব্যবস্থায় সন্দিহান হয়, সংশয়বাদী, নাস্তিক।

হৈতে—হইতে দ্রঃ]

হৈম—[হেমন্ + ফ] ণ স্বর্ণ-নির্মিত, স্বর্ণ-খচিত (হৈম সিংহাসন); স্বর্ণবর্ণ (হৈম শৃঙ্গ)। স্ত্রী. **হৈম, হৈমী**—স্বর্ণ-যূথিকা।

হৈম—[হিম + ফ] ণ. হিম-সম্বন্ধীয়, শীতল।

হৈমন্ত—[হেমন্ত + ফ] বি. হেমন্ত ঋতু; ণ. হেমন্ত সম্বন্ধীয়; যাহা হেমন্তকালে বপন করিতে হয়। **হৈমন্তিক**—[হেমন্ত + ফিক] ণ. যাহা হেমন্ত-কালে জন্মে (আমন ধান্য, মুগ প্রভৃতি); হেমন্ত-সম্বন্ধীয়।

হৈমবত—[হিমবৎ + ফ] ণ. হিমালয়ে উৎপন্ন (হৈমবতী গঙ্গা); হিমালয় সম্বন্ধীয়; বি. ভারতবর্ষ। স্ত্রী. **হৈমবতী**—পার্বতী;

অন্নপূর্ণা ('ঝপ করে হৈমবতী এনে দিল ভাত, শার্দুলকম্পনে সবে আগুলিল পাত'); গঙ্গা; হরীতকী; কপিল দ্রাক্ষা। **হৈমবতী-সুত** —কার্তিক; গণেশ। [হইয়াছে।

হৈমীভূত—[সং] ণ. যাহা সুবর্ণে পরিণত

হৈয়ঙ্গবীন—(পূর্ব-দিনের গোদোহন-জাত দুগ্ধ হইতে উৎপন্ন) বি. টাটকা ঘি বা ননী [সং]। [স্বর্ণবর্ণ।

হৈরণ্য—[হিরণ+ষ্য] ণ. স্বর্ণ-নির্মিত অথবা

হৈরত—[আ. হ'য়রত্—বিস্ময়, চমক] বি. আশ্চর্যজনক কর্ম, যে কর্মে তাক লাগে ('হৈরত করিয়া তবে ঠেকায় হাতীকে'—প্রাচীন বাংলায়)।

হৈরিক—[সং.] বি. চোর, যে হরণ করে; হীরার মত কঠিন।

হৈহয়—[সং] বি. যাদব-বিশেষ; দেশ-বিশেষ; হৈহয়দেশের রাজা কার্তবীর্য। **হৈহেয়**—কার্তবীর্য।

হৈ হৈ—হৈ দ্রঃ।

হো হো—অব্য. উচ্চ হাসির শব্দ।

হোই—(ব্রজবুলি) ক্রি. হয়। **হৌ, হউ**-ক্রি. হউক।

হোঁকরানো—ক্রি. গাভীর হামলানো।

হোঁচট—হচট্ দ্রঃ।

হোঁৎকা—ণ. কাণ্ডজ্ঞানশূন্য; স্থূলবুদ্ধি ও গোঁয়ার ('কোঁৎকা খেয়ে হোঁৎকা এঁড়ে হাম্বা বলে ছোটে' —ঈশ্বরগুপ্ত)। **হোঁৎকারাম**—অতিশয় স্থূলবুদ্ধি ও গোঁয়ার।

হোঁদড়—বি. হিংস্র পশু-বিশেষ, hyena।

হোঁদল—[হি. তোঁদেল—ভুঁড়িওয়ালা] ণ. ভুঁড়িওয়ালা; স্থূলকায় ও কুৎসিত। **হোঁদল-কুৎকুৎ**—ঘোর কৃষ্ণবর্ণ ও বেমানান ভাবে মোটা (বিদ্রূপে ব্যবহৃত হয়) ণ. **হোঁদ্‌লা**—হোঁদলের মত দেখিতে, কুশ্রী ও মোটা।

হোক—হউক দ্রঃ। **হোকগে**—হউক, তাহাতে কিছু আসিয়া যায় না। **দুর হোকগে ছাই** —বিরক্তিসূচক বাক্য, যাহা খুশি তাহাই হোক আমার কিছুই ভাবিবার নাই।

হো(হু)ক্কা—[আ. হুক্কা] বি. হুঁকা; ফরসী-হুঁকা; অব্য. শৃগালের ডাক (হোক্কাহুয়া)। **হোক্কাবরদার**—ধূমপানের জন্য হুকা সাজাইয়া দিবার ভারপ্রাপ্ত ভৃত্য।

হোগল, হোগলা—বি. জলাজায়গায় জন্মে এমন একরকম গাছ (চ্যাপটা লম্বা পাতা); উহার পাতা দিয়া বানানো মাদুর বা চাটাই (হোগলার ম্যারাপ)। **হোগলকুঁড়ে**—হোগল-তৃণ দিয়া ছাওয়া কুটির।

হোটেল—[ইং. hotel] বি. মূল্য দিয়া যেখানে আহার্য ও বিশ্রামের স্থান পাওয়া যায়; যেখানে দিবারাত্রি সব সময়ে বহু লোক ভোজন করে (হোটেল খোলা; বাড়ী তো নয়, হোটেল খানা—বিদ্রূপে)। **হোটেলওয়ালা,-আলা** —হোটেলের মালিক বা পরিচালক। **বাপের হোটেল**—বাপের জোগানো আহার ও বাস-স্থান (বাপের হোটেলে আছে, রোজগারের চাড় নেই)।

হোড়—[হোড়্ (গমন করা)+অল্] বি. নৌকা-বিশেষ; পদবী-বিশেষ; প্রতিযোগিতা, পণ (প্রাচীন বাংলায় ব্যবহৃত); (বাং) জলকাদা, হাবড়। **হোড়া**—চোর।

হোতা (-তৃ)—[হু (হোম করা)+তৃচ্] বি. ঋগ্‌বেদবিৎ পুরোহিত; যজ্ঞকর্তা। **হোত্র**—বি. হোম; হবিঃ। **হোত্রা**—বি. স্তুতি। **হোত্রী (-ত্রিন্)**—ণ. যাজ্ঞিক (অগ্নিহোত্রী)। **হোত্রীয়**—ণ. হোমসম্বন্ধীয়; বি. হবিগৃহ।

হোথা, হোথায়—অব্য. ওখানে, সেখানে। (কথ্য—হোতা)।

হোনে, হোন্তে—হইতে (প্রাচীন বাংলা)।

হোম—[হু (হোম করা)+ম] বি. দেবতার উদ্দেশে মন্ত্রাদি পাঠ করিয়া অগ্নিতে ঘৃতাদি ক্ষেপণ। **হোমকুণ্ড**—বি. যে কুণ্ডে হোমাগ্নি জ্বলে। **হোমতুরঙ্গ**—বি. অশ্বমেধের অশ্ব। **হোমধান্য**—বি. তিল। **হোমধেনু**—বি. যে গাভীর দুগ্ধে হোমের জন্য প্রয়োজনীয় ঘৃত প্রস্তুত হয়।

হোমরা-চোমরা—[আ. আমীর-উম্‌রাহ্] বি., ণ. মান-প্রতিপত্তি-সম্পন্ন সমাজের উচ্চপদস্থ লোক (সাধারণতঃ ব্যঙ্গে ব্যবহৃত হয়। বিপ. কেও-কেটা। আমাদের মতো লোকদের দিয়ে কি হবে? হোমরা-চোমরাদের ডাকো)।

হোমাগ্নি, হোমানল—বি. যজ্ঞের জন্য প্রজ্বলিত অগ্নি (সেই হোমানলে হের আজি জ্বলে—রবি)। **হোমাবশেষ**—বি. হুতদ্রব্যের অবশেষ অর্থাৎ ভস্ম।

হোমিওপ্যাথি—[ইং. homeopathy] বি.

চিকিৎসা-প্রণালী-বিশেষ, সদৃশবিধান। ণ. **হোমিওপ্যাথিক। হোমিওপ্যাথিক ডোজ**—অত্যল্প পরিমাণ (ব্যঙ্গে)।

হোমী (-মিন্)—বি. যিনি হোম করেন, হোতা। **হোমীয়**—ণ. হোম-সম্বন্ধীয়; বি. হোম-যজ্ঞ। **হোম্য**—ণ. হোমের উপযুক্ত (ঘৃতাদি)।

হোয়া, হুয়া—অব্য. শৃগালের রব; শিশুর উচ্চ ক্রন্দন ধ্বনি।

হোয়াক—ওয়াক।

হোর—আর, আরও। (প্রাচীন বাংলায় ব্যবহৃত)।

হোরা—[গ্রীক.—hora; ইং. hour] বি. লগ্ন; আড়াই দণ্ড-পরিমিত কাল, এক ঘণ্টা; জ্যোতিষ শাস্ত্র-বিশেষ (হোরা-বিজ্ঞান)। **হোরা পঞ্চমী**—রথযাত্রার পরে পঞ্চমী তিথি।

হোরি, হোরী,-হোলি,-হোলী—[হি.; সং. হোলিকা] বি. বসন্তকালে আবীর খেলার উৎসব, প্রাচীন ভারতের মদনোৎসবের আধুনিক রূপ (হোরি বা হোলি খেলা)।

হোল—অণ্ডকোষ। (অশিষ্ট)। ণ. **হোলা**—হলো, অণ্ডকোষযুক্ত, মর্দা। (বিপ. মাদী)।

হোলা, হোলসা—বি. মুখ-চওড়া মাটির পাত্র-বিশেষ; মালসা। (প্রাদে.)।

হোলাকা, হোলিকা—বি. চাঁচর, বিশেষ করিয়া দোলপূর্ণিমার সন্ধ্যায় অনুষ্ঠিত বহ্নি-উৎসব।

হোলি, হোলী—হোরি দ্রঃ।

হো হো—হো দ্রঃ।

হৌজ—হাউজ দ্রঃ।

হৌত-মৌত—[আ. হ'য়াত+মওত] বি. বাঁচা কিংবা মরা (হৌত-মৌত গালও নয়, খোঁটাও নয় —গ্রাম্য)।

হৌম্য—ণ. হোম-সম্বন্ধীয়; বি. হোমের উপযুক্ত ঘৃত। [হোম+ষ্য]।

হৌস—[ইং. house] বি. সওদাগরী আপিস; ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান বা সংঘ, firm।

হ্যাংলা; হ্যাঁ; হ্যাঁকোচ; হ্যাঁজল; হ্যাঁচ্চো, হ্যাঁচ্ছো; হ্যাঁচকা; হ্যাঁপ—হেঁ-দ্রঃ।

হ্যাঙ্গামা—হাঙ্গামা দ্রঃ।

হ্যাট—[ইং. hat] বি. সুপরিচিত উঁচু টুপি (হ্যাট-কোট-পরা সাহেব)।

হ্যাণ্ডনোট—[ইং. hand note] বি. ঋণপত্র, টাকা ধার লওয়ার হাতচিঠা (শুধু হ্যাণ্ডনোটে টাকা পাওয়া যাবে না, গহনা চাই)।

হ্যাদানো—হেদানো দ্রঃ। **হ্যাদে**—হেদে দ্রঃ।

হ্যালপেলে—ণ. হিলহিলে (হিলহিল দ্রঃ)।

হ্রদ—[হ্রাদ্ (শব্দ করা)+অ—অব্যক্ত শব্দকারী] বি. স্বভাবজাত গভীর জলাশয় (কালিন্দী হ্রদ; চিল্কা হ্রদ); রশ্মি। **হ্রদিনী**—বি. নদী; বিদ্যুৎ।

হ্রসিত—[হ্রস্ (খর্ব হওয়া)+ক্ত] ণ. হ্রাসপ্রাপ্ত। **হ্রসিমা (-মন্)**—বি. অল্পতা, লঘুতা, হ্রাস। **হ্রসিষ্ঠ**—ণ. হ্রস্বতম, ক্ষুদ্রতম। **হ্রসীয়ান্ (-য়স্)**—ণ. অল্পতর, লঘুতর।

হ্রস্ব—[হ্রস্+ব] ণ. ক্ষুদ্র; খর্ব, খাটো; লঘু; একমাত্রা-কালে উচ্চার্য (হ্রস্ব স্বর—বিপ. দীর্ঘ স্বর); বামন (হ্রস্বদেহ)। বি. **হ্রস্বতা,-ত্ব**—ক্ষুদ্রতা; লঘুতা; হ্রাস। **হ্রস্ব-দীর্ঘ জ্ঞান না থাকা**—কাণ্ডজ্ঞান বা গুরুলঘুজ্ঞান না থাকা।

হ্রাদ—[হ্রাদ্+ঘঞ্] বি. শব্দ, গোলমালের শব্দ, নির্ঘোষ; প্রহ্লাদের এক ভাই।

হ্রাদিনী—বি. বজ্র; নদী; ণ. নিনাদকারিণী।

হ্রাদী (-দিন্)—ণ. শব্দকারী, সরব।

হ্রাস—[হ্রস্+ঘঞ্] বি. ক্ষয়, অপচয়; কমতি, কমিয়া যাওয়া। **হ্রাসক**—ণ. হ্রাসকারী। **হ্রাসন**—বি. অল্পীকরণ; খর্বীকরণ। **হ্রাস-প্রাপ্ত**—ণ. যাহা কমিয়া গিয়াছে। **হ্রাস-বৃদ্ধি**—কমতি বা বাড়তি, ক্ষতি বা লাভ)।

হ্রিত—[হ্রী (লজ্জিত হওয়া)+ক্ত অথবা হৃ+ক্ত] ণ. লজ্জিত; বিভক্ত; নীত।

হ্রী—[হ্রী+কিপ্] বি. লজ্জা, ব্রীড়া। **হ্রীকা**—বি. লজ্জা, ত্রপা; শঙ্কা। **হ্রীজিত**—ণ. লাজুক। **হ্রীমূঢ়**—ণ. লজ্জায় দিশাহারা। **হ্রীমান্ (-মৎ)**—ণ. লজ্জাসঙ্কোচযুক্ত। (বিপ. হ্রীহীন)। **হ্রীত, হ্রীণ**—ণ. লজ্জিত।

হ্রেষা, হ্রেষিত—[হ্রেষ্+অ+আপ্, ক্ত] বি. ঘোড়ার ডাক। **হ্রেষী (-ষিন্)**—ণ. হ্রেষাযুক্ত।

হ্লাদ—[হ্লাদ্ (আনন্দিত হওয়া)+ঘঞ্] বি. আহ্লাদ, আনন্দ। **হ্লাদক**—ণ. যে আনন্দিত করে। **হ্লাদন**—বি. আনন্দ-জনন, আনন্দন। **হ্লাদিত**—ণ. আনন্দিত, আহ্লাদিত, হৃষ্ট। **হ্লাদিনী**—ণ. আনন্দদায়িনী। বি. বিদ্যুৎ; শক্তি-বিশেষ, শ্রীকৃষ্ণের আনন্দ-আস্বাদনের শক্তি (শ্রীরাধিকা)। **হ্লাদী (-দিন্)**—যে বা যাহা আনন্দিত করে; আনন্দযুক্ত।

পরিশিষ্ট ক

বাংলা বানানের নিয়ম

[কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বানান সংস্কার সমিতি হইতে প্রকাশিত পুস্তিকার ৩য় সংস্করণ হইতে গৃহীত]

সংস্কৃত বা তৎসম শব্দ

১। রেফের পর ব্যঞ্জনবর্ণের দ্বিত্ব।
রেফের পর ব্যঞ্জনবর্ণের দ্বিত্ব হইবে না, যথা—'অর্চনা, মূর্ছা, অর্জুন, কর্তা, কার্তিক, বার্তা, কর্দম, মূর্ধা, বার্ধক্য, কর্ম, কার্য, সর্ব'।

২। সন্ধিতে ঙ্ স্থানে অনুস্বার।
যদি ক খ গ ঘ পরে থাকে তবে পদের অন্তস্থিত ম্ স্থানে অনুস্বার অথবা বিকল্পে ঙ্ বিধেয়, যথা—'অহংকার, ভয়ংকর, শুভংকর, সংখ্যা, সংগম, হৃদয়ংগম, সংঘটন' অথবা 'অহঙ্কার, ভয়ঙ্কর' ইত্যাদি। 'গংগা' 'সংগে' ইত্যাদি হইবে না, কারণ শব্দের পূর্বে ম্-কারান্ত পদ নাই।

অ-সংস্কৃত অর্থাৎ তদ্ভব, দেশজ ও বিদেশী শব্দ

৩। রেফের পর ব্যঞ্জনবর্ণের দ্বিত্ব
রেফের পর ব্যঞ্জনবর্ণের দ্বিত্ব হইবে না, যথা—'কর্জ, শর্ত, পর্দা, সর্দার, চর্বি, ফর্মা, জার্মানি'।

৪। হস্-চিহ্ন

শব্দের শেষে সাধারণতঃ হস্-চিহ্ন দেওয়া হইবে না, যথা—'ওস্তাদ, কংগ্রেস, চেক, জজ, টন, টি-পট, ট্রাম, ডিশ, তছনছ, পকেট, মক্তব, হুক, করিলেন, করিস'। কিন্তু যদি ভুল উচ্চারণের সম্ভাবনা থাকে তবে হস্-চিহ্ন বিধেয়। হ ও যুক্ত ব্যঞ্জনের উচ্চারণ সাধারণতঃ স্বরান্ত, যথা—'দহ, অহরহ, কাণ্ড, গঞ্জ'। যদি হসন্ত উচ্চারণ অভীষ্ট হয়, তবে হ ও যুক্ত ব্যঞ্জনের পর হস্-চিহ্ন আবশ্যক, যথা—'শাহ্, তখ্ত, জেম্স্, বণ্ড্'। কিন্তু সুপ্রচলিত শব্দে না দিলে চলিবে, যথা—'আর্ট, কর্ক, গভর্নমেণ্ট, স্পঞ্জ'। মধ্য বর্ণে প্রয়োজন হইলে হস্-চিহ্ন বিধেয়, যথা—'উল্‌কি, সট্‌কা'। যদি উপান্ত্য স্বর অত্যন্ত হ্রস্ব হয়, তবে শেষে হস্-চিহ্ন বিধেয়, যথা—'কট্‌কট্, খপ্, সার্'।

বাংলার কতকগুলি শব্দের শেষে অ-কার উচ্চারিত হয়, যথা—'গলিত, ঘন, দৃঢ়, প্রিয়, করিয়াছ, করিত, ছিল, এস'। কিন্তু অধিকাংশ শব্দের শেষের অ-কার গ্রস্ত অর্থাৎ শেষ অক্ষর হসন্তবৎ, যথা—'অচল, গভীর, পাঠ, কলক, করিস, করিলেন'। এই প্রকার সুপরিচিত শব্দের শেষে অ-ধ্বনি হইবে কি হইবে না, তাহা বুঝাইবার জন্য কেহই চিহ্ন প্রয়োগ করেন না। অধিকাংশ স্থলে অ-সংস্কৃত শব্দে অন্ত্য হস্-চিহ্ন অনাবশ্যক, বাংলা-ভাষার প্রকৃতি অনুসারেই হসন্ত উচ্চারণ হইবে। অল্প কয়েকটি বিদেশী শব্দের শেষে অ-উচ্চারণ হয়, যথা—'বাই-ল'। কিন্তু প্রভেদ রক্ষার জন্য অপর বহু বহু শব্দে হস্-চিহ্নের ভার চাপান অনাবশ্যক। কেবল ভুল উচ্চারণের সম্ভাবনা থাকিলে হস্-চিহ্ন বিধেয়।

৫। ঈ ঈ উ ঊ

যদি মূল সংস্কৃত শব্দে ঈ বা ঊ থাকে তবে তদ্ভব বা তৎসদৃশ ঈ বা ঊ অথবা বিকল্পে ই বা উ হইবে, যথা—'কুমীর, পাখী, বাড়ী, শীষ, ঊনিশ, চূন, পূব, অথবা 'কুমির, পাখি, বাড়ি, শিষ, উনিশ, চুন, পুব'। কিন্তু কতকগুলি শব্দে কেবল ঈ, কেবল ই অথবা কেবল উ হইবে, যথা—'নীল (নীলক), হীরা (হীরক); দিয়াশলাই (দীপশলাকা), খিল (কীল), পানি (পানীয়); চুন (চূর্ণ), তাড় (তর্ড়), জুয়া (দ্যূত)'।

স্ত্রীলিঙ্গ এবং জাতি, ব্যক্তি, ভাষা ও বিশেষণ-বাচক শব্দের অন্তে ঈ হইবে, যথা—'কলুনী, বাঘিনী, কাবুলী, কেরানী, ঢাকী; ফরিয়াদী, ইংরেজী, বিলাতী, দাগী, রেশমী'। কিন্তু কতকগুলি শব্দে ই হইবে, যথা—'ঝি, দিদি, বিবি; কচি, মিহি, মাঝারি, চলতি'। 'পিসী, মাসী' স্থানে বিকল্পে 'পিসি, মাসি' লেখা চলিবে।

অন্যত্র মনুষ্যেতর জীব, বস্তু, গুণ, ভাব ও কর্ম-বাচক শব্দের, এবং দ্বিরাবৃত্ত শব্দের অন্তে, কেবল ই হইবে, যথা—'বেঙাচি, বেঁজি, কাঠি, সুজি, কেরামতি, চুরি, পাগলামি, বাবুগিরি, তাড়াতাড়ি, সরাসরি, সোজাসুজি'।

নবাগত বিদেশী শব্দে ঈ উ প্রয়োগ সম্বন্ধে পরে দ্রষ্টব্য ।

৬। জ য

এই সকল শব্দে য না লিখিয়া জ লেখা বিধেয়—'কাজ, জাউ, জাঁতা, জাঁতি, জুঁই, জুত, জো, জোড়, জোড়া, জোত, জোয়াল'।

৭। ণ ন

অসংস্কৃত শব্দে কেবল ন হইবে, যথা—'কান, সোনা, বামুন, কোরান, করোনার'। কিন্তু যুক্তাক্ষর ণ্ট, ণ্ঠ, ণ্ড, ণ্ঢ চলিবে, যথা—'ঘুণ্টি, লণ্ঠন, ঠাণ্ডা'।

'রানী' স্থানে বিকল্পে 'রাণী' চলিতে পারিবে।

৮। ও-কার ও ঊর্ধ্ব-কমা প্রভৃতি

সুপ্রচলিত শব্দের উচ্চারণ, উৎপত্তি বা অর্থের ভেদ বুঝাইবার জন্য অতিরিক্ত ও-কার, ঊর্ধ্ব-কমা বা অন্য চিহ্ন যোগ যথাসম্ভব বর্জনীয়। যদি অর্থ-গ্রহণে বাধা হয় তবে কয়েকটি শব্দে অন্ত্য অক্ষরে ও-কার এবং আদ্য বা মধ্য অক্ষরে ঊর্ধ্ব-কমা বিকল্পে দেওয়া যাইতে পারে, যথা—'কাল, কালো; ভাল, ভালো; মত, মতো; পড়ো, প'ড়ো (পড়ুয়া বা পতিত)'।

এই সকল বানান বিধেয়—'এত, কত, যত, তত; তো, হয়তো; কাল (সময়, কল্য), চাল (চাউল, ছাত, গতি), ডাল (দাইল, শাখা)'।

৯। ং ঙ

'বাঙ্গলা, বাঙ্গালা, বাঙ্গালী, ভাঙ্গন' প্রভৃতি এবং 'বাংলা, বাঙলা, বাঙালী, ভাঙন' প্রভৃতি উভয়প্রকার বানানই চলিবে। হসন্ত ধ্বনি হইলে বিকল্পে ং বা ঙ বিধেয়, যথা—'রং, রঙ; সং, সঙ; বাংলা, বাঙলা'। স্বরাশ্রিত হইলে ঙ বিধেয়, যথা—'রঙের, বাঙালী, ভাঙন'।

ং ও ঙ-র প্রাচীন উচ্চারণ যাহাই হউক, আধুনিক বাংলা উচ্চারণ সমান, সেজন্য অনুস্বার স্থানে বিকল্পে ঙ লিখিলে আপত্তির কারণ নাই। 'রং'-এর অপেক্ষা 'রঙের' লেখা সহজ। 'রঙ্গের' লিখিলে অভীষ্ট উচ্চারণ আসিবে না, কারণ 'রঙ্গ' ও 'রং'এর উচ্চারণ সমান নয়, কিন্তু 'রং' ও 'রঙ' সমান।

১০। শ ষ স

মূল সংস্কৃত শব্দ-অনুসারে তদ্ভব শব্দে শ, ষ বা স হইবে, যথা—'আঁশ (অংশু), আঁষ (আমিষ), শাঁস (শস্য), মশা (মশক), পিসী (পিতৃঃস্বসা)'। কিন্তু কতকগুলি শব্দে ব্যতিক্রম হইবে, যথা—'মিন্‌সে' (মনুষ্য), 'সাধ' (শ্রদ্ধা)।

বিদেশী শব্দে মূল উচ্চারণ-অনুসারে s স্থানে স, sh স্থানে শ হইবে, যথা—'আসল, ক্লাস, খাস, জিনিস, পুলিস, পেনসিল; মসলা, মাশুল, সবুজ, সাদা, সিমেণ্ট, খুশি, চশমা, তক্তাপোশ, পশম, পোশাক, পালিশ, পেনশন, শখ, শৌখিন, শয়তান, শরবৎ, শরম, শহর, শার্ট, শেক্‌স্পিয়র'। কিন্তু কতকগুলি শব্দে ব্যতিক্রম হইবে, যথা—'ইস্তাহার (ইশ্‌তিহার), গোমস্তা (গুমাশ্‌তাহ্‌), ভিস্তি (বিহিশ্‌তী), খ্রীষ্ট (Christ)'।

শ ষ স এই তিন বর্ণের একটি বা দুইটি বর্জন করিলে বাংলা উচ্চারণে বাধা হয় না, বরং বানান সরল হয়। কিন্তু অধিকাংশ তদ্ভব শব্দে মূল-অনুসারে শ ষ স প্রয়োগ বহু-প্রচলিত, এবং একই শব্দের বিভিন্ন বানান প্রায় দেখা যায় না। এই রীতির সহসা পরিবর্তন বাঞ্ছনীয় নয়। বহু বিদেশী শব্দের প্রচলিত বাংলা বানানে মূল-অনুসারে শ বা স লেখা হয়, কিন্তু কতকগুলি শব্দে ব্যতিক্রম বা বিভিন্ন বানান দেখা যায়, যথা—'সরবৎ, শরবৎ; সরম, শরম; শহর, সহর; শয়তান, সয়তান; পুলিস, পুলিশ'। সামঞ্জস্যের জন্য যথাসম্ভব একই নিয়ম গ্রহণীয়।

বিদেশী শব্দের s-ধ্বনির জন্য বাংলায় ছ অক্ষর বর্জনীয়। কিন্তু যেখানে প্রচলিত বাংলা বানানে ছ আছে এবং উচ্চারণেও ছ হয়, সেখানে প্রচলিত বানানই বজায় থাকিবে, যথা—'কেচ্ছা, ছয়লাপ, তছনছ, পছন্দ'।

দেশজ বা অজ্ঞাতমূল শব্দের প্রচলিত বানান হইবে, যথা—'করিস, ফরসা (ফরশা), সরেস (সরেশ), উসখুস (উসখুশ)'।

১১। ক্রিয়াপদ

সাধু ও চলিত প্রয়োগে কৃদন্ত-রূপে 'করান, পাঠান' প্রভৃতি, অথবা বিকল্পে 'করানো, পাঠানো' প্রভৃতি বিধেয়।

চলিত ভাষায় ক্রিয়াপদের বিহিত বানানের কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া হইল। বিকল্পে ঊর্ধ্ব-কমা বর্জন করা যাইতে পারে, এবং -লাম বিভক্তি স্থানে -লুম বা -লেম লেখা যাইতে পারে।

হ-ধাতু—হয়, হন, হও, হ'স, হই। হচ্ছে। হয়েছে। হ'ক, হ'ন, হও, হ। হ'ল, হ'লাম। হ'ত হচ্ছিল। হয়েছিল। হব (হবো), হবে। হ'য়ো, হ'স। হ'তে, হ'য়ে, হ'লে, হবার, হওয়া।

খা-ধাতু—খায়, খান, খাও, খাস, খাই। খাচ্ছে। খেয়েছে। খাক, খান, খাও, খা। খেলে, খেলাম। খেত। খাচ্ছিল। খেয়েছিল। খাব (খাবো), খাবে। খেয়ো, খাস। খেতে, খেয়ে, খেলে, খাবার, খাওয়া।

দি-ধাতু—দেয়, দেন, দাও, দিন, দিই। দিচ্ছে। দিয়েছে। দিক, দিন, দাও, দে। দিলে, দিলাম। দিত। দিচ্ছিল। দিয়েছিল। দেব (দেবো), দেবে। দিও, দিস। দিতে, দিয়ে, দিলে, দেবার, দেওয়া।

শু-ধাতু—শোয়, শোন, শোও, শুস, শুই। শুচ্ছে। শুয়েছে। শুক, শুন, শোও, শো। শুল, শুলাম। শুত। শুচ্ছিল। শুয়েছিল। শোব (শোবো), শোবে। শুয়ো, শুস। শুতে, শুয়ে, শুলে, শোবার, শোয়া।

কর্-ধাতু—করে, করেন, কর, করিস, করি। করছে। করেছে। করুক, করুন, কর, কর্। ক'রলে, ক'রলাম। ক'রত। করছিল। করেছিল। ক'রব (ক'রবো), ক'রবে। ক'রো, করিস। ক'রতে, ক'রে, ক'রলে, করবার, করা।

কাট্-ধাতু—কাটে, কাটেন, কাট, কাটিস, কাটি। কাটছে। কেটেছে। কাটুক, কাটুন, কাট, কাট্। কাটলে, কাটলাম। কাটত। কাটছিল। কেটেছিল। কাটব (কাটবো), কাটবে। কেটো, কাটিস। কাটতে, কেটে, কাটলে, কাটবার, কাটা।

লিখ্-ধাতু—লেখে, লেখেন, লেখ, লিখিস, লিখি। লিখছে। লিখেছে। লিখুক, লিখুন, লেখ, লেখ্। লিখলে, লিখলাম। লিখিত। লিখছিল। লিখেছিল। লিখব (লিখবো), লিখিবে। লিখে, লিখিস। লিখতে, লিখে, লিখলে, লেখবার, লেখা।

উঠ্-ধাতু—ওঠে, ওঠেন, ওঠ, উঠিস, উঠি। উঠছে। উঠেছে। উঠুক, উঠুন, ওঠ, ওঠ্। উঠল, উঠলাম। উঠত। উঠছিল। উঠেছিল। উঠব (উঠবো), উঠবে। উঠো, উঠিস। উঠতে, উঠে, উঠলে, ওঠবার, ওঠা।

করা-ধাতু—করায়, করান, করাও, করাস, করাই। করাচ্ছে। করিয়েছে। করাক, করান. করাও, করা। করালে, করালাম। করাত; করাচ্ছিল। করিয়েছিল। করাব (করাবো), করাবে। করিও, করাস। করাতে, করিয়ে, করালে, করাবার, করান (করানো)।

১২। কতকগুলি সাধুশব্দের চলিত রূপ

'কুয়া, সুতা, মিছা, উঠান, উনান, পুরান, পিছন, পিতল, ভিতর, উপর' প্রভৃতি কতকগুলি সাধুশব্দের মৌখিকরূপ কলিকাতা অঞ্চলে অন্যপ্রকার। যে শব্দের মৌখিক বিকৃতি আদ্য অক্ষরে, তাহার সাধুরূপই চলিত ভাষায় গ্রহণীয়, যথা—'পিছন, পিতল, ভিতর, উপর'। যাহার বিকৃতি মধ্য বা শেষ অক্ষরে, তাহার চলিত রূপ মৌখিক রূপের অনুযায়ী করা বিধেয়, যথা—'কুয়ো, সুতো, মিছে, উঠন, উনন, পুরনো'।

নবাগত ইংরেজী ও অন্যান্য বিদেশী শব্দ

Cut-এর u, cat-এর a, f, v, w, z প্রভৃতির প্রতিবর্ণ বাংলায় নাই। অল্প কয়েকটি নূতন অক্ষর বা চিহ্ন বাংলা লিপিতে প্রবর্তিত করিলে মোটামুটি কাজ চলিতে পারে। বিদেশী শব্দের বাংলা বানান যথাসম্ভব উচ্চারণসূচক হওয়া উচিত, কিন্তু নূতন অক্ষর বা চিহ্নের বাহুল্য বর্জনীয়। এক ভাষার উচ্চারণ অন্য ভাষার লিপিতে যথাযথ প্রকাশ করা অসম্ভব। নবাগত বিদেশী শব্দের শুদ্ধি-রক্ষার জন্য অধিক আয়াসের প্রয়োজন নাই, কাছাকাছি বাংলা রূপ হইলেই লেখার কাজ চলিবে। যে সকল বিদেশী শব্দের বিকৃত উচ্চারণ ও তদনুযায়ী বানান বাংলায় চলিয়া গিয়াছে সে সকল শব্দের প্রচলিত বানানই বজায় থাকিবে, যথা—'কলেজ, টেবিল, বাইসিকেল, সেকেণ্ড'।

১৩। বিবৃত অ (cut-এর u)

মূল শব্দে যদি বিবৃত অ থাকে তবে বাংলা বানানে আদ্য অক্ষরে আ-কার এবং মধ্য অক্ষরে অ-কার বিধেয়, যথা—'ক্লাব (club), বাস্ (bus),

বাল্‌ব্ (bulb), সার্ (sir), থার্ড (third), বাজেট (budget), জার্মান (German), কাটলেট (cutlet), সার্কস (circus), ফোকস (focus), রেডিয়ম (radium), ফস্‌ফরস (phosphorus), হিরোডোটস (Herodotus)।

১৪। বক্র অ্যা (বা বিকৃত এ। cat-এর a)

মূল শব্দে বক্র আ থাকিলে বাংলায় আদিতে অ্যা এবং মধ্যে ্যা বিধেয়, যথা—'অ্যাসিড (acid), হ্যাট (hat)'।

এইরূপ বানানে '্যা'-কে য-ফলা+আ-কার মনে না করিয়া একটি বিশেষ স্বরবর্ণের চিহ্ন জ্ঞান করা যাইতে পারে, যেমন—হিন্দীতে এই উদ্দেশ্যে ঐ-কার চলিতেছে (hat=हैट)। নাগরী লিপিতে যেমন—অ-অক্ষরে ও-কার যোগ করিয়া ও (ऑ) হয়, সেইরূপ বাংলায় অ্যা হইতে পারে।

১৫। ঈ উ

মূল শব্দের উচ্চারণ যদি ঈ উ থাকে তবে বাংলা বানানে ঈ উ বিধেয়, যথা—'সীল (seal), ঈস্ট (east), স্পূল (spool)'।

১৬। f v

f ও v স্থানে যথাক্রমে ফ ভ বিধেয়, যথা—'ফুট (foot), ভোট (vote)'। যদি মূল শব্দে v-এর উচ্চারণ f তুল্য হয়, তবে বাংলা বানানে ফ হইবে, যথা—'ফন (Von)'।

১৭। w

w স্থানে প্রচলিত রীতি অনুসারে উ বা ও বিধেয়, যথা—'উইলসন (Wilson), উড (wood) ওয়ে (way)'।

১৮। য়

নবাগত বিদেশী শব্দে অনর্থক য় প্রয়োগ বর্জনীয়। 'মেয়র, চেয়ার, রেডিয়ম, সোয়েটর' প্রভৃতি বানান চলিতে পারে, কারণ য় লিখিলেও উচ্চারণ বিকৃত হয় না। কিন্তু উ-কার বা ও-কারের পর অকারণে য়, য়া, য়ো লেখা অনুচিত। 'এডোয়ার্ড, ওয়ার-বণ্ড' না লিখিয়া 'এড্‌ওআর্ড, ওঅর-বণ্ড' লেখা উচিত। 'হার্ডওয়ার (hardware)' বানানে দোষ নাই।

১৯। s, sh

১০ সংখ্যক নিয়ম দ্রষ্টব্য।

২০। st

নবাগত বিদেশী শব্দে st-স্থানে নূতন সংযুক্ত-বর্ণ স্ট বিধেয়, যথা—'স্টোভ (stove)'।

২১। z

z স্থানে য বা জ় বিধেয়।

২২। হস্-চিহ্ন

৪ সংখ্যক নিয়ম দ্রষ্টব্য।

পরিশিষ্ট খ

বিশ্ববিদ্যালয় ও সরকার কর্তৃক গৃহীত পরিভাষা

অর্থবিদ্যা—Economics

absolute পরম
accept স্বীকার করা
acceptance স্বীকার
acceptor স্বীকারী
accidental আকস্মিক
accommodation bill উপযোজক হুণ্ডি
account হিসাব
accumulated সঞ্চিত
acquittance ফারখতি
ad-valorem মূল্যানুসারে
advance আগাম, অগ্রিম। দাদন, বায়না
agent প্রতিনিধি, এজেন্ট
amortization ক্রমশোধ
annuity বার্ষিক বৃত্তি
anomalous অনিয়ত
anticipation ভাবিবোধ
appreciation উপচয়
apprentice শিক্ষানবিশ
approximate আসন্ন
approximation আসত্তি
—, rough, স্থূলমান
arbitrage আর্বিট্রেজ
arbitration সালিসি, মধ্যস্থতা
arrears বাকী
assay যাচাই
assessment কর-নির্ধারণ
assets সম্পত্তি, পাওনা
association সংঘ
attachment ক্রোক
attorney অ্যাটর্নি, মোক্তার
—, power of, মোক্তারনামা
audit অডিট, হিসাব পরীক্ষা
average গড়

bad debt অশোধ্য ঋণ, কুঋণ
balance বাকি, উদ্বৃত্ত, তহবিল
—, credit, জমা বাকি
—, debit, খাজিল বাকি

balance sheet ব্যালান্স শীট
balance of trade বাণিজ্য-উদ্বৃত্ত
bankrupt দেউলিয়া
barter বিনিময়
bear মন্দিওয়ালা
bill of exchange হুণ্ডি, বিল
—, clear, শুদ্ধ বিল
—, documentary, মিশ্র বিল
bill of exchange payable on demand দর্শনী হুণ্ডি
bill of exchange payable after date মুদ্দতি হুণ্ডি
bill of lading বিল অফ লেডিং
bimetallism দ্বি-ধাতুমান
bond পাট্টা, তমসুক, বন্ধকপত্র
bonded godown বণ্ডেড গুদাম
bounty রাজবৃত্তি
brokerage দালালি
budget বাজেট
bull তেজিওয়ালা
bullion বাট, পিণ্ড
business কারবার, ব্যবসায়
by-product উপজাত

call কল
capital মূলধন, নিযুক্তধন, পুঁজী।—, authorized, নির্দিষ্ট মূলধন।—, circulating চলতি মূলধন। —, fixed, বদ্ধ মূলধন।—, issued, নিয়োজ্য। মূলধন।—, paid-up, প্রাপ্ত মূলধন।—, subscribed, প্রতিশ্রুত মূলধন
capitalism ধনিকতাবাদ, ধনিকতন্ত্র
capitalist ধনিক
case of need গতিকারী
cash নগদ, রোক।—book রোকড়
cashier খাজাঞ্চী
certificate of origin প্রভব-লেখ
chamber of commerce বণিক্-সমিতি, বণিক্‌সভা

chaos ওলটপালট
civil দেওয়ানী
clearing house নিকাশ ঘর
client ক্রেতা, মক্কেল
code সংকেত
co-existence সহভাব
coin মুদ্রা । coinage টঙ্কন
collectivism সংযক্রিয়াবাদ
combination, combine একার্থ সংঘ
commission দস্তুরি
commodity পণ্য
communism সমভোগবাদ
compensation ক্ষতিপূরণ, খেসারত
competition প্রতিযোগ
complementary অনুপূরক
compound interest চক্রবৃদ্ধি
compromise রফা
concession রেয়াত
condition শর্ত
confiscated বাজেয়াপ্ত
consequential পরোক্ষ
consideration প্রতিলাভ
consignment চালান
constant ধ্রুব
constitution সংস্থান
consumer খাদক, ব্যবহারক
consumption খাদন, ব্যবহার
contract চুক্তি, ইজারা
conversion পরিবর্তন
convertible বিনিমেয়
co-operation সমবায়
co-partnership ভাগী কারবার
corner (market) একায়ত্ত করা, একায়ত্তি
correlation অনুবন্ধ
counterfoil প্রতিপত্র
countermand প্রত্যাহার, রদ
countervailing সমকারী
credit ক্রেডিট, জমা
—, letter of, ক্রেডিটপত্র
credit side (of ledger) জমার খাত
crisis সংকট
criterion নির্ণায়ক

crossing (a cheque) রেখন
cum-dividend লাভাংশ সহ
current account চলতি হিসাব
customer গ্রাহক, ক্রেতা

debenture ডিবেঞ্চার, ঋণপত্র
debit ডেবিট, খরচ, বিকলন
deficiency, deficit ঘাটতি, ঊনতা, ন্যূনতা
deflation অবসার, অবপাত, কুঞ্চন
delivery ডেলিভারি
demand চাহিদা, টান
—, elasticity of, চাহিদার নম্যতা
—, marginal, সীমান্ত চাহিদা
deposit, গচ্ছিত, ন্যাস, আমানত, নিধান
depreciation অবচয়
depression মন্দা
deviation ব্যত্যয়
disbursement ব্যয়ন
discount বাটা
dishonour (a bill) প্রত্যাখ্যান
distribution বণ্টন
dividend ডিভিডেণ্ড, লাভাংশ
draft ড্রাফ্‌ট্‌, হুণ্ডি
drawee হুণ্ডি-গ্রাহক
drawer হুণ্ডি-প্রেরক
duty শুল্ক

earnest money সত্যংকার, অগ্রিমমূল্য, বায়না, দাদন
economic আর্থ
embargo রোধ
endorser সহিদাতা
endorsement সহি
entrepreneur নিষ্পাদক
establishment cost বেতন-ব্যয়
exchange বিনিময়, পরিবর্ত
ex-dividend লাভাংশ বাদে
executive পরিচালক
extreme প্রান্তীয়
export রপ্তানি

factor প্রতিনিধি
fatory কারখানা

fair মেলা
fixed deposit স্থায়ী নিধান
floating assest প্রবাহী পরিসম্পৎ
floating (a company) পত্তন
formula সূত্র
forward অগ্রিম
freight ভাড়া
funded debt নিহিত ঋণ

gain লাভ
generalization সামান্যীকরণ
gold-bullion standard স্বর্ণপিণ্ডমান
gold-exchange standard স্বর্ণবিনিময়মান
gold-specie standard স্বর্ণমুদ্রামান
gold-standard স্বর্ণমান
goods মাল
goodwill প্রতিষ্ঠাধিকার
governing body শাসকবর্গ
graph লেখ, চিত্র
graphical লৈখিক
guarantee গ্যারান্টি

identical একরূপ
identity অভেদ
impact (of taxes) অগ্রভার
import আমদানি
incidence (of taxes) পশ্চাদ্‌ভার
inconvertible অবিনিমেয়
indemnity খেসারত, ক্ষতিপূরণ
index সূচক। —number সূচক সংখ্যা
industry শিল্প, শ্রমশিল্প
industrialisation শিল্পযোজন
inflation উৎসার
intrinsic স্বকীয়, নিহিত
investment বিনিয়োগ
invoice চালান, জায়
irregular বিষম

joint যৌথ, মিলিত, যুক্ত, এজমালী

labour শ্রম
—, division of, শ্রমবিভাগ
labourer শ্রমিক
laissez-faire অবাধনীতি
land জমি, ভূমি, প্রাকৃত সম্পদ্
law নিয়ম, সূত্র, বিধি, আইন
lease লীজ, পাট্টা
legacy উত্তর দান
legal tender বিহিত অর্থ
letter of credit আকল্প পত্র
letter of indication অভিজ্ঞান পত্র
liability দায়
—, limited, সসীম দায়
—, unlimited, নিঃসীম দায়
limiting সীমান্ত
liquid asset চলিত সম্পত্তি
localization একদেশতা
lock out বহিষ্কার
locus সঞ্চারপথ

managing agent নির্বাহী নিযুক্তক
manufacture নির্মাণ, উৎপাদন
margin পর্যন্ত, মার্জিন
marginal পার্যন্তিক
maximum চরম, বৃহত্তম
mean গড়
measure সংখ্যামান
median মধ্যক
middleman মধ্যস্থ
minimum অবম, অল্পতম
minus বিযুক্ত
money অর্থ
—, earnest, বায়না, দাদন
monometallism একধাতুমান
monopoly একচেটিয়া

necessaries জীবনীয়
needs প্রয়োজন
negotiable instrument সম্প্রদেয় পত্র
nominal নামিক
normal স্বভাবী

option অপশন
overpopulation অতিপ্রজতা

overproduction অত্যুৎপাদন
order ক্রম
ordinate কোটি
origin মূলবিন্দু, প্রভব

panic উদ্বেগ
par, above, অতিরিক্ত মূল্যে, অধিহারে
—, at, সমমূল্যে, সমহারে
—, below, উনমূল্যে উনহারে
partner অংশী, অংশীদার
—, sleeping, অক্রিয় অংশী
patronage আনুকূল্য
payee প্রাপ্তা
pegging হারবন্ধ
per cent শতকরা, প্রতিশত, শতকে
period পর্যায়
periodicity পর্যাবৃত্তি
perishable নশ্বর
permit আজ্ঞাপত্র
phase দশা
plea ওজর
plus যুক্ত
preferential পক্ষপাতী
prime cost মুখ্য খরচ
principal মালিক, প্রধান
probability সম্ভাবনা
process প্রক্রিয়া, পদ্ধতি
produce উৎপন্ন
producer উৎপাদক
production উৎপাদন
progression প্রগতি
promoter প্রবর্তক
proportion সমানুপাত
protection সংরক্ষণ
proxy প্রতিনিধি, প্রক্সি

quotation বাজার দর। মূল্যজ্ঞাপন
quantity theory of money অর্থপ্রসারবাদ

rate দর, হার
rate of exchange বিনিময়হার
ratio অনুপাত
raw material কাঁচামাল
ready (sale) সদ্য
realization আদায়
rebate অবহ্রতক
reciprocity ব্যতিহার
reciprocal পরস্পর, বিপরীত
rent কর, খাজনা, ভাড়া
reserve সংরক্ষণ। সংচিতি
reserve fund রিজার্ভ ফণ্ড
resident আবাসী
retail খুচরা
return প্রত্যায়
returns আগম
—, constant, সম-আগম
—, diminishing, উন-আগম
—, increasing, বর্ধমান আগম
revenue রাজস্ব, আয়
ring মণ্ডল
rise and fall তেজিমন্দি, উঠানামা
risk ঝুঁকি

sample নমুনা
security জামিন, প্রতিভূ, জমানত, সিকিউরিটি
seigniorage বানি
series শ্রেণী
set-off কাটাকাটি
significant সার্থক
sinking fund সিংকিং ফাণ্ড, প্রতিপূরকনিধি
skew নৈকতলীয়
sliding scale সহচারী মান
slump অতিমন্দা
socialism সমাজতন্ত্র
speculation স্পেকুলেশন, ফটকা
spot (sale) সদ্য
squared paper ছক কাগজ
standard প্রমাণ
standardized প্রমিত
statistics পরিসংখ্যান
strike ধর্মঘট
subsidy সরকারী সাহায্য
supply যোগান, সরবরাহ
surety জামিন, প্রতিভূ, জমানত
surplus উদ্বৃত্ত

symmetry প্রতিসাম্য
syndicalism সিণ্ডিকালিজম্

tariff মাশুল, শুল্ক
tax কর
—,direct, প্রত্যক্ষ কর
—,indirect, পরোক্ষ কর
—,income, আয় কর
tender টেণ্ডার
token coin নিদর্শন মুদ্রা
trade, external, বহির্বাণিজ্য
—,internal, অন্তর্বাণিজ্য
—,free, অবাধ বাণিজ্য
trade union, কর্মিসংঘ
treasury কোষ। রাজকোষ
transaction লেনদেন

unanimous সর্বসম্মত

underwriting অবলিখন, দায়গ্রহণ
uniform সম
unit একক
usance দস্তুর
usurer সুদখোর
usury চোটা
utility উপযোগ

value মূল্য, মান

wages বেতন, মজুরি
warehouse গুদাম, পণ্যাগার
wealth সম্পদ
wholesale পাইকারী
winding up গুটান
writing off অবলোপন

yield উৎপাদ

উদ্ভিদ্‌বিদ্যা—Botany

abortive লুপ্ত
abortive organ লুপ্তাঙ্গ
absciss layer মোচনস্তর
absorption শোষণ
—, selective, বৃত শোষণ
acaulescent নিষ্কাণ্ড
accessory অতিরিক্ত
—member উপাঙ্গ
accrescent বৃদ্ধিশীল
achlamydeous অকঞ্চুক
acicular সূচ্যাকার
acotyledon অবীজপত্রী
acquired character লব্ধগুণ
acropetal অগ্রোন্মুখ
actinomorphic বহুপ্রতিসম
acuminate দীর্ঘাগ্র
acyclic সর্পিল
adaptation প্রতিযোজন
adelphous গুচ্ছ

adnate লগ্ন
adventitious অস্থানিক
aerial বায়ব
—root অবরোহ
—shoot বিস্তার
aerobic bacteria বায়ুজীবী ব্যাক্টিরিয়া
—respiration সবাত শ্বসন
affinity সম্পর্ক
agent (pollinating) ঘটক
agglomerate পিণ্ডিত
air-space বাতাবকাশ
algae শেওলা, অ্যালজী
alkaloid উপক্ষার
alternate (phyllotaxy) একান্তর
alternation ক্রম
amphibious উভচর
analogous সমবৃত্তি
analogy সমবর্তিতা
anastomosis সমাযোগ

androecium পুংস্তবক
androgynous উভলিঙ্গ
androphore পুংধর
anemophily বায়ুপরাগণ
angiosperm গুপ্তবীজী
annual বর্ষজীবী। —ring বর্ষবলয়
annular বলয়াকার
annulated বলয়ী
annulus বলয়
anterior অক্ষবিমুখ
anther পরাগধানী
antheridium পুংধানী
anthophore, rachis মঞ্জরীদণ্ড, পুষ্পদণ্ড
antipodal প্রতিপাদ
apetalous দলহীন
apex অগ্র
apical অগ্রস্থ
apocarpous মুক্তগর্ভপত্রী
apogamy অসঙ্গজনি
apospory অরেণুজনি
appendage উপাঙ্গ
aquatic জলজ
archegonium স্ত্রীধানী
aril বীজোপাঙ্গ
articulate সন্ধিযুক্ত
ascent of sap রসের উৎস্রোত
asexual অযৌন
aspirator বাতশোষক
auriculate সকর্ণ
autogamy স্বসেক
autotrophic স্বভোজী
awn শূক
axil কক্ষ
axillary কাক্ষিক

bark বল্কল
bast শকল, বাস্ট
bi-carpellate দ্বিগর্ভপত্র
biennial দ্বিবর্ষজীবী
bifacial দ্বিসমপৃষ্ঠ
bifid দ্বিখণ্ডিত
bifoliate দ্বিফলক
bifurcate দ্বৈভাগিক
bilabiate ওষ্ঠাধরাকৃতি
biparous দ্বিশাখ বিন্যাস
bipinnate দ্বি-পক্ষল
bisexual উভলিঙ্গ
bladder থলি
blade ফলক
bloom খড়ি, ব্লুম
bordered pit সপার কূপ
bract পুষ্পধর পত্র, মঞ্জরীপত্র
bracteole পুষ্পধর পত্রিকা
branching শাখাবিন্যাস
breeding প্রজনন
bristle কূর্চ
bud মুকুল, প্রবাল
bud-scale মুকুলাবরণ
bulb কন্দ
—, scaly, শল্কিত কন্দ
—, tunicated, পুটিত কন্দ
buttress (root) অধিমূল

caducous আশুপাতী
calyx বৃতি
campanulate ঘণ্টাকার
captilarity কৈশিকতা
capitate মুণ্ডাকার
carbon-assimilation সালোক-সংশ্লেষণ
carpel গর্ভপত্র
caudex অশাখ
caulescent সকাণ্ড
cauline কাণ্ডজ
caulis কাণ্ড
cavity রন্ধ্র
cell কোষ। cell sap কোষরস
cellutar কোষীয়, কৌষিক
cereal শস্য
chlorophyll ক্লোরোফিল, পত্রহরিৎ
chloroplast সবুজ কণিকা
chromoplasttd বর্ণপ্লাস্টিড
chromosome ক্রোমোজোম
circulation সংবহন
circumnutation পরিবলন

cleistogamy অস্থুমীলন
climatic (factor) আবহীক
climber রোহিণী
colouring matter রঞ্জক
compound leaf যৌগিক পত্র, বহুফলক পত্র
compound fruit যৌগফল
conduplicate প্রতিমীলিত
conglomerate পিণ্ডীকৃত
conical শাঙ্কব
conjugation সংশ্লেষ
conjunctive tisue যোজক কলা
connate (leaf) যমক
contractile সংকোচী
convolute সংবর্ত
corolla দলমণ্ডল
cork কর্ক
corm কর্ম্
corona মুকুট
cortex কর্টেক্স্
costa শিরা
costate শিরিত, শিরাল
cotyledon বীজপত্র
creeper ব্রততী
crenate সভঙ্গ
cryptogam অপুষ্পক উদ্ভিদ্
culm তৃণকাণ্ড
cuspidate তীক্ষ্ণাগ্র
cuticle কিউটিক্ল্
cutting শাখাকলম
cylindrical বেলনাকার
cyme স্তবক, সাইম
cymose (inflorescence) নিয়ত
cystolith সিস্টোলিথ
cytology কোষবিদ্যা, সাইটোলজি
cytoplasm সাইটোপ্লাজ্ম্

decussate তির্যক্পত্র
deciduous পাতী, পর্ণমোচী
decumbent ঊর্ধ্বাগ্র
decurrent পর্বলগ্ন
defoliation পত্রপতন, পত্রমোচন
dehiscence দারণ

dehiscent বিদারী, দারী
dentate দন্তুর
development পরিণতি
dextrorse দক্ষিণাবর্ত
diadelphous দ্বিগুচ্ছ
diagnosis লক্ষণ
diandrous দ্বিকেশর
dichotomy দ্ব্যগ্রশাখোদ্গম
diclinism একলিঙ্গতা
dicotyledon দ্বিবীজপত্রী
didynamous দীর্ঘদ্বয়ী
differentiation বিভেদ
digitate অঙ্গুলাকার
dimorphism দ্বিরূপতা
discoid চক্রাকার
dispersal বিস্তার
distichous দ্বিসারী
dorsal পৃষ্ঠ্য
dorsi-ventral বিষমপৃষ্ঠ
dove-tail পুচ্ছক
downy মৃদুরোমশ
duct নালী
duramen সারকাষ্ঠ
dye রঞ্জক

ecology বাস্তুসংস্থান
ectoplasm এক্টোপ্লাজ্ম্
egg-cell ডিম্বাণু
elater রেণুক্ষেপক
embryo ভ্রূণ
embryogeny ভ্রূণবিকাশ
embryonic cell আদি কোষ
emerginate খাতাগ্র
endemic স্থানীয়
endocarp ফলের অন্তস্ত্বক্
endodermis এণ্ডোডারমিস
endogenous অন্তর্জনিষ্ণু
endoplasm এণ্ডোপ্লাজ্ম্
endosmosis এণ্ডসমোসিস্
endosperm সস্য
ensiform অসিফলাকার
entomophily পতঙ্গপরাগণ

enzyme এনজাইম
epibasal অধিপাদীয়
epicalyx উপবৃতি
epicarp ফলের বহিত্বক্
epicotyl বীজপত্রাধিকাণ্ড
epidermis ত্বক্
epigeal মৃদ্ভেদী
epignous গর্ভশীর্ষ
epipetalous দললগ্ন
epiphyte পরাশ্রয়ী
epipodium ফলক
epithelial এপিথিলীয়
etiolated পাণ্ডুর
evergreen চিরহরিৎ
ex-albuminous অসস্তল
exodermis অধিত্বক্
exogenous বহির্জনিষ্ণু
exosmosis এক্স্-অস্মোসিস
exotic বিদেশীয়
exstipulate অনুপপত্রী
extrorse বহির্মুখ
eyes of tuber কন্দমুকুল

family গোত্র
fascicle গুচ্ছ
feathery লোমশ
ferment কিণ্ব
fermentation সন্ধান
fern ফার্ন
fertilization নিষেক, গর্ভাধান
—, cross, পরনিষেক
—, self, স্বনিষেক
fibrous root গুচ্ছমূল, গুচ্ছমূল
filament of stamen পুংদণ্ড
filiform সূত্রাকার
flora উদ্ভিদকুল
floret পুষ্পিকা
foliaceous ফলকাকার
foliage পর্ণরাজী
follicle ফলিক্‌ল্
frond কাণ্ড, ফার্ণপত্র
fructose ফলশর্করা

fugacious আশুপাতী
fundamental tissue আদিকলা
fungus ছত্রাক
funiculus ডিম্বকনাড়ী
fusiform মূলকাকার

gamete জননকোষ, গ্যামেট
gametophyte লিঙ্গধর উদ্ভিদ্
gemmation মুকুলোদ্গম
generation জন্ম। জনন
genetics সুপ্রজনন বিদ্যা
genetic spiral পত্রমূলাবর্ত
genus গণ
germ-cell জননকোষ
germination অঙ্কুরোদ্গম
gland গ্রন্থি, গ্ল্যাণ্ড
graft জোড়কলম
gregarious সংঘিত, যূথচারী
ground tissue আদিকলা
guard cell রক্ষী কোষ
gymnosperm ব্যক্তবীজী
gynaecium স্ত্রীস্তবক
gynandrophore উভলিঙ্গধর
gynandrous যোষিৎপুংস্ক

habitat নিবাস, বসতি
hair রোম
haustoria চোষকমূল
haulm তৃণকাণ্ড
heliotropism সূর্যাবৃত্তি
herb বীরুৎ
herbaceous কোমল
heredity বংশগতি
hermaphrodite উভলিঙ্গ
hilum (seed) ডিম্বক নাভি
histology কলাস্থান
homogamy সমপরিণতি
homology সমসংস্থ
hook অঙ্কুশ
humus হিউমস
hybrid সংকর
hybridization সংকরায়ণ

hydrophilous জলপরাগী
hydrophyte জলজ
hygrophyte আর্দ্রভূমিজ
hypha অণুসূত্র
hypocotyl বীজপত্রাবকাণ্ড
hypodermis অধস্ত্বক্
hypogeal মৃদ্বর্তী
hypogynae গর্ভপাদপুষ্পী
hypogynous গর্ভপাদ

incipient (nucleus) প্রারম্ভিক
inflorescence পুষ্পবিন্যাস
integument ডিম্বকত্বক্
intercalary growth নিবেশিত বৃদ্ধি
— meristem নিবেশিত ভাজকতন্ত্র
internode পর্বমধ্য
introrse অন্তর্মুখ
intussusception অন্তর্বেশ
involucre of bracts মঞ্জরী-পত্রাবর
involute অন্তাবর্তী
irregular (flower) অসমাঙ্গ

jointed (stem) গ্রন্থিল

kernel অন্তর্বীজ

labiate ওষ্ঠাকার
lamina ফলক
lanceolate ভল্লাকার
latex তরুক্ষীর
layering দাবা কলম
leaflet পত্রক
leaf mosaic পত্ররচনা
legume শিম্ব
liana কাষ্ঠল লতা
lichen লাইকেন
life cycle জীবনচক্র
ligule অঙ্গুলক
ligulate জিহ্বাকার
loam দোআঁশ মাটি
lobe খণ্ড, পালি
loculus কোষ্ঠ

mangrove গরান

marsh অনূপ
median মাধ্যিক
medulla মজ্জা
member অবয়ব
membrane ঝিল্লী
meristem ভাজক কলা
mesocarp ফলের মধ্যত্বক্
metamorphosis রূপান্তর
microbe জীবাণু
micropyle ডিম্বকরন্ধ্র
mimicry অনুকৃতি
monadelphous একগুচ্ছ
monocotyledon একবীজপত্রী
monoecious সহবাসী, সহস্থ
monopodial একাক্ষ
morphology অঙ্গসংস্থান
moss মস
mould ছাতা, চিতি
multicostate বহুশিরাল

natural order বর্গ
— selection প্রাকৃতিক নির্বাচন
nectar মকরন্দ, মধু
nectary মধুগ্রন্থি
node পর্ব
nodule অর্বুদ
nucleolus নিউক্লীয়োলাস
nucleus নিউক্লীয়স
nut নাট
nutation বলন

ochrea কাণ্ডবেষ্টক
offset প্ররোহ
ontogeny ব্যক্তিজনি
oosphere ডিম্বাণু
oospore জ্রণাণু
operculum ঢাকনি
opposite (leaves) প্রতিমুখ
organism জীব
origin (of species) উৎপত্তি
orthostichy ঋজুশ্রেণী
osmosis অস্‌মোসিস্

ongrowth উপবৃদ্ধি
ovule ডিম্বক
ovum ডিম্বাণু

palaeobotany প্রত্নোদ্ভিদ্‌বিদ্যা
panicle যৌগিক মঞ্জরী
parasite পরজীবী
parenchyma প্যারেনকাইমা
parthenogenesis অপুংজনি
pedicel পুষ্পবৃন্তিকা
perennial বহুবর্ষজীবী, চিরজীবী
perfoliate বিদ্ধপত্র
perianth পুষ্পপুট
pericarp ফলত্বক্‌
perigynous গর্ভকটি
perisperm পরিভ্রূণ
petal দল, পাপড়ি
petaloid উপদল
petiole বৃন্ত
phanerogam সপুষ্পক উদ্ভিদ্‌
phylloclade পর্ণকাণ্ড
phyllode পর্ণবৃন্ত
phyllum পর্ব
phyllotaxy পত্রবিন্যাস
phyllogeny জাতিজনি
pinna পত্রক
pinnate পক্ষল
pinnule পক্ষক
pistil গর্ভকেশর
pit কূপ
pitcher plant ঘটপত্রী
pith মজ্জা
placenta অমরা
plant উদ্ভিদ্‌, পাদপ
plumule ভ্রূণমুকুল
pneumatophore শ্বাসমূল
pod শিম্ব
pollen grains পরাগরেণু
pollinated পরাগিত
pollination পরাগযোগ
polyandrous বহুকেশর
polygamous বিমিশ্র, মিশ্রবাসী, ব্যামিশ্র

posterior অক্ষমুখ
prefoliation মুকুলপত্রবিন্যাস
prefloration পুষ্পপত্রবিন্যাস
prickles গাত্রকণ্টক
product বস্তু
prophyll পূর্বপত্র
prop root ঝুরি
protoplasm প্রোটোপ্লাজ্‌ম্‌

rachis পত্রক-অক্ষ
radical (leaf) মৃৎকাণ্ডজ
radicle ভ্রূণমুকুল
reniform বৃক্কাকার
reproduction জনন
reproductive cell জননকোষ
— organ জননযন্ত্র
resin রজন
reticulate জালিকাকার
revolute পৃষ্ঠাবর্তী
rhizome রাইজোম
root মূল। root apex মূলাগ্র।
—cap মূলত্র। —let মূলিকা
—tip মূলাগ্র
rotation of crop শস্যপর্যায়
ruminated চিত্রিত

saprophyte মৃতজীবী
sap wood কোমল কাঠ, সরস কাঠ
scalariform সোপানাকার
scale শল্ক
scape ভৌম পুষ্পদণ্ড
seedling চারা
sepal বৃত্যংশ
septum পর্দা
serrate ক্রকচ
sessile অবৃন্তক
shoot বিটপ
shrub গুল্ম
sinistrorse বামাবর্ত
sinuous তরঙ্গিত
soil মৃত্তিকা
spike মঞ্জরী। spikelet অণুমঞ্জরী

spine পত্রকণ্টক
spontaneous স্বতন্ত্র
spore রেণু
stamen পুংকেশর
stele স্টেল, কেন্দ্রস্তম্ভ
stellate তারাকার
stem কাণ্ড
stigma গর্ভমুণ্ড
stipe স্টাইপ, দণ্ড
stipel উপপত্রিকা
stipulate সোপপত্রিক
stipule উপপত্র
stolon স্টোলন
stoma পত্ররন্ধ্র
style গর্ভদণ্ড
sucker সাকার
suspensor ভ্রূণধর
suture সন্ধি
symbiosis অন্যোন্যজীবিত্ব
sympetalous যুক্তদল
sympodial যুক্তাক্ষ
syncarpous যুক্তগর্ভপত্রী
systematic botany উদ্ভিদ্-শ্রেণীবদ্ধবিদ্যা

tap root প্রধান মূল
tegmen বীজ-অন্তত্বক্
tendril আকর্ষ
tentacles কর্ষিকা
terminal (bud) অগ্র্য
ternate ত্রিফলক
testa বীজ-বহিস্ত্বক্
thalamus পুষ্পাক্ষ
thorn শাখাকণ্টক
tissue কলা
transpiration current রসোৎস্রোত
tree বৃক্ষ
trichome রূহ
tuber স্ফীতকন্দ
tuberous কন্দাল
turgescence রসস্ফীতি
turgid রসস্ফীত
turgidity রসস্ফীতি
twiner বল্লী

umbel ছত্রবিন্যাস
undershrub ক্ষুপ
univalent একতন্ত্র
utricle ক্ষুদ্রথলী

vacuole ভ্যাকুওল
valvate প্রান্তস্পর্শী
variation প্রকারণ
variegated কর্বুর
vascular bundle নালিকা বাণ্ডিল
vegetation গাছপালা
vegetative propagation অঙ্গজ বিস্তার
vein শিরা
venation শিরাবিন্যাস
ventral অঙ্কীয়
vernation মুকুলপত্রবিন্যাস
vessel বাহিকা, বহনী
vexillum ধ্বজা
vitalistic theory অধিপ্রাণবাদ
viviparous জরায়ুজ

wart গড়্
waste product বর্জ্য পদার্থ
wavy তরঙ্গিত
whorled আবর্ত
winged সপক্ষ

xylem জাইলেম

yeast ঈষ্ট

zoospore চলরেণু
zygomorphic একপ্রতিসম

গণিত—Mathematics

কণিক—Conics

abscissa ভুজ
asymptote অসীমপথ
auxiliary circle সহবৃত্ত
axis অক্ষ
cone শঙ্কু
conjugate অনুবন্ধ
directrix নিয়ামক
eccentricity উৎকেন্দ্রতা
ellipse উপবৃত্ত
focus নাভি, ফোকস
hyperbola পরাবৃত্ত
latus rectum নাভিলম্ব
major axis পরাক্ষ
minor axis উপাক্ষ
normal অভিলম্ব
ordinate কোটি
parabola অধিবৃত্ত
rectangular hyperbola সমপরাবৃত্ত
subnormal উপাভিলম্ব
subtangent উপস্পর্শক

ঘন-জ্যামিতি—Solid Geometry

circular cylinder বেলন
co-planar একতলীয়
cross-section প্রস্থচ্ছেদ
cube ঘনক
cylinder স্তম্ভক
face তল, তট
generating line কারিকা রেখা
inclination নতি
longitudinal section দীর্ঘচ্ছেদ
polyhedron বহুতলক
prism প্রিজ্‌ম্‌
pyramid শিখর
solid angle ঘনকোণ
sphere গোলক, বর্তুল
spheroid উপগোলক
tetrahedron চতুস্তলক

জ্যামিতি—Geometry

acute angle সূক্ষ্ম কোণ
adjacent সন্নিহিত
alternative (proof) বিকল্প
altitude উচ্চতা, উন্নতি
angle কোণ
area কালি, ক্ষেত্রফল
arm ভুজ, বাহু
axiom স্বতঃসিদ্ধ
axis of projection অভিক্ষেপাক্ষ
base ভূমি
bisector দ্বিখণ্ডক
centre কেন্দ্র
centroid ভরকেন্দ্র
chord জ্যা
circle বৃত্ত
circumcentre পরিকেন্দ্র
circumference পরিধি
circumscribed পরিলিখিত
— circle পরিবৃত্ত
co-axial সমাক্ষ
coincidence সমাপতন
collinear একরেখীয়
complementary পূরক
concentric এককেন্দ্রীয়
concurrent সমবিন্দু
congruent সর্বসম
converse বিপরীত
corollary অনুসিদ্ধান্ত
cyclic বৃত্তস্থ
data উপাত্ত
diameter ব্যাস
diagonal কর্ণ
direct সরল
enunciation নির্বচন
equilateral সমবাহু
escribed বহির্লিখিত
harmonic সমঞ্জস
hypotenuse অতিভুজ

hypothesis কল্পনা
identical একরূপ
incentre অন্তঃকেন্দ্র
incircle অন্তর্বৃত্ত
included angle অন্তর্ভূত কোণ
intersection ছেদ, প্রতিচ্ছেদ
inverse বিপরীত, ব্যস্ত
inversion বিলোমক্রিয়া
irregular বিষম
isosceles সমদ্বিবাহু
limiting point পরিণামবিন্দু
locus সঞ্চার পথ
minute মিনিট, কলা
obtuse angle স্থূলকোণ
orthocentre লম্ববিন্দু
orthogonal সমকোণীয়
parallel সমান্তরাল
parallelogram সামান্তরিক
perimeter পরিসীমা
perpendicular লম্ব
plane সমতল
point বিন্দু
pole মেরু
polygon বহুভুজ
postulate স্বীকার্য
problem সম্পাদ্য। প্রশ্ন
projection অভিক্ষেপ
proof প্রমাণ
proposition প্রতিজ্ঞা
radial axis মূলাক্ষ
radius অর, ব্যাসার্ধ
rectangle আয়ত ক্ষেত্র
rectilinear ঋজুরেখ
reflex (angle) প্রবৃদ্ধ
regular সুষম
right angle সমকোণ
rough approximation স্থূলমান
scale, ruler মাপনী
scalene বিষমভুজ
secant ছেদক
second সেকেণ্ড, বিকলা
sector বৃত্তকলা
segment খণ্ড, অংশ
self-evident স্বতঃপ্রমাণ
semi-circle অর্ধবৃত্ত
side ভুজ, বাহু
similar সদৃশ
similitude সাম্য
size আয়তন
solid ঘন। ঘন বস্তু
space স্থান। দেশ
square বর্গক্ষেত্র
straight সরল, ঋজু
subtended angle সম্মুখকোণ
superposition উপরিপাত
supplementary সম্পূরক
surface তল, পৃষ্ঠ
symmetry প্রতিসাম্য
tangent স্পর্শক
theorem উপপাদ্য
transversal ছেদক
transverse তির্যক্
triangle ত্রিভুজ, ত্রিকোণ
vertex শীর্ষ
vertical angle শিরঃকোণ
vertically opposite বিপ্রতীপ

জ্যোতিষ – Astronomy

anomaly কোণ
aphelion অপসূর
apogee অপভূ
apparent আপাত
apsidal আপদূরক
Aquarius কুম্ভ
Aries মেষ
ascending node উদ্বিন্দু, উচ্চপাত
(lunar) রাহু
asteroids গ্রহাণুপুঞ্জ
atmosphere বায়ুমণ্ডল, আবহ
autumnal equinox জলবিষুব
azimuth দিগংশ
binary star যুগ্মতারা
calendar পঞ্জিকা
Cancer কর্কট

Canopus অগস্ত্য
Capricornus মকর
cardinal points দিগ্‌বিন্দু
celestial equator খ-বিষুবরেখা, খ-বিষুববৃত্ত
— latitude ক্রান্তিলম্ব, বিক্ষেপ
— longitude ভুজাংশ, ক্রান্ত্যংশ
— sphere খ-গোল
circumpolar অনস্তগ
collimation অক্ষীকরণ, কলিমেশন
conjunctior (of planets) সংযোগ
constellation নক্ষত্র। তারামণ্ডল
crescent বালেন্দু
culmination মধ্যগমন
declination বিষুবলম্ব
descending node অববিন্দু। নিম্নপাত। (lunar) কেতু
deviation চ্যুতি
dip নতি
diurnal আহ্নিক, দৈনিক
double star তারকাযুগল
eclipse গ্রহণ। annular—বলয়গ্রাস। partial —খণ্ডগ্রাস। total—পূর্ণগ্রাস
ecliptic ক্রান্তিবৃত্ত
elongation প্রতান
epoch যুগ
equation of time কালশোধন
equatorial নিরক্ষীয়
equinox বিষুব
first point of Aries আদিবিন্দু, মেষবিন্দু
galaxy ছায়াপথ
Gemini মিথুন
geocentric ভূকেন্দ্রীয়
globe গোলক। ভূগোলক
heavenly body জ্যোতিষ্ক
heliocentric সূর্যকেন্দ্রীয়
horizon দিগন্ত। ক্ষিতিজ
inferior planet অন্তর্গ্রহ
interstellar space তারান্তঃপ্রদেশ
Jupiter বৃহস্পতি
Leo সিংহ
Libra তুলা
lunation চান্দ্রমাস
Mars মঙ্গল
Mercury বুধ
meridian মধ্যরেখা
meteor উল্কা
meteorite উল্কাপিণ্ড
nadir কুবিন্দু
neap-tide লঘুবীচি
nebula নীহারিকা
node পাত
nutation অক্ষবিচলন
opposition প্রতিযোগ
orbit কক্ষ
Orion কালপুরুষ
parallax লম্বন
parellels of latitude সমাক্ষবৃত্ত
penumbra উপচ্ছায়া
perigee অনুভূ
perihelion অনুসূর
phase কলা
Pisces মীন
planet গ্রহ
polar axis ধ্রুবাক্ষ
— distance লম্বাংশ
Polaris ধ্রুবতারা
pole মেরু
precession অয়নচলন
prime meridian মূল মধ্যরেখা
quadrant পাদ
radius vector দূরক
regression পশ্চাদ্‌গতি
retrograde motion প্রতীপগতি
right ascension বিষুবাংশ
Sagittarius ধনু
satellite উপগ্রহ
Scorpio বৃশ্চিক
sea-level সমুদ্রপৃষ্ঠ, সমুদ্রসমতল
setting circle অস্তবৃত্ত
sidereal নাক্ষত্র
Sirius লুব্ধক
solstice অয়ন
spiral nebula কুণ্ডলিত নীহারিকা
spring-tide গুরুবীচি

star তারা, তারকা
summer sclstice কর্কটক্রান্তি
synodic perlod যুতিকাল
Taurus বৃষ
tide জোয়ার ভাঁটা, জলস্ফীতি
torrid উষ্ণ
transit (time) সংক্রমণ
— circle মধ্যবৃত্ত
true anomaly স্ফুটকোণ
twilight সন্ধ্যালোক
umbra প্রচ্ছায়া
Ursa major সপ্তর্ষিমণ্ডল
Ursa minor শিশুমার
Vega অভিজিৎ
Venus শুক্র
vernal equinox মহাবিষুব
vertical circle লম্ববৃত্ত
Virgo কন্যা
winter solstice মকরক্রান্তি
zenith খ-মধ্য, সুবিন্দু
— distance নতাংশ
zone বলয়, মণ্ডল

পাটীগণিত – Arithmetic

abstract number শুদ্ধসংখ্যা
aliquot part একাংশ
approximate আসন্ন, স্থূল
bracket বন্ধনী
capacity ধারকত্ব
cardinal অঙ্কবাচক
complex মিশ্র
compound মিশ্র, যৌগিক, জটিল
concrete (number) বদ্ধ
cube ঘন, ঘনফল। ঘনক্ষেত্র
—root ঘনমূল, তৃতীয় মূল
decimal দশমিক
demominator হর
digit অঙ্ক
dimension মাত্রা
dividend ভাজ্য। লাভাংশ
divisor ভাজক
equation সমীকরণ
even যুগ্ম, সম, জোড়
evolution অবঘাতন
factor গুণক
figure অঙ্ক
formula সূত্র
fraction ভগ্নাঙ্ক, ভগ্নাংশ
improper (fraction) অপ্রকৃত
integer পূর্ণসংখ্যা
into (x) গুণিত
inverse (ratio) ব্যস্ত
involution উদ্ঘাতন
L. C. M. ল. সা. গু.
magnitude মান, পরিমাণ
mean মধ্যক, সমক
measure সংখ্যামান
minus বিযুক্ত
notation অঙ্কপাতন
numerator লব
odd অযুগ্ম, বিষম, বিজোড়
ordinal পূরণ বাচক
percentage শতকরা হার। শতকরা হিসাব
plus যুক্ত
policy বিমাপত্র
power ঘাত
prime মৌলিক
process প্রক্রিয়া, পদ্ধতি
product গুণফল
proper (fraction) প্রকৃত
proportion সমানুপাত
quantity রাশি
quotient ভাগফল
ratio অনুপাত
reduction লঘুকরণ
recurring আবৃত্ত
remainder অবশিষ্ট, বাকি। শেষ
rule of three ত্রৈরাশিক
solution সমাধান
sum যোগফল, সমষ্টি
table তালিকা, সারণী
term পদ, রাশি। সংখ্যা
terminating সসীম
thickness বেধ

total সমষ্টি। মোট, একুনে
unitary method ঐকিক নিয়ম
volume ঘনমান, ঘনফল। আয়তন
vulgar (fraction) সামান্য

বলবিদ্যা—Mechanics

acceleration ত্বরণ
amplitude আয়াম
axle অক্ষদণ্ড
balance তুলা
beam কড়ি। ধরণ
body বস্তু
centrifugal কেন্দ্রাতিগ, অপকেন্দ্র
centripetal কেন্দ্রাভিগ, অভিকেন্দ্র
conservation নিত্যতা
coplanar একতলীয়
couple যুগ্ম
density ঘনাঙ্ক
differential (pulley) বিভেদক
dynamic গতীয়
displacement সরণ
dynamics গতিবিদ্যা
effort চেষ্টন
elastic স্থিতিস্থাপক
energy শক্তি
equilibrium সাম্য। স্থিতি
free (motion) নির্বাধ
force বল
friction ঘর্ষণ
fulcrum আলম্ব
gradient নতিমাত্রা
gravitation মহাকর্ষ
gravity অভিকর্ষ
horizontal অনুভূমিক
impact সংঘাত
impulse ঘাত
inclined নত
inertia জাড্য
instant ক্ষণ, মুহূর্ত
kinematics স্থিতিবিদ্যা
kinetic গতীয়, চল-
kinetics গতিবিদ্যা
locomotion গমন
mass ভর
matter জড়
mechanical যান্ত্রিক
moment ভ্রামক
momentum ভরবেগ
motion গতি
neutral উদাসীন
parallelogram of forces বল-সামান্তরিক
pendulum দোলক
period দোলনকাল। পর্যায়কাল
periodic পর্যাবৃত্ত
phase দশা
pitch (of screw) থাক
plane সমতল
plumb line ওলনদড়ি, লম্বসূত্র
potential (energy) স্থৈতিক
projectile প্রাস
pulley কপি
range পাল্লা
reaction প্রতিক্রিয়া
recoil প্রত্যাগতি
repulsion বিকর্ষণ
resistance বাধা
rest স্থিতি
resultant লব্ধি, ফল। লব্ধ
retardation মন্দন
revolution পরিক্রমণ
rotation ঘূর্ণন
sensitive (balance) সূক্ষ্ম
sliding বিসর্পণ
slope ঢালু স্থান। নতি, ঢাল
specific gravity আপেক্ষিক গুরুত্ব
speed দ্রুতি
stable সুপ্রতিষ্ঠ, সুস্থিত
static স্থিতীয়
statics স্থিতিবিদ্যা
tension টান
thread (of a screw) গুণ
transition সরলগতি, ঋজুগতি
unlike প্রতিমুখ
unstable অপ্রতিষ্ঠ, দুঃস্থিত

velocity বেগ
weight ভার, ওজন। তৌলমান

বীজগণিত—Algebra

alternando একান্তর ক্রিয়া
arithmetic series সমান্তর শ্রেণী
ascending order ঊর্ধ্বক্রম
binomial দ্বিপদ
characteristic (of logarithm) পূর্ণক
co-efficient গুণাঙ্ক, সহগ
componendo যোগক্রিয়া
continuous সন্তত
convergent অভিসারী
co-ordinates স্থানাঙ্ক
cross-multiplication বজ্র গুণন
cubic ত্রিঘাত, ঘন
descending order অধঃক্রম
determinant ছক
differential calculus অন্তরকলন
divergent অপসারী
dividendo ভাগক্রিয়া
elimination অপনয়ন
exponential series সূচক শ্রেণী
— theorem সূচক সূত্র
expression রাশি। রাশিমালা
factorical গৌণিক
factorization গুণক নির্ণয়
function অপেক্ষক
geometric series গুণোত্তর শ্রেণী
harmonic series বিপরীত শ্রেণী
homogeneous সমমাত্র
indeterminant অনির্ণেয়
infinitesimal calculus অণুকলন
invertendo বিপরীত ক্রিয়া
irrational অমূলদ
limit সীমা। কাষ্ঠা
linear একঘাত
logarithm লগারিদম্
mantissa অংশক
minor অনুরাশি
monomial একপদ
natural number অখণ্ড সংখ্যা
negative ঋণ, নেগেটিভ
permutation বিন্যাস
polynomial বহুপদ
positive ধন- পজিটিভ
progression প্রগতি
quadrant পাদ
quadratic দ্বিঘাত
rational মূলদ
root মূল
simultaneous equation সহ-সমীকরণ
surd করণী
transposition পক্ষান্তরকরণ
variable চল
variation ভেদ

পদার্থবিদ্যা—Physics

aberration অপেরণ। chromatic—বর্ণাপেরণ। spherical—গোলাপেরণ
absolute পরম
absorption শোষণ
accommodation উপযোজন
achromatic অবার্ণ
aclinic line শূন্যক্রান্তি রেখা
acoustics স্বনবিদ্যা
actinic rays বিকাররশ্মি
adhesion আসঞ্জন
aerodynamics বায়ুগতিবিদ্যা
aeronautics বিমানবিদ্যা
alternating (current) পরিবর্তী
amethyst জামীরা, রাজাবর্তমণি
amplitude বিস্তার
anemometer বায়ুবেগমাপক
annealing কোমলায়ন
antinode নিস্পন্দবিন্দু
apparatus যন্ত্র, সাধিত্র। যন্ত্রপাতি
arc চাপ

astigmatic বিষমদৃক্
astro-physics নভোবস্তুবিদ্যা
atom পরমাণু। atomic পারমাণব।
atomic theory পরমাণুবাদ
atomiser কণবর্ষী
aurora australis কুমেরু জ্যোতি
—borealis সুমেরু জ্যোতি
backlash পিছুট
balance (n) তুলা
band পটি
bass note খাদ সুর
beat স্বরকম্প
boiling point স্ফুটনাঙ্ক
bore রন্ধ্র। ছিদ্র করা।
brake গতিরোধক, ব্রেক
breaking point সহনসীমা
broadcast সম্প্রচার
buoyancy প্লবতা
calorie ক্যালরি
calorific value তাপনমূল্য
candle-power দীপশক্তি
cantilever আড়া, কর্ণালম্ব
capillary কৈশিক
catalyser অনুঘটক
charge আধান
charged আহিত
chord (musical) স্বরসঙ্গতি
circuit বর্তনী। closed—সংবৃত বর্তনী। open—খণ্ডিত বর্তনী
coefficient গুণাঙ্ক
cohesion সংসক্তি
coil কুণ্ডলী
compression সংনমন
concave অবতল
concentration সমাহরণ
concentrated সমাহৃতি
condensation ঘনীভবন, ঘনীকরণ
conduction পরিবহণ
conductor পরিবাহী
connector যোজক
conservation of energy শক্তির নিত্যতা
contraction সংকোচন
convection পরিচলন
convex উত্তল
corpuscular theory কণিকাবাদ
crystal কেলাস। স্ফটিক
current, direct, সমপ্রবাহ
deflection বিক্ষেপ
density ঘনত্ব। ঘনাঙ্ক
deposit (e. g gold) পরিন্যাস
deviation চ্যুতি
dew point শিশিরাঙ্ক
diamagnetism তিরশ্চুম্বকতা
diffused (light) ব্যস্ত
diffusion বিক্ষেপণ
discharge ক্ষরণ, মোক্ষণ
dispersion (of light) বিচ্ছুরণ
electricity বিদ্যুৎ, তড়িৎ
electric তাড়িত
electrode তড়িদ্দ্বার
electrolysis তড়িৎ বিশ্লেষণ
electromagnet তড়িৎচুম্বক
electromotive তড়িচ্চালক
eyepiece অভিনেত্র
fluorescence প্রতিপ্রভা
formula সংকেত
freezing point হিমাঙ্ক
gaseous গ্যাসীয়
heat, latent, লীনতাপ
hoar frost কণতুষার
humidity আর্দ্রতা
hydraulic ঔদক
hydrostatics ঔদস্থিতি বিদ্যা
illumination দীপন
image প্রতিবিম্ব
incandescent ভাস্বর
Incidence আপতন
Inclination আনতি
Induction আবেশ
inertia জাড্য
infra-red অবলোহিত, রক্তপূর্ব
insulated অন্তরিত
insulator অন্তরক
inversion উৎক্রম

ionised আয়নিত
laboratory পরীক্ষাগার। প্রয়োগশালা
liquefaction গলন, তরলীকরণ
magnetization চুম্বকন
magnification বিবর্ধন
material উপাদান। জড়
matter জড়
melting point গলনাঙ্ক
mist কুহেলিকা
molecule অণু
negative নেগেটিভ, অপরা, অপর
neutralization প্রশমন
normal স্বভাবী। স্বমিত
objective (lens) অভিলক্ষ্য
observatory মানমন্দির
opaque অস্বচ্ছ
oscillation দোলন
permeable প্রবেশ্য
phosphorescence অনুপ্রভা
photo-electric আলোকতাড়িত
photometer দীপ্তিমাপক
pigment রঞ্জক
pliers পাক-সাঁড়াশি
polarization সমবর্তন
positive পজিটিভ, পরা, পর
potential (n) বিভব
pressure প্রেষ, চাপ
radio-active তেজস্ক্রিয়
rarefaction তনুকরণ
reaction প্রতিক্রিয়া
reagent বিকারক
recoil প্রতিক্ষেপ
rectilinear ঋজুরেখ
reflection প্রতিফলন
refracting index প্রতিসরাঙ্ক
refrigeration হিমায়ন
relactive সাপেক্ষ, আপেক্ষিক
relativity, theory of, অপেক্ষাবাদ
আপেক্ষিক বাদ
resistance রোধ
resonance অনুনাদ
response সাড়া
saturation পরিপৃক্তি
scatter বিক্ষিপ্ত করা
seismograph ভূকম্পলিক্
sensitive সুবেদী। সুগ্রাহী
short circuit বর্ত্মক্ষেপ
simple harmonic motion সরল দোলগতি
solid কঠিন। ঘন। ঘনবস্তু
sonorous সুনাদ
sound board,—box অনুনাদক
source of light দীপক
source of sound স্বনক
specific আপেক্ষিক
spectrum বর্ণালি
spiral সর্পিল
standard প্রমাণ
standardized প্রমিত
strain টান
stress পীড়ন
suction চোষণ
suspension প্রলম্বন, ঝুলন
sympathetic সমবেদী
symmetry প্রতিসাম্য
synchronism সমলয়
technology প্রয়োগবিদ্যা
television দূরেক্ষণ
temperature উষ্মা, উষ্ণতা
tenacity সংসক্তি
test অভীক্ষণ
thermal তাপীয়
thermometer থার্মমিটার, উষ্মমাপক
thermoscope তাপবীক্ষণ
thermostat তাপস্থাপক
thrust ঠেলা
tinge আভা
tone স্বর
torsion ব্যাবর্তন
transformer ট্রান্সফর্মার
transition পরিবৃত্তি
translucent ঈষদচ্ছ
transmutation উপাকৃতি
transparent স্বচ্ছ
transverse তির্যক্

trough of a wave তরঙ্গপাদ
tuning fork টিউনিং ফর্ক
ultra-violot অতিবেগনি, রক্তোত্তর
undulatory theory তারঙ্গবাদ
uniform সম
universe বিশ্ব
vacuum শূন্য
—pump অবাত পাম্প
valve ভাল্‌ভ্‌
vanishing point বিলয় বিন্দু
vaporisation বাষ্পীভবন
vector ভেক্টর
velocity বেগ
vertical উল্লম্ব, উর্ধাধঃ
vibration কম্পন, স্পন্দন
viewfinder লক্ষ্যদর্শক
violet বেগনি
virtual অসৎ
viscosity সান্দ্রতা
visual (angle, axis) দৃক্‌-
volatile উদ্বায়ী
volume ঘনমান, ঘনফল। আয়তন
vortex আবর্ত
weight ওজন, ভার। প্রতিমান
wind instrument শুষির যন্ত্র
wireless বেতার
x-ray এক্স্‌-রশ্মি

প্রাণিবিদ্যা—Zoology

abiogenesis অজীবযোনি
aboral পরাঙ্‌মুখ
adaptation অভিযোজন
adoral অভিমুখ
adult বয়স্ক
alimentary canal পৌষ্টিক নালী
amorphous অনিয়তাকার
amphibious উভচর
antenna শুঙ্গ, অ্যানটেনা
antennule শুঙ্গক, অ্যানটেনিউল
anuran অপুচ্ছ
appendage উপাঙ্গ
arm, upper প্রগণ্ড
artery ধমনী
arthropod সন্ধিপদ
articulated গ্রথিত, গ্রন্থিল
atrophy ক্ষয়িষ্ণুতা
auricle অলিন্দ, অরিকল্‌
ball and socket joint কোটরসন্ধি
beetle বীট্‌ল্‌
bile পিত্ত
biogenesis জীবযোনি
biology জীববিদ্যা
bionomics জীবপরিবেশবিদ্যা
bisexual উভয়লিঙ্গ, দ্বিলিঙ্গ
bladder থলী
blood corpuscle রুধিরকণিকা
bone, cranial করোটিকাস্থি
— , breast, বুকাস্থি
breeding প্রজনন
caecum সিকম, বদ্ধনালী
canal নালী
canine tooth শ্বদন্ত দন্ত
carapace ক্যারাপেস
carpus মণিবন্ধ, কবজি
cartilage কোমলাস্থি, কার্টিলেজ
case আধার
caterpillar শুঁয়াপোকা, শূক
caudal fin পুচ্ছ পাখনা
cerebellum সেরেবেলম
cerebrum সেরেব্রম
character লক্ষণ
characteristic বিশেষ লক্ষণ
chela দাঁড়া, দংষ্ট্রা, কিলা
chromosome ক্রোমসোম
chrysalis ক্রিস্যালিস

circulation সংবহন
circulatory system সংবহনতন্ত্র
clavicle অক্ষক, ক্ল্যাভিক্‌ল্‌
claw নখর
cloaca অবসারণী, ক্লোএকা
coccyx অনুত্রিক, কক্‌সিক্‌স্‌
cocoon গুটি
colon মলাশয়, কোলন
conjunctiva নেত্রবর্ত্মকলা, কনজংক্‌টাইভা
cornea অচ্ছোদপটল, কর্ণিয়া
corpuscle কণিকা
cranium করোটিকা
cricket ঝিল্লী, ঝিঝি
crustacean কবচী
cuticle কিউটিক্‌ল্‌
decomposition শটন
degeneration অপজাত্য
dermis অন্তত্বক্‌, অন্তশ্চর্ম
descent উদ্ভব
dextral দক্ষিণ
diaphragm মধ্যচ্ছদা, ডায়াফ্রাম
development পরিস্ফুরণ। ক্রমবর্ধন। উৎপত্তি
digestion পাচন, পরিপাক, হজম, জারণ
digit অঙ্গুলি
dissection ব্যবচ্ছেদ, কাটা
dragon fly জলফড়িং
drone পুংমধুপ
duct নলী। ductless অনাল
ductule নলিকা
duodenum গ্রহণী, ডিওডিনম
entomology পতঙ্গবিদ্যা
environment পরিবেশ, পরিপার্শ্ব
epiglottis আলজিব, অলিজিহ্বা
evolution অভিব্যক্তি
excreta মল
excretion রেচন
expiration নিঃশ্বাস
extinct লুপ্ত
eye, compound পুঞ্জাক্ষি
eyelid নেত্র পল্লব, চোখের পাতা
factor কারণ
faeces মল, বিষ্ঠা
fauna প্রাণিকুল
femur ঊর্বস্থি, ফিমর
fibre তন্তু
fibula অনুজঙ্ঘাস্থি, ফিবুলা
fin পাখনা
fission বিভাজন
foramen রন্ধ্র, ছিদ্র
forearm প্রকোষ্ঠ, পুরোবাহু
form আকার
frontal ললাটাস্থি, ফ্রন্টাল
function বৃত্তি, ধর্ম, কর্ম
gall-bladder পিত্তাশয়, পিত্তস্থলী
ganglion গ্যাংলিয়ন
gastric পাক-, পাচক
genital জনন-
gill কঙ্কত, ফুলকা
glottis শ্বাসরন্ধ্র, গ্লটিস
gonad গোনাড
gullet অন্ননালী, গালেট
gut অন্ত্র
haemoglobin হিমোগ্লোবিন
hepatic যাকৃত
hibernation শীতঘুম
host পোষক
humerus প্রগণ্ডাস্থি, হিউমেরস
impregnation গর্ভাধান
incisor কৃন্তক (দন্ত)
ingestion আহার
insect পতঙ্গ
inspiration প্রশ্বাস
intestine অন্ত্র
invertebrate অমেরুদণ্ডী
iris কনীনিকা, আইরিস
irritability উত্তেজিতা
isolation অন্তরণ
jaw চোয়াল, হনু
jointed সন্ধিল
jugular vein জুগুলার শিরা
katabolism অপচিতি
kidney বৃক্ক, কিডনি
kingdom সর্গ
labial ওষ্ঠ্য

larynx স্বরযন্ত্র, ল্যারিংক্স্
leucocyte শ্বেতকণিকা
ligament বন্ধনী, লিগামেণ্ট
limb অঙ্গ, পদ
lumbar কটি-
lungs ফুসফুস
lymph লসিকা
lymyhatic লসিকাবহ
mandible ম্যাণ্ডিব্‌ল্
maxilla ম্যাক্সিলা
medulla oblongata সুষুম্নাশীর্ষক
membrane ঝিল্লী, মেমব্রেন
metabolism বিপাক
metacarpal করকূর্চাস্থি
metatarsal পদকূর্চাস্থি
migration পরিযান
migratory পরিযায়ী
mimicry অনুকৃতি
molar পেষক (দন্ত)
mollusc কম্বোজ
moulting নির্মোচন
mucous শ্লেষ্মা
muscle পেশী
mutation পরিব্যক্তি, মিউটেশন
nacre নেকার
nares নাসারন্ধ্র
natatory সন্তারক
nerve নার্ভ
nervous system নার্ভতন্ত্র
nostril নাসারন্ধ্র
nutrition পুষ্টি, পোষণ
occipital পশ্চাৎকপাল
oesophagus অন্ননালী
olfactory ঘ্রাণ
operculum কানকো
optic নেত্র-, দৃক্-
organic জৈব
osmosis আস্রবণ
osteology অস্থিবিদ্যা
ovary ডিম্বাশয়
oviduct ডিম্বনালী
oviparous অণ্ডজ

palaeontology প্রত্নজীববিদ্যা
palate তালু
papilla পিড়কা
pancreas অগ্ন্যাশয়
parietal মধ্যকপাল
pectoral gridle উরশ্চক্র
pelagic সমুদ্রচর
pericardium হৃদ্ধরা ঝিল্লী
pharynx গলবিল, ফ্যারিংক্স
physiology শারীরবৃত্ত
pineal পিনিয়াল
pituitary পিটুইটারি
plankton প্ল্যাংক্টন
plasma রক্তমস্ত, প্লাজমা
pleura ফুসফুস-ধরা কলা
plexus জালক
polymorphous বহুরূপ
prehensile গ্রাহী
premolar পুরঃপেষক
proboscis শুণ্ড, শুঁড়
pulmonary ফুসফুস-
pupa পিউপা
pupil তারারন্ধ্র
radius বহিঃপ্রকোষ্ঠাস্থি
recessive প্রচ্ছন্ন
rectum মলাশয়, মলনালী
relationship জ্ঞাতিত্ব
reproduction জনন
reproductive organ জননযন্ত্র, জননেন্দ্রিয়
retina অক্ষিপট, রেটিনা
retrogression প্রতীপগতি
reversion পূর্বানুবৃত্তি
rib পঞ্জকা
sacrum ত্রিকাস্থি, সেক্রম
salivary gland লালাগ্রন্থি
scapula অংসফলক
secretion ক্ষরণ
semen শুক্র
sensation বেদন
sensory সংজ্ঞাবহ
serrated ক্রকচ
sex লিঙ্গ

sexual যৌন। লৈঙ্গিক
shell খোলক
sinistral বামাবর্ত
skeleton কঙ্কাল
skull করোটি
snout তুণ্ড
species প্রজাতি
sperm, spermatozoa, শুক্রাণু
spinal মেরু-
sterile বন্ধ্য
sternum উরঃফলক
sting হুল, অল
stomach পাকস্থলী
struggle for existence জীবনসংগ্রাম
sucker, suctorial চোষক
surface পৃষ্ঠ। তল। দেশ
survival of the fittest যোগ্যতমের উদ্বর্তন
system তন্ত্র
tapeworm ফিতাক্রিমি
tarsal গুল্ফাস্থি
tarsus গুল্ফ
tendon টেণ্ডন, কণ্ডরা
termite উই
testis শুক্রাশয়
thigh উরু
thoracic cavity বক্ষোগহ্বর
thorax বক্ষ, বুক
thyroid থাইরয়েড
tibia জঙ্ঘাস্থি, টিবিয়া
trachaea শ্লোমনালী, শ্বাসনালী
tribe দল
tubercle গুটিকা
tympanic membrane কর্ণপটহ
type জাতিরূপ
ulna অন্তঃপ্রকোষ্ঠাস্থি, আলনা
urea ইউরিয়া
ureter ইউরেটার, গবিনী
urethra ইউরেথ্রা, মূত্রনালী
urine মূত্র
uterus জরায়ু
vagina যোনি
vent পায়ু
ventricle নিলয়
vertebra কশেরুকা
vertebrate মেরুদণ্ডী
vessel বাহ

ভূগোল—Geography

aborigines আদিম নিবাসী
Adam's Bridge সেতুবন্ধ
affluent করদ নদী
alluvial পাললিক
alluvium পলল
Antarctic circle কুমেরুবৃত্ত
antipodal প্রতিপাদ
antipodes প্রতিপাদ স্থান
Arctic circle সুমেরুবৃত্ত
artesian well আর্টেজীয় কূপ
asphalt অ্যাসফাল্ট
atmosphere বায়ুমণ্ডল. আবহমণ্ডল
atoll অ্যাটল
aurora অরোরা, মেরুপ্রভা
avalanche হিমানী-সম্প্রপাত
axis (earth's) মেরুরেখা
—, major, পরাক্ষ
—, minor, উপাক্ষ
bank তট, কচ্ছ। চড়াই
bar চর
barysphere গুরুমণ্ডল
basin অববাহিকা, পর্বহ
—, catchment, পরিবাহক্ষেত্র
beach সৈকত।—head বেলামুখ
beacon আলোক সংকেত
belt বলয়
bight বাইট
billows উত্তালতরঙ্গ

blizzard হিমঝঞ্ঝা
bog বিল
bore বান
boulder গণ্ডশিলা
breaker ঊর্মিভঙ্গ
Calms of Cancer কর্কটীয় শান্তবলয়
—of Capricorn মকরীয় শান্তবলয়
canyon ক্যানিয়ন
cascade নির্ঝর
cataract জলপ্রপাত
circumnavigation ভূপ্রদক্ষিণ
cliff ভৃগু
climate জলবায়ু
clockwise দক্ষিণাবর্ত
—, anti- বামাবর্ত
cloud, cirrus অলক মেঘ
—,cumulus পুঞ্জ মেঘ
—, nimbus ঝঞ্ঝা মেঘ
—, stratus আস্তর মেঘ
commonwealth সাধারণতন্ত্র
compass দিগ্‌দর্শী, কম্পাস
coniferous সরলবর্গীয়
continental shelf মহীসোপান
contour line সমোন্নতি রেখা
coral reef প্রবাল প্রাচীর
crater আগ্নেয়গিরির মুখ
crevasses চিড়
crust of the earth ভূত্বক্
cyclone ঘূর্ণবাত
—, anti প্রতীপ ঘূর্ণবাত
Deccan দক্ষিণাপথ
defile গিরিসংকট
democracy প্রজাতন্ত্র
denudation নগ্নীভবন
deposit জমানি
deposition অবক্ষেপ
depression অবনমন। অবনমিত স্থান
despotism স্বৈরতন্ত্র
doldrums নিরক্ষীয় শান্তবলয়
dormant সুপ্ত
downs ডাউন্স্
dune বালিয়াড়ি
dyke বাঁধ
earth tremor ভূকম্প
emigration প্রবাসন
emigrant প্রবাসী
equator ভূবিষুবরেখা, নিরক্ষরেখা, নিরক্ষ বৃত্ত। equatorial নিরক্ষীয়
equinox বিষুব
erosion ক্ষয়
eruption অগ্ন্যুৎপাত
escarpment প্রবণভূমি
estuary খাড়ি
exploration আবিষ্কার
falls জলপ্রপাত
fault চ্যুতি
federal republic মৈত্র প্রজাতন্ত্র
fiord ফিয়র্ড
flax অতসী
fold ভঙ্গ, ভাঁজ
— mountain ভঙ্গিল পর্বত
frost তুহিন
geyser উষ্ণ প্রস্রবণ
glaciatian হিমসংহনন
glacier হিমবাহ
gorge গিরিখাত
granite গ্রানাইট
gravel কঙ্কর
hachures ক্রমলেখা
harbour পোতাশ্রয়
hillock গণ্ডশৈল
hinterland পশ্চাদ্ভূমি, পশ্চাৎপ্রদেশ
hurricane ঝঞ্ঝা
hydrosphere বারিমণ্ডল
ice age তুষারযুগ
iceberg হিমশৈল
igneous আগ্নেয়
immigrant পরদেশী
immigration পরদেশবাস
isobar সমপ্রেষ রেখা
isotherm সমোষ্ণ রেখা
lagoon উপহ্রদ
latitude অক্ষাংশ
lava লাভা

leap year অধিবর্ষ
leeward অনুবাত
limited monarchy নিয়ত রাজতন্ত্র
lithophere অশ্মমণ্ডল
littoral বেলা, উপকূল
loess লোয়েস
longitude দেশান্তর, দ্রাঘিমা
map মানচিত্র
marsh বিল
meridian মধ্যরেখা
meteorological office হাওয়া অফিস। meteorology আবহবিদ্যা। meteorologist আবহবিৎ
migration প্রচরণ
Milky Way ছায়াপথ
monarchy রাজতন্ত্র
monsoon মৌসুমী বায়ু
moraine মোরেন, গ্রাবরেখা
—, lateral পার্শ্ব গ্রাবরেখা
—, medial মধ্য গ্রাবরেখা
—, terminal প্রান্ত গ্রাবরেখা
mountain, block, স্তূপপর্বত
—range পর্বত শ্রেণী
—system গিরিক্রম
mouth মোহানা
nautical almanac নৌসারণী
node পাত
nomad যাযাবর
North Star ধ্রুবতারা
oasis মরূদ্যান
ooze সিন্ধুমল
orbit কক্ষ
panorama পরিদৃশ্য
pass গিরিদ্বার
peak শৃঙ্গ, শিখর, চূড়া
peneplain সমপ্রায় ভূমি
plateau মালভূমি
plutonic পাতালিক
port বন্দর
products জাতদ্রব্য
profile পার্শ্বচিত্র
projection lantern ম্যাজিক লণ্ঠন

race জাতি
rain shadow বৃষ্টিচ্ছায়
ravine দরি
relief বন্ধুরতা
—map বন্ধুর বা উচ্চাবচ মানচিত্র
republic প্রজাতন্ত্র
ridge শৈলশিরা
ripple লহরী
rock শিলা
saddle পর্যাণ
Sargasso Sea শৈবাল সাগর
scrubland গুল্মভূমি
shallows মগ্নচড়া
silt পঙ্ক
sleet তুষারবর্ষ
snowflake তুষারপিণ্ড
sounding line গাধসূত্র
shooting star উল্কা
stalactite ষ্টালাক্‌টাইট্‌
stalagmite ষ্টালাগ্‌মাইট
stratified স্তরীভূত
stratum স্তর
subsidence অধোগমন
sub-soil অন্তর্ভূমি
subterranean ভূগর্ভস্থ
suburb শহরতলী, উপপুর
summit শীর্ষ, শিখর
sunk plain নিম্নীভূত সমভূমি
sun-spot সৌরকলঙ্ক
swamp বিল
syncline অবতলভঙ্গ
table land সমমালভূমি
tidal wave বেলোর্মি
tide জোয়ারভাঁটা
—ebb, low, ভাঁটা
—high, flow, জোয়ার
—flood, ভরা জোয়ার
—neap, মরা কটাল
—primary, মুখ্য জোয়ার
—secondary, গৌণ জোয়ার
—spring, তেজ কটাল
topography স্থানবিবরণ

tornado ঘূর্ণিবাত
torrent খরস্রোত
trade winds আয়নবায়ু
train oil তিমি তৈল
treaty ports সন্ধিবন্দর
tribe উপজাতি
tributary উপনদী
Tropic of Cancer কর্কটক্রান্তি
—Capricorn মকরক্রান্তি
tropical ক্রান্তীয়
tropics ক্রান্তিবৃত্ত। গ্রীষ্মমণ্ডল
upheaval উৎক্ষেপ
valley, rift, গ্রস্ত উপত্যকা
waterfall গিরিজলপাত
watershed, -parting, -shield জলবিভাজিকা
waterspout জলস্তম্ভ
weather cock বায়ুশকুন
—forecast আবহসূচনা
—vane বাত পতাকা
weathering বিচূর্ণীভবন, ক্ষয়
westerlies পশ্চিমা
zenith খমধ্য, মুবিন্দু
— distance নতাংশ
zodiac রাশিচক্র
—, sign of the রাশি

ভূবিদ্যা –Geology

abysmal, abyssal অতল
accretion উপচয়
adit সুরঙ্গ
agate অকীক, আগেট
age যুগ
anticline ঊর্ধ্বভঙ্গ
archaean আর্কিয়ান, আদিম
asbestos অ্যাসবেস্টস
asphalt মৃত্তৈল
auriferous স্বর্ণধর
azoic অজীবীয়
bivalve দ্বিপুটক (জন্তু)
borax সোহাগা
brackish লাবণ
cainozoic নবজীবীয়
calcareous চূর্ণকময়
carbonaceous অঙ্গারময়
carboniferous কার্বনিফেরাস
cataclasis বিচূর্ণন
chrysoberyl বৈদূর্য
cleavage সম্ভেদ
concretion পিণ্ড
coral প্রবাল
corrosion অবক্ষতি
corundum কুরুবিন্দ
cosmogony সৃষ্টিক্রম
cosmology সৃষ্টিতত্ত্ব
crater অগ্নিমুখ
crevasse হিমদরী
crystallography কেলাসবিদ্যা
cutting ছেদ
cyclone বাত্যাবর্ত
datum line উপাত্ত রেখা
debris ভগ্নস্তূপ
detritus কর্কর
disintegration বিশরণ
drift অনুবাহ
—, continental, মহীসঞ্চরণ
earth movement ভূসংক্ষোভ
elevation পুরোদৃশ্য
elongation দ্রাঘণ
emerald মরকত, পান্না
emery এমারি
endogenetic অন্তর্জাত
eolithic আত্যোপলীয়
epicentre উপকেন্দ্র
epoch অধিযুগ
era অধিকল্প

escarpment উপলম্ব
erratic আগামুক
facet পল
fan বর্হক
fault ভ্রংস
fissure বিদার
flaw ত্রাস
flint অরণি প্রস্তর, ফ্লিন্ট
flood প্লাবন
flow স্থৃতি
fluvial সারিত
fold ভাঁজ, বলি, মোটন
fossil জীবাশ্ম
fracture ভঙ্গ, বিভঙ্গ
Fuller's earth মুলতানী মাটি
galena গ্যালিনা, সীসাঞ্জন
gangue আকর মল
garnet তামড়ি
gem মণি
geocentric ভূকেন্দ্রীয়
geodetic ধরাকৃতি-
geologist ভূবিৎ, ভূবিজ্ঞানী
glacial period হিমযুগ
glaciation হিমক্রিয়া
grade, gradient অবক্রম
grit গ্রিট
ground water ভৌমজল, ভূজল
guano গুআনো
gypsum জিপ্‌সম
haematite হিমাটাইট
heave ব্যবধি
hyaline কাচিক
impervious, impermeable অপ্রবেশ্য
incline ঢালু সুরঙ্গ, ইনক্লাইন
inclusion প্রোত
intrusion উদ্‌বেধ
iridescence চিত্রাভা
jade জেড, যসম, পীলু
lamellar পট্টল
lamination স্তবন
landslip ভূমিস্খলন, ধস
lapis lazuli লাজাবর্দ
laterite লাটেরাইট
matrix ধাত্র
meander বিসর্প
mesozoic মধ্যজীবীয়
metalliferous ধাতুধর
metamorphic রূপান্তরিত
mineral খনিজ, উপল। মণিক
mineralization মণিকীভবন
mineralogy মণিকবিদ্যা
mining খনিকর্ম
monoclinic একনত
moonstone চন্দ্রকান্ত
neolithic নবোপলীয়
neve হিমক্ষেত্র
nugget পিণ্ডক
ochre গৈরিক
onyx ওনিক্‌স্
opal ওপল। opalescence ওপলদ্যুতি
ore খনিজ, আকরিক
orpiment হরিতাল
outcrop উদ্ভেদ
overfold আবৃত্তবলি
palaeolithic পুরোপলীয়
palaeozoic পুরাজীবীয়
palingenesis উজ্জীবন
peat পিট
period কল্প
petrology শিলাতত্ত্ব
placer স্রোতজ
polarized (light) সমবর্তিত
porphyry পর্ফিরি
pot hole মন্থকূপ
province পরিসর
pumice পমিস
pyrite পাইরাইট, মাক্ষিক
pyrogenetic তাপজ
quarry খাত
realgar মনঃশিলা
refractory দুর্গল
resinous লাক্ষিক
rock crystal স্ফটিক
rock, sedimentary, পালল শিলা

rock, stratified স্তরিত শিলা
—, volcanic, উদ্‌গীর্ণ শিলা
ruby চুনি, পদ্মরাগ
sandstone বালুশিলা
sapphire নীলকান্ত
scarp ভৃগুতট
schist শিষ্ট
scree স্খল স্তূপ
seam স্তর
sediment পলল
sedimentation অবক্ষেপণ
seepage ক্ষরণ
seismograph সাইজ্‌মোগ্রাফ, ভূকম্পলিক্
seismology ভূকম্পবিদ্যা
sequence ক্রম
series শ্রেণী
shale শেল
slickenside ঘর্ষরেখা
spring প্রস্রবণ
streak plate কষ্টিফলক
streaky রেখাচিহ্নিত
striation বিলেখ
strike আয়াম
substratum অন্তঃস্তর
surface tension পৃষ্ঠবিততি
system পদ্ধতি, পর্যায়
tableland সমমালভূমি
tenacity তানতা
terrace সোপান
tide-mark বেলারেখা
thrust সংঘট্ট
till টিল, হিমকর্দ
topaz পুষ্পরাগ, পোখরাজ
tourmaline তুর্মলি
trough দ্রোণী
twinning যমলতা
upthrow উৎক্ষেপ
vitreous কাচিক
watertable জলপীঠ
xenolith প্রোত
zircon গোমেদ

মনোবিদ্যা—Psychology

abnormal অস্বভাবী
abstinence উপরতি
abstract বিমূর্ত
abstraction বিমূর্তন
accident আপতন
accidental আপতিক
accommodation উপযোজন, অভিযোজন
accretion উপলেপ
action ক্রিয়া। active কর্মবৃত্ত।
activity কর্মবৃত্তি
additive যুত
adjustment উপযোজন
adolescence নবযৌবন, নবযুবকাল
adult বয়স্ক, বয়স্থা, প্রাপ্তবয়া
adultery ব্যভিচার
aesthetic কান্ত। aesthetics কান্তিবিদ্যা
aetiology নিদান
affective আধানিক
affectivity ধারকত্ব
agnosticism অজ্ঞাবাদ
altruism পরার্থিতা, পরার্থবাদ
ambiguous দ্ব্যর্থক
ambivalent উভয়বল
amnesia অস্মার
ampullar sensation দিগ্‌বেদন
anaesthesia অবেদন
analogy উপমা
analogous সমবৃত্তি
ancestor উদ্‌বংশীয়
androgyny স্ত্রীসমতা
animism সর্বপ্রাণবাদ
anomalous ব্যতিক্রান্ত

anomaly ব্যতিক্রম
anthropomorphism নরত্বারোপ
anthropomorphic নরধর্মী
anthropology নৃবিদ্যা
anticipation পূর্বজ্ঞান, অগ্রজ্ঞান
anxiety উৎকণ্ঠা
apathy অনীহা
aphasia বাগ্‌রোধ
aphorism সূত্র
apotheosis দেবত্বারোপ
apperception সংপ্রত্যক্ষ
approximation আসত্তি
archaeology প্রত্নবিদ্যা
archetype আদিরূপ
aspiration উৎকাঙ্ক্ষা
assimilation আত্তীকরণ
association অনুষঙ্গ
— of ideas ভাবানুষঙ্গ
assumption অঙ্গীকার
atavism পূর্বগানুকৃতি
atheism অনীশ্বরবাদ, নিরীশ্বরবাদ
attitude প্রতিন্যাস
attribute লক্ষণ, গুণ, ধর্ম
—, special, সংলক্ষণ
auditory শ্রাবণ
auto-eroticism স্বতঃকাম
automatism স্বতঃক্রিয়া
auto-suggestion স্বাভিভাব
background পশ্চাদ্‌ভূমি
beat অধিকম্প
behaviour চেষ্টিত
— ism চেষ্টিবাদ
being সত্তা
bestiality তির্যক্‌মেহন
bias পক্ষপাত
biology জীববিদ্যা
blind spot অন্ধবৃত্তক
castration উপস্থচ্ছেদ
casual আকস্মিক, আপতিক
category পদার্থ। —rical নিরপেক্ষ
cathartic বিরেচক। —rsis বিরেচন
cathexis আধানশক্তি

cause কারণ। causal কারণিক
censor প্রহরী
cephalic index কপালাঙ্ক
chance আকস্মিকতা
chaos সংপ্লব
chronometer কালমাপক
chronoscope কালদৃক্‌
clairvoyance অলোকদৃষ্টি
claustrophobia বদ্ধস্থানাতঙ্ক
clearness বৈশদ্য, বিশদতা
cleptomania চৌর্যোন্মাদ
climax পরাকাষ্ঠা
climacterium জরাপত্তি
clinic রোগিপরীক্ষাগার, রোগোপস্থান
co-conscious সহজ্ঞ
co-extension সহব্যাপ্তি
cognition জ্ঞান। cognitive জ্ঞানীয়
co-incidence সমাপতন
coitus সুরত
commonsense কাণ্ডজ্ঞান
comparative (psychology) তৌলনিক
compassion অনুকম্পা
compatible সংগত, অবিরুদ্ধ
complemental পূরক
complex গূঢ়ৈষা। জটিল
composite সংযুত। —tion সংযুতি
comprehension ধারণা
conation ইচ্ছা
concatenation শৃঙ্খলা
concept ধারণা, প্রত্যয়। —tion ধারণা
conclusive চূড়ান্ত
concomitant সহভাবী
concrete মূর্ত
concurrence সহঘটন, সমাপাত।
concurrent সহঘটমান, সহগামী
conditional সাপেক্ষ
congenital সহজাত
congruity সংগতি, সামঞ্জস্য
connotation জাত্যর্থ, সামান্যাভিধান
conscience বিবেক, সদসজ্‌জ্ঞান
conscious সংজ্ঞান। সংজ্ঞাত
consciousness চেতনা, সংবিৎ, চিৎ

consequence পরিণাম, অনুক্রম
consequent অনুবর্তী
contempt অবমতি
context প্রকরণ
contiguous অব্যবহিত
continuity অনবচ্ছেদ
continuum সন্ততি
contour পরিণাহ
contrariety বৈপরীত্য। -ry বিপরীত
contrast বৈসাদৃশ্য
convention প্রচল
conversion বিপরিণাম
convolution কুণ্ডলী
convulsion আক্ষেপ
co-ordination স্বয়, সমন্বয়
correlation পারম্পর্য, অনুবন্ধ
correspondence প্রতিবন্ধ
creation সৃষ্টি, সর্গ
cretinism বামনত্ব
criminology দুষ্ক্রিয়াবিদ্যা
crucial বিনিশ্চায়ক
cunnilingus মুখচাপল
cynic অসূয়ক
data উপাত্ত
decadence অবক্ষয়
decaying ক্ষয়িষ্ণু
deduction অবরোহ, অনুমান
degenerate অপজাত। -tion আপজাত্য
deism ঈশ্বরবাদ
delusion ভ্রান্তি, অমূলপ্রত্যয়
dementia চিত্তভ্রংশ
demoralization নীতিভ্রংশ
denotation বাচ্যার্থ। বিশেষ্যাভিধান
depression বিষণ্ণতা
design অভিপ্রায়, উদ্দেশ্য। পরিকল্পনা, আকল্প
desire কামনা
despondency নির্বেদ
destiny নিয়তি
determinism নিয়তিবাদ
development প্রচয়
deviation ব্যত্যয়
diagnosis নিদান
dilemma উভয়সংকট
direct প্রত্যক্ষ, সাক্ষাৎ
discrimination বিনিশ্চয়
displacement অভিক্রান্তি
disposition স্বভাব। বিন্যাস
disruption সম্ভেদ
dissociation বিষঙ্গ
distraction বিক্ষেপ
divine দিব্য, ঐশ
doctrine বাদ
drainage theory পরিবাহ বাদ
dramatization নাটন
drive নোদনা
dualism দ্বৈতবাদ
effemination স্ত্রীচিত্ততা।—cy স্ত্রীভাব।
effeminate স্ত্রীময়
efficacy সাধকতা
effort প্রযত্ন
ego অহম্। —ism,-tism অহমিকা
elation উল্লাস
elimination অপনয়
emaciated কৃশিত
emotion প্রক্ষোভ
empathy সমানুভূতি
empirical প্রায়োগিক, প্রয়োগজ
empiricism প্রয়োগবাদ
encephalitis মস্তিষ্ক প্রদাহ
entity সৎ, সত্তা
environment পরিগম, প্রতিবেশ
ephemeral ঐকাহিক
epilepsy আময়
epistemology তত্ত্ব
equivocation বাক্‌ছল
erection উচ্ছ্রয়, লিঙ্গস্তম্ভ
erotism কাম
eternal শাশ্বত
ethics নীতিবিদ্যা
ethnology নৃকুলবিদ্যা
etiology নিদানবিদ্যা
eugenics সুপ্রজননবিদ্যা
euphoria সুখোচ্ছ্বাস
eviration পুংচিত্ততা

exaltation উন্নসন
excitation উদ্দীপনা
exhibitionalism বিলসন কাম
experiential অনুভব সিদ্ধ
experiment পরীক্ষা, অভিক্রিয়া
experimental প্রায়োগিক
expression দ্যোতনা।—ive দ্যোতক
extension ব্যাপ্তি
externality বাহ্যতা
extrovert বহির্বৃত্ত।—sion বহির্বৃত্তি
fact ঘটনা, তথ্য
faculty শক্তি
faith ধর্মমত
falatio মুখমেহন
fallacy হেত্বাভাস
fanaticism ধর্মোন্মাদ
fatigue ক্লান্তি
feeling অনুভূতি
feigning ভান
fetichism বস্তুকাম, বস্তুরতি।—ist বস্তুকামী।
fetish ভক্তিবস্তু
finite সান্ত, পরিমেয়
fixed idea বদ্ধভ্রান্তি, বদ্ধভাব
foreconscious আসংজ্ঞান
foreground পুরোভূমি
formal বিধিবৎ, কৃত্য
free-will ইচ্ছাস্বাতন্ত্র্য
function বৃত্তি, ধর্ম, ক্রিয়া, কর্ম। functional কার্যিক। functionalism ক্রিয়াবাদ
fundamental মৌলিক, প্রধান
genesis উৎপত্তি
genetic method জনি পদ্ধতি
genital উপস্থ
gesture অঙ্গভঙ্গি
gratification পরিতৃপ্তি
group গণ, সংহতি, সংঘ
gustatory রাসন
gynandry পুংসমতা
habituation অভ্যস্তকরণ
hallucination মায়া, অমূল প্রত্যক্ষ
harmony সুষমতা। সংগত
hedonism প্রেয়োবাদ
hermaphrodite উভয়লিঙ্গ
heterogeneous অসমসত্ত্ব
hetero-sexuality ইতররতি
homo-sexuality সমরতি, সমকাম
hormone হরমোন
humanity মানবতা।—tarian মানবপ্রেমী
hyperaesthesia অতিবেদন
hypnosis সংবেশন।—tic নিদ্রাকারক।—tized সংবিষ্ট।—tism সংবেশন
hypothesis প্রকল্প
id অদস্
idea ভাব
ideal আদর্শ।—ism আদর্শবাদ
identity অভেদ, একাত্মতা, ঐকাত্ম্য
ideologist ভাববাদী
idiot জড়ধী
illusion অধ্যাস
imagery প্রতিরূপ সমষ্টি
immanence ব্যাপিতা
immolation বলি
impersonal নৈর্ব্যক্তিক
implication লক্ষণা
impotence ধ্বজভঙ্গ
impression ধারণা, প্রভাব
impulse আবেগ।—ive আবেগজ
imputation আরোপ
inborn অন্তর্জাত, সহজাত
incarnation অবতার
incentive প্রয়োজক
incest অজাচার
incidental (memory) প্রাসঙ্গিক
incipient উপক্রান্ত
incompatible বিরুদ্ধ
indefinite অনির্দিষ্ট, অনিশ্চিত
indicative সূচক
individual ব্যক্তি। ব্যক্তিগত, প্রাতিস্বিক। —ism ব্যক্তিতাবাদ। —ity ব্যক্তিতা
induction উপগম, আরোহ
infantilism অপোগণ্ডতা
infatuation উন্মোহন
inference অনুমিতি
inferiority complex হীনভাবভাব

infinity আনন্ত্য, অমেয়তা
inherence অধিষ্ঠান
inheritance উত্তরলব্ধি
inherited বংশগত, বংশানুসৃত
inhibition বাধ
innate নিসর্গজ, সহজাত
inner আন্তর
insight পরিজ্ঞান
inspiration ভাবগ্রহ। উচ্ছ্বাস
instability অনবস্থা
instinct সহজপ্রবৃত্তি।—ive সাহজিক
instrumentality করণতা
intellect বুদ্ধি।—ualism বুদ্ধিবাদ
interaction মিথষ্ক্রিয়া
interference ব্যতিচার
introspection অন্তর্দর্শন, অন্তর্দৃষ্টি
introversion অন্তর্বৃত্তি।—ert অন্তর্বৃত্ত
intuition স্বজ্ঞা।—tive স্বজ্ঞাত
inversion বিপর্যয়।—ert বিপর্যস্ত
involuntary অনৈচ্ছিক
irrelevant অপ্রাসঙ্গিক
itch কণ্ডু
jealousy ঈর্ষা, ব্যভিচার-সংশয়
justification সমর্থন, প্রমাণ
juxtaposition সন্নিধি
kaleidoscope বিচিত্রদৃক্
kinaesthesis চেষ্টাবেদন
lamina পত্র
latent অস্ফুট, লীন
law of parsimony লাঘব সূত্র
lethargy জড়িমা
libido কামশক্তি।—dinal কামজ
limen লঘিষ্ঠ
logic যুক্তিবিদ্যা
logical যৌক্তিক
logos শব্দব্রহ্ম
longing অনুকাঙ্ক্ষা
lust রিরংসা
magic যাদু, ইন্দ্রজাল
make-up নেপথ্য
malice পৈশুন্য
mania বায়ু, উন্মত্ততা
manifest নিয়ম, বিধি। সূত্র
masochism মর্ষকাম।
masturbation স্বমেহন, পাণিমেহন
material ভৌতিক, জড়, অচিৎ। material cause সমবায়ীকারণ
meterialism জড়বাদ
meditation ধ্যান
melancholia বিষাদবায়ু
menopause আর্তবক্ষয়
mentality মানসতা
metaphysical আধিবিদ্যক
metaphysics অধিবিদ্যা
migration অভিপ্রয়াণ
minimal,-mum লঘিষ্ঠ, অবম, অল্পতম
misogynist স্ত্রীদ্বেষী
modal প্রকারীয়।—lity প্রকারতা
mode ভূষক
monism অদ্বৈতবাদ
monogamy একগামিতা
monotony একাস্বর
moral নৈতিক।—ity নীতি
morbid ব্যাধিত
motivation প্রেষণা
mystic অতীন্দ্রিয়
—ism অতীন্দ্রিয়তা। অতীন্দ্রিয়বাদ
myth অতিকথা। mythology পুরাণ, ঐতিহ্য
narcissism স্বকাম
naturalism স্বভাববাদ
necrophilia শবকাম
neurasthenia স্নায়বিক অবসাদ
neurosis উদ্বায়ু
norm স্বমিতি।—al স্বমিত, স্বভাবী
notion প্রত্যয়, মতি
nymphomania বৃষস্তীতা
objective বিষয়গত, বৈষয়িক
objectivism বস্তুতন্ত্রতা
observationism ঈক্ষণকাম, ঈক্ষণরতি
obsession আবেশ
obversion প্রতিবর্তন
occasional কাদাচিৎক
occupational বৃত্তীয়

Oedipus complex ঈডিপাস গূঢ়ৈষা
omnipotent সর্বশক্তিমান্
omnipresent সর্বব্যাপী, বিভু
origin উৎপত্তি, প্রভব
organic জৈব। আঙ্গিক, অঙ্গীয়
organism অবয়বী, অঙ্গী
orthodox নৈষ্ঠিক
outline পরিলেখ
over-estimation অতিমান
over-lapping অধিক্রমণ
pantheism, panthesis সর্বেশ্বরবাদ
paradox কূটাভাস, কূট
paraesthesia অপবেদন
parallelism সহচারবাদ। সহচার
paranoia ভ্রম বাতুলতা
parent জনিতা, পিতা বা মাতা
passion অভিরাগ
passive ভোগবৃত্ত। নিষ্ক্রিয়
percept প্রত্যক্ষ। — tion প্রত্যক্ষ, রূপ
perfection পরোৎকর্ষ
persistence নির্বন্ধ
personal equation প্রাতিস্বিক ভ্রমাঙ্ক
personality অস্মিতা
personification নরত্বারোপ
pervert বৈকৃতকাম। — sion কামবিকৃতি
pessimism দুঃখবাদ
phantasy মনঃসৃষ্টি
phenomenon প্রপঞ্চ। ব্যাপার
philology ভাষাবিদ্যা
phobia আতঙ্ক
pluralism নানাত্ববাদ
polygamy বহুগামিতা
positive সদর্থক। — vism দৃষ্টবাদ
postulate স্বীকার্য
potentiality অব্যক্ততা, অস্ফুটতা
practical ব্যবহারিক, ফলিত
practice সাধন
pragmatic প্রায়োগিক। — ism প্রয়োগবাদ
precaution প্রাগ্‌বিধান
precocious অকালপক্ব, বালপ্রৌঢ়
predisposition প্রবণতা
premonition পূর্ববোধ
presumption অর্থাপত্তি
primacy আদ্যতা, মুখ্যতা, প্রাথম্য
primal, primitive আদিম
principle তত্ত্ব
problem সম্পাদ্য
prognosis আরোগ্য সম্ভাবনা
propensity প্রবণতা
proposition প্রতিজ্ঞা
psycho-analysis মনঃসমীক্ষণ
psychology মনোবিদ্যা। — gist মনোবিৎ
psychosis বাতুলতা
puberty বয়ঃসন্ধি
puritanism অতিনৈতিকতা
purpose অভিপ্রায়। — sive অভিপ্রায়িক
qualitative আঙ্গিক, গুণীয়
quantitative মাত্রিক
range গোচর
rape ধর্ষণ
rating নির্ধারণ
rational যুক্তিসিদ্ধ। — ism হৈতুকতা, যুক্তিবাদ। — ization যুক্ত্যাভাস
reaction প্রতিক্রিয়া
real বাস্তব। — ism বাস্তববাদ। — ity বাস্তবতা
reason হেতু
recency সাম্প্রত্য
receptive গ্রাহী
reciprocity ব্যতিহার
recognition প্রত্যভিজ্ঞা
recollection অনুস্মরণ
reconciliation সমন্বয়
recreation বিনোদন
reflex প্রতিবর্ত, প্রতিবর্তক, প্রতিবর্তী
—, conditioned, সাপেক্ষ প্রতিবর্ত
—, unconditioned অসাপেক্ষ প্রতিবর্ত
regression প্রত্যাবৃত্তি
relativism ব্যতিষঙ্গবাদ
relativity, theory of, অপেক্ষবাদ
relaxation শ্লথন
relief নিবৃত্তি
repetition পুনরাবৃত্তি
repression অবদমন

resonance অনুনাদ
rhythm ছন্দ
sacrament সংস্কার
sadism ধর্ষকাম
sanctimonious ধর্মধ্বজী
satiety পরিতৃপ্তি, সন্তৃপ্তি
satyriasis পুংকামোন্মাদ
scepticism সন্দেহবাদ
scheme পরিকল্প। — matic পরিকল্পনীয়
school সম্প্রদায়
seduction বিলোভন
selective বৃত্ত
self আত্মা। অহং
— contempt স্বাবমাননা
self-conscious আত্মচেতন
self-evident স্বতঃপ্রমাণ
self-willed স্বৈর
sensation সংবেদন
sensationalism সংবেদবাদ
sense জ্ঞানেন্দ্রিয়। বোধ। বেদন
sense-organ ইন্দ্রিয়স্থান
sensory সংবেদজ, সংবেদ
—nerve সংজ্ঞাবহ নার্ভ
sentiment রস
sex লিঙ্গ। sexual যৌন, লৈঙ্গিক, কামজ। sexual orgy রতোৎসব। sexuality কামধর্ম, কামিতা, যৌনতা। sexology কামবিদ্যা
shock অভিঘাত
simultaneous যুগপৎ। —neity যুগপত্তা
sociology সমাজবিদ্যা
sodomy পায়ুকাম
somnambulism স্বপ্নচারিতা
space-time continuum দেশকাল সন্ততি
speculation দূরকল্পনা
spiritualism আত্মিকবাদ
spontancity স্বতঃবৃত্তি
spurt উৎক্ষেপ
standard প্রমাণ
stimulus উদ্দীপক
structure গঠন, অবয়ব
stupor জড়
sub-conscious অন্তর্জ্ঞান
subject বিষয়ী, বিষয়
subjective বিষয়ী। অধ্যাত্মীয়
subjectivism অধ্যাত্মবাদ
sublimation উদ্গতি,
substitution প্রতিকল্পন
succession পারম্পর্য
suggestible অভিভাব্য। —bility অভিভাবিতা, অভিভাব্যতা। —tion অভিভাব, অভিভাবন। —tive অভিভাবীয়
super-ego অধিশাস্তা
supernatural অতিপ্রাকৃত
suppression নিরোধ
syllogism ন্যায়
symbol প্রতীক। —ism প্রতীকতা
sympathy সমবেদনা। —thetic সমবেদী
synapse প্রান্তসন্নিকর্ষ
synthesis সংশ্লেষণ। —tic সাংশ্লেষিক
system রীতি, তন্ত্র। —atic রীতিবদ্ধ
taboo নিষিদ্ধ, টাবু
tactile স্পার্শন
taste স্বাদ। রাসন
teleogy উদ্দেশ্যবাদ
temper আয়ান। —ament আয়ান
tempo লয়
tenacity সংসক্তি
tendency প্রবণতা
texture গ্রথন
theism ঈশ্বরবাদ
therapy চিকিৎসা
timbre উপস্বন, উপস্বনতা
tone স্বন
tonus আততি
trait প্রলক্ষণ
trance সমাধি, দশা
trauma ঘাত
tribadism ভগচাপন
tropism আভিমুখ্য
unconscious, the নির্জ্ঞান
understanding বোধ
utilitarianism উপযোগবাদ
utility উপযোগ

validity সত্যতা
variable ভেদ্য। variation প্রকারণ। ভেদ। variety প্রকার
vestibule কর্ণদর্ভটি
virginity অক্ষতযোনিতা
visual দার্শন।—ization রূপকল্পনা
vitalism প্রাণবাদ
vocation বৃত্তি। vocational বৃত্তীয়, বার্ত্তিক
volition ইচ্ছা
will সংকল্প
wish ইচ্ছা

রসায়ন—Chemistry

absorption বিশোষণ
acid অম্ল, অ্যাসিড।—imetry অম্লমিতি
acrid কটু
active সক্রিয়।—principle সত্ব
additive compound যুত যৌগিক
affinity আসক্তি
alchemy কিমিয়া
alcohol কোহল। absolute—নির্জল
alkali ক্ষার।—metry ক্ষারমিতি। —ine ক্ষারীয়।—loid উপক্ষার
allotropy বহুরূপতা
alloy সঙ্কর ধাতু
alum ফটকিরি
amalgam পারদমিশ্র
amorphous অনিয়তাকার
analysis বিশ্লেষণ
anhydrous অনার্দ্র
annealing কোমলায়ন
antidote বিষঘ্ন
antimony sulphide সুর্মা, রসাঞ্জন
antiseptic বীজবারক
astringent কষায়
assimilation আত্তীকরণ
asymmetrical অপ্রতিসম
atom পরমাণু, অ্যাটম।—ic পারমাণবিক। —ic theory পরমাণুবাদ
balance তুলা
base ক্ষারক। basic ক্ষারকীয়
basic salt ক্ষারলবণ
basin খর্পর
beaker বীকার
binary দ্বিযৌগিক
bivalent দ্বিযোজী
blast furnace মারুত চুল্লী
bleaching বিরঞ্জন
blowpipe বাঁকনল
blue vitriol তুঁত, তুঁতিয়া
boiling point স্ফুটনাঙ্ক
borax সোহাগা
bubble বুদ্বুদ
burner দীপ
bye- product উপজাত
calcination ভস্মীকরণ
calx ভস্ম
cane sugar ইক্ষুশর্করা
capillary কৈশিক
carbon অঙ্গারক, কারবন
cast iron ঢালাই লোহা
catalysis অনুঘটন।—lyst অনুঘটক
caustic বিদাহী। তীক্ষ্ণ
change of state অবস্থান্তর
chemical রাসায়নিক। রাসায়নিক দ্রব্য
chemistry, bio- প্রাণ রসায়ন
— , physical, ভৌত রসায়ন
cinnabar হিঙ্গুল
coagulation তঞ্চন
coal-tar আলকাতরা
colloid কোলয়েড
combustible দাহ্য
composition সংযুতি
compound যৌগিক
concentrated গাঢ়, গাঢ়তাপন্ন

concentration গাঢ়ীকরণ,-ভবন
condensation ঘনীভবন,-করণ
constant নিত্য
copper pyrites তাম্রমাক্ষিক
—sulphate তুঁতে, তুঁতিয়া, তুথ
corrosive ক্ষারী।—sublimate রসকর্পূর
crucible মুচি, মুষা
crystal কেলাস
decantation আস্রাবণ
decoction ক্বাথ। ক্বথন
decomposition বিযোজন
dehydration নিরুদন
deliquescent উদগ্রাহী
density ঘনত্ব। ঘনাঙ্ক
deposit পরিস্তাস
desiccation শুষ্কীকরণ
destructive distillation অন্তর্ধূম পাতন
diffusion ব্যাপন
dilution লঘূকরণ
dissolution দ্রাবণ
disinfectant বীজঘ্ন
distillation পাতন
ductility প্রসার্যতা
ebullition স্ফুটন
effervescence বুদ্বুদন
efflorescence উদত্যাগ
element মৌল, মৌলিক পদার্থ
electrolysis তড়িদ্বিশ্লেষ
empirical প্রয়োগসিদ্ধ, পরীক্ষালব্ধ
—formula স্থূল সূত্র
emulsion অবদ্রব
enamel মিনা
enzyme উৎসেচক
essential oil উদ্বায়ী তৈল
evaporation বাষ্পীকরণ,-ভবন
experiment পরীক্ষা, অভিক্রিয়া
experimental পরীক্ষাসিদ্ধ
extraction নিষ্কাষণ
ferment খমির, কিণ্ব
fermentation সন্ধান।—ted সন্ধিত
film সর
filtration পরিস্রুতি, পরিস্রাবণ
fixation বন্ধন
flash point জ্বলনাঙ্ক
flask কাচকুপী
flocculent গুচ্ছবৎ, পিঞ্জবৎ
fluid তরল
flux বিগালক
foil পত্র, তবক
fractional আংশিক
freezing point হিমাঙ্ক
froth ফেন
fumes ধূম
fundamental principle মূলতত্ত্ব
furnace চুল্লী
fusion গলন
glaze চিক্কণ লেপ
glucose দ্রাক্ষাশর্করা
granular দানাদার
graphite কৃষ্ণসীস, গ্রাফাইট
green vitriol হিরাকস
gypsum জিপ্‌সম
hydrolysis আর্দ্রবিশ্লেষ
hygrometer আর্দ্রতামাপক
hygroscopic জলাকর্ষী
ignition জ্বলন
immiscible অমিশ্রণীয়
inorganic অজৈব, পার্থিব
iron-ore লৌহ আকরিক
iron pyrites লৌহ মাক্ষিক
isomorphous সমাকৃতি
jacket কঞ্চুক, বহিরাবরণ
kaolin কেওলিন
kelp কেল্প-শৈবাল
kiln ভাটি
lactose দুগ্ধশর্করা
lead, red, মেটে সিন্দুর।
— , white, সীস-শ্বেত, সফেদা
lime light লাইম লাইট
liquefaction তরলীকরণ,-ভবন
litharge মুদ্রাশঙ্খ
lixiviation স্রাবণ
malt গীরা।—ose মলটোজ
mechanical mixture সামান্য মিশ্র

melting point গলনাঙ্ক
metallurgy ধাতুবিদ্যা
miscible মিশ্রণীয়
mixture মিশ্র
molecule অণু।—lar আণবিক
mucous membrane শ্লেষ্মঝিল্লী
nascent জায়মান
neutral প্রশমিত।—ization প্রশমন
— point প্রশমক্ষণ
nitre সোরা
normal নরমাল, প্রমাণ
occlusion অন্তর্বৃতি
organic chemistry জৈব রসায়ন, অঙ্গারক রসায়ন
orpiment হরিতাল
oxidation জারণ, অক্সিজেনযোগ
passivity নিষ্ক্রিয়তা
paste লেই, কাই
percolation অনুস্রবণ
periodic (law, table) পর্যায়-
perfect আত্য
photo-chemistry আলোকরসায়ন
phosphorus ফসফরস
pig-iron পিগ লোহ
physical property ভৌত ধর্ম
plating ধাতুলেপন
polyvalent বহুযোজী
precipitate অধঃক্ষেপ
process পদ্ধতি
proof প্রমাণ
property ধর্ম
pulverization প্রচূর্ণন
pyrites মাক্ষিক
quartz স্ফটিক
quicklime কলিচুন
radical মূলক
radioactive তেজস্ক্রিয়
radium রেডিয়ম
rare earth বিরলমৃত্তিক
reaction বিক্রিয়া
reagent বিকারক
receiver গ্রাহক
rectified spirit শোধিত কোহল
reduction বিজারণ
rock crystal স্ফটিক
salammonia নিশাদল, নবসার
saltpetre শোরা
saponification সাবানভবন
saturated সংপৃক্ত
scintillation স্ফুলিঙ্গায়ন
sediment কল্ক, গাদ
slag ধাতুমল
slaking (of lime) ফুটানো
solidification ঘনীকরণ, ভবন
soluble দ্রবণীয়। solute দ্রাব।
solvent দ্রাবক
soot ভুসা
standardized প্রমিত
stirrer আলোড়ক
stopcock ইপকক
stopper ছিপি। -red ছিপিযুক্ত
structural formula সংযুতি-সংকেত
sublimate উৎক্ষেপ
sublimation ঊর্ধ্বপাতন
substitution প্রতিস্থাপন
sulphuric acid গন্ধকাম্ল, সালফিউরিক অ্যাসিড
super-(cooled etc.) অতি-
suspension অবলম্বন
tartaric acid চিঞ্চাম্ল, টার্টারিক অ্যাসিড
tempering পান দেওয়া
test পরীক্ষা, অভীক্ষণ
transition পরিবর্তন
triturate বিচূর্ণন
univalent একযোজী
valency যোজ্যতা
vaporization বাষ্পীকরণ, -ভবন
verification প্রতিপাদন
vinegar সির্কা
vitreous কাচীয়
volatile উদ্বায়ী। -lize বাষ্পীভূত করা বা হওয়া
volume আয়তন
wire-gauze তারজালি
waterproof জলাভেদ্য
watertight জলরোধক

weak (solution) ক্ষীণ
white arsenic সেঁকো
yeast ইষ্ট
zinc-dust দস্তা-রজ

শারীরবৃত্ত ও স্বাস্থ্যবিদ্যা—Physiology & Hygiene

abdomen উদর
abdominal wall উদরচ্ছদ
adam's apple কণ্ঠমণি
adenoids গলরসগ্রন্থি
air-cell বায়ুকোষ
alimentary canal মহাস্রোত, পৌষ্টিক নালী
anaemia রক্তাল্পতা
anatomy শারীরস্থান
antiseptic বীজবারক
antitoxin প্রতিবিষ, অ্যান্টিটকসিন
anus পায়ু
aorta মহাধমনী, অ্যাওর্টা
arm, upper, প্রগণ্ড
aseptic নির্বীজ
bacteriology জীবাণুবিদ্যা
balanced diet সুষম খাদ্য
bandage পটি, পট্ট
bicuspid দ্বিশীর্ষ
bile পিত্ত
bladder বস্তি
blood-pressure রক্তপ্রেষ
bone অস্থি, হাড় । breast—উরঃফলক । carpal—করকূর্চাস্থি । hip—নিতম্বাস্থি । innominate—জঘনকপাল । thigh—ঊর্বস্থি
bowel অন্ত্র
breathing শ্বসন, শ্বাসকর্ম
bronchus ক্লোমশাখা
cerebellum ধম্মিল্লক, লঘুমস্তিষ্ক
cerebrum গুরুমস্তিষ্ক
choroid coat কৃষ্ণমণ্ডল
chyme পাকমণ্ড
circulation of blood রক্তসংবহন
clavicle অক্ষক
clot তঞ্চিত পিণ্ড
collarbone অক্ষকাস্থি
contamination দূষণ
coronary artery হৃচ্ছোষণী ধমনী
cramp খাল
cranium করোটিকা
cuticle কৃত্তিক
deformity বিকলতা
diet খাদ্য
digestive juice পাচকরস
—organ পরিপাকযন্ত্র
discharge স্রাব
disinfection নির্বীজন
douching বস্তিকর্ম
duct, thoracic, মুখ্যা রসকুল্যা, বামা রসকুল্যা
eardrum কর্ণপটহ
eczema কাউর
endocrine gland এণ্ডোক্রিন গ্রন্থি, অন্তর্গ্রন্থি
epilepsy মৃগি, অপস্মার
eustachian tube ইউস্টেকিয়ান নালী
flea উপমক্ষিকা
foramen magnum মহাবিবর
germ রোগবীজ, বীজ
gland গ্রন্থি
gristle তরুণাস্থি
gullet গ্রাসনালী
halitosis দুর্গন্ধ শ্বাস
immune অনাক্রম্য ।—nity অনাক্রম্যতা
injection সূচিপ্রয়োগ
inoculation টিকা
instep পদপৃষ্ঠ
knee-cap মালাইচাকি, জানুকাপালিক
lacteal পয়স্বিনী
larva শূক
ligament সন্ধিবন্ধনী
linen ক্ষৌম
loin কটি

long-sightedness দূরবদ্ধ দৃষ্টি
microbe জীবাণু
motor centre চেষ্টাকেন্দ্র
— nerve চেষ্টীয় নার্ভ
muscular system পেশীতন্ত্র
nerve, afferent অন্তর্মুখ নার্ভ। efferent—বহির্মুখ নার্ভ। motor—চেষ্টীয় নার্ভ। sensory—সংবেদ নার্ভ।
neuralgia বাতশূল
nipple চুচুক
patella মালাইচাকি, জানুকাপালিক
pelvis শ্রোণীচক্র
penis লিঙ্গ
peristalsis ক্রমসংকোচ
phalanges অঙ্গুলিনলক
plasma রক্তরস
platelet অণুচক্রিকা
pollution দূষণ
preventive measure বারণোপায়
pulse, pulse beat ধমনীঘাত, নাড়ীঘাত, নাড়ী
pupa পুত্তলি
pus পূয
pyloris of the stomach প্রণালিকা
quarantine সঙ্গরোধ
restorative বৃংহণ
ricket রিকেট
rigor mortis মরণসংকোচ
sanitation স্বাস্থ্যবিধান,-ব্যবস্থা
scald বাষ্পদাহ
sclerotic coat শ্বেতমণ্ডল
sepsis বীজদূষণ
septic tank মলশোধনাশয়
serum রক্তমস্তু
shortsightedness অদূরবদ্ধ দৃষ্টি
socket কোটর
sore throat গলদাহ
sphygmo-manometer ধমনীপ্রেষমাপক
spinal chord সুষুম্নাকাণ্ড
— column মেরুদণ্ড, পৃষ্ঠবংশ
spittle থুথু, নিষ্ঠীবন
splint বন্ধফলক
sprain মচকান
squint টেরা, তির্যগ্‌দৃষ্টি
sterilization নির্বীজন
sweat-gland স্বেদগ্রন্থি
tank, septic, মলশোধনী
tetanus ধনুষ্টঙ্কার
tonsil টনসিল
tourniquet পাক-তাগা, টুরনিকেট
toxin অধিবিষ, টকসিন
trunk মধ্যশরীর, ধড়
vaccination টিকা
valve কপাটক
vana cava, inferior, অধরা মহাশিরা
vana cava, superior উত্তরা মহাশিরা
vertebra কশেরুকা
vertebral column মেরুদণ্ড, পৃষ্ঠবংশ
vescicle কোষকা
vessel, lymphatic লসিকানালী
viscera আন্তর যন্ত্র
vitamin ভাইটামিন
waste product বর্জ্য পদার্থ
windpipe শ্বাসনালী, ক্লোমনালিকা
worm, round, গোলকৃমি
— , tape ফিতা কৃমি

সরকারী কার্য—Public Services
রাষ্ট্রবিজ্ঞান—Politics
আইন—Law
ও
বিবিধ—Miscellaneous

abstract সার
academic অধিবিদ্য, বিদ্যাবিষয়ক
academy পরিষৎ
accountant গাণনিক, হিসাবরক্ষক
accountant-general মহাগাণনিক
accounts গণিতক, হিসাব
accredited নিসৃষ্ট
accused অভিযুক্ত, আসামী
acquisition গ্রহণ
act বিহিতক ; অধিনিয়ম, আইন
acting কার্যকারী
actionable অভিযোগ্য
actuals বাস্তব
additional (secretary etc.) অপর
adherence অনুবন্ধ
ad hoc তদর্থক
ad interim মধ্যকালীন
adjournment স্থগন, মুলতবি
adjustment সমন্বয়ন
administration প্রশাসন । পরিচালন
—trative শাসনিক । —trator পরিপালক
— trator-general মহাপরিচালক
admissible গ্রাহ্য
adulteration অপমিশ্রণ, ভেজাল
adult suffrage বয়স্ক ভোটাধিকার
ad valorem মূল্যানুসার
advocate অধিবক্তা
advocate-general মহাধিবক্তা
affidavit শপথপত্র
affiliation সম্বন্ধীকরণ
afforestation বনীকরণ
agent নিযুক্তক । agency নিযুক্তকস্থান
agent-general মহানিযুক্তক
aggregate সমূহ
agrarian কার্ষ
agreement চুক্তি, সম্মতি । অন্বয়, ঐক্য
air force বিমানবল
—mail বিমান ডাক
—pocket বায়ুগহ্বর । —strip ধাবনপথ
—way বিমানপথ
—worthy নভোযোগ্য
alderman পৌরমুখ্য
alien পরক । alienage পারক্য
allegiance আনুগত্য, নিষ্ঠা
allocation বিভাজন
allotment আবণ্টন
allowance অধিদেয়, ভাতা
altercation বিতণ্ডা
amalgamation সংযোজন
ambassador রাষ্ট্রদূত, রাজদূত
ambulance রোগীযান
amendment সংশোধন । উপকার
amnesty রাজক্ষমা
ancillary সহায়ক
annuity বার্ষিক
antecedents প্রাক্ পরিচয়
anti-corruption (branch) অপচারনিরোধ
appeal উত্তরবিচার, উত্তরবিচার প্রার্থনা, আপীল
applicant আবেদক
appraiser মূল্য-নিরূপক
apprentice শিক্ষাধীন, শৈক্ষ
appropriation উপযোজন
approver রাজসাক্ষী
arbitration মধ্যস্থতা, সালিসি
arbitrator মধ্যস্থ
architect স্থপতি
armed সায়ুধ
armistice যুদ্ধবিরতি, অবহার

army officer সেনাধিকারিক
article (of constitution) অনুচ্ছেদ
articles of association পরিমেল নিয়মাবলী
arts কলা
assemblage সমূহ, সংঘাত
assembly (legislative) সভা
— (unlawful) সমাগম
assessment নির্ধারণ
assets & liabilities পরিসম্পৎ ও দায়িতা
assignee স্বত্বনিয়োগী। — ment স্বত্বনিয়োগ।
—or স্বত্বনিয়োজক
assistant সহায়ক
assistant secretary সহ সচিব
association পরিমেল
attache সহদূত
attachment আসঞ্জন, ক্রোক
attestation প্রত্যায়ন
attorney ন্যায়বাদী, ব্যবহারদেশক
— general মহান্যায়বাদী, মহাব্যবহারদেশক
audit নিরীক্ষা, গণনাপরীক্ষা
auditor নিরীক্ষক
auditor-general মহানিরীক্ষক
authentic, authenticated প্রামাণিক, প্রমাণীকৃত। authentication প্রমাণীকরণ।
—city প্রামাণ্য
authority প্রাধিকার। প্রাধিকারী। অধিকার। অধিকারী। —tative প্রামাণিক
authorized প্রাধিকৃত। অনুমোদিত
autograph স্বাক্ষর, স্বলেখন
autonomy স্বশাসন
autonomous স্বশাসিত
auxiliary সহায়ক
award বিনির্ণয়
awkwardness অপাটব
background music প্রসঙ্গ বাদ্য বা সঙ্গীত
badge পট্ট, তকমা
bail প্রতিভূতি, জামিন
bailiff বেলিফ, সাধ্যপাল
balance স্থিতি, বাকি
balance sheet স্থিতিপত্র
ballot গুপ্তভোট, গুপ্তমত
— box ভোটপেটি
bank ব্যাঙ্ক, অধিকোষ
bankrupt দেউলিয়া
barrack সৈন্যনিবাস
barred by limitation অবধিবাধিত, তামাদি
basic education মৌলশিক্ষা
battalion বাহিনী
bench বিচারপীঠ, ন্যায়াসন
bill (in legislation) বিধেয়ক। (commercial) আদেয়ক, মূল্যপত্র। — of lading বহনপত্র
blackmarketing অপপণন, চোরাকারবার
blackout অপ্রদীপ
blue-print প্রতিচিত্র
board পর্ষদ্। — of revenue রাজস্বপর্ষদ্
body নিকায়
bonafide প্রকৃত, বিশ্বস্ত
bonafides বিশ্বস্ততা
bonded শুল্কাধীন
bonus অধিবৃত্তি
book-keeping গাণনিক্য
boyscout কুমারচর
broadcast সম্প্রচার
budget আয়ব্যয়ক
bulletin জ্ঞাপনপত্র, বুলেটিন
by-election উপনির্বাচন
by-law উপবিধি
cabinet মন্ত্রিপরিষৎ
cadet রণশৈক্ষ
cadastral survey করার্থ জরিপ
candidate অভ্যর্থী
cantonment কটক, ছাউনি
canvassing উপার্থন
caretaker অবধায়ক
cashier ধনপাল, খাজাঞ্চী
casting vote নির্ণায়ক ভোট
casual (leave) নৈমিত্তিক
casualty officer আত্যয়িক
censor বিবাচক
censure তিরস্কার
census জনগণনা, আদমশুমার
certificate শংসাপত্র। প্রমাণপত্র
cess উপকর

chairman সভাপতি
chancellor মহাধিপাল
charge প্রভার। ব্যয়
charge d'affairs রাষ্ট্রনিযুক্তক
chief মুখ্য, প্রধান
— commissioner মুখ্যমহাধ্যক্ষ
— judge মুখ্য বিচারক বা ন্যায়াধীশ
— justice মুখ্য ন্যায়াধিপতি
— minister মুখ্য মন্ত্রী
— secretary প্রধান সচিব
circular পরিপত্র
circulate প্রচার করা
civil code ন্যায়সংহিতা
— court ন্যায়াধিকরণ, ব্যবহার ন্যায়ালয়, দেওয়ানী আদালত
— marriage বিধানিক বিবাহ
— population জনসাধারণ
— service জনপালনকৃত্যক
— supply জনসংভরণ
— surgeon পৌরচিকিৎসক
claim স্বত্বার্থন, দাবি
clause প্রকরণ, খণ্ড
clerk করণিক
clinic নিদানশালা, চিকিৎসাগার
code সংহিতা। গূঢ়লেখ
co-existence সহভাব
collective সামূহিক, সমষ্টিগত
collector সমাহর্তা। — rate সমাহার-করণ
college মহাবিদ্যালয়
colonization উপনিবেশন
commander-in-chief সর্বাধিনায়ক
commerce বাণিজ্য
commission আযোগ
commissioner কমিশনার। (e.g. of excise) মহাধ্যক্ষ। (of a division) ভুক্তিপতি। (of police) নগরপাল। (of affidavits) শপথপ্রমাপক।
committee সমিতি
commonwealth জনরাষ্ট্র। রাষ্ট্রমণ্ডল
communications সমাযোজন
communique ইস্তাহার প্রচারণ
community সম্প্রদায়। লোকসমাজ

compulsory অবশ্যক
computor পরিগণক
concurrent সংগামী। — jurisdiction সহাধিকার ক্ষেত্র। —list সংগামী সূচী
condition প্রতিবন্ধ। করার
conditional সপ্রতিবন্ধ
confederation সমামেল
conference সম্মেলন
confidential বিশ্রব্ধ। —clerk আপ্ত করণিক
confirmation অনুমোদন। সমর্থন। দৃঢ়ীকরণ। (in post) সন্নিয়োগ
confiscation উপগ্রহণ
conservator of forests বনপাল
constable আরক্ষী, আরক্ষিক, পাহারাওয়ালা
constituency নির্বাচনকেন্দ্র
constituent assembly সংবিধানসভা
constitution সংবিধান। গঠন। প্রকৃতি
consul বাণিজ্যদূত
context প্রসঙ্গ, প্রকরণ
contingency উপনিমিত্ত
contract সংবিদা, ঠিকা
contractor সাংবিদিক, ঠিকাদার
control নিয়মন, নিয়ন্ত্রণ
controller নিয়ামক, নিয়ন্ত্রক
convention প্রচল, নিয়ম
convocation সমাবর্তন
co-ordination সহযোজন
copy, copying প্রতিলিপি, প্রতিলেখ
copyist প্রতিলিপিক, প্রতিলেখক
copyright লেখস্বত্ব
coroner আশুমৃত-পরীক্ষক
corporation নিগম
—, municipal পৌরনিগম
correspondence clerk পত্র-করণিক
corruption অপচার
cost পরিব্যয়, খরচা
council (legislative) পরিষদ্
— of states রাজ্য-পরিষদ্
counterpart প্রতিরূপ
countersigned প্রতিস্বাক্ষরিত
court ন্যায়ালয়, বিচারালয়, আদালত।
— fee বিচারদেয়ক, রসুম

court of wards প্রপন্নাধিকার
crafts কারুকলা
credit আকলন, জমা
crime অপরাধ
criminal court দণ্ডাধিকরণ, দণ্ডন্যায়ালয়,
    ফৌজদারী আদালত
— law দণ্ডবিধি
— procedure দণ্ডপ্রণালী
cross reference মিথোনির্দেশ
cub শাবচার
culture সংস্কৃতি, কৃষ্টি
currency note পত্রমুদ্রা
curriculum পাঠ্যক্রম
customs duty বহিঃশুল্ক
dairy দোহ, গব্যশালা
decentralization বিকেন্দ্রণ
declaration খ্যাপন। ঘোষণা
decree আজ্ঞপ্তি
de facto কার্যতঃ
defalcation ব্যাপহরণ
defamation মানহানি
defence প্রতিরক্ষা। আত্মসমর্থন
definition সংজ্ঞার্থ, লক্ষণ। নির্বচন
defined নিরুক্ত
deflation অবপাত, মুদ্রাকুঞ্চন
de jure বিধানতঃ, আইনত
demand অভিযাচনা
demi-official আধা সরকারী
democracy গণতন্ত্র, লোকতন্ত্র
demonstrator প্রদর্শক
demurrage বিলম্বশুল্ক
deputy উপ-
— magistrate উপশাসক
— secretary উপসচিব
despatcher প্রেরক
detention নিরোধ
developmenr উন্নয়ন, বর্ধন, সম্প্রসার
diary দিনপঞ্জী
die-hard দুর্মর
diploma উপাধিপত্র
direction নিদেশ, নির্দেশ
director অধিকর্তা
discharged অবঃস্রিত, কার্যমুক্ত
discipline বিনয়, নিয়ম
discretion স্ববিবেক
dismissal পদচ্যুতি
dispensing পরিবেশন
disqualification অবগুণ, অনর্হতা
disquisition নিবন্ধ
dissolution ভঙ্গ
district বিষয়, জেলা
dockyard পোতাঙ্গন
domicile নিবেশ। —ed নিবেশী
dominion অধিরাজ্য
draft পূর্বলেখ, পাণ্ডুলেখ, খসড়া
draftsman নকশাকার
duet যমলগান
duplicate প্রতিরূপ, — copy অনুলিপি
duty শুল্ক। কর্তব্য
earned (income, leave) অর্জিত
economic অর্থনীতিক
economic botanist অর্থকর উদ্ভিদবিৎ
efficiency bar সামর্থ্য-বাধ
eligibility পাত্রতা
embargo আরোধ
embassy রাষ্ট্রদূতস্থান, রাজ-
emergency অত্যয়, সংকট
emigration প্রবসন
emigrant প্রবসিত
employment নিয়োগ
enactment অধিনিয়মন
endorsement পৃষ্ঠাঙ্কন
endowment ধর্মস্ব, হলায়
enforcement branch নির্বহণ শাখা
engineer বাস্তুকার
—(mechanical) যান্ত্রিক, যন্ত্রবিৎ
envoy শাসন-হর
establishment সংস্থা, স্থাপন
— clerk সংস্থা-করণিক
estimate প্রাক্কলন
estimator প্রাক্কলনিক
etiquette শিষ্টাচার
evacuation উদ্বাসন
evacuee উদ্বাসিত, উদ্বাস্তু

evasion (of taxes) ব্যতিহার
exchange বিনিময়
excise অন্তঃশুল্ক
executive নির্বাহী
— officer নির্বাহক
executor নির্বাহক
exemption মুক্তি
ex officio পদহেতু, পদেন, পদাধিকারে
expediency উপযুক্তি
expert (e. g. fingerprint, handwriting) নিবোধক
export নির্গম, রপ্তানি
express letter তূর্ণ-পত্র
expropriation স্বত্ব নিরসন
extenuation ক্ষালন
extension (কর্মকাল-) বৃদ্ধি
extract নিষ্কর্ষ, উদ্ধৃতাংশ, উদ্ধৃতি
extradition বহিঃসমর্পণ
face value অভিহিত মূল্য
faculty (e. g. of medicine) অনুষদ্
federal court আমেল-ন্যায়ালয়, যুক্তরাষ্ট্রীয় ন্যায়ালয়
federation আমেল
fee দেয়ক। মাসুল
fertilizer কৃষিসার
file নথি
finance অর্থ, বিত্ত।
financial year আর্থিক বৎসর
fine arts ললিতকলা
finger print অঙ্গুলাঙ্ক
— expert অঙ্গুলাঙ্ক নিবোধক
firm (business) সার্থ
fishery মীনপোষ। জলকর
fitter সজ্জারক, ফিটার
flat গাধাবোট
foreman অধিকর্মিক, কর্মনায়ক, সর্দার
forest ranger বনরক্ষক
forfeiture অপবর্তন
forged কূটকৃত, কূটলেখিত, জাল
form নিদর্শ, ফারম
formal, formally যথাবিধি
formality শিষ্টাচার
fortuitous আকস্মিক
full time officer পূর্ণকাল-আধিকারিক
function কৃত্য
fund নিধি, তহবিল
gangman গণপুরুষ, সর্দার
gazette ঘোষপত্র। —ed ঘোষিত
-general মহা-
girlguide কন্যাপ্রণিধি
government securities, সরকারী বা রাজকীয় প্রতিভূতি
government শাসন। রাজক। সরকার রাজ-রাজকীয়, সরকারী
government pleader সরকারী উকিল
governor রাজ্যপাল
grade পর্যায়
graduate স্নাতক
grant অনুদান
gratuity আনুতোষিক
guarantee প্রত্যাভূতি
guild পূগ
habeas corpus বন্দিপ্রদর্শন
handicraft হস্তশিল্প
hangar বিমানশালা
head প্রধান
headquarters সদর, মুখস্থান
health officer স্বাস্থ্যাধিকারিক
high commissioner প্রমহাধ্যক্ষ
high court প্রধান ন্যায়ালয়, উচ্চ ন্যায়ালয়, মহাধর্মাধিকরণ
home (department) স্বরাষ্ট্র
honorarium দক্ষিণা
hospital আরোগ্যশালা, হাসপাতাল
House of the People লোকসভা
immediate slip অগৌণ পত্রী
immigrant অভিবাসী
immigration অভিবাসন
impeachment অভিশংসন
impost প্রবেশকর
in charge আযুক্ত
incidental আনুষঙ্গিক
income tax আয়কর
indent সংভৃতিপত্র। সংভৃতক
index অনুক্রমণী

industry শিল্প
Incorporated নিগমিত, নিগমবদ্ধ
— tion নিগমন, নিগমবন্ধন
Indian Administrative Service
ভারত-প্রশাসন কৃত্যক
informal অনুপচারিক
information জ্ঞাপন
Injunction আসেধ-আজ্ঞা
inland অন্তর্দেশীয়
insinuation বক্রোক্তি
insolvent শোধাক্ষম
inspection পরিদর্শন ।
— tor পরিদর্শক
inspector-general of police
মহা-আরক্ষাপরিদর্শক
inspector-general of registration
মহা-নিবন্ধপরিদর্শক
institution সংস্থা, প্রতিষ্ঠান
instruction অনুদেশ
intelligence branch চার শাখা
interim মধ্যকালীন
intermediary অন্তরায়
international অন্তর্রাষ্ট্রীয়
interpreter ভাষান্তরিক, দোভাষী
intimidation উৎত্রাসন
in toto সাকল্যে
investment বিনিয়োগ
invoice প্রেষিতক সূচী, জায়
jailor কারাপাল
joint সংযুক্ত
joint stock company যৌথসংগ
judge বিচারক, ন্যায়াধীশ
judgment সংনির্ণয়, রায়
judicature বিচারাধিকার
judicial ন্যায়িক, বিচারিক
junior কনিষ্ঠ
jurisdiction অধিকার ক্ষেত্র, অধিক্ষেত্র
juror নির্ণায়ক সভ্য
jury নির্ণায়ক সভা
keeper of records লেখ্যপাল, মোহাফেজ
kidnapping অপবাহন
labour commissioner শ্রম-মহাধ্যক্ষ
labour union শ্রমিক সংঘ
lady doctor চিকিৎসিকা
land acquisition ভূমিগ্রহ
—record ভূমিলেখ্য
—tenure ভূধৃতি
lapse অতিপত্তি । -ed অতিপন্ন
law বিধি
lawful, legal বৈধ, বিধিসংগত
leader of the house সদস্য-প্রধান
leader of the opposition প্রতিপক্ষনেতা
lecturer উপাধ্যায়
legacy দায়
legislative বিধান, বিধানিক
—assembly বিধানসভা
—council বিধান পরিষদ্
legislature বিধানমণ্ডল
liability দায়িতা
liaison সংযোগ, সম্পর্ক
licence অনুজ্ঞাপত্র
lien পূর্বস্বত্ব
limited company সীমিতসংগ
literate constable, সাক্ষর আরক্ষিক বা
পাহারাওয়ালা
lobby উপশালা
locus standi স্থিত্যধিকার
magistrate শাসক
major প্রাপ্তবয়স্ক
majority অধিজন, সংখ্যাগুরু
malafide অসদ্বুদ্ধি
manager অধ্যক্ষ, পরিচালক, ব্যবস্থাপক
manual সারগ্রন্থ
margin উপান্ত । -al note উপান্ত টীকা
martial law সামরিক বিধি
master (e. g. mechanic) ওস্তাদ
matron মাতৃকা
mayor মহানাগরিক
mechanic যন্ত্রী
meeting অধিবেশন, বৈঠক, সভা
member সদস্য
memo স্মার
memorandum স্মারক লিপি
—of association পরিমেলবন্ধ

memorial প্রার্থনাপত্র। (e.g. Victoria—) স্মরণিক
migration প্রব্রজন
military সামরিক
minister মন্ত্রী। ministry (e. g.—of defence) মন্ত্রক
minor অপ্রাপ্তবয়স্ক
minority উনজন, সংখ্যাল্প
mobilization সৈন্যযোজন, উদ্‌যোজন
monopoly একাধিকার
morality সদাচার, সুনীতি
motion প্রস্তাব
move উত্থাপন বা প্রস্তাব করা
mover উত্থাপক, প্রস্তাবক
multipurpose নানার্থক, বহুমুখী
municipality পৌরসংঘ
munsiff ন্যায়দর্শক, মুনসেফ
museum প্রদর্শশালা
mutation নামজারি করা, নামান্তরকরণ
nationalization রাষ্ট্রীয়করণ
naturalization দেশীয়করণ, দেশস্থ করণ। naturalized দেশস্থভূত
nautical নৌ-
navigable নৌবাহ্য, নাব্য
navigation নৌবাহ
navy নাবী
nominee মনোনীতক, নামিতক
notary public লেখ্যপ্রামাণিক
note মন্তব্য
notice সূচনা, বিজ্ঞাপন, নোটিস
notification অধিসূচনা, প্রজ্ঞাপন
nurse পরিবেবিকা, পরিষেবক
nursing পরিষেবা
oath শপথ
octroi duty দ্বারদেয় শুল্ক, চুঙ্গি
offence অপরাধ
office করণ। পদ
officer আধিকারিক
officer-in-charge আযুক্তক
officiating স্থানাপন্ন
opposition party বিপক্ষ
option ইচ্ছা।—al ঐচ্ছিক, বৈকল্পিক, ইচ্ছাধীন
order আদেশ
ordinance অধ্যাদেশ
organization সংঘটন
overhead charge উপরিব্যয়
overruled প্রতিদিষ্ট
overseer উপদর্শক
overtime অধিকাল
parliament সংসদ্
parliamentary secretary সংসদ্ সচিব
parole বচন, সংগর
part-time officer খণ্ডকাল-আধিকারিক
passage পারণ
passport নিষ্ক্রমপত্র, ছাড়পত্র, পারপত্র
patent কৃতিস্বত্ব
penal দণ্ডমূলক
penal code দণ্ড সংহিতা
penalty দণ্ড, শাস্তি
pension উত্তরবেতন, নিবৃত্তিবেতন। বৃত্তি
permit অনুমতিপত্র
persecution উৎপীড়ন
personal assistant স্বকীয় সহায়ক
pilot পথদেশক
planning পরিকল্পনা
plant (e.g. gas—) জনিত্র
platoon গুল্ম
police আরক্ষা, আরক্ষিক, আরক্ষা
political রাজনীতিক
poll ভোটগ্রহণ
polling station ভোটস্থান
portable সুবহ
port commissioner পত্তনপাল, বন্দরপাল
post ডাক
post-graduate স্নাতকোত্তর
post-master ডাক-আধিকারিক
preamble প্রস্তাবনা
precedence মানক্রম, পূর্ববর্তিতা
precedent পূর্বদৃষ্টান্ত, নজির
precis মর্ম
predecessor পূর্বগামী
pre-emption অগ্রক্রয়াধিকার
prescribe বিহিত করা
presidency magistrate পুরশাসক

— postmaster প্রাদেশিক ডাক-আধিকারিক
president (of republic) রাষ্ট্রপতি
press censorship মুদ্রিতক বিবাচন
preventive detention নিবারণার্থ নিরোধ
prima facie দৃষ্টতঃ
prime minister প্রধান মন্ত্রী
principal (of college) অধ্যক্ষ
priority পূর্বিতা
private secretary একান্ত সচিব
privilege বিশেষাধিকার
probate ইষ্টিপ্রমাণক, প্রোবেট
probationary অবেক্ষাধীন
procedure প্রণালী, প্রক্রিয়া
proceedings কার্যবাহ
proclamation উদ্‌ঘোষণা
procurement আসাদন
professor অধ্যাপক
profile পার্শ্বচিত্র
prohibition নিষেধ, প্রতিষেধ
prologue (of drama) পূর্বরঙ্গ
promissory note প্রত্যর্থ পত্র
promulgation প্রখ্যাপন
propitiation প্রসাদন
pro rata যথাভাগ
prorogation ব্যাক্ষেপ
prospective ভবিষ্যাপেক্ষ
provident fund ভবিষ্য নিধি
province প্রদেশ। — cial প্রাদেশিক
provision ব্যবস্থা, বিধান, উপবন্ধ
provisional সাময়িক
public health জনস্বাস্থ্য
publicity প্রচার
public prosecutor অভিশংসক
public service commission রাষ্ট্রনিয়োগাধিকার
punctuality সময়নিষ্ঠা
punitive দণ্ডার্থ
qualification গুণ। অর্হতা
quarantine নিরোধন
quorum অপেক্ষসংখ্যা, গণপূর্তি
quota যথাংশ
railway রেলযান
range আভোগ, অঞ্চল
rate (municipal) অভিকর
ration সংবিভাগ, রেশন
recall প্রত্যাহ্বান। — ed প্রত্যাহূত
recess অবকাশ
record লেখ্য, নথি
recorder নিবেশক
recruit প্রবেশী, রংরুট
recurring আবর্তক
redemption মোক্ষণ
redundancy অতিরেক
reference নির্দেশ।—clerk নির্দেশ-করণিক
regional আঞ্চলিক, মাণ্ডলিক, স্থানিক
registered নিবন্ধভুক্ত, নিবন্ধ
registrar (e. g. of assurance) নিবন্ধক। (e. g. of co-operative societies) নিয়ামক। (e. g. of home dept.) করণাধ্যক্ষ
registration নিবন্ধন, নিবন্ধীকরণ
regulation প্রনিয়ম, প্রবিধান
rehabilitation পুনর্বাসন
relief ত্রাণ। সাহায্য। উপশম। বিমোক
reminder অনুস্মারক, তাগিদ
remission নিষ্কৃতি
rent ভাটক, ভাড়া
repatriation প্রত্যাবাসন
repeal নিরসন
report প্রতিবেদন, প্রতিবেদ, রিপোর্ট
representative প্রতিনিধি
reprieve দণ্ডব্যাক্ষেপ
republic গণরাজ্য
requisition অধিযাচন, অধিগ্রহণ
research গবেষণ
reservation সংরক্ষণ
resident আবাসিক
resolution সংকল্প
resource সম্পদ্‌
retirement অবসরণ
retrospective ভূতাপেক্ষ
return (e.g. weekly) বিবরণ
returning officer প্রত্যাধিকারিক
review পুনর্বিলোকন

revision পুনরীক্ষণ
revocation সংহরণ
road-cess পথকর
royalty অধিকার-ভাগধেয়
rules নিয়মাবলী
ruling বিনির্দেশ
rural গ্রাম্য, জানপদ
sabotage অন্তর্ঘাত, কূটঘাত
safe conduct অভয়পত্র
safeguard রক্ষাবন্ধ, রক্ষাকবচ
sanction অনুমোদন, মঞ্জুরি
sanitation অনাময় ব্যবস্থা
schedule অনুসূচী, তফসিল
scholarship বিদ্যার্থবৃত্তি
school final (examination) শিক্ষান্ত
seal নামমুদ্রা, সীলমোহর
seat আসন
secondary education মধ্যশিক্ষা
seconder সমর্থক
secretariat মহাকরণ
secretary সচিব। —rial সাচিবিক
secretary, text book committee সম্পাদক, পাঠ্যনির্বাচন সমিতি
section উপশাখা, অণুবিভাগ। ধারা
secular state লোকায়ত রাষ্ট্র
security ক্ষেম, নিরাপত্তা। প্রতিভূতি
sedition রাজবৈর
self-supporting স্বয়স্তর
senate অধিষদ্
senior জ্যেষ্ঠ
sergeant সার্জেন্ট
serial অনুক্রমিক
sericulture কীটপোষ
service (e.g. civil) কৃত্যক। চাকরি
session সত্র। sessions judge দণ্ডসত্রাধীশ, দায়রা বিচারক
settlement ভূবাসন
sine die অনির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত
slip পত্রী
small causes court লঘুবাদ ন্যায়ালয়, অবর ন্যায়াধিকরণ, ছোট আদালত
smuggling অপারন
society সমাজ
solicitor ব্যবহার দেশক
speaker of assembly সভাপাল
special officer প্রাধিকারিক
specification বিনির্দেশ
staff কর্মিবর্গ। —nurse বরিষ্ঠ সেবিকা
stamp প্রমুদ্রা। ডাকটিকিট
standing counsel সন্নিযুক্ত ব্যবহারিক
state রাজ্য। — transport রাষ্ট্রীয় পরিবহন
statute সংবিধি
stenographer লঘুলিপিক
stock সংভার
store-keeper ভাণ্ডারী
sub-,under- অবর
sub-clause উপপ্রকরণ, উপখণ্ড
subcommittee উপসমিতি
sub-division উপবিষয়, মহকুমা। শাখা
subdivisional officer মহকুমা-শাসক, উপবিষয়-শাসক
sub-inspector অবর পরিদর্শক
subordinate অধীন, অবর, নিম্ন
subordinate judge অবর ন্যায়াধীশ, অবর বিচারক
sub-section উপধারা
subsidy সাহায়ক
substantive appointment বাস্তব পদ
suburb উপপুর, শহরতলি
suburban উপপৌর
suffrage ভোটাধিকার, মতাধিকার
summary (trial) সংক্ষিপ্ত, সরাসরি
summons আহ্বানপত্র, সমন
sumptuary নিয়ামিক
superannuation বার্ধক
superintendent অধিকর্মা, অধীক্ষক
superior উপরিক
super-tax অধিকর
supervisor অবেক্ষক
supplementary অনুপূরক
supplies সংভরণ
supreme court মহাধিকরণ, সর্বোচ্চ বিচারালয়
surcharge অধিভার
surplus আধিক্য, বাড়তি, নীবি

surrender সমর্পণ
sur-tax উপরিকর
survey পরিমাপ, জরিপ
surveyor পরিমাপক
suspension নিলম্বন
syndicate নিষদ্
tare রিক্তভোল
tax কর। — ation করারোপণ, করাধান
technical প্রায়োগিক, শিল্পবিষয়ক। technician প্রকর্মী। technique প্রযুক্তি। কৌশল। technology প্রযুক্তিবিদ্যা। technologist প্রাযুক্তিক
telegraph, telegram তার
temporary অস্থায়ী
tender মূল্যবেদনপত্র
term শর্ত
terminal tax সীমাকর
territory রাজ্যক্ষেত্র। ক্ষেত্র, স্থান
time-keeper কাল-বীক্ষক
toll উপশুল্ক, পথশুল্ক
trade ব্যাপার
trade-mark পণ্যচিহ্ন
trade-union কর্মিসংঘ, পূগ
traffic পরিবাণ
transfer স্থানান্তরণ, বদলি, পরিবৃত্তি
transhipment বাহান্তরণ
transport পরিবহন
travelling allowance পাথেয়
treasurer কোষপাল
treasure-trove নিখাতনিধি
treasury কোষাগার। — bill কোষবিপত্র
tribe আদিজাতি, জনজাতি
tribunal ন্যায়পীঠ
trust ন্যাস। trustee ন্যাসপাল
typewriter মুদ্রলিখ
under অবর
under disposal বিবেচ্য
undermining অধঃখনন
uniform উর্দি
union সংঘ। জানপদ ক্ষেত্র, ইউনিয়ন
union board জানপদ পর্ষদ্, ইউনিয়ন বোর্ড
unit একক। মাত্রা
universal সার্বিক, সর্বগত
unofficial অক্রমিক। বেসরকারী
urban পৌর
urgent ত্বরিত, জরুরী
usage প্রথা
utopia রামরাজ্য
vacant রিক্ত। —cy রিক্তি, খালি
vagrant চক্রচর, ভবঘুরে
valuer অর্ঘাপক
verdict নির্ণয়
verification সত্যাখ্যান
veterinary পশুচিকিৎসা-
veto প্রতিষেধ
vice-chancellor অধিপাল
vice-principal উপাধ্যক্ষ
visa প্রবাসাজ্ঞা, ভিসা
vote ভোট, মত
voter ভোটার, নির্বাচক
voucher প্রমাণক
ward (municipal) পাটক
ward (hospital) কক্ষ।—er কক্ষাপাল
warrant for arrest আধর্ষপত্র
warrant giving authority বরণপত্র, অধিপত্র
ways and means উপায়-উপকরণ
whatnot থাকথাক, হোয়াট-নট
whip প্রচোদক
will ইষ্টিপত্র
writ আজ্ঞালেখ

পরিশিষ্ট—গ

বিবিধ মাপ ও গণনা

কড়ার সূক্ষ্ম হিসাব গণনা

৩ যবে	১ দন্তী	‹‹১
৩ দন্তীতে	১ ক্রান্তি	‹—
৩ ক্রান্তিতে	১ কড়া	‹।
২০ বিন্দুতে	১ ঘুণ	‹‹৵
১৬ ঘুণে	১ তিল	‹‹১
২০ তিলে	১ কাক	‹৵
৪ কাকে	১ কড়া	‹।
৮০ তিলে	১ কড়া	‹।
২৭ যবে	১ কড়া	‹।
৬ ঋতুতে	১ কড়া	‹।
৭ দ্বীপে	১ কড়া	‹।
৮ বসুতে	১ কড়া	‹।
১০ দিকে	১ কড়া	‹।
১৪ ভুবনে	১ কড়া	‹।
১৬ কলায়	১ কড়া	‹।
১২৮০ বহরে	১ কড়া	‹।
৫ তালে	১ কড়া	‹।
৫ বিশে	১ কড়া	‹।
৩২ দাঁতে	১ কড়া	‹।
১১ রুদ্রে	১ কড়া	‹।
৯ দন্তীতে	১ কড়া	‹।
১৩ বেদে	১ কড়া	‹।
১৫ তিথিতে	১ কড়া	‹।
১২ সূর্যে	১ কড়া	‹।
১০০ ধুলে	১ কড়া	‹।
৩০০ রেণুতে	১ কড়া	‹।

পূর্বে প্রচলিত দেশীয় মুদ্রা গণনা

৪ কড়ায়	১ গণ্ডা	‹১
৫ গণ্ডায়	১ পয়সা	‹৫
২ পয়সাতে	অর্ধ আনা	‹১০
৪ পয়সাতে	এক-আনা	/০
২ আনায়	১ দুয়ানি	৵০
২ দুয়ানিতে	১ সিকি	।০
৪ আনায়	১ সিকি	।০
২ সিকিতে	১ আধুলি	॥০
২ আধুলিতে	এক টাকা	১৲
১৬ টাকায়		১ মোহর

৩ পাই বা ৫ গণ্ডায়	১ পয়সা
২ পয়সায় ১ ডবল পয়সা বা আধ আনা	
৪ পয়সা বা ১২ পাইএ	১ আনা
১৬ আনায়	১ টাকা
১৫ টাকায়	১ সভারেণ বা ১ গিনি

ইংরাজী মুদ্রা গণনা

৪ ফার্দ্দিংএ	১ পেনী বা ১ পেন্স
১২ পেনীতে	১ শিলিং
২০ শিলিংএ	১ পাউণ্ড বা সভারেণ
২ শিলিংএ	১ ফ্লোরেণ
৫ শিলিংএ	১ ক্রাউন
২৭ শিলিংএ	১ মাইডোর
২১ শিলিংএ	১ গিনি

(১ শিলিং = প্রায় এগার আনা)

ধান্যাদির মাপ

(বর্ধমানে)

১৮ ছটাকে	১ কাঠা
২০ কাঠায়	১ শলি
৪০ শলিতে	১ বিশ
১৬ বিশে	১ পৌটি

(হুগলি জেলায়)

২ আড়িতে বা দেয়ানে	১ শলি
১৬ শলিতে	১ হাত

চাউলের মাপ

৫ ছটাকে	১ কুনিকা
২ কুনিকায়	১ খুচি
৪ কুনিকায়	১ রেক
২ রেকে	১ পালি
২ পালিতে	১ দন
৮ দনে	১ মণ
২০ পালিতে	১ শলি
১৬ শলিতে	১ কাহন
২ দনে	১ কাটি
৮ কাটিতে	১ আড়ি
২০ আড়িতে	১ বিশ
১৬ বিশে	১ কাহন

ইংলণ্ডীয় ট্রয় ওজন অর্থাৎ সোনা রূপার ওজন

২৪ গ্রেণে	১ পেনিওয়েট
২০ পেনিওয়েটে	১ আউন্স
১২ আউন্সে	১ পাউণ্ড

১ পাউণ্ড ট্রয় = ৫৭৬০ গ্রেন

ইংলণ্ডীয় এভর্ডুপইজ বা বাজার ওজন

১৬ ড্রামে	১ আউন্স
১৬ আউন্সে	১ পাউণ্ড
২৮ পাউণ্ডে	১ কোয়ার্টার
৪ কোয়ার্টারে বা ১১২ পাউণ্ডে	১ হন্দর
১৪ পাউণ্ডে	১ ষ্টোন
৮ ষ্টোনে	১ হন্দর
২০ হন্দরে	১ টন

১ পাউণ্ডে ৭০০০ গ্রেণ ট্রয়

নয়া পরিমাণ প্রণালী

১০ মিলিমিটারে	১ সেন্টিমিটার
১০ সেন্টিমিটারে	১ ডেসিমিটার
১০ ডেসিমিটারে	১ মিটার
১০ মিটারে	১ ডেকামিটার
১০ ডেকামিটারে	১ হেক্টোমিটার
১০ হেক্টোমিটারে	১ কিলোমিটার
১০ কিলোমিটারে	১ মিরিয়ামিটার

১ কিলোমিটার = ০·৬২ মাইল ;
১ মাইল = ১·৬১ কিলোমিটার ;
১ মিটার = ১·০৯ গজ ;
১ গজ = ০·৯১ মিটার ;
১ সেন্টিমিটার = ০·৩৯ ইঞ্চি ।
১ মিলিমিটার = ০·০৪ ইঞ্চি ;
১ ইঞ্চি = ২৫·৪ মিলিমিটার ।

বস্ত্রাদির বাংলা মাপ

৩ যবে	১ অঙ্গুলি
৩ অঙ্গুলিতে	১ গিরা
৮ গিরাতে	১ হাত
২ হাতে বা ১৬ গিরাতে	১ গজ
৩ দীর্ঘ যবে	১ বুরুল
১২ বুরুলে	১ ফুট
১॥ ফুটে বা ১৮ ইঞ্চিতে	১ হাত
২ হাতে	১ গজ

বস্ত্রের ইংরাজী মাপ

২১/৪ ইঞ্চে	১ নেল
৪ নেলে	১ কোয়ার্টার
৪ কোয়ার্টারে	১ ইয়ার্ড (গজ)
৫ কোয়ার্টারে	১ এল

ইংরাজী মতে ভূমির কালীর মাপ

১৪৪ বর্গ ইঞ্চিতে	১ বর্গ ফুট
৯ বর্গফুটে	১ বর্গগজ
৩০১/৪ বর্গগজে	১ বর্গপোল
৪০ বর্গপোলে	১ রূড্
৪ রূডে বা ৪৮৪০ বর্গগজে	১ একর
৪৮৪ বর্গগজে	১ বর্গ চেইন
১০ বর্গ চেইনে	১ একর
২৫০০০ বর্গলিঙ্কে	১ রূড
১০০০০০ বর্গলিঙ্কে	১ একর
১ একরে	৩/॥ ছটাক
৬৪০ একরে	১ বর্গ মাইল

ভূমির পরিমাণ

৫৭৬ বর্গ অঙ্গুলিতে	১ বর্গ হাত
(১ হাত দৈর্ঘ্যে × ১ হাত প্রস্থে)	
২০ হাতে	১ ছটাক
(৫ হাত দৈর্ঘ্যে × ৪ হাত প্রস্থে)	
৪ ছটাকে	১ পোয়া
(২০ হাত দৈর্ঘ্যে × ৪ হাত প্রস্থে)	
৪ পোয়ায়	১ কাঠা
(৮০ হাত দৈর্ঘ্যে × ৪ হাত প্রস্থে)	
২০ কাঠায়	১ বিঘা
(৮০ হাত দৈর্ঘ্যে × ৮০ হাত প্রস্থে)	

দেশী কাগজ গণনা

২৫ তায়	১ দিস্তা
২০ দিস্তা বা ৫০০ তায়	১ রিম
ফুলস্কেপ সাইজ ২৪ তায়	১ দিস্তা
২০ দিস্তায়	১ রিম

দ্রব্য গণনার প্রণালী

৪ টাতে	১ গণ্ডা
৫ গণ্ডায়	১ বুড়ি বা ১ কুড়ি
৪ কুড়িতে	১ পণ
১৬ পণে	১ কাহন
১২ টাতে	১ ডজন
১২ ডজনে	১ গ্রোস

কাল-বিভাগ

৬০ কলায়	১ অনুপল
৬০ অনুপলে	১ বিপল
৬০ বিপলে	১ পল
৬০ পলে	১ দণ্ড
২॥ দণ্ডে	১ ঘণ্টা বা হোরা
৭॥ দণ্ডে বা ৩ ঘণ্টাতে	১ প্রহর
৮ প্রহরে বা ৬০ দণ্ডে	১ দিবা রাত্র
৭ দিনে	১ সপ্তাহ
১৫ দিনে	১ পক্ষ
২ পক্ষে	১ মাস
২ মাসে	১ ঋতু
৬ ঋতুতে	১ বৎসর
২ অয়নে	১ বৎসর
৩৬৫ দিনে	১ বৎসর
১২ বৎসরে	১ যুগ
৭১ যুগে	১ মন্বন্তর
১৪	১ কল্প

২ পক্ষে ১ মাস বটে কিন্তু সকল মাস ৩০ দিনে নহে।

ইংরাজী কাল বিভাগ

৬০ সেকেণ্ডে	১ মিনিট
১৫ মিনিটে	১ কোয়ার্টার
৬০ মিনিটে বা ৪ কোয়ার্টারে	১ ঘণ্টা
১২ ঘণ্টায়	১ দিন বা এক রাত্রি
২৪ ঘণ্টায়	১ অহোরাত্র
৭ দিনে	১ সপ্তাহ
১৫ দিনে	১ পক্ষ
৩০ দিনে	১ মাস
১২ মাসে	১ বৎসর

নয়া ওজন প্রণালী

(বাটখারার মাপ)

৫০ কিলোগ্রাম	৫০০ গ্রাম	৫০০ মিলিগ্রাম
২০ "	২০০ "	২০০ "
১০ "	১০০ "	১০০ "
৫ "	৫০ "	৫০ "
২ "	২০ "	২০ "
১ "	১০ "	১০ "
	৫ "	৫ "
	২ "	২ "
	১ "	১ "

এতদিন সের ওজনের একক বলিয়া ধরা হইত। নয়া ওজনের একক কিলোগ্রাম। কিলোগ্রাম সংক্ষেপে 'কিলো'। ১ কিলোগ্রাম—১ সের ৬ তোলা। নয়া ওজনের এককের অংশ :—

১০ মিলিগ্রামে	১ সেন্টিগ্রাম
১০ সেন্টিগ্রামে	১ ডেসিগ্রাম
১০ ডেসিগ্রামে	১ গ্রাম
১০ গ্রামে	১ ডেকাগ্রাম
১০ ডেকাগ্রামে	১ হেক্টোগ্রাম
১০ হেক্টোগ্রামে	১ কিলোগ্রাম
গুণিতক : ১০০ কিলোগ্রামে	১ কুইণ্টাল

১০ কুইণ্টাল অথবা ১০০০ কিলোগ্রামে ১ মেট্রিকটন

দেশী সোনা-রূপার ওজন

৪ ধানে	১ রতি
৬ রতিতে	১ আনা
৭ রতিতে বা কুঁচে	১ মাষা
১২ মাষায় বা ১৬ আনায়	১ তোলা

বৈদ্যের ওজন

৪ ধানে	১ রতি
১০ রতিতে	১ মাষা
৮ মাষায়	১ তোলা
২৪ তোলায়	১ পোয়া
৪ পোয়ায়	১ সের

দেশী ওজন প্রণালী

৪ সিকিতে	১ তোলা
১। সওয়া তোলায়	১ কাঁচ্চা
৫ তোলায়	১ ছটাক
৪ কাঁচ্চায়	১ ছটাক
৪ ছটাকে	১ পোয়া
৪ পোয়ায়	১ সের
৫ সেরে	১ পশুরি
৮ পশুরিতে বা ৪০ সেরে	১ মণ

কোন কোন স্থানে ৬০, ৬৪ ও ১০০ তোলায় /১ এক সের হয়

ডাক্তারী তরল পদার্থের মাপ

৬০ মিনিম বা ফোঁটায়	১ ড্রাম (তরল)
৮ ড্রামে	১ আউন্স (তরল)
২০ আউন্সে	১ পাইন্ট
২ পাইন্টে	১ কোয়ার্ট বা বোতল
৪ কোয়ার্ট বা ৮ পাইন্টে	১ গ্যালন

রৈখিক মাপ

৩ যবে	১ অঙ্গুলি
৪ অঙ্গুলিতে	১ মুষ্টি
৩ মুষ্টিতে	১ বিঘত
২ বিঘতে	১ হাত
২৪ অঙ্গুলিতে	১ হাত
১৮ বুরুলে বা ইঞ্চিতে	১ হাত
২ হাতে	১ গজ
৪ হাতে	১ ধনু
২০ ধনুতে	১ রশি
২০০০ ধনুতে বা ৮০০০ হাতে	১ ক্রোশ

ইংরাজী রৈখিক মাপ

১২ ইঞ্চিতে	১ ফুট
৩ ফুটে	১ গজ
৫॥ গজে	১ রড বা পোল বা পার্চ
৪০ পোল বা ২২০ গজে	১ ফার্লং
১৭৬০ গজ বা ৮ ফার্লংএ	১ মাইল
৩ মাইলে	১ লীগ

সঙ্কেত

অব্য.—অব্যয়
অস. ক্রি.—অসমাপিকা ক্রিয়া
আ.—আরবী
আলাল—টেকচাঁদ ঠাকুর-প্রণীত 'আলালের ঘরের দুলাল'
ইং.—ইংরাজী
উ.—উর্দু
উপতৎ—উপপদ তৎপুরুষ সমাস
ওল.—ওলন্দাজ ভাষা
ক্রি.—ক্রিয়া
ক্রি. ণ.—ক্রিয়া-বিশেষণ
ক্লী.—ক্লীবলিঙ্গ
চৈ. চ.—চৈতন্য-চরিতামৃত
ণ.—বিশেষণ
তু.—তুর্কীভাষা
তুঃ—তুলনীয়
নঞ্‌তৎ—নঞ্‌ তৎপুরুষ সমাস
নজরুল—কাজী নজরুল ইসলাম
পর্তু., পোর্তু.—পোর্তুগীজ ভাষা
পুং.—পুংলিঙ্গ
প্রাদি—প্রাদি সমাস
প্রাদে.—প্রাদেশিক শব্দ
ফা.—ফার্সী
ফ্রে.—ফ্রেঞ্চ, ফরাসী
বঙ্কিম—বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
বহুব্রী.—বহুব্রীহি সমাস
(বাং)—বাংলা ভাষায় বিশেষ অর্থ
[বাং.]— বাংলা শব্দ
বি.—বিশেষ্য
বিপ.—বিপরীতার্থক শব্দ
ব্যাক.—ব্যাকরণে অর্থ
ব্রী.—বহুব্রীহি সমাস
মধু—মাইকেল মধুসূদন দত্ত
রবি—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
সত্যেন্দ্রনাথ—সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত
সং.—সংস্কৃত
সর্ব.—সর্বনাম
স্ত্রী.—স্ত্রীলিঙ্গ
হি.—হিন্দী

[ ] — থার্ডব্র্যাকেটে শব্দের ব্যুৎপত্তি বা জাতি নির্দেশ করা হইয়াছে। ব্যুৎপত্তি-নির্দেশে ফার্সী ও আরবী শব্দের অন্তর্গত Z- উচ্চারণ বুঝাইতে 'য' ব্যবহৃত হইয়াছে। যে সকল শব্দের পদপরিচয় লিখা হয় নাই, সেগুলি প্রায়শঃই বিশেষ্য।